

1473 (9)

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

দাবতীর সংস্কৃত, বালালা ও গ্রীষ্ম শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিব্রি প্রভৃতি ভাষার কলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক বর্ণসম্বন্ধীয় ও তাহাদের বহু ও বিভাগ ; বহুবাক্য এক
সার্থ্য ও অসার্থ্য জ্ঞতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সন্দর্ভভীর অসিদ্ধ ব্যক্তি
পণের বিবরণ ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ভাষ্য,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আনোধ্যাবী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাশ্রমণী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইচ্ছাশাল, কবিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি লামা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহৎভিধান।

নবম ভাগ।

দেবা—নান্দীপুরী।

(১৪ নং তৈম্মিগাড়া, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ কার্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইন্ডিয়ান প্রেন্স

ইউ, সি, বহু এণ্ড কোম্পানি-দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৭৫ সাল।



ন, নকার। বাজনবর্ণের বিংশবর্ণ এবং ত বর্ণের পঞ্চমবর্ণ।
ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। “দন্ত্যা লুতলসাঃ স্থতাঃ।”
(শিক্ষা ১৭।) পর্যায়—মেঘ, দীর্ঘা, সৌরি। (বীজাভিধান)
এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রায়ত্ন এবং জিহ্বাগ্রাঘাত দন্তমূলের
সমাক্ স্পর্শ।

বাহুপ্রসক্ত সংবার, নাদ, ঘোষ, অন্নপ্রাণ। ইহার
বাচক শব্দ—

“নো গজ্জিনী ক্ষমা সৌরিবারুণী বিশ্বপাবনী।

মেঘশচ সবিতানেত্রঃ দন্তরো নারদোহঙ্গনঃ ॥

উর্দ্ধগামী দ্বিরগুচ বামপাদাঙ্গুলেনধঃ।

বৈনতেয়ঃ স্তুতি বহুভবা অনবা নিরাগমঃ ॥

বামনো আলিনী দীর্ঘো নিরীহঃ স্নগতিবিয়ং।

শব্দাশ্বা দীর্ঘঘোণা চ হস্তিনাপুরমেচকো ॥

গিরিনায়কনীলো চ শিবোহনাদি মহামতিঃ।” (বর্ণাভিধান তত্ত্ব)

গজ্জিনী, ক্ষমা, সৌরি, বারুণী, বিশ্বপাবনী, মেঘ, সবিতা,
নেত্র, দন্তর, নারদ, অঙ্গন, উর্দ্ধগামী, দ্বিরগু, বামপাদাঙ্গুলি-
নথ, বৈনতেয়, স্তুতি, বহুভাব, অনবা, নিরাগম, বামন, আলিনী,
দীর্ঘ, নিরীহ, স্নগতি, বিয়ং, শব্দাশ্বা, দীর্ঘঘোণা, হস্তিনাপুর,
মেচক, গিরিনায়ক, নীল, শিব, অনাদি ও মহামতি এই সকল
শব্দ নকারের বাচক।

লিখন-প্রণালী—

“বামতঃ কুণ্ডলীরেখা উর্দ্ধাধঃ ক্রমতঃ স্থিতা।

চক্ষুর্মধ্যাধিক্রুণা মা মাত্রা বাণী প্রাকীর্ণিতা ॥” (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব)

উর্দ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা করিয়া বামদিকে একটা কুণ্ডলী
করিয়া দিবে, তাহা হইলে নকার হইবে, ইহা চক্ষু, মধ্য ও
অগ্নি স্বরূপ এবং বাণী নামে অভিহিত।

ইহার ধ্যান—

“ধ্যানমন্ত্র নকারস্ত বক্ষ্যতে শৃণু ভাবিনি।

দলিতাঙ্গনবর্ণাভাঃ ললজিহ্বাঃ স্রলোচনাঃ ॥

চতুর্ভূজাঃ কোটারাক্ষীঃ চাক্চন্দনচর্চিতাঃ।

কৃষ্ণাঙ্গরপরিধানানীষজাত্মযুথীং সদা ॥

এবং ধ্যান্তা নকারস্ত তদ্ব্যস্তঃ দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতত্ত্ব)

এই নকারের ধ্যান কথিত হইতেছে, বর্ণ অতিশয় কৃষ্ণ,
ললজিহ্বা, স্রলোচনা, চারিহস্তযুক্তা, চক্ষুকোটরপ্রবিষ্টা,
চাক্চন্দনানিচর্চিতা, পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র, সর্বদা জীবৎ হস্ত
করিতেছেন। এইরূপে নকারের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার
জপ করিতে হইবে।

নকারের স্বরূপ—

“নকারঃ শৃণু চাক্ষুজি কোটিবিদ্যামভ্যাক্তিঃ।

পঞ্চদেবময়ঃ বর্ণঃ হৃদি ভাবয় পার্কতি ॥” (কামধেনুতন্ত্র)

এই নকার স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটি বিদ্যামতা সঙ্গী, ইহার
আকৃতি পঞ্চদেবীর এবং পঞ্চ প্রাণায়ক। মাতৃকাম্বাসে এই
নকার বামপাদেয় অঙ্গুলি নখে জ্ঞাস করিতে হয়। কাব্যের
আদিতে এই বর্ণের বিভাস করিলে স্তুত্ব হয়।

“দো ধঃ সৌখ্যং মুদং নঃ।” (বৃন্তরাকরটীকা)

২ অমুবন্ধবিশেষ। “নঃ স্বাদিঃ পো মুচাদিঃ।” (কবিক°)

ন এই শব্দ মুদ্রাবোধের মুচাদিগণবোধক।

ন (অব্য) নহ বন্ধনে নশ নাশে বা—ড। ১ নিষেধ। পর্যায়—

নহি, অ, নো, অভাব, অনা, না। (ভরত)

“অতিবাধাঃস্তিতিক্তেত নাবমন্তেত কক্ষন।

নচেমং দেহমাপ্রিত্য বৈরং কুর্কীত কেনচিৎ ॥” (মহু ৬।৪৭।)

২ উপমা। ৩ নঞার্থ। ৪ নকারস্বরূপবর্ণ। ৫ বন্ধ।

৬ স্নগতি। ৭ হিরণ্য। ৮ স্তুতি। ৯ রত্ন। (একাক্ষরকোষ।)

[নঞ্ দেখ।]

নই (দেশজ) ১ নূতন। ২ নবতি, ৯০।

নইচা (দেশজ) হকার নল।

নইনসিং, পণ্ডিত নইন সিংহ নামে খ্যাত। একজন প্রসিদ্ধ
অনুসন্ধানী ও ভূতত্ত্ববিৎ। প্রায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ
করেন। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি রবার্ট ব্রজেনটাইটের
সহিত হিমালয় জরীপ করিতে নিযুক্ত হন। বহুদিন উক্ত
সাহেবের সহকারী রূপে থাকিয়া হিমালয়ের অনেক প্রাকৃতিক
তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ইনি আপন প্রভুর সহিত মধ্যএসিয়ার
প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত স্থির করিবার জন্ত অসমসাহসে বহু
জগম স্থান পর্যটন করিয়া ছিলেন। রবার্টের হত্যার পর ইনি
নিজ গ্রামে আসিয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন।

বৃটিশ গবর্নমেন্টের ত্রিকোণমিতির পরিদর্শক ও অনেক বড়
সাহেবই নইনসিংহের কার্যকুশলতা অবগত হইয়াছিলেন।
১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিকোণমিতির জরীপবিভাগের কর্ণেল মন্ট-
গোমারি নইনসিংহকে ডাকাইয়া আনিয়া কার্যে নিযুক্ত করেন।
ইতিপূর্বে কোন বিদেশীই তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীর
প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই; কিন্তু অসীম
অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সতর্কতার জ্ঞেয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে
নইনসিং লাসা নগরীর প্রকৃত ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বৃটিশ
গবর্নমেন্টের খ্যাতিভাজন হইলেন। তৎপরবর্ষে ইনি থোঙ্ক-
জলজের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ খনি পরিদর্শন করেন। পরে সাতবৎসর
কাল ভূবারণস্বারে অবস্থান করিয়া তিব্বতের পশ্চিম হইতে

পূর্ব সীমা পর্যন্ত সমুদায় স্থান দর্শন করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই স্বর্দীর্ঘ প্রবাসকালে ইনি দলই লামার রাজধানী-দর্শন, নানা বিবরণ-সংগ্রহ ও সান্পু নদীর গতি সন্ধে অনেক অভিনব তথ্য প্রকাশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে লামার বেশ পরিধান করিয়া লেহ হইতে বাহির হইয়া তিব্বতের সীমা অতিক্রম করেন। পরে ইহাকে রদথ হইতে ১৫ মাইল ইঁটাঠা ঠিক পূর্বাভিমুখে ৮০০ মাইল অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়া বাইতে হয়। এই নব প্রদেশের মধ্য দিয়া সান্পু নামক তিব্বতের মহানদী প্রবাহিত, উভয় দিকে সমুচ্চ গিরিমালা ভূবিভ। সেই গিরিমালা পূর্বদিকে গাইরি নামক গিরিশৃঙ্গ হইতে তোক্স্রিনর নামক হ্রদের দক্ষিণে অঙ্গলা শৃঙ্গমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হইরাছে (অর্থাৎ দ্রাঘি° ৮১° পূঃ হইতে ৯০° ৩০' পূঃ পর্যন্ত)। ইনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতায় ১৩৯০০ হইতে ১৬০০০ ফিট হইবে। সেই পথে বহুতর স্বর্ণের খনি, অসংখ্য হ্রদ ও স্রোত-স্বভী এবং উর্বর শস্যক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত। ঐ সকল তাঁবুর মধ্যে ভ্রমণশীল জাতি বাস করে। তাহারা স্ব স্ব পালিত পশুদির খাতোপযোগী তৃণ ও জল সংগ্রহ করিয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যায়।

নইনসিং তেজ্রিনর হ্রদের ঈশানকোণ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে লাসা নগরীতে গমন করেন। তথায় ছয়বিশে তিন মাস অবস্থান করেন। এ সময়ে কেহ তাঁহাকে ইংরাজের চর বলিয়া জানিতে পারে নাই। তৎপরে এক পরিচিত মুসলমান বণিকের সহিত তাঁহার দেখা হয়। পাছে সে ব্যক্তি তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তিব্বত পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার যত্নে সান্পু নদীর কূলবর্তী ১০০ মাইল স্থান নূতন আবিষ্কৃত হয়। প্রত্যাগমন কালে নইনসিং ভোটান গিরিমালায় উপর দিয়া চেতঙ্গ হইয়া তবঙ্গ দিয়া আসাম প্রদেশে প্রবেশ করেন। উদলগিরিতে বসিয়া নইন আপনার কার্য সমাধা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ কলিকাতায় উপস্থিত হন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ইহার মহৎ কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে এক জায়গীর দেন। ইনি বিলাতে রয়েল জিওগ্রাফিকেল সোসাইটী হইতেও প্রশংসাসূচক এক স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাঘমাসে এই উত্তোগী পুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নওআইত, অর্থাৎ নবাগত। দাক্ষিণাত্যবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। প্রায় ৩০০ বর্ষ হইল, ইহারা আরব হইতে ভারতে আলিয়া বাস করিতেছে। ইহারা অপরাপর মুসলমানের

পন্ন নবাগত বলিয়া নওআইত নাম হইয়াছে। ইহাদের সকলেই সুপুরুষ, শরীরের রঙ ঠিক ইংরাজের মত; বিশেষতঃ ইহাদের রমণীগণ অতি সুন্দরী বলিয়া খ্যাত, 'তাহাদের রঙ যেন ছুধে আলতায় মিশান। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে, সহস্রাধিক বর্ষ গত হইল, সিয়াকের শাসনকর্তা হাসিম বংশীয় কোন কোন ব্যক্তিকে পারস্ত দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহারা সপরিবারে জাহাজে পারস্তসাগর দিয়া কেহ ভারতের পশ্চিমাংশে কোকণ প্রদেশে, কেহ বা কন্ডাকুমারীতে অবতরণ করেন। পূর্বোক্ত বংশের সন্তান সন্ততিগণ নওআইত বা নবাগত এবং শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বংশধরগণ লকই নামে অভিহিত হইলেন। এইরূপে লকইগণ নওআইতের সহিত এক বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু লকইদিগের আকৃতি দেখিলে তাহা বোধ হয় না, ইহাদিগকে আসিরীয় বলিয়া বোধ হয়। নওআইতেরা লকইদিগকে এক বংশীয় বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, লকইরা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের রক্ষিত ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীগণের সন্তান। নওআইতগণ ভারতীয় অপর কোন মুসলমান বা উচ্চসম্প্রদায়ের সহিত বৈবাহিক যুগ্মে আবদ্ধ হয় না। সেই জন্য এই শ্রেণীর মধ্যে এখনও পিতৃপুরুষগণের খাটী রক্ত প্রবাহিত। কর্ণাটকের নবাবগণও এই জাতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইহারা কেহ সময় বিভাগে কাধ্য করে না। সকলেই অপরাপর কাজ করিয়া সংসার যাত্রা নিরীহ করে।

নওবৎ (পারসী) নহবৎ, বাস্তভেদ। নবাবী আমলে এই বাস্তের বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু এখনকার মত তৎকালে যে সে লোক এই বাস্ত বাজাইতে পারিত না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নবাবের অমুমতি লইয়া নওবৎ বাজাইতে পারিতেন।

নওরোজ, নববর্ষের প্রথমদিন। সকল সভ্যজাতিই বর্ষের প্রথম দিনে উৎসব করিয়া থাকে। পারসিকগণ মার্চমাসে, ইংরাজগণ ১লা জানুয়ারী, পারস্তের মুসলমানেরা যে দিন মেঘরাশিতে সূর্য আগমন করেন সেইদিন, নওরোজ করে। হিন্দুরা পূর্বে ১লা অগ্রহায়ণ হইতে নববর্ষ গণনা করিত, এখন ১লা বৈশাখ হইতে গণনা করেন।

নওবৎখানা (পারসী) যে মঞ্চে বসিয়া নহবৎ বাস্ত হয়।

নংশ (পুং) নাশন। "বোধেব শংসমর্জ্জনশ্চ নংশে।" (ঋক্ ১।২২।৫) 'নংশে নাশনার' (সায়ণ।)

নংশন (ক্ৰী) নংশ-লুট্। নাশন।

নংশুক (ত্রি) নশ্তীতি নশ-শুক্ দুয়োগম্। (পচিন্তোগ্যপুঙ্ক-কল্পমো ৮। উণ্ ২।৩০।) ১ নাশক। ২ অণু।

'নংশুকোহণু বাচকঃ।' (উজ্জল।)

নংকু (ত্রি) নশ-কুচ, কুচ্ছ (মসজিদশোখলি। পা ৭।১।৬০।)

নাশাশ্রম, নাশ-প্রতিযোগী। জিয়াং জীপ্।

নংকুচ্য (ক্ৰী) নশ-তবা, 'মসজিদশোখলি' ইতি শ্রুত্রেণ কুচ্ছ।

নাশের যোগ্য, নাশপ্রতিযোগী।

নংকুদ্র (ত্রি) নশা নাসিকয়া কুদ্রঃ। কুদ্রনাসিক। (হেমচন্দ্র)

নক্ (অব্য) নশ-কিপ্ বাহুলকাৎ কুচ্ছ। রাত্রি।

"অপশ্বস্বরূপসো নগ্জিহীতে।" (ঋক্ ৭।৭।১।১)

'নক নকঃ রাত্রিরপ' (সারণ।)

নকচিকনী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

নকল (আরবী) ১ আদর্শাহরূপ প্রতিলিপি। ২ অনুকরণ।

ও তাঁড়াম।

নকল-উস্-শয়তান, আজিবর দেশজাত এক জাতীয় থর্কা-

কার থর্জুর বৃক্ষ। ইহাকে আরবী ভাষায় "শয়তানের থর্জুর"

বলে। ইহার গুড়ি নাই বলিলেই চলে। ইহার বহু শাখা

জন্মে। প্রত্যেক শাখার মধ্যকাঠে মাছের উরুর ছায়

হুল। শাখা গুলি ৩০।৪০ ফিট দীর্ঘ হয়। ইহার পত্র

খুব বিস্তৃত হয়।

নকলনবীশ (পারসী) বাহার নকল করে।

নকলনবীশী (পারসী) নকলনবীশের কার্য, কেরাণিগিরি।

নকলবয়ান্ (পারসী) হস্তলিপি পাঠ করা।

নকলবরদার (পারসী) প্রতিলিপি-লেখক, বাহার নকল করে।

নকলবরদারী (পারসী) প্রতিলিপির ব্যয়।

নকলিয়া (আরবী) নকল বা অনুকরণকারী।

নকাট, এক প্রকার অন্নমধুর ফল।

নকাতিয়া (সিংহলী) সংস্কৃত নাম্ভূজিক। সিংহলের দৈবজ্ঞ।

ইহার বৎসরের ফলাফল, জলবায়ুর শুভাশুভ ও জাতকগণনা

করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। দুই হাজার বর্ষ পূর্বে ইহাদের

যে রূপ বৃত্তি ছিল, এখনও প্রায় তজ্রপ আছে, বিশেষ বাতি-

ক্রম ঘটে নাই। সিংহলে কলিত জ্যোতিষের বড় আদর, অতি

উচ্চশ্রেণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণীর কৃষক পর্যন্ত সকলেই এই

বিদ্যাশিক্ষা করে অথবা কিছু কিছু জানে। তথায় বাজকরেরাই

প্রধানতঃ নকাতিয়া (দৈবজ্ঞ) নামে খ্যাত। ইহারাই

প্রধানতঃ লোকের অদৃষ্ট ফলাফল গণনা করিয়া বেড়ায়।

নকাঁর (পুং) ন স্বরূপবর্ণ।

নকাচি, বোম্বাইয়ের বিজাপুর-জেলাবাসী একদল মুসলমান

নাগারা-বাদক। তথায় এই ব্যবসায়ী এক শ্রেণীর হিন্দুও

আছে, কিন্তু তাহারা এই নামে উক্ত হইলেও ততটা

প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহাদের সংখ্যা অল্প। এই নামের মুসলমানেরা

দীর্ঘছন্দ, মুণ্ডিতমস্তক, অশ্রুধারী, ঈষৎ পীতবর্ণ। ইহার

হিন্দুর ছায় পাগড়ি বাঁধে ও ধুতি পরে। ইহাদের ত্রীরাও হিন্দু-

পরিচ্ছদ পরে। ইহাদের অবলোখপ্রথা নাই, তবে ত্রীলোকেরা

কোন কার্য করে না। বাহারি কেবল জাতীয় ব্যবসারে

জীবিকাকর্জন করে, তাহাদের অবস্থা তত ভাল নহে। ইহার

পরিশ্রমী ও মিতাচারী। ইহার কেবল স্বসম্প্রদায়ে বিবাহ

করে। ইহার অল্প মুসলমানের ছায় গোমাংস ভোজন করে

না এবং হিন্দুদেবতার পূজা দিয়া থাকে। ইহার হানফীমতের

ছয় মতাবলম্বী।

নকি, মুসলমানগণের দ্বাদশ ইমামের মধ্যে একজন। ইহার

পূর্ণ নাম আলী নকি। ইমাম গণনার ইনি দশম। ইনি

আলীর বংশোদ্ভব। ইনি নবম ইমাম মহম্মদ তকির পুত্র।

৮২৮ খৃষ্টাব্দে (২৫৫ হিজিরায়) ইহার জন্ম হয়। বোগদাদের

অন্তর্গত সন্ননরায় (সামিরা) নামক স্থানে ইহার সমাধি-

মন্দির আছে।

ন-কি, ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের উত্তরবর্তী এই নামে

এক দেশের বিবরণ পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান উহা

বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত রকুল নামক জনপদ।

নকিঞ্চন (ত্রি) নাস্তি কিঞ্চন যন্ত, অত্র নঞর্থস্ত ন শব্দস্য

'সহ হ্রস্বপতি' সমাসঃ। অকিঞ্চন, দরিদ্র, বাহার কিছু নাই।

"সর্বকাম রসৈহীনাঃ স্থানত্রষ্টা নকিঞ্চনাঃ।"

(ভারত উৎ ১৩২ অ°)

সমাস বিষয় নঞের লোপে 'অকিঞ্চন' এইরূপ হয়।

নকিম্ (অব্য) ন-কিম্ চ চাদিপাঠাৎ অব্যয়ত্বং নশকেন

সমাসঃ। বর্জনার্থ। (মনোরমা।)

নকিস্ (অব্য) ন কিম্ পুণ্যোদরাদিত্যং সাধু। নিবারণ,

বর্জন।

"বস্য শর্ম্মরকি দেবা বাররস্তে" (ঋক্ ৪।১।১৯।)

'দেবা নকিবাররস্তে নিবারণং ন কুর্কতি' (সারণ।)

নকিব খাঁ, (নকীব) মোগলসম্রাট অকবরের সময়ের একজন

নরশতী মনসবদার। ইহার আসল নাম মীর গিয়াস-উদ্দীন

আলী। ইহার পিতার নাম মীর আবদুল লতিফ। ইরাণের

অন্তর্গত কোয়াজবিন নামক স্থানে ইহাদের বংশের চির বাস।

ইহার সৈকী সৈয়দ। দেশে ইহার ছয় মতাবলম্বী বলিয়া

প্রসিদ্ধ। ইহার পিতামহ মীর এহিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রদর্শী প্রসিদ্ধ দার্শনিক

পণ্ডিত ছিলেন। মীর এহিয়ার ইতিহাস জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল।

তিনি মুসলমান ধর্ম্মসংস্থাপনাবধি নিজ সময় পর্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

সমস্ত ঘটনার তারিখ পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলিতে পারিতেন।

এহিয়া পারস্তরাজ শাহ তামাশ-ই-সফবী কর্তৃক অল্পবয়সে

হইয়া যথেষ্ট উন্নতি করেন। শেষে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায়

বিনা অপরাধে পার্শ্বরাজ কর্তৃক ইম্পাহানে বন্দী ও কারাগারেই কাল-কবলিত হন। মীর আবদুললতিক পিতার বন্ধনাদেশের সংবাদ পাইয়া গিলান নামক স্থানে পলায়ন করেন, পরে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ূনের আশ্বানামুসারে হিন্দুস্থানে আসেন। অকবরের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই ইনি সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজ্যারোহণের দ্বিতীয়বর্ষে অকবর মীর আবদুল লতিফকে নিজ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় অকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। নকিবের শিক্ষকতার অতি অল্পদিনের মধ্যে বাদশা হাক্কে পড়িতে ও আবৃত্তি করিতে শিখিলেন। মীর-সাহেব নিজে ধর্ম বিষয়ে বড় সরল সুবিবেচক ছিলেন। ইনিই অকবরকে ‘গুল-হ-কুল’ অর্থাৎ ‘সকলের সহিত শান্ত ব্যবহার’ শিক্ষা দেন। যখন বৈরাম খাঁ রাজাশুগ্রহে বশিত হইয়া আগরা ত্যাগ করিয়া আবলআরাভিমুখে বিজ্ঞানল জালাইবার জন্ত যাইতেছিলেন, সেই সময় অকবর এই মীরসাহেবকে পাঠাইয়া দেন। ইনিই রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে ইহা বুঝাইয়া বৈরামকে শান্ত করেন। ৯৮১ হিজরায় সিক্রীতে ইহার মৃত্যু হয়।

ইহার ৩ পুত্র, ১ম নকিব খাঁ, ২য় কামার খাঁ ও ৩য় মীর মহম্মদ শরীফ। কতেপুরে সম্রাট অকবরের সহিত একদিন অশ্বজীড়া করিতে করিতে পড়িয়া গিয়া মীর শরীফ মারা যান। মীর কামার খাঁ পঞ্চশতী মনসবদার হইয়া মুনিমখার অধীনে বাক্সালা, শিহারের অধীনে গুজরাট ও টোডরমল্লের অধীনে বিহারে সেনাপতি ছিলেন। সুলতান বিলহারীর যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়।

নকিব খাঁ এদেশে আসিবার পর হইতেই সম্রাট অকবরের বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুনিমখাঁ খাঁ জমানের নামে অমুযোগ করিলে অকবর খাঁজমানের উপর চটয়া যান, কিন্তু নকিব খাঁ তাঁহাকে অমুরোধ করায় খাঁ জমানকে তিনি ক্ষমা করেন। যখন সম্রাট পাটন আহম্মদাবাদ ও পাটনায় গমন করেন। (রাজ্যারোহণের ১৮শ। ১৯শ বর্ষে) তখন নকিব খাঁ সঙ্গে ছিলেন। অকবরের রাজত্বের এক বংশবর্ষে ইনি ইদরের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিলে পরবৎসর গুজরাটে সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। বাক্সালায় বিজ্ঞোহ ঘটিলে টোডরমল্লের অধীনে ইনি ও ইহার ভ্রাতা কামার খাঁ যুদ্ধ করেন। বিহারে মাস্তুলী কাবুলীর সহিত যুদ্ধে ইহার বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অকবরের রাজত্বের ২৩শ বর্ষে ইনি নকিব খাঁ আখা প্রাপ্ত হন।

তজ্কিরাত-উল-উমরা নামক ইতিহাসপ্রণেতা কেবল-

রামের মতে গরার যুদ্ধে মাস্তুলীকাবুলী যে দিন রাজিতে টোডরমল্লের সৈন্য গুপ্তভাবে আক্রমণ করে, সেদিন নকিব খাঁ যে বীরোচিত সাহস ও কৌশল সহকারে তাহাকে বিধ্বস্ত করেন, তাহার জন্তই তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হয়। আবুল-ফজল এই নৈশ যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নকিব খাঁর কোন উল্লেখ করেন নাই। অকবরের রাজত্বকালে যদিও নকিব খাঁ হাজারী পদ পান নাই, তবুও দরবারে তাহার বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। তিনিই অকবরের পাঠক ছিলেন।

অকবর যখন মহাভারত পারস্ত ভাষায় অমুবাদ করান, তখন এই নকিব খাঁর প্রতি তাহার অধ্যাক্তার ভার ছিল। ইহার সহিত বদাউনী, মোলানা আবদুল কাদের ও খানেশ্বরী সেখ সুলতানও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতের পর ইহারাই রামায়ণামুবাদের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারিখি আলফি নামক ইতিহাসের অধিকাংশ নকিব খাঁর লিখিত।

নকিবের এক পিতৃব্য ছিলেন; তাঁহার নাম কাজীইসা। ইনিও ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, নাম শাহগাজী খাঁ। অকবরের বৈপিত্যের ভ্রাতা মির্জামহম্মদ হাকীমের সহোদর সাকিনা বাহুবগমের সহিত অকবর এই গাজী খাঁর বিবাহ দেন। অকবরের ৩৮শ রাজত্ব বর্ষে নকিব খাঁ তাঁহাকে বলেন, যে গাজী খাঁর আসন্নকাল উপস্থিত, কিন্তু তিনি স্বীয় কন্যাকে অকবরের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। ভাগিনেরী সম্পর্ক হইলেও অকবর আসন্নমৃত্যু গাজী খাঁর অমুরোধ রক্ষা করিয়া এই প্রস্তাবিত বিবাহ সমাধা করেন।

জাহাঙ্গীরের সময়ে নকিব খাঁ ১৫ শতী মনসবদার হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) আজমীরে নকিবের মৃত্যু হয়। ইনি মুন্সী উল্ মালিক মীর নামুদের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পুত্রেরই ইহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং আজমীরে মুহীনি চিত্তীর দরগায় ইহাদের কবর হয়। নকিবের আফজল লতিফ নামে এক পুত্র ছিল। বিজ্ঞাবস্তার জন্ত তাহার খ্যাতিও ছিল, যুদ্ধে খাঁর এক কন্ডার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শেষে তিনি উম্মাদ হইয়া যান।

নকীম (অব্য) ন কিম পুত্রোদরা সাধুঃ। নিবারণ, বর্জন।
নকীব (আরবী) রাজার উপাধি ও বশোধোষক অমুচর বিশেষ।
নকুচ (পুং) ন কুচতি কুচ সঙ্কোচে ন শঙ্কেন সমাসঃ।
১ মান্দার। ২ ডহবৃক্ষ।
নকটু (স্ত্রী) ন কুচতি কুট-ক, ন শঙ্কেন অত্র সমাসঃ। নালিকা।
নকুল (পুং) নান্তি কুলং যস্য, সমাসে নঞো নলোপঃ। (নভাণ ন পাদিতি। পা ৬।৩।৭৫)

চকুশদ, স্তম্ভপারী মাংসালী জন্তুভেদ। পৃথিবীতে নানা-প্রকার নেউল আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা প্রায় ২০ প্রকার নেউলের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা সকল নেউলকে *Herpestes* (Elliger) জাতি ভুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক ভাষাপ্রকাশে নকুলের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“মূলপুচ্ছো রক্তনেক্রো বক্রদেহঃ স নকুলঃ।”

লেজ মোটা, চকু লাল ও দেহ পিঙ্গল বর্ণ হইলে তাহা নকুল বলা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেন—

৫—৫	৬—৬	৬—৬
কোনটার দস্ত	কোনটার	আবার কোনটার
৫—৫,	৬—৬,	৭—৭

কর্ণধর ক্ষুদ্র ও গোলাকার, পায়ের পাঁচটা অঙ্গুলি লম্বা চোওড়া বাঁকা থাকায়ুক্ত। লেজ লম্বা, শেষের দিক্ মোটা, লোম বড় বড়, কর্কশ ও নানা বর্ণ যুক্ত। ভারতীয় নেউলের মুখগ্রা সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, চকু ক্ষুদ্র, প্রত্যঙ্গগুলি খাট খাট, পায়ের পঞ্চাঙ্গুলি ঝিল্লীদ্বারা পরস্পর আবদ্ধ। দ্বীপগণের স্তনে চারিটা করিয়া বাট থাকে। জিহ্বা সরু সরু কণ্টকবিশিষ্ট। এই জাতির কোন কোন প্রাণীর বিস্তৃত মলাশয়, তাহাতে কোন রকম গন্ধ দ্রব্য থাকে না, তাহার তলদেশে গুহদ্বার থাকে।

এদেশে বৃহদাকার নকুলকে সাধারণতঃ ‘নেউল’ ও ছোট জুলিকে ‘বেজি’ বলে। সংস্কৃত পর্যায় পিঙ্গল, সর্পহা, বক্র, কোটিল, সর্পভৃগ, স্থচীবদন, সর্পারি, লোহিতানন। মধ্য ও উত্তরভারতে নেওয়াল, নেউল বা নেবারা, বেহারে বেজি বা বিজি, গোওরা কোরাল, তৈলঙ্গে যেস্তবা বা কোস্ত যেস্তবা, কণাড়ায় মঙ্গলী, মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে মঙ্গুস্ কহে। হিরোদোতসের গ্রন্থে ইক্‌নেউটি (*Ichneutæ*) আরিষ্টটল্, দিওদোরস্, ষ্ট্রাবো, ইলিয়ান্ প্রভৃতির গ্রন্থে ‘ইক্‌নেউমন্’ (*Ichneumon*) নামে বর্ণিত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতের ‘মঙ্গুস্’ নাম হইতেই ফরাসীরা ‘মঙ্গুস্তে’ এবং যুরোপীয় বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ এই জাতির ‘মঙ্গুস্তা’ (*Mangusta*) নামকরণ করিয়াছেন।

ভারতে প্রধানতঃ ৭ প্রকার নেউল দেখা যায়। বঙ্গদেশে যে সকল নেউল দেখা যায়, বর্তমান প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহার নাম দিয়াছেন *Herpestes malaccensis* or the Bengal Mungoos—ইহার মস্তক ও দেহের দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১০ কি ১১ ইঞ্চি, বর্ণ লালচে, কটা ও পিঙ্গল, কর্ণ, মুখ ও অবয়ব লালচে, কর্ণ ও বক্রস্থল কণী পীতবর্ণ, লোম বেশ কুঁচি করা। আসাম, ব্রহ্ম ও মলয় দ্বীপেও এই প্রাণীর নকুল

দৃষ্ট হয়। ইহার এককালে ৩৪টা ছানা প্রসব করে। এইরূপ দেখিতে অথচ আয়তনে ২৩ ইঞ্চি বড় এক প্রাণীর নকুল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারাই সাধারণতঃ মঙ্গুস্ (*Herpestes griseus* or the Madars Mungoos) নামে খ্যাত। ইহাদের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ, লোমাবলী পীতাক্ত ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়।

উপরে যে দুই জাতির কথা বলা হইল, ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আর যে কয়প্রকার আছে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম *Herpestes monticolus* (দীর্ঘপুচ্ছ), *Herpestes Smithii* (মাস্ত্রাজের রাক্ষা নেউল), *Herpestes Nipalensis* (নেপালের স্বর্ণবিন্দু নকুল), *Herpestes fuscus* (নীলগিরির কটা নেউল), *Herpestes vitticollis* (গলায় ডোরাদার নেউল) এ ছাড়া আসাম অঞ্চলে এক জন্তু (*urva cancrivora*) দেখা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তাহার নাম দিয়াছেন the Crab-mungoos অর্থাৎ ক্র্যাকড়া-নেউল। এই জন্তুর স্বভাব নেউলের মত, দেখিতে কাল ও পিঙ্গল, এক একটা দেড় হাত বড় হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ যুরোপে *H. Widdringtonii*, আফ্রিকায় *H. Caffer*, আবিসিনিয়ায় *H. Mutigella*, উত্তরাংশে *H. apiculatus*, যবদ্বীপে *H. Javanicus*, মালাকায় *H. brachyures*, দক্ষিণ আফ্রিকায় *H. punctulatus*, মিসরে *H. Ichneumon* (Egyptian Ichneuneon) প্রভৃতি কএক প্রকার নেউল আছে।



নেউল।

খোলা মাঠে, ঝোপে, জঙ্গলে, পুকুরের পাড়ে, গর্তে নেউলেরা বাস করে। যে সকল পাখী মাঠে বা পুকুরিণীর তীরে চরিয়া বেড়ায়, ইহার তাহাদের বোর শত্রু। অনেক সময়েই ইহার পোবা পায়রা, হাঁস বা তোতা পাখী ধরিয়া কেবল রক্তপান করিয়া ছাড়িয়া দেয়। সুবিধা পাইলেই ইহার গৃহ-মধ্যে ঢুকিয়া খাঁচার ভিতর হইতে পালিত ময়না, শালিক

প্রভৃতি পাখী টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। যেখানে বহুসংখ্যক নেউলের বাস, সেখানে হাঁস মুরগী প্রভৃতির ডিম রক্ষা করা বড় কষ্টকর। ইহারা ডিম খাইতে বড় ভালবাসে।

‘সাপে নেউলে’ চিরশত্রুতা, এ প্রবাদ ভারতের ও যব্বীপের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস, সাপে নেউলে দেখা হইলেই বিবাদ বাধে। নেউলকে সাপে কামড়াইলে নেউল তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী ঝোপে গিয়া ঔষধ খাইয়া আসে, তাই সর্প-দংশনে নেউলের কোন ক্ষতি হয় না।

মরাঠীদিগের বিশ্বাস, নকুলী বা মনুসবেল নামে একপ্রকার লতা আছে, তাহার মূলই সর্প-বিষহরণে সমর্থ। কিন্তু জের্ডন প্রভৃতি অধুনাতন প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ এ প্রবাদ বিশ্বাস করেন না। তাহাদের বিশ্বাস, নেউলের কঠিন চর্মে সহসা সর্পবিষ প্রবেশ করিতে পারেনা, সেইজন্য সর্পদংশনে সহজে ইহাদের কিছু হয় না। সাপে নেউলে ঝুঁকি বাধিলে অধিকাংশ স্থলে নেউলই জরী হয় ও সাপ মরিয়া যায়। কিন্তু নেউলেরা সহজে সাপের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সম্মুখে পড়িলে প্রথমতঃ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করে। তবে যদি কোন রকমে সরিতে না পারে ও সর্পকবলে পতিত হয়, তাহা হইলে মহাবিক্রমে সর্পকে আক্রমণ করে। মহাবিষধর সর্পও নকুলের কোশলে পরাস্ত ও নিহত হয়। এদেশে বহুদিন হইতে সকলের বিশ্বাস, নেউল ডিঙ্গাইয়া গেলে সর্প বিধ ও হইয়া পড়ে। এ বিশ্বাসের কথা অথর্কবেদেও আছে—

“যথা নকুলো বিচ্ছিন্ন সংদধাত্যহিং পুনঃ।” (অথর্ক ৬।১৩৯।৫।)

তবে যদি কোন প্রকারে সর্পের বিষ নকুলের চর্মভেদ করিয়া চর্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা নাই।

আরিস্টটল লিখিয়াছেন,—মহাবিষধর সর্পের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে যতক্ষণ আর কোন নেউল আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ শত্রুকে আক্রমণ করে না। বিষ যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য নেউলেরা আক্রমণের পূর্বে ভলে ডুব দিয়া সর্বদা ভাল করিয়া কাদা মাখিয়া লয়।

এদেশে যেমন সাপে নেউলে বিরোধের কথা প্রচলিত, প্রিনির গ্রাথে কুস্তীর ও নেউল সম্বন্ধে বড় এক আশ্চর্য্য কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রিনি লিখিয়াছেন, কুস্তীর যখন মুখ মেলিয়া নিদ্রা যায়, নেউল শাণিত অস্ত্রের ছায়া তীব্রবেগে কুস্তীরের মুখ দিয়া কণ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া নাকীভুঁড়ি চিবাইয়া বাহির করে। কিন্তু এখনকার প্রাণিতত্ত্ববিৎগণ প্রিনির এ কথায় কিছুমাত্র আস্থা করেন না। তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে, যেখানে বহু কুস্তীরের বাস, সেখানে বহু সংখ্যক নেউলও বাস করে। ইহারা বিশেষ সতর্কতায় সহিত কুস্তীরের ডিম বাহির করিয়া

ভক্ষণ করে। তাহাদের এই শত্রুতানিবন্ধন কুস্তীরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না।

নেউল ইন্দুরেরও মহাশত্রু। এক একটা নেউল শত শত ইন্দুর মারিয়া তাহাদের রক্তপান করে। বেনেট সাহেব দেখিয়া লিখিয়াছেন, একটা ছোট ঘরের মধ্যে একটা নেউল দেড় মিনিটের মধ্যে ১২টা বড় বড় ধাক্কী ইন্দুর মারিয়া ছিল। মহাভারতেও নকুলের আহাৰ ইন্দুরের কথা আছে—

“সম্বৈঃ সৰ্বা হি জীবন্তি হৃক্ণৈর্বলবন্তরাঃ।

নকুলো মৃষিকানন্তি বিড়ালো নকুলন্তথা ॥” (ভারত ১২।৫।২০।)

পূর্বকালে মিসরবাসীরা নেউলের পূজা করিত। নেউল মরিলে তাহাকে একটা পবিত্র পেটিকা মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। গৃহশালিত বিড়ালের প্রতি যেমন যত্ন, মিসরবাসীরা তদপেক্ষা নকুলের অধিক যত্ন লইত; ইহাদিগকে ছয় মাস দিয়া পুণ্ডিত এবং কেহ নকুল বিনাশ করিলে রাজঘারে তাহার দণ্ড হইত। মিসরের ছাত্র ভারতেও নকুলহত্যা নিষেধ ছিল মহাসংহিতায় লিখিত আছে, নকুলহত্যা করিলে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (মহু ১১।১৩।)

মহাসংহিতায় একস্থানে আছে, যত অপহরণ করিলে নকুল-ঘোনিতে জন্ম হয়। (মহু ১২।৬২।)

বৈদ্যক মতে নেউলের মাংসের গুণ—পিচ্ছিল, বাতনাশক, শ্লেমা ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি।)

এই জন্ত পুণ্ডিলে বিড়ালদিগের মত সহজেই পোষ্য মানে। নানা স্থানে পোষ্য নেউল পাওয়া যায়। নেউল পুণ্ডিলে গৃহে সর্প বা ইন্দুরের উৎপাত থাকে না।

২ মহাদেব, শিব।

“যুধিষ্ঠিরস্ত বা কস্তা নকুলেন বিবাহিতা।

পূজিতা সহদেবেন সা কস্তা বরদা ভবেৎ ॥” (বিদগ্ধমুখম।)

৩ পাণ্ডুরাজের চতুর্থ পুত্র, এই পুত্র মাত্রীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমারবয় হইতে জন্মে। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ আছে, পাণ্ডু শাপগ্রস্ত হইয়া যে সময় পত্নীষ্মের সহিত বনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কুস্তী স্বীয় বরপ্রভাবে তিনটা পুত্র প্রসব করেন, মাত্রী কুস্তীর পুত্র হইতে দেখিয়া নিজের যাহাতে পুত্র হয়, এই জন্ত পাণ্ডুর নিকট প্রার্থনা করেন, পাণ্ডু ইহা শুনিয়া কুস্তীকে অমরোষ করেন। কুস্তী তখন মাত্রীকে কহিলেন, ‘তুমি একটা তোমার অভিলষিত দেবতাকে স্মরণ কর।’ মাত্রী ভাবিয়া অশ্বিনীকুমারবয়কে স্মরণ করিলেন। এই অশ্বিনীকুমারবয় হইতে মাত্রীর যমজ পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ নকুল, কনিষ্ঠ সহদেব। নকুল অশ্বিনীকুমার হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় রূপবান ছিলেন।

যখন পাণ্ডবগণ বিরাটগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করেন, তখন ইহার নাম তর্রিগাল ছিল, ইনি গোরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞস্থলান করেন, তখন ইনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া মহেধদেশ অধিকার করেন, পরে রাজর্ষি আক্রোশকে জয় করিয়া দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত, অষষ্ঠ, মালব, পঞ্চকপট, মধ্যমক, বাটধান ও বিজয়গণকে পরাজয় করেন। তৎপরে পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবাসক্কেতগণকে, সমুদ্র তীরস্থিত আভীরগণকে ও সরস্বতীতীরবাসীদিগকে জয় করিয়া পঞ্চনদ, অমরগর্ভত, উত্তর জ্যোতিষ, দিবা কটপুর ও দ্বারপাল জয় করেন। তাহার পর রামঠ, হারহুণ ও প্রতীচ্য ভূপাল-দিগকে আপনার বশে আনিয়া বাসুদেবের নিকট দ্বারকায় দূত পাঠান। যাদবগণ যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলে শাকলে উপস্থিত হন, তথায় শল্য ও যুধিষ্ঠিরের বশতা স্বীকার করেন। সর্বশেষে দ্রোণ, পুত্র, বর্ষর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে এবং পাশ্চাত্য অস্ত্রাশ্রয় রাজগণকে জয় করেন। চেরিয়ারাজকন্যা কেরেণুমতীর সহিত নকুলের বিবাহ হয়। তাঁহার গর্তে নিরমিত্র নামে একপুত্র জন্মে। যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থান করেন, তখন ইনিও তাঁহার সহিত গমন করেন, পরে হিমাদ্রি শিখরে ইহার প্রাণবিরোগ হয়। (ভারত) ইনি অশ্বচিকিৎসা রচনা করেন।

৪ পুত্র। (ত্রি) ৫ কুলরহিত। স্ত্রিয়াং ভীষ্।

নকুলক, ১ নকুলাকার অলঙ্কার ভেদ। ২ এক প্রকার টাকার খলি। “তস্ত পঞ্চশতিকো নকুলকো কট্যাং বদ্ধান্তিষ্ঠতি।”

(দিব্যাবদান)

নকুলতৈল (স্ত্রী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধভেদ।

প্রস্তুত প্রণালী—নকুল মাংস ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ চারি সের। দশমূল ১/২ সের, জল ১৬ সের ও শেষ ১/৪ সের, এরও তৈল ১/৪ সের, দধির মাত ১/৪ সের, যষ্টিমধু, জীরা, রান্না, সৈন্ধব লবণ, গুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচল লবণ, বনযবানী, বেড়েলা, বচ, গৌঠেলা, শৈলজ ও জটা-মাংসী, এই সকল দ্রব্য চারিতোলা করিয়া কক দিতে হইবে। পরে যথাবিধানে এই তৈল পাক হইলে নামাইতে হইবে। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তি ক্রিয়াতে প্রয়োগ করিতে হয়। এই তৈলে কম্পবাত, হস্তকম্প, শিরঃ-কম্প, বাহকম্প ও আমবাত বিনষ্ট হয়। কটা, পৃষ্ঠ, জাহ্ন, জঙ্ঘা ও সন্ধিস্থিত বাত এবং অসীতি প্রকার বাতজ রোগ ইহাতে প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না বাতব্যাধ্যধিকার)

নকুলাঢ়া (স্ত্রী) নকুলেন নকুলগন্ধেন আঢ়া প্রচুর। গন্ধনাকুলী নামক কন্দবিশেষ। (রাজনি)

নকুলাদ্যদ্রুত (স্ত্রী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত দ্রুতৌষধ-ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কাথের জল নকুলমাংস ১/২ সের, এবং পার্কার্জ জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, মাষকলাই ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। বেড়েলা ১/২ সের, জল ১৬ সের শেষ ১/৪ সের। শতমূলী ১/৪ সের, হৃৎ ১/৪ সের। জীবক, শ্বভ, কঁকলা, ঞ্জি, বুদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়মুক, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুতা, অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ছুই তোলা করিয়া কক দিতে হইবে। এই দ্রুত পান করিলে অপমার, উন্মাদ, পক্ষাবাত, আগ্রান, কোঠনিগ্রহ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বধিরতা, মুক্ধ, মিম্বিষভাষণ ও অস্ত্রাশ্রয় নানা প্রকার পীড়ায় শান্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না বাতব্যাধ্যধিকার)

নকুলাদ্ধতা (স্ত্রী) নকুলসেব অদ্ধতা ৬-তৎ। অশ্রুতোক্ত একপ্রকার নেত্ররোগ। অশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—যে রোগে দৃষ্টি দোষাভিত্ত হইয়া নকুলের দৃষ্টির জ্ঞায় তাহাতে বিছাতের আভা প্রকাশ পায়, এবং দিবাভাগে বিচিত্র বর্ণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নকুলাদ্ধ কহে। “বিছোততে যাতু নরস্ত দৃষ্টিদোষাভিপরা নকুলস্ত যথং।

চিহ্নাণি রূপাণি দিবা স পশ্চৎ স বৈ বিকাশে নকুলাদ্ধসংজ্ঞঃ ॥”

(অশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৭ অঃ)

এই রোগ হইলে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য মাত্রই বর্জনীয়।

[বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

নকুলী (স্ত্রী) নকুল-ভীষ্। ১ কুকুটী। চলিত মাসিকুকুড়া।

২ মাংসী। ৩ কুকুম। ৪ নকুলস্ত্রী।

নকুলীশ (পুং) কালীপীঠস্থিত ভৈরব বিশেষ।

“নকুলীশ কালীপীঠে দক্ষপাদাস্ত্রী মম।” (পীঠমালা)

কালীঘাটে নকুলীশ ভৈরব অবস্থিত, এইস্থান নকুলেশ্বর এই নামে প্রসিদ্ধ। ২ হকার।

“হকারো নকুলীশোহপি হংসঃ শ্রীগৌহঙ্কশঃ প্রিয়ে ॥”

(বীজাভিধানতন্ত্র)

নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন, আখ্যাদিগের একখানি দর্শনগ্রন্থ। মাধবাচার্য্যপ্রণীত সর্গদর্শন-সংগ্রহে এই দর্শনের সারাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূলগ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায় না, এবং কোন সময়ে এই দর্শন রচিত হইয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা দুঃসহ।

এই দর্শনে একমাত্র মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীব সকল পশু, মহাদেব জীবের অধিপতি, এই জন্ত তাহার নাম পশুপতি, নকুলীশ মহাদেবের নাম এবং তিনিই পশুপতি বলিয়া এই দর্শনের নাম নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন হইয়াছে। এই দর্শনে এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমরা যে কোন কার্য সম্পাদন করি না কেন, জন্মের সাহায্য না হইলেও অন্ততঃ হস্তগদাদিরও সহায়তা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর সেইরূপ অপর কোন বস্তুর সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই এই সকল জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। এই জন্ত তাঁহাকে স্বতন্ত্র কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা যায় এবং আমরা যে সকল কার্য করিতেছি তাহারও কারণ পরমেশ্বর, অতএব তাঁহাকে সর্বকার্যের কারণ বলা যাইতে পারে। এই কথাই কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন, যদি সকল কার্যেরই কারণ পরমেশ্বর হয়, তাহা হইলে এক কালেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালের কার্য না হয় কেন, এবং কেনই বা সকল সময় সকল কার্য না হয়? যেহেতু কারণ-স্বরূপ জগদীশ্বর সর্বদাই সকল স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বুদ্ধিমান জনসমূহ কি নিমিত্তই বা মুক্তির ইচ্ছায় ঘোরতর ক্রেশকর তপঃকরণে, পারলৌকিক সুখেচ্ছায় যজ্ঞাদি কর্মে এবং সুখ অভিলাষ করিয়া ধনোপার্জনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যখন পরমেশ্বর বাহ্য করিবেন, তখন তাহাই হইবে। চেষ্টা করিয়া তদতিরিক্ত যখন কিছুই করিবার সাধ্য নাই, তখন যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য হইতে বিরত থাকাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য। কিন্তু এইরূপ আপত্তি যে কেবল ভ্রান্তিমূলক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে সকল বিষয় সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি সেই বিষয় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এক সময়ে সকল কার্য হউক অথবা সর্বদা সকল কার্য হউক, এরূপ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় না বলিয়া এইরূপ কার্য হয় না, যদি তাহার এইরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ কার্য হইয়া থাকে। মুমুকু-ব্যক্তি যোগাভ্যাসে, স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞাদি কার্যে এবং সাংসারিক সুখেচ্ছা ব্যক্তি ধনোপার্জনাদিতে প্রবৃত্ত হউক, এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় বলিয়াই তাহার ঐ সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা কখনই ব্যর্থ হয় না। পরমেশ্বর সকলের প্রভু-স্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছা আদেশ স্বরূপ, সুতরাং প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া অগত্যা সকলকে ঐ সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এই দর্শনের মতে, মুক্তি দুই প্রকার। হৃৎথ সকলের অত্যন্ত নিরুত্তি ও পারমৈশ্বর্যপ্রাপ্তি। অত্যন্ত হৃৎথ-নিরুত্তি-রূপ মুক্তি হইলে আর কোনকালেই কোনরূপ হৃৎথোৎপত্তি হইবে না। এই জন্ত ঐ মুক্তির নাম অত্যন্ত হৃৎথনিরুত্তি। দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিভেদে পারমৈশ্বর্য মুক্তিও দ্বিবিধ। দৃকশক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজ্ঞাত থাকে না। যত সুস্থ,

যত ব্যবহিত বা যত দূরস্থ হউক না কেন, স্থল সসীপবর্তী বস্তুর জ্ঞায় সকল বস্তুই প্রতীয়মান হয়। সকল বিষয়ই দৃকশক্তিমান ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়া-শক্তিমুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা মাত্র অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অল্প কোন রূপ কারণ অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপ দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরের তত্ত্ব শক্তিসদৃশ। একজ্ঞ উহাকে পারমৈশ্বর্যমুক্তি কহে। পূর্ণপ্রজ্ঞ নামক দর্শনে যে মুক্তির লক্ষণ আছে, এই দর্শনে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, সেই মতে ভগবদাস্ত্র প্রাপ্তিকে মুক্তি কহে। ঐরূপ মুক্তি মুক্তি-পদবাচ্য নহে, কারণ, যে মুক্তিতে দাসত্বরূপ অধীনতাশৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাকে কি প্রকারে মুক্তি বলা যাইতে পারে। মণিমাণিক্যাদি গ্রথিত সুবর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ-ব্যক্তিকেও বদ্ধ কহে, কেহই তাহাকে মুক্ত কহে না। অতএব অন্ধ ব্যক্তিকে পদ্মলোচন বলার জ্ঞায় ভগবদাস্ত্ররূপ অধীনতা পাশে বদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত বলা মুক্তি-বিরুদ্ধ ও হাস্যাস্পদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই দর্শনের মতে প্রধান ধর্মসাধনকে চর্য্যাবিধি কহে। চর্য্যও দুই প্রকার, ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভয়শ্রবণ, ভয়শয্যা শয়ন ও উপহার এই তিন ব্রত। ‘হ হ হা’ এইরূপ শব্দ করিয়া হাশ্র, গুরুর্শাস্ত্রাহুসারে মহাদেবের গুণ গান রূপ গীত, নাট্যশাস্ত্রসম্মত নর্ত্তন রূপ নৃত্য, পুষ্পবের চীৎকারের জ্ঞায় চীৎকার রূপ ছড়্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্মকে উপহার কহে। ব্রতানুষ্ঠান জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়। দ্বাররূপ চর্য্য, ক্রোধন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতংকরণ ও অবিত-দ্রাবণ ভেদে ছয় প্রকার। সুস্থ না হইয়া সুপ্তের জ্ঞায় প্রদর্শনকে ক্রোধন, বায়ু সম্পর্কে কম্পিতের জ্ঞায় শরীরাদির কম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জব্যক্তির অমুরূপ গমনকে মন্দন, পরম রূপবতী ক্রীসন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না হইয়াও কামুকের জ্ঞায় কুৎসিত ব্যবহার-প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্তব্যাকর্তব্য পর্যালোচনা পরিশৃঙ্খলের জ্ঞায় বিগৃহীত কর্মানুষ্ঠানকে অবিতং-করণ এবং নিরর্থক বা বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে অবিতদ্রাবণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া নির্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুকুগণের অবলম্বনীয়। বিশেষরূপে বাবতীর বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। কিন্তু সকল বস্তুর

বিশেষরূপ জ্ঞান শাস্ত্রান্তর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রান্তরে কেবল ছাংখ্যনিবৃত্তিকেই মুক্তি কহে, যোগের ফল কেবল ছাংখ্যনিবৃত্তি, কার্য্য সকল অনিত্য এবং কারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মাদিসাপেক্ষ, এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি ও ছাংখ্যনিবৃত্তি এই উভয়রূপ মুক্তি, এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল, কার্য্য সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা, ইহাই প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (সর্বদর্শনসংগ্রহ।)

[পাণ্ডপত দেখ।]

নকুলেশ (পুং) কালীপীঠস্থিত ভৈরবভেদ, নকুলেশ্বর।

“নকুলেশঃ কালীঘটে রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।” (শিবলিঙ্গার্কচন্দ্রতন্ত্র)

নকুলেশ্বৰী (স্ত্রী) নকুলজ ইষ্টা ৬তম্। রান্না।

“নাকুলী সুরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।

নকুলেষ্ঠা ভূজকালী সর্পালী বিঘনশিনী ॥” (ভাবপ্রং)

নকুল, সুরেশ্ব খালের তীরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের এক ছুরারোহি অশুভশিখর। সিনাইএর অন্তর্গত টোর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে স্থিত। ইহা মোটা বালিতে পরিব্যাপ্ত। বায়ুদ্বারা এই বালুকা-রাশি যখন চালিত হয়, তখন এই ক্ষেত্র হইতে এক প্রকার গভীর শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দ প্রথমতঃ ইওলিয়ান বীণার শব্দের জায় প্রাপ্ত হয়। আরবীয় ভাষায় নকুল শব্দে ঘণ্টাকে বুঝায়, বোধ হয় তাহা হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি।

নকোদর, পঞ্জাবের জালন্ধর জেলার একটি তহসীল। শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৩৪২ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৯৪০৬৯। অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। গোদুম, ছোলা, ভুট্টা, যব, তুলা এবং চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজস্ব ২৮৪৫৪০ টাকা।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর জেলার একটি প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। ইহা নকোদর তহসীলের প্রধান স্থান। কথিত আছে, অতি পূর্বকালে এই নগর কন্বোনাকমু হিন্দুদের অধিকৃত ছিল। পরে ঐতিহাসিক সময়ে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী এক রাজপুত বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিখদিগের অত্যাচার হইলে, সর্দার তারালিং, রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। রণজিতসিংহ ১৮১৬ খৃঃ অব্দে এই নগর অধিকার করেন। এখানে থানা, ডাকঘর, ওষাখাল, এবং গবর্নমেন্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় আছে। নক, নাশন। চুরাদিগলী, উভয়পদী, সক, সোঁট। লট নকরতি-তে। লোট নকরতু-তাং। বিধিলিঙ নকরয়েং-ত। লুঙ অননকুং-ত। লট নকরতি-তে। লুট নকরতি।

নকু (মু) (অব্য) রাজি।

“চলৎপলাশান্তরগোচরাত্তরোত্তরবার্মুর্ত্তেরিব নকুমংশবঃ ॥”

(মাঘ ১১২১।)

নক-কু। রাজি। তদ্ অক্কেনাভ্যন্ত অচ্। ২ ব্রতভেদ।

“মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে প্রতিপদ্বা তিথির্ভবেৎ।

তস্তাং নকুং প্রকুরীত রাজৌ বিফুং প্রপূজয়েৎ ॥” (বরাহপুং)

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাশ্রমের যে প্রতিপদ্বা তিথি, তাহাতে নকুব্রত করিবে এবং রাজিতে বিফুপূজা করিতে হইবে। এই স্থলে ‘নকুশব্দ’ ভোজনপূরক হইবে, এই ব্রতের স্বরূপ দিব্যভাগে ভোজন না করিয়া রাজিকালে ভোজন করা। অর্থাৎ নকুব্রতে দিব্যভোজন নিষিদ্ধ। নকু অর্থাৎ রাজিকালে ভোজন করিবে। রাজি বলিলে বৈষ্ণব অর্থবোধ হয়, নকু শব্দ ঠিক তদস্বরূপ নহে, ইহার লক্ষণ পৃথকরূপে নির্দিষ্ট আছে।

“মুহূর্ত্তোন্নং দিনং নকুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

নকুব্রদর্শনানন্তমহং মজ্জে গণাধিপঃ ॥” (ভবিষ্যপুং)

সমস্ত দিন প্রায় অবসান হইয়াছে, এক মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, এইরূপ দিনকে পণ্ডিতগণ নকু কহিয়া থাকেন, কিন্তু আমি (মহাদেব) যে সময় নকুব্রদর্শন হয়, তাহাকেই নকু বলিয়া থাকি। দেবলও নকুর বিষয় এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

“নকুব্রদর্শনানন্তং গৃহস্থস্ত বৃধৈঃ স্মৃতম্।

যতে দিনাষ্টমে ভাগে তন্ত রাজৌ নিষিধ্যতে ॥” (দেবল)

গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নকুব্রদ দেখা হইলে তাহাকে নকু কহে এবং যতিদিগের পক্ষে দিবসের অষ্টম ভাগের নাম নকু। স্মৃত্যন্তরেও নকুর লক্ষণ এইরূপ নির্ণীত আছে—

“নকুং নিশায়াং কুরীত গৃহস্থোঃ বিধিসংযুক্তঃ।

যতিশ্চ বিধবা চৈব কুর্য্যাত্তু সদিবাকরম্ ॥

সদিবাকরন্ত তৎ প্রোক্তমস্তিমে ঘটিকাঘরে।

নিশানকুং তু বিজ্ঞেয়ং যামার্দ্ধে প্রথমে সদা ॥” (স্মৃতি)

গৃহস্থ বিধিপূর্বক নিশাকালে নকুব্রত করিবে, যতি ও বিধবা ‘সদিবাকর’ সময়ে ইহা আচরণ করিবে। এই স্থলে নিশাশব্দের অর্থ রাজিকালের প্রথম যামার্দ্ধ সময়। দিব্যভাগের শেষ দুই দণ্ডের নাম সদিবাকর। অর্থাৎ গৃহস্থ এই ব্রতচরণ করিলে চারি দণ্ড রাজি মধ্যে এবং যতি ও বিধবা দুই দণ্ড বেলা থাকিতে ভোজন করিবেন। যে সকল সময় লিখিত হইল, নকুব্রতচারিলোকেরা সেই সময় ভোজন করিবেন। বাস নকু-লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—‘স্বর্গ্য অত্মমিত হইলে ত্রিমুহূর্ত্ত কাল প্রদোষপদবাচ্য, এই প্রদোষ কালেই

নক্তব্রত অর্থাৎ ভোজন করিতে হইবে। এই নক্তব্রতে তিথি প্রদোষব্যাপিনী প্রয়োজন। যখন নক্ত প্রারম্ভ হইবে নক্তব্রত স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন—

“প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্য সদা নক্তব্রতে তিথিঃ।

উদয়াস্তু তদা পূজ্যা হরেন্নক্তব্রতে তিথিঃ ॥” (একাদশীতত্ত্ব)

এই ব্রতে তিথি যদি পূর্ষদিনে প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ষদিনে আর পরদিনে যদি প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন, এবং যদি উভয়দিন প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিনেই নক্তব্রত হইবে। এই নক্তব্রত আচরণ করিতে হইলে হবিষ্যভোজন, দান, আহার-লব্ধতা, অগ্নিকার্য ও অধঃশয্যা আচরণ করিতে হয়। এই নক্তব্রত আচরণ করিলে স্বর্ণলাভ হয়। (পুরাণ।) ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩।)

৪ পুথুর পুত্র। (ত্রি) ৫ লজ্জিত।

নক্তক (পুং) নক্তমিব কার্যতি মলিনতয়া কৈ-ক, বা নক্ত-স্বার্থে কন্। কর্ণট, চলিত নেকাড়া, ছেঁড়া কাপড়।

নক্তচর (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৬।)

নক্তচারিন্ (পুং) নক্তে রাজ্যৌ চরতীতি চর-গিনি। ১ বিড়াল। ২ পেচক। (ত্রি) ৩ রাজিচরণাত, যাহারা রাজ্রিতে বিচরণ করে।

নক্তঞ্চর (পুং) নক্তং চরতীতি চর-ট (চরেটঃ। পা ৩।২।১৬।) ১ রাক্ষস। ২ গুগলু। ৩ চৌর। ৪ পেচক। (ত্রি) ৫ রাজিচর মাত্র।

নক্তঞ্চর্য্য (স্ত্রী) নক্তং রাজ্যৌ চর্যা চরণং। রাজ্রিতে বিচরণাদি।

“নক্তঞ্চর্য্যং দিবাস্বপ্নমালস্তং পৈশুনং মদম্।

অভিযোগমযোগঞ্চ শ্রেয়সোহর্থী পরিত্যজেৎ ॥”

(ভারত ১।২৮৯ অ°)

নক্তঞ্চারিন্ (ত্রি) নক্তং রাজ্যৌ চরতীতি চর-গিনি। রাজ্রি-চর মাত্র।

“দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ।” (মহু ৩।৯০।)

নক্তঞ্জাত (ত্রি) নক্তং রাজ্যৌ জাতঃ। ১ রাজ্রিজাত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ ওষধিভেদ।

“নক্তঞ্জাতয়া ওষধে রামে কৃক্ষে” (অথর্ব ২।২৩।৪।)

নক্তন্ (স্ত্রী) নক্ত বাহুলকাৎ তনিন্। রাজ্রি।

“বয়ো যে ভূতী পতরস্তি নক্তভিঃ” (ঋক্ ৭।১০৪।১৮।)

‘নক্তভিঃ রাজ্রিভিঃ’ (সায়ণ।)

নক্তস্তন (ত্রি) নক্তং রাজ্যৌ ভবঃ লুট্ তুট্। রাজ্রিভব, যাহা রাজ্রিতে হয়।

“ইদং নক্তস্তনং দাম পৌশমেতদ্বিবাতনং।” (ভট্ট) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

নক্তান্দিব (ত্রি) নক্তং চ দিবা চ সম্ভার্য্যবৃত্ত্যোঃ চন্দ্ৰঃ ততো অচতুরেভ্যাদিনা অচ্ সমাসাত্ত্বঃ। দিবা ও রাজ্রি। দিনরাত।

“বিভজ্য নক্তান্দিবমন্ততজ্জিণা” (কিরাত)

নক্তভোজিন্ (ত্রি) নক্তং রাজ্যৌ ভুক্তে ভুক্ত-গিনি। রাজ্রি-ভোজনকারী, যাহারা নক্তব্রত করে। এই ব্রতে দিবাভোজন নিষিদ্ধ, এই জন্ত দিবাকালে ভোজন না করিয়া রাজ্রিতে ভোজন বিধেয়।

“হবিষ্যভোজনং দানং সত্যমাহারলাঘবম্।

অগ্নিকার্য্যমধঃশয্যাং নক্তভোজী বড়চরয়েৎ ॥” (ভবিষ্যপু°)

নক্তম্ (অব্য) রাজ্রি। (অমর।)

নক্তমাল (পুং) নক্তং রাজ্যৌ আ সম্যক্ প্রকারেণ অলতি পয়াপ্নোতীতি আ-অল-অচ্। করঞ্জ বৃক্ষ, করমচাগাছ।

নক্তমুখা (স্ত্রী) নক্তং নক্তব্রতান্তং মুখং আদি ভাগো যন্তাঃ। রাজ্রি। (হলায়ধ)

নক্তব্রত (স্ত্রী) নক্তং রাজ্যৌ অমুষ্ঠিতং ব্রতং। দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাজ্রিকালে ভোজনরূপ ব্রতভেদ। [বক্ত দেখ।]

নক্তংপ্রভব (ত্রি) নক্তং প্রভবতি প্র-ভূ-অপ্। রাজ্রিপ্রভব, যাহা রাজ্রিতে হয়।

“নক্তংপ্রভবাস্তাহনি সন্ধ্যাজাতাশ্চ সন্ধ্যায়াং।” (বৃহৎসং ২।১৮।)

নক্তা (স্ত্রী) নক্ত-অচ্ টাপ্। ১ কলিকারী, ঈশলাঙ্গলা। (রাজনি°) ২ রাজ্রি। ৩ হরিজ্ঞা। (মেদিনী।)

নক্তাঙ্ক (ত্রি) নক্তে রাজ্যৌ অঙ্কঃ। রাজ্রাঙ্ক, যাহারা রাজ্রিতে দেখিতে পায় না।

নক্তাঙ্ক্য (স্ত্রী) নক্তে অঙ্ক্যং। নেত্ররোগ-ভেদ, এই রোগে রাজ্রিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দূষিত কক্ষ যদি চক্ষুর তৃতীয় পটল আশ্রয় করে, তাহা হইলে রাজ্রাঙ্কতা হয়। এই রোগে দিবাভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্রিকালে দেখা যায় না, তাহার কারণ দিবাভাগে দৃষ্টি স্ব্যাহুগৃহীত এবং দূষিত কক্ষের লাঘব হয়, এজন্ত রোগী দিবাভাগে দর্শন করিতে পারে। (ভাবপ্র° ৪র্থ নেত্ররোগাধিকার)

সুশ্রুতেও এইরূপ লিখিত আছে,—

দৃষ্টি স্লেয়া কর্তৃক বিদগ্ধ হইলে সকল পদার্থ ষেতবর্ণ দেখায়, এবং তিন পটলেই অন্ন দোষ অবস্থিতি করিলে সহসা নক্তাঙ্কতা জন্মে, এই রোগে দিবাভাগে স্ব্যাহু কিরণে কক্ষের অন্ততা বশতঃ দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত উত্তর° ৭ অ°)

নক্তি (স্ত্রী) রাজ্রি।

“অভিহা নক্তীকবসো ববাসিরে।” (ঋক্ ২।২।২।)

‘নক্তী রাজ্রিঃ’ (সায়ণ)

নক্ত (পুং) ন ক্রান্তি দূরহলং ক্রম ড ‘নক্রাডিতি’ ন লোপো ন। ১ কুস্তীর, কুমীর। (স্ত্রী) ২ দ্বারশাখার অগ্রদার, ঝগকাট। ৩ মকরাগ্নি জলকন্তভেদ। ৪ নাসিকা।

নক্ষত্ররাজ (পুং) নক্ষত্রাণাং রাজা, (রাজাহমখিতাষ্ট্। *পা ৪।২।১)

ইতি ট্‌ সমাসান্তঃ। জলজন্তুপ্রধান, হাঙ্গর।

পর্যায়—গ্রাহ, জলকিরাত, জলাচক। (হারাবলী।)

নক্ষত্রহারক (পুং) নক্ষত্রমপি হরতি হু-ধূল্। হাঙ্গর। (হারাবলী।)

নক্ষত্রা (স্ত্রী) নক্ষ-অচ্-টাপ্। নাসিকা। (শব্দরং)

নক্ষত্রবন্দী, এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকীর। ইহার এক হস্তে প্রজ্জলিত দীপ লইয়া পরমেশ্বর ও মহম্মদের মহিমা গান করিতে করিতে রাত্রিকালে পথে পথে ভিক্ষা করে। বাঙ্গালা দেশে ইহার “মুফিল আসান” নামক পীরের ফকীর বলিয়া অভিহিত হয়। বাঙ্গালার এই ফকীরেরা ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়া হিন্দু-মুসলমাননির্কিলেবে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করে এবং স্ত্রীলোকদিগের উদ্দেশে আশীর্বাদবাক্য প্রয়োগ করিয়া একটা দুইটা পরসী ভিক্ষা লয় ও নিজ দীপের তৈলাক্ত মসী লইয়া শিশুদিগের কপালে কঁোটা দেয়। এই আশীর্বাদের সময় ইহার বলে “মুফিল আসান সাহেব তোমাদের মুফিল দূর করবেন, আপন বলাই দূর করবেন, ছেল-পিলে ভাল রাখবেন” ইত্যাদি; ইহা হইতেই ইহাদের নাম বাঙ্গালায় ‘মুফিল আসান’ হইয়াছে। খাজা বহাউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক। নক্ষবন্দী ফকীরেরা স্বনামের পূর্বে খাজা পদ ব্যবহার করে। তাতার, তুর্ক ও ভারতে এই শ্রেণীর ফকীর দেখা যায়।

নক্ষত্রবি, ভূতিনামার গ্রন্থকর্তা এই গুপ্ত নামে নিজ পরিচয় দিয়াছেন।

নক্ষ-ই-রস্তম্, পারস্যের অন্তর্গত পাশিপোলিসের নিকটবর্তী কোহ-ই-হসন নামক পর্বতের উপর কতকগুলি খোদিত শিলাফলকবিশিষ্ট অতি প্রাচীন সমাধি মন্দির বর্তমান আছে। এই গুলির একত্র নাম নক্ষ-ই-রস্তম্ এবং তাহা হইতে একটা পর্বতও ঐ নাম পাইয়াছে। এখানে একিমেনিদগণের কারুকার্যবিশিষ্ট সমাধিমন্দির এবং সসেনীরগণের স্তম্ভাদিও আছে। সর্কাপেক্ষা প্রাচীন খোদিত শিলামন্দির ৭টা। ইহার চারিটি নক্ষ-রস্তমে ও তিনটি তথ-ই-জমলীদের বহমত পর্বতে। নক্ষ-ই-রস্তমে কাবিসিস, প্রথম দরায়ুস, জরক্সেস, ও প্রথম আর্তারজরক্সেস নামক চারিজন পারস্য সম্রাটের সমাধি-স্তম্ভ আছে। বহুশত পর্বতে একিমেনীয় রাজগণের সমাধি আছে। নক্ষ-ই-রস্তমে দরায়ুসের সময়ে এক শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে তৎকালিক পারস্যদেশের অধীন রাজগণের নাম পাওয়া যায়। বেহেস্তন নামক স্থানেও দরায়ুসের এক দীর্ঘ শিলালিপি আছে।

নক্ষ, গতি। জ্বাদি, পরমৈ, সক, সেই। (নিষক্টু।)

লট্‌ নক্ষতি। লোট্‌ নক্ষতু। বিধিগিঙ্‌ নক্ষৎ। লত্ত্‌ অনক্ষৎ। লিট্‌ ননক। লুঙ্‌ অনক্ষীৎ। লৃট্‌ নক্ষিয্যজি লৃট্‌ নক্ষিতা।

“নিহা নক্ষ্য বিশ্বপতেছ্যমন্তং” (ঋক্‌ ৭।১৫।৭।)

‘হে নক্ষ্য উপাস্য নক্ষতির্গতিকর্মা’ (সায়ণ।)

নক্ষত্র (স্ত্রী) নক্ষতি শোভাং গচ্ছতি বা নক্ষ-অত্নন্ (অমি নক্ষি যজি বধিপতিভ্যো হত্নন্। উণ্‌ ৩।১০৫।) অমিনী প্রকৃতি সপ্তবিংশতি তারা। পর্যায়—ঋক্‌, ভ, তারা, তারকা, উক্‌, তারক, তার, দাক্ষায়ণী। (ব্যাক্‌)

পুরাণ মতে, ইহার সকলে দক্ষের কন্তা, চন্দ্রের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়।

রাত্রিকালে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল গগনতল পরিশোভিত করে, কতিপয় গ্রহ ব্যতীত, তাহারা সকলেই তারা নামে অভিহিত হয়। গ্রহগণের সহিত তারাগণের প্রভেদ এই যে তারাগণ পরস্পরের সহিত তুলনায় দৃষ্টতঃ নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, এবং উহাদের বেগন আছে। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যে, গগনমণ্ডলই তারাবলীর মধ্যে কোন শৃঙ্খলতা বা একতানতা নাই, উহারা যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং আমরা উহাদের কোন একটার আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রাত্রিকালে আকাশের কোন এক প্রদেশে একটা তারাকে চিহ্নিত করিয়া তাহার অমুসরণ করা যাইতে পারে। দিবাগমে সেটা অদৃশ্য হইয়া যায়। পরবর্ত্তে সেই চিহ্নিত তারাটা বিশাল গগনপ্রাঙ্গণের কোন্‌ স্থানে উদিত হইল, তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? যদি সেই চিহ্নিত তারার নিকটবর্তী আরও কয়েকটা তারাকে চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঋজ্বিয়া লওয়া তাদৃশ কঠিন হয় না। এই নিমিত্ত অতি পুরাকাল হইতে লোকেরা তারাদিগকে সুবিধামত দলবদ্ধ করিয়া চিহ্নিত করিতেন, এবং সেই দলবদ্ধ তারাগুলির এক এক প্রকার আকৃতি কল্পনা করা হইত। এই কাল্পনিক আকৃতিবিশিষ্ট তারাদলই নক্ষত্র। নক্ষত্রদিগের কয়েকখানি মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

অতি পুরাকালে তারাবিজ্ঞান দেখিয়া প্রাচীনরা আকাশ পরিভাগ করিয়াছিলেন। প্রতিলোকে চক্রেতে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে দেখা যায়। ২৭।২৮ দিনে চক্রে এইরূপে একবার বীথ পথের তারাগণের সহিত বাস করেন। প্রাচীনেরা এই সকল তারামালার নাম নক্ষত্র দিয়াছিলেন। এইরূপে ২৭।২৮টা নক্ষত্র কল্পিত হইল। কালক্রমে তাহার

দেখিলেন যে এক অমাবস্তা বা পূর্ণিমা হইতে অপর অমাবস্তা বা পূর্ণিমা ষট্টিতে ৩০ বার সূর্যোদয় হয়। সুতরাং ৩০ দিনে এক মাস হইল। কিন্তু সূর্যোদয়কালে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া সূর্য্যও গমন করেন। ১২ বার অমাবস্তা হইলে সূর্য্য একবার নক্ষত্র চক্র ঘুরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহারা ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বৎসর গণনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্ৰের গতি দেখিয়া চন্দ্রপথ ২৭।২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। সূর্য্যও সেইপথে ১২ মাস ব্যাপিয়া ভ্রমণ করেন। এক্ষণে সেই পথকে আবার ১২ ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

আকাশে তারাগুলি স্থাননির্দেশক। এ নিমিত্ত, যেমন কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তেমনই একটা বা ততোধিক নক্ষত্র লইয়া ১২টা রাশি কল্পিত হইল। যেমন কয়েকটা তারার পরস্পর বিভ্রাস দেখিলে তাহাদিগকে ত্রিকোণাকার বা শকটাকার বলিয়া বোধ হয়, তেমনই কতকগুলি নক্ষত্রের পরস্পর বিভ্রাস দেখিয়া মেঘবৃষাদির আকার কল্পিত হইয়াছিল। এই নাম ও আকার কল্পনা দ্বারা দুই প্রকার সৃষ্টি হইল। অদ্য আকাশের কোন্ স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্র আছেন, তাহা নাম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারিল এবং সেই অবস্থান আকাশের কোন অংশ, তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট হইল।

এই রাশিবিভাগ মিশরবাসিগণ প্রথমে করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কথিত আছে যে, মিশর-বাসিগণের রাশি কল্পনা দেখিয়া খৃষ্টাব্দের ৪০০ বর্ষ পূর্বে গ্রীকগণ গ্রীক ভাষায় krios, tauros প্রভৃতি রাশিগণের নামকরণ করেন। ইহারা দেখিলেন যে, মেঘবৃষাদি দ্বাদশ রাশি দ্বারা সমুদয় আকাশ নির্দেশ করা যায় না। এক্ষণে তাঁহারা কতকগুলি তারা লইয়া auriga, cassiopeia প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি নূতন আকারবিশিষ্ট রাশি করনা করিলেন। এইরূপে কালক্রমে ৩৬টা অতিরিক্ত আকার কল্পিত হইল এবং পূর্ব্বের ১২টা লইয়া এক্ষণে সমুদয় আকাশ ৪৮টা রাশিতে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কোন্ কোন্ তারা লইয়া কোন্ কোন্ রাশি হয়, তাহা চিত্র বা বর্ণনা না থাকিলে চিনিতে পারা যায় না। কেন না, যে কোন তারাপুঞ্জের যথেষ্ট আকার কল্পিত হইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে গ্রীক উদ্যক্স (Eudoxos) প্রথমে গোলকে রাশিগণের আকার প্রদর্শন করেন। তদনন্তর খৃঃ পূঃ ১২৮ অব্দে হিপার্কস প্রথমে তারা-মানচিত্র প্রস্তুত

করেন। খৃঃ ১৩৭ অব্দে বিখ্যাত টলেমি সেই তারা-মানচিত্রের সংস্কার করেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তারকা ত্রাহি নামক জ্যোতির্বিদ কয়েকটি নূতন রাশি কল্পনা করেন। এইরূপে প্রায় ৬০টা নূতন রাশি সৃষ্ট হইল এবং প্রত্যেক রাশির আকার ও নাম প্রদত্ত হইল। পুরাতন ৪৮ এবং এই নূতন ৬০টা লইয়া মোট ১০৮টা রাশির বিচিত্র আকার খগোলক এবং খগোল-মানচিত্রে চিত্রিত হইতে লাগিল।

একই নক্ষত্রের অন্তর্গত তারাগুলি গ্রীক অক্ষর দ্বারা পরস্পর হইতে বিভিন্নরূপে হয়। বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দ্বারা উজ্জ্বলতম তারাটা বুঝায়। গ্রীক অক্ষরে অকুলান পড়িলে রোমান অক্ষরের সাহায্য লওয়া হয়। অনেকগুলি অজ্ঞান তারা বিশেষ বিশেষ নাম আছে। উজ্জ্বলতার তারতম্যানুসারে তারাগুলি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পরিমাণে বিভক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ চন্দ্র-চন্দ্রে যে সকল ক্ষুদ্রতম তারা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা পঞ্চম পরিমাণের। কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ চকুদ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিমাণের তারাও দৃষ্ট হইতে পারে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত হার্সেল নির্ণয় করিয়াছেন যে, সর্বাধিক উজ্জ্বলতম লুপ্ত তারার (Sirius) জ্যোতি ষষ্ঠ পরিমাণের তারার জ্যোতি অপেক্ষা ৩২৪ গুণ অধিক। উক্তর গোলাকর্কের নক্ষত্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তারাগুলি প্রথম পরিমাণের। যথা,—রোহিণী, স্বাতি, Atair, আর্দ্রা, Capella (ব্রহ্মহনু), Procyon (প্রশা), Regulus vega (অভিজিৎ)। দক্ষিণ গোলকাকর্কের নক্ষত্রগুলির মধ্যে Achernos, Antares (জ্যোষ্ঠা), Canopus (অগস্ত্য), Reigel (বটুজিৎ), Sirius (লুপ্তক) এবং Spica (চিত্রা) এই কয়েকটা প্রথম পরিমাণের তারা।

এই নক্ষত্রগুলি যে কি তাহা নির্দিষ্ট রূপে স্থির করা অসম্ভব; কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যদি সূর্য্যকে নক্ষত্রদিগের সমান দূরে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তিনিও আকারে এবং লক্ষণে একটা নক্ষত্ররূপে প্রতীয়মান হইবেন।

নক্ষত্রগুলির অবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসুস্থস্থান করা আবশ্যিক। কোন কোন নক্ষত্র রবিমার্গের নিকটে, কোন কোনটা দূরে অবস্থিত; যথা—রোহিণী, পূষা, চিত্রা প্রভৃতি রবিমার্গের নিকটে, আবার স্বাতি, ধনিষ্ঠা ও শ্রবণা দূরে অবস্থিত। কোন কোন নক্ষত্র পরস্পরের নিকটবর্তী এবং চিত্রা ও স্বাতি, আর্দ্রা ও পুনর্বসু পরস্পর দূরবর্তী এক একটা তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র, আবার বহু তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। শত

(বহু) সংখ্যক তারা লইয়া শতভিষা, ৩২টী তারা লইয়া মেঘভী, ১১টী লইয়া মূল্য, আবার ১টী তারা লইয়া আর্ক্স ও শ্রুতি আছে।

নক্ষত্রগণের একপ্রকার দৃষ্টঃ আন্বিক গতি আছে। উহার বিষয় পর্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ নক্ষত্র পূর্বদিকে উদিত হইয়া, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বৃত্তখণ্ডাকার পথে পরিভ্রমণপূর্বক পশ্চিমদিকে অন্তর্মিত হয়। আবার অস্ত্র কতকগুলি ঋ-মধ্যের (zenith) উত্তরবর্তী কোন এক বিন্দুর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে। মেরুপ্রদেশীয় তারাটী যে বৃত্ত অঙ্কিত করে, তাহাই সর্কোপেক্ষা ক্ষুদ্র। মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আবর্তনই এই প্রকার দৃশ্যমান গতি সকলের কারণ। পৃথিবীর যদি কেবলমাত্র ঐ আবর্তন-গতি থাকিত, তাহা হইলে বৎসরের সকল সময়েই একই নক্ষত্র আকাশের একই স্থানে থাকিতে দেখা যাইত; কিন্তু তাহা নহে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি আছে, তন্নিবন্ধন আকাশের দৃশ্য দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্তিত হয়। অস্ত্র একটী নক্ষত্রকে কোন সময়ে গগনমণ্ডলের যে স্থলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কল্যা ঠিক তাহার ৪ মিনিট পূর্বে উহাকে সেই স্থলে দেখা যাইবে, এবং ঠিক এক বৎসর পরে একটী নক্ষত্রকে পুনর্বার তাহার পূর্ব স্থানে দেখিতে পাইবে।

কয়েকটার ব্যতীত, অধিকাংশ নক্ষত্রের দূরতা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু ঐ দূরতা যে অত্যধিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রাডলির সময় হইতে তারাগণের বার্ষিক লম্বন (Yearly parallax) নিরূপণ দ্বারা তাহাদের দূরতা নির্ধারণের অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ঐ লম্বন সুস্পষ্ট যন্ত্র সকলের দ্বারা অবধারণিত হয়। কোন নক্ষত্র হইতে একটী রেখা সূর্য্য পর্য্যন্ত ও অপর একটী পৃথিবী পর্য্যন্ত টানিলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐ নক্ষত্রের লম্বন কহে। যদি ঐ কোণের পরিমাণ এক সেকেন্ড হয়, তাহা হইলে বৃত্তিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত নক্ষত্রের দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ২০৬০০০ গুণ অধিক। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হেগার্সন্, বেসেন্ এবং পিটার্স মহোদয় কর্তৃক নক্ষত্রগণের লম্বন প্রকৃতরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। বেসেন্ সর্বপ্রথমে স্থির করিলেন যে, সোয়ান্ (Swan) নক্ষত্রের অন্তর্গত ৬১ সংখ্যক যে একটী যুক্ত তারা (double star) আছে, তাহার লম্বন ০.৩৭। এতদ্বারা নির্ণীত হইল যে ঐ তারার দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা ৫৫০০০০ গুণ অধিক। এই হেতু উক্ত তারার আলোক ভূপৃষ্ঠে উপনীত হইতে ৮৬ বৎসর লাগে। এ পর্য্যন্ত যে সকল নক্ষত্রের দূরতা নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে

alpha Centauri (কিন্নর) নামক তারাটী সর্কোপেক্ষা অল্প দূরবর্তী। ইহা একটী অত্যুজ্জ্বল তারা, দক্ষিণাকাশে অবস্থিত। উত্তমাংশ অন্তরীপে হেগার্সন্ এবং ম্যাকলির কর্তৃক ইহার লম্বন ০.২১২৮ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে উহা সংশোধিত হইয়া ০.২৭৬ ধার্য হইয়াছে। উক্ত তারার আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৩৬ বৎসর লাগে। উজ্জলতম তারা লুবকের লম্বন ০.১৫ নির্ণীত হইয়াছে।

গভীর অনুসন্ধানের পর এক্ষণে ইহা সম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় যে, একটী প্রথম পরিমাণের তারার দূরত্ব ভূকক্ষ্যবৃত্তের ব্যাসার্ধের ন্যূনাধিক ৯৮৬০০০ গুণ। এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আলোক আসিতে ১৫ বৎসর লাগে। কিন্তু, বর্ষ পরিমাণের একটী তারার (অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রতম তারা দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত চক্ষে দেখা যায়) গড় দূরত্ব ভূকক্ষ্যবৃত্তের ব্যাসার্ধের ৭৬০০০ গুণ। এই ক্ষুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া আলোক আসিতে ১২০ বৎসরেরও অধিককাল লাগে। যদি চকু-গ্রাহ্য অধিকাংশ তারাগণের দূরত্ব এত অধিক হইল, তবে যে সকল জ্যোতিষ্ককণা বলবান্ দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাদের দূরতা কি প্রকারে অবধারণিত হইবে? ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সকল নক্ষত্রের যে আলোক আমরা দেখিতে পাই, তাহা ছই এক বৎসরের বা ছই এক জীবিতকালের নহে; পরন্তু উহা বহু সহস্র বৎসর পূর্বে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তারাগণের সংখ্যা অগণিত। তারা গণিয়া কে শেষ করিতে পারে? চক্ষ-চক্ষে যতগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা কতিপয় সহস্রের অধিক নহে। প্রথম পরিমাণের তারার সংখ্যা সচরাচর ১৫ হইতে ২০, দ্বিতীয় পরিমাণের তারার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬০, তৃতীয় পরিমাণের তারার সংখ্যা প্রায় ১০০, চতুর্থ পরিমাণের তারার সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০, এবং পঞ্চম পরিমাণের তারার সংখ্যা ১১০০ হইতে ১২০০, কিন্তু পরবর্তী পরিমাণ সকলের তারার সংখ্যা ক্রমশঃই অধিক। বর্ষ এবং সপ্তম পরিমাণের তারার সংখ্যা প্রায় ১২০০০। নক্ষত্র সকল ছায়াপথের (Milky-way) নিকটবর্তী প্রদেশে সর্কোপেক্ষা ঘনাবস্থিত। ছায়াপথও ১১শ, ১২শ পরিমাণের তারাক-পুঞ্জের নিবিড় সমাবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

নক্ষত্রগুলি যে নিশ্চল নয়, তাহা যুক্ততারা বা বহুতারার (Multiple Stars) ব্যাপার আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে। যুক্ত বা বহু তারার এক বা বহু তারার অপরের বা পরস্পরের সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ঐ সকল তারাকে পৃথক পৃথক

দেখা যায় না। গ্যালিলিও ইহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ইহাদের সাহায্যে নক্ষত্রের বার্ষিক লম্বন (Yearly parallax) অবধারণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কাল পরে ব্রাডলী, সাঙ্কেলীন, এবং মেরার সাহেব যুক্ত ভারতীয় বাণিজ্যের মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় নাই। অবশেষে হর্শেল সাহেব দীর্ঘকাল-ব্যাপী পর্য্যালোচনা দ্বারা, ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অপূর্ণ সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য, সেতারি, এক্সি, সাউথ্ এবং হর্শেল এই কয়জন মিলিত হইয়া উত্তমাংশে অস্তরীপে চারি বৎসর কাল অহুসন্ধান দ্বারা দক্ষিণ গোলার্ধে ৬০০০ যুক্ত তারা এবং বহুতারা আবিষ্কার করেন। উহাদের অধিকাংশই দুইটীর যোগে গঠিত; কিন্তু অনেকগুলি আবার তিনটি, চারিটি, এমন কি পাঁচটি লইয়াও গঠিত হইয়াছে। এই সকল যুক্ততারার মধ্যে দূরত্ব কখনই অধিক দেখা যায় না। ঐ দূরত্ব ১" হইতে ৩২" এর অধিক নহে। দুইটি তারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়াছে দেখা গেলেই যে তাহা-দিগকে যুক্ততারা বলিতে হইবে এমত নহে। প্রকৃত যুক্ত-তারা গুলিতে, দুইটি তারা কেবল যে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, তাহা নহে, তাহারা পরস্পরের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। প্রথম পরিমাণের তারাদিগের মধ্যে প্রত্যেক বর্ষে তারাটি বহু-তারা। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র তারাগুলির মধ্যে বহুতারার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বিরল। কোন কোন স্থলে একটা তারা অল্প গুলি অপেক্ষা অনেক বৃহত্তর; যেমন কালপুরুষের অন্তর্গত রিগেল (বটুগ্রি)। কিন্তু সচরাচর যুক্ততারাগুলির জ্যোতিঃ প্রায়ই সমান। অধিকাংশস্থলে যুক্ততারাগুলি একই বর্ণের; কিন্তু সমুদয়ের এক-পঞ্চমাংশের মধ্যে বর্ণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

২০ বৎসর পর্য্যালোচনার পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হর্শেল সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, যুক্ততারাগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক তারামণ্ডল, উহারা নিরমিত কক্ষাবৃত্তে সাধারণ ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতে গতির যে নিয়ম প্রবর্তিত আছে, উহাদিগের মধ্যেও সেই নিয়মের প্রচলন দেখা যায়, এবং উহাদের কক্ষাবৃত্ত দীর্ঘবৃত্তাকৃতি (Elliptical)। অতএব এই সকল দূরবর্তী জড়মণ্ডল মহাত্মা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-সম্বন্ধীয় নিয়মের বশবর্তী। উহাদের মধ্যে আবার অনেক গুলির প্রদক্ষিণের সময় মোটামুটি নিরূপিত হইয়াছে। হার্কিউলিসের অন্তর্গত একটা তারার প্রদক্ষিণের সময় ৩০ বৎসর। ইহাই সর্বাধিক ক্রম। অল্পাংশ গুলির প্রদক্ষিণের সময় একশত বৎসর বলিয়া অবধারণিত

হইয়াছে। যে সকল স্থলে লম্বন জানা আছে, সেখানে কক্ষাবৃত্তের আরম্ভন নিরূপণ করিতে পারা যায়। এই উপায়ে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে রাজহংস (Cygnus) নক্ষত্রের অন্তর্গত ৬১ সংখ্যক যুক্ততারার পরস্পরের চতুর্দিকে যে কক্ষাবৃত্ত আছে, তাহা আরম্ভনে সূর্যের চতুর্দিকে নেপচুনের যে কক্ষাবৃত্ত আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। এইরূপ পরিভ্রমণবশতঃ পূর্বে যে সকল তারাকে একক দেখা যাইত, অধুনা তাহাদের অনেককেই যুক্ত দেখা যায়। হেলিসাহেব নির্ধারণ করিয়াছেন যে তারাগণের প্রকৃত গতি অল্প এক প্রকার। একটা তারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া নড়িয়া যায়। এ কারণপ্রযুক্ত নক্ষত্রগণের আকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে। হাঘোন্ট বলেন, দক্ষিণ দিকস্থ ক্রশ নক্ষত্র চিরকাল ঠিক বর্তমান আকৃতিবিশিষ্ট থাকিবে না; কারণ যে চারিটি তারা লইয়া উক্ত নক্ষত্র গঠিত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গে অসমান বেগে ভ্রমণ করিতেছে। উহা সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হইয়া যাইতে কত সহস্র বৎসর লাগিবে, তাহা গণনা করা যায় না।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। সূর্য্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন গতিতে আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করেন। এই দুইটি সীমা বা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যাঞ্চল। এই ঋণে দ্বাদশরাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টা নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগনমণ্ডলের উত্তরে যে অংশ তাহাকে উত্তরখণ্ড, তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুঞ্জ ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র ও দক্ষিণদিকে যে ঋণ তাহার নাম দক্ষিণখণ্ড, তাহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তর্গত ৯৯৫ নক্ষত্র অবস্থিত আছে, ইহা পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ স্থির করিয়াছেন।

ঐ মধ্যাঞ্চলে যে সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লইয়া এক একটা আকৃতি করনাপূর্ব্বক প্রাকালে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ দ্বাদশ রাশি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বিষুবরেখার উত্তরদিকে যেখানি ৬টা রাশি ও দক্ষিণদিকে তুলা প্রভৃতি ৬টা রাশি ত্রিযুক্ত ভাবে অবস্থিত আছে। গগন-মণ্ডলে এই তিন ঋণে যে সকল নক্ষত্রের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহকারে বিস্তারিত নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদগণ উত্তর ও দক্ষিণ ঋণে যে সকল রাশি ও নক্ষত্র আছে, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, এই জন্য কোন জ্যোতির্বিদ্রোহে সেই সকল রাশি বা নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায় না।

কিন্তু তাহার মধ্যখণ্ডই মেবাদিক্রমে দ্বাদশরাশিভুক্ত ২৭টা নক্ষত্রের নামকরণ করিয়াছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে অশ্বিনী অবধি রেবতী পর্যন্ত যে ২৭টা নক্ষত্র গণিত হয়, তাহা ২৭টা মাত্র, ফলতঃ তাহা নহে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থের মতে অশ্বিনী প্রভৃতি এক একটা নক্ষত্র নহে। তাহাদের মধ্যে কেহবা একটা কেহবা ততোধিক নক্ষত্রে বিরচিত।

অশ্বিনী, ইহাতে তিনটা নক্ষত্র আছে, এই নক্ষত্রত্রয়ের অবস্থান অবের ভায় এই জন্ত ইহার নাম অশ্বিনী হইয়াছে। ইত্যাদি। [এই ২৭ নক্ষত্রের আকৃতি ও অবস্থানাদির বিষয় ধগোল দেখ।] ২৭টা নক্ষত্র যথা—অশ্বিনী, ভরগী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ভু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ষ-ফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অহুয়াধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই ২৭টা নক্ষত্র। অভিজিৎ নামে একটা নক্ষত্র আছে, কিন্তু এই নক্ষত্র ত্রিংশ নক্ষত্র নহে এই ২৭টা নক্ষত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই ২৭ নক্ষত্রের প্রতি নক্ষত্রকে চারিভাগ করিয়া তাহার নয় নয় পাদে অর্থাৎ ভাগে এক এক রাশি ঠিক করিয়া দ্বাদশ রাশিতে নক্ষত্রচক্রকে বিভাগ করা হইয়াছে, এই জন্ত ঐ নক্ষত্রচক্রকে রাশিচক্রও কহে।

কোন কোন নক্ষত্র উর্দ্ধমুখ, অধোমুখ বা তির্ঘ্যমুখ। ইহার মধ্যে আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তরভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র উর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরগী, মঘা, পূর্ষফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া এবং পূর্বভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র অধোমুখ। অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ভু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা এবং অহুয়াধা, এই সকল নক্ষত্র তির্ঘ্যমুখ। নক্ষত্র নকলের এক একজন অধিপতি নির্দিষ্ট আছে। যথা—

অশ্বিনীর অধি, ভরগীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শলী, আর্দ্রার শূলভূৎ, পুনর্ভুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণী, মঘার পিতৃগণ, পূর্ষফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃত্ত, চিত্রার ষ্ট্রী, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাশি, অহুয়াধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শত্রু, মূলার নিশ্চিতি, পূর্বাষাঢ়ার তোর, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব বিরিক্শি, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বহু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব-ভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তর-ভাদ্রপদের অহিত্র এবং রেবতীর পুষ্যা অধিপতি হইয়া থাকেন। নক্ষত্রের নাম হইতে মাসের নামকরণ হইয়াছে। যথা—কৃত্তিকা ও রোহিণী এই দুই নক্ষত্রযুগ্মে কাক্তিক, মৃগ-

শিরা ও আর্দ্রার অগ্রহারণ, পুনর্ভু ও পুষ্যার পৌষ, অশ্লেষা ও মঘার মাঘ, পূর্ষফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তাতে কানুন, চিত্রা ও স্বাতিতে চৈত্র, বিশাখা ও অহুয়াধাতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা ও মূলার জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে আষাঢ়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠাতে শ্রাবণ, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদে ভাদ্র, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরগীতে আশ্বিন।

ঐ সকল মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঐ সকল নক্ষত্র হইবে, অর্থাৎ কাক্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কৃত্তিকা অথবা রোহিণী নক্ষত্র হইবে। এইরূপ সকল মাসেই জানিতে হইবে। এইরূপ নামকরণের কারণ দেখিতে গেলে স্পষ্ট জানা যায় যে পৃথিবী যখন যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তৎকালে সেই রাশির স্থিতিকাল সেই সেই নক্ষত্রের নামে মাস উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু যে রাশিতে পৃথিবী যখন স্থিত হন, তৎকালে সেই রাশি হইতে তাহার সপ্তম-রাশিতে সূর্য্যকে দেখা যায় এবং সেই সেই রাশির সপ্তমে অন্তর্মিত হন। অর্থাৎ যখন পৃথিবী বিশাখা নক্ষত্রে অর্থাৎ তুলার রাশিতে স্থিত থাকেন, তৎকালে সূর্য্যকে মেঘরাশিতে দেখা যায়। এইরূপ আর সকলের বিষয় জানিতে হইবে।

গগনমণ্ডলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যে যে সকল নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যখণ্ডে দ্বাদশরাশি ও তদন্তর্গত ২৭টা নক্ষত্র এবং ঐ ২৭টা নক্ষত্রকে দ্বাদশভাগ করিয়া তাহার এক এক রাশি নয় পাদ নক্ষত্রে হইয়া থাকে, ঐ গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডাংশিত রাশিদিগকে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে কাহার কত সময় লাগিয়া থাকে, তাহা নিয়ে বলা যাইতেছে। ইহা দ্বারা তাহাদের গতি ও দূরত্ব প্রভৃতি জানা যাইতে পারে। গ্রহগণ নক্ষত্রপুঞ্জরূপ রাশিচক্রকে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে রবির দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে এক বৎসর লাগে, অর্থাৎ মেঘরাশির অন্তর্গত অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমপাদ হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া পুনরায় ঐ স্থানে আসিতে একবৎসর কাল লাগে। এইরূপ চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ মাস, শুক্রের ৩৩৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর, রাহু ও কেতুর ১৮ বৎসর সময় লাগিয়া থাকে।

গ্রহগণের দ্বাদশ রাশি ভ্রমণ করিতে যে কাল লাগে, তাহাকে দ্বাদশভাগ করিলে যে কাল হয়, সেই কাল এক এক রাশি-ভ্রমণ করিবার নির্দিষ্ট সময়। নয় পাদনক্ষত্রে এক রাশি হয়, ঐ রাশি ভোগ-কালকে ৯ দিবা ভাগ দিলে বাহা অবশিষ্ট হয়, তাহার চারিভাগ কাল এক একটা নক্ষত্র-ভ্রমণের কাল।

রবির ১ রাশি ভ্রমণের কাল ১ মাস, অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্রের

প্রথম পাদ হইতে ত্রয়ণ আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ণ একপাদ পরিভ্রমণ শেষ করিতে ১ মাস সময় লাগিয়া থাকে। এইরূপ চক্রে ২১৫ দণ্ড, মঙ্গলের ৪৫ দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর, শুক্রের ২৮ দিন, শনির ২ বৎসর ৬ মাস, রাহু ও কেতুর ১৬ মাস সময় লাগিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডের দ্বাদশভাগে অর্থাৎ দ্বাদশ রাশির কোন রাশিতে কোন গ্রহ কোন সময় অবস্থিত থাকিবে এবং সেই রাশির অন্তর্গত নক্ষত্রে কতক্ষণ ভ্রমণ করিবে, তাহা স্থির করা যাইবে।

এক মাত্র নক্ষত্রানুসারেই রাশি দশা প্রভৃতি সকল নির্ণয় করা হয়, তাহার ফলাফল নানা প্রকার লিখিত আছে।

নক্ষত্রমান।—যে কোন নক্ষত্রের উদয় হইতে পুনরায় উদয় পর্যন্ত যে সময় লাগে, তাহাকে এক নাক্ষত্রঅহোরাত্র কহে। এই নক্ষত্রমান—৬০ অমুপলে এক বিপল, ৬০ বিপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক নাক্ষত্র অহোরাত্র, ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রে এক নাক্ষত্র মাস ও ১২ নাক্ষত্রমাসে নাক্ষত্র বৎসর হয়। ৩৬৬ অহোরাত্র ১৫৩১৩১২৪ অমুপলে এক সৌরবৎসর হয়, অতএব সাবন ৩৬৫ দিন ১৫৩১৩১২৪ অমুপলে এক নাক্ষত্র অহোরাত্রের অধিক হয়। নক্ষত্রগণের উদয় দর্শনক্রমে এই নাক্ষত্রকালের নিশ্চয় হয়। কোন বিশেষ নক্ষত্রের উদয় স্থান হইতে পুনর্বার উদয়স্থানে আসিতে যে কাল লাগে, তাহা কোন প্রকারে কোন যন্ত্রদ্বারা স্থির করিলে সেই কাল দ্বারা এক নাক্ষত্র অহোরাত্রের পরিমাণ স্থির হয়। এই নাক্ষত্র অহোরাত্রের প্রতিদিনই সমান থাকে, যেহেতু নক্ষত্রগণের গতির ব্যত্যয় নাই। নাক্ষত্র অহোরাত্রের দ্বাদশ লগ্ন হইয়া থাকে। এই নাক্ষত্রদিনের দ্বারা পরমাণু ও দশা প্রভৃতি গণনা হইয়া থাকে।

নক্ষত্রের জাতি নিরূপণ—অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বজাতি, রেবতী ও ভরণী হস্তী, কৃত্তিকা অজা, রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প, আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র, পুনর্বসু মেঘ, পূষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর, পূর্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ, বিশাখা ও অশ্বরাধা হরিণ, জ্যেষ্ঠা কুকুর, মূল্য ও শ্রবণা বানর, পূর্বাষাঢ়া নকুল, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহ জাতি। নক্ষত্র দ্বারা নাম ও রাশি নির্ণীত হয়। এই নক্ষত্রানুযায়ী নামকরণ শতপদচক্রানুসারে হইয়া থাকে। নক্ষত্রের চারিপাদে চারিটা অক্ষর থাকিবে, ঐ নক্ষত্রের মধ্যে জন্ম সময় স্থির করিয়া নক্ষত্রের কোন পাদে জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইবে, পরে যে পাদে জন্ম হইবে, নক্ষত্রের সেই পাদে লিখিত অক্ষর নামের আদ্য অক্ষর হইবে। কোন নক্ষত্রের কোন পাদে জন্মিলে কি নাম হইবে তাহার বিষয় প্রদত্ত হইল।

“অ ই উ এ কৃত্তিকা। ও ব বী বু রোহিণী। বে বো ক কি মৃগশিরা। জ ঙ গ ঙ হ আর্দ্রা। কে কো হ হি পুনর্বসু। হ হে হো ড পূষ্যা। তি তু তে তো অশ্লেষা। ম মি মু মে মঘা। মো ট টি টু পূর্বফল্গুনী। টে টো প পি উত্তরফল্গুনী। পু ষ ণ ঠ হস্তা। পে পো র রি চিত্রা। ক রে রো ত স্বাতি। তি তু তে তো বিশাখা। ন নি ছ নে অশ্বরাধা। নো য যৈ যু জ্যেষ্ঠা। যে যো ভ ভি মূল্য। জু ধ ফ চ পূর্বাষাঢ়া। তে তো জ জি উত্তরাষাঢ়া। জু জে জো খ অভিজিৎ। খি থ খে ধো শ্রবণা। গ গি ঙ গে ধনিষ্ঠা। গো শ শি শু শতভিষা। শে শো দ দি পূর্বভাদ্রপদ। হু ধ ঙ ঞ উত্তরভাদ্রপদ। দে দো চ চি রেবতী। চু চে চোল অশ্বিনী। লি লু লো লো ভরণী।”

ইহার মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই জন্ম নক্ষত্রের কত দণ্ড আছে তাহা প্রথমে নির্ণয় করিবে, নক্ষত্রকে চারিভাগ করিয়া সেই চারিভাগের মধ্যে যে ভাগে জন্মিবে, সেই পাদ জানিতে হইবে। প্রতি নক্ষত্রে চারিটা করিয়া অক্ষর সন্নিবিষ্ট আছে, নক্ষত্রের যে পাদে জন্মিবে, নক্ষত্রের সেই পাদে যে অক্ষর থাকিবে, সেই অক্ষরই আদ্য অক্ষর হইবে। যথা কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমপাদে জন্মিলে অকার, দ্বিতীয় পাদে ইকার, তৃতীয় পাদে উকার এবং চতুর্থ পাদে একার আদি নাম হইবে। এইরূপ আর সকল নক্ষত্রের বিষয় জানিতে হইবে। [নাক্ষত্রিক দশা ও রাশি প্রভৃতির বিবরণ দশা ও রাশি শব্দ দেখ। কোন নক্ষত্রে জন্মিলে জাত বালক কিরূপ গুণসম্পন্ন হইবে তাহা প্রত্যেক নক্ষত্র নাম এবং অপরাপর বিবরণ খগোল শব্দে দেখ।]

২ হার-বিশেষ, ২৭ নর হারের নাম নক্ষত্রমালা।

[নক্ষত্রমালা দেখ।]

নক্ষত্রকল্প (পুং) অথর্কবেদের পরিশিষ্ট বিশেষ। ইহাতে চক্রে অবস্থিতির বিষয় বর্ণিত আছে।

নক্ষত্রকাস্তিবিস্তার (পুং) নক্ষত্রকাস্তীনাং বিস্তারো যত্র। ধবল যাবনা। (রাজনিঃ)

নক্ষত্রকূক্ষবিভাগ (পুং) নক্ষত্রকূক্ষের বিভাগ, অর্থাৎ রাশির প্রাধান্তানুসারে দেশের অবস্থানভেদ।

নক্ষত্রগণ (পুং) নক্ষত্রবৃষ্টিতো গণঃ সমুদায়ভেদঃ। নক্ষত্র-বিশেষের সমূহাঙ্কক গণভেদ।

এই নক্ষত্রগণের বিষয় বৃহৎ সাহিত্যের এইরূপ লিখিত আছে। রোহিণী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ঋষগণ, অর্থাৎ ঋষগণ বলিলে এই সকল নক্ষত্র পাওয়া যাইবে। এই ঋষগণে অতিবেক, শান্তি, তরু, নগর, বীজ ও

ঐশ্বর্য্য সকল আরম্ভ করা উচিত। মূল্য নক্ষত্র এবং শিব, শত্রু ও ভুলগ বাহাদের অধিপতি সেই সকল নক্ষত্র তীক্ষ্ণগণ। এই তীক্ষ্ণগণে অস্তিত্বাত, মজ্জ, বেতাল, বদ্ধ, বধ ও ভেদ স্বর্গীয় কার্য সকল সিদ্ধ হয়। পূর্বাষাঢ়া, পূর্বফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, ভরণী ও পিত্তা-নক্ষত্রে উগ্রগণ হয়। উগ্রগণ নক্ষত্রে উৎসাদন, নাশ, শাঠ্য, বধন, বিধ, দহন ও শত্রুঘাত প্রভৃতির সিদ্ধিলাভ জন্ম প্রযোজ্য। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে লঘুগণ। এই লঘুগণে পুণ্য কৰ্ম্ম, রতি, জ্ঞান, ভূষণ প্রভৃতি সিদ্ধিদায়ক। অম্বরাধা, চিত্রা, পৌষ ও ইজাধিপতি নক্ষত্র মুহুগণ। এই মুহু-গণে সুরত, বিধি, বজ্র, ভূষণ ও মঙ্গলগীত প্রভৃতি হিতকর হয়। বিশাখা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে মুহু-তীক্ষ্ণগণ, এই মুহু-তীক্ষ্ণগণ বিমিশ্র ফলদায়ক হয়। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র, এবং সূর্য্য ও বায়ু যে সকল নক্ষত্রের অধিপতি সেই সকল নক্ষত্র চরগণ, এই চরগণ চরকর্মে হিতকর হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৯৮ অ°)

নক্ষত্রচক্র (রী) নক্ষত্রাণাং চক্রং যত্র। ১ রাশিচক্র। ২ তত্ত্বোক্ত দীক্ষোপযোগী চক্রভেদ। গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবার সময় নক্ষত্রচক্র প্রভৃতি চক্র সমূহদ্বারা মন্ত্র স্থির করিয়া লইবেন। তন্ত্রসারে এই চক্র এইরূপ লিখিত আছে—

নক্ষত্রচক্র—“অ অা অশ্বিনী দেবগণঃ। ই ভরণী মাহুঘঃ।

ঈ উ উ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ঌ ২ ৩ রোহিণী মাহুঘঃ। এ মুগশিরো দেবঃ। ঐ আদ্রা মাহুঘঃ। ও ঔ পুনর্কল্পদেবঃ। ক পুষ্যা দেবঃ। খ গ অম্বরাধা রাক্ষসঃ। ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্বফল্গুনী মাহুঘঃ। ছ ঝ উত্তরফল্গুনী মাহুঘঃ। ঞ এ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতি দেবঃ। ঢ গ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অম্বরাধা দেবঃ। ধ ঞ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ। ন প ফ মূল্য রাক্ষসঃ। পূর্বাষাঢ়া রাক্ষসঃ। ব পূর্বাষাঢ়া রাক্ষসঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া মাহুঘঃ। য শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। শ পূর্বভাদ্রপদা মাহুঘঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মাহুঘঃ। অং অঃ ল কা রেবতী দেবঃ।” (তন্ত্রসার)

নক্ষত্রচিস্তামণি (পুং) রত্নবিশেষ। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহার অধিকারীকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে পারে।

নক্ষত্রজ (ত্রি) বাহা নক্ষত্র হইতে জাত।

নক্ষত্রজাত (রী) নক্ষত্রে তদ্বিশেষে জাতং জন্ম। নক্ষত্র বিশেষে জন্ম, কোন নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় ১০১ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

[প্রত্যেক নক্ষত্রের বিশেষ ফল বিশেষ তত্ত্ব নক্ষত্রের নামে দ্রষ্টব্য]

নক্ষত্রতারারাজাদিত্য (পুং) চক্র, নক্ষত্র ও তারাদিগের অধিপতি সূর্য্য।

নক্ষত্রদর্শ (ত্রি) নক্ষত্রং পশ্যতি অবলোকয়তি ইতি দৃশ-অণ্।

১ নক্ষত্রবীক্ষক, বাহারী নক্ষত্র দর্শন করে। নক্ষত্রং তৎক্ষণং দর্শয়তি হৃচয়তি দৃশ-শিচু-অণ্। ২ গণক, জ্যোতির্বিদভেদ।

“প্রজ্ঞানায় নক্ষত্রদর্শঃ” (শুক্রযজুঃ ৩০।১০)

“প্রজ্ঞানায় নক্ষত্রাণি দর্শয়তি তং গণকং” (বেদদীপ)

নক্ষত্রদান (রী) নক্ষত্রে নক্ষত্রবিশেষে দানং। নক্ষত্রভেদে দ্রব্য বিশেষের দান। ইহার বিষয় হেমাদ্রির দানধণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে পায়স, রোহিণীতে দ্রাব্য, রত্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ, মুগশিরানক্ষত্রে সবৎসা ধেনু, আদ্রার কুশর (খিচুড়ী), পুনর্কল্পতে অপূপ, পুষ্যার স্তব্ধ, অম্বরাধার রৌপ্য, হস্তানক্ষত্রে হস্তী ও রথ, চিত্রা নক্ষত্রে উত্তমা ধেনু, বিশাখাতে ধেনু ও অম্বুভূহ, অম্বরাধা নক্ষত্রে উত্তরীর সহিত বজ্র, মূল্য নক্ষত্রে মূলক, পূর্বাষাঢ়ার সপাত্র দধি ও উদকমিশ্রশকু প্রভৃতি, অভিজিৎ নক্ষত্রে ঘৃত ও মধু, শ্রবণার কবল, ধনিষ্ঠার বস্ত্র ও ধেনু, শতভিষা নক্ষত্রে গন্ধদ্রব্য, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাজমাষ, উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে মাংস, রেবতী নক্ষত্রে কাংশ ও সবৎসা গাভী প্রভৃতি দান করিলে অশেষ প্রকার পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং অন্তিম কালে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বিদ্যাবিনয়াদি-সম্পন্ন বিদ্বৎ ব্রাহ্মণকে এই দান করিতে হইবে। (হেমাদ্রি)

নক্ষত্রনাথ (পুং) নক্ষত্রাণাং নাথঃ ৬তৎ। চক্র, দক্ষকন্ডা অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের চক্রের সহিত বিবাহ হইয়া ছিল বলিয়া চক্রকে নক্ষত্রনাথ কহে।

নক্ষত্রনেমি (পুং) নক্ষত্রস্ত তত্চক্রস্ত নেমিরিব। ১ ঐবতারক। ২ চক্র। ৩ রেবতী। (হেমচ°) ৪ বিষ্ণু।

“নক্ষত্রনেমিনিষ্কত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ।” (ভারত ১৩।১৪৯।৬০)

‘স জ্যোতিষাং চক্রং ভ্রাময়ন্তারাময়ন্ত শিশুমারন্ত হৃদয়ে জ্যোতিষ্কক্ষস্যা নেমিবৎ প্রবর্তকঃ স্থিতো বিষ্ণুরিতি নক্ষত্রনেমিঃ’।

(শাকরভাষ্য)

ভগবান্ বিষ্ণু তারাময় শিশুমারের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে নেমির ছায় চক্রাকারে ভ্রমণ করাইতেছেন, এইজন্ত ভগবান্ বিষ্ণুর নাম নক্ষত্রনেমি হইরাছে।

নক্ষত্রপ (পুং) নক্ষত্রং পাতি রক্ষতি ইতি পা-ক। চক্র।

নক্ষত্রপতি (পুং) নক্ষত্রং পাতি পা ভতি, বা নক্ষত্রাণাং পতিঃ ৬তৎ। চক্র। (শকাধি°)

নক্ষত্রপথ (পুং) নক্ষত্রোপলক্ষিতঃ পথঃ, অর্চ সমাসান্তঃ। নক্ষত্র-চক্রের ভ্রমণপথ। যে পথে নক্ষত্র সকল বিচরণ করে, তাহাকে নক্ষত্রপথ কহে। “অতীতনক্ষত্রপথানি বজ্র।” (যায)

[খগোল দেখ।]

নক্ষত্রপদযোগ (পুং) রাজাদিগের যুক্ত্যাজ্ঞ যোগভেদ।

“মেঘণে ভাঙ্করে বর্ষে শীতগৌ শ্বোচগে ঘমে।

নক্ষত্রপদযোগোহরঃ শক্রমেধানিলো যথা ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

সূর্য্য জন্মরাশি হইতে বর্ষে অথবা মেঘরাশিতে থাকিলে এবং চন্দ্র উচ্চস্থিত হইলে এই যোগ হয়। এই যোগে যদি রাজগণ যুদ্ধ যাত্রা করেন, তাহা হইলে বায়ু বৈরূপ মেঘদিগকে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ শত্রুগণ অনায়াসে পরাজিত হয়।

নক্ষত্রপুরুষ (পুং) নক্ষত্রঃ পুরুষইব। ব্রতবিশেষ। নক্ষত্র-সমূহকে পুরুষ কল্পনা করিয়া এই ব্রত আচরণ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নক্ষত্র-পুরুষ-ব্রত হইয়াছে।

এই ব্রতের বিবরণ বৃহৎসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে—
মূলানক্ষত্রে নক্ষত্রপুরুষের পাদঘর, রোহিণী ও অশ্বিনী ছইটি জন্মা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্র দুই উরু, পূর্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী গুহ্মদেশ, কৃত্তিকা তাহার কটদেশ, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ দুই পাশ্ব, রেবতী কৃক্শদেশ, অম্বুবাধা বক্ষস্থল, ধনিষ্ঠা পৃষ্ঠদেশ, বিশাখা ভুজঘর এবং হস্তানক্ষত্র দুই হস্ত হইবে। পুনর্নবু হস্তাঙ্গুলি এবং অশ্লেষা হস্তনখ, জ্যেষ্ঠা গ্রীবা, শ্রবণা দুই কর্ণ, পুষ্যা মুখ, স্বাতি নাস্ত, শতভিষা হান্ত, মঘা নাসিকা, মৃগশিরা চক্ষুর্দ্বয়, চিত্রা ললাটদেশ, ভরণী মস্তক ও আশ্বিনীনক্ষত্র মস্তকস্থিত কেশ।

পূর্বোক্ত নক্ষত্র সকলদ্বারা উক্ত অবয়ব সকল কল্পনা করিয়া একটা নক্ষত্রপুরুষ কল্পিত করিতে হইবে। যাহারা এই ব্রত করিবেন, তাঁহারা এই নিয়মে নক্ষত্রপুরুষ কল্পনা করিবেন। এই ব্রত চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মূলানক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রে কর্তব্য। ঐ দিনে বিষ্ণু ও নক্ষত্র সকলের পূজা করিয়া উপবাস করা বিধেয়। ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কালবিজ্ঞাবিশারদ পণ্ডিত-দিগকে সূর্য্যের সহিত স্তবপূর্ণ পাত্র এবং সরস বস্ত্র দান করিবে। যাহারা লাভাণ্ডা অভিলাষ করেন, তাঁহারা কীর, স্ত্রী এবং গুড় দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনাপূর্ব্বক রোপ্যসম্বিত বস্ত্র দান করিবেন, আর নক্ষত্রপুরুষের পাদস্থিত নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাসে মাসে উপবাস করিয়া তাহার অঙ্গস্থ সমুদয় নক্ষত্রে স্বীয় বিধি অনুসারে বিষ্ণু ও সেই নক্ষত্রের পূজা করিবে। পুরুষগণ এইরূপে এই ব্রতচরণ করিলে কল্মষ সন্নিহিত রূপবান্ হয়। স্ত্রীগণ এই ব্রত করিলে অঙ্গরাদিগের স্তায় সৌন্দর্য্য লাভ করেন। যতদিন নক্ষত্রমালা আকাশতলে বিচরণ করিবে, ততদিন তিনি ঐ নক্ষত্রদিগের সহিত অবস্থান করিবেন। যতদিন ইহলোকে থাকিবেন, ততদিনও রাজগণ পূজিত হইয়া কালান্তিগাত করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ১১৫ অ°)

এই ব্রতের বিবরণ বামনপুরাণে ৭৭ অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, বাহ্য্য ভবে এইস্থলে আর লিখিত হইল না।

নক্ষত্রফল (স্ত্রী) নক্ষত্রাণাং ফলং ৬৩৭। নক্ষত্র-সমূহের ফল।

নক্ষত্রভোগ (পুং) নক্ষত্রাণাং রাশিচক্রস্থিতনক্ষত্রাণাং ঐকৈক-
দিনে ভোগঃ। নক্ষত্রদিগের ভোগ, ২১৬০০ কলীম্বক কালে
সমপরিমাণে ২৭ ভাগের একভাগ ৮০০ শত কলারূপ ভোগ।

“ভতোগোহষ্টশতী লিখাঃ” (সূর্য্যসি°)

নক্ষত্রমান (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত দিনাদি মানভেদ।

[নক্ষত্র দেখ।]

নক্ষত্রমার্গ (পুং) নক্ষত্রাণাং মার্গঃ। নক্ষত্রদিগের বিচরণ-পথ,
নক্ষত্রপথ।

নক্ষত্রমালা (স্ত্রী) নক্ষত্রসংজ্ঞিকা মালা। সাতাশ নর
মৌক্তিকাদি রচিত মালা। ২৭ নরী হার, ইহার প্রতি লহরে
মণিযুক্তাদি ষটি থাকিবে, এইরূপ হারকে নক্ষত্রমালা কহে।
আজ কাল যে সাত নর হার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা
এই নক্ষত্রমালারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ২ নক্ষত্রশ্রেণী।
“যাবরক্ষত্রমালা বিচরতি গগনে ভূষরস্তীব ভাসা” (বৃহৎসং ১০৬৯)
৩ হস্তীদিগের মালাভেদ।

নক্ষত্রযাজক (পুং) নক্ষত্রনিমিত্তঃ বৃত্তার্থঃ যাজয়তি যজ-গিচ্-
ধূল। নক্ষত্রদোষশাস্তিকারক ব্রাহ্মণভেদ, যে সকল ব্রাহ্মণ
নক্ষত্রদোষের শাস্তি করিয়া থাকেন। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। নক্ষত্র
ও গ্রহ প্রভৃতি দোষের শাস্তি করিয়া থাকেন বলিয়া, ইহার
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চাণ্ডাল সদৃশ।

“আত্মায়কা দেবলকা নক্ষত্রগ্রামযাজকাঃ।

এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালা মহাপথিক পঞ্চমাঃ ॥”

(ভারত শাস্তি° ৭৬ অ°)

নক্ষত্রযোগ (পুং) নক্ষত্রভেদে যোগঃ ৬৩৭। নক্ষত্রের
সহিত জ্বরাদি গ্রহের যোগ।

নক্ষত্রযোগিনী (স্ত্রী) নক্ষত্রেরভিমানিতরা যুক্তাতে যুক্ত
মিহুণ। দাক্ষারণী অধিষ্ঠাদি নক্ষত্র।

“ভস্মৈ নক্ষত্রযোগিষ্ঠাঃ সপ্তবিশতিরুত্তমাঃ।

রোহিণীপ্রযুগাঃ কজা দক্ষঃ প্রোচেতসো দদৌ ॥”

(হরিবংশ ২২৬ অ°)

নক্ষত্রযোনি (স্ত্রী) নক্ষত্রাণাং যোনিঃ। বিবাহ প্রভৃতিতে
যোনিকূট, নিবিক্ত নক্ষত্র।

নক্ষত্ররাজ (পুং) নক্ষত্রাণাং রাজা ৬৩৭, ততো টচ্ সমাসান্তঃ।
চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপতি।

নক্ষত্রলোক (পুং) নক্ষত্রাণাং লোকঃ ৬৩৭। নক্ষত্রা-
ধিষ্ঠিত লোকভেদ, যে স্থানে নক্ষত্র সকল অবস্থান করেন।

“কশ্মিন্নু চন্দ্রলোকা ওতাশ প্রোতাশ নক্ষত্রলোকেষু
গার্গীতি কশ্মিন্নু নক্ষত্রলোকাঃ” (শতপথব্রা° ১৪।৬।৩।১)

কাশীধণ্ডে লিখিত আছে—

নক্ষত্রা নক্ষত্রগণ মহাদেবের প্রীতার্থ কঠোর তপশ্চর্যা করেন। মহাদেব ইহাদের তপস্তার প্রীত হইয়া এইরূপ বর দিয়াছিলেন, তোমরা সকল জ্যোতিষচক্রের মধ্যে প্রধান হইয়া অবস্থান কর এবং মেঘাদি রাশিগণের উৎপত্তিস্থান হইয়া চক্রলোকের উপরিভাগে থাক। এই লোকে তোমরা সকল তারকারাজির মাতৃ হইয়া থাকিবে। বাহারা তোমাদের পূজা ও ব্রতাদি করিবে, তাহারা তোমাদের এই লোকে অবস্থান করিবে। (কাশীধ° ১৫ অ°)

নক্ষত্রবস্তু (নক্ষত্রাণাং বস্তু)। নক্ষত্রমার্গ, নক্ষত্রদিগের বিচরণপথ। [খগোল দেখ।]

নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষবিদ্যা)। নক্ষত্রাণাং তত্ত্ব হিতগ্রহাদীনাং চারজ্ঞানার বিজ্ঞা। জ্যোতিষবিদ্যা। যে বিজ্ঞা দ্বারা নক্ষত্র প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়, তাহাকে নক্ষত্রবিজ্ঞা কহে।

“ব্রহ্মবিজ্ঞাং ভূতবিজ্ঞাং ক্ষত্রবিজ্ঞাং নক্ষত্রবিজ্ঞাং”

(ছান্দোগ্য উপ° ৭।১।২।১৭)

নক্ষত্রবীথি (জ্যোতিষ) নক্ষত্রৈস্তত্ত্বসৈঃ কৃত্য বীথিঃ। আকাশতলে নক্ষত্র কর্তৃক কৃত্য বীথি, নক্ষত্রের গতি অনুসারে পথ-বিশেষের নাম বীথি। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—অশ্বিনী প্রভৃতি তিন তিন নক্ষত্রে এক একটা বীথি হয়। এই বীথি নয় ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম নাগ, গজ, ঐরাবত, বৃষভ, গো, জরদগব, যুগ, অজ এবং দহন। স্বাতি, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে নাগবীথি হয়, কিন্তু ইহা সর্ষবাদিসম্মত নহে। গজ, ঐরাবত ও বৃষভ নামে যে তিনটা বীথি, এই তিনটা বীথি রোহিণী হইতে উত্তরমার্গ পর্যন্ত তিন তিন নক্ষত্রে হইয়া থাকে। অশ্বিনী, রেবতী, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে গোবীথি; শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জরদগবী বীথি; অশ্বরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে যুগবীথি হস্তা, বিশাখা ও চিত্রানক্ষত্রে অজবীথি এবং পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে দহনবীথি হয়। এই প্রকারে ২৭টা নক্ষত্রে নয়টা বীথি হইলে প্রত্যেক বীথিই তিনবার হয়। অতএব উক্ত বীথি সকলের মধ্যে তিন তিনটা বীথি রবিমার্গের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মার্গে অবস্থিত। তাহাদিগের আবার এক একটা বধ্যাক্রমে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পথে বিভক্ত। তিনটা নাগ-বীথি;—তাহার মধ্যে উত্তরমার্গ প্রথম, দ্বিতীয়টা মধ্যপথস্থিত এবং তৃতীয়টা দক্ষিণ পথে অবস্থিত। কোন কোন জ্যোতির্বিদ বলেন, যে নক্ষত্রসমূহের নক্ষত্রমার্গবর্তী যোগতারাগণ উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে যেরূপে অবস্থিত, বীথিমার্গ সকলও সেই ভাবে অবস্থিত। এই মার্গ নির্ধারণে কোন কোন পণ্ডিত ভ্রমী হইতে

উত্তরমার্গ, পূর্বমার্গ হইতে মধ্যম মার্গ এবং পূর্বাষাঢ়া হইতে দক্ষিণ মার্গ এইরূপ গণনা করেন।

শুক্র যে সময় উত্তরবীথিতে অবস্থিত হইয়া উদিত বা অস্তমিত হন, তখন দেশে সূর্য্যিক ও মন্ডল হইয়া থাকে। মধ্যবীথিতে হইলে মধ্যাকল, এবং দক্ষিণ বীথিতে হইলে মন্ডল হইয়া থাকে। আত্মী নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যুগশিরা পর্যন্ত যে নয়টা বীথি হইবে, তাহাতে শুক্রের উদয় বা অস্ত হইলে যথাক্রমে অত্যন্তম, উত্তমতর ও উত্তম, মম, মধ্য ও নূন, অথবা মন্ড, মন্ডতর ও মন্ডতম কল উৎপন্ন হয়।

(বৃহৎসংহিতা ৯ অ°) [অত্যাভ্র কল শুক্রচার দেখ।]

নক্ষত্রবৃষ্টি (পুং) তারাপতন, তারা ধসা।

নক্ষত্রব্যূহ (পুং) নক্ষত্রাণাং ব্যূহঃ সমূহঃ। পুরুষ ও স্ত্রী বিপ্লবের শুভাশুভসূচক নক্ষত্রসমূহ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—সিতকুম্ভ, অয়িহোত্রী, মরুজ, সূত্রভাষাজ, আকরিক, ক্ষৌর-কার, ব্রাহ্মণ, কুন্তকার, পুরোহিত এবং দৈবজ ইহারা সকলে কৃত্তিকা নক্ষত্রের অধীন অর্থাৎ এই সকল জীবের শুভাশুভ কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে জানিতে হইবে। সূত্রত, পণ্ড্রীতবন্ত, রাজা, ধনবান, যোগী, শাকটিক, গো, বৃষ, জলচর, কুবক, পুরুষ এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পন্নগণ রোহিণীর অধীন। সুরভি, বজ্র, পদ্ম, কুম্ভ, ফল, রত্ন, বনচর, বিহঙ্গ, যুগ, বাজিক, গন্ধর্ষ, কামুক এবং পত্রবাহকগণ যুগশিরানক্ষত্রের আয়ত্ত। উত্তম ধাতু, সত্য, ঐশ্বর্য্য, শৌচ, কুল, রূপ, বুদ্ধি, যশ, সেবা ও বণিকসমূহ পুনর্ব্বন নক্ষত্রের অধীন। যব, গোমুখ, সকল প্রকার শালী, ইন্দুবর্গ, মরুজগণ, যুগতিসকল, জনজীবী ও বাজিকগণ পূর্বাণনক্ষত্রের অধীন। কৃত্তিম, কন্দলু, ফল, কীট, পশু, বিষ, তুণ, ধাতু, পরম্পরাহারী ও ভিক্ষু অশ্বিনানক্ষত্রের আয়ত্ত। শত্যাগার ও গৃহ সকল, অর্ধশালী বণিক, শূরগণ, ক্রব্যাদ ও স্ত্রীদেবী বাজিকগণ মধ্য নক্ষত্রের বশীভূত। নট, যুবতী, হুভগ, গায়ক, শিল্পী, পুণ্য সকল, কার্পাস, লবণ, মধু, তৈল এবং কুমারগণ পূর্ব্বমন্ডনী নক্ষত্রের অধীন। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃহৎসংহিতায় ১৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নক্ষত্রব্রত (স্ত্রী) নক্ষত্রনিমিত্তং ব্রতং। নক্ষত্রনিমিত্তক ব্রত-ভেদ। এক একটা নক্ষত্র উদ্দেশ্য করিয়া যে ব্রত করা হয়, তাহাকে নক্ষত্রব্রত কহে। ত্রিখিতম্বে সামান্তরূপে নক্ষত্রব্রতের কাল নির্ণীত হইয়াছে। যথা—যে নক্ষত্রে সূর্য্য অস্তমিত হইবে, তাহাকে নক্ষত্ররাত্র এবং যে নক্ষত্রে সূর্য্য উদিত হইবে তাহাকে নক্ষত্রদিন কহা যায়। এই নক্ষত্র-দিবারাত্রের মধ্যে যে নক্ষত্রে সূর্য্য অস্তমিত হইবেন, সেই দিন উপবাস করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই দিনই ব্রতচরণ বিধেয়।

“ভরকক্ষহোরাত্রঃ যস্মিন্তংগতো রবিঃ ।

• যস্মিন্দেতি সবিতা ভরকক্ষঃ দিনং স্মৃতং ॥

উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাত্তং যাতি ভাষ্করঃ ।

যত্র বা যুক্ত্যতে রাম নিশীথে শশিনা সহ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতের বিষয় হোমজির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যপুরাণ হইতে এইরূপ লিখিত আছে—

“ইতোতে কথিতাঃ কৃষ্ণ তিথিযোগা ময়া তব ।

নক্ষত্রদেবতাঃ সর্বাঃ নক্ষত্রেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥”

(হোমজিব্রতখণ্ড)

নক্ষত্রব্রতে নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে, এই অশ্বিনী নক্ষত্রে এই ব্রত করিলে দীর্ঘায়ুলাভ এবং ব্যাধি সকল নাশ হইয়া থাকে। ভরগীতে বমকে ও রুভিকার অনলকে পূজা করিয়া উপবাসাদি ব্রতাদ্বয় করিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত নক্ষত্রের উদ্দেশে ব্রতচরণ করার বিধান রহিয়াছে। যে নক্ষত্রের ব্রত হউক না কেন, সেই নক্ষত্রের অধিপতি পূজনীয় জানিতে হইবে। এই ব্রতের বিশেষ বিধান হোমজির ব্রতখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নক্ষত্রশব্দ (ত্রি) দেবতাদিগের প্রতিগমনশীল স্তোত্রসমূহ।

“কবীনাং বিশাঃ নক্ষত্রশব্দ সাঃ” (শব্দ ১০।২২।১০)

‘নক্ষত্রশব্দাং দেবান্ প্রতিগচ্ছং স্তোতৃবলানাং’ (সায়ণ)

নক্ষত্রশূল (পুং) নক্ষত্রাঃ শূলানি। পূর্বাদি দিকে যাত্রাকালীন নিষিদ্ধ নক্ষত্রবিশেষ, শূলবিদ্ধ হইলে যেরূপ অনিষ্ট হয়, এই সকল নক্ষত্রে যাত্রা করিলে তদ্রূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্ত ইহাদিগকে নক্ষত্রশূল কহে। নিষিদ্ধ নক্ষত্র, পূর্বদিকে শ্রবণা ও জ্যোষ্ঠা, দক্ষিণে অশ্বিনী ও উত্তরভাদ্রপদ, পশ্চিমে রোহিণী ও পুষ্যা, উত্তরে উত্তরফল্গুনী ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র নক্ষত্রশূল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

“জ্যোষ্ঠা পূর্বা ভাদ্রপদা রোহিণ্যুত্তরফল্গুনী ।

পূর্বাদিশু ক্রমাক্রমে যাত্রারান্ন মরণপ্রদাঃ ॥”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ ।)

নক্ষত্রসত্র (স্ত্রী) নক্ষত্রনিমিত্তং সত্রঃ। নক্ষত্রনিমিত্তক যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞ নক্ষত্র মাসাছুসারে করিতে হয়।

“নক্ষত্র সত্রাগ্ন্যনাদি চেন্দ্রোমাসেন কুর্যাদ্ গণাশ্চকেন ॥”

(বিষ্ণুধর্মোত্তর ।)

নক্ষত্রসন্ধি (পুং) নক্ষত্রয়োঃ সন্ধিঃ। পূর্বনক্ষত্র হইতে উত্তর নক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের গতিরূপ সংক্রান্তি।

নক্ষত্রসাধক (পুং) মহাজেব। (ভারত ১৭।১৭।৩৫ ।)

নক্ষত্রসাধন (স্ত্রী) নক্ষত্রং সাধ্যতে জ্ঞায়তেহনেন সাধিকরূপে

লুপ্ত। গ্রহদিগের নক্ষত্রমানসাধন গণনাভেদ। এই গণনা সিদ্ধান্ত-নিয়মাদি প্রকৃতি গ্রন্থে বিশেষরূপে লিখিত আছে।

নক্ষত্রসূচক (পুং) নক্ষত্রাণি তত্ত্বাভ্যন্তরীণ চর্যতি ধূলু। সিদ্ধান্তাভিজ জ্যোতির্বিদ, ইহার লক্ষ—

“অবিদিতৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞস্য প্রপদ্যতে ।

স পণ্ডিত্বদ্বকঃ পাপী জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ ॥

অথবা—

তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রাহাণাং নৈব সাধনং ।

পরবাকোন বর্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ ॥” (বৃহৎসংহিতা)

শাস্ত্র না জানিয়া যিনি দৈবজ্ঞ হন, তাঁহাকে পণ্ডিত্বদ্বক, পাপী বা নক্ষত্রসূচক কহে। অথবা যিনি তিথির উৎপত্তি এবং গ্রহদিগের সাধন অবগত নহেন, অথবা পরের মতামতসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহাকেও নক্ষত্রসূচক কহে।

নক্ষত্রামৃত (স্ত্রী) যোগবিশেষ, বারবিশেষে নির্দিষ্ট নক্ষত্র-যোগ হইলে তাহাকে নক্ষত্রামৃতযোগ কহে। এই যোগের বিষয় জ্যোতিঃসারসংগ্রহে এইরূপ লিখিত আছে—রবিবারে হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রা, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, মূল ও রেবতী নক্ষত্র; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, হস্তা ও উত্তরভাদ্রপদ; মঙ্গলবারে রেবতী, পুষ্যা, অশ্লেষা, রুভিকা, স্বাতি ও উত্তরভাদ্রপদ; বুধবারে অমুরাধা, শতভিষা, রোহিণী, রুভিকা ও স্বাতি; শুক্রবারে পুষ্যা, পুনর্বসু ও অমুরাধা; শুক্রবারে অশ্বিনী, শ্রবণা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বফল্গুনী ও অমুরাধা এবং শনিবারে রোহিণী বা স্বাতি নক্ষত্রের যোগ হইলে এই নক্ষত্রামৃত যোগ হয়। যাত্রাকার্য্যে এই নক্ষত্রামৃত যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রামৃত যোগ হইলে বিষ্ট ও ব্যতীপাদাদি নিষিদ্ধ যোগের দোষ থাকে না। যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার রাশি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ এই নক্ষত্রামৃত যোগে সকল দোষ নাশ হয়। (জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

* “এবং নক্ষত্রশূল পৌকভান্নমর্কবারে,

হরিবৃগবিশিষ্টং বস্ত্রনীভাঃস্বপ্নে ।

দিবসকরতুরজে শর্করীনাথবারে,

গুরুগুনলবাতোপাধ্যাপোনি কোজে ॥

দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সোম্যবারে

মরুদদিত্তপুষ্যা মৈত্রভং জীববারে ।

ভগ্নগুণগুণো বিষ্ণুমৈত্রে সিতাহে

অগ্নকমলবানী সৌম্যবারেহস্ততানি ॥

বদি বিষ্টব্যতিপাতো দিগং বাণাশুভং ভবেৎ ।

হস্তভেদেহস্তযোগেন ভাকরেন ভদ্রা বধা ॥”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

এই নক্ষত্রযুগ্মের ৩ সিদ্ধিযোগ যদি প্রকৃতিতে হয়, তাহা হইলে সেই দিন যাত্রা করিবে না, এই যোগকে বিজ্ঞাপন করে।

নক্ষত্রিযু (পুং) নক্ষত্রযুগ্মা ইতি ইনি। ১ চত্র। ২ বিজু। (ভারত ১৩।১৪।৬০।)

নক্ষত্রিয় (পুং) নক্ষত্রায় হিতঃ নক্ষত্র-ব। ১ নক্ষত্রাধিষ্ঠিত সেবভেদ। "নক্ষত্রোভ্যঃ বাহা নক্ষত্রিরোভ্যঃ বাহা" (ভরতঃ ২২।২৮।৮।)

নক্ষত্রিয়ঃ 'সহ হুপা' ইতি ন শকেন সমাসঃ। ২ ক্ষত্রির ভিন্ন।

নক্ষত্রেশ (পুং) নক্ষত্রাণাং ঈশঃ। ১ চত্র। (অমর) ২ কপূর।

নক্ষত্রেশ্বর (পুং) নক্ষত্রাণাং ঈশ্বরঃ। ১ চত্র। ২ নক্ষত্রগণ কর্তৃক কাশীতে স্থাপিত শিবলিঙ্গভেদ। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

নক্ষত্রসমূহ কাশীতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কঠোর তপস্কাৰ্য্য করিয়াছিল, এই শিবলিঙ্গ নক্ষত্রেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। বাহারা কাশীতে নক্ষত্রেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিবে, তাহাদের কখন নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি হইতে কোন প্রকার পীড়া হইবে না। (বিশ্বত বিবরণ কাশীখণ্ড ১০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

নক্ষত্রোষ্টি (স্ত্রী) নক্ষত্রনিমিত্তা ইষ্টাঃ মধ্যপদলোপিকৰ্ণধা। নক্ষত্রনিমিত্তক বস্ত্রভেদ, নক্ষত্রনিমিত্তক অৰ্ণাৎ নক্ষত্রের উদ্দেশে যে যজ্ঞের অমুষ্ঠান হয়, তাহাকে নক্ষত্রোষ্টি কহে।

নক্ষত্রোষ্টক। (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদ, এক প্রকার বস্ত্র। (ভৈত্তরীরসংহিতা ৫।৪।১।৩।)

নক্ষত্রাভ (স্ত্রী) অভিজয়নকারী শত্রুদিগের হিংসাকারক।

"নক্ষত্রাভঃ তুতসিং" (শুক ৩।২।২।২)

'নক্ষত্রাভঃ নক্ষত্রিগতিকৰ্ণা, অভিজগ্ধতাঃ শত্রুণাং দস্তিতারঃ হিংসিতারঃ' (সারণ)

নক্ষ্য (স্ত্রী) উপগমনীয়, উপগন্তব্য।

"নিষা নক্ষ্য বিশৃপতে" (শুক ৭।১।৫।৭)

'নক্ষ্যোপগন্তব্যঃ। নক্ষতি ব্যাপ্তিকৰ্ণা' (সারণ)

নক্ষসান (আরবী) জড়ি, হানি।

নখ, সর্পণ। জ্বাদি, পরমৈ, সৰু, সেই। লই নখতি। লোই নখতু। বিবিলিঙ নখেৎ। লঙ অনখৎ। লুঙ অনখীৎ, অনখীৎ। লিই ননাখ, সেখতু। লুই নখিবাতি। লুই নখিতা।

নখ (স্ত্রী) নখতে ইব শরীরে নখ-খ, ততো হলোপশ (নহেহলোপশ। উৎ ৫।২৩।) অঙ্গুলিকণ্টক, অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ অধিবিশেষ। হিন্দী নখ। পর্যায়—পুনর্ভব, করকম্ব, নখর, কামাঙ্গুশ, করক, পাণ্ডিল, অঙ্গুলিসম্বৃত, করাগ্রব, করকণ্টক, স্নায়ুশূশ, রতিপখ, করকম্ব, করায়ুশ। (শব্দরত্নাবলী)

গর্ভস্থিত বালাকের ৬ বাসে নখ জন্মে। নখ এবং লোম নিজে হেমন করিবে না এবং নখ নষ্ট হইলে রক্তজন করিবে না।

"ন হিংসাকরলোম্যানি হৃষ্টেনোৎপাটয়নবান্।" (স্বয়ং ভাষ্য।)

ভূমিতে নখ স্ফীত নাশ করিতে নাই। বীর অনেক নখসম করিবে না।

"ন নখৈবিলিঙ্গেক্ষুণিক পাক সক্ষেপয়েদ্বি।

ন স্বাদে নখবান্য বৈ সুষ্ঠানোজলিনা পিবেৎ।"

(কৃষ্ণ উপনি ১৫ অ°)

মহাব্যের এবং বানর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক প্রভুর হস্ত ও পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ থাকে। ইহর অঙ্গুলিগের খুর ও নখর এই নখের সমজাতীয় পদার্থ। উপর্যুপপাত্তরিত হইয়া নখ উৎপন্ন করে। প্রকৃত ত্বক (Dermis) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর বিস্তার করিয়া নখের মূলে অবস্থিত করে। এই সকল শিখরের চতুর্দিকে উপর্যুপের কোষ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিভাগের কোষগুলি চ্যেপ্টা, এবং নিম্ন-ভাগের গুলি গোলাকার। উপর্যুপের কোষগুলি পরস্পর একত্র হইয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে অভ্যন্তর কঠিন হইয়া নখরূপে পরিণত হয়। এইরূপে নখ অঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলে উহাকে কাটিয়া ফেলা হয়। হাতের নখ সপ্তাহে এক ইঞ্চির জিণ ভাগের একভাগ এবং পদের নখ সপ্তাহে সপ্তাহে এক ইঞ্চির একপত বিংশভাগের একভাগ পরিমাণে বর্ধিত হয়। পীড়াকালে নখের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, এবং পোষণের অভাবে পাতলা হইয়া থাকে। এই কারণে নখের অবস্থা দেখিয়া অনেক সময় রোগ-নিরূপণ করিতে পারা যায়। যদি নখ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু নিম্নের ত্বক অক্ষত থাকে, তাহা হইলে অতি সম্বর পুনর্বার নখ উৎপাদিত হয়।

(স্ত্রী) নখমিষ আকৃতিরভ্যন্ত, ইতি অর্শাদিবাং অহ।

২ নখীনাং গন্ধদ্রব্যবিশেষ, (A vegetable perfume) ইহা জীলিঙ্গ নখী শব্দে প্রসিদ্ধ। ইহা সমুদ্রজাত শব্দ শব্দ-জাতীয় কোশস্থ প্রাণীর (নখাকৃতি) মুখাবরণ। ইহা দেখিতে এতদেদীর্ঘ শব্দকাদির (শাবুখ) মুখাবরণ সমূহ। যে সময় ইহারা বাতাসাভ করে, তখন ইহাদের এই মুখ বিকলিত হয় এবং তৎকালে ইহাদের মুখটি উল্টে থাকে। সেই সময় তাহা প্রাণীদিগের পদের নখ সমূহ বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য ইহাকে নখী কহে। বখন ইহারা শৈলাদি উচ্চ ভূমিতে গমনাগমন করে, তখন ইহাদের সন্ধিস্থান হইতে বহল পরিমাণে লালো মাংস হয়। যে সকল লোক ইহার ব্যবসা করে, তাহারা ইহা লুণ্ঠন করিয়া মাঝিরা কেলে, পরে ইহা তৎকালে নখাকৃতি মুখটি তুলিয়া লয়। ইহা ক্ষুদ্র বৃহদাদি ভেদে কএক প্রকার। যে কলি শাবুখের মুখের সমূহ, তাহাকে ক্ষুদ্র নখী, আর

সহান। পঞ্চাশিত্ত্ব পুস্তক। কথ্য ভাষাকে পঞ্চদশী, কায়দাবী বা
 মুদ্রাবী কহে। ইহা জিহা আরও কএক ভাষার নহি আছে।
 তাহাদের মধ্যে কাহারও আকৃতি উৎপল সন্মুখ, কাহারও
 গজকর্ণ এবং কোমলী অবস্থার সন্মুখ; ইহাদের নাম কস্তুর।
 পর্বাদ—ভক্তি, পথ, ধর্ম, কোলাহল, কল্যাণ, কবচ, নথ,
 জ্ঞাননথ, নবী, কলকহ, বিবী, শব, চল, কোমী, কল্লভ, হহ,
 নাগহহ, শাপিল, জরীকহ, কণ্ট, শ্যামিকাগিনী, সন্ধিনাল,
 পাণিকহ, কাণ্ডায়ুধ, চক্রকামক, পঞ্চনথ, নখরী। (পদবন্ধকালী)
 বস্ত্রনথের পর্বাদ—নবী, হহ, হট্টিকাগিনী। ইহার ৩৭
 মেহা, বাত, অল, অর ও চূর্ণনাশক। জহু, উক, ওজ্জবর্ধক,
 বর্ধক, বাহু, ত্রণ, বিক ও মুখসৌন্দর্যনাশক। (অবপ্রা।)
 (গু) ৩ বৎস। (মেহা)

নথকুট (গু) নথ কুট কুট হোলে অণু। নথিত, নথকোতক।
(বিকাণ্ড।)

নথখামিন্ (ত্রি) নথান্ খামিফুঃ খামিনত খাম-খিমি। নত্ব হান্না
নথ-খামিফ, যে সকল লোক নত্ব: মিত্রা নথ হোমন করে, তাহারা
জাত-খিনই হয়।

*গোষ্ঠীসমূহের নথ্যাদি চ যো নথ্যঃ।

স. বিদ্যাশঙ্কর ব্রহ্মচারী, হুচকোইশ্বরচিরেব চ ॥* (মহু ৪।৭১।)

नमोऽस्तुते । (जी) नमोऽस्तुते । कनः ८ यथाः । निम्नायुते ।
(राजनि)

মধুজাহ (মী) নথত মূল কৰ্মাদিহাং জাহ্। মধুজ, নথের অগ্রভাগ।

অর্থদানরূপ (স্বামী) নথ্য দাখ্যাতেনেন দাখি করণে লাই। ১ নথ-
নিকৃতদানার্থ দাপিতানুভেদ, যে অন্তরে নথ কাটা হয়, নকশ।

নথনা। (সেশজ) কুহুটের থাবা।

নখনিকৃষ্ণন (ক্লী) নিকৃতাতেহেনৈ কৃত-লুট্ বা হ্রস্ব । ১ নখ-
হেদনাজ, নরুণ । ২ লৌহযাজ ।

“যথা সৌম্যাকেন নখনিকৃন্তনেন বিজ্ঞাতেন সৰ্বাঃ কাৰ্য্যায়সং
বিজ্ঞাতঃ ভাৱঃ।” (ছান্দোগ্যোক্ত ৬।১।৩।)

নথনিষ্ঠায (পূঃ) নথঃ নিষ্ঠাবতে কলসাদৃশেন অল্পকরোতি,
 নিদ্র-পূ-অণু। নিষ্ঠাবীরভেদ, চণিত বাননবী শির। পৰ্যায়—
 অল্পজিফলা, বৃত্তনিষ্ঠাবিকা, প্রোম্য, নথশঙ্ককণা, প্রোম্যনিষ্ঠাবী,
 নথকলিনী। ইহান্ন. ৩৬—কযান, মধুর, কঠওম্বিকর, দেবা,
 শিথল ও কটিকারক। (নামনি)

नमोऽस्तु (नी) मधुचिह्न, इह ।

मन्त्रः (३) नमो नमः यथाः ३१। वृत्तिनामः। (नामनि)

महाराष्ट्र (बी) मुका, निष्पत्ति।

नयनप्रकाशना (प्री) प्रकाशन विभागी, नया विव।

[illegible]

ब्रह्मचरिका (औ) श्रद्धा विना के, मयूष नियः

ନଥପ୍ରତି (ଶ୍ରୀ) ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶାଳାଗ୍ରାମୀଣ ନବମ ।
 ନବ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ।

नथयनिनी (जी) नथईय कनयडाड इति ईय उरडाडी
नथकिनाय ।

नक्षत्र (श्री) वरः शुभति इति च। (मूलनिष्पत्तिका उपा-
गन्धानि। पा. ३.२५६।) इति श्रवण मूर्तिरुक्तानां च। ३५६।

(प्रि) २, कथय्याहव ।

नक्षत्राष्ट (वि) नक्षत्र पञ्चमि तान्त्रिकि पञ्च-मन्त्र-मन्त्र । नक्षत्रपञ्च ।
 त्रिपञ्चमन्त्र । २ नक्षत्रपञ्च । (नक्षत्रपञ्च)

নথর (পূ. ক্রী) নথ রাতিতি রা. ক. ১ নথ. ২ অত্মবিশেষ।
 "পাদপাতা" চরিত্রাভাষণস্থান বহুচরিত্রিপাণ্ডর।

অনেকশতাব্দীতে নথরজীমরখাখিমাঃ ॥ (ভারত, ৬।১৮।১৭।)

নধরজনী (ডী) নশো রকাত্তে ২নক্ক রক-করণে লুই, ন লোশঃ
ডীপ্ চ। বিহুত্হক, মৌপাত্তা।

নথরঞ্জিনী (জী) : রজ্যতে শ্রম। ইতি রজ্য লুটী তীণ, নথর
রজনী। নথরজ্যক-অত্রবিশেষ, নথর।

“अनसूचकसंगोत्तमिनीः यल्लक्ष्मीः ।

পুনର୍ভবচ্ছেদকরী গঙ্গେব নখরজনী ॥ (উত্ত)

নথকা (পারঙ্গী) ১ ছয়করা, হল, কোড়ুক। ২ হেনাগী।

नथब्राह्मण (१२ टी) नथब्र-एव आबुधः यत् । १ गिरहः । २ बात्रः ।
७ कुरुरः । त्रिभार आतिशयः टीव् ।

নথরাহ্ম (পুং) নথরাঃ জাহ্নবন্তে স্মৃতিতে ইতি আ-হো-ক।
করবীর বৃক্ষ। (রাভৃণি)

নথরী (জী) নথর: আকৃতিলাদুশ্চেন. অত্যা. ইতি. অহ.
গৌরাদিত্য ৩৭। ১. নথী, নথীনাক: গজদান। ২. কদম্বনথী।

নথ্যলেখক (দ্বি) নথ্য লিখিত লিখ-কন। জীবিকার নিমিত্ত
 দস্তাবেজ-শিল্পকারক।

नृधविष (पुं० जी०) नरके विषः वस्तु । नरनादि, मरुत्यादि ।

“কাদ্রাকরো সোমকিবা নখবিবা নরাসকর ।” (হেমচন্দ্র।)

নব প্রজন্মের নথি বিব। স্বদেশের নথি-বার্ষিক, কুসুম,
বার্ষিক, মকর, ভেক, শাকমত, পৌষ, শ্রবণ, প্রচণ্ড,
মৃগশিরা, ও অজিত চতুর্দশী কীটদিগের নথি ও নথি
বিব। (স্বদেশ বার্ষিক ও মকর)

नवविंशति (२० वी) नव विंशति विंशति, उदाहरण है।
 उदाहरण: रेखा, नवविंशति, विंशति, उदाहरण है।

“প্রকৃতির কাগজপত্র কেবলই খণ্ডিত।” (বহু প্রাকৃতিক।)

‘নথিবন্ধিৎ বে ভকতি ভাবভক্তাতাভাভাভূতানিভাত-
রিকান্ ভেনানি।’ (৫ কৃষ্ণক)। ইহার নাম ভক্তক।

নথবৃক্ষ (পু) নথ্য বৃক্ষঃ অথ নথ্যবৃক্ষঃ। নীলবৃক্ষ, নীল গাছ।

নথশব্দ (পু) নথইব শব্দঃ। কুজশব্দ।

নথশব্দ (পু ক্রী) নথছন্দকঃ শব্দঃ। নথছন্দনামোক্ত অত্র-
বিশেষঃ। নকশ।

‘নথশব্দায় বিযুক্ত নথশব্দনবানুল।’

‘নথশব্দো বৃত্তিভেদভেদপ্রতিপত্তিগতঃ।’ (জ্যোতিষসংহিতা)

নথশূল (দেশক) হস্ত ও পায়ের নথের বন্ধপাখিবর্তী বকের
শূলের মত কোন, নথশূলি প্রকৃতি নথরোপ।

নথ্যাবাত (পু) নথ্যাবাতঃ ওভৎ। নথ্যাবা আঘাত।
অরতকালে নায়ক কর্তৃক নারিকায় অর্থে নথ্যাব নথ্যাবা
আঘাত। কোন্ কোন্ স্থলে নথ্যাবাত করিতে হয়, কামিনীয়ে
তাহার বিবরণ এইরূপ লেখা আছে—

‘নথ্যাবাতঃ প্রমোদকো যথা হানানি নর্থহ।’

পার্থর্যো তনরোষ্টেব উরৌ চৈষ নিকটকঃ।’

ককস্থলে চ ককান্তে কপালে বাহমূলকে।’

গ্রীবায়াং কণ্ঠদেশে চ নথ্যাবাতঃ সমাচরয়েৎ।’

তথা সর্গশরীরেষু নথং দত্যাৎ শটনঃ শটনঃ।’ (কামশাস্ত্র)।

পাৰ্শ্ব, তনব, উরু, নিতম্ব, ককস্থল, ককান্ত, কপাল,
বাহমূল, গ্রীবা ও কণ্ঠদেশ, এই সকল স্থানে কামিনীভার নথ্যাবাত
করিবে। ২ বৃদ্ধাব নথ্যাবা আঘাত।

নথাক (পু) নথ অর্থইব যত্। ১ নথ্যাবাতিক। (ক্রী)
২ ব্যাজনথী।

নথাক্র (ক্রী) নথত অক্রমিব অক্রং যত্। নথী। (রত্নমালা)।

নথানথি (অব্য) নথৈশ্চ নথৈশ্চ প্রোভ্য বুদ্ধমিৎ প্রবৃত্তঃ।

পরস্পর নথ্যাবাত দ্বারা প্রবৃত্ত যুগ্ম।

‘কচাকচি বুদ্ধগামীং দত্তাস্তি নথানথি।’ (ভারত কণ ৪৫ অ°)

নথায়ুধ (পু) নথমেব আয়ুধং যত্। ১ ব্যাজ। ২ সিংহ।
৩ কুহুত।

নথারি (পু) নিবাহুচরবিশেষঃ।

নথালি (পু) নথানার আলিরয়। ১ কুজ শব্দ। নথালি
আলিঃ। ২ নথশ্রেণী।

নথানু (পু) নথভীতি নথ সর্গে নথ-আনুহ। নীলবৃক্ষ।

নথানিন্ (পু) নথ অত্রভীতি ভক্তভীতি অশ-পিনি।
১ পোচক। (ক্রী) ২ নথতকক মাত্র।

নথি (পু) নথেনাতিক্রান্তি ইতি নথরভেরেব ই। (অচ ইঃ।

উৎ ৪১৩৬।) ১ নথ দ্বারা অতিক্রমক। নথতি সপতি
নথ-ইন। ২ সর্পক।

নথিন্ (পু) নথ ভক্তভীতি নথ-ইন। ১ সিংহ। ২ কুহুত।
(ক্রী) ৩ বিদ্যারিকম নথ-ইন পটীয়ায়।

‘নথিনাক নদীনাক নুতিনাঃ শ্রীপাশিনাম্।’

বিবালো নৈব কর্তব্যঃ শ্রীযু রাজকুলে চ।’ (চারণা ২৭।)

নথী (ক্রী) নথ সৌরদিগ্ভীৎ ভীৎ। নথনামক পঞ্চমব্য বিশেষ।

[নথ বৈবী।]

নথোংবট, কাষোড়িরাদেশে বৌদ্ধবিগের একটি ঐতিহ্য ঠাট।

কাষোড়ির বৌদ্ধবিগের সপ্তোদিশনার নথ। সম্মোহি

ছিল। এসিদ্ধ নথোংবট মঠে ঐ উৎসব সম্পাদিত হইত।

উক্ত মঠের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে, উহা এককালে

পৃথিবীর একটি অতুল্যম অট্টালিকা বলিয়া পরিগণিত ছিল।

১৮৫৮ এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই, বৌদ্ধ মঠপ্রাচীরে উহা

আবিকার করেন। দ্বিতীয় জে টমসন উহার কটোগ্রাফ নইয়া

যান। উহার গঠন অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন এবং রোমকামিনীর

ভৌতিক প্রণালীর অনুরূপ। উহার মূলদেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

৬০০ ফিট এবং উচ্চতা ১৮০ ফিট। ঐ মঠের সর্বাঙ্গ

নানাবিধ কারুকাঙ্কিতসম্পন্ন প্রস্তরে মণ্ডিত। উহার প্রত্যেক

কোণে এবং কার্গিনে স্তম্ভের সপ্তমূর্তি সমিবেশিত। জীবন্ত

সর্প সকলের সম্মুখে চত্বরে একটি পুষ্করিণী ছিল। ঐ সকল

সপ্তম্ভ পূজা হইত। অল্পমান খৃষ্টাব্দ দশম শতাব্দীর কোন

সময়ে এই মঠ নির্মিত হয়। প্রায়তনবিশেষে বলেন যে, চতুর্দশ

শতাব্দীর পূর্বে যে ইহা নির্মিত হইয়াছে, তাহাযে কিছুমাত্র

সন্দেহ নাই। [কথোক্ত দেখ।]

নগ (পু) ন গচ্ছতীতি ন-গম-ড বা দহতে ইতি দহ-গ,

ততো হলোগঃ দহ ন (দহেগৌ লোগো দহ-নঃ। উৎ ৪১৩১।)

১ পর্কত। ‘নবে দ্রুতুলে চ নগোপনীতঃ

প্রত্যগ্রহীৎ সর্গময়জবর্জঃ।’ (কুমারসং ৭।৭২।)

২ দ্রুত। ৩ হাবর মাত্র।

‘নুখা নগা বতশোক্তা নুখাসর্গততদ্বরঃ।’ (বিক্রপু ১।৩৬।)

‘নগাঃ হাবরা’ (ঐশ্বর্যমাসী)

নগজ (পু) নগে পর্কতে ভারতে জন-ড। ১ হস্তী। (ক্রী)

২ পর্কতজাত বস্ত্রমাত্র।

নগজা (ক্রী) নগজ-চাপ। ১ পার্শ্বভী। ২ কুজ পাঁচাল-

ভেনা লতা। (‘রাশনি’)

নগণা (ক্রী) নান্তি গণো বস্তাঃ। লতাবিশেষ, চলিত গুয়া-

কটকী, পণ্য—পারাবস্তপী, শিখা, কুটবকনী, গোড়িমতী,

পুড়িউল, ইত্য়াদি। (‘রত্নমালা’)

নগণ্য (ক্রী) ১ অগণনীয়, অকিঞ্চিদকর। ২ ভূপাতি।

নগদ (অব্য) অথ অরক্যগান সমস্ত মূল্য দান।

নগর জিনিষ (আরবী) এর কালে বাহা নগর পাওয়া যায়।

নগর বিক্রী (আরবী) নগর মূল্য লইয়া বিক্রয় করা।

নগরদান, ১ নগর মূল্য লইয়া যে ভূমি বন্দোবস্ত করা হয়। ২ বাত বা অন্ত কোনরূপ কর না দিয়া নগর টাকা দেওয়া।

নগরদা নগরী (আরবী) এর বিক্রয়কালে মূল্যদান ও দ্রব্য প্রেরণ।

নগরী (আরবী) উপস্থিত মূল্য প্রেরণ। নগর, নগর রোজ লইয়া মক্করী।

নগরনী (জী) নগরাতা নদী। পর্কতমিহুত নদী, যে সকল নদী পর্কত হইতে নির্গত হইয়াছে।

নগরনিন্দী (জী) নগর নিন্দা ৩৩৭। হিমাগরকড়া পার্শ্বতী।

নগরপতি (পুং) নগর পতি ৩৩৭। হিমাগর।

“শৈলানাম হিমবতক নবীনাঈক্য সাগরম্।

পর্কতানামপিপতিং চক্রে চিত্ররথং বিধেঃ ॥” (ব্রহ্মসংহতঃ)।

নগরতিং (পুং) নগর তিনতি ভিন্ন কিপু। ১ পাৰ্বাণভেন্দ্র-বিশেষ। ২ ইজ, ইজ পর্কতদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলে বলিয়া তাহার নাম নগরতিং হইয়াছে।

নগরু (পুং) নগে কুরুপতিবর্ত। ১ কুরু পাৰ্বাণভেন্দ্র লতা।

(জি) ২ পর্কতজাত যাত্র। (জী) ৩ পর্কতভূমি।

নগরুর্কম্ (পুং) পর্কতের চুড়া, শৈলশিখর।

নগর (জী) নগাইব প্রাসাদাদয়ঃ সতি যজ। (নগপাং-পাণ্ডুভাষ্য। পা ৫।২।১০৭।) ইতি সূত্রত বার্তিকোক্ত্য র। বহুলোকের বাসস্থান, সহর, যে স্থলে নগ অর্থাৎ পর্কত সন্থ প্রাসাদাদি থাকে, তাহাকে নগর কহে।

পরিবার—পুর, পুরী, পুরি, নগরী, পত্তন, পট্টন, পট্টনী, পুট-ভেদন, পুটভেদন, স্থানীয়, নিগম, কটক, পট। (শব্দরত্নাবলী)

ইহার লক্ষণ—

“পণ্যক্রিয়ানিনিপুণগণাত্তুর্যাজনৈবুতম্।

অনেকজাতিসম্বন্ধ নৈকশিল্পিনামুকুলম্ ॥

সর্বসেবকসম্বন্ধ নগরত্বতিধীরতে ॥”

(বিক্রপুং টীকা স্বামিধৃত বচন)

যেখানে পণ্যক্রিয়ানিনিপুণ লোকগণ, সকল প্রকার জাতি ও বহুবিধ শিল্পিগণ অবস্থান করে, এবং অনেক সেবাসেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে নগর কহে।

কেহ কেহ নগরের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন, যেখানে অষ্টপদ প্রাসাদের বিচারাদি কার্য নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ জামান-বিচারালয় থাকে, তাহাকে নগর কহে। নগরে রাজা পশ্চিমাধিকারিগণের সহিত অবস্থান করিবেন, ইহা প্রকার ও স্থানীয় হইয়া পরিবেষ্টিত এক ইহার আরতন বোঝন বিহীন হইবে। কেহ কেহ কোন পতিত পুর ও নগরের এইরূপ জেন

করিয়া থাকেন। যেখানে বহুমানের ব্যক্তির স্থান অর্থাৎ বিচারালয় থাকে, তাহাকে পুর এবং পুরনুমতের প্রাসাদের নাম নগর।

নগর-নির্মাণ-কাল—

“হিরণ্মিগকে তানৌ চক্রে চ হিরভোদয়ে

তদে কালে দিনে চৈব নগরং কারয়েৎ ॥” (যুক্তিকরতর)

যখন সূর্য হির রানি গত হইবে, তখন হির নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন, এবং কাল ও দিন প্রভৃতি বিহীন থাকিবে, সেই সময় রাজা নগর নির্মাণ করিবেন। নগর নির্মাণ করিতে হইলে, ইহা দীর্ঘ, চতুরস্র, ত্র্যাস ও বর্জুল এই চারি প্রকার করিতে পারিবে। ইহার মধ্যে ত্র্যাস ও বর্জুল নগর নিম্নতর। নগরের এই বত হইবে, তাহার এক পাদ অধিক পরিমাণ হইলে তাহাকে দীর্ঘ কহে। চতুরস্র শব্দে চারিদিকে সমান। যে নগর তিন দিকে সমান অর্থাৎ ত্রিকোণ তাহাকে ত্র্যাস; বাহা বলসাক্তি তাহাকে বর্জুল কহে। এই চারি প্রকার নগরের মধ্যে দীর্ঘ নামক নগর স্থাপন করিলে নানাবিধ সুখসম্পত্তি হইয়া থাকে, ইহা দীর্ঘকালহারী হয়। চতুরস্র নগর চতুর্দিক-কলদারক, ত্র্যাস নগর ত্রিশক্তি নাশের নিমিত্ত এবং বর্জুল নগর নানা রোগদারক। (যুক্তিকরতর)

নগর, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাছা জেলার একটি নগর। বিপাশা নদীর বামকূলে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান কুলু রাজ্যদিগের রাজধানী ছিল। একগে সহকারী কমিশনের এখানে বাস করেন নগর (বারাজনগর) বাজালার বীরভূম জেলার একটি নগর এবং প্রাচীন রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৫৬' ৫০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ২১' ৪৫" পূঃ। মুসলমান কর্তৃক বদবিভয়ের পূর্বে এই নগর বীরভূমের কিছু রাজ্যদিগের রাজধানী ছিল। রাজপ্রাসাদ প্রায় ভয় হইয়া গিয়াছে। এই স্থানে এখন অনেকানেক ভয় বাটী, মসজিদ ও অপরিষ্কার পুচ্ছরী দেখিতে পাওয়া যায়।

নগর, মহিষের রাজ্যের লীমোগা জেলার একখানি ডালুক। রাজস্ব প্রায় ১৩০৫২। এই স্থান নিকিড জলসমর এবং পর্কত-বেষ্টিত। এখান উৎপন্ন চাউল এবং জুয়ারি।

২ মহিষের রাজ্যের লীমোগা জেলার এক পট্টাগ্রাম। অক্ষা° ১৩° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৬' পূঃ। ইহা বেগনোর নাম প্রাপ্ত-পূর্বক ১৩৪০ অব্দে কেলডি-নগরগণের রাজধানী হইয়াছিল।

৩ মহিষের রাজ্যের একটি বিভাগ। ভূমির পরিমাণ ১১৩৫২ বর্গ মাইল।

নগর, (বাসোয়) রাজ্যের প্রেসিডেন্সি ভাসোয় প্রদেশের নাসপতনের একটি ককর। অক্ষা° ১০° ৪২' ২৬" উঃ, দ্রাঘি°

৭১° ৫৩' ২৪" পূঃ। ইহার বল্লর বেস্তার নদীর মুখে অবস্থিত। এই স্থানে জুপারি, মসিনা, বাহাদুরী কাঠ এবং অখাদির বহুল বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এখানে একটা বিখ্যাত মসজিদ আছে।

নগর আনন্দপুর, ইহার আধুনিক নাম বড়নগর। [বড়নগর ও দেবনাগর দেখ।]

নগরকাক (পুং) সহরে কাক, স্থণাচক শব্দ।

নগরকীর্তন (ক্ৰী) নগরে কীর্তনং নগরপরিভ্রমণেন হরিনাম-সংঘোষণা। নগরের পথে পথে হরিনাম-সংকীর্তন, নগরের সকল পথে হরিনাম গান করিয়া বেড়ান।

“নাচারোনাদিকারী চ ন হাননিয়মস্তথা।

গ্রামে বা নগরে সাধু বর্ণে বা কীর্ত্তনেকরিতং ॥” (হরিনামমাহাত্ম্য)

নগরকোটি (পুং) হিমালয়ের পাদদেশস্থিত একটা নগর।

নগরঘাত (পুং) নগরং হস্তি হন-অণ্। ১ হস্তী। হন-ভাবে ঘঞ, নগরস্ত ঘাতঃ। ২ নগরং লোকের হনন।

নগর ছুতর, সাঁওতাল পরগণায় স্ত্রধরদিগের মধ্যে এক শ্রেণী।

নগরজন (পুং) নগরস্ত জনাঃ। পুরবাসী, নগরবাসী।

নগরতীর্থ, গুজরাটপ্রদেশস্থ নগর নামে একটা প্রাচীন তীর্থ। গুজরাটের রাজা বিশলদেবের সভাকবি নানকের প্রেরিত্তে নগরতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান বেদধ্বনিতে সর্ষদা প্রতিধ্বনিত হইত। বজ্রীয় ধুমে উহার আকাশ নিরন্তর পরিপূরিত থাকিত। এই স্থান মহাদেবের আবাস ভূমি বলিয়া গণ্য ছিল। এই স্থানের ব্রাহ্মণেরা উন্নতিশীল ছিলেন। [বড়নগর দেখ।]

নগরদ্বার (ক্ৰী) নগরস্ত দ্বারং ৬তৎ। নগরের দ্বার, পুরদ্বার।

“নগরদ্বারলোষ্ট্রস্য যদ্বৎ সাহস্রযাচিতং।” (বৃহৎসং ২।১৮)

নগরধনবিহার (পুং) বৌদ্ধদিগের একটা মঠ।

নগরপতি (পুং) নগরস্য পতিঃ ৬তৎ। নগরাধ্যক্ষ, নগর।

নগর-পার্কর, সিদ্ধদেশের অন্তর্গত থর ও পার্কর জেলার একখানি তালুক। রাজস্ব ৪৫৪৬।

২ উক্ত নগর-পার্কর-তালুকের প্রধান নগর এবং মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ২৪° ২১' উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪৭' ৩০" পূঃ। এই স্থান উত্তম উত্তম রাস্তা দ্বারা ইসলামকোট, মিতি, এবং শিঠাপুরের সহিত সংযোজিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছিল। হায়দরাবাদ হইতে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া সেই বিদ্রোহ দমন করে।

নগরপাল (পুং) নগরং পালয়তি পালি-অণ্। নগররক্ষক, চৌকীদার, নগরে কোমরূপ বিষ বা অত্যাচার না হয়, এই সকল বিষয় যে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে নগরপাল কহে।

নগরপুর (ক্ৰী) নগরস্ত পুঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসাত্মঃ। একটা নগরের নাম।

নগরপ্রাস্ত (পুং) নগরস্ত প্রান্তঃ। পুরপ্রান্ত, নগরের সন্নিকট-স্থান।

নগরমর্দিন্ (ত্রি) নগরং মৃত্যুতি মৃদ-গিনি। ১ নগরবাসক। (পুং) ২ মৃতগজ।

নগরমার্গ (পুং) নগরস্ত মার্গঃ ৬তৎ। রাজমার্গ। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে,—রাজার বাটী হইতে চারিদিকে প্রেস্ত পথ প্রেস্ত করিতে হইবে। যে রাস্তার পরিমাণ ৩০ হাত, তাহা উত্তম, বিংশতি হস্ত পরিমিত মার্গ মধ্যম, দশ এবং পাঁচ হাত রাস্তা অধম। (শুক্রনীতি) [রাজমার্গ দেখ।]

নগরক্ষুর (পুং) নগরস্ত ক্রৌঞ্চস্ত রক্ষুং কুরোতি ক্ৰ-উ। কাস্তিকের।

নগরবাসিন্ (ত্রি) নগরে বসতি বস-গিনি। নগরে বাসকারী।

নগরস্থ (ত্রি) নগরে তিষ্ঠতি স্থা-ক। নগরে অবস্থানকারী, নগরস্থিত।

নগরাদিসমিবেশ (পুং) নগরাদীনাম সমিবেশঃ ৬তৎ। নগরাদি স্থাপন। ইহার বিষয় অম্বিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা ভাল করিয়া দেখিয়া একটা স্থান নিরূপণ করিয়া তাহার মধ্যে একবোজন বা বোজনার্দ্ধ-পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবেন। এই স্থানের মধ্যে বহুতর হটাদি থাকিবে। হস্তী প্রভৃতি অনায়াসে গমন করিতে পারে, এইরূপ ভাবে অর্থাৎ ৬ হস্ত পরিমাণ নগরের দ্বার হইবে। নগরের অগ্নিকোণে স্বর্ণকারাদি সমিবেশ, দক্ষিণদিকে নৃত্যগীত-ব্যবসারী ও বার-নারীগণের আবাস, নৈঋতে নট, বাহ্লিকাদি ও কৈবর্ত প্রভৃতির বাসস্থান, পশ্চিমে রথ, আয়ুধ ও খড়গাদি ব্যবসারীর বাস, বায়ুকোণে শৌত্রিক, কন্দারিকৃত তুতাদির, উত্তরদিকে ব্রাহ্মণ, যতি, সিদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যবান ব্যক্তিগণের বাসভূমি, ঈশাণকোণে ফলাদি বিক্রেতৃ প্রভৃতি ব্যবসারীগণের ও পূর্বদিকে বলাধ্যক্ষগণের বাসভূমি হইবে। অগ্নিকোণে বিবিধ সৈনিক পুরুষ, দক্ষিণে স্ত্রীলোকদিগের নিদেশকর্তা, নৈঋতে অধ্যক্ষনগণ, পশ্চিমে অমাত্যবর্গ, কোষাধ্যক্ষ ও শিরিগণ অবস্থান করিবে। পূর্বদিকে ক্ষত্রিয়, দক্ষিণে বৈশ্য, পশ্চিমে শূত্র ও বৈশ্য এবং চতুর্দিকে অথ সৈন্য সংস্থাপন করিতে হইবে। পূর্বদিকে চরলিন্দী অর্থাৎ ছয়বেণী রাজপুরুষ প্রভৃতি, দক্ষিণদিকে শ্মশানভূমি, পশ্চিমে গোধানাদি ও উত্তরে কৃষিকার্য প্রভৃতির স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। সকল কোণেই স্নেহগুণ অবস্থান করিতে পারিবে এবং নগরে মানা দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। (অম্বিপুরাণ ২০০ অ°)

নগরমুখা (স্রী) নগরোখা, চলিত নাগরমুখা। (রাজনি°)
নগররক্ষা (স্রী) নগরস্ত রক্ষা ৬৩৭। নগরের রক্ষাব্যবস্থা বা
তত্ত্বাবধান।

নগররক্ষিন্ (পুং) নগরং রক্ষতি রক্ষ-গিনি। নগরের রক্ষা-
কারক।

নগরবস্তি, দরভাজাজেলার একটি নগর, ছোটগঙক নদীর পূর্বকূলে
অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫২'১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°৫১'৩০" পূঃ।

নগরবায়স (পুং) ১ নগরকাক, স্থণাহচক শব্দ।

নগরহার (স্রী) ১ নগরাক্রমণ। ২ রাজ্যবিশেষ।

বর্তমান জলাশাবাদের সন্নিকটে পুরাকালে এই নামে
একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। পৌরাণিক ভূগোলে ইহার নাম
পাণ্ডরা যায়। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক
হিউএনসিয়ঙ্ক এই নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে
ইহা কশিশরাজ্যের অধীন ছিল। নগরহার নামে একটি
রাজ্যও ছিল। তাহার দৈর্ঘ্য একশত মাইল এবং প্রস্থ ৪২
মাইল। ঐ রাজ্য পশ্চিমে জগদল গিরিশঙ্কট, পূর্বে খাইবার
গিরিশঙ্কট, উত্তরে কাবুল নদী এবং দক্ষিণে শফেদকো বা ধবল
পর্বত দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

নগরাধিকৃত (পুং) নগরাধ্যক্ষ, নগরের শাসনকর্তা।

নগরাধিপ (পুং) নগরস্ত অধিপঃ। নগরাধ্যক্ষ, নগরপালক।

নগরাধিপতি (পুং) নগরস্ত অধিপতিঃ। নগরাধ্যক্ষ, নগরপতি।

নগরাধ্যক্ষ (পুং) নগরে রাজা নিযোজিতঃ অধ্যক্ষঃ। রাজ
কর্তৃক নিযোজিত নগররক্ষার নিমিত্ত অধিকারিতেন। রাজা
প্রতি নগরে প্রজাসিগের বিচারকার্য্য নির্বাহ করিবার জন্য
একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাকে নগরাধ্যক্ষ
কহে। “নগরে নগরে বা শ্রাদেয়ঃ সর্বাধিকৃতকঃ।

উল্লেখ্যে স্থানে যোররূপো নক্ষত্রাপামিব গ্রহঃ ॥”

(ভারত শাস্তিপর্ব ৮৭ অ°)

২ নগররক্ষক।

“উগ্রসেনো নরপতি বর্জদেবস্ত ভারত।

নিক্ষিপ্তো নগরাধ্যক্ষো শেবাঃ সর্বে বিনির্গতাঃ ॥” (হরি° ১৪৭ অ°)

নগরিন্ (পুং) নগরবাসী লোকের নাম।

নগরী (স্রী) নগর-ভীষ্। নগর।

“প্রীত্যা দদৌ ন কর্ণা মালিনীং নগরীমথ ॥” (ভারত ১২।৫।৬)

নগরীকাক (পুং) নগরী কাকইব। বক। (ত্রিকাণ্ড) ত্রিরাং
জাতিত্বাৎ ভীষ্।

নগরীরক্ষিন্ (পুং) নগররক্ষক, নগরের রক্ষাবিধানকর্তা।

নগরোথ (স্রী) নগরোত্তীর্ণতা উৎ-স্থ-ক। ১ নগরোৎপত্তি,
যাহা নগর হইতে উৎপত্তি হয়। (স্রী) ২ নাগরমুখা, নাগরমুখা।

নগরৌকম্ (পুং) নগরে গুহ্যঃ বাসস্থানং যন্ত। নগরবাসী।

নগরৌষধি (স্রী) নগরজাতা ঔষধিঃ। কলী। (শকটি°)

নগবৎ (ত্রি) নগঃ বিভক্তে হস্য নতুপ্, মস্য ব। নগবিপ্লিট।

নগবাহন (ত্রি) মহাদেবের একটি নাম।

নগস্বরূপিণী (স্রী) ছন্দোবিশেষ।

নগাটন (পুং) নগে বৃক্ষে অটতি ভ্রমতীতি অট-ল্য। ১ বানর।

জিরাং জাতিত্বাৎ ভীষ্। (ত্রি) ২ পর্বতচারী।

নগাধিপ (পুং) নগানং পর্বতানং অধিপঃ ৬৩৭। হিমালয়-
পর্বত। “হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ ॥” (কুয়ারস° ১১১)

২ হুমৈক।

নগানিকা (স্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি পাদে চারিটি
করিয়া অক্ষর হইবে, তাহার মধ্যে প্রতি পাদের দ্বিতীয় ও
চতুর্থবর্ণ গুরু হইবে।

“বিতুর্ধ্যাকে গুরুধ্বা নগানিকা ভবেত্তদা ॥” (ছন্দ°)

নগারি (পুং) নগস্য অরিঃ শত্রুঃ। ইন্দ্র, পর্বত সকলের পক্ষ-
চ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র পর্বতের শত্রু।

নগাবাস (পুং) ১ বৃক্ষোপরি অবস্থান। ২ ময়ূর।

নগাশ্রয় (পুং) নগঃ পর্বতঃ আশ্রয় উৎপত্তিস্থানং যস্য।
১ হস্তীকন্দ। (ত্রি) ২ পর্বত ও বৃক্ষে বাসকারী।

নগিনা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বিজনের জেলার একটি তহসীল।
এখানে অনেক ইক্ষুক্ষেত্র ও আম্রকানন আছে। পরিমাণ
৪৭৪ বর্গমাইল।

২ উক্ত নগিনা নামক তহসীলের প্রধান নগর ও মিউনি-
সিপালিট। অক্ষা° ২৯°২৭'৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°২৮'৫০" পূঃ।
হরিদ্বার হইতে মুরাদাবাদ পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তার
উপর এই নগর অবস্থিত। পাঠানেরা এই নগর পত্তন করিয়া
ইহাতে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়
এখানে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়াছিল।

নগুরিয়া, সাঁওতালদিগের মধ্যে একটি শাখা।

নগেন্দ্র (পুং) নগ ইজ্জইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। ১ হিমালয়। ২ পর্বতশ্রেষ্ঠ।

নগেশ (পুং) নগেন্দ্র।

নগৌকম্ (পুং) নগো বৃক্ষো পর্বতোবা গুহ্যো নিবাসস্থানং
যন্ত। ১ পক্ষী। ২ শরভ। ৩ সিংহ। ৪ কাক। (ত্রি)
৫ বৃক্ষ ও পর্বতবাসী মাত্র।

নগ্ (ত্রি) নজতে দ্বেতি, অকর্ম্মকাৎ কর্ত্তরি জ, ততো নির্ভা
ভস্য ন। ১ বিবস্ত্র, চলিত নেংটা। ২ দিগম্বর জৈনভেদ। ইহার
কোপীনাকৃত এবং কথারবস্ত্রপরিধানকারী।

“বিকছোহহস্তরীকস্ত নখশাবস্ত্র এব বা।

শ্রোতঃ সার্কঃ তথা কর্ণ ন নরশ্চিন্তয়েদপি ॥” (কৃষ্ণ°)

বিকল্প অর্থাৎ যে কাছা দেয় না, অমৃতরীর (উত্তরীর বস্ত্র গ্রহণ করেনা), বা অবস্ত্র অর্থাৎ একেবারে বস্ত্রশূন্য বলিয়া ইহাদিগকে নয় কহে। ইহার প্রোত স্মৃতি কোন প্রকার কার্য চিত্তা করে না। আত্মিক-তত্ত্বে আরও একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—
“বিকল্পঃ কল্পশেষঃ মুক্তকল্পস্তথৈব চ।

একবাসা অবাসাশ্চ নয়পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ ॥” (আত্মিকতত্ত্ব)

বিকল্প, কল্পশেষ, মুক্তকল্প, একবাসা, ও অবাসা এই পাঁচ প্রকার নয়।

নয়াবস্থার জী বা পুরুষ যদি অবস্থান করে, তাহাদিগকে অবলোকন করিতে নাই। নয় হইয়া মান, শয়ন, বা পাঠ প্রভৃতি কার্য্য করিতে নাই।

“ন নয়াং ত্রিয়নীক্ষেত পুরুষঃ বা কদাচন।

ন চ মূত্রং পুরীষঃ বা ন বৈ সংস্পৃষ্টমৈধুনম্ ॥

নোচ্ছিষ্টং সংবিশ্রমিতাং ন নয়াঃ জ্ঞানমাত্রেরং।

ন গচ্ছের পঠেষাপি ন চৈব স্বশিরঃ স্পৃশেৎ ॥” (কুর্প্পু ১৫ অ°)

৩ পারিভাষিক নয়, বাহাদেয় কূলে কেহ বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, এবং কোন প্রকার শাস্ত্র জ্ঞান নাই, সাধুগণ তাহাদিগকে নয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাদের অন্ন পরিবর্জনীয়।

“যেথাং কূলে ন বেদোহস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতম্।

তে নয়াঃ কৌন্তীতাঃ সঙ্কিত্তোষামন্নং বিগর্হিতম্ ॥” (মার্কণ্ডেয়পু°)

যে ব্রাহ্মণ জরীবেন পরিত্যাগ করেন, তাহার নাম নয়, তিনি অতিশয় পাতকী। যিনি মোহবশতঃ গার্হস্থ্যশ্রমের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া একেবারে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাকেও নয় কহে। তিনিও অতিশয় পাপকর।

“ঋত্বজ্ঞঃসামসংজ্ঞেয়ঃ জরীবর্ণ্যবৃত্তির্জিহ্বাঃ।

এতামুচ্ছ্যতি যো মোহাৎ স নয়াঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥

যন্ত সংত্যাগ্যগার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।

পরিব্রাড়াপি মৈত্রেয়ঃ স নয়াঃ পাপকরঃ ॥” (বিষ্ণুপু° ১৮ অ°)

(পুং) ৪ বন্দী। ৫ একজন সংস্কৃত কবি।

নয়ক (পুং) নয়এব স্বার্থে কন্। নয়।

নয়করণ (স্ত্রী) অনয়াঃ নয়ঃ ক্রিয়তে হনেন কৃ শ্মান্ মুম্ চ।
অনয়ের নয়তাকরণ।

নয়জিৎ (পুং) ১ গান্ধারের রাজা। (শতপথব্রা° ৪।১।৪।১০°)

২ কোশল দেশের রাজা। ইহার কস্তার নাম সত্য।

পিতার নামানুসারে কস্তার নাম নয়জিৎও ছিল। নয়জিৎ নীর কস্তার বিবাহ বিবরে এইরূপ পণ করেন, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্তমহাত্ম্য বধ করিতে পারিবে, সেই তাঁহার জামাতা হইবে। ক্রোধের সহিত নয়জিৎপীর বিবাহ হয়। (ভাগ° ১০ বন্ধ)

৩ একজন বাস্তনাশ্রয়চরিতা। (বৃহৎস° ৫৮ অ°)

৪ একজন সংস্কৃত কবি।

নয়তা (স্ত্রী) নয় ভাবে তল। নয়স্ব, বিবস্ত্রত, উল্লঙ্গতা।

নয়ধর, রঘুবংশের একজন টীকাকার।

নয়মুখিত (স্ত্রী) মুখিতো নয়ঃ ‘রাজদত্তাদিহু’ ইতি পূর্ক-
নিশাতঃ। ধনাদি অপহরণ কল্প নয়তাপন্ন, বাহাদেয় সমস্ত ধন
অপহৃত হইয়াছে, এবং নয়বৎ অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে
নয়মুখিত কহে।

“কো নয়মুখিতপ্রথাং বহু মন্যোত-রাধবম্ ॥” (ভট্ট)

নয়মুখিত (পুং) অনয়ো নয়ো ভবতি ছ চ্যর্থে থিহুৎ।

অনয়ের নয় হওয়া, যিনি উল্লঙ্গ ছিলেন না, তাঁহার উল্লঙ্গ হওয়া।

নয়মুখিত (পুং) অনয়ো নয়ো ভবতি নয়-কৃ থুন্ম্ মুম্ চ।

অনয়ের নয় হওয়া।

নয়মোখিত (স্ত্রী) নয় মোখিত। উল্লঙ্গ স্ত্রী।

নয়মুখিত (স্ত্রী) উপাদি শব্দের একখানি মুখিত। উল্লঙ্গত
ইহার নামোন্মোখিত করিয়াছেন।

নয়ব্রতধর (পুং) ১ নয়ব্রতচাচারী। ২ মহাদেব।

নয়হর, প্রাচীন গুজরাটের এক অংশ। কল্পপুরাণে প্রভাস-
খণ্ডে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়।

নয়হ (হু) (পুং) নয়ঃ হরতি স্পর্ধতে অনেনেনি হেব করণে
কিপ্। ষড়্ বিংশতি দ্রব্য কৃত জ্ঞানবীজ। পর্যায়—কিধ, কধ,
নয়হ। “আতিথ্যরূপং মাসরং মহাবীরস্য নয়হঃ ॥”

(শুক্লযজুঃ ১৯।১৪)

ভাষ্যে ২৬টা দ্রব্যের তালিকা এইরূপ আছে—১ সর্প, ২ বৃক্,
৩ শুঠ, ৪ পিপ্পল, ৫ মরিচ, ৬ শুষ্কী, ৭ পুনর্নবা, ৮ চতুর্ভূতক,
৯ পিল্লী, ১০ গজপিল্লী ১১ বংশ, ১৪ বক, ১৫ বৃহচ্ছত্রা,
১৬ চিত্রক, ১৭ ইন্দ্রবাকী, ১৮ অশ্বগন্ধা, ১৯ ধাতক, ২০ যবানী,
২১-২২ জীরক, ২৩-২৪ হরিদ্রাধর, ২৫ বিরক্ত যব ও ২৬ জীহি, এই
সকল দ্রব্য একীকৃত হইলে তাহাকে নয়হ কহে। (বেদপীপ ১৯।১)

নয়া (স্ত্রী) নয়-টাপ। ১ বিবস্ত্রানারী। পর্যায় কোটবী,
কোটবী, নয়িকা, নয়মোখিত। (শব্দর°)

২ অমৃতগতকুচা স্ত্রী, যে নারীর স্তন উঠে নাই।

“কতুমতাস্তা তিষ্ঠন্ত্যাং বেচ্ছাদানন্ত দীরতে।

তস্মাৎসাহরেৎ নয়াং ময়ঃ স্বায়ত্ত্ববোহব্রবীৎ ॥”

(পঞ্চতন্ত্র ৩।২১৭)

নয়াচার্য্য, একজন প্রাচীন কবি। হস্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা
উদ্ধৃত হইয়াছে।

নয়াট (পুং) নয়ঃ সন্ অটতি অট-অচ্। দিগধর, বাহার-
উল্লাবস্থার বিচরণ করে।

নগ্নাটক (পুং) নগ্নাট এবং স্বার্থে কন্। গিগধর বোঙ্গী। (হার্য্য)
নগ্নিকা (স্ত্রী) নগ্নের স্বার্থে কন্ টাপি অত ইৎ। বিবজা জী।
২ অগ্ন্যন্তরজ্ঞা। পর্যায়—গৌরী, অনাগতাত্ত্বা, গৌরিকা।
(শব্দরং)

৩ অজাতকুচা কস্তা।

“অবাঞ্ছনা ভবেৎ কস্তা কুচহীনা তু নগ্নিকা।” (পঞ্চতন্ত্র ৩২১৩)

নঘমার (পুং) নহ-ক, বাহুলকাৎ হস্য ঙ, নহঃ মারমতি বৃ-পিচ-
অণ্। কুঠরোগ।

“ত্রীণি তে কুঠনামানি নঘমারো নঘারিবো নঘারং পুরুষঃ”
(অথর্ব ১৯।৩৯।২)

নঘারিষ (পুং) কুঠরোগ। [নঘমার দেখ।]

নঘুষ (পুং) নহঃ পূর্বোদরাধিহাৎ সাধুঃ। নহঃ নৃপ।

নজ্জ (পুং) নং নতিং গচ্ছতীতি গম ড, বাহুলকাৎ যুন্। জার,
উপপতি। (জটায়র)

২ এক অসভ্য জাতি। এই জাতি বিশাখপত্তনের প্রায়
৫০ খানি গ্রামে বাস করে। এই জাতির লোকেরা, কি জী, কি
পুরুষ, সকলেই প্রায় সম্পূর্ণ উল্লভ থাকে। ইহাদের মধ্যে একটা
ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস আছে যে, মন্তক মণ্ডিত করিয়া না রাখিলে
বাঘে ধরে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ইহারা মন্তক মুণ্ডিত
করিয়া রাখে। ইহারা মৃত দেহ পুতিয়া ফেলে এবং তাহার
মশ দিন পরে একটা গোরু কিংবা মহিষ কাটিয়া ভোজ দেয়।

নজ্জ পর্বত, কাশ্মীরে হিমালয় পর্বতের একটি শৃঙ্গ। ২৬৬২২
ফিট উচ্চ।

নজ্জর (পারসী) নোকা বাকিবীর জন্ত এক প্রকার লৌহ-
নির্মিত গুরুভার বস্ত্র ভেদ।

নজ্জরবাড়ী (দেশজ) যেখানে নোকা সকল নজ্জর ফেলিয়া থাকে।
নজ্জাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার
পরিমাণ তিন বর্গমাইল। ইহার সম্বাদিকারী রাজাদিগের
উপাধি ঠাকুর। অধিবাসীরা অধিকাংশই সংস্কারবিশিষ্ট।

নচিকেতস্ (পুং) ১ বাজ্রশ্রবর পুত্র, ঋষিভেদ। ২ অগ্নি।
“উশন্ হ বৈ বাজ্রশ্রবঃ সর্গদেবসং দদৌ তস্য হ।” (কঠোপনিষৎ)
[নচিকেত দেখ।]

নচির (স্ত্রী) ন চিরং ন শব্দেন সহজুপেতি সমাসঃ। শীঘ্রকাল,
অতিরিকাল।

“ভবামি নচিরাং পার্থ ময়াবেশিতচেতসাং।” (গীতা ১২ অ°)

নচের সহিত যদি চির শব্দের সমাস হয়, তাহা হইলে
অচির হইয়া থাকে।

নচিন্নাৎ (অব্য) শীঘ্র।

নচেৎ (অব্য) যদি না, তাহা না হইলে।

নচ্যাত (জি) ন চ্যাক্য নচ্যবা, ন শব্দেন সহ জুপেতি সমাসঃ।
চ্যাত ভিন্ন।

নজ্জ, বীড়া, লজ্জা। জ্বাদি, আত্মনেশনী, অক, ০সেই। লই
নজতে। লুৎ অনজিষ্ট।

নজ্জদীক্ (পারসী) নিকট, সন্নিকট।

নজনজ (দেশজ) তল তলে।

নজফ খাঁ, ইহার উপাধি আমীর-উল্-উমরা, কুল-ফিকর-উদৌলা।

পারস্যের সর্ববী রাজবংশে ইহার জন্ম। নাদীর শাহ পারস্যের
সিংহাসনে বসিয়া পুরাতন রাজবংশের সকল লোককে বধন
বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইনিও বন্দী হন।
দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ বধন নাদীর শাহ নিকট নবাব সফদর
জঙ্গের ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ খাঁকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন,
সেই সময় মির্জা মুহম্মদের অতুরোধে নজফ খাঁ ও তাঁহার এক
জ্যোষ্ঠা ভগ্নী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার ভগ্নীর
সহিত মির্জা মুহম্মদের বিবাহ হয়। তৎপরে তিন জনে
দিল্লীতে আসেন। ভগ্নীপতির মৃত্যু হইলে নজফ খাঁ তাঁহার
ভাগিনের মহম্মদ কুলী খাঁর নিকট ছিলেন। মহম্মদ কুলী খাঁ
তখন আলাহাবাদের শাসনকর্তা। সফদর জঙ্গের পুত্র নবাব
জুজাউদৌলা কর্তৃক কুলী খাঁ বিনষ্ট হইলে নজফ খাঁ কতিপয়
অত্মচর লইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রস্থান করেন ও সেখানে গিয়া
নবাব মীরকাশিমের অধীনে কর্তব্য গ্রহণ করেন। মীরকাশিম
তখন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত, নজফ খাঁ তাহাতে আরও
উৎসাহ দিলেন। মীরকাশিম যখন নবাব জুজাউদৌলার আশ্রয়
গ্রহণ করেন তখন নজফ খাঁ জুজাউদৌলার নিকট যাইতে
তরসা না করিয়া যুদ্ধলব্ধের এক ক্ষুদ্র সর্দার গুমাউ সিংহের
অধীনে কর্তব্য গ্রহণ করেন। বঙ্গারের যুদ্ধে হারিয়া জুজাউদৌলা
পলাইলে নজফ খাঁ ইংরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন
যে এক্ষণে তিনিই আলাহাবাদ প্রদেশের শ্রাব্যতঃ উত্তরাধিকারী।
ইংরাজেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আলাহাবাদ প্রদেশের
একাংশে শাসনকর্তা করিলেন। নবাব উজীরের সহিত
ইংরাজের সন্ধি হইবার সময় তাঁহার মিথ্যা-উত্তরাধিকারিত্ব
প্রমাণিত হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া
২ লক্ষ টাকা মাসহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং শাহ
আলমের নিকট বিশেষরূপে জ্ঞাপরিস করিলেন। ইংরাজেরা
নজফের প্রতি যে ব্যবস্থা করেন, বাস্তবিক তিনি ততটা বিশ্বাসের
পাঞ্জ ছিলেন না। জুজাউদৌলার সহিত তিনি ভিতরে ভিতরে
ইংরাজ বিরুদ্ধে বড়বড় করিয়াছিলেন। কোরার যুদ্ধে নবাব-বদি
জরী হইতেন, তাহা হইলে নজফ তাঁহার সহিত যোগ দিতেন।
১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের সহিত আলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া

দিল্লী গমন করেন। জাঠগণের হস্ত হইতে আগ্রাসহর উদ্ধার করার সম্রাট তাঁহাকে আখীর-উল-উমরা-জুল-কিহ্ন-উদ্দৌলা উপাধি দান করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নজ্ শেবে সম্রাটের মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

নজরুদ্দৌলা, বঙ্গের নবাব মীরজাকরের পুত্র। মীরজাকরের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা নজরুদ্দৌলার নিকট হইতে সমধিক অর্থগ্রহণপূর্বক তাঁহাকে শিফুসিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার সহিত নতুন বন্দোবস্ত করিয়া দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইয়াছিলেন।

নজর (আরবী) ১ রাজদর্শনার্থ প্রেরিত অর্থোপহার। ২ রাজ-কোষে দেয় অর্থোপহার। ৩ অর্থকণ্ডসংগৃহীত অর্থ। ৪ নিয়মদ্ব লোক কর্তৃক উচ্চপদস্থ লোককে প্রদত্ত উপহার।

উপহারাদি যাঁহাকে দেওয়া হয় তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিতেই হয়, এই ভাবার্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষার নজর অর্থে দৃষ্টি বুঝায়, যথা—কুনজর, ছোট নজর ইত্যাদি। পায়সা ভাষায়ও দৃষ্টি অর্থ পাওনা যায়, যথা—নেকনজর (রূপাদৃষ্টি)।

নজরুআনা, ১ কোনও বলবান্ রাজার রাজ্যারোহণের সময় অধীন রাজগণ কর্তৃক অধিরাজকে অবশ্যদেয় অর্থোপহার।

২ উপাধি, সম্মানাদি দান করিবার সময় অবশ্যদেয় অর্থোপহার।

নজর-বে-উজবক, অকবরের একজন নয়শতী মনসবদার। যে দিন মানসিংহ আলীমসজিদের নিকট তারিকী জাতিকে পরাজিত করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হন, সেই দিন নজর-বে ও তাঁহার তিন পুত্র কানবর বে, শাদি বে ও বাকী বে সম্রাটের নিকট পরিচিত হন। সম্রাট তাঁহাদের বীরত্বাদি শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ আদর করেন। পাদশাহনামায় নজর বে হাজারী মনসবদার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নজর মহম্মদ খাঁ, ১ বলবের অধিপতি। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর যোগল সম্রাট ইহাকে পরাজিত করিয়া ইহার রাজত্ব অধিকার করেন। ২ ভূপালের একজন নবাব। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ভূপালের নবাব উজীর মহম্মদের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নজর মহম্মদ খাঁ ভূপালের নবাব হন।

নজরুবন্দ (পারসী) রক্ষিত, বন্দীকৃত, যাহাতে কোনরূপে দৃষ্টির বহির্ভাগে পলাইয়া বাইতে না পারে।

নজরুবন্দী (পারসী) যাহাকে নজরুবন্দ করা হইয়াছে।

নজরুবাজ্ (পারসী) ১ ভেল্লীদার। ২ কুভাবে দর্শনকারী।

নজরুবাজী (পারসী) ১ অপাকা দর্শন। ২ ভোজবাজী।

নজরা (আরবী) বক্র দৃষ্টিতে চাহনি।

নজরুদ্দৌলা, নজিব খাঁ দেখ।

নজাবৎ খাঁ খানখানান্, সম্রাট আলমগীরের সমসামরিক এক সম্রাট ব্যক্তি ও হাজারী মনসবদার। ইনি নবাব ছিলেন। সম্রাট ইহাকে মাক্ত করিতেন। ইনি অকবরের সমসামরিক মির্জা হুসেমান বদকশানীর প্রপৌত্র। ইহার আসল নাম মির্জা হুজা। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়নী নগরে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম মির্জা শাহকথ। মির্জা শাহকথ অকবরের কস্তা শুকুদ্রিসা বেগমকে বিবাহ করেন। [শাহকথ দেখ।]

নজিক্ (পারসী) নিকট, সমীপে।

নজিবউল্লা খাঁ, কর্ণাটপ্রদেশে নবাব মহম্মদ আলীর ভ্রাতা। ইনি নিজ ভরণপোষণের নিমিত্ত জোতের নিকট হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নেমুর নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নজিবউল্লা ভ্রাতার বিপক্ষে বিদ্রোহ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া পরগণত হন।

নজিব উম্মিসা বেগম, অকবর বাদশাহের ভগিনী এবং খোজা হোসেন নকশবন্দির স্ত্রী।

নজিব খাঁ, একজন রোহিলা সর্দার। ইনি আলী মহম্মদ খাঁর শাসনকালে রোহিলখণ্ডে আসিয়াছিলেন এবং আপন সাহস ও কার্যদক্ষতা দ্বারা অনতিকাল মধ্যে সৈনিক সংক্রান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীর রাজসংসারে প্রবেশ লাভ করেন। সমদরজা বিদ্রোহী হইলে নজিব খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আক্কাশ শাহ ইহাকে নজিব-উদ্দৌলা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আক্কাশ আবদালীর সহিত মহারাজারদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নজির, মোকদ্দমা প্রভৃতি বিবাদাদি তত্ত্বনার্থ প্রেরণিত কাগজপত্র।

নজিরী, একজন কবি, নিশাপুরে ইহার জন্মস্থান। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া গুজরাটের অন্তর্গত আন্ধাবাদে বাস করেন। ঐ স্থানে ১০২২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নঞ্ (অব্য) অভাব-সংজ্ঞক। নঞ্ শব্দের সমাস হইলে যদি স্বরবর্ণ পরে থাকে, তাহা হইলে নঞ্ স্থানে অনু-এবং বাঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে নঞ্ স্থানে বিকল্পে অ হয়। যথা—ন-অন্ত অনন্ত, নান্ত, ন-চূত অচূত নচূত। নঞ্য়ের ৬টা অর্থ যথা—১ সাদৃশ্য, ২ অভাব, ৩ অস্তিত্ব, ৪ অন্নত্ব, ৫ অপ্ৰাপ্ততা, ৬ বিরোধ। উদাহরণ—অভ্রাক্ষণ, এইস্থলে নঞ্য়ের অর্থ সদৃশ, অভ্রাক্ষণ শব্দে ভ্রাক্ষণ সদৃশ নয় এইরূপ বুঝাইবে। অপাণ ন-পাণ এইস্থলে অভাব, অর্থাৎ অপাণ শব্দের অর্থ পাণ নাঞের অভাব। অঘট, ন-ঘট, ঘট হইতে অন্ত, এই অন্ত অঘট এই শব্দের নঞ্ অর্থ অন্যত্ব। অহুদরী কন্যা, অহুদরী, ন-উদরী,

এই স্থলে অল্পদূরী শব্দের নঞর্থ অল্প অর্থাৎ অল্প উদরবিশিষ্ট।
অকেশী ন-কেশী, এইস্থলে অপ্ৰশস্ত্যাকেশী এইরূপ অর্থবোধ
হইবে। অম্বর ন-স্বর, এই স্থলে নঞর্থ বিরোধ, অর্থাৎ
অম্বর শব্দে স্বর বিরোধী এইরূপ অর্থ বুঝাইবে।

(মুদ্রবোধটীকা চূর্ণা°)

‘নঞভাবে নিষেধে চ স্বরূপার্থে হ্যপতিক্রমে।

ঈষদর্থে চ সাদৃশ্যে তদ্বিরুদ্ধতদন্তর্যোঃ ॥’ (মেদিনী)

শিরোমণি নঞবাদে প্রথমে ‘অভাবমাত্রং নঞোহর্থঃ’
অভাবই নঞের অর্থ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

নঞের অর্থ অভাব, অভাব দুই প্রকার সংসর্গাভাব ও
অন্তোন্তাভাব। অভাব এই শব্দ বুঝিবার পূর্বে কয়েকটা
নৈমায়িকদের পরিভাষার অর্থ বুঝিতে হইবে যথা—যাহার
অভাব তাহাকে ‘প্রতিযোগী’ এবং যাহাতে অভাব থাকে
তাহাকে অমুযোগী কহে, অধিকরণের নাম অমুযোগী এবং
আধেয়ের নাম প্রতিযোগী।

সংসর্গাভাব—সংসর্গ—সম্বন্ধ, সংসর্গের আরোপজ্ঞান-
বিষয়ের অভাবই সংসর্গাভাব। সংসর্গের আরোপ অর্থাৎ
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর আরোপ, যেমন
এখানে যদি ঘট থাকিত, তবে ঘটের উপলব্ধি হইত, “সংযোগ
সম্বন্ধে ঘট নাই” এস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-সংযোগ
জানিবে।

উক্ত সংসর্গাভাব তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও
অত্যন্তাভাব।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যাহার অভাব তাহাকে “প্রতিযোগী”
কহে। যে অভাব নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায়, তাহার নাম
“প্রাগভাব”। যেমন এই দুইখানি থাপুরাতে ঘট হইবে, এখন
ঘট নাই ভবিষ্যতে হইবে, এই অভাবেই ঘট জন্মাইয়াছে,
এই জন্ম ইহার নাম “প্রাগভাব”। যেখানে বা যে মুক্তিকার
বা যে থাপুরায় ভবিষ্যতে ঘট হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে
স্থানে বা সেই মুক্তিকা বা সে থাপুরাই উক্ত প্রাগভাবের
অধিকরণ বা অমুযোগী। ঘট জন্মাইয়া প্রাগভাব নিজে নষ্ট
হয়। প্রাগভাবের নাশ আছে, উৎপত্তি নাই।

ধ্বংসাভাব—যে অভাবের উৎপত্তি আছে নাশ নাই তাহাকে
“ধ্বংস” বলে। উক্ত অভাবের আকার এইরূপ, যথা ‘ইহ কপালে
ঘটো ধ্বংসঃ’ যেমন দণ্ডাঘাতে এই কপালে অর্থাৎ থাপুরাতে
ঘট ধ্বংস হইয়াছে, পূর্বে ঘটের অভাব ছিল না, ঘট ছিল, পশ্চাৎ
দণ্ডাঘাত দ্বারা ঘটের অভাব জন্মিল, কিন্তু সহস্র যুগেও উক্ত
অভাবের অভাব হইবে না। ধ্বংসের উৎপত্তি আছে নাশ নাই,
প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব এই দুই অভাবই অনিত্য।

অত্যন্তাভাব, যে সংসর্গাভাব নিত্য তাহাকেই “অত্যন্তাভাব”
বলে। অত্যন্তাভাবের আকার এইরূপ “অত্র ঘটো নান্তি” এই
স্থানে ঘট নাই, অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে এস্থলে ঘট নাই ইহাই
বুঝিতে হইবে। এস্থলে ঘটের অভাব বুঝাইয়াছে, অতএব এই
অভাবের প্রতিযোগী ঘট, যেমন ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্ব, গোতে গোত্ব
ও মনুষ্যে মনুষ্যত্ব এক একটা ধর্ম থাকিবেই, যে সম্বন্ধে অভাব
ধরা হয়, সেই সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কহে,
এবং প্রতিযোগীর অংশে বিশেষীভূত যে ধর্ম, তাহাকে প্রতি-
যোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম কহে, সুতরাং প্রতিযোগিতার
অবচ্ছেদক দুই ব্যক্তি হইল ধর্ম ও সম্বন্ধ। কথিত স্থলে
অর্থাৎ এইরূপ স্থলে “অত্র ঘটো নান্তি” এস্থলে ঘট নাই, প্রতি-
যোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ এবং প্রতিযোগিতার
অবচ্ছেদক ধর্ম ঘট, আবার একটা নিয়ম আছে যে
যাহার অবচ্ছেদক হয়, তদবচ্ছিন্ন সে হয়, এবং প্রতিযোগিতা
ও অভাব এই দুয়ের পরস্পর নিরূপ্য নিরূপকতাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ
প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হয়।

এখন সমস্ত মিলিত হইয়া “অত্র সংযোগেন ঘটোনান্তি”
ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল, সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘট-
বচ্ছিন্ন যে ঘটনিষ্ঠ (ঘটে) প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার
নিরূপক যে অভাব সে এইস্থানে আছে।

এই অত্যন্তাভাবের সহিত প্রতিযোগিতার অধিকরণতার
বিরোধ। এক সময়ে এক স্থানে যে দুই ব্যক্তির অবস্থিতি
ঘটে না, সেই দুই ব্যক্তিরই পরস্পরের বিরোধ-ব্যবহার হইয়া
থাকে। যেমন সূত্র ও ছত্রের বিরোধিতা। যে স্থানে প্রতি-
যোগীর (ঘটের) অধিকরণতা থাকে, সে স্থানে তাহার অভাব
থাকে না, যেখানে ঘটের অভাব থাকে, সেখানে ঘটের অধি-
করণতা থাকে না, এই বিরোধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সংসর্গাভাব নিত্য, তাহা এই
অত্যন্তাভাব সম্বন্ধে জানিতে হইবে, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সকল সময়েরই সকল বস্তুর অত্যন্তা-
ভাব সকল স্থানে থাকে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, যদি সর্বত্রই সকলের অত্যন্তা-
ভাব থাকে, তবে যে স্থানে ঘট বর্তমান রহিয়াছে দেখিতেছি,
সে স্থানে কৈ ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু দেখা যায়,
এই স্থানে ঘট নাই অর্থাৎ ঘটের অভাব আছে, আবার যেই
একটা ঘট আনিয়া সেখানে রাখিলাম, তখনই সেই ঘটের অভাব
দূর হইল। তখন আর ঘটের অভাব দেখা যায় না এবং
যেই আবার ঘটটিকে দূরীভূত করা হইল, তখন সেই স্থানেই
ঘটের অভাব জন্মিল। অতএব তাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে,

তাহাকে নিভ্য কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্থানে ঘট আছে, সেই স্থানে তখনও ঘটের অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা উপলব্ধি হয় না। ঘটের অভাব তখনও দেখা বাইত, যদি ঘটটা সে স্থানে প্রতিবন্ধকরূপে বসিয়া না থাকিত, এইরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ঘটাতাবের উপলব্ধি হইতেছে না। ঘটটা সরাইলেই প্রতিবন্ধক না থাকায় তখন ঘটাতাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইত্যাদি নৈয়ায়িকদের কথার মারপেচে অতিশয় কঠিন ও হুবোধ্য হইয়াছে।

অন্তোত্তাভাব—তাদান্ব্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ যে অভাব তাহাকে অন্যান্যোত্তাভাব কহে। যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে থাকে, তেমন তাদান্ব্যসম্বন্ধে আপনা আপনাতে থাকে অর্থাৎ তাদান্ব্য সম্বন্ধে ঘট ঘট থাকে, তাদান্ব্যসম্বন্ধে পট পটে থাকে।

অন্তোত্তাভাবের আকার এইরূপ “অয়ং ঘটো ন” এই বস্তুটা ঘট নয়, তবে কি না পট। “ঘট নয়” এই নঞের অর্থ অন্যান্যোত্তাভাব। অন্যান্যোত্তাভাবের অপর নাম “ভেদ”। মোটামুটি বুঝিতে গেলে এইরূপ, যে অভাবের বলে পরস্পরের ভেদ প্রতীতি হয়, তাহার নাম অন্যান্যোত্তাভাব। এই বস্তুটা ঘট নয় অর্থাৎ ঘট ভিন্ন, তবে কি না পট। এস্থলে ঘট ও পটের ভিন্নতা প্রতীতি হইয়াছে। এখন সমস্ত মিলিত হইয়া “এই বস্তুটা তাদান্ব্য সম্বন্ধে ঘট নয়” ইহার অর্থ এইরূপ হইল, তাদান্ব্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও ঘটস্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক ভেদবিশিষ্ট এই পট।

উক্ত অন্যান্যোত্তাভাবের সহিত বিরোধ-প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকের সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব যেখানে থাকে, সেখানে ঘটের ভেদ থাকে না, ঘটত্ব আছে ঘটে, এই ঘটে ঘটের ভেদ থাকে না। ঘটের ভেদ থাকিবে মাত্র ঘট ছাড়া পটাদি সমস্ত বস্তুতেই। এই প্রকার নঞের বিচার নঞবাদে অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই নঞবাদই নৈয়ায়িকদিগের প্রধান গ্রন্থ, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না।

নঞ্ পর্য্যদাস ও প্রসঙ্গ্যপ্রতিবেদ ভেদে দ্বিবিধ।

“প্রাধান্যন্ত বিধেয়ত্র প্রতিবেদে ২প্রধানতা।

পর্য্যদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্”

যে স্থলে বিধির প্রাধান্য ও নিষেধের অপ্রাধান্য বুঝায়, এবং সমাসান্ত পদে নঞের প্রয়োগ হয় না, তাহাকে পর্য্যদাস নঞ্ কহে। যথা—“রাত্রৌ শ্রাঙ্কং ন কুরীত” রাত্রিতে শ্রাঙ্ক করিবে না, এস্থলে ফলকথা এইরূপ বুঝাইয়াছে যে রাত্রি ভিন্ন সময়ে শ্রাঙ্ক কর্তব্য। কেন না শাস্ত্রান্তরে সকল স্থলেই শ্রাঙ্ককার্যের বিধান রহিয়াছে, এইজন্য এই শ্রাঙ্ককরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অমর হইয়াছে, বিধার্থবাচক লিঙ্ প্রত্যয়ে অর্থাৎ ‘কুরীত’ এই লিঙ্ প্রত্যয় দ্বারাই এই স্থলে বিধির প্রাধান্য বুঝাইয়াছে, শ্রাঙ্ক

করিতেই হইবে, রাত্রি ভিন্ন কালে শ্রাঙ্ক কর্তব্য এবং এই স্থলে প্রতিবেদের অপ্রাধান্য হইয়াছে, সাক্ষাৎ বিধার্থবাচক লিঙ্‌র্থে নঞের অমর না হইলেই নিষেধের অপ্রাধান্য হইল। যেমন ‘রাত্রৌ শ্রাঙ্কং ন কুরীত’ রাত্রি শ্রাঙ্ক করিবে না, এস্থলে নঞের অর্থ অন্যান্যোত্তাভাবভেদ অর্থাৎ করিবে না ইহা না বুঝাইয়া রাত্রিভিন্ন কালে করিবে, এই ভেদই নঞের অর্থ হইল। ভেদ রূপ নিষেধের সাক্ষাৎ অমর হইয়াছে, বিধার্থবাচক লিঙ্‌র্থে অমর হয় নাই, এজন্যই নিষেধের অপ্রাধান্য হইল, ও এই স্থলে পর্য্যদাস নঞ্ হইল। প্রসঙ্গ্য-প্রতিবেদ নঞ্—

“অপ্রাধান্যং বিধেয়ত্র প্রতিবেদে প্রাধানতা।

প্রসঙ্গ্যপ্রতিবেদোহসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্”

যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য ও নিষেধের প্রাধান্য এবং নঞের অমর ক্রিয়াতে হয়, তাহাকে প্রসঙ্গ্য-প্রতিবেদ কহে। যথা—“নাতিরাত্রৌ বোড়শিনং গৃহ্মণতি” অতিরাত্র শব্দের অর্থ অতিরাত্র নামক যজ্ঞ। বোড়শী শব্দের অর্থ সোমলতারস-পূর্ণ পাত্র। অতিরাত্র নামক যজ্ঞে সোমলতারসপূর্ণপাত্র গ্রহণ করিবে না। এস্থলে বিধেয় কর্ম বোড়শিগ্রহণ ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধার্থবাচক লটের সহিত অমর হয় নাই, এজন্য বিধির অপ্রাধান্য হইয়াছে। এবং নঞের ন নিষেধের বিধার্থ-বাচক লড়র্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অমর হইয়াছে বলিয়া নিষেধের প্রাধান্য ঘটয়াছে। অর্থাৎ অতিরাত্রযজ্ঞে সোমলতারস পূর্ণ পাত্রগ্রহণের নিষেধ হইয়াছে, ‘ন গৃহ্মণতি’ গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রান্তরে সোমলতারস পূর্ণপাত্র গ্রহণের বিধান আছে, কিন্তু অতিরাত্র যজ্ঞে ইহা গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রান্তরে যে বিধান আছে, সেই বিধেয় এই স্থলে অপ্রাধান্য ও প্রতিবেদের প্রাধান্য হইল, গ্রহণ করিবে না এই নিষেধেরই প্রাধান্য হইল, এইজন্য এই স্থলে প্রসঙ্গ্য-প্রতিবেদ হইল।

আবার এমন কোনও স্থান আছে যে, এক স্থানেই পর্য্যদাস ও প্রসঙ্গ্য-প্রতিবেদ ঘটে। যথা ভোজরাজ—

“পৌষেচৈত্রে কৃষ্ণপক্ষে নবমঃ নাচরমুখঃ।

ভবেজ্জন্মান্তরে রোগী পিতৃশাং নোপতিষ্ঠতে”

এখানে “ন আচরেৎ” এই নঞের অর্থ প্রসঙ্গ্য ও পর্য্যদাস দুই ঘটয়াছে, কেননা পৌষ ও চৈত্র মাসে এবং কৃষ্ণপক্ষে নবম শ্রাঙ্ক করিবেনা যদি করে, তবে জন্মান্তরে রোগী হয় এবং সেই শ্রাঙ্কতৃপ্তির জন্ত পিতৃলোকে উপস্থিত হয় না।

নবম শ্রাঙ্ক পৌষাদিতে করিবে না, কেন না জন্মান্তরে রোগী হয়, ইহা দ্বারা বুঝা গেল, নিষ্প্রাপ্তি আছে, বিধায় ইহা প্রসঙ্গ্য প্রতিবেদ এবং উক্ত শ্রাঙ্ক পিতৃলোকে উপস্থিত হইবে না, ইহার দ্বারা বুঝা যায় শ্রাঙ্ক সিদ্ধ হইবে না সুতরাং পর্য্যদাস

অর্থাৎ যেখানে কার্য সিদ্ধ আছে, তবে কিছু প্রত্যাবার হয় সেই স্থলে প্রসঙ্গপ্রতিবেদ, এবং যে স্থলে কার্য সিদ্ধ হইবে না, এবং কোন প্রত্যাবারও নাই তথায় পর্য্যদাস হইবে। কলকথা প্রসঙ্গ স্থলে কার্য সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু দোষগ্রস্ত হইতে হয়। পর্য্যদাস স্থলে কার্যই সিদ্ধ হয় না এবং কার্য জন্ত কোন প্রত্যাবার হয় না। ‘রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্য্যত’ ইত্যাদি স্থলে রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ সিদ্ধি হইবে না, এবং রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ জন্ত প্রত্যাবারভোগী হইতে হইবে না। ‘নাতিরাত্র্যং বোড়-শিনং গৃহ্মতি’ এই স্থলে কার্য সিদ্ধি হইবে। কিন্তু প্রত্যাবারগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহাই সাধারণতঃ পর্য্যদাস ও প্রসঙ্গপ্রতিবেদ জানিতে হইবে। (রঘুনাথ, জগন্নাথপণ্ডিত, পট্টাভিরাম, বেঙ্কট-চাঁদ্য, গদাধর, বিশ্বনাথ, প্রভৃতি রচিত নঞবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নঙ্গনগড়, মহিষর রাজ্যের একটি নগর। অক্ষা° ১২° ৭’ ২০” উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪০” পূঃ। এই স্থানে নঙ্গনদেবের নামক শিবের বিখ্যাত মন্দির আছে। উক্ত মন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৮৫ ফিট ও প্রস্থে ১৬০ ফিট, এবং ২৪৭টি স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। মার্চ মাসের শেষ ভাগে এখানে রথযাত্রা হয়, তাহাতে বহু মহত্ব লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নঙ্গরাজপুতনা, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কুর্গ রাজ্যের একটি বিভাগ, পরিমাণ ২৬৪ বর্গ মাইল।

নট [গট দেখ।]

নট, ভ্রংশ। চুরাদিগণীয় উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ নাটয়তি-তে। লিট্ নাটয়াং চকার, চকে। লুঙ্ অনীনটৎ-ত।

নট (পুং) নমতীতি নম-ডট্। (জনিদ্যচ্যুতি। উৎ ৪।১০৪)

১ শ্রোণাক বৃক্ষ। বা নটতি নৃত্যতি ইতি নট-অচ্। ২

নর্তক, দৃশ্য-কাব্যভিনেতা। পর্যায়—শেলাপী, শৈলুঘ, জায়াজীব কুশাখী, ভরত, সর্কবেলী, ভরতপুত্রক, ধাত্রীপুত্র, রঙ্গজীব, রঙ্গাবতারক। (হেম)

‘নটী নন্দোদধে স্ত্রী স্যাৎ শৈলুঘাশোকয়োঃ পুমান্।’ (মেদিনী)

৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কিছুপূর্বা। (জটায়র)

চলিত নল, মদনফল। ৫ বর্গসঙ্করজাতিবিশেষ।

‘শৌচিক্যাং শৌভিকাজ্জাতঃ নটো বরুড় এব চ।’ (পরশরপদ্ধতি)

শৌচিকীর গর্ভে শৌভিক হইতে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা নট বলিয়া অভিহিত। নৃত্যগীতাদি ইহাদের জীবিকা।

৬ ভ্রাতৃ ক্রিয় হইতে জাত ক্রিয়জাতিবিশেষ।

‘রজ্ঞো যজ্ঞশ্চ রাজভ্যং ভ্রাত্যাদিহিবিবেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খলো ভ্রবিড় এব চ ॥’ (মহু ১০।২২)

৭ রাগবিশেষ। সংস্কৃত নাম নট। ইহার সূক্তি—

‘গ্রাম্যং সমুত্তুল তুরঙ্গকৃৎ স্বর্ণচ্যুতিযুগতিঃ প্রবীরঃ।

বিপক্ষরক্তাক্তকৃপাণপাণিঃ সংগ্রামচারী কিল নটরাগঃ ॥’

(সঙ্গীতসার।)

নারদপুরাণানুসারে ইনি শ্রীনাগের পুত্র। রাগমালায় ইহা রাগিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

স্বরগ্রাম—‘স ঙ্গ গ ম প ধ নি ঃঃ’

নটনারায়ণই নট বলিয়া উক্ত দেখা যায়। এক্ষণে নট জাতীয় রাগ নয় প্রকার চলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রাব্যবসায়ীগণ ইহাকে নবনট বলিয়া থাকেন। যথা—বৃহন্নট, কেদারনট, ছায়ানট, কদম্বনট, হাখীরনট ও আহীরী-নট। (সঙ্গীতসারগ°।)

৮ নৃত্যগীতব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। পূর্ক বাল্মালায় এই জাতীয় লোকের বাস আছে। প্রবাদ এইরূপ, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে কথক-জাতীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীই নবাবীআমলে ঢাকায় আসিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া এই নটজাতিতে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গালায় চুড়ী প্রস্তুতকারী মুরী জাতির একশাখাই স্বরুতি ত্যাগ করিয়া গীত-নৃত্য অবলম্বনে নট জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মিঃ ওয়ার্ড বলেন যে তাঁহার সময়ে বাংলাদেশে নট নামে কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না।

পুরাণে মালাকারের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নট জাতির উৎপত্তি কীর্তিত হইয়াছে। নট জাতীয় লোকেরা বলে, তাহারা ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে ও কোন অগ্ন্যরার গর্ভে জন্মিয়াছে। বিক্রমপুরের নটেরা বলে যে, ইন্দ্রসভায় জনৈক দেবনর্তক শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধরেরা এই নটজাতি। নট জাতীয়েরা স্থানভেদে নড়, নট, নর্তক ও নাটক নামে কথিত হয়। নট জাতীয়েরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় তাহারা আপাততঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকুল বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়া আরও জাতীয়তার হীন হইয়া পড়িতেছে। নট জাতির বর্ণ-ব্রাহ্মণ আছে, কিন্তু অনেক স্থলে গ্রাম্য নাপিত ও রজকও এই সকল কার্যনির্বাহ করে। ইহাদের গোত্র আছে। সকলেরই এক গোত্র ভরদ্বাজ। উপাধি নন্দী ও ভক্ত। নৃত্য-গীতে পারদর্শীরা প্রায়ই ‘ওস্তাদ’ নামে কথিত হয়। ইহারা শূদ্রের জায় ত্রিশ দিন অশৌচ রক্ষা করে। ইহারা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। ইহারা চণ্ডাল, কুই-মালী প্রভৃতি নীচগৃহে নৃত্যাদি করে না এবং অধুনা ইহাদের তত বেশী আদর না থাকায় ইহারা মুসলমান গৃহে নৃত্যাদি করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও বাছুরিয়া নামে নটের জায় এক সম্প্রদায় লোক আছে।

বালাকালে নটবালকেরা নৃত্য শিক্ষা করে, এই সময় ইহাদিগকে “বাগাতী” বলে, কিন্তু যৌবনেও ইহারা গীত শিক্ষা করে ও জীবিকার জন্ত মুসলমান-নর্তকীর শিক্ষকতা এবং তাহার নৃত্যের সহচররূপে নিযুক্ত হয়। একটা নর্তকী ও কএকজন নট অথচরে এক একটা সম্প্রদায় গঠিত হয়। যাহারা নৃত্য-গীতে শিক্ষালাভ করিতে পারে না, তাহারা কৃষি ও পণ্য ব্যবসায় অবলম্বন করে। পূর্বে কোন হিন্দুসঙ্গী নর্তকী হইত না; কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ণবী ও বেশ্যা হিন্দুকৃত্তারা ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। ইহারাও সারঙ্গী, বেহালা, কঁাসী, মন্দিরা, ডুগী, তব্লা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। নটেরা প্রতাহ প্রাতে শম্যাভাগ করিয়া যন্ত্রগুলিকে প্রণাম করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন ইহারা সরস্বতী পূজা শেষ না হইলে গীতবাদ্যের আলোচনা করে না। নটজাতীরা জীলোকেরা নৃত্য-গীত শিক্ষা করে, কিন্তু জীবিকার জন্ত কখন তাহা অবলম্বন করে না। তাহারা আত্মীয়গণের বিবাহে অন্তঃপুরে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে। অনেক নট-যুবক শিক্ষাদানকালে মুসলমানী নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করে।

সংস্কৃত নাটকাদিতে নট নটীর উল্লেখ দেখা যায়। অনেকের বিবাস হিন্দু রাজার রাজত্বকালে নাটকাদিনয় করা এই নটজাতির আরও একটা ব্যবসা ছিল। সংস্কৃত নাটকে নান্দীপাঠী নটকে কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়াই যেন ধারণা হয়। কোন কোন নাটকে নট সূত্রধর নামেও উল্লিখিত হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়বিদ্যাবিৎ ব্যক্তিকে নট নামে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সেস্থলে তদ্বারা সেই ব্যক্তির নট জাতীয়ত্ব বুঝায় না, কারণ পাশ্চাত্যপ্রণালীতে অভিনয়প্রথা অবলম্বিত হওয়ার এক্ষণে আত্মব্রাহ্মণ সর্বজাতীয় লোকই ঐ কলাবিদ্যার অমূলীন করে।

৯ মধুরার উরমুণ্ডনামক পর্কতে বৌদ্ধদিগের একটা বিহার। কথিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ স্থানে আসিয়া নট এবং ভট নামক দুইজন নাগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ঐ দীক্ষা চিরস্মরণীয় করণার্থ নট ও ভট নামে দুইটা বিহার নির্মিত হইয়াছিল।

নটকমেলক (ক্ৰী) হান্তরসপ্রধান-দৃশ্যকাব্যভেদ। সাহিত্য-দর্পণে এই পুস্তকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“বৃন্তং বহুনাং ভট্টানাং সঙ্গীর্ণং কেচিদুত্তরে।

তৎপুনর্ভবতি দ্ব্যধমথ বৈকাকনির্মিতম্ ॥”

‘ভক্ত নটকমেলকাদি।’ (সাহিত্যদ্র ৬।৫৩৭।)

নটখট (দেশজ) কঠিন সমস্ত।

নটখটী (দেশজ) কঠিন সমস্তাপূর্ণ। গোলমালযুক্ত।

নটগতি (ক্ৰী) ছন্দোভেদ, ইহার প্রতি চরণে ১৪শ অক্ষর থাকে।
নটচর্যা (ক্ৰী) নটস্ত চর্যা ভ৩৭। নটের কার্য বাক্যার্থভি-
নয়, অভিনয়। “নামানি রূপানি মনোবচোভিঃ

সংতত্ত্বতো নটচর্যামিবাস্য।” (ভাগ ১।৩।৩৮।)

নটতা (ক্ৰী) নটস্ত ভাবঃ, নট-তল, টাপু। নটস্থ, নটের ভাব,
নটের কার্য।

নটন (ক্ৰী) নট ভাবে ন্যূট। নৃত্য।

নটনারায়ণ (পুং) নটানাং নারায়ণ ইব। রাগবিশেষ। হনু-
মন্মতে মেঘরাগের তৃতীয় পুত্র, ভরতমতে দীপকরাগের তৃতীয়
পুত্র। সোমেশ্বর ও কলিনাথমতে, ইহা ছয়টা রাগের মধ্যে
শেষ রাগ। ইহার নাম নটনারায়ণ এইরূপ উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ছয় রাগের মধ্যে ইহা একটা। এই রাগ
লাভ্র সময়ে গিরিজার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার
ছয়টা পদী—

“কামোদী চৈব কল্যাণী আত্মীরী নাটিকা তথা।

সারঙ্গী নটহরীরা নটনারায়ণাঙ্গনাঃ ॥” (সঙ্গীতসাং।)

কামোদী, কল্যাণী, আত্মীরী, নাটিকা, সারঙ্গী ও নটহরীরা
এই ছয়টা ক্ৰী। ইহার গ্রহ, অংশ ও জ্ঞান বড়জ। ইহা
সম্পূর্ণ রাগ। মতান্তরে গ্রহাংশ জ্ঞান ধৈবত।

কলিনাথমতে মূর্তি বা ধ্যান—

“ভূরঙ্গমঙ্গলনিবন্ধবাহুঃ স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগালঃ।

সংগ্রামভূমৌ বিচরনপ্রতাপী নটোহয়মুক্তঃ কিল রঙ্গমূর্তিঃ ॥”

(কলিনাথ।)

রঙ্গমালামতে মূর্তি বা ধ্যান—

“স্ট্রীবেশধারী পুরুষো নবীনঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে ভ্রমি মাদধানঃ।

গায়ন সত্যলং সলয় মনোজঃ স্তানটনারায়ণরাগ এষ ॥”

(রঙ্গমালা।)

স্বরগ্রাম—“স ঞ গ ম প ধ নি স ঃ”

(সঙ্গীতসারসং।)

এই রাগ রাগিণীগণের সহিত হিম ঞ তুতে গের। গ্রহান্তরে
ইহা কল্যাণ, শঙ্করা, নট ও বেলাবলীযোগে উৎপন্ন বলিয়া
লিখিত।

স্বরগ্রাম—“ম প ধ নি সা ঞ গ ঃ”

ম বাদী, স সম্বাদী। (সঙ্গীতরং।)

নটপূর্ণ (ক্ৰী) যচ, শুভযক্।

নটপত্রিকা (ক্ৰী) বার্তাকু, বেগুন।

নটভটিকবিহার (পুং) উন্মুগুস্থিত বৌদ্ধবিহার।

নটভূষণ (ক্ৰী) নটানাং ভূষণং যন্মাৎ। হরিতাল। (রঙ্গমালা)

নটমণ্ডন (ক্ৰী) হরিতাল।

নটমল্লারি, রাগিণী বিশেষ। নট ও মল্লার যোগে এই রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতসারসং।)

নটরঙ্গ, নটের ছায় রঙ্গ বা অভিনয়-কাৰ্য।

নটবটু (পুং) ১ অভিনেতার পুত্র। ২ যুবক অভিনেতা।

“উপচারানটবটুঃ” (উণ্ ১।৯ হ্রস্বে উজ্জল)

নটবর (পুং) নটেবু বরঃ। ১ প্রধান অভিনেতা। ২ নটের ছায় অভিনেতা ও কথার পটু, চতুর লোক।

নটসংস্কৃত (পুং) নটন্ত সংস্কা বস্য কপ্। ১ গোলমুখা হরিভাল। (ত্রিকাং) স্বার্থে কপ্। ২ নট।

নটসূত্র (স্ত্রী) নটস্য তৎসূত্রাত্মা জ্ঞাপকং হ্রস্বং। শিলালি-
রচিত নটকৃত্যাজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ।

“পারামর্শ শিলালিভ্যাং স্ত্রীমুটসূত্রয়োঃ।” (পা ৪।৩।১০।)

নটাস্তিকা (স্ত্রী) অন্তর্যতি ন্যশরতি ইতি অন্ত-ধূল্য টাপি অত-
ইৎ, নটস্য নটকৃত্যাত্মা অস্তিকা ৬তৎ। লজ্জা। বাহাদেব
লজ্জা থাকে, তাহার। নটকাৰ্য্য অর্থাৎ অভিনয় প্রভৃতি করিতে
পারে না। নটকাৰ্য্য একমাত্র লজ্জাতেই বিনষ্ট হয়, এইজন্য
নটাস্তিকা শব্দের অর্থ লজ্জা।

নটিয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক। নটে, এই শাক খাইতে
উত্তম।

নটী (স্ত্রী) নট-অচ্ ণীষ্। ১ নলীনাং গন্ধদ্রব্য। ২ বেঞ্জা।
৩ নটপত্নী। ইহারা পঞ্চ মকার পূজার কুলনারিকার অন্তর্গত।

“নটী কাপালিনী বেঞ্জা রজকী নাপিতাননা।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকজ্জা চ তথা গোপালকজ্জকা।

মালাকারস্য কজ্জা চ নবকজ্জাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ॥” (তত্ত্বসার)

রাগিণীভেদ। হনুমন্তে ইহা দীপকরাগের রাগিণী। ইহার
জাতি সম্পূর্ণ, গ্রহ বড় জ্বর। গ্রীষ্ম ঋতুতে দিবাবসান হইলে
ইহা গান করিতে হয়। রাগমালায় ইহার রূপ,—রক্তবর্ণী,
যুবতী, বিবিধালঙ্কারে সুশোভিতা, অখারুচা, পুরুষের ছায়
বেশ-পরিধানা এবং করবাল-কোষোন্মুক্ত করিয়া শব্দকে
আক্রমণোদ্ভূত। (সঙ্গীতশাস্ত্রং।)

নটেশ্বর (পুং) নটানাং ঈশ্বরঃ। শিব, মহাদেব নৃত্যগীতপ্রিয়
বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

নট্যা (স্ত্রী) নটানাং সমূহঃ পাশাদিত্যং য টাপ্। নটসমূহ।
রাগিণী বিশেষ। ইহা প্রায় নটেরই মত।

“নট্যানটবদ্যাতা সকম্পা ললিতম্বর।

হ্যন্যোহুতুতে শৃঙ্গারে চ গাতব্য নিশি মজলে॥” (সঙ্গীতসারসং)

নড়, জংশ। চুরাদি, উত্তরণী, অক, নেট্। লট্ নাড়রতি-তে।

লোট্ নাড়রত্ন, নাড়রতাং। সিট্ নাড়রাং চকার, চক্রে।

লুৎ অনীনড়ৎ-ত।

নড় (পুং) নলতীতি নল অচ্ লস্য ডঙ্। ১ নলতৃণ। ২ গোত্র-
প্রবর্তক ঋষিভেদ।

“যথা নড়ং কশিপুনে স্তিরো ভিন্নস্তাশ্রনা।” (অর্থর্ক ৩।১৩।)

তস্য গোত্রাপত্যং ইতি নড়াদিত্যং কক্, নাড়ায়ন, নড়-
ঋষির গোত্রাপত্য।

নড়ক (স্ত্রী) নল বন্ধে অচ্ সংজ্ঞার-কন্। অংশবয়ের মধ্যে
বর্তমান নলাকার ঋষিভেদ।

“হৃদয়ং জিহ্বা ক্রোড়ং সবাসকৃথি পূর্বনড়কং।”

(কাভ্যাং শৌ ৬।৭।৩।৪।)

নড়কীয় (ত্রি) নড়াঃ সত্যজ নড়-কৃচ্। (নড়ানীনাং কৃচ্।
পা ৪।২।৯।) নলসমূহ দেশ। (হেম ৪।২০।)

নড়চড় (দেশজ) ১ গতি, অস্ত্রাধা। ২ স্থানান্তর হওয়া।

নড়দল (দেশজ) এক প্রকার বাস। নল বাস।

নড়নড় (দেশজ) হেলিতে হুলিতে চলন।

নড়প্রায় (ত্রি) নড়ঃ প্রারোণ যজ্। নলবহন দেশ। পর্যায়
নড়কীয়, নড়ান, নড়ল। (হেমং)

নড়ভুক্ত (স্ত্রী) নড়স্য বিষয়ো দেশঃ ঐধ্বকাদিত্যং ভক্তল্।
নড়বিষয়।

নড়ময় (ত্রি) নড়-স্বরূপে ময়ট্। নলসমূহযুক্ত।

নড়মীন (পুং) নড়হিতো মীনঃ। মৎস্যবিশেষ, চিকিড়ী মাছ।

নড়শ (ত্রি) নড় অন্ত্যার্থে তৃণাদিত্যং-শ। নড়যুক্ত।

নড়সংহতি (স্ত্রী) নড়ানাং সংহতিঃ সমূহঃ। নড়সমূহ, পর্যায়—
নড়া, নড়সঞ্চয়। (শব্দরং)

নড়হ (ত্রি) নড়ং অপরিষ্কৃতস্থানং হস্তি হন-ড। ললিত। কাস্ত।

নড়া (দেশজ) ১ সঞ্চালন করা। ২ কম্পিত হওয়া।

নড়াগিরি (পুং) নড়প্রধানো গিরিঃ, কিংওকাদিত্যং সংজ্ঞায়াং
পূর্বস্য দীর্ঘঃ। নড়প্রধান গিরিভেদ। যেহলে সংজ্ঞা না
বুঝাইবে সেই হলে নড়াগিরি হইবে।

নড়াদি (পুং) পানিহ্যক্ত গণশব্দসমূহ, গোত্রার্থে এই নড়াদি
শব্দের উত্তর ‘নড়াদিত্যং কক্’ এই হ্রস্বস্বরে কক্ প্রত্যয়
হয়। নড়াদিগণ—নড়, চর, বক, যুজ, ইতিক, ইতিশ,
উপক, এক, লমক, শলজ, শলজ, সপল, ব্রাজপা, তিক,
অগ্নিশর্শ্বন্ব বৃগণে, প্রাণ, নয়, সাকর, দাস, মিত্র, ধীপ, পিঙ্গর,
পিঙ্গল, কিঙ্কর, কিঙ্কল, কাতর, কাতল, কান্তপ, কান্ত,
কাব্য, অজ, অম্বা, ককরগ, ব্রাহ্মণবাসিষ্ঠ, অমিত্র, লিঙ, চিত্র,
কুমার, ক্রোষ্ট, ক্রোষ্ট, লোহ, হর্গ, ভজ, শিশপা, অগ্রতৃণ,
শকট, জয়নস, জয়ত, নিমত, ঋচ, জলন্ধর, অধর, যুগ-
ন্ধর, হংসক, দণ্ডিন, হস্তিন, শিঙ, পকাল, চমলিন, সূক্ষতা,
হিরক, ব্রাহ্মণ, চটক, বর, অধল, ধরণ, লক, ইক, অয়,

কাষুক, ব্রহ্মদত্ত, উদ্বয়, শোণ, অলোহ, দণ্ড। (পাপিনি)
পাপিনিতে ছপ্রত্যয় নিমিত্ত আর একটি গণ দেখিতে পাওয়া
যায়। বর্ণা—“নড়ারীনাং কুচ্”।

এই নড়াদিগণ বর্ণা—নড়, প্রক্ক, বিব, বেণু, বেজ, বেতস,
ইক্ক, কাঠ, কপোত, তৃণ, কুকা, তক্‌ন্। (পাপিনি)

নড়াল (নড়াইল) যশোর জেলার একটি উপবিভাগ। অক্ষা°
২২° ৫৫' ৪৫" হইতে ২৩° ২১' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২৫' হইতে
৮৯° ৫১' ৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রকল ৪৮৭ বর্গমাইল।
ইহাতে ৮০২ থানি গ্রাম আছে।

২ যশোর জেলার একটি নগর, নড়াল উপবিভাগের প্রধান
স্থান। অক্ষা° ২৩° ১০' উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ৩২' ৩০" পূঃ। এই
নগর যশোরের ১১ ক্রোশ পূর্বে চিআনদীর তীরে অবস্থিত।
নড়ালের নিকট চিআনদী অতি গভীর, বড় বড় নৌকা বার-
মাস বাতারাতে করিতে পারে। রায় কালীশঙ্করের বংশীয়গণ
এখানকার জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তি।

নড়িনী (স্ত্রী) নড়া সন্তাস্যাং ইতি ইনি। নড়বৃক্ষ নদী।

নড়িল (ত্রি) নড়স্যাদ্রদেশাদি, ইতি নড়-ইলচ্। নড়-
সমীপস্থ প্রভৃতি।

নড়্যা (স্ত্রী) নড়ানাং সমূহঃ পাশাদিভ্যাং য। নড়সমূহ।

নড়ুৎ (ত্রি) নড়াঃ সন্তি প্রায়োগাৎ নড়-ডুতৃপ্। (কুমুদ-
নড়বেতসেভ্যো ডুতৃপ্। পা ৪।২।৮৭) ততো মস। ব। নলবহলদেশ।

নড়ল (ত্রি) নড়াঃ সন্ত্যত্র নড়-ডুলচ্। (নড়-শাদাং ডুলচ্।
পা ৪।২।৮৮) ১ নল-বহল দেশ।

“নো নড়লানীব গজঃ পরেবাং বলাত্তমুদ্রালিনাভবন্তঃ ॥” (রঘু ১৮।৫)

(স্ত্রী) ২ বৈরাজ মহুর পত্নীভেদ। (হরিবংশ ২ অ°)

নড়ুলঃ স্থানত্বেন অভিমতত্বেন অন্তাস্যা অচ্। ৩ নড়ুলস্থ।

(স্ত্রী) ৪ তদন্তিমানী দেবতাভেদ।

“নড়ুবলাভ্যো শৌকলং” (শুক্রযজুঃ ৩।১।৬।)

নড়াডু (স্ত্রী) কুটুম। (কুরিপ্রয়োগ)

নত (ত্রি) নম কর্তরি ক্ত। ১ নতীভূত। ২ কুটিল।

‘নতঃ তগরপাদ্যাং স্যাৎ ক্লীবং কুটিলনম্রয়োঃ।’ (মেদিনী)

(স্ত্রী) ৩ তগরপাদী।

“পূর্বে নতঃ স্যাৎ দিনরাত্রিখণ্ডং দিবানিশোরিষ্টঘটাবিহীনং।

দিবানিশোরিষ্টঘটাব্যুত্ত্বং

ছারাত্রিখণ্ডং তগরং নতং স্ত্র্যাং ॥ (নীলকণ্ঠতা°)

৪ ইষ্ট ঘটবীন দিবারাত্রি কাল। ৫ ছারা দ্বারা দিনজ্ঞানার্থ

ধ্বজঃ কলাভেদ। [নত-নাড়ী দেখ।]

“মধ্যছারা ভূজন্তেন গুণিতা ত্রিভৌমৌর্ষিকা।

বকর্ণাশ্চা ধ্বজিণী নতাতা দক্ষিণে ভূজে ॥” (হর্ষসিং°)

ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—যে
অমাবস্যার দিন গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই দিন
প্রথমতঃ সেই দিনের অমাবস্যার হিঙ্গুলগুণি এক স্থানে
রাখিতে হইবে, পরে সেই দিবসের দিনমান দুই ভাগ করিয়া
তাহার একভাগ, ঐ অমাবস্যার দণ্ড হইতে অন্তর করিলে বত
দণ্ড হইবে, তাহার নাম নত-দণ্ড। ঐ নত-দণ্ড দুই অংকার,
প্রাঙনত ও পশ্চাত্ত। যদি ঐ দিবসের অমাবস্যার হিঙ্গি-দণ্ড
ঐ দিনাঙ্কের নূন হয়, তাহা হইলে তাহার নাম প্রাঙনত এবং
অধিক হইলে পশ্চাত্ত হইবে। (ফলিতজ্যো°)

নতকোঠিয়ার, দাক্ষিণাত্যের এক জাতির নাম। এই জাতীর
লোক হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইহাদিগের ভাষা তামিল।

নতক্রম (পুং) নতঃ ক্রমঃ নিত্যকর্মণাং। লতাশাল।

নতনাড়ী (স্ত্রী) জন্মানাড়িকাবিশেষ।

“অসংখ্য কর্মণা যেন যান্তি দৃক্‌তুল্যতাং দিবি।

নতোন্নতো ততঃ সাধৌ ভাবাঃ খেটবলানি ঘট ॥

মিনার্কাস্তরিতা জন্মানাড়িকা নতনাড়িকা।

পূর্বাংগপার্বর্কে জাতস্য প্রাক্‌পরাখ্যা দিনে ভবেৎ ॥

রাত্রের্গতঘটীশেষঘটীমিনার্কসংযুতা।

পরপূর্বাভিধা জ্ঞেয়া রজন্যাং নতনাড়িকা ॥” (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

জ্যোতির্বিদ নত ও উন্নতাদি নির্ণয় করিয়া তাহাদি দ্বাদশ
ভাব প্রভৃতির বলসাধন স্থির করিবেন।

দিবসে জন্মানি হইলে ইষ্টদণ্ডাদি হইতে তদ্বিবসীর দিন-
যামার্ক বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম
নত নাড়িকা। যদি দিবসের পূর্বার্কে জন্ম অথবা প্রাণ হয়,
তাহা হইলে প্রাঙনত নাড়ী, এবং যদি পরায়ে অর্থাৎ দিবা
হই প্রহরের পর জন্ম বা প্রাণ হয়, তাহা হইলে উক্ত শেবাক
পশ্চাত্তনাড়ী হইবে। রাত্রিকালে জন্মানি হইলে রাত্রির
প্রথমার্ধ মানের যত দণ্ড গত হইরাছে, তাহার সহিত দিনার্ক যোগ
করিলে যে দণ্ডাদি হইবে, তাহাকে পশ্চাত্ত নাড়ী, এবং রাত্রির
দ্বিতীয়ার্ধমানের দণ্ডাদির সহিত দিনার্ক যোগ করিলে যে
দণ্ডাদি হইবে, তাহা প্রাঙনত নাড়ী হইবে।

৩০ হইতে নত দণ্ডাদি হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,
তাহার নাম উন্নত নাড়ী। ইহার বিষয় একটু বিশদ করিয়া
আলোচনা করা যাউক।

সূর্যের উদয় হইতে মস্তকোপরি গমন পর্যন্ত দিনার্কমানকে
প্রথম দিনার্ক এবং মস্তকোপরি হইতে অন্তঃগমন পর্যন্ত দিনার্ককে
শেব দিনার্ক কহে। ঐরূপ অস্ত হইতে পাতালে আমাদের
পাদভলে গমন পর্যন্ত দিনার্কমানকে প্রথম নিশার্ক, এবং তথা
হইতে উদয় স্থানে গমন পর্যন্ত দিনার্ককে শেব নিশার্ক কহে।

প্রথম দিনাঙ্কমানকে প্রাচীনত নাড়ী, এবং শেষ দিনাঙ্কমানকে পশ্চাত্তম নাড়ী কহে। এই রূপ শেষ দিনাঙ্কমানের সহিত প্রথম দিনাঙ্কমান সংযুক্ত করিয়া তাহাকে পশ্চাত্তম নাড়ী অর্থাৎ আমাদের মন্তকোপরি হইতে রবি আমাদের পাদতল পর্যন্ত যাইলে পশ্চাত্তম নাড়ী, এবং শেষ দিনাঙ্কমানকে প্রথম দিনাঙ্কমানের সহিত সংযোগ করিলে অর্থাৎ এই পাদতল হইতে আমাদের মন্তকোপরি আগমন পর্যন্ত কালকে প্রাচীনত নাড়ী কহে। (কোম্প্রীপ)

নতনাসিক (জি) নতা নাসিকা যন্ত। অন্ন নাসিকায়ুক্ত, খাদ্য। পর্যায়—অবটীট, অবনাট, অবত্রট। (অন্নর)

নতপত্র, নারিয়াদের প্রাচীন সংস্কৃত নাম।

নতপুর, ইহা নারিয়াদের আধুনিক সংস্কৃত নাম।

নতভাগ (পুং) নত। (Zenith-distance)

নতরাম (অব্য) ন আনু তরণ্। ১ অতিশয় নঞর্থ। প্রতিযোগ্য সম্বাদিকরণ-অভাব। ২ নিতরায়।

“তদ্ব্যবহৃত্যো সত্যোন্নতরায় চন্দ্রমাস ভাতি”

(শতপথব্রাং ১১।৮।৩।১)

নতাজী (জী) নতং অন্নং যস্যঃ জীর্ষ। নারী।

নতি (জী) নম-ভাবে ক্তিন্। নমন, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার-ভেদ, করশিরঃসংযোগাদি, প্রণাম, নমস্কার।

“ত্রিকোণমথ যট্‌কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্।

দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রকং সপ্তধা নতিলক্ষণং ॥” (কালিকাপুং ৬৬ অং)

ত্রিকোণ, যট্‌কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টাঙ্গ ও উগ্র এই ৭ প্রকার নতি অর্থাৎ প্রণাম। এই ৭ প্রকার নতির লক্ষণ যথাক্রমে কলা যাইতেছে।

ত্রিকোণ—যদি পূর্বমুখে পূজা হয়, তাহা হইলে পশ্চিম হইতে জ্ঞান কোণে যাইয়া অবস্থান করিবে, যখন উত্তর মুখে পূজা হইবে, তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণে অবস্থান করিবে। তাহার পর বায়ুকোণ হইতে জ্ঞান কোণ, তাহার পর আবার দক্ষিণে গমন করিয়া এবং উহা ভ্যাগ করিয়া অগ্নিকোণে যাইবে। পরে অগ্নিকোণ হইতে নৈঋত কোণে এবং নৈঋত কোণ হইতে উত্তর দিকে এবং উত্তর হইতে অগ্নিকোণে গমন করিবে। এইরূপ করিলে ত্রিকোণ-নতি অর্থাৎ নমস্কার হয়। দুইবার এইরূপ করিলে যট্‌কোণীয় নমস্কার কহে। এই নতি পার্বতী ও মহাদেবের অতিশয় প্রীতিপ্রদ। দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণে, সেই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া আসিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র কহে। বর্জুলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে প্রদক্ষিণ কহে। আপনাদ আসন পরিভাগ করিয়া উহাকে পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ

বিদ্যা পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম দণ্ড। পূর্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসিকা, হস্ত, ব্রহ্মরত্ন, ও কণ্ঠধরদ্বারা যথাক্রমে ভূমি স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে সঠিক নমস্কার কহে। যে নমস্কারে বর্জুলাকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরত্ন দ্বারা ভূমি স্পর্শ করা হয়, সেই নমস্কারের নাম উগ্র। এই উগ্র নমস্কার সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ত্রিকোণাদি নমস্কার এক একটা মহাবজ্র স্বরূপ। অতীষ্ট দেবোদ্দেশ্যে এই সকল নমস্কারাদি করিলে অভিলষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। (কালিকাপুরাণ ৬৬ অং) [নমস্কার ও প্রণাম দেখ।]

২ জ্যোতিষোক্ত গণনাবৈদ্য।

“এবং ধলদ্বাং শরচন্দ্রযুক্তাং ত্রিংশাদিকশ্চেৎ ধরদ্বাং বিভক্তাং।
ক্রান্তিঃ যথেষ্টমুখ্যতাক্ষীনা শতেন তস্যা নতয়ঃ ক্রমেণ ॥”

(কলিতজ্যোঃ)

প্রথমে ক্ষুট দশমোদয় স্থির করিতে হইবে, তাহার পর এই ক্ষুট দশমোদয়ের সহিত ১৫ যোগ করিলে যদি ত্রিশের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক সংখ্যার পুনরায় ক্রান্তি-খণ্ডা এবং তাহার অল্পখণ্ডা গ্রহণ করিয়া পরস্পর অন্তর করিলে যে ভোগ্য হইবে, তদ্বারা তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ককে পূরণ করিয়া একজাতীয় করিবে। পরে ঐ অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ দিবে, ভাগফল খণ্ডার সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহার নাম ক্রান্তি। ঐ ক্রান্তিতে ১৫০০ যোগ করিয়া তাহা হইতে ৭৮৮।৩২ অঙ্ককে বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১০০ শত দিয়া একবার মাত্র ভাগ দিতে হইবে। পরে ভাগফল সংখ্যার নতখণ্ডা ও অল্পখণ্ডা লইয়া পরস্পর অন্তর করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শতহৃত শেবাঙ্ককে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ১০০ শত দ্বারা ভাগ করিবে। পরে ঐ ভাগফল নতখণ্ডার সহিত যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহার নাম নতি।

ভাষ্যতী-মতে নতিগণনা এইরূপ—

“পৃথক্ শতাপ্তাদিকরূপভক্তদক্ষযোগান্তরিতা নতিঃ স্যাৎ ॥”

(ভাষ্যতী)

প্রথমে গণনা দ্বারা শরসাধন স্থির করিয়া লইবে, পরে ঐ শরকে দুই স্থানে রাখিয়া দিবে, এক স্থানের অঙ্ককে একশত দ্বারা ভাগ করিবে, লঙ্কার সহিত ১১ যোগ করিয়া অপর স্থানের অঙ্ককে ভাগ করিবে। তাহাতে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, তাহা একস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে স্ব স্ব দেশের অঙ্কের সহিত ঐ অঙ্ক যোগ অথবা বিয়োগ করিতে হইবে

অর্থাৎ অক্ষ ও শর উভয় দ্বারা হইলেও যোগ করিবে এবং উভয় সোমা হইলেও যোগ করিতে হইবে। ইহার অস্তথা হইলেই বিরোধ করিবে। বিষুবরেখার উত্তরে যে দেশ সেই দেশে দ্বায়াক্ষ ও বিষুবরেখার দক্ষিণদিকের দেশ সৌম্যাক্ষ নামে অভিহিত হয়। পূর্বাঙ্কুরূপে যোগ অথবা বিরোধ করিলে যে অক্ষ হয়, তাহার নাম নতি। (ভাস্বতী) গ্রহণাদি গণনার ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

নতি-গণনার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল।—যে সময় ইহা গণনা করিতে হইবে, তাৎকালিক মধ্যোদয় ৪২।৭।৪৮, ইহার সহিত ১৫ যোগ করিয়া ৫৭।৭।৪৮ হইল। ইহার প্রথমাক্ষ ৫৭ হইতে ৬০ হীন করিলে শেষ ২।৫২।১২ থাকে, ইহার প্রথমাক্ষ ২ একত্র ক্রান্তিখণ্ডায় ২ কোষ্ঠের খণ্ডা ৯ অমুখণ্ডা ২১ উভয়ের অন্তর করিয়া শেষ ১২ থাকে, তাহা ভোগ্য। ঐ ভোগ্য দ্বারা শেষ ৫২।১২ পূরণ করিয়া গুণফল ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ১০।২৬ ইহা খণ্ডা ৯ এর সহিত যোগ করিয়া ১৯।২৬ ইহার সহিত ১৫০০ যোগ করিয়া, ১৫১৯।২৬ ইহাতে অক্ষাক্ষ ৭৮।৩২ হীন করিয়া শেষ ৭৩।৫৪কে ১০০ শত দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ৭ হয়। এইরূপে নতিখণ্ডায় ২৩০।৩৪ খণ্ডা ও অমুখণ্ডা ২৩০।৪৬ গ্রহণ করিয়া উভয়ে অন্তর করিয়া ভোগ্য ৩।১২ দ্বারা দ্ব্যন্তেষ ৩০।৫৪কে গুণ করিয়া গুণফল ১০০ দ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধ ০।৫৯।১৯ খণ্ডা ২৩০।৩৪ সহিত যোগ করিয়া ২৩০।৩৩।১৯ হয়। ইহার নাম নতি।

নতিক, দিল্লীর গুলমহম্মদ খাঁয়ের অস্ত্র একটা নাম। জহর-অল্ মোয়াজ্জিম নামক গ্রন্থখানি ইহার বিবরণিত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নতিগে, যোগলদিগের একটা উপাস্য দেবতা। এই দেবতা ভূমির অধিপতি এবং শস্য, সন্তান ও পশাদির রক্ষণাবেক্ষণকর্তা।

এক সময় প্রত্যেক বাড়ীতে ইহার প্রতিমূর্তি ছিল ও পূজা হইত।

নতিজা (আরবী) ১ কার্যের ফল। ২ হেতু। ৩ প্রতিহিংসা। ৪ পুরস্কার। ৫ কৃত কার্যের ফল।

নতীশাক (দেশজ) শাকবিশেষ, পলতা। (Trichosanthes dioeca)

নতু (অব্য) কিন্তু না।

নতুন (পারসী) নূতন।

নতুবা (অব্য) ন-তু-বা। অথবা, কিংবা। নহিলে, যদি না হয়।

নস্তা (দেশজ) ১ প্রসবের পর স্ত্রীদিগের ৯ দিনের দিন প্রসবগৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার নাম নস্তা। ২ রাগিণীবিশেষ।

নথ (দেশজ) নাসিকাভরণবিশেষ।

নথনি (দেশজ) নথ, নাসিকাভরণবিশেষ। প্রাচীনরা প্রায়

সকলেই এই অলঙ্কার নাকে পরিতেন। আজ কাল ইহার ব্যবহার বড়ই কমিয়া গিয়াছে। ইহার পরিবর্তে আজকাল নোলক ও নাকছাবির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

নদ, অর্কা, পূজা (নিষট্) ২ স্ততি। (নিরুক্ত) ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নদতি। লোট্ নদতু। লিট্ ননাদ। লুট্ অনদীৎ, অনাদীৎ। লুট্ নদিতা। লুট্ নদিষ্যতি।

নদ, সন্তোষ। নদি নদ ধাতু। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নদতি। লিট্ ননদ। লুট্ অনদীৎ।

নদ (পুং) নদতি শব্দ্যতে ‘পচাচ্ছ’ ইতি অচ্। পুংবাচক অকৃত্রিম খাতাবজ্জিন্ন জলপ্রবাহ। যে জলপ্রবাহ পর্বত, হ্রদ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া স্রোত বহিয়া বহুদূরে যায় এবং অস্ত্র কোন এক প্রবল স্রোত বা সমুদ্রে মিলিত হয়, তাহাকে নদ কহে। পর্যায়—পুনর্নাহ, ভিত্ত, উদ্য, অরস্বান। (হেম) সিদ্ধ, ভৈরব, শোণ, দামোদর ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ।

“যথা নদীনদাঃ সর্কে সাগরে যান্তি সংস্থিতম্।

তথৈবান্মিনঃ সর্কে গৃহেষে যান্তি সংস্থিতম্॥” (মহু ৬।৯০।)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সর্বসমেত দশকোটি নদ।

“অষ্টবস্তিস্ত তীর্থানি নদাশ্চ দশকোটয়ঃ।” (পরাশু ভূখ ৮৫ অ’)

নদ-স্তম্ভো অচ্। ২ একজন ঋষি। ‘ঋষিন্দোভবতি নদতেঃ

স্ততিকর্ণণঃ।’ (নিরুক্ত।)

নদথু (পুং) নদ-অব্যক্ত শব্দে বাহুলকাৎ অথুচ্। বৃষভকুজিত।

“নিনদমিব নদথুমিবায়েজ্জলন উপশৃণোতি।” (ছান্দোগ্য উপ’)

‘নদথুমিব বৃষভকুজিতমিব।’ (শব্দর)

নদন (ত্রি) শব্দকরণ।

নদনদ (দেশজ) ১ হস্তী আদি হুলাকার জীবের হেলিয়া হুলিয়া চলন।

নদনদীপতি (পুং) নদনদীন্য পতিঃ ৬তৎ। সমুদ্র।

নদনিমম্ (ত্রি) শব্দায়মান। “হতোনদনিমোত।” (অথর্ক ৫।২৩৮)

নদনু (পুং) নদতীতি নদ-অনুৎ (অনুৎ নদেচ্। উৎ ৩।৫২)

১ মেঘ। ২ সিংহ। ৩ শব্দ। (ঋক্ ৬।১৮২)

নদনুমৎ (ত্রি) নদনুৎ বিদ্যাতে ২স্য যতুপ্। শব্দযুক্ত, শব্দবান্।

“তুবিব্রক্কো নদনুম্য ঋজীবী।” (ঋক্ ৬।১৮২)

‘নদনুমান্ শব্দবান্’ (সায়ণ)

নদর (ত্রি) নদস্য অদূরদেশাদি অধাদিভ্যাৎ র। ১ নদ-সম্বন্ধিত দেশাদি। নাস্তি দরো ভয়ং বদ্য। ২ ভয়শূন্য।

নদরাজ (পুং) নদান্য রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। সমুদ্র।

“প্রথমং প্রবুকনদরাজহতা বদনেন্দুনেব তুহিনহাতিলা।” (গাথ)

নদাল (ত্রি) নদ-বাহুলকাৎ আল। ভাগাযুক্ত।

নদি (পুং) নদ স্তম্ভো ই। স্ততি।

“কো বাঃ নদীন্য সচ।” (ঋক্ ৫।৭৪।১)

‘নদীনাং জলীনাং’ (সারণ)

নদী (দ্রী) নদতীতি নদ-অচ্ ততো দ্রীণ্। দ্রীবাচক জলপ্রবাহ, যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্রী তাহাদিগকে নদী এবং যে সকল জলপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপুরুষ তাহার নাম নদ। যাহার জলপ্রবাহ অনান ৮০০০ হাজার ধনু, তাহাকেই নদী কহে।

‘ধনুঃ সহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্ধাসাং ন বিদ্যতে।

ন তা নদীশব্দবাচ্যা গর্তীতে পরিবীর্ণিতাঃ ॥’ (ছন্দোগর্প)

পর্বার—সরিং, তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, তটিনী, হুদিনী, ধুনি, শ্রোতবতী, বীপবতী, শ্রবতী, নিয়গা, অপগা, আপগা, হুদিনী, ধুনি, শ্রোতবিনী, শ্রোতাবহা, সাগরগামিনী, নিরুগিণী, সরস্বতী, সমুদ্রা, কুলবহা, কুলবতী, শৈবালিনী, সিদ্ধ, সমুদ্রকান্তা, সাগরগা, কুকা, বোধোবতী, বাহিনী।

অত্যন্ত পদার্থের ভাৱ, আখ্যাকর্ষণের বশবর্তী হইয়া, জলেরও নিম্নাভিমুখে গমন করিবার প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিবশতঃই জলপ্রবাহ নদীরূপে পরিগণিত হয়। যেমন কোন ক্রমনিয় সমতলের উর্দ্ধপ্রান্তে একটি বর্জুল স্থাপন করিলে, উহা গড়াইয়া নিম্নপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ জলবিন্দুও ক্রমনিয় ভূমির উর্দ্ধপ্রান্ত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম প্রদেশে উপনীত হয়। মেঘ, প্রস্তরও হ্রদ হইতে, বা ভূবার জব হইয়া নদীর জল সংগৃহীত হয়। উৎপত্তি-স্থানের নিকট নদী অতি সঙ্কীর্ণবরষ থাকে; পরে যত নিম্নাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই অনেকানেক প্রস্তর এবং উপনদীর জলে উহার কলেবর বর্ধিত করিতে থাকে। নদী যে পথ দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাকে উহার গতি, ঐ প্রবাহে যে খাত হয় তাহাকে উহার গর্ভ এবং যে প্রদেশ দিয়া নদীর জল প্রবাহিত হয়, সেই গর্ভ-সন্ধিহিত সমগ্র স্থানটিকে অববাহিকা কহে। অববাহিকা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া একটা আলিতে পর্য্যবসিত হয়। ঐ আলিকে জল-বাথ কহে। অববাহিকার আরম্ভন এবং জলবাহের উন্নতি দেখিয়া নদীর পরিমাণ অবধারিত হয়। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নদীর জল-পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল নাতিশীতাক দেশের পর্বতশিখরে চিরভূবার জমে না, তথায় নদীর বৃদ্ধি কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির জল একবারে নদীতে আসিয়া পড়ে না, ক্রমশঃ গড়াইয়া বা ক্ষরিত হইয়া অল্পে অল্পে আসিয়া নদীতে পড়ে; এ কারণ ঐ সকল দেশের নদীর পরিমাণ অনেক দিন সমভাবে থাকে এবং এক বর্ষা গেলেও পুনরায় বর্ষা না আসা পর্য্যন্ত, দূরস্থান হইতে জল আসিয়া

নদীকে পুষ্ট রাখে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া দেশের উচ্চতা, বাষ্পোৎসর্গের অমতা, বায়ুর আর্দ্রতা এবং ভূমির সচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকলে বর্ষাকালে নদীর বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে হ্রাস হয়। ঐ বৃদ্ধি উৎপত্তি-স্থানের নিকট সর্বাংশে অল্পত্ব হয় এবং নদীর অভ্যন্তর দৈর্ঘ্য-ও বাষ্পোৎসর্গপ্রযুক্ত নিম্নদেশে উহা প্রকাশ পাইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। এইরূপে, বৈশাখমাসে আফ্রিকার নিকট নীল নদীর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ না হইলে ঐ বৃদ্ধি কারো নগরের নিকট অল্পত্ব হয় না। প্রাচীন লোকেরা এই অল্পত্ব ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইত এবং ইহাকে দৈব কার্য্য মনে করিত। আধুনিক দেশ-পর্য্যটকেরা অত্যন্ত অনেক নদীতে এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিয়াছেন। নীলের বৃদ্ধির চরমসীমা ৪০ কিটু এবং ইহাতে বজা আসিলে ২১০০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত স্থান জলমগ্ন করে। আমেরিকার অরিনকো নামক নদীর জল-পরিমাণ ৩০ হইতে ৩৬ কিটু। উহা ক্ষীত হইয়া ৪৫০০ বর্গমাইল ভূমি বজা জলে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। ব্রহ্মপুত্রের বজার উত্তর আশামের সমুদ্র স্থান দশ কিটু গভীর জলে মগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু অট্টেলিয়ার নদীগুলির বজা ইহাদের সকলকেই পরাভ করিয়াছে। তথাকার হকসবরী নামক নদীর জল-পরিমাণ ১০০ কিটু পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্মকালে ভূবার জব হইয়া জল বৃদ্ধি করে; কিন্তু ঐ সময় হইতে বৃষ্টিও হইয়া থাকে, এ জন্য জবভূবার ও বৃষ্টি কর্তৃক কত পরিমাণ জল-বৃদ্ধি হইল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কতকগুলি নদীতে এই কারণে কত জল বৃদ্ধি হয় তাহা বলা যায়; কারণ, বর্ষা আরম্ভ হইবার পরে ঐ সকল স্থানে ভূবার গলিতে আরম্ভ হয়। যে সকল স্থলে বর্ষাকালে ভূবার গলিয়া জল বৃদ্ধি হয় না, তথায় বৎসরে দুইবার বজা দেখিতে পাওয়া যায়। টাই-গ্রিস, ইউফ্রেটিস এবং মিসিসিপিতে এই প্রকার ঘটনা থাকে। ঐ সকল নদীর বরষ গলিয়া যে বজা হয়, তাহাই বড় বজা।

নদীদ্বারা অপেক্ষাবিধ নৈসর্গিক ক্রিয়া নিশ্চয় হয়। নদীর জলে ভূমির উর্দ্ধরতা বৃদ্ধি হইয়া প্রত্যুত কল্যাণ সাধিত হয়। দূরবর্তী পার্শ্বভীর প্রদেশের ভূতিকা ধৌত কুরিয়া আনিয়া সমতলের উপর চাপাইয়া দেয় ও তাহার উর্দ্ধরতা বৃদ্ধি করে। নদীর গতি অনবরত পরিবর্তিত হওয়াতে ভূভাগের উপরিভাগ নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। নদী সকল দেশের মরলা ধৌত করিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। নদী থাকাতে বাণিজ্য কার্য্যের অশেষ সুবিধা হইয়াছে। অধিকাংশ নদীই সমুদ্রে পড়িয়াছে। অতি অমল্যংক নদী দেশাত্যন্তরস্থ হইতে নিশিত হইয়াছে।

দেশের নিরনিকেই নদীর গতি হয় এবং অবিকারিত নদীই পর্বত প্রকৃতি উচ্চতায় হইতে নির্গত হয় বলিয়া প্রথম খানিক দূর ইহাদের বেগ অতি প্রখর থাকে, পরে সমভূমি আসিয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়। দেশের মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নদীর গতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অনেক সময় ভূমিকম্প দ্বারা নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে, আবার অনেক নদীর পুরাতন খাত বালুকা, মৃত্তিকা প্রকৃতি দ্বারা ভরিয়া যাওয়ায় তাহারা নতুন খাত দিয়া প্রবাহিত হয়।

যে নদীতে নৌকা চলে না, এমন একটা নদী যখন ছইটী জমিদারীর মধ্যস্থলে পড়ে, তখন ঐ নদীতে আইনামহসারে উভয় জমিদারেরই সমভাগে সত্ত্ব থাকে; কিন্তু যদি ঐ নদীর উভয়পার্শ্ব একই জমিদারের সম্পত্তি হয় তাহা হইলে সমস্ত নদী সেই জমিদারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। এই নিয়মা-নুসারে নদীগর্ভেরও বিভাগ হইয়া থাকে। যে সকল নদী দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে, সে সমস্ত রাজার সম্পত্তি। সাধারণে তাহাদের জল ব্যবহার করিতে ও তাহাতে মৎস্ত ধরিতে পারে। নৌকাচালনা এবং মৎস্ত ধরা, এই দুই সত্ত্বের মধ্যে নৌ-চালনার সত্ত্বই প্রধান। দীর্ঘর নাবিককে পথ দিতে বাধ্য।

কেহই নদীর জল দূষিত, বা অপরিষ্কৃত করিতে পারিবে না। যদি কেহ এরূপ করে, তবে তীব্রস্থিত গ্রামের লোকেরা ক্ষতি-পূরণের জন্য অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু যদি এই সকল লোক ২০ বৎসর কাল বিনা আপত্তিতে ঐ অপকার সহ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের অভিযোগ করিবার ক্ষমতার লোপ হয়।

ভূমণ্ডলের প্রধান নদীগুলির নাম ও দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গ হইল,—
এসিয়া।

নাম।	দৈর্ঘ্য।
ইনিসি	৩৩২২ মাইল।
ইরাং-সি-কিয়াং	৩৩১৪ "
লেনা	২৭৬২ "
আমুর	২৭২৯ "
ওবি	২৬৭০ "
হোয়াংহো	২৬৪৪ "
সিন্ধু	২২৫৬ "
ব্রহ্মপুত্র	
গঙ্গা	১৯৩৩ "
ইউরোপ।	
বল্গা	২৭৬২ "
দানিউব	১৭২২ "

নিপার	১২৪৩ মাইল।
ভন	১১০৪ "
ভুইনা	১০৪১ "
আফ্রিকা।	
নীল	২০৭২ "
জাম্বিজি	২৫৭৮ "
আমেরিকা।	
মিসিসিপি	৩৭১৬ "
আমেজন	৩৫৪৫ "
ম্যাকেন্সি	২৪৪০ "
ল্যাপ্লাটা	২২১০ "
রাইওগ্রেন্ডোডেলনট	২১৩৪ "
সেন্ট লরেন্স	২০৭২ "

বৈদ্যক মতে নদীজল বৃষ্টি, লবু, দীপন, পাচন, কচিকর, তৃকানাশক, পথ্য, মধুর ও ঔষধক। (রাজনির্ঘণ্ট)

পুরাণ প্রকৃতিতে নদীর অসংখ্য নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল নদীর অধিকাংশের আধুনিক নাম বা অবস্থান জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যে কতকগুলি পূর্বনামেই আছে এবং কতকগুলির নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। কতক-গুলির গতি বেনী পরিবর্তিত হয় নাই, কতকগুলির গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। পুরাণ ভিন্ন বৈদ্যক চরকাদি গ্রন্থেও অনেক নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

নদী শব্দের বৈদিক পর্যায়—অবনি, বহ্মা, ধু, সীর, প্রোতা, এণী, ধুনি, রুজান, বক্ষণ, স্বাদোঅর্ণ, রোধচক্র, হরিৎ, সরিৎ, অগ্রব, নভন, বধু, হিরণ্যবর্ণ, রোহিৎ, সক্রত, অর্ষ, সিদ্ধ, ফুলী, বধু, উর্কা, ইরাবতী, পার্বতী, অবতী, উর্ধ্বাবতী, পরাবতী, সরস্বতী, তরস্বতী, হরস্বতী, রোধস্বতী, ভাবতী, অভির, মাতৃ ও নদী, এই ৩৭টী নদীর বৈদিক পর্যায়। (বেদনির্ঘণ্ট)

পুরাণাদি বর্ণিত নদীর প্রত্যেকের নাম বাহুল্যতরে এদন্ত হইল না। কতকগুলি প্রধান প্রধান নাম নিয়ে দেওয়া গেল। গঙ্গা, সিদ্ধ, সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, চত্ৰভাগা, যবুনা, ইরাবতী, দেবিকা, কুহু, গৌমতী, ধৃতপাশা, বাহদা, দূবতী, কোশিকী, নিচীরা, গণ্ডকী, চক্ষুস্বতী, লোহিতা, এই সকল নদী হিমালয়ের পাদ দেশ হইতে বহির্গত হইয়াছে। বেদস্বতী, বেদবতী, সিদ্ধ, অপর্ণা, চন্দনা, সদানীরা, ধৃতপাশা, চন্দ্রস্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, অরবী এই সকল নদী পারিপাশ্ব পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শোশা, জ্যোতিরাধা, নন্দা, হরদা, মল্লিকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, ভবদা, শিলদা, করতোয়া, শিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, বহ্মলা, বাসুকা, বাহিনী,

চক্রিমতী, বিয়ঙ্গা, পদ্মিনী, এই সকল নদী এক পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। যশিকালা, ততা, তাপী, পরাকী, সীমোনা, বেণা, পাশা, বৈতরণী, বেদী, পালা, জুয়ুতী, তোরা, দুর্গা, অন্তা ও গিরা এই সকল নদী বিষ্ণুপর্বতের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বেণা, বঙ্কলা, তুলভঙ্গা, অশ্রোয়াগা, ব্রহ্মকাবেরী, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুর্বাভতী, ও উৎপলাভতী, এই সকল নদী মলয়পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। ত্রিষোমা, ঋষিকুল্যা, বঙ্কুরা, ত্রিবিদ্যা, লোকমুণিনী, বংশাবতী, মহেন্দ্রতনয়া, ঋষিকা, অম্বুমতী, মঙ্গপার্মিনী ও পলাশিনী এই সকল পর্বত শুক্রিম্য পর্বত হইতে উৎকৃত। এই সকল নদী কুলপর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রধান নদী, ইহা ভিন্ন আরও অনেক নদী আছে, তাহারা ক্ষুদ্র নদী। (বরাহপুরাণ)

কালিকাপুরাণে প্রধান ৭টা নদীর উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের করতলবিগলিত বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহকালীন স্নানীয় জল ও শান্তি জল প্রথমে মানস-পর্বতকন্ডের পতিত হয়, পরে ঐ জল আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানস পর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের গুহা, সাগর ও সরোবরে পৃথক পৃথক ভাবে পতিত হইতে থাকে, ইহার মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্রা সরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্রানদীর উৎপত্তি। বিষ্ণু শিপ্রা ও হংসানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। যে জল মহাকোষীপ্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কোশিকী নদীর উৎপত্তি হয়। বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতানিত করেন। যে জল উমান্ধে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নদী, হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব সমীপে যে জল পতিত হয়, এইজল ‘গোমত’ নামক শৈলখণ্ড হইতে নির্গত হওয়ায় গোমতী, মৈনাক বে সান্নিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে যে জল নির্গত হইয়াছিল, তাহার নাম দেবিকা, হংসাবতীর সমীপবর্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহা হইতে সরযু এবং যে জল ঋগুৎকন-সন্নিধানে হিমালয়-পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গুহাতে ইরাবত্রে পতিত হয়, তাহা হইতে ইরাকতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষিণসাগরগার্মিনী এই সকল নদীই গঙ্গার ভ্রায় পুণ্যপ্রদ। অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহাবতৃত স্নান-জলই এই সপ্ত নদীর উৎপত্তির কারণ। এই সকল নদী চিরকাল অবস্থান করিবে। (কালিকাপুঃ ২৪ অঃ)

ইহা ভিন্ন কালিকাপুরাণের ৮০ অধ্যায়ে, বসন্তপুরাণে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে নদী-বিবরণ পাওয়া যায়। সকল পুরাণেই অসংখ্য নদী-প্রসঙ্গ আছে। ২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের

প্রতিপাদে ১৪টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার ৭ অক্ষরে রতি। ইহার লক্ষণ—

“নত নম্ব গুরুগৈঃ সপ্তবতিনীত্যাং।” (ছন্দোঃ)

এই ছন্দের প্রথম হইতে বট, নবম, দশম, ও দ্বাদশ বর্ণ লঘু, এতদ্বিধ বর্ণ সকল গুরু।

নদীকদম্ব (পুং) নদীনাং কদম্ব সমূহো যত্র। মহাপ্রাচীনা, চলিত ভাবার বড় খড়কুড়ী, থলকুড়ী। (স্বাক্ষরিত)

(স্রী) নদীনাং কদম্ব ৬তৎ। ২ নদীকদম্ব।

নদীকান্ত (পুং) নদীনাং কান্তঃ ৬তৎ। ১ সমুদ্র। নদী কান্তা যত্র। ২ হিম্মল বৃক্ষ, হিম্মলগাছ। ৩ সিদ্ধবারক বৃক্ষ, চলিত নিশিন্দে গাছ। ত্রিরাং টাপু। ৪ অশুকবৃক্ষ। ৫ কাকজন্মালতা। ৬ লতাবিশেষ। (হেমচ°)

‘নদীকান্তঃ সমুদ্রে ত্যাং হিম্মলসিদ্ধবারকে।

নদীকান্তা ত্রিরাং জবাং কাকজন্মোবধাবপি।’ (মেদিনী)

নদীকান্তাপ (পুং) শাক্যমুনির সময়ের একজন লোক।

নদীকূল (স্রী) নদ্যাঃ কূলং। তীর, তট,।

নদীকূলপ্রিয় (পুং) নদীকূলং প্রিয়ং অভিমতং যন্ত্র। জল-বেতস, এই গাছ নদীকূলে হয়।

নদীকূলস্থ (ত্রি) নদীকূলে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তটস্থ, নদী-তীরস্থিত।

নদীকূকর্ণ, নেপালী বৌদ্ধদিগের একটা তীর্থস্থান। যোগবিশেষে এই তীর্থে স্নান করিলে স্রী ও ঐশ্বর্য লাভ এবং শত্রু ক্ষয় হয়।

নদীগর্ভ (পুং) নদ্যাঃ গর্ভঃ ৬তৎ। নদীর গর্ভ, দুই তীরের মধ্যবর্তী স্থল।

নদীগায়ন, মধ্যভারতের অন্তর্গত দতিয়ারাজ্যের একটা নগর।

নদীজ (স্রী) নদ্যা জায়তে জন-ড। ১ স্রোতোজ্ঞান, চলিত কাল সূক্ষ্মা। (হেমচ°) ২ সৈন্ধবলবণ (পুং) ৩ অর্জুন বৃক্ষ, আজন গাছ। ৪ বিটমাক্ষিক। ৫ যাবনাল শর, হিন্দী জহুরালশর। ৬ হিম্মল বৃক্ষ। ৭ নদীনিম্মাণ। ৮ নৃপতি-বিশেষ। (ভারত ৫।৪।১১)

৯ তীর, ভীষ্মদেব গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম নদীজ হইয়াছিল। (ত্রি) ১০ নদীজাত মাত্র।

নদীজা (স্রী) নদীজ-টাপু। অগ্নিময় বৃক্ষ, গণিকারিকা, বড় গুগুনী গাছ।

নদীতর (ত্রি) নদী-ত-অহ। নদীর পরপারে গমন।

নদীতরস্থান (স্রী) নদ্যাঃ তরস্থানঃ অবতরণস্থলং। নদী হইতে অবতরণ-স্থান, বট, ঝাট। নদীপার হইবার ঝাট, পারবাটা। (ভৃগুপ্রাণ)

নদীমন্ত (পুং) বৃক্ষদেবের এক নাম।

নদীদোহ (পুং) নদীতরণার্থে দোহঃ, শাকপাখিবাণিবাৎ
কৰ্ণধারায়ঃ। নদীপার হইবার মাতুল, কুত।

নদীধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, নদ্যাঃ ধরঃ। গঙ্গাধর শিব।

নদীন (পুং) নদীনঃ ইনঃ পতিঃ ৬৩৭। ১ সমুদ্র। ২ বঙ্গ।
৩ বঙ্গ বৃক্ষ। ৪ অনেজুবংশীর সহদেবের পুত্র। (হরিবংশ ২৯।৪)

(ত্রি) ন-দীন ইতি সহ স্পৃশেতি সমাসঃ। ৫ দরিদ্রভির।

নদীনিষ্পাব (পুং) নদীসমুৎপত্তো নিষ্পাবঃ। ধান্যভেদ,
কটু আশাদযুক্ত নদীজাত শরীধান্য, পর্যায়—কটুনিষ্পাব,
কবুঁর, নদীজ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, অপ্রদ্রাণ, গুরু,
বাতল, কফপ্রদ, রূক্ষ, কষার ও বিষদোষনাশক। (রাজনি)

নদীপঙ্ক (পুং স্ত্রী) নভাঃ পঙ্ক ৬৩৭। ১ নদীর পাক। ২ নদী-
তীরস্থিত কর্ণমযুক্ত স্থান।

নদীপতি (পুং) নদীনঃ পতিঃ। ১ সমুদ্র। ২ বঙ্গ।

“অথ নদীপতিঃ গুহ্যতি অপাং পতিরনীতি” (শত্ৰুং ব্রাং ৫২।৪।১০)

নদীপুর (পুং) নভাঃ পুং অচ্ সমাসান্তঃ। যে নদী বজ্রাজলে
ভটস্থিত গ্রামাদি প্রাবিত করে।

নদীভব (পুং) নভাঃ ভবতি ভৃ-অচ্। ১ সৈক্যবলবণ। (ত্রি)
২ নদীজাত মাত্র।

নদীমাতৃক (ত্রি) নদীমাতেব পোষিকা যন্ত, ততো কপ্।
নদ্যমুৎপন্ন ব্রীহিপালিতদেশ, যে দেশে শত্রু সকল নদীর জলে
হইয়া থাকে ও বৃষ্টির জলের কোন মাত্র অপেক্ষা করে না,
তাহাকে নদীমাতৃক দেশ কহে।

নদীমায়ক (পুং) মানকল্প, মানকচু।

নদীমুখ (স্ত্রী) নদী মুখমিব নিঃসরণমার্গঃ। নদীশেবে প্রবৃদ্ধ
সমুদ্রের জলনিঃসরণের মার্গ। সমুদ্রের জল যখন বৃদ্ধি হয়,
তখন নদীমুখ দিয়া ঐ জল প্রবাহিত হয়। নদীর মোহান।

“বৃক্কো নদীমুখে নৈব প্রস্থানং লবণান্তসঃ।” (রঘু)

২ নদীর জলনিঃসরণমার্গ।

নদীবক্ষ (পুং) নভাঃ বক্ষঃ। বহুর, নদীর বাঁক। (শব্দমালা)

নদীবট (পুং) নদীসদীপজাতো বটঃ। বটবৃক্ষ। (রাজনি)

নদীরা, বঙ্গদেশের একটি জেলা। ইহা অক্ষা° ২২° ৫২' ৩০"
হইতে ২৪° ১১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১১' হইতে ৮৯° ২৪' ৪১"
পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণকল ৩৪০৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে
রাজসাহী জেলা, পূর্বে পাবনা এবং যশোর, দক্ষিণে চব্বিশ
পরগণা, পশ্চিমে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী জেলা এবং
উত্তরপশ্চিমে মুরশিদাবাদ জেলা। পদ্মা নদী এই জেলাকে
পাবনা এবং রাজসাহী হইতে পৃথক্ করিয়াছে। জলঙ্গী নদী
নদীরা ও মুরশিদাবাদের সীমান্তদেশে প্রবাহিত। জাগীরবী
ইহার পশ্চিমসীমা নির্দেশ করিতেছে। নদীরা বা নবদীপ নামক

নগরের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ হইয়া থাকিবে।
জলঙ্গী নদীর তীরস্থিত কৃষ্ণনগর ইহার প্রধান স্থান।

নদীরার অনেকগুলি বড় বড় নদী আছে। কিন্তু সকল
নদী প্রায় মজিরা গিয়াছে। বর্ষাকালে তাহাদের উপর দিয়া
বড় বড় মাল-বোঝাই নৌকা চলিতে পারে, কিন্তু অল্প সময়ে
তাহারা শুকাইয়া, অতি সংকীর্ণ সরগভীর জলধারারূপে প্রব-
হিত হয়। তখন উহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বালুচর ও চর নষ্ট
হয়। এই জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, খাল ও বিল বিস্তার আছে।

এখানে চিতা এবং বস্ত্রবরাহ প্রভুর দেখিতে পাওয়া যায়
এবং কখন কখন ব্যাঘ্রও নষ্ট হইয়া থাকে। সর্পের উপদ্রব
নিতান্ত কম নহে। এখানে মৎস্য ধরা একটি প্রধান ও অর্থ-
কর ব্যবসা।

নদীরার বর্তমান রাজবংশ প্রাচীন ও পবিত্র। আদিপুত্র কর্ণক
কান্তকুল হইতে আনীত ভট্টনারায়ণ এই বংশের আদিপুরুষ
বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭২৮ খৃঃ অব্দে
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের
পরম হিতৈষী এবং পণ্ডিতদিগের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি
ধার্মিক ও বিদ্যানুগিকে অকাতরে ভূমি এবং অর্থ-বৃত্তি প্রদান
করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরেরা সাহিত্যাত্মরাজী ও ধার্মিক
বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদীপ, হুগলী, চাকলা,
রাণাঘাট, কুমারখালি এবং মেহেরপুর এই কএকটি নদীরার
জেলার প্রধান নগর। আশু ও হৈমন্তিক ধাতু এখানকার
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। [নবদীপ শব্দে বিজ্ঞত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নদীস্রঃ (ত্রি) নভাঃ স্রাতিতি স্রা-ক, ততো বভঃ (নিনদীভ্যাং
স্রাতোঃ কোশলে। পা ৮।৩।৮৯) ১ নদীতে অবগাহনদক্ষ, নদী-
মানকুশল। ২ নদীজ।

“ততো নদীকান্ পথিকান্ গিরিজান্।” (ভট্ট)

নদীসর্জ (পুং) নভা সর্জইব। অর্জুনবৃক্ষ। জাঁজনগাছ।

নদীসিকন্ত (পারসী) নদীমোত, নদীপ্লাবনে নষ্ট।

নদেয়া (স্ত্রী) নদ্যাং ভবা ঢক্ (নদ্যাদিত্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৩)
ততো পৃষোদদানিবাৎ হৃষঃ। নাদেয়ী, ভূমিজলু। (শব্দচ)

নদেপ, একটি ভাস্কর্য শিল্পবৃত্তি। তজ্জোরে কোন এক ব্যক্তির
বাস্তু ভূমি খনন করিতে করিতে এই মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে।
শিবের মাথার জটা এবং চারি হস্তবিশিষ্ট। এক হাতে ডমক,
এক হাতে সর্প এবং এক হাতে অগ্নি। শিব একটি পতিত
রাক্ষসের উপর লাড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রতিমাখানি
উচ্চে ৩ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৩ ফিট ৩ ইঞ্চি। এককালে
তজ্জোরে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। বোধ হয়, এই প্রতিমা

সেই নদীরই হইবে। কোন সময়ে কি প্রকারে এই প্রতিকাটা প্রোথিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহা বাসুকা মধ্যে ভিন ফিট মাটির নীচে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানের কালেক্টর সাহেব ঐ প্রতিমা ক্রয় করিয়া মাদ্রাজের চিত্রশালিকার রাখিয়া দিয়াছেন।

নদোনি (হিন্দী) যে একখণ্ড প্রস্তরে কোরাণের একটি স্লোক অঙ্কিত করিয়া তৃত্যপ্রস্তের প্রতিকার ঔষধস্বরূপ শিশুদিগের গলার বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

নদ্ধ (ত্রি) নহতে ইতি নহ-ক্ত। ১ বহু।

“দিতৈবাক্ত কবচৈ নদ্ধাদিতৈবাক্তবোদ্ধিতৈ নহ-ক্তৈঃ।”

(হরিবংশ ২৩২।১৭।)

২ উদ্ভূত। ‘নদ্ধমুহুতবদ্ধয়োঃ।’ (মেদিনী)

নদ্ধব্য (স্ত্রী) নহ-তব্য। বহু।

নদ্ধি (স্ত্রী) নহ-ক্তি। বহু।

নদ্ধী (স্ত্রী) নহতে হনরা নহ-ত্বিন্, ততো ঙীপ্। চন্দ্রনির্মিত রক্ত, চামড়ার দড়ি।

“অত্রাপি যিৎ অহুবি পুত্রকলত্রমিত্র নদ্ধ্যাবনদ্ধকন্যায়ো ন চ তং স্বয়মি।” (প্রহ্লাদবিজয় ৪র্থ অঙ্ক)

নদ্যাদি (পুং) নদী আদিবস্ত। পাণিনিয়াক্ত চক্ প্রত্যয়-নির্মিত শব্দগণ। যথা—নদী, মহী, বারাগনী, শ্রাবস্তী, কোশাধী, কাশফরী, খাদিরী পূর্বনগরী, পাঠা, মারা, শাখা, দার্তা, সেতকী। (পাণিনি ৪।২।১৩)

নদ্যাত্র (পুং) নদ্যা আত্রিব। সমষ্টিলা বৃক্ষ, হিন্দী ভাষায় কোকুর।

নদ্যা(নদ্যা)বর্তক (পুং) যাত্রাকালীন জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ।

“স্বরাশিগে বৃধে লগ্নে সিতে বা স্বরবলিতে।

নদ্যাবর্তকযোগোহয়ং যাতুরিষ্টার্থসিদ্ধিঃ॥”

অন্তোহপি—

“ভূত্বতেষোচ্চগে লাভে যুগকুন্তগতে যমে।

নদ্যাবর্তকযোগোহয়ং লগ্নে রিপুত্থানলঃ॥” (জ্যোতিষ)

বৃধ নিজ রাশিস্থিত হইলে এবং বৃহস্পতি বা শুক্র লগ্নে থাকিলে এই যোগ হইয়া থাকে, এই যোগে যাত্রা করিলে গন্তার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গল উচ্ছ্রিত হইলে এবং শনি যুগ অথবা কুন্ত রাশিস্থিত হইলে এই যোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অনল বেরূপ ভূগ রাশিকে নষ্ট করে, সেইরূপ শত্রু সকল বিনষ্ট হয়। (নদ্যাবর্তক এইরূপ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।)

নদ্যাৎসব (ত্রি) নদ্যা উৎসবঃ। নদী কর্তৃক ত্যক্তস্থান, চর, চড়া, নদীর মধ্য হইতে যে ভূভাগ উথিত হয়, তাহাকে নদ্যাৎসব কহে, এই চর বাহার ভূমির সহিত বাইরা সম্মিলিত হয়, ঐ চর তাহারই হইয়া থাকে।

“নদ্যাৎসব রাভদস্তা বস্ত তস্যোব সা মহী।

অত্থা ন ভবেন্নাতো নরাণাং রাভদৈবিকঃ॥

ক্ষরোদয়ো জীবনঞ্চ দৈবরাজবশাং গাম্।

তন্নাং সর্কেষু কার্যেষু তৎস্বতং ন বিচালয়েৎ॥” (বিবাদচিত্তা°)

নদ্যাও (হিন্দী) কোন জলাশয় হইতে উচ্ছ্রুতিতে জল তুলিতে হইলে দুই তিন বা ততোধিক গর্ভ ধনন করিতে হয়। প্রথম গর্ভ হইতে জলসেক করিয়া দ্বিতীয়ে, তথা হইতে আবার তৃতীয়ে, ইত্যাদিক্রমে জল তুলিয়া ভূমিতে দিতে হয়। সর্ব নিয় গহ্বরটীকে নদ্যাও কহে।

নদিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও বেহারে গোয়ালদিগের মধ্যে একটি শ্রেণী।

ননদ (দেশজ) স্বামীর ভগিনী।

ননদিনী (দেশজ) ননদ।

ননন্দ (স্ত্রী) ন-নন্দতি সেবয়পি ন তুযতি ইতি নন্দ-জ্ঞ।

(নঞ চ নন্দেঃ। উণ্ ২।১৯) ভর্তৃভগিনী, ননদ। ন-নন্দ্ অর্থাৎ

ইহার কিছুতেই পরিতৃপ্ত হন না এই অজ্ঞ ইহাদের নাম ননন্দ্ হইয়াছে। পর্যায়—ননান্দ্, নন্দিনী, নন্দা, পতিস্বহ। (শব্দর°)

“পিতা মাতা ননন্দা না সর্বাষ্ট্ প্রাতৃযাতরঃ।

জামাতা দুহিতা দেবা ন ভূগন্তা ইমে দশ॥”

পিতৃ, মাতৃ, ননন্দ্ প্রভৃতি দশটা ভূগন্ত নহে, এইজন্য ইহাদের বুদ্ধি না হইয়া গুণ হইবে। যথা—“ননন্দরৌ ননন্দরঃ”। ইত্যাদি।

ননা (স্ত্রী) ন নমতি নম-ড, সহস্রপেতি সমাসঃ, ততো টাপ্।

১ বাক্য। ২ মাতা। ৩ দুহিতা।

“উপলপ্রক্ষিপী ননা।” (শব্দ ৯।১১২।৩)

“ননা মাতা দুহিতা বা নমনক্রিয়াযোগ্যত্বাৎ মাতা ষষপত্যাং প্রতি স্তনপানাদিনা নমনীলা ভবতি, দুহিতা বা শুক্রবার্ধ্যে।” (সারণ।) মাতা এবং দুহিতা নত হন বলিয়া ইহাদের নাম ননা হইয়াছে। মাতা সন্তানকে স্তনপানাদির জন্য এবং দুহিতা শুক্রবার্ধ্য জন্য নত হইয়া থাকেন।

ননান্দ (স্ত্রী) ন-নন্দ জ্ঞ, পুৰোদরাদিত্বাৎ বীৰ্ষশ্চ। ননন্দ্, ননদ। “সম্রাজ্ঞী যন্তুণ্ডে ভব সম্রাজ্ঞী যন্তুণ্ডে ভব।

ননান্দ্রি সম্রাজ্ঞী তব সম্রাজ্ঞী অধি দেবেষু॥” (শব্দ ১০।৮৫।৪৬)

ননিগেরি, তলেমির ভারত বৃত্তান্তে এই নামটির উল্লেখ আছে। তাহা হইতে বোধ হয় কুমারিকা অন্তরীপ ও সিংহলের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপ লইয়া ইহার স্থান নির্দিষ্ট।

ননিগৈন, তলেমির ভারত-ভূগোলে উল্লিখিত গঙ্গাদাগরের দ্বীপ-বর্তী একটি অতি প্রাচীন নগর।

ননৈ, আসামের একটি নদী।

নমু (অব্য) ১ প্রের। ২ অবধারণ। ৩ অমুজ্ঞা। ৪ বিনয়।
৫ আমন্ত্রণ। ৬ অনুন্নয়। ৭ বিনিগ্রহ। ৮ পরকৃতি। ৯ অধি-
কার। ১০ সজ্ঞ। ১১ আক্ষেপ। ১২ প্রত্যাশা। ১৩ ব্যাক্যরস্ত।

‘নম্যাক্ষেপে পরিপ্রক্ষে প্রত্যাশাবধারণে।

ব্যাক্যরস্তেপাছনরা মন্ত্রণামুজ্ঞারোপি ॥’ (হেমচন্দ্র)

১৪ নমু শব্দ উৎপ্রেক্ষালকারব্যাক্যক।

‘মন্তে শব্দে ঐবং নুনং কিংবা প্রায়োহমুবেদ্বি চ।

নমু নাম হি জানামি উৎপ্রেক্ষাব্যাক্যকানি চ ॥’ (কাব্যচক্রিকা)

নমুচ (অব্য) বিরোধোক্তি।

‘নমুচেতি সমুদিতং বিরোধবচনে নমুশকোবিরোধোক্তো
চকারাৎ নমুচেতি বা’ (অমর ৩।৪।১৪ টীকায় ভরত)

নমু (ত্রি) নম বাহুলকাৎ কর্মণি ত্ব। নমনীয়।

‘যো নম্যন্তনমন্ত্যো জসীত’ (ঋক্ ২।২৪।২)

‘নম্যানি নমনীয়ানি’ (সারণ)

ননী (দেশজ) নবনী, মাখন।

নন্দ (পুং) নন্দতীতি নন্দ পচাদাচ্। ১ হর্ষ, আনন্দ। ২ হর্ষাশ্রয়ক
পরমেশ্বর, পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এইজন্ত তাঁহার নাম
নন্দ হইয়াছে।

‘আনন্দো নন্দনোনন্দঃ’ (ভারত ১৩।১৪৯।৬৯)।

নন্দতি মেঘবর্ষণাৎ অচ। ৩ ভেক। মেঘবর্ষণ হইলে
ইহার অত্যন্ত আনন্দিত হয়, এইজন্ত ভেকের নাম নন্দ। ৪
কুমারামুচরভেদ। ৫ বেণু বিশেষ।

‘মহানন্দন্তথানন্দো বিজয়োৎ অরস্তথা।

চত্বার উত্তমাবংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতা ॥

দশাঙ্গুলো মহানন্দঃ নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ ॥’ (সঙ্গীতদামোঁ)

মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয় এই চারি প্রকার বীণা উভয়,
ইহার মধ্যে যে বীণা একাদশাঙ্গুল, তাহার নাম নন্দ। ৬ মৃদঙ্গ-
বিশেষ। (ভারত ৭।২২।৮৫)

৭ যজ্ঞেশ্বরের অমুচরবিশেষ। (ভাগ ৪।৭।২২)

৮ মৃতরাষ্ট্রের একটা পুত্র। (ভারত ১।৬৭।৯৬)

৯ মদিরাগর্ভজাত বহুদেবের পুত্রবিশেষ। (ভাগ ৯।২৪।৪৮)

১০ ক্রৌঞ্চদ্বীপের বর্ষাকর্তবিশেষ। (ভাগ ৫।২০।২১)

১১ স্বনামখ্যাত দত্তক-সীমাংসা-গ্রন্থ-প্রণেতা।

‘অভিবন্দ্য জগদ্বন্দ্য পদবন্দ্যবিনায়কম্।

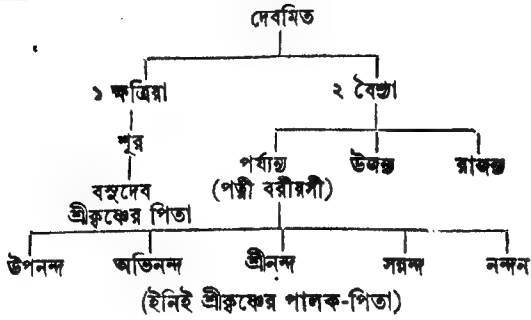
পুত্রীকরণসীমাংসাং কুরুতে নন্দপণ্ডিতঃ ॥’ (দত্তকচ’)

[নন্দপণ্ডিত দেখ।] ১২ গোপভেদ।

নন্দ, অতি পূর্বকালে বর্তমান মথুরা জেলার মধ্যে যমুনার
পরপারে ‘গোকুল’ নামে এক নগর ছিল। নন্দ ঐ গোকুল-
নগরের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইহার পত্নীর নাম

যশোদা। ঐ সময় মথুরার দেবকীর গর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বহুদেব কংসের হস্ত হইতে শিশুকে
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেই রাত্রিবোধে সত্তজাত শিশুকে নন্দা-
লয়ে রাখিয়া আইসেন। গোপাধিপতি নন্দের বহুসংখ্যক পুত্র
ছিল। শিশু কৃষ্ণ সেই সমস্ত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।
এদিকে কংস শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও গোপন-স্বভাব জানিতে পারিয়া
তাঁহার বধসাধনার্থ গোকুল-নগরে ছদ্মবেশী চর সকল প্রেরণ
করিতে লাগিল। ঐশিকপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ মারাবী চরণকে
চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গোপসম্রাজ নন্দ কিন্তু কংসের উপ-
দ্রবে ভীত হইয়া, এবং মালককে উপদ্রুত-স্থানে রাখা নিরাপদ
নয় ভাবিয়া, বৃন্দাবন নামক স্থানে উদ্বিগ্না গিয়া বাস করিতে
লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বালাকাল অতিবাহিত
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন নন্দ
তাঁহাকে লইয়া এক দেবীমন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন।
সেইস্থানে রাত্রিকালে এক সর্প তাঁহার পদে লণ্ঠন করিয়াছিল।
কৃষ্ণ আসিয়া সেই সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিবারাত্র, সর্পটি
মহুযাকার ধারণ করিল। একদা কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া,
নন্দ কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মথুরায় গিয়াছিলেন। তথায়
কৃষ্ণ স্বীয় মাতুল কংসকে বধ করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণ
করেন। তদবধি তিনি আর কখনও বৃন্দাবনে পদার্পণ
করেন নাই। তাঁহাকে তথায় রাখিয়া নন্দ ছঃখসম্প্রদায়ের
প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনভাগের সঙ্গে
সঙ্গে নন্দের জীবনী অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গেল। ইহার বহুকাল
পরে, শ্রীকৃষ্ণ একদা হংস ও ডিম্বক নামক দুই ব্যক্তিকে দমন
করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন পর্বতে আসিয়াছিলেন। এই সংবাদ
পাইয়া নন্দ এবং যশোদা রেগণবশ হইয়া তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে যান, এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অপূর্ণ
প্রীতি অহুভব করেন। মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে
অবলোকন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক অতি
মাত্র আশ্লাদভরে তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া কুশলাদি
লিজ্জাসা করিয়াছিলেন। নন্দ কহিলেন, “বহুশ্রেষ্ঠ! সমস্তই
কুশল। গোপন সর্বথা নীরোগ ও সুখে আছে। কেবল
একমাত্র ছঃখ এই, তোমাকে আর দেখিতে পাই না। এই
ছঃখে আমাদের বুদ্ধি তুচ্ছ লোপ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে
সর্বদা সেইরূপ দেখি, ইহা ঐকান্তিক বাসনা।” শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাদিগকে অনেক প্রবোধ দিয়া গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন।
এই সাক্ষাতের পর তাঁহাদের সহিত প্রভাসে শেব সাক্ষাৎ
হইয়াছিল।

বৃন্দাবনলীলায়ুত-গ্রন্থে ইহার বংশক্রম এইরূপ প্রদত্ত আছে—



এই নন্দেই আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ লীলা করেন। একদা নন্দ একসঙ্গীর উপবাস করিয়া রাত্রি থাকিতে যমুনার নান করিতে গিয়াছিলেন। বরশ-দূতেরা নন্দকে বরুণ-সভার লইয়া যায়। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থান হইতে নন্দকে উদ্ধার করিয়া আনেন। এই দিন নন্দ যেখানে নান করিয়াছিলেন, তাহার নাম নন্দঘাট হইয়াছে। ইনি পূর্বে জন্মে দ্রোণ নামে বস্তু ছিলেন, তিনি এবং তাহার পত্নী নন্দ ও যশোদারূপে অবতীর্ণ হন।

(ভাগ* ১০।৮ অ°)

নন্দে পিতা নন্দকে ব্রজরাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করিলে আর সকল ভ্রাতা ইহার বিশেষ অহুগত ছিলেন। বসুদেবের সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী ত্যাগ করিয়া বাইলে নন্দ ইহার শোকে দেহ বিসর্জন করেন।

(বৃন্দাবনলীলামৃত)

মহাভাগবতপুরাণে নন্দ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—
নারদ একদা মহাদেবের নিকট সাধুসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! নন্দ ও যশোদা এই দুইজন এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, মহামায়া স্বয়ং নন্দগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নন্দ বা যশোদা পূর্বজন্মে কোন্ মহাপুরুষ ছিলেন আর কেনই বা মহামায়ার জন্ম সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। মহাদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর।
নন্দ পূর্বজন্মে দক্ষ প্রজাপতি এবং যশোদা তাহার স্ত্রী ছিল। দক্ষযজ্ঞে সতী শিবলিলা তুমি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ জানিতে পারিল যে সতী সাক্ষাৎ পরা প্রকৃতি, তখন দক্ষের আর হৃৎথের পরিলীলা রহিল না। তখন দক্ষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বাহাতে সতী আবার কঙ্কারূপে জন্মগ্রহণ করে, আমার তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু ইহা তপস্কা ভিন্ন হইবার উপায় নাই, এই ভাবিয়া দক্ষ ও দক্ষপত্নী দুই জনে হিমালয়ের সাহুদেশে বাইরা মহামায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্কা করিতে লাগিল। এইরূপে শতবর্ষ তপস্কা করিয়াছিল। মহামায়া ইহাতে স্ত্রীতা হইয়া ইহাদের নিকট

উপস্থিত হন। তখন প্রজাপতি দক্ষ সাধুসঙ্গে এইবার প্রার্থনা করিল, যদি আমাদের বর দেওয়া অভিলষিত হয়, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আপনি আবার আমার গৃহে কঙ্কারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মহামায়া বলিয়াছিলেন, যাপরের শেষভাগে তোমার ঔরসে ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব, কিন্তু অবস্থান করিব না এবং তোমরাও আমাকে চিনিতে বা দেখিতে পাইবে না। দেবকার্য সাধন করিয়া আমি তিরোহিত হইব। এই বলিয়া মহামায়া প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে দক্ষ নন্দরূপে এবং দক্ষপত্নী যশোদা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মহামায়াও নন্দগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এই কঙ্কা হইলেই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া এই কঙ্কাকে লইয়া প্রস্থান করেন। নন্দ মহামায়ার বরপ্রভাবে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। (মহাভাগবতপু° ৫০ অ°) *

নন্দ, কপিলবাস্তুর রাজা শুকোদনের পুত্র ও শাক্য বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহার মাতার নাম মায়ী। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া কপিলবাস্ততে আসিয়া নন্দকে দীক্ষিত করেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতে নন্দে বড় ইচ্ছা ছিল না। তিনি তাঁহার স্ত্রী ভদ্রার প্রণাম প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি কএকবার পত্নীকে শেব দেখা দেখিবার জন্য কিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাকে বটকুজে লইয়া গিয়া ভিক্ষু করিলেন এবং সাংসারিক প্রেমের অকিঞ্চিৎকর প্রতাপদান

* "শ্রীনারদ উবাচ।

সন্তুতা দেবকীগর্ভে দেবী বালকরূপিনী।
উবাস গোত্রে কস্মাৎ নন্দগোপগৃহে বরঃ।
পুরাসীদেব নন্দঃ কো যশোদা ক। তদঙ্গনা।
কিঞ্চকার তপঃ পূর্বং যেন প্রাণ মহেশ্বরীম্।
কালী কালকভাবেন স্ত্রীমহানন্দরূপিনী।
কস্মাৎপাশি নিজাংশেন যশোদা গর্ভসম্ভবা।
দেবী ভগবতী মূর্তি জাতমাতা সমভ্যাগাৎ।
দদৃশে নৈব তাত্ মাতা জাতবান্ ন পিতাশি চ।
বখোংপরী তথা যাতা কিং হেতুকমিদং প্রভো।
এতস্মৈ পার্শ্বতীনাথ সমাচক্ষু জগৎপতে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বৎস বক্ষ্যামি তে সর্বং বৎপৃচ্ছসি মহারতঃ।
সুপু সাবহিতো ত্বাং বখাবমুনিপুঞ্জবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পূর্বং সতীবিবহঃখিতঃ।
চেতা চিত্তরামাস জাভা তং প্রকৃতিঃ পরাৎ।
সংপ্রাণ্য তপসোপ্রৈ কঙ্কামায়াং পরাংপরাত্।
তরাসি বক্তিতা মোহাবজ্জাভা শিবলিলায়াৎ।
অহং তথা বতিব্যাসি তুরোহসি তপ আচরত্।" ইত্যাবি।

(মহাভাগবতপু° ৫০ অ°)

করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বর্ণ ও নরকের চিত্র দেখাইয়া ছিলেন।

নন্দ, মগধের বিখ্যাত রাজা। এই নামে ৯ জন রাজা পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাদের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মূনির নানামত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, মহানন্দ্রির পুত্র শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন নন্দ বা মহাপন্ন। পরশুরামের দ্বারা তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া একচ্ছত্রা পৃথিবী ভোগ করিবেন। স্ত্রীমালী প্রভৃতি তাঁহার ৮ পুত্র। মহাপন্নের পর তাঁহারা পৃথিবী ভোগ করিবেন। মহাপন্ন ও তৎপুত্রগণ মোট ১০০ বর্ষ রাজ্য করিবেন। এই ৯ জন নন্দকে কোটিল্য বিনাশ করিবেন। তাঁহাদের পর মৌর্যগণ রাজ্য হইবেন। (বিষ্ণুপুঃ ৪২৪৮৪-৬)

ভাগবতেও ঠিক এইরূপ বিবরণ আছে। ব্রহ্মাওপুরাণে দেখা যায়, রাজা বিদ্যাসার ২৮ বর্ষ, তৎপরে তৎপুত্র অজাতশত্রু ৩৫ বর্ষ, তৎপরে দশক ৩৫ বর্ষ, উদারী* ২৩ বর্ষ, তৎপরে নন্দবর্জ ৪২ বর্ষ এবং পরে মহানন্দ্রি ৪০ বর্ষ রাজত্ব করিবেন। শৈশুনাগগণ মোট ৩৬২ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিবেন। তৎপরে মহানন্দ্রির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিখিল ক্ষত্রিয়াকারী নন্দ জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি এবং ইহার ৮ পুত্র মোট একশত বর্ষ রাজ্য করিবেন। সকলেই কোটিল্যের হস্তে উদ্ধার পাইবেন। (ব্রহ্মাওপুরাণ উপসংহারপাদ)

মৎস্যপুরাণেও এইরূপ পাওয়া যায়। তবে রাজগণের রাজত্ব কালের সংখ্যা কিছু উল্টা পাটা আছে।

(মৎস্যপুরাণ ২৭২ অধ্যায়)

মোটের উপর অধিকাংশ পুরাণেই লিখিত আছে, মহাপন্ন নন্দ শূদ্রাগর্ভসম্মত হইলেও মহানন্দ্রির পুত্র। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারগণ তাহা স্বীকার করেন না। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্ববিব্রীবলীচরিতে নন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নারাংশ বলিতেছি—

উদারী পিতার মৃত্যুর পর পিতৃশোকে অধীর হইয়া পড়েন। যেখানে তাঁহার পিতৃদেব শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, সেখানে থাকিতে তাঁহার বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তিনি শরনে স্বপনে জাগরণে দিবানিশিই যেন পিতাকে দেখিতে পাইতেন। তিনি পিতৃরাজধানী পরিত্যাগ

* মৃত্যু বৎসর ভাগবতাদিতে উদারী বা আয়ের মূল পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ইহা লিপিক্রমমাত্র। কারণ বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এবং হস্তলিখিত প্রাচীন ব্রহ্মাওপুরাণাদি “উদারী” পাঠই আছে।

করিয়া গঙ্গাতীরে পাটলীপুত্র নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। ক্রমে অনেক রাজা তাঁহার পরাক্রমে হতরাজ্য হইলেন। কিরূপে তাঁহারা উদারীকে বিনাশ করিবে, তখন তাহারই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এক রাজ্যভট রাজকুমার উদারীর নিকট আসিয়া তাঁহার সেবক হইতে চাহিল। রাজা তাহার সাধু কথার মুগ্ধ হইয়া আপনার গুরুর নিকট তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। হট্ট রাজকুমার ভ্রমণার্থে লীক্ষিত হইল। তাহার মিষ্ট কথার রাজা ছলিলেন। সেই হৃত্ত নিজিত উদারীর প্রাণবধ করিল। এই পাটলীপুত্র নগরে দিবাকীর্তির ঔরসে এক গণিকার গর্ভে নন্দ নামে এক পুত্র জন্মে। সেই নাপিতকুমার প্রভাতে উঠিয়া দেখিল, সৈরঙ্গবর্গ নগরের চারিদিকে ছুটছুটি করিতেছে। নন্দ বিস্মিত হইয়া উপাধ্যায়কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উপাধ্যায় তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া নিজ ছহিতার সহিত বিবাহ দিলেন এবং নূতন জামাইকে এক দোশার আরোপ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজা উদারীর পুত্র সন্তান ছিল না। মন্ত্রিগণ রাজহস্তী, প্রধান অশ্ব, ছত্র, কুস্ত ও চামর এই পঞ্চ অভিষেক দ্রব্য লইয়া কাহাকে রাজ্য করিব এই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় যানারোহী নন্দ দেখা দিলেন। পাটহাতী অমনি নিজে কুস্ত তুলিয়া নন্দকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে আপনার স্বন্ধে তুলিয়া লইল। সেই সময় রাজার অশ্ব আনন্দে হেবারব করিল ও চারিদিকে মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল। পৌরজন তদৃষ্টে নন্দকে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। এইরূপে মহাবীরের নিকাণের ৬০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৬৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে) নন্দ রাজ্য হইলেন।*

তৎকালে কল্ক নামে অশেষ শাস্ত্রবিৎ এক পণ্ডিত ছিলেন। এক দিন নন্দ তাঁহাকে ডাকিয়া আপনার মন্ত্রী হইবার অজ্ঞ প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ

(১) “তত্রাক্রিতে কুপ্রদেশে নৃপঃ পুরমকারয়ৎ।

তদুৎপাটলী নামা পাটলীপুত্রনামকম্ ॥”

(স্ববিব্রীবলীচরিত বা পরিশিষ্টপর্ব ৩১৮০)

ব্রহ্মাওপুরাণেও উদারী কর্তৃক পাটলীপুত্র-নির্মাণের কথা এইরূপ লিখিত আছে—

“উদারী ভবিষ্যৎ তস্মাৎ ত্রয়োবিংশং সমা নৃপঃ।

স বৈ পুরবরঃ রাজা পৃথিব্যাং কুহুমালয়ম্।

গঙ্গায় দক্ষিণে কুলে চতুঃস্রঃ করিষ্যতি ॥”

(ব্রহ্মাওপুরাণ উপসংহারপাদ)

* “অনন্তরং বর্জমানবামিনীকীর্ণবাসরাং।

মতারাঃ ধষ্টবৎসর্ঘ্যাসেব নন্দোহতবৃঃ ॥”

(স্ববিব্রীবলীচরিত ৬২৪২)

করিলেন না। রাজা তাঁহাকে জন্ম করিবার জন্য এক উপায় হির করিলেন। যে রজক কন্নকের বস্ত্র ধোত করিত, তাহাকে বলিরা দিলেন, “আমার আদেশ ব্যতীত তুমি কন্নককে বস্ত্র দিবে না।” রজক রাজাজ্ঞা পালন করিল। হইবৎ হইতে চলিল, রজক কিছুতেই কাপড় দিতে চায় না। কন্নক মহা কষ্টে পড়িলেন, তাহার উপর গৃহিণীর উদ্বেজন। নিরীহ ব্রাহ্মণ আর কতই বা সহ করিবে? রজকের উপর মহাবিরক্ত হইয়া একদিন কাটারী লইয়া তাহাকে ভাড়া করিলেন। কোণে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ রজকের নুণ বিখণ্ড করিলেন। রজকী কাছিতে কাছিতে বলিল, ‘দোহাই মহাশয়! আমাদের কোন দোষ নাই। রাজাজ্ঞাহ আমাদের আপনায় কাপড় রাখিয়াছি।’

সত্যবাদী কন্নক অবিলম্বে রাজার নিকট গিয়া আপনায় অপরাধ স্বীকার করিলেন। এবার রাজাদেশে কন্নক মস্ত্রিপদ লইলেন। তাহাতে পূর্বমন্ত্রীর মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি কন্নকের চল ব্যাহির করিবার জন্য তাঁহার চোতাকে বশীভূত করিলেন। কন্নকের পুত্রের শুভ বিবাহ দিন উপস্থিত। কন্নকের ইচ্ছা তিনি রাজাকে আপনায় অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করিবেন। রাজার অভিযর্থনার জন্য ছত্র, চামর ও মুকুট প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। পূর্বমন্ত্রী চোটার মধ্যে এ সংবাদ পাইয়া রাজাকে জানাইলেন যে, কন্নক রাজা হইবার আয়োজন করিতেছেন। নন্দ চর দ্বারা কন্নকের গৃহ সন্ধান করিয়া তাহাই বুঝিলেন। তাঁহার আদেশে সপুত্র কন্নক অন্ধকূপ-কারার নিকিণ্ড হইলেন।

তাঁহাদের আহ্বারের জন্য অতি অল্প মাত্রায় কোদোধানের অন্ন দেওয়া হইত। সে অন্নাহারে কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজার এই অন্যায় কার্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্নক একা সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এ দিকে কন্নকের অভাবে অধোগ বুঝিয়া সামন্তরাজগণ পাটলী-পুত্র আক্রমণ করিলেন। এ বিপদে নন্দ মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে কন্নক ভিন্ন এ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই। রাজা কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, “অন্ধকূপ কারার আর কেহ অন্নগ্রহণ করে কি না? হই দিয়া তাহাকে তুলিয়া আমার নিকট হাজির কর।”

রাজাদেশে কন্নক অন্ধকূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। রাজাহুতরেরা তাঁহাকে শিবিকার বসাইয়া সমস্ত নগর-প্রাকার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; বিপক সামন্তরাজগণ কন্নককে দেখিয়া ভীত হইল। বাহা হউক, রাজা তাহাকে মহাসন্মান সহকারে আবার আপনায় মন্ত্রী করিলেন। কন্নক বিপক রাজপক্ষকে

শাসন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কন্নকের নাম শুনিয়া সামন্তরাজগণ পশায়ন করিল।

কন্নকের আবার অনেক পুত্র হইল। নন্দরাজ তাহাদের সকলকে ধনরত্নে সজ্জিত করিয়াছিলেন। নন্দের বংশে ৭ জন নন্দ রাজা হইয়াছিলেন, কন্নকের পুত্রগণ তাহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে মনম নন্দ রাজা হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী হইলেন, কন্নকপুত্র শকটাল। জৈনদিগের অন্ততম ঋত-কেবলী মূলভক্ত এই শকটালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ২৭ পুত্রের নাম শ্রীমক।

নবম নন্দের সভায় সুবিখ্যাত কবি বররুচি থাকিতেন। তিনি প্রত্যহ ১০৮টা নূতন শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন। রাজার ভাল লাগিলেও মন্ত্রী কখন সে সকল কবিতার প্রশংসা করিতেন না। সেজন্য বররুচির ভাগ্যে কিছু ভ্রুক্ষণ কলিত না। শেষে বররুচি শকটালের গৃহিণীকে গিয়া ধরিলেন। শকটাল গৃহিণীর অহরোহ এড়াইতে পারিলেন না। তৎপরে যখন বররুচি সভার সুরচিত কবিতা পাঠ করেন, মন্ত্রিবর রাজসমক্ষে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। নন্দরাজও শ্রীত হইয়া তাঁহাকে ১০৮ দীনার দিলেন। এইরূপে বররুচি প্রত্যহ ১০৮ করিয়া দীনায় পাইতে লাগিলেন। একদিন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এখন প্রত্যহ আপনি বররুচিকে দান করেন, কিন্তু পূর্বে কেন দিতেন না?’ রাজা কহিলেন, ‘তুমি ভাল বল, সেই জন্য আমি দান করি।’ মন্ত্রী বলিলেন, ‘এ সকল কবিতা পনের রচিত বলিয়াই প্রশংসা করি।’ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘উহা যে বররুচির রচনা নহে, তাহা কিরূপে জানিলে।’ চতুর শকটাল উত্তর করিলেন, ‘বাগিকাতেও এই সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে।’

শকটালের বন্ধা, বন্ধসত্তা, ভূতা, ভূতদত্তা, এণিকা, বেণা ও রেণা এই ৭টা কল্পা ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ একবার, কেহ দুইবার, কেহ বা তিনবার শুনিয়া যে কোন শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারিত। বররুচি পূর্ববৎ নূতন শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিলে রাজার সন্মোহ-ভঞ্জনর জন্য শকটালের কল্পগণ বধাক্রমে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিল। তখন মন্ত্রীর কথায় রাজার বিশ্বাস হইল। নন্দ দান বন্ধ করিয়া দিলেন। বররুচি তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইলেন। তিনি এক বস্ত্রে ১০৮ দীনায় পূর্ণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে গুপ্তভাবে রাখিয়া আসিতেন, পরে সর্বসমক্ষে গঙ্গার তবকালে বস্ত্র সাহায্যে সেই মূলা ভালিয়া উঠিলে বররুচি তাহা গ্রহণ করিত। বররুচি বোষণা করিলেন, রাজা না মিলেও গঙ্গা তাঁহার তবে বৃদ্ধ হইয়া দীনায় প্রদান করেন। রাজাও তাহা শুনিলেন। একদিন মন্ত্রীকে

জানাইলেন, তিনি নিজে গিয়া একদিন বরকটির কাণ্ড দেখিলেন। চতুঃপদী শুণ্ডভাবে চর পাঠাইয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

বরকটি ছয়বেশে আসিয়া নীনারগুলি গঙ্গাজলে রাখিয়া গেলে মস্ত্রিনিযুক্ত চরণ সেই টাকগুলি তুলিয়া লইল ও আনিয়া মস্ত্রীকে প্রদান করিল। পর দিন মস্ত্রীর সহিত রাজা বরকটির কাণ্ড দেখিতে আসিলেন, কবিবর পূর্ববৎ বরকতিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক পাঠ করিয়া গঙ্গার ত্তব করিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহার টাকাগুলি উঠিল না। রাজার সম্মুখে এই ব্যাপারে বরকতি লজ্জার মরিয়া গেলেন। তখন শকটাল মুস্ত্রীগুলি দেখাইয়া বলিল, ‘এই লও, তোমার টাকা তোমার দিলাম।’ এইরূপে বরকটির ছয় ধরা পড়ার তিনি মস্ত্রীর উপর হাড়ে হাড়ে চটরিয়া গেলেন, কিসে শকটালের সৰ্ম্মনাশ করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে কতকগুলি মূৰ্খ বালককে ছোলা দিয়া বলীভূত করিয়া নির্ধাইলেন, ‘রাজা যাহা জানেন না, শকটাল তাই করিবে। নন্দের উচ্ছেদ করিয়া ঐরককে রাজপাটে বসাইবে।’ পথে পথে বালকেরা এই কথা গান করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথা নন্দে কর্ণপোচ হইল। রাজা ভাবিলেন, বালক বালিকাভেও যে কথা বলে, সে কথা অস্তথা হইবার নহে। তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্ত চর নিযুক্ত করিলেন। শকটাল পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রাজাকে উপহার দিবার জন্ত নানা অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলেন। চর গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা মস্ত্রীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। বিচক্ষণ মস্ত্রীও রাজার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি আপন প্রিয় পুত্র ঐরককে ডাকিয়া কহিলেন, ‘বৎস! আমার ও আমাদের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের আসরকাল উপস্থিত। যদি তুমি সকলকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমি যখন গিয়া রাজাকে অভিবাদন করিব, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার শিরোচ্ছেদ করিবে।’ ঐরক কাদিতে কাদিতে বলিলেন, ‘ভাত! আমার উপর এ কঠিন আদেশ কেন, চণ্ডালেও যে এমন কাজ করিতে পারে না।’ মস্ত্রী পুত্রকে বুকাইয়া বলিলেন, ‘আর উদ্ধারের উপায় নাই। রাজা আমার মুখে বিষ ঢালিয়া আমার প্রাণসংহার করিবে। অভাব তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন কর।’ যথাকালে ঐরক পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রাজা সেই নাকশ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া ঐরককে বলিলেন, ‘এ ছফর কার্য কেন করিলে?’ ঐরক রাজাকে উত্তর করিলেন, ‘ভৃত্য হইয়া যে প্রভুর অনিষ্ট করে, পিতা হইলেও তাহাকে বধ করা উচিত।’ নন্দরাজ ঐরকের কথায় সন্ত

হইয়া তাহাকেই প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু শিক্ৰসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে তিনি কিরূপে অমাত্যপদ গ্রহণ করেন, এ কথাও রাজার নিকট জানাইলেন।

হুলভ্য বার বর্ষকাল কোশানারী এক বেড়া সহবাসে অতিবাহিত করিতেছিলেন। নন্দরাজ তাহাকে ডাকাইয়া তাঁহার মুস্ত্রীধিকার গ্রহণ করিতে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মাশ্রা হুলভ্য সেই উত্তপদ গ্রহণ করিলেন না; বহুদিন যোগ্য-সহবাসে বিশেষতঃ পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদে তাঁহার দ্বন্দ্বের সংসারবিভূষণ উপস্থিত হইল। তিনি সমুদ্রবিভ্রদের নিকট গিয়া দীক্ষিত হইলেন। তখন ঐরক রাজদত্ত মুস্ত্রীধিকার পদ গ্রহণ করিলেন। কিরূপে তিনি শিক্ৰবধের প্রতিশোধ লইবেন, এ চিন্তা সৰ্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। একদিন তিনি কোশা বেড়াকে কাদিতে কাদিতে জানাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শিক্ৰশোকে সংসারভাগ করিয়াছেন। ছষ্ট বরকটিই পিতার মৃত্যুর হেতু। কোশা যখন দ্বার প্রাধাপেক্ষা প্রিয়, তখন তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া কোশার অবশ্য কর্তব্য।

বরকটি কোশার ভগিনী উপকোশাকে বড় ভালবাসিতেন। কোশা ভগিনীকে শিখাইয়া দিলেন, ‘দেখ বোন! আজ কোন রকমে বরকটিকে মদ খাওয়াইতে হইবে।’ উপকোশা কোশল-ক্রমে বরকটিকে মদ খাওয়াইতে শিখাইল।

শকটালের মৃত্যুর পর হইতে নন্দসভার বরকটি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিত। যথাকালে ঐরক কোশার নিকট বরকটির মত্তপানের সংবাদ পাইলেন। তিনি রাজাকে জানাইলেন যে দুহৃত্ত বরকটি বেড়ার সহিত মন্যপান করে। বরকটি সভার আসিলে নন্দ তাঁহাকে একটা ফুলের ত্রাণ লইতে আদেশ করিলেন। ত্রাণ লইয়াই বরকটি বমন করিলেন। বরকটির মুখে মদের গন্ধ বাহির হইয়া পড়িল। তখন বরকটির প্রতি উচ্চ গলিত সীসক পানের আদেশ হইল। সীসক-পানে কবি বরকটি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এখন ঐরক নন্দরাজের সৰ্ম্মসর কর্তা হইলেন।

ষাটশবর্ষব্যাপী আকাল উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক ধাত্তভাবে জীবন বিসর্জন করিল। এই সময় গোম-বিষের চণক নামক ব্রাহ্মণের গুরসে ও চণেশ্বরী নারী তৎপন্নীর গর্ভে চণক্য জন্মগ্রহণ করিলেন।

চণক্য শ্রাবক ও সৰ্ম্মবিদ্যার পারদর্শী হইলেন। যথাকালে তিনি এক ফুলীন কস্তার পাণিগ্রহণ করিলেন। একদিন চণক্যদ্বিধী তাহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে শিখার

গেলেন। চাণক্যের ছাথের সংসার। কাজেই তিনি পত্নীকে গহনা দিতে পারেন নাই। তাঁহার গৃহিণী একখানি মরগা বাঘরা, হিঙ্গুপত্রের অলঙ্কার ও নীসার কুণ্ডল পরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা ও দাসীগণে পরিবৃত্তা ছিলেন। তাহারা সকলেই চাণক্যপত্নীর বেশভূষা দেখিয়া রহত করিতে লাগিল। সেখানে আর বাহারা ছিল, তাহারাও হাসিয়া ছিল। তাহাতে ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে বড়ই কষ্ট হয়। তিনি চাণক্যের গৃহে আসিয়া আর ভাল করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথা कहিলেন না। বিবাদিনী স্নানমুখে রহিলেন। পত্নীর মলিন বদন দেখিয়া সাখ্যসাধনার পর ব্রাহ্মণ কারণ অবগত হইল। বাস্তবিক ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনেও বড় আঘাত লাগিল। তিনি অর্থোপার্জননের জন্ত বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, নন্দরাজ প্রভূত পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া থাকেন। সেই আশায় তিনি পাটলীপুত্রে আসিয়া নন্দের সভার উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। নন্দের দ্বারা স্পর্শ করিয়া আসনে গিয়া বসায় নন্দপুত্র চটয়া গিয়াছিল। এক দাসী বিক্রপ করিয়া চাণক্যকে বলিল, ‘ঠাকুর! ও আসন ছাড়িয়া এখানে উঠিয়া আইস। ও তোমার আসন নহে।’ চাণক্য উঠিলেন না। দাসী তাহার কমণ্ডল, দণ্ড, জপমালা, শেষে উপবীত ধরিয়া টানটানি করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন চাণক্য উঠিলেন না, তখন দাসী তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। তখন চাণক্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ‘আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ্ঞার স্বজন সহায় সম্পত্তি ও অস্থূল পুত্রাদির সহিত নন্দকে নির্মূল করিব।’ এই বলিয়া তিনি ক্রতবেগে নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তখন তিনি ময়ূরপোষক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই ময়ূরগ্রামের মহন্তরের ঘরে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। যেক্ষণে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বিনাশের জন্ত নিয়োজিত করেন, তাহা ইতিপূর্বে চন্দ্রগুপ্ত শকে লিখিত হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নরোজন।

চন্দ্রগুপ্ত ও পূর্বতের সাহায্যে, চাণক্য নন্দকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

উপরে হেমচন্দ্র যেক্ষণ বিবরণ লিখিয়াছেন, ধর্মদোষ গণির ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ, বিমলগণির ঋষিমণ্ডলপ্রকরণবৃত্তি, এবং উত্তরাত্ম্যরনুভূতিতেও ঠিক এইরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে। লোমসেবের কথাসরিৎসংগরে নন্দ সন্ধে এই রূপে উপাখ্যান পাওয়া যায়—

ইন্দ্রদত্ত, ব্যাট্টি ও বরকচি অর্থ-লাভাশায় যে সময় নন্দের

সভার উপস্থিত। তাহারই অনতিপূর্বে নন্দের মৃত্যু হইয়াছে। সকলকে সম্ভব ও হতাশ দেখিয়া ইন্দ্রদত্ত कहিলেন, ‘আমাদের হতাশ হইবার প্রয়োজন কি? আমি মায়াবলে নন্দের শরীরে প্রবেশ করিব। তখন বরকচি, ভূমি আমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিবে। আমি অতীত অর্থ প্রদান করিয়া আবার নিজ শরীর গ্রহণ করিব।’ এই বলিয়া তিনি মায়াবলে নন্দের মৃত দেহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ ব্যাট্টি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

নন্দের পুনর্জীবন-লাভে রাজ্যময় মহোৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী শকটালের মনে সন্দেহ হইল। তখনও রাজপুত্র অতি শিশু। পাছে রাজপুত্রের কোন অনিষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তিনি কোন পরিবর্তন না করিয়া নবরাজকে রাজপদে রাখিলেন। কিন্তু রাজ্যের বেখানে যত শব্দেহ আছে অবিলম্বে তাহা উন্মসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্রদত্তের দেহ ভস্মে পরিণত হইল। তখন ব্যাট্টি ও বরকচি নব নন্দের নিকটই রহিলেন।

ইন্দ্রদত্ত রাজ্যসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও বর্তমান অবস্থার সন্তুষ্ট ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য হারা হইয়া এখন শূদ্রদেহে বাস জন্ত সর্বদাই দুঃখ করিতেন। ব্যাট্টি তাঁহার নিকট অর্থ লইয়া শূদ্র উপবর্ষের নিকট চলিয়া গেলেন। একা বরকচি তাঁহার মন্ত্রী হইয়া রহিলেন।

নন্দদেহধারী ইন্দ্রদত্ত যোগনন্দ নামে খ্যাত হইলেন। শকটাল ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে, এই অপরাধে, তাঁহাকে লগ্নুত্রে অন্ধকূপ-কারায় নিক্ষেপ করিলেন ও অতি সামান্য অন্নপানীয় প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। ধান্যাতাবে শকটালের পুত্রগণ একে একে কালগ্রাসে পতিত হইল। কেবল শকটাল প্রতিশোধ লইবার জন্ত বাঁচিয়া রহিলেন। ধনমদে মত্ত হইয়া ক্রমে যোগনন্দ অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। বরকচি রাজ্যর ব্যবহারে মর্ধ্যাহত হইলেন। রাজ্যর দোষে মন্ত্রীরাই নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। তাই বরকচি সকল দোষ এড়াইবার জন্ত রাজ্যকে অল্পরোধ করিয়া শকটালকে ছাড়িয়া দিলেন। শকটাল আবার মন্ত্রিপদ পাইলেন। অল্পদিন পরেই রাজা বরকচির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় শকটাল আশনার গৃহে বরকচিকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। কিছুদিন পরেই রাজপুত্র হিরণ্যগুপ্ত সংজ্ঞাহীন হইলেন। যোগনন্দ এই সময় বরকচির জন্ত বিস্তর আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শকটাল রাজ্যর কষ্টে মৃদু হইয়া বরকচিকে বাহির করিয়া দিলেন। বরকচির যত্নে রাজপুত্র সে ব্যাক্তি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার আর এই কুটিল সংসার ভাল

লাগিল না। তিনি মস্তিষ্ক পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সকলে বরফটিকে না দেখিয়া ভাবিল রাজা তাঁহাকে হারিয়া ফেলিয়াছে। বরফটির গৃহে সে সংবাদ গেল। বরফটির পরী উপকোশা অঘিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

শকটাল এখন মন্ত্রী হইলেও তাঁহার বৈর-নির্ঘাতনস্পৃহা তিরোহিত হয় নাই। তিনি একদিন দেখিলেন, এক কদাকার ব্রাহ্মণ মঠের মধ্যে গর্ভ খুঁড়িতেছে। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 'এই কুশ আমার পায়ে বিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্ত সমূলে উৎপাটন করিতেছি।' শকটাল ঠিক করিয়া লইলেন, এই ব্যক্তি হইতেই তাঁহার অভিশ্রাস সিদ্ধ হইবে। তিনি তাঁহাকে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া আগামী অমাবস্যার দিন রাজবাটীতে শ্রদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই কদাকার ব্রাহ্মণই চাণক্য। চাণক্য ভাবিয়া ছিলেন, রাজবাটীতে আসিলে তিনিই প্রধান আসন পাইবেন, কিন্তু শকটালের পরামর্শে যোগনন্দ পূর্বেই সুবন্ধু নামে এক ব্রাহ্মণকে সেই আসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। চাণক্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেমন সেই আসনে বসিতে গেলেন, অমনি নন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তাহাতে চাণক্য আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া 'সাত দিনের মধ্যে নন্দের মৃত্যু হইবে' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। নন্দও তৎক্ষণাৎ চাণক্যকে প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। এ দিকে শকটাল চাণক্যকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন, রাজা যে তাঁহাকে অপমানিত করিবেন এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই জানিতেন না এবং তাঁহারও কোন দোষ নাই এইরূপ বুঝাইয়া নন্দের বিরুদ্ধে আরও তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। চাণক্য অভিচারক্রিয়া দ্বারা সাত দিনের মধ্যেই নন্দের প্রাণ সংহার করিলেন। তখন শকটাল যোগনন্দের ঔরসজাত পুত্র হিরণ্যগুপ্তের ধ্বংস সাধন করিয়া প্রকৃত নন্দপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। এখন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হইলেন। এইরূপে শকটাল আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রয় করিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

সিংহলের মহাবংশটীকায় ও উত্তরবিহারের অথকথায় নন্দের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়—

'কালীশোকের পর ধর্ম্মাশোক পর্য্যন্ত ১২ জন রাজত্ব করেন। কালীশোকের ১০ পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্রের মাতৃকুল অতি নীচ জাতীয় বলিয়া গণ্য ছিল। সেই জন্ত সেই পুত্র অপর প্রদেশে থাকিত। কালীশোকের মৃত্যুর পর (বুদ্ধনির্ধাণের ১০০ বর্ষ পরে) তাঁহার ৯ পুত্র একত্র রাজ্য করিতে থাকেন। এই সময় একজন বহু বল সংগ্রহ করিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা দেশ উৎসন্ন

করিতে লাগিল। দস্যুপতি নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া বন মধ্যে গিয়া বাস করিত। এক দিন এক অপরিচিত ব্যক্তি অসীম সাহসে ও উৎসাহে তাহাদের ভীষণ কার্যে যোগ দিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিল। সে ব্যক্তি দস্যুগণের সহিত বনে গিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কিরূপে থাক।' তাহার উত্তর করিল, 'তুই কি জানুবি, চাষাবাস করা, কি গোচারণ করা এ সব আমাদের ভাল লাগে না। তুই যেমন দেখলি, এইরূপে আমরা নগরগ্রামাদি লুট করিয়া স্নেহে কাল কাটাইয়া থাকি। ধনরত্ন কি আহার সামগ্রী আমাদের কিছুই অত্যাব নাই। মৎস্য, মাংস ও মদ যথেষ্ট রহিয়াছে। বড় স্নেহে আমরা থাকি।' দস্যুদিগের কথা তাহার বড় ভাল লাগিল। সেও তখন দস্যুদিগের সহিত রীতি মত মিলিত হইল। এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন দস্যুগণ এক নগর আক্রমণ করিল। নগরবাসিগণের সতর্কতার ও সাহসিকতার দস্যুগণ কিছুই করিতে পারিল না। বরং তাহাদের দলপতি নাগরিকদিগের হস্তে নিহত হইল। দস্যুগণ সকলে একত্র হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'আমাদের সহায় সশল সকলই গিয়াছে। যখন দলপতি মরিল, তখন আর কে এ দল রাখিতে সমর্থ হইবে।' এই সময় নবাগত ব্যক্তি সোৎসাহে উত্তর করিল, 'কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাদের দল রক্ষা করিব।' এবার দস্যুগণ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাহাকেই আপনাদের দলপতি করিয়া লইল। তাহারই পর সেই দস্যুপতি নন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অনবরত লুণ্ঠন বৃত্তি দ্বারা বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উত্তেজনায় তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এখন নন্দ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নানা রাজ্য জয় করিয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বহুদিন রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। অবশেষে একে একে তাঁহার ভ্রাতৃগণ ২৮বর্ষ রাজত্ব ভোগ করিলেন। ইহারাই নব নন্দ নামে খ্যাত। শেষ বা নবম নন্দের নাম ধননন্দ। ইনি প্রভূত ধনসম্বল করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'ধননন্দ' নাম হইয়াছিল। চাণক্যের কৌশলে এই ধননন্দই বিনষ্ট হন।

[চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত ও পরীক্ষিত শব্দ দেখ।]

নন্দ, উৎকলের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটা শ্রেণী।

নন্দক (পুং) নন্দয়তীতি নন্দ-কুল। বিদ্যাময় বিষ্ণুর খড়্গ।

"রথাদেনাথ শাঙ্গেন গদয়া নন্দকেন চ।

প্রহরাক্ষ গরুড়ং দৃঢ়োভূতা জনর্দনঃ ॥" (হরিব° ১২৭।৪৪।)

২ ভেক। ৩ সন্তোষকারক। ৪ কুলপালক। স্বার্থে ক।

৫ নন্দগোপ। ৬ নাগভেদ। ৭ অসিমাত্র। ৮ কুমারাস্ত্রচর

বিশেষ। ৯ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

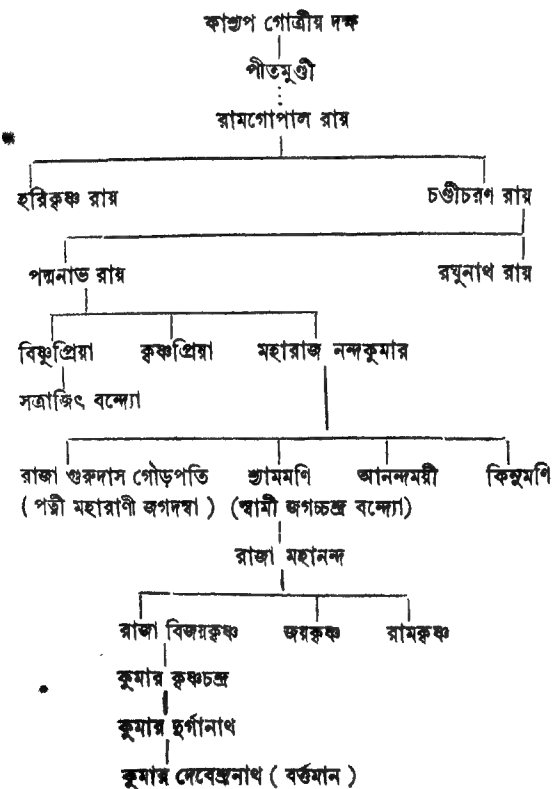
নন্দকি (দ্বী) শিঙ্গলী। (শব্দচ°)

নন্দকিন্ (পুং) নন্দকঃ খণ্ডঃ বিদ্যাভেদস্ত ইতি-ইনি। বিষ্ণু।

নন্দকিশোর, ১ শ্রীকৃষ্ণাবনলীলামৃতরচয়িতা। ২ বুদ্ধবোধের পরিশিষ্ট ও মহাভারতের এক টীকাকার।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ নন্দকুমার রায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যে বিপ্লবের সময় বাঙ্গালায় মুসলমান-রাজত্ব ধ্বংস হইয়া ইংরাজ রাজত্বের পুত্রপাত হইল, সেই সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের জ্ঞান ক্ষমতাশালী, প্রতিভাশালী, সম্ভ্রান্ত ও গৌরবান্বিত লোক বাঙ্গালীর মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না।

মহারাজ নন্দকুমার কান্তপ গোত্রীয় পীতমুণ্ডীগ্রামী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পীতমুণ্ডীগ্রামীরা কুলীন নহেন, প্রথমে গোণকুলীন, শেষে প্রোত্রির সংজ্ঞার অভিহিত হন। পীতমুণ্ডীর ধবল ও মলিন দুই ভাগ আছে। নন্দকুমার ধবলশাখার জন্মিয়া ছিলেন। কোলিক উপাধি পীতমুণ্ডী হইলেও বহুকাল হইল, ইহাদের বংশ 'রায়' উপাধি লাভ করিয়া তন্মধ্যেই পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। নন্দকুমারের বংশতালিকা এইরূপ ;—



নন্দকুমারের পূর্বপুরুষেরা মুরশিদাবাদ জেলার জলীপুর উপবিভাগের মধ্যে বাড়ালী গ্রামের নিকট জরুল নামক গ্রামে বাস করিতেন। নন্দকুমারের প্রপিতামহ, রামগোপাল-রায় ভদ্রপুরের মথুরানাথ মজুমদারের কন্তাকে বিবাহ করেন। ভদ্রপুর গ্রাম পূর্বে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন বীরভূমের অধীন হইয়াছে। ইহাকে চলিত কথায় লোকে "ভাহর" বলে। মথুরানাথ অনাচারদোষে কুলমর্যাদার অধি-হীন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কন্তাগ্রহণ করার রামগোপালকে সমাজে অপদহ হইতে হয়। এই অপরাধে তাঁহার স্বগ্রামের ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত আহারাদি পরিত্যাগ করেন। রামগোপালও কাজেই বাধ্য হইয়া ভদ্রপুরে আসিয়া বাস করেন। আত্মীয় স্বজনের ব্যবহারে রামগোপাল হুঃখিত ও উত্থাপ্ত হইয়াই খণ্ডরালয়ের নিকট নিজ বাসভবন প্রস্তুত করান, কিন্তু জরুলের বাসও একবারে ত্যাগ করেন নাই, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়াও কিছুদিন থাকিতেন। রামগোপালের দুই পুত্র হরিকৃষ্ণ ও চণ্ডীচরণ। এই চণ্ডীচরণের দুই বিবাহ ছিল, তন্মধ্যে প্রথম পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভ জন্মগ্রহণ করেন। এই পদ্মনাভেরই পুত্র মহারাজ নন্দকুমার। নন্দকুমার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। ইহার জ্যেষ্ঠা দুই ভগ্নী ও কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা ছিল। নন্দকুমারের একপুত্র ও তিন কন্তা হইয়াছিল। পুত্রের নাম রাজা গুরুদাস, ইনি 'গৌড়পতি' উপাধি পাইয়াছিলেন। কন্তা তিনটির নাম শ্রীমমণি, আনন্দময়ী ও কিশুমণি। শ্রীমমণির সহিত জগদ্ধন্য বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্যক্তির বিবাহ হয়। এই ব্যক্তির সহিত মহারাজ নন্দকুমারের জীবনী বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। রাধাচরণ রায় নামে মহারাজের আর একজন অতিপ্রিয় এবং অহুগত জামাতা ছিলেন, তাঁহার সহিত অপর দুই কন্তার মধ্যে কাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। মহারাজের রতনমণি নামে এক কন্তা ছিল বলিয়া শুনা যায়। পূর্বোক্ত তিন কন্তার মধ্যে কাহার নাম রতনমণি ছিল বা ঐ নামে অন্য আর এক কন্তা ছিল কি না, তাহার মীমাংসাও কাহার নিকট শুনা যায় না। নন্দকুমারের বংশ নাই; জ্যেষ্ঠা কন্তা শ্রীমমণির পুত্র রাজা মহানন্দ মাতুলের উত্তরাধিকারী হইয়া নন্দকুমারের বিষয়াদিকার প্রাপ্ত হন। এখনও ইহার বংশ-ধরেরাই উহা ভোগ করিতেছেন। মুরশিদাবাদের কুজবাটা নামক স্থানে রাজা মহানন্দের বর্তমান বংশধর কুমার দেবেন্দ্রনাথ (১৮৯৮ খৃঃ অব্দে) বাস করিতেছেন। নন্দকুমারের অন্ত্যস্ত কন্তার বংশ বা জ্যেষ্ঠবংশের কোথায় কেহ আছেন কি না তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

মহারাজ নন্দকুমার হইতে জরুল গ্রামের বাস একবারে উঠিয়া যায়। নন্দকুমার রাজকাৰ্য্যায়ত্ত্বোপে মুরশিদাবাদে, কুজাঘাটার, কলিকাতার ও হুগলীতে বাসস্থান নির্মাণ করান। উদ্ভূতপূরের ভাঙ্গানই তাঁহার নিকট পৈতৃক বাসভূমি বলিয়া গণ্য হইত। জরুলগ্রামে এখনও এই পীতমুখী রায়দিগের কীর্তির অবশেষ দেখা যায়। মহাতপ নামে একটা পুষ্করিণী ও তরিকটস্থ বাসভূমির চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে।

যে সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম হয়, সে সময়ে অল্পজন্মের মৃত্যু হওয়ার ঐশ্বর্য্যসাম্রাজ্যের সর্বত্র বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, কেবল বাঙ্গালা নবাব মুরশিদকুলী খাঁর অধীনে নিরুপদ্রবে ছিল। নবাব মুরশিদকুলী খাঁ রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য ভাল বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং সেকালে নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত যিনিই চেষ্টা করিতেন, তাঁহাকেই কিছু না কিছু রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যের ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইত। নন্দকুমারের পিতাও ঐ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া নবাব-সরকারে আমীনপদ লাভ করেন। পদ্মনাভ আপনার জ্ঞান পুস্তকেও ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দেন। পদ্মনাভ ক্রমে কতেসিংহ, ঘোড়াঘাট ও সাতশইকা এই তিনটা পরগণার আমীন হন। মুরশিদকুলী খাঁ অনেক জমীদারের হস্ত হইতে জমীদারী কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সকল জমীদারীর করসংগ্রহের জন্তই তাঁহাকে কতকগুলি আমীন নিযুক্ত করিতে হয়। ইহার পরবর্তী নবাবেরা অনেককে আবার জমীদারী ফিরাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও আমীনপদের একবারে লোপ হয় নাই। পদ্মনাভ কোন্ সময়ে উক্ত তিন পরগণার আমীন হন, তাহার কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ঐ তিন পরগণা হইতে তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতে হইত। এখন ঐ তিন পরগণার মধ্যে কতেসিংহ মুরশিদাবাদ জেলার এবং ঘোড়াঘাট ও সাতশইকা বর্ধমান জেলার অধীন হইয়াছে।

নন্দকুমার পিতৃব্যের রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ণে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া পিতার কার্য্যাদিতে সাহায্য করিতেন। পদ্মনাভ অনেক বিষয়ে পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারী বা নায়েব-আমীনপদে নিযুক্ত করেন। পিতাপুত্রে এইরূপে একস্থানে কিছুদিন কার্য্য করেন। ক্রমশঃ নন্দকুমারের দক্ষতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হয়।

বাঙ্গালার সিংহাসনে বখন নবাব আলীবর্দী খাঁ উপবিষ্ট, তখন নন্দকুমার হিজলী ও মহিষাদল এই দুই পরগণার রাজস্ব আদায়ের জন্ত আমীন নিযুক্ত হন। নন্দকুমার নিজে আমীন হইয়া নবাব সরকারের আর-বাড়াইতে মনোবাগী হইলেন।

এরূপে আর-বাড়াইতে হইলেই প্রজার ও জমীদারের সুবিধার কতকটা হস্তক্ষেপ না করিলে চলে না; কাজেই নন্দকুমার জমীদার ও প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন।

আলীবর্দী খাঁর সময়ে রায়সারী চরেনরায় খালদার দেওয়ানীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জমীদার-প্রজারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে চরেনরায় নিকট অভিযোগ করিতে লাগিলেন। চরেনরায় অনেকগুলি অভিযোগ একবারে পাইয়া একটু চটিলেন। এরূপ চটবার আরও একটু কারণ ছিল। রাজস্বসংগ্রাহকেরা সেকালে একবারে সমস্ত আদায়ের টাকা পাঠাইতে পারিতেন না, যেমন যেমন আদায় হইত, তেমনি কিস্তী কিস্তী বা বর্ষে একবার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। এরূপে যে পরগণার বার্ষিক বত টাকা আদায় হইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা হয়ত আদায় হইয়া উঠিত না। সেই অনাদারী টাকার জন্ত নবাব-সরকারে আমীনকেই দায়ী থাকিতে হইত। যে সময়ে নন্দকুমারের নামে খালসা দপ্তরে হিজলী ও মহিষাদল পরগণার জমীদার ও প্রজারা অভিযোগ করেন, তখন নন্দকুমারের নিকট ঐ হিসাবে নবাব সরকারে ৮০ হাজার টাকা বাকী পড়িয়াছে। দেওয়ান চরেনরায় ইহা অবগত হইয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়া মুরশিদাবাদে আব্বান করেন। নন্দকুমার উপস্থিত হইলে দেওয়ান সরকারী প্রাপ্য আদায়ের জন্ত বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কর্ণ হইতে অপস্থত হইয়া এত টাকা একবারে নন্দকুমার সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দেওয়ানও কোনরূপেই বুঝিলেন না, কাজেই পদ্মনাভ নিজে পুত্রের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন।* নন্দকুমার ঋণমুক্ত হইয়া নবাব শাহ আমেদজঙ্গের নায়েব হোসেন কুলী খাঁর নিকট কোন কার্য্য প্রার্থনা করেন। দেওয়ান চরেনরায় নন্দকুমারের উপর চটয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই সংবাদ অবগত

* প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতীসভার অন্ততম সভ্য মিঃ বারওয়েল সেই সময়ে নিজ ভগ্নীকে যে সমস্ত পত্রাদি লেখেন তাহার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানি হইতে জানা যায় যে, বারওয়েল এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "এই সময় হইতে আমীন পদ্মনাভ পুত্রের প্রতি এতটা বিরক্ত হইয়াছিলেন যে আর তাঁহার সুখ দর্শন করেন নাই।" বারওয়েল হেষ্টিংসের অন্তঃগত ও নন্দকুমারের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার এ কথাই আশা স্থাপন করা যায় না, এরূপ টাকা পাওনা সে কালে রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্ণগারীর নিকটই থাকিত। পদ্মনাভ নিজে আমীন থাকিয়া যে তাহা বুঝিতেন না তাহা নয়, সুতরাং পুত্রের নিকট সরকারী অর্থ পাওনা হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের সুখ দর্শন বন্ধ করেন, ইহা বিখ্যাত মতে।

হইয়া নন্দকুমারকে কোন কাৰ্য্য দিতে নিবেদন করিয়া হোসেন-কুলী খাঁকে এক পত্র লিখেন। হোসেনকুলী দেওয়ানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাৰ্য্য করিতে পারিলেন না, নন্দকুমারেরও কোন চাকুরী হইল না। তখন নন্দকুমার প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

মুস্তাফা খাঁর সহিত এই সময়ে আবার আলীবর্দীর বিবাদের সূচনা হইয়া উঠিল। মুস্তাফা খাঁর অধীনস্থ সৈন্তগণের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। মুস্তাফা তাহার জন্ত নবাবকে উত্থাপ্ত করার নবাব কতকগুলি জমীদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে আদেশ দেন। সৈনিক বিভাগের কর্মচারীকে অর্থ আদায়ের ভার দিলে, অত্যাচার যে কতটা হয়, তাহা সাধারণে অনাস্রাসেই বুঝিবেন, কাজেই যে জমীদারদিগের নিকট হইতে খাজনার টাকা আদায় করিবার আদেশ হইয়াছিল, তাঁহারা আপনাদিগের আসন্ন বিপদ বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এ বিপদে কে রক্ষা করিবে? স্বয়ং নবাবের আদেশ, দেওয়ান চরেনরায় কিছু করিতে পারেন না, কাজেই তাঁহারা মুস্তাফা খাঁকে শাস্ত করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময় নন্দকুমার মুস্তাফা খাঁর আত্মগত্যা করিতেছিলেন, জমীদারেরা তাঁহাকেই মধ্যস্থ ধরিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। এই কাৰ্য্য হইতেই নন্দকুমার আপন বিপদ উপেক্ষা করিয়া পরহিত ব্রতে দৃঢ়ব্রতী হইতে প্রথম আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমারের নিজের অবস্থা তখন ভাল নহে, কিন্তু জমীদারগণের ভয়াবহ অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি মুস্তাফা খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজে জমীদারদিগের জামীন হইবার প্রস্তাব করিলেন। মুস্তাফা খাঁর তখন উদ্দেশ্য অন্তরঙ্গ ছিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র অর্থ আদায় করিয়া লইয়া সৈন্তদিগকে দিতে পারিলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া বিহারে গিয়া বিহার অধিকার করিয়া আপনি স্বাধীন শাসনকর্ত্তা হইবেন এইরূপ অভিপ্রায়ে ভিতরে আয়োজন করিতেছিলেন, সুতরাং এ সময়ে নন্দকুমারের জামীনীতে জমীদারদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে শীঘ্র শীঘ্র অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায়জনক হইলেও, তিনি নন্দকুমারের সম্মান ও অহরোধ রাখিলেন। নন্দকুমার জামীন হইলেন বটে, কিন্তু মুস্তাফা খাঁর প্রাপ্য অর্থ শীঘ্র শীঘ্র আদায় করিয়া দিতে পারিলেন না। জমীদারেরাও মধ্যস্থ ও জামীন পাইয়া কতকটা বেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অবশ্যই অর্থ যথাসময়ের মধ্যে দিয়া উপকারে মুখরক্ষা বা ভবিষ্যৎ বিপদ নিবারণ করিবেন, তাহাও করিলেন না। মুস্তাফা খাঁও তখন অদম্য ভবিষ্যৎ আশার নাচিতেছিলেন, তিনিও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; নন্দকুমারকে পীড়া-

পীড়ি করিয়া সমস্ত অর্থ পাইলেন না, কাজেই চট্টা গিয়া নন্দকুমারকে বলী করিয়া দেওয়ান চরেন রায়ের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। নন্দকুমার এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার পলায়ন করেন। কেহই তাঁহার এ পলায়ন-সংবাদ জানিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ এই সময়ই নন্দকুমার কলিকাতার আবাস-বাটা নির্মাণ করেন।* কিছুদিন এইরূপে কাটিলে আলীবর্দীর সহিত মুস্তাফা খাঁর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুস্তাফা নিহত হন। এই সময়ে দেওয়ান রায়রায় চরেন-রায়ও পরলোক গত হইয়াছিলেন; সুতরাং অবসর বুঝিয়া নন্দকুমার আবার মুরশিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং মুৎসুদ্দীগণকে অহরোধ উপরোধ করিয়া নবাব সরকার হইতে সাতশইকা পরগণার আমীনী পদ লাভ করেন। ইহা তাঁহার পিতার হস্তে ছিল, কিন্তু তিনি যখন ইহার আমীনী লইলেন, তখন তাঁহার পিতার সম্ভবতঃ মৃত্যু হইয়া থাকিবে।

এই সময় নন্দকুমার সেখ হাবুংউল্লাহ নিকট হইতে দুই হাজার টাকা ধার লয়েন। সাতশইকার কিছুদিন কাৰ্য্য করিয়া তিনি মুরশিদাবাদে আসিয়া হিসাবাদি বুঝাইয়া দিয়া হগলী গমন করেন। সাতশইকার আয়ে তাঁহার সংকুলান হইত না বলিয়া, হগলীতে কোনও বেনী আয়কর জীবিকার অহুসন্ধানেই তিনি হগলী যান, কিন্তু সেখ হাবুংউল্লাহ আপনায় প্রাপ্য অর্থের জন্ত তাহাকে পেয়াদা-মশীল দেয় ও ৫ দিন আটক করিয়া রাখে। সেখ রক্তম নামে একব্যক্তি জামীন হইয়া ঐ ৫ দিন পরে তাঁহাকে মুক্ত করেন। এই সময় নন্দকুমার বিশেষ অর্থকষ্টে পতিত হন; হগলী হইতে মুরশিদাবাদে আসিবার ব্যয়ও তাঁহার হাতে ছিল না, কাজেই তিনি চন্দন নগরে গিয়া নিজের গারের একখানি দুই হাজার টাকা মূল্যের শাল বার শত টাকার বেচিয়া এক হাজার টাকা হাবুংউল্লাহকে পাঠাইয়া দেন ও বাকী দুইশত মাত্র টাকা মাত্র লইয়া চন্দননগর হইতে মুরশিদাবাদে আসেন। এই সময়ে হগলীর কোজদার মহম্মদ ইয়ার বেগ খাঁ পদচ্যুত হন ও হেদায়াৎ আলী খাঁ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* এখন যেখানে বীড়ন উদ্যান অবস্থিত, ঐ স্থানে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ ছিল। এখনও রামবাগানের মধ্যস্থ একটা রাস্তা মহারাজের পুত্র "রাজা গুরুদাসের স্ট্রীট" নামে অভিহিত হইয়া সেকালের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বীড়ন উদ্যানের ভূমি নহে, তাহার পূর্বে এখন যেখানে রাজার, সেখানেই মহারাজার প্রাসাদ ছিল। এই দুই রত হইতে অসুস্থিত হয় যে রামবাগানের এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমির উপর চিংপুররাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে মহারাজের প্রাসাদ থাকি অসম্ভব নহে।

নন্দকুমার মুরশিদাবাদে আসিয়া প্রায়ই যুবরাজ সিরাজ-উদৌলার সহিত দেখা করিতে যাইতেন, কিন্তু এ সময় তাঁহার অবস্থা এতটা শোচনীয় হইয়াছিল যে যুবরাজের নিকট যাইবার জন্ত অর্থ ও পরিচ্ছাদি প্রতি বার তাঁহাকে ধারে কিনিতে হইত এবং তাহাই আবার অর্কম্যে বেচিয়া দোকানদারদিগের দেনার কতকাংশ শোধ করিতে হইত। যখন ভাগ্য অগ্রসর থাকে, তখন সকল কর্মেই বিশৃঙ্খলা ও বিপদ ঘটে। এই অবস্থার একদিন সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া নন্দকুমার তাঁহার কাণে কাণে কি কথা বলেন। সিরাজ তাঁহার সেই স্পর্শা দেখিয়া, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, একখণ্ড বংশদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আদেশ দেন। নন্দকুমার সবল ছিলেন বলিয়া অনেক কষ্টে সে বিপদ হইতে রক্ষা পান। নন্দকুমার সিরাজকে কাণে কাণে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কোথাও প্রকাশ নাই। কোন নব্য ঐতিহাসিক অজ্ঞান করেন, নন্দকুমার বোধ হয় সিরাজের যথেষ্টাভিযাত্র বিরুদ্ধে কোন সহপদেষ্টা দিয়া থাকিবেন, আনন্দের মধ্যে, বিলাসের তরঙ্গে সঁতার দিবার হিতকথা কটু লাগে বলিয়াই সিরাজ নন্দকুমারের উপর চটিয়া যান। বাহা হউক অজ্ঞানের উপর তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই ঘটনার পর হইতে সিরাজ যে নন্দকুমারের উপর চির বিরুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে। কিছুদিন পরে নন্দকুমার সিরাজেরই আদেশে হুগলীর কোজদারের নিকট চাকুরীলাভের জন্ত গমন করেন। নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানীপদের প্রার্থী হন, কিন্তু তাঁহাকে সে পদ দিবার কোজদার হেদায়েত আলীর ইচ্ছা ছিল না। কাজেই নানাচ্ছলে তিনি নন্দকুমারের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার উত্যক্ত হইয়া মুরশিদাবাদে স্বীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন, যে স্বর্গ্যকুমার মজুমদারের নিকট হইতে হেদায়েত আলীর নামে একরূপভাবে একখানি পত্র লইতে হইবে যে, যেন সেই পত্র পাইলে সে আর তাহাকে অজাভান না করে, নন্দকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই পত্র লেখেন *। এইরূপ পত্র রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কিনা জানা যায় না। ফলতঃ তাহার পর হেদায়েত আলীর অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া নন্দকুমার মুরশিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। এ সময়েও তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না।

* নন্দকুমারের এই পত্রখানি আজিও তাঁহার দৌহিত্র বংশে রক্ষাবাদীতে আছে। হুগলীর বিবরণ, পত্রখানিতে তারিখ বা স্থানের উল্লেখ নাই।

কিছুদিন পরে হেদায়েত পদচ্যুত ও মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পুনরায় হুগলীর কোজদারী প্রাপ্ত হন। নন্দকুমার ইয়ারবেগের বন্ধ সাদকউলার নিকট বাতায়ত আরম্ভ করিলেন। সাদকউলার নন্দকুমারের বুদ্ধিমত্তা ও কার্যকুশলতা জানিতেন এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে সাদকউলার নন্দকুমারকে ইয়ারবেগের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নন্দকুমার দেওয়ানী চাহিলে ইয়ারবেগ অস্বীকার করেন। লহরীমল নামক এক ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকেই ইয়ারবেগ দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। ইত্যাক্ষণ হইয়া নন্দকুমার আবার মুরশিদাবাদে আসিলেন। কিছুকাল পরে লহরীমল হুগলী বন্দরের শুক কোজদারের হস্ত হইতে সরাইয়া নিজ নামে জমা করিয়া লন। ইয়ারবেগ এই বিশ্বাসঘাতকতার লহরীমলকে পদচ্যুত করেন। সাদকউলার এই সময়ে নন্দকুমারকে দেওয়ানী দিতে অস্বরোধ করিলেন। ইয়ারবেগ সম্মত হইলেন। নন্দকুমার বহুদিনের জেপিত পদলাভ করিয়া সর্কান্তঃকরণে কোজদারকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। ইয়ারবেগও নূতন দেওয়ানের কার্য-কুশলতায় বিশেষ স্ত্রীত হইলেন। এই দেওয়ানী পদ হইতেই নন্দকুমার “দেওয়ান নন্দকুমার” নামে অভিহিত হইলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ভাগ্য কিরিল।

তিন বৎসর পরে ইয়ারবেগের অদৃষ্ট আবার ভাঙ্গিল, তিনি পুনরায় পদচ্যুত হইলেন ও দেওয়ান নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদে নিকাশ দিতে আসিলেন। এই নিকাশে এক বৎসর বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে নবাব আলীবন্দী খাঁর মৃত্যু হইল। সিরাজউদৌলার নবাব হইলেন।

কলিকাতায় ইংরাজ দমন করিয়া সিরাজ যখন ফিরিতে ছিলেন, তখন হুগলীতে কোন কোজদার ছিল না; ইয়ারবেগের নিকাশ তখনও মিটে নাই। নূতন নবাব ইংরাজদিগের হুস্রিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এ সময় হুগলী অশাসিত রাধা অস্তায় বুঝিলেন এবং মির্জা মুহম্মদ আলীকে হুগলীর কোজদার ও রাজা মণিকটাসকে কলিকাতার কোজদার নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু মির্জা মুহম্মদ আলী বন্দর শাসনে রাখিতে পারিলেন না, অনেক গোল ঘটিল, তখন সিরাজ সেখ ওমর উল্লাহকে কোজদারী দিলেন। এই সময় ইয়ারবেগের নিকাশ মিটিয়া গিয়াছিল। নন্দকুমার বসিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় হুগলীর দেওয়ানী প্রার্থনা করিলেন। সিরাজউদৌলার তাঁহার কার্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরাং প্রার্থনামাত্র পুনরায় তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে ওমরউল্লা পদচ্যুত হন এবং কর্ণাট, বিচকর্ণ, পারদর্শী, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি দর্শন করিয়া সিরাজ নন্দকুমারকেই হুগলীর কোজদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। কর্ণেল

রাইব ফরাসীদিগের হস্ত হইতে চন্দননগর কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে নবাবের রাজ্যে ইংরাজদিগের দ্বারা অনেক উৎপাত ঘটে। ইতিপূর্বে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্রমণ্ডি ইংরাজদের সহিত নবাবের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজেরা কোন কারণে নবাবের রাজ্যের কোথাও কোন গোলযোগ ঘটাইবেন না এইরূপ স্থির হয়; কিন্তু চন্দন নগরের ব্যাপারে হাত দিয়া ইংরাজগণ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। নবাবও ইহা বুঝিতে পারিয়া ইংরাজদিগকে নিবেদন করিয়া পাঠান। রাজা হুর্নভরাম একদল সৈন্য লইয়া হুগলীতে রওনা হইলেন। নবাব কোজদার নন্দকুমারকেও আদেশ দিলেন যে যদি আবশ্যক হয়, তবে নন্দকুমার আধিকারের সৈন্য লইয়া ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবেন।

ইংরাজেরা এই ব্যবস্থা অবগত হইয়া আপনাদের বিঘ্ন বিপদ বুঝিলেন। তাহারা ভাবিলেন, এ সময় যদি নবাবের সৈন্য হুগলীতে আসে, আর নন্দকুমারের দ্বারা চতুর কোজদার যদি তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে চন্দননগর আক্রমণ করা দুষ্কর হইবে। এই সময়ে কলিকাতা নিবাসী রাজা হাজারীমলের * (হজুরীমল) ভগ্নীপতি আমীরচাঁদকে (ইতিহাসে "উমিচাঁদ" নামে প্রসিদ্ধ, উমিচাঁদ দেখ) আপনাদের পক্ষে গড়িয়া তুলিলেন ও তাঁহা দ্বারা কোজদার নন্দকুমারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমীরচাঁদ হুগলীতে গিয়া নন্দকুমারকে জানাইলেন যে জগৎশেঠ [জগৎশেঠ দেখ।] প্রভৃতি বাবরী প্রধান কর্মচারী ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ প্রতিক্ষিত হইরাছেন। যে পক্ষে জগৎশেঠ, জয় সেই পক্ষেই, তাহার উপর সমস্ত প্রধান কর্মচারী ইংরাজ পক্ষে, সুতরাং নিজ মঙ্গলের জন্ত এমন ইংরাজের বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আমীরচাঁদ এই সঙ্গে নবাবের ভবিষ্যৎ সিংহাসন চ্যুতির কথাও জানাইলেন। সুবিবেচক নন্দকুমারও বুঝিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই একটা চক্রান্ত চলিতেছে এবং ইহাও বুঝিলেন সিরাজের পতন নিশ্চয়, কিন্তু এক্ষণে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে, কারণ ইংরাজেরা যেক্রম বলশালী ও দেশীয় রাজস্ববর্গের সহায়তায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে হঠাৎ তাহাদের বিপরীতচরণ না করিয়া বরং ক্রমে ক্রমে কৌশলে তাহাদিগকে দমনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই বুঝিয়া তখন নন্দকুমার

আমীরচাঁদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক (Orme) বলেন যে, ইংরাজেরা আমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২০০০ টাকা ঘুব পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, নন্দকুমার তাহা লইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার, তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বেশ সচ্ছল এবং স্বভাবতঃ তিনি একরূপ লোভপরায়ণ ছিলেন না, তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরাও কেহ তাঁহাকে একরূপ দোষে দোষী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। সুতরাং এ ঘুবের ব্যাপারটিকে সত্য বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিক গোলাম-হোসেন সএ-উল-মুতাখরীণ নামক শ্রুতিচিৎ ইতিহাসেও এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, তিনি নন্দকুমারের বৈরুপ নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নন্দকুমারের এই ঘুবের ব্যাপার প্রকৃত হইলে, তিনি উল্লেখ না করিয়া কখনই নিরন্ত থাকিতে পারিতেন না।

যাহাউক নন্দকুমার ইহার পর ফরাসীদিগের সাহায্যের নিমিত্ত নিজের সৈন্যদল পাঠাইতে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিলেন এবং রায়চুল্লভ নবাব সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নবাবকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে, ইংরাজদিগের বলাবল বিবেচনা করিয়া এখন ফরাসীদিগকে সাহায্য করা উচিত নহে, যদি করা যায়, তাহা হইলে অপমানিত হইবে।

সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্রের পক্ষে নন্দকুমারের এই কার্যে মহা সফল ফলিল। চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকৃত করিয়া ইংরাজেরা আরও বলবান হইয়া উঠিল। আমীরচাঁদের কথার বিভ্রান্ত হইয়া নন্দকুমার যে কৌশল অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আর পারিলেন না, কারণ সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত এবং হুগলীতে অস্ত্র ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন।* নন্দকুমার পদচ্যুত হওয়া অবধি কোথায় কি ভাবে ছিলেন, তাহা আর জানা যায় না; বোধ হয়, স্বীয় ভ্রমের জন্ত আত্মদানিতে পড়িয়া সেই বিপ্লবের অবস্থায় কোন রাজকার্য্যে মিশ্রিত হন

* শিৱালয়বহের নিকট রাজা হাজারীমলের নামে "হজুরীমল ট্যাক-পাখলেদ" নামে একটা পথের নামে এই মহাদানীর নাম রক্ষিত হইরাছে মাত্র। ঐ অঞ্চলে ইহার ধানিত এক বৃহৎ ধানিকা ছিল, এখন তাহা বুজাইয়া দেওয়া হইরাছে।

* পূর্বোক্ত বারওয়েল সাহেবের লিখিত তাঁহার ভগ্নীপতি এক পত্রে প্রকাশ যে "নন্দকুমারই ইংরাজদিগের বন্ধুতা লাভের জন্য স্বতঃপ্রসূত হইয়া ককরাম বহ নামক একব্যক্তিকে রাইবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" এ কথা মিথ্যা, কারণ, সমসাময়িক ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্থে নন্দকুমারের ঘুবের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি এ কথা বলেন না বা সএ-উল-মুতাখরীণও এ কথার কোন আভাস নাই, আরও অর্থেই বলিয়াছেন যে ইংরাজেরাই ঘুবের টাকা দিয়া আমীরচাঁদকে নন্দকুমারের উপদানার্থ পাঠাইয়াছিলেন।

নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ-বিজয়ী হইয়া মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইলেন। এই সময় ক্লাইব নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। নন্দকুমার ভ্রমে পতিত হইয়া যে কোশল অবলম্বন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইংরাজগণের বিশেষ স্তুতি হয়। ক্লাইব বোধ হয়, সেই উপকার স্বরণ করিয়াই নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানী প্রদান করেন। যে ক্লাইব পরমোপকারী আমীনটাদকে জাল দগীল করিয়া ঠকাইয়া ছিলেন, সে ক্লাইবের পক্ষে নন্দকুমারের নিকট এক্ষেপে উপকার স্বীকার করা বড়ই আশ্চর্যজনক বটে, কিন্তু এক্ষেপ করিবার অল্প একটা কারণ ঘটয়াছিল। মীরজাফর নবাব হইয়াই পাটনার শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হন। ইংরাজসিগের পক্ষে ইহাকে রক্ষা করা আবশ্যক হয়। এক্ষণে ক্লাইবের একজন সচিব ও মুকোশলী লোক প্রয়োজন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর রামচাঁদ ক্লাইবের দেওয়ান এবং (শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) নবরুঞ্চ দেব তাঁহার মুখী ছিলেন। সিরাজের ধনাগারের অতুল অর্থরাশি পাইয়া নবরুঞ্চ মুখীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং ক্লাইব নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারের একটা বিশেষ গুণ ছিল। তিনি যখন যে প্রভুর অধীনে কার্য্য করিতেন, তখন তাঁহারই কার্য্য ঐকান্তিক ভাবে করিতেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার হুগলীর কোজদারের দেওয়ানীর সময়ে যথেষ্ট পাওয়া যায়। হুগলীর কোজদার হইয়া ইংরাজের চন্দন-নগর আক্রমণ-ব্যাপারে তিনি যে কার্য্য করেন, তাহাকে প্রভুর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বলা যায় না, উহাকে মহা-ভ্রমই বলা উচিত এবং সেই ভ্রমের ফল স্বরূপ তাঁহার নিজেরও পদচ্যুতি ঘটয়াছিল। সিরাজ যদি হঠাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে অবসর দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, নন্দকুমার আপনার সংকল্পিত কোশল অবলম্বন করিয়া বঙ্গের ইতিহাসকে অল্পকালে পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হইত। তিনি ভ্রমে পড়িয়া বাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। বাহা হউক নন্দকুমার ক্লাইবের দেওয়ানী পাইয়া তাঁহার উকীল হইয়া কএকবার নবাব দরবারে যাতায়াত করেন, কিন্তু নবাব বিচলিত না হওয়ায় যখন ক্লাইব সৈন্তে পাটনার যান, তখন নন্দকুমারও সেই সঙ্গে গমন করেন। ক্লাইব তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ও বুদ্ধিমত্তার প্রীতি হইয়া সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইতেন। মীরজাফরের দেওয়ান রাজা চন্দ্রভদ্রা নন্দকুমারকে পাটনার বাইতে দেখিয়া ক্লাইবের

নিকট তাঁহাকেই আপনার উকীল স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ সময় নন্দকুমারের ক্ষমতা এতটা বাড়িয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে “কাল কণ্ঠে” বলিত। পরে পাটনার কার্য্য সমাপন করিয়া ক্লাইব সঙ্গে মুরশিদাবাদে আসিলেন এবং আপনার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ নবাবকে অহরোধ করিয়া হুগলী, হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী নন্দকুমারকে দেওয়াইলেন। এইরূপে নন্দকুমার আবার চিরন্তন প্রভু নবাবের সরকারে কার্য্য লাভ করিলেন। আমীরবেগ খাঁ এই সময়ে হুগলী, হিজলী প্রভৃতির কোজদার ছিলেন। নবাব সরকারে কার্য্য পাইয়া যে নন্দকুমার তাঁহার নূতন প্রভু কোম্পানী বাহাদুরের স্বেচ্ছা হারাষ্ট্রলেন তাহা নহে। কোম্পানীর অধীনেও তাঁহার একটা প্রধান পদ লাভ হইল। মীরজাফর সজির লিখিত সমস্ত টাকা রাজকোষ হইতে পরিশোধ করিতে না পারিয়া স্বীকৃত টাকার বিনিময়ে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন। নন্দকুমার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট ইংরাজ-অধীনে ঐ দুই স্থানের তহশীলদারী পাইলেন। নন্দকুমার কিস্তি কিস্তি রাজাদিগকে ডাকাইয়া রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এইরূপে নন্দকুমার উভয় প্রভুর অধীনেই উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব দরবারে ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন রেসিডেন্ট রাখা অবধারিত হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস উক্ত রেসিডেন্টপদে প্রথম নিযুক্ত হন। বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমারের সহিত হেস্টিংসের মনোবিবাদের সূত্রপাত হয়, কি কারণে ইহা ঘটে, তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

মীরজাফর এই সময়ে বড়ই অর্থকষ্টে পড়িয়াছিলেন। সর্বদাই অর্থের জন্য রাজা রায়চন্দ্রভদ্রকে এবং জগৎশেঠকে পীড়াপীড়ি করিতেন। ক্রমে রায়চন্দ্রভদ্রের সহিত নবাবের বিবাদ বাধিয়া যায় এবং দিন দিন তাহা গুরুতর হইয়া উঠে। এই সময় মীরণ চাকার শাসনকর্তা ছিলেন ও রাজা রাজবল্লভ তাঁহার দেওয়ান হন। মীরণ রায়চন্দ্রভদ্রের নিকট ঢাকা বিভাগের নিকাশ তলব করেন। এইরূপে চারিদিক হইতে উত্তাক্ত হওয়ায় রায়চন্দ্রভদ্র কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করেন, কিন্তু মীরণ, নবাব সৈন্তের বেতন দেওয়া বতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। রায়চন্দ্রভদ্র এই অলক্ষিত বিপদ দেখিয়া বজ্রবর নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন। শরণাগত রক্ষণ নন্দকুমারের জীবনের একটা লক্ষ্য; ইহার কএকটা উদাহরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এবারেও নন্দকুমার নবাবপুত্র অসন্তুষ্ট হইবেন জানিয়াও অহুগত রায়চন্দ্রভদ্রকে সঙ্গে লইয়া কাসিমবাজারে আনেন এবং তথা হইতে

তাঁহাকে কলিকাতার ইংরাজ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিয়া নিজে হুগলীতে যান। রায়হুলভের এই পলারনে নবাবও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে চেষ্টা পান। এই সময় একটা ক্রান্ত ঘটে। নবাব একদিন মসজিদে বাইতেছিলেন, সেই সময়ে খোজাহাদী নামে এক কর্মচারীর কতকগুলি লোক নবাবের পথরোধ করে। নবাব কোন কৌশলে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইয়া রটাইয়া দিলেন যে রায়হুলভই নবাবকে হত্যা করিবার জন্ত খোজাহাদীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রমাণার্থ একখানি পত্রও প্রকাশ করেন। নন্দকুমারকে ক্লাইবের দক্ষিণ হস্তরূপ জানিয়া নবাব সেই পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া অল্পরোধ করেন যে নন্দকুমার যদি ক্লাইবকে সেই পত্রখানি বিবাস করাইতে পারেন, তবে তিনি তাঁহাকে উপাধি ও জায়গীর দিতে প্রতিলভ্য রহিলেন। নন্দকুমার ক্লাইবকে বীরজাকরের স্বহস্তলিখিত এই অল্পরোধ পত্রখানি দেখাইয়াছিলেন। এই পত্র দ্বারা ইংরাজ হইতে রায়হুলভের ভবিষ্যৎ ভয় দূর হইয়া গেল, কিন্তু নবাব নন্দকুমারের উপর চট্টমা গেলেন অথচ ইংরাজের ক্ষরে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিলেন না। নন্দকুমার যখন ইয়ারবেগ খাঁ ফৌজদারের অধীনে হুগলীর ফৌজদারীর দেওয়ান ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ১৪০০০ হাজার টাকা দেন। সে টাকাটা এতদিন পরে আদায় করিবার অবসর ও ক্ষমতা পাইয়া আদায় করিয়া লন। বর্তমান ফৌজদার আমীরবেগ খাঁও নন্দকুমারের পরামর্শ যত সকল কার্য নির্বাহ করিতেন। বীরজাকর নন্দকুমারের উপর চট্টমা ছিলেন বলিয়া তাঁহার পরামর্শগ্রাহী আমীরবেগের উপরও চট্টিলেন এবং মাছ না পাইয়া ছিপে কামড়াইবার ছায় আমীরবেগকে পদচ্যুত করিলেন। পরে নন্দকুমারের কার্যের দোষ গুণ ধরিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দকুমার উত্থিত হইয়া হুগলীর কার্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এই সময়ে নবাবের প্রধান হরকরা রাজারাম সিংহও পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। পরে রায়হুলভ, নন্দকুমার ও রাজারাম তিনজনে বাহাশাহের নিকট উকীল পাঠাইয়া রায়হুলভ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী, নন্দকুমার নারের দেওয়ানী এবং রাজারাম নিজ পূর্বপদের প্রার্থী হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বারওয়েলের পত্রে প্রকাশ, এই সঙ্গে নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসের জন্ত কালুঙ্গো পদের প্রার্থী হওয়ায় রায়হুলভের সহিত তাঁহার বন্ধুতা শিথিল হয়।

নন্দকুমার নবাব সরকারের দেওয়ানী কার্য পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সরকারের তহশীলদারের কার্যে মন দিলেন।

নদীরাজের নিকট বহুদিনের রাজস্ব পাওনা ছিল। নন্দকুমার তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর রাজস্ব না দিলে তাঁহাকে বন্দী থাকিতে হইবে। রাজা ভীত হইয়া চুটিয়া কলিকাতার আসিয়া ক্লাইবের শরণাগত হইলেন এবং কোন রূপে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। বর্তমানরাজের নিকট পেয়াদা পাঠাইতে তিনি মাসে মাসে রাজস্ব দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

নবাবের সহিত এই ছই স্থানের রাজস্ব লইয়া ইংরাজদিগের এই নিয়ম ছিল যে প্রথমে রাজস্ব আদায় হইয়া মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইবে, পরে তথায় রাজকোষে জমা হইয়া পুনরায় ইংরাজদিগের নিকট আসিবে। ইহাতে কার্যের অল্পবিধা ঘটবে বুঝিয়া ইংরাজ কাউন্সিল সরাসরি আদায়ের জন্ত লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ক্লাইবের অল্পরোধে নন্দকুমারই নিযুক্ত হন ও খেলাত পান। নন্দকুমার বর্তমানরাজের নিকট রাজস্ব চাহিলে তিনি সে সংবাদ মুরশিদাবাদে পাঠান। ইংরাজ রেসিডেন্ট হেষ্টিংস তখনও কলিকাতা কাউন্সিলের বন্দোবস্ত জানিতেন না, সুতরাং তিনি বিরক্ত হইয়া নন্দকুমারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। নন্দকুমার তাঁহার তহশীলদারীতে নিরোগ ও খেলাত প্রাপ্তির কথা লিখিয়া পাঠান। হেষ্টিংস ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ক্লাইবকে লিখিলেন যে পূর্বের বন্দোবস্ত না মানিয়া নন্দকুমার বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের জন্ত পেয়াদা পাঠাইয়াছে এবং শুনিলাম আপনিই তাহাকে একরূপ কার্যের জন্ত নিযুক্ত করিয়া খেলাত দিয়াছেন। ক্লাইব প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে কাউন্সিলের সভ্যগণই নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিয়া খেলাত দিয়াছেন। হুগলীতে বর্তমানের ও নদীরাজ রাজস্ব পাঠাইবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করিয়াছেন। ঐ ছই স্থান হইতে আমরা যে এত টাকা পাই, ইহা নবাবকে না জানিতে দেওয়াই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আপনি বর্তমানরাজকে নন্দকুমারের আদেশ পাগন করিতে বলিবেন। ইহার উত্তরে হেষ্টিংস পুনরায় লিখিলেন যে ‘নন্দকুমার মহিষাদলের গোমস্তার হিসাব তলব করিয়াছে। বোধ হয় ইহা আপনাদের বিনামূল্যতাই হইয়াছে। যতদিন নন্দকুমার নিজের অবসর যত আমার হস্ত হইতে সমস্ত কার্যভার বুঝিয়া না লইবে, ততদিনই আমার মোরাদাবাদে থাকিতে হইবে, বোধ করি আপনারা একরূপ বিবেচনা করেন নাই।’ ক্লাইব এ পত্রের কি উত্তর দেন, তাহা প্রকাশ নাই। শেষে হেষ্টিংস নন্দকুমারের উপর নবাবের বিরক্তির কথা লিখেন, ক্লাইব তাহার উত্তরে বলেন, নন্দকুমারের উপর নবাবের বিরক্তির কারণ রায়হুলভ এবং ইংরাজস্বরক্তি, অল্প কোন কারণ নাই।

নন্দকুমারের প্রভুতা খর্ব করিবার জন্ত হেষ্টিংসের এতটা চেষ্টা করার একটা গুঢ় কারণ ছিল। বর্জনান ও নদীয়ার রাজত্বের টাকা মুরশিদাবাদ হইয়া কলিকাতার আসিবার সময় হেষ্টিংসের হাত দিয়া আসিত। অতটা টাকা হাতের উপর দিয়া যাতায়াত করিলে যে হেষ্টিংসের জ্ঞান ব্যবসাদারের পক্ষে কত সুবিধা হইত, তাহা আর বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় না। ইহাই বন্ধু হইয়া যাওয়ার হেষ্টিংস চাটয়া-ছিলেন। প্রকৃতিপক্ষে নন্দকুমারের উপর রাগ হইবার কারণই ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি ভাবিয়া হেষ্টিংস তাঁহারই উপর চাটয়া গেলেন। এই ক্রোধের বীজ হইতেই শেষে নন্দকুমারের জীবননাশী বৃক্ষের উল্লেখ হইয়াছিল।

ক্লাইবের পর বাম্‌সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসেন। তিনি প্রথমতঃ নন্দকুমারের দক্ষতার সন্ধান হন, কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁহার কূট পরামর্শে বাম্‌সিটার্ট শেষে নন্দকুমারের বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। বাম্‌সিটার্টই মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাসিমকে নবাবী সিংহাসনে বসান। মীরজাফর পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া চিংপুরে বাস করেন * এবং নন্দকুমারের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হন। ভূতপূর্ব প্রভুর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া এবং ইংরাজ সহবাসে দিন দিন তাহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া নন্দকুমারের চৈতন্য হয়। তিনি বুঝিলেন যে দিন দিন ইংরাজই দেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিতেছেন, যখন বাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই নবাবী দিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার মনে ইংরাজ-কমতা ভ্রাস করিবার বাসনা জাগিল। মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসন দিবার চেষ্টা করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। মীরজাফর ভীত হইলেন, কিন্তু নন্দকুমার সাহস দিলেন। ক্রমে নন্দকুমার ফরাসী ও বিহারপ্রবাসী সম্রাট শাহ আলমের সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈব ছলিপাকে একখানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। বাম্‌সিটার্ট একদল প্রহরী বেষ্টিত করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে আরও কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস সেই সকল পত্রাদি লইয়া মহাগুণগোল বাধাইয়া তুলেন; কিন্তু দেবতার কৃপার ষড়যন্ত্রের দায়ে নন্দকুমার অব্যাহতি

প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, নন্দকুমার এ সময়ে মরাত্তানায়কদিগের নিকটও সাহায্যার্থ পত্র লেখালেখি করিয়াছিলেন।

এই সময় ইংরাজ কৰ্মচারীদিগের গুপ্ত ব্যবসায়ের জন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি ও দেশে অনেক অত্যাচার হইতেছিল। এতদ্ সংক্রান্ত চিঠিপত্র নন্দকুমারের হাতে পড়ে। কতকটা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া নন্দকুমার জাকরখার মোহর-সম্বলিত একখানি পত্র ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া দেন ও তদ্বিষয়ে আর একখানি কোম্পানীর কার্যালয়ে উপস্থিত করেন। এই পত্র পাঠিয়া ইংরাজ কৰ্মচারীরা নন্দকুমারের উপর মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই তাহাদের মধ্যে দুই দল হয়। একদলে বাম্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংস মুখপাত্র এবং অপর দলে আমিরট ও এলিস মুখপাত্র হন। এই সময়েই নবাব মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সময়েই কর্ণেল কুট কলিকাতায় আসেন। বিহারের গোলমাল মিটাইবার জন্ত কুটকেই পাটনায় পাঠান স্থির হইল। এলিস ও আমিরটের পরামর্শানুসারে অচ্যুত নন্দকুমারকে তাহার সহিত প্রধান কৰ্মচারীরূপে লইবার ব্যবস্থা হইল। কুট নন্দকুমারকে জানিতেন, তিনি আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বাম্‌সিটার্ট বাধা দিলেন, শেষে কুটের আগ্রহাতিশয়ে নন্দকুমারের যাওয়াই স্থির হইল, তবে গবর্ণরের আদেশে তিনি কুটের সহিত একত্র রওনা না হইয়া কিছুদিন পরে রওনা হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। নন্দকুমার মীরকাসিমের ইংরাজ বিদ্বেষ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অধীনে কোন কার্য গ্রহণের জন্য উৎসুক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মীরকাসিমকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া ইংরাজদমনে সাহায্য করিবেন। এই উদ্দেশ্যে কুটসাহেবকে দিয়া নবাবের নিকট আবার হুগলীর ফৌজদারী পাইবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু নবাব তাঁহাকে একান্ত ইংরাজাহরজ্ঞ জানিয়া ও সিরাজের সময়ের হুগলীর ফৌজদার থাকার সময়ের ব্যবহার অরণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় বা কুটের অনুরোধে কর্পপাত করিলেন না।

এই সময় রামচরণ রায়-স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তাহাতে বাদশাহের সেনাপতি কামগায়খার উদ্দেশ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা ছিল এবং আরও একখানি পত্র ধরা পড়ে, তাহা ফরাসী ল সাহেবের উদ্দেশ্যে এই অভিপ্রায়ে লিখিত। ফরাসী ল সাহেবের ও বাদশাহের দল তখন একযোগে ইংরাজ-দমনের আয়োজন করিতে-ছিলেন। ইংরাজেরা এই দুই পত্র নন্দকুমারের লিখিত স্থির করিয়া আবার তাহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এই অবস্থায় এক বৎসর কাটয়া গেল। নন্দকুমার শেষে

* চিংপুরের একাংশ এখনও নবাবগটী নামে খ্যাত। নবাবগটী রোড নামে একটা রাস্তা এখনও সেকালের নবাব প্রাসাদের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। চিংপুরের রেলওয়ের জন্য যে সন্ন্যাস ব্যবহৃত হইত, তাহারই উপর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনা কলিকাতা লুণ্ঠিতে আসিয়া অবস্থান করে। টালায় নিকট মার্খাটা ডিচের ধারে মুক্ত হয়।

বন্দীদশার থাকিয়া গবর্ণরকে লিখিলেন, এ সকল আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ, আমার শত্রুপক্ষের রচনা। যদি ইংরাজ আমার আর বিশ্বাস না করেন, আমার ছাড়িয়া দিন, আমি সপরিবারে অন্যত্র গিয়া বাস করিব। গবর্ণর এ আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তাহার পর মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। ইংরাজেরা পুনরায় মীরজাকরকে নবাবী দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মীরজাকর স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। ইংরাজেরা ইহাতে প্রথমতঃ মহা আপত্তি করেন, শেষে মীরজাকরের নির্ভর্য্যতাশিষ্যে সম্মত হন। মীরজাকর নবাবী পাইবার পূর্বেই তাঁহাকে নিজ দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মীরকাসিমের বিপক্ষে যুদ্ধ ব্রাত্য করিলেন। যুদ্ধে মীরকাসিম হারিয়া বাদশাহ শাহআলম্ ও নবাব-উজীর জুজাউদৌলার শরণ লইলেন। এই সময়ে মীরজাকরের সহিত সন্ত্রাস্টের সন্ধি হইলে মীরজাকর নন্দকুমারকে, “মহারাজা” উপাধি দেওয়াইলেন। এই অবধি দেওয়ান নন্দকুমার ‘মহারাজ নন্দকুমার’ নামে খ্যাত হইলেন। নন্দকুমার বিহারে অবস্থান-কালে আবার বাদশাহের সাহায্যে ইংরাজ-দমনের আরোজন করিতে লাগিলেন। কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ মধ্যস্থ হইলেন। এই সময়ে কাশী-রাজকে লিখিত এক পত্র আবার ধরা পড়িল। ইংরাজেরা বড়ই চটিলেন। জেনারল কার্ণাক নন্দকুমারকে গ্রেহরী বেষ্টিত করিয়া কলিকাতার পাঠাইতে চাহেন, কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ (তখন মেজর আডাম্সের বেনিয়ান ছিলেন) ও অস্ত্রান্ত সন্ত্রাস্ত লোকে অহরোধ করিয়া কার্ণাককে নিরস্ত করিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ ও ইংরাজে সন্ধি স্থাপিত হইলে, মীরজাকর ও নন্দকুমার কলিকাতা হইয়া মুরশিদাবাদে গেলেন। মীরজাকর নবাব হইয়া নন্দকুমারকে খালসার দেওয়ানী দিলেন। নবাব মীরকাসিম কএকজন হিন্দুজমিদারকে রাজস্বের জন্ত যুদ্ধের জুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। নন্দকুমার তাঁহাদিগকে নিরুত্তি দিলেন। অস্ত্রান্ত জমিদারেরা রাজস্ব আদায়ের উৎপীড়নে নন্দকুমারের শরণ লইলেন। নন্দকুমার কাহারও কতক ছাড়িয়া দিয়া কাহারও কিস্তিবন্দী করিয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং জমিদারদিগকে অভয় দিলেন। বারওয়েল বলেন, এইরূপ বন্দোবস্তের সময় নন্দকুমার যথেষ্ট খুব লইয়াছিলেন। বন্দোবস্ত করিবার সময় বন্দোবস্তকারী কিছুলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক খুব বলা যায় না, কারণ সেই অর্থলাভে যদি বন্দোবস্তকারী প্রভুর কতি করেন, তবেই তাহাকে অস্ত্রান্ত বলিতে পারা যায়, নতুবা কৃতজ্ঞতার উপহার উপকারের

প্রত্যাশকারকে খুব বলা যায় না। নন্দকুমার যে নবাব সরকারের কতি করেন নাই, তাহার প্রমাণ মীরজাকর তাঁহার কৃত বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হন নাই।

তাহার পর দুই বৎসরকাল নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নন্দকুমার ইংরাজদিগের সহিত কেবল তর্ক বিতর্ক করিয়া ছিলেন। ইংরাজেরা নবাবকে বস্ত সাক্ষীগোপাল করিয়া সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতেন, নন্দকুমার সাধ্যমত বাধা দিতে চাহিতেন না; আর ইংরাজেরা ততই চটিতেন। শেষে দুই বৎসর পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাকরের মৃত্যু হইল। সএর উল-মুতাক্ষরীণে আছে, যে নবাব নন্দকুমারকে এতটা বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন যে মুসলমান হইয়াও মুতাক্ষরীণ পড়িয়া নন্দকুমারের অহরোধে ক্রীটেবরী দেবীর চরণামৃত পান করিয়া গতানু হন।

মীরজাকরের মৃত্যুর পর ইংরাজেরা তাঁহার পুত্র নজম-উদৌলাকে নবাব করিলেন। নন্দকুমার মীরজাকরের হিতাকাঙ্ক্ষার যে সকল চেষ্টা করিতেন, নজম-উদৌলা তাহা জানিতেন এবং তজ্জন্ত নিজে সিংহাসনে বসিয়াই নন্দকুমারকেই খালসার দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ক্রাইবকে অহরোধ করেন। মীরজাকরের মৃত্যুর সময়ে ক্রাইব দ্বিতীয়বার গবর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন। গবর্ণর বালিটার্ট যখন বিলাত যান, তখন ইংরাজবিরুদ্ধে নন্দকুমার যে সকল চেষ্টা স্বতঃ পরতঃ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণনা করিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া নিজ ব্রাত্য জর্জ বালিটার্টকে* দিয়া বলিয়াছিলেন, যে ক্রাইব আসিলে কাউন্সিলে তাঁহার নিকট উহা যেন পড়া হয়। যথাকালে জর্জ উহা পড়িয়া ক্রাইব এবং কাউন্সিলকে শুনাইলেন। একটা লোকের কেবল দোষনালা যদি এইরূপে একত্র সংগৃহীত অবস্থায় শুনা যায়, তাহা হইলে সহজে লোকে উহা হইতে সত্যাবধারণ করিতে পারে না। ক্রাইবও পারিলেন না। তিনি নন্দকুমারের বিশেষ বদ্ধ হইলেও এবার তাঁহার এই সকল দোষ শুনিয়া চট্টা গেলেন, স্তব্রায় নবাব নজম-উদৌলার অহরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

মীরজাকরের সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি আলীবর্দী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার খণ্ডর আতাউল্লা খাঁ মীরজাকরের বিশেষ বদ্ধ এবং আলীবর্দীর সেনাপতি ছিলেন। বর্গির হাজানার সময় মীরজাকর ও আতাউল্লাই মহারাত্রীদিগকে দমন করেন। ঢাকার শাসনভার পাইয়া মহম্মদ রেজা খাঁ অভিশয় অত্যাচারী

* সএর উল-মুতাক্ষরীণ এহে জর্জ বালিটার্ট “হিমায়র জজ” নামে এবং গবর্ণর বালিটার্ট “শাম্-উদৌলা” নামে অভিহিত হইয়াছেন।

হন। নন্দকুমার শীতলাকরের অধীনে খালসার দেওয়ানী লাভ করিয়া রেজা খাঁর অভ্যাচার হইতে প্রভাবর্গকে মুক্তি দিবার জন্য নবাব দ্বারা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। রেজা খাঁ পদচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনিই নারের সুবাদারী পদ প্রার্থনা করিলেন। খালসার দেওয়ানকেই নারের সুবাদার বলিত। শেষ রায়রাই। রাজা রাজবল্লভের পর খালসার দেওয়ানেরা নারের সুবাদার নামেই অভিহিত হইতেন। রাজা রাজবল্লভের পর আর কেহ রায়রাই উপাধি পান নাই। নন্দকুমার খালসার দেওয়ানী পাইয়া প্রথম নারের সুবাদার হইয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজেরা তাঁহার উপর বালিটাটের লিখিত বিবরণস্বত্বের বিরুদ্ধ হইলে মহম্মদ রেজা খাঁ উক্ত পদের প্রার্থী হইবামাত্র, ক্লাইব তাঁহাকেই ঐ পদ প্রদান করিলেন এবং জগৎশেঠ ও রাজা চুলভরায়কে তাঁহার সহায়তা করিতে নিযুক্ত করিলেন।

ক্লাইব নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহার সন্মুখে হইল যে, যদি নন্দকুমার মুরশিদাবাদে বা কলিকাতায় থাকিতে পান, তাহা হইলে আবার বাদশাহ ও ফরাসীদের সহিত মন্ত্রণা করিবেন, অতএব তাঁহাকে দূরে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যিক, এই বিবেচনার তিনি নন্দকুমারকে চট্টগ্রামে পাঠাইতে চাহিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া নন্দকুমারের পরিবারবর্গ মহা আকুল হইয়া পড়ে। রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতিও অবাচ্ হইয়া ত্রাণকে এক্ষণে নির্ধাসিত করিতে নিবেদন করেন। এইরূপ অমুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, তখন নন্দকুমারের নির্ধাসন ঘটে নাই।

ইহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহের নিকট হইতে বাক্সালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। নবাব নজমউদ্দৌলা সুবাদার ও নাজিম মাত্র রহিলেন। এতদিন যে কার্য রায়রাইগণ, পরে মহারাজ নন্দকুমার করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ইংরাজগণের মহম্মদ রেজা খাঁ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই কার্যের ভার ইংরাজ কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ নারের সুবাদার হইয়া যে কয়দিন কার্য করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আপনাকে মুসলমান-সমাজের নেতৃত্বদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজগণ কেশলী, তাহার মহম্মদ রেজা খাঁর এই প্রভুত্ব অবগত হইয়া হঠাৎ তাহাকে দেওয়ানী হইতে সরাইলেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে দেওয়ান, তাঁহাকেই সকল ক্ষমতা দিয়া নারের-দেওয়ান করিয়া দিলেন। নবাবের অধীনতা হইতে মুক্ত ও ইংরাজের বলে বলীয়ান হইয়া নারের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ তিন সুবার সর্বময় কর্তা হইয়া

উঠিলেন। ঢাকার শাসনে তাহার অতৃপ্ত অভ্যাচার-প্রবৃত্তি এখন অব্যাহত প্রভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় মুসলমান-সমাজ যেমন মহম্মদ রেজা খাঁকে সুখপাত্র ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া হির করিয়াছিল, হিন্দুসমাজও সেইরূপ মহারাজ নন্দকুমারকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত করিতেছিল। উভয়ের এই সামাজিক নেতৃত্বের প্রতিবন্ধিতা লইয়াও তখন বঙ্গদেশে অনেক গোলোযোগ ঘটয়া গিয়াছে।

নন্দকুমার নবাব সরকারের কার্য হারাইয়া প্রায়ই কলিকাতার প্রাসাদে থাকিতেন। এই সময়ে ক্লাইব বালিটাট-রাজ্যের অনেক নিকা শুনিতে পান। তাহার তথ্যস্বত্বান করিতে প্রবৃত্তি হইলে, তিনি ভয়পূর্ণ লোক খুঁজিতে থাকেন। শেষে মহারাজ নন্দকুমারকেই সম্পূর্ণ উপযোগী বুঝিয়া তাঁহারই হস্তে ঐ ভার দিলেন। প্রথম প্রথম নন্দকুমার বাহা অস্বস্তান করিলেন, তাহাতে ক্লাইব বিশ্বাস করেন নাই, তিনিও গোপনে গোপনে নন্দকুমারের কার্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্ধান রাখিতেন। এইরূপে বালিটাটের কার্যস্বত্বান হইতে হইতে নন্দকুমারের নিজ চরিত্রে আরোপিত অনেক দোষ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। ক্লাইব বালিটাটের প্রভারণা বুঝিলেন এবং নন্দকুমারকে ক্রমশই বিশ্বাস করিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহাকেই বালিটাট-রাজ্যের এক বিবরণ লিখিতে আদেশ দেন। নন্দকুমার নিরপেক্ষভাবে সেই বিবরণ লিখিয়া দেন। ক্লাইব তাহা লইয়া বিলাত চলিয়া যান।

ক্লাইব গেলে ডেল্ট গবর্নর হন। ডেল্ট প্রথমে নন্দকুমারকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে থাকেন, কিন্তু শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের উত্তেজনার পড়িয়া বিরক্ত হন। শুনা যায়, রাজা নবকৃষ্ণ এই বিরক্তি-উত্তেজনার বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। সিরাজের হীরাখিলের প্রাসাদ লুণ্ঠিয়া তিনি অতুলধনের অধিকারী হইলেও তখনও পর্যন্ত তিনি মুন্সীগিরি ও বেনারসী ভিন্ন আর কোন উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সম্মান তেমন বৃদ্ধিতে পারে নাই। অর্থের সহিত প্রভুতার বিশেষ সংযোগ, কাজেই নবকৃষ্ণ আশাভ্রম প্রভৃতা না পাইয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ ছিলেন। যখন নন্দকুমারের প্রতিভার দেশ উদ্ভাসিত, বুদ্ধিমত্তার সকলোই তত্ত্বিত, মাঝে সকলোই তটহ, তখন নবকৃষ্ণ একজন সামান্য মুন্সীমাত্র। শেষে যখন তিনি অর্থবলে বিপুলধনী হইয়া উঠিলেন, তখন নন্দকুমারের পতন আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই তিনি হিরচিতে নিজের অভ্যাসের গুণ অবসর অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্লাইব ও ডেল্ট আবার নন্দকুমারের প্রতি অগ্রহ করিতে না পারেন, তৎপক্ষে তিনি নিচেই থাকিতে পারিলেন না; অগ্রে অগ্রে নন্দকুমারের

বিরুদ্ধে কার্য করিতে লাগিলেন, অথচ যখন ইংরাজেরা বেশী ফাঁকি হইতেন, তখন প্রকাশে নবরুদ্দ মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের কোষশাস্তির চেষ্টা পাইতেন। শেষে নবরুদ্দের অতীষ্ট সিদ্ধ হইল, তিনি ইংরাজের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অত্যাচারও বাড়িল। তাঁহার অত্যাচারে পীড়িত লোকগুলি আসিয়া প্রতিকারার্থ বিপ্লবের বন্ধ মহানুভব মহারাজ নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিল। নন্দকুমার সাধ্যমত তাহাদিগের সংপারামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন। ইহাতেও তাঁহার কুৎসার অবধি ছিল না। তিনি মিথ্যা অভিযোগে লোককে উৎসাহিত করেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নামে মিথ্যা রটাইত, কারণ ক্ষমতাসালীর বিরুদ্ধে তখনকার মেয়র কোর্টে অভিযোগ করিলে, উৎপীড়িতেরা সুবিচার পাইত না।*

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্টিয়ার কলিকাতার গবর্নর হন। ইহার সময়েই হিম্মতের (১৭৭৬ সালে) মনস্তর ঘটে। নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারে এই সময়ে মনস্তর আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। কার্টিয়ারের নিকট অনেকেই রেজা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। যতপ্রকার অত্যাচারের অভিযোগ হইল, তাহার মধ্যে দুইটি বড়ই তীব্র। ১ম, মহম্মদ রেজা খাঁ ছুর্ভিক্ষের সময় বাজারের সমস্ত চাউল কিনিয়া লইয়া অতি উচ্চদরে বেচিয়া ছিলেন; আর ২য়, সাধারণ তহবিলের অনেক অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কার্টিয়ারের নিকট অভিযোগ হইল বটে, কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া বিলাতে যাইতে হইল।

ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর হইলেন। বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে সর্বপ্রথমে রেজা খাঁর বিচার করিতে আদেশ দেন। হেস্টিংস মুরশিদাবাদের তদানীন্তন রেসিডেন্ট মিড্‌লটনকে মহম্মদ রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। মিড্‌লটন নেসাতবাগ হইতে রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

প্রজার কণ্ঠে বিশেষ কাতর হইয়া মহানুভব নন্দকুমারই রেজাখাঁর কীর্তি বিলাতের ডিরেক্টরদিগের কর্ণগোচর করিবার জন্য নিজ বায়ে একটা এজেন্ট পাঠাইয়া দেন। ডিরেক্টরেরা এই এজেন্টের প্রদত্ত প্রকৃত প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া হেস্টিংসকে সর্বোচ্চ রেজাখাঁর বিচারে নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে বাঙ্গালায় দ্বৈতশাসন (Double Government) চলিতে ছিল অর্থাৎ রাজস্ব-বিভাগ ইংরাজের হস্তে, এবং নিজা-

মতবিভাগ নবাবের হস্তে ছিল। নিজামতের ভার না থাকায় ইংরাজ কোম্পানী ঠিক শাসন পরিচালন করিতে পারিতেন না বলিয়া হেস্টিংস প্রকৃতি এই দ্বৈতশাসনের উপর মহা চটিয়া ছিলেন। ডিরেক্টরের আদেশ পাইয়া হেস্টিংস এই সূত্রে দ্বৈতশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

ডিরেক্টরেরা কেবল রেজাখাঁকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার কৃতকর্মের বিচার করিতে আদেশ দেন, কিন্তু হেস্টিংস কেবল রেজাখাঁকে না ধরিয়া পাটনার শাসনকর্তা রাজা সেতাবরায়কেও ধরিয়া আনাইলেন। সেতাবরায়ের বিরুদ্ধেও তহবিল ভাঙ্গার নালিশ হইয়াছিল।

হেস্টিংস ইহাদিগকে ধরিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের দোষ প্রমাণ করিবেন কিরূপে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। রাজ্যের সর্বত্রই রেজাখাঁর কর্ণচরী বর্তমান। সুতরাং হেস্টিংসকে ভাবিত হইতে হইল। ডিরেক্টরগণ বিচারের আদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিয়াছিলেন যে যদি আবশ্যক হয়, তবে তিনি মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য লইতে পারেন। হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রতি বৈরুপ চিরবিষিষ্ট তাহাতে প্রথমতঃ তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে মহা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু দেওয়ানীর কার্যের ও দেশের অবস্থায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, মহারাজ নন্দকুমার ব্যতীত একরূপ আর দ্বিতীয় লোক দেখিতে পাইলেন না, কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া মহারাজ নন্দকুমারকে ডাকাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাযথ সাহায্য করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, আমি কলিকাতা কাউন্সিলের সহায়তায় আপনাকে সমস্ত বঙ্গদেশের আদালতপদে নিযুক্ত করিব এবং রাজা সেতাবরায় ও মহম্মদ রেজাখাঁ আপনার নিকট সমস্ত হিসাবাদি দিবেন। এই কার্য সম্পাদনের জন্য আমি আপনাকে আমার পদোচিত সমস্ত ক্ষমতা দ্বারা সাহায্য করিব। গবর্নরের এই কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া মহারাজ নন্দকুমার উভয়ের তহবিল ভাঙ্গার একটা তালিকা করিয়া দিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ নবাব সরকারের বহুবিধ উচ্চমূল্যের রত্নালঙ্কার, হস্তী, অশ্ব এবং ১৭৭২ সাল হইতে ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত ছয় বৎসরে বাজালা ও ঢাকার রাজস্ব হইতে ২০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। মহাছুর্ভিক্ষের সময় চাউল এক চেটিয়া করিয়া অতি উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এতদ্বিত্ত মহম্মদ রেজাখাঁ কয়েকটা সরকারী সম্পত্তি নিজে ভোগ লব্ধ করিতেছেন, হুগলীর কোজদার রোজা উদ্দীন মহম্মদ খাঁ ত্রিহট্টের কোজদার মহম্মদ আলী খাঁ কোম্পানীর নিকট প্রায় লক্ষ টাকার দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের মুক্তার পর তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি কোম্পানীর দেনার

* Bolts' Indian Affairs, p. ৪৬. ও Burwell's Letter দেখিলেই ইহা জানা যায়।

দ্বারে কোম্পানীর হস্তে আসা উচিত, কিন্তু রেজার্ণী ক্রোক করিয়া কোম্পানীকে না দিয়া নিজে ভোগ দখল করিতেছেন। নারের জুবানারের পদোচিত ভাষাগীরের জমীদারী তিনি পদচ্যুত হইয়াও নিজ দখলে আজিও রাখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নন্দকুমার বিস্তর গণ্য মাত্র সাপ্তীও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের চেষ্টায় রেজার্ণীর দোষ প্রমাণিত হইলে, রেজার্ণী গোপনে নন্দকুমারকে দুই লক্ষ ও হেষ্টিংসকে দশলক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চাহেন। নন্দকুমার হেষ্টিংসের নিকট সে কথা প্রকাশ করিলে হেষ্টিংস বলিলেন, এক কোটি টাকা দিলেও আমি নির্দোষিতার প্রমাণ না পাইলে তাঁহাকে ছাড়িব না।

১১৭৩ (ফসলী) সালের প্রথম হইতে ১১৮১ (ফসলী) সালের শেষ পর্যন্ত রাজা সেতাবরায় কমবেশ নব্বই লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। রাজা সেতাবরায়ও হেষ্টিংসকে চারি লক্ষ, নন্দকুমারকে এক লক্ষ এবং রীড সাহেবকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাহিলেন। হেষ্টিংস এ কথাও শুনিয়া পূৰ্ব্বমত মহানুভবতা দেখাইলেন।

শেষে বিচার আরম্ভ হইল। যখন এই বিচার চলিতেছে, তখন নবাব নজমউদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা সিংহাসনে বসিয়াছেন, তাঁহার অভিভাবক নিয়োগ লইয়া একটা মহা তর্ক চলিতেছে। মোবারকউদ্দৌলার মাতা বাবু বেগম ও বিমাতা মণিবেগম উভয়েই অভিভাবক হইবার জন্ত আবেদন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা হেষ্টিংসের উপরেই এই বিষয়ের মীমাংসা ও নবাবের দেওয়ান-নিয়োগের ভারপণ করেন।

মণিবেগম নন্দকুমারের সাহায্যে হেষ্টিংসকে ২১০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করেন। হেষ্টিংসের মতিহীন ঘটিল, এবার আর এড়াইতে পারিলেন না, স্বীকার করিলেন। নন্দকুমার গবর্ণরের খানসামা জগন্নাথ ও বালকৃষ্ণ এবং আপনাদের কর্মচারী সদানন্দ ও নরসিংহ দ্বারা এই টাকা পাঠান। এই সময় মহারাজ নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিবার জন্ত হেষ্টিংসকে অনুরোধ করেন। হেষ্টিংস তখন নন্দকুমারের উপর অতীব প্রীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ—তাঁহার দ্বারা রেজার্ণী ও সেতাবরায়ের বিচারের মহা সুবিধা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ—তাঁহারই মধ্যস্থতায় মণিবেগমের অর্থরাশি হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং হেষ্টিংস গুরুদাসের নিয়োগে সম্মতি প্রদান করিলেন, কিন্তু একবার ঘুষ লইয়া লালসার পথ খুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং প্রকারান্তরে নন্দকুমারের নিকটও কিছু নজর চাহিলেন। গবর্ণর যখন নিজেই প্রকারান্তরে নজরের কথা প্রস্তাব করিলেন, তখন নন্দকুমার দিতেও স্বীকৃত

হইলেন। শেষে মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসের নিয়োগের জন্ত উক্ত ২১০ লক্ষ ব্যতীত আরও ১০৪১০৫ টাকা নন্দকুমার হেষ্টিংসকে দিয়াছিলেন।

১১৭৯ সালের ৪ঠা ভাদ্র হইতে ২৯এ আশ্বিনের মধ্যে এই সমস্ত টাকা দেওয়া হয়। ইহার কতকংশ নগদ হেষ্টিংসের নিকট কলিকাতায় পাঠান হয় এবং কতক হেষ্টিংসের বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরসিংহ নন্দীর নিকট হেষ্টিংসের কামিষবাজারস্থ কুঠিতে পাঠান হয়। হেষ্টিংস ইহার পর কাউন্সিলে মণিবেগমের এবং রাজা গুরুদাসের নিয়োগের কথা প্রস্তাব করেন। কাউন্সিলের সভ্য গ্রেহাম, ডেক্রে, মরেল প্রভৃতি রহস্ত না বুঝিয়া মণিবেগমের নিয়োগে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু রাজা গুরুদাসের নিয়োগের আপত্তি তুলিয়া বলিলেন যে, যে মহারাজ নন্দকুমার ইংরাজ-প্রভুতা ধ্বংসের জন্ত বহুবীর বাদশাহের, ফরাসীগণের ও নবাবের সহিত চক্রান্ত করিয়াছেন, তাঁহার পুত্রকে দেওয়ানী দিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। হেষ্টিংস সে আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে এক দীর্ঘ মতামত লিখিয়া রাজা গুরুদাসকে দেওয়ানী প্রদান করেন।

হেষ্টিংস এই মতামতের মধ্যে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নন্দকুমারের বাস্তবিক চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায়। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—“নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে দোষ গুণ প্রকাশ করা আমি এ স্থানে সম্ভব মনে করি না। নন্দকুমার সম্বন্ধে আমি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, ডিরেক্টর-সভা তাহা অবগত আছেন। নবাব মীরজাফর তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন এবং যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তদ্বিরুদ্ধে কোঁশ কাজই করেন নাই। নন্দকুমার যে সকল রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, সে কেবল তাঁহার প্রভুর মন্ত্রণের জন্ত, তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত, এতদ্ব্যতীত অল্প কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মীরজাফরের সহিত তাঁহার নিজের স্বার্থ যে একবারে কিছুই ছিল না, এমন নহে। মীরজাফর তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারকে যে সকল রাজসম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিমাণ বুঝা যায়। নন্দকুমার সেকালে বাহা বাহা করিয়াছেন, যদিও তাহার অধিকাংশ আমাদের বিপক্ষে পরিচালিত, তথাপি সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহাতে তাঁহাকে কোন মতে নিন্দা করা যায় না, বরং ইহা দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের দোষশূন্যতা এবং প্রভুহিতৈষিতা প্রকাশ পাইয়াছে ও তাঁহার গৌরবও বাড়িয়াই তুলিয়াছে।*

* Minute of the Committee of Circuit of Kasimbazar 280 July, 1772.

তাহার পর রাজা সেতাবরার ও রেজার্বার বিচার চলিতে লাগিল। ইহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সভা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার অসংখ্য সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যাহারা ইহাদের নির্ভরতার ও প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত এবং অর্জরিত হইয়াছিল, সংবাদ পাইবামাত্র বাঙ্গালার নানাহান হইতে তাহারা ই সাক্ষ্য দিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রেজার্বাও সপক্ষে আর দুইশত সাক্ষী যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন। এই অভিযোগ আরম্ভ অবধি বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই-তিন মাস কাটিয়া গেল। হেষ্টিংসের বিচারে উভয়েই নির্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইলেন। সকল অপরাধের অকাটা প্রমাণ পাইয়াও হেষ্টিংস যে কেন তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন, তাহা বুঝিতে আর কাহারই বাকী রহিল না। রাজা সেতাবরার যদিও মুক্তিলাভ করিলেন বটে, তথাপি অপমানে স্থানীয় নীচই পরলোকগত হইলেন। ইহার পূর্বে কল্যাণসিঙ্কে বিহারের রায়বাহাদুর-পদে নিযুক্ত করিয়া হেষ্টিংস কতকটা মন্থন প্রকাশ করিয়াছিলেন। রেজার্বা মুক্তি পাওয়ার পরে সকলে চমকিয়া উঠিল, মহারাজ নন্দকুমার দেশের নিকট যেন কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং তিনি হেষ্টিংসের স্বভাব যে কিরূপ জটিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। রেজার্বা ও সেতাবরার বিচারে যে কারণে হটক নির্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইলেও এই মোকদ্দমার তথ্যের জন্য মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসকে বৈরুপ সাহায্য করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তৎকাল হেষ্টিংসের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি কৃতজ্ঞ না হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে এই দুই মোকদ্দমার বিবরণী যখন বিলাতে পাঠান, তখন তাহাতে নন্দকুমারকে শঠ, প্রবঞ্চক, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করেন। হেষ্টিংস নন্দকুমারের কোন কার্যে এরূপ দোষের প্রমাণ পাইয়া ছিলেন, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। রেজার্বার মোকদ্দমার তথ্যে মহারাজ নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিবার সময় হেষ্টিংস তাঁহাকে ভবিষ্যতে যে সমগ্র বাঙ্গালার আমীনী দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি অত্যাচারে এখন আর কার্য্য হইল না।

এই সময় বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ভারতের কার্য্য-পুখলা সুব্যবস্থিত করিবার জন্য "নিয়ামক বিধি (Regulating Act)" বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধি অত্যাচারে হেষ্টিংস ভারতের গবর্নর-জেনারেল পদে নিযুক্ত এবং তাঁহার মন্ত্রি করিবার জন্য জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্টগু ও কিলিপ ক্রান্‌সিস নামেও জন অভিযুক্ত সভা কাউন্সিলে নিযুক্ত হন। এই সময়েই জুজীফোর্টের বিচার-প্রণালীও সংস্কৃত করিবার

জন্য সার ইলাইজা ইম্পেকে প্রধান বিচার-পতি ও হাইড, লিয়েমের এবং চেম্বার্স নামক আরও তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে পূর্বের জেনারেল হেষ্টিংসের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথমে এই সকল নব্য-নিযুক্ত কর্মচারিগণ কলিকাতা চাঁদপালঘাটে আসিয়া নারিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ কোর্ট উইলিয়ম হর্গ হইতে ২৭শ বার তোপধ্বনি হইল, কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেকজন সামান্য কর্মচারীকে ঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বের জেনারেলের সহিত সমান ক্রমতাবিশিষ্ট নবাগত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হেষ্টিংসের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার ভাবিলেন, হেষ্টিংস স্বীয় শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে এইরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। একপক্ষে একটু ভুল ও অপর পক্ষে একটু বিবেচনার ক্রটিতে সেই প্রথম দিন হইতেই মন্ত্রিসভার মতভেদের জ্বর উপ হইয়া রহিল। হেষ্টিংসের পক্ষে কাউন্সিলে তখন মিঃ বারওয়েল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন।

যাহা হউক, এতদিন কাউন্সিলে গবর্নরদিগের নিজের লোকেই সভা হইতেন। সুতরাং গবর্নরের কৃত অজ্ঞার কর্মের প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না। নূতন মন্ত্রিসভার নবাগত মন্ত্রীরা সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। রোহিলা-যুদ্ধে গবর্নর-জেনারেল যে সকল পক্ষ অবলম্বন করেন, নবাগত মন্ত্রীরা তাহার জ্ঞান-জ্ঞান সঙ্কে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। লোকের ভরসা হইল, যে এখন হইতে ইংরাজ শাসকবর্গের অত্যাচারে আর হঠাৎ লোককে মারা পড়িতে হইবে না।

এই সময়ে হেষ্টিংসের দলবলের অত্যাচারে অমীনার ও প্রজা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, রাজা দেবীসিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মিঃ গুডল্যান্ড প্রভৃতি ছিলেন, তাহার উপর মুক্তিপ্রাপ্ত রেজার্বা এবং নব্য-অভ্যুদিত রাজা নবকৃষ্ণ কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। অত্যাচারে উৎপীড়িত জনসাধারণ মহারাজ নন্দকুমারের শরণাগত হইল। নন্দকুমার যদিও তখন ক্ষমতাহীন, শাসকদিগের নিকট অপদস্থ, তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকেই বিশ্বাস করিত, বিপদে পড়িলে তাঁহাকেই ধরিত, ইতিপূর্বে তাঁহাকে ধরিতাই তাহারা কল পাইয়াছিল, কাজেই এবারও তাঁহাকেই ধরিল। এতদিন তখন দেশের মধ্যে বাঁহাকে দেশের লোকে আপনাদের পরি-ব্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এমন বড় লোক আর কেহই ছিলেন না। নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দসিংহ তখন অত্যাচার-দণ্ড হাতে করিয়া বসিয়াছেন। নাটোর, বর্ধমান প্রভৃতি

বাক্সালার শীর্ষস্থানীয় জমিদারেরাও নন্দকুমারের শরণাগত হইলেন। নন্দকুমার কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস্ এই সমস্ত সংবাদ বতই পাইতে লাগিলেন, ততই নন্দকুমারের উপর চটতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্ তখন হইতে নন্দকুমারকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে কাউন্সিলের মন্ত্রিগণের সহিত নন্দকুমারেরও পরিচয় হইল, কাহারও কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। মন্ত্রিগণ জন্মশঃ হেষ্টিংসের অবিপ্রান্ত উৎকোচ-গ্রহণের সংবাদ পাইতে-ছিলেন এবং তাহার অহুসন্ধানার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতে-ছিলেন, শেষে নন্দকুমারের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকেই এবিষয়ে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া, তাঁহারই হস্তে হেষ্টিংসের অত্যাচার কাহিনীসংগ্রহের ভার দিলেন। নন্দকুমার বাক্সালার রাজ্যের সকল দিকের সকল অবস্থা বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহার ভায় উপযুক্ত রাজ্যের অবস্থান্তিক রাজকর্ণ-চারী আর কেহ তখন ছিল না। নবাব আলীবর্দী খাঁর সময় হইতে একাল পর্যন্ত দেশের শাসনবিধি ও রাজস্ববিধির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন এবং খালসার দেওয়ানী করার প্রধান প্রধান জমিদারবর্গের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল, কাজেই মন্ত্রীরা তাঁহাকেই উপযুক্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন। ইদানীং হেষ্টিংসের অকৃতজ্ঞতার নন্দকুমারও তাঁহার উপর চটরা গিয়াছিলেন, কাজেই তিনিও প্রধানতঃ দেশের অত্যাচার-দমন-করে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাকে চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেন, বাস্তবিক সে দোষ তাঁহার ছিল না, তিনি বাহ্য করিতেন, তাহা প্রকাশ্য ভাবেই করিতেন। এই সময় আরও একটু সুযোগ হইল। বর্ধমান-রাজ্যের বিধবা পত্নী মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের স্ত্রী হেষ্টিংসের অত্যাচারের জন্য কাউন্সিলে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অনেকে বলেন, নন্দকুমারই উদ্যোগী হইয়া এই অভিযোগ করান, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। নন্দকুমারের যদি এক্ষণে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইত, তাহা হইলে তিনি কেবল বর্ধমান কেন, বাক্সালার সমস্ত জমিদারকে দিয়াই অভিযোগ করাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার এক্ষণ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার দমনার্থ নিজেই অভিযোক্তা হইয়া পাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পুরুষোচিত সংসাহস তাঁহার ছিল।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ তারিখে নন্দকুমার অভিযোগের আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিয়া নিজেই কাউন্সিলের একতম সদস্য মিঃ ক্রাফিসের হস্তে দিয়া আসেন। এই আবেদনে তিনি

হেষ্টিংসের নামে উৎকোচগ্রহণ, অত্যাচারীকে অবৈধ রূপে বিচারে নিরুত্তীর্ণ এবং দেশবাসী অত্যাচার অহুষ্ঠানের অভিযোগ করেন। হেষ্টিংস্ তাঁহার উপরও যে সকল অনিষ্ট করেন, তাহাও বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। এখানি পারনীতে লিখিত হইয়াছিল। মিঃ ক্রাফিস্ পরবর্তী অধিবেশনে অর্থাৎ ১১ই মার্চের কাউন্সিলে ইহা পাঠ করেন।

এই আবেদনে নন্দকুমার বীরকাসিমের যুদ্ধের সময় ইংরাজ-দিগের উপকারার্থ যে সকল অহুষ্ঠান করেন, প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করেন, তৎপরে মহম্মদ রেজাখাঁ দেশে কিরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণনা করেন। তাহার পর হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, একে একে তাহাই বর্ণনা করেন। কাউন্সিলের সভ্যরা বিলাত হইতে আসিলে হেষ্টিংস্ স্বয়ং তাঁহাদিগের সহিত অস্তিত্ব বাক্সালার সমস্ত ব্যক্তির পরিচয় করাইয়া দেন, কিন্তু নন্দকুমারের পরিচয় করাইয়া দেন নাই। নন্দকুমার সে বিষয়ে প্রার্থনা করিলে গবর্নর বলেন, আমার একজন শত্রু আছে, তাহার সহিত আপনার বড়ই বনিষ্ঠতা, আপনারা তাহাকে মন্ত্রিসভার এই সকল সভ্যের নিকট পত্রাদি লইয়া বাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি তাহার সহায়তার তাঁহাদের সহিত পরিচিত হউন না কেন? তাহার পর গবর্নর ভয় দেখাইয়া বলেন, আমার নিজের যান বাচাইবার জন্য ও সুবিধার জন্য আমি সকল প্রকার চেষ্টাই করিব, কিন্তু তাহাতে আপনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তাহার পর হেষ্টিংস্ ইলিয়ট সাহেবকে দিয়া নন্দকুমারকে কাউন্সিলের সভ্যগণের নিকট পরিচিত করাইয়া দেন।

ইহার পর হইতে, বিশেষতঃ হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ক্রাফিসের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সৌহার্দ্য হওয়ার হেষ্টিংস্ নন্দকুমারকে দমন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। রেসিডেন্ট গ্রেহামের সহিত বর্ধমানের রাজস্ব আদায়াদি লইয়া নন্দকুমারের বিবাদ ছিল। বোলাকিদান শেঠ নামে একজন আগরওয়ারা জহরীর যুত্বার পর হিসাবাদি লইয়া মোহনপ্রসাদ নামক জহরীর আমোক্তারের সহিতও নন্দকুমারের বিবাদ ছিল। বর্তমান কুঞ্জবাটা রাজবংশের আগিপুরুষ জগজ্ঞ বন্দোপাধ্যায় নন্দকুমারের জামাতা ছিলেন। ইহাকে মহারাজই বাধ্যকাল হইতে পুত্রের জ্ঞান প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও কল্যাণ করেন, অবশেষে অনেককে অহুরোধ করিয়া জগজ্ঞের চাকুরীও করিয়া দেন। যখন মহারাজ নন্দকুমার এই অভিযোগ উপস্থিত করেন, তখনও জগজ্ঞ নবাবের দেওয়ান রাজা গুরুদাসের

অধীনে নবাব সরকারে নারী করিতেছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ এরূপ অসন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন যে জালকের অধীনে কর্তৃক করিতে হইত বলিয়া তিনি মহা ক্রোধ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন উপায়ে আপনাদের উন্নতি করিতে না পারিয়া আত্মীয়-স্বজন হইয়া পড়েন। হেষ্টিংস গ্রেহাম, মোহনপ্রসাদ ও জগন্নাথকে হস্তগত করিয়া নন্দকুমারের সর্বনাশের জন্য সর্বদা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মোহনপ্রসাদ শঠ, প্রবঞ্চক ও চক্রান্তকারী বলিয়া তখনকার কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলেরই নিকট ঘৃণ্য ছিলেন; এমন কি, হেষ্টিংসই একবার তাকে নিজ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া আর আসিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু নন্দকুমারকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আবার তাকে আতর ও পাণ দিয়া আদরপূর্বক ডাকিয়া লয়েন। জগন্নাথ স্বপ্নের সহিত ক্রমশঃ দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া, মোহন ও হেষ্টিংসের সহিত গোপনে ও প্রকৃত্তে স্বপ্নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার স্বীয় আবেগনে এ সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গবর্ণরের কূট উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেন, যখন দিল্লীর বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারকে “মহারাজা” উপাধি ও খেলাৎ প্রদান করেন, তখন প্রথমেই একখানি ঝালদার পাহী ও অন্যান্য রাজসম্মান চিহ্ন প্রদান করিয়া ছিলেন। সেগুলি যখন পাটনার আসিয়া পৌছায় তখন মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছে, নন্দকুমারেরও নারের স্ত্রীদ্বারের পদ গিয়াছে। সেই সময়ে নতুন নারের স্ত্রীদ্বার মহম্মদ রেজাখাঁর উত্তরজনার ও ভয়ে পাটনার শাসনকর্তা রাজা সেতাবরায় নন্দকুমারের সেই সকল বাহাদুরী উপঢৌকন পাটনার আটকাইয়া রাখেন। নন্দকুমার কলিকাতার সে সংবাদ পাঠাইয়া হেষ্টিংসকে জানান। তিনিও রাজা সেতাবরায়কে সেই সকল পাঠাইয়া দিতে লেখেন। রাজা পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু হেষ্টিংস সেগুলি নিজ ব্যবহারার্থ রাখিয়া দিলেন, নন্দকুমারকে দিলেন না। মহারাজ নন্দকুমার অভিযোগের মধ্যে উহারও উল্লেখ করেন। এই গুলি তাঁহার আত্মসম্বন্ধীয়। এতদ্ব্যতীত রেজাখাঁ ও সেতাবরায়কে ছাড়িয়া দিয়া হেষ্টিংস কোম্পানীর স্বার্থ এবং সাধারণের স্বার্থ কিরূপ নষ্ট করিয়াছেন, তাহাও অভিযোগে উল্লেখ করেন।

কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের উত্তরাধিকারীর নিকট, ইংরাজের অধীন করা মাগুরা ও বিজয়গড় নামক দুইটি পরগণার নিমিত্ত, কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির তারিখ হইতে ফসলী ১১৭৯ সাল পর্যন্ত ২৪ লক্ষ টাকা পাওনা হয়, কিন্তু চেংসিংহের নিকট হেষ্টিংস গোপনে উপহার পাইয়া কোম্পানীর এই প্রাপ্য টাকার আর উচ্চাচ্য করেন নাই এবং ঐ দুই পর-

গণাও তদবধি কাশীরাজের অধিকারে আছে। রঙ্গপুরের বাহারবন্দ পরগণা রাণী ভবানীর নিকট হইতে হেষ্টিংস হলে বলে কাড়িয়া লইয়া স্বীয় দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে প্রদান করেন। ইহা স্বারা রাণী ভবানীর সহ্য কতি হইয়াছে। অভিযোগপত্রে এই সকল কথাও উল্লেখ ছিল। নন্দকুমার অবশেষে অভিযোগপত্রে নিবেদন করেন; গবর্ণর হেষ্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া আমি যে ভীষণ বিপদ লাগরে ইচ্ছাপূর্বক ঝাঁপ দিতে চলিয়াছি, তাহা বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু কি করিব, আমার গতাত্তর নাই। গবর্ণরের অসুচিত কার্যসমূহের বিষয় সমাক্ষ অবগত থাকিয়া যদি চুপ করিয়া থাকি, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার স্বারা আরও অনিষ্ট ঘটবে সুতরাং আত্মরক্ষার্থ ও জ্ঞানধর্ম্মানুরোধে আমি আপনাদের সমক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি। এক্ষণে আমি এ বিষয়ে আপনাদিগের সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রার্থনা করি।*

এই অভিযোগপত্র পড়া শেষ হইলে, হেষ্টিংস দ্ব্যন ভক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কোতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি পূর্বে হইতে এই অভিযোগের কোন কথা জানিতেন কি না? ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, কোতূহলের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নহি, তবে গবর্ণর জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, নন্দকুমার যখন ইহা পাঠান, তখন তাঁহার পূর্বে হুচনা ও ব্যবস্থাদি দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, এখানি গবর্ণরের বিরুদ্ধে—নিশ্চয়ই অভিযোগ পূর্ণ। তবে সে অভিযোগ কি কি বা কিরূপে লিখিত তাহা আমি জানিতাম না। ইহার পর সেদিন সভাভঙ্গ হয়।

১৩ই মার্চ মন্ত্রীসভার অধিবেশনে নন্দকুমারের আরও একখানি পত্র পঠিত হয়, সেখানিতেও নন্দকুমার পূর্বপত্রের অভিযোগ গুলি যে, সত্য সে বিষয়ে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ইহাতে একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, হেষ্টিংস বাঙ্গালায় আসিয়া রাজস্ব ও দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন, আমিও তাঁহার অভিমত কার্য করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপরে যতদিন না কার্যোদ্ধার হইল, ততদিন হেষ্টিংস আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং আমারই পরামর্শ লইয়া চলিতেন, কিন্তু যেমন কার্য উদ্ধার হইয়া গেল, অমনি আর মিত্রতা রাখিলেন না, বরং শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাতে দেশের ও প্রজাবৃন্দের এবং কোম্পানীর স্বার্থস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, এরূপ

* Parliamentary History of England from earliest period to the year 1803, Vol XXVII, p. 334,

ভাবে বাহাতে আপনারা কার্য করিতে পারেন, ইহাই আমার উদ্দেশ্য জানিবেন।

নন্দকুমারের ২য় পত্র পাঠ শেষ হইলে কর্ণেল মনসন নন্দকুমারকে তাঁহার অভিযোগের প্রমাণাদি সহ বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তাব করেন। গবর্ণর ইহার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ, নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে ডাকিয়া আনিবার প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পূর্বেই আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, নন্দকুমার আমার অভিযোক্তারূপে বোর্ডের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহা প্রাণান্তেও আমি সহ্য করিব না। এই বোর্ডের সম্মুখে সামান্য অপরাধীর ন্যায় বিচারপ্রার্থী হইয়া আমি কখনই দাঁড়াইব না। অথবা বোর্ডের মেম্বরগণকে আমার চরিত্রের ও কৃতকার্যের বিচারক বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারিব না। কার্য গতিকে এ কথাও আমার বলিতে হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে মহারাজ নন্দকুমার আমার অভিযোক্তা নহেন, জেনারেল ক্রেভারিং, কর্ণেল মনসন ও ফিলিপ ক্রান্সিসকেই প্রকৃত কার্যকারক বলিয়া বিবেচনা করি। আইনানুসারে একথা প্রমাণ করিতে না পারিলেও আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাস অমুসারে ইহাদিগকেই প্রকৃত অভিযোক্তা বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহাদের এই গভীর উদ্দেশ্য সাধনের অহুকুলে কএকজন সাহায্যকারীও জুটিয়াছে। তন্মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার, বর্জমানের মহারাজী, বর্জমানের দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরী ও কাউক সাহেব। *** ক্রান্সিস এই প্রকার পত্র বোর্ডের সম্মুখে স্থায় উপস্থিত করিয়া একটা মানহানিকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ইহাও তাঁহার পদোচ্চিত কর্তব্য নহে। *** আরও শুনিয়াছি, নন্দকুমার এই সমস্ত কাগজপত্র লইয়া মনসন সাহেবের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিয়া এই সমস্ত প্রস্তত করিয়াছেন। কোনও বিশেষ সূত্রে আমি ইতিপূর্বে নন্দকুমারের অভিযোগ-পত্রের চুইখানি নকল পাই, এক্ষণে দেখিতেছি মূল্যংশে তাহা হইতে কতক পরিবর্তন হইয়াছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, আমি বোর্ডে কখনই অপরাধীরূপে দাঁড়াইব না, বা বোর্ডকেও নন্দকুমারের সাক্ষ্য লইতে দিব না। বোর্ডেরও এইরূপ বিচার করিবার বা সাক্ষ্য লইবার কোন ক্ষমতা নাই।

ইহার পর বোর্ডের সদস্যগণের মধ্যে মহা বাকবিতণ্ডা হয়। কর্ণেল মনসন গবর্ণরকে সংবাদদাতার নাম জিজ্ঞাসা করেন। কর্ণেল হইতে সেই লোকের বিপদ ঘটতে পারে বলিয়া তিনি তাহার নাম প্রকাশ করিলেন না। বারওয়েল সাহেব গবর্ণরের কথায় পোষকতা করেন। মনসন এই কথা

সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া প্রকাশ করেন। বারওয়েলও নন্দকুমারের উপস্থিতির বিরুদ্ধে মহা আপত্তি করিয়া বলেন, নন্দকুমারের কোন অভিযোগ থাকে তিনি সাক্ষী ও প্রমাণাদি লইয়া জুরীমকোর্টে যাইতে পারেন। শেবে অনেক তর্কের পর যখন নন্দকুমারকে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করাই পরামর্শ দিইল, তখনই সেক্রেটারী নন্দকুমারকে ডাকিবার জন্ত আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণর তখন উপাস্তর না দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন, আমি এই মন্ত্রিসভা অভ্যকার যত ভয় করিলাম। আমার অবর্তমানে এই অসম্পূর্ণ সভার যদি কোন কার্য হয়, তাহা আইনভাঃ ভ্রাসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে না। বারওয়েলও বলিলেন, যখন সভা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ভঙ্গ হইল, তখন আমিও চলিলাম। আমি পুনরায় প্রথমত গবর্ণরের আদেশ না পাইলে সভার কোন কার্যে যোগ দিব না।

উত্তরে চলিয়া গেলে অপর মন্ত্রিগণ হেষ্টিংসের এরূপ উদ্ধত কার্যকে ভ্রাসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া আপনানাই অবশিষ্ট কার্য চালাইতে লাগিলেন। নন্দকুমারকে ডাকাইয়া তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া হইল। আবশ্যকমত নন্দকুমার প্রমাণ-স্বরূপ মূল দলীলাদি দাখিল করিলেন। কোনও দলিলের বিষয় প্রমাণার্থ রূক্ষকান্ত নন্দীর উপস্থিতি ও সাক্ষ্য প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রিসভা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠান, তিনি কিন্তু লিখিয়া জানাইলেন, আমি এক্ষণে গবর্ণরের নিকট আছি, তিনি নিবেদন করার, যাইতে পারিলাম না। মন্ত্রীরা মহা বিস্মিত ও জ্বল হইয়া কান্ডবাবু ও গবর্ণরের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্যের আপনাদিগের মতামত লিখিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস কাউন্সিলে অবমানিত হইয়া নন্দকুমারের সর্বনাশের জন্ত বহুপরিকর হইলেন। গ্রেহাম, তাঁহার মুখী সদরউদ্দীন, গন্ধাগোবিন্দ, কান্ডবাবু, নবরুক্ষ প্রভৃতি তাঁহার সহায়তার প্রবৃত্ত হইলেন। কমাল উদ্দীন খাঁ নামে এক ব্যক্তি সেই সময়ে হিজলীর লবণ-গোলায় ইজারাদার ছিল। দেওয়ান কান্ডবাবুই এই ব্যক্তির বেনামীতে ঐ ইজারা ভোগ করিতেন। এই ব্যক্তির ও ইহার পিতার সহিত নন্দকুমারের বন্ধুতা ছিল, যখন দেবার টাকার জন্ত হুগলীর সেখ হাবাৎউল্লা নন্দকুমারকে পিয়াদা মঞ্জীল দিয়া ৫ দিন আটক রাখে, সেই সময়ে সেই কমালউদ্দীনের পিতা সেখ রক্তম নন্দকুমারের জামীন হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। কমাল অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল বলিয়া নন্দকুমারের সহিত বন্ধুতা অধিক দিন ছিল না। অবশেষে সে কান্ডবাবুর বেনামীদার হইয়া হিজলীর লবণ-গোলায় ইজারাদার হইলে কান্ডবাবু, বারওয়েল, হেষ্টিংস প্রভৃতি তাঁহার নিকট হইতে বিস্তর খুব লইতে আরম্ভ করেন।

অবশেষে মহা উৎপীড়িত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ ও আর্চডিকন সাহেবের নামে কাউন্সিলে অভিযোগ করিতে উত্তত হয়। নন্দকুমারের সহিত তখন হেষ্টিংসের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সে উপযুক্ত বুরিয়া নন্দকুমারের সহিত পরামর্শ করিতে চাহে। নন্দকুমারের জামাতা রায় রাধাচরণের সঙ্গে আলাপ করিয়া কমালউদ্দীন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, সে ফাউক সাহেবকে দিয়া কাউন্সিলে তাহার আবেদন উপস্থিত করিতে চায়, অতএব নন্দকুমার তাহার জন্ত কাউককে একটু অহরোধ করিলে তাহার সুবিধা হয়। আর্চের আশ্রয় নন্দকুমার অনিয়মিত রায় রাধাচরণকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে ফাউকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ফাউকও নন্দকুমারের অহরোধে তাহার অভিযোগ কাউন্সিলে উপস্থিত করিতে সম্মত হন। তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিকট বারওয়েল ৪৫ হাজার, গবর্ণর নজর হিসাবে ১৫ হাজার, বাস্টিটার্ট ১২ হাজার, রাজা রাজবল্লভ ৭ হাজার ও কান্তবাবু ৫ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস এই ব্যাপার অবগত হইয়া গ্রোহামের সুশী সমরউদ্দীনকে দিয়া কমাল উদ্দীনকে হস্তগত করেন। হেষ্টিংস ইহাধারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক ভরানক অভিযোগের সূত্রপাত করাইলেন। তিনি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ এপ্রেল তারিখে সুশ্রীম কোর্টের জজদিগকে এই মর্মে এক পত্র লেখেন যে, কমাল-উদ্দীন আসিয়া বলে যে, নন্দকুমার ও ফাউক তাহার নিকট বলপূর্বক হেষ্টিংস, বারওয়েল প্রভৃতির নামে ঘুষ লওয়ার এক মিথ্যা অভিযোগ-পত্র লিখাইয়া লইয়াছে এবং গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামের অভিযোগ-পত্র পুনঃ প্রত্যাশ করিতেছেন না। জজেরা ইহাকে গবর্ণরাদির বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের চেষ্টা বলিয়া অহুসঙ্কান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে কমাল-উদ্দীনকে আবেদন করিতে বলা হয়। আবেদন-পত্রে অভিযোগটি বেশ সাজাইয়া দেওয়া হয়, গঙ্গাগোবিন্দের ও আর্চডিকনের নামে সে যে অভিযোগ-পত্র নন্দকুমার ও ফাউককে দেয়, তাহা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতিকে ভয় দেখাইবার জন্ত লিখিত হয়, বস্ততে তাহা তাহার কাউন্সিলে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে সে নন্দকুমারের নিকট উহা যখন কিরাইয়া আনিতে যায়, তখন নন্দকুমার তাহাকে বলেন যে, সে যদি গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-পত্র লিখিয়া দেয়, তবে গঙ্গাগোবিন্দের নামের অভিযোগ-পত্র কিরাইয়া দিবেন। কমাল তখন বাধ্য হইয়া নিজের সুশীকে দিয়া নন্দকুমারের অভিপ্রায় অহুসারে গবর্ণরের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-পত্র লিখিয়া দেয়। তাহার পর রাধাচরণের সহিত সে

কাউকের নিকট গেল, ফাউক তাহাকে দিখান্না করেন, সুশী গবর্ণরকে কত টাকা বিয়াহ। সে কিছু দিই নাই বলিয়া ফাউক তাহাকে একখানা বহি ছুড়িয়া মারেন, অবশেষে তাহা ধার্য গবর্ণর প্রভৃতির নামে ঘুষের একটা বর্ড লিখিয়া লইয়াছেন। ইহার পর, কমাল ঐ সকল অভিযোগ-পত্র কিরাইয়া পাইবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু পায় নাই।

যথাকালে এই মোকদ্দমা বিচারার্থ উঠিলে নন্দকুমার বলেন, কমাল-উদ্দীন, গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামের অভিযোগ-পত্র কোন দিন কিরাইয়া চাহে নাই, বরং কাউন্সিলে দিবার জন্তই পুনঃপুনঃ অহরোধ করিয়াছে। গবর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিতে কেহ তাহাকে বাধ্য করে নাই, সে নিজেরই লিখিয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখিতে দেয়। তিনি বর্ণনা ভাল হয় নাই বলিয়া তাহার দু-এক স্থল পরিবর্তন করাইয়া কমাল উদ্দীনের সুশীর দ্বারা লিখাইয়া দেন। ফাউক সাহেবও সাক্ষ্য দিলেন। অবশেষে প্রমাণাদির বলে মোকদ্দমার অবস্থা এমন হইল যে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা টেকিবে না। নন্দকুমার নির্মিয়ে অব্যাহতি পাইবেন। ইহা বুরিয়াই হেষ্টিংস উপরাত্তর দেখিতে লাগিলেন।

মীর কাসিমের সময় হইতে কাসিমবাজারে পূর্বোক্ত বোলাকিদাস শেঠের জহরতের কারবার ছিল। নন্দকুমারের শত্রু মোহনপ্রসাদ বাবু যে বোলাকিদাসের আমোক্তার ছিলেন, তিনিই এই ব্যক্তি। নন্দকুমারের সহিত বোলাকির লেন দেন ছিল। মীরকাসিমের সময়ে নন্দকুমার একছড়া মুক্তার কপ্তী, একখানি কল্কা, একটা শিরপাঁচ ও ৪টা হীরকজুহী বোলাকিকে বিক্রয় করিতে দেন। ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমের যুদ্ধ বাধিলে কাসিমবাজার লুট হয়, সেই সময়ে বোলাকির বাড়ীও লুট হয়। সেই সঙ্গে নন্দকুমারের জবাদিও অপহৃত হয়। শেষে বোলাকি নন্দকুমারকে সেই সকল জবোয় মূল্য স্বরূপ ৪৮০২১ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন এবং শতকরা চারি আনা সুদও দিতে স্বীকার করেন। কোম্পানীর নিকট তখন বোলাকির ২ লক্ষের উপর টাকা পাওনা থাকায় তিনি বলেন, ঐ টাকা পাইলেই আপনার এই টাকা স্বেচ্ছাশোধ দিব। এই দলিলে মাতাবরার (মহাতপরার), মহম্মদ কমাল ও বোলাকির উকীল সিলাবৎ সাক্ষী হইয়া সহি করিয়া দেন। তৎপরে বোলাকি নিজের সহি ও মোহর দিয়া নন্দকুমারকে প্রদান করেন।

বোলাকির মৃত্যু হইলে তাহার পরিত্যক্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক পন্নমোহন দাস নিযুক্ত হন। পন্নমোহনের মৃত্যু হইলে

গঙ্গাবিক্রম নামে বোলাকির এক আত্মীয় ও বোলাকির পত্নী তাঁহার বিবরের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাদের সমরেও মোহনপ্রসাদ আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন। পদ্মমোহন যখন বিবরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, সেই সময় কোম্পানীর নিকট হইতে বোলাকীর প্রাপ্য দুই লক্ষ টাকা আদায় হয়। পদ্মমোহন তাহা হইতে নন্দকুমারের ঋণ পরিশোধ করেন, গঙ্গাবিক্রম বিবরাধিকার পাইয়া মোহনপ্রসাদের পরামর্শে বোলাকির সেনা পাওনার হিসাব লইয়া নন্দকুমারের নামে এক দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। যখন এই ঘটনা হয়, তখনও সুপ্রীমকোর্ট হয় নাই। তখন মেয়রস্ কোর্ট ছিল। গবর্ণরই তখন মেয়রস্ কোর্টের সভাপতি। এই মোকদ্দমায় নন্দকুমার বোলাকির অঙ্গীকারপত্রের বলে জরী হন। হেষ্টিংস এই মোকদ্দমার কথা জানিতেন। কারণ তিনিই তখন মেয়রস্ কোর্টের সভাপতি ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সেই অঙ্গীকারপত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি মোহনপ্রসাদকে ডাকাইলেন। মোহনপ্রসাদ আসিলে, তাহার সহিত কি পরামর্শ হইল। তৎপরে মোহনপ্রসাদ সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমারের নামে বোলাকিদাসের নাম ও মোহর জাল করিয়া দলীল প্রস্তুত ও তৎকালে বোলাকির উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে অর্থাপহরণের এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। হেষ্টিংস বড়বস্ত্রের মোকদ্দমার সুবিধা হইবে না দেখিয়া এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। মেয়রকোর্টের সেই পুরাতন মোকদ্দমা হইতে এই কুট বাহির হইল।

তখন ইংলণ্ডীয় আইনে জাল অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত, সুতরাং এই অপরাধীকে এখনকার খুনী-আসামীর স্থায় গণ্য করা হইত।

মোহনপ্রসাদের অভিযোগ উপস্থিত হয় ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে। নন্দকুমার সংবাদ পাইয়া পাছে পলাইয়া যান, এই জ্ঞাত জজেরা তৎক্ষণাৎ কলিকাতার সেরিক মিঃ ম্যাক্লেবীকে এক পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে এইরূপ আদেশ ছিল, ‘আপনি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র মহারাজ নন্দকুমারকে সাধারণ কারাগারে আবদ্ধ করিতে কণবিলম্ব করিবেন না। মোহনপ্রসাদ ও কমাল-উদ্দীন খাঁ নামক দুই ব্যক্তির একাধারে তিনি জাল করিয়াছেন, এইরূপ কতক প্রমাণ পাইয়া বিচারার্থ তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে আদেশ দিলাম।’ প্রধান জজ ইম্পে এই পরোয়ানা লহি করিয়াই চলিয়া গেলেন। যখন পরোয়ানা বাহির হইয়া বাইবার উদ্ভোগ হইতেছে, তখন মিঃ ক্ল্যারেট নামক একজন বিখ্যাত এটর্নী স্বতঃপ্রসূত হইয়া জজদিগকে বলিলেন, ‘নন্দকুমার মাত্ৰগণ্য

সমস্ত ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ। সামান্য অপরাধীর মত তাঁহাকে সাধারণ কারাগারে থাকিতে হইলে তাঁহার জাতিপাত হইবে। বিচারে মুক্তি লাভ করিলেও তাঁহাকে বোধ হয় সমাজে হের হইতে হইবে। অতএব আপনারা কৃপা করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আবদ্ধ করিতে আদেশ দিন।’ জজেরা শুনিয়া বলিলেন, ‘তবে সম্ভার পর ইম্পের বাড়ী গিয়া পরামর্শ করিয়া কথাবিহিত করা যাইবে।’ রাজি ৯টার সময় সংবাদ আসিল যে জজদিগের পূর্ব আজ্ঞামত কার্যই হইবে। সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সমস্ত কলিকাতার হলহুল পড়িয়া গেল। নন্দকুমারের পরিবারে ক্রন্দন উঠিল। রাজি দশটার সময় সেরিক ম্যাক্লেবী আসিয়া নন্দকুমারকে সাধারণ কারাগারে লইয়া গেলেন। সেদিন রাজা গুরুদাস, রায় রাধাচরণ, সপুত্র ফাউক সাহেব ও আরও কতিপয় আত্মীয় স্বজন অধিক রাজি পর্যন্ত কারাগারে মহারাজের নিকট ছিলেন। গুরুদাসের বিদায়ের সময় মহারাজ বলিয়াছিলেন, ‘হেষ্টিংসই যে চক্রান্তের মূল তা আমি বুঝিয়াছি, কিন্তু ইহা আমার অদৃষ্টলিপি, দোষ তাহার নহে, তোমরা উতলা হইওনা, ভগবান্ আমার রক্ষা করিবেন।’

পরদিন প্রাতে সহরের আপামর সাধারণ অনেকেই দেখা করিতে আসিল। অনেকে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইল। নন্দকুমার শুনিলেন, কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। পূর্বরাত্রে জলম্পর্শ করেন নাই। স্নেহস্পৃষ্ট সাধারণ কারাগৃহে তিনি পূজাহিক করিতে পারিবেন না, সুতরাং আহারাদিও করিবেন না, স্থির করিলেন। বেলা বৃদ্ধির সহিত তৃষ্ণা পাইল, পরিচারকবর্গকে জোরে বাজন করিতে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজা গুরুদাস প্রভৃতি আবার চেষ্টা করিলেন। কাউন্সিলের সভ্যরাও জজদিগকে অত্যাচার করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জজেরা কোন মতে সন্মত হইলেন না, বরং কএকজন পণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া দেখাইলেন যে কারাগারে থাকিলে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না। কাউন্সিলের সদস্তেরা যখন জজদিগকে নন্দকুমারের তিনদিন নিরাহার নিরন্তর উপবাসের কথা জানাইয়া অত্যাচার করেন, তখন হেষ্টিংসও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু জজেরা কোন মতে সন্মত হইলেন না, বরং কএকজন পণ্ডিতের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া দেখাইলেন যে, কারাগারে থাকিলে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না।

ইম্পে ইচ্ছা করিলে নন্দকুমারকে এই কারাক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন। অজ্ঞ কোন স্থানে বা নন্দকুমারের নিজ বাড়ীতেই প্রেরণাঘটিত করিয়া রাখিলেও ইম্পের

কর্তব্যের কোন কটী হইত না, বরং যশই বাড়িত, কিন্তু পাছে তাহাতে হেষ্টিংসের বৈরনির্ঘাতন-সুহার সম্যক তৃপ্তির ব্যাঘাত হয়, এই ভক্ত কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না।

অজমিরের অতুরোধে কৃষ্ণজীবন শর্মা, বাগেশ্বর শর্মা, কৃষ্ণগোপাল শর্মা, গৌরীকান্ত শর্মা প্রভৃতি কএকজন পণ্ডিত ব্যবস্থা দেন, কারাগারাদির ভায় স্থানে ভিন্ন ছাদযুক্ত গৃহে স্নেচ্ছাদি সংসর্গরহিত হইয়া গলাজলে স্নানপূজা পাকাদি করিলে পতিত হয় না এবং কারামুক্তির পর বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গৃহীত হইতে পারে। নন্দকুমার এই ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিতেরা নন্দকুমারের কারাগৃহ দেখিয়া বলেন, এস্থলে মহারাজের আহার চলিতে পারে না, তবে করিলে জাতি বাইবে না, কেবল চাক্রারগাদি করিলেই শুদ্ধ হইবেন। যাহা হউক নন্দকুমার এই ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া উপবাসই করিতে লাগিলেন। তৃতীয়দিনে তাঁহার পীড়া হয়। ইম্পে জীত হইয়া ডাঃ নর্দিসনকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রকৃত শোচনীয় অবস্থা জানাইলে ইম্পে কলিকাতার তখনকার কারাধ্যক্ষ মাথু ইয়ওলকে ডাকাইয়া কারাগারের বাহিরের উঠানে একটা তাঁবু খাটাইয়া দিতে বলিলেন। পরে মহারাজ এই স্থানে স্নানপূজাদি করিতেন।

ওদিকে বড়বজ্রের মোকদ্দমা আগে দায়ের হইলেও হেষ্টিংসের প্ররোচনায় জালকরার মোকদ্দমার বিচারের দিন পূর্বেই নিরূপিত হইল। ৮ই জুন বিচার আরম্ভ হইল। ৯ই জুন এডওয়ার্ড স্টট, রবার্ট ম্যাকফারলেন, টমাস স্মিথ, এডওয়ার্ড এলারিস্টন্ ফোসক, বার্গার্ড স্মিথ, জন রবিন্সন, জন ফাওর্সন, আর্থার আডি, জন কলিস, স্যামুয়েল টাউচেট, এডওয়ার্ড স্টারথোয়েট ও চার্লস ওয়েস্টন এই ১২ জন জুরী ও জুরীমকোর্টের চেম্বার্স, হাইড, লেমেষ্টার এই তিন জন জজ এবং প্রধান বিচারপতি ইম্পে বিচারাসনে বসিলেন। ইলিয়টসাহেব দ্বিতীয় এবং নন্দকুমারের পক্ষে এটর্নী জ্যারেট ও বারিস্টার ফরার নিযুক্ত হন। ফরিদাদীর পক্ষে কমাল-উদ্দীন খাঁ, তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খাজা পিক্রস্ সদরউদ্দীন, মোহনপ্রসাদ, রাজা নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণজীবন দাস ও সহবৎপাঠক এই আটজন মূল সাক্ষী ছিল। নন্দকুমারের পক্ষেও অনেক সাক্ষী ছিল। ফরিদাদী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, অসীকার-পত্রের সাক্ষী তিনজনের মধ্যে শীলাবৎ উকীলের মৃত্যু হইয়াছে, মাতাব রার নামে কোন লোক ছিল না, আর মহম্মদ কমলই এই কমাল উদ্দীন খাঁ। নন্দকুমারের পক্ষ হইতে বলা হয়, অসীকার-পত্রের তিন সাক্ষীরই মৃত্যু হইয়াছে। মহম্মদ কমাল-উদ্দীন খাঁ নহে।

ফরিদাদীপক্ষের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে নানা গোলমাল করে। উত্তরপক্ষের মানিত সাক্ষী কৃষ্ণজীবনের সাক্ষ্যও আসামীপক্ষের সুবিধা হয়, কিন্তু ইম্পে জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দিবার সময় কেবল ফরিদাদীপক্ষের সাক্ষীর কথাই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। অবশেষে ১৫ই জুন অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিচার চলে। পরদিন রায় প্রকাশ হয়। মহারাজের প্রাপদগুণের আদেশ হইল। নন্দকুমার কারাগারে গিয়া একটা ভিড়ল গৃহে বাস করেন। আদেশের পর ২২ দিন তিনি কারাগারে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফ্রান্সিস ও ক্রেভারিংকে একখানি পত্রে নিজ দোষহীনতার কথা লিখিয়াছিলেন। নবাব মোবারক উদৌল্লাহ এই সময়ে কাউন্সিলে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে ইংলণ্ডাধিপের নিকট এ বিষয় জানান হউক ও যতদিন তাঁহার আদেশ না আসে, ততদিন নন্দকুমারের কাঁসী স্থগিত থাকুক, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এই কারাবাস-কালে বড়বজ্রের মোকদ্দমারও নিশ্চিতি হয়, তাহাতে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধের অভিযোগে কেহ দোষী হন নাই, কিন্তু বারওয়েলের বিরুদ্ধের অভিযোগে নন্দকুমার ও কাউক দোষী এবং রাধাচরণ নির্দোষ হন।

সেরিক ম্যাক্রেবী নন্দকুমারের এই করদিনের সাহস, অবিচলতা ও গান্ধীর্ষ্যের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এই আগষ্ট প্রাতে সেরিক কারাগারে উপস্থিত হইলেন। এইদিন তাঁহার কাঁসীর দিন। মহারাজ তাঁহার পূর্ব রাত্রিতে নিজের হিসাব পত্র দেখিয়াছিলেন। মহারাজ সেরিককে দেখিয়া নীচে আসিয়া একটা ঘরে বসিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে নিজ অমুচর ব্রাহ্মণ তিনজনকে তাঁহার কৃতদেহ বহনের জন্ত ঈজিত করিলেন। এই সময় তিনি সেরিকের নিকট ক্রেভারিং মনুলনের নামে সন্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে গুরুদাসের তত্ত্বাবধান করিতে এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা বলিয়া মনে করিতে তাঁহার শেখ অমরোধ জানাইলেন। তখনও তিনি স্থির শান্ত। সেরিকের নিকট সময় জিজ্ঞাসা করায় সেরিক বলিলেন, এখনও সময় হয় নাই। শুনিয়া তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎপরে মহারাজ উঠিলেন এবং তাঁহার পরিত্যক্ত জব্বাদি রাজা গুরুদাস লইয়া বাইবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া পাখীতে বসিলেন। খিমিরপুরের নিকট কুলীবাজারে (আধুনিক হেষ্টিংস) বধ্য ভূমি স্থির হইয়াছিল। অমুচর ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হইলে তিনি কিয়ৎক্ষণ পাখীতে বসিয়া জপ করিলেন। পরে তিনি ঈজিত করিলে তাঁহার হাত ধরিয়া দিরা মকে উঠান হইল। তাহার পর মহারাজের ইজিতমাত্র তাঁহার অমুচর তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিল। সেরিক

তখন তাঁহার মুখে প্রশান্তভাব দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার কানী হইয়া গেল। মহারাজের নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ অহুচরেরা তাঁহার শব লইয়া গেল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে গঙ্গা স্নান করিয়া ব্রাহ্মহত্যা-দর্শনজনিত পাপশাস্তি করিলেন। অনেকে ব্রাহ্মহত্যার কলঙ্কিত কলিকাতায় বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গার পরপারে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার বালী উত্তর-পাড়ার ব্রাহ্মণবাসের প্রাচুর্য্য হইল।

তখন কলিকাতায় এক রঙ্গালয় (থিয়েটার) ছিল, ইংরাজেরাই অভিনয় করিতেন। তাঁহারাই ইম্পে ও হেষ্টিংসের অত্যাচার অবলম্বন করিয়া এক রঙ্গনাট্য পর্য্যন্ত অভিনয় করিয়াছিলেন। *

নন্দকুমারের চিহ্ন এখনও আছে, কীর্ত্তিও আছে। তিনি ভদ্রপুরের বাড়ীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ সমবেত করিয়া তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই কার্য্যে তত্ত্বাবধান করেন। এই সমারোহের কার্য্য উপলক্ষে একটা গাথা আছে—

“ভাঙ্গরের নন্দকুমার,

লক্ষ বামন করে হুমার,

কেউ খেলে মাছের মুড়া,

কেউ খেলে বন্দকের হুড়া।” ইত্যাদি।

এই বন্দকের হুড়া অবশ্য ব্রাহ্মণেরা খান নাই, কেননা যিনি পদধূলির জন্য ব্রাহ্মণ আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে হুড়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই পদধূলির কত-কাংশ আজিও কুঞ্জবাটার রাজবাড়ীতে আছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের আসনের জন্য লক্ষ পিঁড়া (কাঠাসন) প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারও ছইচারি খানি আজও ঐ রাজবাড়ীতে আছে। যে তোরণদ্বার দিয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ পুরপ্রবেশ করেন, সে তোরণদ্বারও বর্তমান আছে। মহারাজ বৈষ্ণব ছিলেন। ভদ্রপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন-মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ ও বৃন্দাবনচন্দ্র নামে বিগ্রহ আছেন। গৌরীশঙ্কর নামে শিব ও আকালীপুরের ভদ্রকালীও তাঁহারই স্থাপিত। ভদ্রকালীর মন্দির বর্তমান। নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, বৃন্দাবনচন্দ্র ও গৌরীশঙ্কর প্রতিমা রাজা মহানন্দ (নন্দকুমারের দৌহিত্র) কর্তৃক ভদ্রপুর হইতে কুঞ্জবাটার আনীত হইয়াছে। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ভদ্রপুরের রাণীসারর ও গুরুসারর নামে দুই বৃহৎ পুষ্করিণীও বর্তমান ও কুঞ্জবাটার বর্তমান কুমার কর্তৃক সুসংস্কৃত হইয়াছে। ভদ্রপুরের প্রাসাদের চিহ্ন আছে। মৃত্যুকালে মহারাজ ৫২ লক্ষ টাকা নগদ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রাজা গুরুদাস বিবরাধিকার পান, গুরুদাসের পর

তাঁহার পত্নী রাণী জগদম্বা বিবরাধিকারিণী হন, কিন্তু কিছুদিন পরে মহারাজ নন্দকুমারের একমাত্র দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী রাজা মহানন্দ মাতুলানীর হস্ত হইতে বিবরাধি হস্তগত করেন। রাজা মহানন্দ নিজামতের দেওয়ান হইয়াছিলেন ও রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কুঞ্জবাটার প্রাসাদে যে ঘরে তাঁহাকে খেলাৎ দেওয়া হয়, সে ঘর খেলাৎঘর নামে আজিও বর্তমান। হেষ্টিংসের বিচারপ্রণালী যে নির্দোষ তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ হেষ্টিংসের বিলাতে বিচারকালে রাজা মহানন্দ ও অজ্ঞাত হেষ্টিংসপ্রিয় লোকেরা এ দেশ হইতে এক আবেদন পাঠান। রাজা মহানন্দও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাখামোহন এবং গৌরাজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ, রাখামানতরজিণী নামে সংস্কৃত কাব্য-রচয়িতা।

নন্দকুজা, রাজাসাহী জেলার বরাল নদীর একটি শাখা।

নন্দকুপ, একটি কুপ, কালিয়সর্পদমনের দিন নন্দাদি গোপগণ এই কুপ নির্মাণ করিয়া জল পান করেন। (ভক্তমাল)

নন্দগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটি নগর। এখানে একটি ডাকঘর, তিনটা স্কুল ও বাজার আছে। এই নগরের অনতিদূরে প্রতাপগড় নামক একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দগাঁও, ভরতপুর-গিরিমালায় শিখরদেশে অবস্থিত একটি গ্রাম। এইখানে কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দদেবের বাস ছিল বলিয়া এখানকার লোকেরা ইহার খেতে সমাদর করিয়া থাকে। এখানে নন্দরায়জীর একটি মন্দির আছে। রূপসিংহ নামে কোন এক জাঠ এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। একটি বাঁধান চব্বরের মধ্যস্থলে মন্দির অবস্থিত, এবং উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের উপর দাঁড়াইলে, গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত মথুরা জেলার সকল সমতল ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রাম তাদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে; কিন্তু ইহাতে কতিপয় স্মরণীয় স্থান আছে। মনসাদেবীর একটি মন্দির ব্যতীত, অবশিষ্ট মন্দিরগুলি একই কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন নামে উৎসর্গীকৃত যথা,— নরসিংহের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, যশোদানন্দনের মন্দির, নন্দনন্দনের মন্দির, রাখামোহনের মন্দির ইত্যাদি। যশোদা-নন্দনের মন্দিরটার গঠন নন্দরায়জীর মন্দিরের গঠনের অনুরূপ। উৎকৃষ্ট ভরতপুর পাথরে একটি নির্মিত, ১১৪টা সোপান-বিশিষ্ট সিঁড়ি দ্বারা ঐ মন্দিরে আরোহণ করিতে হয়। এই সিঁড়ি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে, কলিকাতার রামপ্রসাদবাবুর ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বতের পাদদেশে ব্যবসায়ীগণ এবং বাকীসের থাকিবার জন্য অনেকগুলি প্রতরনির্মিত ঘর

* Dr. Busted's Echoes from Old Calcutta.

আছে, এবং পশ্চাৎদিকে একটি বিহৃত উদ্যান আছে। উদ্যানের পরই পান-সরোবর। ইহার বাটগুলি বর্জমানের কোন রাজা বাধাইয়া দিয়াছেন। তথাকার শোকে বলে যে মন্দিরগাঁওতে ৫৬টা কুণ্ড আছে, কিন্তু এই পাণবৃগে সেগুলি সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরগাঁওর ৫ মাইল দূরে বর্ষণ নামে একটি স্থান আছে। উহা কৃষ্ণের প্রণয়িনী রাধিকার জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত।

নন্দগায়ন, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর জেলায় একটি ক্ষুদ্র করদরাজ্য। এখানকার রাজারা ব্রহ্মচারী বৈরাগী। ইহাদের পোষাপুত্রেরা উত্তরাধিকারী হন।

নন্দগিরি, চিতোরের নিকটে পুরাকালে এই নামে এক নগর ছিল।

নন্দগোপিত (জী) নন্দার হর্ষায় গোপিত। রার। (শব্দচ°)
নন্দধু (পুং) নন্দ-অধু (টুতোহধুচ্। পা ৩।৫।৮৯)
আনন্দ। (শব্দর°)

নন্দদাস, একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতবিৎ, ইনি নিষাক্তত্বনির্ণয় ও প্রকাশিনী নামে তত্ত্বসারটীকা রচনা করেন। কাহারও মতে, এই দুই গ্রন্থই ব্যক্তির রচনা।

নন্দদাস সাধু, একজন বৈষ্ণব সাধু। ভক্তমালা ইহার উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্জয়গণ ইহার নামে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য একটা মৃত গোবৎস ইহার ভবনে লুকাইয়া রাখিয়া গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া সেই স্থানে আনে। সাধু এই বড়বস্ত্র বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তাহাতে ঐ বাহুর পুনর্জীবিত হয়। (ভক্তমালা।)

নন্দদেব, নেপালের ঠাকুরীবাংশীর চতুর্থ রাজা। ইহার সময়ে নেপালে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

নন্দন (স্ত্রী) নন্দরত্নীতি নন্দ-গু (নন্দিগ্রহিণীচাদিত্যো লুপি-স্তচঃ। পা ৩।১।১৩৪।) ১ ইন্দ্রবন, ইন্দ্রের উদ্যান।

“অভিজ্ঞানশ্চন্দপাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দনক্রমাঃ।” (কুমার ২।৪১।)

২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টা করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৫।৭।১১।১৩।১৫।১৬ ও ১৮ বর্ণগুণ, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার একাদশ ও সপ্তম অক্ষরে যতি। লক্ষণ—
“নজ ভজ রৈস্ত রেক সহিতৈঃ শিবেইরেনন্দনং।” (ছন্দোম°)

(পুং) ৩ হৃত। (স্ত্রী) ৪ হৃত, হুহিতা। (পুং)

৫ ভেক। ৬ বিহু। (স্ত্রী) ৭ হর্ষক। ৮ মহাদেব। ৯ কুমারাহুচরভেদ। ১০ কামাখ্যাস্থিত পর্বতবিশেষ। এই পর্বত চন্দ্রকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই পর্বতে জয়পতি ইন্দ্র কামাখ্যার সেবার জন্য সর্বদা অবস্থিত আছেন। চন্দ্রদেব প্রতি অমাবস্তার তিন বার চন্দ্রকুণ্ড ও নন্দন পর্বত

প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রকুণ্ডের জলে স্নান করিয়া এই পর্বতে আরোহণপূর্বক ইন্দ্রের পূজা করিলে মহাকল্যাণ হয়। নন্দনের পূর্বভাগে ভয়কূট নামে আর একটি পর্বত আছে। (কালিকাপুং ৭২ অ°)। ১১ বহু সংবৎসরের মধ্যে বড়-বিংশতিতম বৎসর।

“সুভিক্ষং ক্ষেমবারোগাং শতং ভবতি শোভনম্।

বহুকীরাত্তথা গাবো নন্দন্তে নন্দনে প্রিয়ে ॥” (ভবিষ্যপুং)

এই নন্দন বৎসরে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, শত্রু এবং গাভী সকল দুঃখবতী হইয়া থাকে।

নন্দন, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের এক ব্যক্তি শ্রীকণ্ঠচরিত্রচরিতা কবি মন্মথের সমসাময়িক। এক ব্যক্তি সংস্কৃত ‘বর্ণাভিধান’ রচনা করেন। এক ব্যক্তির রচিত শ্রীকচন্দ্রিকা পাওয়া যায়।

নন্দনামে আর এক ব্যক্তি মহাতারতের টীকা এবং মহু-সংহিতার নন্দিনী নামে টীকা রচনা করেন। ইনি বীরমল্ল নামক এক সামন্তরাজের বন্ধু ছিলেন। ইহার পিতার নাম লক্ষণ। মহাত্মরে ইহার ভ্রাতার নাম লক্ষণ।

নন্দন, ১ মেঘর উত্তরস্থিত ইন্দ্রের কানন, দেবরাজের উদ্যান। ২ চৌহান বাংশীর একজন রাজার নাম।

নন্দনচক্রবর্তী, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর অঞ্চলের এক রাজা। ইনি ১২০৬ খৃঃ অব্দে কান্ধুগুড়ায় হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দনজ (স্ত্রী) নন্দনে জায়তে ইতি জন-ড। ১ হরিচন্দন। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (স্ত্রী) ৩ আনন্দজাত যাত্র।

নন্দনন্দন (পুং) নন্দন্ত নন্দনঃ আনন্দজনকঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

[কৃষ্ণ দেখ।]

ভাগবত ১০৩ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিবরণ লিখিত আছে।

(স্ত্রী) ২ যোগমায়া।

নন্দনন্দিনী (স্ত্রী) নন্দন্ত নন্দিনী ৬তৎ। দুর্গা, যোগমায়া। যোগমায়া নন্দের কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বহুদেব কংসভয়ে এই কন্তাকে লইয়া তৎপরিবর্ধে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন, যোগমায়ার প্রভাবে এই বৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে নাই। [কৃষ্ণ দেখ।] হরিবংশ ৫৮ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

“নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।” (মার্কণ্ডেয়পুং)

নন্দনমালা (স্ত্রী) নন্দনা আনন্দজনিকা মালা। মালাভেদ, এই মালা শ্রীকৃষ্ণের অভিশয় প্রিয়।

“তুপ নন্দনমালাত কুরুতে কৃষ্ণবেশনি।

দেবকন্তাযুগৈর্জৈঃ সেব্যতে জয়দারটকঃ ॥” (হারিকানাসাং)

নন্দনব্রিঞ্জ, বাশেখর মিশ্রের পুত্র। মৈত্রেররক্ষিত-কৃত তত্ত্ব-প্রদীপের তত্ত্বপ্রদীপোদ্দীপন নামে টীকা-রচয়িতা।

নন্দনসর, কাশীরের একটি ক্ষুদ্র হ্রদ। হরিপুর নদী এই হ্রদ হইতে নির্গত হইরাছে। ইহা হিন্দুদিগের একটি তীর্থ।

নন্দনাথ, ভারত-কৃত নবরত্নমালার একজন টীকাকার।

নন্দনাবাসী, বঙ্গের শাণ্ডিল্যাগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁও।

নন্দনু (পুং) নন্দ্যনেতি নন্দ-নুচ্, সচ বিৎ। (কহিনলি-জীবপ্রাণিভ্যঃ বিশাশিবি। উপ্ ৩।২৩)। ১ পুত্র। ২ রাজা। ৩ মিত্র। (সংক্ষিপ্তসার—উপাদিবৃত্তি)।

নন্দপণ্ডিত, এই নামে দুই জন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম নন্দ রামপণ্ডিত ধর্ম্মাধিকারীর পুত্র। ১৫৬৮ হইতে ৬৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার অন্ত্র একটি নার বিনায়কপণ্ডিত। কাশীপ্রকাশতত্ত্বমুক্তাবলী, দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা, নবরত্নপ্রদীপ, পরাশরহুতিটীকা, মাধ্বানন্দ-কাব্য, প্রমিতাক্ষরা নামে মিতাক্ষরার টীকা, বিষ্ণুহুতি টীকা, শ্রাদ্ধকরলতা, শ্রাদ্ধমীমাংসা, হুতিসিদ্ধ এবং হরিবংশবিলাস, এই কয়খানি পুস্তক ইহার রচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কাশীরাজ কেশব-নারকের আদেশে ১৬৭৯ সন্থতে কেশব-বৈজ-রত্নী নামে বিষ্ণুহুতিটীকা এবং অঙ্গরাজপুত্র ও হরিবংশবর্ম্মার আদেশে হুতিসিদ্ধ ও সংস্কার-নির্ণয় রচনা করেন।

দ্বিতীয় নন্দ পণ্ডিত ত্রীরামশর্ম্মার পুত্র। ইনি জ্যোতিঃসার-সমুচ্চয়, স্মার্তসমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দপাল (পুং) নন্দং আনন্দং নিধি বিশেষং পালয়তি পালি-অচ্। বরুণ।

নন্দপুত্রী (স্ত্রী) নন্দন্ত পুত্রী ৬৩৭। হুর্গা। যোগমায়া, নন্দ-নন্দিনী।

নন্দপ্রয়াগ, সপ্ত প্রয়াগের মধ্যে একটি। ইহা অলকানন্দা ও নন্দা যোগে উৎপন্ন। [প্রয়াগ দেখ।]

নন্দপ্রভঞ্জনবর্ম্মা, কলিঙ্গের একজন রাজা।

নন্দয়ন্তু (জি) নন্দয়তীতি নলি-য়চ্ সচ বিৎ। (তুত্ববহীতি। উপ্ ৩।২৮)। আনন্দজনক।

নন্দরবার, ১ বোবাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ঝাংনেশ জেলার একটি উপবিভাগ। ২ নন্দরবার উপবিভাগের প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ২১° ২৩' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৮' ৪৫" পূঃ। ইহা ঝাংনেশের একটি অতি পুরাতন স্থান।

নন্দরাজ, সিদ্ধ প্রদেশের উত্তরাংশে এক নগর আছে। কথিত আছে, সত্যযুগে ঐ নগরে নন্দরাজ নামে এক রাজা থাকিতেন, তাঁহার সাত কন্যা জন্মিয়াছিল, কিন্তু পুত্র ছিল না। সম্মুখানারী

জ্যোষ্ঠা রাজকুমারী জশলারীরের অন্তর্গত কক্ক নামক স্থানে গমন করিয়া ছিলেন। সেই স্থানে ভদ্রেশ্বর এক রাজপুত্রের সহিত উক্ত রাজকুমারীর পরিণয় হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ নগরের বাবতীর অর্থ ও সমৃদ্ধি রাজকুমারীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। লক্ষী বুদ্ধিক রূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

নন্দরাম, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ইনি ইষ্টদর্শন, গ্রহণ-পদ্ধতি, এবং প্রগতত্ব প্রণয়ন করেন। শেবোক্ত পুস্তক খানি ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। ঐ নামে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আশ্বতত্ত্বপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নন্দরাম দাস, মহাভারতকার সুবিখ্যাত কাশীরাম দাসের পুত্র। ইনিও পিতার জায় লুকবি ছিলেন। পিতার ন্যায় ইনিও মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে ইহার রচিত মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইরাছে। পুঁথিখানির অধিকাংশই পূর্ণচন্দ্রোদয়-প্রসঙ্গের ছাপা কাশীরাম দাসের মহাভারতের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও এই পুঁথিতে ছাপা পুস্তক অপেক্ষা কম আছে, তবে অধিকাংশ স্থলে কমই দেখা গিয়াছে, কিন্তু যেটুকু আছে, তাহার প্রত্যেক চরণ ছাপা পুস্তকের প্রত্যেক চরণের সহিত মিল। এতদ্বিন্ন কাশীরামের ছাপা পুস্তকে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা অর্থাৎ অভিমত্কার রণে হুর্ঘ্যোধনের পদ্মনামক এক পুত্রের মৃত্যু, হুর্ঘ্যোধন-ভ্রাতৃগণের ৯৯টি পুত্রের মৃত্যু প্রভৃতি এই পুঁথিতে অবিকল আছে। এতদ্বিন্ন ছাপা পুস্তকে যে অধ্যায়টি যে ছত্রে লিখিত, ইহারও সেই অধ্যায়টি সেই ছত্রে লিখিত। তবে হস্তলিখিত পুঁথিখানিতে অধ্যায় সংখ্যা বেশী আছে। তাহা মিলাইতে গিয়া দেখা গিয়াছে, ছাপার পুস্তকে এক একটি অধ্যায় অতি দীর্ঘ এবং দুইটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবে গঠিত, হস্তলিখিত পুঁথিতে সেই দুই স্বতন্ত্র প্রস্তাব স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে লিখিত এবং ভগিতাযুক্ত।

হস্তলিখিত পুঁথিতে ভগিতা এইরূপ আছে,—

(১) “মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কাশীরামমুত কহে শুনে গুণ্যবান। (পুঁথির পৃঃ ৫১২)

(২) শুনহ ভকত লোক হয় একমতি।

নন্দরাম দাস বলে মোর সাধাভায় গতি ॥ (১৬১২)

(৩) পরারে বলিয়া কহে নন্দরাম দাস ॥” (২২১২)

(৪) “কারহুকুলে উৎপত্তি সেবকুলে স্থিতি

কহে নন্দরাম দাস ॥” (২৪১২)

এই ভগিতার জায় ভগিতা সর্ব্বত্র আছে। এই ভগিতা হইতে নন্দরামকে কারহসেববাংলীর কাশীরামমুত বলিতে

কাহারও সম্বন্ধ হয় না। কাশীরাম নিজ গ্রামে যে সকল ভণিতার অংশ অর্থাৎ “মহাভারতের কথা অমৃত লহরী” “মহাভারতের কথা অমৃত সমান” “দ্রোণ পর্ব সুধারস অপূর্ণ আখ্যান” ইত্যাদি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, নন্দরামের পুঁথিতেও অধিকাংশ স্থলে সেই সকল ভণিতাংশ অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বির তাঁহার নিজস্ব ভণিতাও আছে।—

(১) শুনহ ভকত লোক হয় একমতি।

নন্দরাম দাস বলে মোর রাখাভাম গতি ॥

(২) নন্দরাম দাস বলে সেবি রাখাপতি।

তোমা বিনে কৃষ্ণচন্দ্র নাহি মোর গতি ॥

ইত্যাদিও যথেষ্ট আছে।

এই সকল দেখিয়া অমুমান হয় যে, কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্বন্ধে একটা যে প্রচলিত প্রবাদ আছে,

“আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।

ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্ণপুর ॥”

এই প্রবাদ নিতান্ত অমূলক নহে। এই নন্দরাম দাসের ভণিতা ও পুঁথি পাইয়া এখন বিশ্বাস হইতেছে যে কাশীদাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রাদিই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভের কোন কোন অংশ গাঁথিয়া তুলেন। এই নন্দরামের পুঁথিতেই আর একটা ভণিতা পাওয়া যায়—

(১) মহাভারতের কথা শুনে গুণাবান।

কাশীরামদাস কহে রামনারায়ণ ॥

(২) দ্রোণপর্ব সুধারস অপূর্ণ কথন।

পাঁচালী প্রবন্ধে কহে রামনারায়ণ ॥

এই রামনারায়ণ কে? তাহার বীমাংসা হয় নাই, কিন্তু সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে এই রামনারায়ণের ভণিতা ঐ দুইটা ছাড়া আর একটাও নাই, সুতরাং বোধ হয় যে যে অধ্যায়ে রামনারায়ণের ভণিতা আছে, সেই সেই অধ্যায় রামনারায়ণ নামক কাশীরামের কোন আত্মীর রচনা।

নন্দরামের পরিচয় অধিক কিছু পাওয়া যায় নাই, তবে বাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে মনে করা যাইতে পারে। মুদ্রিত পুস্তকে যে যে স্থলে নন্দরামের ভণিতার পরিচয় কাশীরামের ভণিতা পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে এই রূপ বিবেচনা হয় যে উহাও কোন জয়গোপালী সংশোধনের ফল। কিন্তু সে সংশোধন শতাধিক বর্ষেরও পূর্বে হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাশীরামের পর তাঁহার পুত্র নন্দরাম যে মহাভারত রচনা করেন, তাহার আরও একটা প্রমাণ এই যে, নিম্নোক্তোক্ত পিতার লিখিত ভণিতাংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও

তাঁহার “রচিত প্রত্যেক পংক্তি মুদ্রিত পুস্তকের প্রত্যেক পংক্তির সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কাশীরামের অন্ত্যস্ত আত্মীরও এইরূপ মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ মিল দেখা যায় না। নন্দরামের কবিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভ্রুতি বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে কাশীরাম দাসের মহাভারতের অতি পুরাতন একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কাশীরামের পরিচয় আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে কাশীরামের প্রপিতামহের নাম প্রিয়াকর বা প্রিয়ধর নহে। ত্রীকৃষ্ণদাস। “ত্রীকৃষ্ণদাসের পুত্র সুধাকর নাম।” বিশ্বকোষের “কাশীরাম দেব” শব্দে “তমুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিতা” এই পাঠের স্থলে উহাতে “তমুজ তাত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসপিতা” এইরূপ পাঠ আছে। কাশীরামের অমুজ গদাধরদাসের জগৎ-মঙ্গল নামক গ্রন্থে তাঁহাদের এইরূপ বংশ-পরিচয় আছে—

“ভাগীরথীতীরে বটে ইন্দ্রানী নাম।

তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিদ্ধি গ্রাম ॥

অগ্রবীপের গোপীনাথের বামপদতলে।

নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে ॥

তাহাতে শান্তিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।

দামোদরপুত্র তার সদা ভজ্ঞে হরি ॥

হুবরাজা সুবরাজা তাহার নন্দন।

হুবরাজপুত্র হইল মিলএ যতন ॥

তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্জয়।

তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥

রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।

রঘুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥

প্রসঙ্গ রঘু দেবেশ্বর কেশব হুন্দর।

চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥

প্রিয়সঙ্গ হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব।

অমু সুধাকর নধু রাম যে রাঘব ॥

সুধাকরনন্দন যে এ তিন প্রকার।

ভূমীজ কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥

প্রথমে ত্রীকৃষ্ণদাস ত্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥

দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস তত্ত্ব ভগবানে।

রচিলা পাঁচালী রঙ্গ ভারতপুরাণে ॥

জগতমঙ্গলকথা করিলা প্রকাশ।

তৃতীয় করিষ্ট দীন গদাধর-দাস ॥”

জগৎমঙ্গলের পুঁথিতে বেরূপ আছে, ঠিক তাহাই উদ্ধৃত

হইল। এই পুঁথির বর্ণনাই যেন প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। অপরাপর পুঁথি-লেখকের দোষে কাশীরামের পরিচয় উণ্টাপাণ্টী হইয়াছে। নন্দরামের পিতৃবা গদাধর দাস জগৎমঙ্গলের রচনা-কাল এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

“কল্পপুরাণের মত শুনিয়া বিচিত্র।
কত ব্রহ্মপুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥
না বুঝয় পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে।
তে কারণে রচিলাম পাঁচালীর মতে ॥
ইহা শুনি কৃতার্থ হইব সর্বজন।
ইহলোকে স্রুথ অস্ত্রে গতি নারায়ণ ॥
সপ্তবটি শকাব্দা সহস্র পঞ্চ শতে।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ দেখা মতে।
নরসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥
মহালয় তাপী হয় বেরিজ সহর।
উৎকল উত্তম শুনি নিকট নগর ॥
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর।
বিখ্যাসের বাটা স্থিতি সেই স্থানবর ॥
দুর্গাদাস চক্রবর্তী পড়িল পুরাণে।
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হইল মনে ॥
পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
নাহি সন্ধিজ্ঞান মোর না পড়ি ব্যাকরণ ॥”

উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, ১০৫০ সনে বা ১৫৬৭ শকাব্দে গদাধর জগৎমঙ্গল রচনা করেন। তৎকালে উৎকলে নরসিংহ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে অথবা ইহারই অনতিপরে গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র কবি নন্দরাম বিদ্যমান ছিলেন, তাহা মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায়।

নন্দবংশ, নন্দবংশী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও বিহারে আভীর গোপ বা গোয়ালদিগের মধ্যে একটি বিভাগ।

নন্দবক, বৈশ্য রাজপুত্রদিগের একটি শাখা।

নন্দবন, নন্দন-কানন, মর্ত্যবাসীদিগের ভোগ-কাল শেষ হইলে, তাহার এই স্বর্গীয় কাননে আসিয়া সহসা পূর্ণরূপ পরিহার-পূর্ণক নূতন রূপ ধারণ করে। (পুরাণ)

নন্দবনা, আজমীর এবং তরিকটবর্তী স্থানবাসী এক শ্রেণীর বণিক জাতি।

নন্দবনিবোর, রাজপুতানার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে প্রধানতঃ মাড়বারে দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দবরিক, তৈলঙ্গের নিয়োগী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি থাক।

নন্দবর্জন, মগধের একজন রাজা। কথিত আছে, ইনি অযোধ্যায়

মণিপর্কত নামক কৃত্রিম পর্কতটী নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং মগধ হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম তুলিয়া দিয়া জাতিভেদ রহিত করেন।

নন্দভূম্বর, একজন জৈন পণ্ডিত। হেমচন্দ্রের শব্দার্থশাসন-লঘুভূক্তির অবচুরি-রচয়িতা।

নন্দা, নন্দা এবং তাহার ভগিনী নন্দবালা, দুইজনে সেনানী নামক গ্রামের কোন সম্রাট ব্যক্তির কন্যা। তাহারা শুনিরাছিল যে বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে একজন রাজচক্রবর্তী হইবেন; এজন্ত তাহারা পায়স প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়া ছিলেন। বোধিসত্ত্ব একটা মণিমুক্তাখচিত কাটক পায়ে ঐ পায়স গ্রহণ করিয়া আহারান্তে তাহা নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ভগিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা কোন বর প্রার্থনা করে কি না? তাহারা বলিল, “আপনি যখন রাজ-চক্রবর্তী হইবেন, তখন যেন আমরা আপনার পত্নী হইতে পারি।” বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্ঞানে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন, বিষয়-বিভবে নহে। ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে “আপনার মিথ্যা জ্ঞান অচিরে লাভ হউক” এই আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিল। (অবদান)

নন্দা (স্ত্রী) নন্দমতীতি নন্দি-অচ্-টাপ্। ১ হুগা।

“এবমুক্তা ভবং ব্রহ্মা পুনর্দেবীং স চাত্রবীং।

ভূম্মা দেবি মহৎকার্য্যং কর্তব্যাক্ষতদন্তি নঃ ॥

ভবিষ্যঃ মহিষাধ্যাত্ত অস্তুরস্ত বিনাশনম্।

এবমুক্তা ততো ব্রহ্মা সর্গে দেবাশ্চ পার্শ্বিৎ ॥

যথাগতান্ততো জগ্মুর্দেবীং স্থাপ্য হিমে গিরৌ।

সংস্থাপ্য নন্দিতা বস্মাত্তম্মানন্দা তু সা ভবেৎ ॥” (বরাহপুং)

ব্রহ্মা দেবী ভগবতীকে বলিয়াছিলেন, হে দেবি! তুমি দেবতাদিগের মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, আমাদের আর একটা কার্য্য আছে, তুমি ভবিষ্যতে মহিষাসুর নামক অস্তুরকে বধ করিবে! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সকল দেবতা দেবীকে হিমালয়ে সংস্থাপিত করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবীকে হিমালয়ে স্থাপন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম নন্দা হইয়াছে।

স্থানান্তরে আরও লিখিত আছে—দেবী সুরলোক, নন্দন-কানন এবং অতি পবিত্র হিমাচলে অবস্থান করিয়া আনন্দিতা হন, এই জন্তও ইহার নাম নন্দা হইয়াছে। ২ অলিঙ্গর, নাদা, জলের জালা। ৩ তিথিভেদ।

“প্রতিপদেকাদশী বঙ্গী নন্দাজ্যো মনীষিভিঃ।”

(জ্যোতিঃসারসং)

প্রতিপদ, একাদশী ও বঙ্গী তিথির নাম নন্দা। শুক্লবারে যদি এই নন্দা তিথি হয়, তাহাতে সিদ্ধিযোগ হইয়া থাকে।

ইহা যাত্রা কর্ণে শুভজনক। ৪ নন্দ, নন্দ। ৫ সম্পদ।

৬ সংক্রান্তিত্তেদ।

“স্থিরে জীববারে তু নন্দতি সংজ্ঞা

তদা বিপ্রবর্গঃ স্ত্রী যাসমেকং।” (মুহূর্ত্তচিন্তা)

৭ কামধেনু বিশেষ। (অগ্নিপুরাণ কামধেনুপ্রদাননামাখ্যার।)

৮ ধর্ম্মরাজ হর্ষের পত্নী। (ভারত ১৬৬/৩৩)

৯ দিশাল গৃহবিশেষ।

“নন্দাখ্যং তদ্বিশালঞ্চ ধনদং শৌভনং স্মৃতম্।” (বিষকং প ২ অ°)

১০ তীর্থবিশেষ।

নন্দাজ (দেশজ) নন্দ।

নন্দাতীর্থ (স্রী) তীর্থরূপ নদীবিশেষ। মহাভারতে বনপর্কে এই তীর্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হেমকুট পর্বতের অদূরে নন্দা ও অপারনন্দা নামে দুইটো নদী আছে। এই স্থানের অবস্থা অতিশয় বন্ধুর। সাদারণ লোকে এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় না। এ স্থানে সর্বদা প্রবল বায়ু বহিতেছে এবং বারিধর অনবরত বর্ষণ করিতেছে। সর্বদা বেদপাঠ ধ্বনি শ্রুত হয়, অথচ কাহাকেও পাঠ করিতে দেখা যায় না। সারং ও প্রভাত সময়ে অগ্নিদেব দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যদি কেহ এই স্থানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে মক্ষিকা সকল তপোবিদ্যকারী হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে, ইহাতে তপস্বীদিগের তপোভঙ্গ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির এই তীর্থে আসিয়া এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করেন। যুধিষ্ঠির ইহা দেখিয়া লোমশ মুনিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন। রাজন্! এই ঋষভ-কুটে ঋষভ নামে অতি কোপনশব্দাব এক মুনি সর্বদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন, তাঁহাকে অজ্ঞাত লোকে সম্ভাষণ করিত বলিয়া তিনি পর্কতকে এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, সেই অবধি পর্কত এই ভাব ধরিয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবগণ নন্দাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কতকগুলি পুরুষ সহসা তাহাদিগের দর্শনার্থ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু ইজাদি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন দানে অনিচ্ছুক হইয়া এই স্থানকে পর্কতপরিধি দ্বারা দুর্গাকারে নির্দিষ্ট করিলেন। সেই অবধি এই স্থান দুর্গম হইয়াছে। এই তীর্থে যাহারা অবগাহন করে, তৎকণাৎ তাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। যুধিষ্ঠির অজ্ঞপ্তগণের সহিত এই তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন।

(ভারত বনপর্ক ১১০ অ°)

নন্দাজ্জ (পুং) নন্দ্য আয়জঃ ৬তং। ১ ত্রীক। (স্রী)

২ বোগনার।

নন্দাপুরাণ (স্রী) একখানি উপপুরাণ। মৎস্ত ও শিবপুরাণের

মতে উপপুরাণের মধ্যে এই পুরাণ তৃতীয়। যে পুরাণের বক্তা কার্তিক এবং বাহাতে নন্দাবাহাঙ্গ্য কীর্তিত হইয়াছে, তাহা নন্দাপুরাণ।

“নন্দায়া যত্র মাহাঙ্গ্যং কার্তিকেন তু ভাবিতম্।

নন্দাপুরাণং তন্মোকে নন্দাধ্যাসিত কীর্ত্যতে ॥” (মৎস্তপু°)

“তৃতীয়ং নান্দমুদ্রিষ্টং কুমারেন তু ভাবিতং।” (হর্ষপু°)

নন্দাক, বেহারে শাকবীপিত্রাক্ষগদিগের মধ্যে একটি সম্প্রদায়।

নন্দায়নীয় (পুং) বাকলির এক শিবা।

নন্দাশ্রম (পুং) নন্দ্য আশ্রমঃ ৬তং। তীর্থভেদ।

(ভারত উদ্যোগ° ১৮৩ অ°)

নন্দাহ্রদতীর্থ (স্রী) তীর্থভেদ।

নন্দিক (পুং) নন্দ্যতীতি নন্দ-ইন্ (সর্ষধাতুভ্য ইন্। উণ ৪।১১৭)

১ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। ২ নন্দিকেশ্বর, মহাদেবের পার্শ্বচর।

(পুং স্রী) ৩ দ্যুতাজ।

“নন্দিতাজ্ঞানন্দে স্রী নন্দিকেশ্বরে পুমান্।” (মেদিনী)

৪ গন্ধর্বভেদ। (ভারত ১।১২৩।৫৩) ৫ মহাদেব। (ভারত

১৩।২৫।৫২) (ভাবে ইন্) ৬ আনন্দ। আনন্দ অর্থে স্রীলিঙ্গও

দেখা যায়। “অতো মে ভূয়সী নন্দির্ষদেবমহুপশ্রুসি।”

(ভারত উদ্যোগ° ১৩৪ অ°)

নন্দিক (পুং) নন্দ আনন্দকারণত্বনাস্ত্য ইতি নন্দ-ঠন্।

১ নন্দী বৃক্ষ। (স্বার্থে কন্।) ২ আনন্দ।

নন্দিকর (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৪।)

নন্দিকা (স্রী) নন্দিক-টাপ্। ১ ইন্দ্রকীড়াস্থান। (নন্দা স্বার্থে

কন্ টাপি অত ইৎ।) ২ অলিঙ্গর, নান্দ।

৩ প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠীতিথি।

“কন্তাসংস্থে রবৌ শক্রকুমারমভ্য নন্দিকাম্।” (তিথিতত্ত্ব)

নন্দিকাচার্য্যতন্ত্র, একখানি সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থ। টোডরানন্দে

ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দিকাবর্ত (পুং) এক প্রকার মণি।

“কুরুবকবৃদ্ধা বজ্রং বৈদূর্য্যং নন্দিকাবর্ত্তে” (বৃহৎস° ২৯।৮)

নন্দিকুণ্ড (স্রী) নন্দিকৃতং কুণ্ডং। তীর্থভেদ। এই কুণ্ডে

দ্বানাদি করিলে ক্রণহত্যার পাপ নাশ হয়।

“কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্।

অভোভ্য বোজনশতাং ক্রণহা বিপ্র মুচ্যতে ॥” (ভারত অহু° ২৫।৫৮)

নন্দিকেশ (পুং) নন্দিকেশ্বর।

নন্দিকেশ্বর (পুং) নন্দিক ঈশ্বরচ। ১ শিববারণাল।

পর্যায়—নন্দী, শালকারন, ভাণ্ডবতালিক, নন্দীধর, তত্ব। (হেম)

২ শিবপর্যায় উপপুরাণভেদ। এই পুরাণ নন্দী কর্তৃক

কথিত। ইহা তত্ব উপপুরাণ।

“চতুর্থঃ শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষাৎ নন্দীশভাবিতম্।” পাঠান্তর—
“নন্দিকেশ্বরধুম্মাখ্যং নন্দিকেশ্বরভাবিতং।” (কুর্ধ্বকুং)

নন্দিকেশ্বর, ১ এক সংকৃত জ্যোতিষী। বোদানরায়ের পুত্র। ইনি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের পরে গণকমণ্ডল ও জ্যোতিঃসংগ্রহসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

২ দক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার কএকখানি গ্রাম। বাদাসি হইতে তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামগুলির মধ্যে মহাকূট নামক স্থানে অনেকগুলি মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। ঐ কারণে এই স্থান মহাকূট নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ এই মহাকূটকে দক্ষিণকানীও বলে। মহাকূটের মধ্যস্থলে বিষ্ণুতীর্থ নামে একটি পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, অগস্ত্যমুনি ঐ পুষ্করিণী নির্মাণ করিয়াছেন। উহার গভীরতার কথন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটে একটি শিবমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বার জলের ভিতরে। প্রবাদ এইরূপ যে, দেবদাস নামে বারাণসীর কোন রাজার কন্ডার মুখ বানরের ছায় হইয়াছিল এবং সেই কন্ডাকে মহাকূট পুষ্করিণীতে দ্বান করাইতে রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়। তদনুসারে রাজা কন্ডাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং মহাকূটেখরের মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার কন্ডার মুখ ভাল হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারের উত্তর-পূর্বে লজ্জগৌরীর মন্দির আছে। লজ্জগৌরীর মূর্তি কাল-শ্রুত্রে খোদিত, বিবসনা, মস্তকবিহীন ও পৃষ্ঠে হেলান দিয়া শায়িত। কথিত আছে, একদা দেবী এবং শিব পুষ্করিণীতে কেলি করিতেছিলেন, এমন সময় একজন ভক্ত পূজা করিতে উপস্থিত হইল। শিব মন্দির মধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং পার্শ্ববর্তী মূর্তিকা মধ্যে মস্তক লুকায়িত করিয়া সেই স্থানেই পড়িয়াছিলেন। বক্ষ্য্য জ্ঞানীলোকেরা ঐ মূর্তির পূজা করে।

নন্দিকেশ্বরকারিকা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর প্রথমে বর্ণিত শিব-হস্তের গুচ্ছ ব্যাখ্যা। ২৭টি মাত্র শ্লোকে রচিত। নাগেশভট্টের শঙ্করমুখ্যে এই কারিকা উদ্ধৃত আছে। উপমহ্য ইহার টীকা করিয়াছেন।

নন্দিকেশ্বরপুরাণ, নন্দীশ্বর ও নন্দিপুত্র নামেও খ্যাত। এক খানি প্রাচীন উপপুরাণ। দেবীভাগবত, শক্তিরত্নাকর, নির্ণয়-সিদ্ধ, আচার্যদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে এবং হেমাক্ষি, মাধবাচার্য্য, রঘু-নন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাল্যাদিক্রোধোপনিষৎ, দত্তাত্রেয়োপনিষৎ, দশশ্লোকী (বোদান্ত), ক্লদাক্ষমাছান্ডা, শিবভোজ ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ নন্দিকেশ্বর পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া খ্যাত। আবার শিবধর্ম্ম ও শিবধর্ম্মোত্তর এই দুইখানি নন্দিকেশ্বরসংহিতার অন্তর্গত।

আগমভববিলাস ও তত্ত্বসারে নন্দিকেশ্বরসংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দিক্ষেত্র, কান্দীরের একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বিজয়েশ্বরের মন্দির আছে।

নন্দিগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খানাপুর উপবিভাগের একটি নগর। অক্ষা° ১৫° ২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৭' পূঃ। এই নগরের অনতিদূরে ভদ্রাবলিষ্ট প্রতাপগড় দুর্গ বিস্তারিত আছে।

নন্দিগ্রাম, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলার একটি তালুক। পরিমাণ ৬৪৯ বর্গমাইল। এখানে বৌদ্ধদিগের অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দিগিরি, ইহার অপর নাম নন্দিহর্গ। [নন্দিহর্গ দেখ।]

নন্দিগুপ্ত (পুং) কান্দীরের একজন রাজা।

নন্দিগ্রাম (পুং) গ্রামভেদ। রাম বন গমন করিলে পর ত্বরিত এই নন্দিগ্রামে রামের পাছকা গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

“বিসংক্টিতঃ স রামেণ পিতৃবর্চনকারিণা।

নন্দিগ্রামে হকরোজ্জ্বালায় পুরঃ কৃতাত্ম পাশ্বকে ॥”

(ভারত ৩২৭৬ অ°)

নন্দিগ্রামী, বঙ্গের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁই।

নন্দিঘোষ (পুং) নন্দিঃহর্বজনকো ঘোষঃ যন্ত। ১ অর্জুনের যথ।

২ বন্দিজনের ঘোষণা। ৩ মঙ্গলঘোষণা। (ত্রি) ৪ হর্বঘোষযুক্ত।

“অষ্টাদশে যো দিবসে প্রাণীমাদেকভোজনম্।

সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি ॥

রথৈঃ স নন্দিঘোষৈশ্চ পৃষ্ঠতঃ সোহহুগম্যতে ॥”

(ভারত অহু° ১০৭ অ°)

নন্দিতরু (পুং) নন্দিরানন্দজনকস্তরুঃ। ধব বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

নন্দিতুর্য্য (ক্লী) নন্দিপ্রিয়ং তুর্য্যং। বাদ্যভেদ। (হরি° ৯০ অ°)

নন্দিভূর্গ, মহিষ্মরের অন্তর্গত কোলার জেলার একটি গিরিভূর্গ।

বঙ্গালুরের ৩১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ২২' ২৭”

উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৩' ৩৮” পূঃ। ইহার শিখরদেশে একটি

বিষ্ণুতালভূমি ও পুষ্করিণী আছে। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে লর্ড

কর্ণওয়ালিস এই ভূর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন।

পূর্বতের পাদদেশে নন্দীনামে একটি গ্রাম আছে। তথায়

শিবরাত্রির দিন একটি পশুমেলা হইয়া থাকে। হায়দর আলী

এবং তৎপুত্র টিপু এই ভূর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নন্দিহর্গে

একটি বিখ্যাত শিবমন্দির ও পাঁচটি প্রবেশের উৎপত্তি-স্থান

আছে। প্রবেশণ পাঁচটার নাম বখা,—উত্তর-পিণাকিনী,

দক্ষিণ-পিণাকিনী, চিত্রাবতী, স্কীরানন্দি এবং অর্কবতী

পাহাড়ে নন্দির একটি মুখ খোদিত আছে। ঐ মুখ হইতে কীরানন্দি নিঃসৃত হইতেছে। উক্ত পঞ্চতীরের মাছায়া 'নন্দিগিরিমাছায়া' বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

নন্দিবজ্র, কানাড়ীভাষায় লিখিত অমৃতব-শিকামণি নামক একখানি গ্রন্থে নন্দিবজ্র সঙ্ক্ষে নিয়মিত উপাখ্যানটী পাওয়া যায়। লোকমায়া নামক একটি দুরন্ত রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল। সে অতিশয় গর্ভিত এবং পরাক্রান্ত হইয়া দেবতাদিগকে বড়ই নিপীড়িত করিতে লাগিল। দেবগণ সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! আমাদের হৃৎকের কথায় কর্ণপাত করুন। দুরন্ত লোকমায়া রাক্ষস আমাদের গকে নিদারুণ কষ্ট দিতেছে। তাহার দৌরাণ্ড্যে আমাদের গকে স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ঐরাবত সম্ভিত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন এবং কহিলেন, অস্তই আমি তাহার বলবীৰ্য্য পরীক্ষা করিব। অনন্তর দেবরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অমরসৈন্য সমভিযাহারে স্বরায় রাক্ষস সন্নিধান উপনীত হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে অযথোচিত কটুবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর যখন দেবেন্দ্র সেই ভীষণকার রাক্ষসকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন, তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া গজপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইলেন। অতঃপর গাত্রোত্থান করিয়া ব্রহ্মার নিকট পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া করঘোড়ে সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ে আরোহণপূর্বক লোকমায়ার নিকট গমন করিয়া বিস্তর যুদ্ধ করিলেন এবং পরিশেষে ক্রান্ত হইয়া কহিলেন, ইহাকে বধ করা আমার শাস্ত্র নহে, বিশালাক্ষ (শিব) এ কার্য্য করিতে সমর্থ। এই কথা বলিয়া তিনি নীলকণ্ঠের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদিমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ আদিবৃষভে আরোহণপূর্বক আগমন করিলেন এবং রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের ছিন্ন মস্তক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব ভূষ্ট হইয়া তাহাকে বর লইতে বলিলেন। তখন রাক্ষস কহিল, হে শিব! আমার মেহে পৃথিবীকে পবিত্র করুন। তখন মহাদেব কৃপাবিষ্ট হইয়া তাহার পৃষ্ঠবংশে দণ্ড, মস্তকে কলস এবং চর্মে পতাকা প্রস্তুত করিয়া তাহার নন্দিবজ্র নাম দিলেন। নন্দি ঐ ধ্বজ তাঁহার অগ্রে অগ্রে লইয়া ঘাইতে লাগিল।

নন্দিন (ত্রি) নন্দ-গিনি-স্ত্রীপ্। ১ হর্ষবৃত্ত। ২ শালভাষণ, শিবের

হারপাল। ৩ মুনিভেদ। [নন্দিকেশ্বর দেখ।] ৪ শিবগণ বিশেষ, এই গণ ত্রিবিধ—কনকনন্দী, গিরিনন্দী ও শিবনন্দী।

“আদ্যঃ কনকনন্দী চ গিরিকাথো দ্বিতীয়কঃ।

সোমনন্দী তৃতীয়স্ত বিজ্ঞেয়া নন্দিনস্তয় ॥” (বহুপু°)

৪ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ। ৫ ধববক্ষ। ৬ বিষ্ণু। ৭ একজন প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ। ক্ষীরস্বামী, সারণ, রায়মুকুট প্রভৃতি উক্ত করিয়াছেন। ৮ অভিনয়দর্পণ নামে নাট্যশাস্ত্রকার। ৯ জৈনদিগের একজন শ্রুতপারগ।

নন্দিনী (স্ত্রী) নন্দ-গিনি-স্ত্রীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ননন্দ, নন্দ।

৩ রেণুকাগন্ধ দ্রব্য। ৪ কচ্ছ। ৫ জটামাংসী।

‘নন্দিনী মায়াং গঙ্গায়াং ননান্দধেহুভেদয়োঃ’ (মেদিনী)

৬ বশিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, এই নন্দিনী কামধেনু, সুরভির কচ্ছ। রঘুবংশপাঠে অবগত হওয়া যায়, দিলীপ ইহাকে আরাধনা করিয়া রঘু নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। (রঘুবংশ)

মহাভারতে লিখিত আছে, দ্রোণা নামা বহু পন্থার বাক্যাসূসারে ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে বশিষ্ঠ তাহাকে শাপ দেন, এই শাপে ইনি পৃথিবীতে ভীষণরূপে অবতীর্ণ হন। [ভারত ১।১৯ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদের মূল এই নন্দিনী। রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—একদিন বিশ্বামিত্র বহুতর সৈন্য সামন্তের সহিত বশিষ্ঠের অতিথি হন। বশিষ্ঠ এই কামধেনু নন্দিনীর প্রভাবে তাহাদের ইচ্ছাসূসারে সকল লোককে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান। বিশ্বামিত্র এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া বশিষ্ঠের নিকট এই ধেনু প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, নন্দিনী কামধেনু, ইহাকে দিতে পারিব না। বিশ্বামিত্র এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া এই ধেনু হরণ করেন। তখন নন্দিনী হাঙ্গারব করিতে লাগিল, তাহাতে কাশ্যোজ, পালান হইতে পল্লব, যোনিদেশ হইতে যবন প্রভৃতি সৈন্য সকল উৎপন্ন হইল। এই সকল সৈন্যের পরাক্রমে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইলেন। (রামায়ণ আদিকাণ্ড এবং ভারত ১।১৭৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) ৭ পত্নী।

“এবং গুণসমাত্যুক্তাং বসবে বহ্নুনন্দিনী।

দর্শয়ামাস রাজেন্দ্রে পুরা পৌরবনন্দন ॥” (ভারত ১।১০।১৬)

‘বহ্নুনন্দিনী বহুপ্রিয়া’ (নীলকণ্ঠ)

৮ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩।৮।১৪৫)

৯ ব্রহ্মাহুচর মাতৃগণবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।৫১)

১০ ব্যাডিমূনির মাতা। (হেমচ° ৩।৫।১৬)

১১ ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি বিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৩টা করিয়া অক্ষর থাকিবে।

তাহার মধ্যে ৩৫৯।১২।১৩ বর্গ গুরু, এবং এতদ্বিধ অষ্টাঙ্ক বর্গ সকল লঘু। লক্ষণ—

“ইহ নন্দিনী সজসসৈ গুরুত্বৈঃ।” (ছন্দোম্)

১২ ছর্গা। দেবিকাতটে পীঠস্থানে বিরাজিত।

“শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।” (দেবীভাগ ৭।৩৩।৫৯)

নন্দিনীতনয় (পুং) নন্দিজাতনয়ঃ। ব্যাডিমূনির পুত্র। ইহার উপাখ্যান বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়,—নন্দের রাজত্ব-কালে উপবর্ষ পণ্ডিতের তিনটি ছাত্র ছিল, ইহাদের নাম পাণিনি, বরকচি ও ব্যাডি। উপবর্ষের অপর নাম কাত্যায়ন। এই তিনজন ছাত্রের মধ্যে পাণিনি অল্পবুদ্বি ছিলেন। ইনি বিচারে পরাজিত হইয়া মহাদেবের তপস্তা করিয়া রুতবিদ্যা হন। পরে হ্রতপাঠ, গণপাঠ, ধাতুপাঠ ও অম্বশাসন এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। বরকচি ইহা দেখিয়া ইহার অবশিষ্টাংশ পরিপুরণের জন্য সংক্ষেপে বার্তিক প্রস্তুত করেন। পরে ব্যাডি এই দুই জনের উক্তার্থের জ্ঞান-পরিদর্শনের জন্য লক্ষ লোকাক্ষয়ক-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (বৃহৎকথা)

নন্দিনীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থ বিশেষ।

নন্দিপুর্বাণ (স্ত্রী) নন্দিনা প্রোক্ত পুর্বাণং। একখানি উপ-পুর্বাণ। [নন্দিকেশ্বর দেখ।]

নন্দিপোতবর্ষা, পল্লববংশীয় একজন রাজা। চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ইহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।

নন্দিমিত্র, জৈন ঋত-পারগদিগের মধ্যে একজন। পদ্মসুন্দর বিরচিত রামমঞ্জারাদয়কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

নন্দিমুখ (পুং স্ত্রী) ১ পক্ষিবিশেষ। ২ ব্রীহিধাতুভেদ। (সুশ্রুত) ৩ মহাদেব। (ভারত শাস্তিপং ২৮৬ অ°)

নন্দী(ন্দী)মুখা (স্ত্রী) শূকরহিত দীর্ঘ গোমুখ।

“নিঃশূকাদীর্ঘগোধুমঃ কচিরন্দীমুখাধিঃ।

শুক্লা বৃহশী পথ্যা তদ্বৎ নন্দীমুখা মৃত্যু।” (ভাবপ্র°)

নন্দীমুখী (স্ত্রী) ১ তন্ত্রা। (হেমচ°) ২ প্রবচন পক্ষিবিশেষ।

“হুলা কঠোরা বৃতা চ যস্তান্ধকুপরিহিতা।

গুটিকা চক্ষুসদৃশী জেরা নন্দী(ন্দী)মুখীতি সা।” (ভাবপ্র°)

যে পক্ষীর চক্ষুর উপরিভাগ হুল, কঠিন ও গোলাকৃতি, ও

জঙ্ঘসের জায় গুটিকা অবস্থিত, তাহাকে নন্দীমুখী কহে।

ইহার বাহু-শূণ্য—পিত্ত, বিষ্ণু, মধুরস, গুরু, শীত বীৰ্য,

সারক এবং বায়ু, কফ, বল ও গুরুবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

নন্দিয়াল, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কণ্ঠ জেলার একটি নগর। অক্ষা° ১৫° ৯০' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩১' ৪০" পূঃ।

IX

নন্দিরূক্ষ (পুং) শিবের একটি নাম।

নন্দিল, জৈনদিগের একজন হাবির। হাবিরাবলীচরিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

নন্দিবর্দ্ধন (পুং) নন্দিং বর্দ্ধয়তি বৃধ-গিচ্-ম্ম। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৫।) ২ পক্ষান্ত। ৩ পুত্র। ৪ মিত্র। (শব্দর°) ৬ বিমান বিশেষ।

“বিমানং ছন্দকং তবদনেকশিখরাততঃ।

সচাষ্টভূমিকস্তম্বং সপ্ততি নন্দিবর্দ্ধনঃ॥” (বিষকর্মপ্রকাশ ৬ অ°)

৭ নিমি বংশীয় রাজবিশেষ। (ভাগ° ৯।১৩।১৪)

৮ মগধের মৌর্যাবংশীয় একজন রাজা।

(ত্রি) ৯ আনন্দবর্দ্ধক (পুত্রাদি।)

নন্দিবর্ষন, পল্লববংশীয় একজন রাজা।

নন্দিবর্ষা পল্লববর্ষা, পল্লববংশীয় এক রাজার নাম।

নন্দিবারলক (পুং স্ত্রী) মৎস্তভেদ, এই মৎস্ত সমুদ্রে হইয়া থাকে। মৎস্ত ইহাকে সামুদ্র মৎস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি, তিনিদল, নিবারক ও নন্দিবারলক প্রভৃতি মৎস্ত সমুদ্রজাত। (সুশ্রুত)

নন্দিরূক্ষ (পুং) [নন্দীরূক্ষ দেখ।]

নন্দিবৈগ (পুং) কলিযুগীয় অপকৃষ্ট নৃপতিভেদ।

“সমস্ত নন্দিবৈগানামিতোত্তে কুলপাংসনাঃ।

বৃগান্তে কৃষ্ণ সত্বতাঃ কুলেহু পুরুষাধমাঃ॥”

(ভারত উদ্যোগ° ৭৩ অ°)

নন্দিষেণ, অজিত-শাস্তিস্তবগ্রন্থপ্রণেতা।

নন্দিস্বামিন্, একজন বৈয়াকরণ। ক্ষীরতরঙ্গিণীতে ইহার নাথোক্ত আছে।

নন্দীষেণ (পুং) ব্রহ্মদত্ত, কুমারাহচর মাতৃভেদ।

(ভারত শা° ৪৬ অ°)

নন্দী, ১ বঙ্গের সাবর্ণগোত্রীয় রাষ্ট্রপ্রেরী ব্রাহ্মণদিগের একটি গাঁই। ২ বঙ্গে কষ্ট বৈদ্য, কায়স্থ, ময়রা, নাপিত, নাঁথারী, তাঁতি, তিলি এবং বাকুইদিগের একটি উপাধি। ৩ বঙ্গে বাহার-জাতি ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে একটি শ্রেণী।

নন্দীকংকুর, মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কণ্ঠ জেলায় একটি নগর।

নন্দীক (দেশজ) মোরগ।

নন্দীট (পুং) ইক্ষুগুপ বা টাক সংযুক্ত ব্যক্তি।

নন্দীমুখ [নন্দিমুখ দেখ।]

নন্দীরূক্ষ (পুং) কোরু দেশ প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিশেষ।

(Cedrela toona) পর্যায় তুলীক, তুলী, পীতক, কছপ,

নন্দী, কুঠেরক, কান্ত। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল,

শিত, রক্ত, দাহ, শিরঃশীড়া, শ্বেন ও কূটনাশক, অগ্নি, পুষ্টি ও বীৰ্যাদায়ক। (রাজনি°)

অশ্বখাকার ক্ষীরবান্ স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে তুঁদ বৃক্ষ। পর্যায় তুল, কুবেরক, কুনি, কচ্ছ, কান্তলক, তুগি, নন্দিবৃক্ষ, কুগি, তুল, নন্দিক, নন্দীবৃক্ষক। (শব্দর°)

মিথিলাদি প্রদেশে তুণী বা তুণ এই নামে প্রসিদ্ধ। পুরা বা ঘোড়ানিম এই নামে বঙ্গদেশে খ্যাত। এই বৃক্ষ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরসিংহ এই নন্দীবৃক্ষের যে কয়টা পর্যায় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা রাজনির্ঘণ্টোক্ত পর্যায়ের সহিত মিল করিলে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ কছেন, তুঁদ ও তুন নামে দুই জাতি বৃক্ষ আছে। তন্মধ্যে তুঁদ নামক বৃক্ষ অমরোক্ত তুল বা তুল শব্দের এবং রাজনির্ঘণ্টোক্ত তুণী শব্দের অপভ্রংশে তুন এই শব্দ হইয়াছে। অমরটীকার ভরতমল্লিক উহাকে অশ্বখাকার ক্ষীরবান্ বৃক্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে একথা বলা যায় না, যে নন্দীবৃক্ষকে পৃথক জাতীয় অশ্বখাকার ক্ষীরবান্ বৃক্ষ বলিয়া বুঝা যায় না, তাহা নহে। ফলতঃ নন্দীবৃক্ষকে তুন কহে এবং অর্থাভারে অশ্বখাকার বৃক্ষকেও বুঝায়। এই হেতু বোধ হয়, ভরতমল্লিক ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের তত্ত্বান্তরোক্ত প্রমাণ দৃষ্টে অমরটীকার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অশ্বখাকার বৃক্ষ ভাবপ্রকাশোক্ত স্থানী বৃক্ষকে কহে এবং স্থানভেদে নন্দীবৃক্ষও বলিয়া থাকে। অমর ও রাজনির্ঘণ্টোক্ত নন্দীকে তুণী কহে।

নন্দীশ (পুং) নন্দী ঈশচ। ১ নন্দী। ২ ভরতোক্ত তালভেদ।

“গোলঘুগোলঘুঃ পু তন্তালে নন্দীশ্বরে মতাঃ।” (সঙ্গীতদামো°)

নন্দীশ্বর (পুং) নন্দিনঃ গণবিশেষস্ত ঈশ্বরঃ। ১ শিব। ২ নন্দীশ-তাল। ৩ শিবস্বরূপাল। ইহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ত্রোতাযুগে নন্দী নামে এক মুনি শিবের উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন, মহাদেব ইহার তপস্তার প্রীত হইয়া ইহার সখীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। নন্দী বলিয়াছিলেন, যদি আপনি নিতান্ত প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। মহাদেব নন্দীর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার ভ্রাতৃরূপ-বিশিষ্ট এবং আমার সদৃশ ত্রিলোচন, সকল গুণবিশিষ্ট ও জরামরণবর্জিত হইবে এবং তুমি দেবদানবদিগের পূজিত ও আমার পার্শ্বচরদিগের মধ্যে প্রধান হইবে। অদ্য হইতে তোমার নাম নন্দীশ্বর হইল এবং তুমি দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান

হইলে। যদি কেহ তোমাকে ঘেব করে, তাহা হইলে আমাকেই ঘেব করা হইবে। তুমি আমার দক্ষিণ দিকের দ্বারে অবস্থান করিবে। (বরাহপুরাণ) কৃষ্ণপুরাণেও ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

৪ একজন কামশাস্ত্ররচয়িতা। বাৎস্তায়নের কামসূত্রে ও পঞ্চশায়ক নামক গ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

নন্দীশ্বরআচার্য গোপালাশ্রমরূপ, অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যাপদ্ধতি-নামক দার্শনিক গ্রন্থরচয়িতা।

নন্দীসরস (স্ত্রী) ইন্দ্রসরোবর। (শব্দমালা)

নন্দ্য, নন্দ আনন্দে কণ্ডুবিদ্যাৎ যক্, নন্দ্য ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নন্দ্যতি। লোট্ নন্দ্যতু। লুঙ্ অনন্দীৎ। লিট্ ননন্দ্য। লুট্ নন্দিতা।

নন্দৈর, দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদ রাজ্যের একটা নগর। অক্ষা° ১৯° ৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৬' ৫০" পূঃ। গোদাবরীতীরে অবস্থিত। শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দের স্মরণার্থ এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে শিখদিগের একটা উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

নন্দোড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রাজপিল্লাই রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২১° ২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৩৪' পূঃ। কর্জন নদীর তীরে অবস্থিত।

নন্দোড়, গুজরাটী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটা শ্রেণী। সুরাটের উত্তরপূর্ব ১৬ ক্রোশ দূরবর্তী রাজপিল্লাই রাজ্যের রাজধানী নন্দোড় নামক স্থানের নামানুসারে এই শ্রেণীর নাম হইয়াছে। নন্দোড়ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃষিকীর্ষি এবং ভিক্ষুক উভয়ই আছে।

নন্দোন্ন, অযোধ্যায় প্রতাপগড় জেলার একটা নগর।

নন্দ্যাদি (পুং) পাণিগ্রন্থে শব্দগণবিশেষ, এই নন্দ্যাদিগণের উত্তর লু প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা নন্দন, বাশন, মদন, দুষণ, সাধন, বর্জন, শোভন, রোচন, (সংজ্ঞা অর্থে সহ তপ ও দম ধাতু) সহন, তপন, দমন, জয়ন, রমণ, দর্পণ, সংক্রমণ, সংঘর্ষণ, সংহর্ষণ, জনান্দন, যবন, মধুসূদন, বিভীষণ, লবণ, চিন্ত-বিলাসন, কুলদমন, শত্রুদমন। (পাণিনি)

নন্দ্যাবর্ত (পুং) নন্দী নন্দজনকো আবর্তো যত্র। গৃহবিশেষ।

“নন্দ্যাবর্তমলিন্দঃ শালাকুড্যাং প্রদক্ষিণান্তগতেঃ।

দ্বায়ঃ পশ্চিমমন্দিরং বিহার শেবাণি কার্যাণি॥” (বৃহৎসং ৫৩।৩২)

যে বাস্তব শালা কুড়োর চতুর্দিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণ ক্রমে নিম্নভাগ পর্যন্ত গমন করে, তাহাকে নন্দ্যাবর্ত বাস্তব কহে। এই নন্দ্যাবর্ত বাস্তব পশ্চিম দিকে দ্বার থাকিবে না, আর অন্তরীক দ্বার সকল হইবে। এই বাস্তব সকল লোকের পক্ষে শুভজনক। ২ ঈশ্বর-সম্বিশেষ।

“দক্ষিণাহুগভালিন্দ্রয়ং বৎপশ্চিমাধুখম্।

পূজনীয়োত্তরচ্ছ্রায়ং নন্দ্যাবর্ত্তং বদন্তি তৎ॥” (ভরত ধৃতসাজ)

৩ তগরবৃক্ষ। ৪ মৎস্তভেদ। ইহার গুণ সংগ্রাহী, কফ ও পিত্তনাশক। (রাজবৎ) ৫ যাত্রাবোগভেদ। ইহাকে নন্দ্যাবর্ত্তক বোগও কহে। [নতাবর্ত্তক দেখ।]

নম্নড়িয়া (দেশজ) ১ শিথিল। ২ ল্পথ। ৩ কঠিন নয়।

নম্নয় (নম্নভট্ট) এই ব্যক্তি তৈলঙ্গভাষার সর্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি তৈলঙ্গভাষার মহাভারতের অধিকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি রাজমহেন্দ্রীর চালুক্যবংশীয় রাজা বিজুবর্দ্ধনের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

নম্নসূরি, সর্বদেবের গুরু এবং চন্দ্রগচ্ছের আচার্য্য। ইনি ব্রহ্মভট্টসূরির শিষ্য। ৮৯৫ সংবতে ইহার মৃত্যু হয়।

নম্নিলম্, যাজ্ঞাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার একটা উপবিভাগ।

নম্নক, মহাঘ অত্রির পুত্র, চন্দ্রাজয়ের বংশে এই নামে এক অতি গুণবান রাজা জন্মিয়াছিলেন। বুদ্ধলব্ধের অন্তর্গত ছত্রপুত্র রাজ্যে খাজুরাহো নামক এক অতি প্রাচীন নগরে একখানি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। ঐ ফলকে নম্নকের বংশ-পরিচয় খোদিত আছে।

নপ্নপ (দেশজ) লোলুপ।

নপ্নরাজিৎ (পুং) ন পরাজীয়তে পরা জি-কর্ম্মণি কিপ্ ‘সহ স্পেতি’ ন শন্দেন সহ সমাসঃ। মহাদেব। (ভারত দ্রোণপং ৮০ অ°)

নপাৎ (ত্রি) পাতি রক্ষতি পা-শত্ ততো নভ্রাভিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। ১ অরক্ষক। “নপাতো হুগ্রং হস্ত মে।”

(ঋক্ ৮।৬৫।১২)

‘নপাতো অরক্ষকস্ত’ (সায়ণ)

এই ‘নপাৎ’ শব্দের রূপ শত্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মত হইবে। অর্থাৎ ‘নপান্ নপাত্তো’ এইরূপ রূপ হইবে। ন পাতয়তি পাতি কিপ্। ২ অপাতক। ৩ পুত্র।

“ঋষীণাং নপাদবৃত্তিতার যজমানঃ।” (শুক্রযজু ২।১।৩১)

‘হে ঋষীণাং নপাৎ পুত্রঃ।’ (বেদদীপ)

নপাত (পুং) নাস্তি প্নাতো যজ্ঞ। দেবযান পথ।

“অবিৎসি নপাতং বিক্রমণঞ্চ বিষ্ণোঃ।” (শুক্রযজু ১৯।৫৬)

‘নাস্তি পাতো যজ্ঞ স নপাতো দেবযানপথঃ যজ্ঞ গতানাং পাতো নাস্তি।’ (বেদদীপ) যেখানে গমন করিলে পতন হয় না, এই অর্থ নপাত শব্দে দেবযান পথ হইয়াছে।

নপুংসক (ক্লী) ন স্ত্রী ন পুমান্ (নভ্রাণ্ নপাদিতি। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাং স্ত্রীপুংসয়ো পুংসকআদেশঃ। ক্লীব, হিঙ্গু।

“উভয়ৌবীজসামান্তে জারতে বৈ নপুংসকম্।” (অথবোধ)

স্ত্রী এবং পুরুষের যদি বীজ সমান হয়, তাহা হইলে নপুংসক জন্মে।

নপুংসক উৎপত্তির বিষয় ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ সময়ে যদি শুক্রের আধিক্য হয়, তাহা হইলে পুত্র, আর্ন্তবের আধিক্যে কন্তা এবং শুক্রশোণিত উভয় সমান হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে, অথবা পরমেশ্বরের ইচ্ছামুসারে হইয়া থাকে।

নপুংসকভেদ—আসেকা, স্ত্রগম্বী, কুস্তীক, দ্বৈর্ধক ও বণ্ড ইহাদিগকেও নপুংসক কহে, ইহাদের মধ্যে বণ্ড ভিন্ন আর আর সকলের শুক্র ধাতু জন্মে।

ইহাদের লক্ষণ—পিতামাতার অতি অল্পবীৰ্য্য দ্বারা যে সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহাকে আসেকা কহে। শুক্রভোজন করিলে এই আসেকা পুরুষের ধ্বজ উচ্ছ্রিত হয় অর্থাৎ এই আসেকা পুরুষ,—অল্প পুরুষ দ্বারা স্বীয়মুখে মৈথুন করাইয়া তাহার শুক্রভোজন করিলে তদ্বারা ধ্বজের উন্নতি হইয়া থাকে।

যে সন্তান পুতিষোনিতে জন্মে, তাহাকে সৌগন্ধিক অথবা নাসাযোনি কহে। ইহারা জননেন্দ্রিয় আত্মাণ করিলে মৈথুন-ক্রিয়ায় সমর্থ হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বীয় পায়ুরন্ধ্রে মৈথুন আচরণ করে, অথবা পুরুষ-বৎ অল্প স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুস্তীক কহে। ইহার অপর নাম গুদযোনি। অস্ত্রের মৈথুন দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি সংসর্গে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে দ্বৈর্ধক কহে। ইহার অপর নাম দৃষ্টযোনি।

মোহবশতঃ ঋতুমতী ভার্যাতে রমণীর ছায় নীচে থাকিয়া সঙ্গম করিলে যে সন্তান হয়, সেই সন্তানের নারীর ছায় আকার ও কার্য্য হয়, অর্থাৎ ঋশ্রহীন ও পুরুষত্ব শক্তিরহিত হয়, ইহাকে বণ্ড কহে। কিন্তু এই বণ্ড-সংজ্ঞক নপুংসক অধোভূত হইয়া অপর পুরুষ দ্বারা স্বীয় গুহরন্ধ্রে সঙ্গমেচ্ছা করে। (ভাবপ্র°)

“সমবীৰ্য্যরজস্বেন নরঃ স্ত্রীপ্রকৃতি ভবেৎ।

নপুংসকমিতি খ্যাতং ন স্ত্রী ন পুরুষো বদেৎ॥”

(হার্য্যত শারীরস্থান ১ অ°)

বীৰ্য্য এবং রক্ত সমান হইলে নর স্ত্রীপ্রকৃতি হয়, ও তাহা-দিগকে নপুংসক কহে, ইহারা না স্ত্রী না পুরুষ।

নপুংসক গর্ভবতীর লক্ষণ—যে গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভকোষ মধ্যে অর্কুদাকার অর্থাৎ গোলাকৃতি ফলের অর্ক ফলতুল্য অহুমিত হয়, এবং পাশবর উন্নত ও উদর সম্মুখে বৃহৎ হয়, তাহার নপুংসক সন্তান জন্মে। (ভাবপ্র°)

মহাভাষ্যে এই শব্দের পুংলিঙ্গ নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

নপুন্মন্ (পুং স্ত্রী) ন পুমান্ আৰ্হত্যাং ন নপুংসকতাবঃ । স্ত্রীৰ ।

“হতাশ্বাহং কুনাথেন নপুংসা বীরযানিনা ।” (ভাগ ৯।১৪।২০)

নপুৰ (দেশজ) পাদালঙ্কার, নুপুৰ ।

নপু (পুং) ন পতন্তি পিতরো যেন নপ-তৃচ্ প্রত্যয়েন সাধু
(নপু নেষ্টৃষ্টিতি । উণ ২।১৬) পুত্র বা কন্তার পুত্র, পৌত্র,
নাতি । পর্যায় হৃতপুত্র । (হেমচ°)

পুত্রের জ্ঞায় কন্তাপুত্রও উচ্চার করিয়া থাকে, এইজন্ত
হৃহিতার পুত্রকেও নপু কহে । যে হেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে—

“নৌহিত্রোহপি হৃমুত্রেনৈব সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ।” (মহু)

নপুত্রী (স্ত্রী) নপু-স্ত্রীপ্ (ঋমুত্রো-স্ত্রীপ্ । পা ৪।১।৫)

পুত্র ও কন্তার পুত্রী, নাতিনী, পর্যায় পৌত্রী, স্ত্রুতাস্ত্রজা,
পৌত্রিকা । (অমর)

নপুংক্ (স্ত্রী) নপু-সংজ্ঞার্য কন্ টাপ্ । বিকির শ্রেণী পক্ষ
বিশেষ । ইহার যাগশব্দ—লঘু, জীত মধুর, কবার ও দোষনাশক ।

নফট্ কী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ।

নফ (পারসী) নাভি । ইহা হইতে নফ-তোলান, বা নফ-
উত্থান কথা হইয়াছে । মুসলমানেরা মনে করে, নাড়ী সরিয়া
গিয়া পেটে এক প্রকার বেদনা হয়, ঐ নাড়ী স্বহানে
আনার নাম নফ-তোলান ।

নফর (আরবী) চাকর, লোক, ব্যক্তি । মুসলমানাধিকারে
বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে ক্রীতদাসেরাই নফর নামে অভিহিত
হইত । নফরের সন্তানেরাও নফর হইত । তাহাদিগকে ইচ্ছামত
দান ও বিক্রয় করা চলিত । দেশীয় অধারোহী সৈন্তে নফর
শব্দে ঘোড়ার সহস্র বুঝায়, এবং কখন কখন, যাহাকে ঘোড়ার
চড়িবার জন্ত নিরোজিত করা হয় তাহাকেও বুঝায় ।

নফিস বিন্ ইওয়াজ, হল্-ই-মজিহ অল্ কানুন নামক
একখানি আরবী ভৈষজ্য গ্রন্থের প্রণেতা । ইনি মির্জা উল্লা
বেগের সমসাময়িক ।

নফরালী (আরবী) ভূতোর কার্য, চাকরী ।

নফা (আরবী) লাভ, লাভ ।

নফিরা (পারসী) ভেরীবাদ্যভেদ ।

নভ, হিংসা (নিষট্) ভূদি, আত্মনে, সক, সেট্ । লট্ নভতে ।
লোট্ নভতাং । লিট্ নেভে । লুঙ্ অনভতি ।

নভ (ত্রি) নভ-অচ্ । ১ হিংসক । (পুং) ২ শ্রাবণ মাস ।

(স্ত্রী) ৩ আকাশ । ৪ চাক্ষুষ মনস্তত্ত্বের সপ্তবিভেদ । (হরিব° ৭ অ°)

৫ চাক্ষুষ মূনির পুত্রবিশেষ । (হরিব° ৭ অ°) ৬ মহাদেব ।

(ভারত ১৩।১৭।৫০) ৭ রামবংশীর রাজভেদ ।

“নিষদন্ত নভঃ পুত্রো নভঃপুত্রো নভঃ তু ।”

(হরিবংশ রামবংশোক্তি)

নভঃকেতন (স্ত্রী) স্বৰ্ঘ্য ।

নভঃক্রান্তিন্ (পুং) নভঃক্রান্তং গগনাক্রমণমত্যাভ্যুত্থিত ইনি ।
সিংহ । (শব্দমা°)

নভঃপান্থ (পুং) স্বৰ্ঘ্য ।

নভঃপ্রভেদ (পুং) বিরূপের বংশধর, কএকটা স্বভাবের ঋষি ।

নভঃপ্রাণ (পুং) নভসঃ প্রাণ ইব । পবন ।

নভঃসদ (পুং) নভসি সীদতি সদ-কিপ্ । ১ দেব । ২ খগাদি°

নভঃসরিৎ (স্ত্রী) নভসঃ সরিৎ ৬তৎ । গঙ্গা, যম্মাকিনী ।

বিকল্পে বিসর্গস্থানে স করিয়া নভসরিৎ এইরূপ পদ হইবে ।

নভঃস্থ (ত্রি) [নভঃস্থিত দেখ°]

নভঃস্থল (পুং) নভঃস্থলমিব যন্ত । ১ মহাদেব ।

(ভারত অমু° ১৭ অ°)

‘শরপরে ঋষিবা’ এই শব্দে বিকল্পে বিসর্গ লোপ করিলে
‘নভঃস্থল’ এইরূপ পদ হয় ।

নভঃস্থিত (পুং) নভসি স্থিতঃ । ১ নরক বিশেষ । (ত্রি) ২
আকাশস্থিত । বিকল্পে বিসর্গ লোপ করিলে নভঃস্থিত এইরূপ
পদ হয় ।

নভঃস্পৃশ্ (ত্রি) নভঃ স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্ । আকাশস্পর্শী ।
গগনস্পর্শী ।

নভঃস্পৃশ (ত্রি) নভঃস্পৃশতি স্পৃশ-ক । গগনস্পর্শী । বিকল্পে
বিসর্গ লোপ করিলে নভঃস্পৃশ এইরূপ পদ হইবে ।

নভগ (পুং) ১ বৈবস্বত মধুর পুত্রভেদ । (ভাগ° ৮।১৩।২)

(ত্রি) ২ আকাশগামী । নাস্তি ভগোয়ন্ত । ভাগাহীন ।

নভকু (ত্রি) নভ-হিংসায়াং বাহুলকাৎ অকু । ১ হিংসক ।
ভন্-বাহ° অকু । ২ শব্দকারক উদক ।

“পর্যন্তস্য নভনুংরুচ্যাবুঃ” (ঋক্ ৬।৫৯।৭)

‘নভনুং ভগতে শব্দকর্মণঃ নভ্রাড়িতিবৎ নভনবঃ উদকানি’
(সায়ণ ।)

(বেদে স্ত্রিয়াং উঙ্ ।) “নভন্ প্রাণুর্বো নভবঃ” (ঋক্ ৪।১৯।৩)

‘নভবঃ হিংসিকাঃ’ (সায়ণ)

নভন্ত (ত্রি) নভ হিংসায়াং কনিন্, নভ্রি সাধু যৎ বা নভসি
হিত ইতি প্ৰবোধরাদিত্যাৎ সাধুঃ । ১ আকাশভব । ২ হিংসক ।

“গায়ং সায় নভন্তঃ” (ঋক্ ১।১৭।১১)

‘হে ইন্দ্র নভন্তঃ নভস্যঃ নভসি ভবৎ নভো ব্যাপিনঃ হিংসকঃ
বা রাক্ষসাদিকস্য’ (সায়ণ)

নভশ্চক্ষুস্ (স্ত্রী) নভসশ্চক্ষুরিব প্রকাশকত্যাৎ । স্বৰ্ঘ্য ।

নভশ্চমস (পুং) নভঃশ্চমস ইব । ১ চক্র । ২ চিত্রাপুং ।
৩ ইন্দ্রজাল ।

‘সায়নভঃশ্চমসশ্চৈব চিত্রাপুংপেজ্জালয়োঃ ॥’ (মেদিনী)

নভচ্চর (জি) নভসি চরতি চর-ট। ১ গগনচারী-পক্ষী।
২ দেব গন্ধর্ব ও গ্রহ প্রভৃতি। ৩ নভঃ স্থায়ীমাত্র। ৪ মেঘ।
৫ বায়ু।

‘নভচ্চরো মনে বাতে বিদ্যাদরবিহঙ্গয়োঃ।’ (বিখ)

নভস্ (স্ত্রী) নহাতে মৌর্যেতি নহ বন্ধনে নহ-অস্থন, ভচ্চাভা-
দেশঃ (নহেহিবিভচ্চ। উণ্ ৪।২।১০) ১ আকাশ। (পুং) ২ শ্রাবণ-
মাস। ৩ মেঘ। ৪ উদক। ৫ ভ্রাণ। ৬ বর্ষা। ৭ পতনশীল
গ্রহ, পতঙ্গ্রহ। ৮ পলিত শীর্ষ। ৯ লগ্নস্থান হইতে দশম
স্থানকে নভস্ কহে। ১০ বিষতত্ত্ব। ১১ মৃণালস্থে।

‘ভ্রাণশ্রাবণবর্ষাস্ত্র বিষতত্ত্বো পতঙ্গ্রহে।’ (মেদিনী)

‘নভো ব্যোমি নভা মেঘে শ্রাবণে চ পতঙ্গ্রহে।

ভ্রাণে মৃণালস্থে চ বর্ষাস্ত্র চ নভাঃ স্তুতিঃ॥’ (বিখ)

[নভ দেখ।]

নভস্ (পুং) নভ শব্দে অস্চ। ১ শকাব্দয়গগন। ২ দশম
মহাস্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। (হরিবং ৭ অ°)

নভসঙ্গম (পুং স্ত্রী) নভসং গচ্ছতীতি নভ-থস্ ততোমুম্।
থগ। (স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।)

নভস্ময় (পুং) নভোময়তে ময়গতো অচ্ বেদে ন পদম্।
আগিত্য। “কৃতোপস্তরণং নভস্ময়ং।” (শুক্ ৯।৬।৯।৫)

‘নভস্ময়মাসিতাং’ (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে নভোময় এইরূপ হইবে।

নভস্ত (পুং) নভসে মেথায় সাধুঃ নভস্-যৎ (ভজ সাধুঃ। পা
৪।৪।৯৮) ভাজ্যমাস।

‘প্রথমা চ দ্বিতীয়া চ নভস্তে মাসি নিম্নিতা।’ (বশিষ্ঠ)

২ স্বারোচিষ ময়ুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অ°)

নভসি আকাশে ভবঃ যৎ। (জি) ৩ গগনভব।

নভস্বৎ (পুং) নভঃ উৎপত্তিকারণধেনাস্ত্যন্ত ইতি নভস-মতুপ্
মন্ত বা। বায়ু। “আকাশাহায়ু” (ঋতি।) আকাশ হইতে বায়ুর
উৎপত্তি হয়, অতএব বায়ুর উৎপত্তির কারণ আকাশ, এই
জন্ত নভস্বৎ শব্দে আকাশকে বুঝায়।

“সহি সর্বস্ত্র লোকস্ত যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।

আদদে নভিনীতোক্ষো নভস্বানিব দক্ষিণঃ॥” (রঘু ৪।৮)

(স্ত্রিয়াং ঙীপ্।) নভস্বতী, অন্তর্ধানের পত্নী। (ভাগ° ৪।২।৪।৬)

নভস্থল (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১।৭।৪৫)

নভা, চৌধুরীকুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলক হইতে নভাবংশের
উৎপত্তি। তিলকের পৌত্র হামীর সিং, ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে নভা
নামক নগর সংস্থাপন করেন। হামীর একজন সাহসী এবং
উদ্যমশীল সর্দার ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রাম জয় করিয়া
পাতিরালাস আলাসিংএর সহিত মিলিত হইয়া সর্-হিলএর

আকগান শাসনকর্তা জেনারেল সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে
জেনারেল নিহত হইলে, হামীর আমদো নামক প্রদেশ
হস্তগত করেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে বিন্দের রাজা গজপৎসিং হামীরকে
পরাজিত ও বন্দী করিয়া সঙ্গর নামক নগর কাড়িয়া
লইয়াছিলেন। হামীরের পুত্র যশোবন্তসিং ইংরাজদের সহিত
সখাতা স্থাপন করিয়া, গবর্নর জেনারেলের নিকট হইতে এই
মর্মে এক সনদ প্রাপ্ত হন, যে তাঁহাকে কোন প্রকার কর দিতে
হইবে না এবং তিনি তাঁহাদের পূর্বতন সত্ত্ব সকল উপভোগ
করিতে পারিবেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে, হোলকর যখন সতায়
উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যশোবন্তের সাহায্য
প্রার্থনা করেন, তখন তিনি অসম্মতভাবে তাঁহার প্রার্থনা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। গুর্খা-সংগ্রামে বিকারীরের যুদ্ধে
যশোবন্ত ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কাবুল-
যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে ছয় লক্ষ টাকা কর্ত্ত দিয়াছিলেন।
১৮৪০ খৃঃ অব্দে যশোবন্ত মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার
পুত্র দেবেব্রহ্মসিংহের শাসনকর্তার উপযুক্ত গুণ ছিল না।
বাল্যকাল হইতে চাটুকার পরিবেষ্টিত থাকিয়া তাঁহার
ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস বদ্ধমূল
হইয়াছিল। চাটুকারেরা তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া-
ছিল যে, ইংরাজ-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, অল্পদিন মধ্যেই
নভারাজ্যই সমগ্র পঞ্জাবের মধ্যে প্রধান হইবে। এই ভ্রমে পড়িয়া
১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শিখ-যুদ্ধে তিনি ইংরাজ-সৈন্যের খাতিয়া সংগ্রহ বা
অস্ত্র কোন সাহায্যই করেন নাই। ইংরাজেরা সেই দোষে দেবেব্র-
সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থলে তদীয় সপ্তমবর্ষবয়স্ক
পুত্র ভরপুরসিংহকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ভরপুরসিংহ বয়ঃ-
প্রাপ্ত হইবার কতিপয় মাস মধ্যেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ
হইল। যুবা রাজা এই সময় অকপটচিত্তে অর্থ এবং রসদ দিয়া
ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। এই উপকারের
প্রতাপকার স্বরূপ, ইংরাজেরা তাঁহাকে লুধিয়ানা প্রদেশ প্রদান
করিয়া বহুবিধ রাজসন্মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। অশ্বালাস
দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়া
তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজপ্রতিনিধি
লর্ড এলগিন তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভায় আসন প্রদান করেন।
কিন্তু এই বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন;
এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান্‌সিং
সিংহাসনে আরোহণ করেন। [নভা দেখ।]

নভাক (স্ত্রী) নভাতি ব্যাপ্তোতীতি নভ-আক। (পিনাকাদয়চ্চ।

উণ্ ৪।১।৫) ১ ভমস্, অন্ধকার। ২ রাহ। ৩ ঋষিবেশ।

নভাক অশভ্যার্থে শিবানিহাদ্য। (পুং স্ত্রী) নভাক ভগ্নতা,
নভাক ঋষির অশভ্য।

নভীত (ত্রি) ন ভীতঃ, বাহুল্যং নঞো ন অ। ভীত নর,
ভয়ের অভাববিশিষ্ট।

নভোগ (ত্রি) নভোগচ্ছতি গম-ড। ১ নভম্ভর, খগ, দেবতা
এবং গ্রহ প্রভৃতি। ২ লগ্ন স্থান হইতে দশম স্থান। ৩ দশম
মহত্তরীয় মণ্ডবিশেষ।

নভোগজ (পুং) নভসি গজইব। মেঘ। (ত্রিকা°)

নভোগতি (স্ত্রী) নভসি আকাশে গতিঃ। ১ গগনতলে গতি,
আকাশগমন। (ত্রি) নভসি গতিবন্ত। ২ খগাদি, গগনচর যাত্র।

নভোজ (ত্রি) নভসি আকাশে আরম্ভে জন-ড। আকাশজাত।

নভোজু (ত্রি) নভস্ জু-কিপ্। আকাশে ব্যাপ্ত।

“নভোজুবো যস্মিন্ধস্য রাধঃ” (ঋক্ ১।১২২।১১।)

‘নভোজুঃ নভসি ব্যাপ্তাঃ’ (সারণ)

নভোদ (পুং) বিষদেবভেজ। (হরিব° ৭ অ°)

নভোদুহ (পুং) নভসঃ সোমি প্রাপুরয়তি নদাদিকমিতি নভস্-
দুহ-ক। মেঘ।

নভোদ্বীপ (পুং) নভসি দ্বীপ ইব। মেঘ।

নভোধুম (পুং) নভসি ধুম ইব। মেঘ। মেঘ সকল আকাশে
ধূমের দ্বারা অবস্থান করিয়া থাকে, এইজন্ত ইহাকে
নভোধুম কহে।

নভোধ্বজ (পুং) নভসি ধ্বজইব। মেঘ। (হেমচ°)

নভোনদী (স্ত্রী) নভসো নদী। স্বর্গজা, মন্দাকিনী। (ভূরিপ্র°)

নভোমণি (পুং) নভসো মণিরিব। সূর্য।

নভোমণ্ডল (স্ত্রী) নভো মণ্ডলমিব। গগনমণ্ডল।

“নৈতরভোমণ্ডলমধুরাশেঃ” (সাহিত্যদ°)

নভোমণ্ডলদীপ (পুং) নভোমণ্ডলে দীপ ইব, প্রকাশকত্বাৎ।
চন্দ্র। “নভোমণ্ডলদীপার শিরোরস্তার ধূর্জটে।

কলাতিবর্দ্ধমানায় নমঃস্ত্রায় চারবে ॥” (তিথিভাষ্য)

নভোহুশুপ (পুং) নভসঃ অহু জলং পিবতি পা-ক। চাতক-
পক্ষী। (Caculus Melanoleucus.) (হেমচন্দ্র ২।৮)

নভোযোনি (ত্রি) আকাশে বাহার জন্ম, শিব।

নভোরজস্ (স্ত্রী) নভসো রজ ইব। অন্ধকার।

নভোরূপ (ত্রি) নভসো রূপং অরোপিতং রূপমিব রূপং বস।

১ নীলবর্ণযুক্ত পদ্ম প্রভৃতি। ২ নীলবর্ণ।

“নভোরূপাঃ পার্জন্নাঃ” (শুক্র বহু° ২৪।৩)

‘নভোরূপাঃ আকাশবৎ নীলবর্ণাঃ’ (বেদদীপ)

নভোরেনু (স্ত্রী) নভসি রেণুবিব আবরকত্বাৎ। কুণ্ডলিকা,
কুঁচ। (ত্রিকা°)

নভোলয় (পুং) নভসি লয়ো বস। বা নভসি লীয়েতে লী-অহু।
ধুম। ইহা আকাশে লীন হইয়া বলিয়া ইহার নাম নভোলয়
হইয়াছে। (ত্রি) ২ গগনলীনমাত্র।

নভোবট (পুং) আকাশমণ্ডল।

নভোবীধী (স্ত্রী) নভসি বীধি ইব। আকাশস্থিত বীধীরূপ পথ।

“অথ চ যাবতাক্ষেন নভোবীধ্যাঃ প্রচরতি তং কালময়ন-
মচক্ৰতে” (ভাগ° ৫।২২।৮)

নভোকস্ (ত্রি) নভ আকাশে ওক্হানং বস। অন্তরীকচর
পক্ষী প্রভৃতি।

“অস্ত্রে চ বিবিধাঙ্গীবা জলদ্বলনভোকসঃ।

গ্রহর্ষকেন্তবতারান্তড়িতঃ স্তনয়িত্ববঃ ॥” (ভাগ° ২।৬।১৫)

নভ্য (ত্রি) নাতয়ে হিতং মাভি-বৎ (উরগানিভ্যো বৎ। পা
৫।১।২) ততো ‘নাভিনভ্যত’ ইতি নভাদেশঃ। ১ রথাদি
চক্রাবরবের হিতকর তৈলাদি। ২ তদর্হ।

“তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা” (শতপথব্রা° ১৪।৪।৩।২৩)

‘তদেব রথচক্রদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি, নাভিচক্রপিণ্ডিকা,
নাভিহিতং নাভি মর্হতি বা নভ্যং তদেতন্নভ্যোকে প্রসিদ্ধং চক্র-
পিণ্ডিকাস্থানীয়’ (ভাষ্য)।

৩ অক্ষ। ৪ রথচক্রানুগুণ অঙ্গন। (সিদ্ধান্তকো°)

নভ্রাজ্ (পুং) ন ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ-কিপ্। মেঘ। (হেম° ২।৩৮)
নম্ [গম্ দেখ।]

নমগদসমুদ্র, যশোর এবং চব্বিশ পরগণার মধ্যস্থলে কপো-
তাক ও খোলপেটুয়া নামক দুইটা নদী মিলিত হইয়া নমগদসমুদ্র
নাম ধারণ করিয়াছে। ইহার অপর নাম পাকশি, বড় পাকশি।

নমঃ খাঁ, এই ব্যক্তির আসল নাম মির্জা মুহম্মদ। সিরাজ
ইহার জন্মস্থান। ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে ইনি নমঃ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত
এবং সম্রাট আলমগীরের পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ও পার্শ্বচর
নিযুক্ত হন। আলমগীরের মৃত্যুর পর, বাহাদুর শাহ, ইহাকে
নবাব দানিসম্মদ খাঁ আলী উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহারই
আদেশে ইনি শাহনামা নামক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া
ছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই ইহার মৃত্যু হয় (খৃঃ অঃ ১৭০৪)।
ইহার রচিত অনেক কবিতা-পুস্তক আছে। তন্মধ্যে এক
খানির নাম হাসন্-ওরা-ইক্ব। আলমগীরের গোলকুণ্ডাবিজয়
হইয়া ইনি যে একখানি বিজয় রসায়ক কাব্য লিখিয়া
ছিলেন, সেই খানিই সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক আদৃত। ঐ কাব্যে
গ্রন্থকার ক্ষুদ্র সেনাপতি হইতে সম্রাট পর্যন্ত কাহাকেও
আক্রমণ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি প্রাচ্য পাকপ্রাণী
সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছেন। তিনি নমঃ
আলী খাঁ নামেও পরিচিত ছিলেন।

নম্যত (পুং) নম্যতে ইতি নম-অতচ্ (ভৃ-নৃ দৃশি যজীতি।

উণ্ ৩।১১০) ১ প্রভৃ। ২ ধ্ব। ৩ নট। ৪ নম্।

নমদেব, মহিষের দক্ষিণিগের মধ্যে একটি বিভাগ। ইহার সকলেই কৃষ্ণোপাসক।

নমন (স্ত্রী) নম-নুট্। ১ নত হওন, প্রণাম। ২ নোয়ান।

নমনকুল, সিংহল দ্বীপস্থ একটি পর্বত, প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ।

নমনীয় (স্ত্রী) নম-অনীয়ন্। ১ নমনযোগ্য, যাঁহাকে মোরাইতে পারা যায়। ২ যাঁহাকে নম্র করিতে হইবে বা নম্র করা আবশ্যক।

নম্ফ্রিক, শ্রীমদেশের লোকেরা চিংড়ী মাছ, মরিচ, রক্তন এবং পলাতু দিয়া এক প্রকার চাটনি প্রস্তুত করে। ঐ চাটনীর নাম নম্ফ্রিক, ইহা জাম দেশে বহুল ব্যবহৃত হয়।

নময়িসু (ত্রি) নম-শিচ্ বাহুলকাৎ ইয়ুচ্। নমনলীল।

“স্তিরা চিরময়িকবঃ” (ঋক্ ৮।২০।১)

‘নময়িকবঃ নমনলীলাঃ’ (সায়ণ)

নমস্ (অব্যং) নম বাহুলকাৎ অন্বন্। ১ নমন, নমস্কার, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারে নিজের অপকর্ষরূপ কার্য, স্বাপকর্ষ অর্থাৎ নিজের হীনতা না বুঝাইলে প্রণাম হইতে পারে না, এই জন্ত স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারের নাম নমঃ। ২ ভাগ, স্ব স্বভক্ষ্যসামগ্রিকুল ব্যাপারভেদ। ‘পুষ্পমিদং বিক্বে নমঃ’ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুষ্পভাগ, এই স্থলে নমস্ শব্দের প্রয়োগেই ভাগ বুঝাইল, অর্থাৎ স্ব স্বভক্ষ্য ধ্বংস হইয়া বিষ্ণুর গ্রহণ হইল।

“পুষ্পমিদং বিক্বে নমঃ ইত্যস্য বিক্বেদেদ্যকমন্ত্রকরণ-ভাগস্য কর্ণেদং পুষ্পমিদার্থক্ৰিয়া চতুর্থী। শ্রীভূদেদ্যকমন্ত্রকরণ-ভাগস্য কর্ণেদং পুষ্পমিদার্থক্ৰিয়া চতুর্থী। শ্রীভূদেদ্যকমন্ত্রকরণ-ভাগস্য কর্ণেদং পুষ্পমিদার্থক্ৰিয়া চতুর্থী। শ্রীভূদেদ্যকমন্ত্রকরণ-ভাগস্য কর্ণেদং পুষ্পমিদার্থক্ৰিয়া চতুর্থী।

নম্যতে ইতি কর্ণধি অন্বন্। ৩ অন্ন। ৪ বজ্র। (নিঘণ্টু)

‘নমস্’ শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা ‘দেবায় নমঃ’ ইত্যাদি। ৫ যজ্ঞ। “যজ্ঞো বৈ নমঃ” (ঋতি)

৬ রত। ৭ স্তোত্র। (ঋক্ ৭।১৬।১)

নমস্ (পুং) নম্যতি নম-অসচ্ (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) অমুকুল।

নমসান (ত্রি) নমস্যা ইতি নাম ধাতোঃ আনচ্ ততো অরোপ-যলোপৌ। নমস্করণলীল।

“বশস্বিনং নমসানা বিধেম” (অথর্ক ৬।৩৯।২)

নমসি(শ্রু)ত (ত্রি) নমস্যা কর্ণধি ক্ত, ততো য লোপঃ। কৃত-নমস্কার। পর্যায়—পূজিত, নমসিত, অহিত, অপচারিত, অর্জিত, অপচিত। (অমর)

নমস্তত্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৭)

নমস্কার (পুং) নমঃ শব্দস্য কারঃ করণং যজ্ঞ। ১ বিবভেদ। (শব্দচ)

নমঃ করণং, নমস্-ক-ব-জ্ঞ। ২ নতি, প্রণাম, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার, করশিরায় সংযোগাদি। ইহার বিবিধ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—নমস্কার ত্রিবিধ কারিক, বাচিক ও মানসিক, প্রত্যেকটি আবার ত্রিবিধ-উত্তম, মধ্যম ও অধম। জাহ্নব ও মন্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে উত্তম কারিক নমস্কার, জাহ্নবদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম এবং জাহ্ন বা মন্তক এই দুই পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুইটি হাত একত্র করিয়া মন্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অধম নমস্কার। নিজে গদ্য বা পদ্যময় উত্তম শ্লোকাদি রচনা করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম উত্তম বাচিক পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম বাচিক এবং তাহা বাক্য উচ্চারণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে অধমবাচিক নমস্কার কহে। ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোবেদজ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কারও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার। ত্রিবিধ নমস্কারের মধ্যে কারিক নমস্কার সর্বপ্রাচীন। এইরূপ নমস্কার করিলে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। (কালিকাপু ৭১ অ°)

রাত্রিকালে আশীর্বাদ বা নমস্কার করিতে নাই, করিতে হইলে ‘প্রাতঃ’-পদ ব্যবহার করিতে হয়।

“রাজৌ নৈব নমস্কর্য্যান্তেনাশীরডিচারিকা।

অতঃ প্রাতঃপদং দত্তা প্রযোক্তব্যে চ তে উতে ॥” (ভারত)

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু, ইহাদিগকে দেখিলে নমস্কার করিতে হয়, যদি কেহ মোহপূর্বক নমস্কার না করে, তাহা হইলে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন কালস্থ্রে গমন করে এবং অগুচি ও যবন হইয়া থাকে।

“দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্ৱা ন মনোদ্যস্ত সত্বমাৎ।

স কালস্থত্রং ব্রজতি যাবচ্চন্দ্রমিবাকরৌ ॥

ব্রাহ্মণঞ্চ গুরুং দৃষ্ট্ৱা ন মনোদ্যো মদ্রাধমঃ।

যাবচ্ছীবনপর্য্যন্তমগুচির্যবনো ভবেৎ ॥” (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ°)

দেবতারন এবং দত্তী ইহাদিগকে দেখিলে নমস্কার করিতে হয়, না করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইতে হয়। বচনান্তরে দেবতারন নমস্কার নিষিদ্ধ। সভা, বজ্রশালা ও দেবতারতন দেখিয়া নমস্কার করিতে নাই। শত্রু যদি উপবেশন করিয়া নমস্কার করে এবং ব্রাহ্মণ তাহাকে ‘দীর্ঘাযুঃ’ লাভ কর, এইরূপ আশীর্বাদ করেন, তাহা হইলে উভয়েরই নরক হইয়া থাকে। দূরস্থিত, জলমধ্যস্থ, চলিত, মদগর্ভিত, ক্রুদ্ধ এবং ধাবিত ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে নাই। পুষ্পহস্ত, জলহস্ত এবং তৈলাভ্যঙ্গ-অবস্থার নমস্কার করিবে না। এই অবস্থার

নমস্কার করিলে যদি আশীর্বাদ করা হয়, তাহা হইলে আশীর্কর্তা ও নমস্কার উভয়েরই নরক হইয়া থাকে।

“দেবতায়তনং দৃষ্ট্য দৃষ্ট্য তু দণ্ডিনন্তথা।

নমস্কারং ন কুর্ঘাদ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীভবন্নরঃ ॥

সভায়াং বজ্রশালায়াং দেবতায়তনেষু চ।

প্রত্যেকস্ত নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

উপবিত্ত নমেৎ শূদ্রো দীর্ঘায়ুর্ভোগো বদেৎ।

স শূদ্রো নরকং যাত্রি ব্রাহ্মণো যাত্রাধোগতিম্ ॥

দূরং জলমধ্যস্থং ধাবন্তং মদগর্জিতম্।

ক্রোধবন্তং বিজানীয়াৎ নমস্কারঞ্চ বর্জয়েৎ।

পুষ্পহস্তো বারিহস্তোত্তৈলাভ্যাজলহিতঃ।

আশীর্কর্তা নমস্কার উভয়োরনরকং ভবেৎ ॥” (কর্মলোচন)

নমস্কার করিবার পূর্বেই অভিবাদন করিতে হয়, ইহা না করিলে নমস্কার যেন সকল দ্রুত থাকে, তাহার ভাগ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ নমস্কার করিলে তাহাকে স্বস্তি এবং ক্ষত্রিয়কে আয়ুস্বৎ, বৈশ্যকে ‘বর্দ্ধতাম্’ বৃদ্ধি হউক এবং শূত্রকে আরোগ্য লাভ কর, এইকপ আশীর্বাদ করিতে হয়।

“অভিবাদয়তঃ পূর্বমশিষং ন প্রযচ্ছতি।

যদ্যুতং ভবেত্তত্ত তস্মাভ্যাং প্রপত্ততে ॥

স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে ত্রয়াং আয়ুয়ানিতি রাজনি।

বর্দ্ধতামিতি বৈশ্বেষু শূদ্রে আরোগ্যমেব চ ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

পিতা বা মাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নমস্কার করিতে নাই, কিন্তু গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধু এবং বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগকে নমস্কার করিতে হইবে।

“মাতুঃ পিতৃঃ কনীরাসং ন নমেষ্বনসাধিকঃ।

নমস্তুর্বাদ্যুরোঃ পত্নীং ভ্রাতৃজায়াং বিমাতরম্ ॥” (যম)

নমস্ত ব্যক্তিগণ উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মহীপতি, মাতুল স্বগুরু, মাতামহ, পিতামহ, বন্ধু, জ্যেষ্ঠ, পিতৃব্য, এক মাতা, মাতামহী, পিতামহী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, স্বজ্ঞ (শাশুড়ী), দিদিশাশুড়ী, ধাত্রী ও গুরুপত্নী, ইহারা সকলেই গুরুহানীর, ইহাদিগকে নমস্কার করিবে। এই সকল গুরুগণকে দেখিবামাত্রই, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতা হইয়া নমস্কার করিতে হইবে। (কর্মপুং ১১ অ°)

গুরুপত্নী যুবতী হইলে পাদগ্রহণ করিয়া নমস্কার করিতে নাই।

“গুরুপত্নী যুবতী নাবিবাদ্যো পাদয়োঃ।

কুলীতি বন্দনং ভূয়ো ভগো বোহহমিতি ত্রবন ॥” (কর্মপুং ১১ অ°)

“অরবেব নমস্কারো ভূয়াদিপ্রতিপত্তিভিঃ।

প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সপূর্বং প্রতিপাদিতঃ ॥” (কালিকাপু°)

প্রণাম শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

নমস্কারী (স্ত্রী) নমস্কারতত্ত্বজ্ঞানিবিব পত্রসঙ্ঘাটো হস্তাতা ইতি, অহ গৌরাদিত্যং স্ত্রী। খদিরিকা শাক, চলিত খৈরীশাক, কেহ কেহ লাজলুকে নমস্কারী কহিয়া থাকেন।

“গণ্ডকালী নমস্কারী সমস্তা খদিরী কচিং।” (বৈদ্যক-রত্নমালা)

২ বরাহক্রান্তা। অমরটীকার ভরত লিখিয়াছেন, ইহার

পাতা অঞ্জলির মত, অঞ্জলি শব্দ নমস্কারবাক্যক, এই জন্ত ইহার নাম নমস্কারী হইয়াছে। “অঞ্জলিরূপপত্রাদ্বয়লেন নমস্কারবাক্যক-ত্বাৎ নমস্কারশীলেব নমস্কারী।” (অমরটীকার ভরত)

নমস্কার্য (ত্রি) নমস্-কৃ-ণ্যৎ। পূজ্য, নমস্কার্য।

নমস্ক্রিয়া (স্ত্রী) নমস্করোতি, নমস্-কৃ-শ, টাপ্। নমস্কার, পূজা।

নমস্ত, নাম ধাতু, নমস্করোতি নমস্-কাচ্। নমস্ত, পূজ্য, ভাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নমস্ততি, লুঙ্ অনমসীৎ, অনমসীৎ। কর্মবাচ্য নমস্যতে।

নমস্ত (ত্রি) নাম ধাতু, কর্মণি ষৎ, অমোপযলোপো। পূজ্য, নমস্কারযোগ্য।

“স্মিয়ো নমস্যা বৃদ্ধাশ্চ বয়সা পত্যুরে বতাঃ।” (মলমাসতত্ত্ব)

নমস্তা (স্ত্রী) নমস্যা ভাবে-অ, স্মিয়াং টাপ্। পূজা।

নমস্ত্য (ত্রি) নমস্যা ছন্দসি উ। ১ নমস্করণশীল।

“স ইদমেন নমস্ত্যভির্চততে।” (ঋক্ ১।৫৫।৪)

‘নমস্ত্যতিঃ নমো বরিব ইতি পূজার্থে কাচ্ ছন্দসীত্যা প্রত্যয়ঃ’ (সায়ণ)। ২ পুরুষবাণী নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২।১৩)

নমস্ত্বৎ (ত্রি) নমস্ মতৃপৃ, মস্ত ব। অন্নবৎ, অন্নবিশিষ্ট।

“স্ববদধবৎনমস্ত্বৎ” (ঋক্ ১।১৮।১৩) ‘নমস্ত্বৎ অন্নবৎ’ (সায়ণ)

নমস্ত্বিন্ (ত্রি) নমস্ মতৃর্থে বিনি। নমস্কারতোজ্ঞস্তুক্।

“রুদ্রা অবসা নমস্ত্বিনং ন।” (ঋক্ ১।১৬।২)

‘নমস্ত্বিনং নমস্কারোপলক্ষিতং ত্তোত্রোপেতম্’ (সায়ণ)

নমাজ (পারসিক) উপাসনা। মুসলমানেরা প্রতিদিন পাঁচবার উপাসনা করিয়া থাকেন। কোরাণে দৈনিক চারিবার নমাজের ব্যবস্থা আছে, যথা,—সায়ংকালে (সসা) এবং প্রাতঃকালে (জুভা) জৈশ্বের মহিমা-কীর্তন, অপরাহ্নে (আসর) এবং মধ্যাহ্নে (জহর) জৈশ্বের তত্ত্বপ্রাপ্তি। এতদ্ব্যতীত রাজির প্রথমভাগে আরও একবার নমাজ হয়। নমাজের পূর্বে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিতে হয়। ঐরূপ আচমনকে ‘অজু’ কহে। প্রথমে সরলভাবে দাঁড়াইয়া, (এদেশে) পশ্চিমা-ভিমুখে অর্থাৎ মক্কার দিকে সম্মুখ করিয়া নমাজ আরম্ভ করিতে হয়। কর্ণস্পর্শ, জাহু পাতিরা উপবেশন, শরীরাঙ্ক সম্মুখে রাখাইরা দণ্ডায়মান, ভূমিত প্রণাম, ও সরলভাবে দণ্ডায়মানাদি নমাজের প্রধান অঙ্গ।

নমাজের সময় হইলে এক ব্যক্তি মসজিদে উঠিয়া, সকলকে উপাসনার্থে ডাকিয়া আহ্বান করে। এই আহ্বানকে আজান, এবং আহ্বানকারীকে মুয়ত্দিন্ কহে। নিম্নলিখিত কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করিতে হয়; যথা—ঈশ্বর সকলের বড় (চারিবার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি এক ঈশ্বর বাতীত অস্ত্র দেবতা নাই (হুইবার), আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত (হুইবার), উপাসনার জন্ত এইখানে আইস (হুইবার), মুস্তির জন্ত এইখানে আইস (হুইবার), ঈশ্বর সকলের বড়। প্রাতঃকালের আহ্বানে অধিকন্তু বলিতে হয়, নিজা অপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল-বাসী মুসলমানেরা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার নমাজ করিয়া থাকেন। যথা—ফজর কি নমাজ অর্থাৎ প্রাতঃরূপাসনা, জহর কি নমাজ—মধ্যাহ্নোপাসনা, আসর কি নমাজ অর্থাৎ অপরাহ্নোপাসনা, মগরিব কি নমাজ—অস্তোপাসনা; আরসা কি নমাজ—সন্ধ্যোপাসনা, নমাজ ইসরাথ—প্রাতে ৭১০ ঘটিকার সময়; সমাজ চান্ড—প্রাতে ৯ ঘটিকার সময়, নমাজ তাহাজ্জু—রাতি ১২ ঘটিকার পর এবং নমাজ-ই-যনাঙ্গা অর্থাৎ সৎকার-কালীন উপাসনা।

নমাজ সমাপনান্তে উপাসক ঈশ্বরের অমুগ্রহ যেন হস্তগত করিবার আশায় উল্টে করোত্তোলন করেন এবং করণমুখে কুলাইয়া ঐ অমুগ্রহ সর্কাক্ষে সঞ্চারিত করিয়া দেন। মুসলমান-দিগের তত্ত্ব আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার কিছু পরিবর্তন বা রূপান্তর করিতে নাই।

নমি সাধু, রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারের একজন টীকাকার। ইনি শালিস্থির ছাত্র। দর্শনসমুদ্রিকা নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি ১২২৫ খৃষ্টাব্দে অলঙ্কারটীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা অতি প্রয়োজনীয়।

নমি, বড় গোল আলুর মত আকারবিশিষ্ট একপ্রকার মূল।

নমি, একজন কবি। ইহার নাম আখীর মুহাম্মদ মাজমু নমি। ইনি অকবরের রাজসভার একজন সভাসদ ছিলেন। ইনি পাঁচখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দশ সহস্র শ্লোক আছে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নমি উল্ নাম, একজন বিখ্যাত আরব দেশীয় কবি। ১০০৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নমিত (ত্রি) নমোহস্ত সজ্ঞাতঃ ইতি তারকাদিভাদিত, বা নম-শিচ-ক্ত, বাহুলকাৎ হ্রস্বঃ। জ্ঞাতনমকার, নমিত।

“অপঃ শালগ্রামা প্রবনপর্যমোদপারসরসাঃ।

সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্ধ্বা ন পিবতি ॥” (বিদ্যমাধব)

নমী (পুং) নম বাহুলকাৎ ঙী। ঋজিভেদ।

“প্রহস্রমীং সাধ্যং সসজ্জং” (ঋক্ ৬।২।১৬)

‘নমীং তৎসংজ্ঞকমুখিন্’ (সারণ)

এই ঋষি ইজের উপাসক ছিলেন, ইজ ইহারই জন্ত নমুচিকে নাম করেন।

নমীনাথ, জৈনদিগের বর্তমান অবসর্পিণীর একবিংশতিসংখ্যক তীর্থঙ্কর। ইক্ষাকুবংশে জন্ম। ইহার পিতার নাম বিজয়, মাতার নাম বিপ্রা। ইহার চরণতিলিখি অশ্বিনী পূর্ণিমা, ইহার বিমানের নাম প্রাণতদেব। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে অশ্বিনী নক্ষত্রে যের রশ্মিতে মথুরা নগরে ইহার জন্ম হয়। ৯ মাস ৮ দিন ইনি গর্ভে ছিলেন। ইহার চিহ্ন কমল, শরীরমান ১৫ ধনু, গাত্রবর্ণ পীত, আয়ুষ্কাল ১০০০০ বর্ষ। ইনি রাজা উপাধিধারী ও বিবাহিত ছিলেন। মথুরা নগরেই ইহার দীক্ষা হয়। ইহার দীক্ষাসঙ্গ ১০০০। ইনি ২০ দিন উপবাস করিয়া দিবকুমারের গৃহে দুই দিন পরে প্রথমে ছন্দ পাষণ করেন। আষাঢ়ী কৃষ্ণাবধীতে ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ৯ মাস ছদ্মস্থ ছিলেন। মথুরা ইহার জ্ঞান-নগরী। ইহার গণধর সংখ্যা ১৭, সাধুসংখ্যা ২০ হাজার, সাধবী সংখ্যা ৪১ হাজার। ইহার সময়ে ৪৫০ জন ১৪শ পূর্বী ১৬০০ কেবলী, ১৭০০০০ শ্রাবক এবং ৩৪৮০০০ শ্রাবিক ছিলেন। অগ্রহারণী শুক্ল একাদশী ইহার জ্ঞানতীর্থ, বকুল বৃক্ষ ইহার দীক্ষাবৃক্ষ, কায়োৎসর্গই ইহার মোক্ষাসন। বৈশাখী কৃষ্ণাদশমীই ইহার মোক্ষতিথি। সমেতশিখরে ইনি মোক্ষলাভ করেন। ইহার প্রথম গণধরের নাম শুভ ও প্রথম আখীর নাম অমিলা। (জৈনশাস্ত্র)

নমুচী (পুং) ন মুঞ্চতীতি মুচ-ইন্, সচ কিং। ১ কম্পর্প। ২ দৈত্যভেদ। বামনপুরাণের মতে শুভের তৃতীয় ভ্রাতা। কশ্যপের দমু নামে এক স্ত্রী ছিল, এই দমুর গর্ভে তিন পুত্র হয়, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শুভ, নিম্নস্ত মধ্যম, নমুচি কনিষ্ঠ। (বামনপুঃ ৫২ অঃ)

২ বিপ্রচিহ্নি নামক দানবের পুত্র। এই দানব প্রথমে ইজের সখা ছিলেন, ইনি সোমরসের সহিত ইজের বলহরণ করেন। ইজ সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে সমুদ্রকোণবৎ বজ্রাস্ত্র লাভ করিয়া তৎ সাহায্যে নমুচিকে নাশ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নমুচির বল ইজের সংক্রামিত করিয়া দেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, নমুচি ইজের নিকট তীত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করে, এবং সেইখানে ইজের সহিত মিত্রতা হয়। ইজ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, আমি আর্দ্র অথবা শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা এবং দিবা বা রাত্রিতে তোমাকে বধ করিব না। পরে ইজ জলের কেণা দিয়া ইহাকে বধ করেন। (ভারত ৯।৪৩ অঃ) ৩ ফলধর।

‘নমুচিস্ত পুমান্ দৈত্যভেদে কুসুমকার্ষুকে।’ (মেদিনী)

নমুচিষিব্ (পুং) নমুচিং ক্ষেটি ষিধ-কিপ্। ইজ্র, নমুচিসূদন।

• “বিগৃহ চক্রে নমুচিষিবা বলী” (মাধ)

নমুচিসূদন (পুং) নমুচিং দৈত্যভেদঃ সূদনতি সূদ-সূ। ইজ্র।

নমুর (পুং) নম বাহলকাৎ উর। নমুচি অম্বর।

“ভূমাসিক্তো নমুরাং ভূতানিজ্রাসি যুতুভাঃ”

(অথর্ব ১২।৪।৪৬)

নমুদ (পারসী) ১ দৃষ্টতঃ। ২ প্রদর্শিত। ৩ স্পষ্ট। ৪ সাধারণ।
৫ বিখ্যাত।

নমুনা (পারসী) ১ দৃষ্টান্ত। ২ সংগ্রহ। ৩ বস্তুর অনুরূপ
অংশ বা আদর্শ, ইহা দেখিলে জিনিস ভাল বা মন্দ হইবে, তাহা
জানা যায়।

নমেরু (পুং) নম্যতে ইতি নম বাহলকাৎ এর। ১ বৃক্ষবিশেষ,
জর-পুমাং, চলিত ছবিয়ানা ফুল। (রাজনি) ২ রক্ত।

“বিশপ্রশূনমেরুণাং ছারাম্বধ্যাত্ সৈনিকাঃ।” (রঘু ৪।৭৪)

নমোগুরু (পুং) নমঃ নমস্করণীয়ঃ গুরুঃ। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের
গুরু, এই জন্ত সকলেরই নমস্যা, অতএব নমস্কার-বিষয়ে গুরু
বলিয়া ব্রাহ্মণকেই বুঝায়।

নমোবাক (পুং) বচ-ভাবে ঘঞ, নমসোবাক বা নমস্কারায়
উচ্যতে বা বাক্ কৰ্ম্মণি ঘঞ। ১ নমোবচন, নমস্কার বাক্য।

“ইদং কবিত্তো পূর্বেভ্যো নমোবাকং প্রোশ্নম্বে।”

(উত্তরচরিত ১ম শ্লোক)

(জি) ২ নমস্কারার্থ কথনীয় বাক্য।

“নমোবাকে প্রস্থিতে অম্বরে।” (শুক ৮।৩৫।২৩)

‘নমস্কারায় প্রোচ্যতে স নমোবাকঃ তস্মিন্ধরে’ (সারণ)

নমোবুধ্ (পুং) বুধ্ ভাবে কিপ্, নমসোবুধস্য বুধ্ বর্জনং বম্বাৎ।
যজ্ঞ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়,
যজ্ঞকে অন্নবর্জকও কহে। কেননা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

“অগ্নৌ প্রান্তাহতিঃ সমাগাদিত্যুপতিষ্ঠতে।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টিরয়া ততঃ প্রজাঃ॥” (গীতা)

অগ্নিতে আহতি দিলে তাহা সূর্যলোকে গমন করে, আদিত্য
হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা হয়।
একমাত্র যজ্ঞই এই সকলের মূল।

“আনো যজ্ঞঃ নমোবুধঃ” (শুক ৩।৪৩।৩)

‘নমোবুধং নমসো অন্নস্য বর্জকং যজ্ঞঃ’ (সারণ)

নম্ব, গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নম্বতি। লিট্
নম্ব। লুট্ নম্বতি। লুঙ্ অনম্বীৎ। এই ধাতু গোপদেশ নহে,
এই জন্ত পদ হইবার কারণ অর্থাৎ হেতু থাকিলেও পদ হইবে
না। বধা প্রনম্বতি, এই স্থলে পদ হইয়া প্রণম্বতি হইতে
পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।

নম্বিয়ুর, যাত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোরমাতোর জেলার
একটা নগর। অক্ষা° ১১° ২১' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২' পূঃ।

নম্বিরাজ, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীপ্রদেশের একজন রাজা।
জ্ঞানরাম নামক স্থানে ভীষ্মের যেরূপ এক মন্দির আছে, ঐ
মন্দিরে ইহার প্রদত্ত (১০৫৩ শকে উৎকীর্ণ) এক দানপত্র
পাওয়া গিয়াছে।

নম্বিতারুণার, একজন সাধু পুরুষ। ইহার অপর নাম স্কন্দর-
মূর্তি। ইহার রচিত ত্তোত্র পাওয়া যায়। ইনি চোলবংশীর
রাজরাজ দেবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।

নম্বুরি, মলবার উপকূলের (প্রাচীন কেরল দেশের) উচ্চ শ্রেণীর
ব্রাহ্মণ। (মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য নম্বুরি ব্রাহ্মণ ছিলেন।)

ইহাদের এই নামের হেতু নম্ব অর্থাৎ বেদ এবং তিরী অর্থাৎ
তাহা অবগত আছেন, ইহারা বেদ অবগত আছেন, বেদবিদ,
এইজন্য এই ব্রাহ্মণের নাম ‘নম্বুতিরী’, অপরূপে নম্বুরি।

কেরলদেশই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। এই
শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যে স্থলে বাস করেন অর্থাৎ বসতবাটীকে
‘মন’ অথবা ‘ইমোম’ কহে। বাটীতে যে পরিমাণ স্থান থাকে,
তাহার মধ্যস্থলে গৃহাদি নির্মিত হয়, প্রাঙ্গণদেশে বৃহৎ হইয়া
থাকে, এই প্রাঙ্গণদেশের একাংশ নাগদিগের নিমিত্ত অর্পিত
হয়। অপর দিকে শবদাহের জন্ত গৃহ শ্মশানরূপে নির্দিষ্ট হয়।
ইহাদের স্ত্রীলোকদিগকে ‘অন্তর্জনা’ অথবা ‘অকতমার’ কহে।
রমণীরা পরিধেয় মোটাকাপড়, হস্তে পিত্তলবলয়, গলায় স্তবর্ণ
কণ্ঠভূষণ ও কর্ণে ইয়ারিং ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন নাক
বিধায় না, কপালে কুচুমধারণ করে না। কেবল ললাটে
চন্দনের তিলক ও চন্দ্রুতে কঙ্কাল ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই সকল অন্তর্জন্যের প্রত্যেকের এক একটা দাসী থাকে,
তাহাদিগকে বুধলী বা পিরম্বী কহে। যখন ইহারা বাহিরে
আসে, তখন বুধলীরা ইহাদের আগে আগে আসে এবং অন্ত-
র্জনাগণ অপর একখণ্ডবস্ত্রে গাত্রাবরণ এবং ভালপত্রের ছত্র
ব্যবহার করিয়া থাকে, এই ছত্র ব্যবহার করার কাহারও
সুখাবলোকন ঘটে না।

নম্বুতিরী ব্রাহ্মণ ৬৪ প্রকার নিয়ম পালন করিয়া থাকেন।

যথা—১। মার্জনীকাঠ দ্বারা মন্ত্যমার্জন করিবে না।

২। রান্নের সময় পরিধেয় বহির্বস্ত্র অর্থাৎ উড়ানি খুলিয়া
রাখিয়া রান্ন করিতে পারিবে না।

৩। বহির্বাস অর্থাৎ উড়ানি দ্বারা গাত্রমার্জন করিবে না।

৪। সূর্যোদয়ের পূর্বে রান্ন করিবে না।

৫। রান্নের আগে রন্ধন করিতে নাই।

৬। পূর্বরাত্রির উষ্মভল ব্যবহার করিতে নাই।

৭। দানের সময় কোনরূপ চিন্তা নিবেদন।

৮। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে জল আনিয়া অস্ত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না।

৯। ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অস্ত্র জাতিকে স্পর্শ করিলে দান করিতে হইবে।

১০। অস্পর্শীয় জাতি সন্নিকটে আসিলে দান করিবে।

১১। পতিতজাতির স্পৃষ্ট কুপ বা সরোবরের জল স্পর্শ করিলে দান করিবে।

১২। যে স্থলে ঝাঁট দেওয়া হইরাছে, সেই স্থলে জল না দিলে সেখানে পা দিবে না।

১৩। স্বমতের চিহ্ন রূপালে ধারণ করিবে।

১৪। যাহা বা ভুক করিবে না।

১৫। পূর্বাধিতার গ্রহণ করিবে না।

১৬। সন্তান ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য পরিভাগ করিবে।

১৭। শিবোপাসক কখন শিবপ্রসাদ পরিভাগ করিতে পারিবে না।

১৮। হস্তদ্বারা অন্ন পরিবেশন করিবে না।

১৯। মাহিষযুতে হোম করিবে না।

২০। বাৎসরিক শ্রাদ্ধে মাহিষযুত ব্যবহার করিবে না।

২১। সম্প্রদায়-নিয়মে আহার করিবে।

২২। পতিত জাতিকে স্পর্শ করিয়া পান করিবে না।

২৩। পাঠাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন করিবে।

২৪। যথাসক্তি গুরুদক্ষিণা দিবে।

২৫। রাত্তার লাড়াইয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিবে না।

২৬। কস্তাবিক্রয়-নিষেধ।

২৭। ব্রতানুষ্ঠান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে।

২৮। রজঃস্রাব অবস্থায় পৃথকভাবে থাকিতে হইবে না।

২৯। স্ত্রী কাটিতে পারিবে না।

৩০। ব্রাহ্মণ আপন বস্ত্র ধুইতে পারিবে না।

৩১। শূত্রের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ করিতে পারিবে না।

৩২। পিতা, পিতামহ, মাতামহ, মাতা, পিতামহী ও মাতামহীদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং পিতৃব্যদিগের উদ্দেশ্যে শাজাহুসারে পিতৃ দিবে।

৩৩। অমাবস্যা বাৎসরিক কার্য শেষ করিবে না।

৩৪। সংবৎসর গত হইলে সপ্তিগদান অর্থাৎ সপ্তিকরণ করিতে হইবে।

৩৫। নক্ষত্রানুসারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে, তিথি অনুসারে নহে।

৩৬। জাত্যশৌচ গত হইলে জাত্যধরিক শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৭। দত্তক অপিতা ও গৃহীত-পিতা এই উভয়েরই শ্রাদ্ধ করিবে।

৩৮। মৃতকে আপন ইচ্ছামতের শ্রাদ্ধে দাহ করিবে।

৩৯। সম্যাস গ্রহণ করিয়া যোষিৎদিগের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিতে নাই।

৪০। পরজন্মের জন্ম কামনা করিবে না।

৪১। পিতা সম্যাস গ্রহণ করিলে পুত্র তাহার শ্রাদ্ধ করিবে না।

৪২। অন্তর্জনাগণ পরপুরুষের মুখাবলোকন করিবে না। ভ্রষ্টা হইলে রাজনীয়মানুসারে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে।

৪৩। অন্তর্জনা আপন আপন তালপত্রের ছত্র এবং বৃষাণী না লইয়া অস্ত্রস্থলে গমন করিতে পারিবে না।

৪৪। যোষিৎগণ নাক বিধাইবে না এবং শিশুর বাল্য, রক্ততাইয়ারিং ও কণ্ঠহার ভিন্ন অপর আভরণ ধারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু অস্ত্র জীর্ণ কণ্ঠাদি স্থানে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে।

৪৫। মাদক দ্রব্য সেবন করিলে সমাজচ্যুত হইবে।

৪৬। ব্রাহ্মণ পরস্পর সংসর্গ করিবেন না, করিলে সমাজ-চ্যুত হইতে হইবে।

৪৭। কখন শূত্রদেবতা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

৪৮। এক দ্রব্য কোন দেবতাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় অপর দেবকে তাহা প্রদান করিবে না।

৪৯। বিবাহাদি কার্যে হোম করিবে।

৫০। ভট্টর ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে থাকিয়া অস্ত্র ঋত্রেণীর ব্রাহ্মণকে আলীকাদ বা অভিবাদন করিবে না এবং অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে কখনই অভিবাদন করিবে না।

৫১। পুরুষ এবং স্ত্রীগণ শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবেন। যোষিৎ-গণের অন্তর ও বহির্বাস থাকিবে, অন্তর্বাসের পরিমাণ ৫ হাত। এই বস্ত্রে হিন্দুস্থানী পুরুষের জ্ঞান কাছা দিবে। সাধারণ ব্রহ্মচারীর জ্ঞান কটিদেশে বহির্বাস বাঁধিয়া রাখিবে। পুরুষেরা কোপীন ধারণ এবং বহির্বাसे সাধারণ ব্রহ্মচারীর জ্ঞান কটিদেশ বন্ধন করিবে।

৫২। ব্রাহ্মণের পক্ষে গোমেষ নিষিদ্ধ।

৫৩। একজন শিব ও বিষ্ণু এই দুইজনের পূজা করিতে পারিবে না।

৫৪। বিবাহিত ব্রাহ্মণ একটীমাত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। ভট্টর ব্রাহ্মণ অন্ততঃ দুইটী গ্রন্থযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে।

৫৫। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যথাবিধানে পাণিগ্রহণ করিবে।

৫৬। ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ ভিন্ন তনয়গণ বেদাধ্যয়ন এবং সমাবর্তনক্রিয়ার পর নার্যা (নারয়)-যোষিত্বে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিবে।

৫৭। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে পঞ্চাশ পিণ্ড দিতে হইবে।

৫৮। অন্তর্জনাগণের মন্তক মুণ্ডন করিবে না, ব্রহ্মচারিণী অবস্থায় থাকিবে।

৫৯। সতীদাহনিবদ্ধ।

৬০। সকলে পুরশ্চুড় হইবে।

৬১। যাহারা 'ইন্দ্রোম' 'মন' বা 'তারবদ' সম্পত্তি ভাগ চাহিবে, তাহারা সমাজচ্যুত হইবে।

৬২। কস্তার বিবাহ ব্রজোদর্শনের পর হইবে। নার্যা (নারয়) ও কত্রিয় জাতির তালিবদ্ধ ক্রিয়া পুশ্পোদ্যমের পূর্বে হইবে। পরে যৌবন-সমাগমে গন্ধর্ব্ব-বিধানে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিবে। নার্যায়মণী অন্তর্জনাগণকে এসবাবস্থায় শুশ্রূষা এবং অনাদি পঞ্চা দিবে। ইহাদের অন্নগ্রহণ করিলেও পতিত হইবে না।

৬৪। নব্বুত্তরী ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন আহারের পর ক্ষৌরকার্য করিতে পারে।

এই ৬৪ প্রকার নিয়ম সকলেই পাণন করিয়া থাকে।

ইহার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া যথাবিধি প্রাতঃশোচাদি সমাপন-পূর্ব্বক সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরে স্নান করিয়া খালি পায়ে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে গমন করিবেন, এবং তথায় গন্ধচন্দনাদি সমাপন করিবেন, পরে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বেদ পাঠ করিবেন। তাহার পর ভোজন। অপরাহ্নে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য শেষ করিয়া সাত্রি ১৮টার পর আহার করিয়া শয়ন করেন। বৈকাল বেলা সাংসারিক কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহার সকলেই প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। এই সকল ব্রাহ্মণ হিন্দু রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অদ্যাপিও কেহ ইংরাজের অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন নাই।

নব্বুত্তরী বালকগণ উপনয়নের পর হইতেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ করেন। বেদাচার্য্য শিষ্যের মন্তক হস্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে তালে তালে দোলাইতে থাকে। শিষ্যও তালে তালে বেদ অভ্যাস করে।

ইহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রই কেবল দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে অনেক কস্তা অববিবাহিতাবস্থায় থাকে এবং বহু বিবাহও প্রচলিত আছে।

ব্রজোদর্শনের পর যাহাদের অববিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহাদের গলদেশে কোন ব্রাহ্মণ তালি নামে মঙ্গলমন্ত্র বীজিয়া দেয়, তাহার পর ব্রতীর অস্তোষ্টিক্রিয়া হইয়া থাকে।

কস্তার বিবাহে পিতাকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রথমে পরম্পরের কোম্পী মিল হওয়া চাই, তাহার পর যৌতুকের মূল্য কমিবেশী প্রায় ২০০০ হাজার টাকা স্থির হয়। এই বিবাহ কস্তার 'ইন্দ্রোমে' ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। বরকর্ত্তা পুত্রের জন্ত কস্তাকর্ত্তার নিকট প্রার্থী হন, তিনি তাহা স্বীকার করিলে বাকদান হইল। তখন বিবাহের দিন স্থির হয়। সেই শুভদিনে বর হস্তে মঙ্গলমন্ত্র ধারণ এবং বংশদণ্ড গ্রহণ ও নার্য্যজাতি যোষিৎগিকে সঙ্গে লইয়া কস্তার ইন্দ্রোমে আসিয়া উপস্থিত হন। এদিকেও নার্য্যজাতির যোষিৎগণ নব্বুত্তরী ব্রাহ্মণের বেশভূষার ভূষিতা হইয়া বরকে সজ্জাবগপূর্ব্বক লইয়া আইসে, দীপদ্বারা আরতি ও 'অষ্টমাক্সল্যাম্' নামে এক প্রকার তুক করে। পরে বর ও কস্তা পৃথক্ কক্ষে নীত হয়, সেইস্থানে উভয়ে প্রচুর পরিমাণে আহার করে। এই প্রকার ভোজনের নাম 'অন্নো নিউন্'। তাহার পর বর বংশদণ্ডগ্রহণ করে এবং কস্তা দর্পণ ও তীর হস্তে লইয়া বিবাহসভার আগমন করে, কস্তার পিতা বরের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেন। কোন নার্য্য-যুবতী কস্তার মাতার সদৃশী হইয়া বরের সম্মুখে দীপালোক দোলাইতে থাকে। এই সময় অপরদিকে যবনিকান্তরাল হইতে ধনীনার্য্যযোষিৎগণ সমন্বয়ে বৈকুরপক্ষীর জায় রব করিতে থাকে। এদিকে কস্তা বরের সম্মুখে আসিয়া বরের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলদেশে মালা প্রদান করে। এই সময় পরম্পরের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে বেদমন্ত্র পাঠ হয়। পরে কস্তার পিতা যথাবিধানে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া যৌতুকের সহিত কস্তা সম্প্রদান করেন। তখন সপ্তপদীগমন প্রভৃতি সকল কার্য সম্পন্ন হয়। পিতা কস্তাকে ভর্ত্তার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া গৃহাশ্রমের সাহায্য করিতে নানাবিধ উপদেশ দেন। তাহার পর বর কস্তাকে লইয়া নিজের ইন্দ্রোমে আসে। কস্তা অন্তর্জনা কর্ত্তক গৃহীত হইয়া গৃহকাণ্ডে দীক্ষিত হয় ও একটি জুঁই ফুলের গাছ রোপণ করে। তাহাতে কস্তাকে প্রতিদিন জলসেচন করিতে হয়। তিনদিন হোম ও চতুর্থ দিবসে গর্ভাধানক্রিয়া সমাধা হয়। নব দম্পতি শয্যার উপ-বেশন করিলে দরজা বদ্ধ করিয়া দিয়া পুরোহিত তৎকালোচিত মন্ত্র পড়িতে থাকেন। পঞ্চমদিনে বর মঙ্গলমন্ত্র ও হস্তস্থিত বংশদণ্ড পরিত্যাগ করে। গর্ত্তাবস্থায় গর্ত্তের তৃতীয়, পঞ্চম ও নবমমাসে বিশেষ বিশেষ সংস্কার কার্য হইয়া থাকে। এসবের পর অন্তর্জনাগণ নার্য্যায় ভক্ষণ করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

পুত্রাদি হইলে পিতা একাদশ দিবসে নামকরণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নশন, তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ এবং পঞ্চমবর্ষে বিজ্ঞানাদেশীয়

দিন বিদ্যারস্ত হইয়া থাকে। সপ্তমবর্ষে কর্ণবেধ ও উপনয়ন হয়, তাহার পর গৃহে অবস্থান ও বেদাদি পাঠ করিয়া থাকে, বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে শুক্লদক্ষিণা দিয়া সমাবর্তনকার্য শেষ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই কেবল দ্বারপরগ্রহ করিয়া থাকে। কনিষ্ঠ হইলে কজিয়া অথবা নায়র-যুবতীকে গন্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করে।

দেহাবসানের পর বাটীর একাংশে দাহকার্য সমাধা হয়, চিতার উপরে শব রক্ষা করিয়া পক্ষাণ শিঙ দিতে হয়। সকলে বেদপাঠ করিতে থাকে এবং নব্বায়ে নয়খণ্ড সূর্য দিয়া মুখাঘ্নি করে। দেহ দগ্ধ হইলে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহারা দশদিন অশোচ গ্রহণ করে এবং একাহারী থাকে, অশোচাবস্থায় লবণ ব্যবহার করে না।

নব্বুদিগের কেশের আড়ম্বর নাই। শুভ্রবর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করে। পুরুষের অন্তর্কাস কোপীন, বহির্কাস চারিহস্ত পরিমিত ১ খণ্ডবস্ত্র ব্রহ্মচারীর ছায়া কোমরে বন্ধ ও ঝঞ্জে এক খানি উত্তরীয় বা গামছা। কেহ কেহ কটিদেশে রক্ত কটিবন্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণীরা সাধারণতঃ সতী, সাধ্বী ও পতিসেবায় রত। কদাচ পরপুরুষের মুখাবলোকন করে না। ইমোমের বাহিরে যাইতে হইলে সতীত্বের চিহ্নস্বরূপ তালছত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্তর্জনাগণ যদি কোন কারণে ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিচার হয়, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার সতীত্বের চিহ্ন ছত্র কাড়িয়া লওয়া হয়। অন্তর্জনাগণের বিচার কার্য এইরূপে সমাধা হয়। কাহারও সতীত্বের প্রতি সন্দেহ হইলে ইমোমের ‘কর্ণবেন’ (ষ্টেটের ম্যানেজার) ইহার অত্মসন্ধান করিতে থাকে। অন্তর্জনার যুবলী ও অপরের সাক্ষ্য লইয়া তাহাকে ভ্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিলে ‘সাধনম’ নামে বহিঃপ্রাপ্তগৃহ পঞ্চম গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া প্রহরী নিযুক্ত করে এবং রাজাকে তদ্বিষয়ে সংবাদ দেয়। রাজা অন্তর্জনার কলঙ্ক নিষ্পত্তির জন্ত বিচার-সমিতি নির্দেশ করিয়া অহুজাপত্র দেন। ঐ বিচার-সমিতিতে স্মার্তবিচারসমিতি কহে। উহাতে রাজার প্রতিনিধি দুইজন শ্রৌতবিচারক ও দুইজন স্মার্তবিচারক থাকিবে। রাজার নিকট হইতেও দুই ব্যক্তি আইসে। একজনকে শাস্তিরক্ষক ও অপরকে অসকোয়ন্ কহে। অন্তর্জনা নিজ মুখে বতক্ষণ পাপ স্বীকার না করে, ততক্ষণ বিচারের অহুসন্ধান চলিতে থাকিবে এবং কলঙ্কিনীকে নিজমুখে হইতে কলঙ্ক স্বীকার করাইতে চেষ্টা করে। এই দোষ স্বীকার করাইতে অনেক দিন লাগিয়া থাকে। যদি দোষ সাব্যস্ত না হয়, তাহা হইলে সকলে সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কলঙ্কিনী নিজ মুখে দোষ এবং

পারদারিকের নাম করিলে তখন তাহাকে প্রকৃতরূপে দোষী ঠিক করা হইয়া থাকে। তখন তাহার বিচার শেষ হয়। তদনন্তর কলঙ্কিনীকে সকলের সম্মুখে হাততালি দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে বিচারের সারার্থ তাহার সমক্ষে পঠিত হয়, পরে নায়রজাতীর কোন স্ত্রী আসিয়া তাহার এইরূপে সতীত্বছত্র কাড়িয়া লয়। সকলে হাত তালি দিতে থাকে, সে তথা হইতে বাহির হইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে। আর তাহার পক্ষে কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে না। বাহার সহিত ভ্রষ্টা হইয়াছিল, সেই পুরুষও সমাজচ্যুত হইবে। উভয়েই গৃহ হইতে নিজ্জাত হইয়া ‘নব্বিয়ার’ ও ‘চক্কার’ নামে অভিহিত হয়। তাহারা অম্পৃশ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। অসতীর আত্মীয় স্বজনদেরা মৃত্যু হইলে যেরূপ নিয়ম আছে, সেইরূপ পদ্ধতিতে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রারশিদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি করিয়া বিপুল হন।

অসতীদিগের এইরূপ কঠোর দণ্ড থাকায় ইহাদের মধ্যে প্রায় অসতী দেখা যায় না।

নব্বুদিগের ব্রাহ্মণ সকলের প্রায়ই ভূসম্পত্তি আছে, তাহার আয়ে দিনপাত করিয়া থাকে। ইহারা সহরে যাইতে ভাল বাসেনা, যদি পথিমধ্যে শূদ্রকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে ‘আয়া আয়া’ এইরূপ শব্দ করে। এই শব্দ শুনিলে তাহারো অশ্রু পথে চলিয়া যায়।

নব্বুরী ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা ‘তিরুনবোরযোগম্’ ও ‘ত্রিচুরযোগম্’। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য ‘বন্ধন’ নামে অভিহিত। উৎকৃষ্ট নব্বুদিগেরা নব্বুত্রিপদ বা অধ্যান নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে আবার ‘অরুবনুচেরী’ সর্বপ্রশ্রেষ্ঠ। এইরূপ আরও অষ্টশ্রেণী নব্বুরী ব্রাহ্মণ আছে। তাঁহারা ‘অষ্টগৃহঅধ্যান’ নামে কথিত। ইহাদিগের প্রত্যেকরই প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে।

অগ্নিহোত্রীদিগকে ‘অভিষ্কিতী অধ্যান’ কহে। ইহাদের মধ্যে বাঁহারা সোমযাগ করিতে পারেন, তাঁহারা চোতমিরী, অথবা সোমযাজী পদ, বাঁহারা অথনোম বাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ‘অদিতীরী’ বা ‘অদিত্তেরিপদ’ নামে কথিত।

বাঁহারা দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে এবং যাগাযজ্ঞান করে না, তাহাদের নাম ভট্টবৃত্তিকর বা ভট্টতীরী। এই সম্প্রদায় ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—বন্ধন, বৈদিকন, স্মার্তন, তান্ত্রী ও শাস্তিক।

১। বন্ধনদিগের নাম উরিকন, ইহারা বেদাচার্য্য অর্থাৎ বালকদিগকে বেদাধ্যয়ন করান ও পূজা করিয়া থাকেন।

২। বৈদিকন—ইহারা বৈদিক কার্যের যত্নমত দিয়া থাকেন ও পূজাদির সময় বন্ধনদিগের কার্যকলাপ পরিদর্শন করেন।

৩। 'মার্ভিন'—এই শ্রেণীর লোকেরা স্বভিষাজ্ঞের ব্যবস্থা ও ডাচারাদির বীবালা করিয়া থাকেন।

৪। 'শাস্তিক'—ইহারা নিত্য পুজাদি শাস্তিকর কার্যে রত থাকেন।

নব্বুরিদিগের মধ্যে কএক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। 'মুসসদ'—অষ্টম্বর বৈদ্য অষ্ট-মুসসদ নামে খ্যাত। পরশুরামের আদেশে ইহারা আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে চিকিৎসা করেন। ইহারা বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন না।

২। অষ্টম্বর ব্রাহ্মণ—ইহারা পরশুরামের আজ্ঞার মত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, এইজন্য ইহাদের নাম মন্ত্রীক।

৩। কতকগুলি ব্রাহ্মণ আয়ুধ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'আয়ুধপাণি', 'শস্ত্রাঙ্গকার' বা 'রক্ষাপুরুষ' নামে অভিহিত। ইহাদের নারককে 'নব্বুভিরী' ও অধিনায়ক বা সেনাপতিকে 'ইন্দ্রপদী নব্বুভিরী' কহে। এখন ইহারা যাত্রা ব্যবসা করিয়া থাকেন। উত্তর মলবারে ইহারা 'নব্বিদি' নামে আখ্যাত।

৪। সে সকল ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিকট গ্রাম পাইয়াছিল, তাহাদের নাম গ্রামী। এখন মলবারে দশবংশ এবং কোচীনে ৮ বংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। 'উরিল পরিশ মুসসদ' অথবা 'পরদর'।—পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃকজ্রিয় করিয়া সেই শাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উহাঙ্গিকে দান করিয়াছিলেন, এই দান গ্রহণ করায় ইহারা পণ্ডিত হইয়াছে।

৬। 'নব্বিলী'—ইহাদিগের পূর্বপুরুষ কোন সময়ে কোন রাজাকে হত্যা করিয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর মলবারে ইহারা নারদদিগের অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে 'রাক্ষা নব্বুভিরী' কহে।

৭। 'ইলারদ'—ইহারা দক্ষিণ মলবারে নারদদিগের অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

৮। 'পরিশুর-গ্রাম-নব্বুভিরী'—ইহারা উত্তর মলবারে ও দক্ষিণ কাণাডার 'অম্বুবন' অথবা 'তিরুম্বু' নামে খ্যাত। যদিও ইহাদের অস্ত্র নব্বুভিরীদিগের মত বিবাহ কার্য সমাধা হয়, তথাচ সন্তান পিতৃসম্পত্তি পায় না। মাতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ইহারা কন্ডা বিবাহযোগ্য হইলে কোন বৈদিক নব্বুভিরীকে কন্ডাদান করিয়া থাকে। বিবাহের সকল কার্য শেষ হইলে ভর্তা সমাজভূত হয়, এবং কন্ডার গৃহে আসিয়া অবস্থান করে ও কন্ডার 'ভারবদ' সম্পত্তিতে প্রতাপান্বিত হয়।

৯। 'শিয়ারকর'—ইহারা ভদ্রকালীর উপাসক এবং

হুয়াপারী। 'কুতরোকা' বা 'সর্পরোকা' এই নামেও অভিহিত। ইহাদের গ্রীষ্ম ষোঁবা অর্থাৎ পরদানবিশ নহে। এই সকল ব্রাহ্মণ কোন সময়ে পণ্ডিত হইয়া এই সকল নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃস্ব।

নম্য (জি) নয় পর্বগাতব্যং কর্ণপি বৎ ন গ্যৎ। নয়নীয়। ত্রিরাং টাপ্।

নম্র (জি) নয়ভীতি নয়-র (মমিকম্পীতি। পা ৩।১।১৬৭)। ১ নত, নিরতাপ্রাপ্ত। ২ বিনীত।

"অকৃত নম্রঃ প্রিপাতাশিক্ষা" (রত্ন)

নম্রক (পুং) নম্রইব কারতি কৈ-ক। ১ বৈতসন্যক। নম্রএব স্বার্থকন্। (জি) ২ নত।

নম্রতা (স্ত্রী) নম্রতা ভাবঃ নম্র-তন্ ত্রিরাং টাপ্। ১ নম্রত্ব, বিনীত ভাব। ২ মৃদুতা।

নম্রত্ব (স্ত্রী) নম্রত্বাবে ভ। নম্রতা।

নম্রপ্রকৃতি (পুং) নম্রা প্রকৃতির্ভয়া। নম্রস্বভাব, বিনয়ী।

নম্রমুখ (পুং) নম্রং মুখং। ১ অবনত মুখক। (জি) ২ যাহার মুখক অবনত।

নম্রমুর্তি (জি) নম্রা মুর্তির্ভয়া। নত, বিনীত।

নম্রস্বভাব (জি) নম্রঃ স্বভাবো বহু। নম্রপ্রকৃতি।

নয়, গতি। ভূদি, আয়নে, স্ক, সেই। লট্ নয়তে। লোট্ নয়তাং। লিট্ নেয়ে। লুঙ্ অনরিষ্ট।

নয় (পুং) নী-ভাবে অপ্। ১ নীতি।

"বিষমোহপি বিগাহতে নয়ঃ কৃত্তীর্থঃ পরসামিবাশরঃ।" (কিন্নাত) ২ দ্ব্যতভেদ। ৩ নিগম প্রভৃতি। ৪ বিষ্ণু। (ভার' ১৩।১৫৯।৫৬) ৫ জ্ঞায। ৬ নেতা। [নীতি দেখ।]

নয়ক (জি) নয় আর্থকদিবাং বৃন্। নীতিকুশল।

নয়ক (নায়ক) এক নিরুপ্ত জাতি। এই জাতীর লোকেরা জয়পুর, মাড়বার, মেবার এবং মালব প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারা সন্ন্যাসী বা বৈরাগী সাজিয়া ভ্রমণ করে, এবং স্বেযোগ পাইলে হত্যা, চৌর্য প্রভৃতি অসৎকার্য করিয়া থাকে।

নয়কড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এবং মহারাষ্ট্রদেশের আদিম অসভ্য জাতি বিশেষ।

নয়গ্রাম, সিদ্ধ নদীর উপরিত্ত বর্তমান নওসরার প্রাচীন নাম। উল্লেখিত ভূগোলে এই নাম পাওয়া যায়। উত্তর নামেরই অর্থ মৃত্তন নগর।

নয়চন্দ্রসূরি, হম্মীর মহাকাব্যের রচয়িতা, এবং নয়চন্দ্রসূরির বংশধর। ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। নয়চন্দ্র তোমার-কনীর রিরাম নামক কোন রাজার সভাসদ ছিলেন। এই বিবরণ অক্ষরবল্লভ ৭০ বৎসর পূর্বে লিখিত করিতেন।

কথিত আছে, রাজা হরীর স্বপ্নে নরচন্দ্রকে দেখা দিয়া হরীর-মহাকাব্য লিখিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান করেন। আরও শুনা যায়, বিরাম রাজার সভায় কোন ব্যক্তি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কবিরের ন্যায় সংস্কৃত কাব্য লিখিতে পারে, এখন আর এমন কেহই নাই। এই শুনিয়া, নরচন্দ্রের হরীরমহাকাব্য লিখিতে ইচ্ছা হইরাছিল। রণতন্তপুরের (রণতন্তুরের) চোহান বংশীর হরীর উক্ত কাব্যের নায়ক। এই কাব্যে আলাউদ্দীন কর্তৃক রণতন্তপুরের অবরোধ, যুদ্ধে হরীরের পতন এবং রাজপুত-বহিলাগণের অগ্নিপ্রবেশ এই সকল বিষয় কাব্যাকারে বর্ণিত আছে।

নয়ন (স্ত্রী) নীরতে দৃষ্টিবিরোধহেননেতি নী করণে লুট্।

১ চক্ৰ, নেত্র। নী প্রাপণে লুট্। ২ প্রাপণ। ৩ বাপন।

“তৎ হিতঞ্চ দেবেশ স্রজতাং বদন্তো মম।

নয়নং পারিজাতস্য দ্বারকাং মম রোচতে ॥” (হরিবংশ ১২৭।১১)

নয়নপথ (পুং) নয়নস্ত পথঃ ৬তৎ। বতব্র দৃষ্টি চলে।

নয়নপাল, কান্তকুঞ্জের প্রথম রাঠোররাজ। প্রবাদ, ৫২৬ সম্বতে রাজা হন। (Tod's Rajasthan.)

নয়নপুট (পুং) নয়নস্য পুটঃ। চকুর পাতা।

নয়নবারি (স্ত্রী) নয়নস্য বারি। নেত্রজল।

নয়নবিষয় (পুং) নয়নস্য বিষয়ঃ। ১ নয়নপথ। ২ চক্রবাল।

নয়নসলিল (স্ত্রী) চকুর জল, নেত্রজল।

নয়নাঞ্জন (স্ত্রী) ১ কজ্জলবিশেষ, কাজল। ২ সূর্য।

নয়নানন্দ, ১ ইহার অপর নাম প্রবানন্দ। বাণীনাথের পুত্র। গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতৃপুত্র। নয়নানন্দের কৃষ্ণ ও গৌরলীলা-বিষয়ক পদাবলী অতি মধুর। পদকল্পতরুতে তাঁহার পদাবলী উদ্ধৃত হইরাছে। ২ অমরকোষের কৌমুদী নামী টীকা-রচয়িতা।

নয়নাভিষা (পুং) নয়নস্য অভিষাঃ। সূত্রতোক্ত নয়নাদির অনিষ্টকর রোগভেদ। এই রোগের বিষয় সূত্রতে এইরূপ লিখিত আছে—

“অথাভো নয়নাভিষাৎপ্রতিষেধং ব্যাখ্যাস্যামঃ।” (সূত্রত)

নেত্রে নানা প্রকারে আঘাত পাইবার সম্ভাবনা। আহত হইলে নেত্রে সংরক্ত, রক্তবর্ণতা ও অতিশয় বেদনা জন্মে। ইহাতে নস্য, প্রলেপ, পরিষেচন, তর্পণ, রক্তপিত্ত জ্ঞাত প্রতীকার এবং দৃষ্টিপ্রসাদক্রিয়া কর্তব্য। ঐ ক্রিয়া সিদ্ধ, শীতল এবং মধুর দ্রব্য দ্বারা করিবে। বেদ, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক বা পীড়ার দ্বারা অভিহত হইলেও প্রতীকার করা চাই, কিন্তু তদ্বারা অভিযান্ন রোগ জন্মিলে দোষাভ্যাসারে প্রতিবিধান করিতে হয়। নয়ন ঈষৎ অব্যাহত হইলে বাপ এবং স্বেদ প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। নেত্রপটোলে একটা ক্ত হইলে তাহা

অনারাসনাথ, দুইটা হইলে কটনাথ এবং তিনটা ক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

নয়ন পিচ্চ, অবসর, শিথিল, হানচ্যুত বা দৃষ্টি হত হইলে চিকিৎসা করিলে বাপ্য থাকে। বিকীর্ণদৃষ্টি, অন্নরোগবিশিষ্ট অথবা ভ্রমদৃষ্টি হইলে আরোগ্য হয়। প্রাণের উপরোধ, বমন, ক্ষবধু ও কর্ণরোধের দ্বারা অবসর অর্থাৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট নেত্র উন্নতি হয়। নেত্র বহির্ভাগে স্থলিরা পড়িলে ঋণ টানিয়া লওয়া এবং মস্তকে জলসেচন করা কর্তব্য। প্রসূতির তনুস্থ কুপিত হইলে বালকদিগের নেত্রবন্ধে সন্নিপাত জন্ম করুনক নামে রোগ জন্মে। এই রোগে তাহার নেত্র, নাসা ও ললাট-দেশ সর্কাদা মর্দন করে এবং সূর্য্যকিরণ সহিতে পারে না। অতিশয় আক্রান্ত হয়। এরূপ হলে শীঘ্র লেখন কার্যদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া দিতে হইবে এবং চটুকাই মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রতিসারিত করিতে হইবে। শিশুর জ্বর প্রসূতিরও প্রতীকার আবশ্যক। ইহাতে অপাঙ্গের কল, মধু ও সৈন্ধবযোগে জলপান করাইয়া অথবা শিল্পী, লবণ ও মধু সংযোগে জলপান করাইয়া বমন করাইলে শান্তি হয়। যদি বমন হইতে থাকে, তাহা হইলে আর অধিক বমনের চেষ্টা করাইবে না। [বিশেষ বিবরণ সূত্রত উত্তর-ভক্ত ১৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।] [চক্ষুরোগ দেখ।]

নয়নাভিরাম (পুং) নয়নং অভিষয়তি অভি-রম-গিচ্-অণ, বা নয়নরোরভিরামো যন্মাৎ। ১ চক্ৰ।

“আয়ুঃকরঞ্চ কুরুতে নয়নাভিরামঃ” (বশিষ্ঠ)

(জি) ২ নেত্রোন্নয়নকারক, প্রিয় মাত্র।

নয়নী (স্ত্রী) নীরতে হনয়েতি নী করণে লুট্, ঙীপ্। কনীনী, নেত্রকণিকা। (শবচ°)

নয়নোৎসব (পুং) নয়নরোরুৎসবো যন্মাৎ। ১ প্রদীপ। দীপালোকে নয়নের দর্শন শক্তি হইয়া থাকে, এই জন্ত নয়নোৎসব শব্দে দীপ হইরাছে। আলোকই একমাত্র দৃষ্টির প্রতি কারণ। যথা—

“গৃহ্মতি চক্ষুঃ সৰ্ব্বদ্বারালোকোদ্ধৃতরূপরোঃ।” (ভাষ্যপরি°)

(জি) ২ নেত্রোৎসবকারি মাত্র।

নয়নোপাস্ত (পুং) নয়নরোরুপাস্তঃ ৬তৎ। অপাঙ্গ প্রক্ষেপ। নয়নোষধ (স্ত্রী) নয়নরোরোষধঃ। পুষ্পকাসীস। (হেম ৪।১২৩) নয়নপাল (পুং) গোড়ের পালবংশীর একজন প্রসিদ্ধ রাজা।

[পালবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

নয়নীঠা (স্ত্রী) নয়ন পীঠব। দ্ব্যতাক, অষ্টকোষ্ঠ ভেদ, চলিত ছক্। (জিকা°)

নয়লোচন (স্ত্রী) নয় এব লোচনং। ১ নীতিরূপ চক্। (জি°)

২ নীতি হইরাছে লোচন দ্বার, নীতিচক্ৰ। রাজগণ নয়লোচনে
'সকল বিষয় অবলোকন করিয়া থাকেন।

নয়বস্তু (স্রী) নয়স্য বস্তু ৬৩৭। নীতিমার্গ, নীতিপথ।
ভূপতিদিগের নয়বস্তু ই সকল কার্যে অবলম্বনীয়।

নয়বিজয়গণি, যশোবিজয়ের গুরু ও লাভবিজয়গণির শিষ্য।
জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণপ্রণেতা।

নয়বিশারদ (পুং) নরে নীতিশাস্ত্রে বিশারদঃ কুশলঃ ৭৩৭।
নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, নীতিকুশল।

“ষাড্ গুণাবিধিতত্ত্বজ্ঞো দেশভাষাবিশারদঃ।

সাক্ষিবিগ্রহিকঃ কার্যো রাজ্ঞা নয়বিশারদঃ ॥” (মৎস্তুপুঃ ৮৯অ°)

নয়শাস্ত্র (স্রী) নয়এব শাস্ত্রং ৬৩৭। নীতিশাস্ত্র।

নয়সার (পুং) নীতিসূত্র।

নয়া (দেশজ) নৃতন।

নয়াকাটা, নদীয়া জেলার একটি কৃত্রিম খাল, কুমারখালী হইতে
বয়রা বিলে পড়িয়াছে। দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল।

নয়াকনুহাটি, মহিস্থরের অন্তর্গত চিত্তলহরী জেলার একটি গ্রাম।
অক্ষা° ১৪° ২৮' ১০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৪' ২১" পূঃ। এখানে
লিঙ্গায়তদিগের বিখ্যাত মহাপুরুষ তিলকজীর সমাধি আছে।
তাহার রথযাত্রা উপলক্ষে ১৫ হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

নয়াগড়, উড়িষ্যার একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার উত্তরে খণ্ডপাড়া
রাজ্য, পূর্বে রণপুর, দক্ষিণে পুরী জেলা এবং পশ্চিমে দশপাড়া
রাজ্য। পরিমাণ-কল ৫৮৮ বর্গমাইল। ইহার অনেক স্থানের
মৃত্তিকা অতিশয় উর্বরা, দক্ষিণ এবং পূর্বদক্ষিণ দিক্ অরণ্যময় এবং
কৃষিকার্যের অল্পপুঙ্ক্ত। এই প্রদেশটিতে অনেক মনোহর দৃশ্য
আছে। মধ্যস্থল দিয়া এক গিরিমালা ধাবিত হইয়াছে, উহার
উচ্চতা কোথাও ২০০০, কোথাও বা ৩০০০ ফিট্। খাজ, তুলা,
ইক্ষু এবং কএক প্রকার তৈলকর শস্য এখানকার প্রধান
উৎপন্ন দ্রব্য। খৃষ্টাব্দ ১৩শ শতাব্দীতে রেবার রাজপুত্র রাজবংশীর
ব্যক্তি আসিয়া নয়াগড় রাজ্য সংস্থাপন করেন। ইহার বার্ষিক
আয় প্রায় ৩৫২৬০ টাকা।

নয়াগায়ন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত বাল্লা জেলার এক
নগর। অক্ষা° ২৫° ৩' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৭' ৩০"
পূঃ। আলাইগড় হইতে কালিজর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে,
সেই রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। গ্রীষ্ম কালে এখানে
অসহ্য গরম হইয়া থাকে।

২ মহাভারতের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য।
ইহার উত্তরে হুজুর রাজ্য। পরিমাণ কল ১৬ বর্গমাইল। রাজস্ব
১০৩৭০ টাকা। লক্ষগসিংহ নামে বুন্দেলখণ্ডের দহ্মাদিগের অধি-
নায়ক আত্মসমর্পণ করিয়া ১৮০৭ সালে পাঁচখালি গ্রামের জম্

এক সনন্দ পাইয়াছিল। ১৮০৮ সালে তাহার মৃত্যুর পর তাহার
পুত্র জগৎসিং উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। জগৎসিংহের মৃত্যুর
পর ঐ আয়গীর মৃতদেহ গবর্ণমেন্ট বাজেরাশ্রয় করিতে চান, কিন্তু
তাহার জীর অহুরোধে ঐ বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নয়াচুমকা, সাঁওতাল পরগণা এবং নয়াচুমকা উপবিভাগের
রাজকীয় প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৪° ১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ১৭'
৩০" পূঃ। চুমকা বাঙ্গালার ইংরাজদিগের একটি প্রাচীন
স্থান। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় একজন
সৈনিক কর্মচারী চুমকার নাম নয়াচুমকা রাখিয়াছিলেন।

[চুমকা দেখ।]

নয়ানপুর, জিপুরা জেলার একটি নগর ও প্রধান বাণিজ্য স্থান।
বিজয়গড়ের তীরে অবস্থিত। এখানে বিজয় পার হই-
বার একটি খেরাঘাট আছে।

নয়ানমুখ (দেশজ) এক প্রকার পাতলা থান কাপড়।

নয়াবাঘিনী, একটি খাল, এই খাল দিয়া পদ্মার জল আসিয়া
মেঘনার পড়িয়াছে। এই খাল কীর্তিনাশার দক্ষিণ ও বাথরগঞ্জ
জেলার অধীন।

নয়্যগ্রোধ (পুং) জগ্রোধ।

নর (পুং) নৃগাভীতি নৃ-অচ্। মহাব্য। ত্রিরাং জাতির্বাং ডীয্। নারী।

“পুত্রে যশসি তোরে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।” (ভূরিপ্র°)

২ পরমাত্মা, বিষ্ণু।

“নরভীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।”

(ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৫)

৪ পুরুষ। (রাজনি°) ৫ দেবভেদ। (ভারত ১।১৯ অ°)

৬ স্বারোহিহারক অশ্ব। (নিষট্টু°) ৭ নরদেবের অবতার
অর্জুন।

“নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।

তাবিষ্যবহুজানীহি হৃষীকেশধনজয়ো ॥” (ভারত ৩।৭।৪৭ অ°)

ক্রীমদ্ভাগবতের মতে ইনি চতুর্থ অবতার। ধর্ম্মের পত্নী
মূর্তির গর্ভে ইহার জন্ম। নর ও নারায়ণ দুই মূর্তি
হইলেও একের সদৃশ ছিলেন। অপর করে নরসিংহ বিধা
হইয়া এই মূর্তি ধারণ করেন। মহাভারতে লিখিত আছে,
দ্বাদশব্রুব মম্বর অধিকার-কালে নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর,
নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
ইহাদের মধ্যে নর ও নারায়ণ এই দুইজন বদরিকাক্সমে গমন
করিয়া কঠোর তপস্তা করেন। এই তপস্তার সময় ইহাদিগের
তেজ একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছিল, যে, দেবগণ ও ইহাদিগকে লক্ষন
করিতে সক্ষম হন নাই। ইহারা যে দেবতার প্রতি সন্তুষ্ট

হইতেন, তাঁহারাই কেবল ইহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। একদা সেবর্ধি নারন ইহাদের ইচ্ছানুসারে স্নমেক শূদ্র হইতে গন্ধমাদন পর্বতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইহাদিগকে আকিক ক্রিয়ার প্রবৃত্ত দেখিয়াছিলেন, এবং ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! বেদাদিতে আপনাদেরই মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, চতুরা-শ্রমবানী লোকেরা আপনাদেরই উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্য আপনি কোন্ দেবতার উপাসনা করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে নরনারায়ণ কহিলেন, ইহা অতিশয় গোপনীয়, কিন্তু আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এই অস্ত্র বাহা বলিতেছি, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যিনি শূদ্র, অবিজ্ঞের, কার্য-বিহীন, অচল, নিত্য এবং ত্রিগুণাতীত, যাঁহা হইতে সত্যাদি গুণসমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা তাহাকেই মাতা, পিতা বা দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছিলাম। ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ কন্দর্পের সহিত অঙ্গরাদিগকে প্রেরণ করেন। ইহার তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের রূপের গর্ভ ও দেবগণের মদগর্ভ খর্ব্ব করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ উর্কশীকে সৃষ্টি করিলেন। এই উর্কশী অঙ্গরাদিগের মধ্যে প্রেতা। তখন উর্কশী দেবলোকে প্রেরিত হইল। এই নরনারায়ণই হাপরের শেষ ভাগে অর্জুন ও ক্রীকুরূপে অবতীর্ণ হন। (ভাগ, কালিকা, ভারত)

৮ ধাতকপূর তৃণ। ৯ শঙ্কু, ছায়াব্যবহারোপযোগী কীলকভেদ।

“ছায়াহুতে তু নরদীপলতান্তররে

শর্কো ভবেরয়ুতে থলু দীপকোচ্যাম্।” (লীলা)

৯ রত্নমিশ্রকারী নরসংখ্যা।

“নরসদানোনিতিরত্নসম্ভে

রিষ্টে কুতে স্নাঃ থলু সৌল্যসংখ্যাঃ।” (লীলাবতী)

১১ গয়ের পুত্র। ১২ স্নহৃতির পুত্র। ১৩ ভরত বংশীয়

তবস্করের পুত্র। ১৪ একজন কাম্বীরের রাজা। ইহার অপর নাম কিয়র। ইনি কাম্বীররাজ দ্বিতীয় বিভীষণের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি রাজা হইয়া রাজ্যে অনেক উৎপাত করেন। ইহার রাজত্বকাল ৩৯ বৎসর। ইহার পত্নী একজন বৌদ্ধের সহিত দ্রষ্টা হওয়ার ইনি অনেক বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন এবং বিভক্তা নদীতীরে নরপুর নামে একটি অতিশয়বীর নগরী স্থাপন করেন। ইনি এক ত্রাঙ্কণের বনিতাকে হরণ করিবার উদ্যোগ করার নাগগণ ইহাকে রাজ্যের সহিত দত্ত করিয়া নষ্ট করেন। (রাজতরঙ্গিণী)

১৫ কাম্বীররাজ বহুবল্লভের পুত্র। ইতি কলিগত্য ২৫৮১ হইতে ২৬৪১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। (রাজতরং) [কাম্বীর দেখ।] নর, বরদা রাজ্যের একটি নগর। অক্ষা° ২২° ২৮' উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪৫' পূঃ।

নরওয়ে, যুরোপের একটি দেশ। নরওয়ে ও ইহার পূর্বাংশবর্তী সুইডেন, এই দুই দেশকে একত্র স্কানিনেবীয় উপদ্বীপ কহে। এই দেশ ৫৮° হইতে ৭১° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫° হইতে ২৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে সুইডেন, দক্ষিণে কাটিগাট উপসাগর এবং পশ্চিমে জর্দাণ ও উত্তর সাগর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ১১ হাজার মাইল, কিন্তু প্রস্থ সর্বত্র সমান নহে। ৬১° উত্তর অক্ষাংশের নিকট প্রস্থ ২৫০ মাইল এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক। সর্বোপেক্ষা অল্প প্রস্থ ২০ মাইল। পরিমাণ ফল ১২৫০০০ বর্গমাইল।

এই বিস্তীর্ণ দেশের অধিকাংশই পর্বতময়। একটি পর্বত-শ্রেণী উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। উত্তরভাগকে কিওলেন্ এবং দক্ষিণভাগকে ফিরেলেন কহে। কিওলেন পর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ অংশটুকুকে সলিভেল্মা বলে। ইহার উচ্চতা ৪৯০৬ ফিট। ইহাতে অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। উচ্চতম শৃঙ্গটি ৬২০০ ফিট উচ্চ। কিওলেন্ পর্বত তুষারাবৃত। ইহা হইতে অনেকানেক তুষার নদী নির্গত হইয়া আসে। এই পর্বতের পূর্বদিকে কতিপয় হ্রদ আছে। ঐ হ্রদগুলি প্রায় সমোচ্চ এবং পশ্চিম উপকূল হইতে সমুদ্রবর্তী।

দক্ষিণদিকের ফিরেলেন অংশ অপ্রশস্ত আলিঙ্গনে সংস্থিত নহে। ইহাতে বিস্তৃত সমতল মালাভূমি ও মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা সকল দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রশস্তাংশ পর্বত সকলের সাধারণ নাম ফেল্ড। অত্যুচ্চ স্থানগুলিরও বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরানুক্রমে প্রধান প্রধান গুলির নাম হার্দাঙ্গার ফেল্ড, ফিলি ফেল্ড, সোন ফেল্ড, ইয়াম্ ফেল্ড, ল্যাঙ্গ ফেল্ড এবং ডোবার ফেল্ড। মেহেট্ণ ডোবার ফেল্ডের সর্বোচ্চশিখর। পার্বত্যীয় মালাভূমি সকলের গড় উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফিট। নরওয়ে দেশটিকে ১১ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একভাগ মাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী হইতে পারে। ক্রিটিয়ানা উপসাগরের উত্তরপার্শ্ব ভূভাগ সর্বাপেক্ষা নিম্ন, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিটেরও কম উচ্চ। দেশের প্রায় এক দশমাংশ ভূমি ৮০০ ফিট উচ্চ। ক্রিটিয়ানা হইতে মাইওসেন হ্রদ পর্যন্ত একটি রেলওয়ে আছে।

এদেশের সমুদ্র নদীগুলিই উচ্চস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাদের দৈর্ঘ্যও অধিক নহে; এ কারণ ঐ নদীগুলি নৌবাণিজ্যের অল্পপযোগী।

গ্রোমেন নদী স্কীলোকা বৃহৎ, ইহার সৈধ্য কিম্বদিক ৩০০ ক্রাইল। ইহা কটকেন পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কানারাক উপসাগরে পড়িয়াছে। নরওয়ের অন্যান্য নদীর নাম, যথা—লাউবেন্ এল্ফ, বীন্ এল্ফ, টরিস্ভাল্ এল্ফ, লাউজেন, অরফান এল্ফ, গ্ৰামেন এল্ফ, সাবজেন এল্ফ, এন্টেন্ এল্ফ এবং টানা এল্ফ।

নরওয়ের পশ্চিম উপকূল অতি দৃঢ় ও তর, অন্তরীপ সকল উন্নত এবং উপকূলের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর দ্বীপবিশিষ্ট। উপকূল এবং বিধি সুরক্ষিত হওয়াতে উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড় প্রতিবাহিত সহ্য করিতে পারে।

নরওয়ের দক্ষিণদিক্ প্রদেশসমূহে বিস্তর বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকগুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ফিটের ও অধিক উচ্চ এবং সকলগুলিই অভ্যন্তর গভীর। সুইডেনের সীমার নিকট দক্ষিণে বৃক্ষ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৮০ ফিট উচ্চ।

নরওয়ের জলবায়ু স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সমুদ্র ও উপসাগরীয় প্রভাব বশতঃ ইহার উত্তরাংশের শৈত্য ভাবশূন্য কঠোর নহে। রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানার গড় উত্তাপ ৪২° ফারেনহাইট অর্থাৎ লণ্ডন নগরের উত্তাপ অপেক্ষা ৮° কম। নরবেগ বা উত্তর-অন্তরীপের গড় উত্তাপ ৩০°। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস দুর্ঘোষময়, এবং শরৎ ও শীতকালে অনবরত ঝড় বহে। শীতের প্রারম্ভে নিবিড় কুয়াশা দেখা দেয়, তৎপরে তুহিন-কলিকার সহিত ঝড় বহিতে আরম্ভ করে। পূর্বাধিক বায়ু বহিলে কুয়াশা ও ঝড়িকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ১৫ই মে হইতে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত আড়াই মাস কাল এবং ১৯ নবেম্বর হইতে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত রাত্রি অতি বৃহৎ থাকে। বৃহৎ রাত্রির কএক মাস উত্তরদিকে এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক (Aurora Borealis = সোমগিরি) দৃষ্ট হয়; মৎস্যজীবীরা সেই আলোকের সাহায্যে রাত্রিকালে দিবসের জ্ঞান অনায়াসে মৎস্যাদি ধরিতে পারে। পশ্চিমোপকূলে কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই সচরাচর ঝড় ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞান দৃষ্ট হয়। আয়েরগিরির দোরাখ্য নাই। কখন কখন তুমিকপ্প হইয়া থাকে।

নরওয়ে দেশে বৃহৎ বৃহৎ অরণ্য আছে। ঐ সকল অরণ্য-জাত ফল ও কাঠই নরওয়ের প্রধান সম্পত্তি। বীচ, ওক এল্ফ, পাইন্, আপেল ও চেরী খণ্ডেই জন্মে। মটরাদি কএক প্রকার শস্যও উৎপন্ন হয়। দেশের লোক কৃষিকার্যে খণ্ডে পরিভ্রম করে বটে, কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য দেশের অভাব দূর করিতে পারে না।

এদেশে গবাদি পশু ও ছাগ বিস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু সেব অতি দুর্লভ। দক্ষিণদিক্ প্রদেশের অঞ্চলি কিছু খরকা-

কৃতি, বলিষ্ঠ ও কঠোরহিস্য। উত্তর দিকে বড় ঘোটক পাওয়া যায়। ভল্লুক, সেককে, বেক-শিরাণী, হরিণ, কক-হরিণ, শশক, গট্‌স্ এবং আর্মিন্ বিস্তর আছে। এখানে বেংগি নামে ইন্দুর জাতীয় এক প্রকার জন্তু আছে। এই জন্তু দেখানো যায়, সেখানকার সমস্ত উদ্ভিদ নষ্ট করিয়া কেলে। উত্তরোপকূলে নানা প্রকার সাহুদ্রিক পক্ষী দেখা যায়। এই সকল পক্ষীর ডিম তথাকার লোকেরা আহাণ্য করিয়া থাকে। পশ্চিমোপকূলের লোকেরা মৎস্যাদি ধরির জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। ক্ষুদ্র এবং হেরিং নামে প্রচুর পাওয়া যায়।

এখানকার পর্বতে বহুল পরিমাণে আকরিক দ্রব্য দেখা যায়। নরকা ফিরেলেন পর্বতে লৌহ, কংসবর্ণ ও আয়র্নস্বর্ণে রৌপ্য, জোবরকেন্‌ডে তাম্র, ও দক্ষিণ দিক্ প্রদেশ সমূহে সীসা এবং নানা স্থানে কোবল্ট, দস্তা, মার্কল, স্ট্রেন্ট প্রভৃতি পাওয়া যায়। কানারাক উপসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়।

নরওয়ের লোকেরা টিউটনিক জাতি হইতে উৎপন্ন। দেশের উত্তরাংশে অনেক কিম্বদন্তি ও লাগুনদের লোক বাস করে। প্রথমোক্তদিককে কোরান এবং শেষোক্তদিককে কিনার বলে। কিনারসম মৎস্য ধরির জীবিকা নির্বাহ করে।

নরওয়ে রাজ্য ২০টা প্রদেশে বিভক্ত। ঐ প্রদেশগুলিকে 'আমট' কহে।

অর্কেকেরও কম লোক কৃষিজীবী, অবশিষ্ট লোক মৎস্য, কাঠ ও ধাতুর ব্যবসা করিয়া থাকে। বেগবতী নদী সকলের তীরে কাঠ কাটিবার বিস্তর কল স্থাপিত আছে। লৌহ, তাম্র, কাচ ও বারদের কারখানাও অনেক আছে। সমুদ্রতীরে অনেকানেক নগরে জাহাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যান্য দেশের সহিত নরওয়ের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত। অরণ্যোৎপন্ন দ্রব্য, মৎস্য ও খনিজ পদার্থ বহুল পরিমাণে ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্সসাগর ও বাল্টিকসাগরে প্রেরিত হয়। তাম্র, দেবদারু কাঠ, বাস্তল, আল্‌কাতরা, লোণামাছ এবং তিমি মৎস্য এই সকল প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। লৌহ বিশেষে প্রেরিত হয় না, দেশের ব্যবহারেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। নরওয়ের লোক সর্বাধিককার্যে বড়ই শটু।

এদেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি আছে। সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে হয়। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক নগরে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ১৭টা বড় নগরে ১৭টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

নরওয়ের অধিবাসিনগণ টিউটন জাতীয় লোক। অতি পূর্বকালে ইহারা সমুদ্রে দক্ষবৃত্তি করিয়া নিবাস করিত।

এই সকল জলদহা উত্তরনরওয়ের উপকূলবর্তী দেশসমূহে গমন করিয়া অধিকাংশ নরহত্যা ও লুণ্ঠন করিত। তৎকালে এদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তাহারা মরুনা বৃদ্ধ-বাণীরে লিপ্ত থাকিত। প্রাচীন নরওয়েবাসীগণ আইসলণ্ড আবিষ্কার করিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ৮৭৫ খৃঃাব্দে হেরল্ড হারফাগ্রা নামক একজন রাজা সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে মিলিত করিয়া একাধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই নরওয়ে এবং সেন্‌মার্কের লোক মিলিত হইয়া সেন্‌মার্কের রাজা কানিউটের সঙ্গে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। অনতিকাল মধ্যেই দুইজাতি পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে ১০৮৭ খৃঃাব্দে রাজা মারগারেটের সময় আবার মিলিত হইয়া ১৮১৪ খৃঃাব্দ পর্যন্ত ঐ অবস্থার থাকে। ঐ সময় সেন্‌মার্কের নিযুক্ত শাসনকর্তাহারা নরওয়ে শাসিত হইত। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে সুইডেন সেন্‌মার্কের নিকট হইতে নরওয়ে প্রাপ্ত হয়। তদবধি নরওয়ে ও সুইডেন মিলিত হইয়া একটা রাজ্য হইয়াছে।

প্রজাতিগণের প্রতিনিধি লইয়া নরওয়ের ব্যবস্থাপক সভা সংগঠিত হয়। প্রজারা সাধারণ সম্মুখে প্রতিনিধি নিয়োগ করে না; তাহারা নির্বাচক মনোনীত করে, এবং সেই নির্বাচকগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নগরে ৫০ জন নগরবাসীর একজন নির্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার আছে। পল্লীগামসমূহে ১০০ জন গ্রামবাসী ১ জন নির্বাচক মনোনীত করিতে পারে। প্রতিনিধির সংখ্যা ৭৫এর নূন এবং ১০০ এর উর্দ্ধ হইবে না। পল্লীগামের নির্বাচকেরা দুই তৃতীয়াংশ, এবং নগরের নির্বাচকেরা এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি মনোনীত করে। নরওয়ের ব্যবস্থাপক সভার নাম ষ্টিথিং। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি ষ্টিথিংএর কার্য আরম্ভ করেন। ষ্টিথিং পুরাতন আইন রহিত ও নূতন আইন প্রচলিত করিতে, এবং কর স্থাপন, পরিবর্তন ও রহিত করিতে পারেন। রাজপুরুষদিগের সংখ্যা ও বেতন ধার্য্য, এবং অজ্ঞাত অনেক কার্য ষ্টিথিং দ্বারা নির্বাহিত হয়। ষ্টিথিংএর দুইটা ভাগ আছে। একভাগ আইন-কাহুন প্রস্তাব করিবার অঙ্গ, তাহাকে ল্যাগথিং কহে। অপর ভাগের নাম ওডেল্‌থিং। সকল পাণ্ডুলিপিই ওডেল্‌থিংএ নথ্যপাণ্ড হইবে; তথায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহাকে ল্যাগথিং সভার উপস্থিত করা হয়। ল্যাগথিং ইচ্ছা করিলে উক্ত পাণ্ডুলিপি গ্রহণ না করিয়া ফেলিতে পারেন। এইরূপে পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভার উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে স্বাক্ষরের অঙ্গ স্বাক্ষর নিকট পঠনীয় হয়। রাজা স্বাক্ষর করিলে তাহা আইনে পরিণত হয়। রাজা কোন পাণ্ডুলিপি ছইবার

অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু উপস্থাপিত তিনটা ষ্টিথিং যে পাণ্ডুলিপি অগ্রহণ করেন, রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিন বৎসর অন্তর, ১লা ফেব্রুয়ারিতে ষ্টিথিংএর অধিবেশন হয় এবং ৩ মাসের অধিককাল থাকে না। সমুদয় শাসন-কর্ত্তা রাজার হস্তে লভ্য আছে। নরওয়ের গবর্নর, একজন মন্ত্রী এবং সর্বতম্পন্ন লইয়া নরওয়ের মন্ত্রিসভা সংগঠিত হয়। রাজা যখন নরওয়েতে থাকেন না, তখন মন্ত্রী ও দুই জন সদস্য তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যান। কেবল গবর্নর ও অপরায়ণ সন্যাসগণ সেই সময়ে একযোগে রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। নরওয়ের লোক গবর্নর হইতে পারে না, মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত নভোরো নরওয়ের লোক হইবেন। বৃদ্ধ বোধগণ করিতে হইলে, রাজা নরওয়ে ও সুইডেন উত্তর দেশের মন্ত্রিসভাকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের লিখিত মত গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় বিক্ষিপ্তরূপে ব্যক্ত করেন। সন্যাসগণের অভিপ্রায় হইলে, রাজা কর্তব্যাকর্তব্য রীমাংসা করিয়া থাকেন। রাজস্ব প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

নরওয়ে এবং সুইডেন একই রাজার শাসনাধীন। বর্তমান রাজার নাম দ্বিতীয় অকার। নরওয়ের ৪৬ খানি বৃদ্ধ-দ্বীপ এবং ১৩৯টা কায়ান আছে। সৈন্ত-সংখ্যা ১৮০০০। ইহার উপর সৈন্ত বৃদ্ধি করিতে হইলে ষ্টিথিংএর সম্মতি আবশ্যক। অস্বাভাবিক বয়সের উর্দ্ধ বয়স পুরুষ মাত্রকেই সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ১৩ বৎসরের অধিক সৈনিক-কার্যে কাহাকেও থাকিতে হয় না।

নরক (পুং) নৃপতি কেশব প্রাপ্যতি নৃ-বৃন্। (কৃষ্ণাসিত্যঃ সংজ্ঞায়াং কুল্। উণ্ ৫।৩৫) ১ অনামখ্যাত অস্থর। ইহার বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

রক্তকলা ধরিত্রীর গর্ভে ভগবদ্রত্নতার বরাহের ঔরসে নরকের জন্ম হয়। ভগবতী ধরিত্রী বরাহ হইতে গর্ভধারণ করিলে; এই গর্ভে অতিপরাক্রমশালী পুত্র হইবে, ত্র্যম্বক-দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া বীর পক্ষিপ্ৰভাবে গর্ভকে কাটন করিয়া প্রসবের বাধা উৎপাদন করিলেন। এদিকে ধরিত্রীর প্রসব-সময় উপস্থিত হইলে, তিনি প্রসব-বেদনার অতিশয় অস্থির হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রসব করিতে পারিলেন না। যন্ত্রণায় তিনি যন্ত্রপ্রায় হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান তথায় উপস্থিত হইলে ধরিত্রী তাঁহাকে কহিলেন, ‘ভগবন্! আপনি যে কালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রক্তকলা অবস্থার জন্মের সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই গর্ভধারণ করিয়াছি। কিন্তু একাল পর্যন্ত গর্ভ প্রসব না হওয়ার, গর্ভভারে অসহ্য যাতনা অনুভব করিতেছি;

যাহাতে আমি সমস্ত প্রসব হইতে পারি, আপনি তাহার বখোঁচি উপায় বিধান করুন।' ভগবান্ তাহাকে কহিলেন, 'বন্ধু! তোমার এ হুঃখ অধিক কাল আর সহ্য করিতে হইবে না। তোমার এই গর্ভে মহাবলবান্ পুত্র জন্মিবে, এইজন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রসবের বাধা জমাইয়াছেন। আমি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্থাংশের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে তুমি এই সন্তান প্রসব করিবে। এই কাল পর্যন্ত তোমার গর্ভধারণ করিতে হইবে। ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, তোমার এই গর্ভধারণ জন্ত কোনরূপ বাতনা আর ভোগ করিতে হইবে না।' পৃথিবীকে বিষ্ণু এই কথা বলিয়া তিরোহিত হইলেন। পৃথিবীও গর্ভহীনা নারীর জায় কুশালী হইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা জনক বধন নারদের উপদেশানুসারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন সেই যজ্ঞভূমি হইতে দুইটি পুত্র এবং ভুবনমোহিনী এক কন্যা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। পৃথিবী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজর্ষি জনককে কহিলেন, 'রাজন্! ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম।' 'এই কন্যা হইতে আমার ভার হরণ এবং অশেষবিধ মঙ্গল কার্য সাধিত হইবে; কিন্তু আমার নিকট তোমার একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, রাবণবীর নিহত হইলে আমি ভার বহিত হইয়া সুখে একটা পুত্র প্রসব করিব, তুমি সেই পুত্রকে বতদিন তাহার শৈশব উত্তীর্ণ না হয় ততদিন প্রতিপালন করিবে।' জনক এই কথা শুনিয়া প্রণত হইয়া এই বাক্যের অঙ্গমোদন করিলেন। পরে রাবণবধ হইলে পৃথিবী যে স্থলে সীতা প্রসূতা হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইয়া একটা পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মিবারাত্রি পৃথিবী বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীকে কহিলেন, 'দেবি! তোমার এই পুত্র মহাপরাক্রমশালী হইবে এবং যতদিন মহাব্যভাবে অবস্থান করিবে, ততদিন পরমসুখে কালাতিপাত করিবে। যে সময়ে মহাব্যভাব ত্যাগ করিয়া কোন কার্য করিবে, সেইকাল হইতেই তুমি তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিবে এবং বোড়শ বৎসর বয়সের সময় ধনসম্পদাদি দ্বারা সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। প্রাগ্-জ্যোতিষ নামে নগর ইহার রাজধানী হইবে। এই পুত্র নরক নামে আখ্যাত হইবে।' বিষ্ণু পৃথিবীকে এইরূপ বলিয়া তিরোহিত হইলেন। এদিকে ধরিত্রী অর্দ্ধরাত্র সময়ে জনকের নিকট গমন করিয়া অতিগোপনে পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত জানাইলেন। 'রাজর্ষি জনক তৎক্ষণাৎ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া ধরিত্রীজনকে গাইয়া অপত্যনির্কিংশে পালন করিতে লাগি-

লেন। যে সময় নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই পৃথিবী দ্বারাবলে মহাব্যাপার ধারণ করিয়া রাজ্যভারপূরে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণদ্বারা বখোঁচি সংহার কার্য সম্পাদন করাইলেন এবং জয়কালীন এই বালক নর-মন্তকে মন্তক ন্যস্ত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'নরক' রাখিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের বিধিমাতে সকল কার্যই সম্পন্ন করা হইল। গোতমপুত্র শতানন্দ ইহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষার নরক অতিশয় বিনীত হইল। এদিকে দেবী ধরিত্রী মায়ারূপে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া নরককে পালন ও বিশেষরূপে স্নানীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে নরক ক্রমে, লাভ্যে, বলবীৰ্য্যে, ধনুর্ধ্বক্কে বা গদ্যধ্বক্কে অস্ত্রাস্ত্র সকল রাজপুত্রকে অতিক্রম করিল। নরক দিন দিন একরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে লাগিল যে, জনকও মনে মনে ভীত হইতে লাগিলেন। নরক বোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীরবর্গের অঙ্গে হইলেন। নরকের ১৬ বৎসর পূর্ণ হইতে তিনমাস অবশিষ্ট থাকিতে ধরিত্রী জনকের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'রাজন্! আপনি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, নরক আপনার নিকট প্রতিপালিত হইয়া স্নানীতিপরায়ণ হইয়াছে। এখন নরককে যাইতে অঙ্গমতি দিন।' ধরিত্রী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অঙ্গহিত হইলেন। 'জনকও অঙ্গমোদন করিলেন। ধরিত্রী মায়ারূপ ধারণ করিয়া নরককে কহিলেন, 'পুত্র! তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে গমন কর, সেই স্থানে তোমার পিতাকে দেখাইব, জনক তোমার পিতা নহে, পালক পিতা মাত্র।' নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া গঙ্গাতীরে পদব্রজে গমন করিল। ধরিত্রী তখন মায়ারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্তি ধারণ করিয়া নরককে তাহার জন্মবৃত্তান্ত বলিলেন এবং বিষ্ণুকে তখন স্মরণ করিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'নরকের জন্ত রাজ্য প্রস্তুতি সকল প্রস্তুত রহিয়াছে' এই বলিয়া উভয়ে গঙ্গাসলিলে প্রবেশ করিলেন। নরক তৎক্ষণাৎ প্রাগ্জ্যোতিষ নামক পুরে উপনীত হইলেন। এই স্থান কামরূপের মধ্যে। এখানে কিরাত জাতি বাস করিত। ষটক নামে ইহাদের এক রাজা ছিল। বিষ্ণু ও নরক ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলকে নিহত করেন। বিষ্ণু তৎপরে নিজ পুত্রকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজধানী স্থাপিত হইল। বিনতরাজকন্যা মায়ার সহিত নরকের বিবাহ হয়। বিষ্ণু ক্রিতির সময়ে পুত্রকে সযোজন করিয়া কহিলেন, 'পুত্র আমি তোমাকে এই শক্তি দিলাম, ইহা প্রাণ সংহার ব্যতীত তুমি আর কখনও ব্যর্থ হইবে না, যদি

তুমি চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছাকর তাহা হইলে তুমি ব্রাহ্মণ, মুনি ও দেবভাগ্যের সহিত কদাচ বিষ্ণুচারণ করিও না। এই নিয়মের অন্তর্ভাচরণ করিলে তোমার প্রাণনাশ হইবে।' নরককে এইরূপে উপদেশ দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। নরক বিষ্ণু হইতে অভূতপূর্ব ও শত্রুগণের হৃর্ভেদ্য এক রথ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এই সময় রাক্ষসি জনক এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার যন্ত্রে নিতান্ত প্রীত হইয়া কিছুদিন এইস্থানে অবস্থান করেন। নরক মনুষ্য-প্রাণীসমূহের অনেক দিন রাজত্ব করেন। পরে ত্রেতাযুগাবসানে বাণরাজার সহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। বাণ অস্ত্র-ভাবে বিচরণ করিত, নরকও ইহার সংসর্গে ক্রমে অতি দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন ও দেবতা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদা বশিষ্ঠদেব কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে আসেন, কিন্তু নরক তাঁহাকে পুরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাহাতে বশিষ্ঠদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নরককে শাপ দেন, 'তুমি অত্যন্ত গর্হিত হইয়া এইরূপে ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এইজন্য তুমি যাহার গুণসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহারই হস্তে অচিরে তোমার মৃত্যু হইবে। তোমার মৃত্যুর পর কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব এবং যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ততদিন কামাখ্যাদেবী পরিজনের সহিত এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন।' তখন নরক প্রাণসম বদ্ধ বাণের শরণাপন্ন হইলেন, এবং বাণের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্ম নরকের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাহাকে বর লইবার জন্ত কহিলেন। নরক এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'আমি দেব, অস্ত্র, রাক্ষস এবং সকল দেবযোনির যেন অবধ্য হই। জগতে যতদিন 'চন্দ্রমূর্ত্য থাকিবে, ততদিন আমার সন্তান সন্ততি অবচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করুক। তিলোত্তমার স্ত্রায় রূপগুণসম্পন্ন ১৬ হাজার স্ত্রী ও রাজ্যলক্ষী যেন স্থিরা হইয়া থাকে।' ব্রাহ্ম এই সকল বরই প্রদান করিলেন। নরক এই রূপে বর প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে আগমন করিলেন। কালক্রমে নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ ও সুমালী নামে চারিটা পুত্র হইল। এই পুত্র সকলই প্রবল পরাক্রমশালী ও বীরগণের অজ্ঞেয় হইয়া উঠিল। তখন নরক হরগ্রীব, মুর, স্তম্ভ, উপস্তম্ভ প্রভৃতি প্রবল বলবিক্রমশালী অস্ত্র সকলকে বাররক্ষা ও সেনাপতি প্রভৃতির কার্যে নিয়োজিত করিলেন। ক্রমে তিনি হরগ্রীব প্রভৃতির সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিলেন এবং নানারূপে পৃথিবীর পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ক্রিতির ভাবাবতরণের জন্ত কুরুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেগণ রক্তা ও তিলোত্তমার স্ত্রায় রূপগুণ-

সম্পন্ন ১৬ হাজার স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই স্ত্রীগণ হিমালয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল, নরক তাহাদিগকে হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করিলেন। নানাপ্রকারে নরক সকলকেই উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আগমন করেন এবং নরকের সহিত প্রবল যুদ্ধ করেন, পরে ভগবান্ বিষ্ণু স্তম্ভদর্শন চক্রদ্বারা নরকের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন পৃথিবী ভার রহিত হইয়া স্তম্ভ হইলেন। পৃথিবী পুত্রের মৃত্যু জন্ত কিছু-মাত্র শোকাতুরা হইলেন না। (কালিকাপু ৩৬।৪০ অ°)

(নরকাসুরের বৃত্তান্ত হরিবংশে ১২০, ১২১, ১২২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।)

নরকের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ ইহার ধনাগারে যে ধনরত্নাদি দেখিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের ধনাগারেও ছিল না। কৃষ্ণ এই সমস্তই দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন।

২ পাণ্ডোগস্থান, মৃত্যুর পর যে স্থানে বাইয়া পাণ্ডোগ করিতে হয়, তাহাকে নরক কহে। নরকের ভয়ে অনেকে দুর্কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কি পুরাণ বা মন্বাদি সংহিতা সকল শাস্ত্রেই অল্প বিস্তর নরকের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। নরক বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। দর্শনশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেরূপ শুভাশুভ কার্য করা বাইবে, ভবিষ্যতে তাহারই ফলভোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ শুভকার্যের অমুষ্ঠান করিলে স্বর্গ এবং পাপ-ফলে নরক হইয়া থাকে। যখন আমাদের এই বাটকৌলিক দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন আমাদের হৃদয়শরীর আকাশস্থ ও বায়ুভূত হইয়া অবস্থান করে, এই হৃদয়শরীরই স্বর্গ বা নরক ভোগ হইয়া থাকে। এই হৃদয়শরীর এইরূপ উপাদানে গঠিত হয় যে, হয় ত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও যন্ত্রণা ভিন্ন আর কিছুই অসম্ভব হইবে না, এই জন্য এই অবস্থায় যন্ত্রণাময় শরীর কহে। এই হৃদয়শরীরে স্বর্গ বা নরক ভোগ হইয়া থাকে। অর্থাৎই একমাত্র নরকের হেতু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

"অথর্বো নরকাদীনাং হেতুর্নিলিতকর্মণঃ।

প্রায়শ্চিত্তাদিনাশ্রোহসৌ ধীববৃত্তী দ্বিমৌ গুণৌ ॥"

(ভাষ্যপরি ১৬১)

চার্ভাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ স্বর্গনরকাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।" (চার্ভাক)

তাহারা বলেন, এই দেহ ভস্ম হইলে তাহার পর স্বর্গ নরকাদির ভোগ অসম্ভব। কারণ মৃত্যুর পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই সকল বিচার অনাবশ্যক, এইজন্য কেবল

নরক সম্বন্ধে শাস্ত্রে বাহা লিখিত আছে তাহাই এই স্থলে লিখিত হইল—

ভাগবতে নরকের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।—রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! নরক সকল কি পৃথিবী মধ্যে কোন কোন দেশ বিশেষ, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বা অন্তরালে স্থিত কোন প্রদেশ? ইহাতে শুকদেব বলিয়াছিলেন, এই ভূমণ্ডল মধ্যে দক্ষিণদিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যেখানে অগ্নিস্রোতাদি পিতৃগণ অবস্থান করেন, সেইখানে যম স্বর্গ সহিত অবস্থান করিয়া মৃত লোকদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদের কর্ম্মফলসারে দোষ গুণের বিচার করিয়া থাকেন, এইস্থানে নরক সকল অবস্থিত আছে। এই নরকের সংখ্যা একবিশতি। ইহাদের নাম যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রোরব, মহারোরব, কুন্তীপাক, কালসূত্র, অসিপত্র-বন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কুমিভোজন, সন্দংশ, তপশুর্নি, বজ্র-কণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পুরোধ, প্রাণরোধ, বিশলন, লালাতক্ক, সারসেরামন, অরীচী ও অরণ্যপান। আরও ৭টা নরক আছে যথা—কারমর্দন, রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবট-নিরোধন, পর্যাবর্জন এবং সূচীমুখ, সর্ব সমেত এই ২৮টা নরক।

যাহারা পরধন, পরস্ট্রী ও পুত্র অপহরণ করে, যমপুরুষেরা তাহাকে ষোরতর কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্বক তামিস্র নরকে ফেলিয়া দেয়, এই নরক প্রগাঢ় তমসাজ্জ, পানী ইহাতে পতিত হইয়া অশন ও পান্যভাবে এবং দণ্ডত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে।

যাহারা পতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহার কলত্রাদি লইয়া সন্তোষ করে, তাহাদের অন্ধতামিস্র নরকে বাস হইয়া থাকে, যমপুরুষেরা এই স্থানে পানীদিগকে অশেষবিধ কষ্ট দেয় এবং তাহার পর এখানে ফেলিয়া দেয়। এই নরকে পতিত ব্যক্তিদিগের অন্তস্ত বেদনা হয়, এই জন্ত তাহাদের স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, এই কারণে ঋষিগণ এই নরককে অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা এই সংসারে 'এই শরীরই আমি' এবং 'এই সকল ধন আমার', এইরূপ জানে বুঝ হইয়া প্রাণিগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অহুদিন কেবল আপনায় শরীর ও স্ত্রীপুত্রাদির পোষণ করিয়া থাকে, তাহাদের রোরব নরক হয়। এই নরকের নাম রোরব হইবার কারণ, এই অগতে লোকে যে প্রকারে যে সকল প্রাণীর হিংসা করে, সেই প্রকৃত কর্ম্মদোষে পরলোকে বন-বাড়না প্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মকৃত হিংসা-কর্ম্ম সকল রূপে পরিণত হইয়া সেই প্রকারে তাহার হিংসা করে, এই জন্ত ঋষিগণ এই নর-

কের নাম রোরব বলিয়াছেন। (সর্প হইতেও অতিশয় খল ভায়শূক এক প্রকার প্রাণী আছে, তাহার নাম রক।)

মহারোরব নরকও এই প্রকার। যাহারা এ সংসারে আপনায় ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তাহাদেরও এই মহারোরব নরক হয়। এই স্থলে ক্রবাদ নামে রুদ্রগণ মাংস গ্রহণার্থ তাহাকে বিবিধ যাতনা দিয়া বিনষ্ট করে।

যাহারা ইহলোকে অতিশয় উগ্রমুর্ত্তি এবং শরীরধারণার্থ পশু অথবা পক্ষী মাগিয়া সেই মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করে এবং যে অতি নির্ধর, যমকিকরগণ তাহাদিগকে কুন্তীপাক নরকে ফেলিয়া দেয় ও শুণ্ড ভৈলে তাহাদিগকে পাক করিতে থাকে।

যে ব্যক্তি পৃথিবী মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের বিরোহাচরণ করে, সে কালসূত্র নামক নরকে প্রক্টিপ্ত হয়, এই নরক অতি ভয়াবহ। এই নিরয়ের পরিধি দশসহস্র যোজন, ইহা তাম্রময় অত্যন্ত সমানভূমি। ব্রহ্মজ্যোহী এই নরকে পতিত হইয়া উপরে অর্ককিরণে এবং নীচে অগ্নির উত্তাপে সন্তাপিত হইতে থাকে, ক্ষুধা ও পিপাসায় তাহার দেহের অন্তর ও বাহ্যভাগ দগ্ধ হয়।

নারকী এইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে। পশুদেহে লোমের সংখ্যামুসারে তাহাদের নরকভোগ হইয়া থাকে।

যাহারা অনাপদকালেও ইচ্ছাপূর্বক স্বধর্ম ও বেদমার্গ পরিত্যাগ এবং পাপপুণ্য অবলম্বন করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে অসিপত্রবন নরকে ফেলিয়া দেয় ও অতিশয় প্রহার করে। পানী তথায় প্রহারের যাতনায় অস্থির হয়।

যে সকল রাজপুরুষ দণ্ডার্থ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না করেন এবং অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন, সেই সকল রাজা বা রাজপুরুষ অতিশয় পানী, এই পাপবশতঃই ইহাদের পরকালে শূকর-মুখ নামক নরক হয়। লোকে যেমন ইচ্ছন ও নিশীড়ন করে, তাহার স্তায় রাজা বা রাজপুরুষদিগকে যমকিকরগণ নিশীড়ন করিয়া থাকে। ইহাতে পানীর যন্ত্রণায় অবধি থাকে না।

পরমেশ্বর যাহার যে বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ এই বৃত্তির বিপরীত উৎপাদন করে, তাহা হইলে অন্ধকূপ নামক নরক হইয়া থাকে। এই স্থান উন্নয়নক অন্ধকার, পানী এই স্থানে কিছুই দেখিতে পায় না এবং যাহাদের বৃত্তিভ্রংশ করা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া তখন প্রতিশোধ লইতে থাকে।

যাহারা ভক্ষ্য ভব্য লোকসমূহের সমকে কষ্ট দিয়া একাকী ভক্ষণ করে এবং পক্ষ যজ্ঞাভ্যাস করেন, তাহারা পরকালে কুমিভোজন নরকে গমন করে। এই নরকে পছন্দভোজন দীর্ঘ একটা কুমিকূপ আছে। পানী এই কূপে পড়িয়া বয়

কৃষি হইয়া কৃষি ভোজন করে, কৃষি সকলও তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহাতে অতিশয় যন্ত্রণা হয়।

যাহারা চৌর্য অথবা বলদ্বারা ব্রাহ্মণের হিরণ্যময়ূষ্যি অপহরণ করে এবং অনাপদকালে কোন ব্যক্তির ঐ সকল বস্তু হরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে যমদূতেরা লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সন্দংশ দ্বারা তাহার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়।

যাহারা অগম্য স্ত্রী গমন করে এবং যে সকল স্ত্রী অগম্য-পুরুষে সঙ্গত হয়, যমপুরুষেরা ঐ হইজনকে পরকালে নির্দয় কণাঘাত ও তাড়না করে এবং পুরুষকে তপ্ত লৌহময় স্ত্রী প্রতিমা আর স্ত্রীকে পুরুষাকৃতি লৌহপ্রতিমা দ্বারা আলিঙ্গন করায়। যাহারা পঞ্চাদি অধোনিতে গমন করে, যমকিকরগণ তাহাদিগকে নরকে নিঃক্ষেপ করিয়া বজ্রকণ্টকময় শাখালীর উপর আরোপণপূর্বক ছিন্ন ভিন্ন করে। এই পৃথিবী মধ্যে যে সকল রাজজ্ঞ অথবা রাজপুরুষ ধর্মমর্যাদা অতিক্রম করে, তাহারা বৈতরণী নদীতে পতিত হয়। এই নদী নরক সকলের পরিধা স্বরূপ। এই নদীতে জলজন্তু সকল ইতস্ততঃ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে এবং তাহারা অধর্মের বিষয় স্মরণ করিয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, পুণ্ড্র, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস ও বসাবাহিনী নদীতে পতিত হইয়া সর্বতোভাবে উপতপ্ত হয়। যাহারা ইহলোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা ক্রয় বিক্রয়ের সময় কিংবা দানাবসরে কোন প্রকারে মিথ্যা কহে, পরলোকে যমকিকরেরা তাহাকে অধঃশিরা করিয়া শতযোজন উচ্চ পর্বতশিখর হইতে অতি সঙ্গীর্ণ অবাচিমং নরকে ফেলিয়া দেয়। (যেখানে স্থল ও অশপৃষ্ঠস্থ জলের দ্বারা প্রকাশমান হয়, তাহাকে অবাচিমং নরক বলে।) যমদূতেরা পানীকে ঐ নরকে নিঃক্ষেপ করিয়া তিল তিল করিয়া তাহার শরীর কর্তন করিতে থাকে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয় না। পুনরায় তাহাকে পর্বতের উপরে লইয়া যায় এবং তথা হইতে আবার ঐ নরকে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে রোগী অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

যাহারা ইহলোকে দম্ভাধিত হইয়া দম্ভার্থ যজ্ঞাহুষ্ঠান করে এবং তাহাতে পণ্ডেহন করে, তাহাদের বিশসন নামে নরক হয়। এই নরকে যমপুরুষেরা নানাবিধ ক্রেশ দিয়া পানীর অঙ্গ-ছেদ করে।

ভিক্ষুলোভব যে ব্যক্তি ইহলোকে কামমোহিত হইয়া অসবর্ণী স্ত্রীদ্বারাতে রেতঃপাত করে, যম পুরুষেরা তাহাকে রেতঃপূর্ণ নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ঐ রেতঃ পান করাইতে থাকে।

যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী স্ত্রীপান করে, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া এবং কজির বা বৈভ্র যজ্ঞার্থ সোমপান করিয়া

অজ্ঞাতপ্রযুক্ত যজ্ঞপান করে, বজ্র দেবতারা তাহাদিগকে নরকে লইয়া যাইতে যাইতে পা দিয়া বক্ষঃস্থল আক্রমণপূর্বক অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দ্বারা তাহাদের সর্কাজে অভিষেক করে।

যাহারা হীনজাতি হইয়া উচ্চ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং উচ্চ-বর্ণের অসন্মান করে, তাহারা ক্লারকর্মময় নরকে অধঃশিরা হইয়া পতিত হয় এবং অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে।

যে সকল মনুষ্য রাক্ষসের তুল্য ঐশ্বর্যতাব এবং জনসমূহের উদ্বেগপ্রদ, তাহারা পরকালে দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। এই নরকে পঞ্চমুখ বা সপ্তমুখ রাক্ষস সকল তাহাদিগকে ইস্পুরের দ্বারা ধরিয়া গ্রাস করে।

যাহারা ইহলোকে স্বাক্ষারময় গর্ভ ও কুশূল এবং গৃহাদিতে প্রাণিদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া যাতনা দেয়, তাহারা পরলোকে ঐ সকলের মধ্যে পতিত হইয়া রুদ্ধ হয় এবং বিধ, অগ্নি ও ধূম এই সকল দ্বারা বিবম যাতনা পাইতে থাকে।

গৃহে অতিথি আসিতে দেখিয়া যাহারা ক্রুদ্ধ হয় এবং ক্রোধে তাহাদিগকে রোধকবায়িত লোচনে অবলোকন করে, তাহারা অন্তকালে নরকে যাইলে বজ্রতুল্য তুণ্ডধারী কন্ধাদি পক্ষিগণ সবলে তাহার চক্ষু উৎপাটন করে এবং নানা প্রকারে যন্ত্রণা দেয়।

যে পুরুষ ইহলোকে ধনগর্বে ‘আমি শ্রেষ্ঠ’ এইরূপ অভিমান করিয়া বক্রদৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ধন অপহরণ করিবে বলিয়াই সকলকে সন্দেহ করে, দিবারাত্র ধনচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, এই সকল লোক ধনোপার্জন, বর্জন ও রক্ষণ মাঝে চিন্তনিবেশবশতঃ পাপী হয়। এই পাপে তাহাদের হৃষ্টীমুখ নামক নরকভোগ হইয়া থাকে। যমপুরুষেরা ইহাদিগকে তন্তুবারগণের দ্বারা সর্কাজে হৃষ্টী বিদ্ধ করিয়া হৃদ্রে গ্রথিত করিয়া থাকে।

যমাগ্রে উক্ত প্রকার অসংখ্য নরক আছে। পানী সকল পাপের তারতম্যানুসারে এই সকল নরকে পতিত হইয়া বারমাস নাই ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরে যখন পাপ ক্ষয় হইবে, তখনই পাপিগণ এই যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। যতদিন পাপভোগ না শেষ হইবে, ততদিন নরকে পতিতে থাকিবে। (ভাগবত ৫২৬ অং)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নরক-বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পাপিগণ যে স্থানে যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার নাম নরক।

“নরকাণ্যক কুণ্ডপি সতি নানাবিধানি চ।

নানাপুরাণভেদেন নামভেদানি তানি চ ॥

বিহুতানি গজীরাণি ক্লেদানি চ জীবিনাম্ ।

ভরতরাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুংসিতানি চ ॥

বড়শীতিষ্ঠ কুণ্ডানি সংযমজ্ঞাঞ্চ সন্তি চ ।

নিবোধ তেবাং নামানি প্রসিদ্ধানি ঐশ্রবো সন্তি ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখণ্ডে ২৭ অং)

নানাবিধ নরক কুণ্ড সকল আছে, নানা পুরাণভেদে এই সকল নরকের নামও ভিন্ন হইয়াছে। এই স্থান জীবের অতিশয় ক্লেদকর। ইহাতে ৮৬টা কুণ্ড আছে, তাহাদের নাম সকল এই-রূপ লিখিত আছে। ~~হুগল~~পরে পাপী সকল পাপভেদানুসারে যে সকল কুণ্ডে অবস্থান করে, তাহাকে নরককুণ্ড বলে। কোনরূপ পাপাশুষ্ঠান করিলে কোন্ নরক কুণ্ডে পতিত হইতে হয়, তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

নরক কুণ্ড ।

পাপী ।

- ১। বহিকুণ্ড কুকথায বন্ধদিগের হৃদয় দক্ষ-
কারক ।
- ২। তপ্তকুণ্ড ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে বাহারা
ভোজন না করায় ।
- ৩। ক্ষারকুণ্ড নিবিদ্ধ দিনে বস্ত্রে ক্ষার-সং-
যোজন-কারক ।
- ৪। বিটকুণ্ড ব্রাহ্মণের বিস্তাপহারক ।
- ৫। মূত্রকুণ্ড পরের তড়াগ ধ্বনন করিয়া যে
নিজে উৎসর্গ করে ।
- ৬। মেঘকুণ্ড ~~ক্ষার~~হার্য বর্টন না করিয়া একাকী
মিষ্টান্ন ভোজন করে ।
- ৭। গরকুণ্ড পিতা মাতা প্রভৃতিকে বাহারা
পালন না করে ।
- ৮। দুহিকাকুণ্ড অতিথি-দর্শনে বাহারা বিরক্ত
হয় ।
- ৯। বসাকুণ্ড কোন বস্ত্র ব্রাহ্মণকে দিয়া তাহা
আবার অল্পকে যে দান করে ।
- ১০। গুরুকুণ্ড পরজীগামী পুরুষ এবং পরপুরুষ-
গামিনী স্ত্রী ।
- ১১। অশ্বকুণ্ড গুরুজনকে তাড়নাকারী বা
রক্তপাতকারী ।
- ১২। অশ্রুকুণ্ড হরিভক্তকে দেখিয়া বাহারা
উপহাস করে ।
- ১৩। গাভ্রকুণ্ড সর্বদা অশুদ্ধ চিত্ত ও খল-
বদ্যব ।

- ১৪। কণবিকুণ্ড বহিরকে উপহাসকারী ।
- ১৫। মজ্জকুণ্ড ভোজনার্থ জীবহিংসাকারী ।
- ১৬। বাৎসকুণ্ড অর্থলোভে কন্যাবিক্রয়কারী ।
- ১৭। নথকুণ্ড } শ্রদ্ধা ও উপবাসাদিতে সংযম
১৮। লোমকুণ্ড } ত্যাগী ।
- ১৯। কেশকুণ্ড বাহার মুগ্ধ শিবলিঙ্গে কেশাদি
থাকে ।
- ২০। অস্থিকুণ্ড বাহারা বিয়ুপদে পিতৃপিতৃ
প্রদান করে নাই ।
- ২১। তাম্রকুণ্ড শুক্লিণী অর্থাৎ গর্ভবতী স্ত্রী-
গমনকারী ।
- ২২। লৌহকুণ্ড ঋতুস্রাতা ও অবীরার অদ-
ভোজী ।
- ২৩। তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ড যে নারী কটু বাক্যে স্বামীকে
তাড়না করে ।
- ২৪। বিষকুণ্ড যে বিষ প্রয়োগে অন্যের জীবন
নষ্ট করে ।
- ২৫। বর্ষকুণ্ড বর্ষযুক্ত হস্তে বাহারা দেব-
দ্রব্যাদি স্পর্শ করে ।
- ২৬। তপ্তস্রাকুণ্ড শূদ্রাশ্রুজাত শূদ্রাশ্রভোজী ।
- ২৭। প্রতপ্তভেলকুণ্ড দণ্ড দ্বারা যে বুকে তাড়না
করে ।
- ২৮। কুন্তকুণ্ড কুন্ত ও লৌহ বড়িশাদি দ্বারা
জীবহন্তা ।
- ২৯। কুমিকুণ্ড মৎস্তভোজী, বৃথামাংসভোজী
ও হরিপ্রসাদ যে ভক্ষণ করে
না ।
- ৩০। পুংকুণ্ড শূদ্রযাজী, শূদ্রশ্রদ্ধাকুণ্ড ও শূদ্র-
শবদাহী ।
- ৩১। সর্পকুণ্ড যে সর্পের মস্তকে ক্রমপদ চিহ্ন
আছে তাহাকে হত্যাকারী ।
- ৩২। মশককুণ্ড বাহারা ক্ষুদ্র জীব বিনাশে বিধি
দান করে ।
- ৩৩। দংশকুণ্ড বাহারা পশুহত্যার বিধি দেয় ।
- ৩৪। গরলকুণ্ড যে সকল লোক মধুমক্ষিক
মারিয়া মধু সংগ্রহ করে ।
- ৩৫। বজ্রদংষ্ট্রকুণ্ড অদণ্ডকে দণ্ডদাতা ।
- ৩৬। বুদ্ধিকুণ্ড অর্থলোভে প্রজাদিগের দণ্ড-
কারক ।

৩৭। শরকুণ্ড	}	শত্রুধারী, ধাবক এবং সন্ধ্যাহীন ও হরিতিক্তিহীন ব্রাহ্মণ।
৩৮। শূলকুণ্ড		
৩৯। খড়্গকুণ্ড		
৪০। গোলকুণ্ড		অন্নদোষে কারাদণ্ডদাতা।
৪১। নক্ককুণ্ড		জলোখিত নক্কাদি হননকারী।
৪২। কাককুণ্ড		লোলুপনেত্রে পরস্পর বন্ধ, নিতম্ব ও মুখদর্শনকারী।
৪৩। সঞ্চানকুণ্ড		স্বর্ণপাহারক।
৪৪। বাজকুণ্ড		তাত্র ও লৌহচোর।
৪৫। বজ্রকুণ্ড		দেবজবাপাহারক।
৪৬। তপ্তপাষণকুণ্ড		দেবতা ও ব্রাহ্মণের রোপা, গো অথবা বস্ত্রচোর।
৪৭। তীক্ষ্ণপাষণকুণ্ড		দেবতা ও ব্রাহ্মণের পিতল বা কাংসনির্মিত দ্রব্যচোর।
৪৮। লালুকুণ্ড		বেশ্যারভোজী ও তদ্ভূতিজীবী।
৪৯। মসীকুণ্ড		শ্রেষ্ঠজীবী ও মসীজীবী ব্রাহ্মণ।
৫০। চূর্ণকুণ্ড		দেবতা বা ব্রাহ্মণের শস্ত্র, তাধূল ও আসনচোর।
৫১। চক্রকুণ্ড		বিপ্রদ্রবাহরণচক্রকারী।
৫২। বক্রকুণ্ড		বন্ধু ও ব্রাহ্মণের প্রীতি কুটিল ব্যবহারকারী।
৫৩। কুর্ষকুণ্ড		হরিশয়নে কুর্ষমাংসভোজী ব্রাহ্মণ।
৫৪। জালুকুণ্ড	}	দেবতা ও ব্রাহ্মণের ঘৃততৈলাদি অপহারক।
৫৫। ভক্ষকুণ্ড		
৫৬। দধিকুণ্ড		
৫৭। তপ্ত-শূন্যকুণ্ড		দেবতা ব্রাহ্মণের ধাত্রী (আমলকী) ও গন্ধতৈল দ্রব্যপাহারক।
৫৮। অসিপত্রকুণ্ড		বলপূর্বক বা খলতাপূর্বক পর ভূম্যপাহারক।
৫৯। কুরধারকুণ্ড		অর্থলোভে যে ব্যক্তি খড়্গা দ্বারা হনন করে।
৬০। হৃদীমুখকুণ্ড		যে গ্রাম ও নগরাদি দাহ করে।
৬১। গোদামুখকুণ্ড		যে ব্যক্তি একের কাছে অপরের নিন্দা করে, বা বেধ ও ব্রাহ্মণের নিন্দা করে।
		যাহারা ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া দ্রব্য সকল ও গোছাগাদি অপহরণ করে।

৬২। নক্রেমুখকুণ্ড	সামান্য দ্রব্যাপাহারক।
৬৩। গজদংশকুণ্ড	গজ, তুরগ ও নরচোর।
৬৪। গোমুখকুণ্ড	যাহারা গবাদি পশুর জল-ভক্ষণে বাধা দিয়া থাকে।
৬৫। কুষ্ঠীপাককুণ্ড	গো, গ্ৰী, ভিক্ষু, ঋণ ও ব্রাহ্মণ-হত্যাকারক। অগম্যগামী, দীক্ষা ও সন্ধ্যাহীন, তীর্থপ্রতি-গ্রাহী, গ্রামবাসী, দেবল, শূত্র-স্থপকার ও বৃষলীপতি।
৬৬। কালহুত্রকুণ্ড	ব্রাহ্মণের অনিষ্ট বা তৎসদৃশ গুরুতর পাপকারী।
৬৭। অবটোদকুণ্ড	কুলটাদি বড়বেশ্যাগামী বিজ।
৬৮। অরুদ্রকুণ্ড	চক্রহৃৎগ্রহণ বা তদ্রূপ নিষিদ্ধ কালে ভোজনকারী।
৬৯। পাণ্ডভোজকুণ্ড	যে ব্যক্তি বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অপর ঘরে দান করে।
৭০। পাপবেষ্টকুণ্ড	দত্ত বস্তুর অপহারক।
৭১। শূলপোতকুণ্ড	শিবলিঙ্গপূজনে অভক্তিকারী।
৭২। প্রকম্পনকুণ্ড	যাহারা ব্রাহ্মণকে ভয়প্রদর্শন বা দস্তাঘাত করে।
৭৩। উদ্ধামুখকুণ্ড	স্বামীর প্রতি কটুভাষিণী।
৭৪। অকুপকুণ্ড	শূত্রভোগ্যা ব্রাহ্মণী।
৭৫। বেধনকুণ্ড	বেশ্য অর্থাৎ পঞ্চ বা বট পুরুষ-গামিনী।
৭৬। দন্ততাড়নকুণ্ড	যুগ্মী অর্থাৎ সপ্তাষ্টপুংগামিনী।
৭৭। জালবদ্ধকুণ্ড	মহাবেশ্য। অর্থাৎ অষ্টাধিক পুংগামিনী।
৭৮। দেহচূর্ণকুণ্ড	কুলটা অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত অন্য একটা পুরুষগামিনী।
৭৯। দলনকুণ্ড	দ্বৈরিণী অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত যাহারা অন্য আর তিনটা পুরুষ সংসর্গ করে।
৮০। শোষণকুণ্ড	পুংচলী অর্থাৎ স্বামী ব্যতীত অন্য দুই পুরুষসংসর্গকারিণী।
৮১। কষকুণ্ড	সবর্ণা পরপত্নীগামী।
৮২। সূর্ণকুণ্ড	ব্রাহ্মণীগমনকারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।
৮৩। জালামুখকুণ্ড	যাহারা করে গদাজলতুলনী ও শালগ্রামাদি লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও পূর্ণ না করে, বা

- মিথ্যা শপথ করে, অথবা মিথ্র-
জোহী, বিশ্বাসঘাতী বা মিথ্যা-
সাক্ষ্যদাতা।
- ১৪। জিন্দকুণ্ড নিতাক্রিয়াহীন, দেবতার অনা-
হাকারী ও মন্দের প্রতি উপ-
হাসকারী।
- ১৫। ধূমাকুণ্ড দেব ও বিপ্লবের ধনাপহারী।
- ১৬। নাগবেষ্টনকুণ্ড যে ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ বৈদ্য বা
দৈবজ্ঞ বৃত্তি গ্রহণ করে, বা
লাক্ষা, লোহ, ও রসাদি বিক্রয়
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৭-২৮ অ°)

অজ্ঞাতপূরণের মতেও বিস্তার নরকের নাম আছে, বাহ্যিক
ভায়ে তাহা প্রদত্ত হইল না, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান
কএকটির নাম নির্দেশ করা হইল।

নরক।	পাপী।
অধোমুখ	অসৎ-প্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজক ও নরকত্রস্থচক।
অন্ধতামিষ	যাহারা স্বার্থ সিক্তির জন্ত পরের অনিষ্ট করিয়া থাকেন।
অসিপত্রবন	বুখা বনচ্ছেদনকারী।
কালস্থত্র	যাহারা নিজ জনক ও ব্রাহ্মণের ষেষ করে।
কুন্তীপাক	দত্তাপহারী।
তপ্তকুণ্ড	স্বসাগামী।
তামিষ	পরবিক্ত ও অপত্যকলত্রাপহারী।
পূষবহা	যে পুত্রাদিকে না দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করে এবং জীবনক্লম্বকর কার্যে সাহসী হয়। ব্রাহ্মণ হইয়া লাক্ষা, মাংস, রস, তৈল, তিল ও লবণ বিক্রয় করে, যাহার যে জাতীর ব্যবসায় তাহা ভাগ করিয়া মার্জার, কুকুট, ছাগ, কুকুর, বরাহ ও পক্ষীপালন প্রভৃতি ব্যবসা করে, যাহারা অভিন্নর কার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করে এবং যাহারা পত্নীর ভ্রষ্টাচার দ্বারা উপজ্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করে।
মহাজালা	কড়া বা পুত্রবধূগামী।

- মহারোরব
কবিরাজ
জীবিকার্থে লম্বঘাতী।
যে কৈবর্ত মৎস্তাদি ধরিয়া বিক্রয়
করিয়া জীবিকানির্বাহ করে,
কুণ্ডলী অর্থাৎ জীবিতভর্তুকার গর্ভে
জারজাত ব্যক্তির নাম কুণ্ড, তদন-
ভোজী। মাহিবক অর্থাৎ যে
পত্নীর ভ্রষ্টাচারদ্বারা উপজ্জিত ধনে
জীবিকানির্বাহ করে। পর্ককারী
(যে অদিনে কার্য করে), গৃহদাহী
মিত্রঘাতক, শাহুনিক, গ্রামঘাতক
ও গোমবিক্রয়কর্তা।
- রোরব
শুকরমুখ
কুটসাক্ষী, পক্ষপাতী, মিথ্যাবাদী ও
বৃথাজন্তবধকারী।
সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, স্তবর্ণচোর
এবং এই সকল ব্যক্তির সহিত
মিত্রভাতকারী। রাজা হইয়া অদণ্ডকে
দণ্ডপ্রদান এবং ব্রাহ্মণকে দৈহিক
দণ্ডদাতা। (বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপু°)

শাস্ত্রানুসারে পাপ করিলেই কোন না কোন নরক ভোগ
করিতে হইবেই।

ইংরাজীতে নরককে 'হেল' (Hell) বলে। ঐ শব্দের
মৌলিক অর্থ পর্কিতস্থল, গভীর অন্ধকারময় বৃহদপর্ক। ইহা হইতে
সমাধি-গহ্বরকেও বুঝায়। ক্রমশঃ ঐ শব্দে মৃত্যুর পর জীবাত্মার
অবস্থাকে বুঝাইতে থাকে। তৎপরে যাহারা ঐশ্বরিক বা প্রাকৃ-
তিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যুর পর শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হয়,
তাহাদের সেই অবস্থাকে 'হেল' বলিত। ক্রমশঃ উহা ঐরূপ
শাস্তিভোগের স্থল অর্থাৎ নরকার্য প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
মৃত্যুর পর যে স্থানে আত্মার পাপমোচন করিয়া লইবার ব্যবস্থা
ছিল (যেমন Roman Catholic Purgatory) সেই স্থানকে
প্রাচীন খৃষ্টানেরা হেল্ বলিত। তাহার পর মৃতের আত্মা
মৃত্যুর পর যে স্থানে অবস্থান করিয়া বীণখুর্টের পুনরাগমন ও
মহাবিচারের প্রতীক্ষা করে (Limbus Patrum) সেই
স্থলকেও প্রাচীন খৃষ্টানেরা 'হেল্' বলিত। যে সকল শিশুর
খৃষ্টানী অভিষেক (Baptism) হয় না, তাহাদের মৃত্যুর পর
তাহাদের আত্মা যে স্থলে থাকে, কখন কখন তাহাকেও প্রাচীন
খৃষ্টানেরা হেল্ বলিত। অবশেষে স্বরূপ পাপের দণ্ডভোগার্থ এক
প্রকার কারাগার কল্পিত হয়, তাহাকেই প্রাচীন খৃষ্টানেরা
হেল নামে উল্লেখ করিত। এই হেল বা নরকভোগের সময়ের
পরিমাণ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। খৃষ্টানী শাস্ত্রে নরকের

অবস্থিতি সৰ্বদে এই পর্যন্ত বুঝা যায় যে, পৃথিবীর “অন্তরে চিরাকার গর্তরাশি অথবা অন্তরীক এবং ভূমির মধ্যে পড়ীর অন্ধকারপূর্ণ ষাট সকলই নরক; উহা পাপিগণের শাস্তিভোগের এক নিরুপস্থিত আছে। রোমান কাথলিকদিগের মতে নরক-যন্ত্রণার বহুবিধ বিবরণ থাকিলেও মোটের উপর এই বুঝা যায় যে, সেখানে আত্মাকে বিবিধ যন্ত্রণায় চিরকাল নিমজ্জিত থাকিতে হয়। এই বিবিধ যন্ত্রণার নাম চিরশোক-যন্ত্রণা (Pain of loss) ও চিরমানি-যন্ত্রণা (Pain of sense) প্রথমটীতে লেখারাহুগ্রহ ও স্বর্গস্থলের চিরহানি হওয়ার তজ্জনিত চিরশোক এবং দ্বিতীয়-টীতে ব্রহ্মতাপের জন্য চিরমানি বুঝায়।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে পশ্চাত্য ও প্রাচ্য (Western and Eastern Churches) ভেদে দুই মত আছে। প্রাচ্য মতে শেখোক্ত যন্ত্রণার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় যে উভয় যন্ত্রণাই উভয়দলে স্বীকার করে, কেবল যন্ত্রণাভোগের প্রকৃতি লইয়া বিরোধ দেখা যায়। প্রাচীন খৃষ্টানের মতে মহাবিচারের দিন একবার নরকগও হইলে আর তাহা হইতে পরিজ্ঞাপাওয়া যায় না, কিন্তু ওরি-গেনের (Origen) সময় হইতে অর্থাৎ তাঁহার ও তৎ শিষ্য-গণের বাধ্যাবলে এইরূপ বিশ্বাসের মূল টলিয়া গিয়াছে। অনেকের মতে, নরকভোগে আত্মার পাপ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া বিস্মৃতা লাভ করে। পাপবিশেষে বিস্মৃতালাভের সময়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই মতকে ইংরাজীতে Origenistic theory of the Apocatastasis বলে।

খৃষ্টানী শাস্ত্রের মতের বিরুদ্ধ বলিয়া ঐ মত অবশেষে কনস্টান্টিনোপলের দ্বিতীয় অধিবেশনে দূষিত বলিয়া অবধারিত হয়। প্রাচ্য ও পশ্চাত্য মতে নারকীয় শাস্তির প্রকৃতি লইয়া যে মত ভেদ আছে, তাহা স্বতন্ত্র তাহাদের চিরভোগ সৰ্বদে কোন দ্বিধা নাই। নিউটেটোমেন্ট নামক বাইবেলের খণ্ড বিশেষে পাপীর শাস্তিহানিকে অনেকস্থলে জেহেন্না (Gehenna) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন খৃষ্টীয়ানের মতে নরকে চিরপ্রজ্জ্বলিত ভীষণ অগ্নির দাহ ও সর্ববৎ, কুস্তীরাগ্নি, শরজিহ্বা, ভ্রাগণ নামক ভীষণ প্রাণীর দংশন এবং দিবার তীক্ষ্ণ শূক্ৰবিশিষ্ট বিকটদন্তযুক্ত দৈত্যের পীড়নই প্রধান দণ্ড।

মুসলমানেরাও চিরনরকে বিশ্বাসবান। ইহাদের নরককে “জহন্নম্” বলে।

৩ কলির পোজ। ইনি কলিপুত্র ভরের ঔরসে তদীয় ভদ্রী সূত্রায় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় ভদ্রী বাতনার পাণিগ্রহণ করেন। (ককিপুং) ৪ বিপ্রচিহ্নি দানবের একপুত্র। ৫ নিকৃতির গর্ভজাত অনুতের পুত্র।

নরককুণ্ড (স্রী) নরকত কুণ্ড ৬৩৭। পাপীদিগের বাতনার হানিভেদ। [নরক দেখ।]

নরকজিৎ (পুং) নরকং তন্নামা বিখ্যাতং অমরং জয়তি জি-কিপ্ তুচ্চ। নরকাসুরজেতা, শ্রীকৃষ্ণ। বহুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম নরকজিৎ হইয়াছে। [নরক দেখ।]

নরকদেবতা (স্রী) নরকস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নিরয়দেবী, পর্যায়—অলক্ষী, নিখতি, কালপর্ণী। (শঙ্করম্।)

নরকপাল (স্রী) নরাণাং কপালং ৬৩৭। মৃতনরের শীর্ষস্থিত অস্থি ভেদ, মড়ার মাথা। কেহ কেহ ইহাকে শুচি বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা অশুচি, স্পর্শ করিলে ম্মান করিতে হয়।

“নরকপালং শুচি প্রাণ্যদ্বাং শব্দবৎ, তস্ত শুচিভাষ্মানং বলবদাগমবিরোধাদপ্রমাণং।” (মথুরানাথ) যথা—

“মলমুত্রং পুরীষাঃস্বিনির্গতং হৃদ্যতি মৃতম্।

নাগং দৃষ্টাতু সস্নেহং সচেলো জলমাবিশেৎ ॥” (মহু)

নরকভূমি (স্রী) নরকস্ত দ্বঃখভেদস্ত ভোগযোগ্যভূমিঃ। যমাল-স্থিত পাপীদিগের দ্বঃখভোগ ভূমি, যে স্থানে পাপিগণ অবস্থান করিয়া দ্বঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

“যনোদধি ঘনবাত তত্ৰবাত নভঃস্থিতাঃ।

রত্নশর্করা বালুকা পঙ্কধূমতমঃপ্রভাঃ ॥”

মহাতমঃপ্রভা বেত্যধোহধো নরকভূময়ঃ।” (হেমচ°)

নরকমুক্ত (পুং) নরকাৎ মুক্তঃ। নরক হইতে মুক্ত। নরক হইতে মুক্ত হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, পুণ্য কার্যের বা পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল স্বর্গ বা নরক হইয়া থাকে। যখন স্বর্গ বা নরক ভোগ শেষ হয়, তখন জীব আবার জন্মগ্রহণ করে। ইহার বিষয় গুরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“নরকাৎ প্রতিমুক্তস্ত পাপযোনীহু জায়তে।

পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যথ ধরযোনিং ব্রজেৎ বুধঃ ॥” (গুরুড়পুং)

নরক হইতে মুক্ত হইলে পাপযোনিতে জন্ম হয়। পতিত ব্যক্তির নিকট দান গ্রহণ করিলে নরক হইতে মুক্ত হইয়া ধরযোনিতে জন্ম হয়। উপাধ্যায়ের প্রতি অপ্রিয়চরণ করিলে বা মনে মনে যদি উপাধ্যায়পত্নীকে ইচ্ছা এবং তাহার কোন জব্য লইতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তাহার নরকমুক্তির পর কুকুরজন্ম হয়।

মিথ্যকে অপমান করিলে গর্দভ জন্ম, পিতাকে পীড়া দিলে কচ্ছপ, প্রভুর অগ্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে সেবা করিলে বানর, গচ্ছিত অপহরণ করিলে

কুমি, অশ্বক রাক্ষস, বিধাসহায়ী বীন, যবধাতু হরণ করিলে
মূষিক, পরদার গমনে বৃক, ত্রাত্তার্থা গমনে কোকিল, তর্কাদি
ভার্থা গমনে শূকর, যজ্ঞ দান ও বিবাহের বিয় উৎপাদন করিলে
কুমি, দেবতা পিতা ও ব্রাহ্মণদিগকে না দিয়া যে অন্ন ভক্ষণ
করে সে কাক, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অপমান করিলে ক্রৌঞ্চযোনি,
শূদ্র ব্রাহ্মণগমন করিলে কুমি এবং তাহাতে যদি অপত্য
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কন্নাস্ত পর্যাস্ত কীট, কৃতম্ব,
কীটযোনি। শত্রুহীন পুরুষকে হনন করিলে গর্দভ, বালক এবং
জীবধ করিলে কুমি, ভক্ষবস্ত্র চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্ন চুরি
করিলে মাক্ষার, তিল চুরি করিলে মূষিক, স্তত্ব হরণ করিলে
নকুল, মগুণ্ড মগুস্ত চুরি করিলে কাক, মধুহরণে দংশ, পুণ্ড
হরণে পিপীলক, কাংস্ত হরণ করিলে বায়স, কাঞ্চন হরণে কুমি,
কাপাসজাত বস্ত্রহরণে ক্রৌঞ্চ, বর্ণক হরণে মধুর; শাক
পত্র ও রক্ত বস্ত্রহরণ করিলে জীবকষ, গন্ধদ্রব্য হরণ করিলে
ছুছুমরি (ছুঁচা), বংশহরণ করিলে শশ, কাঠহরণে কাঠকীট,
পুষ্পহরণে দরিদ্র, যব অপহরণ করিলে পশু, শাকহর্তা হারীত,
ও জলহর্তা চাতক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই সকল জন্ম নরক-
ভোগ হইলে অর্থাৎ নরকমুক্তের পর জানিতে হইবে। যাহারা
স্বর্গ হইতে মুক্ত হয়, তাহাদের উত্তমযোনিতে জন্ম হয়।

(গুরুডপুং কর্ণবিপাক ২২৯)

নরকল, কোচীনদেশের একটি বন্দর। অক্ষা° ১০° ২' ৩০" উঃ,
দ্রাঘিঃ ৭৬° ১২' পূঃ।

নরকস্থ (জি) নরকে তত্ত্বমৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ নরকভূমিতে
স্থিত। (জী) ২ বৈতরণী নদী। (হেমচন্দ্র ৪।১৫২)

“নরকস্থোহপি দেহং বৈ ন পুনস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।” (ভাগবত)

নরকাস্তক (পুং) অন্তর্যতি ইতি অন্তকঃ, নরকস্ত অন্তকঃ।
নরকজিৎ বিষ্ণু, ত্রীকৃষ্ণ।

“দিবি বা ভূবি বা মহাস্ত বাসো নরকে বা নরকাস্তকপ্রকামম্।

অবধীরিতশারদারবিন্দো চরণো তে মরণেহপি চিন্তয়ামি॥”

(মুকুন্দমালা ৭)

নরকাময় (পুং) নরক আময়ইব যন্ত। ১ প্রেত। নরকরূপঃ
আময়ঃ। ২ নিরররোগ। নরকরূপ রোগভেদ।

নরকীলক (পুং) নরেষু কীলক ইব নিল্যাত্বাৎ। গুরুয়।
পর্যায়—গুরুহা। (হেমচ° ৩।৫২২)

নরকেশরিন্ (পুং) নর এব কেশরী। ১ নরসিংহ। নরঃ
কেশরীব বীরত্বাৎ। ২ মানবশ্রেষ্ঠ।

নরকৌকস্ (পুং) নরকে ওকঃ বাসস্থানং যন্ত। নরকবাসী,
নিররগামী।

নরখের, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নাপপুর জেলার একটি নগর,

নাপপুর নগর হইতে ২৬ ক্রোশদূরে বেতুলসাতার উপর অব-
স্থিত। এখানে একটি উত্তমবাজার, স্কুল এবং থানা আছে।
নগরের চতুর্দিকে ছন্দর ছন্দর বাগান থাকিলেও স্থানটি
স্বাস্থ্যকর নহে।

নরগণ (পুং) নরস্ত গণো বহবাৎ। নরকভেদঃ। উত্তরকন্টনী,
উত্তরাবাড়া, উত্তরভাঙ্গদ, পূর্বকন্টনী, পূর্বাবাড়া, পূর্বভাঙ্গদ,
মোহিনী, ভরগী ও আত্মানকজে নরগণ হয়। (জ্যোতিঃসারসং)
এই নরগণে জন্ম হইলে মূঢ়কর্ম্মাধিত, স্থলীল ও বুদ্ধিযুক্ত হয়।
নরগণ ও রাক্ষসগণের সহিত পরস্পর বিবাদ আছে। নরাণাং
গণঃ ৬৩৭। ২ নরসমূহ।

নরগুপ্ত, ইহার বর্তমান নাম নরগল। এখানে ১০১৭ শকে পশ্চিম
চালুক্যরাজদিগের একটি অগ্রহার ছিল।

নরঙ্গ (পুং) নৃগতি প্রাপয়তীতি নৃ-অঙ্গচ। (পতাদেরঙ্গ
ইতি উণাদিকোষটীকাধৃত হ্রাদঙ্গচ।) নাগরঙ্গ, নারাদা নেবু।
২ প্রসিদ্ধব্রগভেদ। (কী) ৩ মেট্র।

নরচন্দ্র সূরি, জৈন হর্ষপুরীরগচ্ছের অন্তর্গত জনৈক পণ্ডিত।
ইনি দেবপ্রভহরির শিষ্য নরেন্দ্রপ্রভের গুরু। ইনি অনর্থরাঘব
নাটকের টীকা, জারকন্দলীর টীকা, জ্যোতিঃসারটীকা এবং
প্রাকৃতদীপিকার টীকা রচনা করেন এবং স্বীয় গুরুদেবপ্রভ-
হরি-বিরচিত পাণ্ডবচরিত কাব্য ও উদয়প্রভপ্রণীত ধর্ম্মাভ্যাস
মহাকাব্য সংশোধন করেন।

নরতা (স্ত্রী) নরস্ত ভাবঃ নর-তল্ টাপ্। নরত্ব, মহুযাত্ব।
মহুযোর ধর্ম্ম, মহুযোর ভাব।

নরত্ব (স্ত্রী) নর-ভাবে ত্ব। মহুযাত্ব। মহুযোর ধর্ম্ম।

“নরত্বং চূর্ণভং লোকে বিদ্যা তত্র সূচলভা।” (সাহিত্যদ°)

নরদ (স্ত্রী) নলদ লত্ র। নলদ। [নলদ দেখ।]

নরদিক (জি) নরদ কিশরাদিত্বাৎ ঠন্। নলদবিক্রেতা।

নরদেব (পুং) নরদেব-ইব পূজ্যত্বাৎ। রাজা।

“রেতোযাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেবযমক্ষমাৎ।” (হরিবংশ ৩২।১২)

নরদেবদেব (পুং) নরঃ দেবদেব-ইবঃ। রাজা।

“এবঞ্চ তস্মিন্ নরদেব দেবে প্রায়োগবিষ্টে দিবি দেবসংখা।

প্রশস্ত ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রহ্নৈনৈর্দৃদা মুহুর্হ্নুভক্ত নেহুঃ॥”

(ভাগবত ১।১৯।১৮)

নরদ্বিষ্ (পুং) নরান্ যেষ্টি দ্বিষ্-কিপ্। মহুযাষেবকারী, রাক্ষস।

“ত্রক্ষাত্তং তেন মূর্খানমদধ্বং সন্নরদ্বিষঃ।” (ভট্ট ১৫।৯৪)

নরনগর (স্ত্রী) নরপ্রধানং নগরং। নগরভেদঃ। নরনগর এ-স্থলে
নগরের নকার ‘পূর্বপদাং সংজ্ঞায়াম্’ এই হ্রস্বস্বিত্যে গণ্ড
হইতে পারিত, কিন্তু ক্ষুদ্রাধিগত হেতু গণ্ড হইল না।

নরনাথ (পুং) নরঃ নাথ-ইব। নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

“নরনাথ ন জানীমৎপ্রিয়া বদ্বাক্যতি ।

ভূতলে নিরবতারে শরানাম পশু শব্দক্ ॥” (ভাগ ৪:২৩:১৭)
নরনারায়ণ (পু) নরশ নারায়ণশ্চ । ঋষিভেদ । কালিকা-
পুরাণে এই ঋষিধরের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

কোন এক সময়ে মহাবল শরভরূপী ভগ্ন মহাদেব দস্তাধাতে
নরসিংহকে দুই খণ্ড করিলেন । নরসিংহ শরভ-দস্তাধাতে দুই
খণ্ড হইলে তাহার নররূপ অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি
মূনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্দ্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ
নামক জনার্দন উৎপন্ন হইলেন । মহাত্মা নর এবং নারায়ণ
সৃষ্টির প্রধান কারণরূপ হরি নরনারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের
সহিত মৎস্তদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ বরাহের
নিকটে উপস্থিত হইরাছিলেন । (কালিকাপুরাণ ৩০ অ°)*

দেবীভাগবতে নরনারায়ণের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—
ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম নামে এক পুত্র হয় । এই পুত্র
অতিশয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন । ধর্ম গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিয়া দক্ষ
প্রজাপতির দশটা কন্যাকে বিবাহ করেন । ইহাদের গর্ভে
হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ এই চারিটা পুত্র হয় । ইহাদের
মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত রহিলেন । নর
এবং নারায়ণ হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া বদরিকাশ্রমভীর্থে
অত্যন্ত তপস্বী আরম্ভ করেন ।

এই স্থানে নর ও নারায়ণ সহস্র বৎসর ধরিয়া কঠোর তপ-
শ্চর্যা করেন । ইহাদের তপস্কেজে চরাচর অখিল জগৎ পরি-
তপ্ত হইয়া উঠিল । তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইহাদের তপোভঙ্গের
জ্ঞাত্য ক্রোধ এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া
নরনারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তপোভঙ্গের জ্ঞাত্য
নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য
হইতে পারিলেন না ।

তখন ইন্দ্র মন্মথের শরণাপন্ন হইলেন । কামদেব বসন্ত
ও অম্বরাদিগকে সাহায্য করিয়া নরনারায়ণের তপস্বীস্থানে উপ-
স্থিত হইলেন । তখন সেই স্থানে বসন্তের ধর্ম সকল প্রকাশ
পাইল । সঙ্গীতনিপুণা রক্তা ও তিলোত্তমা প্রধান প্রধান
অম্বরী সকল সেই মনোরম আশ্রমে স্বরতনলয়যোগে স্তমধুর

গান করিতে লাগিল । সেই স্তমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের
মনোহর কূজন ও ভ্রমরগণের স্তমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া
সেই মহাবিষয় ভাগবিত হইলেন । নরনারায়ণ ঋষিগণ
অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপসমূহের পুষ্পোদয়
দর্শন করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন । তখন নারায়ণ অতি
বিস্মিত হইয়া নর ঋষিকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ !
দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্টিত হইতেছে এবং অকালে সকল
প্রকার বসন্ত-ধর্ম প্রকাশ পাইতেছে, এই কথা বলিতে বলিতে
কন্দর্প প্রভৃতি সকলই তাহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ।

ইহাদিগকে দেখিয়া মুনিষয় বিস্মিত হইলেন । যেনকা, রক্তা,
তিলোত্তমা প্রভৃতি অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অম্বরী মুনিষয়কে পরি-
বেষ্টন করিয়া স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল । মুনিষয় ইহাদের
সঙ্গীতে প্রীত হইয়া ইহাদিগকে আতিথ্যকার্যের জ্ঞাত্য অহরোহ
করিলেন ।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্বীর বিষয় ঘটাইবার কামনায়
এই সকল অম্বরীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া
নর ও নারায়ণ মুনিষয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া মনে করিলেন যে
এই সকল অম্বরী সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্য ; অতএব আমি
এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা অসামান্য-রূপলাবণ্যসম্পন্ন অম্বরী
সৃষ্টি করিয়া আমাদের তপোবল দেখাইব । মনে মনে এইরূপ
চিন্তা করিয়া করদ্বারা উরুতাড়নপূর্বক শীতল এক সর্বাঙ্গ-
সুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন । এই বরাদনা মহাবীর
উরু হইতে উৎপন্ন বলিয়া, উর্ধ্বশী নামে খ্যাত হইল ।

পরে নারায়ণ ইন্দ্রেপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার জ্ঞাত্য তাহা-
দের অপেক্ষা সুন্দরী অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ সংখ্যক নারী নিরুবেগে
সৃষ্টি করিলেন । প্রাচুর্য্যত অম্বরীগণ উপহার ত্রয্য হস্তে
করিয়া গীত ও হাওয়াদি করিতে করিতে মুনিষয়কে প্রণাম
করিল । অম্বরীগণ এই সকল অত্যাকর্ষ্য ব্যাপার দেখিয়া
মুনিষয়কে স্তব করিতে লাগিল । মুনিষয় প্রীত হইয়া কহিলেন,
তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । আর তোমরা এই
উর্ধ্বশীকে লইয়া বাও, ইহাকে দেবরাজের উপহার রূপে দিলাম ।

অম্বরীগণ এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমরা অনেক
কষ্টে ও তপস্বীর কলে আপনার পদ প্রাপ্ত হইরাছি, আপনি
যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা
হইলে আমাদের অভিল্যব বলিতেছি, শ্রবণ করুন । হে
দেবেশ ! আপনি জগতের পতি, অতএব আমাদেরও পতি
হউন । আমরা সর্বদা আপনার সেবার নিযুক্ত থাকিব ।
এই সকল উৎপন্ন অম্বরী আপনার আজ্ঞার বর্গে গমন
করুক । আর আমরা পঞ্চাশদধিক বোড়শসহস্র রমণী এই

* “শরভো ভগবান্ ভগ্নো বিধা মধ্যে চকার হ ।

নরসিংহে বিধাত্তে নরভাগের তত্ত্ব তু ।

নর এবং সপুংপন্নো দিব্যরূপী মহাবীৰ্য্যঃ ।

তত্ত্ব পঞ্চাভাগেন নারায়ণ ইতি ভ্রাতঃ ।

অভবন্ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দনঃ ।

মরো নারায়ণচোক্তো সৃষ্টিহেতু মহামতী ।

বরোঃপ্রভাবো হুর্ধ্বঃ শব্দে বেদে তপঃ চ ॥” (কালিকাপুরাণ ৩০ অ°)

হানে আপনার সেবার নিযুক্ত থাকি। আপনি দেবগণের ঐশ্বর্য, আমাদের বাহিত বর দিয়া সত্য ধর্মরক্ষা করুন। ধার্মিক মুনিগণ কহিয়াছেন যে, কামাতুরা জীদিগের আশা তজ্জ করিলে হিংসাক্রান্ত পাণে লিপ্ত হয়। অতএব আপনি আগাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। ইহাতে মুনিষয় বলিয়াছিলেন, হে অঙ্গরোগণ! আমরা এইহানে পূর্ণ সহস্রবৎসর জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে কি প্রকারে বিষয়সঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্তা তজ্জ করিতে পারি? ইহাতে অঙ্গরা সফল কহিল, আপনি যদি স্বর্গ অভিলাষ করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই, আপনি এই পরম মনোহর সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অলুভব করুন। তখন নারায়ণ ঋষি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা যায়। অহঙ্কারই সংসার বন্ধের মূল। আমি বারাক্ষণাদিগকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি। এই জন্তই এতক্ষণ হুংখডাজন হইলাম। অধিকতর ধর্ম ব্যয় করিয়া নারীদিগকে লজ্জন করিলাম। ইহু প্রেরিত ঐ উত্তম ও মনোরম প্রেমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্মনার্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারবশে ইহাদিগকে উৎপাদিত না করিতাম, তাহা হইলেও আমার এই হুংখ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত না। এক্ষণে আমি উর্গনাভের জায় নিজকৃত সূদৃঢ় জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম। এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া ভাবিলেন ক্রোধ উৎপাদন করিয়া এই কামকামিনীদিগকে প্রত্যাখ্যান করা যাউক।

নর নামক কনিষ্ঠ ধর্মভনয় জাতাকে চিন্তাতুর দেখিয়া বলিলেন, মহাভাগ! আপনি ক্রোধভাবে পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্যভাবে অবলম্বনপূর্বক দুর্জয় অহঙ্কারের বিনাশসাধন করুন। আপনার কি স্বরূপ নাই, যে পূর্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্তা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিয়া সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুয়েস্র প্রেঙ্লাদের সহিত অতি অদুত সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহাতে আমরা বহুতর ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম। প্রেঙ্লাদের সহিত যে ইহাদের যুদ্ধ হয়, তাহাতে দানবের প্রেঙ্লাই পরাজিত হন। তগবান্ নারায়ণ নিজে আসিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বারাক্ষণাগণ কামাতুর হইয়া পুনঃ পুনঃ নারায়ণকে কামনা করিয়াছিলেন, সেই সময় নারায়ণ মুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে স্বর্গীয় জাতা নর ঋষি তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। তখন নারায়ণ আপনার বোধ-

ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহু হাল্যপূর্বক তাহাদিগকে নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরীগণ! ইহুজন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সংসারী হওরা কোনরূপেই কর্তব্য নহে। অতএব তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া স্বর্গে গমন কর। জানিও, যাহারা ধর্মজ্ঞ, তাহারা কখনই অস্ত্রের ব্রতভঙ্গ করিতে অভিলাষ করেন না। তোমরা সৌভাগ্যবতী, অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর, আমার এই প্রার্থনা যে, জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি। হে বিশালাক্ষি সুন্দরীগণ! অষ্টাবিংশ ষাপর যুগে দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইব। তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্ডারূপে পৃথক পৃথক জন্মগ্রহণ করিবে। সেই সময়ে সকলেই আমার পত্নী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তখন তাহারাও উষেগশূত্র হইয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র এই তপঃপ্রভাব শ্রুত হইয়া এবং উর্কশী প্রভৃতিকে দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই নরনারায়ণ মুনিষয় ভৃগুর শাপ হেতু এবং ভূতার হরণের জন্য কৃষ্ণ ও অর্জুন নামক বীরদ্বয় রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(দেবীভাগ° ৪৮—১৭ অ°)

নরস্কি (পুং) নরো ধীরস্তে আরোপ্যন্তে অস্মিন্ ধা আধারে কি, পৃষোদরাদিত্যং মুম্। সংসার। (মহীধর)

নরস্কিষ (পুং) জগৎপালক বিষ্ণু।

“বিষ্ণুনরস্কিষঃ প্রোহমানঃ” (গুরুবজ্জু° ৮।৫৫)

“বিষ্ণুনরস্কিষো ভবতি নরো ধীরস্তে আরোপ্যন্তে যস্মিন্ স নরস্কিঃ সংসারঃ তং স্ততি নাশয়তি নরস্কিষঃ সংসারসংহর্তা বিষ্ণুঃ, যদ্বা রথ হিংসার্যং রথ্যতি হিনস্তি নরস্কিষঃ হস্তা নরস্কিষো জগৎপালকঃ” (মহীধর)

নরপতি (পুং) নরপতি পতিঃ ৬৩৭। রাজা। রাজা সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া রাজাকে নরপতি কহে।

“নরপতিকুলভূত্যে গর্ভমাধন্ত রাজ্ঞী।” (রঘু ২।৭৫)

নরেশ্বর, নরনাথ, নরনায়ক, নরেশ ইত্যাদিরও এই অর্থ।

নরপতি, কর্ণাটের এক রাজবংশ। এই বংশ ২৬৬ হইতে ৮০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ৫৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিল। এই নরপতি বংশের ২৭ জন মাত্র রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নরপতি, ইহার অজ্ঞ একটা নাম হরিবংশ কবি। ইনি আশ্বমেধের পুত্র, এবং জ্যোতিষ-কল্পদ্রুম-প্রণেতা।

নরপতিজয়চর্যা (জী) স্বরোদরমূলক গ্রন্থভেদ।

নরপশু (পুং) নরঃপশুরিষ। ১। মানবান্দম, নিকট পুংক, যে পুংকদের আচরণ পশুরাজ্য তাহাকে নরপশু কহে। শৃংগপ পত।

“বিবরদুশো নরপদবোর উপাসতে বিকৃতীর্ন পরং ভাম্।

তেবাবাশিব কেশ তদহ বিনততি যথা রাজকুলম্” (ভাগ০ ৪।২৫।১৫)

নরপাল (পুং) নরান্ পালয়তি পালি-ধূল্। মানবরক্ষক, নৃপ, রাজা।

নরপুঙ্কব (পুং) নরঃ পুঙ্কবঃ বুধইব শূরত্বাৎ। নরশ্রেষ্ঠ, মহুয়া-প্রধান।

নরপুর, বিত্ততা নদীর তীরবর্তী একটা নগর। কাশ্মীরের রাজা নর এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

নরপ্রিয় (পুং) নরানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ নীলবৃক্ষ। (ত্রি) ২ মহুয়াছন্দা বস্ত্রমাত্র, মহুয়া যাত্রের অভিলষিত জব্য।

নরবলি (পুং) নরহত্যা করিয়া দেবতার পূজা। [নরমেধ দেখ।]

নরভূ (স্ত্রী) নরাণাং মহুয়াণাং ভূত্বমিঃ। ১ ভারতবর্ষ। ২ মহুয়াদিগের উৎপত্তি।

নরভূপাল শাহ্, জনৈক গুর্খারাজ। নেপালরাজ (ডাটগী বংশীয় ১৯শ বা শেষ রাজা) রণজিতমন্নের অধিকারকালে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) এই গুর্খারাজ নেপাল আক্রমণ করেন।

নরভূমি (পুং) নরাণাং ভূমিঃ। ভারতবর্ষ। (শব্দরত্নাং)

নরম (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

নরমানিকা (স্ত্রী) নরং মত্ততে যা মন-ধূল্, টাপি অতইজং। নরমানিনী। (শব্দরত্নাং)

নরমানিনী (স্ত্রী) নরং পুরুষমিব মত্ততে মন-গিনি-ভীপ্। শব্দ-যুক্ত নারী, যে সকল স্ত্রীর শব্দ থাকে।

নরমালা (স্ত্রী) নরাণাং তন্মুণানাং মালা। নরমুণ্ডরচিত মালা। “বিচিত্রখট্টাকধরা নরমালাবিভূষণা” (চণ্ডী)

নরমালিনী (স্ত্রী) নরন্তেব মালা কেশসমূহা মুখেহস্তান্ত ইতি ইনি ভীপ্। ১ শব্দযুক্তবদনা নারী। ২ নরমুণ্ডমালাযুক্তা স্ত্রী।

নরমেধ (পুং) মেধাতে ইতি মিধ হিংসার্য্য ভাবে ঘঞ, নরাণাং মেধো হিংসনং যত্র। নরবধাশ্বক যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞে পুরুষ বধ হয় বলিয়া, এই যজ্ঞের নাম নরমেধ হইয়াছে, গুরু বন্ধুর্ক্বেদে ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ ও কৃত্রিয় এই দুই বর্ণ অতিষ্ঠকামনা করিয়া এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (সকল ভূত অতিক্রম করিয়া অবস্থানের নাম অতিষ্ঠা।) এই যজ্ঞ চৈত্র মাসের শুক্লা দশমীতে আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে ২৩ দীক্ষা, দ্বাদশ উপসদ, এবং পঞ্চহুতি। ৪০ দিনে এই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। “ব্রাহ্মণরাজন্তরোরতিষ্ঠা কামরোঃ পুরুষমেধ-সংজ্ঞকো যজ্ঞো ভবতি। সর্গভূতাজ্ঞতিক্রম্য স্থানমতিষ্ঠা। চৈত্র শুক্লদশম্যমারম্ভঃ ক্ষত্র জৈর্য্যবিশক্তি সীকা ভবতি দ্বাদশোপসদঃ পঞ্চ স্তুত্যা ইতি চত্বারিংশদিনৈঃ সিধ্যতি।”

(ঐকরম্ভ ৩০।১—২ বৈদবীপ)

নরমিষ, হরিন্দ্র ও বরহতি নরমেধ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ কলিতে নিবেধ।

“সমুদ্রযাত্রাধীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।

যিকানামসবর্ণান্ কজ্ঞানুপমন্তথা ॥

দেবরেণ স্ততোংপত্তির্নৃপুণর্কে পশোর্বধঃ।

মাংসাদনং তথা শ্রাকৈ বানপ্রস্থপ্রমত্তথা ॥

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মধঃ।

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাছন্ননীবিণঃ ॥”

(উদাহৃতবে বৃহদারণ্যকপুং)

নরশ্মশ্রু (পুং) আখ্যানং নরং মত্ততে নৃ-মন্ থশ্ মুম্চ। নৃপা-ভিগানী, আপনাকে নৃপ বলিয়া অভিমানকারী।

নরযন্ত্র (স্ত্রী) যন্ত্রবিশেষ, এই যন্ত্র দ্বারা সময় নিরূপণ করা যায়। ছায়া দ্বারা কালসাধক দ্বাদশভুল কীলকরূপ শব্দযন্ত্র।

“নরযন্ত্রং তথা সাধু দিনে চ বিমলে রবৌ।

ছায়াসংসাধনৈঃ প্রোক্তং কালসাধকমুত্তমম্” (সূর্য্যসিং)

যে দিন আকাশে কোন মেঘাদি থাকিবে না সেই দিনে ১২

অবুলা শব্দযন্ত্রের দ্বারা এই যন্ত্রে ছায়া দ্বারা সময় ঠিক করা হয়।

নরযান (পুং) নরবাহু যানং। যানভেদ, ইহা মহুয়া বহন করিয়া লইয়া যায়, ডুলী পাকী পুষ্পপুষ্প প্রভৃতি নরবাহু যান।

“নরযানেন তু জ্যোষ্ঠঃ পিতা পার্থস্য ভারত।

অগ্রতো ধর্ম্মরাজন্ত গান্ধারীসহিতো যযৌ ॥” (ভারত শান্তি ৩৭অং)

নররাজ (পুং) নরাণাং রাজা, চূ সমাসান্তঃ। নরশ্রেষ্ঠ।

নররাজ্য (স্ত্রী) নরন্ত রাজ্যং ৬তৎ। মহুয়ারাজ্য।

নররূপ (ত্রি) নরন্ত রূপমিব রূপং যন্ত। নরাকার, মহুযের মত আকৃতিবিশিষ্ট।

নররূপিন্ (ত্রি) নররূপ অন্ত্যর্থ ইনি। মহুযের দ্বারা আকৃতি-বিশিষ্ট।

নরর্ষভ (পুং) নরশ্চালৌ ঋষভশ্চেতি। ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ মহাদেব।

(ভারত ১৩।১৭।১৪৬)

নরলোক (পুং) নরাধিকৃতি লোকঃ কুব্ধং। ১ পৃথিবী-লোক। নর এব লোকঃ।

“তথা তদানী নরলোকবীরা বিশক্তি বক্রাণ্যজিতো জলন্তি।” (গীতা)

নরবর, দেশবিশেষ। ভক্তমালা এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে অতিশয় বিকৃতভক্তিপারায়ণ একজন রাজা ছিলেন। ইনি যে সময় পূজা করিতে বসিতেন, তখন কেহই ইহার সাক্ষাৎ পাইত না। বিশেষ প্রয়োজন এমন কি প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা ঘটিলেও ইনি কখন পূজার সময় লক্ষ্যচ্য করিতে পারিতেন না। একদা তিনি পূজা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় দ্বাদশ তাহাকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু

তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করায়, বাদশা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পূজাস্থানে আগমন করেন ও তাহার পদচ্ছেদ করিয়া নেন, তখাচ তিনি পূজা ভাগ করিয়া উঠেন নাই, পরে যখন বধ্যবিধি পূজা শেষ করিয়া উঠেন, তখন তিনি পারের যন্ত্রণার অস্থির হইয়া মূর্ছিত হন। বাদশা তাহার ভক্তি দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক গ্রামাদি দান করেন। (তত্ত্বমালা)

নরবর্ষ্মন, মেবারের গুহিলবংশীয় একজন রাজা।

নরবাদ, ১ গয়া জেলার একটি উপবিভাগ।

২ গয়া জেলার একটি নগর, নরবাদ উপবিভাগের প্রধান স্থান। অক্ষা° ২৪° ৫২' ৪২" উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩৫' ১" পূঃ।

নরবার, মধ্যভারতের অন্তঃপাতি গোরালিয়র রাজ্যের একটি নগর, সিন্ধুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৯' ২" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬' ৫৭" পূঃ। নরবার একটি অতি প্রাচীন নগর, এবং এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, এখানকার চূর্ণ নির্মিত হইয়াছিল। নাসিরুদ্দীন দীর্ঘকাল অবরোধের পর ঐ চূর্ণ অধিকার করেন। পরে, ১৫০৬ খৃঃ অব্দে সিকন্দর লোদী ঐ চূর্ণ আবার অবরোধ করিয়াছিলেন। এখানকার পর্বত সকলে চুষকলৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নরবাহন, মেবারের গুহিলবংশীয় একজন রাজার নাম। ইনি বাগ্না হইতে ১১শ।

নরবাহন (পুং) নরো বাহনঃ যন্ত, ক্ষুভাদিত্যাৎ ন গন্তঃ। ১ কুবের। “বিজয়দ্রুমভিত্তাং যযুর্গবা ঘনরবা নরবাহনসম্পদঃ ॥” (রঘু ৯।১১)

২ নৃপতিবিশেষ। (রাজতরং ৫।১২৩) নরবাহ্য বাহনঃ।

৩ নরবাহ্যন। (ত্রি) ৪ পুরুষযানবিশিষ্ট।

নরবাহনদত্ত, বৎসরাজ উদয়নের পুত্র। উদয়নের প্রধানা মহিষী বাসবদত্তার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জীবনের অলৌকিক কথা লইয়াই কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথা রচিত হইয়াছে।

এখানে নরবাহনের স্থল বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইনি কামদেবের অংশসম্বৃত। ইনি স্বীয় তেজোবলে মানব হইয়াও বিত্যাধরগণের একমাত্র চক্রবর্তী সম্রাট হইয়াছিলেন। ইহার পিতৃপরিষদের পুত্র-গণ পারিষদ নিরুক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ বোগদ্ধরায়ণপুত্র হরিশিখ সেনাপতি, বিদুষক বসন্তকের পুত্র তপান্তক বয়স্য, প্রতীহার নিত্যোদিতের পুত্র গোমুখ প্রতীহার। স্বয়ং রতি মদনমজ্জকা নামে মদনকনামক বিদ্যাধরের কন্যা ইহার মহিষী হন। তৎপরে ইনি রত্নপ্রভা প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যাধর ও মরকতার পাণিগ্রহণ-পূর্বক পরিশেষে বিদ্যাধর চক্রবর্তী হন। (কথাসরিৎসাগর)

নরবাহিন্ (ত্রি) নরৈরুহতে নর-বহ-গিনি। নরবাহক, বাহা মহায়া বহন করে।

নরবিষণ (পুং) নরঃ বিষণতি ভক্ষয়তি হিনন্তি বা। বি-বন-অহ। নরহিংসক, রাক্ষস।

নরব্যাত্ত্র (পুং) নরো ব্যাত্ত্র ইব, উপমিত কর্ণধা°। শ্রেষ্ঠ মানব।

নরশূঙ্গ (স্ত্রী) নরশূঙ্গ ৬৩৭। ১ অলীক পদার্থ, আকাশকুহুমাদির জায় মিথ্যাবস্ত। ২ নেপালদেশীয় ভাঙ্গনির্মিত শূঙ্গবস্ত্রভেদ।

নরসখ (পুং) নরশূঙ্গ সখা, ‘রাজাহঃ সখিতাষ্ট্ৰ’ ইতি ট্ চ সমাসান্তঃ। মল্লযোঃ সখা, মানববন্ধু, নারায়ণ।

নরসংসর্গ (পুং) নরস্য সংসর্গঃ ৬৩৭। মল্লযোঃ সংসর্গ, মানবসঙ্গ।

নরসরোপেট, মাজার প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কুম্বাজেলার একটি উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ৭১২ বর্গমাইল।

নরসার (পুং) নরবৎ শুকো সারো যত্র। বনিকৃত্বা বিশেষ। চলিত নোসাদর বা নিশাদল। পর্যায়—খিদল, গোপক, পিও, বোল, গন্ধরল, রস। (রত্নমালা)

“নরসারো ভবেচ্ছূদ্রশূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ।

দোলাযজ্ঞেন যজ্ঞেন ভিষগ্ভিষোগিসিক্তয়ে ॥” (সারচঞ্জিকা)

ঔষধাদিতে ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রয়োগকালীন শোধন করিয়া লইতে হয়। বিণ্ডু করিতে হইলে চূর্ণতোয় অর্থাৎ চূর্ণের জলে পাক করিয়া, পরে যন্ত্রপূর্বক দোলাযজ্ঞের বিধি অনুসারে শোধন করিয়া লইতে হয়। [নিশাদল দেখ।]

নরসিংহ (পুং) নরঃ সিংহ ইব, উপমিত কর্ণধা°। ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ সিংহ প্রভৃতি কএকটি শব্দ পুরুষের শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

‘স্বাকৃত্তরপদে ব্যাঙ্গপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জাঃ।

সিংহশাব্দী লনাগাত্যঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ ॥’ (অমর)

নর-ইব সিংহ ইব চ আকৃতিবন্ত। বিষ্ণু, অর্জুন নরাকার, অর্জুন সিংহাকার ভগবচ্ছরীরভেদ। এই অবতার ভগবানের চতুর্থ অবতার, হিরণ্যকশিপুকে বধের নিমিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপ ধারণ করেন।

ইহার বিবরণ হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে। সত্যযুগে দৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু যোরতর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস বা মানব আমি ইহাদের কাহারও বধ্য হইব না। সুনিগণ যেন আমাকে শাপ দিতে সমর্থ না হন। যেন অস্ত্র, শস্ত্র, গিরিপাদপ, শুক ও অর্জ পদার্থ দ্বারাও আমার বিনাশ না হয় এবং স্বর্গাদি কোন লোকে, দিবা বা রাত্রি ইহার কোন কাশেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা এই সকল বরই দিলেন। হিরণ্যকশিপু এই বরপ্রভাবে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দৈত্যপতি স্বর্গলোকের অধীশ্বর হইয়া দেবগণকে দান প্রকারে বিভূষিত ও লালিত করিতে লাগিল। দেবগণ আর

অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ্ণু শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণকে অন্তর দ্বিরা কহিলেন, আমি অচিরকাল মধ্যেই সেই বন-দর্শিত দানবেরূপে সগণে নিহত করিতেছি। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে বিদায় দিয়া কি উপারে চরিত হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিবেন, তাহারই ধ্যান করিতে করিতে হিমা-লয়-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য, দানব ও রাক্ষস-নিগের ভয়াবহ এক অপূর্ণ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করাই হির হইল। তখনই অর্দ্ধভাগ মনুষ্য ও অর্দ্ধভাগ সিংহাকৃতিরূপে আশ্রয় করিলেন। একমাত্র ওঙ্কার তাঁহার সহায় হইল। ইহার তেজে হৃষ্য ও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে এই নরসিংহ মূর্তি হিরণ্যকশিপুর সমীপস্থ হইল। বিষ্ণু দেখিলেন যে দানবশক্তি অপূর্ণ সভার উপবেশন করিয়া আছেন; দেবতা, গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ বিগুহ তানলয় সহকারে সজীভ আলোপ করিতেছেন।

ভগবান্ এই সভার উপস্থিত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেবমূর্তি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া দৈত্যপতিকে সন্ধান করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি দৈত্যাদিগের প্রধান। এই মূর্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইনি কোন অব্যক্ত দিব্যপ্রভাবশালী। ইহা হইতেই আমাদের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাস্বার শরীরে যেন স্বাবরজন্মাত্মক সকল জগৎ রহিয়াছে, ইনি কোন অসাধারণ পুরুষ হইবেন।

দম্ভজাধিপতি প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া অহুচর দানব-গণকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই সিংহকে অচিরে বিনাশ কর। দানবগণ প্রবল বিক্রমে সিংহকে আক্রমণ করিল এবং অচিরে সমলে বিনষ্ট হইল। নরসিংহ বদন বিস্তার করিয়া অন্তরের জ্ঞায় ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যসভা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ছইজনে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দানবগণ আসিয়া বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অবশেষে তাহারাই নিহত হইল। হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ঘোষণা করিল যে যেন সকল দম্য করিতে লাগিল। মেদিনী কল্লিত হইয়া উঠিল, সাগর সকল ফুট হইল, স্বর্গানন্দ ভূধরগণ কিল্লিত হইতে লাগিল, সমুদ্র জগৎ অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হওয়ার আশ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঘোর উৎপাত ও ভয়ঙ্কর বায়ু সকল বহিতে লাগিল। প্রায়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল লোক হর, সেই সকলই

অহুত হইতে লাগিল। হৃষ্য প্রভাবী ও অনিভবন হইয়া ভয়ঙ্কর ধ্বনিয়া উৎসর্গ করিতে লাগিলেন, সমস্ত হৃষ্য ও ভয়ির বর্ণ আকার ধারণ করিয়া উদ্ভিত হইলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উৎপাত হইতে লাগিল। তখন হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্ভীষ্ট হইয়া ওষ্ঠদংশন ও গদা গ্রহণপূর্বক তীব্রবেগে ধাবিত হইল, তখন দেবগণ নিত্যস্ত ভীত হইয়া ভগবান্ নরসিংহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! চুষ্টমতি হিরণ্য-কশিপুকে অহুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। আপনি ভিন্ন ইহাকে বিনাশ করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। অতএব লোকহিতের জ্ঞাত ইহাকে বধ করিয়া জিলোকের শান্তি বিধান করুন।

নরসিংহদেব দেবগণের এইরূপ বাধ্য শুনিয়া গভীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একমাত্র ওঙ্কার সহায়ে লক্ষপ্রদানপূর্বক তীব্র নখরপ্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহাকে সমরাজ্যে নিপাতিত করিলেন।

তীব্রশক্তি দানবেরূপ হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক, চন্দ্র হৃষ্য গ্রহ নক্ষত্রাদিগণ ও নদী শৈলাদি সকলেই প্রসন্নতা লাভ করিল। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া নরসিংহকে স্তব করিতে লাগিলেন, অঙ্গরোগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল। নৃত্যাদি শেষ হইলে গুরুত্বজন নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্তি অবলম্বন করিলেন এবং অষ্টচক্র ও অতি প্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে উঠিয়া স্মারোদ-সাগরের উত্তরকূলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন।

(হরিবংশ ৩০-৩৯ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হিরণ্যকশিপু তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। পরে স্বর্গাদি রাজ্য পরাজয় করিয়া স্বয়ংই ইন্দ্রকে গ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপু চারিটা পুত্র হর, ইহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ পরম ধার্মিক ও বিদ্বৎকিপারায় ছিল। শুক্রাচার্য্য দানবদিগের পুরোহিত ছিলেন। শুক্রাচার্য্যের পুত্র নীতিব্রত স্পষ্টতঃ বশু ও অমার্ক দৈত্যপুত্রগণের বিভাশিকার ভার লইয়াছিলেন। প্রহ্লাদও ইহার নিকট শিক্ষিত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু জাতৃবধ জন্ত সর্বদা বিষ্ণুর প্রতি ঘেব করিত।

হিরণ্যকশিপু পুত্রগণকে বিদ্যাপরীক্ষার জন্ত সভাস্থলে আন-রন করিল এবং প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করিলে, প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ-কীর্তন করার হিরণ্যকশিপু তাহাকে অনেক তিরস্কার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বরং

ক্রমে ক্রমে হই একজনকে সমতে আনিতে লাগিল। এই কারণে হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে প্রেলাদকে নিপীড়িত করিতে থাকে। [প্রেলাদ দেখ।]

যখন অনেক বালকও প্রেলাদের সহিত মিলিত হইয়া বিজুভক্ত হইয়া উঠিল, তখন হিরণ্যকশিপু একদিন অতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া বলিল, মূঢ়, আমি ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আর তুমি ভয়শূন্য হইয়া আমার বিপক্ষতাচরণ করিতেছ, তুমি কাহার বলে বলীয়ান হইয়াছ? ইহাতে প্রেলাদ বলিয়াছিল, রাজন! সেই ভগবান কেবল আমার বল নহেন, তিনি আমার, তোমার এবং চরাচর জগৎ ও ব্রহ্মাদিদেব-গণেরও বল। তাঁহার বলেই সকলে বলীয়ান। কারণ তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল, তাঁহার পরাক্রম অসীম। প্রেলাদের এই বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে ছদ্ম্বে! তুই বার বার ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেছিস, তোর ঈশ্বর কোথায় থাকে, আমাকে লীজ বল। প্রেলাদ বলিল, ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্রই অবস্থিত আছেন। তখন হিরণ্যকশিপু রোষকবায়িত লোচনে কহিলেন; যদি তোর ঈশ্বর সর্বত্রই থাকে, তাহা হইলে এই ক্ষটিক-স্তম্ভ মধ্যে আছে কি না? তখন প্রেলাদ কৃতাজলি হইয়া কহিল, তিনি যখন সর্বত্রই বিস্তারিত, তখন নিশ্চয়ই এই স্তম্ভ মধ্যে অবস্থিত আছেন। হিরণ্যকশিপু এই কথা শুনিয়া খড়্গগ্রহণ করিয়া তর্জন করিতে করিতে বারংবার ঐ স্তম্ভ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং অতি বলে ঐ স্তম্ভ মধ্যে এক সূত্রাঘাত করিল। এই সময় ঐ স্তম্ভ হইতে একটা ভয়ানক শব্দ নির্গত হইল, ঐ শব্দ শুনিয়া হিরণ্যকশিপুর হৃদয় যেন ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভ মধ্য হইতে নির্গমন-শীল নরসিংহ রূপ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যবোধিত হইয়া কহিল, অহো এ কি চমৎকার রূপ! ইহা সিংহও নহে, মনুষ্যও নহে। পরে আপনিই মীমাংসা করিল, ইহা সিংহমূর্তি। দৈত্যরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেছেন, এমন সময় নরসিংহরূপী হরি সমুদ্ভূত হইলেন। তাহার লোচন তপ্তকাঞ্চনের জ্বর পিশঙ্গ-বর্ণ, বদন দেবীপামান, জটা ও কণ্ঠ গোমে অতিশয় বিজুভিত্তি, ইহার শরীর স্বর্ণশর্পা, গ্রীবা অদীর্ঘ অথচ স্থূল, বক্ষঃস্থল বিশাল, নখ সকল অস্ত্র সদৃশ। [দশ অবতার দেখ।]

হিরণ্যকশিপু ঐরূপ অবলোকন করিয়া তর্জন করিতে লাগিল। ভগবান নরসিংহদেব দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া সভামধ্যে আপনার উন্নয় উপরে কেলিয়া অবলীলাক্রমে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন।

নরসিংহদেব এইরূপে অশ্রুচরবর্ণের সহিত হিরণ্যকশিপুকে

বধ করিলে ত্রিজন্য শান্ত ও দিব্য সকল প্রদান হইল। নরসিংহ তখন শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা প্রকৃতি দেবগণ নানাপ্রকারে ভগবানকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, ‘ভগবান! আমাদের অধিকার সকল দৈত্যগণ বিনষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে আমরা কি করিব, আমাদের প্রতি আদেশ করুন।’ দেবগণ দ্বয়ে থাকিয়াই এইরূপ বলিতে লাগিলেন, নিকটে বাইতে কাহারও সাহস কুলাইল না। দেবতারা স্বয়ং নিকট গমনে অশক্ত হইয়া প্রথমে ঐক্যে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ঐও এই অশরূপ রূপ দেখিয়া নিকটে বাইতে পারিলেন না। ব্রহ্মার আদেশে প্রেলাদ নরসিংহদেবের নিকটে বাইয়া স্তব করিতে থাকেন। তখন ভগবানের কোপ অপনীত হইল। ভগবান প্রেলাদকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

(ভাগবত ৭।১—১০ অং ত্রুটবা)

বিজুপুরাণে ১।১৭—২১ অধ্যায়ে প্রেলাদের বিবরণ ও নারায়ণের নরসিংহমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে নিধন-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। প্রায় সকল পুরাণেই নরসিংহাবতারের কথা অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে।

নরসিংহ, হিউএনসিয়াং ভ্রমতভ্রমণে আসিয়া যে সকল দেশ নগরাদি ভ্রমণ করেন, তন্মধ্যে পঞ্জাবে নরসিংহ নামে এক নগরের উল্লেখ দেখা যায়। হিউএনসিয়াং পঞ্জাব রাজধানী তকি (অস্মর) নগর ত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে আসিয়া এই নগরে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে, অস্মর হইতে ২৫ মাইল পূর্ব দক্ষিণে ও লাহোরেরও ২৫ মাইল পশ্চিমে রন্থী নামক স্থানকেই কনিংহাম এই নরসিংহ নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান বলিয়া অনুমান করেন। এখানে দক্ষিণপূর্বে ৩০০ ফিট দীর্ঘ, পূর্বপশ্চিমে ৫০০ ফিট বিস্তৃত, এবং ২৫ ফিট উচ্চ বৃহদাকার ইষ্টকরাশির স্তূপ পড়িয়া আছে। সোরা উত্তোলনকারীরা এই স্তূপের নিকট প্রাচীন মূর্তাদি পাইয়া থাকে। এখানে “নগরজ” অর্থাৎ নরগজ পরিণিত এক দীর্ঘ দেহধারীর সমাধি আছে। অনুমান, উহা শারিত বুদ্ধ মূর্তির উপর নির্মিত হইয়া থাকিবে।

নরসিংহ, কণাড়ী ভাষায় মহাতারত-রচরিত। জৈনকবি পল্লেশ প্রতিপালক চালুক্যরাজ অরিকেশরীর উর্দ্ধতন ৩ষ্ঠ পুরুষে নরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। এই নরসিংহ চালুক্যরাজ বুদ্ধমজের পৌত্র। [চালুক্য দেখ।]

নরসিংহ, ১ আনন্দলহরীর একজন চীৎকার। ২ অবৈতবৈদিক-সিদ্ধান্তপ্রণেতা। ৩ ভগবদ্ভাকর-প্রণেতা। ৪ নৈব্যপ্রকাশ-প্রণেতা। ৫ পারিজাত-প্রণেতা। ৬ ভারত চন্দ্র-চীৎকার। ৭ বাসন্তিকা-পরিণয়-প্রণেতা। ৮ ঐনিবাস-রচিত শিবভক্তি-

কিলাতের এক টীকাকার। ৯ কাবাদার্মুক্তাবলীপ্রণেতা, ইহার পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম কৃষ্ণশর্মা, পিতামহের নাম কৃচিকর, প্রপিতামহ হরিহর ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম কীর্ত্তিধর।

১০ গোবিন্দার্ণবপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্র।

১১ কালপ্রকাশিকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম বরদাধী।

নরসিংহ, বিজয়নগরের নরসিংহবংশীয় জ্ঞানৈক রাজা। ইনি কর্ণুল-রাজ ঈশ্বরের পুত্র। ইনিই প্রথম নরসিংহ বা নৃসিংহ এবং নরস অবনীপাল নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন। ইহার ছই পত্নী মহিষী তিলাসীদেবী এবং নাগলাদেবী। নাগলাদেবী, নাগাধিকা নারী নর্তকী ছিলেন বলিয়া খ্যাত।

নরসিংহ, মিথিলার রাজা। ইনি কবি বিদ্যাপতির প্রতিপালক রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণের পিতৃব্য পুত্র। শিবসিংহের পর রাণী পদ্মাবতী, রাণী লক্ষ্মী (লছিয়া) দেবী ও রাণী বিশ্বাসদেবী রাজত্ব করেন, পরে ইনি ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা হন।

নরসিংহ বা নরসা রেড্ডি, কার্কেটনগর নামক জমীদারীর স্থাপনকর্তা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজা বিমলাদিত্য (১০১৬-১০২৩ খৃঃ অব্দ) এই ব্যক্তিকে তিরুপতি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি তথায় স্বীয় নামে নরসাপুর নামক একটি নগর নির্মাণ করান। ইহাদের আদিবাস গোদাবরী তীরস্থ পিটাপুরনগরে। ইহার শাশ্বৎবংশীয়। ইহার পূর্ণ নাম শাশ্ব নরসা রেড্ডি। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম সর্দার বলিয়া গণ্য হন।

ইহার বংশে ৭ জন সর্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। শাশ্ব নরসা রেড্ডির পর যিনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম এখন জানা যায় নাই। তৎপরে শাশ্ব বেটপতি নায়ডু চোল-রাজগণ কর্তৃক অধিকারচ্যুত হন; কিন্তু তৎপুত্র শাশ্ব ভীম নায়ডু পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। ইহার পুত্র শাশ্ব নরসিংহ নায়ডু অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। চেররাজ কীর্ত্তিবর্মা এক সময়ে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি এই প্রভুপকারের পরিবর্তে ইহার রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে শাশ্ব ভীম জয়ী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পুত্র শাশ্ব ভূজঙ্গ নায়ডু পাশ্চাত্য চালুক্যবংশীয় রাজা সোমেশ্বর কর্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহার বশ্যতাধীকার করেন।

রাজা সোমেশ্বর শাশ্ব ভূজঙ্গকে কল্যাণনগরে বন্দী করিয়া রাখেন, সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর ছইজন রাজার নাম পাওয়া যায় না। শেষ রাজা পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে চোলরাজ দ্বিতীয় রাজরাজ

এই বংশের রাজত্ব ক্রমশঃ বাবিকারভুক্ত করিয়া কেবলমাত্র ২৪ খানি গ্রাম অবশিষ্ট রাখেন, শেষে চোলরাজ্যের অধঃপতনের সময়ে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের পুনরুত্থান হইতে থাকে। কোণ্ডাবীড়ু রেড্ডিবংশের প্রথম পুরুষ প্রায় রেড্ডি ঐ সময়ের শাশ্ব সর্দারের জামাতা হন। ইহার পর এই বংশ আবার বিজয়নগরের অধীন হয়। গেদি মথরাজ ও বোদা রাজ নামক দুই ক্ষত্রিয় ভ্রাতা এই রাজ্যের সীমায় একদল দস্যু ধ্বংস করেন। শাশ্বসর্দার তাঁহাদিগকে রাজ্যে আশ্রয় দেন। ক্রমে মথরাজ প্রধান যত্নী হন এবং অপুত্রক রাজার মৃত্যুর পর মহিষীরা সহমৃত্যু হইলে তিনিই রাজা হন। তাঁহারই বংশ এখন বর্তমান।

নরসিংহ অগ্নিচিৎ বাজুপেয়ী, নিত্যচারণপ্রীপপ্রণেতা।

নরসিংহ আচার্য্য, ১ হলায়ী নামক ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ মধ্ব-বিজয়টীকাকার। ৩ তত্ত্বমুদ্রাবিলাস নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রণেতা, ইনি নৃসিংহনামেও পরিচিত।

নরসিংহ কবি, ১ নজরাজযশোভূষণপ্রণেতা। ২ বর্ষকল নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা।

নরসিংহ কবিরাজ, মধুমতী নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি নীলকণ্ঠভট্টের পুত্র, রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ও বিদ্যাচিন্তামণির গুরু।

নরসিংহ ঠাকুর, ১ তারাপঞ্চাঙ্গ, তারাতত্ত্বসুধার্ণব, ও মহা-বিদ্যাপ্রকরণ নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ প্রমাণপল্লব নামক ধর্মশাস্ত্ররচয়িতা।

নরসিংহদেব, মিথিলার রাজা। ইনি রাজপতি রামেশ্বরদেবের কন্যা ধীরমতি দেবীকে বিবাহ করেন। রাজ্ঞী ধীরমতি বিদূষী ছিলেন। ধর্মার্থে দান সর্বদা রাজ্ঞী ধীরমতি দানবাংকাবলী নামক সুপ্রসিদ্ধ সংকৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নরসিংহদেব, নেপালের জ্ঞানৈক রাজা। ইনি ঠাকুরীবংশের দ্বিতীয় শাখার ৫ম রাজা। ইনি মানদেবের পুত্র এবং ২২শ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর ইহার পুত্র রুদ্রদেব রাজা হন। [নেপাল দেখ।]

নরসিংহদেব, ১ নেপালের অংগুবর্ণ-বংশীয় একজন রাজা।

২ বিজয়নগরের একজন রাজা। ইহা হইতে বিজয়নগরের নরসিংহ বংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। ১৪৯০ খৃঃ অব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন।

নরসিংহদেব, উৎকলে এই নামে অনেকগুলি রাজা রাজত্ব করেন। শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, গঙ্গবংশীয় ১৪শ নরসিংহ ভুবান বাকে পরাজয় করিয়া গোড়নগরের তোরণ-দ্বার পর্যন্ত আক্রমণ করেন। কণারকের জগদ্বিখ্যাত সূর্য্য-যশ্বর এই নরসিংহদেবের কীর্ত্তি। [গানের ও কোণার্ক দেখ।]

নরসিংহদেব, তেজস্বিকীরাম্যাকারনিরূপণ নামক জ্যৈষ্ঠগ্রন্থপ্রণেতা।
নরসিংহজ্যোত্বক, বিজয়নগররাজ প্রথম নরসিংহের-হস্ত হইতে
ইনি পাণ্ডুরাজ্য উদ্ধার করিয়া ১৪৯৯ হইতে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পর তেজনারক (১৫০০-১৫১৫)
ও তৎপরে নরস-পিল্লই (১৫১৫-১৫১৯ খৃঃ অব্দ) রাজত্ব করেন।
ইহাদের সময়ের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, নরস
পিল্লই বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের ভৃত্য ছিলেন।

নরসিংহপণ্ডিত, “দীপিকা প্রকাশ” নামক দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতা।
বৈশেষিক দর্শনের তর্কসংগ্রহ নামে একগ্রন্থ আছে, তাহার
দীপিকা নামী এক টীকাও আছে। সেই দীপিকা নামী টীকার
আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়া নরসিংহ পণ্ডিত “দীপিকা প্রকাশ”
রচনা করিয়াছেন। নরসিংহ পণ্ডিত রায়নরসিংহপণ্ডিত
নামেও পরিচিত ছিলেন।

নরসিংহ পদ্মাশ্রমিনী, অষ্টমতীর্থীপ্রণেতা।

নরসিংহপুর, ১ মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনরের অধীন
একটা জেলা। অক্ষা° ২২° ৪৫' হইতে ২৩° ১৫' উঃ, এবং
দ্রাঘি° ৭৮° ৩৮' হইতে ৭৯° ৩৮' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার
উত্তর সীমায় ভূপাল রাজ্য, সাগর, দমো, এবং জব্বলপুর
জেলা; পূর্ব সীমায় সিওনি; দক্ষিণ সীমায় হিন্দাবাদা, এবং
পশ্চিম সীমায় ছবি নদী। এই নদী ইহাকে হুসেনাবাদ জেলা
হইতে পৃথক করিতেছে। ক্ষেত্রফল ১৯১৬ বর্গমাইল। নরসিংহ-
পুর নগর ইহার প্রধান স্থান।

নরসিংহপুর জেলা নর্মদা নদীর উপত্যকার উপর দিকের
অর্ধেক অংশ লইয়া গঠিত। জেলাটিতে পার্শ্বতীয় ভূমির পরি-
মাণ অতি সামান্য। এখানে ভাল অরণ্য নাই। নর্মদা এবং
নর্মদার উপনদীদ্বয় সের ও শকর ইহার প্রধান নদী।

গড়মণ্ডলবংশীয় ৪৮শ রাজা সংগ্রামসিংহ এই স্থান
নিজরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। চৌরাগড় দুর্গ তাহার
নির্মিত। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে রাণী দুর্গাবতীর পরাজয় ও
মৃত্যুর পর, আসফ খাঁ চৌরাগড় আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর
স্বর্ণমুদ্রা ও হস্তী লইয়া গিয়াছিলেন। ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে যুরর
সিংহ এই দুর্গ আক্রমণ করিলে, প্রেমনারায়ণ কএক মাস
দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬৮১ খৃঃ অব্দে মোস্তাজি নামক
সাগরের মহারাজার শাসনকর্তা ইহা জয় করিয়া লইয়াছিল।
তৎপরে ১৭ বৎসর মহারাজারদিগের হস্তে ছিল। ঐ সময়ে উক্ত
হইতে অনেক হিন্দু আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে।
জৌনলা রাজারা আবার মহারাজারদিগকে দুরীভূত করে।
১৮১৮ খৃঃ অব্দে নরসিংহপুর ইংরাজ শাসনাধীনে আসে।
এখানে শিওরিদিগের অভিশর প্রোত্খ্য ছিল।

গোবিন্দ, রাজ, ইক্ষু ও ফুলা এখানকার প্রধান ক্ষেত্রোৎ-
পন্ন জব্য। নরসিংহপুর এবং গাদরবাড়া এই দুইটা নগর এই
জেলার প্রধান বাণিজ্য-স্থান। নর্মদা নদীর তীরে বর্ষণ-ঘাট
নামক স্থানে শীতকালে একটা বৃহৎ মেলা হয়, ঐ মেলায়
বিলাতী কাপড়, লাংকার অলঙ্কার এবং তৈজসপত্র বহুল পরি-
মাণে বিক্রীত হয়। চিহ্লীর শিতল কাঁসার বাসন, গাদরবাড়ার
এক প্রকার কাপাস বস্ত্র, এবং নরসিংহপুরের তলুর এই জেলার
প্রধান শিল্পজাত জব্য। মোহাপণ্ডিতে করলা এবং নর্মদার
উত্তরে তেজুখেরা নামক স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়।

২ নরসিংহপুর জেলার পূর্বদিকস্থিত একটা উপবিভাগ।

৩ নরসিংহপুর জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°
৫৬' ৩৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪' ৪৫" পূঃ। এই নগর সিওনী
নদীর উপর অবস্থিত। পূর্বে ইহাকে গাদরিয়া-খেরা বলিত।
পরে নরসিংহদেবের একটা মন্দির প্রস্তুত হওয়ার তদবধি
ইহার নাম নরসিংহপুর হইয়াছে। লোকসংখ্যা ১০২২০।

৪ পুণা জেলার উত্তরপূর্ব প্রান্তে ভীমা ও নীরা নদীর
সন্নিহন স্থানে স্থাপিত একটা নগর। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনরসিংহের
একটা মন্দির আছে। মন্দিরের সোপানশ্রেণী নদীর গর্ভ
পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। মন্দিরটা অষ্টকোণী, এবং কাল
প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। ইহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত এবং
প্রায় ৪৬ হাত উচ্চ। বৈশাখ মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে এখানে
দিবসহরদ্বারী একটা মেলা হয়, তাহাতে চারি সহস্র লোকের
সমাগম হইয়া থাকে।

৫ উড়িষ্যার একটা দেশীয় রাজ্য, অক্ষা° ২০° ২৪' হইতে ২০°
৩৭' উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° হইতে ৮৫° ১৬' ১৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।
উত্তরে একটা অরণ্যাবৃত পর্বতশ্রেণী ইহাকে অঙ্গুল এবং
হিন্দোল হইতে পৃথক করিতেছে। ইহার পূর্বে বড়দা, দক্ষিণ
এবং দক্ষিণপশ্চিমে মহানদী, এবং পশ্চিমে অঙ্গুল। ক্ষেত্রফল
১৯৯ বর্গ মাইল। ইহাতে ১৯১ খানি গ্রাম আছে। কাপপুর
এখানকার একটা প্রধান বাণিজ্য স্থান। খৃষ্টীয় ষোড়শ
শতাব্দীতে একজন রাজপুত এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।
রাজত্ব প্রায় ১৬০০০ টাকা। বৃত্তীয় গবর্ণমেন্টকে ১৪৫০০
টাকা কর দিতে হয়।

নরসিংহপুরাণ (স্ত্রী) নরসিংহোপবর্ননামকং পুরাণং। উপ-
পুরাণভেদ। মৎস্তপুরাণে এই উপপুরাণের উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায়, এই পুরাণে ১৮০০০ শ্লোক। ইহাতে নরসিংহের
বিস্তার বর্ণিত আছে।

“পাশ্বে পুরাণে বংগপ্রোক্তং নরসিংহোপবর্ননাম্।

ভক্তাষ্টাধিপসাক্ষকং নারসিংহবিহোচ্ছতে।” (মৎস্তপুঃ)

নরসিংহমূর্তিত্ব কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। নারসিংহ।

“আদ্য সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমন্তঃপরম্” (কুর্পু°)

এই পুস্ত্রাণে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ, ভরদ্বাজপ্রশ্ন ও প্রধান তত্ত্বাদি। ২ অধ্যায়ে যুগাদি পরিমাণ। ৩ অধ্যায়ে সৃষ্টি-বিবরণ। ৪ অধ্যায়ে অমৃৎসৃষ্টি-কথন। ৫ অধ্যায়ে রক্তসর্গ। ৬ অধ্যায়ে মিথ্রাবরণের উৎসে অগন্ত্য ও বশিষ্ঠের উৎপত্তি। ৭ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যু-বিজয় ও নারকিণের উদ্ধার। ৮ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের প্রীতি নারায়ণের প্রেমমতা। ৯ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের বিষ্ণুতোষ। ১০ অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়ের নারায়ণ-দর্শন। ১১ অধ্যায়ে যম ও যমীর উপাখ্যান। ১২ অধ্যায়ে ব্রহ্মচারী ও পতিব্রতাসংবাদ। ১৩ অধ্যায়ে সংসারবৃক্ষের লক্ষণ ও নারায়ণমন্ত্র। ১৪ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি ও বিশ্বকর্মার স্বর্ঘাস্তব। ১৫ অধ্যায়ে মরুদগণের উৎপত্তি। ১৬ অধ্যায়ে রাজগণের বংশবিবরণ। ১৭ অধ্যায়ে মন্তস্তর-কথন। ১৮ অধ্যায়ে বংশাহুচরিত ও ইক্ষ্বাকু-বিবরণ। ১৯ অধ্যায়ে বিনায়কস্তব। ২০ অধ্যায়ে সোমবংশাহু-চরিত ও নির্মাল্যলজ্বনের ফল। ২১ অধ্যায়ে ভূগোলবিবরণ। ২২ অধ্যায়ে সহস্রানীকচরিত। ২৩ অধ্যায়ে হরির অর্চনা। ২৪ অধ্যায়ে কোটিহোমবিধি। ২৫ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অবতার-কথন। ২৬ অধ্যায়ে মৎস্তাবতার বর্ণন। ২৭ অধ্যায়ে কুর্মা-বতারবর্ণন। ২৮ অধ্যায়ে বরাহ অবতার-কথন। ২৯ অধ্যায়ে নরসিংহ অবতার ও প্রহ্লাদচরিত। ৩০ অধ্যায়ে বামনাবতার। ৩১ অধ্যায়ে জামদগ্ন্যবতার। ৩২ অধ্যায়ে বলরাম ও কৃষ্ণের অবতার। ৩৩ অধ্যায়ে ককি-অবতার। ৩৪ অধ্যায়ে শুক্রেয় অক্ফিলাত। ৩৫ অধ্যায়ে বিষ্ণুমন্দিরপ্রতিষ্ঠা। ৩৬ অধ্যায়ে নারসিংহ ভক্তগণের লক্ষণ ও পুষ্পপত্রাদ্যায়। ৩৭ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-ধর্ম। ৩৮ অধ্যায়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রধর্ম। ৩৯ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-কথন। ৪০ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ-ধর্মকথন। ৪১ অধ্যায়ে যতিধর্ম। ৪২ অধ্যায়ে আশ্বলাভ। ৪৩ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অর্চনা বিধি। ৪৪ অধ্যায়ে বিষ্ণুপূজার সাধারণ বিধি। ৪৫ অধ্যায়ে শুভাক্ষেত্র সকল ও তত্ত্ব স্থানের নামাবলী। ৪৬ অধ্যায়ে পুণ্যময় ভৌমিক তীর্থকথন। ৪৭ অধ্যায়ে মানসিক তীর্থ বিবরণ বর্ণিত আছে। এই সকল বর্ণন প্রসঙ্গে আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নরসিংহপোতবর্ষম্, কাঞ্চিপুরের একজন পল্লববংশীয় রাজা।
নরসিংহভট্ট, ১ চতুর্বেদচিন্তামণিপ্রণেতা।

২ অষ্টৈতচ্চিক্রিকাভেদাবিকারটীকাপ্রণেতা। ইনি রঘুনাথ-ভট্টের পুত্র, রামচন্দ্রাশ্রম ও নাগেশ্বরের শিষ্য। ইনি কিন্নরী-বংশীয় রাজা জগন্নাথের আদেশে উক্ত পুস্তক রচনা করেন।

নরসিংহভূপতি, পলনাদ প্রদেশের একজন রাজা। কথিত আছে, ইনি কার্তবীর্ষ্যার্জুনের বংশধর। পালমাচপুরম্ নামক স্থানে এই বংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

নরসিংহমিশ্র, চতুর্বেদভাষ্যপাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতা।

নরসিংহমূর্তিদান (ক্লী) কালিকাপুরাণোক্ত দানভেদ। স্বর্ণাদি দ্বারা নরসিংহমূর্তি প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়। হেমাদ্রির দানখণ্ডে এই দানবিধি এইরূপ লিখিত আছে—

“নৃসিংহক্লান্ত রৌপ্যে কৃত্বা চতুর্ভুজং বিষ্ণুম্।

তাত্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য রৌপ্যদংষ্ট্রে প্রকল্পয়েৎ॥

চতুর্ভী পদ্মরাগেণ নথান্যং বিক্রমাতথা॥

পুষ্পরাগং ক্রবোধেশে কর্ণমোদারকাবুর্ভে”

(হেমাদ্রি দানখণ্ডে ধৃত কালিকাপু°)

স্বর্ণ অথবা রৌপ্যে চতুর্ভুজ নরসিংহ মূর্তি প্রস্তুত করিবে। এই নরসিংহমূর্তির দংষ্ট্রা রৌপ্যে, চক্ৰযুগ পদ্মরাগ মণিতে, নথ বিক্রমে, ক্রদেশ পুষ্পরাগ মণিতে এবং হীরক দ্বারা উভয় কর্ণ করিবে। পরে তাত্রপাত্রে রাখিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্বক দান করিতে হইবে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরেও ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—
ভগবান্ বিষ্ণুর নরসিংহমূর্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মূর্তির স্বরূপে পীন; কটি, গ্রীবা ও উদর ক্লৃশ, সিংহাসনে উপবিষ্ট, নীলবস্ত্র, সকল আভরণে বিভূষিত এবং ইনি নথর দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিতে-ছেন। ইহার উর্দ্ধে দুই হস্তে শঙ্খ ও চক্র। দেবগণ হিরণ্য-কশিপুর অমুগত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকারে নরসিংহ মূর্তি স্বর্ণাদি দ্বারা রচনা করিবে।*

* “কার্ষত্য ভগবান্ বিষ্ণুরসিংহবপুর্ধরঃ।

পীনক্লকটিগ্রীবক্লৃশমধ্যক্লৃশোদরঃ॥

সিংহাসনো নুদেহচ্চ নীলবাসঃ প্রত্যাখিতঃ

আলীচস্থানসংস্থানঃ সর্কান্তরপক্লৃষণঃ॥

হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ পাটসম্ নথরৈঃ খটরৈঃ।

দেবজাতুগতঃ কার্ষ্যঃ হিরণ্যকশিপুস্তথা।

দেবচ্চ শঙ্খচক্রাভ্যাং ভূমিতোর্দ্ধক্লৃষণঃ॥

রাজবস্ত্রচ্চ বৈদ্রব্যং ইক্লনীলং হুমন্তকে।

ক্লৃষা ক্লৃশমিথং রম্যং তৎপাত্রং মধুন্যং বৃধঃ॥

পূরয়েৎ খণ্ডমিশ্রেণ তত্র দেবং পূর্নমেৎ।

বস্ত্রযুগ্মেন সংহরং আসনে বিনিবেশয়েৎ।

নৈবেদ্যং কল্পয়েদগ্রং ভট্ট্যৈ নানাদিবেবৃধঃ।

বিতানোগরিসংবৃত্তং পুষ্পদামন্তিরজ্জয়েৎ॥

গন্ধপুষ্পস্তথা মূপৈর্জাগরং চার্ক্য কারয়েৎ।

ক্লৃষা সমস্তমেতচ্ছ হরয়ে পূর্ববধয়েৎ॥

বৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিমিহিষ্ঠং ক্লৃষ্যৎ সর্কমিহাশি তৎ” (বিষ্ণুধর্মোত্তরঃ)

এই প্রকারে নরসিংহ মূর্তি প্রস্তুত করিয়া, ঐ পাত্র মধু এবং খণ্ড-মিশ্র ছাড়া পূরণ করিবে। পরে এই মূর্তি গন্ধ, গুল্ম, ঘূণ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি বৈকুণ্ঠমন্ড্রে পূজা করিবে। এই মূর্তি-দানকালে অষ্টোত্তর শত তিলাজ্ঞা হোম করিতে হয়। কার্তিক অথবা বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা এবং দ্বাদশী তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করা উচিত। যাহারা এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অরণ্য প্রভৃতি কোন স্থলে ভয়ের কারণ নাই, নানাপ্রকার সম্পদ লাভ হয় এবং অন্তকালে বিমুগ্ধ লাভ হইয়া থাকে।

“কার্তিকায় বাখ বৈশাখ্যামাশ্রিত্য দ্বাদশীমথ।

কৃষা বিধিমমং সত্যক্ নুনং তৎপদমমুতে ॥

অরণ্যে বাখ সংগ্রামে তদ্বৈদ্যেদং প্রভৃতি।

ন ভয়ং জায়তে তস্ত সঙ্কল্প বশেষতদাচরয়েৎ।

বিদ্যা চাপদোষোরাঃ ধনমায়ুঃ প্রযচ্ছতি।

সত্ত্বতৈব রূপক সোভাগ্যক মনোরথান ॥

এবং ভবতি বৎপুণ্যং নৃসিংহাকৃতদামতঃ।

ভেন বিকোঃ পদং প্রাপ্য তত্র ক্রীড়ন্তি দেহিনঃ ॥

এতচ্ছ্রদ্ধা মহৎপুণ্যং সর্কপাঠৈঃ প্রসূচ্যতে।”

(বিমুগ্ধমোত্তর)

নরসিংহমুনি, অষ্টৈতপঞ্চরত্ন ও ভেদাধিকারতত্ত্ববিবেচনা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরসিংহযতি, বিদ্যাবীশনাথের শিষ্য। আখ্যায়িকাগোপনিষদখণ্ডার্থ-প্রকাশ, ঐতরেয়োপনিষদখণ্ডার্থপ্রকাশ এবং জয়তীর্থকৃত তত্ত্বোদ্যোগ্যতাবিবরণের মূলপ্রবোধ নামক টীকা-রচয়িতা।

নরসিংহযতীন্দ্র, জায়তত্ত্ববিবরণপ্রণেতা।

নরসিংহরাজ, সর্কার্থসিদ্ধিটীকাকার।

নরসিংহরাও, বেলগাম জেলার অন্তর্গত বাদামী নগরের পাছা-ডের উপর বাভনবন্তেকেটী (বাহার পর্বত হুর্গ) ও রণমণ্ডল-কোটা (যুদ্ধক্ষেত্র হুর্গ) নামক দুইটা স্থান আছে। নরসিংহরাও নামে এক অন্ধ ব্রাহ্মণ কতকগুলি আরবসেনা লইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই হুর্গ (বাদামী) অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বেলগাম হইতে ইংরাজসেনা গিয়া উহা উদ্ধার করে। বাভন-বন্তেকেটীর হুর্গোদ্ধারে ইংরাজকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

নরসিংহ রায়, মহিষ্মরের অধিকাংশে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে হরশালবজ্রাল নামক এক বিখ্যাত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ইহার দেবগিরির দ্বাদশগণের বংশোদ্ভূত। [হরশাল-বজ্রাল দেখ।]

এই বংশের যে করজন প্রামাণিক রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই বংশে প্রথম বিখ্যাত রাজা বিনয়ামিত্য ১ম খ্রিষ্টাব্দনব্বয়ের অধস্তন তৃতীয়, ৫ম ও ৭ম পুরুষে নরসিংহ নামে তিনজন রাজা হইয়াছিলেন। ১ম নরসিংহ বীর-

নরসিংহ ও বিজয়নরসিংহ নামেও খ্যাত ছিলেন। ইনি এচল-দেবীকে বিবাহ ও ১১৪২ হইতে ১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অমোক্ষের মতে, ইনিই বামবগণের বিখ্যাত রাজধানী দ্বারসমুদ্র (আধুনিক হলদিঘাট) নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

২য় নরসিংহ, ১ম নরসিংহের পৌত্র, ইনিও বীর নরসিংহ নামে কথিত হইতেন। দেবগিরির দ্বাদশগণ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ২য় নরসিংহ অনেকগুলি রাজ্য হারাইয়াছিলেন। ইনি ১২২৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারুদ্ধ ছিলেন। ইহার সময়ের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। ৩য় নরসিংহ, ২য় নরসিংহের পৌত্র ছিলেন এবং দ্বারসমুদ্র নগরে রাজত্ব করিতেন। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ ইহার সময়ের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের বংশগত রাজ উপাধিও ছিল। [দ্বারসমুদ্র দেখ।]

নরসিংহ বাজপেয়িন্, আভোগ ও বেদান্তকল্পতরুপরিমল-খণ্ডন নামক গ্রন্থরচয়িতা।

নরসিংহবিষ্ণু, ইহার অন্ততম নাম নরসিংহপোতবর্ষন। [নরসিংহপোতবর্ষন দেখ।]

নরসিংহশাস্ত্রিন্, ১ জায়প্রকাশিকা ও জায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রভা নামে টীকাপ্রণেতা। ২ জাতকশিরোমণিপ্রণেতা।

নরসিংহশিলা, হিমালয়-তীর্থমালার মধ্যে বদরীক্ষেত্রের অন্তর্গত দ্বাদশ প্রধান ক্ষেত্রান্তর্গত ক্ষেত্রবিশেষ। [বদরীনাথ দেখ।]

নরসিংহসেন, ১ বাসবদত্তার এক টীকাকার। ইনি বৈদ্যছিলেন। ২ পথ্যাপথ্যাবিনিশ্চয়প্রণেতা বিশ্বনাথসেনের পিতামহ।

নরসিংহসূরি, স্বরমঞ্জরী-প্রণেতা। ইনি স্বত্রাচার্যের পুত্র, নৃসিংহসূরি নামেও পরিচিত।

নরসিংহভক্ত, জুনাগরনিবাসী একজন ভগবদ্ভক্ত। ইনি অর্থাধি উপায় করিতে পারিতেন না বলিয়া, একদিন ইহার জ্যোষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধু ইহাকে বৎপূরোনাতি তিরস্কার করেন। এই হুঃখে ইনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। এই প্রকার মনে স্থির করিয়া এক নিবিড় বনে গমন করিলেন। অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমুখে এক মন্দির দেখিতে পাইলেন, এবং সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব তাঁহাকে এই পবিত্র আশ্রয়ে অভূক্ত অবস্থায় দেখিয়া স্বয়ং ইহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! আমি মহাদেব, তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ইহাতে নরসিংহ বলিয়াছিলেন, দেব! আমি ভাল মন্দ কিছুই জানিনা, ভগবতের বাহা উৎকৃষ্ট বস্ত্র আমাকে তাহা প্রদান করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি। মহাদেব ইহার কথা শুনিয়া ইহাকে ব্রহ্মাবনে লইয়া গিয়া উত্তরে ঐক্লব

নরসোব উপস্থিত হন। এইরূপে মহাদেব ইহাকে জগতের নারায়ণ রূপেই অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরসি এই অমূল্যরূপ পাইয়া আনন্দভোলা হইলেন এবং সর্বদাই রূপ-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। কিছুদিন পরে দেশে আসিলে সকলে ইহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত।

একদা কোন পরম বৈষ্ণব দ্বারকাদর্শনে অভিলাষী হইয়া চৌরের ভরে ১০০ শত টাকা কোন মহাজনের নিকট জমা রাখিয়া তাহার নিকট হইতে সেই টাকার উপযুক্ত এক হাতি দ্বারকাবাসী কোন মহাজনের উপর দিতে বলে। মহাজনের দ্বারকাতে কোন পরিচিত লোক না থাকায়, সে উপহাস করিয়া বলে ‘তুমি নরসির কাছে যাও, সেই তোমার হাতি দিবে।’

শাধু বৈষ্ণব তাহার এই কথার বিশ্বাস করিয়া নরসির নিকট উপস্থিত হইল, এবং সাহসে কহিল, মহাশয়! আমার এই টাকা রাখিয়া দ্বারকার আপনাদের পরিচিত কোন মহাজনের নামে একখানি হাতি দিলে আমি রূপদর্শন করিতে পারি। নরসি হরিপ্রেমে বিভোর ছিলেন, তিনি ইহার কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন, জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন হরি, তিনি দ্বারকার আছেন সত্য, এবং আমাকেও চেনেন, এ ব্যক্তি বোধ হয় তাহারই নিকট হাতি প্রার্থনা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া হরির নামে এক হাতি লিখিয়া দিলেন, তাহাতে লিখিলেন “শ্রীশ্রীশ্রীম-জন্মের সহায়। এই ব্যক্তি আপনাদের উদ্দেশ্যে এখানে নিজ সঙ্কীর্ণ অর্থ রাখিয়া গেল, দ্বারকার যেন প্রয়োজন মত অর্থ পায়।” বিশ্বাসী বৈষ্ণব হাতির লেখা না দেখিয়া দ্বারকার প্রস্থান করিল। নরসি তখন চিন্তাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, দ্বারকার উদ্দেশ্যে এই টাকা রক্ষিত হইল, তিনি কিরূপে পাইবেন, ব্রাহ্মণ বা দরিদ্রগণকে দিলে এই টাকা তাহারই পাওরা হইবে। এইরূপ মনে ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভৃতিকে বিতরণ করিয়া দিলেন। উক্ত বৈষ্ণব দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ টাকা তাহাকে দিরাছিলেন। নরসির দৌহিত্রের বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ নিজে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অবশেষে ইহার দুই কন্যা রূপপ্রেমে দীপ্তিত হইয়া পিতার সহিত হরিনাম-কীর্তন করিতে করিতে সংসার ত্যাগ করেন। দেশের রাজা ইহার অদ্বুত ভক্তি ও কার্য দেখিয়া বলিমাছিলেন, যদি কেহ ইহাঙ্গিকে মন্ম কহে, তাহার রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (ভক্তমাল হরিলীলা)

নরসোব, বিজাপুরের বড় কেল্লাস্থিত একটি মন্দির। এই মন্দির উক্ত কেল্লার অভ্যন্তরে পরিখার উপর একটি অশ্বখ বৃক্ষের তলে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিমুখ দেবতা দত্তাত্রের ইহার অধিষ্ঠাতা। [বিজাপুর দেখ।]

গুরুচরিত্র নামক একখানি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণা-নরীর তীরস্থিত বাদি নামক গ্রামে পূর্বকালে এক রজক বাস করিত। এই রজক দত্তাত্রের পরম ভক্ত ছিল, এবং সর্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত। প্রথমে দত্তাত্রের রজকের এই ব্যবহারে কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ করিতেন, পরে যখন জানিলেন যে, রজক কেবল ধর্মকামনায় তাঁহার অঙ্গসংরক্ষণ করে, তখন তাহার প্রতি অতিশয় স্নেহ হইলেন। এক দিন দত্তাত্রের নরীতে অবগাহন করিতেছেন, এবং ঐ রজক নিকটে দণ্ডায়মান আছে, এমন সময় রাজার নোকা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া রজক বলিয়া উঠিল, “আহা ঐ রাজার জীবন কি সুখের, আর আমার এই জীবন কি দুঃসহ ক্লেশকর।” রজকের এই কথা শুনিয়া দত্তাত্রের তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এখন রাজা হইতে চাও, অথবা তোমার মৃত্যুর পর রাজা হইতে ইচ্ছা কর?” রজক মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, তাহার আর অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তবে আর এ জন্মের কএকটা দিনের জন্য রাজা হইয়া ফল কি; বয়ঃ পরজন্মে যাহাতে রাজা হওয়া যায়, রজক তাহাই প্রার্থনা করিয়াছিল। পরে তাহারই ঘড়ে উক্ত মন্দির নির্মিত হয়।

নরস্কন্ধ (পুং) নর-সমূহার্থে স্কন্ধ। নরসমূহ, লোক সকল।

নরহন, ভবিষ্য ব্রহ্মধোক্ত মগধদেশ মধ্যে এই নামে একটি গ্রামের বর্ণনা আছে। ইহারই নিকট রামপুর গ্রাম।

“নরহনরামপুরো চ সমীচীনকলৌ যুগে।

ধরামরনিবাসস্ত তদ্যর্মধ্যে ভবিষ্যতি ॥” (ব্রংখং ২৭। ৫০)

নরহয় (পুং) অশ্বরূপী মহাযা, যাহার মুখ-ঘোড়ার মত।

নরহর, অযোধ্যাক্ষেত্রের অন্তর্গত পুষ্পমোচনতীর্থে ইহা হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। নরহর ব্রাহ্মণকুলসম্বৃত পাণ্ডালবাসী। কুসঙ্গে পড়িয়া ইনি দেবদ্বিজহিংসক, বেদনিশূক, উৎপীড়ক ও অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে অযোধ্যায় আসিয়া এই পাপমোচনতীর্থে স্নান করিবামাত্র তাঁহার পাপ দূর এবং স্বর্গ হইতে তদুপরি পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। তদবধি পাপমোচন-তীর্থেও প্রসিদ্ধিলাভ করিল। (অযোধ্যামাহাত্ম্যে ১৩০ অং)

নরহরি (পুং) নর ইব হরিঃ সিংহ ইব চ আকৃতির্ব্যাস। নরসিংহ, ভগবদবতার ভেদ।

“কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।” (শ্রীতগোঃ ১৮)

নরহরি, ১ একজন কাব্যপ্রকাশ-টীকাকার। ইনি স্বগ্রন্থে নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—অনুদেশে বাৎস্ত গোত্রো রামেশ্বর উৎপন্ন হন, তাঁহার পুত্র নরসিংহ, তৎপুত্র মল্লিনাথ, তাঁহার দুই পুত্র নারায়ণ এবং নরহরি। নরহরি ১২২৮ সনতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সন্ন্যাসগ্রহণান্তর সরস্বতীতীর্থে নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই নামেই কাশীতে অবহান-কালে উক্ত টীকা রচনা করেন। ইহার প্রণীত একখানি মেঘদূতটীকাও আছে। ২ অভিনব-রামকাব্য এবং কবিকৌমুদী প্রণেতা। ৩ অহিবলচক্র নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা। ৪ আখ্যায়িকাপ্রণিবেশাখ্যা প্রণেতা। ৫ চন্দ্রলক্ষ্যোৎপ্রেকাশতক ও শৃঙ্গার-শতক নামক কাব্য প্রণেতা। ৬ বোধসার নামক কাব্য, মাধবসিদ্ধান্তসার ও বিশিষ্টাষ্টৈত-বিজয়বাদ নামক দার্শনিক গ্রন্থ প্রণেতা। ৭ ভগবদ্গীতাসার-সংগ্রহ প্রণেতা। ৮ সংস্কারনুসিদ্ধ নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ৯ রাজনিবট বা নিবটরাজ নামক অভিধান প্রণেতা, ইনি জৈন ধর্মের পুত্র। ১০ নরপতিজয়চর্যা স্বরোদয়ের টীকাকার, ইনি মিথিলাবাসী গণেশের পৌত্র ও নরসিংহের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত। ১১ কুমারসম্ভবটীকাকার, ইনি ভাস্করের পুত্র। ১২ অমুমানখণ্ডদুর্গোদ্ধার নামক গ্রন্থ প্রণেতা, ইহার পিতার নাম যজ্ঞপতি।

১৩ ভাবপ্রকাশ ও ভাগবততাৎপর্যাদীপিকা-প্রণেতা। আনন্দতীর্থ প্রণীত ব্রহ্মসংহতাব্যাক্যের ব্যাখ্যার্থ ভাবপ্রকাশ এবং উক্ত আনন্দতীর্থকৃত ভাগবততাৎপর্যনির্ণয় নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যার্থ ভাগবততাৎপর্যাদীপিকা। ইহার পিতার নাম বরদাচার্য। ইনি নরহরি, নুহরি বা নুসিংহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

১৪ বাগ্ভটমণ্ডন নামে জ্ঞানদর্শনীর গ্রন্থ প্রণেতা, ইহার পিতার নাম সহদেব ভট্ট।

১৫ নৈষধীয় টীকাকার, ইনি স্বরসুর পুত্র ও বিদ্যারণ্য যোগীর সমসাময়িক। ইনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ।

নরহরি, আদিপুত্র যজ্ঞার্থ যে পঞ্চ কনৌজী ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গ্রামাদি দান করিয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে) ক্ষিতীশ নামক রাজপুত্র ও অর্থশালী পুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি দান গ্রহণ করেন নাই, মূল্য দিয়া রাজদত্ত গ্রাম কএক খানি এবং অপরদের নিকট হইতে কএকখানি নিম্নের গ্রাম কিনিয়া লইয়া একটু ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যটা আধুনিক বিক্রমপুরের নিকট। ভট্টনারায়ণের পুত্র নিমুর ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষে নরহরি নামে রাজা হইয়াছিলেন। ইহারই বংশে নদীয়ার রাজবংশ উৎপন্ন।

নরহরিউপাধ্যায়, হৈতনির্ণয় নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

নরহরি চক্রবর্তী, বাল্লাভা ভক্তিরসাকর-প্রণেতা। ইনি জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র। ইনিও পদকর্তা এবং ইহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম। অনেকে পদকর্তার “কবি নৃপবংশজ, ভুবনবিদিত যশ, জয় ঘন-শ্যাম বলরাম,” এই পদ হইতে কবিরাজ বংশোদ্ভূত ঘনশ্যামকেই একমাত্র পদকর্তা বলিয়া ধরেন, কিন্তু ভক্তিরসাকরের ভণিতার

ঘনশ্যাম নামের উল্লেখ দেখিয়া নরহরি চক্রবর্তীও যে ঘনশ্যাম নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহিরে সন্দেহ থাকে না। ইহার ভক্তিরসাকর বৈকবসমাজের প্রভু ও প্রভুশিষ্যগণের বংশ-পরিচয় ও সামাজিক তত্ত্বে পূর্ণ। ইহা ১৫শ তরঙ্গে বিভক্ত। ইনি মহাকবি ছিলেন, ইহার কবিত্ব চমৎকার, বর্ণনা যেমন তেজস্বিনী তেমনই মনোহারী। ম্যাণ্ডিভাইলের জেরসালেম ও হিউএন্সিয়াংএর কুশীনগর বর্ণনা বিষয়সমাজে যেরূপ মহা আদৃত হইয়া থাকে, নরহরির নবদ্বীপ ও বুদ্ধাবনবর্ণনা তাহা অপেক্ষাও চমৎকার ও আদরনীয়। বৈকব গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণাদি উল্লেখ করা একবারে নিয়মবদ্ধ। নরহরি তাহাও করিয়াছেন, অথচ একটা নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিগণের বাল্লাভা কাব্য গ্রন্থ হইতেও কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বাল্লাভা ভাবকেও সংস্কৃতের সহিত সমানাসন দিয়া গিয়াছেন। নিজ রচনা সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবার জন্ত তিনি নিজের সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনাকালে সমসাময়িক কবিগণের পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির রচনা বড়ই সরল, পদ্ম হইলেও গদ্যের জায়। ইনি প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত “নরোত্তম-বিলাস” ও “গৌরচরিত্রাচিন্তামণি” প্রসিদ্ধ। “লীলাসাগর” নামে তাঁহার একখানি সঙ্গীত সংগ্রহ আছে। ঘনশ্যাম নরহরি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। সার্ক দ্বিশত বর্ষেরও পূর্বে ঘনশ্যাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভক্তিরসাকরের শেষে তিনি বলিয়াছেন—

“পূর্ববাস গঙ্গাজীয়ে জানে সর্বজন ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।

তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥

না জানি কি হেতু হৈল মোর ছই নাম।

নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥

গৃহাশ্রম হৈতে হইল উদাসীন।

মহাপাপ বিষয়ে মজিছ রাতি দিন ॥” ইতি।

নরহরিতীর্থ, স্বতার্থসাগর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি আনন্দতীর্থের শিষ্য ও পদ্মনাভ তীর্থের উত্তরাধিকারী। ইহার পূর্বনাম রামশাস্ত্রী।

নরহরিভট্ট, ১ আশ্বলায়নীর দর্শপূর্ণমাসহোত্র নামক গ্রন্থ প্রণেতা। ২ মণ্ডপকুণ্ডমণ্ডলপ্রকাশিকা-প্রণেতা। ৩ রসবোগমুক্তাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। ৪ শ্রবণভূষণবিদগ্ধমুখমেন্ন এক টীকাকার।

নরহরি শাস্ত্রী, নুসিংহচন্দ্র প্রণেতা।

নরহরি সরকার, চৈতন্যের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্য বহু
রত্নের অধিকারী হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিগণের
অধিকার অতি প্রসারিত এবং আসন অতি উচ্চ। এ সকলেরই
পথপ্রদর্শক নরহরি ঠাকুর।

“নারায়ণাক্ষরকমতীব দয়ালুদেহপ্রেমপ্রবাহপরিপূরিতভক্তিমাগ্নি।
চৈতন্তচরণেতি নিবেশয়ন্তং বন্দে প্রভুং নরহরিং পরগেষ্ঠদেবং।”

এই প্রণাম শ্লোকটিতে তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল,
জানা যাইতেছে।

নারায়ণের দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ যুকুল, কনিষ্ঠ নরহরি। নরহরি
সরকার ঠাকুর অতি সুপুত্র ছিলেন—

“প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণাভং ভাবভরণভূষিতং,
নীলাবাসোধরং দিব্যং চন্দ্রনোহিতভালকং।
নাম সূত্রপ্রদাতারং কণ্ঠে বিপুলনবিতং,
দিবাসিংহাসনানীনাং শ্রীমন্নরহরি ভজ্যে ॥”

এই ধ্যানটীতে জানা যায় যে, তাহার বর্ণ অতি উজ্জ্বল
গৌর ছিল, যাহাকে কবিগণ “প্রতপ্ত স্বর্ণ” বলেন, নরহরির
সেই বর্ণ ছিল, তাহার কণ্ঠে দীর্ঘ লখিত মালা ছিল, এবং তিনি
কপালে চন্দ্রন লেপন করিতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নরহরির অত্যন্ত প্রণয় (বালাকাল
হইতেই) ছিল। একদিন নবদ্বীপে গৌর রূপ দর্শনে, মহাপ্রভুর
প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। একটা পদে তিনি লিখিয়াছেন—

“গৌরাজ চান্দের রূপের পাথারে,
সাঁতারে না পাই থা।

করে ঝল মল, শ্রীমঙ্গ-কমল,
শরদ চাঁদের মেলা ॥” ইত্যাদি।

কিছুদিন গৌরান্দের সঙ্গে বাস করিতে করিতে তাহার মনে
হইল; যে গৌর সাগাথ মজ্জা নহে, সাক্ষাৎ ভগবান্।
তখন এ কথা কেহ অবগত ছিল না, যদি এ কথা প্রকাশ করেন
লোককে হাসিবে, বিদ্রূপ করিবে। ভয়ে বলিতে পারেন না,
আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছেন না। তাহার
তখনকার একটা পদে এই আভাস দিয়াছেন। যথা—

“কারে কব মনের কথা।
কে বুঝিবে মনোবাখা ॥”

কিন্তু নরহরির এ ক্ষোভ অধিক দিন ছিল না, তাহার
“প্রাণনাথ” কে? শীঘ্রই লোকে তাহা জানিতে পারিল এবং
তাহার “প্রাণনাথ” কি বস্তু জগৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া, তীব্র
চরণে অবনত হইল।

অপূর্ব গৌর-প্রেমলীলা তিনি পান করিয়া পরিতৃপ্ত
হইতে লাগিলেন, তাহার বড় সাধ, এ অমৃত তৃষিত জগজ্জনে

বিতরণ করেন। কিন্তু তাহার সে ক্ষমতা নাই। কতদিন
তিনি গৌরলীলা লিখিতে বসিয়াছেন, কিন্তু পারেন না, ভাবিতেই
বিভোর হইয়া পড়েন। একটা পদে তিনি লিখিয়াছেন—

“গৌরলীলা দরশনে বাঁধা বড় হয় মনে,

ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

মুইত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,

কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥

সে গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও জন্মেনি সে,

জন্মিতে বলিষ আছে বহু।

ভাষায় রচনা হলে, বুঝিবে লোক সকলে,

কবে বাঁধা পুরাইবে প্রভু ॥

গৌর গলাধরলীলা, আজব করয়ে শিলা,

কার সাধা করয়ে বর্ণন।

সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি,

আর সদাশিব পঞ্চানন ॥

কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,

প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা।

নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,

গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥”

নরহরি গৌরলীলায়ক পদ লিখিতে লাগিলেন, যদি ইহা
দেখিয়া কেহ গৌরলীলা লিখেন, কেহ গৌরলীলা লিখিতে
দাঁড়াইলে এই পদগুলিতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইবেন, এবং
এইরূপে একখানি সত্যঘটনাপূর্ণ গ্রন্থের সৃষ্টি হইবে।

নরহরি সরকার এইরূপে সর্বপ্রথম গৌরলীলার পদ
লিখিতে আরম্ভ করেন। নরহরির পদগুলি মাধুর্য্য রসের আকর।

নরহরির দৃষ্টান্তে শীঘ্রই বাহুবদেব, মাধব, গোবিন্দ, জ্ঞান-
দাস, মনোহর দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তীগণের কবিতা-
কদম্বের সোপানে সমস্ত বঙ্গদেশ পুরিয়া গেল।

বাহুবদেব ঘোষ বলিয়াছেন—

“শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।

পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈলু মনে ॥

শ্রীসরকার ঠাকুরের অমৃত মহিমা।

ব্রজে মধুমতী বে শুণের নাহি সীমা ॥”

কিন্তু নরহরির অভিলাষ, তাহার শিষ্য লোচনদাস দ্বারা
পূর্ণ হইয়াছিল। “গ্রন্থ লিখিবে যে” সেই লোচন, চৈতন্য-
মঙ্গল লিখিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। লোচনদাস
সরকার ঠাকুরকৃত গৌরলীলায়ক পদাবলী পাইয়াই পরম
আনন্দিত হন, এবং তাঁহার মুখে গৌরলীলার অনেক অমৃত
কাহিনী অবগত হন। এই চতুর্থাৎ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—

“তার নর বলে আর বৈকব প্রসাদে।

এই ভরদার পুখি হইবে অবাদে ॥”

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ত-ভাগবত যদিও তখন লিখিত হইতে ছিল, কিন্তু তিনি গৌরাক্ষের মধুরভাব গুলি বিশেষ পরিকট রূপে লিখিবেন না, নরহরির এই বিশ্বাস ছিল। কেননা বৃন্দাবন ঐশ্বর্য ভাবের উপাসক ছিলেন। এই জন্যই নরহরি বলিয়াছিলেন—

“গ্রহ লিখিবে যে, এখনও জন্মনি সে,
লিখিতে বিলম্ব আছে বহু ॥”

সরকার ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে ৮।৯ বৎসরের বড় ছিলেন, বৈকব গ্রন্থাবলী পার্শ্বে ইহা জানা যায়; অতএব অনেকের মতে ১৪০০ শকই তাহার জন্মাব্দ। এ অল্পমান আমরাও যুক্তিযুক্ত মনে করি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্যে যে নবজ্যোত প্রবাহিত হয়, নরহরিই তাহার আদি প্রবর্তক বা আদি গুরু।

নরহাট, পাটনা জেলার একটি পরগণা। এই পরগণার অধিকাংশ স্থান এক্ষণে গয়া জেলার এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে।

নরহানু, বাঙ্গালার সারণ জেলার একটি পরগণা। খাল, মকাই, কাপাস, গোধূম, বব, অহিকেন এবং ইক্ষু এখানকার প্রধান ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য।

নরহানুখাস, সারণ জেলার একটি নগর।

নরাজ (পুং) নরমকরতি অঙ্গ-অণু। ১ বেদু। ২ বরও, নারাজানামক ত্রণ বিশেষ, নারাজা বা।

নরাচী (স্ত্রী) নরমিবাচিনোতি রোমভিরিব কণ্টকৈঃ আ-চি-ড গৌরাদিভ্যং ঙীৎ। অম্বা কণ্টকিনী বৃক্ষ, চলিত ফণী-মনসা।

“যান্তে চক্ষুরমূল্যাং বলগং বা নরাচ্যাং” (অর্থক্স° ৫।৩১।৪)

২ পৌরির ভাষ্যভেদে। (হরিব° ১৬২ অ°)

নরা(চ)জ (পুং) বোড়শাক্ষরপাদক বৃত্তভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৬টী করিয়া অক্ষর হইবে। লক্ষণ যথা;—

“ভূজরাজভাবিতং প্রকীর্ণশাস্ত্রসাগরে
লঘৌ গুরৌ নিরন্তরে সতীহবোড়শাক্ষরে।

প্রতাপতাপনির্জিতপ্রোতাকরপ্রকাশ! হে

প্রবৃত্তবৃত্তরাজকং নরাজ (চ)সেব মন্যহে ॥” (পিজল)

নরাধম (পুং) নরেন্দ্র অধমঃ ৭তমঃ। নিকৃষ্ট মানব, নীচ, প্রাকৃতজন, পামর।

“অজ্ঞানোপহিতো বাল্যে নৌবনে বনিতাহতঃ।

শেষে কলত্রচিহ্নাঃ কিং করোমি নরাধমঃ ॥” (উড়ট)

নরাধিপ (পুং) নরেন্দ্র অধিপঃ ৭তমঃ। ১ নরাধিপতি, রাজা। ২ বৃক্ষ বিশেষ, জোনাক বৃক্ষ, সোনালুগাছ।

“কাটকালীধরবট্যাকনোদ্যুন্নরধিপঃ ॥”

(সুত্রত চিকিৎসিত হান ২৩ অ°)

নরাস্ত (পুং) দ্বীপের পুত্র।

নরাস্তক (পুং) অতরতি ইতি অস্তি ধূলু, নরাণাং অস্তকঃ ৩তমঃ।

১ রাবণের পুত্র রাক্ষসভেদ। (ভাগ° ৯।১০।১৮)

(জি) ২ নরনাশক মাত্র।

নরায়ণ (পুং) নরাণাং অরনং আশ্রয়স্থানং বা নরা অরনং যন্ত। নারায়ণ, বিষ্ণু।

নরাশ (পুং) নরং অন্নোতি অশ ভোজনে অণু। নরভোজী রাক্ষস। “বাবরশাশৈ নরিপুঃ শবশানু” (ভট্ট)

নরাশংস (পুং) ১ যজ্ঞ। ২ অগ্নি।

“সেব ইজ্রো নরাশংসদ্রবরূপ” (শুক্লযজু° ২১।৫৫)

‘নরাশংসো দেবোহুযাজ্ঞশী যজ্ঞর’ (বেদদীপ)

‘নরাশংসো অগ্নে’ (শুক্ল যজু° ২৭।১৩)

‘নরাশংসঃ নটৈ ঋগ্ভিগ্ভিরশংস্যতে ত্বয়তে নরাশংসঃ অগ্নিঃ’ (বেদদীপ)

আ শনস-ভাবে-বঃ। ৩ মন্ত্রযাদিগের আশংসন অর্থাৎ পূজন।

“ভূট্যং নরাশংসায় প্রজ্ঞা বৈ নরাঃ” (শতপথব্রা° ১।৫।১২০)

‘বধা সর্কেহপি নরাঃ শংসন্তি তথাবিধ শংসনায় প্রিয়ামিতি’ (ভাষা)

নরাসন (স্ত্রী) নরাকার আসনভেদ। এইরূপ আসনের বিষয় রত্নসামলে এইরূপ লিখিত আছে—এই নরাসন ১৬ প্রকার, এই নরাসনে উপবেশন করিয়া সাধন করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। ইহার মধ্যে একমাসে কন্ন, দুই মাসে ক্রতকন্ন, তিনমাসে যোগকন্ন, চারিমাসে হিরাপন্ন, পাঁচমাসে হুন্ন কন্ন, ছয় মাসে বিবেকধী, সাত মাসে জ্ঞানযুক্ত, আট মাসে মন্ত্রসংযুক্ত ও দ্বিতেন্দ্রিয়, নয় মাসে সিদ্ধিলাভ, দশ মাসে চক্রভেদযুক্ত, এগার মাসে মহাবীর ও বার মাসে খেচর হইরা থাকে। যিনিই নরাসন আশ্রয় করিয়া সাধনা করিবেন, তাহার নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নরাসনাবস্থার অধোদেশে মুখ করিয়া সাধনা করিতে হয়। * (রত্নসামল)

* “অথ নরাসনং বক্ষ্যে বোড়শাদিপ্রকারকম্।

যেব সাধনমাত্রণে বোধী ভবতি সাধকঃ।

প্রকারঃ বোড়শপ্রোক্তাঃ সৎসুন্দরৈর্জরহীভলে।

একমাসং ভবেৎ কন্নো দ্বিমাসে ক্রতকন্নকম্।

ত্রিমাসে যোগকন্নঃ ত্রাং চতুর্মাসে হিরাপন্নঃ।

পঞ্চমাসে হুন্নকন্নঃ ষষ্ঠমাসে বিবেকধীঃ।

সপ্তমাসে জ্ঞানযুক্তঃ আশুতো ভবতি প্রবহু।

অষ্টমে মন্ত্রসংযুক্তঃ দ্বিতেন্দ্রিয়ঃ কলেবরঃ।

নরিয়াদ, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থেফা জেলার একটি উপবিভাগ। উক্ত জেলার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কপাসভা, পূর্বে তার ও আনন্দ, দক্ষিণে বরগা নদী, এবং পশ্চিমে মর্তার ও মাঙ্গুদাবাদ। ক্ষেত্রফল ২২৪ বর্গমাইল।

২ নরিয়াদ উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৪০' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৫৫' ২০" পূঃ। আনন্দাবাদের ২৯ মাইল পূর্বদক্ষিণে অবস্থিত। এখানে তামাক ও তুতের বিস্তৃত ব্যবসা এবং একটি সুতার কল আছে।

নরিসেম্বর, মথুরা-ভীর্থরাজির মধ্যে একটি গ্রাম। এখানে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে একটি বৃহৎ মেলা হয়। ইহাকে নবহুগীর মেলা বলে। 'সেম্বর' শব্দ 'শ্রামলা-র্জি' শব্দের অপভ্রংশ। পূর্বে এখানে শ্রামলাদেবীর মন্দির ছিল, তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে। মেলাও সেই দেবীর উদ্দেশ্যে হয়। দেবীর বর্তমান মন্দির অতি আধুনিক, উল্লেখযোগ্য বিঘর তাহাতে কিছুই নাই। ইহা এক দীর্ঘিকাভীরে অবস্থিত। এক্ষণে এখানে দুইটা ক্ষুদ্র ধর্মশালা আগরার বণিকগণ কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। দেবীর মন্দিরে যাত্রী হইতে বার্ষিক ২০০০ টাকা আয় হয়। দেবীর সেবাইতগণ এখন ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; সেম্বির প্রাচীন জমিদারগণ, ব্রহ্মনগরের জমিদারগণ (ত্রিজকা-নগর) ও দেবীসিংহ নগরের জমিদারগণ (দেবীসিংকা-নগর), এই প্রত্যেক শ্রেণী প্রতি তিনবৎসর করিয়া সেবারপালা পাইয়া থাকে। মেলার আয়ের টাকা পূর্বে সমস্তই সেবাইতগণ ভোগ করিত। এখন গ্রাউজ সাহেবের বন্দোবস্তানুসারে মেলার সময়ে ১৫০০ ব্যয় করিয়া স্থানের আবর্জনা দূর করা হয়। অমাবস্তায় মেলা আরম্ভ হইয়া ৯ দিন থাকে। বষ্টীর দিনই মেলার প্রধান দিন, সেই দিনে সাঁচোলীর মন্দিরেই বৈশী ভিড় হয়। এখানে যাত্রীরা বাস করে না, দেবী দর্শনাদি করিয়াই তাহারা চলিয়া যায়। মেলার বন্দোবস্ত ভাল। বিভিন্ন স্থানীয় যাত্রীর জন্য বিভিন্ন দিন নিরূপিত হয়, আগ্রার যাত্রীর জন্য একদিন, যাদোনগরের একদিন, এইরূপ। অক্ষরতৃতীয়ার দিনও এখানে মেলা হয়।

নরী (জী) নরস্ত পত্নী জীব। ১ মানবপত্নী, নারী। ২ বৃন্দাবনস্থিত একটি গ্রাম। শ্রীবৃন্দাবন-জীলানুভূতে ইহার উল্লেখ

আছে। কংসরাজের আদেশে যখন অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাভিমুখে গমন করেন এবং সেই সময়ে ইহাদের রথ অন্তর্ভুক্ত হইলে পর ব্রজপুরস্থ নরনারীগণ 'নরী নরী' এই রব করিয়া ধূলার পড়িল, সেই অবধি এই স্থান 'নরী' নামে খ্যাত হইয়াছে, বলা—“কংসের আদেশে যবে অজ্ঞান আইলা।

কৃষ্ণ বলরামে লইয়া মথুরা চলিলা ॥

বিচ্ছেদে দুঃখিতা সবে ব্রজবধূগণ।

মথুরাভিমুখী হইয়া করে নিরীক্ষণ ॥

নন্দ আদি সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম রথে।

দ্রাব্য করি অজ্ঞান লইয়া চলে পথে ॥

যাবৎ চলয়ে রথ দেখিতে পাইলা।

তাবৎ সেখানে সবে দাণ্ডাইয়া ছিল।

তারপর যবে রথ দেখিতে না পার।

নরী নরী বলি সবে পড়িল ধূলার ॥

সেইখানে ব্রহ্মনাভ বসাইল গ্রাম।

নরী বলি ব্রজতে প্রসিদ্ধ হৈল নাম ॥” (শ্রীবৃন্দাবনজীলা°)

নরেন্দ্রগণ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার একটি নগর। এখানে কালেশ্বর ও সর্বেশ্বরের মন্দির আছে।

নরুণ (দেশজ) নথ-ছোদান্ন।

নরেন্দ্র (পুং) নর ইন্দ্র-ইব। নরাণামিন্দ্রো বা। ১ নরশ্রেষ্ঠ, রাজা।

“রক্ষণাদ্যবৃদ্ধানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাং।

নরেন্দ্রাদিবিং যান্তি শ্রেণাপালনতৎপরঃ ॥” (মহা ৯।২৫৩)

২ বিদ্যবৈদ্য, সর্পাদি চিকিৎসক। ৩ শ্রোত্রাক বৃক্ষ, সোনাগু গাছ। ৪ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ২১টা করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১৪৬।১৪১৭।২০ ও ২১ অক্ষর শুদ্ধ, ইহা ত্রিংশ আর সকল লঘু হইবে। লক্ষণ—

“চাসরস্বরজজুঃস্বরপরিগতবিপ্রগণাহিতশোভঃ

পাদিবিদ্যাজিপুশ্পযুগবিরচিতকল্পসঙ্গতগুণঃ।

চাক্ষুঃস্বর্ণকুস্তলযুগলকৃতিরোচিরলঙ্ঘতবর্ণঃ

শিঞ্জলপন্নগেশ ইতি নিগদতি রাজতি বৃন্দনয়ত্রঃ ॥” (শিঞ্জল)

নরেন্দ্র, জনৈক কবি, সুভাবিতরসাকর গ্রন্থে ইহার কবিতাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

নরেন্দ্রআচার্য্য, জনৈক বৈদ্যকরণ, বিটুলের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

নরেন্দ্রদেব, নেপালের একজন রাজা, ইহার পিতার নাম উদয়দেব। [নেপাল দেখ।]

নরেন্দ্রভবন, একটি বিহার স্থানের নাম। কান্দীরের রাজা নরেন্দ্র এই বিহারভবন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রপ্রভ, হর্ষপুরীর নরচন্দ্র হরির শিষ্য, ইনি “অলকার-মহো-

নবমে সিদ্ধিহীনো দশমে চক্রভেদবান।

একাদশে মহাবীরো দ্বাদশে খেচরোভবৎ ॥

ইতি বোদাসনমধ্যে বোদী ভবতি সাধকঃ।

নরাসনঃ যঃ করোতি স সিদ্ধো নাস্ত্য সন্দেহঃ।

অধোমুখং মহাদেব নরাসনস্ত সাধনে।

করনীর সাধকাত্মঃ বোধশাস্ত্রার্থসম্বতঃ ॥” (রত্নাবলি)

দ্বি" নামক অলঙ্কার শাস্ত্রীয় এবং "কাঙ্ক্ষাহ্যকলি" নামক কাব্য রচনা করেন।

নরেন্দ্রমল্ল, নেপালের একজন রাজা। [নেপাল দেখ।]

নরেন্দ্র যুগরাজ, প্রাচ্য চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের উপাধি।

[চালুক্য দেখ।]

নরেন্দ্রসিংহ, পাতিয়ালায় একজন রাজা। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহার পিতা কাম্বুসিংহের মৃত্যু হইলে, ইনি পাতিয়ালায় সিংহাসনে উপবেশন করেন। তখন ইহার বয়স্ক্রম ২৩ বৎসর মাত্র। লাহোর রাজ্যের সহিত যুদ্ধের সময় নরেন্দ্রসিংহ ইংরাজদিগের বিশেষ আত্মকূল্য করিয়াছিলেন। সেই আত্মকূল্যের উল্লেখ করিয়া তাত্‌কালিক গবর্নর জেনারেল ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ইহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট রাজাকে রক্ষা করিবার ও ইহার অধিকার স্থির রাখিবার অঙ্গীকার করেন এবং রাজাও আপন রাজ্য মধ্যে ঠগী, সতীদাহ, শিশুহত্যা ও দাসবিক্রয় নিবারণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় পাতিয়ালায় এই মহারাজ অতি সরলান্তঃকরণে ও সাহসিকতার সহিত ব্রীশ গবর্নমেন্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

ইনি বংশোদ্ভূত সাহস এবং বীরত্বের সহিত কার্য্য করিয়া সমুদয় ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের ঘোর চুদ্দিনে যখন কণ্ঠ বন্ধ সকল পশ্চাদ্দপদ হইয়া পড়িল, তখন ইনি অগ্রসর হইয়া আগনার ধনাগার ও অস্ত্রাশ্রয়স্থানগ্রী ইংরাজের কাধ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজা ইহাকে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে পত্র দ্বারা নিবেদন করেন এবং তৎক্ষণাৎ পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ সেই পত্র ইংরাজরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্দার প্রতাপসিংহের অধীনে দিল্লী অভিযুগে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল দিল্লী আক্রমণ এবং অবরোধ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। ইনি ঐ সময় ইংরাজ গবর্নমেন্টকে ৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই সকল উপকারের জন্য উক্ত গবর্নমেন্ট ইহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রাদিত্য, ১ কাম্বীরের একজন রাজা। ইনি গোকর্ণের পুত্র। ইনি ৩৬ বৎসর ৩ মাস ১০ দিন রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে ইনি ভূতেশ্বর ও অক্ষরিনী নামে দেব ও দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দীক্ষাওক্ত উগ্রদেব উগ্রেশ নামে এক দেবমূর্তি এবং দ্বাভুজ নামে দশটী দেবীমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি বীর পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়া ইহসংসার ত্যাগ করেন।

২ কাম্বীররাজ যুধিষ্ঠিরের পুত্র লক্ষ্মণও এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি পিতার স্বর্গারোহণের পর ১০ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহার বন্ধ ও কনক নামে দুই মন্ত্রী ছিল। ইহার মহিবীর নাম বিমলপ্রভা। নরেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণাদিত্য সিংহাসনাধিরোহণ করেন। (রাজতঃ) নরেন্দ্রাহু (পুং) নরেন্দ্রঃ আত্মা যস্য। কাষ্ঠাণ্ডরু। (নিষক্টু) নরেশ (পুং) নরাণাং ঈশঃ ৩৩৭। নরেন্দ্র, রাজা, নরশ্রেষ্ঠ, নরেশ্বর।

নরেশ্বর, শিবহত্র-টীকাকার।

নরেন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের একটি নগর। জয়পুর নগর হইতে ২০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির আছে। এই নগর দাদুপুত্রসম্রাটের প্রধান স্থান। এই সম্রাটের লোকসংখ্যা অধিক নহে, ইহার নিরাকার একেশ্বরবাদী। ইহাদের বাক্যকরা বিবাহ করিতে পারে না।

নরোত্ত, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট তহসীলের একটি নগর ও মিউনিসিপালিটি। অক্ষা° ৩২° ১৭' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৩০' পূঃ। এখান হইতে দাখ ও হরিজা লাহোর এবং অমৃতসরে প্রেরিত হয়।

নরোত্তম (পুং) নরেন্ উত্তমঃ ৭৩৭। ১ পুরুষোত্তম নারায়ণ। ২ নরশ্রেষ্ঠ। "যঃ স্বকাং পরতো বেহ জাত নির্বেদ আত্মবান্।

হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।" (শঙ্করচি°)

নরোত্তম, ১ জনৈক রাজা। ইনি বিখ্যাত নাট্যকার শেবকৃষ্ণ বা কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রতিপালক ছিলেন। ইহারই অভিপ্রায়ানুসারে পণ্ডিত পারিজাতহরণচন্দ্র রচনা করেন; ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। ২ অধ্যাত্মরামায়ণের এক টীকাকার।

নরোত্তমঠাকুর, নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের নাম না জানেন, এমন বৈষ্ণব নাই। রামপুর-বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের-হাট পরগণার খেতরী গ্রাম অবস্থিত। সার্কি ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্বে এই খেতরীতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই ঠাকুর নরোত্তমের প্রাচুর্য্য। ঠাকুর নরোত্তমের জন্মের তারিখ নির্দিষ্ট নাই, তবে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখনও খ্রীষ্টোত্তম মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট আছেন, সুতরাং প্রায় ১৪৫৩-৫৪ শকাব্দ হইবে।

উত্তররাষ্ট্রীয় কার্য্যবংশীয় জমীদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নারী স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। যে নরোত্তমের আবির্ভাবে পূর্বে বন্ধ ধন্য হইয়া গিয়াছে, তাহা সারের পুণিয়ার সিদ্ধ হস্ত-তরঙ্গের সহিত গোখলি সময়ে তিনি ভূমিষ্ট হন।

বাল্যকালেই নরোত্তমের অসাধারণ গুণ ও অদ্ভুত প্রতিভা

সকলকে বিব্রিত করিয়াছিল। “নক”র মধুর ব্যবহারে আপামর সকলেই বাধ্য। একদিন গল্পশ্রবণে নরোত্তম শ্রীগোবিন্দের মহিমা ও তাঁহার বিবরে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। শ্রীগোবিন্দের কথা শুনিয়া বালক এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বক্তা ব্রাহ্মণটিকে পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন তাঁহার কাছে গৌরচরিত্র শ্রবণ করিতে বাইতেন। যে দিন মহাপ্রভুর সন্ধ্যাসের কথা তিনি শুনিলেন, সে দিন এত অধীর হইলেন যে, কৃষ্ণদাস নামক সেই বক্তা ব্রাহ্মণ ত্বর পাইলেন। কিন্তু বধন শুনিলেন যে সন্ধ্যাতি শ্রীগোবিন্দ অত্রকট হইয়াছেন, তখন রাজকুমারের মুগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। পরে শুনিলেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্শ্বগণ কৃষ্ণাবসে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার কৃষ্ণাবসের প্রতি দৃঢ় অম্লরাগ জন্মিল।

এইরূপে নরোত্তম গৌরপ্রসাদে মজিলেন। সর্বদা গৌরকথা-শ্রবণে বালক ক্রমে খেলা ধলা ছাড়িলেন, লেখা পড়ার পর্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক গৌরকথা শুনিতে না পাইলে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত।

একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মানদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞানের কোন চিহ্ন ছিল না।

এদিকে বহুকণ তাঁহাকে বাড়ীতে না পাইয়া অহুসস্থানে চারিদিকে লোক ছুটিল। এমন কি স্বয়ং রাণী নারায়ণীও অধির হইয়া পদ্মাবতীর তীরপানে ছুটিলেন। নরোত্তম পদ্মাপ্রভুরই ছিলেন, লোকজন আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। মাতা পুত্রকে কোলে লইয়া শত শত চুষন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এই বিবরণের একটি পূর্ণ কারণ নির্দিষ্ট আছে। শ্রীমহাপ্রভু একদা রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। পদ্মার অপরপারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কৃষ্ণাবেশে “নরোত্তম! নরোত্তম!” বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাহাতেই নরোত্তমের জন্ম। মহাপ্রভু নরোত্তমের জন্ম প্রথমদন পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। নরোত্তম যে দিন পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার পূর্বরাত্রিতে একটি স্বপ্নদর্শন করেন, তাহাতে ত্রিনিতানন্দ যেন তাঁহাকে বলেন, “নরোত্তম! কল্য ঐচ্ছ্যে কুম্ভি পদ্মাত্তে স্নান করিতে যাইও, তথায় গৌরঙ্গের গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।” নরোত্তম স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করিয়া স্নান করিতে যান, আর স্নানান্তে বাহা ঘটে, বলা গিয়াছে।

নরোত্তমের সেই হইতে নৃত্তন ভাব হইল, কখন হাসেন, কখন কান্দেন, কিছুই স্থির নাই। পুত্র উদ্ভাস হইয়াছে, এরূপ

কখন কখন শিতা স্নাত্তর মনে হইতে লাগিল। কখন কখন নরোত্তম কৃষ্ণাবসে বাইবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে মা বাপের প্রশ্ন তকাইরা গেল।

এই সময়ে জয়গীরদাস নরোত্তমের শ্রবণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই কৃষ্ণানন্দ নিবেশ করিতে পারিলেন না। নরোত্তমের মনের সাধ পূরিয়া, মনে মনে শিতা স্নাত্তর চরণে চির বিদার লইলেন। কিছুদূর যথাপথে চলিয়াই নরোত্তম গতি কিরাইলেন, কৃষ্ণানন্দের গথে চলিলেন। এ সংবাদ বধন খেতরীতে আসিল, তখন হৃৎথের আর সীমা রহিল না। নরোত্তম কি প্রকারে চলিলেন—

“আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিশে।

ভক্ষণ করেন হুই তিন উপবাসে ॥

পথের চলনে পার হইল ব্রণ।

বৃকতলে পড়ি রয়ে হয়ে অচেতন ॥” (প্রেমবিলাস)

নরোত্তমের বয়স তখন আনু্য ১৬ বর্ষের অধিক নহে। রাজার পুত্র, কোন দিন হাটেন নাই, কাজেই ধীরে ধীরে বাইতেছেন।

পুত্রের পলায়নের সংবাদ শ্রবণে কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্ত চারিদিকে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকের একজন, তাঁহাকে বাইয়া ধরিল, কিন্তু আনিতে পারিল না, সেই বোড়শ বর্ষীয় বালকের দর্শনভাবের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার কিরিয়া আসিল।

এইরূপে বহুকণে নরোত্তম কৃষ্ণাবসে যথাসময়ে পৌঁছিলেন। তখন রূপ সনাতন নাই, শ্রীজীব আছেন; তাঁহার নিকট গিয়া অপরাধ বালকটী হিরন্মল তরুর ছায় পড়িয়া গেলেন। ক্রমে পরিচয় হইল, দুই তিন দিন পরে রাজকুমার সাধুদর্শনে বহির্গত হইলেন। একে একে সেই দেবনিষ্ঠ ভক্তগণকে দেখিয়া নরোত্তম বিব্রিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিযামাত্রই নরোত্তমের মনে অপূর্ণ ভাবের উদয় হইল, মনে মনে তিনি তাঁহার চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু বধন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামীর সম্বন্ধ যে তিনি শিষ্য করিবেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে শত শত শেল আঘাত করিল। যদি কোন কুবতী, কোন বুঝকে আত্মসমর্পণ করিয়া জানিতে পারে যে, যুবক বিবাহ করিবে না, তখন সে যেমন কাতর হয় ও পরে সতীস্বয়ংকার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, নরোত্তমও তখন ভক্তগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বদ্ধ হইলেন। তিনি গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা আরম্ভ করিলেন। নরোত্তমের হৃদয় কিরূপ দৈন্ত ভাবাক্রান্ত ছিল, তাঁহার সেবার কথা তাহিলেই তাহা

বোধগম্য হয়। প্রেমবিলাসে নরোত্তমের এই গোপনীয় সেবার কথা এইরূপে লিখিত আছে,—

“আর এক সাধন বেই করে নরোত্তম।

রাজিশেবে সেই সেবা করিল নিয়ম।

বেই স্থানে গোসাঞি করেন বহির্দেশ।

সেই স্থানে বাই করে সংস্কার বিশেষ।”

এ মানীয় কার্য ব্যতীত নরোত্তম আর একটি কার্য করিতেন—

“বৃত্তিকা পৌচের তরে স্তম্ভের মাটি আনে।

ছড়া কাটা বল আনে বিবিধ বিধানে।” (অহরাসবরী)

লোকনাথ ব্যাকুল হইলেন। কে এমন করে? উদ্বেগ কি? বাহা হোক, একদিন তিনি রাজি থাকিতেই বহির্দেশে গেলেন ও নরোত্তমের কাণ্ড দেখিলেন।

নরোত্তমকে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নরোত্তম পূর্ণাপর সকল কথা অকপটে তাঁহার কাছে कहিলেন। ওনিয়া গোস্বামী বলিলেন—

“যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।

তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ।

প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবারে?” (প্রেমবিলাস)

আরও এক বৎসর গেল, আরও এক বৎসর কাল নরোত্তম গুরুর সেবা করিলেন। এক বৎসর পরে লোকনাথ নরোত্তমকে আশা দিলেন। নরোত্তমের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। প্রাণের পূর্ণিমাতে নরোত্তম দীক্ষিত হইল।

নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট সমস্ত গোস্বামী গ্রহ অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈত প্রতিভায়, অল্প কালেই তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া এই সময়েই “ঠাকুর মহাশয়” উপাধি দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণাবনে ঠাকুরমহাশয় আর দুইজন ক্ষমতাশালী সঙ্গী লাভ করেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, অপর জন ভ্রামানন্দ। এই তিন জনেই অদ্বৈত ক্ষমতাশালী অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

এই তিনজন দ্বারা বঙ্গদেশে ভক্তি গ্রহ প্রচার করিতে শ্রীজীব ইচ্ছা করিলেন এবং ভক্তিগ্রহ পূর্ণ একটি সিদ্ধক, দশজন পরাতনিক সঙ্গে দিয়া, ইহাদের সহিত পাঠাইলেন। ১৫০৪ শকে তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে বাজা করিলেন।

গোপালপুর নামক স্থান পর্যন্ত তাঁহারা নির্ঝরে আসিলেন। গোপালপুরে সন্ন্যাস-নিযুক্ত দহ্যপণ কর্তৃক গ্রহগুলি চুরি যায়। তাহাকে রক্ষালাই মর্মান্তিক বেদনা পাইলেন। গ্রহের অহসন্মানার্থ শ্রীনিবাস সেখানেই গুরুিলেন। নরোত্তম ভ্রামানন্দকে লইয়া

খেতরী আগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে খেতরী বেন জীবিত হইল, শিতামাতার মেহে বধাৰ্হই প্রাণ আসিল।

নরোত্তম বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে গমন করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (চৈতন্যদেবের স্ত্রী) আছেন। মহাপ্রভুর পাহুকা, শব্দা, জলপাত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই তখন আছে। তিনি কোথায় কোন স্থানে বসিতেন, কোথায় কি করিতেন, সকল চিত্র বিদ্যমান। নরোত্তম এ সকল দর্শনে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। নরোত্তম নবদ্বীপ হইতে অষ্টমাসের স্থান শান্তিপুরে চলিলেন, সে স্থান হইতে উদ্ধারণ দত্তের স্থান জিবেলী ও তথা হইতে খড়দহ গমন করিলেন। তথা হইতে অভিরাম গোস্বামীর স্থান খানাকুল হইয়া নীলাচলে থাকিত হইলেন। নীলাচলে প্রভুর নীলার চিত্রগুলি আরও সমীপ ও নূতন রহিয়াছে। এখানে প্রভুর অনেক পার্শ্বদেই নরোত্তম পাইলেন। নরোত্তমকে পাইয়া তাঁহারাও—বসিও বিরোগ-যন্ত্রণার নিপীড়িত, তথাপি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরে তিনি নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হন।

নরহরি তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপা করেন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি কাঁটোয়ায়—যে স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যে স্থানে প্রভুর শেষ চিত্র কেশের সমাধি আছে, সেই স্থানে গমন করেন। কাঁটোয়ায় পদকর্তা যত্নদান দাসের সহিত তাঁহার মিলন হয়। কাঁটোয়া হইতে নরোত্তম একচক্রা গ্রাম দর্শনে গমন করেন। এইরূপে যেখানে যেখানে প্রভুর নীলা, কি কোন ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন, সেই প্রত্যেক স্থানেই ঠাকুর মহাশয় গমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনর্বার খেতরী আগমন করিলেন। খেতরীতে হরিসকীর্তনের শ্রোত বহিল। ঠাকুর মহাশয় নূতন সুরে ভক্তি-উদ্দীপক নূতন নূতন গীত রচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে “গরাণহাটী” কীর্তনের স্রষ্টি হইল। গড়ের-হাট পরগণার উৎপত্তি বলিয়া নূতন সুরের নাম “গরাণহাটী” হইল।

এখন ঠাকুর মহাশয় একটি অভিনব ইচ্ছা করিলেন। খেতরীতে বিগ্রহ-স্থাপনের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। উদ্ভোগের মহা আরোজন হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ভক্ত যে বধায় আছেন, নিমজ্জিত হইলেন ও খেতরী আসিতে লাগিলেন। খেতরীধাম নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন সাজে সজ্জিত হইল।

“স্থানে স্থানে কদলী ফুলের নাহি লেখা।

নারিকেল কদলী বেষ্টিত আরাধনা।” (নরোত্তমবিলাস।)

এ সবার উদ্দেশ্যকর্তা স্বয়ং রাজা কৃষ্ণানন্দ । কাহ্ননী পূর্ণিমার দিনে বিগ্রহ স্থাপিত হইবেন । পূর্ণদিন হইতে নববত বাধ্য আরম্ভ হইল, পূর্ণ দিনেই প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপাদি খাটান হইল । ভক্তিরসিকারে লিখিত আছে—

“কি অপূর্ণ চন্দ্রাতপ অঙ্গন আবৃত ।

কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত ॥

কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে ।

কেহ বহলোক যুক্ত চন্দন বর্ণণে ।

কেহ করে নানা বাধ্য বাদক নর্তক ।

বহুশেষ হইতে আইল অনেক গায়ক ॥”

অপূর্ণ গরাণহাটী কীর্তন আরম্ভ হইল, ভক্তগণ এই নবীন কীর্তন শ্রবণে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । তখন তাঁহাদের মধ্যে কীর্তন সবন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল—

“কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে ।

শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে ॥

গীতপ্রথা রক্ষাকোভ-নিবৃত্তি নিমিত্তে ।

প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে ॥

সে সময়ে তাহা প্রেম-সম্পূটে রাখিল ।

নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উগাড়িল ॥” (ভক্তিরসিকার ।)

এ কীর্তনে কথিত আছে, স্বর্ণ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন । আর রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাসাদের সমস্ত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন ।

এই উৎসবে যে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপিত হন, তাঁহাদের নাম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্বরূপে একটি শ্লোকে লিখিত আছে । ঐ শ্লোকটি সেই উৎসব সময়েই তৎকর্তৃক রচিত হয় শ্লোকটি এই—

“গৌরাক্ষ বনভীকান্ত ত্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন ।

রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত ননোন্ততে ॥”

এ উৎসবকালীন, ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তবীর ভক্তগণ তাঁহার একটি প্রণাম রচনা করেন, তাহা এই—

“সংকীর্তনানন্দমলহাস্ত-দন্তহাসিতাদিমুখায় ।

স্বেন্দ্রাধারাদাপিতার ভট্টে নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥”

শ্রীনিবাস এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত রামচন্দ্র কবিরাজ আইসেন । রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল, যে একে অস্ত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না । রামচন্দ্র কাজেই খেতরী রহিয়া গেলেন । নরোত্তমের প্রস্তাবে এই সময়ে বহলোক আকৃষ্ট হয় । অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গ্রহণ করেন । ঠাকুর মহাশয় কারন্ত, কাজেই ইহাতে সমাজে

বোরভর আন্দোলন উপস্থিত হইল । কিন্তু যুক্তি তর্কে কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিল না । এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া শেষে তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিলেন ।

ব্রাহ্মণগণ নিরুপার হইয়া সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গেলেন ও তাঁহার শরণ লইলেন । রাজা মহা আড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে খেতরীর সম্মুখে এক গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিলেন । ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পরিকরগণ এই সংবাদ শুনিলেন । ঠাকুর মহাশয় স্বতাবত্তা তর্ক করিতে অনিচ্ছুক, এই সংবাদে তিনি কাতর হইলেন । তখন রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য পদ্মানারায়ণ চক্রবর্তী কুমারপুর সিদা, পণ্ডিত-বৃহকে পরাস্ত করিয়া আসিলেন । রাজা নরসিংহ রাণী রূপমালায় সহিত ঠাকুর মহাশয়ের শরণ লইলেন, সেই পরাস্ত পণ্ডিতগণও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন । এই ঘটনার, ঠাকুর মহাশয়ের নাম দেশ বিদেশে আরও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, ইহার পরে যে চাঁদ রায়ের প্রতাপে নৌড়ের বাদশা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যিনি পঞ্চ সহস্র অঝারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যসহ প্রতিনিরন্ত যুদ্ধে নিরন্ত থাকিতেন, সেই চাঁদরায় শরণিবারে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন । ঠাকুর মহাশয়ের রূপায় চাঁদরায়ের হিংস্রস্বভাব দূরীভূত হইয়াছিল ।

ইহার কিছুদিন পরে আনাজ ১৫০৯ শকের পরভাগে রামচন্দ্র বুলাবনে গমন করেন । রামচন্দ্র আর ফিরিয়া আসেন নাই । শ্রিয় সঙ্গীর বিরহে ঠাকুর মহাশয় ক্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন । এমন কি, সমস্ত দিবারাত্রি “প্রেমহুসি” নামক ভজন স্থানে একাকী পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে আলাপ মাত্রাও করিতেন না । এইখানে বসিয়া ঠাকুর মহাশয় যে সকল প্রার্থনা গীত গাহিতেন, তাহাই তাঁহার বিরচিত প্রসিদ্ধ “প্রার্থনা গ্রন্থ”, “লক্ষ গ্রন্থের সার”, “অতুত প্রেমভক্তি-চক্রিকা” গ্রন্থও ঐ সময়েই বিরচিত হয় । প্রেমভক্তিচক্রিকার শেষে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

“রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে যোর কাজ,

তার সজ বিনা সব শূন্য ।

যদি হয় অন্ন পুনঃ, তার সজ হয় বেন,

নরোত্তম তবে হয় ধন্ত ॥”

এই সময় তাঁহার দ্বার বিরহে অর্ধরীভূত ।

নিরের পদ হুইটী তাহার পরিচর,—

“বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,

হিন্না নাথে দাক্ষ হুং দিয়া ॥” ইত্যাদি ।

“নৌরাজের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর

নর-হরি মুকুন্দ দুয়ারি ।

ঐক্য, দারোয়ান, হরিদাস, বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী ॥

করিলে যে সব লীলা, তনিতে গলরে শিলা,
তাহা মুই না পাই দেখিতে ।”

“যে মোর নয়ন কথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছান জীবনে নাহি আশ ।

অনুল বিব খাই, মরিয়া নাহিক খাই,
বিক বিক নরোত্তম লস ।”

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠাকুর মহাশয় একাকী ছিলেন না, তাঁহার
পরম্পর ঐক্যের সহিত মতত কথা কহিতেন। তৎকৃত
একটা পদের কিয়দংশ এই—

“নব ঘন শ্রাব, ও পরাশ বন্ধুরা,
আনি তোমার পাশরিতে নারি ।

তোমার সে মুখখনি, আমি মধুর হাসি,
ভিক আশ না দেখিলে মরি ।” ইত্যাদি ।

ঠাকুর মহাশয় বুঝিলেন, বিরহব্যথার দ্বন্দ্ব আর ধরিতে
পারিতেছি না। তাড়াতাড়ি তিনি তখন শিব্যগণকে ডাকিয়া
এক এক জনকে এক এক বিগ্রহ দান করিলেন। সবুদর
বন্দোবস্ত হইল। তখন একবার প্রিয় রামচন্দ্রের আগরে
(বুধরীতে) গমন করিলেন। পদকর্তা গোবিন্দদাস (রাম-
চন্দ্রের অন্তঃ) তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুর
মহাশয় আদর করিয়া গোবিন্দের পদাবলী গুনিলেন। পরদিন
বুধরী হইতে যাত্রা করিয়া গাভিয়া গ্রামে আপন প্রিয় শিব্য
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী-বাড়ী উপস্থিত হন। কএকদিন এখানে
মহা-মহোৎসব হয়, যখন সময়ে এই খানেই ঠাকুর মহাশয় অত্যা-
শ্চর্যরূপে দেহত্যাগ করেন। সে এইরূপ—

একদিন—তখন ঠাকুর মহাশয় পীড়িত, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি
তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন, আন্তে আন্তে তাঁহার
ঠাকুর মহাশয়ের দেহমার্জন করিতেছেন। কিন্তু মার্জন করি-
বেন কি। নরোত্তম-বিলাসে লিখিত আছে,—

“দেহে কিবা মার্জন করিবে পরশিতে ।

দুহ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে ॥

দেখিতে দেখিতে শীত হইলা অন্তর্দান ।

অত্যন্ত দুঃখের ইহা কে বুঝিবে আন ॥

অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উঠিল ।

সেরিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥”

তখন কাস্তিক মাস এবং কৃষ্ণা পক্ষী তিথি। এই তিথিতে
ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসব হইয়া থাকে।

চমৎকারচন্দ্রিকা, রঙ্গনার প্রভৃতি গ্রন্থের শেষেও ভক্তিতার
নরোত্তমদাসের নাম দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থ ঠাকুর মহা-
শয়ের বহুশ্রমবর্তী কোম নরোত্তমদাসের রচিত। “প্রার্থনা” এবং
“প্রেমভক্তচন্দ্রিকা” বাস্তবিক “হাটপদ্ম” “চৌতিশা পদাবলী”
প্রভৃতি কএক খনি ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত। তদ্ব্যতীত যে
যে গ্রন্থের শেষে নরোত্তম নাম আছে, সে নরোত্তম ভিন্ন ব্যক্তি।

নরোত্তমপুরী, বোদন্তবিবরক বিচারবালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।
নরোত্তমশুল্ল, তত্ত্বরস নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থপ্রণেতা।

নরোর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বুলন্দসহর জেলার একটা
নগর। অক্ষা° ২৮° ১২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ২৫' ৪৫" পূঃ।

নরৌলি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত মোরাদাবাদ জেলার
একটা নগর। অক্ষা° ২৮° ২৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৪৫' পূঃ।

নকুটক (কী) নাসিকা। (হেমচ°)

নগুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার একটা
নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৩' ২২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৫' ৩০" পূঃ।
বেলগামের ৩০ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটি
আছে। বিজাপুরের মুসলমান রাজাদিগের নিকট হইতে
মহারাত্রীরেরা সর্কাএ এই নগরটী কাড়িয়া লইয়াছিল।

নর্গাল, বেরারের অন্তঃপাতী অকোলা জেলার একটা গিরিভূগ।
অক্ষা° ২১° ১৪' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২' ২০" পূঃ। অকোটের
পাঁচ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে নর্গাল সর্বোচ্চ
স্থান। মধ্যবর্তী দুর্গটী পাহাড়ের উপর মালভূমি ব্যাপিয়া
আছে; আর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দুইটা দুর্গ পাহাড়ের দুইটা
পক্ষ বেঠন করিয়া আছে। এই দুর্গে দুইটা বৃহৎ, এক একুশটি
ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার আছে। অভ্যন্তরে উনিশটা পুকুরী আছে;
কিন্তু কেবল চারিটিতে মাত্র বারমাস জল থাকে। দুর্গের
মধ্যে চারিটা অতি সুন্দর প্রস্তরনির্মিত জলাধার আছে।
অনেকে অহুমান করেন, জৈনদিগের অধিকারকালে এই সকল
জলাধার নির্মিত হইয়াছিল, কারণ অনেক জৈন রৌদ্রস্ট জল
গ্রহণ করে না। পুরাতন রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, অস্ত্রাগার,
বারহরারী রজালয়, সঙ্গীতগৃহ, এবং অস্ত্রাশ্রয় গৃহ সকল অস্বাভিক
ভয়প্রায় হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের শাহনুর দ্বারটীই সর্কাপেকা
সুন্দর। ইহা সাদা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। দেওয়াল সকল এখন
মট হইয়া বাইতেছে। দুর্গে এখন আর কেহ বাস করে না।

নর্ত (খি) নৃত্যতি নৃত-অহ। ১ নৃত্যকর্তা, নৃত্যক্ষপক।

“নৃত্যপ্রিয়ো মিত্যনর্ভো নর্তকঃ সর্বলোকে ॥”

(ভারত অঙ্ক ৩৭ অ°)

নর্তক (পুং) নৃত্যভীতি নৃত-বুধ। (শিঙ্গি বুধ। শাণ্ড ১২৪৫)

১ নট। ২ গণাটগল, মলভূগ। ৩ চারুগ। ৪ কেলক।

‘নর্দকঃ কেলকে পোটপলচারণনোটে।

নর্দকী লাসিকারক করেধামপি বোবিতি ॥’ (বেদিনী)

পর্যায়—নর্দবেদী, লয়ালব, ভালরেনচক। (শব্দর)

নৃত্যকর্তার লক্ষণ—

‘বাহুশং নৃত্যপাত্রঃ ত্রাং গীতং যোজ্যক তাদৃশম্।

নৃত্যত ধারণাং পাত্রঃ নর্দকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ অপিত

অসম্বদ্ধপ্রলাপীত সঙ্গীতক্রুটিতংপরঃ।

হাস্যপ্রহাসচতুরো বাচালো নৃত্যকোবিদঃ ॥’ (সঙ্গীতদামো)

যেহুপ নৃত্যপাত্র, সেই প্রকার গীত হইবে, এ অবস্থার

নৃত্যপাত্র ধারণ করিলে নর্দক নামে আখ্যাত হয়।

অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপী এবং সঙ্গীত ক্রুটিপরাগ, হাস্যা-

দিতে অতিশয় চতুর এবং বাচাল হইলে তাহাকে নর্দকশ্রেষ্ঠ

বলা যায়। ইহারা নৃত্যাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া

থাকে। নানাপ্রকার অজ্ঞভদ্রী প্রভৃতি দ্বারা লোক সকলকে

বিমোহিত করে। ৫ সঙ্গীত জাতিভেদ।

‘বেদ্যায় রজকাজ্জাতো নর্দকো গায়কো ভবেৎ ॥’ (উশনাঃ)

রজকের ঔরসে ও বেদ্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি

হইয়াছে, নৃত্যগীতাদি ইহাদের কার্য। এই জাতি অপুত্র।

৬ গজ, হস্তী। ৭ নৃপ। ৮ মহাদেব, ইনি অতিশয় নৃত্য ভাল-

বাসেন এবং অনেক সময় নৃত্য করিয়া থাকেন, এইজন্ত ইহার

নাম নর্দক হইয়াছে। (ভারত ১৩।১৭।৪৯।)

৯ অঙ্গুলি প্রভৃতির চালক।

নর্দকী (স্ত্রী) নর্দক বিদ্যাৎ জীষ। নৃত্যকারিণী, চলিত বাই।

পর্যায় লাসিকা, লয়পুত্রী, নটী, লস্যা। (শব্দরত্না)

‘নর্দকীরভিনয়ান্তিল্পিনীঃ

পার্শ্ববর্তিনী শুক্ললঙ্কারং ॥’ (রঘু ১৯।১৪)

২ করেণু, হস্তিনী। ৩ নলিকানাম গজদ্বয়। (রাজনি)

নর্দন (স্ত্রী) নৃত্য-ভাবে লুট। ১ অঙ্গুলীবিক্ষেপভেদ, নৃত্য।

‘কাম্য ক্রোধক লোভক নর্দকং গীতবাদনং ॥’ (মহু ২।১৭৮)

নৃত্যস্তীতি নৃত্য-ন্য। (জি) ৩ নর্দক, নৃত্যকারক।

‘গায়নো নর্দনো বাপি বাদনো বা পুনর্বব।

কিপ্রং মে রথমাহার নিগৃহীষ হব্যোত্তমান্ ॥’

(ভারত ৪।৩৫।২২)

নর্দনপ্রিয় (পুং) নর্দনং নৃত্যং প্রিয়ং। নৃত্যপ্রিয় মাত্র।

নর্দনশালা (স্ত্রী) নর্দনস্ত শালা ৬৩৭। নর্দনগৃহ, নাচঘর,

যে গৃহে নৃত্যাদি হয়।

‘দৈবা নর্দনশালেহ বৎসরাজার কারিতা ॥’

(ভারত বিরাট ২২ অ°)

নর্দনগার (পুং) নর্দনস্ত আগারঃ। নর্দনগৃহ, নর্দনশালা।

নর্দিত (জি) নৃত্য-শিচ্ কল্পি-জ। কৃততাত্ত্ব, বাহাকে নর্দান

হইয়াছে। চলিত। ‘সলিডনর্দিতবামপারশরা’ (যাব)।

নর্দকক, লর্ড মেয়ের অশমুভার পর, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ওয়া মে

লর্ড নর্দকক ভারতবর্ষের পবর্গর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া

আইসেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর। ইহার পূর্বে

তিনি অনেক উচ্চ উচ্চ রাজকাৰ্যে নিযুক্ত হইয়া রাজনীতি-

বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার

আগমন করিয়াই তিনি তাঁহার জাতব্য বিবর সকল জানিয়া

লইতে এবং বাহাতে তাঁহার শাসন কাল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধি-

সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে উপায়াবধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে মধ্য এসিয়ার কবিয়ার পতিবিধির প্রতি লক্ষ্য

রাখা ভারত শাসনকর্তাদিগের একটা অভিরিক্ত কাৰ্য হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। কবিরা যে রূপ সদর্প পদবিক্ষেপে ভারতের

সীমান্তভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তাহাতে নর্দককের

শান্তিস্থখোপভোগের অভ্যন্ত ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। কবিরা

খিবা অধিকার করিয়া লইলেন। খিবার খাঁ নর্দককের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সাহায্য করিতে

স্বীকৃত হন নাই। তদবধি মধ্য-এসিয়ার অধিবাসীদিগের মনে

ধারণা হইয়া গেল যে, ইংরাজেরা কবিরাকে ভয় করেন, কবিরা

মনে করিলে ইংরাজদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া

লইতে পারেন।

নর্দককের শাসন-কালের প্রারম্ভ বড় নির্দল ছিল না।

তখনও লর্ড মেয়ের শোচনীয় মৃত্যু লোকের মনে আগ্রস্রক

ছিল। সীমান্তসমস্তা ক্রমশঃ জটিল ভাব ধারণ করিতেছিল।

তদুপরি আবার অনতিকাল মধ্যেই ছর্ভিকের দলক্ষণ সকল

প্রকটিত হইতে লাগিল। কিন্তু লর্ড নর্দকক এই সকল অন্তত

লক্ষণে ভীত বা বিচলিত না হইয়া প্রশান্তমনে আপনাত কর্তব্য

সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুভাষ্যরপ্রিয় ছিলেন না,

এবং অনর্থক ব্যয়সম্মুল ভ্রমণাদি দ্বারা রাজ্যের ব্যয়ভার বৃদ্ধি

করিতে ভালবাসিতেন না। উক্ত রূপ এবং অভ্যাস অনেক

সদাঙ্গ প্রদর্শন দ্বারা তিনি অল্প দিনেই প্রজাপুঞ্জের অহুসার

আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং আরকর রহিত করিয়া দিয়া

দেশীয় লোকের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইরাছিলেন।

কিন্তু মাহুদ শত সাবধান হইলেও সৈবনিগ্রহ খণ্ডন করিতে

পারে না। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বালাগ এবং

বেহারে অজন্মা হওয়ার দেশে হাহাকার উঠিল। ভারতের

জার বহুকনাকীর্ণ হানে ছর্ভিকের জার ভীতিপ্রদ নাম আর কিছুই

নাই। ইহার একশত বৎসর পূর্বে যে ছর্ভিক হইয়াছিল,

তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে কালগ্রাসে পড়িত হইয়া-

ছিল। ১৪৪৬ খৃঃ অব্দের উড়িষার হুভিকের কথা তখনও শোকে ভুলে নাই। এমত অবস্থার আবার হুভিক উপস্থিত! দেশের লোক আকুল হইয়া উঠিল।

লর্ড নবত্রক ও তাৎকালিক বঙ্গের লেপ্টনান্ট গবর্নর লার্ড কর্ণ কামেল উত্তরে একবোপ হইয়া হুভিক মননে বহুপরিকর হইলেন। গবর্নেন্ট হইতে বহুল পরিমাণ খাত ক্রয় ও হানে হানে সাহায্য-ভাতার স্থাপন করা হইল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে হুভিক প্রবল প্রভাবে আবির্ভূত হইল। এই বৎসর যে মাসে প্রকাশিত হইল, হুভিক পীড়িত প্রদেশ সমূহে গবর্নেন্ট ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে আহার দিতেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র ২০টা লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; তবে ওলাউঠা ও বনভরোগে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছিল।

এই যে মাসেই সুলক্ষণ দেখা দিল। সামান্যরূপ দৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা বশিত হইল। ভৎসকে লোকের মনে কথঞ্চিৎ আশারও সঞ্চার হইল। সর্বস্থানেই অন্নবিস্তার আশু ও হৈমন্তিক খাত জমিল। বৎসর শেষ হইতে না হইতে হুভিকও অন্তহিত হইল। লর্ড নবত্রকের চেষ্টা এবং পরিশ্রম সার্থক হইল। তিনি অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়া অনন্ত কীর্তি ও অক্ষর পুণ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি অপরের জ্ঞান কেবলমাত্র দেশের শাসনকর্তা ছিলেন না, দেশের পালন-কর্তাও ছিলেন।

লর্ড নবত্রক কেবল যে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ ছুঁকুর স্থানাসনের জন্ত বহুবান্ ছিলেন, তাহা নহে; দেশীর রাজগণের আচরণের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে হুভিকময়ন কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও, তিনি গাইকোবাড়ের অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু গাইকোবাড় মলহরাও সে কথার কর্ণপাত করিলেন না; বরং বরোদারাজ্যের ইংরাজ-প্রতিনিধিকে বিবপ্রমোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাইকোবাড়ের বিচারের জন্ত নবত্রক একটা কমিশন্ নিযুক্ত করিলেন। গাইকোবাড়ের যেকোন অপরাধ, তাহাতে নবত্রক মনে করিলে স্ব হাতেই তাহার শাস্তি বিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি অতি ভারপরাগ ছিলেন, একমুখ সেজন্য ব্যবস্থা করেন নাই। গাইকোবাড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, নবত্রক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপরে গাইকোবাড়বংশীয় এক সুমারকে অভিযুক্ত করিলেন। পর রাজ্যে লোক থাকিলে এই সুযোগে তিনি বরোদা রাজ্য-স্বাধীনতা ফুট করিয়া লইতে পারিতেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের সন্ধ্যাতপে অসাম সীমান্তে বিক্ষিপ্ত গোলা-বোম বাধিয়াছিল। আসামের পার্শ্বতীর প্রদেশে নাগাভাতি বাপ করে। ইংরাজাধিকৃত রাজ্যের নিকটবর্তী নাগারা অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি, কিন্তু দুরূহ পার্শ্বতীর প্রদেশের নাগারা অতীব হুর্দাত, অসভ্য ও বশপ্রিয়। ১৮৭২ এবং ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে, নাগাদিগের সহিত সীমান্ত বিবাদ মিটাইবার জন্ত দুইজন ইংরাজ-কর্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। নাগাদিগের রাজ্য ক্রমাগত সেই কর্মচারিগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। পরিশেষে নাগারা একজন কর্মচারীকে নিহত করে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে তেলিজো নদী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ত হলকোম সাহেবের অধিনায়কত্বে কতকগুলি লোক প্রেরিত হইয়াছিল। নাগারা বিষাসবাতকভাণপূর্বক লেপ্টনান্ট হুজ্জাম ও অন্ত ৭০ জন লোককে নিহত করে।

এই সংবাদ কলিকাতার আসিবামাত্র অনতি বিলম্বে এক দল সৈন্ত নাগাদিগের বিরুদ্ধে বাজা করিয়া সপ্তাহ মধ্যে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইল। নাগারা কিরৎক্ষণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভঙ্গ দিল। অতঃপর ইংরাজ সৈন্ত তাহাদের বিস্তর গ্রাম ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, এবং অনেক শত্রু, গবাদি ও অজ্ঞাত সামগ্রী লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই মধ্য এসিয়ার সীমান্ত-সমতা গুরুতর আকার ধারণ করিল। রুশিয়া খোকন্দ রাজ্যটা অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ ও রুশাধিকারের মধ্যে কেবলমাত্র বোখারা এবং শিবার খানিক অংশ ব্যবধান রহিল। রুশিয়া বাহাতে আর অগ্রসর হইতে না পারেন তদ্বিষয়ে বিবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল। পরিশেষে এই ধাৰ্য্য হইল যে, রুশিয়া অঙ্গসন্মতী পার হইয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

লর্ড নবত্রকের শাসন সময়ে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অল্ড-ওয়েলস্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি অনেক দিন হইতেই এদেশে আসিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের ২২শে অক্টোবর যুবরাজের ভারতগমনের ইচ্ছা প্রকাশরূপে প্রচারিত হইল। ইংলণ্ডের কেহ কেহ এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা প্রবণে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের আনন্দের পরিণীনা ছিল না। তাহারই আশা করিয়াছিল, রাজকুমার এদেশে আসিলে রাজার প্রকার সৌহার্দ্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া বর্ণগত বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইবে। ১১ই অক্টোবর যুবরাজ লন্ডন হইতে বাজা করিয়া ১৫ই নবেম্বর বেঙ্গল অঙ্গরাজ্য চাকিটিকার সময় বোম্বাই নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জয়জয়ন্তি লর্ড নবত্রক ও সারদা

নন্দাদা (স্রী) ১ শৃঙ্গ। ২ ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ নদী। তলেশ্বর
ভূগোলে ইহা নন্দস্ নামে পরিচিত। পূর্বকালে এই নদী
আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমানিনির্দেশক ছিল। রেবা রাজ্যের
অন্তর্গত অমরকণ্টক নামক ৩৪২০ ফিট উচ্চ একটি পর্বতে ইহার
উৎপত্তিস্থান, অক্ষা° ২২° ৪১' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪২' পূঃ।
ইহা পশ্চিমাভিমুখে ৮০০ মাইল প্রবাহিত হইয়া, ভারোচের নিকট
সমুদ্রে পতিত হইরাছে। ইহার উৎপত্তিস্থানের চতুর্দিকস্থ
স্থান বনা এবং জনশূন্য; কিন্তু এই পবিত্র নদীর উৎপত্তিস্থান
রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি ধর্মযাজক এই নির্জনতার মধ্যে
কুটার নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। উপরোক্ত পর্বতের
শিখরদেশের একটা ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে নন্দা উৎথিত হইয়া
প্রায় ৩ মাইল ভূগর্ভ প্রান্তরের উপর দিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত
হইয়া অমরকণ্টক মালভূমির প্রান্তদেশে আসিরাছে। এই
তিন মাইলের ভিতর, অসংখ্য প্রস্রবণের জল আসিয়া ইহার
সহিত মিলিত হইরাছে। মালভূমির প্রান্তদেশ হইতে ইহা
৭০ ফিট দূরে পতিত হইয়া একটা জলপ্রপাত উৎপন্ন করিরাছে,
এ জলপ্রপাতের নাম কমিন্দার। আরও কিরকুর প্রাচ্যে
আর একটা জলপ্রপাত হইরাছে, তাহার নাম হুয়ানসি। পদ্ম
আছে যে, এক সময় এই স্থানে নদীতে হুয়াজোত প্রবাহিত হইত।

অমরকন্টক হইতে, কোথাও খরবেগে, কোথাও বা জল-প্রপাতাকারে কয়েক হস্ত নামিয়া আসিয়া, নর্দদা মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, এবং মণ্ডলার পাহাড়কে বেঠেন করিয়া, রাম-নগরের তম্বাবশেব-রাজপ্রাসাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে এখান পর্যন্ত নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় এক শত মাইল। একটা বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশের বাবতীর জল আসিয়া এই অংশে পতিত হয়। খরপ্রোত জলধার কতিপয় শাখায় বিভক্ত হইয়া মধ্যস্থলে অরণ্যময় বীপ সকল উৎপন্ন করিয়াছে। উপকূলে নিবিড় পত্রাবৃত তরুশ্রাদি উৎপন্ন হইয়া জলের ধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। দুই ধারে বত দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, ততদূরই কেবল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। রামনগর হইতে মণ্ডলা পর্যন্ত অংশ টুকুতে খরবেগ বা জলপ্রপাত কিছুই নাই। এই অংশের জল নীলবর্ণ এবং উপকূল উচ্চ তরুশ্রাদিতে পরিশোভিত। মধ্যপ্রদেশের সমুদয় নদী অপেক্ষা এই অংশটা অধিক মনোরম। জলপুয়ের নিকট আসিয়া, গোয়ারীঘাটে নর্দদা নদীতে বাণিজ্যকার্য আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যায়, জলপুয়ের বাজারে আনয়নার্থ এই স্থলে বিস্তর বাহাহরি কাষ্ঠ নদীর জলে ভাসিয়া দেওয়া হয়। জলপুয়ের প্রায় ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নর্দদার আর একটা ৩০ ফিট গভীর জলপ্রপাত আছে, উহার নাম ধুদুয়ার। অতঃপর প্রায় দুই মাইল, নদীটা পাহাড়ের মধ্য দিয়া, সর্পিণ খাতের উপর প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ হস্তের অধিক নহে। পরবর্তী দুই শত মাইল, উর্বরা সমতল উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই উপত্যকার এক দিকে বিছা ও অন্ত দিকে সাতপুরা পাহাড়। বর্ষাকালে ইহাতে সামান্যরূপ বাণিজ্য চলিতে পারে। অগ্রহারণ মাসে ব্রাহ্মণ-ঘাটের নিকট একটা বৃহৎ মেলা হয়। মোহপাড়ির করলার খনি, এবং তেদুখেরার লৌহখনির নিকট দিয়া হোসঙ্গাবাদ, হন্দিয়া, নিমাবার, এবং যোগীগড় অতিক্রম করিয়া, নর্দদা নিম্নর জেলার আসিয়া আর একবার জলদে প্রবেশ করিয়াছে। জল হইতে বাহির হইয়া ইহা একটা গভীর এবং বেগবতী জলধারারূপে দাক্ষিণ্য বীপ অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ দিয়া আগমনপথে নর্দদার অনেকগুলি জল-প্রপাত আছে। নরসিংহপুর জেলার উমরিয়া নামক স্থানে ১০ ফিট গভীর একটা জলপ্রপাত এবং মন্ডার ও দানদিতে ৪০ ফিট গভীর দুইটা জলপ্রপাত আছে। মন্ডার, চক্রার, ধর্মার, ছুফলোয়, বজর, ডিমার, সোবার, সেহ, সকার, ধুধি, কোরাসি, সত্কা, কল, গুজাল এবং অজ্জাল এইগুলি নর্দদার শাখানদী। মন্ডাইএর নিকট নর্দদা দালবের দালতুনি পরিত্যক্ত

করিয়া গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম ৩০ মাইল ইহা পাইকোবাদের রাজ্য হইতে রাজপিন্ডা রাজ্য পৃথক্ করিতেছে। অনন্তর শেষ ৭০ মাইল ভরোচ জেলার উপর দিয়া বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া কাবে উপনদীর পতিত হইয়াছে। ভরোচের উপর দিকে প্রায় ২৫ মাইল দূর-স্থিত রায়গপুর পর্যন্ত জোয়ার ভাটার প্রভাব অল্পত হয়। ভরোচ জেলার নর্দদার খাত গভীর এবং কঠিন মৃত্তিকার উপর দিয়া এই অংশে তিনটা উপনদী, পড়িয়াছে, বামদিকে কাবেরী ও অমরাবতী এবং দক্ষিণদিকে বুধি। সমস্ত নদীর দৈর্ঘ্য ৮০১ মাইল।

কৃষিকার্যের জন্য নর্দদার জল কোথাও ব্যবহৃত হয় না। গুজরাটের অন্তর্গত অংশ টুকুতে নৌকাদি চলিতে পারে। মন্ডাই প্রপাতের ১৫ মাইল উপর পর্যন্ত নৌকা গিয়া থাকে। বর্ষাকালে বড় বড় ভারবাহী নৌকা সকল ভরোচের ৩৫ মাইল উপরে তলকদায়া পর্যন্ত যায়। ২০০০ মণ ভারবিশিষ্ট সমুদ্রপোত সকল জোয়ারের সময় ভরোচের বন্দরে যাতায়াত করে। নর্দদার তীরস্থ নৌকেরা বিশ্বাস করিত যে, নর্দদা কখনই তাহার উপর সেতু বাধিতে দিবে না; কিন্তু বম্বে-বরনা রেলওয়ে কোম্পানি সে ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূর করিয়াছে। তাহার ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ভরোচের নিকট যে সেতু বাঁধে, তাহা বজ্রার ভাঙ্গিয়া যায়। পরে বহু ব্যয়ে তাহার আর একটা সেতু বাঁধিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নর্দদার উপর আরও তিনটা সেতু আছে,—সোর্ডকার একটা, হোসঙ্গাবাদে একটা এবং পেনিন্‌সুলা রেলওয়ের একটা।

এই নদীর আর কএকটা পৌরাণিক নাম আছে, যথা—রেবা, মেথলকন্ডা, সোমস্বতা। পুরাণ বিশেষের মতে নর্দদা বিষ্ণুপুত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া পশ্চিমে তমসানদীতে মিলিত হইয়াছে। স্বন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে নর্দদার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

নর্দদা তিনবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। প্রথম বার রাজা পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় বার সোমবংশীয় হিরণ্যতেজা নামে এক রাজা এবং তৃতীয় বার ইন্দ্রাকুমারীর রাজা পুরুষোত্তম এই তিন জনেই মহাদেবকে তপস্তায় সন্তুষ্ট করিয়া নর্দদাকে স্বর্ণ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। দেবী নর্দদা মহাদেবের অঙ্গুরোধেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুগিরি তাহার অঙ্গ বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। রেবাখণ্ডে ইনি শিবসীমন্তিনীকূলে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহার রূপ—

‘‘ভাসব্যা নৃসিংহী নর্দদাভূতকৃতি।

মকরাসনধারিণী শিকল্যাগ্রে ব্যবহিতা ॥’’ (রেবাখণ্ড অঃ ৯)

নর্মানদ্বারা ইহার বিধি নির্ধারণ দিখিত আছে—

নর্মান নদীতে প্রোষ্ঠা ও সকল পাপবিনাশিনী, গঙ্গা ও
কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী পূজা, কিন্তু গ্রাম বা অরণ্য সকল স্থানেই
নর্মান অতিশয় পূজ্যপ্রাণ। সরস্বতী নদীর জল তিন দিন
ও তিন রাত্ৰি জল ৭ দিন ব্যবহার করিলে, গঙ্গাজল স্পর্শমাত্র এবং
নর্মান জল সর্পন করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কলিক
মেসের পঞ্চাঙ্গাগে অনরকণ্টক পর্বতে হইতে এই নদী
নিঃসৃত হইয়াছে। এই নর্মানদীয়ে সেবতা, অন্নদান, পঙ্কর,
কুর্বি ও তপোবন প্রভৃতি ভগ্নতা করিলে অচিরে তাহাদের
সিদ্ধিলাভ হয়। যে নর্মান নদীতে হান করিয়া ইঞ্জিরসংঘনপূরক
একদিন উপবাস করিয়া থাকে, তাহার পত কুল উদ্ধার
হয়। এই নদীতে কথ্যবিধি পিতৃদিগের পিতৃদান বা তর্পণ
করিলে কল্যাণ পর্বত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন।

এই নদী শকরের সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্ত বত
নদী আছে, তাহার মধ্যে নর্মান অতিশয় পূজ্য। ইহাতে
হানদানাদি যে কোন পুণ্য কার্যের অর্ঘ্যদান করা যায়, তাহা
অক্ষর হইয়া থাকে *।

নর্মানর স্তব।—নমঃ পূণ্যজলে আসৌ নমঃ সাগরগামিনি।

নমস্তে পাপশমনি নমো দেবি বরাননে ॥

নমোহস্ত তে ঋষিগণসংসেবিতো

নমোহস্ত তে শকরদেহনিঃসৃতো।

নমোহস্ত তে ধর্মভূতাং বরপ্রদে

নমোহস্ত তে সর্কশবিজ্ঞাপসে ॥

* "নর্মানা সরিতাঃ প্রোষ্ঠা সর্কপাপপ্রাণিনী।

তারয়েৎ সর্কভূতানি হাবরাপি চরাপি চ।

নর্মানরাস্ত্রা মহাভাঃ পুরাণে বহুয়াঃ প্রভৃৎ।

তদেভস্তি মহারাজ তৎসর্কং কথ্যামি তে।

পুণ্য কনথলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।

গ্রামে বা যদি বারম্যে পুণ্য সর্কত্বে নর্মান।

জিহ্বিঃ সারস্বতঃ ভোজঃ সপ্তাহেন তু বাসুদৎ।

নমঃ পুরাতিঃ গাঙ্গেরাঃ সর্কাসেবন-সর্কসৎ।

কলিকমেসে পঞ্চার্ধে পর্বতেহনরকণ্টকে।

পুণ্য চ ত্রিভু লোকেষু ত্রয়ীমাঃ সর্কাসেব।

সর্কাসেবনসর্কঃ সর্কসৎ তপোবনঃ।

তপোবতঃ। মহারাজ সিদ্ধিক পরমঃ গতাঃ।

জন্তু সর্কঃ সর্কঃ সর্কঃ সর্কঃ সর্কঃ সর্কঃ।

উপোষা সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ।

জলসেবনং নর সর্কঃ পিতঃ সর্কঃ কথ্যবিধিঃ।

পিতৃভক্ত্যঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥ ১০০ ॥

যদিহ পঠতে ভোজঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

ভোজঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

বৈভবঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

অদার্থী সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

তেন পুণ্য নদী জেলা ত্র্যম্বকপাহাড়িঃ ॥

নর্কদারা জল পীত্বা অর্কসিদ্ধাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

এতদীর্ঘং সমাসাদ্য বস্ত্র প্রাপ্য পুণ্যভাষ্যং ॥

সর্কপাপবিনোদ্যঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

জলপ্রবেশং যৎ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

হংসযুক্তেন বানেন সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

বাবরুজঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতো বাবং তাবং সর্কসেবকাঃ ॥

অনশনস্ত যঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ সর্কসেবকাঃ ॥

গর্ভবাসে তু রাজেন্দ্র ন পুনর্জায়তে নরঃ ॥ (মৎস্যপু ১০০ অ°)

যাহারা এই স্তোত্র প্রতিদিন পাঠ করে, তাহাদের মন
বিত্ত্ব হয়, ভ্রাঙ্কণ বেষ লাভ করে, কজির বিজয়ী হয়, বৈভব
অর্থলাভ এবং পুত্র সন্তানপ্ৰাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা
অন্নপ্রার্থী হইয়া নর্মানকে স্মরণ করে, তাহারা প্রতিদিন অন্ন-
লাভ করে। স্বয়ং মহাদেব প্রতিদিন নর্মানকে সেবা করিয়া
থাকেন, এই জন্যই নর্মান অতি পবিত্র, এবং ত্র্যম্বকপাহাড়ি পাপ-
নাশিনী। নর্মানের জলপান এবং নর্মানের জলে মহাদেবের
পূজা করিলে সকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়। এই তীর্থে
যাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহারা সকল পাপ হইতে
বিত্ত্ব হইয়া শিবলোকে গমন করে।

নর্মানজলে প্রতিষ্ঠ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে হংসযুক্ত
বানেন সর্কসেবকাঃ গতি হয়, যতদিন পর্যন্ত চন্দ্রস্বর্গ থাকিবে,
ততদিন সর্কসেবকাঃ অবস্থান করিবে। নর্মানের উত্তরকূলে
পতবোজনবিশিষ্ট একটি তীর্থ আছে, তাহার নাম মহেশ্বর-
তীর্থ। ইহাও সকল পাপনাশক।

(রোবাংগে এবং মৎস্যপুরাণের ১০০ অধ্যায় হইতে ১০০
অধ্যায় পর্যন্ত নর্মান-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।)

নর্মান (নর্কনা) সর্কসেবকাঃ একটি বিভাগ। এই বিভাগে ৫টি
জেলা আছে; বর্ধা, হোসদাবাদ, নরসিংপুর, যেতুল, হিমাবাড়া
এবং নিবান। ইহার পরিমাণ কল ১৭৫১০ বর্গমাইল। ইহাতে
১১৫ জন এবং ৬১৪৪ খানি গ্রাম আছে। নগর কলার
নাম বর্ধা—হোসদাবাদ, হোসদাবাদ, যেতুল, হিমাবাড়া, নরসিংপুর,
হিমাবাড়া, নরসিংপুর, পলি, হোসদাবাদ, সেওনি এবং সেওনি।

नमस्वर (वि) नमःस्वराय नमः-सुखं, शान्तिं, धर्मं ।
विद्या दीपः सर्वकारिणः । नमःस्वराय नमः-सुखं, शान्तिं, धर्मं ।

রাসক-আইনকরণ, সাহিত্যকরণে এই নাটকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা,

“তত্ত্ব সমীক্ষকৃতী বলা নর্সনতী” (সাহিত্য ৬ পত্রি)

এই নাটক এখন পাওয়া যায় না।

নর্সনচিবি (পুং) নর্সন চিবিঃ ৭৩৫। পরীক্ষান-সহায়।

“ন-নর্সনচিবিঃ সার্বং কিসিন্যাপ্রিয়ং বদেৎ।” (কামরূপ)

নর্সনচিবিঃ সহিত কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলিবে না। ইহার চলিত ভাষা তাঁড়। রাজপণের সত্যোৎপাদনের জন্য এক একজন নর্সনচিবি থাকিত। নর্সনচিবকে বিন্দুধকও বলা হইতে পারে।

নর্সনচিবি (স্ত্রী) নর্সন চিবিঃ। ভাঁড়ানী, মোসাহেবী।

নর্সনহুজ (পুং) নর্সন হুজ। নর্সনচিবি।

নর্সনকুজ (পুং) ভরাত হুজ বা আমোদ।

নর্সনকোটি (স্ত্রী) সামান্ত আমোদ, সামান্ত কৌতুক।

নর্সান, যুরোপীয় জাতিবিশেষ। ক্রান্ত দেশের উত্তরাংশে নর্সান নামে এক প্রদেশ আছে। এই স্থানের অধিবাসীরাই নর্সান জাতি নামে ইতিহাসে অভিহিত। ক্রান্তে বখন চার্লস-দ্য-সিম্পল রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রোলো নামক অনেক নরওয়ের সর্দার ডেনমার্কের রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ক্রান্তের কূলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ইংলিস চ্যানেলের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে উৎপাত আরম্ভ করেন। ইহার জ্ঞার দেকালে পরাক্রান্ত জলদত্তা আর দ্বিতীয় ছিল না বলিলেই হয়। ইহার অত্যাচারে উত্তর ও দক্ষিণ ক্রান্ত, ইংলণ্ড এবং বেলজিয়ামদি নির দেশ বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার নরগণ অর্থাৎ উত্তর দেশের লোক নামে অভিহিত হইতেন। রোলো অবশেষে ৯১১ খৃষ্টাব্দে বহুসংখ্যক লোক লইয়া ক্রান্ত-রাজধানী পারী নগরী অবরোধ করেন। রাজা চার্লস-দ্য-সিম্পল তাঁহাকে নর্সানি প্রদেশ প্রদান করিয়া ডিউক অফ নর্সানি আখ্যাপ্রদ-নপূর্যক তৎকালো প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজ্য লাভ করিয়া রোলো দক্ষ্যবৃত্তি পরিভাগ করিতে এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে সন্মত হন। চার্লস তখন আপন কন্যা কিসিলির সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে প্রীতিকার করিলেন। ৯১২ খৃষ্টাব্দে রোলো রবার্ট নাম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান হইলেন এবং রাজকৃত্যার পাণিগ্রহণপূর্যক বস্তুর সমস্ত শিল্প নদী-হইতে প্রাপ্ত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নর্সানি রাজ্যের শাসক-ভাঙ্গ গ্রহণ করিলেন। ইহার সময়েই নর্সানিতে বিদেশীয়দের আগমন ও অবস্থান রক্ত দেখী হয়। তিনি নিজ নিজ ক্রান্তভাগকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তারপরই রোলো-র যুরোপীয় সামন্ত রাজ্যের দিকদিকদিকে তাঁহার

অধীন সামন্তরূপে দেশাধিকার করিল। এই রোলো-র পৌত্রী এমার সহিত তদানীন্তন ইংলণ্ডপ্রাধিপ দ্বিতীয় এথেলরেডের বিবাহ হয়। ১০০২ খৃষ্টাব্দে নর্সানির ডিউক ২য় রিচার্ডের সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি ইংলণ্ডরাজের বিবাহ হয়। এই ব্রহ্মোপে ইংলণ্ডরাজ নর্সানি আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হন। ১০১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে বখন ডেনমার্ক-রাজ সোরেন ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, তখন এথেলরেড পরাজিত হইয়া পরীপুজ নামে লইয়া ফ্রান্সের নিকট আসিয়া অবস্থান করেন। শেষে নর্সানির ডিউক রবার্ট রাজা হইয়া দ্বিতীয় পিতৃবংশীয় পুরুষপণের জন্য ইংলণ্ডে সৈন্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু কয়েক দ্বিগ্না সমস্ত অর্পবশোক্ত বিপরীত দিকে চলিত হয়। ইহার পর ইহার পুত্র উইলিয়ম-দ্য-ব্যাটার্ড রাজা হন। ইনিই ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং কতকটা সাক্ষ্য লাভ করিয়া পরবৎসর সেন্ট মাইকেলস নামক দ্বীপে ইংলণ্ডবিজয়ের ব্যাভা করেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দেই ইংলণ্ড বিজিত হয়। তিনি উইলিয়ম “দ্য কন্সটার” (বিজেতা) নাম লইয়া ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। নর্সানির ডিউক-কুমারী এমার বিবাহ হইতে উইলিয়ম কর্তৃক ইংলণ্ড জয় পর্যন্ত ইংলণ্ডের সহিত নর্সানি দিগের বনিষ্ঠতা হয়। এই পূর্বে ইংলণ্ডে দিন দিন নর্সানি আক্রমণ হইতে থাকে, শেষে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নর্সানি-রাজের পদানত হয়। উলিয়ম-কং ইংলণ্ডে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

[ইংলণ্ড ও ইউন দেখ।]

নর্স (ত্রি) নৃজ্যো হিভঃ ৭৭। ১ মনুস্মৃতিত।

“নৃণাং নর্স্যো নৃতমঃ অপাবান্” (ঋক ১০।২৯।১)

‘নর্স্যো নৃজ্যো হিভঃ’ (সারণ)

নরস্ত অপত্যঃ ৭৭। ২ মনুস্মৃতিত।

“অপো নর্স্যঃ নৃজ্যাতঃ” (নিরুক্ত ১।১৩৬।১)

নর্সাপুর, গোলাবরী জেলার একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ২৬’ ২০’’ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৪৪’ ০০’’ পূঃ। এই নগর নর্সাপুর তালুকের প্রধান স্থান। ১৩৬৪ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজেরা এই স্থানে একটি লোহ চালাইএর কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ইহার উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এখানে লোকা-নির্মাণ হইয়া থাকে।

নর্সিপুর, ১ মহিষ্ময় রাজ্যের হসন জেলার একটি নগর। অক্ষা° ১২° ৪৭’ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৩’ ৪০’’ পূঃ। হেমবতী নদীর উপরে অবস্থিত। ইহা নর্সিপুর তালুকের প্রধান স্থান। ১১৬৪ খৃঃ অব্দে নরসিং নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক এলাসিয়ার হর্ষ নির্মিত হইয়াছিল। এখানে কার্ণাসবৎ ও চট্টের ক্ষমতা আছে।

২ মহিষের হৃদয় জেলার এই নামে একখানি তালুক আছে। পরিচালনকাল ১৭৬ বর্গ মাইল।

নল (সী) নলভীতি নল-অহ। ১ পর। (পুং) ২ ভূমিবেদ, লম্বাঘর—ধন, পোটগল, নাল, নড়, কুকিরত, কীচক, দীর্ঘবণ, শূভ্রবধা, বিতীবণ, হিজাত, মুছপত্র, বংশপত্র, মুছকল, শালবণ, ইহার গুণ—শীত, কষার, মধুর, কটিকর, রক্তপিড প্রশমন, শীশন ও বীর্ষাবৃদ্ধিকারক। (ভাবপ্রকাশ)

“নলঃ পোটগলে স্নান পিতৃদেবে কপীধরে।

কমলেশপি কুমট্যাক ক্রমশ স্নিববোধিতীঃ” (মেদিনী)।

৩ চন্দ্রবংশীর নিবধাধিপতি বীরসেনের পুত্র।

“আসীং রাজা নলো নান বীরসেনে জ্যোতবী।

উপপদ্যোঙৈশ্রিষ্টে রূপবানধকোবিঃ”

(ভারত বন্য ৭৫৩১)

ইহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

চন্দ্রবংশীর নিবধাধিপতি বীরসেনের পুত্র নল। ইনি কল্যাণের ভ্রাতা রূপবান, এক সকল গুণগ্রামবিকৃতিত, অশ্বের পরীক্ষা ও পরিচালনবিষয়ে ইহার অসাধারণ পার্ণতিভা ছিল। ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেলক ও দ্যুতবিশারদ ছিলেন, ইহার গুণানুসারে দেবগণও ইহার প্রতি অতুলিত হন।

এই সময়ে বিদর্ভদেশে ত্রিশপরাক্রম রাজা ত্রিশ রাজত্ব করিতেন। এই নৃপতি তপতা দ্বারা তিন পুত্র ও অলোকসামান্য এক কন্যা লাভ করেন। এই কন্যার নাম দময়ন্তী। মহামতি নল দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হন। এই আসক্তি প্রতি দিন বাড়িতে লাগিল। নল এই মনোভাব গোপন করিবার জন্য দময়ন্তীর উদ্যানে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। এক দিন কতকগুলি সুবর্ণবর্ণ হংস সেই স্থানে পতিত হইল, নল তাহাদের মধ্যে একটিকে ধরিলেন। হংস মনুষ্যের ভ্রাতা বাক্যে নলকে কহিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনাকে উপকার করিব, আমি বিদর্ভদেশে বাহিরা দময়ন্তীর নিকট আপনাকে রূপগুণাদির বিষয় এইরূপ করিয়া বর্ণন করিব, যাহাতে দময়ন্তী আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ না করেন। নল তৎক্ষণাৎ হংসকে পরিত্যাগ করিলেন। হংসও অবিলম্বে বিদর্ভদেশে গমন করিয়া দময়ন্তী সন্নিপে উপস্থিত হইলেন, এবং মনুষ্য বাক্যে দময়ন্তীকে কহিলেন, দময়ন্তী! নিবধাধিপতি নল রূপে কল্যাণ সঙ্গ, কল্যাণে দেবগণ ভিরত, তুমিও দময়ন্তীপ্রভা, তুমি নলকে বিবাহ করিলে বিশিষ্টের সহিত বিশিষ্টার সংযোগ হয়। দময়ন্তী হংসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি পূর্বাবধিই নলের প্রতি অস্বস্তি করি, এবং তোমার নিকট তুমি এতিন্দ্র

কহিলে, সেই কল্যাণ পতি, যেন তুমি আমি কল্যাণকেও বিবাহ করিব না, তুমি আমার প্রতি রূপ করিয়া নলকে এই লাবণ্য দিয়া গমন উপকার কর। হংসও এই বৃত্তান্ত নলকে জ্ঞাপন করিল।

এদিকে মহামতি ত্রিশ দময়ন্তীকে প্রাপ্তবোধনা দেখিয়া দময়ন্তীর উদ্যোগ করিলেন। এই দময়ন্তীর দ্বারা সকল রাজগণ আহৃত হইলেন। নলরাজও আহবিত হইয়া দময়ন্তীর গমন করিতে লাগিলেন। দেবগণও এই দময়ন্তীর আসিতেছিলেন। পশ্চিমদিক নলকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্বক এই কথা বল, ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ এই চারিজন লোকপাল দময়ন্তীর দ্বারা আসন্ন করিয়াছেন, এই চারিজনদের মধ্যে তোমার ইচ্ছানুসারে এক জনকে বরণ কর। নল ‘তবাত’ বলিয়া দময়ন্তী সন্নিপে গমন করিলেন। দেবতাদিগের প্রভাবে ইহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

নল দময়ন্তী সন্নিপে উপনীত হইয়া কহিলেন, আমি কল্যাণি! আমার নাম নল, আমি দেবতাদিগের দূত হইয়া এখানে আসি-রাছি। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই সকল দেবতা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের একজনকে তুমি পতিরূপে বরণ কর। আমি সেই সকল দেবগণের প্রভাবে লোক-সমূহের অলঙ্কিত হইয়া তোমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছি, এইরূপ দেবতাদিগকে কি বলিতে হইবে, বলিয়া নাও, আমি সেই কথা দেবগণের নিকট নিবেদন করিব। তাহাতে দময়ন্তী দেবতাদিগকে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া কহিলেন, আমি হংসমুখে নলের কথা শুনিয়া মনে মনে প্রীতিভা করিয়াছি, নলকেই বিবাহ করিব, কিন্তু কি করিয়া এখন প্রীতিভা তক করিয়া দিয়ারিণী হইব। ইহাতে নল দময়ন্তীকে দেবতাদিগের পক্ষ হইয়া অনেক উপদেশ দেন, কিন্তু দময়ন্তী নলের কোন কথা না শুনিয়া বলিলেন, ‘আমি নলকে বরণ করিয়া কি প্রকারে দেবতাদিগকে বিবাহ করিব, দেবগণ দর্শনকক, আমি দেবগণের রূপার যেন স্বর্ষ্য রূপ করিতে সক্ষম হই।’ নল দময়ন্তীর এইরূপ দ্বিগলভর দেখিয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং দেবগণকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

তৎকালে সকল রাজা বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া দময়ন্তীর সন্নিপে উপবেশন করিয়া আছেন, দেবগণও নলের রূপ দর্শন করিয়া ভাষার অবস্থিত। এদিকে দময়ন্তী সন্নিপে উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর দ্বারা প্রবেশ করিলেন। একজন নরী রাজসভার নাম ও রূপ বর্ণনা করিতে করিতে চলিল। সকলের প্রতি

অত্যাশ্চর্য অমর্যাদা থাকার সময়সীমার প্রতি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। অবশেষে নলের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এক স্থলে পাঁচ জন নল বসিয়া আছেন দেখিয়া সময়সীমার দেবগণের মায়া বৃদ্ধিতে পারিলেন এবং একান্ত ভক্তিসহকারে দেবতাদিগের উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার মনের অভিলাষ অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি দেবগণের শ্রদ্ধা-বিরহিত ও শুক্লনেত্র-লক্ষণ দর্শনে নলকে পৃথক রূপে জানিতে পারিয়া তাঁহার গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। দেবগণ সময়সীমার এই ব্যাপারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং নলকে গুণের পুরস্কার স্বরূপ ৮টা বর দিলেন। শতীপতি ইন্দ্র প্রীত হইয়া যজ্ঞ প্রত্যক্ষ-দর্শন ও উত্তম গতি, হতাশন নল যথানে ইচ্ছা করিবেন সেই স্থানেই অগ্নি আবির্ভাব এবং অগ্নি সদৃশ দীপ্যমান লোক সকল, যম অগ্নির বিশিষ্ট রস ও ধ্বজে উৎকৃষ্ট মতি, স্বরূপ নল যথানে ইচ্ছা করিবেন সেইখানেই জলের আবির্ভাব, এবং উত্তম গন্ধাধিত মালা প্রাপ্ত হইবেন, প্রত্যেকে এইরূপ বর দিলেন।

যথাশাস্ত্র নলদময়ন্তীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তুপতি-পুত্র নলদময়ন্তীর বিবাহ দেখিয়া বিস্মিত ও বিষম্বদয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তখন কলি ও দ্বাপর এই দুই জন স্বয়ম্বর স্থলে আসিতেছেন, পৃথি মধ্যে দেবতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং দেবগণের নিকট স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া নলের প্রতি অতিশয় কোপান্বিত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, দময়ন্তী আমাদের অল্পজ্ঞানক্রমেই এইরূপ করিয়াছে, তাহার কোন দোষ নাই। এই কথা বলিয়া ইন্দ্রাদি লোকপালগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কলি ও দ্বাপর কিছুতেই কোপসংহার করিতে পারিলেন না। সর্বদা নলের ছিদ্রাহসকানে থাকিলেন, শরীরে পাণ-প্রবেশ না করিলে তাহাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, এইজন্ত কিছুই করিতে পারিলেন না। কালক্রমে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল, পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল, তখাচ নলের শরীরে কোমরূপ পাণস্পর্শ দেখিতে পাইল না। দ্বাদশ বৎসরের পর একদিন নল মুক্তশেট ভ্যাগ করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়াই সন্ধ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কলি এই সূত্রে তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে কলি অন্তরূপ ধারণ করিয়া নল-ভ্রাতা পুঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তুমি আমার সাহায্যে অক্ষকীড়ায় নলকে জয় করিতে পারিবে, অতএব সম্বর

অক্ষকীড়া করিয়া এই নিষবদেশের রাজ্য লাভ কর। পুঙ্কর এই কথার সম্মত হইয়া নলের সহিত অক্ষকীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। নলশরীরে কলি প্রবেশ করায়, নল দময়ন্তী ভিন্ন সকল সম্পদ ও রাজ্য দ্রুতে পরাজিত হইলেন। এদিকে দময়ন্তী রাজাকে বার বার নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু নলের কিছুতেই চৈতন্য হইল না। দময়ন্তী দ্যুত-পরাজয় জানিতে পারিয়া বাক্যের সহিত পুত্রকন্যাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নল হৃতসর্গ হইয়া দময়ন্তীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন, এই-রূপে নগরের প্রান্তভাগে তিন দিন অবস্থান করিলেন। এদিকে পুঙ্কর নগরবাসীদিগকে এই আদেশ প্রদান করিলেন, যদি কেহ নলের সহায়তা করে বা আহাতি দেয়, তাহা হইলে বধাই হইবে। রাজ্যভয়ে কেহই নলের সহায়তা করিতে পারিল না।

নল তিন দিন ক্ষুধার নিত্যন্ত পীড়িত হইয়া ফল মূল অন্বেষণ করিবার জন্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তীও তাহার অনুগামিনী হইলেন। ক্ষুধাপীড়িত নল বহু দিন পরে সুবর্ণ বর্ণ কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন, যেমন বস্ত্রধারা ঐ পক্ষীদিগকে আচ্ছাদন করিবেন, অমনি পক্ষী সকল তাহার সেই বস্ত্র লইয়া আকাশে গমন করিল। এই পক্ষী সকল উড়িবার সময় নলকে সন্ধান করিয়া বলিল, তুমি যে অক্ষ-কীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়াছ, আমরাই সেই অক্ষ হইয়া তোমার এই অবস্থা করিয়াছি, তুমি বস্ত্র পরিধান করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলে, ইহা আমাদের সহ না হওয়ায় তোমার এই বস্ত্র হরণ করিলাম। নল তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এবং প্রকায়ান্তরে দময়ন্তীকে বিদর্ভনগরে যাইবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু দময়ন্তী নিত্যন্ত কাতরা হইয়া কহিলেন, যদি আপনি বিদর্ভনগরে গমন করেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারি। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণরাজ্যেও আমার অভিলাষ নাই।

তখন নল ও দময়ন্তী দুইজনে একবস্ত্র পরিধান করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিছুদূর গিয়া দময়ন্তী আর চলিতে পারিলেন না, নিত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন দময়ন্তী নলের উরুদেশে মস্তক স্থত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দময়ন্তী ঘুমাইলে নল চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করার এই অবসর, কিন্তু এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আছি, কি করিয়াই বা পরিত্যাগ করি, এইরূপ চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। কলি শরীরে প্রবিষ্ট থাকায় বৃদ্ধি ব্রংশ হইয়াছে। কাজেই দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই তখন স্থির হইল। বর্ষালম্বের সময়ে কোমরূপ একখানি খড়্গ প্রাপ্ত হইলেন, এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছেদন করিলেন।

তখন অতি সাবধানে দময়ন্তীর মস্তক ভূতলে রক্ষা করিলেন এবং দময়ন্তীর এই চূর্ণশা দেখিয়া, নল নিতান্ত অবসর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। একবার দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে গমন করেন, আবার বাকুলের জায় রোদন করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তখন নল হৃদয়কে কিছু দৃঢ় করিয়া কহিলেন, দময়ন্তি! তুমি নিতান্ত পতিপরায়ণা, এইজন্য তোমাকে আদিভাগ্য, বস্তুগণ, রক্তগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় রক্ষা করুন। নলের বুদ্ধি কলিকর্ষক অপেক্ষত হওয়ায় তিনি অতুলনীয় প্রিয়তমা ভাষ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, খানিক দূর গিয়া আবার আসিলেন, এইরূপ তিনি বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় যেন স্থিরা হইয়া গেল। কিছুতেই হৃদয়কে দৃঢ় করিতে পারিতেছেন না। কলি তখন হৃদয়ে বিশেষরূপে আবিষ্ট হওয়ায় নলের বুদ্ধি লোপ পাইল, তখন নল জনশূন্য কাননে অর্ধনগ্না প্রাণমিথী ভাষ্যাকে নিমিত্তাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কল্লণ-বিলাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নল গমন করিলে দময়ন্তীর কালমিজা ভঙ্গ হইল। তখন সতী নলকে না দেখিতে পাইয়া করুণ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার এই রোদনে পশুপক্ষীও যেন রোদ্ধমান হইল। দময়ন্তী ইহার অনেক পরে সুবাহনগরে উপস্থিত হন, সেইখানে রাজগৃহে কিছুদিন শৈরিকীর বেশে অবস্থান করেন। বিদর্ভাদিপতি ভীম কার্যাকুশল ব্রাহ্মণদিগকে ইহাদের অমূল্য সন্ধানের নিমিত্ত দেশে দেশে প্রেরণ করিলেন। সুদেব সুবাহনগরে আসিয়া দময়ন্তীর সন্ধান পাইলেন। তাহার পর দময়ন্তী ভীমভবনে আনীত হইলেন।

নরপতি নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভ্রমরক দাবাদাহ হইতেছে এবং সেই প্রজ্বলিত দাবানল মধ্যে 'হে নল! হে পুণ্যলোক! শীঘ্র আগমন কর', এইরূপ শব্দ উথিত হইতেছে। নল তখন 'ভয় নাই' এইরূপে অভয় দিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা মহানাগকে দেখিতে পাইলেন। নাগ নলকে দেখিয়া কহিল, রাজন! নারদের শাপে আমার একপাদও চলবার সামর্থ্য নাই, সত্বর আমাকে রক্ষা করুন। আমার নাম কর্কোটক, আমি আগনার মল্লবিধান করিব। কর্কোটক এই কথা বলিয়া অসুস্থ পরিণাম হইল। নল তাহাকে লইয়া দাবানল-রহিত স্থলে গমন করিলেন। তখন কর্কোটক নলকে কহিল, মহারাজ! আপনি কতিপয় পদ গমন করুন। যেমন নল দময়ন্তীর পদ নিঃক্ষেপ করিয়াছেন, তমনি কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলেন। কর্কোটক দংশন করিবামাত্র নলের রূপ তিরো-

হিত হইল। নল নিজের এই বিরূপাবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কর্কোটক তখন নলকে কহিলেন, রাজন! লোকে আপনাকে না জানিতে পারে, এই জন্যই আমি দংশন করিয়া প্রকৃতরূপ তিরোহিত করিলাম। আপনি যাহার দৃষ্ট এই কষ্ট ভোগ করিতেছেন, সে মর্দীর বিষে সন্তপ্ত হইয়া আপনার শরীরে অবস্থান করিবে। আমার প্রসাদে আপনার দম্ভী, শত্রু ও বেদবিদ হইতে ভয় থাকিবে না। আপনি অস্ত্রই এখান হইতে অযোধ্যানগরে ঋতুর্ণ রাজার আশ্রয়ে গমন করুন, এবং তথায় বাহক নামে সারথি হইয়া অবস্থান করুন। রাজা ঋতুর্ণ দ্যুতবিদ্যা বিশারদ, তাঁহার নিকট দ্যুতবিদ্যা অবগত হইলে আপনার মঙ্গল হইবে, তখন পত্নী ও পুত্রাদির সহিত সন্নিহিত হইবেন। যখন আপনার নিজরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখন আমার প্রদত্ত এই বস্তুগণ আচ্ছাদন করিবেন, তাহা হইলে আপনার পূর্বের মত রূপ হইবে। কর্কোটক ইহা বলিয়া বস্তুদ্বয় প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

রাজা নল দশ দিনে অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইয়া রাজা ঋতুর্ণের সারথ্যকার্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য জন্মিল। কিন্তু নল দময়ন্তীবিরহিত হইয়া সর্ষদাই অতি বিষম ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তিনি প্রতিদিন সায়ংকালে এই শ্লোকটি পড়িয়া শয়ন করিতেন।

“কহু সা কুংপিপাসার্তী শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।

দ্রয়ন্তী তন্ত মন্দন্ত কং বা সাদ্যোপতিষ্ঠতে ॥” (ভারত বনপাণ্ড৩৬অ°)

‘সেই তপস্বিনী শ্রান্তা ও কুংপিপাসায় কাতরা হইয়া সেই যুগ্মকে দ্রয়পূর্বক কোথার শয়ন করিয়া আছে, এবং কাহারই বা উপাসনা করিতেছে।’

দময়ন্তী পিতৃভবনে বাইরা নলকে অধেষণ করিবার জন্য মাতৃসমীপে নিবেদন করিলে, ভীমমহিষী নৃপতিকে বলিয়া চারিদিকে কার্যাকুশল ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইলেন। দময়ন্তী-কথিত কএকটা গাথা তাঁহার পাঠ করিতে করিতে নানাহান পর্যটন করিলেন, কিন্তু কেহই নলের অমূল্য সন্ধান পাইল না।

পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ নলাধেষণে অযোধ্যানগরে গমন করেন, তথায় ঋতুর্ণের বাহক নামে এক সারথি ইহার গাথা শুনিয়া দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, পতিপরায়ণা কুল-জীরা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আপনি আপনাকে রক্ষা করে, এই কারণে তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। পতি যদি কোন বিপদাপন্ন হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি জ্ঞোষ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি প্রাণ-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াও পক্ষিগণ কর্তৃক হতবস্ত্র হইয়া নানা-বিধ মানসিক পীড়ার দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি জ্ঞোষ করা, কামা-

দ্বীর উচিত নহে। সাম্রাজ্যী পতিকর্ষক সংক্ৰান্ত বা অসংক্ৰান্তাই হউক, তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ব্যসনাতুর দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা উচিত নহে। পর্ণাদ এই প্রত্যুত্তর দময়ন্তীর নিকট বলিলে, দময়ন্তী হিঃ করিলেন, ইনি নল ভিন্ন আর কেহ নহেন। তখন নলকে আনিবার জ্ঞা এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তখন তিনি স্নেহবশে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র অযোধ্যানগরে যাইয়া ঋতুর্ণ রাজাকে সংবাদ দাও যে, দময়ন্তী পুনর্বার স্বয়ম্বরের অভিলাষ করিয়াছেন, আগামী কল্য স্বয়ম্বর হইবে। রাজা ঋতুর্ণ এই সংবাদ পাইয়া বিদর্ভদেশে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, বাহক ভিন্ন কেহই ছিল না, যে এক দিনে বিদর্ভনগরে গমন করিতে পারে। বাহক এই সংবাদ শুনিলেন, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন রাজা ঋতুর্ণ বাহক ও বাকের সঙ্গে লইয়া শীঘ্রগামী রথে অযোধ্যানগরে প্রস্থান করিলেন। রথ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল, পথিমধ্যে রাজা ঋতুর্ণ নলকে অক্ষবিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তখন কলি নলের হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া বিষ বমন করিতে লাগিল। নল তাহাকে শাপ দিতে যাইলে কলি নলের শরণাগত হইলেন এবং কহিলেন, রাজন! যে তোমার নাম শরণ করিবে, তাহার আর কলির ভয় থাকিবে না। তখন নল কলিমুক্ত হইলেন। রাজা ঋতুর্ণ সায়ং সময়ে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন।

নল এই নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরে উৎসবের কোন চিহ্ন নাই। দময়ন্তী তখন কেশিনী নামে একজন সখীকে বাহকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কেশিনী তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তখন কেশিনী যাইয়া সকল বৃত্তান্ত দময়ন্তী-সমীপে বলিল। দময়ন্তী ইহা শুনিয়া কেশিনীকে মন্তসমীপে প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যাও! আমি বাহককে নল মনে করিয়া বহুরূপে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কেবল তাঁহার রূপের প্রতি আমার এক সংশয় আছে, অতএব আমার ইচ্ছা, আমি স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করি। পিতার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত সারেই হউক, হয় তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনিতে, না হয় আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অমুগতি দিন। রাজ্যী বিদর্ভরাজের নিকট দময়ন্তীর কথা জানাইলেন; রাজা ভীম হুহিতার অভিপ্রায়ে অমুজ্ঞা করিলেন।

দময়ন্তী মাতার আদেশ লইয়া নলকে আপন আলয়ে আনাইলেন। নল দময়ন্তীকে সহসা দেখিয়া শোক ও হঃখে আকুল হইলে তাহার নয়নযুগল অশ্রুতে প্রাবিত হইল। দময়ন্তীও ভাষ্যিক শোকে মুহগমন হইয়া কহিলেন, 'বাহক! তুমি কি পূর্বে এমন কোন ধর্মজ পুরুষকে দেখিয়াছ, যে কানন-

মধ্যে নিম্নিত্তা জীকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে, পুণ্য-শ্লোক নল বাজীত কোন ব্যক্তি প্রথমোহিতা প্রিয়তমা ভাষ্যাকে নিরপরাধে বিজন বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে পারে? আমি বালাকালাবধি সেই মহীপালের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে কাননে নিম্নিত্তা দেখিয়া পরিত্যাগপূর্বক গমন করিয়াছেন? আমি পূর্বে সাক্ষাৎ দেব-গণকে পরিত্যাগ করিয়া বাহাকে বরণ করিয়াছি—' দময়ন্তী এই সকল বলিতে বলিতে তাঁহার অশ্রুধারা বাক্যরোধ হইল। নল তখন নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, ভীম! আমার যে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং আমি যে তোমাকে পরিত্যাগ করি, এ সকল আমি করি নাই, কলি করিয়াছে। পাপ কলি এখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, কিন্তু তুমি যেরূপ অমুগত ও অমুগত-পতিকে পরিত্যাগপূর্বক অত্নকে বরণ করিতে উত্তত হইয়াছ, অত্ন নারী কখন কি এতাদৃশ করিতে পারে? দময়ন্তী নলের এইরূপ পরি-দেবিত বাক্য শুনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতজ্ঞলিপুটে কহিলেন, নিষধনাথ! যে স্থলে আমি দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছি, সে স্থলে আমাকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। আপনাকে পাইবার জ্ঞা ব্রাহ্মণেরা গুরুত্ব গাথা সকল গান করিয়া সকল দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনন্তর পর্ণাদ কোশলানগরীতে আপনাকে পাইয়াছিলেন, আপনি মুহুর্ত গাথার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, আমি আপনাকে আনিবার জ্ঞা এই অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। যেহেতু এই পৃথিবীতে আপনি ব্যতীত কেহ অশ্ব চালাইয়া একদিনে শতযোজন গমন করিতে সমর্থ হন না। আমি মনেও কখন অসংকল্প করি নাই। বায়ু, সূর্য ও অগ্নি ইহারা সকলেই সাক্ষী। এই তিন দেবতা ত্রৈলোক্য সকল ধারণ করিয়া আছেন, হয় ইহারা যথার্থ বলুন, না হয়, আমাকে পরিত্যাগ করুন। বায়ু তখন অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, নল! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, দময়ন্তী মনেও কখন অসংকল্প করে নাই, এই তিন বৎসর আমরা ইহাকে রক্ষা করিয়াছি, তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্তই ইনি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সময় স্বর্ণ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবহুন্দ্রি সকল নিনাদিত হইল। নল তখন কর্কোটককে স্বরণ করিয়া বজ্র ধারা শরীর আচ্ছাদন করিবারা এই স্বকীয় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। দময়ন্তী তখন নগের পদতলে পতিত হইয়া উল্কেঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। নিষধাধিপতি নল তিন বৎসরকাল এইরূপে কষ্ট ভোগ করিয়া ভাষ্যার সহিত মিলিত হইলেন।

এ নিকে রাজা ঋতুপর্ণ শুনিলেন যে নলরাজ বাহকরূপে
হুয়বশে তাঁহারই রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এখন তিনি
দমরুজীর সহিত মিলিত হইলেন, এই সংবাদে তিনি নিরতিশয়
আনন্দ লাভ করিয়া নলকে আনাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা
করিলেন। নলও তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন। তখন রাজা
নল ঋতুপর্ণকে অক্ষবিদ্যার বিনিময়ে অশ্ববিভা প্রদান করিলেন।
রাজা অতিশয় আনন্দের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

নল একমাস বিদর্ভনগরে অবস্থান করিয়া স্বল্প পরিমাণ ধন
ও সৈন্যাদি লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এবং পুষ্করের নিকট
উপনীত হইয়া দ্রুতজীড়ার জন্ত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন।
তখন দুই জনে দ্রুত আরম্ভ হইলে পুষ্কর পরাজিত হইলেন।
পুণ্যলোক নল তখন পুনরায় স্বীয়রাজ্যে অধিরোহণ করিলেন।
দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজা নল পুষ্ক-
রের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া বরং ভ্রাতৃত্বাবে
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বপুরে অবস্থান করাইলেন। আবার
নলদমরুজী পূর্বের ছায় হুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাহারা নল দমরুজীর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহাদের
কলির জন্ত ভয় থাকে না। (ভারত বনপর্ব ৫২-৯০ অ°)

অকবরের সভাকবি প্রসিদ্ধ শেখ ফৈজী এই নলদমরুজীর
উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পারসী ভাষায় ‘নলদামন’ নামে
এক মনোহর কাব্য রচনা করিয়াছেন।

৩ সূর্য্যবংশীয় নিধরাজপুত্র।

“অভিখিত কুশাজ্জৈ নিবধন্তত চাক্ষুজঃ।

নলন্ত নৈবধন্তস্মারন্ততস্মাদজায়তঃ” (মৎস্তপু° ১২ অ°)

৪ সূর্য্যবংশীয় নিধরাজ বীরসেনের পুত্র।

“নলোদ্ধাবেব বিখ্যাতো পুরাণে ভরতভবঃ।

বীরসেনোদ্ধজৈব যশৈক্কাকুলোদ্ধবঃ” (হরিবংশ ১৫১৩৪)

এই দুই নলই সূর্য্যবংশীয়। দমরুজীপতি পুণ্যলোক নল
চন্দ্রবংশীয়।

৫ রাম-সৈনিক বানর বিশেষ। বিধ্বংসীর পুত্র। এই
নলই শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাগমনের সেতু বন্ধন করে। (রামায়ণ)

বামনপুরাণে এই নলের বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—নল
ঋতুধ্বজ মুনির শাপে বিধ্বংসীর ঔরসে স্নাতাটী অঙ্গরার গর্ভে
গোদাবরীতীরে বানররূপে জন্ম গ্রহণ করে। (বামন পু° ৬২অ°)

৬ দানব বিশেষ। বিপ্রচিন্তির চতুর্থ পুত্র। সিংহিকার গর্ভে
ইহার জন্ম হয়। ৭ যজুর পুত্র। ৮ নদবিশেষ। ৯ ভারত-
বর্ষীয় আনন্দ যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞ যুদ্ধের সময় অশ্বপুটে স্থাপন
করিয়া বাজাইতে হয়। (যজ্ঞকোষ)

১০ এক প্রকার শূন্তগর্ত তৃণবিশেষ। ইহাতে কলম ও

মাহুর প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীর নলের বহির্ভাগ লাল,
অভ্যন্তর সাদা, এবং উহা প্রস্তরের দ্যায় কঠিন।

নল, দাক্ষিণাত্যের এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। ইহার কোঙ্কণ
প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। পরে, চালুক্যগণ জুনিয়া ইহাদিগকে
রাজ্যচ্যুত করেন। (৫৫০-৫৬০ খৃঃ অঃ)

নল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আন্ধ্রদাবাদ জেলায় একটা
হ্রদ। আন্ধ্রদাবাদ নগর হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে
অবস্থিত। পরিমাণ প্রায় ৪৯ বর্গমাইল। ইহার জল বার-
মাসই লবণাক্ত। গ্রীষ্মকালে অধিকতর লোণা হয়। হ্রদের
তীরে নানাপ্রকার অকর্ষণ্য সতেজ উদ্ভিদ জন্মে। এই বৃক্ষ
সকলের মধ্যে বিবিধ জলচর পক্ষী বাস করে। হ্রদের মধ্যস্থলে
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, ঐ সকল দ্বীপে গ্রীষ্মকালে
পশাদি চরিতে দেওয়া হয়।

নলক (ক্লী) নল ইব কায়তি কৈ-ক। শাখাং, নলীর হাড়।

“তরুণাঙ্গীনি নভান্তে ভজ্যন্তে নলকানি তু।”

(অশ্বত্ব নিদানস্থা° ১৫ অ°)।

নলক (দেশজ) নাসিকান্তরণ বিশেষ।

নলক, কালদেবের এক ভ্রাতৃপুত্র, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক।
কালদেবল তাঁহার দৈবশক্তি-প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন
যে, কালক্রমে শুদ্ধোদনের পুত্র একজন অসাধারণ লোক হইয়া
জ্ঞানালোক প্রকাশ করিবেন; কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার মৃত্যু
হইবে, একারণ তিনি সেই আলোক লাভে বঞ্চিত হইবেন।
অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র নলককে আহ্বান করিয়া
কহিলেন, দেখ নলক! শুদ্ধোদনের পুত্র ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহা-
পুরুষ। পরিণামে ইনি জ্ঞানালোকসম্পন্ন বুদ্ধ হইবেন। নলক
একজন অতি সংলোক ছিলেন, খুড়ার কথাগুলির অর্থ তিনি
উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর যতির উপযুক্ত
গৈরিক বসন এবং মুগ্ধর পাত্র আহরণ করিয়া ও কেশশৃঙ্খ-
লিত হইয়া, হিমালয়ের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
তথায় কঠোর তপস্বীদ্বারা দিন দিন পবিত্রতা লাভ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে যখন নলক
শুনিতে পাইলেন যে, বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তিনি
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহুকালের ইঙ্গিত উপদেশ সকল
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ঐ উপদেশাবলীর নাম নলক-পতিপদ।
উপদেশ-সমাপনান্তে তিনি বুদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া, নির্ঝরে
তথ্যচিত্তা করিবার নিমিত্ত পুনরায় হিমালয়ের অরণ্যে প্রবেশ
করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশের শুণে তিনিই সর্বপ্রথমে
পরম বিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার ৭ মাস পরে তিনি
এক শিখরোপরি আরোহণ করিয়া তথায় নির্ঝণ প্রাপ্ত হন।

নলকানন (পুং) ১ দেশভেদ।

“কিন্নিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌন্দর্যঃ নলকাননাঃ।”

(ভারত ভীষ্মপং ৯৯°)

(স্ত্রী) ২° নলবন।

নলকিনী (স্ত্রী) নলকানি সম্ভাষ্যঃ, নলক ইনি স্ত্রীপু। জন্ম।

নলকীল (পুং) নলবৎ কীলো যত্র। জাহ্ন।

নলকুবর (পুং) কুবেরের পুত্র। ইহার মণিগ্রীব নামে এক ভ্রাতা ছিল। একদা নলকুবর মণিগ্রীবের সহিত মন্যপান করিয়া উন্মত্তভাবে কৈলাস পর্বতের সমীপে গঙ্গাতীরস্থ উপ-বনে নারীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। নারায়ণ ইহা-দৃশ্যে এই অবস্থার দেখিয়া অভিশাপ দেন, তাহাতে ইহার সকলে অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হন। (ভাগবত ১০ ক°)

একদা রাবণ দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে রক্তা নামে এক অশ্বারোহকে দেখিতে পান, এই দিন রক্তা নলকুবরের নিকট অবস্থান করিতে বলিয়া বাইতেছিল, পরিশেষে রাবণ তাহাকে বলপূর্বক হরণ করিলেন। রক্তা রাবণের এই অত্যাচারে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া এইরূপ অভিশাপ দেন যে, রাবণ যদি কামেচ্ছার বশীভূত হইয়া কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। এই নলকুবরের শাপভয়ে রাবণ সীতার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সমর্থ হন নাই। (রামায়ণ উত্তরঃ)।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেখা যায়, নলকুবর নারদের শাপে ভবানন্দ মজুমদার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্নীদ্বয় চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে জন্মগ্রহণ করেন। (অন্নদামং) [ভবানন্দ মজুমদার দেখ।]

নলকোরি, কোড়গ(কুর্গ) রাজ্যের একটি অরণ্য। এখানে সেগুণ প্রভৃতি কাষ্ঠ পাওয়া যায়। অরণ্যের পরিমাণ কিলোমিটিক ৪০ বর্গ মাইল।

নলখাকড়া (দেশজ) জলজ তৃণভেদ, সরের কল্মী, ইহাতে কলম হয়।

নলগঙ্গা, বেরারের বুলদানা জেলাস্থ একটি নদী। এই নদী বুলদানা নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া বগার নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া বাওয়ার কতক-গুলি জলাশয়ের আকার ধারণ করে।

নলগুণ, পঞ্জাবের অন্তর্গত বসাহর রাজ্যের একটি গিরিশৃঙ্গ। অক্ষা° ৩১° ১৯' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৭' পূঃ। এই নামের একটি নদীও আছে। ঐ নদী গিরিশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া উত্তর-পূর্বাভিমুখে আসিয়া বাম্পার সহিত মিলিত হইয়াছে।

নলচালা (দেশজ) ময়ূরপাঠ দ্বারা নল চালাইয়া চোরের অঙ্গ-

সন্ধান। প্রথমে চট্টার হুইটী নল প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর ময়ূর পাঠ করিয়া হুইজন লোক এই নল ধরিয়া চলিবে। নল আপনিই চলিতে থাকে, লোক হুইজন উপলক্ষ দ্বারা। যেখানে চোর থাকিবে, নল সেইখানে বাইয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিবে। এ দেশে নল-চালায়া এই উপায়ে অনেক অসাধ্য সাধন করিত। এখন কিন্তু তাহাদের প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

নলছ, মধ্যভারতের অন্তর্গত ধার-রাজ্যের একটি বিখ্যাত নগর। অক্ষা° ২২° ২৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৮' পূঃ। মৌ হইতে মন্দু পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার উপর অবস্থিত। মালব মালভূমির দক্ষিণপ্রান্তে পরি সংস্থিত হওয়ার স্থানটি অতি রমণীয়। নিকট দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে।

নলছিটি, বাদ্বালার বাকরগঞ্জ জেলাস্থ একটি নগর। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। অক্ষা° ২২° ৩৭' ৫৫" উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৯' ১" পূঃ। নলছিটি নদীর উপর অবস্থিত। এখান হইতে বহল পরিমাণ ধাতু এবং সুপারি স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

নলডাঙ্গা, ১ বর্শোর জেলাস্থ একটি প্রসিদ্ধ পলিগ্রাম। এখানে বহু লোকের বাস। এখানকার ‘রাজোপাধি’যুক্ত জমিদার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। বর্শোরের প্রাচীন রাজবর্গের এখানে প্রাসাদ আছে।

২ বর্শোর বারিবন্দের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, পূর্বে এখানে বৃহৎ নল বন ছিল। শুক্লদানপুত্র বুদ্ধের ভয়ে এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পলাইয়া আসিয়া বাস করিতেন, তাহাতে এই গ্রামের নাম নলডাঙ্গা হইবে। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড° ১৯।১২-২০)

নলতিগিরি, উড়িষ্যার কটক জেলাস্থ একটি অল্পচল পাহাড়। নলতিগিরিতে হুইটী চূড়া আছে। এখানে অস্ত্রাস্ত্র গাছপালা অতি সমৃদ্ধই উৎপন্ন হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রকার চন্দন বৃক্ষ জন্মে। এখানে অনেক বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে যত্নপূর্বক রক্ষা করা হইয়াছে।

নলদ (স্ত্রী) নলং দ্যতি অবধওদতীতি দ্যো-ক। ১ পুংসল। ২ উল্লী। ৩ জটামাঙ্গী।

‘নলদং ত্রাৎ পুংসলসোনিরমাঙ্গীযু ন দ্যোঃ’ (মেঘিনী)

৪ লামজ্জক নামক তৃণ। (ভাবপ্র°)

(ত্রি) নলং দ্যতি ল-ক। ৫ নলদাতা।

“তাহা নলদং বিনা নলদানে তাপত্তকোহপি কঃ।” (নৈষধ)

নলদমু (পুং) নিষবৃক্ষ। (ছুরিপ্র°)

নলদা (স্ত্রী) ১ জটামাঙ্গী। ২ কজ্জাবৃক্ষের গুঁড়সে দ্ব্যভাষীতে জাতা কজ্জাভেদ। (হরিব° ৩১ অ°)

নলদিক (ত্রি) নলদ কিশরাদিভ্যাং ঠন্। নলদ-বিক্রেতা।

নলদিয়র, তামিল ভাষার একখানি আদি গ্রন্থ। ইহাতে সর্ব সম্বন্ধে চল্লিশটি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে নীতিবিষয়ক দশটি শ্লোক আছে। গ্রন্থখানির নামকরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত-রূপ একটি আখ্যায়িকা আছে,—

কোন এক কাব্যোৎসাহী রাজার সভায় এক দিন আটশত কবি উপস্থিত হইরাছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে সম্মানপূর্বক গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে রাজার পূর্বতন সভাকবির অত্যন্ত ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া উঠে, এবং অল্প দিন মধ্যেই নানা কৌশলে নবাগত কবিদের উপর রাজার অপ্রীতি জন্মাইয়া দেয়। পরিশেষে এমন হইয়া উঠিল যে, নবাগতেরা রাজকোপ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নিত্যক মধ্যরাত্রে রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পলায়নের পূর্বে প্রত্যেক কবিই এক এক খণ্ড কাগজে এক একটি শ্লোক লিখিয়া স্ব স্ব উপাধানের তলে রাখিয়াছিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া সেই সকল ঈর্ষায়িত কবিদের পরামর্শানুসারে উক্ত কাগজখণ্ডগুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কাগজগুলি জলে ফেলিয়া দিবা মাত্র চারি শত খণ্ডই নদীর উজান দিকে চারি কিটু (নলদি) উঠিতে দেখা গেল। এই অস্বাভাবিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া রাজা বিস্ময়াগত হইলেন, এবং সে গুলিকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সেই রক্ষিত শ্লোকগুলি লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ জন্য ইহার নাম নলদিয়র।

নলদুর্গ, হায়দরাবাদে (নিজামরাজ্যে) দুর্গ দ্বারা সংরক্ষিত একটি নগর। এই দুর্গ একটি মেঘিবার জিনিস। দুর্গটির পরিধি প্রায় দেড় মাইল। স্থানীয় ইতিহাসে এই নগরটী বিখ্যাত। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্বে, নলদুর্গ এখানকার হিন্দু রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৩৫১ হইতে ১৪৮০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত, ইহা বাহ্মণী রাজ্যের পশ্চিম সীমা রক্ষা করিতেছিল। পরে ১৪৮০ খৃঃ অব্দে, যখন বাহ্মণী রাজ্য বিভক্ত হয়, তখন নলদুর্গ বিজাপুরের আদিলশাহী রাজাদের অংশে পড়ে। তাঁহারা দুর্গ ও প্রাকার সকলের সংস্কার এবং সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে নিজাম নলদুর্গ-জেলাটী ইংরাজদিগকে সমর্পণ করেন। কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ঐ স্থান তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

নলপট্টিকা (স্ত্রী) নলনির্মিতা পট্টিকা। তলাটী, চলিত দরমা। (হার°)

নলীপুর (স্ত্রী) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত এক প্রাচীন নগর।

নলমীন (পুং) নলাশ্রয়ো মীনঃ। মৎস্যভেদ, চিড়িড়ি মৎস্য, এই

মৎস্য ককবর্দ্ধক। “নলমীনঃ ককাবর্দ্ধকঃ” (হারীত প্রথমঃ ১১ অ°) নলবন, চিচ্চা হ্রদের মধ্যে দিয়া একটি দ্বীপ। পরিধি প্রায় ৫ মাইল। এখানে লোকের বাস নাই। স্থানান্তর হইতে লোক আসিয়া নল কাটিয়া লইয়া যায়।

নলসেতু (পুং) নলবানরকৃতঃ সেতুঃ। মধ্যপদলোপিকর্ম্মণা। সমুদ্রোপরি নলবানর কৃত সেতু। যখন রামচন্দ্র সমুদ্র বহ্ননের জন্য সমুদ্রের নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, শিবিকুশল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল নামে যে বানর আছে, সে কাঠ, তৃণ বা প্রস্তরাদি যে কিছু বস্তু নিষ্কোপ করিবে, সেই সকল বস্তুই আমি ধারণ করিব, ইহাতে যে সেতু হইবে, এই সেতু নলসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবে। রামচন্দ্রও সেই উপায়ে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। এই সেতু শতযোজন আয়ত ও দশযোজন বিস্তৃত।

“দশযোজনবিস্তারমায়তঃ শতযোজনম্।

নলসেতুরিতিখ্যাতো যোহন্যাপি প্রথিতো ভূবি ॥”

(ভারত বনপ° ২৮২ অ°)

নলাপানি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত দেৱাছন্দ জেলার একটি গিরিহর্গ। অক্ষা° ৩০° ২০' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৮' ৩০" পূঃ। গুয়ারা নেপাল যুদ্ধের প্রারম্ভে এই দুর্গটী নির্মাণ করে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে নাই।

নলিকা (স্ত্রী) নল ইব আকরোহস্ত্যাতা ইতি। নল-ঠন্-টাপ্। নাড়ী নামে জগন্ধি ত্রয় বিশেষ। উত্তরাপথে নলী এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহার আকৃতি প্রবাল সদৃশ, এইজন্য কোন কোন স্থানে ইহাকে প্রবালী এবং কোন কোন স্থলে ইহাকে পঁঠারী কহে। পর্যায় বিক্রমলতিকা, কপোতচরণা, নলিনী, নির্মধ্যা, শুবিয়া, আন্নানী, জুতা, রক্তদলা, নর্তকী, নটী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, তীক্ষ্ণ, মধুর; কৃমি, বাত, উদর, অর্শ ও শূলরোগনাশক এবং মলশোধক। (রাজনি°)

ইহার বিবরণ ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

“নলিকা বিক্রমলতীকপোতচরণা নটী।

ধমজ্জনকেশী চ নির্মধ্যা শুবিয়া নলী ॥

নলিকা নীতলা লবী চক্ষুযা ককপিত্তলং।

কৃষ্ণাঙ্গরী বাততৃকাশুর্ভকশূলরোগহা ॥” (ভাবপ্র°)

নীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, কক ও পিত্তনাশক, তৃকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও জ্বর নাশক। ২ অত্র বিশেষ।

এই অস্ত্রের সাধারণতঃ তিনটী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা নলিকা, নালীক ও নাল। বৈশম্পায়ন কৃত ধনুর্বেদ, শাক-ধর সংগৃহীত ধনুর্বেদ, শুক্রনীতি ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে ও

মহাভারতের অনেক স্থলে এই নালিকাস্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে অস্ত্রের সকল এই অস্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্রের আকার প্রকাস্যাসির বর্ণনা দেখিলে আধুনিক বন্দুকের মত বলিয়া বোধ হয়। যথা—

“নলিকাঃ কল্পদেহা ত্রাণং তরঙ্গী মধ্যাক্ষিকা।

মর্শচ্ছেদকরী নীলা ॥” (বৈশম্পায়নোক্ত ধর্ম্মর্ষেদ)

দেহ ঋজু, মধ্যদেশে বন্ধু বিশিষ্ট, আকার ক্ষুদ্র ও মর্শচ্ছেদকারক, অর্থাৎ নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক সোজা ও সরু, গঠন নল সদৃশ বলিয়া নলিকা নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশে বন্ধু বিশিষ্ট, বর্ণ কৃষ্ণ, ইহা হইতে অয়ঃকরণ অর্থাৎ ক্ষুদ্র লৌহগুলিকা তীরবৎ অতিশয় বেগে বাহির হইয়া শত্রুর মর্শচ্ছেদ করে। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, এই নলিকা একপ্রকার বন্দুকজাতীয় অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

“গ্রহণং ধ্যাপনং চৈব স্নাতকেন্দ্ৰেতি গতিত্ৰয়ম্।

তামাশ্রিত্য বিদিত্বা তু জ্ঞেতাসন্নান্ রিপূন যুধি ॥” (ধর্ম্মর্ষেদ)

প্রথমে গ্রহণ, পরে ধ্যাপন অর্থাৎ প্রজ্জলিতকরণ, পশ্চাৎ স্নাত অর্থাৎ বিদ্ধ করণ,—নলিকার এই ত্রিবিধ ক্রিয়া, ইহা সম্যক্রূপে জানিতে পারিলে আসন্ন শত্রুকে জয় করা যায়। শাঙ্গর্ধ্ব সংগৃহীত ধর্ম্মর্ষেদে এই অস্ত্র নালীক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

“নালীকা লঘবো বাণা নলয়ন্ত্রেণ নোদিতাঃ।

অভ্যুচ্চদূরপাতেষু হর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥” (শাঙ্গর্ধ্ব সংগৃহীত ধর্ম্ম)

নালীক—ইহার বাণ লঘু অর্থাৎ ছোট বা সরু। এই লঘু নালীক বাণ নলয়ন্ত্র দ্বারা প্রেরিত হয়। এই বাণ উচ্চ ও দূর-লক্ষ স্থলে এবং হর্গযুদ্ধে ব্যবহার প্রাপ্ত। এই নলিকাস্ত্রের বৈদিক নাম ‘হুর্মী’। অস্ত্রের সকল এই হুর্মী লইয়া দেবতা-দিগের সহিত যুদ্ধ করিত। অভিধানাদিতে হুর্মী শব্দের অর্থ ‘লৌহ প্রতীমুষ্টি’ বলিয়া লিখিত আছে। বৈদিক গ্রন্থসমূহে ইহাকে লৌহস্থণা বা স্থণাকার যন্ত্র বিশেষ এই অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। পূর্বে যে নলিকাস্ত্র ব্যবহার হইত এবং এক্ষণে যে বন্দুক ব্যবহার দেখা যায়, তাহা ঠিক এক আকারের নহে, তবে তাহাকে বন্দুক জাতীয় বলা হইতে পারে। কৃষ্ণ বজ্রর্ষেদে লিখিত আছে। যথা—

“এষা বৈ হুর্মী কর্ণকাবত্যেনরাহুঃ

বৈ দেবা অস্ত্ররাণাং শততর্হা ভুংহন্তি।

মদেতরা মমিমা মধ্যাতি বজ্রম্বেবেতং

শতরীং বজ্রানোভাত্ৰাব্যাহ প্রহরতি ॥” (কৃষ্ণবজ্র ১৫।৬৭)

‘অলস্তী লৌহমরী স্থণা হুর্মী। সা চ কর্ণকাবতী হিঙ্গবতী, জাতএব অলস্তী। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকানু বারয়ন্তঃ

পুরাঃ শততর্হাঃ। অস্ত্ররাণাং মধ্যে তাদৃশান্ এতরা ঋচা দেবী হিংসন্তি’ (সায়ণ)

লৌহনির্মিত বস্ত্র স্থণাপদবাচ্য, তাহার মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ অভ্যন্তরে হিঙ্গ আছে, ইহার মধ্যে প্রজ্জলিত হস্তাশন। যাহা বহিরাগত হয়, তাহাও অদন্ত। এই ঋজু মন্ত্র স্থণার ভায় জানিতে হইবে। অস্ত্ররগণ এই হুর্মীর আঘাতে এককালীন শত শত শত্রু বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। দেবগণও সেইরূপ তাহাদিগকে মারিবার জন্য শতরী বজ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঋজু-মন্ত্র শতরী বজ্র বা হুর্মী সদৃশ। যে বজ্রবান এই ঋজু মন্ত্রে সমিদ্ধাতি প্রদান করেন, তিনি শত শত শত্রু বিনাশ করিতে সমর্থ হন। অথর্ববেদে লিখিত আছে, সীসক দ্বারা শত্রু বিনষ্ট হয়, যথা—

“সীসামাধ্যাহ বরুণঃ সীসান্নামিরূপাবতি।

সীসং স ইন্দ্রঃ প্রবচ্ছৎ তবল বাতু চাতনম্ ॥

যদি নো গাংহসি যদ্যসং যদি পুরুবম্।

তং হস্তা সীসেন বিধ্যামো যথানোহিসৌ অবোকহা ॥”

(অথর্ব ১।১৬৩-৪)

এই সকল বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতির বিবরণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, লৌহনির্মিত স্থণা অর্থাৎ লম্বা লৌহের খোটা, তাহার মধ্য-দেশে স্তম্বির বা বন্ধু, ইহার মধ্যদেশে হইতে প্রজ্জলিত পদার্থ বহিরাগত হয়, ইহা এককালে শত শত শত্রু নাশ করিয়া থাকে। এই মধ্যাগত পদার্থ সীসক দ্বারা হইয়া থাকে। এই সকল বচনে স্পষ্টতঃ অঙ্গমিত হয় যে, ইহা বন্দুক জাতীয় কোনপ্রকার আয়ুধোস্ত্র। গুরুনীতিতে এই বিষয় আরও পরিষ্কার ও বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। যথা—

“অস্ত্রস্ত দ্বিবিধং ক্ষেত্রং নালিকং যান্ত্রিকং তথা।

যদা তু যান্ত্রিকং নান্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥

নালিকং দ্বিবিধং ক্ষেত্রং বৃহৎক্ষুদ্রবিশেষভ্যঃ।

ত্রিধাগুণ্ডচ্ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিত্তিকম্ ॥

মূলপ্রায়োল্লঙ্ঘ্যেভিঃ তিলবিন্দুযুতং সদা।

যদ্বাখাতামিহুৎপ্রাবচূর্ণধ্বংসকর্ণমূলকম্ ॥

সুকাঠোপাকবৃক্ষাঃ মধ্যাজুলবিনাস্তরম্।

স্বাদেহৈয়িচূর্ণসদ্ধাতুলকাসংযুতং দৃঢ়ম্ ॥

লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্য পত্তিসাদিত্তিঃ।

যথা যথা তু বৃক্ষসারং যথা স্থলবিনাস্তরম্ ॥

যথালীর্ণং বৃহৎগোলাং দূরভেদি তথা তথা।

মূলকীলদ্রুমালক্ষ্য সমসন্ধানভাজি তৎ ॥

বৃহদালীকসংজ্ঞাতং কাঠংপ্রবিবর্তিতম্।

প্রবাহং শকটদৈবম্ অযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥” (গুরুনীতি ৪।৭৭)

মহামতি শুক্রাচার্য যুক্তাত্তের বর্ণন হলে বলিষাধিক, যুক্তাত্ত প্রধানতঃ দুই প্রকার, নালিক ও মালিক। যে সকল অস্ত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া নিঃক্ষেপ করিতে হয়, তাহাকে মালিক কহে। মালিকাত্ত না থাকিলে নালিকাত্ত প্রয়োগ করিবে।

নালিকাত্তও দুই প্রকার, বৃহন্নালিক ও ক্ষুদ্র নালিক। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র নালিকের পরিমাণ পঞ্চবিভক্তি অর্থাৎ চারি হাত। একটী নল বা নাল লৌহ নির্মিত, ইহার মূলে তির্যক্ দিকে অর্থাৎ আড়ভাবে একটী ছিদ্র, মূল হইতে উর্দ্ধ পর্যন্ত অস্ত্রঃস্থির অর্থাৎ গর্ত, মূলদেশে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু, বস্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হয়, এইরূপ প্রস্তরধণ্ডযুক্ত। সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের অর্থাৎ বাক্সের আধার বরূপ একটী কর্ণ, উত্তম কাঠের উপাঙ্গ ও বৃহন্নালিকের ধরিবার মুট। এইরূপ নালিকাত্তের মধ্যগর্তের পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী, অর্থাৎ ইহার মধ্যদেশে এইরূপ ছিদ্রযুক্ত হইবে, যেন মধ্যম অঙ্গুলি ইহার মধ্যে অনায়াসে ঘাইতে পারে। ইহার ক্রোড়দেশে অগ্নিচূর্ণ প্রোথিত করণের দৃঢ় শলাকা থাকে। এই প্রকার নালিকাত্তের নাম লঘুনালিক। এই লঘুনালিক অস্ত্র পদাতি সৈন্ত ও অশ্বারোহী সৈন্তের ব্যবহারোপযোগী।

বৃহন্নালিক হলে ইহার তৎ যত কঠিন হইবে, এবং আরতন যত বড় হইবে ও গর্তস্থল যেরূপ স্থল হইবে, তাহার গোলা তত বড় হইবে, সে ততই দূরভেদী হইবে। ইহার মূলদেশে কীলক এবং কাঠবৃক্ষ অর্থাৎ কাঠনির্মিত ধরিবার মুট নাই। এই যন্ত্র শকট ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হয়। ইহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে অর্য অবশ্যজ্ঞাবী। এইরূপ আয়োদ্যাত্ত বিশেষের নাম বৃহন্নালিক।

শুক্রাচার্যের এই বর্ণনা দ্বারা নিম্নরূপে প্রতীতি হয় যে, ক্ষুদ্রনালিক বন্দুক ও বৃহন্নালিক কামান। আজকাল যে বন্দুক ও কামান ব্যবহার হয় এবং পুরাকালের এই নালিকাত্ত ঠিক একরূপ না হইলেও ঐ জাতীয় অস্ত্র তাহার প্রতি আর সংশয় নাই। আরও এই নালিকাত্তের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে ঐ বাক্য আরও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। এই নালিকাত্ত প্রস্তুত করিয়া শোধন করিতে হয়। বথা—

“নালিকাত্তঃ শোধনেনাদৌ দদ্যাত্তাঃ অগ্নিচূর্ণকম্।

নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে বথা দৃঢ়ম্ ॥

ততঃ স্নগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণে অগ্নিচূর্ণকম্।

বস্ত্রচূর্ণাদিনেন গোলাং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ॥

লক্ষ্যভেদো বথা বাণো ধ্বংসার্থ্যবিনিষোগস্তঃ।” (শুক্রনীতি)

প্রথমে নালিকাত্তের শোধন করিতে হইবে, পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বাক্স দিতে হইবে, অনন্তর নলদ্বারা সেই প্রস্তুত

বাক্সকে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবে, অর্থাৎ ভাল করিয়া গাঢ়িরা দিবে। পরে তাহাতে গুলিকা বা গোলা দিবে, অতঃপর কর্ণ-প্রদেশে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া পরে বস্ত্রচূর্ণে ঐতরাদি সংযোগে অগ্নিচূর্ণপূর্বক তদ্রূপে তালিকে লক্ষ্য স্থানে পতিত করিবেক। অগ্নিচূর্ণ যে বাক্স ইহার প্রস্তুত প্রণালীতেই অবগত হওয়া যায়। বথা—

“সুবর্জিলবণান্ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্।

অস্তধূমবিপকার্কম্ হৃদ্যাকারতঃ কলম্ ॥

তদ্বাৎ সংগৃহ্য সংচূর্ণ্য সন্নীল্য প্রপুটেত্সৌঃ।

মুহূর্কাণাং রসোনস্ত শৌঘয়েদাতপেন চ ॥

পিষ্ট্য শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ থলু ॥” (শুক্রনীতি)

সুবর্জিলবণ অর্থাৎ সোরা ৫ পল, গন্ধক ১ পল, অস্তধূম-বিপক মুহূর্ত্তী অথবা অর্কাঙ্গার ১ পল, (কাঠ অগ্নিতে দহ করিয়া ধূম বাহির হইয়া না যায়, এরূপ ভাবে তাহাকে নির্কাপিত করিবে; কোন দ্রব্য দ্বারা ঢাকিয়া দিলে আগুন নিবিয়া যায়, তাহাকে অস্তধূমবিপক কহে।) সংশোধন করিয়া পৃথক পৃথকরূপে চূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ একত্র করিয়া তাহা এরূপ ভাবে পেষণ করিবে, যেন পরস্পর উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। অনন্তর সেই সিজ বা আকন্দের রসে এবং উহাতে লভনের রস দিয়া পেষণ করিবে। তাহার পর রোদ্রে শুকাইয়া পুনরায় পেষণ করিলেই শর্করা অর্থাৎ বালুকার দ্বারা অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অগ্নিচূর্ণ,—গন্ধক ও পূর্বকথিতরূপ অঙ্গার সমভাগে লইয়া তাহাতে ৬ বা ৪ ভাগ সোরা মিশ্রিত করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে নালিকাত্তের ভিত্তি অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবে।

তৃতীয় প্রকার অগ্নিচূর্ণ,—অঙ্গার, গন্ধক, সোরা, মনহাল, হরিভাল, সীসকমল, হিজুল, উত্তম লোহার মল, কর্পূর, জড় বা গালা, নীলী ও ধূনা এই সকল দ্রব্যের কোন কোন দ্রব্য সম বা কোন দ্রব্য অধিক বা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাহ্যিক অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুতকরণবিষয়ে নিম্ন তাহার ভাগ ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্তুত করিবেন। (শুক্রনীতি)

বৃহৎ ও লঘু নালিকাত্তের ভিত্তি যে গোলাদি প্রস্তুত হইত, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“গোলো লৌহোমরোগর্ভ খুটিকঃ কেবলোহপি বা।

সীসস্ত লঘুনালার্থে হস্তধাতু ভবোহপি বা ॥

লৌহসারময়ং বাপি নালিকাত্তং বস্ত্রধাতুজম্ ॥” (শুক্রনীতি)

বৃহন্নালিকের ভিত্তি লৌহের গোল প্রস্তুত করিবে। ইহা লগর্ভ এবং কেবল অর্থাৎ নিরেট, এই দুই প্রকার করিতে

হইবেক। সগর্ভ গোলের গর্ভে ক্ষুদ্র গুলিকা প্রভৃতি পূর্ণ করা
যাইতে পারে। আর লঘুনাটিকের জন্ত নীলক বা অল্প কোন
ধাতু দ্বারা নাল ছিদ্রের উপরুক্ত গুলিকা প্রস্তুত করিবে।
বোধ হয় এখন অগ্নিচূর্ণকে বারান বলা অসম্ভব নহে।
এই অগ্নিচূর্ণ ও গোলকাদি থাকার প্রতীতি হয় যে, এই
নলিকাস্ত বস্তুক জাতীয় অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহাভারতে এই অস্ত্রের নাম বোধ হয় ‘অয়ঃকণপ’ বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

“অয়ঃকণপচক্রাশ্চতুর্ভুজাদ্যতবাহবঃ।

কৃষ্ণপাথো জিহ্বাসমস্তঃ ক্রোধসমুচ্ছিতোজসঃ॥”

(ভারত ১।২২৫।২৫)

টীকাকার নীলকণ্ঠ ও ‘অয়ঃকণপ’ এই শব্দকে নালিক
শব্দের পর্যায়রূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার ব্যুৎপত্তিও
এইরূপ করিয়াছেন, ‘অয়ঃকণপ অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকান্
পিবতীতি তৎ তথাবিধং লৌহময়ং যন্ত বেন আয়েমৌষধ-
কলেন গর্ভসমুত্থা লৌহগুলিকা ক্রিপ্যন্তে।’ (নীলকণ্ঠ)

পুরাকালে কুটুবুজ হইত না বলিয়া, এই অস্ত্রের বহল
প্রচার ছিল না। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ দুর্গের মস্তকে ও ভিত্তিতে
বৃহন্নালীক সকল রক্ষিত হইত, এইরূপ অনেক স্থলে বর্ণনা
দেখা যায়। কিন্তু কালপ্রভাবে আর্ধ্য জাতির অবনতির সহিত
এই অস্ত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। [নালীক দেখ।]

৩ জননির্গমপথ, জলপ্রণালী, ড্রেন।

“বেদাঙ্গুলং মস্তকোদ্ধং কাৰ্য্যং তোরস্ত ধারণে।

সমর্থ্যং তত্র নলিকং কুৰ্য্যাতোয়বিমোচনীম্॥”

(যন্ত্রবিধিস্তক ১ অ°)

৪ তরুবারদিগের বয়নসাধন দ্রব্যভেদ, নলী।

নলিকায়ন্ত (ক্রী) দকোদররোগে প্রশস্ত যন্ত্রবিশেষ।

“দ্বিধারা নলিকা পিছনলিকা বা দকোদরে।” (আত্রেয়সং°)

এই যন্ত্রের ছইটি দ্বার অথবা পিছনাল হইবে।

নলিত (পুং) নল্যতে ইতি নল বন্ধে ক্ত। শাকবিশেষ, তিক্ত-
পট্ট শাক, চলিত নালতে। যে পাটশাক তিক্ত হয়, তাহাকেই
নালতে বলে। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তনাশক ও গুরুবর্ধক।

(দ্রব্যগুণ°)

নলিন (ক্রী) নলবন্ধে ইনচ্ (বহল যন্ত্রত্রাপি। উণ্ ২।৪২)

১ পদ্ম। ২ জল। ৩ নীলিকা, নীল। (পুং ক্রী) ৪ সারস-
পক্ষী। (পুং) ৫ কৃষ্ণপাকফল, প্রাচীনামলক, চলিত পাণি-
আমলা। “নলিনং মলিনং বিবৃণতী

শৃঙ্গতীমশৃঙ্গতী তদীক্ষণে।” (নৈষধ)

নলিনী (ক্রী) নলানি পদ্মানি সম্যজ্ঞ নল-ইনি, ভতো ক্রীপ।

(পুষ্করাদিত্যোদেশো। পা ৪।২।১৩৫) ১ পদ্মযুক্ত দেশ।
নলান্যং পদ্মান্যং সমূহং, (‘খলাদিভ্যঃ ইনি বক্তব্যঃ’ পা ৪।২।৬২
ইতি স্বত্রজ্ঞ ব্যতিক্রোজ্ঞা ইনিঃ।) ২ পদ্মসমূহ। ৩ পদ্মলতা।
পর্যায়—

‘নলিনী ত্রাৎ পঞ্চজিনী বিশিনী চ সরোজিনী।

পদ্মিনীতি চ পর্যায় পদ্মধণ্ডে তদাকরে॥” (বৈদ্যাকরত্বমালা)

৪ পদ্মযাত্র। ৫ নদীযাত্র। ৬ নলিকা। ৭ বোয়নিম্পা।

এই নদী গঙ্গার পূর্বদিকের শাখার অন্ততম।

“ঐশি প্রাচীনমন্ত্রিযুৎ প্রতীচীং ঐশিগাথৈব চ।

ত্রোতাংসি ত্রিংশগয়াস্ত প্রতাপদ্যস্ত সপ্তধা।

নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যাণা॥” (মৎস্তপু° ১২০।৪০)

পূর্বদিকে গঙ্গার তিনটি ধারা গিয়াছে, এই তিনটি ধারার
নাম নলিনী, হ্লাদিনী ও পাবনী। রামায়ণে লিখিত আছে—
নলিনী গঙ্গার একটা ধারা। এই ধারা হিমাজিতে অবস্থিত।
বিন্দুসরোবর হইতে গঙ্গার যে সপ্ত ধারার উৎপত্তি হইয়াছে,
ইহা তাহারই একটা। (রামায়ণ আদি°)

৮ নারিকেল-সুয়া। (ত্রিকা°) ৯ বামনাসিকা।

“নলিনী নালিনী চ প্রাক্ দ্বারাবেকত্র নির্মিতে।” (ভাগ° ৪।২।৪৮৮)

‘নলনালশব্দৌ ছিদ্রবচনৌ তত্বতী নলিনী নালিনী চ বাম-
দক্ষিণনাসিকে’ (টীকায়াং স্বামী) ১০ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের
প্রতি চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে, এবং ৩।৫।১।২।১৫ বর্ণগুরু,
এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। লক্ষণ—

“সগণৈঃ শিববক্তৃসিঠৈর্গদিতা নলিনী।” (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

নলিনীখণ্ড (ক্রী) নলিনীনাং সমূহঃ, সমূহার্থে কমলাদিভ্যাং
খণ্ডচ্। পদ্মিনীসমূহ।

নলিনীনন্দন (ক্রী) নলিন্যা নন্দয়তি নলি-নু। দেবোদ্যানভেদ,
কুবেরনির্মিত উদ্যান।

“বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীনন্দনং বনম্।

যো বিনাশিতবান্ ক্রোধাৎ দেবোদ্যানানি বীৰ্য্যবান্॥”

(রামা° আরণ্য° ৩৬ অ°)

নলিনী-পদ্মকোষ (পুং) নৃত্যকালীন হস্তমুষ্টির পদ্মের স্তায়
আকৃতিভেদ।

নলিনীরুহ (ক্রী) নলিন্যাং রোহতীতি রুহ-ক। ১ মুণাল।
(পুং) ২ ব্রহ্মা।

নলিনেশয় (পুং) নলিনে ব্রহ্মনাভিপদ্মে শেতে শ্রী-অচ্।
বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

নলিয়া, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ
১ বর্গ মাইল। ইহার সম্বাদিকারিদিগকে ঠাকুর বলে।
স্বাভাব ১৪০০ টাকা।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অঙ্গনা উপবিভাগের একটা নগর। অক্ষা° ২৩° ১৮', দ্রাঘি° ৬৮° ৫৪' পূঃ। ইহা কচ্ছদেশের একটা বহিষ্কৃত স্থান। এখানে অনেক ব্যবসায়ীর বাস আছে।

নলী (স্ত্রী) নল-অচ্চ, গৌরাদিভ্যং স্ত্রীঃ। ১ মনঃশিলা। ২ নলিকা, পর্যায়—সুঘ্রা, বিক্রমলতা, কপোতাবি, নটী। (ভাবপ্র°)
নলেশ্বর (পুং) নল বৃশ্চাপিত শিবলিঙ্গভেদঃ। (শিবপু°)
নলুক (পুং) বৃগুবিষয়, নালুকা।

নলোত্তম (পুং) নলেষু উত্তমঃ ৭তমঃ। দেবনল। (রাজনি°)
নলোদয়, একখানি সংস্কৃত কাব্য। নৈষধ নলের অভ্যাস বিবরণ ইহাতে বিবৃত। ইহা রঘুবংশকার কবি কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু বোম্বাইয়ের আক্ষর্যাবাদ নগরে দেহলানো উপাশ্রয় নামক জৈন-স্রষ্টাভায়ে নলোদয়ের দুইখানি হস্তলিখিত অতি প্রাচীন পুথি আছে, তাহাতে নারায়ণপুত্র রবিদেব নামক কবিই ইহার রচয়িতা বলিয়া জানা যায়। ডাঃ ভাণ্ডারকর ইহা দেখিয়া আসিয়াছেন।

নলোপভননম্, পুরাকালে মলবার উপকূলে এই নামে একটা বন্দর ছিল। এই বন্দরে ফিনিকীয় এবং অন্যান্য প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতিদের বাণিজ্য করিতে আসিত।

নলোপাখ্যান (স্ত্রী) নলস্ত উপাখ্যানং যত্র। মহাভারতের বনপর্বাস্তর্গত অবাস্তর পর্বভেদঃ।

নল্য (ত্রি) নল্যাদুরদেশাদি বলাদি° য। নলের অদূর দেশাদি।
নল্লমলয় ('কৃষ্ণশৈল')—মাদ্রাজ প্রদেশের কর্ণুল জেলাস্থ গিরিমালা। অক্ষা° ১৪° ৪৩' হইতে ১৬° ১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৩' হইতে ৭৯° ৩৬' পূঃ পর্য্যন্ত, কর্ণুল জেলার দক্ষিণ প্রান্তে কৃষ্ণা নদীর ধারে বিস্তৃত। এই গিরিমালা কড়াপা জেলায় লঙ্কামলয় নামধারণ করিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মোটামুটি ইহার উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট। ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম বারগীকুণ্ড, তাহা ৩১৩৩ ফিট উচ্চ। গিরিমালায় মধ্যে গুওলা ব্রহ্মেশ্বর প্রধান, উহা উচ্চতায় ৩০৪৯ ফিট। এই পর্বতের উপর প্রাচীন ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের নিকট হইতে গুওলা কামর, জম্পলেক ও পালেক এই তিন নদী বাহির হইয়াছে। এই স্থান হিন্দুদিগের নিকট মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার স্থলপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই পাহাড়ে দানাদার ও চক্ষুক্ষী প্রভৃতি কএক প্রকার পাখর এবং সীসার সহিত রূপা পাওয়া যায়। ব্যাডামি হিংস্র জন্তু ও বস্তুকুটাদি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়।

এই পাহাড়ের উপর কেবল 'ভেজু' ও 'বনাদি' নামে অসভ্য জাতির বাস। চেবুয়া মুগয়াগ্রির। ইহাদের বেশভূষা

ভেমন নাই, উলঙ্গ বলিলেই চলে। কেবল কোমরে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া রাখে। ইহারা জুজ জুজ স্ত্রীর বাধিয়া বাস করে। ছদ্ম ও কলম্বাদি ইহাদের খাদ্য।*

এই শৈলোপরি শ্রীশৈল, মহানন্দী ও অর্জুনবলম্ নামে তিনটি প্রধান দেবমন্দির আছে।

নল্লাবুধ কৌশিক, জনৈক নাট্যকার। রামচন্দ্রের পৌত্র ও নল্লাবুধের পুত্র। শূদ্রারসকর নামক ভাণজাতীয় নাটক ইহার রচিত।

নল্লা দীক্ষিত, জনৈক নাট্যকার। ইহার রচিত "চিন্তাবৃত্তি-কল্যাণ নাটক" ও "ঐশ্বর্যমুক্তিকল্যাণ নাটক" এই নামে দুইখানি নাটক আছে।

নল্লা পণ্ডিত, জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি "অবৈতরনসমঞ্জসী" নামে বৈদ্যজ্ঞিক গ্রন্থ রচনা করেন।

নল্ল (পুং) নল বাহুল্যং য। চতুঃশত হস্ত পরিমাণ। (অমর)
কাত্য মতে শত হস্ত পরিমাণের নাম নল।

"রাবণস্ত শরীরস্ত পঞ্চনবাহুবিস্তৃতম্।" (রামা° লঙ্কা° ৯২।৬২)

নল্লবজ্জগা (স্ত্রী) নল্লপরিমিতং বজ্জ গচ্ছতীতি গম্-ড।
কাকাদী, চলিত কেওকাঁকা গাছ। (শব্দচ°)

(ত্রি) ২ তদ্বিত পথগামী, অর্থাৎ নল্লপরিমিত পথ যাহার গমন করে।

নব (পুং) দু স্তভৌ ভাবে অপ্। ১ স্তব। ২ রক্তপূর্ণবাহ।

(ত্রি) নৃত্যতে স্মৃতে ইতি হু-অপ্। ৩ নৃতন। নব, নৃত, নৃতন, নব্য, ইদা, ইদানীং, এই ৩টা নব শব্দের বৈদিক পর্যায়।

(বেদনিষট্ ৩ অ°)

"অব্যাব্যাজিনবাস্তেন প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।

যতে যত গুড়কোত্র্যবাস্তককবিভক্তঃ॥" (বৈদ্যকপরি°)

ক্রিয়া বিধিতে ত্রব্য সকল নব অর্থাৎ নৃতন হইলে প্রশস্ত, কেবল যত, গুড়, মধু, ষাণ্ড ও কৃষ্ণবিভক্ত এই সকল ত্রব্য নৃতন ভাল নহে।

(পুং) উল্লীনর নৃপের পুত্রভেদঃ। (হরিবংশ ৩১ অ°)

নবক (স্ত্রী) নবানাম অবয়বঃ সংখ্যারঃ কন্। ১ নবসংখ্যা।

(ত্রি) নব পরিমাণমন্ত, কন্। ২ নবসংখ্যাস্থিত।

"এতরবানারবক জাত্যশ্রিয়মবাপুয়াং।

অন্তর নবকং বহুসি সর্কেবাং স্বর্গমদিবম্॥" (কাশীখ° ৪০ অ°)

এই নবকের বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে।
নবক অর্থাৎ ৯টা পদার্থ গৃহস্থদিগের স্বজন্মের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। যথা অভ্যাগত ব্যক্তিকে শক্তি অঙ্গসারে জ্ঞান দান, পান-শৌচ, ভোজন, দান, শয্যা, তৃপ্ত, জল, অভ্যাগত লীপ এই ৯টা পদার্থ বিদ্যা অভ্যর্থনা করিলে গৃহস্থ ব্যক্তির সিদ্ধি

লাভ হইয়া থাকে। পৈতৃভ্রাতৃ, পরদায়সেবা, জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠা, মিথ্যাকথন, অপ্রিয়বাক্য, হেব, দস্ত এবং মারা এই ৯টি গণিত কার্য। ইহা শুভ্রতিকামী ব্যক্তির পরিত্যজ্য। প্রতিদিন দান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতাপূজা, বৈশ্বদেব, পিতৃতর্পণ ও অতিথিসেবা এই ৯টি কার্য প্রতি গৃহীর অবশ্যকর্তব্য। জন্ম-নক্ষত্র, মৈথুন, মঙ্গ, গৃহছিদ্র, বঞ্চনা, আয়ু, ধন, অপমান এবং এই ৯টির বিষয় সর্বদা গোপন করিবে। নির্জনকৃত্যপাপ, অকুৎসিতবৃত্তি, প্রায়োগ্য, ঋণ-পরিশোধ, বংশমর্যাদা, ক্রয়, বিক্রয়, কৃত্তাদান ও গুণোৎকর্ষ এই ৯টি বিষয় প্রকাশ করিতে হইবে। সৎপাত্র, মিত্র, বিনীত, দীন, অনাথ, উপকারী, মাতা, পিতা ও গুরু এই ৯ জনকে সর্বদা দান করিবে এবং এই দান অক্ষয় হইয়া থাকে। বাচাল, জতিপাঠক, তক্ষর, কুবেত্ত, বঞ্চক, ধূর্ত, শঠ, মল্ল ও তোষামোদকারী এই ৯ জনকে দান নিষিদ্ধ। আপদকালে অর্থাৎ অতিশয় বিপন্ন হইলেও বংশ থাকিতে সর্বস্ব, দারা, শরণাগতব্যক্তি, ভ্রাস অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য, বন্ধক দ্রব্য, কুলবৃত্তি, নিক্ষেপ অর্থাৎ বহুকালের জন্ম নিহিত পরদ্রব্য, স্ত্রীদান এবং পুত্র এই ৯টি দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উপরি উক্ত নয়টি বিষয়ের নাম নবক। এই নবক অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। সকল লোকের মঙ্গলপ্রদ আরও একটি নবক কথিত হইয়াছে। সত্য, শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়া, দম, অস্তেয় এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই ৯টি স্বর্গের সোপানস্বরূপ। গৃহস্থ ব্যক্তি স্বর্গমার্গের প্রদীপক, সাধুগণের অভিমত এবং পুণ্য-জনক এই নবক অর্থাৎ ইহার বিষয় উপদেশ দিয়াছেন, ইহা অনুষ্ঠান করিলে অশেষবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। (কাশীখণ্ড ৪০ অ°)

শারদাতিলকে নবকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“গুণিতা নবধা নিত্য হুতে মন্ত্রং নবর্ণকম্।

নবকঃ শক্তিতত্ত্বানাং তত্ত্বরূপা মহেশ্বরী ॥

নবকং পীঠশক্তীনাং শৃঙ্গারাদীনু রসানপি।

মাণিক্যাদীনি রক্তানি নববর্ণবুতানি চ ॥

নবকং প্রাণবৃত্তীনাং মণ্ডলং নবকং শুভম্।

যদ্বয়বাক্যকং লোকে সর্বমজ্ঞা উদধতি ॥” (শারদাতি°)

শক্তিতত্ত্বের নবক, পীঠশক্তির নবক, শৃঙ্গারাদি নবরস প্রভৃতি এই সকলেরই নাম নবক। ইহার মধ্যে শক্তিতত্ত্বের নবক এইরূপ। সক্তিদানন্দ পরমেশ্বর হইতে শক্তি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই সকল তিন গুণ করিলে নবসংখ্যায় পরিণত হয়, তাহাকে নবক কহে।

অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ ও হ এই ৯টি অক্ষরকে

বর্ণ-নবক কহে। নবক এই শব্দের তাৎপর্য এই, যে সকল ৯টি পদার্থ একত্র করিয়া একটি শব্দের মত ব্যবহৃত হয়, তাহাকে নবক কহে। যথা নবগ্রহ, নবভূগা, নবধাতু, নবরস, নবরস, নবরাস্ত্র, নবলক্ষণ প্রভৃতি এ সকল শব্দকে নবক কহে। এই সকল শব্দের বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।

নবকারিকা (স্ত্রী) নবং করোতি কৃ-ধূলু-টাপ্, টাপি অত ইত্। ১ নবোক্তা স্ত্রী, নববিবাহিতা স্ত্রী। ২ নূতনকারিকা। ৩ নূতনত্ব।

নবকালিকা (স্ত্রী) নবকং নূতনং অলতি অল-কৃষলে ধূলু-টাপ্। নবীন। (হারাবলী)

নবকৃষ্ণদেব, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের আদি রাজা। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ বাদশার ইরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় বর্তমান ছিলেন। মুরশিদাবাদের নিকট কাণসোণা নামক কারখানার প্রধান গ্রামে ইহাদের পূর্ব-পুরুষের বাস ছিল। ইহার চিত্রপুরের দেববাংশোদ্ভব মৌলিক কারখান। ইহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই সম্রাট, গণ্য মান্ন ছিলেন।

ইহার বংশীয় উর্দুভাষা কবী পুরুষের বিবরণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আদি পুরুষের নাম শ্রীহরি। শ্রীহরির পরে ষষ্ঠ পুরুষে পীতাম্বর দেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবাব সরকার হইতে সম্মানসূচক ঋণ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি সেকালে বিশেষ ধনশালী ও সম্মানার্থ ছিলেন। কোন সময়ে ইনি কারখানাকুলা-চার্য ও কুলীনদিগকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থ একটি ক্ষুদ্র নদীর একাংশ ধাতুঘারা পূর্ণ করিয়া সেতু-স্বরূপ বাঁধ বাধিয়া দেন। এইরূপে তাঁহার অপরি-মিত ধাতুশালিত্ব প্রকাশ পাইলে লোকে তাঁহাকে “ধাতুপীতা-ম্বর” বলিয়া সম্বোধন করিত। পীতাম্বর স্বসমাজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন। পীতাম্বরের চারিটি প্রপৌত্র স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রামে বাস করেন। জ্যেষ্ঠ শিবদাস চৌধুরী উপাধি-যুক্ত ছিলেন, তিনি মল্লই গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যম নিত্যানন্দ সৌদপুর গ্রামে, তৃতীয় চতুর্ভূজ তালুগ্রামে এবং কনিষ্ঠ শ্রীনাথ আসিরা ধলপুর গ্রামে বাস করেন। শেষোক্ত তিন জনই রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। মধ্যম নিত্যানন্দ রায়ের ছইটি বৃদ্ধপ্রপৌত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ বিজয়াবল্লভ শৈবিক রায় উপাধির অধি-কারী হন। বিজয়াবল্লভের প্রপৌত্র বিজাদার সৌদপুর ত্যাগ করিয়া প্রথমে নাজরা গ্রামে, পরে নিতাড়াগ্রামে বাস করেন। ইহার পৌত্র ছয় জন, তন্মধ্যে চতুর্থ দেবীদাস রায় “মল্লদাস” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এখনকার জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বুড়া-

গাছা পরগণার কাছনগো-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার ছয় পুত্র হয়, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র সহস্রাঙ্ক মজুমদার নবাব মহম্মদ জঙ্গের সমসাময়িক। তিনি নবাব কর্তৃক তাঁহার পৈত্রিক কর্ণে অর্থাৎ মুড়াগাছা পরগণায় কাছনগো-পদে নিযুক্ত হন। পঞ্চম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সরকার উপাধি পাইয়া কামার-শোল গ্রামে বাস করেন। কনিষ্ঠ কল্পীগীকান্ত মজুমদার অনেকগুলি জ্ঞাতিকে লইয়া মুড়াগাছার অন্তর্গত পঞ্চগ্রামে বাস করেন। ইনি নবাবের নিকট কর্ণপ্রার্থী হইলে নবাব তাঁহাকে মুড়াগাছা পরগণার অপ্রাপ্যব্যবহার ক্ষত্রিয় জমীদার কেশবরাম রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন এবং ব্যবহর্তা উপাধি দান করেন। এই ব্যবহর্তা কল্পীগীকান্ত মজুমদারের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্তা উক্ত পৈত্রিক কার্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বাবধানে নবাবসরকারে রাজস্ব বাকী পড়ায় জমীদার কেশবরাম তাঁহাকে নিজেলায়ে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। রামেশ্বর ব্যবহর্তার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচরণ দেব মুরশিদাবাদে গিয়া তখনকার রায়রায়ার নিকট পরিচিত হইয়া মুড়াগাছার রাজস্ব বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা আরও বেশী দিবেন বলিয়া উহার ভার প্রার্থনা করেন। রায়-রায়ী তাঁহাকে উক্ত পরগণার উদেদারী (কমিশনার) পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে নিযুক্ত হইয়াই তিনি পিতাকে কারা-মুক্ত ও বৈরনির্ঘাতনার্থ কেশবরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে কেশবরাম মুক্তি পাইলে, রামচরণ তাঁহার ভয়েই হউক বা অন্য কারণেই হউক, মুড়াগাছার বাস উঠাইয়া গঙ্গা-তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গোবিন্দপুরই সূতাহুটীর গড় গোবিন্দপুর। এই স্থানে বাস-স্থাপনের পর রাম-চরণ নবাবের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইয়া কর্ণ প্রার্থনা করিলে, তিনি রামচরণকে হিজলী, তমোলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকমহলের করসংগ্রাহক পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্যে রামচরণ বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিলে নবাব মহম্মদজঙ্গ তাঁহাকে কটকের সুবাদারের দেওয়ানী প্রদান করিলেন। আর্কটের নবাবের ভ্রাতা মনিরউদ্দীন খাঁ সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া মুরশিদাবাদের নবাবের নিকট আশ্রয় লয়েন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত আশ্রয় দেন। এই সময় উড়িষ্যার বর্গীর হাজ্জামা হয়। নবাব মনিরউদ্দীনকে কটকের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া বর্গীদমনে উৎকলে পাঠাইয়া দেন। এই সুবাদারের সঙ্গেই রামচরণ দেওয়ান হইয়া গমন করেন। সুবাদার মেদিনীপুরের সীমা ছাড়াইয়া যখন কটকভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার সহিত লোকজন বেশী ছিল

না, সৈন্তেরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। এই সময়ে জঙ্গল হইতে পিড়ারী-দল্য বহির্গত হইয়া সুবাদারকে আক্রমণ করে। সুবাদার ও দেওয়ান রামচরণ অনেককাল আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে উভয়েই নিহত হন। উৎকলে বর্গীর হাজ্জামার সময় আলীবর্দী খাঁ একবার স্বীয় সেনাপতি মীরজাফরকে তদ্রূপে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি আমোদ প্রমোদে এত উদ্ব্যস্ত ছিলেন যে দল্যদিগের আগমন শুনিয়াই বর্জমানে পলায়ন করেন, তৎপরে আতাউল্লা খাঁ নিযুক্ত হন। এই দুই নিয়োগের কথা ব্যতীত ইতিহাসে মনিরউদ্দীন খাঁর নিয়োগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে তাঁহার দেওয়ানীতে নিযুক্ত রামচরণের যুদ্ধাদি সম্বন্ধে মহা সন্দেহ করেন।

যাহা হউক রামচরণ ব্যবহর্তার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরি-বারবর্গের ভরণপোষণের মহাকষ্ট হয়। তিনি তিনটা শিশুপুত্র ও পাঁচটা বালিকা কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হন। এই সময়েই আবার গোবিন্দপুরের বাটা গঙ্গার ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া যায়। রামচরণের পত্নী বালকবালিকা লইয়া সূতাহুটীর মধ্যে শোভা-বাজারে আসিয়া বাস করেন। এ সময় ইহাদের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল যে, আপনাদিগের মৌলিক হইয়াও সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া অর্থাভাবে কনিষ্ঠা কন্যাটিকে মৌলিক কার্যস্থের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহা হউক রামচরণের বিধবা এত ক্লেশেও পুত্র তিনটিকে উর্দু ফার্সী প্রভৃতিতে কৃত-বিদ্যা করিতে কোনরূপ জট করেন নাই। শেষে জ্যেষ্ঠ রামমুন্সুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোট নামক স্থানের দেওয়ান হইলেন। ইহা দ্বারা সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর হইল। মধ্যম মাণিকচন্দ্রও জ্যেষ্ঠের কর্ণস্থানে গমন করিলেন। ১১৭৯ হিজরীতে তাঁহার দিল্লীর বাদশার অমুগ্রহ লাভ করিয়া রায় উপাধি ও হাজারী মনসবদারের পদ লাভ করেন। ইহাদের কনিষ্ঠই নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

ইনি অমুমানিক ১১৩৯ সালে (প্রায় ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) মুড়াগাছার পৈতৃক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।* ইনি জননী

* কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দপুরের বাড়ীতেই তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু মুড়াগাছার জ্ঞাতিগণ সকলেই নিঃসন্দেহে বলিয়া থাকেন, তথায় রামচরণের বাড়ীতেই নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার তাঁহার স্মৃতিকাগারটা এখনও নির্দেশ করিয়া থাকেন। জন্মের পঞ্চম অথবা স্মৃতিকার শেষ দিনে প্রহতির কোরনিরর আছে। নাপিত নথচ্ছেদন করিলে পর প্রহতি ঘান বা জলযোগাদি করিতে পারেন। মুড়াগাছার নাপিত সেদিন কার্যাসূরোধে যথাকালে উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রহতি নাপিত আসিবার পূর্বেই সুধার ব্যাঙ্কল হইয়া জলযোগ করেন। তৎপরে তাহার নখকাটা হয়। এই নূতন ব্যবহারে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নঙ্গল হইয়াছিল। তদবধি এই প্রথা এই বংশে চলিয়া আসিতেছে।

যত্নে উর্দু ও পারস্য ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কালে আরবী ও ইংরাজী ভাষাও শিখিয়াছিলেন। রামস্বন্দরের দেওয়ানী লাভের পূর্বে তাঁহাদের অবস্থা বেরূপ মন্দ হইয়াছিল, তজ্জন্ত তাঁহাদের প্রত্যেক ভ্রাতাকে কিছু কিছু আয়ের চেষ্টা দেখিতে হয়। নবকৃষ্ণ এই সময়ে কলিকাতার ধনকুবের নকু ধরের * পরিচিত হন। তিনি প্রধান প্রধান ইংরাজগণের সহিত নবকৃষ্ণকে পরিচিত করিয়া দেন। এই পরিচয়ের ফলে নবকৃষ্ণ ওয়ারেন হেস্টিংসের পারসী-শিক্ষক হইয়াছিলেন। হেস্টিংস তখন কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন কেরানী ছিলেন। তিন বৎসর পরে যখন হেস্টিংস কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলেন, তখন নবকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে যান। উভয়ে এক বয়স্ক ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। নবকৃষ্ণ কাশিমবাজারে থাকিয়া পারস্য ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

নবকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগে তাঁহাদের দুর্দশা ঘটবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। দেওয়ান রামচরণ উড়িয়া-যাত্রাকালে শিশুপুত্রদিগের তত্ত্বাবধান ও সম্পত্তি-পর্যবেক্ষণ জন্ত স্বীয় বন্ধু হুগলীর বিখ্যাত সওদাগর খাজা ওয়াজিদের হস্তে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্প দিন পরেই তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার প্রধান সহায় হারাইলেন। এই সময়েই তাঁহাদের গোবিন্দপুরের গঙ্গাতীরের বাড়ী ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া বাওয়ায় আর একখানি বাড়ী তৈয়ারি হয়, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের সময় ঐ স্থান প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহারা আড়পুলীতে কয়েক বিঘা জমী ও কয়েক সহস্র টাকা কতিপূরণার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু রামস্বন্দরের ঐ স্থানে বাস করা মনোনীত না হওয়ায় বিশেষতঃ তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গঙ্গাতীর হইতে অতি দূরে থাকিতে সম্মত না হওয়ায় রামস্বন্দর আড়পুলীর জমী বেচিয়া গঙ্গার নিকটে হুতাশুতীতে পাবনার বাগান (আধুনিক শোভা-বাজার) নামক স্থানে জমী ক্রয় করিয়া বাড়ী নির্মাণ করান।

* নকু ধরের বাড়ী এখনকার নূতনবাজার নামক স্থানে ছিল। তাঁহার অতুল ধন ছিল, কিন্তু তিনি সামান্য বাড়ীতে সামান্য অশন বসনে কালান্তিপাত করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রহ্মবংশিক। তাঁহার পূর্ণ নাম লক্ষীকান্ত ধর। তাঁহার ধনদৌরব এত ছিল যে, এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার নিকট দশ লক্ষ টাকা কর্ক্স চাহেন। নকু ধর জিজ্ঞাসা করেন যে টাকাটা সমস্তই সিকা টাকায় লইবেন না মোহরে লইবেন? ইহার পুত্রাদি ছিল না, একমাত্র পৌত্রিত্ব ব্রহ্মরায়র উত্তরাধিকারী হন। ইহার নামে বড়বাজারে রাজা ব্রহ্মরায়ের পোস্তা হইয়াছে। অনেকেরই মতে নবকৃষ্ণ প্রথমে নকু ধরের নিকট চাকুরী করিতেন। কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণ ইহা স্বীকার করেন না।

শোভাবাজারের বর্তমান রাজবাটীর কতকাংশ স্থানই সেই আদিক্রীত ভূমি। *

কাশিমবাজারে বাসকালে হেস্টিংস বিশেষ কথোপকথনদির জন্ত নবকৃষ্ণকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পাঠাইতেন। নবাব সিরাজ-উদৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্ত প্রথম যে ষড়যন্ত্র হয়, নবকৃষ্ণ তাহার অধিকাংশই জানিতেন।

এই ষড়যন্ত্রে পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা সাএদ মহম্মদের পুত্র সততজঙ্গকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার করিবার কল্পনা হয়। নবাব সিরাজ-উদৌলা সেই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া সততজঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই কলিকাতার ইংরাজ গবর্নর ড্রেক সাহেব রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুরশিদাবাদে পাঠাইতে ও দুর্গসংস্থার বন্ধ করিতে অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলেন। নবাব কোথায় আক্রমণ হইয়া পুর্ণিয়ার নিজে না গিয়া কলিকাতা আক্রমণে ছুটি-লেন। পথে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠী লুণ্ঠ ও ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি কুঠিয়াল এবং রেসিডেন্টকে বন্দী করিলেন। নবকৃষ্ণ পূর্বেই এই বিপৎপাতের আভাস পাইয়াছিলেন। তিনি হেস্টিংসকে সতর্ক ও কান্তমুদীর সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া কলিকাতায় সেই সংবাদ দিবার জন্ত চলিয়া আসেন। তাঁহারই নিকট শুনিয়া কলিকাতার সাহেবেরা পূর্ক হইতে সতর্ক হইয়াছিলেন।

নবকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিবার পর নবাব কলিকাতা আক্রমণের জন্ত কলিকাতার ঠিক উত্তরে চিৎপুরের (চিংপুরের) মধ্যে ছাউনী করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্বে মুরশিদাবাদে আবার এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ ইংরাজদিগের নিকট গোপনে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন। নবাব হালুসির বাগানে পৌঁছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের দূত পত্র লইয়া গবর্নর ড্রেকের নিকট পৌঁছিল ও বলিল, কোন বিষয় হিন্দুকে দিয়া যেন এই পত্র পাঠ করান ও ইহার উত্তর লেখান হয়। এই সময় মুন্সী তাজউদ্দীন খাঁ নামে এক ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার মুন্সী ছিলেন। একে তিনি মুসলমান, তার রাজা রাজবল্লভের নিবেদ, কাজেই ড্রেক তাঁহাকে দিয়া সে পত্র পড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার নবকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল। ওয়ারেন হেস্টিংসের শিক্ষক হইবার সময় নবকৃষ্ণ ড্রেক প্রভৃতির নিকট নকু ধর কর্তৃক পরিচিত হইয়াছিলেন। ড্রেক সাহেবের লোক নবকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। নবকৃষ্ণও সেই দিন বড়বাজার অঞ্চলে কি প্রয়োজনে গিয়া-

ছিলেন, ড্রেকের কর্তৃত্বাধীনেই তাঁহার দেখা পাইল। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ড্রেক গোপনে তাঁহাকে দিয়া রাজবন্দরের পত্র পড়াইলেন ও তাহার উত্তর লেখাইলেন। ইহাই সিরাজের সর্বনাশের বন্দোবস্ত পত্র। তাহার পর ড্রেক দেখিলেন, এখন এই বড়বস্ত্রের সম্বন্ধে অনেক দেখা পড়া কাজকর্ম করিতে হইবে, অতরাং মুন্সী তাজউদ্দীন ও নবকৃষ্ণ উভয়কে রাখিলে গোল ঘটবার সম্ভাবনা। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ড্রেক মুন্সী তাজউদ্দীনকে পদচ্যুত করিয়া নবকৃষ্ণকেই কোম্পানির মুন্সীপদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার বেতন ৬৬ টাকা নির্ধারিত হইল। এই পদ হইতেই তিনি “নবমুন্সী” নামে খ্যাত হন।

মুন্সীগিরিতে নবকৃষ্ণ ড্রেক ও হলওয়েলের বিশেষ প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। এখন বাহাকে পররাষ্ট্রসচিব (Foreign Secretary) বলে, ক্রমশঃ তাঁহার হস্তে সেই পদের উপযুক্ত কার্যভার দেওয়া হইল। সিরাজ-উদ্দৌলা সেবার কলিকাতা লুটিয়া, কলিকাতাকে আলীনগর নাম দিয়া চলিয়া গেল। মাস্তাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াটসন্ কলিকাতা উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। তাঁহারা আসিয়া কলিকাতা পুনরাবিকার করিলেন এবং ড্রেক, হলওয়েল ও মুন্সী নবকৃষ্ণের মুখে সমস্ত অবগত হইয়া সিরাজের সর্বনাশার্থ মুরশিদাবাদের যড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। ক্লাইব নবকৃষ্ণের কার্যদক্ষতার তাঁহাকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করিতেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলে নবাব পুনরায় কলিকাতা আক্রমণার্থ কেন্দ্রারসি মাসে কলিকাতার পূর্বে হাল্গিসিবাগান নামক স্থানে আমীরচাঁদের (উমী চাঁদের) বাগানে ছাউনী করিলেন। ক্লাইব নবাব-শিবিরের বলাবলের সঠিক সংবাদ পাইবার জন্য মুন্সী নবকৃষ্ণকেই নানাবিধ উপঢৌকন সহ দূতরূপে পাঠাইয়া দিলেন। নবকৃষ্ণ প্রেক্ষাভাবে দূতরূপে গিয়া নবাবের ক্রোধশান্তি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু গোপনে নবাবের সৈন্তবলাবলের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া আসিয়া ক্লাইব প্রতীতিকে জানাইলেন। পরদিন প্রত্যুষে অতিশয় কুজ্জটিকা হইল। ক্লাইব স্বেযোগ বুঝিয়া সৈন্তে অগ্রসর হইয়া নবাবকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিলেন।

ইতিপূর্বে নবকৃষ্ণ নবাবীপাখিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৩০০ গৌড় আনাইয়া তাহাঙ্গিকে হাল্গিসি বাগান, নন্দন-বাগান ও বজবজ অঞ্চলের জঙ্গলময় স্থানে লুকাইয়া রাখেন। নবাবের লোকেরা তাহার বিস্মায়াত সন্ধান পায় নাই। ইংরাজ-সৈন্ত কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, ঐ গোপগণ তাহাদের অগ্রবলরূপে নানা স্থান হইতে বাহির

হইয়া পড়িল। তাহাতেই নবাবের সৈন্তগণ ইংরাজদিগকে বহুবলবৃদ্ধ মনে করিয়া সাহসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্লাইব অন্নরাসেই কলিকাতা উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সময়ে নবকৃষ্ণ না থাকিলে বুটানের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য বজ্রভূমি পরিত্যাগ করিতেন। ক্লাইব নবকৃষ্ণের কার্যকুশলতা কখন বিস্মত হন নাই। তিনি নবকৃষ্ণের উপর এতদূর সম্বন্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, একটা স্বেযোগ পাইলেই তাঁহাকে বড় লোক করিয়া দিবেন।

রোভারেল লজ সাহেব লিখিয়াছেন, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, তৎকালে নবকৃষ্ণ আপনার জীবনের প্রীতি মমতা না রাখিয়া কলতার জাহাজবাসী ইংরাজদিগকে জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসকাল রসদ যোগাইয়াছিলেন।* এ সময়ে নবকৃষ্ণ দুর্দান্ত নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগকে এক্ষণে রক্ষা না করিলে তাঁহারা খাদ্যাভ্রাবে কিরূপ বিপদে পড়িতেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে যড়যন্ত্র হয়, তাহাতে নবকৃষ্ণ ইংরাজপক্ষের যন্ত্রনরূপ ছিলেন। তিনি জগৎ শেঠ প্রভৃতির সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য ক্লাইব কর্তৃক মুরশিদাবাদে ছদ্মবেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই যড়যন্ত্রের সমস্ত লেখাপড়া নবকৃষ্ণ দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। মীরজাকরের সহিত বন্দোবস্ত, উমিচাঁদের নামীয় সাদা ও লাল চুক্তিপত্র সমস্তই নবকৃষ্ণের লিখিত।

নবকৃষ্ণ মুরশিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মুখে ভাবী স্বেযোগ অবগত হইয়া ক্লাইব যুদ্ধবাত্রায় সাহসী হন। যখন পলাশীপ্রাঙ্গণে ক্লাইব সৈন্তে উপস্থিত হইলেন, নবকৃষ্ণ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে অনেক জমিদার ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সময় বর্জমানের রাজা কএক জন অথারোহী এবং নবাবীপাখিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কএকটা তোপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজগণ পূর্বে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে, যেক্ষণ বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে আর তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, বিনাযুদ্ধেই তাঁহারা কৃতকার্য হইবেন; কিন্তু সময়ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীষণ গোলাবৃষ্টিতে তাঁহাদের চক্ষুস্থির হইল। ইংরাজ পক্ষের পদে পদে পদস্থলন ও পতন হইতে লাগিল। বিবম অস্তিত্বের অভিযুগে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য। ক্লাইব প্রভৃতি সেই বিবম সঙ্কটকালে নবকৃষ্ণকেই মীরজাকরের নিকট পাঠাইতে সক্ষম করিলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভুর কার্যসাধনার্থ জীবনের

* Rev. Long's Selections from the Unpublished Records, No 235, p. 93 foot-note

প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া বহুকষ্টে মীরজাফরের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ভবিষ্যতে সিংহাসনপ্রাপ্তির কুহকে মুগ্ধ হইয়া মীরজাফর গৈসেজে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। নবকৃষ্ণ ঐ সুলংবাৎ ক্লাইবকে আসিয়া নিবেদন করিলেন। পলাশী-ক্ষেত্রে এইরূপে ইংরাজের জয় ঘোষিত হইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব প্রকাশ্য দরবারে মুরশিদাবাদের মুলদনে মীরজাফরকে বসাইলেন। মুন্সী নবকৃষ্ণও এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। দরবার ভঙ্গ হইলে যখন ওয়াল্‌স্, ওয়াইন্স, লুসিংটন, ক্লাইব এবং ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় (আম্‌দুলের রাজগোষ্ঠীর পূর্বগুরু) নবাবের ধনাগার দেখিতে যান, তখন নবকৃষ্ণও ছিলেন। এই ধনাগারের ছই কোটি টাকা ক্লাইব প্রভৃতি ভাগ করিয়া লন। তৎসাময়িক ইতিহাস-লেখকরা বলেন যে, এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিরাজের অস্তঃপুরে আর একটা গুপ্ত ধনাগার ছিল। তাহার বিবরণ ইংরাজেরা কেহ জানিতেন না। মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় ও মুন্সী নবকৃষ্ণ এই ধনাগার হইতে ৮ কোটি টাকার স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্নাদি প্রাপ্ত হন।

জুন মাসে পলাশীর যুদ্ধ হয়, স্মরণার্থ শারদীয় পূজার অতি অল্পদিন ব্যবধান থাকিলেও নবকৃষ্ণ বিরাট ব্যবস্থা করিয়া বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন করিলেন এবং বিস্তর লোক লাগাইয়া সেই দালান নির্মাণ শেষ করিয়া সেই বৎসরই নূতন দালানে মহা সমারোহে মহামায়ার অর্চনা করিলেন। শোভাবাজার রাজ-বংশের পুরাতন বাটীতে এই বৃহৎ দালান আজিও বর্তমান। লক্ষ্যে, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে এই উৎসবে নর্তকী ও নহবতাদি আনান হয়। কৃষ্ণানবমী হইতে পক্ষকাল এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও এই রাজবংশে সেই নিয়ম বর্তমান আছে। নবকৃষ্ণের প্রথম পূজার কর্ণেল ক্লাইব প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন*।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগকে তিনি যত টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা শোধ করিতে না পারায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইলেন। এই সময়েই মহারাজ নন্দকুমার হুগলী হিজলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ান ছিলেন। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বিলার্ভে গেলেন। বাল্মিটার্ট কলিকাতার গবর্নর হইলেন। মীরজাফর সন্ধিকালে ইংরাজদিগকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দিতে না পারিয়া নদীয়া

ও বর্ধমানের রাজস্ব ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজ নন্দকুমার উহার তহশীলদার হইলেন। ইহা ক্লাইব থাকিতেই হয়। কিন্তু বাল্মিটার্টের সময় ইহাতেও হিসাব পরিষ্কার না হওয়ার মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম, খন্দরের দূত হইয়া কলিকাতার হিসাব মিটাইতে আসেন। ইংরাজেরা দেখিলেন, মীরকাশিম মীরজাফর অপেক্ষা সুবেদার হইবার অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। অমনি তাঁহার সহিত নবকৃষ্ণের মধ্যস্থতার কথাবার্তা ও সন্ধি স্থির করিয়া ইংরাজরাজ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিলেন। মীরকাশিম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দেই নবাব হইয়া ইংরাজদিগকে ২০ লক্ষ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম দান করিলেন। কিন্তু ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল। মহারাজ নন্দকুমার দেওয়ান হইলেন। তিনি মীরজাফরের দেয় ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে এক দশা ২ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। যে চিঠির মারফতে এই টাকা আসে, তাহা মুরশিদাবাদ হইতে নন্দকুমার ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বরে লেখেন। এই সময় নবকৃষ্ণ ইংরাজের কান্দী দপ্তরে কার্য করিতেন এবং টাকা কড়ির বাটার হিসাবও তাঁহার হাতে ছিল। নন্দকুমারের ঐ চিঠিতে লিখিত ছিল যে, যে তোড়ায় মেরুপ টাকা যত আছে, তাহার এক ফর্দ মুন্সী নবকৃষ্ণকে পাঠান হইল। তখনকার বিভিন্ন নবাবের বিভিন্ন ওজনের টাকা ছিল, কাজেই বিভিন্ন টাকার বাটার হিসাবের ব্যবস্থাও করিতে হইত।*

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পুনরায় এদেশের গবর্নর হইয়া আসিলেন। এসময় নবাব সরকারেও নবকৃষ্ণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজের পক্ষে তিনি যেমন বোলখানা টানিয়া চলিতেন, নবাবের পক্ষেও সেইরূপ। স্বয়ং ক্লাইব সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে গোপনীয় পত্রাদিও নবকৃষ্ণই মুরশিদাবাদে লইয়া যাইতেন।†

যখন মীরকাশিমের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন মেজর আডামস্ সেনাপতি হইয়া যান। নবকৃষ্ণ তাঁহার বেনিয়ান (রাজনৈতিক মৃৎসূক্ষী) হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। যুদ্ধে আহত ও পীড়িত হইলে মেজর আডামস্‌কে লইয়া নবকৃষ্ণ যে সময় কলিকাতায় আসিতেছিলেন, সে সময়ে নবাবের একদল লুণ্ঠনকারী-সেনা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। নবকৃষ্ণ নিজ জীবন উপেক্ষা করিয়া কৌশলে মেজরকে রক্ষা করেন। এই সময় মহারাজ নন্দকুমার বিহারপ্রবাসী দিল্লীর বাদশার সহিত বড়বন্দ করিয়া ইংরাজদমনের চেষ্টা করেন। জেনারেল কার্ণাক তাহা জানিতে

* রাজবাটীর এই নাচ ইংরাজদিগের রাজলিক বলিয়া অনেক ইংরাজ এখন পর্যন্ত শোভাবাজারের রাজবাটীতে নাচ দেখিতে উৎসুক। একাংশ করেন।

* Persian Dept.—Letters received 1764. L. No. 311, dated 26 Dec. 1764 (Nundcoomar to Vansittart.)

† Persian Dept. Letters written 1764-65, No. 218, dated 22 Dec, 1764 & No. 7 of 65 (C. R. Clive to Nawab.)

পারিয়া নন্দকুমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতার পাঠাইতে চাহেন। মুন্সী নবকৃষ্ণ ও অজ্ঞাত সন্ন্যাস লোকে মধ্যস্থ হইয়া কাৰ্ণাটকে নিরস্ত করেন। নন্দকুমারের বিপক্ষে বাঙ্গা-টাটের লিখিত বিবরণ পড়িয়া, ক্লাইব নন্দকুমারকে নায়েব সুবাদারী হইতে পদচ্যুত করিয়া, পাছে তিনি আবার দিল্লীর বাদশা বা ফরাসীদের সহিত পরামর্শের সুযোগ পান, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে একবারে চট্টগ্রামে নির্বাসিত করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া অসু-রোধ করায়, ক্লাইব তাহা করেন নাই। মহম্মদ রেজা খাঁ মহারাজ নন্দকুমারের পদে নিযুক্ত হন। [নন্দকুমার দেখ।]

এই সময়ে দিল্লীর বাদশা ইংরাজদিগের সাহায্যে দিল্লীর বাদশাহী দূত করিতে চেষ্টা পান। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাইব মুর্শিদাবাদে গিয়া নূতন নবাব নজমউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেখানকার ব্যবস্থা করিয়া ক্লাইব আলাহা-বাদে যান। নবকৃষ্ণও সঙ্গে গিয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব, মোগল বাদশার প্রধান মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলার সহিত বাদশা শাহআলমের বিবাদ চলিতেছিল। সুজাউদ্দৌলা বাদশার আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সূত্রে নবাব সুজাউদ্দৌলা আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ ইংরাজদিগকে দান করেন। ইংরাজেরা এই চুই প্রদেশ বাদশাকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা এই তিন সুবার রাজস্ব একত্র ২৬ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হন। সুজাউদ্দৌলা ও বাদ-শার সঙ্গে এই সকল কথাবার্তা স্থির করা, তাঁহাদের দর-বারে এই কার্য উপলক্ষে যাতায়াত করা এবং উভয়ের সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহার মুশাবিদা করা, এ সমস্তই নবকৃষ্ণ করেন। এমন কি, শুনা যায় আলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ বাদশাকে দিয়া তৎপরিবর্তে তিন সুবার দেওয়ানী প্রার্থনার পরামর্শ নবকৃষ্ণই ক্লাইবকে দিয়াছিলেন। এতদিন বাঙ্গালায় নবাব সরকারে রায়রায়গণ বা দেওয়ান ভ্রলভরায় প্রভৃতি যে পদে কার্য করিতেন, প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ-কোম্পানী এই দেওয়ানী লইয়া সেই পদের কর্মই গ্রহণ করিলেন।

বাহাহউক এই সকল মহৎকার্য্য নবকৃষ্ণ মুন্সীদারী অচার-ক্লপে সম্পাদিত হওয়ার লর্ড ক্লাইব তাঁহার উপর বিশেষ সন্তু-হইয়া বাদশার নিকট হইতে তাঁহাকে “রাজা বাহাহুর” উপাধি প্রদান করেন। বাদশা তাঁহার উপর সন্তু হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ সঙ্গে তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনবদার পদে নিযুক্ত

করিয়া নিজ দরবারের ওয়রাহ শ্রেণীতে গণ্য করিলেন। এই উপলক্ষে নবকৃষ্ণ ৩ হাজার সওয়ার, ঝালদার পাল্কী, নাকারী বাজনা, তোগ নামক ধ্বজা, আশাদোটা ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। সুজাউদ্দৌলাও ইহাকে একটা স্বতন্ত্র ‘খেলাৎ’ দিয়াছিলেন। এই সময়েই লর্ড ক্লাইবের অসুরোধে সম্রাট শাহআলম নবদীপাধিপতি ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও “মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাহুর” উপাধি প্রদান করেন।*

ইহার পর লর্ড ক্লাইব ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাহুর কামীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজা বলবন্তসিংহের সহিত তাঁহার জমিদারী ও কোম্পানীর অধীনস্থ সুবা বেহারের সীমান্ত-বিষয়ক বন্দোবস্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। এখানেও রাজা নবকৃষ্ণ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময়েই বিখ্যাতের নাটমন্দিরে রাজা নবকৃষ্ণ স্বনামে “নবকৃষ্ণেশ্বর” নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে পাটনানগরে আসিয়া তথাকার শাসনকর্তা রাজা সেতাব রায়ের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। এস্থলেও রাজা নবকৃষ্ণই সমস্ত নির্বাহ করেন।

তাহার পর কলিকাতার আসিয়া ক্লাইব মহম্মদ রেজা খাঁকে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে নায়েব দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি তৎকালে নায়েব সুবাদারীপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তিতে প্রকৃতপক্ষে নায়েব সুবাদারীপদ (খাল-সার দেওয়ানী) কোম্পানীরই হইল, সুতরাং ক্লাইব নায়েব সুবাদারীপদ উঠাইয়া দিয়া নায়েব দেওয়ানীপদের সৃষ্টি করিয়া সেই পদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করেন।

মহারাজ নন্দকুমারই তখন হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন। তাহার পর ক্লাইব কলিকাতার আসিয়া রাজা নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাঁহার কৃতকর্মের পুরস্কার দিতে মনস্থ করিলেন। এই সূত্রে তিনি আবার সম্রাট শাহ-আলমকে লিখিয়া ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা নবকৃষ্ণের জন্ত “মহারাজা

* নবকৃষ্ণের বংশধরেরা বলেন, রাজা নবকৃষ্ণই চেষ্টা করিয়া ঐ উপাধি দেওয়ান, কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নবকৃষ্ণ সে সময়ে ক্লাইবের মুন্সী ছিলেন বলিয়া এ সম্বন্ধেও লেখা পড়া তাঁহার হাত দিয়া হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রকে বাদশার নিকট পরিচিত করিতে বা তাঁহাকে উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্ত নবকৃষ্ণের মত লোকের চেষ্টার তখন বিশেষ আবশ্যক না হওয়াই সম্ভব। কারণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখনও মোগলদরবারে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন। তবাবাদ সমুদায় হইতে তিনি পর্য্যন্ত সকলেই দিল্লীর দরবার হইতে ফরমান বলে “রাজা” উপাধি পাইয়াছিলেন।

[কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।]

“বাহাদুর” উপাধির করমাণ আনাইলেন। এ সময়ে সজা-টুও তাঁহাকে ছয়হাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করিলেন ও চতুঃসহস্র, সওয়ার রাখিবার ক্ষমতা দিলেন। যেদিন এই সকল খেলাং আসিয়া পৌঁছিল, সেইদিন ক্লাইব যখন সেই সকল দ্রব্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন নবকৃষ্ণও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে আর্কটের নবাবের নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল। ক্লাইব তখনই নবকৃষ্ণকে তাঁহা পড়িতে অমুরোধ করিলেন। নবকৃষ্ণ চিঠি খুলিয়াই দেখিলেন, নবাব এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার স্বার্থহানি হইতে পারে। ইহা দেখিয়াই তিনি সে পত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন।*

আর্কটের নবাবের পত্রে লর্ড ক্লাইব রাজা নবকৃষ্ণের পূর্ন-পরিচয় পাইয়া মহা আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃতকর্মের প্রশংসা করিয়া এক স্বর্ণপদক প্রস্তুত করাইলেন। তাহার পর একদিন দরবার করিয়া ক্লাইব রাজা নবকৃষ্ণকে বাদশাদন্ত মহারাজ বাহাদুর, ছয়হাজারী মনসবদারীর ফরমাণ, দশবিধ খেলাং (ঘোড়া, জোড়া, চামর, শিরপেঁচ, ছাতা, পাখা, হাতী, ঝালরদার পালকী, ঘড়ী, তলওয়ার এবং কুণ্ডল, মুক্তামালা প্রভৃতি রত্নালঙ্কার) প্রদান করিলেন। একদল সিপাহীকে তাঁহার দ্বাররক্ষিপদে নিযুক্ত করিয়া, নিজে হাত ধরিয়া হাতীর উপর হাওদায় বসাইয়া দিলেন। এই সমস্ত রেশালার সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজ কোম্পানীর প্রশংসাহতক স্বর্ণপদক ধারণ করিয়া নাকারা বাজাইতে বাজাইতে হস্তারোহণে স্থানে ফিরিলেন। আসিবার সময় নগর উৎসবময় হইয়া উঠিল, রাস্তায় দর্শক জমিয়া গেল। মহারাজ সমবেত দরিদ্রদিগের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা বণ্টন করিতে করিতে বাড়ী আসিলেন। তৎপরে ক্লাইব তাঁহার হস্তে কোম্পানীর কয়েকটি প্রধান প্রধান কার্যবিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। মুন্সীদপ্তর (ফারসী দপ্তর) বরাবরই নবকৃষ্ণের অধীনে ছিল, তৎপরে ক্রমশঃ আরজবেগী দপ্তর (আবেদনপত্রাদি গ্রহণ-বিভাগ), মালখানা (ধনাগার), ২৪ পরগণার মাল আদালত, (২৪ পরগণার রাজস্ব-সংক্রান্ত আদালত), ২৪ পরগণার তহসীল দপ্তর (২৪ পরগণার কালেক্টরী কাছারী) প্রভৃতি তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। এই সকল কার্য তিনি পাবনার বাগানের নিজ বাটীতে বসিয়াই সম্পন্ন করিতেন।

এই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃবিয়োগ হয়। কথিত

আছে, মাতৃশ্রীকে মহারাজ নবকৃষ্ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আহৃত অনাহুতের আহ্বারের ভক্ত এত জব্বারির আয়োজন হইয়াছিল যে শুনা যায়, যে স্থলে ভাণ্ডার হইয়াছিল, (আধুনিক ফুলবাগান নামক পল্লীতে) সে স্থলে প্রকৃতই ঘৃত, তৈল, দধি ও ছত্থের চৌবাচ্চা নির্মাণ করাইতে হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধে বাঙ্গালান্ত্র তখনকার সমস্ত রাজা, মহারাজ ও জমীদারই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র কোনও কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠাইরাছিলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল এবং এত বড় সভা সেকালে আর হয় নাই। শিবচন্দ্র এই সভার উপস্থিত হইয়া সভার আয়োজন দেখিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, “এ যে দক্ষবজ্রের ব্যাপার দেখিতেছি।” নবকৃষ্ণ গুনিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “রাজকুমার! আমার বিবেচনায় ইহা তাহা অপেক্ষাও অধিক, কারণ দক্ষের যজ্ঞসভায় শিবের আগমন হয় নাই, কিন্তু এ সভায় স্বয়ং শিবচন্দ্র উপস্থিত।” এই শোভাসম্পন্ন সভা হইতেই নবকৃষ্ণের বাসপল্লীর মাতা-গোষ্ঠাস্বামীর মহাল, মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ও পাবনার বাগান ইত্যাদি নাম পরিবর্তিত হইয়া সভাবাজার বা শোভাবাজার হইয়াছে।

ক্লাইব চলিয়া গেলে ভেরেলেষ্ট কলিকাতার গবর্নর হন। তাঁহার সময়েও নবকৃষ্ণের ঐ সকল পদমর্যাদা ছিল। ভেরেলেষ্ট তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন, ভেরেলেষ্ট আপন গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব শেখবার আসিয়া তাঁহাকে কোম্পানীর কমিটির রাজনৈতিক বেনিয়ান* (মুন্সুফী) করিয়াছিলেন। ভেরেলেষ্টের সময়ে নবাব মনির-উদৌলা যখন ইংরাজের অমুরোধে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন।†

ভেরেলেষ্টও ক্লাইবের স্থায় নবকৃষ্ণকে অতিশয় বিশ্বাস

* Banyan—‘Banyans in fact, have principal share, as deputies and interpreters, in every department of the Government as well as of the commercial concerns of the English East India Company. A Banyan is a person (either acting for himself or as the substitute of some great black merchant) by whom the English gentlemen in general transact all their business. He is interpreter, head book-keeper, head-secretary, head-broker, supplier of cash and cash-keeper, and in general also secret-keeper. He puts in clerks, porters &c and whose honesty, he is deemed answerable and conducts all the trade of his master &c’.—Bolt’s Indian Affairs, Vol. I. p. 85.

† Persian Dept. Letters received in 1767-68. Letter No. 32 (From Nabob Monier-uddowlah to Gov. Verelst.)

করিতেন এবং ভালবাসিতেন। এ সময়ে নবকৃষ্ণ যদিও ইংরাজের প্রসাদে প্রভূত ক্ষমতাসালী এবং বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুসমাজে ততটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তখনও মুসলমান-সমাজে মহম্মদ রেজাখাঁ মুখপাত্র এবং হিন্দুসমাজে মহারাজ নন্দকুমার শীর্ষস্বরূপ বর্তমান। তখনও হিন্দুর জাতিমালা-কাঙ্ক্ষারী নন্দকুমারের হস্তে। তখনও আপামর সাধারণে সামাজিক বিষয়ে নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, কাজেই দেশের আভ্যন্তরীণ প্রভুতা তখনও নন্দকুমারের একচেটিয়া রহিয়াছে। ইহার উপর তখনও নবকৃষ্ণের ভূসম্পত্তি কিছুই নাই, নওয়াপাড়া নামে সামান্য একটু মহাল তাঁহার ছিল মাত্র; সুতরাং নগদ অর্থে অতুল ধনী হইয়াও নবকৃষ্ণ দেশীয় লোকের নিকট একটা বিশেষ সম্মান দাবী করিতে পারিতেন না। রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, প্রভু-লোলুপ ইংরাজ কোম্পানীকে তিনি ইচ্ছা মত করাগ্রে ঘুরাইতে কিরাইতে পারিতেন, নবাব সরকারেও ইচ্ছা করিলে অনেক হু ও কু ব্যাপার বাধাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়ের সমাজে স্বশ্রেণীতে তখন তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি ছিল না। মাতৃশ্রদ্ধের আয়োজনে তাঁহার নিজের এই ক্ষমতার অভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। যদিও তিনি রাজ্যের সমস্ত রাজা, মহারাজ ও জমীদারবর্গকে স্থালরে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিলেন, তবুও তিনি আপনাকে সামাজিক সম্মানে অনেকটা বঞ্চিত, তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সে সময়ে কৌলীন্দ্ৰ-মর্যাদার পূর্ণ আদরের সময়। সেই সময় তাঁহার জায় একজন নূতন অভূষিত মৌলিক কার্যস্থের মাতৃশ্রদ্ধের জায় সামাজিক ব্যাপারে ওরূপ বিপুল আয়োজন করিতে হইলে যে কিরূপ বিনয় ও হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা তৎকালের সামাজিক ব্যাপারের ব্যবস্থা বাহারা জানেন, তাঁহারাই অনুমান করিতে পারিবেন। বাহা হউক মাতৃশ্রদ্ধের পর হইতে নবকৃষ্ণ সামাজিক প্রভুতা লাভে সচেষ্ট হইলেন। এই চেষ্টার মুখপাতে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন আত্মাঙ্গ-চণ্ডাল সকল সমাজই নন্দকুমারের হস্তে। তাহার উপর নন্দকুমারের রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁহা অপেক্ষা যে বড় অন্ন ছিল তাহাও নহে। নবকৃষ্ণ দেখিলেন এই নন্দকুমারকে কোনরূপে ধ্বংস করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; সুতরাং তিনি সেই চেষ্টার পরোক্ষভাবে নিযুক্ত হইলেন। উদীয়মান ইংরাজ-প্রভু তাঁহার মুষ্টিয় মধ্যে, সুতরাং তাঁহার আর চিন্তা কি? এই সময়ে নন্দকুমারের ভাগ্যচক্রও কিরিতেছিল। ইংরাজেরা

তাঁহার প্রতি কখন ভুট কখন রুট হইতেছিলেন। তেরেলেটও ক্লাইবের জায় প্রথমতঃ নন্দকুমারকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের উত্তেজনায় বিরক্ত হইয়া পড়েন। সুকৌশলী নবকৃষ্ণ এই শুভ অবসর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তেরেলেট বাহাতে পুনরায় নন্দকুমারকে অনুগ্রহ করিতে না পারেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইহা হইতেই নন্দকুমার-নবকৃষ্ণ বিবাদ হুচিত হয়।

এই সময় আরও এক ঘটনা ঘটে, তাহাতে ঐ বিবাদ দৃঢ়ীভূত হয় ও নন্দকুমারের সমধিক হানি ঘটে। নবকৃষ্ণ এ সময় বিপুল ক্ষমতাসালী হইয়াছিলেন। ক্ষমতা হইলেই লোকের কিছু না কিছু অত্যাচারবৃত্তি ক্ষুরিত হয়; মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রেও সে কলঙ্ক স্পর্শিতা ছিল। নবকৃষ্ণেরও সেই দোষ খটল। অনেকে তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত ইংরাজের আদালতে তাঁহার নামে নানা প্রকার অভিযোগ করিতে লাগিল। অবশ্য ঐ সকল অভিযোগ সঙ্ক্ষে সপক্ষে বিপক্ষে অনেক প্রবাদ ও প্রমাণ আছে। কেবল প্রবাদ হইলে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলিত; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, তখন ইংরাজ আদালতের কাগজপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ সকল অভিযোগের উল্লেখ আছে, তখন কেবল প্রবাদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। ঐ সকল অপরাধের জন্ত তিনি ইংরাজ আদালতে রীতিমত অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনকার মেয়র-কোর্টের জনৈক জজ তাহা কতক কতক ছাপাইয়া গিয়াছেন। এই মুদ্রিত কাগজপত্র হইতে নবকৃষ্ণের দুইটা গুরুতর অপরাধের বিবরণ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণ উদ্ধারের উদ্দেশ্য কেবল নবকৃষ্ণের দোষাদোষ অনুসন্ধান নহে, ইতিহাসের পবিত্রতা-রক্ষা ও সত্যাবধারণ আদ।

তখন কলিকাতায় একপ্রকার সেশন আদালত ছিল। ইহা বৎসরে চারিবার বসিত, এইজন্ত ইহাকে কোর্ট অফ কোয়ার্টার সেশন (Court of Quarter Sessions) বলিত, এই আদালতে কলিকাতার গবর্নর প্রধান বিচারপতি ও আর তিনজন কাউন্সিলের সদস্য বিচারক নিযুক্ত হইতেন। এখানে বিচারে সহায়তার জন্ত সেরিফকর্তৃক জুরী নিযুক্ত হইত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে (বাং ১১৬৩ সালের চৈত্র মাসে) গোকুল সোণার নামে এক ব্যক্তি নবকৃষ্ণের নামে উক্ত আদালতের গ্রাণ্ড জুরির নিকট অভিযোগ করে। উক্ত অভিযোগপত্র প্রথমতঃ কোন লিট্‌স্ অফ দি পিসের সমক্ষে শপথ করিয়া দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গবর্নর উহাকে জমীদারী আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করেন। তখন কোজদারী বিচারের জন্ত জমীদারী কাহারী নামে

এক আদালত ছিল। সেখানে বোর্ডের একজন সদস্য বিচারক থাকিতেন। এই আদালত হইতে কোজদারী নালিশের তদারক হইত। গোকুল সোণার অগত্যা এই আদালতে নালিশ করিল। যে জট্টিস্ অক দি পিসের নিকট গোকুল নালিশ করে, সেই ব্যক্তিই তখন জমীদারী আদালতের বিচারক ছিলেন। ২০শে তারিখে জট্টিস্ ফ্লয়ারের নিকট এই দরখাস্ত দাখিল হয়। উহার অর্থ এইরূপ,—১লা ফাল্গুন নবকৃষ্ণের এক হরকরা, রাম সোণার ও রাম বেণিয়ার সঙ্গে গোকুল সোণারের বাড়ী গিয়া ডাকে এবং বলপূর্ব্বক তাহার অস্ত্রপু্রে প্রবেশ করিয়া বলে যে তাহারা তাহার ভয়ীকে নবকৃষ্ণ মুন্সীর ভোগের জন্য লইয়া যাইতে তাঁহার নিকট হইতে আদেশ পাইয়া আসিয়াছে। গোকুল সোণার তাহাদিগকে সাধ্যমত বাধা দেয় এবং কোম্পানীর মোহাই দিতে থাকে। নবকৃষ্ণের লোকেরা তাহা শুনিয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে অতি কুৎসিত গালি দিতে দিতে তাহার মাতাকে ধরিয়া লইয়া নবকৃষ্ণের নিকট চলিয়া যায়। পরদিন রাম সোণার ও রামবেণে আর একজন হরকরা আসিয়া গোকুল সোণার ও তাহার ছোট ভাই কৃষ্ণসোণারকে ধরিয়া লইয়া নবকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত করে। নবকৃষ্ণ উভয়কে কালেক্টরের কাছারীতে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন। গোকুল সোণার ও কৃষ্ণসোণার জামীন দিতে চাহে, নবকৃষ্ণ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। নিজের বরকন্দাজ সঙ্গে দিয়া কাছারীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে ইহাদিগকে দুইদিন তিন রাত্রি তুড়ুমে বদ্ধ হইয়া বন্দী থাকিতে হয়। নবকৃষ্ণ ইহাদিগকে আহার দিতে বা স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে রামসোণার লোক লইয়া গিয়া উহাদের ভয়ীকে ধরিয়া আনিয়া দিল। নবকৃষ্ণ তাহাকে একদিন আটক রাখিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করেন। তাহার পর নবকৃষ্ণ বন্দীদেরকে আনাইয়া গবর্ণরের বাড়ীর সম্মুখে কোম্পানীর হরকরার আড্ডায় পাঠাইয়া দেন; ১৭ই মার্চ তারিখে (১১৬৪ বৈশাখ মাসে) রাত্রি ১০টার সময় নবকৃষ্ণের ৫ জন পাইক ও একজন বরকন্দাজ আসিয়া গোকুলের কনিষ্ঠকে আবার ধরিয়া লইয়া যায়।

মিঃ বোলট্‌স্ বলেন, “এই নালিশ হইল, কিন্তু ইংরাজের তখনকার আইন অনুসারে কোন বিচারই হইল না, নবকৃষ্ণের নামে ওয়ারেন্ট হওয়া বা তাঁহার জামীন লওয়া অথবা পরবর্তী সেশনে এ বিষয়ের কোন উচ্চ বাচ্য না হওয়ার গোকুল সোণার জট্টিস্ ফ্লয়ারের সহিত দেখা করিল, কিন্তু ফ্লয়ার তাহাকে সেশন কোর্টের নাম করিতে গুনিয়াই চাবুক মারিবার ভয় দেখান।

গোকুল তাহার পর জমীদারী আদালতে পুনঃ পুনঃ দরখাস্ত করিয়াও আর এ বিষয়ের কোনই প্রতিকার করাইতে পারে নাই।”

মিঃ বোলট্‌স্ আরও একটা গুরুতর অভিযোগের কথা তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এতলে তাহারও একটু উল্লেখ করা আবশ্যক।

রামনাথ দাস নামে তৎকালে কলিকাতায় একজন বণিক ছিলেন, এ ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে কাউন্সিলের সদস্য মিঃ জর্জ্‌ গ্রেয় বেণিয়ানও ছিলেন। মিঃ বোলট্‌স্ বলেন, এই গ্রে সাহেব মালদহের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু ইহার সহিত গবর্ণর ভেরেলেষ্টের বিবাদ হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই রামনাথ দাসকে সিলেট কমিটী হঠাৎ কারাবদ্ধ করেন। কমিটী বলেন, মালদহে ইনি যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, গ্রে সাহেবের বিপক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক, কিছুদিন বন্দিত্বের পর রামনাথ মুক্তি পান। এই রামনাথ গবর্ণর ও কাউন্সিলের নিকট ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল তারিখে এক দরখাস্ত করেন। রামনাথ দরখাস্তে বলেন, যে যখন তিনি বন্দী ছিলেন, তখন নবকৃষ্ণ মুন্সী অত্যাচারপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ৩৬ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন। নবকৃষ্ণ বন্দী দশায় রামনাথকে দেখিতে বাইতেন এবং সময় সময় নানা প্রতারণা করিয়া প্রলোভন দেখাইয়া অগ্রহারণ মাসে ২৪২০০ টাকা দামের একটা আঙ্গুটি, পোষ মাসে ৫০০ থান মোহর, চৈত্র মাসে ৪০০ থান মোহর ও ভাদ্রমাসে ৫০০ থান মোহর নিজে গ্রহণ করেন, এবং ২ হাজার টাকা দামের এক জোড়া বুটাদার শাল আপনার লোককে পুরস্কার দেওয়ান। নবকৃষ্ণ বলেন, তিনি রামনাথকে শীঘ্র মুক্তি দেওয়াইবেন এবং আবার মালদহের দেওয়ানী দিয়া পাঠাইবেন।

বোলট্‌স্ বলেন, এই দরখাস্ত পাইয়া ভেরেলেষ্ট ১৫ই এপ্রেল তারিখে রামনাথকে ডাকাইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে সুবিচারের আশ্বাস দিয়া বিদায় দেন, কিন্তু রামনাথ গবর্ণরের গৃহ হইতে দালানে পড়িবামাত্র সন্তোষ ও দীনমহম্মদ একদল বন্দুকধারী সিপাহী লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে ও পাৰ্শ্বীতে উঠিতে নিষেধ করে। অবশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া মুরশিদাবাদে পাঠান হয়। এখান হইতে রামনাথ দাস বোলট্‌স্কে ১৭ মাস বন্দিত্বের পর একপত্র লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, মহম্মদ রেজাখাঁ তাঁহার নিকট ভেরেলেষ্টের লবণের মূল্য, নৌকা ও কুলি খরচ ইত্যাদি হিসাবে ৬০ হাজার টাকা দাবী করিয়াছেন এবং দিতে না পারায় চাবুক মারিতে বলেন। তাহার পর তিনি ইংরাজ কমিটির অহুয়োদে মালদহের

অত্যাচারের বিচারার্থ গ্রাম্য বিচারালয়ে (Country-government) অর্পিত হন।*

বোলট্‌স্‌ বলেন, রাজা নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হওয়ায় ডেরেলেষ্ট রামনাথকে কোশল করিয়া এত কষ্ট দেন। মিঃ বোলট্‌স্‌ যাহাই বলুন, কিন্তু সিলেটে কমিটির ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল তারিখের কার্যবিবরণী পাঠ করিলে নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে উক্ত দুই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। তাহাতে দেখা যায়, কমিটির সম্মুখে উক্ত উভয় অভিযোগের বিচার হয়। এ ছাড়া নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এক ব্রাহ্মণকন্ডার সতীত্ব নাপনের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হয় এটা ষড়যন্ত্র মাত্র। কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে রামহুন্সর ঘোষ ও নিমু গাঙ্গুলি নামক দুই ব্যক্তিকে অর্থের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করেন। তাঁহারা বলেন যে, সে যদি নবকৃষ্ণের নামে তাঁহার স্ত্রীর সতীত্ব নাপনের দাবীতে নালিশ করিতে সম্মত হয়, তবে সে বিপুল অর্থ পাইবে। তাহার পত্নীকে এ কথার প্রস্তাব করিলে সে তাহার সতীত্ব নষ্ট হইবে বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। তাহার উপর তাহার স্বামী পীড়ন করিল। শেষে তাহারা তাহার অসম্মতিতেই নালিশ করিল। যেদিন কমিটিতে গোকুল সোণারের এবং রামনাথ দাসের অভিযোগের বিচার হয়, সেই দিন এই মোকদ্দমার বিচার হয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কমিটির সম্মুখে সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলে। এইরূপে উভয়

* পক্ষের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে তাহাতে জানা যায় যে মহারাজ নন্দকুমার, স্বয়ং মিঃ বোলট্‌স্‌, রামহুন্সর ঘোষ ও নিমু গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির প্ররোচনায় এই সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে কমিটির বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে, রামনাথ কলিকাতায় থাকিতে পাইবে, কিন্তু মালদহের অত্যাচারের জন্ত গ্রাম্যবিচারালয়ে অর্পিত হইবে। মিঃ বোলট্‌স্‌ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তিনি অপরাধী গণ্য হন এবং অনতিবিলম্বে ভারতভাগ করিতে আদেশ পান। মহারাজ নন্দকুমারও ঐ দোষে স্বীয় বাটীতে কিছুদিন পাহারা-বেষ্টিত থাকিতে আদিষ্ট হন। রামহুন্সর ঘোষ, নিমু গাঙ্গুলী ও অন্যান্য সাক্ষীকে আদালতে সর্বসমক্ষে চাবুক মারিয়া ইংরাজাধিকারের বাহিরে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই কার্যবিবরণীটি অতি বৃহৎ, সুতরাং তাহা উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না।

তাহার পর কাটিয়ার ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর হন। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে বিখখ্যাতি ছিয়াত্তর মন্বন্তর ঘটে। এই সময়ে নদীরা রাজ্যের বিস্তর রাজস্ব বাকী পড়িয়া

ছিল। তাহা আদায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত রিচার্ড বেচার প্রভৃতি নিযুক্ত হন। কিন্তু নবদ্বীপাধিপতি কোন ব্যবস্থা না করায় তাঁহার দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারিরা তিন-বৎসর মেয়াদে নদীরা রাজ্য ইজারা বিলি করিতে বলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ ও কলিকাতার অন্যান্য বণিকেরা ইজারা লইতে সম্মত হন। বন্দোবস্ত স্থির হইলে নবকৃষ্ণ প্রভৃতি লোক পাঠাইয়া তহসীল (কর আদায়) আরম্ভ করেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা রাজ্যের স্বত্ব ও ক্ষমতা নষ্ট করিয়া আপনাদি সেই স্বত্ব ও ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা অত্যাচার করিতে লাগিলেন ও বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারী খাজনাও জমা দিলেন না। নবদ্বীপাধিপতি এই সময়ে সর্বনাশ সমুপস্থিত দেখিয়া ইংরাজ কর্মচারিগণের নিকট ইজারাদারগণের জ্বা-বন্দোবস্তে জমীদারীর ব্যবস্থা করিতে স্বীকার করায় দেওয়ানাদি কর্মচারীরাও সম্মত হইলেন। ইজারাদারেরা তখন অধিকার ছাড়িতে চাহিলেন না; তাঁহারা ইজারাদারীর স্বত্ব চাহিতে ছিলেন। ইংরাজ কর্মচারীরা তখন নবকৃষ্ণাদি ইজারাদারদিগের অসহুদেয় বৃত্তিতে পারিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় গবর্ণর কাটিয়ারকে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া এক পত্র পাঠাইলেন। ইজারাদারেরা এই সময় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কর আদায় করিয়াছেন বলিয়া নদীয়ার রাজা তাঁহাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন।*

নবকৃষ্ণ প্রভৃতি এই অভিযোগের কোন সহুদর দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের নিকট হিসাব পত্র চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই।† এ বিষয়ের কি মীমাংসা হয়, তৎসম্বন্ধে সরকারী কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় নাই।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণের বালাবজু ও ছাত্র ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ গবর্ণর হন। ইহার ১৩ বৎসর শাসনকালে মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রার্থনাব্যবহার পরিসীমা ছিল না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মাতার উপর মিঃ ব্রিষ্টো অত্যাচার করায় হেষ্টিংস্‌ নবকৃষ্ণকে তদন্ত করিতে পাঠান। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হেষ্টিংস্‌ নবকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মহাল নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে কলিকাতার উত্তরাংশস্থিত সূতাছুরী তালুকদারী প্রদান করেন। এই সনন্দ দিবার সময় অগ্রে নিমতলায় দত্তচৌধুরীরা পরে অন্যান্য পুরাতন গণ্যমান্য সন্তান

* Letters from the Zemindars & amils.—Letter dated 30-3-67. From R. Bechar to Governor Cartier. Received at Fort William 28-4-70.

† Vide do. Letter received at Fort William 15-9-70. From Bechar to Governor Cartier.

অধিবাসীরা বাগবাজারনিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়কে* অগ্রণী করিয়া গবর্ণরের নিকট এই আবেদন করেন যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এ স্থানে নতুন অধিবাসী, তাঁহার তাঁহার বহুপূর্ব হইতে এখানে বাস করিতেছেন, এক্ষণে প্রাচীন অধিবাসী হইয়াও যদি নবকৃষ্ণের প্রজা হইতে হয়, তবে তাঁহাদের মানের লাঘব হইবে। এতদ্ব্যতীত নবকৃষ্ণের হস্তে প্রজাপীড়ন হওয়াও সম্ভব। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া নবকৃষ্ণকে মফঃস্বলে একটি অধিক মূল্যের জমীদারী দিতে চাহিলেন। নবকৃষ্ণ বলিলেন যে, ইংরাজের ইচ্ছা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন যদি তিনি স্নাতকটী না পান, তাহা হইলে তাঁহাকে অতিশয় ধর্ম হইয়া পড়িতে হইবে। হেষ্টিংস কাজেই বাধ্য হইয়া দুর্গাচরণ প্রভৃ-
তিকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া ২৮ এপ্রেল তারিখে নবকৃষ্ণকে স্নাতকটীর তালুকদারীর সনন্দ দিলেন।

এই সময় তালুক স্নাতকটীর উত্তরসীমা বাগবাজারের খাল, পূর্বসীমা আপার সার্কিউলার রোড, পশ্চিমসীমা ভাগীরথী নদী ও দক্ষিণসীমা বড়বাজারের মধ্য দিয়া টাঁকশাল পর্যন্ত। কলিকাতার সর্বপ্রথম যে ইংরাজী জরীপ হয়। ঐ জরীপে স্নাতকটী তালুকের মধ্যেও কএকটা ব্লক (জরীপী খণ্ড) ইংরাজ কোম্পানী খাসে রাখেন। মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত তালুকদারীর এই বন্দোবস্ত হয় যে,—১, চৌকীদারী ব্যতীত সমস্ত তালুকের ১২৩৭৮/১০ বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানীর খনাগারে দাখিল করিতে হইবে। ২, তালুকে কৃষিকার্যের † ও সাধারণের ত্রিবিধি করিতে হইবে। ৩, প্রজাগণের ও অপরাধের অসন্তোষ না হয় এক্ষণে তাহা তালুকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ৪, তালুকদারীর আদবকায়দা রক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার করিতে হইবে। কোন প্রজার নিকট অজ্ঞার করিয়া অতিরিক্ত রাজস্ব লইলে উহার তিন গুণ টাকা দণ্ডস্বরূপ কোম্পানীকে দিতে হইবে।

এই তালুকদারী লইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত তখনকার কএকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা হয়। কুমারটুলীর দেও-
রান গোবিন্দরাম মিত্রের বাটীর জমীর কর লইয়া এক মোক-

দ্দমা হয়। গোবিন্দরাম কলিকাতার ফৌজদার, নারেন্দ্র, জমী-
দার ইত্যাদি পদে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার বাটী প্রথমে গোবিন্দপুরে ছিল। গোবিন্দপুরের দুর্গ-
নির্মাণের সময় গোবিন্দরাম স্বীয় বাসভূমির পরিবর্তে কুমার-
টুলীতে জমী পাইয়াছিলেন। ইহার কোন কর দিতে হইত না। গোবিন্দের পৌত্র দেওয়ান অভয়চরণের সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের মোকদ্দমা বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পর্যন্ত হয়। মোকদ্দমায় দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের বাড়ীর খাজনা নবকৃষ্ণ পাইবেন না বলিয়া স্থির হয়। শোভাবাজার রাজবাটীর পূর্বাংশে চূড়ামণি দত্ত নামে এক ধনী ছিলেন। এই চূড়ামণি দত্তের সহিতও নবকৃষ্ণের মোকদ্দমা হয়। মোকদ্দমা মিটিবার পূর্বেই চূড়ামণির আসন্নকাল উপস্থিত হয়। তাঁহার কিরূপে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে বা তাহাতে চূড়ামণির নিজের ইচ্ছা কি, জানিবার জন্য চূড়ামণির পুত্রেরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন। চূড়ামণি বলেন যে, তোমরা যাহা ইচ্ছা করিও, এখন একটা কথা রাখ, এক্ষণত ঢোলের বাজের সহিত আমাকে গঙ্গাতীরস্থ কর এবং আমি যে গানটী শিখাইয়া দিব, তাহাই গাহিতে গাহিতে চল। তাহাই হইল। গানটার শেষ কবিতা এইরূপ—

“সবাইকে ফেলে চুড়ো ঘষ জিনিতে যার।

নবা তুই দেখি যদি আর।”

কথিত আছে, নবকৃষ্ণের অত্যধিক বিবরাসক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ প্লেবোক্তি করা হয়। চূড়ামণি উপবিষ্টভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে শোভাবাজার রাজবাটীর সমুখ দিয়া গঙ্গাতীরে নীত হন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ বর্ধমানের ‘সাজাওলী’ পদে নিযুক্ত হন। বর্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের যত্ন হইলে, তাঁহার নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের ৮৭৪৭২৭ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। হেষ্টিংসের অনুরোধে মহারাজ নবকৃষ্ণ ঐ টাকা বর্ধমানাধি-
পতিকে ধার দেন এবং বর্ধমানের জমীদারীর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেন। নাবালক রাজকুমার তেজচন্দ্র তিন বৎসর কাল শোভাবাজার রাজভবনে ছিলেন। তখনকার রাজকীর কাগজ-
পত্র পাঠে জানা যায়, মহারাজ নবকৃষ্ণ উক্ত কার্যের জন্য বর্ধমানরাজ হইতে বার্ষিক ৫০০০০ টাকা পাইতেন। বর্ধমানের মহারাণীর সহিত বনিবনা না হওয়াতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত মহম্মদ রেজাখাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারই যত্নে মহম্মদ রেজাখাঁর ও সেতাবরায়ের মোকদ্দমা কাসিরা গেলে যখন নবকুমারের হাত হইতে হেষ্টিংস

* ইনি পক্ষীর দলের স্রষ্টকর্তা। ইহার এখনও বংশ আছে। তালুকদারী লওয়ার-সময় যদিও মুখোপাধ্যায় মহারাজ নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে দওয়ারমান হইয়াছিলেন, তথাপি শেষে তাঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায়ের পক্ষীর দল নবকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রায়ই গাহিতে আসিত।

† তখন কলিকাতার অন্তর্গত কৃকবাগান, গোপীবাগান প্রভৃতি স্থলে কৃষিকার্য হইত।

একে একে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বা তাহার আর কিছু পরে জাতিমালা-কাহারীর ভারও গ্রহণ করিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণকে দেওয়া হয়। মহারাজ নবকৃষ্ণের হইতে একটু কাতর হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, হেষ্টিংস অবশেষে একজন কারকের হাতে এই কাহারীর ভার দিয়া ভাল করিলেন না। যাহাউক এই কাহারীর ভার পাইয়া নবকৃষ্ণের একটা প্রধান মনোকষ্ট দূর হইল। সুতাহুটির তালুকদারী ও জাতিমালা-কাহারীর ভার পাওয়ার ঠাহারও ক্রমে ক্রমে সামাজিক মানসম্মত বাড়িয়া উঠিল।

বর্ধমানের সাজাওলীই মহারাজ নবকৃষ্ণের রাজনৈতিক কার্যের শেষকাণ্ড। ইহার পর-তিনি আর কোন রাজ-নৈতিক কার্যের ভার গ্রহণ করেন নাই।*

‘মহারাজা বাহাদুর’ হইবার কিছুকাল পরেই মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বাণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এক বৃহৎপাণ্ডার। তিনি বহুদিন হইতে এই কার্যের জন্য আরোজন করিতেছিলেন। শ্রীপোদ্গন্দ নামে বিগ্রহও প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বাঙ্গালার তখনকার সমস্ত বিখ্যাত দেববিগ্রহ অলোকা যাহাতে ভাস্কর-শিল্পে শ্রেষ্ঠ হয় তাহাই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ বিখ্যাত দেববিগ্রহগুলি দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহের স্তায় সৌন্দর্য্যশালী বিগ্রহ আর কোনটাই বোধ হইল না। শেষে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে ১১৭০ সালের শেষভাগে একদিন রাত্রিতে ঐ বিগ্রহ চুরি করিয়া নোকাযোগে কলিকাতায় আনেন। গোপীনাথ তখন নবদ্বীপাধিপতি রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের এই অভ্যুত্থানের কথা গবর্ণর জেনারেলের নিকট জানাইলেন। হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নহে, এক সন্ন্যাসীর ঠাকুর, উহাতে তাঁহার স্বয়ং নাই ইত্যাদি। কিন্তু হেষ্টিংস বিচার করিয়া ঠাকুর প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। নবকৃষ্ণ নিরুপার হইয়া

তৎক্ষণাৎ উদ্দেশ্যমত ভাঙ্গর আনাইয়া গোপীনাথের ঠিক অস্থরূপ আর এক বিগ্রহ নির্মাণ করাইলেন এবং হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র লোক পাঠাইয়া আপনার ঠাকুর লইয়া বান।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐরূপ চাকুরীর কথা শুনিয়া চিন্তাকুল হইলেন, কিন্তু গোপীনাথের পূজক ব্রাহ্মণ বলিল—আমার চিরসেবিত ঠাকুর আমি ঠিক চিনিয়া লইতে পারিব। তৎপরে কথিত আছে, পূজকও প্রথম দিন আসল ও নকল বিগ্রহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই, পরদিন সে কাতর হইয়া গোপীনাথের উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং স্বপ্নে প্রত্যাদেশে জানিতে পারে যে পরদিন যে বিগ্রহের কপালে বর্ষাবিন্দু দেখিবে, সেই বিগ্রহই আসল গোপীনাথ। পরদিন তাহাই ঘটিল, পূজক সন্ধ্যাতরুসারে গোপীনাথকে বাছিয়া লইল। নবকৃষ্ণ তখন ক্ষমানে গোপীনাথকে প্রচুর হীরামুক্তার অলঙ্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। শেষে তিনি ১১৭৩ সালে (১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তাঁহার গোবিন্দ এবং গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদ্ব্যতীত বনভগুরের রাধাবল্লভ, সাঁইবনের নন্দহুলাল, খড়্গনগরের শ্রীমহেশ্বর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহগুলিকে স্বাণের আনাইয়া প্রত্যেককে বহুল পরিমাণে হীরামুক্তার অলঙ্কারাদি প্রদান এবং রাধাবল্লভের সেবার্থ বনভগুর ও নন্দহুলালের সেবার্থ চারগ্রাম দেবদ্র করিয়া দান করেন। নবকৃষ্ণ গৃহদেবতার আনন্দ সেবার জন্য বিস্তর ব্যয়ের বন্দোবস্ত করেন। এখনও তাঁহার অনেকটা বর্তমান আছে। তাঁহার সময়ে দোলাবাড়ার ও জগন্নাথীতে মহা ধুমধাম হইত। সেকালে বাঙ্গালা দেশে চড়কপুজার বিশেষ আদর ছিল, নবকৃষ্ণও এই উৎসবে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ তৎপরে বেহালা গ্রাম হইতে কুল্পি পর্যন্ত একটা ১৬ কোশ দীর্ঘ পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। উহা আজিও ‘রাজার রাস্তা’ নামে বিখ্যাত ও বর্তমান আছে। বর্তমান শোভাবাজার রাজবাটীর সৌধমালার মধ্য দিয়া এখন যে রাস্তা রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট নামে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত উহাও মহারাজ নবকৃষ্ণের নির্মিত। ইহা পূর্বে সাহুলার রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ও এ স্ট্রীট হইবার পর উহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

নবকৃষ্ণ একে একে সাতটা বিবাহ করেন। কিন্তু অদৃষ্ট বৈশ্যবশতঃ কাহারই গর্ভে পুত্র সন্তান হয় নাই। নবকৃষ্ণের কোঠা সহোদর রায় রামহুন্দর দেবের ৫টা সন্তান ছিল।

* শতকরক্রমের সুখবকে শোভাবাজার রাজবংশের যে বংশ বর্ণনা আছে, তাহার এক হুসে দীরজাকরের রাজবংশে নবকৃষ্ণ মারবে হুবাধারী পদ পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার উল্লেখ আর কোথাও দেখা যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণও কিছু নাই, কারণ দেখা বাইতেছে যে দীরজাকরের রাজবংশ প্রথমাবস্থায় মহারাজ নবকৃষ্ণেরই খালসার দেওয়ানী পাইয়া প্রথম মারবে হুবাধার হইয়াছিলেন, তৎপরে ‘দহদহ দেওয়ানী’ পদ প্রাপ্ত হয়।

অল্পকাল নবকৃষ্ণ তৃতীয় জাতীয় পুত্র গোপীমোহন দেবকে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার পরই ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নবকৃষ্ণের চতুর্থ পত্নী মেমারীনিবাসী রাধাকানাই বহু মল্লিকের কস্তার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নামই ওমরাহ রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। এই পুত্রের জন্মোপলক্ষে তিনি প্রজার বাকী খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৭৮৪ খৃঃ অব্দে) রাজা গোপীমোহনের পুত্র রাজা রাধাকান্তের জন্ম হয়। রাজা রাজকৃষ্ণের বিবাহ সময়ে (১৭৯১ খৃষ্টাব্দে) নবকৃষ্ণ ছয়হাজারী মনসবদারের ব্যবহার্য চারি হাজার সওয়ার আনাইয়া বরষাজের অল্পগামী করাইয়াছিলেন। খানাকুলের রামানন্দ সর্বাধিকারীর কস্তার সহিত ঐ বিবাহ হয়।

তাহার পর ঐ বৎসরই রাজা রাধাকান্ত দেবের বিবাহ হয়। এই সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্য-সমাজের গোষ্ঠীপতিত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার পরই মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বসমাজের সমস্ত কার্য কুলীন ও কুলাচার্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দাবিংশ পর্য্যায়ের কার্য কুলীনের একজারী করেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ নবেম্বরে (১২০৪ সালে) মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বর্গলাভ করেন। কি রোগে মৃত্যু হয় জানা যায় না। মৃত্যুর দিন অভ্যাসানুসারে বেলা দুইটার সময় শয়ন করেন। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, তিনি শয্যায় মৃত্যুবস্থার পড়িয়া আছেন। মৃত্যুকালে সাতটা পত্নী, জাতপুত্র গোপীমোহন, তৎপুত্র রাধাকান্ত, এবং ঔরস পুত্র রাজকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। এতদিন তাঁহার প্রথমা জীবিত গর্ভে এক কন্যা ও চতুর্থী জীবিত গর্ভে রাজকৃষ্ণ বাতীত আর দুইটা কন্যা হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণের বিভাজনরূপ যথেষ্ট ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের জায় তাঁহার পণ্ডিতসভা ছিল।

তাঁহার সভায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ*, বাণেশ্বর বিভাজনকার, অনন্তরাম বিভাজবাগীশ, শ্রীকর্ষ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, চতুর্ভূজ জায়রাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সর্বদা উপস্থিত হইতেন। নবকৃষ্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে যেমন সমাদর করিতেন, তেমনিই তাঁহাদের গুণের প্রশংসাও করিতেন। তিনি

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে এত প্রভা করিতেন যে এক সময় তাঁহাকে লক্ষ টাকা মূল্যের ভালুক দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থই অনর্থের মূল বলিয়া তর্কপঞ্চানন অত বড় সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই, একান্ত উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া জিবেগীর নিকটই হোদপোতা নামক একখানি ছোট ভালুক গ্রহণ করেন। ইহার বন্দোবস্তের ভার নবকৃষ্ণ নিজে রাখিতে স্বীকার করায় পণ্ডিত দান লইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ পণ্ডিত-প্রধান রাধাকান্তকেও কলিকাতার হাতিবাগানে ১০ বিঘা নিম্বর ভূমি দান করেন।

নবকৃষ্ণের নিকট দেশীয় পণ্ডিতের যেমন আদর ছিল, ভারতীয় অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতেরও তেমনি খ্যাতি ছিল। একবার মহারাজীয় পণ্ডিত রামনাথ এদেশে আসেন, তিনি পাছে দান গ্রহণ করিতে হয়, এই ভয়ে কোন ধর্মীয় সভায় হইতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ত্রাণ হইয়াও তাঁহাকে স্বীয় সভায় উপস্থিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহারাজ নবকৃষ্ণ কার্য হইয়াও তাঁহাকে স্বসভায় আনাইয়া ছিলেন এবং স্বীয় পণ্ডিত-সভার সহিত বিচারে প্রযুক্ত করাইয়া পরাভূত করাইয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা হইয়াছিল বলিতে হইবে।

নবকৃষ্ণ পণ্ডিতদিগের জায় সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদকদিগকেও আদর করিতেন। মুরশিদাবাদ, লক্ষৌ, দিল্লী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ গায়কেরা তাঁহার নিকট সর্বদা আসিতেন ও পারিতোষিক পাইতেন। এতদিন এদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা সর্বদা তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন ও মানিক সাহায্য পাইতেন। এই সময়েই মহারাজ নবকৃষ্ণের সাহায্যে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) কবির দল, আঞ্চড়াই গান ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এই সময়েই হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাদী (হরুঠাকুর), নিতাই বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কবিগণালা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হইতেন। ইহাদের লক্ষ নবকৃষ্ণ বড়ই ভালবাসিতেন। পণ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, ‘নাহতে গাইতে না জানলে এখন আর মহারাজের নিকট প্রতিপত্তি হয় না।’ নবকৃষ্ণ শুনিয়া তাঁহাদের ক্রম দূর করিবার জন্য ‘বড়িশে বিধিল যেন চাঁদে’ এই ভাবপ্রকাশক কবিতা রচনা করিতে বলেন। পণ্ডিতেরা সংকৃত শ্লোক বাহা করিলেন, তাহা ততটা সরস বা সন্তোষজনক হইল না, কিন্তু কবি হরুঠাকুর বাঙ্গালার যে কবিতা লিখিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইল। [হরুঠাকুর দেখ।] পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা গীত ও কবির দলের কন্মত্তা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

এতদিন নবকৃষ্ণের আরও অনেক সংকীর্ণি ছিল। জাতিধর্মনির্কিঁশেবে তাঁহার দান ছিল। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের সময় কলিকাতার ইংরাজদিগের যে

* মহারাজ নবকৃষ্ণ কোম্পানীর সাহায্যে মিল্লীর দরবার হইতে রাধাকান্তকে “পণ্ডিত-প্রধান” উপাধি ও কলিকাতার মধ্যে ১২০০ বিঘা নিম্বর ভূমির দানপত্র আনাইয়া দেন। কোম্পানী কলিকাতার পরিবর্তে দমনদার নিকট গোপালপুরে তাঁহাকে ঐ জমী দান করেন।

† ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্রের সহিত ইহার বিবাহ হওয়ার কৃষ্ণচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া নবকৃষ্ণের নিকট আসেন।

গির্জা ছিল, তাহা নষ্ট হয়। তদবধি অর্থাভাবে আর গির্জা নির্মিত হইতে পারে নাই। স্থানাভাবও ঘটিয়াছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস এই উদ্দেশ্যে এক সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় ইংরাজদের মধ্যে ৩৬০০০ টাকা মাত্র টাকা উঠে। নবকৃষ্ণ একা জমী দিতে চাহেন। ইংরাজেরা সহরের দক্ষিণাংশে জমী চাহিলেন। সে স্থানে নবকৃষ্ণের তালুকের জমী না থাকায় তিনি কেন্নার নিকটবর্তী গোরস্থান ও গোলা বাকুদের আড়ার জমী ৪৫০০০ টাকার ক্রয় করিয়া গির্জা নির্মাণার্থ ইংরাজদিগকে দান করেন। ইহার উপরে যে গির্জা নির্মিত হয়, উহাই বর্তমান সেন্ট জনস্‌চার্চ বা পাথুরে গির্জা।

তখন গঙ্গার চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ আসিতে পারিত না, কলাগাছিতে নঙ্গর করিয়া থাকিত। কাজেই লোকে বেহালার ভিতর দিয়া কুম্ভী হইয়া কলাগাছি যাইত। এই সকল যাত্রীর সুবিধার্থ নবকৃষ্ণ ‘রাজার জাহাজ’ নির্মাণ করেন।

বাগবাজারে ও কুমারটুলীতে গঙ্গার উপর মহারাজ নবকৃষ্ণ দুইটা ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। শেবোক্ত স্থানে তাঁহার প্রথমা পত্নী একটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর করাইয়া দিয়াছিলেন। ঘাট দুটা বর্তমান আছে। তাঁহার উক্ত পত্নী লেখাপড়াও জানিতেন।

হেষ্টিংস মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় মাদ্রাসা নামক মুসলমানকলেজ স্থাপন করেন। ইহা এখনও বর্তমান। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার টাকাও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হেষ্টিংস দেশে যাইবার পূর্বে কোম্পানীর হিসাব মিটাইবার জন্ত নবকৃষ্ণের নিকট খত লিখিয়া তিন লক্ষ টাকা ধার লয়েন। বিলাতে বিচারের সময় এই টাকার কথা উঠিলে তিনি ইহার যে হিসাব দেন, তাহার মধ্যে উল্লেখ ছিল, নবকৃষ্ণ উহার কতকাংশ মাদ্রাসা স্থাপনের জন্ত দান করেন। বার্ক প্রভৃতির মতে নবকৃষ্ণ হিন্দু, তাঁহার মুসলমান কলেজের জন্ত এ দান অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া গির্জার জন্ত খৃষ্টানদিগকে ৪৫ হাজার টাকা দিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে মুসলমানদিগের জন্ত কতকটা দেওয়া অসম্ভব নহে।*

যে বৎসর মহারাজ নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন, সেই বৎসরেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ‘রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর’ উপাধি প্রাপ্ত হন। নবকৃষ্ণের চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্র ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্জমানের রাজার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি ছিল বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষুব্ধ ছিলেন। নবকৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের এই মনোকাষ্ট জানিতেন। এই ক্ষেত্রে তিনি তাহা দূর করিবার

জন্ত রাইবকে অহরোধ করেন। রাইব সম্রাট শাহ আলমকে বলিয়া ঐ উপাধি দেওয়ান। ইহার সেলামীর ১০ হাজার টাকা নবকৃষ্ণ দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শেবকালে ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু তিনি নষ্টে অস্বীকার করায় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে গঙ্গার তীরবর্তী শ্রীরামপুর ও মূলাজোড়গ্রাম দান করেন।*

নবকৃষ্ণ বড় অভিমানী পুরুষ ছিলেন, নন্দকুমারের সহিত সামাজিক প্রতিপত্তি লইয়া যে বিবাদ হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায়। আর একবার ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁহাকে কোন প্রয়োজনীয় কাগজে রায়দায়। রাজা রাজবল্লভের সহি করিয়া আনিতে পাঠান। রাজবল্লভ তখন কোম্পিলের একজন সভ্য। নবকৃষ্ণ রাজা রাজবল্লভের বাগবাজারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে মহামানী ও অহঙ্কারী রাজা রাজবল্লভ তাঁহাকে বসিতে না বলিয়াই কাগজখানি পাঠ করিতে বলেন। রাজবল্লভের তখনও এতটা প্রতাপ ছিল যে, নবকৃষ্ণ এইরূপে অনাদৃত হইয়াও বিনাশ্রমতিতে বসিতে সাহস করিলেন না বা আদেশ অবহেলা করিয়া চলিয়াও আসিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া সে কাগজ পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন। সে সময় সেখানে অল্প দুইজন লোক উপস্থিত ছিল বলিয়া নবকৃষ্ণ বেশী অপমান বোধ করিলেন। তাহার পরই তিনি গবর্নেন্ট হাউসে আসিয়া সেই স্বাক্ষরিত কাগজ ও নিজ পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া দিলেন। হেষ্টিংস উহা পাইয়া চমকিত হইয়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে হেষ্টিংস নিয়ম প্রচারিত করিলেন, এদেশীয় কোন ব্যক্তি কাউন্সিলের সভ্য হইতে পারিবেন না। এই নিয়মে রাজবল্লভের পদ রহিত হইল। রাজা রাজবল্লভও পদরাহিত্যের সহিত আপনার লক্ষ টাকা রুত্তিও পরিত্যাগ করেন। এই বিবরণ হইতে গবর্নরের উপর নবকৃষ্ণের প্রভাব কতটা ছিল তাহাও বুঝা যায়।

নবকৃষ্ণ সমশ্রেণীতে যেমন অভিমানী ছিলেন, গুরুজন বা মাষ্ট্রমান ব্যক্তির নিকট তেমনি বিনয়ী ছিলেন। একদিন তিনি বসিয়া কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা কহিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। নবকৃষ্ণ অভ্যাগতকে বিদায় দিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিলম্বে আসিয়াছেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ প্রথমতঃ তাঁহার সহিত কথা কহেন নাই। নবকৃষ্ণ করবোধে বিনীত-

* See Burke's Speeches in the Impeachment of Warren Hastings, Vol. II, pp. 293-4.

* ইতিপূর্বে এ সবকে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই বলিয়া ইহাতে নবকৃষ্ণের কোন হাত ছিল না এইরূপ অসম্ভব করা হয়, কিন্তু সম্ভ্রান্তি এ সবকে বিখ্যাত কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে।

ভাবে বলিলেন, “দাদা মহাশয় কি অমুমতি করেন।” রায় রামমন্ডল ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, “ভায়া তুমি এখন মহারাজা, আমি কি তোমার ডাকিতে পারি।” নবকৃষ্ণ শুনিয়া জ্যেষ্ঠের পদধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

নবকৃষ্ণ যেমন চতুর, কার্যদক্ষ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তেমনই বিভ্রামুরাগী, দয়াবান্ ও আশ্রিত প্রতিপালক ছিলেন। আত্মীয় স্বজনদের প্রতিও তাঁহার স্নেহমমতা যথেষ্ট ছিল। অনেক দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্ব তাঁহার বাড়ীতে গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয় পাইত।

তাঁহার ইংরাজামুরাগ অতি প্রবল ছিল। দেশের অবস্থাও ইহার বিলক্ষণ জানা ছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি তাঁহার এত বেশী ছিল যে তাহারই ফলে এদেশে ইংরাজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হেষ্টিংস সেইজন্য তাঁহার সকল অমুরোধ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নবকৃষ্ণের নিকট রূতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি এদেশীয়দিগকে কাউন্সিলের সভ্যপদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যান।

নবকৃষ্ণ ইংরাজমুগ্ধে অতি চর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত হন বলিয়া তিনি এদেশে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনে প্রাণপণে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের কাগজপত্রে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নবকৃষ্ণের দূরদর্শিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

নবকৃষ্ণের নামে যতই কেন অত্যাচার অভিচারের কথা রচিত হউক না, হেষ্টিংসের পরম শত্রু মিঃ ফ্রান্সিস্ নবকৃষ্ণকে হেষ্টিংসের পরম মিত্র এবং দক্ষিণ হস্ত জানিয়াও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তখন যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ে পারসী বা বাঙ্গালা কাগজ পত্র দেখা আবশ্যক হইত বা উপযুক্ত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ এবং বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া তদন্ত করা আবশ্যক হইত, সেই সকল স্থলেই ফ্রান্সিস্ এবং কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্য সাহেবগণ রাজা নবকৃষ্ণকেই নিযুক্ত করিতেন।†

নবাব আসফউদ্দৌলার মাতার সম্পত্তি সম্বন্ধে মিঃ ব্রিষ্টো অন্তায় বিবরণ দিয়াছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তিতে নবাব-সরকারের চিরপ্রচলিত রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করার নবাবের মাতা হেষ্টিংসের নিকট আবেদন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর তারিখের কাউন্সিলে ঐ আবেদন উপস্থিত হইলে ক্রেতারি তদন্ত করিবার জন্য চাইজন লোক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ফ্রান্সিস্ বলেন—চাইজন লোক নিযুক্ত

হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং তন্মধ্যে একজন রাজা নবকৃষ্ণ; তাঁহাকে নিযুক্ত করা একান্ত উচিত, কারণ গবর্নেন্ট তাঁহার উপরে নির্ভর্যে বিশ্বাস করিতে পারেন। বামওয়েল ইহার পোষকতা করেন। ইহার পর নবকৃষ্ণই নিযুক্ত হন।*

বিলাতে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার কালে বার্ক, লর্ড থার্লো প্রভৃতিও তাঁহারে কোনরূপ নিন্দাবাদ করেন নাই। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, রাজা নবকৃষ্ণ যদি নিভান্ত দুঃশীল প্রকৃতির লোক হইতেন, তাহা হইলে দেবীসিংহ ও গঙ্গা-গোবিন্দের ছায় হেষ্টিংসের শত্রুগণের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না।†

নবগঙ্গা, নদীয়া জেলার প্রবাহিত মাতাতালা নদীর একটি শাখা। এই নদী যশোর জেলার পশ্চিম সীমান প্রবেশ করিয়া প্রথমে পূর্বে তৎপরে দক্ষিণপূর্বাভিমুখী হইয়া খিনাইদহ, মাগুরা, নহাটা, নদী ও লক্ষীপাশা অতিক্রম করিয়া যশু-মতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উৎপত্তি স্থান বহুদিন হইল মজিয়া গিয়াছে, এখন পূর্ব গর্ভের ৩ কোশ দূরে দায়ুরহা নামক স্থান হইতে নদীর মুখ আরম্ভ হইয়াছে। এই নদী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। গ্রীষ্মকালে এককালে চলাচল বন্ধ হয়। অগ্রহারণ মাসে ছোট খাট মাল বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

নবগ্রহ (পুং) সূর্য্যাদি নয়টি গ্রহের নাম নবগ্রহ।

“সূর্য্যশক্রো মঙ্গলশচ বুধশচাপি বৃহস্পতিঃ।

শুক্রে শনৈশ্চরো রাহঃ কেতুশ্চৈতি নবগ্রহাঃ॥” (তিথিতত্ত্ব)

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহ ও কেতু—এই ৯টি গ্রহের নাম নবগ্রহ। যে কোন কাম্যকর্ম করিতে হইলে, তাহার পূর্বে নবগ্রহযজ্ঞ করিতে হয়, নচেৎ কাম্যকর্ম ফলদ হয় না।

গ্রহ সকল রথে করিয়া আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই নয়টি গ্রহেরই দশা মনুষ্যের ভোগ হইয়া থাকে। [গ্রহগণের দশা বিবরণ ‘দশা’ শব্দে দ্রষ্টব্য।] কুশভিক্তা প্রভৃতি হোম করিতে হইলে তাহাতেও নবগ্রহহোম করিতে হয়।

প্রতিদিন নবগ্রহ স্তব পাঠ করা মানবগণের অবশ্য কর্তব্য।

* “P. Francis—** Two gentlemen ought to be appointed ** and one of them must be Raja Nobakissen ** and he may be very safely relied on by the Government,”—Proceedings of the Select Committee, 21-12-75.

† নবকৃষ্ণের জীবনীর প্রারম্ভে নবকৃষ্ণের নিকট যে তাঁহার উন্মোচরী কথ্য লিখিত হইয়াছে, এখন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবনানুসারে লিখা যাইতেছে যে তখনও নবকৃষ্ণের জন্ম হয় নাই, হুতরাং ঐ উন্মোচরী অসম্ভব।

* Long's Unpublished records, No. 964.

† Proceeding of the Trial of W. Hastings, Vol. V. pp. 1079-1080.

স্তব।—“জবাকুহমসক্কাং কাড়পেরং মহাচ্ছাতিম্।

ক্কাস্তারিং সর্কপাপরং প্রণতোহরি দিবাকরম্ ॥

দিব্যশতভূবান্তং কীরোদার্ষবসভবম্।

নমামি শশিনং তক্তা শন্তোমু কুটভূষণম্ ॥

ধরণীপর্ভসমুত্তং বিভ্রাংপুঞ্জসমপ্রভম্।

কুমারং শক্তিহন্তকং লোহিতানং নবগ্রহম্ ॥

প্রিয়সুকলিকাস্তামং রূপেণাপ্রতিমং বৃষম্।

সৌম্যং সর্কশুণোপেভং নমামি শশিনং মৃগম্ ॥

দেবতানামৃধীপাঞ্চ শুকং কনকসরিত্তম্।

বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥

হিমকুন্দমৃগালান্তং মৈত্যানাং পরমং শুকম্।

সর্কশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥

নীলাঞ্জনচরপ্রথং রবিসুহৃৎ মহাগ্রহম্।

ছারান্না গর্ভসমুত্তং বন্দে ভক্তা শনৈশ্চরম্ ॥

অর্জুকারং মহাবোহরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্।

সিংহিকার্যঃ সূতং রোজং তং রাহং প্রণমাম্যহম্ ॥

পলালধুমসক্কাং তারাগ্রহবিমর্দকম্।

রোজং কজ্রাঅজং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥

ব্যাসেনোক্তজিহং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।

দিবা বা যদি বা রাত্রে শান্তিত্তং ন সংশয়ঃ ॥

ঐশ্বর্যমতুলকশি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।

নরনারীপ্রিয়ঞ্চ নিত্যং ততোপজারতে ॥

তক্ষকোহরিষ্যো বায়ুর্থে চাত্রে গ্রহপীড়কাঃ।

তে সর্কে প্রথমং যান্তি ব্যাপো ত্রয়্যং সংশয়ঃ ॥”

(ইতি জীব্যাসভাবিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তং ।)

এই নবগ্রহ স্তোত্র দিবা অথবা রাত্রি, যে কোন সময়ে পঠিত হইলে অতুল ঐশ্বর্য, আরোগ্য এবং পুষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে, এবং তাহাদের অজ্ঞ কোন গ্রহ প্রভৃতি হইতে ভয় থাকে না।

গ্রহ সকল জ্যোত্বালীন রাশিচক্রের গোচরে শুভ বা অশুভ হইলে, মানবগণের জন্ম কলেরও শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহের শাস্তি করিলে অশুভ বিদূরিত হয়।

গ্রহদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইলে প্রত্যেক গ্রহের বিভিন্ন মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। এই মন্ত্র প্রত্যেক বেদান্ত-সারে বিভিন্ন।

গ্রহদিগের গতি ৮ প্রকার, যথা—বক্র, অতিবক্র, কুটিল, ক্রম, ক্রমভর, সম, শীঘ্র, শীঘ্রতর। গ্রহগণ এই ৮ প্রকার গতিতে, ক্রমশঃ বিচরণ করিয়া থাকেন।

[গতির বিশেষ বিবরণ অঙ্গোল শব্দে দেখ।]

“বিপ্রৌ শুক্রশুক্র কত্রৌ কুজাকৌ শূত্র ইন্দুজাঃ।

ইন্দুর্বেতঃ স্বভৌ রেছৌ সৈংহিকেশশৈশ্চরৌ ॥” (গ্রহভাবপ্র°)

শুক্র ও বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ, মঙ্গল ও রবি কত্রিয়, কেতু শূত্র, চন্দ্র বৈত, রাহ ও শনি রেছ জাতি।

[গ্রহগণের বিশেষ বিবরণ সকল স্থানাদি তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ বালকদিগের অনিষ্টকারক গ্রহবিশেষ। ইহার বিষয় জ্ঞাত্রে এইরূপ লিখিত আছে—নরটা বালগ্রহ ইহার দিবা দেহবিশিষ্ট, এবং ইহাদের মধ্যে কেহ বা নারী, কেহ বা পুরুষ। শরবনস্থিত সন্তোজাত কার্তিকের রক্ষাজন্ত কৃত্তিকা, অমি এবং মহাদেব কর্তৃক স্বীয় তেজবারা ভাহারা সৃষ্ট হয়। যে সকল গ্রহ ব্রীদেহবিশিষ্ট, তাহারা গজা, উমা এবং কৃত্তিকার রক্ষোভাগ হইতে উৎপন্ন। নৈগমের গ্রহ পার্কতী কর্তৃক সৃষ্ট এবং মুখ মেঘ সঙ্গ। স্বর্গাপন্ন্যর গ্রহ অরিসম ছাতি-বিশিষ্ট, ইনি স্বন্দসথ এবং ইহার নামান্তর বিশাখ। ভগ-বান্ ত্রিপুরারি স্বয়ং স্বন্দগ্রহের সৃষ্টি করেন। ইহার আর এক নাম কুমার। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এই স্বন্দকে কার্তিকের বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহা প্রকৃত নহে। স্বন্দদেব দেবতাদিগের সেনাপতিত্বে ব্রতী হইলে দীপ্ত শক্তিদারী গ্রহ সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাধনয়ে বলিয়াছিলেন, ‘আমাদের বৃত্তি বিধান করুন।’ স্বন্দদেব এই সকল গ্রহকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করেন। মহাদেব সেই সকল গ্রহদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘তির্যাক্যোনি, মাহুঘ ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টি পরম্পর পরম্পরের উপকারের দ্বারা অবস্থিত হইতেছে। দেবতারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বায়ু দ্বারা মনুষ্য ও তির্যাক্য জাতির প্রীতি সাধন করিতেছেন, এবং মনুষ্য সকল যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। বৃত্তি সকল এইরূপে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। তোমাদের বৃত্তি বালকের উপর নির্ভারিত হইল। যে কুলে দেবতা, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথির পূজা না করে, শৌচাচার রহিত হয়, ও ভগ্ন কাস্তপাত্রে ভোজন করে, তাহাদিগের গৃহস্থিত বালক-দিগকে তোমরা নিঃশব্দকিতে আক্রমণ করিবে। এই বৃত্তি হইতে তোমরা পূজা পাইবে।’ এইরূপে গ্রহ সকল উৎপন্ন হইয়া বালকদিগকে আক্রমণ করে। বালক গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার অসাধ্য হয়। গ্রহদিগের মধ্যে স্বন্দগ্রহই সর্বশ্রেষ্ঠ। নরটা গ্রহের নাম—স্বন্দ, স্বর্গাপন্ন্যর, শকুনীগ্রহ, পূতনাগ্রহ, অঙ্গপূতনাগ্রহ, শীতপূতনা, রেবতীগ্রহ, মুখমন্তিকগ্রহ ও নৈগমগ্রহ। এই নরটা গ্রহই সাধারণতঃ বালকদিগের আক্রমণকারী হইতে দেখা যায়।

নবগ্রহের আকৃতি-জ্ঞান।—অহিতাচরণ করিলে, অথবা
বালক জীত, কষ্ট বা তর্জিত হইলে ঐ সকল গ্রহ বালকের
শরীর আশ্রয় করে। দেখে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,
প্রথমে সাক্ষী বা ক্য প্ররোগ করিতে হইবে। নেত্রের ক্ষীত,
দেহে শোণিতগন্ধ, স্তনে বিষেব, মুখ বক্র, নেত্রের একটি পদ্ম-
স্থির, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুর তার, অন্ন অন্ন রোমন, হস্তের অঙ্গুলিসমূহ
দৃঢ়মুষ্টিকরণ এবং মলের গাঢ়তা,—সকলগ্রহ পীড়িত হইলে এই
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন সচেতন, কখন অচেতন,
সংবদ্ধ হস্ত, পদ কম্পন, মলমূত্রনিঃসরণ, শব্দ সহকারে জ্ঞপ্তি,
মুখে কেনোদগম এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্বল্পাংশের
গ্রহাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। (সুত্র ২৭ হইতে ৩৭
অধ্যায়) [রোগ ও চিকিৎসার বিষয় তত্ত্ব গ্রহ নাম দ্রষ্টব্য।]

নব নূতনং গ্রহো গ্রহণং বস্ত। (জি) ৩ নূতন বন্ধ বা ধৃত।

“বুদ্ধ পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিব দ্বিপম্।” (সাময় ২।৫৮৩)

নবম্ব (জি) নবভির্মাসৈর্গচ্ছতি গম-ডু। নবমাস অপ্রাপ্ততা
দ্বারা উখিত, অর্থাৎ নব মাসে ফল প্রাপ্ত না হইলে বাহা
উখিত হয়, তাহার নাম নবম্ব।

“সেনাময়াতরন্ত ক্রিতয়ো নবম্বাঃ” (শুক ১।৩৩৬।)

‘সঙ্গমাসীনানাং মধ্যে যে নবভির্মাসৈরবাপ্তকলতরা উখিতা-
স্তেষাং নবম্বাঃ’ (সারণ)

২ নবীন গতিযুক্ত। (নিরুক্ত ১১।১২)

নবচক্রাঙ্গ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১১)

নবচত্বারিংশ (জি) নবচত্বারিংশং সংখ্যায় পূরণঃ ডট। নব-
চত্বারিংশং সংখ্যার পূরণ।

নবচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) নবাধিকা চত্বারিংশৎ। ১ উনপঞ্চাশৎ
সংখ্যা। ২ তদধিত।

নবছাত্র (স্ত্রী) কল্পধা। প্রথমাধ্যয়নপ্রবৃত্ত, নবীন বিদ্যার্থী, পর্যায়
ক্রিয়াকার।

নবছিত্র (স্ত্রী) নব ছিত্রানি বজ্র। নবদ্বার। দেখে নয়টি ছিত্র
অর্থাৎ দ্বার আছে।

নবজ (জি) নব-জন-ড। নবজাত।

নবজ্বর, জরভেদ। ইহার সামান্য লক্ষণ—বর্ষরোধ, দেহ ইন্দ্রিয়
ও মনের সন্তাপ এবং সমস্ত শরীরে বেদনা। দেহ-সন্তাপে দেহের
উষ্ণতা, ইন্দ্রিয়-সন্তাপে ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও মনের সন্তাপে
মনোবিকৃতি জন্মে। মনের অস্থিরতা ও স্নানিই মনের বিকৃতি।
সকল জরেরই সপ্তরাত্র পর্যন্ত কালকে তরুণ জ্বর বলে।

চিকিৎসা-বিধান।—জ্বর হইলেই উচ্চ প্রথমতঃ বাতশিত্ত-
ককের প্রত্যেকের দোষে জাতজ্বর, বা তাহাদের কোন দুইটির
বিকারজাত জ্বর অথবা ত্রিদোষ জ্বর কিনা, চিকিৎসকের তাহা

নিরূপণ করা উচিত। যদি অংশাংশ বিভাগ করিয়া চিকিৎসক
কিরূপ দোষে জরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না
পারেন, তাহা হইলে সাধারণ চিকিৎসা অর্থাৎ পরস্পরের অবি-
রোধী চিকিৎসা করিবেন। সামান্যতঃ জ্বররোগী বায়ুশূন্য
স্থানে অবস্থান করিবে।

জ্বররোগীর পক্ষে বায়ুশূন্য স্থান আয়ুর্বিদ্যাকারক ও আরোগ্য-
জনক।

জ্বররোগীর পক্ষে ব্যজন বায়ু উপকারী। তন্মধ্যে তাল-
পাতার পাখার বাতাসে বায়ুনাশ ও ত্রিদোষ প্রশমিত হয়।
বংশনির্মিত পাখার অর্থাৎ চেচাড়ির পাখার বাতাসে উষ্ণতা
বৃদ্ধি এবং রক্তপিত্তের প্রকোপ বৃদ্ধি করে, আর চামরের, ময়ূর-
পুচ্ছের, বেত্রনির্মিত পাখার এবং বস্ত্রের বাতাসে ত্রিদোষ নাশ,
শরীর শিথ ও মন তৃপ্ত করে। নবজ্বরীকে গুরু অথচ
উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত রাখিবে এবং যে ঋতুতে বৈষ্ণব পানীয়
ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে পান্য করা পানীয় জ্বর পরিমাণে রহিয়া
রহিয়া পান করাইবে।

তরুণ জরে কবার প্রয়োগ করিবে না, করিলে বিজিত
কালসর্পকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হইবে। তরুণ জরে কবার
প্রযুক্ত হইলে সকল দোষ চাপাইয়া তুচ্ছকিৎ হইয়া পড়িবে।
বোলগুণ জলে পাচন সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ থাকিতে
নামাইলে উহাকেও কবার বলে, অতএব তরুণ জরে উহাও
প্রয়োগ করিবে না। কবার রসগুণ জব্যও প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নবজরে দিবানিত্রা, স্নান, তৈলাদি মর্দন, মৈথুন, ক্রোধ,
প্রবল বায়ু ও পূর্বনির্দিষ্ট বাহিত বায়ুসেবন এবং শ্রমজনক কার্য
করিবে না। ভোজন, প্রাতে ও রাত্রিতে ভোজন, গুরুপাক-
ভোজন ও স্নেহবর্ধক জব্যাদি ভোজন পরিত্যাগ করিবে। তরুণ
জরে বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচন এই চারিপ্রকার
শোধন করাইবে না, করাইলে সুখশোণ, বমি, মত্ততা, মূর্ছা ও
অকৃতি প্রভৃতি হয়। হারীতে মতে—তরুণজরে ব্যায়াম করিলে
জ্বর বৃদ্ধি, মৈথুন করিলে মত্ততা, মূর্ছা ও মৃত্যু পর্যন্ত,
শীতলপানাদি করিলেও মৃত্যু পর্যন্ত, গুরু জব্য ভোজন
করিলে মূর্ছা, বমি, মত্ততা ও অকৃতি এবং দিবানিত্রায়
বিষ্টপ্ত, দোষের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য, অগ্নাধিকা ও বর্ষনিম্নজ্বের
অবরোধ হয়। অবস্থাপ্রতিবেদে নিজ চিকিৎসকেরা বমন
প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাগভট বলেন, যদি আহারের
অব্যবহিত পরেই জ্বর হয় অথবা লক্ষণ জ্বরাতে (রসাদি খাতু-
সমূহের বৃদ্ধিকরক জ্বরাতে) কোন ব্যক্তির জ্বর হয়, তাহা
হইলে বমনযোগ্য (পড়ি, কৃপ ও বৃদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন) ব্যক্তিক
বমন করান আবশ্যক।

তরুণজরে পাচনাদি নিষিদ্ধ, কিন্তু তেজপেরাদি নিষিদ্ধ নহে।
যড়ঙ্গ পানীর তরুণজরে দেওয়া উপকারী। (মুখা, ক্ষেপাপাড়া,
বেনারমূল, চন্দন, বালা, শুক্ল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা ওজনে লইয়া
কুটিয়া ৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের অবশিষ্ট থাকিতে
নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে শীতল করিয়া পান করাইবে,
ইহাই যড়ঙ্গ-পানীয়।) নবজরে শীতল জলপান অত্যন্ত নিষিদ্ধ,
সুতরাং এই যড়ঙ্গ পানীয় একান্ত প্রয়োজনীয়। গাত্রবেদনা
অধিক থাকিলে গোক্ষুর, কটিকারী ও রক্তশালী অর্থাৎ দাউদ-
খানি চাউলের পেরা ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

ঔষধাদি।—তরুণজরে সহজে কোন ঔষধ দিবে না। লবন,
পথা, পানীয় ও পেরাদি দ্বারাই জরের তরুণাবস্থার (অর্থাৎ প্রথম
সাত দিন) চিকিৎসা করিবে।

নবজরে রসঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রস
প্রয়োগ করিতে হইলে শোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল কিছুই
পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না।

নবজরে রসঘটিত তরুণজরারি, নবজরেভসিংহ, ত্রিপুর-
ভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়রস, নবজরাকুশ, বৈদ্যনাথবটী, রত্নগিরিরস,
জরসিংহরস, জরধূমকেতু, জরগ্নীবটিকা, নবজরহরবটী ও
নবজররস প্রয়োজ্য।

জরের পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিবসে তরুণজরারি ঔষধ প্রয়োগ
করিতে হয়। অল্পপান চিনির জল। ঔষধ সেবনের পর
বিরেচন হইলে জর ত্যাগ হয়। নবজরেভসিংহের অল্পপান
আদার রস। ত্রিপুরভৈরবের অল্পপান আদার রস অথবা
ক্ষেত্র বিশেষে চিনির সহিত শুঠ, পিপুল ও মরীচ। এই
ঔষধ খাওয়াইলে তজ্র (খোল) পথ্য দেওয়া আবশ্যক।
মৃত্যুঞ্জয়রসের সাধারণ অল্পপান মধু। যদি রোগী কণ্ঠ না
হয় বা তাহার কক্ষিক্য না থাকে, তাহা হইলে চিনি ও
ডাবের জলের অল্পপান ব্যবস্থা করিবে, তদ্বারা বাতপৈতিক
দাহ নিবৃত্ত হয়। নবজরাকুশ চিনির জল দিয়া খাইতে হয়।
বৈদ্যনাথবটীর অল্পপান ক্ষেত্রভেদে উচ্ছেপাতার রস, পানের
রস বা জৈষহু জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ হইতে
৪টা পর্যন্ত বটি প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ হৃৎ-
বিরেচক। রত্নগিরিরস পিপুল ও ধনের কাথ দিয়া সেবন
করিতে হয়। জরসিংহরস অরোংপত্তির চতুর্থ দিবসে বা তাহার
পরে দেওয়া কর্তব্য। জরধূমকেতুর অল্পপান আদার রস।
তিন দিবস সেবনে নবজর নষ্ট হয়। জরগ্নী বটিকার অল্পপান
শুল্কের রস। ইহা সেবনে জর সম্বা নষ্ট হইবার কথা। নব-
জরহরবটী ও নবজররস অঙ্গাররসের সহিত সেবা।

[জর ও ঔষধাদির নামে তত্তৎ শব্দ উল্লেখ্য।]

নবজ্বররস, নবজরে প্রয়োজ্য রসঘটিত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ।
ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুত বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে,—

শোধিত পারদ ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা, গমল
(সর্পবিষ) ৩ তোলা, স্বর্ণক্ষুরী ৪ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা।
নারাদী নেবুর রস দ্বারা মর্দন করিয়া বিড়ঙ্গের প্রমাণ বড়ী
করিবে। এক একটা বটি প্রত্যাহ আদার রসের সহিত সেব-
নীয়। নবজর ব্যতীত ইহা দ্বারা জীর্ণ জর, আমশটিত জর, সম
ও বিষম জর এবং সর্ষপ্রকার জরই নষ্ট হয়। দাবানলের জ্বর
ইহা সকল জরনাশক।

নবজ্বরবটি, নবজরে প্রয়োজ্য ভাবপ্রকাশযুক্ত রসঘটিত ঔষধ-
বিশেষ। ইহার প্রস্তুত বিধি—

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত বিষ, শুক্ল, পিঙ্গলী,
মরীচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দস্তীবীজ এই
সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া দ্রোণপুষ্ণীর (গিমার)
রসে মর্দন করিয়া গুটপাক দিবে। পরে একটা মামকলাইয়ের
মত বটি করিবে। এই ঔষধ নবজরে সেবনীয়।

নবজরেভসিংহ, নবজরে প্রয়োজ্য ভৈষজ্যরসাবলীভূত ঔষধ-
বিশেষ।

শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, শোধিত লৌহ, শোধিত
তাম্র, শোধিত সীসা, মরীচ, পিপুল ও শুঠ প্রত্যেক সমভাগ,
বিষ অর্দ্ধভাগ (কেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধভাগ) একত্র জলে
মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। ইহাতে খোরতর
নবজর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

নবত (পুং) নৃ-অতচ্। ১ কুথ, করিভূষণার্থ কথল। (হেমচ°)
(দেশজ) ২ বায়বিশেষ। নহবৎ শব্দের অপভ্রংশ।

নবতন্তু (পুং) নবঃ তন্তুঃ কর্ণধা°। ১ নূতন তন্তু। নবঃ তন্তু
যজ্ঞ। ২ নূতন তন্তুবৃত্ত পট। ৩ বিশ্বামিত্র পুত্রভেদ।

(ভারত অহু° ৪ অ°)

নবতি (স্ত্রী) নব দশতঃ পরিমাণ বস্ত্র, (পঙ্ক্তি বিংশতি
ত্রিংশদিত। পা ৪।১।৫৯)। ইতি নিপাতন্য সাধুঃ। সংখ্যা-
বিশেষ, ৯০ সংখ্যা। ২ নবতি সংখ্যাস্থিত।

“বীক্ষ্যাক্ষো নবতেঃ কাণঃ যষ্টে দ্বিতী শতন্তু তু।

পাপরোগী সহস্রন্ত দাতুর্নাশয়তে কলম্ ॥” (মহা ৩।১৭৭)

নবতিক। (স্ত্রী) নব নূতনং তে কতে করোতীতি, তিক-ক-
টাপ্। ১ তুলিকা। ২ নবতিরের স্বার্থে ক, তত ঠাপ্।
২ নবতি সংখ্যা।

নবতিশস্ (অব্য) নবতি নবতীতি বীক্ষ্যাক্ষ চলস্। বহনবতি।
নবতী (স্ত্রী) নবতি কৃদিকারাদিতি বা জীব্। নবতি। (শব্দর°)
নবদণ্ড (স্ত্রী) রাজগণের ছত্রবিশেষ।

“মসোহরং দ্বিকনকদণ্ডক নবদণ্ডকম্ ।

ছত্রক জিবিংগ জেয়ং জিবিধানং মবীভূজাম্ ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

নবদলন (জি) নবাধিকা দল । ১ উনবিংশ সংখ্যা, ১৯ সংখ্যা ।

২ তৎসংখ্যাপুস্তক ।

নবদল (ক্রী) নবং দলমিতি কৰ্ম্মধারয়ঃ । ১ পদ্মের কেশর সসীপহ দল । ২ পদ্মাদির জটলাকার নবপত্র । পর্যায়— সংবস্তিকা, সংবস্তি, সংবস্তী । (ভারত) ৩ সামান্য নূতন পত্র । ৪ দলমাত্র ।

নবদীপ্তি (পুং) নবদীপ্তিরোহন্ত । মঙ্গল গ্রহ ।

নবভূগা (স্ত্রী) নব সংখ্যায়িতা ভূগা । নবপত্রিকা ।

[নবপত্রিকা দেখ ।]

নবদেবকুল, পুরাকালে গঙ্গার তীরে কনোজের পরপারে এই নামে একটি নগর ছিল । হিউএন সিয়াং এই নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন । তৎকালে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল । বর্তমান নবল (নওয়াল) এই নবদেবকুলের নামান্তর ।

নবদোলা (স্ত্রী) নবা নূতনা দোলা । নবীন দোলা, নূতন দোলা । প্রথমে ইহাতে আরোহণ করিতে হইলে শুভ দিন দেখিয়া উঠিতে হয় । (তিথিত)

নবদ্বার (ক্রী) নব দ্বারানীৰ চিত্তবৃত্তাদেবহির্গমনসাধনদ্বাং যত্র । দেহস্থ ৯টা ছিদ্র । সকল অবয়বে ৯টা ছিদ্র আছে, তাহাকে নবদ্বার বলে । মুখে ৭টা অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা এবং মুখ এই ৭টা, এবং পায়ু, (শুহদেশ) ও উপস্থ এই ৯টা ছিদ্র । ইহার নাম নবদ্বার । যখন এই ভোগদেহের অবসান হয়, তখন প্রাণ এই নবদ্বারের যে কোন একটি দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে । অস্ত্রোষ্ট্রিক্রিয়া কালে এই নবদ্বারে ৯ খণ্ড স্রবণ দিতে হয় ।

“নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লোদায়তে বহিঃ ।” (খেতাবো)

নবদ্বীপ, বঙ্গের এক বিখ্যাত নগরী ও সেনরাজ সঙ্গসেনের রাজধানী । সাধারণতঃ ‘নদীয়া’ নামে খ্যাত । অক্ষা° ২৩° ২৪’ ৫৫” উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮° ২৫’ ৩” পূঃ । পূর্বে ভাগীরথীর পূর্বকূলে ছিল, নদীর গর্ভ পরিবর্তন হওয়ার এখন পশ্চিম কূলে অবস্থিত । ভূপরিমাণ ১৪৭২ একর ।

গত ১৮৯১ সনের গণনার লোকসংখ্যা ১৩৩৩৪, তন্মধ্যে হিন্দু ১২৮৫৬ ও মুসলমান ৪৭৮ ।

নামকরণ.—কেহ নদীয়া বা নবদ্বীপ, আবার কেহ নূতন দ্বীপ বা নয়টা দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন । ষাঁহার। নয়টা দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নাম স্বীকার করেন, তাঁহার। বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থের উপর নদীয়া অবস্থিত । ঐ চতুর্থের পশ্চিম-দিকের গঙ্গা ধরপ্রোতা ছিল, সুতরাং পূর্বাংশ

ক্রমে প্রোভোদীন হইয়া চর হইয়া পড়িয়াছে । ক্রমে ঐ চরে কৃষিকার্যের জন্য অনেক লোক আসিয়া বাস করে । সেই সময় একজন সন্ন্যাসী ঐ চরের কোন নির্জন স্থানে নয়টা দ্বীপ জালিয়া রাত্রিকালে যোগ সাধনা করিতেন । নোকোরোহিগণ সেই দ্বীপ দেখিয়া চলিত ভাষায় ঐ স্থানকে নদীয়ার চর বলিত । ষাঁহার। নয়টা দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার। বৈষ্ণব কবি নরহরি দাসের মোহাই দিয়া থাকেন । নরহরি দাস নবদ্বীপ-পরিক্রমার লিখিয়াছেন—

“নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয় ।

নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত এ হর ॥” (নবদ্বীপপরি)

এই নয়টা গ্রাম বা দ্বীপের নাম—১ অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), ২ সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), ৩ গোক্রমদ্বীপ (গাদিগাছা), ৪ মধ্যদ্বীপ (মাজদা), ৫ কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ৬ খড়দ্বীপ (রাভুপুর), ৭ মোদক্রমদ্বীপ (মাউগাছী), ৮ জলুদ্বীপ (জালগর), ৯ রুদ্রদ্বীপ (রাভুপুর) । এই নয়টা গ্রামের নামকরণ ও অবস্থান সম্বন্ধে নরহরি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“নবদ্বীপ মধ্যে মাজাপুর ।	যথা জল হৈল কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর ॥
মাজাপুর করিয়া দর্শন ।	ক্রমেতে অমহ যাতে অমে বিজ্ঞপণ ॥
প্রথমে দেখহ আতোপুর ।	অন্তর্দ্বীপ নাম যার মহিমা প্রচুর ॥
পূর্ণরক্ত সনাতন তথা ।	কহিল রক্তার প্রতি অন্তরের কথা ॥
এই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম ।	বিতারিব সে সব এসক ভাগ্যবান ॥
হুবর্ণবিহার ওই হয় ।	কহিব পশ্চাৎ হেথা জৈহে বিলম্ব ॥ ১
সিমলিয়া গ্রাম তার পরে ।	সীমন্তদ্বীপ পূর্বে কহে বাহারে ॥
তথা প্রভুপদে করি নতি ।	করিল ধারণ থুলা সীমন্তে পার্কর্তী ॥
সীমন্তদ্বীপ নাম এহে ।	বিতারি কহিব পার্কর্তীতে কৃপা বৈহে ॥ ২
গাদিগাছা গ্রাম এবে কর ।	গোক্রমদ্বীপাখ্যা পূর্বে হুথের আলর ॥
সীমন্তদ্বীপে রহি কৃষ্ণতলে ।	করিল প্রভুর স্তুতি ভাসি নেত্রজলে ॥
এ হেতু গোক্রমদ্বীপ কর ।	বণিব বিশেষ করি শুন মহাশর ॥ ৩
সীমাজিদা গ্রাম নাম এবে ।	পূর্বে মধ্যদ্বীপ নাম কহে ঋষি সতে ॥
ঋষি প্রতি করি দৃষ্টিপাত ।	মধ্যাকালেতে প্রভু হইলা সাক্ষাৎ ॥
এহে মধ্যদ্বীপ নাম তার ।	ঋষি প্রতি বৈহে কৃপা হৈল বিস্তার ॥ ৪
বামগোপোথেরা পুণ্য গ্রাম ।	ব্রাহ্মণপুত্র এ বিধিত পূর্বনাম ॥
ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা ।	আইলেন আনন্দ পুত্রতীর্থ তথা ॥
এ এসক্ অতি সুখধর ।	পুত্রের হারে কৃপা হইল প্রভুর ॥
তদুপরি হাউডাঙ্গা গ্রাম ।	সর্বত্র বিদিত উচ্চ হই পূর্বনাম ॥
ইন্দ্রাদি দেবতা উচ্চ স্থানে ।	বসাইলা হই প্রভু চরিত্র কথনে ॥
উচ্চ হই নাম এ একারে ।	সে সব এসক ব্যক্ত হইবে কার্ণধারে ॥
কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম ।	পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বতাত্মক নাম ॥
প্রভু প্রৈল ভক্ত-কোলদ্বীপে ।	পর্বতের আর দেখা দিলা কোলরূপে ॥
কোলদ্বীপ নাম এই মতে ।	অত্যন্ত সুখর কথা আহরে ইচ্ছতে ॥ ৫
সমুদ্রগড়ি গ্রাম প্রচার ।	সীমন্তদ্বীপ নাম পূর্বেতে ইহার ॥ ৬
সমুদ্র প্রভুর সন্দর্শনে ।	গঙ্গাজল করিয়া আইসে হই মনে ॥

ইথে অতি কোড়ক এটার।
 চাঁপাচাঁপা গ্রাম মদোরম।
 কিনিয়া চম্পকপুষ্প রঙ্গে।
 রাত্তুর গ্রাম মুখ্য হয়।
 বসন্তাদি ঋতু সেনাবেশে।
 জীবদ্যানগর পুণ্যস্থান।
 বিদ্যার প্রভাব নানামতে।
 তরুণি গ্রাম জ্ঞানগর।
 তথা তপ কৈল অক্ষুণ্ণ।
 অক্ষুণ্ণ অতি রম্যস্থান।
 মাউগাছি গ্রাম কেনা জানে।
 রামচন্দ্র বনবাস কালে।
 পূর্বে ছিল রামবট স্থান।
 জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম।
 তরুণি জীবকুণ্ডপুর।
 প্রভু নারায়ণ মহারাজে।
 নারায়ণ পীঠস্থান ছিল।
 তথ্যে কোড়ক অতিশয়।
 এবে মাতাপুর কহে শোক।
 মহৎ শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির।
 মহৎপুর মধ্যে রম্যস্থান।
 দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ ভাই।
 মহৎপুর এসকল মধুর।
 গঙ্গা পূর্বদ্বারে রাঙ্গপুর।
 যথা রক্ত নিজ গগনসে।
 রক্তরূপে কোড়ক অপার।
 তারপর আছে গণ্য গ্রাম।
 একপক্ষ পুষ্টি বিষদলে।
 তৈছে কৈল শিবের অর্চন।
 জীতারুইভাঙ্গা নাম গ্রাম।
 এ এসকল অতি রম্যস্থান।
 সূর্যবিস্ফার নাম বার।
 গোরচন্দ্রে দেখি সন্তে কর।
 সূর্যবিস্ফার নাম গ্রামে।
 নব্বীপ মধ্যে স্থান বত।
 তার মধ্যে কহি যে প্রধান।
 বৈছে গৌর কৃষ্ণ নাহি ভেদ।

বর্ণিলেন পরম আনন্দে এইকার।
 পূর্বে নাম চম্পাহট খ্যাতি নিরুপম।
 বিক্রপুজে বিশ্রুভাসি প্রেমের তরঙ্গে।
 ঋতুধীপ নাম পূর্বে কেবা না জানম।
 বাঢ়ার প্রভুর হৃৎ অশেষ বিশেষে।
 বৃহস্পতি আদি যথা কৈলা বিদ্যাদান।
 অবিদ্যা ঘূচায় সে গ্রামের দর্শনেতে।
 পূর্বে অক্ষুণ্ণ নাম কহে বিজয়র।
 হইলা সাক্ষাৎ জীতেন্দ্র চিন্তামণি।
 যে করে দর্শন সে পরম পুণ্যবান।
 বোধক্সম্বীপ পূর্বে কহয়ে ইহানে।
 পাইলা পরম মোদ বসি বৃক্ষতলে।
 কলিতে হইল লোপ জানে ভাগ্যবান।
 বৈছে মোদ পাইলা সে এসকল অস্থান।
 যে গ্রাম দর্শনে হৃৎ বাঢ়য়ে প্রচুর।
 দিলেন দর্শন প্রিয় ভক্ত লক্ষ্মীসঙ্গে।
 প্রভুর ইচ্ছায় তাহা সন্ধান হৈল।
 বর্ণিবেন কেহ এ এসকল প্রেমময়।
 পূর্বে মহৎপুর নাম নাশে দুঃখে শোক।
 বনবাসে আসি তথা হইলেন হির।
 পঞ্চবট ছিল হৈলা অন্তর্ধান।
 পাইলা পরমানন্দ রহিয়া তথ্যই।
 বিস্তারিব যারে কৃপা হইব প্রভুর।
 রক্তরূপ নাম পূর্বে মহিমা প্রচুর।
 করিলা নর্তন মহাপ্রভুর কীর্তনে।
 কেহ বর্ণিবেন ইহা করিলা বিস্তার।
 বেলপোখের পূর্বেতে বিধপক্ষ নাম।
 প্রভুপ্রিয় হৈলা বিশ্রু শিবকৃপাবলে।
 হৈছে প্রভুপ্রিয় হৈল হইব বর্ণন।
 তারমাজ মুনি তথা করিলা বিজ্ঞাম।
 প্রভু কৃপাবলে কেহ করিব বর্ণন।
 তথা গৌরজের অতি অদ্ভুত বিহার।
 সূর্যপ্রতিমা কি কীর্তনে বিহার।
 কেহো বিস্তারিব প্রভু বিহারে বৈছে।
 একমুখে তাহা বা কহিবে কেবা কত।
 চিনাভাঙ্গা পাটভাঙ্গা আদি রম্যস্থান।
 তৈছে নব্বীপ ব্রহ্মাবন কহে বৈষ।

নরহরি নব্বীপস্থ গ্রামগুলির নামকরণ সন্দেহ যে অলৌকিক উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন, ইতিহাসের চক্ষে তাহার কিছুমাত্র মূল্য নাই। তবে তিনি যে সকল স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, ভৌগোলিকদৃষ্টিতে নিকট তাহা অতি প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।

* ভক্তিরসাকরে উক্ত গ্রামগুলির নামোৎপত্তিবিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নরহরির বর্ণনার বোধ হয়, নব্বীপ নামে কোন এক স্বতন্ত্র নগর বা গ্রাম ছিল না, উপরোক্ত স্থানগুলি লইয়া নব্বীপ। কিন্তু চৈতন্যদেবের বহুপূর্বে হইতেই নব্বীপ এক স্বতন্ত্র নগর বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই নগরেই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। রাজধানীর নামীয়াসারে যেমন রাজ্যের নাম হয়, সেইরূপ বোধ হয়, হিন্দু রাজত্বকালে নব্বীপ-নগরী ও তাহার চতুর্পার্শ্ববর্তী উপকণ্ঠস্থ গ্রামগুলিও নব্বীপ বলিয়া গণ্য হইত।*

সেনরাজগণের পূর্বে নব্বীপনগরীর অস্তিত্ব ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের ভূতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্বে এ অঞ্চল সমুদ্রময় ছিল, খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে সমুদ্র সরিয়া গেলে চরে পরিণত হয়। এই সময় সমুদ্রমোহনাস্থিত অনেকগুলি নদী এ অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্তমান সহরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সমুদ্রগড় নামক গ্রামের নিকট একটা চর আছে, তাহাকে ত্রিমোহনী বলে। এখানে পূর্বে তিনটা নদীর মোহনা ছিল।

বর্তমান নগরের প্রায় দুই ক্রোশ পূর্বে 'সূর্যবিস্ফার' নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। অনেকের বিশ্বাস, পালবংশীয় রাজগণের সময় এখানে বৌদ্ধগণের 'বিহার' ছিল। এখনও ঐ স্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই সকল ভগ্ন প্রস্তর, ইষ্টক ও তক্তাদি দেখিলে অনেকটা বৌদ্ধধর্মের বলিয়া বোধ হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা ঐ স্থান হইতে অনেক মাল মসলা লইয়া গিয়া স্ব স্ব অট্টালিকায় লাগাইয়াছেন। পূর্বে ভাগীরথীর একশাখা মামাপুরের উত্তর দিয়া সূর্যবিস্ফারের নিকট পর্যন্ত প্রবাহিত হইত। ঐ শাখা-তেই খড়িয়া নদী পতিত ও মল্লিকিনী নামে গোয়ালপাড়ার উত্তরাংশে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখন ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ার প্রাচীন গর্ভমাত্র লক্ষিত হয়।

ভাগীরথী তটস্থ পুণ্যস্থান বলিয়া ও তিনটা নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রভু বাগিচাদির স্মৃতি থাকায় রাজা লক্ষ্মণসেন এখানে রাজধানী করিয়াছিলেন।

এখনকার নব্বীপের উত্তর পূর্বে অর্ধক্রোশ দূরে 'বঙ্গাল দীঘী' নামে একটা দীঘী ও সেই দীঘীর উত্তরদিকে 'বঙ্গাল-

* নরহরিও লিখিয়াছেন,—

"নর বীপে নব্বীপ নাম। পৃথক পৃথক ছিল একগ্রাম।

বৈছে রাজধানী কোন স্থান। বসতি অনেক তথা হয় একবার।"

.. (নব্বীপপত্রিকা।)

সেনের চিবি' নামে এক উচ্চভূমি আছে। প্রবাদ এইরূপ, এখানে বঙ্গদেশের বাটী ছিল ও তিনিই এখানে নিজ নামে 'দীঘী' খনন করাইয়াছিলেন। কাহারও মতে, লক্ষ্মণ-সেন পিতৃনাম্য ঐ দীঘী উৎসর্গ করেন এবং ইহার তীরবর্তী চিপি পরবর্তী কালে বঙ্গদেশের চিপি নামে খ্যাত হয়। বাস্তবিক তথ্য লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ ছিল। সেনরাজ্যের সময় যেখানে নগর ছিল, সে স্থান ভাগীরথীর স্রোতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

তৎকালে এই স্থানে ভাগীরথী দ্বারা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সহিত সপ্তগ্রামের এবং জলঙ্গী নদী দ্বারা পূর্ববঙ্গের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হইত। এই বাণিজ্যকারণ ও বোগাদিতে স্নানাদি উপলক্ষে এখানে বিস্তর লোক আগমন করিত ও ভাগীরথী-গর্ভে শত শত নৌকা শোভা পাইত। মুসলমান আক্রমণে সেনরাজ নববীপ হারাইলে ইহার পূর্বতন সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে সহস্র সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি নববীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই পূর্ব বঙ্গের সমৃদ্ধির হ্রাস-পাত হয়। মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের পর যে সকল মুসলমান লক্ষণাবতীর শাসনাধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানীতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন, নব-বীপের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করিতেন না।

তৎকালে এ অঞ্চলের জমিদারগণ অনেক সময়ই এক প্রকার স্বাধীনভাবে জমিদারী শাসন করিতেন। তবে বখন ফৌজদার সৈন্ত সামন্ত আনিয়া জমিদারদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহারা ফৌজদারকে কিছু টাকা দিয়া মিট মাট করিয়া কেলিতেন।

সেনরাজগণের অধঃপতনের পর নববীপে বিলক্ষণ মুসল-মান-অত্যাচার চলিয়াছিল। তবে তৎকালে নববীপে বাণি-জ্যের স্থান ছিল বলিয়া অত্যাচার সহ করিয়াও এখানকার ব্যবসায়িগণ এককালে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই। সেইজন্য নববীপ এককালে শ্রীহীন হয় নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে (খ্রীষ্ট ১৫শ শতাব্দী) নববীপের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, কবি জয়ানন্দ তথ্যচিত্রিত চৈতন্যমঙ্গলে তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

“নানা চিত্রে ধাতু বিভিন্ন নগরী নানাজাতি বৈলে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহরা নানাবর্ণে বহুলতা।
জয় জয় ধ্বজ নদীয়াবগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী জীড়া করে তথি বিরাজিত বহুলমাণে।
প্রতি ঘরের উপর বিভিন্ন কলস চকল পতাকা উড়ে।
পূর্বে বেন ছিল অবাধ্যানন্দরী বিজুরী হটাক পড়ে।
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর কৃপ ভড়াপোশান।
বাঠ-নগর-স্বত্রিত চরম কৃষ্ণ তুলসী আরোপণ।

প্রতি ঘরে শোভে প্রতি বিভিন্ন কপাট।
প্রতি দলি নৃত্যগীত-আমলিত প্রতি ঘরে বেগপাট।
বিজয়গ ধরি দেবতা গজকর জয় লতিলা নববীপে।
হইয়া বিজয়ারী ইন্দ্র বিদ্যাবরী নদীত গঙ্গা সন্নীপে।
বর্গ হাড়ি বত গজকরমণী জয়িল বৈদ্যবিন্দিত।
দেববধি মুনি বিজয়গধরি অব্যয়নক্ৰতিগীত।
গোধূলি সময়ে বৃন্দন করতাল লক্ষ্মণনি প্রতি ঘরে।
শেতচামর ময়ূরশাখা হাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে।
ইষ্টকরচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ স্বত্রিত গৃহঘারে।
হিন্দুল হরিতাল কাঁচা ঢাল চৌকণ্ডী চৌকট সালে।
সালে রসাল বিশালক তত্তরাজিত চন্দ্রাভিলকে।
ময়ূর শুক শারস পারাবত সিংহ হলে চক্রবাক্যে।
বাটপাট সিংহাসন আসন চৌকণ্ডি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে লক্ষ্য শাখা।
ডাবর বাটা ওবাক নংপুট দর্পণ রসবাটিকা।
তাত্রহাতি রসপিত্তলকলস বাবাগলীর ত্রিশপিকা।
লক্ষ বাটাবাটী সর্দাজ খাল রসময় রসগুরি।
তিরোহত গাড়ু তাত্রমুখারমণল শীতল পিত্তল বারি।
পাবাগতাজন অতি লুগঠন বড়িকা রজি কাপড়া।
উড়িয়া সোড়ীয়া চিরণি বিভিন্ন সাপুড়া।
টাড় গাঠা কড়ি হিরণ্য বাদলী কেদুর কঞ্চক রত্ন নুপুরে।
হেমকিয়া পাভা বিক্রম মুক্তা কানীরদেশের ঘুরে।
তবক হুর পানবাটা কাকিদেশের বিভিন্ন বেলি।...
পাটনেত ভোট সকলাত কবল শ্রীরামখানি জমকা।
ভোতোটদেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাস তারকা।
লেখিতে না পারি যত দাসদাসী প্রেমের মলিনে খাটে।
যে যে জব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকার নদীয়ার হাটে।”
বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতেও লিখিয়াছেন,—
“নববীপ-সম্পত্তি কে বর্ষিবারে পারে।
এক গঙ্গা বাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সতেই মহা লক্ষ।
সতে মহা অধ্যাপক বলি গর্ভ ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে ককা করে।
নানা বেশ হইতে লোক নববীপে যায়।
নববীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।”

তিন চারি শত বর্ষ পূর্বে নববীপের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। প্রাচীন নববীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। পূর্বে ভাগীরথীর যে ধারে নববীপ ছিল, এখন তাহার অপরপারে প্রাচীন নববীপ আগিয়া উঠিতেছে। ভাগীরথীর গতি পরি-বর্তনে, বাণিজ্যের হ্রাসপ্রবৃত্ত এবং প্রাচীন অট্টালিকাশি-গঙ্গার গর্ভশায়ী হওয়ার নববীপের লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া

আসিতেছে। ১৮৮১ সালের গণনার এখানে ১৪১০৫ জন লোকের কাষ ছিল, কিন্তু গত ১৮৯১ সালের গণনায় ১৩৩৩৪ জন মাত্র। অধিকাংশ নগরেই প্রতি দশ বর্ষ অন্তর শতকরা ১০।১২ জন লোক বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু নব্বীপের অদৃষ্টে ক্রমেই হ্রাস হইতেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই এখানে শত শত টোল ছিল, ও দূর দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। বাহুব্ধের সার্কভোমের সময় নব্বীপ শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত। নব্বীপের এই উজ্জল সময়ে মুসলমানেরা মধ্যে নব্বীপের উপর দারুণ অত্যাচার করিয়াছিল। কবি জয়ানন্দ তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

“ভবে জগন্নাথমিত্র দেখিঞা কৌতুকে।

বিধরূপ জাতকর্ষ করি একে একে।

আচাৰিতে নব্বীপে হৈল রাজভর।

ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়।

নব্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে বার ঘরে।

ধম প্রাণ লয়ে ভ্রার জাতিনাশ করে।

কপালে তিলক দেখে বতাপূত্র কাকে।

ঘর দ্বার লোটে তার লৌহ পাশে বাকে।

মেউল দেহরা ভাঙে উগাড়ে তুলনী।

প্রাণ ভয়ে ছিরি নহে নব্বীপবাসী।

গঙ্গা নদ বিরোধিল হাট বাট যত।

অবশ পনস বৃদ্ধ কাটে শত শত।

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক ববন।

উচ্ছন্ন করিল নব্বীপের ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণে যবনে বাধ যুগে যুগে আছে।

বিবস পিরল্যা গ্রাম নব্বীপের কাছে।

গোড়ের বিদ্যামানে দিল মিথ্যা বাধ।

নব্বীপ-বিপ্র ভোমার করিব প্রসাদ।

গোড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।

নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে।

নব্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ হব রাজা।

গজকর্ক সিংহন আছে ধর্মরাজ।

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।

নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।

বিশারদহস্ত সার্কভোম তটচাৰী।

অবশে উৎকল খেলা-ছাড়ি গোড়রাজ।

উৎকলে প্রতাপরত্ন ধর্মরাজ।

রত্নসিংহনদে সার্কভোমে কৈল পূজা।

ভার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গোড়ে বসে।

বিশারদমিথাস করিল বারপাশী।

খিখিখিখি বিদ্যারণ্য নব্বীপে।

তটচাৰীশিরোমণি সত্যর সন্যাসী” (চৈতন্য-নকল—আদিবক্ত।)

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্বে মুসলমান-অত্যাচার হইলেও তাঁহার স্মারিককাল-কালে নব্বীপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

এই সময় রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার পঞ্চধরমিশ্রকে ডাক্তরপদে পরাম্ভ করিয়া নদীয়ার জায়প্রাধিকার স্থাপন করিলেন। এই সময় নব্বীপে রঘুনন্দনের দ্বার্তব্যবস্থা প্রবর্তনে বন্ধে নবযুগ প্রবর্তিত হইল। এই সময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অধাৰ্ণি প্রেমের প্রবাহে নব্বীপ বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিল ও বৈষ্ণবগণের নিকট নব্বীপ কুল্যাবনের জায় মহাজীর্থ বলিয়া গণ্য হইল। এই সময় হইতে নব্বীপে যে বৈষ্ণব প্রাধিকার হইয়াছিল, এখনও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। রঘুনাথ শিরোমণি এখানে জায়ের টোল করিয়া যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান, এখনও তাঁহারই আশীর্বাদে ভারতের মধ্যে নব্বীপই জায়ের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য। এখনও কাশী কাঞ্চী জাবিড়াদি নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ এখানে জায়শিক্ষা করিতে আসেন।

বিদ্যায় ও বৈষ্ণবী প্রেমে নব্বীপ প্রধান থাকিলেও বিষয়বৈভবে এখানকার দারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। পরবর্তী কালে এখানকার ধর্মপ্রতিম মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অনেকেই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার্য সেই অবস্থাতেই সম্ভট থাকিতেন এবং শত শত ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র দিয়া তাহাদের অধ্যাপনা করিতেন। সেই মহাপণ্ডিতগণের বিদ্যাহুরাগিতা ও ধনোপার্জনে নিম্পৃহতার আর তুলনা নাই।

এখন নব্বীপে ১৪ থানি টোল দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জায়ের ৪ থানি, স্থতির ৫ থানি, ভাগবতের ২ থানি ও সাহিত্যের ৩ থানি। ছাত্রের সংখ্যাও নানাদিক চুইশত হইবে। বাঙ্গালী ব্যতীত এই সকল ছাত্রের মধ্যে মৈথিল, তৈলঙ্গী, মাড়বারী, উড়িয়া ও গোড়ীর প্রভৃতি আছে। গবর্মেন্ট হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ ২০০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে।

নব্বীপ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—

এই বংশ আপননদিগকে কনোজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নিশুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে বাস করিতেন। তথায় তাঁহাদের অনেক ভূসম্পত্তি ছিল। ভট্টনারায়ণের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৪০০ খৃষ্টাব্দে গোড়ের মুসলমান রাজার অহুগ্রহে কাকুদি প্রভৃতি পরগণা প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বনাথের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র কান্দীনাথের সময় ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জিপুরাধিপতির কতকগুলি হস্তী তাঁহার জমিদারীর মধ্য দিয়া বাইতেছিল। তন্মধ্যে একটা হস্তী কুপিয়া উঠিয়া প্রাণে প্রবেশ করিয়া

প্রজাদিগের বিশেষ অনিষ্ট করে। তজ্জন্ত কানীনাধের আদেশে সেই হাতীটাকে মারিয়া ফেলা হয়। নবাব সেই সংবাদ পাইয়া কানীনাধের প্রতি কষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে লোক পাঠান। তৎকালে কানীনাথ সপরিবারে দক্ষিণদিকে পলায়ন করিলেন। কিছু দিনের পর জলঙ্গী নদীর নিকটবর্তী বাগওয়ান পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে নবাবের লোকের হাতে কানীনাথ বন্দী হইলেন। পথিমধ্যে তিনি রাজপুরুষগণের হস্তে নিহত হন। তাঁহার পত্নী দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ও দুই একটি বিধাসী লোকসহ বাগওয়ান পরগণার জমিদার আন্দুলিয়াবাসী হরেকৃষ্ণ সন্যাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎকালে সেই রমণী গর্ভবতী ছিলেন। হরেকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। বৎসকালে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণের পুত্রসন্তান না থাকায় রামচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী করিলেন। এই কারণেই রামচন্দ্র রামসন্যাসীর নামে খ্যাত।

রামচন্দ্রের চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভবানন্দ। ভবানন্দ বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতচন্দ্র কালিকামঙ্গলে লিখিয়াছেন, ইনি পূর্বে জন্মে নলকুবের ছিলেন, অভিযন্ত হইয়া ভবানন্দরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার ফৌজদার ভবানন্দের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া রীতিমত লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। তাহাতে ভবানন্দ পারস্ত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। অল্পমাত্র ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ভবানন্দ নবাবকে প্রসন্ন করিয়া ‘কালুনগো’-পদ ও মজুমদার উপাধি লাভ করিলেন। ইহার কএক বর্ষ পরে, তিনি পৈতৃক জমিদারী কতেপুর, কুড়ুলগাছী ও পাটকাবাড়ী আপন তিন সহোদরকে ভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি আপনি লইলেন। এই সময় রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্ত দিল্লীখর মানসিংহকে পাঠাইয়া দেন। ভবানন্দ তখন কালুনগো, তিনি মানসিংহের সম্মানার্থ বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ তাঁহার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে তাঁহাকে সঙ্গী রাখিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত ভবানন্দ অশেষ কষ্ট স্বীকার ও মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত মানসিংহ যশোর হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভবানন্দের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে মহৎপুর, নদীয়া, মাল্লপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়না, মণ্ডুয়া প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণার জমিদারী প্রদান করিলেন ও দিল্লী-যাত্রা-কালে তাঁহাকে সঙ্গী লইলেন। দিল্লীখর তাঁহার কুল ও গুণের পরিচয় পাইয়া মানসিংহপ্রদত্ত ১৪ খানি পরগণার করমাণ

দিতে (১০১৫ হিজরী = ১৬০৬ খৃঃ অব্দে) আদেশ করিলেন। কিছুদিন পরে ভবানন্দ বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া করমাণ, নহবৎ, ডকা, বড়ি ও নিশান ইত্যাদি সম্মানসূচক দ্রব্য সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি মাটিয়ারী গ্রামে রাজবাটী প্রস্তুত করাইলেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে (১০২২ হিজরী) তিনি বাদশাহের অল্পগ্রহে উথড়া, ভালুকা, ইন্সমাইলপুর, ইন্সলামপুর প্রভৃতি আর কএক খানি পরগণা ও তহসিলকে এক করমাণ পাইলেন।

ভবানন্দই প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমান নবদীপ-রাজবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহারই সময় এ বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির মূহুর্তপাত হয়। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। গোপাল কার্যকুশল ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া ভবানন্দ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

গোপাল বাদশাহের নিকট হইতে শান্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কএক পরগণার জমিদারী পাইয়া ছিলেন। তাঁহার নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রামব এই তিন পুত্র ছিল। গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবরের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি বুদ্ধি ও কৌশলক্রমে সম্রাট শাহজহানের নিকট হইতে রায়পুর, বেদারপুর, আলনিয়া, খাড়িছড়ি, মুলগড় প্রভৃতি আরও কতকগুলি পরগণা প্রাপ্ত হন ও কোন কোন জমিদারের নিকট আরও কএকখানি পরগণা ক্রয় করেন। তিনি মাটিয়ারী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রেউই (বর্তমান কৃষ্ণনগর) গ্রামে রাজধানী করেন। সে সময় এখানে ব্রাহ্মণাদি কোন ভদ্রলোকের বাস ছিল না। বিস্তর গোয়ালার বাস ছিল। তাঁহার আগমনে এই গ্রামের ভাগ্য ফিরিয়া যায়। তিনি গ্রামের চারিদিকে পরিখা খনন করান। এই পরিখাকে সহরপানার বলে এবং তাহা এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত ২০ হাজার টাকা খরচ করিয়া শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে দিগুনগর গ্রামে এক বৃহৎ দীঘী খনন করান এবং অনেক অধ্যাপককে বিস্তর ‘ব্রহ্মোত্তর’ দিয়া যান। এই বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম বাদশাহের নিকট সম্মানসূচক ‘হুদী’ উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র রজ ও প্রতাপনারায়ণ। রাঘব বাদশাহের আদেশ লইয়া জমিদারীর দশখানা রজকে ও ছয় খানা প্রতাপকে দান করেন। কিন্তু রজ পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাকে ভুলাইয়া বাগওয়ান প্রভৃতি কএকখানি পরগণা রাতীত আর সমস্ত জমিদারী আপনি অধিকার করেন। ইহার জন্ত ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে (১০৮৭ হিজরী) তিনি

বাদশাহ আশরাফীর নিকট হইতে করমাণ লইরাছিলেন। এ ছাড়া তিনি গরাসপুর, হোসেনপুর, বাগমারী প্রভৃতি বিকৃত পরগণা ও অট্টালিকার উপর কাজ্‌ড়া নির্মাণ করিবার অহুমতি প্রাপ্ত হন। রাজার বিশেষ অগ্রহে বাতীত কেহই তৎকালে আপনায় ভবনে ‘কাজ্‌ড়া’ নির্মাণ করিতে পারিতেন না। কোন অট্টালিকার উপর কাজ্‌ড়া দেখিলেই তাহা কোন বিশেষ রাজসম্মানিত ব্যক্তির বাটী বলিয়া সাধারণে বুঝিতে পারিত।

তাহার বসতি-স্থানে কুফোপাসক গোপগণের বাস থাকার ভিত্তি রেউই গ্রামের ‘কুফনগর’ নাম রাখেন। তিনি ঢাকা হইতে কারিকর আনাইরা স্তম্ভর চক ও নহবৎখানা প্রস্তুত করেন। এখন ভয়প্রার হইলেও অনেকেই তাহার শির-নৈশুণ্যের স্মৃতি রাখিয়া থাকে। তাহার সময় কুফনগরের ধার দিয়া জলঙ্গীর শাখা অজনা নদী প্রবাহিত ছিল। এক সময় কতকগুলি সৈনিক পুরুষ এই নদী দিয়া বাইবার সময় রক্তের সৌবারিকগণের সঙ্কিত বিবাদ করে। তাহাতে উভয় পক্ষে বিলক্ষণ হাতাহাতি হয়। এ কারণ রক্ত পরবর্ষেই অজনার গতি রক্ত করিয়াছিলেন, ইহাতে সাধারণের বিশেষ ক্রটি হইরাছিল। যাহা হউক, রক্ত কুফনগর হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, সাধারণের কতকটা অভাব দূর করেন। তাহার সময় মর্দনার নিকটই জলাশয়ে অতি স্তম্ভর পদ্ম ফুটিত, সেই শোভা দেখিয়া তিনি ঐ স্থানের নাম ত্রীনগর রাখেন। এখানে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। এখন ত্রীনগরের গড়মাত্র আছে, সংক্রামক জরে এ স্থান উৎসর হইয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে, রাজা রক্ত ঐ বাটার তলে কএক লক্ষ টাকা প্রোথিত করিয়া রাখেন। তিনি আপন কোষাধ্যক্ষকে শপথ করাইয়া বলিয়া যান যে বিশেষ বিপদ না ঘটলে উত্তরাধিকারিদিগকে ঐ ধন দেখাইয়া দিবেন না। রক্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র খাজাঙ্গিকে টাকা দেখাইয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞাতি শ্রবণ করিয়া তাহার আদেশ পালনে অসম্মত হন। ইহাতে নিকোদ রাজপুত্র সেই বিশ্বাসী খাজাঙ্গিকে প্রহার করিতে বলেন, সেই প্রহারেই খাজাঙ্গীর মৃত্যু হয়। অনেকেই ঐ টাকা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও আশা পূর্ণ হয় নাই।

রক্তের ছই রাণী—জ্যোষ্ঠা রাণীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রাম-জীবন একই কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামচন্দ্র অতিশয়-সাহসী ও যুগ্মস্বরূপ ছিলেন। রক্তের ইচ্ছা ছিল না যে, তাহার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র উত্তরাধিকারী হয়। তিনি

রামজীবনকে জমিদারী দিবার জন্য বাদশাহের অহুমতি আনাইরা ছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর রক্তের রামচন্দ্র হুগলীর কোজদার ও ঢাকার নবাবের সাহায্যে পৈতৃক জমিদারী অধিকার করিলেন। কিছু দিন পরে রামজীবন অনেক দলবল সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রের হস্ত হইতে জমিদারী উদ্ধার করেন। রামচন্দ্রও ছাড়িবার লোক নহেন। তিনিও পর বর্ষে রাম-জীবনকে পরাজিত করিয়া জমিদারী জয় করিলেন। কিছুকাল পরে তাহার মৃত্যু হইলে রামজীবন জমিদারী পাইলেন। তাহাকেও বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাহার বৈয়াক্ষর্যে ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নবাবের সহিত কোশল করিয়া তাহাকে ঢাকার কারারুদ্ধ ও জমিদারী অধিকার করিলেন। এই রামকৃষ্ণের সময়ে বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। বর্দ্ধমানের রাজ-পুত্রকে রামকৃষ্ণ আশ্রয় দেন। তৎকাল শোভাসিংহের ভ্রাতা হেমন্তসিংহ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের তাহাতে কোন ক্রটি হয় নাই। এই সময় বাদশাহের পুত্র আজিমওসান বিদ্রোহ-দমনের জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ মহা-সমারোহে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আজিমওসান তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তাহার সহিত আজিমওসানের মিত্রতা জন্মে। এই সুযোগে রামকৃষ্ণ জমিদারীর রাজস্ব যথানিয়মে দিতেন না। অবশেষে নবাব কোশলক্রমে ঢাকায় লইয়া গিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করেন ও তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

রামকৃষ্ণের পর রামজীবন কারারুদ্ধ হইয়া জমিদারী পাই-লেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামজীবনের তিন পত্নী ও তাহাদের গর্ভে ৪টা পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত রঘুরাম সর্দাপেক্ষা কার্যদক্ষ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন বলিয়া, রামজীবন মৃত্যুকালে তাহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান। রামজীবনের গীতশক্তি ও কবিত্বশক্তি বেশ ছিল।

রঘুরাম জ্যোন্ত সাহসী ও বলবান ছিলেন, সে জন্য তিনি রঘুরীর বলিয়া খ্যাত। এক সময়ে নবাব মুরশিদকুলির সহিত রাজশাহীর রাজার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রঘুরাম নবাবের সেনাপতির সহিত গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে রঘুরাম অব্যবহরসকানগুণে রাজশাহীর সেনাপতিকে নিপাতিত করেন। তাহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া নবাব তাহার বখেট প্রশংসা করেন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। রঘুরাম প্রায়ই ত্রীনগরের বাটীতে থাকিতেন। রক্তের বিবর, তাহার পূর্ব-

পুরুষের বে বহু রাজস্ব দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি বার-বার মুরশিদাবাদে বন্দী হইতেন। কিন্তু এই বন্দী অবস্থাতেও তাঁহার দানশীলতার হাস্য হয় নাই। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুরাম আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে ভাল বাসিতেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অবধা থাকায় তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্দ্রকে বিষয় সম্পত্তি না দিয়া রামগোপালকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কিন্তু এই সময় কৃষ্ণরাম নামক এক ব্যক্তির কৌশলে তাম্রকূটপ্রিয় রামগোপাল অধিকারী না হইয়া নবাবের আদেশে কৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিলেন। [কৃষ্ণচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ দেখ।] রাজারাজ্যে কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের সময় নদীয়া-রাজ্যের চরমোন্নতির সময়। এই সময় তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব সীমা ধুলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল।* এ ছাড়া তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেরপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা দখল করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ ৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। এখন ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত, অবশিষ্ট অংশ ২৪ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোর ও বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চাকদহ, কুশদহ, বহিরগাছী, শ্রীনগর, গোপালপুর প্রভৃতি নগরগুলি এবং কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি প্রভৃতি অনেকগুলি গঞ্জ তৎকালে নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র চারি সমাজের অধিপতি† বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল ও দ্বিতীয়াংশাবলিচরিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচর আছে। তিনি তৎকালে প্রবল প্রাচ্যে হিন্দুসমাজের উপর যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কাহারও ভাগ্যে সে সম্মান ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার মধ্যে তিনি আপন অমুগ্ধীত ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গকে যে ভূরি ভূরি জমি দান করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ সেই সকল নিরুর ভোগ করিতেছেন। নদীয়া জেলার মধ্যে এমন গণগ্রাম নাই, যেখানে নদীয়ারাজপ্রদত্ত নিরুর জমি না আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই অপরিমিত দানশীলতাই নদীয়ারাজ্যের অধঃপতনের মূল। [কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

* “রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।

পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাল।

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।

পূর্ব সীমা ধুলিয়াপুর বড়গঙ্গা পার।” (ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল)।

† নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, ময়দ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই চারি সমাজ।

রাজারাজ্যে কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ১৭৮২ খৃঃ অব্দে (১১৮৯ সালের ২২ আবাণ) ৭৩ বর্ষ বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিবচন্দ্র মেদানী বন্দোবস্তদ্বারা জমিদারীর অধিকারী হন। রাজা ভবানন্দ্রের সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই জমিদারী পুরুষাচর্য্যে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, শিবচন্দ্রের সময় হইতেই ক্ষয় পাইতে আরম্ভ হইল। তিনি যে বিষয় কার্য্যে অপটু ও অপরিমিত ব্যাধী ছিলেন, তাহা নহে কেবল নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই তাঁহার বহু সম্পত্তি বাকি খাজনার দ্বারা নিলামে উঠিতে লাগিল। তাঁহার কর্মচারিগণের বড়বন্দেও এ সময় অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইল। তিনি মনের দুঃখে ৬০ বর্ষ বয়সে (১৭৮৮ খৃঃ অব্দে) পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যে সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত ও কবি বিরাজ করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই শিবচন্দ্রের সভাও উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় দশশালা বন্দোবস্ত হয়। রাজ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র বাতীত আর সকল পুত্রের মাশহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাঁহার এতদিন কিছু করেন নাই। এখন দশশালা বন্দোবস্ত হইলে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর অংশ পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিলেন। যদিও তাঁহাদের মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইল বটে, কিন্তু এই সময়ে মোকদ্দমার খরচ যোগাইতে ও নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নদীয়ারাজ্যের বহু সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেল। তাহার উপর হুঁরাপানে মত্ত থাকিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়-কর্মের প্রতি তেমন মনোযোগ করিতেন না, হুতরাং বাহা হইবার তাহা হইল। ইনি অজ্ঞান-নদী-তীরে শ্রীবন নাম দিয়া তথায় এক সুরমা হাফা নির্মাণ করান। তথায় অনেক সময় আমোদে মত্ত থাকিতেন। শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনপ্রযুক্ত উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় বর্ষাবধি হতজ্ঞান হইয়া থাকেন। পরে ৫৫ বর্ষ বয়সে (১৮০২ খৃঃ অব্দে) গিরীশচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। শারদামঙ্গলপ্রণেতা বিনয় বাকপতি নামে এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ইহার সভা উজ্জল করিতেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে পৈতৃক জমিদারী অর্ধেক হস্তান্তর হইয়াছিল।

গিরীশচন্দ্র জমিদারী হাতে পাইলেও তাঁহার চৈতন্ত হইল না। তিনি কেবল বদ্বীপ বস করিতে ভাল বাসিতেন। শেষে (১৮১৩ খৃঃ অব্দে) যখন তাঁহার প্রধান পরগণা উথড়া বাকি খাজনার দ্বারা নিলামে উঠিল, তখন তিনি কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে,

তাহার প্রধান কর্মচারী ও আত্মীয় স্বজনদের দোষে মহাশয় সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, তখন তাহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি সর্বদাই দেবার্চনার অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক হইলেও বড় নির্দোষ ছিলেন। তাহার বুদ্ধির দোষে পৈতৃক জমিদারীর ৮৪ খানি পরগণার স্থানে এখন কেবল ৫৭ খানি পরগণা রহিল। তাহার অর্থকষ্ট হইলেও তিনি কখন ধর্মকর্মে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নবদ্বীপে দুইটা বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহার একটীর মধ্যে পাষণময়ী কালীমূর্তি ও অপরটীতে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৪৮ সালে অগ্রহারণ মাসে (৫০ বর্ষ বয়সে) ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ রসসাগর ইহার সভায় থাকিতেন।

[কৃষ্ণকান্ত ডাছড়ী দেখ।]

গিরীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার দত্তক পুত্র শ্রীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি বিষয় বুদ্ধি করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা ছিলেন। বহুদিন হইল, নদীয়ারাজ্যের অন্তর্গত উখড়া পরগণা নিলাম হইয়া গিয়াছিল। এখন শ্রীশচন্দ্র বহু যত্নে তাহার বহু অংশ উদ্ধার করিলেন। রাজা জৈম্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট অহঙ্কার করিয়া পৈতৃক উপাধির প্রার্থী হন নাই। কিন্তু রাজা শ্রীশচন্দ্র অতিশয় চতুর ছিলেন। তাহার প্রার্থনামুসারে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজ-উপাধির ফরমান পাইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাহার যত্নে লাখেরাজদারগণ একপ্রকার বিষম রাজস্বদায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের এই কার্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। ইহার কিছু পূর্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকর অনেক কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র রাজা হইলেন। ইনি রীতিমত ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইনিও ইহার পিতামহ গিরীশচন্দ্রের স্থায় কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময়ই তিনি পশ্চিমাঞ্চলে অভিবাহিত করিতেন। অতিশয় সুরাপানজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে (২৫ অক্টোবর) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠা পত্নী মহারাজী ভুবনেশ্বরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। ইনিই ক্ষিতীশচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র বুদ্ধিমান ও সবিবেচক। ইহার যত্নে কৃষ্ণনগর রাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নবধা (অব্য) নব প্রকারে ধাছ। নব প্রকার, নয় গুণ, নয় কার।

* “আচার্য্যে বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নির্ভাযুক্তিপোষানং নবধা কুললক্ষণম্।”

নবধাতু (পুং) নবগুণিতা ধাতুঃ। নয় প্রকার ধাতু।

“হেমভারতানাগাশ্চ তাম্ররঞ্জে চ তীক্ষ্ণকম্।

কান্তকং কান্তলোহকং ধাতবো নবকীৰ্ত্তিতাঃ।” (শকার্থে)

বর্ণ, রৌপ্য, স্ফার (লৌহ), নীল (সীসক), তাম্র, রত্ন, তীক্ষ্ণ (ইস্পাত), কান্ত ও কান্তি লৌহ এই নয়টিকে নবধাতু কহে।

নবনু (জি) নু-কণিন্। ১ সংখ্যাভেদ, নয় সংখ্যা। ২ তদ্ব্যক্ত, নয় সংখ্যাব্যক্ত।

নবনবক (স্ত্রী) নবগুণিতং নবকম্। দক্ষসংহিতোক্ত জাতব্য একাশীতি পদার্থ।

“সুধা নব গৃহস্থস্ত শস্যরাসি নবৈব তু।

তথৈব নব কর্ম্মণি বিকর্ম্মণি তথা নব।

প্রচ্ছন্নানি নবাত্মানি প্রকাশ্যানি তথা নব।

সকলানি নবাত্মানি নিফলানি নবৈব তু।

অদেয়ানি নবাত্মানি বস্ত্রজাতানি সর্দদা।

নবকা নবনির্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ।” (দক্ষসংহিতা ৩।১-৩)

গৃহিগণের নয়টী অনৃত, নয়টী কর্ম্ম, নয়টী বিকর্ম্ম, নয়টী প্রকাশ্য কার্য, নয়টী সফল কার্য, নয়টী নিফল কার্য, নয়টী স্তম্ভ-কার্য, এই নয় নয় করিয়া ৮১ প্রকার কার্য গৃহস্থের উন্নতি-কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—নির্দিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে পর, তাহাকে মন, চক্ষু, শ্রুতি ও বাণ্য এই চারিটী হৃদয়রূপে দিবে, অর্থাৎ প্রসন্নমনে প্রসন্ন দৃষ্টিতে সানন্দ মুখে ও সুমিষ্ট বাণ্যদ্বারা আগত ব্যক্তির সন্তোষোৎপাদন করিবে। তদনন্তর প্রভাত্যহ্নান, এই স্থানে আগমন করুন, পরে স্বাগত প্রদ্র, মিষ্টালাপ ও ভোজনাদি দ্বারা সেবা, তাহার পর গমনকালে কিয়দূর তাহার অহুগমন করা এই নয়টী কার্য গৃহস্থের পক্ষে সুধা স্বরূপ, এই নয়টী কার্য অতিশয় যত্নের সহিত অহুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

অন্তবিধ ৯ প্রকার অন্ন দান—বসিবার স্থান, পানপ্রকাশ-লনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশাসন, পানপ্রকাশলন, অভ্যঙ্গ নিমিত্ত তৈলদান, গৃহে স্থানদান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাসক্তি খাদ্যবস্ত্র প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন না করা, অতিথির ভোজন হইলে আচমন নিমিত্ত বৃত্তিকা ও জল প্রদান, এই নয়টী কার্যও গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। ইহাও সুধাশলবাচ্য।

৯টী কর্ম্ম—প্রতিদিন যথাসময়ে সন্ধ্যাহুষ্ঠান, হ্নান, জপ, হোম, কেমপাঠ, সেবপূজা, বলিবৈষ্ণ, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, যত্নস্বাপুণ, দরিদ্র ব্যক্তি, তপস্বিগণ ও অন্যান্য প্রজন্মের যথাবোধ্য বিজ্ঞাপন করিয়া দেওয়া এই ৯টী গৃহস্থের নিত্যকর্তব্য

কর্ম। ইহার নাম নয় কর্ম। যাহারা এই নয় কর্মসমূহান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহকালে কীর্তি ও ধর্মলাভ হইয়া থাকে।

নয় বিকর্ম, অর্থাৎ যাহা গৃহস্থের কর্তব্য নহে।—মিথ্যা-বাণীপ্রয়োগ, পরজীগমন, অভক্ষ্য বস্ত্রভক্ষণ (গোমাংস প্রভৃতি), অগম্যাগমন, অপেয় পান, চোৰা, জীবহত্যা, অকার্য্যাহু-ষ্ঠান ও বহুজনের অকর্তব্য কার্য্য, এই ৯টা কর্মের নাম বিকর্ম। এই বিকর্ম গৃহস্থের সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

নয় গুপ্ত কার্য্য—মহুবার পরমায়ু, ধন, গৃহস্থি, মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্তা ও সম্মানপ্রাপ্তি এই ৯টা গৃহস্থের গুপ্ত-কার্য্য অর্থাৎ এই সকল কার্য্য বিশেষ যত্নের সহিত গোপন করিবে।

নয় প্রকাশ্য কর্ম—আরোগ্য, ধনদান, অধ্যয়ন, নিজ বস্ত্র-বিক্রয়, কন্যাদান, বৃষাৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত পাপপ্রকাশ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া এই ৯টা গৃহস্থের প্রকাশ্য কর্ম।

নয় সফল কর্ম—মাতা, পিতা, অজ্ঞাত গুরুজন, বহুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ লোক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহা সফল কর্ম বলিয়া অভিহিত হয়।

নয় বিফল কর্ম—দুর্ভিক্ষ, স্ততিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চোরগণ ইহাদিগকে দান করিলে কোন ফল হয় না, এইজন্য ইহাকে বিফল কর্ম কহে।

নয় অদেয় বস্তু—বাচ্যপ্রাণ, গচ্ছিত, বন্ধকী, জী, জীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকারহুত্রে গৃহে আগত ধনসম্বন্ধ, এবং সাধারণ সম্পত্তি আপদ কালেও দান করিতে পারিবে না। যদি কেহ মোহবশতঃ ইহার বিপরীত অমুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্থ হইবেন।

এই নয় নয় একাশীতি কর্মকে নবনবক কহে। নব-নবকবেত্তা মনুষ্যকে লক্ষী ইহলোকে এবং পরলোকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। যাহারা সর্বদা এই নিয়মসমূহান করিয়া চলেন, তাঁহারা নানাবিধ সুখসম্পদ লাভ করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। (দক্ষসংহিতা ৩ অ°।)

নবনবতি (জী) নবাধিকা নবতিঃ। ১ একোনশত সংখ্যা। ২ তদ্ব্যক্ত।

নবনাড়ীচক্র (জী) নব নক্ষত্রযুক্ত নাড়ীচক্রম্। চক্রভেদ, রাজ্যদিগের নবনক্ষত্রযুক্ত ও বক্ররেখাযুক্ত চক্র।

নবনী (জী) নব নীরতে ইতি নী-ড, ততো গোরাতিহাং ঙীষ্। নবনীত।

“অহো হৈয়দবীনানাং নবনীনাং পরং মুদা।

লডুকানাং শর্করাণাং বৃত্তিকানাঞ্চ যত্নতঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ৪৫ অ°।)

নবনীত (জী) নব নীরতেহনেন, নব-নী-ক্ত। গবাবিশেষ, পয়ঃসারভেদ, চলিত ননী, মাখন। পর্যায়—দধিজ, সার, হৈয়দবীনক। সামান্য গুণ—শীতল, বর্ণপ্রসাধক ও বলকারক, স্নায়ু, বৃষা, সংগ্রাহক, কফ ও রুচিকারক; বাত, সর্কাদ্রশূল, কাস ও শ্রমনাশক, স্নেহকর, কান্তিপুষ্টিপ্রদ, চক্ষুর হিতকর ও সকল দোষনাশক।

নবোলাত গব্য মাহিষ নবনীত বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত, বলকারক ও বাতবর্দ্ধক। মাহিষ নবনীত—কষায়, মধুর, শীতল, বলকারক, বলা, গ্রাহী, পিত্তনাশক ও তুন্দ্র।

ছাগীর নবনীত-গুণ—ক্ষয়কাশ, নেত্ররোগ ও কক্ষনাশক; দীপন ও বলকারক। আবিষ্কৃত নবনীত গুণ—শীতল, লঘু, যোনিশূল, কফ, বাত ও শুদশূলে হিতকর। ঐড়ক নবনীত গুণ—ক্লিষ্ট গন্ধযুক্ত, শীতল, মেধানাশক, গুরু, পুষ্টি ও হৌলাকারক এবং মন্দায়িদীপন। হস্তিনী-নবনীত-গুণ—কষায়, শীতল, লঘু, তিক্ত, বিঠি, জন্ত, পিত্ত, কফ ও ক্রমিনাশক। অশ্বী-নবনীত-গুণ—কষায়, কফ ও বাতনাশক, চক্ষুর হিতকর, কটু, উষ্ণ, স্নেহ বাতনাশক। গর্দভী-নবনীত গুণ—কষায়, কফ ও বাত-নাশক, বলকর, দীপক, পাকে লঘু ও মূত্রদোষনাশক। উষ্ট্রী-নবনীত-গুণ—পাকে শীতল, ত্রণ, ক্রমি, কফ ও অস্ত্রদোষনাশক। নারী-নবনীত-গুণ—রুচিকর, পাকে লঘু, চক্ষুর হিতকর, দীপক, সর্করোগ ও বিষনাশক। হৃদ্য মন্থন করিয়া যে নবনীত হয়, তাহা চক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপকারী ও রক্তপিত্তনাশক, মিষ্ট, মধুর, গ্রাহী, শীতল, বলা ও বৃষা। (রাজনি°।)

প্রস্তুত প্রণালী।—সাধারণতঃ প্রায় এইরূপ প্রণালীতে নবনীত প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। হৃদ্য আল দিয়া একটা পাত্রে একটু অল্প সংযোগে পাতিয়া রাখিতে হইবে, তাহার পর-দিন অথবা দুই একদিন পরে ঐ দধি মন্থন করিলে তাহা হইতে তাহার সারভাগ সকল নবনীত হইয়া উঠে, অসারংশ তজ্জ (খোল) হয়। ঐ উদ্ধৃত নবনীত বিত্তজ জলে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে বেশ শক্ত হয়। হৃদ্য আল না দিয়া একটা পাত্রে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া, তাহার পর ঐ হৃদ্য মন্থন করিলে নবনীত উৎপন্ন হয়, ঐ হৃদ্যের যে অসারংশ থাকে, তাহা আর কোন কাজে লাগে না। কোন কোন গোয়ালী হৃদ্য হইতে অল্প পরিমাণে নবনী তুলিয়া তাহা আল দিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে; ঐ দধি খাইতে স্বাস্থ্য হয় না এবং কেহ বা ঐ নবনী-বিহীন হৃদ্য বিক্রয় করিয়া থাকে।

আরও এক প্রকারে নবনী হইয়া থাকে। হুধু জালে চড়াইয়া সর প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ সর একটা পায়ে ক্রমাগত তিন চারি দিনের একত্র করিয়া তাহা বাটরা সম্ভবতঃ জলের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে মছন করিলে উহার সারভাগ নবনী হয়। এই নবনী পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিলে বেশ শক্ত হয়। এইরূপ সরের মাখন হইতে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহার গন্ধ অতি চমৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু দধিমছনজ নবনী হইতে যে ঘৃত হয়, তাহা এই সকল নবনীজাত ঘৃতাপেক্ষা অধিক উপকারী।

নবনীতের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—
মৃক্ণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত এই কএকটি এক-
পর্যায়ক শব্দ।

গব্য নবনীত—হিতজনক, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, বল-
কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অদ্বিত-
বায়ু ও কাশ নাশক। নবনী বালক ও বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই
উপকারী, কিন্তু শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য ফলপ্রদ।

মাহিষ নবনীত—বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক,
শুক্রজনক এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

দুগ্ধোদ্ধৃত নবনী—চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্র-
বর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুর রস, ধারক এবং
শীতবীৰ্য্য।

সদ্য উদ্ধৃত নবনী—মধুর রস, ধারক, শীতবীৰ্য্য, লঘু,
মেধাজনক এবং কিঞ্চিৎ তক্র সংশ্রবপ্রযুক্ত স্নেহ কষায়াম্লরস
হইয়া থাকে।

বহু কালোৎপন্ন নবনী—গুরু এবং ক্লারসংযুক্ত, কটু, অম্লরস
থাকাপ্রযুক্ত বমি, অর্শ, কুষ্ঠরোগ, কফ ও মেদ বৃদ্ধি করিয়া
থাকে। (ভাবপ্র° দ্বিতীয়তঃ।)

সুশ্রুতে নবনীতের গুণ এইরূপ লিখিত আছে—সদ্যোজাত
নবনী লঘু, কোমল, মধুর, কষায়, স্নেহ ও অম্ল, শীতল, পবিত্র,
অগ্নিবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, মলমূত্রসংগ্রাহক, বায়ুপিত্তদমনকারী,
তেজস্কর, অবিদাহী এবং ক্ষয়কাশ, শ্বাস, ব্রণ ও অর্শরোগের
শান্তিকর, কফ ও মেদবর্দ্ধক, বল ও পুষ্টির এবং শোষরোগ-
নাশক। ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অপক
ছাথে যে নবনীত জন্মে, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধকর, মধুর, শীতল,
কোমলতাসম্পাদক, চক্ষুর দীপ্তিকর, মলসংগ্রাহক, রক্তপিত্ত
ও চক্ষুরোগের শান্তিকর এবং চক্ষুপ্রসাদক। (সুশ্রুত।)

নবনীতক (ক্লী) নবনীতাং কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক।

১ ঘৃত। নবনীত স্বার্থে-কন্। ২ নবনীত।

“সর্পিঃ প্রযুক্তঃ নবনীতকঃ” (হারীত চিকিৎসিতহান ১০অ°)

নবনীতধেনু (ক্লী) নবনীতেন কৃত্য ধেনুঃ মধ্যপদলোপী
কর্মধা°। দানার্ধ কৃত নবনীতময় ধেনুবিশেষ, নবনীর ধেনু
প্রস্তুত করিয়া দান করিবার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত
আছে—

“নবনীতময়াং ধেনুং শৃগু রাজন্ প্রযত্নতঃ।

যাং ক্রত্বা সর্ষপাপেভ্যো যুচ্যতে নাজ সংশয়ঃ ॥” (বরাহপু°।)

নবনীত ধেনুদানের বিধান এইরূপ—প্রথমে যে স্থানে এই
ধেনু দান করিতে হইবে, সেই স্থান গোময় দিয়া পরিষ্কার
করিতে হইবে, সেই পরিষ্কৃত ভূমিতে যুগচর্কের উপর নবনীত-
কৃত্ত রক্ষা করিবে। নবনী এক প্রস্থের অর্ধাংশ ছই সরের কম
হইলে হইবে না। নবনীতের চতুর্ধ ভাগের এক ভাগ দ্বারা
বৎস কল্পনা করিবে। এই কল্পিত বৎস উত্তর দিকে রাখিয়া
দিবে। এই ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা, চক্ষু মণি ও মৌক্তিকের দ্বারা
গুড়ে জিহবা, পুশ্পে ওষ্ঠদ্বয়, ফলে দন্ত, নবনীতে স্তন, ইক্ষুদণ্ডে
পাদদ্বয়, তাহা পৃষ্ঠদেশ, কাণ্ডে দোহ অর্থাৎ পালান এবং
রোপ্যো ক্ষুর কল্পনা করিবে। এই ধেনুর সহিত চারিটা তিল-
পাত্র দিতে হইবে, চতুর্দিকে দীপ জালিয়া এই ধেনু বস্ত্রদ্বয়ে
আচ্ছাদন করিয়া, এই মন্ত্রে বেদবিদ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

মন্ত্র—“পুরা দেবাহুরৈঃ সর্ষৈঃ সাগরস্ত তু মম্ভনে।

উৎপন্নং দিব্যমমৃতং নবনীতমিদং শুভম্ ॥

আপ্যায়নঞ্চ ভূতানাং নবনীত নমোহস্ত তে ॥”

এইরূপে নবনীতধেনু দান করিয়া তিন দিন হবিষ্য করিতে
হইবে। যিনি যথাবিধি এই ধেনু দান করেন, তিনি সকল
পাপরহিত হইয়া শিবসায়ুজ্যতা প্রাপ্ত হন, এবং কলান্ত-
পর্য্যন্ত বিষুলোকে অবস্থান করেন। যিনি এই ধেনু দান
করিতে দেখেন বা, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, অথবা অপর
লোককে শ্রবণ করান, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
থাকেন। (বরাহপু°)।

নবনেন্দিকুল, রাজেন্দ্রচোল দেব তাঁহার রাজত্বের ৭ম ও
১০ম বর্ষ মধ্যে এই পার্বত্যপ্রদেশ জয় করেন। এই স্থান
জয় করিয়াই তিনি চালুক্যরাজ তৃতীয় জয়সিংহকে জয়
করিতে যান।

নবন্দগড়, একটা তথ্য ছর্গ, ৬২ হাত উচ্চ, লাউরিয়া নামক
গ্রামের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এখান হইতে গওকী নদী
৫ ক্রোশ মাত্র। প্রাচীন ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটা সুন্দর প্রস্তর-
স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের মস্তকে একটা সিংহ ও গাভ্রে অশো-
কের আদেশাবলী খোদিত আছে। এখানে বহুসংখ্যক
মুক্তিকার তুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অস্থ্যমান
করেন, এ সকল তুণ বৌদ্ধধর্মের অতীতের পুর্বতন রাজা-

দিগের সমাধিস্থাননির্দেশক। এখানে বৌদ্ধদিগের প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্মিত বিস্তর স্তূপ আছে।

নবপ, হিউএন সিয়াং মিমো দেশ দর্শন করিয়া প্রায় এক হাজার লি উত্তর-পূর্বে গমন করিয়া নবপ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহা নবপুর শব্দের অপভ্রংশ। এই রাজ্যকে লিউল্যান বা শেন-শেনও বলে। এখানকার লোকের স্বভাব বস্ত্র, আচার ব্যবহার বস্ত্র। তাহাদের কষ্টি তুষ্টি বুঝা যায় না।

নবপঞ্চম (পুং) নব চ নবমঞ্চ পঞ্চমঞ্চ যত্র যোগে। বিবাহাঙ্গ-রাশিকূটভেদ। এই নবপঞ্চম দেখিয়া বিবাহ স্থির করা উচিত। যদি বররাশি অপেক্ষা করিয়া কস্তার যদি নবম ও পঞ্চম স্থানের রাশি হয় এবং কস্তার রাশি অপেক্ষা করিয়া যদি বরের রাশি নবম বা পঞ্চম স্থানে হয় অর্থাৎ বরের রাশি হইতে কস্তার রাশি নবম এবং কস্তার রাশি হইতে বরের রাশি ৫ম স্থানীয় হয়, তাহা হইলে এই নবপঞ্চম যোগ হয়। এই নবপঞ্চমে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে মঙ্গলদায়ক হয় না, সন্তান-হানি হইয়া থাকে।

“পাগিগ্রহো যদি ভবেন্নবপঞ্চমর্কে

সন্তান-হানিমতুলাং মুনয়ো বদন্তি।” (জ্যোতিষতত্ত্ব।)

নবপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) নবাধিকাপঞ্চাশৎ। সংখ্যাবিশেষ, ৫৯ সংখ্যা।

নবপত্রিকা (স্ত্রী) নবমিতা পত্রিকা। কদলী প্রভৃতি নয়টী পদার্থ। “কদলী দাড়িমী ধাত্ত হরিত্রা মানকং কচুঃ।

বিষাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা।” (ছর্গোৎসবপদ্ধতি)

কদলী, দাড়িম, ধাত্ত, হরিত্রা, মানকচু, কচু, বিষ, অশোক ও জয়ন্তী এই নয়টীর নাম নবপত্রিকা। এই নবপত্রিকার অপর নাম নবদুর্গা বা নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা-স্থাপন করিয়া ইহার পূজা করিতে হয়।

আখিনের শুক্রাসপ্তমীতে পূর্বাঙ্কে নবপত্রিকা প্রবেশ অর্থাৎ স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই সপ্তমীতিথিতে মূলানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে। নক্ষত্রযোগ না হইলেও কেবল সপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা প্রবেশ করাইবে। উভয় দিনে যদি সপ্তমী তিথিলাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনে পত্নীপ্রবেশ হইবে। যে হেতু পূর্বাঙ্ক কালই পত্নীপ্রবেশে শুভকরী।*

* “তত্র সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং কেবলান্যং বা পূর্বাঙ্কে পত্নীপ্রবেশঃ। উক্তরত্রে সপ্তমীলাভে পরত্বে।

মৃগায়াং বর্ষব্যক্তিচ সপ্তমী পার্বতীপ্রিয়া।

রবেকদমমীক্সে ন তত্র তিথিযুক্ততা। ইতি দেবীপুরাণে।

জ্যোতিষে—

পূর্বাঙ্কে নবপত্রিকা শুভকরী সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদা

আরোগ্যং ধনদা করোতি বিব্রতঃ চতুঃপ্রবেশে শুভা।

পূর্বাঙ্ক ভিন্ন যে কোন সময়ে পত্নীপ্রবেশ বা বিসর্জন উভয়ই অনিষ্টপ্রদ।

“পত্নীপ্রবেশনং রাজৌ বিসর্গং বা করোতি যঃ।

তস্ত রাজ্যবিনাশঃ শ্রাদ্ধরাজা চ বিকলো ভবেৎ।” (তিথিতত্ত্ব)

যদি কেহ রাজ্যকালে পত্নীপ্রবেশ বা বিসর্জন করে, তাহা হইলে তাহার রাজ্যনাশ হইয়া থাকে। মূলানক্ষত্রের অনুরোধে যদি কেহ সপ্তমী অতীত করিয়া কেবল মূলানক্ষত্রে পত্নীপ্রবেশ করান, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার বিষ হইয়া থাকে। সপ্তমী তিথিতেই পত্নীপ্রবেশ করাইতে হইবে, তবে মূলানক্ষত্রে হইলে প্রশস্ত হইবে, এইমাত্র প্রভেদ।

এই নবপত্রিকা যাহাদের যেরূপ কুলাচার আছে, তদনুসারে দেবীর বাম অথবা দক্ষিণদিকে স্থাপন করিতে হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ লোকে এই নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গাকে ‘কলাবৌ’ এবং কেহ বা গণেশের স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

নবপত্রিকা স্থাপন করিয়া বিহিত মন্ত্রে যথাবিধি স্নান করা-ইয়া পূজা করিতে হয়।

নবপত্রিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী রম্ভারূপে সর্বত্র শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এইজন্য রম্ভা নবপত্রিকার মধ্যে একটী, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাণী।

“ভুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।

রম্ভারূপেণ সর্বত্র শাস্তিং কুরু নমোহস্ত তে।”

মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধকালে দেবী কলীরূপ ধারণ করিয়া-ছিলেন, এইজন্য কলী নবপত্রিকার দ্বিতীয়।

“ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধে কলীভূতাসি স্তব্রতে।

মম চায়ুগ্রহাখ্যায় আগতাসি হরিপ্রিয়ে।”

ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালিকা। উমা হরিত্রারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য হরিত্রা তৃতীয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা।

“ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি স্তব্রতে।

মম বিষবিনাশায় পূজ্যং গৃহ্ন প্রসাদ মে।”

মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষরকরী সংগ্রামধোরাবহা

সারাক্ষে বধবন্ধনাদিকলহঃ সর্পকৃতঃ সর্বদা।

সপ্তম্যামৃতগায়াঃ যদি বিশতি পৃথং পত্রিকা শ্রীকলাচ্যা

রাজঃ সপ্তাদ্যরাজ্যঃ জনহৃৎকথিতঃ হস্তি মূলানুরোধাৎ।

তন্মাং হৃদোদয়নহাঃ নরপতিশুভবাং সপ্তমীং প্রাপ্য দেবীং

তুপালো বৈশদেভ্যঃ সকলজনহিতাং সাক্ষসকং বিহার।”

(রাক্ষসকং-মুলা।) (তিথিতত্ত্ব।)

নিগুপ্তগুণ্ডের যুদ্ধ সময়ে জয়ন্তী পূজিত হইয়াছিল, এইজন্ত জয়ন্তী চতুর্থ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কার্তিকী।

“ও নিগুপ্তগুণ্ডমথনে সৈর্যদেবগণৈঃ সহ।

জয়ন্তী। পূজিতাসি তমস্মাকং বরদা ভব ॥”

বিষবৃক্ষ মহাদেব, বাহুদেব ও পার্শ্বতীর অত্যন্ত প্রিয়, এই-জন্ত বিষবৃক্ষ পঞ্চম। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিবানী।

“ও মহাদেবপ্রিয়করো বাহুদেবপ্রিয়ঃ সদা।

উমাপ্রীতিকরোরুকো বিষবৃক্ষ নমোহস্ততে ॥”

রক্তবীজের যুদ্ধ সময়ে দাড়িমী উমার কার্য্য করিয়া-ছিল, এইজন্ত দাড়িমী ষষ্ঠ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রক্তদন্তিকা।

“ও দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্ত সমুৎথে।

উমাকার্য্যং ক্লুতং যস্মাদস্মাকং বরদা ভব ॥”

অশোক মহাদেবের অতিপ্রিয় এবং শোকনাশক, এইজন্ত এই বৃক্ষ সপ্তম।

“ও হরপ্রীতিকরোরুকোহশোকঃ শোকনাশনঃ।

হুর্গাপ্রীতিকরো যস্মাদস্মাকং বরদা ভব ॥”

মানপত্রে দেবী অধিষ্ঠান করেন এইজন্ত মান অষ্টম।

“ও যন্ত পত্রে বসেদেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ।

মম চানুগ্রহার্থং পূজাং গৃহু প্রসীদ মে ॥”

জগতের প্রাণরক্ষার্থ ব্রহ্মা ধাতুবৃক্ষ নির্মাণ করিয়াছিলেন, এইজন্ত ইহা নবম, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী।

“ও জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মাণা নির্মিতং পুরাঃ।

উমাপ্রীতিকরঃ ধাতু তস্মাৎ রক্ষ মাং সদা ॥”

যে সকল বৃক্ষের নাম উল্লিখিত হইল, সেই সকল বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই নবপত্রিকাবাসিনী হুর্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নবপত্রিকান্নানে নয়টা দ্রব্য দ্বারা নয়টা মন্ত্রে ন্মান করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

“ও কদলীতকং সংস্থাসি বিষ্ণো বৈষ্ণবঃ স্থলাশ্রয়ে।

মন্ত্রে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চতুর্নামিকে ॥ ১

ও কচ্ছিতং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

হুর্গারূপেণ সর্বত্র স্থানেন বিজয়ং কুরু ॥ ২

ও হরিদ্রে ক্রুররূপাসি শঙ্করস্ত সদা প্রিয়ে।

ক্রুররূপেণ দেবি ত্বং সর্বশাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ৩

জয়ন্তী জয়রূপাণি জগত্যাং জয়কারিণী।

স্বাপরামীহ দেবি ত্বং জয়ং দেহি গৃহে মম ॥ ৪

ও শ্রীকলত্রীনিকেতোসি সদা বিজয়বর্ধনঃ।

দেহি মে হিতকাম্যং প্রসন্নো ভব সর্বদা ॥ ৫

দাড়িম্যস্ত বিনাশায় স্মরাশায় চ বৈদ্য।

নির্মিতাকলকামার প্রসীদ ত্বং হরিপ্রিয়ে ॥ ৬

স্থিরা ভব সদা হুর্গে অশোকে শোকহারিণী।

মম ত্বং স্থাপিতা হুর্গে মামশোকং সদা কুরু ॥ ৭

ও মানোমানেন্দু বৃক্ষেষু স্মাননীয়ঃ স্মরাহরৈঃ।

স্বাপরামী মহাদেবি মানং দেহি নমোহস্ততে ॥ ৮

ও লক্ষ্মীৎ ধাতুরূপাণি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী।

স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূদা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥ ৯

(হুর্গোৎসবপদ্ধতি)

এই নয়টা মন্ত্রে নবপত্রিকা ন্মান করাইতে হয়। হুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকাপূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কোলা-গরী লক্ষ্মীপূজার সহিতও নবপত্রিকা পূজা হয় দেখিতে পাওয়া যায়।

নবপদ্ (পুং) জৈনদিগের উপাস্য নব মূর্তিভেদ।

নবপদ (স্ত্রী) মাতারূত বৃত্তভেদ। (পিঙ্গলাচার্য্য)

নবপাঠক (পুং) নবোন্মত্তনোহধ্যাপকঃ। নৃতনাধ্যাপক।

(সিদ্ধান্তকো)

নবপাল, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বঙ্গদেশান্তর্গত বারিবন্দ্রের মধ্যস্থ মেঘনা নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত বরদদেশের এক গ্রাম।

ব্রহ্মখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে এই নবপালের নিকটবর্তী কপিলেশ্বর মন্দিরে এক শিবরাত্রিতে নরনারী উপবাস জাগরণ করিবে। মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা কামাতুর হইলে শিবক্রোধে সমস্ত ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হইবে। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ১৯৪৫-৫৬)

নবপ্রাশন (স্ত্রী) নবস্ত নবান্নস্ত প্রাশনম্। নবান্নভোজন।

(পারদ্বয়গৃহ)

নবফলিকা (স্ত্রী) নবং ফলং যন্তাঃ, কাপি অত ইত্বং। ১ নব্য।

২ নবজাতরজঙ্গা স্ত্রী, যে স্ত্রীর নূতন রজোদর্শন হইয়াছে।

‘স্ত্রানবফলিকা নব্যো নবজাতরজঃ স্ত্রিরাং ॥’ (হেম)

নববধূ (স্ত্রী) নবা নূতনপরিণীতা বধূঃ। নূতন পরিণীতা স্ত্রী।

নববধাগমন (স্ত্রী) নূতন পরিণীতা স্ত্রীর স্বামিগৃহে প্রথমাগমন।

বিবাহের পর স্ত্রী পিতৃগৃহ হইতে প্রথম স্বামিগৃহে গমন করার নাম নববধাগমন। অষ্টাবিংশতিতম ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“স্ত্রী শুক্যালিঘটাঙ্গসংযুতরবৌ কালে বিগুহে ভুগুন্

সম্ব্যক্ত্য প্রতিলোমগং শুভদিনে যাত্রাপ্রবেশোচিতং।

তাক্ত্যাহস্ত নিরংশকং নববধ্যাত্রাপ্রবেশৌ পতিঃ

কুর্ধ্যাদেকপুরাদিষু প্রতিভূগোনেচ্ছন্তি দোষং বৃথাঃ ॥”

(জ্যোতিষতত্ত্বত নীপিকাভচন)

স্ত্রীর রবিশুদ্ধি হইলে অগ্রহারণ, স্নান ও বৈশাখ এই তিন মাসের কোন একমাস মধ্যে শুভকালে ত্রিবিধ প্রতিলোমগ

শুক্র ও সংক্রান্তি-দিন পরিত্যাগ করিয়া যাত্রাপ্রকরণোক্ত এবং গৃহপ্রবেশোক্ত শুভদিনে নববধুর আগমন প্রশস্ত। একগ্রামাদিতে অর্থাৎ একগ্রামে একবাটীতে অথবা একগৃহ হইতে অন্য গৃহগমনে প্রতিশুক্রজন্ত দোষ হয় না। যাত্রা-প্রকরণোক্ত শুভদিনে পিতৃগৃহ হইতে যাত্রা এবং গৃহ-প্রবেশোক্ত শুভদিনে স্বামিগৃহপ্রবেশ কর্তব্য।

“পৈত্রাগারে কুচকুমারোঃ সম্ভবো বা যদি জ্ঞাৎ
কালঃ শুক্লো ন ভবতি যদা সম্মুখো বাপি শুক্রঃ।
মেঘে কুন্তেহলিনি চ ন ভবেৎ ভানুরশ্চৈত্থাপি
স্বামী ভদ্রেহহনি নববধূ বৈশ্বক্সেন্মল্লিরং স্বং ॥
ভর্তৃগৌচরশোভনে দিনপতৌ নাস্তংগতে ভার্গবে
স্বপ্তে কীটখটাজগে শুভদিনে পক্ষে চ কৃষ্ণেতরে।
হিস্থা চ প্রতিলোমগৌ বুধসিতৌ জীবন্ত শুক্লৌ তথা
চানীতাংশুগালিনী নববধু নিত্যোৎসবো মোদতে ॥”

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহের পর স্ত্রীর যদি পিতৃগৃহে স্ত্রীনাশ ও রজোদর্শনের সম্ভব হয়, সেই সময় এবং যদি বিশুদ্ধকাল পাওয়া না যায়, ফলান, বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাস যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বামী যাত্রোক্ত শুভ দিন দেখিয়া নববধুকে নিজ গৃহে আনিতে পারিবেন। তাহা না হইলে স্বামীর গোচর-শুদ্ধিতে শুভদিনে শুক্লপক্ষে শুগালিনী নববধু নিজগৃহে আনিতে পারে। “কান্তপেষ্ বশিষ্ঠেষ্ তথাপিভ্যঙ্গিরঃ চ।

ভারদ্বাজেষ্ বাৎসেষ্ পুরঃশুক্লো ন হুবাতি ॥” (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কান্তপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, আদিভ্য, অঙ্গিরা, ভারদ্বাজ ও বাৎস এই সকল গোত্রের পুরঃশুক্ল দোষাবহ হয় না।

ইহার বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এবং তট্টীকায় এইরূপ লিখিত আছে। নূতন পরিণীতা কন্ডার ভর্তৃগৃহে প্রবেশের নাম নববধু-প্রবেশ বা নববধাগমন-শব্দবাচ্য। বিবাহ দিন হইতে ১৬ দিনের মধ্যে নববধু-প্রবেশ করাইতে হয়। ইহার মধ্যে চন্দ্র তারা শুদ্ধিতে ও স্নান সম্মিলনের মধ্য হইলে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দশ ও দ্বাদশ দিনে এবং বিষম দিনে হইলে, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম দিনে নববধাগমন করাইতে হয়।

“সমাপ্তিপঞ্চমদিনে বিবাহাধুপ্রবেশোষ্টমিনাস্তরালে।

শুভঃপরত্যাগিবাদমাসদিনেঃস্ববর্ষাৎপরতো বধেষ্ঠং ॥”

(মুহূর্ত্তচি°)

“অত্র বধুপ্রবেশো নাম নূতনপরিণীতার্য্য কন্ডার্য্য প্রথমন্তঃ
ভর্তৃগৃহপ্রবেশো বধুপ্রবেশশব্দবাচ্যঃ। বিবাহদিবসাদান্তর্য্য
দ্বিতীয়াচতুর্থষষ্ঠাষ্টমদশাদিশচতুর্দশরোদ্ধশসংখ্যকানি বিষমমধ্যে
সপ্তমপঞ্চমনবমদিনানি তেষ্ বধুপ্রবেশঃ শুভঃ।

আরভ্যোষাহদিবসাৎ বর্ষে বাপ্যষ্টমে দিনে।

বধুপ্রবেশঃ সম্পদ্যৈ দশমেহৎ সমে দিনে ॥

বধুপ্রবেশনং কাৰ্য্যং পঞ্চমে সপ্তমে দিনে।

নবমে চ শুভে বারে স্নানয়ে শশিনো বলে ॥” (পীযুষধারা)

যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ ১৬ দিনের মধ্যে নববধাগমন না হয়, তাহা হইলে বিষম মাস, বিষম দিন ও বিষম বর্ষে করিতে হইবে, ইহা বিবাহ বৎসর হইতে ৫ বৎসর মধ্যে করিতে হইবে। বিবাহবৎসরে হইলে বিবাহ মাস হইতে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ মাস এবং এই সকল মাসের বিষম দিনে নববধুপ্রবেশ শুভ। ইহাও যদি প্রতিবন্ধকবশতঃ না হয়, তাহা হইলে প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমবর্ষে শুভদিনে নববধুপ্রবেশ করাইবে। এই ৫ বৎসরের মধ্যেও যদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ নববধাগমন না হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ইচ্ছাস্থলারে কেবল শুভদিনে নববধাগমন করাইতে পারিবে।

“পরস্তাৎ প্রতিবন্ধকবশাৎ যদি বধুপ্রবেশো ন জাতঃ,
তদা তদনন্তরং বিবাহমাসদিনে বিষমবর্ষে প্রথমতৃতীয়পঞ্চম-
বর্ষে বিষমমাসে বিবাহমাসাৎ প্রথমতৃতীয়পঞ্চমসপ্তমনব-
মৈকাদশমাসেষু বিবাহদিনানি তেষু বধুপ্রবেশ শুভঃ।”

(পীযুষধারা)

নববধাগমনের বিধিত নক্ষত্র প্রভৃতি—উত্তরফল্গুনী, উত্তরা-
ষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, অশ্বিনী, পুষ্যা, হস্তা, চিত্রা,
অম্বরাধা, রেবতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মূল্য ও স্বাতি, এই সকল
নক্ষত্রে নববধুপ্রবেশ শুভফলদ। রিক্তা ভিন্ন তিথি, রবি, মঙ্গল
ও শনি ভিন্ন বার প্রশস্ত। কেহ কেহ বুধবার নববধুপ্রবেশের
পক্ষে নিষেধ করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন দেশে শিষ্টাচার
দেখিতে পাওয়া যায়,—আবার কেহ বা ইহাতে হেতুনির্দেশ
করিতে ক্রটি করেন না। বুধ নপুংসক এই হেতু বুধবার
নববধুপ্রবেশ শুভফলদ নহে, এবং এই হেতুই শনিবার
বর্জনীয়। (পীযুষধারা)

বিবাহের পর মাসবিশেষে নববধুর পতিগৃহে থাকিতে
নাই, ইহারও বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিত আছে—

“জ্যেষ্ঠে পতিজ্যেষ্ঠমথ্যধিক পতিং

হস্তাদিমে ভর্তৃগৃহে বধুঃ শুচৌ।

ঋজুং সহজে স্বপুংসক্রে তদন্তং

ভাতং মথৌ ভাতগৃহে বিবাহতঃ ॥” (মুহূর্ত্তচি°)

বিবাহের পর নববধু প্রথম জ্যেষ্ঠমাসে অবস্থান করিলে
পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতার হানি হইয়া থাকে, প্রথমে যদি আবার মাসে
অবস্থান করে, তাহা হইলে ঋজুর হানি, প্রথম পৌষমাসে অব-

হান করিলে স্বপ্ন, প্রথম অধিক মাসে পতি ও কন্য মাসে নিজ শরীর নাশ হয়। এইরূপ চৈত্রমাসে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে নাই, অবস্থান করিলে পিতার হানি হইয়া থাকে।

“উদাহাৎ প্রথমে শুচৌ যদি বসেৎ তত্ৰুগ্ৰহে কন্তকা
হস্তাত্মজননীকরে নিজতমুং জ্যোষ্ঠে পতিজ্যোষ্ঠকম্।
পৌষে চ স্বপ্নং পতিক মলিনে চৈত্রে স্বপিত্রালায়ে
তিষ্ঠতী পিতরং নিহন্তি ন তন্নং তেবামভাবে তবৎ ॥”

(মুহূর্ত্তমার্গও)

এই দেশে সাধারণতঃ নববন্ধাগমনের কোন বিশেষ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। বিবাহের পরদিন প্রায় সাধারণতঃ সকলেই নববধূ লইয়া গিয়া থাকে, ইহাতে কেহ বিন প্রভৃতি দেখেন না, এবং কেহ কেহ বা নববন্ধাগমন দ্বিরাগমনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কেননা মুহূর্ত্তচিন্তা-মণি প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, নববন্ধাগমনের পর পুনরায় বধন স্ত্রী স্বামিগৃহে গমন করে, শুধুই তাহাকে দ্বিরাগমন কহে। [দ্বিরাগমনের বিবরণ দ্বিরাগমন শব্দে দ্রষ্টব্য।]
নববস্ত্র (স্ত্রী) নব বস্ত্র কৰ্ম্মণাঃ। নূতন কাপড়, নবীন বসন। ইহার পর্যায়,—অনাহত, আহত, অহত, ভদ্রক, নিস্ত্র-বাণি, নবাধর। (শব্দঃ অমর)

নববস্ত্রপরিধান (স্ত্রী) নববস্ত্র পরিধানং ভূতং। নূতন বস্ত্র পরিধান। নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে হইলে শুভদিন দেখিয়া পরিধান করা বিধেয়। ইহার বিবরণ শুদ্ধীপিকার এইরূপ লিখিত আছে—

রোহিণী, অশ্বরাধা, ধনিষ্ঠা, পূষা, বিশাখা, হস্তা, চিত্রা, উত্তরাশ্রা, অশ্বিনী, স্বাতি, পুনর্নসু ও রেবতীনক্ষত্রে, জন্ম দিবসে, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রবারে, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে নববস্ত্রপরিধান করিবে। নববস্ত্রপরিধান সঘর্ষে চলিত একটি প্রবাদ আছে, বধা—

“সোমশুক্রে পরে সূত। ঘরে ভাত তার কোলে পুত ॥”

এই মহাহুসারে সোমবার ও শুক্রবার নববস্ত্র পরিধানে প্রাপ্ত।

নবল (নগরাল) লক্ষ্যোবিভাগের উনাও জেলার কল্যাণী নদীর তীরে একটি প্রাচীন জনপদের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ। ইহা বাল্লরমোএর এক কোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, বাল্লরমোএর অতীতের পূর্বে নবল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। চীনশরিভ্রাজক হিউএন্স সিয়াং এই নগরকে নবদেবকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নবলগুন্দ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলার নবলগুন্দ বিভাগের প্রধান নগর। ধারবার নগরের ১২ কোশ

উত্তরপূর্বে ১৫° ৩৪' ১০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৫° ২৩' ৪০" পূর্ব-দ্রাঘিমাংশে এই নগর অবস্থিত, এই সহরের স্তম্ভী (কার্ণাস-স্তম্ভের কার্ণকাৰ্য্যবিশিষ্ট বিস্তৃত বৃহৎ আস্তরথ) অতি প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবারে গবাদির হাট হয়। হাটে ভাল ভাল পশু আসে। এই বিভাগ ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্তী আরও কতিপয় স্থান পূর্বে “নবলগুন্দের দেশাই” নামক দেশীয় রাজার অধীনে ছিল। ইহা প্রথমে টিপুুর অধীন হয়। পরে মহারাজার টিপুুর নিকট হইতে জয় করিয়া লয়। মরাঠারা দেশাই বংশীয়দিগকে বার্ষিক ২০০০০ টাকা ভাতা দিত।

এই বিভাগের পরিমাণ ৫৬২ বর্গমাইল। ইহাতে দুইটী নগর ও ৮৭ খানি গ্রাম আছে। সমস্ত বিভাগে প্রায় ২০ হাজার এবং সহরে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস। তিনটী পাহাড় উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। নদীর জলেই কৃষি চলে।

নবলপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে খান্দেশের অন্তর্গত মেহো-বাস বিভাগের একটি ক্ষুদ্র ভীল রাজ্য। লোকসংখ্যা ২১০ শত যাত্র। এখানকার ভীলসর্দারের পোষ্যপুত্র লইবার ক্ষমতা নাই। জ্যোষ্ঠতাক্রমে উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়।

নবলসিং, ভরতপুরের একজন আঠ রাজা। ইহার অগ্রজ রায় রতনসিং এক শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, নবলসিং উক্ত শিশুর অভিভাবক হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পরে, ১৭৬২ খৃঃ অব্দে ভ্রাতৃশত্ৰুর মৃত্যু হইলে, স্বয়ং রাজা হইলেন। এই সময় মহারাজারগণ তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের বাধা অতিক্রম করিয়া পুনরায় বলসঙ্গ করিয়াছিল। তাহার ভরতপুর রাজ্য আক্রমণপূর্বক কর আদায় করিয়াছিল। নবলসিং ও ভদীর ভ্রাতা রণজিৎসিং বরভগড় অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ দুর্গের পূর্বাধিকারী দিল্লীর সাহাব্য-প্রার্থনা করিলে, তাহার সাহাব্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাসিত করিতে পারে নাই। অনন্তর, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নবলসিং দিল্লী আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করিয়া নজফ খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া ডিগের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে নবলসিংএর মৃত্যু হয়।

নবলিস, বরহুপুরাণোক্ত বাঘমতী নদীতীরস্থানার অন্তর্গত বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। বরহুপুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা দশদিক-পাল ও কুরুরাধিকা এই সকল তীর্থে স্নানার্থ গিয়াছিলেন।

নববিধান, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শঙ্করবচস্পতি সেন শেখ জীবনে ব্রাহ্মধর্মের নিষ্ঠা করিয়া যে ভক্তের ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত নহে, ইহা বুঝিয়া, বৌদ্ধ, হিন্দু, মহম্মদীয়, জৈন এবং ব্রাহ্মধর্মের সমন্বয় করিয়া এক উদার মত প্রচার করেন, ইহাই নববিধান

নায়ে কথিত হয়। নববিধান কি, বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝা উচিত।

বিধান বলিলেই বিধাতা বুঝায়। ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া না বুঝিলে বিশ্বাস বুঝা যায় না। নববিধানে ঈশ্বর আছেন, এটা বিশ্বাস করিতে হইবে। কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে হইবে না। ঈশ্বর জীবন্ত, সদা জাগ্রত ও সগুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নিগুণ ঈশ্বরবাদ ভারতে বিশেষরূপে প্রচলিত। বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা অনেক বুদ্ধি চালনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি নিগুণ ছাড়া সগুণ হইতে পারেন না। নিগুণ অর্থে কোন গুণ নাই, অপদার্থ নহে। পণ্ডিতেরা বলেন, অন্ত-বিশিষ্ট পদার্থের গুণ আছে। গুণ অর্থে যদ্বারা পদার্থসমূহকে জানা যায়। সকল সৃষ্ট পদার্থই গুণদ্বারা গোচর হয়। পদার্থ হইতে গুণগুলি পৃথক করিয়া লইলে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না। সৃষ্টপদার্থ গুণবাহুল্যে পরিপূর্ণ। গুণবাহুল্যে ভাগ করিয়া যখন কেবল সত্তামাত্র অহুত্ব হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাহাকেই নিগুণ বা ব্রহ্ম বলেন। এই সত্তাই অনাদি, অনন্ত, মহান, একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই পরম পদার্থের কোন ইচ্ছা নাই, স্মরণ ইনি কিছুই করিতে পারেন না। ইচ্ছা এক গুণ। ইচ্ছা থাকিলেই গুণবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মকে নিরুপদ্রব প্রাপ্ত হইতে হয়। তখন আর কেবল সত্তামাত্র তাঁহার সংজ্ঞা থাকে না। স্মরণ এই নিগুণ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। তবে সৃষ্টি করিল কে? পাণ্ডিতেরা বলেন, তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নাই। মায়ার নামে এক শক্তি ছিল, তাহা দ্বারা তিনি সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন, সেই মায়াদ্বারা তিনি এক ছিলেন এবং তদ্বারাই তিনি অনেক ছিলেন অর্থাৎ এই বিষয়ই তিনি, সেই সত্তা কেবল রূপান্তর।

সগুণ জীব এই নিগুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারে না। সেই জন্ত ভারতে সগুণ দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। জীব নিজের সাকারত্ব, সান্ত্ব ও সগুণত্ববশতঃ, বাহ্য ভাবে তাহাও আকার, সীমাগুণ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। স্মরণ তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। বাহ্যকে ভাবিতে পারা যায় না, সেরূপ নিগুণকে জীবের কোন প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ তিনি জীবের কোন কার্য্যে লাগেন না। স্মরণ নববিধানে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্ত ও ধ্যেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অনন্তের ধারণা কিরূপ, তাহাও নববিধানাচার্য্য এইরূপে ব্যাখ্যা করেন। আকাশের অন্ত আমরা করিতে পারি না, কালের অন্ত কোথা জানি না, দূর পূণ্য প্রভৃতি গুণসমূহের শেষ-জানি না এবং সর্ব্বত্র স্মরণের অন্ত নাই, অথচ আমাদের

সগুণ মনেই ইহাদের অন্ত। আমি সন্ত বলিয়াই অনন্তের অস্তিত্ব স্বীকার করি। নববিধানে বিশ্বাস করিলে সগুণ পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হয় এবং তাহা হইতেই আমাদের ক্ষুদ্রমনে অনন্ত জ্ঞান আসে, সগুণ পরমেশ্বরও যে অনন্ত তাহা বুঝা যায়।

যুরোপের ব্রহ্মবাদ ভারতের জ্ঞান নহে। সেখানেও নিগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাঁহাকে যেন কতকগুলি নিয়মাবলি বলিয়া ভাবা হইয়া থাকে। যুরোপের ব্রহ্ম নিগুণ হইলেও সৃষ্টি করিবার সময় ইচ্ছা অবলম্বন করিয়া সগুণ হন, মায়ার অবলম্বন করেন না, কিন্তু সৃষ্টির পর তাঁহাতে ও সৃষ্টিতে একত্ব থাকে না, রূপান্তরত্বও থাকে না। তিনি সৃষ্টির অর্জীত, নিত্য ও স্থায়ী। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কতকগুলি নিয়ম চালাইয়া ছিলেন। সেই নিয়মের অধীনে জগৎ চলিতেছে ও চিরকাল চলিবে। ঈশ্বরও আর এই নিয়ম পরিবর্তন করিতে পারেন না। স্মরণ এইরূপ ঈশ্বরের জীবের কোন প্রয়োজন নাই। জীব তাঁহাকে পূজা করুক, বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুক, তিনি কিছু করিতে পারিবেন না, কারণ তিনি নিয়মাবলি, নিয়মাত্মিক কিছু তিনি করিতে পারেন না। তক্তের কথার কণপাত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার নিয়ম পালন করাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-পালিত হইলে জীবের কর্তব্য করা হইল, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই। যুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্টির পূর্বে পরমাণুগুণি বিশুদ্ধ ভাবে ছিল, ব্রহ্ম তাহাতে অঙ্গুলি দিয়া একবার একটা মাত্র টোকা মারিয়াছিলেন। তাহাতেই পরমাণুগুণি সংকুচিত হইয়া শক্তি ও গতিবিশিষ্ট হইয়া ঘুরিতে লাগিল। সেই ঘূর্ণন হইতে তাহাতে তাপ জন্মিল। সেই উত্তাপ ঘনীভূত হইয়া এক অগ্নিময় মণ্ডলরূপে দৃষ্ট হইল। তাহাই আদি সূর্য্য। ক্রমে সূর্য্যের মধ্যভাগ ক্ষীত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িল ও সূর্য্যের আকর্ষণে সেই দূরেই ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি। তৎপরে গ্রহবিশেষের তাপহ্রাসে বাষ্পের উৎপত্তি, তাহা হইতে জল, জল হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে জলজন্ত ক্রমশঃ অস্ত্র জীবাদি, পরে মনুষ্য জন্মিল। তাহার পর মনুষ্যও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মাবলি, সেই নিয়মাদি পালন করাই তাহার ধর্ম্ম। স্মরণ ঈশ্বর থাকিতে পারেন এবং আছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের আর সন্ধ কোন? স্মরণ যুরোপের ব্রহ্মবাদে অগ্নিস্থাবিবাধ, নীতি অনীতি, সৃষ্টি অন্ত ঈশ্বরের হস্ত বহির্ভূত, কেবল অবহার কল।

নববিধানাচার্য্য বলেন,—ঈশ্বর ভারতীয় দর্শনোক্ত নিগুণ ব্রহ্ম হইলে বা যুরোপীয় দর্শনোক্ত নিয়মাবলি হইলে জীবগ্রাহ্য

হইতে পারেন না। তিনি প্রাণস্বরূপ, শক্তিস্বরূপ, সমস্ত বিষয় মর্তমান। যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উদ্ভাপ, ভাঙিত, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক ও আনবিক আকর্ষণ প্রভৃতি যে পাদার্থিক শক্তি বা অবস্থাগত গুণ স্বীকার করেন, নববিধানাচার্য্য বলেন, সে গুলি তত্ত্ব পদার্থস্থ শক্তি স্বরূপ—পরম-শক্তিরই রূপান্তর। তিনি প্রাণ ও শক্তি বলিয়া নিরাকার। তিনিই ভাব ও চিন্তা, স্মরণ্য তিনি অনন্ত। সমস্ত শক্তি তাঁহা হইতে উদ্ভূত বলিয়া তিনি সান্ত।

তিনি অনন্তশক্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার চালাইতেছেন, অতি বৃহত্তম তারকামণ্ডল হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুগুচ্ছ পর্যন্ত সকলই তিনি নিজ হস্তে চালনা করিতেছেন।

নববিধানাচার্য্য আরও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্টের নিকট তিনটি ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন—পিতৃভাবে, পুত্রভাবে ও পবিত্রভাবে। তাঁহার সকল ভক্তেরই তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা বিশেষ কর্তব্যকার্য্য এবং ইহা প্রতিপাদন করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তিনি নিজ অস্তিত্ব প্রচার করেন। পিতৃভাবে তিনি এইরূপে প্রকাশিত হন। তিনিই একমাত্র বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা, এইজন্যই তিনি পিতার স্বরূপ। ইহা প্রমাণ করা আশাসন্যাস্য নহে। একবার যদি আকাশের দিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখি যে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। এক একটা নক্ষত্র ও সূর্য্য ভোজ্যময় এবং গোলাকার। তাহার চারিদিকে কত গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি ঘুরিতেছে। এই নক্ষত্র ও সূর্য্যাদির যদি একবার গতির বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে চিন্তাশক্তি স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই সকলের গতির বিষয় একটু পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে। সূর্য্যকে একটা গোলাকারের মধ্যবিন্দু করিয়া লইলে, তাহার ব্যাস (Diameter) ৮৬,০০০,০০০ মাইল হইবে। ব্যাস জানা যাইলে গোলাকারের পরিধি ঠিক করিতে পারা যায়। সেই ব্যাসকে ৩½ দিয়া গুণ করিলে পরিধি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল, এই গোলাকারের পরিধি দিয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল পৃথিবীকে এক বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে লাগে। যদি এত মাইল ৩৬৫ দিন যাইতে লাগে, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭০০০ মাইল ঘুরিবে। এইরূপ হইলে এক মিনিটে পৃথিবী ১১৬ ক্রোশ যায়, এবং এই হিসাবে প্রতি মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল যায়। মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, 'এক' বলিলাম আর পৃথিবী

১৮ মাইল চলিয়া গিয়াছে। ইহা কি করনশক্তির বিষয়? ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যে দিন, ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত্ত ও মুহূর্ত্তের ভ্রামাংশ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। ঠিক কোন্ সময় পৃথিবী কোন্খানে থাকিবে, সূর্য্য কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন, কোন্ গ্রহ কোথায় উদিত হইয়া কোথায় অস্ত যাইবেন, এই সকল গণনা আমরা করিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি যে, ঠিক সেই সময় এই সকল অদৃষ্ট ও অভাবনীয় ব্যাপার সকল ঘটতেছে। ভগবানের রাজ্যে একমুহূর্ত্তের ভ্রামাংশ মাত্র ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকিতে পারিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্বত্রকাণ্ডে প্রলয় উপস্থিত হইত। নিঃশব্দে সকলই কার্য্য করিতেছে, কোনই বিশৃঙ্খলা নাই। এইজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আছেন, তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

ভগবান্ পিতা হইয়া যে সকল কার্য্য করেন, তাহা গোপনে করিয়া থাকেন, অস্ত্র কাহারও হস্তে দেন না। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবে। একটা বৃক্ষ অবলোকন কর, ইহা দেখিতে জড় এবং বায়ু সঞ্চালনে উত্তোলিত হইতেছে। বাহত্যঃ ইহাই দেখা যাইবে, কিন্তু তাহা নহে। এই বৃক্ষ প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িতেছে। ইহার জীবন প্রতি পদে, প্রতি শাখায় ও প্রত্যেক শিরায়। এই বৃক্ষ মূল হইতে রসাকর্ষণ করিয়া জীবিত রহিয়াছে, বায়ুদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস দিবারাত্র চলিতেছে। কাহার শক্তিতে এতগুলি ব্যাপার আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে? একবার মহাশয়শ্রীরের প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ কর। আমরা কার্য্য করি তাহা সত্য, এবং কার্য্য করিলে আমাদের শরীরও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জীবনের ভার, আমাদের হস্তে ভগবান্ রাখেন নাই। রাজিতে নিদ্রাবস্থায় যখন অচেতন হইয়া থাকি, তখন কি আমরা আমাদের চালাইতে পারি? সেই সময় আমরা স্পন্দরহিত থাকি, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের এক মুহূর্ত্তের জঙ্ক বিরাম নাই। এই ভার তাঁহার নিজ হস্তে। তিনি আমাদের শরীরের কল দিনরাত্র চালাইতেছেন, অথচ আমরা তাঁহার কিছুই জানিনা বা বুঝিতে পারিনা। এই সকল কার্য্য স্তূনিয়মে চলিতেছে দেখিতেছি, অথচ কৰ্ত্তা কে তাহা জানিতে পারিনা।

একমাত্র ঈশ্বর পিতার স্বরূপে অবস্থান করিয়া এই সকল কার্য্য করিতেছেন, ইহা আমরা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি। কিরূপে জীবোৎপত্তি হইতেছে, কোন্ নিয়মে বিশ্বব্যাপার সকল ঘটতেছে, বিজ্ঞান এই সকল বলিয়া দেয়। সমস্ত জড়-জগতের তত্ত্ব একটা মনের কাণ্ড চলিতেছে, সেই মনই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। ইনি চিরময় এবং অজন্মের পিতা।

আমরা বতরু ঠাহাকে জানিতে পারি, ততই তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বাড়ে। বিজ্ঞানদ্বারা জানিতে পারি, তিনি সকল অবস্থার আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। তিনি অন্তরে, বাহিরে, সকল স্থলেই জাহেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রকাশ—পুত্রভাবেঃ। তিনিই আমাদের একথা বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিয়ম পালন করা পুত্রের ধর্ম্ম। নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার হয়, না করিলে দণ্ড হয়। পরলোকে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার হইয়া থাকে, ইহাও আমরা তাঁহা হইতে অবগত হই। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সক্রেতিশ পরলোক নাই সাহস করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

ভগবান্ আমাদের বিস্তৃত জ্ঞানে আলোকিত করিবার জন্ত, পিতার রাজ্যের পথ পুত্রদিগের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্ত, মধ্যে মধ্যে পুত্রভাবে পৃথিবীতে দেখা দেন। ইহার অর্থ একপন নহে যে, তিনি মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। নববিধানাচার্য্য এইরূপ অবতারবাদ স্বীকার করেন না। বরং এইরূপ অবতারবাদের—সমূলে বিনাশ করিতেই নব-বিধান হইয়াছে। অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর কিরূপে সন্ত হইয়া সাকাররূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন? মানব সকল ধর্ম্মের পথ সহজ করিবার জন্ত, ঈশ্বরকে মনুষ্য আরাগ করিয়া তাঁহার অনন্তকে নাশ করিয়া ফেলে। মানুষ ঈশ্বর হইতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষ হইতে পারে, ইহা নববিধানাচার্য্য স্বীকার করেন না। ঈশ্বর যখন দেখেন, মানব সকল নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, পাপ সকল আসিয়া তাহাদিগকে আর অনন্তের দিকে যাইতে দিতেছে না, জড় পদার্থ আত্মার পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি পুত্রভাবে প্রেরণ করিয়া জগৎকে পাপভার হইতে মুক্ত করেন। এইরূপে কত শত বার ভগবান্ পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া জগতের উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি নিজে শরীররূপে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু তাঁহার একটা ভাব মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সেই ভাবটী তাঁহার এবং সেই ভাব আসিয়া পৃথিবীকে, সংসারকে, জড় পদার্থকে অর্থাৎ কামনাকে বিনাশ করে। তিনি নিজে পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হন।

মহাপুরুষ লইয়া নানাপ্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিলেই লোকের বলিবে যে তাঁহার কোন অলৌকিক কার্য্যকরা উচিত। কেহ কেহ অলৌকিক শব্দের অর্থ অনৈসর্গিক করিয়া থাকেন, কিন্তু নববিধানাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন না।

ঈশ্বর জন-সমাজের উপকারার্থ মানবের সুক্তির জন্ত, তাঁহার প্রকাণ্ড লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্ত তিনি সর্ব্বদাই বিধান করিতেছেন। অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধান স্বীকার করেন না, কিন্তু নববিধানাচার্য্য সাধারণ বিধান ও বিশেষ বিধান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মবিধান স্বীকার করেন না, তাঁহারা সামাজিক বিধান, বৈজ্ঞানিক বিধান প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্যালিলিও, নিউটন, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে ভাবিলে কখন কি দৈবশক্তির উপর অধিষ্ঠান হইতে পারে। তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞানের দীপ্তি প্রভৃতি দেখিলে প্রত্যাদেশ বা দৈব আলোক না মানিয়া কি থাকা যায়? নিউটন কলপন দেখিয়া পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই আকর্ষণে আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যরশ্মি নিজ নির্দিষ্ট বস্তু মধ্যে নিবদ্ধ আছে, এ ব্যাপারও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে সকল মহাপুরুষেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহা সকলই বিধাতার লীলা। যদি এই সকল বিধান মানিতে আমরা পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মবিধান মানিতে দোষ কি?

যখনই দেখা যায়, কোন দেশ ভয়ানক হুঁচকারপ্রবৃত্ত হইয়াছে, অহঙ্কার পাপ প্রভৃতিতে লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই ঠিক সেই পাপগুলি মোচন করিবার জন্ত এক একজন মহাপুরুষ একটা বিধান লইয়া আসেন। যখন রোম ও গ্রীস-দেশে ভয়ানক পাপ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ঈশা পরিভ্রাতারূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ আরবদেশে পৌত্তলিকতা নষ্ট করিবার জন্ত মহম্মদ, ভারতকে বাহুধর্ম্মপ্রণালী হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বুদ্ধ, এবং বঙ্গদেশকে জ্ঞানভিমান হইতে রক্ষা করিবার জন্ত চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্ম লইয়া অনেক বিবাদ হইয়া থাকে, সকলেই বলে যে আমাদের ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই প্রকারে ধর্ম্মের সহিত তুলনা করা মহাভ্রম। সকল ধর্ম্মের মধ্যে এক একটা বিশেষ দেবতাব আছে, এবং কতকগুলি কুসংস্কারও আছে, যেরূপ খৃষ্টান-ধর্ম্মে সন্নতানে বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্মে পুনর্জন্মে বিশ্বাস ও ভারতীয় ধর্ম্মে সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস। মানবের বিধানে ধর্ম্ম হয় না, কোন বিধানের মধ্যে কোনটা দেবতাব আছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাই নববিধানের উদ্দেশ্য, এবং সেই সকল দেবতাব লইয়াই নববিধান। সন্নতানে বিশ্বাস ঈশা সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার অনেক-পূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঈশার সন্তানত্ব-বিবরক কথা অপ্রোক্ত এবং নিষ্কর। পুনর্জন্মবাদ বুদ্ধ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার অনেক

পূর্বেই ইহা ছিল। কিন্তু বুকের ভিতর ঈশ্বর যে ভাবটী নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাই দেবভাব, তাহার নাম নিকীর্ণ। পুনর্জন্ম থাকুক আর নাই থাকুক, নিকীর্ণ সকল অবস্থাতে সকল সমাজে মনুষ্যের পরিভ্রাণ-পথের সহায়। ঈশ্বর সাকার হউন বা নিরাকার হউন, তত্ত্ব মনুষ্যের এক পরম উপায়, এইরূপ প্রতি ধর্মের এক একটা দেবভাব লইয়া নববিধান।

বিধানতার তৃতীয় প্রকাশ পবিত্র ভাবরূপে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এই পবিত্র ভাবকে পবিত্রাত্মা কহে। নববিধানাচার্য্য বলেন, ঈশ্বর পিতা হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পুত্রভাবে মনুষ্যদিগকে পিতার প্রতি কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু মহাপুরুষেরা পৃথিবীকে যে ভাব দিয়া চলিয়া যান, পৃথিবীর লোকেরা কি তাহা সহজে বুঝিতে পারে, মহাজনদিগের ভাব ও কথা নানাভাবে নানা প্রকারে বুঝিয়া নূতন মতের সৃষ্টি করিয়া থাকে, এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন মহাপুরুষ পৃথিবীতে জীলা করেন, তখন তাঁহার সময়ের ভাব ঈশ্বরে নিবৃত্ত থাকে, তখন তিনি যে সকল কার্য্য করেন, যা উপদেশ দেন, তাহা বিধানতার কার্য্য বা উপদেশ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি মন্য করিয়া তাহার ভাব না বুকাইয়া দিলে মনুষ্য নিজ-বলে কিছু বুঝিতে পারে না। তিনি পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য-আত্মাকে সহসা জাগ্রত করিয়াছেন, তাহার পর আবার পবিত্রাত্মাভাবে প্রকাশিত হইয়া এমন এক নূতন বেশ সঞ্চালিত করিয়াছেন, এমন এক ভাবের তরঙ্গ উঠান যে, তাহাতে জন-সমাজ ব্যতিত হইয়া একেবারে স্বর্গের দিকে উঠিতে থাকে। তাঁহারই প্রত্যাদেশে তাঁহারই কার্য্য সকল হইয়া থাকে। প্রত্যাদেশের নিয়ম কেবল একটা মাত্র। বিধিপূর্বক অহঙ্কারবর্জিত হইয়া বিধাতাকে আত্মসমর্পণ করা। কামাদি রিপু সকল প্রবল থাকিলে, অহঙ্কারে চিত্ত মলিন থাকিলে, সরল প্রার্থনা হয় না। সেইজন্য বাহ্য অপবিত্র, তাহা হইতে শত শত প্রার্থনা উঠিলেও তাহাতে ঈশ্বর আবির্ভূত হন না। তিনি যখন দেখেন যে হৃদয় অহঙ্কারবর্জিত হইয়াছে, এবং অহং পদার্থের কোন-রূপ ভাব নাই, তখন তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া সেই মনকে উর্দ্ধ-দিকে পিতৃভবনে লইয়া যান। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ না করিলে পূর্ণ প্রত্যাদেশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভগবানের পুত্রস্বরূপ ঈশাও এই কথা বলিয়াছিলেন যে, নীনাঙ্গ-হাই স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী। ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যদিগকে বাস্তবিক দীন হইতে হইবে, তাহাদিগের ধনগর্ভ থাকিবে না, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই একেবারে অহঙ্কার থাকিবে না, তাহারা মনে করিবে, যে আমাদেরই কেহ নাই, কিছুই নাই, আমরা সম্পূর্ণরূপে অসহায়, নিরাশ্রয়, বয়হীন ও অনাথ।

এইরূপ দীন ভাব হইলে তবে ভগবান্ সেই হৃদয়ে প্রত্যাদেশ দান করিয়া থাকেন।

বিধাতা পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিধান প্রেরণ করেন, পুণ্যস্মারা তাঁহার প্রায় সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, তাহাদের জন্য বিধানের আবশ্যক নাই। তিনি পাপী তন্নাইবার জন্য পুত্রকে পাঠান। পুত্র নিজ জীবন দেখাইয়া পাপীদিগকে ধর্মের পথে আনেন। তিনি তাহাদিগের বিবেককে জাগ্রত করিয়া ধর্মের জন্য ব্যাকুল করেন। যেখানে সারল্য নাই, সেখানে ভগবানের পবিত্রাত্মার প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ কিছুই হয় না। ধর্মজীবনের সারল্যই একমাত্র সহায়। নববিধান পবিত্রাত্মা অমৃত্যব করিবার এবং প্রত্যাদেশ পাইবার অধিকার দিয়াছেন।

নববিধান সময়ের ধর্ম। সময়ের শব্দের অর্থ কি তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বর্তমান জগতের অবস্থা দেখিলে চারিদিকে বিবাদ, মতভেদ ও দলাদলী দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটা ধর্ম সত্যধর্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার চক্ষে অস্ত্রাস্ত্র সকল ধর্ম সর্ব্বের মিথ্যা। প্রত্যেকে আপন-নার ধর্মপক্ষ সমর্থন করে, এই কারণে অন্ত ধর্মের প্রতি জাত-ক্রোধ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা ধর্ম হইবে, বাহা গুপ্তান ধর্ম নহে, মুসলমান ধর্ম নহে, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম নহে, অথচ এ সকল ধর্মই তাহাতে আছে। এই যে নূতন ধর্ম ইহার নাম নববিধান।

১। কোন ধর্মই সর্ব্বের মিথ্যা নহে। সকল ধর্মে সার আছে।

২। সকল ধর্মে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্ত আছে।

৩। সকল ধর্মে পাপের শাস্তি আছে।

এই তিনটা কথা মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পৃথিবীতে বস্তুগুলি ধর্ম হইয়াছে, তাহারা এক একটা দিক্ লইয়া আসিয়াছে। কোন ধর্মটী জানেন, কোনটা ভাবের, এবং কোনটা বা ইচ্ছার। কিন্তু এই নববিধানে সকল গুলিই থাকিবে, এই তিনটিকে যদি একত্র করা হয়, তাহা হইলে একটা প্রকৃত ধর্ম হয়। যে ধর্মে জ্ঞানের প্রাধান্য, কিন্তু বেধানে ভক্তি নাই, তাহা অসম্পূর্ণ এবং বাহাতে ভক্তি আছে, জ্ঞান নাই, তাহা আংশিকমাত্র। যে ধর্ম কোন কার্য্য লইয়া থাকে, যেখানে ভক্তির নদী প্রবাহিত হয় না, তাহা শুষ্ক। সেই ধর্ম সর্ব্বদা হৃদয়, বাহাতে এই তিন দিক্ই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, এবং বাহাতে একটা আদর ও অপরটীর অনাদর নাই, বাহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ এই তিনই সমন্বিত হইয়াছে। সেই

মহাযাই শ্রেষ্ঠ, বাহার মনে এই তিনটি দিক্ সমানভাবে প্রেক্ষিত। সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। এক নববিধানই এই সকল সারসম্বিত হইরাছে। এক একটা দেবতাব লইয়া এক একটা ধর্ম। কিন্তু সকল ধর্মের দেবতাব লইয়া নব-বিধান। এই সর্বাঙ্গসম্বল ধর্ম কল্পে পাওয়া যায়,— প্রথমতঃ মনের একটা ভাব স্থির করিয়া লইতে হইবে, কোন ধর্মই অন্যদের সামগ্রী নহে। বিজ্ঞানে একটা মূলিকণাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। জীবশাস্ত্রে একটা কীটেরও মূল্য আছে। মহাশয়াজের ভিত্তি নীতি, সেই নীতির ভিত্তি ঈশ্বর-আদেশ। লোকসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার আগে নীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যিক, এবং নীতি প্রচার করিতে গেলেই ঈশ্বরকে মানিতে হইবে। যদি কেহ প্রমাণাভাব বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, সেইজন্য তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমি আছি। মুসা আদেশপাত্র সর্বপ্রথমে প্রচার করেন, তিনিই একেশ্বরবাদের প্রধান শিক্ষক। বুদ্ধ নির্ক্ষণ তত্ত্ব প্রচার করেন, ভগবান্ এই নির্ক্ষণ তত্ত্বের পথ দিয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়ম প্রচার করিলেন। মহাযা প্রকৃতিতে এক একটা ভাব আছে। ইহা দেবতাবও হইতে পারে, অথবা পশুভাবও হইতে পারে। পশুভাবের অর্থ কামনা সকল। যদি ধর্মজীবন লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে কামনা সকল নির্ক্ষণ করিতে হইবে, কামনা নির্ক্ষণ হইলে অহংশূন্য হইবে। অহংশূন্য হইলে প্রকৃতির নিয়ম এই যে আর একটা পদার্থ বাহির হইতে আসিয়া সেই অহংকে পূর্ণ করিবে। সুতরাং ভগবান্ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি তোমরা ভাল হইতে চাও, তাহা হইলে কামনাকে নির্ক্ষণ কর, মনকে শূন্য কর, এবং শূন্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে দেবতাবগুলি মনকে অধিকার করিয়াছে। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান নিয়ম। মন কামনাশূন্য হইলেই কি উন্নতির পূর্ণতা হইল? তাহা নহে। কামনাশূন্যতাই ধর্মপথের আরম্ভ, এই সময় হইতেই ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভাবগুলি একত্র করিলে যদি তাহাদের ভিতর দিয়া ক্রপাক্রপ তাক্তিত চালিত করিয়া নাও, তাহা হইলে তাহা একরূপ অন্তর এক একটা ধর্ম হইবে, যাহা খৃষ্টান ধর্ম নহে, মুসলমান ধর্ম নহে, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম নহে, অথচ এ সকল ধর্মই তাহাতে আছে। এই যে নূতন ধর্ম—ইহার নাম নববিধান।

বিশ্বাসীগণের মধ্যে একতাসাধন করাই জীবনের একমাত্র কার্য। একতাসাধন শব্দের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া আমরা ধর্মের উপ-

কারিতা বুঝিতে পারি না। ততদিনের জীবনে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মানবজাতির হৃৎকান্তার-মোচনার্থে যে যে মহাপুরুষ জীবন বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, সকলকার জীবনের ব্যাপারগুলি আমাদিগের স্মারকরূপে বোধগম্য করা উচিত। এই কারণে নববিধানাচার্য্য তীর্থযাত্রার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। ভারতে নানাপ্রকার ধর্মমত প্রচলিত, যদি কোন ধর্ম নিষ্পন্নীয় না হয়, তবে এই নববিধানের আবশ্যিকতা কি? ইহাতে নববিধানাচার্য্য বলেন—যতদিন অনৈক্য, বিরোধ, জাতিভেদ, পরস্পরে হিংসাঘেব ও ঘৃণা থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে অন্ত জাতির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনতার মূলে ঐক্য, ব্রাতৃত্বাব, আত্মমর্যাদা, ধর্ম, সাহস ও বল থাকা চাই, কিন্তু ধর্মভেদ ও জাতিভেদ বশতঃ এ সকল কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ঈশ্বর হইলে এক ধর্ম হইবে, এক ধর্ম হইলে এক জাতি, একজাতি হইলে ব্রাতৃত্বাব হইবে, তাহা সংস্থাপিত হইলে বিরোধ, বিসংবাদ, ঘেব প্রকৃতি চলিয়া যাইবে, তখন হৃদয় আপনা হইতেই উচ্চ হইয়া আসিবে, নব নব বল ও উদ্যম হইবে। এইরূপ হইলে প্রকৃত উন্নতি হইবে, বতগুলি খণ্ড খণ্ড ঈশ্বর আছে, সকলকে মিলিত করিয়া এক ঈশ্বরে পরিণত করিতে হইবে। ইহা কেবল নববিধানে হইতে পারে, এইজন্য ভারতে বিভিন্ন ধর্ম থাকিলেও নববিধানের প্রয়োজন। খণ্ড খণ্ড ঈশ্বরকে একত্র করিয়া সেই পুরাকালের এক ঈশ্বরকে আনয়ন করা, এক ঈশ্বরের রাজ্যে এক মিলিত ব্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন, করা, জাতিভেদ দূর করিয়া বিশ্বাস, প্রেম ও শেহিতৈষিতাকে হৃদয়ের অলঙ্কার করা ইহাই নববিধানের কার্য।

বিধাতা ধর্মসম্বল দ্বারা আপন অধিকার লাভ করেন। ঈশ্বর সর্ববিধানকর্তা। পৃথিবী তাঁহার লীলাক্ষেত্র। সকল জাতির মধ্যে তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন। এই সকল ধর্মসম্বল প্রত্যাদেশ দ্বারা হইয়া থাকে। আত্মবিসর্জন করিলে প্রত্যাদেশ হয়। ভগবান্ তত্ত্বের অন্তর অধিকার করিয়া তত্ত্বকে সকল বিষয়ে পূর্ণ করেন।

এই নববিধান জগৎকে পূর্ণব্রহ্ম দিতে আসিয়াছেন, সকল ধর্মের দ্বারা সার, অর্থাৎ যাহা দেবতাব সেই সকল দেবতাকেই নববিধানের অঙ্গ; সমস্ত দেবতাব লইয়া নববিধান। ইহাই কেশবচন্দ্রের মত [কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতি।]

নবভাগ (পূঃ) ১ রাশির নবভাগ, জিনাংশকাত্মক রাশির নবভাগ। [বিশেষ বিবরণ নবংশ দেখ।] ২ নবভাগ মাত্র। নবম (ত্রি) নবান্না পুরণা ভট্ট। (তত পুরণে ভট্ট। পা

৫।২।৪৮) ততো ভট্টোষট্। (নাস্ত্যং সাংখ্যাদেবট্। পা ৫।২।৪৯)। ১ নবসংখ্যার পূরণ। ২ লব্ধ হইতে অধিক নবম রাশি। এই নবমহানকে জন্মস্থান কহে, জাত বালকের এই নবমস্থানে ধর্মবিষয়ক চিন্তা করিতে হইবে।

[বিশেষ বিবরণ স্বাদশভাব দেখ।]

নবমল্লিকা (স্ত্রী) নবা নৃতনা স্ত্যতা বা মল্লিকা। নবমালিকা পুষ্প।

“রমাং হর্যাতলং নবাঃ সুরননা শুভদ্বিরেকা লতাঃ।

প্রোদ্রীলমবনমল্লিকাঃ সুরভয়ো বাতাঃ সচন্দ্রানিশাঃ” (প্রবোধট্)

নবমালিকা (স্ত্রী) নবা নৃতনা মল্লিকা মল্লিকা পুষ্পম্। নব-মল্লিকা পুষ্প। অতি সুরভিপুষ্পলতা। এই পুষ্প অভিলষ জগৎযুক্ত। বাসন্তী, নেবারী, মেয়ালি বা নেওয়ার এই সকল নামে প্রসিদ্ধ। (Jasminum Sambac) পর্যায়—জতিমোদা, প্রৈয়ী, গ্রীষ্মোদবা, সপুলা, সুরুমারী, সুরভি, শুচিমল্লিকা, জগদ্ধা, শিখরিণী, নবালী, ভদ্রবর্ষা, দেবলতা, গন্ধনিলায়, মালিকা, নবমল্লিকা। ইহার গুণ—অতি শৈত্য, সুরভি ও সকল রোগনাশক। (রাজনিঃ)

“নেপালী কথিতাতজ্জৈঃ সপুলা নবমালিকা।

বাসন্তী শীতলা লবী তিক্তা দোষত্রয়াশ্রজিৎ” (ভাবপ্রঃ)

নবমালিকা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টি করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার ৫।৭।১১।১২ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

“ইহ নবমালিকা নক্ভভয়েঃ স্তাৎ।” (বৃত্তরত্নাঃ)

এই ছন্দের নাম নবমালিনী এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

নবমী (স্ত্রী) নবম টিহাৎ ঙীপ্। তিথির্বিশেষ। চন্দ্রের নবম-কলা ক্রিয়ারূপা তিথির নাম নবমী, নবমকলাক্ষয়াক্ষক তিথির নাম কৃষ্ণানবমী, নবমকলাবর্দ্ধনাক্ষক তিথির নাম শুক্লানবমী।

নবমী-ব্যবস্থা—নবমী অষ্টমীযুতে গ্রাহ্য, অর্থাৎ যে দিন নবমী অষ্টমীর সহিত যোগ থাকিবে, সেই দিনই ক্রিাদি হইবে, যেহেতু নবমীর সহিত অষ্টমীর যুগ্মাদয়ঃ। পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত বচনানুসারেও নবমী অষ্টমীযুতে গ্রাহ্য।

“অষ্টম্যানবমী বিজ্ঞা নবম্যা চাষ্টমীযুতা।

অর্দ্ধনারীধরপ্রার উমামহেশ্বরী তিথিঃ”।

(কালমাধবীরূপ পদ্মপুরাণবচনম্)

মাঘমাসের শুক্লানবমীর নাম মহানন্দা, এই নবমী মানব-গণের অতিশয় আনন্দদায়িনী। এই দিনে দান, দান, জপ, হোম, দেবার্চন, উপবাস প্রভৃতি যে কোন ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষর হইয়া থাকে।

“মাঘে মাসে তু বা শুক্লা নবমী লোকপূজিতা।

মহানন্দেতি সা প্রোক্তা মহানন্দকরী নৃণাম্”।

দানং দানং জপোহোমো দেবার্চনমুপোষণম্।

সর্বং উদকং প্রোক্তং যদস্তাং ক্রিরতে নরৈঃ” (তিথিতত্ত্ব)

নবমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নববৎসর পিঠেতর ভোজননিবৃত্তি অর্থাৎ পিঠি দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য ভক্ষণ শিবে, এই নবমী ব্রত করিলে পার্শ্বতী বিশেষ শ্রীত হন, এবং তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়।

“নবম্যাঃ নববর্ষাণি রাজন্ পিঠাশনোভবেৎ।

তত্ত্ব ভুঞ্জী ভবেৎ গোবী সর্বকামপ্রদা শুভা” (তিথিতত্ত্ব)

এই ব্রতের সঙ্গ করিতে হইলে, “অদ্যোতাদি নবম্যাংতিথা-বারম্ভা নববর্ষাণি যাবৎ প্রতি শুক্লানবম্যাং পিঠেতরভোজননিবৃত্তি-ব্রতমিতি সংকল্পে বিশেষঃ” (তিথিতত্ত্ব)

কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে হয়।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সাংঘ্যকালে এই তিনবার পূজা করিতে হয়।

“প্রপূজয়েজ্জগদ্ধাত্রীং কার্তিকে শুক্লপক্ষকে।

দিনোদয়ে চ মধ্যাহ্নে সারাহ্নে নবমহনি” (মার্কাতন্ত্র ১০ পটল)

তন্মের মতে, কার্তিকী শুক্লানবমীর দিন প্রথম ত্রেতাযুগোৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই দিনে প্রথম জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়াছিল।

(উত্তরকামাখ্যাট ১১ পটল)

নবযজ্ঞ (পুং) নবযজ্ঞনিমিত্তঃ যজ্ঞঃ। নবায় নিমিত্তক যজ্ঞ, নবায় করিবায় সময় এই যজ্ঞ করিতে হয়।

“শরৎসমুদয়োঃ কশিমনবযজ্ঞং প্রোচক্বেত।

ধাতপাকবশাদন্তে শ্রামাকো বলিনঃ স্মৃতঃ” (কর্মপ্রদীপে কাত্যায়নঃ)

নবযোনিশ্রাস (পুং) তত্ত্বসারোক্ত শ্রাসভেদ। এই শ্রাস বীজমন্ত্রদ্বারা তিনবার করিয়া করিতে হয়। প্রথম দুই কর্ণে, তাহার পর চিবুকে, পরে গণ্ড, নেত্র, নাসিকা, ঋতর, কপ, কুক্ষি, জাম্বুঘ, মুচ্ছা, পাদদ্বয়, গুহদেশ, পার্শ্বদ্বয়, কদম্ব, স্তনদ্বয়, ও কণ্ঠদেশ এই সকল স্থানে মূলমন্ত্র তিনবার করিয়া শ্রাস করিলে নবযোনিশ্রাস হয়।

“নবযোনিশ্রাসকং শ্রাসং কুর্যাদীজৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ।

কর্ণয়োশ্চিবুকে ভূয়ো গণ্ডয়োর্বদনে পুনঃ”।

নেত্রয়োঃসিবিজ্ঞসেদংসময়োষ্ঠরে পুনঃ।

ততঃ কপ্পরয়ো কুক্ষৌ জাম্বুনেত্রয়োর্মুচ্ছনি”।

পাদয়োঃগুহদেশে চ পার্শ্বয়োঃদ্বয়োর্মুচ্ছনি”।

স্তনয়োঃ কণ্ঠদেশে চ ত্রিণি বীজানি বিজ্ঞসেৎ” (তত্ত্বসার)

নবযোবন (স্ত্রী) নবং যোবনং। ১ অভিনব যোবন।

নবযোবনা (স্ত্রী) নবং যোবনং যন্তাঃ। যুবতী, অভিনব যোবন-বতী স্ত্রী, পর্যায় দিকরী, তাদুনী, কুহেলী।

নবযুক্ত (স্ত্রী) নবং যন্তাৎ। কাহ্ন যুগ্ম কুলীনদিগের পক্ষাঘ্ন ও চতুর্গ্রহগাঙ্ক কুলবিশেষ।

“সমানে প্রথম দানং দ্বিতীয়ক কনিষ্ঠকে ।

ষড়্ভ্রাতর তৃতীয়ক মধ্যশ্রেষ্ঠে চতুর্থকম্ ॥

তেওজে পঞ্চম দানং কুৰ্য্যানেতদ্বিধানতঃ ।

গ্রহণং জ্ঞানি সমে কনিষ্ঠে চ দ্বিতীয়কম্ ॥

তৃতীয় জন্মমধ্যাংশে তেওজেহপি চতুর্থকম্ ।

নবরত্নমিতি প্রোক্তং সুখানাং হি মহাপুণম্ ॥” (কুলপঞ্জিকা)

[বিশেষ বিবরণ কারস্থ ও কুলীন শব্দে দ্রষ্টব্য ।]

নবরত্ন (স্ত্রী) নবগুণিতঃ রত্নঃ । নববিধ মাণিক্যাদি রত্ন ।

“মুক্তামাণিক্যবৈহৃদ্যাগোমেদান বজ্রবিক্রমো ।

পদ্মরাগং মরকতং নীলশ্চেতি যথাক্রমাং ॥” (ভবপ্রাণ)

মুক্তা, মাণিক্য, বৈহৃদ্যা, গোমেদ, হীরক, বিক্রম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীলা এই নববিধ মণির নাম নবরত্ন । তাবৎপ্রকাশে এই সকল রত্ন নবরত্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যথা—

“রত্নং গারুড়্যতং পুষ্পং রাগোমাণিক্যমেব চ ।

ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈহৃদ্যমিতাপি ॥

মৌক্তিকং বিক্রমশ্চেতি রত্নাত্মজ্ঞানি বৈ নব ॥” (ভাবপ্রাণ)

হীরক, গারুড়্যত অর্থাৎ পালা, মাণিক্য, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈহৃদ্যা, মৌক্তিক ও বিক্রম এই নয়টী রত্ন । নবরত্নের মধ্যে ৫টী মহারত্ন ও ৪টী উপরত্ন । বজ্র, মৌক্তিক, মাণিক্য, নীল ও মরকত এই ৫টী মহারত্ন । গোমেদ, পদ্মরাগ, বৈহৃদ্যা ও প্রবাল এই ৪টী উপরত্ন । মহারত্ন ও উপরত্ন একত্র করিলে নবরত্ন হয় । বিষ্ণুধর্মোত্তরেও নবরত্নের এইরূপ নাম দেওয়া আছে—মুক্তাকল, হীরক, বৈহৃদ্যা, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পালা এবং প্রবাল এই নবরত্ন ।

নবগ্রহ যদি গোচর প্রভৃতিতে বিরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার শাস্তির জন্ত নবরত্ন ধারণ করিতে হয় । রবিবিরুদ্ধ হইলে বৈহৃদ্যা, শুক্রবিরুদ্ধে নীল, মঙ্গলবিরুদ্ধে মাণিক্য, বুধবিরুদ্ধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতি-বিরুদ্ধে মুক্তা, শুক্রবিরুদ্ধে বজ্র, শনিবিরুদ্ধে নীল, রাহুবিরুদ্ধে গোমেদ এবং কেতু বিরুদ্ধ হইলে মরকতমণি দান ও ধারণ করিতে হয় । (দীপিকা)

প্রবাদ অনুসারে, বিক্রমাদিত্যের সত্যাহ নরজন পণ্ডিতের নাম নবরত্ন ।

“ধর্মন্তরীকপণকামরসিংহশঙ্করবেতালভটকপরকালিদাসাঃ ।

খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতেঃ সত্যাহঃ

রত্নানি বৈ বররচিবিক্রমন্ত ॥” (জ্যোতির্বি)

ধর্মন্তরি, কপণক, অমরসিংহ, শঙ্ক, বেতালভট, কটকপর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররচি এই নয়জন নবরত্ন নামে খ্যাত । এই নয় ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত ছিলেন ।

এই নয়টী শ্লোক নবরত্ন নামে খ্যাত—

“মিত্রমর্থী তথা নীতিবর্ষকার্ণাম্যুর্ধ্বকাঃ ।

দ্রীণাং বিধান্ তথোৎখাতান্ নবরত্নমিহং ক্রমাং ॥”

মিত্র, অর্থী প্রভৃতি করিয়া নয়টী বিষয়ের নয়টী শ্লোক ।

নবরত্ন (পুং) নবগুণিতো রত্নঃ । অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গারাদি

নববিধ রত্নভেদ । “শৃঙ্গারহাস্তকরণরৌজবীরভরানকাঃ ।

বীতংসোহদ্রুত ইত্যটৌ রসাঃ শাস্ততথা মতঃ ॥”

(সাহিত্যদণ্ড ৩১২০৮)

শৃঙ্গার, হাস্ত, করণ, রৌজ, বীর, ভরানক, বীতংস, অদ্রুত এবং শাস্ত এই নয়টী রত্ন । কাব্যপ্রকাশ মতে নাটকে ৮টী রত্ন হইবে । “অটৌ নাটো রসাঃ শৃতাঃ” (কাব্যপ্রাণ)

কিন্তু কাব্যে নবরত্ন হইবে । নাটকে শাস্তির শিষ্টদিগের অভিলষণীয় নহে । প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক শাস্তিরসাংখ্য, ইহা শমপ্রদান, এইজন্ত এই নাটক ভরতাদির নাট্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ ।

নয়টী রসে নয়টী স্থায়ী ভাব ।

“রতির্হাস্য শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা ।

জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চৈবমটৌ প্রোক্তাঃ শবোহপি চ ॥” (সাহিত্যদণ্ড)

* শৃঙ্গাররসে রতি, হাস্যরসে হাস, করণরসে শোক, রৌজ-রসে ক্রোধ, বীররসে উৎসাহ, ভরানকরসে ভয়, বীতংসরসে জুগুপ্সা, অদ্রুতরসে বিস্ময়, ও শাস্তিরসে শম স্থায়ীভাব । এই নবরসের স্থায়ীভাব, আলম্বন, বিভাব, অমুতাব প্রভৃতি বর্ণিত আছে । [বিশেষ বিবরণ রস শব্দে দেখ ।]

নবরাত্রি (স্ত্রী) নবানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, তৎসাধনধেনাত্ম্য-জ্ঞেতি অহ, বা নবতি রাত্রির্ভিবৃন্তং । ১ নবরাত্রি বা নয় দিন-সাধ্য যজ্ঞভেদ, যে যজ্ঞ নয়দিনে বা নয় রাত্রিতে নিবৃত্ত অর্থাৎ সমাপ্ত হয়, তাহাকে নবরাত্রি কহে । “নবরাত্র্যাক্ষরঃ”

(কাত্যায়ণ শ্রৌ ৪।৩।১৪)

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও এই যজ্ঞের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

এই যজ্ঞ এক এক অর্থাৎ অর্থাৎ দিনে আরম্ভ করিয়া নয়দিনে সমাপ্ত করিতে হয় । (ঐতরেয়ব্রা ৫।২১)

২ নবরাত্রিসাধ্য ব্রতভেদ । আশ্বিনের শুক্ল প্রতিপদ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্যন্ত দুর্গাব্রতবিশেষ ।

আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়, এই প্রতিপদ অমায়ুক্ত গ্রহণীয় নহে, দ্বিতীয়াত্মকই প্রশস্ত । যদি পরদিন এই তিথি মুহূর্ত্ত মাত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিনই নবরাত্রি ব্রত আরম্ভ হইবে । এই সকল বচনে অমায়ুক্ত প্রতিপদ নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

“অমায়ুক্তা ন কর্তব্য প্রতিপদ পূজনে যম ।

মুহূর্ত্তমাত্রা কর্তব্য দ্বিতীয়াদিগণাধিতা ॥”

(দেবীপুং, ভাস্করভট্ট)

“পূর্ববিদ্ধা ত্বু যা শুক্লা জবেং প্রতিপদাধিনী ।

নবরাত্রব্রতং তত্ত্বাং নকার্যং শুভমিচ্ছতা ॥” (মার্কণ্ডেয়পুং)

অবাস্তাবিদ্ধা প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিলে অশেষবিধ অমঙ্গল হয়। এই ব্রতে প্রতিপদ দিনে ষট্ স্থাপন করিয়া প্রাতঃকালে দেবীকে আবাহন ও পূজা করিতে হয়। এইরূপে নবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা করিতে হইবে।

যিনি এই ব্রতচরণ করিবেন, তিনি এই কয়দিনে একবার মাত্র ভোজন করিবেন। রাত্রিকালে ভূমিশয়ন, কুমারী-ভোজন, প্রতিদিন বস্ত্রাদিনান, বলি ও ত্রিকালে দেবীর পূজা করিতে হইবে।

“কস্তাসংস্থে রবৌ শক্রশুক্রামারভ্য নন্দিকাং ।

অপাশী হুথ বৈকাশী নস্তাশী বাধ বায়ুদঃ ॥

ভূমৌ শরীত চামস্ত্য কুমারীভোজয়েম্বদা ।

বস্ত্রালঙ্কারদানৈশ্চ সন্তোষ্যা প্রতিবাসরম্ ॥

বলিঞ্চ প্রত্যহং নদ্যাদোদনং মাংসমাবয়ং ।

ত্রিকালং পূজয়েদেবীং জপস্তোত্রপারায়ণঃ ॥” (দেবীপুং)

দেবীকে পূজা করিতে হইলে জয়ন্তীতাদি মন্ত্র অথবা নবাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এই পূজায় সঙ্কল্প করিয়া ষট্ স্থাপন, যথাবিধি দেবীকে আবাহন, এবং বোড়শোপচারে পূজা করিয়া মাঘভক্তবলি অথবা কুয়াণ্ডবলি প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর কুমারীপূজা করিতে হয়।

দেবীভাগবতে নবরাত্র ব্রতের বিষয় একটা উপাখ্যান ও নিয়মাদি এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে কোন এক ধনহীন ছুঃখী বণিক কোশল রাজ্যে বহুকট্টম্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। ইহার অনেক-গুলি পুত্রকন্তা হইয়াছিল। এই বণিক অতিশয় ধর্ম্মশীল। ইনি অতি কষ্টে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, তাহাতে প্রতিদিন দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিতেন। এই বণিকের নাম সুশীল। সুশীল নিত্য কষ্টে পড়িয়া একদিন এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভূদেব! কি করিলে দারিদ্র্য বিনাশ হয়, আপনি রূপা করিয়া আমাকে তাহার উপদেশ দিন। আমি ধনী হইতে অভিলাষ করিনা, যাহাতে আমার মান রক্ষা হয়, আপনি তাহারই উপদেশ দিন। আমার পুত্রকন্তাগণ বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া রোদন করিতে থাকে, আমার এত অন্নও গৃহে নাই, যে তাহাদিগকে মুষ্টিমাত্র প্রদান করিতে পারি। যাহাতে আমার অভাবমোচন হয়, এইরূপ উপদেশ দিন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম-প্রীতিসহকারে ঈশ্বাকে কহিলেন, তুমি যদি দারিদ্র্যছুঃখ

মোচন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে নবরাত্র ব্রতচরণ কর, এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও বোধপ্রদ, শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তানসৃষ্টিজনক। পুরাকালে রাম লীতার বিরহে কাতর হইয়া এই ব্রতচরণ করিয়া সকলপ্রকার ছুঃখ হইতে নিরুক্তি লাভ করেন।

বণিক বিপ্রবরের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া মায়াবীজ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং নিয়ালম্ভভাবে নবরাত্র ব্রতচরণ করিলেন। পরে নবমবৎসর পরিপূর্ণ হইলে দেবী মহেশ্বরী নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ বর প্রদান করেন, এই বরে বণিক নানাপ্রকার সুখসমৃদ্ধি ভোগ ও অস্ত্রিমে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় বাসদেবকে নবরাত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বাসদেব বলিয়াছিলেন, নবরাত্রের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ব্রত প্রীতিপূর্বক বসন্তকালে কিংবা শরৎকালেই কর্তব্য। বসন্ত ও শরৎ এই ঋতুদ্বয় যমদংষ্ট্রা নামে খ্যাত। এই দুই ঋতু প্রাণিগণের বিশেষরূপ অশুভ ফলদায়ক। এইজন্য মঙ্গলাভিলাষী মানবগণ যত্নপূর্বক এই দুই ঋতুতে এই নবরাত্রব্রতের অমুষ্ঠান করিবে। শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগা-ক্রান্ত হইয়া থাকে, এইজন্য অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়। এই সকল ভোগ-নিরাকরণের জন্য জ্ঞাতিগণের ভক্তিপূর্বক নবরাত্র ব্রতকরা একান্তই কর্তব্য। প্রতিপদ তিথিতে সমদেশে বিশুদ্ধ স্থানে বোড়শহস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজসম্বিত মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। দেবীর পূজাকুশল ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করা-ইতে হইবে, এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠ বা দেবী-ভাগবত পাঠে নয়জন, ৫ জন, ৩ জন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করিতে হইবে। এইরূপে কৰ্ম্মারম্ভ হইলে দেবীর উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া আয়ুধবিগ্ৰহী ভূজচতুষ্টয়সম্পন্ন বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহার প্রভৃতি সর্বাভরণবিভূষিতা, সর্দ-লক্ষণাক্রান্তা সিংহোপরিসংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে। যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষরসংযুক্ত মন্ত্র ও তাহার পার্শ্বদেশে পঞ্চপন্নবসম্বিত কুন্ত স্থাপন করিবে। নানা উপহারে দেবীর পূজা বিধেয়। যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায় পশুহিংসা করিতে পারিবে। পশুবলিদানে ছাগ ও বস্ত্রবরাহের বলিপ্রদানই উত্তমকর্ম্ম। দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া থাকে, এইজন্য পশুঘাতী ব্যক্তিগণের পশুহনননিমিত্ত পাতক জন্মেবা। ব্যক্তিকী হিংসা অহিংসা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। নবরাত্র-ব্রতে হোমের নিমিত্ত পরিমাণানুসারে ঐক হস্ত হইতে নশ

হুত পর্যন্ত ত্রিকোণকূণ্ড এবং ত্রিকোণ হুতিসি নির্মাণ কর্তব্য। এই ব্রতে কুমারীপূজা, বৈভবাহুসারে প্রতিদিন এক একটা অথবা প্রত্যহ এক একটা হুতি করিয়া বা প্রতিদিন ৯টা করিয়া কুমারীপূজা করিবে। কুমারীপূজার নিয়ম। একবর্ষীয়া কুমারী-পূজা কর্তব্য নহে। দ্বিবর্ষ হইতে দশম বর্ষবয়স্কা কুমারী পূজাকরা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে দ্বিবর্ষীয়া কস্তাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমুর্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী, ষড়-বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শাস্ত্রী, নব-বর্ষীয়া দুর্গা ও দশবর্ষীয়া সুভদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে। বয়সানুসারে এই সকল নাম দ্বারা কুমারীপূজা করিতে হইবে। হীনান্দী, কুষ্ঠরোগিণী, ত্রণাথিতা, দুর্গকদ্বিতীয়া ও দুষ্টকুলসম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রিপূজায় গ্রহণ করিবে না এবং যাহারা জন্মাক্ষা, কেকরাঙ্গী, কানী, কুরুপা, বহ-রোমাথিতা, রোগিণী বা কোন প্রকার সৌন্দর্যবাহুতা বা অবিবাহিতার গর্ভোৎপন্ন অথবা বিধবার গর্ভজাতা কস্তা কুমারী হইতে পারেনা। নবরাত্রিব্রতে যাহারা উপবাসে অশক্ত, তাহারা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন উপবাস করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভূতলে যে কিছু ব্রত ও দান কর্তব্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নবরাত্রিব্রত সেই সকল ব্রতাপেক্ষা বিশিষ্ট ফলদায়ক। এই ব্রতের অমুষ্ঠানে ধন, ধাত্ত, সন্তানরক্তি, সুখসমৃদ্ধি, আয়, আরোগ্য এবং স্বর্ণ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।
(দেবীভাগ ৩।২৪-২৭ অ°)

বাল্য়ানা দেশে যেমন দুর্গোৎসব, বিহারে, উঃ পঃ প্রদেশে, রাজপুতানায়, দাক্ষিণাত্যে ও উড়িষ্যায় সেইরূপ নবরাত্রি উৎসব হয়। বাল্য়ানার দুর্গোৎসব আখিনের শুক্লপক্ষে হইয়া থাকে, কিন্তু নবরাত্রি সকল স্থানে আখিন মাসে হয় না, কোথাও আখিনে, কোথাও চৈত্রে বাসন্তীপূজার সময় হয়।

রাজপুতানায়—চৈত্র সুদি (শুক্লপক্ষীয়) প্রতিপত্তিথিতে নবরাত্রি উৎসব আরম্ভ হয়। ‘দশেরা’ অর্থাৎ বিজয়া-দশমী উৎসবে ইহা পরিসমাপ্ত হয়। অসোজ নামক স্থানেই ইহার ধুমধাম বেশী হয়। উদয়পুরে মহারাণার আদয়ে এই সময়ে তরবারী পূজা হয়।

প্রথম দিন নগরের সুপুরুষ নরনারীগণ উদ্যানবিহার ও ভগবতী গৌরীর উদ্দেশে সকলে স্তোত্র পাঠ করে এবং আপনারা নানাবিধ পুষ্পমালা ও পুষ্প গুচ্ছে সজ্জিত হইয়া উদ্যানে একত্র আনন্দ করে, দোলনার শোলে ও গান করে। সারা দিন এই উৎসব থাকে, তাহার পর সন্ধ্যায় সকলে গৃহে কিরিতে থাকে। ইহাকে “গৌড়োৎসবও” বলে। রাজপুতের চলিত কথায় ইহার নাম “গান্ধোড়”।

হুত শেষ রাশিতে সংক্রমিত হইলে নগরের বহির্দেশে হইতে “গৌরী” ও ঈশ্বরের প্রতিমার জন্ত হুতিকা আহরণ করা হয়। প্রতিমা নিশ্চিত হইলে তাহা এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সম্মুখে একটু স্থান খুঁড়িয়া তাহাতে বব বুনিয়া দেয় এবং কোশলে তাহাতে উত্তাপ দিয়া শীত শীত অমুরোৎপাদন করে। গাছ বড় হইলে শস্য জমিলে স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া সেই দেবদেবীর সম্মুখে ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটুকু বেঠেন করিয়া নৃত্যগীত করে। গানে দেবদেবীর নিকট স্বামী পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে থাকে। তৎপরে স্ত্রীলোকেরা সেই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের শস্য শিব সমেত সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব স্বামী পুত্রকে দান করে এবং তাহারা তাহা পাগড়ীতে গুঞ্জিয়া রাখে। সম্রাট গৃহে পারিবারিক প্রতিমা থাকে, নতুবা নগরের উপকণ্ঠে (পুরওয়া) সাধারণের জন্ত প্রতিমা প্রস্তুত হয়। তৎপরে এক দিন লোকযাত্রার আয়োজন হয়। দেবদেবী সজ্জিত করিয়া সরোবরতীরে লইয়া যাওয়া হয়। উদয়পুরের মহারাণার প্রতিমার লোকযাত্রাই অতি ধুমধামে নির্ধাঙ্ক হয়। সুরূপা যুগনয়নী ও নাগিনী-বেণীবিধিতা যুবতীরা দেবীর সমীপে চামরহস্তে গমন করে। যাত্রার পূর্বে নাগারা বাজিয়া উঠে এবং একলিঙ্গগড় হইতে কামানন্দনি হয়, তখন সকলে প্রতিমা লইয়া সরোবরাভিমুখে যাত্রা করে। মহারাণা স্বয়ং সামন্তগণ-পরিবৃত হইয়া নৌকারোহণে হ্রদগর্ভে উপস্থিত থাকেন। পথে, ঘাটে ও অট্টালিকার ছাদে দর্শকের অভ্যস্ত ভিড় হয়। রমণীরা ফুলের মালা পরিয়া গমন করে। সুসজ্জিত সিংহাসনে প্রতিমা বাহিত হয়, তাহার উভয় পার্শ্বে সুলক্ষীরা চামর চুলাইতে থাকে, সম্মুখে সুলক্ষীর দল আশা-সোটা লইয়া অগ্রসর হয় এবং সকলেই গীত স্তব্ধে স্তোত্রপাঠ করিতে থাকে। ঘাটে প্রতিমা আসিলে পারিষদসহ মহারাণা নৌকায় উঠিয়া দাঁড়ান। ঘাটে জলের ধারে প্রতিমা রাখিবার এক সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হয়। প্রতিমা তাহার উপর বসাইলে মহারাণা আসন গ্রহণ করেন। রমণীরা গোলাকারে প্রতিমার চতুর্দিকে হাত ধরাধরি করিয়া বাস্তব তালে তালে পা কেলিয়া স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই সময়ে বীরগাথাও গান করে। সামন্তগণ সেই সকল গান শুনিয়া স্ব স্ব কংশের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া হাতমুখে রমণীগণকে শিরোনমনস্পর্শক সযজ্ঞনা করে। রমণীরাও শিরো-নমন করিয়া বীরগণকে প্রভাতিবাদন করে। উৎসবের সকল কার্য্যই স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করে। গৌরী ও ঈশ্বর বঙ্গদেশের অন্তর্গত আকারে গঠিত হন। প্রতিমা বতরূপ ঘাটে থাকে, ততক্ষণ গৌরীদেবী দান করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস,

সেইজন্য কোন পূজ্য দেবকার্যে অংশগ্রহণ করে না। যদি কেহ করে, তবে তাহার মৃত্যু হয় বলিয়া সকলের ধারণা আছে। কিংকালপরে মহারাণার প্রতিমা রাজবাড়ীতে কিরিয়া যায়। মহারাণা সমস্ত তর্কন নৌকা খুলিয়া দিয়া বাটের নানাহানে অধিবাসিবর্গের উৎসব দেখিয়া বেড়ান। সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনই এইরূপ হয়। কর্ণেল টড অহমান করেন, “গঙ্গা” ও “গৌরী” এই শব্দের সংযোগবিকারে “গাঙ্গোড়” শব্দের উৎপত্তি। অষ্টমীর দিন অশোকাষ্টমীর বিশেষ উৎসব হয় এবং নবমীর দিন নবরাত্রির বিশিষ্ট দিন বলিয়া ঐ দিন হোম হয়। এই দিন সকলেই পূজা দিয়া থাকে। এই দিন রামনবমীর অস্ত রামের জন্মোৎসব হয়। উদয়পুরে রাজ-প্রাসাদে হাতী বোড়া সাজাইয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করিয়া ঐ দিন পূজা করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন “দশেরা” হয়। এই দিন উদয়পুরে সৈন্তশরিচালন ও কৃত্রিম ঘুচ্ছাভিনয় হয়।

পুণ্য আশ্বিনে নবরাত্রি উৎসব হইয়া থাকে। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত “নবরাত্রি” ও দশমীতে “দশেরা” হয়। প্রভু নামক কায়স্থের মধ্যে অনেকে কলমুল খাইয়া এই নয় দিন উপবাসান্ত্রকর করে। নবমীর দিন হোম হয়। এই নয় দিনে বিবাহিতা কোঙ্কণী-ভাড়বলরমণীরা ভগবতীর বামে প্রত্যেক বাড়ীতে করকাতে ভিক্ষা করিয়া থাকে। গৃহস্থ বাড়ীতে এই নয় দিন সধবা প্রাচীনাগণ করকা পূজা করে। এই পূজার এক ভাড়বল-দম্পতীকে ডাকিয়া আনিয়া উঠানে এক মণ্ডল নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দাঁড় করায়, তাহাদের করকা একখানি চৌকীর উপরে রাখে। যে রমণী পূজা করিবেন, তিনি করকার বহির্দেশে তৈলহরিত্রা সিন্দূর লেপন করেন, টিকলী বাঁধিয়া দেন, আতপচাউল ছড়াইয়া দেন এবং করকাটি চাউলে পরিপূর্ণ করিয়া দীপ ঘুরাইয়া আরতি করেন। করকার আরতি হইলে ভাড়বল-দম্পতীকে আরতি করা হয়। তৎপরে ভাড়বল-রমণী পূজাকারিণীর কপালে তৈলহরিত্রা, সিন্দূর ও টিকলি লাগাইয়া দেয়। পূর্ব্বণ্ড এই সময়ে তৈল ও চাউল ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থকে আশীর্বাদ করেন এবং শম্ব বাজাইয়া শুভ হুচনা করেন। (প্রভুগণের বাড়ীতে এই দিন ব্যতীত আর কোন দিন কোনকালে কোন উৎসবে শম্বধ্বনি হয় না; তাহাদের বিবাহ অন্ত্র সময়ে শম্বধ্বনিতে লম্বীছাড়া হইতে হয়।) কুমারী ও সধবারা এই নয় দিন পরস্পরের বাটীতে বাতায়ত করে। যে বাড়ীতে যায়, সেই বাড়ীর রমণীরা অভ্যাগতাদিককে দ্বাধ্বরে বসাইয়া তৈল, হরিত্রা, সিন্দূর, ফুলের মালা ও টিকলি দিয়া থাকে এবং অঙ্গুলে মূড়ী, শুপারি ও পয়সা দেয়।

দশেরার দিন কার্ঘ্যেব্রা প্রাতঃস্নান করিয়া গৃহদেবতার

পূজা করে। রমণীরা উঠানে মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে পক্ষপাণ্ড-বেগ নামে পাঁচ ভাল গোরর এক পছাসনে রাখে ও তাহার উপর ফুল সিন্দূর বা আবীর ছড়াইয়া দেয়। বাহাদের বোড়া থাকে, তাহারা এই সময় আত্মাবল হইতে বোড়া আনিয়া বাটার সম্মুখে রাখে। তাহার পলার ও চতুর্পদে ফুলের মালা বাঁধিয়া দেয়, পৃষ্ঠে শাল পাতিয়া দেয়। পরে সধবা গৃহকর্ত্তী দীপ, নারিকেল, বাতাসা, সিন্দূর, আতপ চাউল, পাণ, শুপারি ও রজত মূত্রা দিয়া তাহাকে বরণ করেন। এই দিন হইতে প্রভু-রমণীরা দেড়মাস কাল প্রত্যহ বাড়ীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভূমির উপর পক্ষবর্গের শুঁড়ি দিয়া গৃহ, বৃক্ষলতা ইত্যাদির চিত্র প্রস্তত করে। যে রজতমূত্রা দ্বারা অববরণ হয়, তাহা অখপালক পাইয়া থাকে, এ ছাড়া নূতন পাগড়ী ও নূতন বস্ত্র পায়। এই দিন ইহারা মাংস মিষ্টান্নাদি আহার করে। সন্ধ্যাকালে সকলে পুত্র সঙ্গে লইয়া দেবী মন্দিরে যায় এবং শাঁইপাতা ও পয়সা দান করে। তৎপরে আশ্বীষস্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, পরস্পরে শাঁইপাতা দেয় ও কোলাকুলি করে। গৃহস্থেরে পত্নীরা স্বামীর অপেক্ষা করিয়া থাকে। স্বামী আসিলে বহির্দ্বারে এক চৌকীতে বসিয়া পত্নী পতির কপালে সিন্দূর দান করে, মস্তকে আতপ ছড়াইয়া দেয়, বাতাসা ও নারিকেল খাইতে দেয় এবং আরতি করে। স্বামী জীর হস্তস্থিত পায়ে ২টা হইতে ১০টা টাকা দান করেন। তৎপরে হস্তপদ ধৌত করিয়া গৃহদেবতার গৃহের নিকট রক্তিত তলবার, বন্দুক, লেখনী, মস্তাধার, ছুরী, কল, শাস্ত্রগ্রন্থ ও গৃহস্থ যে করটা ভাষায় লিখিতে পড়িতে পারে সেই কর ভাষায় লিখিত একখানি কাগজ স্পর্শ করিয়া তাহার উপরে শাঁইপাতা দান করে। অবশেষে প্রণাম করিয়া ঐ সমস্তের নিকট বার্ষিক শুভকামনা করে। এই দিন ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইলে প্রভুরা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া পরস্পর শাঁইপাতা গ্রহণ করে ও ব্রাহ্মণকে কিছু দান করে। অন্ত্র নবরাত্রিতে নয় দিন ধরিয়া ভগবতীর পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠাদি হয় এবং ত্রীলোকেরা হরিত্রাদি দান ও মাদল্যাহুষ্ঠান করিয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নবরাত্রিতে ৭ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রতী হন, তাহার মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তন্ত্রধারক হন, তৃতীয় ব্যক্তি ললিতপাক্ষরূপের অর্ধাৎ অগস্ত্যকৃত হরগ্রীব স্তূতির ত্তোত্র প্রত্যহ তিনবার পাঠ করেন, চতুর্থ ব্যক্তি ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রসূক্ত ১০৮ বার, এবং পঞ্চম ব্যক্তি ঐহুক্ত প্রত্যহ ১০৮ বার পাঠ করেন। ষষ্ঠব্যক্তি মহিষতোত্র পাঠ ও সপ্তমব্যক্তি পঞ্চাঙ্গর শিবসম্বন্ধ অর্ধাৎ ‘ও নমঃ শিবায়’ এই শিবসম্বন্ধ চারিদিকে বাদন সহস্রবার পাঠ করিয়া থাকেন। দেবীর

বোড়শোপাচারে পূজা হয়। রাজিকালে পূজাবসানে ১২ জন বেদগায়ক স্বত্বিপাঠ করেন। স্বত্বিপাঠের নিয়ম—বষ্টীর দিন সন্ধ্যাকালে প্রথমে চিঠি, শিক্ষা, ব্রাহ্মবিজ্ঞা, ভৃগুবলী ও নারায়ণ উপনিষদের প্রথমমাংশ, সপ্তমীর দিন সারংকালে নক্ষত্রোষ্ট ও ‘অগ্নিহোত্রপন্ন’, এবং অষ্টমীর দিন সারংকালে পুরোডাশের প্রথম অর্ধ ও নারায়ণ উপনিষদের অবশিষ্টাংশ, ‘বিশ্বরূপ যন’ ও নবমীর দিনাবসানে ‘অরুণম্’, ‘অপবদন্তি ক্রমন্’, যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় ‘পন্নম্’, আকণের প্রথম ‘পন্নম্’, সন্তমিত মন্ত্রের প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় ‘পন্নম্’, যথাক্রমে গান করেন। এইরূপ বেদগানের নাম স্বত্বিবাচন। স্বত্বিগান শেষ হইলে আরতি হয়, তৎপরে মন্ত্রপুষ্পের সহিত শ্রীমুক্ত ও ভূমুক্ত পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। তাহার পর পূজা শেষ হয় এবং আগ্নের মহানৈবেদ্য ভোগ হয়। ভোগের পর ব্রতীগণ আহাৰ করিয়া থাকেন। দশমীর দিন ৫০ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নিরঞ্জন কার্য্য সমাধা করেন। এই সকল ব্রাহ্মণ পৃথক ঘরে অন্নাদিপাক করিয়া দেবীকে ভোগ দেন, তৎপরে সকলে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সমস্ত বেদগান করিয়া অন্ন আহাৰ করিলে নিরঞ্জন কার্য্য সমাধা হয়। আমাদের দেশের মত এই ব্রতে সপ্তমতী অর্থাৎ চতুর্থী হয় না। কারণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ। প্রায় সকল স্থানেই এই নবরাত্র ব্রতে পণ্ডবলি হয় না। বিজয়নগরের মহারাজের বাটীতে তিন দিনে তিনটা পণ্ডবলি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তৈলদ্বী বৈদিক ব্রাহ্মণ লিপ্ত থাকেন না, উৎকল ব্রাহ্মণেরা বলিকার্য্য সমাধা করেন।

মহারাত্র দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বলিদানের প্রথা নাই। কেবল উৎকল দেশ হইতে পূর্বাভিমুখে ও উত্তরভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে।

নবরাত্রি (স্ট্রী) উত্তীর্ণর নূপের দেশভেদ, এই দেশ দক্ষিণদিকে। “নবস্ত্র নবরাত্রি ক্রমেস্ত কুমিলাপুরী।” (হরিবংশ ৩১ অ°) সহদেব দক্ষিণদিক বিজয়ের সময় এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। (ভারত সভা ৩০ অ°)

নবচ (স্ট্রী) নব খচো যত্র, অচ সমাসান্তঃ। নব ঋকুক্ত হুক্তভেদ। নব চ তা ঋচচেতি অচ সমা°। নবঋকু ভেদ। “নবর্কেভাঃ স্বাহা” (অথর্ব ১৯২৩৬)

নবলক্ষণ (স্ট্রী) নবমিতং লক্ষণম্। নয়টা লক্ষণ। বেদান্ত পরিভাষা প্রকৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম নবলক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

“বিশ্বসর্গবিসর্গাদিনবলক্ষণলক্ষিতম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধান নমসি তৎ ॥”

(ভাগ ১।১।১ শ্রীধরদ্বারী)

বিষের সর্গ, স্থিতি ও প্রলয়, এবং ইহার উপাদান, পোষণ, অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃত্তিমত্ব এই নববিধ লক্ষণে ব্রহ্ম সমর্থিত হইয়াছে। এক ব্রহ্ম হইতেই বিষের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে।

“যতো বা ইমানি জ্ঞানি জারন্তে যেন জ্ঞাতানি জীবন্তি” (ঋতি)

যাহা হইতে এই বিশ্ব হইতেছে, জীবিত থাকিতেছে, এবং বিনষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি নবলক্ষণলক্ষিত ব্রহ্ম বেদান্তপরিভাষা প্রকৃতি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নববরিকা (স্ট্রী) নবো বরোহস্তাতাঃ নব-বর-ঠন্। নবোচ্চা, নববিবাহিতা।

নববর্ষ (পুং স্ট্রী) নবমিতং বর্ষম্। ১ ভারতাদি নয়টা বর্ষ। কুব্ধ ভাবে ষষ্ণু। (পুং) ২ নূতন বর্ষণ। ৩ নূতন বর্ষ।

[নগরোক্ত দেখ।]

নববাস্ত (পুং) নবং বাস্ত যন্ত। রাজর্ষিভেদ।

“অগ্নির নববাস্ত বৃহত্রেণ তুর্বাতিম্” (ঋক ১।৩৩।১৮)

‘নবং বাস্ত যতাসৌ নববাস্তঃ। নববাস্ত নামকং, বৃহত্রেণ-নামকং তুর্বাতি নামকঞ্চ রাজর্ষীন্।’ (সায়ণ)

নববিংশ (স্ট্রী) নববিংশতি সংখ্যার পুরণ, ২৯।

নববিংশতি (স্ট্রী) নবাবিকা বিংশতিঃ। ১ নবাবিক বিংশতি সংখ্যা, ২৯ সংখ্যা। ২ তদ্ব্যক্ত। “নববিংশত্যাঃস্ববত” (শুক্র যজু ১৪।৩১)

নববিধ (স্ট্রী) নব বিধা যন্ত। নবপ্রকার। বিষ্ণু নববিধ পাতকের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—অতিপাতক, মহাপাতক, অমহাপাতক, অপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্তীকরণ, মহাবল ও প্রকীর্তক এই নয়টা নববিধ পাতক। (বিষ্ণু)

“নববাহার্কনং বক্ষো নারদায় হরীরিতম্।

মণ্ডলেহজ্জৈহর্কয়েন্নম্মো অং বীজং বাহুদেবকম্ ॥

আং সঙ্করণং তথা বহৌ আং প্রোহায় চ দক্ষিণে।

অনিরুদ্ধং নৈখাতে তু নারায়ণস্ত পশ্চিমে ॥

তদ্বৎ ব্রহ্মাণমনিলং হং বিষ্ণুং কৌং নৃসিংহকম্।

উত্তরে তু বরাহকু ইশে বামনমেব চ ॥” (অগ্নিপু°)

বিষ্ণুর অষ্টদল পদ্ম মধ্যে প্রোহায়াদি ৮ জন এবং পদ্মমধ্যে বাহুদেব, সঙ্করণ, প্রোহায়, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নৃসিংহ, বরাহ ও বামন এই নয়টা নববিধ বিষ্ণু।

নবশক্তি (স্ট্রী) নবশক্তি শক্তিঃ। শক্তিনবক, নয়টা শক্তি।

“প্রভা দ্বারা জয়া হুয়া রিওজানকিনী পুনঃ।

হুপ্রোজা দ্বিজয়া সর্কসিদ্ধিা নবশক্তয়ঃ ॥” (সায়ন্যতি°)

প্রোজা, দ্বিজা, জয়া, হুয়া, রিওজা, নবিনী, হুপ্রোজা, বিজয়া ও সর্কসিদ্ধিা এই নয়টা শক্তি।

নবশস্ত্র (স্রী) নবশস্ত্র। নূতন শস্ত্র।

নবশাস্ত্রোত্তি (স্রী) নবশস্ত্রনিমিত্তা ইতি। সার্বিক কর্তব্য নবশস্ত্র-নিমিত্তক ইতিভেদ।

“নানিষ্ট। নবশস্ত্রোত্তা পশুনা চায়াসান্ বিজঃ।” (বহু)

নবশায়ক (পুং) নববিধঃ শায়ক ইব। পরাশরসংহিতোক্ত নববিধ সজীর্ণ জাতিভেদ, নবশাক জাতি।

“গোশো মালী তথা তৈলী তজী মোদকবারুজী।

কুলালঃ কর্মকারক নাপিতো নবশায়কঃ।” (পরাশরসং)

গোপ, মালীকার, তৈলী, তজ্রবার, মোদক, বারুজী, কুলাল, কর্মকার ও নাপিত এই নয়টা নবশায়ক।

ইহারা এক প্রকার শুদ্ধ শূদ্র। যদিও বৈজ্ঞ শব্দে ক্রবিব্যবসারী এবং শিল্পব্যবসারী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, তথাপি নবশায়কগণ উপবীত গ্রহণ, ও বেস্তাধারন না করার ইহাদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত করা হয়; তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহারা শুদ্ধ, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট গজাঙ্গল, কূপজল বা অন্ত যে কোন প্রকার জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন। কার্যতঃ কিন্তু এই নয় জাতির সকলকে সমান শুদ্ধ মনে করা হয় না। যেমন—তৈলিক যদিও নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহারা মোদক বা নাপিতের স্তার শুদ্ধ নহে। নবশায়ক ব্যতীত অন্ত শূদ্রের স্পৃষ্ট গজাঙ্গল মাত্র ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কি নবশায়ক শূদ্র, কি তদিতর শূদ্র কাহারও স্পৃষ্ট পক দ্রব্য ব্রাহ্মণেরা আহাৰ করিতে পারেন না। নবশায়ক শূদ্র ও তদিতর শূদ্রদিগের মধ্যে আর একটা প্রভেদ এই যে, নবশায়কদিগের যাজকতা করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন না; কিন্তু অন্ত শূদ্রের যাজকতা করিলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। যদিও শাস্ত্রে কোন শূদ্রের দান গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিষেধ আছে, তথাপি কার্যতঃ অনেক ব্রাহ্মণই নবশায়কদিগের দান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নবশিব, বোরাই বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র বীপ।

নবপ্রাঙ্গ (স্রী) মরণের পর বিবসমিনে প্রেতোদেশক প্রাঙ্গ-বিশেষ। মৃত্যু হইলে বিবসমিনে প্রেতের নিমিত্ত যে প্রাঙ্গ করিতে হয়, তাহার নাম নবপ্রাঙ্গ।

“প্রথমেনহি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমে তথা।

নবমৈকাদশে চৈব তদ্রবপ্রাঙ্গমুচ্যতে।” (নির্ণয়সিদ্ধ)

মৃত্যুর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিনে প্রেতোদেশে যে প্রাঙ্গ হয়, তাহাকে নবপ্রাঙ্গ কহে। মৃত্যুর পর বিবসমিনে নবম দিনের মধ্যে একে একে এই প্রাঙ্গ করিবে, যদি কার্যাবশতঃ ঐ দিনের মধ্যে প্রাঙ্গ করিতে না পারে, তাহা হইলে একাদশ দিনে করিবে। এই প্রাঙ্গকে বিবস প্রাঙ্গও

কহে। পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম বা একাদশ দিনে যে প্রাঙ্গ হয়, তাহার নাম নবপ্রাঙ্গ।

“পঞ্চমে সপ্তমে তদ্রবষ্টমে নবমে তথা।

দশমৈকাদশে চৈব নবপ্রাঙ্গানি তানি চ।” (নাগরথও)

কাত্যায়নের মতে—

“চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।

যদত্র দীযতে জন্তোত্তরবপ্রাঙ্গমুচ্যতে।” (কাত্যায়ন)

চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও একাদশ দিনে প্রেতোদেশে যে প্রাঙ্গ করা হয়, তাহার নাম নবপ্রাঙ্গ। এই নবপ্রাঙ্গে প্রথমে ছইটা ছইটা করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে, কেবল শেষ দিনে একটা পিণ্ড দিতে হইবে। এই নবপ্রাঙ্গ মলমাসেও হইতে পারে। নবপ্রাঙ্গোচ্ছিষ্ট যে কোন বস্ত্র, তাহা ভক্ষণ করিতে নাই।

“নবপ্রাঙ্গে যচ্ছিষ্টং গৃহে পয়ঃস্থিতঞ্চ যৎ।

দম্পত্যোভূক্তশিষ্টঞ্চ ন ভূঞ্জীত কদাচন।” (মিতাক্ষরাদৃত্য বাস)

প্রারচিত্ত-বিবেকে দর্শিত হইয়াছে যে, এই নবপ্রাঙ্গ আহি-তায়িদিগেরও হইবে।

“চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।

যদত্র দীযতে জন্তোত্তরবপ্রাঙ্গমিধ্যতে।

অহিসঙ্করনাদর্বাগাহিতায়েধিঃস্ময়ঃ।

অযুগ্মান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ স্তরবপ্রাঙ্গমিধ্যতে।

নবমে পঞ্চমে প্রাঙ্গং প্রেতোপকারার্থং নাবশ্রকং নবপ্রাঙ্গসংজ্ঞা এতদ্রব্যগ্রহণে প্রারচিত্তবিশেষবিধানার্থং, আহিতায়েধিসঙ্কর-নাদর্বাঙ্প্রাঙ্গান্তরন্যতীতি।” (প্রারচিত্তবি)

চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও একাদশ দিনে যে প্রাঙ্গ হয়, তাহাকে নবপ্রাঙ্গ বলে, এই নবপ্রাঙ্গ আহিতায়ি ব্রাহ্মণদিগের অহি-সঙ্করের পূর্বে করিতে হইবে এবং অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। এই বচনপ্রমাণে নবপ্রাঙ্গ সার্বিক ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেও জানিবে।

নবযটুক (স্রী) ছয় গুণিত নবসংখ্যা, ৯ × ৬।

নবযষ্টি (স্রী) নবাদিকা যষ্টিঃ। ১ উনসপ্ততি সংখ্যা, ৬৯ সংখ্যা।

২ তৎসংখ্যায়ুক্ত। পূরণে ডই। নবযট, উনসপ্ততিসংখ্যার পূরণ।

নবসংঘারাম (পুং) বৌদ্ধবিহার-ভেদ।

নবসপ্ততি (স্রী) নবাদিকা সপ্ততিঃ। উনাসীতি সংখ্যা, ৭৯ সংখ্যা। এই সংখ্যার পূরণ।

নবসপ্তদশ (পুং) নব চ সপ্তদশ চ, সমাসাত্ত ড। অতিরিক্ত-বাগভেদ। পুত্রাভিলাষী এই বক্ত করিয়া থাকে।

“নবসপ্তদশঃ প্রজাতিকামস্ত” (আৰ্হ প্রৌ ১০।১।২)

‘নবসপ্তদশোনাং একাহঃ, তেন প্রজাতিকানোপ্রজাতি-প্রজাসম্পত্তিভ্যাং কাসরানঃ বজ্জত।’ (নারায়ণ)

নবলহর (নওয়া সহর) পঞ্জাবের জালন্ধর-জেলায় দক্ষিণপূর্ব তহসীল। ইহার পরিমাণ প্রায় ২৪৯ বর্গ মাইল। এই তহসীলে একটি সহর ও ২৮২ খানি গ্রাম আছে। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার; হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। গম, জোয়ার, ছোলা, যব, ইক্ষু ও তুলা প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য।

২ এই ভঙ্গীলের প্রধান সহরের নামও নবসহর (নওয়া সহর)। ইহা ৩১° ৭' ৩০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৬° ৯' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। মোগল সম্রাট বাবরের সময় নওশের খাঁ নামক একজন আফগান এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সহরের লোকসংখ্যাও প্রায় পাঁচ হাজার। সহরটী বেশ বর্দ্ধিত। এখানকার চিনির ব্যবসায় ও লুঙ্গি নামক বস্ত্র শিল্পের কারবার বহু বিস্তৃত।

ও পঞ্জাবের হাজারা জেলার মধ্যে আবটাবাদ তহসীলের একটি সহর। ইহা ৩৪° ১০' উত্তর অক্ষাংশে, ৭৩° ১৮' ৪৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে, আবটাবাদ হইতে ৩১ মাইল পূর্বে, আন্দিমানীর রাত্তার উপর অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০, মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানকার ক্ষত্রি ব্যবসায়ীরাই খিলমের খনিজ লবণের ব্যবসায় করে, বিলাতী বস্ত্রাদি আনায়া মুক্তফরাবাদ ও কাশ্মীরে রপ্তানী করে এবং কাশ্মীর হইতে অধিক পরিমাণে রুত আমদানী করে।

নবসারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরদা রাজ্যের একটি নগর। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি ইহাকে নসরিপা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নগর সমুদ্র হইতে ছয় কোশ এবং পূর্ণা নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৭' উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪০' পূঃ। পূর্ণা দিয়া নবসারি পর্যন্ত নৌকা আসিতে পারে। নাবিকেরা পূর্ণার এই অংশটুকুকে নবসারি নদী বলিয়া থাকে। নবসারি একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, এখানকার অধিকাংশ পারসী অধিবাসী কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করে। ইহা-দিগের মধ্যে অনেকে তামা, পিত্তল, লৌহ ও কাষ্ঠের কাজও করিয়া থাকে। এখানে পারসীদিগের একটি মনোহর মন্দির আছে।

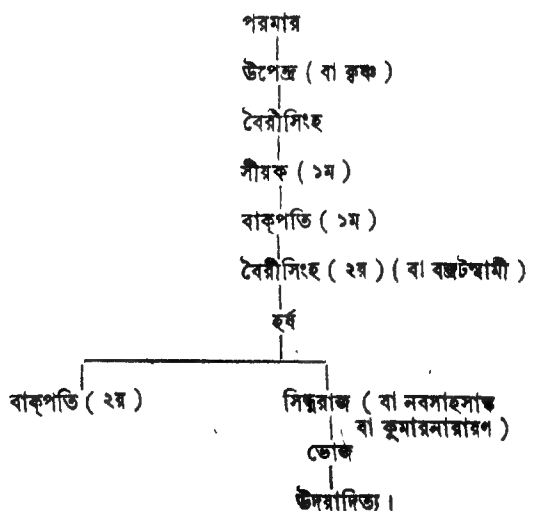
নবসারিকা, নবসারি বা নোসারি নগরের পূর্ণ নাম। ইহা
গুজরাটের অন্তর্গত বরদাস নদীতে পূর্ণানদী ভাবে অবস্থিত।

[নবসান্নি দেখ ।]

নবসাহসিক, পরমায়বংশের এক মালবরাজ। পদ্মগুপ্ত নামে এক কবি “নবসাহসিকচরিত” নামে এক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরমায়বংশের খেদিজ লিপিত পাণ্ডুরা গিয়াছে। পরমায় বংশের উৎপত্তি পৌরাণিক উপাখ্যানের ভ্রাত। বর্জিত বধন আবু পূর্ণতের উপর থাকিতেন, তখন বিখ্যাত ঠাহার

হোমশেখর হরণ করেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বিনষ্ট করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক খড়্গধারী পুরুষ উৎপাদন করেন। এই ব্যক্তি শত্রু দমন করিয়া দেখু উদ্ধার করেন। ইহার এই কার্য হইতে বশিষ্ঠ ইহাকে পরমার অর্থাৎ শত্রুবিরোধী নাম দেন। আবু পূর্বতে পরমারের উৎপত্তি হইতে এক্রপ অন্তহীন হয়, আবু পূর্বতের উপরিস্থ অচলগড় পরমারদিগের অধীনে ছিল। চন্দ্রাবতী নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরমার-বংশীয় সোমেশ্বরপ্রসন্ন দৈলবাড়ের তেজপাল-মন্দিরস্থ শ্রেষ্ঠি হইতে পরমারের পূর্ববর্তী আবুবাণী পরমার বংশীয় রাজগণের নাম পাওয়া যায়। ধুমরাজ, ধুন্ধক, এবডট প্রভৃতি পরমারের পূর্ববর্তী এবং রামদেব, বশোধবল, ধারাবর্ষ, প্রহ্লাদন, সেধসিংহ, রুকরাজ প্রভৃতি পরমারের উত্তরবর্তী আবুবাণী পরমার রাজগণের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১২১৩শ শতাব্দীতে আবুবাণী পরমারগণ অণহিলবাড়ের চালুকরাজগণের সামন্ত ছিলেন।

উদয়পুর ও নাগপুর হইতে পরমার-বংশীয় মালবরাজগণের
ছইখানি প্রাপ্তি এবং এই বংশীয় ২য় বাকগতির খোদিত
লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে জানা যায় যে
এই বংশীয় উপেন্দ্র বা কৃষ্ণ নামে এক ব্যক্তি মালব দেশে
প্রথম অধিষ্ঠিত হন। উদয়পুরপ্রাপ্তির মতে, ইনি মালব অর
করেন। ডাঃ বার্গেসের মতে ইনি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে
বর্তমান ছিলেন। উদয়পুরপ্রাপ্তি হইতে বাংলালাকা এইরূপ
পাওয়া যায়—



নবসাহসিকচরিত্রে হৰ্ৰেৰ নাম জীৱক (২৪) বা হৰ্ষদেৱ
ও ২৪ বাকপতি উৎপলদ্বাজ নামে উল্লিখিত হইয়াছে।
নাগপুৰাণশিত্তে ২৪ বাকপতিৰ নাম বৃদ্ধ এবাং উদ্বাহ

ভূমিদাননিপিতে অমোঘবর্ষ, পৃথিবীবরজ বা ঐবরজ প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। ভূমিদানপত্র হইতে ২য় বাক্যটি ২৭৪-খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। হর্ষরাজ (যেরুজের প্রবন্ধচিত্রামণিতে সিংহ নামে উল্লিখিত)। নবসাহসিকচরিতের মতে, ইনি হুণরাজ রত্নপতি ও খোষ্টিগ-রাজকে জয় করেন। এই হুণরাজ কে তাহা নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার বার্গেস অধ্যয়ন করেন, এই হুণেরা কোন ক্ষত্রিয়বংশ। খোষ্টিগ মাত্রাথের অধিপতি রাষ্ট্রকূট ভিন্ন আর কেহই নয়।

২য় বাক্যটি কবিকুলপোষক ছিলেন। বিক্রমাদিত্য এবং সাতবাহনের পরই অবস্তীর পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। [বাক্যটি দেখ।]

২য় বাক্যটির পর তাঁহার ভ্রাতা সিদ্ধরাজ রাজা হন। ইনি নবসাহসিক ও কুদারনারায়ণ নামে খ্যাত। উদয়পুর-প্রশস্তিতে ইহাকর্তৃক হুণজয়বিবরণ নিম্নবন্ধ আছে। নবসাহসিকচরিতে ঐ হুণজয় ব্যতীত কোশল, বাগড়, লাট, মুরল প্রভৃতি দেশ জয়ের কথাও আছে। এই বাগড় আধুনিক রাজপুতানার অন্তর্গত ডুমরপুর। মুরল দেশ কেরলের নামান্তর। নবসাহসিকচরিতে কথিত আছে—নন্দাদিতীর হইতে ৫০ গবুতি দূরে রত্নাবতী নগরে বজ্রাঙ্কুশ নামে এক অস্ত্র বাস করিত। এই অস্ত্র নাগরাজকুমারী শশীপ্রভাকে হরণ করিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। সিদ্ধরাজ এই অস্ত্রকে বিনষ্ট করিয়া রাজকুমারীকে গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে বিদ্যাধর-গণ সিদ্ধরাজকে সাহায্য করিয়াছিল।

যশোভট নামে সিদ্ধরাজের একমন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার উপাধি রামানন্দ ছিল। প্রবন্ধচিত্রামণিপাঠে জানা যায় যে, সিদ্ধরাজ প্রথম বয়সে বড়ই দুর্বল ছিলেন। বাক্যটি ইহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া ইহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন, সিদ্ধরাজ গুজরাটে গিয়া কাশ্মীরনগরে বাস করেন। কিছু দিন পরে আবার ভ্রাতা কর্তৃক আহৃত হন, কিন্তু রাজ্যে আসিয়াই আবার অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন বাক্যটি ইহাকে এক কাঠ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই বন্ধিত্বের সময় সিদ্ধরাজের পুত্র ভোজ জন্ম গ্রহণ করেন। ভোজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাক্যটিকে সাবধান হইবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। বাক্যটি ভোজের শিরশ্ছেদনের আদেশ করেন। ভোজ শুনিয়া ক্ষোভতাত্তকে এক কবিতা লেখেন। কবিতাপাঠে বাক্যটির ক্ষমতা দেখে-সংকট হয় এবং বধ্যভা রক্ষিত করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধদ্বারা অজিহ্বিত করেন। তৈলপ কর্তৃক বাক্যটি বিনষ্ট হইলে ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নবসাহসিক-

চরিতে ইহার ক্ষমতা দেখা যায়। পরগুপ্তের-মতে বাক্যটি অধিকার নগরে বাইবার সময়ে সিদ্ধরাজের তরবারীতে মুক্তিকা তুলিয়া দিয়া তাহাকে খুবরাজ করিয়া বান।

নবসাহসিকচরিতকার পদ্মগুপ্ত উত্তরভারতের রাজত্বই রাজকবি ছিলেন। সিদ্ধরাজ ইহাকে কবিরাজ উপাধি দেন।

সিদ্ধরাজ নানা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিষ্ণু-রামেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। নবসাহসিকচরিতে লিখিত আছে, সিদ্ধরাজ বৈদেশিক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজধানী ধারানগর শত্রুহস্তে পতিত হয়। সিদ্ধরাজ কতদিন রাজত্ব করেন, এখন নির্ণীত হয় নাই।

নবসাহসিকচরিত [নবসাহসিক দেখ।]

নবসিন্ধু, পাটওয়ারীর উপরিতন কর্মচারী, ইহাকে জমীদারীর হিসাব রাখিতে হয়, প্রজাকে খাজনার দাখিলা দিতে হয়। যে সকল স্থানে গৌরব নাই, সে সকল স্থলে ইহাকেই খাজনা গ্রহণ করিতে হয়। জমীদারের নিকট ৪৫ টাকা মাসিক বেতন নির্দিষ্ট আছে। মূলের অঞ্চলে এইরূপ কর্মচারী নিয়োগ এখনও দেখা যায়।

নবসু (স্ত্রী) নব নৃত্যে সু-কৃষ্ণ। অভিনবপ্রসবা স্ত্রী ও গো-প্রভৃতি, যে সকল স্ত্রীর ও গোমূলের অভিনব সন্তান প্রসূত হইয়াছে।

“অন্তঃ নববহুব গনু” (ঋক ৪।৩৪।৫)

‘নববঃ নবপ্রসবা গাব ইব’ (সায়ণ)

নবসূতি(কা) (স্ত্রী) নবা নৃতিঃ প্রসবোৎপত্তাঃ বা কপ্। ১ দেখ।

২ নবপ্রসবা স্ত্রী। নবপ্রসূতি প্রভৃতিরও এই অর্থ।

“নবপ্রসূতিবরটা তপস্বিনী” (নৈষধ)

নবাংশ (পুং) নবমোংশঃ। মেবাদি দ্বাদশ লগ্নের নবভাগ।

“চরাগাংস্বত্রিকোণানাং তচ্চরান্ধা নবাংশকাঃ।

রাশীনাং ন নবাংশো বঃ সর্বগোস্তমসংজ্ঞকঃ ॥ অথচ—

মেঘকেশরিচাপানাং মেঘান্তত নবাংশকাঃ।

ককিভূশিকচাপানাং ককটাত্তানবাংশকাঃ ॥

তুলামিথুনকুল্লানাং তুলাস্তাঃ সমুদাহতা।

বৃষকক্ৰায়াগাশাধ মকরায়া নবাংশকাঃ ॥” (লীপিকা)

রাশিকে নয় অংশ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম নবাংশ। মেঘ, সিংহ ও ধনু এই তিনরাশির মেঘ অবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিলে, অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমংশ মেঘ, এবং মেঘের অধিপতি মঙ্গল ও প্রথমংশের অধিপতিও মঙ্গল হইবে। দ্বিতীয়াংশ বৃষ, ঐ রাশির অধিপতি শুক্র, এই শুক্রই তৃতীয়াংশের অধিপতি। তৃতীয়াংশ মিথুন, মিথুনের অধিপতি বৃষ, বৃষই তৃতীয়াংশের অধিপতি।

এইপ্রকার মেবাদি নয় রাশির অংশক্রমে যে-যে রাশির যে

যে গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকেন, তাঁহারা সেই সেই আংশের অধিপতি হন। এইরূপ মকর, বৃষ ও কন্যা, তিন রাশির মকরাদি করিয়া, জুলা, কুন্ত, মিথুন তিন রাশির তুলাবধি করিয়া ও কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন তিন রাশির কর্কটাদি করিয়া নবাংশ গণনা করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত—মেঘ লগ্নের পরিমাণ ৪৭।৭৭ বিপল, ইহাকে নবভাগ করিলে প্রতি ভাগ ২৭ পল, ২৭ বিপল, ২৬ অঙ্গুলপল ও ৪০ প্রত্যঙ্গুলপল হইবে। ইহার প্রথম অংশ মেঘ, মেঘের অধিপতি মঙ্গল, অতএব মঙ্গলই এই প্রথমাংশের অধিপতি। সূতরাং উক্ত ২৭ পল, ২৭ বিপল, ২৬ অঙ্গুলপল এবং ৪০ প্রত্যঙ্গুলপল মধ্যে যদি কোন বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ জাত-বালকের মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইয়াছে, ঠিক করিতে হইবে। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে ৫৪ পল, ৫৪ বিপল, ৫৩ অঙ্গুলপল এবং ২০ প্রত্যঙ্গুলপলে জন্ম হইলে মেঘের দ্বিতীয় অংশ বুধ, ইহার অধিপতি শুক্র, অতএব ঐই সময়ে জাত বালকের শুক্রের নবাংশে জন্ম স্থির করিতে হইবে। ক্রমে ৪৭।৭৭ বিপল ঐ মেঘ লগ্ন পূর্ণ পর্য্যন্ত ক্রমে অংশাধিপ গণনা করিতে হইবে। ঐই অবশিষ্ট রাশিগণের নবাংশ করিয়া গণনা করিতে হইবে। নবাংশের অধিপতি যাঁহাতে সহজে জানিতে পারা যায়, তাহার একটা চক্র পরস্তুপ্তে প্রদর্শিত হইল, ইহা দেখিলেই কোন অংশে কোন গ্রহ অধিপতি হইবে, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়।

নবাংশ-ফল—যেবাদি দ্বাদশলগ্নের নবাংশ দ্বারা জাত
বালকের চরিত্র, আকৃতি ও চিহ্ন বিচার করিতে হয়। যদি
নবাংশের অধিপতি গ্রহ সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা
হইলে বালকের নবাংশ কথিত চিহ্নাদি হইয়া থাকে এবং
যদি সেই সময় চন্দ্র সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হয়, তাহা হইলে
বালকের নবাংশোক্ত স্বভাবাদি না লইয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির
যেৰূপ লক্ষণ বিহিত আছে, সেই সমস্ত হইবে।

নবাংশদ্বারা জাতবাংকের কেবল ফলাফল গণনা করা হয়, তাহা
নহে, ইহা ছাড়া প্রাণবিষয়ক ফলাফলেরও গণনা হইয়া থাকে।

নবাগড়, পঞ্জাবের অন্তর্গত বশাহর রাজ্যের একটি হর্গ।
মোরল-কা-কন্দা নামক পর্বতশ্রেণীর পূর্বদক্ষিণে একটি উচ্চ
আলির উপর অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°
৪০' পূঃ। ১৮১৪—১৫ খৃঃ অব্দে গুর্খা যুদ্ধের সময় গুর্খারা এই
হর্গ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বশাহরের লোকেরা তাহাদের
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া হর্গ অবরোধ করিলে, হর্গস্থ গুর্খা সৈন্যগণ
আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

নবাগায়িন, আরঙ্গ এবং রাঙ্গপুরের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন গ্রাম।
এখানে দেওরাতাল নামক একটি অতি সুন্দর পুকুরটি আছে।

কে, মিহ, বহু এই তিন রানির ববানের অবিশিষ্টর নাম	এবমানের অবিশি ১ মকল।	বিতীমানের অবিশি ২ তক্র।	তুতীমানের অবিশি ৩ বুধ।	পঞ্চমানের অবিশি ৫ রবি।	যতীনের অবিশি ৬ বুধ।	সপ্তমানের অবিশি ৭ তক্র।	অষ্টমানের অবিশি ৮ মকল।	নবমানের অবিশি ৯ বুধশক্তি।
মকল, হু, কস্তা এই তিন রানির ববানের অধি- পতিগণের নাম	এবমানের অবিশি ১ শনি।	বিতীমানের অবিশি ২ শনি।	তুতীমানের অবিশি ৩ বুধশক্তি।	পঞ্চমানের অবিশি ৫ তক্র।	যতীনের অবিশি ৬ বুধ।	সপ্তমানের অবিশি ৭ তক্র।	অষ্টমানের অবিশি ৮ রবি।	নবমানের অবিশি ৯ বুধ।
মুলা, হু, শিবু এই তিন রানির ববানের অবিশি	এবমানের অবিশি ১ তক্র।	বিতীমানের অবিশি ২ মকল।	তুতীমানের অবিশি ৩ বুধশক্তি।	পঞ্চমানের অবিশি ৫ শনি।	যতীনের অবিশি ৬ বুধশক্তি।	সপ্তমানের অবিশি ৭ মকল।	অষ্টমানের অবিশি ৮ তক্র।	নবমানের অবিশি ৯ বুধ।
বৃক্, ইতি, বৃক্, মীন এই তিন রানির ববানের অবিশি	এবমানের অবিশি ১ তক্র।	বিতীমানের অবিশি ২ রবি।	তুতীমানের অবিশি ৩ বুধ।	পঞ্চমানের অবিশি ৫ মকল।	যতীনের অবিশি ৬ বুধশক্তি।	সপ্তমানের অবিশি ৭ শনি।	অষ্টমানের অবিশি ৮ শনি।	নবমানের অবিশি ৯ বুধশক্তি।

এই পুষ্করিণীর পূর্বে পাড়ে অনেকগুলি দেবালয় আছে। কথিত আছে, সীতারাম এবং বেণীরাম নামক দুইজন বণিক এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

নবান্দ্র (খ্রি) নববিধ অঙ্গ যন্ত। ১ নববিধ অঙ্গযুক্ত। (স্রী) ২ পাচনবিশেষ।

“বিখ্যাতানুভূতির্নৈঃ পঞ্চমূলীসমধিতৈঃ।

কৃতঃ কথায়ো হস্তাণ্ড বাতপিত্তোত্তবং জরম্ ॥” (চক্রদন্ত)

শুভ্রী, অমৃত, অঙ্গ, ভূনিষ ও পঞ্চমূলী এই সকল দ্রব্য একত্র কথায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাত ও পিত্তোত্তব জর আশু বিনষ্ট হয়। (পুং) ৩ শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বয়ড়া, আমলা, চিত্তমুখ ও বিড়ঙ্গ এই নয়টি নবান্দ্র। (চক্রদন্ত)

নবান্দ্রা (স্রী) নবান্দ্র-টাপু। কর্কটশুদ্রী, কঁকড়া শুদ্রী।

নবাজিশ খাঁ, ১ অকবরের সভায় পাঁচহাজারী মনসবদার সৈয়দ খাঁর পুত্র সাদুল্লা খাঁ ১০১০ হিজরী সনে নবাজিশ খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। মীরজাঙ্গী ও খশ্ব সিন্ধুতে যে বাদশাহী সৈন্ত ছিল তাহা লইয়া বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিলে সেই উপজব দমনার্থ নবাজিশ খাঁ পিতার সহিত ভক্রে গমন করেন।

২ গুলজারদানীশ নামক পারস্ত গ্রন্থপ্রণেতা।

নবাজিশ মহম্মদ, ঢাকার একজন নবাব, আলীবর্দী খাঁর জামাতা।

নবাদা, ১ গয়া জেলার একটি উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪° ৩০' ৩০" ও ২৫° ৭' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১৫' ৩০" ও ৮৬° ৬' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ১০২০ বর্গ মাইল।

২ গয়াজেলার একটি নগর, নবাদা উপবিভাগের প্রধান স্থান। এখানে ইষ্ট-ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে।

নবানগর, (নবনগর) কচ্ছ উপসাগরের তীরবর্তী একটি দেশীয় রাজ্য। কাঠিয়াবাড় প্রদেশে হল্লার বিভাগে এই রাজ্য অবস্থিত। ইহার উত্তরে কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণ ভূমি, পশ্চিমে আরব সাগর ও ওখ নামক লবণক্ষেত্র, পূর্বে মোর্কি, রাজকোট, ঢোল এবং গোণ্ডাল প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য; দক্ষিণে সুরাট বিভাগ। এই রাজ্যের পরিমাণ ১৩৭৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এই রাজ্য সামান্যতঃ সমতল। বরদা পর্বতের বার আনা অংশ এই রাজ্যের মধ্যে। এখানকার বেগুন্দ্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০৫৭ ফিট উচ্চ। জলসঞ্চালন কৃপাদি হইতে হয়। গবাদিতে জল তোলে। রাজধানী নবনগরের পানীর জলের জন্ত নগরের ৪ কোশ দক্ষিণে এক দীর্ঘিকা প্রস্তুত হইয়াছে। উপসাগরের তীরবর্তী স্থানের জলবায়ু খুব ভাল। এই রাজ্যের কন্দোর্ণা ও অনবর তালুকে নানাবিধ মর্মর প্রস্তর (Marble) পাওয়া যায়। কন্ডালিয়া পরগণার ভায়ার খনি

আছে। নিকটবর্তী অজাদবীপে রৌপ্যখনি আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। শস্ত ও ফুলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাপড় ও রেশম প্রধান শিল্প। জোরার, বাজরা, গম ও ছোলা প্রধান শস্ত। এখানে গমের চাষে জল প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রোপকূলে মুক্তা উত্তোলিত হয়। মাছের পটপটী ও ঞ্চাগ্রিণ মৎস্তের ব্যবসায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নবনগরের নিম্নে রক্তমতী নদী প্রবাহিত। ইহার জলে নানাবিধ রং প্রস্তুত হয়, ঐ রঙ্গের বাহার খুব ভাল হয় বলিয়া ঐ নদীর জলের প্রসিক্তি আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যে মধ্যে মধ্যে পার্শ্বত্যা সিংহের উপদ্রব হইত। এখন গির্গর পর্বতে ও জুনাগড়ে মধ্যে মধ্যে সিংহ দেখা যায়। নবনগর প্রদেশে চিতাবাঘ, নীলগাই হরিণ, এবং কয়েক প্রকার ব্যাঘ্র বনপ্রদেশে দেখা যায়।

প্রধান সহর ২২° ২৬' ৩০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭০° ১৬' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৪৯ হাজার, হিন্দুই অধিক। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জাম রাওল এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা প্রায় প্রস্তর-নির্মিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্গ নির্মিত হয়। এই সহরে ব্যবসায় বাণিজ্য যথেষ্ট। জরীর ও রেশমের কাজের জন্তই এই স্থান বিখ্যাত। এখানকার সুগন্ধি তৈল ও ধূপাদি অতি উৎকৃষ্ট। কছু নামক তিলক-মাটি এই স্থানে প্রস্তুত হয়।

এই রাজ্যের রাজার উপাধি জাম। বর্তমান রাজা ঝাড়েজা রাজপুতবংশীয়। পূর্ববন্দরের জেটবা রাজপুতবংশীয় রাজাকে পরাস্ত করিয়া এই বংশ রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে ইহার ঘুমলি নামক স্থানে বাস করিতেন, পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জাম রাওল নবনগর রাজধানী স্থাপন করেন। [কচ্ছ দেখ।]

মুসলমানেরা ইহার ইসলামাবাদ নাম দিয়াছিল। কচ্ছের রাওগণও যে বংশীয়, জামরাজগণও সেই বংশীয়। ঢোলরাজ ও রাজকোট-রাজবংশও এই জামবংশ হইতেই উৎপন্ন। এইরাজ্য কাঠিয়াবাড় প্রদেশের করদ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে গণ্য। এখানকার রাজা বা জাম বৃটীশরাজ্যে সম্মানসূচক ১১টি ভোপ পাইয়া থাকেন। ইনি নিজ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই রাজা বৃটীশরাজ, বরদারাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে একত্র বার্ষিক ১২০১১০ টাকা কর দেন। ইহার সৈন্ত সংখ্যা ২৩০০ শত। ইহার পোষাপুত্র-গ্রহণের ক্ষমতা আছে।

নবান (স্রী) নব নূতনং অঙ্গম্। ১ নূতন অঙ্গ। তৎপ্রাপ্যতরাং জ্ঞাতি অহ। ২ নবান নিমিত্তকপ্রাঙ্গ। নবানকাল আগত হইলে প্রাঙ্গ করিয়া নবান শুকণ করিতে হয়। ধাত্তপক হইলে এই নূতন ধাত্তের তথুলে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন

করিয়া নবাব ভক্ষণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। শাস্ত্রেও নবাবের অবশ্যকর্তব্যতা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“নবোদক নবানে চ গৃহপ্রসাদনে তথা।

পিতরঃ স্পৃহস্তানমঠকাস্থ মথাসু চ ॥” (শ্রীকৃত্ত্ব)

নবোদক, অর্থাৎ বর্ষোপক্রম, নবান্ন অর্থাৎ নূতন খাদ্য পক হইলে এবং গৃহপ্রসাদন প্রভৃতিতে পিতৃগণ অন্ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন। নবানে পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্শ্বণ বিধি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই নবান্ন শ্রাদ্ধ না করিয়া নূতন অন্ন ভক্ষণ করিলে প্রত্যাবায়ভাগী হইতে হয়। এই নবান্ন বিভক্ত দিনে করা আবশ্যক। এই দিনের বিষয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

সূর্য্য বিশাখানক্ষত্র গত হইলে জ্যৈষ্ঠাশী, রিঙ্কণ ও নন্দা-তিথিতে, শনি, মঙ্গল ও শুক্রবারে, চৈত্র, পৌষ ও কার্ত্তিক মাসে, হরিশরনে, কুরুপক্ষে যুগনেত্রাতে, অষ্টম ও জন্ম চন্দ্রে এবং জন্ম তিথিতে, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বফল্গুনী, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রানক্ষত্রে নবান্নশ্রাদ্ধ বা নবান্নভক্ষণ করিবে না, মোহবশতঃ করিলে পুত্র ও অর্থ নাশ হয়। এই সকল ভিন্ন তিথি, নক্ষত্র ও বারাদিতে নবান্নশ্রাদ্ধ বা নবান্ন ভক্ষণ প্রশস্ত।

জ্যোষ্ঠানক্ষত্রের শেষার্ধ্বে সূর্য্যের গমন সময়ের নাম যুগনেত্রা। রুহিতকা, জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে নবান্ন ভক্ষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু নবান্নশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধশেষ ভক্ষণের বিধি আছে, সেই বিধানানুসারে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দধিসংযুক্ত নবোদন ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ভক্ষণ করিতে পারেন।*

* “সূর্য্যে চৈব বিশাখণে স্মরতিথৌ পাণে ত্রিজন্যাহিতে
নন্দামলমহীজকবিদ্যিবসে পৌষে মধৌ কার্ত্তিকে।
ভেষ্মগ্রাহিশিবেষু বিষ্ণুশরনে কুরু শশিষ্ঠষ্টমে
শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্নবিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদম্ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুবৃহস্পতী শশধরোমার্গুওপৌদ্যাদিতৌ
ত্রৈক্রে চিত্রবিশাখাশ্রবনভে মূলাধিবহৌ তথা।
শক্রে বারুণধক্ষকে শুভমিনে শ্রাদ্ধং নবং শস্ততে
নন্দাভার্গবজুমিজেষু ন ভবেৎ শ্রাদ্ধং নবান্নোক্তবম্ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)
“বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু নবান্নং শস্ততে বৃধৈঃ।
অপরে ক্রিয়মাণং হি ধনুর্ব্যেধ কৃতং ভবেৎ ॥
ধনুবি ষৎ কৃতং শ্রাদ্ধং যুগনেত্রাহ রাজিহু।
পিতরন্তর গৃহস্তি নবান্ননিষকাক্ষিণঃ ॥
পৌষে চৈত্রে কুরুপক্ষে নবান্নং নাচরেষু ধঃ।
ভবেচ্ছান্দ্রান্তরে রোগী পিতৃণাং দোষতিষ্ঠতে ॥
নবান্নং নৈব নন্দারায়ং ন চ হস্তে জনাৰ্দ্দিনে।
ন কুরুপক্ষে ধনুবি তুলারায়ং নৈব কারয়েৎ ॥

যিনি শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ বা শ্রাদ্ধের অনধিকারী, তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন। বিধবাদিগেরও এই নিয়ম জানিতে হইবে, কারণ বিধবারা নবান্ন শ্রাদ্ধে অনধিকারী, এই কারণে বিধবাসকল দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দান করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, খাদ্যপক হইলে নবান্নাগমকাল উপস্থিত হয়। (খাদ্যপক এই শব্দ দ্বারা গোধূম ও যব এই দুই বুঝিতে হইবে।) এই নবান্নশ্রাদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য নহে। বাটীর যিনি কর্ত্তা থাকিবেন অর্থাৎ যিনি পার্শ্বণ-ব্রাহ্মাধিকারী, তিনি পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবেন, তাহার পর বাটীর সকলে ভক্ষণ করিবে।

যদি কেহ শ্রাদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হন, তাহা হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দিয়া এবং পিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া পরে ভক্ষণ করিবেন, ইহা গৌণকল্প জানিতে হইবে। অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাসে নবান্ন করিতে হইবে, যদি ইহার মধ্যে না করিতে পারে, তাহা হইলে বৈশাখমাসে নবান্নশ্রাদ্ধ করিয়া নবান্নভোজন প্রশস্ত।

এই নবান্ননিষত্তক যে পার্শ্বণ শ্রাদ্ধ তাহা নূতন তণ্ডুল দ্বারা করিতে হইবে, যদি শ্রাদ্ধোপযোগী নূতন তণ্ডুল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে পুরাতন তণ্ডুলে শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) নবাব, (আরবী) নায়েবের বহুবচন। ১ রাজা, রাজ-প্রতিনিধি। ২ ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাটদিগের প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি। দিল্লীর সম্রাটগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে “নবাব” উপাধি প্রদান করিতেন।

নবাবগঞ্জ, ১ উঃ পঃ প্রদেশে বরেন্দী জেলায় একটা তহসীল। এই তহসীল নবাবগঞ্জ পরগণা বলিয়াও কথিত হয়। এখানে রোহিলখণ্ডের কৃষিক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে নদী খাল অনেক। দেবনা, অম্বরা, পট্টেলি, বাঘুল, নকতিয়া, দেব-রাণীয়া প্রভৃতি নদীই প্রধান, পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত। তহসীলে মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোকের বাস। হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে ৩০৩ খানি গ্রাম আছে। শায়দ শস্তের মধ্যে এখানে ধান, ইক্ষু ও বাজরা, বাসন্তী শস্তের মধ্যে

জ্যেষ্ঠা শেষার্ধ্বে সূর্য্যে যুগনেত্রানিশাঙ্ককে।

নবান্নৈর্ভোজনং শ্রাদ্ধং জন্মচন্দ্রে তিথৌ ন চ।

প্রাণীরাহদধিসংযুক্তং নবং বিশ্রান্তিমন্ত্রিতম্।

নষ্টেবং ব্রাহ্মণেভ্যক হস্তা বা বৈষম্যেবিকম্।

অন্তোনবান্নমধীরাগতি বোধায়নোহত্রবীৎ ॥”

“অন্তঃ শ্রাদ্ধকরণাসমর্থঃ শ্রাদ্ধানধিকারী চ অতএব বিধবরা নবমেকৌ-
খিষ্টে দীপ্যতে কুজ্যতে চেতি।” (শ্রাব্যতত্ত্ব)।

গম ও ধান প্রাধান্য। এখানে সিংহ চাউলের কারবারই অধিক। নবাবগঞ্জ, সৈয়ল, বরোই, হাকিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে হাট হয়। বরোই হইতে শিলিভিত পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, নবাবগঞ্জ ও হাকিমগঞ্জ এই রাস্তার উপর অবস্থিত। অবোধা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের নতুন শাখা শিলিভিত-রেলওয়ের লাইন এই ছই গঞ্জের নিকট।

নবাবগঞ্জ সহরই প্রধান নগর। বরোই হইতে সাড়ে নয় ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই নগর নবাব আসফ উদ্দৌলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নগরে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস।

২ অবোধাধার বারিবাড়ি জেলার এক পরগণা। ইহার উত্তরে রামনগর ও কতেপুর, পূর্বে দরিরাবাদ, দক্ষিণে প্রতাপগঞ্জ এবং পশ্চিমে দেবা পরগণা। পরিমাণ প্রায় ৭৯ বর্গ মাইল। কল্যাণী নদী এই পরগণার উত্তর সীমার প্রায় ৪ ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত। এই নদীর তীরে ১২ খামি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৪৪টা তালুকদারী আছে। তন্মধ্যে জাহাঙ্গীরাবাদের মুসলমান তালুকদারই ২৫টা তালুকের অধিপতি। চিনি ও এখানকার স্থতার কাপড়ই প্রধান ব্যবসায়।

নবাবগঞ্জ সহর বারিবাড়ি সহরের অতি নিকটে লক্ষ্মী হইতে ৮৭ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া জমুরিহা নামে এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। ইহার নিকটবর্তী স্থান অম্বুরর। এই সহরে ১৪ হাজার লোকের বাস। হিন্দুই অধিক। চিনি ও কাপড়ের ব্যবসায় বিস্তৃত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার হোপ গ্রাণ্ট এখানে একদল বিদ্রোহীকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দীভূত করেন।

৩ অবোধাধার গোড়া জেলার তরাবগঞ্জ তহসীলের একটি পরগণা। ইহার উত্তরে মহাদেব ও মানিকপুর, পূর্বে উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলা, দক্ষিণে ঘর্ষরা নদী, পশ্চিমে দিগসর ও মহাদেব পরগণা। পরিমাণ ১৪২ বর্গ মাইল। এখানি তালুকদারী পরগণা। মৃত মহারাজ মানসিংহ কে সি এস আই এখানকার প্রধান তালুকদার।

এই পরগণার প্রধান সহর নবাবগঞ্জ। ইহা ঘর্ষরা হইতে কিছু দূরে ২৬° ৪৫' ৪৫" উত্তর অক্ষাংশ ও ৮২° ১১' ৩৬" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। গত শতাব্দীতে নবাব সুলতা উদ্দৌলা এই স্থানে এক গজ (বাজার) স্থাপন করেন। এই বাজার হইতে তাঁহার শীকারী সৈন্যদের খরচা নির্বাহ হইত। জেলার মধ্যে এই বাজারেই প্রধান শক্তের হাট আছে। চাউল, তৈলকরবীজ, গম, গোচর ইত্যাদির ব্যবসায়ই বেশী বিস্তৃত। বীর্জাপুর ও জামুয়া নগর হইতে এখানে লবণ, বিলাতীকাপড় ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি আমদানী হয়। এখানকার রপ্তানীর দ্রব্য কস্তুরী

ঘর্ষরা দিরা পাটনা হইরা নিম্ন বাকলা পর্যন্ত বার, আর করলাবাদ ও কাপপুরে বার। গোচর ও তৈলকরবীজ অধিকাংশ বাকলায় আসিয়া থাকে।

৪ অবোধাধার উনাওজেলাই একটি সহর। লক্ষ্মীএর রাস্তার উপর উনাও সহর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা প্রায় ২৬০০ শত। পূর্বে এখানে এক তহসীলের সদর কাছারী ছিল। চৈত্রমাসের শেষে এক বৃহৎ মেলা হয়। চুর্গা ও কুশারী দেবীর উদ্দেশ্যেই এই মেলা হইরা থাকে। লক্ষ্মী ও কাপপুর হইতে মেলার বহু লোকসমাগম হয়।

৫ বাকলায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুর উপ-বিভাগের মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। এই স্থান উত্তর-বারাকপুর মিউনিসিপালিটির অধীন। ইহার নিকটে পলতা নামক গ্রাম। এই গ্রামে কলিকাতার নিমিত্ত কলের জল উত্তোলনের কার-খানা আছে।

৬ বাকলায় অন্তর্গত পূর্বিয়া জেলার একটি গ্রাম। পূর্বিয়া হইতে ১৭ ক্রোশ দূরে এবং গঙ্গাতীর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অব-স্থিত। এই গ্রামের অপর পারে গঙ্গাতীরে সুপ্রসিদ্ধ সাহেব-গঞ্জ। নবাবগঞ্জের অর্ধক্রোশ দূরে বাকমারা নামে এক গ্রাম আছে, তাহাকেও ইহার সঙ্গে ধরা হয়। রাজমহল হইতে পূর্বিয়া পর্যন্ত রাস্তায় দম্ভাভরনিবারগার্ষ মধ্যপথে রাজমহলের নবাবগণ কর্তৃক এই সহর নির্মিত হয়। এখানে প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ আছে। উহা প্রায় ২৫০ বিঘা হইবে। চাউল, পাট, তামাক, নীল ও তৈলকরবীজ প্রধানতঃ রপ্তানী হয়।

নবায়স (কী) নবভাগা আয়াস যত্র। ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক একতোলা, লোহ সর্বসমান অর্থাৎ ৯ তোলা এই সমস্ত জলে মর্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৯ রতি পর্যন্ত মাত্রা ব্যবহা। ইহা পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী পাণ্ডুরোগা)

নবার্জিস্ (পুং) নব অর্জিঃ বি যস্ত। ১ মঙ্গলগ্রহ। (কী) নব নৃতনং অর্জিঃ। ২ নবশিখা।

নবাবাদ, ভবিষ্যৎকথণ্ডোক্ত বিহারের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। এখানকার ভূমিহারেরা মণ্ডলেখর হইরাছিলেন। (ত্রুং খং ২৭।২০) নবী (আরবী) প্রকৃতার্থ-ভবিষ্যৎকথা, মহম্মদের নামান্তর। নবীনাবাদ, ভবিষ্যৎকথণ্ডোক্ত বিহারের অন্তর্গত গ্রাম-বিশেষ। (ত্রুং খং ২৭।২৮)

নবাবীতি (কী) নবাবিকা অশীতিঃ। ১ নব অধিক অশীতি সংখ্যা, ৮৯ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যায়ুক্ত।

নবাসিকা (স্ত্রী) মাজারভূক্তভেদ ।

“তদ্ভগলানি নবাসিকা ভাং” (বৃহস্পতিসংহিতা)

নবাহ (পুং) নবং অহঃ ট্চ সমাসান্তঃ । ১ নবদিন, প্রতিপদ
তিথি । নবভিরহোভিনিবৃত্তঃ ঠঞ, তন্ত লুক্ অচ্ সমাসান্তঃ ।
২ নবদিনসাধ্য বাগাদি ।

নবিকা (স্ত্রী) নবোহন্তাত্য ইতি নব ঠন্, টাপ্, নবি নবং কায়তি
ইতি বা । নবশব্দবৃত্তা ।

নবিন্ (স্ত্রী) ১ নয় সংখ্যার গুণক । ২ নবসংখ্যায়ুক্ত ।

নবিপুলা (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ । (ঞক্ প্রাতি)

নবিষ্ঠি (স্ত্রী) নবাষ্টিঃ বেদে শক্কাদিদ্বাদশলোপঃ । অভিনব
ইষ্টভেদ । “বস্ত্রিগণসো নবিষ্ঠৌ” (ঞক্ ৮২১১) “নবিষ্ঠৌ
অভিনবে যাগে” (সারণ)

নবিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন নবিষ্ঠা স্তোতা ইষ্টন্ তৃণোলোপঃ ।

১ অতিশয় স্তোতৃতম । “বিপ্রো নবিষ্ঠায়” (ঞক্ ১৮২১২)

‘নবিষ্ঠা নবিতৃতময়া মতী মত্যা স্তোতা’ (সারণ)

অতিশয়েন নবঃ নূতনঃ ইষ্টন্ । (ত্রি) ২ নবাতম ।

নবীগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মৈনপুরীজেলার একখানি গ্রাম ।
ইহা ২৭° ১১' ৫০" উত্তর অক্ষাংশে, এবং ৭০° ২৫' ২৫" পূর্ব
দ্রাঘিমাংশে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত । লোক সংখ্যা
প্রায় ১৫০০, তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক । এখানে সরাই আছে ।
২ বাংলাদেশে ক্রীষ্ণ জেলায় সূর্যনদীর বারক নামক শাখার
পার্শ্বে অবস্থিত একটি গ্রাম । এখান হইতে চাউল, শীতল-
পাতা ও নানাবিধ তৈলকরবীজ রপ্তানী হয় ।

নবীন (ত্রি) নবমের নব থ, ষাদেশচ । নূতন ।

“গদাধরবিনির্মিতা বিবিধচূর্ণতর্কাটবী-

নবীনপদবীমুদং বিতম্বতাং সতাং বীমতাং ॥” (গদাধর)

নবীন, (ন-উইন) নিম্ন ব্রহ্ম পেণ্ডবিভাগে প্রোম জেলার এক
নদী । উত্তর ন-বীন ও দক্ষিণ ন-বীন নামক দুইটি শাখার
সংশ্লিষ্টে মূল নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । পেণ্ডর অন্তর্গত যোমা
পর্বতে পা-দোক শৃঙ্গের উত্তরে ইহার উত্তর শাখার উৎপত্তি ।
যোমা-গ্রামের অর্ধ ক্রোশ নিম্নে উভয় শাখা মিলিত হই-
য়াছে । দক্ষিণ শাখাও ঐ শৃঙ্গের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়াছে ।
প্রোমনগরের নিকট এই নদী ইরাবতীতে মিলিত হইয়াছে ।
দক্ষিণ শাখার খিন-গিয়া নামে এক উপনদী এবং উভয় শাখার
মিলনের পর ন-বীন নদীতে কোক-গোয়ে, ল-থ ও খিট-গিৎ
নামে তিনটি উপনদী মিলিয়াছে । গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত নদী প্রায়
শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় প্রবলবেগে বহিতে থাকে । বোমা
পর্বতের কাঠরাশি এই ন-বীন নদী দিয়া ভাসাইয়া আসা হয় ।
নবীনগর, অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার একটি সহর ।

লাহরিপুর সহরের ১৥ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত । এখানকার
লোকসংখ্যা প্রায় ৩ হাজার । এই স্থানে কতেরের ডালুক-
দারের সদরকাছারী আছে । সমস্ত সহরের মধ্যে ঐ ডালুকদারের
স্বত্বস্থ অট্টালিকাই একমাত্র অট্টালিকা । দুই শতাব্দী পূর্বে
মলিহাবাদের নবাব সঞ্জার খাঁর পুত্র নবী খাঁ এই সহর প্রতিষ্ঠা
করেন । কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে গোড়রাজপুত্রগণ উহা
মুসলমান হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আজিও অধিকার করিয়া
রাখিয়াছে ।

নবীবন্দর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় প্রদেশের একটি
বন্দর । ইহা পুরবন্দরের ৯ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ২১° ২৬'
উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৯° ৫০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত ।
ভাদরনদীর মোহানায় ইহাই প্রধান বন্দর । মোহমের
সময় এই নদীতে ৯ ক্রোশ পর্যন্ত নোকা বাইতে পারে ।
নদীর মোহানা তেমন গভীর নয়, অথচ পর্বতময়, সেইজন্য
ছোট নোকা ভিন্ন বন্দরে বড় নোকা পৌছিতে পারে না ।
এই সহরের ব্যবসায় পূর্কোপেক্ষা এখন কমিয়া গিয়াছে ।
রেলওয়ে হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাহাদুরী কাঠের
আয়দানীই বেশী ।

নবীভাব (পুং) নব-ভূ-অভূত তভাবে চি । অনবীনের নবভাব ।

নবীয়স্ (ত্রি) নব-অতিশয়ে ঈরস্বন্ । নবতর ।

“প্রতরং নবীয়ঃ” (ঞক্ ১০৮৯১) ‘নবীয়ো নবতরম্’ (সারণ)

২ অতিশয় স্তোতা ।

“নূ নবাসে নবীয়সে স্তোতায়” (ঞক্ ৯৯৮৮)

‘নবীয়সেহতিস্তোতায়’ (সারণ)

নবীলতীর্থ, বেলগাম জেলার মধ্যে মালপ্রভা একটি প্রসিদ্ধ
নদী । সৌন্দর্য্য নামক স্থানের ২ ক্রোশ উত্তরে মালপ্রভা
মানোদী পর্বতের দুইটি শিখরের মধ্যস্থ এক খাদ দিয়া
প্রবাহিত হইয়াছে । পূর্বে এখানে এক পার্কতা হ্রদ ছিল ।
নদী সেই হ্রদে মিশিয়া হ্রদের জল পর্যন্ত বাহির করিয়া লইয়া
যায় । কালে নদীপ্রবাহে পর্বতগাত্রে নানা আকৃতির উদ্ভব
হইয়াছে । এই স্থানকে নবীলতীর্থ অর্থাৎ ময়ূর-নরোবর
বলে । কথিত আছে, পূর্বে নদী ঐ পর্বতের মূলবেষ্টন
করিয়া বহিত । একদিন এক ময়ূর পর্বতশিখরে বসিয়া নিজ
পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নদীকে উপহাস করিয়া বলিল, এত
বেগ থাকিতে অন্ত ঘুরিয়া যাও কেন ? নদী বিরক্ত হইয়া
যে শিখরে ময়ূর বসিয়াছিল, হঠাৎ চক্ষুর নিমিত্তে সেই শিখর
ভেদ করিয়া বহির্গত হইল, ময়ূর উড়িয়া বাইবার অবকাশ
পাইল না । তাহার দেহ পর্বত-বিদারণের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন
হইয়া এদিকে অর্ধেক ওদিকে অর্ধেক হইয়া পেল । ইহা

প্রস্তুত হইয়া আছে। এই গরের আরও নানারূপ বর্ণনা শুনা যায়। তদবধি ইহা নবীলতীর্থ নামে খ্যাত। এই খাদ ৩০০ ফিট গভীর, উর্দ্ধদিকে ১৫০ ফিট বিস্তৃত, নিম্নদিকের বিস্তার বেশী। উর্দ্ধদিকের বিস্তার এত অল্প যে শ্রোত-প্রাবল্যের সময়ে খাদের কিনারা এক ইঞ্চিও জাগিয়া থাকিত না।

নবীসর, সিদ্ধপ্রদেশে থর জেলায় অমরকোট তালুকের এক সহর। ইহা অমর-কোট সহর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে ২৫° ৪' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৬৯° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। নব-কোট হইতে চেলারের দিকে এক বৃহৎ রাস্তা গিয়াছে। এখানে এক তপ্পাদার বাস করেন। লোকসংখ্যা প্রায় ২ হাজার। অধিবাসী কৃষি, পশুপালন ও ঘৃত ব্যবসায় করে। বস্ত্র শিল্প ও সৈলী রং দিয়া বস্ত্রাদি রঞ্জিত করাই প্রধান শিল্পকার্য। এখানে তুলা, নারিকেল, শস্ত, উট, গবাদি পশু, গোচর্ম, চিনি, তামাক, পশম ও ধাতু ব্যবসার কারবার হয়।

নবেতর (ত্রি) নবাদিতরঃ। নূতন হইতে ভিন্ন।

নবেদস্ (ত্রি) ন বিপরীতং বেতি বিদ-অনু নভাড়িত্যাদিনা।

নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। বিপরীত জ্ঞানশূন্য, মেধাবী।

“নবেদসা বিভূবাং” (শ্লক ১৩৪১১)

নবোচ্চা (স্ত্রী) নবা নূতনা উচ্চা বিবাহিতা। নববিবাহিতা। পর্যায়—বধূ, জনী, নববারকা, দিক্করী, নবযোবনা। ২ মুগ্ধ নারিকাত্তদ। লজ্জা এবং ভয়ে যাহাদের অমুরাগ পরাধীন হইয়াছে, তাহার নাম নবোচ্চা।

“বলারীতা পার্থং মুখমুখং নৈব কুরুতে

ধুনানী মূদানং ক্ষিপতি বদনং চূষনবিধৌ।

হৃদি স্তম্ভং হস্তং ক্ষিপতি গমনারোপিতমনা

নবোচ্চা বোচারণ রময়তি চ সস্তাপয়তি চ॥” (রসমঞ্জরী)

নবোদক (স্ত্রী) নবঃ উদকম্। নূতন জল। বর্ষাকালে নবোদক অর্থাৎ নূতন জল তিনদিন এবং অকালে দশদিন অশুক।

“কালে নবোদকং শুক্লং ন পাতব্যস্ত তৎপ্রাহম্।

অকালে তু দশাহানি পীডা নাষ্টাদহর্নিশম্॥” (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ নবখাতে উখিত উদক। এই নবোদক পান করিলে পক্ষগব্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ হয়।

“মৎস্ত-কটক-শঙ্ক-শঙ্খ-শুদ্ধি-কপর্দকান্।

পীডা নবোদকৈব পক্ষগব্যেন শুধ্যতি॥”

‘নবোদকং নবখাতজলম্॥’ (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৩ নবোদক নিমিত্ত পার্শ্ব প্রাক্।

“নবোদকে নবাসে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।

পিতরঃ শূন্যস্তায়নমষ্টকান্ত মবাস্ত চ॥

তদ্বাদদ্যাং সদা যুক্তো বিধংস্ত প্রাক্ষেপু চ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বর্ষাকালের প্রারম্ভে নবোদক প্রাক্ক করিতে হইবে। এই প্রাক্ক সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। ‘সদাযুক্তঃ’ এই বাক্যদ্বারা ইহার নিত্য প্রতীপাদিত হইয়াছে। এই প্রাক্ককালের সাবকাশ হেতু ত্রয়োদশী প্রভৃতি দিনে করিতে পারিবে না।

“ত্রয়োদশীং জন্মদিনঞ্চ নন্দাং জন্মকর্তারাম্ সিতবাসরঞ্চ।

তাত্, হরীজ্যোন্তুকরাস্তামৈত্র্যবেষু চ প্রাক্কবিধানমিষ্টম্॥”

(তিথিতত্ত্ব),

ত্রয়োদশী, জন্মদিন, নন্দাতিথি অর্থাৎ প্রতিপদ একাদশী ও বস্তু, জন্মরাশি, জন্মতারি এবং শুক্রবার পরিভাগ করিয়া শ্রবণ, পূবা, যুগশিরা, হস্তা, রেবতী, অমুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী এবং কৃষ্ণপক্ষে নবোদক প্রাক্ক কাল, অর্থাৎ এই সকল নক্ষত্রে ও কৃষ্ণপক্ষে নবোদক নিমিত্ত পার্শ্বপ্রাক্ক করিতে হয়।

নবোজ্জুত (স্ত্রী) নবমুক্তম্। ১ নবনীত, মাখন। (ত্রি) ২ নূতনোখিত।

নবোনবসর, বাবিলনের জনৈক রাজা। ইহার সময়ে কালদি-য়াতে জ্যোতিষ-বিদ্যার বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। ৭৪৭ খৃঃ পূর্বাব্দের ২৬শে কেক্রয়ারি বৃষবার হইতে ইনি একটা অঙ্গ প্রচলিত করেন। ৩৬৫ দিনে এই অঙ্গ গণনা হইত। কিন্তু প্রতি ৪র্থ বৎসরে তাহাতে একদিন দিনবৃদ্ধি ধরা হইত না।

নবোপোলসর (নবু-পল-উজুর) আসীরীয়ার রাজা নেবু-কডনেজারের পিতা। ৬২৬ খৃঃ পূর্বাব্দে ইনি রাজা হন। ইনি আসীরীয়া সম্রাটগণের অধীনতা ত্যাগ করিয়া বাবিলোনিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। মিদায়গণ বিদ্রোহী হইলে আসীরীয়-সম্রাট ইহাকে তদ্রূপে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ইনি বিদ্রোহীদের যোগ দিয়া ৬০৬ খৃঃ পূর্বাব্দে নিনেভী-নগর ধ্বংস করেন। সম্রাট সার্ডানেপালাস স্বীয় প্রাসাদে অগ্নি দিয়া নিজে ভস্মীভূত হন। তদবধি বাবিলন সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়।

নব্য (ত্রি) নূতনে সূর্যতে ইতি নু-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।২।৯৭) বা নবমেব যৎ (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩)। ১ নূতন। ২ স্তম্ভ। “ভূবো নবেদা উচ্যন্ত নব্যঃ।” (শ্লক ৫।১৩।৩)।

‘নব্যঃ স্তম্ভাঃ’ (সারণ)

(পুং) ৩ রক্তপুনর্নবা।

নব্যবর্জমান (পুং) নূতিনিবন্ধকারভেদ। ইনি গজেশোপা-ধারের পুত্র।

নব্বুস, নেপেলিস শব্দের অপভ্রংশ। পালোত্তিন প্রদেশের প্রাচীন রাজ্য সমরিরার প্রাচীন রাজধানী। এখানে দশবিধ জাতির রাজধানী ছিল। এই নগর বাইবেলের পূর্বভাগে সেচেম ও উত্তরভাগে সাইচর নামে কথিত হয়। ইহা এখন

পর্যন্ত ও পোরিজিন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম সাবুস্তে। এখন এই স্থান কতকগুলি দরিদ্র অধিবাসীর বাসরূপে ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

নশ্ (ত্রি) নশ-কিপ্। ১ নাশপ্রতিযোগী। ভাবে কিপ্। ২ নাশ।

নশন (ক্লী) নশ-লুট্। নাশশীল।

নশাক (পুং) নশ্তীতি নশ নাশে-আক (আকঃ খজাদেঃ সত্ কিং। ১২২৩ ইতি উণাদিকোষটীকাধৃত হ্রস্ব।) কাকভেদ। স্ত্রিয়াং জাতিভাৎ ঙীষ্।

নশিত্ (ত্রি) নশ-কর্তরি তৃচ্। নাশাশ্রয়।

নশ্যৎপ্রসূতিকা (স্ত্রী) নশ্তীতি প্রসূতিং সম্ভবিত্ব্যনাং কপ্ ততঃপ্। মৃতবৎসা। পর্যায় নশ্, মৃতপুত্রিকা। (হেম্)

নশ্বর (ত্রি) নশ্তীতি নশ-করপ্। (ইণ্ নশজিসম্ভিত্যঃ করপ্। পা ৩২।১৬৩)। নাশপ্রতিযোগী, ধ্বংসযোগ্য, অবশনাশশীল, যে বস্তু নিশ্চিত ধ্বংস হইবে, তাহাকে নশ্বর কহে।

“বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ শ্ব নশ্বরম্।” (ভাগ ৫।১৮।৫)

নষ্ট (ত্রি) নশ-ক্। ১ অদর্শনবিশিষ্ট, অদর্শনপ্রাপ্ত। পর্যায় তিরোহিত।

“নষ্টঃ মৃতমতিক্রান্তঃ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।

পণ্ডিতানাঞ্চ মূর্খানাং বিশেষোহয়ং যতঃ স্মৃতঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ১।৩৩৮)

২ অধম। (চাণক্য ৮০)। ৩ প্রচলিত। (হরিব ১৭৪।১২৩)

৪ পলায়িত।

“নষ্টঃ বর্ষবৈরৈর্নানুযাগনাভাবাদপাস্ত্র ত্রপাম্।” (রত্নাবলী)

৫ নাশপ্রতিযোগী, নাশাশ্রয়। ৬ নিফল।

“নষ্টং দেবলকে দত্তং অপ্রতিষ্ঠন্ত বার্ক্যুযৌ।” (মহু ৩।১৮০)

(ক্লী) ৭ নাশ।

নষ্টচন্দ্র (পুং) নষ্টো হৃষ্টচন্দ্রঃ। সৌর ভাদ্রমাসের উভয়পক্ষের চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র। ভাদ্রমাসের শুক্লা বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী দিনে চন্দ্র দেখিতে নাই, এই চতুর্থীতে উদিত চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র।

“পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষরৌরুভয়োরপি।

চতুর্থ্যামুদিতচন্দ্রঃ নেক্ষিতব্যো কদাচনঃ ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

“নষ্টচন্দ্রে ন দৃশ্যন্ত ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।

চতুর্থ্যামুদিতোহশুভঃ প্রতিষিদ্ধো মনীষিভিঃ ॥” (ব্রহ্মবৈ)

রবি সিংহ রাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে উদিত চন্দ্র দর্শনীয় নহে। যদি ভ্রম প্রমাদবশতঃ কেহ দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারও মিথ্যাপবাদ ঘটয়া থাকে। এমন কি নারায়ণ এই চতুর্থীতে চন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া মিথ্যাপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

“নারায়ণোভিশপ্তন্ত নিশাকরমরীচিবু।

স্থিতচতুর্থ্যামদ্যপি সন্ধ্যায় পতেজ সঃ ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

এই নষ্টচন্দ্র দর্শন করিলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ধাত্রেয়িকা বাক্য পণ করিতে হয়। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব-মুখ বা উদমুখ হইয়া কুশ তিলাদি গ্রহণ করিয়া “ও অদ্যেত্যাদি সিংহার্কচতুর্থীচন্দ্রদর্শনজন্তু পাপক্ষয়কামঃ ধাত্রেয়িকা-বাক্যমহং পঠিষ্যামি” এইরূপে সংকল্প করিবে। তাহার পর ধাত্রেয়িকা বাক্য পাঠ করিয়া জল খাইতে হইবে। মন্ত্র—

“সিংহপ্রসেনমবধীং সিংহো জাহ্নবতাহতঃ।

সুকুমারক ! মারোদীপ্তব হেঘ স্তমস্তকঃ ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

পুরাকালে চন্দ্র ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে তারাকে হরণ করিয়াছিল, বলিয়া এই চতুর্থী দিন দুষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ত্রীকৃষ্ণজয়ধণ্ডে ৮০ ও ৮১ অধ্যায়ে এই বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

নষ্টচেষ্ঠতা (স্ত্রী) নষ্টো চেষ্ঠা যন্ত, তন্ত্ৰভাবঃ, তন্ ততো টাপ্।

১ হর্ষশোকাদি দ্বারা সকল চেষ্ঠা নাশ। ২ প্রলয়। ৩ সাধিক ভাবভেদ, কাহারও মতে মুর্ছার নাম নষ্টচেষ্ঠতা।

নষ্টজন্মান্ (ক্লী) জারজ।

নষ্টজাতক (ক্লী) নষ্টং ন জাতং জাতং জন্ম জন্মাদানকালো যজ কপ্। ১ জন্ম ও জন্মাদান কালের অপরিজ্ঞান, জন্ম সময়ের বিবরণ না জানা।

২ প্রশ্ন লগাদি দ্বারা জন্মকাল-জ্ঞানার্হের উপায়ভেদ।

যাহারা জন্মাদি কালের বিষয় জ্ঞাত নহে, অর্থাৎ জন্ম সময় যাহাদের নিরূপিত হয় নাই, তাহারা নষ্টজাতক দ্বারা সেইকাল নিরূপণ করিবে। ইহাকে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার কহে।

[বিশেষ বিবরণ কোষ্ঠী দেখ।]

নষ্টমার্গগ (ক্লী) নষ্টস্ত অদর্শনং গতস্ত মার্গগম্। অদর্শন গত বস্তুর অন্বেষণ, যে বস্তু হারাইয়া গিয়াছে সেই বস্তুর খোঁজ করা।

নষ্টরাজ্য (ক্লী) ১ মধ্যদেশের উত্তরপূর্বস্থিত জনপদবিশেষ। ২ বিধ্বস্ত বা হৃত রাজ্য।

নষ্টরূপ (ত্রি) ১ মৃত, যাহার রূপ মনুষ্য চক্ষুর অগোচর। ২ বিকৃত ভাব।

নষ্টরূপা (স্ত্রী) অমৃষ্টভু হৃন্দোভেদ। (ঋকপ্রাতি ১৬।২৮)

নষ্টবিষ (ত্রি) বিবহীন সর্পাদি।

নষ্টবীজ (ত্রি) নষ্টং বীজং বীজভাবো যন্ত। নিফল, বীজ-ভাবশূন্য, শস্ত বপন করিলে, তাহা হইতে যখন আর অঙ্কুরোদগম হয় না, তখন তাহাকে নষ্টবীজ কহে।

নষ্টবেদন (ত্রি) হৃত বস্তুর অন্বেষণ।

নষ্টা (স্ত্রী) ব্যাভিচারিণী, কুলটী।

নষ্টাগ্নি (পুং) নষ্টো লুপ্তঃ প্রমাদালভাদিনা অগ্নিঃ বৈতা-

নিকোনির্মিত। প্রবাদাদি দ্বারা লুপ্তাদি বিজ্ঞ, যে সকল
সাময়িক ভ্রান্ত্যের প্রমাদ ও আলমতবশতঃ অমিলোপ হইয়াছে।

নষ্টান্তক (ত্রি) আতক বা চিত্তার অভাব।

নষ্টার্থ (ত্রি) নষ্টধন, বাহার অবস্থা হীন হইয়াছে।

নষ্টাপ্তিসূত্র (ক্ৰী) নষ্টত চৌরেণাপকৃত্যাপ্তেঃ সাধনং সূত্রং
চিহ্নম্। অপকৃত্য ভ্রব্যের লাভসাধন চিহ্নভেদ, কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত
চোরনীত বস্তু, পর্যায় লোপ্তং, যে বস্তু অপকৃত্য হইয়াছে,
তাহার কিয়দংশ প্রাপ্তির নাম নষ্টাপ্তিসূত্র। ইহার চলিত
নাম বামাণ।

নষ্টামি (দেশজ) শঠতা, চুষ্টতা, চৌকাসী।

নষ্টাশঙ্ক (ত্রি) নষ্টা আশঙ্ক্য যন্ত। নির্ভয়, আশঙ্কানুত্ত।

নষ্টাশব্দধ্বন্যথ্যায় (পুং) জ্ঞায়ভেদঃ। দুইজন লোক পৃথক্
রথে চড়িয়া একজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। হঠাৎ
সেই বনে দাবানলে একজনের রথ ও একজনের অশ্ব পুড়িয়া
যায়। এইরূপে একজন নষ্টাশব্দ অন্ত্রজন ধ্বন্যথ হইয়া কাননে
থাকে। দৈবযোগে একদিন দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে
যুক্তি করিয়া একজনের রথে অশ্বের অশ্ব বোজনা করিয়া
অনায়াসে দুইজনে পরমহুখে গন্তব্যস্থানে গমন করিল। এই
জ্ঞায় দ্বারা এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, নিকাম শুদ্ধ ধর্মরূপ
রথে জ্ঞানরূপ অশ্ব সংযোজিত করিয়া মানব সকল অনায়াসে
অবশ্য প্রাপ্তব্য পরমেশ্বরকে পাইবে, বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা
এই জ্ঞায় দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। [জ্ঞায় দেখ।]

নষ্টাস্ত্র (ত্রি) নষ্টব্যঃ অসব্যো যন্ত। ধাঁহা প্রাণবায়ু গিয়াছে।

নষ্টি (ক্ৰী) বিনাশ, ধ্বংস।

নষ্টেন্দুকলা (ক্ৰী) নষ্টা ইন্দুকলা বভাম্। কুহ। (অমর)

নস, ১ ব্যাপ্তি। জ্বাদি, আশ্বনে, সন্ক, সেট। (বেদনি)। লট
নসতে। লোট নসতাং। লুঙ্ অনসিষ্ট। ২ সংশ্লেষ।

“স মোদতে নমতে সাধতে গিয়া” (ঋক্ ৯।৭।১০)

‘নসতে গ্রহাদিষু সংশ্লিষ্টো ন ভবতি’ (সারণ)

নস, ব্যাপ্তি। জ্বাদি, পরশ্মৈ, সন্ক, সেট। (নিষট্)। লট
নসতি। লোট নসতু। লিট ননাস, নেসতুঃ। লুঙ্ অনাসীৎ,
অনসীৎ।

“স্বরভিষ্টমং নরং নসন্ত” (ঋক্ ১।১৮।৬।৭)

‘নসন্ত বাপু বন্তি নসতিব্যাপ্তিকশ্চেতি।’ (সারণ)

নস্ (ক্ৰী) নস-কিপ্। নাসিকা।

“অবিনা মেঘো নসি বীষ্যার” (শুক্রযজু ১৯।১০)

‘নসি নাসিকার্য’ (বেদবীণ)

নসরু (আরবী) ঈগল পক্ষী। প্রাচীন আরবদিগের দেবমূর্তি-
বিশেষ। অমসরিয়া প্রদেশের ধর্ম ও নসরু-উ-তরিহ নামে

কথিত হইত। নসরু শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। ঈগল পক্ষী
আলোক ও সূর্য্যের চিহ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।
বলবৎ নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট সূর্য্যমন্দিরের ইষ্টকাদিতে ঈগল-
বাহন সূর্য্যমূর্তি এখনও পাওয়া যায়।

নসরু খাঁ, শতাব্দের একজন মুসলমান শাসনকর্তা। শেরশাহের
রাজত্বকালের মুসলমান ইতিহাস তারিখি-শেরশাহীতে উল্লিখিত
আছে যে, শের শতলাখিপতি নসরু খাঁর বিধবাপত্নী গহরু
কুশানীকে বিবাহ করিয়া ৬০ মণ সোণা পাইয়া ছিলেন।

নসরুতগঞ্জ, রোহিলখণ্ডবিভাগে বরেলী জেলার রামনগরের
উত্তরস্থ একটা গ্রাম। প্রবাদানুসারে এই রামনগরই মহা-
ভারতোক্ত উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রা নগরী। বরেলী
সহর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। অহিচ্ছত্রা নাম
এখনও বর্তমান আছে। রামনগর গ্রামের উত্তরদিকে এক বৃহৎ
বন আছে, এই বন রামনগরের উত্তরস্থ আলমপুরকোট এবং
নসরুতগঞ্জ গ্রামের অন্তর্গত। এখন এই বনকেই অহিচ্ছত্রাবন
বলে। এই সকল স্থানে প্রাচীন নগরের ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ,
এবং বৌদ্ধযুগের স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। ভগ্নাবশিষ্ট
দুর্গের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ৪৭ ফিট উচ্চ সাহেব-বুরুজ নামে
এক স্তম্ভ আছে। এখানকার জমী খুঁড়িলে মধ্যে মধ্যে মিত্র-
রাজগণের মুদ্রাদি পাওয়া যায়। দুর্গ-ভগ্নাবশেষের উত্তর
প্রাচীরের নিকট এক শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার
ইষ্টক রাশিই ৬৮ ফিট উচ্চ হইয়া পড়িয়া আছে। কনিংহাম
সাহেব অনুমান করেন, এই মন্দিরটা এক শত ফিটেরও অধিক
উচ্চ ছিল। মন্দিরের নিয়োগ ও বৃহৎ লিঙ্গ এখনও বর্তমান
আছে। লিঙ্গটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ৮ ফিট
উচ্চ আছে। ইহার বেড় ৩৫ ফিট। এই ভগ্ন লিঙ্গ এখন
“ভীমের গদা” নামে কথিত হয়। এখানে একটা স্তূপে এক
বুদ্ধমূর্তি আছে। হিন্দুরা তাহা হিন্দু দেবতা ভাবিয়া পূজা
করে। নসরুতগঞ্জের দেবতাগুলিও ঐরূপ বৌদ্ধ-হিন্দু-
মন্দিরাদি হইতে সংগৃহীত। স্তূপের উপর যে গোলাকার
চালের জার ছাদ ছিল, সেই ছাদ এখনও এক ভগ্নস্তূপের
উপর পড়িয়া আছে। ইহা স্থানীয় লোকের নিকট “পিবাণ-
হারী-কা ছতর” অর্থাৎ জাঁতাপথকগণের ছত্র। এই ছত্রের
ভগ্নাবশিষ্ট বস্তুটুকু আছে তাহারই ব্যাস ৩০ ফিট। অনুমান
ইহা পূর্বে ৫০ ফিট ছিল। কনিংহাম বলেন, ইহাই ২৫০ খৃঃ
পূর্বে নির্মিত অশোকস্তূপ। এই স্তূপ হিউএন্সিয়াং
দেখিয়াছিলেন। নসরুতগঞ্জের প্রায় একশত গজ পূর্বে
আরও একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহা এক ক্ষুদ্র
পাহাড়ের উপর। তাহার নাম কোটারী-খেরা বা ধ্বংসাবশিষ্ট

জুপ। এই স্থানে নিগমর সম্প্রদায়ী জৈনদিগের মন্দির ছিল। একটা বটপলা স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ একচরণ লিপি দেখিয়া জানা যায়, মহাদরী নামক ইন্দ্রনন্দীর শিষ্য এই স্থানে পার্বনাথের এক মন্দির নির্মাণ করান। এখানে নবগ্রহ চিহ্নবিশিষ্ট এক প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। জৈনদিগের নিকট অহিংস্রতা এখনও পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

নসরত শাহ, গোড়ের হোসেন শাহের পুত্র। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর (১৫২২-২৩ খৃষ্টাব্দে) নসরত বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম প্রথম ইনি বেশ সন্তোষের পরিচয় দিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময় তিনি মিখিলা, হাজিপুর, ফুলের প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন।

ইনি জাতিনির্ধিশেষে কবি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহনাতা ছিলেন। ইহার আদেশে বঙ্গভাষায় মহাভারত অল্পবাদিত হইয়াছিল।

"শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।

মচাইল পাঞ্চালী গুণের নিদান।"

(কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত)

নসরত শাহের দৃষ্টান্তেই পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ নামে তাঁহার সেনাপতিদ্বয় কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী দ্বারা মহাভারত প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী মধ্যেও নসরতের নাম দৃষ্ট হয়—

"সে যে নসির শাহ জানে।

যারে হানিল মদন বাণে।"

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে বাবর বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। নসরত দুইবার বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন। অবশেষে ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাবরের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইল; তিনি অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল। শেষে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একজন খোজার হস্তে তিনি নিহত হইলেন।

গোড়ের বিখ্যাত 'সোণা মসজিদ' এই নসরত শাহের নিৰ্ম্মিত। তাঁহার পর, তাঁহার ভ্রাতা মাস্কুদ শাহ নসরতের পুত্র ফিরোজ শাহকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন।

নসি (স্ত্রী) নস্ বা টাপু, যথা নসতে কুটিলতাং প্রকাশয়তি, নস কোটিল্যে অহ, ততো টাপু। নাসিকা।

নসির খাঁ, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রিচার্ড বুরকির বোম্বাইয়ের গবর্নর ছিলেন। সেই সময়ে বন্দর

অবাসী নামক স্থানে যে ইংরাজ কর্মচারী কাণ্ডেদ ছিলেন, তাঁহাকে নসির খাঁ নামে পারস্তরাজের অধীনস্থ একজন সামন্তরাজ রামাবদীর নিকট মক্কা আরব দহাদিগের দমনার্থ আদেশ প্রদান করেন। এই নসির খাঁ আপনাকে উক্ত দেশাধীশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নসিরজঙ্গ, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্ মুল্লকের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নসিরজঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী-মসনদে আরোহণ করেন। ইনি আর্কটের যুদ্ধে মহম্মদ আলী ও ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন আর্কটে ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে করাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কড়পার পাঠান নবাব কর্তৃক নিহত হন। ইহাকে মারিবার জন্ত যে তিনজন গুপ্ত শত্রু পরামর্শ করিয়াছিল, তাহারাও একদিনে মারা যায়। ইহার মরণে চাঁদ সাহেব, ডুপ্পে ও পুঁদিচেরীর লোক বিশেষরূপে ভয়শূন্য হয়।

নসিরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত হায়দরাবাদ জেলার একটা নগর। কথিত আছে এই নগর ১৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নসিরপুর (নসরপুর) সিদ্ধপ্রদেশস্থ একটা নগর। হায়দরাবাদ হইতে উত্তরপূর্বে ৮৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দিল্লীর শিলজী-বংশীয় সম্রাট শুলতান ফিরোজশাহ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মাণ করান। সম্রাট ফিরোজশাহ গুজরাট হইতে প্রত্যাগমনের সময় শঙ্করা (হাকরা) নদীতীরে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। ঠাটা বিভাগে এক্ষণে এই নামে একটা সরকারের নামকরণ হইয়াছে।

নসির শাহ, উড়িষ্যার পাঠান নবাব কতলু খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। নসিরাবাদ, ১ ময়মনসিংহ জেলার প্রধান স্থান, ব্রহ্মপুত্রনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৫' ৫০" উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬' ৫৪" পূঃ। এস্থান সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নাই। কোতুকাবহ প্রাচীন সামগ্রীর মধ্যে কেবল দুইটা হিন্দু মন্দির আছে।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খানেশ জেলার একটা উপবিভাগ। ইহার উত্তরে তাপ্তী, পূর্বে ভাগর এবং পশ্চিমে গির্গা নদী প্রবাহিত।

৩ খানেশ জেলার নসিরাবাদ উপবিভাগের একটা নগর। অক্ষা° ২০° ৫৮' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪১' ৩০" পূঃ। এখানে কাচের চুড়ি প্রস্তুত হয়।

৪ রাজপুতানার একটা সৈন্যনিবাস। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সন্ন ডেভিড অন্তরঙ্গানী এই নিবাস সংস্থাপিত করেন।

৫ সিদ্ধ দেশের অন্তর্গত শিকারপুর জেলায় একটা

উপবিভাগ। পরিমাণ প্রায় ৩৪৩ বর্গমাইল। ইহাতে ৮টা বিভাগ ও ৫৪ খানি গ্রাম আছে। প্রধান নগরের নামও নসিরাবাদ। বিলো খালের উপর অবস্থিত। মীর নসির খাঁ তলপুর প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই নগর নির্মাণ করেন। এখানে একটা উত্তম দুর্গ আছে।

৬ সিদ্ধেশ্বর অন্তর্গত শিকারপুর জেলার নসিরাবাদ তালুকে একটা নগর। অক্ষা° ২৭° ২৩' উঃ, দ্রাঘি° ৬৭° ৫৭' ৩০" পূঃ।

৭ অযোধ্যার অন্তর্গত রায়-বরেলী জেলার একটা নগর। অক্ষা° ২৬° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৩৪' পূঃ।

নসরিগঞ্জ, শাহাবাদ জেলার একটা নগর। অক্ষা° ২৫° ৩' ১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৪° ২২' ২৫" পূঃ। এখানে বাঁশ ও কাঠের বিপুল ব্যবসায় আছে, এবং প্রচুর কাগজ ও চিনি প্রস্তুত হয়।

নস্বাভী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্তার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ক্ষেত্রফল ১৯১ বর্গমাইল। ইহাতে ২৭ খানি গ্রাম আছে। রাজস্ব প্রায় ১০,০০০ টাকা। এখানকার অধিপতি-দিগকে ঠাকুর বলে। ইনি বরোদার গাইকোবাড়-রাজগণকে প্রায় ১৭০০ টাকা কর দিয়া থাকেন। অখন নদী রাজ্যটিকে ঠিক সমান দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরাংশ সমতল প্রান্তর, কিন্তু দক্ষিণাংশ পর্বত ও অরণ্যময়।

নসিরাবাদ, ১ ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বরদ দেশান্তর্গত গ্রামবিশেষ। ৪০০১ কলির গতাব্দে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সহস্র বর্ষ কাল এই গ্রামের অস্তিত্ব থাকিবে। (ব্রহ্মখণ্ড ১২।৭২)

২ অযোধ্যার সীতাপুর জেলার একটা গ্রাম। সিন্ধোলি তহসীলের মাছুয়া গ্রামের উত্তরপশ্চিমদিকে ৩ ক্রোশ দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কলাপদেবী ও আন্তিকের ইষ্টক-রচিত মন্দির আছে। মন্দির দুইটা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্মিত। মন্দির দুইটার অবস্থা ও ইহার কারুকার্য ভাল।

৩ আজমীর-মেরবাড়া জেলার একটা স্বত্বাবার।

নসিরি, একজাতীয় ভ্রমণকারী আফগান। ইহার গ্রীষ্মকালে টোঁকি ও হটুক প্রদেশে বাস করে এবং শীতকালে স্থলমান পর্বতের নিম্নে দামন প্রদেশে আসে। ইহার দেশ পরিবর্তনের সময় একজন খাঁ (সর্কাধ্যক্ষ) এবং প্রোতি ৪০ জনের উপর এক এক চলবন্তি বা সর্দার নিযুক্ত করে।

নসিরি খুশ্রু, হিজিরী পঞ্চম শতাব্দীর জনৈক কবি। অকবরের সময় ইহার কবিতার বিশেষ আদর ছিল।

নসিরুদ্দীন, মধ্য এশিয়ার পাখালি নামক স্থানের স্থলতান। ইহার আসল নাম হুসেন খাঁ। ইনি এক সময়ে অকবরের সভা হইতে বিনা আজ্ঞার চলিয়া আসায় সম্রাট হাশনবেগ

বদখশী নামক নরশতী মনসবদারকে ইহাকে দমন করিতে পাঠান। হাশনবেগ ইহাকে দমন করিয়া কিছুদিন উজাজো সসৈন্তে ছিলেন, কিন্তু মধ্যে তিনি ভারতে আসায় নসিরুদ্দীন পুনরায় স্বাধীনতা গ্রহণ করেন এবং হাশকের সৈন্তগণকে তাড়াইয়া দেন। অবশেষে আবার হাশন আসিয়া ইহাকে একবারে পরাস্ত করেন।

নসিরুদ্দীন মাক্কুদ, দাসরাজগণের মধ্যে জনৈক ভারতীয় সম্রাট। রেজিয়া বেগমের পর ইনিই দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৬৬ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রয়ারি মাস পর্যন্ত ইহার রাজত্বকাল। ইহার আচার ব্যবহার উদাসীনের জায় ছিল। রাজ্যের আয়ের একটা পয়সাও ইনি নিজে ব্যবহার করিতেন না। নিজে পুস্তকাদি নকল করিয়া স্বীয় গ্রামাচ্ছাদন উপার্জন করিতেন। সম্রাটগণের জায় ইহার একাধিক স্ত্রী বা রক্ষিতা পত্নী ছিলনা। ইহার মহিষী স্বহস্তে ইহার আহাৰ্য্য পাক করিয়া দিতেন। মহিষীরও কোন পরিচারিকা ছিলনা।

নসীব (আরবী) অদৃষ্ট, ভাগ্য।

নসীহৎ (আরবী) উপদেশ, শিক্ষাদান, পরামর্শদান।

নসিরুদ্দীন-আবদালা-বিন-ওমর-অল্ বৈজতি, একজন মুসলমান ঐতিহাসিক, পারস্তভাষায় নিজাম-উৎ-তবারিখ নামে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইনি একজন কাজী ছিলেন। এশিয়ার সম্রাট, বিশেষতঃ মোগলগণের বিবরণই ইনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাব্রিজনগরে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নস্র (পুং) নসতে কুটিলতাং প্রকাশ্যতানেন নস-ক্র, বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ নাসিকা। (ভারত ৫।১৩।১০) ২ নস্র বিশেষ।

নস্রা (স্ত্রী) নস্র-টাপ্। নাসাকৃত ছিদ্র।

নস্রকরণ (স্ত্রী) ভিক্ষুদিগের ব্যবহৃত নাসিকা মধ্যে ঔষধ দিবার যন্ত্রভেদ।

নস্রসু (অব্য) নাসিকা বিতক্ত্যর্থো তসিল্, নাসিকায় নসাদেশঃ। নাসিকা।

“নস্রঃ কন্মলি শতস্তে পানাত্যাক্ষণেনু চ।” (হুশ্রুত)

নস্রিত (পুং) নস্রা নাসাচ্ছিন্না জাতা অস্যা তারকানিতচ। নাসানিহিত রজ্জ্বদ্ধ বলীবদ্দি, যে পশুর নাসিকা বিদ্ধ করিয়া রজ্জ্বদ্ধ করা যায়, নাককোঁড়া বলদ প্রভৃতি। পর্যায়—নস্রোত ও নস্রোত।

নস্রোত (পুং) নস্রো নাসিকায় উতং বয়নং যন্ত। নস্রিত, নাককোঁড়া বলদ।

নস্রা (স্ত্রী) নাসিকায়ৈ হিত্য নাসিকা-বৎ, নসাদেশচ। নাসিকায় সের চূর্ণাদি। পর্যায়—নস্র, লাষণ। (রসমালা)

“বমনং রেচনং নস্তং নিরূহস্তাম্বাসনম্।

জ্ঞেয়ং পঞ্চবিধং কৰ্ম্ম মাত্রা তস্যা প্রবন্ধাতে ॥” (বৈদ্যকপরিঃ)

ইহার বিবরণ সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

ঔষধ অথবা ঔষধ সহকারে পাককরা ঘৃতাদি নাসিকাস্থারে প্রয়োগ করিবে। ইহারই নাম নস্ত। নস্য দুই প্রকার— শিরোবিরেচন ও স্নেহন। এই দুই প্রকার নস্যও আবার ৫ ভাগে বিভক্ত—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড় ও প্রথমন। ইহাদিগের মধ্যে নস্য ও শিরোবিরেচন প্রধান। নস্যের বিকল্প প্রতিমর্শ এবং শিরোবিরেচনের বিকল্প অবপীড় ও প্রথমন। ইহাদের মধ্যে শূক্ৰশিরঃ ব্যক্তিদিগের (অর্থাৎ যাহাদের মাথা খালি খালি বোধ হয়) মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকরণের জন্ত, গ্রীবা, কৃক ও বক্ষস্থলের বলজননার্থ এবং দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ স্নেহ প্রযোজ্য।

মস্তক বায়ুজন্ত অভিভূত হইলে দন্ত, কেশ ও শৃঙ্গপ্রপাতে, দারুণ কর্ণশূলে ও কর্ণক্লেড়ে, তিমিররোগ, স্রবভঙ্গ, নাসারোগ, মুখশোষ, বায়ুরোগ, অকালজাত বলিপলিত, দারুণ বাত-পৈত্তিকরোগ ও মুখরোগ প্রভৃতি রোগে বাতপিত্তনাশক দ্রব্য সহ স্নেহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তালু, কর্ণ ও মস্তক স্নেহ কর্তৃক অভিযাণ্ড হইলে অরুচি, শিরগোরবশূল, পীনস, অর্ধাবভেদক, ক্রিমি, প্রতিশ্রায়, অপস্মার ও গজ্জান না হওয়া, এই সকল রোগে এবং কৃক-সন্ধির উর্দ্ধগত অস্ত্র প্রকার কফ জন্ত বিকারে শিরোবিরেচক দ্রব্য অথবা তৎসহযোগে পাককরা স্নেহ প্রয়োগকরা বিধেয়। এই দুই প্রকার নস্য স্নেহ-রোগীকে ভোজনের পূর্বে, পিত্ত-রোগীকে মধ্যাহ্নে, এবং বাতরোগীকে অপরাহ্নে প্রয়োগ করিবে।

স্নেহনস্য-প্রয়োগের প্রণালী।—দন্তকাঠ বা ধূমপানের দ্বারা গলনালী প্রভৃতি বিশোধিত হইলে পাণিতাপের দ্বারা গলদেশ, কপোলদেশ ও নলাটদেশ স্নিগ্ধ ও মুছ হইলে বায়ু, আতপ ও রজোহীন গৃহে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। তাহার হস্তপদ প্রসারিত, মস্তক কিঞ্চিৎ বিলম্বিত এবং চক্ষু বন্ধে আচ্ছাদিত থাকিবে। বামহস্তের প্রদেশিনীর দ্বারা নাসাগ্র কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিয়া ধরিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্তদ্বারা নাসিকার বিশুদ্ধ স্রোত মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে স্নেহ পাতিত করিবে। পাতিত করিবার কালে চক্ষু পর্য্যন্ত না যায়, এইরূপ সাবধান হওয়া কর্তব্য। স্নেহাবসেচন করিলে শিরঃকম্প, ক্রোধ, ভাবণ, ক্ষবধু বা হাস্য করিবে না। ইহার পরিমাণ প্রদেশিনীর পর্ষদ্বয়ে নিঃসৃত অষ্টবিন্দু প্রথম মাত্রা, শুক্ৰি পরিমাণ মধ্যমাত্রা এবং কন্নতলপরিমিত তৃতীয় মাত্রা। রোগীর বল অল্পসারে এই সকল মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। স্নেহ-নস্য কোন

ক্রমে গলাধঃকরণ হওয়া বিধেয় নহে। প্রযোজিত স্নেহ শূক্ৰাটকে প্রাবিত করিয়া যখন মুখমধ্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাকে আর ধারণা না করিয়া নিষ্টিবন করিবে। এইরূপ না করিলে কফ উৎক্লিষ্ট হয়। এইরূপে স্নেহ প্রয়োগ করা হইলে গল, কপোল প্রভৃতি স্থানে স্নেহপ্রয়োগ করিয়া ধূমপান করিবে, এবং অভিযান্ধী দ্রব্য ভোজন করিবে। রোগী রক্তঃ, ধূম, স্নেহ, আতপ, মদ্যপান, শিরঃমান, যানে গমন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

শিরোবিরেচনের যোগ ও অভিযোগের ফল বলা যাইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণে সেবিত হইলে মস্তকের লঘুতা, স্নিগ্ধতা, নিদ্রা, প্রবোধ-বিকারের শান্তি, ইন্দ্রিয়গণের শুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল ঘটিয়া থাকে। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে কফপ্রসেক, মস্তকের শুষ্কতা এবং ইন্দ্রিয় বিব্রম জন্মে। মুক্তিদেহ অতি স্নিগ্ধ হইলে কৃক ক্রিয়া কর্তব্য। অতি অল্প পরিমাণে সেবিত হইলে ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য, কৃকতা ও রোগের অশান্তি এই সকল লক্ষণ ঘটে। এইরূপ স্থলে পুনরায় নস্যপ্রয়োগ করা উচিত। শিরোবিরেচনার্থ স্নেহের পরিমাণ রোগীর বল অল্পসারে চারি, ছয় বা অষ্টবিন্দু নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নস্যপ্রয়োগেরও শুদ্ধ, হীন ও অভিযোগ এই ত্রিবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা উপযুক্তরূপে সংশোধিত হইলে মস্তকের লঘুতা, স্রোতপথের শুদ্ধি, ব্যাধি-জয়, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, শিরঃশুষ্কি এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। মুক্তিদেহ হীনরূপে শোধিত হইলে কণ্ঠ, উপদেহ, শুষ্কতা ও স্রোতপথে কফের সংগ্রহ এই সকল লক্ষণ ঘটে। অতিশোধিত হইলে মস্তলজ ক্রণ, বায়ুশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বিব্রম, মস্তকের শূক্ৰতা, মুক্তিদেহ গাঢ় বিরচিত হইলে এই লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। হীন ও অতিশুদ্ধির স্থলে কফবাত-নাশক প্রক্রিয়া করিতে হইবে। মস্তক সমাক বিশোধিত হইলে মস্তকে ঘৃতসেচন করিবে। বায়ু কর্তৃক দেহ অত্যন্ত অভিভূত হইলে একদিন, দুইদিন, সপ্তাহ বা পুনঃ পুনঃ অথবা দিবসে ছইবার নস্তপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। মেধাসম্পন্ন ভিষকগণ যে স্থলে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেইখানে সেইরূপ নস্তপ্রয়োগ করিবেন।

শিরোবিরেচনের দ্বারা অবপীড় ও অভিযান্দরোগে ও সর্প দংশনজন্ত অচৈতন্ত্যে প্রযোজ্য। শিরোবিরেচক দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য পিবিরা চূর্ণ করিবে। চিত্তবিকার, ক্রিমি ও বিবাত্তি-পন্নরোগীর নাসারন্ধ্রে নলের দ্বারা সেই চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্ষীণ ব্যক্তির রক্তপিত্তরোগে শর্করা, ইক্ষুরস, হৃৎ, ঘৃত ও মাংসরস এই সকলের মধ্যে কোন একটার নস্ত প্রয়োগ

করিবে। কৃশ, হৃষীল, ভীক, স্নকুমার ও শ্রীলোকদিগের শিরঃশুল্কির জন্ত ঔষধের কক সহযোগে পকয়েহ অর্থাৎ পাক তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

ভূক্ত, অপতর্পিত, অতি তরুণ, প্রতিশ্রাবী, গর্ভিণী, পীতমেহ, পীতদাক, পীতমদ্য, অজ্বর্ণী, ক্রূক, বিবার্ত, তৃষিত, শোকাভি-ভূত, শ্রান্ত, বালক, বৃদ্ধ, বেগাবরোধিত ও শিরঃশ্রান্নাভিলাষী, এই সকল ব্যক্তিকে নস্যপ্রয়োগ করিবে না। যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সেইদিনেও নস্যপ্রয়োগ বিধেয় নহে।

নস্য বা ধূম হীনমাত্রা, অতিমাত্রা, শীতল, উষ্ণ বা সহসা প্রদত্ত হইলে বা প্রয়োগকালে মস্তক অতি বিলম্বিত থাকিলে বা বিচলিত হইলে অথবা নিবিদ্ধভাবে যুক্ত হইলে ব্যাপদ ঘটে। শিরোবিরেচনে দুই প্রকারে ব্যাপদ ঘটে—দোষের উৎক্লেষ এবং ক্ষীণতা জন্ম। উৎক্লেষ জন্ম হইলে শমনশোধনী দ্বারা এবং ক্ষয়জন্ম হইলে বৃংহণীয় দ্রব্যদ্বারা প্রতিবিধান করা বিধেয়।

প্রতিমর্শ চতুর্দশ কালে প্রযোজ্য, যথা প্রাতঃকালে নিজ্রাভঙ্গের পর, দস্তধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গমনকালে, মূত্রগ্রহীত্যাগের পর, কবলগ্রহণ ও অঞ্জন প্রয়োগের পর, ব্যায়াম, ব্যাবায় বা পথভ্রমণের পর, অভুক্তকালে বমনান্তে ও দিবানিজ্রার পর এবং সায়াংকালে এই চতুর্দশ সময়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল সময়ে প্রয়োগ করিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে। নিজ্রাভঙ্গে সেবন করিলে রাত্রিকালে নাসারন্ধ্রে সঞ্চিতমল পরিতৃপ্ত ও মন প্রশান্ত হয়। দস্ত প্রক্ষালনের পর সেবন করিলে দস্ত দৃঢ় হয় ও মুখে স্নগন্ধ হইয়া থাকে। গৃহ হইতে নির্গতকালে সেবন করিলে রজো-ধূম প্রভৃতি নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয় না। মলমূত্রাবসানে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টিগুরুত্ব অপনীত হয়। অভুক্ত কালে সেবন করিলে শ্রোত-পথের বিগুচ্ছিত ও লঘুতা হয়। বমনান্তে সেবন করিলে শ্রোত-পথসংলগ্ন শ্লেষ্মা সমস্ত পরিতৃপ্ত হইয়া অগ্নে রুচি জন্মে। দিবানিজ্রার পর সেবন করিলে নিজ্রাজন্ত গুরুত্ব ও মলনাশ হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সায়াংকালে সেবন করিলে সুখে নিজ্রা ও প্রবোধ হয়।

ঈষৎ উচ্ছিন্নিত অর্থাৎ টানিয়া লওয়া নস্যে মেহপ্রয়োগ করিলে যদি মুখ পর্য্যন্ত প্রসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ আছে।

নস্য গ্রহণ করিলে স্বকৃৎকির উর্দ্ধগত রোগের শান্তি হয়, ইন্দ্রিয় নির্মল হয়, মুখ স্নগন্ধি হয়, হৃদয়, দস্ত, শির, গ্রীবা, কাহ ও বক্ষের বল হইয়া থাকে, এবং বলিপতিত, খালিতা অর্থাৎ টাক ও ব্যঙ্গ এই সকল রোগ হয় না।

নস্যের পক্ষে কক্ষজ রোগে তৈল, বায়ুজ রোগে বসা, পিত্তে স্নাত এবং বায়ুজ পিত্তরোগে মজ্জা প্রযোজ্য।

(সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৪০ অ°)

নাসিকাগ্রাহ্য অর্থাৎ বাহা নাসিকাতে প্রয়োগ করা যায় যে ঔষধ তাহার নাম নস্য। স্নাত, তৈল ও চূর্ণ প্রভৃতি যে সকল ঔষধ নাসিকাতে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল ঔষধের নাম নস্য।

“নস্যস্তৎ কথ্যতে ধীরৈর্নাসাগ্রাহ্যং তদৌষধং।

নাবনং নস্য কথ্যেতি তস্য নামঘণং মতম্॥” (চরক)

চরকের সূত্রস্থানে পঞ্চ অধ্যায়ে নস্যবিষয় বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

“দিনস্য গৃহতে নস্যং রাজৌ বাপ্যুৎকটেগদে।”

(চরক চিকিৎসা ৫ অ°)

দিনমানেই নস্য গ্রহণ প্রশস্ত, যদি পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে রাত্রিকালেও নস্যপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিরোরোগেই নস্য বিশেষ উপকারী।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নস্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমভাগে একত্র করিয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য দিবে। ইহাতে তন্ত্রা নষ্ট হয়। মধুকসার (মউলসার), সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপ্পল সমভাগে পেষণ করিয়া জলের সহিত নস্য দিলে রোগীর চৈতন্যোদয় হয়।

পিপ্পলীমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী ও মউলসার, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদ্রব্য জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে রোগীর শীঘ্র চৈতন্যলাভ হয়, এবং তন্ত্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হয়।

লহুন ও মরিচ সমভাগে পিবিয়া বস্ত্রে পুটুলী করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়। কালকুড়ার ডিম্বের তরলাংশ নস্য করিলে হৃৎসাধ্য সারিগাতিক জ্বরও আশু প্রশমিত হয়।

শিরীষ পুষ্পের রসে হরিত্রা ও দারুহরিত্রার চূর্ণ এবং স্নাত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্ধ্বক জ্বর শান্তি হয়।

বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রসে নস্য লইলে চাতুর্ধ্বকজ্বর শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং জরাদি°)

পক পীনসরোগে পাঠাদিতৈলের নস্য গ্রহণ করিলে আশু উপশমিত হয়। ব্যাধীতৈলের নস্যও পুতিনাসারোগোপশমক। তৈল ১ সের, গোমূত্র ৪ সের, কক্কাথ ত্রিকটু, বিভ্রূ, সৈন্ধব, বৃহতীকল, সজিনাহাল ও দধীমূল প্রত্যেক

২ তোলা। এই তৈলের নস্কো পুষ্টিনাসারোগ নষ্ট হয়। ইন্দ্র-
বব, হিঙ্গু, মরিচ, লাঙ্কারস, কটুকল, ত্রিকটু, বচ, সজিনা-
ছাল ও বিড়ল, এই সবের দ্বারা নস্য প্রস্তুত।

কটুতৈল ১ সের, গোমূত্র ৪ সের, লাঙ্কারস ৪ সের;
কঙ্কার্থ—ইন্দ্রবব, হিঙ্গু, মরিচ, কটুকল, ত্রিকটু, বচ, সজিনা-
ছাল ও বিড়ল একত্র মোট ১ সের। ইহার নস্কো পীনস ও
পুষ্টিনাসারোগ উপশমিত হয়।

তৈল ৪ সের; কাথার্থ ৩ ঠা, মরিচ, পিপুল, বেলগুঠ ও
আন্ধা মিলিত ১২১০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।
কঙ্কার্থ কাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈলের নস্কো
ক্ষয়রোগ (অত্যন্ত ইটি হওয়া) নিবারণ হয়। পিপুল,
সজিনাবীজ, বিড়ল ও মরিচ এই সকলের নস্কো প্রতিকার
নিবারণ হয়।

অপরাজিতা ফলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার
শিকড় কর্ণে বান্ধিলে শিরঃশীতের শান্তি হয়।

কুঁচ ও করম্ববীজ জলে বাটিনা নস্য লইলে শীত শিরঃশীতা
উপশমিত হয়, এবং মরিচ ও ডুল্লরাজের নস্যও উপকার
দর্শে। গুঁচ-বাটিনা দুইয়ের সহিত নস্যগ্রহণ করিলে নানা
দোষোৎপন্ন শিরঃশীতার নিবৃত্তি হয়।

তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস
১৬ সের। কঙ্কার্থ এরঙমূল, তগর-পাতকা, শুল্কা, জীবন্তী,
রাশা, সৈন্ধব, শুড়ডকু, বিড়ল, বটুমধু ও গুঁচ প্রত্যেক
৬ তোলা ও মাষা ও দুই রতি। ইহার নস্কো শিরোরোগ
দূরীকৃত এবং শিথিলকেশ ও দস্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও
বাহবল বৃদ্ধি হয়।

কড়িভস্ম ২১০ তোলা, সোহাগার থই ২১০ তোলা, মরিচ
৪১০ তোলা, বিব ১১০ তোলা। এই সকল দ্রব্য শুদ্ধত্ব
মর্দন করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না নাসারোগ ও শিরোরোগাধিকার)

নস্কো, ইটি হইবার জন্য নানাবিধ উপারে প্রস্তুত চূর্ণদ্রব্যবিশেষ।
নস্কো বিবিধ ভেদযুক্ত ও তামাকু বাটিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানু-
সারে নানাবিধ রোগে নস্য প্রয়োগ ও প্রস্তুত বিধি আছে, তাহা
পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

তামাকুবাটিত নস্য সাধারণতঃ ইটির জন্য লোকে ব্যবহার
করে না। তামাকুর জীবৎ মাদকতাপক্তি নাসারোগদ্বারা
মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, ভ্রম ও অসংজ্ঞানিত অবসাদ অনেক
প্রমাণে দূর হয় বলিয়া, এই নস্যের ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে কান্দীর ও মাকুবার গুঁড়া নস্য এবং মসলী-
পাতার কন্ধরস ও মাকুবারের নস্য পক্ষীর ব্যবহৃত হয়।

কান্দীর নস্য অগ্নিখাত ও অগ্নিখাত। আরবী, রিহী ও
আখাণ্ডি বসিকেরা এই নস্য লইয়া পৃথিবীর সর্বত্র পত্রাভ্য-
করে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। [তামাক
পক্ষে ৬৭১ পৃষ্ঠা দেখ।] পত্রাবের লোকেরা নস্য অতি অল্প
ব্যবহার করে। বেলুচিস্থানের লোকেরা ও ডেরাজাতের
পার্বতীরেরা সর্বদা নস্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

নস্য প্রস্তুত করিতে নানা স্থানে দোকান নানাবিধ অংশ
ব্যবহৃত হয়। কোথাও কেবল পাতা, কোথাও বা ডাঁটা ও
পাতার শির, আর কোথাও বা উভয় পদার্থ মিশাইয়া প্রস্তুত
করে। ঝটলাগে সাধারণতঃ ডাঁটা ও শিরগুলি কুটিয়া নস্য
প্রস্তুত করে। গুঁড়া নস্য বেশী শুকাইলে তাহাতে একটা সোঁদা
গন্ধ হয়। ইহাকে ইংরাজীতে High-dried snuff বলে,
অনেকে ইহা ভালবাসে।

নস্য হৃগন্ধি করিবার জন্য ইহাতে নানাবিধ দ্রব্য মিশাইয়া
থাকে। আতর ও গোলাপ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গোলাপী নস্য
বস্তৃতঃ একটা উপভোগের সামগ্রী।

দোকান নস্য এখন প্রধানতঃ বিলাসের সামগ্রী হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছদ্মির পক্ষে উপকারী। ইহা সেবনে
কক্ষের কতক উপশম হইয়া থাকে।

নস্কাদান (নাসদানী) নস্য রাখিবার আধার। ভারতবাসীরা
নস্য রাখিবার জন্য নানা প্রকার “নাসদানী” প্রস্তুত করে।
কদবেলের মধ্য হইতে শস্ত বাহির করিয়া খোলার উপর
নানাবিধ খোদাই করিয়া একপ্রকার অতি সুন্দর নাসদানী
প্রস্তুত করে। সচরাচর কাঠ কুঁদিয়া ডিম্বাকৃতি শূন্যগর্ত
আধার প্রস্তুত করে, ইহার একদিকে ক্ষুদ্র একটা ছিদ্র থাকে,
তাহাতে ছিপি দিয়া রাখে। বাঙ্গালদেশে শবুকের খোলে
অনেকে নস্য রাখে। এখন জঙ্গলী, অস্ত্রিয়া, ইংলও প্রভৃতি
স্থান হইতে পেটবোর্ডের, হাড়ের, কাঠের ও কাঁচকড়ার প্রস্তুত
নানাবিধ ছোট ছোট বাস আছে, অনেকে তাহাই ব্যবহার
করে। ধনীরা সোণা রূপার বাস ও কোটা গড়াইয়া লয়।

নস্কাদানী (স্ত্রী) নস্যাদার, বাহাতে নস্য রাখা যায়।

নস্কো (স্ত্রী) নাসিকারৈহিত্য বৎ (শরীরাবরবৎ বৎ। পা ৪১১৬)
নাসদেশচ। ১ নাসিকা।

“আগং গন্ধবহা নাসা নস্য নাসিকা।” (ভরতভৃত্ত সাহসার)
২ নাসা দ্বিত্ব।

নস্কোদার (স্ত্রী) নস্যাদা আধারঃ ৬৩৭। নস্যের পাত্র, বাহাতে
নস্য রাখা যায়।

নস্কোত (স্ত্রী) নস্যাদা রাখিবার উভয়। নস্কোত, নাসিকোত
নস্য প্রস্তুতি।

“শশিঃ সূর্যইবপ্রোতো নসোত ইব গোবৃষঃ।” (ভারত ৩৩।২৬)

নহ (অব্য) ন চ হ চ। প্রত্যয়ান্ত।

নহপান, বর্তমান খুনাগড়ের নিকট অর্থাৎ সৌরাষ্ট্ররাজ্যে এক সময়ে ক্ষত্রপ উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই রাজগণের দুইটা স্বতন্ত্র বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খহরাতবংশীরগণ প্রথমে ও চট্টান-বংশীররা পরে রাজত্ব করেন। চট্টানবংশীরগণের আদিপুরুষ চট্টান বখন রাজ্যগ্রহণ করেন, তখন বা জাহার কিছু পূর্বে খহরাতবংশীর নহপান ক্ষত্রপ রাজত্ব করিতেন। ইহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। হয় এই রাজা অথবা ইহার ঠিক পরবর্তী রাজা অম্বুরাজ গোতমীপুত্র কর্তৃক বিনষ্ট হন। ক্ষত্রপ (Satrap) শব্দের অর্থ সামন্ত ভূপতি। কেহ কেহ অহুমান করেন, খহরাতবংশীর ক্ষত্রপগণ শকরাজগণের (পার্শ্বরাজগণের) অধীনে সামন্তরাজ ছিলেন। [ক্ষত্রপ ও ক্ষত্রপারা দেখ।] নহপানের পিতার নাম দিলিক। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে, জুয়র নহপানের রাজধানী ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪০ অব্দ হইতে ১২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নহপান বর্তমান ছিলেন।

নহপানের জামাতা উপবাস (খবভনন্ত) খবুরের অধীনে কোরূপ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ইনি সোমনাথপত্তনে যথেষ্ট দানাদি করিয়াছিলেন। নহপানের মন্ত্রী বাৎস্যগোত্রীর আয়ম জুয়রের মনমোহ-গুহাবংশীর মধ্যে এক গুহামণ্ডপ নির্মাণ করান। ইহাতে সরাসীরা থাকিতেন। নহপানের রাজকালের ৪৬ সংখ্যক বৎসরে এই গুহামণ্ডপ ও তৎসন্নিধানে এক জলাধার নির্মিত হয়। এই গুহা আজিও বর্তমান আছে এবং তন্মধ্যে উহার নির্মাণকালাদিভাষক পরিচয় খোদিত লিপি আছে। এই গুহায় শুভাবলী অতি অল্প। [নাসিক দেখ।] জটিল নিউটন বলেন, যে যথংক বিক্রম-সম্বৎ বলা যায়, তাহা এই নহপান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। [বিক্রমাব্দিতা দেখ।] নহয়, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডোক্ত কীকটদেশান্তর্গত মহাপ্রায় বিশেষ। ইজ্রপ্রবে বখন বিশ্রবংশীর রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে বিজয়নন্দ নামে এক রাজপুত্র এই দেশে আসিয়া বৃদ্ধ করেন। বৃদ্ধকালে কৈশোরে তাহার অব বারা বাহ, সেই হানে ‘নহ’ বা ‘নহুরি’ গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বাধাতে বিজয়নন্দের বৃদ্ধ হইলে গ্রাম প্রায় প্রায় হইতে থাকে। (ব্রহ্মব)

নহুর (আরবী) খাল, নহি, অকমালী।

নহুরী (আরবী) অকমালেশ।

নহাবি, রাজ্যের অন্তর্গত ভাণ্ডারবাসী একজাতি। ইহার নাপিতের ব্যবহার করে।

নহায়, বোকাই প্রদেশে বেরাকাতার মধ্যে নহায়েরা

একটা কুলরাজ্য। ইহার পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। প্রবাস গ্রাম নহায়। মোট ৫ খানি গ্রাম আছে। এই রাজ্যের দুইজন অবিকারী। জাহানের উপাধি ঠাকুর। রাজ্যের আয় ৬ শত টাকা। বরোদার পাইকোবাড়কে ৩৫ টাকা কর দিতে হয়।

নহি (অব্য) ন চ হি চ। নিবেধ, কখনই না, অতাব।
পর্যায়—অ, নো, ন, অন, অনা, না। (ভরত)

“ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদ্রুপগতো হন্ত মলয়াৎ

তদেকাং স্বপ্নেহে বিনয়বতি মেঘামি রজনীত্।

সমীরেণোক্তেবং নবকুমহিতা চূতকলিকা

খুনা মুর্জানং নহি নহি নহীত্যেব কুরতে ॥” (উভট)

নহিক, আরবের প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের অন্তর্গত দেবতা বিশেষ। ইহার অপর নাম মুহাদজীর। অমরবীন লুহাই যে তিন দেবমূর্তি প্রচলিত করেন, তন্মধ্যে এইটা দ্বিতীয়।

নহুয (পুং) নহতে ইতি কঠরি কর্ণি বা উব্হ (পুনহিকলিতা উব্হ। উণ ৪।৭৫) ১ নাগভেদ।

“আপঃ কুরোটকশ্চৈব শম্ভো বালিশিখন্তথা।

নিষ্ঠানকো হেমগুহো নহঃ শিখলন্তথা ॥” (ভারত ১।৩৫।৯)

২ চন্দ্রবংশীর রাজভেদ। মহাসংহিতায় লিখিত আছে, ইনি অবিনয়ে বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

“বেণো বিনটৌহবিনয়রহবশ্চৈব পার্শ্বি।” (মহ ৭।৪১)

চন্দ্রবংশীর আদুর রাহহহিতা প্রভার গর্ভে ৫টা পুত্র হয়। এই পুত্রগণের মধ্যে নহুয প্রথম, তাহার পর বৃদ্ধশর্মা, রন্ত, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১৮ অঃ)

চন্দ্রবংশীর আয়ুরাজার পুত্র। তৎপত্নী বর্ডানবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পুত্রবয়স গোত্র। ইহার জীর নাম অশোক-সুন্দরী। ইহার ৬ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সকল পুত্রের নাম বতি, বঘাতি, শর্বাতি, জারুতি, বিয়তি ও কুতি। ইনি তুণ নামে এক দৈত্যকে নাশ করেন এবং অতিশয় জায়গরায়ণ ও প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহার সুশাসনে দহ্মাগণ বসিত ছিল। ইনি বহু, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিরনিগ্রহ ও পরাক্রম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমুদয় ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। একদা ইনি অজানকভাবে গোরখ করিয়াছিলেন, মহাবিপণ ইহার সেই গোবধ পাণ একাধিক ক্ষত্রপব্যক্ত ব্যাবিক্রমে বিক্রয় করিয়া পাণবৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন কালে সর্বাধি চাবন প্রদাপজীর্থে জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, বীর্বরো ইহাকে বৎসের লহিত খুঁড় করিয়া রাজ্যের নিকট বিক্রয় করে। ইনি বীর-সর্বকর্মিত পুণ্যবলে ঘর্মে পরম করেন।

নহাতারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পাতবন কখন ইহাভারত করান করে, এই কখন একদা

ভীমসেন বুধরাজ করিতে বন, তথায় তিনি এক মহাবল সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হন। ভীমের আশিতে অস্তির বিলম্ব দেখিয়া বুধরাজ খোঁমাপুরোহিতের সহিত ভীমের আবেষণে গমন করিলেন এবং স্বপক্ষে ভীম সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সর্প বৃহদবয়স-বিশিষ্ট এবং নিজ শরীরে গিরিগুহা আবরণ করিয়া রহিয়াছে। অঙ্গ চিত্রিত বক্রাঙ্গা বিচিত্রিত। শরীরের কান্তি হিরণ্যবর্ণ, মুখ গুহাকার ও চকুদ্বন্দ্বযুক্ত। বুধরাজ প্রিয় ভ্রাতাকে সর্প-বেষ্টিত দেখিয়া কহিলেন, তুমি কি প্রকারে এই আপদগ্রস্ত হইয়াছ? ভীম বুধরাজকে কহিলেন, ইনি নহব নামে রাজর্ষি, ব্রাহ্মণের শাপে সর্পরূপে অবস্থান করিতেছেন। বুধরাজ তখন সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি দেবতা, কি নৈতা, কিংবা উরগ যে হও, সত্য করিয়া বল। তুমি ভীমসেনকে কি নিমিত্ত গ্রাস করিতেছ? কি বস্তু আহরণ করিলে অথবা কি জ্ঞাত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? তোমাকে কি আহার প্রদান করিব এবং কিরূপ কার্য করিলেই বা তুমি ইহাকে মুক্ত করিবে।

তখন সর্প কহিল, হে অনন! আমি তোমার পূর্বপুরুষ সোমবংশীয় আয়ু রাজার পুত্র। সোম অপেক্ষা অধস্তন পঞ্চম পুরুষে নহব নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম ও বিক্রম দ্বারা অনার্যসে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন তাদৃশ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া আমার দর্প জন্মিল। তখন আমি আমার শিবিকা-বহনের নিমিত্ত সহস্র ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করিলাম। আমি পূর্বকালে স্বর্গে দিবা-বিমানারোহণে বেড়াইতাম, অস্তিমানে যত হইয়া ক্ষত কিছুই চিন্তা করিতাম না। ব্রাহ্মি, দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পরগণগ প্রভৃতি সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসীরা আমাকে করপ্রদান করিত। আমার এতাদৃশ দৃষ্টবল ছিল যে, আমি যে প্রাণীকে একবার দেখিতাম, তখনই তাহার ক্ষোভোৎপত্তি করিতাম। সহস্র ব্রাহ্মি আমার শিবিকা-বহন করিত। সেই কুসীতিই আমাকে শ্রীহ্রষ্ট করিয়াছিল। একদা অগস্ত্যমুনি আমার শিবিকা-বহন করিতেছিলেন। সেই সময় সৈবগতিকে আমার পাদ তাঁহার পাদস্পৃষ্ট হয়, ইহাতে তিনি কষ্ট হইয়া আমাকে 'তোমার ধ্বংস হউক, তুমি সর্প হই প্রাপ্ত হও' এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন। তখন আমি সেই শাপে শ্রীহ্রষ্ট হইয়া কিমানপ্র হইত পঙ্কিত হইলাম এবং পঙ্কিতে পঙ্কিতে আপনাকে অক্লান্তভাবে সর্পরূপে দেখিতে পাইলাম। তখন আমি অগস্ত্যকে নানাক্রমে প্রণাম করিলাম। অগস্ত্য কষ্ট হইয়া আমার পদন্যাসেই আমাকে বলিলেন যে,

বুধরাজ বুধরাজ তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। তোমার ঘোর অস্তিমানরূপ পাপের ক্ষয় হইলে আবাস, ভূমি পূণ্যকল প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমি প্রজাহীন হই নাই। তুমি আমার কএকটি প্রেরণ সহস্রের দিবা ভোরার ভ্রাতাকে বিমোচন কর। বুধরাজ এই কথা শুনিয়া প্রের নির্দেশ করিতে বলিলেন। তখন সর্প কহিল, ব্রাহ্মণই বা কে আর বেদ্যই বা কে? প্রথমে এই প্রেরের সহস্রের দিবা পরিভ্রম কর। ইহাতে বুধরাজ কহিলেন, সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অজুরতা, তপস্যা ও দয়া বাহাতে বিত্তমান, তিনিই ব্রাহ্মণ; এবং যিনি জুহুত্ব-রহিত ও বাহাকে জানিলে মনুষ্য শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরব্রহ্মই বেদ্য। নাগরাজ আরও কএকটি প্রের করিয়াছিলেন। বুধরাজ সকল গুলিরই বধ্যবধ উত্তর প্রদান করিলেন। তখন সর্পস্বামী নহব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি মনুষ্য সকল শূর ও স্নেহবিক্রম হয়, এবং ঐশ্বর্যময় তাহাকে মোহিত করে, তাহা হইলে ঐশ্বর্যত্বের সমাসক্ত সমস্ত পুরুষই মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে। তাহার প্রথম উদাহরণ আমি। মহাবল! তোমার ভ্রাতা ভীমসেন নিরাপদ হউন, তোমা হইতে আমার শাপমোচন হইল, তোমার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া নহব সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিবা-পূর্ণ ধারণপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন। (ভারত আদি, বন, শান্তি ও অন্নশাসন পর্ব, ভাগবত, পদ্মপুঁ)

ঋক সংহিতারও ইনি আয়ুর পুত্র ও যযাতির পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (ঋক ১।৩।১১১, ১।৩।১১২)

৩ দুর্যবংশীর অঘরীবের পুত্র। ইহার পুত্রের নাম যযাতি। (রামায়ণ বাল ৭০ স')

৪ মহাপুত্র ঋতুত্রয়ো একজন ঋষি। ইনি ঋকসংহিতার ৯ মণ্ডলের ১০১ সূক্ত প্রকাশ করেন। (কাত্যায়নের ঋগেদ্যুক্তমণিকা)

৫ কুশিকবংশীর জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা। মহাব্রাহ্মণে পাঠারির জাতির (প্রত্ন-কামরূপের) বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে, কুশিক রাজের পুত্র মহব, নহবের পুত্র জালালি, জালালির পুত্র কুণ্ডিন। ইহাদেরই কৌশিকরাজ বা দৌর্গরাজ নামে কথিত। কুশিকবংশের কৌশিক দেবতা হর্গা বলিয়া এই বংশ দৌর্গ নামে অভিহিত হয়। বধ্য,—

"কৌশিকস্ত বুনিঃ প্রোক্ষ্য কুশিকৌ তথৈব চ ॥" ২৭।৬২ অ'।

"কথিতাঃ কৌশিকা দৌর্গা ব্রাহ্মণ্য রাজসভয়াঃ ॥" ২৭।৬৪ অ'।

৬ রাজর্ষিভেদ। (ঋক ৮।৪৬।২৭)

৭ মহাব্রাহ্মণ। (হরিবংশ)

৮ পরব্রহ্মণ।

নহতি সর্বাণি ভুতানি মায়রা কর্তরি উব। (ভা° ১৩।১৪৯।৪৭)

• “ইষ্টো বিনিষ্টঃ শিষ্টেঃ শিখণ্ডী নহবোবুঃ।” (বিষ্ণুসহস্র°)

২ কৃষ্ণ, বিষ্ণুর নামান্তর। (ভারত শাস্তি°)

১০ মনুষ্য। (ঋক্ ৯।৮৮।২)

নহবাখ্য (স্রী) নহব আখ্যা যন্ত। তগরপুশ। (রাজনি°)

নহযাত্তজ (পুং) নহবন্ত আত্মজঃ। নহব রাজার পুত্র, যযাতি নৃপ।

নহয্য (ত্রি) মনুষ্য সৰ্ব্বকী। “আদীং বিখা নহয্যাণি জাতা” (ঋক্ ৯।৮৮।২) ‘নহয্যাণি-মনুষ্যসৰ্ব্বকীনি’ (সায়ণ)

নহে (দেশজ) নিবেশ।

না (অব্য) নহ বন্ধে বাহুলকাৎ ডা। নাই, অভাব।

নাই (দেশজ) ১ নাতি। ২ নাস্তি শব্দজ, অভাব, নিবেশ।

নাইতে (দেশজ) নান করিতে।

নাইন, পঞ্জাবের অন্তর্গত সর্ধূর নামক দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। ইহা পার্শ্বাত্য রাজ্য, হিমালয়ের উপরে অবস্থিত। নাইন নগর সিমলা হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণে কিয়াদাঁ-চুন উপত্যকায় অবস্থিত। এই নগর অতি পরিষ্কার, এখানকার গৃহাদি প্রস্তরনির্মিত। রাজপ্রাসাদ নগরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপালযুদ্ধে এই নগর ইংরাজাধিকারে আইসে। গুথরা ইহা সর্ধূররাজ্যের হস্ত হইতে লইয়াছিল। যুদ্ধ-শেষে ইহা আবার রাজাকে প্রত্যর্পিত হইয়াছে। [সর্ধূর দেখ।]

নাইয়া (দেশজ) নাবিক।

নাইল (দেশজ) নলিনী।

নাউ (দেশজ) লাউ, তুণী, অলাবু।

নাউন্মোদ (পারসী) ১ হতাশ। ২ পরিবাস্ত।

নাউয়াপেটা (দেশজ) গোলাকার উদরবিশিষ্ট।

নাএব (আরবী) ১ প্রতিনিধি। ২ জমীদারের তরকের গোমস্তাদিগের উপরিস্থ কর্মচারী।

নাএবী (আরবী) নাএবের কর্ম।

নাওন (দেশজ) দানকরণ, অবগাহন।

নাং (দেশজ) উপপতি, জ্বর।

নাক (পুং) নকং স্বধমিতি অকং হ্রঃখং, তদ্রূপ্যত্বেন নভ্রাঙ্কিত্যাদিনা নিপাতনাৎ প্রকৃতিভাবঃ। ১ স্বর্গ, যেখানে হ্রঃখ নাই, ভবিষ্যতে হ্রঃখ উপস্থিতির সম্ভাবনা নাই, ও যে স্থলের স্বঃখ হ্রঃখ মিশ্রিত নহে, তাহার নাম নাক, অর্থাৎ স্বর্গ।

“বয়ঃস্থে ন ভিঃসং ন চ প্রত্যমনস্তরম্।

অভিলাষোপনীতক তৎস্থঃখং স্বপদান্দম্॥” (জতি°)

“স্বর্গে কেবল নিরবচ্ছিন্ন স্বঃখ। (ত্রি) ২ হ্রঃখহিত্যহেতু স্বঃখকর স্থান।

“বৈদ্যানরঃ প্রথবা নাক মাকহ দিবঃ পৃষ্ঠে।” (ভাণ্ডার্য° ১।৭।৩)

“নাকং হ্রঃখরাহিত্যেন স্বঃখকরং রথম্” (ভাষ্য)

৩ নভস্, আকাশ।

“য এষ দিবি থিকোন নাকং ব্যাগ্নোতি তেজসী।”

(ভারত ১।১৭২।৩)

(স্রী) ৪ অস্ত্রপাত বিশেষ। এই অস্ত্র বিদ্ধ হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হয়।

“কাকুদীকং শুকং নাকমক্ষিস্তজ্ঞনং তথা।

সজ্ঞানং নর্তকং ধোরমাত্তমোদকমষ্টমম্।

এতৈর্বিদ্ধা সর্বত্রৈব মরণং যান্তি মানবাঃ॥” (ভারত৫।৯৬।৪০)

৫ ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

“নব নাকান্ত ভোক্তান্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ।”

(বায়ুপুরাণ°)

নাক (দেশজ) নাসিকা।

নাক, চালুক্যরাজবংশের একশাখা সিন্ধবংশীর জনৈক রাজপুত্র।

ইনি চালুক্যরাজ প্রথম আচুগিদেব ও প্রথম চাবুনের সহোদর।

নিজাম রাজ্যান্তর্গত বর্তমান এলবুর্গ নগরে (প্রাচীন নাম এরমবরজ) ইহাদের রাজধানী ছিল।

নাককাটা (দেশজ) ১ বাহার নাসিকা কর্তিত হইয়াছে। ২ নির্মজ্জ।

নাকখাঁদা (দেশজ) বাহার নাসিকা খুঁড়োল নহে।

নাকচর (পুং) নাকে স্বর্গে নভসি বা চরতি চর-ট। ১ গগন-চর দেবতা ও গ্রহাদি। ২ পিতৃদেব ভেদ।

“গার্হপত্য নাকচরাঃ পিতরো লোকবিশ্রতাঃ।”

(ভারত স° ১১ অ°)

নাকচাবি (দেশজ) নাসিকালব্ধার বিশেষ। এই অলব্ধার স্বর্গের হইয়া থাকে, আকৃতি একটা ক্ষুদ্র ফুলের মত।

স্ত্রীলোকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

নাকছোলা (দেশজ) নাসিকান্তরণ বিশেষ।

নাকড়া (দেশজ) নাসিকারোগ বিশেষ।

নাকডাকান (দেশজ) নিজা হইলে খাস প্রবাসের সহিত নাসিকা হইতে একপ্রকার শব্দ হয়, তাহার নাম নাকডাকান।

নাকতীর্থ, ধারাপতনতীর্থের নিকটস্থ তীর্থবিশেষ।

“তার পর ষাট হয় নাকতীর্থ নাম।

পরম উত্তম সূর্য-তীর্থের প্রধান॥” শ্রীহৃদ্যাবনলীলায়ত্ন।

নাকখাবড়া (দেশজ) খাঁদা নাকবিশিষ্ট।

নাকনাথ (পুং) নাকন্ত স্বর্গন্ত নাথঃ নারকঃ ৩৩৭। ইজ।

নাকনায়ক (পুং) নাকন্ত নারকঃ। ইজ।

“স ব্যতীত্যা বিরলভরনাথঃ নাকিনারকনিকেতনমাপ।”

(শৈবধর্মসং°)

নাকনায়কপুরোহিত (পুং) নাকনায়ক পুরোহিতঃ ৬৩৭।
রূপান্তি।

“বীরধর্মতনয়দানদ্বিতো নাকনায়কপুরোহিতঃ শুভঃ।”

(জ্যোতিষ)

নাকপাল (পুং) নাকং পালয়তি পাল-অচ্। দেবতা।

“তন্মাকপালবহুপালকিরীটজুষ্ট

পালাদ্বিজং রযুপতিং শরণং প্রপদ্যে।” (ভাগ ৯।১১।২১)

‘নাকপালাঃ দেবাঃ।’ (টাকা)

নাকপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত ফরজাবাদ জেলার একটি সহর।
ফরজাবাদ হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে তমসা নদীর তীরে অবস্থিত।
তিন শত বৎসর পূর্বে মহম্মদ নবী নামে এক ব্যক্তি এই নগর
প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে ইহার নাম নকিপুর ছিল,
পরে অপভ্রংশে নাকপুর হইয়া থাকিবে।

নাকপৃষ্ঠ (স্ত্রী) স্বর্গলোক।

নাকফোঁড়া (দেশজ) নাসিকাবিক্ষরণ। এদেশীয় স্ত্রীলোকগণ
নাসিকাতে অলঙ্কার পরিবার জন্য নাক ফুঁড়িয়া থাকে।

নাকরা, বেরাকান্তাবাসী ভীলদিগের এক শাখা। ইহারা
নায়ক ও নায়কো নামেও আখ্যাত। ইহারা ধুরিয়া, চণ্ডয়া-
ত্রিয়া প্রভৃতি জাতির সহিত একত্র “কালা প্রজা” নামে কথিত
হয়। [ভীল দেখ।]

নাকলোক (পুং) স্বর্গলোক, আকাশলোক।

নাকবনিতা (স্ত্রী) নাকন্ত বনিতা ৬৩৭। স্বর্গীয় স্ত্রী, অপ্সরা।

নাকষেধক (পুং) ইন্দ্র।

নাকসদৃ (পুং) নাকে স্বর্গে সীদতি সদ-ক্ৰিপ্। স্বর্গবাসী, দেবতা।

“সম্পূর্ণগো নাকসদৃং বরণ্যঃ।” (ভট্ট ১।৪।১)

নাকা (দেশজ) সর্দীর্ণ, শুঁড়িপথ।

নাকানাকি (দেশজ) নাসিকায় নাসিকায় সংলগ্ন, অতি
নিকটবর্তী হওয়া।

নাকাপগা (স্ত্রী) নাকসা স্বর্গসা আপগা নদী। স্বর্গমদী,
মলাকিনী।

নাকারা (দেশজ) ১ কোন কর্মের নয়। বৃদ্ধিরহিত, বোকা।
২ মন্দ। ৩ অন্ন মূল্যের। ৪ দুর্বল, অপটু।

নাকাল (দেশজ) ক্রেশদেওন। মাজেহাল করিয়া দেওয়া।

নাকিন্ (পুং) নাকঃ স্বর্গঃ বাসস্থানম্বেদান্ত্যসোতি নাক-ইনি।
দেবতা। “মন্ত্রসেহরিবধঃ শ্রেয়ান্ স্ত্রীতরে নাকিনামিতি।” (যাঘ)

নাকিনাথ (পুং) নাকিনাং স্বর্গবাসিনাং নাথঃ। ইন্দ্র।

নাকু (পুং) নমাত্তেনেনেতি নম-উ (কলিপাটিমিমিনজনা-
মিতি। উণ ১।১৯) ১ মুনিবিশেষ। ২ পুরুষত। ৩ বন্দীক,
উইয়ের টিপি।

নাকুটী (দেশজ) চাতক পক্ষীবিশেষ।

নাকুয়া (দেশজ) সুদীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট।

নাকুল (পুং) নকুলস্য গোত্রাপভাষিতাণ্। ১ নকুলপুত্র।

(স্ত্রী) ২ শৈবশাস্ত্রবিশেষ।

“এবং সর্ষোষিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোহসি শিবেরিতঃ॥

কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্বপশ্চিমম্।

পঞ্চরাত্রং পাণ্ডপতং তথাস্ত্রানি সহস্রশঃ॥” (কুর্ধপুং)

এই শাস্ত্র জগতের মোহের জন্ম হইয়াছিল। (ত্রি)
৩ নকুল সর্ষকী। যদি ন-আকুল এইরূপ সমাস ব্যাক্য করা
যায়, তাহা হইলে ‘নাকুল’ না হইয়া অনাকুল হইয়া থাকে।

নাকুল, (নাকুর) উঃ পঃ প্রদেশের শাহারণপুর জেলার একটি
তহসীল। যমুনা নদী ও পূর্ব যমুনা খালের মধ্যে ইহা অবস্থিত।
নাকুর, সুলতানপুর, সরসাবার ও গজো নামক চারিটা গ্রাম
এই তহসীলের অন্তর্গত। কথিত আছে, ৪র্থ পাণ্ডব নকুল যমুনা-
তীরে স্বীয় নামে নাকুল নামে এক নগর নির্মাণ করান, তাহা
হইতেই এই প্রদেশের নাম নাকুর হইয়াছে। এক্ষণে ইহা
চলিত কথায় নাকুর বা নকুর নামে খ্যাত। এখানে একটি
সুলতান জৈনমন্দির আছে।

নাকুলি (পুং) নকুলসদৃশ অপভ্রংশ বা অত ইঞ্। গোত্রে তু
অণেব। ১ নকুল সর্ষকী। ২ নকুলপুত্র।

“শতানিকন্ত নাকুলিঃ।” (ভারত ১।৬৩ অঃ)

নাকুলী (স্ত্রী) নকুলেন দৃষ্টা, পীতা বা নকুল-অণ্ ভীপ্। ১
কুকুটীকন্দ। ২ রান্না। ৩ চবিকা, চই।

‘নাকুলী কুকুটীকন্দে রান্নায়াং চবিকে ত্রিয়াম্।’ (মেদিনী।)

৪ যবতিজলতা, চলিত যবেটী। ৫ শ্বেতকণ্টকারী।
৬ কন্দবিশেষ, চলিত কথায় নাই বলে। পর্যায়—সর্গগন্ধা,
সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, দ্বৈতরী, নাগগন্ধা, অহিভূক, সরসা, সর্পাদনী,
ব্যাগগন্ধা। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষ ও অশেষবিধ
বিষনাশক। (রাজনিং)

নাকুলান্ধ্য (স্ত্রী) দৃষ্টির ধ্বংসতা।

নাকুলদ্বান্ (পুং) সর্প।

নাকেখত (দেশজ) দণ্ডবিশেষ, মুক্তিকার অপমানহচক নাসা-
স্পর্শ। মাটিতে নাক ঘর্ষণ করিতে করিতে গমন। কোন
অপরাধ করিলে অপরাধীকে নাকেখত দিতে হইত।

নাকেদম্ (পায়সী) অতিশয় পরিভ্রান্ত।

নাকেধ্বর (পুং) নাকসা ঈধ্বরঃ। ইন্দ্র।

নাকেধ্বরী (দেশজ) ব্যাভ্রভেদ।

নাকোঅ (পায়সী) কীর্ণ, দুর্বল।

নাকোদর, পঞ্জাবের জালন্ধর জেলার একটি তহসীল। ইহা সতত্র নদীর তীরে অবস্থিত। এই তহসীলে ৩০৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার প্রধান নগরের নামও নাকোদর। ইহা অতি প্রাচীন নগর। কথিত আছে, পূর্বে হিন্দু-কছোরাঙ্গণের অধিকারকালে এই নগর বর্তমান ছিল। এক রাজপুত সর্দার মুসলমান হইয়া এই নগর অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের সময় এই স্থান সেই রাজপুতবংশীর মুসলমান শাসনকর্তাকেই জায়গীর স্বরূপ দেওয়া হয়। শিখসর্দার তারাসিংহ এস্থান হইতে মুসলমান-রাজপুত-সর্দারকে দূরীভূত করিয়া নিজে অধিকার করেন। পরে থৈবা নামে জনৈক ব্যক্তি এখানে এক দুর্গ নির্মাণ করান এবং স্বয়ং সমগ্র প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান জয় করেন। এখানকার ব্যবসায়ের মধ্যে শস্য, চিনি ও ডামাকু প্রধান। নগরের বহির্ভাগে দুইটা মসজিদ মসজিদ আছে। দুইটাই জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত। মসজিদ দুইটির বহির্ভাগ চিত্রিত টালি দ্বারা আবৃত। ইহার প্রাচীনতমটীতে অনেকগুলি ভাল ভাল ছবি সুরক্ষিত আছে।

হবিবিশিষ্ট মসজিদটীতে মহম্মদ মুহীন হুসেনী নামক এক ব্যক্তির কবর আছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রস্তুতস্ববিৎ কনিঃহাস্ অহম্মান করেন, ইনিই আইন-ই-অকবরীর লিখিত - বিখ্যাত তহুয়া (তানপুরা)-বাদক মহম্মদ মুহীন হাকিমজাদ হইবেন। স্থানীয় লোকেও এই কবরটিকে ওস্তাদের কবর বলে। অপর মসজিদটীতে হাজী জমাল নামে এক ব্যক্তির কবর আছে। লোকে তাঁহাকে উক্ত "ওস্তাদের" হাজি বলিয়া থাকে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি শাহ-জহানের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন।

নাকোকসু (পুং) নাক ওক বাসস্থানং বস। দেবতা, স্বর্গবাসী।
নাক্ষত্র (স্ত্রী) নক্ষত্রস্যোদং নক্ষত্র-অণ্। ১ নক্ষত্র সঞ্চরী।
২ নক্ষত্রঘটিত চক্রের পরিবর্তনাত্মক কালরূপ দিনভেদ।
নক্ষত্র দ্বারা পরিমিত সময়ের নাম নাক্ষত্রকাল। এই নাক্ষত্রকাল দুইরূপে পরিমাণ করা যায়। প্রথম নক্ষত্র হইতে শেষ নক্ষত্র পর্যন্ত ২৭টা নক্ষত্রের ভোগ দ্বারা যে নাক্ষত্রকাল পূর্ণ হয়, তাহাকে নাক্ষত্রমাস বলা যায়, অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ২৭টা নক্ষত্রের ভোগ শেষ হইলে নাক্ষত্রমাস হয়। এই নাক্ষত্র মাস নক্ষত্রাগ প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয়।

একটা নক্ষত্র এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে পুনরায় সেই স্থানে আসিতে যে সময় লাগে, তাহাই এক নাক্ষত্র অহোরাত্র। এই-রূপ ত্রিশ দিনে যে মাস হয়, তাহার নাম নাক্ষত্রমাস এবং

এইরূপ ১২ মাসে এক নাক্ষত্র-বৎসর হয়। আয়ু-গণনা করিতে হইলে নাক্ষত্রমাসাঙ্কসারে হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রাত্মক নক্ষত্রমাসে যদি মঙ্গল বা শনিবারে জন্মনক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই মাসের নাক্ষত্রমাস, তাহা কষ্টদায়ক।

"জন্মন্যাক্ষে যদি স্যাভ্যং বারৌ ভৌমশনিচ্চরৌ।

স মাসঃ কন্মবো নাম মনোহুঃখপ্রদারকঃ॥" (দীপিকা)

"নাড়ীঘট্টাচ্চ নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীৰ্ত্তিতম্।" (স্বর্ধসি)

"ঘটিনাং ঘট্টাহোরাত্রং নাক্ষত্রমুক্তং, তুকারাদহোরাত্রং নাক্ষত্রযোক্ত্যোক্তঘট্টা অপি নাক্ষত্রমুক্তম্।" (রত্ননাথ)

"ভচক্রমণং নিত্যং নাক্ষত্রং দিনমুচ্যতে।" (স্বর্ধসি)

"নিত্যং প্রত্যহং ভচক্রমণং নাক্ষত্রসমুদ্ভূতং প্রবাহবায়ুকৃতং পরিভ্রমঃ।"

"সর্গকপরিবর্তিত নাক্ষত্র ইহ চোচ্যতে।" (স্বর্ধসি)

নাক্ষত্রিক (পুং) নক্ষত্রাদাগতঃ, নক্ষত্র-ঈঞ্। নাক্ষত্রমাস।

"নক্ষত্রগণনেনৈব নাক্ষত্রিক উদাহৃতঃ।" (শব্দর)

নাক্ষত্রিকী (স্ত্রী) নাক্ষত্রিক-ঈষ্। নক্ষত্রমাস। গ্রহদিগের দশাভেদ।

"সত্যে লয়দশাচৈব জ্যেষ্ঠায়াং হরগৌরিকা।

দ্বাপরে যোগিনী চৈব কলৌ নাক্ষত্রিকী দশা॥"

(ভট্টোৎপলধৃতবাক্য)

সত্যযুগে লয়দশা, জ্যেষ্ঠাতে হরগৌরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী ও কলিকালে কেবল নাক্ষত্রিকী দশা হইবে। [দশা দেখ।]

নাখন-থোম, কাষোড়িয়ার অন্তর্গত প্রাচীন নগর ওড়োর বা ওড়ার নগরের নামান্তর। শ্রাম দেশীয় ভাষায় ইহার অর্থ প্রধান নগর। [কষোজ দেখ।]

নাখন-বট, কাষোড়িয়ার প্রাচীন রাজধানী ওড়োর নগরের বহির্ভাগে সেকং নদীর নিকটে তালিসাব নামে ৬০ ক্রোশ দীর্ঘ এক হ্রদ আছে। ইহা স্থানে স্থানে ১৫ হইতে ৩০ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই হ্রদের উত্তরতীরে কাষোড়িয়ার উত্তর-সীমান্ধ পর্বতমালায় মধ্যে এক বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র আছে। তাহার মধ্যে অনেক প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাষোজগণ কান্দীরপ্রদেশ (ভক্ষশিলা?) হইতে পলাইয়া আসিয়া বখন (খুটীর চতুর্ধ শতাব্দীতে) কাষোড়িয়ার বাস করে; তখন এই দেশে নাগপুজা প্রচলিত হয়। খুটীর ১০ম হইতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে এখানে অনেকগুলি মন্দিরাদি নির্মিত হয়। নাখন-বটের মন্দির ভগ্নাধ্যা শ্রেষ্ঠতম। এই মন্দির তালিসাব হ্রদের তীরে ওড়োর (ওড়ার?) নগর হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। মন্দিরভূমি ঠিক চতুর্ভুজ

এবং চতুর্দিকেই অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ; মন্দিরটি অতি সুদৃশ্য এবং বাস্তবত্বের নিমিত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। মন্দিরটির চতুর্দিকে ২৩০ গজ বিস্তৃত পরিধা। পশ্চিম দিকে সাঁকোর উপর দিয়া গোপুরের দ্বার প্রধান প্রবেশদ্বার। এই গোপুর ছয় শত কিটু উচ্চ। কিয়দূর গিয়া অর্ধ পথে আবার একটি কুশাকার উচ্চ পথ। ইহার উত্তরপার্শ্বে দুইটা ক্ষুদ্র মন্দির। তাহার পর আরও কিছু দূর গিয়া মূলমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর। এই বহিঃপ্রাচীর ১৫ কিটু উচ্চ। এই প্রাচীর এক এক দিকে দৈর্ঘ্যে ৬৫০ কিটু ও প্রস্থে এক এক দিকে ৫৭০ কিটু। ইহার মধ্যে ভূমি ও লক্ষ ৭০ হাজার বর্গ কিটু। ৩টা প্রবেশদ্বার। প্রত্যেক দিকেই উচ্চ স্তম্ভ। এই সকল স্তম্ভ গায়ে বারাণ্ডা-সংলগ্ন। এই সকল বারাণ্ডার কারুকার্য ও নির্মাণকৌশলই এই মন্দিরের বিশেষত্বনির্দেশক এবং প্রধান শোভাবর্দ্ধক। বহিঃপ্রাচীর অভিক্রম করিলে আবার আর একটি প্রাচীর, সেটা উন্নততর করিলে সেইরূপ আর একটি প্রাচীর, এই প্রাচীরটির পরম্পর ক্রমোচ্চ। শেষ অন্তঃপ্রাচীরের উচ্চতা ২০ কিটু। এই তিন প্রাচীরেই তিনটা প্রবেশদ্বার। রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানের ভারতীয় মন্দিরগুলির কারুকার্য সুদৃশ্য হইলেও বিশেষ শির-কৌশলপূর্ণ নহে। সেই সকলের চিত্রে বা উদ্ভাবনাকৌশলে সুসঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু নাখনবটের কারুকার্যে উদ্ভাবনাকৌশল, চিত্রকৌশল ও শিরকৌশল পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। এই প্রাচীরগুলি নিরেট অর্থাৎ গবাক্ষাদি শূন্য। ইহা বড় বড় পাথরে গাঁথা। পাথরগুলি খাঁজ কাটিয়া মিলান। এত সুন্দর মিল যে জোড়ের মুখ ধরিতে পারা যায় না। ইহা গাঁথিতে কোনরূপ তাগাড় ব্যবহৃত হয় নাই। অল্প তিনদিকে স্তম্ভের সারি। সমস্ত কার্ণিসই সমুদায় সর্পসৃষ্টি দিয়া সাজান। দেওরালের গায়ে যেরূপ ভাস্কর-শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখা যায়, সেদৃশ্য আর কোথাও নাই। এমন কি এই মন্দিরের অস্তিত্ব স্থানের শিরচাতুর্ঘ্যেও ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। ঐ প্রাচীর-গায়ে রামায়ণ-মহাভারতীয় যুদ্ধাদির ছবি যেন জীবন্ত খোদিত হইয়াছে। আর একস্থানে স্বর্গ নরক ও পৃথিবীর ছবি খোদিত আছে। কুর্দ্দাবতার ও সমুদ্রমন্থনের ছবিও খোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অসমাপ্ত।

তৎপরে মধ্য খণ্ডে প্রবেশ করিলেই প্রধান মন্দির পাওয়া যায়। ইহা পঞ্চদশ। প্রধান চূড়া ১৮০ কিটু উচ্চ। সদরির জৈন-মন্দিরের সহিত ইহার আকারগত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পঞ্চদশার মধ্যে চারিটা প্রাঙ্গণের স্থানে চারিটা জলাশয় আছে। নাগমন্দিরের ইহাই বিশেষত্ব। এই পুন্ডরীক হইতে মধ্যে মধ্যে জল উঠিয়া মন্দিরের নিম্নতল কতটা ভাসাইয়া দিত তাহা বলা যায় না।

ইহার থামগুলির মাথলা ও গোড়া দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, সে গুলি রোমক-ভোরির শ্রেণীর থামের মত। ভারতের কোথাও এরূপ থাম নাই। কান্নীরের নাগ-মন্দির-গুলির থামগুলিও গ্রীক-ভোরির শ্রেণীর। নাখন-বটের থামের একটাতেও কাণবিশিষ্ট মাথলা বা ভারতীয় ধরণের গোড়ার বেদী নাই। কোনটা ১৬ বা ৩২ পল বিশিষ্ট নহে। এইরূপ এক শ্রেণীর স্তম্ভ এখানে ১৫৩২টা আছে। ইহার গঠনভঙ্গী হইতে অনুমিত হয় যে, তুরাণীয় ভাস্কর দ্বারা ইহার গঠনকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে যে সকল ত্রীলোকের মূর্তি খোদিত আছে, তাহাদের চোপটা নাসিকাদি দেখিয়া তাতারীয় বলিয়াই অনুমিত হয়। মন্দিরের প্রাচীন সর্পদেবতা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, পরে ইহা বৌদ্ধদিগের অধিকারে পড়িয়াছে, তবুও ইহার সর্প-চিহ্ন বিস্তারিত আছে।

এখানে অশোক সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনা যায়। বুদ্ধদেবের আগমন সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে একজন চীন-পরিব্রাজক এই মন্দিরের অস্তিত্বের ও সৌন্দর্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই নগরের ৭১ ক্রোশ পূর্বে পতন-ভা-ক্রোম (ব্রহ্মপত্তন) নামে এক নগরের ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে ব্রহ্মার মন্দির ছিল। ওকার নগরে ব্রহ্মপত্তনে ব্রহ্মার মন্দির ছিল, ইহা শুনিতে এখানকার হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্বের কথা বুঝা যায়।

নাথরা (পারসী) কোতুক, ছলনা, কোশলে ভুলান।

নাথরাই (পারসী) ছল করিয়া লুকান, ঠাটা করা।

নাথান্দা (পারসী) অশিক্ষিত। যে পড়িতে জানে না।

নাথুশ (পারসী) অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ, অনাস্থাদিত।

নাথুশী (পারসী) হতাশ, নিরানন্দতা, অসন্তুষ্টতা।

নাথোদা (পারসী) ১ জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ। ২ ব্যবসায়ী ব্যক্তি, মুসলমান বণিকসম্প্রদায়।

নাগ (স্কী) নগে পর্বতে তবঃ অণু ১ বঙ্গ। ২ সীসক।

পর্যায়—নাগ, মহাবল, চীন, পিট, বোগেট, সীসক।

“নাগ মহাবলং চীনং পিটং বোগেটসীসকম্।” (বৈজয়ন্ত)

রজ ও সীসক অর্থে নাগ শব্দের কোন কোন স্থলে পুন্ডিলেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির বিষয় ভাব-প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—বাহুকি কোন নাগকর্তার অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া কাম মোহিত হন। তাহাতে বাহুকির গুত্র নির্গত হয়, এই গুত্রই নাগ অর্থাৎ সীসকরূপে পরিণত হয়। ইহা মানবগণের সকল রোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

পর্যায়—সীস, ব্রহ্ম, বপ্র, বোগেট, ভুজঙ্গ ও নাগের। ইহা বঙ্গ সমুদ্র গুণদায়ক, বিশেষতঃ প্রমেহ নাশক। ইহা সেবন করিলে শত নাগের ভূল্য বল হয়, এইরূপ ইহার নাম ‘নাগ’ হইয়াছে।

ইহাতে সকল রোগ নাশ, শরীরের উপকার, অক্লান্তি, কাম ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা যত্না পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সন্তত সেবনে অভ্যাস থাকিলে দ্রুত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। রক্ত ও স্নায়ক পাকবিহীন অর্থাৎ অপোষিত হইলে তদ্বারা অতি কষ্টজন্য কুষ্ঠ, শূল, কক্ক, প্রমেহ, বাহুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগ্নকররোগ উৎপন্ন হয়।* (ভাবপ্র°)

[স্নায়ক দেখ।]

৩ সর্প। ৪ হস্তী। ৫ ঘেহ। ৬ নাগকেশর। ৭ পুরাগ। ৮ নাগকন্তক। ৯ কুন্তক। ১০ বেহুহিত বায়ুভেদ। নাগ, কুর্গ, কক্কর, দেবদত্ত ও ধনজয় পরীরের কথা এই ৫টা বায়ু আছে। যে স্থলে নাগ শব্দ সর্প ও হস্তী বাচক হইবে, সেইস্থলে এই শব্দ গুণ ও ত্রীলিঙ্গ হইবে। জাতিবাচক হেতু ত্রীলিঙ্গে ত্রীপু হইবে। (ত্রি) ১১ কুরাচাঙ্গী। ১২ তিথ্যকরূপ করণভেদ।

‘নাগঃ ন পুংসকে রক্তে নীমকে করণান্তরে।

নাগঃ পরগমাতক্কুরাচাঙ্গিঃ ত্যোয়দে ॥

নাগকেশরপুর্নগণনাগধনকমুত্তকে।

দেহানিলপ্রভেদেন স্রেষ্ঠে ভাদ্রকরে স্থিতঃ ॥’ (যেদিনী)

নাগনিগের উৎপত্তি-বিবরণ বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

ব্রহ্মা প্রথমে যখন জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই সময় প্রথমে কল্পপের উৎপত্তি হয়। ইহার কল্প নামে এক পত্নী ছিল। এই কল্পের গর্ভে মহাপরাক্রান্ত পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করে। এই সকল পুত্রের নাম অনন্ত, বাহুকি, কবল, কর্কোটক, গজ, মহাপদ, লম্ব, কুলিক ও অপরাহিত। ইহারাই কল্পপের প্রধান বংশধর, এই সকল পুত্র নাগ নামে অভিহিত। ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিতে ক্রমে জগৎ নাগপরিবাণ্ড হইয়াছিল। এই সকল নাগ অতিশয় কুটিল, তীক্ষ্ণকর্ষী ও অতিশয় বিবোধন। এই নাগগণ মনুষ্যদিগকে দর্শন করিবামাত্রই তাহারা ভয় হইত। ক্রমে নাগনিগের প্রভাবে বিষমাত্রা বহুতর প্রজাহানি হইতে লাগিল। তখন প্রজাসকল ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া কহিল, নাগগণ হইতে আপনার সৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত লোপ হইতেছে, আপনি এই তীক্ষ্ণবিবধর হইতে আমাদের রক্ষা

করুন। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া তাহারিগকে কহিলেন, তোমরা বিবর্ত হইয়া অবস্থান কর, বাহাতে তোমাদের এই তীক্ষ্ণ দূর হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি। তখন ব্রহ্মা বাহুকি প্রভৃতি নাগগণকে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সহকারে শাপ প্রদান করিলেন। তোমরা যেসকল প্রতিদিন আমার সৃষ্টি নাশ করিতেছ, সেইরূপ কল্পান্তরে স্তম্ভরূপে দাঁড়ীশে কর-প্রাপ্ত হইবে। নাগগণ ব্রহ্মার এই শাপ শুনিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া ব্রহ্মার চরণবন্দনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। ব্রহ্মা! আপনিই আমাদের কুটিল ও বিবোধন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আপনি আমাদের পৃথক স্থান নির্দেশ করিয়া দিন, আমরা সেই স্থানে স্থখে অবস্থান করিব। তখন ব্রহ্মা নাগগণকে পাতাল, বিতল ও কুন্তল এই তিন লোকে অবস্থানের আদেশ দিলেন, আর বলিলেন, বাহারা কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা সেই সকল স্থানকে তক্ষণ করিতে পার, এবং বাহারা নন্দ্রোধ ও গারুড়মণ্ডল প্রভৃতি ধারণাদি করে, তোমরা তাহারিগকে স্পর্শ ও করিতে পারিবে না। নাগগণ এইরূপে ব্রহ্মার শাপ ও প্রদান লাভ করিয়া পাতাল আশ্রয় করিয়াছিল। (বরাহপু°)

কল্পতনুরগণ মাতার আদেশে উঠেঃপ্রবাহ পুচ্ছ ককবর্ণ করিতে স্বীকার না করায়, তাহারই শাপে জনবেজের সর্পসজে নষ্ট হন। প্রায় নাগগণ শাপ প্রাপ্ত হইলে আত্মীক ইহাদিগের উদ্ধার করেন। [জনমেজয়, আত্মীক ও কল্প দেখ।]

এই নাগগণ ভূতলে রামনীয়ক (রমণক) ধীপে অবস্থান করিত। গরুড় ইহাদের জন্ত অমৃত আহরণ করিয়া স্বীয় মাতা বিনতার দাস্য মোচন করে। ইহাদের শাপে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হয়। এই নাগগণ গরুড়-আহৃত অমৃত কুশার উপর রাখিয়া দানপূজাদি করিতে গেলে, ইন্দ্রদেব এই অবসরে তাহা হরণ করেন। নাগগণ দান সমাপনান্তে আসিয়া দেখিল অমৃত অপহৃত হইয়াছে, তখন উহার বে কুশালনের উপর অমৃত রাখিয়া গিয়াছিল, সেই কুশালন অবলোহন করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের জিজ্ঞা বিখণ্ডিত হইল। সেই অবধি সর্পগণ বিজিহ্ব হইয়াছে। (ভারত)

নানা পুরাণে বহুসংখ্যক নাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান নাগের নাম দেওয়া গেল।

কথা—অকর্কর, অনিল, অপরাহিত, কবল, আপূরন,

আপ্ত, আর্ধ্যক, উগ্রক, উপনক, উবৃত্ত, এলাপত্র, কবল, কবরীর, কর্কোটক, কক্কি, কক্কর, কর্দর, কলসপোত্তক, কবাব, কাবীরক, কুহুন, কুহুর, কুজর, কুটর, কুতোদর, কুমুদ, কুমুদক, কুলক, কুলীর, কুমারক, কুহর, কুলক, টকলানক,

* ‘বৃহৎ ভোগিত্তাং রম্যাং বাহুকিঃ দুমোচ যৎ।

বীর্থাং জাতন্ততে নাগঃ সর্বরোগোপহো নৃণাম্ ॥

নাগন্ত নাগশতভূলাবলং দবাতি ব্যাধিঃ বিনাশয়তি জীবনমাতমোতি।

বহিঃ প্রতীপয়তি কামবলং ক্রমোতি দ্রুতাক্ নাগয়তি সন্ততসেবিতঃ নঃ ॥

পাকেন হীমৌ কিল বজরাণৌ কুঠানি ওদ্রাণ্ডে তথাভিকষ্টাণি।

কঙ্কঃ প্রেহানলমাব্যাপোষতগম্যাদীনী কুন্তঃ প্রুচৌ ॥’

(ভাবপ্রকাশ প্রথমভাগ°)

কোটরক, কোণপাশন, কেমক, খগ, জয়, জ্যোতিষ্ক, তিত্তিরি, দ্বিমুখ, দিলীপ, ধারণ, নন্দ, নন্দক, নিষ্ঠানথ, নিষ্ঠরিক, নীল, পদ্ম, পদ্মবয়, পিজল, পিজরক, পিঠরক, পিণ্ডারক, পুণ্ডরীক, পুষ্প, পুঞ্জাদ্রষ্ট, পূর্ণভদ্র, প্রভাকর, মণি, মণিনাগ, মণিভদ্র, মহাপদ্ম, মহোদর, মালাপিণ্ডক, মুখর, মুলাগপিণ্ডক, মুহুরপণক, মুখিকান্দ, বধিরাঙ্ক, বহুমূলক, বামন, বালিশিখ, বাহুকুণ্ড, বিমলপিণ্ডক, বিরজ, বিরস, বিখক, বিষপত্র, বিষপাণ্ডর, বিগুণ্ডি, বৃত্ত, শঙ্খ, শঙ্খপালক, শঙ্খপিণ্ড, শঙ্খমুখ, শঙ্খশিরা, শবল, শালিপিণ্ড, শিখী, শিরীষক শ্রীবহ, সম্বর্তক, সম্বৃত্ত, স্রমোনোমুখ, স্রুমুখ, স্রুরস, স্রুরামুখ, স্রুবাহ, হরিদ্রক, হলিক, হস্তিপদ, হস্তপিণ্ড, হস্তিভদ্র, হেমগুহ প্রভৃতি।

বিবিধ পুরাণে এই সকল নাগের বিবরণ ও অন্ত্য অনেক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাগদিগের মধ্যে অনন্ত, বাহুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কটিক ও শঙ্খ এই আটটি নাগ অষ্টনাগ নামে অভিহিত, ইহারা নাগদিগের মধ্যে প্রধান। মনসার পূজাকালে এই অষ্টনাগের পূজা করিতে হয়।

কমল ও অম্বতর নাগ এই দুইজন সরস্বতীর বরে সপ্তম্বর, রাগ, মূর্ছনা প্রভৃতি সঙ্গীতাদি সকল জানিতে পারিয়াছিল। (মার্কণ্ডেয়পুং)

কালিয়বংশজাত নাগ হনন করিলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাতক হয়। যদি কেহ কালিয়পাদপদ্ম-চিহ্নস্থানে দণ্ডাঘাত করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়, তাহার গৃহ হইতে অচিরে লক্ষী পলায়ন করেন।

“মহাশক্তাতান্ সর্পাংশ্চ হস্তি যো মানবান্থমঃ।

ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবিতা তন্ত্ৰ নিশ্চিতম্॥

মদপাদপদ্মচিহ্নে যঃ করোতি দণ্ডাত্তানম্।

দ্বিগুণং ব্রহ্মহত্যয়া ভবিতা তন্ত্ৰ কিমিষম্॥

লক্ষ্মীধাত্ততি তদগোহাৎ শাপং দত্ত্বা স্তদাক্রণং।

বংশারবণসাং হানির্ভবিতা তস্য নিশ্চিতম্॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণজং ১৯ অ°)

বাহুকি প্রভৃতি নাগ মহাদেবের ভূষণ, অর্থাৎ এই সকল নাগগণকে মহাদেব অলঙ্কার স্বরূপ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

“বাহুক্যাদ্যাশ্চ বে সর্পা যথাহানক তে হরম্।

ভূষাণকুরুকণ্য শিল্পো বাহ্বাদিষু ভ্রতম্॥”(কালিকাপুং ১৮ অ°)

নৃত্য গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলে নাগজন্ম দেখিতে হয়। নাগগুচ্চি না দেখিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিলে নানাবিধ অনিষ্ট হইয়া থাকে। [নাগগুচ্চি দেখ।] ১৩ দেশভেদে। ১৪ গর্ভতবিশেষ। (ভারত)

“শঙ্খকোটোহথ স্বভক্তো হনো নাগন্তথাপরঃ।

কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাতলাঃ॥” (বিষ্ণুপুং ২৫/২৮)

১৫ জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ। এই করণ, যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্যে শুভ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এই করণে জাত বালক কুশীল, বহুগণের প্রতি বিধি ও ভগ্ন সদৃশ হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্র°)

১৬ রাজবংশবিশেষ। [নাগবংশ দেখ।]

নাগ, জনৈক বৈয়াকরণ। শ্রীকৃষ্ণচরিতে ইহার প্রসঙ্গ আছে।

নাগক (পুং) কান্ধীরের একজন রাজা। (রাজতরং ৮/১৩২৫)

নাগকন্দ (পুং) নাগইব কন্দং মূলং যস্য। হস্তিকন্দ। (রাজনি°)

নাগকন্দ, (নরকন্দ) পঞ্জাবের মধ্যে কুমারসেন রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিপথ। হাতু শিখরের উত্তরপশ্চিমমুখে এই পথ ৩১° ১৫ উঃ অক্ষাংশে ও ৭১° ৩১' পূঃ দ্রাঘিমায়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০১৬ ফিট উচ্চে অবস্থিত। সিমলাযাত্রী অনেকেরই চিরতুষারাবৃত পর্বতমালায় স্নান দৃষ্টাবলী দেখিবার জন্য এই পথ দিয়া যাত্রায়ত করে। এখানে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটা ভাল ডাক-বাংলা আছে।

নাগকন্যকা (স্ত্রী) নাগানাং কন্যকা ৬তং। সর্পদিগের ভগিনী।

নাগকর্ণ (পুং) নাগস্য গজস্য কর্ণঃ তদাকারঃ পাত্রেহস্য। ১ রক্ত এরণ্ডবৃক্ষ, লাল ভেরাণ্ডা। ২ হস্তিকর্ণ পলাশবৃক্ষ।

নাগকিঞ্জক (স্ত্রী) নাগস্যেব কিঞ্জকো যস্য। নাগকেশর পুষ্প।

নাগকুমারিকা (স্ত্রী) নাগস্য কুমারীক-কন্-টাণ্ পূর্ণং ব্রহ্মচ। ১ গুড়ুচী, চলিত গুলঞ্চ। ২ মঞ্জিষ্ঠা।

নাগকেশর (পুং) নাগস্যেব কেশরো যস্য। নাগেশ্বর, পর্যায়—চাম্পয়, কেশর, কাঞ্চনাছব, কেসর, নাগকেশর, কিঞ্জক, নাগকিঞ্জক, নাগীর, কাঞ্চন, স্রবর্ণ, হেমকিঞ্জক, কল্প, হেম, পিজর, ফণিকেশর, পন্নকেশর। ইহার পুষ্পের গুণ—অন্ন উষ্ণ, লঘু, তিক্ত, কষ, বস্তি, বাত আমর, কণ্ঠ ও শীর্ষ-রোগনাশক। (রাজনি°) যখন এই সকল শব্দ স্ত্রীবলিঙ্গ হয়, তখন নাগকেশর পুষ্প বুঝাইবে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে ইহার সাধারণ নাম মেসুয়া (Mesua)। ইহার কাষ্ঠ অতি কঠিন, রক্তাভ ও গুরু। ভারতবর্ষে ইহাই সোহকাঠ (Iron-wood) বলিয়া কথিত। সিংহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যের জন্য ইহার কাষ্ঠ বহুল ব্যবহৃত হয়। কাঠুরীরাগণ এই গাছ কাটিতে বড় সন্মত হয় না, কারণ ইহা কাটিতে তাহাদের কুঠারের ধার এক বারে ভাঙ্গিয়া যায় এবং বখেটে বলের প্রয়োজন হয়। ইহার বিভিন্ন নাম নাগকেশর, না-বাস (হিন্দী ও পারস্য), অলপবর, নাগকেশর ও নাগটাণা (বাংলা ও উড়িয়া), নাহোর (আফগান),

নাগচম্পা, মোরলা চম্পা (বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র), নাজালমালা, নাজাল, শিকনাগল্প, নাগনাগ (তামিল); নাগকেশর, গজ-পুষ্প (তেলগু), নাগসম্পি (কনাড়ী), কেশ্রচম্পগ, বেলু ও চম্পকম (মলয়), কেইকো (মগ), কেদু (ব্রহ্ম), না-দেমনো, না-গাহা (সিংহল)।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে বৈজ্ঞানিক স্থান স্থান প্রভেদ ধরিয়া ইহার কর্ণটা ভেদ আছে,—১ Mesua ferrea (সাধারণ নাগেশ্বর) ২ M. speciosa (নেপাল ও সিংহলে জন্মে), ৩ M. coromondeliana (দক্ষিণাত্যে জন্মে, ইহার পত্র পুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়), ৪ M. Roxburghii (প্রকৃত Iron-wood), ৫ M. Salicina, ৬ M. Walkeriana. ৭ M. Pulchella. ৮ M. Sclerophylla. ও ৯ M. Nagana ইহার অনেকগুলি নামই আবার পর্যায় নামরূপে ব্যবহৃত।

ইহা চিরহরিৎ বৃক্ষ। অধিকাংশ পার্শ্বভাষ্য প্রদেশেই জন্মে। পূর্ব বাঙ্গালার পর্বতে, হিমালয়ের পূর্বাংশে, আসাম, ব্রহ্ম, দক্ষিণাত্য, সিংহল ও আন্দামান দ্বীপে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে ইহার ফুল কোটে। ইহার গন্ধ অতি সুন্দর। প্রতি ফলে ২০টা বীজ থাকে, ফল পাকিলে কাটির বীজ পড়িয়া যায়। বীজ হইতে তৈল হয়, উহা চর্মগীড়ার উপকারী। শুষ্ক ফুলে ছর্দি ও কাশির উপকার হয়। কাঁচা ফল হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত আঠা নির্গত হয়।

রং—নাগকেশর ফুল হইতে ভারতবর্ষে একপ্রকার রং হয়। উহাতে রেশম রং করে।

তৈল—সিংহলে ইহার বীজ হইতে এক প্রকার ঘন তৈল বাহির করে। এই তৈলে তথায় দীপ জালা হয় এবং ইহা ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। উত্তর কানাড়ার বাতরোগে ঐ তৈল মর্দন করে। তৈল গাঢ় পীতবর্ণ। কানাড়ার ইহার দর প্রতি মণ ৪ টাকা।

ঔষধ—কবিরাজেরা অনেক ঔষধে এই ফুল ব্যবহার করেন। অনেকস্থলে ঔষধ স্নগন্ধ করিবার জন্যই দেওয়া হয়। ইহা স্কেচক। পাকশয়ঘটিত রোগে ব্যবহৃত হয়। পিপাসা ও অধিক ঘর্ষেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাখন ও চিনির সহিত এই ফুল বাটির রক্তশ্রাবী অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে বা হাতপায়ের আঙ্গুল হাতে পায়ের প্রলেপ দিলে উপকার হয়। সর্পবিষে ইহার ফুল ও পাতার রসে উপকার দর্শে।

আঠা—ইহার কাঁচা কচি ফল হইতে তৈলাক্ত আঠা অধিক পাওয়া যায়। এই আঠা তর্পিন তৈলের সহিত মিলাইয়া এক প্রকার বার্ষিক প্রস্তুত হয়। শিকড় ও ছাল হইতে ঔষুপ অর্থাৎ পাওয়া যায়। ইহা কাঁচা ফলে মিশে না, সিদ্ধ করিলে মিশিয়া যায়। ঘেনকোল নামক পরিষ্কৃত স্রাব্য পদার্থ।

দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও উত্তর বাঙ্গালার ইহার ফলের খোলার তৈল পচা ঘারে বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খোল, পাঁচড়া ও চর্মরোগে ইহা মর্দন করিলে বিশেষ ফল হয়। বীজের তৈল বাতরোগে মর্দন করা যায়। ইহার ছাল ও শিকড়ের কাথ, দীর্ঘকালের রোগের রোগ সারিয়া গেলেও যে দোর্বল্য থাকে, সেই দোর্বল্যে প্রযুক্ত হয়। এই কাথ তিক্তাবাদ। ইহার ফল অনেক যায়।

ইহার মধ্যস্থ সারকাঠ রীতিমত সিদ্ধ করিয়া লইলে ইহাতে উই লাগে না, এবং কেবল হাত দিয়া ঘসিলেই উত্তম পালিস হয়।

ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর। শাদা শাদা বড় বড় ফুল ধরিলে আরও শোভা হয়। ঘন পাতা হয় বলিয়া ইহার গাছে খুব ছায়া হয়। বাগানে ও বাড়ীর নিকটে এই জন্ত অনেক ইহা আগ্রহ করিয়া লাগায়। আসামী গ্রীষ্মকালে ইহার পুষ্পগুচ্ছ ও কচিপাতা বোঁপার পরিধান করে। আসামের সীমান্তবর্তী গ্রীষ্মকাল উভয়েই এই ফলের গুচ্ছ কাণের ছিদ্রে ধারণ করে।

ইহার সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধের জন্ত সংকৃত কবিরাম কাম-দেবের পঞ্চসরের মধ্যে ইহাকেও একটা শর বলিয়া গণ্য করেন। নাগকোবিল, তামিল প্রদেশের নাগপুঞ্জাবিশেষ। মহুরার নিকটবর্তী বেগৈ নদীতীরে সর্পমন্দিরে এই উৎসবে কিছু ধূম হয় ও বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। [নাগপুঞ্জ দেখ।]

নাগক্ষত্রিয়, [নাগবংশ দেখ।]

নাগক্ষেত্র, [নাগাক্ষর দেখ।]

নাগগন্ধা (স্ত্রী) নাগস্ত গন্ধইব গন্ধো যন্তাঃ। নাকুলীকন্দ, চলিত নাই।

নাগগর্ভ (স্ত্রী) নাগঃ কৌলকং গর্ভ উৎপত্তিকারণং যন্ত। সিন্দুর। (রাজনি°)

নাগচন্দ্র, জনৈক কনাড়ী জৈনগ্রন্থকার। ইহার প্রণীত ১০২ কাণ্ড পরিমিত জিনভোজ বিখ্যাত।

নাগচূড় (পুং) নাগঃ সর্পঃ চূড়ারং যন্ত। শিব, মহাদেব।

নাগচ্ছত্রো (স্ত্রী) নাগস্ত ফণেব ছত্রং ছাদনং পত্রে যন্তাঃ। নাগদত্তী। (রাজনি°)

নাগজ (স্ত্রী), নাগাং সীসকাং জায়তে জন-ড। ১ সিন্দুর। ২ রজ। (জি) ৩ নাগজাত মাত্র, সর্পগজ মাত্র।

নাগজম্বু (স্ত্রী) ভূমিলম্বু, ভূইজাম।

নাগজিহ্বা (স্ত্রী) নাগস্ত সর্পস্ত জিহ্বেব। ১ শারিবা, চলিত অনন্তমূল। ২ স্বর্ণকীরা। [শারিবা দেখ।]

নাগজিহ্বিকা (স্ত্রী) নাগস্ত জিহ্বেব রক্ততা যন্তা, রক্ত, টাপি অন্ত ইৎ। মলশিলা (Red arsenic)।

“মনঃশিলা মনোশুভা মনোহা নাগজিহ্বিকা।

নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিবোষধিঃ শ্রুতা ॥” (ভাবপ্র°)

নাগজীবন (ক্লী) নাগঃ সীসকং জীবনং যন্ত। রক্ত, রাং। (হেম)

নাগকারি, উজ্জয়িনীর পঞ্চকোশের মধ্যে এক ক্ষুদ্র নদী।

নাগতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

নাগভূর, মাজ্জারের কর্ণুল জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম।

চলিত কথায় ইহাকে ‘নাগভূর’ বলে। এখানে অতি প্রাচীন চারিটা মন্দির আছে।

নাগন্তর, গঙ্গবংশীয় এডেপ্পরস বা এডেপ্প নামক সম্রাটের একজন সেনাপতি। বীরমহেন্দ্র নামক জনৈক রাজার সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার সেনাপতি অব্যাপদেবের সহিত নাগন্তর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে অব্যাপদেব বিনষ্ট হন। সম্রাট এই কার্যে ক্রীত হইয়া ইহাকে নাগন্তর ভট্ট উপাধি ও বেমপুর প্রভৃতি ষাটখানি গ্রাম প্রদান করেন। এই ষাটখানি গ্রামই এখনকার কলনাড় জেলার প্রধানাংশ।

নাগদ, অংহিলবাড়ের রাণা বিশালদেবের জনৈক মন্ত্রী, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

নাগদত্ত, গুপ্তবংশীয় মহারাজ-সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক জনৈক রাজা। ইনি আখ্যাবর্তের মধ্যে রাজত্ব করিতেন ও সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন।

নাগদত্ত, রাষ্ট্রকূটরাজবংশের একশাখা পুরাট বা পুরাড়ু নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। কাশ্যপরাদ্বৈবর্ষী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাগদত্ত ইহারই পুত্র। [পুরাড়ু দেখ।]

নাগদন্ত (পুং) নাগন্ত গজন্ত দন্তঃ। ১ হস্তিদন্ত। নাগদন্তঃ সাধনদেনাস্ত্যস্তেতি অচ্। ২ গৃহান্তর্গত দাঁত, দাড়িয়া বা দাঁড়া।

নাগদন্তক (পুং) নাগদন্ত স্বার্থে কন্। ১ হস্তিদন্ত। নাগদন্তেন কায়তীতি কৈ-ক। ২ ভিত্তিগুরুষয়, নিয়ূহ।

নাগদন্তিকা (স্ত্রী) নাগন্ত সর্পস্ত দন্তইব পীড়াদায়কং পত্রং যন্তাঃ, কাপি অত ইত্য়। বৃন্দিকালী, চলিত বিছুটা। (Tragia Involucrata.) [বিছুটা দেখ।]

নাগদন্তী (স্ত্রী) নাগন্ত গজন্ত দন্তইব কলাস্তাকারে যন্তাঃ, ভীষ। ১ কুস্তাধ্য ওষধি। ২ ক্রীহস্তিনী, চলিত হাতিওঁড়া, পর্যায়—বিশল্যা, পর্কপুন্দ্রী, বিবোষধি, গুরুপুন্দ্রা, ইভ-দন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদুতিকা, ধ্বতপুন্দ্রা, মধুপুন্দ্রা, বিশো-ধিনী, নাগফোতা, বিশালাকী, নাগজত্রা, বিচক্ষণা, সর্প-পুন্দ্রী, গুরুপুন্দ্রী, বাছকা, শতদন্তিকা, সিতপুন্দ্রী, সর্পদণ্ডী, নাগিনী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রক্ত, বাত, কফ, গুল্ম, পুল, উদররোগ ও কঠদোষনাশক। (রাজনি°)

নাগদময়ী (স্ত্রী) মনোগো দম্যভেদনয়া দম-লুট্-ভীপ্। ক্ষুদ্র কুপ-

বিশেষ। পশ্চিমদেশে নাগদৌনী, বঙ্গে বলা। সংস্কৃত পর্যায়—জম্বু, জাম্ববতী, বলা, নাগাহ্বা, দমনী, নাগগন্ধা, বুদ্ধা, রক্তপুন্দ্রা, জাম্ববী, মোটা, বিবাপহা, নাগপুন্দ্রী, নাগপত্রা, মহাবোগেশ্বরী, মলারী, চুসহা, চুর্কবা। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, হালকা, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ, ব্রণ ও সর্কগ্রহদোষ প্রভৃতি নাশক এবং সর্কগ্রহ জর, ধন ও ভ্রমতি-প্রদায়ক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

নাগদলা, ব্রহ্ম, বঙ্গ, সিংহল ও মলবার-দেশীয় বৃক্ষ বিশেষ। বাল্যলার ইহাকে পোত্তর বা পুত্তর বলে। পত্তকাঠ নামে ইহার কাঠবিক্রীত হয়। ইহার কাঠ অতি কঠিন। ব্রহ্মদেশে ইহার শাখার ও শুঁড়িতে ঘরের খুঁটি, বস্ত্রাদির বাঁট, হাতল, গাড়ীর চাকার পাখি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। স্থলরবনে এই গাছ বিস্তর জন্মে। ইহাতে নৌকা প্রস্তুত হয়। শালকাঠ অপেক্ষা জলে ইহা অনেক দিন থাকে, শীঘ্র পচে না। ইহার কাঠ শাদা, তবে বাতাস লাগিয়া নীলাভ রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ইহার বীজের তৈলে স্থানীয় লোকেরা দীপ জ্বালে এবং মাখায় মাখে। গ্রীষ্মদেশে তরল থাকে। ইহার ছালের রস অতি তিক্ত, কিন্তু অত্যন্ত সঙ্কোচক। মলয়দেশে ওলাউঠা, পাকাশয়ঘটিত বেদনা, ও উদরাময়াদিতে সঙ্কোচরূপে ব্যবহার করে।

নাগদলোপম (ক্লী) নাগদলস্ত তাম্বুল্য উপমা যত্। পরুষফল। পশ্চিমদেশে ফালসা, বঙ্গে ফলসা কহে। পর্যায়—অন্নাসি, পরুষক, মুহুরফল, পরাপর, পরুষ, নীলচর্ম, গিরিপিলু, পারাবত, নীলমণ্ডল। ইহার অপকগুণ উষ্ণ, অন্ন, পিত্তকর ও লঘু। পকগুণ—মধুর, পাকে লীতল, বিষ্টভী, ধাতুবর্দ্ধক, জদয়ের হিতকারক, পিপাসা, পিত্ত, দাহ, রক্ত, অরক্ষয়, ক্ষত, বিসর্প ও বাতনাশক। (ভাবপ্র°)

নাগদান (পারসী) বৃক্ষবিশেষ। (Artemisia vulgaris) [নাগদোলা দেখ।]

নাগদাস, দীপবংশস্থ জনৈক রাজা। ইহার রাজত্বের দশমবর্ষ অতীত হইলে অর্থাৎ বুদ্ধনির্বাণের ৫৮ বৎসর পরে স্থবির শৌণক উপসম্পাদা লাভ করেন।

নাগদেব, ১ অংহলবাড়ের চালুক্যরাজবংশের আদিপুরুষ মূল-রাজের এক পৌত্র। ইনি ১০১০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ২ জনৈক শাস্ত্রগ্রন্থকার, ইহার প্রণীত আচারদীপিকা ও নির্ণয়তত্ত্ব নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে। ৩ চিত্ত-সন্তোষত্রিংশিক-প্রণেতা। ৪ ত্রিবিক্রমভট্টপ্রণীত দয়মজীকথা নামক চম্পু-কাব্যের চীকার। ৫ জনৈক জ্যোতিষিক গ্রন্থকার, ইহার প্রণীত “প্রথিততিথিনির্ণয়,” “মুহূর্ত্ত-দীপক,” “মুহূর্ত্ত-নির্দি,”

“রত্নদীপক,” “সংক্রান্তি-কল” ও “হোরাশ্রীপ” নামক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ৬ গুরুজন নামক স্থানের গণপতি-বংশীয় শেখ রাজা। ইহার নামান্তর বিনায়ক। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী-রাজের সহিত নাগদেবের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইনি বিনষ্ট হন।

নাগদেব ভট্ট, ১ আচারদীপ নামক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণেতা। আচারদীপ ও নির্ণয়-তত্ত্বকারপ্রণীত আচারদীপিকা, এক গ্রন্থ কিনা তাহা জানা যায় নাই।

নাগদোনা, নাগদমনী, একপ্রকার কণ্টকীযুক্ত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-শাস্ত্রমতে *Artemisia Vulgaris*। ইহার স্থানভেদে নাম বহু, —নাগদোনা (বাঙ্গালা), নাগদোনা, মাজতরি, মাশুর (হিন্দী), ততোয়, বাজির, তর্থা (পঞ্জাবী), বুই মাদরাণ, অকমুনতিন (পঞ্জাবী বাজারে এই নামে ইহার ক্রয় বিক্রয় হয়), তিতা পাত (নেপাল), নাগদমনী, গ্রীষ্মপর্ণী (সংস্কৃত)। মাদ্রাজে নাগদোনা বা নাগদমনী এবং গ্রীষ্মপর্ণীতে প্রভেদ আছে। সেখানে নাগদোনাকে মারিকুম্ব (তামিল), দবনাল (তেলুগু ও কর্ণাটা) বলে। ইহাকেই আরবী ও পারসীতে মার্জানজোস বলে। এতদ্বির বাহা গ্রীষ্মপর্ণী তাহাকে তামিল, তেলুগু ও কর্ণাটা প্রভৃতি মাদ্রাজী ভাষায় মচি-পত্তরি, আরবী ও পারসীতে অকমুনতাইন-হিন্দী নামে কথিত হয়। ইংরাজীতে চলিত কথায় ইহাকে Worm-wood বলে। পশ্চিম হিমালয়, খসিয়া পাহাড়, মগপুর ও উত্তর ব্রহ্মের পর্বতে ইহা বিস্তারিত জন্মে। ইহা অত্যন্ত বিস্তারিতল গুল্ম। কাটিয়া কেলিলেও অতি অল্পদিনেই ইহার ঝোপ আবার পূর্ববৎ বাড়িয়া উঠে। সমোক্ষমণ্ডলে, যুরোপ, এশিয়া, ছাম, যবদীপ প্রভৃতি স্থানেও ইহা জন্মে।

ইহার গাছ লম্বা হয়। গাছের সর্বত্রই কাঁটা হয়। গুঁড়ির গারেও পাতা জন্মে। পাতা একটু বড় বড় এবং তিক্তাঙ্গ।

নাগদোনার ভেষজ-গুণ আছে। উদরাময় রোগে ও পুষ্টির নিমিত্ত ইহা প্রযুক্ত হয়। ইহা জরায়। কচি ডাল ও পাতা চূর্ণলতাসংযুক্ত খাসপীড়ায় ব্যবহৃত হয়। অবিরাম জরে সিঙ্কোনার পরিবর্তে কেহ কেহ নাগদোনা প্রয়োগ করেন। শিওরোগেই ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায়। নাগদোনার ও গুয়েবাবলার শিকড় বালক বালিকার অঙ্গে রাখিলে, তাহাদের প্রতি অপদেবতার দৃষ্টি পড়েনা বলিয়া এদেশীয় স্ত্রীলোকের দৃঢ় ধারণা। বৈজ্ঞক ঔষধে ইহা পুরাতন ঋতাদিতে এবং চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

নাগদোনার গাছ পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায়, তাহা হৃদয় সারকপে ব্যবহৃত হয়।

নাগদোনার শাভার কাপড়ের ও পুস্তকাদির পোকা মরিয়া যায় বলিয়া, অনেক কাপড়াদির সহিত ইহা রাখিয়া দেয়।

বাইবেলে নাগদোনা হুর্দপার চিহ্ন বলিয়া বহুস্থলে উল্লিখিত আছে। নাগদোনার একটু সুগন্ধ আছে।

নাগদ্রুহা, উজ্জয়িনীর অন্তর্গত নাগঝারি নদীর নামান্তর।

নাগদ্রুম (পুং) মনসাগাছ, সিজগাছ। (*Euphorbia*) [মনসা দেখ।]

নাগদ্বীপ, বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন নয়টি ভাগের একভাগের নাম। সিংহলদ্বীপের এক অংশ।

“পার্শ্ব শশত মে বর্ষে উক্তে মে দক্ষিণোত্তরে।

কর্ণো তু নাগদ্বীপস্ত কল্পদ্বীপ এব চ ॥” (ভারত ভীঃ ৩ অঃ)

নাগধ্বনি, মিশ্ররাগিণীবিশেষ। মন্ডার ও কেনারা বা সুরা কিংবা কানড়া ও সারঙ্গযোগে উৎপন্ন। স্বরগ্রাম—

“নি সা ঋ গ ম প ০ ০ ০ ১।” (ধ্রুনিমজ্জরী সঙ্গীতরং)

মতান্তরে ইহা টঙ্কারসম্ভব, রি-প বর্জিত। ইহার গ্রহাংশভাস বড় জ এবং দিব্যভাগে বীররসে গের। স্বরগ্রাম—

“স ০ গ ম ০ ধ নি সা ০ ০ ১।”

ইহার মুষ্টি—

“নাগধ্বনিসমায়ুক্তো জ্যোতাঃ হিঙ্গুলসমিতঃ।

সিতবাসাঃ স্বধকরো যুবা গজকুলোদ্ভবঃ ॥” (সঙ্গীতসারসং)

নাগধ্বনিকানাদা, মিশ্ররাগবিশেষ। ইহা অষ্টাদশ কানড়ার একটি। সূতরাং কানড়ার সময় অর্থাৎ রাত্রি ১১ দণ্ড হইতে ১৫ মধ্যে গের। ইহা কানড়া ও সারঙ্গযোগে উৎপন্ন।

স্বরগ্রাম—নি সা ঋ গ ম প ০। (সঙ্গীতরং)

নাগনক্ষত্র (স্ত্রী) নাগাধিষ্ঠিত নক্ষত্রম্। অশ্লেষানক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিপতি নাগ।

নাগনদী, বিহারপ্রদেশের দক্ষিণে রামটেকের নিকটবর্তী বজ্রমধ্যগা নদী বিশেষ। ইহার তীরে কো-গ্রাম। তথায় কীর্তি নামে রাজা ছিলেন, তাহাকে ভীম জয় করেন। (বিধিকর-প্রকাশে চেদিদেশবর্ণন অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোক।)

নাগনল, ককাজেলার বাপতলা তালুকের অন্তর্গত একখানি গ্রাম। এখানে ৩০০ বৎসরের প্রাচীন দুইটা মন্দির আছে, তাহাতে অপরিহার্য খোদিতলিপি আছে।

নাগনাথ (পুং) নাগানাং নাথঃ ৬৩২। নাগদিগের অধিপতি।

নাগনামনু (পুং) নাগান্ নাময়তি নামি-কালন্। তুলসী।

(নৈমিষ্ট্যপ্রকাশ)

নাগনায়ক (পুং) নাগানাং নায়কঃ ৬৩২। নাগদিগের নায়ক, প্রধান নাগ।

“অনন্তো বাহুকি পদ্মো মহাপদ্মোহপি ভক্তকঃ।

কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যাদৌ নাগনায়কঃ ॥” (জিকাও)

অনন্ত, বাহুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কর্কোট, কুলিক ও শঙ্খ এই ৮টা অষ্টনাগ নামে অভিহিত। ইহারা ই নাগদিগের নায়ক অর্থাৎ প্রধান। এই অষ্টনাগেরই পূজা করিতে হয়।

নাগনাথ, ১ গণিতভট্টাচার্য্যপ্রণেতা লক্ষ্মীদাসের প্রতি-
পালক। ২ পর্শ্বপ্রদীপ নামক জ্যোতিবগ্রহপ্রণেতা। ৩
মাঘবকরের নিদানের “নিদানপ্রদীপ” নামক টীকাকার। ইনি
কৃষ্ণ-পণ্ডিতের পুত্র ও যোগচক্রিকাপ্রণেতা লক্ষ্মণের গুরু।

নাগনায়ক, পুণা প্রদেশে যখন দেবগিরি-বাদবগণের অধীনে ছিল
তখন মরাঠী বা কোলি জাতীয় সর্দারেরা এ দেশের
অনেক স্থলে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে সিংহ-
গড় নামক স্থানে নাগনায়ক নামে একজন প্রবল প্রতাপ
কোলিসর্দার ছিল।

নাগনাসা (জী) হতিগুণ্ড, হাতিশূড়া।

নাগনিযুহ (পুং) নাগইব নিযুহঃ। নাগদন্ত।

নাগনুর, বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার বঙ্গাপুরের নিকটবর্তী
একটা হ্রদ। ইহাতে একটা বাঁধ আছে। উহা ৩৪০০ ফিট লম্বা।
জলের চারিদিকে পাথরের পোক্ত প্রাচীরে সুরক্ষিত। এই
বাঁধের উপরে ২৪ ফিট চওড়া রাস্তা। হ্রদটা বড় গভীর নহে।
বর্ষার পর ছয়াস জল থাকে, তাহার পর শুকাইয়া যায়। এই
হ্রদ ঠিক হ্রদ নহে, বাঙ্গালাদেশীয় বড় বিলের স্থায়।

নাগপঞ্চমী (জী) নাগপ্রিয়া পঞ্চমী, বা নাগপূজাং পঞ্চমী।
আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী। এই পঞ্চমীতিথিতে মনসা ও
নাগপূজা করিতে হয়, এই জন্ত এই পঞ্চমীর নাম নাগপঞ্চমী।

“জুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাক্ষনে।

পূজয়েন্মনসাংদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্ ॥

পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবঃ সর্করনস্তরম্।

পঞ্চম্যাংসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বিষ্ণুর শরনে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে সিজহুক স্থাপন করিয়া
মনসা ও নাগপূজা করিতে হয়। মনসাদেবীকে পূজা ও নমস্কার
করিলে সর্পভয় থাকে না। এই পূজাতে দ্বত ও দুধ নৈবেদ্য
দিতে হয়।

“দেবীং সম্পূজ্য নস্তা চ ন সর্পভয়মাশুয়াং।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননস্তাদ্যান্ মহোরগান্ ॥

স্বীরং সপ্তিষ্ঠ নৈবেদ্যাং দেয়ং সর্পবিষাপহম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

এই দিনে নিজ গৃহে নিষপত্র স্থাপন করিবে এবং ব্রাহ্মণ ও
ব্রহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহা ভক্ষণ করিবে।

“পিচুমর্দন্ত পত্রাণি স্থাপয়েত্তবনোদরে।

স্বয়ংকপি তদ্রীয়াং ব্রাহ্মণাংকৈব ভোজয়েৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, পঞ্চমী তিথিতে নাগগণ ব্রাহ্মণ

শাপ ও প্রসাদ লাভ করে, এই জন্ত পঞ্চমী তিথি ইহাদের
অতিশয় প্রিয়। এই তিথিতে দুধবারা নাগদিগকে দান করাইলে
আর সর্পভয় থাকে না। নাগপঞ্চমীদিনে অনন্ত, বাহুকি, পদ্ম,
মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কোট ও শঙ্খ এই অষ্টনাগের পূজা
করিতে হয়, এই অষ্টনাগ ভিন্ন আরও কতকগুলি নাগের
নামোল্লেখ তিথিতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শেব, পদ্ম, মহাপদ্ম, কুলিক, শঙ্খপালক, বাহুকি, তক্ষক,
কালির, মণিভদ্রক, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়।
(গরুড়পুরাণে) অনন্ত, বাহুকি, শঙ্খ, পদ্ম, কবল, কর্কোটক,
ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খ, কালির, তক্ষক, পিঙ্গল ও মণিভদ্রক এই সকল
নাগপূজা করিলে দষ্টমুক্ত অর্থাৎ প্রথমে দংশিত পরে মুক্ত
হইয়া স্বর্গলাভ হয়।

“শেবঃ পদ্মো মহাপদ্মঃ কুলিকঃ শঙ্খপালকঃ।

বাহুকিন্তক্ষকশৈব কালিরো মণিভদ্রকঃ ॥

ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ো।

গরুড়েশপি —

অনন্তঃ বাহুকিং শঙ্খং পদ্মং কবলমেব চ।

তথা কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রক শঙ্খকম্ ॥

কালিং তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মণিভদ্রকম্।

যজ্ঞভানসিতারাগান্ দষ্টমুক্তোদিবং ব্রজেৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই ব্রত আচরিত হয়। জীলোকেই
এই ব্রত করিয়া থাকে। অজ্ঞাত জী-ব্রতের স্থায় নাগপঞ্চমী
ব্রতেরও জী-স্বলভ ব্রত কথা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,
বাঙ্গালী জীরা যেক্ষণ কথা কহিয়া থাকে, বোম্বাইয়ের
প্রভু-কায়স্থ রমণীরা নাগপঞ্চমীর ব্রতকথা প্রায় ঠিক সেইরূপই
বলে। এ স্থলে প্রভুকায়স্থরমণীগণের কথিত উপাখ্যানটী
সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল;—

ব্রতের দিন প্রভুরমণীরা একখানি কাঠের চৌকিতে চন্দন বা
সিন্দূর দিয়া ৯টা সর্প-চিত্র অঙ্কিত করে। ইহার মধ্যে ছইটা বড়,
আর সাতটা ছোট। ইহাদের পাদমূলে আর একটা লাঙুলহীন
সুদৃঢ় সর্প আঁকে। তাহার নিকটেই দীপহস্তা এক জীমূর্খিও
আঁকে। তাহার পার্শ্বে একখানি প্রস্তরখণ্ড এবং একটা সর্প-
বিবরণও আঁকা হয়। বিবাহিতা রমণীরা প্রত্যেকে একে একে
এই সর্প-চিত্রাবলীর উপর ভাঙ্গা শস্য, কলাই, কলার টুকরা,
ফুটির টুকরা ও নারিকেলের টুকরা প্রদান করে। পাতার
ঠোঙায় করিয়া দুধ দেয়। তাহার পর ফুল চন্দন সিন্দূর দিয়া
পূজা করে। পূজার পর সকলে মিলিয়া সর্পের নিকট
পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও সর্প কর্তৃক অনিষ্ট না হয় এবং
বাড়ীতে সর্প-ভয় না থাকে এই বর প্রার্থনা করে। তাহার

পর গৃহিণী, কল্পা বধু প্রভৃতিকে একত্র করিয়া ব্রতের কথা কহিতে বলেন। কথা এইরূপ,—

এক মণ্ডলের সাতটা পুত্রবধু ছিল। ছোট বউটির বাপ মা ছিল না, সুতরাং বাড়ীর সমস্ত কাজ কর্ম সকলে তাহাকে দিরাই করাইত এবং পাঁচ জনের আহাারাবশিষ্ট অন্নাদি খাইতে দিত। এক দিন পুকুরবাটে সাতটা বউ নান করিতে গেল। বড় ছয়টা বউ পিতৃমাতৃহীনা সমুদায় বধুকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, আমাদের বাপ ভাই আছে, তাহারা আমাদিসকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

ছোট বউটা এই সকল শুনিয়া দুঃখান করিয়া রহিল। যেখানে তাহারা এই সকল কথা কহিতে ছিল, তাহার নিকটেই এক সর্পবিবর ছিল। এই বিবরবাসী সর্প ও সর্পী তখন বিবর-মুখে থাকিয়া উহাদের সমস্ত কথা শুনি। সর্পী তখন গভীর্ণ। সর্প বলিল, তোমার এই অবস্থার সেবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক, এই পিতৃমাতৃহীনা মনুষ্যকন্ডাকে আমি লইয়া আসি। আমি ইহার ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব এবং তোমার প্রেসবকাল পর্যন্ত এখানে রাখিয়া পরে পাঠাইয়া দিব। সর্পী সম্মত হইলে এক দিন অপরাহ্নে ঐ ছোট বউটা গোরু চরাইতে আসিলে সর্প এক দিব্য যুবক মূর্তি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, ভগ্নি! আমি তোমার ভাই, দূরদেশে ছিলাম, সুতরাং এত দিন তোমার তত্ত্ব লইতে পারি নাই। তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন আমি বিদেশে গিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি আমার কখন দেখ নাই। বাহা হউক এক দিন আমি তোমার খণ্ডর বাড়ী গিয়া তোমার লইয়া আসিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। একদিন বাড়ীর সকলের খাওয়া হইয়া গেলে পাত্রাবশিষ্ট অন্নাদি উঠাইয়া রাখিয়া ছোট বউ বাসন মাজিতে ও নান করিতে গেল। ইতিমধ্যে পুরোঁক সর্পী আসিয়া সেই অন্নাদি আহাার করিয়া ফেলে। ছোট বউ নান করিয়া আসিয়া দেখে, তাহার আহাার্য উচ্ছিন্ন অন্ন করটীও কে খাইয়া গিয়াছে, তখন সে ভোক্তাকে গালি না দিয়া বলিল, আহা কাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল, কে খাইয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষুধা শীতল হউক। সর্পী এইরূপ সম্ভদরতার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া সেইদিনই বউটাকে আনিবার জন্য স্বামীকে অহরোধ করিল। সর্প পুরোঁক জ্ঞান মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া মণ্ডলের বাড়ী গেল এবং আপনাকে মণ্ডলের কনিষ্ঠা বধুর জ্ঞাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল। মণ্ডল অসম্মত হইল না। ছোট বধু এই নুতন ভ্রাতার সহিত অসন্নিহিত হইতে চাহিল। পথে সর্প বধুটাকে নিজের প্রস্তুত পরিচয় দিল এবং বলিল, গর্ভপ্রবেশের সময় সে সর্প মূর্তি ধারণ

করিবে এবং বউটা তাহার লালুল ধরিয়া থাকিলে অনারাসে সর্পবিবরে প্রবেশ করিতে পারিবে। ক্রমে তাহাই হইল। বউটা বিবরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ভুবর্ণদর প্রাসাদে রত্ন-খচিত দোলায় গভীর্ণ সর্পী শুইয়া আছে। বউটা আসিবামাত্রই সর্পীর সাতটা সন্তান ভূমিষ্ট হইল। বউটা একটা শিশু হস্তে যেমন সেগুলিকে দেখিতে গেল, অমনি একটা সদ্যজাত সর্প শিশু লাকাইয়া তাহার পায়ে উঠিল। বউটা ভয়ে চমকাইয়া উঠিল, হস্তের শিশু পড়িয়া গেল এবং তাহার আঘাতে একটা শিশুর লালুল কাটিয়া গেল। ক্রমে এই শিশুগুলি বড় হইলে পূর্ণ দেহ ছয়টা সর্প লালুলহীন সর্পটিকে উপহাস করিতে লাগিল। সে তখন জাতক্রোধ হইয়া সেই বধুটিকে দংশন করিবে বলিয়া স্থির করিল এবং একদিন সেই উদ্দেশ্যে মণ্ডলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে দিন নাগপঞ্চমী। যখন নিজ গৃহে বসিয়া ছোট বউ নাগপঞ্চমীর ব্রত করিয়া সর্পগণের উদ্দেশ্যে ছুধ কলা উৎসর্গ করিতেছে, এমন সময় জাতক্রোধ সর্পশিশু ভাংঘর উপস্থিত হইল, কিন্তু মানবীকে সর্পপূজা করিতে দেখিয়া তাহার ক্রোধ দূর হইল, তৎপরে তাহার প্রসন্ন আহাার্য আহাার করিয়া চলিয়া গেল। সে পিতামাতাকে সমস্ত বিবরণ বলিল। সর্পসর্পী শুনিয়া পরমোন্মাদিত হইয়া বধুকে বিস্তর ধন রত্ন দান করিল এবং বহু পুত্রবতী হইবার বর দিল।

এই পুণ্যকথা শুনিয়া প্রভুরমণীরা সকলে তত্বলের লড্ডুক ভোজন করে। পুণ্য প্রভৃতি স্থানে ঐ দিন সর্পনর্তকেরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়া আপনাদিগের সর্পের পূজা করায়। গৃহস্থকামিনীরাও এই সকল জীবিত সর্পকে ছুধ, কলা, ভাজা শস্য কলাই ইত্যাদি খাইতে দেয় ও প্রত্যেকে একটা করিয়া পয়সা দেয়। ঐ দিন প্রভুরমণীরা পাতার চৌঙার গৃহকোণে সর্পের উদ্দেশ্যে ছুধ রাখিয়া দেয় এবং পাছে সর্পের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া, সে দিন জাঁতা পেসা, রজন, শস্যভর্জন ইত্যাদি কার্য করে না।

বাঙ্গালা দেশের নাগপঞ্চমীব্রতকথার একটু ভেদ আছে।

সাতারা জন্মলেও নাগপঞ্চমীর খুব ধুমধাম হয়। এই প্রদেশে অনেকগুলি গ্রামে সর্প-মন্দির আছে। যেখানে সর্পমন্দির আছে, সেখানে স্ত্রীলোকেরা মন্দির সর্প বা কাঠাসনে চন্দন ও সিল্পুরে অঙ্কিত সর্প-চিত্র ও পূজা ত্রয়াদি লইয়া ঐ মন্দিরে উপস্থিত হয়। এই সকল স্ত্রীরা সর্পবিবর দেখিলে পরস্পর হাত ধরিয়া সেইখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং সেই গর্তে ছুধ কলা দেয়। বক্তিশা-সিরালেন নামক নগরে নাগকুলি নামে এক জাতীয় সাপ আছে, তাহাদের বিব তত্ত অনিষ্টকর নহে। সেখানকার লোকের নাগপঞ্চমীর পূর্ণ দিনে এই সর্প ধরিয়া

ছাড়াইতে রাখে। পূজার দিন তাহাকে খাইতে দেয় এবং পর দিন আবার বনে ছাড়িয়া দেয়।

দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থলে নাগ-মন্দির আছে। মাদ্রাজ সহরেই সর্বাধিক বেলী। মাদ্রাজের উপকণ্ঠে বসরাপাড়া গ্রামে এক বৃহৎ নাগমন্দির আছে। সেখানে প্রতি রবিবার গ্রামে ব্রাহ্মণ-রমণীরা পূজা দিতে যায়। এখানকার পূজক বহু যেনড়ি জাতীয়।

কিন্তু নাগপূজা এদেশে প্রচলিত হয়, তাহা “নাগপূজা” শব্দে দ্রষ্টব্য।

নাগপতি (পুং) নাগানাং পতিঃ ৬তং। ১ সর্পদিগের অধিপতি, বাহুকি, অনন্ত, অষ্টনাগ। ২ গজপতি, ঐরাবত।

নাগপত্তন, (নেগাপাটম্), দেশীয় লোকে নাগাই পত্তনম্ বলে। আরবীর ভৌগোলিকেরা ইহাকে মালিকত্তন নামে উল্লেখ করেন। পূর্বে পর্ন্তগীজেরা এই নগরকে চোড়মণ্ডল নগর (City of Choramandal) বলিত।

ইহাই এখন মাদ্রাজের অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান বন্দর। অক্ষা° ১০° ৪৫' ৩৭" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৩' ২৮" পূঃ। তঞ্জোর হইতে ২৪ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। এখানকার বন্দরে সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতির সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে প্রধানতঃ সুপারি ও বস্ত্রাদি আমদানী হয় এবং চাউল ও ধান প্রধানতঃ রপ্তানী হয়।

করমণ্ডল উপকূলের মধ্যে পর্ন্তগীজেরা অতি পূর্বে এইখানেই আসিয়া বাস করে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা এই স্থান অধিকার করে, পরে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিয়াছে। তরঙ্গবাড়ী নগর (ত্রাঙ্কুইবার) ক্রয় করিবার পূর্বে এই নগরে তঞ্জোরের কালেক্টর থাকিতেন।

লক্ষই নামে একশ্রেণীর মুসলমান অধিকাংশ এই নগরে বাস করে, তাহারা আরব ও হিন্দুর মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারাই এই নগরের অধিকাংশ বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। এখন ব্রহ্ম ও মলয় প্রাদেশীপে ইহার গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই বন্দরে ৮০ ফিট উচ্চ স্বেত স্তম্ভের উপর চতুর্ভুজ শ্রেণীর স্বেত আলোকগৃহ (Light-house of white light) আছে। ইহার পার্শ্বস্থ নাগোয় নামক বন্দরও এই নগরের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য।

এখানে ২৪টা অতি পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে ১২টা শিবমন্দির ও দুইটা বিষ্ণুমন্দির। কৈলাসনাথস্বামীর মন্দিরের প্রাচীর গায়ে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে যুত এক ওলন্দাজের স্মরণার্থ ওলন্দাজীভাষার উৎকীর্ণ এক প্রস্তরফলক আছে। এখানে

“চীনা পাগোডা” নামে পূর্বে এক স্তম্ভ ছিল। ইংরাজ গব-র্নেন্ট সেন্টজোসেফ কলেজের পাদরীগণের প্রার্থনার ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। চীনপাগোডার প্রকৃত নাম জিনপাগোডা। এক সময়ে এই স্থানে বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। স্থানীয় লোকে জিনপাগোডাকে ‘পুয়বেলি গোপুর’ বলিত, ইংরাজেরা কিছুদিন কৃক পাগোডা (Black pagoda) বলিতেন। এই স্তম্ভ ভাঙ্গিবার সময় একটা ব্রহ্ম ধাতুর প্রতিমা পাওয়া যায়, কেহ তাহাকে বৌদ্ধ, কেহ তাহাকে শৈব প্রতিমা বলিয়া উল্লেখ করেন। ঐ প্রতিমার মূলে প্রাচীন তামিলাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আছে। (ববরীপে) বটেক্তিকার চিত্রশালিকায় দুইখানি মৌর্যকলক আছে। তাহার একখানি তঞ্জোরের শেষ নায়ক বিজয়রায়বর্কটক ওলন্দাজদিগকে নেগাপাটম্ দানের দান-পত্র ও অপরাধানি মহারাষ্ট্র-রাজ একোজীকর্কটক ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐ দানের প্রতিপোষক অনুজ্ঞাপত্র।

রামরদেশের (পেগুর) রাজা ধর্মচর্চি (ধর্মশ্রেষ্ঠী) ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে মহাবিহার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ রীতিনীতি নিজ রাজ্যে প্রচলিত করিবার জন্ত সিংহলরাজ ভুবনেকবাহর নিকট ২৪ জন স্থবির এবং চিত্রদূত ও রাসদূত নামক দুইজন দূত প্রেরণ করেন। ফিরিবার সময় জম্বুদ্বীপ ও সিংহলদ্বীপের মধ্যস্থ সিন্ধা প্রণালীতে তাঁহাদের অর্ণবধান উপস্থিত হইলে মহা ঝড়ে উহা এক জলমগ্ন পর্বতের চূড়ায় বাধিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আরোহীরা তন্মধ্যস্থ কাষ্ঠ ও বংশাদি দ্বারা এক ভেলা বাধিয়া নিকটস্থ জম্বুদ্বীপের উপকূলে উপস্থিত হন।

সিংহলরাজদূত উপটোকনের দ্রব্যাদি হারাইয়া এই স্থান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। চিত্রদূত ও তৎসঙ্গী স্থবিরগণ পদব্রজে নাগপত্তনে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁহারা পদরিকা-রাম নামক বৌদ্ধশ্রমের স্থানদর্শন এবং এক গুহামধ্যস্থ বুদ্ধ-মূর্তির পূজা করেন। চীনদেশাধিপতি মহারাজের আদেশে এই মূর্তি নির্মিত হয়। যে স্থানে ঐ মূর্তি স্থাপিত হয়, তাহা স্মৃৎকূলে স্থাপিত। কথিত আছে, দশকুমার ও হেমমালায় (পতিপত্নীর) তত্ত্বাবধানে যখন বুদ্ধদত্ত সিংহলে নীত হয়, তখন তাহা প্রেরণের নিমিত্ত এই স্থানেই আনিয়া রাখা হইয়াছিল।

এখানে নাগনাথ নামে এক প্রাচীন নাগমন্দির আছে, তন্মধ্যে নাগনাথ অনন্তের মূর্তি আছে। ঐ প্রতিমার নিকট এক বৃহৎ বক্ষীক তৃণ আছে। উহার মধ্যে বাস্তবদেবতার অবস্থিতি বলিয়া ঐ উইডিপির নিকটে নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়। এখানে “গঙ্গাক্ষয়” নামে এক ১৭০ ফিট উচ্চ ইষ্টকস্তম্ভ আছে। সত্ত্ববতঃ উহা জৈন বা বৌদ্ধনির্মিত হইবে।

নাগপত্তনের ৫ মাইল পূর্বোক্তরে সাগরতীরে নাগোর নামক স্থানে কাদের উলিয়ার সৈয়দ, তাহার পুত্র মহম্মদ রহমৎ সৈয়দ ও পুত্রবধূ জোহারা বিবির প্রসিদ্ধ সমাধিস্থ আছে। কি হিন্দু কি মুসলমান এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই কাদের-উলিয়ারকে প্রভাভক্তি করে ও সমাধি দেখিতে আসে।

নাগপত্তনের পেরুমলস্বামী ও কারারোহণস্বামীর মন্দির অতি বিখ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, সত্যযুগে ব্রহ্মা দক্ষিণসমুদ্র তীরে মহাবিক্রম আরাধনা করেন। কিছু তাঁহার তপস্তার ফুট হইয়া দেখা দেন। তিনিই নাকি এখানে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। সেই মূর্তির নাম এখন পেরুমলস্বামী। কারারোহণস্বামীর শক্তির নাম নীলারত্নাকী। স্বর্গ-ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন।

নাগপত্নী (স্ত্রী) নাগদমনঃ পত্নঃ যত্নঃ, টাপু। নাগদমনী।

(ভাবপ্র°)

নাগপত্নী (স্ত্রী) নাগবৎ পত্নঃ যত্নঃ ভীষু। লক্ষণাকন্দ। (রাজনি°)

নাগপদ (পুং) নাগবৎ পদং স্থানং যত্ন। ষোড়শপ্রকার রতি-বন্ধের মধ্যে দ্বিতীয় রতিবন্ধ। লক্ষণ—

“পাদৌ দ্বন্ধে তথা হস্তে ক্রিপেল্লিঙ্গং ভগে লঘু।

কাময়েৎ কামুকো নারীং বন্ধো নাগপদো মতঃ।” (রতিম°)

(স্ত্রী) ২ হস্তিপদ।

নাগপাল (পুং) কাদ্মীরের একজন রাজা। ইনি সোমপালের সহোদর।

নাগপাশ (পুং) নাগঃ পাশইব। ১ বরুণের অন্তঃকেন্দ্র। এই অস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বন্ধন করা যায়। রাগায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রের নিকট এই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। প্রায়ই সকল পুরাণে এই অস্ত্রের তুরোক্তরঃ উল্লেখ দেখা যায়। তন্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

“সর্পিণ্যবর্তনাস্তু নাগপাশ ইতি স্মৃতঃ।

ব্রহ্মপ্রহ্মমথো দত্তান্নাগপাশমথাপি বা।” (আগম)

সর্পিণ্যর আবর্তন অর্থাৎ আড়াই পেচ বন্ধনের নাম নাগপাশ। নাগপাশে বন্ধন বলিলে আড়াই পেচ দিয়া বান্ধা আছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

নাগপাশক (পুং) নাগপাশইব ইতি কনু। রতিবন্ধবিশেষ।

“স্বজল্যাবরমধ্যস্থং হস্তাভ্যাং ধারয়েৎ কুচৌ।

রমেৎ নিঃশক্তিঃ কামী বন্ধোহয়ং নাগপাশকঃ।” (রতিমঞ্জরী)

নাগপুত (পুং) আরোহী গাছভেদ। (Bauhinia Anguina) নাগবেল।

নাগপুর (স্ত্রী) নাগানাম পুরং ভূতং। ১ পাতাল। নাগনামকং পুরং ২ দেশবিশেষ। অগ্নিপুরাণে এই দেশের উৎপত্তি বিষয়ে

এইরূপ লিখিত আছে—গঙ্গা মহাদেবের জটা হইতে নিক্রান্ত হইয়া হেমকুট, কৈলাস ও হিমালয় অতিক্রম করিলে স্বলীল নামে এক দানব পর্ত্তরূপে ইহাকে রোধ করিয়াছিল। ভগী-রথ কৌশিকের আরাধনা করিয়া একটা নাগবাহিনী প্রাপ্ত হন। এই নাগ স্বলীল দৈত্যকে বিদারিত করিয়া নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, যে স্থলে এই দৈত্য বিনষ্ট হয়, সেইস্থল নাগপুর নামে খ্যাত হইল। (অগ্নিপুং গঙ্গাবতরণনামাধ্যায়ঃ)

৩ হস্তিনাপুরের নামান্তর।

“তৎসর্কং প্রতিজগ্রাহ রাজা নাগপুরাধিপঃ।”

(ভারত ১।১১২ অ°)

নাগপুর, মধ্যপ্রদেশের একটা বিভাগ, জেলা ও তাহার প্রধান নগরের নাম। ১ নাগপুর বিভাগে নাগপুর, ভাণ্ডারা, গোণ্ডা, বর্ধা এবং বালাঘাট এই কয়টা জেলা আছে। এই বিভাগের উত্তরে হিন্দাবাড়া, সেওনী ও মণ্ডলা জেলা, পূর্বে রায়পুর জেলা, কবার্কা, ধরগড় ও কান্ধের নামক দেশীয় রাজ্যত্রয়, দক্ষিণে নিজামাধিকৃত প্রদেশ এবং পশ্চিমে বেরারের অন্তর্গত অমরাবতী ও বুন নামক জেলা অবস্থিত। নাগপুর-বিভাগের পরিমাণ প্রায় ২৪০৪০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও প্রায় আড়াই কোটি। এই বিভাগে গোড়, বৈগা, কবার, কোর্কু, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতির বহুল বাস আছে। হিন্দুর মধ্যে কৃষিকারী কুম্মীর সংখ্যা সর্বাধিক।

২ নাগপুর জেলার পূর্বে ভাণ্ডারা, উত্তরে হিন্দাবাড়া ও সেওনী, দক্ষিণপশ্চিমে বর্ধা, দক্ষিণপূর্বে চান্দা ও পশ্চিমে বেরার। সাতপুরা পর্বতের নিম্নে সমতলক্ষেত্রে এই জেলা অবস্থিত। উত্তরে, পশ্চিমে এবং পূর্বে এই জেলার সীমান্তস্বরূপ ঐ পর্বতমালা বিস্তৃত। এই পর্বতমালা দ্বারা সমস্ত জেলা তিনটা সমতল বিভাগে বিভক্ত। দক্ষিণপূর্বের সমতলে নান্দ নদীর অববাহিকা। পিলকাপার শিখরের পশ্চিমে বর্ধানদীর অববাহিকা এবং বর্ধা নদীর উপনদী জাম ও মদার হইতেও যথেষ্ট জলসঞ্চয় হয়। পূর্বদিকের সমতলক্ষেত্রে বেগলদার উপনদী কনহান (তাহার উপনদী পেঞ্চ, কোলার, বনা, সুর ও বোর প্রভৃতি) জল সরবরাহ করে। এই জেলার পিলকাপার (১৮৯৯ ফিট), হলদোলী (১৩০০ ফিট), ও রামটেক পাহাড় (১৪০০ ফিট উচ্চ) এই কয়টা গিরি প্রধান। রামটেক পাহাড় বোড়ার নালের দ্বারা আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার উপর প্রাচীন দুর্গ ও প্রাচীন মন্দিরাদি আছে। পাহাড়ের উত্তর বাহুর মধ্যে গর্ভস্থানে এক হ্রদ আছে, তাহার তীরস্থি নানা মন্দিরে পরিব্যাপ্ত। ইহার মধ্যস্থ একটা শিখরে সীতাবন্দী দুর্গ অবস্থিত।

ইতিহাস—অতি প্রাচীনকালে এদেশে গৌলীজাতীর সর্দারেরা রাজত্ব করিতেন। দেশীয় গানে এই সর্দারগণের সেবতা সূচক বীরত্বের গাথা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৬ শতাব্দীর পূর্বকালেও এদেশের বিখ্যাত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে দেবগড়ের গৌড়রাজ্যের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট ছিল। তখন অটবা নামে রাজগৌড়জাতীর এক রাজা ষাট পুরুতের নিয়ে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ইনি দেবগড়ের গৌড়রাজ্যের ভ্রাতা। ইনিই ভীষ্মগড় পুরুতের প্রাচীন দুর্গ নির্মাণ করান। ছিন্নবাড়া হইতে পার্শ্বতাপগুলি রক্ষণার্থ এই দুর্গ নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ এ প্রদেশে যে সমস্ত গৌড়দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, সেগুলিও ইহার ও ইহার বংশীয়দিগের সময়ে নির্মিত। প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বখৎ বুলন্দ নামে এক মুসলমান নৃপতি দেবগড় রাজ্যকে অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন করিয়া তুলেন। দিল্লীর সহিত তাঁহার সন্ধি হইলে, তাঁহার সময়েই এদেশে হিন্দু মুসলমানের বাস বাড়িতে থাকে। তিনিই নাগপুর নগর স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র চাঁদ সুলতান ঐ নগরে রাজধানী করেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সুলতানের মৃত্যু হইলে, ওয়ালীশাহ নামে বখৎবুলন্দের এক দাসীপুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। চাঁদ সুলতানের বিধবা পত্নী স্বীয় বালকপুত্রগণের জন্ত বেরারের রঘুজী ভোনসুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওয়ালীশাহ যুদ্ধে হত হইলে বুরহানশাহ ও আকবরশাহ রাজত্ব লাভ করেন। শেষে উভয় ভ্রাতার বিবাদ হইলে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঘটে। বুরহানশাহ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোনসুর সাহায্যে জয়ী হন।

আকবরশাহ পলাইয়া হায়দরাবাদে গিয়া বিধবানে আশ্রয় লইয়া করেন। রঘুজী ভোনসু এবার নিঃস্বার্থভাবে বুরহানশাহকে সাহায্য করেন নাই। তিনি নিজ হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা লইয়া বুরহানশাহকে রাজ্য স্বীকার করিয়া বৃত্তিভোগী করিয়া রাখিলেন এবং নিজেই নাগপুর রাজধানীতে থাকিয়া দেবগড় রাজ্যের অধিকাংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিলেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী পেশবাকে বাধ্য করিয়া বেরার হইতে কটক পর্যন্ত সর্বত্র কর আদায়ের সনন্দ লয়েন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রঘুজীর নাগপুরে মৃত্যু হয়।

রঘুজীর পুত্র জানোজী নাগপুরে রাজত্ব লাভ করেন। ছত্রিশগড় ও চান্দা রঘুজীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধোজী প্রাপ্ত হন।

পেশবা ও নিজামে বিরোধ বাধিলে জানোজী একবার এ পক্ষে, একবার ও পক্ষে সাহায্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও পেশবা জানোজীর এই ব্যবহারে

অসিদ্ধ গিয়া উভয়ে একযোগে জানোজীকে আক্রমণ ও নাগপুর সহরে অগ্নিপ্রদান করেন। জানোজী বাধ্য হইয়া অধিকাংশ টাকা প্রত্যর্পণ করেন। ইহার ৪ বৎসর পরে জানোজী ও পেশবার মধ্যে এক সন্ধি হয়, তাহাতে ভোনসুরা পেশবার অধীন বলিয়াই স্বীকার করেন। মৃত্যুর পূর্বে জানোজী মাধোজীর পুত্র রঘুজীকে দত্তক গ্রহণ করেন। জানোজীর মৃত্যুর পর মাধোজী পুত্রকে লইয়া নাগপুরে আসিবার সময়ে প্রথম রঘুজীর আর এক ভ্রাতা সবাজী শূন্যসিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পাঁচগাঁ নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। রণক্ষেত্রে মাধোজী স্বহস্তে ভ্রাতৃবধ করিয়া পুত্রের রাজ্য নিকটক করেন। মাধোজী অবশিষ্ট জীবন নাগপুররাজ্যের অভিভাবকরূপেই কাটাইয়া দেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মাধোজী ইংরাজের সহিত বন্ধুত্বসন্ধিতে আবদ্ধ হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে নাগপুর প্রদেশ অশাসিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় রঘুজী অবশেষে সিন্ধিয়ার সহিত একযোগে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আসাই ও আরগাঁয়ে যুদ্ধ হয়। দেওগাঁয়ের সন্ধি অমুসারে রঘুজী প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য হারাইলেন, চিরকাগের জন্ত রেসিডেন্ট রাখিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রঘুজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অল্প ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুত্র পাওজী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র অপা সাহেব ও বিধবা পত্নী উভয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে ইংরাজের মধ্যস্থতায় অপা সাহেবই রাজা হন। পাওজী অপা সাহেবের প্রদত্ত বিবপানে কাল-কবলে পতিত হন। অপা সাহেব রাজ্যলাভ করিয়াই ইংরাজের সৌহার্দ্য ভুলিলেন এবং পেশবার সহিত যোগ দিলেন। রেসিডেন্ট আশ্বরক্ষার্থ বৎসামাত্র সৈন্য লইয়া সীতাবল্লী দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইহাদিগকে মহা উৎপীড়িত করে। অবশেষে সীতাবল্লী দুর্গের জয় হয়। অপা সাহেব নিজ জ্ঞাতসারে এই উৎপীড়ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করেন নাই। বাহা হউক আরও ইংরাজসেনা রেসিডেন্টের সাহায্যার্থ আসিলে রেসিডেন্ট রাজ্যকে আশ্বসমর্পণ করিতে ও সৈন্যসমাবেশ ভাঙ্গিয়া দিতে অমুসারে করিলেন।

অপা সাহেব আশ্বসমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু সৈন্যসমাবেশ ভাঙ্গিলেন না। শেষে নাগপুরের নিকট যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মারাঠারা পরাস্ত হয়। ইংরাজেরা পুনরায় অপা সাহেবকে সিংহাসন প্রদান করেন। এই সময় পাওজীকে বিধবানের কথা প্রকাশ হইলে ও নূতন ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিলে

তিনি বকী হন। কিন্তু অণাসাহেব কোলজে অধাদেশ পৰ্বন্তের নিকট পলায়ন করেন ও একবারে পলায়ে গিয়া উপস্থিত হন।

২য় রঘুবীর এক শিত পৌত্র ওর রঘুবীর নামে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অগ্ন্যুৎসবস্বায় স্বর্গগত হইলে এই রাজ্য ব্রীটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে কমিসনর নিযুক্ত হন।

এই জেলার প্রধানতঃ কুর্শি, মহার, তেলি, কোঠা, মালী, কেহরা, মরাঠা, গবরী, খিয়ার, কড়ই, মুজদার, নাপিত, বলিয়া, কদারিয়া ও গরুই আভির বাস। কাকশ ও রাজপুতের সংখ্যা বেশী নয়। মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে সুলি, শিমা, ওহাধী, করাভী প্রভৃতি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কবীরপাহী, সেনাধী, জৈন, খুটান, পারসী, বৌদ্ধ প্রভৃতি অতি অল্প সংখ্যক।

এখানে ২টা প্রধান নগর—নাগপুর সহর, কাম্ভী, উমরের, খণা, রামটেক, নরথের, নোখিপ, কয়েম্বর ও সওনের। এখানে রবি, ধরীক ও ভাগাইত অর্থাৎ উদ্ভানজাত এই তিন প্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়।

এখানে কার্পাস, নানাবিধ শস্ত ও বস্ত্রের ব্যবসাই প্রধান।

একজন ডেপুটি কমিসনর ও তাঁহার অধীনে কএকজন তহসীলদার এই জেলার শাসনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন।

৩ নাগপুর জেলার মধ্য তহসীল। ভূ-পরিমাপ ৮৫২ বর্গ মাইল, ৩ খানি নগর ও ৪১৮ খানি গ্রাম এই তহসীলের অধীন। এখানে ১১টা দাওয়ানী ও ১৫টা কোজদারী আদালত, ৩টা থানা ও ৬টা চৌকী আছে।

৪ নাগপুর জেলার প্রধান সহর ও মধ্যপ্রদেশের রাজকীয় প্রধান কর্মস্থান। অক্ষা° ২১° ৯' ৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৭' পূঃ, নাগনামক একটা ক্ষুদ্র প্রান্তবর্তী তীরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে নীতাবলদী পাহাড় উদ্ভিত।

লোকসংখ্যা ১৫৭০১৪, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৯৪৫৫৯। এতদ্বির জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, পারসী, রিহদী, খুটান ও মুসলমান আছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্যস্থান ও রাজকীয় কার্যালয় থাকায় এখানে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। গোধুমালি শস্ত, লবণ, দেশী ও বিলাতী নানাবিধ কাপড়, রেশম ও মসলা প্রধানতঃ আকর্ষণীয় হয় এবং বস্ত্র রপ্তানী হয়। এখানে চিচ্ কমিসনরের কাছারী, ছোট আদালত, তহসীলী মাঝিহুইগণের আদালত, পুলিশ, কারাগার, হাসপাতাল, পাগলাখানার, কুঠাশ্রম, নীতাবলদী-আকুয়ার, মরিলকলেজ ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া সাধারণ সরাই জিনিস ও অনেকগুলি ধর্মশালা আছে। এখানকার ক্রকপ্রভুরে নির্মিত জোঁনসে-প্রাণবাহ, নাকারখানা, মহারাজবাগ, ফুলসীবাগ

প্রভৃতি বিখ্যাত উদ্ভান জেবিকার জিনিস। জোঁনসে রাজগণের সময়ে এখানকার অধিকাংশ উদ্ভান প্রস্তুত হয়। কথ্যতম্ভাও, অধারারি ও তেলিকুধেরি নামে তিনটা বহুমূল্যী পুঙ্করিণী আছে। এখানকার অলবাসু অতি স্বাস্থ্যজনক।

নাগপুরী, নেখালহ বরকুকেজের অন্তর্ভুক্ত একটা অতি প্রাচীন বৌদ্ধ জেবকির। এখানে বরুণ ও অষ্টনাগের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বরকুপুরগের ক্ষেত্রে, নেপালিধিগ ও গরুদের সমর শক্তিকর ঐ সকল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

নাগপুন্স (পু) নাগস্ত হস্তিনঃ মদগজবৃত্তং পুন্সং যন্ত। ১ পুরাগবৃক্ষ। ২ নাগকেশর। (নাগকেশরপুন্স অর্থ হইলে ক্রীবলিঙ্গ হইবে।) ৩ চম্পক।

“পুরাগৈর্নাগপুন্সৈশ্চ লকুচেঃ পনসৈস্তথা।” (ভারত ১২০৮৪০)

নাগপুন্সফলা (জী) নাগস্ত নাগকেশরস্তেব পুন্সফলে যন্তাঃ। কুশাণ্ডী। (রাজনি°)

নাগপুন্সিকা (জী) নাগস্ত পুন্সমিব পুন্সং যন্তাঃ, কপ্ টাপি অত ইতম্। ১ অর্ঘ্যবৃথী পুন্সবৃক্ষ, চলিত হলদে ঘুঁই। ২ নাগদমনী, নাগদানা।

নাগপুন্সী (জী) নাগস্ত নাগকেশরস্ত পুন্সমিব পুন্সং যন্তাঃ জীষ। নাগদমনী।

নাগপুঞ্জা, ভারতবর্ষের সর্বত্রই নাগপুঞ্জা প্রচলিত। ভারতবাসী ভিন্ন জগতে বহু জাতির মধ্যে এই পুঞ্জার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্ট-জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে রিহদীদিগের মধ্যে এই পুঞ্জা আরম্ভ হইয়াছিল। রোমনগর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্তী লাহুরিয়াম নামক স্থানে একটা নিবিড় অন্ধকারময় নিকুঞ্জ ছিল। তাহা নতীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী জুনোর (Juno) কুঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত। তাহারই নিকটে একটা বৃন্দাকার অজগরের আবাস ছিল। রোমকগণ তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত। প্রায় সকল হিন্দুই বিবধর কপীকে অতিশয় ভক্তি করেন এক সময় সময় ভারতের নানা গ্রামবাসী হিন্দু-মহিলাগণ নাগপুঞ্জার নিমিত্ত উয়ের চিপি কিংবা তরুণ অস্ত্রান্ত কলহানে গমন করিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ যেমন মহাব্যার যুতদেহের সৎকার করিয়া থাকে, তরুণ নানা স্থানে নিহত সর্পেরও সৎকার সম্পন্ন হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির দেব দেবীর প্রাচীন মূর্তির সন্তকোপরি হুন্সাকারে সর্পকথা বিতরিত দেখিবে। কোথাও ৩, ৫, ৭, কি ৯, অথবা কোথাও ১১টা সর্প কলা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

প্রায় সকল পৌরাণিক গ্রন্থে সর্প অঘরঘের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। নাগগণের খোলস পরিবর্তনের পর নূতন খোলস ও নরকিষের আবির্ভাব দেখিয়া এবং সর্পের লেজ

ভাহার যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করাইলে যে অনির্দিষ্ট•সীমার দেহ বৃদ্ধি হয় তাহা দেখিয়া মনোমধ্যে চিরবোবন ও অনন্তকালের বিদ্যর উদয় হয়। ইজিপ্ট ও গ্রীসের ইতিহাসেও নানা প্রকার নাগোপাখ্যান আছে।

গরুড়ের সহিত নাগগণের যে যুদ্ধের কথা শুনা যায় এবং গরুড় যে নাগগমন করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহার এই ব্যাখ্যা করেন। গরুড় বিষ্ণু উপাসকের সৃষ্টিত স্বরূপ এবং নাগগণ বলিতে শাক্যমুনির প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ। গরুড় নাগজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রবলতর বৈষ্ণবধর্ম হীনভেজ বৌদ্ধধর্মকে পরাস্ত করিয়াছিল।

মহাতারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় সর্পস্বয়ংক্রিয় করেন। এই যজ্ঞে রাজা জনমেজয় প্রায় সমুদ্র নাগ নিধন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা তদানীন্তন একটা যথার্থ ঘটনার আভাস লইয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন জনমেজয় নাগপূজা রহিত করেন, সেই সময় স্থানীয় কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া বেদের সনাতন ধর্ম সেই স্থান অধিকার করে।

কাশ্মীরপ্রদেশে সর্বপ্রথমে নাগপূজা ও মনসাপূজা প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে, খৃঃ পূর্ব ৩৫০।৪০০ শতাব্দীতে কাশ্মীর অঞ্চলের প্রায় সাত শত স্থানে নাগপূজা হইত। সমগ্র ভারতবর্ষ বাপিয়া এই নাগপূজা প্রচলিত ছিল।

কোথাও জীবিত গোখুরা সর্পের পূজা হয়, কোথাও বা ধোদিত প্রতীমূর্তির পূজা করিতে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক গৃহেই মনসা দেবীর প্রতিকল্প মনসাগাছ আছে। অনেকে তাহারই পূজা করেন। কোন কোন স্থলে এরূপ প্রতীমূর্তি আছে যে, একটা মাত্র সর্প কণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা এরূপ দেখা যায় যে, অষ্টনাগ ধোদিত আছে। অধিকাংশ স্থলে আবার দুইটা সর্প একত্র দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যে সর্বত্রই সর্পের আবাসে পূজার্থিগণ উপস্থিত হইয়া উহাতে সিন্দুরলেপন করে, চিনিমিশ্রিত গোখুর ও হরিদ্রাচূর্ণ দিয়া আঁকে এবং অগ্নিকি কুহুমের মালা গাথিয়া ইহার নিকটে ঝুলাইয়া রাখে।

মহারাত্রিরমণীগণ নাগপূজার্থে অনেকে একত্র হইয়া নাগ-মন্দিরে গমন করেন এবং পরস্পর হস্তধারণ করিয়া গান করিতে করিতে পাঁচবার মন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক অষ্টাষ্ট বর প্রার্থনা করিয়া স্মৃতি হইয়া প্রণাম করেন। প্রারণ মালে নাগপঞ্চমী বলিয়া একটা হিন্দুপূর্ণ আছে। ঐ দিনে হিন্দুরা সর্প অর্চন করিতে বাহির হয় এবং সাপুড়ের সাহাবো সর্প ধরিয়া লইয়া আইসে। পরে তত্ত্বপূর্বক তাহাকে পূজা করিয়া ছড় ও অজ্ঞাত

জবাদি প্রদান করে। সেই দিন বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেক হিন্দু গৃহেই সর্পমূর্তি কাঠে কিংবা কাগজে অঙ্কিত করিয়া দেওয়ালের উপরে স্থাপন পূর্বক অর্জনা করিয়া থাকে। অলঙ্কার শুভামন্দিরে এরূপ নাগপূজার প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রগ্রামের পশ্চিমের দেওয়ালে একটা কেউটে সাপের মূর্তি অঙ্কিত আছে। সর্প সকল বাতায়ত করিবার সময় যেমন বক্রভাবে যায়, এই চিত্রটিও সেইরূপ। নাগোপাসকেরা বলে যে, এই সর্প লঙ্কাভিমুখে গমন করিতেছে এবং স্বপ্নে তাহাদিগকে বলা যায় যে, লঙ্কায় যাইতে বহুদিন লাগিবে, তখন তাহারাই ইহার প্রতি বিজ্ঞ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কাগজে অঙ্কিত শিবলিঙ্গের উপর প্রায়ই সর্পমূর্তি কণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবমূর্তি সচ্চর-চর এই রকম গঠিত হয় যে, ব্যাঘ্রচর্কের উপর শিব বসিয়া আছেন এবং মস্তকে সর্প কর্ণদেশ জড়াইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, সমুদ্রমহনে যে বিব উঠিয়াছিল মহাদেব তাহা পান করিয়া যজ্ঞগার অস্থির হইয়া আলা নিবারণ করিবার জন্য গলদেশে সর্প বেঠন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার অঙ্গ অবতার না হওয়া পর্য্যন্ত সর্পগণ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিয়াছিল।

দক্ষিণভারতে মহিসূরের পশ্চিমাংশে সূত্রক্ষণাদেবীর এক মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে মুক্তিকানিধিত একটা প্রতীমূর্তি আছে। অধিবাসিগণ নাগগণের উদ্দেশে উক্ত সূত্রক্ষণের পূজা করিয়া থাকেন। বর্তমান সময়েও তথার নাগপূজাপদ্ধতি পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে আন্ধ্রদেশগরে একদিন পৌর্ণমাসীমিশিতে কোন কুটীর হইতে পাঁচজোড়া সর্প বাহির হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত ৫ জোড়া সর্পই যুগল অবস্থায় ছিল। এইরূপ নাগ-মিথুন দেখিয়া এক যুরোপীয় যুবক সাতিশয় কোতুলাজ্ঞাত হইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বন্ধু বলিলেন, “মহাশয়! আমিও একদিন ২টা সর্পকে যুগল অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এই সময় তাহার লেজের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবাসীরা ইহাকে সর্পের নাচ বলে। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ নাগ-দর্শন সৌভাগ্যসূচক। সেই সময় যদি কেহ একখানি নববস্ত্র সর্প-দ্বয়ের গাত্রোপরি নিক্ষেপ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। পরে সেই বস্ত্র গৃহে আনিয়া রাখিলে সঙ্গী চিরদিনের জন্য তাহার গৃহে আবদ্ধ থাকেন।”

হিন্দুরা সাধারণতঃ সর্প বিনাশ করিতে চায় না। সর্প

দেখিলে তাহারা অস্ত্র দিক দিয়া চলিয়া যায়। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় হিন্দু বৃকরণ প্রাচীন প্রণালী অতিক্রম করিয়া অনেকে সর্পের প্রাণ নিধন করিতেছেন, সভ্য বটে; কিন্তু পুরাকালে হিন্দুরা কখন সর্পের প্রাণসংহার করিতেন না। একলা এক গৃহস্থের বাটতে দুইজন অতিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গৃহস্থামী শ্রাবকবেশিরা বাজারে বহির্গত হইলে, তাহার পত্নী জল আনিবার জন্য জলাশয়ে গমন করে। যখন অতিথিগণ গৃহস্থামীর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, তখন এক বৃহৎকার তীর্থদর্শন সর্প তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়াই তাঁহাদের মধ্যে একজন ঘটদ্বারা সর্পের মধ্যদেশ মাটির উপর চাপিয়া ধরিল; দ্বিতীয় ব্যক্তি নিকটস্থ আর একখানি লাঠি লইয়া তাহার প্রাণসংহারে উদ্বৃত্ত হইলে, শ্রাবকবেশিয়ার স্ত্রী পশ্চাৎ হইতে শব্দবস্ত্রে বলিলেন, ‘মহাশয়! কাস্ত হউন, কাস্ত হউন, উহার প্রাণবধ করিবেন না। ইনি আমাদের পূর্বজ-দেব। ইনি আমার স্বামী ঠাকুরাণীর মন্তকোপরি বসিয়া তাঁহার সর্গশরীর রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং তদনন্তর আমার স্বামীর মহাশয়ের নাম করিয়া বলেন যে, তিনিই দেহ ভাগ করিয়া সর্পদেহ অবলম্বন করিয়াছেন। একদিন ইনি আমাদের এক প্রতিবেশীকে দংশন করেন। পরে যখন তাহার চিকিৎসার জন্য যতি আসিল, পূর্বজ-দেব প্রতিবেশীর শরীর কাঁপাইয়া বলিল, “আমার পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়াছে বলিয়া আমি উহাকে দংশন করিয়াছি। আর কখনও তাহার সহিত কলহ করিবেনা, স্বীকার করিলে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব।” এই অবধি উক্ত অজগর কাহারও ঘরে প্রবেশ করিলে, কেহ উহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন না। কয়েকদিন হইল আমরা উহাকে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু কি চমৎকার, সেই ১০ ক্রোশ হইতে অনায়াসে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অনেকবার আমি ঘটনাক্রমে উহার সঙ্গে পা দিয়াছি, কিন্তু কোনদিন আমাকে কিছু বলে নাই এবং শিশুসন্তানকে রাখিয়া জল আনিতে গেলে, তাহার সহিত খেলা করিয়া তাহার কান্না ধামায়।’*

এই কথা শুনিয়া অতিথিগণ সর্পকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বিনীতভাবে তাহার নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিলেন।

কিছুদিন পরে একটা বিড়াল ঐ সর্পের জীবন নষ্ট করে। গৃহস্থামী ইহার মৃতদেহ অগ্নিতে নষ্ট করে এবং চিতানল মধ্যে চন্দনকাঠ, নারিকেল ও যুত নিক্ষেপ করে। এরূপ প্রথা অজ্ঞাপি অনেকস্থলে প্রচলিত আছে।

নাগপূজা প্রচলিত ছিল না, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এরূপ স্থান অতি অল্প। লব্ধ এসিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র চীনে কোন কোন স্থানে এই পূজা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা, কালদীয়া, পালেস্তিন, বাবিলন, পারস্ত, কাশ্মীর, কাবোজ, তিব্বত, ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি সর্বস্থলে এবং যুরোপের অন্তঃপাতী অনেক জায়গায়, এমন কি আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন স্থানে নাগপূজার রীতি ছিল এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

নাগপূজার সর্পদেবতার প্রতিমূর্ত্তি অর্ধেক মনুষ্যাকারে নির্মাণ করে। দিওদোরস্ দ্বিতীয় (খ্রীঃ) জাতির সর্প-জননীর আকৃতিও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুদিগের মতে, মনসাদেবী নাগমাতা। তাহার ভ্রাতা অনন্তনাগ সর্প-দিগের রাজা। ‘অনন্ত’ অর্থাৎ সীমাহীন। সর্পের গোলাকার অবস্থায় অবস্থিত হইতেই উক্ত নামের উৎপত্তি।

যদিও এরূপ উল্লেখ আছে যে, ক্রীস্টোদশমী বিষ্ণুকে অনন্ত নাগ অতলস্পর্শ সাগর মাঝে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি পুরাণে ইহাও উক্ত আছে যে, অনন্তনাগই স্বয়ং বিষ্ণু অর্থাৎ সেই অনাদি মহাপুরুষ বিষ্ণুর অস্ত্র নাম ‘অনন্ত’।

যেহূদয় হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারের দেববৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তজ্জপ গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে এস্কুলাপিয়াস্ (Esculapius) দেববৈষ্ণব নামে খ্যাত। ইহার হস্তের দণ্ড দুইটা সর্পদ্বারা বেষ্টিত। ফিনিকীয়দিগের নাগ-দেবতার নাম এসমন্, মিশরবাসীদের হার্মিস্ (Hermes), কালদীয়দিগের ওব, বাবিলনে বেল, ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে নাগদেব বিভিন্ন নামে অভিহিত।

লঙ্কাদ্বীপ ও গুজরাতবাসিগণ অর্চনা করিবার মানসে এবং ইছুর বিনাশের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে সর্প ধরিয়া রাখে। গুজরাতবাসীরা কেহই সাপ মারেনা, কিন্তু সময় সময় সর্প ধরিয়া নগরের বহির্ভাগে ছাড়িয়া দিয়া আইসে। সিংহলে পোকা মারিবার জন্তও সর্প রাখা হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে আলেকসান্দরের সময় পর্য্যন্ত টায়রে সর্পের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও বর্তমান সময়ে তথায় নাগপূজা রহিত হইয়াছে, তথাপি ওফাইট (Ophites), নিকোলেটান্ (Nicoletans) এবং নষ্টিক (Gnostics) নামে পুণ্ডীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাগপূজা প্রচলিত। ওফাইটগণ সর্পকে বীতশ্রুতি অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিত। তাহারা বাজের মধ্যে একটা সজীব সর্প ধরিয়া রাখিত এবং তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মানিত। পোলওরেশে ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও নাগপূজা হইত। সমস্ত জাতিই যে, সর্পের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে

স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। পৃথিবীর অনেক অসাধারণ লোক সর্প হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রোমকসেনাপতি সিপিও (Scipio Africanus) নাগের সন্তান বলিয়া পরিচিত। Augustus বলেন যে, তাঁহার মাতা আটিয়া (Atia) নামক সর্প কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, আলেকসান্দ্র নাগনন্দন ছিলেন।

এন্ডরের (Endor) গ্রীলোকদিগকে ওবের উপপত্নী বলা হয়। ইসরাইলের রাজা যোশাম নাগপূজার নিমিত্ত সর্প-দেবতার একটি মনোহর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এসিয়া মাইনরের বহুসংখ্যক প্রাচীন যুজার উপর সর্পের আকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়। খৃষ্ট-জন্মের পরে গ্রীকদেশে Esculapius এর দণ্ডবেষ্টিত সর্পদেবতা সদৃশ সন্মানিত হইত। কথিত আছে, ৪৬২ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে মহামারি উপস্থিত হইলে, গ্রীস হইতে একটি জীবিত সর্প তথায় আনীত হইয়াছিল, এবং নগরের সমস্ত লোক ও রাজকীয় মহাসভার সভাগণ একত্র হইয়া যথাবিধি সন্মানপ্রদর্শনপূর্বক ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর, একদিন রোমনগরের কোন স্থানে একটি সর্প দেখিতে পাওয়া যায়; এই সর্পটী আশ্চর্য্য অবস্থায় তথায় অবস্থান করিতেছিল, ইহা দেখিয়া রোমবাসী এই স্থানকে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ এবং গরুড়পুরাণ এই উভয় পুরাণেই কালির নাগের বিবরণ আছে। কৃষ্ণ শৈশবাবস্থায় ইহাকে নিধন করেন। ভারতে বর্তমান সময়ও কালির নাগের পূজা হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে “নাগপঞ্চমী” হইয়া থাকে। ভারতের উত্তরাংশে, মহারাষ্ট্রে এবং তৈলঙ্গে নাগ-পঞ্চমীর পরিবর্তে ‘নাগচোতি’ উৎসব প্রচলিত। এই উৎসব শ্রাবণের শুক্লপক্ষের চতুর্থাতে হয় বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। নাগচোতি ভারতের আরও অনেকস্থলে হয়। নাগ-পঞ্চমী পূজার দিন হিন্দুমহিলাগণ নান করিয়া বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নাগপূজা করিতে বহির্গত হয়। অনন্তর যেখানে নাগমূর্তি স্থাপিত আছে তথায়, অথবা উয়ের টিপির নিকট উপস্থিত হইয়া দুধ, পিষ্টক, ফল, মূল, পান, সুপারি ইত্যাদি উপহার প্রদান করিয়া থাকে এবং নানা প্রকার পুষ্পমালা, বিশেষতঃ সিমুলফুলের মালা অর্পণ করিয়া থাকে। এই দিবসে পূজান্তে সকলে নাগরাজের নিকট আপনাপন অতীত বস্তু বাজ্ঞা করে।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, নাগপূজা করিলে কুষ্ঠ, চক্কুটী, বক্ষ্যাদোষ প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। এক ব্রাহ্মণ ঢোলকা নগরে একটি পুরাতন বাড়ী কিনিয়াছিলেন। এই পুরাণ বাড়ী ধ্বন

করিয়া তথায় একটি নতুন অষ্টালিকা নির্মাণ মানসে উক্ত স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিলেন যে, মাটির মধ্যে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রাবিশিষ্ট একটি কলসী বেঁটন করিয়া এক প্রকাণ্ড অজগর রহিয়াছে। রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় এই সর্প আসিয়া তাহাকে বলিল, “তুমি এই ভগ্নমন্দির নষ্ট করিওনা। এই ধন-সম্পত্তি আমার এবং আমি এই সমস্ত রক্ষা করিতেছি। যদি তুমি আমার কথা অমান্য করিয়া, ইহার প্রতি লোভ কর, তবে আমি তোমাকে সর্বশেষ নির্য্যাস করিব।” প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গাত্ৰোথান করিয়া সর্পের গাত্ৰোপরি উত্তপ্ততৈল ঢালিয়া দিলেন এবং ভগ্ন মন্দির ধ্বংসাৎ করিয়া মহানন্দে ধনরত্ন লইয়া গৃহে আসিলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান হইল না এবং তাহার কজ্জারও সন্তানসন্ততি কিছুই হয় নাই। অধিক কি যাহারা এই ধনের অতি সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল অথবা যাহারা তাহার কণ্ঠচারা ও ভূতা হইয়াছিল কিম্বা যাহারা তাহার কুলপুরোহিতের কাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই নিঃসন্তান হইলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। মাদ্রাজের সন্নিকটে ত্রিবেতুর, পেরাথর, বাসরপাটী এবং পশ্চিম ঘাটে কয়েকটি নাগমন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী পশ্চিমঘাটে সুবর্ণমণির মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ কর্দম আনিয়া বক্ষ্যাদ্রীলোকদিগকে তিলকধারণ করিবার জন্ত ও কুষ্ঠ রোগীকে অঙ্গে লেপন করিবার জন্ত প্রদান করেন।

ফারগুসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, বৃক্ষপূজা ও নাগপূজা সমস্ত মনুষ্যজাতির আদিধর্ম। যেখানেই নরবলি দেওয়া হইত, সেইখানেই নাগপূজা চলিত ছিল। মেক্সিকো ও দাহোমি নামক দেশে নাগপূজা সর্ব সাধারণের প্রিয় ধর্ম ছিল। দাহোমি নাগপূজার একটি প্রধান স্থান। এখানে আজ পর্য্যন্ত নাগপূজা পূর্ববৎ সমারোহের সহিত অসম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে মাদ্রাজ নগরে অসাধারণ ধীসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের একটি কজ্জা জন্মগ্রহণ করেন। গর্ভধারণকালে একটি সর্প দেখা গিয়াছিল বলিয়া, এই কজ্জার নাম “নাগম্মা” রাখা হয়। এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ভারতবর্ষে নাগপূজার প্রভাব বিশেষরূপেই ছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থেও নাগপূজার উল্লেখ আছে।

নাগকনি, তুরীয় জায় একপ্রকার শুধিরবস্তু। নেপালদেশে এই বস্তুর ব্যবহার আছে। সাধারণতঃ ইহা তাম্র দ্বারা নির্মিত হয়। ইহা পার্শ্বতীয় বস্তু, এবং নরশিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা অনেকটা জেঙ্কধরণের মত। এই বস্তুর ধর্মি উক্ত মধুর নহে।

নাগফল (পুং) নাগজ পুষ্কাস্তেব কলং বস্যা। ১ পটোল।
২ ধুঁল। (স্বাভিনি°)

নাগবধু (স্ত্রী) নাগানং বধুঃ ৬৩৭। নাগদিগের পত্নী।

নাগবন্ধক (পুং) বাহারা বনহতী ধৃত করে।

নাগবন্ধু (পুং) নাগস্য হস্তিনো বন্ধুরিব তৎপোষকত্বাৎ। ১ অৰখ-
বৃক্ষ। (হেম°) ২ নাগদিগের মিত্র।

নাগবল (পুং) নাগানাম্ হস্তিনামবৃত্তস্য বলং বস্যা। ১ ভীম,
ভীমসেন নাগলোকে অধৃত নাগবল প্রাপ্ত হইরাছিলেন। ইহার
বিষয় মহাভারতে এইরূপ নিবৃত্ত আছে—দ্রোণাবন ভীমকে বিব-
পান করান, পরে ভীম অজ্ঞান হইলে লতাপাশে বাকিয়া জলে
নিঃক্ষেপ করেন। ভীম জলস্রোত নিদ্রা হইরা নাগজবন্ধে নাগ-
জুমারগণের উপর পড়িত হইলেন। নাগগণ ভীমকে দংশন
করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ স্বাভাবিক জলম
সর্পবিষ দ্বারা অশনীত হইল। ভীম চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের
সমস্ত বন্ধন ছেদন করিলেন। নাগগণ ইহার অলৌকিক শক্তি
দেখিয়া বাহুকির মিকট ইহার বিষয় জ্ঞাপন করিল। পরে
বাহুকি তথায় উপস্থিত হইরা ভীমকে দর্শন করিলেন। এই
সময় কুন্তীর পিতার সাতামহ আর্ধ্যক নামে এক নাগরাজ
দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে চিনিতে পারিয়া ইহাকে আলিঙ্গন
করিলেন। ইহাতে বাহুকি পরম খ্রীত হইরা ইহাকে বন-
রত্নাদি দিবার আদেশ করিলেন। বাহুকির এই কথা শুনিয়া
আর্ধ্যক কহিলেন, যখন আপনি খ্রীত হইরাছেন, তখন ইহার
ধনসম্বয়ের প্রয়োজন কি? বরং কুমার এই রস পান করিয়া
মহা বলবান হউক। এই কুণ্ডে সহস্র হস্তীর বল প্রতিষ্ঠিত
আছে, অতএব এই বালক যাহা পান করিতে পারে তাহাই
দেওয়া হউক। বাহুকি ইহাতে সম্মত হইলে, ভীম পূর্বমুখে উপ-
বেশন করিয়া একনিশ্বাসে এককুণ্ড রসপান করিয়া ফেলিলেন।
এইরূপে ভীম কুণ্ড রস পান করেন। পরে ভীম শয়ন করিয়া
৮ দিনের দিন জাগিয়া উঠেন।

তখন ভুজঙ্গগণ ভীমকে সঙ্ঘোদন করিয়া কহিলেন, তুমি নাগ-
দন্ত যে বীৰ্য্যকর রসপান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অমৃতনাগের
তুল্য বলশালী ও বুদ্ধ স্থলে অধুবা হইবে। ভীম এইরূপে নাগ
বল প্রাপ্ত হইরাছিলেন বলিয়া ভীমের নাম নাগবল হইরা-
ছিল। (ভারত ১।১২৮-১২৯ অ°)

(ত্রি) ২ হস্তিভূলা বলবৃক্ষ।

নাগবল (স্ত্রী) নাগসৌব বলং বস্যাঃ। বলাভেল। (Sida
alba) গোরক্ষচাকুল্য, গোরখচাকুলে, পানসাঁড়া। শুভলহরা,
কহকী (কিশী)। পর্যায়—অতিবলা, মহাবলা, পাককহী, ঝা,
হুইগবেধুকা, গোরক্ষচাকুল, ভদ্রোদনী, ধরগন্ধা, চকুপলা,

মহোদরা, মহাপজা, মহাশাখা, মহাকলা, বিবক্বেতা, অনিষ্ঠা,
বেবস্তা, মহাসকা, বটী। ইত্যাদি—কবার, উক, ওদ,
আহী, বুবা, বিধ, মুজ্জল, মুজাখা, প্রমেহ, উদর, কণ্ডু,
ফুট, বাত, ব্রণ, কত, চর্মরোগ ও শিশুনাশক, আয়ুর্ভূক্তির,
কীণ ও ক্রুরোগে হিতকর। (স্বাভ° স্বাভিনি°)

নাগবলান্নাত (স্ত্রী) চক্রবর্ত্তোক্ত পক্ষপত্নম্।

নাগবুদ্ধ (পুং) জনৈক বৌদ্ধধর্মপ্রচারক। নামান্তর নাগবোধ।

নাগবুদ্ধি (পুং) একখানি বৈজ্ঞানিকপ্রণেতা। নামান্তর নাগবোধি।

নাগভগিনী (স্ত্রী) নাগস্য ভগিনী ৬৩৭। বাহুকির ভগিনী
জয়ৎকাক।

নাগভিন্দি (পুং) হস্তিধ্বংসকারী সর্প বিশেষ। (Amphis-
bena)

নাগভূষণ (পুং) নাগোভূষণং যস্য। মহাদেব, মহাদেবের সর্প-
গণ ভূষণ স্বরূপ।

নাগভূৎ (পুং) নাগ জুমারারী সন্ বিজুক্তি আত্মানমিতি ভূ-
কিপ্। ভূভূতসর্প। (ত্রিকা°)

নাগভোগ (পুং) সর্পবিশেষ।

নাগমঙ্গল, মহিষুর রাজ্যের অন্তর্গত হসন জেলার একটি
তালাুক। ভূপরিমাণ ৩১৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায়
অর্দ্ধ লক্ষ। তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এখানকার বেঙ্গুরের
জৈনেরাই প্রধান বাবসাদার। তাহারা নানা প্রকার পিতল বাস-
নের ব্যবসা করে।

২ উক্ত তালাকের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত গ্রাম। অক্ষা°
১২° ৪৯' ১০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭' ৪০" পূঃ। শ্রীরঙ্গপুত্র
হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন হিন্দু
রাজধানীর নিদর্শন পড়িয়া আছে। কতকগুলি প্রাচীন দেবালয়
ও রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান। এখানকার এক প্রাচীন মন্দির
হইতে কোজুরাজপ্রদত্ত একখানি অতি প্রাচীন তাম্রশাসন
পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কোড়গ-রাজ্যের প্রাচীন ইতি-
হাসের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। এখানে পাণিগার সর্দারেরা
পূর্বে বাস করিত। এখানকার অন্তর্গত দুর্গটি অতি প্রাচীন,
কাহারও কাহারও মতে ভিতরের দুর্গ ১২৭০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত
হয়। বহির্ দুর্গটি তাহার অনেক পরে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত
হইয়াছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ মহিষুরের হিন্দু রাজা জয়
করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সহিত বুদ্ধকালে
মরাঠাগণ এই নগর ধ্বংস করেন, সেই অবধি সামান্য গ্রামে
পরিণত হইয়াছে।

নাগমণ্ডন, কুমারিকাভুক্ত চম্পকমূলিকুলজাত একজন রাজা,
পরানের পুত্র। (সহস্রাব্দ° ১৩১৪০°)

নাগমণ্ডলিক (পুং) অহিতুতক।

নাগমতী (ত্রি) লজাভেদ। (Ocimum Sanctum)

নাগময় (ত্রি) হস্তিসংহৃত।

নাগময় (পুং) নাগেশ্ব হস্তিঃ স্কন্ধঃ। ঐক্যবত। (শঙ্করায়ঃ)

নাগ মহাসেন, সিংহদের এক বিখ্যাত রাজা। মহাবংশের মতে—ইনি ২৭৫ হইতে ৩০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

নাগমাত্ত (ত্ৰী) নাগানাম হস্তিনাম মাতেব ভূবকবাৎ। ১ মনঃ-শিলা। (হেম)। নাগমাত্তঃ সূৰ্য্যগাং মাতা। ২ মনসাদেবী।

“নাগেশ্বরভানুভক্ত ভগিনী নাগপুজিতা।

নাগেশ্বরী নাগমাতা জুল্লরী নাগবাহিনী ॥” (ব্রহ্মবৈ ২।১।৩৭)

৩ জুরলা। হহমান যে সময়ে নাগরোরজ্ঞন করেন, সেই সময় দেবগণ হহমানের বল পরীক্ষার জন্য নাগমাতা সুরমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (রামা ৬।১।১৩১)

অধ্যায়রামায়ণে ৬।৭৮ অধ্যায়ে এই বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। ও কজ। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, কজগর্ভে নাগগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাগমার (পুং) নাগঃ মারয়তীতি মু-গিহ্-অণ্। ১ কেশরাজ। (ত্রি) ২ হস্তিমারক। ৩ সর্পমারক।

নাগযষ্টি (ত্ৰী) নাগাযষ্টিত্যা যষ্টিঃ। পুষ্করিণী প্রভৃতিতে স্থিত কাষ্ঠবিশেষ। পর্যায়—নাগাঞ্চলা। (জটায়ব) পুষ্করিণী তড়াগ প্রভৃতি উৎসর্গ করিলে তাহাতে নাগদিগের অধিষ্ঠানের জন্ত বরষাদি কাষ্ঠের স্তম্ভপ্রোথিত করিতে হয়। ইহার চলিত নাম রইকাঠ। জলাশয়োৎসর্গতয়ে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টনাগের নাম পৃথক্ পৃথক্ পত্রে লিখিয়া একটী কুন্ডে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে এই কুন্ড মধ্যে পত্রগুলি বিলোড়ন করিতে হইবে। তাহার পর একটা পত্রিকা তাহা হইতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে যে নাগের নাম লিখিত থাকিবে, সেই নাগই জলাধিপ হইবেন, সেই নাগকে যথাবিধি পূজা করিয়া ক্ষীর ও পায়সনৈবেদ্য দিতে হইবে।

“নাগানামষ্টনামানি লিখিতানি পৃথক্ পৃথক্।

ততঃ কুন্ডে চ নিঃক্ষিপ্য গায়ত্র্যা চ বিলোড়্য বৈ ॥

উদ্ধর্যেৎ পত্রিকামেকাং তত্র বৈ নাগলীক্ষর্যেৎ।

বস্ত্র নামোদ্ধরষৎস স বৈ জলাধিপঃ স্তুতঃ।

তং বৈ সম্পূজ্য গজটমৌর্দাদক্ষীরঞ্চ পায়সম্ ॥” (জলাশয়োৎসর্গ)

অষ্টনাগের নাম আশ্রপত্রে লিখিতে হইবে।

বৈষ্ণব, বাক্ষ্য, পুরাণ, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, বিষ ও খাদ্য এই সকল কাষ্ঠ দ্বারা নাগযষ্টি করিতে হইবে। এই সকল কাষ্ঠ যদি বজ্র বা কোটরযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই

সকল কাষ্ঠ বর্জ্যবীর। এই কাষ্ঠে পুল ও চক্ৰ চিহ্নিত করিয়া জলাশয়ে প্রোথিত করিতে হইবে। এই নিয়মে চক্ৰ করিতে হইবে। লৌহ, তাম্র বা পিত্তলের চক্ৰই প্রশস্ত, তাহার মধ্যে বাণী উৎসর্গে ১২ অঙ্গুলি, পুষ্করিণীতে ১৬ অঙ্গুলি, সরোবরে ২০ অঙ্গুলি এবং সাগরে এক হস্ত পরিমাণ চক্ৰ হইবে।*

যে নাগ জলাশয়ের অধিষ্ঠাতা হইবেন, তিনিই সেই জলাশয় রক্ষা করিবেন। অষ্টনাগের নাম অনন্ত, বাহুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কেট ও শঙ্খ এই অষ্টনাগের মধ্যে পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে নাগ নিরূপণ করিতে হইবে।

নাগর (ত্রি) নগরে ভবঃ অণ্। ১ কিলক। ২ নগরোদ্ভব। ত্রিরাং জাতিদ্বাং ত্রীব্। নাগরোবিসংকল্পতাবোহভ্যন্তেতি অহ্। (পুং) ৩ দেবর। ৪ নাগরজ, জবীরভেদ, নারাক্ষা মেহু। (স্ত্রী) শুভ্রী ও স্তুতাভেদ, নাগরমুখা। ৭ রতিবন্ধভেদ। ৯ জনপদভেদ। ১০ নগর নামক স্থানে প্রচলিত অক্ষরভেদ। নগরার হিতং অণ্। ১১ নগরহিত।

“ধনুর্বেদন্ত সূত্রং বৈ যজুঃসংকল্পং নাগরম্ ॥” (তারত স° ৫ অ°)

নাগর, ১ গুজরাতবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তথার যে কয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান বলিয়া গণ্য। স্বল্পপুরণে নাগরখণ্ডে এই শ্রেণীর উৎপত্তি ও গোত্রাদির বিশেষ বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। [দেবনাগর শব্দ ৭২৪ হইতে ৭৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নগর বা বড়নগরে বাস হেতু ইহারা নাগর নামে খ্যাত হইয়াছেন। পরবর্তীকালে গুজরাতের বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ইহারা বড়নগর, বিশলনগর, ঘটোজা, প্রেরোরা, কিকোরা ও চিত্রোরা প্রভৃতি স্থানীয় নামে আখ্যাত ও বিভিন্ন শাখায় গণ্য হইয়াছেন। বর্তমানকালে বোম্বাই প্রদেশের সকল প্রধান স্থানেই অসংখ্য নাগর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের মধ্যে আচার্য্য, ভট্ট, পাণ্ডা, রাউল, ঠাকুর, ব্যাস ইত্যাদি উপাধি আছে।

ইহারা সচরাচর দেখিতে স্ত্রী, স্মৃগঠিত, নাতিদীর্ঘ,

* “বৈষ্ণবং বাক্ষ্যঞ্চৈব পুরাণং নাগকেশরম্।

বকুলং চম্পকঞ্চৈব বিষকৈবাপ খাদিরম্।

এতেষামেব দারুণাং নাগযষ্টিঃ প্রকীর্ণিতা।

স বক্রকোটরং তাল্যং তন্মাত্রং কুর্বাৎ যথোপিতম্ ॥” (হয়শীর্ষ)

“শূলচক্রাঙ্কিতং কুহা হাপরিষা জলাশয়ে।

দ্বাদশাঙ্গুলমানন্ত ব্যাপ্যং চক্রং প্রকল্পয়েৎ ॥

যোড়মাং পুষ্করিণীতং বিংশতিস্ত সরোবরে।

সাগরে হস্তব্রাজন্ত লৌহং তাম্রকং পৈত্তলম্ ॥

চক্রকং দ্বিবিধং প্রোক্তং কুর্বাৎ যথাং যথোপিতম্ ॥” (বৃহস্পতি)

ইহাদের মস্তকের বার আনা অংশ শিখাবৈষ্ণব। পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ অধিক স্ত্রী ও রূপবতী, হাত পা ছোট খাট, স্তন্যবিশিষ্টা ও স্তন্যকেশবিশিষ্ট।

নাগর ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই নিরানিবাশী। অনেকই তৈল পর্যন্ত ব্যবহার করেন না।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব, বৈষ্ণবের সংখ্যা অল্প। অনেকই ব্রাহ্মণকাল ধারণ করেন। জীলোকেরাও অল্পসংখ্যক ও মাধার উড়ানী জড়াইরা থাকে। ইহারা কখন পরচুলা ব্যবহার করে না, মাধার কুল পোঁজে না বা অলঙ্কার পরে না।

ইহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ইহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহারাও তাঁহাদের যত্নমান গুজরাতী বণিরা ব্যতীত আর কাহারও কাছে ভিক্ষা করেন না।

উহাদের মধ্যে শাস্ত্রাচার্য শাখার প্রবেশী ও মাধ্যমিক বাক্সনের শাখার যজুর্বেদী দুই হয়। অধিকাংশই স্মার্ত, শঙ্করাচার্যকে পরমগুরু জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ইহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহারা বোড়শবিধ সংস্কারই পালন করেন; ইহাদের অবস্থা ভাল নয়, তাঁহারা উপনয়ন, বিবাহ ও ঔৎসাহিক এই তিনটি মাত্র সংস্কার করিয়া থাকেন।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে পঞ্চম দিনে বর্ষাপূজা ব্যতীত অপর উক্ত শ্রেণীর হিন্দুর মত আর সকল কার্য সম্পন্ন হয়। দ্বাদশ দিনে ৫টি সখবা রমণী আসিয়া শিশুকে দোলার ও নামকরণ করে। এ সকল রমণীগণ হরিজ্ঞা ধারণ ও পরম্পর পরম্পরের সীমন্তে সিন্দুর লেপন করে। উপনয়নাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণ হইতে বেশী তফাৎ নয়, কেবল বেশীর পরিবর্তে চতুরঙ্গ ভূমির চারিপাশে কলস রাখিয়া তন্মধ্যে মানবককে দাঁড় করায়। এই সময়ে শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজ দিতে হয়।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বিধবারা গন্তক-মুণ্ডন করে, মঙ্গলসূত্র বা কোন প্রকার অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে পারে না। তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মচার্য্য অবলম্বন করিতে হয়।

ভাউনগর-রাজের প্রধান মন্ত্রী প্রান্তঃস্বরগীর গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর এই নাগরবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২ মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের এক শ্রেণী।

৩ গুজরাতী বণিকদিগের মধ্যে এক শ্রেণী।

নাগর, ১ উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটি নদী। পূর্ণিমা হইতে দিনাজপুর জেলার প্রবেশ করিয়া প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মহানন্দার পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহার উপর দিয়া বহু বহু মাল-বোঝাই করা নৌকা বাতারাভ করিতে পারেন। উত্তরাংশে এই নদীর গর্ভ প্রান্তরায়, কিন্তু দক্ষিণাংশে

বালুকামর। ইহার কুলের অবিকার্ষণ হইলেই চাববাস নাই। পাটকি ও কুলিক নামে ইহার দুইটা শাখা আছে।

২ উত্তর-বঙ্গে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। বগুড়া জেলার উত্তরাংশে বহির্গত হইয়া রাজশাহী জেলার প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ২০ মাইল বহিরা শুড় নামে আত্রেয়ী-যমুনা-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে।

৩ জলপুর ও মণ্ডলা জেলার মধ্যে বিস্তৃত গিরিমালা। নর্মদার উপত্যকা ইহার নিম্নে অবস্থিত।

নাগর, সাঁওতাল পরগণা ও ভাগলপুরবাসী এক শ্রেণীর কুবিজীবী। ইহারা পঞ্চ শাখার বিভক্ত—জ্যেষ্ঠ, পুণ্ড্রনস, নাগবংশী, কথোতিয়া ও ভাটনাগর। ইহাদের মধ্যে কেবল কাশ্যপ গোত্র। প্রথম দুই শাখা ছাড়া পরম্পরে বিবাহ চলিত আছে। সম্ভ্রতি ঐ দুই শাখার মধ্যেও বিবাহ চলিত হইয়াছে। বহু বিবাহ তেমন প্রচলিত নাই, তবে প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। অপরাপর নীচ হিন্দুদিগের মত বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিধবারা সাক্ষা করিতে পারে।

ইহাদের ধর্ম কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হয়।

সমাজে ইহারা অতি হীন, দোষাধ অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ব্রাহ্মণ কিংবা জলাচরগীর অপর কোন জাতি ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে দুই একজনের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, তবে অধিকাংশেরই মজুরী ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে প্রায় চল্লিশহাজার নাগরের বাস আছে।

নাগর, রাজপুতানার জয়পুরের অধীন উনিয়ারা রাজ্যের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর। উনিয়ারা হইতে ৭২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

প্রবাদ এইরূপ, মাক্কাতার পুত্র মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন করেন। প্রব্রতস্বাধেয়ী কার্গাইল সাহেব এখান হইতে প্রায় ৬০০০ প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে হইতে প্রায় ৪০ জন প্রাচীন রাজার নাম বাহির হইয়াছে। অতি প্রাচীন-তম মুদ্রাগুলি ছেনিকাটা ও তৎপরবর্তী কালের প্রাচীন মুদ্রার বোধিস্বন্দ অঙ্কিত। সেই মুদ্রাগুলির কোন কোনটির উপর ‘জয় মালবান্য’ এইরূপ খোদিত হইয়াছে। এ ছাড়া ক্ষত্রপরাজ নহপানের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। পুরাবিদগণ অনুমান করেন, এই নগরী খৃষ্টজন্মের বহুশত বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে কোন নৈসর্গিক আগ্নেয় উৎপাতে নগর ধ্বংস হইয়া ৪৬ কি এম শতাব্দীতে এককালে বিলুপ্ত হইয়া ভূগর্ভস্থ হইয়া

হইয়াছে। এখন যেখানে কর্কোট-গিরিমালা বিস্তৃত, তাহারই পূর্বাংশে প্রায় ৪৫ বর্গমাইল জুড়িয়া উক্ত প্রাচীন নগরী অবস্থিত ছিল। কর্কোটগিরির পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে কর্কোটনগর বলিয়াও অভিহিত করেন।

প্রবাদ এইরূপ, এখানে কর্কোট-নাগবংশীর পরাক্রান্ত নাগ-রাজগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, কারণ এখান হইতে যে সকল মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, তাহাতে বোধিতর, বোধিচক্র ও বোধিদণ্ড অঙ্কিত।

বর্তমান সহর অধিকদিনের প্রাচীন নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন নগরের পশ্চিমাংশে তাহারই মাল মসলায় বর্তমান সহর নির্মিত হইয়াছে।

বর্তমান সহরে কএকটা প্রাচীন মন্দির আছে। এখান হইতে যে প্রাচীনতম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১০৮০ সম্বৎ অঙ্কিত আছে। প্রাচীন নগরের দিকেও ছয়টা মন্দিরের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার মুচুকুন্দ মন্দির স্থানীয় লোকের নিকট অতি ভক্তির জিনিস। এখান হইতে ১৩২৭ সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

প্রায় ৪০ বর্ষ হইতে চলিল, ভীষণ গড়কে বর্তমান সহর প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। এখন সহরের অবস্থা ও জলবায়ু অতি শোচনীয়। [বিস্তারিত বিবরণ Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. VI. p.162—195.]

নাগরক (ত্রি) নগরে ভবঃ কুৎসিতো প্রবীণো বা বৃদ্ধঃ। ১ চৌর। ২ শিৱী। নগর শব্দ যে স্থলে কুৎসিত ও প্রবীণ অর্থ বুঝাইবে সেই স্থলে বৃদ্ধ প্রত্যয় হইবে অথ অর্থ বোধ হইলে অণু হইয়া 'নাগর' এই পদ হইবে। (নগরাৎ কুৎসন-প্রাবীণ্যমোঃ। 'পা ৪১২১৮)। সেই স্থলে বৃদ্ধ হইবে। ৩ রতিবদ্ধবিশেষ।

“উন্নমূলোপরিস্থিতা যোষিদুর্ভবঃ যদি।

গ্রীবাং ধৃঢ়া করাভ্যাং বন্ধো নাগরকো মতঃ॥” (রতিম্)

৪ নাগর শব্দার্থ।

নাগরকোইল্, ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ৮° ১২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮' ৪১" পূঃ। এই স্থান ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন রাজধানী ও বর্তমান সদর কোটার নগরের উপকণ্ঠ বলিয়া গণ্য। এখানে বিদ্যালয় ও মুদ্রাস্থল আছে। ত্রিবাঙ্কোড়ের মধ্যে এখান হইতেই কেবল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। লোকসংখ্যা ১১১৮৭, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৯৬০২।

নাগরকোমতি, তৈলঙ্গের কোমতিজাতির এক শ্রেণী।

[কোমতি দেখ।]

নাগরক (ক্লী) নার্ককৃতং রক্তম্। ১ সিন্দুর। ২ নাগদিগের শোণিত।

নাগরখণ্ড (ক্লী) নাগরং নাম খণ্ডম্। কল্পপুরাণের অন্তর্গত বনামখ্যাত খণ্ডভেদ।

এই নাগরখণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় সকল নারদীয় পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“অতঃপরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ বঠোহভিধীয়তে॥” (নারদপুঃ)

প্রথমে ইহাতে লিঙ্কোৎপত্তি, তৎপরে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, বিশ্বামিত্র মহামায়া, ত্রিশঙ্কর স্বর্গগমন, তারকেশ্বরমাহামায়া, ব্রহ্মা-স্বরবধ, নাগবিল, শম্বতীর্থ, অচলেশ্বর-বর্ণন, চমৎকারপুরবৃত্তান্ত, গয়তীর্থ, বালশাখা, বালমণ্ড, যুগাহ্বর, বিষ্ণুপদ, গোবর্ধ, যুগধ্রুপসম্প্রাপ্তি, সিদ্ধেশ্বরবর্ণন, নাগস, সপ্তাধ্ব্য বিবরণ, অগস্ত্যবিবরণ, জগদগর্ভ, নলেশ, শাশ্বিষ্ঠ, সোমনাথ, জমদগ্নি-বধাখ্যান, নিঃশব্দ্রিয়কথন, রামহ্রদ, নাগপুর, জললিঙ্গ, বজ্রভূমি, মুণ্ডীরাদি তিনটা কাকবৃত্তান্ত, সতীপরিণয়, বালখিলা-বিবরণ, লক্ষ্মীশাপ, সপ্তবিংশ সোমপ্রাসাদ, অম্বাবুধ, পান্ডকাখা, আয়েয়, ব্রহ্মকুণ্ডক, গোমুখ, লোহযষ্টাখা, অজাপালেঙ্করী, শানৈশ্চর, রাজবাণী, রামেশ, কুশেশাখা ও লবেশাখা প্রভৃতি লিঙ্গবিবরণ, অষ্টযষ্টি সমাখ্যান, দময়ন্তীর স্ত্রীজাতক, রেবতী, ভট্টকাতীর্থোৎপত্তি, ক্ষেমঙ্করী, কেলার, গুরুতীর্থ, সুখারক-তীর্থ, সত্যসঙ্কেশ্বরখ্যান, কর্ণোৎপলাকথা, জটেশ্বর, বাজ-বক্য, গৌরী, গাণেশ, বাস্তবদাখ্যান, অজামহকা, সৌভাগ্য-অজুক, শুলেশ ও ধর্ম্মরাজকথা, মিষ্টারদেশ্বরখ্যান, গাণপত্যায়, জাবালিচরিত, মকরেশকথা, কালেশ্বর্যাকথাখ্যান, অম্বরকুণ্ড, পুষ্পাদিত্য, রোহিতাখ, নাগরোৎপত্তিকীর্তন, ভৃগুচরিত, বিশ্বামিত্রকথা, সারস্বত, পিঙ্গলাদ ও কংসারীশবর্ণন, ব্রহ্মার বজ্রচরিত, সাবিত্রীখ্যান, রৈবত, ভর্কুয়জাখা, প্রধানতীর্থদর্শন, কোরব, হাটকেশ্বর, প্রভাসক্ষেত্র, পুন্ডর, নৈমিয়ারগা, ধর্ম্মারগা ইহার বিবরণ, বারাগসী, দ্বারকা ও অবন্তীবর্ণন, বুদ্ধাবন, খাণ্ডব ও বৈতবনবর্ণন, কল, শাল ও নন্দ এই তিন গ্রাম, অসি, গুরু ও পিতৃসংজ্ঞ এই তিন তীর্থ, স্ত্রী, স্মরুত ও রৈবত এই তিন পর্বত, গঙ্গা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী এই তিন নদী বিবরণ, শম্বতীর্থ, বালমণ্ডন, হাটকেশ, ক্ষেত্রফলপ্রদ বিবরণ, শাখাদিত্য, শ্রাদ্ধকলা, যোষিষ্ঠির ও অজকবিবরণ, জলাশয়োৎসর্গ, চাঁকু-ক্ষান্ত, অশুভশমনব্রত, মঙ্গলেশ, শিখরাত্রি, তুলাপুঙ্খ, পৃথ্বীদান, বামকেশ, কমালমোচনেশ্বর, পাপপিণ্ড, সাপ্তলৈঙ্গ ও যুগমানাদি কীর্তন, দানমাহাত্ম্যকল্প ও দ্বাদশাদিত্যকীর্তন। নাগর ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাগর খণ্ড।

নাগরঘন (পুং) নাগরএব ঘনঃ মুস্তা। নাগরমুস্তা, নাগরমুখা।
নাগরঙ্গ (পুং) নাগস্ত নাগসত্ত্বতঃ সিন্দুরস্তেব রজোবস্য। বৃক্ষ-
বিশেষ। নারঙ্গী-লেবুর গাছ। (Citrus Aurantium)।
পৰ্যায়—নারঙ্গ, নার্বাঙ্গ, নাগর, ঐরাবত, নাগরক, চক্রাধি-
বাসী, সুরঙ্গ, স্বর্গরু, নারঙ্গী, নারঙ্গক, নাদেয়া, গোরক্ষ।
এই নারঙ্গীকল অন্নমিষ্টভেদে বিবিধ। ইহার গুণগুণ—সুগন্ধি
ও মুখপ্রিয়। মিষ্টকলগুণ—উষ্ণ, গুরু, বলকারক, অন্ন ও
রুচিকর, আম, ক্রমি, শূল, শ্রম ও বাতনাশক। অন্নকলগুণ—
অন্ন, অতিশয় উষ্ণ, দুর্জর, বাতনাশক, রোচক, বৃদ্ধ, পাকে গুরু,
জৈবঃ মধুর, সুগন্ধ। কেশরের গুণ—বৃদ্ধ, জৈবঃ মধুর, অভ্যন্ন,
রুচিকারক ও বাতনাশক।

(রাজবৎ ভাবপ্রং রাজনিং)

নাগরমোলা, মোলাবস্ত্রভেদ।

নাগরমর্দ্দিন (ত্রি) নাগরং মৃদাতি মৃদ-ণিনি। নাগরমর্দক।

নাগরমুস্তা (স্ত্রী) নাগরইব মুস্তা। মুস্তা প্রভেদ, নাগরমুখা
(Cyperus pertenuis)। পৰ্যায়—নাগরোখা, নাগরাদি-
ঘনসংজ্ঞকা, চক্রাঙ্গা, নাদেয়া, চূড়াল, পিণ্ডমুস্তা, শিণিরা,
বৃদ্ধাজ্জী, কচ্ছরহা, চারুকেসরা, উকটী, পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা,
কপালিনী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, শীতল এবং কক,
পিত্ত, জ্বর, অতীসার, রুচি, তৃষ্ণা, দাহ ও ভ্রমনাশক।

(রাজনিং)

নাগরবস্তি, ত্রিহুত জেলায় ছোট গওক নদীতীরে অবস্থিত একটি
ছোট নগর। অক্ষা° ২৪° ৫২' উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫° ৫২' পূঃ।
এখানে দরভাঙ্গা-রাজের বায়ে পরিচালিত একটি বিদ্যালয়
ও থানা আছে। প্রতি সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

নাগরস্ত্রী (স্ত্রী) নাগরগাং স্ত্রী ৬তং। নাগরদিগের পত্নী।

নাগরা (আরবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ
আনন্দযন্ত্র। এই যন্ত্র দুই প্রকার—ক্ষুদ্র নাগরা ও মহানাগরা।
এই দুই নাগরা যন্ত্রই বহির্জাগতিক যন্ত্র। উভয়ই মুক্তিকাধারা
গঠিত। ক্ষুদ্রনাগরা দেখিতে একটি গোলাকারের অর্দ্ধাংশ।
ইহার একমুখ, এই মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী কতকগুলি চর্ম্মরজ্জ্বাধারা
আবদ্ধ থাকে। এই সকল চর্ম্মরজ্জ্ব আবার পঞ্চাঙ্গিকে
একটি চর্ম্মবেষ্টনে আবদ্ধ। শোভার জন্য এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ
ও অশ্বকেশ চর্ম্মরজ্জ্বর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে। এই যন্ত্র
গলদেশে ধারণ করিয়া বাজাইতে হয়। কাড়া নামক যন্ত্রের
সহিত ইহার প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

অতি পূর্বকালে এই যন্ত্র যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইত। এখন
রাজাদিগের অধির্গমন, পূজা ও বিবাহাদিতে ইহার সমধিক
প্রচলন দেখা যায়।

মহানাগরা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর এবং পঞ্চাঙ্গাগে ক্রমে
কোণাকার থাকে। ইহা দুইটা বাম ও দক্ষিণ। আকার-
গত অল্প সকল বিষয়ে এই যন্ত্র উপরি উক্ত যন্ত্রের জায়। এই
মহানাগরা টিকারা নামক আর একটি যন্ত্রের সহিত নব্বত
বাস্তে ব্যবহৃত হয়। ভূমিতে রাখিয়াই দুইটা দণ্ড দ্বারা
বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্বে অরী রাজাদিগের গৃহ-
প্রত্যগমনকালে উক্ত ও হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত
হইত। (যন্ত্রকোং)

নাগরাজ (পুং) নাগানাং রাজা ৬তং ট্‌ সমাসান্তঃ। ১ শৈব-
নাগ।

“অধস্তান্নাগরাজার সোমারোহাং দিশং দদৌ।” (হরিবং ২৬৫ অং)

২ হনোঃগ্রহকারক পিতৃলনাগ।

নাগরাজ, ১ ভাবশতক, শূদ্রাশতক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। টাক-
বংশে ইহার জন্ম, ইহার পিতার নাম জালপ ও পিতামহের
নাম বিভাধর।

২ পদ্মাবতীভক্ত সৌম্য মুনি কুলজ এক রাজপুত্র, ইহার
পিতার নাম শ্রীবদন। (সহ্যাদ্রি° ১১৩০৫৬।)

নাগরাজকেশব, কাব্যপ্রকাশের পদ্যবৃত্তি নামে টীকাকার।
নাগরাজপল্লী, ব্রহ্মা জেলায় নরসরবাপেটের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে
অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে নাগ, বিষ্ণু ও হনু-
মানের মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি
উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

নাগরাদিক্রাথ (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গুঁঠ,
বেণারমূল, বেলছাল, মুতা, ধনিয়া, মোচরস ও বালা এই
সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা
সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর ও দারুণ অতীসার নষ্ট হয়।

অন্তবিধ—গুঁঠ, আতাইচ, বেলগুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা এবং
ইজ্রযব ইহাদের কাথ। ইহার গুণ পাচক এবং শোথ ও
জ্বরাতিসারনাশক। (ভাবপ্রং)

নাগরাদ্যচূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গুঁঠ,
আতাইচ, মুতা, ধাইমূল, রসাজন, কুড়চিমুলের ছাল, ইজ্র-
যব, আকনাদি, বেলগুঁঠ, ও কটকী এই সকল সমভাগে চূর্ণ
করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অল্পপান মধু ও তণ্ডুল
জল। ৬ গুণ বা ৮ গুণ জলে রাত্রিতে তণ্ডুল ভিজাইয়া
রাখিতে হইবে। প্রাতে সেই জলের সহিত সেবনীয়। ইহা
সেবন করিলে রক্তযুক্ত পৈত্তিক গ্রন্থীরোগ নষ্ট হয়।

(ভৈবক্যং গ্রন্থার্থি°)

নাগরাদ্যমোদক (পুং) মোদক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—গুঁঠ, ভেলার মুটী, বিড়ড়ক বীজ, ইহাদের প্রোত্ত-

কের চূর্ণ সমভাগ ও দ্বিগুণ গুড়ের সহিত বখাবিধানে পাক করিয়া এই নোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। সেবনের পরিমাণ ৪ বাবা। অল্পপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে বহুদিনের অর্শ-আরোগ্য হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যার্শোষি)

নাগরাহ (ক্লী) নাগরেতি আস্থা যন্ত। শুষ্ক। (রাজনি)।

নাগরী (ক্লী) নগরে ভবা, নাগর-অণ-স্ত্রীপ্। সূত্রী বৃক্ষ।

২ বিদগ্ধ নারী, বিদ্বী ক্রী।

“হস্তাভীরী শরতু স কথং সংবৃতো নাগরীভিঃ।” (উদ্ধবদূত)।

৩ নাগরপত্নী। (জি) ৪ নগরভব। ৫ অক্ষরভেদ।

[দেবনাগর দেখ।]

নাগরী, ১ উত্তর আর্কট জেলার মধ্যবর্তী একটি গিরিমালা। পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বদক্ষিণপূর্বাংশ বলিয়া গণ্য। শতাব্দিক কিট হুল কঠিন বালু পাথর ও পূর্বাংশে দানাদার গ্রানিট পাথর তির্যকভাবে রহিয়াছে। লালচে, পীত, খেত প্রভৃতি নানাবর্ণের বালুপাথরই দৃষ্ট হয়। ভূতবসিনেরা স্থির করিয়াছেন, ইহার গঠনাদি উত্তরাংশ অন্তরীপস্থ সমতল গিরিবৎ।

২ উক্ত গিরিমালার প্রধান শৃঙ্গ। অক্ষা° ১৩° ২২' ৫৩" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৩৯' ২২" পূঃ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮২৪ ফিট উচ্চ। সমুদ্রকূল হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও পরিষ্কার দিনে সমুদ্র হইতে দেখা যায়। ইহার পাদদেশে নাগরী গ্রাম। (লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০।) তাহারই নিকট মাস্ত্রাজ রেলের নাগরী স্টেশন। এখানে চাউল, নীল ও সুপারির জন্ম বিক্রয়ের জন্য মাস্ত্রাজ হইতে সর্বদাই বণিকেরা যাতায়াত করে। ইহার নিকট অতি উৎকৃষ্ট ধাতু জন্মে। পূর্বে এখানে বহু জনাকীর্ণ নগর ছিল।

৩ রাজপুতানার চিতোর নগরের ৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর ও এক অতি প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ। প্রবাদ এইরূপ, রাজা হরিচাঁদ এই নগর পত্তন করেন। ইহার প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী। এখান হইতে অশোকের সময়কার ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ ছাড়া আড়াই হাজার বর্ষের প্রাচীন হিন্দুদের ছেনিকাটা মুদ্রা ও বৌদ্ধভূপের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও ভাস্করকার্যের অবশেষ প্রাচীন নগরের কেবল পরিচয় দিতেছে, আর কিছুই নাই। এই স্থান গহলোতদিগের হস্তগত হইলে এখানকার প্রাচীন জটব্য বাহা কিছু ছিল, সমস্তই চিতোরে স্থানান্তরিত হয়। (Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. VI. p. 196-226.)

নাগরীট (পুং) নাগরীমেটি ইট গতৌ ক। ১ বিজ্ঞা লম্পট। ২ জার। ৩ নাগরী কৃত মললক্ষনি।

নাগরুক (পুং) নাগং রবতে সাধুভেন প্রাপ্তোভীতি ক গতৌ বাহ- ক প্রত্যয়েন সাধুঃ। নাগরক।

নাগরেশু (পুং) নাগন্ত সীসকন্ত রেণুঃ। সীসকসত্ত্ব, সিন্দূর।

নাগরেশ্যক (জি) নগরে ভবঃ নগরেশ্যঃ বা নগর-ঢকঞ (কজাদিত্যো ঢকঞ। পা ৪।২।১৫)। নগর সম্বন্ধী। অথবা নগরেশ্যঃ। এই অর্থে নগর-কেশ্য, তাহার পর স্বার্থে ক, এইরূপ প্রত্যয় করিলেও নাগরেশ্যক পদ সিদ্ধ হয়।

নাগরোপা (ক্লী) নাগরাহুতিতি উদ্-হা-ক। নাগরমুতা, নাগরমুখা।

নাগর্য্য (ক্লী) নাগরন্ত ভাবঃ যক্। নাগরভাব, বিদগ্ধ, পাণ্ডিত্য।

নাগলক্ষণ (ক্লী) নাগানাং সর্পাণাং লক্ষণং। সর্পদিগের ভেদাদি জ্ঞাপক চিহ্নভেদ।

“নাগাদয়োহথ ভাবাদিদংশস্থানানি কশ্য চ।

সূতকং দষ্টচেঠেতি সপ্তলক্ষণমুচ্যতে।” (অগ্নিপুং)।

নাগলক্ষণের বিষয় অগ্নিপুুরাণে এইরূপে লিখিত আছে—
নাগ, তাহার শরীরাদি, ভাবাদি, দংশস্থান, কশ্য সূতক ও দষ্ট চেঠা নাগদিগের এই সাতটা লক্ষণ। শেষ, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোট, অজ, মহাশূজ, শঙ্খপাল ও কুলিক এই নয়টা শ্রেষ্ঠ নাগ। ইহাদের প্রত্যেক দুইটির ক্রমে সহস্র, অষ্টশত, পঞ্চশত ও ত্রিশশতি যন্তক আছে এবং প্রত্যেকে দুইটা করিয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি। ইহাদের বংশ পঞ্চশত, ক্রমে তাহা হইতে অসংখ্য হইয়াছে। কণী, মণ্ডলী ও রাজিল ইহারা ক্রমে বাত, পিত্ত ও কফায়ক। ইহাদের মধ্যে অমুক্ত কালজাত দোষমিশ্র নাগগণ দর্শীকর নামে খ্যাত।

নাগগণ চক্র, লাক্সল, ছত্র ও স্বস্তিক চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গোনস নাগগণ দীর্ঘাকার, মল্লগামী ও নানাপ্রকার মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিল নাগগণ, স্নিগ্ধ, উর্জ এবং বক্রভাবে নানাবর্ণে চিত্রিত। বাস্তর নাগগণ মিশ্র চিহ্নবিশিষ্ট, ও ভূ, বর্ষ, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। তাহাদের মধ্যে আবার ২৬ প্রকার আবাস্তরভেদ আছে। গোনসগণ বোড়শ প্রকার, রাজিল ১৩ প্রকার ও বাস্তরগণ ২১ প্রকার। যে সকল সর্প অমুক্তকালে জন্মে, তাহাদিগকে বাস্তর কহে।

নাগগণের আবাচাদি মাসজরে গর্ত হয়। অনন্তর চারি মাস গর্তধারণ করিয়া ২৪০টা ডিম প্রসব করে, তাহার মধ্যে নাগিনীগণ পুং ও নপুংসক হস্তসমূহকে গ্রাস করে, কেবল নাগকজাগণ জীবিত থাকে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনের পর চন্দ্র প্রস্ফুটিত হয়, এক মাসের পরই তাহার বাহিরে দৃষ্ট হয়।

১২ দিনের পর বোধ জন্মে, স্বর্ঘ্য দর্শন করিলেই দন্তোদগম হয়। ইহার মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও বা ২২ দিনে ৪টা দন্তো অর্থাৎ বৃহদন্ত হয়। করালী, মকরী, কালরাত্রী ও যমপুতিকা ইহাদের দন্তে বিব থাকে। ইহারা বাম ও দক্ষিণ পাশ দিয়া গমন করে, ও ৬ মাসের পর স্বপ্নোচ্চোন করিয়া থাকে। নাগের পরমায়ু ১২০ বৎসর। দিবা ও রাত্রিকালে সপ্তনাগ স্বর্ঘ্যাদি বারষিপিতি হয়। ইহাদের মধ্যে ৬টা প্রতি-বারেই ও কুলিক সকল সন্ধ্যাতেই অধিগতি হইয়া থাকে।

(অগ্নিপুং ৩০৪ অং)

পূর্বোক্ত নাগলক্ষণ—দংশন ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অগ্নিপুংরাণে ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সূত্রত এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নাগ সকল অশীতি প্রকার, তাহাদের মধ্যে দর্শীকর ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২, রাজিমন্ত ১০ প্রকার, ত্রিবিধ বৈকরজ জাতি ও নির্বিষ ১২ প্রকার। বৈকরজ জাতি হইতে সপ্ত প্রকার চিত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয় গুণবিশিষ্ট।

যে সকল সর্পের মস্তকে রথাক, লাল্ল, ছত্র, স্বস্তিক বা অঙ্কুশ চিহ্ন থাকে, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দর্শীকর বলে। তাহারা কণাবিশিষ্ট ও শীতগামী। যাহারা বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত, মূল ও মন্দগামী এবং দীপ্তস্বর্ণের জায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী কহে। চিকচিকে ও শরীরের উজ্জ্বলভাবে বিবিধ বর্ণের অঁজি দ্বারা চিত্রিত যে সকল নাগ, তাহাদিগের নাম রাজিমন্ত। যাহাদের শরীর অঙ্গুর ও স্বর্ণবর্ণের জায় আভাবিশিষ্ট তাহারা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহারা স্নিগ্ধবর্ণবিশিষ্ট ও নীল কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের শরীর কৃষ্ণবর্ণ, লোহিত, ধূস্র বা পারাবতের জায় ও বস্ত্রের জায় দৃঢ় হয়, তাহারা বৈশ্যজাতি। যাহারা মহিষ, হস্তী অথবা অস্ত্রপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট এবং বৃক্ অতিশয় কর্কশ, তাহারা শূদ্রজাতি।

দর্শীকরের দংশনে বায়ু, মণ্ডলীর দংশনে পিত্ত ও রাজি-মস্তের দংশনে ক্লেম কুপিত হয়। যে সকল নাগ অসবর্ণ সমাগমে উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিষে দুই দোষ কুপিত হয়। সেই দোষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া নাগদিগের পিতামাতার জাতি জানা যায়। রক্তনীর শেখতাগে চিত্রাজাতি, এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলীজাতি, ও দিবাভাগে দর্শীকর জাতি বিচরণ করিয়া থাকে। দর্শীকর তরুণ, মণ্ডলী বৃদ্ধ, এবং রাজিমন্ত মধ্যবয়স্ক হইলেও দংশনে মৃত্যু হয়।

যদি সূর্য্যাদি নকুল দ্বারা আকুলিত কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভিহত হয়, এবং ক্রশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্ৰম্বক অথবা ভীত হয়, তাহা হইলে ইহাদের বিষ অন্ন হয়, জানিতে হইবে।

সূত্র যেরূপ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, বিষও সেইরূপ সর্পের সকল শরীরে ব্যাপ্ত আছে। ক্রুদ্ধ হইলে বড়িশের জায় দন্ত হইতে ইহাদের বিষ নিঃসৃত হয়। ইহারা কণা তুলিয়া দংশন না করিলে বিষ ত্যাগ করিতে পারেনা। (সূত্রত)

সূত্রতে কল্পস্থানে ৩, ৪ ও ৫ অধ্যায়ে নাগলক্ষণ, দংশন ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

[বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।]

নাগলতা (জী) নাগঃ সর্পস্তত্ত্বং লতা। লিঙ্গ। (ত্রিকাং)
২ নাগদীর্ঘালতা, তাহুলী।

নাগলোক (পুং) নাগানাম লোকঃ ৬তৎ। নাগাধিষ্ঠিত লোক, পাতাল। “তেষু দানবদৈতয়ে জাতয়ঃ শতসংঘঃ।

নিবসন্তি মহানাগ জাতয়শ্চ মহামুনে ॥” (বিষ্ণুপুং)

পাতাললোকে নাগগণ অবস্থান করে, ব্রহ্মার আদেশে নাগগণ এই লোকে অবস্থিত। এক একটা পাতাল দশসহস্র যোজন। অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমং, মহাতল, শ্রেষ্ঠ স্ততল এবং সপ্তম পাতাল। এই সপ্ত পাতাল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত ভূমি সকল যথাক্রমে গুরা, কৃষ্ণা, অরুণা, পীতা, শর্করা, শৈলী ও কাঞ্চনী। এই সকল স্থানে দানব, দৈত্য, যক্ষ ও মহানাগ জাতি সকল বাস করিয়া থাকে। নারদ একদা নাগদিগের আবাস ভূমি পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গলোকে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পাতাল স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। (বিষ্ণুপুং ২।৫ অং)

নাগবট্ট (পুং) কাশ্মীররাজ কম্পনাগতির একজন অমাত্য। ইনি কাশ্মির ছিলেন। (রাজতরং ৮।৬৭১)

নাগবত্সান্ (পুং) তীর্থভেদ। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই তীর্থে পরগরাজ বাহুকি স্বয়ং নানা নাগগণের সহিত অবস্থান করেন। এই তীর্থে সহস্র সহস্র ঋষি ও দেবতা সকল আসিয়া নাগরাজ বাহুকিকে বথাবিধি অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই স্থানে কাহারও সর্প ভয় নাই। (ভারত শাং ৩৮ অং)

নাগবল্লরী (জী) নাগইব দীর্ঘা বল্লরী। নাগবল্লী, তাহুলী।

নাগবল্লিকা (জী) নাগবল্লী।

নাগবল্লী (জী) নাগইব দীর্ঘা বল্লী লতা। তাহুলবল্লী, তাহুল লতা, পশ্চিমে নাগবেলী বা পান এবং রক্তে ও পাণ নামে চলিত। ইহা দেশভেদে বিভিন্নগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

‘একাগোবা দেশমুৎসাবিশেষানানাকারং যাতি কীরে শুণে চ ॥’

(রাজনি)

রাজনির্ঘণ্টে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীমুণ্ডা—ইহার গুণ মধুর, তীক্ষ্ণ এবং বাত, পিত্ত ও কফনাশক, সরস, রুচিকর এবং বিপাকে শীতল।

অন্নবাটী—ইহার গুণ কটু, অন্ন, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মুখশোধক, বিদাহ, পিত্ত ও অন্নকোপন, বিষ্টেকারক ও বাতনাশক।

সপ্তমী—ইহার গুণ মধুর, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, পাচন, শুষ্ক, উদরায়াননাশক, রুচিকর এবং দীপন।

গুহাগর নামক স্থানে ইহা সপ্তশিরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার গুণ—চূর্ণ সহিত অতি রসা ও রুচিকারক, স্মৃগন্ধি, তীক্ষ্ণ, মধুর, অতি জ্বা, সন্ধীপন, পুংস্কর, বলকারক, বিরচন ও মুখ-স্মৃগন্ধিকারক। মালবদেশে অন্নসরা বলিয়া খ্যাত, ইহার গুণ—স্মৃগন্ধি, মধুর, রুচিকর, শীতল, দাহনাশক, পিত্তরুচিকর, বলকারক, মুখস্মৃগন্ধিকারক, শ্রীদিগের সৌভাগ্যবর্ধনকর, মদকারক, শুষ্ক ও আধাননাশক।

আন্ধ্রদেশে পুঙ্কলিকা নামে খ্যাত। ইহার গুণ—কষায়, উষ্ণ, কটু, পিত্ত ও বাতনাশক। এই দেশে দীর্ঘকলা নামে আর এক প্রকার নাগবল্লী আছে, তাহার গুণ—দেয়বীয়, কটু, তীক্ষ্ণ, জ্বা, কফ ও বাতনাশক, রুচিকর, দীপন ও পাচন। (রাজনি) *

[তাৎপ্যের অস্তিত্ব বিবরণ তাৎপ্য লেখ।]

নাগলপন্নী, একটা প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামটী ইলোরার ২১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরপূর্বে এবং জিলি-জারি গুড়মের উত্তরে কতকগুলি নিয়গিরিশ্রেণী আছে। এই সকল পাহাড়ের পশ্চিমপার্শ্ব একটা উপত্যকার পর্বতগাত্রে

খাত কতকগুলি কুপ ও সেই কুপের অভ্যন্তরে দেবমন্দির নির্মিত আছে।

নাগলপুর্, মাস্রাজে চেন্দলপট্ট নামক জেলার মধ্যবর্তী একটা ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী। অক্ষা° ১৩° ২৪' হইতে ৩১° ২৭' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৯' হইতে ৭৯° ৫১' ৫০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা উত্তরে সাতিনাবাদ গিরি ও পশ্চিমে নাগরী গিরিপুঞ্জের সহিত সংযুক্ত। ইহা সাধারণতঃ ১৮০০ ফিট উচ্চ, ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৫০০ ফিট। এই গিরির উপরে তিনটা বজ্র গিরিপথ আছে। নাগলুতি, নন্দিকটকুবের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে দুইটা জীর্ণ মন্দির আছে। তন্মধ্যে অন্ননা নামক মন্দিরে শিলালিপি খোদিত আছে। উহা ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়। উহাতে বিজয়নগরের রাজা সদাশিবের দানের বিষয় লিখিত আছে।

নাগবংশ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, আৰ্য্যজাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পূর্বে এদেশে নাগবংশীয় রাজারা আধিপত্য স্থাপন-পূর্বক রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এই নাগবংশ ভারতের প্রাচীন শকজাতির (Scythic race) এক শাখা। নাগবংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং সিংহলে রাজত্ব করিয়াছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপি পুরাণে লিখিত আছে, নাগবংশীয় সাতজন মথুরা-পুরী ভোগ করিবেন, তৎপরে গুপ্তরাজগণ রাজা হইবেন। (ব্রহ্মাণ্ড উপসংহার পাদ।) নবনাগের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তছপরি খোদিত বৃহস্পতিনাগ, দেবনাগ, গণপতি নাগ প্রভৃতি শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে নাগবংশীয় রাজগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। (Coins of the Nine Nagas, in Asiatic Society of Bengal, Pt. I. of 1864)। এই নবনাগের রাজধানী কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে সত্য বটে, কিন্তু অনেক তর্কের পর এই ধীমাংসা হইয়াছে যে নরবর তাহাদের রাজধানী ছিল। বিষ্ণুপুরাণে নরবর পদ্মাবতী নামে খ্যাত। উক্ত নাগবংশধরগণ কান্তিপুরী এবং মথুরায় বিজয়পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। অধুনা যে সমস্ত স্থান ভরতপুর, ঢোলপুর, পোরালিয়ার, বুদ্ধেলখণ্ড, উজ্জয়িনী, ভিলসা ও সাগর নামে খ্যাত, ইহা সমস্তই নবনাগের অধিকৃত ছিল। শুনা যায়, মালবের কিয়দংশও তাহাদের রাজ্যভূক্ত ছিল। আলাহাবাদের খোদিত লিপিতে আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত গণপতিনাগকে পরাজয় করিয়া-ছিলেন। গণপতিনাগের অস্ত্র নাম গণেশ্বর। নরবর রাজা-দিগের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গণপতিনাগের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাই অধিক, এবং বহু দেশ দেশান্তর

* “শ্রীবাটী মধুরা তীক্ষ্ণ বাতপিত্তকফাণা।

রসাঢ্যা চ রসা রুচ্যা বিপাকে শিশিরা স্মৃতা ॥

স্তাদন্নবাটী কটুকায়তিক্তা তীক্ষ্ণা তথোলা মুখপাককর্জা।

বিদাহপিত্তান্নবিকোপনী চ বিষ্টেক্তা বাতনিবর্হণী চ ॥

সপ্তমী মধুরা তিক্তা কটুকফা চ পাচনী।

গুহোদাদান্নান্নমহরা রুচিকৃদীপনী পরা ॥

অন্তঃ—গুহাগরে সপ্তশিরা প্রসিদ্ধা তৎপর্ণচূর্ণতি রসাতিরুচ্যা।

স্মৃগন্ধিতীক্ষ্ণা মধুরাতিজ্বা সন্ধীপনী পুংস্কর চ বলা

বিরচনী বহু-স্মৃগন্ধিকারিণী ॥

আন্ধ্র পুঙ্কলিকানাম কষায়োলা কটুত্বা।

মলাপকর্ষাকটু পিত্তহৃৎষাতনাশিনী ॥

দেববীরা কটুতীক্ষ্ণা জ্বা দীর্ঘকলা চ সা।

ককবাতহরা রুচ্যা কটুদীপনপাচনী ॥” (রাজনির্ঘণ্ট)

বাপিরা প্রচলিত। মগধ রাজ্যে এক নাগবংশের কথা শুনা যায়। ইহারা বহুকাল পর্যন্ত নিজ ভূজবলে মগধ করায়ত্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে প্রভূত পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করেন। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানে আৰ্য্য পাণ্ডবগণের সহিত মগধের নাগবংশীয় রাজাদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাভারতে খণ্ডবদাহনের বিষয় ভারতবাসী হিন্দুমান্ত্রেরই অবিস্মৃত নাই। সেই সময় বহু সংখ্যক নাগের (সর্পের) নিধন হইয়াছিল এবং অীক্লক স্বয়ং কালির প্রভূতি অনেক নাগময়ন করিয়াছিলেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন যে, আৰ্য্য-বংশোদ্ভব ক্লক অনার্য্যসমূহ নাগবংশীয় রাজাদিগকে জয় করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যাখ্যার সত্যাসত্য বিবেচনার ভার পাঠকবর্গের উপর রহিল। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা, তবে খৃঃ পূর্ব ৬৯১ অব্দে নাগরাজারা প্রবল প্রতাপের সহিত তথায় প্রভূত করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহাবীর আলেকজান্ডার যখন মগধ রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করেন, তখন নাগবংশসমূহ নন্দরাজ স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহার গতিরোধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামগড় ও সীরগুজার নাগবংশীয় রাজারা তদ্রূপ মূর্ত্তার উপর সর্প অঙ্কিত করিত। ইহার মর্ম্ম এই যে তাহারা নাগবংশীয়, সুতরাং পূর্বপুরুষগণের সম্মানার্থ নাগমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। সিংহলে নাগবংশ এত অধিক যে ইহা ‘নাগবীপ’ নামে খ্যাত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অস্ত্রান্ত দেশেও নাগবংশ গমন করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। আবি-ডব্লীনেক লিখিয়াছেন যে, উত্তর আমেরিকায় শকজাতীয় নাগবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং নাগবংশ লিটীয়ানদের রাজ্যও জয় করিয়াছিল। (Cyclopaedia of India, Vol. II. p. 1042.)

নাগবন্দন, সিংহলের একটা বন্দরের নাম। হিউএন সিয়নের কিছু কাল পরে ঐ বন্দরটা স্থাপিত হয়।

নাগবর্দ্ধন, চালুক্যবংশীয় একজন রাজা। [চালুক্য দেখ।]

নাগবলি, মাক্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্তী একটা নদী। ইহার অপর নাম ‘লাঙ্গলিরা’।

মধ্যপ্রদেশে গোণ্ডরান্না পাহাড় হইতে তিনটী জলস্রোত একত্র মিলিত হওয়ার এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী তথা হইতে দক্ষিণপূর্বদিকে ধাবিত হইয়া জয়পুরের মধ্য দিয়া চিকাকোলের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪০ মাইল। ইহার তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর বখা—সিদ্ধাপুর, বিরদা, রানগড়, পার্শ্বতীপুর, পালকড়া এবং চিকাকোলা। ইহার প্রধান উপনদী সাগুর এবং মক্কা।

নাগবারিক (পুং) নাগন্ত গজন্ত সর্পন্ত বা বারো বারং প্রয়োজনমন্ত ঠক্। ১ হস্তিপালক। ২ গরুড়। ৩ ময়ূর। ৪ রাজকুঞ্জর। ৫ বৃষহিত গজরাজ।

‘নাগবারিক উদ্ভিষ্টো রাজকুঞ্জর হস্তিপে।

গণহরাজে গরুড়ে চিত্রমেখলকে কচিং ॥’ (মেদিনী)

নাগবাস (পুং) নাগানাং বাসঃ অবস্থানং। ১ নাগদিগের বসতি।

২ নেপালের উপত্যকাস্থ হ্রদবিশেষ।

নাগবিল (ক্লী) তীর্থভেদ। (নাগরখণ্ড)

নাগবীট (পুং) নাগইষ ষোড়শি বি-ইট-ক। টাকর, লম্পট, চলিত ডাকরা।

নাগবীথী (স্ত্রী) নাগন্তেব বীথী পহাঃ। আকাশমণ্ডলে অখিতাদি নক্ষত্রত্রয়খণ্ডিত গ্রহস্থানত্রয়ের অন্তর্গত উত্তরদিকস্থিত মার্গবিশেষ। দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্যমার্গের প্রত্যেক মার্গে তিনটী করিয়া বীথী হয়। তিন নক্ষত্রে একবীথী। ইহার মধ্যে অশ্বিনী, রুদ্রিকা ও যাম্য নাগবীথী।

“অশ্বিনীরুদ্রিকা যাম্য নাগবীথীতি শক্তিভা।”

(বিষ্ণুপুং ২।৮।৭৯ শ্লোকটীকারাং স্বামী)

২ কশ্যপপুত্রীভেদ। (ব্রহ্মবৈবর্তপুং ২ অ°)

৩ ধর্ম্মের যামি পত্নীর গর্ভজাতা কন্যা। (মৎস্যপুং ৫।১৮)

নাগবৃক্ষ (পুং) নাগাথো বৃক্ষঃ। নাগকেশরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

নাগশত (পুং) নাগানাং শতং যত্র। পর্ষতভেদ।

“জগাম সহ পত্নীভাঃ ততো নাগশতং গিরিম্।” (ভারত ১।১৯৯ অ°)

নাগশুক্ৰী (স্ত্রী) নাগন্ত শুণ্ডবৎ আকৃতিরস্ত্যশ্বেতি, অচ, ততো গোরাদিষাং ঙীষ্। ১ ডব্লরীকল। ২ হস্তিশুক্ৰী কুপ, হাতিশুক্ৰা।

নাগশুক্ৰি (স্ত্রী) নাগানাং শুক্রিঃ। নাগদিগের শুক্রি। নব গৃহারম্ভে নাগশুক্ৰি দেখিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে হয়।

“পূর্বাদিষু শিরঃ কৃচ্ছা নাগঃ শেতে ত্রিভিত্তিভিঃ।”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

নাগগণ পূর্বাদি দিকে শির রাখিয়া তিন তিন মাস অবস্থানপূর্বক শিরঃপরিবর্তন করিয়া থাকেন। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক এই তিন মাসে পূর্বদিকে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘমাসে দক্ষিণদিকে, কাশ্বিন, চৈত্র ও বৈশাখে পশ্চিমদিকে এবং জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণমাসে উত্তরদিকে শির রাখিয়া অবস্থান করে। গৃহারম্ভকালে নাগদিগের যদি মন্তকে আঘাত হয়, তাহা হইলে গৃহকর্তার মৃত্যু, পৃষ্ঠদেশে হইলে পুত্র ও ভাণ্ডার মৃত্যু, জঘনে অর্ধকর এবং উদরে সর্প সম্পদলাভ হইয়া থাকে। এই জন্ত নাগশুক্ৰি দেখিয়া গৃহারম্ভ করা প্রয়োজন।

“বাস্তপ্রমাণেন তু গাজকেন বাঘেন শেতে ধনু নিত্যকালম্।

ত্রিভিত্ত মাসৈঃ পরিকৃত্য পার্শ্বং তং বাস্তনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ ॥

ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্শিরাঃ জ্যৈষ্ঠাদিকৌবেরশিরাঃ স নাগঃ ॥
প্রত্যক্শিরাঃ জ্যৈষ্ঠাং ধনু ফাল্গুনানৌ জ্যৈষ্ঠাদিকৌবেরশিরাঃ স নাগঃ ॥
বুদ্ধিধাতে ভবেম্ভূতাঃ পৃষ্ঠে জ্যৈষ্ঠ পূজ্যভারোঃ ।
জঘনেহর্ষকর্মবিদ্যাং সর্বসম্পত্তধোদরে ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

নাগসম্ভব (কী) সম্ভবতাস্থাৎ সম্ভবঃ নাগবৎ সম্ভবো বস্তু ।
সিন্ধুর ।

নাগসম্ভূত (কী) নাগাৎ নীসক্যাৎ বাসুক্যানিতো বা সম্ভূতঃ ।
১ নীসকসম্ভব, সিন্ধুর । ২ মুক্তাকলভেদ, বাসুকি প্রভৃতি
সর্পের মস্তকে মুক্তা হয় । এইজন্য ইহাকে নাগসম্ভূত
বলা যায় ।

“তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা য়ে চ পরগান্তেবাম্ ।

দ্বিদ্ধানীলছাতযো ভবন্তি মুক্তাঃ ক্ষণস্যান্তে ॥

শস্তেহবনিপ্রদেশে রজতমরে ভাজনে স্থিতে চ যদি ।

বর্ষতি দেবোহকস্মাৎ তক্ষজেষং নাগসম্ভূতম্ ॥”

(বৃহৎসং ৮।১।২৫-২৬)

তক্ষক এবং বাসুকিবংশসম্ভূত কামগামী য়ে সকল পরগ
আছে, তাহাদিগের ফণার অগ্রভাগে নীলছাতিসম্পন্ন দ্বিদ্ধমুক্তা
সকল উৎপন্ন হয় । য়ে মুক্তা প্রশস্ত অবনিপ্রদেশে রজতমর
পাত্রস্থিত হইলে অকস্মাৎ বর্ষণ হয়, সেই মুক্তাই নাগসম্ভূত
বলিয়া জানিতে হইবে ।

নাগসরস্ (কী) তীর্থভেদ । (নাগরখণ্ড)

নাগসাহস্রয় (কী) নাগেন হস্তিনা সমানঃ আস্থায়ো সংজ্ঞা যস্য ।
হস্তিনাপুর ।

“জগাম তক্ষকস্তূর্ণং নগরং নাগসাহস্রয়ম্ ।” (ভারত ১।১৩ অ°)

নাগসুগন্ধা (কী) নাগসোব সুশোভনো গন্ধঃ বস্যাঃ ।

ভুজঙ্গাকীলতা, সর্পসুগন্ধা, রাসাভেদ ।

“নাকুলী সরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী ।

নকুলেষ্ঠা ভুজঙ্গাকী সর্পাকী বিঘনাশিনী ॥” (ভাবপ্র° পূর্বখ°)

নাগসেন (পুং) ১ জনৈক বৌদ্ধধর্মবিদ ।

ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতবৈধ লক্ষিত হয় । কাহারও
মতে নাগার্জুন ও নাগসেন একই ব্যক্তি । কিন্তু নাগসেন-
রূত মিলিন্দপ্রশ্ন পাঠে জানা যায় যে, নাগসেন উত্তর
ভারতবাসী একজন বৌদ্ধ ছিলেন । কিন্তু কুমারজীবরূত
নাগার্জুনের জীবনীতে, নাগার্জুন দক্ষিণ ভারতবাসী বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছেন । আবার নাগসেন মিলিন্দের (Menander)
সমসাময়িক ছিলেন । মিলিন্দ খৃঃ জন্মের ১৪০ বৎসর পূর্বে
প্রাচ্যভূতে হন, কিন্তু নাগার্জুন খৃষ্টীয় ১ম কি ২য় শতাব্দীতে জন্ম
গ্রহণ করেন । আরও, দুই ব্যক্তির চরিত্রগত অনেক বৈষম্য
দৃষ্ট হয় । এ সমস্ত পর্যালোচনা করিলে উভয়ের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে গোলযোগই হইতে পারে না । মহাবীরের জন্মের
৩৫৯ বৎসর পরে আচার্য নাগসেন ১৮ বৎসর কাল ধর্ম
প্রচার করেন । মিলিন্দপ্রশ্নে, রাজা মিলিন্দের সহিত,
নাগসেনের অনেক ধর্মবিষয়ক তর্কের উল্লেখ আছে । তিনি
ভারতে শাক্যদেশে সিতিকা মন্দিরে আশ্রমগ্রহণ করেন ।

২ সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক আর্য্যাবর্তের একজন রাজা ।

নাগস্তোতক (পুং) বৎসনাভাষা বিষ, ইহার চলিত নাম
অমৃতবিষ ।

নাগস্থান, মধুরার সন্নিকটস্থ একটা গ্রাম ।

নাগক্ষোভা (কী) নাগইব ক্ষোভা । ১ নাগক্কাটীক; হাতি-
তুড়া । ২ দস্তীক ।

নাগহস্ত (পুং) নাগস্ত হস্তিনো হস্তরিব । নথনামক গন্ধদ্রব্য-
বিশেষ, নথী । (রাজনি°)

নাগহস্তী (কী) নাগান্ হস্তীতি হন-তুচ্ছী । বন্ধাকর্কো-
টকী, ঝাঁঝ কাকরোল (হিন্দী) ।

নাগহুদ, ১ মেদপাটের রাজধানী, বর্তমান নাম নাগোর ।

২ রেবাখণ্ড বর্ণিত একটা তীর্থ ।

নাগা, এক প্রকার সরাসী । ‘নঙ্গা’ শব্দের অর্থ উলঙ্গ । এই
সরাসী সম্প্রদায় কখনও বস্ত্রপরিধান করে না, এই হেতু
ইহারা নাগা নামে খ্যাত । অধুনা ইংরাজরাজ্যে উলঙ্গ থাকা
সভ্যতাবিরুদ্ধ, অতএব রাজদণ্ডভয়ে নাগারা এক প্রকার কোপীন
ও অজ্ঞাশ্র প্রকার কাপড় পরিয়া থাকে । ঐ কোপীনকে
‘নাগকণী’ কহে । “নাগা পহরে নাগকণী ।”

ইহারা মস্তকের জটাগুলি রজ্জুর জায় পাকাইয়া উষ্ণীষ
বাধে । অশ্র সম্প্রদায়ের সরাসীগণ ছুইখণ্ড বসন ধারণ করিয়া
থাকে । একখানির নাম ডোর ও অপরখানির নাম কোপীন ।
নাগাদের এক নাগকণীই ডোর ও কোপীন উভয়ের কার্য্য
করিয়া থাকে ।

ইহারা বিবৃতির উৎপাদক গিরিমুক্তিকায় চিত্রিত ও চন্দন-
বিলেপিত করিয়া ভগ্নরাশি স্তুপাকার করিয়া রাখে । প্রত্যহ
ইহারা পুষ্পাদি দ্বারা ঐ ভগ্নরাশির পূজা করিয়া থাকে । ভিক্ষা-
কালীন বিবৃতি-গোলা হস্তে করিয়া তত্ত্বপরি ভিক্ষা গ্রহণ
করে । শুনা যায়, রোপ্যসূত্রা অপেক্ষা নিরুচ্চতর সূত্রা গোলায়
উপর গ্রহণ করে না ।

নাগা সরাসীরা নিজে শিষ্য করে না । নাগাদলে প্রবিষ্ট
হইতে হইলে অজ্ঞাত সরাস্য অবলম্বন করিয়া এই দলভুক্ত
হইতে হয় । ইহাকে গুরুপক্ষ (বীক্ষাগুরুর আশ্রয়) পরিত্যাগ-
পূর্বক দেবপক্ষ অবলম্বন কহে । এই সময়ে ইহাদিগকে সুস্পূর্ণ
বিবস্ত্র অবস্থায় আশ্রয়শূন্য হানে একমাল অবস্থিতি প্রভৃতি

নানা প্রকার কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়। নাগাদলভুত করিতে মহত্তর বিস্তার ব্যয় হয়।

ইহারা অত্যন্ত উগ্রবভাব ও কলহপ্রিয়। ইহারা যে সাধারণের প্রতি ভরানক অভ্যাচার করিত, কবীর ইহাদিগকে যে ভিন্নকার করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়—

‘ভাই হে! আমি এরূপ যোগী কোন কালে দেখি নাই যে, নিজের ধর্ম বিষত হইয়া বৃথা পর্যটন করিয়া বেড়ায়। মুখে বলেন, আমি শিবভক্ত ও প্রধান গুরু, কিন্তু হঠাৎ তাহার যোগসাধনের স্থান। মারা ভণ্ড তপস্বীর দেবতা। কোন্ কালে দত্তাজের গৃহ নষ্ট করিয়াছিলেন? কোন্ কালে শুকদেব সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন? কোন্ কালে নারদমুনি বন্ধু ব্যবহার করিয়াছিলেন? কোন্ কালেই বা ব্যাসদেব তুরীয়াবাসন করিয়াছিলেন? যুদ্ধেতে ধর্মপ্রতী হয়। যিনি ধর্মকধারী তিনি কি প্রকারে অতীত (অতিথি)? যাহার লোভ আছে তিনি কি প্রকারে বিরক্ত? কি লজ্জার বিষয়! তিনি স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করেন। তিনি অর্থ সকল সংগ্রহ করিয়াছেন, গ্রাম সমুদায় অধিকার করিয়াছেন ও ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। কখন সনক ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের স্তম্ভরী স্ত্রী ভূষণস্বরূপ ছিল না। সন্ধ্যাতে মসীপাত্র থাকিলে, সে মসীতে সহজেই বস্ত্র মলিন হয়।’ (রেমেনি ৬৯।)

বৈষ্ণবদিগের সহিত নাগাদের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারে কুম্ভমেলার গজানান উদ্দেশে নানা দেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে শৈব নাগাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের যুদ্ধে এক একবারে অসংখ্য লোক অকালে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে।

পারসিক ভাষায় লিখিত দাবিস্তান নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হরিদ্বারে যুগ্মদের (বৈরাগীদের) সহিত নাগাদের যুদ্ধে নাগা সন্ন্যাসীরা শত শত বৈরাগী নিধন করার তাহারা প্রাণভয়ে মালা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণধুগলে কুণ্ডল ধারণ করে। উক্তগ্রন্থেই দেখা যায় যে, জলালি ও মদারি নামক দুই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত সন্ন্যাসীদিগের যুদ্ধে শত শত মুসলমানের প্রাণবিনাশ হয় এবং তাহাদের পুত্রগণ শৈবধর্ম গ্রহণ করে। ১৭২৯ খ্রি ৩০ শকে হরিদ্বারে আর একটা যুদ্ধে শৈব সন্ন্যাসীরা অষ্টাদশ সহস্র বৈরাগীর প্রাণবধ করে।

নাগা সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশ তেজস্বিতা ও ঐচ্ছিক্য দেখিয়া হিন্দুরাজারা ইহাদিগকে সেনাপদে নিযুক্ত করিতেন। জয়পুরে অস্ত্রাঙ্গি নাগা-সৈন্য বিদ্যমান আছে।

নাগারা যে বিতুতি-পূজার পূজা করে, তাহাকে গোলা বলে। বিভিন্ন আখড়ার বিভিন্নরূপ গোলা। নিরঞ্জনী আখড়ার

গোলা চক্রাকার ও নির্কাণী আখড়ার গোলা চতুর্ভুজ। নির্কাণী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাগাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কোন কোন স্থানে অটল-আখড়ার নাগা বিদ্যমান আছে।

নাগা, একপ্রকার স্বাধীন পার্শ্বভাষা। আসামের পূর্বাংশে নাগা পর্বত ও তৎপার্শ্ববর্তী দেশই ইহাদের আবাসভূমি। কাছাড়ের উত্তর হইতে ডিহিং নদী পর্যন্ত নাগাজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ‘নাগা’ নাম হইল কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, বাক্কালা ‘ভাংটা’ অর্থাৎ উলঙ্গ এই শব্দ হইতে নাগা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে ‘নাগ’ অর্থাৎ সর্প শব্দ হইতে ঐ অসভ্যজাতি নাগা নামে অভিহিত হয়। [অজায়ীনাগা দেখ।]

নাগাজাতির মধ্যে নানা সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় ইংরাজাধিকৃত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বথা—অজায়ী, রেজমা, কছা, লোটা এবং সেমা। সমুদায় নাগা সম্প্রদায়ই সেই এক লৌহিত্যজাতি হইতে উদ্ভূত এবং আদিম অবস্থায় প্রায় সমভাবে বাস করিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নাগা সম্প্রদায়ের ভাষার এত অধিক পার্থক্য হইয়াছে যে, একদিনের দূরবর্তী স্থানের নাগারা পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না।

নাগাজাতি সুন্দর না হইলেও দেখিতে তত কুৎসিত নয়। ইহাদের গায়ের রং তাম্রবর্ণ, নাসিকা চেপ্টা এবং গণ্ডদেশ ঈষৎ উচ্চ। ইহারা বিলক্ষণ বলবান ও সাহসী। যুদ্ধে ও লীকারে ইহাদিগের বিশেষ নিপুণতা দেখা যায়। ইহাদের প্রধান দোষ এই যে, পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হয়। নাগারা এমন নিষ্ঠুর যে স্ত্রী ও বালকগণের প্রাণসংহার করিতে কিস্কিন্দ্রাজ কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কোন অপকার করিলে তাহা বাবজীবন মনে করিয়া রাখে, যখনই সুযোগ পায় প্রতিকূল দিতে চেষ্টা করে।

নাগারা পাহাড়ের উপর দোচালা ঘরে বাস করে। বাটীর চতুর্দিকে শত্রু-আক্রমণ-নিবারণ জন্ত প্রাচীর, বেড়া এবং গড়খাই রাখে। ঘরগুলির দীর্ঘ ২০।২৫ হাত ও প্রস্থ ৯।১০ হাত। পাছে ঝড়ে উড়াইয়া দেয়, এই হেতু ছাঁচ এত নীচু করিয়া নির্মাণ করে যে, প্রায় মাটি স্পর্শ করে। এক একটা ঘরে দুইটির অধিক প্রকোষ্ঠ নাই। এক ঘরের মধ্যেই গোলা, ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ও নিজেরা বাস করে; এমন কি সময় সময় উহার মধ্যে বড় বড় বাঁশের ডোলে করিয়া শয়ানিও রাখে। ইহারা রন্ধি অথবা দকাচাং বলিয়া এক প্রকার বড় বড় ঘর নির্মাণ করে। ইহা

লম্বে প্রায় ৪০ এবং উচ্চে ১২।১৩ হাত। গৃহের মধ্যে অতি বিস্তৃত একটা বড় কামরা থাকে। এই কুটারের মধ্যস্থানে অগ্নিকুণ্ড; উহার চতুর্দিকে কাঠনির্মিত-তক্তপোষ পরিপাটীর সহিত সজ্জান থাকে। তাহাই গৃহবাসীদের বসিবার ও শয়নের সামগ্রী। এক পল্লীর সমুদায় বালকগণ একত্র হইয়া অবিবাহিত কালপর্যন্ত এই রন্ধিতে বাস করে। তাহাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটা পরিণত-বয়স্ক যুবক ঐ ঘরের এক পার্শ্বে একটা স্বতন্ত্র কামরায় থাকে। যেক্রপ বালকগণ গৃহস্থ-শ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে একত্র হইয়া দকাচাংএ বাস করে, তক্রপ বালিকাগণও বিবাহের পূর্ক্সাবস্থায় তক্রপ গৃহে বাস করিয়া থাকে। কুমারীদের এই গৃহের নাম হিলোকী। ইহার গঠন ও আকৃতি ঠিক রন্ধির স্থায়। বালিকাদিগের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকে। কি বালক, কি বালিকা সকলেই অতি অশৃঙ্খলভাবে তথায় বাস করে।

নাগাদের প্রধান বসন নীল কিম্বা কাল রঙ্গের, জামাও ঘরে বুনান এক রকম মোটা কাপড়। ঐ জামাতে থরে থরে গঁটে কড়ি বসানো। ঐ বস্ত্র কটাদেশ বেঠনপূর্ক্সক রন্ধের উপর দিয়া খুলান থাকে।

ইহা ব্যতীত যোদ্ধগণ ছাগলোমনির্মিত লালবর্ণের একখানি চাদর ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা গলদেশ বেঠন করিয়া কোমর পর্যন্ত খুলিতে থাকে। নিহত শত্রুদিগের দোহলামান কেশগুচ্ছ এবং গঁটে কড়ি বিলক্ষণ নিপুণতার সহিত ইহাতে বসানো থাকে। যদি কোন বীরপুরুষ শত্রুকে নিহত করিতে পারে, তবে সে তাহার জামার উপর তিন চার সারি গঁটে কড়ি বসাইবে এবং শত্রুর কেশগুলি কার্পাস জড়াইয়া চুড়া করিয়া মস্তকে পরিধান করিবে। ইহা ব্যতীত ধূনিপাখীর পালক মাথায় পরিয়া থাকে এবং যে যত বেশী শত্রু নিপাত করিয়াছে সে তত বেশী পালক ধারণ করে।

পুরুষেরা যৌবনাবস্থায় নানা প্রকার অলঙ্কারও পরিধান করিয়া থাকে। বাহ্যতে গজদন্ত নির্মিত অথবা কাঠের পদক ধারণ করে। কণ্ঠে হাড়ের মালা ও লালরঙ্গের বেতের তাড় প্রধান অলঙ্কার। পায়ে বেতের মল এবং কর্ণে পিস্তলের মাকড়ি মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। শূকরের দন্ত-নির্মিত কর্ণভূষণও ব্যবহার করিয়া থাকে।

নাগা স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে। ইহাদের অলঙ্কারাদি পুরুষের অলঙ্কারের মত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা মুখে উকি পরে। এমন শুনা যায় যে, উকি না পরিলে নাগা বালিকাদিগের বিবাহ হয় না। বালক বালিকারা তাহাদের পিতামাতার সহিত

একত্র আহাতি করে এবং দিন ভোর সাংসারিক কার্য করে; পরে রাজিকালে স্ব স্ব শরণাগারে গিয়া নিশাযাপন করে।

লজ্জা কাহাকে বলে, নাগারা তাহা জানে না। পুরুষেরা অতি খাট কাপড় পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখ দিয়া কাজ কর্ষ করিতেছে এবং দিবাভাগে যুবক যুবতীদের পরস্পর দেখা শুনা হইতেছে। যুবকেরা আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কস্তা পছন্দ করিয়া লয় এবং অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিবাহ করিয়া থাকে।

[নাগাদিগের অস্ত্র সম্বন্ধে অঙ্গামীনাগা ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নাগারা কখনই দ্বন্দ্ব পান করে না। গোমহিষাদি প্রভি-পালন করে বটে, কিন্তু চাব আবাদের জন্ত নয়, শুদ্ধ বলিদান ও মাংসের নিমিত্ত। ইহারা সকল প্রকার মাংস খাইয়া থাকে। তবে হাতীর মাংস অধিক পছন্দ করে। অধিক কি, ইহারা বাঘের মাংস পর্যন্তও খাইয়া থাকে।

নাগাদের ধর্মবিষয়ে জ্ঞান অতি সামান্য। তাহাদের বিশ্বাস ইহজীবনে সংকার্য্য করিলে জীবনান্তে আকাশে নক্ষত্র হইবে, নতুবা অধর্ম করিলে সাত জন্ম ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে মধুমক্ষিকা হইবে। তাহাদের নিকট আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে “ইহা কবরে রাখা হইয়াছে, তাহার পর কোথায় গিয়াছে জানিনা।” শপথ করিবার সময় অস্ত্র দস্ত দিয়া কামড়াইয়া শপথ করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে যদি মিথ্যা অঙ্গীকার করে, তবে যেন এই অস্ত্রে তাহার প্রাণ বিনাশ করা হয়।

শীকার ও কৃষিকার্য্য ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, হস্তী ইত্যাদি নানা প্রকার বহু জন্তু শীকার করিয়া থাকে। অতি স্নেহবশত হস্তী শীকার করে। একটা গর্ভ করিয়া তন্মধ্যে বাঁশের খোঁটা পুতিয়া রাখে, ইহার উপর সামান্য রকম আবরণ থাকে। হস্তীরা যেমন সমতল ক্ষেত্র ভ্রমিয়া তথায় পদ নিক্ষেপ করে, অমনি বংশবিদ্ধ হইয়া তথায় প্রোথিত হয়। ইহারা যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে, তাহাকে বুঝ বলে অর্থাৎ তিন তিন বৎসর অন্তর জঙ্গল কাটিয়া ও পোড়াইয়া জঙ্গল স্থান আবাদ করিয়া থাকে। নাগাসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এক্ষণে বঙ্গদেশে ও অজানা স্থানে বাণিজ্যাদি আরম্ভ করিয়াছে। [শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অঙ্গামী নাগা ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

নাগাপাহাড়, ইহা আসামের দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত একটা জেলা। অক্ষা° ২৫° ১৩' হইতে ২৬° ৩২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ৭' হইতে ৯৪° ১৩' পূঃ। ইহার এক পার্শ্বে নগাঁও জেলা, অপর পার্শ্বে মণিপুর। ইহা প্রায় ৬৪০০ বর্গ

মাইল ভূমির উপর অবস্থিত। এই জেলাটা প্রায়ই বন, পুরাত ও নদীতে পরিপূর্ণ। নাগাপাহাড় ও উহার উপত্যকা গুলি নিবিড়বনে আচ্ছন্ন। এই সমস্ত জঙ্গল হইতে দান্তিচিনি প্রভৃতি নানাপ্রকার স্বগন্ধি মসলা, যোম ও নানা প্রকারের ফল আমদানি হয়। ইহার স্থানে স্থানে পাখুরিয়া করলা, খড়ি ও সেট পাওয়া যায়। এখানকার বনে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, বাঘ, নেকড়ে, বস্ত্রব ও নানা জাতীয় হরিণ বাস করে। পূর্বোক্ত জঙ্গলের কতকাংশ এক্ষণে পরিত্যক্ত হইতেছে। এখানকার প্রধান প্রধান নদী যথা দেয়াং, ধানেশ্বরী এবং বমুনা। এই দেশ তাদৃশ ঢালু না হওয়ার বর্ষাকালে ইহার অধিকাংশ স্থান প্রায় জলমগ্ন থাকে। নাগাপাহাড়গুলির মধ্যে রেকমা এবং ক্যারেল গিরিশ্রেণীই প্রধান।

রেকমা ২০০০ হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ। বাপো শৃঙ্গ সর্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০০ ফিট উচ্চ।

এখানে নাগার্জুনের বাস থাকার 'নাগাপাহাড়' নামে খ্যাত হইয়াছে। [নাগা দেখ।]

নাগাখ্যা (পুং) নাগএব আখ্যা যন্ত। নাগক্ষেপঃ। (ত্রিকা)
নাগার্জনা (স্ত্রী) নাগানাং অঙ্গনা। নাগদিগের অঙ্গনা।
নাগাঞ্চলা (স্ত্রী) নাগযষ্টি, চলিত রইকাঠ। (জটায়র)
নাগাঞ্জনা (স্ত্রী) ১ হস্তিনী। নাগস্যেব অঙ্গনং কৃষ্ণবর্ণং যস্যঃ। ২ নাগযষ্টি।

নাগাস্তক (পুং) নাগানাং স্তকঃ। ১ গরুড়। ২ ময়ূর। ৩ সিংহ।

নাগাধিপ (পুং) নাগানাং অধিপঃ। ১ নাগদিগের অধিপতি, অনন্ত। ২ গজ ও সর্পের অধিপতি মাত্র।

নাগাধিপতি (পুং) নাগানাং অধিপতিঃ। নাগাধিপ, অনন্ত।

নাগানন (পুং) নাগস্যেব আননং মুখং যস্য। গজানন, গণেশ।

নাগাভিভূ (পুং) বুকের নামান্তর।

নাগারা (আরবী) [নাগরা দেখ।]

নাগারাতি (পুং) নাগানাং অরাতি শত্রুঃ। ১ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ২ সিংহ। ৩ গরুড়। ৪ ময়ূর।

নাগার্জুন (পুং) কাম্বোজের একজন বোধিসত্ত্ব, নাগার্জুন ভূমিধর হইলেও তাহার সময়ে এই দেশে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার বিবিধ তর্কে পণ্ডিতদিগকে পরাজয় করিয়াছিল।

"বোধিসত্ত্ব দেশেইদ্বিরেকভূমিধরোহভবৎ।

সত্ব নাগার্জুনঃ শ্রীমান্ বড়দর্শনসংগ্রহী ॥"

(রাজতরং ১১১৭৩, ১১১৭৭)

নাগার্জুন, বিদূর্ভনগরবাসী এক ব্রাহ্মণ। কাহারও মতে, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব শতাব্দীতে, আবার কাহারও মতে খৃষ্ট জন্মের ২য় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আধ্যাত্মিক নিকট বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক বা নিখুঁত রহস্য বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রবণ তর্কশক্তির গুণে প্রাচীন আধ্যাত্মিক সাধারণ বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তত্ত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। সাত বর্ষকাল তিনি অধ্যবসায় সহকারে এই ধর্ম প্রচার করিয়া, অবশেষে ভারতের তর্কনীন্তন প্রধান ভূপতি ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী ভোক্তৃত্বকে স্বধর্ম আনয়ন করেন। দলইলামার গ্রন্থমাধ্য একখানি প্রাচীনপুস্তক আছে, তন্মতে ভোক্তৃত্ব খৃঃ জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্বে প্রোত্তুত হন।

যে দিবস ভোক্তৃত্ব নিজে বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন, সেই দিবস তাঁহার সত্য প্রায় দশসহস্র ব্রাহ্মণ সমবেত ছিলেন। তাঁহার নাগার্জুনের শ্রবণ ধর্মব্যাখ্যা ও সারগর্ভ বক্তৃতাবলী শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হন ও তৎক্ষণাৎ মন্তক মুগ্ধন করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। নাগার্জুনের পূর্বে যদিও বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অনেকেই ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাগার্জুনই ঐ ধর্মের দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্র প্রথম যথারীতি প্রণয়ন করেন। এতদ্বিত্ত তিনি ঐ ধর্ম সৰ্ব্বত্র অভ্যাস অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত দর্শনের নাম মাধ্যমিকত্ব। ঐ দর্শন তিনি দুইভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগের নাম সঙ্ঘ-সত্য ও অপর অংশের নাম পরমার্থ-সত্য। সঙ্ঘ-সত্যে মায়ার মূলতত্ত্ব ও পরমার্থ সত্যে সমাধি বা চিন্তা দ্বারা মহাত্মাকে কিরূপে জানা যায়, তাহা বর্ণিত আছে। এই মহাত্মাকে জানিতে পারিলেই মায়ার দূর হয়। মাধ্যমিকের সার এই যে, কেবল মাত্র সাধারণ নীতি দ্বারা পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না। বীহারী মুক্তি বা ঈশ্বরে লীন হইতে প্রসঙ্গী, তাঁহার দান, শীল, ক্ষান্তি, বীৰ্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ছয়টি গুণে আত্মাকে ভূষিত করিয়া আত্মাকে পূর্ণত্বে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। নাগার্জুনের এই দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত হওয়ার পর, বৌদ্ধধর্ম অতি শীঘ্রই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। তাঁহার মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা 'মহাবান' নামে অভিহিত। নাগার্জুন যুক্তি ও স্বয়ং অনুষ্ঠান দ্বারা এই শিক্ষা দিতেন যে, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা প্রভৃতি দেব দেবীকে যে সমস্ত গুণের আকর বলিয়া নির্দেশ ও পূজা করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ঐ সমস্ত গুণের আধার; অতএব পার্শ্ব উন্নতির জন্ত তাঁহাদের সমস্তই আবৃত্তক, ততরাং তাঁহার পূর্বা। ধর্মশাস্ত্রে তিনি যেমন অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান ছিলেন, বিশেষ-

গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ও তাঁহার সেইরূপ বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ইংরাজী দশম শতাব্দীতে গোড়ে নয়পাল নামক রাজার সভায় চক্রপাণি নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রে নাগার্জুনের কৃত নাগার্জুনাজ্ঞান ও নাগার্জুন-বোগ ঔষধের উল্লেখ আছে। চক্রপাণি লিখিয়াছেন, পাটলিপুত্র-নগরে স্তম্ভের উপর তাঁহার কৃত ঔষধের ব্যবহাসমূহ খোদিত ছিল। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে নাগার্জুন স্থানে স্থানে স্তম্ভের গায়ে এরূপ নানা প্রকার পীড়ার নানা প্রকার ব্যবস্থা লিখিয়া রাখেন। নাগার্জুন কল্পপুট নামক একখানি অতি প্রাচীন তন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়, উহাতে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা আছে। নাগার্জুন ঐ পুস্তক লইয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতেন ও রোগীদিগকে উক্ত তন্ত্রানুযায়িত ঔষধ প্রদান করিতেন।

কেহ কেহ এই নাগার্জুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। কতিপয় সংস্কৃতলেখক বলেন যে, কাম্বীরের রাজা কনিক এবং পুরোহিত নাগার্জুন একই ব্যক্তি। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে নাগার্জুন, রাজা কনিকের সমসাময়িক ছিলেন। অনেক বৌদ্ধের বিশ্বাস নাগার্জুন হইতেই সর্বপ্রথম তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়।

কল্পপুট, কোতুলচিন্তামণি, যোগরত্নমালা বা যোগরত্নাবলী, লঘুযোগরত্নাবলী, এবং নাগার্জুনীর নামে এক খানি চিকিৎসা-শাস্ত্র নাগার্জুনরচিত বলিয়া খ্যাত।

নাগার্জুনতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্রও পাওয়া যায়।

তজোরের রাজপুত্রকালয়ে নাগার্জুনীর ধর্মশাস্ত্র নামে এক খানি স্মৃতিগ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

নাগার্জুনাজ্ঞান (ক্লী) অজ্ঞান ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, তুণ, রসাজন, প্রপোণ্ডরীক, অর্থাৎ পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র, এই চতুর্দশ প্রকার দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মেঘজলে পেষণ করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ইহা স্তম্ভ হৃদয়ে বসিয়া চক্রে অজ্ঞান দিলে তিমির ও পটলরোগ নষ্ট হয়। পৈশ্র, পুষ্প ও রক্তনেত্রতায় পলাশের রসের সহিত, আসন্ন তিমির রোগে লোধের কাণের সহিত এবং গুরুজ্বাদিত নেত্রে হাগমূত্রের সহিত প্রয়োজ্য।

(ভৈষজ্যরত্না নেত্ররোগাধি°)

নাগার্জুনী, ১ মগধে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়, এখানে কতকগুলি কুপগৃহ আছে। উহাতে ছয়টা শিলালিপি পাওয়া যায়, নাগার্জুনী এবং বরাবর পাহাড়ের কুপগৃহের শিলালিপিগুলি অতি সান্নাধ্য হইলেও ইহা পাঠ করিলে ভারতের ধর্ম ও শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাত হওয়া যায়। ঐ স্থানের পাঁচখানি লিপিপাঠে

স্পষ্টই বোধ হয় যে অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশরথ এই কুপগৃহ-গুলি আজীবকদিগকে দান করেন। এই আজীবকেরা যে কাহারো ভৎসনকে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন তাঁহার্য্য বৌদ্ধ, কেহ জৈন, কেহ বা অস্ত্র ধর্মাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদি পর্যবেক্ষণ করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, তাঁহার্য্য বৌদ্ধ ছিলেন না, অস্ত্র কোন ধর্মাবলম্বী হইবেন, বরং তাঁহার্য্য যে বৈষ্ণব ছিলেন, ইহার সন্দাৰ্হনাই অধিক। এই লিপিপাঠে আরও ব্যক্ত হয় যে অশোক প্রথমে সমস্ত জাতীয় লোককেই গুণানুসারে সমাদর করিতে বিরত হইতেন না। সেইজন্যই তাঁহার রাজত্বের ১২।১৩ বর্ষে এই কুপগৃহগুলি আজীবকদিগের বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি গৌড়া বৌদ্ধ হন, তখন হইতে বৌদ্ধ ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের আর সমাদর করিতেন না।

এই লিপিপাঠ করিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনেক ভ্রাম্যক কর্মনার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, বৌদ্ধের্য্যই কুপগৃহ-নির্মাণ-বিভাগ প্রথম আধিকারক। জৈন ও ব্রাহ্মণগণ অনেক পরে ঐ সমস্ত বিভাগশিক্ষা করেন। বহুদিবসাবধি প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য লোকেরও এই মত ছিল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ ভগবানলাল ইন্দ্রজী স্পষ্টই প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্বে কটকে উদয়গিরিহ কুপগৃহগুলি জৈনের্য্যই নির্মাণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের কুপগৃহ নির্মাণ সম্বন্ধেও এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণ ও জৈনের্য্য যে বৌদ্ধদিগের অনেক পূর্বে উক্ত স্থাপত্য-বিভাগ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নাগার্জুনীয়া (পুং) নাগশচ অর্জুনশচ তৌ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ-হ। ১ নাগ এবং অর্জুনকে অধিকার করিয়া কৃত কাব্য-গ্রন্থবিশেষ। ২ চিকিৎসা ও ধর্মগ্রন্থ ভেদ।

নাগাল (দেশজ) হাতে পাওয়া।

নাগালাবু (পুং) নাগ ইব অলাবুঃ। কুন্তুত্বী, চলিত গোল লাউ।

নাগাশন (পুং) অরাতীতি অশ-ন্য, নাগানাং অশনঃ ৬তম্। ১ গরুড়। ২ ময়ূর। ৩ সিংহ।

নাগাহর (ক্লী) ১ হস্তিনাপুর। ২ নাগকেশর।

নাগাহা (ক্লী) নাগং নাগকেশরং আকরতে স্পর্ধতে ইতি আ হে-অচ্-টাপ্। লক্ষণাকঙ্ক। (রাধনি°)

নাগিন্ (পুং) নাগোক্তবশতেনাত্যন্ত ইনি। সর্পভূষণ শিব।

“নাগোপবীতিনং নমঃ নাগিনমিববর্চসম্।” (হরিবংশ°)

নাগী (ক্লী) নাগস্ত পত্নী ভীষ্ম। নাগপত্নী।

“লঘুপাকে বলাস্বয়ং বীৰ্য্যোক্ষং পত্তিনাশনম্।

কব্যায়ম্বরসং নাগায় দধি বৰ্জো বিবৰ্জনম্॥”

(সুশ্রুত সুত্রস্থান ৪৫ অ°)

নাগুনি, রাজপুতানার হিন্দুদিগের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিমূর্তির অর্ধেক জী ও অর্ধেক সর্পের আকারে গঠিত হয়, তাহাদের নাম নাগুনি। বারোলিতে নাগুনি অতিসুন্দর দেখা দিত হয়।

নাগেনহল্লী, এই স্থানটী বরেলী জেলার রায়দুর্গের ১৯ মাইল পূর্ব-উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

নাগেস্তু (পুং) নাগ ইজ ইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ উপমিতসমাস। ১ ঐরাবত। ২ শেবাশি নাগ।

“কুথেন নাগেন্দ্রমিবৈজ্ঞবাহনম্” (মাঘ)

নাগেন্দ্রমল্ল, নেপালের একজন রাজা। [নেপাল দেখ।]

নাগেশ (পুং) নাগানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ অনন্ত, শেষনাগ।

২ পাণিনি ব্যাকরণ ভাষ্যবিবরণাদিগ্রন্থকারক বিবর্ত্তেদ।

(ক্ৰী) ২ শিবলিঙ্গভেদ। ৩ তীর্থভেদ।

নাগেশভট্ট, একজন অধিতীয় বৈয়াকরণ। ইহার পিতার নাম শিবভট্ট ও গুরুর নাম হরিশীক্ৰিত। শৃঙ্গবেরীরাজ রায় ইহার প্রতিপালক ছিলেন। ইহার পোত্র মণিরাম ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। নাগেশের রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১ অলঙ্কারসুখা (কুবলয়ানন্দ টীকা), ২ অশৌচনির্ণয়, ৩ অষ্টাধ্যায়ী পাঠ (পাণিনীয়), ৪ আচারেন্দ্রশেখর, ৫ ইষ্টিকালনির্ণয়, ৬ কাত্যায়নীতন্ত্র, ৭ কাব্যপ্রদীপোদ্যোত (কাব্য-প্রদীপের টীকা), ৮ গুরুমধ্যপ্রকাশ (রসগঙ্গাধর টীকা), ৯ চণ্ডীটীকা, ১০ চণ্ডীভোজপ্রয়োগবিধি, ১১ তর্কভাবার টীকা, ১২ তাৎপর্য্যদীপিকা, ১৩ তিওস্তম্ভগ্রন্থ, ১৪ তিথীন্দ্র-শেখর, ১৫ তীর্থেন্দ্রশেখর, ১৬ ধাতুপাঠবৃত্তি, ১৭ নেরণি-বাদার্থ, ১৮ পদার্থদীপিকা (ছায়), ১৯ পরিভাষেন্দ্রশেখর, ২০ পাতঞ্জলিসহস্রবৃত্তিযোগ, ২১ পাতঞ্জলিসহস্রবৃত্তিভাষ্যছায়া-ব্যাখ্যা, ২২ প্রভাকরচক্র (তত্ত্বদীপিকার টীকা), ২৩ প্রয়োগ-শরণি (তন্ত্র), ২৪ প্রায়শ্চিত্তেন্দ্রশেখর, ২৫ প্রায়শ্চিত্তেন্দ্রশেখর-সারসংগ্রহ, ২৬ মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোত, ২৭ রসতরঙ্গিনী-টীকা, ২৮ রসমঞ্জরীপ্রকাশ (রসমঞ্জরী টীকা), ২৯ রামায়ণ-টীকা, ৩০ লক্ষণরত্নমালা (ধর্ম্মশাস্ত্র), ৩১ বিষমপদী (শব্দকোষভ টীকা) ৩২ বেদসংক্রান্তাধ্য, ৩৩ বৈয়াকরণ-কারিকা, ৩৪ বৈয়াকরণত্বরণ, ৩৫ বৈয়াকরণসিকান্ত-মঞ্জবা, ৩৬ ব্যাসসূত্রেন্দ্রশেখর, ৩৭ শব্দরত্ন, ৩৮ শব্দানন্তসাগরসমুচ্চয়, ৩৯ শব্দেন্দ্রশেখর, ৪০ সংস্কাররত্নমালা, ৪১ লঘুসাম্যসুত্রবৃত্তি, ৪২

সাপিতীয়জরী, ৪৩ সাপিণ্ডাদীপিকা, ৪৪ কোটবান, ৪৫ নাগোজীভট্টীয় ব্যাকরণ।

নাগেশ্বর (পুং) ১ বৃক্কবিশেষ। নাগেশ্বর। ২ নাগেশ্বরকার্য্য।

নাগেশ্বররস (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী-পারদ, গন্ধক, সীসক, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাজিষ্কার, সোহাগা, লোহ, তাম্র, অত্র, এই সকল সমভাগে লইয়া সিজের আটায় মর্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দস্তী এই তিনের একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা একদিন মর্দন করিতে হইবে। মাষকলাই পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান—পানের রস। এই ঔষধ সেবন করিলে গুণ্ড, স্রীহা, পাণ্ডু, শোথ ও আত্মানরোগ প্রশমিত হয়।

(ঔষধসংগ্রহণাং গুণ্যরোগাং)

নাগোজী (পুং) দারুকাবনস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

নাগোদর (ক্ৰী) নাগবদ্ বৃহদ্রসং যন্মাৎ। ১ উদরত্ৰাণ। ২ গভিণীর গর্ভোপজব ভেদ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—বায়ুকর্ষক গুরুশোণিত বিকৃত হইলে জীব-সঞ্চার না হইয়া উদর আশ্রিত হয়। ইহা কোন কোন সময়ে হয়ত আপনা হইতে সারিয়া যায়। এইরূপ উদরাত্মান আপনা হইতে নিবৃত্ত হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেয় কর্তৃক গর্ভ অপহৃত হওয়া বলে। এইরূপ হইলে নাগোদর বলিয়া অভিহিত হয়। এরূপ অবস্থায় মুছ দেহাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রতীকার করা বিধেয়।

(সুশ্রুত শারীরস্থান ১০ অ°)

নাগোদা (ক্ৰী) নাগবদ্ বৃহদ্রসং যন্মাৎ পৃথোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। উদরত্ৰাণ।

নাগোত্তেদ (ক্ৰী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়।

(ভারত বনপং ৮২ অ°)

নাগোর, (প্রাচীন থলীর) মাস্তাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী তঞ্জোর জেলার একটা বন্দর। অক্ষা° ১০° ৪৯' ২৬" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫০' ২৪" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। নাগপট্টন হইতে ৩ মাইল উত্তর। ইহা বেটাড় নদীর মুখে অবস্থিত। এই স্থান বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে সুপারি, মসলা, তক্তা ও টাই বোড়ার ব্যবসা হইয়া থাকে, এই স্থানে মুসলমানদিগের এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মন্দির আছে এবং ভারতের বাবতীর মুসলমান বাজীরা এখানে আসিয়া প্রতি বৎসর মিলিত হয়। পুরাকালে তঞ্জোররাজ নাগপট্টনস্থ ওলঙ্কাভিগের নিকট ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা বিক্রয় করেন। কিন্তু কর্ণাটের নবাব, ইংরাজদিগের যোগে উহা ওলঙ্কাভিগের নিকট হইতে

আত্মসাৎ করেন। পরে তজোররাজের পুনরায় হস্তগত হইলে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন।

নাগোঁধ, একটা প্রাচীন নগর। আলাদাবাদ ও জঙ্গলপুরের মধ্যবর্তী এবং ভরহুত নামক স্থানের ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উচহার নামক রাজ্যে পারিহার নামে এক রাজা ছিলেন। এই নগর তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি নাগোঁধরাজ নামে অভিহিত হইতেন।

নাগোঁধ, বিকানের রাজ্যের নিকটবর্তী একটা ক্ষুদ্র স্থান। রায়-বিশাল ইহার স্থাপনকর্তা। তিনি দিল্লীর শেষ চৌহান-সম্রাট পৃথ্বীসিংহকর্তৃক উক্ত রাজ্যসংস্থাপনার্থ প্রেরিত হন। এই রাজ্য জুন্দরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, সুদৃঢ়কটক দ্বারা সুরক্ষিত ও মনোহর হর্ম্মা ও উদ্ভানাদি দ্বারা সুশোভিত। এই প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ২২৮৯৯ ফিট। এখানকার দুর্গ মনোহর ও সুদৃঢ়। এখানকার লোক অত্যন্ত অহিংসপ্রিয়। ইহার অতিসাহসী, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক।

নাঘোরী, একজাতীয় গো। ইহার মূল্য সাধারণ গোর হইতে অনেক বেশী। এদেশে নাগরা গাই নামে খ্যাত। একটা নাঘোরী বাঁড়ের দাম ৫০, হইতে ১২০ টাকা পর্য্যন্ত এবং একটা গাভীর দাম ২০, হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত। বোম্বাই প্রদেশের অন্তঃপাতী কাটিয়াবাদ, সুরাট ও বরোদা প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় গোর পাওয়া যায়। তথায় ঘি, বড়াড়ি, এবং হনম নামে অল্প কএক প্রকার গোর দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের সহিত নাঘোরীদিগের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। [গো শব্দ দেখ।]

বলদগুলি দ্বারা সাধারণতঃ চাষকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত দূরবর্তী জলাশয় হইতে চর্ম্মনির্ম্মিত 'পাথালে' জলপূর্ণ করিয়া ইহাদের পৃষ্ঠোপরি দেওয়া হয়। কখন কখন গাড়ী টানিবার জন্ত এবং ঘানিগাছ টানিবার জন্ত নাঘোরী বলদ ব্যবহার হইয়া থাকে। সময় সময় ইহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যদিও বৃষ দ্বারা নানা প্রকার কার্য করা হয়, তথাপি পয়স্বিনী গাভীগুলিকে অল্প কোনকার্যে প্রয়োগ করা হয় না। ইহারা কেবলমাত্র সুমিষ্ট ছদ্দান করিয়া গোপালকের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধাগাভীগুলি দ্বারা বজারী মালপত্র বহন করাইয়া থাকে।

কৃষকেরা হল কার্য সমাধা করিয়া বাঁড়গুলিকে মাঠে চরাইতে গোরক্ষকের হস্তে সমর্পণ করে। ইহা ছাড়া ইহাদিগকে বিচালি, খইল, ভূমি প্রভৃতি দেওয়া হয়। বর্ষাকালে যখন কর্ষণকার্য বন্ধ থাকে, তখন ইহাদিগকে পর্ব্বতের জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তথায় ইহারা স্বেচ্ছামত চরিয়া বেড়ায়। গাভীর আহার সম্বন্ধে সকলের মত একরূপ নহে

এবং বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ আহারও দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় জোয়ারা ও বজরা এই দুইটা সর্কোপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য। কুলখী, কাপাসবীজ অর্থাৎ সার্কি ভূমি ইত্যাদি লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে গোরের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কুলখি গর্ভাবস্থায় গাভীকে দেওয়া হয় না, যেহেতু ইহাতে গর্ভপাত হইবার সম্ভবনা।

নাঙ্গল (দেশজ) হল।

নাচ (দেশজ) নৃত্য, নর্তন।

নাচনা, বুলন্দশহরের অন্তঃপাতী একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। পথার ২৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বের গঞ্জ নগর। নাচনা গঞ্জ হইতে ২ মাইল পশ্চিমে এবং নাগোঁধ হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামটি অজয়গড় রাজ্যের দক্ষিণসীমা নির্দেশ করিতেছে।

নাচনার প্রাচীননাম কুঠার, ঐ কুঠারে এখানকার হিন্দু-রাজগণের রাজধানী ছিল। তদনুসারেও নাচনা খাস কুঠার নামে কথিত হয়। বর্তমান সময়ে যে স্থানে নাচনা, সেই স্থানে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কুড়ি ঘর কোল জঙ্গল কাটিয়া নির্মাণ করে। বুলন্দশহরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মোহনপাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে কুঠারগড় অবরোধ করিয়াছিলেন। কুঠারগড়ের বহির্দেশস্থ একটা স্থান লাখুরা নামে অভিহিত। ইহার নাম লাখুরা অথবা লক্ষাহার। প্রবাদ আছে যে, এখানকার রাজা এই স্থানে একলক্ষ আশ্রয় লইয়া এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতেই লাখুরা নাম হইয়াছে। (নাড়ুর) গঞ্জ হইতে নাচনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ঐ জঙ্গলে ধাকবৃক্ষই অধিক। মধ্যে মধ্যে অনেক পাণের বরজ দেখা যায়।

নাচনা গ্রামে দুইটা মন্দির আছে, একটা পার্শ্বতীয় মন্দির, অপরটা চতুর্ভুজ মহাদেবের মন্দির। পার্শ্বতীয়মন্দিরে বর্তমান সময়ে কোন মূর্ত্তি স্থাপিত নাই; কিন্তু মহাদেবমন্দিরে প্রকাণ্ড এক চতুর্ভুজ শিবলিঙ্গ আছে। এই লিঙ্গ প্রায় ৪ হাত উচ্চ এবং মস্তক অতিপ্রকাণ্ড। ইহার চারিদিকে অতি-মনোহর চারিটা শিরস্ত্রাণ। এই শিরস্ত্রাণে মনোরম কারুকার্য অক্ষতভাবে রহিয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা ঐতিমূর্ত্তি-বিষেবী যবনের চক্ষে পড়ে নাই। মন্দির দুইটা অতি নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা আছে।

পার্শ্বতীয়মন্দিরের নির্মাণ কৌশল এবং কারুকার্য দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। গুপ্তরাজাদের সময়ে মন্দিরাদি এবং প্রস্তরখোদিতমূর্ত্তি সমুদায় যে প্রণালীতে প্রস্তুত হইত, এই মন্দিরটি এবং ইহার দেওয়ালের ছবিগুলিও ঠিক সেই

প্রকারে গঠিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার দরজার মকরপৃষ্ঠে গজামূর্তি এবং কচ্ছপপৃষ্ঠে যমুনামূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এই অষ্টালিকাটি দ্বিতল এবং চতুস্তম্ভ, সমুখে একটি প্রবেশের দ্বার আছে। উক্ত প্রবেশদ্বারের সমুখে একটি খোলা উঠান। দ্বিতীয় তলার বহিঃভাগ ও অন্তর্ভাগ উভয়ই অতি পরিষ্কার এবং পরিপাটি। প্রকোষ্ঠের দেওয়ালের গায়ে ছইটি ছিন্ন থাকার তাহার মধ্য দিয়া সূর্যালোক মন্দিরটিকে আলোকিত করিত। আলোকপথের উত্তরপার্শ্বে মল্লমূর্তি এবং সিংহমূর্তি ছিল। লাথুরায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই অঙ্গনের শিলালিপি অবশ্যই উপরি উক্ত মন্দিরদ্বয়ের একটির হইবে। উহাতে বাক্যটাকাখিন্ডিত মহারাজ পৃথ্বীসেনের পাদসুখ্যাত ব্যাঘ্রদেবের নাম আছে।

ব্যাঘ্রদেব জয়নাথের পিতা। জয়নাথ ১৭৪ এবং ১৭৭ গুপ্ত সংবতে জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার পিতা ১৪০ ও ১৫০ গুপ্তসংবতের লোক (প্রায় ৪৬৯ খৃঃ অব্দের সমসাময়িক লোক) হইতেছেন। এই পার্বত্যমন্দির যদিও এত প্রাচীন না হইতে পারে, তথাপি ইহার নির্মাণকোশলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ইহা গুপ্তরাজদের সময়ে নির্মিত হইরাছিল।

চতুমুখ মহাদেবের মন্দিরের সঙ্গে পার্বত্যমন্দিরের কিছুই সাদৃশ্য নাই, কেবলমাত্র ইহার দরজাটি পূর্বোক্ত মন্দিরের দরজার স্থায় এবং এটিও পূর্ববৎ চতুস্তম্ভ অষ্টালিকা। ইহার চূড়াটি অতি উন্নত। ইহার বহির্দেগেও নানা প্রকার ছবি আছে। এক স্থানে দেখা যায় যে চারিটি সিংহমূর্তি ভগ্নাবস্থায় ভল্লুকোপরি উপবিষ্ট। এই মন্দিরটি ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর পূর্বের নয়।

নাচ, বোম্বাই প্রদেশের নর্তকী। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই নর্তকী আছে। তথার ইহাদিগকে ‘কলাবতী’ বলা হয়। ‘কলা’ শব্দের অর্থ সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা, ‘কলাবতী’ অর্থ নৃত্যগীতাদিতে অভিজ্ঞ। কেহ কেহ তাহাদিগকে কুলবন্তিনী, (অর্থাৎ উচ্চবংশোদ্ভবা) এবং কেহ বা নায়কিন্ বলে। যে সমস্ত স্ত্রীর পুশ্পোৎসব সম্পন্ন হইরাছে, শুদ্ধ তাহাদিগকে নায়কিন্ বলা হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে একটি বিবাহিত স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অধিকাংশ সময়ই নৃত্যগীতে অভিবাহিত করে। এই সময়ে তাহারা যে অর্থ উপার্জন করিবে, তাহাতে অল্প কাহারও কোন অধিকার থাকিবে না। তাহারা আপন ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে পারিবে। কেবলমাত্র জীবনমালের সোমবারে এবং অশ্রদ্ধা উৎসবের দিনে নৃত্যগীতে বাহ্য উপার্জন করিবে, তাহা স্বাধীনতা ও ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি সংকর্ষে ব্যয় করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণশ্রদ্ধা কাহার বাটীতে আহার

অর্থীকার্য করেন, তবে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সমাজের গণ্যমান্য কোনলোক তাহার বাটীতে আহার করিবে না। অবশেষে কোন বৃহৎ কার্যোপলক্ষে সমাজপতির তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অপরাধ অবগত হইলে বথা-বিধি দণ্ডবিধান করেন। এই দণ্ড ১৫০ দেড়শত হইতে ২০০ ছই শত টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। অর্থ দণ্ড গ্রহণান্তর সকলে তাহার বাটীতে উপস্থিত হন এবং অপরাধী করযোড়ে করিয়া সর্বসাধারণসমক্ষে অবনতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া থাকে। সভ্যমণ্ডলী তাহার অপরাধমার্জনা করিলে পর, তাহার কর্তার স্বজাতিবর্গের একপঙক্তিতে বসিয়া আহার করিবে। কোন মুসলমান-রমণীর তত্ত্বাবধানের নায়কিনী, পারসী কিংবা বগিয়ার অধীনস্থ নায়কিনীর সহিত একত্র আহার করিবে না। এই হেতু দেখা যায় যে, এক নিমন্ত্রণে অনেক পঙক্তিতে স্ত্রীলোকেরা আহার করিতে বসিয়াছে। কিন্তু নায়কিনীদিগের জাতি নির্দিষ্ট থাকে না, তাহাদের কর্তার জাতির সহিত তাহাদের জাতি পরিবর্তন হয়। আজ যে মুসলমান আছে, কাল যদি সে ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে যায়, তবে আবার সে ব্রাহ্মণ হইবে।

নাচন (দেশজ) নৃত্য।

নাচনি, (নাচলি-নাগলি) এক প্রকার শত্রু বিশেষ। (Eleusine coracana) বাঙ্গালায় মকরা। সাধারণতঃ পাহাড়িয়া স্থানে জন্মে। কিন্তু নিম্ন জলাতেও এই শত্রু জন্মিয়া থাকে। ধানাদিগ্ৰায় ইহা বুনান হইয়া থাকে এবং কখন কখন বুনানের পরিবর্তে রোপণ করা হইয়া থাকে। রোপণ করিতে হইলে, নাচনির ছোট ছোট চান্নাগুলি সমদ্রবর্তী করিয়া সামান্য রকম প্রোথিত করা হয়। নাচনি চাষের জন্য বিশেষ উৎকৃষ্ট উর্বরা ক্ষেত্রের আবশ্যক হয় না; তবে কিনা একটু আর্দ্রস্থান না পাইলে শীঘ্রই চান্নাগুলি শুক হইয়া অকালে নষ্ট হইয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে নাচনি বপন করা হয় এবং কাঠিকমাসে পরিপক হইলে বিশেষ সাবধানের সহিত কাটিয়া লওয়া হয়। ধানের গাছের মত নাচনিগাছ তত নয়ম নয়, এগুন্ত ইহা কর্তন করা বহুব্যয়সাধ্য এবং কষ্টকর। ছই বিঘা জমির নাচনি কাটিতে ৪ জন লোকের অনুন ৮ দিন লাগে। আর একটি বিশেষ অঙ্গবিধা এই যে রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে দানাগুলি খোলা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, অতএব প্রাতঃকাল ভিন্ন অধিক বেলায় ইহা কাটা যায় না। অবশেষে রৌদ্রের উত্তাপে খোলা হইতে শত্রু বাহির করিয়া লওয়া হয়। পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্রলোকেরা স্থলক নাচনির পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করে এবং ইহার ছাত্তে আধিলনামক একপ্রকার সরবৎ

ঐক্যত করে। নাচনিশাক শুক করিলে আহীরোপযোগী হয়। এই দেশে উহা হুদা নামে খ্যাত। নাচনীৰ খড় ও তুৰ একত্ৰ করিয়া অখাদির খাত্তের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

নাচনী (দেশজ) নর্তকী।

নাচশালা (দেশজ) নাচঘর।

নাচা (দেশজ) নৃত্য।

নাচাইতে (দেশজ) নৃত্য করাইতে।

নাচাড়ী (দেশজ) নাচের সহিত যে গান গীত হয়। প্রাচীন পাঁচালী ও অপরাপর গ্রন্থে বিস্তর নাচাড়ীপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

নাচানীয়া (দেশজ) যাহারা নর্তকী নাচাইয়া জীবিকা-নির্ভর করে।

নাচার (পারসী) নিরুপায়, অসহায়।

নাচারী (পারসী) নিরুপায়বস্থা, অসহায়তা।

নাচাবিতোড়ী, একটা আধুনিক মিশ্ররাগ। ত্তোড়ী, ফোর-দন্ত ও বাঙ্গালীযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরং)

নাচিক (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অম্বু ৪ অ°)

নাট্যকিত (পুং) ১ অগ্নি। ২ নট্যকিতা, উদ্দালকিঞ্চির পুত্র। ৩ নাট্যকিতোপাখ্যান।

মহাভারতে এই উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে—

নট্যকিতা মহাপ্রভাবশালী উদ্দালকির পুত্র। একদা উদ্দালক নদীতীরে কুশ পুষ্প ও ফলাদি ভুলক্রমে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, গৃহে আসিয়া পুত্রকে নদীতীর হইতে এই সকল আনিবার জন্ত আদেশ করিলেন। পুত্র নট্যকিতা নদীতীরে যাইয়া সে সকল প্রাপ্ত হইলেন না। তখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, উদ্দালক পুত্রকে রিক্তহস্তে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ‘তোমার অচিরাত্ৰ যমদর্শন হউক’ এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। উদ্দালক এই কথা বলিবামাত্রই, নাট্যকিতা গতায়ু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। উদ্দালক তখন পুত্রকে মৃত দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইল। নাট্যকিতা এতাবৎকাল গতাত হইয়া কুশাসনে শয়ন করিয়াছিলেন। পরে প্রাতঃকালে অচিরাত্ৰ পুনর্জীবিত হইয়া গাত্ৰোখান করিলেন। এই সময় তিনি নিতান্ত দুর্বল হইয়াছিলেন ও তাঁহার গাত্র হইতে দিবাগন্ধ নির্গত হইতেছিল। তখন উদ্দালক অতিশয় হত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আপনার প্রভাবে শুভলোক সকল দর্শন করিয়াছ, তোমার এই দেহ যানবদেহ নহে। মহর্ষি উদ্দালক এই কথা কহিলে, নট্যকিতা অজ্ঞাত মহর্ষিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সোধোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আদেশে যমদর্শনে উপস্থিত হইয়া লহনযোজন

বিস্তীর্ণ ভূবর্ষের জ্ঞান উদ্দালক যমদর্শন করিলাম। যম আমাকে দেখিয়া বসিতে একখানি আসন দিলেন। আমি ধর্ম্মরাজকে কহিলাম, আমি আপনার রাজ্যে সমুপস্থিত হই-রাছি, এক্ষণে আমি যে লোকের উপযুক্ত, আমাকে তথায় প্রেরণ করুন। তখন যম কহিলেন, আপনার পিতা হতাশনের জ্ঞান তেজস্বী, তিনি আপনাকে ‘যমদর্শন হউক’ এই কথা বলিয়াছিলেন, তাই আপনার যম দর্শন হইল। এখন আপনি প্রতিগমন করিতে পারেন। আমি তখন যমকে সবিস্ময়ে কহি-লাম, পুণ্যোপার্জিত লোক সকল দর্শন করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইব। তখন ধর্ম্মরাজ উৎকণ্ঠ এক রথে আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পুণ্যাত্মাদিগের জন্ত নানাবিধ যগি, রত্ন, সুসজ্জিত গৃহ প্রভৃতি রহিয়াছে, বস্ত্রপ্রকার উত্তমস্থান আছে, তাহার মধ্যে ধেনুদান-কারী উত্তমস্থান লভ্য করিয়া থাকেন এক ধর্ম্মরাজ ও আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে গোদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনি অবিচারিতচিত্তে গোদানে প্রবৃত্ত হউন। পরে সমস্ত পুণ্যোপার্জিত লোক দর্শন করিয়া যমকে অভিবাदन-পূর্বক আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

(ভারত অম্বুশাসন ৭১ অঃ)

কঠোপনিষদে নট্যকিতার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,— অতিশয় ধার্মিক বাজ্রবসু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একটা নামান্তর গৌতম। তিনি বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞ-স্থতান করেন, এই যজ্ঞে দক্ষিণা-স্বরূপ সর্পস্ব দান দিতে হয়। এই রাজার নট্যকিতা নামে এক পুত্র হয়। রাজা যজ্ঞাবলানে ঋত্বিকৃদিগকে দক্ষিণা-স্বরূপ গো-বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন। নট্যকিতা এই সময় অতিশয় বালক। রাজার এই সকল দান অবলোকন করিয়া নট্যকিতার প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়। ঋত্বিকৃকে বৃদ্ধগো দান করিতে দেখিয়া নট্যকিতা পিতার নিকট যাইয়া কহিলেন, পিতঃ কোন ঋত্বিকৃকে আগায় দক্ষিণা-স্বরূপে দান করিবেন কি? এইরূপ ছুই তিনবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করা বালকপুত্রের উচিত নহে। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ‘আমি তোমাকে যমকে দিলাম।’ পরে রাজা সত্যশালনের জন্ত পুত্রকে যমদর্শনে পাঠাইয়া দিলেন। নট্যকিতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন। তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন। এই কারণে যমের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে যম ব্রহ্মলোকে হইতে প্রত্যগত হইয়া দেখেন, নট্যকিতা তিনদিন অনাহারী অবস্থায় আছেন। তখন যম নট্যকিতাকে কহিলেন, তুমি তিনদিন অনাহারী আছ, এইজন্য তিনটা বর প্রার্থনা কর।

তখন নটিকেতা যমকে কহিলেন, যদি আপনার বর দিবার অভিলষণ থাকে তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে, আমার পিতা গৌতমের সঙ্কল্পের শাস্তি হয়, অর্থাৎ আমি যমলোকে আসিয়া কি রূপে অবস্থান করিতেছি, তাহার এই সকল চিন্তা নিবৃত্তি হউক, এবং তিনি পূর্বের ন্যায় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার এইরূপ বেন স্থিতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমলয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, যম এই সকল বর দিলেন। তখন নটিকেতা দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করেন স্বর্গলোকে যাহারা গমন করিবে, তাহারা মর্ত্যের জায় যেন ক্ষুৎপিপাসা, জরা মৃত্যু ও শোকাতিগ হইয়া স্থখে অবস্থান করে। যম এই দ্বিতীয় বর দিলেন। তাহার পর নটিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আমার এক বিশেষ সংশয় আছে যে, মানব সেহাবসান হইলে শরীর, ইঞ্জির, মন, বুদ্ধি এ সকল ভিন্ন জীবাশ্ম আছে আবার কাহারও মতে জীবাশ্ম নাই আমি আপনার নিকট ইহার নিশ্চয়রূপ শিক্ষা প্রার্থনা করি, বাহাতে আমার সকল সংশয় অপনোদিত হয়। যম নটিকেতার এইরূপ চিন্তা বিগত করিয়া অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন যম নটিকেতাকে নানা প্রকার ঐশ্বর্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া এই বর হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন। নটিকেতা ইহাতে বলেন আমি ঐশ্বর্য লইয়া কি করিব, এই বরই আমার একমাত্র অভিলষণীয়। তখন যম নটিকেতার বিষয়বিরক্তি চিত্ততৃপ্তি ও ও মোক্ষের প্রতি ঐকান্তিকী ইচ্ছা অবগত হইয়া পরমাত্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। যম কহিলেন, তুমি যে পরমাত্মাকে জানিতে চাহ অতি দূরে তাহার বোধ হয়, মায়িক সংসারে তিনি আচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন, তাহাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। তিনি অতি দুর্জয়ের ও অনাদি। অধ্যাত্মযোগ দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হর্ষ ও শোক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাকে অর্পণ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। এইরূপে নটিকেতার পরমাত্মা বিষয়ে সকল সন্দেহ অপনোদন করিয়া দেন। যম এইরূপ আত্মা স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন যে দেবতারও তাহা অবগত নহেন।

যম ইহার তৃতীয় বরের অতিরিক্ত আরও একটা বর দিয়াছিলেন, নটিকেত শব্দে অগ্নি বুঝায়,—অগ্নি স্বর্গের সোপান স্বরূপ, সেই অগ্নি অদ্যাবধি তোমার নামে অভিহিত হইবে, এতদ্ নানারূপবিশিষ্ট বিচিত্ররম্যমালা অর্পণ করিয়াছিলেন।

সমস্ত কঠোপনিষদে—যম ও নটিকেতার বৃত্তান্ত লিখিত

হইয়াছে, অর্থাৎ যম ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়—নটিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন। (কঠোপনি) ডাক্তার রোয়ের সাহেব (Dr. Roer) এই নটিকেতাকে যুরোপীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটোর (Plato) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

নাটীন (পৃ) ১ দক্ষিণ দশভেদ। ২ এই দেশের রাজা।

(ভারত সভাপ ৩০ অ°)

নাচুয়া (দেশজ) নর্তনকারী।

নাছ (দেশজ) গুপ্তবার, খিড়কীবার।

নাছতুয়ার (দেশজ) গুপ্তবার, খিড়কী।

নাজিম, ভারতবর্ষের রাজকর্মচারিবিশেষ। এক একটা বিভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার ইহাদের উপর প্রাপ্ত হইত। নাজিমেরা কখন কখন মাসিক বেতন পাইতেন এবং কখন কখন তাহারা বার্ষিক কর ধার্য্যপূর্বক ইজারা লইতেন। বাদশাহের খোজাকর্মচারীরাও নাজিম নামে অভিহিত হইত।

নাজিমউদ্দৌলা, মীরজাফরের পুত্র। পিতার মৃত্যুকালে নাজিমউদ্দৌলার আর কোন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল না, কাজেই ইংরেজেরা তাহাকেই মীরজাফরের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ইহার ৩ বৎসর পরে ১৭৬৫ খৃঃ অঙ্গে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার সময়ের একটা প্রধান ঘটনা এই,—লর্ড ক্লাইব এই সময়ে নবাবের হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার এবং সৈনিক বিভাগের কর্তৃত্বগ্রহণপূর্বক কোম্পানির হাতে প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত নবাবকে একটা মন্ত্রীসভার আঞ্জামুসারে সমুদায় কার্য্য করিতে হইত। রাজা চুর্নভরাম, জগৎশেঠ এবং মহম্মদরেজাখাঁ এই সভার অন্ততম সভ্য। কোম্পানীর একজন কর্মচারী মুর্শিদাবাদে থাকিয়া ইহাদের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনাদি করিতেন। নাজিমউদ্দৌলা বার্ষিক ৫৩,৮৬,১৩১ টাকা রাজ্যশাসনাদির নিমিত্ত পাইতেন। ইনি অতিশয় বিলাসী ছিলেন।

নাজিমউলমুলক, মুর্শিদাবাদের একজন নবাব। ১৭৯৬ খৃঃ অঙ্গে ইনি নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

নাজিমউদ্দৌলা, রোহিলখণ্ডের একজন শাসনকর্তা। আলি মহম্মদখাঁর শাসন সময়ে ইনি রোহিলখণ্ডে আসিয়া প্রথমে সামান্য সেনানীপদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে ইনি সৈনিক-বিভাগে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে রাজপদ অধিকার করেন। প্রথমে ইহার উপাধি 'খাঁ' ছিল, পরে বিশেষ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়া ইনি ১৭৫৭ খৃঃ অঙ্গে 'উদ্দৌলা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত আফগান আ-ব-

মাজিস্ দুইফালে ইনি উপস্থিত ছিলেন। এই দুইফের পর মাজিস্ উল্লেখ্য আবার আশীর উল্লেখ্যর পরে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইহার হাতে সিরীয়গরের শাসনভার ও রাজপরিবারের ভ্রাতাব্যবসায়ের সমাপ্তি হয়। ইনি মাজিরাবাদ নামক নগর স্থাপন করেন। তাহার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইহার কবর হয়।

মাজিরউদ্দীন, অযোধ্যার একজন নবাব। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা গাজি উল্লানের মৃত্যুর পর ইনি স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্বে হুইতেই অযোধ্যার প্রধানমন্ত্রী আগা মীরের সহিত ইহার বিবাদ চলিতেছিল। স্বয়ং নবাবীপদ গ্রহণ করিবার পর মাজিস্ উল্লীন্ মন্ত্রী প্রভি বাহু-সৌহৃদ প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গুণ্ডউদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহাকে কার্যচ্যুত করিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী যে সম্পত্তি আমিন স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে মিথ্যা দাবি করিয়া হলপূর্বক তাহা গ্রহণের জন্য নবাবসাহেব বধেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেন্টের মধ্যস্থতার তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না।

মাজিস্, দাক্ষিণাত্যের ভূভোগমিসিবেশ। দাক্ষিণাত্যের লোকের বিশ্বাস যে, যদি কোন ব্যক্তি অনবরত ক্রন্দন করিতে থাকে, অসংলগ্ন বসিতে থাকে, শরীর ইত্যন্ত আকুলিত করে, লক্ষ্য আনুলারিত কেশে থাকে এবং আহ্বারে অসিদ্ধা প্রকাশ করে, তাহা হইলে বৃষ্টিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তিকে ভূতে আশ্রয় করিয়াছে। তাহাদের মতে, সকল মনুষ্যকেই ভূতে পাইতে পারে, তবে পুরুষ অপেক্ষা শিশুসন্তানের এবং শিশুসন্তান অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের ভূতাত্মের অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে গর্ভাবস্থার এবং কালকর্ম্মালিকাদের জন্মাবধি দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত এই রোগের ভয় বড় বেশী। প্রোতাদ্বারা প্রধানতঃ হুইভাগে বিভক্ত। ঘরভূত এবং বাহির-ভূত। গৃহভূতের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ যদি অপূর্ণমনোরথ হইয়া প্রোণত্যাগ করে, তবে সেই মনের ভূত হইয়া থাকে। তাহার দমন সময় 'সবক' নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ পরিবারের সহিত তাহাদের সম্পর্ক আছে। ইহার দ্বারা বিনা কারণে অপরকে কিছুই বলে না; কেবল তাহার নিজপরিবারই বোকের প্রতি অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকে।

মাজিস্‌র মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভূতবিশেষ প্রসিদ্ধ।
কম্বা—অশ্বখুশ, অনরদ, ব্রহ্মপুরুষ, ব্রহ্মরাক্ষস অথবা ধবিস, ভূতলা, ভূতলাই, মজিন, হাফল, মজিন, দাঘ, মহেশবা, কামলা, মূলা, মজিন ইত্যাদি।

যদি কোন মুসলমান পূর্বকাম বা ইহর প্রোণত্যাগ করে, তবে তাহার আত্মা ভূত হইলে 'মাজিস্' নামে অভিহিত হয়। মাজিস্ কাহাকে অধিকার করিবে তাহান অতি সূক্ষ্ম। কেবল মুসলমান ভাষায় ইহাকে হাফাইতে পারে। মাজিসের আশ্রয় হইলে ভূতে পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

মাজির (আরবী) পর্বাবেকক। আহামতের কর্তৃত্বমিসিবেশ।

মাজিরী (আরবী) মাজিরের কার্য।

মাজুক (পারসী) মতাবিশেষ।

মাজেহাল (আরবী) ১ হীনাকহ। ২ নকটাবহার কেনা।

নাট (পুং) নটভাবে বঞ্। ১ নৃত্য। ২ দেশবিশেষ, কর্ণাটক-দেশের নিকটবর্তী। (জি) ৩ ভদ্রেশবাসী।

"ব্যাবৃত্তা লোককর্ণাটনাট্যীংগ ময়েম্বান।" (রাজতরং ১৩০২)

৪ রাগবিশেষ। মাজিকালে বীররসে ইহা গান করিতে হয়। এই রাগ বড় আশংক।

মুক্তি—"ভূতদম্বকনিবদ্ধবাহঃ স্বপ্রাণঃ শোণিতশোণনাভঃ।

সংগ্রামভূমৌ বিচরন্ মৃত্যাসি নীটোঃমৃত্যুঃ কিং কাঙ্ক্ষশেৎ ॥"

(মজীতমারল")

নাটক (জি) নট-বুল। ১ নর্তক। ২ কাব্য-নর্তকের নিকটস্থিত পর্বভূত।

"ঐশাভ্যং নাটকে শৈলে শব্দরত্ন মহাপ্রসঙ্গ।

নিভাং বসতি তদ্রেশতদধীন্য চ পার্শ্বতী ॥" (কলিকাতা)

এই পর্বভূতে মহাদেবের নিত্যবাসভূমি। পার্শ্বতীও এই খানে শব্দের অধীন হইয়া নিত্য অবস্থান করেন। নাটকভূতি নট-পিচ্-বুল। (স্ত্রী) ৩ গদ্য পদ ও প্রাকৃত ভাবাদিগর গ্রহ-বিশেষ। অভিনয়গ্রহ, পর্যায়—রূপক, মহারূপক। রূপ-ভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক বলে।

বর্তমান সময়ে বাঙ্গালানাটকের কোন বাণীবাদি নিয়ম দেখা যায় না, বাহার যেসকল ইচ্ছা তিনি সেইরূপ নাটক প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং সেই সকল নাটকই অভিনয় হইয়া থাকে। এখন যে সকল নাটক অভিনীত হয়, তাহা মুরোশীর নাটকের অনুরূপে রচিত হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এইরূপে অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুরোশীর নাটক-প্রদর্শনের পর সিদ্ধি।

পূর্বে এসেছে সংস্কৃত নাটকের আলোচনা। সংস্কৃত নাটক কিরূপে রচিত হইবে? তাহাই প্রথমে বিবৃতভাবে সিদ্ধি।

নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। এই নাটকের বিবরণ নাট্যতত্ত্বের প্রত্যেক বিস্তৃতরূপে সিদ্ধি আছে, ইহার বিবরণ একটু সংক্ষিপ্তভাবে করিয়া দেখা যাইবে।

নাটক কাব্যের মধ্যে গণনীয়। কাব্য ছই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য। যে কাব্য অভিনীত হয়, অর্থাৎ মঞ্চাদরে সঙ্গীত কর্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহারই নাম দৃশ্যকাব্য। নাটক দৃশ্যকাব্যের একপ্রকার ভেদমাত্র। এই দৃশ্যকাব্য মহাবলি বাস্তবিকের সমকালিক ভরভরুনি কর্তৃক সৃষ্ট হয়। কবিত আছে যে তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া পক্ষর ও অঙ্গরোগণকে শিক্ষা দেন। ক্রমে তাহা হইতে ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইয়াছে।

প্রথমে অগ্নিপূরাণের মতে নাটকের লক্ষণাদি নিম্নলিখ করা যাইক।

এক প্রকার কাব্যভেদের নাম প্রকীর্ণ। প্রকীর্ণ ছই প্রকার প্রাণ ও অভিনয়ের। অভিমুখে পদার্থ আনয়নের নাম অভিনয়। এই অভিনয় চারি প্রকার—স্ব, বাক্য, অঙ্গ ও আহরণ। তত্ত্ব, বেদ, রোম্যক প্রভৃতি সাধিক, বাগারম্ভ বাচিক, শরীরারম্ভ শারীরিক, আহরণীয় মাত্রই আবাহ্য। নাটক, প্রকল্প, ডিম, ইহামুগ, সমবকার, প্রহসন, ব্যারোগ, ভাণ, বীথী, অঙ্গ, ছোটিক, নাটিকা, সটক, শিরক, বিলাসিকা, ছুস্মিকিকা প্রহান, ভাণিকা, ভাণি, গোষ্ঠী, হলীশক, কাব্য, ত্রিগণিত, নাট্যরাসক, রাসক, উল্লাপ্যক ও প্রেক্ষণ এই ২৭ প্রকার রূপক। সামান্য ও বিশেষ লক্ষণের ছই প্রকার গতি, সামান্য লক্ষণ সকল গুলিতেই থাকিবে, এবং বিশেষলক্ষণ কোন কোন স্থলে থাকিবে। পূর্বরঙ্গনিবৃত্ত হইলে দেশ, কাল, রস, ভাব, বিভাব, অহুতাব, অভিনয় ও অঙ্কহিতি এই সকল সামান্য পদবাচ্য। অবসর অহুতাবে বিশেষ এবং পূর্বেই সামান্য বক্তব্য। নাট্য ও তত্পার সকল জীবনের সাধন। পূর্বরঙ্গ প্রভৃতি তাহার ইতিকর্তব্যতা বখাবিধি সম্পাদন করিতে হয়। পূর্বরঙ্গের হাজিৎসং অঙ্গ। সেবতা ও গুণ-গণের সম্ভার এবং তত্ত্ব ও গো-ভ্রাক্ষণ নৃপাদির আশীর্বাদাদি যে লক্ষিত হয়, তাহার নাম নান্দী। নান্দীর পরে হুত্বার রূপক করিয়া গুণপূর্বক্রমে বংশপ্রশংসা ও কবির রশো-কীর্জন, পরে কাব্যের সম্বন্ধ ও অর্থ নির্দেশ করিবেন। নটী, বিদূষক ও পারিপার্শ্বিক, ইহার মিলিত ভাবে বকাব্যোখিত, প্রের্তার্থের দ্রুতীকারক মনোহর বাক্যসমূহ বার। হুত্বারের সহিত যে আলাপ করে, তাহার নাম আনুৎ বা প্রত্যবনা। প্রত্যবনা প্রবৃত্তক, কথোবদ্য ও প্রয়োগাতিশর এই তিন প্রকার ভেদযুক্ত। যে প্রত্যবনায় হুত্বার উপস্থিত, কাল অবলম্বন করিয়া বর্ণন করেন, পাত্রের সেই আশ্রয় প্রবেশকে প্রবৃত্তক কহে। বাহাতে হুত্বারের বাক্য ও সংসার্য গ্রহণ করিয়া পাত্র প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম কথোবদ্য। বাহাতে

হুত্বার প্রয়োগসমূহে প্রয়োগ বর্ণনা করে, এবং তত্বদ্বারা পাত্র প্রবর্তিত হয়, তাহাকে প্রয়োগাতিশর কহে।

কোন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া নাটকাদি বর্ণনা করিতে হইবে, এই মত ইতিবৃত্তই নাটকের শরীর বলিয়া অভিহিত হয়। সিদ্ধ ও উৎপ্রেক্ষিত এই ছই প্রকার ইতিহাসের প্রভেদ। তন্মধ্যে আগমবৃত্তই সিদ্ধ এবং তাহা কবিশ্রুত তাহাই উৎপ্রেক্ষিত। নাটকে বীজ, বিদু, পতাকা, প্রেকারী ও কার্য এই পঞ্চ প্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োজনসিদ্ধি হেতু মধ্যবিধি বোঝনা করিতে হইবে। এই পঞ্চ প্রকৃতির নাম পঞ্চচেষ্টা এইরূপও কহে কহে করিয়া থাকেন। প্রায়ত্ত, প্রয়ত্ত, প্রাণি, সত্যব ও নিয়মিতাকলপ্রাণি এই পাঁচ প্রকার কলযোগ। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ এই পঞ্চ প্রকার সিদ্ধি। অন্নমাত্র উচ্ছিন্ন হইয়া বাহা বহুরূপে প্রস্থপ্ত ও বাহা কলে অবসান প্রায় তাহার নাম বীজ। যেহলে নানাপ্রকার অর্থ ও রস হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, এবং কাব্যে তাহা শরীরাহুগতরূপে বিভ্রমান থাকে, তাহাই মুখ বলিয়া কথিত হয়। ইষ্টার্থের রচনা, বুভুভুতের অল্পপক্ষর, প্রয়োগের রাগ-প্রাণি, গুহের গোপন, আশ্রয় আখ্যান, প্রকাশের প্রকাশ, বাহাতে এই সকল বর্ণনা বিভ্রমান, তাহা অঙ্গহীন নরের জ্ঞান নাটক ও কাব্যাদিতে শোভিত হয় না। দেশ কাল ভিন্ন কোনও ইতিবৃত্ত সংঘটিত হয় না। দেশসমূহের মধ্যে ভারত-বর্ষ, এবং কাল মধ্যে সত্যাদি যুগত্রয়। নাট্যে দেশকালভেদে প্রাণধারিগণের মধ্যে মধ্যে হুত্বহুত্বাদি বর্ণন করিতে হয় এবং ইহাতে নৃত্য, গীত এবং শূদ্রাদি রস বর্ণনীয়।

(অগ্নিপুং ৩৩৮ অ°)

অগ্নিপূরাণ মতে যে নাটকলক্ষণ প্রভৃতি লিখিত হইল, ইহাতে নাটকের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার যে সকল লক্ষণের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে উত্তমরূপে নাটকের উপলব্ধি হইয়া থাকে। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত নাটক। ইহা অভিনয়, অর্থাৎ অভিনয় করিয়া সামাজিকবর্গকে লেখাইতে হয়। একজন নট সায়করণ ধারণ করিয়া সায়কৃত্যন্ত বর্ণন করিতে লাগিল, তৎকালে লোক সকল তাহাকেই সায়-ব্যোবে অবহাঙ্গলাগে হর্ষ ও শোকাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। নট অন্তের রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করে, বলিয়া ইহার নাম রূপক। অবহাঙ্গরূপ অঙ্করণের দ্বারা অভিনয়। এই অভিনয় চারি প্রকার—সামিক, বাচিক, আবাহ্য ও দর্শনিক। যে অভিনয় লক্ষ্যবাসী নিম্নতর তাহারক সামিক, বচনদ্বারা বিশেষের নাম বাচিক, এবং বাহা আবাহরণ

অর্থাৎ বেশরচনাধীনরূপ তাহার নাম অর্থাৎ এবং স্বাধীনভাবে উদ্ভিজ্জাতরূপে স্বৈরাধীন হইলে তাহাকে সাধিক কহে।

এই অভিনয়ের দৃষ্টকাব্য দ্বিবিধ—রূপক ও উপরূপক। তাহার মধ্যে রূপক দশপ্রকার এবং উপরূপক ১৮ প্রকার এই সর্বসমেত ২৮ প্রকার।

রূপক, নাটক, প্রেরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমনকার, ডিম, ইহাদৃশ, অধবীণী ও প্রহসন এই দশ প্রকার রূপক।* নাটিকা, দ্রোণিক, গোষ্ঠী, সটক, নাট্যরাসক, প্রহসন, উদ্ভাষা, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, ত্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, চুর্নলিকা, প্রেরণিকা, হস্তীশা ও ভাণিকা এই অষ্টাদশ প্রকার উপরূপক।

সাধারণ লোকে অভিনয়ের কাব্যমাত্রকেই নাটক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। নাটক দৃষ্টকাব্যের অন্তর্গত। তবে নাটক অভিনয়ের কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান, পূর্বে যে যে প্রকার রূপক ও উপরূপকের নাম নির্দিষ্ট হইল, ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল নট কর্তৃক অভিনয়ে। নাটকের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহার প্রায় বহু লক্ষণ অস্তিত্ব রূপক ও উপরূপকে থাকিবে, এবং তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে।

বর্ধাক্রমে এই সকল দৃষ্টকাব্যের লক্ষণ প্রদত্ত হইল।
নাটক-লক্ষণ—

“নাটকং খ্যাতবৃদ্ধং স্তাং পঞ্চসন্ধিসমবিতম্।

বিলাসকীাদি গুণবদ্ যুক্তং নানাবিকৃতিভিঃ ॥

সুখহৃৎসমুদ্ভূতিনানারসনিরন্তরম্।

পঞ্চাদিকা দশপর্যন্তজ্ঞাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ॥

প্রখ্যাতবংশে রাজর্ষির্যোদ্যোতঃ প্রতাপবান্।

দিব্যোদধি দিব্যাদিব্যো বা গুণবারারকো মতঃ।

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা ॥

অজমন্তে রসাঃ সর্কে কাঁথ্যে নির্মহৎসুতম্।

চত্বারঃ পঞ্চ বা সুখ্যঃ কার্যব্যাপৃতপূকবাঃ।

গোপূজাগ্রসমগ্রস্ত বন্ধনং তন্ত কীর্তিতম্ ॥” (সাহিত্যম্ ৬২৭৭)

একটী কোন খ্যাতবৃদ্ধ অর্থাৎ প্রসিদ্ধবৃদ্ধত অবলম্বন

করিয়া নাটক লিখিতে হইবে, অর্থাৎ রসানুরণ, মহাভারত বা কোন পুরাণ ও বৃহৎকাব্য প্রভৃতি যে সকল এই চিরবাস্তব, সেই সকল এই হইতে একটী বৃদ্ধান্ত লইয়া নাটক প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বকপোলকল্পিত বৃদ্ধান্ত হইলে তাহা নাটক-পদবাচ্য হইবে না। পঞ্চসন্ধিকৃত বিলাস, নানাপ্রকার সম্পদ ও বহুবিধ বিকৃতি, সুখ ও হৃৎসমুদ্ভূতি নানাপ্রকার রসোৎপত্তি, এবং পাঁচ হইতে দশটী পর্যন্ত অঙ্গ থাকিবেক। নাটকের নায়ক বীরোদ্ভূত, প্রখ্যাতবংশ বা রাজর্ষি হইবে, অর্থাৎ হৃৎসমুদ্ভূতের স্ত্রীর নৃপতি, বা রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাসাম্পন্ন রাজা অথবা ত্রিক্ষের ন্যায় মহাপুরুষ নাটকের নায়ক হইবে।

নাটকে শৃঙ্গার বা বীররস অঙ্গী হইবে অর্থাৎ নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর হওরা উচিত। করুণা, হান্ত বা পাণ্ডি প্রভৃতি রস প্রধান হইলে তাহা নাটকপদবাচ্য হইবে না। অঙ্গ মধ্যে সকল রসেরই সমাবেশ থাকিবে। সন্ধিহলে বিষম-জনক ব্যাপার প্রদর্শিত হইবে। চারি বা পাঁচ জন প্রধান ব্যক্তি কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে, এবং অঙ্গ সকল গোপূজার মত হইবে, অর্থাৎ গোপূজা যেরূপ প্রথমে হুল পরে ক্রমে ক্রীণ হইয়াছে, সেইরূপ অঙ্গও প্রথমে বড়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ছোট করিতে হইবে। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন। আবার কেহ বলেন—গোপূজার বেশ সকল যেরূপ কোনটী ছোট ও কোনটী বড়, সেইরূপ অঙ্গ সকলও ছোট বড় করিতে হইবে। অঙ্গ ৫ হইতে ১০টী পর্যন্ত হইতে পারে, প্রায় নাটক সকলের ৭টী অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান-শত্ৰুঘ্ন ও উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রাচীন নাটক সকল সপ্তাঙ্গে বিরচিত। এই সকল অঙ্গ মধ্যে গর্তাঙ্গ করিতে হয়।

অঙ্গ—যে হলে নাটকীয় ইতিবৃত্তের এক অংশের শেষ হয়, তথায় পরিচ্ছেদ করিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্গ। অঙ্গশেষে সমুদয় নট রত্নভূমি হইতে নিঃসৃত হয়। পরে নূতন নূতন নট প্রবিষ্ট হইয়া অভিনয় আরম্ভ করে। এই অঙ্গে নায়কের চরিত্র রসভাবাদি দ্বারা উজ্জল-রূপে বর্ণনা করিতে হইবে। যে সকল পদপ্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার অর্থ যেন পরিষ্কৃত হয়। ক্রুর ক্রুর গভবৃদ্ধ-বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিনয় সমানবহুল বাক্য ও অধিক পদ্যপ্রয়োগ দোষাবহ।

নাটক অবতারণা করিতে হইলে প্রথমে পূর্বরস, তাহার পর সতাপূজা অর্থাৎ সতাহিত লোকদিগের প্রশংসা, তৎপরে কবিসংজ্ঞা অর্থাৎ নাটকের কথন, এবং প্রস্তাবনা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবনা দ্বারা ই পাণ্ডপ্রবেশ, অর্থাৎ প্রস্তুত রূপে নাটকীয় হইবে। রসালয়ের বিপর্যাসিত।

* “দৃষ্টকাব্যভেদেহ পুনঃ কাব্যং দ্বিধামতম্।

বৃদ্ধং ভ্রাতৃভিনয়ের তৎপর্যায়োপাত্ত রূপকম্।

ভবেদভিনয়োহনুসংকারঃ স চতুর্বিধঃ।

আজিকো বাটিকটকবদ্যাহার্যঃ সাধিকভণ্ডা।

নাটকমথ একরূপং ভাণব্যায়োগসমনকারভিঃ।

ইহাদৃশাভবীণাঃ প্রহসনভিত্তি রূপকাসি দশ ॥” (সাহিত্যম্ ৬৩ পরি)

পার্থবর্তী অহরহের নাম পারিপার্শ্বিক। এই প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার—উদ্ভাত্যক, কথোদ্ভাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক ও অবলগিত। ইহার মধ্যে অগত্যর্থ অর্থাৎ বাহার অর্থ সম্যক রূপে বোঝিত হয় নাই, সেই অর্থ সম্যকরূপ অগত্যের নিমিত্ত অস্ত পদ দ্বারা যে স্থলে নিয়োজিত করা যায়, তাহার নাম উদ্ভাত্যক প্রস্তাবনা। অর্থাৎ এমন একটা বাক্য রচনা করিতে হইবে, তাহার পদ সকল অগত্যর্থ, অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের সহিত অর্থের কোন প্রকার সঙ্গতি নাই, এই অগত্যর্থ পদ দ্বারা প্রকৃতবিষয়ের অর্থ বাহাতে সম্যকরূপে নির্ধারিত হয়, এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া, হৃদধার চলিয়া যাইবে, এই স্থলে পাত্র-প্রবেশ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে, যে প্রস্তাবনার এইরূপ হইবে, তাহার নাম উদ্ভাত্যক।

উদাহরণ—মুদ্রারাক্ষস-নাটকের প্রস্তাবনার লিখিত আছে—

“ক্রুরগ্রহঃ স কেতুচন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।

অভিভবিতুমিচ্ছতিবলমিতি।

অনন্তরং নেপথ্যে—“আঃ কঃ য়ি জীবতি সতি চন্দ্রগুপ্ত-মভিভবিতু মিচ্ছতীতি।” (মুদ্রারাক্ষসঃ)

অতিক্রুর কেতুগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডলচন্দ্রকে বলপূর্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইস্থলে কেতুগ্রহ চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, এই অর্থই বোধ হইতেছে, কিন্তু হঠাৎ হৃদধারের এই কথা শুনিয়া আকাশ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল, আমি চাণক্য জীবিত থাকিতে রাজা চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্বক কে অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে? এই স্থলে কেতু শব্দের অর্থ একটা ক্রুরগ্রহ এবং আর একটা অর্থ মলয়কেতু, কেতুগ্রহ যেরূপ ক্রুর, মলয়কেতুও তদ্রূপ ক্রুরমতি। পূর্ণিমার চন্দ্রই গ্রস্ত হয়, রাজা চন্দ্রগুপ্তও পরিপূর্ণমণ্ডল। হৃদধার কথাপ্রসঙ্গে চন্দ্র-গ্রাসের উল্লেখ করিল, হৃদধারের এই অবোধিতার্থ পদ লইয়াই নাটকের প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ হইল এবং অস্তপদ দ্বারা এই পদের অর্থেরও সূচনাক্রম হইল অর্থাৎ মলয়কেতু সহায়ে কি রাজ্যস পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্বক পরাভব করিতে

ইচ্ছা করিয়াছে, হৃদধার এই কথা শুনিবামাত্রই চলিয়া গেল, নাটকীয় বস্তু আরম্ভ হইল। তখন নট সকল অভিনয় করিতে লাগিল। অন্যান্য প্রস্তাবনার লক্ষণ লিখিত হইল, কিন্তু উদাহরণ প্রদত্ত হইল না, একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেই তাহা স্থির করা যাইবে।

কথোদ্ভাতপ্রস্তাবনা—

“হৃদধারস্ত বাক্যং বা সমাদার্যমস্ত বা।

তবেৎ পাত্রপ্রবেশকেন্ কথোদ্ভাতঃ স উচ্যতে॥” (সাহিত্যদঃ)

নট হৃদধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া যদি পাত্র প্রবেশ করে, অর্থাৎ হৃদধার যে বাক্য প্রয়োগ করিবে, সেই বাক্য বা সেই বাক্যার্থ অবলম্বন করিয়া নাটকীয় বিষয় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে কথোদ্ভাত-প্রস্তাবনা হইবে।

রত্নাবলীতে হৃদধারের বাক্য এবং বৈদ্যসংহারে বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

প্রয়োগাতিশয়—

“যদি প্রয়োগ একম্বিন্ প্রয়োগোহন্যঃ প্রযুজ্যতে।

তেন পাত্রপ্রবেশকেন্ প্রয়োগাতিশয়ন্তা॥” (সাহিত্যদঃ ৬ পরিঃ)

যদি কোন একটা প্রয়োগে অন্য আর একটা প্রয়োগ হয়, এবং সেই প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া পাত্র প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয়-প্রস্তাবনা হয়।

প্রবর্তক—

“কালঃ প্রযুক্তমাত্রিত্য হৃদধৃক্ যত্র বর্ণয়েৎ।

তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্ত প্রবেশস্তৎ প্রবর্তকম্॥” (সাহিত্যদঃ ৬ পরিঃ)

উপস্থিত কাল আশ্রয় করিয়া হৃদধার বর্ণন করিবে, এবং সেই বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়া পাত্রপ্রবেশ করিলে প্রবর্তক-প্রস্তাবনা হইবে অর্থাৎ একজন নট উপস্থিত কাল বর্ণনা করিতে থাকিবেন, সেই বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে।

অবলগিত—

“যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্যামস্তৎ প্রসাধ্যতে।

প্রয়োগে ধনু তজ্জঙ্ঘেরং নান্যাবলগিতং বুধেঃ॥” (সাহিত্যদঃ)

যে স্থলে এক বিষয়ের সাদৃশ্য থাকে, সেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া পাত্রপ্রবেশ করিলে এই অবলগিত-প্রস্তাবনা হয়। অর্থাৎ হৃদধার এইরূপ একটা বর্ণনা করিবে, যে প্রস্তাবিত বিষয় তৎসদৃশ হয়, পরে সেই বাক্য লক্ষ্য করিয়া পাত্রপ্রবেশ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে এই অবলগিত-প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়।

যে সকল প্রস্তাবনার লক্ষণ লিখিত হইল, ইহার মধ্যে যে কোন একটা লক্ষ্যাক্রান্ত প্রস্তাবনা হওয়া আবশ্যক। নিজ

প্রস্তাবনা—

নট বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।

হৃদধারেন সহিতাঃ সলোপঃ যত্র সূর্যতে॥

চিহ্নৈর্ভাষ্যকৈঃ স্বকার্যোপাখ্যেঃ প্রস্ততাক্ষেপিতমিধঃ।

আমুখং তত্ত্ব বিজ্ঞেরং নান্য প্রস্তাবনাপি সা।

উদ্ভাত্যকঃ কথোদ্ভাতঃ প্রয়োগাতিশয়ন্তা।

প্রবর্তকাবলগিতে পক্ষ প্রস্তাবনাবিধাঃ।

পঞ্চাবি ভূতবর্ষাবি ভূতবর্ষগতের দ্বারাঃ।

বোদ্ধবন্তি পদৈরন্তৈঃ স উদ্ভাত্যক উচ্যতে।” (সাহিত্যদঃ ৬ পরিঃ)

চুগিকা—যবনিকার অস্থিত লোক জন্ম যে কার্যের
 সূচনা করিয়া দেয়, তাহার নাম চুগিকা।

অকাব্যভার—অকাব্যসাধনে যুগ্মভার যে অঙ্কের অকাব্যভারণা করে, তাহাকে অকাব্যভার কহে। যে অঙ্ক সমাপ্ত হইতেছিল, সেই অঙ্কে যে সকল দ্রষ্টা অভিনেতা ছিল, তাহাদের যথা হই-তেই কোন অভিনেতা এই অকাব্যভার হরণ করিয়া যাবে। ইহাকে গভীৰ বলিলে চলে, কিন্তু বর্তমান সময়ে নাটকসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে কএকটা গভীৰে একটা অঙ্ক হয়। এই অকাব্যভার ঠিক সেরূপ নহে। এই অকাব্যভার প্রতি অঙ্কে করিতে হইবে না, তবে যে কোন অঙ্কের মধ্যে এই অকাব্যভার সরিষে করিতে হইবে। অঙ্কের মধ্যে অঙ্ক বলিয়া গভীৰ নাম নির্দেশ করিলাম।

অক্ষুণ্ণ—যে কোন এক অঙ্কে সমস্ত অঙ্কের ঘটনা সকল সূচিত হইলে তাহাকে অক্ষুণ্ণ কহা যায় এবং ইহাকে বীজার্ধ-স্থাপকও কহে।

নাটকে প্রধান ব্যক্তির বহু বর্ণনা করিবে না। রস ও বস্তু এই পরম্পরের তিরোধান করিবে না অর্থাৎ রসে ইতিবৃত্তযোগ এবং ইতিবৃত্তে রসযোগ কাহাতে হয়, এইরূপ তাহে বর্ণনা করিতে হইবে।

নাটকে প্রয়োজনসিদ্ধির কারণ ষ্টো—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রেক্ষারী ও স্বৰ্ণ। এই ষ্টো যথাযোগ্য স্থানে বর্ণনা করিতে হইবে।

যাহা অল্পমাত্র বলিলেই চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং কলসিদ্ধির প্রথম কারণ তাহার নাম বীজ। যথা বেগী-সংহারনাটকে দ্রোণদীর কেশমোচনের হেতু ভীষ্মের ক্রোধোপ-চিহ্ন, যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মের প্রতি উৎসাহবাক্যই দ্রোণদীর কেশমুক্তির কারণ বলিয়া সেই স্থলে উৎসাহবাক্যই বীজ বলিতে হইবে। নাটকের যথাযোগ্য স্থানে বীজ বর্ণনা করিতে হইবে।

বিন্দু—সৰ্বভাসমূহের বিচ্ছেদ হইলে পরবর্তী ঘটনার সহিত যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম বিন্দু, অর্থাৎ একটা বর্ণনীয় বিষয় শেষ হইয়া বাইতেছে, সেই বাক্যের সহিত অল্প বাক্যের আশ্রয় কোন সম্বন্ধ না থাকিলে এমন একটা বাক্যবিস্তার করিতে হইবে যে তাহাতে পরবাক্যের সহিত কোন অসঙ্গতি না হয়। এইরূপ বর্ণনার নাম বিন্দু।

পতাকা-ব্যাপকপ্রাসঙ্গিক বস্তু-বর্ণনের নাম পতাকা। যেসকল রামচরিতে সুগ্রীমাদির ও শকুন্তলার বিন্দুবাক্যের চরিত্র-বর্ণন। পতাকা নামের স্বকীয় কলাভর্য নহে। প্রথমক্রমে আগন্ত একদেশবাসী চরিত্রবর্ণনের নাম প্রেক্ষারী। যাহা সাধনীয়, এবং আরও কিরূপ কলসিদ্ধির-কল্প যে সকল কার্য করা আবশ্যিক, তাহা করিতে হইবে। যেসকল রামচরিতে রামপথ প্রকৃতি।

নাটকে কলাভিনায়কীয় ষ্টো অঙ্ক বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—আরম্ভ, বস্তু, প্রাণোদ্যম, নিরুদ্ভাতি ও কলাগম।

প্রধান কলসিদ্ধির-কল্প যে অভিনয়-ঐচ্ছিকা, তাহাকে আরম্ভ বলা যায়।

প্রধান কলপ্রাপ্তির-কল্প অভিরম্ভাভিত যে কলাগার জাহার নাম হয়। বিয় ও বিরম্ভ ইহা দ্বারা যে কলপ্রাপ্তি সম্ভাবনা তাহাকে প্রাণোদ্যম কহে।

বিয় সকল অঙ্গপন্ন হইয়া সিদ্ধি যে কলপ্রাপ্তি তাহার নাম নিরুদ্ভাতি ও রম্ভ নামও কলাগার এককালীন-রম্ভ, এইরূপ অবস্থার নাম কলাগার।

নাটকে বর্ণনীয় বিষয়ে বস্তুক্রমে এই ষ্টো বিয়রম্ভ-বর্ণনা থাকিলে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এইরূপে ঐচ্ছিক বিতাপ করিয়া বস্তু সমাপ্ত করিতে হইবে।

নাটকের মুখসন্ধিতে অর্থাৎ প্রথমে আরম্ভযোগিনী অবস্থা করিয়া, প্রতিমুখসন্ধিতে যন্ত্রযোগিনী অবস্থা, গভীৰসন্ধিতে প্রভাসনা-যোগিনী অবস্থা বিষয়সন্ধিতে নিয়তাপযোগিনী অবস্থা ও উপ-সংসন্ধি সন্ধিতে কলপ্রাপ্তি বর্ণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে এইরূপে আরম্ভ করিয়া উপসংহার করিতে হইবে। উপসংহারে সকল প্রকার সম্পন্নতা বর্ণনা করিতে হইবে। নাটকে এইরূপে বর্ণনীয় বিষয় ৫ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—মুখ, প্রতিমুখ, গভী, বিষম ও উপসংসন্ধিসন্ধি। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

যে অংশে নানা অর্থ ও নানা রসাদির সম্ভব হয়, এই সকল বর্ণনোপলক্ষে সমস্ত মূলকারণের যে উৎপত্তি, তাহাকে মুখসন্ধি কহে। অর্থাৎ প্রথমে নানা প্রকার রসাদি বর্ণনচ্ছলে মূল বর্ণনীয় বিষয়ের আরম্ভ করিয়া দেখা হইবে। যেসকল রসাকালীতে নানা রসাদি বর্ণনাপ্রসঙ্গে রসাবলী ও বৎস-রাজের পরম্পরের প্রতি অসুখাপ, শকুন্তলার যন্ত্রণা চরিত্র ও শকুন্তলা দর্শনমাত্রই উভয়ের আশ্রয়সন্ধি, ইহাই মুখসন্ধিতে আরম্ভ করিতে হয়।

মুখসন্ধিতে আরম্ভ হইয়া প্রধান কলের ইমরাজের জাহার যে প্রকাশ, তাহাকে প্রতিমুখসন্ধি কহে। প্রতিমুখসন্ধিতে ক্রমে প্রকাশ্যুত যে মূলসংসন্ধি তাহার কোন কোন স্থলে একেবারে স্তিরোভাব বা কোন স্থলে অল্পসংসন্ধি যে সম্যক্-ভাবপ্রকাশ তাহার নাম গভীৰসন্ধি। গভীৰসন্ধিতে প্রাণ-কারণের অভিসম্পাত প্রকৃতি দ্বারা অস্তরায়ুত হইলে তাহাকে বিকর্ষসন্ধি কহা যায়।

চারিদিকে বিশিষ্টবর্ণিত অর্থ সকল এক প্রয়োজনে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ নারক সকলপ্রকার-কলসিদ্ধি-প্রাপ্তি করে,

তাহাকে উপসংহতিসন্ধি বলে। অর্থাৎ উপসংহারে সকল প্রকার মঙ্গল লাভ হয় এইরূপ বর্ণনা করিতে হইবে। যে সকল নারক বিরহকাতর ছিল, তাহাদের সকলের মিলন করিয়া অর্থসম্পত্তিলাভবর্ণনা আবশ্যিক। এই উপসংহারে বিরোধ-বর্ণনা করিতে নাই।

বর্তমান সময়ে বাঙ্গালান্তার ২৪ খানি বিরোগান্তনাটক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

প্রথমে নাটকের দশটি অঙ্গবর্ণনা করিতে হইবে। যথা—উৎক্ষেপ, পরিকর, পরিভাষা, বিলোভন, মুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা ও উদ্দেশ্য। সঙ্কট প্রতিপাদিত অর্থের সমুৎপত্তি অর্থাৎ সংক্ৰান্তভাবে উপাধানের নাম উৎক্ষেপ। সংক্ৰান্তভাবে উদ্ভূত অর্থের বাহ্যরূপে বিস্তারের নাম পরিকর। পূর্ববিস্তৃত বর্ণনের নিশ্চয়রূপে সংকীর্ণনের নাম পরিভাষা। প্রথমে বৃত্তান্তের সংক্ষেপরূপ বর্ণন, তাহার পর বহুলীকরণ, তদনন্তর ইহার নিশ্চয় কথন। এই তিনটি অঙ্গ পর পর বর্ণনা করিতে হইবে। গুণসমূহবর্ণনের নাম বিলোভন। কর্তব্যার্থের নিশ্চয়কে মুক্তি বলে। সুখলাভের নাম প্রাপ্তি। মূলকারণের আগমন অর্থাৎ প্রধান লক্ষ্যরূপে কীর্তনের নাম সমাধান। সুখস্থঃখবিমিশ্রিত কার্যের নাম বিধান। গুণসমূহবৃত্ত বাক্যের নাম পরিভাবনা। বীজার্থের অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনার বিষয়ের অঙ্গুরোধকে উদ্দেশ্য বলে। এই দশটি অঙ্গ মুখসন্ধিতে বর্ণনীয়।

প্রতি মুখসন্ধিতে ত্রয়োদশটি অঙ্গ—বিলাস, পরিসর্প, বিধৃত, তাপন, নর্ষ, নর্ষছাতি, প্রেমজন, বিরোধ, পর্যাপাসন, পুশ, বজ্র, উপভাষা ও বর্ণসংহার। সুরথ-সন্তোগবিষয়ে সম্যক প্রয়োগের নাম বিলাস।

যথা—শকুন্তলার রাজা হস্ত শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—‘প্রিয়া শকুন্তলা আমার অত্যন্ত মূল্য নহে, তথাচ মন তাহাকে দেখিতে সর্বদাই অভিলাষী। কামদেব অকৃতকার্য হইলেও ক্রীপুরুষ উভয়ের অনুরাগ জন্মাইতেছেন।’ এই স্থলে হস্তের সুরথবিবরক চেষ্টা বর্ণিত হওয়ার বিলাস হইল।

অভিলষিত বস্তু অর্জন হইলে তাহার অব্যবহার নাম পরিসর্প। প্রথমে কৃতান্তনয়ের অর্থাৎ আদিতে অল্পনয় করিলে তাহা বীকার না করার নাম বিধৃত। ইষ্ট বস্তুর অভিলাষে উপায় না দেখিলে তাপন অর্থাৎ তাপ হয়। পরিভাষা বাক্যকে নর্ষ বলে। পরিভাষাজাত ধৈর্যের নাম নর্ষছাতি। বিপদপ্রাপ্তির নাম বিরোধ। কৃতান্তনয়ের নাম পর্যাপাসন। প্রকটপূরক বাক্যের নাম পুশ। পুরুষবচনের নাম বজ্র। প্রেমভাষা-সম্পাদনকে উপভাষা বলে। চাতুর্যের

মেলনের নাম বর্ণসংহার। নাটকের প্রতি মুখসন্ধিতে এই ত্রয়োদশ অঙ্গ যথাযথ বর্ণনা করিতে হইবে।

নাটকের গর্তসন্ধিতে ত্রয়োদশ অঙ্গ বর্ণনীয়—অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অহমান, প্রার্থনা, অজ্ঞি, জ্যোতক, অবিবল, উবেগ ও বিব্রব এই ত্রয়োদশ প্রকার অঙ্গ।

ব্যাক্যপ্র-বাক্যবর্ণনের নাম অভূতাহরণ। যথার্থ কথন-মার্গ। বিভক্তবৃত্ত বাক্যের নাম রূপ। উৎকর্ষযুক্ত বচন উদাহরণ। নির্জিকার চিত্তে তথোপলব্ধি অর্থাৎ বাখ্যার্থান্তবের নাম ক্রম। প্রেরকার্য ও দানদ্বারা কার্যসাধানকে সংগ্রহ বলে। চিত্তদ্বারা সাধ্যজ্ঞানের নাম অহমান। রতি অর্থাৎ অহ-রাগ, হর্ষ ও উৎসব প্রভৃতিতে যে প্রার্থনা, তাহার নাম প্রার্থনা। গুণার্থের কথনকে অজ্ঞি বলে। সাকোপ বাক্য-প্রয়োগকে জ্যোতক। কপটতা করিয়া অভিপ্রায়ের অঙ্গুরণের নাম অবিবল। অনিষ্টাশঙ্কা এবং ভ্রাসবশতঃ যে আবেগ, তাহাকে বিব্রব বলে।

নাটকের বিমর্ষসন্ধিতেও ত্রয়োদশ অঙ্গ বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—অপবাদ, সঙ্কেট, ব্যবসায়, জব, ছাতি, শক্তি, প্রেসঙ্গ, খেদ, প্রতিবেদ, বিরোধ, প্রয়োচনা, বিমর্ষ, আদান ও ছাদন এই ত্রয়োদশ অঙ্গ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

দোষকথনের নাম অপবাদ। ক্রোধপূর্বক কথনকে সঙ্কেট বলে। প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ কার্যনির্দেশ ও সাধন নির্দেশের সম্ভবের নাম ব্যবসায়। শোকবেগাদি দ্বারা উৎপন্ন গুরুলোকনিগের ব্যতিক্রমকে জব বলে। ভৎসন ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা উদ্বেগের নাম ছাতি। বিবেকের প্রশমনের নাম শক্তি। মন এবং চেষ্টাসমূহের প্রশ্নের নাম খেদ। অতীত বিষয়ের প্রতীতিতে প্রতিবেদ বলে। যে কার্য প্রায় সফল হইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রাপ্তির নাম বিরোধন। উপসংহারের অর্থ বিষয় সকল প্রশংসিত হওয়ার নাম প্রয়োচনা। কার্যসমূহের সম্যকগ্রহণের নাম আদান। কার্যবশতঃ অপ-মানাদির লহনকে ছাদন বলে।

উপসংহতিসন্ধিতে অর্থাৎ উপসংহারে চতুর্দশ অঙ্গ বর্ণনা করিতে হইবে। যথা—সন্ধি, বিরোধ, গ্রন্থন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাবণ, পূর্ব-বাক্য, কাব্যসংহার ও প্রশস্তি এই চতুর্দশ অঙ্গ, ইহার লক্ষণ যথাক্রমে লিখিত হইল।

বীজ অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উদ্ভাবনের নাম সন্ধি। কর্তব্য কার্যের অব্যবহার অর্থাৎ নাটকের প্রধান কর্তব্যের অঙ্গসম্মানকে বিরোধ বলে। প্রধান কর্তব্যকার্যের

উপন্যাস অর্থাৎ কীর্তনের নাম গ্রন্থন। বেণীসংহারে ইহার উদাহরণ—‘তীম পাঞ্চালীকে সখোশন করিয়া বলিতেছেন, আমি পাঞ্চালি! আমি কীর্তিত থাকিতে হুশাসন কর্তৃক বিপর্যস্ত হইনি, তুমি নিজ হস্তদ্বারা সংহার করিতে পারিবে না, আমি নিজেই সংহার করিয়া দিতেছি।’ বেণীসংহার নাটকে বেণীসংহার প্রধান কর্তব্য কার্য,—এই স্থলে তাহার কীর্তন হওয়ার এখন লক্ষণের সমাবেশ হইল। অল্পভূতাবধের কখন অর্থাৎ কৃতকার্যের কখনকে নির্ণয় ও কুৎসাসূচক বাক্য কখনকে পরিভাষণ করে। লক্ষ্যবির সকলের প্রেক্ষাক্রমে স্থিরীকরণের নাম কৃতি। ওজস্বাদিকে প্রসাদ করে। অভিলষিত ব্যক্তি সকলের প্রাপ্তিসম্বলিত মনের প্রীতির নাম আনন্দ। সকল প্রকার হৃৎথের অপগমের নাম সময়। অমৃত সম্প্রাপ্তি অর্থাৎ অতি আশ্চর্য্যভাব—প্রিয়জন প্রভৃতির সমাগমকে উপগৃহন করে। প্রিয়বাক্যকখন ও দানাদির নাম ভাষণ। পূর্ববাক্যের সমুচিত প্রত্যুত্তরদানকে পূর্ববাক্য বলে। অর্থাৎ নাটকের প্রারম্ভের পূর্বে কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে তাহারিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণকে সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সেই বাক্যের যথোচিত উত্তরদানকে পূর্ববাক্য বলে। অতীত বস্তু সকলের লাভকে কাব্যসংহার, অর্থাৎ শেষ দৃষ্টে যে সকল মঙ্গল অভিলষণীয়, যাহার সহিত যাহার মিলন হওয়া প্রয়োজন, সকলই দেখাইতে হইবে, তাহাকে উপসংহার বলে।

তাহার পর—রাজা, দেশ বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির শাস্তিসূচক প্রার্থনার নাম প্রশস্তি। নাটকীয় বিষয়ের উপসংহার হইলে রাজাদির মঙ্গলসূচক প্রার্থনা করিয়া অভিনেতা সকল প্রস্থান করিবেন।

নাটকের পূর্বলিখিত চতুষ্টয়টি প্রকার অঙ্গ; পঞ্চমস্থিতে যথাক্রমে এই সকল অঙ্গবিন্যাস করিতে হইবে। রসের অনুরোধে কোন অঙ্গ নির্দিষ্ট স্থিতে বর্ণিত না হইয়া অন্য স্থিতে যদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলে দোষাবহ হইবে না। প্রথমতঃ সর্বতোভাবে রসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। রসভঙ্গ করিয়া অঙ্গাদি প্রয়োগ হ্রাসকৃত নহে।

নাটকে যথাবিধি অঙ্গ সকল প্রয়োগ করিলে তাহার ৬ প্রকার ফল হয়—ইষ্টার্থরচনা, আশ্চর্য্যলাভ, বৃত্তান্তবিস্তার, রাগপ্রাপ্তি, প্রয়োগ মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তান্ত মধ্যে গোপ্যের গোপন এবং প্রেক্ষাত্তর প্রকাশন, অঙ্গের এই বহুবিধ ফল।

যেমন অঙ্গহীন নয় কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অঙ্গহীন কাব্যও অভিনয় প্রভৃতিতে প্রয়োগ করা হ্রাসকৃত নহে। নায়ক ও অভিনায়ক সঙ্গের অঙ্গ করিয়া

সম্পাদন করিবে, তাহার অভাবে পত্রকাদি, ভক্তাবৈবীজ প্রভৃতি সম্পাদন করিবে।

পূর্বে যে সকল অঙ্গ বলা হইয়াছে, ‘শাস্ত্রের মৰ্যাদা’ রক্ষা করার জন্য যে তাহাদের পর পর বিন্যাস করিতে হইবে, তাহা নহে, তবে রসের অনুগামী হইয়া যেখানে যে অঙ্গ বর্ণনা করিলে রসের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, বস্তু তাহার উৎকর্ষ হয়, এইরূপ ভাবে অঙ্গাদি সংস্থাপন করাকে ‘ইষ্টার্থ রচনা’ বলে। রস কার্যের প্রাণরূপ প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অর্থাৎ রস ভঙ্গ করিয়া অঙ্গাদি প্রয়োগ হ্রাসকৃত নহে।

যে সকল বৃত্তি যে সকল রসের সহিত বিকল্প, তাহা পরিভাগ করিতে হইবে।

শৃঙ্গাররস-বর্ণনে কৌশিকী বৃত্তি, বীররসে সাব্বতী, রোজ ও বীভৎসরসে আরভটী, ইহা ত্রিবিধ অন্য রসে ভারতী বৃত্তি হইবে। এই চারিটি বৃত্তি—নাটকের জননীস্বরূপ, এই চারি বৃত্তিতেই নাটক রচনা করিতে হইবে।

নারিকা সকল মনোহর বেশভূষার ভূষিতা এবং তাহার সহিত সহচরী নারী সকলও প্রচুর পরিমাণে নৃত্য গীত ও কামোগভোগের উপচার ও মনোহর বিলাসযুক্ত বর্ণনার নাম কৌশিকী। ইহার চারিটি অঙ্গ—নর্ধ, নর্ধক্ষুর্ধ, নর্ধক্ষোট ও নর্ধগর্ভ।

সামাজিকবর্ণের মনোরঞ্জনকর চতুরতার সহিত ক্রীড়নের নাম নর্ধ। এই নর্ধ তিন প্রকার—ওজস্বত্ববিহিত, সশৃঙ্গার হস্তবিহিত ও সস্তম্ব হস্তবিহিত।

সুখকর ভয়াত্ত নব সঙ্গমের নাম নর্ধক্ষুর্ধ। তাবাদি অর্থাৎ আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা এই সকল দ্বারা তাবাদি ব্যক্তি অন্নমাত্রায় সূচিত শৃঙ্গারকে নর্ধক্ষোট বলা যায়। নায়ক-নারিকাদিগের প্রথম দর্শনে বা গুণাবলী শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে তাহাকে নর্ধক্ষোট বলে। নায়কের গুণভাবে ব্যবহারকে নর্ধগর্ভ বলা যায়। বেক্সপ মালতীমাধব নাটকে মাধব সখীর রূপ ধারণ করিয়া মালতীর মরণেচ্ছা হইতে তাহাকে নিবৃত্তি করিয়াছিল। এইরূপ বর্ণনাকে নর্ধগর্ভ বলে।

সব্ব, শৌর্য, ভাগ, দয়া, সরলতা, আনন্দ, শোকসাহিত্য, চমৎকারিত্ব ও অন্নশৃঙ্গারযুক্ত বর্ণনার নাম সাব্বতীবৃত্তি। অর্থাৎ শৌর্য প্রভৃতির বর্ণনা হইতে সাব্বতীবৃত্তি বলা বাইতে পারে। এই বৃত্তির চারিপ্রকার ভেদ আছে—উষাপক, সংহাত, সংলাপ ও পরিবর্তক।

শব্দর উদ্ভেজনকরী বাক্যের নাম উষাপক। মন্ত্রণা প্রভৃতি সকলের পরস্পর পৃথককরণ সংহাত, নানা ক্রীড়ন

এর অর্থাৎ অর্থহীন বাক্যকে সংলাপ এবং প্রারম্ভ হইতে (উত্তর কার্য হইতে) অন্ত কার্যকরণের নাম পরিবর্তক ।

মারা, ইচ্ছাকাল, সংগ্রাম, ক্ষোভে উবেলিত, বধ, বন্ধন প্রভৃতি এই সকল বিষয়ে কন্যার নাম আরম্ভটীবৃত্তি । ইহা চারিপ্রকার ভেদবিধিষ্ট । বধা—বতুখাপন, সফেট, সংক্ষিপ্ত ও অবপাতন । মারাদি দ্বারা বস্ত্র উপাধিষ্ট হইলে তাহাকে বতুখাপন কহে । ক্রুদ্ধ ও সত্তরস্বরের সমাধাত অর্থাৎ সমাক্ষ প্রহারের নাম সফেট । শিরী অথবা অন্ত প্রকারে বস্ত্রচন্মার নাম সংক্ষিপ্ত । প্রবেশ, জ্ঞান, নিদ্রাশয়, হর্ষ ও বিদ্রব সম্বৃত হইলে অবপাতন বলা যায় । যে স্থলে সংকুতবহুল বাক্য প্রয়োগ আছে, তাহাকে ভারতীবৃত্তি কহে ।

পূর্বে যে সকল লক্ষণাদি লিখিত হইল, নাটকে বর্ণাধ এই সকল বর্ণন করিতে হইবে । প্রভি লক্ষিতে প্রত্যেক অঙ্গ, রসাদিতে লক্ষ্যী প্রভৃতি বৃত্তি, রসের অবিকল্প বর্ণাধানে উপস্থাপন করিলে নাটক পদবাচ্য হইবে, অঙ্গাদি হীন হইলে অঙ্গহীন হইবে ।

সংকুত নাটকেই এই সকল বাধাবাধি লক্ষণ সরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে ইহার প্রায় অধিকাংশ নিয়মই লক্ষিত হইয়া থাকে ।

নাটকের উক্তি প্রকৃতি ভাষা প্রভৃতির বাধাবাধি নিয়ম সকল দেখিতে পাওয়া যায় ।

নাটোগতি । অস্ত্রের অগ্রব্যকে স্বগত কহে, অর্থাৎ অভিনয়কালে কোনও নট সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে মনে যে আন্দোলন করে, তাহার নাম স্বগত ।

সকলে যাহা শুনিতে পারে, তাহাকে প্রকাশ কহে, অথবা অভিনয়কালে কোনও নট অস্ত্রের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত বিষয় বিশেষের মনে মনে আন্দোলন করিয়া অথবা সন্নিহিত ব্যক্তিদ্বারা শুনিতে না পারা একরূপ অল্পস্বরে কহিয়া সকলের সাক্ষাতে যাহা বলে, তাহাকে প্রকাশ কহে ।

কতকগুলি লোকের মধ্যে যাহার সহিত বাক্য বলিবার প্রয়োজন থাকে, অন্ত লোকের দিকে হস্তাঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া অল্পস্বরে তাহাকে বলিবে, এইরূপ কথনের নাম জনান্তিক ।

পাত্র বাতীত যে বাক্যপ্রবৃত্তি হয়, তাহাকে আকাশভাবিত কহে । অন্যো শুনিতে না পারা এইরূপ অল্পস্বরে অর্থাৎ গোপন করিয়া কথনের নাম অপবর্ষা ।

নাটকাদিতে দত্তা, সেনা বা সিদ্ধা-অন্ত নাম বেত্তাদিগের রাখিতে হইবে । বধা—কামদত্তা, বসন্তসেনা প্রভৃতি । বণিক-দিগের নাম বস্ত্রপ্রায়, বধা—বনদত্ত প্রভৃতি । প্রস্তাবনার

কথোপকথনস্থলে প্রস্তাবনার অপর নটকে মারিব শব্দে সন্মোদন করে । মারিব শব্দের অর্থ আর্ঘ্য, মাননীয়, আদরনীয় ।

প্রস্তাবনার কথোপকথনস্থলে অপর নট প্রস্তাবকে ভাব শব্দে সন্মোদন করে । ভাব শব্দের অর্থ বিজ্ঞ বা বোদ্ধা ।

নাটকে কৃত্তা সকল রাজাকে রাবী, বা দেব বলিয়া অথম লোক সকল ভট্ট, রাজর্ষি, বা বিদ্বৎ বরত, ঋষিগণ রাজন্ অথবা তাহাদের বেল্লপ ইচ্ছা সেইরূপ সন্মোদন করিতে পারিবে ।

নাটকে বিদ্বান্ পুরুষদিগের ভাষা সংকুত এবং বিহবী স্ত্রীদিগের শৌরসেনী এবং ইহাদিগের সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রী ভাষা থাকিবে । রাজাতঃপুরচারীদিগের মাগধী ভাষা, চোট (রাজকৃত্তা), রাজপুত্র ও প্রভ্রীদিগের অর্দ্ধমাগধী, বিদ্বৎকর ভাষা প্রোচা, ধূর্তের ভাষা অবন্তিকা, বোধ ও নাগরিকদিগের ভাষা লাক্ষিণাত্যা, শকারের ভাষা শাকরী, দিব্যদিগের বাহুলীক, জবিভাদির জাবিভী, আতীরদিগের আতীর, পুত্রসাদির চাপালী, কাঠ ও পত্রস্বামী এবং অঙ্গারকারাদির আতীরী অথবা শাবরী, শিশাচদিগের পৈশাচী, উৎকৃষ্টা চোটাদিগের শৌরসেনিকা, বালক, বর্ষর, নীচ, দৈবজ্ঞ, উন্নত ও আতুরদিগের শৌরসেনিকা, ঐশ্বর্যোন্নত, দারিদ্র্যোপহত ও তিক্তদিগের ভাষা প্রোক্ত হইবে । উৎকৃষ্টা স্ত্রীর ভাষা সংকুত । বেল্লপ লোক সেইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিবে । স্ত্রীলোক সকল মধ্যে মধ্যে বিচিত্রতার জন্ত সংকুত ভাষা প্রয়োগ করিবে । যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া সংকুত নাটক প্রস্তুত করিতে হইবে ।

নাটকের বিশেষ কতকগুলি অলঙ্কার আছে, তাহাকে নাট্যালঙ্কার কহে । [নাট্যালঙ্কার দেখ ।]

প্রকরণাদি রূপকের বিষয় বাক্যক্রমে লিখিত হইল ।

প্রকরণ—দৃষ্টকাব্য মধ্যে দ্বিতীয় । ইহার অন্ত্যন্ত লক্ষণ সকল প্রায় নাটকের জ্ঞায় । এই মাত্র বিশেষ যে, ইহাতে বৃত্ত লোকিক বা কবিকল্পিত হইবে, অর্থাৎ এই প্রকরণ নামক নাটক রচনা করিতে হইলে, ইহার বৃত্তান্ত লোকপ্রসিদ্ধ বা কবিকল্পিত হওয়া আবশ্যক । দ্বার রস ইহার প্রধান করিতে হইবে । ইহার নায়ক ধীরপ্রশান্ত, অর্থাৎ নাটকের জ্ঞায় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি নহেন । যাহার দয়া লাক্ষিণ্য প্রভৃতি লোকসাধারণ গুণ থাকে তাহাকে ধীরপ্রশান্ত বলা যায় । এই নায়ক সঙ্গী, ব্রাহ্মণ অথবা সম্রাট বণিক হইবে এবং এই নায়ক স্বর্ণকাম্যার্থপর হইবেন, স্বর্ণসাধনত্ব অক্ষর ধর্ম সকল এবং স্ত্রীপুত্র ও বন্যাদি বিষয়ে সর্বদা তৎপর হইবেন ।

নারিকাল ভেদে ইহাকে তিনশ্রেণীতে বিভাগ করা হইতে

পারে। কোন প্রকরণে নারিকা কুলজা অর্থাৎ কুলীনা, কোন ভ্রমবশে প্রতাপালিতা কামিনী বা সহচরী এবং কোন প্রকরণের নারিকা বেড়া এবং এই দুই-ই প্রকার অর্থাৎ কুলজা ও বেড়া নারিকা হইতে পারে এবং ইহাতে কিডব, হুত-কার, বিট, চোট প্রভৃতি পরিবাপ্ত থাকিবে।

মুহুর্তিক, মালতী-মাধব প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। প্রকরণে সমাজের প্রতিকৃতি বর্ণনা করা যাইতে পারে। মুহুর্তিক নাটকে নায়ক ব্রাহ্মণ, নারিকা বৈশ্য। মালতীমাধবে অমাত্য নায়ক এবং ‘পুষ্পভূষিত’ প্রকরণে বণিক নায়ক।

ভাগ—ইহাতে ধূর্তচরিত্র এবং তাহার নানাবিধ দশা বর্ণিত হইবে। ভাগ এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই ভাগে একটা নট অর্থাৎ নায়ক মাত্র অভিনয় ক্রীড়া করিবেন। এই নট রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানা স্বরে ও নানা প্রকার ভাব ভঙ্গিতে বিবিধ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া সভ্যগণের মনোরঞ্জন করিবেন। এই নায়ক আকাশভাসিত গুনিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন। ইহার ভাবা বিস্তৃত সংস্কৃত হইবে। সৌভাগ্য ও শৌর্য্য বর্ণনা দ্বারা শৃঙ্গার বা বীর রসের সূচনা করিবে। লীলামধুর ও সারদাতিলক প্রভৃতি ভাগ প্রণীত।

ব্যয়োগ—ইহার ইতিবৃত্ত পুরাণাদি প্রসিদ্ধ হইবে। ইহা গর্ভসন্ধি ও বিমর্ষ সন্ধিহীন হইবে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ হইবে। স্ত্রী ব্যক্তিরে কে অশ্রু কারণে যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইবে। ইহার নায়ক অলৌকিক ক্ষমতাসালী পুরুষ। হাত, শৃঙ্গার ও শান্তরস ভিন্ন রস ইহার নায়ক হইবে। সৌগন্ধিকহরণ, ধনঞ্জয়-বিজয় প্রভৃতি ব্যয়োগ প্রণীত।

সমবকার—ইহার বৃত্ত খ্যাত হইবে। দেবতা ও অস্তুরগণের যুদ্ধবর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা আত্মোপান্ত বীররস-বাহক। নাটকোক্ত পঞ্চসন্ধির মধ্যে ইহাতে চারিটা সন্ধি সন্নিবেশিত করিতে হইবে। কেবল বিমর্ষসন্ধি নিষিদ্ধ। নায়ক ধীরোদাত্ত, প্রত্যেকের ফল বিভিন্ন। উষ্মিক ও গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত। বীররসই প্রধান। হস্তী রণাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র তুমুলসংগ্রাম এবং নগরাদি ধ্বংস অতি উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। ‘সমুদ্রমহন’ নাটক এই সমবকার প্রণীত। এই নাটক এখন হস্তাপ্য।

ডিম, বীর ও ভয়ানক রসপ্রধান রূপক। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। অস্তুর বা দেবতা ইহার নায়ক। [ডিম দেখ।]

ঈহামুগ—চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা করুণরসপ্রধান। দেব দেবী ইহার নায়ক নারিকা। প্রেম ও কোতুক বর্ণনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। [ঈহামুগ দেখ।]

জঙ্ঘ—এই অঙ্গরূপক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। কোন প্রসিদ্ধ

বৃত্তান্ত লইয়া ইহা রচনা করিতে হইবে। ইহা করুণরস-প্রধান। ইহাতে ভূরি শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসসমাবেশ করিতে হইবে। ‘শশিষ্ঠাব্যতি’ একখানি অঙ্গনামক রূপক।

বীথি—প্রায় ভাগের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত। এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। দশরূপকের মতাম্বসারে দুই অঙ্ক থাকিতে পারে।

প্রহসন—হাস্তরসপ্রধান রূপক। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। সমাজের কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজা, রাজপারিষদ, ধূর্ত, উদাসীন, ভৃত্য ও বেড়া। ইহাতে নীচজাতীয় পুরুষগণ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রাকৃতভাষায় কথোপকথন করিবে। হাস্যার্থ, কোতুক-সর্বস্ব এবং ধূর্তসমাগম প্রভৃতি প্রহসন প্রণীত।

এই দশ প্রকার রূপক। সংক্ষিপ্তভাবে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইল। এই সকল রূপক নাটকের ভিন্ন অভিনয়ের। অভিনয়ের গ্রন্থ মাত্রই সাধারণে নাটক বুঝিয়া থাকে, এই জন্য এই স্থলে এই সকলের লক্ষণ দেওয়া দোষাবহ হইবে না।

উপরূপক—১৮ প্রকার। [অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার লক্ষণ দেওয়া গেল, বিশেষ বিবরণ তত্তদ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নাটিকা। [নাটিকা দেখ।]

দ্রোটক—ইহা ৫ হইতে ৯ অঙ্ক পর্যন্ত হইতে পারে। পার্শ্বি ও স্বর্গীয় ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। বিক্রমোৎসবী প্রভৃতি দ্রোটক গ্রন্থ।

গোষ্ঠী—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার নাট্যপ্রদর্শক ৯।১০ জন পুরুষ, এবং ৫।৬ স্ত্রী। ‘রৈবতমদনিকা’ নাট্যখানি গোষ্ঠী।

সটুক—ইহাতে একটা আশ্চর্য্য গল্প আত্মোপান্ত প্রাকৃত-ভাষায় রচিত হইবে। ‘কপূরমঞ্জরী’ এই প্রণীত স্তম্ভভূক্ত।

নাট্যরাসক—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। বর্ণিতব্যবিষয় প্রেম ও কোতুক। ইহার আত্মোপান্ত অভিনয় কালে নৃত্য ও সঙ্গীত থাকিবে। নর্যবতী ও বিলাসবতী প্রভৃতি নাট্যরাসক।

প্রহান—ইহা প্রায় নাট্যরাসক সদৃশ। কিন্তু ইহার নায়ক নারিকা প্রভৃতি সকলেই নীচ জাতীয়। ইহাও তাললয়স্বর-সংযুক্ত নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সমাপ্ত।

উল্লাপ্য—এক অঙ্কে গ্রথিত। ইহার বৃত্তান্ত পৌরাণিক হইবে। প্রধান বর্ণনীয় প্রেম ও হাস্যরস। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হইবে। ‘দেবীমহাদেবন’ এই প্রণীত।

কাব্য—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা থাকিবে। ‘বালবোধন’ এক খানি কাব্যনামে উপরূপক।

প্রেক্ষণ—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহা বীররসপ্রধান হইবে। ইহার নায়ক নীচ প্রণীত ব্যক্তি। ‘বালিবধ’ প্রেক্ষণ প্রণীত।

দ্রাসক—হাস্যরসোদ্দীপক উপরূপক। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার অভিনেতা ৫ জন। দ্রাসক দ্রাসিকা উভ-বংশীয়। ইহাতে দ্রাসিকা বুদ্ধিমতী ও দ্রাসক মূর্খ হইবে। ‘মেনকাহিত’ একখানি দ্রাসক।

সংলাপক—এক হইতে চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার দ্রাসক প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। অধিকাংশ স্থলে যুদ্ধাদি বর্ণন থাকিবে। ‘দ্রাসিকাপালিক’ এই শ্রেণীভুক্ত।

শ্রীগদিত—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার দ্রাসিকা লম্বী এবং অধিকাংশ স্থলে সঙ্গীত থাকিবে। ‘ক্রীড়ারসাতল’ একখানি শ্রীগদিত।

শিল্পক—চারি অঙ্কযুক্ত। ঋশান ইহার রজহল। দ্রাসক ব্রাহ্মণ ও অভিনয়ক চণ্ডাল। ঐক্কাল ও আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনকরা ইহার উদ্দেশ্য। ‘কনকাবতীমাদব’ এই শ্রেণীভুক্ত।

বিলাসিকা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রেম ও কৌতুক ইহার বর্ণনীর বিষয়।

হুম্মিলিকা—হাস্যরসপ্রধান। চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ‘বিন্দু-মতী’ এই শ্রেণীভুক্ত।

হরীশা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার আড়োপান্ত সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। অভিনয় কার্যে একজন পুরুষ ও ৮/১০ জন স্ত্রী প্রয়োজন। ইহা অনেকটা অপেরার (Opera) মত। ‘কেলি-রৈবতক’ এই শ্রেণীভুক্ত।

ভাপিকা—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। হাস্যরস ইহার প্রধান বর্ণনীর বিষয়। ‘কামলতা’ এই শ্রেণীভুক্ত।

দশ প্রকার রূপক ও অষ্টাদশ উপরূপকের বিষয় লিখিত হইল। এই সকল প্রকার দৃষ্টকাব্যই নট কর্তৃক অভিনীত হয়, এইজন্য ইহা নাটক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বৈরূপ নাটকলক্ষণ লিখিত আছে, তাহাই লিখিত হইল।

সংস্কৃত নাটক সকল যে প্রাণালীতে লিখিত হয়, যুরোপীয় নাটকগুলিতে এরূপ কোশল অবলম্বিত হয় নাই। এখন এদেশে যে সকল বাঙ্গালা নাটক নিত্য প্রচারিত হইতেছে, তাহাতেও সংস্কৃত নাটকের নিয়মাদি আদৌ লক্ষিত হয় না। এ সকল নাটক যুরোপীয় নাটকের আদর্শে রচিত। এ কারণ যুরোপীয় নাটকের লক্ষণ ও বিবরণ এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে নাটক শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, জিন্ন জিন্ন ব্যক্তি পরস্পর বৈরূপ ওজস্বী বাক্যালাপ করেন, তাহার অভিনয়; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তাহার প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ঠিক সেই সেই ভাবে সেই সমস্ত আলাপ নিজে প্রকাশ করেন ও তাহার অভিনয় হইতে যদি মূল ঘটনার সমস্ত

বিবরণ অল্পমাত্র হয়, তবেই তাহাকে নাটক বলে। সাধারণ প্রোগ্রোত্তর (Dialogue), মহাকাব্য (Epic) ও গীতিকাব্যের (Lyric) সহিত নাটকের কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ কথাবাহী বা কথোপকথনে কথকের মনে শোক, হৃৎপ্রবৃত্তির উদ্ভাস হয় না। কিন্তু নাটকে ভাবপ্রবোদ অত্যন্ত স্পষ্ট ও ঘটনাবলীর শেষকাল অতি সহজে অল্পমাত্র। সেইজন্য অজ্ঞাত কাব্য অপেক্ষা নাটকের (দৃষ্টকাব্যের) আদর অত্যন্ত অধিক। মহাকাব্যে (Epic poetry) নাট্যোন্মিষিত দ্রাক্ষি-গগকে প্রায়ই রসপূর্ণ বাক্যালাপে নিযুক্ত দেখা যায় ও ঐ মহাকাব্য কেবল বর্ণনার পরিপূর্ণ থাকে। গীতিকাব্যও (Lyric poetry) অনেক সময় ঐ নিয়ম দৃষ্ট হয়। মহাকাব্য যদি তেজঃপূর্ণ কথাবাহীর পূর্ণ থাকে এবং যখন উদ্ভিষ্ট কার্য বর্ণনা-প্রবোদ উপেক্ষা করিয়া পরিস্ফুট প্রকাশিত হয়, তখন ইহা নাটক বলিয়া অভিহিত হয়। নাটক প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বিরোগান্ত (Tragedy) এবং হাস্যোদ্দীপক (Comic)। বিরোগান্ত নাটক উৎসুক মনকে আনন্দিত করে অর্থাৎ কোন ঘটনা শুনিতে আরম্ভ করিলে উহার শেষ ফল জানার জন্য যে উৎসুক্য জন্মে, তাহা নিবারণ করার চেষ্টাই নাটকের উদ্দেশ্য। হাস্যোদ্দীপক নাটকে কেবল হাস্যোদ্দীপন করাই উদ্দেশ্য।

মহুবা স্বভাবতঃ অল্পকরণপ্রিয়। এই অল্পকরণপ্রিয়তা হইতেই নাটকের সৃষ্টি হয়। বাইবেলের আদিপুস্তকে নাটকের ভাবে কথাবাহীর (Dramatic dialogue) অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে গীতিকাব্যেরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—সোলেমানের গান।

পণ্ডিতগণ গ্রীকদিগকেই প্রথম নাটকরচয়িতা বলিয়া নির্দেশ করেন এবং আথেন্স নগরে নাটক পূর্ণত প্রাপ্ত হয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু প্রথমাবস্থায় সেখানে দিওনিসাস্ (Dionysus) দেবের উদ্দেশে যখন কোন উৎসব হইত, তখন সময় সময় নাটকের অভিনয় হইত। পুরাকালীন গ্রীকপণ্ডিতেরা বলেন যে, সমবেতসঙ্গীত (Choral song) হইতে ইহার উৎপত্তি। আরিস্টটল্ (Aristotle) বলেন, যে বাকাস্ (Bacchus) দেবের উদ্দেশে সে সমস্ত গায়ক গান করিত, সেই গায়কেরাই এই নাটকস্রষ্টা।

যদিও আরিয়ান্ (Arian) খৃষ্টাব্দের ৫৮০ বৎসর পূর্বে করুণরসপূর্ণ নাটকের (Tragedy) আবিষ্কার করেন, কিন্তু এই Tragedy শব্দের মূল অর্থ লইয়া অনেকে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ঐ ট্রাজেডি শব্দের প্রাকৃতিক অর্থ Tragos goat ছাগল এবং Odes a song গান। এই অর্থ হইতে তাহার অর্থমান করেন, যখন কোন ছাগল বা ভেড়া বলি হইত, তখন

পুরাতন নাটক সাধারণকে অভিনয়ভাবে দেখান হইত। অথবা অভিনেতৃগণ ভেড়ার চর্মদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া অভিনয় করিত বলিয়াই, উক্ত নাটকের নাম Tragedy হইয়াছে। ঐরূপ (Comedy) শব্দের *Komos a revel* আমোদকারী অথবা *Kome = a village গ্রাম*, সুতরাং এইরূপে Comedyর ধাতুগত অর্থ হইতেছে আমোদকারিদিগের বা পল্লীগামবাসি-দিগের গান। কারণ উক্ত আমোদকারিগণ সদর রাস্তার উপর নাটকাত্মিকতার ক্রমতা দেখাইত।

খৃষ্টজন্মের ৫৩৬ বৎসর পূর্বে থেস্পিস্ (Thespis) অভিনয়-কালে রীতিমত কথাবার্তার প্রথা প্রচলন করেন এবং গানের মধ্যে একজন অভিনেতা নিযুক্ত করেন।

ফ্রাইনিকাস্ (Phrynichus) ৫১২ খৃষ্টপূর্বাব্দে থেস্পিসের ঐ একমাত্র অভিনেতাকে অভিনেত্রীর কার্যে নিযুক্ত করেন। ফ্রাইনিকাস্ হইতে এস্কাইলাস্ (Æschylus) এর পূর্ব পর্যন্ত ট্রাজেডি নাটক সম্বন্ধে অল্প কেহ কোন বিশেষ উল্লেখসাধন করেন নাই।

সুসেরিয়ন্ (Susarion) ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে গ্রীসের মধ্য দিয়া গমনকালে খৃষ্টের ৫৮০ বৎসর পূর্বে তাঁহার সময়ের দোষ-বলীকে বিদ্রূপ করার জন্য তত্ৰতা রঙ্গমঞ্চের উপরে যে অভিনয় করেন, তাহা হইতে Comedyর সৃষ্টি হয়।

গভীর ভাব বা গাভীরো পরিপূর্ণ থাকায় Tragedy নাটক সহরের সুশিক্ষিত ও সভ্য অধিবাসীদিগের এবং Comedy হাস্যরস ও রসিকতার পূর্ণ থাকায় দাবতীয় অসভ্যলোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে এই বিদ্রূপাত্মক নাটক সহরেও আদৃত হয় এবং এপিকারমাস (Epicharmus), আরিষ্টফেনিস্ (Aristophanes) প্রভৃতি অনেকে ঐ Comedyর অভিনয়ার্থ বহু খ্যাত-নামা অভিনেতা নিযুক্ত করেন। তৎকালে Tragedyর অভিনয় করার সময় অভিনেতারী বড় বড় মুখস্থ দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া মনুষ্যচরিত্রে যে সমস্ত মহৎ লক্ষণ ছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিত। ঐরূপ Comedyর অভিনেতৃগণ ক্ষুদ্র ও নিম্ন-জলপাত্রকা ও বিকটাকার মুখস্থ পরিয়া মনুষ্যজাতিকে অবধারূপে নিন্দা করিত।

গ্রীকেরা Comedyকে তিনভাগে বিভক্ত করেন,—পুরাতন, মধ্য এবং নূতন। এই নূতন Comedy হইতে আধুনিক হাস্যোদ্দীপক নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক Comedy প্রকৃতপক্ষে পুরাকালীন Tragedy এবং Comedyর মিশ্রণে উৎপন্ন। পুরাতন Comedy Tragedyর ঠিক বিপরীত। এই পুরাতন ও নূতন Comedy সৃষ্টি হইবার মধ্যযুগে মধ্য-Comedy প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ সিলোপনিসীর যুগ

শেষ হইবার পরেই Comedyর মধ্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। Comedyর সময় হইতেই প্রকৃত গ্রীক Tragedy আরম্ভ হয়। এস্কাইলাস্ নিজের আখড়া-ঘর (Rehearsal room) হইতে অভিনেতাদিগকে অভিনয় করার রীতি নীতি শিক্ষা দিতেন। সফোক্লিস্ (Sophocles) রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতিসাধন করেন ও একজন অতিরিক্ত অভিনেতা নিযুক্ত করেন। ইউরিপাইদিস্ (Euripides) Tragedyর অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়া যান।

পূর্বোক্ত তিনজন পদ্যলেখকের পর গ্রীসে Tragedy একরূপ বিলুপ্ত হয়, বলা বাহিষে পারে। তাঁহাদের পর হইতে Tragedy রূপকে (Rhetoric) পরিণত হয়।

রোমে নাটকের প্রচলন বহুপূর্ব হইতে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রোম স্থাপিত হওয়ার ৩৯১ বৎসর পরে যখন রোমে ভয়ানক মারীভর উপস্থিত হয়, সেই সময় ইউটুরিয়ানদিগের নিকট হইতেই ইহারা প্রথম অভিনয়ের ভাব গ্রহণ করেন। প্লটাস্ (Plautus) এবং টেরেন্স (Terence) ব্যতীত এখানে মিলনান্ত নাটক (Comedy)-লেখক, অল্প কাহারও নাম পাওয়া যায় না—যে দুইজনের নাম দেওরা গেল, তাঁহারা গ্রীক-দিগের নিকট হইতে Tragedyর ভাব অনেক গ্রহণ করিয়া-ছেন। তাঁহাদের সময়ের কোন পুস্তক এখন পাওয়া যায় না; কেবল সিনেকা (Seneca) নামক একখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়; তাহার মধ্যে ১০ খানি নীরস নাটক আছে।

রোমে যখন দেবোপাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন ঐ সমস্ত নাটক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এমন কি, যখন রোমে খৃষ্টধর্ম প্রচলিত হয়, তখন যাহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন, তাঁহারা ব্যাপ্টিজম্ (খুটান) হইতে বঞ্চিত হন। রোমে জুলিয়ন্ যখন ঐ মর্মে আইন প্রচলন করেন, তখন দুইজন আপলিনারাই (Apollinarii) এবং গ্রেগরি (Gregory of Nazianzen) বাইবেল হইতে দুই একটা ঘটনা অবলম্বন করিয়া, ধর্ম-সম্বন্ধীয় নাটকের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

এইরূপে মধ্যযুগে (খৃঃ অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীকাল) নাটক ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইলে, ইতালীর অধিবাসীরাই প্রথম নাটক পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হন। ইতালীতে বোড়শ শতাব্দীতে প্রথম রীতিমত আধুনিক নাটক সৃষ্টি হয়। ইহার নাম সফোনিস্ভা (Sophonisba) এবং ইহার লেখকের নাম ট্রিসিনো (Trissino)-তৎপরে অন্যান্য অনেক Tragedy ও Comedy-লেখক ক্রমশঃ নানা পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন।

সম্পদ বুটোরে রিনাসিনি (Rinuccini) এই নাটকের সহিত গীতি প্রযুক্তি করিয়া গীতাভিনয় (Melo-drama) 'সৃষ্টি করেন।'

মিলানের (Milan) সময় হইতে রাবেননার (Ravenna) সময় পর্যন্ত Tragedy ও Comedyর আদৌ আদর ছিল না। গীতিনাট্যের (Music Opera) এই সময়ে অত্যন্ত সমাদর হয়। ক্রমে এখানে অনেক বহুসংখ্যক প্রশংসার্হ নাটক লিখিয়াছেন।

নাটক সম্বন্ধে স্পেনের পুরাতন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে লোপেজ-দে-বেগা (Lopez de Vega), কাল্দেরন (Calderon) প্রভৃতি কতিপয় লোকের লিখিত নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র।

ফরাসীদিগের যতে নাটকে প্রধানতঃ তিনটি গুণের আবশ্যক, উহার নাম একমত্য (Unity)-স্থাপন।

(ক) নাটকে একটা মাত্র বিষয় (Plot) থাকিবে। বসি উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী সংযোজিত করার আবশ্যক হয়, তবে তাহা এক্ষণে তাহে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত যে, যেন উহা মূল ঘটনার পরিণামক হয়।

(খ) সমস্ত ঘটনাগুলি একস্থানে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক।

(গ) সমস্ত ঘটনাবলী একই কারণে একদিনে ঘটা উচিত।

জোদেলি (Jodelle) প্রথমে যথার্থীতি পাঁচটা অবশিষ্ট একখানি Tragedy নাটক প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরির সম্মুখে অভিনয় করেন। তাহার পর কর্ণেলি (Carneille), মলিয়ার (Moliere), রেসিনি (Racine) ও ভল্টেরার (Voltaire) প্রভৃতি অনেকে Tragedy লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা অনেকেরই উক্ত নাটক লেখা সম্বন্ধে সন্দেহ, ইতালী ও ল্যাটিনদিগের নাটকের অনুকরণ করিয়াছেন।

জর্জিজে লেসিং (Lessing), গটে (Goethe), শিলার (Schiller) প্রভৃতি অনেক লেখক অসংখ্য নাটক লিখিয়া, Tragedy-বিধন-অমত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রথমে কোন সময় এখানে নাটক লেখা আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

ইংল্যান্ডের ধর্মযাজকের প্রথম নাটক অভিনয়-প্রদর্শন (Dramatic exhibition) আদর হইয়াছিল কি না, সে বিস্ময়ে সংশয় থাকিলেও, উন্নত ধর্মযাজকেরা (Clergy) যে উক্ত অভিনয়-কেন্দ্রমাত্র আপনাই স্থাপন করিতে, তাহাতে অসম্মত হইত। পুরোহিতেরা (Ecclesiastics) প্রায়ই ধর্ম-পুস্তকসম্বন্ধে হইতে হইত একটা ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই একখানি পুস্তক রচনা করিতেন এবং আপনাই প্রদর্শন

করাই অভিনয় করিতেন। এই রীতি পুস্তক কাব্যরূপে হই প্রকৃতি বিজ্ঞ হইত। এক্ষণে অনৌবিক ঘটনাসমূহ (Miracle) অবলম্বনে রচিত, অপর প্রকৃতি নীতিগত (Moral)-ভাবসম্বন্ধিত। বাইবেলের অসংখ্য ঘটনা বা যজ্ঞাদিগের গল্প অবলম্বনে প্রায়শঃ পুস্তকাবলী এবং এই ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক দৃশ্য (Imaginary features) সংযোগে কিতোর প্রকার পুস্তকসমূহ লিখিত হইত।

ইংল্যান্ডে ধর্মসংস্কার (Reformation) প্রকৃতির বহুগুণ হইতে এরূপ অভিনয়প্রথা প্রচলিত ছিল এবং উক্ত ধর্মসংস্কার কার্যও ইহাৎ প্রায় হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পুরাকালীন নাটক লিখিবার নিয়মাবলীর প্রতি লোকের প্রভাব হ্রাস হয় ও নূতন প্রণালীতে নাটক লিখিত হইতে থাকে। ইংলণ্ডে ১৫৫৭ খৃঃ অব্দের একখানি Comedy পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার নাম রাল্ফ রইষ্টার ডইষ্টার; (Ralph Roister Doister)। নিকোলাস উডল (Nicolas Udall) নামক এক লিখক উহার প্রণেতা। ইহার দশবৎসর পরে নর্টন (Norton) এবং লর্ড বুকহাউস্ট (Lord Buckhurst) প্রথম Tragedy লেখেন। উহা অমিত্রাকরহুন্দে লিখিত হয়; উহার নাম গর্ভুডক (Gorbudoc) কিন্তু এই পুস্তক নীরস, কঠিন ও অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনার পরিপূর্ণ। সেক্সপীরের সময় পর্যন্ত নাটকের এইরূপ অবস্থা ছিল। বিলপ ষ্টিলের গ্যামার গার্টনস্ নিডল ও (Bishop Stills' Gammer Gurtons' Needle) রইষ্টার ডইষ্টার অপেক্ষা উন্নতভাবে লিখিত হয় নাই।

মার্লো (Marlow) প্রথম রসমন্দের উপর অমিত্রাকরনাটক-ভিনয় প্রথা প্রচলন করেন। তৎপরে সেক্সপীর নাটক লিখিবার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাহার পরে অনেকে মিত্রাকর ও অমিত্রাকর হুন্দে অনেক নাটক লিখিয়াছেন।

চীনের অধিবাসীরা পুরাকাল হইতে নাটকের অভ্যাস আদর করিয়া থাকে। তাহারা নাটকের প্রধান ধর্ম রক্ষার চেষ্টা করেন; তাহাদের নাটক পাঁচ অঙ্কে অথবা একটা প্রস্তাবনা ও ষট্ট অবকাশে (Break) সম্পূর্ণ হয় এবং তাহারা অভিনয়ের সহিত সঙ্গীত যোজন্য করে ও নাটক পুস্তকের পরস্পর মিল রাখে। দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি-বর্ণন করাই তাহাদের নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নাটকের ঘটনাও স্বকপোলকল্পিত ও সুকোশল-পরিপূর্ণ।

ইংল্যান্ডের নাট্যশাস্ত্রের পূর্ববর্ণিত ইতিহাস পাঠ করিয়া অনেকেরই বোধ হইতে পারে, যে গ্রীস হইতেই নাটকের প্রথম উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ জর্জ-পণ্ডিত বেবর (Weber) লিখিয়াছেন, 'কলিকাতার প্রায় গ্রীকসানী (যক্ষী)র উদ্দেশ্যে,

প্রিয়বর্ষার শিলালিপিবিধিত প্রাকৃতভাষা অংশক। নাট্যপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি প্রমাণে খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পরে এই সকল নাটক রচিত হইয়াছে, বলিয়াই বোধ হইকে।^১

কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতবৃত্তি হইতে পারিলাম না। যখন গ্রীসদেশে নাটকের নাম গন্ধ হয় নাই, তাহার বহুপূর্ব হইতেই ‘নটহৃত্র’ বা নাটক প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নাটকের প্রয়োগ বথেষ্ট আছে।^২ প্রথমেই লিখিয়াছি, এদেশীয় হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মতে, ভারত মুনিই প্রথমে নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করেন। এখন দেখিতেছি, পাণিনি মুনি শিলালিপি ও কুশাখ নামক দুইজন নটহৃত্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন।^৩

শিলালি ও কুশাখ নটহৃত্র প্রচার করেন বলিয়া, শৈলাল ও কাশাখ শব্দদ্বারা নটকে বুঝাইয়া থাকে। কাত্যায়ন বার্তিকে ‘শৈলাল’ শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নটহৃত্রকার শিলালির নাম গুরুবজ্রকর্ষের শতপথব্রাহ্মণ (১৩৫১৩৩), সামবেদীয় অজুগদহৃত্র (৪১৫, ৫১৫, ৭১৫) প্রভৃতি অতি প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ষিদ শব্দর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত গণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে চারি হাজার বর্ষের উপর হইতে চলিল, শতপথব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছে।^৪ এরূপ স্থলে নটহৃত্রকার শিলালি চারি হাজার বর্ষের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীসে কোনরূপ নাটক প্রচলিত ছিল না।

শৈলুপ শব্দে নট বুঝায়। বাজসনেয়-সংহিতায় লিখিত আছে—

“নৃত্যায় স্তুতং গীতার শৈলুপং ধর্ম্মায় সভাচরং” (৩০।৬৫)

নৃত্যায় দেখা যাইতেছে, নটের ব্যবহার বৈদিক সময় হইতে ভারতে প্রচলিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে নাট্যরঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সময়ে জগদ্বান্ বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত, যোদাগল্যান ও উপতিষা নামে তাঁহার দুই শিষ্য সর্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন।^৫

(১) Dr. Weber's *Sanskrit Literature*, p. 208.

(২) রামায়ণ ১৫।১৮, ২৬২।৪, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০।৪।

মহাভারত সভা ৩৭ অঃ। হরিবংশে আছে—

“রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্ভবঃ নাটকীকৃতম্।” (হরিবঃ ৮৬৭২)

(৩) ‘পারাপর্শিলালিত্যায় তিস্মনটহৃত্রেরা।’ (পা ৪।৩।১০)

‘কর্ণককুশাখাভিঃ।’ পা ৪।৩।১১।

(৪) *Indian Antiquary*, for 1895.

(৫) ‘শৈলুপঃ নটঃ’—মহীধর।

(৬) *Asiatic Researches*, Vol. XX, p. 50. অব্যাপক নামে

ডাক্তার বেবর স্বীকার না করিলেও অব্যাপক উইলসন প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতীয় নাটক ভারতবাসীর নিজস্ব। নাটক সম্বন্ধে হিন্দুগণ অপর কোন জাতির নিকট ঋণী নহেন। উইলসন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,

“Whatever may be the merits or defects of the Hindu drama, it may be safely asserted that they do not spring from the same parent, but are unmixedly its own. The nations of Europe possessed no dramatic literature before the fourteenth or fifteenth century, at which period the Hindu drama had passed into its decline.”^১

পূর্ব্বকথন হিন্দুরাজগণ নাটকভিনয়ের উৎসাহ দিভের। অনেকেই আবার স্বরচিত নাটক নিজে অভিনয় করিয়া সাধারণের তৃপ্তিবিধান করিতেন। ভাষা কান্তকুজাধিপতি হর্ষবর্দন এবং শাক্তরীর অধিপতি চাহমানবংশীয় বিগ্রহপাল অগ্রণী। অজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে একটা মসজিদ আছে। প্রাচীন হিন্দুপ্রাসাদের মাল মসলার এই মসজিদটা নির্মিত হয়। এই মসজিদ-গায়ে প্রস্তরোপরি দুইখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি মহাকবি সোমদেবরচিত ‘ললিতবিগ্রহরাজ-নাটক’ এবং অপরখানি মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপালরচিত ‘হরকেলিনাটক’। শেষোক্ত নাটকখানি ১২১০ সংবতে (১১৫৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। উক্ত দুইখানি নাটকে অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা উক্ত খোদিতলিপি দেখিলেই সহজে জানা যায়।^২ এরূপ নিদর্শন জগতের আর কোথাও নাই।

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে নাটকবর্তার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কবির অসুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয়। উত্তর-রামচরিত-নাটকে এইরূপ নাটক মধ্যে নাটকভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবি ইহার মধ্যে রামসীতার মিলন দেখাইয়াছেন। মহাকবি সেক-পীয়রও সুপ্রসিদ্ধ “ছামলেটু” নামক নাটকে এরূপ নাটকবর্তন করিয়া অসাধারণ রচনাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বপ্রধান

লিখিয়াছেন, “In the oldest Buddhist writings the witnessing of plays is spoken of as something usual.” (I. A. K. II, p. 81.)

(১) H. H. Wilson's *Theatre of the Hindus*, Vol. I, preface, p. XI.

(২) উক্ত দুইখানি শিলালিপি খোদিত নাটকের কতকংশ *Indian Antiquary*, Vol. XX, p. 208ff মুদ্রিত হইয়াছে।

কবির নাটকের ভাষা উৎকৃষ্ট, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার ও সুবলরানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল নাটকের উল্লেখ আছে, এখন তাহার অধিকাংশই হস্তাপ্য। তথাপি এখনও অমূল্যমান করিলে ৫৬ শত সংস্কৃত নাটক পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিতগণ নাটকের কিছুমাত্র আদর করিতেন না। এমন কি শ্রম উইলিয়ম জোন্সকে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই। রাধাকান্ত নামে একজন ব্রাহ্মণ নাটক ইংরাজি অভিনয়ের সদৃশ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এদেশীয়গণ পূর্বে অজ্ঞাত নাটকাপেক্ষা প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসপ্রধান চৈতন্তচন্দ্রোদয়, ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। কিন্তু কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃষ্টকাব্যের অধ্যাপনার এককালে পরাশ্রয় ছিলেন।

দুর্যোপে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, একজ্ঞ তথায় নাটকের বহুল প্রচার। আমাদের দেশে এসিক নাটক সমূহ অভিনয়ের জন্তই রচিত হইত। ভবভূতি নটগণের অনুরোধে কালপ্রিয়নাথ মহাদেবের বাত্মাহোৎসবে অভিনয়ের নিমিত্ত উত্তরচরিত রচনা করেন। মাতৃগুপ্তের সভায় অভিনয়ের জ্ঞাত হইয়াবধ নাটক রচিত হয়।

কিন্তু বর্তমান সময়ে রঙ্গালয়ে অর্থাৎ থিয়েটারে যেরূপ অভিনয় হয়, পূর্বে এইরূপ প্রকারে অভিনয় হইত কি না, তাহা নির্ণয় করা অতি দুষ্কর।

সঙ্গীত দামোদরে—ইহার বিবরণ যৎসামান্য লিখিত আছে। রঙ্গালয় প্রস্তুত বিবরে এইরূপ নিয়ম আছে (১)। অন্ততঃ ২০ হস্ত বিস্তার রঙ্গভূমি হইবে। নাট্যের নায়ককে পূর্বাভিমুখে অবস্থান করিতে হইবে। নায়ক যে অভিমুখে থাকিবেন, সেই অভিমুখে গায়কীরা থাকিবে। গায়কীগণ মনোহর বেশভূষা করিয়া

উপবেশন করিবে এবং তাহাদের তাল লয়, স্বর প্রকৃতিতে সম্যক্ অবহিত থাকিতে হইবে। গায়কদিগের উত্তরপার্শ্বে বায়ুস্থান থাকিবে, গায়কদিগের মধ্যে অন্যান্য ৪টা কুল থাকিবে। দক্ষিণাংশে চূর্যস্থান, পূর্বাংশে বনিকা। (অন্তঃপটকে বনিকা কহে।) এই বনিকা কাপড়ের পর্দা বিশেষ। ইহার অভ্যন্তর নেপথ্য অর্থাৎ বেশরচনা দ্বারা স্থান। তিন বা পাঁচ জন নট অভিনয়কার্য সম্পন্ন করিবে। এই সকল নট নাট্যবিবরে সুনিপুণ হইবে। কিন্তু গুণহীন বহু নট বা নটী কোন কার্যকারী হয় না।

নাটক সুদীর্ঘ হওয়া উচিত নহে। যে নাট্য প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত হয় তাহাই অনুরাগের বিবরণ হয়, নচেৎ দীর্ঘনাটক কেবল বিরাগের হেতু। যে নাটক যে রসপ্রধান হইবে, বাহাতে সেই রসের উদ্দীপন হয়, গায়কেরা সেই রসানুযায়ী গীতাদি করিবে। (২)

এখন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে ব্যাচার সমাদর। এই ব্যাচার হইতেই প্রথমতঃ বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়,—ঐতৈত্তর্যদেব পার্শদ-বর্ণের সহিত কুল্লীলা অভিনয় করিতেন। আগামর সাধারণে তাহা দেখিয়া বিমোহিত হইতেন। অবশ্য সাধারণের সমক্ষে যখন এ সকল অভিনয় হইত, তখন তাহা বক্তৃত্যবোধেই হওয়া অধিক সম্ভব। বাস্তবিক এই সময় হইতেই বক্তৃত্যবোধ উন্নতির পথ প্রসারিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, এই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষার নাটক রচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু তৎকালে কিরূপ প্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচিত হইত, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মীর ঘোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুবাদিত কতকগুলি নাটক পাইয়াছি; তন্মধ্যে লোচনদাসের জগদ্রাধবলভ, বহুদানদাসের বিদগ্ধ-মাধব বা রাধাকুল্লীলা-কদম্ব এবং প্রেমদাসের চৈতন্তচন্দ্রোদয়-কৌমুদী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঐ সকল নাটকানুবাদ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে অথবা বর্তমান নাটকের প্রণালীতে রচিত নহে। সে সমস্ত নাটক ব্যাখ্যাসহ পরাশ্রয়ি হুন্সে রচিত হুলের অনুবাদ মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থ অভিনয়ের কোন উপযোগী হইত কি না, তাহা বুঝাই কঠিন। ব্রহ্মীর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাচার আদর বাড়িতে থাকে। এই সময় বিষ্ণুপুর, বীরভূম, বশোহর ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে দুই একজন

(১) "হস্তবিংশতিবিস্তারঃ রঙ্গভূমির্নমোহর।

পূর্বাভিমুখ এবাভ্য নায়কঃ শোভতে পরম্।

পশ্চিমাভিমুখীনাং বা রম্যানাং ভূষণাতয়ৈঃ।

নায়কাভিমুখীনাং গায়ন্তীনাং পরশরম্।

তালে কৃতাবধানানাং নটীনাশুপবেশরেৎ।

পশ্চিমোক্তমোক্তানাং যদকানাং চতুঃসম্।

দক্ষিণে মুক্তস্থানং পূর্বে বনিকা ভবা।

তন্মধ্যে মণ্ডলস্থানং নেপথ্যং তক্ত গীরতে।

নটীভিত্তিকভিত্তিকং পক্ষিঃ কুল্লীলমর্শয়ঃ।

নাট্যত আয়তে সিদ্ধিঃ কিমভৈর্গিতৈর্গৈরিহ।" (সঙ্গীতদামোদর)

(২) "বাসবাজনমাগাঃ বক্তব্যট্যাঃ রাগবর্ধনম্।

দীর্ঘা বিরামজননভক্তঃ পরিবর্ধয়েৎ।" (সঙ্গীতদামোদর)

নাট্যজগতের দোহা দেন। ইহার পালার আকারে কুজ কুজ নাটক রচনা করিতেন। তাহাতে গল্প বা বক্তৃতার অংশ অভিনয়, অবিকল্পন সর্বোত্তম পরিপূর্ণ। প্রকৃত প্রত্যাবে এগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের হারা বলা বাইতে পারে। শুধু কালে মহানারোহে আসরে এই সকল অভূত নাটক অভিনীত হইত। বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃত বঙ্গীয় নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। রাজা রামমোহনরায়ের সম্পাদিত সংবাদকৌমুদী পাঠে জানা যায় যে, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ‘কলিকাতার বাজা-নাটক’ অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বাণেশ্বরানিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর রচনায় ‘বিজ্ঞানস্বর-নাটক’ প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বিজ্ঞানস্বরের পূর্বে জেনারেল এসেমন্ট নামক বিজ্ঞানের পণ্ডিতসিদ্ধিক তাম্রাটীল শিকদার ‘জ্ঞানস্বরনাটক’ রচনা করেন। এই নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম-সারে রচিত নহে। এখানি ইউরোপীয় নাটকের আদর্শে রচিত হয়। কিন্তু ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত প্রমাণ নাই নাই। তৎপরে সংস্কৃত নাটকের কতকটা আদর্শে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রামগতিকবিরর অর্ধনাটক, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে নল-দমন্তী, তৎপরে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ৫ অঙ্কে কীর্তিবিলাস, নীলমণি পাল কর্তৃক রত্নাবলী, বিশ্বমঙ্গল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্কস, এবং অনতিকাল পরে সংস্কৃতকল্পের পণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিক্রমোর্কশী ও বেণী-সংহার নাটক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিংহ-মহোদয়ের সেখানেশি ছাত্ত বাবুর বাটীতে মালবিকাগ্নিমিত্র এবং পান্থরিয়াবাটীর ঠাকুরবাড়ীতে বিজ্ঞানস্বর নাটক অভিনীত হয়। এই সময়ে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) কবির চৈয়-চন্দ্র গুপ্ত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের ছায়া লইয়া ‘বোধেশ্বরবিকাশ’ নামে এক বৃহৎ নাটক প্রকাশ করেন। এই সময়ে বা এই সময়ের কিছু পূর্বে শ্রদ্ধাবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী আবির্ভূত হন। তিনি সব্বীপে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ?) ‘নিমাইনরাস’ বাজা করিয়া সব্বীপকালীকে বিমোহিত করেন। তৎপরে কৃষ্ণকমল চাকার গিয়া ‘স্বপ্নবিলাস,’ ‘রাই উমাদিনী,’ ‘বিচিত্রবিলাস,’ ‘অন-বিলস,’ ‘স্বপ্নলবঙ্গ,’ ‘নন্দহরণ’ প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রকাশ করিয়া সমস্ত পূর্ববঙ্গে সাত্তিশর খ্যাতিলাভ করেন।^১

(১) কৃষ্ণকমলের স্বপ্নবিলাস, রাই উমাদিনী ও বিচিত্রবিলাস এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ডাক্তার শিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ‘The popular dramas of Bengal’ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

কাজের, কম প্রভৃতি দেশে প্রচার করেন।

ইহার পর হইতেই ইরানী নাটকের অনুকরণে নানাধর-বহুর নাটক প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই বহুশব্দকের মধ্যে হরচন্দ্রবোবপ্রণীত ‘ডাক্তারকীর্তিবিলাস’ নামক নাটক উল্লেখযোগ্য। এখানি লেকপীরয়ের Merchant of Venice-এর অনুবাদ। ইহার অন্তরাল পরে কবি মাইকেল মধুসূদন-দত্ত (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) শর্শিটা নাটক প্রকাশ করেন, তৎপরে তাঁহার অপরাপর নাটক রচিত হয়। [মাইকেল মধু-সূদন দত্ত দেখ।] এই সময়ে ভবানীপুরনিবাসী উৎকলপ্র-সিদ্ধ বিধবাবিবাহ ও গীতার বনবাস নাটক রচনা করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ মল্লনাটক প্রকৃতি এবং মনোমোহনবসু রামাভিব্যেক প্রভৃতি নাটকাবলী ক্রমে ক্রমে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন প্রতি বর্ষে শত শত বাঙ্গালা নাটক রচিত হইতেছে, সেই সকল আত্মবিস্ময়-বাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আর প্রবন্ধ কাড়াইতে ইচ্ছা করি না। বর্তমান সময়ে যে শত শত নাটককার আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শরৎচন্দ্রবোবপ্রণীত নাটকপ্রণেতা উপেন্দ্রচন্দ্র দাস, কুলীনকল্পপ্রণেতা মল্লিনারায়ণ চক্রবর্তী, রায় নীনবল্লভবিজ, অক্ষকী প্রভৃতি নাটকরচয়িতা যোগাতিরিন্দ্রনাথঠাকুর, বহু নাটককার গিরিশচন্দ্র বোব, রাক্ষসক রায়, অন্ততলাল বহু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা বাইতে পারে।

[বাজা, প্রেমসন, রত্নালয় প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ্য।]

নাটকলক্ষণ (কী) নাটকত লক্ষণং। নাটকের লক্ষণ।

[নাটক দেখ।]

নাট্যমন্দির (দেশজ) দেবগৃহসমুৎকৃষ্ট নাট্যস্থান।

নাট্যকবিতার (পং) কোন নাটকের মধ্যে অপর নাটকের অভিনয়।

নাট্যকীয় (জি) নাটকে ভব্য তত্র্য বর্ণ্য, নাটক-ই। ‘নাটকে বর্ণনীয় পদার্থ।

“পূর্বরক্ত প্রসঙ্গার নাট্যকীয়ত বস্তুনঃ।” (সাহিত্যদঃ ৩ পরিঃ)

নাট্য (দেশজ) ধর্ম।

(দেশজ) ১ সূত্রসঙ্কলনগ্রন্থ। ২ বাহাতে সূত্র জড়াইয়া রাখে।

নাট্যকরঞ্জ (পং) বৃক্ষবিশেষ। চলিত নাট্যগাছ। পর্যায়—সুতপূর্ণ, প্রকীর্ণ, পুতিকরজ, পুতিকা, পুতিক, সপটক, কক্কত, অমিশিখ, শরঠ, কলিকাল ও গোমবক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, বলকর, জ্বর, সংকোচক, বিরোচক, উষ্ণ, কৃমি, উদররোগ, চর্মরোগ, কুষ্ঠ, গুণ্ড, বোনিমোহ, অর্প, ব্রণ, বিস্ফোটক ও উদারভ্রমরোগনাশক।

নাট্যগড়, ২৪ পরমপার অন্তর্গত একটা পরীগ্রাম এখানে

শিল্প ও লোহের উত্তর উত্তম জ্যোতিষ প্রভৃতি হয়। এখানে গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বহুবিভাগের আছে।

নাট্য (দেশজ) ১ নৃত্যভূমি। ২ নৃত্য নাট্য সেওন বা ঘোর-পাক সেওন।

নাট্য (পুং) তরঙ্গ, তরঙ্গ। পর্যায়—চেলান, চিত্রকল, জুখাশ, রাজভেনি, লতাপনস, সেহ। (ত্রিকাণ্ড)

নাট্য (পুং) নট্য নট্য বা অপভ্রংশ নট-আরক্ (আরঙ্গী-চাষ। পা ৪।১।১৩০) নট্য অপত্য। (মুদ্রাবোধ)

নাটিকা (স্ত্রী) নৃত্যকাব্যভেদ। সাহিত্য-দর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। নাটিকা নৃত্যকাব্যভেদ। ইহা নাটকের জ্ঞান অভিনয় ইহা থাকে। নাটকে যে সকল লক্ষণাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও সেই সকল লক্ষণ হইবে, কেবল বিশেষ এই, ইহার বৃত্তান্ত কল্পিত হইবে, নাটকের জ্ঞান ধাতবৃত্ত অর্থাৎ পুরাণাদিস্রষ্টিক বৃত্তান্ত হইবে না। স্ত্রী-বহলা চারি অঙ্গে সমাপ্ত হইবে। ইহার নারক বিখ্যাত ধীর-ললিত। অন্তঃপুরচারিণী সকল সঙ্গীতকাব্যে ব্যাপ্ত থাকিবে, নারিকা নৃপবংশজা এবং নবানুসঙ্গিণী। ইহাতে নারক দেবীর ভরে সর্বদা সম্বন্ধিত থাকিবে। দেবী প্রগলভা ও রাজবংশ-জাতা হইবে এবং প্রতিপদে ইনি অভিমান করিবেন। নারক ও নারিকার মিলন ইহার অধীন। কৌশিকীবৃত্তি ও পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্শসন্ধি ইহাতে বর্ণিত হইবেন।*

রত্নাবলী ও বিদ্যালভজিকা নাটিকাশ্রেণীভুক্ত।

(সাহিত্যদর্পণ ৬ পৃ) [অভ্যাস নাটক দেখ।]

২ রাগিনীবিশেষ। নটনারায়ণ, হাথির ও আইরীযোগে উৎপন্ন। ইহার গ্রোহণ জ্ঞান বড়জ। এই রাগিনী সম্পূর্ণ ও বহুগমকযুক্ত।

স্বরগ্রাম—“স গ ম প ধ নি স : : ”

মুক্তি—“চিরং নটসী শুভবঙ্গমযো বিচিত্ররত্নাভরণা কুশালী।

জগীতভালেষু কৃতাবধানা নাটী জ্ঞাশী পরিধানশীলা ॥”

ইনি নটনারায়ণের পত্নী। নারদসংহিতায় ইনি কর্ণাটের

* “নাটিকা কুণ্ডলতা ভাং স্ত্রীগ্রাম চতুরঙ্গিকা।

এখাতো ধীরললিতভূত ভার্যাকো নৃপঃ।

ভার্যঃ পুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপ্তভাষবা।

নবানুসঙ্গা কভ্যায় নারিকা নৃপবংশজা।

লক্ষ্যবর্ত্তে ভোক্তাঃ দেব্যাত্মসেন শঙ্কিতঃ।

দেবী পূনর্ভবেষ্যোতা প্রগলভা নৃপবংশজা।

পদে পদে রাগিনী তদশঃ সঙ্গমো যয়োঃ।

বৃত্তিঃ ভাং কৌশিকী বঙ্গ বিমর্শঃ সঙ্গঃ পুনঃ ॥”

(সাহিত্যদর্পণ ৬ পৃষ্ঠা)

পত্নী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইহুস্মতে নটকের পত্নী।

ভাষার ইহার বৃত্তি অন্তরূপ লিখিত আছে—

“বিশেষতঃ কান্ত বৃত্তান্তনতিবিলম্ব।

নটাবহিতকেশাজা পুঙ্খলী কাকদারায় ॥”

স্বরগ্রামাদি সকলই একরূপ। নাটিকাই স্থানান্তরে নটী,

নাটী প্রকৃতি নামে উল্লিখিত। (সঙ্গীতদারসং)

নাট্য (ত্রি) নট-পিচ্-ক। ১ কৃতাজিনর। ভাবে ক। ২ অভিনয়।

নাট্যিক (স্ত্রী) নাট্য-কার্যে কন। নটকৃত্য।

নাট্য (দেশজ) ১ খেলনা বিশেষ। ২ বৃক্ষ বিশেষ, নাট্যম গাছ। ইহার নাতিখর্ষ নাতিহুল গোল গোল ফল হইয়া থাকে। এই ফল ভক্ষণীয় নহে।

নাট্য (পুং) নট্য অপভ্রংশ। নট-টক্। নট্য অপত্য

নাট্য (পুং) নট্যঃ অপভ্রংশ নট-টক্। নট্য অপত্য, নট্যভূত।

নাটোর, রাজশাহী জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। অক্ষা° ২৪° ৯' ৩০" হইতে ২৪° ৪৮' উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৫০' ১৫' হইতে ৮৯° ২৩' ৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৮১৪ বর্গ মাইল। এই মহকুমায় ১৫৮০ খানি গ্রাম আছে।

২ রাজশাহী জেলার সাবেক রাজধানী, এবং বর্তমান নাটোর মহকুমার সদর। ১৮৮০ খৃঃ অব্দ হইতে এই মহকুমায় একটি দেওয়ানী ও চারিটি কোজদারী আদালত হয়। নাটোরের জলবায়ু অস্বাভাবিক হওয়ার সদর কাছারী এখন রামপুরবোরা-লিয়ার স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাটোর-গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৯০৯৪, তন্মধ্যে মুসলমান ৫০৬৮, হিন্দু ৩৭২১ এবং অন্যান্য জাতি ৫ জন। নাটোর সহরটি তত্ত্বাত্ত রাজবাটীর সন্নিহিত।

লঙ্করপুর পরগণার নাটোর মোক্তার কামদেব রায় নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি প্রথমে বাকুই-হাটীর তহ-শীলদার নিযুক্ত হন। কামদেবের তিন পুত্র—রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম। তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতাবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন পতিরা-রাজবংশোদ্ভব দর্পনারায়ণের মোক্তার নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে মুসলমান আইন প্রকৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর দেওয়ান পর্যন্ত হইরাছিলেন। নবাবসাহেব রঘুনন্দনের ব্যবহারে লাভিশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সীওতাল পরগণার জমিদার ও রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইনিই নাটোর রাজবংশের আদি রাজা। অনন্তর রঘুনন্দন সীওতাল পরগণা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে অর্পণ করেন। রামজীবন ১৭০৪ খৃঃ অব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ

ইহার নামক প্রভৃতি অভ্যস্ত জমিদারের বিষয় সম্পত্তি খরিদ করিয়া বীর রাজা বৃত্তি করিতে লাগিলেন। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুরশাহ রাজা রামজীবনকে ‘রাজা-বাহাদুর’ সন্তান, বাইশখানি খিলাত এবং রাজহুজ্জ, বড় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অহুমতি প্রদান করেন।

রাজা রামজীবন ও রাজা রতুনন্দন উভয়েই রাজ্যস্বার্থে সৈন্ত রাখিয়াছিলেন। ইহার নিজেই দেওয়ানী ও কোজদারী বিচার করিতেন। ঐ রাজত্ব নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে পর রাজা রামজীবনের পত্নী রাজা রামকান্তরামকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন। চুঃখের বিষয় এই যে, ইনিও নিঃসন্তান অবস্থার পৃথিবী ভাগ করেন। ইহার স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি ৫৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার যশোকাণ্ডি বঙ্গের সর্বত্রই প্রচারিত। ইনি কানীতে অনেকগুলি মন্দির, ঘাট ও ধর্মশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্বির বঙ্গদেশে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অভ্যন্তর স্থানে পুষ্করিণীখনন, পান্থনিবাস এবং অসংখ্য স্থাপন প্রভৃতি তাঁহার অশেষ সংকারণের কথা শুনা যায়। ব্রাহ্মণ এবং গোস্থানীদিগকে অনেক নিরুপ জমি প্রদান করিয়াছিলেন।

[রাণী ভবানী দেখ।]

রাণী ভবানী মহারাজ রামকৃষ্ণকে পোষাপুত্র লইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ সাবালক হইয়া সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে “মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর” খ্যতি লাভ করেন। কিন্তু যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন মহারাজ রামকৃষ্ণের তালুকদারগণ কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার দেওয়ান-প্রভৃতি কর্মচারিগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ইহার পর মহারাজী ভবানী পুনরায় স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু কোম্পানী তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না।

১৭১৫ খৃঃ অব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রস্বয় মহারাজ বিম্বনাথ এবং শিবনাথ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যশাসন করেন। তাঁহারা উভয়েই বিলাসী ছিলেন। মহারাজ বিম্বনাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী মহারাজী কুমমণি মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রকে পোষাপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। ইনি সাবালক হইয়াই অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাটোরের বর্তমান মহারাজ জগদিস্ত্রনাথ রায়। বর্তমান সময়ে ইহাদের আর পূর্বোপেক্ষা অনেক কম।

[কুলীন শঙ্গে নাটোররাজবংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

নাট্য (স্রী) নটনাং কাণ্ডঃ নট-ক্য। (হেমচন্দ্রবিশ্বকোষে) ব্যক্তিকবচনট্যং ক্যঃ। পা ৪।৩।১২২) নৃত্য গীত ও বাদ্য। পর্যায় ভৌত্যাগিক।

‘নাট্যঃ ভৌত্যাগিকে লাভে’ (হেম)

নটকৃত্যের নাম নাট্য, নটগণ কর্তৃক যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য হয় তাহার নাম নাট্য। অভিনয়কে নাট্য বলা যাইতে পারে।

‘নাট্যঃ তনোবি সগুণা বিবিধপ্রকারঃ’

নো বেত্তি কোহপি তব কৃত্য বিধানযোগম্। (দেবীভাগ ১।৭।৩০)

২ নটসমূহ। ৩ নাট্যারম্ভক নন্দ্র সকল। অর্থাৎ এই সকল নন্দ্রে নাট্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যথা,— অমুরাধা, ধনিষ্ঠা, পুষ্যা, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা ও রেবতী এই সকল নন্দ্র।

নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে সঙ্গীতদামোদরে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অমরক হইয়া—বেদ সকল আকর্ষণ করিয়া পঞ্চম নাট্যবেদ প্রস্তুত করেন। ইহা উপবেদ বা গন্ধর্ববেদ। মহাদেব এই উপবেদ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ভরতকে শিক্ষা দেন; ক্রমে ভরত মূনি হইতে ইহা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। শিব, ব্রহ্মা ও ভরতমূনি নাট্যশাস্ত্রের মূল।

‘ইহাশ্রুতয়েত ব্রহ্মা শ্রেণেগাত্যর্থিতঃ পুরা।

চকারাক্রম্য বেদেভ্যো নাট্যবেদস্ত পঞ্চমম্ ॥

উপবেদোহথ বেদাশ চত্বারঃ কথিতাঃ স্মৃতো।

তত্রোপবেদঃ গন্ধর্বঃ শিবেনোক্তঃ বরভূবে ॥

তেনাপি ভরতায়োক্ততেন মর্ত্যে প্রচারিতঃ।

শিবাক্ষয়ানি ভরতাত্ততাদস্ত প্ররোজকাঃ ॥ (সঙ্গীতদামো)

দেবর্ষি ও রাজা প্রভৃতির পূর্বচরিত আলোচনা করিয়া নাটকাদিরূপে ইহা অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে চতুর্দর্শ ফল লাভ হইয়া থাকে। নাট্য সকলেরই চিত্তরঞ্জক। যে ব্যক্তি যে ভাব ভালবাসে, সে সেইভাবেই নাট্যে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারে। এই কারণে সর্বমনোরঞ্জক নাট্য কোন ব্যক্তির না কটিকর হয়?

‘যো যন্ত দরিতো ভাবঃ স তং নাট্যে নিরীকতে।

অন্তঃ সর্বমনোহারি নাট্যঃ কন্ত ন রঞ্জকম্ ॥ (সঙ্গীতদামো)

নাট্যধর্মিকা (স্রী) নাট্য ধর্মোহত্যাত্যঃ ক্রিয়ায়াঃ ইতি ঠনু।

দর্শনার্থ শাস্ত্রোক্ত ভৌত্যাগিক রূপ নটকৃত্য।

‘গীতবাদ্যানুত্যাগঃ নাট্যঃ ভৌত্যাগিকঃ তৎ ॥

সঙ্গীতঃ প্রেক্ষণার্থেহস্মিন শাস্ত্রোক্তে নাট্যধর্মিকা ॥ (হেমচ)

বখাশত্র—বৃত্ত, গীত ও বাদ্য বর্ণনার ইহলে তাহাকে নাট্যধর্মিকা কহে।

নাট্যপ্রিয় (পুং) নাট্যে প্রিয়ঃ বভূব। মহাদেব।

নাট্যাশালা (স্ত্রী) নাট্যে বৃত্তাশীতাদেঃ শালা গৃহং। ১ প্রোদ্য-
হার সযীপ গৃহ। ২ নাট্যমন্দির।

“নাট্যাশালা তু কর্তব্যো দ্বারদেশসমাপ্রাঃ।” (পরুড়পুং)

নাট্যাচার্য্য (পুং) নাট্যানাং আচার্য্যঃ। নাট্যবিবরক উপদেষ্টা,
রসভূমির অধ্যাপক।

নাট্যালঙ্কার (পুং) নাট্যে অলঙ্কারঃ। নাট্যকের ভূষণহেতু।
নাট্যকে কতকগুলি বিশেষ অলঙ্কার আছে, এই সকল অলঙ্কার
নাট্যকে অবতারণা করিতে হয়। সঙ্গীতদামোদর মতে এই
অলঙ্কার ৬৮ প্রকার এবং সাহিত্যদর্শন মতে ৩০ প্রকার।

বখাক্রমে ইহার লক্ষণ লিখিত হইল—

“আশীরাক্রমকপটাকমগরোত্তমাশ্রয়াঃ।

উৎপ্রাসনং স্মৃহাকোতপশ্চাত্তাপোপপত্তয়ঃ ॥

আশংসাধ্যবসারো চ বিসর্গোদ্রেকংকিতৌ।

উত্তেজনং পরীবাদো নীতিরর্থবিশেষণম্ ॥

প্রোৎসাহনঞ্চ সাহায্যমভিমোনোহুভবর্জনম্।

উৎকীর্ণং তথা বাহ্না পরীহারো নিবেদনম্ ॥

প্রবর্তনাখ্যানযুক্তিপ্রহর্য্যচোপদেশনম্।

ইতি নাট্যালঙ্কারে নাট্যভূষণহেতবঃ ॥” (সাহিত্যদ° ৩৪)

১ আশীর্বাদ—অভিলষিত লাভের হৃদনাকে আশীর্বাদ কহে।

২ আক্রম—শোক করিয়া বিলাপের নাম আক্রম। ৩ কপট—
ছলপূর্ণ অন্তরূপ গ্রহণকে কপট কহে। ৪ অকমা—অতি অন্ন
মাত্র ও পরিভব সহ না করার নাম অকমা। ৫ পর্ক—সাহকার
বাক্যপ্ররোগের নাম পর্ক। ৬ উত্তম—কার্য্যরস্তের নাম উত্তম।

৭ আশ্রয়—কার্য্যবশতঃ উৎকৃষ্ট অবলম্বনকে আশ্রয় কহে।

৮ উৎপ্রাসন—বাহারা আপনাকে সাধু বলিয়া বিবেচনা করে,
বস্ত্তঃ সাধু নহে এইরূপ লোকের প্রতি উপহাসকে উৎপ্রাসন
কহে। ৯ স্মৃহা—স্মরণীয় বস্ত্তর মনোহারিত্ব অবলোকন করিয়া

সেই বস্ত্ত পাওয়ার ইচ্ছার নাম স্মৃহা। ১০ কোত—প্রথমে
তিরকার করিয়া পরে যে মনোবেদনা তাহার নাম কোত।

১১ পশ্চাত্তাপ—মোহ বা অনবধানতাপ্রযুক্ত অবজ্ঞাত বিবরের
যে তাপ, তাহাকে পশ্চাত্তাপ কহে। ১২ উপপত্তি—

কার্য্যসিদ্ধির জন্ত কারণোপভাসকে অর্থাৎ হেতু দর্শনকে
উপপত্তি কহে। ১৩ আশংসা—অতীত লাভবিষয়ে কনের
ব্যাপারকে আশংসা কহে। ১৪ অধ্যবসায়—প্রতিজ্ঞাত

বিষয়ে দৃঢ়ভর প্রবৃত্তির নাম অধ্যবসায়। ১৫ বিসর্গ—
অনিষ্ট কলপ্রদ প্ররক্তের নাম বিসর্গ। ১৬ উত্তেজ—কার্য্য সকল

প্রবোধের নাম উত্তেজ। ১৭ উত্তেজন—বাক্য-সিদ্ধির হেতু

প্ররোগের নাম উত্তেজন। ১৮ পরীবাদ—তৎসমাকে পরীবাদ
কহে। ১৯ নীতি—পাঠ্যসময়ে কথনকে নীতি কহে।

২০ অর্থবিশেষণ—কথিত বিষয়ের তিরকাররূপে বহবা কথনের
নাম অর্থবিশেষণ। ২১ প্রোৎসাহন—উৎসাহিত্ব হেতু

কোন লোককে প্রোৎসাহিত করিলে প্রোৎসাহন হয়।

২২ সাহায্য—বিপদকালে সাহায্য করার নাম সাহায্য।

২৩ অভিমান—অহঙ্কারের নাম অভিমান। ২৪ অহুভুতি—
বিনয়পূর্ণক অহুসরণের নাম অহুভুতি। ২৫ উৎকীর্ণ—

অতীত বৃত্তান্ত কথনের নাম উৎকীর্ণ। ২৬ বাহ্না—অন্ন
বা দ্রুতমুখে অগ্নির নিকট কোনকণ প্রার্থনাকে বাহ্না কহে।

২৭ পরিহার—অবজ্ঞিত অহুভুতি কার্য্যকে পরিহার কহে।

২৮ নিবেদন—অবজ্ঞাত বিষয়ের কর্তব্য নিশ্চয়ের নাম নিবেদন।

২৯ প্রবর্তন—কার্য্যের সাধুরূপ আচরণের নাম প্রবর্তন।

৩০ আখ্যান—পূর্ববৃত্তান্তকথনের নাম আখ্যান। ৩১ যুক্তি—
কার্য্যাবধারণের নাম যুক্তি। ৩২ প্রহর্য—অধিক আনন্দ-

লাভের নাম প্রহর্য। ৩৩ শিকা—উপদেশ প্রদানের নাম
শিকা। (সাহিত্যদ° ৬ পরি)

এই ৩০ প্রকার অলঙ্কার নাট্যকে প্ররোগ করিলে নাটকের
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, এই অলঙ্কারকে নাট্যালঙ্কার কহে।

নাট্যোক্তি (স্ত্রী) নাট্যে বৃত্তাশীতসদো ক উক্তিঃ। ১ নাটক-
বিবরক বাক্য। নটান্যং কর্ত্ত্ব নাট্যং তত্রোক্তিঃ। নাটক বিষয়ে
উক্তি অর্থাৎ বাক্য।

নাট্যকে ব্রাহ্মণকে আর্চ, কত্রিয়কে মহারাজ, সখীকে

হলা, মীচ ব্যক্তিকে হণ্ডা, চেটীকে হজা, স্বামীকে আর্চ্য্য-

পুত্র, রাজশাসককে রাষ্ট্র, সযান লোককে হংহো, রাজাকে

সেব, সার্কভোমকে ভট্ট, ভগিনীপতিকে আবৃত্ত, বেত্তাকে

অজ্ঞকা, বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তাব, জনককে আবুক, কুমারকে

বুবরাজ অথবা ভর্কুনারক, রাজাকে দেব বা তটায়ক,
রাজকন্তাকে ভর্কুনারিকা, কৃত্তান্তিকে রাজীকে দেবী, অল্প

স্বাভাবিকগতিকে ভট্টনী, অবযোগ্য হলে ‘অব্রহ্মণ্য’ এইরূপ
শব্দ, বাতাকে অবা, বালাকে বাহু, পূজন্যক্তিকে দারিদ্র ও

কোটা ভগিনীকে অতিক এই সকল বাক্যে সন্ধান করিতে
হয়। (অমর)

এই নাট্যোক্তির বিবর সাহিত্যদর্শনে উক্ত হইরাছে,—

“অপ্রোধ্যং বস্তু বসন্ত ভদ্রিহ বসন্তং যন্তঃ।

সর্কপ্রোধ্যং প্রোধ্যং ভাৎ তত্তবেদনকথিতম্ ॥” (সাহিত্যদ° ৬ পরি)

[সাহিত্যদর্শনোক্ত নাট্যোক্তি নাটক নামে দেখ।]

নাট্য (পুং) নাল লঙ্কা-স্ত্রী। নট্যালঙ্কারঃ। (অমর)

নাড়িন (দেশজ) হানাত্তরে হানন, সরান।

নাড়িশিং (স্ত্রী) কধমুনির আশ্রম।

“শকুন্তলা নাড়িপিত্যপরা ভরতং নখে।” (শতব্রা ১৩৫৪১৩০)

নাড়িপুতি হানে কথাশ্রমে (ভাষা)

নাড়া (দেশজ) ১ হেসিত ধাত্তের অবশিষ্টমূল। ধানের গাছ মূলদেশ পর্ষাত্ত হেনন করিয়া পরে তাহা হইতে ধাত্ত ঝাড়িয়া লইলে তাহাকে বিচালী এবং ধান গাছের আগা কাটিয়া লইলে পট্টে তাহাকে নাড়া কহে। ইহা গোরুর ধাত্ত। ২ নেড়া, মুণ্ডিত মন্তক।

নাড়াচাড়া (দেশজ) ১ বাঁটা। ২ আলোচনা। ৩ দোলান।

নাড়ানাড়ি (দেশজ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থাপন।

নাড়াশিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Euphorbia antiquorum)

নাড়ি (স্ত্রী) নাড়ুরতীতি নড় বংশে নড়-গিছ-ইন্। নাড়ী। (ভরত)

নাড়িক (স্ত্রী) নাড়িরিব প্রতিষ্ঠতিঃ (ইবে প্রতিষ্ঠতো)। পা° ৩।২।৩) কন্। কালশাক। ত্রিরাং টাপ্।

“কুশুম্ভং নাড়িকাশাকং বার্তীকুং পুতিকং তথা।

ভক্ষয় পতিভন্ত ত্রাদপি বোদান্তগো দ্বিজঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

কন্নতর এই নাড়িকাশাককে যেতকলমী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নাড়িকা (স্ত্রী) নাড়ীএব বার্বে কন্ টাপ্। বটুকণ, চলিত ঘড়ি। পর্যায়—সাধারণিকা, ঘটিকা। (হেম°)

“নিমেবো মাহুৰো যোহরং মাত্রামাত্রপ্রমাণকঃ।

তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিশং কাষ্ঠান্তথা কলা।

নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ।

উন্নানেনান্তসঃ সা তু পলাস্তক্করয়োদশ।” (বিষ্ণুপু°)

এক দণ্ড সমুদ্র, ইংরাজী ২৪ মিনিট।

নাড়িকেল (পুং) নারিকেল, রক্ত ডুম্ব। নারিকেল।

নাড়িচীর (স্ত্রী) নাড়িরিব চীরং যত্র। নির্কেষ্টন, নলী। (হারা°)

নাড়িক্কম (পুং) নাড়ীং বংশনলীং ধমতি নাড়ী-খস্, ততো ধমা-দেশঃ পূর্নব্রহ্মচ। ১ স্বর্ণকার। উরুনীচাধিরোহণাৎ মুহমুহ-নিবাসৈর্নাড়ীং ধমতি উপভাপরতি ইতি। (ত্রি) ২ স্বাসকারক।

“কথং নাড়িক্কমান্ মার্গানাগতো বিবমোপলান্।” (ভটি ৩।২৪)

৩ ভয়প্রদর্শনকারী, ভীষণ। ৪ নাড়িচালনাকারী।

নাড়িক্কম (পুং) নাড়ীং ধরতীতি খেটু পানে ধস্ ততো ব্রহ্মচ।

নাড়ীপানকর্তা, যে নলদ্বারা পান করে।

নাড়িপত্র (স্ত্রী) নাড়িরিব পত্রং বস্ত্র। নাড়ীচ শাকভেন।

নাড়ী (স্ত্রী) নাড়ি-ভীষ্। ১ নাল, ব্রশান্তর, চলিত নালীখা।

“তত্ত্বাভিনায়াগমনান্দপতিভিত্যভ্যন্ত

নাড়ীং বহতি ভেন ব্রতা তু নাড়ী।” (ব্রহ্মত)

দন্তনালীকেও নাড়ী কহে। ২ শিরা। ৩ গড়কী। ৪ কুহন-চর্যা। ৫ বটুকণকাল।

নাড়ী নালে শিরাগড়কীর্যোঃ ভাদ্ ব্রশান্তরে।

নাড়ীবটুকণকালেহপি চর্যার্যোঃ কুহনস্ত চ ৪° (হেমচন্দ্র)

শিরার্থ নাড়ীর পর্যায়—ধরনি, শিরা, নাড়ি, নালি, ধমনী, শিরা, ধরনী, ধরা, তন্তকী, ভীষিতজা, সিংহা। (হারজনি°)

দেহস্থিত শিরাসমূহকে নাড়ী কহে। ব্রহ্মত, ভাবপ্রকাশ ও তত্ত্বশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

“সার্বজিকোটি নাড়ীনামালয়ক কলেবরম্।

ক্রমেণ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বম্ নরি শ্রোতো।” (ভোড়লতন্ত্র ৮ ট°)

ভগবতী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই দেহ সাড়ে তিনকোটি নাড়ীর আশ্রয়, অর্থাৎ এই দেহে সাড়ে তিনকোটি নাড়ী আছে, কথায় কথায় ইহার ব্রহ্মণ জানিতে ইচ্ছা করি। ইহার ব্রহ্মণ নির্ণয় করিয়া আমার কোতুল নিবৃত্তি করুন। ইহাতে মহাদেব বলিয়াছিলেন, দেহে যে যে স্থানে নাড়ী সকল আছে, তাহার বিবরণ বলিতেছি। সোমকূপ সকলে ৭৫ লক্ষ নাড়ী; হস্ত, মুখ ও পাদে ৩ লক্ষ; উদর ও পায়ুদেশে ৩ লক্ষ, সকল গাত্রে ৯ লক্ষ; পার্শ্বদেশে, চর্মে এবং সকল সন্ধি স্থলে ৯ লক্ষ নাড়ী আছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ঈড়া, পিজলা, সুবুয়া, চিঞ্জিণী ও ব্রহ্মনাড়ী এই পঞ্চনাড়ী এবং কুহ, শাখিনী, গাছারী, হস্তিভিষিকা, নর্দিনী ও নিত্রা এই একাদশটি নাড়ী সুবুয়া হইতে ৮ উৎপন্ন হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যে সাড়ে তিনকোটি নাড়ী আছে, তাহা মূল ও মূল জ্ঞানিতে হইবে। এই সকল নাড়ী নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া তির্যক্ ও উর্দ্ধভাবে সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। নাভিকন্দই এই সকল নাড়ীর মূল। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ৭২ হাজার মূল নাড়ী। দেহমধ্যে যেগুলি ধমনীপদবাচ্য,

“সোমি কূপে সপানার্ককোটরশ্চৈব হুঙ্করি।

হস্তান্তে চ তথা পাদেহ্মিলক্ষনাড়রঃ স্থিতাঃ।

উদরে চ তথা পায়ৌ পঞ্চলক্ষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

হৃদ্যদিসর্গগাত্রেহু নবলক্ষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

অথ পার্শ্বে তথা চর্মে ভৈষ্য সর্গলক্ষিহু।

রক্তানুগঃ স্থিতঃ লক্ষঃ শরীরে নাড়রঃ শ্রিরে।

ঈড়া চ পিজলা চৈব সুবুয়া চিঞ্জিণী তথা।

ব্রহ্মনাড়ী চ ব্রহ্মণে পঞ্চনাড়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।

কুহল শাখিনী চৈব গাছারী হস্তিভিষিকা।

নর্দিনী চ তথা নিত্রা রক্তলক্ষাঃ ব্যবস্থিতাঃ।

এতা নাড়াঃ পরেশাদি সুবুয়ারাঃ একাদশতঃ।

সার্বজিকোটিো নাড়োহি মূল্যঃ হুঙ্করং দেখিমান্।

নাভিকন্দসিদ্ধান্তাভির্গুণ্ডবদ্যতিভাঃ।” (ভোড়লতন্ত্র ৮ ট°)

তাহারা পকেটেরে গুলবাহিনী ও খজা। ইহার মধ্যে দুই ৭ শত নাড়ী আছে, এই সকল নাড়ী অগ্নির রস সমস্ত শরীরে বহন করে, ইহাতেই শরীর পুষ্ট হয়। মূদ্রকের চারিদিকে বেলগ চন্দ্র-বারা বহু, এই নাড়ী সকলও সেইরূপ সমস্ত শরীর ব্যাপিতা আছে। এই ৭ শত নাড়ীর মধ্যে ২৪টা পরিষ্কৃত, ইহার মধ্যে পুরুষের দক্ষিণকরচরণবিন্দুতা যে নাড়ী, তাহাই পরীক্ষা করিবে।

নাড়ীকে শিরা কহে, ইহার বিবর ভাবপ্রকাশ ও হৃৎ-তালিতে এইরূপ লিখিত আছে। এই শিরা বা নাড়ী ৭ শত। জলপ্রণালী দ্বারা উত্তান অথবা ক্ষেত্র বেলগ রসাবিবিক্ত হয়, সমস্ত শরীরও সেইরূপ এই সকল নাড়ীদ্বারা রসাবি-বিক্ত হয়, ইহাতে অকপ্রত্যাহার আকুঞ্চনপ্রসারণাদির কার্য সম্পন্ন হয়। মূদ্রপত্রের মধ্যস্থিত সেন্দী (উঁটা) হইতে বেলগ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট দুই দুই শিরা সকল চতুর্দিকে নিঃসৃত হইয়া পত্রের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, হইতে সেইরূপ নাড়ী অর্থাৎ শিরা সকল নিঃসৃত হয় ও ক্রমে ক্রমে শাখাপ্রশাখাবিতারপূর্বক চারিদিকে প্রসারিত হইয়া সর্ব-শরীর ব্যাপ্ত করে।

শরীরের সকল শিরা নাতিমূলে সংলগ্ন। বেলগ চক্রের মধ্যস্থিত নাতিদেশের চারিদিকে অর সকল সংলগ্ন থাকে, নাতির চারিদিকেও সেইরূপ শিরা সকল সংলগ্ন আছে।

মূল শিরা ৪০টা, বায়ুবাহিনী ৮৮টা, পিত্তবাহিনী ৮৮, কক-বাহিনী ৮৮, এবং রক্তবাহিনী ৮৮। বায়ুবাহিনী নাড়ী ১৭৫, বায়ুর স্থান পাকাশর। পিত্তবাহিনী নাড়ী ১৭৫। পাকাশর ও আমাশয়ের মধ্যস্থানকে পিত্তস্থান কহে। ককবাহিনী নাড়ী ১৭৫। আমাশরই রেয়ার স্থান। রক্তবাহিনী নাড়ী ১৭৫। ইহা বহুত্ব ও গ্রীহার স্থানে অবস্থিত। প্রত্যেক বাহ ও পদে বায়ুবাহিনী নাড়ী ২৫টা করিয়া থাকে। কোষ্ঠদেশে ৩৪, তাহার মধ্যে মলবার ও মেট্রদেশে ৮, ছইপার্শ্বে ছই করিয়া চারি, পৃষ্ঠে ৬, উদরে ৬, বকে ১০, হৃৎকক্ষির উপরিভাগে ৪১, তাহার মধ্যে গ্রীবাংশে ১৪, ছইকর্ণে ৪, বিস্বাতে ২, নাসিকাতে ৬, ছই চক্রে ৮, এই ১৭৫ বায়ুবাহিনী শিরা। বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে বিভক্ত, অজ্ঞাত শিরাসকলের বিভাগও এইরূপ জানিতে হইবে। কেবলমাত্র বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনী, রক্তবাহিনী ও রেয়ারবাহিনী শিরা ছই চক্রে ৮ করিয়া ও কর্ণবরে ছইটা করিয়া থাকে। এই প্রকারে ১০০ শিরা শরীর মধ্যে অবস্থিত।

বায়ু আশ্রয় শিরা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শারী-রিক ব্যক্তির দ্বারা জ্ঞানত হয় না, এবং বুদ্ধিভিত্তিক মোহপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপ স্নায়বিক ভ্রমোৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু আশ্রয় শিরা মধ্যে কুশিত ভাবে থাকিলে বায়ু রক্ত-বিবিধপ্রকার

রোগ হয়। পিত্ত বীর শিরা মধ্যে সঞ্চার করিতে থাকিলে শরীরের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, অরো কচি ও শরীরে স্বাস্থ্য থাকে, এবং অজ্ঞাত বিবিধপ্রকার রোগ হয়। পিত্ত বীর শিরা মধ্যে কুশিত ভাবে থাকিলে বিবিধপ্রকার পিত্তরোগ জন্মে।

রেয়ার বীর শিরা মধ্যে সঞ্চার করিতে থাকিলে শরীরের চিকণতা, বল, কৃষ্টিভাব, সন্ধিহানের দৃঢ়তা ও অজ্ঞাত গুণ উৎপাদন করে। কিন্তু ইহা শিরা মধ্যে কুশিত ভাবে থাকিলে রেয়ারকৃত নানাপ্রকার রোগ জন্মায়। রক্ত বীর শিরা মধ্যে সঞ্চার করিতে থাকিলে সকল বাতুর পুষ্ট হয়, এবং শরীরের বর্ণ ও স্পর্শভানের তীক্ষ্ণতা ও অজ্ঞাত গুণ জন্মে। রক্ত বীর শিরা মধ্যে কুশিতভাবে থাকিলে রক্তজাত বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে।

যে সকল শিরার কথা লিখিত হইল, তাহার যে কেবলমাত্র স্তিত অথবা কেবল মাত্র রেয়া বহন করে, তাহা নহে, কারণ সকল দোষ কুশিত ও বর্জিত হইয়া বহন শরীরের মধ্যে প্রস-রিত হইতে থাকে, তখন সকল দোষ পরস্পরের শিরার মধ্যে প্রবেশপূর্বক সঞ্চার করে। যে সকল শিরা বায়ু কর্তৃক পূ-হয়, তাহার অরূপ বর্ণ, পিত্তবাহিনী শিরা সকল উষ্ণ ও নীল-বর্ণ, ককবাহিনী শিরা শীতল ও গুরু এবং রক্তবাহিনী শিরা রক্তবর্ণ, নাতিশীত ও নাজুল।

এই সকল শিরার মধ্যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে শরীরের বিকলতা এমন কি মৃত্যু পর্যন্তও হইতে পারে।

এই অবস্থা শিরার বিবর মোটামুটি লিখিত হইল। হস্তে ও পাদে চারিশত, কোষ্ঠদেশে ১৩৬, মস্তকে ৬৪, ইহার মধ্যে হাতে ও পাদে ১৬ ও কোষ্ঠদেশে ৩২ এবং মস্তকের উপরিভাগে ৫০টা শিরা বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য নহে। হস্তে ও পাদে যে একশত শিরা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জালধরা শিরা একটা, উর্লী নামক সর্ষহানে স্থিত ছইটা এবং লোহিতাক নামক সর্ষহানে একটা; প্রত্যেক হস্তে ও পাদে এইরূপ চারিটা করিয়া ১৬টা।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে অবস্থা শিরা ৩২। তাহার মধ্যে ক্রিপ ও কটিক-স্তরূপ নামক সর্ষহানে ৮টা, প্রত্যেক পার্শ্বে যে ৮টা করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে ও উর্লগামিনী ছই, উদর পার্শ্বে পার্শ্বগচ্ছিত ছই, পৃষ্ঠদেশের উদর দিকে ১২৪টা, তাহার মধ্যে ছইটা করিয়া চারিটা কুহজী নামক শিরা, উদর শিরা মধ্যে মেট্রদেশে রেয়ারবাহিনী উদর পার্শ্বে ছই করিয়া চারি, বক্ষঃস্থলে যে ৪০ শিরা আছে, তাহাদের মধ্যে হৃৎকক্ষের ২ করিয়া ছই, তদনুল, তদনুস্থিত, অশ্রুনাশ ও অশ্রুভক্ত এই চারি সর্ষহানে ৮, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থিত শিরা সকলের মধ্যে

৩৫টা শিরা বিচ্ছিন্ন করা অকর্তব্য। ককসজির উপরিতাগে একশত চতুর্ভুজ শিরা, তাহার মধ্যে কৰ্ণ ও গ্রীবাংশে বটুপকাশ, ইহার মধ্যে কৰ্ণনাথীর উত্তর পার্শ্বে শিরানাতক ৮টা, এবং নীলা হুই ৩* মতা হুই এবং কুকাটিক নামক মর্শে হুই ও বিধুর নামক মর্শে হুই, গ্রীবাংশে এই ১৩টা শিরা বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য নহে। হৃদয়ের উত্তর পার্শ্বে ৮টা করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে হুই করিয়া চারি সন্ধিধমনী বিচ্ছিন্ন করিবে না।

জিহ্বাতে ৩৬ শিরা, তাহার মধ্যে রসবাহিনী হুই ও বাকু-শক্তিবাহিনী হুই, এই চারিটা শিরা অবৈধ্য।

ভালুদেশে এক ও নেত্রধরে ৩৬ শিরার মধ্যে অপাঙ্গ নামক এক করিয়া হুইটা শিরা বিচ্ছিন্ন করিবে না। আবর্ষ করিয়া মর্শে হুই, হৃদয় নামক মর্শে এক এবং শব্দনামক মর্শে মর্শে দশ শিরার মধ্যে শব্দ সন্ধির স্থানে এক করিয়া হুই, এই কয়টা শিরা বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য নহে। মস্তকদেশে দ্বাদশ শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎকোণ নামক মর্শে হুই, প্রত্যেক সীমন্তে এক করিয়া পাঁচ এবং অধিপতি নামক মর্শে এক। মস্তকদেশের এই শিরাগুলি অবৈধ্য।

পরের মূল হইতে যেমন মৃণালের শাখাপ্রাশাখা নিঃসৃত হইয়া জলে ব্যাপ্ত হয়, নাড়ীমূল হইতে শিরা সকল নিঃসৃত হইয়া সেইরূপ দেখের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে। (সুশ্রুত)

শিরা, ধমনী, স্রোত প্রভৃতি সকলই নাড়ীর ভেদ। [ধমনীর বিবরণ ধমনী ও স্রোত এবং শিরার বিশেষ বিবরণ শিরা শব্দে ক্রষ্টব্য।]

সুশ্রুতচাৰ্যের মতে নাড়ীদেশই শিরা ও ধমনীর মূল। তন্ত্র-শাস্ত্রেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, নাড়ী সকল মেহদণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

“যে যে তির্ধাক্ষণতে নাড়ী চতুর্বিংশতিসংখ্যায়।

মেহদণ্ডে স্থিতঃ সর্কে স্ত্রে মণিগণাইব ॥” (তন্ত্র)

মেহদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে হুইটা করিয়া নাড়ী প্রত্যেক দিকে নিঃসৃত হইয়াছে। আধুনিক শারীরব্যবচ্ছেদ-বিভাগও এইরূপ দৃষ্ট হয়। আর্বাগণও মেহদণ্ডের উর্দ্ধ হইতে অধোভাগে নাড়ী সকল লক্ষিত বলেন। যথা—

“উর্দ্ধমূলমধ্যশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরম্।

বর্ষাধ্বনতঃ তৎ শরীরে নাড়ীঃ স্থিতঃ ॥” (পুরাণ)

এইরূপ শরীরের অন্তর্গত মস্তিষ্ক, মেহদণ্ড ও তন্তুগত শিরা সকলের বিবরণ আধুনিক পণ্ডিতগণের সহিত একমত দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুতচাৰ্যের অভিপ্রায়—গর্ভস্থ বালকের শরীরগঠন ও পোষণ-কারণ যে রস প্রদান হয়, জননীর শরীর হইতে সেই

রসবহনকরণার্থ যে নাড়ী আছে, তাহা বালকের নাড়ীদেশে সন্নিবেশিত। এই রস নাড়ীই সকল নাড়ীর মূল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

হঠযোগেও নাড়ীর বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত আছে। কোন নাড়ী কোন সময় কিরূপভাবে বহিলে তত্ত্ব বা অসুস্থত্ব হয়, তাহার বিবরণ বর্ণিত আছে। [হঠযোগ শব্দ দেখ।]

নাড়ীপ্রকাশে নাড়ী দেখিবার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে। এই নাড়ীর গতি দ্বারা শরীরের তত্ত্ব জ্ঞান হইবে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিবরণ লিখিত হইল।

“বামভাগে দ্বিরা বোজা নাড়ী পুংসক লক্ষণে।

ইতি প্রোক্তো ময়া দেবি সর্বমেহেহু দেহিনাং ॥” (নাড়ীপ্রা)

ত্রীলোকদিগের নাড়ী বামদিকে এবং পুরুষদিগের নাড়ী দক্ষিণদিকে পরীক্ষা করিতে হয়। অসুস্থত্বের জীবনাক্ষিপ্তি যে ধমনী আছে, এই ধমনীর গতি অসুস্থত্বের দেহীদিগের সুস্থ ও দুঃস্থ জামিতে হইবে, অর্থাৎ নাড়ী দেখিরা শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা জানা যাইবে।

বাত, পিত্ত, কফ, হৃদয়, সন্নিপাত, শাখা ও অশাখা বিবরণ সকল নাড়ী দ্বারা জানা যায়।

নাড়ী-পরীক্ষার সময়।—প্রাতঃকালে আচারপূত ও সুথোপবিষ্ট হইয়া সুখাসীন ব্যক্তির নাড়ীপরীক্ষা করিতে হইবে, যিনি নাড়ী পরীক্ষা করিবেন, তিনিও স্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন এবং যাহার নাড়ী দেখা হইবে, তাহাকেও ভাল করিয়া বসিতে হইবে। প্রাতঃকালেই নাড়ীপরীক্ষার উপযুক্ত সময়। মধ্যাহ্ন কালাদিতে উষ্ণতার আধিক্য হয়, এইজন্য ঐ সকল সময় নাড়ী দেখা প্রশস্ত নহে।

নাড়ী দেখার নিবিষ্টকাল।—সন্ধ্যাত, সন্ধ্যাত, সন্ধ্যাত-তুর, আতপসেবী, (অর্থাৎ যিনি রোজ বা অগ্নির উত্তাপ সহ করিয়াছেন), তৈলাভ্যাস, নিদ্রিত, নিদ্রাবসানকাল এবং আহারের পর নাড়ীপরীক্ষা করা নিবিষ্ট।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটা নাড়ী বধাক্রমে বহিতে থাকে, প্রথমে বাতনাড়ী, মধ্যে পিত্তনাড়ী এবং অন্তে কফনাড়ী প্রবাহিত হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে নাড়ী বহু অর্থাৎ জড়তা-রহিত হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই,—প্রাতঃকালে নাড়ী বিহ্ন, মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ বেগবৃত্ত হয়। শরীর সুস্থ থাকিলে নাড়ীর এইরূপ গতি হইয়া থাকে।

* “অসুস্থত্ব দু মূল বা ধমনী জীবনাক্ষিপ্তি।

তত্ৰ গতিবিশেষাং হৃদয়ঃ হৃদয়ঃ দেহিনাম্।

বাতঃ পিত্তঃ কফঃ হৃদয়ঃ সন্নিপাতঃ তেষাং চ।

সাত্ত্বাসাধ্বনিকমকং নরকং নাড়ী প্রকাশয়েৎ।

শরীর অস্থির হইলে নাড়ী বিশেষরূপে শরীরা করিতে হইবে। কোন কোন পোষের আধিক্য হইয়া শরীর অস্থির হইরাছে, তাহা এই নাড়ীধারাই জানা যাইবে।

বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ী বক্রগতি, পিত্তাধিক্যে চকল, ও স্নেহপ্রকোপে নাড়ী স্থির হয় অর্থাৎ বায়ুর আধিক্য হইয়া যে সময় শরীর অস্থির হয়, তখন নাড়ীর গতি বক্র, পিণ্ডে চকল, এবং স্নেহের স্থির হইয়া থাকে। মিশ্রধর্মের নাড়ীর গতিও মিশ্র হইয়া থাকে। ইহাই একপ্রকার সাধারণ নাড়ীগতি।

যে সময় পিত্তের আধিক্য হয়, তখন নাড়ী কাক, আবক ও তেজদিগের দ্বার গতিবিধিষ্ট; স্নেহের আধিক্যে রাজহংস, ময়ূর, পায়াবত, কপোত, গজ ও বরাকনাদিগের তুল্য গতিবৃত্ত এবং বায়ুর আধিক্যে নাড়ী বৃত্তিকগতি তুল্য দোলায়িত হয়।

বন্দক নাড়ীগতি—যে সময় নাড়ী কখন সর্পগতি কখন তেজগতি হয়, তখন বুঝিতে হইবে, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষে কুপিত হইরাছে। নাড়ী কখন সর্পাদিতুল্য, কখন বা রাজহংসগতি হইলে বাতশ্লেষপ্রকোপ এবং কখন বা ময়ূরাদিগতি অথবা ময়ূরাবি গতিবৃত্ত হইলে পিত্তশ্লেষপ্রকোপ বুঝিতে হইবে।

জিহোবজ নাড়ীগতি।—যদি নাড়ী কখন উরগাদিগতি, কখন বা লাবকাদি অথবা হংসাদি তুল্য গতিবিধিষ্ট হয়, তাহা হইলে জিহোব কুপিত হইরাছে জানা যাইবে। এই জিহোবে কখন নাড়ীর গতি অতি ক্রান্ত, আবার তৎক্ষণাৎ অতি মন্দ হইয়া থাকে।

যে সময়ে নাড়ী পিত্তাদি গতিক্রমে বহিতে থাকে, অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কক বাহার যে সময়, সেই সময় সেই নাড়ী বহিতে থাকে, তাহা হইলে রোগ স্থলসাধ্য জানিতে হইবে। যে সময়ে নাড়ী মন্দ মন্দ অথবা শিথিলভাবে বহিতে থাকে, বা কখন অতি বাহুল্যভাবে থাকিয়া থাকিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ অতি স্থলনাড়ীর অস্থলত্ব হয়, এইরূপ নাড়ীর গতি হইলে তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীর আশ্রয়মুখ্য স্থির করিতে হইবে। বাহার নাড়ীর গতি বহুচক্রের দ্বার অর্থাৎ কোন নাড়ী স্থির নহে, একরূপ হইলেও

রোগ কলাধ্য। বাহার শরীর অতিশয় উত্তপ্ত অথচ নাড়ী শীতল, বা নাড়ী উত্তপ্ত শরীর শীতল এইরূপ নানা প্রকার নাড়ীর গতি হইলে তাহার নিশ্চয় কুফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জিহোবে বৃত্তাকালেও নাড়ী নিশ্চল হইয়া স্পন্দিত হয়। যে নাড়ী অতি উষ্ণ, অথবা অত্যন্ত স্থির, স্থল অথবা বক্রগতি-বৃত্ত, তাহাকে অসাধ্য স্থির করিতে হইবে।

মূর্ছা, শোক, ভয় প্রকৃতিতে নাড়ী জিহোবজ তুল্য হয়, কিন্তু ইহা স্থায়ী নহে, পরে মূর্ছাদির দ্বার হইলে ক্রমে নাড়ী স্বাভাবিকী গতি প্রাপ্ত হয়। যে পর্যন্ত নাড়ী স্বাভাবিকত না হয়, অসাধ্য হইলেও সেই সময় পর্যন্ত চিকিৎসা করা বিধেয়।

যে সময় নাড়ী ময়ূরগতাবৎ ক্রম, তাহার দ্বার ময়ূর ও বক্রগতি, কখন সর্পগতিতুল্য অত পুষ্ট আবার কখন হয়, তাহার নামান্তরে বৃত্তা ঘটে।

বাহার নাড়ী কখনকাল মধ্যে অতিবেগবান, আবার কখনো অতি শান্ত হয় এবং তাহার যদি শোথ না থাকে, তাহা হইলে সঙ্কট মধ্যে তাহার বৃত্তা হইবে।

অরুরোগে নাড়ীগতি।—অরু হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত হয়। পিত্ত ব্যতীত উষ্ণ হইতে পারে না, উষ্ণতাই অরুর প্রধান লক্ষণ। ইহাতে অরু হইলেই পিত্তপ্রকোপ হইরাছে, তাহা বুঝিতে হইবে। বায়ুর আধিক্য হইয়া অরু হইলে নাড়ী বক্র ও ধাবমান হইয়া থাকে। সহজ বাতজ্বরে নাড়ী সোমা, স্থল, স্থির ও মন্দ হয়। তীব্রমাকৃত অরে স্থল ও কঠিনভাবে শীঘ্র শীঘ্র নাড়ীর গতি হয়। শ্লেষপ্রকোপে অরু হইলে নাড়ী তন্তুসম, মন্দ ও শীতল হয়।

পিত্তজ্বরে নাড়ী ক্রান্ত, সরল, দীর্ঘ ও শীঘ্রগামী হইয়া থাকে।

বন্দক জ্বরে নাড়ীগতি।—বাত ও পিত্ত দূষিত হইলে নাড়ী চকল, তরল, স্থল ও কঠিন হয়। বাতশ্লেষ-জ্বরে ঈষৎক ও মন্দ, পিত্তশ্লেষের নাড়ী স্থল, শীতল ও স্থির হইবে।

ভূতজ্বরে নাড়ীর অতিশয় বেগ হয়। ব্যাধাম, ভ্রমণ, চিন্তা, ভ্রম ও শোকে নাড়ীর নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। পরে ঐ নাড়ীগতি স্থিরের দ্বার হইয়া থাকে।

অধীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন, লব্ধ, প্রসার, ক্রান্ত, শুষ্ক ও শীঘ্র-গামী হয়। মন্দিরি ও ধাতু লীপ হইলে নাড়ী মন্দতর হয়।

(নাড়ীপ্রকাশ।)

বুরোশিরদিগের সূত্রে, শরীরের সূত্র বা বৃহৎ বাবতীর ধমনী বা শিরার সাধারণ নাম নাড়ী। সমস্ত শিরা অপেক্ষাকৃত স্থল, তাহাদের মধ্যে বৃহৎসূত্র প্রবাহিত হয় বলিয়া সহজেই গতি অস্থলত্ব করা যায়। বিশেষতঃ হৃৎকেন্দ্রের নিকটস্থ শিরা যেমন স্থল, তেমনি অঙ্গসার (Superficial) এবং উহার বিরুদ্ধ

প্রাচীনকৃতসমাচারঃ কৃতান্তারশিরঃসহঃ।

হৃদ্যনীনঃ হৃদ্যনীনঃ পরীকার্ধমুপাহরণঃ।

সদ্যঃ সাত্ত্বক ভূতন্ত কৃতান্তারসেবিনঃ।

ব্যাসান্যাক্রান্তসেবিত সদ্যকৃনাড়ী ন বুধ্যতে।

তৈলান্যাক্রে চ হৃৎপে চ তথা চ তোল্যন্যাক্রে।

তথা ন জায়তে নাড়ী বধা দুর্ভরতা নথী।

আদৌ চ বহতে বাতো মধ্যে পিত্তং তথৈব চ।

অন্তে চ বহতে স্নেহা নাড়িকারহলকবধঃ।

প্রাচীনঃ দিকমরী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোকত্যদিতঃ।

অরুরোগে বাতরোগঃ চ বিরুদ্ধোপবিধিতঃ। (নাড়ীপ্রকাশ)

আহির (Radical bone) উপর ইহাকে চাপিয়া ধরা অত্যন্ত সহজ, এই জন্য শারীরিক গুড়াগুড়া অবস্থা নির্ধারণের জন্য সাধারণতঃ এই শিরার গতি পরীক্ষা করা হয়। নাড়ী (Pulse) বলিলে এধীন ব্যবহার অনুসারে এই মণিবন্ধের নিম্নস্থ হস্তের শিরাকেই বুঝায়।

নাড়ী বা শিরা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও কাঁপা। আমাদের রক্তাশয় (Heart) হইতে ধমনীর ছিদ্র মধ্যে নিয়ত রক্তপ্রবাহ প্রকৃষ্ট হইতেছে।

যখন ঐরূপ রক্ত প্রকৃষ্ট হয়, তখন শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, কিন্তু ভৎক্ষণাৎই আবার তাহার স্থিতিস্থাপকতাগুণে পূর্বের জ্ঞার সঙ্কুচিত অবস্থার পরিণত হয়।

নাড়ী বা ধমনীর এই প্রকার আকৃষ্ট ও প্রসারণের নাম নাড়ীর গতি। হৃৎ-শিরার ঐ গতি অনুভব করা কঠিন।

ডাক্তারেরা নাড়ীর এই গতির পরিমাণ (beat) নির্ণয় দ্বারা ও প্রধানতঃ উহার নিম্নোক্ত এককটি অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা-কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

১। নাড়ীর গতির নিয়ম অর্থাৎ কখনও বা নাড়ী প্রবল বেগে চলিতে থাকে, কখনও বা মৃদুভাবে ও কখন বা সবিরাম ভাবে প্রবাহিত হয়।

২। কখন বা নাড়ী ফুল (Full) ও কখন বা হৃৎ অবস্থার থাকে।

৩। নাড়ীর দুর্বলতা বা তরলতা।

৪। নাড়ীর কাঠি (Tension)।

ঔহাদের মতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, নাড়ীর গতিরও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তখন তাহার নাড়ী* মিনিটে ১৪০ হইতে ১৫০ বার দব্ দব্ (beat) করে। শিশু জন্মিত হইবামাত্র তাহার নাড়ীর গতি ১৩০ হইতে ১৪০ বার; যখন তাহার বয়স দুই বৎসর তখন ১০০ হইতে ১১৫ বার; সাতবর্ষ হইতে চৌদ্দবর্ষ বয়স পর্যন্ত নাড়ীর গতি ৮০ হইতে ৯০ বার, চৌদ্দ হইতে একুশ বর্ষ পর্যন্ত ৭৫ হইতে ৮৫ বার, আর একুশ হইতে ষাট বৎসর বয়স ব্যক্তির নাড়ী মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার দব্ দব্ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি ক্রমশঃই অল্প। কিন্তু স্থানবিশেষে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে। যুবকদিগের মধ্যে কখনও কখনও কাহারও নাড়ী ৬০ বারেরও কম, কাহারও বা উর্ধ্বলংখ্য ৪০ বারের অধিক আন্দোলিত হয় না। আবার কাহারও বা

১০০ বার দব্ দব্ করিতে দেখা গিয়াছে, অথচ স্পষ্টতঃ তাহাদের কোন পীড়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না।

আবার গ্রীষ্মঋতুতে নাড়ীর গতির প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যুবতীদিগের নাড়ী যুবকদিগের নাড়ী অপেক্ষা মিনিটে ১০ হইতে ১৪ বার অধিক আঘাত করে। ডাক্তার গাই (Dr. Guy) বলেন যে, অবস্থাভেদে নাড়ীর গতিও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সপ্তবিংশবর্ষীয় যুবকর যুবক উল্লেখন করিলে তাহার নাড়ী সাধারণতঃ ৭১ বার, দণ্ডায়মান হইলে ৮১ বার এবং শয়ন করিয়া থাকিলে ৬৬ বার আঘাত করে। ঐ বয়স যুবতীর ঐ ঐ অবস্থায় ৮৪, ৯১ ও ৭৯ বার মাত্র। জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় নাড়ীর গতি অনেক কম হয়। পীড়া হইলে রোগবিশেষে ১৫০ হইতে ২০০ বার ও ২০ হইতে ৩০ বার পর্যন্তও নাড়ী দব্ দব্ করিয়া থাকে।

অসমান গতিবিশিষ্ট নাড়ীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীতে কখন কখন অন্তর্গুলি অপেক্ষা অতি শীঘ্র শীঘ্র ও কখন বা অতি ধীরে হইয়া থাকে।

অন্য শ্রেণীতে সময় সময় আসে নাড়ী দব্ দব্ করে না। আবার একটু পরে দব্ দব্ আরম্ভ হয়। একই ব্যক্তিতে এই দুই প্রকারের গতিবিশিষ্ট নাড়ী লক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল কঠিন পীড়া হইলে যে নাড়ীর ঐ অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। কতকগুলি লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতিই ঐরূপ। কাহারও বা দুর্বলতাহেতু নাড়ীর ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের পীড়া ও হৃৎরোগ হইতেই সাধারণতঃ নাড়ীর গতির ঐরূপ অবস্থা হয়।

রক্তের পরিমাণের ন্যূনাতিরেক অনুসারে নাড়ীকে কখন পরিপূর্ণ বা ফুল এবং কখনও বা অপরিপূর্ণ বা হৃৎ বলা যাইতে পারে।

রক্তাদির অত্যন্ত আধিক্য হইলে, অথবা হৃৎপিণ্ডের বাম-কোঠ (left ventricle of the heart) বহুক্ষণ ক্রমাগত সজোরে কুঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং সম্ভবতঃ নাড়ীর আবরণ শিথিল হইলে নাড়ীর পুরুত্ব অবস্থা হয়। সাধারণতঃ রক্তের অভাব থাকিলে, হৃৎপিণ্ড নিস্তেজভাবে কার্য করিলে, শিরামণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে রক্ত জমিলে, কিংবা অধিক ঠাণ্ডা লাগিলে, নাড়ী হৃৎবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধিক হৃৎ হইলে হৃতার জ্ঞার বোধ হয়।

নাড়ী টিপিয়া ধরিলেও যদি নাড়ীর গতি বন্ধ না হয়, তবে তাহাকে কঠিন (hard) নাড়ী বলে। নাড়ী কঠিন হইলে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া (Venesection) আবশ্যক। নরম নাড়ী দুর্বলতা-সূচক। হৃৎপিণ্ড হইতে নাড়ীর মধ্যে

* এখানে মণিবন্ধের নিম্নস্থ নাড়ীর আঘাত (beat) মনে করিতে হয়।

যেদ্বারা বেগে রক্ত চালিত হয়, তদনুসারে নাড়ীর সৰলতা বা দুৰ্বলতা নির্ধারিত হয়। থাকে অর্থাৎ যদি রক্ত প্রবল-বেগে চালিত হয়, তবে নাড়ীও ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে ও তখন ঐ নাড়ীকে সৰলনাড়ী বলে। আর যদি রক্ত দুর্বলভাবে চালিত হয়, তবে নাড়ীও ধীরভাবে আঘাত করিতে থাকে ও তখন নাড়ীকে দুৰ্বলনাড়ী বলে। কিন্তু এই দুৰ্বলতা বা সৰলতা অনেকটা রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সৰল নাড়ী সাধারণতঃ শরীরের সুস্থতাপ্রাপক, কিন্তু কোম কারণে যদি হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ (left ventricle of the heart) অতি পুষ্ট হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই নাড়ীর সৰল অবস্থা দৃষ্ট হয়, এমন কি, সাধারণ শক্তির হ্রাস হইলেও নাড়ীর দুৰ্বলতা লক্ষিত হয় না। নাড়ীর গতির অবস্থানুসারে নাড়ী ত্রিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

[শিরা দেখ।]

নাড়ীক (পুং) নাড়ীৰ কারতি কৈ-ক। ১ শাকবিশেষ, পাট-শাক, নালতে শাক। পর্যায়—পটশাক, নাড়ীশাক। ইহার গুণ—রক্তপিত্তনাশক, বিঠলী ও বাতপ্রকোপক। (ভাবপ্র°)

নাড়ীকলাপক (পুং) নাড়ীনাং নাড়ীবরণানাং কলাপঃ সমূহো যজ্ঞ, কপ্। সর্পাকীলতা। গণ্ডিনীগাছ (হিন্দী)।

নাড়ীকাটা (দেশজ) নাড়ীছেদন। সজ্ঞান প্রস্থত হইলে পর তাহার নাড়ী ছেদন করিতে হয়।

নাড়ীকূট (স্ত্রী) নাড্যা রেখাভেদেন কূটং নক্ষত্রকূটং জ্ঞাপ্য যজ্ঞ। বিবাহান্ন নাড়ীচক্রস্থচিত নক্ষত্রসমূহ। [বিবাহ দেখে।]

নাড়ীকেল (পুং) নারিকেলঃ পূর্বোদরাদিত্যাং সাধু। নারিকেল।

নাড়ীগতি (স্ত্রী) নাড়ীনাং গতিঃ ৬তৎ। নাড়ীর গতি, নাড়ীর গতি দ্বারা দেহের শুভাশুভ স্থির করা যায়। নাড়ীজ্য ব্যক্তি নাড়ীর গতি দেখিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য-বিষয় বলিয়া দিতে পারেন। [বিশেষ বিবরণ নাড়ী দেখে।]

নাড়ীচ (পুং) নাড্যা চীয়েতে চি-বাহুলকাৎ ড। শাকবিশেষ। চলিত নালিতাশাক, পর্যায়—কেচুক, পেচুলী, পেচু, বিখরোচন।

(ত্রিকা°)

এই নাড়ীশাক বিবিধ, তিক্ত ও মধুর। বাহ্য তিক্ত, তাহার গুণ রক্তপিত্ত, ক্রমি ও কূটনাশক। বাহ্য মধুর, তাহা শীতল, বিঠলী, কক ও বাতনাশক। (ব্রাহ্মণ°)

নাড়ীচক্র (স্ত্রী) নাড়ীচক্রমিব বন্ধনস্থানং। নাড়ীস্থলস্থিত চক্রভেদ।

“নাড়ীমণ্ডলস্যাসাং কুছুটাওমিবস্থিতম্।

নাড়ীচক্রমিহ প্রোক্তম্ভাষায়াঃ সমুলগতাঃ ॥” (হঠযোগ)।

নাড়ীমণ্ডলে এই চক্র কুছুটের অণ্ডের দ্বারা অবস্থিত, এই

চক্র হইতে নাড়ী সকল উৎপত্ত হইয়াছে। ২ রেখাবিশিষ্টবে নক্ষত্রভেদজ্ঞাপক চক্রভেদ। [বিবাহ দেখে।]

নাড়ীচরণ (পুং) নাড়ীবৎ চরণৌ যজ্ঞ। পক্ষী। (ত্রিকা°)

নাড়ীজজ্ঞ (পুং) নাড়ীবৎ জজ্ঞা যজ্ঞ। ১ কাক। ২ মুনিবিশেষ।

“নাড়ীজজ্ঞঃ সুরগুরুমুনিবাক্তিরকালৌ

৩ বকবিশেষ। মহাত্মারতে এই বকের উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। এই বক কস্তুরের পুত্র, ইন্দ্রহাস-সরোবরতীরে বাস করিত। মহাপ্রোক্ত ও বকদিগের রাজা এবং ব্রহ্মার অতিশয় প্রিয় ও দীর্ঘজীবী। সে রাজধর্ম্মা বলিয়া বিখ্যাত, এবং জগতিতে অতুলনীয়। (ভারত ১২।১৬২ অ°)

নাড়ীটেপা (দেশজ) নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা।

নাড়ীতরঙ্গ (পুং) নাড্যাং নালান্নাং তরঙ্গঃ যজ্ঞ। ১ কাকোল। ২ হিণ্ডক। ৩ রতহিণ্ডক।

নাড়ীতিক্ত (পুং) নাড্যা তিক্তঃ। নেপালনিষ, নেপালদেশীয় নিমগাছ। [নেপালনিষ দেখে।]

নাড়ীদেহ (পুং) নাড়ীসারো দেহো যজ্ঞ। ১ অতিক্রম। ২ ভূঙ্গী, শিবের দ্বারপালভেদ। (ত্রিকা°)

নাড়ীনক্ষত্র (স্ত্রী) নাড়ীস্থিতং নক্ষত্রম্। যদ্বাণীচক্র ও নব-নাড়ী চক্রস্থিত নক্ষত্রসমূহ। মানবের জন্ম সময়ে দশম, বোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। জন্মনাড়ীর নাম আদ্য, দশনাড়ীর নাম কর্ম, বোড়শের নাম সাংঘাতিক, অষ্টাদশের নাম সমুদয়, ত্রয়োবিংশের নাম বিনাস, পঞ্চবিংশের নাম মানস।

“জন্মান্যং কর্ম ততোহপি দশমং সাক্ষাতিকং বোড়শভম্।

সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশম্ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

নাড়ীপরীক্ষা (স্ত্রী) ১ মণিবদ্ধস্থিত নাড়ীর দ্বারা প্রতীহাত দ্বারা শরীরের অবস্থানিরণ। ২ একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

নাড়ীপ্রকাশ (পুং) একখানি তৈলজ্যগ্রন্থ, শঙ্করসেন ইহার টীকা রচনা করেন।

নাড়ীযন্ত্র (স্ত্রী) নাড়ীৰ নালীব যন্ত্রম্। সূক্ষ্মতোক্ত শল্যা-ছারণার্থ যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্র বিংশতি প্রকার। এই নাড়ীযন্ত্র অনেক বিষয়ে প্রয়োজন হয়, ইহার একদিকে মুখ হইয়া থাকে, শিরা বা ধমনীর মধ্যে বা শরীরের অন্ত কোন দ্বার মধ্যে কোনপ্রকার শল্য থাকিলে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত, বা রোগপরীক্ষার জন্য কোন পদার্থ চুম্বিয়া বাহির করিতে হইলে এই যন্ত্র প্রয়োজন। শিরা, ধমনী, মলদ্বার ইত্যাদি শরীরে যে সকল স্রোত অর্থাৎ দ্বার আছে, তাহাদিগের মুখের পরিমাণানুসারে লগ্ধবা স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে এই

যন্ত্রের দীর্ঘতা ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে। এই যন্ত্র নলের ভিত্তর।

(সুশ্রুত সুত্র ৭ অ°)

নাড়ীবলয় (কী) নাডা ঘটকারাঃ জ্ঞানার্থং বলয়ং বলয়াকার-
যন্ত্রম্। সিদ্ধান্তশিরোমণিকথিত যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্রদ্বারা নাড়ী
অর্থাৎ ঘটকাবিষয়ক জ্ঞান জন্মে। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এই
যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

নাড়ীবিগ্রহ (পুং) নাড়ীসারো বিগ্রহো যন্ত, অতিক্রমস্থানং
তথ্যে। অতিক্রম ভূমী, শিবাচ্চরভেদ।

নাড়ীত্রণ (পুং) নাড়ীসংলগ্নো ত্রণঃ। সর্পদা গলদ্রণ, যে যা
সকল সময় গলায় থাকে, চলিত নালী যা। মাধবকর নিদানে
ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

“যঃ শোথ মামমিতি পকমুপেক্ষতেহজ্জো

যো বা ত্রণং প্রচুরপুয়মসাধুবৃত্তঃ।

অত্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য তন্ত

স্থানানি পূর্ববিহিতানি ততঃ সপুয়ঃ॥

তন্ত্ৰাতিমাত্রগমনাং গতিরিষ্যতে তু

নাড়ীৰ যথহতি তেন মতা তু নাড়ী॥” (মাধবকর নিদান)

ভাবপ্রকাশে এই নাড়ীত্রণের বিষয় এইরূপ লিখিত
আছে,—যে সকল লোক অজ্ঞানতাবশতঃ পকত্রণকে অপক-
জ্ঞান করিয়া পুয় নিঃসারণ না করায় ও অহিত আহার
বিহারকারী ব্যক্তি গভীর অথচ অত্যধিক পুয়সংযুক্ত ত্রণকে
উপেক্ষা করিয়া পুয়শ্রাব না করায়, তাহার সেই সঞ্চিত
পুয় ত্বক, মাংস, শিরা, মায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্দস্থানকে
বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অত্যন্ত দূরে যায়
বলিয়া সর্পদা শ্রাবযুক্ত থাকে। সছিদ্র নলাদি নাড়ীর দ্বারা
প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে নাড়ীত্রণ কহে।

নাড়ীত্রণ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ
এবং শল্যজ।

বাতিক নাড়ীত্রণের লক্ষণ—বাতজন্ত নাড়ীত্রণ কর্ণশ, স্থল
ছিন্নবিশিষ্ট ও বেদনায়ুক্ত। রাত্রিকালে ইহা হইতে সফেন পুয়
অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। পিত্তজন্ত নাড়ীত্রণে
শিপাসা, জ্বর ও দাহ হয় এবং উহা হইতে দিবাভাগে অধিক
পরিমাণে পুয়শ্রাব হইয়া থাকে।

কফ জন্ত নাড়ীত্রণ গুরুবর্ণ ও পিচ্ছিল, ইহা হইতে অধিক
পরিমাণে পুরাদি নির্গত হয়। ইহা বেদনাহীন ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া
থাকে। রাত্রিকালে অধিক পুয় নির্গত হয়।

ত্রিদোষজ নাড়ীত্রণে উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের সমস্ত লক্ষণ
এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, বৃর্ছা ও মুখশোষ উৎপন্ন হয়। এই
ত্রয়ো কালরাত্রির জায় অতি ভয়ঙ্কর ও প্রাণনাশক।

শল্যজ নাড়ীত্রণের লক্ষণ—বিপথগামী শল্য ত্বক মাংসাদির
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃষ্টভাবে থাকিলে শীঘ্রই নাড়ীত্রণ উৎপাদন
করে, ইহাকে শল্যজ নাড়ীত্রণ বলে। ইহা হইতে সর্পদা
বেদনার সহিত মথিত রক্তমিশ্রিত অথচ সফেন উৎস্রাব হয়।

নাড়ীত্রণের অসাধ্য ও যন্ত্রসাধ্য লক্ষণ—ত্রিদোষজ নাড়ীত্রণ
অসাধ্য, অজ্ঞাত দোষজন্ত ও শল্যজ নাড়ীত্রণ যন্ত্রসাধ্য।

নাড়ীত্রণের চিকিৎসা।—বাতজ নাড়ীত্রণে প্রথমত উপনাহ
(পুলটিস্) প্রণালি করিয়া ত্রণস্থান কোমল হইলে সমস্ত নাড়ীকে
বিদারণ করিবে, পরে আগাজের ফল উত্তমরূপে শিথিয়া
সৈন্ধব সহযোগে ক্ষতস্থান পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং বৃহৎ
পঞ্চমূলীয় কাথদ্বারা ধৌত করিবে। পরে হিংস্রাণ্ডতৈল ব্যব-
হার করিলে ত্রণের শোথন, রোপণ ও পূরণ হয়। এই তৈল
প্রস্তুত প্রণালী—তৈল ১৪ সের, ককার্ধ জটামাংসী, হরিদ্রা,
কটুকী, বচ, গোভিজ্জা ও বিষমূল এই সকল মিলিত এক সের।
জল ১৬ সের। পরে যথাবিধানে পাক করিবে।

পিত্তজ নাড়ীত্রণে প্রথমে দুগ্ধ ও স্ততসংযুক্ত উৎকারিকা
দ্বারা পুলটিস্ দিতে হইবে। পরে ত্রণস্থানের কোমলতা
সম্পাদন করিয়া শস্তদ্বারা নালী ছেদন করিবে। অনন্তর
তিল, নাগকেশর, দস্তী ও মঞ্জিষ্ঠা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া
ক্ষতস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও
নিমের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। পরে শ্রামায়ত
এই ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠগত নাড়ীত্রণ নিবারিত
হয়। প্রস্তুত প্রণালী—স্বত ৪ সের ককার্ধ অনন্তমূল, তৈউড়ী,
ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুটজ এই সকল মিলিত এক সের।
গোধূত ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিলে এই শ্রামায়ত
প্রস্তুত হয়।

কফজ নাড়ীত্রণে প্রথমে কুলথ কলায়, ধ্বতসর্বপ, ছাতু ও
বিষদ্বারা উপনাহ (পুলটিস্) প্রণালি করিয়া ত্রণস্থান কোমল
হইলে তাহা শস্ত দ্বারা ছেদন করিয়া নিষ, তিল, চিতা,
দস্তী, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া
ত্রণস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং কলজ, নিষ, জাতী,
আকন্দ ও পীলু এই সকলের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।
পরে স্বর্জিকান্ততৈল ব্যবহার করিলে এই কফজ নাড়ীত্রণ
প্রশমিত হয়। ইহাতে সৈন্ধবাণ্ডতৈলও বিশেষ উপকারী।

স্বর্জিকান্ত তৈল—তৈল চারি সের। ককার্ধ স্বর্জিকাকার,
সৈন্ধব, দস্তী, চিতা, স্থলী, শৈবাল ও অপাঙ্গবীজ, এই সকল
মিলিত একসের। গোমূত্র ১৬ সের। পরে যথাবিধানে পাক
করিতে হইবে।

সৈন্ধবাণ্ডতৈল—তৈল ৪ সের। ককার্ধ সৈন্ধব, আকন্দ,

মরিচ, চিতা, তুঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল মিলিত এক সেয়। এই তৈল প্রয়োগ করিলে বাতজ ও কফজ নাড়ীত্ৰণ ও শীত প্রশমিত হয়।

শলাজ নাড়ীত্ৰণে—শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া শলা বহির্গত করিবে। পরে ত্ৰণস্থানের পুরাদি নিকশিত করিবে। নিষ ও তিল পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণে দ্রুত ও মধুসহযোগে ক্ষতস্থানকে বন্ধন করিবে।

শলাজ নাড়ীত্ৰণে—কুন্তিকাভ্যন্তর প্রয়োগ করিলে সত্ত্ব কল পাওয়া যায়।

সিজের আটা, আকন্দের আটা এবং দারুী দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্কশরীরগত নাড়ীত্ৰণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। সোদাল-পাতা, হরিদ্রা ও কালিয়ারকড়া এই সকলের চূর্ণ ৮ মালা, মধু ৪ তোলা এবং গোমূত্র ৮ তোলা, এই সকল একত্র পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ত্ৰণশোধিত হয় ও নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হইয়া থাকে।

মধু ও সৈন্ধবে বর্ত্তি করিয়া নাড়ীতে প্রবেশ করাইলে নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়। ভূই ত্ৰণে যে সকল তৈল উক্ত হইয়াছে, নাড়ীত্ৰণে সেই সকল তৈল ব্যবহার করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। জাতিগজ, আকন্দের মূল, শোনালাপুত্র, ডহরকরম্বার বীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধব, সোবর্জল, চিতা ও ববকার এই সকল দ্রব্য সিজের আটার শিবিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে শীত্ৰই নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়। শুকরের বিঠা পোড়াইয়া কালি করিতে হইবে, তাহার পর বহেড়া, আশ্রবীজ, বটাংবোহ, রেগুকা, শঙ্খিনীবীজ এবং তৈল উহার সহিত মিলিত করিয়া নাড়ীত্ৰণে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। মেবরোমের কালি ও লাউর কদম্বারা তৈলপাক করিয়া তুলার সহিত প্রয়োগ করিলে নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়।

কচুরের সরস এবং সিল্পুরের কক দ্বারা সার্বপতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে নাড়ীত্ৰণে উপকার হয়।

ভল্লাতাকাদ্যতৈল, সর্জিকাদ্যতৈল ও সপ্তাঙ্গগুগ্গলু নাড়ীত্ৰণে বিশেষ উপকারী। শরীরত্ৰণোক্ত সকল প্রকার শোথন ও রোগণাদি ক্রিয়াই নাড়ীত্ৰণে কর্তব্য।

কৃশ, হর্ষল ও ভয়শীল ব্যক্তির নাড়ী, এবং যক্ষ্মাপ্রিত নাড়ী ক্ষয়হৃত দ্বারা ছেদন করিবে। এরূপ স্থলে কদাচ শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না। এতদ্বাছাড়া শোথের গতি অনুসন্ধান করিয়া সূচিকার দ্বিগুণে ক্ষয় হৃত বোজন করিবে, পরে শোথের এক প্রান্ত-ভাগে প্রবেশ করাইয়া উন্নয়িত করিয়া অপর প্রান্তদ্বারা অনতিবিলম্বে বহির্গত করিবে। অনন্তর ঐ ক্ষয়হৃতের উত্তর প্রান্ত একত্র ও গাঢ়বন্ধন করিয়া রাখিবে, যদি উহাতে ছেদন

না হয়, তবে ক্ষয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া পুনর্বার ক্ষয়হৃত প্রবেশ করাইয়া উক্তরূপে বন্ধন করিবে। যে পর্যন্ত ছেদন না হয়, তাবৎকালই এইরূপ করা কর্তব্য। ত্ৰণ ক্ষয়হৃত হইলে ত্ৰণের চিকিৎসা করিতে হইবে।

(ভাবপ্র' চতুর্থ নাড়ীত্ৰণাধিঃ)

ভৈষজ্যরসাবলীতে নাড়ীত্ৰণাধিকারেও ইহার ঔষধ সকল লিখিত আছে।

নাড়ীশাক (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ শাকঃ। নাড়ীক, 'চলিত' পাটশাক।

নাড়ীশুদ্ধি (স্ত্রী) নাড়ীনাং শুদ্ধিঃ ৩৩৭। নাড়ীশোধন। ইচ্ছাযোগে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

নাড়ীশোধনতৈল (স্ত্রী) তৈলৌষধভেদঃ। (চক্রদত্ত)

নাড়ীশ্বরসঞ্চার (পুং) নাড়ীশ্বরে সঞ্চারঃ ৭৩৭। নাড়ীভেদে বায়ুর বহনরূপ গতিভেদ। স্বরোদয় ও গ্রহযামলে ইহার বিবরণ বিদ্যুত-রূপে লিখিত আছে। বায়ুভাগস্থিত জড়ানাড়ীতে অধিক শ্বাস নির্গত হইলে তাহাকে চন্দ্রোদয় এবং দক্ষিণদিকে পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহনে সূর্যোদয় পদবাচ্য হয় অর্থাৎ বায়ুদিকের নাসিকাতে অধিক শ্বাস নির্গত হইলে চন্দ্রোদয় এবং দক্ষিণদিকে শ্বাসোদয়কে সূর্যোদয় কহে। স্বরোদয়গ্রহে ইহা প্রসিদ্ধ। যাত্রাদি যে কোন শুভকার্য ও তাহার ফল নাসিকাতে জড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর গতি অনুসারে জানিতে পারা যায়।

যাত্রাকাল, বিবাহ সময় বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ ও অস্ত্র শুভ কর্তব্যে চন্দ্রশুভ। এই সকল সময়ে যদি বায়ুনাসাপুটে বায়ু অধিক বেগে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কার্যে শুভ হইয়া থাকে। বিগ্রহ, দ্রুত, যুদ্ধ, মান, ভোজন, মৈথুন, ব্যবহার, ভয়, ও ভজ এই সকল বিষয়ে সূর্য্যনাড়ী প্রশস্ত। এই সকল কার্যকালে দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু যদি অধিক বহিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্যে শুভ হইবে।

"যাত্রাকালে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারধারণে।

স্বকর্ণেণ সূর্য্যেণ প্রবেশে চ শশী শুভঃ ॥

বিগ্রহদ্রুতযুদ্ধেণ মানভোজনমৈথুনে।

ব্যবহারে ভয়ে ভজে ভায়ুনাড়ী প্রশস্ততে ॥" (ব্রহ্মবামল)

মোহন, শাস্তিকার্য্য, দিব্যোষধি, রসায়ন, বিজ্ঞানসত্ত্ব ও স্থিরকার্য্য-সকল চন্দ্রোদয়ে অর্থাৎ বায়ুনাসিকাতে অধিক শ্বাস বহিলে প্রশস্ত। যাত্রাকালে বহন যে নাসিকাতে অধিক বায়ু বহিবে, সেই পদ অগ্রে নিঃক্ষেপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। (ব্রহ্মবামল)

নাড়ীশ্নেহ (পুং) নাড়্যাশ্নেহঃ স্নেহো বস্ত্রঃ। ১ নাড়ীমাংসদান, অতি কৃশ। ২ শিবের স্বায়মাল তৈল।

নাড়ীহিহু (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ হিহুঃ। হিহুভেদঃ। হিহীতে

কলংপতি হিহু। পর্যায়—পলাশাক, জড়কা, রামঠা, বংশ-
পঞ্জী, শিগুহা জ্বীবা, হিহুনাড়িকা। (বৈদ্যকর) ইহার
গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতজন্য পীড়নামক; বিষ্ঠা, বিবন্ধ,
দোষ ও জ্বাৰাহরোগ-শান্তিকর। (রাকনি)

নাড়ু (দেশজ) লডুক, লাড়ু, গোলাকার সুমিষ্ট খাদ্য
ব্রব্যবিশেষ।

নাড়ুল (দেশজ) এক প্রকার পক্ষী।

নাগক (স্রী) অগতি শব্দটিতে ইতি অন ধূল ন-আগকম্।

১ মুদ্রাচিহ্নিত নিকাদি, মুদ্রা, মোহর।

“তুলাশাসনমানানান কৃষ্ণরূপকস্ত চ।

এতিষ্ঠ বাবহর্ভা যঃ স দাপো দণ্ডমুত্তমম্ ॥” বাজ ২।২৪০।

ন অগকঃ কুংসিতঃ সহস্রপেতি সমাসঃ। ২ কুংসিত তির।

নাগকপরীক্ষা (স্রী) ধাতুপরীক্ষা।

নাগকপরীক্ষী (পুং) ধাতুপরীক্ষক।

নাভগীর (পারসী) অপরিবর্তনীয়।

নাভদুবীর (পারসী) চঞ্চলচিত্ত।

নাভপুতা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সোলাপুর জেলার একটি
নগর। অক্ষাঃ ১৭° ৫৩' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭' ৩৬" পূঃ।

পত্নরপুরের ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিম ও সাতারার ৬৬ মাইল
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। পূণা হইতে সোলাপুর পর্যন্ত যে রাসপথ
আছে, এই নগর ঐ রাস্তার উপরে অবস্থান করিতেছে। কথিত
আছে, বাকলী-রাজের মন্ত্রী মালিক-জুন্নর ঐ নগরের স্থাপরিত।

নাভপুত [মহাবীর দেখ।]

নাভমায় (পারসী) অসম্পূর্ণ, আংশিক।

নাভরবিঅ (পারসী) অশিক্ষিত।

নাভালীম (পারসী) অশিক্ষিত।

নাভি (দেশজ) নগ্ন, পোজ ও দৌহিত্রকে নাভি কহে, পুত্র বা
কন্যার পুত্র। গ্রীলিঙ্গে নাভিনী।

নাভিদীর্ঘ (জি) ন অতি দীর্ঘঃ। অতি দীর্ঘ নহে।

নাভিশীতোষ্ণ (জি) শীতল উষ্ণক ন-অতি শীতোষ্ণঃ। অধিক
শীতলও নহে বা অধিক উষ্ণও নহে।

নাভোয়ান (পারসী) কমতাহীন, হরল।

নাভ্র (স্রী) নম-ভ্রুন্। বাহুলকাৎ অন্তলোপ আয়কঃ। ১ বিচিহ্ন।
২ প্রজ্ঞ। ৩ শিব।

নাথ, ১ উপতাপ। ২ আশীর্বাদ। ৩ প্রভুতা। উপতাপ অর্থে
পর আশীর্বাদ অর্থে আয়নে ভাদি, সক সেট। লট
নাথতি। লোট নাথতু। লিট ননাথ। লুৎ অনাথীৎ। আশী-
মর্থে আয়নেপদ হইবে সেই হলে ধাতুর এই রূপ হইবে। লট
নাথতে। লোট নাথতাস্। লিট ননাথে। লুৎ অনাথিষ্ট। হুৎ-

যোষ টীকার হুগাদাস লিখিতাছেন, কাহারও কাহারও মতে
এই ধাতু উত্তরপণী, কেবল বখন আশীর্বাদ অর্থ বুঝাইবে,
তখনই নিত্য আয়নেপদ হইবে।

গত হইবার কারণ থাকিলে বিকরে গত হইবে যথা—
প্রণাথতি, প্রনাথতি। (হুগাদাস) পানিনি মতে এই ধাতু
ণোপদেশ নহে। ধাতুগণে যে সকল ধাতু পকারাবি লিখিত
হইরাছে, সেই সকল ধাতুর নাম ণোপদেশ। এই জন্য কারণ
সঙ্গেও গত হইবে না। যথা—“প্রনাথতি, এই হলে ‘প্র’ এই
রকারের পর ‘নাথ’ ধাতুর নকার গত হইতে পারিত, কিন্তু
তাহা হইল না।

“সন্তইমিষ্টানি তক্ষিমেবং নাথতি কে নাম ন লোকনাথম্।”

(নৈবধ°)

নাথ (পুং) নাথতি ঈশরোত্তরতীতি নাথ ঐত্রে অহ। ঐত্মযুক্ত,
ঐত্ৰ। পর্যায়—অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃত্ত, অধিকৃ, পতি, ইন্দ্র,
স্বামী, আর্ধ্য, প্রভু, ভর্তা, ঈশ্বর, বিদ্ব, ঈশিতা, ইন, মায়ক।

(হেম°)

“স হি নাথো জনভাত্ত স গতিঃ স পরায়ণম্।” (রামা° ২।৩৮।১)

নাথ, উপাধিবিশেষ। ১ প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধবিশেষ। মৎস্তেন্দ্র-
নাথের অনেক ‘নাথ’ শিষ্য ছিল। ইহার মধ্যে নবনাথ বিশেষ
প্রসিদ্ধ। [বুগী দেখ।]

২ একজন কবি। ১৭০০ খৃঃ অব্দে ইনি কলকাতাশিখার
সভাসদ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে ‘নাথকবি’ ও ইনি
একই ব্যক্তি। [নাথকবি দেখ।]

৩ মাণিকচাঁদের একজন সভাসদ। ইনি ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে
জন্ম গ্রহণ করেন।

নাথকবি, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ব্রজভূমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার
পিতার নাম গোপালভাট। ইনি ‘রাগ’ নামক পুস্তক রচনা
করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার লিখিত ঋতু
সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অতি মনোহর।

নাথকাম (পুং) আশ্রয় অহসন্ধান করা।

নাথকুমার (পুং) একজন কবি।

নাথত্ব (স্রী) নাথ ভাবে ত্ব। প্রভুত্ব।

“লোকনাথে হিতে রামে নাথত্ব মরি কীদৃশম্।” (রামা° ২।৪১।২)

নাথবৎ (জি) নাথো বিঘাতে হন্ত নাথ মকুপ্ হন্ত ব। নাথবৃদ্ধ,
প্রভুবিশিষ্ট, পরাধীন।

“নাথবান্ধ তনয়শেকো বজ্রভাবিরতো ভবেৎ।” (রামা° ১।৩২।১২)

দ্বিরাং গীপু। নাথবতী।

“ভভাং গীকং বসানারং নাথবতামনাথবৎ।

প্রভুকোশ জনঃ সর্কো বিহু স্বাং দশমবধিতি ॥” (রামা° ২।৩৮।১)

স্বাধিকার, নেপালের অন্তর্গত একটা অঞ্চল। প্রায় সময়ে এই
স্থানে কান্দারী উপস্থিত হয়। তত্ত্ব অধিবাসিনী জন
বিশদ হইতে মুক্তির নিমিত্ত বৈদ্যনাথ ইন্দ্র ও অন্যান্য কৈবর্ত
আত্মাশ্রয় করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অব-
শেষে বুদ্ধের শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে দ্বারীভর
হইতে মুক্ত করেন।

নাথজি, বহুক্ষেণে-হুগীদেব উগাখি । [যুগী দেখ ।]

নাথদ্বার, উদয়পুরের একটি নগর। 'নাথদ্বার' শব্দের অর্থ 'নাথের' (ঈশ্বরের) দ্বার। এই স্থানে একটি বৃক্ষাবৃত্তি আছে বলিয়াই উহা 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত। এই নগরটি উদয়পুর হইতে ১১ কোশ উত্তরপূর্বকোণে বঙ্গা নদীর তটস্থিত।

মথুরা জেলার হিন্দুদিগের অনেকগুলি কৃকমূর্তি আছে।
তদুপাধে রাখাধায়ে 'ঐনখ' অথবা 'নখখি'র মণির সর্গাধাধা।
ঐনখ। ইহা ব্যাভিভ কান্না মাতাধা বিখ্যাভ বিগ্রহাধা।

বর্ষক অগ্নিদেব মধুরার সমস্ত স্বাক্ষরিত্বী আসে করিতে বনস্থ করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ১৬৭১ খৃঃ অব্দে এই প্রসিদ্ধ স্বাক্ষরিত্বী লইয়া উদয়পুর হইতে অহুমতি পাইয়া ছিলেন। রাজসিংহ অত্যন্ত জীকণ্ঠস্বরের সহিত রমোপরি স্বাক্ষরিত্বী স্থাপনপূর্বক উদয়পুরে লইয়া বহিতেছিলেন। সিন্ধার নামক স্থানে আসিয়া রথক্ষেপ্ত হইতিকা মধ্যে বসিয়া গেল। উদয়পুরের জৈনক জমিদার বাসিনের, 'ঐক্লব এই স্থানেই অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছেন।' উল্লসারের তথায় একটা হ্রদয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া 'নাথজীকে' তথায় স্থাপিত করা হইল। এই স্থানই 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত হয়। নাথদ্বারের বিকটবর্তী স্থানের মধ্যে কোনরূপ প্রাণিহত্যা কিংবা কদেবী আবদ্ধ করিবার প্রথা নাই। নানাশ্রেণী হইতে হিন্দুখ্রিষ্টান, বিশেষতঃ বরভাটাস্বায়ের সন্তানসকলকে বৈকল্যগণ এই জীর্ণ পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকে।

নাথনগর, ভাগলপুরের অন্তর্গত একটি বাঁধ।

নাথবল্লভ, জনৈক সংস্কৃত ভাষাভাষী পণ্ডিত। ইহার রচিত গ্রন্থ
'শিশ্যচরিতবৃত্তান্ত'।

माथविन (जि) आश्रमात् ।

১০০০ (খ) যে শুদ্ধি আদেশ দেয় বা বাতিল আদেশ দিবার
 ক্ষমতা রাখে।

नाथहरि (१२) नाथ हरति हानां हानाद्वात्-कति नाथ-ह-ईन्
 (हरते कतिनाथयोः पथो । पा ३।२।२६) पथः । (निनाथयोः)

নাধিন (বি) প্রস্তুত। যাঁহকে আলম বিবাহ দোকি বাহে।

नादेशक, एयबल कवि । गुरुकुल 'गंगावली' ईशान प्रकाश ।

नाम (पू.) नमः-शिवः काव्यः पञ्च। २-पञ्च। ३-नमः शिवाय-

কাৰ্য্য অতিবাহতিবর্ণনোঃ । ইহা অল্পবায়বো মত উচ্চারিত
কৰে। শৰ্কৰা, কঁচো, কঁচাভোজ, কলাপাতি, নারসিং, অল্পকাৰ্য্য,
চুৰিয়ে, বিবাহকালো ও পাত্ৰ । (বীজবৰ্ণনা) ।

• ‘ব্রহ্মব্যঙ্গ’-সংক্রিয়

*महामातृकविद्याः सकलाः परमेश्वराः ।

आशीर्वाङ्मन्त्रोनामसुआरिन्दुसमुच्चयः ॥

মানোবিশুদ্ধ বীজৰ প্ৰতিবিধা : ১

शिवमानां प्रसिद्धिवाक्यं प्रारब्धम् ।

সন্ন্যাস প্রভিন্সসমূহ : কলকাতা প্রভিন্স হইতে শ্রীমদ্ভট (জাগবত)
পরমেশ্বরের সচিবালয়স্থ পিত্তর হইতে শক্তি, তাল হইতে
নার, এক এই নাম হইতে বিষ্ণু উপাস্য হয় । বিষ্ণুই প্রণব,
এবং ইহাকেই বীজ কহে ।

অন্যদারকোত্তরের দ্বিতীয় শব্দকে এইরূপ নিখিত আছে—

“নাভেরূপে যদি হানাহাকতঃ প্রাপসককঃ ।

नमस्ति ब्रह्मरूपेते देवे नानः प्रकीर्तितः ॥”

(अलङ्कारकोश २४वक)

ନାତିକୋଳର ଡିକ୍ କାନ୍ଥହାନ ହେତେ ଏକ ବକ୍ତାବେ ଯୋଗସଂଲକ
କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ କର, ଏହି ଧରକେ ନାମ କର ।

সঙ্গীতশাস্ত্রের নিষিদ্ধ আছে,—অকাঙ্ক্ষিত অগ্নি
হইতে বন্ধ, এই বন্ধ নাতির উল্লেখে সম্যকরূপ উচ্চাৰ্যমান
হইয়া যুগে বন্ধ পদিকুল হই, তাহাকে বান্ধ কহে। এই বান্ধ
প্রাণিক, অপ্রাণিক ও উভয়সত্ত্ব, এই তিন প্রকার। বাহা
সেবাদি হইতে উৎপন্ন তাহা প্রাণিক, বীণাদি হইতে যে
বান্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা অপ্রাণিক। বাহা বংশাদি হইতে
উৎপন্ন তাহাকে উভয়সত্ত্ব কহে।

“আকাশানিমগ্নকাতোনাভেরকঃ সমুত্তরন।

युक्तेति वाङ्मयान्ति कः म नान ईतीति ।

স চ আগ্নিতবোঃ আগ্নিতকশোভনভবঃ ॥" (মহীতমামো°)

ব্রাহ্মকে বোঝাক উক্ত-আছে, বাহন ব্রহ্মপ্রতিপদবাচক, তাহার
 ব্রহ্মা যোগে অন্তর্ভুক্ত, এই প্রমাণ হইতে বহিঃকৃত উপপত্তি হইয়াছে,
 বহি ও বাহনতঃ সংযোগে নাম-উৎপত্তি হয়। এই নাম-ব্যবহৃত
 পীত, স্বর ও রাগাদি-কিছুই হয় না। এইজন্য অথবা রাগাভ্যাক,
 অতএব নাম-কিছু কাল-ও-কিছু-কিছুই হয় না, একজাত্য নামই
 পরজ্যোতি, এবং হরি স্বয়ং মাদকপী।

“বাসন্ত্যঃ প্রবৰ্ণঃ হৃদিতঃ প্রবীৰ্ণিতঃ যো সত্যঃ।

ভাষ্যে কথিতঃ প্রাণঃ আশাঃ সিন্ধুদেবঃ ।

बहिर्वाहकनामसंगीतः गङ्गाधरः

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

६. मांसाहारी विलासितावादी व्यवहार :—

কোনো বিনা জ্ঞান ন মানে বিনা শিবা ।

নানরূপ পদ্য জ্যোতির্নামকী পদ্য হস্তিঃ ॥ (সঙ্গীতমোঃ)

নাম সঙ্গীতের আশ্রয়। সঙ্গীতদর্শনে ইহার বিবরণ এইরূপ স্থিতি আছে,—গীত, নৃত্য ও বাক্য নামাকারক। নাম-দ্বারা বর্ণ সকল পরিষ্কৃত হয়, বর্ণ হইতে পদ এবং পদ হইতে বাক্য হয়, এই বাক্য সকলই ব্যবহার হইয়া থাকে। এইপ্রকারে জগৎ নামাকারক। এই নাম দুই প্রকার, আহত ও অনাহত। ইহার মধ্যে অনাহত নাম সুনিগম উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহা গুরুশ্রুতি মাত্রেই মুক্তিপ্রদ হয়। আহত নাম ক্রতি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নাম ধর্মার্থকামমোক্শের একমাত্র সাধন। সরস্বতীর অমৃতগ্রন্থে কবল ও অমৃতের নামক নাগবর নামবিদ্যা লাভ করিয়া মহাদেবের কুণ্ডলস্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুত্র, শিশু ও যুগপ্রভৃতি সকলেই নাম দ্বারা পরিতোষ লাভ করে। নাম বাহ্যিক বাধ্য করিতে কেহই সমর্থ নহে।

সঙ্গীতদর্শনে স্থিতি আছে, নানরূপ সমুদ্রের পরপার সরস্বতী অবগত নহেন। এইজন্য অদ্যাপি সরস্বতী বজ্রনভয়ে বক্ষ্যম্বলে ভূমী ধারণ করেন।

“নানাকৈল্য পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।

অদ্যাপি বজ্রনভয়াত্ত্বং বহতি বকসি ॥” (সঙ্গীতমঃ)

নামোৎপত্তিপ্রকার।—আত্মা কর্তৃক প্রেরিত চিত্ত দেহস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে, পরে সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রন্থস্থিত প্রাণকে প্রেরণ করে, সেই প্রাণ অগ্নিপ্রেরিত হইয়া ক্রমে উরুগর্ভে বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি সূক্ষ্ম, ক্রমে সূক্ষ্ম, গলদেশে পুষ্ট, শীর্ষদেশে অপুষ্ট এবং বদনে কৃত্রিম এই পঞ্চপ্রকার নাম উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম এই পাঁচপ্রকার নাম। আরও কথিত আছে, নকারের নাম প্রাণ এবং নকারকে অগ্নি কহে, প্রাণ ও অগ্নি সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম নাম।

“আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহির্নাহতি দেহজম্।

ব্রহ্মগ্রন্থস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ ॥

পাবকপ্রেরিতঃ সোমঃ ক্রমাদূর্ণগর্ভে চরন্।

অতিসূক্ষ্মধ্বনিং নাভৌ ভবি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ ॥

পুষ্টঃ শীর্ষদেশপুষ্টক কৃত্রিমং বদনে তথা ॥

আবির্ভবরতীভোবং পঞ্চমা কীর্ত্যতে বৃথৈঃ ॥

নকারঃ প্রাণমাদানং নকারমলং বিদ্যে ॥

জ্ঞাতঃ প্রাণারিসংযোগাক্তেন নামোৎপত্তিরূপে ॥” (সঙ্গীতমঃ)

এই নাম বোসিসংবেদ্য, ইহার বিবরণ হঠবোধীপিকার চর্চ অধ্যায়ে বিহৃতরূপে লিখিত আছে। এই নাম অজ্ঞান করিয়া ভেদী হুৎলাভ করিয়া থাকে। যে সকল হুৎলাভিগ্না কল্পবোধে

অশক্ত, তাহারা এই-মাত্রেণামনা করিবে, গোপকনাম এইরূপ উপদেশ বিরাজেন।

“অশক্যত্ববোধনামা নৃদানামপি পদমতম্।

প্রোক্তং গোপকনামেন নামোপাসনমুচ্যতে ॥”

(হঠযোগসী° ৪।৬৫)

ঐশ্বার্য্যিনামা সখ্যাকোটী সরপ্রকার নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই নামোপাসনা একটি প্রধানতম।

বাহারা নামোপাসনা করিবেন, তাহারা প্রথম দুষ্কৃত্যসনে দ্বিত হইয়া শান্তবীজ্ঞা অবলম্বন করিবেন এবং এই সময় একটি হইয়া অভ্যাস নাম দক্ষিণ কর্ণে শুনিবেন। এই সময় অরণ্যপুট, নরমমূল, জ্ঞান ও যুদ্ধের বিরোধ করিবেন। প্রথমতঃ বোগের চারিটা অবস্থা, যথা আরভ, বট, পরিচর ও নিশ্চিতি। ইহার প্রথমাবস্থার বেহে কোনরূপ আঘাত না হইলেও বিচিৎ্র ধ্বনি শ্রুত হয়, ইহাতে আনন্দ অকৃত্ত হয়।

যখন নাম প্রথম অভ্যাস করায় হ্রস্ব, তখন নামবিধ বহান নাম সকল শ্রুত হয়, ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে হ্রস্বতম হয়। প্রথমে সমুদ্র গর্জন বা বেব ধ্বনি, তেরী, ধবনি প্রভৃতির শব্দের জ্ঞান, মধ্যমমত্রে বর্দল, শব্দ, বটল বা কাঁহলা ধ্বনিবৎ শব্দ, শেষ সময়ে কিচিণী, কশ, বীণা ও জ্বরকনিবৎ নাম শ্রুত হয়। এই প্রকার নামবিধ ধ্বনির মধ্যে কাঁহাতে চিত্তনিশেষ আকর্ষিত হয়, সেই নাম লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির করিবে। চিত্ত নানাসক্ত হইলে আর বিষয়মত্রে বিমোহিত হয় না। হ্রতরায় অচিরকাল মধ্যেই চিত্ত স্থির হয়। তখন চিত্ত একাগ্র হইয়া নামের অঙ্গনস্থান করিতে থাকে। নামে চিত্ত প্রবর্তিত হয় এবং পরে নামই লীন হয়।

ধ্বনির অন্তর্গত জ্ঞান, এবং জ্ঞানের অন্তর্গত ধ্বনি, ক্রমে যখন বিহীন পরমপদে লীন হয়, তখন সেই নিঃশব্দই পরব্রহ্ম। এইরূপ অবস্থা হইলে, এই বোগের চরমাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সর্বদা এইরূপ নামকল্পনাদ্বারা পাশলমূহ নীল হয়, চিত্ত ও প্রাণ নিরঞ্জনে লীন হয়। তখন শব্দ ও হ্রস্বতি প্রভৃতির কিছুই শব্দ শোনা যায় না। চিত্ত সকল বিদূরিত হয়, সকল অবস্থার তিরোধান হয়, কেহকারের জ্ঞান, বোদ্ধা যুগল অবস্থান করিতে থাকে, এইরূপ অবস্থা হইলে মুক্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

(হঠযোগসী° ৪ অ°)

৪ অনামকাত সুনিবিশেষঃ। ইনি জীবর সুনির পুত্র। ইনি ভাবতত্ত্ব ও বোগরহত নামে দুই ধানি এই প্রদান করেন। দক্ষিণাত ইহার জন্মস্থান।

৫ হঠযোগসী° (নিমন্তু) ৬ নামকৃতিকারক কর্ণমুদ্রাসংযোগ-বিভাগ। “নামকৃতিকার” (সৈমিনী ৩।১।১১)

নামজ (জি) নামাং জায়তে জন-ড। নাম হইতে বাহা করে।
নামতা (জি) নামত ভাষা নাম-তল-টাশু। শব্দ, শব্দে, তল-
নামনখাট, বর্জান জেলার কালনা মহকুমা একটা গ্রাম।
বাণিজ্য নিষিদ্ধ খাত।

নামপুরাণ (জি) উপপুরাণ ভেদ।

নামমুদ্রা (জি) মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল মুদ্রিত
করিয়া অঙ্গুলি কেবল উর্দ্ধদিকে করিলে নামমুদ্রা হয়।

“মুষ্টিরাজ্যভাঙ্গা দক্ষিণ নামমুদ্রিকাঃ” (তন্ত্রাং)

নামবৎ (জি) নামো বাহ্যব্রহ্মভেদ উচ্চারণে লক্ষ্যতরাং তত্ত্ব নাম-
বত্প মত ব। নামরূপ বাহ্যব্রহ্মভাষ্য বর্ণভব দ্বিতীয় বর্ণাধি।

“বোধবতো নামবতো মহাপ্রাণত” (সিদ্ধান্তকো)

২ শব্দযুক্ত।

নামবিন্দু পনিষদ্ (জি) আখ্যর্ষণ উপনিষদে।

নামভূম, ভোররাছোর কোকল বিভাগের অন্তর্গত একটা গ্রাম।

অক্ষা° ১৮° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ২১' পূঃ। এখানে পর্বতো-
পরি কতিপয় স্বভাব ও কৃত্রিম কূপ আছে। ইহার একটা

কূপের সেতুগালের উপর পাণিতাব্যয় দুই দুই মিলালিপি আছে।

নাদি, নাদি আলি মৈদনী, লাহারীরের একজন সৈন্যবল। ইনি
১০২৬ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নামিক (পু) দেশভেদ।

নামিগ, না-হী অর্থাৎ এক শ্রেণীর নাপিত। বোম্বাই প্রদেশে
সর্বত্রই নামিগশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চারিটা
সম্প্রদায় আছে—লিঙ্গায়ত, মরাঠা, রাজপুত ও লক্ষন।

ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাষা, গোবাক, পরিচ্ছদ
রীতিনীতি এবং ধর্ম পরস্পর পৃথক পৃথক। ইহাদের প্রধান
উপস্রবিকা কোরকার্য। কিন্তু অনেক আবার কৃষিকার্যও
করিয়া থাকে।

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ বিজাপুর জকলে বাস।
তাহাদের মতে, হরপদম্পন্ন তাহাদের পূর্বপুরুষ। বাসবেশ্বর
তাহার সন্তানদিগকে কোর করিবার জন্য হরপদম্পন্নকে নির্দেশ
করেন। ইহারা প্রথমে লিঙ্গায়ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোর
করিত না। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম প্রতিপালিত হয় না।

ইহাদের প্রধান উপাশ মেঘতা মলিকার্জুন, বাসবর ইত্যাদি।
ইহাদের পুরোহিতদিগকে জন্ম বলা হয়। ইহারা শিবরাত্রি,
জাগপঞ্চমী প্রভৃতি হিবর্ণর পালন করিয়া থাকে।

নামিগর, নামিগাভাবানী এক শ্রেণীর নাপিত। ধারবার জেলার
সর্বত্রই ইহাদের বাস। মরাঠা, লিঙ্গায়ত, মুসলমান ও
ভারতবর্ষের কতিপয় পরগণায় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের
মধ্যে লিঙ্গায়ত শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক।

নামিন (বিজি) নম-শিনি। ১ শব্দকারী, নামকারী। ২ কাছের
খিরিতে উৎপন্ন নামিগর স্তম্ভ মূণ মধ্যে স্তম্ভ মূণ।

ইহার বিবর হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

বিধামিজের পুত্র গর্গের নিকট বাগমুঠ, জ্ঞান, হিংস,
শিত্ত, কবি, বন্দ্য ও শিত্তবতী এই সাতটা শিষ্য অধ্যয়ন করিত।
ইহারা প্রতিদিন এক সময়ে হৃদবতী কশিলাকে চরাইবার জন্য
বনে গিয়া বাইত। একদা ইহারা পথিমধ্যে কুম্ভার হইয়া বালা-
বস্ত্র হ্রস্ব উপস্থিত হইলে গুরু গাভী হনন করিতে প্রবৃত্ত
হইল। তখন ইহাদের মধ্যে কবি ও বন্দ্য নামে দুই ভাই এই
অকার্য হইতে প্রতিবিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু
ইহাতে তাহারা কর্ণপাত না করিয়া শিত্তব্রাহ্ম করিবার উদ্দেশে
তাহাকে যজ্ঞপুত করিয়া হনন করিয়া ক্ষুণ্ণিত করিল। পরে
গুরু নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, আপনার গাভী
শাফুলে তক্ষণ করিয়াছে। গুরু সরলচিত্তে শিষ্যের কথার
বিবাস করিলেন। ইহারা এই পাশে অকালে কালগ্রাসে
পতিত হইল। পরে কালজর পর্তে ইহারা ৭ জন যুগরূপ
ধারণ করিয়া জন্ম করে। ইহারা নামিগর। [ইহাদের বিশেষ
বিবরণ হরিবংশ ২১/২২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।] (জি) ৩ নামযুক্ত।

নামিরশাহ, পারস্যদেশের অন্তর্গত খোরাসান নামক স্থানে
নামিরশাহ ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার আদি
নাম নামিরকুলিখা। কেহ কেহ তাহাকে তহমস্পকুলি খাঁ
(পারস্যের অধিতীয় বোকা) বলিত। মিরজা-মহী-রচিত
নামিরের জীবন চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তুর্কদেশে
হইতে শাহ ইসমাইল সফির রাজত্বকালে, সাতটা জাতি খোরা-
সানে বাইরা বাস করে। তন্মধ্যে ‘অওসর’ একটা। ‘অওসর’
শব্দের অর্থ ‘বে একত্র করিয়া রাখে’। নামির এই অওসরের
করকাণী শাখা হইতে উদ্ভূত। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শৌখ
ও বীর্য বর্ণন করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ‘অওসর’
শব্দটা সার্থক করিয়াছিলেন।

তাঁহার বালাজীবনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বুঝা যায়, তিনি
পরিপাশে অসাধারণ কীর্তিকলা উড়াইয়া জগতের যাবতীয়
লোককে চমৎকৃত করিবেন।

নামিরকুলি সামান্য একজন মেধাশালকের সন্তান।
নেপোলিয়ান বেরন সামান্য হরিজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া
বিশাল করানীরাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন
ইনিও মেধাশালকের গৃহে জন্মিয়া পায়ত, আকস্মিকভাবে প্রভুত্ব
সিংহাসনে অধিকার করিয়াছিলেন। সন্তের বৎসর বয়স্ক সময়ে
উল্লেখ্য নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে কাম্বাৎ করিয়া রাখেন।
চারি বৎসরকাল অতি কষ্টে পুষ্টিবান অবস্থায় অধিষ্ঠিত করিয়া,

হুচতুর বীরবর নাদির কোশলক্রমে তথা হইতে পলায়ন করেন। অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া খোয়াসানরাজের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে নাদির বিশেষ রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া তাতারদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু খোয়াসানরাজ তাহার শুশ্রূষার মর্ম বুঝিলেন না, তিনি তাঁহাকে বখোচিত পুরস্কার দিলেন না। অশাশ্বত পুরস্কার না পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে অস্ত্রভাবের উদয় হইল। অধীনতা আর ভাল লাগিল না।



নাদিরশাহ।

বীরপুরুষের হৃদয়ে স্বাধীনতালিপ্সা উদ্ভিত হইল। তিনি পিতার কএকটি মেঘ বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিলেন এবং কএকজন অসম সাহসিক লোক সংগ্রহ করিলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি দল্লতাবাদি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অম্মান ৬০০০ হরহাজার অহুচর তাঁহার দলভুক্ত হইল। তাহাদের প্রাণের মমতা নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, দয়া ধর্ম

কাহাকে বলে তাহা জানিত না। নিরাশ্রয় নিরুপায় যাকীদিগের অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া নাদির সমলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে পারস্তরাজ হোসেন শাহ খিলজীরাজ মাদুদেয় হাতে খোয়াসান অর্পণ করেন। ঐ সময়ে ইম্পাহানও তাঁহার হস্তগত হয়। কিন্তু হোসেনের পুত্র ২য় শাহ তুহস্প ইম্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া কাশ্মিরান হ্রদের তীরস্থ বিকৃত

হানে কালাভিলাস করিতেছিলেন। সম্রাটপুত্র নাদিরশাহের পররাণ হইলেন। নাদির বিপুল বিক্রমে সহিত শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে খোরাসান উদ্ধার করিলেন এবং ১৭৩০ খৃঃ অব্দে ইস্পাহান নগরে তহমম্পকে পারস্ত-সিংহাসনে বসাইলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক খিলজীর ও শাহুদখীর পুত্র আশ্রকের প্রাণসংহার করিয়া নাদির তুর্ক-অভিযুগে বাজা করিলেন। তুর্কদের নিকট হইতে তাত্ত্বিক পুনরধিকার করিলেন এবং আবদালিদের বিজোহ নক্ষ করিয়া লইলেন। সমস্ত আবদালিই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। ইহার কিছুকাল পরে, তিনি স্ত্রীমত গ্রহণ করেন এবং আবদালিরা নাদিরের বিশেষ অহুগত অহুচর হইল।

নাদিরকুলি আফগানস্তান হইতে কিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তহমম্প শাহ তুর্কদিগের সহিত একটা সন্ধি করিয়াছেন। তহমম্পর এই রাজকীর ক্রমতা তাঁহার চক্ষে সঙ্ঘ হইল না। তিনি ঐ সূত্রে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং ১৭৩২ খৃঃ অব্দে হুমায়ুন বরখা করিয়া পুত্রসন্তানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে ‘শাহ’ অর্থাৎ ‘রাজা’ উপাধি দিয়া পুত্রকে ৩য় অক্বাস নামে অভিহিত করিলেন। এই সর্বসাধারণের বাহিত গৌরবস্বর্গী উপাধি লাভ করিবার পূর্বে তাঁহাকে তুর্কী ও রুমদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহার পারস্তের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত গ্রহণানন্তর তুর্কদিগের সহিত (১৭৩৬ খৃঃ অব্দে) সন্ধি স্থাপন করেন। ঐ বর্ষে তাঁহার শিশু সন্তানের প্রাণ বিরোগ হয়। অনন্তর নাদিরের মনে কিরূপ আশার স্ফূর্তি হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তিনি আন্তরিক ভাব সযত্নে গোপন করিয়া বাহিরে রাজা উপাধি-গ্রহণের অনিচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে ‘শাহ’ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কথিত আছে, মোঘানের সমতলক্ষেত্রে সমুদ্র রাজকর্ণচারী ও লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি প্রথমে কিছুতেই তাহাদের এই প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। অনন্তর লম্বা পারস্তদেশ ভ্রমিয়া তাঁহার অবলম্বিত স্ত্রীমত প্রচলিত হইবে, সকলে একপ অস্বীকার করায় তিনি রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটা ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে বেলা ৮-২০ মিনিটের সময় সংঘটিত হয়।

এইরূপে উজ্জ্বলসাগর অভিযাত্রা করিয়া নাদিরশাহ

উজ্জ্বলসাগর হানে পৌঁছিলেন। এখন যুদ্ধ ব্যতীত এরূপ উজ্জ্বলসাগর করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, যেন যেন এইরূপ বিচার করিয়া তিনি যত্নবল সংগ্রহপূর্বক সিংহাসনে বহির্গত হইলেন। প্রথমতই কান্দাহার তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। অস্বীকৃতিসহ সৈন্ত লইয়া নাদির লাহ কান্দাহার অবরোধ করিলেন। এই সময়ে আবদালিরা তাঁহার বখালাধ্য সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু কান্দাহার জয় করা সহজ ব্যাপার নহে। এ সমস্ত সুবিধা স্বতঃই তাঁহাকে এক বৎসর কাল অবরোধ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং অনেকবার তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন। অবশেষে নগরবাসীরা অবসর হইয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে আরম্ভ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যস্থিত বহুসংখ্যক লোককে আপন সৈনিকবিতাগে নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহ যখন আফগানদিগের সহিত এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন তিনি ভারতের অধীশ্বর মহম্মদ শাহের নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করেন। “পলাতক আফগানেরা ভারতবর্ষে আশ্রয় না পায়” এই বাক্য দূত দিল্লীশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করিল। পারস্তরাজের প্রার্থনা দিল্লীশ্বর গ্রাহ্য করিলেন না। এমন কি তাঁহার একজন দূত পথিমধ্যে আফগানকর্তৃক নিহত হইল। একপ গতি ব্যবহার-দর্শনে নাদিরের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পলায়নপর আফগানদিগকে তাড়াইয়া গজনী ও কাবুল অধিকার করিয়া (১৭৩৮ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ে ভারতের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়া ছিল। মোগল-সম্রাটের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত মহারাষ্ট্রগণের আধিপত্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহম্মদ শাহ রাজকাব্যপরাধু ও বাসনাগত ছিলেন। নাদির শাহের আগমন-আশঙ্কা কণ-কালের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে সন্মুদিত হয় নাই। এদিকে নাদির শাহ পথিমধ্যে একদল মাত্র সামান্য সেনা পরাভূত করিয়া নির্ধিরে সিদ্ধমুখ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথায় নৌকার সেতু করিয়া নদীপার হইয়া পঞ্জাবের মধ্যদেশ দিয়া দিল্লী হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত করিলেন।

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে কর্ণালে ভারতসৈন্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সহস্র মোগলসৈন্ত সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইল। প্রধান সেনাপতি বানু-ই-গওয়ান নিহত হইলেন এবং অমোঘ্য রাজপ্রতিনিধি পারস্তরাজ কর্তৃক কারাবদ্ধ হইলেন।

মহম্মদ শাহ দেখিলেন যে, নাদির শাহের সহিত যুদ্ধে অসমর্থতার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রথমে অধীনতা স্বীকার-পূর্বক আসক-তাহাকে পারস্তরাজ্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর পারিষদগণ সঙ্গে করিয়া স্বয়ং নাদিরশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অবস্থিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সৈন্তগণকে নগরে শাস্তিরক্ষা ও প্রভাগগণকে রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে জনরব উঠিল যে নাদিরশাহের মৃত্যু হইয়াছে। এই খবরা জনরবে বিশ্বাস করিয়া অবিবেচক ব্যক্তিরা পারস্ত-সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিল এবং প্রায় সাত শত সৈন্যকে বন্ধ্যায়ে প্রেরণ করিল।

নাদির শাহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিজ্রোহ দমনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার উপর অনবরত শিলাবৃষ্টি ও তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটা গুলিবর্ষণ করা হয়, সোভাগ্যক্রমে উক্ত গুলি বাদশাহের গায়ে না লাগিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত জনৈক গুম-রাজার শরীরে বিদ্ধ হয়। এই ঘটনায় তাঁহার নির্বাপিত ক্রোধান্বিত পুনরায় প্রজ্বলিত হইল। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। আদেশ হইল যে, “সকলকে নিহত কর।” তাঁহার আদেশানুসারে শোণিতপ্রিয় নিষ্ঠুর সৈন্যগণ আবাল-বৃদ্ধবিনতা নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করিতে লাগিল।

সৈন্তদিগের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিতেছিল। লুণ্ঠন-লিপ্সা ও পাশববৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়াছিল। তাহারা নগরে অগ্নিপ্রদানপূর্বক অসহায় নগরবাসীদিগকে অগ্নান-চিত্তে শাণিত তরবারিমুখে নিপাতিত করিতে লাগিল। নাদির-নামার দেখা যায় যে, ৩০০০০ লোক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১২০০০০এর অনধিক লোক এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই বৃশস ব্যাপার চলিয়াছিল।

নাদির শাহ এইরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করিয়া একাকী একটা সামান্ত মসজিদে বসিয়া রহিলেন। একরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে বার এমন সাহস কার? কিন্তু মহম্মদ শাহ অকুতোভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, “আমার অধিকৃতদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।” নাদিরশাহ তাঁহার প্রার্থনামুত্তর করিয়া হত্যাকাণ্ড নিবারণের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা মাত্র সেই অশিক্ষিত সৈন্তগণ নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত হইল। নাদির শাহ অনন্তর রাজকোষস্থ ধনসম্বল ও মদ্যরাস

গ্রহণ করিলেন ও সাধারণের নিকট হইতে মৃত্যুভয় দেখাইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ হইতে ৮১০ কোটি টাকা গ্রহণ করেন। ইহা বাতীত অনেক স্বর্ণমুদ্রা, রূপার বাসন, বণিমুক্তা, হস্তী, অশ্ব এবং কারুকার্যপটু লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলেন যে, সিন্ধুনের পশ্চিম পাশ নাদির শাহের দখলে থাকিবে। এইরূপ নাদির তৈমুর বংশের একটা কন্ডার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া মহম্মদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন ও বহুদেউতাহাকে রক্তালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজ-মুকুট অর্পণ করিলেন। স্বর্গদেবীর নাদির জাটায় দিন দিল্লীতে বাপন করিয়া প্রত্যাগমনকালে মহম্মদশাহকে রাজনীতিবিষয়ক নানাপ্রকার উপদেশপ্রদানপূর্বক পারস্তরাজ্যে গমন করেন।

ভারতবর্ষ হইতে কিরীরা আসিলে পারস্তদেশীর প্রজারা বিপুল হর্ষ প্রকাশ করে। তাহাদের আশা নিফল হয় নাই। নাদির তিন বৎসরের জন্ত তাহাদের কর রহিত করিলেন। ইহার পর নাদির খিবা, বোখরা ও খারিজম রাজ্য দখল করেন। পাঁচবৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চ রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন।*

তিনি আফগানদিগের হস্ত হইতে কেবল পারস্ত দেশমুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। উত্তরে অক্সস নদী ও পূর্বে সিঙ্ঘনদ পর্য্যন্ত তিনি পারস্তরাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তুর্ক-দিগের প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনবার তিনি তাহাদিগকে দমন-করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাহারা তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর নিকট থাকিতে না পারে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্যই অল্প কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে লেজ্জি তাতারগণ নাদিরের ত্রাতা ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়াছিল, নাদির তাহারই প্রতিহিংসার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নাদিরশাহ পারসিকদিগকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহার ঘোষ্ঠপুত্র রেজাকুলির প্রতি অধিকতর সন্দেহান ছিলেন। কথিত আছে, এক-দিন নাদিরশাহ অরণ্য মধ্যে শীকার করিতেছেন, এমন সময়ে জঙ্গলের অন্তরাল হইতে একটা গুলি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয়। অবশ্যই কোন গুপ্তচর এই কার্য্য করিয়া-ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্রকে সোধী স্থির করিয়া তাঁহার নয়ন উৎপাটিত করেন। সত্যাসত্য রেজাকুলির নিমিত্ত যথেষ্ট অগ্নয়বিনয়পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ঔদ্ধত্য ও পক্ষ্য ব্যবহার পূর্বকপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। নগর

* আফগানের হই রাজা আসরাক ও হোসেন, বোখরার রাজা আবুল করিম, খারিজমের রাজা এলবর্ঘ এবং দিল্লীর বাবশাহ মহম্মদ।

মধ্যে নরমুণ্ড তুপাকারে স্থাপিত হইল। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। উৎপাটিত নরনখালা রাখিত হইয়া রহিল। লোক সমস্ত জীবনের আশা পরিত্যাপ করিয়া বিষম্বদনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। নগর মরুভূমিতে পরিণত হইল।

জীবনের শেষ অবস্থার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নাদিরের রাগের মাজা এত অধিক চড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অবশেষে তাহা উদ্ভাস্ততার পরিণত হইল। একদিন বাইতে বাইতে হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইতে অবতরণ করিয়া খীর-সৈন্তদল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কণকাল পরে আবার প্রেরিত হইলেন। মস্তিষ্কের এইরূপ চাক্ষু্যবশতঃ আকগানদিগকে রাজকাণ্ডে এবং বুদ্ধার্থে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। তাঁহার এই সমস্ত নিষ্ঠুর অভ্যাচারে প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। ওমরাহগণের বড়যন্ত্রে (১৭৪৭ খৃঃ অব্দে) রবিবার ১০ই মে নিশীথ সময়ে তাঁহার নিকটাত্মীর আলিকুলী-খাঁ তাঁহার বাসভবনে প্রবেশ করিয়া হুর্দাস্ত শাহকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। এই আলিকুলী ‘আদিল শাহ’ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নাদিরের অরোদশটি পুত্রপৌত্রাদির শ্রোণ সংহার করেন। কেবলমাত্র রেজা কুলীর চতুর্দশবর্ষীয় পুত্র শাহদেব পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

নাদিরী, ইনি একজন কবি ছিলেন। ১০০০ হিজরীতে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এই মাত্র জানা যায়। দাখিতানী লিখিয়াছেন, ঐ নামে তিনজন কবি ছিলেন। ১ম সময়কন্দবাসী, হুমায়ূনের রাজত্বকালে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ২য় সুভাষের নাদিরী এবং ৩য় শিরালকোটের নাদিরী।

নাদেদুল, ককাজেলার নরসরাপুতে তাকুরের ৮ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে ও তহুপরি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত অনেক দেবদেবীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। শিলালিপিগুলি হুবোধ্য।

নাদেয় (ক্কা) নদ্যা নদন্ত বা ইং তত্র ভবং বা নদী বা নদ-চক্। ১ সৈকবলবণ। ২ সৌমীরাজন। (জি) ৩ নদীন লবঙ্গী জলাদি।

“নাদেয়ঃ নাদেয়ঃ শরদি বসন্তে চ নাদেয়ম্।

পানীয়ং পানীয়ং শরদি বসন্তে চ পানীয়ম্॥”

(বৈদ্যক রাজবলভীর দ্রব্যগুণ)

নদী বা নদজলকে নাদেয় কহে।

“নদ্যা নদন্ত বা নীরঃ নাদেয়মিতি কীর্তিতম্।” (ভাবপ্র)

ইহার জলগুণ রূক্ষ, বাতল, লঘু, দীপন, বিশদ, কটু, কক ও শিথলীশক। (ভাবপ্র) (পুং) ৪ কাশতৃণ। ৫ বানীর বৃক্ষ।

নাদেয়ী (ক্কা) নদী-চক্, ভতোতীব্। ১ অশ্রুবেতস। ২ তুদী-জম্বক। ৩ বৈজয়ন্তিকা। ৪ নাগরজ। ৫ জবা। ৬ বাবুর্ড। ৭ অগ্নিবহু, পর্যায়—জহ, ক্রীপণী, গণিকারিকা, জহা, জহতী, তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা। (ভাবপ্র)

‘নাদেয়ী নাগরজে ভাৎ জরারামমুবেতসে।

তুমিভবাং জবারাক বাবুর্ডে চ সমীক্যতে॥’ (মেদিনী)

নাদেশ্বর (ক্কা) কাশীস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

“নাদেশ্বরঃ সমভার্ত্ত কৈঃ কৈর্নাপি স্তুতিস্তিতম্।

তত্রাৎ কাষ্ঠাৎ প্রেথয়েন সেব্যো নাদেশ্বরো ভূতিঃ॥”

(কাশীধ° ৩২অ°)

নাদোম্পুর, চট্টগ্রামের একটি প্রধান বন্দর।

নাদোম, বোখপুরের অন্তর্গত একটি নগর। মাদ্দের সোমনাথ-বাজার সময় নাদোলের রাজা রায় লাখা অন্তান্ত রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করেন। এই স্থানে মহাবীরের একটি অতি মনোহর মন্দির আছে এবং ‘চর বাওলি’ নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে।

চৌলুকাংশীর রাজারা অনেক জমি দান করেন, তন্মধ্যে কুমারপাল প্রদত্ত শাসনের নাম ‘নাদোল’।

নাদোঁন, পঞ্জাবে কাঙ্গড়া জেলার একটি নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৬’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৯’ পূঃ এবং কাঙ্গড়া সহরের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা যোধবীর-চাঁদ এই স্থানে আপন রাজধানী করেন। রাজা সংসারচাঁদের এই স্থানটি অতি প্রিয় ছিল। তিনি উক্ত নগরের এক মাইল দূরে নদীর তীরে আমতার নামক স্থানে এক বিচিত্র রাজবাটী নির্মাণ করান। এখানে সাবান প্রস্তুত হয় এবং নানাবিধ বস্ত্রের বাণী সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হয়।

নাদ্য (জি) নদ্রাং ভবং বেদে চাণ্। নদীভব।

“চলো দধীত নাদ্যো গিরো মে।” (ঋক্ ২।৩৫।১)

‘নাদ্যো নদীভবো’ (সারণ)

নাথ, নাথ, প্রভু, স্বামী। ত্র্যুদিগগীর, আত্মনেপী, অকর্ষক, সেট্। লট নাথতে। লোট্ নাথতাং। লিট্ ননাথে। লুঙ্ অনাথিষ্ট, অনাবিধাতাং অনাথিবত। নাথ্ নাথ ধাতু শিহ্ অণ্ নাথৎ, অননাথত। কাহার কাহারও মতে এই ধাতু পোপদেশ হইলেও কারণ থাকিলে গৃহ হইবে। বধা—‘প্রণাথতে’ এই স্থলে বক্রের পর নাথ্ ধাতুর পকারের গৃহ হইল।

নানক (পুরু), ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, (সং ১৫২৬) লাহোরে সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীতীরস্থ তলবর্দী গ্রামে (বর্তমান রায়পুরে) জন্ম নানক জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় কুছোল লোচী দিল্লীর অধীশ্বর। নানকের পিতার নাম কাসু।

ইনি হুজুরিগের মধ্যে বেদিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইরাবতী ও চক্রভাগানদীর মধ্যবর্তী স্থানে তৎকালে জাঁট ও তট্ট নামক দুই জাতীয় লোক বাস করিত। উহাদের মধ্যে তট্টরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। সুলতানীপ্রায় তখন রায়বুলার নামে তট্টজাতীয় এক শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল। যে গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে 'নানকানা' কহে এবং সকলে সেই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকে। ইহার অতি নিকটে একটি পুষ্করিনী আছে, উহাকে সাধারণে 'লালকেরা' কহে এবং কথিত আছে, নানক শিশুকালে এই স্থানে ক্রীড়া করিতেন।

নানক শিখদিগের ধর্মপ্রবর্তক। শিশুকাল হইতেই তিনি পরিমিতভাবী ছিলেন, এমন কি বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন, স্বীয় সহচরদিগের সহিতও বাক্যালাপ করিতেন না। খাত্তের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না এবং সর্বদাই প্রায় বিমর্ষ ও চিন্তাশীল অবস্থায় দিনযাপন করিতেন। ঈশ্বররূপার তাঁহার ধর্মে অতিশয় আসক্তি ছিল এবং ধর্মচিন্তাবিশয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত।

কথিত আছে, কোন ককিরের উপাসনাবলে নানকের জন্ম হয় এবং সেই ককির বলিয়াছিলেন যে, এই নানক কালক্রমে পৃথিবীমধ্যে একজন প্রধান লোক বলিয়া খ্যাত হইবেন।

ককিরের উপাসনাহেতু নানক প্রমত্ত হইয়াছেন, এই বিশ্বাসে, কালু নানকের অস্বাভাবিক বিমর্ষতার কারণ নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে এক বৈজ্ঞানের নিকট লইয়া যান ও তাঁহার জ্ঞান ওষধব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎকালে ঈশ্বরানুগৃহীত শিশু নানক চিকিৎসককে এই কথা বলিয়াছিলেন, "যে জগদীশ্বর আমাদিগকে জীবন, বলবীৰ্য ও বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি এই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, সেই ঈশ্বর-বিরহে যে কাতর, নিশ্চয়ই কোন পার্থিব ওষধে তাহার কোন প্রতিকার হইবে না।" বৈজ্ঞানিক শিশুর অনৈসর্গিক বাক্যপরম্পরা শ্রুত হইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং একাকী নির্জন বাস করাই যে তাঁহার রোগোপশমনের একমাত্র উপায়, ইহা কালুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

সপ্তম বর্ষ বয়সে নানক প্রথম বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার পণ্ডিত মহাশয় যখন ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতেন, তখন তিনি অতি নির্বিচলিতভাবে তাহা শ্রবণ করিতেন ও সময়ে সময়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষকও অতি কষ্টে তাহার দীর্ঘাঙ্গা করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর যে 'একমেবাকীর্তীয়ং' এই বিশ্বাস, অতি শিশুকাল হইতে নানকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সরস্বতী-তীর্থধরিশের প্রবেশতার সঙ্গে, নানক একজন মুসলমান মৌলবির নিকট বিদ্যালম্বিক।

করিয়াছিলেন। এই মৌলবি তলবন্দীবাণী ছিলেন ও মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

নানকের জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জনবাস ও ধর্ম-চিন্তায় অতিবাহিত হয়। সহচর ও সাধারণ লোক হইতে পৃথক থাকিবার মানসে, তিনি অতি শৈশবেই মধ্যে মধ্যে স্বগৃহ পরিত্যাগপূর্বক গহনকাননাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইতেন। সময়ে সময়ে এই কাননবাস এত দীর্ঘকালব্যাপী হইত যে, তাঁহার পিতামাতা মনে করিতেন, হয়ত তিনি কাননে পথহারী হইয়াছেন অথবা হিংস্রক জন্তুগণ তাঁহাকে উদরসাৎ করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইত যে, তিনি ককিরবেশে নিশ্চিন্তভাবে ভ্রমণ করিতেছেন।

নানক নবম বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত উপবীত ধারণ করাইবার জন্য পুরোহিত আনা-ইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া পাঠান। সকলে সমবেত হইলে উপনয়নের পূর্বকর্তব্য অনুষ্ঠানের পর, পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু নানক বলিয়াছিলেন, 'উপবীত ধারণে তাঁহার অবস্থা কিছু মাত্র উন্নত হইবে না।' এই সম্বন্ধে তিনি দর্শনসম্মত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্কে নিরন্তর হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। তাহার একস্থানের অনুবাদ এইরূপ—

"মহুয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া আত্মা উন্নত করুক। তাঁহার প্রশংসাই শ্রেষ্ঠ উপবীত। যিনি একবার এই উপবীত ধারণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইবার অধিকারী এবং এই উপবীত আর তিনি হিঁড়িতে পারেন না।"

নানক পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে, তাঁহার পিতা লোকানদারের কার্য সিবাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে চল্লিশ টাকা দিয়া লবণ ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন ও বালা নামক একটি চাকরকে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন। নানক তাঁহার পিতার কথিত গ্রামে লবণ আনিতে চলিলেন, বাইতে বাইতে পথিমধ্যে একদল কুৎসীড়িত ককির দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দগা হইল। তাহার। মুখার এরূপ কাতর হইয়াছিল যে, কেবল মাত্র সঙ্কট ভিন্ন বাক্যব্যয় তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না।

নানক তদ্রূপে পূর্বোক্ত ৪০ টাকার খাত্ত খরিদ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অর্ধের এরূপ অপব্যয়-হেতু তাঁহার চাকর তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি, বলিয়া-ছিলেন যে, "আমি যাহা খরিদ করিলাম, পরকয়ে ইহার উপ-

বস ভোগ করিব। মনুষ্যের সহিত ক্রম বিক্রমে যে লাভ, কৃষকের সহিত ক্রম বিক্রমে ভগ্নপত্রা অধিক লাভ।”

নানক বাঁটা প্রত্যাবর্তনপূর্বক পিতার তরে একটা বৃক্ষের শাখার পত্রমধ্যে সুকারিত ছিলেন। কাসু অর্ধের অপকব-হার শুনিয়া পুত্রকে বধেই প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাম-বুলায় পূর্ণ হইতেই নানককে চিনিরাহিলেন, একজ্ঞ তিনি নিজে ৪০ টাকা দিয়া নানকের পিতার ক্রোধাপনোদন করেন। যে বৃক্ষের অন্তরালে নানক সুকাইরা ছিলেন, ঐ বৃক্ষটা এখনও জীবিত আছে। উহার নাম ‘মালসাছেব’ এবং উহার শাখা-গুলি অবনত মস্তকে ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। পিতা কর্তৃক বারংবার তাড়িত, তৎসিত ও মর্জিত হইলেও নানক তাঁহার স্বভাবজাত বদাভ্যতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুযোগ মতে পিতৃত্ববন হইতে অর্ধ সংগ্রহপূর্বক দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাঁহার পিতা এক সময়ে পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া সুলতানপুরে তাঁহাকে একখানি দোকান প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য তিনি ক্রমশঃ ককিরদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে নানক দোকান খুলেন, তাহার নাম ‘হাটসাছেব’ এবং তিনি যে সমস্ত বস্ততে ওজন বা দ্রব্যাদি মাপ করিতেন, তাহা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। নানকের শিষ্যেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ঐ সমস্ত দ্রব্যপূজা করিয়া থাকে।

সাংসারিক দ্রব্যাদি রক্ষা সম্বন্ধে নানকের ঐকান্তিক শিথিলতাদর্শনে বিবাহ দ্বারা এই অনাহার তিরোধান সম্ভব মনে করিয়া, নানকের পিতা তাঁহাকে বোড়শবর্ষ বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। গুরুদাসপুর জেলায় বতালার অন্তর্গত লাণ্ডোকারী অধিবাসী, ছত্ৰীবংশীয় বুলায় কজা সুলক্ষীর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। বিবাহিত হইয়াও নানক তাঁহার ভ্রমণস্বভাব এবং ককিরদিগের প্রতি প্রগাঢ় অকুসুম ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নানকী নামী নানকের এক ভগিনী ছিলেন। জয়রাম নামক এক হিন্দুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই জয়রাম দিল্লীর বহোলাল লোদীর আদ্যীয় নবাব দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে কর্ম করিতেন। পক্ষাবে কপূরতলার নিকট-বর্তী সুলতানপুর নামক স্থানে দৌলতখাঁর বিশাল জায়গীর ছিল। উক্ত নবাবের অধীনে কার্য করিবার অভিপ্রায়ে নানক জয়রামের নিকট প্রেরিত হন। নবাব তাঁহার উপর অভিযা-শালার রক্ষাতার অর্পণ করেন। কিন্তু তিনি এরূপ উদারতার সহিত দরিদ্রদিগকে দান করিতে থাকেন যে অল্পকাল মধ্যেই উক্ত অভিযাশালার সমস্ত দ্রব্য নিশেষ হইয়া যায়। বাহাহউক

অল্পকাল মধ্যেই তিনি দৌলত খাঁর নিকট হইতে অবলম্বন প্রাপ্ত করেন।

দৌলতখাঁর নিকট কার্য করার সময়, ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রীচাঁদ। ‘তাঁহার চারি-বৎসর পরে লক্ষ্মীদাস নামে তাহার আর একটা পুত্র হয়। লক্ষ্মীদাস যখন অত্যন্ত শিশু, তখন নানক সংসারের নানা পরি-ত্যাগপূর্বক ককিরবেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মরদানা নামক এক বীণা বাদক, লহনা (যিনি পরিশেষে নানকের উত্তরাধিকারী হন), বালা ও রামদাস এই চারি ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিলেন।

ঈশ্বরের প্রেরণা-উদ্দেশ্যে নানক যে সমস্ত পদ্য রচনা করি-তেন অথবা শিষ্যদিগকে উপদেশচ্ছলে বাহা বলিতেন, মরদানা তাহা বীণায় বাজাইতেন। কথিত আছে, তিনি ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ, পারস্য, কাবুল এবং এশিয়ার অন্যান্য স্থানে, ও এমন কি মক্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

নানাহান পরিভ্রমণের পর, নানক গুরুদাসবালার অন্তঃ-পাতী আমনাবাদ নামক স্থানে লালু নামক এক সূত্রধরের সহিত কিছুকাল বাস করেন। মরদানা পরিবারদিগকে দর্শন-লাল-সার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে, রাম-বুলায়, নানকের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া মরদানাকে দিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। নানক অল্পকাল মধ্যেই তলবলীগ্রামে প্রত্যা-গমন করিলে তাঁহার পিতা, মাতা, স্বগুর, খুড়া ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তথায় আসিয়া, তাঁহাকে ককির বেশ পরিত্যাগ করাইয়া সংসারী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা, মাতা, পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়েরা অজ্ঞান অশ্র-মোচন করিয়াও তাঁহাকে বিদ্যুন্মত্ত বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি উপদেশচ্ছলে তাঁহাদিগকে যে সমস্ত শ্লোক বলিয়া-ছিলেন, তাহার কতকাংশের অন্তর্ভাব নিজে প্রেরিত হইল—

১। “কহা আমার মাতা, বৈধ্য পিতা এবং সত্য খুন্ডাত। ইহাদের সাহায্যে আমি মনঃসংযম শিক্ষা করিয়াছি।

২। “লালু! এই উপদেশ প্রবণ কর;—বাহারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারা কি কখন মুক্তি হইতে পারে?

৩। “হে ব্রাহ্ম! সুলীলতা আমার সহচর; যথার্থ প্রেম আমার পুত্র; সহিতুতা আমার কজা; ইহাদের সহবাসে আমি স্নেহে কালযাপন করিতেছি।

৪। “সাক্ষী আমার চিরসঙ্গিনী (স্ত্রী); ভিত্তিহীনতা আমার দাসকজা; ইহারাই আমার অভি প্রিয় আত্মীয়। ইহারাই প্রতিবুদ্ধ আমার সহিত বাস করিতেছে।

৫। “যে এক এবং অবিভীর্ণ ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া-

হেন, তিনিই আমার প্রভু। যে ব্যক্তি সেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া, অন্ধকে অহুসন্ধান করে, তাহাকে বশ্য-ভোগ করিতে হয়।”

রায়-বুলার, তাঁহার এই সরুগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহার প্রাতিভা ও অমাহুতিক ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আক্লাদিত হইয়াছিলেন। একত্র তাঁহাকে তলবন্দী প্রাণে বাস করাইবার অভি-প্রায়ে বধেই ভূমিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা আদৌ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার খুলতাত লাপু বোড়ার ব্যবসার করিবার জন্য তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিলে তিনি তাহার প্রত্যা-খ্যান করিয়া এই ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, “শাস্ত্রপথ অহু-লরণ করিয়া, সত্যরূপ অধের ব্যবসার করুন। আপনার ধামের জন্য সংকীর্ণাঙ্কন করুন। এই কথা শুলিকে অসার উপভাস মনে করিবেন না। ঈশ্বররাজ্যে যাইবার পথ প্রস্তুত করুন, কারণ তথায় গমন করিলে চিরস্থখ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন।”

তদনন্তর তিনি পুনরায় দেশপর্যটন জন্য বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ ও তত্রতা গিরি-শ্রেণী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই গিরিভ্রমণ সময়ে প্রসিদ্ধ গোপীবর গৌরকনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আফগানিস্তান ভ্রমণকালে মরুদানার মৃত্যু হইলে তিনি বতালী নামক স্থানে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তলবন্দী অভিযুগে যাত্রা করেন। (ইতিমধ্যে রায়-বুলার ও কাপূর মৃত্যু হয়।) মরুদানার পুত্র শাহজাদাকে সমস্তিবাচারে লইয়া তিনি মূলতানে তালখা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় একদল দস্যু কর্তৃক শাহজাদা মৃত ও বন্দী হইলে, নানক তাঁহার বক্তৃতা-শক্তিপ্রভাবে তাহাকে মুক্ত ও সেই দস্যুদলকে স্বীয় ধর্মাবলম্বী করেন। তথা হইতে তিনি কাবুল ও কন্দাহারে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, পশ্চিমধ্যে হস্তধারা পর্বতস্থলিত এক বিশাল ভূখণ্ডের গতিরোধ করিয়াছিলেন। পর্বতে তাঁহার হস্তের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল। এখনও ঐ স্থানটী বিদ্যমান আছে, লোকে উহাকে ‘পাঞ্জা সাহেব’ কহে। কাবুল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি পুনরায় কিছুকাল তাঁহার মিত্র আমনাবাদনিবাসী সূত্রধর লালুর সহিত বাস করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সকলে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ ও মহাধর্ম্যাধ্যক্ষ জ্ঞানে মান্ত করিত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার অবস্থারও অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। এখন সমাজ ও পরিবারবর্গের উপর তাঁহার আর পূর্বের ভাৱ অশ্রদ্ধা বা দৃশ্য ছিল না।

কিছুদিন লালুর সহিত একত্র বাসের পর, তাহাকে পরি-ভ্যাগপূর্বক বালাকে সঙ্গে লইয়া তিনি মূলতানে গুরুদ্বারমালা দেখিতে যান। তথায় তিনি সমবেত মানবমণ্ডলী সমক্ষে, স্বীয়

ধর্মের সার-স্বৰ্ণ বক্তৃতা করেন। দিল্লীর শবীঘর ইব্রাহিম শৌখীর করদায়গণ সেই বক্তৃতা শুনিয়া নানকের বিরুদ্ধে সুন্না-টের নিকট আবেদনপত্র লিখিয়া পাঠান। ইব্রাহিম ঐ সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া নানককে দিল্লীতে বৃত্ত করিয়া লইয়া যান ও তাঁহার ধর্মমত, বেদ ও কোরাশমত বর্জিত দেখিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই কারার তাঁহাকে সাত মাস আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল ও এই দীর্ঘকাল তাঁহাকে শতচূর্ণ করিতে হয়। পরে যোগলবংশীর বাবর শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথনগরে ইব্রাহিমকে ধরাশয়িত ও নিহত করিলে, নানক পুনর্মুক্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি সিদ্ধদেশে গমন করেন। তথায় বৈরাম নামক এক শিক্ষিত মুসলমানের সহিত তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। এই সময়ে তিনি ‘আপা’ নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

কথিত আছে যে, নানক সিংহল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সিংহলরাজ শিবনাথ ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার ধর্মাব-লম্বী হন। তিনি সিংহলে ছই বৎসর পাঁচ মাস বাস করার পর স্বদেশে পুনরাগমন করেন।

নানকের ইস্তাঙ্গলভ্রমণ ও তুরকস্টানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। তুরকস্টান অত্যন্ত অর্থশোভী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। কিন্তু নানকের উপদেশশ্রুতি তিনি তাঁহার যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ ফকির ও দরিদ্রদিগকে দান করেন এবং প্রজাপীড়ন-অভ্যাস ত্যাগ করেন।

নানক জীবনের শেষভাগে ইরানভীতীরে গৃহাধি নির্মাণপূর্বক হারিনাপে বাস করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কর্তা স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সর্ব-জাতীয় লোক আশ্রয় পাইত। তিনি ককিরবেশে অবস্থান করিয়াও বহুসংখ্যক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতেন। তাহার সকলে তাঁহাকে ধর্মোপদেষ্টা বলিয়া মান্ত করিত। রাজার ভায় তিনি ব্যয় করিতেন। এখানে তিনি এক অভিধিলালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রতিপালিত হইত। ইরানভীতীরে তাঁহার সেই বসতবাটী এখনও বর্তমান আছে এবং উহা ‘ডেরা-বাবা-নানক’ নামে প্রসিদ্ধ।

নানক জালন্ধর জেলার কতীরপুর নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় এক ধর্মশালা প্রস্তুত করেন। শিষ্যদিগের নিকট এই স্থানটী অতি পবিত্র। এই স্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানক পরলোকগত হন। এই দীর্ঘকাল তিনি দোক-হিতকর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। জীবনের শেষ ৪০ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন তিনি ‘গুরু’ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কতীরপুরে তাঁহার স্মরণ চিহ্নস্বরূপ একটী দলীপ্তিস্থান

নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই কালে প্রতিনিয়ত নানকের কনু নিবাসে, বহুলসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া উপাসন করিত। ইহাযতীক প্রভৃতে ঐ মন্দির একেবে ভরা হইয়া গিয়াছে।

অল্পকাল তাঁহার পরিত্যক্ত কাল ও অভাবের দরদ প্রভৃৎ সকল, জীবনব্যয়ীপিনকে এক মন্দির হইতে কেমন হইয়া ধরিত। কথিত আছে, তাঁহার স্নেহভরণের পর, মৃতসেহের সংস্কার-সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে গোলাযোগ উপস্থিতকাল। মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিত; কারণ যদিও তিনি শ্রীমতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমান ধর্মে তিনি অগ্রগত। প্রেরণ করিতেন না, মহানরকে ঈশ্বরের দূত বলিয়া বলিয়া বীকার করিতেন, শৌভলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং ঈশ্বর 'একনিবাসিতার' এই বিশ্বাস তাঁহার ক্রমে বহুদূর ছিল। এইজন্য নানকের মৃতসেহের কবর দিবার জন্য মুসলমানেরা বহু-পরিকর হন। আবার হিন্দুরা তাঁহাকে সৌন্দ্য হিন্দু উপাধি দিত, মৃতদেহ আহার্য্য তাঁহার দেহ অমিশ্রিত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ত-পাতের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। উভয় পক্ষে শাপিত ভরবাগির কলম্বনা উঠিলে, কতকগুলি পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত শরীর বৃত্তিকার প্রোথিত কিংবা অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করা হইবে না। উহা জলে ডানাইয়া দেওয়া হইবে। এই স্থির করিয়া, উভয়পক্ষীর লোক মৃতসেহের নিকট উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র মৃতসেহের আবরণ কাপড় ধানি দেখিতে পার। মৃতসেহের কোন অঙ্গলক্ষান পাওয়া যায় নাই। সত্তবতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে কোম একপক্ষীর লোক ঐ মৃতসেহ চুরি করিয়া লইয়া যায়। তখন সেই কাপড় ধানি দ্বিধা করিয়া একেও মুসলমানেরা কবর দেয়, অপসারিত হিন্দুরা চিত্তার ভয় করিয়া কেলে।

নানক বিতর্ক একেধরকারী ছিলেন। ঈশ্বর এক ও তিনি মহাব্যাক্ত অগোচর এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন যে, জগতে কেবলমাত্র একটা বিতর্ক সত্য ধর্ম কই হয় ও মহাকেরা সকলেই বন্ধন কা একধর্মী ছিল। পরে, মহাব্যাক্তের কোশলে জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আদ্যও বলিতেন যে, তিনি কোরাণ ও পুরাণ এই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম তাঁহার কোন পুস্তকেই নাই। ভগ্নাধি উভয় প্রহই তিনি বাত করিতেন ও শিক্ষাপ্রদে তাঁহার মধ্য হইতে নানকপ্রহ করিতে এক জলদ্বারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেন।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সনাক্তগত বিরোধভঙ্গন এবং উভয় ধর্মের পরস্পর সামঞ্জস্য করা, তাঁহার

জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এ বিষয়ে তিনি কতক পরিমাণে কৃতকাব্যক হইয়াছিলেন। আত্মতাব সনাক্তপন, বর্জনক অবলম্বন, ও সর্বত্র চিরশান্তিবিভারই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সার উপদেশ।

ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিতকাল কাল মহাব্যাক্ত পণ্ডিত প্রোত্যাকার্য্যে প্রেরণ ও হিন্দুদিগের অবতারকাল তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মহাব্যাক্ত তাঁর জিন্তি কখনই একেবা বলিতেন না যে, তিনি দেবকলিককে মহাউপদেশ দেয় কা কে কলত বক্তৃতা করেন, উহা ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন। কিংবা তাঁহার বৈশ্বশক্তি আছে বা তিনি যে শক্তিতে কার্য্য করেন তাহা অতঃব্যক্তির নাই, মিরক্ক একথা বলিয়া কখনই অহংকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে তিনিও সাধারণ লোকের একজন ও সাধারণের জ্ঞান পানী।

"আমি ঈশ্বরের দ্বারের একজন কবির মাত্র" (তু হার নিয়কার, কর্তার, নামক বান্দা তেরা) ইহাই ধার্মিক নানকের ক্রমের উচ্চরহত। তাঁহার ধর্মের সার এই যে, ঈশ্বরই সর্বো সর্বা, ঈশ্বরে বিশ্বাস আবশ্যক; তিনি অযোনিসম্ভব, বৃত্তির অতীত, সর্গশক্তিমান, অনাধি ও অনন্ত। নির্লিপ-জাতের জন্য সত্য ঈশ্বরজ্ঞান আবশ্যক, কেবলমাত্র সংকর্ষা-জ্ঞানে কিছুই হয় না। কোন ধর্মোপদেশ (Prophet) কাহারও কোম উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম নছেন। ঈশ্বরই আমাদের ইষ্টানিষ্টের মূল, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই কর্তব্য।

ধর্মোপদেশকেরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের আদেশ অঙ্গবাদ করিতে বা কুখাইয়া দিতে সক্ষম, তত্ত্বি তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই। তিনি পুনর্বার বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে মহাব্যাক্ত পাণের জন্য আত্মা ঈশ্বরানিষ্ট শান্তিভোগ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরের সহিত কাল করে।

যদিও সত্য অঙ্গলক্ষ্যমেজ জন্ম নানক অতি শিশুকালেই শিতা মাতা প্রভৃতি বঙ্গলগ্নিভাগ্যপূর্ণক দেশে দেশে পর্যটন করেন, তথাপি জিন্ন জিন্ন স্থানীর ও নানা জমতীর বিভিন্ন প্রকৃতিক-লোকের সন্দর্শন ও আলাপ পরিচয়ে তাঁহার মনের ও সমাজের উপর অগ্রগত অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে তিনি কর্তা বঙ্গপে পরিবারবর্গরহ একজন বাল্য করিতে থাকেন। তিনি উপদেশ দিতেন যে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য সলার-ভাগ নিশ্চয়কাল। ঈশ্বরের চক্রে কবির ও নাকার কোন প্রভেদ নাই। যে কেখানে যে অঙ্গবাদ থাকে, সকলের প্রতিই তাঁহার বদান দ্বারা। নানক প্রকৃত "প্রহ" নামক পুস্তকে তাঁহার ধর্মের সার বর্ণি বিশদভাণে বর্ণিত আছে। ঈশ্বরে "আমি প্রহ" আছে। নানকের উক্তাবলিপরিশেষে মতে ভগ্নোপলি

নানক এক ব্যক্তি ঐ পুস্তকের বিতরণ খণ্ড প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ পুস্তকে নানকের শিষ্যগণের 'ধর্ম প্রচার জন্য বুদ্ধের আবশ্যক' এই মন্তব্য প্রযুক্তি হইরাছে।

নানক, তাঁহার অমাহবিক ক্রমতা আছে বলিয়া, কখনও সুরক্ষার বা তান না করিলেও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার ভূমী আনৈসর্গিক-ক্রমতার উল্লেখ করিয়া থাকে।

নানকশিষ্যগণ তাঁহাকে যে ঈশ্বর সন্থ মনে করিত, তাঁহার কএকটি উদাহরণ দিতেছি। 'একদিন কোন ব্যক্তি স্বর্ণ হইতে নানককে ডাকিয়া নিকটে আসিতে অনুরোধ করিলে, নানক বিশ্বাস সহকারে বলিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সন্থে লগ্নমান হইবার উপযুক্ত আমার কি ক্রমতা আছে?" ঐ দৈববাণী তাঁহাকে চক্ষু ঢাকিতে কহিলেন, নানক চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বর সন্থে উপনীত হইলে তিনি নানককে চক্ষু উন্মীলনপূর্বক তাঁহাকে অবলোকন করিতে বলেন। নানক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে "উত্তম" এই কথাটা পাঁচ বার উচ্চারিত হইতে শুনে ও তৎপরে "উত্তম করিয়াছ, শিক্ষক" এই কথা শুনিতে পান। তদনন্তর তিনি ঈশ্বরের সহিত, কথাবার্তার নিবৃত্ত হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্যজাতির শিক্ষকরূপে তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইরাছেন এবং তাহারিগকে ধর্ম ও সাধুপথে লইয়া যাওয়াই তাঁহার কার্য।

আর একটি প্রবাদ আছে যে, নানক একদিকস ফুর্কাউ হইয়া তাঁহার গো-রক্ষক বুদ্ধকে নিকটবর্তী পুফরিণী হইতে জল-আনিতে বলেন। 'ঐ পুফরিণীতে আদৌ জল নাই' বুদ্ধ এই কথা বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে "তুমি বাইরা দেখ, ঐ পুফরিণী শুষ্ক নহে।" বুদ্ধ জল আনিতে বাইরা পুফরিণী জল-পূর্ণ দেখে ও বিশ্বাসবিষ্ট হৃদয়ে জল আনিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই স্থানে গুরু-অর্জুন একটি নূতন পুফরিণী খনন করেন ও তাহার নাম "অমৃতসর" রাখেন। নানক সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক প্রবাদ শুনা যায়।

আয়নাবাদের জঙ্গল মধ্যে একস্থানে নানক নিদ্রা বাইতেন, ঐ স্থানে পাথর ও কাঁকর স্তূপাকারে বিভ্রম্যমান ছিল। নানক এই স্তূপাকার প্রস্তররাশিকে বেদি বা মন্দির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তথায় ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেন। এই স্থানটা 'মোরিসাহেব' নামে খ্যাত।

তিনি মুলতানপুরের নিকটস্থ বিপাশার জলে নিরত ভিন্ন বিন কিছুমাত্রও পানাহার না করিয়া ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যে বৃক্ষতলে তিনি উপবেশন করিতেন, তাহা "দাবা-কি বেড়" নামে এবং যে স্থানে তিনি অবগাহন করিতেন তাহা "শান্তিবাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

সব্রাই বাবর পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিলে নানক ও তাঁহার শিষ্যগণ দ্বন্দ্ব হইয়া বাবর সমীপে উপনীত হইলে, বিদ্বান সব্রাই নানকের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইরাছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপদ্রোজন দিতে আদেশ করিলে তিনি এই বলিয়া উহার প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'ঈশ্বর উপাসনা-কালে আমার মনোমধ্যে যে আনন্দ বিদ্যমান আছে, তাহাই আমার অমূল্য পুরস্কার এবং যে ঈশ্বর সন্থের প্রভু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব সেই ঈশ্বর-স্বষ্ট রাজা পরিতুষ্ট হউন বা না হউন, তাহা আমার বিলুপ্ত দেহিবার আবশ্যক নাই।'

বাবরের চাকরেরা তাঁহার জন্য অতি সুগন্ধি ও সুসেবা পানীয় আনয়ন করিলে ও বাবর তাহা হইতে একটু পান করিয়া অবশিষ্টাংশ নানককে পান করিতে বলিলে, নানক বলিয়াছিলেন যে,—যে ব্যক্তি ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন, তাহাতে এই পানীয় কিছু মাত্রও কার্যকারী হইবেক না।

এইটী অভ্যন্তর আশ্চর্যের বিষয় যে, বাবর তাহার স্বল্প-লিখিত জীবনী মধ্যে শিখধর্মসংক্রান্ত নানকের নামোল্লেখ মাত্রও করেন নাই। সম্ভবতঃ যখন বাবর এই পুস্তক প্রেরণ করেন, তখন নানক বিখ্যাত হন নাই, এজন্যই সব্রাই তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

নানক মৃত্যুকালে লহনা নামক এক শিষ্যকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া বান। কারণ তিনি অভ্যন্তর প্রভুত্ব ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। নানকের উত্তরাধিকারিণ 'গুরু' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। [শিখ বেথ]

নানকশাহী, শিখগুরু নানক যে নূতন ধর্মপ্রচার করেন, তাঁহার বিস্তার ভ্রম তিনি নানাভাবে উক্ত ধর্মব্যাখ্যা করিয়া নানা জাতীর লোককে স্বধর্মাবলম্বী করেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার প্রেরিত ধর্মাবলম্বী হন, তাঁহারা নানকশাহী নামে খ্যাত। [নানক ও শিখ শব্দ দ্রষ্টব্য]

নানকশাহী, নানকশাহীদিগের অন্তর্গত এক প্রকার মাসী বা বোণী সম্প্রদায়। নানকশাহীরা সাতভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক শাখার লোকেরাই নানককে তাহাদের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে এবং বিভিন্ন আচার ব্যবহার বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট উপদেশ হইতে তাহাদের এই সম্প্রদায় বিভাগের একমাত্র কারণ নির্দেশ করিয়া থাকে। পশ্চিমভারতে তাহারা তিব্বতজৈনীর মধ্যে এক নীচ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। কাশ্মীরে তাহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে ও চিরকাল অবিবাহিত থাকে। নানক প্রণীত 'গ্রন্থ' নামক পুস্তকেই তাহাদের ধর্মপুস্তক, কিন্তু তাহারা হিন্দুআত্মেরই বাচীতে ভোজন করিয়া থাকে।

নানপুরকোলি, খিহত জেলার মজঃকরপুর হইতে পুণ্ডি পর্যন্ত যে সদর রাস্তা মিরাছে, সেই রাস্তার উপরস্থিত একটা গ্রাম। মজঃকরপুর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে জমিদার কুজপ্রসাদের আবাসবাটী ছিল।

নানভট্ট, একজন সংস্কৃত কবি। তাহার পুত্রের নাম রঙ্গলাল, পৌত্র বাণকৃষ্ণ, বাণকৃষ্ণের পুত্র রঙ্গলাল বিক্রমোর্কশীটাকা প্রণয়ন করেন।

নানা (অবা) ন-নাঞ্ প্রত্যয়ঃ (বিনঞ্ ভ্যাং নানাক্ষৌ ন সহ। পা ৫।২।২৭) ১ অনেকার্থ। বহুবিশ, অনেক প্রকার।

“বহীষ চৈকজাতানাং নানাজীবী নিবোধত।” (মহু ৯।১৪৮) ২ উভয়ার্থ। ৩ বিনার্ধ।

“ন নানা শব্দানা রামাং বর্ণেণাধোহক্ষজোবরঃ।” (মুদ্রবোধ)

নানা, বালাজী রাও পেশবা হিন্দুস্থানে সাধারণতঃ এই নামে খ্যাত ছিলেন।

নানা রাও, পুণা জেলার অন্তর্গত নানাঘাট পাহাড়ের উপরে কতিপয় পাহালা ও গুহা আছে। তথায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য নানারাও পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দেন।

নানা, ১ পুণার মধ্যে একটা পার্বত্য পথ। দাক্ষিণাত্য হইতে কোঙ্কণ বাইতে হইলে সাধারণতঃ এই পথ দিয়া বাইতে হয়। এই পথের নিকটে ‘নানার আংঠা’ নামক একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। বণিকেরা নানাপ্রকার বাণিজ্য দ্রব্যাদি গোয়ানে করিয়া এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে।

২ এক প্রকার বৃক্ষ। এই গাছ অতিশয় সোজা ও লম্বা হইয়া থাকে। ইহাতে অতি মূল্যবান তক্তা প্রস্তুত হয়।

৩ ‘পুণা’ (১৮৮৪ খৃঃ অব্দে) অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যে একটা ভাগের নাম ‘নানা’। ‘নানা’ অথবা ‘হুমান’ খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১০৪০ গজ এবং প্রস্থ ৫০০ গজ। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় ছয়হাজার। এই স্থানটা অতিশয় উন্নতিশীল। দিন দিন নূতন নূতন অট্টালিকা নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। এখানকার প্রধান জটীবা—পারসিকদিগের অগ্ন্যাগার, ঘোড়-পড়ের প্রাসাদ, বিঠোবার মন্দির এবং রোমান কাথলিকদের একটা গিরজা।

নানা ফড়নবিশ, মহারাষ্ট্রের জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণার পেশবা মাধব রাওর ‘কারকুন’ নিযুক্ত হন। এই সময়ে নানা ফড়নবিশের নাম ছিল ‘বালাজী জনার্দন ভাঙ্ক’। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ফড়নবিশ পদ দেওয়া হয়।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নানা ফড়নবিশ পুণার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় পুণাতে বিখ্যাত আটখন রাজনীতিবিদগণের নাম তুলনা যায়। তন্মধ্যে

নানা ফড়নবিশ ও হরিপদ্ম ফড়কের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনাথরাও বখন হায়দরাবাদের নিজাম আশিষ্ট গতিরোধের চেষ্টা করেন, তখন নানা ফড়নবিশ ও অন্তান্ত মন্ত্রিগণ রঘুনাথ-রাওর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে নুরাওয়ান রাওর বিধবা স্ত্রী গঙ্গাবাই গর্ভাবস্থায় ছিলেন। নানাফড়নবিশ ও হরিপদ্ম ফড়কে তাঁহাকে লইয়া পুণা হইতে পুরন্দরে গমন করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল, উক্ত রাণীর গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পুণার রাজা হইবে। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাবায়ের সঙ্গে আরও কএকটা গর্ভবতী স্ত্রীলোক ছিল। রাণীর গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাদের সন্তান রাণীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

এই সময় পুণার ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের বিশেষ আধিপত্য ছিল। রঘুনাথ রাও এই ব্রাহ্মণগণের অতি অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, ইংরাজ গবর্নমেন্ট কর্তৃক আপটনকে (Colonel Upton) বোম্বাই গবর্নমেন্ট ও মহারাষ্ট্র অমাত্যগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পুরন্দরে সন্ধি হয়। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে পুনরায় পুণায় মন্ত্রীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। নানা ফড়নবিশের জ্ঞাতিত্রাতা মোরোবা ফড়নবিশ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন দেখিয়া, নানা ফড়নবিশের ঈর্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ক্ষমতা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রঘুনাথ রাওর পক্ষীয়েরা মোরোবার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। গঙ্গাবায়ের মৃত্যুর পর সখারাম নানা ফড়নবিশের প্রতি সন্দিহান হইয়া পুনরায় রঘুনাথ রাওকে শাসনকর্তা করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি নানা ফড়নবিশের অতি বিদ্বেষ ছিল। এই নিমিত্তই কন্নাসীদিগের সহিত তাঁহার সন্তাব হইয়াছিল। মোরোবাকে ধৃত করিবার জন্য নানা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে ছুচতুর ফড়নবিশ সখারাম বাপু দ্বারা মোরোবাকে তাঁহার দলভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে কন্নাসীদূত সেন্ট লুবিন (St. Lubin) পুণার রাজদরবারে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার অবস্থিতি সম্বন্ধে আপত্তি করিলে, নানা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সেন্ট লুবিকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি একদল কন্নাসী সৈন্য লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। অপরদিকে ইংরাজ গবর্নমেন্ট ‘মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া বাইতে চাহিলে, তাহাদিগকে নিষিদ্ধ করণের পরও নানা প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহা-

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে গতিরোধের জন্য গোপনে মহারাত্রীর কর্মচারিগণকে ও ফুলেলখণ্ডের শাসনকর্তাকে পরামর্শ দিলেন।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের জুনমাসে হরিপদ ফড়কে এবং মহাদজী সিন্ধিয়া পুর্নধ্বরে আসিয়া নানার সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং নর লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানে হোলকরকে মোরোবার পক্ষ হইতে নানার পক্ষভুক্ত করিলেন। ১১ই জুলাই তারিখে, মোরোবা গুজ হইয়া নানার হস্তে সমর্পিত হইলেন। নানা তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার সহিত কারাবদ্ধ করেন। নানা ফড়নবিশের এলাপ কৃতকার্যতাদর্শনে বোম্বাই গবর্নেন্ট বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার রঘুনাথরাওর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিবার নিমিত্ত পূর্ববৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এই অভিপ্রায়ে কর্ণেল লিসলীকে (Colonel Lislie) সৈন্তসমভিবাহারে জুররে প্রেরণ করিলেন। নানা ফড়নবিশও নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি দেশের সকল স্থান হইতে শিলেদার বা সমস্ত অঝোরাই সংগ্রহ করিলেন। ২৬০০ শত ইংরাজ সৈন্ত ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার মহারাত্রীর সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া প্রত্যা-বর্তনের চেষ্টা দেখিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে বড়গাঁও নামক স্থানে সন্ধি হইল।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মাধবরাও নারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া বাজীরাওকে তৎপদাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত একটা যড়যন্ত্র হয়, নানা ফড়নবিশ জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তাহা নিবারণ করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে টিপুর্ আগমনবার্তা শ্রবণে নানা ফড়নবিশ গবর্নর জেনারেলের নিকট নিজামআলী এবং তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে সন্ধি প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে ইংরাজ গবর্নেন্ট সম্মত হইলেন এবং (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপুর্ গতিরোধার্থ কোম্পানির সহিত পেশবার পক্ষ হইতে নানা ফড়নবিশ সন্ধি করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া পেশ-বাকে ‘বকীল-ই-মুতলক’ বা প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। নানা দিল্লীখবরের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু পেশবা তাঁহার কথার কর্ণপাত করিলেন না। নানা ফড়নবিশ অকৃতকার্য হইয়া কাশীতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত অস্বাস্থ্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পেশবা মাধবরাও নানা ফড়নবিশকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমশঃ নানা ফড়নবিশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার মনোবিবাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কিন্তু বরদিন মধ্যে সিন্ধিয়ার মৃত্যু হওয়ার এই বিসংবাদ প্রস্মিত হইল।

নানা ফড়নবিশ আবার নূতন বিপদে পতিত হইলেন। রাজস্ব লইয়া নিজামআলীর সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। এই

যুদ্ধ হইতে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে উভয়পক্ষে খরচা নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নানার বুদ্ধিকোশলে পেশবা জয় লাভ করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইলে নানার হস্তে জয়লাভ ত্রা-বন্টনের ভার অর্পণ করিয়া পেশবা পুণ্য গমন করিলেন।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দে মাধবরাওর বয়স কুড়িবৎসর হইয়াছিল। কিন্তু নানা তাঁহাকে পূর্ববৎ শাসনাধীন রাখিলেন, কোন-প্রকার স্বাধীনতা লাভ করিতে দেন নাই। এমন কি অত্যন্ত যে সমস্ত প্রধান লোক কারাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রতিও নানার বিশেষ লক্ষ্য রহিল। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে নিজাম আলীর সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তিনি যমুনাধর রাওর পুত্র বাজীরাও এবং চিমনারীআপ্পা ও তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমৃতরাওকে নাসিক হইতে যমুনাগড়ে প্রেরণ করেন। তথায় তাহা-দিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদ্ধ রাখা হয়। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে সর্বসাধারণ তাঁহার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। উনিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে বাজীরাও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, অখ্যাতলা প্রভৃতিতে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া মাধবরাও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া উভয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মাধবরাওর এই সদভিপ্রায় বাজীরাওর কর্ণগোচর হইল। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু উভয়েই অধীন; কিছুতেই পরস্পরের মনের ভাব সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে বাজীরাও তদীয় রক্ষক বলবন্তরাওকে দিয়া মাধবরাওর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। নানা ফড়নবিশ এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া বলবন্ত-রাওকে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিলেন এবং মাধবরাওকে বিলম্বণ তিরস্কার করিলেন। মাধবরাও অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া ছাদের উপর হইতে লক্ষপ্রদানপূর্বক আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া জান যে, ‘বাজীরাও আমার রাজ্যাধিকারী হইবে।’ অনন্তর নানা ফড়নবিশ মাধবরাওর এই অভিপ্রায় গোপন করিয়া ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রীদিগকে বলিলেন যে, বাজীরাও রাজা হইলে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে। আরও ইংরাজদের সহিত বাজীরাওর যেরূপ ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে, তাহাতে বাজীরাও রাজা হইলে, নিশ্চয়ই ইংরাজের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। কুটিল বুদ্ধি ফড়নবিশ এই সমস্ত কারণ দেখাইয়া মাধবরাওর পত্নীকে পোষাপুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সেই নাবালকের হইয়া রাজকার্য পর্যালোচনার ভার তাঁহার হস্তেই অর্পিত হইবে, সকলেই এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল। বাজীরাও এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি উপরোক্তর না দেখিয়া দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পরণাম হইলেন এবং বলিলেন, যে

“যদি আমাকে পেশবা করিতে সাহায্য করেন, তবে আপনাকেও চারিলক্ টাকা মূল্যের সম্পত্তি উপহার প্রদান করিব।” নানী কড়নবিশ এই প্রস্তাব জানিতে পারিয়া পরগুরাম ভাউকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, সিন্ধিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বাজীরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তদনুসারে পরগুরাম জুরয়ে গমন করিয়া বাজীরাওর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাজীরাও এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া পুণায় আসিয়া রাজাভ্যার গ্রহণ করিলেন এবং কড়নবিশকে মন্ত্রিবর্গের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিলেন। সিন্ধিয়ার মন্ত্রী বালোবা তাঁতিয়া বাজীরাওর এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পুণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নানী এই আগমন বার্তাশ্রবণে ভীত হইয়া সাতারার পলায়ন করিলেন। বালোবা তাঁতিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মাধবরাওর স্ত্রী বাজীরাওর ভ্রাতা চিমনাভীকে পোষাপুত্র লইবেন এবং পরগুরামভাউ তদীয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর নানী সাতারা হইতে অমাত্য-পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্বক পুণার নিকে আসিতেছেন, এমন সময় পশ্চিমধ্যে অবগত হইলেন যে, পরগুরাম বাজীরাওকে হস্তগত করিতে পারেন নাই। তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইল, তিনি পোষাক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিয়া সাতারার অন্তর্গত বাই নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পরগুরামভাউ চিমনাভীকে পুণায় পেশবা করিলেন এবং নানাকে পুণায় আসিতে সংবাদ দিলেন। নানী প্রত্যাগমনে বলিলেন যে, পরগুরামের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিগঙ্গ এখানে আসিয়া পূর্বে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। হরিগঙ্গ দূতের বেশে না আসিয়া গাঃ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নানী কড়নবিশ পূর্বে হইতেই এই হরতিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, অন্তএব আর কালবিলম্ব না করিয়া রারগড়ের নিকটবর্তী মহাড়ে প্রস্থান করিলেন।

এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কড়নবিশ অসমসাহসে বুক বাঁধিলেন। দ্বারে পড়িয়া তাঁহার ভীকৃত্য দূর হইল। একাগ্রচিত্তে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকবলীভূত-করণ, উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ভদ্রানীকম হুরোপীয়গণ তাঁহাকে মহা-রাজ্যের “ক্যাক্সিরাবেল” উপাধি দিয়াছিলেন। নানার প্রধান লক্ষ পরগুরামভাউ এবং বালোবা বাজীরাওকে হস্তগত করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়া, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে কড়নবিশ প্রেতুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থ-হানে পেশবার সৈনিকদের একজন প্রধান লোককে এবং

সিন্ধিয়ার জনৈক কর্মচারীকে বন্দীভূত করিলেন। বাজীরাওর জনৈক ভৃত্য দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। ফুকাভী হোলকর এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার মন্ত্রী বালোবা দেখিলেন যে, বাজীরাও ঐযুৎ বাবারাও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি অবিলম্বে বাবারাওকে আনুক করিলেন। এ নিকে বাজীরাওকে উত্তর ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তদীয় রক্ষকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া পশ্চিম-মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কড়নবিশ নিজামকে প্রলোভন দেখাইয়া বন্দীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সিন্ধিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়া পরগুরামকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালোবা-ভয়ে পলায়নের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পশ্চিমধ্যে ধৃত হইলেন। কড়নবিশ মহাড়া হইতে আসিয়া শালপাখাটে মিলিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি বাজীরাওর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন এবং ইচ্ছা করিলেই কার্য পরি-ত্যগ করিতে পারিবেন, এই সূত্রে ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন।



নানী কড়নবিশ।

কিছুদিন পরে বাজীরাও নানা কড়নবিশের শাসন হইতে মুক্তিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে খাটগের সহিত ঝড়বস্ত্র করিতে লাগিলেন। উত্তরে একত্র হইয়া কড়নবিশকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টার রহিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কড়নবিশ সিন্ধিয়ার ভবন হইতে কিরীয়া আসিতেছেন, পশ্চিমধ্যে অম্বচরবর্গের সহিত ধৃত হইলেন। তাহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। খাটগের অম্বচরবর্গের নানা কড়নবিশ ও তাঁহার নন্দ

সকলের বাড়ীর দৃষ্ট হইল। নানার পক্ষ হইতে প্রতি-
রোধের চেষ্টা হইরাছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল
না। সমস্ত বরে অগ্নি প্রদান করা হইল। মনোহর গৃহগুলি
দেখিতে দেখিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সমস্ত দিন রাজি
তরিত্তা অগ্নিকাণ্ড চলিল। সমুদায় নগর উৎসন্ন হইয়া গেল। যে
সময় নানা আবদ্ধ অবস্থায় সিন্দিয়ার শিবিরে অবস্থান করিতে-
ছিলেন, সেই সময় বাজীরাও কোন প্রয়োজনীয় কার্যের ভান
করিয়া নানার পক্ষীয় গণ্যমান্ত লোকদিগকে ডাকাইয়া পাঠাই-
লেন। তাহার বাজীরাওর চতুরতা বুঝিতে পারিল না। খৃষ্ট
বাজীরাও হুমোণ পাইয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ
করিলেন। তৎপরে নানা কড়নবিশকে আশ্রয়নগর হুর্গে
আবদ্ধ করা হইল।

ইহার পর সিন্দিয়ার সহিত পেশবা বাজীরাওর বিবাদ উপ-
স্থিত হয়। বাজীরাও নিজামআলীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করার,
সিন্দিয়া অস্ত্র উপায় না দেখিয়া কড়নবিশকে কারাবদ্ধ করিবার
মতলব করিলেন। ইহাতে বাজীরাওকে দমন এবং অর্থ-
সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা উভয়ই ছিল। তদনুসারে (১৭৯৮
খৃষ্টাব্দে) সিন্দিয়া আশ্রয়নগর হুর্গ হইতে কড়নবিশকে মুক্ত করি-
লেন এবং তন্নিমিত্ত ১০ দশলক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই ঘট-
নার পেশবা ও নিজামআলীর সন্ধি ভঙ্গ হইয়া গেল। অনন্তর
বাজীরাও নানা কড়নবিশ ও সিন্দিয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্য
উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সিন্দিয়া বাজীরাওর উৎকণ্ঠার
কারণ জানিতে না পারিয়া, নানা কড়নবিশ বাজীরাওর প্রধান
সচিবস্বরূপ গৃহীত হইলেই, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত আছেন, এরূপ
মত প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ কড়নবিশকে মস্ত্রিপদে নিযুক্ত
করা ইয়েজ গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বাজীরাও
অস্ত্রাস্ত্র কারণ স্বত্বেও তাঁহাকে মস্ত্রি গ্রহণ করিতে বিশেষ
অগ্ররোধ করিলেন। কড়নবিশ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত
হইতে চাহেন নাই। তিনি জানাইলেন, তাহার শরীর কিংবা
সম্পত্তি কিছুতেই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না,
যদি ইংরাজ গবর্নমেন্ট এরূপ জামিন হন, তবে তিনি পদগ্রহণ
করিতে প্রস্তুত আছেন। নানার ভয়ের কারণ দূরীভূত করিবার
উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে বাজীরাও তাহার নিকট উপস্থিত
হইলেন এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বিনা জামীনে কার্য গ্রহণ
করিতে অগ্ররোধ করিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে
বৃদ্ধব্রাহ্মণ আবার মস্ত্রি গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন মধ্যে
তিনি সন্নিভে পাইলেন যে বাজীরাও পুনরায় তাঁহাকে আবদ্ধ
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনন্তর তিনি বাজীরাওকে
বিধাসম্বন্ধকতা দোষে দোষী করিতে চাহিলে, তিনি সমস্তই

অস্বীকার করিলেন এবং এই অবলম্বন সংবাদদাতাকে বখা-
বিধি দণ্ডবিধান করিলেন। এখন কড়নবিশ বিশেষ সন্তোষ
সহকারে কর্তব্য কার্য পালনে তৎপর হইলেন। বাজীরাও
এখন হইতে তাঁহার পরামর্শমত গুরুতর কার্য করিতে
লাগিলেন। এই সময় সেই বৃদ্ধ মস্ত্রী অনেকগুলি গুরুতর
কার্য কৌশলে সমাধা করিয়া বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়
দিরাছিলেন। ক্রমশঃ বার্ষিক্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ
করিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ১৩ই মার্চ নিঃসন্তান অবস্থায়
তিনি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয়
পত্নী সূর্যনাবসিষ্ট বেৎসামান্য ধনসম্পত্তি ভোগ করিতে ছিলেন,
তাহার প্রতি বাজীরাও ও সিন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িল। তাহার এই
সম্পত্তি লইবার নিমিত্ত পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত করিলেন।

নানা কড়নবিশ কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষীণ ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন।
তাঁহার কার্যকলাপ অবলোকন করিলে গভীর ও অল্পসন্ধিহ
বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। তাঁহার বদনবর্ণে বুদ্ধির প্রোৎসাহ
সর্বদা প্রতিভাত হইত। তিনি সত্যব্রত, স্নিহবাসী, দানশীল ও
শ্রমতৎপর ছিলেন। তিনি ইংরাজদের সরলতা ও পৌরোহ
বিশেষ সম্মান করিতেন। কিন্তু রাজকার্য সম্বন্ধে শত্রু বলিয়া
তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ হিংসা ও ভয়ের কারণ
ছিল। জীবনের শেষভাগে তিনি আপন ইষ্টানিষ্টের প্রতি
বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সাহস ও সরলতার সহিত দেশহিতৈষীর
মত কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পেশবা-রাজ্যের
জুলালন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত হইরাছিল।

নানা (পারসিক) মাতামহ।

নানাকন্দ (পুং) নানা বহুবো কন্দা যন্ত। ১ পিতামহ, চুবাড়ী
আনু, এই আনুর মূল চারিদিকে যার বলিয়া ইহাকে নানাকন্দ
কহে। ২ বহুমূল। (ত্রি) ৩ বহুমূলযুক্ত।

নানাসাট, পুণার নানা নামক যে গিরিপ্রেমী দৃষ্ট হয়, তাহার
উপরিস্থ একটা গিরিপথ। খাটগড় হইতে এই গিরিপথ দুই
মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শিব ও দুর্গার প্রতিমূর্তি প্রস্তরে
খোদিত আছে। এই গিরিপ্রেমীতে ১৩৫টা স্তম্ভা খোদিত আছে
এবং তাহাতে ৩৫ খানি শিলালিপি রহিয়াছে। ঐ লিপি পাঠে
জানি যায় যে, জুয়ার বৌদ্ধদিগের একটা প্রধান স্থান ছিল।

নানাসাট, পুণাজেলায় একটা গ্রাম। এই স্থানে পুরুষতত্ত্বের
একটা মন্দির মধ্যে পালি ভাষার লিখিত একখানি শিলালিপি
আছে। এই শিলালিপিতে যে তারিখ পাওয়া যায়, তাহা লাট
অফিসে লিখিত। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে ইহা খোদিত হইরাছিল।

নানাজাতীয় (দেশজ) বহুজাতি লবঙ্গী, বহুজাতীয়।

নানানুবাদিন্দু (ত্রি) নানানু-বদ-গিনি। বহু আশ্রয় বাণী, বাহ্যিক

অনেক আত্মা স্বীকার করে। ইহাদের মতে—আত্মা এক নহে, নানা অর্থাৎ বহু, প্রতিক্রমে এক একটা পৃথক্ আত্মা। সাংখ্যদর্শনে এই মত যীমান্তিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণাদি দ্বারা স্থির করিয়াছে, আত্মা এক হইতে পারে না। বহন দেখা যায়, জন্ম, মৃত্যু ও করণ অর্থাৎ আত্মা এক হইলে একের জন্ম সময়ে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটে না, এই সকল কারণে আত্মা এক নহে, বহু। এই নানাত্ববাদ বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। [সাংখ্য দেখ।]

নানাদরবারী, একজন রাজবিরোধী ব্রাহ্মণ। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে দলে দলে কোলিরা সহাদ্রির নানাহানে উপস্থিত হইয়া গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। অত্যন্ত অনেক জাতি এই বিরোধে যোগদান করিয়াছিল। তাউ থরি, চিম্বাজি বান্দ্র এবং নানাদরবারী নামক তিনটা ব্রাহ্মণ এই বিরোধের নেতা।

নানাদিগেশ (পুং) দিশচ্চ দেশাচ্চ, নানা দিশেষাঃ। অনেক দিক্ ও অনেক দেশ।

নানাদীক্ষিত, কাশীবাণী একজন মহারাত্রিগণ্ডিত। ইনি প্রকাশানন্দের শিষ্য। প্রকাশানন্দের বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তিকার উপর ইনি একখানি লীপিকা লিখিয়াছিলেন।

নানাদ্বনি (পুং) কাহল বীণাদিশক। (হারাবলী)

নানান (দেশজ) অনেক, বহু।

নানাস্ত্র (পুং) ননাস্ত্রপতাম্, বিদাদিত্বাৎ অঞ্। ননান্দার অপত্য, ননদের অপত্য।

নানাস্ত্রায়ণ (পুং) ননাস্ত্রযুক্তপত্যে ননান্-হরিতাদিত্বাৎ কৃৎ। ননান্দার দুবা অপত্য।

নানাপ্রকার (ত্রি) বহুপ্রকার, বহুবিধ।

নানামত (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন মত। বিভিন্ন।

নানারূপ (স্ত্রী) নানা রূপানি কৰ্ম্মধা°। ১ বহুবিধরূপ, অনেক প্রকার রূপ। (ত্রি) নানারূপাণি যন্ত। ২ অনেক প্রকার, পর্যায়—বিবিধ, বহুবিধ, পৃথগবিধ। (অমর)

“ভূমাবশ্যককেনারে কালোপ্তানি কুবীবলৈঃ।

নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ অভাবতঃ ॥” (মহা ৯।৩৮)

নানার্থ (ত্রি) নানা অর্থ যন্ত। ১ অনেকার্থ শব্দ। যে সকল শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ থাকে। ২ নানা প্রয়োজনযুক্ত।

(পুং) ৩ বহু প্রয়োজন।

নানাকর্ম্ম (ত্রি) নানাবর্ণী রূপাণি যন্ত। বহুবিধ কর্ম্মনিবর্ণ। পর্যায়—ভিন্ন, কিরীত, কল্যাব, শবল, এত, কর্কর, বিচিত্র, পার্শ্ব, কবর, কর্ম্মার, চিত্রল। ২ ব্রাহ্মণ কজিরাপি বর্ণবৃত্ত।

নানাবিধ (ত্রি) নানা বিধাঃ প্রকারা বহু। বহুপ্রকার, অনেক প্রকার।

“নানাবিধরূপাণি রূপকারিণ্যরূপকারিণঃ পুংসঃ।” (সাংখ্যকা°)

নানাপ্রকরণগ্রহ (পুং) নানা নানান্য সংগ্রহঃ। অনেক শব্দের সংগ্রহ, অভিধান, শব্দকোষ।

নানাপাত্র (পুং) বহুবিধ অত্র।

নানাপাত্র (স্ত্রী) বিবিধ প্রকার বিত্ত।

নানাপাত্রস্ত্র (ত্রি) নানা পাত্রা জানাতি ইতি নানাপাত্র — জা-ড। বিবিধ বিত্তাবিশারদ, অনেকশাস্ত্রে পারদর্শী।

নানাসাহেব, পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তার-তীর ইংরাজ সেনানায়ক মালকনের হস্তে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিলে, গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর আদেশ অনুসারে, কাণপুরের প্রায় ১২ মাইল দূরে বিঠুর নগরে তিনি স্বগণপরিবেষ্টিত হইয়া নিরাপদে বাস করিতে থাকেন। গবর্নেন্ট, উক্ত পেশবার ভরণপোষণ প্রভৃতির কারণ তাহাকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ও বিঠুরে একটা জায়গীর প্রদান করেন। জায়গীরের অধিবাসিগণ কোজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার জন্য বৃত্তীশাসন হইতে বিমুক্ত থাকে। বাজীরাও বিধাসের সহিত সন্ধিপত্রের বখারীতি সম্মান রাখিরা, ক্রমে অস্ত্রমদমার উপস্থিত হইলে, সম্মান সম্বন্ধি অভাবে তাঁহার বিপুল ধনরাশি কে উপভোগ করিবে, এই চিন্তার নিত্যন্ত বিষম্ব হইয়া পড়েন। অবশেষে পোষাপত্রগ্রহণে ক্লান্তসংকর হইয়া ভারত গবর্নেন্টকে এই মর্মে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহীত মন্তকপুত্র ধুঙ্গপহু, পেশবা উপাধিধারী ও তাঁহার বার্ষিক বৃত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। তদন্তরে ইংরাজ-রাজ এই কথা বলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্বন্ধে তাঁহার দুব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার কএক বৎসর পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জাহ্নহারী তারিখে পেশবা লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মন্তকপুত্র ধুঙ্গপহু তাঁহার ইচ্ছাপত্রের মর্ম্মানুসারে পেশবার গদি ও বাবতীর সম্পত্তির নিবৃত্তি উত্তরাধিকারী হইলেন। এই ধুঙ্গপহুই নানাসাহেব নামে বিখ্যাত। বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে নানার বয়স ২৭ বৎসর হইয়াছিল মাত্র। তিনি এই অল্পবয়সেই স্বীয় শাস্ত্র প্রকৃতি, জায়গীরতা, উদারতা ও মধুর আলাপ জন্য সাধারণের জন্ম আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্বিত্ত তিনি বৃত্তীশ গবর্নেন্টের কমিশনরের পরামর্শ বাতীত কোন কার্যাই করিতেন না। বাজীরাও স্বীয় নিত্যচরিতা হেতু সময় সময় গবর্নেন্টকে প্রকৃত অর্থ সাহায্য করিয়াও মৃত্যুকালে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নগদ ও অত্যন্ত বহু মূল্যবান জব্বানি রাখিয়া যান।

ভীষ্মের মৃত্যুর পর তৎসমুদয়ই নানাসাহেবের হস্তগত হয়। কিন্তু বাজীরাওর দাস দাবী ও পরিবারবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ার ও উহাদের ভরণপোষণের যাবতীয় ভার নানা সাহেবের হস্তে পড়ত হওয়ার, নানাসাহেব এই প্রেরণ অর্থেকও নাগাভ জ্ঞান করিয়া পিতৃপ্রাণা বৃত্তি পাইবার জন্য কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হন। এই সময় তাঁহার লোকান্তরিত পিতার বিশ্বস্ত বন্ধু সুবাদার রামচন্দ্র, বহুপুত্রের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন ও এইরূপ ভাবে কোম্পানির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন—

“সদাশর কোম্পানি যে প্রণালীতে ভূতপূর্ব মহারাজের রক্ষাব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে নানাসাহেব বর্তমান আবেদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও যাবতীয় অমূলক চিন্তাশূন্য হইরাছেন। তিনি এক্ষণে কেবলমাত্র ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসংকল্প হইরাছেন। গবর্মেণ্টের ক্ষমতা ও অত্যাশ্রয় দেখিলে তিনি সুখী হইবেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁহার এই হিতচিন্তার স্থান হইবেক না।”

বিঠরের তদানীন্তন ব্রিটিশ কমিশনার মর্ল্যাণ্ড সাহেব, নানাসাহেবের আবেদন পত্রের সারবত্তা অবগত হইরা, উক্ত প্রার্থনার পোষকে উর্দ্ধতন কর্মচারীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন গবর্নর টমসন্ সাহেব এই প্রস্তাব অস্বমোদন করেন নাই। বিশেষতঃ লর্ড ডালহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকার, মণি-কাঞ্চনযোগের জার টমসনের আদেশ সর্বত্র অপ্রতিহত রহিল। ডালহৌসী স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—“পেশবা ৪৩ বৎসর পর্যন্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ও জায়গীরের উপস্থাপ্ত ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এই দীর্ঘকালে তিনি প্রায় আড়াইকোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্মেণ্টের কোন ব্যয়ভার বহন করেন নাই। তাঁহার কোন ঋণস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি পরিবার প্রতিপালন জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব এই সম্পত্তিই তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন পক্ষে যথেষ্ট; গবর্মেণ্টের উপর তাহার অন্য দাবী করিতে পারেন না।”

ডালহৌসীর এই আদেশ অচিরে বিঠরে প্রচারিত হইল। যে মহারাষ্ট্র পেশবা, এককালে স্বীয় বহুশ্রেণসম্বিত অর্থ ও নৈমিত্ত সামন্ত অবলীলাক্রমে প্রেরণ দ্বারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের অবাচিত উপকার করিতে একদিনের জন্য পরাশ্রয় হন নাই, আজ বড়লাট স্বৈচ্ছাক্রমে, সেই অতি বিশ্বস্ত, আত্ম বড়লাট স্বৈচ্ছাক্রমে, সেই অতি বিশ্বস্ত, আত্মবিক, সমস্তাধিকারী পেশবা বাজীরাওর দত্তক পুত্রকে

পৈতৃক বৃত্তিভোগের অধঃপতন হইয়া গেল। বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার প্রতিপালন জন্য গবর্মেণ্ট যে বিচার করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছিলেন, আজ সেই ধর্মরক্ষার জন্য দৃঢ় বিচার করিয়া নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ হইল। তবে টমসন্ সাহেব বিঠরের জায়গীরের উপর হস্তাধীনা না করার উহা নানাসাহেবের অধীন রহিল। কিন্তু উহার অধিবাসীদিগের বিচারভার গবর্মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে বিনামোবে এবং অন্তঃস্বল্পে পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইরা, নানাসাহেব, ভারত-গবর্মেণ্টের সুখাপেক্ষী না হইরা একেবারে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভার আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনতিবিলম্বে আবেদনপত্র প্রেরিত হইল ও তাহা যথারীতি ভারত গবর্মেণ্ট দ্বারা ডিরেক্টর সভার প্রেরিত হইল। এই আবেদনপত্রে নানাসাহেব আপনার প্রভূত বিজ্ঞাবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অতিশয় সারবান হইরাছিল। সেই সারবান পত্রও ডিরেক্টরদিগের নিকট অসার বোধ হইরাছিল। তাঁহার গবর্নরজেনারেলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু নানাসাহেব সহজে হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আবেদনপত্র পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ এবার এই মর্মে ভারত গবর্মেণ্টকে লিখিলেন, “আবেদনকারীকে বেন জানান হয় যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ নহে। সুতরাং উহাতে তাঁহার কোন দাবী দাওয়া নাই। তাঁহার আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল।” এই কঠোর আদেশ বিঠরে বোঝিত হইবার পূর্বেই নানাসাহেব, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আজিমউল্লা নামক এক মুসলমান ব্যবসায়কে, স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বিলাতে পাঠাইরাছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে আজিমউল্লা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইরা সেখানে এক ইংরাজের সাহায্যে নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ডিরেক্টরদিগের নিকট আজিমউল্লার যাবতীয় বক্তব্য ও চেষ্টা একেবারেই বিফল হইরাছিল।

এইরূপে নানাসাহেব বহু বয়স ও চেষ্টা করিয়াও পৈতৃক বৃত্তি লাভে কৃতকাণ্ড হইতে না পারিলেও ইংরাজের সহিত সন্ধাব রাখিতে তিনি বিন্দুমাত্রও উদাসীন হন নাই। তাঁহার বিশাল রাজপ্রাসাদ ইংরাজ অতিথিদিগের জন্য নিরন্তর উন্মুক্ত থাকিত। নিরপেক্ষ ইংরাজ অতিথিরা তাঁহার পরিচর্যার যথোচিত সজ্জা হইরা সর্বত্র তাঁহার স্তুতি বোঝা করিতে কাতর হইতেন না। সময় সময় উক্ত অতিথিদিগকে তিনি অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া নিজ উদ্যোগের পরিচয় প্রদান করি-

ভেন। কাহাকে ক্রম বা নীকিতাবহার দেখিবে তৎক্ষণাৎ
জটিকিংসক দ্বারা তাহার যোগোপপনের উপায় উদ্ভাবন করি-
ভেন। এজন্য বহুলাংক ইংরাজ কর্মচারী তাঁহাকে অভ্যস্ত
সন্মান করিত।

যৌবনের প্রারম্ভে কার্যকুশলী হইলেও সময় সময় অলসতা
নানাসাহেবের উদার স্বভাবে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া-
ছিল। অন্যান্য সমস্ত গুণ থাকিলেও তাঁহার একটা মহৎ
দোষ ছিল,—তিনি তাদৃশ দুঃসদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং
সর্বদাই অশয়ের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেন। তাঁহার
এই একমাত্র দোষই সমস্ত গুণের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এই
এক দোষই, তাঁহাকে রাজা হইতে বঞ্চিত, অতি বিখ্যাত মৈত্র
হইতে, বিশ্বাসঘাতক শক্কে পরিণত করিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আজিমউল্লা খাঁ নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থন
কৃত বিশূল অর্থ সংগ্রহপূর্বক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিন্তু
তথায় তাঁহার বাবতীর বড় ও চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, অনভ্যোপায়
হইয়া অবশেষে খাঁর স্ত্রীর গঠন ও প্রেমালোপগুণে বারবিলা-
সিনীদিগকে আকর্ষণ করিতে তৎপর হইলেন। পরিশেষে
ভুরুক দিয়া ভারতে পুনরাগমন কৃত ব্যাধা করিলেন। ভুরুকে
আসিয়া দেখেন যে, সে সময় ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধোপ-
করণের ভার নিরত বিদোষিত হইতেছে। মুসলমান-দূত এই
অতৃতপূর্বক যুদ্ধসম্মেলনবাসনার কোতূহল পরবশ হইয়া ক্রীমিয়ার
সমরাজ্যের সমুখীন হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন যে,
ফরাসি ক্রীমিয়ারিগের জীবন অশনিপাত সূদূর কামানের গোলায়
শত শত ইংরাজবীরযুদ্ধ এককালে ধরাশায়ী হইতেছেন।
তাহাদের জীক্কাখর তরবারির আঘাতে ইংরাজ সৈন্তশ্রেণী
বিপর্য্যত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে
ইংরাজদিগকে অকর্ণশ্য ও নির্বীৰ্য্য হি়র করিলেন ও খাঁর প্রকৃত
সাহায্যে তাহাদিগকে হস্তরসাগরপারে তাড়াইয়া দিতে কৃত-
নিশ্চর হইলেন।

বিহুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজিমউল্লা, নানাসাহেবকে ইংরাজ
বিরুদ্ধে কঠোর যত্নাবেষে মিরত উত্তেজিত করিতেছিল।
ডালহৌসীর অবৈধ ব্যবহারে নানাসাহেব ক্রোধিত, ক্রুদ্ধ ও
এমন কি ইংরাজ জাতিকে নিতান্ত আর্ষণ্যর ভাবিয়া আত্মক্রোধ
হইলেও, তিনি কখনও ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে স্বপ্নও
কল্পনা করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রতাচরণে এক-
দিন না একদিন হয়ত তাঁহার আশা ফলবতী হইবেক, হয়ত
সময়ে আবার তিনি তাঁহার পৈতৃকবৃত্তি ভোগের উপযুক্ত পাত্র
বলিয়া নির্দোষিত হইতেন, এই আশার আশ্বাসিত হইয়া
ইংরাজদিগের সন্তোষসাধন করিতে যত্নবান ছিলেন।

নানাসাহেবের খাঁর বুদ্ধি বলে কার্য্য করিবার আশী কক্ষতা
ছিলনা। আজিমউল্লা ও অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বাহা
বুঝাইত, তিনি তাহাই বর্ণাধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন ও
অসিদ্ধান্তেও তাহাদের উপদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-
তেন। এক্ষণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণে উত্তেজিত হইবার
কৃত আজিমউল্লা প্রকৃতি কর্তৃক তিনি নিরত প্রোৎসাহিত
হইতে থাকিলেন। কাণপুরের সমরক্ষেত্র যত্নাতির ও বিজা-
তীরগণের শোণিত স্রোতে প্রাণিত হইবার হুচনা হইল।
উত্তিমান্তোণী তাঁহার বালালখা ছিলেন। তিনিও এখন
নানাসাহেবের যত্নসাধাতা হইয়া উঠিলেন।

কাণপুরের ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ যখন সিপাহীদিগের
অবাধ্যতার কিছু কিছু আভাস পাইতে লাগিলেন, তখন
প্রথমতঃ তাঁহারা স্ব স্ব পরিবার ও সন্তানসন্ততির আশ্র-
রক্ষার হান হ্রাসকৃত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য
কাণপুরের অজ্ঞাগারের দক্ষিণপূর্বদিকে, সৈনিকনিবাসের
সরিকটে, যে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে ইংরাজদিগের চিকিৎসালয়
ছিল, উহাই আশ্রয়স্থান উপযুক্ত হান বলিয়া নির্দোষিত হইলে
উহার চতুর্দিকে যুদ্ধিকার প্রাচীর সেওয়া হইল। তৎপরে
ধনাগারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হওয়ার মাজিষ্ট্রেট ও
কান্টনমেন্ট হিলারসডন সাহেব প্রথমতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া
পড়েন। অবশেষে ইংরাজবদ্ধ নানাসাহেবের কথা তাঁহার
মনোমধ্যে উদিত হয়। নানাসাহেব এ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের
সহিত অতি বিখন্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন। বিশে-
ষতঃ কালেক্টর সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবলমাত্র
নানাসাহেবের সাহায্যেই গবর্নমেন্টের সম্পত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম
হইবেন। এজন্য তিনি নানাসাহেবকে সশস্ত্র সৈন্তসহ কাণপুরে
আসিয়া কোবাগারের ভার লইতে অহুরোধ করিলেন।

নানাসাহেবও সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়া দুইশত সশস্ত্র সৈন্ত
ও দুইটা কামান লইয়া নবাবগঞ্জ নামকস্থানে উপনীত হইলেন।
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে তারিখে ধনাগার রক্ষার ভার নানাসাহেবের হস্তে অর্পিত হইল।

এহলে সিপাহীদিগের অসন্তোষের কারণ কিংস সমালোচন
আবশ্যক। ভারতে সৈন্তবিভাগে পূর্বে যে সমস্ত বন্দুক ব্যবহৃত
হইত, উহা যুদ্ধকালে অধিক কলদায়ী হইত না। কারণ
প্রতিবার বন্দুক বারদ ও গুলি ধার্য্য পরিপূর্ণ করিতে অনেক
সময় অতিবাহিত হইত। এজন্য লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে
নূতন বন্দুক প্রস্তুত হইয়া ভারতে জরীদে ও উহার ব্যবহার
কৃত টোটার স্থপতি হয়।

এই টোটা সৈনিক-বিভাগে প্রেরিত হইলে, এরূপ এক

প্রবাদ মতে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম ও জাতি-নাশের জন্য ইংরাজেরা এই টোটার দৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে শূকরের চর্নি স্থান আছে। যে মাসের শেষে রসদবিভাগের একজন ইংরাজ কর্মচারীর সম্মিত সিপাহীদিগের যে কথাবার্তা হইরাছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ করিলেই সিপাহীদিগের ঔদ্ধত্যের কারণ সহজেই অস্পষ্ট হইবে। একজন সিপাহী উক্ত কর্মচারীকে কহিল, “অকিসারগণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হই-বেন, তবে তাঁহারা কি জন্য তাঁহাদের আবাসস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন। তাঁহারা বিবিধ কোশলে আমাদের জাতিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্র হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন টোটা গ্রহণ করিব না, একজন আমাদিগকে জাতি-চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা রুড়কি হইতে প্রেরিত হইয়াছে।” আর এক ব্যক্তি কহিল, “অকিসারেরা অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগকে অপ-সারিত করিয়া সেই স্থলে যুরোপীয়দিগকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।” তাহারা মিরাতের ঘটনার উল্লেখ করিয়া কহিল, “টোটা ব্যবহারী করিতে অসম্মত হওয়ার, তৎকাল সিপাহীরা দশবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পথ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। কাণপুরে যুরোপীয় সৈনিক দল উপস্থিত হইলেই আমাদেরও ঐ দশা ঘটবে। আমরা সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিব না।” ইত্যাদি।

এইরূপ কাল্পনিক প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিপাহীরা পূর্ব হইতেই উত্তেজিত হইতেছিল। এখন আবার কোষা-গারের ভার তাহাদের হস্ত হইতে অপসারিত হওয়ার বিশেষতঃ প্রাচীরবেষ্টিত স্থান কামান দ্বারা সুরক্ষিত ও তত্ত্বাধী যাবতীয় ইংরাজমহিলা ও বালকবালিকাগণ আনীত হইতে থাকার সিপাহীদিগের কদম-চরীনিহিত ক্রোধান্বিত প্রবলবেগে প্রধূমিত হইল। তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর উগ্রতা ও অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। মুসলমানেরা মসজিদে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিল। ২৪এ মে, ইহাদের প্রসিদ্ধ পর্ক ইদের দিন ছিল। একজন ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ঐদিনে চুর্চোগের সম্ভাবনা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিনও নিরাপদে অভি-বাহিত হইল। যুরোপীয়েরা উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলভের আশার বতই আশ্রয়কার মনোযোগী হইলেন, সিপাহীরা ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ইংরাজদিগকে আশ্র-রক্ষা নিভাত ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া তাহাদের মনে যুগ্মতর ও আশঙ্ক্য সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহারা ভাবিল যে, তাহা-দের বিপদ অনতিদূরবর্তী, আবার তাহাদের আশা হইল

যে, বাহাদিগকে তাহারা এককাল সাহসী ও কার্জনিশূন্য বলিয়া মনে করিত, তাহারাও বন্ধন প্রতিবৃদ্ধে আতঙ্কিত ও কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সাধারণ লোকের দ্বার কাতর, তখন এরূপ ভীত জাতিকে পরাজয় করা অসম্ভব নহে। এরূপ মনে করিয়া, তাহারা ইংরাজদিগকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে অব-লোকন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন ইংরাজসৈন্য ও কামান সকল বখাওয়ানে সরিবেশিত হইতে লাগিল, তখন অধিনায়ক-দিগের প্রতি সিপাহীদিগের যাবতীয় শ্রদ্ধা ও অহুসার শিথিল হইয়া আসিল। ইংরাজ সিপাহীদিগকে শত্রু ও সিপাহীরা ইংরাজদিগকে শত্রু জ্ঞান করিতে লাগিল। এইরূপে ভয়, নিরাশা ও উত্তেজনার যে মাস অতিবাহিত হইল।

বহুদিবস পূর্ব হইতে সিপাহীরা ঔদ্ধত্য দেখাইলেও প্রকৃত্তে এ পর্যন্ত গবর্নমেন্টের বিপক্ষে কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করার, সেনাপতি হইলার সিপাহীদিগের পূর্বকথিত গর্জিত বাক্যাবলীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন এবং আশ্রয়কার কথঞ্চিৎ শিথিলপ্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু দূরদর্শী লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালায় লক্ষ্য দেখিয়াছিলেন এবং পরিণামে বাহা ঘোর মেঘমালায় পরিণত হইয়া সমুদ্র ভারত বিপর্যস্ত করিতে পারে; পূর্বোক্ত সিপাহীদিগের উত্তেজনা ও গর্জিত বাক্যাবলী যে সেই ঘনীভূত মেঘমালায় বিভ্রাৎ চমক ও বজ্রনাদ মাজ, তিনি বিশেষরূপে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু হইলার মনে তাহা আদৌ স্থান পায় নাই। সেনাপতি হইলার এখন লরেন্সের সাহায্য জন্য লক্ষী নগরে সৈন্য পাঠাইতে সংকল্প করিয়া, গবর্নর জেনারলকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, “কাণ-পুরে সিপাহীরা সমস্ত শান্ততাব অবলম্বন করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি বহুদিবসাবধি তাহাদের অধিনায়ক থাকার, তাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রহানের সিপাহীদিগের উদা-হরণ অনুসরণ করিতে পারিবে না। তবে পরস্পরের মনোমালিন্য বিদূরিত না হওয়ার এখনও আমরা মহিলা ও বালকবালিকাগণ সহ প্রাচীরবেষ্টিত সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছি। বহু দিন সমুদ্র সৈন্তমণ্ডলীতে শান্তি স্থাপিত না হয়, তত দিন এই স্থানে থাকিতে বাসনা রহিল।”

ইহার পরেই তিনি বারাণসী হইতে আগত ১৪ সংখ্যক সৈনিকদল লরেন্সের সাহায্যার্থ লক্ষী প্রেরণ করিলেন। এদিকে সিপাহীরা আপনাদিগের অভীষ্ট সিঁড়িবাসনার পূর্ব হইতেই স্ববোপ অঙ্গলবাসনে তৎপর ছিল।

এই সময়ে বিট্টররাজ সদলে পরিবৃত্ত হইয়া দবাযন্ত্রণে অব-স্থিত করিতেছিলেন, পূর্বোক্ত আজিমউল্লাহ প্রভৃতিও তাহার

সঙ্গে ছিল। সিপাহীরা এখন দূত প্রেরণ দ্বারা, আজিমউল্লা প্রভৃতিকে স্ব স্ব মত জানাইয়া পাঠাইল। আজিমউল্লাও তাহাদের শব্দ সম্বন্ধে নানাসাহেবকে বলতে আনিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল। এবার আছে, বিহুয়ারাজ নানাসাহেব এই অবধাওঁভাবে প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হুই নাই, কিন্তু আজিমউল্লাই তাহার বুদ্ধি ও বল ছিল, একত্র অচিরে আজিমউল্লার যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল না। নানা সিপাহীদিগের পৃষ্ঠপোষক হইবেন বলিয়া অস্বীকার করিলেন। জুন মাসের প্রথম তিন দিবস এইরূপে বহুবিধ মন্ত্রণার অতিবাহিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতি হইলার সিপাহীদিগকে ক্রমশঃ পূর্ণাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত দেখিয়া এখন বাকশব্দটাকে অগ্রাহ্যকার একমাত্র বন্ধ মনে করিলেন এবং সিপাহীদিগকে বখাসাধ্য উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার উপদেশে কোন ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের কক্ষস্থিতিত বুমরাশি এবং শিখাকারে আসিয়া উঠিল। ৪ঠা জুন, রাজিতে দ্বিতীয় অধারোহিদল ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথমে উল্লু ক্রপাণহতে দণ্ডারমান হইল। তাহাদের বৃদ্ধ জুবাদার ভবানীসিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও অবশেষে প্রত্যাশিত চিহ্নস্বরূপ সিপাহীদিগের হতে গুলতররূপে আহত হইয়া ভূগতিত হইলেন। সিপাহীদল অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর ধন লইয়া প্রস্থান করিল। প্রথম পলাতিনল তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইল। তাহারা সমবেত হইয়া দিল্লী গমন স্থির করিল। পশ্চিমধ্যে নবাবগজ্ঞে উপনীত হইলে, নানাসাহেবের পক্ষীয়েরা, তাহাদিগকে যথোচিত আদর ও তাহাদের কার্যের অনুমোদন করিল। কিন্তু ৫০ সংখ্যক দলের কতিপয় সিপাহী এখানে ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাহারা স্বজাতীয়দিগের অসংকার্যের সহায়তা না করিয়া, প্রচুর নিকট চিরবিবস্ত থাকিয়া প্রচুর গুণপরিষোধার্থ অবিলম্বে বন্ধপরিষ্কার হইল। উত্তর পক্ষে যোর সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। মুরোশীয়েরা দূর হইতে বহিঃ উত্তর পক্ষের বন্ধুকের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপক্ষীয় সিপাহীদিগের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। হুতরাং অল্পকণের মধ্যেই প্রত্যাগমন হইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে ধনাগার লুণ্ঠিত, বসিসমূহ হস্ত, রাজকীয় কাগজপত্র ও অস্ত্রাগার শত্রুদিগের হস্তগত হইল।

তাহারা হস্তী ও গোবানসংগ্রহপূর্বক অর্থ ও আবস্তক দ্রব্যাদি লইয়া ক্রতপদে মোগলরাজধানী দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু ৫০ ও ৫০ সংখ্যকদল এ পর্যন্ত তাহাদের সহিত আসিয়া মিলিত না হওয়ার আশাততঃ তাহারা দিল্লী না গিয়া উক্ত সিপাহীদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিল।

এদিকে দ্বিতীয় অধারোহী ও প্রথম পলাতিনল একত্র মিলিত হইলেও ৫০ ও ৫০ সংখ্যক সৈন্যদল ইংরাজ-বিরুদ্ধে সহসা অস্ত্রধারণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা সমস্ত রাজি তাহাদের সেনাপতির সহিত কাণ্ডাক কেন্দ্রে অর্ধহীন করিয়া, বখারীতি সেনাপতির আদেশ প্রত্যাগমন করিয়াছিল। অন্তঃপথে পরদিন স্ব স্ব দলের অধিনায়কেরা, উক্ত দুই দলকে আহ্বানাদি করিবার আজ্ঞা দিয়া, প্রাণীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইলে উক্ত সিপাহীদল হুতসজ্জা পরিভ্যাগপূর্বক ধান্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই সময় বৃদ্ধ সেনাপতি হইলার আপনায় অবিস্মৃতিয়ারিতার দোষে সিপাহীদিগের উপর গোলাবর্ষণের অহুতি দেন। তিনি ভাবিলেন যে, সিপাহীরা আর বিধাত নহে। তাহার এই অদূর-দর্শিতার জন্য ইংরাজদিগকে পরে অহুতাপ করিতে হইয়াছিল। যদি অন্ততঃ এই দুই দল সিপাহী ইংরাজদিগের অহুতুলে থাকিত, তাহা হইলে হয়ত কাণপুরে সিপাহী-বিজ্ঞোহ অল্পবর্ষে সম্ভব হইত।

যাহা হউক, সেনাপতির আদেশক্রমে গোলায় পর গোলা সিপাহীদিগের রক্তমালায় আসিয়া পড়িতে লাগিল। সিপাহীরা কিছুকণ ইতিকর্ষব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিল, অবশেষে যখন কামানের শব্দ ক্রমশঃই বর্ধিত হইল, কামানের অগ্নিময় গোলা তাহাদের সম্মুখে ভূমির উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, তখন সেই হতভাগ্য সিপাহীরা ধান্যাদি পরিভ্যাগপূর্বক পলায়নপর হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকে নবাবগজ্ঞে বাইয়া পূর্বোক্ত বিজ্ঞোহীদিগের কলেবর বৃদ্ধি করিল; অবশিষ্টাংশ অস্ত্র লুণ্ঠারিত থাকিয়া, কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ সেনাপতির নিকট আসিয়া আপনাদের বিবস্ততার পরিচর-প্রদানে যাবতীয় ইংরাজদিগকে বিবস্ত করিয়াছিল।

বিজ্ঞোহী সিপাহীদিগের এইরূপে দল পৃষ্ঠ হওয়ার এখন তাহারা দিল্লীতে মোগল-সম্রাটের অধীনে বাইতে তৎপর হইল। নানাসাহেবের নিকট রক্ষিত পূর্বোক্ত ইংরাজ-ধনাগারের অর্থাদি দিল্লী অভিমুখে প্রেরিত হইল। পশ্চিমার্ধ ইংরাজগৃহাতি তর ও তস্বীভূত হইতে লাগিল। এইরূপে নানাসাহেবপ্রমুখ সিপাহীরা নবাবগজ্ঞে পরিভ্যাগপূর্বক কল্যাণপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আজিমউল্লা প্রথম ঘটনায় অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আর কামবিলম্ব না করিয়া নানাসাহেবকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, সিপাহীদিগের সহিত দিল্লী গমন করিলে ও তথায় মোগলরাজের সহিত মিলিত হইলে, ইংরাজদিগকে পরাজয় ও মোগলরাজকে স্বাধীন করিতে পারি-বেন, লব্ধই নাই। কিন্তু তাহাতে তাহারা কি অস্বীকার করিতে হইবে? তাহাকে মোগলরাজের অধীন স্বীকার করিতে

হইবে, না করিলে, হরত মোগলরাজের প্রভাব নিশাধীরা তাঁহাকে পরিভ্রাণ করিবে ও তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় মোগল-রাজের করোবীর মধ্যে বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি তিনি দিল্লী না বাইস্ত কাপপুরে থাকেন, তাহা হইলে কাপপুরে যে সামান্য স্বেচ্ছাক ইংরাজসৈন্য আছে, তাহাদিগকে অল্পশ্রমে পরাস্ত করিয়া নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ক্রমশঃ দল-পুটদ্বারা ভবিষ্যতে বৃদ্ধাৰ্ছ উপস্থিত ইংরাজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিয়া, অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত ভারতের একচ্ছত্রা রাজা হইতে পারিবেন। তাহা হইলে, সামান্য ৮ লক্ষ টাকা ব্যতিরিক্ত আর ইংরাজদিগের তোষামোদ করিতে হইবে না।

শেষোক্ত বক্তৃতাটা নানাসাহেবের দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ

করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন বৈদ্য-নির্বাচন-বাসনা তাঁহার ক্ষমতার প্রেক্ষাবেশে উদ্ভীর্ণ হইয়া উঠিল। আরও তিনি ভাবিতেন যে, আলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি গুল্লার তীরবর্তী স্থানসমূহ তৎকালে বেঙ্গল বিপর্যস্ত তাহাতে সহজে কাপপুরে সাহায্যকারী ইংরাজ সৈন্য আনিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কাপপুরের নগর ইংরাজদিগকে পরাস্ত করা অনায়াস-সাধ্য। একত্রে তিনি আকিমউজ্জার মন্ত্রণাকে চাপকোর মন্ত্রণা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সিপাহীদিগের নারক্য গ্রহণ করিলেন।

সাধারণতঃ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে উল্লিখিত মত দুই হইয়া থাকে। কিন্তু নানাসাহেবের সহচর ঠাণ্ডিরাতোপী নানাসাহেবের এই অধিনায়ক্য-গ্রহণ সম্বন্ধে অল্পরূপ বিবরণ



নানাসাহেব।

দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে, সিপাহীরা আকিমউজ্জার সহযোগে নানাসাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিন্নতাহারারী কার্যে প্ররোচিত করে। তিনি বলেন যে, ইংলীশদের সম্রাট ও

বিভিন্ন সুলতান অধারোহীরা, ধনাগারে আসিয়া নানাসাহেবকে অবরুদ্ধ করে। তাঁহাদের সহিত সিপাহী ছিল, তাহারা বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত

হয়। তখনকার সিপাহীরা তাঁহাকে, নানাসাহেব ও তাঁহাদের সঙ্গিনগকে লইয়া দিল্লীতে গমন করে। কাণপুর হইতে তিনক্রোশ গেলে, নানাসাহেবের কথামুতাবে, সেদিন সেইখানে অভিযুক্ত করিয়া, পরদিবস প্রত্যবে পুনর্বার দিল্লী বাজা করা হয় হয়। পরদিবস নানাসাহেব দিল্লী বাইতে অস্বীকার করেন। অবশেষে সিপাহীরা তাঁহাকে তাহাদের সহিত কাণপুরে লইয়া যুদ্ধ করিতে কহে; তাহাতেও নানাসাহেব অসম্মত হওয়ার সিপাহীরা নানাসাহেব ও তাঁহাকে বন্দী করে ও কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করে। অবশেষে নানাসাহেব নিতান্ত অনিচ্ছাসহে ও ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাহাউক, তিনি উক্ত নারকতন্ত্রের পর আজিমউল্লাহ মন্ত্রণার তাঁহার ভ্রাতা বালারাও এবং বাবাভট্টকে আত্মসমর্পণ করিয়া সিপাহীদিগের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল এবং রাজার নামে ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্বাচিত ও ন ন দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। সুবাদার চাঁকাসিংহ অম্বারোহীদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জনসিং জিগকশিদলের ও সুবাদার গঙ্গারাম ঘটপকাশদলের অধিনায়ক বলিয়া নির্বাচিত হইলেন। মুসলমানেরাও এই বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান অঙ্গীভূত থাকিলেও, বোধ হয় মহারাজার ব্রাহ্মণ নানাসাহেবের প্রীতির জন্য কোন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে নাই।

৬ই জুন, প্রাতে নানাসাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র হইলার নিকট আসিল। নানাসাহেব শ্রীযুৎ তাঁহাদের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আক্রমণ করিবেন ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে এই পত্র প্রেরিত হয়। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল এবং অতুল সাহসে সেনাপতি হইলার আদেশ অনুসারে অস্ত্রধারণ করিয়া মাঝেই প্রাচীরের ন ন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়াই অভিযুক্ত সিপাহীদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রীলোক, বালক ও শূদ্রকর্ম প্রায় ১০০ ইংরাজ এই প্রাচীর মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। যথাক্রমে সিপাহীদিগের আক্রমণের শব্দ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা পশ্চিমদিকে বহুবল্যক ইংরাজের প্রাণ বিনাশ করিল ও প্রাচীর খেরিয়া ফেলিল। ইংরাজ ও সিপাহীদিগের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের বেকি নিরাশ হইয়া পড়িল, তাহা সিপাহীবিদ্রোহ-ইতিহাস-পাঠক-ব্যতীত অবগত নাই। রালফবালিকবিশেষের তদ-বিবরণ চিত্রকারে, রোগের দোহা নির্দেশে, প্রীলোকদিগের অবিরল যোদনযোগে ও

হতভম্ব সৈনিক পুরুষদিগের অজস্র অধিভূমিতে অচিরে সেই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থান প্রবল কবলার বা বিশাল কবলার মধ্যে পরিণত হইল। ২৪এ জুন পর্যন্ত, এই ভাবে অতীত হইয়াছিল। ২৫এ জুন, ইংরাজেরা হতভম্ব কবলে ন ন হতভম্বের বিবরণ চিত্রা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি প্রীলোক নানাসাহেবের শিবির হইতে এই মর্মে একখানি পত্র আনিয়া প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল যে, “মহারাজা ভিক্টোরিয়ার প্রকাশ্য সন্থা, লর্ড ডালহৌসীর কার্যের সহিত বাহাদের কোন অংশে কোন-রূপ সংশ্লিষ্ট নাই এবং বাহাদের অস্ত্রপরিচালনার ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে আলাহাবাদে বাইতে পারিবেন।” পত্রখানি আজিমউল্লাহ হস্তলিখিত, কিন্তু উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। যুদ্ধ সেনাপতি তখন আর নানাসাহেব অথবা তাঁহার মন্ত্রী আজিমউল্লাহকে বিশ্বাস করিতেন না। এক্ষণে এই পত্রমুতাবে সিপাহীদিগের হতে আত্মসমর্পণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অবশেষে প্রধান প্রধান (অফিসার) সেনানায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহাদের বর্তমান অবস্থায় প্রীলোক ও রোগদিগকে রক্ষা করার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। প্রীলোকটি শিবিরে লইয়া এই সংবাদ দেয় যে, ইংরাজেরা পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবে। সুতরাং সিপাহীরা গোলাবর্ষণে বিরত থাকে। পরদিবস ২৬এ জুন তারিখে, আজিমউল্লাহ ও জোয়ালান্দার ইংরাজদিগের ন্যূনপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলে কাপ্তেন মুর, হুইটলি ও রোডে সাহেব তাঁহাদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া নানাসাহেবের প্রত্যবে সম্মতিদান করেন। তৎপরেই সন্ধিপত্রের সমুদয় নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। উহার মর্ম এই যে, ইংরাজেরা তাঁহাদের কামান ও বাবতীর অর্থ সিপাহীদিগকে দিবে এবং বর্তমান প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করিবেন। পরদিন প্রাতে তাঁহাদের নৌকা প্রস্তুত থাকিবে ও নানাসাহেব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নৌকা প্রস্তুত থাকিবে ও নানাসাহেব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নৌকা প্রস্তুত থাকিবে। তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের অস্ত্র, কলস ও ৬০ বার গুলি নিক্ষেপের যোগ্য বারুদ লইয়া বাইতে আসিয়া পাইবেন। তাঁহাদের আহারের জন্য যথাক্রমে আটা দেওয়া হইবে। আজিমউল্লাহ এই সমস্ত লিখিত করিয়া নানাসাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। বৈকালে আবার সিপাহীপক্ষীয় একজন লোক আসিয়া কহে যে, “মহারাজা সমস্ত প্রত্যবে স্থিরীকৃত আছেন। কিন্তু অস্ত্র রাখিতেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।”

এই নিয়মের মত ইংরাজদিগের পক্ষ ভর্য্যক কষ্টকর বোধ হইল। অবশেষে তাহারা এই প্রত্যবে অসম্মত হইলে পরদিন প্রত্যবে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া গেল। তখন

সারে পরদিন ২৭এ জুন আহত সেনা, ত্রীলোক ও বালক-
বালিকাসহ ৪৫০ জন ইংরাজ হত্যাশ-করে প্রাচীর পরিভ্রমণ-
পূর্বক সুতীতোরী নামক গঙ্গার বাটে উপনীত হন। তাঁহাদিগকে
মানবীহনাদি যথোচিত ভাবে প্রদত্ত হইরাছিল। গঙ্গার বাটে
উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই নৌকার আরোহণে তৎপর
হন। ঐ সময় অনেক সিপাহী, ঔতিষ্যাতোপী, আজিম-
উল্লা ও জোয়ালপ্রসাদ প্রভৃতি প্রায় সকলেই গঙ্গার তীরে
উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজেরা নৌকার আরোহণ করিয়া
মাত্রই ভেরী বাজিয়া উঠে এবং সেই পবিত্র গঙ্গাবক্ষে তীব্র
মৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। এই সময় সমস্ত জাত শিশুকেও
বধ করিতে সিপাহীদিগের মনে বিদ্রোহ দরার উদ্বেক হয়
নাই। এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে একজন অখারোহী সৈন্য
তীরবেগে আসিয়া নানাসাহেবকে সংবাদ দেয়। এই তীব্র
হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া, নানাসাহেবের ক্রয়গল ক্রুদ্ধ হইতে
দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত হৃৎপ্রকাশক ভাব ব্যক্ত করিতে
লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের পরিবর্তে সকলকে
বন্দী রাখিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তদনুসারে হত্যা বন্ধ
হইল। তাঁহাকে সাধারণে বতাই দোষী করুক, তাঁহার চিত্ত
পেশবা বংশধরদিগের দ্বারা উত্তপ্ত ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি
আজিমউল্লা প্রভৃতির অমতে কোন কার্য করিতে সক্ষম
হইতেন না। আজিমউল্লা ও ঔতিষ্যাতোপী প্রভৃতি যে এই
হত্যাকাণ্ডের মূল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহা হউক, নানাসাহেবের আদেশক্রমে ১২৫ জন ইংরাজ
বন্দী হইয়া কাণপুরে 'সবেদাকুঠি'তে অবরুদ্ধ থাকেন। যে
সমস্ত নৌকার তাঁহারা আলাহাবাদ রওনা হইতেছিলেন, সে
সমস্ত নৌকাই কামানের গোলা প্রভৃতি দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়,
কেবলমাত্র একখানি নৌকা অতি কষ্টে এই উপস্থিত অশান-
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই নৌকার কাণ্ডে
টমসন, মুর, ডেলাকোসী প্রভৃতি ছিলেন। উপস্থিত স্থান হইতে
আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহারা শত্রুদিগের অত্যাচার
হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ভাসিতে ভাসিতে নৌকা
বন্ধানে যায়, সেখানেই দৈন্যের লোকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ
করে। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মিনত হন। ৫০ জন
মাত্র ধৃত হইয়া সবেদাকুঠিতে প্রেরিত হন। অবশেষে বিশেষ
সাহসিকতার পরিচয় দিয়া কাণ্ডে টমসন প্রভৃতি ৪ জন ইংরাজ
মুচীপ গবর্নমেন্টের নিত্য প্রেরিত, অগোষ্ঠার অধিকারী রাজ
বিধিঅসিহের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। তাঁহারা প্রভূত বয়ে
তাঁহাদের সর্বমুখ্য লোক লোক ২২ দিন পর্যন্ত তাঁহারা নির্দিষ্ট
স্থানে বন্দী করেন। [বিদ্রোহী সিপাহী বন্ধন বন্ধে উঠে।]

অবশেষে বিধিঅসিহের অত্যাচারে তাঁহারা কাণ্ডে হাবেলকের
দলভুক্ত হইলেন।

ইতিপূর্বেই নানাসাহেব হাতুপ্রাচ উপলক্ষে বিহুরে গমন
করিয়াছিলেন। তথায় বাইরা ১লা জুলাই তারিখে পেশবার
পদে আরোহণ করেন। নবী নবাব নামক এক মুসলমান
কাণপুরের শাসনকর্তৃপদে অভিষিক্ত হন। নানাসাহেব
রাজতিলক ধারণপূর্বক বহু আমোদ আলাদাে কিয়ৎকাল
বাণন করিলে ইংরাজদিগের আগমনবার্তা চতুর্দিকে বোঝিত
হইতে লাগিল। এই সময় নানাসাহেব কাণপুরের এক
মুসলমানের বিশাল পাহনিবাসে উপযুক্তশাস্ত্রীসহ বাস করিতে
ছিলেন। এই প্রাসাদের সন্নিবিষ্ট গঙ্গাতীরে বিস্তৃত ক্ষেত্রে
একটা বাটী ছিল। তথায় হত্যাবশিষ্ট বন্দীদিগকে আবদ্ধ রাখা
হইরাছিল। কতগড় হইলে যে সমস্ত ইংরাজ আশ্রয়-লাভ-প্রার্থী
কাণপুরের ইংরাজ আবাসে আসিতে ছিলেন, তাঁহারাও এই
বিধিগড়ে অবরুদ্ধ হন। এইরূপে সর্বাঙ্গ বিধিগড়ে প্রায়-ই
শতেরও অধিক ইংরাজ আবদ্ধ হওয়ার উহা অল্পকালের মধ্যে
ধারণপূর্বক সিপাহীদিগের মৃশংসতার পরিচয় দেয়। আন্ত-
রিক ইচ্ছা না থাকিলেও মন্ত্রিগণ অসন্তুষ্ট হইবার আশঙ্কায়
নানাসাহেব উক্ত ইংরাজদিগকে ঐ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য
হইয়াছিলেন।

কাণপুরের পতন-সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা আর নির্ভীক
থাকিতে পারিলেন না, যেনই পূর্বেই কাণপুর যাত্রা করিয়া
ছিলেন। সেনাপতি হাবেলকও সৈন্য সামন্ত লইয়া যাত্রা
সাধ্যার্থ যাত্রা করেন। ১৪ই জুলাই নিশীথকালে এই
উভয়দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। পরদিন তাঁহারা কতগড়ের
৪ মাইল দূরস্থিত বেলিন্দা নামক স্থানে উপনীত হইয়া সৈন্য
দিগকে আহাতি করিতে আজ্ঞা দিলে, হত্যাকাণ্ডের গোলা
আসিয়া সৈন্যদিগের পাকস্থলে পতিত হয়। কতগড়ের
তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের আগমনবার্তা পাইয়া নানাসাহেবের
পরামর্শপূর্বক এই দ্বিরুক্তি যেন যে, সেনাপতি তাঁহাদের
সিপাহী সৈন্য সজ্জিত করিবেন। বাবাভট খান, বাবান্না ও
গাড়ী সংগ্রহ করিবেন। জোয়ালপ্রসাদ ১৫ই জুলাই ১৫০
পদাতিক ও গোলান্দাজ, ৫০০ অখারোহী ও ১৫০ অশ্বারোহী
সৈন্য লইয়া আলাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
তঁহাদের সৈন্যপরিচালনতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতগড়
কতগড় আসিয়া ইংরাজ সৈন্যদিগের উপর যে ক্রিয়াকলাপ
করেন, তাহারই একটী ক্রিয় সৈন্যদিগের পাকস্থলে পতিত
পড়িয়াছিল।

সেনাপতি হাবেলকের অধীনে ১৪০০ বৃটিশ সৈন্য ও ৬০০ এমেরীকান সৈন্য ছিল। ইংরাজদিগের বন্ধুকের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত তাহাদের গুলি প্রায় ৩০০ গজ দূর হইতে বিক্ষিপ্ত হইতে লক্ষ্য ভেদ করিতে থাকে, কিন্তু সিপাহীদিগের তাদৃশ উৎকর্ষ বন্ধুকে ছিল না, একত্ৰ তাহারা পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। এইরূপে কতেপুরের যুদ্ধে সিপাহীরা পরাস্ত হইলে তাহাদের কোহ কেহ শত্রুজয়চরণে বিরক্ত হইল, কেহ বা স্থানান্তরে গমন করে, অবশিষ্টাংশ বিহুরে গিয়া নানাসাহেবের সৈন্তের নিক্ত মিলিত হয়। অশিক্ষিত সিপাহীরা আত্মনাশের ভয়ে উত্তেজিত হইয়া ইংরাজদিগকে নিধনপূর্বক বেকশ উচ্চাশ্রয় করিয়াছিল, কতেপুরযুদ্ধে জরী হওয়ার পর বিধিত ও সুসজ্জা বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ও মঙ্গলকা অধিকতর বক্ষরতা দেখাইতে বিক্ষোভে পড়িয়াছিল, ফল নাই। তাহারা কতেপুর ও তাহার নিকটবর্তী স্থান আদি সঞ্চালনপূর্বক প্রায় জনশূন্য করিয়াছিলেন। কতেপুর হস্তগত হইলে হাবেলক কতেপুর অতিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন।

কতেপুরের পরাজয়ের কথা শুনিয়া নানাসাহেব, তাহার ক্রান্তি বালারাগকে প্রচুর সৈন্তসামন্ত সহ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কাণপুরের ২২ মাইল দক্ষিণে জাওল-নামক স্থানে তিনি অবস্থান করিলেন। ১৫ই জুলাই সেনাপতি হাবেলক বালারাগের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে সিপাহীরা প্রতিশর পরাজয় প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের উৎকর্ষ কামান ও বন্ধুকের নিকট তাহাদের সমস্ত পরাজয়ই বিফল হইয়া যায়। ইংরাজ জরী হইলেন বটে, কিন্তু ইহার পর পশ্চিমদিক দাঁকো পার হইবার সময় ইংরাজদিগের সহিত সিপাহীদিগের একটি ভীষণ সংঘর্ষ হয়। তাহাতেও ইংরাজ পরাজিত হইলেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ কাণপুরের যুদ্ধে জরী হইয়াই ইংরাজদের জগদে প্রকৃত পক্ষে বৃটিশরাজ্য চিরস্থায়ী রাখিবার আশিসিকার হইতে থাকে।

এই যুদ্ধে নানাসাহেব অত্যন্ত দুর্ভাগ্যে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে আত্মরক্ষার বিহুর অতিমুখে পলায়ন করিলেন। বিহুরে গিয়া তিনি হত্যার হইয়া পড়েন। তাহার প্রায় সমস্ত সৈন্যই ছিল ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ আত্মসমর্পণ করিলেও হত্যার হইয়া পড়েন। জন্ম ইংরাজেরা কখনই তাঁহাকে মার্জনা করিতেন না। এই হেতু তিনি বিহুর হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম করিলেন।

এই সময় আজিমউল্লা পুনরায় নানাসাহেবকে উত্তেজিত করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি এক্ষণে পরামর্শ বিতে লাগিলেন যে, বিবিগড়ের ইংরাজদিগকে এখন নিধন করিলে

ইংরাজেরা হত্যার হইয়া আর বিহুরে আসিবেন না। হত্যার তিনি নিষিদ্ধে অত্যন্ত বিহুরে প্রকট করিতে পারিলেন। নানাসাহেবের মন পরিবর্তিত হইল। ইংরাজ বিরুদ্ধে তিনি আজিমউল্লাকে অবধাননা করিতে পারিলেন না। বিবিগড়ের বাবতীর লোককেই নিধন করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। কবিত আছে, ইংরাজদিগের রক্তে বিবিগড়ে রীতিমত প্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা এই সংবাদে লাফুলান্ধু ও কপিলীর জার বীরবর্ষে বৈরনিষ্ঠাভন-আশার বিহুর অতিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তবে নানাসাহেব একখানি নোকার সমস্ত পরিবারবর্গ গাইরা প্রোতপ্রোতী গজার বন্ধে তল-হনরে তাসমান হইলেন। সেই সময় এইরূপ প্রচার হয় যে, তিনি পবিত্রসলিলা গজার আত্মসমর্পণপূর্বক বিজাতীয়-দিগের বিহুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। বাহাই হউক, এই ছলে তিনি বিহুর হইতে অযোধ্যার পলায়ন করেন। ইংরাজেরা আসিয়া বিহুর অধিকার ও রাজপ্রাসাদ তুমিমাং করিলেন।

অযোধ্যার বাইরা নানাসাহেব পুনরায় সৈন্তসংগ্রহে তৎপর হন। হাবেলক উপর্যুপরি হৃদয়ঙ্গম হইয়া আনন্দে দীর্ঘ পান-ক্ষেপে লক্ষ্যে বাজা করিলেন। নীল সাহেব কাণপুরের জার গ্রহণ করেন। ২৯ই জুলাই আবার নানার প্রেরিত একদল সৈন্তের সহিত উনাও নামক স্থানে হাবেলকের সৈন্তের একটি সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ইহা অধিকণ স্থায়ী হয় নাই বা ইহাতে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। ইহার পর ইংরাজেরা পুনরায় লক্ষ্যে অতিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু নানাসাহেব তাহাদের পশ্চাৎ অগ্রসর করার উচ্চ উদ্দেশ্য-সাধনে অনেক বিচলিত হন। অনন্তর বহু দিন নানাসাহেবের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নবেম্বর মাসে তাম্রিমাতেপী ও নানাসাহেব পুনরায় সহ বৈজ্ঞানিক সংগ্রহপূর্বক কাণপুর আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হন। এখানে উইলিয়াম সাহেব তাহাদের প্রতিরোধ করেন।

পাণ্ডুরীতীরে ২৯ই নবেম্বর তাম্রিমাতেপীর সৈন্তের সহিত উইলিয়াম সাহেবের সৈন্যের যে দারুণ সংঘর্ষ হয়, তাহাতে তাম্রিমাতে পরাজিত হন। তৎপরেই ২৭ই কাণপুরের বিজয়ী হইয়া উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে অল্প দিন কোরপুত জরলাভ করিতে পারেন নাই, পরদিনের জরলাভী চকল পাথরিক্সে একবার সিপাহী পক্ষ অত্যাচার ইংরাজপক্ষ আশ্রয় লইয়া অবশেষে সে দিনের জরলাভ পক্ষ হইতে বিচলিত গ্রহণ করেন। পরদিন লক্ষ্য করিল লক্ষ্যে হইতে আসিয়া ইংরাজদিগের লক্ষ্য হইল। এই দিনের জরলাভ ইংরাজেরা এই দিন

বেলা ১০টা হইতে রাত্রি পর্যন্ত ঘোর বুদ্ধের পক্ষ লিপাহীরা পরাক্রমিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। ইংরাজেরা বহুদূর পর্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়া রাতি প্রায় দুই প্রহরের সময় কাশপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

• দক্ষিণাভ্যে নানাসাহেবের অনুসরণের কথা প্রচারিত হইলে মহারাজারেরা অত্যন্ত উদ্ভত হইয়া উঠে, কিন্তু সহজেই তাহাদের উদ্ভত্তা প্রশমিত হয়। নানাসাহেব ও তাঁতিরাভ্যাপীর প্রেরিত একদল লিপাহী কোলাপুরে প্রবেশপূর্বক ভ্রাতৃগণ এক প্রধান ধনী গঙ্গাপ্রসাদের সহিত বিজ্ঞোহাচরণের মন্ত্রণা করিতে থাকে। পুলিশ অধ্যক্ষ কর্জোতের কোশলে তাহারা সকলেই ধৃত হয়।

মহারাজার পতিতেরা একপক্ষে নানাসাহেবের অনুষ্ঠিত ধর্ম-বুদ্ধের আবশ্যকতা ও ভ্রাতৃত্ব সন্থার কাশী প্রকৃতি স্থানে কল্ভা দিতে লাগিলেন। ইহাতেও দুই একস্থলে বিজ্ঞোহ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্মানপত্র জাতি সহজেই প্রায় সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে নানাসাহেব ও তাঁহার ভ্রাতা বালাগাও প্রকৃতি একত্র হইয়া অযোধ্যার অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখে তাঁহার অযোধ্যা হইতে ত্যাগিত হন। তদনন্তর তাঁহার নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেখানকার বিখ্যাত রাজা জঙ্গবাহাদুরের প্রার্থনামুসারে হোপগ্রান্ট তথার যাইয়া বিজ্ঞোহীদিগকে নেপাল হইতে বিদূরিত করেন। এই সময় হোপগ্রান্ট দুই খনি পত্র প্রাপ্ত হন। একখনি বালাগাও স্বকৃত কার্যের জন্য অল্পতাপ প্রকাশ করিয়া লিখেন ও প্রকাশ করেন যে কাশপুরের হত্যাকাণ্ড সন্থা তিনি নিতান্ত নির্দোষ ছিলেন। অপরাধমি নানাসাহেবের লিখিত। নানাসাহেব কোলাপুরী শাসনপ্রধানীর উয়ার দোবারোপূর্বক এই প্রস্তাব করেন যে, “ইংরাজদিগের ভারতে আসিবার ও তাঁহাকে বিজ্ঞোহী বলিয়া ঘোষণা করিবার কি অধিকার ছিল?”

ইহার পর, তাঁতিরাভ্যাপী মহারাজারদিগকে নানাসাহেবের পক্ষে পুনরায় অনুপ্রাণন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও স্থানে স্থানে সৈন্তসংগ্রহ পূর্বক নানাসাহেবের অনুকূলে বৃত্ত করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কয়েক লিপাহীদিগের আশা তরঙ্গা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। চতুর্দিকে ইংরাজ-পতাকা উড়িতে লাগিল। ইংরাজের সোভাগ্যগগন নির্মলতর ভাব ধারণ করিল। চতুর্দিকে শান্তি স্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়ার সৈন্য হওয়ার পর নানার ভাগ্যলক্ষী চিরতরে অন্তহিত হইলেন। ইহার পর নানাসাহেবের কোন বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপর্যুক্ত অনেক স্থলে অনেক

নানাসাহেব বৃত্ত ও অনেক নিহত হইয়াছেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে অল্পকালের, তাঁহার কেহই নানাসাহেব রক্ষিত প্রমাণিত হন নাই।

নানাসাহী (দেশ) ছিল তির, অহির।

নানি, দক্ষিণাভ্যে একটি শাখা। এই নদী তাম্রনাথে পতিত হইয়াছে।

নানিফ, বঙ্গদেশের চন্দ্রনাথপুরের একটি শাখা।

নানিয়া, একপ্রকার পোশাক। উত্তরপ্রদেশের প্রদেশ ও বোম্বাই ইহার বাস করে।

নানী (পারস্য) রাজ্য।

নানোর, পাহালায় প্রদেশের একটি পরগণা।

নানোহি, পুণ্ড্রনাথের অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রাম তেলিগাঁও হইতে তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার এক মাইল উত্তরে পাহাড়ের উপর অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে।

নানোরহাট, ত্রিপুরার গোমতীনরীতির একটি নগর।

নান্দরীয়ক (রী) ন অন্তরা-বিনা ভবঃ অন্তরা-ই-অন্তর্যক টিলোপঃ, ততঃ স্বার্থে কন। ১ অবতর্যাবী। ২ দক্ষিণতর তদভাবে তদভাবরূপ ব্যাপ্তিযুক্ত। তাহার অর্থাৎ তাহার অভাব এইরূপ ব্যাপ্তির নাম নান্দরীয়ক।

“নান্দরীয়কঃ তদভাবে তদভাবরূপা ব্যাপ্তিঃ।” (অহম্বর)

নান্দ (রী) নম-ব্রহ্ম বুদ্ধি। (ব্রহ্ম-গমি-নমি-হনিবিত্তাঃ বুদ্ধি। উপঃ ৪। ১৫২) ১ তোত্র। (উচ্চল)

নান্দগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার একটি মহকুমা।

২ উক্ত মহকুমার প্রধান নগর। এই নগর, নাসিক নগরের ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৩ মধ্যপ্রদেশের রাণপুর জেলার অন্তর্গত একটি করম রাজ্য। এই রাজ্য ৪টা পরগণার বিভক্ত। দক্ষিণাভ্যে নাম নান্দগাঁও। নাগপুর-হমিশগড়-রেলপথ এই নান্দগাঁওর দ্বারা হওয়ার এই স্থান এক্ষণে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

নান্দন, ১ অমরাবতীর উয়ার। ২ নন্দনামন।

নান্দিক (রূ) তোরণময়ী মন্দিররূপে স্থাপিত ভগ্নবিধে।

নান্দিকর (পু) নান্দী করোতীতি কু-ট হৃদক। নান্দিকে নান্দীপাঠক হওয়ার।

নান্দী (রী) নন্দিত দেবা যত্র নন্দ-যত্র পুণ্ড্রনাথিয়ার প্রকৃতি উপ। ১ সর্বাঙ্গ, অম্বাদর। ২ নাটকের প্রথমে নন্দনের জন্য পঠিত শ্লোক।

“যতপাদানি ভূয়সি পূর্বরদন্ত নাটকে।

ততাপ্যবত্ত্ব কর্তব্য নান্দী বিজ্ঞোহীভবে।

দেবদ্বিন্দুপাদীনামাশীর্বাদপরাগণা।

নন্দন্তি দেবতা যন্মাত্মানানীতি সংজ্ঞিতা ॥" (ভরত)

সংস্কৃত নাটকে রঙ্গালয়ের বিবরণান্তির জন্ত যদিও পূর্বরঙ্গের অনেক অঙ্গ আছে, তাহা হইলেও নান্দী অবশ্যকর্তব্য। সাহিত্য-দর্পণে অষ্টপদা অথবা দ্বাদশপদা নান্দীর বিষয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভরতমতে দশপদাও নান্দী হইতে পারে।

"প্রশস্তপদবিজ্ঞান চন্দ্রসংকীর্ণমাখিতা।

আশীর্বাদপরা নান্দী যোজ্যং মঙ্গলায়িকা ॥

কাচিদশপদা নান্দী কাচিদষ্টপদা ভবেৎ।

সুত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমস্বরমাপ্রিতঃ ॥" (ভরত)

সুত্রধার মধ্যমস্বরে নান্দী পাঠ করিবেন। [নাটক দেখ।]

নান্দীক (পুং) নান্দ্যে কায়তি কৈ-ক। ১ ভোরণন্তন্ত। (ত্রিকাণ্ড)
২ নান্দীমুখভ্রাক।

নান্দীকর (ত্রি) নান্দীং করোতীতি কৃ-ট। (দিকৃ-ভিত্তি।
পা ৩।২।২১) নান্দীলোকপাঠকারী, বাহার নান্দীলোক পাঠ
করিয়া থাকে, পর্যায়-নান্দীবাদী। কেহ কেহ নান্দী শব্দের
অর্থ ভেরীপ্রায় এইরূপ অর্থা করিয়া থাকেন। তদ্বাদনশীলের
নাম নান্দীকর। "কেচিত্তু ভেরীপ্রায় নান্দী তদ্বাদনশীলঃ অত্র
বদিক্রকো বাদনার্থীবিভ্যাহঃ।" (ভরত)

নান্দীঘোষ (পুং) নান্দ্যে ঘোষঃ। ভের্যাদি শব্দ।

নান্দীপট (পুং) নান্দ্যাঃ বৃদ্ধার্থঃ পটঃ। কৃপাদি মুখবন্ধনবস্ত্র,
বীনাহ। (হেমচন্দ্র)

নান্দীপুর (স্ত্রী) নান্দ্যে পুং অচ্ সমাসান্তঃ। অগ্রাক্ষপুত্রভেদ।
নান্দীপুরী, গুজররাজধানী ভারোচ নগরের জাড়েখর কটকের
বহির্দিকে অবস্থিত একটা নগর। এখানে গুজর রাজাদিগের
একটা দুর্গ আছে।



ধ, ধকার, তবর্গের চতুর্থ বর্ণ। বাহুর উচ্চারণ হ্রস্ব নস্বন।
ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব নস্বন।

"দন্ত্যাল্পতুল্যঃ স্বতাঃ।" (শিকা ১৭)

এই বর্ণের স্বরূপ—

"ধকারঃ পরমেশানি কৃতলী মোক্ষপিতী।

আত্মাহিতব্রহ্মসংযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সধা।

পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি ত্রিশক্তিসহিতং সধা।

ত্রিবিম্বলহিতং বর্ণং ধকারঃ হ্রস্বি ভাবয়।

পীতবিহঙ্গমভাকারঃ চতুর্লঙ্গপ্রদায়কঃ।" (কামধেনুতন্ত্র)

হে পরমেশ্বর! ধকার কৃতলী এবং মোক্ষপিতী, আত্মাহিতব্রহ্মসংযুক্ত সর্বদা সম্মিলিত, পঞ্চদেব স্বরূপ, প্রাণা-
পানাদি পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তিসম্বিত, বিম্বলহিত এবং
পীতবিহঙ্গমভাকার আকৃতিবিশিষ্ট; ইহাকে সর্বদা ভাবনা
কর, ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্লঙ্গপ্রদায়ক।

এই পঞ্চ উচ্চারণ করিতে হইলে আভ্যন্তরের প্রথম
আবস্তক। সন্তনুল নিম্নাঙ্গের সহিত স্পর্শ হইলে এই বর্ণ
উচ্চারিত হয়। বাহুপ্রথম সংহার, নাম, বোধ, মহাপ্রাণ।
ধনার্থ, কচি, হ্রস্ব, সাক্ষত, যোগিনীপ্রিয়, বীর্ষেশ, পঞ্চিনী,
তোম, নাগেশ, বিশ্বপাবনী, বিশ্বগা, ধারণা, চিত্তা, মেঘধূম,
প্রিয়, মতি, পীতবাসা, ত্রিধর্মা, বাতা, ধর্মপ্রবলম, সন্দর্প,
মোহন, লজ্জা, বজ্রকুণ্ডল, ধর্ম, বামপাদাঙ্গুলিমূল, জোড়া,
সুরপুর, স্পর্শাঙ্গা, দীর্ঘজন্মা, ধনেশ ও ধনসকল এই সকল
পঞ্চ ধ-বাচক।

যো ধনার্থো কচিঃ হ্রস্বঃ সাংঘতো যোগিনীপ্রিয়ঃ।

"বীর্ষেশঃ পঞ্চিনী তোমঃ নাগেশো বিশ্বপাবনী।

বিশ্বগা ধারণা চিত্তা মেঘধূমঃ প্রিয়োমতিঃ।

পীতবাসা ত্রিধর্মা ও বাতা ধর্মপ্রবলমঃ ॥

সন্দর্পো মোহনো লজ্জা বজ্রকুণ্ডলময়ঃ ধর্ম।

বামপাদাঙ্গুলিমূলং জোড়া সুরপুরঃ ভবঃ।

স্পর্শাঙ্গা দীর্ঘজন্মা ও ধনেশো ধনসকলঃ ॥ (নামান্তরপাঠঃ)

মাতৃকাক্রাস করিবার সময় এই বর্ণ বামপাদাঙ্গুলিমূলে
ক্রাস করিতে হয়। এই বর্ণের লিখন প্রকার—ত্রিকোণ রেখা
করিতে হইবে। বামরেখার স্বরূপে একটি বক্র চিহ্ন দিতে
হইবে। ঐ ত্রিকোণরূপ তিনটী রেখাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও
মহেশ্বর অবস্থান করেন এবং বাম রেখার স্বরূপে বিশ্ব-
মাতা বিবেচনী অবস্থিত আছেন।

"ত্রিকোণরূপরেখায়াং ত্রৈলোক্যেনবা বসন্তি চ।

বিশেষরী বিশ্বমাতা বামতঃ স্বরূপতঃ স্তিতা ॥" (বর্ণোচ্চারণতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—

"বক্তৃত্বাং মেঘবর্ণীক রক্তবস্ত্রধারাং পরাং।

বরদাং শোভনাং রম্যাং চতুর্লঙ্গপ্রদারিনীং।

এবং ধ্যানা ধকারতঃ তন্ত্রাং নমস্বা কপেৎ ॥"

এই ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বক্তৃত্বসম্পরা এবং
উচ্চারণ বর্ণ মেঘসমূহ, তিনি সর্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া
আছেন। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র মন্ত্রধার ল্পন
করিতে হইবে। এইরূপ ধ্যান করিলে, তিনি চতুর্লঙ্গ প্রদান
করিয়া থাকেন।

ধকার এই বর্ণ কাব্যানুসারে প্রথম বিভাগ করিলে স্তব্ধ হয়।

"সোধ্যঃ সোধ্যাং স্তব্ধং নঃ।" (বৃত্তরসিকারটীকা)

ধ (স্তব্ধ) ন্যাক্তি স্তব্ধমিতি ধ-ভ। ১ ধন। (পুং) ন্যাক্তি
ধরতি বিশ্বমিতি ধ-ভ। ২ ব্রহ্মা, যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন,
তাঁহার নাম ধ। ন্যাক্তি মিথি। ৩ কুবের, কুবের সকল

নিধি ধারণ করেন এই অজ্ঞ কুবেরের নাম ধ। দধাতি
জীবানাং শুভাত্তমমিতি । ৪ ধর্ম, ধর্ম জীবের শুভাত্তম ধারণ
করিয়া থাকেন । ৫ ধকারবর্ণ ।

ধট (পুং) ধং ধনং অটতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ভৌল্যেহেনেতি
ধ-অট-অচ্ শক্কাদিত্বাৎ সাধুঃ । ১ তুলা, তরাঙ্কু, খাড়া।
(ভাষা।) ইহার নাম নিরুক্তি—

“ধকারাক্ষরমুদ্রিষ্টং টকারাৎ কুটিলং নরং ।

ধৃতং ধারণতে যন্মাকটন্তেনাভিধীরতে ॥” (দ্বিষ্যতবধুতবচনং)

ধকার শব্দের অর্থ ধর্ম, এবং টকার শব্দে কুটিল নর,
ইহাদিগকে যিনি ধারণ করেন তাহার নাম ধট । ২ তুলাপত্রিকা।

“সিংহো বৃষচ্ মেঘশ্চ কল্পা ধর্মী ধটী ধটঃ ।

অর্জুনীনাম্ ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ ॥”

(জ্যোতিষতত্ত্বং)

৩ পরীক্ষাভেদ, তুলাপত্রিকা।

“ধটোহগ্নিকন্দকৈব বিষং কোষস্ত পঞ্চমঃ ।” (বৃহস্পতি)

ধটক (পুং) ধটেন তুলায় ধার্যতীতি কৈ-ক। চতুর্দশ বস্ত্র
পরিমাণ, ৪২ রতি, ষিচছারিংশৎ রতিকা। (লীলাবতী)।

২ নন্দিবৃক্ষ। পর্যায় ধব, ধট, নন্দিতরু, হির, গোর,
ধুরন্ধর। (ভাবপ্রকাশ)

ধটকর্কট (পুং) ধটস্ত কর্কটঃ ৬তৎ। তুলার শিক্যাদারে
জৈষদবক্র কর্কটের শৃঙ্গ সদৃশ আয়স কীলকভেদ।

“কক্ষচ্ছেদে তুলাভঙ্গে ধটকর্কটয়ো স্তথা ।” (বৃহস্পতি)

ধটপত্রিকা (স্ত্রী) ধটস্ত তুলায়াঃ পরীক্ষা ৬তৎ। তুলাপত্রিকা।

[তুলাপত্রিকা দেখ।]

ধটিকা (স্ত্রী) পঞ্চসেরাস্বক পরিমাণ, পাঁচসের খাড়া, পশরা।

“বাক্ষেন্দু সংখ্যে ধটকৈস্ত সেরস্তৈঃ পঞ্চতিঃ স্তাদ্ ধটিকা চ
ভাতিঃ ।” (লীলাবতী) ধটী স্বার্থে-কন্ টাপ্। ২ চীরবস্ত্র।

৩ কোপীন, খড়া।

ধটী (স্ত্রী) ধন-অচ্ নিপাতনাৎ নস্ত ট গৌরাদিত্বাৎ জীষ্।

১ চীরবস্ত্র। ২ কোপীন। ৩ গর্ভাধানের পর জীলোক-
দিগের পরিধের বস্ত্রভেদ।

“মূলপ্রবণহস্তেযু পুষ্পাদিত্যোস্তরাযু চ।

পুণ্ণগোকে ধটী দেয়া সোম্যাবারে শুভে তিথৌ ॥”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

মুলা, শ্রবণা, হস্তা, পূর্বা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদ, মৃগ-
শিরা ও পুষ্যা এই সকল নক্ষত্রে শুভতিথি ও শুভবারে গর্ভা-
ধানের পর জীলোকদিগকে ধটী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে।
ধটিন্ (ত্রি) ধটোহস্তাত্ত ইনি। ১ তুলাধারক। ২ তুলা-
রাশি। ৩ শিব।

“বটৌ ২ঘটৌ ধটী চট্টী চক্চেলী মিলী মিলী ।”

(ভারত শাং ২৮৬ অং)

নীলকণ্ঠ ধটী শব্দের পাঠান্তর ঘটী এই নির্দেশ
করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ঘটরতি কর্মকলে যোজয়তি নরান্”
(নীলকণ্ঠ) ‘ঘটী’ এই পাঠ ভুল।

ঘটীদান (স্ত্রী) ঘট্যা চীরবস্ত্র দানং। গর্ভাধানান্তর জী
সম্প্রদানক চীরবস্ত্র দান, গর্ভাধানের পর জীলোকদিগকে যে
যে চীরবস্ত্র দান করিতে হয়, তাহাকে ঘটীদান কহে।

ঘতুর (পুং) ঘরতি পিবতীতি ঞ্জতিং ধে বাহুলকাচ্চ
পুৰোদয়াদিত্বাৎ সাধুঃ। ঘতুর।

“ধর্মধর্মগুণচ্ছেত্রী ঘতুর কুপ্তমগ্রিরাঃ ।” (কালীখং ২৯৯৪)

ধন (স্ত্রী) ধনতি যৌতীতি ধন রবে পচাধ্যচ্। ১ মেহপাত্র।
২ গোধান।

“অমুজগ্মুচ গোপালাঃ কালয়ন্তো ধনানি চ। (হরিং ৭৩।৩৩)

৩ জীবনোপায়। দধতি ধাতাদিকসুংপাদয়তীতি ধন-অচ্
বা দধাতি অর্থমিতি ধা বাহুলকাৎ ক্য (কপূহজি মন্দি
নিধাঞঃক্যঃ। উণ্ ২।৮১) ৪ জ্বিণ।

“ধনৈনিকুলীনাঃ কুলীনা ভবতি

ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরস্তি।

ধনেনভ্যঃ পরো নাস্তি বন্ধুর্হি লোকে

ধনাভ্যর্জয়ধ্বং ধনাভ্যর্জয়ধ্বং ॥” (উদ্ভট)

ধন থাকিলে কুলহীন ব্যক্তিরাও কুলীন বলিয়া পরি-
গণিত হয়। মানব সকল ধনের দ্বারা আপদ হইতে উদ্ধার
হয়, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেহ নাই, অতএব সকলে
যত্নপূর্বক ধনোপার্জন করুন।

পর্যায়—জবা, বিত্ত, স্বাপত্যের, রিক্ত, বহু, হিরণ্য,
জ্বিণ, ছাত্র, অর্থ, রাং বিভব, কাকন, লক্ষ্মী, ভোগ, সম্পদ,
বৃদ্ধি, জী, ব্যবহার্য। (রাজনিং) রৈ, ভোগ, স্ব। (শক-
রত্নাবলী)। বৈদিক পর্যায়,—মণ, রেবণ, রিক্ত, বেদ,
বরিব, স্বাজ, রত্ন, রসি, ক্ষত্র, ভগ, যীলু, গর, ছাত্র, ইঞ্জির,
বহু, রার, রাধ, ভোজন, তনা, স্মৃণ, বহু, মেধন, বশস্,
ব্রহ্ম, জ্বিণ, শ্রব, বৃত্ত, বৃত্ত, এই অষ্টাবিংশতি ধনের বৈদিক
পর্যায়। (বেদনিষক্ট ২ অং)

বিজ্ঞলোকে ধনকে প্রাণ সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

“যদেতদ্ভুবিণং নাম প্রাণাংতে বহিচ্চরাঃ ।

স তস্ত হরতে প্রাণান্ বে বস্ত হরতে ধনঃ ॥ (কুর্মপুং ৩১অং)

যাহা জ্বিণ উর্ধ্বাৎ ধন, তাহা বহিচ্চর প্রাণ, যাহারা
এই ধন হরণ করে, তাহারা প্রাণ হরণ করিয়া থাকে। ইহার
তাৎপর্য এই ধন প্রাণতুল্য। এই ধন জ্বিণধ—

“ধনক্ জিবিধং জ্ঞেয়ং তুর্যং শবলমেব চ ।

কৃৎকণ্ড তত বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ সপ্তথা পৃথক্ ॥

ক্রমায়ত্তং প্রীতিদায়কং প্রাপ্তকং সহ ভাৰ্য্যারী ।

অবিশেষণে সৰ্বেষাং বর্ণনায় জিবিধং ধনং ॥

বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং ব্রাহ্মণস্ত জিলক্ষণং ।

বাজনাধ্যাপনে নিত্যং বিত্তজ্ঞাস্তি প্রতিগ্রহঃ ॥

জিবিধং কজিরতাপি গ্রাহ বৈশেষিকং ধনং ।

যুদ্ধার্থং লভ্যং করজং দণ্ডাধ্যাপনহারতঃ ॥

বৈশেষিকং ধনং দৃষ্টং বৈব্রততাপি জিলক্ষণং ।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং শূদ্রশ্রৈত্যহুগ্রহাৎ ॥

কুসীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকৃষীতং স্বরং কৃতং ।

আপাৎকালে স্বরং কুর্কস্ নৈনসা বুধ্যতে বিজং ॥”

(গরুড়পুরাণ ২১০ অ°)

তুর্য, শবল ও কৃৎকণ্ড এই জিবিধ ধন, এই ধনের ৭ প্রকার বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ক্রমায়ত্ত, প্রীতিদায়ক ও ভাৰ্য্যার সহিত প্রাপ্ত এই জিবিধ ধন সকল বর্ণের অবিশেষ ধন নহে । এতদ্ব্যতীত প্রতি বর্ণের জিবিধ বিশেষ ধন নির্দিষ্ট আছে । ব্রাহ্মণ বাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহা বিত্তজ্ঞ এবং ইহা ব্রাহ্মণের বিশেষ ধন । যুদ্ধ করিয়া যে ধন লাভ হয়, এবং করজ, দণ্ড ও বধ্যব্যক্তির অপহারজ এই জিবিধ কজিরের বিশেষ ধন । বৈব্রত কৃষি, গোরক্ষ ও বাণিজ্য এই জিবিধ বিশেষ ধন । শূদ্রের কেবল অহুগ্রহ প্রাপ্তি অর্থাৎ তাহাকে দয়া করিয়া যে ধন দেওয়া হয়, সেই ধনকে বিশেষ ধন কহে । ব্রাহ্মণাবি বর্ণজর যদি বিপদে পতিত হয়, তাহা হইলে কুসীদ কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতে পারিবে, কিন্তু ইহাতে পাপভাগী হইবে না ।

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ধন জিবিধ ।

“পাশ্বিকদ্যুতোদ্যোতিঃ প্রতিরূপকসাহসৈঃ ।

ব্যাজেনোপার্কিতং বস্তু তৎককং সমুদাহৃতং ॥” (শুদ্ধিতত্ত্ব)

তামস ধন—পাশ্রবতা হেতু অর্থাৎ সংপাত্তি এইরূপ দেখাইয়া যে ধন উপার্কিত হয়, পরসীদা জন্মাইয়া যাঁহা লাভ করা যায়, কৃত্রিম রত্ন প্রভৃতি এবং সমুদ্রযান বা গিরিরোহণ প্রভৃতি কৃকর কর্মদ্বারা ব্যাজ অর্থাৎ শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণাদি বেশ ধারণ করিয়া যে সকল ধন লাভ হয়, তাহাকে কক অর্থাৎ তামস ধন কহে ।

রাজস ধন—“কুসীদকৃষিবাণিজ্যভোগ্যনামুত্তিষ্টিঃ ।

কৃতোপকারাদাপ্তকং রাজসং সমুদাহৃতং ॥” (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুভ ও নৃভাগীতাদি করিয়া বাহা লাভ হয়, এবং একজনকে উপকার করিলে তাহার প্রত্যা-পকার বলিয়া যেমন লাভ হয়, তাহাকে রাজস কহে ।

সাত্বিক ধন—

“ঋতশৌৰ্য্যতপঃ কস্তা শিষ্য বাধ্যাবহারগতঃ ।

ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং বুনিত্তিঃ সমুদাহৃতং ॥” (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ঋত অর্থাৎ অধ্যয়নাদি করিয়া বাহা পাওয়া যায়, শৌৰ্য্য অর্থাৎ জয়ানিলক ধন, তপস্তা অর্থাৎ জপ, হোম, যজ্ঞাদি করিয়া লব্ধ ধন, কস্তার সহিত আগত ধন অর্থাৎ কস্তার যন্তরাদি তাহাকে যে ধন দিয়াছে, শিষ্যাগত অর্থাৎ শিষ্য গুরুকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যে ধন দিয়াছে, হোতৃকার্য্য করিয়া যে ধন লাভ হয় এবং দায়াদগণ হইতে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল ধন বিত্তজ্ঞ এবং সাত্বিক ।

কুল, বামন, খল, ক্রৌব, বিজরোগী, উন্নত ও অন্ধ ইহার ধনভাগী হয় না ।

“কুলবামনখলানাং ক্রৌবানাং বিজিনামপি ।

উন্নতানাং তথাকানানাং ধনভাগো ন বিজ্ঞতে ॥”

(বামনপুরাণ ৭৫ অ°)

ভাৰ্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিন জন অধন, এই তিন বাহার অর্থাৎ বাহার পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি, তাহার তাহারই ধন পাইরা থাকে ।

“জয় এবাধনা রাজন্ ভাৰ্য্যা দাস তথা স্ত্রুতঃ ।

বতে সমধিগচ্ছন্তি বত তে তত তচ্চনং ॥” (মৎসরপুরাণ ৩১ অ°)

বহুপূরক ধনোপার্কন করা বিধেয়, কিন্তু তাহা বলিয়া অজ্ঞারূপে ধনোপার্কন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ । ভ্রাতৃপূরক যদি অন্ন ও ধন উপার্কিত হয়, তাহাতে সন্দেহ থাকি উচিত ; মনু বলিয়াছেন—

“অকৃত্যপারসভাপং অগত্বা ধলমক্ষিরং ।

অক্লেশরিভাচান্নানং বনমমপি তবহ ॥” (মনু)

পর পীড়ন না করিয়া, বেদ বিরোধী নাতিক ছুট ও দুর্জ-নের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া বাহা কিছু অন্ন ধন স্নাত হয়, তাহাই বহ বলিয়া মানিতে হইবে অর্থাৎ তাহাতেই সন্দেহ থাকি বৃদ্ধিমানের কার্য্য ।

“আপদর্থে ধনং রক্ষৎ” এই নীতি অনুসারে অর্থাৎ আপদ কালের জন্য কিঞ্চিৎ ধন লক্ষ্য করা কর্তব্য । কিন্তু অতি লক্ষ্য করাও দোষাবহ । রামায়ণে লক্ষ্যকালে রামচন্দ্র লক্ষণের নিকট ধনের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন—

“অর্থোভোহথ প্রুদেভ্যঃ সংরুভেভ্যস্তততঃ ।

ক্রিমাঃ সর্গাঃ প্রবর্তন্তে পরুভেভ্যইরাগগাঃ ॥

অর্থেন হি বিমুক্তস্ত পুরুষস্তানচেতসঃ ।

বিজিহ্যন্তে ক্রিমাঃ সর্গাঃ প্রীয়ে কুসরিতো বধা ॥

সোহয়মর্থঃ পরিত্যজ্য স্ত্রুথকামঃ স্ত্রুথৈবিতঃ ।

পাপমাচরণে কর্তুং তদা দোষঃ প্রবর্ততে ॥
 ওষ্যার্থীভূত মিজাপি বত্যাৰ্থীভূত বান্ধবাঃ ।
 বত্যাৰ্থীঃ স চ বিজাতো বত্যাৰ্থীঃ স চ বুদ্ধিমান্ ॥
 বত্যাৰ্থীঃ স মহাবাহৰ্য্যত্যাৰ্থীঃ স শুণাধিকঃ ।
 অৰ্ধতৈত্তে পরিত্যাগে দোষাঃ প্রযোজ্যতা ময়া ॥
 রাজানুৎসাহতা ধীর যেন বুদ্ধিযুক্ততা ।
 বত্যাৰ্থী ধৰ্ম্মকামার্থীভূত সৰ্ব্বং প্রদক্ষিণঃ ॥
 অখনেনাৰ্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিচিহ্নতা ।
 হৰ্ষঃ কামন্ত দৰ্পন্ত ধৰ্ম্মঃ ক্রোধঃ শমোদমঃ ॥
 অৰ্থাদেতানি সূৰ্য্যাপি প্রবর্তন্তে নরাধিপে ।
 বেবাং নন্ততারং লোকশ্চরতাং ধৰ্ম্মচারিণাং ॥
 তেহৰ্থাধির ন দৃষ্টন্তে ছুৰ্দ্ধিনেবু যথা প্রোহাঃ ।” (রামাং লভাঃ)
 যেরূপ পৰ্ব্বত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবুদ্ধ বন হইতে ক্রিয়া সকল প্রবর্তিত হয়। বাহারা ধনহীন, তাহারা লোকের নিকট মন্দবুদ্ধি বলিয়া কথিত হয়। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বেরূপ শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ অধন ব্যক্তি সকল একাকার ক্রিয়াবিরহিত হয়। বাহার অৰ্ধ আছে, তাহার বহুবান্ধব আছে, তিনিই সূৰ্য্য হইলেও পণ্ডিত এবং পুণ্ড্র পদবাচ্য ও সকল গুণাকর এবং বাহার অৰ্ধ নাই তাহার কেহই নাই। ধন থাকিলে হৰ্ষ, কাম, দৰ্প, ধৰ্ম্ম, ক্রোধ, শম ও দম প্রভৃতি সকলই প্রবর্তিত হয়। ছুৰ্দ্ধিন উপহিত হইলে গ্রহ সকল বেরূপ কুকল প্রদান করে, সেইরূপ অৰ্ধ না থাকিলে সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ধন থাকিলে সকল প্রকার ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করিতে পারা যায়; আবার অৰ্ধ হইতেই নরকের পথ পরিষ্কার হয়। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধন অত্যাবশ্যক, কিন্তু সুমুগ্ধর পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের ইহাই একমাত্র পরিত্যাগের বিষয়। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন এজন্যে পরিত্যাগা বিষয় কি! ‘কিমজ্জহেং কনকক কান্তা’ কাকন এবং ত্রী হের অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য, যতদিন ধনাদিতে মোহ থাকিবে, ততদিন জীবের গন্তব্য পথ সূর্যপন্যাহত। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—
 “অৰ্ঘ্যমৰ্ণ্য ভাবয় নিত্যং নান্দি ততঃ স্নেহলেশঃ সত্যং ।
 পূজাদপি ধনভাষাং জীতিঃ সৰ্ব্বজৈবা বিহিতা নীতিঃ ॥”

(মোহমূলর)

অৰ্ধ অর্থাৎ ধনকে প্রতিদিন অনর্থ বলিয়া চিন্তা করিবে, এই ধন হইতে কিঞ্চিৎপ্রায়ও মুখ নাই। ধনীদিগের পূজ হইতেও তর উপহিত হইয়া থাকে। এই নীতি সকল হলে বিহিত আছে।

বাহারা ধন কামনা করেন, তাহারা অগ্নির আরাধনা করিবেন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইলে ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“আরোগ্যং ভাষ্করাদিচ্ছেরনমিচ্ছে কুতশনাং ।” (আহিকতত্ব)

ধন না থাকিলে জীবিকা নির্বাহ হয় না, এইজন্য ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার জন্য ধনোপার্জন বিষয়ে মহ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

“চতুৰ্থানুবোভাগানুবোভাগঃ পুরো বিজঃ ।

ষিতীয়ানুবোভাগঃ কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥

অজ্ঞোহেণৈব তৃত্তানামরজ্ঞোহেণ বা পুনঃ ।

বা বৃত্তিভ্যাং সমাহার বিপ্রোজীবেরনাপদি ॥

বাজ্রাভাজ্ঞেনিসিদ্ধার্থঃ বৈ কৰ্ম্মভিরগহিতৈঃ ।

অল্পেণৈব শরীরত কুৰ্ব্বীত ধনসঞ্চয়ং ॥

অভ্যাস্তাত্যাং জীবৎ চ ভূতেন প্রমুত্তেন বা ।

সত্যানুভাবা বাপি নবনৃত্য কদাচন ॥

গতমুহুৰ্দ্ধীনং জেরমমৃত্যু তাদদাচিতং ।

মৃতক বাচিতং তৈকং প্রমুত্তঃ কৰ্ম্মণং মৃতং ॥

সত্যানুভূত বাপিক্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে ।

সেবা স্বস্তিরক্ষাতা তন্মাং যং পূরিবর্জয়েৎ ॥

সুপুলভাকো বা ত্রাং কুজীভাজক এব বা ।

জ্যৈহৈহিকো বাপি ভবেদন্থতনিক এব বা ॥

চতুৰ্ণামপি চৈতেবাং বিজানিঃ গৃহমধিনাং ।

জ্যায়ান্ পরঃপরো জেরধৰ্ম্মতো লোকজিতম ॥

যটকর্ষেকো ভবতোবাং জিত্রিতঃ প্রবর্ততে ।

যাত্যামেকচতুৰ্থং ব্রহ্মসংজ্ঞে জীবতি ॥” (মহু ৪।১-৯)

“নলোকবৃত্তং বর্ত্তে বৃত্তিহেতোঃ কথকন ।

অজিহ্মাশপঠাং শুদ্ধাং জীবৎ ব্রাহ্মণজীবিকাং ॥

সন্তোষঃ পরমাহার সুখার্থী সংবতো ভবেৎ ।

সন্তোষমূলং হি সুখং হঃখমূলং বিপদারঃ ॥” (মহু ৪।১১-১২)

ব্রাহ্মণ গুরুগৃহে জীবিতকালের চতুৰ্থভাগের একভাগ অবস্থানপূর্বক ভৎপরে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবে। পাইদ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে ধনের প্রয়োজন, তখন ব্রাহ্মণ অজ্ঞোহ অর্থাৎ পরের পীড়া উৎপাদন না করিয়া শীলোহাদি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অরজ্ঞোহ (প্রাণী না করিয়া লোকের নিকট ধন লইলে তাহাকে অরজ্ঞোহ কহে) বাহা ধন উপার্জন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রাপণরূপ ও কুটুমবর্ণের প্রতিপালনের জন্য অনিষিত ধীর কর্ম্মদ্বারা এবং শরীরকে রোগ না দিয়া ধন সঞ্চয় করিবে। ব্রাহ্মণের ধনসঞ্চয়ের পক্ষে কোন্ কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ এবং কোন্ কার্য্য অনিষিদ্ধ, তাহার

বিষয় বলা হইতেছে। ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানুত ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধন সংগ্রহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে, বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ চাকুরী করিয়া কখন ধনোপার্জন করিবে না। ইহার মধ্যে ক্ষেত্রাদিতে কৃষকেরা ধাত্তাদি কাটিয়া লইয়া যাইলে যে সকল ধাত্ত প্রভৃতি পড়িয়া থাকে, ঐ সকল ধাত্ত সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণের নাম উচ্চ-নীল, এই উচ্চনীলের নামই ঋত। অব্যাহিত ভাবে বাহা উপস্থিত হয়, তাহাকে অমৃত, (কারণ ইহাতে কোন প্রকার কষ্ট নাই, অথচ লাভ হয়, এইজন্য অমৃত নামে খ্যাত।) প্রার্থনা করিয়া অর্থাৎ তিক্তা করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে মৃত, (লোকের নিকট প্রার্থনা করা মৃতবৎ কইদায়ক, এইজন্য প্রার্থিত ধনের নাম মৃত)। ভূমিকর্ষণ করিয়া যে সকল শস্তাদি পাওয়া যায়, তাহাকে প্রমৃত, (কারণ ভূমিকর্ষণ করিতে হইলে অনেক প্রাণিবধ হইয়া থাকে, এইজন্য ইহা অতি কষ্টকর এবং পাপজনক বলিয়া ইহার নাম প্রমৃত হইয়াছে) এবং বাণিজ্য করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে সত্যানুত কহে, (বাণিজ্য করিতে হইলে সত্য মিথ্যা ব্যবহার আপনা হইতেই হইয়া পড়ে, এইজন্য ইহাকে সত্যানুত কহে।) এই সকল বৃত্তিদ্বারা ধন উপায় করিয়া জীবন ধারণ করিবে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ, অর্থাৎ চাকুরী করিয়া কখনই ধন উপায় করিবে না। এই যে সকল বৃত্তি লিখিত হইল, জীবন ধারণের জন্য ধনসঞ্চয়ের জন্য নহে। ধনসঞ্চয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ দোষাবহ, আপংকাল ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য ধনসঞ্চয় করা প্রয়োজন। এই ধন সঞ্চয়ের বিষয়ও মন্ত্র বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের ধন সঞ্চয়ের পার্থক্যসূচীয়ে কুশলধাত্তক, কুস্তীধাত্তক, জ্যৈষ্ঠিক এবং অশ্বত্থিক এই চারি প্রকার নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণ তিন বৎসর অনার্যসে চলিতে পারে, এইরূপ ধাত্তাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহাকে কুশলধাত্তক কহে এবং যিনি এক বৎসরের ধাত্তাদি সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহাকে কুস্তীধাত্তক। কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, জয়মাল্যের হইতে পারে এইরূপ ধাত্তসঞ্চয়কারীর নাম কুশলধাত্তক এবং দ্বাদশ দিনের সঞ্চয়কারীর নাম কুস্তীধাত্তক, তিন দিনের সঞ্চয়কারীর নাম জ্যৈষ্ঠিক এবং যিনি প্রতিদিন আনেন প্রতিদিন ধান, তাহাকে অশ্বত্থিক কহে। এই প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে অশ্বত্থিক শ্রেষ্ঠ। তাহার পর জ্যৈষ্ঠিক, পরে কুস্তীধাত্তক, তৎপরে কুশলধাত্তক জানিতে হইবে। একমাত্র অশ্বত্থিকই যশে লোকজিৎ ও অতিশয় শ্রেষ্ঠ। [অর্থ ও বিত্ত শব্দ দেখ।]

যে সকল ব্রাহ্মণ ধন সঞ্চয় না করিয়া প্রতিদিন বাহা

আনে, তাহাতেই ধর্মকর্ম নির্বাহ করে, তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে এক একজন, বট-কর্মী হইতে পারিবেন অর্থাৎ বট কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহার্থে ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন। বহুগোশ্ববর্গ ব্যক্তি বাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই জিবিধ উপায়ে ধনোপার্জন করিতে পারিবে। তাহা হইতে আর গোশ্বযুক্ত ব্যক্তি কেবল বাজন ও অধ্যাপন এই বিবিধ বৃত্তি, আর যিনি সর্ক শ্রেষ্ঠ তিনি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্ত্ব অর্থাৎ অধ্যাপন দ্বারা ধনোপায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন। যেরূপাতিথি এই চারিপ্রকার বৃত্তি চারিপ্রকার গৃহস্থের পক্ষে নির্দিষ্ট হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ কুশলধাত্তক বট কর্ম, কুস্তীধাত্তক জিবিধকর্ম, জ্যৈষ্ঠিক বিবিধ কর্ম এবং কেবল অশ্বত্থিক অধ্যাপন দ্বারা ধনোপায় করিবেন। ব্রাহ্মণগণ আপদকালে এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনোপায় করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রাণত্যাগ সম্ভব কষ্ট হইলে লোকবৃত্তি সেবা অর্থাৎ চাকুরী করিয়া ধন উপার্জন করিবেন না। ব্রাহ্মণ শঠতা কাপটা প্রভৃতি পরিহার করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া ধন উপার্জন করিবেন এবং সর্বদা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। কারণ স্ত্রুয সন্তোষের উপরই নির্ভর করে। এই সকল বিবিধাক্য দেখিলে ইচ্ছাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ জীবিকা ও ধর্মোপার্জন করিতে যত অর্থের প্রয়োজন তত পরিমাণ অর্থই তিনি উপার্জন করিবেন, তদতিরিক্ত ধনোপায়ে তিনি যত্নশীল হইবেন না। লোভপরবশ হইয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহার অন্তর্ধান করে, তাহা হইলে তিনি তাহার মহান কর্তব্য হইতে দ্রষ্ট হইলেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধপ্রভৃতি বৈশ্ব কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা উপার্জন করিবেন। কিন্তু শূদ্র এই বর্ণজন্মের সেবা করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে, কিন্তু শূদ্র ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে না। সে যে ধন উপার্জন করিবে, সেই ধন তাহার প্রভুর, এই জন্য শূদ্র অধন-পদবাচ্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব সর্বদা জ্ঞানপূর্বক ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

৫ লগ্ন হইতে বিত্তীয় স্থান, জাতবালকের রাশিচক্রে জয় লগ্ন হইতে বিত্তীয় স্থানকে ধনস্থান কহে। জাতবালক ধনী বা নির্ধন হইবে, ইহার বিষয় দেখিতে হইলে এই বিত্তীয় স্থান দেখিয়া তাহার নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে।

জয়কালে সূর্য্য ধনস্থানে থাকিলে সমুদ্র ধনহীন হয়, অথবা ভাঙ্গখণ্ড বা রক্তজব্য দ্বারা ধনবান হইতে পারে। মতান্তরে যদি সূর্য্য জয়কালে ধনস্থানে অবস্থিত করেন, তাহা হইলে সমুদ্র দ্রীপুজ-বিহীন, কুশলীর, অতি ধীন ধীন,

১. রক্তলোচন, কুণ্ডলিঙ্গবৃক্ষ, লৌহ ভাস্মাদি ধনে ধনবান্ এবং সৰ্বদা বিধৰচিত্ত ও সংসারত্যাগী হইবে।

চন্দ্ৰ ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি অহংকারবৃত্তি, ধন ধাত্তে পরিপূর্ণ, মনিস্ত্র প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং কর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে আসক্ত ও আমোদ-যুক্ত হইবে। যতান্তরে—চন্দ্ৰ ধনহানে থাকিলে দ্বাহার জন্ম হয়, সে ভ্যাগশীল, মতিমান, নিধির ভায় ধনপূর্ণ, চকলমতি, সৰ্বদা হুটচিহ্ন, পরম সুখভাগী, কীর্তিশালী, সহিষ্ণু, প্রাক্কর বদন ও চন্দ্ৰ সঙ্গুণ কান্তিযুক্ত হয়।

মঙ্গল ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কুবিজ্ঞানী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, প্রবাসবাসী, অন্ন ধনশালী, ধাতুকর্ষো নিরত ও দ্যুতক্রীড়ার আসক্ত হইবে।

যতান্তরে—জন্মকালে যদি মঙ্গল ধনহানে থাকেন, তাহা হইলে মহত্ব ধাতুদ্রব্য বিষয়ে বিবাহপরায়ণ, প্রবাসী, অন্নধন-বিশিষ্ট, ক্ষীণচিত্ত, দ্যুতকর, সহিষ্ণু, কৃষিকার্য্যকরণে সমর্থ, ক্রয়বিক্রয়শীল, লুচিহ্ন ও সৰ্বদা অন্ন সুখভাগী হইবে।

বুধ ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি সভাবাদী, প্রগল্ভ, প্রবাসী, পিতৃতত্ত্ব, স্মরণ ও সম্পূর্ণ দোভাগ্যশালী হইবে।

বৃহস্পতি ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি ধনবান্, মতি, হর্ষযুক্ত, চন্দন ও অস্ত্রাভ গন্ধ দ্রব্য বিতুষিত এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধনহীন হইবে।

বাহার জন্মকালে শুক্র ধনহানে থাকেন, সে ব্যক্তি নিজ বিদ্যাবারা সৰ্বদা ধন উপার্জন করিবে এবং জীধন দ্বারা ধনবান্ হইবে; এই ব্যক্তির ধনাগার সৰ্বদা অর্থাদি পূর্ণ থাকিবে। যতান্তরে—বাহার জন্ম সময়ে শুক্র ধনহানে থাকেন, সে ব্যক্তি পরধনে ধনবান্, যুবতীর মনোরঞ্জনকারী, একমাত্র রম্যতধনে ধনী, যৌবনাগমে কুশদেহ, রসিক এবং বাচাল হইরা থাকে।

শনি ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কাঠ, অন্নার ও তৃণদ্বারা ধনবান্ হইবে এবং সৰ্বদা হুকার্য্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিবে। নীচবিদ্যামুরাগী ও হুশিহ্নচিত্ত হইবে। যতান্তরে—জন্মকালে শনি বাহার ধনহানে থাকিবে, সেই ব্যক্তি কাঠ ও তৃণদ্বারা ধনবান্, লৌহ ও সীসকসঞ্চয় করিতে বস্ত্রশীল ও চৌবাগপরায়ণ হইবে। রাহু ধনহানে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি মন্ত্র মাংস দ্বারা ধনশালী, মধ চন্দ্র এবং অস্থিবিক্রয়ী হইবে। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি চৌবাগদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। যতান্তরে—রাহু

ধনহানে থাকিলে চোরেয় মতাঙ্গদ্বারা ব্রতনিষ্ঠ, সৰ্বদা সন্তপ্ত

হয়, বহুদ্রব্যভোগী, মন্ত্র ও মাংস দ্বারা ধনী এবং সৰ্বদা নীচলোকের সহিত অবস্থান করিবে। (জ্যোতিঃকললতা)

চুন্দিরাক কৃত জাতকভরণে ধনহানের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পশ্চিমতপন জুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুর ক্রয়বিক্রয়, রত্ন প্রভৃতি কোষ সংগ্রহ এই সকল ধনহানে চিত্তা করিবেন।

যদি সূর্য্য, মঙ্গল, শনি অথবা ক্ষীণচন্দ্ৰ ধনহানে থাকেন, বা ধনহান দর্শন করেন, তাহা হইলে মহত্ব ধনহীন হয়। যদি ধনহানে মঙ্গল ও চন্দ্ৰ থাকেন এবং তাহার। যদি শনি কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মহত্ব চন্দ্ররোগবিশিষ্ট হয়। শনি ধনহানে থাকিরা যদি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মহত্বের ধনবৃদ্ধি হয়। যদি ধনহানে সূর্য্য অবস্থান করেন এবং যদি তিনি শনি কর্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধনসম্পত্তি হইরা থাকে। কলতঃ শুভগ্রহগণ ধন হানে থাকিলে তাহার। সকলেই উত্তম ধন প্রদান করেন। যদি বৃহস্পতি ধনহানে থাকেন এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে বিপুল ধনসম্পত্তি হয়। যদি বুধ ধনহানে থাকিরা চন্দ্ৰ কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ধনহানি হইরা থাকে। যদি ক্ষীণচন্দ্ৰ ধনহানে থাকিরা বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মহত্বের পূর্ণোপার্জিত ধননাশ হইরা থাকে এবং নূতনোপার্জিত ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি শুক্র ধনহানে থাকেন এবং বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মহত্ব ধনবান্ হইরা থাকে। কিন্তু শুক্র যদি শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হন, বা শুভগ্রহের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে মহত্ব প্রকৃত ধন পাইরা থাকে।

কেতু ধনহানে থাকিলে ধননাশ, ধাত্ত নাশ, কুটুবিবোধ, ভ্রাববিবোধে রাজতর ও সুখরোগ হইরা থাকে। এই ব্যক্তি কোথাও সন্মানিত হয় না এবং বহুতরী হইরা থাকে। কিন্তু ঐ কেতু যদি স্বীয় গৃহে অথবা সৌম্যগৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে মানব অতিশয় সুখী হইরা থাকে।

ধনযোগ—বাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চমস্থানে শুক্র স্বীয় ক্ষেত্রে অবস্থান করেন এবং একাদশ স্থানে শনি থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বহুদ্রব্যের অধিপতি হইরা থাকে। বাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে বুধ ক্ষেত্রে এবং একাদশ স্থানে চন্দ্ৰ ও মঙ্গল অবস্থিত করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত ধনাধিপতি হইরা থাকে। বাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে শনির ক্ষেত্রে রবি ও একাদশ স্থানে বুধ অবস্থিত করেন, সেই ব্যক্তি ধনশালী হইরা থাকে। বাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে যদি রবি ক্ষেত্রে থাকেন এবং একাদশ স্থানে

বৃহস্পতি বাহু করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রভুত্বলাভি-
পতি হইয়া থাকে। বাহার জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে
বৃহস্পতি থাকে এবং একাদশ স্থানে চন্দ্র ও বঙ্গল থাকেন,
সেই ব্যক্তি ধনশালী হইয়া থাকে। বাহার জন্মলগ্নে যদি
কলকজে থাকেন এবং তাহাতে মঙ্গল বা বৃহস্পতির যোগ
অথবা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া
যাহার জন্মলগ্নে চন্দ্র থাকে এবং তাহাতে বৃহস্পতি
বা মঙ্গলের দৃষ্টি কিবা যোগ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি
ধনবান্ হয়। বাহার জন্মলগ্নে মঙ্গল কলকজে থাকেন এবং
চন্দ্র, শুক্র বা শনির যোগ কিবা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই
ব্যক্তি ধনবান্ হয়। বাহার জন্মলগ্নে বৃহস্পতি কলকজে
থাকেন এবং তাহাতে যদি বুধ বা মঙ্গলের দৃষ্টি কিবা যোগ
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে।
বাহার জন্মলগ্নে শুক্র কলকজে থাকেন এবং তাহাতে যদি
শনি বা বুধের দৃষ্টি কিবা যোগ থাকে, সেই ব্যক্তি ধনবান্
হইবে।

ধনহীনযোগ—বাহার লগ্নাধিপতি রাশি স্থানে এবং
বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিরা মারকাধিপতি কর্তৃক বৃত্ত অথবা
দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনহীন হইয়া থাকে।
লগ্নাধিপতি বর্ষ স্থানে, বর্ষস্থানাধিপতি লগ্নে স্থিত হইয়া
মারকাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতব্যক্তি দরিদ্র হয়। বাহার
লগ্ন চন্দ্র ও কেতুবৃত্ত হয় এবং লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া
মারকাধিপতি কর্তৃক বৃত্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি
রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও ধনহীন হইয়া থাকে। যদি
লগ্নাধিপতি গ্রহ বর্ষাধিপতি, অষ্টমাধিপতি কিবা বাদশাধিপতির
সহিত বৃত্ত হইয়া পাপগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, অথবা ঐ লগ্নাধিপতি
গ্রহ পঞ্চমাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট বা বৃত্ত হইয়া কোন শুভগ্রহ
কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতব্যক্তি ধনহীন হয়।

পঞ্চমাধিপতি বর্ষস্থানে ও নবমাধিপতি দশম স্থানে
থাকিলে তাহাতে যদি মারকাধিপতির দৃষ্টি থাকে, তাহা
হইলে জাত ব্যক্তি নির্বিন্ হয়। লগ্নলগ্ন পাপগ্রহ
নবমাধিপতি বা দশমাধিপতি কর্তৃক বিবৃত্ত হইয়া মারকা-
ধিপতি কর্তৃক বৃত্ত বা দৃষ্ট হইলে জাতমহন্ত ধনরহিত
হইয়া থাকে। যে যে গৃহের অধিপতি অষ্টম, বর্ষ ও বাদশ
স্থানে থাকে, সেই সেই গৃহে যদি অষ্টমাধিপতি, বর্ষাধিপতি ও
বাদশাধিপতি অবস্থিত করে এবং তাহাতে পাপগ্রহ বা
শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জাতবালক দুঃখী, চঞ্চল ও
ধনহীন হয়। যে নবাংশে চন্দ্র অবস্থান করে, সেই নবাংশের
অধিপতি যদি মারকাধিপতি কিবা মারকাধিপতির

সহিত বৃত্ত হয়, তাহা হইলে জাত-মহন্ত দরিদ্র হইয়া থাকে।
লগ্নাধিপতি যে নবাংশে থাকিবে, সেই নবাংশের অধিপতি
যদি বাদশ, বর্ষ বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া মারকাধিপতি
কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবালক ধনহীন হইয়া থাকে।
লগ্নাধিপতি বর্ষ, অষ্টম, কিবা বাদশ স্থানে স্থিত হইয়া পাপ-
গ্রহ ও মারকাধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতমহন্ত রান-
বংশীয় হইলেও ধনহীন হইয়া থাকে। (পারশরীর)

ধনযোগ বিষয়ে ধনার বচন—

“যেবে যবে থাকে দিনকন্ড, সোপার লগ্নার ভদ্র হয়।

ভূমি ধন বিপ্রাধ ধান, পণ্ডিত হয় সচ্চৈ মান।

যোগজ্ঞানে হয় সিদ্ধি, পথে পড়িয়া পায় সিদ্ধি।

নাচ দেখে পিত পোষে, হালে খেলে আপন মনে।” (ধনা)

লগ্ন ও চন্দ্রের দশম স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, সেই গ্রহ
যদি ধনপ্রাপ্তির বিষয় লগ্না করিয়া স্থির করিতে হইবে।
যদি লগ্ন ও চন্দ্রের দশম স্থানে যদি অবস্থান করেন, তাহা
হইলে মহন্ত শিদ্ধিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি চন্দ্র
থাকেন, তাহা হইলে মারকাধিপতি, যদি মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে
পঞ্চম নিকট হইতে, বুধ থাকিলে দ্বিতীয় নিকট হইতে,
বৃহস্পতি থাকিলে ত্রাতার নিকট হইতে, শুক্র থাকিলে
তৃতীয় নিকট হইতে এবং শনি থাকিলে তৃতীয় নিকট হইতে
ধনপ্রাপ্তি স্থির করিতে হইবে। যদি লগ্ন ও চন্দ্রের দশম
স্থানে কোন গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র ও বুধের
দশমাধিপতি গ্রহ যে নবাংশে অবস্থিত করিবেন, সেই
গ্রহের রাশির অধিপতি-গ্রহের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধন
উপার্জন করিবে। রবির নবাংশে অবস্থিত করিলে তৃণ
অর্থোৎসর্গজি জবা, জুহু, পশু ও ঔষধ ব্যবসার অবলম্বন
যায়া, চন্দ্রের নবাংশে অবস্থিত করিলে কৃষিকর্ম, জলজ
ক্রব্যের ব্যপসা, বা জীলোকের আশ্রয়ে থাকিরা, মঙ্গলের
নবাংশে থাকিলে ধাতু ও মুদ্রিকা-ব্যবসার, অগ্নিক্রিয়া,
জলব্যবসা অথবা সাহসিক কার্য যায়া, বুধের নবাংশে
অবস্থান করিলে মিলিব্যবসা অথবা শিল্পকার্য যায়া,
বৃহস্পতির নবাংশে থাকিলে মহন্তকর্মকর্তব্য বাজার ব্যবসার,
শনির নবাংশে ও মিনিকাত জবা ব্যবসা যায়া, শুক্রের নবাংশে,
থাকিলে মন, মৌখ্য ও গো মহিবাদি ব্যপসা অবলম্বন যায়া
এবং নবমাধিপতি শনি হইলে বহুপরিশ্রম, বহুকর্ম, তার-
বহন, নীচকর্ম ও শিল্পব্যবসা যায়া ধন লাভ হইয়া থাকে।
কর্মাধিপতি যে নবাংশে থাকিবে, সেই গ্রহের লগ্ন ও জাত-
কপাটে প্রচুর ধনপ্রাপ্তি ও কর্মসিদ্ধি হইয়া থাকে।

নবমাধিপতি যিহ বৃত্তে অবস্থান করিলে, যিহ হইতে

অপুণে থাকিলে নিজ হইতে অৰ্ঘ্য লাভ করে এবং সেই গ্রহ ভুল্য হইলে নিজ বাহবলে ধনোপার্জন করিবে, হির করিতে হইবে। বলবান্ শুভগ্রহ একাদশ স্থানে লবে ও ধনস্থানে থাকিলে নানা প্রকার ধনলাভ হইয়া থাকে।

ধনবান্ যোগ—লগ্নকালে সিংহ, ধনু, মীন, মেঘ, কর্কট ও বৃশ্চিক রাশিতে রবি ও মঙ্গল একত্র অবস্থিতি করিলে ধনযোগ হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া থাকে।

ধনহীনযোগ—লগ্ন হইতে বশবস্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে ও চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে কোন গ্রহের অবস্থিতি না থাকিলে ভাতব্যক্তি নিধন হয়। (বৃহস্পতি)

“শশিনা সহিতো মনঃ শুক্রভৌকবুভো ভবেৎ।

ভেন মারিত্র্যাবোগেন সন্ত্রমশি শোভয়েৎ ॥” (নীপিকা)

চন্দ্র ও শনি যদি এক গৃহে অবস্থান করেন, অথবা শুক্র ও মঙ্গল একত্র থাকেন, তাহা হইলে সেই সন্ত্রম ধনহীন হইয়া থাকে। (নীপিকা)

ধনপ্ররোগ নক্ষত্র—অশ্বিনী, পূর্নর্ষ, পুশ্যা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, পূর্নাবাঢ়া, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, ধর্মিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী। (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৬ বীজগণিতোক্ত গুণতির। “ধনর্ব সঙ্কলনে করণমুদ্রং বৃত্তার্জঃ যোগে বৃত্তিঃ জ্ঞাৎ করমো বরোবা ধনর্বয়োরন্তরমব যোগঃ” (নীলাবতী) ধন-রবে-অচ্। ৭ শক। ৮ যোগ-চিহ্ন + (Plus)।

ধনক (পুং) ধনত কামঃ ইচ্ছা ধন-কন্। ১ ধনোচ্ছা। ২ রাজা কৃতবীর্ঘ্যের পিতা। “ধনকঃ কৃতবীর্ঘ্যজ” (ভাগ. ৯.২০৭)

ধনকাম, ধনকাম্য (ত্রি) অর্থপ্ৰসূ। ধনলোভন।

ধনকেলি (পুং) ধর্মে কেলিঃ ক্রীড়া বক্ত। কুবেল। (ত্রিকা)

ধনক্ষয় (পুং) ধনত ক্ষয়ঃ। ধনের ক্ষয়, অর্থের নাশ।

ধনগর্ভ (পুং) ধনত গর্ভঃ ৬তৎ। ধনজনিত অহংকার, অর্থের অহংকার।

ধনগাঁও, মধ্যভারতের এক নামক রাজ্য। ইহার অধিপতি ঠাকুর উপাধিধারী। ইনি সিন্ধিয়া ও ছোলকার উভয়ের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন এবং ইংরাজরাজকে কর দেন।

ধনগ্রায়েন, বাঙ্গালার হাজারীবাগ জেলার একটা গিরিবন্দ। সহরবাতি হইতে পাঁচ মাইল এই বন্দের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে কোনরূপ গাড়ী চলে না বলিয়া এ রাস্তার আর বাণিজ্যব্যবসায়ি যার না।

ধনগুপ্ত (পুং) ১ যে বস্তু সহকারে ধন রক্ষা করে। ২ একজন বণিকের নাম। (কথাসং)

ধনকল্প, শঙ্করাচার্য্যের লগ্নবৃত্তাবলীকৃত নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ধনচক্র (ত্রি) ধনঃ অর্থতি লানকর্তৃতি জ্ঞো-বাহনকায় উঃ। করেটু গন্ধী, করকটীয়া পানী।

ধনঞ্জয় (পুং) ধনং অর্থতি সম্পাদয়তি জি-খচ্ যুন্। ১ অরি। ‘ধনমিচ্ছৎ হতাপন্যং’ অরির নিকট ধন আর্থনা করিতে হয়, অর্থাৎ ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইজন্য ধনঞ্জয় শব্দে অরিকে বুঝায়। ২ চিত্রক বৃক। ধনঃ অর্থতি অরীন্ নির্জিত্য অর্থয়তি জি-খচ্-যুন্। ৩ কৃত্তীর পাণ্ডব, অর্জুন।

“সর্কান্ জনপদান্ লিখা বিভমালিক্য কেবলং।

মধ্যে ধনত তিষ্ঠামি ভেনাচর্য্যং ধনঞ্জয়ং ॥” (ভারত ৪।৪২।১০)

আমি সকল জনপদ জয় করিয়া কেবল ধন আশ্রয় করিয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিরাছিলাম, সেইজন্য আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে।

কাশীধারী মহাভারতে ধনঞ্জয় নামের তিরঙ্গণ নিকট দৃষ্ট হয়—

কোন এক সময়ে যোগেশ্বর নামে শিবের পূজা করিয়া গান্ধারী ও কৃত্তীতে বিবাদ হয়। শিব এই বিবাদ ভঙ্গের জন্য নন্দির মধ্যে আবিস্কৃত হইয়া বলিলেন, কেন তোমরা বৃথা বিবাদ করিতেছ; কল্যাণে তোমাদের মধ্যে যিনি এক সহস্র জুবর্ণ চম্পক-পুষ্প দিয়া সর্কায়ে আবার পূজা করিবে, আমার এই মূর্তি তাহারই নিজস্ব হইবে। গান্ধারী এই কথা শুনিয়া খীর জোষ্ঠপুত্র জুর্যো-ধনকে জুবর্ণ চম্পকের কথা বলিলেন। জুর্যোধন রাজিকালে অনেক বর্ষকার দ্বারা উক্তপুষ্প প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। এদিকে কৃত্তীদেবীর সূত্রে মহাবীর অর্জুন এই কথা শুনিয়া উদ্যমেরে খীর গৃহস্থের দাঁড়িয়া গাণ্ডীব ধনুযোগে ছুইটা দারবাস পরত্যগ করিলেন। সেই পরবর ধনপতি ক্রমেতক পন্নাজিত করিয়া তবীর পুরী হইতে মুহূর্ত মধ্যে এক সহস্র জুবর্ণচম্পক আনিয়া শিবকে আর্জয় করিল। তখন কৃত্তীদেবী অনারসে গান্ধারীর অগ্রে শিবপূজা করিতে সন্মত হইল। শিববিগ্রহ কৃত্তীর হইল। এই রূপে ক্রমেত তাণ্ডার হইতে অর করিয়া কল আসন্ন করিতে অর্জুনের ধনঞ্জয় নাম হইয়াছিল। (বিষ্ণুটীকা)

৪ অর্জুন বৃক। ৫ বিষ্ণু। [অর্জুন দেখ।]

“অনির্দেহ বস্তুর্জিহ্বা বীরোহনস্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥” (বিষ্ণুসং)

৬ দেহহীন, শরীরহীন বাহু শকবাহুর অর্জন, এই বাহুদেহের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। “ধনঞ্জয়ঃ পোষককল্পঃ” (কোষান্তর) ‘ন জহাতি বৃত্তকপি সর্ববাপী ধনঞ্জয়ঃ’। (জুবোদিনি) ৭ নাগকেশ, এই নাগ জলাশয় সকলের অধিপতি।

“ককলাখতরো নার্যো বৃত্তরাত্রিবলাহকৌ।

রশ্মিনান্ কৃত্তধারত কর্কটকধনঞ্জরৌ ॥” (ভারত ২।১।৯)

৮ গোত্রবিধেব। (জি) ৯ ধনজয়গোত্রসম্বৃত।

(তারিত ১৩১৪৯৮০)

১০ বৌদ্ধ দ্বাপরের বাস।

“জ্যাক্ষিকিণি পঞ্চদশে বোড়শে তু ধনজয়।” (দেবীভাগ ১৩৩৩০)

ধনজয়, একজন জৈন কবি। ইহার গ্রন্থের নাম “ধনজয়ী নামমালা।” অনেকে অহুমান করেন “রাধবপাণ্ডবীর” নামক ব্যর্থকাব্যকার ধনজয় ও এই জৈন কবি অতির ব্যক্তি, কারণ জৈন কবি ধনজয়ও “বিসন্ধান” অর্থাৎ ব্যর্থ কাব্য রচনার পটু ছিলেন বলিয়া কবি রাজশেখর তাঁহার “হরিহরাবলী”তে উল্লেখ করিয়া গিরাছেন। ইহার প্রণীত “নামাবলী” “ধনজয় কোব,” “ধনজয়-নিষষ্ঠী” “প্রাণনামমালা” ও “নিষষ্ঠী-সাম্য” নামক আরও কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ধনজয়, কুলগুপ্তের অধিপতি। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক ইনি বিজিত ও বন্দী হন, পরে মুক্তিলাভ করেন। [সমুদ্রগুপ্ত দেখ।]

ধনজয়, ১ অমরকণ্ঠক, কৃত্তিকর্ণামৃত ও গণরত্নমালাযুক্ত জটনৈক প্রাচীন কবি। ২ চন্দ্রপ্রভা কাব্যরচয়িতা। ৩ ধর্ম-প্রদীপ ও সম্বন্ধবিবেক নামক গ্রন্থরচয়িতা। ৪ দশরূপক-প্রণেতা, ইহার পিতার নাম বিষ্ণু।

ধনজয় সিদ্ধ, ভবিষ্য ব্রহ্মবংশের ৩৯ অধ্যায়ে গন্ধা ও গণ্ডকীর মধ্যে বিশাল নামক রাজ্যের বর্ণনা আছে। ঐ বিশাল দেশের মধ্যে দীর্ঘহার নামে এক বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। উহার মধ্যে বনকেলি নামে এক বৃহৎ গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। এই বনকেলি গ্রামে ধনজয় সিদ্ধ নামে এক বৌদ্ধী বাস করিবে। তিনি কলি সঙ্ক্যার আবির্ভূত হইয়া সাধনা-ঘরা কুজ কুজ দেবতা বন্দীকৃত করিবে। তপঃপ্রভাবে তিনি ত্রিকালসদ্ধ হইবে। একরাত্রি কতকগুলি দস্যু তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিবে। এই অপরাধে বনকেলিগ্রাম ধ্বংস হইবে। [বিশাল ও বনকেলি দেখ।]

ধনদ (পুং) ধনং দরতে দে পালয়তীতি দেহু পালনে-ক (আতোহুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) কুবেয়।

“ত্রিপিষ্টপং গ্রহীত্বামি জিহ্মেজং বরুণং বমং।

ধনদং পাবকটৈব চন্দ্রমুখৌ বিজিত্য চ ॥”

(দেবীভাগ ৫৩৪০)

ব্রহ্মা ইহার তপস্যার তুষ্ট হইয়া ধনাদিপতি করিরাহিলেন।

“দনৌ ততপসা তুষ্টঃ ব্রহ্মা তমৈ বরং শুভং।

মনোহভিলষিতং তত্ত ধনেশ্বরমধঃশিতং ॥”

(অধ্যাক্ষরামায়ণ ৭।১।৩৮)

পুলস্ত্যের পুত্র বিজ্রবা, বিজ্রবার পুত্র কুবেয়। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ইহার উপাধি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পুলস্ত্য নামে তপঃপরায়ণ এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার বিজ্রবা নামে তপঃশোভাষি সপ্পর এক পুত্র হয়। একদিন ভরদ্বাজ ইহার আশ্রমে আসিয়া বিজ্রবাকে নানা সৎগুণযুক্ত অবলোকন করিয়া তাঁহার দেববর্গিনী নামে কন্যা ইহাকে সম্ভাদান করেন। কালক্রমে দেববর্গিনী একটী সন্তান প্রসব করিল। বিজ্রবা জ্যোতিঃশাস্ত্রাভ্যাসে গণনা করিয়া দেখিলেন, এই পুত্র সকল গুণসম্পন্ন ও ধনাধ্যক্ষ হইবে। তখন ঋষিগণ মিলিত হইয়া ঐ পুত্রের পিতৃ অল্পরূপ বৈশ্রবণ এই নাম রাখিল। পরে বৈশ্রবণ বধাকালে ধর্মই একমাত্র পরমগতি ইহা হির নিষ্কর করিয়া কঠোর তপস্করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সহস্রবর্ষ অতীত হইল। পরে বায়ু ভোজন, কখন বা একটু জল পান করিয়া আরও সহস্রবর্ষ অতীত হইল। ব্রহ্মা ইহার কঠোর তপস্যার শ্রীত হইয়া বর প্রদান করিতে ইহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাকে কহিলেন, “তোমার তপস্যার আমি অতিশয় শ্রীত হইয়াছি, এখন তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।” ইহাতে বৈশ্রবণ কহিলেন, যদি আপনি শ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি যেন লোকপাল হই এবং ধনাধ্যক্ষ হই। ব্রহ্মা তখান্ত বলিয়া বহানে প্রস্থান করিলেন। (রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ৩৯) ২ হিঙ্কলবৃক্ষ। ধনদ আশ্রয়িবেনাত্যন্তেতি-অহু।

৩ হিমালয়ের একদেশ।

“ধনদঃ সমতিক্রমা হিমবন্তঃ পর্বতঃ ॥” (তারিত ১৩১৯১৬)

ধনং দদাতি-দা-ক। (জি) ৪ দাতা।

“উষেজরতি তুতানি কুরবাক-ধনদোহিপি সন্ ॥”

(কামন্দকীয় নীতি ৩.২৩)

(পুং) ৫ ধনজয় বায়ু। ৬ অগ্নি। ৭ চিত্রক বৃক্ষ।

ধনদগু (পুং) ধনেন দগুঃ। মনুজ ধনগ্রহণরূপ দগু।

“বাগদগুং প্রথমং কুর্বৎ ধিগদগুং তদমন্তরং।

তৃতীয়ং ধনদগুং তু বধদগুমতঃপরং ॥” (মহু)

প্রথমে বাকদগু, তাহার পর ধিকদগু, সকলের শেষে বধদগু রাজা বিধান করিবে। [দগু দেখ।]

ধনদত্ত (পুং) ১ যিনি ধনদান করেন। ২ নামভেদ।

ধনদদেব (পুং) একজন কবির নাম।

ধনদদ্রোত্রী (স্ত্রী) ধনদত্ত কুবেয়ত স্তোত্রঃ। কুবেয়ের স্তোত্র।

ধনদা (জি) [বৈ] ১ ধন দান করা। ২ দেবীর নামান্তর।

ধনদাক্ষী (স্ত্রী) ধনদত্ত কুবেয়ত অক্ষী ব পিতৃসং পুণ্যমতঃ

বহু সমানন্তঃ ততোভীষ। কুবেয়াক্ষী লভা, লভাকরজ।

(রাজনিষষ্ঠ)

ধনদামুজ (পুং) ধনদত্ত অমুজঃ ৬তং। ১ রাবণ, কৃত্তিকর্ণ

প্রভৃতি। রাবণ ও কুন্তকর্ণ প্রভৃতি বিশ্রবা হইতে কৈকসীর
• গর্ভে অগ্নিগ্রহণ করে, ইহারা ধনদেব পরে অগ্নিরাহিল
বলিয়া ইহাদিগকে ধনদায়ক কহে। ইহাদের উৎপত্তি
বিবরণ রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে।—

বিশ্রবা কৈকসী নামে একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন।
প্রথমে কৈকসীর গর্ভে বীতৎসল্প দশগ্রীব বিংশতিবাহ একটি
পুত্র হয়, ইহার নাম রাবণ। তাহার পর কুন্তকর্ণ নামে
একটি পুত্র, পরে সূর্ণনাথ নামে একটি কন্যা এবং শেষে অতি
ধার্মিক মুনিগুণসম্পন্ন বিভীষণ নামে পুত্র প্রসূত হয়।

[বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দ দেখ।]

ধনদায়িকা (স্ত্রী) ধনং দদাতি ধন-দা-ধূল্। ধনদাতী দেবীভেদ।
“ধ্যারেৎ কলতরোমূলং দেবীং তাং ধনদায়িকাং।” (ভক্তসার)
ধনদায়িন্ (জি) ধনং দদাতি দা-গিনি। ১ ধনদাতা। ২ অগ্নি।
‘ধনমিচ্ছেৎ হতাশনাৎ’ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করিতে
হয়, অগ্নি সন্তুষ্ট হইলে ধনলাভ হয়, এইজন্য অগ্নির নাম
ধনদায়ী।

ধনদেব (পুং) ধনদেব, ধনাধিপাতী দেবতা। কুবের।
ধনদেবদ্র (পুং) কাশীস্থিত কুবের স্থাপিত শিবলিঙ্গভেদ।
ধননন্দ, মহাবংশ মতে নন্দ বংশীয় শেষ রাজা। কাশ্যপোক্ত
দশপুত্র হয়। এই দশ জনেই একসময়ে রাজত্ব করিতেন।
ইহারা বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠ
ভ্রাতা ধননন্দ যখন রাজ্যের মুখ্য পদে অধিষ্ঠিত, তখন
তাঁহার সহিত চাপকা পণ্ডিতের বিবাদ হয়। চাপকা কৌশলে
তাঁহাকে বধ করিয়া মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট পদে
প্রতিষ্ঠিত করেন। [নন্দ দেখ।]

ধনন্দদা (স্ত্রী) ধেন ধনেন আনন্দং দদাতি দা-ক, বা ধনং
দদতে ধন বাহুল্যার্থে খচ-নু-। বৃদ্ধশক্তিতেদ। (জিকাণ্ডশেষ)

ধনপতি (পুং) ধনানাং পতিঃ ৬তং। ১ কুবের।

“সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিগ্নেবিতত।” (মেঘদূত)

২ দেহস্থিত বায়ুভেদ। এই ধনপতির উৎপত্তি-বিবরণ

বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“মহাতপা উবাচ।

শুণু চাত্তাং বহুপতেকংপতিং পাপনাশিনীং।

যথা বায়ুঃ শরীরস্যো ধনদঃ সখ্যত্বং হ।

আত্মং শরীরং বস্ত্রম্নি বায়ুরত্মরিতোহত্বং।

প্রয়োজনান্ন স্তিমত্বমাদিশন্ ক্লেদেবতাঃ।

তজ্জামুর্ভুত বায়োক্ট উৎপত্তিঃ কীর্ত্যতে ময়া।

তাং শৃণু মহাতপা কথ্যমানাং মরানম।

তক্ষণশ্চক্ষতঃ স্তিঃ মুখায়াং বিনির্ঘবো।

প্রচণ্ড পর্জরাবর্ষা ভাং ব্রহ্মা প্রত্যাবেধয়ৎ।

মুক্তো ভবত্ব শাক্তত ততোক্তো মূর্ত্তিয়ান্ ভবন্।

সর্কেবাকৈব দেবানাং বহিতং কলমেব চ।

তৎসর্কং পাহি বেনোক্তং তদাত্মনপতিভবেৎ।

তত ব্রহ্মা দদৌ তুষ্টিভিমেকাদশীং প্রভুঃ।

ততামনগিপকাশী যো ভবেৎ নিরতঃ ততিঃ।

ততাত ধনদে। দেবত্বঃ সর্কং প্রবক্ষতি।

এবা ধনপতেমূর্ত্তিঃ সর্ককিবিবনানিনী।

ব এতং শৃণুভক্তা পুরুষঃ পঠতেহপি বা।

সর্ককামমবাপ্নোতি স্বর্গলোকক গচ্ছতি ॥” (বরাহপুরাণ)

ঋষিপ্রের্ত মহাতপা বলিয়াছিলেন, বহুপতির উৎপত্তি-
বিবরণ বলিতেছি, এই বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর,
ইহা অতিশয় পাপনাশক। শরীরস্থিত ধনদ বায়ু বেন্দ্রপ
সম্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। প্রথমে শরীরে বায়ু
অন্তঃস্থিত ছিল। তাহার পর প্রয়োজন হইলে সেই বায়ুকে
ক্লেদেবতা সকল মূর্ত্তিবিধিই করিয়াছিল। সেই অমূর্ত্ত্য
বায়ুর উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইতেছে। যে সময় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি
করেন, সেই সময় বায়ু ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হন।
তখন ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন, তুমি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া
শাক্ত ভাবাবলম্বন কর। বায়ু ব্রহ্মার এই কথার মূর্ত্তিমান্ হইয়া
শাক্ততাব ধারণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা তাহাকে আদেশ
করিলেন, ‘দেবতাদিগের যে সকল বিত্ত আছে, তুমিই
তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর, এবং এইজন্য তুমি ধনপতি নামে
বিখ্যাত হইবে।’ ব্রহ্মা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একাদশী তিথি
প্রদান করিয়া কহিলেন, ‘বাহারা এই তিথিতে অগ্নিপূজা ত্রযা
তক্ষণ না করিবে, তুমি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অতি-
লবিত বর দিবে।’ এইরূপে ধনপতির মূর্ত্তির উৎপত্তি
হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি সকল পাপনাশিনী। বাহারা এই
বৃত্তান্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ করে বা পাঠ করে, তাহাদের
কোনরূপ কষ্ট থাকে না এবং অন্তকালে স্বর্গলোকে গতি
হইয়া থাকে। (বামনপুং)

ধনপতি কুবেরের বিষয় মৎস্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“কুবেরক এবক্যামি কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কতং।

হারকেমুররচিতং সিতাধরধরং শুভং।

গদাধরক কর্তব্যং বরদং মুকুটাবিতং।

বরমুক্তবিমানসং দেবসং বাপি কারয়েৎ।

বর্ণেন পীতবর্ণেন শুভকৈঃ পরিবারিতং।

মহোদরং মহাকায়ং ঋক্যটকসমম্বিতং।

শুভকৈর্বহতিমূক্তং ধনবাগ্রকটৈরুত্থা ॥” (মৎস্তপুং)

ধনপতি কুবের সুওলম্বা অলঙ্কৃত, হারকেহর রচিত তল মালাবাঁধী, হস্ত, পদা, বরমারী, মুকুটযুক্ত, ঐক্যবিশাল-হিত, ইহার বর্ণ নীত, চারিদিকে শুষ্ক সকল পরিবেষ্টিত, এবং মহোদর, মহাকার ও অষ্টমুখি সমন্বিত। ধনপতি কুবের প্রীত হইলে ধনদান করিয়া থাকেন।

৩ একজন সদাগর। ইনি উজানি নগরে বাস করিতেন। ইহার দুই পত্নী ছিল, তাহাদের নাম পুন্না ও লহনা।

ইনি স্বদেশের রাজা বিক্রমকেশরী কর্তৃক নিহলে প্রেরিত হইয়া তথায় শালবান্ রাজার নিকট কার্যরত হন এবং ইহার পুত্র প্রিন্স ইয়াকে কার্যমুক্ত করেন। (কথিতব্য চকী) [প্রিন্স দেখ।] (জি) ৪ ধনাধ্যক্ষ, ষাভাজি, যাহার নিকট ধনদানকার তার থাকে।

ধনপতি, ১ হস্তিকর্ণামৃতত্ব জনৈক প্রাচীন কবি। ২ জ্ঞান-মুক্তাবলী নামক জ্যোতিঃগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দিকারসেন্সার নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

ধনপতিমিশ্র, বিহাররাজ্যের ও লক্ষরনিধিরভিত্তিক নামক গ্রন্থের রচয়িতা। শেবোক্ত গ্রন্থ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইহার পিতার নাম রামকুমার মিশ্র, স্বভ্রাতৃর নাম সদানন্দ বাস, শুকর নাম বালগোপাল তীর্থ এবং পুত্রের নাম শিবরত্ন মিশ্র।

ধনপাল (জি) ধনং পালরতি পালি-অণ্। ১ ধনরক্ষক। (পুং) ২ কুবের। ৩ হস্তিকর্ণামৃত ও ভোজপ্রবন্ধত্ব প্রাচীন কবি। ৪ জনৈক প্রাচীন বৈদ্যকরপিক। ইহার গ্রন্থে “আর্য্য” ও “জ্যোতিষের” উল্লেখ আছে। ইনি নৈজের রক্ষিত, কান্তপ ও পুরুষকারের পূর্ববর্তী। রাধাবীর ধাতুবৃত্তিতে এই বৈদ্যকরপিকের সর্বদা উল্লেখ দেখা যায়।

৫ জনৈক জৈন গ্রন্থকার। ইনি “পৈশাচী নামমালা” নামক প্রাকৃত অভিধানকর্তা। হেমচন্দ্র ও ভাট্টজীর গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার পিতার নাম সর্ববেদ ও ভ্রাতার নাম শোভন।

৬ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, ঋতপঞ্চাঙ্গিকা ও তিলকমঞ্জরী। তিলক-মঞ্জরী ইহার কল্পার নাম। ইনি ভোজরাজের সভার ছিলেন। রাজার সহিত এক সময় বিবাদ হয়। রাজাদেশে ধনপালের তিলকমঞ্জরী গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তখন উক্ত গ্রন্থের তিলকমঞ্জরী নাম ছিল না। এত-দিনের পরিশ্রম ও যত্নের ফল নষ্ট হওয়ায় কবি ধনপাল অতি বিষমভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এক-দিন তাহার কল্পা তিলকমঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিল, বিষমতার কারণ কি? কবি সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তিলক হাসিয়া

বলিলেন, ইহার অর্থ চিন্তা কি, আপনি ঐতিহাসিক বস্তুনি-মৌক লিখিতেন, আমি প্রত্যহ সেগুলি কর্তব্য করিতাম, সমস্তই আমার স্বপ্ন আছে, আমি বলিয়া বাই, আপনি লিখিয়া গটন। এইরূপে নষ্টগ্রন্থ উদ্ধার হইল। কবি প্রমত্ততাভরণে কল্পার নামে সেই কাব্যের নামকরণ করিলেন। কাব্যালঙ্কারে ইহার উল্লেখ আছে।

ধনপিশাচিকা (জী) ধনে পিশাচিকেষ। ধনাশা। পর্যায়—ভূকা। (হারাবলী)

ধনপিশাচী (জী) ধনে পিশাচী। ভূকা, ধনলোভ, ধনাশা। ধনপ্রয়োগ (পুং) ধনত্ব বুঝার্থে প্রয়োগঃ। টাকা ধার দেওয়া। ইহার নাম ঋণদান। ধনপ্রয়োগ করিতে হইলে বিভক্ত নক্সাদি বেধা আবশ্যক। মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এ সবকে এইরূপ লিখিত আছে—স্বাভী, পুনর্লভ, চিত্রা, অহরাধা, যুগশিরা, রেবতী, বিশাখা, পুষ্যা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও অশ্বিনী এই সকল নক্সে ঋণদান করিতে হয়।

“মুহুপুস্তাখিনী চৈব বিশাখা শ্রবণময়ং।

পুনর্লভৌ চ শংসতি ধনাদি নিধিবর্তনং॥” (মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

“ঋণং ভৌমেন গৃহীয়াৎ ন দেয়ং বুধবাসরে।

ঋণচ্ছেদং কুজে কুর্ধ্যাৎ সঞ্চয়ং সোমনশনে॥”

(জ্যোতিঃপ্রকাশ)

মঙ্গলবারে ঋণ গ্রহণ করিবে না এবং বুধবারে ঋণ দিতে নাই। মঙ্গলবারে ঋণ পরিশোধ করিবে। সোমবারে সঞ্চয় করিবে। হস্তানকত্র, রবিবার ও সংক্রান্তিতে যে সকল ঋণ করা যায়, তাহা কখনও পরিশোধ হয় না। পূজ্যপোজাদি ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ সকল নিষিদ্ধ দিনে ঋণ করিলে অতিশয় বহ্ন করিয়া শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য।

“হস্তে হর্কবারে সংক্রান্তৌ যদৃণং তাত্ কুলেহু তৎ।

বৃদ্ধিযোগে তথা ক্ষয়মুপচ্ছেদং তু কারয়েৎ॥”

(জ্যোতিঃপ্রকাশ)

পূর্বভাদ্রপদ, তরুণী, কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, জ্যেষ্ঠা, শ্রাবা, পূর্ষাষাঢ়া, ষাতি, বিশাখা ও আষা এই সকল নক্সে ধনপ্রয়োগ অর্থাৎ ঋণ দান করিবে না। কিন্তু অহরাধা, চিত্রা, যুগশিরা ও রেবতী নক্সে ঋণ গ্রহণ করিবে, কিন্তু কখন দান করিবে না।

“জাজং যমযয় মহিষরক শক্রধরং বাবুগুং মহেশঃ।

কার্য্যো ন চৈতেষু ধনপ্রয়োগো মৃদোগণে প্রোক্তমৃণং ন দেয়ং॥”

(জ্যোতিঃসারণ)

ধনপ্রিয়া (জী) ধনবৎ প্রিয়া। কাকজবু বৃক্ষ, একপ্রকার আম।

ধনবান (স্রী) ধনবানী কলং। দানবোপাধি।

“অধিবোজকলাবেদা রত্নভূতকলং ধনং।

রত্নপুত্রকলা দায়ঃ শীলভূতকলং ঋতঃ।” (অধিপুং)

ধনভক্ষ (পুং) ধনভোগ।

“পুত্রহৃত প্রবাহে ধনভক্ষেন্দ্রাবঃ।” (শক্ ১০।১০।১২)

ধনভূতি, মোদাংগেশ্বর পর ভূবংশীর রাজগণ প্রবল হন।
খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাবেলশব্দের নিকট
নাগোদ (নগোদ) নামক স্থানে তরুত নামে একটি তৃপ
নির্মিত হয়। এই তৃপের এক ত্ত হইতে প্রাপ্ত খোদিত
লিপিপাঠে জানা যায় যে, ত্তরদিনের, রাজত্বকালে পার্শ্বপুত্র
বিশ্বদেবের প্রোক্ত, গোতীর পোত্র, অগর এবং বাৎসীর পুত্র
ধনভূতি কর্তৃক এই ভোগ নির্মিত ও সমাপ্ত হয়। কর্তৃক
পণ্ডিত হুগু অস্থান করেন, এই ধনভূতি ত্তরদিনের অধীনস্থ
কোন রাজা হইবেন। এই তৃপের অন্ত এক ত্তলিপিতে
ধনভূতির পর তাঁহার পুত্র সুবরাজ বাধপালের নাম
পাওয়া গিয়াছে।

ধনময় (পুং) ধনার যে ময়ঃ বা ধনত ময়ঃ। ধন জন্ম মন্ততা,
ধনাদি হইলে মনে এক প্রকার গর্ভ হয়, তাহাকে ধনময়
কহে, অর্থের অস্থান।

ধনমিত্র, একজন বণিক, মহাকবি কালিদাস প্রণীত শকুন্তলা
নাটকে উল্লিখিত একজন ধনী বণিকের নাম। যে
সময় রাজা হুমত রাধব্যের সহিত শকুন্তলা-বিরহে কাতর
হইয়া উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় মন্ত্রী রাজাকে
ইহার অপুত্রক অবস্থার মরণসংবাদ লিপি দ্বারা জানাইয়া-
ছিলেন, ইহাতে রাজা বলিয়াছিলেন, ধনমিত্রের অনেক
পত্নী আছে, তাহার মধ্যে যদি কেহ সন্তান থাকেন, তাহা
হইলে তাহারই গর্ভজ সন্তান ইহার উত্তরাধিকারী হইবে।
(শকুন্তলা ৬ অঙ্ক)

ধনমূল (জি) ধনমের মূলং বস্ত। ধনই বাহার মূল, অর্থই
বাহার কারণ। (স্রী) মূলধন, আসল টাকা।

ধনমোহন (পুং) একজন বণিক-পুত্রের নাম।

ধনরাজ, মহাদেবীদীপিকা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থকার।

ধনর্চ (পুং) ধনার্থ অর্চা বস্ত। ধনার্থ অর্চায়ুক্ত অগ্নি। “নার্ণঃ
ধনর্চঃ।” (শক্ ১০।৪৩।২)

ধনলুকা (জি) অর্থলোভী, অর্থপর।

ধনলোভ (পুং) ধনার ধনত বা লোভঃ। ধনের নিমিত্ত
লোভ, ধনের অভিলাষ।

ধনবৎ (জি) ধনমন্ত্যতেতি ধন-মন্ত্য, মন্ত ব। ধনবিশিষ্ট,
ধনশালী, ধনী।

“নার্ণাজকে জনপদে ধনবতঃ সুবিক্রিতঃ।

শেষতে বিবৃতদ্বারা ক্রমিকোক্তবীতিনঃ।” (রাব ২।৩৭।১৮)

ধনবতী (স্রী) ধনবৎ জিরাং স্রীপু। ধনিষ্ঠা নক্স, ধনদেবতা
• এই নক্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই বস্ত ধনবতী নামে
ধনিষ্ঠা নক্সকে বুঝায়।

ধনবিজয় বাচক, লোকনামিকপুত্র নামক গ্রন্থের ভাষা-
বৃত্তিকার। প্রায় ১১৪১ সন্থতে ইনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।
ইনি গজপ্রধান বিজয়দেবসুহৃৎ ও প্রাকপ্রতিক্রমণহু-
বৃত্তিরচয়িতা বিজয়সিংহের সমসাময়িক।

ধনসঞ্চয় (পুং) ধনত সঞ্চয়ঃ। অর্থসঞ্চয়, অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া
রাখা, আপদকালের জন্য ধনসঞ্চয় অকল্পকর্তব্য।

ধনসন্নি (জি) সন সম্পত্তো-ইনু ধনত সন্নিঃ। ধনলাভযুক্ত।

“তদা ইমে বীণায়াঃ গায়ন্ত্যনং তে গায়ন্তি।

তদ্যন্তে ধনসনয়ঃ” (ছান্দোগ্য উপাং) “ধনসনয়ো ধনলাভ-
যুক্তা ধনবন্তঃ” (ভাষা)

ধনসম্পত্তি (স্রী) ধনাঢ্যতা।

ধনসা (জি) ধন ধান স্বীকার করা।

“অগ্নিঃ ধনসা জ্যোতীর্ষমি” (শক্ ২।১০।৬)

ধনসাত্তি (স্রী) ধন বা অর্থ উপার্জন।

ধনসিংহ, ভবিষ্য প্রকথনোক্ত চম্পারেশাধিপতি। ইনি
খজাসিংহের পুত্র ও উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সমকাল-
বর্তী। ইহার শিত্বা অটকসিংহের যৌবনে মৃত্যু হইলে
ইনিই চম্পাসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রাজ্যারোহণের সময়
ইহার বয়স অল্প। ইহারই সময়ে দৌগত্যগণ প্রবল হইয়া
চম্পার একাংশ বিশাল প্রদেশ অধিকার করে। ধনসিংহ
দৌগত্যগণকে কর দান করিয়া মনোহুখে সাহায্য লাভাশায়
বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করেন, পথে গজাতীরে বজ্রাঘাতে
মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ধনসূ (পুং) ১ ধন উৎপাদন। ২ ধূমাট নামক পক্ষিবিশেষ।

ধনস্থ (জি) ধন-স্থ-ক। ধনস্থান, ধনী।

ধনস্থান (স্রী) ধনচিন্তনার্থং স্থানং। ভগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান, ঐ
স্থানে ধনের শুভাশুভের বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

[ধন-মেধ]

ধনস্পৃহ (জি) স্তুতিত্বা বহন বা জয়।

ধনস্পৃহা (স্রী) অর্থকাষ, ধনলিপা।

ধনস্বাক্ষ (জি) লালসার ধনমিচ্ছতি ধন-কাহ, লালসারায় হৃৎ,
ধনত-নামধাক্ষঃ ততো ধূল্। ১ লালসাধারা ধনেচ্ছ।
২ গোচরক। (শক্ ৮)

ধনস্বামী (পুং) ধনদেবতা, কুশের।

ধনহর (জি) ধনঃ হরতি হ ভাষ্কীয়াদৌ-ট। ধনহরণীল
চৌর। ত্রিহর ভীশু। চৌরনামক গজবাতের।

ধনহারী (জি) ধারতামী, যে অপরের ধনে উচ্চাধিকারী হর,
ধন্যধারক। (জী) চৌরনামক গজবাত। পর্যায়—চৌর,
কেস ও হুশাজক।

ধনহর (জি) ধনঃ হরতি হ-কিপ্ তুহ্। ১ ধনহারী। (পুং)
২ চতালকক। (পারস্করনি)

ধনা (জী) রাগিণী বিশেষ।

ধনাকাজ্ঞা (জী) ধনাতীলাষ, ধনতৃকা।

ধনাগম (পুং) ধনত আগমঃ ৩৩৭। অর্থাগম, ধন আগা,
অর্থাদি পাওরা। “মুচুহরীহি ধনাগমতৃকাঃ” (মোহনুকার)।

ধনাঢ্য (জি) সমৃদ্ধিশালী।

ধনাধিকারিন্ (জি) ধনঃ অধিকরোতি অধি-ক-গিনি। ধনা-
ধাক, কোবাধাক।

ধনাধিকৃত (জি) ধনেন অধিকৃতঃ। ধন দ্বারা অধিকৃত।

ধনাধিগোপ্তৃ (জি) ধনঃ অধিগোপারতি অধি-গপ-তুহ্।
১ ধনপালক, খাতাজি, কোবরকক। ত্রিহর ভীশু। (পুং)
২ কুবের। “স তদগৃহস্থাপরিবর্তমান আলোকনামাল ধনাধি-
গোপ্তা।” (ভারত উ-১৯০ অ°)।

ধনাধিপ (পুং) ধনানাং অধিপঃ। কুবের।

“সকলং সম্পত্তিত্যক্ত গতে পক্ষে শতীপত্তৌ।

যমো ধনাধিপঃ পানী জগ্মঃ সর্কে ভরাতুরাঃ”

(দেবীভাগ-৫৭।১৮)

২ ধনরকক, কোবাধাক।

ধনাধিপতি (পুং) ধনত অধিপতিঃ। ১ কুবের। ২ ধনরকক।

ধনাধিপত্য (জী) ধনাধিপতে ভাবঃ তুহ্। ধনের অধিপতিত্ব।

“কোবেরঃ প্রবৌ তীর্থং যজ তং সা মহতপঃ।

ধনাধিপত্যং সংপ্রাপ্তৌ রাজনৈলবিলঃ প্রভুঃ”

(ভারত শান্তি ১৮ অ°)

ধনাধ্যক্ষ (পুং) ধনানাং অধ্যক্ষঃ। ১ কুবের। ২ ধনরকক
কোবাধাক। ধনাধ্যক্ষের লক্ষণ—

“লৌহবজ্রাজিনালীনাং রত্নানাঞ্চ বিধানবিৎ।

বিজ্ঞাতা কন্তসারানামনাহাধ্যঃ শুচিঃ সলা”

নিপুণশ্রামতন্ত ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্তিতঃ।

আরবারেবু সর্কেবু ধনাধ্যক্ষসমানরাঃ।

ব্যরবারেবু চ তথা কর্তব্য্যাঃ পৃথিবীকিতা।” (মৎসপুরাণ)

বাহারা শৌহ, বজ্র, অজিন, ও রত্ন প্রভৃতির বিধান
বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং শুচি, কার্যাকুশল, সর্বদা
অগ্রমত, ধন প্রকৃতির সকল প্রকার বিধানবিৎ, এবং বিধ

লোক ধনাধ্যক্ষ এইবার উপযুক্ত। রাজা আর ও ব্যর এই
হলেই ধনাধ্যক্ষ নিরোধ করিবেন। তাহারাই আর ও
ব্যরের হিনাব রাখিবে।

ধনায়ু (পুং) যুগভেদঃ। (বিকৃপুং)

ধনার্থ (জি) ধনার অর্থঃ অর্থেন লহ সিভ্যানরাসঃ। ধন আরোজন।

ধনার্থিন্ (জি) ধনঃ অর্থরতে অর্থ-গিনি। ধনপ্রার্থক, ধনাতী-
দারী। “নতাতৃশং ভবতে নো যুগবন্তধনার্থিনঃ।” (মহ)

ধনাশা (জী) ধনানাং আশা ৩৩৭। ধনলোভঃ।

“জীর্বাতি জীর্বাতিঃ কেশা বজ্রা জীর্বাতি জীর্বাতিঃ।

ধনাশা জীর্বাতিশা চ জীর্বাতিহপি ন জীর্বাতি”

(হরিবংশ ৩৩।৪৬)

ধনাশ্রী (জী) রাগিণী বিশেষ। চলিত নাম ধান্ধী। হন-
ময়তে শ্রীরাগের তৃতীয় তার্যা। ইহা যাতব ধবতবর্জিত।
প্রাথম্য ভাস বড়ল। হেমন্ত পতুর বিতীর্ষ প্রহরে গের। কোন
মতে অপরাহ্নে গের। কসিনাথ মতে, মেঘ রাগের চতুর্থ
তার্যা। তরত মতে মালকোব রাগের পূজ গাকারের তার্যা।
ইহা বীররসে প্রবেশ্য।

অরগ্রাম স = গ ম প ধ নি স ::।

“দুর্জাদলভ্যামতম্মনোজা কাতং লিখন্তী বিরহেণ দূনা।

শেতে কপোলে দধন্তী দুগধুনিম্পদ নিধৌত কুচা ধনাশ্রী”

(হনুমান—সঙ্গীতসায়ন°)

রাগমালার ইহার রূপ এইরূপ বর্ণিত আছে—ইনি রক্ত-
বর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া বিরহ হৃদয়ে অতিশয় কাতরা, এইজন্ত
শরীর অতিশয় কৃশা; একাকিনী বহুল বৃক্ষতলে উপবেশন
করিয়া সর্বদা রোদন করিতেছেন। (রাগমালা)

ধনিক (পুং) ধনিনা কারতীতি কৈ-ক। ১ ধনাক, এই অর্থে

ধনিক শব্দ স্ত্রীবাচক হয়, রাজনির্ঘণ্টে এইরূপ নির্দেশ আছে।

ধনমন্ত্যভেতি ঠন্। ২ ধব, ধানী। (জি) ধনঃ অন্ত্যভেতি

(অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। ৩ সাধু।

৪ ধনী। ধনবান্ ধনশালী।

“ধূর্তকরকলুকানাং ব্যারবচরণমুপূরমণীনাং।

ধনিকগৃহোৎপন্নানাং মুক্তিনাত্যোব মুক্তানাং”

(কলাবিলাস ১।১৮)

যে সকল মুঢ় লোক ধূর্তদিগের হস্তে জীড়মক বরণ,
ব্যরবণিতার চরণহিত হুপূর মণির ভান এবং ধনিকগৃহোৎপন্ন,
এই সকল লোকদিগের মুক্তি হয় না।

৫ উত্তমর্ণ।

“অধমর্ণাধিসিদ্ধার্থমুত্তমর্ণেন চোদিতঃ।

দাপরেদনিকতার্থমধমর্ণাধিত্যবিতঃ” (মহ ৮।৪৭)

পুং) ৩ নন্দনপত্র গ্রহ ব্যাখ্যাকর্তা, বিহুদ পুত্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।

ধনিকী (জী) ধনিক-টাণ্। ১ সাধুনারী। ২ বধুঃ ৩ যুবতী। ৪ ধনিকপতী। ৫ প্রিয়ঙ্কু বৃক্ষ। ৬ প্রাচীন পৌরাণিকায়ের অন্তর্গত, হারকার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম। ইহার বর্তমান নাম ধনিকী।

ধনিচা (দেশজ) পাট উৎপাদনকারী বৃক্ষবিশেষ। (Echynomene cannabina)

ধনিতা (জী) ধনাত্তা।

ধনিম্ (জি) ধনমন্ত্যতেতি ধন-ইনি। ১ ধনবান্। পর্বার—ইতা, আঢ্য। (অমর)

“ধনিমঃ শ্রোত্রিরো রাজা নদী বৈভবস্ত পঞ্চমঃ।

পঞ্চ বজ্র ন বিভক্তে তত্র বাসে স কারয়েৎ ॥” (চাণক্য)

বেখানে ধনশালী লোক, বেদবিদ্রাজ্ঞ, রাজা, নদী ও বৈভব এই পাঁচটি নাই, সেই স্থানে বাস করিবে না। ২ উভয়র্ণ। “বান্ধা ধনিতিঃ কার্য্য্য ব্যবহারেহু লাফিগঃ ॥ তাদান্ সস্তবক্ষ্যামি বথাবচামৃতক তৈঃ ॥”

(মহু ৮।৬১)

ধনিরাম, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার গ্রন্থের নাম নৈষদ্রতসিকান্তজ্যোৎস্না। ইহা সিদ্ধাদিত্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণবচারণ নির্ণায়ক গ্রন্থ।

ধনিষ্ঠ (জি) অতিশয়ন ধনী ইষ্টন্ ইনোলোপঃ। অতিশয় ধনযুক্ত, অত্যন্ত ধনশালী।

ধনিষ্ঠা (জী) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। পর্বার প্রতিষ্ঠা, বহুদেবতা, তুতি, নিধান, ধনবতী। এই নক্ষত্র পঞ্চভারকায়ুক্ত এবং মণ্ডলাকার। ইহার স্বরূপ—

“মন্তকোপরি সমাগতে ধনে মর্দনাকৃতিনি পঞ্চভারকে।

যান্তি কান্তিমতি বেবলমতঃ সারসাকি সস্বত্রলিপিংকাঃ ॥”

(কালিদাস কৃত রাজিলগ্নমিরূপণ)

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাতফল—ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে দীর্ঘ-পরীরসম্পন্ন, ককযুক্ত, কামাতুর, বিবাহী, বহুপুত্রযুক্ত, উত্তম শাস্ত্রবেত্তা, লব্ধবিশিষ্ট ও রাজতুল্য কীর্ত্তমান হয়। যতান্তরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে দাতা, ধনবান্, শূর, গীতাশ্রিয় ও ধনলোভী হয়।

“আচারজাতদরচাক্ষুণীলো ধনাত্তিলাবী বলবান্ দরালুঃ। বস্ত্র প্রস্তুতো চ তবৎ ধনিষ্ঠা মহৎপ্রতিষ্ঠা সহিতো নরঃ ত্যৎ ॥”

(কোজীগ্রা)

উত্তরাষাঢ়াংশব তিসপাদ এবং শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রাধ-

মার্গ মকররাশি। ধনিষ্ঠার শেষার্ধ শততিবা ও উত্তরভাগধনের প্রথম তিনপাদ কৃতরাশি। [নক্ষত্র দেখ।]

ধনী (জী) ধনমন্ত্যতাঃ অহ গৌরাদিবাৎ ভীৎ। যুবতী। কপি বাহু ন হবঃ। ধনীকা, যুবতী।

ধনীয়ক (জী) ধনার হিতঃ ধন-হ, সংজারঃ কন্। ধনাক, ধনে। (মকররাবলী)

ধনু (পুং) ধনভোতি ধন (ভুবনীভূতরীতি। উৎ ১।৭) ইতি উ। ১ চাপ। ২ প্রিয়ঙ্কু বৃক্ষ। (জি) ৩ ধনুর্জয়। ৪ শীত-পত্নী। “শবাহরৌ ধনুতরৌ” (অঙ্ ৪।৩৫।৬) ‘ধনুতরৌ শীত-গন্তুতরৌ।’ (সায়ণ) [ধনু দেখ।]

ধনুঃকাণ্ড (জী) পরাগন ও শর।

ধনুঃখণ্ড (জী) ধনুর্বো খণ্ডঃ। ধনু, চাপ।

ধনুঃপট (পুং) ধনুঃ ইধ পটোবিত্তারো যত। শিরালবৃক্ষ।

“শিখালত ধনুঃকণ্টারো বহল বহলঃ।

রাজাদনতাপসেটঃ সনকজ ধনুঃপটঃ ॥” (ভারগ্রকাশ)

ধনুঃশাখা (জী) ধনুঃ শাখা যতঃ। মূর্কা। ধনুঃবরবইধ শাখা যতঃ। শিরালবৃক্ষ।

ধনুঃশ্রেণী (জী) ধনুঃ শ্রেণীঃ। ১ মূর্কা। ২ মহেজবাকিনী।

“ভেজনী গিনুনীদেবা তিক্তবলী পুথকন্তা।

ধনুঃশ্রেণী মধুরস মূর্কা নির্দহনোতি চ ॥” (বৈভক রত্নমালা)

ধনুক (দেশজ) ধনু, চাপ, পরাগন।

ধনুকী, চম্পারণ জেলার সিমরাওন্ পরগণার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। মতিহারী রাত্তার উপর এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে লগ্নায়ে ছইবার হাট হয়।

ধনুকোতকী (জী) পুষ্পবিশেষ।

ধনুগুপ্ত (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

ধনুরাজ (পুং) শাক্যযুগির পূর্বপুরুষদিগের নামভেদ।

ধনুগুণ (পুং) ধনুর্বোগুণঃ ৩২২। ধনুকের ছিলা, জ্যা, মোকী, জীবা।

ধনুগুণা (জী) ধনুর্বো গুণোযতঃ। মূর্কা।

ধনুগ্রহ (পুং) ধনুঃ গ্রহ-অহ। ১ ধুতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ২ ধনুর্জয়। ৩ ধনুবিদ্যা।

“গন্ধর্কঃ নারদোবেদন তরাজো ধনুগ্রহঃ ॥”

(ভারত সাত্তিপণ ১২০ অ’)

ধনুগ্রহ (পুং) ধনুঃ গ্রহ-মঞ। ধনুগ্রহ।

ধনুর্জয়নারায়ণ, (উড়িয়ার অন্তর্গত) কেউকর রাজ্যের একজন রাজা। [কেউকর দেখ।] ইহার পূর্ণ নাম মহারাজ ধনুর্জয়নারায়ণ তত্তদেব। ইনি ইহার পিতার মালীপুত্র। পূর্বে উক্ত রাজ্য মনুভক্ত রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। ২০০ শত বৎসর পূর্বে যখন ইহা বর্তমান বাধীন রাজ্য হইল, তখন ময়ূরভঞ্জরাজের এক ভ্রাতা এই প্রদেশের রাজা হন। ক্রমে তাঁহার বংশে ২৭ জন রাজা রাজত্ব করেন। সপ্তবিংশতি নৃপতির রাণীদিগের গর্ভজাত কোন সন্তান ছিল না, কেবল এক দাসীর গর্ভে এই ধর্মুজরনারায়ণের জন্ম হয়। ঐ দাসীর নাম কুলবাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ভূপতির মৃত্যু হইলে ইংরাজরাজ ধর্মুজরনারায়ণকে সিংহাসন দান করেন।

দাসীপুত্র রাজা হওয়ার ভূঁইয়া ও জুয়াল্ জাতিরা খেপিয়া উঠে। তাহার দত্তকপুত্ররূপে এক ব্যক্তিকে উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়া মহা বিজ্রোহ উপস্থিত করে। অবশেষে ইংরাজরাজকে সৈন্ত পাঠাইয়া এই বিজ্রোহ দমন করিতে হয়। ধর্মুজরনারায়ণের অভিষেকের সময়ে যে গওগোল উপস্থিত হইরাছিল, নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২২এ মার্চ কেউজর-রাজ ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। ইহার কুলবাই নামক দাসীর গর্ভে ধর্মুজর ও চন্দ্রশেখর নামে দুই সন্তান হইরাছিল। ওরা এপ্রেল তারিখে কোঠ ধর্মুজর রাজ্যারোহণ করেন। ৯ই এপ্রেল ময়ূরভঞ্জরাজ জানাইলেন যে, পরলোকগত মহারাজ তাঁহার বৃন্দাবন নামক এক পোজকে দত্তকগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই বালকই এখন কেউজরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, অতএব তাঁহাকে অভিষেক করিবার জন্য আমি বাইতেছি। করদরাজ্যসমূহের পরিদর্শক ময়ূরভঞ্জরাজকে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে নিবেদন করেন, কিন্তু ময়ূরভঞ্জ-রাজ তাহা না মানিয়া পোজকে পাঠাইলেন। বৃন্দাবন, রাণী ও কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে গোপনে অভিষিক্ত হইলেন। শেষে দত্তকগ্রহণের কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, কিন্তু রাণী ধর্মুজরনারায়ণের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বৃন্দাবনেরই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। শেষে করদ-রাজ্যগুলির পরিদর্শকের চেটার রাজবংশাদির আবহমান কালের প্রথা প্রভৃতির অনুসন্ধান হইল ও তাহাতে ধর্মুজর-নারায়ণের রাজ্যপ্রাপ্তিই সমর্থিত হইল। বৃন্দাবনের পক্ষীয়েরা প্রথমে হাইকোর্ট শেষে বিলাতে পর্য্যন্ত আপীল করিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্কতকার্য্য হইলেন না। ইতিমধ্যে বাল্যলা গবর্নমেন্ট হইতে ধর্মুজরকেই রাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হইল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিবাদ চলে, পরে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মুজর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে একান্তরূপে রাজ্যে অভিষেক করিবার আদেশ দেওয়া হয়। কটকে তাঁহাকে

রাজ্যভার গ্রহণ করা হইলে রাণী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকাল পর্য্যন্ত অভিষেক বন্ধ রাখিবার প্রার্থনা করেন। ছোটলাট প্রে সাহেব পরিদর্শককে মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, কটকে রাজ্যভার অর্পণ করিবার সময় কেউজরের সামন্তবর্গ যেভাবে ময়ূরভঞ্জের প্রতি সম্মান ও বশতা জানাই-রাছে, তাহাতে ভয়ের কারণ কিছু নাই। রাজাকে রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেই সকল গোল মিটরা যাইবে ও সহকারী পরিদর্শক আনন্দপুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে পৌছাইরা দিয়া আসিবেন। রাজ-প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বে রাণী ধর্মুজরকে রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা ধর্মুজর পূর্ব হইতে জানিতে চাহিলেন।

পরিদর্শক পার্শ্বতীরজাতির সর্দারগণকে এবং রাজ্যের প্রধান কর্মচারীদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে উষ্ম হইতে নিবেদন করিলেন। কেবল রত্ননারক নামক এক পার্শ্বতীর সর্দার কিছুতেই বশীভূত হইল না। ছোটলাটকে সেজন্য টেলিগ্রাফ করা হয়। ছোটলাট অভিষেককার্য্য শেষ করিবারই আদেশ দিলেন।

রাণী ওদিকে গোপনে পার্শ্বতীর জাতিদিগের সহিত বড়বন্দ করিতেছিলেন, নববধর মাসে তাহা জানা গেল। ইহাদের মধ্যে ভূঁইয়া ও জুয়াল্ গণই প্রধান এবং শেষোক্তের সংখ্যাই বেশী। এই ভূঁইয়া সর্দারই রত্ননারক। ইহার পর রাণী জানাইলেন যে, যদি নবভূপতি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে, তবে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিলে বোধ হয় ভূঁইয়ারাও জুয়ালের বিজ্রোহী হইবে। পরিদর্শক রাণীকে ও পার্শ্বতীরদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত সহকারীকে পাঠাইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, রাণীর লোকেরা অজ্ঞাত সর্দারদিগকে ভুলাইয়া ময়ূরভঞ্জ পাঠাইরা দিরাছে। ইতিমধ্যে একদল পার্শ্বতীর লোক কলিকাতার ছোটলাটের নিকট তাঁহার প্রকৃত আদেশ কি তাহা জানিবার নিমিত্ত গমন করে। ছোটলাট বলেন, যদি বিলাত আপীলে রায় কিরিয়া না যায়, তবে ধর্মুজরই রাজা হইবে। তখন পার্শ্বতীরেরাও তাহাই স্বীকার করিয়া চলিয়া আসে। তৎপরে ছোটলাটের আদেশমত সকলে আনন্দপুরে উপস্থিত হইলে গ্রামের যত্নলব্ধ রাজার বশতা স্বীকার করিয়া মহা আদরে অভ্যর্থনা করিল এবং কর জিল। ওদিকে রাণী লোকসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে রাজা স্বদলে কেউজর বাজা করিলেন। পথে খাদ্যের অভাব হইল ও সকলেই প্রতিপদে বিজ্রোহীদের আক্রমণের আশা করিতে লাগিল। গ্রামের যত্নলব্ধ রাজাও

কলিকাতা হইতে ফিরে নাই। ক্রমে সকলে রাজধানীতে গৌড়িলে দেখা গেল, রাণী পলারনার্থ প্রস্তুত হইরাছেন। কেবল রাণী ব্যতীত রাজপ্রাসাদের অন্তর রাজপরিবারগণ ধর্মুর্জয়কে রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। রাণী কিছুতেই শাস্ত হইলেন না।

ডিসেম্বরে ধর্মুর্জয় রাজা হইলেন। রাণী অভিষেককালে গালি দিতে লাগিলেন। জুরাজ-সর্দারগণের অনেকে বাধ্য হইয়া বস্ততা স্বীকার করিল। ভূঁইয়াদিগের জনপ্রীতি উপস্থিত হইল না।

অবশেষে এত গোল উঠিল যে কর্তৃপক্ষেরা রাণীকে না হানান্তর করিলে বিদ্রোহ মিটিবে না এইরূপ দ্বির করিলেন। রাণীকে জগন্নাথে পাঠাইবার মত হইল। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ ১৬ই আশ্বিন, রাণী জগন্নাথ বাইবার পথে রাজধানীর ৩০ ক্রোশ দূরে বসন্তপুরে অবস্থিত করেন। এই সময় নিকটস্থ জঙ্গলে ভূঁইয়াদল তীর ধর্মু ও ঢালী লইয়া জমিতে লাগিল। মিঃ রাতেনশ পুলিশ-সৈন্য লইয়া তাহাদের মধ্যে একশত জনকে ধরিলেন। তাহাদিগকে রাণীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলা হইল যে, রাণী কি তাহার সম্মাননিষ্ঠার এইরূপ চরিত্রের কারণ হইতে ইচ্ছা রাখেন? তখন রাণী ভূঁইয়াদিগকে তাহার পক্ষ ভাগ করিতে বলিলে ভূঁইয়ারা মুক্তি পাইয়া রাজার বশীভূত হইল। রত্ননাথ বস্ততা স্বীকার না করিয়া কোশলে পলাইয়া গেল।

তৎপরে রাণী ভূঁইয়াদিগের অমুরোধে বসন্তপুর হইতে আসিয়া রাজপ্রাসাদে বাস করিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ধর্মুর্জয়নারায়ণ ভূঁইয়াগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। এই অভিষেকে একটু বিশেষত্ব আছে। অভিষেকের প্রথমেই রাজা সত্তার প্রবেশ করিয়া পাণ, মিঠার ও মালাদি প্রদান করিয়া চলিয়া যান। কিয়ৎপরে এক ভীম-কায় ভূঁইয়া সর্দারের পৃষ্ঠে চড়িয়া সত্তাহলে প্রবেশ করেন। সর্দার তাহাকে পিঠে করিয়া অবাধ্য অশ্রের জায় নাচিতে থাকে। সত্তার বেদিকে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রীয় রীত্যনুসারে অভিষেক জব্যাদি লইয়া অবস্থিত করেন, তাহার বিপরীত দিকে একটী বেদি নির্মিত হয় ও তাহাতে রক্তবস্ত্র মণ্ডিত থাকে। রাজা সর্দার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নাচিতে

নাচিতে সেই দিকে গমন করেন। সেই সময় আর কতক জলি ভূঁইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাইতে থাকে। সত্তা হইতে দূরে ভূঁইয়াদের জাতীয়বাদ্য বাজিতে থাকে। বেদীর নিকট উপস্থিত হইলে আর একজন ভূঁইয়া সর্দার রাজাকে পিঠে করিয়া সেই বেদীতে বসে। রাজা তাহার পিঠে ঠিক সিংহাসনে বসিবার জায় বসেন। এই সময় ভূঁইয়া সর্দারেরা রাজার নিকট রাজার অমুচররূপে কেহ

পতাকা, কেহ পাখা, কেহ চামর, কেহ ছত্র, কেহ চক্রাভরণ-ধারী হইয়া দাঁড়ায়। এই অমুচর হইবার একটা নিয়ম আছে। ৩৬ জন সর্দার পুরুষাভুত্রে যে যে অমুচররূপে অস্ত্রাভরণ রাজ্যভিষেকের সময় দাঁড়াইরাছে, তাহার বংশধরই সেই সেই অমুচররূপে দাঁড়াইতে অধিকারী হয়। তৎপরে কোন একজন প্রধান সর্দার একটা জললীলতা লইয়া রাজার পাণ-ডীতে জড়াইয়া দেয়। ইহাই তাহাদের দ্বারা মুকুট আরোপের অমুকর, এই সময় আবার বাঁদা বালু, ভাটেরা স্ততিগান করে, ব্রাহ্মণেরা সামগান করিতে থাকে। তৎপরে একজন প্রধান সর্দার কপালে চন্দনের টীকা দেয়, পরে অস্ত্রাভরণ কর্তারীরা টীকা দিয়া থাকে।

তৎপরে পঞ্চগব্যদ্বারা দ্বানাদি ও শাস্ত্রোক্ত অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে একখানি তলওয়ার রাজহস্তে প্রদান করা হয়। এইখানি এই রাজবংশের অতি প্রাচীন অস্ত্র, ইহা মরিচা পড়িয়া আর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপরে একজন সর্দার রাজার নিকট গিয়া হাঁটু গাড়িয়া গলা বাড়াইয়া বসে। রাজা সেই তলওয়ার দিয়া তাহার বাত্শ্পর্শ করেন। পূর্বে যথার্থই গলা কাটিয়া ফেলা হইত এবং এই সর্দার বংশ হইতে প্রতি অভিষেকের সময় এক একজন বলি নিরুপিত হইত বলিয়াই ইহার পুরুষাভুত্রে ভূমি ভোগ করিতেছে। পূর্বে মৃতব্যক্তির পুনর্দর্শন হইত না বলিয়া এখন নিয়ম হইরাছে যে, তরবারী স্পর্শের পরই লোকটী হঠাৎ উঠিয়া এমনভাবে পলাইয়া যাইবে যে, তিনদিনের মধ্যে যেন সে আর রাজদৃষ্টিতে না পতিত হয়। পরে চতুর্দশদিনে সে যেন কোন দৈবরূপায় পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এরূপ ভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হয়।

তৎপরে সর্দারগণ ধাত্ত, কলাই, ঘৃতপূর্ণ কলসী, দুধ ও ধর্মু উপহার প্রদান করে। প্রত্যেক জব্য সকল সর্দার স্পর্শ করিয়া দেয়। তৎপরে সর্দারেরা রাজাকে সন্মোদন করিয়া বলে, আবহমান কাল হইতে পূর্বপুরুষদিগের রীত্যনুসারে আমরা আমাদের প্রতি জন্ত ক্রমতাবলে আপনাকে এই রাজ্য ও ইহার শাসনভার প্রদান করিলাম। আপনি আমাদের সহিত একযোগে দয়াদর্শ পালন করিয়া শাসনকার্য পরিচালন করিবেন। তৎপরে অভিষেকান্তে কামানধ্বনি হয়। তৎপরে আবার রাজা সেই ভূঁইয়াসর্দারের হস্তে চড়িয়া সত্তা ভাগ করেন। অমুচর সর্দারগণ যে বাহার আস বাব লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপুরীতে গমন করে।

তৎপরে একদিন ভূঁইয়ারা রাজার নিকট স্বীয় বস্ততা-জানাইতে আসে। এইদিন তাহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া

যে শত্রুযোদ্ধা ধনুর্কচালনের কৌশলদি জানা যায়, তাহার নাম ধনুর্বেদ। পূর্বকালে হিন্দু রাজগণ সকলেই যুদ্ধ-কৌশল ধনুর্বেদ শিক্ষা করিতেন। ধনুর্বিভাগি যিনি শ্রেষ্ঠতাপতি করিতেন, তিনিই রাজত্বস্থানে গণ্য, শ্রীমন্ত ও বীর্যবান হইতেন। অজি কাল সীতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অশান্ত্য আতি তির সত্যজগতে ধনুর্বিভাগি তেমন আদর পাই বটে, কিন্তু যখন ধনুক গোলাগুলির আঘাতানী হয় নাই, তৎকালে সমস্ত সত্য জগতেই ধনুর্বিভাগি বিশেষ আদর ছিল।

রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ধনুর্বিভাগি বর্ণিত পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বন্দ্বের দেশের পিরামিডেও ধনুর্কারী বীরগণের অতি প্রাচীন মূর্তি খোদিত আছে। গ্রীসের হোমার ও রোমের ভার্জিলদিগের অতি প্রাচীন পুস্তকসমূহেও ধনুর্বিভাগি কথা বিশেষ করিয়া লিখিত আছে।

পূর্বকালে সকল পুস্তক দেশেই ধনুর্বিভাগি বর্ণিত আদর থাকিলেও ক্রমে বিভিন্ন দেশীয় মহাবীরগণ ধনুর্বিভাগি শিক্ষা করিতেন, এসময়ে হুপ্রাণীযুদ্ধ পুস্তকাদি ভারতবর্ষ তির আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না। যদিও পরন্তু তম্বীর দুই এক খানি ধনুর্বিভাগিবন্ধক গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা তেমন প্রাচীন নহে, কোন কোন খানি সংস্কৃত ধনুর্বেদের অনুবাদ বলিয়া বোধ হয়।

সর্বপ্রথমে আর্ঘ্য বিবিগণ ক্ষত্রিয়রাজকুমারগণের শিক্ষা-সুবিধার জন্য ধনুর্বিভাগিবন্ধক গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহাই ধনুর্বেদ নামে খ্যাত। মহম্মদন সন্ন্যাসী প্রব্রাজ্যভ্রম নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

“ধনুর্বেদভোগ্যবেদো ধনুর্বেদঃ।”

ধনুর্বেদ ধনুর্বেদেরই উপবেদ।

পূর্বকালে বহুতর ধনুর্বেদ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে এখন শুক্রনীতি ও কামন্দকনীতিবর্ণিত ধনুর্বেদ, অগ্নিপুত্রগোক্ত ধনুর্বেদ, বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদ, বীরচিত্তামণি, লঘুবীর-চিত্তামণি, বৃদ্ধশাক্তধর, বুদ্ধজগদ্বর, বুদ্ধিকরতরু, নীতিময়ুখ প্রভৃতি গ্রন্থে ধনুর্বেদে কথ্য পাওয়া যায়।

১. ব্রাহ্মণদিগের নিকট যক্ষ্মকশ্বক শাখার বেল, চিকিৎসকের নিকট যেমন আয়ুর্বেদ এবং সঙ্গীতালপিসদের নিকট যেমন গুরুর্বেদ আদৃত, পূর্বকালে ক্ষত্রিয়গণের নিকট ধনুর্বেদ সেইরূপ সমাদৃত ছিল। যেমন আয়ুর্বেদ কেবল পাঠ করিলে কোন কাজই হয় না, আয়ুর্বেদের বিধিব্যবস্থা হাতে হাতে পরীক্ষা করা চাই; যেমন তান লয় বোধ না হইলে কেবল গুরুর্বেদ পাঠ করিলে কোন ফল হয় না, সেইরূপ ধনুর্বেদ

কেবল পাঠের জিনিস নহে। তদনুসারে শিক্ষা ও কার্য করা আবশ্যিক। কি প্রাণীতে ধনুর্বিভাগি শিক্ষা হইলে প্রকৃত বীরগণবীর্ষ্য হইতে পারিবে, তাহারই লক্ষণবিশেষ ধনুর্বেদে বিবিস্ত হইয়াছে। ধনুর্বেদাচার্যগণ তদনুসারে ক্ষত্রিয়গণের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সমাধা করিতেন। অগ্নি-পুরাণাদিতে লিখিত আছে, সর্বপ্রথম ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ধনুর্বেদ প্রচার করেন। কিন্তু সে সকল ধনুর্বেদ লোপ হইয়াছে। মহম্মদন সন্ন্যাসী প্রব্রাজ্যভ্রমে লিখিয়াছেন, বিখ্যাত যে ধনুর্বেদ একখণ্ড করেন, তাহাই ধনুর্বেদের উপবেদ বলিয়া গণ্য। তিনি এই গ্রন্থ খানির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, ‘তাহার প্রথম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহ-পাদ, তৃতীয় সিদ্ধিপাদ ও চতুর্থ প্ররোগপাদ। প্রথম পাদে ধনুর্লক্ষণ ও অধিকারি-নিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে। (সেখানে ধনু-শব্দ রুচ, ইহাতে চতুর্বিধ আয়ুধ বুঝাইবে। সেই আয়ুধ চতুর্বিধ) ১ মুক্ত, ২ অমুক্ত, ৩ মুক্তামুক্ত ও ৪ বহুমুক্ত। মুক্ত আয়ুধ চক্রাদি। অমুক্ত বক্রাদি। মুক্তামুক্ত শলা ও তরুণ শরাদি। মুক্তকে ক্ষত্র ও অমুক্তকে শত্রু বলা যায়। ব্রাহ্ম, বৈকব, পাণ্ডপ, প্রোজাপত্য ও আরোহাদি তেদে সান্না-প্রকার আয়ুধ আছে। সাধিনৈক্য ও সমস্ত চতুর্বিধ আয়ুধে ব্রাহ্মণদিগের অধিকার, সেই ক্ষত্রিয়কুমার ও তদনুযুক্তিগণ চারি প্রকার,—পদাতি, রথী, গজারোহী ও অখারোহী। ঐ সকল বিষয় ব্যতীত দীক্ষা, অতিথ্যক, শাকুন ও মনুল-করণাদি সমস্তই প্রথমপাদে নিরূপিত হইয়াছে। অষ্টাবোঁর লক্ষণ ও সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির বিষয় সংগ্রহ নামক দ্বিতীয়-পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়পাদে শুক্র ও সন্দ্রাচারসিদ্ধি বিশেষ বিশেষ শস্ত্র, তাহার অভ্যাস, যন্ত্রদেবতা ও সিদ্ধি-করণাদি এবং প্ররোগনামক চতুর্থপাদে দেবর্জনা, অস্ত্রাঙ্গাদি ও সিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রাদির প্ররোগ নিরূপিত হইয়াছে +।

* “ধনুর্বেদভোগ্যবেদো ধনুর্বেদঃ পাতচতুঃসাক্ষকো বিখ্যাতঃ। তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ। দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ। তৃতীয় সিদ্ধিপাদঃ। চতুর্থঃ প্ররোগপাদঃ।” (প্রব্রাজ্যভ্রম)

+ “তত্র প্রথমপাদে ধনুর্লক্ষণং অধিকারিনিরূপণকং কৃতম্। তত্র ধনুঃ শব্দলক্ষণে স্তোত্রোহপি চতুর্বিধাধুবাচী বর্ততে। তত্র চতুর্বিধম্। মুক্তম-মুক্তং মুক্তামুক্তং বহুমুক্তকং তত্র মুক্তং চক্রাদি। অমুক্তং বক্রাদি। মুক্তা-মুক্তং শলাবাস্তুরভেদাদি। বহুমুক্তং শরাদি। তত্র মুক্তমস্ত্রিভূত্যাচতে। অমুক্তং শস্ত্রমিভূত্যাচতে। তদপি ব্রাহ্মবৈকবশাপ্তপতপ্রোজাপত্যারোহাদি তেদাক্ষেপকবিধম্। এবং সাধিনৈক্যভেদে সমস্তে চতুর্বিধাধুবেদে বোধ্যমধি-কারঃ ক্ষত্রিয়কুমারানাং তদনুযুক্তিবাঃ তে সর্বে চতুর্বিধাঃ। পদাতিরথ-গজতুরগারোহাঃ। এবং দীক্ষাভিষেকশাকুনবদলকরণাদিকং সর্বমপি প্রথমপাদে নিরূপিতম্ সর্বোদ্যমস্ত্রবিদ্যেবাং আচার্য্যত লক্ষণপূর্ণকম্।

বৈশম্পায়নের ধনুর্বেদ পাঠ করিলে বোধ হয়, অস্ত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম ধনু প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপরে বৈশম্পায় পুং নাম্নার সময় ধনুক প্রভৃতি প্রচারিত হয়।

“অসিঃ পূর্কং ময়া সৃষ্টো দৃষ্টনিগ্রহকারণাৎ।

ভবানুশ সন্নীপন্যো লোকান্ শিকন্ চরত্যাসৌ।

ধনুৱাভ্যুদয্যক্তো যমেবাদিঃ সৃতো ময়া।

তস্যাং শস্ত্রাণি চান্ত্রাণি দদানি তব পুত্রকঃ” (বৈশম্পায়ন)

(ব্রহ্মা পৃথুকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন), পূর্কে আমি দৃষ্টময়নের লজ্জা অসি নির্মাণ করি। সেই অসি তোমার কাছে থাকিরা দৃষ্টদিগকে শিকারিতেছে। এখন আমি মনে করিরাছি, তোমাকে দিরা ধনু প্রভৃতি আয়ুধ প্রচার করিব। হে পুত্র! সেইলজ্জা তোমাকে আমি অস্ত্র শস্ত্র দিব।

বুদ্ধশালধর লিখিয়াছেন, প্রধানতঃ ধনু দুই প্রকার; প্রথমে যে ধনু দ্বারা শিকার করা যায়, তাহাই বৌগিক ধনু এবং যুদ্ধে ধনু দ্বিতীয় প্রকার।^১ যে ধনু সহজে ব্যবহার করিতে পারিবে তাহাই উত্তম। ধনুর্কারীর বল অপেক্ষা ধনুক দেখী তারি হইলে তাহাতে ধনুর্কারী অসারাসেই স্রাস্ত হইরা পড়ে, সুতরাং তাহার লক্ষ্য ঠিক থাকে না।^২ যুক্তিকরতকর মতে, বুদ্ধধনু দুই প্রকার, এক শাল বা কাঁচ-কড়া নির্মিত এবং দ্বিতীয় প্রকার বাংশ বা বংশনির্মিত।^৩

বৈশম্পায়ন লিখিয়াছেন, শালধনু তিন স্থানে বাকান ও বৈশব বা বাংশ ধনু সর্ব স্থানে ক্রমশঃ বাকান।^৪ পুরাণ-পাঠে জানা যায়, বিষ্ণুর শালধনু ছিল, কিন্তু সে ধনু মহুয়ের চতুর্দ্রাপ্য। তাহার প্রমাণ ৭ বিততি। ইহা বিশ্বকর্মার নির্মিত। যাহা মহুয়লোকের অস্ত্র তাহার পরিমাণ ৬০ বিততি, এই ধনু গজারোহী ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য। রথী ও পদাতির পক্ষে বংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ।^৫

সংগ্রহণ সংগ্রহপাণ্ডে দ্বিতীয়ে দর্শিতম্। গুরুসম্প্রদারসিদ্ধান্তাং শস্ত্রাণেবাণাং পুনঃ পুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধিকরণাদিক তৃতীয়ে পাণ্ডে। এবং দেবতা-র্চনাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধান্তাং অস্ত্রশস্ত্রবিশেষাণাং প্রয়োগশুদ্ধির্থে পাণ্ডে নিরূপিতম্।” (আহানভদ্র)

(১) “প্রথমঃ বৌগিকঃ চাপঃ যুদ্ধচাপঃ দ্বিতীয়কম্।

নিজবাহবলোদ্যানাং কিকিছুনঃ শুভঃ ধনুঃ”

“জতো নিজবলোদ্যানঃ চাপঃ ত্রাৎ শুভকারকম্।”

(২) “বরঃ প্রাণাধিকো ধর্মী নহু প্রাণাধিকঃ ধনুঃ।

ধনুৱা পীড়মানস্ত ধর্মী লক্ষ্যং ন পশতি।” (বুদ্ধশালধর)

(৩) “ধনুস্ত্রিবিধং প্রোক্তং শালং বাংশং তথৈব চ।”

(যুক্তিকরতক)

(৪) “শাল্কিকং ত্রিণতং প্রোক্তং বৈশবং সর্ববাসিতম্।”

(৫) “শালকং পূর্নধর্মুদিত্যং তদিকোঃ পরমায়ুধম্।

বিততি শস্ত্রং মানা নির্মিতং বিশ্বকর্মা।

বাংশের ধনু হইলে তাহার গাইট পরীক্ষা করিতে হয়।

৩,৫,৭ ও ৯টী গাইট থাকিলে মঙ্গল হয়। কিন্তু ৪, ৬ ও ৮

গাইট থাকিলে পরিভ্রাণ করিবে।^৬ অতি লীর্ণ, অগুরু ও

ঘবা বা খ্যাবড়া বাংশের ধনুক ভাল মনে। ভিতরে হটক

বা বাহিরে হটক, আর হাভের আরগার হটক, গোড়া কি

হেঁদা থাকিলে, গুণহীন বা গুণাক্রান্ত, বাস্ত বা কাণ্ডদোষ,

অথবা গলগ্রহি বা তলগ্রহিযুক্ত হইলে সে ধনু ব্যবহার করিবে

না।^৭ ভাল রক্তদ্বার অর্থাৎ পাকা, কোমল অথচ দৃঢ়, এক্রপ

ধনু ব্যবহার করা উচিত।^৮

ধনুর প্রমাণ। চারিহাত ধনু উত্তম, ৩০ হাত ধনু

মধ্যম, এবং ৩ হাত ধনু অধম। ছোট ধনু পদাতি সৈন্যের

ব্যবহার্য।^৯ যে গুণলী বাংশ ৩ হাত লম্বা ও ২ অঙ্গুল কি

তাহার কিছু অধিক চোড়া হয়, তাহাতে দুইটা দড়ি

যোজনা করিবে। পূর্বকালে এইরূপ ধনুতে পাথর নিক্ষেপ

করা হইত, এজন্য ইহার সংস্কৃত নাম উপলক্ষপক।^{১০}

ধনুকের ছিলা—পাটের স্তাধারা কনিষ্ঠাঙ্গুল পরিমিত

মোট ৩ ধনুকের সমান লম্বা গুণ প্রস্তুত করিবে। ইহাতে

কোন প্রকার জোড় থাকিবে না, শুদ্ধ ও মাল্য হইবে,

সক মোটা না হয়, এক্রপ ভাবে তেতার দিরা (কনিষ্ঠাঙ্গুলির

মাপে) ছিলা করিবে। এক্রপ ছিলা বুদ্ধকালে সকল প্রকার

টান সহিতে পারে।^{১১}

পাকা বাংশের চাঁচাড়ী দিরা ৩ গুণ করা যায়। কিন্তু

তাহারও সর্বাল পটুস্বয় দিরা ঢাকিরা লইতে হয়। এইরূপ

পৌরবেদস্ত যজ্ঞাঃ বহবৎসরশোভিতম্।

বিততিভিঃ সার্কি বড়ুতির্মিতঃ ধনুবাংশনম্॥

প্রারো বোল্যঃ ধনুঃ শালঃ গজরোহাষসাদিরা।

রথিনাক পদাতিনাং বাংশঃ চাপঃ প্রকীর্তিতম্॥” (বুদ্ধশালধর)

(৬) “ত্রিপর্কং পকপর্কং বা সপ্তপর্কং প্রকীর্তিতম্।

নব পর্কক কোদণ্ডং চতুর্থাং শুভকারণম্॥

চতুস্পর্কক ষট্পর্কং অষ্টপর্কং বিবর্জয়েৎ॥” (বুদ্ধশালধর)

(৭) “অতি লীর্ণরপক জাতিবৃষ্টঃ তথৈব চ।

বকং ছিহ্রং ন কর্তব্যং বাহ্যভ্যন্তরহস্তকম্।

গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তদোষসম্বিতম্।

গলগ্রহি ন কর্তব্য। তলদোষে তথৈব চ।”

(৮) “কোমলং বর্ণবৃদ্ধতা তরোত্তম উদাহৃতঃ।”

(৯) “চতুর্হন্তঃ ধনুঃ শ্রেষ্ঠঃ ত্রয়ঃ সার্কিত মধ্যমম্।

কমিষ্ঠত ত্রয়ঃ প্রোক্তঃ সিত্যন্যেব পদাতিনাঃ।” (অগ্নিপূরণ)

(১০) “উপলক্ষপকং চাপং বৈশবং তদধিরজু কম্।

ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং হ্যঙ্গুলী বিততি তু তৎ॥”

(১১) “গুণানাং লক্ষণং বাক্যে বাহুশঃ কারয়েৎ গুণম্।

পটুস্বয়েঃ গুণঃ কার্যঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলসমিতঃ।

হাঁসের হিলা বড় শক্ত, তাহা সকল প্রকার টান সহিতে
প্তরে।^{১০০} পাটের সূতা না পাইলে হরিণের দাঁড়, মহিষের দাঁড়
ও ঘূষের দাঁড় এবং সজোহত গাভীর বা ছাগের চৰ্ম সোমশূভ
করিয়া তাহাতে তাঁত প্রস্তুত করিয়া তদ্বারাও উৎকৃষ্ট তাঁত
প্রস্তুত হইতে পারে।^{১০১} এ ছাড়া পূৰ্বকালে আকল বৃক্ষের
তল বৃক্ষ, সূৰ্যালতার স্তম্ভ প্রভৃতি নানা দ্রব্যে হিলা প্রস্তুত
হইত। ধনুর্বেদে তাহাদের বিবরণ আছে।

শর-বিধান। তাঁর নির্মাণের জন্য কিরূপ শর আহরণ
করিবে, এ সম্বন্ধে বৃদ্ধশালধর এইরূপ লিখিয়াছেন, বেশী
মোটা বা সরু না হয়, কাঁচা না হয়, ভাল কাঁচা হয় অথচ
ধারণ মাটিতে না জমে, গাঁইমূলে নি থাকে, কাঁচা না
থাকে, পাকিয়া পাণ্ডুর বর্ণ হয়, এরূপ শর বথাসময়ে সংগ্রহ
করিবে। কঠিন, সুগোল এবং উত্তম স্থানে যে শর বা
কাণ্ড জমে, তাঁর নির্মাণের জন্য তাহাই গ্রহণ করিবে।^{১০২}
সেই শর ২ হাতের অধিক লম্বা বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি অপেক্ষা
মোটা হইবে না। সরল অর্থাৎ ঠিক সোজা হইবে।
কোথাও বাঁকা থাকিলে বস্ত্র দিয়া টানিয়া সোজা করিয়া
লইবে।^{১০৩}

তাঁরে পাখা আঁটিয়া না দিলে তাহার সরল গতি হয় না।
পাখা থাকার বাতাস কাটিয়া যায়, সুতরাং তাঁরও ঠিক
সোজা বাইতে পারে, বাঁকিয়া গিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না।
এই পক্ষযোজনা কোশলটী কিছু জটিল। কিরূপ পাখা
যোজনা করিবে, সে সম্বন্ধে বৃদ্ধশালধর এইরূপ লিখিয়া-
ছেন—কাক, হংস, শশ, মাচরাদি, ময়ূর, চিল, কুরুর
ও বক এই সকল পাখীর পালকই উত্তম। প্রত্যেক শরে

৪টা করিয়া পালক (সমান্তর ভাবে) বোজনা করিবে।
এক একটি ৬ অঙ্গুল পালক হইলেই চলিতে পারে। কেবল
যে সকল বাণ শালধরর জন্য নির্মাণ করিবে, সেই সকল
তাঁরে দশ অঙ্গুল পালক দেওয়া আবশ্যক। বাঁশের ধনুকে
৬ অঙ্গুল পরিমাণ হইলেই চলিবে।^{১০৪}

শর তিন প্রকার—যে শরের অগ্রভাগ মোটা, তাদৃশ
শর ত্রীজাতীয়, পশ্চাৎ ভাগ মোটা হইলে পুরুষজাতীয় এবং
বাহার অগ্রপশ্চাৎ সকল ভাগই সমান, তাহা নপুংসক
জাতীয় বলিয়া গণ্য। ত্রীজাতীয় শর দূরগামী, পুরুষজাতি
বস্ত্রভেদের যোগ্য ও নপুংসক জাতি লক্ষ্যসাধনার্থ প্রয়োজ্য।^{১০৫}

কলা—স্বলকণযুক্ত শরের অগ্রভাগে কিরূপ কলা পরাইতে
হয়, সে সম্বন্ধে শালধর এইরূপ লিখিয়াছেন,—সকল কলা
সুধার, তীক্ষ্ণ ও অক্ষত হওয়া চাই, কলা প্রস্তুত হইলে তাহার
গারে বস্ত্রলেপ দিতে হয়। [বক্তা দেখ।]

শরের কলা নানাপ্রকার—আর্যমুখ, সুরগ্র, গোপুচ্ছ,
অর্দ্ধচন্দ্র, হুচীমুখ, তন্ন, বৎসদত্ত, বিভন্ন, কর্ণিক, কাকতুণ্ড
প্রভৃতি। তিন্ন দেশে তিন্ন আকারের কলা প্রস্তুত হইয়া
থাকে।^{১০৬}

আর্যমুখের দ্বারা কবচ ও চর্ম, অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা প্রতিবোদ্ধার
মস্তক, সুরগ্রদ্বারা প্রতিবোদ্ধার কান্দুক, তন্নদ্বারা হৃদয়,
বিভন্নদ্বারা সমীপগত শর, কাকতুণ্ডদ্বারা ও অঙ্গুল পরিমিত
লৌহ এবং গোপুচ্ছদ্বারা নানাদ্রব্য ভেদ করা যায়। এ ছাড়া
লৌহকণ্টকযুক্ত কলায় ও অঙ্গুল ছিদ্র করা বাইতে পারে।^{১০৭}

(১০৪) “কাকহংসশশাশীনাং মৎস্তাদিক্রৌঞ্চকৈকিনাং।

গুণানাম্ কুরঙ্গাণাং পক্ষা এতে হৃণোত্তমাঃ ॥

একৈকত শরেষু চতুঃপক্ষাণি যোজয়েৎ ॥

বড়ঙ্গুলিমাশেন পক্ষচ্ছেদক কারয়েৎ ॥

দশাঙ্গুলিমিতং পক্ষং শালং চাপস্ত মার্গণে ॥

যোজ্যে বৃষ্ণাক্ততুঃসংহাঃ সরস্বাঃ সার্বভূতভিঃ ॥”

(১০৫) “শরাংস্ত ত্রিবিধা জেরা ত্রীপুশাংস্ত নপুংসকাঃ।

অগ্রে স্থলা ভবেরারী পশ্চাৎ স্থলো ভবেৎ পুমান্ ॥

সমং নপুংসকং জেরং তন্নকার্যং নিয়োজয়েৎ ॥

দূরপাতং যুবত্যাং পুরুষো ভেদয়েচ্চতুঃ ॥” (বৃদ্ধ শালধর)

(১০৬) “কলস্ত শুদ্ধলৌহস্ত সুধারঃ তীক্ষ্ণমকতম্।

যোজয়েৎ বস্ত্রলেপেন শরে পক্ষানুমানতঃ ॥

আর্যমুখং সুরগ্রং গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।

হুচীমুখং তন্নকং বৎসদত্তং বিভন্নকম্ ॥

কর্ণিকং কাকতুণ্ডকং তথাভাতাত্তনৈকশঃ।

কলানি সেপদেশু ভবন্তি বহুশপতঃ ॥”

(১০৭) “আর্যমুখেন কবচঃ অর্দ্ধচন্দ্রেন মস্তকম্।

আর্যমুখেন বৈ চর্ম সুরগ্রেণ চ কান্দুকম্ ॥

ধনুঃপ্রমাণো নিঃসজিঃ শুদ্ধৈস্ত্রিগুণতঃ ॥

বস্তিতঃ স্তাদ্গুণং সক্ষ্যঃ সর্বকর্মসহো যুধি ॥” (বৃদ্ধশালধর)

(১০২) “পক্ষবংশঘটঃ কার্ঘ্যো গুণতথা বরো দৃঢ়ঃ।

পট্টসূত্রেণ সন্নদ্ধঃ সর্বকর্মসহো যুধি ॥”

(১০৩) “অভাবে পট্টসূত্রেণ হারিণো দারুরিব্যতে।

গুণার্ঘমপি বা গ্রাহ্যে দারবো মহিষো গবাম্ ॥

তৎকালহতগো * * চর্মণী ছাগলেন বা।

নির্দোষতত্ত্বসূত্রেণ কুর্বাণা গুণমুত্তমম্ ॥”

* * শর—খড়্গাকার মত সর অথচ বৃহৎ একপ্রকার তুণ।

(১০৪) “স্থলকং জাতি হস্তকং ন পক্ষঃ ন কুতুম্বিকম্।

হীনগ্রহিৎ হপক্ষক পাণ্ডুর সমরাক্তম্ ॥

হীনগ্রহিবীর্ণকং বর্জয়েদ্যুশাং শরম্ ॥”

“কঠিনং বর্জলং কাণ্ডং গৃহীয়াৎ সুগ্রেশেজম্ ॥” (বৃদ্ধশালধর)

(১০৫) “বৌ হতো মুত্তীনা হীনৌ দৈর্ঘ্যে হৌল্যে কনিষ্ঠিকা।

বিবেদ্যা শরমাণেযু বয়োব্যাকর্ষয়েত্ততঃ ॥”

কলার শাইন বিবাহ নিয়ম।—পাইনের গুণগোষ অল্পলারে
অস্ত্রের ধার তাল মন্ড হয়। এইজন্য ধনুর্বেদে পাইন বিবাহ
ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিত হইরাছে। তির তির অস্ত্রে
ভিন্নরূপ পাইন দিতে হয়। শরের কলার করুণ পাইন দেওয়া
হইত, এখন তাহাই লিখিব। বৃদ্ধ শাখাধর লিখিয়াছেন—

“শিরালী সৈন্ধবঃ কুঠং গোমুত্রেন তু পেষয়েৎ।

অতিশীতম্নাবিক্রমঃ পীতঃ নটং তথৌষধম্।

অনেন পেশয়েচ্ছত্রং লিগুং চামৌ প্রতাপয়েৎ।

ভক্তো নির্কাপিতঃ তৈলে লৌহং তত্র বিশিভতে।

শকতির্নবপৈঃ পিষ্টং মধুসিক্তঃ সসর্বপৈঃ।

এতিঃ পেশয়েচ্ছত্রং লিগুং চামৌ প্রতাপয়েৎ।

শিখিন্দ্রীবাঙ্কর্যাতং তপসীতং তথৌষধম্।

ততস্ত বিমলঃ ভোরঃ পারয়েচ্ছত্রং বৃন্তবম্।”

শিপুল, সৈন্ধব লবণ ও কুড় এই তিন দ্রব্য গোমুত্রে
পেষণ করিবে। এমন ভাবে পেষণ করিবে, বেন তাহাতে
ঔষধ জ্বলির অবয়ব নষ্ট না হয়। তাহা পীত জলবিশিষ্ট,
অনাবিক্র ও পীতবর্ণ হইবে। পরে তাহাই শরের কলা কি
অন্ত কোন শস্ত্রে মাখাইবে, উত্তমরূপে নষ্ট করিবে। তৎপরে
অরিকুণ্ড হইতে উঠাইরা কলার দৃষ্ট অগ্নি বধন নিবিবে,
অথচ সম্পূর্ণ উত্তাপ থাকিবে, তখন তাহা তৈলে ডুবাইরা
লইবে। এরূপ প্রক্রিয়ার শরের লৌহ স্বাভাবিক শক্তি
অপেক্ষা বিশেষ শক্তি উৎপন্ন করে। এ ছাড়া বৃহৎসংহিতা
প্রভৃতি গ্রন্থে আরও এক প্রকার পাইনের উল্লেখ আছে।

[পরাম দেখ।]

যে সকল বাণের সর্বত্র লৌহময়, তাহাকে নারায়ণ বলে।
ধনুর্বেদে এইরূপ তীব্র নারায়ণ ও নালিকাতের উল্লেখ আছে।

[নারায়ণ ও নালিক দেখ।]

হান। যে সকল কারদার বাণ ছড়িতে হয়, সেই
সকল কারদাকে হান বা অবহান বলা যায়। অগ্নিপূরা-
ণোক্ত ধনুর্বেদে আট প্রকার কারদার উল্লেখ আছে।—সে
সকলের নাম—সম্পদ, বৈশাখ, মণ্ডল, অশ্বিনী, প্রত্যাশীচ,
দণ্ড, বিকট, সম্পূট ও অতিক।” অকুঠ, শুল্ক, পার্কি ও পদ

তরেন হৃদয়ং বেদ্য মিতরেন ওপঃ পরা।

লৌহক কাকতুভেক স্কোমঃ ত্র্যজুলিসমিতম্।

মুখে চ লৌহকর্ভেন স্কোমঃ স্কুলসমিতম্।”

* বৈশম্পায়নীয় ধনুর্বেদেও পাঁচ প্রকার হানের উল্লেখ আছে—

“প্রত্যাশীচকশালীচঃ তথা-সমপারঃ কুতলঃ।

বিশালং মণ্ডলং ত্রিকুণ্ডলঃ শঙ্করকুতলঃ।”

প্রত্যাশীচ, অশ্বিনী, সম্পদ, বিশাল ও মণ্ডল।

যদি একত্র ও দ্রিষ্ট হয়, এরূপ ভাবে অবহানকে সন্দেহ
করে। আহুতর তরু এবং পাখর বৃক্ষগুলির উপর তরু দিয়া
তিন বিভক্তি অস্ত্রে হাপন করিয়া বলিলে কি ঠাড়াইলে
তাহাকে বৈশাখ বলা যায়। অথচ যদি চারি বিভক্তি
ব্যবহান থাকে ও আহুতর যদি বাঁশের সারির মত দেখায়,
তাহাকে মণ্ডল বলে। দক্ষিণ আহু ও উত্তর তরু করিয়া
লালগাঝারে পাঁচ বিভক্তি বিস্তারে থাকিলে তাহাকে অশ্বিনী
করা হয়। এই অশ্বিনী অবহান বিপরীত ভাবে হইলে
তাহাকে প্রত্যাশীচ বলে। বাম পদ বাঁকা ও তাল পা
সোকা হইবে এবং শরের সোকাগী পাঁচ অঙ্গুলি অস্ত্রে
থাকিবে, এরূপ প্রক্রিয়াকে দণ্ড বলা যায়। দক্ষিণ আহু
কুণ্ড ও মিতল করিয়া কন আহু ও বাম পদ কলার মত
আরত করিবে। এরূপ হই হাত অস্ত্র আরত হইলেই
তাহাকে বিকট বলা যায়। আহুতর বিভাগ অর্থাৎ দুই
এবং পা দুখানি উত্তান করিবে। এরূপ করিলে সম্পূট
হইবে। শরের কিছু বিকৃতি করিয়া সমান ও দণ্ডাকারে
অথচ নিশ্চল করিয়া রাখিবে, শব্দবস্ত্রের মধ্যে কোল অঙ্গুলি
আরত থাকিবে। এরূপ প্রক্রিয়াকে অতিক বলা যায়।
এতদ্ব্যতীত বৃক্ষশাখার বিষমপদ, কুণ্ডলকম, গজকম,
পদ্মালকম প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। এই সকল
কারদ কেবল এই পদ্ধতির বুঝা যায় না, উপরন্তু গুণের
নিকট শিকি চাই, তবে সুবিধে পারিবে।

মুটি।—ধনুর্বেদে যেমন ঠাড়াইবার প্রক্রিয়া আছে, ধনু ও
বাণ ধরিবারও তেমনি কারদা আছে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি

(১) বৃদ্ধ শাখাধরের মতে—

“সমপদে সমো পাদৌ নিঃকম্পৌ চ হৃদয়মতো।”

হই পারে মিল থাকে অথচ না কাঁপে, এরূপ ভাবে ঠাড়াইলে
সমপদ হয়।

(২) বৃদ্ধ শাখাধরের মতে—

“পাদৌ হৃদয়মৌ কার্ভৌ সমৌ হৃদয়মাপত্যঃ।

বিশাখহানকং তেরং কুটলক্যং বেবনৈঃ।”

হই পা সমান আরত ও হৃদয়মাপ অঙ্গুষ্ঠিত করিয়া ঠাড়াইলে
তাহাকে বিশাখ হান বলে। কুটলক্য ভেদে এইরূপ কারদাই
উৎকৃষ্ট।

(৩) বৃদ্ধ শাখাধরের মতে—

“অগ্রতো বামশাখক দক্ষিণশাখকুণ্ডিতম্।

আশীচত প্রকর্ভব্যং হস্তবর হৃদয়মম্।”

বাম পা সমুখে রাখিয়া ডান পা পিছন দিকে কুণ্ডিত (আশীচ) ভাবে
প্রকর্ভব্য। কিন্তু তাহা যেম হইহাতের অধিক বিস্তৃত না হয়।

(৪) “প্রত্যাশীচ প্রকর্ভব্যং শ্যাকবাহুকুণ্ডিতম্।

দক্ষিণ পুরতবৎ হৃদপাতে বিধিযতে।”

করিয়া ধনুকের ছিলা ও বাণের পুখ (গোড়া) একযোগে ধরিবার নিয়মের নাম গুণমুষ্টি এবং বামহস্তে ধনুকের মধ্যভাগ ধারণ করিবার নাম ধনুষ্টি। গুণমুষ্টি পাঁচপ্রকার—পতাকা, বজ্র, সিংহকর্ণ, মৎসরী ও কাকতুতী।^১ বেধানে তর্জনীকে অঙ্গুষ্ঠের সুলেশ আঙ্গুরপূর্বক দীর্ঘ রাখিতে হয়, এরূপ হলে মুষ্টির নাম পতাকা। এই পতাকামুষ্টি নলিকা দ্বারা প্ররোগ ও দূরনিক্ষেপ কালে উপযোগী।^২ তর্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিলে বজ্রমুষ্টি হয়, ইহা শূল, বাণ ও নারাচ নিক্ষেপকালে বিশেষ উপযোগী।^৩ বৃদ্ধাঙ্গুলিকে চিৎ করিয়া সমুদয় অঙ্গুলি দিরা চাপিয়া রাখিবে। এরূপ মুষ্টির নাম সিংহকর্ণ। ইহা ধনুক ধারণে প্রশস্ত।^৪ বৃদ্ধাঙ্গুলি নখের মূলে তর্জনির অগ্রভাগ দৃঢ়রূপে রাখিলে তাহা মৎসরী মুষ্টি বলিয়া জানিবে। ইহা চিত্রলক্ষ্য বেধকালে উপযোগী।^৫ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রে তর্জনী মুখ নির্ভিত্ত হইলে তাহাকে কাকতুতী বলে। সুলক্ষ্য বেধকালে এই মুষ্টি প্রযোজ্য।^৬

ধনুষ্টি বামহস্তে বিধের, তাহাও তিনপ্রকার—অধঃসন্ধান, উর্দ্ধসন্ধান ও সমসন্ধান। এই তিন প্রকারই বধাকালে যোজনা করিবে। দূরনিক্ষেপকালে অধঃসন্ধান, নিম্নল লক্ষ্য হলে সমসন্ধান এবং দৃঢ়াংকটকালে উর্দ্ধসন্ধান কর্তব্য।^৭

শরাকর্ষণপ্রণালী।—শরের পুখ ধনুকের ছিলায় বসাইয়া তাহার কারা ধনুর মধ্যগাজে ধরিবার আরম্ভের পাশে শোরাইয়া টানিবে। যতই টানিবে, ধনুক ততই নম্র হইয়া আসিবে। এসারিত বাম হস্তের মুষ্টি ঠিক থাকিবে, কিন্তু

দক্ষিণ হস্তধারণ হইত পরপুখ ও জ্যা ক্রমে ক্রমে টানিয়া কর্ণ পর্যন্ত আসিবে। কর্ণ পর্যন্ত আসিলেই শরের দীর্ঘতার শেষ হয় ও ধনুক বাঁকিয়া অর্ধচন্দ্রাকার ধারণ করে। এরূপ আকর্ষণের নাম ব্যার। এই প্রক্রিয়া সমধিক বলসাধ্য। এই ক্রিয়ার বিনিময়, তিনটিই বাণযুদ্ধে পারদর্শী হন। এই ব্যার নামক আকর্ষণও পঞ্চ প্রকার—বর্ষা কৈশিক, শার্দিক, বৎসকর্ণ, তরত ও বহু। কেশমূল পর্যন্ত শরাকর্ষণ করিলে তাহার নাম কৈশিক, শূল পর্যন্ত শরাকর্ষণ শার্দিক, কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ বৎসকর্ণ, ঐবার দিকে আকর্ষণের নাম তরত এবং তর্কে আকর্ষণের নাম বহু। এই পঞ্চবিধ ব্যারের মধ্যে চিত্রযুদ্ধকালে কৈশিক, লক্ষ্য অধঃ হইলে শার্দিক, তির্ঘ্যাক্ষ লক্ষ্যহলে বৎসকর্ণ, দৃঢ় বেধকালে তরত এবং দৃঢ়তের ও দূর নিক্ষেপকালে বহু ব্যারের প্রয়োজন।^৮

বৈশম্পায়ন ধনুর্ধারণ ও বাণ পরিত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিরাছেন—

ধনুর্বেদোক্ত বিধি অনুসারে বামহস্তে ধনু নত করিয়া বা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তধারণ তাহাতে জ্যা যোজনা করিবে। পরে ধনুকের পৃষ্ঠদিক আঙ্গুর করিয়া মধ্যস্থান ধরিবে। ধনুকের পৃষ্ঠদেশে ও অঙ্গুল ও তাহার কোণের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ় করিয়া থাকিবে। বামহস্ত দিরা এরূপ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে পর লইয়া তাহার গোড়া ছিলায় বসাইবে, তাহা এরূপ ভাবে ধরিবে যেন তাহা অঙ্গুলির অন্তরালে থাকে। পরে তাহা কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য প্রতি মন ও মুষ্টি রাখিয়া বাণ প্ররোগ করিবে ও বর করিয়া আঙ্গুরক্য করিবে। যখন দেখিবে শর প্ররোগমাত্র ঠিক লক্ষ্য বিদ্ধ হইল, তখনই জানিবে ধনুর্ধারী কৃতহস্ত হইরাছে।^৯

(বৈশম্পায়ন)

- (৫) "পতাকা বজ্রমুষ্টিং সিংহকর্ণতথৈব চ।
মৎসরী কাকতুতী চ যোজনীয়া বধাক্রমঃ" (বৃহ শাখ ধর)
- (৬) দীর্ঘা তু তর্জনী বজ্র আঙ্গিতাদুষ্টিমূলকম্।
পতাকা সা চ বিজ্ঞেয়া নলিকা দূরযোজ্যে ॥" এ
- (৭) "তর্জনী মধ্যমা মধ্যমদুষ্ঠো বিশতে বধি।
বজ্রমুষ্টিং সা জেয়া তুলনারাচযোজ্যে ॥" এ
- (৮) "উত্তানাদুষ্টিমূলেন সর্কীকৃত্যঃ প্রণীড়িতঃ।
কুচিত্তাঃ সিংহকর্ণঃ ত্রাং ধনুঃ সম্পাদিতো বৃত্তঃ ॥" এ
- (৯) অঙ্গুষ্ঠ নখমূলে তু তর্জজ্ঞানং হ্রস্বহিতম্।
মৎসরী সা চ বিজ্ঞেয়া চিত্রলক্ষ্যত বেধনে ॥"
- (১০) "অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু তর্জজ্ঞানমঙ্গ্র বিবেশিতম্।
কাকতুতো চ সা জেয়া সুলক্ষ্যক্যে যোজিতা ॥"
- (১১) "সন্ধানং ত্রিবিধং প্রোক্তং অধ উর্দ্ধং সমং সমা।
যোজ্যে ত্রিপ্রকারে হি কার্যে যপি বধাক্রমঃ।
অবশ্য দূরপাতিবে সমং লক্ষ্য হ্রস্বলক্ষ্যে।
বৃদ্ধাংকট প্রকৃত্য উর্দ্ধং সমসন্ধানবোধকঃ ॥" এ

- (১২) "কৈশিকঃ কেশমূলে বৈ শরঃ শূক্রে চ শার্দিকঃ।
অবশে বৎসকর্ণন্ত ঐবারায় তরতো তবৎ ॥
অপেক্ষে কক্ষমালা চ ব্যারঃ পঞ্চ প্রকীর্তিতাঃ।
কৈশিকচিত্রযুদ্ধে বৎসকর্ণো শার্দিকঃ।
তির্ঘ্যাক্ষলক্ষ্যে বৎসকর্ণে। তরতো দৃঢ়তেনৈব।
দৃঢ়তেনৈব চ দূরে চ কক্ষমাসানবিত্যন্তে ॥" (বৃহ শাখা)
- (১৩) "ধনুর্বেদবিধানেন নামা বামকরণে তৎ।
দক্ষিণেন জ্যা যোজ্যে পৃষ্ঠে মধ্য চ পুখ তৎ।
বামাদুষ্ঠং তরসরেন পৃষ্ঠে তু চতুর্মূল্যোঃ।
পুখমধ্যো জ্যা যোজ্যে বাদুলী বিবরণে তু।
আকর্ণিত সমাকৃত্য মুষ্টিং লক্ষ্যে বিবেত চ।
লক্ষ্যাদভর পতয়ে কৃতপুখঃ প্ররোগপথিঃ ॥"

লক্ষ্য।—ঐহিক বিরা বাহ্য বিদ্য করিতে হইবে, তাহাই লক্ষ্য। বুদ্ধকালে কত প্রকার লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার বিবরণ নাই। কোন দ্রব্য চক্রেণ ব্রহ্মভেদে, কেহ বাহুবলে পৌকিতেছে, কেহ সুকৃতিত্ব ভাবে বাণ পরিচাল্য করিতেছে, কোন বস্তু অতি কঠিন, কোন বস্তু অতি নরম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বিদ্য করিতে হইবে। কিন্তু সেই সকল বিদ্য করিলে কৃতকার্য হইবে, ধনুর্বেদে তাহার উপযুক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যায়ন, শাক্যধর প্রভৃতি চারি প্রকার বিভিন্ন লক্ষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

“লক্ষ্যং চতুর্বিধং জ্ঞেয়ং হিরণ্যং বৈ চলচ্চলং।

চলচ্চলং বরচলং বেধলীলং জ্ঞেয়ং তু ॥”

হির, চল, চলচ্চল ও বরচল এই চারি প্রকার লক্ষ্য। প্রথমে হির লক্ষ্য, হির লক্ষ্য আরম্ভ হইলে পঞ্চাং চললক্ষ্য, তাহাতে নিষ্ক হইলে চলচ্চল এবং তাহাতে জুসিক হইলে বরচল শিকা করিবে। সমুখে কোন এক হির বস্তু রাখিয়া আশ্মিন্ডে স্থিতভাবে দাঁড়াইয়া জ্ঞেয় ভিন্ন প্রকারে বিদ্য করিবে। কেই হির লক্ষ্য অভ্যস্ত হইলে তাহাকে হিরবেধী বলা যায়। তৎপরে জুসিক ও তাহা অপেক্ষা কিছু দূরে কোন এক চল লক্ষ্য স্থাপন করিবে ও নিজে তাহার সমুখে হির হইয়া দাঁড়াইবে, হির ভাবে দাঁড়াইয়া আচার্য্যের উপদেশক্রমে সেই চল লক্ষ্য বিদ্য করিবে। এইরূপ লক্ষ্যবেধ আরম্ভ হইলে তাহাকে চলবেধী কহে। ধনুর্ধারী কোন এক হির লক্ষ্যের চারিগিকে পাশচারেই হটক বা অপরোহণেই হটক ভ্রমণ করিতে করিতে কেই হির লক্ষ্যটি বিদ্য করিবে। এইরূপ লক্ষ্যের নাম চলচ্চল। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। চল লক্ষ্যভেদ ভাল রকম আরম্ভ না হইলে এই চলচ্চল লক্ষ্য আরম্ভ করা যায় না। বেধা বস্তু ও ধনুর্ধারী উভয়েই প্রবল বেগে ব্রহ্মভেদে, এমন অবস্থার ধাহুকী সেই চল লক্ষ্য বলপূর্ব্বক বিদ্য করিলে তাহাকে বরচল বলা যায়।

কোন হস্তে কিরূপে লক্ষ্যস্থান শিকা ক্রিয়িত হইবে, এ সবকিছু শাক্যধর লিখিয়াছেন,—প্রথমে ভ্রমণকৃত, পূর্বে দক্ষিণ হস্তে, তৎপরে উত্তর হস্তে বাণ আকর্ষণ, মোক্ষ ও পরিচাল্য করিতে শিকা করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে বাহুবলে পর প্রয়োগ অভ্যাস করে, শীঘ্রই তাহার ধনুর্ভূক্ত নিষ্ক বা আরম্ভ

হয়। বাহুবলে আরম্ভ হইলে দক্ষিণ হস্তে পর নিষ্কোপ অভ্যাস করিবে। তৎপরে উত্তর হস্তের দ্বারা নারাচ ও পর নিষ্কোপ করিতে আরম্ভ বীকার করিবে। দক্ষিণ হস্তে বাণ আরম্ভ হইলে আবার বাহুবলে পর নিষ্কোপ করিবে। বিশেষ-বতঃ কৈশিক নামক আকর্ষণ ক্রিয়া সম হিরন উত্তর প্রকা-রেই অভ্যাস করিবে। যিনি বাহুবলে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা শিকা করিতে পারেন, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাণ হস্তে ও নারাচাদি প্রয়োগ করিতে পারেন, ধনুর্বিদ্বৎ বোধগুণ তাহাকে সবাশীচী বলিয়া জ্ঞানেন।

শিকাকালে বেরূপে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হয়, সে সবকিছু উপদেশ আছে। শাক্যধর লিখিয়াছেন,—

“উদিত্তে ভাস্করে লক্ষ্যং পশ্চিমারাং নিবেশয়েৎ।

অপরোহে তু কর্তব্যং লক্ষ্যং পূর্বাধিগাশ্রিতম্ ॥

উত্তরেণ সন্য কার্য্যমবশ্যমবশ্যাবকম্।

সংগ্রামেণ বিদ্যা লক্ষ্যং ন কার্য্যং দক্ষিণাশ্রিতম্ ॥”

সূর্য্যোদয়ের সময় পশ্চিম দিকে, অপরোহে পূর্ব্বদিকে এবং অবরোধকালে উত্তরদিকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া শরা-চাল্য করিবে, বুদ্ধকাল ভিন্ন অল্প সময়ে দক্ষিণদিকে লক্ষ্য করা উচিত নহে। অভ্যাস কালে কতদূরে লক্ষ্যস্থাপন করিতে হয়, সে সবকিছু এইরূপ লিখিত আছে—

“বটিকবস্তরে লক্ষ্যং জ্যোতঃ লক্ষ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্।

চত্বারিংশদধামকং বিংশতিশ্চ কনিষ্ঠকম্ ॥”

৬০ ধনু অন্তরে অর্থাৎ ২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া বিদ্য করাই উত্তম, ৪০ ধনু (১৬০ হাত) দূরে রাখিয়া তেজ করা মধ্যম এবং ২০ ধনু দূরে রাখিয়া বিদ্য করা অধম বলিয়া গণ্য।

২৪০ হাত দূরে লক্ষ্য রাখিয়া বাণপ্রয়োগ অভ্যাস করা বড় সহজ কথা নয়। ইহাচার্য্যই তখনকার যোদ্ধার বাহুবল ও বাণের বেগ কত অধিক ছিল, তাহা স্মরণে রাখিতে হইবে। শাক্যধর এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে ঐহিক ৪০০ হাত পর্য্যন্ত বাইতে পারে। এতদূরকার দক্ষতা কল্পকের অসি ও বোধ হয় ৪০০ হাত যায় না।

কতবার অভ্যাস করিতে হয়, সে সবকিছু এইরূপ উপ-দেশ আছে—

“চতুঃশতৈশ্চ কাশ্চিনো বা হি লক্ষ্যং বিশুদ্ধয়েৎ।

সূর্য্যোদয়ে চাত্তময়ে ন জ্যোতীঃ ধন্বিনা জ্ঞেয়ং।

জিশতৈর্মধ্যমো বাটৌ দ্বিগুণভায়াং করিষ্ঠকঃ ॥”

যে পূর্বাঙ্কে ও অন্তর্য্যঙ্কে ৪০০ বার লক্ষ্য বিদ্য করিয়া কাত হয়, সে উত্তম ধনুর্ধারী। যে ৩০০ বার তাপের পর

১৭৫ নং পর বিধানে কৃতকৃত্তবলোদয়ক।

এক বাণঃ প্রযোক্তব্যঃ হস্তঃ কল্পঃ প্রযোক্তব্যঃ।

(চৈতন্যচরিতামৃত ধনুর্বেদ)

* “লব্যোদ্যাপি করেণৈব কৃত্তিহ্ন ক্রমতে ক্রমঃ।

সবাশীচীতি ক্রিয়াক্রমে কল্পনকৃত্তিহ্নকঃ ॥” (শতধনুঃ)

কোত হর সে মধ্যম এবং ২০০ বার ভাগ করিয়া যে বিস্তার হয়, সে অধম। বাস্তবিক বস্তুর পরিমাপ ও মনে ক্রান্তি না হয়, ভক্তকণ পর্যন্ত পরিমাপ করিবে।

পূর্বব প্রমাণ অর্থাৎ ৩০ হাত উচ্চ চক্রকং গোলাকার কাঠকলকে লক্ষ্যস্থাপন করিবে।

“লক্ষ্যক পূর্ববোদ্ভাবনং কুর্বাচককলংসংস্থতম্।”

সেই চক্রক লক্ষ্যের যে উর্দ্ধভাগ বেধ করিবে, সে শ্রেষ্ঠ, যে মাতি বেধ করিবে সে মধ্যম এবং যে পাদ বেধ করিবে, সে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

অগ্নিপুত্রাণের মতে,

“বাণতলং কৃত্যবর্তং কাঠচ্ছেদনম্বেব চ।

বিন্দুকং গোলাকবুগং বো বেত্তি স বৃগী তবৎ ॥”

বাণতল, কৃত্যবর্ত, কাঠচ্ছেদন, বিন্দুক ও গোলাক বে জানে, যে বৃগী হয়।

এক ব্যক্তি সমুখে আসিয়া বাণ ভাগ করিবে, অপর ব্যক্তি সেই সমুখাগত বাণটী তির্ঘ্যক্ হইয়া বা আগনার বাণটী তির্ঘ্যক্ করিয়া সেই বাণটী ছেদ করিবে। পরে পরে যে বাণচ্ছেদ করিতে পারে, তাহাকে বাণচ্ছেদী বলে। কৃত্যবর্ত নামক চিত্রলক্ষ্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বরাটিকা প্রধান। এক ঋণ্ড কাঠের আগার চূলে একটী কড়ি রাখিয়া ঘুরাইতে থাকিবে, সেই বৃগমান কড়িকে লক্ষ্য করার নাম বরাটিকা, যে এরূপ লক্ষ্য তেদ করিতে পারে, সে উত্তম ধনুর্ধর বলিয়া গণ্য। লক্ষ্যস্থানে একঋণ্ড গোপুচ্ছাকৃতি আত্রে কাঠ রাখিয়া দূর হইতে কুরপ্র নামক বাণের দ্বারা ছেদন করিতে শিখিবে। এইরূপে কাঠচ্ছেদ করিতে করিতে কাঠচ্ছেদী হওয়া যায়। বৃদ্ধকালে রাখারি ধ্বজমণ্ডালি-ছেদনের আবশ্যক, তদন্ত এরূপ অভ্যাস প্রয়োজন।

লক্ষ্যস্থানে খেত বীধুগী স্থলের মত, একটী খেতবর্গ বিন্দু করিবে। পরে সেই বিন্দুটী বিদ্ধ করিতে শিখিবে।

যে সেরূপ বিন্দুক বেধ করিতে পারে সে চিত্রবেদী হয়। দূরে ও সমুখে থাকিয়া একজন হইটী কাঠের গোলা ছুড়িবে। ধনুর্ধর সেই গোলা হইটী নিকটে না আসিতে আসিতে গোপুচ্ছাকৃতি বাণ দ্বারা লক্ষ্য করিবে, অথবা সম্মান-পূর্বক হইটী পৃথক্ বাণদ্বারা গোলা হইটীকে বিদ্ধ করিবে। এরূপ গোলাবেধে পটু হইলে তিনি ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রাজপুত্র্য হন।

এইরূপে কখন রবে চক্রিরা, কখন গবে থাকিরা, কখন অখারোহী হইয়া কখন বা পদাতি হইয়া লক্ষ্য স্থান অভ্যাস করিবে।

সামান্যে অনেক স্থলে শব্দভেদী বাণের উল্লেখ আছে। রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে গজদন্তে অঙ্গ দুহির পুত্র শিকুকে বধ করেন। যখন সেবদার বেঘের আড়ালে থাকিয়া বাণ-বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন লক্ষণ শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অপর বাণপ্রয়োগ শিক্ষা বেরূপ আশ্রাসে হয়, শব্দবেধশিক্ষা তদনেকা অতি কঠিন। ইহা কঠোর অভ্যাসের কল। কিন্তু এ অভ্যাস লক্ষ্যে, মহাত্মার কল্পিত প্রয়োগে আমরা কতকটা আশ্রাস পাই। অর্জুন যোঁগাচার্যের সর্গপ্রধান শিষ্য ও গ্রির হইলেও, যোঁগ পুত্র বলিয়া অর্থনামাকে অর্জুন অপেক্ষা ভালবাসিতেন। সেই জন্য তিনি কখন কখন গোপনে অর্থনামাকে কোন কোন লিঙ্গ অস্ত্র প্রদান করিতেন। অর্জুনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া যোঁগ সর্গবাই মনে মনে শঙ্কা করিতেন যে অর্জুন যুগাকরে জানিতে পারিলেই বুঝিয়া লইবে। তাই তিনি একদিন পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিয়া গিলেন, ‘দেখ অর্জুনকে কখনও অন্ধকারে খাত দিও না।’ পাচকও সেই-মত কার্য করিত। একদিন অর্জুন আহার করিতেছেন, ঘটনাক্রমে বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল। অর্জুন দীপের অপেক্ষা না করিয়াই আহার করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে ঠিক বখান্ধানে হাত দিয়া আহার করিতেছেন, কোন প্রতি-বন্ধক হইতেছে না। বুঝিলেন, ইহা কেবল অভ্যাস। এই

(১) “উর্দ্ধবেদী তবচ্ছটী নাভিবেদী চ মধ্যমঃ।

যঃ পাদবেদী লক্ষ্যত স কনিষ্ঠঃ কৃত্যো বৃগবঃ।”

(২) “লক্ষ্য স্থানে কুচ্ছ কাণ্ডে সমুখং ক্রোমজয়তঃ।

কিকিদ্ভুটীং বিধায় যঃ তির্ঘ্যক্ শ্রিকলকবুগাঃ।

সমুখঃ বা সমাবাতি তির্ঘ্যক্বাণেন লক্রেবঃ।

পরঃ পরেণ বন্ধিমাণঃ বাণচ্ছেদী স জায়তে।”

(৩) “কাঠং সকেদ্যং সবেদ্য তত্র বজ্রা বরাটিকাঃ।

হস্তেন জাম্যমানাক্ বো হস্তি স ধনুর্ধরঃ ॥”

(৪) “লক্ষ্যস্থানে ভসেৎ কাঠং দাজং গোপুচ্ছলগ্নিতম্।

বন্ধিমাণঃ তদন্তঃপ্রঃ কাঠচ্ছেদী কজারকঃ ॥”

(৫) “লক্ষ্যে বিন্দুঃ ভসেৎ তত্রঃ তদন্তবিন্দুকপুস্পরং।

হস্তি তং বিন্দুকং বস্ত চিত্রবেদী স জায়তে ॥”

(৬) “কাঠগোলবুগং কিপ্রঃ দূরদূরং পুরাশ্রিতঃ।

অলপ্রান্তঃ পরঃ স্পৃশেৎ তৎসাপুচ্ছদূরেন হি।

বো হস্তি পরদূরেন দীপসমভাবদোষতঃ।

স ভাবঃ ধনুর্ভোগঃ শ্রেষ্ঠঃ পুজিতঃ সর্গশাখিভোঃ ॥”

(৭) “রক্তচক্রে গজদন্তঃ হস্তকঃ চ পটিকা।

বাঁকতা বৈ অধঃ কার্যো লক্ষ্যং হস্তঃ দুর্নির্ভরঃ ॥”

সময়ে তাঁহার মনে হইল অত্যাস করিলে অদ্বৈত লক্ষ্যও
অসম্ভব হইবে। এই ভাবিয়া তখন হইতে প্রতি-
দিন সন্ধ্যায় উপবাস করিয়া নিশীথকালে অদ্বৈত লক্ষ্যভ্যাস
করিতেন। এইরূপে তিনি অদ্বৈত লক্ষ্যের শিখার-
হইলেন। শব্দবৈকল্যও এইরূপে অত্যাস দ্বারা শিখা
করা যায়। এ সবকে শাস্ত্রের শিখারাহে,—

“লক্ষ্যস্থানে স্তম্ভে কান্তপাত্রে হস্তধারিতঃ।

তাত্ত্বিকৈর্জ্ঞানভিত্তং শব্দঃ সঙ্গীতঃ স্তম্ভঃ।

বৈজ্ঞানিকভেদে স্তম্ভঃ সম্যক্ তত্ত্ব বিচিন্তয়েৎ।

কর্ণেন্দ্রিয়মনোবোধ্যং লক্ষ্যং নিশ্চরতাং নরেন্।

পুনঃ শব্দরূপা তত্ তাত্ত্বিকৈর্জ্ঞানভিত্তে।

পুনর্নিশ্চরতা নৈবা শব্দবান্ধবতঃ।

ততঃ কিঞ্চিৎ কৃতং দূরে নিত্যং নিত্যং বিধানতঃ।

লক্ষ্যং সমভ্যাসেন্ বাতে শব্দবৈকল্যভেদে।

ততো বাণেন হস্তাং তৎ অবধানেন তীক্ষ্ণীঃ।

এতচ্ছব্দং কণ্ঠাভ্যাসাং কতাপি সিদ্ধতিঃ।”

লক্ষ্য স্থানের হই হাত দূরে একটা কঁাসার পাত্রে রাখিবে।
একজন সেই পাত্রের গারে কঁাকরের আঘাত করিতে
থাকিবে। আঘাত মাত্র বেধানে শব্দ উৎপন্ন হইবে, ঠিক
সেই শব্দোৎপত্তির স্থানটীতে মনোনিবেশ করিবে। তখন
কেবল কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা মন সংযোগ করিয়া লক্ষ্য নিশ্চর
করিবে। আবার একজন সেই পাত্রে শব্দ হইবার জন্য কঁাক-
রের আঘাত করুক। তাহাও পুনরায় লক্ষ্য না দেখিয়া শব্দ
স্থান অনুসারে লক্ষ্য ঠিক করিবে। তৎপরে নিত্য নিত্য দ্রুত
অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ দূরে সেই পাত্র রাখিয়া ও কঁাকরের
আঘাত করিয়া কেবল সেই শব্দ শুনিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে
শিখিবে। ক্রমে সেই শব্দানুসারে লক্ষ্যের প্রতি বাণ
প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তাহা হইলেও শব্দভেদ আরম্ভ
হইবে। এ ছকর অভ্যাস সকলের ভাগ্যে আরম্ভ হয় না।
কেহ কখন সিদ্ধিলাভ করে।

ধর্মুর্বেদ পাঠ করিলে অনেকটা বোধ হইবে, এখন
বন্দুক গোলাগুলি দ্বারা যে সকল কার্য সংসাধিত হইতেছে,
পূর্বেকালে যোদ্ধগণ অসাধারণ শিক্কা ও বাহুবলপ্রভাবে
ধর্মুর্বেদ প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল কার্য সমাধা করিতেন।
দিন দিন মানব বিলাসী ও ক্ষীণজীবী হইতেছে, এবং পূর্বেও
নাহিল ও বাহুবলের অভাবে এখন নিত্য নিত্য কেবল
কৌশল দ্বারা আপনাদের পরিশ্রম লাভের উপায় অনুসন্ধান
করিতেছে, তাহারই ফলে এখন নিত্য নিত্য অভিনব
কল্পনার সৃষ্টি হইতেছে।

ধর্মুর্বেদ প্রয়োজন্যকারী নৈবেদ্য জানাতি বিহীন।

(জি) ২ ধর্মুর্বেদঃ (পুং) ৩ বিহু।

“ধর্মুর্বেদো ধর্মুর্বেদঃ।” (বিহুসহস্রনাম) ভাবে বহু।

৩ অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে বিদ্যাত্তমঃ।

ধর্মুর্বেদ (পুং) ধন বাহুল্যকণ্ঠ উদ্ভবঃ।

“ধর্মুর্বেদোহিৎ রৈত্যন্ত-অর্ক্যধর্মুর্বেদঃ।” (শাস্ত্রিণঃ ৩০৮ অং)

ধর্মুর্বেদ (পুং) বিহুভেদঃ।

“আনন্দান মহাবীৰ্য্যং ধর্মুর্বেদঃ মনীষিণঃ।” (বনপর্ব ১২৫ অং)

ধর্মুর্বেদপাল (পুং) ধর্মুর্বেদঃ কপালমিব “ইহুসোঃ সামর্থ্যে।”

ইতি বহুং। ধর্মুর্বেদঃ।

ধর্মুর্বেদ (পুং) কয়োতি ধর্মুর্বেদ ক-ট (বিহু বিহুভেদঃ। পা ৩।২।২১)

১ চাপকারক শিল্পিত্তমঃ, বাহার্য্য ধর্মুর্বেদ প্রভৃতি করে। ধর্মুর্বেদঃ

করে বহু, ততো বহুং। ২ ধর্মুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ, বাহার্য্য হস্তে ধর্মুর্বেদ

কর্ণাং আছে। অহেবাধৌ তু অণু। ধর্মুর্বেদ, তৎকরমাজ।

“ইহুর্বেদঃ হেতু্য ধর্মুর্বেদঃ কণ্ঠেণ জ্যাকারং দিষ্টায়।”

(তত্ত্ববজ্ ৩০।৭)

ধর্মুর্বেদ (জি) ধর্মুর্বেদঃ পাণৌ বহু, ইহুসোঃ সামর্থ্যে ইতি

বহুং। ধর্মুর্বেদঃ। “যুবজানি ধর্মুর্বেদাঃ।” (ভট্ট)

ধর্মুর্বেদ (জি) ধর্মুর্বেদঃ ধর্মুর্বেদোহিৎ মতুপু। ধর্মুর্বেদঃ।

“ভীমো ধর্মুর্বেদপলায়নঃ।” (ভট্ট)

ধর্মুর্বেদ (স্ত্রী) ধনভীতি ধন শব্দে ধন-উসি স চ নিৎ (অর্তি পূর্ব-

সীতি। উণ ২।১১৮) শরনির্দেশক বহু, ধর্মুর্বেদ। পর্বাদ—চাপ,

ধর্মুর্বেদ, শরাসন, কোষও, কার্য্যক, ইহাস, ইহাস, ভগ্নী,

শরাসন, তুগতা, জিগতা, অস্ত্র, ধনু, তারক, কাণ্ড। (শব্দ-

রত্নাবলী) ইহার লক্ষণ—

“ধর্মুর্বেদ বিবিধঃ প্রোক্তঃ শাস্ত্রং বাণং তথৈব চ।

কোমলং বর্ণদৃঢ়তা তরোত্ত্বং উদাহৃতঃ।

অধঃসম্পত্তিকরণং সমমুদ্যারতং ধর্মুর্বেদঃ।

বিপদো মুষ্টিবৈষম্যে তদন্তে তদনাবহেৎ।” (যুক্তিকল্পতরু)

ধর্মুর্বেদ বিবিধ—শাস্ত্রং ও বাণং, কোমল ও অতিশয় দৃঢ়।

ধর্মুর্বেদ অধঃ ও সমুদ্যার কারণ। এই ধর্মুর্বেদ সমমুষ্টি পরিমাণে

করিতে হইবে, বিপদ মুষ্টি হইলে বিপত্তি হইয়া থাকে।

“শাস্ত্রং জিগতাং প্রোক্তং বৈষম্যং সর্ব্বানামিতং।

শাস্ত্রং পুনর্ধর্মুর্বেদাং তদ্বিকো পরমায়ুঃ।”

বিতত্তি সপ্তমং মানঃ নিশ্চিতং বিশ্বকর্মাণা।

নু বর্গে ন চ পাতালে ন তুমৌ কতচিৎ করে।

তদ্বর্জ্বলমারতি তাত্ত্বিকং পুরুষোত্তমং।

পৌরুষেরত বজ্রাঙ্গং বহুবৎসরশোভিতং।

বিতত্তিঃ সর্গ বক্তৃ নিশ্চিতং ধর্মুর্বেদঃ।

প্রাচীনা বোজাং ধর্মসূত্রাং গজযোধ্যবসানিনাং ।

জমিনাক পদাতীমাং বাংশ চাপং প্রকীর্তিতং ॥” (বৃদ্ধ শাক’ধর)

যে ধর্মকের ভিন তলে নত থাকে, তাহাকে শাক’ এবং বাহার সকল স্থল নত হয়, তাহাকে বৈশব অর্থাৎ বংশ ধর্মক কহে। শাক’ ধর্ম করিতে হইলে ইহার পরিমাণ সাত বিততি হইবে। এই ধর্ম বর্ণ, মর্ত্য, পাভাল প্রভৃতি কোন স্থলেই এক মাত্র পুরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া কাহারও হস্তে বশ প্রাপ্ত হয় না। সাক্ষী হয় বিততি পরিমাণে যে শাক’ ধর্ম হয়, তাহা ধর্মকের মধ্যে নিষ্কট।

প্রায়ই শাক’ ধর্ম গজযোধ্য ও অযারোহীনিগের অভ নির্মিত হইয়া থাকে। রথী ও পদাতিগণ বাংশ ধর্মক ব্যবহার করিবে। বাংশ ধর্মের লক্ষণ—

“ত্রিগর্কং পঞ্চপর্কং বা সপ্তপর্কং প্রকীর্তিতং ।

নবপর্কঞ্চ কোদণ্ডং চতুর্দ্ধা শুভকারণং ॥

চতুশ্পর্কঞ্চ ঘটপর্কং অষ্টপর্কং বিবর্জকং ॥

অতিজীর্ণমপকঞ্চ জ্ঞাতিস্থষ্টং তথৈব চ ।

দগ্ধং ছিত্রং ন কর্তব্যং বাহ্যাত্তরহন্তকং ॥

গুণহীনং গুণাক্রান্তং বাস্তবদোষসম্বিতং ।

গলগ্রহির্ন কর্তব্যো তলমধ্যে তথৈব চ ॥

অপকং তলমারামিতি অতিজীর্ণত্ব কর্শনং ।

জ্ঞাতিস্থষ্টং সোধেগং কলহো বাক্যৈঃ সহ ॥

দগ্ধেন মহতে বৈশা ছিত্রং যুদ্ধবিনাশনং ।

বাহ্যে লক্ষ্যং ন লভ্যত তথৈবাত্তরহন্তরিণি চ ॥

হীনে তু সন্ধিতে বাণে সংগ্রামে তলকারকং ।

আক্রান্তে চ পুনঃ কাপি ন লক্ষ্যং প্রাপ্যতে দৃঢ়ং ॥”

(বৃদ্ধ শাক’ধর)

বাঁশের ধর্মক করিতে হইলে ত্রিগর্ক, পঞ্চপর্ক বা সপ্তপর্ক করিতে হইবে। পর্কশব্দে বংশসন্ধি অর্থাৎ বাঁশের যে ধর্মকে নয়টি পর্ক থাকে, তাহাকে কোদণ্ড কহে। ধর্মক নির্মাণে চতুশ্পর্ক, অষ্টপর্ক ও ঘটপর্ক পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বংশ যদি অতিজীর্ণ বা অপক হয়, তাহাতে ধর্মক প্রস্তুত করিবে না এবং জ্ঞাতিস্থষ্ট, দগ্ধ, ছিত্র ও

• বাহ্যাত্তরহন্তক (অর্থাৎ যে স্থানে হস্ত দিয়া ধর্মক ধরিতে হয়,) তাহা, গুণহীন, গুণাক্রান্ত, বাস্তবদোষযুক্ত প্রভৃতিও নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে অপকবংশে যে ধর্মক প্রস্তুত করা যায়, তাহা তালিয়া যায়, অতিজীর্ণ বাঁশে প্রস্তুত হইলে তাহা কর্শন হইয়া থাকে, জ্ঞাতিস্থষ্ট হইলে উষেগ এবং বাক্যবিশেষের সহিত কলহ, দগ্ধ হইলে গৃহ দগ্ধ, ছিত্র হইলে যুদ্ধে পরাজয়, বাহ্যহন্তক এবং অভ্য-

ন্তর হন্তক হইলে তাহা দ্বারা লক্ষ্যভেদ করা যায় না। হীন হইলে সংগ্রামে বাণ বোজন্য করিলে লক্ষ্য ভেদ হয় না এবং যুদ্ধে তল হইয়া থাকে। যে সকল ধর্মকের গলদেশে বা তলদেশে গ্রহি অর্থাৎ গাঁইট থাকে, তাহা বর্জ্যীয় এবং ইহা অন্ততকর। যে সকল দোষ বলা হইল, এই সকল দোষ-রহিত ধর্মকই শ্রেষ্ঠ এবং সকল কার্যে সিদ্ধপ্রদ। যে ধর্মকে প্রস্তর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহাকে উপলক্ষ্যপক ধর্ম কহে। এই ধর্মকের পরিমাণ তিন হাত এবং বিস্তৃতি দুই অঙ্গুলি হইবে। ইহার গুণ রক্ষণীয় হইবে।

“উপলক্ষ্যপকং চাপং বৈশবং তদ্বিরক্ষ্যকং ।

ত্রিহস্তোৎসেধসহিতং বাতুলীবিহৃতং তু তৎ ॥” (বৃদ্ধ শাক’ধর)

[ধর্মকোদ দেখ।]

২ হটযোগদীপিকোক্ত আসন বিশেষ ।

“পাদাজুঠৌ তু পাণিত্যাং গৃহীত্বা শ্রবণাবধি ।

ধম্মরাকর্ষণং কুর্ধ্যাৎ ধম্মরাসনমুচ্যতে ॥” (১১২৫)

পাণিধারা শ্রবণাবধি ও পাদাজুঠ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া ধর্ম আকর্ষণ করিবে, ইহাকে ধম্মরাসন কহে। জলাশয়তলে চারি হস্ত পরিমাণ আসন ধম্মরাসন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

“চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্ততলচতুষ্কং ধর্মঃ স্তম্ভং ।” (জলাশয়তল)

৩ রাশিবিশেষ, মেবাদি ষাটশ রাশির অন্তর্গত নবমরাশি। পর্যায় ভৌতিক ।

ধর্মরাশির সংজ্ঞা—পুরুষরাশি, সূর্যবর্ণ সপ্তবর্ণ, পর্কত-চারী, সমরাশি, অতিশয় শব্দকারী, নির্নবলী, পূর্বাদিকাব্যবহী, দৃঢ়াঙ্গ, রক্ষণশরীর, পীতবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, উচ্চশক্তাব, পিত-প্রভৃতি, অন্ন সন্তানযুক্ত, অন্ন ত্রীশসঙ্গপ্রিয়, ষাট্যক, ধিপদ, অগ্নিরাশি এবং উগ্রশক্তাব। অন্তর্ভাগে চতুশ্পাদ।

(নীলকণ্ঠোক্ত ভাজক)

ভট্টোৎপল যুক্ত যবনেশ্বরের মতে ধর্মর সংজ্ঞা—ধর্ম-বিশিষ্ট, পুরুষাকার, পশ্চাত্তাগে খোটাকার, উচ্চদেশ, উচ্চ নীচ ভূমি, খোটক, বলবান, অস্ত্রধারী পুরুষ, যজ্ঞ রথাদি এবং অবস্থান। এই সকল সংজ্ঞা দ্বারা নানাপ্রকার গণনা হইতে পারে, যথা স্তম্ভ নষ্ট বস্তুর প্রসঙ্গগণনার ঐ বস্তুর কোন স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং রাশির ঘেরণ পরীরবিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থান অনুসারে বর্ণাদির চিহ্ন এবং গ্রহগণের বলানলে সেই সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হানি বা দৌর্বল্য ইত্যাদি জানা যায়। এই রাশির যে বক্তাব ও স্থান প্রভৃতি লিখিত হইল, ঐ রাশিতে কোন গ্রহের অবস্থান বা দৃষ্টি থাকিলে ঐ সকল

বুঝাইবে, আর এই সকল রাশিতে গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি থাকিলে এই সকল জ্ঞানাদির দ্বারা, বুদ্ধি এবং বিপরীত হইতে পারে।

ধর্মসূ সংজ্ঞা—ওজ, বিবম, ব্যাঘ্রক, জ্বর, অগ্নি, বীর্ষোদর, পুণা, দিনবলী, সূর্য, বৃহস্পতির ক্ষেত্র, বৃহস্পতির মূল-জিকোণ, কেতুর উচ্চ, তুল, রাহুর নীচ, পূর্বদিক্‌বাসী, পর্ত্তচর, খোটক, শূর, অস্ত্রভং, বজ্র, অশ্ব। ধর্মসূশি ধর্ম-জ্যোতি, ইহার দেবতার আকার জ্ঞান পর্য্যন্ত অশ্বের দ্বার এবং অবশিষ্টাংশ ধর্মসূরী নরের মূর্ত্ত। ইহা ওজ ও বিবম জ্বর।

ধর্মসূ প্রথম অর্ধেকভাগে বিপদ সংজ্ঞা এবং শেষ অর্ধেক ভাগে চতুর্দশ সংজ্ঞা। মেঘ, বৃষ, রিখুন, কর্কট, ধর্ম ও মকর ইহাদিগের রাশি সংজ্ঞা। ধর্মসূশি বর্ণ পিঙ্গল।

মূল্য, পূর্বোক্তা ও উত্তরাষ্ট্রা প্রথম পাদ ধর্মসূশি, অর্থাৎ এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তির ধর্মসূশি হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে জন্ম হইলে স্বর্গ ও মুখ ধর্ম, পিতৃধনত্যাগী, কবি, বীর্ষবান, বজ্রা, দন্ত, কর্ণ, অধর ও নাসিকা মূল কর্মে উদ্ভূত, শিলাবেতা, কুলস্বক, কুনখমুক, মূলহস্ত, প্রগল্ভাভিষিষ্ট, ধর্মবেতা, ধর্মদেবী, (বল প্রয়োগে বশীভূত হয় না) কিন্তু প্রীতিদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে। মতান্তরে—ধর্মসূশিতে জন্ম হইলে কাম্বুকের দ্বার ওগমুক, কীর্তি-মান, পূজনীয়, কুলনাথ, রসবেতা, বজ্রসিগের একমাত্র আশ্রয়, অনেক ধন জনমুক, দেববিজ্ঞসেবাপরায়ণ, মুহুগতিবিষিষ্ট ও অসহনশীল হইবে।

ধর্মসূশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ অবস্থান করিলে নিম্ন-লিখিত রূপে ফল হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে রবি থাকিলে নানাবিধ জ্ঞানমুক, রাজার দ্বার কার্যমুক, বিখ্যাত, প্রাজ্ঞ, দেববিজ্ঞের আর্চনাপরায়ণ, শাস্ত্রার্থ ও হস্তশিল্পের নিপুণ, ব্যবহারযোগ্য, সাধুগণের পুত্র, প্রগল্ভ, মনোহর, বিজ্ঞান দেহবিষিষ্ট, বজ্রগণের হিতকারী ও সমুদ্রমুক হইয়া থাকে। ধর্মসূশিতে রবি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্বদা বাক্য, বিত্ত, বুদ্ধি ও পুত্রমুক জ্ঞানমুক, শোকহীন ও স্ত্রীর শরীরসম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্মসূশিতে রবি মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মুখে বশবী, স্পষ্ট বজ্র, বুদ্ধি ও সৌখ্যসম্পন্ন এবং তীক্ষ্ণ হয়। ধর্মসূশিতে রবি বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মধুর বাক্যসম্পন্ন, লিপিবেতা, কাব্যকলাবিশিষ্ট, গোষ্ঠীপালক এবং ধাতুজ হইবে। ধর্মসূশিতে রবি বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজত্ববনবিচরণকারী বা নৃপতি, হস্তী, অশ্ব ও ধনমুক এবং বিদ্বান হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে রবি শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জগৎ জ্ঞানাদির সহিত সর্বদা নিখা জীভোগমুক্ত ও শান্ত হয়। ধর্মসূশিতে রবি শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুচি, পরান্যাকাজ্ঞী, নীচায়ত, চতুর্দশ জীভনশীল ও অতিশয় চপল হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে চন্দ্র থাকিলে কুলজ, বৃহস্পতি, মূলহস্ত ও কটদেশমুক, শীত বাহু, বাগ্মী, দীর্ঘমুখ, দীর্ঘকণ্ঠ-বিষিষ্ট, জলতটবাসী, শিল্পবেতা, প্রগল্ভদেশ, শূর, বিখ্যাত-মানী, অস্থির, বহুকলাবেতা, মূলকণ্ঠেটনাসিকাসম্পন্ন, দেহবদ্ধ, কৃতজ্ঞ, অসংযতাবু ও প্রগল্ভ হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, ধনবান, শূর, বিখ্যাত পৌরুষ, অল্পময় সূর্য এবং বাহনমুক হইবে। ধর্মসূশিতে চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মেনা-পতি, ধনবান, সৌভাগ্যসম্পন্ন, বিখ্যাত পৌরুষ ও অল্পময় ভ্রাতামুক হয়। ধর্মসূশিতে চন্দ্র বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বহুভ্রাতাসম্পন্ন, বহুসারমুক, জ্যোতিষ ও শিল্পাদি ক্ষিপ্র-নিপুণ এবং লগাচারী হইবে। ধর্মসূশিতে চন্দ্র বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অল্পময় দেহবিষিষ্ট, রাজমন্ত্রী, ধন, ধর্ম ও সূর্য্যায়িত হয়। ধর্মসূশিতে চন্দ্র শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সূর্য্য, অতিশয় বিনয়ী, সৌভাগ্যসম্পন্ন, পুত্রাধিপতি, এবং শীঘ্র মিত্রমুক হইবে। ধর্মসূশিতে চন্দ্র শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রিয়বান, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যবান, মনোহর ও রাজপুরুষ হয়। ধর্মসূশিতে মঙ্গল থাকিলে বহু ক্ষতদ্বারা কুলজ, নিষ্ঠুরবাক্যভাবী, পরাধীন, রথ বাজী ও পদাতিকের সহিত যুদ্ধকারী, রথদ্বারা অপর সৈন্যের তেজক, বিকল-শ্রমকর, সর্বদা ধিন্ন, পরস্পর ক্রোধনির্ভিত্তিসম্পন্ন এবং শুক্রজনে অসন্তোষী হয়। ধর্মসূশিতে বুধ থাকিলে দান-শ্রমে বিখ্যাত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বীর্ষবান, মন্ত্রণাকুশল, কুলপ্রধান, মহাবিদ্বৎসম্পন্ন, বজ্র ও অধ্যাপনায়ত, মেধাবী, বাকপটু, দাতা ও লিপিকুশল হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে বৃহস্পতি থাকিলে ব্রত, দীক্ষা ও বজ্রাদি-কর্মে আচার্য্য, সংস্থানবিহীন, অর্থসম্পন্ন অর্থাৎ সক্ষম করিতে বিশেষ গঠি, অক্ষম, দাতা, শীঘ্র হৃদয় পক্ষের প্রিয় ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মন্ত্রণাধ্যক্ষ, নানা দেশ নিবাসী এবং মিত্রনতীর্থে বজ্রকরণমিত্রমুক হইয়া থাকে।

ধর্মসূশিতে শুক্র থাকিলে সদ্ধর্ম ইচ্ছারূপে ধনজনিত ফলমুক, জগৎপ্রিয়, কমলীয় শরীরসম্পন্ন, কুলীন, বিদ্বান, গোবিন্দমুক, সচ্চরিত্র, জীভোগামুক, রাজার মন্ত্রী, পীড়নায়ত ভয়, সক্ষমের প্রধান সাধুগণের পুত্র ও কবি হইবে।

ধর্মসূশিতে শনি থাকিলে ব্যবহারবোধক শিল্প ও

বেদ, অর্থবিজ্ঞানধর্ম, কুলমতি, পুণ্ড্রপে বিখ্যাত, অর্থ-
পীরণ, অতিশয় সুলীল, অত্যন্ত সম্মানী, অন্ন বাক্যবৃত্ত ও
বহুলকবিশিষ্ট হয়।

ধর্মশাসিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজাধিরাজ,
বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনি দৃষ্টে ধনবান,
সূর্য্য কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে
ভূপতি হইয়া থাকে। যে সকল ফল লিখিত হইল, এই
সকল ফল দ্বারা আকৃতি, স্বভাব ও চরিত্রাদি নিরূপিত হয়।

জন্মকালীন যে রাশিতে যে গ্রহ অবস্থিত আছে, সেই
সেই গ্রহের রাশিতে কল এবং সেই সেই গ্রহ কোন
গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া কিরূপ ফল প্রকাশ করিতেছে,
সাবধানতা সহকারে ঐ সকল ফল স্থিরীকৃত করিয়া ফল-
ফল বিবেচনা করিয়া দেখিবে। (বৃহস্পতি, সারাবলী)
৪ লক্ষবিশেষ; এই লক্ষের পরিমাণ ৫১৭১২০ বিপল। প্রতিদিন
দিবারায়ে মেবাদি দ্বাদশ লক্ষ হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে
পৌষমাসে ধর্মলগ্নে সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে। ধর্মলগ্নজাত
ফল—ধর্মলগ্নে জন্ম হইলে স্থল ওষ্ঠ দশন ও নাসিকাসম্পন্ন,
ককবায়ুপ্রকৃতি, উরু, গুহ ও হস্ত মাংসল, কুনখী, কর্ণে
উদ্যোগী, শূর, শূত্র, নীচ, তন্দ্র, অনল বা রাজদ্বারা
বিনষ্ট ধনসম্পন্ন, বিজ্ঞ, সকলের পূজ্য, দ্রাঘতাত্ত্বিক,
বিদেশে কর্মপ্রিয়, বা ভূপাল হইতে লক্ষ ধনসম্পন্ন, ধর্মে
মধ্যমরূপ মতিবিশিষ্ট, জীৱ সহিত কলহকারী ও মুখরোগী
হইয়া থাকে এবং চতুর্দশ, সর্প প্রভৃতি বন্ধন ও সলিল
দ্বারা নিজের মৃত্যু ঘটয়া থাকে। (সত্যচাৰ্য্য)

ধর্মলগ্নে জন্ম হইলে সুনীতিপরায়ণ, ধনধান, সুখী, কুলের
মধ্যে প্রধান, বুদ্ধিমান এবং সকল লোকের গোবক হয়।

“ধর্মলগ্নে সমুৎপন্নো নীতিমান্ ধনবান্ সুখী।

কুলমধ্যে প্রধানস্ত প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বস্ত গোবকঃ ॥” (কোজীপ্রা)

জাতকচন্দ্রিকার মতে ধর্মলগ্নে জন্ম হইলে বহুকলাকুশল,
বলশালী, মহান, নির্মলচরিত্র, সরল কথনশীল এবং রূপণ
হইয়া থাকে।

“বহুকলাকুশলঃ প্রবলো মহান্

০ বিয়লভাকলিতঃ সরলোক্তিতাক্।

শশধরে হি ধর্মধরো নরো

ধনকরো ন করোতি ধনব্যয়ং ॥” (জাতকচন্দ্রিকা)

৪ পিরালম্বক। ৫ চতুর্ভুজমাম। (জি) ৬ ধর্মধর।

৭ গোলকেন্দ্রের ব্যাসার্ধ হইতে নান অংশভেদ।

“জ্যাং প্রোক্ষ্য শেষং তদ্ব্যবহিতং তবিরয়োহুতং।

সম্যাক্ততদ্ব্যবহিতং সংযোজ্য ধর্মক্যাতে ॥” (সূর্য্যসি)

ধর্মকোটিতীর্থ, রামেশ্বরতীর্থের নিকট সমুদ্র দ্বানতীর্থ। রামে-
শ্বরতীর্থের দক্ষিণপূর্বে এই স্থান অবস্থিত। রামনাদের
(রামনাথপুরের) সেতুপতি উপাধিদ্বারা রাজগণ বধেই অর্থব্যয়
করিয়া এই তীর্থ উদ্ধার ও সংকার করেন। রামেশ্বর মন্দির
অপেক্ষা এই দ্বানতীর্থের মাহাত্ম্য অধিক।

ধর্মসুতন্তু (পুং) সূত্রভোক্ত বিকৃতবায়ুভেদ। ধর্মভকার।

“ধর্মসুতন্তু নমেত্তন্তু স ধর্মসুতন্তু সংজ্ঞকঃ ॥” (সূত্রভ)

যে বায়ুরোগে সমস্ত শরীর ধর্মকের দ্বারা নমিত হয়,
তাহাকে ধর্মসুতন্তু কহে।

ধনু (জী) ধন-ধাত্তে শব্দ বা ধন-উ। (কৃষিকর্মিতনি-
ধনীতি। উৎ ১৮২) ১ ধনু। ২ দ্ব্যস্তসকর।

ধনেশ্বর (জী) ধম্বাক, ধনিয়া।

ধনেশু (পুং) পুরুষাঙ্গীর রোজাশের এক পুত্র।

ধনেশ (পুং) ধনান্য ঈশ্বরঃ। ১ কুবের।

“ইমে চৈবাষ্টকলশাঃ নিদীনামশেষসম্ভবাঃ।

অক্ষরা রাজরাজ্য ধনেশস্ত মহাশ্বনঃ ॥” (হরিবংশ ১০৮ অং)

২ লক্ষ হইতে দ্বিতীয়স্থান। ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুসহস্রনাম)

ধনেশ্বর (পুং) ধনান্য ঈশ্বরঃ ৩৩৭। ১ কুবের।

“জগৃহঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণি হানি হানি হুরাতথা।

কালদণ্ডং বমো রাজন্ গদাটীকব ধনেশ্বরঃ ॥”

(ভারত ১৩১৪৯৬৩)

২ বিষ্ণু। ৩ মুক্তবোধপ্রাপ্তো বোপদেবের গুরু।

“বিষদ্বনেশ্বরশ্চাজ্ঞো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।

বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদান্দ্রং ॥” (মুক্তবোধ)

ধনেশ্বরসূত্রি, বিশাল গচ্ছের অন্তর্গত একজন পণ্ডিত। ইনি
জিনবল্লভের শ্রাদ্ধশতক নামক গ্রন্থের টীকাকার। ১১৭১
সম্বতে ঐ টীকা রচিত হয়।

ধনেশ্বরী, আগামের একটা নদী। সামাগুটিং সদরের নিয়ে
বারেল পর্ব্বতের উত্তরদিক্ হইতে উৎপন্ন হইয়া নাগা-
পাহাড়ের মধ্যে উত্তরমুখে নাখুর জলস্রোতের ভিতর দিয়া দয়াক্-
নদীর সহিত মিলিয়াছে। পরে উত্তর নদী মিলিত হইয়া
উত্তরপূর্ব্বমুখে বাগদার হাণ্ডার নিকট ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।
নাখুর জলস্রোতের মধ্যে এই নদীর নিকট দিমাপুরের ধ্বংসা-
বশেষ আছে। এই নদীর তীরে গোলাঘাট। গোলাঘাট
পর্যন্ত এই নদীতে বর্ষাকালে হীমার বাতায়িত করে। ছোট
ছোট ঘোট দিমাপুর পর্যন্ত শীতকালেও যাইতে পারে।

ধর্মেশ্বর্য্য (জী) ধনেশ্বর ঈশ্বর্য্যং। ধনরূপ সম্পদ, অর্থ সম্পদ,
টীকা কড়ি।

ধর্মেশ্বর্য্য (জি) ধনেশ্বর্য্যং।

“পূর্বোৎপত্ত্যনন্তরং কৃত্যবৎসা ধনৈবিশি।

জ্যবৈঃ সন্ধিক্রিয়াবো নৃপত্নাসনমসিধো।” (মহু ৮৭৭)

ধনোত্তি, ইয়াত্নাক্ত বর্দ্ধা জেলার মধ্যে অরোই তহনীলোই একখানি গ্রাম। বর্দ্ধা নগরের ১০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, লোকসংখ্যা এক হাজার। অধিবাসীরা কৃষক ও তাঁতি। এই স্থানে অতি শুক্লবাসে হটি হয়।

ধনোত্তি (পুং) ধনলোভ।

“ধনোত্তিপাচ্যমানান্তান্ নিঃস্বান্ কাশয়েন্নৃপ।”

(মহু ৯২৩১)

ধনোত্তি, বিহারের অন্তর্গত চম্পারন জেলার একটা নদী। পূর্বে গণ্ডক নদের উপনদী হড়ার এক শাখা লালবেগী নদী হইতে এই ধনোত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা এখন দৈর্ঘ্যে ১১০ মাইল। উৎপত্তিস্থলের নিকট প্রায় তরিয়ান উঠিয়াছে। ইহা শীতকালের নিকট শিখরিনী (শিখরণা) নদীতে পড়িয়াছে। মতিহারী বহরের নিকট এই নদীর উপর রেল বাইবার এক লোহলেফু আছে। ধনোত্তি নাম ধনবতী শব্দের অপভ্রংশ। ভবিষ্য ব্রহ্মধণ্ডে চম্পাদেশ-বর্ণন অধ্যায়ে এই ধনবতী নদীর উল্লেখ আছে।

(ভবিষ্যব্রহ্মধণ্ড ৪২৫)

ধনোত্তা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলার এই নামে এক নগর আছে। অক্ষা° ২৮° ৫৮' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৮' ৩০" পূঃ, গঙ্গানদী হইতে ৪২ ক্রোশ পূর্বে এবং মোরাদাবাদ নগর হইতে ২২৫ ক্রোশ পশ্চিমে পাকা রাস্তার উপর অবস্থিত; লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচহাজার। এখানে চিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

ধনোদা, ইহার অপর নাম ধরনাওলা। গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত ওণা উপবিভাগের এক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ইহাতে ৩২ খানি গ্রাম আছে। রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বর্তমান ঠাকুরের নাম ভূমসিংহ। ইনি ঠাকুর ছত্রশালের বংশোদ্ভূত। এই ছত্রশাল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুগড় নামক জেলা ও ধনোদা রাজ্য অধিকার আরম্ভ করেন। ইহার পিচি চৌহান বংশীয় রাজপুত।

ধনুক, বোম্বাইএর আন্ধ্রপ্রদেশ জেলার এক উপবিভাগ। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে কাটিরাবাদ রাজ্য ও পূর্বে কাষে উপসাগর। ইহার পরিমাণ ১০৯৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে গাছপালা বড় নাই, জমীর মাটি কাল এবং সমতল। পশ্চিমে পাহাড় আছে, পাহাড়েও বিশেষ জল নাই, বাজার আবাদ ও কলকর বাগান আছে। বিভাগের

মধ্যভাগে কুলা ও পূর্বাংশে গম জন্মে। জলাভার আছে। বৃহৎ নদী নাই। ভারত ও উত্তাবলী নদী জলার মধ্যে গড়িয়াছে। ইহাটা নগর ও ১০৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানকার প্রধান নগর ধনুক-তাদর নদীর পূর্বতীরে ২২° ২১' ১৫" উত্তর অক্ষাংশে ও ৭২° ২২' ০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং আন্ধ্রপ্রদেশ নগর হইতে প্রায় ৩১ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। নগরের লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার, এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। অধিবাসীদের মধ্যে বোড়াদিগের সংখ্যাই অধিক। মোটা কাপড়, মুক্তিকার তৈজস ও সূজকারের জুয়াড়ি নির্মাণই প্রধান উপ-কর্মিকা। খোলকা ও এই নগর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধনুক অতি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রকৃতিতে আলোচনার উপযোগী জুয়াড়ি আছে।

ধনাসিকা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার গ্রহ বড়ুজ। এই রাগিণী ঋষীনা, এবং বীর ও শূল্যর রসে গের। ইহার মূর্তি—
“ধনাসিকা ভ্রামতরু মনোজা
কাস্তে লিখন্তী কলকে বিনদ্ধা।

বালালসরোচনবারিবিম্ব-

প্রভক্ষধোতন্তনযুগ্মনামা।” (সঙ্গীতসারসংগ্রহ)।

এই রাগিণী ভ্রামবর্ণা, অভিশয় মনোহারিণী, যুবতী, ও বিজয়ী, চিত্রকলকে কাস্তকে চিত্রিত করিতেছেন এবং কাস্তবিরহে সর্ষদা রোদন করিতেছেন। ইহার চক্কলে নাসা ও স্তনযুগল ধোত হইতেছে।

ধন্য (পুং) ধনার হিতঃ ধন-বৎ। ১ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ পুণ্যরান্, অকৃতী।

“অনামাপুরুষো ধন্তঃ পিতৃনামা চ মধ্যমঃ।”

অনমো ভ্রাতৃনামা চ মাতৃনামাধম্যধমঃ।” (গৌরীচন্দ্রধৃত পত্র)

যাহারা নিজ নাম, বশ, এবং কীর্তি প্রভৃতি দ্বারা বিখ্যাত হন, তাহারাই ধন্ত।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ত্রীকলকল্পধণ্ডে ধন্তব কথনস্থলে সনৎকুমার কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

“সনৎকুমার উবাচ।

বিত্তীর্ণবাসুকামধ্যে কল্পপঃ শতযোজনঃ।

তীতশ্চ কম্পিতস্তত্র দৃষ্টো হৃৎখী চ শুক্লিতঃ॥

নিঃসারিতো রাঘবেণ মীনেন চ মহাশ্বনা।

ধজোহসীতি মরোত্তশ্চ নাহং ধন্ত উবাচ সঃ॥

• কীরোদসাগরো ধজো জন্তবো বজ্র মধিধাঃ।

ভবান্ ধজোহসি কীরোদ তেনৈকো নাহমেব চ॥

ধজা বজ্ররূপ দেবী বজ্রৈক সন্তানগরঃ।

ধন্যসি বহুবৈকুণ্ঠা নাহবেকুণ্ঠাচ সা ॥
 ধন্যোহনন্তো মন্যধারঃ কৃষ্ণাংশো নাপরাভুবিভুঃ ।
 ধন্যোহসীতাক্তঃ পরমো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ॥
 ধন্যো মহেশ্বরো দেবো বোগীজ্ঞাণঃ শরোত্তরঃ ।
 ধন্যোহসীতাক্তঃ শত্ৰুত ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ॥
 ধন্যতঃ তগবান্ ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি ।
 ধন্যোহসি তজ্জা ধাতা চ ধন্যোনাহমুবাচ সঃ ॥
 ধন্যো গণেশ্বরো দেবো দেবানাং প্রবরঃ পরঃ ।
 দেবেবু ধন্যো মাত্তোহসীতাক্তো গণপতির্মহা ॥
 নাহং ধন্যো হুনিশ্রেষ্ঠ সন্নিভশ্চেতুবাচ সঃ ।
 ধন্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ কর্ণাশি বহাবহরা ॥
 তন্মাক্তাশ্চ তে বেদা গচ্ছ তজ্জ মনীষিণঃ ।
 যুগং ধন্যশ্চ মাত্তাশ্চেতুবাচু ॥ বেদা ময়া ততঃ ।
 উচুন্তে ন বরং ধন্যো বজ্রসংঘত সাস্ত্রাতম্ ।
 বরং বাবহাকর্তারো বজ্রোযঃ কলনঃ স্বরং ॥
 তন্মাক্তাঃ স এবাপি গচ্ছ গচ্ছ মহামুনে ।
 ধন্যোহসি বজ্রসংঘোহসীতাক্ততজ্জ ময়া বিত্তো ॥
 উচুন্তে ন বরং ধন্যো ধন্যং কর্ম ততঃ মুনৈঃ ।
 ততকর্ণাশি ধন্যং ত্বং নাহং ধন্যমুবাচ তৎ ॥
 শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা চ ধন্যো মাত্তশ্চ নিশ্চিতং ।
 ধন্যোহনীতি মরোক্তশ্চ দক্ষিণাতিঃ সহতি চ ।
 ইত্যুক্তো তগবতাপাত্ম্য কথিতং সর্বকারণং ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৭ অং)

সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, বিত্তীর্ণ বালুকায় মধ্যভাগে
 পতযোজন কক্ষণই ধন্য, কীরেদাসাগর ধন্য, বেখানে মন্দির
 জন্তগণ বিভ্রমিত আছে,—বহুধা দেবীই ধন্য বেখানে সপ্ত
 সাগর রহিয়াছে। আমাদের আধার শ্রীকৃষ্ণের অংশব্রূপ
 অনন্তদেব ধন্য, দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণপতি ধন্য,
 জগতের বিধাতা পিতামহ ব্রহ্মা ধন্য, চারিবেদ ধন্য, বজ্রসমূহ
 ও বাবহাকর্তা আপনারা ধন্য, ততকর্ম সকল ধন্য, এবং
 পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণদেবই নিশ্চিত ধন্য, কেবল আমি ধন্য নহি।
 ২ ধনলক্ষা। ৩ ধননিমিত্ত সংযোগাদি। ৪ স্নাত্য। ৫
 সুখী, সুকৃতি। ৬ অধর্কণ বৃক্ষ। ৭ কৃতার্থ। ৮ বিষ্ণু।
 “জন্মেধা মেধনো ধন্যঃ” (বিষ্ণুপং)

ধন্যগ্রাম, তবিত্তব্রহ্মধন্যোক্ত বশোর প্রদেশের একটি
 গ্রাম। (ভং ব্রহ্মণ ১১ অঃ)

ধন্যবিষ্ণু, মাতৃবিষ্ণুর কনিষ্ঠ সহোদর। মধ্যভারতের সাগর
 জেলার খুসাই বিভাগের অন্তর্গত এরণ নামক গ্রামে লাল-
 পাখরের একটি ভক্তগাজে খোদিত এক লিপি পাঠে জানা

যায় যে এই ভক্তই একটা কলমত। উহা মহারাজ ষাণ্ড-
 বিষ্ণু ও তবীর সহোদর ধন্যবিষ্ণু কর্তৃক প্রস্তুত। ভক্ত-
 সত্রাই বৃহত্তপ্ত বরন সত্রাইপদে আলীন, তখন এই লিপি
 খোদিত হয়। ইহারই নিকটে বরাহ-মন্দিরে বরাহ প্রতিমার
 বক্ষস্থলে খোদিত একলিপি পাঠে জানা যায় যে মহারাজ
 মাতৃবিষ্ণুর ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু এই বরাহ প্রতিমা ও মন্দির
 স্থাপিত করেন। এই লিপি রাখা তোরমাণের সময়ে
 উৎকীর্ণ।

ধন্যব্রত (স্ত্রী) ধন্য ধনজনক ব্রতং । ধনজনক ব্রতবিশেষ ।
 এই ব্রত করিলে ধন হয়, এইজন্য এই ব্রতের নাম ধনব্রত,
 কুবেল প্রথমে শূত্র ছিল, তাহার পর এই ব্রতাক্রান্তি করিয়া
 ধনপতি হইয়াছে।

বরাহপুরাণোক্ত সৌভাগ্যবর্জনব্রত । অগস্ত্য এই ব্রতের
 উপদেষ্টা। নির্দম ব্যক্তিও এই ব্রত করিলে ধন হইয়া
 থাকে। অগ্রহায়ণমাসে তুরগপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে
 রাজিকালে বিষ্ণুরূপী অগ্নির পূজা করিবে। বৈশ্বানর
 নামে তগবানের পাদবরে, অগ্নি নামে উদরে, হবির্ভূক্
 নামে উরুবরে, ত্রিবিণ নামে কুলবরে, সংবর্ত নামে মস্তকে ও
 জলন নামে সর্বাঙ্গে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে তগ-
 বানের সমুখে বিধানাহুসারে কুণ্ড করিয়া তাহাতে ঐ
 সকল নামসংযুক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। তৎপরে ব্রতকারী
 স্ত্রতসংযুক্ত বাবকার ভোজন করিবে। অগ্রহায়ণ মাস
 হইতে এই নিয়মে কান্ডন মাস পর্য্যন্ত চারিমাस কাল
 চলিবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদেও ঐরূপ পূজা করিবে।
 তৎপরে চৈত্রমাস হইতে সয়ত্ত পারল আহার করিয়া ঐরূপে
 পূজাদি করিবে এবং এই নিয়মে আবাহনমাস পর্য্যন্ত চারিমাस-
 কাল চলিবে। তৎপরে শ্রাবণ মাস হইতে শকু (ছাতু)
 আহার করিয়া কার্তিক পর্য্যন্ত চারিমাसকাল চলিবে।
 এইরূপে এক বৎসর ব্রতচারী থাকিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে।
 সমাপ্তির সময় অগ্নির স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাহা রক্ত
 বস্ত্রের লোড়, রক্তপুষ্প, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন প্রভৃতি দিয়া
 সাজাইয়া পূজা করিবে এবং একজন সর্কাবরসম্পন্ন
 (কাণা কালা খোড়া নহে) শ্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকে বিধানাহুসারে
 পূজা করিয়া রক্তবস্ত্রের একটি লোড় (খুতি ও উড়ানী) ও
 কিছু অর্থ লইয়া—

“ধন্যোহসি ধন্যকর্ণাশি ধন্য চৈতৌহসি ধন্যবান্ ।

ধন্যনানেন চীর্ণেন ব্রতেন ত্বাং সদা সুখী ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া দান করিবে।

এই ব্রতের কলে ইহজন্যে সৌভাগ্য, ধন ও ধাত্মশান্তি

ইহা বহু হই। পূর্বকালে দান ও ইহলোকের সাপেক্ষে এই ব্রতের কালে নষ্ট হইয়া ব্রতচারী ইহলোকেই বিফল হইয়া থাকে। এই ব্রতের কথা শুনিতে ও পড়িতেও লোকের মন হইয়া থাকে। পূর্বকালে যখন কুবেল যখন পূজ্যমানিতে ছিলেন, সেই সময় এই ব্রত কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন।

(বরাহপুরাণ ৬৫ অধ্যায়)

ধন্য (কী) বহু-টাপ। ১ আশলকী। ২ উপদাত্ত। ৩ পিত্তরক বনদেবতা ভেদ। ৪ ধন্যক। ৫ ধন্য কস্তা বিশেষ, ইহার সহিত কুবেল বিবাহ হয়।

"ধন্য নারি মনোঃ কস্তা প্রবাহিতমবীজনং।" (বহুপুত্র ৪১০৮)

ধন্যাক (কী) বহুতে ভাষ্যভিত্তিরিত (পিণ্ডাকদ্রুমত। উণ ৪১৫) ইতি সূত্রেণ-আক প্রত্যয়েন দামুঃ। সূত্রপত্র-শাকজাতীয় সূত্র সূত্র শব্দ ভেদ, ধনিয়া গাছ (Coriandrum Sativum)। ইহার সংস্কৃত পর্যায় ছত্রা, বিতুরক, কুন্তরুক, ধাতক, ধত, ধমিক, ধালক, ধাত, ধানের, ধনিকা, ছত্রাধাত, সূত্রকি, শাকবোশা, সূত্রপত্র, জনপ্রিয়, ধাতবীজ, বীজধাত, বেধক। (রাজনির্ঘণ্ট) ভাবপ্রকাশোক্ত পর্যায় কুলটী, ধেনিকা, ধন্যক, ধাত, ধান্যক। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কষায়, পিত্তজর, কাস, তৃষ্ণা, হৃদি ও ককনাশক। দীপন, স্নিগ্ধ, বৃদ্ধ, স্নেহল, লঘু, তিক্ত, ক্ষটু, বীৰ্য্যকারক, পাচন, রুচিকর, গ্রাহী, শ্বাসপাক, জ্বিদেশ, দাহ, শ্বাস, অর্শ ও কৃমিনাশক। (ভাবপ্রা)। ধনিয়া আর্জ করিয়া অর্থাৎ ভিজাইয়া তক্ষণ করিলে পিত্তনাশ হয়।

"আর্জন্ত তদুগুণং বাহু বিশেষাং পিত্তনাশনং।" (ভাবপ্রা)

ধনিয়া শিলাতলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ভাল করিয়া ছাকিয়া লইয়া পরে ঐ চূর্ণ শর্করা ও উদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া নূতন সূত্রপাত্রে রাখিয়া দিবে, এবং তাহাতে একটু কর্পূরাদি সূত্র জব্য মিশ্রিত করিয়া দিবে। ইহা সেবন করিলে পিত্তনাশ হয়।

"শিলায়া সাধুসংপিষ্টং ধাতকং বস্ত্রগালিতং।

শর্করেন্দকসংমিশ্রং কর্পূরাদিসূত্রসংকৃতং।

নবীনে সূত্রেণ পাত্রে হিতং পিত্তহরণং পরং।" (রাজনির্ঘণ্ট)

ধন্যাককাথ, কাথ বিশেষ। ধনিয়ার কাথ বাগি করিয়া চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে অতি শীঘ্রই অস্তর্দাহ ও পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

"স সিন্ধো নিশি পূর্বাগ্নিতঃ প্রাতঃধাতাককাথঃ।

শীতঃ শরৎকালচিরাদন্তর্দাহং ধন্যং পৈত্তিকং।" (পাচনচি)

ধন্য (কী) ধনতীতি ধন-শব্দে (উবাদ্রুমত। উণ ৪১৫) ইতি বস প্রত্যয়েন দামুঃ। ১ ধন্য।

"ধন্যকরার দেবার প্রিয়ধন্যর ধন্যে।

ধন্যকরার ধন্যে ধন্যচাচার তে নমঃ।" (ভারত ৭২০০১৪০)

২ ধন্যকরার পিত্ত। (হরিবংশ ১২ অ°)

ধন্যক (পুং) ধনো ধন্য ইব অকং বহু। ধনন বৃক, পিচ্ছিল-রসায়ক রক্তগুণ, কেষোবান্ কলমুক। হিন্দীভাষার ধান্নি (Grewia asiatica) পর্যায়—রক্তকুহর, ধন্যক, মহাবল, কলাসহ, পিচ্ছিলক, কল, বাহকল। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কষায়, ককনাশক, দাহ ও শোষকর, গ্রাহক এবং কঠোর-নাশক। (রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রা)। ইহার কল গুণ—কষায়, শীতল, বাহু, কক ও বায়ুনাশক। (ভূকৃত)

"ধন্যকত ধন্যকো গোজবৃকঃ স্তুতেননঃ।

ধন্যককপিত্তাকালকত্বকুয়ো লঘুঃ।

বৃংহণো বলকৃৎকলকিত্ত্বব্রণরোপণঃ।" (ভাবপ্রা)

ধন্য, ধন্য ও ধন্য এই তিন রূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

ধন্যচর (জি) ধন্য ধন্যসহ চরতীতি চর-ট। ধন্যক।

"ধন্যচরঃ ন বংশগঃ" (শব্দ ৪১৩৩১)

ধন্যক (জি) ধনি বহুদেশে জারতে জনত। বহুতব।

"জলানান্য ধন্যজানাক পিচ্ছিল্যাসবঃ" (ভূকৃত)

ধন্যদুর্গ (কী) ধন্য নিরুপলব্ধে বেষ্টিতঃ দুর্গং। দুর্গভেদঃ যে দুর্গের চারিদিকে পক্ষ যোজন মরুদেশ পরিবেষ্টিত আছে, অথচ তাহার কোথায়ও জল নাই এবংবিধ দুর্গকে ধন্যদুর্গ কহে। (ভারত ভীষ্মপর্ব)

"ধন্যদুর্গং মহীদুর্গং মরুদুর্গং বার্কমেব বা।

নুদুর্গং সিরিহুর্গং বা সমাপ্রিত্য বসেৎ পুরং।" (মহা ৯৭০)

ধন্য (কী) ধন্যতে গম্যতে দুর্গমাদি স্থলেহনেনেতি ধন্য-কনিং।

২ ধন্য। ২ স্থল। ৩ জলহীন দেশ, মরুদেশ। ৪ আকাশ।

"ধন্যচ্যুত ইমাং ন বামনি।" (শব্দ ৬৩৪৪) 'ধন্যচ্যুতঃ আকাশচ্যুতঃ।'

ধন্য (পুং) ধন্যতি দৃঢ়ং গচ্ছতি ধন্য-গতো লু। বৃকবিশেষ, ধান্নী। (হিন্দী ভাষা) [ধন্য দেখ।]

ধন্যন্তর (কী) চতুর্ভূত পরিবৃত দণ্ডরূপ পরিমাণ ভেদ।

"বিতস্তিঃ তাদতো দ্বাভ্যাং হস্তঃ তাজ চতুর্ভূতঃ।

দণ্ডোধ্যন্তরঃ তত সহস্রযতিরেন চুঃ।" (জিকশত)

ধন্যন্তরি (পুং) ধন্যকপলকণ্ঠাৎ শলাদিতিকিংশাপাত্রং তত অস্তং অচ্ছতীতি অ-গতো (অচ ইঃ ১ উণ ৪১৩৮) ইতি ই। সুমুদ্রোথিত দেববৈভভেদ, ইহার উৎপত্তিবিসরণ ভাব-প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

"একদা দেবরাজ ইন্দের দৃষ্টি নিমেষে হস্তরাতে ব্যাধি কর্তৃক অভ্যন্ত শীড়িত মহামূল্যকে দর্শন করিয়া

তাহার জনের অতিশয় দরদর সকল হইল। তখন ইহা ধ্বস্তরিকে কহিলেন, তগবন্ ধ্বস্তরে! আমি আপনাকে একটা অহুরোধ করিতেছি, আপনি ইহা রক্ষা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করুন। পরোপকারের নিমিত্ত মহাত্মগণ নানা প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তগবান্ বিষ্ণুও মহাত্মা শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখা যায়, প্রাণিগণ প্রতিনিরন্তর ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, অতএব আপনি ভূতসমূহের উপকারের জন্য জুলোকে গমনপূর্বক কালীধামে রাজা হইয়া ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ুর্কেন্দ্রশাস্ত্র প্রকাশ করেন। ইহা ধ্বস্তরিকে এই কথা বলিয়া সকল আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্র তাহাকে শিক্ষা দিলেন। ধ্বস্তরি ইহাদের নিকট সকল আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কালীধামে আসিয়া এক ক্ষত্রিয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং এই স্থলে দিবোদাস এই নামে বিখ্যাত হইলেন। ইনি বাল্যকালেই সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকর্ম হইয়া ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে তপস্তা করেন। ব্রহ্মা ইহার তপে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে কালীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর তিনি এই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণিগণের উপকারের জন্য আয়ুর্কেন্দ্র শাস্ত্র প্রচার করিয়া, ধ্বস্তরিসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ নিবন্ধ করিয়া হাজিরাগকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। (ভাবপ্রা পূর্বধ্য)

হরিবংশে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—মহামতি জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাত্মন! দেব ধ্বস্তরি কিজন্য ইহলোকে মাহুতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? এই প্রশ্নোত্তরে বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, পূর্বকালে যখন দেবতা ও অসুরে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন, সেই অন্তমন্থনে সমুদ্র হইতে ইনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উত্থানকালে ইহার তেজঃপুঞ্জ দিক্ সকল বিতানিত হইতে লাগিল। তখন ইনি দিক্কার্যোদ্দেশ্যে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন, সমুদ্রে তগবান্ বিষ্ণুকে সন্নিহিত হইয়া রহিলেন, তৎকালে বিষ্ণু তাহাকে অজ বলিয়া সন্দেহ করিলেন, এইজন্য তিনি অজ বলিয়া বিখ্যাত হন। তখন ইনি বিষ্ণুকে কহিলেন, প্রভো! আপনি সৌকর্য্যবিগের ও জীব ও জগতের বিধাতা। আমি আপনার পুত্র, আপনি অহগ্রহ করিয়া আমার ভাগ করুন। ও স্থান নির্দেশ করিয়া দিন। বিষ্ণু কহিলেন, নন্দ! হেতুগণ মজ্জাগ করিয়া করিয়াছেন, এবং বহুবিধগণ সন্ময়ে সেই নিখিহোজ প্রদান করিয়া

দিয়াছেন। রক্ষতি তোমার মজ্জা হোমতাপ বিধান করিতে আমার শক্তি নাই। তুমি এ অঙ্গে বেবতানিগের পুত্র হইয়া, বিভিন্ন জন্মে বিশেষ ব্যাধি লাভ করিবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অপিস্মাদি লিঙ্গলাভ হইবে এবং তুমি সেই শরীর দ্বারাই দেবতা লাভ করিতে পারিবে। তখন বিদ্যাভিগণ চক্ৰ, মন্ত্র, ব্রহ্ম ও লক্ষ্মি দ্বারা তোমাকে অর্চনা করিবে। তুমিই আয়ুর্কেন্দ্র খণ্ট ভাগে বিভক্ত করিবে। এই সকল বিষয় ব্রহ্মা অবগত আছেন, জানিয়া বিষ্ণু ধ্বস্তরিকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর হাপতবুধ উপস্থিত হইলে জনহোজ-বংশধরগণ কালীরাজ ধ্ব পুত্র কামনা করিয়া দীর্ঘকাল স্ততি কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'যে উপাত্ত দেবতা আমার পুত্র প্রদান করিবেন, তিসিই যেন আমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।' এই স্ততিপ্রায়ে কালীরাজ অজ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর তগবান্ অজ তাহার তপতার সন্তুষ্ট হইয়া নৃপতিকে কহিলেন, হে স্তত্রত, তোমার দেবর অতিলম্বিত হন, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। রাজা কহিলেন, 'তগবন্, আপনি যদি শ্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনিই আমার কীর্ত্তিমান্ পুত্র হউন।' অজ দেব তথাত্ত বলিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেব ধ্বস্তরি ধ্বের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্বরোগপ্রণাশন মহারাজ কালীরাজ নামে অভিহিত হইলেন। ইনি মুহূর্ত্তি ভিতরবাজের নিকট আয়ুর্কেন্দ্র অধ্যয়ন করেন, পরে আয়ুর্কেন্দ্রকে ভিবক্ স্কিরার সহিত সন্মিলিত করিয়া বিভক্ত করেন। এই বিভক্ত আয়ুর্কেন্দ্র শিশুদিগকে শিক্ষা দেন। ধ্বস্তরির কেকুলান্ নামে এক পুত্র হয়। (হরিবংশ ২৯ অং)

শ্রীমত্তাগবতের মতে ধ্বস্তরি বিষ্ণুর দাদা অবতার।

"ধ্বস্তরিশ্চ তগবান্ বরমের কীর্তি-

নর্দনা নৃণাং পুরুষানাং রাজ আদ্য হতি।

যজ্ঞে চ তপসমুত্তমাত্মাব্যবস্ক

আয়ুত্ববেদমহাত্ম্যাবতীর্ণ্য লোকঃ ॥

ন বৈ তগবতঃ সাক্ষাৎ বিজ্ঞানশাসনমন্তঃ।

ধ্বস্তরিরিত ধ্যাত আয়ুর্কেন্দ্রলিঙ্গভ্যাক ॥"

(শ্রীমত্তাগবত)

যখন দেবরাজ ইহা মহামুনি সূর্য্যনার শাপে শ্রীভট হন, সেই সময় দেবগণ বিষ্ণুর আদেশে জলধিমন্থন করেন। সেই সময়ে মজর-বহনও, সূর্য্যরাজ সেই সময়ের অবতীর্ণ ও বাহুকি মন্থনরত্ব হইয়াছিলেন। এবং তগবান্ বিষ্ণু ইহাঙ্গিকে কলহান করিতে লাগিলেন। সমুদ্রমন্থনে কলহান

চন্দ্র, তৎপরে লক্ষী, তৎপরে হুয়া, উটকোপ্রবা, কোম্বত, পারিজাত ফুল, সুরতি গাভী, তৎপরে অমৃতহতে ধবন্তরি এবং সর্বশেষে বিব, উৎপন্ন হয়। পুরাণান্তরে এই সকল জব্য উৎপন্নের ক্রম ভিন্নতা দেখা যায়। তাগবতের মতে বর্ণাক্রমে বিব, সুরতি, উটকোপ্রবা, ঐরাবত, কোম্বত, পারিজাত, অপরাগণ, লক্ষী, বৈজয়ন্তী ও অমৃত। বিষ্ণু-পুরাণের মতে বর্ণাক্রমে সুরতি, বারুণী, পারিজাত, অপরাগণ, চন্দ্র, বিব, অমৃত সহিত ধবন্তরি ও লক্ষী। মৎস্তপুরাণের মতে, বিব, হুয়া, উটকোপ্রবা, কোম্বত, চন্দ্র, অমৃত সহিত ধবন্তরি, লক্ষী, অপর, সুরতি, পারিজাত, ঐরাবত, বারুণছত্র ও কর্ণাতরণ। এই সমুদ্রমন্ডনে ধবন্তরি অন্বেষণ করিয়া দেব-বৈদ্যরূপে গৃহীত হইলেন। ইনি বেদজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ এবং বৈদ্যতের ও শকরের শিষ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুং, মহাত্ম্যত ৩ ভাগবত।)

২ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন।

“ধবন্তরিকর্ণকামরসিংহেশ্বর

যেতালতট্টকর্ণকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতে: সত্যারঃ

রত্নানি বৈ বরহচি নববিক্রমত।”

ধনোর্থকর্ষেণত অন্তঃ প্রজ্জতি। ৩ মহাদেব।

“ধবন্তরি ধূমকেতুঃ ককো বৈপ্রবলতথা।” (ভারত ১০।১৭।১০৩)

ধবন্তরিগ্রস্তা (জী) ধবন্তরিণা গ্রস্তা। কটুকী। (শব্দচ)

ধবন্য (জি) ধবনি মরুদেশে তবঃ বৎ। মরুদেশতব।

“ননো আপো ধবতাঃ শমনঃ সন্মুখ্যাঃ।” (ঋক্ ১।৩।৪)

ধবুপতি (পুং) ধবনঃ মরুদেশত পতিঃ ৬৩৭। মরুদেশাধিপতি। তত ইদং অর্থাৎ অশ্বপত্যাতিত্যাং অণ্। ধাবপত, তৎসম্বন্ধী।

ধবুযবাস (পুং) ধবদেশোত্তবঃ যবাসঃ। হুয়ালতা।

[হুয়ালতা দেখ।]

ধবুসহ (পুং) ধবঃ ধবুগ্রহঃ সহতে সহ-অহ্। ধবুর্জর। “ধব-সহা নীরতে।” (ঋক্ ১।১২।১০)

ধবায়ন (জি) ধবা মরুদেশোৎসতানেন করণে লুট্। মরুদেশ-গমন সাধন, বাহাযারা মরুদেশে গমন করা যায়। স্ত্রিরাং ডীপ্।

“জীমথবারী সেনা ধুইয়ায়েন পালিতা।”

(ভারত উৎ ১২৭ অং)

ধবায়িন্ (জি) ধবনা সহ এতি গচ্ছতি ই-ণিনি। ১ ধবুর্জর।

(পুং) ২ কল্পদেব। “ইহুমন্তো ধবায়িত্যন্ত বো মনোনমঃ।”

(তরুণক ১৬২২)

ধব্বিন্ (জি) ধবুচাপো হত্যতেতি, ব্রীহাদিঘাৎ ইনি। ১ ধবুর্জর।

“কুর্বাৎ হরতাপি পিনাকপাণে বৈবীচ্যুতিং কে মম ধবিনোহজে।”

(কুমার ৩।১০)

২ ধবদ্ব। (পুং) ধবমত্যাতেতি ধব-ইনি। ৩ হুয়ালতা।

৪ অর্জুনবৃক্। ৫ ধবুল। ৬ পার্শ্ব, ধনজয়। ৭ বিষ্ণু।

“ঈশরো বিক্রমো ধবী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।”

(ভারত ১০।১৪৯।২২)

৮ মহাদেব। (ভারত ১০।১৭।৪২)

৯ তামস মন্ত্র পুত্রবিশেষ।

“তপোরতিরিক্রমাবতরী ধবী পরতপঃ।

তামসত মনোরেতে মশপুত্রা মহাবলাঃ॥” (হরিবং ৭.২৪)

১০ ধবুমাণি।

ধব্বিন (পুং-জী) ধব বাহুলকাৎ ইনন্। শূকর।

“দিব্যো ধব্বিন উক্তো কোলত্যাং শূকরো সৌকর্য্য।”

(বৃহৎসং ৮৮ অং)

ধব্বিস্থান (জী) ধবিনাং স্থানং ৬৩৭। ধাতুকনিগের স্থিতিভেদ।

“ঐক্লবঃ সনপাদক বৈশাখং মণ্ডলং তথা।

প্রত্যালীচঃ তথালীচঃ স্থানান্তেভানি ধবিনাং॥”

(আখের ধবুর্জেন)

ধম (জি) ধমতীতি ধম-অহ্। ১ অগ্নিসংযোগকর্তা। ২ শব্দকর্তা।

ধমক (পুং) ধমতীতি ধা-কন্। ধমাদেশত (ম্হো ধমচ। উণ্ ২।৩৫) কর্ণকার।

ধমধম (পুং) ধম-বিকারে বিঘঃ। পার্শ্বতীর কোথসমুদ্র কুমারাসুচের গণভেদ।

“উদ্যামালী ধমধমো জালাজিহ্বঃ প্রমর্দনঃ।”

(হরিবংশ ১৬৮ অং)

জিরাং টাপ্। ধমধমা, কুমারাসুচের মাতৃভেদ।

(ভারত সভাপর্ক ৪৭ অং)

ধমন (পুং) ধমাতেন্ধিরনেনেতি ধম-করণে লুট্। ১ নল নামক ভূগভেদ।

“নলঃ পোটগলঃ শূভমধ্যত ধমনতথা।” (ভাবপ্রকাশ)

২ জলপ্রাণক, ক্রুর।

ধমনি (জী) ধমাতেন্ ইতি ধম-অনি (অতি শূ ধ ধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ১ ধমনী।

“বাত্তে শতঃ ধমনরো হত্যাত্ত্ব বিষ্টিতাঃ।” (অথর্ববেদ ৬।৯০।২)

২ প্রজ্ঞাদের ক্রান্তা হ্রাসের পত্নী, ইনি বাতাপি ইবল্লের জননী।

“ব্রাহ্মত ধমনিত্যাবাস্ত বাতাপিরিবলং।” (ভাগ ৬.১৮।১৫)

৩ গতিকর্তা। গতার্থী বুজার্থী, গম্যতে জগতেতৎর্থো-হনরা জাগতে বা বিঘতিঃ লাক্ষসংঘুখিতাগেন বা ধমতি

ইতি বৎসরবশি পঠাতে ধমতি হস্তাশ্রয় পাণ্ডাক্রোশাদি-
কপরা। ৩ বাক্। ৫ পদ। (নিবর্ত ১১১)

"হুয়ে পায়ৈ বাণিঃ বর্ষত ইত্রেবিভাঃ ধমনিং পপ্রথরি।"

(বক্ ২১১১৮)

ধমনী (জী) ধমনি বাহুলকাং জীযু। নাকী।

"নব বিভাং ধমতোহজ পকেত্রিগুণাবহাঃ।

বাতিঃ পুমাঃ প্রজারন্তে ধমতোহজাঃ সহস্রাঃ।"

(ভারত ১২২১৪১৭)

ইহার বিবর সূত্রভেদে শারীরস্থানে এইরূপ লিখিত
আছে।

এখান ধমনী চতুর্বিংশতি, ইহা নাতিশেষ হইতে উৎপন্ন
হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শিরা ধমনী ও স্রোত
ইহার পরস্পর ভিন্ন নহে, ধমনী শিরার বিকার মাত্র। এই
কথা সঙ্গত নহে। মলস্রবিস্রব, মলস্রবধারণ ও ত্যাগ
এবং ক্রিয়ার ভিন্নতাপ্রযুক্ত স্রোত-শিরা হইতে ধমনী ভিন্ন।
শাস্ত্রেও পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে এবং লোকিক ব্যব-
হারে ধমনী বলিলে কেহ শিরা বুঝেন না, কেবল
পরস্পর সম্বন্ধে থাকাপ্রযুক্ত ও শরীরের একই প্রকার
ক্রিয়া নির্বাহ করে বলিয়া এক পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করেন;
কিন্তু ইহাদের ক্রিয়ার ভিন্নতা থাকিলেও সূক্ষতাপ্রযুক্ত
একই প্রকার ক্রিয়া করে বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল ধমনী নাতিশুল হইতে উৎপন্ন হইয়া দশটি
উর্দ্ধভাগে, দশটি অধোভাগে ও চারিটি তির্ধ্যাক্তাবে গমন
করে। উর্দ্ধগামিনী ১০টি ধমনীদ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,
গন্ধ, বাস, উষ্ণতা, শূন্যতা, ক্রূৎ অর্থাৎ ইচ্ছা, হাতি, কখন,
রোদন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই দশটি ধমনী হৃদয়-
স্থানে প্রত্যেক ভিন্নটি করিয়া জিম্বা শাখার বিতক্ত,
সেই জিম্বা শাখার মধ্যে দুই দুইটি বাত, পিত্ত, কক, শোণিত
ও রস বহন করে। আটটির দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ গ্রহীত হয়। দুইটির দ্বারা বাক্যানিস্রব, দুইটির দ্বারা
শব্দ নিঃস্রব, দুইটির দ্বারা নিদ্রা, দুইটির দ্বারা জাগরণ ও
দুইটির দ্বারা নেত্রজল প্রবাহিত হয়। জীলোকনিগের
মতে দুইটি কীরবাহিনী ধমনী আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষের
বেহে তাহারাই জনদেশ হইতে শুক্র বহন করে। এই
জিম্বা উর্দ্ধগামিনী ধমনী নাতির উর্দ্ধদেশে উদর, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ,
বক্ষ, কক্ষ, ঔষা ও বাহ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

উর্দ্ধগামিনী সকল ধমনীর ক্রিয়া বলা হইল, এখন অধো-
গামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা হইতেছে।

অধোগামিনী ধমনীসকল কক, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, আর্জব

প্রভৃতি অধোগামিনী বহন করে, বাহারা পিত্তাশ্রয় গমন
করিয়া সেখানে অগ্নিশান্নাত রস উৎকৃষ্ট দ্বারা পৃথক্ করে, এই
রস বহন করিয়া শরীরের কৃষ্টি জন্মায়। উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্ধ্যাক্-
গত ধমনীর মধ্যে রস অর্পণ করে এবং রসের স্থান পূরণ
করিয়া ও মূত্র, পুরীষ, বেদ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া
দেয়; আশ্রয় ও পকাশনের মধ্যস্থলে সেই দশটি অধো-
গামিনী ধমনী প্রত্যেক ভিন্নশাখার বিতক্ত হইয়া জিম্বা।
সেই জিম্বা ধমনীর মধ্যে বাত, পিত্ত, কক, শোণিত
ও রস ইহাদিগের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া ধমনী বহন
করে। অগ্নিবাহিনী ধমনী দুইটি, অগ্নি সংলগ্ন কলবাহিনী
দুইটি, মূত্রবাহিনী দুইটি। মূত্রবতিতে সংলগ্ন দুইটি ধমনী দ্বারা
শুক্ল অগ্নি ও দুইটি দ্বারা নিঃস্রব হয়। সেই দুইটি ধমনী
জীলোকের দেহে আর্জব বহন করে। দুইটি পুরীষনিঃসারিণী
ধমনী মূত্র অগ্নি সংলগ্ন। আটটি ধমনী নাতি হইতে অধোগামিনী
গমন করিয়া পকাশন, কটি, মূত্র, পুরীষ, ওষধেণ, বাতি,
মেদ্র ও উর্দ্ধ প্রভৃতি স্থান গোষণ করে।

অধোগামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা হইল। এখন
তির্ধ্যাক্গামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বলা হইতেছে। তির্ধ্যাক্-
গামিনী ধমনীসমূহের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শতসংখ্য
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্বক সমস্ত শরীরকে
ছিদ্রযুক্ত করে। সেই সকল সূক্ষ্ম ধমনীর সুখ প্রতি লোম-
কূপে সংলগ্ন। ইহার দ্বারা অন্তঃস্থ বেদ বাহিরে নিঃসৃত
হয় ও শারীরিক রস অন্তরে ও বহির্ভাগে সঞ্চিত হয়
অর্থাৎ অন্তরের উষ্ণতা লোমকূপ দ্বারা নিঃসৃত হয় ও বাহি-
রের বায়ু জল প্রভৃতি ঐরূপ ছিদ্রের দ্বারা বহির্ভাগ
হইতে অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতেই রস সঞ্চিত হয়।
আধুনিক শারীর-তত্ত্ববেত্তারা উক্ত দুই প্রকার কার্য্যের
নিমিত্ত শরীরের উপরিভাগে দুই প্রকার ছিদ্র আছে, অহুমান
করিয়া থাকেন। অভ্যন্তর, পরিবেশন, অধোগামিনী ও লেগন
ক্রিয়া দ্বারা তৈলাদির বীৰ্য্য শরীরে প্রবেশ করে। তাহাতে
শুক্ল পক হয় ও স্পর্শ জন্ম গ্রহ বা অন্তঃস্থ অজুত হয়।
সর্বাঙ্গগামিনী ধমনীর বিবর বলা হইল। মুণ্ডালস্থলের
মধ্যে যে ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীর অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে,
ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। পূর্বকথিত
সকল মূল হইতে শিরা ও ধমনীব্যতিরেকে যে সকল ছিদ্র-
যুক্ত নাকী বেহে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে স্রোত কহে। বহি
শিরা ও ধমনী প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন করিতে বাইরা স্রোত বিচ্ছিন্ন করা
দায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ কল হইয়া থাকে। বেসকল
স্রোত বাস, অন্ন, জল, রস, গন্ধ, বাস, মেদ, মূত্র, পুরীষ,

ও শুভ্র বহন করে, জাহাঙ্গিরের মধ্যে আসবাহী দুইটি, সেই দুইটির মূল বলয় ও রক্তবাহিনী ধমনী সকল। এই মূল যদি কোন গতিকে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ক্রোশন, অর্থাৎ বাতনার ক্রান্তর ও সেই লভ হয়, মোহন, অর্থাৎ জন্ম কল্লান, জন্ম, বৈশম্য এই সকল উপদ্রব কিবা মৃত্যু পর্যন্ত হইয়া থাকে। অরুণবাহিনী স্রোত দুইটি, আমাশর ও অরুণবাহিনী ধমনী সকল জাহাঙ্গিরের মূল। এই মূল যদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মূল, অরুণ, অরুণি, বমন, পিপাসা ও দুষ্টির ব্যাঘাত অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। উদকবাহী স্রোত দুইটি, তালু ও ক্রোশ তাহাঙ্গিরের মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে পিপাসা বা তৎসংক্রান্ত মৃত্যু হইয়া থাকে। রসবাহী স্রোত দুইটি, জন্ম ও রসবাহিনী ধমনী তাহাঙ্গিরের মূল। সেই মূল বিদ্ধ করিলে শোব কিবা আসবাহী স্রোত বিদ্ধ হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। রক্তবাহী স্রোত দুইটি, যকুৎ, প্রীহা ও রক্তবাহিনী ধমনী তাহাঙ্গিরের মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে দেহ ভাববর্ণ, অর, দাহ, পাণ্ডুতা, অতিশয় রক্তনিঃসরণ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এই সকল লক্ষণ হয়। মাংসবাহী স্রোত দুইটি, মাংস, বক্ষ ও রক্তবাহিনী ধমনী তাহাঙ্গিরের মূল। এই মূল বিদ্ধ করিলে শ্বয়ধু, মাংসশোব, শিরাগ্রহি অথবা মৃত্যুও ঘটে। মেদবাহী স্রোত দুইটি, কটা ও বৃক্কর তাহাঙ্গিরের মূল, ইহা বিদ্ধ করিলে শ্বেদনিঃসরণ, অঙ্গের মিথ্রতা, তালুশোব, মূলশোব ও পিপাসা এই সকল উপদ্রব জন্মে। মূত্রবাহী স্রোত দুইটি, ইহাঙ্গিরের মূল বস্তি ও মেদ্র, ইহা বিদ্ধ হইলে বস্তিদেহ ক্ষীত, মূত্রনিরোধ ও মেদ্রের তরুতা এই সকল উপদ্রব হয়। পুরীষবাহী স্রোত দুইটি, পকাশর ও গলদেশ ইহাঙ্গিরের মূল, ইহা বিদ্ধ করিলে আনাহ, দুর্গন্ধতা ও অস্ত্রে গ্রহি-রোগ এই সকল উপদ্রব জন্মে। শুক্রবাহী স্রোত দুইটি, শুন ও কোষর ইহাঙ্গিরের মূল, ইহা বিদ্ধ হইলে ক্রীষতা, বিলম্ব শুক্রনিঃসরণ ও শুক্রের রক্তবর্ণতা এই সকল উপদ্রব হয়। আর্জববাহী স্রোত দুইটি, গর্ভাশর ও আর্জববাহিনী ধমনী ইহার মূল। এই মূলদেশ বিদ্ধ হইলে বক্ষা হয়, মৈথুন সহ করিতে পারে না ও আর্জব শোণিত নাশ হয়। এই সকল কারণে বিশেষ সাবধান হইয়া ধমনী শিরা প্রভৃতি বিদ্ধ করিতে হইবে।

ধমনী ২৪টি।

নাভি হইতে উৎপন্ন।—নাভি হইতে উর্দ্ধগামিনী ১০টি, অধোগামিনী ১০টি ও তির্ধ্যাক্গামিনী ৪টি, এই ২৪টি।

প্রত্যেক উর্দ্ধগামিনী ধমনী জন্মদেশ হইতে শাখা বিস্তার করে, অর্থাৎ মোটে ৩০টি হয়।

উর্দ্ধগামিনী ৩০টি ধমনীর কার্য।

বাহুবাহিনী ২ শল্যবাহিনী ২ শল্যকারিণী ২
পিত্তবাহিনী ২ রূপবাহিনী ২ নিত্রাবিধবাহিনী ২
শ্লেষ্মাবাহিনী ২ রসবাহিনী ২ চেতনকারিণী ২
রক্তবাহিনী ২ গন্ধবাহিনী ২ অপ্রবাহিনী ২
রসবাহিনী ২ বায়ুশক্তিবাহিনী ২ জনঘরে আশ্রিত ২
জনঘরে আশ্রিত এই দুই ধমনী ক্রীলোকের জনঘরে শুভ্র বহন করে, এবং পুরুষের জনদেশ হইতে শুভ্র বহন করিয়া থাকে।

অধোগামিনী ১০টি ধমনী পিত্তাশরে গমনপূর্বক সেধানকার অরুণানজাত রূপ পরিণাম করে, পৃথক করে, সেই রূপ উর্দ্ধগামিনী ও তির্ধ্যাক্গামিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে, মূত্র পুরীষ ও শ্বেদ পৃথক করে। এই দশটি ধমনী পকাশরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া শাখা বিস্তার করিয়া থাকে।

অধোগামিনী ৩০টি ধমনীর কার্য।

বাহুবাহিনী ২ অরুণসংলগ্ন অরুণবাহিনী ২ { মূলভ্র-
পিত্তবাহিনী ২ জলবাহিনী ২ { সংলগ্ন
শ্লেষ্মাবাহিনী ২ বস্তিসংলগ্ন মূত্রবাহিনী ২ { পুরীষবাহিনী ২
রক্তবাহিনী ২ শুক্রসম্ভাবিনী ২ { অবশিষ্ট
রসবাহিনী ২ শুক্রবাহিনী ২ { ৮টি

শ্বেদ বহন করিয়া তির্ধ্যাক্গামিনী ধমনী মধ্যে অর্পণ করে। শুক্রবাহিনী ধমনীই ক্রীলোকের আর্জব বহন করে। চারিটি তির্ধ্যাক্গামিনী ধমনীর প্রত্যেকে উত্তরোত্তর শতসংলগ্ন শাখা প্রাশাখা বিস্তার করিয়া সর্ব শরীরের প্রতি লোমকূপে সংলগ্ন হয়। তদ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ শ্বেদ নিঃসৃত হয়, বাহিরের বক্রিত অভ্যাক অমূল্যপনাদি অভ্যন্তরে নীত হয় এবং শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভূত হয়।

(সুশ্রুত শারীরস্থান ধমনীব্যাকরণ ৯ অ°)

ধমনীর বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—

“ধমন্তো নাভিতো জাতাশ্চতুর্বিংশতি সংখ্যার।

দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেবাতির্ধ্যাক্গতাঃ স্তভাঃ ৮” (ভাবপ্র°)

ধমনী নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্বিংশতি সংখ্যার বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হইতে দশটি উর্দ্ধগাগে, দশটি অধোগাগে এবং চারিটি তির্ধ্যাক্গভাবে গমন করে। উর্দ্ধগত দশটি শল্য, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রাণ, জ্ঞান, ক্রোধ, হাভ, কখন, রোদন ও গান প্রভৃতি নিম্নলিখিত দ্বারা শরীর ধারণ করে ইত্যাদি।

সুশ্রুতে যাহা লিখিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশেও সেইরূপ লিখিত আছে।

চরকের স্তম্ভস্থানে ইহার বিকল এইরূপ লিখিত আছে।

“ওজোবহাঃ শরীরে বা বিঘ্নমাত্রে সমস্ততঃ।

বেদোজসা বর্জরতি প্রীণিতাঃ সর্বদেহিনঃ।

বহুতে সর্বকৃতানাং জীবিতং নাবতিষ্ঠতে।

বৎসারম্ভো গর্ভস্ত যোহসৌ গর্ভরসাত্রসঃ।

সংবর্ধমানঃ ক্রমঃ সমাবিশতি বৎ পুরা।

যত নাপার সাশোহতি ধারি বহু দয়াশ্রিতঃ।

বহুদীরবলং দেহঃ প্রাপা যত প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তৎফলা বিবিধা বাতাঃ কলন্তীতি মহাকলাঃ।

দ্যানীকমতঃ অবগাৎ জ্যোতাংসি সরগাৎ সিরঃ।”

(চরক স্তম্ভস্থান ৩০ অ°)

শরীরে ওজোবহা যে সকল চারিদিকে বিঘ্নিত হয়, এবং বাহার ওজঃ দ্বারা প্রাপ্ত সকল জীবিত থাকে, বাহা ভিন্ন কণকালও জীবন থাকে না, তাহাকে ধমনী কহে। ইহার মধ্যে দ্যানী কহে ধমনী, অবগাহে জ্যোত ও সরগ হইতে শিরা এই নাম হইয়াছে।

সুশ্রুতাচার্য্য নাভিকেই সকল শিরা ও ধমনীর মূল বলিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মতে, নাড়ীই মেরুদণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়া বর্ণিত আছে, যথা—

“যে যে তিষ্ঠাক্ গতে নাভৌ চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া।

মেরুদণ্ডে হিতাঃ সর্বৈঃ স্ত্রজৈঃ মণিগণাইব।”

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে দুইটা করিয়া নাড়ী প্রত্যেক দিকে নিঃসৃত হইয়াছে। আধুনিক শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিভাগেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রশাস্ত্রের মেরুদণ্ডের উর্দ্ধ হইতে অধোভাগ নাড়ী সকল লম্বিত হইয়াছে, এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

“উর্দ্ধমূলধঃশাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং।

যথাশ্বকলেভবং শরীরে নাড়্যঃ হিতাঃ।” (তন্ত্র)

এইরূপ শরীরের অন্তর্গত মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড ও তন্তুগত শিরা সকলের বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতের সহিত তন্ত্রের মতের কতকটা ঐক্য দেখা যায়। বোধ হয়, সুশ্রুতের অভিপ্রায় এইরূপ যে গর্ভস্থ বালকের শরীর গঠন ও পোষণ কারণে যে রস প্রয়োজন হয়, জননীর শরীর হইতে সেই সর্বস্বতম করণার্থে যে নাড়ী আছে, তাহা বালকের ন্যস্তদেশে সংলগ্ন। এই কারণে ন্যস্তদেশ হইতে শরীরোৎপত্তি বা ধমনীর মূল নির্দেশ করা বোধ হয় অসম্ভব নহে।

[নাড়ী দেখ।]

২ হট্টাবিলাসিনী, হরিত্রা। ৩ প্রীবা। ৪ পূর্ণিগণী।

৫ নলিকা।

ধম্মিল্ল (পুং) ধম্মীতি ধম-বিহ্, মিলজীতি মিল-ক্, পুরা-দয়াদিহাৎ সাধুঃ। সংযত কেশ, ধোপা।

“সাকৃতমিতমাকুলান্ধকস্মিন্নমুদাসিত” (সীতগোবিন্দ ২/২১)

“ধম্মিলে ধম্মলিকাসমুদয়ঃ হন্তে সিতাভোরহঃ।” (সাহিত্যদ্ব্যং)

ধম্ম (জি) খেট-শ-পানমর্ত্য। দ্বিরাং খেট ইতি টিহাৎ টীপি প্রাপৌ ‘খশোহন্তজ্য সেন্ততে’ ইতি হ্রদভোকেঃ ন টীপ।

ধম্ম (পুং) ধরতি পৃথিবীমিতি ধু-অচ্, ১ পর্কত।

“উৎকং ধরং ত্রষ্টুমবেক্ষ্য পৌরিং উৎকরং নাকক ইত্বাবচ্।”

(বাহ ৪/১৮)

২ কার্পাসতুলক। ৩ কুর্পরাজ। ৪ বহুভেদঃ।

“আপোজবন্ত সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিনাদৌ।

প্রত্যাশ্চ প্রত্যাশ্চ বসবো নামতিঃ স্তুতাঃ।” (হরিক ৩/৩৯)

৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৭/১০০) ৬ শ্রীকৃষ্ণ। (ভারত ৬/৬৩/৩০) (জি) ৭ ধারক।

ধরণ (ক্রী) ধরতীতি ধু-লুট্। পরিমাণভেদ, চতুর্বিংশতি

রতিকা, ২৪ রতি পরিমাণ। (সীতাবতী) ২ দশ পদ।

“অথ মধ্যম নিপায়া বা একোনিবংশতিধরণং।”

(সুশ্রুত-চিকিৎসিতস্থান ৩১ অ°) ধু-লুট্। ৩ ধারণ।

“যজ্ঞান্যোনিস্বমবেক্ষ্য যত সারং ধরিত্রীধরণক্ষমকঃ।

(কুমারসং ১/১৭)

(পুং) ৪ অগ্নিপতি। ৫ লোক। ৬ শুভন। ৭ দাত্ত। ৮ দিবাকর,

সূর্য্য। ৯ সেতু। ১০ অর্কব্রহ্ম। ১১ বৈশ্বক পরিমাণবিশেষ।

“মাবৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ তাকরণঃ স নিগততে।” (শাণধর)

চারি মাষার এক ধরণ হয়।

ধরণপ্রিয়া (জী) জিনদিগের শাসনদেবতা ভেদ। (হেম)

ধরণি (জী) ধরতি জীবানীমিতি ধু-ইনি-অতি-স্ব-ধনীতি।

উপ ২/১০০ পৃথিবী।

“জ্যোতির্ধরণিবাধুরহিতে অজে অলৈকার্ণবে লোকে।”

(ভারত ১২/৩৪/৪)

২ শাস্ত্রলিঙ্গক। ৩ স্বলভেদ। (রাজনি) ৪ একজন-বোধক।

ধরণিজ (পুং) ধরণিতো আরতে জন-ড। ১ মল্ল। ২ নরকা-

সুর। (জি) ৩ ধরণিজাত মাত্র।

“ধরণজে চতুর্ধগে অরজঠরাস্তুভবঃ।” (বৃহৎসং ১০৪ অ°)

জিহাং টাপ্। সীতা।

ধরণিধর (পুং) ধরতি ইতি ধু-অচ্, ধরণ্যাঃ ধরঃ। ১ পর্কত।

২ কচ্ছপ। ৩ বিষ্ণু।

“স হি সংবর্তকো বহিরনিপো ধরণীধরঃ।” (ভারত ১৩/১৪৩/৩৮)

৪-শিব। ৫ শেখ, শেখনাগ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন,

এইজন্য ধরণিধর শবে শেবকে বৃত্তার।

ধরপিরুহ (পুং) ধরপ্যাঃ রোহিতি কহ-ক। বৃক্ষ। “ধর-
কহাদিকহো বধূর্জ্যোতাঃ” (শাব)

ধরপী (স্ত্রী) ধরপি বাহুঃ স্ত্রী। ১ পৃথিবী।

“কথ্যে ভাগবো রামভট্টকরপীথিং” (বিষ্ণুপুং ১১১১৪১)

২ লাক্ষণীয়ক। ৩ নাতী। ৪ কন্দবিশেষ। পৰ্য্যায়—

ধরপীরা, ধীরপত্নী, জুকন্দক, কন্দাল, বনকন্দ, কন্দাচ্য,
নওকন্দক। ইহার শুণ্ধ মধুর, কক, পিত্ত, আময়, রক্তদোষ,
কুষ্ঠ ও কণ্ডুভিনাশক। (রাজনিং)

ধরপীকন্দ (পুং) ধরপী এব কন্দঃ। ধরপীনামক স্ত্রলবিশেষ।

(রাজনিং)

ধরপীকীলক (পুং) ধরপ্যাঃ পৃথিব্যাঃ কীলক ইব। পর্কত।

(শব্দরত্নাবলী)

ধরপীধর (পুং) [ধরপিধর দেখ।]

ধরপীধুঃ (পুং) ধরপীং ধরতি ধৃ-কিপ্ ভূহ। ১ পর্কত
২ অনন্তদেব।

“মাহাশ্মাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি শেবত ধরপীধুতঃ।” (হরিবং ১২০অ)

ধরপীশ্রবর্মা, কথোজ দেশে প্রকাশিত খোদিতলিপি হইতে
জানা যায়, ব্যাধপুর রাজগণের মধ্যে ৮২০ শকে (গ) ১৫শ
রাজা জয়বর্মী রাজা হন। তাঁহার পর ধরপীশ্রবর্মী রাজা
হইয়াছিলেন। [ব্যাধপুর দেখ।]

ধরপীপুর (পুং) ধরপ্যাকারং পুরং। ধরাকার চতুরঙ্গ মণ্ডল।

ধরপীপূর (পুং) ধরপীং পুরমতি প্রাবরতি পূর-অণ্। সমুদ্র।
(শব্দরত্নং)

ধরপীপ্রব (পুং) স্রু ভাবে অণ্, ধরপ্যাঃ পৃথিব্যাঃ প্রবঃ প্রাবে
বম্বাৎ। সমুদ্র।

ধরপীভূঃ (পুং) ধরপীং বিভক্তি ধৃ-কিপ্ ভূহ চ। ১ পর্কত।
২ বিষ্ণু। ৩ অনন্ত।

“প্রাব্রীবাতিবৃষ্টানি শ্রুতানি ধরপীভূতাঃ।” (হরিবং ২৪২অ)

ধরপীবরাহ, বড়বান বা বর্জমানপুর (কাঠিবাড় রাজ্যের
পূর্বাংশে অবস্থিত) রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশের জনৈক রাজা।
৮৩৯ শকাব্দে (১১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে) ইহার প্রদত্ত একখানি
তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শাসনে ইনি আপনাকে
মহীপাল নামক জনৈক রাজার অধীন ও “দামস্তাধিপতি”
নামে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি চাপবংশসম্ভূত।

[চাপ দেখ।]

ধরপীধর (পুং) ধরপ্যাঃ ঈধরঃ। ১ শিব। ২ বিষ্ণু।
৩ ভূমিপতি।

ধরপীভূত (পুং) ধরপ্যাঃ ভূতঃ ভূতৎ। ১ মন্ডল। ২ নরকাস্ত্র।

ধরপীভূতা (স্ত্রী) ধরপ্যাঃ ভূতা। নীতা।

“নারদতোপদেশেন বজ্রকৃষিঃ ভূতোদ্রুপঃ।

হলেন কারমানাল বজ্রবটাবধি বরং।

তদুমিচ্ছাতনীতারং ভূতাং কভ্যং সমুচ্চিতং।

গেতে রাজা মুখা মুক্তঃ নরকলক্ষনংভূতাঃ।” (কালিকাপুং ৩৭অ)

[নীতা দেখ।]

ধরপট্ট, বলভীরাজবংশ-স্থাপনকর্তা সেনাপতি ভট্টার্কেয় কসিট
পুত্র। ইনিই ইহার জ্যেষ্ঠ তৃতীয় রাজা মহারাজ ১ম
ক্রবসেনের পর (শুগু সং ২০৭র পর) রাজা হন। ইহারই
পুত্র মহারাজ ১ম ক্রবসেন হইতে এই রাজবংশের বিস্তৃতি
হয়। হিউএনসিয়াং ফু-লু-হো-গো-টু বা তৌ-পৌ-পো-টো
নামে যে বলভীরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, পান্ড্যভা পণ্ডিত-
গণের মতে উহা ক্রবসেনের নাম। বাহা হটক মহারাজ
ধরপট্ট স্ত্রব্যোপাসক ছিলেন। [বলভীবংশ দেখ।]

ধরকার, ভবিষ্য ভ্রমখণ্ডোক্ত গঙ্গা গণ্ডকীর মধ্যে বিশাল দেশ-
বর্ণনার উল্লেখ মধ্যে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। কলিকালের
পাদার্দ্ধ গত হইলে এখানে তিলসিংহ নামে এক রাজা হন।
তাঁহার বিপুল জমিদারী ও সেনাবল ছিল। শেষে ১৫ বৎসর
পরে বনমন্ডকে তিলসিংহের ক্ষয় হয়।

(ভবিষ্য ভ্রমঃ ৪১ অঃ ৫২৫৭ শ্লোঃ)

ধরমপুর, বাঙ্গালার নোরাখালী জেলার জুধারাম পুলিশ
বিভাগের অধীন একটি সহর। অক্ষা° ২২° ৫০' ৪০" উ°
এবং দ্রাঘি° ৯১° ১০' ৩০" পূঃ। লোকসংখ্যা ৪ হাজার।

২ বাঙ্গালার পূর্বদিক জেলার একটি পরগণা, ইহার পরি-
মাণ প্রায় ২০৭০৪২৯ বিঘা। ইহার মধ্যে ৪৪৫ খানি গ্রাম
আছে। এই পরগণার প্রায় শতকরা ২০ বিঘা জমী গর-
আবাদে পড়িয়া আছে ও আর ২০ বিঘা জমী আবাদের
অনুপযুক্ত পতিত। এই পরগণার আশেপাশে যে পরিমাণ জমী
চাষ হয় (১৩,২০,০০০ বিঘা), তন্মধ্যে ৭৫ হাজার বিঘার
রবিশত, লক্ষবিঘার হৈমন্তিক ধাত, লক্ষবিঘার আমন
বা তাদই ধাত, ৮০ হাজার বিঘার সর্বপাতি তৈলবীজ,
৫৫ হাজার বিঘার গম এবং ৩০ হাজার বিঘার নীল জন্মে।
এই পরগণা দরভাঙ্গার মহারাজের জমিদারীভুক্ত। ইহা তিন
ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে জেলা বলে। উত্তর পশ্চি-
মাংশ বীরমপুর জেলা, তদক্ষিপে ভবানীপুর ও পূর্বে গড়ে-
দারা জেলা। কুশী নদীর প্রাচ্যে মধ্য মধ্যে এই পরগণার
বিস্তার ক্ষতি হয়। বর্তমান শতাব্দীতে নদীর পশ্চিমতীরে
ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়ার ভবানীপুর জেলার উৎকৃষ্ট জমী অনেক
ধসিয়া গিয়াছে। দশ বার বৎসর পূর্বে বীরমপুরের দিকে
নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হয়, তাহাতে কতকগুলি বর্জিত গ্রাম

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে ধরমপুরের অন্তর্গত ত্রিশমিরা নামক স্থানে এক নীলকুঠি হয়। এখন উহা আর নাই। উহার ধ্বংসের শীর্ষদেশপর্বত বলুকা চাকা পড়িয়া গিয়াছে। পলার বেমন উর্বরভাববর্ধক পলিমাটি জলস্রোতে নানা স্থানে নীত হয়, কুশীতে তেমনি ধ্বংসপ্রাপ্ত বলুকাদিগণি বহিরা আসিয়া দেশে দেশে জমাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। দরজাকার রাজার কখন উহাদের জমীদারীর এই পরগণা দেখিতে আসেন না, কারণ উহাদের বিখ্যাত কুশী নদী পার হইলে অসোভাগ্য ঘটে। এই সকল কারণে এই পরগণার বাজার হার নানাবিধ, এক গ্রামের বিভিন্নাংশে, এমন কি এক মাঠের বিভিন্নাংশে বাজার হার বিভিন্ন, কোথাও বা একরূপ জমীর বাজারাই অবস্থান-ভেদে বিবিধ।

৩ বোম্বাই প্রদেশে গুজরাটের অন্তর্গত জুয়াট এজেন্সির একটা দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে জুয়াট জেলার চিকলি উপবিভাগ ও বাশলা রাজ্য, পূর্বে সর্গানা ও লাক্ষ্যাজ, দক্ষিণে পৈইত রাজ্য ও পশ্চিমে জুয়াট জেলার বলনার ও পার্দি উপবিভাগ। এই রাজ্য উত্তরদিক্বে ২০ ক্রোশ ও পূর্বপশ্চিমে ১০ ক্রোশ। এখানে একটা নগর ও ২৭২টা গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। রাজ্যের অরণ্য চাষের উপযুক্ত, অবশিষ্ট পাহাড় ও জঙ্গলময়। দমগমলা, কোলক, পর, ঔরক ও অজিকানদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া কাষে সাগরে পড়িতেছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। এখানে মউয়াফুল, লেগুন, কাল-কাঠ, বংশ, ধাত, কলাই, ছোলা, ইক্ষু, মাহুর, কুড়ি, পাখা, শুড়, বদির ও মুরগির তৈজসাদি পাওয়া যায়। লালিক টেলনের রাস্তার উপর এই রাজ্যের প্রধান নগর 'ধরমপুর' অবস্থিত। ইহার বর্তমান অধিপতি শিশোদীয়া রাজপুত্র। বর্তমান রাজার নাম মহারাজা জীনারাম দেবজী রামদেবজী। ইনি ৯টা সেলামী-তোপ পাইরা থাকেন। ইনি অরণ্যে নব প্রকার প্রাণকণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারেন। তাঁহার জন্ম পলিটিক্যাল এজেন্টের অন্তর্গত আবজক হয় না। এখানে মুন্সী আদালতের ব্যবস্থাপনা কার্যকর হয়। রাজার ২০৭ জন সেনা ও ৪টা কামান আছে। এই রাজ্যকে পূর্বে রামনগর রাজ্য বলিত। তখন ইহা পশ্চিমে সাগর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রামনগররাজ টোডরমলের সহিত যেরা নগরে সাক্ষাৎ করিয়া অকবরের অধীনে সৈনিক বিভাগের এক মহামানের পদ ও বেলাত গ্রহণ করেন। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাজাদের ইহার রাজ্যের ৭২খানি গ্রাম

অধিকার করিয়া লয়। শেষবা ইহার নিকট যে কয় পাইভেন, বেসিন নগরের (১৮০২ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণজাহানগরে। তাহা এখন ইরাজাহান পাইরা থাকেন। এই রাজ্যে ৭টা বালকের জন্ম ও একটা বালিকাঙ্গির জন্ম বিভাগর আছে। ধরমপুরনগর ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৩° ১৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, নগরের লোকসংখ্যা প্রায় ৫৫ হাজার।

ধরমপুরী, মধ্যভারতে জীল এজেন্সির মধ্যে ধার রাজ্যের একটা পরগণা। লোকসংখ্যা ১৯ হাজার। প্রধান নগর ধরমপুরী নর্মদানদীর উত্তরভাগে ২২° ১০' উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ধারনগর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমানাধিকারে এই নগরে ১০০০০ অটালিকা ছিল। উহাদের তত্ত্বাবধানে এখনও আছে। এখন নগরে ৫০০ মাত্র লোকের বাস। ইহার মধ্যে ধরমলা নামে একটা নদী আছে, তাহার প্রাচীন নাম নর্মদানদী।

ধরলা, (ধরা বা ভোরা), বাকালার অন্তর্গত কোচবিহারের একটা নদী। ভূটানের পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাই-গুড়ি জেলার, ঝাংপ্রদেশে দাদারি পরগণার মধ্য দিয়া কোচবিহারে প্রবেশ করিয়াছে। জলপাইগুড়ির মধ্যে ভেলা-কুবা ও হাঁসদারা নামে ইহার দুইটা উপনদী আছে। কোচ-বিহারে ইহার সিঙ্গারী বা জলধকা নদীর সহিত চুর্গাপুরের নিকট মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা দক্ষিণমুখে রঙ্গপুরে প্রবেশ করিয়া বাগেরা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে দেশীমালের নৌকা ইহাতে যাত্রাস্বত্ব করিতে পারে।

ধরসেন, ১ বলজীবংশের স্থাপনকর্তা সেনাপতি তটাকের প্রথম পুত্র। ইনিও সেনাপতি ধরসেন নামে পরিচিত। ইনি শিবোপাসক মহা বিক্রমশালী যোদ্ধা ও বীরের বহু দয়িত্বের অন্নদাতা ছিলেন; ইনিই এ বংশের ১ম ধরসেন।

২ বলজীবরাজ মহারাজ ধরপট্টের পৌত্র এবং মহারাজ গুহসেনের পুত্র মহারাজ দ্বিতীয় ধরসেন। সামন্ত, মহাসামন্ত, মহারাজ ও মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি ইহার উপাধি ছিল। ইনি ২৫০ এবং ২৭০ শুভদশতে অর্থাৎ ৫৬৯ এবং ৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ইনিও শৈব মল্লিকা খ্যাত। কলকাতা ইহার সাঙ্কিবিগ্রহিক ছিলেন।

৩ মহারাজ দ্বিতীয় ধরসেনের দ্বিতীয় পুত্র ১ম ধর-প্রহর কোচপুত্রের নামও ধরসেন। ইনি বলজীবংশের তৃতীয় ধরসেন। ইনি অতিশয় বিদ্বান ছিলেন, সকলপ্রকার শাস্ত্র গ্রন্থ ও কলাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন এবং সর্বদা পণ্ডিত পরিবৃত্ত থাকিতেন, এতদ্বিধা বুদ্ধীরও ছিলেন।

৪ বলভীৰংশের ৪র্থ ধরসেন, তৃতীয় ধরসেনের কনিষ্ঠ বাল্যবিত্য ধরসেনের (২য়) পুত্র। ইহার পরমতট্টারক, মহারাজাধিরাজ, পরবেশ্বর ও চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি ছিল। ইনি ৩২৬-৩০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। বে সময়ে অজ্ঞান্য নৈপাণে, আদিভ্যাসেন মগধে চক্রবর্তি লাভ করেন, আর সেই সময়ে মহারাজ ৪র্থ ধরসেন পশ্চিম ভারতে চক্রবর্তি লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

[বলভীৰংশ ও তপ্ত নবং দেখ।]

ধরহার, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত স্বর্গভূমি বর্ণনার মধ্যে এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত আছে, গোমতী নদীর দক্ষিণদিকে এই নগর অবস্থিত। ধীরসিংহ নামে এখানে রাজা ছিলেন। তিনি শেবনাগের কুপার রাজা হন। তাঁহার পিতার নাম চক্রসেন, তিনি বাল্যকালে গোচারণার্থ গোমতীতীরে প্রতাহ বাইতেন। বৈশাখী শুক্লপক্ষের কোন এক দিনে আকস্মিকের হারায় বালক ধীরসিংহ ক্রান্তদেহে নিমজিত হইয়া পড়ে। শেবনাগ সেই সময় গোমতীজলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি প্রিয়দর্শন বালককে রোজে ঘুমাইতে দেখিয়া নিজে কণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখে ছায়া করিয়া রহিলেন। কালে সেই বালক রাজা হন। ইহার বংশে পাঁচজন মাত্র রাজা হন। ইহার পুত্র রঘুসিংহ ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েই রাজ্যভূক্তি হয়। তাঁহার পুত্র রারসিংহ নিকটকে রাজ্য করেন, পরে উদয়সিংহ রাজা হন। কলিঙ্গ্যার যবনকর্তৃক ইহার ধ্বংস হয়। (ভ-ব্র-খ ৪৪ অ° ১১১—১২৩ শ্লো°)

ধরহারকগ্রাম, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডোক্ত কীকটদেশান্তর্গত অঙ্গদেশ মধ্যে এই গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গার দক্ষিণতীরে কলির ৪ হাজার বৎসর গত হইলে রাজা দেবপাল কর্তৃক এই গ্রাম স্থাপিত হয়। (ভ-ব্র-খ ৪২।৭ অ°)

ধরা (জী) ধরতি জীবলংঘানিতি। ধৃ-অ- বা প্রিয়তে শেষেণ ইতি ধৃ-অপ্-টাপ্। পৃথিবী।

“ধারণাৎ ধরা প্রোক্তা পৃথী বিস্তারযোগতঃ।”

(দেবীভাগ° ৩:১০৮)

সকল লোককে ধারণ করে বলিয়া ধরা ও অতিশয় বিস্তৃত এই জন্য ধরা ও পৃথী এই দুইটা নাম হইরাছে। ২ গর্তাশয়। ৩ মেদ। ৪ নাড়ী। ৫ মহাদান বিশেষ, এই ধরা-দানের বিষয় মৎস্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ধরাদানমহুতমং।

পাপকরকরং লুণামঙ্গল্যাবিশালনং” (মৎস্তপুঃ ২৫৮ অ°)

মৎস্তদেব ধরাবানের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন, দানের

মধ্যে এই দান শ্রেষ্ঠ ও সকল পাপনাশক, এই দান বধা বিধি অচুঠান করিলে সকল অমঙ্গল নাশ হয়। এই দান করিতে হইলে প্রথমে ক্রিয়িত জম্বুদীপাকার জুবর্ণ দ্বারা ধরা নির্মাণ করাইতে হইবে। ইহার মধ্যভাগে বেক্র সমন্বিত পর্কত সকল করিবে। ইহার আটদিকে অষ্ট লোকপাল এবং নববর্ষ, শত নদী ও শত নদ এবং লগ্ন সমুদ্রবিশিষ্ট করিতে হইবে। ইহা রত্নাদি দ্বারা ব্যক্তি করিবে। ইহাতে বহু, ক্রত, চক্র ও সূর্য্য করনা করিবে। এই ধরা প্রস্তুত করিতে সহস্র গল জুবর্ণ, তাহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চশত গল, বা ত্রিশত এবং দিশত অথবা শতগল জুবর্ণ চাই। নিত্যক অশক্ত হইলে পঞ্চপলের উর্দ্ধ জুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। পুণ্ড্রা আবাহন প্রভৃতি তুলাপুরুষের সনূশ করিতে হইবে।

“কারয়েৎ পৃথিবীং হৈমীং জম্বুদীপাকারিণীং।

মধ্যাদাপর্কতবতীং মধ্যে মেক্রসমন্বিতাং ॥

লোকপালাষ্টকোপেতাং নববর্ষসমাচিতাং।

নদীনদশতোপেতাং লগ্নসাগরবেষ্টিতাং ॥

মহারত্নসমাকীর্ণাং বহুক্রদ্রাক্ষসংযুতাং।

হেয়ঃ পলসহস্রৈশ্চ তদর্কেনাধ শক্তিতঃ ॥

শতজয়েন বা কুর্যাৎ দিশতেন শতেন বা।

কুর্যাৎ পঞ্চপলাদুর্কমশতোহপি বিচক্ষণঃ ॥

তুলাপুরুষং কুর্যাৎ লোকেশাবাহনং যুধঃ।” (মৎস্তপু°)

অষ্টিক, মণ্ডপে ভূবণ ও আচ্ছাদন প্রভৃতি এবং বেদী ও তাহার উপরে ক্রকাজিন বিন্যস্ত করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে, অষ্টাদশ প্রকার ধাতু, লবণাদি রস সকল ও আটটা পূর্ণ কুন্ত চারিদিকে রক্ষা করিবে। বেদীতে কোবের চক্রোতপ ও চারিদিকে পতাকা সকল বিন্যাস করিয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে রচনা করিয়া বিধিপূর্বক অধিবাসাদি করিতে হইবে। পুণ্যদিনে বিস্তৃতভাবে শুক্লবস্ত্রাদি পরিধান ও শুক্লমালাদি ধারণ করিয়া বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবে।

“নমস্তে সর্বদেবানাং স্বমেব ভবনং বতঃ।

ধাত্রী চ সর্বভূতানামতঃ পাহি বহুদয়ে ॥

বহুন্ ধারয়সে যদ্বাং বহুধাতীৰ্ণ নির্মলা।

বহুদরা ততো জাতা তস্মাৎ পাহি ভবর্গবাং ॥

চতুর্দুগ্ধোহপি নাগজ্জং তস্মাদ্ বজ্র তবচলে।

অনন্তাটৈ নমস্তস্মাৎ পাহি সংসারকর্দমাং ॥

• স্বমেব লক্ষ্মীগৌবিন্দে শিবে দৌরীতি সংহিতা।

গারজী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বে জ্যোৎস্না চক্রে রবৌ প্রোক্তা।

বৃক্টিহৃৎপতৌ জাতা মেঘা হুনিবু সংহিতা।

বিধং ব্যাপ্য হিতা বসন্ত ততো বিবর্তন্য হিতা ।

৩ ধৃতিঃ কমা হিরা কৌণী পৃথী বহুমতী রসা ।

এতাদ্ভিমুক্তিঃ পাহি দেবি সোমারকর্মাৎ ।”

এই মন্ত্রে পাঠ করিয়া ধরা দান করিবে । অর্ঘ্য নির্দিষ্ট ধরার অর্কভাগ বা চতুর্ভাগের একভাগ দিতে হইবে । অবশিষ্টাংশ ঋত্বিকদিগকে বিভাগ করিয়া দিবে ।

এই প্রকারে যিনি ধরা দান করেন, তিনি বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন এবং অর্কবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুপুরে গমনপূর্বক কলত্রর অবস্থান করেন । এই ব্যক্তির একবিশতি পুত্র উৎসব হয় ।

“ধরাক্ষং বা চতুর্ভাগং শুক্রেবে প্রতিপাদয়েৎ ।

শেষকৈবাম ঋত্বিক্যঃ প্রাপিত্য বিসর্জয়েৎ ।

অনেন বিধিনা বহু দত্তাদেবীং ধরাং বুধঃ ।

পুণ্যকালে তু সংপ্রাপ্তে সপদং বাতি বৈষ্ণবং ।

বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্করীজালমালিনা ।

নারায়ণপুরং গচ্ছা কলত্রমথো বসেৎ ।

পিতৃপুত্রপ্রপৌত্রাংশ্চ তারনেনেকবিশ্ণুভিঃ ।

ইতি পঠতি বইখং যঃ শৃণোতীহ নিত্যং

গতকলুষবিমানৈর্মুক্তদেহঃ সমস্তাৎ ।

দিবমমরবধুতির্ঘাতে সংপ্রার্থমানঃ

পুরমমরসহস্রৈঃ সেবিতং চন্দ্রমৌলেঃ ॥” (মন্ত্রপুং ২৫৮অঃ)

হোমাজির দানথণ্ডে এই দান বিধির বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে ।

ধরাকদম্ব (পুং) ধরাকাতঃ কদম্বঃ ধরারঃ বর্ষাকালে জাতঃ কদম্বঃ । ধরাকদম্ববৃক্ষ ।

ধরাকুর (পুং) ধরার অকুর ইব । বাহুকল, শীকর । (হারা)

ধরাকুজ (পুং) ধরার আকুজঃ ভতঃ । ১ মঙ্গলগ্রহ । ২ নরকা-
কুর । ত্রিরাং টাপ্ । ৩ সীতা ।

ধরাধর (পুং) ধরারঃ ধরো ধারকঃ । বিষ্ণু ।

“ন্থমেধা মেধলো ধন্তঃ সত্যমেধা ধরাধরঃ ।”

(ভারত ১৩।১৪৯।৯৩)

২ পর্বত । ৩ অনন্ত । (ত্রি) ৪ ধরার উদারকর্তা ।

“স বীরবৃষ্টিঃ সমভূতরাধরো

যো মাং পরজ্যগ্রশরো জিহাসসি ॥” (ভাগঃ ৪।১৭।৩৫)

৫ ধারেন্দ্র শ্রেণীর বাৎসগোত্রজ ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ।

ধরাধিপ (পুং) ধরারঃ অধিপঃ । নৃপ, রাজা, পৃথিবীর অধিপতি ।

ধরাস্তরচর (ত্রি) ধরাস্তরং চর-ট । পৃথিবীর মধ্যে বিচরণকারী ।

ধরাপতি (পুং) ধরারঃ পতিঃ । রাজা, পৃথিবীধর ।

ধরাভূত (পুং) ধরায় বিতর্জি ত্ব-কিপ্, ভূক্ চ । পৃথিবীধর, যিনি ধরাকে পালন করেন ।

ধরামর (পুং) ধরারঃ পৃথিব্যঃ অবরো দেবঃ । ব্রাহ্মণ ।

ধরাসুহু (পুং) ধরারঃ সুহুঃ । ১ মঙ্গল । ২ নরকা-
কুর ।

ধরিত্রী (ত্রি) ধরতি জীবজাতমিতি, ত্রিরাতে শেষেন বা ধৃ-ইজ-
(অশিত্রাদিত্য ইত্যোক্তোঃ) উণ্ ৪।১৭৭ ততো গৌরাদিত্যং
ভীষ্ । পৃথিবী, ভূমি ।

“বসুষ্ঠিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং লভেব সীতা সহস্রা জগাম ।”

(রঘু ১৪।৫৪)

ধরিনম্ (পুং) ত্রিরাতে দর্শনেত্রিয়েণেতি ধৃ-ইমনিচ্ (মহত্ব-
ত্ব শূভা ইমনিচ্ । উণ্ ৪।১৪৭) ১ রূপ । ২ ভূলা পরিমাণ ।

“তথা ধরিনমেরান্যং পতাদভ্যধিকে বধঃ ।” (মহু ৮।২২১)

ধরীমন্ (পুং) ধরিনম্ হ্রাসনো দীর্ঘঃ । ১ সারভূত বেদিন্নপ
হান । “অরং কারত মহুবো ধরীমনি” (ঋক্ ১।১২৮।১)

‘ধরীমনি সারভূতে বেদিন্নপে হানে’ (সারণ) (ত্রি) ২ ধারক ।

“অন্থগ্রন্থ পদসাধরীমনি” (ঋক্ ৯।৮৬।৪) ‘ধরীমনি ধারকে’

(সারণ)

ধরুণ (পুং) ধরভীতি ধৃ-বাহলকাৎ উনন্ । ১ ধারক ।

“ধরুণোহস্ত পাণার” (ভাণ্ড্যঃ ব্রা ৯।১।৬) ‘ধরুণোহসি

সর্কধারকোহসি অপানেন প্রাণবারোঃ শরীরে ধারণাৎ

ধারয়িতা অপানঃ’ (ভাষ্য) ২ উদক । ৩ অগ্নি । (নিঘণ্টু)

“উপশ্লজন্ ধরুণং মাংজে ধরুণো মাতরং ধরন্” (ভুল্লবজু ৮।৫১)

‘ধারয়ভীতি ধরুণোহসিঃ’ (বেদদীপ) ৪ ধারা । “অপা-

মতিষ্ঠাৎ ধরুণবরং” (ঋক্ ১।৫৪।১০) ‘ধরুণশকঃ ধারাবচনঃ

ধরুণবরং ধারানিরোধকং’ (সারণ) ৫ একবিশতি ।

৬ আদিত্য । “ধরুণ একবিশতিঃ” (শত ব্রা ৮।৪।১১২)

৭ ব্রহ্মা । ৮ বর্গ । ৯ নীর । (ত্রি) ১০ সমস্ত । ত্রিরাং

গৌরাদিত্যং বা ভীষ্ । “ধরুণাসি বালে বৃহচ্ছন্দা পুতি
ধারণঃ” (অথর্ব ৩।২২।৩) বিকল্পপক্ষে টাপ্ ।

ধরোত্তম (পুং) ধরার উত্তমঃ । শিব । (ভারত ১৩।১৭।৬৩)

ধর্ণসি (পুং) ধৃ-বাহলকাৎ নসি । ১ বল । ২ ধর্তব্য বজ্রাদি ।

“নি শুক ইজ ধর্ণসিং বজ্রং” (ঋক্ ৮।৬।১৪) ‘ধর্ণসিং ধর্তব্যং’

(সারণ) ৩ ধারক ।

ধর্ণি (ত্রি) ধৃ-সি । ধারক । “অগ্নিরীশে বহ্ননাং তুচ্চি ধর্ণি-

য়েষাং ।” (ঋক্ ১।১২৩।৭) ‘ধর্ণিধারণকুলঃ ।’ (সারণ)

ধর্তব্য (ত্রি) ধৃ-ভব্য । ১ ধারণীয় । ২ হাতব্য । ৩ পতনীয় ।

কাব্যচ্যো তব্য হইলে কেবল স্বীকৃত হইবে ।

ধর্ত্বর (পুং) ধৃতর পুৰোদরাদিত্যং সাধু । ধৃতর ।

(পারদর নিঘণ্টু)

ধর্ম (স্রী) ধর্মজি জিহবে বা ধর্ম (পৃথিবীপটীতি : উৎ. ৩১২০০)
১ পৃথ. ২ জিহবে ৩ ধর্ম. (জি) ৪ ধর্মক. "ধর্মজিহবে
দুঃখ ব্রহ্মজিহবে ধর্ম" (স্রবদ্ব. ১১২০) "যে কপাল ভা ধর্ম
ধর্মজিহবে (বেদবীণ)

ধর্ম (পুং স্রী) ধর্মজি মোকান্ জিহবে পুণ্যজিহবে বা ধর্ম
(জিহবেজিহবে. উৎ. ১১২০০) ততাত্ত্ব, পুণ্য, জিহবে, জিহবে.

জৈমিনি কৃত মীমাংসাদর্শনের প্রথম "অথাতো ধর্ম-
জিহবে" অর্থাৎ ধর্ম মীমাংসাই মীমাংসাদর্শনের মূল, এরূপ
লিখিত আছে। ধর্ম কি? তাহার লক্ষণই বা কি? কি
কার্য করিলে ধর্ম হয় এবং কি কার্যের অসুষ্ঠান করিলে ধর্ম
হয় না? ইহা নির্দেশ করিতে হইলে প্রথমে ধর্মের একটি
লক্ষণ করা প্রয়োজন। ধর্মজিহবে অর্থাৎ ধর্মজিহবের ইচ্ছা।
ধর্ম জানিবার আবশ্যকতা কি এবং ধর্মের কি কি সাধন? কি
ধর্ম প্রাপ্তি ও কি অপ্রাপ্তি? একজন একজন ধর্মের
লক্ষণ নির্দেশ করেন, আর একজন আর এক প্রকার বলিয়া
থাকেন। এই সকলের বীরণস্বরূপ করিয়া জৈমিনি "চোদনা-
লক্ষণোক্তো ধর্মঃ" এইরূপ সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন।
জিহবের প্রবর্তক ঘটনের নাম চোদনা অর্থাৎ আচার-
প্রেরিত হইয়া যে অগাধি করা যায়, তাহাকেই ধর্ম
কহে। আচারের উপদেশানুসারে ব্রহ্মজিহবের নামই ধর্ম।
যে কার্য পুরুষের মঙ্গলের জন্য হয়, অর্থাৎ যে কার্য অসুষ্ঠান
করিলে মঙ্গল হয়, তাহার নামই ধর্ম এবং বাহাতে তৃত,
তবিত্ত্ব, বর্তমান এবং পুণ্যবাহিত ও বিস্তৃত অর্থ অবগত
হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম, বাহা কিছু প্রেরক,
অর্থাৎ ব্রহ্মজিহব তাহার নাম ধর্ম। "যে এত প্রেরক স
এব ধর্মঃ প্রকোচ্যতে" (মীমাংসা ১১২ সূত্রতাত্ত্ব)

বাহা বলা হইল, ইহা একটু বিশদরূপে আলোচনা করা
যাউক। কথা হইল এই, যে কার্যের অসুষ্ঠান করিলে
পুরুষের মঙ্গল হয়, তাহার নাম ধর্ম। এমন কার্য করা
আবশ্যক, বাহার কল মঙ্গল ভিন্ন অনঙ্গল হয় না, ধর্মজিহবে
হইতেছে, কারণ মঙ্গল হইতেছে, তাহার কার্য ভাদ্যদর্শনেও
সুখ ও দুঃখের লক্ষণে লিখিত আছে। ধর্মজিহবে সুখ ও অসুখ
জন্ত দুঃখ হইয়া থাকে।

ধর্ম করিলে তাহার কল সুখ অবশ্যই হইবে এবং অসুখ
করিলে দুঃখ অনিবার্য, কেহই এত করিতে পারে না।
এই মতেও হইল যে, বাহাতে সুখ হয় তাহার নাম ধর্ম এবং
বাহাতে দুঃখ হয় তাহার নাম অধর্ম। আমরা ভাল বদ
যে কোন ধর্মই কার্যের অসুষ্ঠান করি না কেন, ততাত্ত্ব
আমাদের একটি লক্ষণের অর্থে, সেই সংস্কারই কালে ততাত্ত্ব

তত কল প্রদান করিয়া থাকে। এই সংস্কারের অসুষ্ঠান বাসনা
ইত্যাদি সামান্য সংস্কার নির্দিষ্ট হইরাছে। বাহা হউক না কেন
পার্থক্য কিছুই আসে যায় না। বেরণ, বীজ রোপিত হইলে
বৃক্ষ ও ফলাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসনা বা সংস্কার
কালে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার কল প্রদান করিবে, তাহা কেহ
নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহা যদি হইল, যে বেরণ
কর্ম করিবে, ফলও সেইরূপ হইবে। এ প্রপক্ষে নিকর্ম হইয়া
কেহই থাকিতে পারে না; ভাল হউক বা মন্দ হউক কর্ম
করিতে হইবে এবং সেই কর্মের ভোগে ততাত্ত্ব ততাত্ত্ব
অবতত্ত্বাবী। ধর্মই যদি সুখের কারণ নির্দিষ্ট হইল, তাহা
হইলে কোন কর্ম করিলে ধর্ম হয়, তাহাই বিবেচ্য। বেরণ
কতকগুলি কার্য আছে, তাহার অসুষ্ঠান করিলেই সৎ
সৎ কল লাভ হয় এবং কতকগুলি কার্য আছে, তাহার
কল প্রত্যক্ষ হয় না। যদি কেহ এরূপ আশঙ্কি করেন
যে, যে কার্যের কল কখন প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা ধর্ম কি
অধর্ম কিরূপে নির্দেশ করা যাইবে। ইহাতে এইমাত্র
বক্তব্য, যে ধর্মগণ বাহা বলিয়াছেন এবং বাহা বেদ-
বোধিত হইরাছে, তাহাই একমাত্র সত্য এবং ধর্ম। কোন
ব্যক্তি ধর্ম জানিতে পারে, ইহার উত্তরে বেদান্তভাষ্যে লিখিত
আছে।

"অর্থাৎ ধর্মোপদেশক বেদমাত্রাবিরোধিনা।

বক্তব্যোক্তান্তে সধর্মঃ বেদ ভেদঃ"।

(বেদান্তঃ শাস্ত্রতাত্ত্ব)

ধর্মগণ ধর্মবিষয় যে সকল উপদেশ দিরাছেন, সেই সকল
বেদশাস্ত্রের সহিত অবিরোধী তর্কবাহী বাহা অসুষ্ঠান
করেন, তাহারাই ধর্মকে জানেন। অতঃ কেহ জানিতে
পারে না। ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, ধর্মগণ বাহাকে ধর্ম
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে এবং বেদে বাহা উক্ত হইরাছে, তাহাই
ধর্ম। বাগাদি জিহবাই ধর্ম, বাহা ব্রহ্মজিহবে অসুষ্ঠান করেন,
তাহারাই ধর্মিক। কারণ বাগাদি জিহবের অসুষ্ঠান করিলে
ততাত্ত্ব জন্মে এবং এই ততাত্ত্ব জন্ত কলও তত হইয়া থাকে।

"বিহিতজিহবাসাধ্যঃ ধর্মঃ পুংসো ভগোমতঃ।

প্রতিবিহিতজিহবাসাধ্যঃ সন্তোষোঃ ধর্ম উচ্যতে।

ধর্মজিহবে সন্তোষঃ প্রেরোক্তব্যবসায়নঃ।"

(মীমাংসা ১১২ সূত্রতাত্ত্ব)

বিহিত জিহবা বাহা সাধ্য যে পুরুষের জন্ত তাহার নাম
ধর্ম।" শাস্ত্রে যে সকল জিহবের বিধান আছে, সেই সকল
বিধানানুসারে কার্যসুষ্ঠান করিলে ধর্মজিহবে করা হয়।
শাস্ত্রে যে সকল কার্য নিষিদ্ধ হইরাছে, তাহার নাম অধর্ম।

ধর্ম শব্দে প্রের অর্থাৎ মঙ্গল, বাহাতে অভ্যাস সাধন হয়, তাহার নাম ধর্ম। বেদবিহিত যে সকল কার্য তাহার অন্তর্ভুক্ত করিলে ধর্মীভূতান করা যায়। কাহার কাহার মতে যাগাদি হিংসাদিগোষ চুই, ইহার অন্তর্ভুক্তান ধর্ম ও অধর্ম দুইই হয়। মীমাংসা, দর্শন ও যুক্তি প্রভৃতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, ইহাতে যে হিংসাদি করা হয়, তাহা অধর্ম নহে, বরং তাহার অন্তর্ভুক্তান না করিলে অধর্ম হয়। (মীমাংসাদর্শ)

মহাত্মার ধর্মই একমাত্র সূক্ষ্ম, সুচারু পর কেহই অনুগমন করেননা, কেবল একমাত্র ধর্মই অনুগামী হইয়া থাকে।

“একএব সূক্ষ্মধর্মঃ নিধনেহাপ্যহুযতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্তু গচ্ছতি ॥”

(হিতোপদেশ ১৫৯)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম বিভিন্ন। হয়ত যে কার্য অন্তর্ভুক্তান করিলে ব্রাহ্মণের অধর্ম হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই কার্যান্তর্ভুক্তানই তাহার পরম ধর্ম। প্রত্যেক আশ্রমের প্রত্যেক বর্ণের ধর্ম ভিন্ন রূপ। যে যে বর্ণের যে আশ্রমের যে সকল বিধি আছে, সেই সকল বিধি অন্তর্ভুক্তানের নাম ধর্ম। ঐ সকল বিধি অন্তর্ভুক্তান না করিলে আশ্রম ধর্ম লঙ্ঘন করা হয় এবং তাহাই তাহার পক্ষে অধর্ম। পূর্বে যে বলা হইয়াছে ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করিলে তাহার ফল সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এই বিষয় আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাত্মা শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা বাহা কিছু অন্তর্ভুক্তান করে, অথবা বাহা কিছু অন্তর্ভুক্তব করে, সে সকলই তাহাদের চিন্তে বা অন্তঃকরণময় হৃদয়শরীরে একপ্রকার গুণ বা সংস্কার জন্মায় এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের বীজ বা শক্তিবিশেষ উৎপাদন করে। সেই সকল সংস্কার বা শক্তিবিশেষ তাহাদের বর্তমান জীবনের পরিবর্তক ও ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ। বস্তুতঃ অমুষ্টি বা অমুতৃত ক্রিয়া কলাপ মাজেই হৃদয়তা প্রাপ্ত হইয়া জীবের চিন্তে থাকিয়া যায়, অর্থাৎ অদৃশ্যরূপে অঙ্কিত থাকে। কালক্রমে সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া স্বীয় আধারকে অর্থাৎ জীবকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাত্তিত করে। এই সংস্কারের শাস্ত্রীয় নাম কর্ম, অদৃষ্ট, ধর্মাদর্শ পাণ ও পুণ্য ইত্যাদি। শরীর ব্যাপার ও মানস ব্যাপার হইতে উৎপন্ন সেই সকল কর্ম সাধারণতঃ তিন প্রকার,—শুভ, ক্লম, ও শুভক্লম অর্থাৎ মিশ্র। বাহারা কেবল শুভক্লম ও জ্ঞানালোচনার মত থাকেন, তাহাদের উজ্জ্বল কর্ম সকল শুভ, এই শ্রেণীর লোক শাস্ত্রের কোন প্রকার বিধি উল্লঙ্ঘন করেন না, বাহাতে মুক্তি-সাধন হয়, তাহারই অন্তর্ভুক্তান করেন। বাহারা

প্রাণিহিংসা প্রভৃতি দ্বকার্যে মত থাকে, অর্থাৎ শাস্ত্রের কোন বিধি অন্তর্ভুক্তান করে না, কেবল বিধি লঙ্ঘন করিয়াই থাকে, তাহাদের কর্ম ক্লম। বাহারা কেবল বজ্রাদি কার্যে মত থাকেন, তাহাদের কর্ম শুভক্লম অর্থাৎ মিশ্র। শুভকর্ম অর্থাৎ ধর্ম ভবিষ্যৎ উন্নতির, ক্লমকর্ম সকল অযোগ্যতার এবং মিশ্র কর্ম সকল মিশ্র ফলের বীজ। শুভ নামক কর্ম-বীজ হইতে ক্রমে দেবশরীর, ক্লমনামক কর্মবীজ হইতে পশু পক্ষাদি শরীর এবং মিশ্রকর্মনামক বীজ হইতে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু যৌগিক কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের ধর্ম কার্যে কোনরূপ সংস্কার জন্মে না। তাহাদের চিত্ত সর্বদাই বিষয়ে অনাসক্ত থাকে এবং তাহার অতিসন্ধিপূর্ণক কোন কার্য করেন না। যদিও তাহার জীবন ধারণের উপযুক্ত কোন কর্মের অন্তর্ভুক্তান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংস্কার জন্মে না। কেননা, তাহার সকল সময়ই কামনা শূন্য থাকেন এবং কৃতকর্ম সকল জন্মের উদ্দেশ্যে পরিচ্যাগ করেন। লগফালের জন্মও তাহা তাহার কামনা দ্বারা চিন্তে আবদ্ধ রাখেন না। কাজেকাজেই তাহাদের সংস্কার বা সংসার বীজ জন্মে না। মহাত্মগণ শুভ, ক্লম অথবা মিশ্র যে কোন কর্ম উপার্জন করুন, কোন কর্মই এক সময়ে ও একরূপে ফল প্রসব করে না। কতক জাতি জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ প্রসব করিবে, কতক বা কেবল সেই সেই জন্মের ও সেই সেই জাতির ভোগোপযুক্ত স্বতি বা মরণাত্তর জ্ঞান উপস্থিত করে। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অসংখ্য কর্মবাসনার মধ্যে কতক মরণকালে অভিব্যক্ত হইয়া পুনর্জন্মের আশ্রয়ক হয়, কতক বা উজ্জ্বল উপযুক্ত কর্তব্য বা ভোগাদির কারণ হয়। বাহা কিছু বলা হইল, এ সকলের মূলই ধর্ম। জগতে বাহা কিছু বৈষম্য দেখা যায়, তাহার মূল ধর্ম ও অধর্ম। একজন রাজা হয়, একজন ভিখারী হয়, বাহা কিছু পার্থক্য দেখা যায় তাহার আর কোন কারণ নাই, একমাত্র ধর্ম ও অধর্মই কারণ। যে বৈষ্ণব ধর্মকার্যের অন্তর্ভুক্তান করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ ফলভোগ করিতেছেন এবং বর্তমান সময়ে বাহা আচরণিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেক মানবের আশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন করিয়া চলা নিত্যক আবশ্যক। গীতাদিতেও উক্ত হইয়াছে—

“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিভগঃ পরধর্মো বহুষ্ঠিতাঃ।

স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মোত্তরাবহঃ ॥” (গীতা ৩।৩৫)

সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ স্বধর্ম লঙ্ঘনও স্বধর্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম অত্যন্ত ভয়নকর।

বর্ধ পালন করিয়া দেহান্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ইহার ভূৎপর্বা এই, অর্জুন চিত্তের মোহবশতঃ নিজের অর্থাৎ কত্রিরের ধর্ম বুঝানি তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধর্ম তৈক্ষাদি অবলম্বনে জীবনধারণ করিবেন, তগবান্ অর্জুনের এইরূপ স্থিরনিশ্চয় দেখিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, “ইহা তোমার পক্ষে অধর্ম। কারণ ব্রাহ্মণের বাহা ধর্ম, কত্রিরের পক্ষে তাহা ধর্ম নহে। ব্রাহ্মণের ধর্ম অমুষ্ঠান করিলে কত্রিরের অধর্ম হইবে। অতএব এই স্বধর্ম অবলম্বন করিয়া নিধন হইলেও তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।” ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, যে আশ্রমের যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে অধর্ম হইবে। ব্রাহ্মণ, কত্রির, বৈশ্য বা শূদ্র যে জাতিই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণেরই বিভিন্ন ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল বর্ণের যে সকল বিধি আছে, তাহার উল্লম্বন করিলেই অধর্ম হয়, এই জ্ঞানই “স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ” স্বধর্মে মরণও মঙ্গলজনক, তথাচ পরধর্ম অর্থাৎ অন্য বর্ণের ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। ব্রাহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম। এই চারি আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

“সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদমুত্তিবিধানতঃ।

গৃহস্থ উচাতে শ্রেষ্ঠঃ স জীনেতান্ বিভর্তি হি ॥” (মু ৬।৮৯)

এই চারি আশ্রমবাসিদিগের মধ্যে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ, কারণ গৃহী ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই তিন আশ্রমবাসীকে ভিক্ষাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে। যেকোন সকল নদ নদী সমুদ্রে যাইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ সকল আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থশ্রমী লোকের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করে। এই চারি আশ্রমবাসীদিগেরই দশবিধ ধর্ম কথিত হইয়াছে।

“চতুর্ভিরপি চৈব তৈ নীত্যাশ্রমিভির্বিভৈঃ।

দশলক্ষণকৈ ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রবর্ততঃ ॥

যুতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

বীৰ্য্যতা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥

দশলক্ষণানি ধর্মতঃ যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।

অধীত্য চাহুবর্ত্ততে তে যান্তি পরমাং গতিং ॥”

(মু ৬।৯১-৯৩)

যুতি অর্থাৎ সন্তোষ, ক্ষমা, দম অর্থাৎ বাহুবল হইতে মনের দমন, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বী, বীৰ্য্যতা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। যে সকল বিদ্বৎ এই দশ প্রকার ধর্মপাঠ করেন এবং পাঠ করিয়া ইহার অমুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই দশটি

ধর্ম সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমেরই জানিতে হইবে, এই জ্ঞান প্রত্যেকেরই এই দশবিধ ধর্মের অমুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বাঁহারা ধর্মামুষ্ঠান না করেন, তাঁহারা বহুবিধ ক্রেশতোগ করিয়া থাকেন।

অধর্ম অমুষ্ঠানকারীর বিবর মহাসংহিতাতে এইরূপ লিখিত আছে—

যে ব্যক্তি অধার্মিক, অসত্যপথে বাহার ধনোপায় হয় এবং যে সত্য পরহিংসার ভূত থাকে, সেই ব্যক্তি এই সংসারে কখন সুখলাভে অধিকারী হয় না। অধার্মিকদিগের আশু বিপর্যয় ঘটনা থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং ধর্মপথে থাকিয়া ধনাভাবে অবসর হইলেও কখন অধর্মে মনোনিবেশ করিবে না। ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করিতে পারে না, তজ্জণ ইহ সংসারে অধর্মাচরণের ফলও সদ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অধর্মাচরণ করিতে করিতে কালক্রমে এরূপ ঘটে যে, অধর্মকর্ত্তা সমুলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অধর্ম যদি অধর্মকারীতে না ফলে তাহা হইলে তাহার পুত্র, না হয় তাহার পৌত্রও নিশ্চয়ই সেই অধর্মের ফলভোগ করিবে। পরন্তু আচরিত অধর্ম কখনও নিফল হইবার নহে। অধর্মের দ্বারা হয়ত লোকে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, নানারূপে অভীষ্টলাভ করিয়া থাকে, শত্রুদিগকে জয় করে, কিন্তু শেষে অধর্মকর্ত্তা একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা সকল কার্য্য ধর্ম্মানুসারে করিতে হইবে। সত্যধর্মে সদাচারে এবং শৌচে সত্য রত থাকিবে। বাহ ও উদর বিষয়ে সত্য সংযত থাকিবে। ধর্ম বিব্রত অর্থ ও কামনা পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম্মকর্ম্মের অমুষ্ঠানে পরিণামে দুঃখ হয়, অথবা যে প্রকার ধর্ম্মাচরণে লোকের আক্রোশভাজন হইতে হয়, এইরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। (মু ৪ অ°)

ধর্ম্মের দশটি অঙ্গ—

“ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।

দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ ॥

অহিংসয়া স্নানাত্ম্য চ অন্তেরেনাপি বর্জ্জতে।

এতৈর্দশভিরদৈন্ত ধর্ম্মমেব অন্তঃসরং ॥” (পাণ্ডে ভূমিখণ্ড)

ব্রহ্মচর্যা, সত্য ও তপস্বী এই তিনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় এবং দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, স্নানাত্ম্য ও অন্তের ইহা দ্বারা বর্জ্জিত হয়।

“অজোহশ্যাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমহুক্রোশঃ ক্ষমা যুতিঃ ॥

সনাতনস্ত ধর্ম্মস্ত মূলমেতদ্ব্যাসদং ॥” (মৎস্খ°)

অজোহ, অলোভ, দম, জীবগণের প্রতি দয়া, ব্রহ্মচর্যা,

সত্য, অহঙ্কোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল সনাতন ধর্মের মূল ।
৩ কলির দশহাজার বৎসর অতীত হইলে ধর্মাদি বিষ্ণু
পাদমূলে গমন করিবে ।

“শালগ্রামো হরমুর্তিঃ জগন্নাথশ্চ ভারতং ।

কলেদশসহস্রান্তে যযৌ তাত্মা হরঃ পদং ॥

সম্বৎ ধর্মঃ সত্যঞ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ ।

ব্রতং তপশ্চানশনং যযুতে সার্কমেব চ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত)

শালগ্রাম শিলা, জগন্নাথ এবং বিষ্ণু মূর্তি সকল কলির
দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে বিষ্ণুপাদমূলে গমন করিবেন
এবং ইহাদের “সহিত সত্য, ধর্ম, সত্য বেদ, গ্রামদেবতা,
ব্রত, তপ ও অনশনব্রত গমন করিবে ।

ধর্মের আধার স্থান—

“যত্র স্থানং তবাধারো বহামি শ্রমতাং বিত্তো ।

বৈষ্ণবেষু চ সর্বেষু যতিষু ব্রহ্মচারিষু ॥

পতিব্রতাসু প্রাজ্ঞেষু বানপ্রস্থেষু ভিক্ষু ।

নৃপেষু ধর্মশীলেষু সংসৃজ্য সর্বভ্রাতৃভিষু ॥

বিজ্ঞসেবিষু শূদ্রেষু সংসংসর্গহিতেষু চ ।

এষ স্থঃ সন্ততং পূর্ণো ধর্মরাজো বিরাজসে ॥

যুগে যুগে তবাধারা এতে পুণ্যতমা জনাঃ ॥”

অপিচ—“অখণ্ডবিষেযু তুলনীচন্দনেষু চ ।

দেবাহেযু চ পুন্শেষু বিত্তমানোহসি শাখিষু ॥

দেবালয়েষু তীর্থেষু সত্যং শখং গৃহেষু চ ।

বেদবেদাঙ্গবর্ণজনেষু চ সত্যং চ ॥

শ্রীকৃষ্ণগুণনামোক্তপ্রতিগীতস্থলেষু চ ।

ব্রতপূজা তপোজ্ঞায়ক্য সাক্ষিহলেষু চ ॥

দীক্ষাপরীক্ষাশপথগোষ্ঠগোম্পদভূমিষু ।

গবাং গৃহেষু গোষ্ঠেষু বিত্তমানোহি পশুতি ॥

কৃশতা তে ন ভবিতা ধর্মোত্তেযু স্থলেষু চ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং ৪২ অং)

সকল বৈষ্ণব, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা নারী, প্রাজ্ঞ
ব্যক্তি, বানপ্রস্থাবলম্বী, ভিক্ষু, ধর্মশীল নৃপ, সর্বৈষ্য,
বিজ্ঞসেবাপারায়ণ শূত্র ও সংসংসর্গহিত লোক এই সকলের
“নিকট ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সর্বদা অবস্থান করেন । অখণ্ড,
বট, বিষ্ণু, তুলসী, চন্দন, দেবপূজার্থ পুষ্প বৃক্ষ, দেবালয়,
তীর্থস্থল, বেদবেদাঙ্গবর্ণকারী ব্যক্তি, যে স্থলে বেদাদি
পাঠ হয়, শ্রীকৃষ্ণ নামাদি যে স্থলে কীর্তিত হয়, ব্রত,
পূজা, তপ, বিধিপূর্বক যজ্ঞ, সাক্ষিহল, দীক্ষা, পরীক্ষা,
শপথস্থল, গোষ্ঠ, গোম্পদভূমি ও গোপূহ এই সকল স্থলে ধর্ম
অবস্থান করেন এবং এই সকল স্থানে ধর্ম মলিন হয় না ।

দেবতা প্রভৃতির ধর্ম বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত
আছে—সুকেশি নামে এক রাক্ষস ঋষিগণের নিকট
এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই জগতে শ্রেয় কি ?
ঋষিগণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, ইহকালে ও পরকালে
ধর্মই শ্রেয়, সাধুগণ এই অক্ষর ধর্ম আশ্রয় করেন বলিয়া
জগতে পুণ্য এবং ধর্মপথ অবলম্বন করিলে সকলই সুখী
হয় । ইহাতে সুকেশি জিজ্ঞাসা করিল, ধর্মের লক্ষণ কি
এবং কি করিলে ধর্মাচরণ হয় ? ঋষিগণ কহিলেন যাগ-
যজ্ঞাদি ক্রিয়া, স্বাধ্যায়তত্ত্ববিজ্ঞান, বিষ্ণুপূজনে রতি এবং বিষ্ণুর
জ্ঞতি দেবতাদিগের পরমধর্ম । বাহ পরাক্রম ও সংগ্রামরূপ
সংকার্য, নীতিশাস্ত্রের নিন্দা ও হরতত্ত্ব দৈত্যগণের পরমধর্ম ।
যোগাহুতান, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মবিজ্ঞান, বিষ্ণু ও শঙ্করে ভক্তি
দৈত্যগণের ধর্ম । নৃত্যগীতাদিতে অভিজ্ঞতা এবং সরসভীতে
স্থিরা ভক্তি, গন্ধর্বদিগের ধর্ম । পৌরবকার্যে অতি-
লাষ, ভবানী ও ভগবান্ সূর্য্যের প্রতি ভক্তি এবং
গন্ধর্ববিজ্ঞাই বিজ্ঞাধরগণের ধর্ম । সমস্ত অস্ত্র ও শস্ত্র
বিজ্ঞার নিপুণতা কিংপুংসগণের ধর্ম । ব্রহ্মচর্যা যোগা-
ভ্যাসে সর্বদা আত্মরক্ষা, সকল স্থানে ইচ্ছামত গমনাগমন,
নিত্য ব্রহ্মচর্যা ও জপ সর্বদা জ্ঞান পিতৃগণের ধর্ম । ধর্মজ্ঞান
ঋষিদিগের ধর্ম । স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্যা, দম, যজ্ঞ, সারঙ্গা,
অহিংসা, ক্ষমা, ক্রিতেব্রিয়স্ব, শোচস্ব, মঙ্গলকার্যে প্রজ্ঞা ও
দেবতা ভক্তি মানবধর্ম । ধনাধিপতিত্ব, ভোগ, স্বাধ্যায়,
শঙ্করোপাসনা, অহঙ্কার ও মত্ততারাহিত্য শুদ্ধকগণের ধর্ম ।
পরত্যাগেতে অভিলাষ, পরকীর অর্থে লোলুপতা, বেদাত্যাসতা
ও শঙ্করে ভক্তি রাক্ষসদিগের ধর্ম । অবিবেকতা, অজ্ঞান,
অশুচি, মিথ্যাবাদী এবং আমিশ ভরণে লোভ পিশাচদিগের
ধর্ম । (বামনপুরাণ ১১ অং)

ধর্মের অগম্য স্থান—

“এতদত্তেযু কৃশতা যদগম্যাস্ত তৎ শূণ্ণ ।

পুংসলীষু তদগৃহেষু গৃহেষু নরঘাতিনাং ॥

নরঘাতিষু নীচেষু মূর্খেষু চ খলেষু চ ।

দেবতাগুরুবিশ্রেষু পালানাম্ ধনহারিষু ॥

অসন্নেষু ধূর্তেষু চৌরেষু রতিভূমিষু ।

জুরোদয়স্বরণানকলহানাম্ স্থলেষু চ ॥

শালগ্রামসামুতীর্থপুরাণরহিতেষু চ ।

দম্মাগ্রান্তেষু দেবেষু তালচ্ছারাম্ পর্কিষু ॥

অসিজীবিমসীজীবিদেবলগ্রামবাসিষু ।

স্ববাহবর্ষকারজীবহিংসোপজীবিষু ॥

ভক্তনিন্দিতনারীষু স্ত্রীকিতেষু চ পুংসু চ ।

দীক্ষাপ্রাপ্তি বিস্মৃতিবিহীনেষু বিধেযু চ ॥
 স্বাদিকল্পা বিজ্ঞপ্তিষু স্বাধোবিজ্ঞপ্তিষু ॥
 শালগ্রামমূর্ত্তিমিত্তিকপিত্তে প্রভো ॥
 মিত্তিক্রোহকৃত্তরেষু সত্যবিশ্বাসবোধিতু ॥
 পরগণতহীনেষু আশ্রিতরেষু তেযু চ ॥
 শব্দমিথ্যোক্তিলেযু তথাসীমাগহারিষু ॥
 কামাৎ ক্রোধাতথা লোভমিথ্যানাসক্তিশ্রবায়িষু ॥
 পুণ্যকর্মবিহীনেষু পুণ্যকর্মবিরোধিষু ॥
 স্বাত্মমেতেষু মিত্তোষু নাথিকার স্তব প্রভো ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং শ্রীকৃষ্ণদশম ৭০ ৪২ অ°)

পুংলী নারী, অর্থাৎ ব্যক্তিচারিণী স্ত্রী এবং তাহার গৃহ, নরহত্যাকারী গৃহ, নরঘাতী ব্যক্তি, নীচ, মূর্খ, খল এবং বাহারা দেবতা, গুরু ও প্রতিপাল্য ব্যক্তির ধনহরণকারী, অসৎ নর, ধূর্ত, চোর, রত্নভূমি, হুরাদর অর্থাৎ দ্রুত জীড়া, সুরাপান ও কলহ ভূমি, যে স্থলে শালগ্রাম, সাধু ও তীর্থ মাই ও পুরাণরহিত স্থল, দম্পত্যস্ত দেবতা, তালছায়া, অহঙ্কারী ব্যক্তি, অসীমীবা, মসীমীবা, দেবল অর্থাৎ বাহারা প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি পূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, গ্রামবাসী, সুবাহ, স্বর্ণকার, জীবহিংসোপজীবী, স্বামীর শিক্ষাকারিণী, জীকিত পুরুষ, দীক্ষা, সন্ধি ও বিস্মৃতিবিহীন বিজ্ঞ, স্বীয় অঙ্গ, কল্পা ও জীবিকারকারী, দেবোত্তর সম্পত্তিবিজ্ঞারকারী, মিত্তিক্রোহী, কৃত্তর, সত্য ও বিশ্বাসবাহী, যে ব্যক্তি পরগণতকে রক্ষা না করে, আশ্রিতর এবং সর্বদা মিথ্যাবাদী, সীমাগহারী, কাম, ক্রোধ বা লোভ হেতু বাহারা মিথ্যা সাক্ষিদাতা, পুণ্যকর্মবিহীন এবং পুণ্যকর্মবিরোধী এই সকল লোকের নিকট ধর্মের অধিকার নাই অর্থাৎ এই সকল স্থানে ধর্ম অবস্থান করেন না ।

হেমাজির ব্রতখণ্ডে ধর্মভেদাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

“বর্ণধর্মস্বতন্ত্রক আশ্রমাগামতঃপরং ।
 বর্ণাশ্রমভূতীয়ন্ত গোণো নৈমিত্তিকতথা ॥
 বর্ণধর্মেকমাশ্রিত্ব বো ধর্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে ।
 বর্ণধর্মঃ স উক্তস্ত বর্ণোপনয়নং নৃপ ॥
 আশ্রমক সবাশ্রিত্য বো ধর্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে ।
 স খব্যাশ্রমধর্মস্ত তিক্ষা দণ্ডাদিকো বথা ॥
 বর্ণধর্মোপশ্রমস্ত বোঃধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে ।
 স বর্ণাশ্রমধর্মস্ত ভামোজী মেখলা তথা ॥
 যো গুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্মঃ স উচ্যতে ।
 বথা সূত্রভিত্তিকস্ত প্রজানাং পরিপালনং ॥

নিমিত্তিমেকমাশ্রিত্য বো ধর্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে ।

নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেরঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্বা ॥”

(হেমাজি ব্রতখণ্ডস্ত তবিত্তপুরাণ)

বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম, গোণধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম ও একবর্ণক আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম সম্প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বর্ণ ধর্ম কহে ; বথা উপনয়নাদি । আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আশ্রমধর্ম কহে, বথা তিক্ষা ও দণ্ডাদিশ্রম । বর্ণক ও আশ্রমক অধিকার করিয়া যে ধর্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম কহে ; যেমন মোজী ও মেখলাদি ধারণ । যে ধর্ম গুণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে গুণধর্ম কহে । যেমন বথা নিরনে প্রজাদিপালন । কোন এক নিমিত্ত আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম, যেমন প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রভৃতি ।

সাধারণ ধর্ম—“শ্রাদ্ধকর্ম গুণশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ ।

স্বেরু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানুসরণং ॥

আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্মঃ সাধারণো নৃপ ॥”

শ্রাদ্ধকর্ম, ব্রত অর্থাৎ দান দান পূজা হোম ও অগ্নিাদি, সত্য, অক্রোধ, সর্বদা স্বীয় পরীতে সন্তোষ, বিশুদ্ধতা, বিদ্যা, অনুসারাহিত্য, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা এই সকল সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই ধর্ম । বিস্মৃতিহিতার ধর্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“কমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিত্তিরসংযমঃ ।

অহিংসাগুরুত্বক্রবাতীর্থানুসরণং দমঃ ॥

আর্জবং লোভশূন্যং দেবব্রাহ্মণপূজনং ॥

অনভ্যাসুরা চ তথা ধর্মঃ সামান্ত উচ্যতে ॥”(বিস্মৃতিহিতা)

কমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইত্য়িরনিগ্রহ, অহিংসা, গুরুগুরুত্ব, তীর্থানুসরণ, দম, অজুতা, লোভরহিত্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা ও অনুসারাহিত্য এই সকল সাধারণ ধর্ম । চাতুর্যেরই এই সকল ধর্ম । বাহারা এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহারা মোক্ষদ পাইবার অধিকারী এবং ধার্মিক বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন । বিস্মৃতিধর্মোত্তরে ধর্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“তত্ত দ্বারাণি যজ্ঞনং তপোদানং দমঃ কমা ।

ব্রহ্মচর্যাং তথা সত্যং তীর্থানুসরণং শুভং ॥

বাধ্যারসেবা সাধুনাং সহবাসঃ সুরাভিনয়ঃ ॥

গুরুগণং চৈব শুভ্রাং ব্রাহ্মণানাক পূজনং ॥

ইত্য়িরাণাং বসন্তেব ব্রহ্মচর্যামনুসরণং ॥

গলান্নানং শিবো দেবো বিশ্রুপূজ্যাত্তনং ॥ ০

ধ্যানং নারায়ণতত্ত্বং সংকেশাধর্মলক্ষণং ॥”(বিস্মৃতিহিতার)

ধন, ভগ্নতা, দান, সর্বভূত দয়া, ক্ষমা, ব্রতত্যাগ, সত্য, ভীষণত্ব গমন, আধার, সাধুদিগের সেবা, সহাস, দেবার্জন, ভক্তভজনা, ভ্রামণপূজা, ইন্দ্রিয়সংযম, মাংসখ্যা-
রাহিত্য, গন্ধান্ন, শিবপূজা, আত্মচিন্তন ও সার্বভৌমের ধ্যান
এই সকলকে ধর্ম কহে।

বিদ্যামিত্র ধর্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

“যস্যার্থাঃ ক্রিয়মাণঃ হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।

স ধর্মো যং বিগর্হতি তমধর্মং প্রচক্রেত ॥” (বিদ্যামিত্র)

“প্রবৃত্তক নিবৃত্তক বিবিধং কর্মবৈদিকম্।

সর্গাদৌ সৃজতা সৃষ্টং ব্রহ্মণা বৈলক্ষণিণা ॥

প্রবৃত্তসংজ্ঞকো ধর্মো গুণতন্ত্রিবিধো ভবেৎ।

সাক্ষিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চৈতি তৈরভ্যঃ ॥

কাম্যবুদ্ধ্যা চ যৎকর্ম মোক্ষেহপি ফলবর্জিতং।

ক্রিয়তে বিজ! কর্মেহ তৎসাক্ষিকমুদাহৃতং ॥

মোক্ষারোহং করোমীতি সংকল্প্য ক্রিয়তে তু যৎ।

তৎকর্ম রাজসং জ্ঞেয়ং ন সাক্ষ্যং মোক্ষকং ভবেৎ ॥

কার্যাবুদ্ধ্যনপেক্ষং যৎ কর্মবিধানপেক্ষম্।

ক্রিয়তে বিজবর্জ্যেহ ততামসমুদাহৃতং ॥”

আগমতত্ত্ব আচার্যগণ যে কার্যের অমুষ্ঠান করেন
এবং বাহ্যর প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাকে ধর্ম কহে এবং
যে সকল কর্মের নিন্দা করেন, তাহাকে অধর্ম কহে।
প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুই প্রকার বৈদিক কর্ম সৃষ্টির
প্রথমে ব্রহ্মা নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রবৃত্ত লক্ষণ
যে কর্ম সেই কর্মকে ধর্ম কহে। এই ধর্ম গুণভেদদ্বয়সারে
ত্রিবিধ সাক্ষিক, রাজসিক ও তামসিক। যে কর্মে কোন
রূপ ফল কামনা থাকে না, এই কর্ম আমার কর্তব্য কর্ম,
এইরূপ বুদ্ধিতে যে কর্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাক্ষিক কর্ম
কহে। সাক্ষিক ধর্মামুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া
থাকে। মোক্ষের নিমিত্ত সংকল্প করিয়া যে কার্য অমুষ্ঠিত
হয়, তাহাকে রাজসধর্ম কহে। কার্যে বিধির অপেক্ষা না
করিয়া কেবল কার্যাবুদ্ধ্যি দ্বারা যে কার্য অমুষ্ঠিত হয়,
তাহাকে তামস ধর্ম কহে। [কোন আশ্রমের ও বিজাদি
বর্ণের কি কি ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহা তত্তৎ শব্দে জ্ঞেয়া।]
২ এক দেবতা। ইনি ব্রহ্মের দক্ষিণ তনু হইতে উৎপন্ন
হন। (মৎসপুং ৩।১০)

দক্ষ প্রজাপতি ধর্মক্ষেত্রে ১০টা কঁড়া দাঁস করেন।
ধর্মের এই সকল পত্নীতে অনেকগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে
প্রজ্ঞার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রদীপ, দরার গর্ভে অন্तर,
শান্তির গর্ভে বর্ষ, কৃষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে পর, ক্রিয়ার

গর্ভে বোদ, উন্নতির গর্ভে বর্ষ, বৃষ্টির গর্ভে অর্ধ, দেবার
গর্ভে স্বতি, ভিত্তিকার গর্ভে মর্ষণ, লক্ষ্যার গর্ভে বিনয় এবং
সৃষ্টির গর্ভে নর ও নারীর অঙ্গগ্রহণ করেন। (ভাগবৎ)
বরাহপুরাণে ধর্মের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে—

“অথোৎপত্তিঃ প্রেক্ষ্যামি ধর্মত্বং মহাত্মন!।

মাহাত্ম্যাক ভিত্তিকৈব ত্রিবিধোহ নরাধিপ ॥

সর্বং ব্রহ্মাচার্যঃ শুভঃ পরাদিগবৎসংজিতঃ।

স নিম্ভুঃ প্রজাত্যাদৌ পালনক ব্যচিহ্নিতঃ ॥

উক্ত চিত্তরতন্বনাং দক্ষিণাধ্যং বেতকুণ্ডলঃ।

প্রাহবত্বং পুরুষঃ বেতমালাহুলেশনঃ ॥

ভং দুটৌ বিচি ভগবাচ্চতুশাং বৃষাকৃতিম্।

পাগরোহাঃ প্রজা পুত্রং যোচোচৌ কপ্তোক্তবঃ ॥

ইত্যুক্তঃ স সমুত্তরৌ চতুশ্চানঃ কুন্তে দুর্গে ॥

ত্রৈভায়াঃ ত্রিপদশচৌ বিপদো যাপিরহতবৎ ॥

কল্যাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রভুঃ।

বড়ংগেহো ব্রাহ্মণানাং স ত্রিধা লভ্যে ব্যবহিতঃ ॥

বিধা বিত্তেকথা শূদ্রে স্থিতঃ সর্বগতঃ প্রভুঃ।

গুণজব্যক্রিয়াজাতি চতুশ্চানঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ত্রিশূদ্ধোহসৌ সূতো বেদে সমংহিত পদকমঃ।

তথা আভত ওকার বিশিরাঃ সপ্তহস্তবান্।

উদাত্তাদি জিতিবর্জঃ এবং ধর্মো ব্যবহিতঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অন্তপ্রভৃতি তে ধর্ম ত্রিবিধস্তত্তরোদনী।

বস্ত্রামুশোভ্য পুরুষো ভবন্ত্যে সমুপার্জয়েৎ ॥

কৃষা পাণ সমাচারং তন্মাত্মকতি মানবঃ ॥” (বরাহপুং)

হে রাজন্! ধর্মের উৎপত্তি ও তাহার ত্রিবিধ বিষয় বলি-
তেছি, অবহিত হইরা শ্রবণ কর। পরাংপর ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি
করিতে অভিলাষী হইরা অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইরাছিলেন।
তিনি চিন্তা করিলে তাহার দক্ষিণ হইতে বেতকুণ্ডলখারী
এবং বেতমালা ও অহুলেশনাদি যুক্ত একটা পুরুষ প্রাহত্ব
হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, ‘তুমি চতুশ্চান
বৃষাকৃতি, তুমি কোট হইরা প্রজাপালন কর।’ এই বলিয়া
হির হইলেন। সেই ধর্ম সত্যমুগে চতুশ্চান, ত্রৈভায়
ত্রিপাদ, যাপিরে বিপাদ এবং কলিতে একপাদ দ্বারা প্রজা-
দিগকে পালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সম্পূর্ণরূপে,
কজিরদিগকে তিনভাগে, বৈত্য়দিগকে বিভাগে এবং শূদ্র-
দিগকে একভাগ দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। শুণ, দ্রব্য,
ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটা পাদ। তিনি বেদে ত্রিশূদ্র
বলিয়া অভিহিত হইরাছেন, তাহার আভত ওকার,

হুইলী শিরা এবং সপ্ত হস্ত। উদাত্তাদি তিনটী বর্ম বার। বর্ম। ব্রহ্মা ইহাও বলিরাছিলেন, ধর্মদেব। আজ হইতে তোমার অরোহণী নামে তিথি থাকিল, এই তিথিতে তোমার উদ্দেশে বাহারা উপবাস করিবে, তাহার। পাতক হইতে নিষ্কলিত করিবে।

বামনপুরাণে লিখিত আছে, ধর্মের অহিংসা নামে তৃতীয় গর্ভে চারিটা পুত্র হয়; ইহার মধ্যে যোগশাস্ত্রবিশারদ জ্যোতি সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক, চতুর্থ সনক, কিন্তু পুরাণান্তরে ইহার। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলিয়া অভিহিত আছে।

১১। নানা অর্থে এই ধর্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত ভাষার শব্দ; সংস্কৃতে ইহা যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বাংলা ভাষাতেও ইহা সেই সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত আরও একটা বিশেষ অর্থে ইহার ব্যবহার দেখা যায়, সেই অর্থই ইহার এখনকার প্রধান অর্থ। এখন পৃথিবীতে নানাবিধ আতির মধ্যে নানা দেশে নানা প্রাণীতে জৈন্যোপাসনা হইয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন জৈন্যোপাসনা প্রাণী সাধারণতঃ বিভিন্ন “ধর্ম” নামে কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে ভাষা হইতে “ধর্ম” শব্দটি গৃহীত, সে ভাষার কোন প্রাচীন গ্রন্থে “ধর্ম” শব্দের এই-রূপ অর্থ দেখা যায় না। “হিন্দুধর্ম” “মহম্মদীয় ধর্ম” “খৃষ্টানধর্ম” ইত্যাদি স্থলে “ধর্ম” শব্দের যে অর্থ প্রকাশ পায়, বাংলা ভাষার এরূপ প্রয়োগ হইতে ধর্মের যে অর্থ উপলব্ধি হয়, সে অর্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই।

১ সংস্কৃতের সর্বাঙ্গেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে ধর্ম শব্দের উল্লেখ আছে। যেমন—

“ত্ৰীণি পদা বিচক্রেম বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥” ঋক্ ১১২১।১৮।

অর্থাৎ “পরমেশ্বর আকাশের মধ্যে ত্রিপাদ পরিমিত স্থানে ত্রিলোক নির্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে “ধর্ম” সকল ধারণ করিয়াছেন”—এ স্থলে “ধর্ম” শব্দের অর্থ জগন্নির্বাহক নিয়মসমূহ। ইংরাজীতে “Laws” বলিলে যে অর্থ বুঝায়, এখানে “ধর্ম” শব্দে অনেকটা সেই অর্থ বুঝাইতেছে।

২ মনুস্মরণ পক্ষে বাহা কর্তব্য ও বাহা আচরণীয় বলিয়া উল্লিখিত তাহাই ধর্ম। স্মৃতিশাস্ত্র হইতে ধর্ম শব্দের এই অর্থ পাওয়া যায়।

ক্রতি ও স্মৃতিতে ধর্ম শব্দের অর্থে এই বিরোধাত্মক পণ্ডিতের। এইরূপ বীমালা করিয়া রাখিয়াছেন যে, উভয় ধর্মই পরমেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা ব্যবস্থিত।

৩ স্মৃতিকারিগণের মধ্যে মনু প্রাধান্য করিত, হয়। তিনি স্মৃতির সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে “ধর্ম” কি? ইহা বীমালা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাগদেবপরিপূত বিধান ও সাধুলোকে যে সমস্ত নিয়ম সমাজে পালন করেন, তাহাই “ধর্ম”। এই অর্থ হইতেই বর্ণাচার, আশ্রমাচার, সমাজাচার প্রভৃতি ধর্ম বলিয়া উক্ত হয়।

৪ পুরাণ শাস্ত্রে ধর্মের একাধিক দেখা যায় না। নানা স্থানে ধর্ম শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমে সেই সকল অর্থ কাব্য নাটকাদিতেও প্রবেশ করিয়াছে। ধর্ম শব্দের এখন বহুগুলি লৌকিক প্রয়োগ দেখা যায়, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

৫ মনোবৃত্তি ভুলিকে ধর্ম বলা হয়; যেমন দয়াধর্ম, সত্যধর্ম, অহিংসা পরমধর্ম, ক্রোধ অপকৃষ্ট ধর্ম। মনু মতে যে স্থলে সমাজের ধর্ম নামে কথিত হয়, সেই স্থলেই সমাজের ধর্মের অর্থের সন্ধান ও উৎকর্ষ ঘটয়া এই অর্থ দাঁড়াইয়াছে।

৬ ইন্দ্রিয়গুলির কার্যও ধর্ম নামে কথিত হয়; যেমন চক্ষুর ধর্ম দর্শন, নাসিকার ধর্ম আশ্রাণ, মনের ধর্ম চিন্তা ইত্যাদি। বৈদিক অর্থ হইতে এই অর্থের উৎপত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

৭ কর্তব্যের নামও ধর্ম; যেমন পিতার ধর্ম, পুত্রের ধর্ম, পত্নীর ধর্ম, ভৃত্যের ধর্ম ইত্যাদি। ইহাও স্মৃত্যুক্ত ‘সদাচার’ অর্থ হইতে উদ্ভূত।

৮ গুণের ক্রিয়াকেও ধর্ম বলে; যেমন শীতের ধর্ম সন্ধান, তাপের ধর্ম সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ইহা বৈদিক অর্থ হইতেই উদ্ভূত।

৯ বৃত্তান্তস্মারিকা কার্যকেও ধর্ম বলে; যেমন, চোর-ধর্ম, দস্যুর ধর্ম, রাজকের ধর্ম, কৃষকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম ইত্যাদি। এই অর্থও স্মৃত্যুক্ত বর্ণাচার, আশ্রমাচার ইত্যাদি অর্থ হইতে উদ্ভূত।

১০ দেশভেদে মানবের শ্রেণীগত ও আচারগত ব্যবহারাদির বিশেষত্বকেও ধর্ম বলিয়া থাকে; যেমন বাঙ্গালীর ধর্ম, ইংরেজের ধর্ম, রোমকদিগের ধর্ম ইত্যাদি। ইহাও স্মৃত্যুক্ত আচার অর্থ হইতে উদ্ভূত।

১১ পদার্থের গুণকে ধর্ম বলে; যেমন জীবধর্ম। এখানে ধর্ম শব্দে আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি গুণ, বাহ্যিকবল জীব-বর্তমান, বুদ্ধলভ্যাদিতে নাই, তাহাই বুঝাইতেছে। বস্তুধর্ম স্থানাবরোধকতা, সন্ধানীয়তা, প্রসারণীয়তা প্রভৃতি গুণগুলি কেবল বস্তুতেই বিদ্যমান, হারা

রৌদ্র আলোক প্রকৃতি অবস্থাতে নাই, এখানে এই সকলই বস্তুধর্ম শব্দে বোঝা। এইরূপ মনুষ্য, পশু প্রকৃতি বুঝাইতে মনুষ্যধর্ম পশুধর্ম প্রকৃতি শব্দও প্রযুক্ত হয়।

১২ কাল যুগাদি ভেদে মানবাচারের ভেদকেও ধর্ম বলা হয়; যেমন কালধর্ম, যুগধর্ম, মনুষ্য সময়ের ধর্ম, নোয়ার সময়ের ধর্ম, যুগিতির সময়ের ধর্ম, অকবরের সময়ের ধর্ম, অনৈতিহাসিক কালের ধর্ম ইত্যাদি।

১৩ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের সমষ্টিকেই ধর্ম বলা হয়; যেমন জাগতিক ধর্ম, লৌকিক ধর্ম, সামাজিক ধর্ম, কোলিক ধর্ম, দৈহিক ধর্ম ও মানসিক ধর্ম ইত্যাদি।

এই সকল অর্থ ব্যতীত ধর্ম শব্দের যে বিশেষার্থের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত বক্তব্য আছে, তাহা বলা যাইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিন্দু-ধর্ম, খৃষ্টীয় ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি স্থলে বাঙ্গালা ভাষার ধর্ম শব্দে যে অর্থ প্রকাশ পায়, সংস্কৃত ভাষার ঐ শব্দের সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সংস্কৃত ভাষার উহার যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই অর্থ কিরূপে আসিল, তাহার একটু আলোচনা কর্তব্য। ইংরাজী ভাষার অনেকগুলি শব্দ এখন বাঙ্গালা ভাষার অলীকৃত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি শব্দের অর্থ, ভাব, বাঙ্গালা ভাষায় তত্তাবপ্রকাশক বা অর্থের নিকট সম্বন্ধযুক্ত শব্দে সংক্রমিত হইয়া তত্তৎশব্দের এক এক নূতনর্থ উদ্ভাবন করিয়াছে। ইংরাজী Religion, nation, প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণ্যের অন্তর্গত। ইংরাজী Religion শব্দে বিভিন্ন জাতীর বিভিন্ন ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী বুঝায়। সংস্কৃত ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী “আচার” শব্দের অর্থান্তর্গত, সুতরাং ধর্ম শব্দে আচার বুঝাইতে গিয়া ক্রমশঃ অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া আচারের বিভিন্নংশও “ধর্ম” নামে কথিত হইতে আরম্ভ হয়, এই অবস্থার বিদেশীয় “রিলিজান্” শব্দের অর্থ “ধর্ম” শব্দে প্রবিষ্ট হয়। ঠিক “রিলিজান্” শব্দের প্রতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার বা সংস্কৃত ভাষার না থাকায় অনেকটা নৈকট্যবিশিষ্ট বলিয়া “ধর্ম” শব্দই ক্রমশঃ বহুল ব্যবহারে ঐ ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজী রিলিজান্ (Religion) শব্দে ও বাঙ্গালা ধর্ম শব্দে কতটুকু অনঙ্গতি আছে, তাহা এ স্থলে বলিয়া দেওয়া উচিত। রিলিজান্ বলিলে পারলৌকিক বিশ্বাস, ঐশ্বরিক বিশ্বাস, বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী এবং তৎসংলগ্ন উৎসব-উপ-রাস-প্রারতিভাদির যে একীভূত ভাব মনে উদয় হয়, “ধর্ম”

শব্দের আচারাৎ হইতেও সে সমস্ত ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু রিলিজান্ দেশান্তরে যে সত্য মিথ্যা হইতে পারে, সে ভাব “ধর্ম” শব্দে কোন ক্রমেই প্রকাশ করা যায় না। ঈশ্বরোপাসনার প্রণালী একটি সত্য ও একটি মিথ্যা, ইহা হইতে পারে না। ধর্মের অর্থ যখন ‘আচার’ হয়, তখন যে আচার আমার পক্ষে আচরণীয়, সে আচার তোমার পক্ষে অনাচরণীয় হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যা হইতে পারে না, এইরূপ অর্থই প্রকাশ করে। আমার Religion সত্য, তোমার Religion মিথ্যা, ইহা বলা যায়, কিন্তু আমার “ধর্ম” সত্য, তোমার “ধর্ম” মিথ্যা, এরূপ বলা যায় না, “ধর্ম” শব্দে সে ভাব একবারেই নাই। ধর্ম এক, বহু হইতে পারে না, কিন্তু রিলিজান্ কোন দিন এক হইবে না। Religion ও ধর্ম শব্দের এই অর্থে এইরূপ পার্থক্য দেখিয়া এবং ধর্ম শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষার পরিষ্কৃত করিবার জন্য বহুদিন হইতে অনেককেই অনেক শব্দই আলোচনা করিতেছেন। এই সমস্ত গবেষণার ফলে সম্মতি একটি শব্দ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা বরণ নিয়ে প্রস্তুত হইল।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে আছে :—

“যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাংতথৈব তজ্জামাহম্।

মম বন্ধাসু বর্তন্তে লোকেহস্মিন পার্থ সর্বশঃ ॥” *

অর্থাৎ যে বন্ধুরূপে আমাকে তজনা করে, আমিও তাহাকে সেইরূপেই তজনা করিয়া থাকি। ইহলোকে সকলেই আমার “পথই” অনুবর্তন করিয়া থাকে।

গীতার এই শ্লোকটির “বন্ধা” শব্দে “তজনমার্গ” অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ঐশ্বরস্বামী টীকার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে “ইন্দ্রাদি বহুদেবোপাসকেরাও তত্তদেবতার উপাসনা দ্বারা তগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে।” এক্ষণে ঐশ্বরস্বামীর করিত “ইন্দ্রাদিবহুদেবোপাসনা”কে যদি আরও বিস্তৃত অর্থবোধক করিয়া ধরা যায় অর্থাৎ যদি “ইন্দ্রখৃষ্টবুদ্ধাদি” এরূপ অর্থ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও দোষ পড়ে না, কারণ, হিন্দুধর্মে কোন ধর্মকে মিথ্যা বা

* এই শ্লোকটির মীতীর পংক্তির এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়,—

“মম বন্ধাসু বর্তন্তে সন্ধ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥”

ঐশ্বরস্বামী প্রথম পংক্তির “বন্ধা” শব্দের ব্যাখ্যায় “সকামতয়া নিদাম-তয়া বা” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং “সর্বশঃ” শব্দের অর্থ “সর্বপ্রকার-মিথ্যাসিদ্ধি” ও “মম বন্ধাসু বর্তন্তে” শব্দের অর্থ “তজনমার্গবহুবর্তন্ত ইন্দ্রাদিদিগ্দিগ্গপাশ মনোব-সেবাধাৎ” লিখিয়াছেন। এই টীকাকারের মতে “বন্ধা” শব্দের অর্থও এখানে “তজনমার্গ”।

অকলমারী বলিয়া স্বীকার করে না। এতদিন আরও একটা প্রশ্ন জ্ঞোকে দেয়া যায়,—

“যেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতরাঃ বিভিন্নাঃ
নাসৌ হুনিবন্ত মতঃ ন তিরস্।
ধর্মতঃ তৎ মিহিতং ওহারাঃ

মহাজনো যেন গতঃ ন পহাঃ।”

অর্থাৎ যেগুলি পরম্পর বিভিন্ন বিধানপতি, শ্রুতিগুলিও সেইরূপ, এমন হুনি নাই, যিনি বহুত্ব মতাবলম্বী নহেন এবং ধর্মের তত্ত্ব ওহামধ্যে মিহিত (অর্থাৎ প্রবোধিত), অতএব মহাজনেরা বেক্রমে বা বদ্যারা চলিয়াছেন, তাহাই পহা।

এই স্থলে “পহা” শব্দের অর্থও উপাসনা-প্রণালী। একটু হিরণ্যিক্তে ভাবিলেই বুঝা যায়, যে ইহার অর্থ অনেকটা ইংরাজী Religion শব্দের মত হইতে পারে। পিতার “বন্ধু”কেও “পহা” বলিলে হানি হয় না। Religion ও ধর্মের যে প্রভেদ, এই রোগকীভে “ধর্ম” ও “পহা”র যেম সেই প্রভেদ স্থিতি হইতেছে। রোকেজি ধারা বুঝা বাইতেছে যে, ধর্মতত্ত্ব জানা নাই, কোন্টা ধর্ম বলিয়া আচরণের, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব, কিন্তু মহাজনেরা যে “পহা”র চলিয়া তাহা অপরের অজ্ঞ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত বলিয়াই যেন ইজিতে তাহাই অবলম্বন করিতে কহা হইতেছে। এখন কথা হইতেছে যে রোগকোক্ত মহাজন কাহারো? হিন্দুর বিবেচনার কবিরাই মহাজন, হুতরাঃ অবি নারক মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন (অর্থাৎ যে প্রণালীতে উপাসনা করিয়া গিয়াছেন) তাহাই পহা। এই হিসাবে যদি শ্রুতি, মহাম্মদ, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র প্রভৃতিকেও মহাজন বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে যে পথে গিয়াছেন বা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক একটা পহা। ইহা বলিলে বা স্বীকার করিয়া লইলে কোন হানিই হয় না; কারণ, যে ধর্মতত্ত্বকে ওহানিহিত (অবেশ্য) জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অজ্ঞ অবস্থা যেমন বিভিন্ন পহানির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রুতি বুদ্ধ মহাম্মদ প্রভৃতিও সেই ধর্মতত্ত্ব নিরূপণের অজ্ঞ এক একটা পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া এই “পহা” শব্দটিকে ইংরাজী Religion শব্দের বালালা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দ স্থির করিলে বোধ হয় কোন কতি হয় না। পহা শব্দের অস্তার্থ “পথ” বা “উপায়”। বাহা বাহা আছে, তাহা সবেও এই অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন হানি হইবে না। বালালা ভাবার পহা শব্দটির এই অর্থ-প্রয়োগ যে একবারে নাই এমন নহে; বরং আছে, তাহাও কে নুতন প্রয়োগ তাহাও নহে। বালালার “কবীরপহী,” “নানকপহী,” “অবোদপহী” এই কয়টা শব্দের

প্রয়োগ আছে। কবীর ও নানক কবিত “পহা” অবলম্বী। কবীরপহী ও নানকপহী এবং অবোদ মতাবলম্বীদিগকে অবোদপহী (বা “অবোদী”) বলে; হুতরাঃ শ্রুতপহী, মহাম্মদপহী, বুদ্ধপহী ইত্যাদি বলিলেও অর্থ হানি হওয়া সম্ভব হয় না। পহা শব্দ যেমন গমনার্থপুচ্চক, সেইরূপ আরবীভাষার ধর্মীভাববোধক “মজ্হব্” শব্দ “জহব্” এই গমনার্থ ধাতু হইতে নিস্পন্ন। “মজ্হব্” অবলম্বনকারীকে “মজ্হবী” বলে। ইহা ধারিত “মজ্হব্” ও “পহা” এক ভাবাত্মক শব্দ এবং মুসলমানেরা এই “মজ্হব্” শব্দ ধারাই Religion শব্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (তাঁহারা “মজ্হব্” শব্দে তাঁহাদের চারি প্রকার সাম্প্রদায়িক আচারও বুঝাইয়া থাকেন।) বেদেও এক স্থলে পহা শব্দে “ভজনমার্গ” বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে;—

“অরং পহা অহুবিভো পুরাণো অতো দেবা উল্কারন্তে বিধো।”

এস্থলে পহা শব্দের অর্থ সাধারণ গমন পথও বটে এবং ভজনমার্গও বটে।

এখন বক্তব্য এই যে কতদিন এই নূতন অর্থে পহা শব্দের বহুল ব্যবহার না হইতেছে, ততদিন Religion বুঝাইতে “ধর্ম” শব্দই প্রযুক্ত হইবে, অতএব Religion শব্দে বাহা কিছু লেখা আছে, তাহা এই ধর্ম শব্দের মধ্যেই লিখিত হইতেছে। //

জগতের বাবদীর পহাতত্ত্ব নিরূপণার্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গবেষণাধারা যে সকল সত্য নির্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্তারিত, এরূপে সেই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইতেছে। ধর্মবিজ্ঞান (Science of Religion) আলোচনার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও অতি অল্পদিন আগের হইয়াছেন এমন নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই পহাগুলির দার্শনিকতা তাঁহাদের মধ্যে প্রচারিত ছিল, কিন্তু তাহা প্রায়ই কল্পনার উপর নির্ভর করিত। কল্পনার নীমাংসা ব্যতীত তখন এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অন্বেষণ করিবার আরোজন বা সুবিধা বিশেষ ছিল না; অতি সাধারণ হুজ অবলম্বনে গবেষণাধারা সে কালের পাশ্চাত্য দার্শনিক, পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যে সকল দার্শনিক নীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একপ্রকার তাঁহাদের কল্পনারই ফল বলা বাইতে পারে। তাঁহারা গ্রীক, রোমক ও কতিপয় প্রাচ্য জাতির পৌরাণিক দেবদেবীর ইতিহাসাদি বিবরণ ও ব্যাখ্যা করিয়া উহা নিরূপণার্থ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত আধিক্যের অভাবে তাহাও একপ্রকার বুঝা হইয়া গিয়াছে, পৌরাণিক জ্ঞান সরাসরিই পিতা-ঔহারা কতকগুলি রসক,

দৃষ্টান্ত ইত্যাদি স্থল করিয়া গিয়াছেন ও কোনস্থলে কর্তব্য বলি কিছু কিছু দার্শনিকতাও দিয়া গিয়াছেন। সেই কালের দার্শনিকতার ন্যায় পহাগুলির ঐশ্বরিকতাও প্রচলিত ছিল, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেবল একটা ব্যতীত আর সকলগুলিকেই মিথ্যা অর্থাৎ ঐশ্বরিকতাহীন বলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সে কালের দার্শনিকতা টুকুই প্রাকৃত ধর্ম বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু তাহাও এক্ষণে কতকগুলি কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন যে, কতকগুলি কৌশলী ও স্বার্থপরায়ণ যাজকের চক্রান্তেই সেগুলির উৎপত্তি।

অবশেষে গত ১৮শ শতাব্দীতে ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনার ইতিহাস অবলম্বনে যে সুপ্রাণীভুক্ত অমূল্যকাল আরম্ভ হয়, বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকাল পর্যন্ত তাহা চলে, এবং তাহার ফলে যাহা সীমাসিদ্ধ হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেকালে যে সকল সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা কমিত এবং সুপ্রাণীভুক্ত হয় নাই। বর্তমান সময়ে চীন, ভারতীয়, পারস্যিক ও আরও কতিপয় প্রাচীনজাতির শাস্ত্র গ্রন্থের মূল গ্রন্থ সকল (অর্থাৎ সর্বপ্রথম যে তাহার সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই তাহার লিখিত সেই সকল আদিগ্রন্থ) পাঠ করিয়া, মিশরদেশের চিকলিপির (Heiroglyphics) পাঠোদ্ধার করিয়া, এবং আসীরীয় ও বাবিলোনিয় কোণাকার লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এসময়ে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে; তাহা হইতে অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পর্যন্ত ধর্মজগতের একটা ইতিহাস হইতে পারে এবং এই ইতিহাস ধরিয়া আলোচনা করিলে হয়ত এক সময়ে ধর্মবিজ্ঞান (Science of religion) গঠিত হইতে পারে।

ধর্মের তত্ত্ব কি (what is religion)? ইহা সীমাসী করিতে হইলে দুইটা বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আবশ্যিক।

১ম প্রত্যেক পন্থার ঐতিহাসিক তত্ত্বের তুলনায় আলোচনা ও ২য় মানবের মনস্তত্ত্বালোচনা। এই দুই বিষয়ের আলোচনা হইতে ধর্মতত্ত্ব বাহ্য অবগত হওয়া যাইবে, তদ্বারা যে কেবল পণ্ডিতসমাজের একটা কৌতূহল চরিতার্থ হইবে, তাহা নয়। ইহা দ্বারা মানবঐতিহাসের একটা প্রধান ও প্রবল শক্তির অর্থ্যাৎ যে শক্তিতে অতি সকল গঠিত ও বিযুক্ত হয়, রাজ্য সকল গঠিত ও ধ্বংস হয়, অতি ভয়ানক ও বর্বরতার আচারাদিও মানব-সমাজে আশ্রয়ের সহিত গৃহীত হয়, অতি দৃঢ় ও নিষ্ঠুর কার্যও আচরণীয় হয়, এবং যে শক্তিতে অতি মহানু বীরদের কার্য, আত্মত্যাগের কার্য ও তপ্তির কার্য

করাইয়া থাকে, যে শক্তিতে তীব্র যুদ্ধ, বিজোহ ও বিদ্রব ঘটায় এবং স্বাধীনতা, স্বাধ ও শান্তি সংঘটন করে, এলই শক্তির দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিরূপিত হইবে।

অতীত ব্যাপারের দ্বারা পহাগুলিরও একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস সর্বপ্রাণে বক্তা জানা বাইতে পারে, ততটা জানা উচিত। কিন্তু তাহারা জন্মিয়াছে ও বিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উন্নতি ও ধ্বংস হইয়াছে, তাহাদের স্থিতির মূল ব্যক্তিগত জ্ঞানের বা জাতিগত জ্ঞানের কার্যকারিতা বক্তা; যদি সম্ভব হয়, তবে কি কি বিষয়ের বশে তাহাদের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার নিরূপণ, শিল্প, বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিদ্যার সহিত তাহাদের কতটা বন্ধিতা, রাজ্য ও সমাজের সহিত তাহাদের কতটা সম্পর্ক এবং নীতির সহিত কতটা সংযুক্ত, তাহাদের পরম্পরের সহিত ঐতিহাসিক সম্পর্ক কি অর্থাৎ একটা অপরাধ হইতে উদ্ধৃত কি না, অথবা কতকগুলি পন্থা কোন একটা বিশেষ পন্থা হইতে উদ্ধৃত কি না এবং বিশ্বজনীন ধর্মের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের কি সম্পর্ক, তাহা সমস্তই জানা উচিত। এই আলোচনা হইতে পহাগুলির ক্রমবিকাশ নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

ক্রমবিকাশ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্বে পহাগুলির গঠন লইয়া বিচার করা উচিত। প্রত্যেক পন্থারই দুইটা প্রধান উপাদান দেখা যায়; একটা আনুভবিক (Theoretical) ও অপরটা আনুষ্ঠানিক (Practical)—একটা ধর্মতত্ত্ব ও অপরটা ধর্মকার্য। ধর্মতত্ত্বগুলি হয়ত অস্পষ্ট ধারণা (Vague conceptions), পৌরাণিক কথা (Concrete myths), প্রচলিত রীতি (Precise dogmas) ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃত এবং সেগুলি প্রবাদ হইতে বা ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্বারা সকল ধর্মেই মহাজনোপদেশ (Doctrine) বলিয়া একটা পদার্থ আছে। এই উপদেশগুলিই তত্ত্ব ধর্মের প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এগুলি যতই মহানু হউক, এই গুলিই ধর্ম নহে, এই সকল ব্যতীত প্রত্যেক পন্থার কতকগুলি নিয়ম ও আচার আছে, সেগুলির মধ্যেও নৈতিক (Moral) ও আচারিক (Ethical) উচ্চতর অঙ্গনিবিষ্ট আছে। এই দুয়েরই মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক আছে যে, ইহার একটা ভাগ স্বতন্ত্র করিয়া লইলে কেবল অপর ভাগ লইয়া কোন একটা ধর্মের সত্তা থাকে না। এই দুইটা ভাগ একত্র করিয়া একটা ধর্ম গঠিত হয় বটে, কিন্তু তাহা একটা বিশ্বাসের (Belief) উপর অপ্রমাণিত হইয়া থাকে। ধর্মের গঠনের সময়ে যে সকল উপদেশ ও আচারাদি সংগঠিত হয়, তাহা হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি।

এই সকল বিষয়ের স্মরণে জানিতে হইলে তুলনার আলোচনা বাতীত কিছুই হইবার নয়। তুলনার সমালোচনা করিতে গেলে পছাণ্ডি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; ১ম ইহার আনুষ্ঠানিক বিভাগ, অর্থাৎ প্রত্যেকের গোত্রানুক, ঔপদেশিক ও আচারিক মূলানুসন্ধান করিয়া যাহার সহিত যাহার যতটা মিল দেখা যায়, তাহাদের পরস্পরের বিচার ও আলোচনা দ্বারা একটা মূল স্থির করা হইতে পারে। ইহা হইতেই ক্রমবিকাশ প্রদর্শিত হইতে পারে। এই ক্রমবিকাশ স্থির করিবার পূর্বে তাঁহারা যে নিয়মে মানবের সভ্যতা-বিকাশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই নিয়মে মানবের আদিম কালে একস্থানে বাস, এক ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি স্বীকার করিয়া প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাদির সম্বন্ধ বা নৈকট্য এবং আচারাদির সম্বন্ধ বা নৈকট্য নিরূপণ করিয়া সমস্ত পছাণ্ডিকে প্রথমতঃ দুইটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রাচীন আর্ধ্যধর্ম বা হিন্দুজর্ধ্যীয় ধর্ম ও সেমিটিক* ধর্ম।

ইউরোপ ও এশিয়ার যে সকল সভ্যজাতি আর্ধ্য জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহাদের মধ্যে এক ধর্ম ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর্ধ্যজাতির মধ্যে যাহারা ইউরোপবাসী তাহাদের মধ্যে জর্ধ্যজাতি অতি প্রাচীন এবং এশিয়াবাসীর মধ্যে হিন্দুজাতি অতি প্রাচীন, এজন্য উক্ত উভয়জাতির একত্র সময়ের ধর্মকে প্রাচীন আর্ধ্যধর্ম বা হিন্দুজর্ধ্যীয় ধর্ম নামে উক্ত হইয়াছে। আর্ধ্য ভিন্ন যে সকল সভ্যজাতি এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডে বাস করে, তাহাদের আদিম অবস্থার ধর্মকে ঐ নিয়মে সেমিটিক ধর্ম বলা হয়।

প্রাচীন আর্ধ্যধর্ম—ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে সকল ধর্মের বা পন্থার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ কনফুচির মত, বৌদ্ধমত, জুডার মত, খৃষ্টমত, মহম্মদীয় মত ও অন্যান্য সামাজ্য সামাজ্য কতকগুলি মতের সৃষ্টিপ্রভাব ও ধ্বংসের ইতিহাস জানা আছে, তাহাদের উৎপত্তি ও পরস্পরের সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু অনৈতিহাসিক কালে যাহাদের সৃষ্টিপ্রভাব ও ধ্বংসের বিশ্বাসজনক বিষয়াদি সংগৃহীত নাই, তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নিদ্বন্দ্ব-গার্হ তাহাদের গণ ও আচার ব্যবহারাদি তুলনা করা

আবশ্যক। অধ্যাপক মোক্সমুলার বলেন যে ভাষাগত দৃষ্টান্ত নিরূপণ দ্বারা যেমন মানব ইতিহাসের অনেক জটিল বিষয় সীমাসিদ্ধ হইয়াছে, -এ স্থলেও ভদ্রবলদ্বনে বিশেষ^১কল পাওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাগত অবলম্বনে সীমাসা করিয়াছেন যে প্রাচ্য অস্ত্র জাতীয়-গণের (ভারতীয় আর্ধ্যগণ, পারসিক আর্ধ্যগণ, ফ্রিগীয় Phrygian আর্ধ্যগণ) এবং পাশ্চাত্য আর্ধ্যগণ (গ্রীক রোমক, জর্ষণ, নর্সমান Norseman), লেটো স্লাভীয় (Letto-slavs) ও কেল্ট (Celts) জাতীয়গণের যে সকল জীবন বিভিন্ন ধর্ম ছিল, তাহা ঐ প্রাচীন আর্ধ্য বা হিন্দু-জর্ধ্যীয় ধর্ম হইতে উদ্ভূত। তৎপরে তাহাদের কোনটা হইতে কোন ধর্ম ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তাহা পরবর্তী (ক) তালিকার দ্রষ্টব্য। এই স্থলে একটা কথা একটু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুর ভায় বেদকে অশ্রান্ত বা অপৌরুষেয় বলেন না। তাঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঐ ভাবে দেখেন না, সমস্তকেই ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এমন কি বাইবেলকেও তাঁহারা ঐরূপে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের ঐরূপ দর্শনের মধ্যে হিংসা বা কুটিগতা নাই। অথেষদকে তাঁহারা ইজিপ্তের মধ্যে সর্কাপেক্স পুরাতন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই অথেষদ সন্থকে তাঁহারা বলেন যে, ইহার প্রাচীনত্ব সন্থকে এখন লোকের যতটা বিশ্বাস আছে, বাস্তবিক ইহা ততটা প্রাচীন নহে। ইহার মধ্যেও প্রাচীনতম কালের বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। সেই প্রাচীনতম কালের ধর্মবিশ্বাসাদি ও আচারাদির সহিত বাস্তবিক কালের আচারাদির মিশ্রণ অবস্থার বাস্তব, হোতা, উলপাতা, ব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বারা অথেষদ গঠিত হইয়াছে। জরথুষ্ট্রের প্রাচীন পারসিক ধর্ম সন্থকেও ঐ রূপ বলা যায়। প্রাচীন আর্ধ্যশাস্ত্রের রীতিনীতিগুলি অস্ত্র এক আকারে গঠিত হইয়া ঐ পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক ডেমেষ্টেটার (M. Jas. Demesteter) বলেন যে, জরথুষ্ট্র নামে একজন বা বহুজন ধর্ম-সংস্কারক প্রাচীন আর্ধ্য রাজনীতিকের স্ব স্ব মতাদ্বৈতীয় পরিবর্তন করিয়া লইয়া ঐ রূপে পড়িয়া গিয়াছেন। বৈদিক ও জরথুষ্ট্রীয় পন্থার মধ্যে যে একত্র বা নৈকট্য দেখা যায়, এক সময়ে তাহাই প্রাচ্য আর্ধ্যগণের সাধারণ ধর্ম ছিল। (ক) তালিকার সেই ধর্ম “প্রাচ্য আর্ধ্যধর্ম” নামে উল্লেখ করা গেল। এই প্রাচ্য আর্ধ্যধর্ম আবার “ইরানীয়” ও “ভারতীয়” ভেদে বিবিধ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ইরানীয় হইতে জরথুষ্ট্রীয় ও ভারতীয় হইতে বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি। বিশেষ বিষয় (ক) তালিকার দেখ।

* ইউরোপীয় মতে নোরার তিন পুত্র ছিল :—হাম, সেম ও জাকোব। হামের বংশধরেরা আফ্রিকার ও জাকোবের বংশধরেরা পূর্বাঞ্চলে বাস করে, (এই বংশে আর্ধ্যগণের উৎপত্তি)। সেমের বংশধরগণ পশ্চিম এশিয়ায় বাস করে। এই সেমের নাম হইতে “সেমিটিক” (Semitic) শব্দের উৎপত্তি। “আর্ধ্য” ভিন্ন অপর সভ্য জাতি বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

১. সেমিতিক ধর্ম—সেমিতিক ধর্ম সঙ্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখনও বিশেষ জ্ঞান আলোচনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কারণ আলোচনার উপযুক্ত ভিত্তি বেশী আরোজন এখনও সংগৃহীত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্মের পূর্ববর্তীকালে আরমীয়দিগের (Arameans), মহম্মদীয় ধর্মের পূর্ববর্তীকালে প্রাচীন আরবীয়দিগের ও প্রাচীন হিব্রুদিগের বে সকল ধর্ম ছিল, তাহাদের আলোচনা দ্বারা বহুদূর সম্ভব, ততটা গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রাচীন আৰ্য্যধর্মের দ্বারা তাহাদেরও সকলের একটি মূল ছিল, বিশেষতঃ ভাবাগত সাদৃশ্য, আচারগত সাদৃশ্য ও নৈকট্য ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত সেমিতিক ধর্মের মধ্যে কএকটি বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকেই মানব ও জীবের রাজ্য প্রজা বা প্রজা দাস সঙ্কে ভাবিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের আনুষ্ঠানিক ভাগ অতি অল্প এবং সকলগুলিই একেশ্বরবাদী। আরবের ও ইস্রায়েল দেশের ধর্মের শেষ কথাই এই একেশ্বরবাদ। সেমিতিক ধর্মের ক্রম বিকাশ (খ) তালিকার দ্রষ্টব্য।

আফ্রিকার আদিম ধর্ম—মিশরের প্রাচীন ধর্মপন্থাগুলির বিশ্লেষণ প্রথমে আবশ্যক, কারণ পৃথিবীতে এত পুরাতন ইতিহাস আর কোন জাতিরই রক্ষিত নাই।

মিশরের প্রাচীন পন্থাগুলি সমিতিক বা আৰ্য্যপন্থার লক্ষণাক্রান্ত নহে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত আছে, যে তাহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে, আৰ্য্য ও সমিতিক জাতির পার্থক্য সংঘটিত হইবার পূর্বে যখন তাহারা এক জাতিরূপে অবস্থিত ছিল, তখন সম্ভবতঃ তাহাদের ধর্মপন্থার আকার কতকটা এই ভাবে ছিল। এই বৃহজ্জাতিকে অনেকে ভূমধ্যসাগরোপবর্তী বা ককেশীয় জাতি নামে আখ্যাত করিতে চাহেন। অনেকে আবার এরূপ অনুমান করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে নোরার তিন পুত্র হাম, সেম ও জাফেত হইতে যে হমিতিক, সমিতিক ও জাফেতিক নামে তিনটি জাতি করিত হয়, তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া যে কোন সময়ে এক বৃহজ্জাতি একভাবে কোথাও অবস্থান করিত, ইহা স্বীকার করা কেবল কল্পনামাত্র। ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্লেবোক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, তাহাতে দেখিতে পাই যে মিশরবাসীরা সেকালে ‘পুন্ট’ (Punt) নামে এক জাতির সহিত বাণিজ্যাদি করিত এবং বাইবেলে এই জাতি ‘ফুৎ’ (Phut) নামে উল্লি-

খিত হইয়াছে। এই পুন্টদিগের সহিত তাহারিগের ধর্মমত মিলিত, এমন কি পুন্টদিগের দেশকে (পশ্চিম আরবকে) ‘পবিত্র ভূমি’ (the neter) বলিত। কুশদিগের (Cushites) সম্বন্ধেও এই কথা বলা বাইতে পারে। মিশরের দক্ষিণস্থ আদিম জাতিতে ‘কুশ’ নামে অভিহিত করা হয়। সেমিতিক জাতির বাসের পূর্বকালবর্তী ইথিওপীয়গণ ও কানান-নিবাসী প্রাচীন জাতিদেরও এইরূপে মিশরীয়গণের সহিত জাতিতত্ত্বানুসারে বা মৌলিক উৎপত্তি অনুসারে নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া অনুমান হইয়া থাকে। বাইবেলের জেনিসিস নামক খণ্ডে কুশ ও কুশদিগকেও এই সকল জাতির সহিত এক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চারি জাতির একত্ববিচার করিয়া ইহাদের ধর্ম সম্বন্ধে এই অল্পই অনুমান করা হয় যে এক সময়ে সেমিতিক ধর্মপন্থার দ্বারা ইহাদেরও এক স্বতন্ত্র পন্থা ছিল, আর তাহাকে একপে ‘সেমিতিক ধর্ম’ নামে অভিহিত করা বাইতে পারে। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার ধর্মপন্থাকে আকাদীয় বা সুমেরীয় (Accadian or Sumerian) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অনেকাংশে মিশরীয় ধর্মপন্থারূপ। ইমোশাগ (Imoshag) বা বর্কর (Berbers) দিগের মধ্যে ইসলাম প্রচারের পূর্বে যে ধর্ম ছিল, তাহারও অনেকটা মিশরীয় পন্থার সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এই ইমোশাগগণ লিবীয় (Libyons), গেতুলীয় (Gætulians), মরিতেনীয় (Mauriténians) ও নুমিডীয় (Numidians) জাতিগণের পূর্বপুরুষ। ইহা হইতেই গবেষণা দ্বারা বুঝা যায় যে মিশরীয় জাতির অনেকানেক আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু বাস্তবিক এই সকল জাতি এক সময়ে মিশরীয় জাতির সহিত এক ছিল কিনা বা তদুৎপন্ন কি না অথবা প্রাচীনকালে মিশরীয় জাতির প্রভাবে ইহাদের মধ্যে ঐ সকল বিষয় অনুকরণাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা বলা সুকঠিন।

পূর্বেক্ত বিষয় সকল গবেষণা দ্বারা আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়াছেন যে, মিশরীয় ধর্মপন্থার বে সকল জৌতিক আচার (Magical rites) এবং জৈববাদিক প্রথা (Animistic customs) দেখা যায়, তাহা আফ্রিকার সর্বত্র সমস্ত প্রাচীন ধর্মেই প্রায় সমান। অনেকে এরূপ একত্ব বা সাদৃশ্য দেখিয়া এরূপও অনুমান করেন এবং অনেকে তাহাই সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন যে এক সময়ে যে এশিয়াবাসী উপনিবেশিকেরা ঐতিহাসিক কালারম্ভের বহু পূর্বে এই সকল জাতিতে প্রবর্তিত করিয়া

ইহাদের মধ্যে মিলিয়া বিশিষ্টা বাস করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদিগের দ্বারা ইহাদিগের মধ্যে এই সকল বহানুভাব প্রচলিত হইয়াছিল। যদি ইহাই হয়, তবে মিশরীর ধর্ম সাহসবৃত্ত ধর্মপন্থাগুলি নিগ্রিসীর ধর্মমত হইতে উদ্ভূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য মৌলিক ধর্মের আলোচনা করিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের নামা তাৎবে মিল আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা আফ্রিকার বাসকীর ধর্ম পন্থাকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১ম) কুশীয়মত (Cushites) মিশরের উত্তরপূর্ব দিগ্বর্তী জাতি সকলের মধ্যে প্রচলিত, ২য় খাঁটি নিগ্রিসীয় মত (Nigritian proper), মধ্য ও পাশ্চাত্য আফ্রিকাবাসী নিগ্রোগণের মধ্যে প্রচলিত, (৩য়) বাণ্টু বা কাক্সীয় মত (Bantu) কাক্সিগণের মধ্যে প্রচলিত, এবং ৪র্থ খোই খোইন বা হট্টেন্টটীয় মত (Khoi-Khoi) দক্ষিণ আফ্রিকার হট্টেন্টট ও বৃশমেদিগের মধ্যে প্রচলিত। এই চারিটি বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার উপায় এখনও হয় নাই। ১ম বিভাগের লক্ষণাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখনও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। ২য় বিভাগের প্রধান লক্ষণ প্রেতরূপী পিতৃপুরুষার্চনা, হুকা-র্চনা, পখার্চনা (বিশেষতঃ সর্পার্চনা)। ইহাদের পৌরাণিক গল্প (Mythology) নাই। অতি সামান্য যাহা আছে, তাহা হইতেই পণ্ডিতেরা ইহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের কী-ণ-ভিত্তিও আছে, এরূপ অনুমান করেন। তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস আছে। প্রায় সকল জাতিই এক প্রধান দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই দেবতার সর্বদা পূজা-র্চনা করিবার প্রয়োজন হয় না। অনেকের মতে এই প্রধান দেবতাই স্বর্গবাসী, বৃষ্টি বা সূর্যের অধিষ্ঠাতা। চন্দ্রোপাসনা সর্বাপেক্ষা বহুবিষ্মত এবং গাভীর প্রতি অত্যধিক ভক্তি সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। ৩য় বিভাগের মত বা বাণ্টু মত প্রেতো-পাসনা (Religion of spirits) মাত্র। যে সকল প্রেতকে কাক্সিয়া অর্চনা করে, তাহারা তাহাদের মৃতপুরুষের প্রেত অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন নহে, কিন্তু সমস্ত প্রেত এক নারক প্রেতের (Ruling spirit) অধীন। এই নারক প্রেত জাতিভেদে বিভিন্ন ও তত্তৎজাতির মূল আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য। এই প্রেতোপাসনা ও প্রধানতঃ চারিভাবে বিভক্ত। নারক-প্রেতের নাম হইতেই এই বিভাগ করিত হয়। এই নারক-প্রেতগুলির উপাসনা মূলতঃ চন্দ্রোপাসনা মাত্র। ৪র্থ বিভাগের মত বা খোই-খোইন মতে হট্টেন্টটদিগের

প্রধান দেবতার নাম তানি বা তানি-কোব (Tani or tsuni koab) অর্থাৎ “হাঁটুতাল প্রেত” (Wounded-knee) এবং নামাকোরাকিগের প্রধান দেবতার নাম হিয়েসি-এইবিব (Heitsi-eibib) অর্থাৎ কাঠমুখ-প্রেত (Wooden face)। বাণ্টুদিগের দ্বারা এই দেবতারও তদুপাসক জাতির আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য। ইহারাও চন্দ্রমূর্তি। অন্ধকারের অধিষ্ঠাতা প্রেতের সহিত ইহাদের অনবরত যুদ্ধ চলে। খোইখোইন মতে জৈবোপাসনা নাই।

মধ্য-এসিয়ার ধর্ম—জাতিতত্ত্ববিৎগণের মতে চীন, জাপান ও কোরিয়াবাসী সমস্ত তুরাণীয় জাতি, সমস্ত মঙ্গল জাতি, পলিনেশীয় জাতি, আমেরিকার অসত্য জাতি, উত্তর সাগরোপকূলবর্তী এলিমনো, পাটাগোনীয়, কিউজীয় (Fuigians) প্রভৃতি সমস্ত জাতিই এক বৃহৎ জাতির অন্তর্গত। এই বৃহৎ জাতিকে তাহারা মঙ্গোলীয় জাতি বলিয়া আখ্যাত করেন। আমেরিকার মৌলিক ধর্ম ও তুরাণীয় মৌলিক ধর্ম বিশেষ সাহস দেখিয়া অধ্যাপক মূলর প্রভৃতি সকলেই ইহাদের নৈকট্য স্বীকার করিয়া থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বহুদূরবর্তী জাতিসমূহের মধ্যে প্রধান দেবতার নাম প্রায় এক। তুরাণীয় ও জাপানীয় জাতির মধ্যেও দেবতা ও মানব রাজ্যের সম্রাট, মানবেরাও তাহার প্রজার দ্বারা তাহার নতুধীন। ইহাদের মধ্যেও পিতৃপুরুষের প্রেতের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখা যায় ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে অর্চনা করিয়া থাকে। এই সকল ধর্মের প্রধান লক্ষণ;—ভৌতিক ইন্দ্রজালানিতে বহু বিস্তৃত দৃঢ়তর বিশ্বাস, ঝাড়, ফুক, কবচ, মাহুলী ইত্যাদিতে বিশ্বাস। অধিকাংশ পণ্ডিত ইহাকে “বিশ্ব-প্রেতবাদ” (Shamanism) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধর্মমত ক্রমশঃ অভিযুক্ত হইয়া চীনে জিব্রিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; ১ম প্রাচীন পন্থা, ২য় কনফুচিয়স মত (Confucianism), ৩য় তাও মত (Taoism)। ইহারা ক্রমে বৌদ্ধমতের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। জাপানেও ঐক্য জিব্রিমূর্তি অভিযুক্তি দেখা যায়; ১ম কামি-নো-মদসু (Kami-no-modsu) নামক প্রাচীন পন্থা; জাপান তাহার ইহার অর্থ “পন্থা” (The way) অর্থাৎ দেবোপাসনা প্রণালী এবং চীন তাহার ইহাকে শিন-তাও (Shintao) বলে, তাহার অর্থ “পন্থা” (The way)। কিন্তু চীনদিগের মধ্যে ইহা-

প্রোথোপালনা প্রণালী, মেথোপালনা নহে। মিকাতো নামক শীলকপণ ইহাদের প্রধান। ২য় কনুচির মত, ইহা খুঁচির সপ্তম শতাব্দীতে চীন হইতে জাপানে প্রবেশ করে। তৎপরে তৃতীয় বৌদ্ধমত, কোরিয়া হইতে তথার প্রচলিত হয়, কিন্তু খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উহা এদেশ হইতে একবারে দূরীকৃত হয় এবং আবার খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করে।

তুরাণীয় ধর্মের মধ্যে কিনিক শাখার সকল জাতিই যুম (Yum), যুমল (Yummal), যুমল (Yumbal) ও যুমলা (Yumla) নামে এক প্রধান দেবতাকে অর্চনা করে। লাপল্ডবাসীদিগের, এন্ডোনীয়দিগের ও কিনল্ডবাসীদের ধর্মমতে, অর্জণ বা কান্নিনেত্তির ধর্মমতের পৌরাণিক উপাদান যথেষ্ট প্রবিষ্ট হইয়াছে। এন্ডোনস্বেও শেবোক্ত দুই জাতির ধর্মমতই তুরাণীয় ধর্মের পরিষ্কার উদাহরণ। মহাময়ীর মত গ্রহণের পূর্বে তুরক দেশের আদিম ধর্মও অনেকটা তুরাণীয় লক্ষণাক্রান্ত ছিল। এক্সিমোদিগের ধর্মে আমেরিকার মৌলিক ধর্মের অনেক উপাদান প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাবিরিয়ার বিশ্বপ্রোথবাদে (Shamanism) আমেরিকার উপাদান মিশ্রিত হইয়া এক্সিমোদিগের ধর্মমত সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের প্রোথরাজা সমুদ্র, অগ্নি, পর্বত ও বায়ুমণ্ডলে আবদ্ধ। ইহাদের প্রোথনারক বা প্রধান দেবতার নাম তরুগসুক (Torugarsuk)।

আমেরিকার মৌলিক ধর্মগুলির বিভাগ এইরূপ;—

১, এক্সিমো-মত, ইহা কানাডা হইতে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত দেশের বিভিন্ন জাতি কিচে-মনিটু (Kitchemanitoo), মিচাবো (Michabo), ওয়াহকণ্ডা (Wahconda), আণ্ডুয়াগুই (Anduagui) এবং ওকি (Oki) নামে প্রধান দেবতাকে উপাসনা করে। ইনি স্বর্ণবাসী বায়ুদেবতা, ইহার অধীনে অস্ত্র সমস্ত দেবতা ও সূর্য্য চন্দ্র পর্যন্ত আছেন। এই সকল জাতির মধ্যে প্রতি বংশের এক একটা ইষ্টদেবতা থাকে, ঐ দেবতা এক এক বিশেষ বিশেষ পদমাত্রে অর্থাৎ কোন বংশে গোরু, কোন বংশে ছাগল, কোন বংশে গাধা ইত্যাদি।

২, অজতেক-মত (Aztec race)—অজতেক, তল-তেক, নাহরা প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই মতাবলম্বী, ভ্যাছুবার বীপ হইতে নিকারাগুয়া পর্যন্ত ইহাদের বাস। ইহাদের মতে মেক্সিকোবাসীদিগের উপাসনা-প্রণালীর অনেকগুলি মহানুভাব সংযোজিত হইয়াছে।

৩, আতিমীদিগের প্রাচীন মত, ইহাদের মধ্যে যুকোটান-বাসী মরজাতি (Mayas in Yucatan) ও নাচেজ (Natchez)

জাতি শৃণ্য। এই মতের পৌরাণিক গল্পাবলী (Mythology) বহু বিস্তৃত ও কৌতূহলোৎসাহক, ইহাদের মধ্যে অনেক মহানুভাবও আছে। এখনকার সত্যতা-বিস্তারের সহিত এই সকল মহানুভাব অনেকটা সর্বাধ হইয়া পড়িয়াছে। ৪, মুইস্কামত (Muyscas)—এই মতাবলম্বীদিগকে “চিবচা” (Chibchas) বলে। দক্ষিণ আমেরিকার এই মত চলিত। নিকারাগুয়া-বাসীদের মতই ইহাদের মতের মূলভিত্তি। নিকারাগুয়া-বাসীদের প্রধান দেবতা ‘কোমাগাটান’ (যিনি সমস্ত মানবের সৃষ্টিকর্তা ও নিজ শক্তিদেবতা চন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা তিনিই) ইহাদের মধ্যে “কোমাগাটা” নামে প্রধান দেবতা হইয়াছেন। ইহার অপেক্ষাকৃত সত্য হইয়া “বোচিকা” নামক দেবতাকে প্রধান আসন দিয়া এখন কোমাগাটাকে তাহার “শত্রু” করিয়া করিয়া থাকে, চন্দ্রও শত্রুতাব্য বসিয়া বোচিকার কার্যবিরোধিনী। ইহাদের এই সকল উদ্ভাবনা ও করনা পেরুবাসী ইন্দিগের নিকট গৃহীত নহে।

৫, কুইচুয়া মত (Quichua)—আয়মরা (Aymara) প্রভৃতি জাতিদের এই মতাবলম্বী, পেরুবাসী ইন্দিগের সূর্য্যোপাসনা ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। ইহার আপনানাই প্রাচীন ধর্মকে সংস্কার করিয়া এখন এনেকটা অধ্যাত্মবাদে (Theism) দাঁড় করাইয়াছে, কিন্তু এখনও একেশ্বরবাদ (Monotheism) অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের ধর্মমতের এই অভিব্যক্তির মূলে কোন রূপ এগির বা যুরোপীয় প্রভাব নাই। ইহাদের এই ধর্মোন্নতি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক উন্নতি।

৬, যুকুশির কারিব ও আন্ডোয়াকদিগের মত,—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তুপিগুয়ারোণো (Tupiguarono) নামে প্রধান দেবতা করনা করে।

তুরাণীয় ধর্মের মলয়-পলিনেশীয় শাখার সামান্ত সামান্ত বিস্তার সৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মলয় মত, পলিনেশীয় মত, লেক্রোনেসীয় মত প্রভৃতি প্রধান। এই সকল মত কতটা মূলতঃ এক, তাহা এখনও সূর্য্যমাণসিত হয় নাই। ১ম, মলয় মত,—মলয় বীপপুঞ্জে প্রথমে ব্রাহ্মণধর্ম ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব ইহাতে দেখা যায়, তৎপূর্ব্বের অবস্থা অজ্ঞাত। তৎপরে বৌদ্ধমত, তৎপরে মহাময়ীর মত, তৎপরে খৃষ্ট মত প্রচলিত হয়। ২য়, মালাগাসি (Madagasy) ও (মালাগাস-বাসী হোভাগণের (Hovas) মধ্যে যে সকল রীতি দেখা যায়, তাহাই প্রাচীন পলিনেশীয় ধর্মের প্রতিক্রিয়া। এই ধর্মের প্রধান লক্ষণ (Taboo) ‘তাবু’ বা পবিত্রীকরণ। আচার

বিশেষ দ্বারা ধাক্কি বা বস্তকে ইহার চিরপরিজ করিয়া লয়, একবার কোন বিঘর পবিত্রীকৃত হইলে তাহা আর কোন রূপে অপরিজ হর না। মাধাগরবাসীদিগের মধ্যে রোমীয়া কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারের পূর্বে এই প্রকার বিশেষ আদর ছিল। মলয়দীপে ইহাকে 'পামলী' (Pamali) বলে, অষ্ট্রেলিয়ারবাসীরা ইহাকে 'কুইনুন্ডা' (Kuinyunda) বলে। পলিনেশীয় মতে, প্রথম দেবতার নাম তারোরা বা তাকারোরা (Taaroa or Tangaroa) বলে। তদ্বৎসেলীয় মতে প্রথম দেবতার নাম 'ওংগুই' (Ndengui)।

ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে দ্রুতা, গোতা, সিংহলী প্রভৃতি জাতিগণ আদিম জাতির ধর্মালোচনার হিকুপ্রাধিকারই অধিক দেখা যায়।

আধুনিক ধর্মগ্ৰন্থগুলির বিবরণ একপ্রকার মোটা-মুটী বিবৃত হইল। এ সম্বন্ধে আরও একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য বিঘর আছে। সভ্যজগতে এ পর্যন্ত বর্তমান বা সুপ্ত বস্ত-গুলি ধর্মগ্রন্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সকল গুলিকেই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যে সকল ধর্ম গ্রন্থঃ উন্নতিলাভ করিয়া অধিকতর মহান্ ভাবসম্বিত হইয়াছে, সেইগুলি একভাগ ও যে গুলিতে ধর্মের মৌলিক অবস্থার তাৎ বৈশি ও মহান্ ভাবের অপেক্ষাকৃত অভাব সেইগুলি আর একভাগ। প্রথম ভাগকে 'সুগঠিত ধর্ম' (Organized religions) বলা হইতে পারে; এই শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম (হিন্দুধর্ম), বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম, খৃষ্ট-ধর্ম, মহম্মদীয় ধর্ম ও অন্যান্য অনেকটা সুসংগঠিত ধর্ম গণনা করা হইতে পারে, আর অপর ভাগকে "অসংগঠিত ধর্ম" (Inorganized religions) বলে; এই শ্রেণীতে আপানের আদিম ধর্ম, দাক্ষিণাত্যের অনাধাধর্ম, আরবের প্রাচীন ধর্ম ইত্যাদিকে ও বর্তমানকালের অসভ্যজাতির ধর্মগুলিকে গণনা করা হইতে পারে। এই সমস্ত ধর্মেরই গঠন কিং অতিব্যক্তিবাদের নিয়মানুগত, আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অতি সুগঠিত ধর্ম ও মূলতঃ কোন এক অসংগঠিত ধর্ম হইতে উদ্ভূত। সমাজের উন্নতির সহিত এই উন্নতির অবিক্রিয় সঙ্ক বর্তমান। সামাজিক প্রয়োজন অনুসারেই ধর্মের আচার ব্যবহারের এমন কি বহুকালা-প্রচলিত মূল মূল্যগুলিও পরিবর্তন হইয়া থাকে। বৈশি পুরাতন অবস্থার কোন ধর্মের কথা ধরিয়া এ বিচার করা অপেক্ষা ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত দুই একটা সুগঠিত ধর্মের আবির্ভাব বিঘরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। তাহার

স্থির করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের চরম প্রভাবের সময় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যে অপরায়ণ বর্ণব্রহ্মণ্য ও অতি-চার ভোগ করিতে লাগিল, সেই সময়েই অধিকাংশ মানবের তখনকার মনোভাবের উপযোগী অহিন্দোমূলক বৌদ্ধমত প্রচারিত হইল। এই মতে বর্ণগত আচার ব্যবহারের পক্ষ-পাতিত্ব ইহু বিশেষরূপে বাধ দিয়া কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্মের সীতি ও ভাবজ্ঞান দ্বারা পুহীত হইয়াছিল। এই ভাবে অনেক ধর্মেরই বিকাশ হইয়াছে। আধুনিকের ভারতীয় শাখার দুইটা ধর্মের কথা বলা হইল। ইরাণীয় শাখাতেও ঐরূপ আছে। যে বৈদ্যবান ধর্মের প্রাধান্যে ছিল, অরবুদীয় ধর্মের সংস্কার সময়ে 'জল অবস্থা' প্রবে তাহা পুহীত হয়। আধ্য ধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া সেমিতিক ধর্মের বিকে চলিলেও ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের যে সম্পর্ক জ্ঞাতর প্রাচীন ধর্মের (Judaism) সহিত খৃষ্টীয় মতের ঠিক সেই সম্পর্ক। এসে-নিসের (Essenes) প্রতি যেমন খৃষ্টীয় মতের মূলমূল্যগুলি আরোপ করা হয়, সেইরূপ মিঃ টমাস বৌদ্ধধর্মের মূল মূল্য-গুলিকে জৈন মতের প্রতি আরোপ করিয়া থাকেন। আধ্যধর্মের মধ্যে এখন বৌদ্ধধর্মের যে দশা, সেমিতিক ধর্মের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মেরও সেই দশা। উভয়ই জন্মস্থান হইতে দূরীভূত এবং ভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক অবলম্বিত। বুদ্ধের মৃত্যুর আরও শতাব্দী পরে মহারাজ অশোক তদন্তা-বলবী হইয়া বৌদ্ধধর্মের আচার ব্যবহারের বিধিব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ খৃষ্টের ৩২৫ অব্দে রোমকসম্রাট কন্সটান্টাইন খৃষ্টীয় মত-সংগ্রহের জন্য এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাষ্ট্রি 'নিকীয়া-সমিতি' (Council of Nicaea) নামে প্রসিদ্ধ, এই সমিতি হইতেই 'নাইসিন সীতি' (Nicene-creed) বিধি প্রচ হর। অশোকসম্রাটের কালে যেমন বৌদ্ধমতের মহান্ সীতি ও সামাজ্যভাবে জীবননির্ভার-বিধি-সংগ্রহের সহিত ত্রিকু প্রমাণাদির পুণ্ডা, বুদ্ধচিহ্নাবলম্বের অর্চনা, ধর্মব্রহ্মসেবা, জগন্মালা-ব্যবহার, বৌদ্ধধর্মকদিগের প্রেরিতাধীকার, তাদ্বাদের প্রতি দেবতুল্য ভক্তিপ্রদর্শন, প্রাধান্যবাক্য নামাকে বুদ্ধের জ্ঞান সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়, সেই হিসাবে রোমকসম্রাটের ঐতিহাসিক প্রাকব-ব্রহ্মণ্য খৃষ্টীয় মতের (Latin Church) কথা হইতে রববীতি (New Testament) আভ্যাসাধন ও কতিপয় খৃষ্টোণীয় রাজসক্তির সহায়তার ফল। অরবুদীয় মত যেমন বৈদিক বহু দেববাদের প্রতিবেদক, সেইরূপ আবার ব্রাহ্মণ্যীয় মত বহু

পড়াবীতে প্রচলিত নৌভাসিক আচারপূর্ণ নৃত্যের মতের প্রতিবেদক।

অগণিত ধর্মগুলি সবচেয়ে বাহ্যিক বলা হইল, অগণিত ধর্মগুলি সবচেয়ে ঐক্যবান বলা যায়; তবে অগণিত সবাদের ইতিহাসের অভাববশত: তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে হইলে বহু বিচার বিতর্ক উদ্ভূত করিতে হয়। সমাজ আদিম অবস্থা হইতে যেমন তরুর তরুর উন্নতি লাভ করে, সামাজিক-পণের মনোভাবও ক্রমশ: সেইরূপ বহানু ভাবধারণকর হইয়া উঠিতে থাকে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত্যৎ সমাজের ধর্মও মৌলিক ও বাহ্যিক মনোভাব সকল হানি পাইতে আরম্ভ করে। এই ক্রম বিকাশের মধ্যেও একতর হইতে অল্প তরুর মধ্যে বেশ পার্থক্য নিরূপণ করা বাইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মৌলিক ভাবাপন্ন বর্তমান ধর্মগুলির অবস্থা পর্যালোচনার ঐক্য হ্রস্টা তর নির্দেশ করেন। ভাবাত্মক ডাক্তার সেন-প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করেন। ইহাদের মতে মানব মনে ঈশ্বরের একত্ব-জ্ঞান (Unity of God) অস্বাভাবিক পূর্বেই ধর্মের ঐ হ্রস্টা তরাতীক্রম করে; ঐ হ্রস্টা তরুর পরে মানব-মনে ধর্মের চরোদগম 'একেশ্বরবাদ' অভিযুক্ত হয়। ডাক্তার সেনের মতে মৌলিক ধর্মের হ্রস্টা তর এইরূপ:—১ম পিতৃপ্রেতপোশনা (Ancestor-worship), ২য় জড়দেববাদ (Fetishism), ৩য় পশুদেববাদ (Totemism) ও বিশ্ব-প্রেতবাদ (Shamanism), ৪য় অঐক্যবাদ (Henotheism), ৬ষ্ঠ বৈতবাদ বা বহুদেববাদ (Polytheism)। ডাক্তার সেন এই বিভাগের যেকোন পৌরোপাধি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই লিখিত হইল। অধ্যাপক ফ্রেডেরার (Prof. Pfleiderer) প্রমুখ পণ্ডিতেরা আর এক প্রকার স্তর করনা করেন। তাহাদের মতে সর্বপ্রথম আদিম প্রাকৃতিক ভাব (a kind of indistinct chaotic naturism) তৎপরে তাহা হইতে প্রেতবাদ (Spiritism), তাহা হইতে জৈববাদ (Anthropomorphic Polytheism) তৎপরে দেবপ্রেতবাদ (Henotheism)। অধ্যাপক সি, পি, টিএল (Prof. C. P. Tiele) প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহাই ভারসঙ্গত বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মতে, প্রথম জৈবদেববাদের (Animism) প্রাথমিকবিশিষ্ট বহুপ্রেতদেববিশিষ্ট ঐক্যভাসিক ধর্ম, (Polydaemonistic magical religions), দ্বিতীয়, বহু দেবদায়ক জাতীয় ধর্ম (Polytheistic national religions), ৩য়, মনোভাসিক ধর্ম (Monistic) বা অধ্য-

পন পুঁইনির (Prof. Puni) মতে (Monotheistic religions) এবং ৪র্থ সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম (Universal or world-religions)। ডাক্তার ডি ব্রোসেন (Dr. De Brosses) পদ পড়াবীতে জড়দেববাদকেই (Fetishism) আদিম অবস্থা বলিয়া ধরিতা লইয়াছিলেন; কিন্তু অধ্যাপক সুল্লর ঠিক বলে বলিয়া বিচার বিতর্কদ্বারা পিতৃপ্রেতপোশনাকেই উহার পূর্ববর্তী অবস্থা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

১ম। পিতৃপ্রেতপোশনা (Ancestor-worship);—মানবের অস্ত্রকরণে ধর্ম সবচেয়ে যে সহজাতবুদ্ধি প্রকৃষ্টভাবে থাকে, তাহার প্রথম বিকাশ পিতৃপ্রেতপোশনার। অসত্য-বহার সূচ মানব চাক্ষুষদৃষ্ট ও ক্রমদৃষ্ট ব্যাপারের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া উত্তরের সত্যতা ও বহা লমনি ভাবে উপলব্ধি করিতে থাকে। এই যন্ত্রে তাহারা মৃত আত্মীয় স্বজনকে জীবিতাবস্থার পোষাক-পরিচ্ছদে বিভূষিত দেখিয়া তাহাদের মৃতস্বজনসঙ্গেও বিভ্রান্ততা উপলব্ধি করিতা থাকে। এই অবস্থার তাহাদের মনে মৃত আত্মীয় অবস্থান, জন্ম, গমন ইত্যাদি কার্যের আলোচনার ক্রমশ: তাহাদের মনে তাহাদের অলৌকিক প্রভাবের কথা আগিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে মৃত আত্মাতে অলৌকিক প্রভাব সকল বোণ করিয়া অসত্য মানবের মৃত মন তাহাদিগকে জীবিতের সচল, সজ্ঞান, সকাঁদ, সজির প্রেক্ষরূপে গড়িতা তুলে। শেষে তাহারা যন্ত্রে উহাদিগকে ধর্মের সহিত তাহাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাদি মিলাইয়া তাহাদের ধর্মমানেদের সহিত তত্তান্ত নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এই চেষ্টার কলে ক্রমশ: তাহারা ঐ সকল প্রেতের মধ্যে কাহাকে তত্তান্ত উপকারী বহু, কাহাকেও বা অন্ততমাতা অপকারী পদ বলিয়া বুঝিতে থাকে। ক্রমে পরস্পর ঐক্য কলাকলের আলোচনা করিয়া প্রেতবিশেষ স্বপ্নবিশেষ চিরবহু করিয়া দেয়। এইরূপে যখন প্রেত, প্রেতের কার্য, ক্রমতা ইত্যাদির উত্থান কার্য সরাপ হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই সকল অসিষ্টকারী প্রেতের ভগাবণী, প্রেতাব ও কার্য পুন: পুন: সরণ করিয়া ভীত ও আকুলিত হইয়া পড়ে। ক্রমশ: ঐ সকলের ভূতীর জড় বলি, পুলা, উৎসাহাদি দিবার করনা করিতে থাকে। তাহারা বুঝে যে যেমন জীবিত ব্যক্তির বিলাপ সঙ্গ বা অহুয়াগ বর্জন্য উৎসাহাদি দিবা সকল হইতে পলায় যায়, তেমনি ঐ সকল প্রেতকেও উপহারাদি দিবা তাহাদিগের কৃতিবিধান করিতে পারিলে আর তাহাদের হইতে অনিষ্টপদা থাকিবে না।

এই সময় প্রকৃতির বাসস্থানের নির্মাণ করা আবশ্যিক হইল, কারণ জ্ঞান স্থির না হইলে উপহার কোথায় দেওয়া যায়? কাজেই তখনকার বিভিন্ন মানব-মন নিজ নিজ কৃতি অঙ্গুষ্ঠানে এক এক প্রেতের অভ্যর্থনা এক এক পদার্থ (বৃক্ষ, পর্বত, নদী প্রভৃতিতে) বা এক এক জীবনেই আবাস করিয়া করে। এই করনার সময় প্রেতের সুহৃৎ বা ভীষণ গুণের সহিত কল্পিত বাসস্থান জীবের বা প্রেতের ঐক্য অবস্থার সহিত একটা বস্তুত্ব অনুমান করিয়া লইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকাবাসী হুরন জাতি (Huron) এক জাতীয় ঘুঘুতে (Turtle-dove) যুত আশ্রয় বাস করিয়া করে। ফ্লুরা এক প্রকার সবুজবর্ণ নিরীহ সর্পদেহে যুত আশ্রয় বাস স্থির করিয়া তাহাদিগের নিকট বলি উপহারাদি দিয়া থাকে। পীড়ার বরণার ভয়ে, কার্যের অসুবিধা ও আহারাদি দানের অন্যতনের আশঙ্কায় বা তৎপাঞ্জির অভ্যর্থনা মানব-মনে সর্বপ্রথমে এই পূজার ভাব ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয় এবং যখন তাহাদিগকে এই সকল প্রেতশক্তির অঙ্গুষ্ঠান বা নিগ্রহের উপর আপনাদিগের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে বলিয়া দৃঢ়ভাবে বুদ্ধিতে পারে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অত্যন্ত হয়, তখনই ঐ অঙ্কুরিত ধর্মতাব (Tendency of worship intending to religion) পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে প্রেতোপাসনার আদিম উপাসনাবৃত্তির পরিদৃশ্য করিয়া দেয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধপদ্ধতি এই প্রেতোপাসনাবস্থার রীতিবিশেষের উন্নত সংস্কার।

২ জড়দেববাদ (Fetichism);—অনেকের মতে পিতৃ-প্রেতোপাসনার পর মানবের ধর্মপ্রবৃত্তি একটু গাঢ় হইয়া উঠিলে, তাহার মনে জড়দেববাদের ভাব জাগরিত হয়। যখন পার্থিব পদার্থে পিতৃপ্রেতের বাস এই বিশ্বাস বেশ বহুমূল হইয়া যায়, তখন কালবেশে প্রেতের পিতৃদেহু তুলিতে থাকে। ক্রমে কতকগুলি বস্তুতে উপকারী ও কতকগুলি বস্তুতে অপকারী প্রেতের নিত্যবাস এই ভাব জন্মিয়া যায়। ক্রমে সেই প্রেত ও তাহার অধ্যুষিত পদার্থে অত্যন্ত জ্ঞান জন্মিতে থাকে। কালে এই জ্ঞান পরিণতি প্রাপ্ত হইলে সেই অধ্যুষিত পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার ভারতম্যাহুসারে তাহাদের পূজার নিত্যত্ব ও গুরুত্ব স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই সময়ে তীর ধ্বংস বর্ষা ফলবান বৃক্ষাদিতে পূজ্যত্ব আরোপিত হয়; কিন্তু উহা কোন একটা বিশেষ বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে না। পূজিত তীর ধ্বংস প্রভৃতি বস্তুর কাব্যোপযোগী থাকে, ততদিন তাহার পূজা হয়, কার্যের অঙ্গুষ্ঠান হইলে আর তাহার পূজা

হয় না। ফলবান বৃক্ষের ফল হওয়া বন্ধ হইলে বা গাছ মরিয়া গেলে, আর তাহার পূজা হয় না। বাহার এই জড়দেববাদকেই ধর্মপ্রবৃত্তির ক্ষুদ্রতম প্রমাণবস্থা মনে করেন, তাহার কারণে যে, বস্তুর প্রয়োজনীয়তার ভারতম্যাহুসারে তাহাদের পক্ষে প্রথমে একটা প্রীতি, এই প্রীতি হইতে বস্তু, বস্তু হইতে তাহাদের প্রতি অল্প তরবিধিষ্ট এক প্রকার সুহৃৎ অথচ সুহৃৎ ভক্তি জন্মে, পরে তাহা হইতেই তাহাদের পূজ্যত্ব কল্পিত হয়। পরে এই প্রকারে একটা পূজিত বস্তুর অভাব বা ধ্বংসে আর একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠাকালে, তাহাদের মনে আনিবার ইচ্ছা হয়। তখন তাহার ভাবিতে শিখে যে, যে বস্তুকে পূজা করিতাম, তাহার পরিবর্তে এই যে বস্তুটা স্বীকার করিয়া লইলাম, উটী সম্পূর্ণ বস্তু, কিন্তু এমন কি ইহাতে আছে এবং তাহাতেও ছিল, বাহার অভ্যর্থনা পূজিত হইয়াছে। এই তরকারী মীমাংসার তাহার তত্ত্ব বস্তুনিহিত শক্তিকে প্রেত রূপে করিয়া করিতে থাকে, অন্যধার শক্তিমান বস্তুবিশেষ ক্ষমতা তখন হয় না, কাজেই সাধারণ শক্তি প্রেতের করিয়া তাহাদের পক্ষে সহজ হয়। এইরূপে শেখোক্ত মতাবলম্বীরা প্রেতদেববাদকে পরবর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূল্য এই মতের ধর্মতাব বলেন, উত্তর পূজিত বস্তুর মধ্য হইতে সাধারণ গুণ বাহিয়া লইয়া তাহাতে প্রেতত্ব করিয়া করা অতি উন্নত অবস্থার কার্য। বাহার বস্তু হইতে বস্তুর গুণ বস্তুত্বাবে বুদ্ধিতে পারে, তাহার বস্তুতে প্রেত কেন দেবত্ব আরোপ করিতে চাহিবে না, আর পিতৃপুত্রবাদের আশ্রয় বা প্রেতের জ্ঞানের সহজতা অপেক্ষা বস্তুর গুণ-সমষ্টিমূলক প্রেতের করিয়া করা সহজ নহে। বাহা হউক এরূপ পূজা পূজা বিচার এ স্থলে আর অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কলে এই জড়দেববাদ অবস্থার পূজাপ্রণালী কালবেশে নানারূপে অসংস্কৃত হইয়া উত্তরকালের অপেক্ষাকৃত উন্নত পদ্ধতিলির আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন কোন বর্তমান ধর্মে আজও উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। ট্রয়ের পাল্লাভিন্নম, সেমিতিক বেথ-এল, একিসীর প্রভৃতি (বাহা ধর্ম হইতে পতিত হইয়াছিল), হারামিসের দত্ত, আগো-লোর তীর, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীসীর পূজ্যবস্তুগুলি এই আদিম জড়দেববাদের উন্নত সংস্কার। হিন্দুধর্মে পঞ্চবটপূজা, তুলসী, বট, বিষ্ণু, সবগজিকা প্রভৃতি বৃক্ষপূজা, বিষ্ণুধর্ম পূজার পিরম্বারি পূজা, বটী পূজার উত্তর-বটল, মহান দত্ত, চৈকী, শিল মোড়া ইত্যাদি পূজা হিন্দুধর্মের জড়-

দেবোপাসক অবস্থার অবশেষ। ইজের বজ্র, শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র ইত্যাদি কল্পনা ও পূজাও এই অবস্থার কথা।

৩ পশুদেববাদ (Totemism);—জড়দেববাদের সম-
কালেই এই ভাবের পরিষ্করণ হয়। যে ভাবে পিতৃ-
প্রোতোপাসনা হইতে জড়ে পূজ্য অর্পণ করা হয়, ঠিক সেই
সময়েই সেইভাবে পশুতেও পূজ্য অর্পণ করা হয়। পিতৃ
প্রোতোপাসনাকালে প্রোতের বাসনির্ণয়ার্থ মানব মনের কচি,
সুবিধা ও কল্পিত ঘনিষ্ঠতা হইতে পিতৃপ্রোতের বাসের জন্ত
জীবদেহ বা জড়দেহ নির্দিষ্ট হয়। জড় হইতে জড়দেববাদ
ও জীব হইতে পশুদেববাদের উৎপত্তি। পশুদেববাদ বড়
সঙ্গীর্ণ। কোন একটা বিশেষ জাতীয় পশু কোন এক বংশীয়
মানবের ইষ্টদেবতারূপ গণ্য হইয়া থাকে। যে জাতীয়
পশু যে বংশের দেবতা, সেই পশুই সেই বংশের লোকের
পক্ষে চিরকাল উপাত্ত, অবধ্য ও অখাত্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডি-
তেরা অনুমান করেন, যে বংশে যে পশু দেবতা, হয়ত সেই
পশুর জ্ঞান কোন না কোন বিষয়ে সাদৃশ্যবিশিষ্ট এক ব্যক্তি
ছিল এবং লোকে তাহাকে সেই নাম দিয়াছিল, ক্রমে সেই
নাম তাহার বংশের উপাধিসূচক হইয়া পড়ে এবং কালে
যখন এই সত্য ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া গেল, তখন তরুণ
উপাধিদারী কোন ব্যক্তি নিজ উপাধির হেতুভূত পশুকে
প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাহার প্রতি পবিত্রতা আরোপিত
করিয়া থাকিবে এবং কালে আরও পরে ধীরে ধীরে তাহাতে
দেবত্ব সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বোক্ত আমেরিকার
এক্সিমো-মতাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে ‘মিচাবো’
(Michabo) অর্থাৎ মহাশয় (The great hare) হইতে
উৎপন্ন বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ভারতে ও ময়ূর-
ভঞ্জে, দশপালা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু ক্ষত্রিয় (‘উড়িয়া’)
রাজারা এখনও আপনাদিগকে ময়ূরবংশ প্রসূত বলিয়া
স্বীকার ও অতি শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে ময়ূর প্রতিপালন করেন,
এমন কি ময়ূর মরিলে রাজা জাতিত্ব-কল্পনায় অশৌচ গ্রহণ
করিয়া থাকেন। ইহাও সেই অতি পুরাকালের পশুদেব-
প্রথাই ভগ্নাবশেষ। হিন্দুর গোপূজাও বোধ হয় এই
পশুদেবোপাসক অবস্থার কোন এক প্রথার উন্নত সংস্কার।
দেবদেবীর বাহন-কল্পনা ও তৎপূজা এই পশুদেববাদের
উন্নত সংস্করণ।

৪ বিশ্বপ্রোতবাদ (Shamanism);—জড়দেববাদ
হইতে বর্ধন মানবের দৃষ্টি জড়াতীত প্রাকৃতিক শক্তি ও
ক্রিয়াকুশলির দিকে পড়িল, তখন তাহাদের প্রভাব দেখিয়া
তাহারা আরও মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু তখন প্রাকৃতিক

কারণ বুঝিতে না পারিয়া কহিতে কহিতে কখনো না থাকার, তাহার
এ সকল প্রাকৃতিক শক্তিতেও মহাপ্রভাবশালী প্রোতের
কল্পনা করিতে লাগিল। বায়ু, বড় প্রভৃতিতে প্রোতের
কল্পনা হইতে তাহারা অল্পে অল্পে অদৃষ্ট বস্তুতেও গুণ-ক্রিয়ার
উপলব্ধি করিতে শিখিল এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে প্রোতের
সে মৌলিক ভাব কাহারও মনে আগরূপ রহিল না।
কালক্রমে মনের ধারণা-শক্তির বৃদ্ধির সহিত তাহারা
অধুসিত বস্তু হইতে প্রোত সকলের স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে লাগিল,
বস্তুর গুণ সকল প্রোতেই আরোপিত হইল, কাজেই কালে
প্রোতই প্রাকৃতিক শক্তি সকলের নিরুত্তা ও প্রাকৃতিক
ক্রিয়ার কর্তৃরূপে গণ্য হইল। অর্ন্তণ পতিতেরা প্রোতের
এই অবস্থাকে The thing-in-itself বলিয়া বর্ণনা করিয়া-
ছেন। এ সময়ে মানুষের মন প্রোতরাজ্যের মহিমার এতটা
মুগ্ধ হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল যে আর তখন বিশ্বের কোন
বিষয়ে প্রোতশ্রুততা দেখিতে পাইত না, কাজেই প্রোতের
সংখ্যা অতি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন প্রোতের
পক্ষে প্রোতের প্রোতের পূজাদি করা চরম হইল, কৃষিকাৰ্য্য,
আহারাবেষণ, সম্ভানপালন ইত্যাদিতে ব্যস্ত হইয়া আর
তাহারা পূজাদির জন্ত ততটা সময় বা সুবিধা করিয়া উঠিতে
পারিত না। অথচ প্রোতসংখ্যা বৃদ্ধির জন্ত তাহাদের হইতে
অনিষ্টাশঙ্কাও তাহাদের বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল। এই
অভাবে পড়িয়া তাহারা আপনাদের মধ্যে অতি পরিবার
হইতে এক ব্যক্তিকে (সাধারণতঃ বৃদ্ধদ্বিগকে) এই পূজাদি
কাৰ্য্যের জন্ত নিযুক্ত করিল। ক্রমে ইহারা এই সকল
ব্যক্তির হস্তে তাহাদের উপাসনাদির ভার দিয়া এরূপ
নিশ্চিন্ত হইল যে ছুই এক পুরুষ অতীত হইলে এই সকল
পূজক ব্যতীত আর কেহই প্রোতাদির কোন সংবাদাদি লইত
না। পূজকেরা তাহাদিগকে পূজাদি সম্বন্ধে বাহা বাহা
বলিত, তাহাই অবিচলিত চিত্তে প্রতিপালন করিত।
কালে ইহারা এইজালিক, পুরোহিত বা বাজকশ্রেণীতে
গণ্য হইল। ইহা হইতেই সামাজিক গৃহপতি প্রথা
(Patriarchal society) গঠিত হইল। অনেকে অনুমান
করেন, ঋগ্বেদের কালের পূর্বে যজুর্বিদ্যাতা ঋষি-সম্প্রদায়ের
সৃষ্টিও এইরূপে হইয়াছিল। সাইবিরিয়া প্রদেশে এই সকল
বাজকেরা ও এইজালিকেরা “শামান” (Shaman) নামে
খ্যাত। ডাঃ সেল অনুমান করেন, এই শামান শব্দ বৌদ্ধ-
ভিক্ষু-বোধক “শ্রমণ” শব্দজাত। বৌদ্ধধর্মের পতনাবস্থার
শ্রমণগণ তান্ত্রিক ইজ্ঞজালাদি বিদ্যার পটুতালাভ করিয়া
লোকমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই ব্যাপার হইতেই

ঐক্যবাহিনী প্রভাব ও প্রভোপাসনামূলক ধর্মের অবস্থাকে পান্ডিত্য পণ্ডিতের ইংরাজীতে Shamanism নামকরণ করিয়াছেন। ক্রীষ্টপূর্ব প্রদেশে এইরূপ বাসক ঐক্যবাহিনীকে “আংকোক” (Angekok) বলে। হিন্দুদিগের মধ্যে “বাপের ওয়া”, “ভুতের ওয়া”র মত এইরূপে। পঞ্চানন্দ, বর্জাকর্ণ, বহাকাল (বাকাল), লীভলা, বলসা, অরাসুর, বলদেবী (বাহার প্রীত্যর্থ ‘বনভোজন’ সম্পন্ন হয়) প্রভৃতি দেবদেবীর কল্পনা এই ভাবে হইতেই জন্মিয়াছে। বৈদিক দেবতা বরুণ, পবন, ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, উষা প্রভৃতিও ধর্মের এই অবস্থার উৎপন্ন, তবে বৈদিক-প্রতিপাদিত দেবতাদের এক বা ইখরৎ অনেক পরে করিত।

অধ্যাপক টিএলর বিভাগে যে জৈববাদকে (Animism) প্রথম অবস্থা বলা হইয়াছে, তাহা এই রূপে অবস্থার ধর্ম-বিভাগের একত্রীকৃত সংজ্ঞা। তাঁহার মতে, প্রথম ভাবে ধর্মের বিকাশ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব। তাঁহার কৃত বিভিন্ন বিভাগের (Polytheistic national religions) প্রথমাবস্থায় বিশ্বপ্রভেদবাদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

৫ ঐক্যবাদ ও ৬ অঐক্যবাদ (Polytheism and Henotheism) এই দুই অবস্থা প্রায় সমসাময়িক। মোক্ষমূলর আগে অঐক্যবাদ পরে ঐক্যবাদ করনা করেন, কিন্তু ডাঃ সেস উভয় অবস্থাই এক সময়েই জাত বলিয়া থাকেন। বিশ্বপ্রভেদবাদ হইতে সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানব-চিত্ত বিভিন্ন প্রেতকে মহিমায়িত দেখিয়া তাহাদের প্রেতত্ত্ব ভুলিয়া দেবত্ব স্বীকার করিল, সেই সময় ঐক্যবাদের উৎপত্তি এবং ঐক্যবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অঐক্যবাদের জন্ম। ঐক্যবাদ ও অঐক্যবাদের বিভিন্নতা জ্ঞাপনার্থ ডাঃ সেস বলেন যে, ঐক্যবাদে (Polytheism) বহুদেবত্ব প্রকাশ্য রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, আর অঐক্যবাদে (Henotheism) বহুদেবত্ব অস্বীকৃত হইয়া থাকে।† বর্তমান কালে সুগঠিত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে ঐক্যবাদ ও অঐক্যবাদ লইয়া বিবাদ দেখা যায়, তাহার সহিত এই মৌলিক ঐক্যবাদ বা অঐক্যবাদের সম্পর্ক অনেক পৃথক।

* বালাসার “গ্রামপুস্তক” বলিলে ইংরাজী নামের সহিত সাক্ষ্য থাকিত বটে, কিন্তু অর্থ পরিষ্কৃত হইত না বলিয়া তাহার্থ গ্রহণে “বিশ্বপ্রভেদবাদ” অর্থাৎ “বিশ্বের সকল বস্তুতে প্রেতবাদের কল্পনা” এই অর্থে নাম দেওয়া হইল।

† The plurality of deities confessed explicitly in Polytheism and implied in Henotheism.—Sayce's Introduction to the Science of Language.

মৌলিক ঐক্যবাদের দেবতারা কেবল প্রাকৃতিক শক্তি সকলের অধীকৃতরূপে গণ্য। তখন অধ্যাত্মত্বের কোন কল্পনা নিকশিত হয় নাই। তাহার পর ক্রমশঃ মানব-প্রকৃতির পরিবর্তনে যানবের কল্পনা এই সকল দেবতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন নানা ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিল, তখন মানব-প্রকৃতির এক শক্তি হইতে বিভিন্ন কার্য হইতে দেখিয়া তাহার অন্ত আর বিভিন্ন দেবতা কল্পনা না করিয়া এক এক দেবতার সান্নিধ্য গুণায়োপ করিতে লাগিল। এই গুণায়োপের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ নামকরণ হইতে লাগিল, সূর্য্য স্ত্রীপোলো হইলেন, সিবাকর হইলেন, তপন হইলেন; বায়ু এরিস্ হইলেন, পবন হইলেন, গন্ধবহ হইলেন, ইত্যাদি। পরে এক দেবতার বিভিন্ন গুণায়োপ হইতে যখন মানব দেখিল যে কতকগুলি গুণ কতকগুলি দেবতাকে সাধারণ ভাবেই আছে, তখন তাহার সঙ্কীর্ণচিত্তে উভয় দেবতার একত্র কল্পনা করিতে লাগিল। ক্রমে এই ভাব দুই হইতে বহুতে সংক্রমিত হইল। যখন সন্ধ্যার ভাব অপনোদিত হইল, তখন মৌলিক অঐক্যবাদ জন্মিল। মোক্ষমূলর অঐক্যবাদের পূর্ব্ব স্বীকার করিয়া বলেন, বিশ্বপ্রভেদবাদের পরই মানবকল্পনা বড়ই অস্পষ্ট ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তখন তাহার বিভিন্ন প্রেতের বিভিন্ন কার্য্যের ও শক্তির পরিমাণ করিয়া উঠিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে এক কার্য্যের সহিত আর এক প্রেতের সম্বন্ধ ঘটাইয়া ফেলিতে লাগিল। এই গোলমাল যখন পরস্পর সকল প্রেতে সংক্রমিত হইল, তখন তাহার বহুত্ব একত্ব বোধ করিতে লাগিল; যে কোন কারণে যে কোন প্রেতের পূজা করিতে লাগিল, শেষে তাহাদের মধ্যে একজনকে প্রেষ্ঠ পদবীতে (Chief-god) স্থাপন করিল। ফেডেরার যে মৌলিক অঐক্যবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ। বৈদিক বহুদেবত্বের একত্র অনেকটী এই অবস্থার পরিচায়ক।

এই সময় আর একটা ব্যাপার ঘটিল। সেই প্রাচীন-কালের অর্জবিস্মৃত বা প্রায় বিস্মৃত প্রেততত্ত্বাদি কাল-ধর্মের ক্রীণস্থতির সহিত এই কালের অপূর্ণ শক্তিসম্পন্ন এক বা বহুভাবাত্মক দেবতাদিগের ব্যাপার মিশাইয়া গিয়া কল্পনাচারী বাজকাদিদ্বারা নানা উপাখ্যান হুট হইতে লাগিল। এই সকল গল্প সৃষ্টির প্রধান কারণ উভয়কালের ধর্মতত্ত্বকেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাজক-দিগের একান্ত চেষ্টা হইয়াছিল, আর সে চেষ্টা না হইলেও বহুদেবতাদিগের সহিত প্রাচীনকালের উপাত্ত প্রেত-পতঙ্গলী

দেবতাদিগের সংঘর্ষে একদলকে মিস্টাইলি চির-বিসর্জন করিতে হইত। একদলের বশের সহিত অপরদলের সাম্রাজ্য রক্ষা না করিয়া দিতে পারিলে যাজক সম্রাটদের স্বার্থ হানি বৃদ্ধিবার লক্ষ্যবিন্দু ছিল। যাহা হউক এইরূপে তৎকাল সংশ্লিষ্ট যে সকল গল্প প্রচলিত হইল, তাহা হইতেই আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি নিরব্রিত হইতে লাগিল। এইগুলি প্রতি ধর্মে “পৌরাণিক কথা” (Mythology) নামে আখ্যাত হইল। এই সকল রচনার প্রসঙ্গে দেবতাপ্রণেয় মধ্যেও পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধ নির্ণীত হইল এবং দেবতাদের প্রোতাবহার বাহার যে জীব বাসস্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল, সেই জীব এখন অনেক স্থলে বাহনরূপে কল্পিত হইল। ছাগচর্মের বা শোমের সর্কাপেক্ষ উচ্চতা হইতে অগ্নির বাহন ছাগ হইলেন। ক্রতগতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোটক পশুদের বাহন হইলেন ইত্যাদি। ইহার পর ক্রমশঃ মানব-মনে ভয়, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও তত্ত্বের বিকাশের সহিত দেবতার মন্দিরাদি নির্মিত হইল। এই আদিম দেবরাজ্য সৃষ্টির সহিত গ্রীক ও রোমক দেবতাদিগের উৎপত্তি হইল। হিন্দুর বৈদিক দেবতার ভাব ইহা অপেক্ষাও উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। সে সময়ে মানবের কল্পনা মনুষ্য ও পশু ব্যতীত অপর কোন জীবের আকার ধারণা করিতে পারিত না, কাজেই সমস্ত দেবতা হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যের মনোবৃত্তির জায় মনো-বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পিত হইতে লাগিল, তবে ভয় হইতে যে সকল দেবতার সৃষ্টি কল্পিত হইল, সেই সকল দেবতার ভীষণাকার নিবারণ জন্য পশু ও নরদেহ মিলাইয়া এক অপূর্ণ আকারের রূপ কল্পনা করিল। ইহা হইতে পশুমুখ নরাকার, নরমুখ সর্পাকার সৃষ্টি সকল কল্পিত হইল, কখন বা দুই তিনটা ভরানক পশুদেহ মিলাইয়া এক অদ্ভুত পখাকার (Dragons) কল্পনা করা হইল। মনুষ্যাকার হইলেও দেবতাদিগকে মানবাপেক্ষা অলৌকিক মূর্তি বা ভীষণ শক্তিসম্পন্ন বুঝাইবার জন্য তাঁহাদের চতুর্ভুজ, দশহস্ত, ত্রিপদ, ত্রিনেত্র, লোলরসনা, বিখসন, মুণ্ডমালা, বিরাটদেহ ইত্যাদি কল্পিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডার, সূর্য্যগগন, বিশ্বকর্ষ ইত্যাদি জগৎব্যাপী কল্পনা সেই সময়েই হইয়া থাকিবে। তৎপরে যখন মানব-মনে দৌলন্দ্যবৃত্তিবশত বিকশিত হইল, তখন পরম প্রভাব আধার ঐ সকল ভীষণমূর্তি দেবদেবীতেও দৌলন্দ্য বোগ করিয়া দিয়া অট্টহাসির পার্শ্বে সেরানন, শুক বাসতি-ভৈরবের অধ্যাক্ষ পীতমণ্ডল, কীর্ণ কটি ও উজ্জল চকুর মধ্যেও পদ্মপাশে বর্ণ ইত্যাদি কল্পিত হইল, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিচিত্রকল্পনাদি হইল এবং পূর্ণদৌলন্দ্যের উপরন্তু বিষ্ণু, রমন, কার্তিক, রতি,

লক্ষী, সরস্বতী, সিদ্ধার্থী, ভিন্দান, তিউপিড ইত্যাদি দেবতাকল্পিত হইল।

ধর্মতত্ত্বে মানবীকরণ।—তাঁহার পর দেবতার লক্ষ্য মানবের সম্পর্কস্থাপন জন্য দেবতার মানবীকরণ করা হইল, অর্থাৎ মানবের প্রায়োক্তরে দেবতা মানবানি আকার ধারণ করিয়া মানবের মধ্যে আনিয়া রাখেন ইত্যাদি কল্পনা করা হইল। পরে ঐ কল্পনা আরও উর্ধ্বে উঠিয়া মানবকেও দেবতা করিয়া তুলিয়া স্বর্ণ নরকের কল্পনা হইল। মানব দেবতাব্যবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে এক সময়ে দেবতাস্বভাব হেতুলাকে স্থান পাইতে পারে ইত্যাদি ব্যাখ্যার স্বীকৃত হইল। এই ভাব হইতেই হিন্দু সালোকা, সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্য ও সান্তি এই চারিপ্রকার সৃষ্টি কল্পনা করিল। ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, অবলোক, বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি প্রাপ্তিকল্পনা করিল। ক্রমে প্রকৃত মানবেরই কল্পনা আরাধিত হইল। হিন্দুধর্মের ভাস্কর্যের কথা ও ইতিহাসের বুদ্ধিচৈতন্য খুঁটের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুসলমানদিগের পীর, হিন্দুদিগের পরমহংসাবির, যুরোপীয় (Saint ও Martyr)-দিগের কথা এই ভাবের মধ্যে আনিয়া পড়ে। বডাপীর, মাণিকগীর, জুজা পা, তৌসা পা, পা করিয়া ইত্যাদি কত পীরই হিন্দু মুসলমানের উপাভ হইয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করে? মিঃ লারাল বলেন (১৮৭২ খৃঃ অবঃ) যে, ইংরাজ-সেনাপতি জেনারল নিকলসন দক্ষিণাত্যবাসী বুজারানামক অসভ্য জাতির নিকট দেবতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার তাঁহার কবরে নিরমিতরূপে পূজা ও বলি দিয়া থাকে। ইহা কিছু আর বেশীদিনের কথা নহে।

ধর্মের বিভাগের এইরূপ পরিবর্তন যে, সকল জাতিতেই এক সময়ে একবিধ হইয়াছিল, তাহা নহে। যে জাতির সামাজিক উন্নতি যত শীঘ্র হইয়াছিল, সে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিও তত শীঘ্র হইয়াছিল। জেনারল নিকলসনের বেদমূল্যভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যখন হিন্দু খুটান বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম অধ্যায় জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত, তখনও বুজারাদিগের ধর্ম প্রোতবাদের পতি হইতে বাহির হইতে পারে নাই।

ধর্মের অতিবাক্তি বর্ণিত হইল। এক্ষণে অধ্যাপক টিএম বর্ণিত ধর্মের আধ্যাত্মিক বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। তিনি সমস্ত ধর্মকে প্রাকৃতিক ও নৈতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক ধর্ম (Nature-religions) যে কিরূপ তাহা ধর্মের তাত্ত্বিক অংশ সকলের বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত বুঝিবার উপায় নাই। জৈবদেববাদের (animism) প্রাকৃতিক ধর্মের অবস্থা কি ছিল, তাহা

অসুমানলাপেক, ভাবার বুঝাইরা দেওয়া সুকঠিন। এ স্থলে জৈবদেববাদ হইতে যে পর্য্যন্ত মানবের নীতি নীতির সহিত ধর্মের আচার ব্যবহার সংমিশ্রিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কালকে ধর্মের প্রাকৃত অবস্থার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সকল ধর্মেরই যে এককালে এই অবস্থা ছিল, ইহা উচ্চাদের ধর্মের অন্তর্গত জৈবদেববাদের কোন কোন প্রাণীর অবশেষ নিরাদের ধর্ম জৈবদেববাদের বর্তমানতা দেখিয়া বুঝা যায়। ইহার পূর্ববর্তী অবস্থাকে অনেকেরই (Polyzoic stage) বলিয়া অভিহিত করেন। পৌরাণিক গল্পের ভিত্তিভাগ (Original Myths) হইতে এই অবস্থার অতি সূক্ষ্মতাব অনুমিত হইতে পারে। অধ্যাপক টিএল ধর্মের প্রাকৃত অবস্থাকে আবার তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। (১) বহু প্রোতৈবিক ইঞ্জলমর অবস্থা (Polydæmonistic Magical religions) এ সময়ে জৈবদেববাদের প্রাধান্যই প্রধান লক্ষণ। (২) সংকৃত ইঞ্জলমর অবস্থা (Purified Magical religions or Therianthrope Polytheism) এ সময়েও জৈবদেববাদের প্রাধান্য থাকে বটে, তবে তাহার মধ্যে পশু ও মানবরূপী দেবতার উৎপত্তি দেখা যায়। (৩) প্রাকৃত শক্তিতে অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অর্দ্ধনৈতিক অর্দ্ধপ্রাকৃত দেববাদের অবস্থা (Religions in which the powers of nature are worshipped as Manlike though super-human and semi-ethical beings or Anthropomorphic polytheism)। ইহার মধ্যে প্রথম অবস্থার আবার তিনটা ভাগ কল্পিত হয়। প্রথমভাগের অবস্থা বড় অপরিষ্কৃত। সে সময় যে সকল প্রোতৈবিক প্রাকৃতিক অবভাস (Natural phenomena) সকল নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হয় বলিয়া গণ্য হয়, সেই সকলের প্রতিই মানব-মনে শ্রেষ্ঠত্ব কল্পিত হইত এবং তন্মধ্যে আবার একটা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহাকেই পরাংপর বলিয়া ধারণা করিত। দ্বিতীয় ভাগের অবস্থায় ইঞ্জলমলে বিশ্বাস হওয়ার মানব-মনে নীতি ও অনীতি কর্তব্য ও অকর্তব্যের ভাব বৃদ্ধিতে পারিয়াছিল। তৃতীয়ভাগে মনের অজ্ঞাত বৃত্তি মধ্যে ভয়ের আধিক্য ও আধিপত্য হেতু ধর্মের আচার ব্যবহারাদি সমস্তই স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

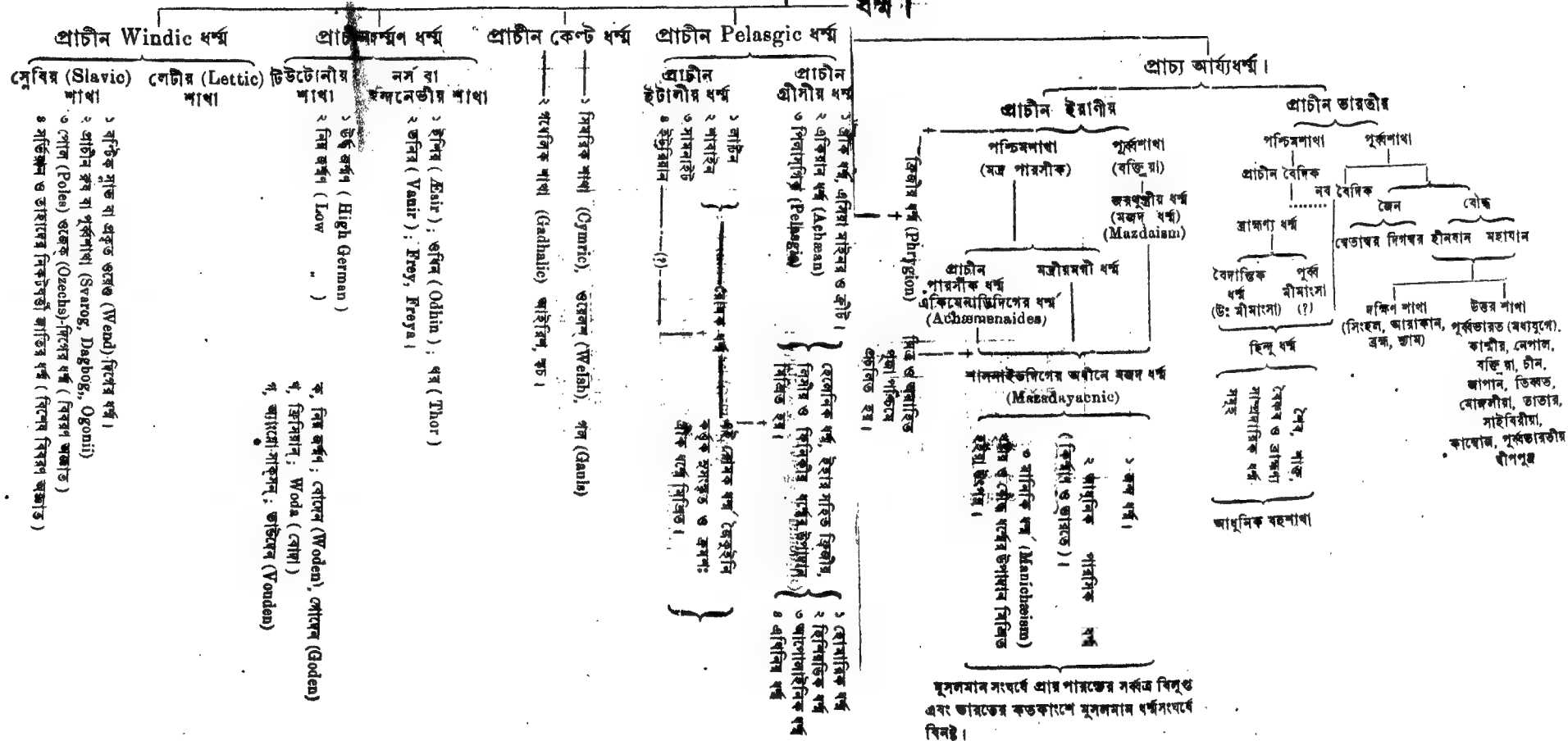
দ্বিতীয় অবস্থার যদিও মনুষ্যাকার কল্পিত হইতে আরম্ভ হয়, তথাপি পশুাকার দেবতারই প্রাধান্য বেশী, কিন্তু তাহা হইলেও এ সময়ে দেবতার অধ্যাত্মতাব (Spiritual) উপলব্ধ হইয়াছে, কিন্তু তখনও তাহা পদার্থাদিতে ও জীব-

দেহে আবদ্ধ। এই সময়ের দেবতাদিগেরই আকারের নর-কার পশুস্বপ্ন বা পশুাকার সন্মুখ। তখন দেবতা ও প্রোতৈবিক পার্থক্য জ্ঞান হওয়ার প্রোতপূর্ব হ্রাস ও ইঞ্জলমলিক আচার ও ঋতুক ইত্যাদি কমিয়া যায়। এই অবস্থায় প্রাচীন এবং বর্তমান আচার ব্যবহার একত্র মিশিয়া এক প্রকার অজ্ঞাত কারণজাত আচার ব্যবহার (Mystic rituals) বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। এই অবস্থার সময়েই জুগঠিত ও অজুগঠিত (organized and unorganized) এই দুইটা ভেদ দেখা যায়।

৩য় অবস্থার দেবতার সকলেই মনুষ্যাকার ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। তাহারাই প্রাকৃতিক শক্তি সকলের নিয়ন্তা, প্রাকৃতিক ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা এবং সু ও কুর জনক। এ সময় তাহাদের পূর্বাধার পশুস্বপ্নপ্রভৃতি তাহাদের বাহন, ভূষণ বা লিঙ্গ (Symbols) হইয়া পড়ে এবং তাহা পবিত্র বলিয়া কীর্তিত হয়। এই সমস্ত দেবতারাই এই সময়ে সকল রূপ ধারণ করিতে পারেন এবং তদনুসারে নানা গল্প চলিয়া থাকে। এই সময় দেব ও দৈত্যের কল্পনা হইয়া থাকে। প্রাচীন জৈবদেববাদের পিশাচ, ডাকিনী, প্রোত, দৈত্য, Centaurs, Harpies, Satyrs ইত্যাদি বাহাদিগকে আর পৌরাণিক গল্প হইতে বিয়ুক্ত করিয়া বিশ্বাসের জলে ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ থাকে না, তাহারাই দেবতাদের অমুচর বা শত্রু বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। শিবের ভূতনাথ, গণেশের গণাধিপতি, কালীর ঘোগিনী-ডাকিনী-সন্দিগ্ধ ও দেবাসুরের শত্রুত্ব কল্পিত এই অবস্থার অন্তর্গত।

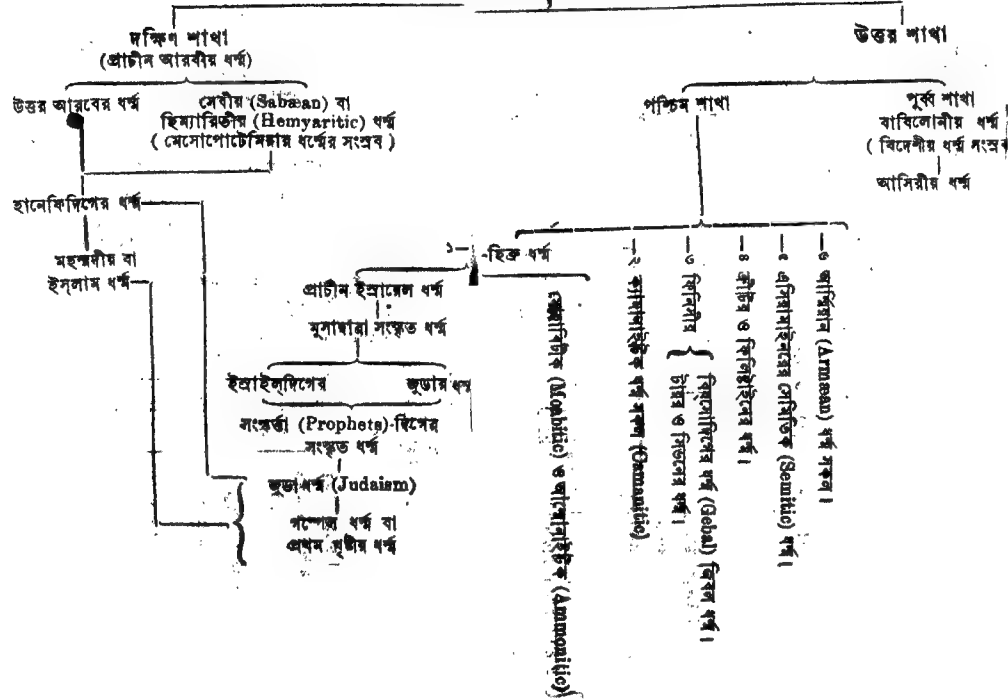
নৈতিক ধর্ম (Ethical religion)—অনেকে বলেন যে যখন অধিকাংশ ধর্মগৃহীত কোন না কোন শাস্ত্রগ্রন্থের বিধি। নিয়মাদির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছে, তখন দু একটির জন্ত তাহাদের নৈতিকাদি ভেদ কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? গবেষণাধারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আদিম কালে মানবের মনে ভয়, বিশ্বাস ও অজ্ঞতা হইতে যে একটা সূক্ষ্ম মহান্ ভাব উৎপন্ন হইয়া কালে প্রজ্ঞা ভক্তি বা (আরও উচ্চাদের) ঈশ্বরভক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সেই ভাবটা বাহাতে সাধারণতঃ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত হইতে পারে, ধর্মের এমন সকল সর্বজনীন নিয়মাদি হওয়া উচিত। সত্য, দয়া, মার্য, স্নেহ, উপকার ইত্যাদি সুনীতিগুলি বিশ্বজনীন, ঈশ্বরে ভক্তি প্রদর্শনের নিয়মাদিও সেইরূপ বিশ্বজনীন না হইলে ধর্ম সঙ্গীর্ণতা থাকিয়া যাইবে। এখন যতগুলি ধর্মগৃহীত বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বোদ্ধ, ধর্মী ও মহামান্য পন্থাকে কেবল

५५५



(৪)

প্রাচীন সেমিতিক ধর্ম ।



এইরূপ বিবর্তনীয়-ধর্ম-লক্ষণক্রান্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। এগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিলেই হয়, নীতি ও উদারতার উপরই এগুলি গঠিত। অধ্যাপক কিউনেন (Prof. Kuenen) ইসলামকেও আবার ইহার মধ্য হইতে ছাঁটরা ফেলিতে চাহেন। তাঁহার মতে ইসলামে এমন কতকগুলি নীতি নীতি আছে, বাহা সর্বদেশে সর্বজাতির পক্ষে প্রতিপালন করা সুবিধা হয় না। তাঁহার মতে, ইসলাম বিশেষাত্মক (Particularistic), বিশ্বাত্মক (Universalistic) নহে। অধ্যাপক রওয়েনহফ (Prof. Rauwenhoff) আবার তিনটী কৌনটীকেই 'বিশ্বাত্মক' বলিয়া স্বীকার করেন না। এ মতভেদের মীমাংসা কোন দিন হইবে কিনা কে জানে, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইসলাম এই তিন মতেই সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহ্য অপরাপর অপেক্ষা অনেক কম। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভক্তিদান, ঈশ্বরের প্রীতিআকর্ষণ, স্বর্গগমনের লোভ ইত্যাদি বিষয়ের অস্বীকৃতি অপেক্ষা মানব-মনের ও মানব-অন্তঃকরণের (Mind and heart) প্রসার বৃদ্ধির ও উন্নতিসাধনের শিক্ষাবিধি দেখা যায়।

খৃষ্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া শেবে ঐ তিনটির মধ্যেও আবার কেবল খৃষ্টীয় মতকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি ও তর্কে বিশ্বাস করিতে পারিলে এবং আপন আপন ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভাবকে চকল করিতে পারিলে এই মীমাংসা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী তাহা স্বীকার করেন না।

এইস্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রদর্শিত ধর্মগোষ্ঠীগুলির গঠন-প্রণালীর বিভাগগুলি তালিকাভারে লিখিত হইতেছে ;—

১। প্রাকৃতিক ধর্ম (Nature-religions)।

(ক) বহুপ্রত্যৈদৈবিক ইচ্ছাজালময় অবস্থা (Polydæmonistic magical religions under the control of animism.) এই অবস্থার অসত্য বর্ষরপণের ধর্মগুলি গণ্য। এই ধর্মগুলির বর্তমান আকারও আবার পূর্বাৱস্থার ভগ্নাবশেষ।

(খ) সুগঠিত ইচ্ছাজালময় অবস্থা (Purified or organized magical religions, i.e. Therianthropic Polytheism.) ইহা আবার অগঠিত ও সুগঠিত ভেদে বিবিধ। বে সকল ধর্ম এই অবস্থার অন্তর্গত তাহা পরে লিখিত হইল।

১। অগঠিত।

(Unorganized)

আপানবাসীদের প্রাচীনধর্ম
'কামি-নো মনু'।

ক্রাভিড়ীয় অনার্য ধর্ম।

কিনলু ও এষ্ট্রিগের ধর্ম।

প্রাচীন আরবীয় ধর্ম।

প্রাচীন পিলাসগীয় ধর্ম।

প্রাচীন ইতালীয় ধর্ম।

গ্রীক প্রভাবের পূর্বে

এট্রুসীয় ধর্ম।

প্রাচীন প্রাবোলীয় ধর্ম।

(গ) মহাশাকার অনৈতিক শক্তিবিশিষ্ট অর্ধপ্রাকৃত অর্ধনৈতিক দেববাদের অবস্থা (Worship of man-like but Superhuman and Semi-ethical beings, i.e. Anthropomorphological Polytheism) এই অবস্থার নিম্নলিখিত ধর্মগুলি গণ্য,—

প্রাচীনতম বৈদিকধর্ম (ভারতবর্ষ)

জরথুস্ত্রীয় মতের পূর্ববর্তী ইরানীয় ধর্ম (ব্যাক্ট্রিয়া, মিরিয়া (মজ), পারস্ত।)

বাবিলোনিয় ও আশীরীয় মধ্য ধর্ম।

অজ্ঞাত উন্নত সেমিতিক ধর্ম (কিনিকিয়া, কানান, অরমিয়া (আশেরিয়া), সেব্রিয়া (দক্ষিণ আরববাসী) কেলটিক, জর্জীয়, হেলেনীয় ও গ্রীক-জর্জীয়ের ধর্ম।

২। নৈতিক ধর্ম—

(ক) সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দেববাদের অবস্থা (National nomistic or nomotheistic) এই অবস্থার নিম্নলিখিত ধর্মগুলি গণ্য হয়,—তাও (Taoism), কনফুচীয় (Confucianism), ব্রাহ্মণ্যধর্ম (সর্ববিধ বিভাগ সহ), জৈনমত, মজদামত (Mazdaism) অর্থাৎ জরথুস্ত্রীয় মত, মুসামত (Mosaism), ও জুদার মত (Judaism)।

(খ) বিশ্বাত্মক (Universalistic) ইসলাম, বৌদ্ধ, ও খৃষ্টান ধর্ম।

[হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, মহেশ্বরীয় ধর্ম প্রভৃতি শব্দে তত্তত্বধর্মের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধর্ম (পুং লী) ১ ধর্ম। ২ বর্ম। ৩ সোমপ। ৪ সংসদ। ৫ অর্হৎ, জিন। ৬ ভাৱ। ৭ ভাব। ৮ আচার। ৯ উপমা। ১০ ক্রু। ১১ অহিংসা। ১২ উপনিষদ। ১৩ আত্মা। ১৪ জীব। ১৫ ভাগ্যাত্মা লগভেদ, জাত লগ হইতে লবন স্থানকে ধর্মস্থান

কহে, এই নবম স্থান দেখিয়া বালক কিরণ ভাগ্যসম্পন্ন ও ধার্মিক হইবে, তাহা জানিতে পারা যায়। ইহার বিবরণ লোভিতবে এইরূপ লিখিত আছে—

বর্ষকাণ্ডে প্রভৃতি, ভাগ্যোপপত্তি, চরিত্রতত্ত্ব, ভীষণাভা ও প্রাণর এই সকল পুণ্যালে অর্থাৎ নবমস্থানে নিরূপিত হইবে। তদানি অজ্ঞাত স্থান ভাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান চিন্তা করা বিশেষরূপে আবশ্যক, যেহেতু আয়ু, বিভা, বশ ও বিত্ত এই সকলই ভাগ্যধীন। পণ্ডিতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অজ্ঞাত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে ভাগ্য চিন্তা করিবে। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ সকলই যত্ন। বাহার বিপুল চিত্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই কুলীন, পণ্ডিত, মেধাবী, শাস্ত্রজ্ঞ, বক্তা, স্ত্রী, ভাগ্যশালী ও বহু উপাধিত হইয়া থাকে।

লক্ষ ও চন্দ্র হইতে নবমস্থানকে ভাগ্যস্থান কহে, ঐ স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তৎস্থানস্থ হয়, কিংবা ঐ স্থানে উক্ত শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য যদ্যে শোভিত ভাগ্যকল ভোগ করে। আর যদি ঐ ভাগ্যস্থান অধিপতি ভিন্ন যীর উচ্চগ্রহ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান হয়। কিন্তু ক্রুর গ্রহ এইরূপ হইলে মনুষ্য বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। ভাগ্যধর যদি বলবান হইয়া ভাগ্যস্থানে কিংবা অগ্নিগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের গ্রহসংস্থান বিবেচনা করিয়া শুভা-শুভ কল বিবেচনা করিবে।

বাহার জন্মকালে লক্ষ, তৃতীয় ও পঞ্চম বলবান গ্রহের নবমস্থানে দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রূপবান্ বিলাসলীল ও বহুলাভযুক্ত হয়, যে মনুষ্যের জন্মকালে নবমগ্রহ এই অগ্নিগৃহ হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃক লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও মানস সরোবরের হংসের ভায় যীর কুলের ভূষণরূপ হয়। নবমস্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পূর্ণচন্দ্র ও বলবান্ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য যীর বংশের মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়া শুভগ্রহের দশায় রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্যস্থানে অবস্থিত করেন এবং ঐ গৃহ তাহার উচ্চস্থান হয়, তাহা হইলে ঐ মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী হয়। শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বলবান্, বিলাসলীল ও ভূপতি হয়। (জাতকাত্তরণ)

জন্মকালে সূর্য যদি নবমস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য নিরন্তর ভাগ্যধীন হয়। কিন্তু যদি ঐ নবমস্থান সূর্যের সম্পূর্ণ উচ্চস্থান হয়, তাহা হইলে মনুষ্য পুণ্যকাণ্ডের অমৃত্যু করে এবং রাজ্যপদ লাভ করে। সূর্য ধর্মস্থানে

থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যধীন ও পুণ্যধীন হয়, তবে যদি সূর্য উচ্চ স্থানে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য নির্বল ধর্ম নক্ষত্র করে। মতান্তরে সূর্য নবম গৃহে থাকিলে মানব সভ্যবান্, উত্তম কেশযুক্ত, কুলধন-হিতকারী, দেবপ্রদান-ভক্ত, প্রথম বরসে রোগযুক্ত, যৌবনকালে দৃঢ়তর, বহুধন-সম্পন্ন, দীর্ঘজীবী ও উত্তম শরীর হয়। যদি পূর্ণচন্দ্র নবম থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনসম্পন্ন ও পিতৃব্রতপরাগ হয়, কিন্তু যদি নবম ক্রীণ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে উক্ত সমুদায় কল অল্প পরিমাণে হইবে। মতান্তরে পূর্ণচন্দ্র নবম স্থানে থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধন-সম্পন্ন ও কামিনীদিগের সন্তোষজনক হইবে। কিন্তু যদি ঐ নবম গৃহস্থিত চন্দ্র নীচ গৃহস্থিত বা ক্রীণ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী না হইয়া নির্বল হইবে, এবং মৃত ও সংগর্ভবিরোধী হইয়া উঠিবে। মঙ্গল নবম স্থানে থাকিলে মানব রক্তব্রতব্যবসারী, পাণ্ডপতব্রতপরাগ ও সৌভাগ্যধীন হইবে। মতান্তরে মঙ্গল নবম গৃহে থাকিলে মনুষ্য রোগযুক্ত, বহুধনজননারী পুণ্য, সৌভাগ্যধীন, কুৎসিত ব্রতপরিধানকারী, সাধুসমীপে স্তবেশসম্পন্ন ও শিরবিদ্যাতে অজুরাগযুক্ত হইবে। তাহার নয়ন, কেশ ও শরীর শিকলবর্ণ হইবে। যদি বুধ নবম গৃহে থাকেন, এবং ঐ নবম গৃহ যদি পাপগৃহ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মন্দভাবে ও বৌদ্ধমতাবলম্বী বা অল্প কোন বিশ্বাসী হইবে। কিন্তু যদি ঐ বুধ ক্ষুদ্রমণি অর্থাৎ উজ্জল হন, তাহা হইলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, স্ত্রীভক্তি ও ধার্মিক হইবে। মতান্তরে যদি নবম গৃহে বুধ থাকেন, এবং যদি ঐ নবম গৃহ শুভ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য স্ত্রীপূজ্যসম্পন্ন ও ধনবান্ হইবে। কিন্তু যদি ঐ নবম গৃহ পাপগ্রহের স্থান হয়, তাহা হইলে মনুষ্য হুঃখিতাঃকরণ ও বেদবিনিমক হইবে। সে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম বা অল্প কোন অনার্য ধর্ম আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মপতি নবম গৃহে থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যশালী, রাজপ্রিয়, ধনবান্, গুণবান্, দেবতাদিগের উদ্দেশে ব্রতপরাগ, পর-মার্থজ্ঞ, কুলবর্জন ও প্রচুর কীর্তিশালী হইবে। শুক্র ধর্ম-স্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুবিধ ভীষণপরিভ্রম দ্বারা পৃথিবী শরীর এবং দেব ব্রাহ্মণ ও ভক্তর প্রতি ভক্তিপরাগ হইবে। সে ব্যক্তি নিজ ভুলবারাই পরম সৌভাগ্য উপাধিসম্পূর্ণক বহোৎসবে কালযাপন করিবে। যদি ধর্মস্থানে থাকিলে মানব দাতিক কর্তব্যতা ভাগ্য নক্ষত্র করিবে এবং ঐ ব্যক্তি লক্ষ্য পিতৃগণবৎক, অধ্যাত্মিক ও ভূগণ্যবান্ হইবে। মতান্তরে যদি ধর্মস্থানে থাকিলে দাতিক, ধর্মবান্, ঐশ্বর্য-

বকক, নিরত পাশনিরত, বনশূত্র, যোগবিশিষ্ট ও বীরাহীন
হয়, এবং তাহার কার্য্য পাশকর্মে রত থাকিবে। রাহ
ধর্মহানে থাকিলে মনুষ্য বল, সুশ্রুতি রতপরিধানকারী ও
অত্যন্ত দীন হইবে। সে ব্যক্তি চণ্ডালের দ্বারা কর্ম করিবে,
এবং জম্বুদিগের সহিত নিরত আমোদ প্রমোদে রত
থাকিবে। সে ব্যক্তি শত্রুকুল হইতে নিরত ভীত থাকিবে।
রাহ ধর্মহানে থাকিলে মনুষ্য নীচকর্মে অহরহ, সত্যহীন,
শৌচরহিত, সোভাগ্যহীন ও অতি দীনহীন হইয়া থাকে।
(বৃহজ্জাতক) ১৭ জ্যৈষ্ঠাংশের নৃপতিভেদ। (ভাগ ৯।২৩।১৪)

ধর্ম্য, কুম্ভাউন প্রদেশের অন্তর্গত হিমালয়ের দক্ষিণে একটি
জনপদ। ৩০° ৫' হইতে ৩০° ৩০' উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত।
ইহার উচ্চতা অত্যধিক। এই দেশের মধ্যে লিবং নামক
পর্বতশিখর ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ। উত্তর সীমান্তে ধর্ম্য-গিরিপথ
হুগুদেশ নামক জনপদে গিয়া মিলিয়াছে। এই গিরিপথ
১৫০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থান বন্ধুর
উপত্যকামাঝ। এই স্থানেই গঙ্গার উপনদী কালী নদীর
উৎপত্তি। কালীর প্রধান উপনদী ধোলী (ধবলী) নদীও
এই প্রদেশেই প্রবাহিত। অধিবাসীরা ভুটিয়া ও তিব্বতীয়,
ইহারা মেঘপাল লইয়া কুম্ভাউন ও হুগুদেশের মধ্যে বাণিজ্য
করে। দেশের পরিমাণ কল প্রায় চারিশত বর্গমাইল।

ধর্ম্যকথক (পুং) ধর্ম্যবক্তা।

ধর্ম্যকথানরিত্ত (পুং) ধর্ম্যার্থকামানঃ পরিত্তঃ। কলিকালে
জাত মানব, কলিকালে মানবগণ ধর্ম্যকথাবিহীন হইয়া
থাকে, এইজন্য তাহাদিগকে ধর্ম্যকথানরিত্ত কহে।

ধর্ম্যকর উপাধায়, 'তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি' নামক দ্বি-
গ্রন্থ প্রণেতা।

ধর্ম্যকর্ম্য (স্ত্রী) ধর্ম্যার ধর্ম্যত বা কর্ম্য কার্য্য। ধর্ম্যস্থান।
ধর্ম্যপ্রতিপাদক কর্ম্যভেদ, যে কার্য্য আচরণ করিলে ভুত
হয়, তাহাকে ধর্ম্য কর্ম্য কহে।

"বেদপ্রাপ্তিহিতং ধর্ম্যকর্ম্য ভদ্রমঙ্গলং পরং।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখং)।

বেদঘোষিতঃ যে সকল কার্য্য তাহাকে ধর্ম্য কহে, এবং
ইহা অতিপর মঙ্গলজনক।

ধর্ম্যকায় (পুং) ধর্ম্য কার্য্যরতে কলসিতি সজ্জানেন কম-অণ্।
কর্তব্য বুদ্ধিযারা ধর্ম্যকারক। "অথ তে যদি ধর্ম্যবিত্তিকিৎসা
বুত্তি বিচিকিৎসা বা ত্য। তে তত্র ব্রাহ্মণা লমাক্ দর্শনবুদ্ধা
আবৃত্তা অলম্বা ধর্ম্যকায়াস্থাঃ।" (একাদশীতন্ত্রতন্ত্র প্রতি)

ধর্ম্যকায় (পুং) ধর্ম্যার কায়ের স্বেচ্ছা বজ্জ। বৃহৎ। (জিহাও)

ধর্ম্যকায় (পুং) ধর্ম্য করোতীতি কয়-ক-অণ্। ধর্ম্যায়কর্তা।

ধর্ম্যকার্য্য (স্ত্রী) ধর্ম্যার ধর্ম্যত বা কার্য্য। ধর্ম্য কর্ম্য।

ধর্ম্যকীর্তি (পুং) ১ ব্রহ্মারহীর পুরাণোক্ত এক রাজা। ২ এক
জন বিখ্যাত বৌদ্ধ নৈরাসিক ও প্রাচীন কবি।

ইনি বৌদ্ধসঙ্গতি নামক অলঙ্কারগ্রন্থ, প্রমাণবাস্তিক,
প্রমাণাবিশিষ্টর ও প্রসঙ্গপাদ নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-
ছেন। খণ্ডনখণ্ডখাণ্ড, বাসবদত্তা, সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি
গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে এবং সহজিকর্ণামৃত, সত্যভিত্তাবলী,
ধর্ম্মলোকলোচন নামক গ্রন্থে ইহার রচিত কবিতাবলী
উদ্ধৃত আছে।

৩ ধাতুপ্রত্যয়পঞ্জিকা ও ধাতুসঙ্গরী নামক বৈদ্যাকরণিক
গ্রন্থকার।

ধর্ম্যকীল (পুং) ধর্ম্যত কীল ইব। শাসন, রাজশাসন।

ধর্ম্যকীলক (পুং) ধর্ম্যকীল সংজ্ঞায় কন্। ব্রহ্মশাসন।

ধর্ম্যকুমার সাধু, জৈন গ্রন্থকার। ইনি শীলভজচরিত্র
নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ধর্ম্যকুমার সাধু আপন ওর
ভালিকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়
যে নগেন্দ্রপঙ্কজের মধ্যে হেমপ্রভাসুর উৎপন্ন হন, তাঁহার
শিষ্য বিদ্যাধরপ্রভ। ধর্ম্যকুমার সাধু এই বিদ্যাধরপ্রভের
শিষ্য। প্রচ্যাম আচার্য্য ইহার গ্রন্থ সংশোধন করেন।
শীলভজচরিত্র 'জনাতিশয়বক' বংশের লিখিত হয়।

ধর্ম্যকুপ (পুং) একটি প্রাচীন ভীষ।

ধর্ম্যকৃৎ (জি) ধর্ম্যং ধর্ম্যসাধনং কর্ম্য করোতি কৃ-কিপ্ কৃক্।
১ ধর্ম্যসাধন কর্ম্যকর।

"জ্যোতীষ চ বহুমিভঃ সত্ত্বো ধর্ম্যকৃৎ প্রচুরকোপঃ।" (বৃহৎসং
১০।১০) ২ বিষ্ণু। (ভারত ২৩।১৪৯।৬৪)

ধর্ম্যকৃত্য (স্ত্রী) ধর্ম্যকার্য্যের অন্তর্ধান।

ধর্ম্যকেতু (পুং) ধর্ম্যঃ অহিংসারপন্থকর্ম্য কেতুর্ভূত। ১ বৃহৎ,
বৌদ্ধধর্ম্যের অহিংসাই একমাত্র পরমধর্ম্য, এই জন্য ধর্ম্যকেতু
শব্দে বৃহৎ বুঝায়। ২ কাশ্মীরবংশীর জ্যেষ্ঠ নৃপের পুত্র-
ভেদ। "জ্যেষ্ঠে ভদ্ররাজ্যপিতৃ ধর্ম্যকেতুরিতি শ্রুতঃ।"

(হরিবংশ-২৯ অং)

ভাগবত মতে, অলঙ্কারবংশীর জ্যেষ্ঠের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৬)

বিষ্ণুপুরাণের মতে জ্যেষ্ঠের পুত্র। ৩ একজন ব্যাধ,
ইজ্ঞপ্ত্য নীলাধর মহাদেবের শাপে কালকেতু নামে ইহার
পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। (কবিকল্প চণ্ডী)

ধর্ম্যকোটি, পঞ্চাব প্রদেশের কিরোজপুর জেলার জিরা ভহ-
সীলের অন্তর্গত একটি নগর। ইহা ৩০° ৫৬' ৪৫" উত্তর
অক্ষাংশে এবং ৭৫° ১৬' ৩০" পূর্ব অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহার
লোকসংখ্যা প্রায় ৬৫০০ হাজার, বিষ্ণু-সংখ্যায় ১০০০০।

কিরোরপুর হইতে লুধিয়ানার রাজ্যের কিরোরপুরের ২৮ ক্রোশ পূর্বে এই নগর অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম কোটাগপুর ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মেরালা শিখনমালের নর্দার তারানিংহ এখানে ধর্মকোট নামে এক চূর্ণ নির্মাণ করেন ও তদনুসারে নগরের নামও পরিবর্তন করিয়া দেন। তারানিংহের গড় এখন সঠি হইয়া গিয়াছে। এখানে পঞ্চাশটি পরোনালার অবস্থা ভাল, সকল রাস্তাই পাকা। শতের বাগিচাই বেশী। অনেক ধনী বণিকের বাস আছে। নিকটে আর সহর না থাকার লুধিয়ানার পরেই ইহার বাজার খুব বড়। দেশীয়দিগের সরাই আছে। যুয়োপীরগণের বাসের ব্যবস্থাও আরোজন মত করা হয়।

ধর্মাকোষ (পুং) ধর্ম: কোষইব, ধর্মত কোষ: সমূহো বা।
১ ধর্মরূপ রক্ষণীয় বস্তু। ২ ধর্মসমূহ।

“ব্রাহ্মণো ভ্যরমানো হি পৃথিব্যামভিভারতে।

ঈশ্বর: সর্গভূতানাং ধর্মকোষতঃ শুভ্রে।” (মহা ১।৯৯)

ধর্মক্ষেত্র (স্ত্রী) ধর্মত ক্ষেত্রং। ১ ধর্মার্জনার্থক্ষেত্র, কর্মভূমি, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই একমাত্র ধর্ম উপার্জনের স্থান, এই জন্য ভারতবর্ষকে ধর্মক্ষেত্র কহে। ২ কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র কহে।

“ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুয়ৎসব:।” (গীতা ১।১)

‘কুরুক্ষেত্রকঃ ঐতিহ্যভিত্তিপ্রসিদ্ধং দেবযজ্ঞনমবিমুক্তং বা।’

(মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা) [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

(পুং) ৩ এক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার।

ধর্মগহনাত্ম্যদাগতরাজ (পুং) বৃদ্ধের নামান্তর।

ধর্মগুপ্ত (জি) ধর্মং গোপায়তি গুপ-কিপ্। ১ ধর্মরক্ষক।

২ বিহু। “ধর্মগুপ্ত ধর্মকুৎ ধর্মী।” (ভারত ১৩।১৪৯ অঃ)

ধর্মগুপ্ত (পুং) একজন বণিক। ইহার কস্তার নাম দেব-সিদ্ধা। (কথাসরিৎসাং)

২ পাটলিপুত্র নগরবাসী একজন বণিক। ইহার পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা। তাহার গর্ভে ইহার এক কস্তা জন্মে। ঐ কস্তা গোমপ্রভা নামে প্রসিদ্ধ হয়। (কথাসরিৎসাং)

৩ রামদাসের পুত্র। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি রামাকপাটীকা রচনা করেন।

ধর্মঘট (পুং) ধর্মার্থং দেহো ঘট: ধর্মায় ঘট: অগ্ন্যোদক-পরিপূর্ণকলস:। সৌর বৈশাখমাসে প্রাত্যহ দাতব্য অগ্ন্যোদক-পূরিত কলস। বৈশাখমাসে ধর্মঘটব্রত আচরণ করিতে হয়।

‘বহ্মাধর্মঘটং’শাপি অগ্ন্যোদকপূরিভান্।’ (কাশীখ ১২)

‘দ্বিজিজ্ঞাতো ততঃশ্রেষ্ঠঃ বহ্মা মেঘগতো রবি:।

দোষাবিহরিভ্যে কালে চতুর্দশং সমাচরেৎ।

তজ্জ নিত্যং ঘটং দ্বাদশং মাসমেবং ন হোম্যাকং।

চন্দ্রনেম সমালিখ্যঃ স্কন্ধিগাদিত্যরিতং।

ব্রহ্মমেতৎ সমাভূধ্যাৎ বাবৎ বর্ষচতুষ্টয়ং।” (অভিহুতপুং)

চৈত্রমাসগত হইলে ‘বহ্মা মেঘগণিতে উদিত হইলে অর্থাৎ বৈশাখমাসে দোষাবিহরিভ্যে কালে চতুর্দশ আচরণ করিবে, ইহাতে অর্থাৎ ঐ বৈশাখমাসের প্রতিদিন ঘট চন্দ্র-নাদি লিপ্ত করিয়া ভোজ্যের সহিত দান করিতে হইবে, এই বিধানে এই ব্রত চারিবৎসর করিতে হইবে। ধর্মঘটব্রতের বিবরণ অন্তরঙ্গও লিখিত আছে—

“শীতলেন অগ্ন্যেদনং বারিণা পূরিতং ঘটং।

শুক্লচন্দ্রনবিধিঃ পুষ্পদামোপাশোভিতং।

দ্ব্যধোদনযুতঃ কুর্ধ্যাৎ শরাবং ততঃ চোপরি।

উপানচ্ছত্রসংযুক্তং ধর্মার্থং কারয়েদটং।” (হেমাদ্রিাদানখং)

শীতল ও অগ্নি বারি দ্বারা ঘটপূর্ণ করিয়া এবং ঘটের গলার শুক্ল চন্দ্র ও পুষ্পমালাদি দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ঘটের গারে দখ্যাক্ত দিয়া তাহার উপর একটা শরাব দিতে হইবে। এই ঘটের সহিত বিলামা ও ছত্রসংযুক্ত করিয়া ধর্মার্থ ঘট কলিত করিয়া দান করিতে হইবে। ধর্মঘটব্রত করিতে হইলে নিম্নলিখিত আরোগ্যাহুসারে করিতে হইবে।

মহাবিহুবসংক্রান্তির দিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন প্রথমে স্ততিবাচন করিয়া “বহ্মা: সোম:” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সন্ধন করিতে হইবে। সন্ধন ‘অদ্যোত্যাগি বৈশাখে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ মহাবিহুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী মমালয়গমননিবারণপূর্বক-ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অদ্যারভ্যা বর্ষচতুষ্টয়ং বাবৎ প্রতিবর্ষীয় মেঘস্রবৌ প্রাত্যহঃ গণপত্যাগি নানাদেবতা পূজাপূর্বকং ত্রীবিষ্ণুপূজা সত্যোজ্যঘটনানকথাশ্রবণরূপধর্মঘটব্রতমহং করিষ্যে।” এইরূপে সন্ধন করিয়া সন্ধনযুক্ত পাঠ করিতে হইবে। যে বৎসর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর এইরূপ সন্ধন হইবে, তাহার পর পর বৎসরে নিম্নলিখিত রূপ হইবে। “অদ্যোত্যাগি মহাবিহুবসংক্রান্ত্যাং মৎসক্লিষতধর্মঘটব্রতকর্মণি বধাবিধি গণপত্যাগি নানাদেবতা পূজাপূর্বকং ত্রীবিষ্ণুপূজা সত্যোজ্যঘটনানকথাশ্রবণমহং করিষ্যে।” তাহার পর একজন ব্রাহ্মণ ঐতিহিধি স্বরূপ হইয়া বধাবিধানে সামাজ্য, আসনভক্তি ও ভূতভক্তি করিয়া শালগ্রাম শিলা বা ঘট পূজা করিতে হইবে। ‘বাং জনরায় নমঃ’ এইরূপে অঙ্গভাস ও কদম্বভাস করিয়া নারায়ণের ধ্যান করিতে হইবে। পরে ‘ও ভগবন্তে দিক্বে

নমঃ' এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইবে। পরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। পরে তোজা উৎসর্গ করিতে হইবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সতোজ্যাবারিপূর্ণঘটোর নমঃ' এইরূপে তিনবার অর্চনা করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

'ও ঘটং ধর্মরূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা।

স্মরি লিষ্টে সত্ত্ব লিষ্টাশ্চন্দনৈঃ সর্বদেবতা ॥'

এই মন্ত্রে চন্দনাচুলেপন করিয়া 'অদ্যোত্যাগি অমুক গোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ধর্মঘটব্রতকর্ম্মণি ইমং সতোজ্যাবারিপূর্ণঘটমর্জিতং ত্রীবিষ্ণুদেবতং যথা-সম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণসাহং দদে।' এইরূপে উৎসব করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিতে হইবে।

"ও ধর্মঘটং ঘটরূপেণ ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা।

স্মরি লিষ্টেহক্ষরা লোকা মম সত্ত্ব নিরাময়াঃ ॥

যথা স্বং শীতলো নিত্যং সম্পূর্ণঃ শীতবারিণী।

তথা মাং সুরশাস্ত্রী শীতলং কুরু ধর্মঘট ॥

এষ ধর্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাক্ষকঃ।

অস্ত্র প্রদানাং সফলা মম সত্ত্ব মনোরথাঃ ॥

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।

পানীয়স্ত প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু শাশ্বতী ॥"

ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। তাহার পর কথা শুনিতে হইবে। কথা—

"ত্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।

চত্রেকেতুরিতি খ্যাতো রাজাসীদ্ধার্শ্বিকঃ স্ত্রীঃ ॥

সুশীলা তত্ত্ব ভাৰ্য্যাসীং মালাবত্যাতি বিপ্রতা।

স। সর্কশ্চগুসংযুক্তা সাধ্বীয়াং দ্রৌপদী যথা ॥

একস্মিন্ সময়ে রাজন্ লোমশস্ত চ সন্নিধৌ।

সৈবা পুটাজ্জলিত্বা লোমশং পরিপূচ্ছতি ॥

মালাবত্যাবাচ।

শৃণু স্বং সুনিশাদুল সর্কধর্মপরায়ণ।

যমালয়ং ন গচ্ছামি তত্পারং ব্রবীহি মে ॥

সমাখ্যাহি ব্রতং দেব সফলং পাপনাশনং।

লোমশ উবাচ।

শৃণু রাজন্! মহাভাগে যেন তত্ত্ব ন গচ্ছতি।

তত্পারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু স্বং হি সমাহিতা ॥

জন্ম জন্ম কৃত্যং পাণ্যং মৃত্যুতে নাস্ত্য সংশয়ঃ।

বিষ্ণুস্মরণমাত্রেণ হন্তি পাপং পুরাকৃতং ॥

যেন ধর্মপ্রসাদেন তুষ্ঠৌ দেবো জনাধিনঃ।

পূজয়েদেবদেবানাং সর্ককামকলপ্রদং ॥

সমারোপ্য ততো দেবং চন্দ্রেনেব বিলিপিতং।

পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিত্ত্বা ॥

অয়নে কোটিশুণিতং লক্ষং বিষ্ণুপদীষু চ।

বড়শীতিসহস্রত্ব বড়শীত্যাযুলাকৃতং ॥

বিষুবে শতসাহস্রং ব্রতং তত্ত্ব সমাচরেৎ।

মালাবত্যাবাচ।

মমৈমতং কথিতং সর্কং যৎ ব্রতঞ্চ স্বরা প্রোতো।

কিং বিধানং কলং কিং বা কৈশ্চ লোকে কৃতং পুরা ॥

লোমশ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে পূর্ককালস্ত যা কথা।

বিনিব্রাজন্তে ততশ্চৈত্রে যদা মেঘগতো রবিঃ ॥

দোষাদিরহিতে কালে চতুর্কিধং সমাচরেৎ।

তত্ত্ব নিত্যং ঘটং দদ্যাৎ মাসমেকং সতোজ্যাকং ॥

চন্দ্রেনেব সমালিপ্তং দক্ষিণাদিভিরম্বিতং।

ব্রতমেতং সমাকুর্যাৎ যাবৎ বর্ষচতুষ্টয়ং ॥

অনেনৈব বিধানেন যা ব্রতঞ্চ সমাচরেৎ।

সর্কং কুলং সমুদ্ভূত্যা স্বর্গলোকে মহীয়তে।

দ্রৌপদ্যা চরিতং যন্তং শৃণু স্বং ধ্যানতৎপর।

দ্রৌপদ্যা তদিন্নং পূর্কং ন কৃতং ব্রতমুত্তমং ॥

মৃত্যু গতা চ সা সাধ্বী ন লভেত দিবং পুনঃ।

অথ শীঘ্রং সমাগত্য তামুচুর্মমকিঙ্করাঃ।

বিষুবে চ স্বরা সাধ্বী ন কৃতং তৎব্রতং কিল ॥

ততো মরণকালে স্ত্র্যাং স্বর্গধারণং বিরোধিতং।

যমদূতৈঃ সমাসাদ্য গলে পাশো নিবেশিতঃ ॥

দ্রৌপদ্যাবাচ।

মাতৈষী নীরতে দেবি ধর্মরাজস্ত সন্নিধৌ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ব্রতানি বিবিধানি চ ॥

যজ্ঞদানবিধানঞ্চ স্বরাং সর্কং প্রতিষ্ঠিতং।

কিঞ্চন ন কৃতং পূর্কং মাধবে মাসি সূব্রতে ॥

ব্রতং ধর্মঘটং নাম তেন বাসি যমালয়ং।

দ্রৌপদ্যাবাচ।

যমদূতা মহাত্মানো নরস্ত মাং যমালয়ং।

তৎপ্রসাদেন মে শীঘ্রং গলে পাশো বিমুক্তত্ব ॥

ততো বিধৃত্য স্বকরে সমানীতা যমাক্ষিকং।

যম উবাচ।

শৃণু স্বং দ্রৌপদী সাধ্বী সর্কং স্বরা প্রতিষ্ঠিতং।

ন কৃতো দেবদেবস্ত ব্রতং ধর্মঘটস্বরা ॥

তথাপি তুষ্ঠৌ তদ্রেহং ব্রতং বৃণু যথেন্দ্রিতং ॥

জ্যোতিষ্যচ।

বরং দলব মে নাথ গচ্ছামি পুনরাগরং।

কর্তব্যং তদ্বিধানেন ব্রতং তব প্রসাদতঃ।

যম উবাচ।

ব্রতং ধর্মবটং দেবি কুরু স্বয়া নিজালয়ং।

নাগন্তব্যং স্বয়া দেবি পুনর্নয় পুরীং শুভে।

ততো গতা চ সা চৈব তুষ্ণোহভূদন্তকন্তনা।

তুরো ভূমিগৃহং প্রাপ্য ভদেব চ তথা সতী।

সা তত্র তদ্ব্রতং চক্রে দানং হোমং বধাবিধি।

সংপূর্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরং সতী।

দদৌ ষাণ্ম বিপ্রোভ্যা দানানি ষাণ্মশানি চ।

চত্বারি জলপাত্রাণি বস্ত্রেণ সহিতানি চ।

দানানি চ ততো দক্ষা তৎসংখ্যকষটী তথা।

আসনানি চ চত্বারি পাত্ৰকসহিতানি চ।

দানানি চ ততো দক্ষা তৎসংখ্যকষটী তথা।

আসনানি চ চত্বারি পাত্ৰকসহিতানি চ।

দক্ষিণাভ ততো দক্ষা বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।

তৎব্রতঞ্চ স্তম্পনং বিষ্ণুহৃদেহস্তসন্ততঃ।

এবং কৃষা ব্রতং সাধ্বী জ্যোতী স্তম্মাহিতা।

অস্তকালং সমাসাদ্য সা গতা বৈষ্ণবং পুরং।

ইতু্যক্তা। লোমশে নাথ কভা মালাবতী তথা।

কৃষা চৈব ব্রতং সাধ্বী দেবারাধনপূর্বকং।

সা নিতাং গর্গরীং দক্ষা সতোজ্য দক্ষিণাষিতাং।

দেবোদ্দেশেন বিপ্রায় প্রকায় প্রতাপাদয়ং।

এবং যা কুরুতে নারী পুত্রপৌত্রসমধিতা।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং শ্রিয়ঞ্চ লভতে সুখং।

অন্তে যাতি পরং স্থানং যজ দেবো নিরঞ্জনঃ॥”

(ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্ত ধর্মবটব্রতকথা সমাপ্ত।)

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইবে। এই ব্রতচরণ

করিলে নারীদিগের নানা প্রকার দৌত্যগ্য হইয়া থাকে।

ধর্ম্য (ত্রি) ধর্মঃ হস্তি হন-ক। ধর্মানাশক, ধর্মহেবী।

ধর্মঘোষ, ১ জৈনদিগের যুগপ্রধানগণের মধ্যে একজন।

২ একজন জৈনগ্রন্থকার। ইনি “সজ্জাচার” ও “অস্তির্ঘতি পর্য্যন্তব্রতযমক” নামে খ্যাত ২৮টা স্ততি রচনা করিয়াছেন। ইনি তপাগচ্ছীয় দেবেশ্বরের শিষ্য ও সোমপ্রভের গুরু। ১৩০২ দেবেশ্ব উজ্জয়নী নগরে মহেভ্য জিনচন্দ্রের ছই পুত্র বীরধবল ও ভীমসিংহকে দীক্ষিত করেন। ১৩১৩ সংবতে (কোন মতে ১৩০৪ সংবতে) বীরধবলকে বিভানন্দ নাম দিয়া দেবেশ্ব হরিপদ প্রদান করেন ও ইহার

জাতা ভীমসিংহকে ধর্মকীর্তি নাম দিয়া উপাধার পদে নিযুক্ত করেন।

১৩২৭ সংবতে মালবে দেবেশ্বের মৃত্যু হইলে বিভানন্দ-হরি গুরুর পদ লাভ করেন, কিন্তু জন্মোদশ দিন পরে বিদ্যাগুরে তাঁহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার জাতা ধর্মকীর্তি উপাধার ধর্মঘোষ নামে হরিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি হরিপদ প্রাপ্তির পূর্বেই ধর্মকীর্তি উপাধার নামেই “সজ্জা-চার” রচনা করেন। ইনি “কালসত্তরি” নামে আরও এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৩ একজন জৈনাচার্য্য, চন্দ্রকূলের অন্তর্গত শীলভদ্র হরির শিষ্য ও যশোধরের গুরু। ইনি বাদিমদহর নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি অনেক শাক্তরীরাজকে দীক্ষিত করেন। এ সম্বন্ধে প্রশস্তি আছে। পদ্মপ্রভের গুরু বাদিচূড়ামণি ধর্মঘোষ হরি ও এই ব্যক্তি অতির বলিয়া বোধ হয়।

৪ কোটিকগণের মধ্যে বজ্রশাখাসম্প্রদায়, চন্দ্রগচ্ছীয় চন্দ্রপ্রভের শিষ্য ও সমুদ্রঘোষের গুরু। ইনি ২০টা শিষ্যকে হরিপদ প্রদান করেন। ইনি শকসিদ্ধি নামে ব্যাকরণকর্তা। ইনি আপন গুরুর গুরু জয়সিংহের আদেশ মত পূর্ণিমাগচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১১৪৯ সংবতে ঐ গচ্ছ স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের মতে, ইহার গুরু চন্দ্রপ্রভই ঐ গচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫ একজন জৈনগ্রন্থকার। অঞ্চলগচ্ছীয় জয়সিংহের শিষ্য ও মহেশ্বহরির গুরু। ১২৬৩ সংবতে ইনি “শত-পদিকা” রচনা করেন এবং ১৩৯৪ সংবতে মহেশ্বশিষ্য উহার এক সরলপাঠ প্রকাশ করেন। ইহার গুরুর নাম আর্ঘ্যরাক্ষিত। মেরুভূজের “শতপাদিকাসারোদ্ধার” নামক গ্রন্থে এক প্রশস্তিতে ধর্মঘোষ মহাপুরের অন্তর্গত মরুদেশে ১২০৮ সংবতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। ইহার পিতার নাম চন্দ্র, মাতার নাম রাজল দেবী। ইনি ১২১৬ সংবতে ব্রতগ্রহণ, ১২২৪ সংবতে হরিপদলাভ ও ১২৬৮ সংবতে ৬০ বর্ষ বয়সে স্বর্গগমন করেন। ইনিই শাক্তরীরাজকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন।

৬ জনৈক হরি। নগেন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত হেমপ্রভের শিষ্য ও সোমপ্রভের গুরু।

৭ এক জৈনগ্রন্থকার। ইনি মহর্ষিকুল গ্রন্থ রচনা করেন।

ধর্মচক্র (কী) ধর্ম্য চক্রং ৬তং। ১ ধর্মসমূহ।

“ভীমেন বিহিতং রাষ্ট্রে ধর্মচক্রমবর্তত।” (ভারত আদি-১০৯অ)

ধর্ম্য চক্রং যত্র। (কী) ২ বৃদ্ধ। (ত্রিকা) ৩ অজ্ঞবিশেষ।

“ধর্মচক্রং মহাচক্রমজিতং নাম নামতঃ।” (হরিবংশ ২২৬। ৭)

ধর্মচক্রভূৎ (পুং) ধর্মচক্রঃ ধর্মসম্বলং বিতর্জীতি কৃ-কিপ্, ভূগুণমশ্চ। জিম।

ধর্মচন্দ্রে গণি, এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি "সিদ্ধজয়ন্তীচরিত্র" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি মানভূজের ভাগিনের।

ধর্মচরণ (পুং) ধর্মচরণ।

ধর্মচর্যা (স্ত্রী) ধর্মত চর্যা। ধর্মচরণ, ধর্মাহুষ্ঠান।

ধর্মচারিণী (স্ত্রী) ধর্মং চরতীতি চর-ণিনি ঙীপ্। জায়া, সহধর্মিণী। "সপত্নীকো ধর্মচারেৎ।" পত্নীর সহিত ধর্মচরণ করিতে হয়, এই জন্ত পত্নীকে ধর্মচারিণী কহে।

"জ্যোষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্ঠাং গর্ভমাদধে।"

(ভারত বনপং ২৯ অং)

ধর্মচারিন্ (ত্রি) ধর্মং তৎসাধনকর্ম চরতি চর-ণিনি। ধর্ম-সাধন কর্মকারক।

"স চেৎ স্বয়ং কর্মস্থ ধর্মচারিণাং

অমন্তরায়ো ভবতি চ্যুতো বিধিঃ।" (রঘু)

ধর্মচিন্তক (পুং) চিন্তয়তি ইতি চিন্তকঃ ধর্মত চিন্তকঃ। ধর্মচিন্তাকারী।

ধর্মচিন্তন (স্ত্রী) চিন্তি ভাবে লুট্ ধর্মত চিন্তনং ৬তৎ। ধর্মচিন্তা, ধর্মবিষয়ক ভাবনা।

ধর্মচিন্তা (স্ত্রী) চিন্তি ভাবে অ, টাপ্। ধর্মত চিন্তা। ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তন, উপাধি।

ধর্মচিন্তি (পুং) শাক্যমুনির নামান্তর।

ধর্মজ (পুং) ধর্মার্থে জায়তে জন-ড। ঔরস প্রথম পুত্র, পুত্র না হইলে পিতৃ ঋণ শোধ হয় না, পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্ত ধর্মগর্ভীতে প্রথম যে পুত্র হয়, তাহাকে ধর্মজ কহে।

"যস্মিৎ গং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমন্ত্রতে।

সএব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিহুঃ॥" (মহু ৯।১০)

যে জ্যেষ্ঠপুত্রের উৎপত্তিমান পিতা পিতৃ-ঋণ হইতে বিমুক্ত হন, এবং স্বয়ং অনন্তর লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ধর্মজ কহে। অপর সকল সন্তান কামজ পুত্র।

ধর্ম্যে জায়তে জন-ড। ২ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

"এবং সন্ধিত্য ভগবান্ স্বরাজ্যে স্থাপ্য ধর্মজং।

নন্দুর্যাস হুহবঃ সাধূনাং বর্ষদর্শনং॥" (ভাগ ৩।৩।১৭)

[যুধিষ্ঠির দেখ।] ৩ বৃদ্ধভেদ। (স্ত্রী) ৪ দিব্য ভেদ।

(ত্রি) ৫ ধর্মতঃ জাতমাত্র। (পুং) ৬ নরনারায়ণ।

ধর্মজন্মন্ (পুং) ধর্মতো জন্ম যন্ত। যুধিষ্ঠির।

"বীক্য ধর্মমথ ধর্মজমতা।" (মাব)

ধর্মজন্ম (ত্রি) ধর্মণে জন্তঃ ৩তৎ। ধর্মধারা জাত জুথ, ধর্মজন্ম জুথ ইহা থাকে, ধর্মাহুষ্ঠান করিলে ভক্তজন্ম হয়।

"জুথং তু জগতামেব কাম্যং ধর্মণে জন্ততে।" (নৃত্তি)

ধর্মজিজ্ঞাসা (স্ত্রী) জ্ঞাকুক্ষি জিজ্ঞাসা, ধর্মার্থঃ ধর্মচরণার জিজ্ঞাসা। বেদবাক্যবিচার, ধর্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে বেদবাক্য সকলের বিচাররূপ ধর্মজীমাংসা।

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা।" (মীমাংসাদর্শন)

ধর্মজীবন (পুং) বাজনপ্রতিগ্রহাদিনা পরত ধর্মমুৎপাত জীবতি জীব-শ্য। ব্রাহ্মণবিশেষ, যে সকল ব্রাহ্মণ যাজ-নাদি দ্বারা পরের ধর্ম উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাহাকে ধর্মজীবন কহে। ধর্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী।

"বশ্চাপি ধর্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্মজীবনঃ।

দণ্ডেনেব তমপ্যোবেৎ স্বকর্ষ্যসিদ্ধিবিচ্যুতং॥" (মহু ৯।২৭৩)

যাজনপ্রতিগ্রহাদিনা পরত বাগদানাদি ধর্ম উৎপাত যো জীবতি স ধর্মজীবনঃ ব্রাহ্মণঃ।" (কুল্লুক)

ধর্মজীবনব্রাহ্মণ যদি ধর্ম ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন।

ধর্মজ্ঞ (ত্রি) ধর্মঃ জ্ঞানাতীতি জ্ঞা-ক। ধর্মজ্ঞানবিশিষ্ট, যে ধর্মবিষয় পরিজ্ঞাত আছে, যিনি ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

"ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ হ্রীনিষেবী দৃঢ়ব্রতঃ।" (ভারত বিরাট)

ধর্মঠাকুর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙ্গালার হাড়ি, পোদ, ডোম, কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নতম হিন্দু জাতির এক উপাঙ্গ দেবতা। এই দেবতার নাম সাধারণতঃ ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজ বা ধর্মরায়। এতদ্বিধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম আছে। ধর্মঠাকুরের মূর্তির বা প্রতিমার একটা বিশেষ আকারের স্থিরতা নাই, কোথাও তিনি কেবল বটে, কোথাও কেবল সিঁদুরমণ্ডিত একখানি পাথরে, কোথাও কোন এক প্রকার প্রতিমায় পূজিত হইয়া থাকে। প্রতিমার আবার নানাভেদ, কোথাও কচ্ছপাকার, কোথাও উননের ঝিকের জার কোণাকার, কোথাও শিবলিঙ্গের উর্দ্ধভাগের জার, ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার প্রতিমা আছে। ধর্মের নানাহানে মন্দির আছে। মন্দির হইলেই যে ধর্মের প্রতিমা থাকিতে হইবে তাহা নহে, কোন কোন মন্দিরে প্রতিমা আছে, কোথাও বা প্রস্তরখণ্ড, কোথাও বা ঘট আছে। অনেক স্থানে আবার ধর্মের মন্দিরও নাই, কোথাও বা বৃক্ষতলে, কোথাও বা পুকুরিগীড়ীতে, কোথাও বা কোন মাঠের মধ্যে বিশেষ এক স্থানে ধর্মের ঘটাদি অনাবৃত পড়িয়া থাকে। ধর্মের পূজা নিত্য হয় না, ভক্তের সামসিক থাকিলে বিশেষ দিনে তাহার ধর্মের স্থানে গিয়া পূজা দিয়া আসে। কোন

কোন স্থানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা হইরাছে। ধর্মের প্রতিমাত্মক বাহা কিছু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশেই রূপার ও পিতলের টোপ বসান দেখিতে পাওয়া যায়। সিঁদুর যেমন লাগান থাকে, ধর্মের গারে এই টোপগুলিও সেই ভাবে কোথাও মোম দিয়া আঁটা ও কোথাও বা পেরেকের দ্বারা পোতা থাকে। এইগুলিকে ধর্মের চক্ষু-স্বরূপ করিয়া করা হয়। ধর্মঠাকুরকে কোথাও বিকল্পরূপে তুলসী দিয়া পূজা করে, বলি দেয় না; কোথাও শিবরূপে বিষগজ দিয়া পূজা করে, কিন্তু পঞ্চানন্দের পূজার দ্বারা বলি দেয় না; আবার কোথাও ঐ ভাবে ছাগ, মেঘ, এমন কি অনেক স্থলেই মূর্গী ও শূকর বলি দেয়। পূজক ভেদে এইরূপ পূজার ব্যবস্থা হয়। আর সকল স্থানেই অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেই ধর্মের পূজা করে, কোথাও ছলে, কোথাও বাগ্মী, কোথাও আশুৱী, কোথাও কৈবর্ত, কোথাও সঙ্গোপ, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডোম বা পোদ। ডোম বা পোদের মধ্যে বাহারা পণ্ডিত-আখ্যায়ী তাহারাই পূজা করে। ধর্মঠাকুর একপ্রকার ইহাদেরই নিজস্ব দেবতা। যেখানে বত নীচজাতি পূজক, সেখানে তত নীচ পণ্ডপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কৈবর্তাদি সেবিত ধর্মস্থানেই বলি নিবিড়। ধর্মের পূজক নীচজাতি হইলেও ধর্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই আছে। উচ্চবর্ণ অর্থাৎ বাহাদের পোরোহিত্য কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, তাহাদের মানসিক পূজা করিতে হইলে ধর্মস্থানে ব্রাহ্মণেই পূজা করিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহাতেও বিভিন্ন নিয়ম আছে। কোথাও একই ধর্মালয়ে একজন নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও একজন নীচজাতীয় পূজক উপস্থিত থাকে। মানতকারীর রুচি অনুসারে হয় ব্রাহ্মণ না হয় নীচজাতীয় পূজকে পূজা করে, আর কোথাও বা মানতকারী নিজেই নিজের পুরোহিত সঙ্গে লইয়া পূজা দিতে গিয়া থাকে। পূজার বিধান ও ক্রম কিন্তু সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য দেবতার পূজার বিধান ও ক্রমের দ্বারা, প্রথমে সন্ধ্যা, তৎপরে আসনাদি শুদ্ধি, পরে দ্বান, পরে নৈবেদ্য, ফলচন্দন বলি ইত্যাদির উৎসর্গ, পরে বাস্ত আরাধিক। যে ধর্মালয়ে বলি দিবার নিয়ম নাই, সেখানে নীচজাতীয় সেবকেরা বলি মানস করিলেও বলি দেওয়া হয় না। ধর্মের পূজা প্রায়ই পশ্চিমমুখে বসিয়া করিতে হয় ও ধর্মদেবতা পূর্বমুখে স্থাপিত হন। অনেক স্থলে ধর্মালয় ব্যতীত ধর্মের উদ্দেশ্যে ষট্ পাতিয়া ভক্তেরা ইচ্ছামত নানাস্থানে পূজা করে। তৈল সিঁদুর প্রত্যেক মানসকারীকে দিতেই হয়। ধর্মের পূজকেরা অনেক

ধর্মের নিকট চূর্ণ মানসিক করে। এই রূপে যে চূর্ণ পাঁওয়া যায়, তাহাতে ধর্মের মন্দিরলেনপনাদি হইয়া থাকে। ধর্মের গাজন হয়। তাত্র ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন ধর্মের উৎসবের দিন। এই দিন সকল ধর্মালয়ে উৎসব হয়। এই সময় নানাস্থানে হইতে বাজীসমাগম হয়।

বাজীরা সংক্রান্তির পূর্বদিন হবিষ বা ফলমূলদি আহাৰ করিয়া থাকে। পরে সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া ধর্মের প্রসাদ পায় ও দিব্যরাত্রি ধর্মের গান গাইয়া থাকে। গাজনের বাজীরা বাহা পূজা দেয়, ধর্মের পণ্ডিত (পূজক) তাহা নাম ও গোত্র উল্লেখে উৎসর্গ করে। ইহার জন্ত প্রত্যেকের কাছে দক্ষিণা পায়। গাজনের বাজীরা ধর্মের ঘরে কাদার একটা চাপের একটা কাটি পুঁতিয়া তাহাতে তুলা জড়াইয়া যুত দিয়া আলিয়া দেয়। প্রত্যেক বাজীকে এইরূপ দীপদান করিতেই হইবে। ইহাও দেবতাকে নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। তাত্রমাসের ও বৈশাখের সংক্রান্তির দিন ব্যতীত ধর্মের মানসিক পূজা শনি কি মঙ্গলবারেও দিতে হয়, তবে অনেকে পূর্বিয়া তিথিতে বা যে কোন মাসের সংক্রান্তিতেও পূজা দিয়া থাকে। ধর্মের মানত করিয়া লোকে চুল রাখে, দাড়ী কি নথ রাখে না। বালক বালিকার চুলও ধর্মের নামে রাখা হয়। অনেক স্থলে মানসকারী সমর্থ হইলে ধর্মের মন্দির হইতে ধর্মের প্রতিমা নিজ বাড়ীতে আনাইয়া বা ষট্ পাতিয়া পূজা দিয়া থাকে,— খুব ধুমধাম করে। ধর্মের গাজনের সন্ন্যাসীদিগকে “গতি” ও পূজার্থীদিগকে “ভক্ত” (ভক্ত) বলে। কোথাও ধর্মকে রাধিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি বা যুতপক্ষ লুচী কচুরী ইত্যাদি ভোগ দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে সন্দেশ, রসকরা, ক্ষীরের মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। কি বার্ষিকপূজা, কি মহোৎসব, কি মানসিক পূজা সমস্তই দিবসে প্রাতঃকালে সম্পন্ন হয়। পূজক অস্বাস্ত হইলে পূজা করিতে পার না। ধর্মের যেখানে যেখানে বাধা মন্দির আছে, সেখানে পূজকই ধর্মমন্দিরের অধিকারী। তাহারা বংশ-সূত্রে ঐ কার্য করিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালার অনেক ধর্মালয়ে বেশ আর হয়। অনেক ধর্মমন্দিরের সেবা-নির্বাহার্থ ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত জমী জমাও আছে। ইহার উপস্থিত পূজকেরা গ্রহণ করে।

ধর্মঠাকুর নীচজাতির মধ্যে প্রভাবশালী হইলেও সকলেই ইহাকে মানিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি জাতীয় গৃহস্থেরাও ইহার মানত করে। তবে ধর্মের নামে সন্ন্যাস উচ্চশ্রেণীর লোকে করেনা বলিলেই একপ্রকার চলে। মুসলমানেরাও ইহাকে

স্নানিয়া থাকে ও পূজাদি দেয়। ইহাদের পূজাও পণ্ডিতে সম্পন্ন করে। যজমান-বাবসারী ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে বিশেষতঃ যে সকল স্থানে ধর্মের প্রভাব নাই, সে সকল স্থলে ধর্ম-পূজা করিতে সন্মত হন না। উহা ডোম ও পোদের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু যেখানে ধর্মের বিখ্যাত মন্দিরাদি আছে, সে সকল স্থানে আবার অনেক সংস্কৃতজ বিজ্ঞ যজমানী ব্রাহ্মণও যজমানের প্রীত্যর্থ ধর্মপূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুমন্দিরে কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত যে কোন প্রতিমাই হউক না কেন, তাহার নিকট বাঙ্গলাদেশে প্রায় অধিকাংশ স্থলে শালগ্রাম শিলা থাকে ও অনেক ব্রাহ্মণের মতে শালগ্রাম শিলা যে বিগ্রহের (মহুয়া স্থাপিত প্রতিমার) নিকট না থাকে, সে বিগ্রহ ব্রাহ্মণের পূজা বা নমস্ত নহে, (স্বয়ম্ভূজের বা দেবীপীঠস্থ দেবতার প্রতি এ নিয়ম নাই), কিন্তু ধর্মঠাকুরের মন্দিরে শালগ্রামের অবস্থিতি দেখা যায় না, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ-পূজকেরা শালগ্রাম লইয়া গিয়া স্বীয় যজমানের পূজা নির্বাহ করেন ও পরে শালগ্রাম লইয়া আসেন।

ধর্মপূজার নিয়ম।—পূজার দিনের তিথি উল্লেখ সংকল্প করা হয়। ঠাকুরকে স্নান করান হয়। ভীষ্মের পর তুলসী বা বিষ্ণুপ্রসাদিবারা (স্থানভেদে যেখানে যেমন নিয়ম ভদ্রসূত্রে) ধ্যান করিতে হয়, পরে ক্রমান্বয়ে ধর্মের বীজ মন্ত্রোক্তে পঞ্চোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

পূজকভেদে ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ধর্মের পূজার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মন্ত্র আছে। যেখানে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব বেশী, সে স্থানে ধ্যং ধীং ধং এই মন্ত্র ধর্মের বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। যেখানে ধর্মকে বিষ্ণুমূর্তি বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেখানে বিষ্ণু-স্থানের সংস্কৃতমন্ত্রই নানা পরিবর্তিত ও ভ্রমপূর্ণ আকারে ধর্মের স্নানমন্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার ধ্যানমন্ত্র কিন্তু স্বতন্ত্র, তাহাও আবার নানা স্থানে নানা রূপ; তন্মধ্যে ষাটালের নিকট বীরসিংহ গ্রামের ধর্মপণ্ডিত এই মন্ত্র পাঠ করেন,—

“ও ব্রহ্মান্তঃ নাদি মধ্যং ন চ করপদং নাক্তিকার্য্য নির্দাং।

নাকারং নাদিরূপং স্কললদগতং ন চ ভরমরণং।

বস্ত্র যোগিনং সংকল্পহীনং শূভমুষ্টিনিরঞ্জনায় নমঃ।”

অপরপর স্থানের মন্ত্রও প্রায় এইরূপ, তবে মধ্যে মধ্যে অনেক রূপান্তর দেখা যায়।

এই ধ্যানগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি ঘটত যথেষ্ট ভুল আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে প্রথমে এই ধ্যানের কথা-গুলি বাঙ্গালী ভাষাতেই রচিত ছিল, শেষে ক্রমশঃ সংস্কৃত

হাতে পড়িয়া ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া উঠিতেছে, অথচ ঠিক হইতেছে না। ইহার ভ্রুতিমন্ত্র, সংস্কৃত পুরাণোক্ত ধর্মমন্ত্র হইতে কিছু পরিবর্তিত। যথা—

“খেতবজ্রং খেতমালাং খেতবজ্রোপবীতকং।

খেতাসনং খেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্ত তে॥”

ধর্মের প্রণাম-মন্ত্রটি সংস্কৃত পুরাণোক্ত সর্ষদেবতার প্রণামে বিষ্ণুপ্রণাম সিদ্ধ হইবার বচন মাত্র—

“আকাশং পতিতো তোরয় যথা গচ্ছতি সাগরং।

সর্ষদেব নমস্তারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥”

এই ত গেল সংস্কৃত মন্ত্রাদি। বাঙ্গালা মন্ত্রাদিও নিম্নে লিখিত হইতেছে। ঘনরাম প্রভৃতির মতে, রামাই পণ্ডিত নামে বাইতিজাজীর এক ব্যক্তি ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক। তাঁহার প্রণীত পদ্ধতি অনুসারেই অনেক স্থলে পূজাদি হয়। ধর্মঠাকুরের স্নান ও ধ্যানাদি মন্ত্রের বাঙ্গালা কবিতাগুলির শেষে ইহার নামের ভগিতা আছে।

স্থানের মন্ত্র যথা,—

“ও আরতি ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।

সরযাং গঙকী পূর্ণা খেতগঙ্গা চ কোশিকী॥

ভগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।

সদা স্বয় মনো ভূষা ভূদারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে।

এল লইয়া স্নান করেন ধর্ম আগম জলে।

অথও তুলসীপত্র দিয়া পদতলে॥

অভিগঙ্গা চূড়ামণি করেন ভক্তি।

তুরিতে যে স্নান লেন গোঁসাই যুবতী॥

চোলসমুদ্র এল গোঁসাই ক্ষীর নদী।

গঙ্গা যমুনা এল বঙ্গ বদরী॥

শোভা ধাত্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে।

স্নান করেন প্রভু ভগবানে॥

স্নান আচলিত গীত পণ্ডিত রামাই গান।

একল রামাই বিজ শরল অবধান॥”

এই মন্ত্রটির প্রথম চারি পঙ্ক্তি কতকগুলি সংস্কৃত পুরাণ-বচন মূর্খের হস্তে পড়িয়া ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া বর্তমান আকারে দাঁড়াইয়াছে। এই টুকু যদিও রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি গ্রহে পাওয়া গিয়াছে, তবুও উহা যে পণ্ডিতের খাতি বাঙ্গালা মন্ত্রাংশের সহিত একতাব্যবিশিষ্ট নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

বাঙ্গালা ধ্যানমন্ত্রটি এইরূপ;—

* সহস্রাব চক্রবর্তী ধর্মবল্লভ মতে, রামাই ব্রাহ্মণজাতীয়।

“বর্গ যুগপতি লক্ষ্যভগবান।
 শুভ শুভ লক্ষ্যভগবান যুগের বিধান।
 বে দিনেতে ভূদাতার আছিল মণ্ডলে।
 অদ্য বাহুকী নৌগের জন্ম সেইকালে।
 যোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসেন বারতা।
 একমুখে ছিল তার সহস্রেক মাথা।
 নির্মাইলেন প্রেম হংসের বাতালে।
 আসন করিয়া প্রভু মন্দের হরিষে।
 জলেতে ডুবিল হংস তাহার করিলে।
 কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্ধিধানে।
 গরল মুখের বিন্দু মস্তকের দেশে।
 দাগের নিঃখাস কৈল ভাঁটার জোয়ার।
 স্নানদিন লক্ষ্যভগবান আনার দরিতার।
 তাহার উপরে হইল রবির প্রকাশ।
 বিজ মুরতি কৈল আঁড়ি কৈলস।
 যোগেতে মঙ্গল স্থজিলেন ভূদাতার।
 অনন্ত কোটীদেব কে করে বিচার।
 কে করিতে পারে প্রভু আলোর জ্যোতি।
 ঘটে আসি পূজা লও বরুণনারাগ।
 হীন নয় জন্ম মৌর আভির নাহি হিতি।
 লহ লহ জলপুষ্প যুগের অধিপতি।
 গাছের বাকল দহি পত্র নহি ছায়া।
 আগে ভাগে নিরঞ্জন নির্মাইলেন কারা।
 তাঁহারি ভকতে প্রভু করিলেন তার।
 বিকুর কারণে ভ্রমেন নৈরাকার।
 আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার।
 ভিন্নরূপে হইলেন জন্মিলেন সংসার।
 তবেত ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মুরতি।
 দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্বে আইলেন হিতি।
 অঙ্গে হাত বুলাইতে স্থজিলেন পার্কতী।
 দেখিতে ক্ষম্য রূপ মনোহর জ্যোতি।
 টলিল ধর্মের বিন্দু দেবী নিল করে।
 ধর্ম লম্বিরিয়া মাতা পুন্ডিল উদরে।
 তিল প্রমাণ হৈয়া গড়িল বহুমতী।
 দিনে দিনে পার্কতীর ব্যক্তি উদর।
 চলিতে শক্তি নাহি যুড়ে হই কর।
 কে জন্মিল বলিয়া বলেন বজ্রধর।
 ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মার জন্ম।
 ব্রহ্মকর্মে বিকুর বে দহিছে তখন।

কীণ কটি কুপিল কমণ্ডলু লইয়া।
 তাহাতে বিকুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া।
 মনেতে বিচারি তখন জিদপেশ্বর।
 জীবজি শীতল কৈল ভূমিট মনোহর।
 তিনবারি জনমিল এইত উদরে।
 অপরে মহিমা গীলা কে বুঝিতে পারে।
 ধর্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রামাই গান।
 একল রামাই বিজ শরল অবধান।”

এইটা ধর্মঠাকুরের ধ্যান মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রটা ধর্মের মঙ্গল গীতের একাংশমাত্র, তাহা ভণিতা হইতেই বুঝা যায় এবং সংস্কৃত ধ্যানোক্ত কোন কথাই ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয় নিরঞ্জনীর মূর্খ পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া একটীর স্থলে আর একটা ধ্যান মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, কারণ বাঁটালের পণ্ডিতের নিকট একটা মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেকটা সংস্কৃত ধ্যানের অনুরূপ,—

“বর্গ মর্ত্য না ছিল না ছিল বে পাঁতাল।
 উৎপত্তি না ছিল না ছিল বমকাল।
 দেবী ভক্ত শিষ্য কেহ না ছিল।
 নীল অনিল ধর্ম বে লভিল।
 ধর্মকে বাগে না দিলেন জন্ম
 মায়ে না দিলেন উদরে ঠাই।
 পুত্রভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোলাজি।
 নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি।
 আপনি করিলেন প্রভু আপনার কারা।
 হস্তগত কক চক্ষু নিরঞ্জনের হইল।
 নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল।
 দেখিলেন নবমণ্ড ব্রহ্মা অমিয়র।
 ভাস্কর্যে নিরঞ্জনায় নম।”

শেষ চরণটা ছাড়িয়া দিলেও এই মন্ত্রটা অনেকটা ধ্যান-মন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইলে ধ্যানার্থক হইতে পারে। রামাই পণ্ডিতের ধ্যান মন্ত্রটার মধ্যে “ঘটে আসি পূজা লও বরুণ নারাগ” এই চরণ হইতে বেশ গোপূত্রের বরুণনারায়ণ ধর্মঠাকুরের সহিত রামাই পণ্ডিতের কোন সংজ্ঞা ছিল, হস্ত অই গোপূত্রের (গবপুত্রের) নিকটেই তাহার বাস ছিল বা গোপূত্রের তিনি পুত্রারী ছিলেন; এরূপ অনুমান করা যেরূপ হয় একান্ত অজ্ঞান হয় নাই।

ধর্মঠাকুরের ইতিহাস।—ধর্মঠাকুরের পূজারি ব্যাপার লিখিত হইল। এখন এই অশৌচাশ্রিত্য বৈধতার পূজা

কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহার একটু ইতিহাস দেওয়া হউক। ধর্মঠাকুরের মহিমা-প্রকাশক কোন সংকৃত গ্রন্থ নাই। তবে চণ্ডীমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার ধর্মের মঙ্গল গীতও কয়েকখানি আছে।

রামাই পণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, বনরাম, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিকচন্দ্র গাঙ্গুলী ও সহস্রাবৈ চক্রবর্তী এই আট জনের ধর্মমঙ্গলের মঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। বনরাম, রূপরাম ও রামচন্দ্রবিরচিত ধর্মমঙ্গলের মারক মারিকা একই, ঘটনা ও বর্ণনীর বিষয়ের কোন কোন স্থলে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়।

এই মঙ্গল গীতগুলি বৃহৎকার, ভগ্নাধ্যায়ে বিজ্ঞ বনরাম চক্রবর্তী-প্রণীত ত্রিধর্মমঙ্গল পাঠে জানা যায় যে, গোড়পতি ধর্মপালের শ্রাণী রজাবতীর পূজা লাউসেন হইতে এই পূজা প্রচারিত হয়। রামাই পণ্ডিত রজাবতীকে ধর্মপূজার উপদেশ দেন। মেদিনীপুরে ময়নাগড় নামক স্থানে রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে ময়নাবতী কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া (শালে ভর দিয়া) ধর্মের তপস্বী করিয়া তাঁহারই বরপুত্ররূপে লাউসেনকে গর্ভে ধারণ করেন। লাউসেনই ময়নাগড়ে রাজা হইয়া রামাইএর উপদেশে ধর্মপূজা প্রচার করেন। বনরাম পাঠে জানা যায়, রামাই পণ্ডিত হাকন্দপুরায় মতে ধর্মপূজার প্রথা প্রবর্তিত করেন। এই হাকন্দপুরায় কি, তাহা জানা যায় নাই। বনরামের গ্রন্থে ধর্মের মহিমাকে “বার্মতি” বা “ব্রহ্মতি” বলা হইয়াছে। অনেকে “বারমতি”ও বলেন। ধর্মের গান পূর্ণ এক পালা গাহিতে বার দিন লাগে বা বার দিনের হিসাবে পালা বিভাগ করিয়া রচিত বলিয়া অনেকে “বারমতি” বলিয়া থাকেন, কিন্তু বনরামের উদ্দেশ্য দেখিয়া বোধ হয় যে, কথাটা বাস্তবিক ব্রহ্মতি বা বার্মতি অর্থাৎ ধর্মের ব্রহ্ম আতিপাদক মহিমাগীত। পূর্বে যে ধর্মের বাঙ্গালা ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ধর্মকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও পার্শ্বতীর সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানা যাইতেছে। এতদ্বারা রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির একাংশে আছে ;—

“ত্রিধর্মার্যমমঃ।

অথ শূভপূরণ লিখ্যতে।

নাই যেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিন।

রূপ নাই নাই ছিল নাই রূপ চিন।

নাই ছিল রূপ নাই ছিল আকাশ।

মেক মন্দার না ছিল না ছিল ঠেকাস।

বেদতা দেহারা নাই পুজিয়ার-দেহ।

মহাপুত্র মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ।

অবি বে ভগবতী নাই বাহিক ব্রাহ্মণ।

পূর্ত পাহাড় নাই নাহি স্বাধর জন্ম।

পূণ্য স্থল নাই ছিল নাই পলাল।

লাগর গঙ্গা নাই বেদতা লকল।

নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর মর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার।

বার ব্রত না ছিল অবি বে ভগবতী।

তীর্থস্থল নাহি ছিল গঙ্গা ধারণনী।

প্রাণ মাধব নাই কি করি বিচার।

ধর্ম মর্ত্য নাই ছিল সব দুঃস্বপ্ন।

দশদিকপাল নাই মেঘ তারাগণ।

আয়ু মৃত্যু নাই ছিল বনের ভাঙন।

চারিবেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার।

শুশ্রূষা করিলেন প্রভু করতার।

ত্রিধর্ম চরণারবিন্দে করিয়া প্রণতি।

ত্রিভূত রামাই কর শুনরে ভারতী।”

এই উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে, ধর্মঠাকুরের প্রকাশক আদিগ্রন্থের হাকন্দপুরায় কি বলেন জানিনা, কিন্তু শূভপূরণ বলিতেছেন। ধর্মঠাকুর বেদের অপৌরুষেয় ও নিত্য স্বীকার করেন না। তাঁহার কোন আকারাদি নাই, তিনি মহাপুত্র মধ্যে শূভমূর্তিতে অবস্থিত, তিনি শূভ হইতে সৃষ্টি করেন।

এই তার কোন হিন্দুপূরণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় না। শূভবাদ বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি। [বৌদ্ধধর্ম দেখ।]

ঘাটালে এক পণ্ডিতের নিকট হইতে আর একটা কবিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ধর্মের প্রকৃত পরিচর পাওয়া যায়। ইহা ধর্মের মহিমাযুক্ত ভূতিময় ;—

“ও বোল সহস্র গতি লয়ে

ত্রিধর্মাই পণ্ডিত ধর্মপূজা করিবারে বান।

সেই পথ দিয়া অবি মুনি মার্কণ্ড বান।

ধূপ ঘূনার ধর্ম কর দেখিবারে পান।

কহেন মার্কণ্ড মুনি, তন হে কপিল মুনি।

কিহের শুনি কর কর কায়।

বলে মিথ্যাই আলম চাঁদা,

মিথ্যাই বাজনা মাঝে মিথ্যাই ধর্ম উজান।

ধর্মরাজ যজ্ঞনিলা করে মুনি মার্কণ্ড বান।

অয় বলি বোধ হল অবি মুনির পান।

অষ্টকুট চেলি স্থল ক্যাবি মুনি মার্কণ্ড বান।

আদ্যের ধবল দিল মূনির মুখেতে জাঁতিরে।

রামাই পণ্ডিত বলে মধুর পুর্ণী দিবে পিঠের জাল।

মধু মাংসে এ ঘর করিবে একাকার।

গতি ভকতের উচ্চৈশ্ব মূনি কুড়ায় খাবে।

তবেত মার্কণ্ড মূনি অমরপদ পাবে ॥”

ধর্মঠাকুর এইরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণ, কিন্তু মধুমাংস-পিষ্টকলোভী। মার্কণ্ডের মূনি কুঠমোচনের অল্প শেবে কি করেন, তাহা আর জানা গেল না। উপরের উচ্চৈশ্বাংশটা না পদ্ম না গজ, যেন ঠাকুরমার ছড়া। ইহা প্রাচীন ভারত লক্ষণ ও প্রাচীন মন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়।

কেবল মার্কণ্ডের মূনির উপরেই ধর্মঠাকুরের রাগ পড়ে নাই। এক সময়ে আজপুরে (রাঢ়দেশে) ব্রাহ্মণেরা ধর্মঠাকুরের গতি ভকতের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করেন। তখন ধর্মঠাকুর অস্ত্রাস্ত্র দেব দেবী লইয়া খোদা, মহম্মদ, আদম, হবা, গাজী, হাজী, পীর, ককীর, সেখ, মওলানা রূপে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের দেউল দেহারা (মন্দির ও বিগ্রহাদি) ভাঙ্গিয়া নানারূপে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি মধ্যে “নিরঞ্জনের কন্যা” নামে অধ্যায়টি পড়িলে এ বিষয় জানা যায়। এই ঘটনাটি সম্ভবতঃ আর কিছু নহে, আজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন প্রতিশোধপরায়ণ ধর্মঠাকুরের গতি-ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলেও লিখিত আছে, আজপুরের ব্রাহ্মণেরা ধর্মদেবী হওয়ার ধর্ম ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম লইয়া সকলকে স্নেহ করেন।

বাকালার নানাহানে বিস্তর প্রাচীন ধর্মালয় আছে। দক্ষিণ রাঢ়ের কএকটি বিখ্যাত ধর্মঠাকুরের নাম মাণিক-গাজুলীর পুঁথি হইতে লিখিত হইল—

বেলডিহার বাঁকুড়ারায় ও শীতলসিংহ, ফুলুরে ফতে-সিং, বৈতলে বাঁকুড়ারায়, পাণ্ডুগ্রামে বুড়োদর্শ, শ্রাম-বাজারে দলুরায়, দেপুরে জগৎরায়, গোপালপুরে কঁাকড়া-বিছা, সিয়াসে কালাচাঁদ, ইলাসে বাঁকুড়ারায়, গোপুরে স্বরূপ-নারায়ণ, মঙ্গলপুরে রূপনারায়ণ, পশ্চিমপাড়ায় যাত্রাসিদ্ধি, বড়ুআগ্রামে মোহনরায়, শুকুড়াগ্রামে শীতলনারায়ণ, আল-শুড়চিয়ার ক্ষুদিরাম, আকুটিকুরার মাসার ধর্ম, বন্দীপুরে শ্রাম-রায়, আড়াগ্রামে কালুরায় (শক্তি মূর্তি-কামিনী সহিত), আজ-পুরে ধর্মরায়। এতদ্বিরি বোড়াল হইতে যিনি আমরকোর ঔষধ দেন, তাহার নাম ক্ষুদিরায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাহার নাম অচলরায়, বেটুগাছিতে

ধর্মরাজ, মদীরা আমালপুরে বুড়োদর্শ বা বুড়োসিংহ। উত্তররাঢ়েও এইরূপ নানা গ্রামে ধর্মঠাকুরের নাম, তেল বিস্তর। হুগলীতে আর প্রতি গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন।

সহদেব চক্রবর্তী প্রণীত ধর্মমঙ্গলে এই কর্তী ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে,—

“গবপুরে বন্দিব স্বরূপনারায়ণ।

আখুটার ধর্ম বন্দো হয়ে একমন ॥

আড়াগ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায়।

দিবানিশি কতক গায়নে গীত গায় ॥

পূর্বদ্বারী কোঠা সমুখে দামোদর ॥

হৃদিকে তুলসীমঞ্চ দেখিতে স্মর ॥

বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়াহুতি।

অহুপম গুণধাম অনন্ত শক্তি ॥

মুন্সাদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে।

পাইল গোপের স্রুত তপস্রার ফলে ॥

বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্রামরায়।

দামোদর বাহার দক্ষিণে বয়ে যায় ॥”

ইহার মধ্যে দু'একটির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ময়নাগড়ে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর এখন নিজ ময়না-গড়ে থাকেন না, নিকটে ছই ক্রোশ উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক গ্রামে ইটের প্রাচীর ও খোঁড়োচালের ঘরে থাকেন। কাঠের দোলচৌকীতে ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের আকার একটা কচ্ছপের মত, রীতিমত শুঁড় ও পা আছে। তল-পেটে সচক্র একটা সর্প খোদিত আছে। পূজকেরা বলে উহা অনন্তমূর্তি, অনন্তের উপর কৃষ্ণরূপী ভগবান। ইহার ঘট নাই। ইনি বিষ্ণুরূপী, স্রুতরাং বলি নাই, তুলসী দিয়া পূজা হয়। প্রত্যহ ত্রিধি উল্লেখ সংকল্প করিয়া পূজা হয়। প্রত্যহ ১৫ সের চাউলের নৈবেদ্য ব্যবস্থা। মানস-কারীরা তাহা দিয়া থাকে। জলমিশ্রিত দুগ্ধ দেওয়া হয় না, কাঁচা দুগ্ধ দিতে হয়। পূজকেরা কৈবর্ত, তাহার প্রাঙ্গণেতে সম্মানিত। তর্জনীতে অষ্টধাতুর অঙ্গুরী ধারণ করে। ঠাকুর ঘরের সমুখে এক পুকুরিণী। শুনা যায় এই পুকুরিণী হইতে ধর্মঠাকুর, এক শম্ব ও একখানি পাখর উঠিয়াছিল। শম্ব ও পাখর কোথায় তাহা কেহ জানেন না। ময়নাগড়ে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত রক্ষিণী নামে কলৌ ও লোকেশ্বর নামে শিবের মন্দির আছে। সেই মন্দিরাদির নিকটে ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। তাজ-সংক্রান্তিতে লক্ষ্যার সময় বৃন্দাবন-চক হইতে ঠাকুরকে আন

হর ও সেইদিনই পুন্নার পর তাঁহাকে জাবার বুদ্ধাবন-চকে লইয়া বাওয়া হয়। কেন এ নিয়ম, তাহা কেহ জানেননা।

[লাউসেন, ময়নাগড় প্রভৃতি দেখ।]

ধর্মগণ (পুং) ধর্মেণেব ধার্মিকবদিত্যর্থঃ নমতীতি নম-ড।

১ বৃকভেদ, ধামিনিয়া।

“ধমনঃ পিচ্ছিলম্বক্ চ ধমুর্কণ্ঠ ধর্মগঃ ॥” (বৈদ্যক রত্নমালা)

২ সর্পবিশেষ, ঢেমনা সাপ।

ধর্মতঃ (অব্য) ধর্ম-তসিন্। ধর্মাসুসারে, জ্ঞানাসুসারে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া। যথা, আমি ধর্মতঃ প্রীতিজ্ঞা করিতেছি।

২ ধর্মের নিকটে, ধর্মদ্বারে। যেমন ধর্মতঃ পতিত হইতে হইবে ইত্যাদি।

ধর্মতত্ত্ব (ক্লী) ধর্মত্ব তত্ত্বং ৬তং। ধর্মরহস্ত, ধর্মের নিগূঢ় মর্ম। “ধর্মত্ব তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যায়ং” (ভারত)

ধর্মতীর্থ (ক্লী) ধর্মকৃতং তীর্থং। তীর্থভেদ।

“ততোগচ্ছন্নহারাজ ধর্মতীর্থমমুত্তমং।

যত্র ধর্মো মহাত্মা গুপ্তবাহুত্তমং তপঃ ॥

তেন তীর্থং কৃতং পুণ্যং সেন নান্য চ বিশ্রুতং।

তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধর্মশীলঃ প্রাজায়তে।

আসপ্তমং কুলদৈব পুনীতে নাজ সংশয়ঃ ॥”

(ভারত বনপা ৮৪ অ°)

ধর্মতীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠতীর্থ, এই তীর্থে ধর্ম তপস্তা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তীর্থ ধর্মতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান করিলে ধর্মশীল হয় এবং তাহার সপ্তমকুল পবিত্র হয়।

ধর্মত্ব (ক্লী) ধর্মত্ব ভাবঃ ধর্ম-ত্ব। ব্রহ্মিক, আধেয়ত্ব। “যথা গগনাদেবুত্তিমত্বলক্ষণধর্মত্বাভাবাদিতে” (জগদীশ)।

ধর্মত্বাতা, একজন বৌদ্ধধর্মপুস্তকপ্রণেতা। ইহার পূর্ণ-নাম অর্হণ বা আর্ষাধর্মত্বাতা। ইনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ধর্ম-পদের উত্তরদেশীয় পাঠ্যসূত্রে “উদানবগগ” নামে বুদ্ধোক্তি সংগ্রহ করেন। ইনি বহুমিত্রের মাতুল ও সম্ভবতঃ আর্ষা-দেবের ছাত্র, সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাত গ্রন্থের মধ্যে “ধর্মপদসূত্র” চীনভাষায় ২২৪ খৃষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছে। তারানাথের মতে, ইনি ব্রাহ্মণ রাহুলের সমকালিক। এই রাহুল বহুমিত্রাদি চারি-জন বৈভাবিক আচার্যের সমসাময়িক। ধর্মত্বাতার ভাগি-নের বহুমিত্র যদি কনিষ্ঠের সময়ের সম্ভাষণিত বহুমিত্র হন, তাহা হইলে ধর্মত্বাতা ৪০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন বলিতে পারা যায়। [বহুমিত্র দেখ।]

ধর্মদ (পুং) ধর্মঃ স্বধর্মকলং নদীতি অভ্যন্তৈ সংক্রাময়তি

দা-ক। ১ অভ্যন্তে স্বধর্মকলের সংক্রামক। ২ ধর্মোৎপাদক।

“এতদেব ভগবানং ধর্মিষ্ঠে ধর্মদং তথা ॥” (হরিবংশ ১২৪ অ°)

৩ কুমারচরিত্র মাতৃভেদ। (ভারত শান্তি ৪৬ অ°)

ধর্মদীপিকা (ক্লী) গোড়প্রসিক মীমাংসাগ্রন্থবিশেষ।

ধর্মদান (ক্লী) ধর্ম্য দানং। প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্মদান কহে, কেবল ধর্মার্থ দান।

“পাত্রেত্যো দীযতে নিতামনপেক্ষা প্রয়োজনং।

কেবলং ধর্মবুদ্ধা বৎ ধর্মদানং প্রচক্ষতে ॥” (শুক্ৰিতত্ত্ব)

প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া ধর্মবুদ্ধিতে সংপাত্রে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্মদান কহে।

ধর্মদার (পুং) ধর্মার্থঃ অধ্যাদানাদ্যর্থঃ দারঃ। ধর্মপত্নী।

“ধর্মদারান্ বনে তাক্সা পরকর্মাকরোঃ প্রভুঃ ॥”

(কামন্দকীয় নীতিসার)।

ধর্মদাসগণি, এক জৈন গ্রন্থকার। ইহার গ্রন্থের নাম “উপদেশ মালা”। সিদ্ধসাধু এই গ্রন্থের এক টীকা করিয়াছেন। দেবেন্দ্র (স্বয়ং ১৪২৯) ইহার গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং ইনি ১৪২৯ সন্বতের পূর্ববর্তী লোক। ইহার আরও একখানি টীকা আছে। জয়শেখরস্বরি এই গ্রন্থের একখানি অবচুরি করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মদুহা (ক্লী) ধর্মান্ দোষি, আধারত্ব কর্তৃত্ববিবক্ষয়া কর্ত্তরি চহ-ক যচ্চাত্তাদেশঃ। ধর্মদানস্থান, বহির্বেদী। (শকার্ণচি°) ধর্মদেব, নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় একজন রাজা। ইহার পিতা শঙ্করদেব স্বর্গারোহণ করিলে ইনি রাজা হন। ইহার পুত্রের নাম মানদেব।

ধর্মদেশ (পুং) ধর্মসাধনং দেশঃ। সংবর্ত্তোক্ত যজ্ঞীয় দেশ।

“বভাবাং যজ চরতি কৃষ্ণসারঃ সদা যুগঃ।

ধর্মদেশ সবিত্তেরঃ বিজ্ঞানং ধর্মসাধনঃ ॥” (সংবর্ত্ত)

যে স্থলে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার যুগ সকল বিচরণ করে, সেই স্থলকে ধর্মদেশ কহে, এই ধর্মদেশ বিজ্ঞানিগের ধর্মসাধনক্ষেত্র। ধর্মদোষ, গুপ্তসম্রাট বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রী। ইহার পিতার নাম দোষকুন্ত। সুবিখ্যাত অভয়দত্ত ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহার কোশলে বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজ্য বড় সুখকর হইয়াছিল। ইনি রাজা ও প্রজার নিকট এত প্রিয় ও মাজ গণ্য ছিলেন যে ইনি রাজোচিত পরিচ্ছাদি পরিধান করিতে আদিষ্ট হন। ইহার কনিষ্ঠপুত্র “নির্দোষ” নামধারী দক্ষ একটা বৃহৎ কুপ খনন করাইয়া ছিলেন।

ধর্মজীবী (ক্লী) ধর্মজনকোজীবো যত্নঃ, গৌরামিহাং জীবী। গদা।

“বিষ্ণুপাদাগ্রসমুত্তে গদে ত্রিপথগামিনি।

ধর্মজীবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহবি ॥” (প্রারম্ভিতত্ত্ব°)

ধর্মজ্যোহিন্ (পুং) ধর্মায় পরম ধর্মাচরণায় ক্রহতি ক্রহ-
গিনি ৩৩৭। রাক্ষস।

ধর্মধ্বজ (পুং) ধর্মঃ ধ্বজঃ ধর্ম-ধ্বজ-গিনি। ধর্মধ্বজা,
ধর্মধ্বজকারী, রাক্ষস।

ধর্মধাতু (পুং) ধর্মঃ অহিংসারূপঃ পরমঃ ধর্মঃ দধাতি ধা-
তুন্। বুদ্ধ। (হেম)

ধর্মধ্বজ (পুং) মিথিলা নগরের জনক বংশীয় একজন রাজা।
ইহার বিষয় মহাভারতের শান্তিপর্বে এইরূপ লিখিত আছে—
সত্যযুগে মিথিলা নগরে ধর্মধ্বজ নামে জনকবংশসম্বৃত
সন্ন্যাসধর্মতত্ত্বজ্ঞ এক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেদ,
মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য ছিল,
তিনি হিন্দুসমূহকে বশীভূত করিয়া সুনয়মে এই পৃথিবী
শাসন করিয়াছিলেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও অস্ত্রাস্ত্র ব্যাক্তিগণ
তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়া তাঁহার জ্ঞায় সাধু হইতে বাধ্য
করিতেন। ঐ সময়ে সুলভা নামে এক সন্ন্যাসিনী যোগ-
ধর্ম অবলম্বন করিয়া একাকিনী সমুদয় পৃথিবী পরিভ্রমণ
করিতেন। তিনি একদা নানা স্থানে পর্যটন করিতে করিতে
ত্রিগুণধারী মহাঋষিগণের মুখে জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম-
ধ্বজের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি যথার্থ মোক্ষধর্মাবলম্বী
কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়পন্ন হইলেন এবং আশ্বসন্দেহ দূর
করিবার জন্ত রাজর্ষি ধর্মধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
কৃতসঙ্কল্প হইয়া যোগবলে পূর্বরূপ পরিত্যাগ ও অতি
মনোহর রূপধারণপূর্বক অস্ত্রের জ্ঞায় ক্রতবেগে নিমেষ
মধ্যে বিদেহ নগরে গমন করিয়া তিষ্ঠা গ্রহণের ছলে মিথিলা-
পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা ধর্মধ্বজ তাহার
অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে
ইনি কে, কাহার কন্যা, ও কোথা হইতে আগমন করিলেন,
এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তাহার স্বাগত
জিজ্ঞাসা করিয়া পাণ্ডাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর
সুলভা রাজা যথার্থ মোক্ষধর্মবেত্তা কি না? এই সন্দেহ
অপনোদন করিবার মানসে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিতে
ও নেত্রদ্বারা তাঁহার নেত্রে প্রবেশপূর্বক যোগবলে তাঁহাকে
বশীভূত ও বদ্ধ করিলেন। ঐ সময় তাঁহাদের উভয়েরই
বাহ্যশরীর কার্যাক্ষম হইয়া রহিল।

অনন্তর বিদেহরাজ সুলভার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া
লিঙ্গদেহ আশ্রয়পূর্বক হাতমুখে তাহাকে কহিলেন, দেবি!
তোমার বাসস্থান কোথায়, তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে
আগমন করিলে এবং কোথায়, বা গমন করিবে? জিজ্ঞাসা
না করিয়া কেহই অস্ত্রের শাস্ত্রজ্ঞান, বয়ঃক্রম ও জাতির বিষয়

পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এক্ষণে মনঃসমিধানে আমার
শাস্ত্রজ্ঞানাদির বিষয় বিদিত হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।
আমি এখন রাজ্যাদি হইতে বিমুক্ত হইরাছি। অতঃপর
তোমার নিকট বীর তত্ত্বজ্ঞান কীর্তন করিয়া তোমার সম্মান
রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। মহাঋষি পঞ্চশিখ আমার
গুরু, তাঁহার নিকট হইতেই আমি মোক্ষধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছি।
আমি তাঁহার প্রসাদেই সাংখ্য জ্ঞান, যোগ ও নিকাম যোগ
যজ্ঞাদি এই ত্রিবিধ মোক্ষধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া
সংশয়বিহীন হইরাছি। তিনি আমাকে রাজ্যে অব-
স্থান করিতে নিষেধ করেন নাই, আমি তাঁহার উপদেশানু-
সারে বিষয়রাগবিহীন হইয়া ত্রিবিধ মোক্ষতত্ত্ব অবলম্বন-
পূর্বক পরব্রহ্মে মনঃসমাধান করিয়া কালহরণ করিতেছি।
বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, জ্ঞান হইতে বৈরাগ্যের
উৎপত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানদ্বারা যোগাত্যাস ও যোগা-
ভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান প্রভাবেই
মহুঘ্র যোগাত্যাসনিরন্ত হইয়া স্তম্ভঃখাদি পরিত্যাগ ও
মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্বক পরম পদ লাভ করিতে পারে।
আমি সেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোহ হইতে বিমুক্ত,
নিঃসঙ্গ ও স্তম্ভঃখাদিবিহীন হইরাছি। সলিলসিক্ত ক্ষেত্র
যেদ্রুপ বীজ হইতে অল্পর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্মই
মহুঘ্রগণকে পুনর্বার উৎপাদন করিয়া থাকে। ভজিত বীজ
যেদ্রুপ সলিলসিক্ত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অল্পরোৎপাদনে
অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ পঞ্চশিখের অমুগ্রহে আমার
বিষয়-জ্ঞানরূপ বীজ বিষয়ে অবস্থিত হইয়াও অল্পরিত হই-
তেছে না। আমি বন্ধন সকলের আয়তনবন্ধন ধর্মার্থ
কামসংকুল রাজ্যে অবস্থান করিয়াই মোক্ষধর্মরূপ প্রান্তরে
শাগিত ত্যাগরূপ অসির দ্বারা ঐর্ষ্যরূপ পাশ ও মেহরূপ বন্ধন
ছেদন করিয়াছি। অগ্নি শুভে! পূর্বে আমি তোমাকে
সন্ন্যাসিনী জ্ঞান করিয়া পরম সমাদর করিয়াছিলাম। কিন্তু
এখন তোমার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে তোমার যোগ
বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আর আমি মুক্ত
কি না, ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তুমি যে আমার দেহ
বদ্ধ করিয়াছ, ইহা তোমার ত্রিগুণধারণের নিতান্ত অন-
নুগ্রহ হইয়াছে। বিষয়ভোগনিরন্ত যোগীর ত্রিগুণ ধারণ করা
নিতান্ত নিষ্ফল। তুমি ত্রিগুণধারিণী হইয়াও যোগ ধর্মরক্ষা
করিতেছ না। এখন আমি স্পষ্টই তোমাকে যোগ হইতে
পরিমুখ্ত বলিয়া অবগত হইতেছি। তুমি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা
আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে তোমার ব্যভিচার দোষ
সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ প্রথমতঃ তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী,

কিন্তু আমি কতদিন, কতরাং আমিদিগের উত্তরের সহযোগ হইলে বর্ণসঙ্কর হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ তুমি ভিক্ষুকী, আমি গৃহস্থ, কতরাং আমরা পরস্পর মিলিত হইলে আশ্রম-সঙ্কর করা হইবে। তৃতীয়তঃ তুমি আমার সগোত্রা কিনা তাহাও আমি জানি না এবং তুমিও আমার গোত্রাদির বিষয় অবগত নহ। তোমার স্বামী যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তুমি পরভার্যা ও অগম্যা। আমি তোমাকে গ্রহণ করিলে ধর্মসঙ্কর হইবে। এখন তুমি কি কোন কার্যসাধনের অনুরোধে বা অজ্ঞানতাপ্রভাবে অথবা বিপরীত জ্ঞাননিবন্ধন এই অকার্য্য অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছ, ইহাতে তোমার বলকণ দূরভিক্ষুকী লক্ষিত হইতেছে, অতএব তুমি কাপট্য পরিভ্যাগ করিয়া আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্যবহার, হৃদয়ভাব, স্বভাব ও আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে কীর্তন কর। ধর্মধ্বজ স্নগভাকে এইরূপে তিরস্কার করিলে তিনি কিছুমাত্র বিব্রত হইলেন না। অতি স্নমধুর স্বরে রাজাকে সোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ, বক্তব্য বাক্য অষ্টাদশ দোষগুণ ও অষ্টাদশ গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সৌক্ষ্য, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন এই পঞ্চাদশযুক্ত পদ সমুদায়কেই বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়হৃৎক, তাহার নাম সৌক্ষ্য, বাহ্যদ্বারা গুণ ও দোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম সাংখ্য, যদ্বারা পৌর্বা-পর্য্য ক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম ক্রম, পূর্ব পক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম নির্ণয়, এবং শুংসূচ্য ও হেয়নিবন্ধন কর্তব্যাকর্তব্যো য়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম প্রয়োজন। জনসমাজে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক, প্রসিদ্ধ পদযুক্ত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত, মধুর ও অসন্দেহ হওয়া আবশ্যক। আমি কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, দৈহ্য, নর্প, লজ্জা, দয়া বা অভিমানবশতঃ আপনাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি না, আপনাকে উত্তর প্রদান করা উচিত বিবেচনা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আপনি ইতিপূর্বে আমাকে তুমি কে, কাহার কন্ডা, এবং কোথা হইতেই বা এখানে সমাগত হইয়াছ, বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, এখন আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। যেমন জড় ও কণ্ঠ এবং ধূলি ও ললবিষ্মু পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় আহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গণের প্রতি অভিজ্ঞানার্থ কোনরূপ প্রশ্ন উপস্থিত করেন না, উহারাও আপনাদিগের স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারেন। চক্ষু

আপনাকে দেখিতে পার না, এবং শ্রোত্রও আপনাকে শ্রবণ করিতে পারেন। উহাদের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় কখনই অজ্ঞ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসম্পাদনে সক্ষম হয় না। উহারা পরস্পর একত্র হইলেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট ধূলি ও সলিলের ভাৱ, পরস্পরকে জ্ঞাত হইতে পারেন। এই সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য-সাধন করিবার জন্য বাহ্যগুণ সমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণাদি ক্রিয়ায়ও এইরূপ তিন তিনটি হেতু বিদ্যমান আছে। পদার্থ ও জ্ঞান বিষয়ে মনকেও একটা প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। পঞ্চ কর্ম্মজিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই একাদশটিকে গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। বুদ্ধি ছাদশগুণ, উহা বিষয়জ্ঞান-সময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয়। সত্ত্ব ত্রয়োদশগুণ, উহার কার্য্যদ্বারা মহামুগ্ধগণের বিমুগ্ধতাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার চতুর্দশগুণ, উহা দ্বারাই মহেশ্বের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে। বাসনা পঞ্চদশগুণ, এই বাসনা মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অবিদ্যা ষোড়শগুণ, মার্সা সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশগুণ। সূত্র অসূত্র, জরা মৃত্যু, লাভালাভ ও প্রিয়াপ্রিয়ান্নক হৃদয়োগ উনবিংশ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কাল বিংশ গুণ, এই কাল প্রত্যবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এতদ্ভিন্ন পঞ্চমহাভূত এবং সত্ত্ব, অসত্ত্ব, শুক্র, বল ও বিধি, এই দশটিকেও গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অতএব সমুদায়ে গুণ ত্রিশং প্রকার হইল। এই সমস্ত গুণ বাহাতে অবস্থান করে, তাহারই নাম শরীর। কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাণুকে, কেহ কেহ জৈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আবার কেহ জৈশ্বর ও মায়াক্রি, জীব ও অবিদ্যা এই চারিটিকে এই সকল গুণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। অব্যক্ত প্রকৃতি এই সকল গুণের সাহায্যে ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমুদয় প্রাণীই শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন হয়, শুক্র শোণিতের সহযোগে কলল বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কলল হইতে বৃদ্ধবৃদ্ধ জন্মে, বৃদ্ধবৃদ্ধ হইতে মাংসপেশী, মাংসপেশী হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে নখ ও রোম সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। গর্ভ মধ্যে শুক্রশোণিতের সহযোগের পর নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে এই গর্ভস্থ দেহী ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চিহ্নাঙ্কসারে উহাকে জী বা পুরুষ নামে নির্দিষ্ট করা যায়। এই সময় উহার পাণ্ডুল, নখ ও অঙ্গুলিল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু কিয়দবস পরে কোমরাবস্থা উপস্থিত হইলে উহার সেই রূপ তিরোহিত হইয়া যায়।

পরে কোমারাবস্থা প্রতিক্রান্ত হইলে যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে ব্রহ্মাবস্থা আসিয়া উহাকে আক্রমণ করে। প্রাণীগণের যে অবস্থা একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আসে না। যেমন প্রাণী পশিখার হাল বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হয় বলিয়া কেহ উহা অমৃতব ক্রিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের কোমারাদি অবস্থার আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি অল্পে অল্পে হয় বলিয়া অনুমান করা যায় না। উৎকৃষ্ট অথ যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবমান হয়, সেইরূপ জীবের দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। থাকে। এইরূপ যখন মনুষ্যের দেহের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে, তখন এই দেহ যে কাহার এবং কোন স্থল হইতেই উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফলতঃ আপনার দেহের সহিত প্রাণীগণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অতএব আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অকর্তব্য। বাহা হউক আপনি আমাকে আপনার দেহ সংস্পর্শ করিতে নিবেদন করিয়া নিতান্ত বালকতা প্রকাশ করিয়াছেন। যৌবন দেহের সহিতও আমার সংস্পর্শ নাই, অতরাং অস্ত্র শরীর সংস্পর্শ করা কিরূপে সম্ভবপর হইবে। আপনি পঞ্চশিখের প্রমুখ্য উপায়, উপনিষদ, উপাসন ও নিশ্চয়ের সহিত সমুদয় মোক্ষধর্ম শ্রবণ করিয়াছেন। অতএব আমাকে বর্ণসঙ্করকারিণী বলিয়া বৃথা তিরস্কার করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে। আমি সম্বৎসর বলে আপনার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। যদি আপনি জীবশূন্য হন, তাহা হইলে আমার প্রবেশ-নিবন্ধন আপনার কি অপকার হইয়াছে? বনমধ্যে শূন্য গৃহে অবস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের প্রধান ধর্ম। আমি সেই ধর্মীসূত্রে আপনার এই বোধশূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছি, ইহাতে আমার দোষ কি, আমি হস্তপদাদি কোন অবয়বদ্বারা আপনাকে স্পর্শ করি নাই, আপনি মহৎশস্যসম্বৃত, লজ্জাশীল ও দীর্ঘদর্শী, অতএব আমি যে গোপনে আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়াছি, ইহা সভ্যমধ্যে কীর্তন করা আপনার কদাপি কর্তব্য নহে। মুক্তপুরুষের সহিত মুক্ত প্রকৃতির লিঙ্গদেহের মিলনে ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা কোথায়? হস্ত ও হস্তস্থিত কুণ্ড, কুণ্ডস্থিত দ্রুম ও দ্রুমস্থিত মক্ষিকা যেমন একত্র থাকিয়াও পরস্পর মিশ্রিতাব প্রাপ্ত হয় না। তত্বে বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম সমুদয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে মিলিত হইয়াও তাহা হইতে পৃথক রূপে অবস্থান করে। এক্ষণে আপনাকে আমার সুলভদেহের পরিচয় প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণী, বৈশ্য বা শূদ্রা নহি,

আমি আপনার সম্ভ্রান্তি ও বিপুলবংশসম্বৃত। আপনি রাজর্ষিপ্রধান প্রধানের নাম শুনিয়া থাকিবেন, আমি তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম সুলভা। গুরুজনেরা আমার উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ার আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে উপদেশ দিয়াছেন, আমি ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া থাকি, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বাস করিনা। আপনি মোক্ষধর্মসুনিপুণ শুনিয়া আপনার নিকট ধর্মজিজ্ঞাসার্থ আগমন করিয়াছি। তিক্কু যেমন শূন্যগৃহ দেখিলে তথায় যামিনী বাপন করে, আমিও সেইরূপ আপনার শরীর মধ্যে অবস্থানপূর্বক অস্ত্র যামিনী বাপন করিয়া কল্যা প্রস্থান করিব। সুলভার এই সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মধ্বজ নিরন্তর হইয়াছিলেন।

(ভারত শাস্তিপর্ব ৩২ অঃ)

২ কাঞ্চনপুরের অধীশ্বর বলিয়া বেতালাপকবিশ্রুতিতে এই নামে একরাজার উল্লেখ আছে। ইহার শৃঙ্গারবতী, মুগাকবতী ও তারাবতী নামে তিন মহিষী ছিল। একদা শৃঙ্গারবতীর গাত্রে উৎপল পতিত হওয়ার তিনি মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন। মুগাকবতীর চক্ষুরিগণেও শরীরে কষ্ট হইল এবং তারাবতীর গাত্রে দূরস্থিত ধাতু কুটিবার শব্দে বিস্ফোট উৎপন্ন হইয়াছিল।

ধর্মধ্বজিন্ (ত্রি) ধর্মঃ ধর্মচিহ্নঃ স এবম্ব্যক্তেতি ধর্মধ্বজ-ইনি। যে ধর্মের ধ্বজধারণ করে, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ধার্মিক নহে, কিন্তু লোকের নিকট ধার্মিক বলিয়া পরিচিত ও গণ্য হইবার নিমিত্ত একরূপ বেশ ভাবভঙ্গী বা কথোপকথন করে, যে লোকে প্রভাবিত হইয়া তাহাকে ধার্মিক জ্ঞান করে।

“ধর্মধ্বজী সদা পুরুষাণ্যিকো লোকদম্বকঃ।

বৈভালব্রতিকা জ্ঞেয়া হিংস্রঃ সর্কীভিসম্বকঃ ॥” (মহা ১৯৫)

যে সদালোক অর্থাৎ যাহার অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরুক রহিয়াছে, অথচ যে ব্যক্তি ধর্মের ধ্বজ বা চিহ্নাদি ধারণ করিয়া জনসমাজে আপনার ধার্মিকতার পরিচয় দেয়, সেই ব্যক্তি ছদ্মবেশধারী, অথচ লোকবঞ্চক, পর হিংসাপরায়ণ এবং সর্কীভিসম্বক, অর্থাৎ পর গুণ সহনে অসমর্থ হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তাহাকে বৈভালব্রতিক বা ধর্মধ্বজী কহে। যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহাদের তির্য্যগ্বেষানিতে জন্ম হয়।

ধর্মিন্ (পুং) ত্রিগতে ইতি ধ-মিন্। ১ ধর্ম, পুণ্যকর্ম, শুভা-দৃষ্টেতদ। “প্রোতিরসিধর্মণে বা ধর্মং জিহ্বা” (তাণ্ড্য ব্রা ১।৯।২) ‘ধর্মণে ধর্মী’ (ভাষ্য) (ত্রি) ২ ধারক।

“পিতৃং হু তোবং মহো ধর্মাণং তবীযী।” (খৃ ১।১৮।১১)
‘মহো মহাত্মঃ ধর্মাণং সর্গতঃ ধারকঃ।’ (সারণ)

[বিশেষ বিবরণ ধর্ম দেখ।]

ধর্মদ (ক্ৰী) তীর্থবিশেষ।

ধর্মদক্ষ (পুং) নন্দনতীতি নন্দনঃ ধর্মত নন্দনঃ ৬৩৭। ধর্ম-
পুত্র, যুধিষ্ঠির।

ধর্মদক্ষিণ (পুং) এক বৌদ্ধগণ্ডিত, ইনি কতকগুলি বৌদ্ধ-
শাস্ত্র চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ধর্মদাতা (পুং) ধর্মদাতা নথঃ ৬৩৭। ১ বিধিসিদ্ধ অভিভাবক।

২ জৈনদিগের ১৫শ তীর্থঙ্কর। রত্নপুরী নগরে বিজয়
নামক বিমানারোহণে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
ইহার পিতার নাম ভাস্করাজ ও মাতার নাম সুব্রতা দেবী,
ইহার কুলগোত্রনাম ইক্ষ্বাকুল। ইনি শুক্লগন্ধের মহাতীর্থ
তিথিতে পুন্ড্রানন্দ্রে কর্কটরাশিতে দেবগণে জন্মগ্রহণ
করেন। ইনি ৮ মাস ২৪ দিন গর্ভবাস করেন। ইহার চবন
তিথি বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া। ইনি ধ্বজলাঞ্জন, ইহার শরী-
রের পরিমাণ ৪৫ ধমুঃ, আয়ুষ্কাল দশ লক্ষ বর্ষ, গাজবর্ণ
সুবর্ণ বর্ণ, উপাধি রাজা। রত্নপুরেই ইহার দীক্ষা হয়, ইহার
দীক্ষার সময় এক সহস্র সাধু ছিলেন। দীক্ষা কার্যের জন্ত
ইনি দুই দিন উপবাস করেন। দ্বিবিবর্ণ বৃক্ষ ইহার দীক্ষা-
বৃক্ষ। শুক্লা মহা জরোদশীতে ইহার দীক্ষা হয়। দীক্ষার
পর ইনি দুই বৎসর কাল ছদ্মহ ছিলেন। পরে রত্নপুরেই
জ্ঞান ভগ্নতার জন্য দুইটী উপবাস করিয়া পৌষী শুক্লা
পূর্ণিমায় জ্ঞানলাভ করেন। ইহার গণধর্ম সংখ্যা ৪৫,
সাধুসংখ্যা ৬৪ হাজার, সাধবীসংখ্যা ৬২৪০০, বৈক্রিয়লকি-
ত্রত ৫০০০, বাদীসংখ্যা ২৮০০, অবধি জ্ঞানীসংখ্যা ৩৬০০,
কেবলীসংখ্যা ৪৫০০, মনঃপর্যায়সংখ্যা ৪৫০০, চতুর্দশপূর্বীর
সংখ্যা ১০০, শ্রাবকসংখ্যা ২০৪০০০, শ্রাবিকাসংখ্যা ৪১৩০০০।
ইহার শাসন যক্ষের নাম কিয়র যক্ষ, শাসন যক্ষিণীর নাম
কন্দর্পা, প্রথম গণধর্মের নাম অসিষ্ট, প্রথম আর্ষ্যার নাম
শিবা। সমেতশিখরে ইহার মোক্ষ হয়। জ্যোতি শুক্লা
পক্ষমীতে মোক্ষলাভ করেন। ইহার অন্তর তিন সাংগরোপম।
ইহার মোক্ষাসনের নাম কারোৎসর্গ। ইহার মোক্ষ পরিবার
সংখ্যা ১০৮। ইনি মার্কান্দ-যোনি ছিলেন। (জৈনশাস্ত্র)

ধর্মদাতা (পুং) ১ ধর্মদাত্তিরিব বক্ত, অচল সমাসাত্মঃ। বিহু।

২ নদীবিশেষ। (হিমবৎ ৭৭৩ ৪৪।৭৬, ৬৬ অং)

ধর্মনেত্র (পুং) ১ বহুবংশীয় বৈহয় নৃপতির পুত্র। (হরিবং ১০৩ অং)

২ পুঙ্কবংশীয় নৃপভেদ। (ভারত আদিপং ১৪ অং)

৩ পৌরবংশীয় ভাস্ক নৃপতির পুত্রভেদ। (হরিবং ৩২ অং)

ধর্মদৈপুণ্যকাম (পুং) ধর্মত নৈপুণ্যং অতিশয়ঃ কামমতে
কম-অণ্। বাহারা ধর্মবিষয়ে নিপুণতা অভিলাষ করেন,
প্রথমে আধ্যায় সম্পন্ন হইয়া পরে আধ্যয়ন জন্ত অদৃষ্টবিষয়েচ্ছ।

“নিত্যানধ্যায় এব তাদ্ গ্রামেহু নগরেহু চ।

ধর্মদৈপুণ্যকামানাং পুতিগকে চ সর্ষদা॥” (মহু)

‘ধর্মদৈপুণ্যকামং প্রত্যয়ঃ নিত্যানধ্যায়োপদেশো বিভা-
নৈপুণ্যকামতঃ কদাচিদধ্যয়নমহুজানাতি। যে শিষ্যাঃ
কেচিদ্ গৃহীতবেদপ্রায়া অধ্যয়ননিয়মজ্ঞতা দৃষ্টেচ্ছবতে
ধর্মদৈপুণ্যকামাঃ’ (কুল্লুক)

ধর্মনিষ্ঠ (ত্রি) ধর্মে নিষ্ঠা যত্না। ধর্মপরায়ণ, ধর্মে বাহার
আন্তরিক আস্থা আছে, যে সাধাভ্যাসারে ধর্মপথে চলে,
যে যথাসক্তি ধর্মকার্যের অমুষ্ঠান করে।

ধর্মনিষ্ঠা (ক্ৰী) ধর্মত ধর্মে বা নিষ্ঠা। ধর্মবিষয়ে আন্তরিক
আস্থা, সাধাভ্যাসারে ধর্মপথে চলা।

ধর্মনীতি (ক্ৰী) ধর্মত নীতিঃ। নীতিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র, যে
শাস্ত্রদ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ ও তাহার কলাকল বিবরণ
জানা যায়, তাহাকে ধর্মনীতি কহে। ধর্মনীতিতে জ্ঞান না
থাকিলে ধর্মামুষ্ঠান হয় না, এইজন্ত বাহারা ধর্মামুষ্ঠান করিতে
অভিলাষী, তাহাদের ধর্মনীতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

ধর্মপট্ট (পুং) বিধিবিশিষ্ট লিখিত পত্র, ধর্মচারবিষয়ক
ব্যবস্থাপত্র, রাজবিধিযুক্ত আদেশপত্র।

ধর্মপতি (পুং) রাজবিধির অধিকারী বা শাস্তিরক্ষক।

ধর্মপতন (ক্ৰী) বৃহৎসংহিতোক্ত দেশভেদ, এই দেশ কুর্শ-
বিভাগে দক্ষিণদেশের সরিকট। ধর্মপট্টন এইরূপ উল্লেখও
দেখিতে পাওয়া যায়।

“বৈদূর্য্যশাস্ত্রাণ্ডিবারিধর্মধর্মপট্টনধীপাঃ।” (বৃহৎসং ১৪ অং)

২ শ্রাবস্তী, ধর্মপুরী। তৎকারণতয়া অন্ত্যস্য অচ।

(ক্ৰী) ৩ মরিচ।

ধর্মপতন (ধর্মপট্টম্) ১ মাজ্জাজের অন্তর্গত মলবার
জেলার কোটায়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। ইহা
ধর্মপতন নামক নদীর মোহানাস্থিত এক ক্ষুদ্র দ্বীপের ১১°
৪৬' উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৩০' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।
পরিমাণকল প্রায় ৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।
ইহা পূর্বে কোলভির রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৭৩৪
খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই স্থান প্রদত্ত হয়। ১৭৮৮
খৃষ্টাব্দে ইহা চিরকলরাজকর্তৃক অধিকৃত হয়, কিন্তু পর
বৎসর আবার ইংরাজের অধীন হয়।

২ মাজ্জাজের অন্তর্গত মলবার জেলার একটি নদী।
তন্নচেরী নগরের দেড় কোশ উত্তরে ইহা সাগরে মিশিয়াছে।

ধর্মপতি (পুং) ধর্মস্য পতি র্বদ্বাং । ১ বরুণ । “অথ বরুণায় ধর্মপত্যে, বারুণং যবময়ং চক্ৰং নির্বপতি তদেনং বরুণ এব ধর্মপতি ধর্মত পতিং করোতি পরমতা বৈ সা যো ধর্মত পতিরসন্তো হি পরমতাং গচ্ছতি” (শতপথব্রাং ৫।৩।৩৯) ।
ধর্মঃ পতিরিব যত । ২ ধর্মশীল । “বরুণো ধর্মপতীনাম্” (শুক্লযজুঃ ৯।৩৯) ‘বরুণো ধর্মপতীনাং ধর্মেশ্বর্যাণাং ধর্মশীলানা-
মাধিপত্যে স্বাং স্তবতাং’ (বেদদীপ) ।

ধর্মপত্নী (স্ত্রী) ধর্মার্থঃ ধর্মোচরণায় পত্নী । প্রথমা পত্নী, শাস্ত্রানুসারে প্রথমবার বিবাহিতা যে পত্নী, তাহাকে ধর্ম-
পত্নী কহে ।

“প্রথমা ধর্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী ।

দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥

ধর্মপত্নী সমাধ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ ॥” (দক্ষ)

প্রথম বিবাহিতা, অথচ দোষশূন্য যে স্ত্রী তাহাকে ধর্মপত্নী
কহে । দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে কামপত্নী বলা যায় ।

“পতিব্রতা ধর্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপর ।

মধ্যমস্ত ততঃ পিণ্ডমদ্যাং সম্যক্ স্তুতাবিনী ॥” (মহু ৩।৬২)

পিতৃপূজনতৎপর পতিব্রতা ধর্মপত্নী যদি বিশিষ্ট পুত্র-
কামা হন, তাহা হইলে তাহাকে গৃহোক্ত মন্ত্রদ্বারা মধ্যম
পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ড ভোজন করাইবে । মধ্যম
পিণ্ড ভক্ষণ করিলে সেই ধর্মপত্নীর গর্ভে যে সন্তান
উৎপন্ন হয়, এই সন্তান আয়ুমান, যশস্বী, মেধাসম্পন্ন,
ধনবান, প্রজাবান, সম্বলপূর্ণবিশিষ্ট এবং ধার্মিক হইয়া থাকে ।

২ ধর্মদেবের পত্নী, দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে দশটী কছা
দান করিয়াছিলেন ।

“নামতো ধর্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্যমানা নিবোধ মে ।

কীর্তিলক্ষ্মীধৃতির্মোহা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ।

বুদ্ধিলজ্জা মতিশৈব পল্লো ধর্মস্ত তা দশ ॥”

(ভারত আদিপং ৬৬ অঃ)

কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি,
লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্মের পত্নী ।

ধর্মপত্র (স্ত্রী) ধর্মসাধনং পত্রং যত, ধর্মায় যজ্ঞাদিকার্যার্থং
পত্রং যস্য । যজ্ঞোড়ুম্বর, যজ্ঞডুম্বর গাছ, হোমাদি ধর্ম-
কার্য্য করিতে হইলে যজ্ঞডুম্বর দ্বারা হোম করিতে হয়, এই
জন্ত এই বৃক্ষকে ধর্মপত্র কহে ।

ধর্মপথ (পুং) ধর্ম্য পথ । ধর্মমার্গ, কর্তব্য পথ, ধর্মনিয়ম,
যে নিয়মানুসারে চলিলে ধর্মোচ্চািন হয় ।

ধর্মপথিন্ (পুং) ধর্মপথানুসারী, কর্তব্যান্বিত ।

ধর্মপন্ন (জি) ধর্মঃ পরো যত । ধর্মাসক্ত, কর্তব্যপারায়ণ ।

ধর্মপ্রদানক, বাহার একমাত্র ধর্মই প্রদান, তাহাকে ধর্মপন্ন
বলা যায় ।

ধর্মপরিায়ণ (জি) ধর্ম্যে পন্নঃ অয়নো যত । যে ধর্মকে
পরম পদার্থ বলিয়া জানে, যে সাধ্যানুসারে ধর্মপথে চলে,
এবং যথোপযুক্ত ধর্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কদাচ অসৎ
কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, ধার্মিক, ধর্মাত্মা, ধর্মশীল,
ধর্মনিষ্ঠ ।

ধর্মপরিণাম (পুং) ধর্মরূপঃ পরিণামঃ । পাতঞ্জলোক্ত চিত্ত-
ধর্মীর ব্যুত্থান ও নিরোধ ধর্মের অভিত্যব ও প্রাচুর্য্যবরূপ
পরিণামভেদ । পাতঞ্জলে ধর্মপরিণামের বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে—

“এতেন ভূতেজস্বিরেবু ধর্মলক্ষণাবহাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ।”

(পাতং দং ৩।১৩) প্রত্যেক ভূতেই ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে
যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন প্রকার পরিণাম বিদ্যমান
আছে, তাহা চিত্ত-পরিণাম বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে ।
চিত্তের যেরূপ নিরোধ, সমাধি ও একাগ্রতা এই ত্রিবিধ
পরিণাম আছে, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি ভূতেও ইন্দ্রিয়াদি
ভৌতিক বস্তুতে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন প্রকার
পরিণাম আছে । ধর্মপরিণাম কিরূপ তাহা বলা যাইতেছে ।
মৃত্তিকারূপ ধর্মীর পিণ্ডতারূপ ধর্মের অস্তিত্ব হইয়া অল্প
এক ঘটাকার ধর্ম আবির্ভূত হওয়ার নাম ধর্ম-পরিণাম ।
লক্ষণ পরিণাম, অর্থাৎ কালিক পরিণাম । কাল তিন প্রকার
অতীত, বর্তমান ও অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ । প্রত্যেক বস্তুই
অতীতকাল বা অতীতসোপান অতিক্রম করিয়া বর্তমান
কালে বা বর্তমান সোপানে আইসে এবং বর্তমান সোপান
পরিভ্রাণ করিয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সোপানে যায় ।
এতদ্বিধ ত্রৈকালিক পরিণামের নাম লক্ষণ-পরিণাম । বস্তু
যখন অতীত সোপানে থাকে, তখন তাঁহার স্বরূপ এক
প্রকার থাকে, কিন্তু বর্তমান সোপানে আসিলে তাহার সে
স্বরূপ থাকে না, আর এক প্রকার হইয়া যায় । আবার
তাহা যখন ভবিষ্যৎ গর্ভে প্রবেশ করে, তখন আবার তাহাও
থাকে না, পরিবর্তিত হইয়া যায় । এতদনুসারেই আমরা
গৃহাদির নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব প্রভৃতি আবহিক ব্যবহার
সম্পন্ন করিয়া থাকে । এতদ্বিধ পরিবর্তনরূপ পরিণামের
নাম অবস্থা-পরিণাম । চিৎশক্তি বা পুরুষ ব্যতীত অল্প যে
কিছু বস্তু সমস্তই এতদ্বিধ পরিণামত্রয়ের অধীন জানিবে ।

•ধর্ম-পরিণামে যে ধর্মীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিবরণ
আর একটু আলোচনা করা যাউক । “শাস্ত্রোক্তিতা ব্যাপনেন্ত
ধর্মোচ্চািনী ধর্মী ।” (পাতং দং ৩।১৪) দ্বারা ধর্মের বা

শক্তিবিশেষের আধার তাহার নাম ধর্ম। প্রত্যেক ধর্মী অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক জীবাই শান্ত উদিত ও অব্যাপ-
দেশ এই তিন প্রকার ধর্মসংযুক্ত। এই কথার একটু
বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা আবশ্যিক। বস্তুর যে ধর্ম বা শক্তি আপ-
নার কার্য্য শেষ করিয়া অথবা আপন ব্যাপার পূর্ণ করিয়া
অন্তর্মিত হইয়াছে, সেই ধর্মীর নাম শান্ত ধর্ম। যেমন
ঘটের ভঙ্গ, এবং বীজের অঙ্কুর ইত্যাদি। বীজ আপনার
অঙ্কুররূপ কার্য্য শেষ করিয়াছে, অর্থাৎ সে অঙ্কুর
হইবার পূর্বে বীজ ছিল, কিন্তু এখন সে বীজ নাই,
এখন সে অঙ্কুর। সুতরাং বীজ উপশান্ত হইয়াছে, নষ্ট
হইয়াছে বা পচিয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘট বা ঘটশক্তিও
আপনার জলাহরণাদি কার্য্য নির্বাহ করিয়া ধর্মাক্তর প্রাপ্ত
হইয়াছে। সুতরাং এখন আর সে ঘট নাই, সে এখন
কতকগুলি খোলা অর্থাৎ মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র। অতএব
অঙ্কুরের শাস্ত্রধর্ম বীজ এবং মৃত্তিকাখণ্ডের শাস্ত্রধর্ম ঘট।
এইরূপ ঘটকালে ঘটকে, বীজকালে বীজকে, মৃত্তিকাখণ্ড
কালে মৃত্তিকাখণ্ডকে উদিত বা বর্তমান ধর্ম বলিয়া জানিতে
হইবে। বর্তমান ধর্ম বর্তমানে তদ্ব্যবহৃত এক প্রকার
ধর্ম বা কার্য্যশক্তি লুক্কায়িত থাকে, যাহা থাকিতে সে
অজ্ঞাপন্ন বা পরিবর্তিত হয়। যাহা তখন অনাগত সোপানে
অদৃশ্য থাকে, তাহা তখন তাহার অব্যাপদেশ অর্থাৎ নাম-
শূন্য ধর্ম, অথবা নির্নামক শক্তি বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই
অনাগত ও অব্যাপদেশ ধর্ম আর কারণের কার্য্যশক্তি
তুল্যার্থ জানিবে, অর্থাৎ বস্তুর ভবিষ্যৎ কার্য্যশক্তিই
অব্যাপদেশ নামক ধর্ম। এই অব্যাপদেশ ধর্ম বা অনাগত
কার্য্যশক্তিটি এত-স্থল যে তাহা অযোগী অবস্থার কোনক্রমেই
বোধগম্য করা যায় না। মনে কর একটা ঘটবীজ দেখিলে
তখন তাহার উদিত ধর্ম অর্থাৎ বীজ ভাবই চলিতেছে, কিন্তু
সেই বীজে যে সূক্ষ্ম আছে, তাহা কি কেহ জানিতে পারে,
কখনই নহে। কেন পারে না? তখন তাহা শক্তিরূপে
অনাগত সোপানে অদৃশ্য থাকে বলিয়াই জানিতে পারে না।
এইরূপ প্রত্যেক অজ্ঞ বস্তুই স্ব স্ব জনকের অভ্যন্তরে
লুক্কায়িত থাকে, কাল ও আকার প্রভৃতি সহকারী কারণ
মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবেই অবস্থিত থাকে।
সুতরাং সমস্তই সমস্তের কারণ ও সমস্তই সমস্তের কার্য্য,
একথা অসম্ভব নহে। তুমি যে কোন বস্তুর উল্লেখ করিবে,
সে সমস্তই কারণও বটে কার্য্যও বটে। বীজ অঙ্কুরের
কারণ বটে, অঙ্কুরও বটে।

দ্বিতীয় কথা এই যে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর

আবির্ভাব সম্ভাবনা হয়। বীজ হইতে বেজের আবির্ভাব,
মৃত্তিকার আবির্ভাব, কদলীর আবির্ভাব, এই ত্রিবিধ
আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং অজ্ঞবিধ আবির্ভাব শক্তি
 থাকিলেও থাকিতে পারে, ইহা সহজেই অস্বীকার করা
যাইতে পারে। কিন্তু দেশ, কাল ও ক্রিয়া ক্রিমার
সংযোগে কোন ক্রিয়া হইতে যে কখন কিরূপ আবির্ভাব হয়,
তাহা কে বলিতে পারে? কিরূপ কারণ উপলব্ধ্য করিয়া
কখন কোন শক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহা কে নিশ্চয় করিতে
পারে? কলে সমস্ত বস্তুতেই সকল শক্তি নিহিত বা অনভি-
ব্যক্তরূপে থাকে। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত
কর্ম বা ক্রিয়া মিলিত হইলেই তৎপ্রভাবে তাহা অভিব্যক্ত
হয়, আবির্ভূত বা কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। কার্য্যশক্তি
অভিব্যক্তির অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য আবির্ভাবের কারণ-
ভূত কি? কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির বিচিত্রতা। সুতরাং
সর্বত্রই সর্বকার্য্যশক্তি থাকিলেও দেশ ভেদে, কাল ভেদে
ও ক্রিয়া ভেদে কখন কোথায়ও কিছু হয়, কখন বা কোথায়ও
কিছু হয় না। বেজবীজ দাবদগ্ধ হইলেই মৃত্তিকা এবং তাহা
হইতে কদলীবৃক্ষ আবির্ভূত হয়, অজ্ঞা অজ্ঞপ্রকার হয়।
কুছুম কাশ্মীরাদি দেশেই হয়, অজ্ঞ হয় না, গ্রীষ্মকালেই
জন্মে, অজ্ঞকালে জন্মে না। মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয়
না বলিয়াই মৃগী মৃগ ভিন্ন মনুষ্য প্রসব করে না। কিন্তু যদি
তাহাতে মনুষ্যোচিত ক্রিয়াদি সংঘটিত হয় ত তৎপক্ষে মনুষ্য না
হইবার কারণ নাই। সকল জীবই সর্বশক্তির আশ্রয়, তাহার
অভিব্যক্তি দেশ, কাল, আকার ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত
নিচয়ের অধীন। সুতরাং দেশকালাদির ব্যতিচার না
হইলেই কার্য্যকারণতার স্থির থাকে, অজ্ঞা অজ্ঞ প্রকার
হইয়া পড়ে। সেই অজ্ঞ প্রকারকে বা ব্যতিচারোৎপন্ন
কার্য্যনিচয়কে লোকে অজ্ঞত বলিয়া ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিক
প্রকৃত অজ্ঞত নাই। পরিণামের ভিন্নতার প্রতি পরিণাম-
ক্রমের ভিন্নতা থাকাই কারণ, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া
গিয়াছে। (পাতঞ্জলম্)

ধর্মপাঠক (পুং) ধর্ম ধর্মশাস্ত্র পঠতি পঠ-ধূল। মহাবিদ্যা-
প্রণীত ধর্মশাস্ত্রপাঠকারী, ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়নশীল ব্যক্তি।

“ত্রেবিভো হেতুস্বত্বকী নৈকন্তো ধর্মপাঠকঃ।” (মহ)

২ রাজবিধি অধিকারী বা শাস্ত্ররক্ষক মন্ত্রীভেদ।

৩ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত।

ধর্মপাল (জি) ধর্মপালয়তি পালি-অণ্। বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষক
দণ্ড। একমাত্র দণ্ড ভরে ভীত হইয়া লোকে চুপস্ব হইতে
নিবৃত্ত হয়। যাহারা অজ্ঞার কার্য্য করে, তাহারা দণ্ড দ্বারা

শাসিত হয়। মহাভারতে শাস্তিপর্কে এইরূপ লিখিত আছে,—
ইহলোকে বাহা দ্বারা লম্বদয় বশবর্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড।
বাহাতে ধর্মের লোপ না হইয়া প্রভূত তাহার প্রচার
হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্যবহার করে। পূর্বে ভগবান্
বহু সর্কপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড
দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি
সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ। দণ্ড প্রধান দেবতা, উহার ভেজ
প্রজলিত হতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপল দলের ভায়
জামল, উহার চারি দণ্ড, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ
ও অসংখ্য চক্ষু; উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল উর্দ্ধ,
মস্তক জটাজালে জড়িত, আভ্রদেশে তালবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণ-
সার মূগের ভায় চর্শে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্র-
মুষ্টি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি,
ত্রিশূল, মৃগশর, শর, সুবল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর
প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার
প্রতিগ্রহপূর্বক কাহাকে ছিন্ন, কাহাকে ভিন্ন ও কাহাকে
নিপীড়িত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম, তীক্ষ্ণ-
বজ্রা, দুরাধর, স্রীগর্ভ, বিজয়, শান্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র,
ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্য, অগ্রজ, অঙ্গ, রক্ততনয়,
জ্যেষ্ঠ, ময়ূ ও শিবদ্বয় এই সকল নাম কীর্তিত
হইয়াছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ।
দণ্ডের পত্নী নীতি ও ব্রহ্মকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম, অধর্ম,
সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, ভগ্ন,
অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত,
প্রমাদ, অপ্ৰমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার,
মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্বী, যজ্ঞ
প্রভৃতি বহুবিধ আকারসম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের
প্রাহুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে
নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ
কাহাকে বিনাশ করে না। (ভারত শাস্তিপর্ক ১২১ অঃ)

২ রাজা দশরথের একজন মন্ত্রী। (রামায়ণ ১৭ অঃ)

ধর্মপাল, গোড়ের পালবংশীয় প্রথম নৃপতি। ইহার পিতার
নাম রাজা গোপাল। ইহার প্রবৃত্ত তান্ত্রশাসনাদি পাণ্ডরা
গিয়াছে। [পালরাজবংশ শব্দে বিবরণ দেখ।]

ধর্মপাল (পুং) ১ ভায়বন্ধন, ধর্মবন্ধন। ২ ধর্মের হস্ত পালন।

ধর্মপীঠ (স্ত্রী) ১ বারাণসীর নামান্তর। ২ বিধিনিষেধাদি
প্রণয়নের স্থান। ৩ ধর্মশাস্ত্রগত ব্যবস্থাপ্রাপ্তি স্থান।

ধর্মপীড়া (স্ত্রী) রাজবিধি বা ধর্মবিধির বিপরীতচার।

ধর্মপুত্র (পুং) ধর্মপুত্র পুত্রঃ ৬৩৭। ১ সুখিত্তির। ২ নরনারায়ণ
কবি, এই অর্থে বিবচনান্ত হইবে।

“তপসৌ ধর্মপুত্রৌ যৌ সুশান্তমনসাবৃতৌ।” (দেবীভাগ ৪।৭।১৯)
৩ ধর্মাসুসারে কৃত পুত্র, বাহাকে ধর্মাসুসারে পুত্র বলিয়া
স্বীকার করা যায়, তাহাকে ধর্মপুত্র কহে। চলিত কথার
ইহাকে পাতান লব্ধ কহে। ধর্ম বেটা।

“যাবদুর্জতিধর্মপুত্রপরশুক্রাধিলক্ষিত্রিঃ-

শ্রেণীশোণিতপিচ্ছিলাবস্রমভী কোহস্তামধ্যাত্তৎ পদং ॥”

(মহানাটক ২।২৫) ধর্মজঃ পুত্রঃ। ৪ ধর্মপত্নীর গর্ভজাত
জ্যেষ্ঠ ঔরস পুত্র।

ধর্মপুর (ধর্মপুর) অযোধ্যার অন্তর্গত হর্দৌই (হরদেব)
জেলার একটা গ্রাম। কতেগড় হইতে ৪০ ক্রোশ পূর্বে
ইহা অবস্থিত। লক্ষৌ ও হর্দৌইএর মধ্যে এই গ্রামে কুচের
সময় প্রথমে আড্ডা ফেলা হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময়
এখানকার রাজা তিলকসিংহের ভ্রাতা লাস্ হরদেববজ্র
কে সি এস আই নিজ দুর্গে ইংরাজদিগকে আশ্রয় দিয়া
ইংরাজের ক্রতজ্ঞাতাজান হন।

ধর্মপুরাণ (স্ত্রী) তন্মামথ্যাত পুরাণবিশেষ।

ধর্মপুরী (ধর্মপুরী) মাজাজের অন্তর্গত সালেম জেলার
একটা তালুক। ইহা পূর্বে বারমহলের অন্তর্গত ছিল।
ইহার উত্তরে হোস্বর ও কৃষ্ণগিরি তালুক, পশ্চিমে হোস্বর
ও কোয়দাতোর জেলার ভবানী তালুক, দক্ষিণে থোপুর
নদী, পূর্বে কৃষ্ণগিরি এবং উত্তরে উত্তররাই তালুক।
লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পরিমাণ
প্রায় ৯৩৭ বর্গ মাইল। এই জেলার দক্ষিণে থোপুর গিরিপথ।
এই গিরিপথ হারদরআলী ও টিপু সুলতানের যুদ্ধকালে
বিশেষ প্রয়োজনীয় পথ হইয়াছিল। দেশ প্রায়ই পর্বতময়।
এই তালুকে চেন্নর ও থোপুর এই দুইটা মাত্র নদী। এখানে
দৌহধনি আছে। জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। এই তালুকে
রাগি, ধাত্ত, ছোলা প্রভৃতি শস্য জন্মে। এই তালুকের প্রধান
সহর ধর্মপুরী ১২° ৯' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৭৮° ১৩' পূর্ব
দ্রাঘিমায়ে সালেমের ২১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা
প্রায় ৭৫০০ হাজার; হিন্দুই অধিক। সহরটা স্বাভাবিক জল
সরবরাহের ভাল বন্দোবস্ত আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা
অউরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, পরে ঐ বৎসরই মহিষ্ম
রাজ্যের অধীন হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উড এই নগর
অধরোধ করেন। হারদরআলী সন্ধির পর আবার এই
নগর পাইয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য মাজাজের গবর্ণর
সার টমাস মন্রো এই নগরে বাস করিতেন।

ধর্মপ্রচার (পুং) ধর্মত প্রচারঃ। ধর্মবিষয় প্রচার, বাহ্যিক
ধর্ম বিস্তৃতিলাভ করে, তদ্ব্যবস্থাপন বক্তৃতা করা, লোকের
নিকট সর্বদা ধর্মবিষয়ক উপদেশাদি দেওয়া।

ধর্মপ্রচারক (পুং) ধর্মত প্রচারকঃ ভক্তঃ। বাহ্যিক ধর্ম
প্রচার করিয়া থাকেন।

ধর্মপ্রদীপ (পুং) ১ ধর্মালোক। ২ ধর্মজ্ঞ। ৩ ধর্মনিষ্ঠ।
৪ তরায়ক শাস্ত্রগ্রন্থ।

ধর্মপ্রভাসূরি, এক জৈন আচার্য্য। ইনি অঞ্চলগচ্ছীর দেবেন্দ্র-
সিংহের শিষ্য ও সিংহভিলকের গুরু। ইনি ১৩৩১ সন্থতে
জন্মগ্রহণ করেন, ১৩৪১ সন্থতে দীক্ষিত হন এবং ১৩৫৯
সন্থতে হরিপদ, ১৩৭১ সন্থতে গচ্ছেশপদ ও ১৩৯৩ সন্থতে
৬৩ বৎসর বয়সে স্বর্গগমন করেন।

ধর্মপ্রভাস (পুং) বুকের নামান্তর।

ধর্মপ্রমাণ (জি) ধর্মএব প্রমাণং যজ্ঞ। ধর্ম যাহার সাক্ষী,
ধর্মসাক্ষী করিয়া উক্ত বা অস্বীকৃত। ধর্মঃ প্রমাণং যম্মিন্।
২ ধর্মাসূত্রে, ধর্মসাক্ষী করিয়া, ধর্মতঃ।

ধর্মপ্রতিরূপক (পুং) ধর্ম প্রতিরূপমিব করোতি কৈক।
মুক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্মপ্রভাস, যে সকল অর্থশালী ব্যক্তি অবশ্য-
ভরণীয় জ্ঞাতিদিগকে প্রতিপালন না করিয়া যশের নিমিত্ত
অজ্ঞকে যে দান করে, তাহার সেই দান বিশেষের নাম
ধর্মপ্রতিরূপক, ইহাকে ধর্ম কহে না। প্রথমে মধুর বলিয়া
বোধ হয় বটে, এরূপ ধর্মপ্রচরণে পরে নরক হইয়া থাকে।
এইজন্য এইরূপ দান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

“শতঃ পরজনে দাতা স্বর্গনে ছঃখদায়িনি।

মধ্বাপাতো বিবাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপকঃ॥” (মহু)

‘যো বহুধনস্বাং দানশতঃ সন্ অবশ্যভরণীয়ে পিতৃ-
মাত্রাদিভ্রাতৃজনে দৌর্গত্যং ছঃখোপেতে সতি যশোহর্থ-
মন্তোভ্যো দদতি স তন্ত দানবিশেষো ধর্মপ্রতিরূপকো স তু
ধর্মএব মধ্বাপাতো মধুরোপক্রমঃ প্রথমঃ যশস্বত্বাৎ বিবাস-
্বাদশাস্ত্রে নরকফলস্বাৎ তদ্বাদেত্তরকার্য্যং’। (কুল্লুক)

ধর্মপ্রবক্তৃ (পুং) ধর্মং সন্নিধার্থে অয়ং ধর্ম ইতি প্রবক্তি
প্র-বচ-ত্ব। ধর্মনির্ণায়ক রাজাদিগের ব্যবহারস্থানজ
সভ্যুদ্ভব। রাজা ব্রাহ্মণকে এই পদে নিযুক্ত করিবেন,
উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নিযুক্ত
করিতে পারেন, কিন্তু কন্যাপিতৃ শূদ্রকে নিয়োগ করিবেন
না, শূদ্রকে এই পদে নিযুক্ত করিলে সে রাজ্য
বিনষ্ট হয়।

“জাতিমাজোপজীবী বা কাম্যং তাদ্ ব্রাহ্মণক্রমঃ।

ধর্মপ্রবক্তা মূপভেরু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥

বত শূদ্রস্ত কুরুতে রাজো ধর্মো বিরচনং।

তন্ত সীদতি ভ্রাতৃঐং পক্ষে গৌরিব পশুতঃ॥” (মহু ৮।২০-২১)

জাতিমাজোপজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ
বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু জিরামুষ্ঠানরহিত, ও জ্ঞানশূন্য এইরূপ
ব্রাহ্মণকেও রাজার ইচ্ছা হইলে আপনার ধর্মপ্রবক্তা পদে
ব্রতী করিতে পারেন, কিন্তু (সর্বভূগাথিত) শূদ্রকে কোনমতে
ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারেন না। যে রাজার সম্মুখেই
শূদ্র জাতিধর্মবিচার করে, সেই রাজার রাষ্ট্র পক্ষে পতিত
গোর জায় শীঘ্রই অবসর হইয়া পড়ে।

ধর্মপ্রবচন (পুং) ধর্মং প্রবক্তি প্র-বচ-ল্য। শাস্ত্রমুনি।

(শকার্থিঃ)

ধর্মপ্রকৃতি (জী) ধর্মপ্রকৃতিঃ। ধর্মবিষয়ক প্রবৃতি, যথা ভক্তি,
ভায়পরতা, দয়া, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সাধু প্রকৃতি।

ধর্মপ্রস্থ (পুং) তীর্থভেদ। এখানে ধর্ম প্রতিনিরতই বর্ত-
মান আছেন। এখানে রূপ খননপূর্বক তাহাতে দান
করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল ও মহতী সিদ্ধিলাভ হয়, এইখানে মহর্ষি মতলেশের আশ্রম
ও ধর্মতীর্থ নামে একটী তীর্থ আছে। (ভারত বনপং ৮৪ অ°)

ধর্মপ্রিয় (পুং) ধর্মঃ প্রিয় বত। একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

ধর্মবতী (জী) স্বর্গহা নদী। (ব্রহ্মকথ ৫৮।২)

ধর্মবর্দ্ধন (পুং) জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ৩৩।১১৬)

ধর্মবল (পুং) ধর্মত বলঃ। ধর্মের বল।

ধর্মবাণিজ্যিক (পুং) ধর্মো বাণিজ্যিক ইব। ফল কামনা
করিয়া বাহ্যিক ধর্মাসুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে ধর্মবাণিজ্যিক
কহে। লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার
উদ্দেশ্যে আমার অমুক কার্য্য সিদ্ধ হইলে অমুক দেবতাকে
এত টাকার পূজা দিব, বাহ্যিক এইরূপ করেন, তাহারা
নরাধম, ধর্ম দিয়া তৎফল কামনা সিদ্ধি হইবে এরূপ ইচ্ছায়
আদান প্রদানের জন্য ইহার নাম ধর্মবাণিজ্যিক হইয়াছে।

“ধর্মবাণিজ্যিকামুচ্যঃ কলকামাঃ নরাধমাঃ।

অর্জয়ন্তি জগন্নাথং তে কামান্নানু বদ্যাত।”

(মলমাসতত্ত্বমৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর)

ধর্মবুদ্ধি (জী) ধর্মো বুদ্ধিঃ। ধর্মজ্ঞান, ধর্ম কাহাকে বলে
তদ্বিসয়ক জ্ঞান।

ধর্মভাগিনী (জী) ১ ধর্মতঃ কৃত্য ভাগিনী। ২ ধর্মাসূত্রে
কৃত্য ভাগিনী। ৩ গুরুকথা।

ধর্মভয় (পুং) ধর্মত ভয়ঃ। ধর্মের ভয়, অধর্ম করিলে ধর্মের
নিকট দণ্ড পাইতে ও পরলোকে অশেষ ব্যতনা ভোগ করিতে
হয় বলিয়া বোধ ও বিশ্বাস।

ধর্মভাগক (পুং) ভারতাদি পাঠক।

ধর্মভিক্ষুক (পুং) মনুজ নববিধ ধর্মার্থ ভিক্ষাশীল।

“সাংসানিকং বক্ষ্যমানমধ্বগং সর্ববেদসং।

গুরুর্ধং পিতৃমাতৃর্ধং আধ্যাত্মপুত্ৰতাপিনঃ।

নবৈতান্ন ভ্রাতৃকান্ বিভ্রাতৃ ভ্রাতৃগান্ ধর্মভিক্ষুকান্।

নিঃশ্রেষ্ঠো দেবমেতেভ্যো দানং বিভ্রাতৃবিশেষতঃ॥”

(মহু ১১।১-২)

পুত্রাভিলাষী হইয়া বাহার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, যাগেচ্ছ, পাহ, যিনি যজ্ঞে সর্বত্র দক্ষিণা দিয়াছেন, গুরু নিমিত্ত এবং পিতামাতার ঐশাচ্ছাদনের জন্য বাহার অর্থের প্রয়োজন, অধ্যয়নার্থী এবং রোগী এই নয়জন ভ্রাতৃগকে ধর্মভিক্ষুক ভ্রাতৃক বলিয়া জানিবে। এই কএকজন নির্ধনকে বিদ্যাবত্তা অনুসারে দান করিতে হইবে। এই নয় প্রকার ভ্রাতৃগশ্রেষ্ঠকে যজ্ঞবেদীর মধ্যে বসাইয়া দক্ষিণার সহিত অন্ন প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর ভ্রাতৃগগণকে যজ্ঞবেদীর বহির্ভাগে অন্নপ্রদান করিবে।

ধর্মভীত (ত্রি) ধর্মে ভীতঃ। বাহার ধর্মে ভয় আছে।

ধর্মভীরু (পুং) ধর্মে ভীরুঃ। ধর্মভীত, বাহার মনে সত্য ধর্মের ভয় থাকে, অধর্ম করিলে ধর্মের নিকট দণ্ড পাইতে হয় বলিয়া বাহার ভয় ও বিশ্বাস আছে।

ধর্মভূৎ (ত্রি) ধর্মং বিতপ্তি ভূ-কিপ্ ভূগাগমশ্চ। ধর্মধারক, ধার্মিক, ধর্মশীল।

“এব ধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠে ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ॥”

(ভারত বন্য ১২৩ অ°)

ধর্মভূত (ত্রি) ধর্মো ভূতো যেন। ১ রক্ষিতধর্মক, বাহার ধর্মকে রক্ষা করেন। (পুং) ২ ত্রয়োদশ মহুর পুত্রভেদ।

“ত্রয়োদশ পুত্রান্তে বিজ্ঞেয়াজ্ঞ রুচোঃ সূতাঃ।

চিজসেনো বিচিত্রশ্চ নরো ধর্মভূতো ধৃতঃ॥”(হরিবংশ ৭অ°)

ধর্মভ্রাতৃ (পুং) ধর্মতঃ ভ্রাতা। ১ গুরুপুত্রাদি। ২ ভ্রাতৃ হারা প্রতিপন্ন একাশ্রমী, বাহাদের সহিত এক আশ্রমে অবস্থান করা যায়, তাহাদিগকে ধর্মভ্রাতা কহে, সহাধ্যায়ী।

“বানপ্রস্থযতিব্রহ্মচারিণামুচ্ছ্রুতগণিনঃ।

ক্রমেণাচার্য সঙ্ঘিহ ধর্মভ্রাত্রে কতীর্ধিনঃ॥”(বাজবল্য ২।১৪০)

‘ধর্মভ্রাতা প্রতিপন্নো ভ্রাতা তীর্থশক্যপ্রমবাচিস্বাদেক-
তীর্থোকাশ্রমী ধর্মভ্রাতা চাসাবেকতীর্থী চেত্যর্থঃ’ (বীরমিত্তোদর)

ধর্মমতি (পুং) ধর্মে মতির্ভূত। ১ ধর্মমনা, ধার্মিক। ২ দেব-
ভেদ। ৩ বোধিবৃক্ষভেদ।

ধর্মময় (ত্রি) ধর্ম-ময়ট। ১ বেদানে অধর্মের সংগ্রহ নাই।

২ ধর্মে পরিপূর্ণ, সাক্ষাৎ ধর্ম, মূর্তিমান ধর্ম।

ধর্মমহামাত্র (পুং) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী।

ধর্মমিত্র (পুং) এক বৌদ্ধাচার্য।

ধর্মমূল (স্ত্রী) ধর্মস্ত মূলং। ধর্মের প্রমাণ। শুভাশুভ কারণ
পুণ্যভেদ।

“বেদোহিষিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিধাং।

আচারশ্চৈব সাধুনামানন্দপুষ্টিরেব চ॥” (মহু ২।৬)

সমগ্র বেদ, বেদবিদগণের স্মৃতি ও তাহাদের রাগদ্বৈষাদি
পরিত্যাগাত্মক শীল, সাধুগণের আচার এবং আত্মপ্রসাদ এই
সকল ধর্মের প্রমাণ স্বরূপ।

“ইথং মূলং কলং শাকমুদপাত্রং তপোধনাঃ।

দানং দ্বিত্বতো দক্ষা নরাঃ স্বর্ষান্তি ধর্মিণঃ॥

এব ধর্মো মহাত্ম্যাগো দানং ভূতদয়া তপঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং সদা সত্যং অহুক্রোশো ধৃতিঃ ক্ষমা॥

সনাতনস্ত ধর্মস্ত মূলমেতৎ সমাসতঃ॥”

(অগ্নিপুরাণ স্নানবিধি নামাধ্যায়)

হারীতসংহিতার বচনানুসারে এই সকল ধর্মমূল বলিয়া
কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যতা, দেবপিতৃভক্ততা, অপরাধ-
তাপিতা, অনশ্রীণতা, মূহতা, অপারুদ্র্য, মিত্রতা, শ্রিয়বাদিত্ব,
কারুণ্য, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা ও প্রশান্তি এই ত্রয়োদশ বিধ
ধর্মের মূল।

“শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্ত্ব চ প্রিয়মাস্ত্রনঃ।

সম্যক্ সঙ্করজ্ঞো কামো ধর্মমূলমিদং স্ত্বতঃ॥” (বাজবল্য)

শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, আপনার এবং আত্মার যাহাতে
হিত হয় এইরূপ কর্ম, সম্যক্ সঙ্করজ্ঞ কামনা এই সকল
ধর্মের মূল।

ধর্মমুনি, একজন প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য। ইনি চন্দ্রকূল ও
বিধিপক্ষগঞ্জের অন্তর্গত শিবসিদ্ধ হরির গুরু। ইনি কল্যাণ-
সাগর-রচয়িতা কল্যাণসাগর মুনীজ্ঞ উদয়সাগরের গুরু-
পর্য্যয়ে উচ্চতন চতুর্থ পুরুষ। উদয়সাগর ১৩০৪ সনতে
গ্রন্থ রচনা করেন, স্মৃতরাং ইনি ১৩শ শতাব্দীর প্রথমে
বর্তমান ছিলেন বলা যায়।

ধর্মমেষ (পুং) ধর্ম্যং মেহতি বর্ষতি মিহ-অচ্-ঘন্টাভ্যাদেশঃ।

পাতঞ্জলোক্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। “যদা অয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসং-
খ্যানে হ্যপ্যকুসীদস্ত সর্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্মমেষঃ সমাধিঃ।”

(পাত° স্থ°) ‘যদা অয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেহপি অকুসীদন্ততো-
হপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে তত্রাপি বিরক্তস্ত সর্বথা বিবেক-
খ্যাতিরেব ভবতি ইতি সংস্কারবীজক্ষারাত্ত প্রত্যায়ন্তরাগুৎ-
পদ্যতে তদা অস্ত ধর্মমেষো নাম সমাধি র্ভবতি’।

(পাতঞ্জলদ° ১।১৮ স্তব্ধাধ্য)

মনোবৃত্তি নিবৃত্তির প্রধান কারণ বৈরাগ্য। বার বার বৈরাগ্য আসিতে আসিতে ক্রমে চিত্ত আর কোন বৃত্তিই উদ্ভূত হয় না। চিত্ত তখন দম্বীজের জার নিঃশক্তি হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে তখন নাই বলিলেও বলা যায়, কেননা তখন সংস্কার অত্যন্ত মাত্রাই থাকে। যে ছিল, সে গেলেও তাহার স্মৃতি দাগ থাকে, তাহার নাম সংস্কার। তাদৃশ সংস্কারাপন্ন এবং থাকি না থাকার তুল্য নিরবলম্ব চিত্তাবস্থার নাম ধর্মমেষ সমাধি। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে। সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অত্যন্ত পরিপাক হইলে চিত্ত তখন আপনা আপনিই ভাবচ্যুত হইয়া যায়। সুতরাং তখন সহজেই নিরবলম্বতা ঘটয়া থাকে। চিত্তকে অবলম্বন শূন্য করিবার প্রধান উপায় অতৃপ্তি। সকল বিষয়েই অতৃপ্তি, অর্থাৎ চিত্তে কোন প্রকার বৃত্তি উঠিতে শিবি না, সংপ্রজ্ঞাত বৃত্তিকেও থাকিতে দিবা না, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প। উক্ত প্রকার দৃঢ়সঙ্কল্প ধারণ করিলে চিত্ত ক্রমেই নিরবলম্ব হইয়া আইসে। সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তি অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু পরিচ্যাপ্ত করিলেও যদি তৎকালে অজ্ঞ কোন বৃত্তি অর্থাৎ অজ্ঞ কোন বস্তু মনে আইসে, তাহা হইলে তাহাকেও মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। ফল কথা এই যে যখন যে বৃত্তি হইবে, তখনই তাহাকে 'এটাও দূর হউক' এইরূপে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা দূরীকৃত করিতে হইবে। বার বার ঐরূপ করিতে করিতে অত্যাশ ক্রমে দৃঢ় হইয়া আসিবে। অবশেষে সেই দৃঢ়ভাষাপ্রভাবে চিত্ত আর কোনও বিষয় গ্রহণ করিবে না। ক্রমে প্রাপ্তপ্তের ন্যায় বা লভপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়া যাইবে। সুতরাং চিত্ত তখন নিশ্চল, নিরবলম্ব ও অপ্রতিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। সেই অপ্রতিষ্ঠ অবস্থাই যোগীদিগের ধর্মমেষসমাধি বা নির্বীজ সমাধি। [সমাধি দেখ।]

ধর্ম্যু (জি) ধর্ম অত্যর্থ বা যু। ধর্মবিশিষ্ট, ধার্মিক।

ধর্ম্যুগ (ক্রী) ধর্ম প্রধান যুগং মধ্যলো কর্মধা।

সত্যুগ। "নাত্যর্থং ধার্মিকত্বং স হি ধর্ম্যুগেহভবৎ।"

(হরিবংশ ১৩ অং)

ধর্ম্যুজ্জ (জি) ধর্মের যুজ্যতে যুক্ত কর্মণি কিপ্। ১ ধর্ম্যুজ্জ।

(ক্রী) ২ আচার্য্যিক্ত্রব্য।

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ প্রজ্ঞা দেয়ক ধর্ম্যুজ্জ।

দেশকালো চ দানানামজ্ঞাতানি ধর্ম্যুজ্জ।" (দেবল)

'ধর্ম্যুজ্জ আচার্য্যিক্ত্রব্যং' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ধর্মরক্ষিত, যোনদেশীয় জনৈক স্থবির। ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারার্থ যখন নানাদেশে স্থবির প্রেরণ করেন, তখন এই ধর্মরক্ষিত অপরাঙ্ক (সুরাটের নিকটবর্তী) দেশে

প্রেরিত হন। ইনি ঐ দেশে গিয়া বুদ্ধোপদেশ "অমিষত্তো-পমন" সর্বদে উপদেশ দেন। কথিত আছে, ইহার বক্তৃতা শুনিতে প্রত্যহ ৭০ হাজার লোক উপস্থিত হইত। পরে এক কত্রিয় বর্ণ হইতে সহস্রাধিক পরিবার ইহার শিষ্য গ্রহণ করেন। যখন মহাত্মপূ স্থাপিত হয়, তখন নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাজকাদি শিষ্য উপস্থিত হন। সেই সময় প্রধান স্থবির ধর্মরক্ষিতের নিকট কোশাধীমন্দির হইতে ৩০ হাজার যাজক ও উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি মন্দির হইতে ৪০ হাজার ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল।

ধর্ম্মরত্ন (ক্রী) জীমূতবাহন কৃত স্মৃতিনিবন্ধভেদ।

ধর্ম্মরথ (পুং) সগর নৃপতির পুত্রভেদ। মহাবীর সগর সমস্ত দেশ জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে লীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ-সাধন অশ্বমোচন করিলেন। অশ্ব চরিতে চরিতে নানা দিগ্দেশ অতিক্রম করিয়া রসাতলে নীত থলমান মহাবীর পথে প্রবিষ্ট হইল। সেই স্থলে পুরুষোত্তম কপিলরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। সগরসন্ততিগণ তাঁহার উপর সন্নিহান হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে মহর্ষি প্রবুদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা ভয়াবশেষ হইয়া গেল। চারিজন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই চারিজনের নাম বর্হকেতু, স্রুকেতু, ধর্ম্মরথ ও মহাবীর। এই চারিজনই সগরের বংশধর রহিল। (হরিবংশ ১৪ অং)

২ অশ্ববংশীয় দিবিরথের পুত্রভেদ। ইনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

"ধনমানোহলদো যজ্ঞে তস্মাদিবিরথন্ততঃ।

সুতো ধর্ম্মরথো যন্ত জজ্ঞে চিত্ররথোহপ্রজঃ॥"

(ভাগবত ৯/২০৩)

ধর্ম্মরাজ (পুং) ধর্ম্মের রাজতে রাজ-অচ। ১ জিন। এই মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এই অহিংসারূপ ধর্ম্মদ্বারা শোভিত হয়, বলিয়া জিন শব্দে ধর্ম্মরাজকে বুঝায়। ধর্ম্মচাসৌ রাজাচেতি, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। ২ যম,—যম সকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া থাকেন, এইজন্ত যমকে ধর্ম্মরাজ কহে। "ধর্ম্মরাজঃ প্রকটোহ্য সাবিজ্ঞীমিদমব্রবীৎ।" (ভারত ১৬৮ অং) ৩ নরপতি, রাজা। ৪ বৃদ্ধিষ্টি।

"অপূজ্যং ধর্ম্মরাজো হি শরতরুগতং পুরা।" (হরিবংশ ১৬৮)

(জি) ৫ ধর্ম্মপ্রধান।

"সুত্যা চ তে প্রীতমনাঃ সদাহং

স্বং বা বরুণো ধর্ম্মরাজো যমো বা॥" (ভারত ১৫৫/১১)

ধর্ম্মরাজপরীক্ষা (জী) ধর্ম্মরাজত পরীক্ষা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরীক্ষা। ইহার বিষয় বৃহস্পতি এইরূপ লিখিয়াছেন—

“পত্রবরে লেখনীর্ষী ধর্ম্যধর্মী সিতাসিতৌ ।
জীবদানাদিকৈর্ধর্ম্যৈঃ সারজ্যাদৈশ্চ সামতিঃ ॥
আমন্ত্য পুত্রকৈশ্চৈকৈঃ কুন্তমৈশ্চ সিতাসিতৈঃ ।
অভ্যাক্য পঞ্চগব্যেণ মুৎপিণ্ডান্তরিতৌ ততঃ ॥
সমৌ কৃষ্য নবে কুন্তে স্থাপ্যৌ চাহ্নপলক্ষিতৌ ।
ততঃ কৃষ্যং পিণ্ডমেকং গৃহীয়াৎবিলম্বিতঃ ॥
ধর্ম্যে গৃহীতে শুভঃ তাৎ সংপূজ্যশ্চ পরীক্ষকৈঃ ॥” (বৃহস্পতি)
জীবদানমন্ত্য শারদায়াম্ ।
পাশাঙ্কশপটাপ্তিকার্যবিবৃতিভূষিতঃ ।
বাদ্যঃ সপ্ত সকার্যাতা ব্যোমলভ্যোন্মসংযুতঃ ॥
তদন্তে হংসময়ঃ তাৎ ভতোহমুদ্রা পদং বদেৎ ।
প্রাণা ইতি বদেৎ পশ্চাদিহপাশান্ততঃ পদং ॥
অমুদ্রাজীব ইহ স্থিত ততোহমুদ্রা পদং বদেৎ ।
সর্কেজ্জিরাণ্যমুদ্রান্তে বায়নশ্চকুরন্ততঃ ॥
শ্রোত্রজ্ঞাপনে প্রাণা ইহাগত্য স্থং চিরং ।
তিষ্ঠন্মিবধূন্তে প্রাণমন্ত্রোহয়মীরিতঃ ॥
প্রত্যমুবা পদাং পূর্বং পাশাত্তানি প্রয়োজয়েৎ ।
প্রয়োগেহু সমাধাত্যঃ প্রাণমন্ত্রো মনীষিতঃ ॥” (শারদা)
হুইটী পত্রে খেত কৃষ্যবর্ণে ধর্ম ও অধর্ম অঙ্কিত করিয়া
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, পরে গায়ত্র্যাদি ও সাম মন্ত্রে আমন্ত্রণ-
পূর্বক খেত ও কৃষ্য পুশ্পে পূজা করিতে হইবে ও তাহা
পঞ্চগব্যযুক্ত করিয়া হুইটী সম মুৎপিণ্ডের মধ্যে হুইটী সমান
নূতন কলসের উপর রাখিয়া পরীক্ষার্থীকে আনয়ন করিবে ।
পরীক্ষার্থী আদিষ্ট হইবামাত্র একটী পিণ্ড গ্রহণ করিবে ।
পরীক্ষার্থী যদি ধর্ম্যাক্ত পিণ্ডগ্রহণ করে, তাহাকে শুভ অর্থাৎ
পাণহীন জানিতে হইবে, অন্যথা অন্তর্জ্ঞ জানিতে হইবে ।
পিতামহ ধর্মরাজপরীক্ষার বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

“অধুনা সংগ্রহক্যামি ধর্ম্যধর্ম্যপরীক্ষণং ।
হস্তং যচ্চানান্যং প্রারম্ভিতার্থিনাং নৃণাং ॥
রাজতং কারয়েচ্ছর্ম্মধর্ম্মং সীসকায়সং ।
লিখৎ তুর্জ্জ পটে বাপি ধর্ম্যধর্ম্যে সিতাসিতৌ ॥
অভ্যাক্য পঞ্চগব্যেণ গন্ধমাল্যৈঃ সমর্চয়েৎ ।
সিতপুশ্পান্ত ধর্ম্যঃ তাৎ অধর্ম্যোহসিতপুশ্পকঃ ॥
এবং বিধায়োপলিখ্য পিণ্ডরোত্তৌ নিধাপয়েৎ ।
গোময়েন মৃদা ব্যপি পিণ্ডৌ কার্যৌ সমৌ ততঃ ॥
মুদ্রাণ্ডকে হস্তপহতে স্থাপ্যৌ চাহ্নপলক্ষিতৌ ।
উপলিষ্টে শুভৌ দেশে দেবব্রাহ্মণসমিধৌ ॥
আবাহয়েত্ততো দেবান্ লোকপালাংশ্চ পূজয়েৎ ।
ধর্ম্যাবহনপূর্বকং প্রতিজ্ঞাপয়কং লিখৎ ॥

যদি পাপবিবৃক্তোহহং ধর্ম্যরাজে মে করং ।
অভিযুক্তস্তরোষ্ট্রকং প্রগৃহীতা বিলম্বিতঃ ॥
ধর্ম্যে গৃহীতে শুভঃ তাৎ অধর্ম্যে স তু হীমতে ।
এবং সমাসতঃ প্রোক্তং ধর্ম্যধর্ম্যপরীক্ষণং ॥” (পিতামহ)
যে সকল ব্যক্তি দণ্ডা, বা অর্থপ্রার্থী, বা শাতকী কি না,
ইহাদের পরীক্ষা করিতে হইলে এইরূপ ধর্ম্যপরীক্ষা করিতে
হইবে । প্রথমে রৌপ্যানির্মিত ধর্ম ও সীসক বা লৌহ-
নির্মিত অধর্ম্য প্রস্তুত করিবে । পরে তুর্জ্জপত্র বা পটে
সিতাসিত করিয়া ধর্ম ও অধর্ম্য লিখিবে, পরে ধর্ম ও
অধর্ম্য মুষ্টি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে । পঞ্চগব্য
ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিয়া অর্চনা করিতে হইবে ।
পরে সিতপুশ্প দ্বারা ধর্ম্যপূজা এবং অসিতপুশ্পে অধর্ম্য পূজা
করিয়া গোময় বা মুক্তিকা দ্বারা দুইটী তুল্য পরিমাণে পিণ্ড
করিয়া তাহার মধ্যে তুর্জ্জপত্র বা পট লিখিত ধর্ম্যধর্ম্য
স্থাপিত করিতে হইবে । পরে তাহা মুক্তিকা পায়ে করিয়া
পবিত্রস্থানে রাখিয়া দিবে । পরে অপরাধীকে সেই স্থলে
আনাইয়া লোকপালদিকে আবাহন করিয়া ধর্মের আবাহন-
পূর্বক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিবে, যদি আমি নিষাপ হই,
তাহা হইলে ধর্ম আমার হস্তকে রক্ষা করিবেন । এইরূপ
করিয়া ধর্ম্যধর্ম্যলিখিত পিণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একটী তাণ্ড গ্রহণ
করিবে । যদি ধর্ম্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিষাপ
জানিতে হইবে এবং অধর্ম্য গ্রহণ করিলে তাহাকে দোষী
বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে । এইরূপে বিচারক ধর্ম্যপরীক্ষা
দ্বারা ধর্ম্যধর্ম্য নির্ণয় করিয়া দণ্ডাদি বিধান করিবেন ।
নির্দোষ হইলে তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিবেন ।
পরীক্ষা গ্রহণ স্থলে বিস্তৃত ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তিগণ অবস্থান
করিবেন । ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্থলে ওঁ আং, হ্রীং ক্রোং
ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে
হইবে । (দিব্যতত্ত্ব)

ধর্ম্যরাজাধ্বরীশ্র, ইহার উপাধি দীক্ষিত । ইনি “বেদান্ত-
পরিভাষা” এবং সম্ভবতঃ “অষ্টমতপরিভাষা” রচনা করেন ।
বেঙ্কটনাথের মুসিংহ যতীজ ইহার গুরু । ইহার পুত্রের
নাম রামকৃষ্ণ ।

ধর্ম্যরাজিক (জী) রাজবিধির উপর রাজপ্রশস্তি ।

(দিব্যাবদান)

ধর্ম্যরাত্ (জি) ধর্ম্য রাত্ নদাত্ রা-ত্চ্ । ১ ধর্ম্যদাতা ।

জিরাং ভীপ্ । ২ অশু, জল ॥

“আপো দেব্য ধর্ম্যং বিশ্বরাজ্যো

দিব্যাদিত্যোঃ পঞ্চরাত্ ধর্ম্যরাজ্যঃ ।” (হরিবংশ ১৩৮ অঃ)

ধর্মরূচি (পুং) বোধিস্বক্যাবিষ্টতা দেবতাবিশেষ।
 ধর্মলক্ষণ (স্ত্রী) ধর্মো লক্ষ্যতে জ্ঞাততে হনেন লক্ষ করণে
 লুটি। ১ ধর্মপ্রমাণক বোদাদি। দ্বিরাং ভীপু। ২ বীমাংসো।
 ভাবে লুটি ধর্মত লক্ষণং। ৬তং। ৩ ধর্মের লক্ষণ। “চোদনা
 লক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এই তৈমিনিসূত্রোক্ত ধর্মলক্ষণ।
 “বৃত্তি কামাদমো হন্তেরং শৌচমিচ্ছিন্ননিগ্রহঃ।
 ধীবিজ্ঞা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং॥” (মহু)
 ৪ ধর্মের সাধন।
 “পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
 প্রজাবলিগর্বাং গ্রাসং বহু বিধং ধর্মলক্ষণং॥” (বৃত্তি)
 ধর্মবৎ (জি) ধর্ম বিদ্যাতে হত, ধর্ম-মতুপ্ মত বঃ। ধর্মযুক্ত,
 ধার্মিক। “মিত্রাবরুণবন্ত উত ধর্মবন্তঃ।” (ঋক্ ৮.৩৫।১৪)
 ধর্মবর্জন (জি) ১ ধর্মপোষক, ধর্মপ্রতিপাদক। ২ মহাদেব।
 ধর্মবর্ন্যন (জি) ধর্ম বর্নইব যত। ১ বাহার ধর্ম বর্নস্বরূপ,
 ধার্মিক, বর্ম চর্ম পরিধান করিলে যেমন হঠাৎ তাহাকে কেহ
 আক্রমণ করিতে পায়ের না, সেইরূপ বাহার ধর্মরূপ বর্ম-
 ধারী তাহাদের কোন প্রকার বাধাবিপত্তিকে কিছুমাত্র
 অনিষ্ট হয় না। (স্ত্রী) ধর্ম বর্মে চ। ২ ধর্মরক্ষক।
 “ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণো ধর্মবর্ষণি।” (ভাগ ১।১।৩)
 ধর্মবৎসল (জি) ধর্মপ্রিয়, কর্তব্যনিষ্ঠ।
 ধর্মবাদ (পুং) ধর্ম সম্বন্ধীয় তর্ক।
 ধর্মবাদিন্ (জি) ধর্ম বদতি ধর্ম-বদ-গিনি। ধর্মবক্তা,
 যিনি ধর্মোপদেশ দেন।
 ধর্মবাসর (পুং) ধর্মত কাসরঃ। পূর্ণিমা, এই দিনে পূণ্য
 কার্যাদি সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে ধর্মবাসর কহে।
 ধর্মবাহন (পুং) ধর্ম বাহনভীতি বহ-গিচ্-ল্য, বা ধর্মো বৃষঃ
 বাহনং যত। ১ শিব। (স্ত্রী) ২ ধর্মের প্রাপক। ধর্মত
 ধর্মরাজত বাহনঃ ৬তং। ৩ ধর্মের বান মহিব।
 ধর্মবাহু (জি) বিধিবহিতুত, ধর্মবহিতুত।
 ধর্মবিন্ (জি) ধর্ম বেত্তি বিদ-কিপ্। ধর্মজ্ঞ।
 “অভিতীর্থেন ধর্মবিন্।” (মহু)
 ধর্মবিত্ততম (পুং) ধর্মবিত্ত উত্তমঃ। বিজু।
 “ধর্মঃ ধর্মবিত্ততমঃ।” (ভারত ১৩।১৪৯।৫৬)
 ধর্মবিত্তম (পুং) অরমেবান্তিনয়েন ধর্মবিত্ততমপ্। ১ বিজু।
 (জি) ২ ধার্মিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
 ধর্মবিন্দ্য (স্ত্রী) ধর্মত বিদ্যা ৬তং। ১ বীমাংসাদি বিদ্যা।
 ২ ধর্মোপলব্ধি পাত্র। ভতো ঠক্। ধর্মবিন্যাকী ধর্ম-
 শাস্ত্রবেত্তা, ধর্মশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।
 ধর্মবিপ্লব (পুং) ধর্মত বিপ্লবঃ ৬তং। ধর্মের ব্যতিক্রম,

যে যে সময়ের ধর্মের বিপ্লব-উপস্থিত হয়, সেই সময় তৎকালীন
 লোকচিত্রের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন, তাহার অবতারণে ধর্ম-
 বিপ্লব নিরাকৃত হয়।
 ধর্মবিবর্জন (পুং) ধর্মোচরণ।
 ধর্মবিবেক (পুং) ধর্মত বিবেকো বজ। হল্যুৎকৃত নিবন্ধ-
 গ্রন্থভেদ।
 ধর্মবিবেচন (স্ত্রী) ধর্মত বিবেচনং ৬তং। ধর্মনির্ণয়,
 ধর্মোপনিষদক বিচার।
 “যত পূজন্ত কুরুতে রাজো ধর্মবিবেচনং।
 তত সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পকে গৌরিব পত্নতঃ॥” (মহু ৮।২১)।
 যে রাজার সম্মুখে পূজ্য ভ্রাতৃত্বের ধর্ম বিচার করে, সেই
 রাজার রাষ্ট্র পকে পতিত গৌরুর জ্ঞান শীঘ্রই অবসর হয়।
 ধর্মবীর (পুং) বীরমসোক্ত বীরভেদ।
 “ন চ দানধর্মযুদ্ধদরশা চ সমবিতঃ।” (সাহিত্যদ ৩:২৩৪)
 বীররসে চারি প্রকার বীরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,
 দানবীর, ধর্মবীর, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর। ধর্মবীর যুধিষ্ঠির,
 ইহার উদাহরণ—
 “রাজ্যক বহুদেহক ভাব্যা ভ্রাতৃত্বতাশ্চ যে।
 বক লোকে মমারতং তৎকর্মার সলোভ্যতঃ॥” (সাহিত্যদ ৩:পরিঃ)
 যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—রাজ্য, দেহ, ধন, ভাব্যা,
 ভ্রাতা, পুত্র ও যে কিছু আমার অধীন আছে, তাহা এক-
 মাত্র ধর্মের জন্য উত্তত রহিয়াছে। [বীররস দেখ।]
 ধর্মবুদ্ধ (জি) ধর্মেণ বুদ্ধঃ। ১ ধর্মদ্বারা শ্রেষ্ঠ, অতিশয়
 ধার্মিক। “ন ধর্মবুদ্ধেব বরঃ সমীক্যতে।” (ভুয়ার)
 (পুং) ২ যাদব অক্রুরের ভ্রাতৃত্বভেদ।
 “ধ্বকশ্চিভ্রকশ্চৈব গাঙ্কিভ্যাক ধ্বকতঃ।
 অক্রুরপ্রযুগা আসন্ পুত্রা ধামশ বিক্রতাঃ।
 ধর্মবুদ্ধঃ ক্রকর্ম্য চ ক্রোহোহপকোহরিমর্দনঃ॥” (ভাগ ৯।২৪।৯)
 ধর্মবৈতংসিক (পুং) ধর্মে বৈতংসিক ইব। বাহার অন্ত্য-
 রূপে ধনোপার্জন করিয়া লোকের নিকট ধার্মিকতা দেখাই-
 বার জ্ঞান দান করে।
 “ধর্মবৈতংসিকো বস্ত পাপাত্মা পুরুষতথা।
 দদতি দানং বিপ্রোক্তো লোকবিবাসকারণং॥
 পাপেন কর্মণা বিপ্রো ধনং লভা নিরুত্মঃ।
 রাগমোহাবিভেদহীনাতঃ কলুবী বোনিমান্ পুংসঃ॥” (অমিপুরাণ)
 বাহার পাপকর্ম্মদ্বারা ধনলাভ করিয়া লোকবিবাসের
 নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করে, তাহাকে ধর্মবৈতংসিক
 কহে। ইহার অতিশয় পাশাচারী ও অন্তকালে রাগ ও
 মোহাদি দ্বন্দ্ব হইয়া কলুবী বোনি প্রাণ হইয়া থাকে।

ধর্মব্যাধ (পূঃ) ধর্মপ্রধানো ব্যাধঃ মধ্যমো। এক ধার্মিক ব্যাধভেন, ইহার বিবরণ বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—কোন সময়ে কাশীরাজ বহু ব্রহ্মহত্যা পাণ্ডিত্য হইয়া আপনায় পুত্রকে রাজ্য অর্পণপূর্বক পুত্ররত্নার্থে গমন করিয়া সেখানে পুণ্ডরীকাক্ষের পূজার ভয়ঙ্কর করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তাঁহার শরীর হইতে ভয়ঙ্কর নীলাভ পুষ্কর আবির্ভূত হইল। ইনি ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? সেই পুষ্কর বলিল, রাজন! পূর্বে আপনি দক্ষিণাধর্মের রাজা ছিলেন। একদা অনুবধানভারশতঃ সৃগবেশধারী এক মুনিকে বধ করিয়াছিলেন, তদবধি ব্রহ্মহত্যা পাণ্ডুরূপে আমি আপনায় শরীরের অভ্যন্তরে ছিলাম। এক্ষণে পুণ্ডরীকাক্ষ-পূজাকালে আপনাকে জাগ করিলাম। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, অতাবধি তুমি ধর্মব্যাধ নামে খ্যাত হও। মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

কৌশিক নামে কোন বেদাধ্যায়ী, তপস্বী ও ধর্মশীল তপোধান ছিলেন। কোন সময়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে অবস্থিত হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষের উপরিভাগে এক বকী সংলীন ছিল। তৎকালে সে ব্রাহ্মণের উপরে পূরীষ বিসর্জন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার অপকার চিন্তা করিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই বকী গতপ্রাণ হইয়া ধরাতে পড়িয়া গেল। কৌশিক ইহাকে মৃত্যুব্যবহার পতিত দেখিয়া নানাপ্রকার হুঃখপ্রকাশ করিয়া ভিকার নিমিত্ত গ্রামে বহির্গত হইলেন। তিনি গ্রামস্থ পূর্বপরিচিত গৃহস্থ ভবনে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। গৃহস্থামিনী তাহাকে অবস্থান করিতে বলিলেন। এমন সময় তাহার ভর্তা ক্ষুধার্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইল। তখন সেই পতিব্রতা নারী সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া অন্য-কর্ম্য হইয়া পতিশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তির্যংকণ পরে অতিথির কথা শ্রবণ হইলে, ভিক্ষার্থ জ্বা লইয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আমিরা ব্রাহ্মণকে অলস অগ্নির ন্যায় ক্রোধান্বিত দেখিলেন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! আপনি আমার প্রতি ক্রমা করুন, দেখুন, ভর্তা আমার পরমদেবতা, তিনিও আপনার মত ক্ষুধিত ও প্রান্ত হইয়া আগমন করার আমি তাহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার নিকটে ব্রাহ্মণেরা গরীবান্ বহু, পত্রিই একমাত্র ভরতর হইবেন। তুমি

গৃহস্থ ধর্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা কর, বর্তা-লোকে মনুষ্যের কথা মূঢ়ে থাকুক, ইন্দ্রও ভাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে সক্ষম হন না। তুমি কি জানিনা, অথবা বৃদ্ধদিগের নিকটে কি কখন স্তন নাই যে, ব্রাহ্মণেরা আমি সন্মুখ, জ্বল হইলে পৃথিবীকেও নষ্ট করিতে পারেন। জী কহিলেন, হে বিপ্রোক্ত! আমি বকী নহি। আপনি ক্রোধ সঞ্চরণ করুন, জ্বল হইয়া এ কোপদুর্গিতে আমার কি করিবেন? ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রভাব আমি অবগত আছি। আপনি আমার এই ব্যতিক্রম বিষয়ে ক্রমা করুন। হে বিজ্ঞাতম! সমস্ত দেবতার মধ্যে ভর্তাই আমার পরম দেবতা, পতি শুশ্রূষার ফলে আপনায় ক্রোধে যে বলাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। ক্রোধ মনুষ্য-দিগের শরীরস্থিত পরম শত্রু। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহভ্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতার ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্যকথা কহেন, শুদ্ধকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। আপনি ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু ধর্মের তত্ত্ব অবগত নহেন, যদি আপনার ধর্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে মিথিলাপুরবাসী ধর্মব্যাধের নিকট গমন করুন। ঐ ব্যাধ আপনাকে ধর্মের তত্ত্ব উপদেশ করিবে। কৌশিক ক্রোধ পরিহার করিয়া জীলোকের মুখে সেই আশ্চর্য্য বাক্য শুনিয়া ও আপনি আপনাকে শিক্ষা করিয়া ধর্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য মিথিলা নগরে গমন করিলেন।

তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্মব্যাধের কথা জিজ্ঞাসা করায় মিথিলাগণ উহাকে তাহার বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই তপস্বী ব্যাধ পত্ন-বধ স্থানে থাকিয়া মৃগমহিষাদির মাংস বিক্রয় করিতেছে। এমিকে সেই ব্যাধ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া সসম্মানে সহসা উত্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট আগমন করিল এবং ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিয়া কহিল, এক ব্রাহ্মণী আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি মিথিলায় গমন করুন, আমি সে সকল অবগত আছি, আপনি আমার গৃহে আগমন করুন। কৌশিক ইহার, এই বাক্যে অতিশয় বিস্মিত হইয়া ধর্মব্যাধের সহিত তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে কহিলেন, তুমি যে কর্ম করিয়া থাক, তাহা আমার বিবেচনার তেমনই উপযুক্ত নহে। তোমার এই ভরসার কর্মে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে ব্রাহ্মণ কহিল, ইহা আমার শিথিলিতামহ-আচ্ছিন্ন কুলোদ্ভিত ধর্ম। আমি বীর ধর্মই

বর্তমান আছি, অতএব আপনি আমার জন্য শোক করিবেন না। বিধাতা পূর্বেই আমার যে কর্ম বিধান করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি বহুসংখ্যক বৃদ্ধ পিতামাতার শুশ্রূষা করি, সত্য কহি, কাহারও প্রতি অস্রা করি না। বধ্যশক্তি দান, দেবতাপূজা, অতিথি-সেবা ও ভৃত্যবর্গকে ভোগ্য দান করিয়া অবশিষ্টদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিয়া থাকি। সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিনটি শোকের উপজীবিকা। আর দণ্ডনীতি, জরী ও বিত্তা পরলোকের সাধন। শূদ্রে শুশ্রূষাদি কর্ম, ঠেঙে কৃষি, ক্ষত্রিজে সংগ্রাম, এবং ব্রাহ্মণে নিরত ব্রহ্মচর্যা, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি সর্বদা অন্যের হস্ত বরাহও মহিবাণি বিক্রয় করিয়া থাকি, অন্ন কখন বধ এবং মাংসও ভক্ষণ করি না। অহিংসা ও সত্যবাক্য এই দুইই সর্বগ্রাণীর পরম হিতজনক। অহিংসা পরমধর্ম, ইহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই সাধুদিগের সমুদায় প্রবৃত্তি প্রবর্তিত হইয়া থাকে। আচারই সাধুদিগের ধর্ম। বিদ্যা সকলের সমাপন, তীর্থস্নান, কমা, সত্য, সারল্য ও শোচ এই সকলেই সাধুদিগের আচারধর্ম দৃষ্ট হয়। সাধুরা সর্বদা সর্বভূতে দয়ালু, অহিংসানিরত ও বিজগৎপ্রিয় হইয়া থাকেন, কখন নিষ্ঠুর বাক্য কহেন না। আমি যে কর্ম করিয়া থাকি, তাহা অতি ভয়ঙ্কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দৈব অতি বলবান্, পূর্বজন্মে যে কর্ম করা যায়, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। আমার এই যে দোষ হইতেছে, ইহা পুরা-কৃত পাপের কর্ম। আমি এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত যত্নবান্ আছি। পূর্বে বিধাতাই প্রাণীদিগকে নিহত করেন, দাতক কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে। স্মরণ্য আমরাও এ কর্মের নিমিত্তকৃত হইয়াছি। পূর্বে রক্তিদেব রাজার রক্তনাগারে প্রতিনিহন হই সহস্র পশু বধ এবং প্রত্যহ দুই সহস্র গোধন নিহত হইত। কিন্তু তাহার মত ধার্মিক নরপতি আর কেহই ছিলেন না। ইহা আমার বধ্যধর্ম, এই বিবেচনা করিয়াই আমি একর্ম পরিত্যাগ করিতেছি না, বধ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বর্ণের ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাতে অধর্মই হইয়া থাকে। প্রভুত্ব ইহাই আমার কুলোচিত কর্ম, এইরূপ জানিয়াই এতদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছি। ধর্মব্যাধ এইরূপ অনেক ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সমীপ এইরূপ। কুলোচিত কর্ম ত্যাগ করা অসম্ভব, তবে কহাজাত্য ত্যাগ করিয়া সমস্তার অবলম্বনে দোষ নাই, পরের প্রশংসা বা নিন্দা সমান তাবে গ্রহণ করা উচিত, দান-

পূজাদি কার্য করা আবশ্যিক, মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করা কর্তব্য, কষ্টে অতিক্রম হওয়া অপ্রচলিত, অজানকৃত পাপ অনুতাপে ধ্বংস হয়, লোভ সর্বদা পরিত্যাজ্য, শুভ বা অন্তঃকর্মের অবশ্য ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি। শেষে ধর্মব্যাধ বলিল, আপনি আমার পূর্বজন্মের স্মৃতিস্তম্ভ গ্রহণ করুন। আমি পূর্বজন্মে জুনিপুণ বেদাচার্য্য ও বেদান-পারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। আত্মকৃত দোষজন্যই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ধর্মব্রতপরাগণ কোন রাজা আমার বন্ধু ছিলেন, তাহার সহিত একদিন যুগ্ম করিতে বনগমন করিয়াছিলাম। তথায় আমিও এক তরাসক শর নিঃক্ষেপ করিলাম, সেই শরদ্বারা একটি ঋষি হত হইলেন। এই ঋষি যুগ্মরূপী ছিলেন। আমি সেই স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি করুণ বিলাপ করিয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলেন, “তুই আমাকে নিরপরাধে মারিলি, এই জন্য পুত্রযোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মিবি।” আমি এইরূপে ঋষি কর্তৃক অভিসম্পাত হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলাম, মুন, আমাকে কমা করুন। আমি না জানিয়াই অন্য এই অকার্য্য করিয়াছি। এইরূপ অনেক অহুন্নর বিনয় করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, শাপ অন্তথা হইবার নহে, ইহা এইরূপই হইবে। আমি এই তোমার প্রতি অমুগ্রহ করি যে তুমি পুত্রযোনিতে থাকিয়াও ধর্মজ হইবে, পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবে এবং মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়া জাতিস্মর হইবে। পরে শাপবিমোচন হইলে পুনরায় ব্রাহ্মণ হইবে।”

(ভারত বনপ" ২০৩—২১৫ অ")

ধর্মব্রতা (জী) ধর্মের বিধরণা পত্নীতে জাত কস্তাভেদ। ইহার বিষয় বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—বিজান-বিশারদ মহাতেজস্বী ধর্ম নামে একজন রাজা ছিলেন, তাহার বিধরণা নামে এক পত্নী ছিল, কালক্রমে ধর্মের ঔরসে ও তাহার গর্ভে একটি কস্তা হইল; ঐ কস্তার নাম ধর্মব্রতা। ঐ কস্তা পাতিব্রতের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। এই সময় মরীচি ঋষি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এই নবীন বয়সে কঠোর তপস্যা করিতেছ। ধর্মব্রতা তাহার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা হইবার জন্য তপস্যা করিতেছি। মরীচি এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও পতিব্রতার অনু-সন্ধান করিতেছি। তোমার ভূগা পতিব্রতা কেহ নাই এবং আমার মত দ্বিতীয় বরও নাই, অতএব তুমি আমাকে বিবাহ কর। ধর্মব্রতা এই কথা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনি আমার পিতা ধর্মের নিকট প্রার্থনা করুন। মরীচি এই কথা

তিনিরা ধর্মের নিকট গমন করিলেন। ধর্ম প্রচেষ্টা ঋষিকে অবলোকন করিয়া পান্যাদি দ্বারা আগমন প্রদান করিলেন। তাহাতে ঋষি কহিলেন, আমি কতদূর ক্ষমিত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু তোমার কন্ডাকে শ্রেষ্ঠা বিবেচনা করিয়াছি, অতএব আমাকে ঐ কন্ডা দান কর। ধর্ম এই প্রার্থনা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত বথাবিধানে সন্নিবিষ্ট ঋষিকে কন্ডা সস্ত্রদান করিলেন। (বায়ুপুঃ)

ধর্মশাস্ত্রী (কী) কৃত্ত কৃত্ত বোধকৃত্ত। ধর্মচিহ্ন।

ধর্মশালা (কী) ধর্মার্থ শালা। ১ ধর্মগৃহ, যে গৃহে ধর্মের কল অঙ্গাদি দান হয়, তাহাকে ধর্মশালা কহে। ইহাকে ধর্মসভ্যও বলে। ২ বিচারালয়।

ধর্মশালা, কটক হইতে ১৫ কোশ উত্তরে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এই গ্রাম অবস্থিত। রাজ্যের অর্ধকোশ পশ্চিমে পর্বতের নিম্নে নদীর উপর এক জিকোণাকার ভূমিতে গোবর্ধন নামক শিবের মন্দির আছে। মন্দির পূর্বদ্বারী, কোণাকার এবং ইহার সম্মুখে দ্বাদশ স্তম্ভবেষ্টিত নাট্যমন্দির আছে। মন্দিরটী প্রস্তরযুক্ত, কিন্তু তাহার উপর পলতার করা। মন্দিরের চতুর্দিকে অনেকগুলি স্তম্ভের প্রস্তরপ্রতিমা আছে, তন্মধ্যে প্রথমটী সরস্বতী, ইনি চতুর্ভুজা শম্মপদধারিণী। এই প্রতিমা নদীগর্ভ হইতে উৎপন্ন। পূজকেরা কিন্তু বন্দে-বে, উহা পর্বতগাত্র হইতে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া স্বপ্নাদেশে স্বপ্না প্রবর্তিত করিয়াছেন।

ধর্মশাসন (কী) শাসন তাৎপৰ্য্য ধর্মত শাসনং ৬৩৭।

১ ধর্মের অনুশাসন। করণে সূত্র। ২ ধর্মশাস্ত্র।

“শরীরকুণ্ড প্রাণদাতা বস্ত্র চাক্রানি ভূতভেদে।

ক্রমেণৈতে ত্রয়োহপ্যুক্তাঃ পিতরো ধর্মশাসনে ॥”

(ভারত আদিপর্ক ৭২ অ°)

ধর্মশাস্ত্র (কী) শিষ্টাভ্যাসেন শাসন করণে স্ত্রী, ধর্মত শাস্ত্র। ধর্মশাসন, মন্বাদি প্রণীত ধর্মপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, বাহ্যতে ধর্ম ব্যবস্থা সকল নিরূপিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্মশাস্ত্র কহে।

“মহর্ষমো বশিষ্ঠোহজিঃ দক্ষো বিষ্ণুতথাজিরাঃ।

উশনা বাকপতির্ব্যাস আপত্যবোহং গৌতমঃ ॥

কাত্যায়নো নারদশ্চ বাজবল্ক্যঃ পরাশরঃ।

সংবর্তচিব লক্ষ্মশ্চ হারীতো লিখিত তথা ॥

এতেষামি প্রণীতানি ধর্মশাস্ত্রানি ঐব পুরা ॥” (যম)

সম, যম, বশিষ্ঠ, অজি, দক্ষ, বিষ্ণু, অশ্বিনী, উশনা, বৃহস্পতি, ব্যাস, আপত্যব, গৌতম, কাত্যায়ন, নারদ, বাজবল্ক্য, পরাশর, সংবর্ত, লক্ষ্ম, হারীত ও লিখিত। এই

সকল ঋষি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে ধর্মশাস্ত্র কহে। ইহা আচার, ব্যবহার ও প্রারম্ভিত প্রণয়নতঃ এই তিনভাগে বিভক্ত। বাজবল্ক্য ধর্মশাস্ত্রের প্রবোধক এই কয় জনের নাম নির্দেশ করিয়াছেন—

“মহর্ষিবিষ্ণুহারীতবাজবল্ক্যোশনোহজিরাঃ।

যমাপত্যবলবল্ক্যঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥

পরশরব্যাসলক্ষ্মলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোধকঃ ॥”

(বাজবল্ক্য ১৫৬)

মলমাস, দার, সংস্কার, শুদ্ধিনির্গম, প্রারম্ভিত, বিবাহ, একাদশাদি নির্গম, তড়াগাদি উৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, ব্রত, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, জ্যোতিষ, বাস্ত, দীক্ষা, আত্মিক, কৃত্য, ক্ষেত্র-মহাশ্রাদ্ধ, সামশ্রাদ্ধ, যজুঃশ্রাদ্ধ, শূদ্রকৃত্য, এই সকলের সীমাংসা করিয়া রত্নসন্ধান অষ্টাবিংশতিতন্ত্র নামে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাও ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহ নামে খ্যাত।

“মলিনুচে দায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনির্গমে।

তড়াগতবনোৎসর্গে বৃষোৎসর্গজয়ে ব্রতে ॥

প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তসংস্কারে।

দীক্ষারামাত্মিকৈ কৃত্যে ক্ষেত্রে ত্রীপুত্রবোত্তমৈ ॥

সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকৃত্যবিচারণে।

ইত্যষ্টাবিংশতি স্থানে তত্ত্বং বক্ষ্যামি যত্নতঃ ॥”

(রত্নসন্ধান)

মূল ধর্মসংহিতাগুলিই ধর্মশাস্ত্র, ঐ সকল সংহিতা হইতে ধর্মব্যবস্থা নির্ণয় করা যখন দুষ্কর হইল, তখন ঐ সংহিতা অবলম্বন করিয়া যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণীত হইল, তাহা হইতেই ধর্মব্যবস্থা সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। ঐ সকল সংগ্রহ গ্রন্থ স্মৃতি নামে অভিহিত। [স্মৃতি দেখ।]

ধর্মশীল (জি) ধর্ম-ধর্মোচরণে শীলং স্বভাবো যত। ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ, যে সাধাচারসারে ধর্মপথে চলে, এবং কখন অধর্মপথ অবলম্বন করে না।

“ধর্মশীলো বদাত্তচ্চ বৃদ্ধশ্চ-স্বমহাধনঃ ॥” (বিরাটপর্ক)

ধর্মপ্রোক্তি (পুং) অনেক বোধ অর্হৎ।

ধর্মসংজ্ঞিত (জি) ধর্মতত্ত্বপিপাসু।

ধর্মসংহিতা (কী) ধর্মজ্ঞাপিকা সংহিতা, ধর্মঃ সংহিতা নিরূপিতা যজ্ঞ-বা। ধর্মশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে ধর্ম নিরূপণ আছে, বাহ্যতে ইন্দ্রলৌকিক ও পারলৌকিক বিবরণ সীমাংসিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্মসংহিতা কহে।

ধর্মসংস্কার (পুং) ধর্মত সঙ্করঃ ৬৩৭। বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমন্বয়।

ধর্মসভা (জী) ধর্মত সভা। ধর্মাদিকরণ, যেখানে পাপ
পুণ্যের বিচার হয়। পাপী লোকদিগের দণ্ডবিধানার্থ সমাজ।
ধর্মসহায় (পুং) ধর্মে সহায়ঃ। ধর্ম কার্যে সাহায্যকারী,
ঋদ্ধিাদি।

ধর্মসার (পুং) ধর্মেষু সারঃ। ১ শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম। ২ তৎসাধন।
“ধর্মসারমহং বক্ষ্যে সংক্ষেপাৎ শৃণু শব্দরঃ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং স্মৃৎ সর্বপাপবিনাশনং॥” (গুরুড়পুং ২২৫)

এই ধর্মসারের বিষয় গুরুড়পুরাণের ২২৫ অধ্যায়ে
বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

ধর্মসারথি (পুং) ধর্মঃ সারথিরিব যত। ধর্মসজ্ব-সহায়ক।

“ভুক্তততঃ শুচিত্তস্মাৎ চিত্তকুর্ধর্মসারথিঃ।” (ভাগঃ ৯।১৭।৮)

ধর্মসাবর্ণি (পুং) ধর্ম এব সাবর্ণিঃ। একাদশ মনু। এই
মনুস্তরে অবতার ধর্মসেতু; ইন্ড্রের নাম বৈধৃতি; বিহঙ্গম,
কামগ ও নির্মাণরতি নামক দেবগণ, অরুণাদি সপ্তর্ষি,
ও সত্যধর্মাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগঃ ৮।১৩।১২)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“ভবিষ্য ধর্মপুত্রস্ত সাবর্ণস্তাত্তরং শৃণু।

বিহঙ্গমঃ কামগণা নির্মাণরতয়ন্তথা॥

ত্রিশ্রকারা ভবিষ্যন্তি একৈকজিংশকোগণঃ।

মাসর্তু দিবসা যে তু নির্মাণরতয়ন্ত তে॥

বিহঙ্গমাঃ রাজ্যয়োহথ মুহূর্তাঃ কামগোগণঃ॥

ইন্ড্রো বৃষাখ্যো ভবিতা তেষাং প্রথ্যাতবিক্রমাঃ।

হবিষ্মাশ্চ ধনিষ্ঠশ্চ ঋষিরন্তস্তথাক্রুণিঃ॥

নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বৃদ্ধিশ্চাত্তো মহামুনিঃ।

সপ্তর্ষয়োহন্তরে তস্মিন্ অগ্নিতেজাশ্চ সপ্তমঃ॥

সর্কীহুগঃ স্মশ্র্মা চ দেবানীকঃ পুরুষহ।

হেমথবা দৃঢ়ায়ুশ্চ বিভায়ুস্তৎসুতা নৃপাঃ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৯৪ অং)

অধুনা ধর্মসাবর্ণির বিষয় শ্রবণ কর। এই মনুস্তরে
বিহঙ্গম, কামগ ও নির্মাণরতি এই তিন প্রকার দেবগণ
আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিংশংগণে বিভক্ত হইবেন।
তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহার। নির্মাণরতি হইবেন,
প্রায় রাজি, বিহঙ্গ ও মোহুর্জ সকল কামগণ হইবেন।
প্রথ্যাতবিক্রম যুগ ইহাদের ইন্ড্র হইবেন। হবিষ্মান,
ধনিষ্ঠ, অরুণি, নিশ্চর, অনঘ, বৃদ্ধি এবং অগ্নিতেজা ইহার।
ঐ মনুস্তরের সপ্তর্ষি হইবেন। সর্কীহুগ, স্মশ্র্মা, দেবানীক,
পুরুষহ, হেমথবা, দৃঢ়ায়ু ও বিভায়ু এই সকল মনুপুত্র রাজ-
চক্রবর্তী।

ধর্মসিংহ (পুং) চৌহানরাজ হামীরের প্রধান সেনাপতি।

হামীর দিথিজরের পর যখন ককরোলী অর করিয়া রাজধানীতে
প্রত্যাবর্তন করেন, ধর্মসিংহ অস্ত্রাভ কক্ষচারীর সহিত একত্র
হইয়া মহাসমারোহে রাজাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে
যখন হামীর স্বীয় পুরোহিত বিশ্বরূপের অমৃতমাত্রাসারে
“কোটিযজ্ঞ” নামক যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়া রণথম্বরে অব-
স্থান করিতেছিলেন, সেই সময় আলাউদ্দীন খিলজী দিল্লীর
সম্রাট। তিনি হামীরের জয়বার্তা শুনিয়া স্বীয় ভ্রাতা উলুখ
থাকে ৮০ হাজার অশ্বরোহী সৈন্তসহ চৌহানরাজা ধ্বংস
করিতে পাঠাইলেন। হামীর তখন যজ্ঞাভ্যাস মনিত্রত অবল-
ম্বন করিয়া বসিয়াছিলেন, কাজেই নিজে রণক্ষেত্রে উপস্থিত
না হইতে পারিয়া ধর্মসিংহ ও ভীমসিংহকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া
দিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভীমসিংহ রাজধানী অভি-
মুখে ফিরিলেন। উলুখ থা এই সুযোগে গোপনে ভীম-
সিংহের পশ্চাৎদাবমান হইলেন। ধর্মসিংহও তাহা জানিতে
পারিলেন না। হিন্দাবৎ গিরিপথের উপর উলুখ থা হঠাৎ
ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শব্দলে
ভীমসিংহ হত হইলেন, উলুখ থাও ফিরিয়া দিল্লী গমন
করিলেন।

হামীর যজ্ঞ সমাপনান্তে যখন ভীমসিংহের মৃত্যু ও যুদ্ধে
পরাজয়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন, তখন ধর্মসিংহের
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে সভার মধ্যে অন্ধ বলিয়া তিরস্কার
করিলেন ও বলিলেন, উলুখ থা পশ্চাৎদাবিত হইল, অথচ
তিনি একজন বিচক্ষণ সেনাপতি হইয়া তাহা দেখিতে
ও বুঝিতে পারিলেন না। হামীর শুদ্ধ এইরূপ তিরস্কার
করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ধর্মসিংহের একটা
চক্ষু উৎপাটন, মুক্ধয় ছেদন ও দেশ হইতে নির্কাসনের
আদেশ দিয়া, এক দাসীগর্তুজাত ভ্রাতা ভোজদেবকে প্রধান
সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ভোজদেব অমুরোধ
করিয়া নির্কাসন দণ্ড ও মুক্ধেদন হইতে ধর্মসিংহকে
উদ্ধার করেন।

ধর্মসিংহ এইরূপে লাঞ্চিত ও এক চক্ষুহীন হইয়া রাজার
প্রতি আত্মক্রোধ হইলেন এবং প্রতিহিংসার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। রাধা দেবী নামে এক নর্তকী রাজার
বিশেষ আদরের ছিল। ধর্মসিংহ এই রাধার সহিত
সৌহার্দ্য স্থাপন করিলেন। রাধা অন্ধ সেনাপতিকে
নিজালয়ে লুকাইয়া রাখিয়া রাজসভার প্রতিদিনের
সংবাদ প্রদান করিত। একদিন রাধা বিষয়ভাবে প্রত্যা-
বর্তন করিলে ধর্মসিংহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধা

বলিল, আজ তেবরোপে বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ অশ্বের মুকু হওয়ার রাজা অভিষেক স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছেন; আজ তিনি নৃত্য গীতে মুলেই বনঃসংযোগ করেন নাই। ধর্মসিংহ বলিলেন, তুমি রাজাকে বলিতে পার যে যদি তিনি আমাকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে, আমি তাঁহাকে তাঁহার নষ্ট অশ্বের বিশৃঙ্গসংখ্যক অশ্ব দিব। তৎপরে রাজা ক্রমশঃ রাধার উক্ত রূপ প্রত্যবে আধাসিত হইয়া ধর্মসিংহকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধর্মসিংহ পদাঙ্ক হইয়া রাজার লোতে দ্বুতাহতি দিতে লাগিলেন। প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া ধন, পুত্র, অশ্ব বা অন্ত বাহ্য কিছু গ্রহণোপযোগী তাহাই লইয়া রাজকোষ ভরিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইলেন এবং সেনাপতি ভোজদেবকে তাহার বিভাগের হিসাব নিকাশ করিতে আদেশ দিলেন। ভোজদেব ধর্মসিংহের কুট কৌশল জানিয়া একদিন রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। রাজা কিন্তু বুঝিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া ভোজ রাজাদেশ সহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ধর্মসিংহের আদেশে তাঁহার সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইল। ভোজ হতসর্গ হইয়াও রাজার সজতাগ করিলেন না। রাজা একদিন তাহা লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিলেন। ভোজ সেইদিন রাজা ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করিলেন। কিন্তু ইহার পর ধর্মসিংহের কি হইল, তাহা নারায়ণচন্দ্র পুরির হামীরকাব্যে উল্লিখিত নাই। সম্ভবতঃ যে সময় সকল যোদ্ধা হামীরের সহিত যুদ্ধে গিয়া আত্মাউদ্ধীনের সহিত শেষ সমরে বিনষ্ট হয়, সেই সময় ধর্মসিংহও প্রাণ দিয়াছিলেন।

ধর্মমৃত (পুং) ধর্মমৃত মৃতঃ। যুধিষ্ঠির।

ধর্মসু (স্ত্রী) ধর্মঃ সুনোতি হৃ-কিৎ। ১ ধূমাট পক্ষী। (ত্রি)
২ ধর্মপ্রেরক। “সোমো রাজা বরুণঃ দেবা ধর্মসুভঃ।”

(তৈত্তি ত্রা° ১।৭।৮।৩)

ধর্মসুত্র (স্ত্রী) ধর্মঃ সূত্র্যতে হনেন কারণে অচ্, ধর্মসু সূত্রং ৬তৎ। ধর্মনির্ণয়ের জন্য জৈমিনিপ্রণীত ধর্মমীমাংসাক্রম গ্রন্থভেদ।

ধর্মসূত্রি, জনৈক অলঙ্কার-শাস্ত্রকার। ইহার গ্রন্থের নাম সাহিত্যরত্নাকর। ইনি রামায়ণের ষটনা অবলম্বনে রচিত স্লোকে স্বীয় গ্রন্থের উদাহরণ-মালা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মসেতু (পুং) ধর্মস্ত সেতুরিব ধারকত্বাৎ। ধর্মরক্ষক।

“রাজা দশরথো নাম ধর্মসেতুরিবচলঃ।” (রামা° ৩।৬২স°)

২ একাদশ মন্তরে আচার্য্যের পুত্র, হরির অংশ ভেদ।

“আচার্য্যক মৃতস্তত্র ধর্মসেতুরিতি স্তুতঃ।

বিধুভাষ্য হরেনংশ-ত্রিলোকীং ধারয়তি।” (ভাগ° ৮।১৪।১২)

ধর্মসেন, ১ একজন মহাহবির। বারানসীর নিকট ঐশ্ব-পত্তন (সারনাথ) সন্মের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি। ইনি অম্বরাধাপুরের রাজা হুথগামিনী কর্তৃক মহাত্মপূর্ণ স্বাণ-নের সময় (খ্রীঃ ১৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ১২ হাজার অম্বচরসহ উপস্থিত ছিলেন।

২ জৈন যুগপ্রধানদিগের মধ্যে একতম।

৩ জৈনদিগের ষাটশ অঙ্গবিদের মধ্যে একতম।

ধর্মসেনগণি মহত্তর, এক জৈন গ্রন্থকার, বাসুদেব-নিধি গ্রন্থের ২য় ও ৩য় খণ্ড ইহার রচিত।

ধর্মস্কন্ধ (পুং) আর্হত মতসিদ্ধ ধর্মাস্তিকায়পদার্থ।

[জৈন দেব।]

ধর্মসু (পুং) ধর্মো তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ প্রাড়্-বিবাক, বিচারক।

“সাক্ষিণঃ সত্তি মেতুক্তা দিশেতুক্তো দিশেরয়ঃ।

ধর্মসুঃ কারণৈরগঠৈত হীনং তমপি নির্দিশেৎ ॥” (মহাভা° ৫৭)

‘ধর্মসুঃ প্রাড়্-বিবাকঃ।’ (কুল্লুক)

(ত্রি) ২ ধর্মো অবস্থিত মাত্র।

ধর্মস্বল (স্ত্রী) ধর্মস্ত স্বলং। ধর্মহান, যে স্থলে ধর্ম কাৰ্য্যাদি সম্পন্ন হয়, তাহাকে ধর্মস্বল কহে।

ধর্মস্ববির (পুং) ধর্মো স্ববিরঃ বৃদ্ধঃ। ধর্মবৃদ্ধ। ধর্মো দৃঢ়চিত্ত।

ধর্মস্বামিন্ (পুং) ১ বৃদ্ধের নামান্তর। ২ কাশীররাজ ধর্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা।

ধর্মস্বস্ত্ (ত্রি) ধর্ম কর্ত্তের বিরোধক।

ধর্মস্বাহা, নদীবিশেষ, পিঙ্গলা নদীর তীরবর্ত্তী চণ্ডীপুর নামক স্থানের এক যোজন উত্তরে এই নদী প্রবাহিত। (দেশাবলী)

ধর্মাকর (পুং) ৯৯ সংখ্যক বৃদ্ধ। ১ বৃদ্ধ লোকেশ্বররাজের জনৈক শিষ্য।

ধর্ম্যাগম (পুং) ধর্মস্ত আগমঃ। ধর্মশাস্ত্র।

“ত্রিণি জ্যোতিঃবি বর্ণাশ্চ জয়ো ধর্ম্যাগমাস্তথা।

(মার্ক° পুং ২।৩।৩৬)

ধর্ম্যাজ (পুং স্ত্রী) ধর্ম ইব শুভ্রঃ অঙ্গঃ যন্ত। বক। (নিঘণ্টু)
ত্রিগুণ ভীষু।

ধর্ম্যাজ্ঞ (পুং) শ্রিয়কর নামক রাজার পুত্র।

ধর্ম্যচার্য্য (পুং) ধর্মো আচার্য্যঃ। ১ ধর্মশিক্ষক, গুরুভদ্র, বাহার নিকট ধর্ম শিক্ষা হয়, তাহাকে ধর্ম্যচার্য্য কহে।

২ অথেনীদিগের তর্পণীয় ঋষিভেদ, ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ তর্পণকালে ধর্ম্যচার্য্য ঋষিকে তর্পণ করিয়া থাকেন।

“জম্বিন্-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-শৈল সূত্রভাষ্যকারক-ধর্ম্যচার্য্য ইতুপক্রমে বে চাত্তে আচার্য্যান্তে সর্ব্বো তৃপতি।”

(আখ্য° গৃহ° ৩।৪।৪)

“নৈমিত্তিকানি প্রলম্বোহর, বৈদিক ধর্ম্মাচারের শিকার নিমিত্ত বীজব্রহ্ম ধর্ম্ম প্রবর্তক ঋষিভেদ।

ধর্ম্মানুপুর, অধোধ্যার অন্তর্গত বটরচ জেলার নানা তহনীলের একটি পরগণা। ইহার উত্তরে নেপাল, পূর্বে ও দক্ষিণে নানা পাড়া পরগণা ও পশ্চিমে কোরিয়ালা নদী। ইহা পূর্বে ধোর-হর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অধোধ্যার ইংরাজাধিকারের পর ইহা একটি জেলা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অঙ্গলা-বৃত। লোকসংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। শীকারের উপযুক্ত নানা জন্তু এখানকার বনে পাওয়া যায় এবং উত্তর অধো-ধ্যার নানা স্থান চাইতে পশুপাল লইয়া পশুপালকেরা এই বনে চরাইতে আসে।

ধর্ম্মানু (জি) ধর্ম্ম আত্মা স্বভাবো যন্ত। ধর্ম্মশীল ধর্ম্মিক।

“স তাহুবাচ ধর্ম্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।” (মহু)

ধর্ম্মাদিত্য, বলভীরাঙ্গ প্রথম শিলামিত্যের নামান্তর। ইনি শৈব ছিলেন। [শিলামিত্য ও বলভী বংশ দেখ।]

২ বজ্রের একজন রাজা। ইনি গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিতেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম (পুং) ধর্ম্মশ্চ অধর্ম্মশ্চ বন্দ্যং। পুণ্য ও পাপ। এই শব্দ দ্বিচনাস্ত।

“ধর্ম্মাধর্ম্মো গুণা এতে আত্মনঃ স্মৃশ্চতুর্দশ।” (ভাষ্যপং)

ধর্ম্মাধর্ম্মো পরীক্ষণীয়তয়া অত্র ত্তঃ অহ। ২ ধর্ম্মজ রূপ দিব্যভেদ। [ধর্ম্মরাজপরীক্ষা দেখ।]

ধর্ম্মাধর্ম্মা/পরীক্ষণ (স্ত্রী) ধর্ম্মাধর্ম্মো পরীক্ষণং ভতং। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিষয়ে পরীক্ষা।

“অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাধর্ম্মপরীক্ষণং।

হস্তৃণাং বাচমানানাং প্রারম্ভস্তার্থিনাং নৃণাং ॥”

(বীরমিত্তোদয়) [ধর্ম্মরাজপরীক্ষা দেখ।]

ধর্ম্মাধিকরণ (স্ত্রী) অধিক্রিয়তে হস্মিতি অধি-কৃ-অধিকরণে লুট্ ধর্ম্মস্য অধিকরণং। রাজাদিগের বিচারস্থান, বিচারালয়।

“ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ অর্থশাস্ত্রনিরূপণং।

যত্রাধিক্রিয়তে স্থানে ধর্ম্মাধিকরণং হি তৎ ॥”

(বীরমিত্তোদয়ে কাত্যায়ন বচনং)

ধর্ম্মানুসারে যে স্থলে অর্থশাস্ত্রের নিরূপণ হয় অর্থাৎ ব্যবহার সকল মীমাংসিত হয়, তাহাকে ধর্ম্মাধিকরণ কহে। এই বিচারালয় প্রস্তুত করিবার স্থান লব্ধে এইরূপ উপদেশ আছে।

“হর্গমধ্যে গৃহং কৃণ্যৎ অলবুকাবিতং পৃথক্।

প্রাক্দিশি প্রোড়ুধীং তন্ত লক্ষণ্যং কল্পয়েৎ সত্যং ॥

সাম্যাত্মগানোপেতাং বীজরসমবিতাং ॥” (বীরমিত্তোদয়)

হর্গমধ্যে বিচারালয় নির্মাণ করিতে হইবে, এই বিচারালয় পরিখা বা বৃক্ষবারা বেষ্টিত হইবে। পূর্বদিকে ও পূর্ব মুখ করিয়া তাহাতে সত্তা কল্পিত করিতে হইবে এবং যে স্থলে এই সত্তা হইবে, সেইস্থল বাস্তবলক্ষণেত বিধি অনুসারে স্থির করিতে হইবে। বিচারক যে আসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিবেন, সেই আসন মালা ও রত্নাদি দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে।

“পুরুষান্তরভক্ষাঃ প্রাঃশব্দশ্যাপ্যলোপাঃ।

ধর্ম্মাধিকরণে কার্য্য জনাহ্বানকরা নরাঃ ॥” (মৎস্রপুং ১৮৯ অঃ)

বাহারা পুরুষদিগের হৃদয়ের ভাব অবগত হইতে পারেন এবং কোন বিষয়ে লোভ নাই, একজন সকল গুণ সম্পন্ন লোকদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ধর্ম্মাধিকরণ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণং আশ্রয়স্থেনাত্য ইতি-অহ।

ধর্ম্মাধ্যাক্ষ, বিচারক।

“সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ।

বিপ্রমুখাঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণো ভবেৎ ॥”

(মৎস্রপুং ১৮৯ অঃ)

যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়কে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং সকল শাস্ত্রবিশারদ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও কুলীন, ইহারা ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারক হইবেন।

ধর্ম্মাধিকরণিন্ (পুং) ধর্ম্মাধিকরণং বিচার্য্য স্থানস্থেনাত্য-ভেতি, ধর্ম্মাধিকরণ-ইনি। ধর্ম্মাধিকরণবিশিষ্ট, বিচারক, পর্য্যায়—ধর্ম্মাধ্যাক্ষ, ধর্ম্মিক, প্রোড়ুবিবাক, অক্ষদর্শক। (অমর)

ধর্ম্মাধিকার (পুং) ধর্ম্মে অধিকারঃ। জ্ঞায় ও জ্ঞাত্য বিচারের অধিকার, বিচারপতির পদ বা কর্ম্ম।

ধর্ম্মাধিকারিন্ (পুং) ধর্ম্মং ব্যবহারে তরিরণং কয়োতি অধি-কৃ-গিনি। প্রোড়ুবিবাকাদি বিচারক প্রভৃতি।

ধর্ম্মাধিপতি (পুং) প্রধান বিচারপতি, প্রধান ব্যবস্থাপক।

ধর্ম্মাধিষ্ঠান (স্ত্রী) ধর্ম্মত্ব অধিষ্ঠানং। ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়।

ধর্ম্মাধ্যাক্ষ (পুং) ধর্ম্মে ব্যবহারে ধর্ম্মনির্ণয়ে অধ্যাক্ষঃ। প্রোড়ু-বিবাকাদি, বিচারক প্রভৃতি।

“কুলশীলগুণোপেতাঃ সর্ককর্ম্মপরারণঃ।

প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যাক্ষো ধর্ম্মাধ্যাক্ষো হতিধীরতে ॥” (চাণক্য)

২ বিজ্ঞ। “লোকাধ্যাক্ষঃ সুরাধ্যাক্ষঃ ধর্ম্মাধ্যাক্ষঃ কৃতাকৃতঃ ॥”

(ভারত ১৩।১৪২।২৮)

‘ধর্ম্মাধর্ম্মো সাকাদীকতে অনুসরণং কলং দাতুং, তদ্যাক্ষ-ধ্যাক্ষঃ’। (শাকরভাষ্য)

ধর্ম্মাধ্বন (পুং) ধর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ, বিচারপ্রণালী।

ধর্ম্মাধ্ব (পুং) ধর্ম্মকতো হস্তঃ কৃপাঃ। ভীতভেদ।

ধর্মায়ুগত (জি) ধর্মঃ অয়ুগতঃ। ধর্মনিয়মের অয়ুগত,
ধর্মনিয়মায়ুগে অয়ুগত, ধর্মযুগ।

ধর্মায়ুযায়িন্ (জি) ধর্মঃ অয়ুযাতি য়া-গিনি। ধর্মপথাবলম্ব,
যিনি ধর্মপথ অয়ুসারে চলিয়া থাকেন।

ধর্মাবতার (পুং) ধর্মস্ত অবতারঃ। ধর্মের অবতার, সাক্ষাৎ
ধর্ম, মূর্তিমান্ ধর্ম, রাজা। বাহারা বিচারাদি কার্য সম্পন্ন
করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ধর্মাবতার কহে, ইহার তাৎ-
পর্য্য এইরূপ, রাজা সাক্ষাৎ ধর্মরূপ, বাহারা বিচার কার্য
নির্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজপ্রতিনিধি, তাঁহারা
বধন ধর্মাসনে উপবেশন করিয়া বিচারাদি কার্য সম্পন্ন
করেন, তখন তাঁহাকে ধর্মাবতার বলা যায়।

ধর্মভাস (পুং) ধর্ম ইব আভাসতি আ-ভাস-অচ্। ঐতি
শ্রুতি ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত অসৎ ধর্ম। অপ্রশস্ত ধর্ম।

“ঐতিশ্রুতিভ্যামুদিতো যঃ স ধর্মঃ প্রীকীর্তিতঃ।

অন্তশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্মভাসঃ স উচ্যতে ॥” (দেবীভাগ°)

যাহা ঐতি ও শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম
এবং অন্তশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাকে ধর্মভাস
কহে।

ধর্মাত্তিবেক (জীঃ) শাস্ত্রগত অভিবেকাদি।

ধর্মায়তন (স্ত্রী) ধর্মের মানস-জ্ঞান।

ধর্মায়ন্য (স্ত্রী) ধর্ম ইতি খ্যাতং যৎ অরণ্যং তীর্থভেদ। বরাহ-
পুরাণে এই তীর্থোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।
বধন গুরুগম্ভীর তারাকে হরণ করেন, তখন ধর্ম প্রীকীর্তিত
হইয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মা
ধর্মকে বলিয়াছিলেন, হে ধর্ম! তুমি এই বন আশ্রয় করিতে
ইহা ধর্মায়ন্য নামে বিখ্যাত হইবে।

“স ধর্মঃ পীড়িতঃ সর্গঃ সোমনোভূতকর্মণা।

তারং জিয়ুক্তা পত্নীং ভ্রাতুরাজিরসভ চ ॥

সোহপ্যাবাত্তীষিতন্তেন বলিনা ক্রুরকর্মণা।

অরণ্যং গহনং বোরং প্রবিবেশ তদা প্রভুঃ ॥”

ব্রহ্মোবাচ।

“বজ্রায়ন্য মিদং ধর্মঃ স্মরা ব্যাপ্তং চিরং প্রভো।

নম্রা ভবিষ্যতি হেতুং ধর্মায়ন্য মতি প্রভো।” (বরাহপু°)

২ গরাস্থ তীর্থভেদ।

“প্রথমেহি বিধিঃ প্রোক্তো বিতীয় দিবসে ব্রহ্মেৎ।

ধর্মায়ন্যং তত্র ধর্মো যন্মাৎ যজ্ঞমকারয়ৎ ॥” (বাহুপুরাণ)

গরামাহাত্ম্যে ও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“গরাক রক্ততীর্থক ধর্মায়ন্যং পুরৈবৃতং।

তথা দেবদ্বী পুণ্যা সরসত্র কনির্মিতং ॥” (গরামাহাত্ম্য°)

৩ ধর্মসাধন অরণ্যমাত্র। ৪ কৃষ্বিতাগোক্ত মধ্যভাগস্থ
দেশভেদ। (বৃহৎসং ১৪ অঃ) রামায়ণে ধর্মায়ন্য নামে
নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

“স্মৃতি অমূর্তরজা করিলা স্থাপন।

ধর্মায়ন্য নামে পুর চারু দয়শন ॥” (রামায়ণ আদিকা°)

এই নগর কামরূপের মধ্যে কোন স্থলে ছিল বলিয়া
অজ্ঞানিত হয়।

ধর্মার্থী (জি) ধর্মসম্পর্কীয়।

ধর্মালীক (জি) ছদ্মবেশী কপটাতারী।

ধর্মালোকমুখ (স্ত্রী) বৌদ্ধমত জ্ঞানের উপক্রমণ।

ধর্মালোক (পুং) রাজা অলোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর
“ধর্মালোক” নামে বিখ্যাত হন। [শ্রিয়দর্শী শব্দে বিস্তৃত
বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ধর্মাক্রান্ত (স্ত্রী) ধর্মঃ আশ্রিতঃ ২য়া তৎ। ধার্মিক, ধর্মশীল।

“দাস্তো বশিক্ কৃপালুঃ শ্রিয়বাগ্ ধর্মাক্রান্তঃ স্বাত্তো।”

(বৃহৎসংহিতা ১০.১৮)

ধর্মাসন (স্ত্রী) ধর্মায় ব্যবহারকার্যসাধনার বসানসন।

১ বিচারনির্ণয়ার্থ আসনভেদ। ২ বিচারাসন, বিচারক বাহাতে
উপবেশন করিয়া বিচারকার্য করেন, তাহাকে ধর্মাসন কহে।

“ধর্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাকঃ সমাহিতঃ।

প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্যদর্শনমাত্রয়েৎ ॥” (মহু ৮.২৩)

ধর্মাস্তিকায় (পুং) অর্হত মতসিক জীব ও অজীব, ধর্ম ও
অধর্ম এবং পুণ্যশাস্তিকায়ের মধ্যে পদার্থ ভেদ। [জৈন দেখ।]

ধর্মিক (জি) ধর্মোহস্ত্যস্ত ঠনু। ধর্মযুক্ত, ধার্মিক। তত্ত
কর্মভাবাদৌ ইতি পুরোহিতাদিভ্যাম্ যচ্। (স্ত্রী) ধার্মিক্য,
তত্তাব বা কর্ম।

ধর্মিন্ (জি) ধর্মোহস্ত্যস্ত ইনি। ১ ধর্মবিশিষ্ট।

“ত্রিগুণমচেতনপ্রসবধর্মি।” (সাংখ্যকা°)

ধর্ম্যঃ শ্রোতদ্বার্তা কর্তব্যত্বেন সত্যস্ত ইতি ইনি। ২ ধার্মিক,
ধর্মশীল। ধর্ম্যঃ পাল্যত্বেনাস্ত্যস্ত ইনি। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

“ধর্মগুপ্ ধর্মকৃৎস্মী সদসৎকরমকরং।” (ভার° ১৩.১৪.৬৪)

“ধর্মধার তদা ধর্মী” (শঙ্করভাষ্য°) জিয়াৎ ভীপ্। ৪ জাতি।

৫ আধার। “স্বধর্মঃ ধর্মোহধর্মী বুদ্ধি স্বধর্মঃ ধর্মোহধর্মক-
ত্রব্যজ্ঞস্ত” (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য) ৬ রেণুক। (রাজনির্মল)

ধর্মিষ্ঠ (জি) অয়মেষামতিশরেন ধর্মবান্, ইতি ইঠনু মনুপো
লোপঃ। ১ অতিশয় ধার্মিক। (পুং) ২ বিষ্ণু।

ধর্মনিয়স্ (জি) অতিশরেন ধর্মবান্ ইতি ঈয়নু। অতিশয়
ধর্মশীল, যে প্রাণপণে ধর্মপথে চলে এবং প্রাণান্তেও অধর্ম
পথে পদার্পণ করেন না।

ধর্মোত্তর (পুং) ধর্ম ইজ ইব রক্তকণ্ঠঃ ১ ধর্মরাজ বম ।

“পিতৃগামিব ধর্মোজ্ঞো বাদসামিব চাতুরাট ।

(ভারত দ্রোণপ ৬ অঃ)

ধর্মের অতৃতি শব্দেরও এই অর্থ জানিতে হইবে ।

ধর্মোপ্সু (জি) ধর্ম্য আপ্সুমিচ্ছুঃ আপ-সন্-ধর্মোপ্স ততো
সনাশংসেত্যাদিনা উগ্রত্যয় । ধর্ম লাভ করিতে অভিলাষী,
অভ্যাসকামী ।

“ধর্মোপ্সুবন্ত ধর্মজ্ঞাঃ সত্যাবৃত্তি মনুজিতাঃ ।

মহাবর্জ্জং ন দৃষ্টান্তি প্রশংসাং আপ্সুবন্ত চ ॥” (মহু ১০।১২৭)

ধর্মোমু (পুং) পৌরবংশীয় রোজ্রাশ্বের পুত্রভেদ ।

“ধর্মোমুঃ সন্নতেষুশ্চ দশমো দেববিজ্ঞমঃ ।”

(ভারত আদিপর্ক ২৪ অঃ)

ধর্মোশ (পুং) ধর্মতঃ স্রঃ ৬তৎ । বম ।

ধর্মোশ্বর (পুং) ধর্মতঃ স্রঃ ৬তৎ । ১ বম, ধর্মরাজ । (ক্রী)
২ তীর্থভেদ ।

ধর্মোত্তর (জি) ধর্ম উত্তরঃ প্রধানং যত । ধর্ম-প্রধান ।

ধর্মোত্তরাচার্য্য, এক বৌদ্ধ আচার্য্য ও গ্রন্থকার । এদেশে
এত দিন ইহার নাম ও গ্রন্থাদি বিলুপ্ত ছিল । তিব্বতে
“তাঁজুর” (Tandjur) নামক সর্লসাহিত্যসংগ্রহবিষয়ক
একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে । তাহার মধ্যে যে সকল গ্রন্থের
বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিতগণের
লিখিত । উক্ত সংগ্রহ গ্রন্থস্থত ৭ খানি ধর্মোত্তরাচার্য্য নামক
ভারতীয় পণ্ডিতের রচিত বলিয়া উল্লিখিত । কিন্তু এ পর্য্যন্ত
অনুসন্ধানে ভারতে বা তিব্বতেও ঐ ৭ খানির কোন এক
খানি গ্রন্থের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই । সম্প্রতি
১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভার
যয়ে “ভারবিন্দু টীকা” নামী একখানি টীকাগ্রন্থ ইহার
রচিত বলিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে । “তাঁজুর” নামক পূর্বোক্ত
তিব্বতীয় সংগ্রহ গ্রন্থেও ইহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে
“ভারবিন্দুটীকার” নাম আছে, সুতরাং উত্তর গ্রন্থ ও উত্তর
গ্রন্থকারকে অভেদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে । এই গ্রন্থ-
খানি “ভারবিন্দু” নামক সংস্কৃত ভ্রাতৃগ্রন্থের টীকা । ভ্রাতৃ-
সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের অনেক গ্রন্থই পাওয়া যায় ।
এলফ্রডগ্রন্থ “ভারবিন্দু” কাহার রচিত, তাহা টীকা পাঠে
বুঝা যায় না । তবে ভাউদালীক পুস্তকাগারে লঘুধর্মোত্তর-
ন্থ ও বশলমীর হইতে সংগৃহীত “ধর্মোত্তরবৃত্তি” নামক
দুইখানি পুথির সহিত ইহার কিছু কিছু সন্দর্ভ আছে,
বলিয়া অনুমিত হয় । লঘুধর্মোত্তরন্থখানিতে ও ভারবিন্দু
টীকার মূলগ্রন্থগ্রন্থ “ভারবিন্দু”তে অভেদ বলিয়াই পাশ্চাত্য

অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন । ভারবিন্দু-
টীকা পাঠে জানা যায় যে, ধর্মোত্তরাচার্য্য যে সকল গ্রন্থের
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থকে তিনি বুদ্ধের নিজব্যাক্য
বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । ইহা হইতে অনুমিত
হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্মের বৈতামিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক
ও যোগাচার এই চারি শাখার মধ্যে সৌত্রান্তিক শাখার
মতাবলম্বী ছিলেন । “ধর্মোত্তরবৃত্তি” পাঠে জানা যায় যে
ধর্মোত্তরাচার্য্যের পূর্বে আচার্য্য বিনীতদেব (তর্জুহরির
প্রাচীনপুত্র নামা গোপীচন্দ্রের সমকালবর্তী ও প্রীনলন্দাবাসী)
পূর্বস্রীমাংসা অবলম্বনে “প্রমাণ” সম্বন্ধে এক সপ্তাধ্যায়ী
টীকা, ও “সমাজভেদগ্রন্থচক্র” নামক ১৮শ অধ্যায় বৌদ্ধ
শাখার বিবরণ প্রণয়ন করেন, তৎপরে শান্ততত্ত্ব বা শান্তকৃত্ত
বা সংঘতত্ত্ব নামক আচার্য্য বজ্রবজ্রর অতিধর্মকোষের
প্রতিবাদ করিয়া “ভারবিন্দুসারশাস্ত্র” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন । ইহা হিউএনসিয়াং চীনভাষায় অনুবাদ করেন
ও ইহা চীন জিপিটকের একাংশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ।
তৎপরে বৌদ্ধ কবি ও আচার্য্য ধর্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিক,
প্রমাণবিনিস্তর, প্রসন্নপাদ প্রভৃতি ভ্রাতৃ সম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনা
করেন । এই ধর্মকীর্ত্তি প্রণীত “বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধিত” গ্রন্থের
উল্লেখ সুবজ্রপ্রণীত “বাসবদত্তা”তে পাওয়া যায় । ধর্মো-
ত্তরাচার্য্য এইরূপে আচার্য্যপাদগণের অনুসরণে “ভারবিন্দু-
টীকা” লিখিয়া থাকিবেন ।

ধর্মোপদেশ (পুং) ধর্ম উপদিশতে হেনন উপ-দিশ-করণে
ঘঞ । ১ ধর্মশাস্ত্র, সম্বাদি শাস্ত্র ।

“আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যতর্কেণানুসন্ধতে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥” (মহু ১২।১০৬)

ভাবে ঘঞ, ধর্মতঃ উপদেশঃ । ২ ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ ।

“ধর্মোপদেশং দর্পণং বিভাগ্যমন্ত কুর্ত্ততঃ ।

তপ্তমাসে চয়েৎ তৈলং বক্তে শ্রোজে চ পার্ধিবঃ ॥” (মহু)

ধর্মোপদেশক (জি) ধর্ম্য উপদিশতি উপ-দিশ-কুল ।

১ ধর্মের উপদেশ । (পুং) ২ গুরু ।

ধর্মোপেত (জি) ধর্ম্য উপেতঃ ৭তৎ । ধর্মযুক্ত, ভাষ্য ।

ধর্মোপদেশনা (ক্রী) ব্যবহারশাস্ত্রোপদেশ ।

ধর্ম্য (জি) ধর্মাদনপেতঃ (ধর্মপথার্থভারাদনপেতে । পা ৪।৪।৯২)

ইতি যৎ । ১ ধর্মযুক্ত, ধর্মের অবিকল, ধর্মের নিয়মাত্মকারী ।

“ধর্ম্যাক্তি যুক্তাৎ শ্রোয়োক্তং কজিতর ন বিভক্তে ॥” (গীতা)

ধর্মোপ প্রাপ্যঃ (নোবয়োধর্মোতি । পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ ।

২ ধর্মলভ্য ।

“ন ভ্রব্যাগামবিজ্ঞার বিধিঃ ধর্ম্যং প্রতিগ্রহে ॥” (মহু)

ধর্মবিবাহ (পুং) ধর্ম্যঃ ধর্মীর্হো বিবাহঃ। ধর্মবৃক্ক বিবাহ, এই বিবাহ পঞ্চবিধ—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব ও প্রাজাপত্য পঞ্চবিধ বিবাহ ধর্ম্যবিবাহ। যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্য ও যে বিবাহে যে শুণদোষ সমুৎপন্ন হয়, এবং যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে যে শুণাশুণ জন্মে, তাহার বিবরণ মনুসংহিতা পাঠে এইরূপ জানা যায়, ছয়টি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আত্মর ও গান্ধর্ব এই ৬টি বিবাহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্য অর্থাৎ ধর্মজনক; আত্মর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের ধর্মজনক। বৈশ্য ও শূত্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত ঐ কয়েকটি বিবাহ অর্থাৎ আত্মর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ ধর্মজনক।

ধর্ম (পুং) ধর্মগমিতি ধুব-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রাগলভ্য। ২ অমর্ষ। ৩ শক্তিবদ্ধন। ৪ সংহতি। ৫ হিংসা। (শকট) “যত্তেঘ দর্পাৎ ধর্ম্যাপ্যথ ব্রাহ্মণচাপলাং।

প্রহিতো ধর্ম্মারম্ভঃ বার্ষ্যতাং সাধুমাগমং॥”

(ভারত ১।১৮৯।৭)

ধর্মক (ত্রি) ধৃকোতি প্রগলভ্য ভবতীতি ধুব-ধূল্। ১ পরিভবকারক। ২ প্রাগলভ্য। ৩ অসহন। ৪ নট, অভিনেতা। “বিধার্য্য সর্কে গৃহতাং মমৈতে গৃহধর্মকাঃ।”

(হরিবংশ ১৫৩।২৪)

ধর্মকারিণী (ত্রি) ধর্মং কুলদূষণং কয়োতি কৃ-গিনি জিরাং ভীপ্। দূষিতাকন্না। অসতী স্ত্রী।

ধর্মকারিন্ (ত্রি) ধর্মং কয়োতি কৃ-গিনি। ১ পরিভবকর্তা। ২ প্রাগলভ্যকারক।

ধর্মণ (স্ত্রী) ধুব ভাবে লুট্। ১ পরিভব। ২ অসহন। কর্তরি লু। (ত্রি) ৩ ধর্মকারক। (পুং) ৪ শিব।

“অধর্মণো ধর্মণাত্মা যজ্ঞহা কামনাশকঃ।”

(ভারত অন্ন ১৭ অঃ)

৬ রতি। ধুব-ভাবে যুচ, জিরাং টাপ্। ৭ অবমাননা, অবজ্ঞা।

“ঐত্রেমাং ধর্মণাং তাত। তব তেন চুরাশ্বনা।”

(ভারত আদিপর্ব ৪১ অঃ)

ধর্মণাত্মন (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১)

ধর্মণি (স্ত্রী) কর্তৃভীতি কৃ-অগি, ধাতোরাদেশচ ধঃ। (কৃষে-রাদেশচ ধঃ। উণ্ ২।১০৫)। বহুকী, অসতী স্ত্রী।

ধর্মণী (স্ত্রী) ধর্মণি কৃদিকারাদিতি বা ভীষ্। ধর্মিণী, অসতী নারী।

ধর্মী, মুসলমান রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগকে “সরকার” বলিত। বর্তমান অঞ্চল তখন “সরকার মুসলমানবাদ” (সলিমাবাদ)

নামে খ্যাত ছিল। এই সরকারে ৩১টি পরগণা ছিল। ধর্মী ইহারই অন্তর্গত একটি পরগণা। এই পরগণা গজার পূর্বতীরে। বর্তমান হাবড়া ও শ্রীরামপুর সহরের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগ এই পরগণার অন্তর্গত ছিল।

ধর্মণী (স্ত্রী) ধর্মতি হিনতি কুলমিতি ধুব-গিনি ভীপ্। পুংসতী, অসতী স্ত্রী।

ধর্মণীয় (ত্রি) ধৃততে ইতি অনীয়ন্। পরিভবনীয়। অসহনীয়। সহজে দমনীয়, আক্রমণীয়।

ধর্মিত (স্ত্রী) ধৃততেহেনেন ধুব-ক। ১ রতি, মৈথুন। (ত্রি) ২ কৃতধর্মণ, পরিভূত।

“আসনেভ্যঃ সমুৎপেতু ত্তেজসা তত্ত ধর্মিতাঃ।”

(ভারত ৩।৫৫।১৫)

৩ পরাজিত, অপমানিত, তিরস্কৃত। জিরাং টাপ্। ৪ অসতী স্ত্রী।

ধর্মিন্ (ত্রি) ধর্মতি ইতি ধুব-গিনি। ধর্মক, ধর্মণকারী। আক্রমণকারী, পরাভবকারী।

ধূল (দেশজ) ধবল। কুঠভেদ। [কুঠ দেখ।]

ধলজাঁকড়া [ধলজ দেখ।]

ধলকিশোর (বারকেখর, দারকেখর) পশ্চিম বাংলার নদবিশেষ। মানভূম জেলার তিলাবনী পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া এই নদী বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বাঁকুড়া, অন্দাল, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর, ইন্দাস প্রভৃতির স্থানের নিম্ন দিয়া বহিয়া কোটালপুরের ২ ক্রোশ পূর্বে বর্তমান জেলার প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণমুখে জাহানাবাদের কিছু দূরে বেরারি গ্রামের নিকট ইহা হুগলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। হুগলী জেলায় ইহার নাম রূপনারায়ণ। হুগলীর মোহানার নিকট এই নদ হুগলী নদীতেই মিশিয়াছে। ইহাতে সময়ে সময়ে হঠাৎ বজা আসে। বজা হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহাতে বাঁধ, তেড়ী প্রভৃতি আছে। বাঁকুড়ায় ইহা কেবল বর্ষাকালে নৌকা গমনাগমনের উপযোগী থাকে।

ধলদীঘী, এই নামে দিনাজপুরের মধ্যে এক হুহু দীঘী ও এক গ্রাম আছে। প্রতিবৎসর ১লা ফাল্গুন হইতে এই দীঘীর পাড়ে ৮ দিনব্যাপী এক মেলা হয়। মেলায় প্রায় ২৫ হাজার লোক জমে। জব্বাদি ক্রয় বিক্রয় হয়।

ধলশু (পুং) দৃঢ়কণ্টকবৃক্ক, চলিত ধল আকড়া। (Allangium hexapetalum)

ধলনধ্বর, ২৪ পরগণার একটি গ্রাম। এখানে একটি পাগলা গারদ আছে।

ধলহর, উড়িষ্যার অন্তর্গত এক জনপদ। (দেশাবলী)
 ধলিবাশ (দেশজ) বংশভেদ, এক প্রকার বাঁশ।
 ধলেটে, ব্রহ্মদেশান্তর্গত কৈয়কপৈয় জেলায় একটা নদী।
 ইহা আরাকান পর্বতবালার উৎপন্ন হইয়া কয়ারমিরার উপ-
 সাগরে পড়িতেছে। মোহানা হইতে ১২৥ ক্রোশ দূরে ধলেট
 গ্রাম পর্য্যন্ত ইহাতে নৌকা যাতায়াত করে। ইহাকে
 টলকও বলে। ধলেটগ্রামের উর্কে প্রোত বড় বেশী, ছোট
 ছোট ডিলী চলে।

ধলেশ্বর, ত্রিপুরার অন্তর্গত আগরতলার ৫ ক্রোশ দূরস্থ এক
 পর্বত। (দেশাবলী ১২১২১১)

ধলেশ্বরী, বালারায় ও আসামে এই নামে অনেকগুলি নদী
 আছে। ১ বয়নার এক শাখা নদীর নাম ধলেশ্বরী, ইহা
 ঢাকা জেলার প্রবাহিত, মেঘনার পতিত। বয়নার দিকের
 মোহানা এখন প্রায় ভরাট হইয়া আসিতেছে, কেবল বর্ষা-
 কালে ঈমার চলে। ২ সুখী ও কুশিরার নদী-সংযুক্ত
 প্রবাহের নাম ধলেশ্বরী, ইহাই ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার
 মধ্যে সীমারূপে প্রবাহিত। ইহা মেঘনার পড়িয়াছে।

৩ কাছাড়ের এক নদীর নাম ধলেশ্বরী। লুগাইরাজ্যে
 উৎপন্ন হইয়া হৈলাকান্দীর মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পড়ি-
 য়াছে। লুগাই সীমার এই নদী হইতে কাছাড়ের রাজা এক
 খাল কাটাইয়া দিয়াছেন। আসল নদীর উপর এই খাল
 মুখে শিয়ালটেক বাজার অবস্থিত। ইহার তীরে এক ১৬
 ক্রোশ দীর্ঘ সুরক্ষিত বন আছে। উহা ধলে-জঙ্গল নামে
 খ্যাত।

ধব (জি) ধবতি, ধুবতি ধুনোতি ধুনাতি বা অচ্। ১ কম্পন-
 কারক। ২ পতি, স্বামী। (পুং) ৩ নর। ৪ ধৃত্ত। ৫ স্বনাম-
 খ্যাত পশ্চিমদেশীয় বৃক্ষ বিশেষ। হিন্দী ধড়িরা, ধাড়।
 কেহ কেহ ধলা আকড়া কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত পর্য্যায় শার্কট্যাখ্য, দৃঢ়তরু, ধুরুর, গৌর, কষায়,
 মধুরবৃক্ষ, শুষ্কবৃক্ষ, পাণ্ডুর, ধবল, পাণ্ডুর। ইহার গুণ—
 কষায়, কটু, কফ ও বায়ুনাশক, পিত্তপ্রকোপক, রুচিকর,
 দীপন, শীতল, প্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফনাশক, মধুর,
 তুষর এবং তিক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

ইহার ফল জৈয়মধুর। ধু কম্পনে ভাবে অণু। ৬ কম্পন,
 বিধুন।

ধবনি (জী) ধুকরণে অনি। ১ অনল। (পারস্করনি) ধবনি
 কলিকারাদিত বা ভীষ।

ধবর (জী) সংখ্যা বিশেষ।

ধবল (পুং) ধাবতীতি ধাব-কল, ব্রহ্মচ। (ধাবতে বাহুলকাৎ

ব্রহ্মবৃক্ষ। উণ্ ১।১০৮) ১ ধববৃক্ষ। ২ চীনকপূর। ৩ সিন্দুর।
 ৪ সিত। ৫ নির্মল। (জী) ৬ শ্বেতমরিচ। ৭ রাগভেদ,
 ভরতমতে হিন্দোলরাগের অষ্টমপুত্র। (সঙ্গীতশাস্ত্র)
 ৭ বৃষশ্রেষ্ঠ, মহোক্ষ। (জি) ৮ শ্বেতবর্ষযুক্ত।

“নীতা যেন নিশা শশাঙ্কধবলা।” (উজ্জলন)

৯ পক্ষিবিশেষ।

“ধবলঃ পাণ্ডুরুদ্বিষ্টো রক্তপিত্তহরো হি সঃ।

রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ ॥” (ভাবপ্রা°)

১০ ছন্দোভেদ। ১১ অর্জুনবৃক্ষ, আজনগাছ। ১২ কুষ্ঠরোগ।

ধবলগিরি (পুং) ধবলঃ গিরিঃ কক্ষ্মধা। স্বনামখ্যাত পর্বত
 বিশেষ।

ধবলঘাট (ধলঘাটা) সুনক জর্গাপুরের দুই ক্রোশ দূরে কংস
 নদীর তীরবর্তী গ্রাম। (দেশাবলী)

ধবলত্ব (জী) ধবলত্ব ভাবঃ ‘স্বতলোভাবে’ ইতি স্ব। ধাবলা,
 ধবলজা।

ধবলপক্ষ (পুং জী) ধবলো পক্ষো যন্ত। হংস, হাঁস। ত্রিমাং
 জাতিস্বাং ভীষ। “ধবলপক্ষবিহঙ্গমকুজৈতঃ।” (মাঘ)

(পুং) গুরুপক্ষ, চান্দ্রমাসঘটক পঞ্চদশতিথ্যায়াক গুরুপক্ষ।

ধবলপাটিনী (জী) শ্বেতপাটলিকা, হিন্দীভাষায় শ্বেতপাপড়ী,
 চলিত কথায় শাদা পাকুল।

ধবলপাটলী (জী) শ্বেতপাটলিকা।

ধবলভূম, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে পুণ্ড্রদেশান্তর্গত বরাদেশ বর্ণনে
 এই দেশের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা বরাদেশের প্রান্তবর্তী।
 বর্তমান নাম ধলভূম। [বরাহভূম দেখ।]

ধবলমুক্তিকা (জী) ধবলা মুক্তিকা। খটিনী, চলিত কথায়
 খড়ি।

ধবলযাবনালা (পুং) ধবলঃ যাবনালাঃ। যাবনালা বিশেষ,
 শ্বেতজনার, ফুট। পর্য্যায়—পাণ্ডুর, ভারতপুল, নক্ষত্রাক্তি,
 বিস্তার, বৃত্ত, মৌক্তিক-তণ্ডুল। ইহার গুণ—গোলায়, বল-
 কারক, বুযা, রুচিকর, পথ্য; ত্রিদোষ, অর্শ, গুল্ম ও
 ব্রণনাশক। (রাজনি°)

ধবলজী, রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী পঞ্চম ও গান্ধার
 বজ্জিত স্বরগ্রাম।

নি ধ • ম • ঞ্জ সা :: (সঙ্গীত রত্না°)

ধবলহাটী, দেশাবলীযুক্ত বশোহরান্তর্গত একটা গ্রাম।

ধবলা, ১ ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে পুণ্ড্রদেশান্তর্গত বরাদেশের মধ্য-
 বর্তী প্রধান আটটি নগরের মধ্যে একটা নগর। (ব্র° খ° ৫২৮)

২ সুনক জর্গাপুরের পূর্ববাহিনী একটা নদী। (দেশাবলী)

৩ সারনাথ হইতে প্রাপ্ত এক শিলাপিপি পাঠে জানা

যার যে কাশ্মীরাজ বালানিত্যপুত্র একটাদিত্যের জননীর নাম রাণী ধবলা। যিঃ ক্রিট অজুমান করেন, মিহিরকুলোভূত মহারাজ বালানিত্য এই বালানিত্য হইতে পায়ের। শিলা-লিপিস্থানিও অজুমান ধুটীর সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে উৎকীর্ণ। ৪ নদীভেদ।

ধবলা (জী) ধাবতীতি ধা-কল হ্রস্বত অগ্রদাত্তাভাবাৎ ন জীষ্। শুক্লবর্ণ গাভী, শাদা গোক। ২ বৃন্দাবনস্থ পর্বত বিশেষ। “সাতরি শিখরে নাম ধবলা পর্বত।

শ্রীমতী হিমলা চলে সহস্রধীষু” (ভক্তমাল)

ধবলাগিরি, হিমালয়ের এক অতুল্য শৃঙ্গ। ইহা নেপাল রাজ্যে ২৯°১১’ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮১° ৫৯’ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ২৬৮২৬ ফিট উচ্চ।

ধবলাক (স্রী) অতিথিত হ্রস্বোভেদ। ধবল সংখ্যক অক।

ধবলিত (জি) ধবলোহস্ত সজ্ঞাতঃ তারকাদিছাদিতচ্। শুভ্রী-ভূত, বাহা শ্বেতবর্ণ করা হইরাছে।

ধবলিমন্ (পুং) ধবলস্ত ভাবঃ ইমনিচ্। শ্বেতত্ব, শুভ্রত্ব।

‘অধিগতধবলিঃ শূলপাণে রত্ভিধ্যাৎ’ (মাঘ)

(জী) ধবল স্পর্শাদিছাৎ জীষ্। শুক্লবর্ণগাভী।

‘মহোক্ষে চাপ ধবলী সৌরভ্যাং সমুদাহতা।’ (বিষ্ণু)

ধবলীকৃত (জি) অধবলঃ ধবলঃ কৃতঃ অজুততভাবে দ্ধি, ততো দীর্ঘঃ। বাহাকে ধবল করা গিরাছে, ধবলিত।

ধবলীকৃত (জি) বাহা ধবল হইরাছে, শুক্লীভূত।

ধবলেশ্বর, গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটা সহর। ইহা ১৬° ৫৬’ ৩৫’’ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮১° ৪৮’ ৫৫’’ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে দশহাজার, তন্মধ্যে দশহাজার হিন্দু। এই সহরের নিম্নে রাজমহেন্দ্রীর ২ ক্রোশ দক্ষিণে গোদাবরী নদীতে ১২ ফিট উচ্চ ১৬৫০ গজ দীর্ঘ আনিকট আছে। এই আনিকট পিচিকা নামক গোদাবরী নদীর মোহানায় বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এখানে এখন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের দল বল ও পুষ্ক-বিভাগের কারখানা আছে। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ইলোরের নবাবের সহিত রাজমহেন্দ্রীর সীতাপতিগণের যুদ্ধকালে এই সহরেই উভয়দলের সৈন্যগণ পারাপার হইত। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর খালাদি দিয়া এই নগরের সহিত উপকূলের বিনিষ্ঠতা বর্ধিত হইরাছে।

ধবলেশ্বর, ১ তবিষা ব্রহ্মখণ্ডোক্ত বঙ্গদেশান্তর্বর্তী বরদদেশের অন্তর্গত একটা নদী। ইহার তীরে বজাল নগর অবস্থিত।

(ত্র. ধ. ১৯৩২)

২ একাত্তর্কাননের এক সীমা। [একাত্তর্কানন দেখ।]

ধবলোৎপল (স্রী) ধবলং উৎপলং কর্মধা। কুহুদ, শুক্লীনাগ। ধবাণক (পুং) ধুলাতি কম্পরতি বৃক্ষানীনিত ধু-পাণক (আণকো মুখশিকিধাৎভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) বায়ু।

ধবিতব্য (জি) ধু-তব্য। ব্যজনোপযুক্ত।

ধবিত্র (স্রী) ধ্রুতেহেনেন ধু-ইত্র (অর্ধিলুধুধনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) যুগচন্দ্র-রচিত ব্যজন, পাখা। (জি) ২ অগ্নয়ন কারক।

ধাই (দেশজ) উপমাতা, ধাত্রী, তত্তদারিনী।

ধাইতে (দেশজ) ক্রত চলিতে, অহুসরণ করিতে।

ধাইতেল (দেশজ) নবজাত শিশুকে ধাত্রীকর্তৃক তৈলাদি মাখান। ধাত্রীর দ্বার্য অতিরিক্ত অভ্যাস মর্দন।

ধাইফুল (দেশজ) ধাতকীপুষ্প। [ধাতকী দেখ।]

ধাউড়ে (দেশজ) ক্রতগামী।

ধাউড়া (দেশজ) দ্রুত; দৌড়িয়া যাহারা সংবাদাদি আন-রন করে।

ধাউয়া (দেশজ) ক্রতগমন। পক্ষাচ্ছাবন।

ধাউলিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Corvus Dhandy)

ধাউষ (দেশজ) কাগজের বৃহদাকার ঘুড়ি।

ধাওন (দেশজ) ক্রতগমন, ধাবন।

ধাঁ (দেশজ) হঠাৎ, অতি ক্রত।

ধাঁদলানি (দেশজ) দৃষ্টিভ্রম জন্মান।

ধাঁদা (দেশজ) দৃষ্টিভ্রম, সন্দেহ।

ধাক (জি) দধাতীতি ধা-ক (কৃদধারাক্রিকলিত্যঃ ক। উণ্ ৩।৪০) ১ বৃষ। ২ আহার। ৩ অন্ন। ৪ তন্ত। ৫ আধার।

ধাকা (দেশজ) ১ বাকীর ঢাকা। ২ সেলাইয়ের সূতা।

ধাকা (দেশজ) তেলিয়া দেওয়া, আঘাত।

ধাটী (জী) ধটাতে হিংসতেহজ ধট হিংসারাত আধারে অপ, গোরানিছাৎ জীষ্। পূর্বোদরাদিছাৎ যত ধঃ। ১ অভ্যাসজনন, শক্রসমুৎপন্ন। পর্যায়—প্রপাত, অভ্যাসাদন। (হেমচন্দ্র)

ধাড়া (দেশজ) ১ তোলয়ত্র, দাঁড়ীপাড়া। ২ পান্নার ভার ঠিক করিবার জন্য ইষ্টকাদি দ্বারা ভারকেত্র সমান করা, করতা করা।

ধাড়ালেপা (দেশজ) গৃহাদির ভগ্ন স্থানে লেপদানাদি।

ধাড়ী (দেশজ) ১ বহুপ্রস্থতা জী অস্ত, বাহার অনেক সম্ভান হইরাছে। ২ প্রধান, দলের প্রধান বা গায়কের মধ্যে বিনি প্রধান থাকেন তাহাকে ধাড়ী কহে।

ধার্পক (পুং) দধাতীতি ধা-পাণক (আণকো মুখশিকি-ধাৎভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) নীনারভাগ, পরিমাণভেদ।

ধাতক (পুং) ধাতুং করোতি গিচ্ টিলোপঃ ধূল। পুফর-
দ্বীপাধিপতি বীতিহোজের জনৈক পুত্র। (ভাগঃ ৫১২০২২)

ধাতকী (স্ত্রী) ধাতক পিঙ্গল্যাদিভ্যং ভীষ্। পুষ্প বিশেষ,
ধাইফুল। সংস্কৃত পর্যায়—বহুপুষ্পী, তাদ্রপুষ্পী, ধানী,
অগ্নিভালা, স্তুভিকা, পার্শ্বভী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী,
কুঞ্জরা, মত্তবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সংবপুষ্পী, লোত্রপুষ্পিনী,
তীত্রভালা, বলিশিখা, মত্তপুষ্পা, ধাতুপুষ্পী, ধাতুপুষ্পী,
ধাতুপুষ্পিকা, ধাত্বী, ধাতুপুষ্পিকা। (শব্দরত্ন)

এই বৃক্ষের নানা স্থানে নানা রূপ নাম দেখা যায় ;—

বালালা—ধাই, ধাঁই, ধাওরাই, ধাও, ধাদকী, ধাইতি,
ধান, ধাউরা। হিন্দী—দাওরাই, ধাওরাই, গাছা, ধোলা,
ধোরা, ধাই, ধা। কোল—ইচা, ধোরি। সাঁওতাল—ইচাক।
নেপাল—দাহিরী, লালদাইরে, ধাগেরাকাও। লেপচা—চুন্-
কিয়েক-লুম। উড়িয়া—ধাতিকো, হারয়ারী। ভূমিজ—
দাদকি। কুরু—ধিন্নি, ধি। মধ্যপ্রদেশ—ধুবি, সুরতারি,
ধাইতি, ধোত্তরা। অযোধ্যা—ধেওতি। কুম্বাওন—ধার্লা, ধাই,
ধেরা। কাজরা—ধাই, গুলদোর। গৌড়—পিত্তিরা, পেতি-
সুরালি। ভীল—ধাতি। কাম্বোজ—থাই, থাওরাই। পঞ্জাব—
ধাস, ধোর, ধা, জুর্দ, ধাহাই, ধাওরাই, তৌ। (ফুলের নাম)
গুল ধাওরাই, গুলবাহার। পুন্ড্র (আফগান)—দাতকী।
সিন্ধু—ধাই। বোম্বাই—ধোরী, হরতি, ধাবরি, ধাবসী।
মাল্লাজ—ফুলসন্তি, ধাজাতিচি। গুজরাট—ধবদীন। তেলগু—
জারগী, সেরিজি, গন্দাইসিকা, গাজী, গোদারি ধাতকী।
ইংরাজী—*Woodfordia floribunda* এড্ডিস, *Woodfordia*
Tomentosa, *Woodfordia fruticosa*, *Grislea tomentosa*,
Grislea Punctata, *Lythrum Fruticosam* নামেও ইহা
ইংরাজী উদ্ভিদ শাস্ত্রে অভিহিত হয়।

ইহার বৃক্ষ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রশাখা ও কটকবিশিষ্ট। ইহাতে
গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট বেগুনি রঙের ফুল হয়। হিমালয় পর্বতে
৫ হাজার ফিট উচ্চ স্থান হইতে, গ্রোমের নির্জল বনমধ্য
অবধি ভারতের সর্বত্র ইহা জন্মে।

গঁদ—মিঃ বালকর বলেন রাজপুতনার মধ্যে মিবার ও
হীরাবতীতে ধাইফুল হইতে গঁদ সংগ্রহ করে। উহা তদ্রূপে
“খোকা গঁদ” নামে খ্যাত। ইহা জল অপেক্ষা লঘু। কাপড়
রং করিবার সময়ে যে অংশে রং লাগাইতে হইবে না, সেই
অংশে এই গঁদ লাগাইয়া দেয়। ইহার মণ ১০ টাকা।

রং—ইহার ফুল হইতে একপ্রকার উজ্জ্বল রং হয় এবং
এই ফুল আচ গাছের রং (আল রং) প্রস্তুত করিবার সময়ে
ব্যবহৃত হয়। পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত ইহার ফুল হয়।

এই সময়ে কুঁড়ি তুলিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। কোন
কোন স্থানে শরৎকালে ইহার পাতাও তুলিয়া শুকাইয়া
রাখে। ইহা ভারতের বুনো গাছ, স্ততরাং পাতা বা ফুল-
সংগ্রহে শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত কোন অর্থ-ব্যয় নাই।

বালালায় ইহা হইতে স্ততরং প্রস্তুত বড় করে না।
আলুরঙে মিশাইবার জন্য ইহার ফুল জলে সিদ্ধ করে অথবা
মানভূম অঞ্চলে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখে, কোথাও বা
গরমজলে ভিজাইয়া রাখে। তাহার পরে এই জলে কটকিরি
বা চূর্ণ ও কটকিরি ফেলিয়া দিয়া তাহাতে রং করিবার বস্ত্র
ভিজাইয়া দ্রব্য রক্তবর্ণ করিয়া লয়।

ঔষধ—শুকফুল বৈষ্যক মতে উত্তেজক ও স্ফোটক।
রক্তস্রাব ও উদরাময়াদিতে কবিরাজেরা ইহা বহুল ব্যবহার
করেন। ২ ড্রাম ফুলের গুঁড়া দধির সহিত সেবন করিলে
আমায় ও মধুর সহিত ব্যবহারে রক্তপাথিক্য বন্ধ হয়।
ঘরের উপর শুষ্ক গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে, পচন নিবারণ করিয়া
মাংসকণিকা বৃদ্ধি করে। কোম্প্র প্রদেশে পিত্তাধিক্যে
রোগীর মুখগহ্বর তিলতৈলে ভরিয়া দিয়া মাথার তালুতে
ধাইপাতার রস ঘসিয়া দিতে থাকে। ইহাতে পিত্ত কাটিয়া
মুখ মধ্যস্থ তৈলে মিশ্রিত হইয়া তৈলকে দ্রব্য পীতবর্ণ
করিয়া তুলে, তখন সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার খাঁটি
তৈল মুখে দিয়া মাথায় পাতার রস দিতে থাকে। এই-
রূপে বতকণ তৈলে পিত্তসংক্রমণ নিবারণ না হয়, ততক্ষণ
ঐরূপে তৈলের ফুলফুটা দেওয়া হয়। ডাক্তার ডাইমক ইহা
দেখিয়াছেন। উত্তরভারতে ইহা স্ফোটক, উত্তেজক ও
শীতলগুণবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য ও জীলোকের গর্ভাবস্থায়
দিতেও হানি বোধ করে না। ছোট নাগপুরে প্রদররোগে
ইহার পাতাসিদ্ধ অলপান করিতে দেয়।

বৈষ্যক মতে, ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, মদকরী ; বিবদোষ,
অতীসার, বিসর্প, ত্রণ ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজবল্লভ)

খাত—বালালায় ইহার পাতা ভিজাইয়া একপ্রকার
শীতল সরবৎ করে। মধ্য প্রদেশে ফুল খায়। কানড়ায়
মত্ত প্রস্তুত করিতে ইহার গাছের কোন কোন অংশ ব্যবহৃত
হয়। ইহার কাষ্ঠ বড় ভারি, জালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

ধাতক্যাদিলেহ (পুং) চক্রদত্তোক্ত লেহভেদঃ।

“ধাতকী বিষধতাকলোদ্রেক্যববালকঃ।

লেখঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং অরাতীসারকান্তিজিৎ” (চক্রদত্ত)

ধাতকী, বিষ, ধনে, লোত্র, ইন্দ্রযব ও বালা এই সকল
চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বালকদিগের জ্বর ও
অতীসার বিনষ্ট হয়।

ধাতু (পুং) ধীরন্তে সৰ্গ মন্নিমিতি বা ধাতুন্ (সিতনিগমীতি।

উৎ. ১৭০) ১ পরমাছা। "সএব চিচ্চাতুঃ" (ঐতিঃ)।

২ শরীরধারণক বস্ত্র, বাত, পিত্ত ও কফ।

"শরীরদূষণোবা মলিনীকরণায়নাঃ।

ধরণাক্রান্তবন্তেহ্যাবাপিত্তকফজ্বরঃ" (বৈজ্ঞক)

বাত, পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া তাহা-
দিগকে ধাতু কহে।

"রসাস্ত্ৰিমাংসমেদোহস্থিমজ্জাভক্ষাশি ধাতবঃ।

সপ্তদ্ব্যাঃ মলান্মূত্রশক্ৰংস্বেদানমোহপি চ॥" (বাতট পৃ. ১মঅঃ)

রস, অস্থি অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি শরীরস্থিত ধাতু। ইহার বিবরণ পুস্ত্রান্তে এই প্রকার লিখিত আছে। বাহ্য কিছু আহার করা যায়, তাহার সারভাগ রস হয় অর্থাৎ সেই আহার কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয় প্রকার রস এবং ছুইপ্রকার বা অষ্ট প্রকার বীৰ্য্যবিশিষ্ট এবং বহুবিধ গুণযুক্ত। ইহার সম্যক পরিপাকদ্বারা তেজের নিদান স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম যে সার জন্মে, সেই সারই রস নামে কথিত হয়। ইহার স্থান হৃদয়। হৃদয় হইতে সেই রস দশটি উর্দ্ধগামিনী রসরক্তবাহিনী ধমনীপথে প্রবেশপূর্বক অধোভাগে এবং চারিটি তিষ্ঠাক-গামিনী ধমনীপথে প্রবেশপূর্বক উত্তর পার্শ্বভাগে গমন করে। অদৃষ্টহেতু ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কারণ দেখা যায় না, সেই ক্রিয়া দ্বারা ঐ রস ধমনীপথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শরীরকে অহরহ তপ্পন, বর্জন, ধারণ ও জীবমান করিতেছে। ক্ষয় বৃদ্ধি এবং বিকার অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ হইতেছে, বৃদ্ধি হইতেছে এবং ত্রণাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এই কারণে সৰ্ব্ব শরীরগামী সেই রসের গতি অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। প্রাণিগণের দেহস্থ অব্যাপন রস অর্থাৎ যে রসে কোন প্রকার বিকৃতি ভাব নাই, স্প্রশসন্ন তেজঃ কর্তৃক (অর্থাৎ যে সময়ে পিত্তের কার্য্য শরীরে স্বাভাবিক রূপ হইতে থাকে) সেইকালে তৎপ্রভাবে রঞ্জিত হইয়া রক্ত নামে কথিত হয়। এই রস হইতে যে রক্ত হয়, তাহাই ত্রীলোকদিগের শরীরে রজঃ নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্তান্ত অচাচাধ্যেরা কহিয়া থাকেন যে জীবরক্ত পাকভৌতিক অর্থাৎ যে পকভূতে এই শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবের রক্তে আছে। মাংসগন্ধবিশিষ্টতা, তারলা, রক্তবর্ণক, ক্ষরণশীলতা এবং লঘুতা শোণিতের এই গুণগুলিকেই পকভূতের গুণ বলা যায়। রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র এইরূপ পরম্পরাক্রমে সপ্ত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্নপান

দ্বারা যে রস জন্মে, তাহাই এই সকল ধাতুর পোষণকর্তা। পুষ্কর অর্থাৎ দেহী এই রস হইতেই সঞ্চিত হয়। রস ধাতুকৃতি অর্থ বুঝায়। এই রসধাতু তিন সহস্র পঞ্চদশ কলা করিয়া এক এক ধাতুতে অবস্থান করে।

এইরূপে সেই রস এক মাসে শুক্র ধাতুতে পরিণত হয়। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে অষ্টাদশ সহস্রাবতি (১৮০০০) কলার এই রস ধাতুকে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক ধাতুতে ৩০১৫ অংশ করিয়া ৬টি ধাতুতে ১৮০০০ কলা অবস্থিত করে এবং রসধাতু ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া ত্রিশশত দিবস পরে শুক্র-ধাতু হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, আহার জনিত ও শরীরে প্রতিদিন যে রস হয়, সেই রস পাঁচদিবসে পরিপাক হইয়া ষষ্ঠদিবসে রক্ত ধাতুতে গমন করে এবং সেই পাঁচদিবস মধ্যে নূতন রস সঞ্চিত হইয়া পরিপাক হইতে থাকে। রক্ত ও পাঁচদিবসে পরিপাক হইয়া মাংস জন্মায়। এইরূপ ক্রমশঃ ত্রিশ দিনের পর অন্নরস হইতে শুক্র ধাতু জন্মে। শুক্র জন্মবার পাঁচ দিনের পূর্বে যে ধাতু জন্মে, শুক্র জন্মিয়া সেই ধাতুতেই অবস্থান করে। ধাতুর যে অংশকে অস্ত্র ধাতুতে গমন করিতে হয়, তাহাই ইহার পরতন্ত্র অংশ, এবং যে অংশ আপনাতে থাকে, তাহাই ইহার স্বতন্ত্র অংশ। এইরূপ স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ভাবে ১৮০০০ অংশ রস অবধি মজ্জা পর্যন্ত ধাতুতে অবস্থিত করে। এই সকল ধাতু রস হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীরকে ধারণ করে, একারণ তাহা-দিগকে ধাতু কহে। এই সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি শোণিতের ক্ষয়বৃদ্ধি হইতেই বুঝা যায়। [বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব পূর্ব ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হইলে পর পর ধাতু সকলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব যে সকল ধাতু অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগকে হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রতীকার করা কর্তব্য। রস হইতে শুক্র পর্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ কহে। আয়ুর্কোদে এই ওজঃ ধাতুকেই বল বলিয়া কথিত হইয়াছে, শরীরে ওজঃ ধাতু থাকিলে মাংস দৃঢ় ও পুষ্ট হয়, সকল কার্য্যে উৎসাহ থাকে, শর এবং শরীরের বর্ণ প্রসন্ন ভাবে থাকে, বাহ্য এবং অন্তরস্থ সকল ইঞ্জির অবাধে স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করে। শরীরস্থিত ওজঃ সোমগুণবিশিষ্ট, ইহা শরীর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকে এবং ইহা দ্বারা প্রাণরক্ষা হয়। প্রাণিদিগের দেহের সকল অংগই ইহা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অভাবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। সকল ধাতু হইতে যে সার নিঃসৃত হয়, তাহাই ওজঃ। মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, ক্রোধ, শোক, একাগ্র

চিন্তা ও শ্রমশ্রুতিদ্বারা ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হয়। ওজঃ ক্ষয় হইলে প্রাণীগণের তেজেরও ক্ষয় হয়। ওজঃ ক্ষয় হইলে সন্ধি স্থানের শিথিলতা, শরীরের অবসন্নতা, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং ক্রিয়ার নিরোধ, শরীরের শুষ্কতা, ভয়, বায়ু জন্ম শোথ, কর্ণের মূঢ়তা, মানি, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বলের তিন প্রকার দোষ—ব্যাগ্ন, বিশ্রংসা এবং ক্ষয়। বলের বিশ্রংসা হইলে শরীরের শিথিলতা, অবসন্নতা, শ্রান্তি, বায়ুপিত্তকফের বিকৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য স্বভাবতঃ যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে না হওয়া অথবা না পারা শ্রুতি লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। বল ব্যাগ্ন হইলে শরীরের ভয়, শুষ্কতা ও মানি, শারীরিক বর্ণের বিভিন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং বায়ু জন্ম শোথ হইয়া থাকে। বলের ক্ষয় হইলে মুচ্ছা, মাংসক্ষয়, মোহ, প্রলাপ ও অজ্ঞানতা এই সকল লক্ষণ এবং পূর্নোক্ত সকল লক্ষণ অথবা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

সকল ধাতুর অন্তরে যে স্নেহ দ্রুত ও তৈলাদির দ্বারা শিচ্ছিন্ন পদার্থ থাকে, ধাতুর পরিণাক কালে সেই সকল স্নেহ পদার্থ হইতে শরীরের তেজঃস্বরূপ বসা নামক ধাতু জন্মে। বসা ধাতু জীলোকদিগের শরীরে অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা দ্বারা শরীরের কোমলতা, সৌন্দর্য, উৎসাহ, দৃষ্টি, হৃতি, পরিণাকশক্তি, কাঙ্ক্ষা ও দীপ্তি জন্মে এবং শরীরের রোম অন্ন ও শরীর কোমল হয়। কষায়, তিক্ত, শীতল, রূক্ষ অথবা মলমূত্ররোধক পদার্থ সেবন করিলে অথবা জীসংসর্গ, ব্যায়াম বা ব্যাধি কর্তৃক ক্লেশ হইলে এই বসা ধাতু বিকৃত হয়। বসা ধাতু বিকৃত হইয়া বা অশ্রুসরূপে থাকিলে ক্রকের পার্শ্বস্থ, বর্ণের বিভিন্নতা, গাঙ্গবেদনা বা কামড়ানি অথবা শরীর প্রভাশূন্য হইয়া থাকে। বসা ধাতু ব্যাগ্ন হইলে শরীরের ক্লেশতা, অগ্নিমান্দ্য, শরীর হইতে বা অগ্নি হইতে তিব্যক্তভাবে ধাতুকরণাদি ঘটিয়া থাকে এবং ক্ষয় হইলে দৃষ্টির, অগ্নির বা বলের হানি, বায়ুর প্রকোপ অথবা মৃত্যু হইয়া থাকে। বসা ধাতুর বিকৃতি হইলে পূর্নোক্ত তিন অবস্থাতেই স্নেহপান ও তাহা শরীরে সর্জন, লেপন বা পরিসেচন করা এবং স্নিগ্ধ অথচ লঘু ঐরূপ দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। ধাতুকর হইলে যে প্রকার আহারদ্বারা তাহার পূরণ হয়, তাহাই করা বিধেয়। যাহাতে শরীরে অরুণ সঞ্চারিত হইয়া সকল ধাতু সমানভাবে থাকে, সেইরূপ করাই কর্তব্য। শরীরের সকল ধাতু সমানভাবে জন্মিলে শরীর স্থূল বা ক্লেশ না হইয়া

মধ্যভাবে থাকে এবং কার্যসমর্থ হয়। ক্షা, শিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিতে পারে এবং বলবান হয়। স্থূল এবং ক্লেশ এই উত্তর প্রকার শরীরই নিন্দনীয়। মধ্যম শরীরই সর্বাধিক প্রশংসিত। ধাতু সকল সমানভাবে থাকিলেই শরীর মধ্যম হয়।

[বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ও সকল নামের প্রকৃতিভূত ভূপ্রকৃতি। “ধাতুর্নাম ক্রিয়া-বাচকো গণাদিপঠিতঃ শব্দবিশেষঃ”। (শব্দার্থরত্ন) ক্রিয়া-বাচক গণাদি পঠিত শব্দ বিশেষের নাম ধাতু। ক্রিয়ার বাচক প্রকৃতির নাম ধাতু। যত কিছু শব্দ দেখা যায়, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, এইজন্য ধাতুকে শব্দযোনি কহে। ধাতুর উত্তর দশটি বিতক্তি হয়।

বিতক্তির তালিকা—

বিতক্তির সংখ্যা	পানিনি যুক্ত নাম	মুদ্রাবোধ যুক্ত নাম	ভূ	কোন কালবোধক
১	লট্	কী	বর্তমান	বর্তমান
২	লোট্	গী	অনুজ্ঞা	
৩	বিধিলিঙ্	খী	বিধি	
৪	আশীলিঙ্	টী	আশীর্বাদ	তবিষ্যৎ বোধক
৫	লৃট্	তী	অনাদ্যতন তবিষ্যৎ	
৬	লুট্	ডী	অনাদ্যতন তবিষ্যৎ	
৭	লৃঙ্	খী	ধাতুর্ধ্ব	অতীত বোধক
৮	লিট্	টী	অনিষ্পত্তি	
৯	লুঙ্	টী	পরোক্ষ অতীত হস্তন অতীত অস্ততন অতীত	
১০	লঙ্	বী		

এই দশটি ব্যতীত বেদে লোট্ নামে আর এক প্রকার বিতক্তির ব্যবহার আছে। এই সকল বিতক্তি পরস্পর ও আত্মনেপদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিতক্তিতে এই দুই ভাগে নয় করিয়া অষ্টাদশ আকার হয়, সেই নয় আকারের তিন তিনটি যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধাতুর সকল বিতক্তিতে ১৮০টি করিয়া রূপ হয়। ইহার কতকগুলি কেবল আত্মনেপদী, কতকগুলি পরস্পরপদী এবং কতকগুলি উত্তরপদী অর্থাৎ সেই সকল ধাতুর

উত্তম আশ্বনেপদ ও পরশ্বেপদ হইয়া থাকে। আবার কোন কোন বাঁহুতে একবিক্তিক বোগ করিয়া একাধিক পদ অধিক পদ হইয়া থাকে।

বিক্তিকর আকৃতি।

লুট ও লট। পরশ্বেপদ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তিপ্	সিপ্	মিপ্
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অস্তি	থ	মস্।

আশ্বনেপদ।

তে	সে	এ
আতে	আথে	বহে
অন্তে	ধে	মহে

লোট। পরশ্বেপদ।

তুপ্	হি	আনিপ্
তাম্	তম্	আবপ্
অন্ত	ত	আমপ্।

আশ্বনেপদ।

তাম্	ব	ঐপ্
আতাম্	আথাম্	আবহৈপ্
অতাম্	ধম্	আমহৈপ্।

লিঙ্। পরশ্বেপদ।

বাস্	বাস্	বাম্
বাতাং	বাতম্	বাব
বুস্	বাত	বাম।

আশ্বনেপদ।

ঈত্	ঈথাস্	ঈয়
ঈয়াতাং	ঈয়াথাং	ঈবহি
ঈরন্	ঈধবং	ঈমহি।

লুঙ-লঙ ও লুঙ। পরশ্বেপদ।

দিপ্	সিপ্	পম্
তাম্	তম্	ব
অন্	ত	ম।

আশ্বনেপদ।

ত	থাস্	ই
আতাম্	আথাম্	বহি
অন্ত	ধম্	মহি।

লিট্। পরশ্বেপদ।

গন্	ধন্	গন্
অতুস্	অথুস্	ব
উন্	অ	ম।

আশ্বনেপদ।

এ	সে	এ
আতে	আথে	বহে
ইরে	ধে	মহে।

লুট্। পরশ্বেপদ।

তা	তাসি	তান্নি
তারো	তাহস্	তাহস্
তারস্	তাহ	তাহস্।

আশ্বনেপদ।

তা	তাসে	তাহে
তারো	তাসাতে	তাহহে
তারস্	তাহে	তাহহে

আশীলিঙ্। পরশ্বেপদ।

যাং	বাস্	বাসম্
যাতাং	যাতং	বাস
যাহস্	যাত	বাস।

আশ্বনেপদ।

সীট	সীঠাস্	সীর
সীয়াতাং	সীয়াতাং	সীবহি
সীরণ্	সীধবং	সীমহিঙ্।

কোন কোন মতে, আশীলিঙ্ এই বিকৃতিকে লোঙ্ কহিয়া থাকে। বাঁহু সকল দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। সেই এক এক শ্রেণীর নাম গণ। পাপিনি প্রথমতঃ অষ্টাদশ বিকৃতির নির্দেশ করিয়াছেন—

পরশ্বেপদ।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তিপ্	সিপ্	মিপ্
দ্বিবচন	তস্	থস্	বস্
বহুবচন	অস্তি	থ	মস্।

আশ্বনেপদ।

ত	বাস্	ইট্
আতাম্	আথাম্	বহি
ব	ধম্	মহিঙ্।

এই অষ্টাদশ বিকৃতির স্থানে ক্রমে ক্রমে, ১৮০ একশত অশীতি বিকৃতির আদেশবিধার করিয়াছেন। কিন্তু

বোপদেবপ্রকৃতি বৈয়াকরণেরা পানিনির অনুবর্তী না হইয়া একত্বালে এক শত অঙ্গীতি বিতক্তির নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম বিতক্তি ত্রিণের আদি অক্ষর ত্রি, শেষ বিতক্তি মহিঙের অন্ত অক্ষর ও এই আদি ও অন্ত্যবর্ণ লইয়া বৈয়াকরণেরা ধাতু বিতক্তির তিঙ্ সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ধাতুর অন্তে তিঙের যোগ হইলে পদ নিশ্পন্ন হয়; এই নিমিত্ত ধাতু নিশ্পন্ন পদকে তিঙন্ত কহে।

“ভাদ্রাদানী কুহোত্যাদি দ্বিবিদ্যি: স্বাদিরেব চ।

তুদাদিশ্চ কুদাদিশ্চ তনক্রাদি চুরাদয়: ॥”

ভুবাদি, অদাদি, কুহোত্যাদি, দ্বিবিদ্যি, স্বাদি, তুদাদি, কুদাদি, তনাদি, ক্রাদি ও চুরাদি এই দশটী গণ। এই সকল ধাতুর কতকগুলি সর্কর্ষক ও কতকগুলি অসর্কর্ষক। যে সকল ক্রিয়ার কর্তৃপদ আবশ্যক করেনা, সেই গুলি অসর্কর্ষক ধাতুনিশ্পন্ন ক্রিয়া। এই অসর্কর্ষক ধাতুর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

“সত্তা লজ্জা দ্বিতি জাগরণং বুদ্ধিকরতজীবিতমরণং।

শয়নক্রীড়াক্রীড়ানীপাখ্য নৈতে ধাতবঃ কর্ণণি প্রোক্তা: ॥”

অন্ততঃ।

“সত্তাজীবনদর্পভীতিশয়নক্রীড়ানিবাসক্ষয়।

হব্যাক্তধ্বনিভোগতিহ্তিকর্য লজ্জাপ্রমাদোদয়ে।

উদ্রাদে চ পলায়নভ্রমণয়ো: খ্যাতৌ ক্ষয়ে ধোটনে

মোহে ধাবনযুদ্ধভুজিহবনে শাতৌ প্লুতৌ সজ্জনে

সীতো জাগরণশেষবক্রগমনোৎসাহে মুতো সংশরে

মানৌ মঙ্গগতো চ নৃত্যপতনে চেষ্টা ক্ৰোধো রোদনে।

বুদ্ধৌ হাবকৃতো চ সিদ্ধিবিবর্তৌ হর্ষণোপবেশে বলে

কম্পোবেগনিমেঘসঙ্গতনবেদে ধবো হকর্ষক: ॥”

সত্তা, জীবন, দর্প, ভয়, শয়ন, ক্রীড়া, নিবাস, ক্ষয়, অব্যাক্তধ্বনি, ভোগতি, দ্বিতি, জরা, লজ্জা, প্রমাদ, উদ্রাদ, পলায়ন, ভ্রমণ, খ্যাতি, ক্ষয়, ধোটন, মোহ, ধাবন, যুদ্ধ, ভুজি, বক্রগমন, উৎসাহ, মুহুর্ত, সংশর, মানি, মঙ্গগতি, নৃত্য, পতন, চেষ্টা, ক্রোধ, রোদন, বুদ্ধি, হাবকৃতি, সিদ্ধিবিবর্তি, হর্ষ, উপবেশন, বল, কম্প, উবেগ, নিমেঘ, সঙ্গ ও বহু এই সকল অর্থ বুঝাইলে ধাতু সকল অসর্কর্ষক হয়। এই সকল অর্থ ভিন্ন হইলে সর্কর্ষক হইয়া থাকে। এই সর্কর্ষক ধাতুর মধ্যে কতকগুলি ধাতু আবার বিকর্ষক, অর্থাৎ সেই সকল ধাতুর হইটী ক্রিয়া কর্তৃ থাকে।

হ্র, বাচ, পচ, দণ্ড, কথ, প্রচ্ছ, চি, জ্ঞ, শাস, জি, মং, হ্র, নী, হ, ক্র, বহ প্রভৃতি ধাতু বিকর্ষক। বিকর্ষক ধাতুর উল্লিখিত হইটী কর্তৃর মধ্যে একটী মুখ্য অর্থাৎ

প্রধান এবং অপরটী গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান। ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কর্তৃকে অবলম্বন করা হয়, তাহাই মুখ্য কর্তৃ এবং ক্রিয়ার সহিত বাহ্যিক দূর অবলম্বিত হয়, তাহাই গৌণ কর্তৃ। গৌণ কর্তৃটী বক্তার ইচ্ছানুসারে অন্তকারকে ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা বৃক্ষং পুংসং চিনোতি, বৃক্ষাং, পুংসং গৃহং নয়তি গৃহে বা। এই হইলে বৃক্ষ ও গৃহ বক্তার ইচ্ছানুসারে অন্তকারক অর্থাৎ পক্ষমী বা সপ্তমী হইতে পারে, তাহাতে দোষাবহ হয় না। বিকর্ষক ধাতুর হইটী কর্তৃ মাজের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ধাতুগুলি কার্যাবোধক, এই লজ্জা উদ্ভাবনের এক একটিকে এক একটী ক্রিয়া বলা যায়। ক্রিয়ার তিন বাচ্য—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। ইহা তিন কর্ম-কর্তৃবাচ্য ও দেখা যায়। কর্তৃবাচ্যে কর্তার প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া এবং ক্রিয়া কর্তৃহাব্যারী হইবে, কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তার তৃতীয়া এবং ক্রিয়া কর্মহাব্যারী হইবে। ভাব-বাচ্যে কর্তার তৃতীয়া বিতক্তি ক্রিয়া আত্মনেপদী। নিত্য এক বচনান্ত হইয়া থাকে। কর্তার যে কোন বচন ধাতুক না কেন, ক্রিয়া এক বচনান্ত হইবে এবং কেবল ধাতুর অর্থ-মাত্রই প্রকাশ করিবে। কর্মবাচ্যে হ্রাদি বিকর্ষক ধাতুর প্রয়োগে গৌণ কর্মে প্রথমা হয় এবং ক্র, নী, হ ও বহ ধাতুর প্রয়োগে প্রধান কর্মে প্রথমা বিতক্তি হয়।

“উক্তং তিঙাদিনির্দিষ্টং মুখ্যং কর্ম বিকর্ষণাৎ।

অপ্রধানং হ্রাদীনীং তন্তে কর্তা চ কর্ম যৎ ॥”

তিঙাদি নির্দিষ্ট কর্মে প্রথমা, বিকর্ষক ধাতুর মুখ্য কর্মে হ্রাদি ধাতুর অপ্রধান কর্মে এবং গিচ্ প্রত্যয় করিলে যে কর্তা কর্মভূত হয়, সেই কর্মে প্রথমা বিতক্তি হয়। ধাতুর রূপ করিতে হইলে ব্যাকরণের প্রায় তিঙন্ত প্রকরণের সকল সূত্রগুলির সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই স্থলে তাহার বিবরণ লেখা অসম্ভব, তথাচ সংক্ষিপ্তভাবে অত্যাৱশ্যক কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হইল।

বিতক্তির অকার ও একার পরে ঋক্ষিমে পূর্ববর্তী অকারের লোপ হয়, যথা বদ-অস্তি বদন্তি, রম-এ রমে। বিতক্তির ম ও ব পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকারের স্থানে আকার হয়, বদ-মি বদামি। অকারের পরস্থিত বিধিলিঙের যস্ স্থানে ইয়স্ ও বাস্ ভাগ স্থানে ইয়স্ হয়, তত্তির সয়দয় বা ভাগ স্থানে ই হয়। যথা বদ-য়স্ বদেৎ, বদ-বাস্ বদেৎ, বদ-বাৎ বদেৎ, বদ-বাতস্ বদেতস্। অকারের এবং উ ও হু এই হই আগমের পরস্থিত হি বিতক্তির লোপ হয়। কিন্তু নু যদি অজ বর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে হি বিতক্তির লোপ হয় না। বর্ণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়

চতুর্থবর্ণ অথবা ল, ব, শ, হ এই সকল বর্ণের পরস্থিত হি স্থানে ধি হয়। অকার ভিন্ন বর্ণের পরস্থিত অন্ত অন্ত্যঃ অন্তে এই তিন বিভক্তির অন্ত স্থানে অং হয় অর্থাৎ যেনকার থাকে, তাহার লোপ হয়। ধাতু অন্তান্ত হইলে অস্তি ও অন্ত বিভক্তির ও নকারের লোপ হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পরস্থিত লঙের অনু স্থানে উন্ হয়। ঐ উন্ পরে থাকিলে অন্ত্যবর্ণের ঞ্গ হয়। লুঙ্ লঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে পরে থাকিলে ধাতুর আদিতে অকার হয়। মা ও মায় শব্দ যোগ হইলে হয় না। লঙ্ লুঙ্ ও লৃঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর আদিস্থিত ই ঙ্গে স্থানে ঐ, উ উ স্থানে ঔ, ঞ স্থানে আর হয়। মা ও মায় শব্দের যোগ থাকিলে হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত হইলে লঙের দিপ ও সিপ বিভক্তি লোপ হয়। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ধাতুর অন্তস্থিত ই ঙ্গে স্থানে ইয় ও উ উ স্থানে উব্ হয়। ইহাতে যদি ঞ্গ বা বুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে হয় না। যদি ধাতু একাধিক স্বর বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ই ঙ্গে স্থানে ব হয়, অন্ত্যন্ত করিয়া একাধিক স্বরবিশিষ্ট হইলেও হয়। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগস্থিত ই ঙ্গে স্থানে ইয় এবং উ উ স্থানে উব্ হয়।

চ, ছ, জ, শ, ব, হ, ও ঘ এই সকল বর্ণের পর স থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ক্ষ হয়। ছ অথবা তালব্য শকারের পর ত থাকিলে ঠ হয়, ব থাকিলে ঠ্ হয়। ছ, শ, ব এই তিনের পর থ থাকিলে ছ শ ব স্থানে ড হয়, থ স্থানে ঢ হয়। ত অথবা থ পরে থাকিলে চ ও জ স্থানে ক হয়, আর থ পরে গ হয়। মুজ্ স্জ্ বজ্ এই তিন ধাতুর জকারের পর ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঠ হয়। থ থাকিলে ঠ্ হয়। আর যদি থ থাকে, জ স্থানে ড, থ স্থানে ঢ হয়।

ত, থ ও ধ পরে থাকিলে হ কারের লোপ হয়, আর ত থ ও ধ স্থানে ঢ হয়। লুপ্ত হকারের পূর্বস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়, কিন্তু সহ ও বহু ধাতুর লুপ্ত হকারের পূর্ববর্তী অকার ওকার হয়। দহ, দিহ ও জহ প্রভৃতির হকারের পর ত থ অথবা থ পরে থাকিলে উভয়ে মিলিয়া থ হয়। ইহাতে একটু বিশেষ এই, ধাতুর হকারের পর ত থ ও ধ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া থ হয়। মুহঃপ্রভৃতির হকারের পর ত থ অথবা থ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া থ হয় অথবা হকারের লোপ হয় এবং ত থ ও ধ স্থানে ঢ হয় আর লুপ্ত হকারের পূর্বস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। বিভক্তির ল অথবা থ পরে থাকিলে অথবা বিভক্তির লোপ হইলে দহ বুধ প্রভৃতি ধাতুর আদিস্থিত তৃতীয় বর্ণ স্থানে চতুর্থ বর্ণ হয়। বিভক্তির থ পরে

থাকিলে দন্ত্য স স্থানে স হয় অথবা সকারের লোপ হয়। অ আ ভিন্ন স্বরের পরবর্তী হইলে লিট্ লুঙ্ অ্যুশ্লিঙ্ এই তিন বিভক্তির থ স্থানে চ হয়। ধকারের পর ত থ অথবা থ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ক্ষ হয়। তকারের পর ত থ অথবা থ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ক হয়। ত থ অথবা স পরে থাকিলে দ স্থানে ং হয়। দন্ত্য স পরে থাকিলে থ স্থানে ং ও ত স্থানে প হয়। লট্ লোট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ভিন্ন বিভক্তির স পরে থাকিলে ধাতুর অন্তস্থিত স স্থানে ং হয়। পদের অন্তস্থিত র ও স স্থানে বিসর্গ হয়। পদের অন্তস্থিত বর্ণের তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়। পদের অন্তস্থিত চ ও প স্থানে ক হয়, কেবল মুজ্ ধাতুর জ স্থানে ট্ হয়। পদের অন্তস্থিত ছ, শ, ব ও হ স্থানে ট ও ড হয়, দকারাদি ধাতুর পদের অন্তস্থিত হ স্থানে ক হয়। এক বর্ণীয় তিনবর্ণ একত্র হইলে মধ্যবর্ণের লোপ হয়। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ভিন্ন বিভক্তিতে একারান্ত, ঐকারান্ত ও ওকারান্ত ধাতু আকারান্ত হয়।

গণভেদে ধাতুর রূপাদি ভিন্ন হইয়া থাকে, এই অন্ত অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিবরণ কিছু প্রদত্ত হইল।

তুদাদিগণ।

লট্ লোট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে তুদাদি গণীয় ধাতুর উত্তর অ হয়। লট্ লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ইব ধাতু স্থানে ইচ্ছ, প্রচ্ছ ধাতু স্থানে পৃচ্ছ, মন্জ ধাতু স্থানে মজ্জ, এবং জস্জ্ ধাতুর স্থানে জ্জজ্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে হ্রস্ব ঞ্কারান্ত ধাতুর অন্তস্থিত ঞ্ স্থানে রিয্ এবং দীর্ঘ ঞ্কারান্ত ধাতুর ঞ্ স্থানে ইন্ হয়।

তুদাদিগণীয় ধাতুর মধ্যে যুচাদিগণে লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে হ্রস্ হয়, অর্থাৎ যুচ ধাতু স্থানে যুচ্, সিচ ধাতু স্থানে সিচ্, লিপ ধাতু স্থানে লিপ্প, লুপ ধাতু স্থানে লুপ্প, কৃত ধাতু স্থানে কৃত্ত এবং বিনধাতু স্থানে বিন্ হয়।

ভাদি।

লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ভাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ হয়, অ অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ভাদিগণীয় ধাতুর অন্ত্যবর্ণের ঞ্গ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ভাদিগণীয় ধাতুর উপধা লঘু স্বরের ঞ্গ হয়, অন্ত্যবর্ণের সন্যপ বর্ণকে উপধা কহে। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে সন্জ্ সন্জ্ ও দন্শ ধাতুর নকারের লোপ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে গমধাতু স্থানে গচ্ছ, দৃশধাতু স্থানে দৃশ্, ক্রস্ধাতু স্থানে ক্রাস্, লদধাতু স্থানে লীদ, ঠিবধাতু স্থানে ঠীব, হাধাতু স্থানে হিঠ্,

দান্ ও বমধাতু স্থানে বচ্ছ, পাধাতু স্থানে পিব, জাধাতু স্থানে জিষ, যাধাতু স্থানে ধম্, ও রাধাতু স্থানে মন্ আদেশ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে আ উপসর্গের যোগে চমধাতু স্থানে চাম এবং গুহ ধাতু স্থানে গৃহ্ হয়।

দিবাদিগণ।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর য হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে দিবধাতু স্থানে দীব ও সিব ধাতু স্থানে সীব হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে জনধাতু স্থানে জা ও বাধ স্থানে বিধ্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে দীর্ঘ ঋকারান্ত ধাতুর ঋকারের স্থানে ঈর্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে শম্, শ্রম্, ভ্রম্, ভম্, ক্রম্, দম্, ক্রম্ ও মদ ধাতুর অকার স্থানে আকার হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ওকারান্ত ধাতুর ওকারের লোপ হয়।

হাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে হাদিগণীয় ধাতুর উত্তর হ্ আগম হয়। তিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমব্, ঐপ্, আবট্‌হেপ্, আমট্‌হেপ্, দিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে হ্ স্থানে নো হয়। যদি হ্ ব্যঞ্জন বর্ণে মিলিত না হয়, তাহা হইলে বিকল্পে উকারের লোপ হয়। যদি হ্ হলবর্ণের সহিত মিলিত থাকে, আনি, আব, আম, ঐ, আবট্‌হে, আমট্‌হে, অম্ এই কয় ভিন্ন বিভক্তির স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হ্ স্থানে হুব হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে ঋধাতু স্থানে শ্ এবং বিধ্ স্থানে বি হয়।

তনাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে তনাদি গণীয় ধাতুর উত্তর উ আগম হয়। উ অন্ত্যবর্ণ মিলিত তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবট্‌হেপ্, আমট্‌হেপ্, দিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে উ স্থানে ও হয়। যদি উ সংযুক্ত বর্ণে মিলিত না হয়, তাহা হইলে বিকল্পে উর লোপ হয়।

তিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবট্‌হেপ্, আমট্‌হেপ্, দিপ্, সিপ্, পম্ এই কয় বিভক্তি পরে থাকিলে ক্ ধাতু স্থানে কয় আর তন্নিম্ন বিভক্তিতে ক্রয় হয়। বিভক্তির মিপ্ ভিন্ন ম, য, র পরে থাকিলে ক্ ধাতুর পর-
স্থিত উকারের লোপ হয়।

ক্র্যাদি।

লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ক্র্যাদি গণীয় ধাতুর উত্তর না আগম হয়। অন্ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে

থাকিলে নার আকারের লোপ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে না স্থানে নী হয়। হি বিভক্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত না স্থানে নী হয়। হি বিভক্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত না স্থানে আন হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ এবং জা ধাতু স্থানে জা হয়। লটাদি চারি বিভক্তিতে দীর্ঘ উকারান্ত ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ উকার হ্রস্ব হয়। এই সকল বিভক্তিতে ধাতুর উপধা নকারের লোপ হয়।

ঋধাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ঋধাদি গণীয় ধাতুর অন্ত্য স্বরের পর ন আগম হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবট্‌হেপ্, আমট্‌হেপ্, দিপ্, মিপ্, ও পম্ এই কয় বিভক্তিতে নকারের পর অকার হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে হিঙ্গ ধাতু সিপ্ এই সকল বিভক্তি স্থানে হিঙ্গ হয়। তিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্ পরে থাকিলে ত্হ ধাতুর ন স্থানে নে হয়।

অদাদি।

অদ ধাতুর পরস্থিত লঙের দিপ্ স্থানে অৎ এবং সিপ্ স্থানে অস্ হয়। আকারান্ত ধাতুর পরস্থিত লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে উস্ হয়। ঐ উস্ পরে থাকিলে আকারের লোপ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবট্‌হেপ্, দিপ্, সিপ্ ও পম্ এই কয় বিভক্তিতে অদাদি গণীয় ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। দ্বিধ ধাতুর লঙের অন্ স্থানে বিকল্পে উস্ হয়। লট্, লোট্, লঙ্ এই তিনের ব্যঞ্জনাতি বিভক্তি, লঙের দিপ্ ও সিপ্ ভিন্ন বিভক্তি পরে থাকিলে ঋদ, স্বপ, স্বস, অন ও অক্ষ ধাতুর উত্তর ই হয়। ঋদ প্রভৃতি ধাতুর লঙের দিপ্ স্থানে ঈৎ ও অৎ এবং সিপ্ স্থানে ঈস্ ও অস্ হয়। লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে অক্ষ, আগ্, দরিজা, চকাস্ এই পাঁচ ধাতুর অন্ত্যস্ত সংজ্ঞা হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্, ভিন্ন ব্যঞ্জনাতি বিভক্তি পরে থাকিলে দরিজা ধাতুর আকার স্থানে ই হয়। আন্ত, অন্ত ও অন্ বিভক্তিতে ম ও মধ্যম পুরুষের এক বচনের ধাতুর অন্তস্থিত স স্থানে ং হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ ভিন্ন ব্যঞ্জনাতি বিভক্তি পরে থাকিলে শাস্ ধাতু স্থানে শিস্ হয়। হি বিভক্তির সহিত শাস ধাতু স্থানে শাধি হয়। লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে শী ধাতু স্থানে শে হয়। অন্তে, অন্তাৎ ও অন্ত বিভক্তিতে শী ধাতু স্থানে শে হয়। লোটের ঐপ্, আবট্‌হেপ্, আমট্‌হেপ্ বিভক্তিতে হ্ ধাতুর গুণ হয় না। অতি

ও অন্ত বিতক্তিতে ই ধাতু স্থানে র হয়। লুটের পরমৈপদে বিন ধাতুর রূপ লিটের জ্ঞান হয়। লোট বিতক্তিতে বিন ধাতু স্থানে বিদ্যাক্ত হয় এবং রূপ ক ধাতুর মতন হইয়া থাকে। বিন ধাতুর লুটের অনু স্থানে বিকমে উন্ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ এই ছয় বিতক্তিতে ধাতুর অন্তস্থিত উকারের বৃদ্ধি হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, দিপ্, সিপ্ এই সকল বিতক্তিতে জ, ক, তু এই তিন ধাতুর উত্তর বিকমে জে হয়। ঐ জেকার পরে উকারের গুণ হয় এবং জ ধাতুর উত্তর জে হয়, এই জে পরে গুণ হয়। তি, তস্, অস্তি, সি, থস্ এই পাঁচ বিতক্তি সহিত জ ধাতু স্থানে বধাক্রমে আহ, আহতুঃ আহঃ, আখ, আহতুঃ এই পাঁচ পদ হয়। ই ধাতু প্রারোগ করিতে হইলে অপি উপসর্গ পূর্বক করিতে হয়। লুট লোট ও লুটের স ও ধ পরে থাকিলে জে ধাতুর উত্তর ই হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তুপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্, আবঠৈপ্, আমঠৈপ্, দিপ্, সিপ্ ও পম্ এই সকল বিতক্তিতে বশ স্থানে উন্ এবং ত, থ, ধ ও স পরে থাকিলে চক্ষ ধাতু স্থানে চব হয়।

পাণিনি, কলাপ, ও জুগপ ইহঁকে ইট্, মুণ্ডবোধ ইন্ ও সংকিণ্ডসার ইত্, কহিয়া থাকেন। এই প্রত্যয়ের কেবল ইকার থাকে।

ই বিধান।

লুট্ লুট্ লুট্ বিতক্তিতে ধাতুর উত্তর ই হয়। আশীর্গিণ্ডের আশ্বনেপদে ধাতুর উত্তর ই হয়, অনিট্ ধাতুর উত্তর হয় না। লিটের থ, ব, ম, সে, ধেন, বহে, মহে বিতক্তিতে ধাতুর উত্তর ই হয়। ধর প্রত্যুতি ধাতুর উত্তর বিকমে ই হয়। ইব, রিব, রুব, লুত, সহ ধাতুর উত্তর লুট্ বিতক্তিতে বিকমে ই হয়। কৃত, চৃত, জৃত, তদ, নৃত ধাতুর উত্তর লুট্ ও লুট্ বিতক্তিতে এবং আশীর্গিণ্ডের আশ্বনেপদে বিকমে ই হয়।

কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয় না। সেই সকল ধাতুকে অনিট্ ধাতু কহে। আকারান্ত আদি ক্রমে নিরে অনিট্ ধাতু সকল নির্দিষ্ট হইতেছে। আকারান্ত দরিদ্রা ধাতু তির সমুদয় ধাতু অনিট্ ইকারান্ত—শ্রি ও খি তির সমুদয়। জেকারান্ত ভী, শী, দীঘী, বেবী তির সমুদয় উকারান্ত—বু, কু, হু, ঘু, কু, উন্ তির সমুদয়। ঞকারান্ত—বু ও ঞাণ্ তির সমুদয় ধাতু অনিট্। কান্ত—শক ধাতু, চান্ত—গচ্, হুচ্, রিচ্, বচ্, বিচ্, সিচ্ তির সমুদয় চান্ত ধাতু অনিট্। হকারান্ত প্রোজ ধাতু, ঞকারান্ত ড্যজ, নিজ, তজ, তন্জ, ভ্রজ, ভ্রস্জ, মস্জ, বৃজ, বজ, হৃজ, রন্জ, কজ, বিজ, সন্জ, স্জ, বন্জ।

নাস্ত—অহ্, ক্হ, খিহ্, হিহ্, জুহ্, হুহ্ পদ তির বিন

বিন পদ সদ ক্হ বিন হহ। ধাতু—জ্হ ক্হ ব্হ বক্ য্হ রাধ ব্যাধ শুধ সাধ মিদ। নাস্ত—মন ও হন। পাস্ত—আপ কপি ক্ষপ যপ তপ তিগ তুগ জগ দৃগ লিগ লুগ বগ শপ স্প। ভাস্ত—বজ্ রত লত। মাস্ত—গম্ বম্ রম্ নম্। শাস্ত—জ্শ লিশ দন্শ দিশ দৃশ মৃশ বিশ বিশ শ্মশ। বাস্ত—জ্ব ত্ব যিব হ্রব যিব শিব যুব যুব যিব শিব শুব শিব। সাস্ত—বস বস। হাস্ত—দহ দিহ হ্রহ নহ মিহ কহ লিহ বহ এই সকল তির সমুদয় ধাতু অনিট্। বিশেষ নিয়ম—লিট বিতক্তিতে জ্ জ্ জ্ জ্ জ্ জ্ জ্ তির অনিট্ ধাতুর উত্তর ই হয়। লিটের থ বিতক্তি তে দৃশ স্জ বরাঙ ও ঞকারান্ত ধাতুর বিকমে ই হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, ব্যো ধাতু ও অদ ধাতুর উত্তর নিত্য ই হয়। লুটের ও লুটের পরমৈপদে বিহিত স পরে জ্ ও জ ধাতুর উত্তর ই হয়। লুটের ও আশীর্গিণ্ডের আশ্বনেপদে সংযোগাদি হ্রব ঞকারান্ত ধাতুর উত্তর বিকমে ই হয়। লুট ও লুট্ বিতক্তিতে হন ধাতু ও ঞকারান্ত ধাতুর উত্তর ই হয়।

লুট্ লুট্ ও লুট্।

লুট্ লুট্ ও লুট্ বিতক্তিতে ধাতুর অন্ত্যবর ও উপধা লঘু অবয়ব গুণ হয়। লুট্ লুট্ ও লুট্ বিতক্তিতে গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ই দীর্ঘ হয়। লুট্ লুট্ ও লুট্ বিতক্তিতে দীর্ঘ ঞকারান্ত ধাতুর উত্তর বিহিত ই বিকমে দীর্ঘ হয়। লুট্ লুট্ লুট্ বিতক্তিতে বিহিত ই পরে থাকিলে দরিদ্রাধাতুর আকারের লোপ হয়। লুটাদি বিতক্তিতে দৃশ ও স্জ ধাতুর থ স্থানে র হয় এবং ক্হ তুগ দৃগ যুব স্প এই কয় ধাতুর ব স্থানে বিকমে র হয়। লুট্ বিতক্তিতে অধিপূর্বক ই ধাতু স্থানে বিকমে গী হয়। গীর জেকারের গুণ হয় না।

আশীর্গিণ্ড্।

আশীর্গিণ্ডের পরমৈপদে দা পা মা গা না হা এই সকল ধাতুর আকার স্থানে একার হয়। সংযুক্ত বর্ণাদি আকারান্ত ধাতুর আকার স্থানে বিকমে একার হয়। আশীর্গিণ্ডের পরমৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত হ্রব ইকার ও হ্রব উকার দীর্ঘ হয়। আশীর্গিণ্ডের পরমৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত হ্রব না স্থানে রি হয়। যে সকল হ্রব ঞকারান্ত ধাতুর আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকে। আশীর্গিণ্ডের পরমৈপদে তাহাদের এবং ঞধাতুর ঞ স্থানে অন্ হয়। আশীর্গিণ্ডের পরমৈপদে ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ ঞ স্থানে জৈর হয়। ঞকার প বর্ণের পরস্থিত হইলে উন্ হয়। গ্রহ ধাতু স্থানে গ্হ, প্রোজ ধাতু স্থানে প্জ, ব্যাধ ধাতু স্থানে বিধ এবং বক্ ধাতু স্থানে বক্ হয়।

আশীলিঙের পরম্পরপদে বচ, বদ, বপ, বস, বহ, বপ এই সকল ধাতুর অকার সহিত ব হানে উ হয়।

• আশীলিঙের পরম্পরপদে হেব ধাতু হানে হু হয়। আশীলিঙের পরম্পরপদে ধাতুর উপধানকারের লোপ হয় এবং শাস্ ধাতু হানে শিষ্ হয়। আশীলিঙের আশ্বনেপদে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়, গ্রহ ধাতুর উত্তর বিহিত ই দীর্ঘ হয়। আশীলিঙের আশ্বনেপদে অনিট ধাতুর অন্তস্থিত ঞকারের গুণ হয় না। আশীলিঙের আশ্বনেপদে অনিট ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয় না।

লিট্।

লিট্ বিভক্তিকরিলে ধাতু অভ্যন্ত হয়। অভ্যন্ত করিলে পূর্বভাগের আদিবরের পর যে অংশ থাকে, তাহার লোপ হয়। পরম্পরপদে প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে ধাতুর উপধা অকারের অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। পরম্পরপদে প্রথম ও উত্তম পুরুষের এক বচনে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। পরম্পরপদে মধ্যম পুরুষের একবচনে অন্ত্যস্বরের ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগের দীর্ঘবর হ্রস্ব হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগে বর্ণের বিতীয়বর্ণ থাকিলে প্রথম বর্ণ ও চতুর্থবর্ণ থাকিলে তৃতীয় বর্ণ হয় এবং পূর্বভাগস্থিত ক ও খ হানে চ, গ ও ঘ হানে জ হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগস্থিত ঞ, ঞ্জ হানে অর্ হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগে হ থাকিলে তাহার হানে জ হয়, অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ হয়। অভ্যন্ত ধাতুর পূর্বভাগে ভ, খ, ঞ, ঠ, ত, দ, স্প, ফ থাকিলে আদি বর্ণের লোপ হয়। আকারান্ত ধাতুর পরবর্তী লিটের পরম্পরপদের প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন হানে ও হয়।

লিট্ বিভক্তিতে আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয়, কিন্তু ই বিধান হইলেও হইয়া থাকে। লিট্ বিভক্তিকরিলে থাকিলে তু ধাতু হানে বভূব হয়। লিট্ বিভক্তিতে চি ধাতুর পরভাগ হানে কি, জি ধাতুর পরভাগ হানে গি ও হি ধাতুর পরভাগ হানে ধি হয়। পরম্পরপদের প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষের একবচন তির লিট্ বিভক্তিতে ধাতুর অন্তস্থিত দীর্ঘ ঞ্জ হানে অর্ হয়। যে সকল হ্রস্বকারান্ত ধাতুর আদিতে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, পরম্পরপদে প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন তির লিট্ বিভক্তিতে ধাতুর উপধান-কারের বিকল্পে লোপ হয়। স্বাভিগণীয় অশ্ ধাতু, হ্রস্বকারাদি ধাতু এবং যে সকল অকারাদি ধাতুর অন্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের পূর্বভাগ হানে

আন হয়। লিট্ বিভক্তিতে দ্ব্যন্ত ধাতু হানে দি হয়। লিট্ বিভক্তিতে অধারনার্থ ই ধাতু হানে গা হয়। যে সকল ধাতুর আদিতে এবং অন্তে অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে এবং মধ্যে অকার থাকে, লিট্ বিভক্তিতে সে সকল ধাতুর পূর্বভাগের লোপ হয় এবং পর ভাগের অকার হানে একার হয়। পরম্পরপদের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে অভ্যন্ত ভ, ফল, ভজ্ ও ভপ্ ধাতু হানে বধাক্রমে তের, ফেল, ভেজ ও ভেপ হয়। পরম্পরপদের প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে অভ্যন্ত ভ্রম্, রজ্ ও বম্ ধাতু হানে বধাক্রমে বিকল্পে জ্রেম, রেজ্ ও বেম্ হয়। পরম্পরপদের প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে গম্, ধন, বস্ ও হন্ ধাতুর পরভাগে অকারের লোপ হয়। কিন্তু পরম্পরপদের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে হন ধাতুর পরভাগের হ হানে থ হয়। লিটের থ পরে থাকিলে দৃশ ও স্থজ ধাতুর পরভাগের ঞ্জ হানের হয়। ই হইলে হয় না। ক্লয, তপ্, দৃপ্, মৃশ্, স্থপ্ এই কয় ধাতুর বিকল্পে র হয়। লিট্ বিভক্তিতে ব্যাৎ ধাতুর পূর্বভাগ হানে বি এবং গ্রহ ধাতু হানে গৃহ হয়, পরম্পরপদের একবচনে হয় না। লিট্ বিভক্তিতে হেব ধাতু হানে হু হয় ও বচ, বদ, বপ, বস, বহ ও বপ্ এই সকল ধাতুর পূর্বভাগের ব ও অ হানে উ হয়, আর পরম্পরপদের একবচন তির বিভক্তিতে ব ও অ হানে উ এবং যজ্ ধাতুর য ও অ হানে ই হয়। লিট্ বিভক্তিতে অয়, বয় ও আস্ ধাতুর উত্তর আম্ হয়। আমের উত্তর ভূ, কৃ, অন্ এই তিন ধাতুর প্রয়োগ হয় ও লিটের কার্য্য হইয়া থাকে। যে সকল ধাতুর আদিতে আকারতির গুরুস্বর থাকে, লিট্ বিভক্তিতে তাহাদের উত্তর আম্ ও তু প্রভৃতির অহপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লিট্ বিভক্তিতে হ, ভী, হ্রী ও তু ধাতুর উত্তর বিকল্পে আম্ ও তু প্রভৃতির প্রয়োগ হয়, আম পরে ধাতুর গুণ ও অভ্যাস হয়। কর্ভবাচ্যে আমের উত্তর প্রযুক্ত্যমান ভূ ও অন্ ধাতু পরম্পরপদীই থাকে। পরম্পরপদী ধাতুতে পরম্পরপদী, আশ্বনেপদী ধাতুতে আশ্বনেপদী, আর উত্তরপদী ধাতুতে উত্তরপদী হয়। লিট্ বিভক্তিতে কাগ্, মরিজ্জা, কাস্, কাস্, উব্ এই কএকটা ধাতুর উত্তর বিকল্পে আম্ ও তু প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ হয়। আম পরে ধাতুর অন্ত্য ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। প্রথম ও উত্তমপুরুষের একবচন তির লিট্ বিভক্তিতে জাগ্ ধাতুর থ হানে অর্ হয়। লুট্ লুঙ্ বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর স হয়। দিপ্ দিপ্ এই দুই বিভক্তিতে সকারের পর ঙ্গ হয়। ই ঙ্গ

এই উভয়ের মধ্যবর্তী সকারের লোপ হয়। সকারের পর-
স্থিত অনু স্থানে উন্ হয়। স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে
ধাতুর উপধা অকার স্থানে বিকল্পে আকার হয়। ইহাতে
বিশেষ এই যে, যাস্ত, যাস্ত, কণ, খস, বধ বা একারেন্ ধাতুর
হয় না। স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে বদ প্রভৃতি ধাতুর অকার
স্থানে নিত্য আকার হয় এবং ধাতুর অন্তস্থিত স্বরের বৃদ্ধি হয়।
লুঙের পরস্মৈপদে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। লুঙের
আত্মনেপদে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়।
লুঙের পরস্মৈপদে ভূ ধাতুর উত্তর যে স হয়, তাহার লোপ
হইয়া থাকে এবং অনু ও অন্ বিভক্তিতে বন্ ও বন্ হয়।

স পরে থাকিলে পরস্মৈপদে অনিট্ ধাতুর অন্ত্য ও উপধা
লঘুস্বরের বৃদ্ধি হয়। স পরে থাকিলে আত্মনেপদে অনিট্
ধাতুর অন্তস্থিত ঞ ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয় না। ত, থ,
ধ পরে থাকিলে বর্ণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
এবং শ, য, স ও হ্রস্বস্বরের পরস্থিত সকারের লোপ হয়।
পরস্মৈপদে নম, যম, রম ও আকারান্ত ধাতুর দিপ্ ও সিপ্
ভিন্ন বিভক্তিতে সকারের পূর্বে স ও ই হয়। লুঙের পর-
স্মৈপদে দা, ধা, স্থা এই কয় ধাতুর উত্তর স লোপ হয় এবং
আত্মনেপদে আকার স্থানে ইকার হয়। লুঙের অন্তস্থানস্থিত
উন্ বিভক্তি পরে থাকিলে অকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ
হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে ই ধাতু স্থানে গা হয়। পরস্মৈপদে
ই স্থানীয় গা ও পা ধাতুর স লোপ হয়। জা, ধে, ছো, শো,
সো ধাতুর পরস্মৈপদে বিকল্পে স লোপ হয়। স লোপ
হইলে দা ধাতুর সৃশ রূপ হয় না, হইলে জা ধাতুর সৃশ
হইয়া থাকে। লুঙ্ বিভক্তিতে অধ্যয়নার্থ ই ধাতু স্থানে
বিকল্পে গী হয়, গীর জকারের গুণ হয় না। লুঙ্ বিভ-
ক্তিতে পুংদি ছাতাদি ধাতুর উত্তর স না হইয়া অ হয়।
কিন্তু আত্মনেপদে হইবে না। লুঙ্ বিভক্তিতে বচ্ ধাতুস্থানে
বোচ্, পত ধাতু স্থানে পশ্চ ও অন্ ধাতুস্থানে অহ এবং নশ্
ধাতুস্থানে নেশ্ হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে জ্, শ্রি, ক্র ধাতু
অভ্যন্ত এবং সমুদয় অভ্যন্ত কার্য্য হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে
ভিদাদি ধাতুর উত্তর বিকল্পে অ হয়। অ পরে থাকিলে দৃশ্
ধাতু স্থানে দর্শ এবং অভিন্ন পক্ষে জ্রাশ্ হয়। লুঙ্ পরে
দিশাদি ধাতুর উত্তর স হয়, কিন্তু স নিমিত্তক গুণ ও ই
প্রভৃতি কার্য্য হয় না। জন, বৃধ, পুর ও দীপ ধাতুর লুঙের
আত্মনেপদের ত স্থানে বিকল্পে ই হয় এবং ঐ ই পরে বৃধ
ধাতু স্থানে বোধ হয়।

হ্বাদি।

লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে হ্বাদি-

গমীয় ধাতু অভ্যন্ত হয় এবং লিট্ প্রকরণে অভ্যন্ত ধাতুর
পূর্বভাগের যে সকল কার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্তই
হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তূপ্, আনিপ্, আবপ্, আমপ্, ঐপ্,
আবট্‌ইপ্, আমট্‌ইপ্, দিপ্, সিপ্ ও পম্ এই কয় বিভক্তিতে
হ্বাদিগমীয় ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়।
অস্তি ও অস্ত বিভক্তি পরে থাকিলে হ ধাতুর উকার স্থানে
ব্ হয়। তিপ্, সিপ্, মিপ্, তূপ্, সিপ্ ভিন্ন বিভক্তি পরে
থাকিলে দা ও ধা ধাতুর আকারের লোপ হয়। পরভাগের
আকার লোপ হইলে এবং ত, থ, স ও ষ পরে থাকিলে ধা
ধাতুর পূর্বভাগের ধ স্থানে দ হয় না। কিন্তু ত, থ, ধ,
স পরে থাকিলে পরভাগের ধ স্থানে ব্ হয়। লোটের হি
বিভক্তিতে অভ্যন্ত দা ধাতু স্থানে দে এবং ধা ধাতু স্থানে
ধে হয়। অগুণ স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হা ধাতুর আকারের
লোপ হয়। অগুণ ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে হা ধাতুর আকার
স্থানে ই এবং ঈ হয়। হা ধাতুর লোটের হি বিভক্তিতে
জহাছি, জহীছি, জহিছি এই তিনটি পদ হইয়া থাকে। হা
ও মা ধাতুর পূর্বভাগের আকার স্থানে ইকার হয়, অগুণ
স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উত্তরভাগের আকার লোপ হয়। অগুণ
ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে উত্তরভাগের আকার স্থানে ঈ হয়।
লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে নিজ, বিজ্ ও
বিষ ধাতুর পূর্বভাগের ই স্থানে এ হয়। আনিপ্, আবপ্,
আমপ্, ঐপ্, আবট্‌ইপ্, আমট্‌ইপ্, পম্ এই সকল বিভ-
ক্তিতে নিজ, বিজ্, বিষ ধাতুর পরভাগের গুণ হয় না।

ধাতুর উত্তর গিচ্, যঙ্, সন্ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রত্যয়
হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে গিজন্ত, যঙন্ত, বা
সনন্ত ধাতু কহে। ইহাদেরও কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দেওয়া গেল।

গিজন্ত।

প্রেরণ অর্থে ধাতুর উত্তর গিচ্ হয়। গিচের ইকার
থাকে। গিচ্ প্রত্যয় করিলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও উপধা
অকারের বৃদ্ধি হয়। গিচ্ হইলে ধাতুর উপধা লঘুস্বরের
গুণ হয়। ধাতুর উত্তর গিচ্ হইলে ঐ ধাতু গিজন্ত ধাতু
বলিয়া গণনীয় হয়; ইহার উত্তর পুনরায় সকল ধাতুর ল্যর্থা
হইবে। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে
গিজন্ত ধাতু জাদিগমীয় ধাতুর তুল্য। গিচ্ প্রত্যয় করিলে
অমন্ত ও ঘটাদি ধাতুর অন্ত্যস্বরের উপধা অকারের বৃদ্ধি
হয় না। গিচ্ প্রত্যয় হইলে জ্ ও জাণ্‌ধাতুর অন্ত্যস্বরের
গুণ হয় এবং হন ধাতু স্থানে ধাত, ছব ধাতু স্থানে দ্বব ও
অধ্যয়নার্থক ই ধাতু স্থানে আপ হয়। চিত্তবিরাগ অর্থাৎ

চিহ্নের অগ্রসরতা বুঝাইলে দুই ধাতু স্থানে বিকল্পে লুৎ হয়।
 গিচ্ প্রত্যয় হইলে শব্দ ধাতুর লুৎ স্থানে ত হয়; রহ ধাতুর
 হ স্থানে বিকল্পে প হয় ও ফুর ধাতুর উকার স্থানে বিকল্পে
 আকার হয়। গিচ্ প্রত্যয় হইলে শ্রী ও ধু ধাতুর উত্তর বিকল্পে
 ন হয়, ঞ, ত্রী ও আকারান্ত ধাতুর উত্তর প হয় এবং ঐ
 প পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরের গুণ হয়। পানার্থ পা ধাতুর উত্তর
 ব, রক্ষার্থ পা ধাতুর উত্তর ল হয়। যদি কর্তা অস্ত্র নিরপেক্ষ
 হইয়া ভয় ও বিষয় জন্মায়, তাহা হইলে গিচ্ প্রত্যয় পরে
 তী ধাতু স্থানে ভীষ ও শি ধাতু স্থানে শাপ এবং আত্মনেপদ
 হয়। গিচ্ প্রত্যয় পরে যুগয়া অর্থে রনজ ধাতুর ন লোপ
 হয়, ই ধাতুস্থানে গম হয়। জ্ঞানার্থ ই-ধাতু হইলে হয় না।

আশীর্গিণ্ডের পরস্মৈপদে গিজস্ত ধাতুর ই লোপ হয়।

লিট্ বিভক্তিতে গিজস্ত ধাতুর উত্তর আম্ হয় এবং আমের
 উত্তর তু, ক, ও অস এই তিন ধাতুর অমুপ্রয়োগ হইবে।

লুঙ্ বিভক্তিতে গিজস্ত ধাতুর উত্তর অ হয়। অ হইলে
 গিজস্ত ধাতু অভ্যন্ত হয় এবং লিট্ প্রকরণোক্ত যাবতীয়
 অভ্যন্তকার্য্য প্রাপ্ত হয়। অ পরে থাকিলে গিজস্ত ধাতুর
 পরভাগের অন্তস্থিত ইকারের লোপ হয় ও গিজস্ত ধাতুর পর
 ধাতুর পরভাগের উপধা গুরু স্বর লঘু হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে
 গিজস্ত ধাতুর পূর্ব ভাগের লঘু স্বর গুরু হয় ও গিজস্ত
 ধাতুর পূর্বভাগের অকার স্থানে ঙ্গ হয়। পর বর্ণ গুরু স্বর-
 যুক্ত হইলে ঙ্গ হয় না। সংযুক্তবর্ণ পরে থাকিলে ক্রস্ব ই
 হয়। স্ব, হ্র ও স্বর ধাতুর ই হয় না। গিজস্ত ভ্রাজ, দীপ
 প্রভৃতি ধাতুর পরভাগের উপধা গুরুস্বর বিকল্পে লঘু হয়।
 ঋকারোপধা অর্থাৎ যে সকল ধাতুর উপধা ঋকার এই সকল
 ধাতু গিজস্ত হইলে লুঙ্ বিভক্তিতে বিকল্পে ধাতুর আকৃতি
 প্রাপ্ত হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে গিজস্ত স্বপ ধাতুস্থানে স্থপি এবং
 ধা ধাতুর আকার স্থানে ইকার ও অভ্যন্ত পায়ি ধাতু স্থানে
 পীপ্য হয়। লুঙ্ বিভক্তিতে গিজস্ত শ্র, ক্র, ক্র, প্র, প্রু ও চ্য
 ধাতুর পূর্বভাগের অকার স্থানে ই এবং উ হয়।

চুরাদি।

চুরাদি গণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে গিচ্ হয় এবং গিজস্ত
 ধাতু কার্য্য প্রাপ্ত হয়। গিচ্ করিলে ধাতুর অন্তস্থিত অকা-
 রের লোপ হয়, পরে আর গুণ বৃদ্ধি হয় না। লুঙ্ বিভক্তিতে
 অকারান্ত ধাতুর পূর্বভাগের লঘুস্বর গুরু হয় না, এবং
 অকার স্থানে ই অথবা ঙ্গ হয় না। কেবল কথ ও গণ
 ধাতুর পূর্বভাগের অকার স্থানে বিকল্পে ঙ্গ হয়।

সনস্ত ধাতু।

ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সনের স

থাকে। সন্ প্রত্যয় পরে ধাতুর উত্তর ই হয়। অনিট্
 ধাতুর উত্তর হয় না। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতু অভ্যন্ত হয় ও
 যাবতীয় অভ্যন্ত কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ধাতুর পূর্ব
 ভাগের অকার স্থানে ইকার হয়। ধাতু যে পদী, সন্ প্রত্যয়
 হইলে সেই পদীই থাকে। গিজস্তের ভ্রায় সনস্ত ও স্বতন্ত্র
 ধাতু বলিয়া গণ্য ও সমুদয় ধাতুকার্য্য প্রাপ্ত হয় এবং
 লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে ত্রাদিগণীয়
 ধাতুর তুল্য হয়। রুদ্, বিদ্ ও মুৎ ধাতুর উপধা লঘুস্বরের
 গুণ হয় না এবং গ্রহ ধাতুর উত্তর ইট্ হয় না। সন্
 প্রত্যয় পরে থাকিলে গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ, স্বপ ধাতু স্থানে
 স্থপ ও প্রচ্ছ ধাতু স্থানে পৃচ্ছ হয় এবং প্রচ্ছ ও গম ধাতুর
 উত্তর ইট্ ও জিধাতু স্থানে গি হয়। সন্ প্রত্যয় পরে
 থাকিলে হন্ ধাতুর পরভাগের অকার স্থানে আকার, ই
 স্থানে য এবং ধাতুর অন্তস্থিত ঋবর্ণস্থানে ঙ্গ হয়। ঋ
 বর্ণ ওষ্ঠাবর্ণের পর থাকিলে উর্ হয়। সন্ প্রত্যয়ান্ত অভ্যন্ত
 দাধাতু স্থানে দিৎস, ধা ধাতু স্থানে ধিৎস, আপ ধাতু স্থানে
 ঙ্গপ, মা ধাতু স্থানে মিৎস, লভ ধাতু স্থানে লিপ ও রভ ধাতু
 স্থানে রিপ হয়। লিট্ বিভক্তিতে সনস্ত ধাতুর উত্তর আম
 ও ভু, অন্ ও কৃ ধাতু অমুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। কিৎ,
 তিজ, গুপ, বধ ও মান ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয় এবং
 বধ ও মান ধাতুর পূর্বভাগের অকার ও আকার স্থানে
 ঙ্গকার হয়।

যঙস্ত ধাতু।

এক পরযুক্ত আদিত্তে ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর
 পোনঃপুণ্য ও অতিশয় অর্থে যঙ্ হয়। যঙের য থাকে।
 যঙস্ত ধাতু আত্মনেপদী হয়। গিজস্ত সনস্তের ভ্রায় যঙস্ত ও
 স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য এবং সমুদয় ধাতুকার্য্য প্রাপ্ত
 হইবে। লট্, লোট্, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে ত্রাদিগণীয়
 ধাতুর তুল্য। যঙ্ প্রত্যয় করিলে যাবতীয় অভ্যন্ত কার্য্য
 প্রাপ্ত হয়। যঙ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পূর্বভাগের গুণ হয়।
 যঙ্ হইলে নাস্ত, মাস্ত ও লাস্ত ধাতুর পূর্বভাগের স্বরবর্ণের
 পরং হয়। ঋকারোপধা ধাতুর পূর্বভাগের রী হয়। ঋকারান্ত
 ধাতুর ঋ স্থানে ঙ্গ হয়। লট্, লুঙ্ ও আশীর্গিণ্ডের বিভক্তিতে
 ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত যঙের লোপ হয়।

নাম ধাতু।

শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় হয়। ঐ সকল প্রত্যয়
 হইলে শব্দ ধাতুর রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে নাম
 ধাতু কহে। সমুদয় নাম-ধাতু ত্রাদিগণীয় ধাতুর ভ্রায় রূপ
 হইয়া থাকে। আত্মসংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর

কাম্য ও পরমৈশ্বর্য হয়, কিন্তু অল্প সংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে হয় না। যথা আশ্রয়ঃ পুত্রসিদ্ধি, আপনায় পুত্র ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে 'কাম্য' প্রত্যয় হইল। এই স্থলে পুত্র শব্দের উত্তর কাম্য প্রত্যয় করিয়া 'পুত্রকাম্য' ধাতু হইল। আশ্রয়সংক্রান্ত ইচ্ছা বুঝাইলে শব্দের উত্তর ক্যচ্ ও পরমৈশ্বর্য হয়। ক্যচের য থাকে। ক্যচ্ প্রত্যয় করিলে শব্দের অন্তস্থিত অকার বা আকার স্থানে জৈ হয় এবং ব্রহ্মশব্দ থাকিলে দীর্ঘ হয়। ব্রহ্মকা অর্থে অশন শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। অশনশব্দের অন্ত্য অকার স্থানে আকার হয়। পিপাসা অর্থে উদক শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয় এবং উদক শব্দ স্থানে উদন হয়। নমস্, তপস্ ও বরিবস্ শব্দের উত্তর করণ অর্থে ক্যচ্ হয়। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্যচ্ হয় এবং অন্তস্থানে যদি ঞ থাকে, তাহা হইলে ঞ স্থানে রী হয়। আচরণ অর্থে উপমানকর্তার উত্তর ক্যচ্ ও আশ্রয়নেপদ হয়। ক্যচের য থাকে। ক্যচ্ পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত ব্রহ্মশব্দ দীর্ঘ হয়, অন্তস্থিত নকার ও সকারের বিকল্পে লোপ হয় ও অন্তস্থিত ঞ স্থানে রী হয়। করণ অর্থে শব্দ, বৈর ও কলহ শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। অমৃত্যব অর্থে সুখ, দুঃখ ও কৃচ্ছ শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। উষ্মন অর্থে বাপ, ফেন, ধূম ও উষ্ম শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। উল্লাসপূর্বক চর্শ্ব অর্থে রোমহ শব্দের উত্তর ক্যচ্ হয়। ভূশ, শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, স্মমনস্, হর্ষনস্, উষ্মনস্ এই সকল শব্দের উত্তর অমৃত্যবত্বার্থে বস্ত বা ব্যক্তি যে ভাবাপন্ন না থাকে, সেই ভাবাপন্ন হওয়া এই অর্থে ক্যচ্ হয়। আচরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর বিপ্ হয়; বিপের কিছুই থাকে না। করণ অর্থে শব্দের উত্তর গিচ্ হয় এবং গিজন্ত প্রকরণে বাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এই স্থলেও সেই সকল কার্য হইবে। গিচ্ করিলে পৃথু, মুহু ও দৃঢ় শব্দের ঞ স্থানে র ও অন্ত্যব্রহ্মের লোপ হয়। গিচ্ করিলে স্থলশব্দ স্থানে স্থব, দ্রুশব্দ স্থানে দব, অন্তিক শব্দ স্থানে নেদ, এবং বহল শব্দ স্থানে বং হয়।

কোন কোন ধাতু আশ্রয়নেপদী বা পরমৈশ্বর্যদী তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে।

পরমৈশ্বর্য-বিধান।

বি, আ ও পরিপূর্বক রম্ ধাতু পরমৈশ্বর্য হয়। উপপূর্বক রম্ ধাতু বিকল্পে পরমৈশ্বর্য হয়। অম্ ও পরা পূর্বক কৃ ধাতুর পরমৈশ্বর্য হয়। অতি, প্রীতি, অতি পূর্বক কিপ ধাতুর পরমৈশ্বর্য হয়। অপূর্বক বহ ধাতুর পরমৈশ্বর্য

হয়। লিট্, লুট্ ও লৃট্ বিভক্তিতে বুধাতুর পরমৈশ্বর্য হয়। গিজন্ত বুধ, নশ, জন্ ও অধ্যয়নার্থ ই ধাতুর পরমৈশ্বর্য হয়। গিজন্ত প্রে, ক্র ও ক্র ধাতুর পরমৈশ্বর্য হয়। যদি ঞ গিজন্ত-কালে প্রাণী কর্তা থাকে, তাহা হইলে অকর্ম্মক গিজন্ত ধাতু পরমৈশ্বর্য হয়।

আশ্রয়নেপদ-বিধান।

নি পূর্বক বিশধাতু আশ্রয়নেপদ হয়। বি, পরি, অব পূর্বক ক্রী ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। আ পূর্বক দা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়, কিন্তু বিভক্ত অর্থে হয় না। আ, অম্ ও পরি পূর্বক ক্রীড় ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। শকী অথবা চতুষ্পদ অস্ত্র কর্তা হইলে, এবং হর্ষপ্রকাশ, আহারাশ্রয়ণ ও বাসগ্রহণেচ্ছা অর্থ বুঝাইলে অপপূর্বক কৃ আশ্রয়নেপদ ও আদিতে সকারের আগম হয়। আপূর্বক প্রচ্ছ ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। প্রে, বি, অব ও সমপূর্বক হা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। উৎপূর্বক হা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়, কিন্তু উত্থান অর্থে হয় না। দেবপূজা, মিলন, মৈত্রীকরণ ও পথ এই সকল অর্থে উপ পূর্বক হা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। লাভেচ্ছা বুঝাইলে উপ পূর্বক হা ধাতুর বিকল্পে আশ্রয়নেপদ হয়। উপ পূর্বক অকর্ম্মক হা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। আ পূর্বক অকর্ম্মক হন ও যম ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। সমপূর্বক অকর্ম্মক গম্ ও প্র ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। স্পর্ধা অর্থে আ পূর্বক ছে ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। বৃদ্ধি, উৎসাহ ও অপ্রতিবন্ধ অর্থ বুঝাইলে ক্রম ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থের উর্দ্ধগমন বুঝাইলে আ পূর্বক ক্রম ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। জ্যোতিঃ ত্রিষ অল্প পদার্থের উর্দ্ধগমন বুঝাইলে হয় না। পদবিক্রম অর্থে বিপূর্বক ক্রম ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। আরম্ভ অর্থে প্রে ও উপ পূর্বক ক্রম ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। উপসর্গহীন ক্রম ধাতুর বিকল্পে আশ্রয়নেপদ হয়। অপক্বে অর্থে জা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। সম ও প্রতিপূর্বক জা ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। স্রবণ অর্থে হয় না। উপসর্গহীন জা ধাতুর বিকল্পে আশ্রয়নেপদ হয়। প্রতিজ্ঞা অর্থে সম পূর্বক গৃ ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। উৎ পূর্বক সাকর্ম্মক চর ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। তৃতীয়াস্ত পদের যোগে সম পূর্বক চর ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। বিকল্প অর্থ বুঝাইলে উপপূর্বক যম-ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। উপসর্গ পূর্বক মুচ্ ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। রক্ষা ভিন্ন অস্ত্র অর্থে ভূচ্ ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। যদি কর্তা স্বপ্রয়োজনোদ্দেশ্যে ক্রিয়া অমুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে উত্তরপদী ধাতু ও গিজন্ত ধাতুর কেবল আশ্রয়নেপদ হয়। সনন্ত জা, প্রে, বৃ ও দৃশ্ ধাতুর আশ্রয়নেপদ হয়। অমৃপূর্বক জা ধাতুর উত্তর হয় না।

কৃত ধাতুর প্রতি ও আ পূৰ্ণক হয় না। যে সকল ধাতুর উত্তর যার, সেই সকল ধাতু আত্মনেপদী এবং যে সকল ধাতুর উত্তর যার, সেই সকল ধাতু উত্তরপদী।

লকারার্থ নির্ণয়।

বর্তমানকালে ধাতুর উত্তর লট বিভক্তি হয়। অতীত কালে ধাতুর উত্তর লিট, লঙ ও লুঙ হয়। ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর লুট ও লূট হয়। স্ব শব্দের যোগে অতীতকালে লট হয়। মা শব্দের যোগে সৰ্বকালে বিকল্পে লুঙ হয়। মাম্মশব্দের যোগে সৰ্বকালে লঙ ও লুঙ বিভক্তি হয়।

যাবৎ ও পুরাশব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে লট হয়। কদা ও কহিশব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে লট হয়। কথং শব্দের যোগে সৰ্বকালে লট ও বিধিলিঙ হয়। যদা ও বদি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিধিলিঙ হয়। আশীর্বাদ অর্থে ধাতুর উত্তর আশীর্লিঙ ও লোট হয়। আশীর্বাদ অর্থে লোটের তু ও হি স্থানে বিকল্পে তাৎ হয়। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ হয়। বিধি বিবিধ প্রবর্তনা ও নিবর্তনা। সংকর্ষে প্রবৃত্তি দানের নাম প্রবর্তনা, অসং কৰ্ম হইতে নিবর্তনের নাম নিবর্তনা। অমুক্তা, নিয়োগ, নিমন্ত্রণ, অমুরোধ, প্রার্থনা ও জিজ্ঞাসা এই সকল অর্থে বিধিলিঙ ও লোট হয়। ক্রিয়াধরের কার্য কারণ ভাব বোধ হইলে উত্তর ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকালে বিধিলিঙ হয়। সমর্থনা অর্থে ধাতুর উত্তর লোট হয়। ইচ্ছাধাতুর যোগে বিধিলিঙ ও লোট হয়।

ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বুঝাইলে অতীতকালে ধাতুর লুঙ হয়। সে যদি আসিত তাহা হইলে আমি যাইতাম, এইরূপ স্থলেই লুঙ বিভক্তি হয়। পোনঃ পুঙ ও অতিশয় অর্থ বুঝাইলে সৰ্বধাতুর উত্তর সৰ্বকালে সৰ্বপুরুষে ও সৰ্ববিভক্তিতে লোটের হি, ত, স্ব, ধ্বঃ এই কয় বিভক্তি হইয়া থাকে।

কৰ্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

কৰ্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতু আত্মনেপদী হয়। সুতরাং কেবল আত্মনেপদীর বিভক্তি হইয়া থাকে। কৰ্মবাচ্যে কৰ্মপদে যে পুরুষ ও যে বচন থাকে, ক্রিয়াপদেরও সেই পুরুষ ও সেই বচন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কৰ্মপদ অসম্বদ হইলে ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি হয়। সুসম্বদ হইলে মধ্যম পুরুষের ও তত্তির হইলে প্রথম পুরুষের বিভক্তি হয়। এইরূপ কৰ্মপদে একবচন থাকিলে ক্রিয়াপদে একবচন, দ্বিবচন থাকিলে দ্বিবচন, এবং বহুবচন থাকিলে বহুবচন হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কেবল প্রথম পুরুষের একবচন হয়। কৰ্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লট, লোট, লঙ ও বিধিলিঙ এই

চারি বিভক্তিতে সৰ্ব-পদীর ধাতুর উত্তর ব হয়। ব পরে থাকিলে দ্বী ধাতু স্থানে শর হয়। ব পরে থাকিলে দা, ধা, মা, গা, ভা, পা, সা ও ধা ধাতুর আকার স্থানে দ্বী হয়। আশীর্লিঙ স্থলে পরস্মৈপদে যে সকল কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাবৎ ও কৰ্মবাচ্য স্থলেও সেই সকল ক্রিয়া হইবে। ব পরে গিলন্ত ধাতুর অন্তর্হিত ইকারের লোপ হয়। লুট, লুঙ, লুঙ ও আশীর্লিঙ এই চারি বিভক্তি স্রাস্ত্র গ্রহ, দৃশ ও হন ধাতুর উত্তর পক্ষান্তরে ই হয়। এই সকল বিভক্তিতে ই পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। ই পরে থাকিলে উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়।

ই পরে থাকিলে হন ধাতুর হ স্থানে ব হয়। এই সকল বিভক্তিতে ই পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর ব হয়। কৰ্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে লুঙের ত বিভক্তি স্থানে ই হয়। ই পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয় এবং উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। স্রাস্ত্র গ্রহ, দৃশ ও হন ধাতুর লুঙের ত ভিন্ন বিভক্তিতে লুট প্রভৃতির স্রাস্ত্র কার্য হয়। ক্রিয়া পদ সাধিতে হইলে সে সকল স্রাস্ত্রাদির আব-
শ্যক, তাহার সংক্ষিপ্তভাবে বিবরণ দেওয়া হইল। পরে অকারাদিক্রমে ধাতু ও ধাত্বর্থ লিখিত হইতেছে।

অংশ—বিভাজন। চুরাদিগণীয়, উত্তরপদী। লট অংশরতি, অংশরতে। লোট—অংশরতু, অংশরতাং। বিধিলিঙ—অংশ-
য়েৎ, অংশয়েত। লঙ—আংশরৎ, আংশরত। লুঙ—
আংশিশৎ, আংশিশত। ক্ত—অংশিত। কোন কোন
পণ্ডিতের মতে অংশাপরতি এইরূপ পদ হইবে।

অংস—বিভাগ। চুরাদিগণীয়, উত্তরপদী। লট—অংসরতি, অংসরতে। লোট—অংসরতু, অংসরতাং। লঙ—আংসরৎ, আংসরত। লুঙ—আংসিশৎ, আংসিশত। অংসাপরতি।

বি+অংস=বিশ্লেষকরণ, প্রচ্যাবন।

“ব্যংসয়ামাস তৎসৈস্তং।” (ভারত)

এই স্থলে “ব্যংসয়ামাস” বি উপসর্গের যোগে বিশ্লেষকরণ অর্থ হইল।

অংহ—ভাসন। চুরাদি, উত্তরপদী। লট অংহরতি, অংহরতে। লোট—অংহরতু, অংহরতাং। লঙ—আংহরৎ, আংহরত। বিধিলিঙ—অংহয়েৎ, অংহয়েত। লুঙ—আংহিশৎ, আংহিশত। অংহ—গতি। ভাদি, আত্মনেপদী। লট অংহতে। লোট অংহতাং। লঙ—আংহত। বিধিলিঙ—অংহেত। লুঙ—
আংহিষ্ট।

অক্—বক্রগতি, কুটিলগতি। ভাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট—
অকতি। লোট—অকতু। লঙ—আকৎ। বিধিলিঙ—

অকৎ। লিট্—অক। লুট্—অকিতা। লুঙ্—আকীৎ, আকিষ্টাৎ। গিচ্—অকরতি। অকধাতু ঘটাদিগণ মধ্যে বলিয়া ‘অকরতি’ এইরূপ হইবে না। “বটাদেপোর্ ইষশ্চ” এই শ্রুতানুসারে ইষ হইবে।

অক—অক্ অক ধাতু। ভাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। এই ধাতুর বিকল্পে ইট্ বিধান হয়।

অর্থ—১ ব্যাপ্তি। ২ সংহতি। লট্—অকতি, অক্কেতি। লোট্—অকতু, অক্কেতু। লঙ্—আকৎ, আক্কেৎ। লিট্—আনক, আনকতু। আনকিত, আনকিষ্ট। লুট্—অকিতা, অকিষ্টা। লুট্—অকিষতি, অক্যতি। লুঙ্—আকীৎ, আকিষ্টাৎ, আকিষ্যৎ, আক্। যে স্থলে ইট্ হইবে না, সেই স্থলে বৃদ্ধি হইবে। সন্ অচিক্ষতি, অচিক্ষতি। গিচ্—অকরতি। অচিকৎ। ক্ৰাচ্—অকিষা, অকিষ্টা। ক্ৰ—অকি। ক্ৰিন্—অকি। লুট্—অকুৎ। লম্+অক=প্রাপ্তি।

অগ—অগি-অগ ধাতু। ভাদিগণীয়—পরস্মৈপদী। অর্থ—গতি। লট্—অগতি। লোট্—অগতু। বিধিলিঙ্—অগেৎ। লঙ্—আগৎ। লিট্—আনগ। লুঙ্—আকীৎ।

অগ—বক্তগতি। ভাদিগণীয়—পরস্মৈপদী, অকর্ম্মক। লট্—অগতি। লোট্—অগতু। বিধিলিঙ্—অগেৎ। লঙ্—আগৎ। লুঙ্—আকীৎ। লিট্—আগ। লুট্—অগিতা। গিচ্—অগরতি। অগধাতু ঘটাদিগণ হেতু গিচ্ পরে হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব না হইলে “অগরতি” এইরূপ পদ হইত।

অব—অবি অদধাতু। ভাদিগণীয়, আত্মনেপদী। অর্থ—১ গতি গমনারম্ভ। ২ আক্বেপ, নিদ্রা। ৩ আরম্ভ। লট্—অবতে। লোট্—অবত্যাৎ। বিধিলিঙ্—অব্বেত। লঙ্—অব্বেত। লুঙ্—অভিষ্ট। লিট্—আনবে। লুট্—অভিষ্টা।

অব—পাপকরণ। চুরাদিগণীয়, উত্তরপদী। লট্—অবরতি, অবরতে। লোট্—অবরতু, অবরতাৎ। লঙ্—আবহৎ, আবহত। বিধিলিঙ্—অবহেৎ, অবহেত। লুঙ্—আভিহৎ, আভিহত।

অক—ভাদিগণীয়, আত্মনেপদী। অর্থ—১ অকন, চিলীকরণ। ২ গতি। লট্—অকতে। লোট্—অকতাৎ। লঙ্—অকত। বিধিলিঙ্—অক্কেত। লুট্—অকিতা। লুঙ্—আকিষ্ট। সন্ অকিষতি।

অক—১ গতি। ২ লক্ষণ। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈপদী। লট্—অকরতি, অকাপয়তি। লোট্—অকরতু, অকাপয়তু। লঙ্—আকরৎ, আকাপয়ৎ। লুঙ্—আকিৎ। লিট্—অকরামাস।

অক—চিহ্নযুক্তকরণ। অদন্ত চুরাদি, উত্তরপদী, সাকর্ম্মক, সেট। লট্—অকরতি, অকরতে। লোট্—অকরতু, অকরতাৎ।

লঙ্—আবহৎ, আবহত। লুঙ্—আভিহৎ, আভিহত। মতান্তরে অকাপয়তি, অকাপয়তে ইত্যাদি।

অজ—১ গতি। ২ কেপণ। ভাদিগণীয়, পরস্মৈপদী। লট্—অজতি। লোট্—অজতু। বিধিলিঙ্—অজেৎ। লঙ্—অজৎ। লিট্—বিবায়, বিবয়। বিবিাব। লুট্—বেতা, অজিতা। লুট্—বেযতি, অজিষতি। আশ্লিঙ্—বীরাৎ। লুঙ্—অভৈবীৎ, অভৈবষ্টাৎ, অভৈবয়ুঃ। বিকল্প পক্ষে আজীৎ। আজিষ্টাৎ। আজিষুঃ। সন্ বিবীষতি। যঙ্—বেবীরতে। এই ধাতুর যঙ্ লুক হয় না। অত্ যঙ্ লুক নাস্তি। (পাণিনি) গিচ্—বারতি। অচ—১ অবিলম্বে কখন। ২ গতি। ভাদিগণীয়, উত্তরপদী সাকর্ম্মক, সেট। লট্—অচতি, অচতে। লোট্—অচতু, অচতাৎ। বিধিলিঙ্—অচেৎ, অচেত। লঙ্—আচৎ, আচত। লুঙ্—আচীৎ, আচিষ্ট। ক্ৰ—অক, ক্ৰাচ্—প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়। ক্ৰাচ্—অচিষ্টা, অক্।

অচ—অনুচ অচ ধাতু ১ গতি। ২ পূজা। ৩ অব্যক্ত শব্দ। ভাদিগণীয়, উত্তরপদী। লট্—অচতি, অকতে। লোট্—অচতু, অকতাৎ। বিধিলিঙ্—অকেৎ, অকেত। অনুচ অচ ধাতু লট্—অচতি, অচতে। লিট্—আনক, আনকে। লুট্—অকিতা। লুট্—অকিষতি, অকিষতে। আশ্লিঙ্—অক্যাৎ। গতি অর্থে অচ ধাতু—অচ্যাৎ। লুঙ্—আকীৎ, আকিষ্টাৎ, আকিষুঃ। আকিষ্ট। আকিষতাৎ। আকিষত। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে অচাতে। অচি অচ ধাতু অক্যতে। সন্ অকিষতি, অকিচিষতে। ক্ৰ—অক। পূজা অর্থে অচ্—ধাতু ক্ অকিত। অচি অচ ধাতু বর্তমানে ক্ অকিত। অনুচ অচ ধাতু ক্ অকিষা, অক্। অচি অচ ধাতু অকিষা। প্র+অনুচ—প্রকর্ম্ম। ২ পূর্বদিক্‌গতবৃত্তি। পরা+অনুচ=প্রতিগতি। আভিমুখ্যাব। পশ্চাত্যাব। বহির্ভাব। অপ+অনুচ=অপসরণ। লম্+সুন্দর গমন, যথোচিত গমন। অহু+পশ্চা-দগতি। উদ্+উর্দ্ধগমন উত্তরদিগবৃত্তি। পরি+সমভা-দগতি। প্রতি+প্রতীপগতি পশ্চাদগতি পশ্চাৎবৃত্তি। পি+নুনীতাব। অব+অধোগতি দক্ষিণদিগবৃত্তি।

অচ—অচি-অচ ধাতু ১ গতি। ২ পূজা। উত্তরপদী, সাকর্ম্মক, সেট। লট্—অচতি, অকতে। লুঙ্—আকিষ্ট, আকীৎ। ক্ৰাচ্—পরে বিকল্পে ইট্ হয়। ক্ৰাচ্—অচিষ্টা, অকিষা।

“ক্ৰকতে প্রত্যাহং যোহো যম্মান্যক্শি চারয়।” (কবিরহত) অজ—১ গতি। ২ কেপণ। চুরাদিগণীয়, উত্তরপদী। সাকর্ম্মক সেট। লট্—অজরতি, অজরতে। লোট্—অজরতু, অজরতাৎ। বিধিলিঙ্—অজরেৎ, অজরেত। লঙ্—আজরৎ। আজরৎ। লুঙ্—আভিহৎ, আভিহত।

অজ—অনজ্ঞ অজ্ঞাভূ—১ ব্যক্তি, প্রকাশ। ই মৰ্শণ। ৩ ব্রহ্মণ।
৪ কাঙ্ক্ষি। ৫ গতি। কৃষাদিগণীর, পরম্পরগণী। লট, অনক্তি,
অজ্জুতঃ, অজ্জন্তি। লোট, অনজ্জু। হি—অজ্জি। অনজ্জানি।
। লঙ, অজ্জাৎ। লঙ, আনজ্, আজ্জুতঃ, অজ্জান। লিট,
আনজ্জ, আনজ্জিথ, আনজ্জথ। লুট অজ্জিতা, অজ্জুত। লুট,
অজ্জিযতি, অজ্জতি। লুঙ, অজ্জীৎ, অজ্জিষ্টাৎ, অজ্জিষুঃ।
সন্ অজ্জিষতি। গিচ্ অজ্জয়তি। লুঙ, অজ্জিষৎ।

অট—গতি। ভূদিগণীর, অকৰ্মক, পরম্পরগণী, সেট। লট
অটতি। লোট অটতু। বিধিলিঙ, অটেৎ। লঙ, আটৎ। লিট
আট। লুট অটতা। লুট অটতি। লুঙ, আটীৎ, আটিষ্টাৎ,
আটিষুঃ। সন্ অটটিষতি। বঙ, অটট্যাতে। গিচ্ অটটিয়তি।
লুঙ, আটিটৎ। পরি+অট=পর্যটন।

অট—অট অট ধাতু গতি। ভূদিগণীর, আত্মনেপদী, সাকৰ্মক,
সেট। লট অটতে, লোট অটতাৎ=লঙ, আটত। বিধি-
লিঙ অটতে। লুঙ, আটীৎ। লিট আনটে। লুট অটিতা।
সন্ অটটিষতে।

অট—১ অতিক্রম। ২ বধ, হিংসা। ভূদিগণীর, আত্মনেপদী,
সাকৰ্মক, সেট। লট অটতে। লোট অটতাৎ। বিধিলিঙ,
অটেত। লঙ, আটত। লিট আনটে। লুঙ, আটিষ্ট। লুট
অটিতা। সন্ অটটিষতে, অটটিষতে।

অট—অনাদর। চুরাদিগণীর, পরম্পরগণী, অকৰ্মক, সেট। লট
অটরতি। লোট অটরতু। লঙ, আটরৎ। লুঙ, আটিটৎ।

অঠ—গতি। ভূদিগণীর, পরম্পরগণী, সাকৰ্মক, সেট। লট
অঠতি। লোট অঠতু। লঙ, আঠৎ। লিট আঠ। লুঙ, আঠীৎ।

অঠ—আঠ=অঠ ধাতু গতি। ভূদি, সক, আত্ম, সেট। লট
অঠতে, লিট আনঠে। লঙ, আঠত। লুঙ, আঠিষ্ট।

অড—উত্তম। ভূদি, পর, সক, সেট। লট অডতি। লিট
অড, অডতুঃ। লুট অডিতা। লুঙ, অডীৎ।

অড—ব্যাপ্তি। বাদি, পর, অক, সেট। লট অডগোতি। লুঙ,
অডীৎ। বাদিগণীর অডধাতু কেবল বেদে প্রয়োগ হইয়া
থাকে। বৈদিকগ্রন্থে ভিন্ন অস্ত্র হলে ইহার প্রয়োগ দেখা
যায় না।

অড—অভিযোগ। ২ সমাধান, নির্দ্ধা। ভূদি, পর, সক,
সেট। লট অডতি। লোট অডতু। লঙ, অডতৎ। লিট
আনড। লুট অডিতা। লুঙ, অডীৎ। সন্ অডিডিষতি
অডিডিষতি। গিচ্ অডয়তি। লুঙ, অডিষৎ।

অণ—শব্দ। ভূদি, পর, অক, সেট। লট অণতি। লোট অণতু
লঙ, আণিৎ, আণৎ। লিট আণ। লুট অণিতা। লুঙ, আণীৎ।
সন্ অণিষতি। গিচ্ অণয়তি।

অণ—জীবন। দিবাদি, আত্ম, অক, সেট। লট অণতে।
লোট অণতাৎ। লঙ, আণত। লুঙ, আণিষ্ট।

অত—বন্ধন। ভূদি, পরম্পর, সক, সেট। লট অততি। লোট
অততু। বিধিলিঙ, অতেৎ। লঙ, অতৎ। লিট আত। লুট
অতিতা। লুঙ, আতীৎ।

অত—অতি অতধাতু বন্ধন। ভূদি, পরম্পর, সক, সেট। লট
অততি। লোট অততু। বিধিলিঙ, অতেৎ। লঙ, অতৎ।
লুঙ, আতীৎ। অতি, অদি, ইতি, বিধি, এই চৌ ধাতু কাণ্ড-
পাদিয় মতে তিঙ, বিবরণ নহে।

অত—প্রাপণ, সাততা, গতি। ভূদি, পরম্পর, সক, সেট। লট
অততি। লুট অতিযতি। লুট অতিতা। লিট আত, আততুঃ।
লুঙ, আতীৎ, আতিষ্টাৎ। ক অতিত।

অদ—অদি অদধাতু বন্ধন। ভূদি, পরম্পর, সক, সেট। লট
অদতি, লোট অদতু। বিধিলিঙ, আদৎ। লঙ, আদৎ।
লুঙ, আদীৎ।

অদ—তদন। অদাদি, পরম্পর, সক, অনিট। লট অতি, অস্তঃ
অদতি। লোট অতু। লোটহি অদ্বি। বিধিলিঙ, অদাৎ। লঙ,
আদৎ। লিট পরে অদধাতু স্থানে বস্ হয়। লিট অদাস,
অদতুঃ। বিকর পক্ষে আদ, আদতুঃ। থ অবসিথ, আদিথ।
লুট অদা। লুট অদততি। লুঙ, পরে অদ ধাতু স্থানে বস্
হয়। লুঙ, অদসৎ। সন্ অদিসতি। গিচ্ অদরতি। ক্ৰা,
অদ্বা, ক্ৰ অদ্ব। বঞ্ ধাস। নি-অদ-বঞ্ নিদস, ভাদ।

অন—জীবন, প্রাণন। অদাদি, পরম্পর, অক, সেট। লট
অশিতি, অনিতঃ, অনতি। লোট হি অনিহি। বিধিলিঙ,
অজাৎ। লঙ, অনীৎ, আনৎ। লিট আন। লুট অনিতা।
লুট অনিযতি। লুঙ, অনীৎ, আনিষ্টাৎ, আনিষুঃ। গিচ্ আন-
য়তি। লুঙ, আনিনৎ। প্র+অন=প্রাগুগতি প্রাসত্যাপ,
জীবন। প্রাণ। অপ+অন=অধোগতি আপনে। উৎ+অন=
উর্দ্ধগতি উন্নয়ন। বি+অ+অন=বিষগুগতি ব্যান। সম্+
আ+অন=সমতাপগতি, সমান। “বৈদ্যপ্রানিতি স প্রাণঃ
যদপানিতি সোহপানঃ” (শ্রুতি)।

“প্রাণোহপানঃ সমানশোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।” (অমর)।

অন—জীবন। দিবাদি আত্মনে, অক, সেট। লট অন্ততে।
লোট অন্ততাৎ। লঙ, আন্তত। বিধিলিঙ, অন্তেত। লুঙ,
আনিষ্ট। লুট অনিতা। লুট অনিযতে। লিট আনে।

অন—১ দৃষ্টিবিহীনতা, দৃষ্টির অভাব। ২ উপসংহার। অদন্ত
চুরাদি, উত্তরগণী, অক, সেট। লট অনন্ততি, অনন্তয়তে।
লোট অনন্ততু, অনন্তয়তুঃ। লুঙ, অনন্তৎ, আনন্তৎ।

অন—গতি। ভূদি, পরম্পর, সক, সেট। লট অনতি। লোট

অত্রতু। বিধিলিঙ্ অত্রৎ। লঙ্ আত্রৎ। লিট্ আমত্র। লুট্ অত্রিত। লুঙ্ আত্রীৎ। সন্ অত্রিষতি। গিচ্ অত্রতি। লুঙ্ আবিষৎ।

অম—গতি। ২ শব্দ। ৩ সন্ততি, সেবা। ভাদি, পরমৈ, সকর্ষক, সেট্। যে স্থলে শব্দ অর্থ হইবে, সেই স্থলে অকর্ষক। লট্ অমতি। লোট্ অমতু। বিধিলিঙ্ অমেৎ। লঙ্ আমৎ। লিট্ আম। লুট্ অমিত। লুট্ অমিষতি। লুঙ্ আমীৎ। আদিষ্টাৎ। গিচ্ আমরতি।

অম—রোগ। চুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। অমধাতু পীড়ন অর্থে সাকর্ষক। লট্ অমরতি, অমরতে। লোট্, অমরতু, অমরতাৎ। বিধিলিঙ্ অমরেৎ, অমরতে। লুঙ্ আমিমৎ, আমিমত।

অষ—গতি। শব্দ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ অষতি। লোট্ অষতু। বিধিলিঙ্ অষেৎ। লঙ্ আষৎ। লিট্ আনষ। লুঙ্ আষীৎ।

অষ—অবি অষধাতু শব্দ। ভাদি, আষ্মনে, অক, সেট্। লট্ অষতে। লোট্ অষতাৎ বিধিলিঙ্ অষেত। লঙ্ আষত। লুট্ অষিত। লুঙ্ আষিষ্ট।

অয়—গতি। ভাদি, আষ্মনে, সক, সেট্। লট্ অয়তে। লোট্ অয়তাৎ। বিধিলিঙ্ অয়েত। লঙ্ আয়ত। লিট্ অয়াংচক্রে। লুট্ অয়িত। লুট্ অয়িষতে। আশীলিঙ্ অয়িষীৎ, অয়িষীৎ। লুঙ্ আয়িষ্ট, আয়িষতাৎ, আয়িষত। আয়িচ, আয়িধৎ। সন্ অয়িষতি। গিচ্ আয়রতি। ঐ + পরা + অয় = পলায়ন। এই ধাতুর পরমৈপদে প্ররোগ দেখা যায়। লট্ উদয়তি। লুঙ্ আয়ীৎ।

“ওচোদয়ন দীধিতি মুক্খশাসঃ” (স্ক্রু যজুঃ ১৯।৬৯)

“উদয়তি বিততোর্জয়শ্চি” (মাঘঃ)।

অর্ক—১ তাপ। ২ ত্ততি। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অর্কয়তি, অর্কয়তে। লোট্ অর্কয়তু, অর্কয়তাৎ। বিধিলিঙ্ অর্কয়েৎ, অর্কয়েত। লঙ্ অর্কয়ৎ, অর্কয়ত। লিট্ অর্কয়ামস। লুঙ্ আর্চিকৎ, আর্চিকত।

অর্ধ—১ মূল্য। ২ ক্রয়। ৩ হিংসা। ৪ পূজন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ অর্ধতি। লোট্ অর্ধতু। বিধিলিঙ্ অর্ধেৎ। লঙ্ অর্ধৎ। লিট্ আনর্ধ। লুঙ্ আর্ধীৎ।

অর্ক—পূজন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। বোপদেবের মতে উত্তরপদী। লট্ অর্কতি। বোপদেবমতে অর্কতে। লোট্ অর্কতু। বিধিলিঙ্ অর্কেৎ। লঙ্ আর্কৎ। লুট্ অর্কিত। লিট্ আনর্ক। লুট্ অর্কিষতি। লুঙ্ আর্কীৎ, আর্কিষ্টাৎ, আর্কিষুঃ। সন্ অর্কিষতি। গিচ্ অর্কয়তি।

অর্ক—পূজন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অর্কয়তি, অর্কয়তে। লোট্ অর্কয়তু, অর্কয়তাৎ। লঙ্ আর্কয়ৎ, আর্কয়ত। লিট্ অর্কয়াম্চকার চক্রে। লুট্ অর্কয়িত। লুঙ্ অর্কিচৎ। আর্কিচত। লুট্ অর্কয়িষতি, অর্কয়িষতে। লুঙ্ অর্কয়িষাৎ, অর্কয়িষত। বিধিলিঙ্ অর্কয়েৎ, অর্কয়েত। সন্ অর্কিচয়িষতি, অর্কিচয়িষতে। অর্ক ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় হয় না।

অর্ক—অর্জন, উপার্জন, প্রতিঘন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ অর্জতি। লোট্ অর্জতু। বিধিলিঙ্ অর্জেৎ। লঙ্ আর্জৎ। লিট্ আনর্জ। লুট্ অর্জিত। লুঙ্ আর্জীৎ, অর্জিষ্টাৎ, অর্জিষুঃ। সন্ অর্জিষতি।

অর্জ—উপার্জন। ২ প্রতিঘন সংস্কার। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অর্জয়তি অর্জয়তে। লোট্ অর্জয়তু, অর্জয়তাৎ। বিধিলিঙ্ অর্জয়েৎ, অর্জয়েত। লঙ্ আর্জয়ৎ, অর্জয়ত। লিট্ অর্জয়াম্চকার চক্রে। লুট্ অর্জয়িত। আশীলিঙ্ অর্জয়িষীৎ, অর্জয়িষীৎ। লুট্ অর্জয়িষতি, অর্জয়িষতে। লুঙ্ আর্জয়িষাৎ, অর্জয়িষত। সন্ অর্জিষতি, অর্জিষতি।

অর্থ—যাচন। অদন্তচুরাদি, আষ্মনে, ষিকং, সেট্। লট্ অর্থয়তে। লোট্ অর্থয়তাৎ। বিধিলিঙ্ অর্থয়েত। লঙ্ আর্থয়ত। লুট্ অর্থয়িত। লিট্ অর্থয়াম্চকার চক্রে আশীলিঙ্ অর্থয়িষীৎ। লুঙ্ আর্থিষত। কর্ম্মণি বাচ্যে লট্ অর্থ্যতে, লুঙ্ আর্থি। ঐ + অর্থ = প্রার্থনা। অতি + অর্থ সম্মানন। লট্ অভ্যর্থয়তে সম্মাননতীতার্থঃ। অর্থ শব্দের উত্তর গিচ্ করিয়া অর্থি গিচ্ পরে আপু আগম অর্থ্যপি ধাতু লট্ অর্থ্যপতি। যতান্তরে আষ্মনেপদী অর্থ্যপয়তে। অর্থি ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় হয় না।

অর্দ—পীড়ন। ভাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ অর্দতি অর্দতে। লোট্ অর্দতু, অর্দতাৎ। বিধিলিঙ্ অর্দেৎ, অর্দেত। লঙ্ আর্দৎ, আর্দত। লিট্ আনর্দ, আনর্দে। লুট্ অর্দিত। লুট্ অর্দিষতি, অর্দিষতে। আশীলিঙ্ অর্দিষীৎ, অর্দিষীৎ। লুঙ্ আর্দীৎ, আর্দিষ্ট। সন্ অর্দিষতি, অর্দিষতি। লুঙ্ আর্দিষীৎ, আর্দিষিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে অর্দতে, আর্দি, আর্দিষতাৎ। গিচ্ অর্দয়তি, অর্দয়তে। লুঙ্ অর্দেৎ, অর্দেত। অতি-অর্দ অতিশয় পীড়ন। অতি-অর্দ অতিমুখে পীড়ন। অতি + অর্দ সামীপ্য সন্নিবর্ত। যথা অত্যর্থ। “কালোত্যর্থ-জাগমঃ।” (সাহিত্যধন) যে স্থলে সামীপ অর্থ না বুঝাইবে, সেই স্থলে অত্যর্থ এইরূপ পদ হইবে। নিম্+নিম্ অর্দ তৃণ পীড়ন। বি+অর্দ বিশেষ পীড়ন, অতিশয় পীড়ন। সম্+অর্দ = সমর্গ। দী-অর্দ = তর্গ। বি-অর্দ = ব্যর্গ।

অর্দ—১ ঘাচন। ২ গতি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্দতি। [অর্দ দেখ।]

“শরদ্বনং নার্কতি চাতকোহপি।” (রঘু)

অর্দ—বধ। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অর্দরতি, অর্দরতে। লোট্ অর্দরতু, অর্দরতাং। বিধিলিঙ্ অর্দরেৎ, অর্দয়েত। লঙ্ অর্দরৎ, অর্দরত। লুঙ্ অর্দরিৎ, অর্দরিত।

“যেনার্কিৎ দৈতাপুরং পিনাকী।” (ভট্ট)

প্রতি+অর্দ=প্রতিরূপ পীড়ন। সম+অর্দ=সমাক্ পীড়ন।

অর্ব—১ গতি। ২ হিংসা। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্বতি। লোট্ অর্বতু। লঙ্ অর্বৎ। বিধিলিঙ্ অর্বেৎ। লিট্ আনর্ব। লুট্ অর্বিতা। লুঙ্ আর্বীৎ।

অর্হ—পূজন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অর্হয়তি, অর্হয়তে। লোট্ অর্হয়তু, অর্হয়তাং। লঙ্ অর্হয়ৎ, অর্হয়ত। বিধিলিঙ্ অর্হয়েৎ, অর্হয়েত। লিট্ অর্হয়াংচকার চক্রে। লুট্ অর্হয়িতা। লুঙ্ অর্হিজ়ৎ, অর্হিজ়ত। আশীলিঙ্ অর্হিয়াং, অর্হয়িষাৎ। লুট্ অর্হয়িষ্যতি, অর্হয়িষ্যতে। লুঙ্ অর্হয়িষ্যৎ, অর্হয়িষ্যত। কর্মবাচ্যে অর্হাতে, লুঙ্ অর্হি। সন্ অর্হিষতি।

অর্হ—যোগ্যতা, সমর্থীতাব। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ অর্হতি। লোট্ অর্হতু। বিধিলিঙ্ অর্হেৎ। লঙ্ অর্হৎ। লিট্ আনর্হ। লুট্ অর্হিতা। লুট্ অর্হিষ্যতি। লুঙ্ অর্হীৎ, অর্হিষাৎ, অর্হিষঃ। কর্মবাচ্যে অর্হাতে। লুঙ্ অর্হি। প্রাপ্তি-যোগ্যার্থ ও গতি অর্থ বুঝাইলে এই ধাতু সাক্ষরক হয়।

“গুরোক্তরৌ সরিহিতে গুরুবদমানমর্হতি।” (মহু)

কোন কোন স্থলে অর্হ ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগ দেখা যায়।

“রাবণো নর্হিতে পূজাং।” (রামায়ণ)

অল—১ অলঙ্করণ, ভূষণ। ২ নিবারণ। ৩ পর্যাপ্তি, সামর্থ্য। ভাদি, উত্তরপদী, সাক্ষরক, সেট্। কিন্তু পর্যাপ্তি অর্থে অকর্মক। লট্ অলতি, অলতে। লোট্ অলতু, অলতাং। লঙ্ আলতু, আলত। বিধিলিঙ্ অলেৎ, অলেত। লিট্ আল, আলে। লুট্ অলিতা। লুঙ্ আলীৎ, আলিষ্টাৎ, আলিষুঃ। আলিষ্ট, আলিষাং, আলিষত। সন্ অলিলিষতি। পিচ্ অলয়তি। কর্মবাচ্যে অল্যতে। লুঙ্ অলি।

অব—১ রক্ষণ। ২ গতি। ৩ শোভা। ৪ প্রীতি। ৫ তৃপ্তি। ৬ ইচ্ছানাশ। ৭ অবগম। ৮ প্রবেশ। ৯ শ্রবণ। ১০ ঐশ্বর্য-স্বামিত্ব সাক্ষর্য। ১১ ঘাচন। ১২ করণ। ১৩ অহুষ্ঠান। ১৪ ইচ্ছা। ১৫ দীপ্তি। ১৬ প্রাপ্তি। ১৭ আলিঙ্গন।

১৮ হনন। ১৯ আদান। ২০ ত্যাগ। ২১ বৃদ্ধি। ভাদিগণীয়, পরশ্মৈপদী, সেট্। অবতি। লোট্ অবতু। লঙ্ আবৎ। বিধিলিঙ্ অববেৎ। লিট্ আব। লুট্ অবিতা। লুট্ অবিষতি। আশীলিঙ্ অব্যাৎ। লুঙ্ আবীৎ। কর্ম-বাচ্যে, অব্যতে। লুঙ্ আবি। পিচ্ আবয়তি, আবয়তে। লুঙ্ আবিষৎ, আবিষত। অব—কিপ্=উ। অব—কিন্=উতি।

অবধীর—অবজ্ঞা। অদন্ত—চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অবধীরয়তি, অবধীরয়তে। লোট্ অবধীরয়তু, অবধীর-য়তাং। লুঙ্ আববধীরৎ, আববধীরত।

অশ—১ ব্যাপ্তি, প্রাপ্তি, পূরণ আচ্ছাদন। ২ সংঘাত, রাগী-করণ। ভাদিগণীয়, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ অশ্নতে, অশ্ন্বতে, অশ্ন্বতে। লোট্ অশ্নতাং, অশ্ন্বতাং, অশ্ন-বতাং। বিধিলিঙ্—অশ্ন্বীত, অশ্ন্বীয়াং, অশ্ন্বীয়ন্। লঙ্—আশ্নত, আশ্ন্বতাং, আশ্ন্বত। লুঙ্—আশিষ্ট, আষ্ট, আশিষাং, আশ্বতাং, আশিষত, আশ্বত। লিট্—আনাশ, আনাশতে, আনাশিরে। লুট্ অশিতা, অষ্টা। কর্মবাচ্যে—অশ্বতে। লুঙ্—আশি, আশিষাং, আশিষত। পিচ্ করিলে অশ ধাতুর আত্মনেপদ হয় না। পিচ্ আশয়তি। লুঙ্ আশিষৎ। সন্ অশিষিতে।

“প্রতাপন্তভ ভানোশ যুগপদানশে দিশঃ।” (রঘু)

অশ—ভোজন। ক্র্যাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্—অশ্নতি, অশ্নীত, অশ্নতি। লোট্ অশ্নতু, অশ্নীতাং, অশ্নত। অশান, অশ্নীতাং, অশ্নীত। বিধিলিঙ্ অশ্নীয়াং। লঙ্—আশ্নাৎ, অশ্নীতাং, অশ্নন্। লুঙ্—আশীৎ, আশিষ্টাং, আশিষুঃ। লিট্ আশ। লুট্ অশিতা। লুট্ অশিষ্যতি। কর্মবাচ্যে অশ্বতে। লুঙ্ আশি। পিচ্ আশয়তি। লুঙ্ আশিষৎ। সন্ অশি-ষিষতি।

“ব্রাহ্ম পরঞ্চ নারীয়াং প্রাজাপত্যং চরন্ দিভঃ।” (মহু)

যঙ্ অশাশ্বতে। উপ+অশ=উপভোগ, প্রাপ্তি।

“বর্গলোকহুপাদীয়াং” (রামা) প্র+অশ=ভোজন। ১ গতি ২ দীপ্তি। ৩ আদান।

অস—ভাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ অসতি, অসতে। [ভাদি, অস দেখ।]

অস্—১ দীপ্তি। ২ গতি। ৩ আদান। ভাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। যে স্থলে অশ ধাতুর দীপ্তি অর্থ বোধ হইবে, সেই স্থলে অকর্মক হইবে। লট্ অসতি, অসতে। লোট্ অসতু, অসতাং। বিধিলিঙ্ অসেৎ, অসেত। লঙ্ আসৎ, আসত। লিট্ আস, আসে। লুট্ অসিতা। লুঙ্ আসীৎ, আসিষ্ট।

গিচ্ আসয়তি। সন্ অসিসিষতি। যঙ্ অসাত্ততে। অতি+অস=অভ্যাস। নি+অস=নিক্ষেপ। সং+নি+অস=সংভাস। “বেদান্তং শ্রদ্ধা সংভাসেৎ” (মহু ৬।৪৬) বি+নি+অস=বিভাস।

অস্—সত্তা, বিজ্ঞমানতা। অদাদি, অক, পরমৈ, সেট্। লট্—অন্তি, তঃ, সন্তি। লট্ সি—অসি। লোট্ অন্ত, তঃ, সন্ত। লোট্ হি—এধি। বিধিলিঙ্ ত্ভাৎ, ত্ভাতাৎ, ত্ভূঃ। লঙ্—আসীৎ, আস্তাৎ, আসন্। লিট্, লুট্, লৃট্ ও লুঙ্ বিভক্তিতে অস ধাতুর ভূ ধাতুর মত রূপ হইয়া থাকে। লিট্ বভূব। লুট্ ভবিত। লৃট্—ভবিষ্যতি। লুঙ্—অভূৎ। সন্ বভূবতি। যঙ্ বোভূবতে।

অস্—ক্ষেপ। দিবাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ অস্ততি। লোট্ অস্ততু। বিধিলিঙ্ অস্তেৎ। লঙ্—আস্তৎ। লুট্—অসিত। লুট্—অসিষ্যতি। লিট্ আস। লুঙ্—আস্থৎ, আস্থতাৎ, আস্থন্। কর্ণবাচ্যে, অস্ততে। লুঙ্ আসি। গিচ্ আসয়তি। সন্ অসিসিষতি। যঙ্ অসাত্ততে। অস্ ধাতু উপসর্গপূর্কক হইলে উত্তরপদী হয়। অতি+অস্=অতিদ্রক্ষেপণ। বি+অতি+অস্=বৈপরীত্য দ্বারা স্থাপন।

“ব্যত্যন্তপানিগা কার্য্যরূপসংগ্রহং শুরোঃ।” (মহু)

অধি+অস্=আরোপ, অবস্ততে সেই বস্তুর জ্ঞান।

আপ+অস্=দূরীকরণ।

“কিমিত্যপাত্তরগানি যৌবনে।” (কুমার)

অতি+অস্—অভ্যারুতি, অভ্যাস। অব+অস্=অবক্ষেপ। উদ্+অস্=উদ্ধোৎক্ষেপণ। ‘পুচ্ছমুদস্ততি’ (পাগিনি) পরি+উদ্+অস্=ভিন্নতাবোধন।

“প্রাধাত্ত্বং হি বিধেয়ং প্রতিষেধেঃ প্রাধানতা।

পৰ্য্যদাসঃ সবিজ্ঞেরো যজ্ঞোত্তরপদেন নঞঃ।” (মীমাংসা)

বি+উদ্+অস্=নিবারণ। উপ+অস্=সমীপস্থাপন।

নি+অস্=অর্পণ “ন মধিধো ভ্রুততি ভারমগ্রাৎ” (ভট্ট) উপ+নি=বাচারভ্রণ। সম+নি+অস্=ত্যাগ।

“নাইসংজ্ঞসনাদেব সিদ্ধিঃ সমধিগচ্ছতি।” (গীতা)

নিস্+নির্+অস্=নিষ্টিবন। দূরীকরণ। পরা+অস্=নিরাকরণ। ‘এতেন খণ্ডনকারমতমপি পরান্তং।’ (চিন্তামণি)

পরি+অস্=পর্যবর্তনদ্বারস্থাপন। অর্পণ। বি+পরি+অস্=বৈপরীত্য। পরিবর্তন। ভ্রান্তিজনন। প্র+অস্=প্রক্ষেপ। অহু+প্র+অস্=এক প্রকার নিবেশন। প্রতি+অস্ প্রতিরূপ ক্ষেপণ। বি+অস্=বিশেষরূপে নিবেশন। বি+নি+অস্=সংক্ষেপ।

অহু—উপতাপ। অহুং করোতি, কাণ্ডাদিহাৎ যক্।

অহুয়—উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ অহয়তি, অহয়তে। বিধিলিঙ্ অহয়েৎ, অহয়েত। লোট্ অহয়তু, অহয়তাৎ। লঙ্—আহয়ৎ, আহয়ত। লুঙ্—আহরীৎ, আহরিত। লিট্ অহরাংবভূব, চকার, চক্রে। তাববাচ্যে অহয়াতে। লুঙ্—অহরি। কদন্ত—অহরনীর। অহরক। অহরী। অহর ধাতুর উত্তর ক্রিৎ প্রত্যয় হয় না। অহরিভূৎ। অহরিতব্য ইত্যাদি। অহ—অহি অহধাতু—গতি। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ অংহতে। লোট্—অংহতাৎ। লঙ্—অংহত। বিধিলিঙ্—অংহেত। লিট্ আনংহে। লুট্ অংহিত। লৃট্—অংহিষ্যতে। লুঙ্—অংহিষ্ট, অংহিষ্যতাৎ। সন্ অঞ্জিহিবতে। গিচ্ অংহয়তি। লুঙ্—অঞ্জিহৎ।

অহ—দীপ্তি। চুরাদিগণীয়, উত্তরপদী, অক, সেট্। লৃট্—অংহয়তি, অংহয়তে। লোট্ অংহয়তু, অংহয়তাৎ। লঙ্—অংহয়ৎ, অংহয়ত। লুট্—অংহরিত। লিট্—অংহরাংচকার চক্রে। লুঙ্—অঞ্জিহৎ, অঞ্জিহত। লৃট্—অংহরিষ্যতি অংহরিষ্যতে। অহ—ব্যাপ্তি। ষাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ অহোতি। লোট্ অহোতু। লিট্ আহ। লুঙ্—আহীৎ।

আচ্ছ—আচ্ছি আচ্ছ ধাতু=আরাম, দৈর্ঘ্য, দীর্ঘবিত্তার। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ আচ্ছতি। লোট্ আচ্ছতু। লঙ্—আচ্ছৎ। বিধিলিঙ্—আচ্ছেৎ। লিট্ আনাচ্ছ। ভ্রাস-কারের মতে আনাচ্ছ হইবে না, আচ্ছ হইবে। লুঙ্—আচ্ছীৎ, আচ্ছিষ্টাৎ, আচ্ছিষুঃ। সন্—আচ্ছিষ্যতি। লুট্—আচ্ছিত। কর্ণবাচ্যে আচ্ছাতে। লুঙ্—আচ্ছি। গিচ্ করিলে এই ধাতু উত্তরপদী হইবে। গিচ্ আচ্ছয়তি, আচ্ছয়তে। লুঙ্—আচ্ছিহৎ, আচ্ছিহত।

আপ—আপু-আপধাতু=প্রাপ্তি। ষাদি, পরমৈ, সাকর্ষক, অনিট্। লট্, আপোতি, আপুতঃ, আপুবন্তি। লোট্ আপোতু। বিধিলিঙ্—আপুতঃ। লুঙ্—আপৎ। লুট্—আপা। লঙ্—আপোৎ, আপুতঃ, আপুবন্। লঙ্—পম্-আপবন্। লিট্ আপ। লৃট্ আপ্যতি। সন্—ঈপ্যতি। গিচ্ করিলে উত্তরপদী হয়। গিচ্—আপয়তি, আপয়তে। লুঙ্—আপিপৎ, আপিপত। কর্ণবাচ্যে আপ্যাতে। লুঙ্—আপি।

“পুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবর্তিনমাপু হি।” (শকুন্তলা)

প্র+আপ=প্রাকর্ষ দ্বারা প্রাপ্তি। সং+আপ=সম্পূর্তা।

অব+আপ=প্রাপ্তি। “তপঃ কিলেনং তদবাপ্তিমানং।”

(কুমারসং)

পরি+আপ=প্রচুরত্ব।

“অপর্য্যাপ্তং তদদ্যাকং বলং ভীমাভিরকিতং।

পৰ্য্যাপ্তং তদমেতেভাৎ বলং ভীমাভিরকিতং।” (গীতা)

অহু + আ + আপ = পচাৎ প্রাপ্তি। বি + আপ = বিশেষ
 দ্বারা প্রাপ্তি।

“ব্যাপ্তিঃ সাধাবদন্তশ্চিদসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।” (ভাষাপঃ)

আপ—প্রাপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, অনিট। লট আপ-
 রতি, আপরতে। লোট আপরতু, আপরতাং। লঙ আপ-
 রৎ, আপরত। লুঙ আপিগৎ, আপিপত। কর্মবাচ্যে
 আপাতে। লুঙ আপি। সন্ অপিপিবতি, অপিপিবতে।

ই—গতি। ভাদি, পরস্মৈপদী, সক, অনিট। লট অয়তি।
 লোট অয়তু। বিধিলিঙ অয়েৎ। লঙ অয়ৎ। লুঙ ঐবীৎ।
 লিট ইয়াম, ইয়তুঃ, ইয়ুঃ। ইয়য়িৎ ইয়েথ। ইয়াম ইয়ম।
 লুট—এতা। আশীলিঙ ঈয়াৎ। উদ্ + ই = উদয়। “উদয়-
 তিষ্ম তদভূতমালিভিঃ।” নৈষধ।

ই—গতি। অদাদিগণীয়, পরস্মৈপদী, সক, অনিট। লট এতি
 ইতঃ, যতি। বিধিলিঙ ইয়াৎ। লোট এতু। লোট হি ইহি।
 লিঙ ইয়াৎ। লঙ ঐৎ, ঐতাং, আয়ন্। লিট ইয়াম, ইয়তুঃ,
 ইয়ুঃ। ইয়য়িৎ, ইয়েথ। ইয়াম, ইয়ম। লুট এতা। লট এযতি।
 লুঙ ঐযৎ। আশীলিঙ ঈয়াৎ। কিন্তু উপসর্গ পূর্বক
 হইলে ইকার দীর্ঘ হয় না। যথা—অয়িয়াৎ। লুঙ অগাৎ,
 অগাতাং অঙঃ। কর্মবাচ্যে ঈয়তে। লঙ ঐয়ত। লুট
 এতা, অয়িতা। লট এযাতে, অয়িয়াতে। লোঙ
 ঐযীষ্ট, অয়িযীষ্ট। লুঙ অগায়ি, অগাসত, অগায়িত। সন্
 জিগমিষতি। বোধন অর্থে ই ধাতু স্থানে গা আদেশ হইবে
 না। সন্ প্রতীষিষতি। গিচ্ গময়তি। বোধন অর্থে
 প্রত্যয়রত। অতি + ই = অত্যন্ত অতিক্রম।

“সঞ্চারিণী দীপশিখের রাত্রৌ

যং যং ব্যতীয়ায় পতিষ্যসি সা ॥” (রঘু)

অহু + ই = অহুগমন। অপ + ই = অপগম। বি +
 অপ = ব্যাপগম, নিবৃত্তি। অভি + ই = প্রাপ্তি। অব + ই =
 জ্ঞান। আ + ই = আগমন। প্রাপ্তি। উদ্ + ই = উদয়।
 উল্লাসন। উত্তর। উল্লেখ্য।

“ন প্রোক্তাতরলং জ্যোতির্জদেতি বসুধাতলাং।” (শকু)

উপ + ই = অভিগমন। প্রাপ্তি। অভি + উপ + ই =
 উপস্থিতি। স্বীকার।

“বচ্তেতসান গণিতং তদ্বিহাভূতৈতি।” (মহানটক)

প্রতি + ই = প্রতিতি। প্রতিগমন। “প্রতীয়ায় গুরোঃ
 সকাশং।” (রঘু) ই = ইক্ ই ধাতু = স্মরণ। অদাদি,
 পরস্মৈ, সক, অনিট। ইক ধাতু—নিত্য অধির সহিত যোগ
 হইয়া থাকে। কেবল এই ইক্ ধাতুর প্রয়োগ হয় না।
 অধির সহিত যোগ হইয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। লট

অধোতি, অধীতঃ, অধীয়তি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে
 অধিযতি এইরূপ হইবে। আর সমুদয়রূপ অদাদিগণীয়
 পরস্মৈপদী ই ধাতুর মত হইবে।

ই—ইঙ্ ই ধাতু = অধ্যয়ন। সক, অদাদি, আত্মনেপদী, অনিট।
 ইঙ্ ধাতু নিত্য অধির সহিত যোগ হইয়া থাকে, কেবল
 ইঙ্ ধাতুর প্রয়োগ হয় না। লট অধীতে, অধীয়াতে,
 অধীয়তে। লোট অধীতাং। লিঙ্ অধীয়ীত। লঙ্ অধীযত,
 অধীয়াতাং, অধীয়াত। অধীয়ায়ি, অধীয়াবহি। লিট অধি-
 জগে, অধিজগিরে। লুট অধ্যোতা। লুট অধ্যোযাতে। লুঙ
 অধীয়াত, অধ্যাগীষত। আশীলিঙ্ অধ্যোযীষ্ট, অধ্যোযীঢ়।
 লুঙ্ অধীযীষ্ট, অধ্যাগীষ্ট। অধীয়াতাং, অধ্যাগীয়াতাং। অধী-
 যত, অধ্যাগীষত। অধীয়াতুং, অধ্যাগীঢ়ং। কর্মবাচ্যে অধী-
 যতে। লুঙ্ অধ্যাগায়ি, অধ্যায়ি। অধ্যাগায়িয়াতাং অধ্য-
 গীয়াতাং, অধ্যায়িয়াতাং, অধীয়াতাং। লুট অধ্যায়িতা
 অধ্যোতা। আশীলিঙ্, অধ্যোযীষ্ট, অধ্যায়িযীষ্ট। লুঙ্ অধ্য-
 যিষ্যতে, অধ্যোষ্যতে। লুঙ্ অধ্যাগায়িষ্যত, অধ্যাগীষ্যত। অধ্যা-
 যিষ্যত, অধ্যোষ্যত সন্—অধিজিগাংসতে। লুঙ্ অধ্যাজিগাং-
 সিষ্ট। কর্মবাচ্যে অধিজিগাংসতে। লুঙ্ অধ্যাজিগাংসি
 গিচ্ সনস্ত লট অধ্যাপিগমিষতি, অধিজিগাপরিষতি। অধি-ই
 ধাতু গিচ্ করিলে পরস্মৈপদী হয়। গিচ্ অধ্যাপয়তি লুঙ্
 অধ্যাপিগৎ, অধ্যাজিগৎ। অধি ইঙ্ ক্রদন্ত। অধ্যারনীয়,
 অধ্যায়, অধ্যায়ন, অধ্যোতা, অধীতি। অধ্যোতুং। অধ্যোতব্য,
 অধ্যোয়, অধীত্যা। অধীয়মানঃ, অধ্যোয়মানঃ। গিচ্ করিয়া
 অধ্যাপনীয়, অধ্যাপক। অধ্যাপি ধাতুর উত্তর জিন্ প্রত্যয়
 হয় না। সনস্ত করিয়া অধিজিগাংসনীয়, অধিজিগাংসিতা,
 অধিজিগাংসিতুং। অধিজিগাংস্তমান, অধিজিগাংসিষ্যমান।

ইব—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট ইষতি। লোট
 ইষতু। বিধিলিঙ্ ইষেৎ। লঙ্ ঐষৎ। লিট ইয়েষ,
 ঐষতুঃ। লুট ঐষিয়াতি। লুঙ্ ঐবীৎ, ঐষীতাং, ঐষিযুঃ।
 লুঙ্ ঐষিয়াৎ। গিচ্ ঐষিয়াতি। সন্ ঐচিষিষতি।

ইব—ইবি ইব ধাতু = গমন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট
 ইষ্যতি। লোট ইষ্যতু। বিধিলিঙ্ ইষেৎ। লঙ্ ঐষ্যৎ।
 লুঙ্ ঐষ্যীৎ, ঐষ্যীতাং, ঐষ্যিযুঃ। লিট ইষ্যাবতুব।

ইগ—ইগি ইগ ধাতু = গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট। লট
 ইগতি। লোট ইগতু। বিধিলিঙ্ ইগেৎ। লিট ইগা-
 চকার। লুঙ্ ঐগীৎ, ঐগীতাং, ঐগিযুঃ। “অস্মা সৃষ্টমিদং বিশ্বং
 বচ্তেজং বচ্তেনেজতি।” (ভারত বনপর্ব ৪২ অ°)

এই ধাতুর আত্মনেপদ প্রয়োগও দেখা যায়। যথা—

“যথা দীপোনিবাতস্থো নেনতে সোমপান্বতা।” (গীতা)

শিচ্ ইচ্ছতি। উদ+ইগ=প্রেরণ। “তনমদ্রোমুদ-
জয়” (ঋক্ ৪।৫৭।৫৭ সম্+ইগ=সম্যক চালন।

“পুষ্করিণীং সমিচ্ছতি সর্ষতঃ।” (ঋক্ ৪।৭।৭)

ইঙ=অধ্যয়ন। অদাদি, আত্মনে, সক, অনিট্।

[রূপাদি ই ধাতুতে দেখ।]

ইট—গতি। ভাদি, পরম্পরী, সক, সেট্। লট্ এটিতি। লোট্
এটত্। বিধিলিঙ্ এটেৎ। লিট্ ইরেট, ঈটত্, ঈট্।
লুঙ্ ঐটীৎ, ঐটিট্, ঐটিম্। লঙ্ ঐটৎ। লুট্ এটিতা।
লুট্ এটিব্যতি। কর্মবাচ্য ইট্যাতে। লুঙ্ আটি।

“তং ত্যটিতো রথমিচ্ছ প্রাবঃ স্তভাবন্তঃ।” (ঋক্ ১০।১৮২।১)

ইপ—গতি। এই ধাতুর প্রকার ইৎ যায়। অদাদি, পরম্পরী, সক,
অনিট্। [এই ধাতুর রূপ অদাদি ই ধাতু দেখ।] অতি+
ই=অতিক্রম।

“অথ চেৎ পঞ্চমীং রাজিমতীত্য পরতোভবেৎ।” (শুক্লিতব্য)

অতি+অতি+ই=আতিমুখ্যে অতিক্রম। “যোহন্ত স্বর্গে
লোকোহর্জিতো ভবেৎ তমভ্যতোতি।” (শত্ ব্রা°)

বি+অতি+ই=বিশেষ দ্বারা অতিক্রম। অধি+ই=
চিন্তন। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ ও জ্ঞান অর্থ হইয়া থাকে।
এইজন্ত অধিপূরক ই ধাতুর জ্ঞান ও লাভ অর্থ হইবে।
অহু+ই=অহুগমন এই অর্থে ই ধাতু সাক্ষ্যক। “আদিত্যং
বা অন্তঃ বাস্তমন্তেদেবা অহুয়তি” (শত্ ব্রা° ১।১৬।২।৪)

সম+অহু+ই=সমাগমন। “তত্ত্ব সমস্বরাৎ” (পাত°
যোগসূত্র) অন্তর্+ই=অন্তর্গতি অন্তরায়। অপ+ই=
অপ গমন অপসরণ। এই অর্থে সাক্ষ্যক। “ব্যটৈপতি
দদন্তঃ স্বধা” (দ্ব্যতি)

অপি+ই=প্রাপ্তি এই অর্থে সাক্ষ্যক। “পঞ্চনদ্যাঃ
সরস্বতী মণিবন্তি” (শুক্লযজু°)

অতি+ই=আতিমুখ্যে গমন। এই অর্থে সাক্ষ্যক।
অতি+উপ+ই=আতিমুখ্য দ্বারা প্রাপ্তি। এই অর্থে
সাক্ষ্যক।

“যচ্চেতসা ন গণিতং তদ্বিহাভ্যুপৈতি।” (উডট)

অব+ই=অবগম জ্ঞান। এই অর্থে সাক্ষ্যক। “অষ্টবিম
তে সারমতঃ ধনুঃ” (কুমারসং°) অবগতি এই অর্থে
সাক্ষ্যক। অহু+অব+সন্তত সম্বন্ধ। বি+অব+ই=
ব্যবধান। “গার্হপত্যাহবনয়ো ন ব্যপেয়াৎ” (কাভ্যা° ১।৮
২৩) যে স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ বুঝাইবে সেই স্থলে
ব্যবধান অর্থায় স্মরণ এই অর্থ হইবে। “অহুমন্ত্য ব্যবেয়াৎ”
(দ্ব্যতি) সম্+অব=সম্যক সম্বন্ধ।

“ধর্মকেজে কুরুকেজে সমবেতা যুয়ংসবঃ।” (গীতা ১।১)

আ+ই=আগমন। এই অর্থে সাক্ষ্যক। অতি+আ+
ই=অত্যাগমন। আতিমুখ্যে গতি।

“গজামতোহি সততং প্রাপ্তসে সিদ্ধিমুত্তমাং।”

(ভারত অষ্ট° ২৬ অ°)

উদ+আ+ই=উদগমন। উপ+আ+ই=সমীপগমন,
প্রতি+আ+ই=প্রত্যাগমন। “নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যয়ন্তি”
(শত্ ব্রা° ১৪।৮।৬।৩) উদ+ই=উদগতি। এই অর্থে
সাক্ষ্যক।

“উদেতি হ বৈ সর্ষতঃ পাপ্যাত্যো য এবং বেদ।”

(ছান্দোগ্য উ°)

অতি+উদ+ই=আতিমুখ্যদ্বারা উদগতি। প্রতি+
উদ+ই=প্রত্যুদযানদ্বারা গতি। সম্+উদ+ই=সম্যগু-
দয়। উপ+ই=সমীপগমনপ্রাপ্তি। “উপেয়মাং যোকপথং
মনীষীণাং” (যাব্) দূর-ই=দূরগম। নির্+ই=নির্গমন।
পরা+ই=প্রোততাব প্রাপ্তি। পলায়ন। “যঃ পঠৈতি সজীবতি
পঠৈতি পলায়তি।” প্রতিপতি।

“নৈবশ্রেয়ো ধার্ত্ত্যরূপঃ পঠৈতি।” (ভারত বন ৫ অঃ)

পরি+ই=ব্যাপ্তি। এই অর্থে সাক্ষ্যক। অহু+পরি+
ই=পরিপাট্যরূপে অহুগমন। আ+পরি+ই=আতিমুখ্য
দ্বারা ব্যাপ্তি। বি+পরি+ই=ব্যাক্রম প্রাপ্তি।
প্র+ই=পরলোক গতি। এই সাক্ষ্যক। “প্রোত্য সং-
জ্ঞাপ্তি” (কঠোপনি°) অতি+প্র+ই=অভিলাষ। প্রতি
ই=প্রতিগমন। “রাজঃ প্রতীয়ার গুরোঃ সকাশং।” (রঘু°)
সম্+প্রতি+ই=সম্যক জ্ঞান। নিশ্চয়। সম্যকবিশ্বাস।

বি+ই=বিগম। সম্+ই=সম্ভব মিলন। এই অর্থে
সাক্ষ্যক। অতি+সম্+ই=আতিমুখ্যদ্বারা সমাগতি। এই
অর্থে সাক্ষ্যক। “তং জ্ঞানমতিসমস্তি দেবাঃ” (অথর্ব° ১।১।৫।২)
ইদ—[ইন্দ্র দেখ।]

ইন্—গতি। তদাদি, পরম্পরী, সক, সেট্। লট্—ইনোতি,
ইহুতঃ, ইহন্তি। লোট্—ইনোত্। বিধিলিঙ্—ইহুয়াৎ। লঙ্
ঐনাৎ। লুঙ্ ঐনীৎ, ঐনিট্, ঐনিম্। কেহ কেহ বলেন,
নিরুক্তে ইহন্তি কেবল বহুবচনান্ত প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু
ভাদিগণীয় ইধধাতু করিলে ইহন্তি একবচনে হইতে পারে। ইধ
ধাতু হইলে রূপ এইরূপ হইবে। লট্ ইষতি। লোট্ ইষত্।
লঙ্ ঐষৎ। লুঙ্ ঐষীৎ। লিট্ ইষামাস। “ঋষায়মাণ
ইষসি” (ঋক্ ১।১৭৬।১)

ইন—বিশ্রাম। ভাদিগণীয়, পরম্পরী, লট্ ইনতি। লোট্
ইনত্। লঙ্ ঐনৎ। লুঙ্—ঐনীৎ। “যঃ প্রেণত্যাক্সনো হিতং”
(কবির° ১৮) এই ধাতুর প্রয়োগ কোন স্থলে দেখা যায় না।

ইন্দ—ইন্দি ইন্দ ধাতু—ঐশ্বর্য। ভাদি, পরমৈ, অকর্ণক, সেট।
লট্ ইন্দতি। লোট্ ইন্দতু। বিধিলিঙ্ ইন্দেৎ। লঙ্ ইন্দৎ।
লুঙ্ ঐন্দীৎ, ঐন্দীতাং, ঐন্দীযুঃ। লিট্ ইন্দাংবভূব। সন্ ইন্দি-
দিসতি। গিচ্ ইন্দয়তি, কর্ণবাচ্যে ইন্দাতে। লুঙ্ আদিত।
ইক্—দীপ্তি। কৃধাদি, আত্মনে, অক, সেট। এই ধাতু নিষ্ঠাতে
অনিট্ হইয়া থাকে। লট্ ইক্কে, ইক্কাতে, ইক্কতে। “যং
ক্কাং জনায় ইক্কতে” (ঋক্ ৮।৪।৩) বিধিলিঙ্—ইক্কীত, ইক্কৈ।
লঙ্ ঐক্, ঐক্কাতাং, ঐক্কত। লোট্ ইক্কাং, ইক্কাতাং, ইক্কতাং,
ক্—ইন্৭ৎ। লিট্ ইক্কাংচক্কে। লুট্ ইক্কিত। লুঙ্ ইক্কিয়তে।
লুঙ্ ঐক্কিষ্ট, ঐক্কিষ্টাং, ঐক্কিবত। সন্ ইন্দিসিষতে। গিচ্
ইক্কয়তি। লুঙ্ ঐন্দীৎ। ভাববাচ্যে ইধ্যতে। লুঙ্ ঐক্কি।
সম্-ইক্—হবন। “অসমিধ্য চ পাবকং” (মহু ২।১৮৭)

ইষ—ইবি ইবধাতু—১ ব্যাপ্তি, গতি। ২ জীণন। ভাদি, পরমৈ,
সক, সেট। লট্ ইষতি। লোট্ ইষতু। লঙ্ ঐষাৎ। লিট্
ইষাংচকার। লুট্ ইষিত। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষীতাং, ঐষীযুঃ।
লুট্ ইষিয়তি।

ইর—ঈর্ষা। ইর—‘কণ্ডাদিভ্যোয়ক্’ ইতি যক্। ইর্ষানামধাতু
উভয়পদী। লট্ ইর্ষতি, ইর্ষাতে। লোট্ ইর্ষতু, ইর্ষতাং।
লঙ্ ঐর্ষাৎ, ঐর্ষাত। লুঙ্ ঐর্ষীৎ, ঐর্ষীতাং।

ইরজ—ঈর্ষা। ইরজ কণ্ডাদিভ্যোয়ক্, ইরজ্য নামধাতু—
পরমৈপদী। লট্ ইরজ্যতি। লোট্ ইরজ্যতু। বিধিলিঙ্
ইরজ্যেৎ। লঙ্ ঐরজ্যৎ। লুঙ্ ঐরজীৎ। ঐরজীতাং
ঐরজীযুঃ। (ঋক্ ১০।১৪০।৪, ৭।২৩।২, ১।১৫।১৬)

ইরস্—ঈর্ষা। ইরস্ কণ্ডাদিভ্যোয়ক্। ইরস্ত নামধাতু—পর-
মৈপদী। লট্ ইরস্ততি। লোট্ ইরস্ততু। বিধিলিঙ্ ইরস্তেৎ।
লঙ্ ঐরস্তৎ। লুঙ্—ঐরস্তীৎ। “বস্মা ইরস্তসীদং”
(ঋক্ ১০।৮৬।৩)

ইল—১ শয়ন, শ্রম। ২ রতি। ভাদি, পরমৈ, সেট। ইল ধাতু
শয়ন অর্থে অকর্ণক এবং গতি অর্থে সাকর্ণক। লট্ ইলতি।
লোট্ ইলতু। বিধিলিঙ্ ইলেৎ। লঙ্ ঐলৎ। লিট্—
ইলেত, ইলতুঃ। লুট্ এলিত। লুট্ এলিয়তি। লুঙ্
ঐলীৎ, এলীতাং, এলীযুঃ। সন্ এলিলিসতি। কর্ণবাচ্যে
ইল্যতে। লুঙ্ ঐলি।

ইল—ক্ষেপণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট্ এলয়তি,
এলয়তে। লোট্ এলয়তু, এলয়তাং। বিধিলিঙ্ এলয়েৎ,
এলয়েত। লঙ্ ঐলয়ৎ, ঐলয়ত। লুঙ্ এলিৎ, এলিত।

“কথং বাতমেলয়তি কথং বা রমতে পুনঃ।” (অথর্ক ১০।৭।৩১)

ইব—ইবি ইবধাতু—১ ব্যাপ্তি। ২ জীণন। ভাদি, পরমৈ, সক,
সেট। [রূপাদি ইবধাতুতে দেখ।]

ইব—গমন। বিবাদিগণীর, পরমৈ, সক, সেট। লট্ ইবতি।
লোট্ ইবতু। লঙ্ ঐবৎ। বিধিলিঙ্ ইবেৎ। লিট্
ইয়েব। লুট্ এবিত। লুঙ্ ঐবীৎ, ঐবীতাং, ঐবীযুঃ।
অম্ ইব—অবেষণ। গবেষণ।

“ন রত্নমবিস্মৃতি যুগ্যতে হি তৎ।” (কুমার)

এ+ইব—প্রেরণ। পরি+ইব—সংকার পূর্বেক নিরো-
জন। কর্ণবাচ্যে ইয়তে। লুঙ্ ঐবি।

ইব—বাহ্য। ভূদাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ ইবতু। বিধি-
লিঙ্ ইবেৎ। লঙ্ ঐবৎ। লিট্ ইয়েব, ইবতুঃ, ইবুঃ,
ইয়েবিত। লুট্ এবিত। এটা। আশীলিঙ্ ইটীৎ। লুট্
এবিস্যতি। লুঙ্ ঐবীৎ, ঐবীতাং, ঐবীযুঃ। কর্ণবাচ্যে
ইয়তে। লুঙ্ ঐবি। সন্ এবিসিষতি। গিচ্ এবয়তি। লুঙ্
ঐবিৎ। কদন্ত এবিত। এটা। এটব্য, এবিতব্য ইত্যাদি।

“কিমিচ্ছন্ কস্ত কামার কিমর্থমমুসংজ্ঞয়েৎ।” (শ্রুতি)

অম্+ইব—অবেষণ। “হস্ত তমান্মানমবিচ্ছামঃ যম-
ঘেষ্টা” (ছান্দোগ্য উ°)

“বয়ং তস্মাৎবেষাৎ মধুকর হতাংগং থলু কৃতী।” (শকুন্তলা)

প্রতি+ইব—প্রতিগ্রহ। ইচ্ছা। “ততঃ প্রতীচ্ছ প্রহরৈতি-
বাদিনী” নৈবধ। স্বার্থে গিচ্ করিলে বৈদিক প্রয়োগে
নিপাত হেতু গুণ হইবে না।

“ইচ্ছন্তদাত্তরায়েষমণ্ড ইবয়েম জ্যোতিঃ।” (ঋক্ ১।১৮।৫।৯)

‘ইবয়েম ইচ্ছামঃ’ (সারণ)

এই স্থলে স্বার্থে গিচ্ করিয়া গুণ হইলে ‘এবয়েমঃ’ এইরূপ
হইতে পারিত, কিন্তু গুণ না হইয়া ‘ইবয়েম’ বৈদিক প্রয়োগে
এইরূপ হইল। পরি+ইব—অবেষণ।

“ভগবন্তং বা অহমেতি রাতিষ্ঠ্যোঃ পর্যোষিৎ।” (ছান্দোগ্য উ°)

অভি+ইব—সমাগিচ্ছা।

ইষ—গতি। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট্ এষতি,
এষতে। লোট্ এষতু, এষতাং। বিধিলিঙ্ এষেৎ, এষেত।
লঙ্ ঐষৎ, ঐষত। লুঙ্ ঐষীৎ, ঐষীতাং, ঐষীযুঃ। ঐষিট,
ঐষিষ্টাং, ঐষিবত। লিট্ ইয়েষ, ইয়েষে। লুট্ এবিত।
লুট্ এবিস্যতি, এবিস্যতে। সন্ এবিসিষতি, এবিসিষতে।
গিচ্ এবয়তি। কর্ণবাচ্যে ইয়তে। লুঙ্ ঐবি।

ইব—আতীত্যা পুনঃ পুনঃ করণ। জ্ঞাদি, পরমৈ, সক, সেট।
লট্ ইক্কাতি, ইক্কীতাং, ইক্কতি। লোট্ ইক্কাতু, ই ইক্কাং।
বিধিলিঙ্ ইক্কীরাৎ। লঙ্ ঐক্কাৎ, ঐক্কীতাং। লিট্ ইয়েব।
লুট্ এবিত। বার্তিককারের যতে এবিত। এটা, এই দুই
পদ হইবে। অর্থাৎ বার্তিককার ই বিধান বিকল্পে করিয়া
থাকেন। লুঙ্ ঐবীৎ, ঐবীতাং, ঐবীযুঃ।

“ইচ্ছতি ত্র্যক্ষণৈঃ সজমবিয়তি সত্যং গতিং ।

ইচ্ছতি বর্ণকাব্যোবু স সঙ্গোতিমীশতে ॥” (কবিক° ৩৬)

ক্র্যাসিগণীর ইষধাতু প্রেরণ ও ইচ্ছা অর্থেও ব্যবহার দেখা যায় ।

“ভিনদিগরিং শবসা বজ্জমিকন্ ।” (ঋক্ ৪।১৭।৩)

‘ইকন্ প্রেরয়ন্’ (সারণ)

এই স্থলে প্রেরণ অর্থ হইল ।

“পূর্বাণিব্যচরতি মথ ইকন্ ।” (ঋক্ ১।১৮।৬)

‘ইকন্ ইচ্ছন্ ।’ (সারণ)

এই স্থলে ইচ্ছা অর্থ হইল । ইচ্ছা ও প্রেরণ এই দুই অর্থ কেবল বৈদিক উদাহরণে দেখা যায় । সাধারণ স্থলে প্রায় প্রয়োগ নাই । সন্ এবিবিষতি । গিচ্ এযরতি ।

ঈ—গতি । ভাদি, পরমৈ, অনিট্ । লট্ অরতি । লোট্ অরতু । বিধিলিঙ্ অরৎ । লিট্ অয়াংচকার । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐযীৎ, ঐটীৎ, ঐবুঃ ।

ঈ—১ গতি । ২ ইচ্ছা । ৩ ব্যাপ্তি । ৪ ক্ষেপণ । ৫ ভোজন । ৬ গর্ভগ্রহণ । স্ক, কেবল গর্ভগ্রহণ অর্থে অকর্ম্মক । অদাদি, পরমৈ, অনিট্ । লট্ এতি, ঈতাং, ইয়তি । লোট্ এতু, ঈতাং, ইয়তু । বিধিলিঙ্ ঈরাৎ । লঙ্ ঐৎ । লুঙ্ ঐযীৎ । লিট্ অয়াংচকার । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐযাৎ । লুট্ এযতি । এই ধাতুর কেহ কেহ আত্মনেপন ইচ্ছা করিয়া থাকেন ।

“নহি তরগিরদীতে” (কবিক° টীকা চুর্গাদাস)

ঈ—ঈঙ্ ঈধাতু=গতি । দিবাতি, আত্মনে, স্ক, অনিট্ । লট্ ঈয়তে । লোট্ ঈয়তাং । লঙ্ ঐরৎ । লিট্ অয়াংচকে । লুট্ এতা । লুঙ্ ঐষ্ট । লুট্—এযতে । “পল্লবরীতি বধু মুখহ্যাতঃ” (মাধ) মল্লিনাথ এই শ্লোকে টীকার ‘ঈঙ্’ ধাতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

ঈ—যাচম । আত্মনে, অদাদি, অনিট্, বিকর্ম্মক । লট্ ঈতে । লোট্ ঈতাং । বিধিলিঙ্ ঈরীত । লঙ্ ঐত । লিট্ ইরে । লুঙ্ ঐষ্ট । “আবো দেবাস ঈমহে বামং প্রত্যাধ্বরে ।” (শুক্রবজ্ ৪।৫) “অজস্রং ধর্ম্মমীমহে” (শুক্রবজ্ ২৬।৬)

ঈক—১ দর্শন । ২ পর্যালোচন । ভাদি, আত্মনে, স্ক, সেট্ । লট্ ঈকতে । লোট্ ঈকতাং । বিধিলিঙ্ ঈকেত । লঙ্ ঐকত । লুঙ্ ঐকিষ্ট, ঐকিতাং, ঐকিবত । লিট্ ঈকাং চকে । লুট্ ঈকিতা । লুট্ ঈকিযাতে । গিচ্—ঈকরতি ঈকরতে । লুঙ্ ঐচিকৎ, ঐচিকত । সন্ ইচিকিষতে ।

কর্ম্মবাচ্যে—ঈক্যতে । লুঙ্ ঐকি । “তদৈক্যত বহুতাং প্রজারের” (ঐতি) “ঈক্যতেনা শব্দং” (বেদান্তহ°) । অধি+ঈক=বিবেচন । অহ+ঈক=অহুচিন্তন । “তা-

মবীকত ইরং বৈ” (শতপথব্রা° ৬।৩।৪।৫) অপ+ঈক=আকাজ্জা । অহুরোধ । অবধি নিয়ম । “অপেক্ষতে প্রত্যর-মুত্তমং যাং ।” (কুমার)

“কিমপেক্ষা কলং পরোধরান্ ধ্বনতঃ প্রোধরতে সৃগাধিপঃ ।” (কিরাত)

বি+অপ+ঈক=বিশেষবধারা অপেক্ষা ।

“ন ব্যাপেক্ষত সমুৎস্রুকাঃ প্রজাঃ ।” (রঘু)

অব+ঈক=চাক্ষুশদর্শন । সম্যক্ পর্যালোচনা ।

“যোৎসমানানবেক্ষ্যে হুং ব জতেহজ্জ সনাংগতাঃ ।” (গীতা)

অহু+অব+ঈক=পর্যালোচন, অহুসন্ধান ।

“স্বস্বতাং চাষবেক্ষতে যোগেন পরমাত্মনঃ ।” (মহু)

অতি+অব+ঈক=ভোজনার্থ ঈকণ । “বজ্রবানত গমু-বভ্যবেক্ষতে” (শত° ব্রা° ১১।১।৫।১১) “অভ্যবেক্ষতে অভ্য-বহতুং পশতি ।” (ভাষ্য) পরি+অব+ঈক=সমতদর্শন ।

“ভতো বাচম্পতির্বিজ্ঞে ভংমনঃ পর্যাবেক্ষতে ॥”

(ভারত আখ° ২১ অ°)

প্রতি+অব=প্রতিক্রম করিয়া পর্যালোচনার্থাৎ দেখা ।

“অধেমাং প্রত্যাবেক্ষমাণো জপতি ।” (শত° ব্রা° ৪।৩।৪।২°)

সম্+অব+ঈক=সম্যক্ দর্শন । সম্যক্ পর্যালোচন ।

“যদি দৃষ্টং বলং সর্কং বয়ক সর্কমেকিতাঃ ।” (ভার° ১।২৫অ°)

“সর্কন্ত সমবেক্ষাদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুঃ ।” (মহু)

আ+ঈক=সম্যক্ দর্শন । উদ+ঈক=উর্দ্ধ দর্শন ।

“ত্রীণি বর্ষাণীকৈত কুমার্যাতুমতী সতী ।” (মহু)

উপ+ঈক=হেয়ক জ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ ।

“নোপেক্ষতে কণমপি রাজা সাহসিকং ময়ং ।” (মহু)

সম্+উপ+ঈক=সম্যক্ অপেক্ষা ।

“শত্ৰুপক্ষং সমাধাতুং যো মোহাৎ সমুপেক্ষতে ।”

(ভারত সভাপ°)

নিস্+নির+ঈক=নিঃশেষরূপে দর্শন । শপথকরণ ।

“দাবদেভ্যামিরীক্ষেহং বোক্ষু কামানবহিতান্ ।” (গীতা)

পরি+ঈক=তদ্বাহুসন্ধান ।

“নৈতা রূপং পরীক্ষতে নাসাং বরসি সংস্থিতিঃ ।

স্বরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভূততে ॥” (গীতা)

প্র+ঈক=প্রকর্ষ দ্বারা দর্শন ।

“বৎ কিঞ্চিদশবর্ষাণি সরিথো প্রেক্ষতে ধনী ।” (মহু)

অতি+প্র+ঈক=আতিসূক্ষ্মে দর্শন । উৎ+প্র+ঈক=উৎপ্রেক্ষা । উদ্ভাবন ।

“তবেৎ সভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃত্ত পরায়না ॥”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

সম্ + প্র + জৈক = সম্যক্ দর্শন।

“বোগক্ষেমক সংপ্রেক্য বণিজো দাপয়েৎ করং।” (মহু)

অতি + সম্ + প্র + জৈক = অতিমুখ্য দ্বারা সম্যক্ দর্শন।

প্রতি + জৈক = অহরোধ অপেক্ষা পূজন।

“সংবৎসরং প্রতীক্ষেত বিবস্তীং যোবিতং পতিং।” (মহু)

সম্ + প্রতি + জৈক = সম্যক্ প্রতীক্ষা। বি + জৈক = বিশেষ-
রূপে দর্শন। অহু + বি + জৈক = সম্বতবীক্ষণ। পশ্চাদ্-
বীক্ষণ। অতি + বি + জৈক = অতিমুখ্যে বীক্ষণ। উদ + বি +
জৈক = উদবীক্ষণ। সম্ + উদ + বি + জৈক = সমস্তাৎ উৎ-
বীক্ষণ।

প্রতি + বি + জৈক = প্রতিদর্শন। সম্ + বি + জৈক =
সম্যগ্ বীক্ষণ। সম্ + জৈক = সম্যক্ দর্শন। পর্যালোচনা
করিতা দর্শন।

“তান্ সমীক্ষ্য স কোত্তের সর্কান্ বন্ধনবহিতান্।” (গীতা)

প্র + সম্ + জৈক = প্রকর্ষদ্বারা সম্যক্ দর্শন।

“সহসর্কাস্থিঃ সমুৎপন্নঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভূশং।” (মহু)

জৈ—জৈধি জৈধ ধাতু—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
জৈজতি। লোট্ জৈজতু। বিধিলিঙ্ জৈজ্যৎ। লঙ্ জৈজ্যৎ।
লিট্ জৈজ্যচকার। লুঙ্ জৈজ্যৎ, জৈজ্যট্যৎ, জৈজ্যুঃ। লুট্
জৈজ্যতা। লুট্ জৈজ্যতি। লুঙ্ জৈজ্যত। গিচ্ জৈজ্যতি।

“য জৈজ্যন্তি পরিত্যক্তিরসমুদ্র মণবৎ।” (অক্ ১১৯৭)

জৈগ—গতি। জৈগি জৈগধাতু। রূপাদি ইগ ধাতুর মত হইবে,
কেবল ইগ ধাতুর ই কার হ্রস্ব, এই মাত্র প্রভেদ।

[ইগ ধাতু দেখ।]

জৈজ—১ গতি। ২ নিন্দা। ভাদি, আয়ানে, সক, সেট্। লট্
জৈজতে। লোট্ জৈজতাৎ। বিধিলিঙ্ জৈজত। লঙ্
জৈজত। লুঙ্ জৈজট, জৈজট্যৎ; জৈজ্যত। লিট্ জৈজাৎ
চক্রে। লুট্ জৈজিতা। লুট্ জৈজিয়াতে। লুঙ্ জৈজিয়াত।

জৈজ—১ গতি। ২ নিন্দা। জৈজি জৈজধাতু। ভাদি, আয়ানে,
সক, সেট্। লট্ জৈজতে। লোট্ জৈজতাৎ। লঙ্ জৈজত।
বিধিলিঙ্ জৈজত। লুঙ্ জৈজট। লিট্ জৈজাৎচক্রে।
পাণ্ডির্গতে এই ধাতুর উল্লেখ দেখা যায় না। কবিকরক্রেমে
এই ধাতু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জৈড়—জতি। অদাদি, আয়ানে, সক, সেট্। লট্ জৈড়তে, জৈড়তে,
জৈড়তে। জৈড়বে, জৈড়বে। লোট্ জৈড়াৎ। জৈড়ব।

“ইটে জিপিষ্টপহানে যৎপাংকারজয়ঃ।”

যয় পুলকিত জিবিড়োজা জৈড়তাপি।” (কবিক ১৫০)

লিট্ জৈড়াৎচক্রে। লুট্ জৈড়িতা। লুট্ জৈড়িয়াতে।

লুঙ্ জৈড়ট, জৈড়ট্যৎ, জৈড়্যত। লুট্ জৈড়্যতি। গিচ্

জৈড়তি, জৈড়তে। লুঙ্ জৈড়ৎ, জৈড়ত। কৰ্মবাচ্যে—
জৈড়াতে। লুঙ্ জৈড়।

জৈত—জৈতি জৈত ধাতু—বন্ধন। ভাদি, পরমৈ। লট্ জৈততি।
লোট্ জৈততু। লঙ্ জৈতৎ। লুঙ্ জৈতৎ। লিট্ জৈতাৎ
চকার। কৰ্মবাচ্যে ইত্যাতে। লুঙ্ জৈতি।

জৈর—গতি। প্রেরণ। চুমাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। পক্ষে
ভাদি। লট্ জৈরতি, জৈরতে। লোট্ জৈরতু, জৈরতাৎ।
বিধিলিঙ্ জৈরয়েৎ, জৈরয়েত। লুঙ্ জৈরয়ৎ, জৈরয়ত। ভাদি-
গদী হইলে এইরূপ রূপ হইবে এবং পরমৈপদী হইবে।
লট্ জৈরতি। লোট্ জৈরতু। লঙ্ জৈরৎ। বিধিলিঙ্ জৈরয়েৎ।
লুঙ্ জৈরয়ৎ। লিট্ জৈরয়াৎবভূব। জৈরয়াৎবভূব। উদ +
জৈর = উৎক্ষেপণ। উচ্চারণ। কথন।

“উদরীরয়ামাহুরিবোদ্যনানং।” (মহু)

অতি + উদ + জৈর = অতিমুখ্যে উচ্চারণ।

“অতীকতিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বাচতিষো হুত্বৈবয়ং।”

(ভারত ১১১৭২ অঃ)

সন্ + উদ + জৈর = সম্যগ্ উচ্চারণ। সম্যগ্ উদ। প্র + জৈর =
প্রেরণ। সন্ + জৈর = সম্যক্ প্রেরণ। সম্যগ্ উচ্চারণ। সম্যগ্-
গতি।

“তাভিরাতরগৈঃ পবনাসিতাতিঃ সমীরিতঃ।”

(ভারত বনপর্ব ১২১৮ অঃ)

জৈর—গতি। ২ কম্পন। অদাদি, আয়ানে, সক, সেট্।
লট্ জৈর্জে, জৈর্জতে, জৈর্জতে।

“জৈর্জৎ কীর্জিৎপ্রজৎ পুরমনবরতং প্রেরয়ত্যন্তরা যৎ ধর্মে
প্রেরতিপ্রীতঃ” (কবিক ১৮)

লঙ্ জৈর্জ, জৈর্জতাৎ, জৈর্জত। লুঙ্ জৈর্জট, জৈর্জট্যৎ,
জৈর্জ্যত। সন্ জৈর্জিবিবতে।

“অন্থে রাজসি জৈরতাৎ।” (অক্ ৪৮৭৭)

জৈর্জা—জৈর্জ, অপরের বৃদ্ধাসহিত। ভাদি, পরমৈ, সক,
সেট্। লট্ জৈর্জতি। লোট্ জৈর্জতু। বিধিলিঙ্ জৈর্জ্যৎ।
লুঙ্ জৈর্জ্যৎ, জৈর্জ্যট্যৎ, জৈর্জ্যুঃ। লিট্ জৈর্জাৎবভূব।
লুট্ জৈর্জিতা। লুট্ জৈর্জিয়াতি। আশ্লিঙ্ জৈর্জ্যৎ। লুঙ্
জৈর্জ্যৎ।

জৈর্বা—পরপদাসহন। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ জৈর্বাতি।
লোট্ জৈর্বতু। বিধিলিঙ্ জৈর্বাৎ। লঙ্ জৈর্বাৎ। লিট্
জৈর্বাৎবভূব। লুট্ জৈর্বিতা। লুট্ জৈর্বিয়াতি। লুঙ্ জৈর্বাৎ,
জৈর্বাট্যৎ, জৈর্বা্যুঃ। গিচ্ জৈর্বারতি, জৈর্বারতে। লুঙ্ জৈর্বাৎ,
জৈর্বাৎ, জৈর্বাৎ, জৈর্বাৎ। সন্ জৈর্বাতিবিবত।

“তমাত্তিহু দারাপাং ক্রমগেহু নৈর্জিতবাং।” (অবোধকরোদর)

কেশ—ঐশ্বৰ্য্য। আদা, আশ্বনেগদী, সক, সেট। লট্ কৈটে
কৈশতে, কৈশতে। কৈশিবে। কৈশিবে। লোট্ কৈশি। লঙ্
কৈশি। বিধিলিঙ্ কৈশিত। লিট্ কৈশাচক্ৰে। লুট্ কৈশিত।
লুঙ্ কৈশিট্, কৈশিবাং, কৈশিবত। আশীলিঙ্ কৈশিবাট্।
লুট্ কৈশিযতে। লুঙ্ কৈশিযত। “পুৰুষো বৈ পশুনামৈক-
ক্ৰমাৎ পশুনামীটে” (শত° ব্রা° ৪।৫।৫।৭) কৈশ ধাতুযোগে
কৰ্মবিষয়ক যটী বিতক্ত হইয়া থাকে।

বৈদিক প্রয়োগে কোন কোন স্থলে লিট্ বিতক্তিতে
আস্ হর না।

“সহস্র এবাং পিতয়ন্ত নেশিরে।” (ঋক্ ১০।৫৬।৭)

এই স্থলে ‘কৈশাচক্ৰিয়ে’ এইরূপ পদ হইত, কিন্তু
বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া ‘কৈশিরে’ এইরূপ হইল।

কৈষ—উৎপত্তি। ভূদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কৈষতি।
লোট্ কৈষতু। বিধিলিঙ্ কৈষেৎ। লঙ্ কৈষৎ। লিট্
কৈষাৎবভূব। লুঙ্ কৈষীৎ, কৈষীট্, কৈষিঃ। লুট্ কৈষিত।
কৰ্মবাচ্যে কৈষতে। লুঙ্ কৈষি।

“বিশ্বদাদীষতো বজমানস্ত পরিধিঃ।” (তৈত্তিরীয়স°)

কৈষ—১ দান। ২ কৈশ। ৩ সর্পণ গতি। ৪ হিংসন। ভূদি,
আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ কৈষতে। “বঃ সদোমতিমীষতে”
(কবিক° ৩৬) লোট্ কৈষতাং। লঙ্ কৈষত। লুঙ্ কৈষিট্,
কৈষিবাং, কৈষিবত। লিট্ কৈষাৎবভূব। লুট্ কৈষিত।
আশীলিঙ্ কৈষিবাট্। কৰ্মবাচ্যে কৈষতে। লুঙ্ কৈষি।

“অস্মাদহং তদ্বাদীষমাণঃ।” (ঋক্ ১।১৭।১।৪)

কৈহ—চেষ্টা। ভূদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ কৈহতে।
লোট্ কৈহতাং। বিধিলিঙ্ কৈহেৎ। লঙ্ কৈহৎ। লুঙ্
কৈহিট্, কৈহিবাং, কৈহিবত। কৈহিৎ, কৈহিৎ। লিট্
কৈহাচক্ৰে। লুট্ কৈহিযতে। লুঙ্ কৈহিযত। লুট্ কৈহিত।
লুট্ কৈহিযতে। লিট্ কৈহিযত। লুঙ্ কৈহিযৎ। কৰ্মবাচ্যে
কৈহতে। লুঙ্ কৈহি। এই ধাতু ইচ্ছাপূৰ্ব্বক চেষ্টা পরম
বুঝাইলে সৰ্ব্বত্র হইবে। “তত্তারাদন মীহতে।” (গীতা)

উ—উঙ্, উ+ধাতু=লক। ভূদি, অক, আশ্বনে, অনিট্।
লট্ অবতে উবে। লোট্ অবতাং। বিধিলিঙ্ উবেৎ।
লুঙ্ উট্, উটীৎ উবত। লুট্ উত। আশীলিঙ্ উবীট্।
লুট্ উযতে। লুঙ্ উযত। লুট্ উবিষতে। লিট্ আব-
রতি। “উবে অথ হ্রস্বান্তিকে যথৈবাং ভবিষতি।”

(ঋক্ ১০।৮৬।৭)

উক—১ সেচন, আক্রিয়ণ। ২ বর্ষণ। লট্ উকতি। লোট্
উকতু। বিধিলিঙ্ উকেৎ। লঙ্ উকৎ। লুঙ্ উকীৎ,
উকীট্, উকিঃ। লুট্ উকিত। লুট্ উকিযতি। লিট্

উকাচকার। লুঙ্ উকিযৎ। কৰ্মবাচ্যে—উক্যতে। লুঙ্
উকি। “উকাঃ প্রচক্ৰনগরত মার্গান্।” (ভট্)

“স্বতমুদ্যতামধুবর্ণমর্জতে।” (ঋক্ ১।৮৭।২)

অতি+উক=অবতানপানি দ্বারা সেচন।

“উত্তানেনৈব হতেন প্রোক্ষণং পরিকীৰ্তিতং।

ভজতা ইত্যাক্ষণং প্রোক্ষণং তিরস্কাহবোক্ষণং শ্রুতং॥”

(ছন্দোগপ°)

“অথাতিরিত্যুক্তিঃ।” (শত° ব্রা° ২।১।১।৩)

অব+উক=তির্যাক্ পাণি দ্বারা সেচন।

“তিরস্কাবোক্ষণং শ্রুতং” (ছন্দোগপ°)

আ+উ=উৎসেচন বা সমস্তাৎ সেচন।

উদ+উক=উদ্বোধন হইতে সেচন।

“কিং তৃতীয়মেতাং দিশমুদোকীঃ।” (শত° ব্রা° ১।১।৫।৩।৭)

উপ+উক=সমীপে সেচন। নিস্+উক=নিঃশেষ-
রূপে সেচন।

“বৎস্রচ্যাব আনীর নিরোকিষঃ।” (শত° ব্রা° ১।১।৫।৭)

পরি+উক=বেষ্টনাকারে সমস্তাৎ সেচন। প্র+উক=
উত্তানহস্ত দ্বারা সেচন।

“উত্তানেনৈব হতেন প্রোক্ষণং পরিকীৰ্তিতং।” (ছন্দোগপ°)

সম্+প্র+উক=সম্যাক্ প্রোক্ষণ।

“প্রাণানাম্যস্য সংপ্রোক্ষেভূচেনাক্ষেবতেন তু।” (হুতি)

বি+উক=বিশেষরূপে সেচন। অতি+বি+উক=
আতিমুখ্যে বিশেষরূপে সেচন।

“তত্তম্বাহিতৈব সংস্রজ্যাং যথামিঃ যথামিঃ নাতিবাক্ষেৎ।”

(শতপথব্রা° ১।৩।১।১০)

সম্+উক=সম্যাক্ সেচন। “সমুদিতং শ্রুতং সোমং।”

(ঋক্ ৩৬।১।৫)

উষ—গতি। ভূদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উষতি। লোট্
উষতু। লঙ্ উষৎ। বিধিলিঙ্ উষেৎ। লিট্ উষাৎ,
উষতুঃ। লুট্ উষিত। লুঙ্ উষীৎ, উষীট্, উষিঃ।
আশীলিঙ্ উষাৎ। লুট্ উষিযতি। লুঙ্ উষিযত। কৰ্মবাচ্যে—
উষ্যতে। লুঙ্ উষি। লিট্ উষয়তি। লুঙ্ উষয়ৎ।

উষ—গতি। উষি উষ ধাতু। ভূদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ উষতি। লোট্ উষতু। লঙ্ উষৎ। বিধিলিঙ্
উষেৎ। লুঙ্ উষীৎ, উষীট্, উষিঃ। লিট্ উষাৎ
বভূব। লুট্ উষিত। আশীলিঙ্ উষাৎ। লুট্ উষিযতি।
লুঙ্ উষিযৎ। লুট্ উষিযত।

উত—১ সমবার। ২ সন্ধান। ৩। মিশ্রণ। দিবাди, পরমৈ, সক,
সেট্। লট্ উততি। লোট্ উততু। বিধিলিঙ্ উতেৎ।

লঙ্-ওঁচ্যৎ। লুঙ্-ওঁচ্যৎ। উচ ধাতু পুণ্যদিগণ এই লঙ্ লুঙ্-পঠৈঃ অঙ্-হইবে। লিট্ উচোত। লুট্ ওঁচিতি। আশীলিঙ্-উচ্যাৎ। লুট্ ওঁচিযাতি। লুঙ্-ওঁচিযাৎ।

“উচোচিত হি নববন্-দেকং” (ধক্ ৭।৩৬।৩)

উচ্—কণাণ আদান, ধাতুকণার গ্রহণ। উহী উচ্-ধাতু। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্ছতি। লোট্ উচ্ছতু। বিধিলিঙ্ উচ্ছৎ। লুঙ্-ওঁছীৎ, ওঁছিষ্টাৎ, ওঁছিযুঃ। লিট্ উচ্ছাংবত্ব। লুট্ উচ্ছিতা। আশীলিঙ্ উচ্ছ্যাৎ। লুট্ উচ্ছিযাতি। লুঙ্-ওঁছিযাৎ। প্র+উচ্=মাক্ষন। প্রাঃ এই ধাতুর বি-পূর্বক প্রয়োগ দেখা যায়।

উচ্—১ বক্। ২ সমাপন। ৩ বিরাম। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্ছতি। লোট্ উচ্ছতু। বিধিলিঙ্ উচ্ছৎ। লুঙ্-ওঁছীৎ। লুঙ্-ওঁছিষ্টাৎ, ওঁছিযুঃ। লিট্ উচ্ছাংবত্ব। লুট্ উচ্ছিতা। আশীলিঙ্ উচ্ছ্যাৎ। লুট্ উচ্ছিযাতি। লুঙ্-ওঁছিযাৎ। গিচ্—উচ্ছরতি, উচ্ছরতে। লুঙ্-ওঁচ্ছরৎ, ওঁচ্ছরত। লুট্ উচ্ছরতি। লুঙ্-ওঁচ্ছরৎ। সন্ উচ্ছরতি, উচ্ছরতি। উচ্ছী উচ্ছ ধাতু নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্র-কবত্ব প্রত্যয় পরে ইট্ হইবে না। উচ্ছ—ক্র উচ্ছ।

উচ্ছ—ত্যাগ। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্ছতি। লোট্ উচ্ছতু। বিধিলিঙ্ উচ্ছৎ। লুঙ্-ওঁচ্ছীৎ। লিট্ উচ্ছাংবত্ব। লুঙ্-ওঁচ্ছীৎ, ওঁচ্ছিষ্টাৎ, ওঁচ্ছিযুঃ। লিট্ উচ্ছিতা। আশীলিঙ্ উচ্ছ্যাৎ। লুট্ উচ্ছিযাতি। লুঙ্-ওঁচ্ছিযাৎ।

“সেকান্তে মুনিকন্তান্তিত্তৎকণোচ্ছিতবৃক্কং।” (রঘু)

প্র+উচ্ছ=প্রকর্ষ দ্বারা ত্যাগ।

“লিখিতমপি ললাটে প্রোচ্ছিতং কঃ সমর্থঃ।” (হিতো)

সন্+উচ্ছ=সমাক্ষাণ।

উচ্চ—গতি। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীৎ, ওঁচ্চিষ্টাৎ, ওঁচ্চিযুঃ। লিট্ উচ্চাংবত্ব, উচ্চত। লুট্ উচ্চিতা। আশীলিঙ্ উচ্চ্যাৎ। লুট্ উচ্চিযাতি। লুঙ্-ওঁচ্চিযাৎ।

উচ্চ—সংহতি। সৌজ ধাতু, তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীৎ। লিট্ উচ্চাংবত্ব, উচ্চত। লুট্ উচ্চিতা। আশীলিঙ্ উচ্চ্যাৎ। লুট্ উচ্চিযাতি। লুঙ্-ওঁচ্চিযাৎ।

উচ্চস্—উচ্চ। ক্র্যাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চসতি। লোট্ উচ্চসতু। লুঙ্-ওঁচ্চসীৎ। বিধিলিঙ্ উচ্চসীয়াৎ। লুঙ্-ওঁচ্চসীয়াৎ। চুরাদিগণীরও এই ধাতু দেখা যায়। চুরাদিগণীর হইলে এইরূপ রূপ হইবে। লট্ উচ্চসরতি, উচ্চসরতে। লুঙ্-ওঁচ্চসরৎ, ওঁচ্চসরত। লিট্ উচ্চসাংবত্ব।

উচ্চ—উচ্চী উচ্চ ধাতু—ক্লেদন অত্রোভাব। ক্র্যাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি, উচ্চৎ, উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। আশীলিঙ্ বিধিলিঙ্ উচ্চ্যাৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীৎ। লিট্ উচ্চাংবত্ব। লুট্ উচ্চিতা। লুট্ উচ্চিযাতি। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ, ওঁচ্চিযুঃ। সন্ উচ্চিযতি। গিচ্ উচ্চরতি। লুঙ্-ওঁচ্চরৎ।

“শিরজ্জিরুদ্বাতি অদিত্তিঃ কেশান্ উচ্চত্ব বর্তনঃ।

(আখং গৃ ১।১৭।৭১)

উচ্চ—আর্জব, বহুতা। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। লিট্ উচ্চাংবত্ব। লুট্ উচ্চিতা। লুট্ উচ্চিযাতি। সন্ উচ্চিযতি। গিচ্ উচ্চরতি। লুঙ্-ওঁচ্চরৎ। নি+উচ্চ=কোটিয়া, উলটান।

উচ্চ—পূর্তি, পূরণ। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। লিট্ উচ্চাংবত্ব। লুট্ উচ্চিতা। লুট্ উচ্চিযাতি। সন্ উচ্চিযতি। গিচ্ উচ্চরতি। লুঙ্-ওঁচ্চরৎ।

উচ্চ—পূরণ। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। লিট্ উচ্চাংবত্ব। লুট্ উচ্চিতা। লুট্ উচ্চিযাতি।

বেদে এই ধাতুর গণবাত্যয় দেখা যায়—যথা উচ্চতি।

উচ্চ—জীবন। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ উচ্চয়তি, উচ্চয়তে। লোট্ উচ্চয়তু, উচ্চয়তাৎ। বিধিলিঙ্ উচ্চয়ৎ, উচ্চয়তে। লুঙ্-ওঁচ্চয়ীৎ, ওঁচ্চয়ত। লুঙ্-ওঁচ্চয়ীয়াৎ, ওঁচ্চয়ত। লিট্ উচ্চয়াংবত্ব। তুদাদিগণীর একটা উচ্চধাতু আছে।

ইহার রূপ লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ।

উচ্চ ধাতু একটা দীর্ঘ উকারান্ত আছে, ‘উচ্চ’ তাহার রূপ এইরূপই হইবে, কেবল উর উকার দীর্ঘ উকার এই মাত্র প্রত্যয়। এইজন্য আর পৃথকরূপ দেওয়া গেল না।

উচ্চ—১ পরিমাণ। ২ জীড়া। ৩ আশ্বাদ। তুদাদি, আশ্বনে, অকর্ষক, সেট্। লট্ উচ্চতে। লোট্ উচ্চতাৎ। লুঙ্-ওঁচ্চত। লিট্ উচ্চাংবত্ব। লুট্ উচ্চিতা। লুট্ উচ্চিযতে। লুঙ্-ওঁচ্চিষ্টাৎ, ওঁচ্চিযতাৎ, ওঁচ্চিযত। সন্ উচ্চিযতে। গিচ্ উচ্চরতি। লুঙ্-ওঁচ্চরৎ। দীর্ঘ উকারান্ত উচ্চধাতুর রূপ এই প্রকার হইবে। কেবল আদি উকার দীর্ঘ উকার হইবে।

উচ্চ—হিংসা। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ উচ্চতি। লোট্ উচ্চতু। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ। বিধিলিঙ্ উচ্চৎ। লুঙ্-ওঁচ্চীয়াৎ।

ঔক্যং। লিট্ উক্যংচকার। দীর্ঘ উকারান্ত উর্ক ধাতুর
রূপও এই প্রকার হইবে।

উল—দাহ। সোজ ধাতু, ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
উলতি। লোট্ উলতু। বিধিলিঙ্ উলৎ। লঙ্ ওলৎ।
লুঙ্ ওলীৎ।

উষ—১ দাহ। ২ বধ, হনন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
ওষতি। লোট্ ওষতু। লঙ্ ওষৎ। বিধিলিঙ্ উষৎ।
লিট্ ওষাংচকার, উবোধ। ওষাংচকৃতুঃ, উষতুঃ, উবোধিৎ।
লুট্ ওষিতা। লুট্ ওষিষতি। লুঙ্ ওষীৎ, ওষিষ্যৎ, ওষিসুঃ।
লন্ ওষিষতি। গিচ্ ওষয়তি।

“দেভেনৈব তমপ্যোবেৎ স্বকাক্ষর্কবিচ্যুতং।” (মহ)

উবি উষ ধাতুরও রূপ এই প্রকার হইবে, কেবল উর্কিৎ
হেতু বিক্রেমে ইট্ হইরা উবিষা, উট্। এইরূপ পদ হইবে।

অতি+উব=সর্বপ্রকারে দাহ।

“বোহুত্ৰাষ্ট্রমিশ্রইব।” (শত্ ব্রা ১১।২।৭।২০)

‘অতিত ওষণং অত্ৰাষ্ট্রং সর্বতো দাহঃ।’ (ভাষ্য)

অব+উব=অবঃ সন্তাপ দ্বারা দাহ। উদ্+উব=অতি-
শর দাহ। “মা যোবোষিষ্টং মামা হিংসিষ্টং।”

(শত্ ব্রা ১।৪।১।২৫)

উপ+উব=সমীপে দাহ। উপবাস।

“অগ্নিনা বা কক্ষুপোবেৎ।” (শত্ ব্রা ১২।৫।১।১০)

অতি+উব=অতি দাহ।

“স্বং অগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষঃ যাতুধাতুঃ।” (ঋক্ ১০।১১।৮।৮)

প্রত্যেক দাহ। “প্রত্ৰাষ্ট্রং রক্ষঃ” (তুষ্ণ যজু ১।৭)

‘প্রত্ৰাষ্ট্রং প্রত্যেকং দধঃ’ (বেদদীপ)

উহ—অর্দন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। উহির্ উহ ধাতু।
লট্ ওহতি। লোট্ ওহতু। লঙ্ ওহৎ। বিধিলিঙ্ উহৎ।
লিট্ উবোহ। লুট্ ওহিতা। লুঙ্ ওহীৎ। অপ+উহ=
অপসারণ। “তানপোহীৎ নিশাচরঃ।” (ভট্ট)

উন—পরিহাণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
উনয়তি, উনয়তে। লোট্ উনয়তু, উনয়তাং। লঙ্
ওনয়ৎ, ওনয়ত। লুঙ্ ওনিনৎ, ওনিনত। বিক্রেমে ওনরীৎ,
ওনরিষ্ট। উনঃ, উনিতঃ।

“মাধারতোজরিতুর্মামুনরীঃ।” (ঋক্ ১।৫।৩।০)

উর—ভক্ত-সন্তান, সীবন। উরী, উর ধাতু। ভাদি, আত্মনে,
সক, সেট্। লট্ উরতে। লোট্ উরতাং। লঙ্ ওরত।

“তক্তিচিরাণি বজ্রাণি ব্যাস্তে যত কোতুক্যং।” (কবিক ২১০)

লিট্ উরাংচক্রে। লুট্ উরিতা। লুট্ উরিয়তে।

লন্ উরিয়তে। এই ধাতু ঈদৃশ বলিয়া নিষ্ঠা

অর্থাৎ ক, কষতু, পরেইট্ হইবে না। উতঃ, উভয়ান্

উর্গু=উর্গুঙ্, উর্গু ধাতু=আচ্ছাদন। অদাদি, উভয়পদী,
সক, সেট্। লট্ উর্গোতি, উর্গোতি, উর্গুতঃ, উর্গুতি।
উর্গুতে। বিধিলিঙ্ উর্গুয়াৎ, উর্গুয়ীত। লোট্ উর্গোতু,
উর্গোতু। উর্গুহি, উর্গুতাং। লঙ্ ওর্গোৎ, ওর্গোৎ। লুঙ্
ওর্গবীৎ, ওর্গবীৎ, ওর্গবীৎ। ওর্গবিষ্যৎ, ওর্গবিষ্যৎ, ওর্গবিষ্যৎ।
ওর্গবিষ্ট, ওর্গবিষ্ট। লিট্ উর্গুনাং। উর্গুহুবিষ, উর্গুনবিষ।
উর্গুনবে। লুট্ উর্গবিষা, উর্গুবিষা। আশীদিঙ্ উর্গুয়াৎ।
উর্গবিষীষ্ট, উর্গুবিষীষ্ট। লন্ উর্গু নুযতি, উর্গুনবিষতি,
উর্গুনবিষতে। উর্গুহুবিষতি, উর্গুহুবিষতে। বঙ্ উর্গোনুযতে,
উর্গোনবীতি, উর্গোনোতি। গিচ্ উর্গাবয়তি। লুঙ্ ওর্গু-
হুবৎ। অপ+উর্গ=অপস্থ্যভাবরণ।

“অপীযুতা অপোর্গুবন্তো অহঃ।” (ঋক্ ১।১২।০।৬)

‘অপোর্গুবন্তঃ অপগতনিরসনবন্তঃ।’ (সারণ)

অতি+উর্গ=আতিস্থ্য আচ্ছাদন।

“অত্ৰাণোতি যন্নয়ং তিবজি।” (ঋক্ ৮।৭।২।২)

অ+উর্গ=সম্যক্ আচ্ছাদন।

“ইত্ৰং সোমৈরোর্গুত জুর্গবজ্জৈঃ।” (ঋক্ ২।১৪।৩)

প্র+উর্গ=প্রচ্ছাদন। বি+উর্গ=প্রকাশন।

“সবিতঃ বৃর্গুবে হুচীনা” (ঋক্ ৪।৫।৪।২)

‘বৃর্গুবে প্রকাশয়তি।’ (সারণ)

উষ—রোগ, পীড়া। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ উষতি
লোট্ উষতু। বিধিলিঙ্ উষৎ। লঙ্ ওষৎ। লুঙ্ ওষীৎ।
লিট্ উষাংচকার। লুট্ উষিতা। লুট্ উষিষতি।

উহ—বিতর্ক। অধ্যাহার। সন্তাবন। ভাদি, আত্মনে, সক,
সেট্। লট্ উহতে। লোট্ উহতাং। বিধিলিঙ্ উহৎ।
লঙ্ ওহত, লুঙ্ ওহিষ্ট, ওহিষ্যতাং, ওহিষত। লিট্ উহাং
চক্রে। লুট্ উহিতা। লুট্ উহিষ্যতে। আশীদিঙ্ উহিষীষ্ট।
কর্ষবাচ্য—উহতে। লুঙ্ ওহি। লন্ উলিহিষতে। গিচ্
উহয়তি। লুঙ্ ওহিহৎ। উহ ধাতু উপসর্গ পূর্বক হইলে
বিক্রেমে আত্মনেপদ হয়। যদি পরে উহ ধাতুর উকার
ব্রহ্ম হইবে। বধা—সমুহাৎ, সমুহ ইত্যাদি। অতি+উহ=
একদেশ হিভের তথিগরীত দেশ প্রেরণ। “জোগকলস
মত্ৰাহ” (কাভ্যা ৯।২।১৬) ‘অত্ৰাহ প্রাকমেব প্রতীচ্যাং
প্রোষ্য।’ (কর্ক)। অধি+উহ=অন্নন।

“বধা ধুরমধাহে দেবং তভৎ পূর্বমাধারমাধারবত্যাধাহ
হি ধুবং ব্রজতি।” (শতপথ ব্রা ১।৪।৪।১২)

অপ+উহ=নিরসন, দূরীকরণ।

“এতৈব্রটৈত রপোহেত পাণঃ তৈব্রকৃতং বিলঃ।” (মহ)

অণ+বি+উহ=নিবারণ। অতি+উহ=আচ্ছাদন।
উৎ+উহ=উৎকর্ষণ। প্রতি+উদ+উহ=প্রক্ষেপণ। বি+
উদ+উহ=অন্তে বিবর্জন। উপ+উহ=অধস্তাৎ প্রবেশন।
নির্+উহ=নিকাশিত করিয়া গ্রহণ, পৃথক্করণ। পরি+
উহ=পরিত; বাতপূরণ।

“অরস্মিমায়ে সংতুণে বোপদধাতি পশুহতি চ।”

(কাভ্যা° ৮৫২৫)

‘পশুহতি পাণ্ডুভিরস্মাণং পরিতঃ পুরতি।’ (কক্)

প্র+উহা=দোষান্তরনয়ন।

“প্রোহ জোপকলসং।” (কাভ্যা° ৯৫১১৪)

প্রতি+উহ=উপরিহাপন। বি+উহ=বিপরীতভাবে
প্রেরণ।

“প্রহর্বয়ৎবাং ব্যাধতাং সমাক্ পরীক্ষয়েৎ।” (মহু)

প্রতি+প্র+বি+উহ=প্রতিরূপ ব্যাধকরণ।

“বাহ্ণ্যত্যাবিধি কৃষা প্রতিবাহ্ণ নিশাচরং।”

(ভারত বন ৩৮৪ অঃ)

সম্+উহ+সমবেত ভবন। সংহনন। সমাক্ প্রাপণ।

উপ+সম্-উহ=সমস্তাৎ পরিমার্জন।

“বেদিং পরিসমুহ্য” (কাভ্যা° ২১৬১২)

‘পরিসমুহ্যসম্বাচ্চ’ (কক্)

ঋ—গতি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঋচ্ছতি। লোট্
ঋচ্ছতু। লঙ্ ঋচ্ছৎ। বিধিলিঙ্ ঋচ্ছৎ। লিট্ আর, আরতুঃ।
অরিথ। লুট্ অর্জা। লুট্ অর্জিযতি। আনীলিঙ্ অর্জাৎ। লুঙ্
আর্জীৎ, আরং। আর্জীৎ, আরতাং। আরন্, আর্জুঃ। গিচ্ অর্প-
য়তি, অর্পয়তে। লুঙ্ আপিগৎ, আপিপত। লিট্ অর্পয়াৎ
বভূব। সন্ অরিষিষতি। লুঙ্ অরিষিষীৎ। লিট্—অরিষিষাৎ
বভূব। যঙ্ অরাধীতে। সং পূর্বক ঋ ধাতু—সদম অর্থ হইলে
আত্মনেপদ হয়, এবং অকর্মক হইয়া থাকে। যথা—সমুচ্ছতে।

“সারমান বরারোহা বনমারসা।” (উত্তট)

সমারত। সমার্ত। সমারতাং সমাধীতাং। সমারে।

সমর্জাসে। সমর্জীষ্ট।

কর্মবাচ্য—অর্ঘ্যতে, লুঙ্ আরি। ক্রমন্ত-অরগীয়, অরণ,
‘আর, অর্জা, ঋত, ঋতি, অর্জুং, ঋষা, অমৃত্য, আর্ঘ, ঋচ্ছন,
অর্ঘ্যমান, অরিষ্টন্ ইত্যাদি।

অতি+ঋ=অতিমুখো গতি।

“কৃষতি বরিবো গবে অভ্যর্থতি কষ্টেতিং।” (ঋক্ ৯৬২১০)

নি+পরি+সম্+ঋ=গতার্থ ধাতুর অর্থ।

“ওহা করিষ্যং বাভা বীৰ্য্যেণ নৃষ্টে।” (ঋক্ ৪৮০১০)

‘নৃষ্টে নিতুয়াং প্রোষ্টাং’ (সারণ)

ঋ—গতি। জ্যাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঋগতি, ঋগীতঃ,
ঋগতি। লোট্ ঋগতু। বিধিলিঙ্ ঋগীয়াৎ। লঙ্ ঋগীৎ
আর্গীতাৎ, আর্গন্।

“বভ কীষ্টি ঋগাতি কণিনাং পুরং।” (কবিক° ৪৫)

ঋ—গতি, প্রাপণ। জুহোত্যাদিগণীয়, পর, সক, অনিট্। লট্
ইরতি, ইয়তঃ, ইয়তি। লোট্ ইরতু, হি-ইয়্ হি, আনি-
ইয়রাণি। লিঙ্ ইয়রাৎ। লঙ্ ইয়ঃ, ইয়তাং, ইয়কঃ।
লুঙ্ আরং, আর্জীৎ। লুঙ্ পরে ঋ ধাতুর উত্তর অঙ্ হয়
এই অঙ্ প্রত্যয় করিয়া ‘আরং’ এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে
কিন্তু কেহ কেহ বলেন ভূদিগণীয় ঋ ধাতুর উত্তর অঙ্
হইবে জুহোত্যাদিগণীয় ঋ ধাতুর হইবে না। তাহাদের
মতে ‘আর্জীৎ’ এইরূপ পদ হইবে, আর সকল রূপ ভূদিগণীয়
ঋ ধাতুর মত হইবে।

ঋ—হিংসা। ঋদি, পরশ্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঋগতু।
হি ঋগু। বিধিলিঙ্ ঋগীয়াৎ। লঙ্ আর্জীৎ। লুঙ্ আর্জীৎ।
অন্তরূপ ভূদিগণীয় ঋ ধাতুর সদৃশ হইবে। শত্=ঋবৎ।
ক ঋণ। “ঋণং দেয়মদেয়ক যেন যত্র যথাচ যৎ।”

(যাক্চবক্ষ্য°)

ঋচ—স্তুতি। ভূদাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঋচতি।
লোট্ ঋচতু। লঙ্ আর্চৎ। বিধিলিঙ্ ঋচেৎ। লুঙ্
আর্চীৎ। লিট্ আনর্চ। কর্মবাচ্যো ঋচ্যতে। লুঙ্ আর্চি।

“যাত্যাং গায়ত্রমুচ্যতে” (ঋক্ ৮১০৮১০)

ঋচ্চ—১ যোহ। ২ গতি। ৩ ইন্দ্রিয়প্রায়। ৪ মূর্তি, কাঠিঙ্গ।
ভূদাদি, সক, পরশ্মৈ, সেট্। লট্ ঋচ্ছতি। লোট্ ঋচ্ছতু।
বিধিলিঙ্ ঋচ্ছৎ। লঙ্ আচ্ছৎ। লিট্ আনচ্ছ, আন-
চ্ছতুঃ। লুট্ ঋচ্ছিতা। লুঙ্ আচ্ছীৎ। সন্ ঋচ্ছিষতি।
গিচ্ ঋচ্ছয়তি। ঋচ্ছধাতু উপসর্গ পূর্বক হইলে ঋচ্ছ ধাতুর
ঋকারের বৃদ্ধি হয় যথা—প্র+ঋচ্ছতি=প্রোচ্ছতি ইত্যাদি।
কেহ কেহ বলেন ঋচ্ছ ধাতু একটা ভূদি গণীয় আছে।
ভূদি গণীয় হইলে এইরূপ রূপ হইবে। লট্ আচ্ছতি।
ইত্যাদি।

ঋজ—১ গতি। ২ হিতি। ৩ অর্জন। ৪ উপার্জন। উর্জন,
বলাধান। ভূদি, আত্মনে, সক, সেট্। হিতি অর্থে অক-
র্মক। লট্ অর্জতে। লোট্ অর্জতু। লিট্ আনর্জে।
লুট্ অর্জিতা। লুট্ অর্জিযতে। লুঙ্ আর্জিষ্টে, আর্জি-
যতাং, আর্জিষত। সন্ অর্জিষতি। গিচ্ অর্জয়তি।

ঋজ—ঋজি ঋজ ধাতু=ভর্জন, পাকবিশেষ। ভূদি, আত্মনে,
সক, সেট্। লট্ ঋজতে। লোট্ ঋজতু। লিট্
ঋজাচক্রে, আনর্জে। লুট্ ঋজিতা। লুঙ্ আর্জিষ্টে। সন্

অজিবিবতে। গিচ্ অজিবিবতি।

৭—৭গু ৭ধ ধাতু—গতি। ভূদাদি, উত্তরপদী, সন্, সেট্।
লট্ অগোতি, অগুতে। অগোতি, অগুতে। লিট্ আনর্গ,
আনর্গে। লুট্ অগিতা। লুট্ অগিষ্যতি, অগিষ্যতে। লুঙ্
আগীৎ, আগীষ্টাৎ। আগিষ্ট, আর্ড। সন্ অগিনিষতি।
অগিনিষতে। লুঙ্ অগীৎ। লুট্ অগিতা। লিট্ অগাৎ
চকার। লুট্ অগিষ্যতি, অগিষ্যতি। ক্ ঈর্ষ, উদীর্ঘ।

৭—সৌজ ধাতু—১ স্পর্ধা। ২ ঐর্ষ্যা। ৩ দয়া। ৪ গতি।
৫ নিম্মা। সন্, সেট্। এই ধাতুর সার্বধাতুর পরে ঈর্ষণ্
আদেশ হয়, এই ঈর্ষণ্ আদেশ হইলে আত্মনেপদী হয়, আর্দ
ধাতুক পরে ঈর্ষণ্ বিকসে হয়। যে স্থলে ঈর্ষণ্ আদেশ হয় না,
সেই স্থলে আত্মনেপদ হইবে না, পরস্মৈপদ হইবে।

লট্ ঋতীয়তে। লোট্ ঋতীয়তাং। বিধিলিঙ্ ঋতীয়ত।
লঙ্ আর্তীয়ত। লিট্ ঋতীয়াংচক্রে। ঈর্ষণ্ হইলে
অনর্ড, আনুততুঃ। লুট্ অতিতাসি। ঋতীয়াসে। লুট্
অতিষ্যতি, ঋতীয়তে। লুঙ্ আর্তীৎ, আর্তীষ্ট। ঋতিষা,
অতিষা।

“যেষে সেনায়াঃ সামিতোচর্চয়ন্তে।” (ঋক্ ৮।৩।১৬)

ঋতীয়—নাম ধাতু। ঋতমিচ্ছতি—ঋতীয়তি। লোট্ ঋতীয়তু।
লঙ্ আর্তীয়ৎ। লিট্ ঋতীয়াবেতু। কোন কোন স্থলে
ঈকার না হইয়া আকার হইবে। লট্ ঋতায়তি।

“দেবা ঋতায়তে ইমে” (ঋক্ ৪।৮।৩)

“ঋতায়তে যজ্ঞমিচ্ছতে” (সায়ণ)

৭ধ—৭ধু ৭ধ ধাতু—বুজি। দিবাতি, ষ্ঠাদি, পরস্মৈ, সন্,
সেট্। দিবাতি, লট্—ঋযতি। লোট্ ঋযতু। বিধিলিঙ্
ঋযাৎ। লঙ্ আর্যাৎ। ষ্ঠাদি, লট্ ঋযোতি, ঋযুন্তি।
বিধিলিঙ্ ঋযাৎ। লোট্ ঋযোতু, হি ঋযুহি। লঙ্
আর্যোৎ।

“ঋযোতি ধীঃ সন্ধ্যা যজ্ঞ ঋযতি ত্রীশ ভূতলে।” (কবিক* ২৪৬)

লিট্ আনর্ক, আনুততুঃ। লুট্ অর্জিতা। লুট্ অর্জিষ্যতি।
লুঙ্ আর্জৎ। ষ্ঠাদিগণীর ধাতু আর্জাৎ। আর্জিষ্টাৎ। সন্
অর্জিষতি। গিচ্ অর্জয়তি। লুঙ্ আর্জিষৎ। অবি+
অধ=অধিক বুজি।

“বদস্মিনঃ সর্কমধ্যাঃ সোমোনাধ্যাঃ।” (শত্ ব্রা* ১৪।৩।১০)

আ+অধ=সমুজি। উপ+অধ=উপগম। বি+অধ=
অধিবিগম। সম্+অধ=অধির আধিক্য।

“শক্রপক্ষঃ সমুদ্যতঃ যো যোহাৎ সমুপেক্ষতঃ।”

(ভারত বনপর্ক ৭৪ অ*)

অনু—হিংসা। ভূদাদি, সন্, পরস্মৈ, সেট্। এই ধাতু

মুচাসিগণের মধ্যস্থ। লুট্ অনুততি। লোট্ অনুততুঃ। বিধিলিঙ্
অনুতৎ। লুঙ্ আনর্কীৎ, আর্কীৎ। লিট্ অনুততুঃ, অনুততুঃ,
আনর্ক। লুট্ অর্জিতা। লুট্ অর্জিষ্যতি।

৭ধ—১ দান। ২ হিংসা। ৩ নিম্মা। ৪ বুদ্ধি। ৫ দ্রাব্য। ভূদাদি,
সন্, পরস্মৈ, সেট্। দ্রাব্য অর্থে অকর্ষক। লুট্ অকতি।
লোট্ অকতু। বিধিলিঙ্ অকৎ। লঙ্ আর্কৎ। লুঙ্
আর্কীৎ। লিট্ আনর্ক, আনুততুঃ।

৭ধ—১ গতি। ২ বধ। ভূদাদি, পরস্মৈ, সন্, সেট্। লট্
অবতি। লোট্ অবতু। বিধিলিঙ্ অবৎ। লঙ্ আর্বৎ।
লিট্ আনর্ক, আনুততুঃ। লুট্ অর্জিষ্যতি। আর্জিষ্যৎ।
লুট্ অর্জিষ্যতি।

“শৃঙ্খাভ্যাং রক্ষ ঋবত্যাভ্যং।” (অথর্ব ৯।৪।১০)

এজ—এজু—এজ ধাতু কপ্পন। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্।
লট্ এজতে। লোট্ এজতাং। লঙ্ ঐজত।

“এজতে রাজচিহ্নেঃ এজরত্যাধিলাং জগৎ।” (কবিক* ৬৯)

লিট্ এজাংচক্রে। লুট্ এজিতা। লুঙ্ ঐজিষ্ট। সন্
এজিষতি। গিচ্ এজয়তি। লুঙ্ ঐজিষৎ। বৈদিক
প্রত্যয়ে গণব্যত্যয় লুট্ হয়।

“সুধেন বুদ্ধিরেজতি” (ঋক্ ১।১০।২)

অপ্+এজ=অপগমন।

“অপেক্ষতং শুরোঅন্তেব শক্রনু” (ঋক্ ৬।৩৪।৩)

“শক্রনু অপেক্ষতে অপগময়তি” (সায়ণ)

উদ্+এজ=উর্জগতি।

“উদেজয়ানু ভূতগণানু ত্র্যবেধীৎ।” (ভটি)

প্র+এজ=প্রকর্ষ চলন। সম্+এজ=সজতি।

এজ—দীপ্তি। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ এজতি।
লোট্ এজতু। লঙ্ ঐজৎ। লুঙ্ ঐজীৎ। লিট্ এজাৎ
বতু।

এঠ—বাধন। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ এঠতে।
লোট্ এঠতাং। লঙ্ এঠত। লিট্ এঠাংচক্রে। লুট্
এঠিতা। লুঙ্ ঐঠিষ্ট। সন্ এঠিষতে। গিচ্ এঠয়তি।
লুঙ্ ঐঠিষৎ।

এধ—বুজি। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ এধতে। লোট্
এধতাং। লঙ্ ঐধত। লিট্ এধাংচক্রে। লুট্ ঐধিতা।
লুট্ ঐধিষ্যতে। লুঙ্ ঐধিষ্ট, ঐধিষ্যতাং, ঐধিষত। সন্
ঐধিষতে। গিচ্ এধয়তি। লুঙ্ ঐধিষৎ।

“হিরণ্যভূমিসঃ প্রাপ্ত্যা পার্শ্বিবো ন তথৈষতে।” (মহু)

এব—গতি। ভাদি, আত্মনে, সন্, সেট্। লট্ এবতে। লোট্
এবতাং। লঙ্ ঐবৎ। লুঙ্ ঐবিষ্ট। লিট্ এবাংচক্রে। লুট্

কিভা। লুট্ এবিষ্যতে। সন্ এবিষ্যতি। গিচ্ এবিষ্যতি। লুঙ্ এবিষ্যৎ।

৩ক—১ লোষণ মেহরাহিত্য। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য। ৪ নিবারণ। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ ওষতি। লোট্ ওষতু। বিধিলিঙ্ ওষৎ। লঙ্ ওষৎ। লিট্ ওষাংচকার। লুট্ ওষিতা। লুঙ্ ওষীৎ। সন্ ওচিষ্যতি। গিচ্ ওষয়তি। লুঙ্ ওচিষ্যৎ।

৩জ—বল। অদন্তচুরাদি, উত্তরগদী, অক, সেট্। লট্ ওজয়তি, ওজয়তে। লোট্ ওজয়তু, ওজয়তাং। লঙ্ ওজয়ৎ, ওজয়ত। লিট্ ওজয়াংচকার চক্রে। লুট্ ওজিতা। লুঙ্ ওজিৎ, ওজিত।

৩গ—৩গ্ ৩গ ধাতু=অগ্নয়ন। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ ওগতি। লোট্ ওগতু। বিধিলিঙ্ ওগৎ। লঙ্ ওগৎ। লিট্ ওগাংচকার। লুট্ ওগিতা। লুঙ্ ওগীৎ। সন্ ওগিষ্যতি। গিচ্ ওগয়তি। লুঙ্ ওগিষ্যৎ।

৩লজ—৩লাজ ওলজ ধাতু=উৎক্ষেপ। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ ওলজতি। লোট্ ওলজতু। লঙ্ ওলজৎ। লিট্ ওলজাংচকার। লুঙ্ ওলজীৎ। লুট্ ওলজিতা। গিচ্ ওলজয়তি।

৩লঙ—৩লঙি ওলঙ ধাতু=ক্ষেপ। চুরাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। পক্ষে ভাদি। লট্ ওলঙয়তি। লোট্ ওলঙয়তু। লঙ্ ওলঙয়ৎ। লিট্ ওলঙয়াংবভূব। লুঙ্ ওলিলঙৎ। ভাদিপক্ষে লট্ ওলঙতি। লোট্ ওলঙতু। লিট্ ওলঙাংচকার। লুঙ্ ওলঙীৎ।

কক্—১ ইচ্ছা। ২ চাক্ষ্য। ৩ গর্হ। অক, ভাদি, আত্মনে, সেট্। ইচ্ছার্থে-সক। লট্ ককতে। লোট্ ককতাং। বিধিলিঙ্ ককেত। লঙ্ অককত। লিট্ চককে। লুট্ ককিতা। লুঙ্ অচকিষ্ট। গিচ্ কাকয়তি। লুঙ্ অচিকৎ। সন্ চিকিষতি।

কক—ককি কক ধাতু। ১ গতি। ভাদি, আত্মনে, সন্, সেট্। লট্ ককতে। লোট্ ককতাং। লঙ্ অককত। লিট্ চককে। লুঙ্ অককিষ্ট।

কক—কাস। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ ককতি। লোট্ ককতু। বিধিলিঙ্ ককেৎ। লঙ্ অককৎ। লিট্ চকক। লুঙ্ অককীৎ।

কথ—কথে কথ ধাতু=হাস। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ কথতি। লোট্ কথতু। লঙ্ অকথৎ। বিধিলিঙ্ কথেৎ। লিট্ চকাথ। লুঙ্ অকথীৎ। গিচ্ কথয়তি। পাণিনি এই ধাতুকে এদ্বিৎ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই,

কিচ্ বোপদেব এই ধাতুকে এদ্বিৎ বলিয়াছেন, এদ্বিৎ অল্পসারে রূপ হইলে অকথীৎ হইবে, কিচ্ পাণিনি মতে অকাথীৎ এই পদ হইবে।

কগ—গমনাদি নানি অর্থ। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্, এবং অর্থ বিশেষে অকর্ষক, বোপদেব মতে এদ্বিৎ। লট্ কগতি। লোট্ কগতু। বিধিলিঙ্ কগেৎ। লঙ্ অকগৎ। লুঙ্ এদ্বিপক্ষে অকগীৎ। অকাগীৎ। লিট্ চকাগ। চকাগতুঃ। লুট্ কগিতা।

কচ—রব। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ কচতি। লোট্ কচতু। লঙ্ অচকৎ। লিট্ চকাচ। লুঙ্ অচকীৎ, অচাকীৎ।

কচ—১ বহু। ২ দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে, সেট্, বহু অর্থে সন্, দীপ্তি অর্থে অক। লট্ কচতে। লোট্ কচতাং। লঙ্ অকচত। লিট্ চকচে। লুঙ্ অকচিষ্ট। লুট্ কচিতা।

“চচাম মধুমাক্ষীকং স্বত্রঞ্চাচকচে বরং।” (ভট্ট ১৪।২৪.)

কচ—কচি কচ ধাতু=১ বহু। ২ দীপ্তি। ভাদি, পরমৈ, বহু অর্থে সন্, দীপ্তি অর্থে অক। লট্ ককতি। লোট্ ককতু। লঙ্ অককৎ। লিট্ চকক। লুঙ্ অককীৎ।

কজ—মদ, কোন কোন পণ্ডিতের মতে গজ মদ। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ কজতি। লোট্ কজতু। লঙ্ অকজৎ। লুঙ্ অকজীৎ। লিট্ চকাজ।

কজ—রোহ। সোজ ধাতু। কজি কজ ধাতু পরমৈ, অক, সেট্। লট্ কজতি। লোট্ কজতু। লঙ্ অকজৎ। লুঙ্ অকজীৎ।

কঞ্চ—১ দীপ্তি। ২ বহন। ভাদি, আত্মনে, দীপ্তি অর্থে অক, বহন অর্থে সন্। লট্ কঞ্চতে। লোট্ কঞ্চতাং। লিট্ চকঞ্চে। লুঙ্ অকঞ্চিষ্ট। লুট্ কঞ্চিতা।

কট—১ গতি। ২ বর্ষণ। ৩ আবরণ। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ কটতি। লোট্ কটতু। বিধিলিঙ্ কটেৎ। লঙ্ অকটৎ। লুঙ্ অকটীৎ, অকাটীৎ। লিট্ চকাট, চকটতুঃ। লুট্ কটিতা। প্র+কট=প্রকাশ। গিচ্ প্রকটয়তি।

কট—কটি কট ধাতু=গতি। ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ কটতি। লোট্ কটতু। লঙ্ অকটৎ। বিধিলিঙ্ কটেৎ। লিট্ চকট। লুঙ্ অকটীৎ। লুট্ কটিতা।

কঠ—কঠু, কঠিবন। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ কঠতি। লোট্ কঠতু। লঙ্ অকঠৎ। লুঙ্ অকাঠীৎ, অকঠীৎ। লিট্ চকাঠ। লুট্ কঠিতা। লুট্ কঠিযতি।

কঠ—আধ্যান, উৎকঠাপূরক অরণ। চুরাদি, উত্তরগদী, পক্ষে ভাদি, পরমৈ, সন্, সেট্। লট্ কঠয়তি, কঠয়তে। লোট্

কঠয়তু, কঠয়তাং। লিট্ কঠায়াংবভূব, বভূবে। লুঙ্ অচ-
কঠৎ, অচকঠত। ভাদিপক্ষে লট্ কঠতি। লোট্ কঠতু।
লুঙ্ অকঠৎ। লুঙ্ অকঠীৎ।

কঠ—কঠি কঠ ধাতু। আধান, উৎকর্থাপূর্বক দ্রবণ। ভাদি,
আয়নে, সক, সেট্। প্রায় এই ধাতুর উৎপূর্বক প্ররোগ
দেখা যায়। লট্ কঠতে। লোট্ কঠতাং। লিট্ চকঠে।
লুট্ কঠিত। লুট্ কঠিষ্যতে। লুঙ্ অকঠিষ্ট।
“নোৎকঠতে পরজব্যে নোৎকঠতি পরজিয়ং।

যন্তোৎকঠয়তি শ্লাঘো ধর্ম্যএব মনঃ সদা ॥” (কবিক* ৮৯)
কড়—১ ভক্ষণ। ২ মদ। ভূদাদি, পরমৈ, সেট্। ভক্ষণ অর্থে
সক, মদার্থে অক*। লট্ কড়তি। লোট্ কড়তু। লুঙ্ অক-
ড়ৎ। বিধিলিঙ্ কড়েৎ। লুঙ্ অকড়ীৎ। অকাড়ীৎ। লিট্
চকাড়।

কড়—দর্প। কড়ি কড় ধাতু। ভাদি, উভয়পদী, স্ক, সেট্।
লট্ কঙতি, কঙতে। লোট্ কঙতু, কঙতাং। লিট্
চকঙ, চকঙে। লুঙ্ অকঙীৎ, অকঙিষ্ট। কেহ কেহ
কঙ ধাতু বিভূষীকরণ অর্থাৎ কাঁড়ান এই অর্থ করেন।
যথা ‘কঙতি তঙুলং’।

কড়—১ বিভূষীকরণার্থ ব্যাপার, কাঁড়ান। ২ রক্ষণ। চুরাদি,
উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কঙয়তি, কঙয়তে। লোট্
কঙয়তু, কঙয়তাং। লিট্ কঙয়াংচকার, কঙয়াংচক্রে।
লুঙ্ অচকঙৎ, অচকঙৎ।

“স্বর্গঙ্গা মুশলেন শালয় ইব স্বংকীর্তয়ঃ কণ্ডিতাঃ।”

(মহান* ৬৬০)

কড্ড—কর্কশতা। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ কড্ডতি।
লোট্ কড্ডতু। লুঙ্ অকড্ডৎ। লিট্ চকড্ড। লুঙ্
অকড্ডীৎ।

কণ—শব্দ, আর্জনাদ। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
কণতি। লোট্ কণতু। লুঙ্ অকণৎ। লিট্ চকণ, চকণতুঃ।
লুঙ্ অকণীৎ। লুট্ কণিত। লুট্ কণিষ্যতি। সন্
চিকণিষতি। গিচ্ কণয়তি। লুঙ্ অচীকণৎ, অচকণৎ।

কণ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কণতি। লুঙ্
অকণীৎ। গিচ্ কণয়তি, কণয়তে। [অভ্যরূপ কণ দেখ।]

কণ—নিমীলন। চুরাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ কণয়তি
কণয়তে। লোট্ কণয়তু, কণয়তাং। লিট্ কণয়াংবভূব।
লুঙ্ অচীকণৎ, অচীকণৎ।

কণ্—গাত্রবিষয়ণ। কণ্ কয়তি স্বার্থে কণ্দিদ্যাৎ যক্।
নাম ধাতু। উভয়পদী, সেট্। লট্ কণ্য়তি, কণ্-
য়তে। লোট্ কণ্য়তু, কণ্য়তাং। লুঙ্ অকণ্য়ীৎ,

অকণ্য়িষ্ট। লিট্ কণ্য়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অকণ্য়ীৎ
অকণ্য়ীত।

“ন সংহতাত্যাং পাণিত্যাং কণ্য়দাঅনঃ শিরঃ।” (মহু)

কধা—নাম ধাতু—কধ তৎকরণে ক্যঙ্। আয়নে, সক, সেট্।
কধংকরোতি, কধয়তে। লুঙ্ অকধাংচিষ্ট। লিট্ কধয়াং-
চক্রে।

কজ—শৈথিল্য। অদন্তচুরাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কজ-
য়তি, কজয়তি, কজয়তি। লুঙ্ অচকজৎ। লিট্ কজাংবভূব।
কথ—শ্লাঘা, আশুগুণাবিকরণ। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্।

লট্ কথতে। লোট্ কথতাং। লুঙ্ অকথত।

“যঃ স্বপ্নেনাপি নান্মীয়ং গুণং কুজাপি কথতে।

কথয়ত্যাদিরাঅনানঃ চরিতানি সহস্রশঃ ॥” (কবিক* ২২৭)

লিট্ চকথে। লুট্ কথিত। লুট্ কথিষ্যতে। লুঙ্
অকথিষ্ট।

“গজ্জিতেন বৃথা কিংতে কথিতেন চ মাহুষ।

কুদ্বৈতং কর্মণাসকং কথো মাচিরং কুথাঃ ॥”

(ভারত ১।১৫৩ অ’)

এই ধাতু প্রলাপ অর্থে সাক্ষর্যক।

“কথন্ত উগ্রপুরুষং নিরতং অশানে।” (ভাগ* ৮।৭।২৭)

‘কথন্ত প্রলপন্ত।’ (শ্রীধর)

বি + কথ = বিকথন।

কথ—বাক্যরচনা, কথন। অদন্তচুরাদি উভয়পদী, সক,
সেট্। লট্ কথয়তি, কথয়তে। বিধিলিঙ্ কথয়েৎ, কথ-
য়েত। লোট্ কথয়তু, কথয়তাং। লুঙ্ অকথয়ৎ, অকথয়ত।
লুঙ্ অচীকথৎ, অচীকথত। অচকথৎ, অচকথত। লিট্
কথয়াংচকার, চক্রে।

“প্রত্যেকং কথিতা হেতাঃ সংক্ষেপেণ বিসম্ভতিঃ।” (মহু)

কর্মবাচো, কথ্যতে। লুঙ্ অকথি। সন্ চিকথয়িষতি,
চিকথয়িষতে। লুঙ্ অচিকথয়িষীৎ, অচিকথয়িষিষ্ট। অমু+
কথ = অমুবাচ।

কন্—কন্ কন্ ধাতু—১ আহ্বান। ২ রোদন। ভাদি, পরমৈ,
সক, সেট্। লট্ কন্তি। লোট্ কন্তু। বিধিলিঙ্ কন্য়েৎ।
লুঙ্ অকন্ৎ। লুঙ্ অকন্ীৎ। লিট্ চকন্। লুট্ কন্তিত।

কন্—১ নীপ্তি। ২ কান্দি। ৩ গতি। লট্ কন্তি। লোট্
কন্তু। লুঙ্ অকন্ৎ। লিট্ চকান, চকনতুঃ। লুট্
কনিত। লুট্ কনিষ্যতি। লুঙ্ অকনীৎ, অকানীৎ।

কন্—১ বৈকল্য, বিবশতা। ২ বৈকল্য। লট্ কন্তে। লোট্
কন্তাং। লুঙ্ অকন্ত। লুঙ্ অকন্টিষ্ট। লুট্ কন্তিত।
লিট্ চকন্।

কব—১ কুর্প, গুহাদিকরণ। ২ ভূতি। ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ কবতি। লোট্ কবত্। লুঙ্ অকবীৎ। লিট্ চকা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই ধাতু আত্মনে-পদী। লট্ কবতে। লুঙ্ অকবিষ্ট। গিচ্ কবয়তি। লুঙ্ অচকাবৎ।

কম—কমু কমধাতু=১ কাম্ভি। ২ অভিলাষ, ইচ্ছা, স্পৃহা। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। কম গিঙ্। লট্ কাময়তে। লোট্ কাময়তাং। বিধিলিঙ্ কাময়েত। লুঙ্ অকাময়ত। লুঙ্ অচীকমত অচকমত। লিট্ কাময়াংচক্রে। চকমে। লুট্ কমিতা, কাময়িতা। লুট্ কাময়িত্যে, কময়িত্যে। সন্ চিকাময়িত্যে, চিকময়িত্যে। যঙ্ চকম্যতে। গিচ্ কাম-য়তি। স্থানে স্থানে কমধাতু পরশৈপদ প্রয়োগ দেখা যায় তাহা আর্ষ প্রয়োগ।

“অকামোহপি বলাৎ কামং দর্শনাদেব কাময়েৎ।” (রামা°)

অহু+কম=কামনামুদ্রুপ কামনা। অতি+কম=অতিমুখ্যে কামনা। নি+কম=নিঃশেষ কামনা।

“নিকামতপ্তা বিবিধেন বহিনা” (কুমার)

প্র+কম=প্রকর্ষ দ্বারা কামনা।

কপ—চলন। সোত্র ধাতু। পরশৈ, অক, সেট্। লট্ কপতি। লুঙ্ অকপীৎ, অকাপীৎ। লিট্ চকাপ।

কম্প—চলন। কপি কপ ধাতু। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কম্পতে। লোট্ কম্পতাং। বিধিলিঙ্ কম্পতে। লুঙ্ অকম্পত। লুঙ্ অকম্পিষ্ট। লিট্ চকম্পে। লুট্ কম্পিতা। লুট্ কম্পিত্যে। ভাববাচ্যে—কম্প্যতে। লুঙ্ অকম্পি। গিচ্ করিলে আত্মনেপদ হয় না। গিচ্ কম্প-য়তি। লুঙ্ অচিকম্পৎ। লিট্ কম্পয়াংচকার। সন্ চিক-ম্পিত্যে। যঙ্ চকম্পতে।

“চকম্পে তীর্ণলোহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেধরঃ।” (রঘু)

অহু+কম্প=দয়াদ্বারা অহুগ্রহ।

“প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে সুরাঃ।” (মাঘ)

আ+কম্প=দ্বৈষচলন। “অনোকহাকম্পিতপুন্প-

গন্ধিঃ।” (রঘু)

উৎ+কম্প=উর্দ্ধতঃ চালন। বি+কম্প=বিশেষরূপে চালন। সম্+কম্প=সম্যক্ চালন।

“যতজ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শব্দবঃ।”

(ভারত বিয়াটপ° ২০ অ°)

কব—গতি। ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ কবতি। লোট্ কবত্। লুঙ্ অকবীৎ। লিট্ চকা। লুঙ্ অকবীৎ। গব, যব, চব ধাতুর রূপ এই প্রকার হইবে।

কর্জ—পীড়া। ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ কর্জতি। লোট্ চকর্জ। লুট্ কর্জিতা। লুঙ্ অকর্জীৎ।

কর্ণ—ভেদন, হ্রিজ। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ কর্ণয়তি, কর্ণয়তে। লোট্ কর্ণয়ত্, কর্ণয়তাং। লিট্ কর্ণয়াং-চকার, চক্রে। লুট্ কর্ণয়িতা। লুঙ্ অচকর্ণৎ, অচকর্ণত। কর্ণবাচ্যে—কর্ণ্যতে। লুঙ্ অকর্ণি। আ+কর্ণ=শ্রবণ। “অাকর্ণয়ন্তুঃস্বকহংসনাদান্।” (ভটি)

কর্দ—১ কুৎসিতরব। ২ উদরশব্দ। ভাদি, পরশৈ, অক, সেট্। লট্ কর্দতি। লোট্ কর্দত্। লিট্ চকর্দ। লুঙ্ অকর্দীৎ। লুট্ কর্দিতা। ভাববাচ্যে কর্দ্যতে। লুঙ্ অকর্দি। সন্ চিকর্দিত্যে। গিচ্ কর্দয়তি। ২ দর্প। এই ধাতু দর্প অর্থে অক।

কর্ক—গতি। ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ কর্কতি। লোট্ কর্কত্। লুঙ্ অকর্কীৎ। লুট্ কর্কিতা। লিট্ চকর্ক। কর্ণবাচ্যে—কর্ক্যতে। লুঙ্ অকর্কি। সন্ চিকর্কিত্যে। গিচ্ কর্কয়তি।

কল—১ সংখ্যা। ২ শব্দ। ভাদি, আত্মনে, সংখ্যার্থে সক, শব্দার্থে অক, সেট্। লট্ কলতে। লোট্ কলতাং। লিট্ চকলে। লুট্ কলিতা। লুঙ্ অকলিষ্ট।

“নিরুণ্যন্তে সূখাৎ বস্ত নান্দ্রীলপক্কা গিরঃ

উৎকালয়তি যেষাং।” (কবি ৭০)

কল—১ গতি। ২ সংখ্যা। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ কলয়তি, কলয়তে। লোট্ কলয়ত্, কলয়তাং। লিট্ কলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচকলৎ, অচকলত। লুট্ কলয়িতা।

“গরলমিব কলয়তি মলয়শরীরং।” (গীতগো° ১।১৪৪)

হল ও কল ধাতু কামধেয় বলিরা উল্লিখিত হইরাছে, অর্থাৎ যে কোন অর্থে এই ধাতু প্রয়োগ হইরা থাকে।

অব+কল=অবগম। বি+অব+বিষোজন। আ+কল=বন্ধন।

“সুকাবলীরাংকলয়াংচকার।” (মাঘ)

প্রতি+আ+কল=প্রতিবোধ। উৎ+কল=উৎক্ষেপ করিয়া গ্রহণ। সম্+কল=এক সংখ্যাপাদনরূপ যোগ।

“লঙ্কলনব্যবকলনয়োঃ যোগযজ্ঞঃ।” (লীলা°)

পরি+কল=জ্ঞান।

কল—নোদন, প্রেরণ। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ কালয়তি, কালয়তে। লোট্ কালয়ত্, কালয়তাং। লিট্ কালয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীকলৎ, অচকলত। লুট্ কালয়িতা।

“নবাং শতদহসাপি জিগৃহসঃ কালরতি তে ।”

(ভারত বিরাট ১০০।৭)

কল্প—১ কল্পন। ২ অশক। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্।
লট্ কল্পতে। লোট্ কল্পতাং। লিট্ চকল্পে। লুঙ্ অক-
ল্পিষ্টে। লুট্ কল্পিতা।

কল—১ শক। ২ গতি। ৩ শাসন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্।
শক অর্থে অকশক। লট্ কশতি। লোট্ কশতু। লিট্
চকশ। লুঙ্ অকশীৎ, অকশীৎ। লুট্ কশিতা। লিট্
কশিরতি। সন্ চিকশিবতে। যঙলুক্ করিলে ধাতু পরশ্মৈ-
পদী হয়, কিন্তু কল ধাতুর যঙলুঙ্ করিলে উভয়পদী
হইবে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

কষ—হিংসা। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্—কষতি।
লোট্ কষতু। লিট্ চকষ। লুট্ কষিতা। লুঙ্ অকষীৎ,
অকষীৎ। গিচ্ কষিরতি। সন্ চিকশিবতে। কর্ণবাচ্যে
কষতে। লুঙ্ অকষি। নিমূল ও সমূল শব্দের উত্তর
যে কষ ধাতু, তাহার উত্তর নমূল প্রত্যয় হয়, এবং কষাদির
অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে যথা—নিমূলকাং কষতি, সমূল
কাং কষতি।

কস—গতি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ কসতি। লোট্
কসতু। লিট্ চকাস, চকসতু। লুট্ কসিতা। লুঙ্
অকসীৎ, অকসীৎ। সন্ চিকশিবতি। যঙ চনীকন্ততে।
যঙলুক্—চনীকান্ত। গিচ্ কাসিরতি। লুঙ্ অচীকসৎ।
উদ্+কম=উর্দ্ধগতি। নিস্+নিস্+কস=অপগতি। বি+
কস=প্রকাশ। অহু+বি+অহরূপ বিকাশ। সম্+কস=
সম্যক্গতি।

কস—১ শাতন। ২ গতি। কসি কসধাতু—অদাদি, আশ্বনে,
সক, সেট্। লট্ কংসতে, কংসাতে, কংসতে। লিট্
চকংসে। লুট্ কংসিত্যে। লুঙ্ অকংসিষ্টে, অকং-
সিষাতাং, অকংসিবত।

কজ—কাকি কাকধাতু=আকাজ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক,
সেট্। লট্ কাকজতি। লোট্ কাকজতু। লুঙ্ অকাজীৎ,
লুঙ্ অকাজীৎ। লিট্ চকাজ। লুট্ কাকজিতা। এই ধাতু
আরই আপুর্নক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কর্ণবাচ্যে-কাজ্যতে।
লুঙ্ অকাজি। সন্ চিকাজিবতি। যঙ চাকাজ্যতে। যঙলুক্
চাকাজি। গিচ্ কাকজিরতি, কাকজিরতে। লুঙ্ অচকাজীৎ,
অচকাজিত। কেহ কেহ এই ধাতু আশ্বনে পদ ইচ্ছা করেন।

“ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ।” (গীতা)।

অহু+কাজ=আহুতোমায়ার প্রার্থন। অতি+
কাজ=অতিমুখ্যায়ার প্রার্থন। আ+কাজ=সম্যক্ প্রার্থন।

প্রতি+আ=প্রাক=প্রত্যয়া। প্রতি+কাজ=প্রতিক্রপণ-
ধারা অতীত।

“যামেব প্রতিকাজ্যতে পর্য্যভ্রমিব কর্ণকাঃ ।” (রামায়ণ)।

কাচ—১ দীপ্তি। ২ বন্ধন। কাচি কাচ ধাতু। ভাদি, দীপ্তি অর্থে
অক, বন্ধন অর্থে সক, আশ্বনে, সেট্। লুট্ কাকতে। লোট্
কাকতাং। লুঙ্ অকাকিষ্টে। লিট্ চকাকে। লুট্ কাকিতা।

কাশ—দীপ্তি। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ কাশতে।
লোট্ কাশতাং। লিট্ কাশাংচক্রে চকাশে। লুট্ কাশিতা।
লুট্ কাশিত্যে। লুঙ্ অকাশিষ্টে। সন্ চিকশিবতে। যঙ
চাকাশতে, যঙলুক্ চাকাশি। গিচ্ কাশিরতি। লুঙ্ অচকাশৎ।
“নংনম্যমানাঃ কলিবিৎসরেব চকাশিরে তজ্জ লতা বিশোলাঃ ।”

(ভট্ট ২।২৫)।

অহু+কাশ=অহরূপদীপ্তি। অতি+কাশ=সর্বতঃ প্রকাশ।
অব+কাশ=অবকাশ। আ+কাশ=সমস্তাং স্থিতি। অতি-
জ্ঞাপন।

“সংপ্রত্যয়ং পুরুষমাকান্ত” (শত ব্রা ৭।৪।১।৪০)।

‘আকান্ত অভিজ্ঞাপ্য’ (ভাষ্য)।

উদ্+কাশ=উর্দ্ধগতি। উর্দ্ধপ্রকাশ। নি+কাশ=তুল্য।
সম্+নি=কাশ=নিষ্কাশন। নিঃ+কাশ=নিঃসারণ।

“যাজ্ঞা নিষ্কাশয়েদেবা পুনঃ সন্ধানকাজ্জয়া ।” (সাং দ°)।

প্র+কাশপ্রকৃষ্ট দীপ্তি। প্রতি+কাশ=প্রতিক্রপ প্রকাশ।
সাক্ষ্য। বি+কাশ=মুহুরীতিবাণোদনধারা প্রকাশ।
সম্+কাশ=সম্যক্ প্রকাশ।

“প্রতিশ্রোতস্থগায়াং সহস্রং সঞ্চকাশিরে ।” (রামায়ণ)।

কাশ—দীপ্তি। দিবাди, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ কাশতে।
লোট্ কাশতাং। লুঙ্ অকাশিষ্টে। লিট্ চকাশে, কাশাং-
চক্রে।

কিট—১ গতি। ২ ভয়। ভাদি, পরশ্মৈ, সেট্, গতি অর্থে সক,
ভয় অর্থে অক। লট্ কেটতি। লোট্ কেটতু। লিট্ কিকেট।
লুঙ্ অকেটীৎ।

কিত—১ সংশয়। ২ যোগাণনর ব্যাধিপ্রতীকারণ, যোগ-
নির্ঘণ। ৩ নিগ্রহ। ৪ অপনয়ন। ৫ শাসন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক,
সেট্। কিত ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। লট্ চিকিৎসতি।
লোট্ চিকিৎসতু। লিট্ চিকিৎসাংচকার। লুঙ্ অচি-
কিৎসীৎ।

কিত—১ নিবাস। ২ ইচ্ছা। ভাদি, পরশ্মৈপদী, নিবাসার্থে অক,
ইচ্ছার্থে অক। লট্ কেততি। লুঙ্ অকেতীৎ।

কিত—১ নিবাস। ২ ইচ্ছা। চুয়ানিগদী, পরশ্মৈ। লট্ কেত-
রতি। লোট্ কেতরতু। লুঙ্ অচিকিতৎ।

কিঙ—জান। জুহোত্যাং, পরমৈ, লক, সেট্। লট্ চিকিতি
লুঙ্ অকৌতীং।

“নং নো অচিকৈং চিঅতানো।” (কবিক* ১০৫১৩)

কিল—১ জীভাং। ২ জীভন। জুহাদি, পরমৈ, লক, সেট্।
লট্ কিলতি। লোট্ কিলত্। লুঙ্ অকৌতীং। লিট্ চিকেল।

কিল—প্রেরণে। চুহাদি, লক, সেট্। লট্ কেলয়তি। লোট্
কেলয়ত্। লুঙ্ অচীকিলং।

কিক—চুহাদি, আয়নে, লক, সেট্। লট্ কিকরতে। লোট্
কিকরতাং। লিট্ কিকরাংচক্। লুঙ্ অচিকিকত।

কীট—১ বন্ধ। ২ বর্ণ। চুহাদি, উত্তরপদী, লক, সেট্। লট্
কীটয়তি, কীটয়তে। লোট্ কীটয়ত্, কীটয়তাং। লিট্
কীটরাংচকার, চক্। লুঙ্ অচীকিটং, অচীকিটত।

কীল—বন্ধন। জুদি, পরমৈ, লক, সেট্। লট্ কীলতি।
লোট্ কীলত্। লিট্ চিকীল। লুঙ্ অকৌতীং। লুট্
কীলিতা।

কু—১ শব্দ। ২ বর্ণ। জুদি, আয়নে, লক, অনিট্। লট্
কবতে। লোট্ কবতাং। লিট্ চুক্বে।

“শৌকার কৌতি কবতে ন তরাক কণ্ডিৎ

যগুণে জনপদঃ কবতে চ যুক্তং।” (কবিক* ২০)

লুঙ্ অকৌট্। লুট্ কোতা। লন্ চুক্বেতি, চুক্বেতে।
যঙ্ চোকুয়তে। যঙ্ লুক্ চোকবীতি। গিচ্ কাবযতি।
লুঙ্ অচুকবৎ।

কু—কুঙ্ কু ধাতু। ১ শব্দ। ২ আর্জনাং। জুহাদি, আয়নে,
লক, অনিট্। লট্ কুবতে। লোট্ কুবতাং। লিট্ চুক্বে।
লুট্ কুতা। লুঙ্ অকুত, অকুতাং, অকুযত। যঙ্ চোকুয়তে।

কু—শব্দ। অধাদি, পরমৈ, লক, অনিট্। লট্ কোতি।
কবীতি। লোট্ কোত্, কবীত্। লিট্ চুকাব। লুঙ্
অকৌতীং।

কুক—আদান। জুদি, আয়নে, লক, সেট্। লট্ কোকতে।
লোট্ কোকতাং। লিট্ চুক্কে। চুক্কে। লুঙ্—
অকোকিট্। লুট্ কোকিতা। লন্ চুক্কিয়তে, চুক্কিকি-
যতে। গিচ্ কোকয়তি। লুঙ্ অচুক্কৎ।

কুচ—ভার, উচ্চশব্দ। ২ চিকণতা। ৩ সম্পর্ক। ৪ কোটিল্য।
৫ প্রতিষ্ট। ৬ বিলেশন। জুদি, পরমৈ, লক, সেট্।
লট্ কোচতি। লোট্ কোচত্। লিট্ চুকোচ। লুঙ্
অকৌতীং। লুট্ কোচিতা।

“ভস্মিন্ সমুদিতো রাক্তি অনঃ সঙ্কোচতি স্কিতো।”

(কবিক* ১৪০)

কুচ—সঙ্কোচ। জুহাদি, পরমৈ, লক, সেট্। লট্ কুচতি।

লোট্ কুচত্। বিধিগিঙ্ কুচেং। লুঙ্ অকৌতীং। লিট্
কুচোত। লুট্ কুচিতা।

“লুচত্যানিনারীণং যুগং পঞ্চেকহয়তিঃ।” (কবিক* ১৪০)

কুধ—ভের, অপহরণ। জুদি, পরমৈ, লক, সেট্। লট্
কোভতি। লোট্ কোভত্। লিট্ চুকোভ। লুঙ্ অকৌতীং।
লুট্ কোভিতা।

কুধ—১ কোটিল্য। ২ অসীতাং, অসীকরণ। জুদি, পরমৈ,
লক, সেট্। লট্ কুধতি। লোট্ কুধত্। লিট্ চুকুধ।
লুট্ কুধিতা। লুট্ কুধিযতি। আশীলিঙ্ কুচ্যাং।
লুঙ্ অকৌতীং। লন্ চুকুধযতি। যঙ্ চোকুধ্যতে।
গিচ্ কুধয়তি। কুধ ধাতুর ও এই প্রকার রূপ হইবে।
কেবল, কুধ বা কুধ এই মাত্র প্রভেদ।

কুধ—অব্যক্ত শব্দ, কুধন। জুদি, পরমৈ, লক, সেট্।
লট্ কুধতি। লোট্ কুধত্। লিট্ চুকুধ। লুঙ্ অকৌতীং।

কুট—কোটিল্য, বক্রীকরণ। জুহাদি, পরমৈ, লক, সেট্।
লট্ কুটতি। লোট্ কুটত্। লিট্ চুকোট, চুকুটত্, চুকুট্।
লুট্ কুটিতা। লুঙ্ অকৌতীং। লন্ চুকুটিযতি। যঙ্
চোকুট্যতে। যঙ্ লুক্ চোকোটি। গিচ্ কোটয়তি। লুঙ্
অকৌতীং। লম+কুট—নিবৃতি।

“লুটুত্তি ভরাক্রান্তাঃ শত্রবো যন্ত নর্মানং।” (কবিক* ২৩৪)

উদ্+কুট—ঐ স্থিতি। বি+কুট—কুৎসন।

কুট—প্রাপন। চুহাদি, আয়নে, লক, সেট্। লট্ কোট-
য়তে। লোট্ কোটয়তাং। লিট্ কোটরাংচক্। লুঙ্
অচুকুটত।

কুট—কুটি—কুট ধাতু—বৈকল্য। জুদি, পরমৈ, লক, সেট্।
লট্ কুটতি। লোট্ কুটত্। লিট্ চুকুট। লুট্ কুটিতা।
লুঙ্ অকৌতীং।

কুট—কুটন। দিহাদি, পরমৈ, লক, সেট্। লট্ কুট্যতি। লোট্
কুট্যত্। লিট্ চুকোট। লুট্ কুটিতা। লুঙ্ অকৌতীং।

“ভকয়তি যমাংসানি অকুটা বিধিবত্তরা।”

(ভারত আদি ২৬৪২ শ্লোক)

কুটীর—নাম ধাতু। পরমৈ, লক, সেট্। কুটীর ভাণ আচরণ-
কারী। কুট্যামিবাচরতি কাঙ্ কুটীর ধাতু লট্ কুটীরতি।
লোট্ কুটীরত্। লুঙ্ অকৌতীং।

‘কুটীরতি প্রাণাদে’ (পাণিনি)

কুটীষ—ধারণ, পোষণ, পালন। চুহাদি, আয়নে, লক, সেট্,
লট্ কুটীষয়তে। লোট্ কুটীষয়তাং। লিট্ কুটীষ্যাং
চক্। লুঙ্ অচুকুটীষত।

কুটী—১ জেঘন। ২ তৎসন। ৩ পূরণ। চুহাদি, উত্তরপদী,

সক, সেট্। লট্ কুটয়তি, কুটয়তে। লোট্ কুটয়তু, কুটয়তাং। লিট্ কুটয়চ্চকার, চক্রে। লুট্ কুটয়িতা। লুঙ্ অচুকুটয়, অচুকুটয়ত।

কুট—প্রত্যয়ন। অদন্তচুরাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ কুটয়তে। লুঙ্ অচুকুটয়ত।

কুঠ—ক্ষেদন। সোজ ধাতু, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কোঠতি, লোট্ কোঠতু। লুঙ্ অকোঠীৎ। লিট্ চুকোঠ।

কুঠ—১ বিকলতা। ২ আগত। ৩ যোচন। কুঠি কুঠ ধাতু ভাদি, পরস্মৈ, সেট্। আগত অর্থে অক, যোচন অর্থে সক। লট্ কুঠতি। লোট্ কুঠতু। লিট্ চুকুঠ। লুট্ কুঠিতা। লুঙ্ অকুঠীৎ।

কুড়—১ ভক্ষণ। ২ বালাচাপলা। তুদাদি, পরস্মৈ, অদন অর্থে সক, বালা অর্থে অক। লট্ কুড়তি। লোট্ কুড়তু। লিট্ চুকোড়। লুট্ কুড়িতা। লুঙ্ অকুড়ীৎ।

কুড়—কুড়ি কুড় ধাতু। রক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কুড়য়তি, কুড়য়তে। লিট্ কুড়য়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুড়য়, অচুকুড়য়ত।

কুণ—১ আভাষণ। ২ মন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কুণয়তি, কুণয়তে। লোট্ কুণয়তু, কুণয়তাং। লিট্ কুণয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুণয়, অচুকুণয়ত।

কুণ—১ উপকরণ। ২ শব্দ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুণতি। লোট্ কুণতু। লিট্ চুকোণ। লুঙ্ অকোণীৎ। লুট্ কুণিতা।

কুঠ—গতি প্রতিঘাত। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুঠতি। লোট্ কুঠতু। লিট্ চুকুঠ। লুট্ কুঠিতা। লুঙ্ অকুঠীৎ। চুরাদিগণীয় পরস্মৈপদী। লট্ কুঠয়তি। লুঙ্ অচুকুঠয়ত।

কুত—আত্তরণ। সোজ ধাতু। পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কোততি। লোট্ কোততু। লুঙ্ অকোতীৎ। লিট্ চুকোত। লুট্ কোতিতা।

কুৎস—নিন্দন। চুরাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ কুৎসয়তে। লোট্ কুৎসয়তাং। লিট্ কুৎসয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুৎসয়ত। বোপদেব এই ধাতু উভয়পদী নির্দেশ করিয়াছেন।

“বো ন কুৎসয়তে কুৎসাং নকু কুৎসতি নির্ধনং।” (কবিঃ ২৪৯)
হলায়দমতে এই ধাতু ভাদিগণীয়।

“নান্তিক্যং বেনিন্দ্যাক দেবতানাক কুৎসনং।” (মহু)

কুথ—পুতিগন্ধ। দিবা, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুথতি। লোট্ কুথতু। লিট্ চুকোথ। লুট্ কুথিতা। লুঙ্ অকোথীৎ। লিট্ কোথি—নিধনন। লট্ কোথরতি। “অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ” (হ্রস্বত)

কুথ—বিখ্যোক্তি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লিট্ কোদয়তি, কোদয়তে, লোট্ কোদয়তু, কোদয়তাং। লিট্ কোদয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুদয়, অচুকুদয়ত।

কুহ—১ হিংসা। ২ সংক্লেষণ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। কাদি, পরস্মৈ। লট্ কুহতি। কুহতি। কুহীতঃ কুহতি। “ন কুহতি বুদ্ধকর্তঃ শীতান্তঃ ন কুহতি।

বহু রাষ্ট্রে ধনাঢ্যো বা যুতঃ কোহপি ন কুহতি ॥” (কবিঃ ১২৪)
লিঙ্ কুহীয়াৎ। লুঙ্ অকুহীয়াৎ। লিট্ চুকুহ, চুকোথ লুট্ কুহিতা। কোথিতা। লুঙ্ অকুহীৎ।

কুজ—মিথ্যোক্তি। কুজি কুজ ধাতু, চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কুজয়তি, কুজয়তে। লোট্ কুজয়তু, কুজয়তাং। লিট্ কুজয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকুজয়, অচুকুজয়ত।

কুনচ—অনাদর। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুনচতি। লুঙ্ অকুনচীৎ। লিট্ চুকুনচ।

কুপ—আচ্ছাদন। কুপি কুপধাতু চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুপয়তি, কুপয়তে। ভাদি পক্ষে কুপতি। লোট্ কুপয়তু, কুপয়তাং। কুপতু। লুঙ্ অচুকুপয়, অচুকুপয়ত। অকুপীৎ। লিট্ চুকুপ। কুপয়চ্চকার, চক্রে।

কুপ—ছাতি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কোপয়তি, কোপয়তে। লোট্ কোপয়তু, কোপয়তাং। লিট্ কোপয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকোপয়, অচুকোপয়ত।

“প্রোচুঃ প্রোজলয়ো বিপ্রাঃ প্রোহটাঃ কুপিতম্ভঃ।” (ভাগঃ)
কুপ—রোষ। দিবা, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুপ্যতি। লোট্ কুপ্যতু।

“বো ন কুপ্যতি বিপ্রায় কুপ্যতে চ মহাপ্রভুঃ।
প্রোপায়তাসৌ রাজা যন্তেন সদৃশোজনঃ ॥” (কবিঃ ১৫৯)
লিট্ চুকোপ। লুট্ কোপিতা। লুঙ্ অকুপয়। অকুপতাং। বেহলে কুপ ধাতু ইদং হইবে না, সেই হলে অকোপীৎ এইরূপ পদ হইবে।

লন্ চুকুপিষতি, চুকোপিষতি। বঙ চোকুপাতে, বঙ লুক চোকোপি। অতি + প্র + কুপ—অতিশয়কোপ। কুপ ধাতু প্রযোগে কর্মের সম্প্রদানতা হইবে। অর্থাৎ চকুর্ণী বিভক্তি হইবে। যথা—বিপ্রায় কুপ্যতি ইত্যাদি।

কুমার—কোল। অদন্ত চুরাদি। উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কুমারয়তি। লোট্ কুমারয়তু। লুঙ্ অচুকুমারয়, অচুকুমারয়ত। লিট্ কুমারয়চ্চকার, চক্রে। কেহ কেহ এই ধাতুকে কুমাল এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু র ৬ ল এই হ্রস্বের ঐক্যতা করিলে আর কোন গোল থাকে না।

কুখ—কুখি—কুখধাতু, আচ্ছাদন। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষেভাদি। লট্ কুখরতি, ভাদি পক্ষে কুখতি। লিট্ কুখরাংচকার। চুকুখ। লুঙ্ অচুকুখৎ। অকুখীৎ।
কুর—শব্দ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুরতি। লোট্ কুরতু। লিট্ চুকোর। লুট্ কোরিভা। আশী-
লিঙ্ কুখীৎ। লুঙ্ অকোখীৎ। গিচ্ কুররতি। লুঙ্ অচুকুরৎ।

কুর্দ—ক্রীড়া। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ কুর্দতে। লোট্ কুর্দতাৎ। লিট্ চুকুর্দে। লুট্ কুর্দিভা। লুঙ্ অকুর্দীৎ। লুট্ কুর্দিষতে। কুর্দ ধাতু দীর্ঘ উকারও আছে। ‘কুর্দ’ এইরূপ ধাতু সকলে ইচ্ছা করেন না। দীর্ঘ উকার কুর্দ ধাতুর রূপ কুর্দতে এইরূপ হইবে। যুর্দ ও শুর্দ ধাতুর এই প্রকার রূপ হইবে।

কুল—১ সংঘাত, রাশীকরণ। ২ বহুভাব, মৈত্রীকরণ। লট্ কোলতি। লোট্ কোলতু। লিট্ চুকোল। লুট্ কোলিভা। লুঙ্ অকোলীৎ। লম্+কুল—সঙ্কীর্ণতা।

কুশ—শ্রেয়। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুশতি। লোট্ কুশতু। লিট্ চুকোশ। লুঙ্ অকুশৎ, অকোশীৎ।

কুশ—ছাতি। কুশি কুশধাতু। চুরাদি, পক্ষেভাদি, অক, সেট্। লট্ কুশরতি। লোট্ কুশরতু। ভাদি পক্ষে কুশতি। কুশতু। লিট্ কুশরাংচকার। চুকুশ। লুঙ্ অচুকুশৎ। ভাদি পক্ষে অকুশীৎ।

কুশ—নির্ঘর্ষ। বহিষ্করণ, নিঃসারণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুশাতি। লোট্ কুশাতু। হি কুবাণ। লিঙ্ কুশীয়াৎ। লিট্ চুকোব। লুট্ কোবিভা। লুট্ কোবিষতি। লুঙ্ অকোবীৎ, অকোবিষ্টাৎ, অকোবিষুঃ। কৰ্ম্মকবাচ্য কুশতি। লন্ চুকোবিষতি। চুকুবিষতি। যঙ্ চোকুশতে। যঙ্ লুক্ চোকোষ্টি। গিচ্ কোষরতি। অহু+কুশ=লাদৃশ্য রূপে বহিনিঃসারণ। অতি+কুশ—আতিমুখ্যে নিঃসারণ। অব+কুশ—অধোনিঃসারণ। নিম্+কুশ—নিষ্কাশন।

“আদৌ পরিষং তহৌ বলানিধুবিভঃ ক্রমঃ।” (ভট্ট)

কুস—শ্রেয়। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কুসতি। লোট্ কুসতু। লিট্ চুকোস। লুঙ্ অকুসৎ, অকোলীৎ।
কুস—দীপ্তি। কুসি=কুস. ধাতু। চুরাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষেভাদি। লট্ কুসরতি। লোট্ কুসরতু। ভাদি পক্ষে কুসতি। লুঙ্ অচুকুসৎ। অকুসীৎ।

কুস—১ বুদ্ধিপূর্বক দর্শন। ২ কুৎসিত হাত। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। হাতার্থে অক। লট্ কুসরতে। লোট্

কুসরতাৎ। লিট্ কুসরাংচকে। লুঙ্ অচুকুসত। ‘কুসরতে জনঃ, কুসরতে বুধ্যা পশ্যতি।’ (দ্রুগদাস) কেহ কেহ বলেন, কুস ধাতু নহে, কুশক পূর্বক শিখাতুর এইরূপ রূপ হইবে। অথবা কুস এই প্রাতিপদিকের উত্তর গিচ্ করিয়া তাহার পর এইরূপ হইরাছে।

কুহ—বিশ্রাম। অনন্ত চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ কুহরতে। লোট্ কুহরতাৎ। লিট্ কুহরাংচকে। লুঙ্ অচুকুহত।

কু—আর্জবর। তুদাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ কুহতে। লোট্ কুহতাৎ। লিট্ চুকুবে। লুঙ্ অকুবিষ্ট।

কু—শব্দ। ক্র্যাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ কুগতি, কুগীতে। লিট্ চুকোব, চুকুবে। লুঙ্ অকবীৎ, অকবিষ্ট।

“প্রতিপুটপরিচেষং ক্রৌঞ্চক্কে কুগতি।” (কবিঃ ১৭)

কুজ—অব্যক্ত শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কুজতি। লোট্ কুজতু। লিট্ চুকুজ। লুট্ কুজিভা। লুঙ্ অকুজীৎ। লন্ চুকুজিষতি। যঙ্ চোকুজ্যতে। যঙ্ লুক্ চোকোক্তি। গিচ্ কুজরতি।

“কোবিলকুজিতকুজকুটীয়ে।” (শীতগোঃ ১২৮)

কুট—১ অপবাদ। ২ দানাতার। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ কুটরতে। লোট্ কুটরতাৎ। লিট্ কুটরাংচকে। লুঙ্ অচুকুটৎ।

কুট—১ দাহ। ২ মরণ। ৩ প্রচ্ছাদন। ৪ অবসাদন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ কুটরতে, কুটরতি। লিট্ কুটরাংচকার, চকে। লুঙ্ অচুকুটৎ, অচুকুটত।

“যঃ কুটরতি শত্রুণাং দৃষ্ট। গজঘটারণে” (কবিকঃ ২৩৪)

মৈত্রের মতে এই ধাতুর রূপ লটে ‘কোটরতে’ হইবে।

কুড়—১ সাজতা, বনীতাব। ২ ভক্ষণ। তুদাদি, পরস্মৈ, সাজতা অর্থে অক, ভক্ষণার্থে সক। লট্ কুড়তি। লিট্ চুকুড়। লুঙ্ অকুড়ীৎ। লুট্ কুড়িভা।

কুণ—১ আভাষণ। ২ মরণ। অনন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ কুণরতি, কুণরতে। লিট্ কুণরাংচকার চকে। লুঙ্ অচুকুণৎ, অচুকুণত।

কুণ—সঙ্কোচ। চুরাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ কুণরতে। লিট্ কুণরাংচকে। লুঙ্ অচুকুণত।

কুণ—দৌর্বল্য। অনন্তচুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ কুণরতি। লোট্ কুণরতু। লিট্ কুণরাংচকার। লুঙ্ অচুকুণৎ।

কুর্দ—ক্রীড়া। [কুর্দ দেখ।]

কূল-আবুতি, আবরণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্।
কূলতি। লোট্ কূলতু। লিট্ কূল। লুঙ্ অকূলীৎ।

“বন্দ্যং প্রতিকূলতি” (কবিক ৮৭)

কৃ-কৃঞ্ কৃধাতু=করণ। ভাদি, উত্তরণী, সক, অনিট্।
লট্ করতি, করতে। লোট্ করতু, করত। লিট্ চকার,
চক্রে। লুঙ্ অকার্বীৎ, অকৃত। ভাদিগণীয় এই ধাতুর
‘পাণিনিতে উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য কেহ কেহ বলেন
এই ধাতু পাণিনির নহে।

কৃ-কৃঞ্ কৃধাতু=হিংসা। ভাদি, উত্তরণী, সক, সেট্।
লট্ কৃণোতি, কৃণতে। লোট্ কৃণোতু, কৃণত। লিট্
চকার, চক্রে। লুঙ্ অকার্বীৎ, অকৃত।

“যুদ্ধে কৃণোতি শত্ৰুগাং বারণান্।” (কবিক ১৩৭)

নিম্+কৃ=ভঞ্জন।

কৃ-কৃঞ্ কৃধাতু=করণ, বিধান, অনুষ্ঠান। ভাদি, উত্তরণ-
পদী, সক, অনিট্। লট্ করোতি, কুরুতঃ, কুরুন্তি।
কুরুতে, কুরুতে, কুরুতে। লোট্ করোতু, কুরু, করবাণি।
কুরুত। লুঙ্ অকরোৎ, অকরুতঃ, অকরুন্। অকরুত,
অকরুতঃ, অকরুত। বিধিগিঙ্ কুরুতঃ, কুরুত।
লিট্ চকার, চক্ৰতুঃ চক্ৰঃ, চক্রে, চক্রোতে, চক্রিরে। লুঙ্
অকার্বীৎ, অকার্ণীৎ, অকার্ণুঃ। অকৃত, অকরুতঃ, অকরুত,
অকরুতঃ, অকরুতঃ। লুট্ কর্তা। লুট্ করিষ্যতি, করিষ্যতে।
আশিগিঙ্, ক্রিয়াৎ, ক্রীট। কর্ণবাচ্যে অট্ ক্রিয়তে।
লুট্ কারিত। লুট্ করিষ্যতে। লুঙ্ অকারি। লন্
চিকীৰ্ষতি, চিকীৰ্ষতে। যঙ্ চেক্ষীৰতে। যঙ্ লুক্ চক্ৰীতি
চরীকরোতি। চরীকরীতি। চক্ৰি। চরিকৰ্ণি, চরী-
কৰ্ণি। গিচ্ কারয়তি, কারয়তে। লুঙ্ অচীকরৎ, অচী-
করত। কৃদন্ত-কুরুন্, কুরুণ, কৃত্য, কার্য, কর্তব্য,
করণীয়, কৃৎ, কৃত, কার, করণ, কৃত্য, কৃত্য, কর্তব্য,
উদৈঃকার, প্রিয়কর, অলঙ্কারি, কৃত্যকার, লুক্কর, কারক,
কর্তা, কার, কর্ণ, কৃত্য, ক্রিয়া ইত্যাদি।

অধি+কৃ=অধিকার আরম্ভ এই অর্থে সন্ধর্ষক।

“অধিচক্রে লয়ং হরিঃ।” (ভট্ট ৮২০)

অহ্+কৃ=সদৃশীকরণ, অহুকরণ।

“শৈলাধিপত্যচকার লক্ষ্মীং।” (ভট্ট ২৮)

অবা+কৃৎ=অপকার, অনিষ্টচরণ।

“বিশোদ্যাদসপক্রিয়া।” (মাঘ)

অপ+আ+কৃ=নিবারণ। আ+কৃ=আকার, অবব-
সংস্থান। উৎ+আ+কৃ=উৎকালন।

“সৌম্যোদক সৌম্যবঃ ইতি তাহোদা চকার।” (বৃহদা উপা)

উপ+কৃ=উপকার।

“উপকৃতং বহুতজ্জ কিস্র্যতে” (সাহিত্যম)।

সংহার, এই অর্থে কৃ ধাতুর উপ পূর্বক স্তোত্রগম্য হইবে।
যথা ‘উপকরোতি’। উপ+আ+কৃ=আরম্ভ। ২ পঞ্চাদি
সংহার।

“প্রাণ্যাং প্রোষ্ঠপত্যাং বা উপাকৃত্য যথাবিধি।” (মহু)।

ছর+কৃ=ছটাচরণ। গি+কৃ=পরাভব। নিম্+নিম্+
কৃ=শুদ্ধি। এই অর্থে অসন্ধর্ষক। নিম্+আ+কৃ=নিবারণ।
পরা+কৃ=নিরাকরণ। পরি+কৃ=পরিহার। প্র+কৃ=
প্রস্তাব। আরম্ভ। প্রতি+কৃ=প্রতিকার, অনিষ্টনিবারণ,
প্রতিকূলচরণ। বি+কৃ=বিভাগ, বিকার। ‘স ত্রোধানানং
ব্যকরুত’ (ছান্দোগ্য উপা)। ‘ব্যকরুত ব্যক্তনং’ (ভাষ্য)।
বি+আ+কৃ=প্রকাশন।

“শিক্ষাক্রমোব্যাকরণং নিরুতং হৃদয়াং চিতিঃ॥”

(বেদানোক্তি)।

বি+প্র+কৃ=উপজব। লম্+কৃ=সংহার।

কৃড়=ঘনঘ, সাজতা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কৃড়তি।
লোট্ কৃড়তু। লিট্ চকড়। লুট্ কড়িত। লুঙ্ অকড়ীৎ।

কৃত=হেদন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কৃততি।

“কৃত্তারিশিষ্টাংসি সঃ” (কবিক ১২২)।

লোট্ কৃততু। লিট্ চকর্ত, চকৃততুঃ। লুট্ কর্তিত। লুট্
কর্তিষ্যতি, কর্তিষ্যতে। লুঙ্ অকর্তীৎ, অকর্তিষ্টাৎ, অকর্তিষ্যঃ।
লন্ চিকর্তিষ্যতি, চিকর্তিষ্যতি। যঙ্ চরীকৃত্যতে, যঙ্ লুক্
চরীকর্তি, চকর্তি, চকরীতি। গিচ্ কর্তয়তি। লুঙ্ অচকর্তৎ,
অচীকৃতৎ। অব+কৃত=হেদন। উৎ+কৃত=উৎকর্তন।
নিহোষণ। নি+কৃত=কৃত্তিতবর্তন। নিম্+কৃত=
উৎকর্তন।

“অলাবুমধ্যাকৃত্য বীক্ষঃ” (মহানটক)

কৃত=বেটন। কৃধাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ কৃণতি, কৃত্তঃ,
কৃত্ততি। “যং কৃণতি গুণগ্রামঃ” (কবিক ১২২)

লুঙ্ অকৃণৎ। লুঙ্ অকর্তীৎ। অস্ত বিভক্তিতে স্তপ ভূদাদি
গণীয় কৃত ধাতুর জ্ঞান।

কৃত=সংশক। চূদাদি, উত্তরণী, সক, সেট্। লট্ কীর্তয়তি,
কীর্তয়তে। লিট্ কীর্তয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকীর্তৎ,
অচিকীর্তত।

“কীর্তয়তি চ গোজীব বৃক্ষপানজরোপণাঃ” (কবিক ১২২)।

কৃব=১ হিংসা। ২ করণ। ৩ গমন। লট্ কৃণোতি, কৃণতঃ,
কৃণতি। বিধিগিঙ্ কৃণতঃ। লিট্ চক্ৰি, চক্ৰতুঃ। লুট্
কৃবিত। লুঙ্ অকরবীৎ।

কপ—হরলতা। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট। লট
কপয়তি, কপয়তে। “নানো কপয়তি প্রভুঃ” (কবি ২৩৫)

লিট কপয়াংচকার চক্রে। লুঙ অচিকপৎ, অচিকপত।

কপ—যুতি, চিত্তীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি,
পরম্, সক, সেট। কপয়তি, কপয়তে। ভাদি পক্ষে কপয়তি।
লুঙ অচীকপৎ, অচীকপত। ভাদি পক্ষে অকপীৎ।

কপ—তনুকরণ। দিবাদি, পরম্, সক, সেট। লট কপতি।
লোট কপতু। লিট চকর্ষ। লুট কর্ষিত। লুট কর্ষয়তি।
লুঙ অকর্ষৎ, অকর্ষৎ। ক—কপ। গিচ্ কর্ষয়তি, কর্ষয়তে।
লুঙ অচীকর্ষৎ, অচীকর্ষত। অচকর্ষৎ, অচকর্ষত।

কব—বিলেখন। আকর্ষণ। ভূদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট।
লট কবতি, কবতে।

“লুৎ কবতি শাল্যেমিকুলেক্ষক কবতি।” (কবি ১৮২)

লিট চকর্ষ, চকর্ষে। লুঙ অকর্ষৎ, অকর্ষত। লুট কপ্যতি, -তে।

কব—বিলেখন। আকর্ষণ। প্রাপণ। ভাদি, পরম্, সক, অনিট।
লট কবতি। বিধিলিঙ্ কর্ষেৎ। লোট কবতু। লুঙ অকর্ষৎ।
লুঙ অক্রাষীৎ, অক্রাষীৎ, অক্রাষৎ। অক্রাষ্টাৎ, অক্রাষ্টাৎ, অক্র-
কতাং। অক্রাষ্টঃ, অক্রাষ্টঃ, অক্রান্। অক্রষ্টে, অক্রাষ্টাৎ,
অক্রাষ্টত। কর্ষবাচ্যে কবতে। লুঙ অকর্ষি। সন্ চিক্রকতি,
চিক্রকতে। যঙ চরীকৃষতে, চরীকৃষ্টি, চরীকৃষ্টি। গিচ্
কর্ষয়তি। লুঙ অচকর্ষৎ, অচীকৃষৎ। অয়+কৃষ—অয়য়ৎ,
পূর্নস্থিতপদাদির উত্তর বাচ্যে যোজনের নিমিত্ত অয়সকান।
অপ+কৃষ—হীনতাকরণ। অপ+আ+কৃষ—নিবর্তন।

“তমশ্যকামপাক্ষেঃ নিদেশাৎ শর্গিণি গিতুঃ” (রঘু)।

অভি+কৃষ—আভিমুখে কর্ষণ। অব+কৃষ—অধঃ-
হিত হইয়া কর্ষণ। আ+কৃষ—আকর্ষণ। উদ্+কৃষ—
অতিশয়ন, প্রাধান্ত প্রাপণ, আকর্ষণ। নিয়+কৃষ—নিষ্পারণ।
নিশ্চয়। প্র+কৃষ—অতিশয় কর্ষণ।

“ইদং তু মম দীনস্ত মনো ভুয়ঃ প্রকর্ষতি।” (রাম ৯৯ ১১)

সম্+কৃষ—সম্যক কর্ষণ। সম্+আ+কৃষ—সম্যকরূপে
দূর পর্য্যন্ত নয়ন।

কৃ—বিক্ষেপ। ভূদাদি, পরম্, সক, সেট। লট ক্রয়তি।
লিট চক্রয়, চক্রয়তুঃ। চক্রয়ি। লুট ক্রয়িতা, ক্রয়িতা।
আশীলিঙ্ ক্রীয়াৎ। লুট ক্রয়য়তি, ক্রয়য়তি। লুঙ
অক্রাষীৎ, অক্রাষীৎ, অক্রাষিঃ। সন্ চিক্রয়তি। যঙ
চেক্রীয়াতে। যঙ লুক চাক্রি। গিচ্ ক্রয়য়তি। অয়+কৃ—
গশ্যৎ ক্ষেপ। অপ+কৃ—হর্ষ বাস ও ভঙ্কণের ভক্ত খনন।
অব+কৃ—অধঃক্ষেপণ। দূরতঃ ক্ষেপণ। আ+কৃ—সমস্তাৎ
ক্ষেপণ, বিস্তার। উদ্+কৃ—উৎখনন, চলিত কথা গাড়া।

লদ্+উদ্+কৃ—ছেদন। বিদারণ। হিংসা। পরা+কৃ—
লম্ব্যক্ ক্ষেপ, ব্যাপ্তি। প্র+কৃ—প্রক্ষেপ। নানাজাতীর
সম্মিলন। প্রতি+কৃ—হিংসা। বি+কৃ—বিক্ষেপ। সম্+
কৃ—মিশ্রণ।

কৃ—কৃষ্ণ+কৃধাতু—হিংসন। ক্র্যাদি, উভয়পদী, সক, সেট।
লট ক্রয়তি, ক্রয়তে। লিট ক্রয়য়তি কৃধাতুর ভাষে হইবে।
ক্রয়তি ক্রয়য়ান্ রণে।” (কবি ৪৪)

কৃ—বিজ্ঞান। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট। লট ক্রয়তে।
লিট ক্রয়য়াংচক্রে। লুঙ অচীকরত।

কৃত—সংশয়। সংশক। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট
কীর্তয়তি, কীর্তয়তে। লিট কীর্তয়াংচকার, চক্রে। লুঙ অচ-
কীর্তৎ, অচকীর্তত।

“কীর্তয়ন্তি চ গোমীষু যৎ গুণান্নরোগাঃ।” (কবি ১২২)

কৃপ=কৃপু কৃপ ধাতু—সামর্থ্য। যোগ্যতা। পর্য্যাপ্তি। সম্পত্তি,
উৎপত্তি। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট। লুঙ, লুট, লুট ও
লুঙ এই কয় বিভক্তিতে উভয়পদী। কপতে।

“বোধির্নির্মীলিতপ্রাপ্তো কপতে কলযুক্তবৎ।

ন কপয়তি মিত্যর্থঃ শিরঃ কপতি বিবিধাঃ।” (কবি ৮৩)

লিট চকৃপে। লুট কলপ্তা। কলপ্তাসি। কপতি।
লুট কলপয়তি, কপয়তি। লুঙ অকলপয়তুঃ, অকলি-
প্তত। আশীলিঙ্ কলিষীষ্ট, কলপীষ্ট। লুঙ অকৃপৎ,
অকলিষ্ট, অকপ্ত। অকলিষাতাং, অকলপাতাং। অকলিষত,
অকলপত। সন্ চিকলিষতে। চিকৃপসতি। যঙ চলীকৃপাতে।
যঙলুক চলীকলপ্তি। গিচ্—কপয়তি। কপ—চুরাদি,
পরম্, ১ মিশ্রণ। ২ চিত্তীকরণ। ৩ কল্পন। লট কপয়তি,
কপতি। অব+কৃপ—সম্ভাবনা। উপ+কৃপ—প্রতিপাদ।
পরি+কৃপ—করণ। নিশ্চয়। প্র+কৃপ—অহুতান। আয়ো-
জন। নিরূপণ। বি+কৃপ—বিকল্প। সংশয়। সম্+কৃপ—
সংকল্প, আমি ইহা করিব, এই প্রকার মানস ব্যাপার ভেদ।

কেত—১ মজ্জণ। ২ নিঃশ্রাবণ, যথোচিতভাষণ। ৩ নিমজ্জণ।
অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট কেতয়তি, কেত-
য়তে। লিট কেতয়াংচকার, চক্রে। লুঙ অচিকেতৎ,
অচিকেতত। সম্+কেত—ইচ্ছাভেদ, শব্দের অর্থবোধক
ব্যাপার।

“সকেতো গৃহতে জাতৌ গুণদ্রব্যক্রিয়ায় চ।” (কাব্যপ্রা°)

“কান্তার্থিনী তু যা যতি সকেতং সান্তিসারিকা।” (অমর)

কেল—চাল। ভাদি, পরম্, সক, সেট। লট কেলতি। লিট
চিকেল। লুঙ অকেলীৎ। খেল, চেল ও খেল ধাতুর এইরূপ
রূপ হইবে।

কেলা—বিলাস। কেলা কঙাদিহাৎ যক্ কেলার ধাতু আত্মনে-
পদী, অক, সেট্। লট্ কেলয়তে। লিট্ কেলয়াংচক্রে।
লুঙ্ অকেলায়িষ্ট।

কেব—সেবন। কেবু কেবধাতু। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্।
লট্ কেবতে। লিট্ চিকেবে। লুঙ্ অকেবিষ্ট। গিচ্ কেবয়তি।
লুঙ্ অচিকেবৎ। ক্রেব, খেব, কেব ধাতুরও এইপ্রকার
রূপ হইবে।

কৈ—শন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ কায়তি।
লিট্ চকৌ। লুট্ কাতা। লুট্ কাততি। লুঙ্ অকাসীৎ।
অকাসিষ্টাৎ।

কথ—বধ। চুরাদি, উত্তরপদী। পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক,
সেট্। লট্ কথয়তি, কথয়তে। লিট্ কথয়াংচকার, চক্রে।
লুঙ্ অচিকথৎ, অচিকথত। ভাদি পক্ষে, লট্ কথতি।
লিট্ চক্রাথ। লুঙ্ অক্রথীৎ।

ক্রস—ক্রস্ ক্রসধাতু। ১ কৌটিলা। ২ দীপ্তি। দিবাদি, পরস্মৈ,
অক, সেট্। লট্ ক্রসতি। লিট্ চক্রাস। চক্রসভুঃ। লুট্
ক্রসিযতি। লুঙ্ অক্রসীৎ, অক্রাসীৎ। গিচ্ ক্রসয়তি ঘটাদি
বলিয়া হুস্থ হইল। লুঙ্ অচিক্রসৎ।

ক্রস—দীপ্তি। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, অক,
সেট্। লট্ ক্রসয়তি,—তে। লিট্ ক্রসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্
অচিক্রসৎ,—ত। ভাদি পক্ষে লট্ ক্রসতি। লিট্ চক্রাস।
লুঙ্ অক্রাসীৎ, অক্রনীৎ।

ক্রয়—ক্রয়ী ক্রয় ধাতু। ১ চূর্ণক। ২ আজীতাব। ৩ শক।
ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রয়তে। লিট্ চূক্রয়ে।
লুট্ ক্রয়িতা। লুঙ্ অক্রয়িষ্ট। গিচ্ ক্রোপয়তি,—তে। লুঙ্
অচূক্রপৎ,—ত।

ক্রংস—প্রকাশন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রংগতি।
লিট্ চক্রাংশ। লুঙ্ অক্রংসীৎ।

ক্রণ—বধ, হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রণতি।
লিট্ চক্রাণ। লুঙ্ অক্রণীৎ, অক্রাণীৎ। গিচ্ ক্রাণয়তি।

ক্রন্দ—রোদন। ২ বৈকল্য। ৩ আত্মান। ভাদি, পরস্মৈ, সক,
আত্মানার্থে অক, সেট্। লট্ ক্রন্দতি। লিট্ চক্রন্দ। লুঙ্
অক্রন্দীৎ।

“ক্রন্দতাক্রন্দলৈর্বাগ্ভিঃ ক্রন্দয়ন্তি রিপুদ্বিজঃ।” (কবি° ৭২)

সন্ চিক্রন্দয়তি। যঙ্ চাক্রন্দ্যতে। যঙ্ লুক্ চাক্রন্তি।
গিচ্ ক্রন্দয়তি। অহু+ক্রন্দ—ক্রন্দনের দ্বারা অহুগমন।
অতি+ক্রন্দ—অতিমুখে শত্রু প্রভৃতির আত্মান।

“অতিক্রন্দনং বুঝারগে” (শক্ ১০।২।১৮)

‘অতিক্রন্দনং অতিমুখোঁন যুদ্ধার্থে শত্রুনাহন’ (সারণ)

২ অতিমুখে শত্রুগণ। আ+ক্রন্দ—আত্মানপূর্বক
রোদন। সম্+আ+ক্রন্দ—সম্যক্ আত্মান পূর্বক ক্রন্দন।
নি+ক্রন্দ—যথানামশব্দোচ্চারণ। প্র+ক্রন্দ—স্ববন। (শক্
৫ঃ২।১)। বি+ক্রন্দ—বিশেষরূপে ক্রন্দন। সম্+ক্রন্দ—
সম্যক্ ক্রন্দন।

ক্রদ—বৈকল্য। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রদতে।
লিট্ চক্রদে। লুঙ্ অক্রদিষ্ট। গিচ্ ক্রদয়তি, যঙ্ ক্রিয়া
বৈদিক প্রয়োগে কনিক্রদ্যতে। যঙ্ লুক্ কনিক্রন্তি, কনি
ক্রদীতি।

ক্রপ—কৃপা, দয়া। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রপতে।
লিট্ চক্রপে। লুট্ ক্রপিতা। লুঙ্ অক্রপিষ্ট। গিচ্ ক্রপয়তি।
লুঙ্ অচিক্রপৎ।

ক্রম—ক্রমু ক্রম ধাতু পাদবিক্ষেপ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ ক্রম্যতি, ক্রামতি। বিধিলিঙ্ ক্রম্যৎ, ক্রাম্যৎ। লোট্
ক্রমাতু, ক্রামতু। লুঙ্ অক্রমীৎ। লিট্ চক্রাম। লুট্ ক্রমিতা।
লুট্ ক্রমিযতি। কণ্ধবাচ্যে ক্রম্যতে। লুঙ্ অক্রমি, অক্রামি।
অপ্রতিবন্ধ, উৎসাহ, ক্ষীততা এই সকল অর্থ বুঝাইলে
আত্মনেপদী হয়। লট্ ক্রম্যতে, ক্রমতে। লিট্ চক্রমে। লুঙ্
অক্রান্ত, অক্রংসাতাং, অক্রংসত।

‘ব্যাকরণাধ্যায়নায় ক্রমতে’।

“অশ্বিন্ ক্রমন্তে শাস্ত্রাণি ক্ষীতানি ভবন্তি” (পাণিনি ১।৩.৩৮)

সন্ চিক্রময়তি, চিক্রংসতে। যঙ্ চঙক্রম্যতে। যঙ্ লুক্
চঙক্রন্তি। গিচ্ ক্রময়তি। লুঙ্ অচিক্রমৎ। কেহ কেহ
বলেন, লট্ বিভক্তিতে ‘ক্রময়তি’ এইরূপ হইবে। ‘জরা-
মজ্জম্বিন্ সংক্রাময়’ (মহাভা°) এই স্থলে সংক্রাময়,
অকারের বুদ্ধি হইল। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে ক্রম ধাতুর উত্তর
ইট্ হইবে না।

অতি+ক্রম—অতিক্রমণ, উল্লঙ্ঘন।

“স নদীঃ পর্বতাংস্চাপি সলিলানি সরাংসি চ।

অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খেচরমিব ॥” (ভারত)

অতি+অতি+ক্রম—অতিমুখে অতিক্রমণ। বি+অতি+
ক্রম—অতিমুখে অতিক্রমণ। বি+অতি+ক্রম—বিপরীত
ভাবে ক্রমণ। সম্+অতি+ক্রম—সম্যক্ অতিক্রমণ।
অধি+ক্রম—অধিকরূপে ক্রমণ। অহু+ক্রম—পরিপাটী
রূপে ক্রমণ। অপ+ক্রম—অপসরণ। অতি+ক্রম—অতি-
মুখে গমন। অব+ক্রম—অপসরণ। হিংসন। অহু+অব+
ক্রম—অহুগমন। প্রবেশ। আ+ক্রম বলপূর্বক আত্মনন।
উৎ+ক্রম—উদয়। অহু+উৎ+ক্রম—উৎক্রমণাভ্যুসরণ।
বি+উৎ+ক্রম—বিপরীতভাবে ও বিশেষরূপে লঙ্ঘন। উপ+

ক্রম—আরম্ভ। নি+ক্রম—অত্যন্ত ক্রমণ। অবশ্য ক্রমণ।
অহু+নি+ক্রম—অহুক্রমণ। নিহ+ক্রম—নিঃসরণ। অতি+
নিহ+ক্রম—অতিমুখে নিঃসরণ। বি+নিহ+ক্রম—বিশেষ
রূপে নিঃসরণ। পরা+ক্রম—বলের দ্বারা আক্রমণ।

পরি+ক্রম—ভ্রমণ। সম্+পরি+ক্রম—সম্যক্ বেটনা-
কারে গমন, পর্যাটন। প্র+ক্রম—আরম্ভ। আরম্ভ অর্থে
প্রাপ্তক ক্রম ধাতু আত্মনেপদ হয়।

“প্রচক্রমে বক্তৃমুখ্যিতক্রমঃ।” (রঘু)

বি+ক্রম—পাদ বিহরণ। এই অর্থে বিপূর্ণক আত্মনে-
পদ হয়। অধি+বি+ক্রম—অধিকরূপে পরাক্রম। নিহ+
বি+ক্রম—বিশেষদ্বারা নিঃসরণ।

সম্+ক্রম—একস্থানে অবস্থিতের অত্ম স্থানে সংক্রমণ।
অহু+সম্+ক্রম—আহুরূপ্য বা আহুপূর্ণ দ্বারা সংক্রমণ।
উপ+সম্+ক্রম—সামীপ্যে সংক্রমণ। প্রতি+সম্+ক্রম—
প্রতিকূল সংক্রমণ।

ক্রী=ডুক্রীঞ ক্রী+ধাতু—ক্রয়। দ্রব্যাবিনিময়। ক্রাদি,
উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্রীণাতি, ক্রীণীতঃ, ক্রীণন্তি।
ক্রীণীতে। বিধিলিঙ্ ক্রীণীয়াৎ। লুঙ্ অক্রীণীৎ।
অক্রীণীত। লিট্ চিক্রায়। চিক্রয়িধ। চিক্রেয়ে। লুট্
ক্রেতা। লুট্ ক্রেযতি। লুঙ্ অক্রীষীৎ, অক্রীষ্টাৎ,
অক্রীষুঃ। অক্রেষ্ট, অক্রেষাৎ। অক্রেষত। সন্ চিক্রে-
ষতি,—তে। যঙ্ চেক্রীষতে। যঙ্ লুক্ চেক্রীষতি, চেক্রেতি।
গিচ্ ক্রাপয়তি। লুঙ্ অচিক্রপৎ। অপ+ক্রী—মূল্যাদি
দান দ্বারা বশনয়ন। অতি+ক্রী—অভিলক্ষ্য করিয়া বিক্রয়।
সংস্কারবিশেষ। অব+ক্রী—ধনাদি দ্বারা বশনয়ন। আ+
ক্রী—ঈষৎ বিক্রয়। উপ+ক্রী—সমীপে ক্রয়। নিহ+
ক্রী—বিক্রয়, ক্রয়রূপ মূল্য দান। পরি+ক্রী—
নিয়তকাল ভূতি দ্বারা স্বীকার। বি+ক্রী—বিক্রয়। সম্+
ক্রী—সম্যক্ ক্রয়।

ক্রীড়—খেলন। বিহার, ক্রীড়া। ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্।
লট্ ক্রীড়তি। লিট্ চিক্রীড়। লুট্ ক্রীড়িতা। লুট্ ক্রীড়ি-
ষতি। লুঙ্ অক্রীড়ীৎ। সন্ চিক্রীড়িষতি। যঙ্ চেক্রীড়াতে।
যঙ্ লুক্ চেক্রেটি। গিচ্ ক্রীড়য়তি। লুঙ্ অচিক্রীড়ৎ।

ক্রুড়—নিমজ্জন। ভুদাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রুড়তি।
লিট্ চুক্রোড়। লুঙ্ অক্রুড়ীৎ। লুট্ ক্রুড়িতা।

ক্রুধ—হিংসন। ক্রাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রুধাতি।
লিট্ চুক্রোধ। লুঙ্ অক্রোধীৎ।

ক্রুধ—কোপ। ক্রিবাди, পরশ্মৈ, অক, উপসর্গ পূর্বক হইলে
সক, অনিট্। লট্ ক্রুধাতি। লিট্ চুক্রোধ, চুক্রুধতুঃ।

লুট্ ক্রোছা। লুট্ ক্রোছতি। লুঙ্ অক্রুধৎ। সন্
চুক্রুৎসতি। যঙ্ চোক্রুধ্যতে। যঙ্ লুক্ চোক্রোছি। গিচ্
ক্রোধয়তি। লুঙ্ অচুক্রুধৎ।

ক্রুহ—১ ক্লেশ। ২ প্রেষণ। ক্রাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্
ক্রুহাতি। লিট্ চুক্রুহ। লুট্ ক্রুহিতা। লুঙ্ অক্রুহীৎ।
ক্রুশ—১ রোদন। ২ আহ্বান। ভাদি, পরশ্মৈ, অনিট্ সক।
রোদন অর্থে অক। লট্ ক্রোশতি। লিট্ চুক্রোশ। লুট্
ক্রোষ্টা। লুট্ ক্রোশতি। লুঙ্ অক্রুশৎ। সন্ চুক্রুশতি।
যঙ্ চোক্রুশতে। যঙ্ লুক্ চোক্রুশতি, চোক্রোষ্টি। গিচ্
ক্রোশয়তি। লুঙ্ অচুক্রুশৎ। অহু+ক্রুশ—দয়া। অহু-
রোদন। আ+ক্রুশ—অতিশয় কথন। উদ্+ক্রুশ—উচ্চ
স্বরে আহ্বান, উচ্চস্বরে রোদন।

ক্রুড়—[ক্রুড় দেখ।]

ক্রথ—বধ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরশ্মৈ, সেট্।
লট্ ক্রথয়তি, ক্রথয়তে। লিট্ ক্রথয়াধ্কার, —চক্রে। লুঙ্
অচিক্রথৎ, অচিক্রথত। ভাদি পক্ষে লট্ ক্রথতি। লিট্
চক্রাধ। লুঙ্ অক্রাধীৎ, অক্রাণীৎ।

ক্রদ—বৈকল্য। দিবাди, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রদতে।
লিট্ চক্রদে। লুঙ্ অক্রদিষ্ট। গিচ্ ক্রদয়তি,—তে। লুঙ্
অচিক্রদৎ,—ত।

ক্রদ—রোদন। ক্রদি ক্রদ ধাতু ভাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্
ক্রদতি,—তে। লিট্ চক্রদ,—দে। লুঙ্ অক্রদীৎ অক্রদিষ্ট।
ক্রপ—অব্যক্তবাধ্য। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ক্রপ-
য়তি,—তে। লিট্ ক্রপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিক্রপৎ,
অচিক্রপত।

ক্রম—গানি। শ্রম, অসামর্থ্য। মুচ্ছা। লট্ ক্রাম্যতি।

“কায়ঃ ক্রাম্যতি নাক্রন্দে যন্ত প্রহরতো রিপুন্।

ক্রাম্যন্তি রিপুসেনাশ্চ প্রবমানা দিশো দশ।” (কবি° ২২৬)

লিট্ চক্রাম। লুট্ ক্রমিতা। লুঙ্ অক্রমীৎ।

ক্রম—গানি। ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ ক্রমতি। লিট্
চক্রাম। লুঙ্ অক্রমৎ।

ক্রব—ভয়। দিবাди, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রবতে।
লিট্ চক্রবে। লুঙ্ অক্রবিষ্ট। গিচ্ ক্রবয়তি।

ক্রিদ—আত্মদোষ। দিবাди, পরশ্মৈ, অক, বেট্। লট্ ক্রিযতি।

“অজস্রমশ্রিত্তাসাং ক্রিযন্তি নয়নানি চ।” (কবি° ১৩১)

লিট্ চিক্রেদ। লুট্ ক্রেতা, ক্রেদিতা। লুট্ ক্রেৎসতি,
ক্রেদিযতি। লুঙ্ অক্রিদৎ, অক্রেদীৎ, অক্রেৎসীৎ। সন্
চিক্রেদিষতি, চিক্রিদিষতি, চিক্রিৎসতি। যঙ্ চেক্রিযতে।
যঙ্ লুক্ চেক্রেতি। গিচ্ ক্রেদয়তি। লুঙ্ অচিক্রিদৎ।

ক্রিম—রোদন। ক্রিমি ক্রিম ধাতু, ভাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ক্রিমতি—তে। লিট্ চিক্রিম, চিক্রিনে। লুঙ্ অক্রিমীৎ, অক্রিমিষ্ট। ক্রিম ধাতুর শোকার্থ হইলে আত্মনেপথ্য হয় এবং লক্ষ্যক হইয়া থাকে।

ক্রিশ—উপতাপ। দিবাদি, আত্মনে, অক, সেট্। বোপ-দেবের মতে উভয়পদী। ক্রিশতি,—তে। লুঙ্ অক্রেশিষ্ট। ক্রিশ—বাধন। ক্রিশু=ক্রিশ—ধাতু—ক্রাদি, সক, বেট্। লট্ ক্রিশতি, ক্রিশীতঃ, ক্রিশস্তি।

“নেত্রিয়াণি বিকঙ্কেষু ক্রিশ্নাতি বিবরেষু সং।” (কবি ৯০)
লিট্ চিক্রেণ। লুট্ ক্রেণিতা, ক্রেট। লুট্ ক্রেণিষ্যতি, ক্রেণ্যতি। লুঙ্ অক্রেণীৎ, অক্রিকৎ, অক্রেণিষ্টাং, অক্রিকতাং, অক্রেণিষুঃ, অক্রিকন্। সন্ চিক্রিশিষতি, চিক্রে-শিষতি। চিক্রিষতি। যঙ্ চেক্রিষতে। যঙ্লুক্ চেক্রিষ্ট।

ক্রীব—বিকলতা। অপ্রাগলভ্য। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ক্রীবতে। লিট্ চিক্রীবে। লুট্ ক্রীবিতা। লুঙ্ অক্রীবিষ্ট।

ক্রু—গতি। ভাদি, আত্মনে, অক, অনিট্। লট্ ক্রবতে। লিট্ চুক্রুবে। লুঙ্ অক্রোষ্ট।

ক্লেশ—অক্ষুট কথন। বাধন, গীড়ন। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ক্লেশতে। লিট্ চিক্লেশে। লুট্ ক্লেশিতা। লুঙ্ অক্লেশিষ্ট।

কণ—অবাক্ত শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ কণতি। লিট্ চকাণ। লুট্ কণিতা। লুঙ্ অকণীৎ। গিচ্ কণয়তি।

“গিকণো নিকণঃ কাণঃ কণঃ কণনমিত্যপি।

বীণায়াঃ কণিতে প্রাদেঃ প্রাকাণপ্রকণাদয়ঃ॥” (অমর)

কথ—নিষ্পচন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কথতি। লিট্ চকাণ। লুট্ কথিতা। লুট্ কথিষ্যতি। লুঙ্ অকথীৎ। গিচ্ কথয়তি। হিংসা অর্থে কথয়তি।

“জলাশয়েষু তপ্তেষু কথ্যমানেষু বহিনা।” (ভারত ১:২১৬ অ)

কেল—১ কল্প। ২ গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, কল্প অর্থে অক সেট্। লট্ কেলতি। লিট্ চিকেল। লুঙ্ অকেলীৎ। লুট্ কেলিতা। গিচ্ কেলয়তি। লুঙ্ অচিকেলৎ।

কজ—কুচ্ছদীবন। কজি কজ ধাতু চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ কজয়তি,—তে। লিট্ কজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচকজৎ, অচকজত। লুট্ কজয়িতা।

কজ—বধ। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ কজতে। লিট্ চকজে। লুঙ্ অকজিষ্ট। লুট্ কজিতা। গিচ্ কজয়তি—তে। লুঙ্ অচিকজৎ।

কজ—১ পতি। ২ বান। কজি-কজ ধাতু ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কজতে। লিট্ চকজে। লুট্ কজিতা। লুঙ্ অকজিষ্ট। সন্ চিকজিষতি—তে। যঙ্ চাকজাতে। গিচ্ কজয়তি। লুঙ্ অচকজৎ। কৰ্মবাচ্যে লুঙ্ অকজি, অকজি।

কণ—বধ। হিংসা। তনাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কণোতি। কণতে। লিট্ চকাণ, চকণে। লুট্ কণিতা। লুট্ কণিষ্যতি—তে। লুঙ্ অকণীৎ, অকণিষ্ট, অকত। অকণিষ্টাঃ অকণাঃ। সন্ চিকণিষতি—তে। যঙ্ চক্কাণ্যতে। যঙ্ লুক্ চক্কাণ্টি। ধাতুপারায়ণের মতে যঙ্ লুক্ করিণে চক্কাণ্টি হইবে। গিচ্ কণয়তি। লুঙ্ অচিকণৎ।

কদ—সমুতি। পেষণ। ভকণ। সৌত্র ধাতু, ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ কদতে। লিট্ চকদে। লুঙ্ অকদিষ্ট।

“তস্মৈ বৃতং সুরাং মধ্বমমঃ কদামহে” (অথর্ব ১০.৬৫)

কপ—কেপ। অনন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কপয়তি—তে। লিট্ কপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকপৎ।

“অরণ্যে কাঠবৎ তাক্। কপতেষু স্ত্রাহং ততঃ।”

(মহু ৭।৫২)

কপ—সহন। কপি কপধাতু চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ কপয়তি—তে। লিট্ কপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকপৎ। কৰ্মবাচ্যে লুঙ্ অকপি, অকপি।

কম—সহন। ভাদি, আত্মনে, সক, বেট্। লট্ কমতে। লিট্ চকমে।

“কমতে যো দরিদ্রাণাং দুষ্টান্ ন কমতি প্রভুঃ।

ন কাম্যতি ক্ষিতীশানামপরোধকাণামপি॥” (কবি ১৬৭)

লুঙ্ অকমিষ্ট, অকমন্ত। লুট্ কমিতা, কস্তা।

কম—সহন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ কাম্যতি। লিট্ চকাম। লুঙ্ অকমৎ, অকমীৎ। লুট্ কমিতা। লুট্ কমিষ্যতি। সন্ চিকমিষতি—তে। চিকাংসতি—তে। যঙ্ চক্কাণ্যতে। যঙ্লুক্ চক্কাণ্টি। গিচ্ কময়তি। লুঙ্ অচিকমৎ।

কর—১ সঞ্চলন। ২ করণ। ৩ মোচন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ করতি। লিট্ চকার। লুট্ করিতা। লুট্ করিষ্যতি। লুঙ্ অকারীৎ। অকারিষ্টাং, অকারিষুঃ। সন্ চিকারিষতি। যঙ্ চাকর্যতে। যঙ্লুক্ চাক্কাণ্টি। গিচ্ কারয়তি।

“অকারাণি শরাজাণি তস্মিন্ রূপমোধরাঃ।” (ভট্ট ৯.৮)

কল—১ শোধন। ২ সঞ্চালন। ৩ সঞ্চয়। চুরাদি, উত্তরণদী,
পক্ষে ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। কালয়তি-তে। লিট্
কালরীংটকার, চক্রে। লুঙ্ অচিকলৎ-ত। ভাদি পক্ষে
লট্ কলতি। লিট্ চকাল। লুঙ্ অকালীং। প্র+কল—
প্রকালন।

“প্রকালনাক্ষি পক্ষত দূরদম্পর্শনঃ বরং।” (মহু)

বি+কল—বিফালিত।

কি—১ ক্ষয়। ২ ঐশ্বর্য। ভাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। ক্ষয়
অর্থে অক। লট্ ক্ষয়তি। লিট্ চিকায়। লুট্ ক্ষেতা।
লুঙ্ অকৈবীং। ভাব, দৈন্ত ও আক্রোশ বুঝাইলে নিষ্ঠা তকা-
রের বিকল্পে ন হয়। যথা কিত, কীণ। কর্মকর্তৃবাচ্যে
লট্ ক্ষীয়তে।

“ক্ষীয়তে চাত্ত কর্ম্মণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।” (কঠোপা°)

“শরীরকর্ণগাং প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।

তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ণগাং।” (রঘু°)

কি—হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ কিণোতি।
লুঙ্ অকিণোৎ। লিট্ চিকায়। লুট্ ক্ষেতা। লুট্ ক্ষেয়তি।
লুঙ্ অকৈবীং, অকৈকটং, অকৈকযুঃ। কর্ম্মবাচ্যে ক্ষীয়তে।
সন্ চিক্ষীয়তি। যঙ্ চেক্ষীয়তে। যঙ্ লুক্ চেক্ষীতি, চেকতি।
গিচ্ ক্ষীয়য়তি।

“ন তদ্বশঃ শস্ত্রভূতাং কিণোতি।” (রঘু ২।৪৩)

কি—হিংসা। ক্র্যাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ কিণাতি।
লিট্ চিকায়। লুঙ্ অকৈবীং।

“কিণাতি হরতিং দৃষ্ট। কিণোতাথৈচ হুঃস্থিতান্।”

(কবি° ১১০)

কি—১ বাস। ২ গতি। ভূবাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। বাস
অর্থে অক। লট্ কীয়তি। লিট্ চিকায়। লুঙ্ অকৈবীং।

“অন্তরীক্স পৃথিবীং কীয়তি।” (তৈত্তি° উপ°)

কিণ—হিংসা। তনাদি, উত্তরণদী, সক, সেট। লট্ কিণোতি,
কিণুতে। লিট্ চিক্কেণ। লুট্ ক্ষেণিতা। লুঙ্ অকৈবীং।
অক্ষিত, অক্ষেণিষ্ট।

কিপ—প্রেরণ, ক্ষেপণ। ভূবাদি, উত্তরণদী, সক, অনিট্। লট্
কিপতি-তে। লিট্ চিক্কেণ, চিক্কেপে। লুঙ্ অকৈবীং,
অকিপ্ত। লুট্ ক্ষেপ্তা। লুট্ ক্ষেপ্ততি।

“কিপতি প্রতাপক্ষাণাং স্বপ্নে যো ভয়ং প্রবং।

কিপ্যতি শ্রোত্রিরাণাঞ্চ নিফং পুঙ্কলমালয়ে।” (কবি° ১২০)

অতি+কিপ—অত্যক্ষেপ। অধি+কিপ—তিরস্কার,

নিন্দা। ভৎসনা।

“তদ্ভাষেত্তিরসিক্ষণঃ সংহতাসংজয়ঃ সদা।” (মহু)

অব+কিপ—অধঃক্ষেপণ। আ+কিপ—আকর্ষণ।

“আকিপ্য কেশান্ বেগেন বাহোঃ জগ্রাহ পাণ্ডবান্।”

(ভারত বিরাট°)

পরি+আ+কিপ—আকর্ষণ করিয়া বহন। উ+কিপ—

উর্দ্ধক্ষেপণ। নি+কিপ—নিভর্যং ক্ষেপণ। নিস+কিপ—

নিঃশেষরূপে ক্ষেপ। পরি+কিপ—পরিভঃ ক্ষেপ। প্র+

কিপ—প্রকর্ষণার্থে ক্ষেপ। প্রতি+কিপ—প্রতিরূপে ক্ষেপ।

অধিক্ষেপ। নিবারণ। প্রেরণ। বি+কিপ—বিশেষরূপে ক্ষেপ।

“লয়ে সংবোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।” (বেদান্তসার)

কিপ—প্রেরণ। দিবাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ কিপ্যতি।

লিট্ চিক্কেপ। লুঙ্ অকৈপ্সীং, অকৈপ্সাং অকৈপ্সঃ। সন্

চিক্কেপসতি-তে। যঙ্ চেক্কেপাতে। যঙ্ লুক্ চেক্কেপ্তি।

গিচ্ ক্কেপয়তি। লুঙ্ অচিক্কেপৎ। উপসর্গপূর্বক ভূবাদি

কিপ খাতুর স্থায় অর্থাৎ দৃষ্ট হইবে।

কিব—নিরসন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ ক্ষেবতি।

লিট্ চিক্কেব। লুঙ্ অকৈবীং। লুট্ ক্ষেবিতা। ভট্টমল নিরসন

শব্দের ফুৎকার অর্থ করেন এবং অন্ত্র কেহ মুখে স্নেহাদির

বমনের স্থায় নিরসন কহিয়া থাকেন।

কিব—নিরসন। দিবাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ কিবাতি।

লিট্ চিক্কেব। লুঙ্ অকৈবীং।

কী—হিংসা। ভাদি, উত্তরণদী, সক, অনিট্। লট্ কীয়তি-তে।

লিট্ চিক্কেয়, চিক্কেয়ে। লুঙ্ অকৈবীং, অক্কেট।

কীঙ্—হিংসা। দিবাদি, আশ্বনে, সক, অনিট্। লট্ কীয়তে।

লিট্ চিক্কেয়ে। লুঙ্ অক্কেট।

কীজ—অব্যক্ত শব্দ। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট। লট্ কীজতি।

লিট্ চিকীজ। লুঙ্ অকীজিং।

কীব—মদ, গর্ভ। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট। লট্ কীবতে।

লিট্ চিক্কেব। লুঙ্ অকৈবীং।

কীব—নিরসন, নিঞ্জিবন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্

কীবতি। লিট্ চিকীব। লুঙ্ অকৈবীং।

কু—কুতি, হাঁচি শব্দ। অদাদি, পরমৈ, অক, সেট। লট্

কোতি, কুতঃ, কুবতি। লিট্ চুক্কেব। লুট্ কবিতা। লুট্

কবিয়তি। লুঙ্ অকবীং।

“রাজৌ যরি কুতবতি কিতপালপুত্রা।” (চৌরপঞ্চা°)

অব+কু—অধঃস্থিতবাক্তির কবথুর দ্বারা দূষণ।

“পতিভারমবকুতং।” (মহু)

“অবকুতং উপরিকৃতকুতং।” (কুল্লুক°)

কুদ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ কোদতি।

লিট্ চুক্কেদ। লুঙ্ অকৌবীং। লুট্ কোদিতা।

“কোদন্ত আপো বিগতে বনানি।” (ঋক ৫৫৮৩)

কুদ—পেষণ, চূর্ণন, মর্দন। কুধাদি, উত্তরপদী, সক, অনিট্।

লট্ কুগতি, কুস্তঃ, কুদন্তি। কুস্তে, কুদ্বাতে, কুদন্তে।

লঙ্ অকুগৎ। অকুস্ত। লিট্ চুকোদ, চুকুদে। লুঙ্ অকুদৎ,

অকোৎসীৎ। অকুস্ত, অকুৎসাতাং। সন্ চুকুৎসতি-তে।

যঙ্ চোকুস্তে। যঙ্লুক্ চোকোস্তি। গিচ্ কোদয়তি।

লুঙ্ অচুকদৎ। কুদধাতু উপসর্গপূর্বক হইলে সেই সেই

উপসর্গের অর্থের সহিত প্রেষণ অর্থ বুঝাইবে।

কুধ—বুড়কা, কুধা। দিবাди, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্

কুধ্যতি। লিট্ চুকোধ। চুকুধতুঃ। লুট্ কোছা। লুট্

কোৎস্যতি। লুঙ্ অকুধৎ, অকুধতাং। সন্ চুকুৎসতি-তে।

যঙ্ চোকুধ্যতে। চোকোস্তি। গিচ্ কোধয়তি। লুঙ্

অচুকুধৎ।

কুপ—মদ। সৌত্রধাতু, ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্

কোপতি। লিট্ চুকোপ। লুঙ্ অকোপীৎ।

কুভ—সঞ্চালন। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ কুভাতি।

লিট্ চুকুভে। লুঙ্ অকুভৎ। অকোভিষ্ট।

“যঃ কুভাতি রিপুশ্বেব কোভতে নানুজীবিসু।

মনাগপি মনো যন্ত ন কুভাতি মহাহবে ॥” (কবিঃ ৫৬)

কুভ—কোভ। অসঞ্চালন। দিবাди, পক্ষে ক্র্যাদি, অক,

সেট্। লট্ কুভাতি। ক্র্যাদি পক্ষে কুভাতি, কুভীতঃ,

কুভস্তি। লিট্ চুকোভ। লুট্ কোভিতা। লুট্ কোভিস্যতি।

লুঙ্ অকোভীৎ, অকোভিষ্টাং, অকোভিসুঃ। সন্ চুকু-

ভিসতি-তে। চুকোভিসতি-তে। যঙ্ চোকুভাতে। যঙ্লুক্

চোকোভি। গিচ্ কোভয়তি। লুঙ্ অচুকুভৎ। ঞ্ +

কুভ—সঞ্চালন। বি + কুভ—গিচ্ বিলোড়ন।

কুর—বিলেখন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্

কুরতি। লিট্ চুকোর। লুঙ্ অকোরীৎ। লুট্ কোরিতা।

লুট্ কোরিস্যতি।

ক্বেব—সেবন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। কিবতি।

লিট্ চিক্বেব। লুঙ্ অক্বেবীৎ।

কৈ—কয়। ভাদি, পরমৈ, অক, অনিট্। লট্ ক্যরতি।

লিট্ চক্যে। লুট্ ক্যতা। লুট্ ক্যস্তি। লুঙ্ অক্যসীৎ।

কু—তেজন। অদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ক্কোতি, ক্কুতঃ,

ক্কুভতি। লিট্ চুক্কাব। লুট্ ক্কুভিতা। লুঙ্ অক্কাবীৎ।

ক্মার—বিধুনন। ক্মপন। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্।

লট্ ক্মারতে। লিট্ চক্মারে। লুঙ্ অক্মারিষ্ট। লুট্

ক্মারিতা। সন্ চিক্মারিসতে। যঙ্ চাক্মায়াতে। যঙ্লুক্

চাক্মাতি। গিচ্ ক্মারয়তি। লুঙ্ অচিক্মপৎ।

ক্কীল—সিমেব। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ ক্কীলতি।

লিট্ চিক্কীল। লুঙ্ অক্কীলীৎ।

ক্কিড—মেহ যোক্ষ। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। যোক্ষ অর্থে

সক। লট্ ক্কিডতে। লিট্ চিক্কিডে। লুঙ্ অক্কিড, অক্কিডিষ্ট।

ক্কিন—১ মোচন। ২ মেহ। ভাদি, আয়নে, সক, মেহ অর্থে

অক। লট্ ক্কিনতে। লিট্ চিক্কিনে। লুঙ্ অক্কিনৎ, অক্কিনিষ্ট।

ক্কিন—১ কুজন। দিবাди, পরমৈ, সক, সেট্। লট্

ক্কিত্তি। লিট্ চিক্কিনে। লুঙ্ অক্কিনীৎ।

ক্কেল—সঞ্চালন। গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্

ক্কেলতি। লিট্ চিক্কিল। লুঙ্ অক্কেলীৎ।

“যে তু বিষ্টভ্য গাজাণি ক্কেলন্তি চ হসন্তি চ।” (রামাঃ ৬.২ নং)

থক্খ—হাস। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ থক্খতি। লিট্

চথক্খ। লুঙ্ অথক্খীৎ।

থচ—১ পুতি। ২ উৎপত্তি। ৩ অতিক্রান্তোৎপত্তি। উৎ-

পন্নের পুনরুৎপত্তি। ক্র্যাদি, পরমৈ, অক, সেট্। থচ-

ঞতি। থচঞীতঃ। থচঞস্তি। লিট্ চথাচ। চথচতুঃ।

লুট্ থচিতা। লুঙ্ অথচীৎ, অথচীৎ।

থচ—বন্ধন। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্

থচয়তি-তে। লিট্ থচয়াংচকার, চক্কে। লুঙ্ অচথচৎ-ত।

“শকুন্তনীড়থচিতং বিলুজ্জটামঙলং।” (শকুং)

উৎ + সহ + থচ—বন্ধন।

থজ—মুছ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ থজতি। লিট্

চথাজ। লুঙ্ অথাজীৎ, অথাজীৎ।

থজ—থজি থজধাতু। পঙ্কতা, গতিবৈকল্য। ভাদি, পরমৈ, সক,

সেট্। লট্ থজতি। লিট্ চথজ। লুট্ থজিতা। লুঙ্ অথজীৎ।

থট—আকাজ্জা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ থটতি।

লিট্ চথাট। লুঙ্ অথটীৎ, অথটীৎ।

থট্ট—বুতি, সংবরণ, গোপন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্

থট্টয়তি-তে। লিট্ থট্টয়াংচকার চক্কে। লুঙ্ অচথট্টৎ-ত।

থড্—১ মছন। ২ ভজন। থড়ি থড়ধাতু ভাদি, সক, সেট্।

লট্ থঙতে। লুঙ্ অথঙিষ্ট।

থদ—১ হৈর্যা। ২ হিংসা। ৩ ভক্ষণ। ভাদি, পরমৈ, সক,

সেট্। লট্ থদতি। লিট্ চথাদ। লুট্ থদিতা। লুঙ্

অথদীৎ, অথাদীৎ। অথনিষ্ট। কক্ষবাচ্যে থারতে, থত্ততে।

থন—থন থনধাতু। থনন, অবদারণ। ভাদি, উত্তরপদী, সক,

সেট্। লট্ থনতি-তে। লিট্ চথান। চথে। লুট্

থনিতা। লুট্ থনিস্যতি-তে। আশীলিঙ্ থারৎ। লুঙ্

অথনীৎ, অথানীৎ। অথনিষ্ট। কক্ষবাচ্যে থারতে, থত্ততে।

লুঙ্ অথানি। সন্ চিথনিস্যতি-তে। যঙ্ চাথারতে।

হুহুভতে। যঙ্লুক্ চক্ষুতি। পিচ্ খানরতি। লুঙ্ অতীখনৎ।
অভি+খন—আভিসুখো সর্কতঃ খনন। অব+খন—অধঃখনন।
আ+খন—চারিদিকে খনন। উদ্+খন—উৎপাটন। নি+
খন—নিধান। নিস্+নির্+খন—নিষ্কামণ। পরি+খন—
পরিভ্রমণ। বি+খন—বিশেষরূপে খনন।

“ভূমিং বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু।” (অথর্ব ১২।১।৩৫)

খষ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ খষতি। লিট্
চখষ। লুট্ খষিতা। লুঙ্ অখষীৎ।

খর্জ—১ পূজন। ২ বাণ। ৩ মার্জন। ৪ কণ্ডূরন। ভাদি,
পরমৈ, সক, সেট্; বাণা অর্থে অক*। লট্ খর্জতি।
লিট্ চখর্জ। লুট্ খর্জিতা। লুঙ্ অখর্জীৎ॥

খর্দ—মংগন হিংসনাদি। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খর্দতি। লিট্ চখর্দ। লুট্ খর্দিতা। লুঙ্ অখর্দীৎ।

খর্ক—১ গতি। ২ মর্প। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
খর্কতি। লিট্ চখর্ক। লুট্ খর্কিতা। লুঙ্ অখর্কীৎ।

খল—চলন। স্থলন। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খলতি। লিট্ চখল। লুট্ খলিতা। লুঙ্ অখালীৎ।

খব—১ ভূতপ্রাহর্ভাব অতিক্রান্তোৎপত্তি। সম্পত্ত্যুৎপত্তি।
২ পবিত্রীভাব। লট্ খোনতি, খোনীতঃ, খোনন্তি। লোট্—
হি—খোনীহি। লিট্ চখাব। লুট্ খবিতা। লুঙ্ অখবীৎ,
অখাবীৎ।

খব—হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ খবতি। লিট্
চখাব। লুট্ খবিতা। লুঙ্ অখাবীৎ, অখবীৎ।

খাদ—ভক্ষণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ খাদতি। লিট্
চখাদ। লুট্ খাদিতা। লুঙ্ অখাদীৎ। পিচ্ খাদয়তি।
লুঙ্ অচখাদৎ।

“দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যার্ক্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।” (মহু)

সন্ চিখাদিষতি। যঙ্ চাখাদ্যতে। যঙ্লুক্ চাখাতি।

খিট—ভয়। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ খেটতি।
লিট্ চিখেট। লুট্ খেটিতা। লুঙ্ অখেটীৎ।

“বিনাপরাধমারণ্যাং ন খেটতি যুগানসৌ।” (কবি ১৫৫)

খিল—পরিভ্রমণ। ভূদাদি, পরমৈ, অক, অনিট্। লট্
খিলতি। লিট্ চিখেল। লুট্ খেলিতা। লুঙ্ অখেলাীৎ।

খিল—দৈজ্ঞ। দিবাদি, পক্ষে ঋধাদিগণীর আয়নেপদী, অক,
ভয় অর্থে সক অনিট্। লট্ খিভতে। ঋধাদি লট্ খিভে
খিভতে। লিট্ চিখিবে। লুট্ কেভা। লুট্ খেভতি-তে।
লুঙ্ অখেলাীৎ, অখেভাঃ, অখেভুঃ। অখিভ। অখিভসাতাঃ
অখিভসত। সন্ চিখিভসতি-তে। যঙ্ চেখিভ্যতে। যঙ্লুক্
চেখেতি। পিচ্ খেলয়তি। লুঙ্ অখেলাৎ। আ+

খিল—প্রকর্ষণা খেলন। উৎ+খিল—উৎপাটন। পরি+
খিল—সমস্তাংবেদ। সম্+খিল—সমাক্ তাপ।

খিল—কণশ আদান। ভূদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
খিলতি। লিট্ চিখেল। লুট্ খেলিতা। লুঙ্ অখেলাীৎ।

খু—ধ্বনি। ভাদি, আয়নে, অক, অনিট্। লট্ খবতে।
লিট্ চুখবে। লুট্ খোতা। লুঙ্ অখোষ্ট।

খুজ—স্তম্ভ, চৌর্য। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খোজতি। লিট্ চুখোজ। লুট্ খোজিতা। লুঙ্ অখোজীৎ।

খুড়—খুড়ি খুড় ভাতু—খঞ্জ। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্।
লট্ খুড়তে। লিট্ চুখুড়। লুট্ খোড়িতা। লুঙ্ অখুড়িষ্ট।

খুড়—ভেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খোড়য়তি-
তে। লিট্ খোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখুড়ৎ-ত।

খুড়—বিলেখন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খুড়-
য়তি-তে। লিট্ খুড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখুড়ৎ-ত।

খুন—বেদন। সক, পরমৈ, অনিট্। লট্ খোদতি। লিট্
চুখোদ। লুঙ্ অখোদীৎ।

খুর—বিলেখন। ভূদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ খুরতি।
লিট্ চুখোর। লুট্ খোরিতা। লুঙ্ অখোরীৎ।

খুর্দ—ক্রীড়া। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। লট্ খুর্দতে।
লিট্ চুখুর্দে। লুঙ্ অখুর্দিষ্ট।

খেট—ভোজন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
খেটয়তি-তে। লিট্ খেটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিখেটৎ-ত।

খেড়—ভক্ষণ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
খেড়য়তি-তে। লুঙ্ অচখেড়ৎ, অচখেড়ত।

খেল—১ চলন। ২ গতি। ৩ ক্রীড়া। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
ক্রীড়া অর্থে অক। লট্ খেলতি। লিট্ চিখেল। লুঙ্ অখেলাীৎ।

“খেলন্তি সজ্জনা নিত্যং খেলয়ন্তে চ যোষিতঃ।” (কবি ৬৪)

পিচ্ খেলয়তি। লুঙ্ অচিখেলাৎ।

খেলা—বিলাস। কণ্ডাদি* যক্। পরমৈ, অক, সেট্। খেলায়
খাতু—লট্ খেলায়তি। লিট্ খেলায়াংচকার। লুঙ্ অখেলায়ীৎ।

“খেলায়ন্নিশং নাপি সজ্জকৃত্য রতিং বসেৎ।” (ভট্ট)

খেব—সেবন। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ খেবতে।
লিট্ চিখেবে। লুঙ্ অখেবিষ্ট। পিচ্ খেবয়তি-তে। লুঙ্
অচিখেবৎ-ত।

খৈ—১ হৈর্য। ২ হিংসা। ৩ খনন। ৪ বেদ। ভাদি, পরমৈ,
সক, হৈর্যার্থে অক, সেট্। লট্ খায়তি। লিট্ চখৌ। লুট্
খাতা। লুঙ্ অখালীৎ।

খোট—ক্ষেপ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ খোট-
য়তি-তে। লিট্ খোটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুখোটৎ-ত।

ধোট—গতিপ্রতিষাত। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খোটিতো, লুঙ্ অখোতীৎ।

খোড়—ক্ষেপ। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্
খোড়য়তি-তে। লিট্ খোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অ-
খোড়ৎ-ত।

খোড়—গতিপ্রতিষাত। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খোড়তি। লিট্ চুখোড়। লুঙ্ অখোড়ীৎ।

খোর—গতিবৈকল্য। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খোরতি। লিট্ চুখোর। লুঙ্ অখোরীৎ। গিচ্ খোরয়তি-
তে। লুঙ্ অচুখোরৎ-ত।

খোল—গতিবৈকল্য। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্
খোলতি। লিট্ চুখোল। লুঙ্ অখোলীৎ। গিচ্ খোলয়তি-
তে। লুঙ্ অচুখোলৎ-ত।

খা—১ প্রসিদ্ধি। ২ দীপ্তি। ৩ কথন। ৪ প্রকাশন। ৫ জ্ঞান।
অদাদি, পরমৈ, অনিট্, সক, প্রসিদ্ধি ও দীপ্তি অর্থে অক।
লট্ খ্যাতি। লোট্ খ্যাতু। বিধিলিঙ্ খ্যায়াৎ। লঙ্ অখ্যাৎ
লিঙাদি আর্দ্ধধাতুকবিভক্তিতে 'চক্ষিঞঃ খ্যাঞঃ' এই নৃত্বা-
নুসারে খ্যাঞ্ আদেশ করিলে উত্তরপদী হয়। লিট্
চখৌ, চখো।

লুট্ খ্যাতা। লুট্ খ্যাত্যতি-তে। আশীলিঙ্ খ্যায়াৎ
খোয়াৎ। খ্যাসীট্। লুঙ্ অখ্যাৎ, অখ্যাত। কর্মবাচ্যে খ্যায়তে।
লুঙ্ অখ্যায়ি। সন্ চিখ্যাসতি-তে। যঙ্ চাখ্যায়তে।
যঙ্লুক্ চাখ্যাতি, চাখোতি, গিচ্ খ্যাপয়তি। লুঙ্ অচিখ্যাপৎ।
অতি+খ্যা—অতিক্রম করিয়া কথন। অহু+খ্যা—অহু-
কর্ষণ। অহু+আ+খ্যা—তাৎপর্য্যাবধারণার্থ ব্যাখ্যান।
অতি+খ্যা—অতিমুখে দর্শন।

"অভিখ্যায় তং তিগিভেন বিধ্য।" (শব্দ ২।৩।১২)

'অভিখ্যায় সংবীক্ষ্য' (সারণ)

অব+খ্যা—অবাক্ প্রেক্ষণ। আ+খ্যা—কথন। উদ্+
আ+খ্যা—উদাহরণ। উপ+আ+খ্যা—পুরাত্তকথন।
প্রতি+আ+খ্যা—নিবারণ। বি+আ+খ্যা—বিবরণ। অহু+
বি+আ+খ্যা—কথিতের পুন ব্যাখ্যান। উপ+বি+আ+
খ্যা—উপাসনাদি বিভূতি-কলকথন। পরি+খ্যা—পরিভাষিতঃ
বা সর্কতঃ খ্যাতি। সম্+পরি+খ্যা—সর্কতঃ খ্যাতি।
প্র+খ্যা—প্রকর্ষ দ্বারা কথন। বি+খ্যা—বিশেষদ্বারা
খ্যাতি। সম্+খ্যা—সম্যক্ কথন।

"ব্রহ্ম পিতামহান্ সোমপান্ সংখ্যায়।" (শত্ ৩।৩।৩)

গজ—১ মদ। ২ ঘন। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ গজতি।

লিট্ জগজ। লুট্ গজিতা। লুঙ্ অগজীৎ, অগজীৎ।

গজ—মদ, ঘন। গজি গজ ধাতু ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্।

লট্ গজতি। লিট্ জগজ। লুট্ গজিতা। লুঙ্ অগজীৎ।

গজ—ঘন। চুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ গজয়তি-
তে। লিট্ গজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগজৎ-ত।

গড়—সেচন। করণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
গড়তি। লিট্ জগাড়। লুঙ্ অগড়ীৎ, অগাড়ীৎ। লুট্
গড়িতা। গিচ্ গড়য়তি-তে। লুঙ্ অচীগড়ৎ-ত।

গণ—সংখ্যান। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্
গণয়তি-তে। লিট্ গণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীগণৎ,
অজগণত।

"লীলাকমলপদ্মাণি গণয়ামাস পার্শ্বতী।" (কুমার ৬।২০)

অব+গণ—অবজ্ঞা। বি+গণ—বিশেষরূপে সংখ্যান।

"অদূরবর্তিনীং সিদ্ধিং রাজন্ বিগণয়াঅনং।" (রঘু ১।৮।৮)

গণ্ড—গড়ি গড় ধাতু। গণ্ডব্যাপার, গণ্ডকম্পন, চূষনাদি। লট্
গণ্ডতি। লিট্ জগণ্ড। লুঙ্ অগণ্ডীৎ।

গদ—কথন, অব্যক্তভাষণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
গদতি। লিট্ জগাদ। লুট্ গদিতা। লুট্ গদিস্যতি। লুঙ্
অগদিৎ, অগাদীৎ। কর্মবাচ্যে গত্ততে। লুঙ্ অগাদি। সন্
জিগদিস্যতি। যঙ্ জাগত্ততে। যঙ্লুক্ জাগদতি। গিচ্
গাদয়তি। লুঙ্ অজীগদৎ। প্রতি+গদ—প্রত্যুত্তরকথন।
বি+গদ—বিরুদ্ধোক্তি।

"নহি নিষাৎ শ্রবেৎ ক্ষোভং লোকে বিগদিতং বচঃ।"

(রামাং অঘোং ৩৫ সং)

গদ—মেঘধ্বনি। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্
গদয়তি-তে। লিট্ গদয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগদৎ-ত।
গজ্ঞ—অর্জন। ১ হিংসা। ২ গতি। ৩ ভূষণ। চুরাদি, আয়নে,
অক, সেট্। লট্ গজ্ঞয়তে। লিট্ গজ্ঞয়াংচক্রে। লুঙ্
অজিগজ্ঞত।

গম—গম্-গম ধাতু—১ গমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ জ্ঞান। 'সর্কে
গত্যর্থাঃ প্রাপ্তার্থা জ্ঞানার্থাশ্চ' সকলগত্যর্থ ধাতু প্রাপ্ত্যর্থ ও
জ্ঞানার্থ হইয়া থাকে। ভাদি, পরমৈ, অনিট্। লট্ গচ্ছতি
লিট্ জগাম। জগতুঃ জগমিথ, জগহু। লুট্ গচ্ছা। লুট্
গমিস্যতি। লুঙ্ অগমৎ। অগমতাৎ। সন্ জিগমিস্যতি।
যঙ্ অজমাতো। যঙ্লুক্ জগতি। গিচ্ গময়তি। লুঙ্
অজীগমৎ।

অতি+গম—অতিমুখে গতি। অতি+গম—অতিক্রম
করিয়া অথবা উৎকর্ষণ করিয়া গতি।

বি+অতি+গম—বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া গতি।

অধি+গম—প্রাপ্তি। সম্+অধি—সম্যক্ প্রাপ্তি। অহু+

গহু—প্রাপ্তি। পশ্চাদগমন। অহু+গম—
 বাবধান। গতি। সধা গতি। অপ+গম—অপার। অপ+
 গম—সংস্কারাদিবাঁরা। প্রবেশ। অতি+গম—অতিমুখে
 গতি। অব+গম—বোধ। আ+গম—পশ্চাদ্বেশবিভাগ-
 পূর্বক গতি। অধি+আ+গম—প্রাপ্তি। অহু+আ+
 গম—অহুকৃতি। সমাকৃতি, পশ্চাদ্বেশ, প্রত্যাগতি।
 অতি+আ+গম—অতিমুখে গতি। উপ+আ+গম—
 সমীপাগতি। প্রতি+আ+গম—পর্যবর্তন করিয়া আগ-
 মন। উদ+গম—উর্দ্ধগতি। উত্থান। বি+গম—বিশেষ-
 রূপে গতি। বিচ্ছেদ। বিগম। সম্+গম—সঙ্গ। অতি+
 আ+গম—অতিমুখে আগমন। প্রতি+উদ+গম—প্রতিলক্ষ্য
 করিয়া উত্থান। উপ+গম—সমীপগমন। অতি+উপ+গম—
 প্রতিজ্ঞা। স্বীকার। নি+গম—নিয়মপূর্বক গতি। নিরু+
 গম—নিষ্করণ। পরা+গম—পর্যবর্তন করিয়া গমন। পরা-
 গতি। পরি+গম—পরিভ্রমণ। প্রতি+গম—বৈপরীত্য-
 দ্বারা গতি। সম্+গম—সঙ্গ সম্ভূতক গম ধাতু আত্মনে-
 পদ হয়।

গম—১ গতি। ২ হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
 গমতি। লিট্ জগম। লুঙ্ অগমীৎ।
 গৰ্জ—গৰ্জন উর্দ্ধাহতুক শব্দ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
 লট্ গৰ্জতি।

“যৎপ্রজ্ঞানামুপমুখীকৈঃ পর্যাক্রোহিণি ন গৰ্জতি।

গৰ্জন্তি কথঞ্চাত্ৰৈর্ভিদামানান্ত তদ্বরাঃ।” (কবি° ২২০)।

লিট্ জগৰ্জ। লুট্ গৰ্জতি। লুঙ্ অগৰ্জীৎ।

“গৰ্জ গৰ্জ কণং মৃত মধু দাবৎ শিবামাহং।” (দেবীমা°)।

অহু+গৰ্জ—অহুরূপ গৰ্জন। অতি+গৰ্জ—অতিলক্ষ্য
 করিয়া গৰ্জন। প্রতি+গৰ্জ—প্রতিরূপ গৰ্জন।

গৰ্জ—রব। চুরাদি, উত্তরপদী, অক, সেট্। লট্ গৰ্জরতি-
 তে। লিট্ গৰ্জরাংচকার, চক্রে। লুট্ গৰ্জতি। লুঙ্
 অজগৰ্জৎ-ত। সন্ জিগৰ্জিবতি-তে। যঙ্ জাগৰ্জাতে।
 যঙ্লুক্ জাগৰ্জি।

গৰ্জ—রব। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি, পরমৈ, অক,
 সেট্। লট্ গৰ্জরতি-তে। গৰ্জতি। লিট্ গৰ্জরাংচকার
 চক্রে। জগৰ্জ। লুঙ্ অজগৰ্জৎ-ত। অগৰ্জীৎ। সন্
 জিগৰ্জিবতি। যঙ্ জাগৰ্জাতে।

গৰ্জ—লিঙ্গ। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ গৰ্জ-
 রতি-তে। লিট্—গৰ্জরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজগৰ্জৎ-ত।

গৰ্ভ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ গৰ্ভতি। লিট্
 জগৰ্ভ। লুট্ গৰ্ভতি। লুঙ্ অগৰ্ভীৎ।

গৰ্ভ—দর্প। অদন্তচুরাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ গৰ্ভরতে।
 লিট্ গৰ্ভরাংচক্রে। লুঙ্ অজগৰ্ভত।

“বিদ্যাধনসমুচ্ছোহপি যো ন গৰ্ভরতে প্রভুঃ।” (কবি° ৭১)

গৰ্ভ—লিঙ্গ। কুংসা। চুরাদি, আত্মনেপদী, পক্ষে ভাদি,
 সক, সেট্। লট্ গৰ্ভরতে। গৰ্ভতে। লিট্ গৰ্ভরাংচক্রে।
 জগৰ্ভে। লুঙ্ অজগৰ্ভত। অগৰ্ভিৎ।

“ন তথা গৰ্ভতে স্থানং শৃগালাং নাপি গৰ্ভতি।

গৰ্ভরতাভূতপেতার্থ্যাগিনিং স নরং যথা।” (কবি° ১০৮)।

সন্ জিগৰ্ভিতে। যঙ্ জাগৰ্ভাতে। যঙ্ লুক্ জাগৰ্ভতি।
 গল—১ ভক্ষণ। ২ শ্রাব, ক্ষরণ। ৩ পতন। ভাদি, পরমৈ,
 সক, সেট্। ক্ষরণ অর্থে অক°। লট্ গলতি। লুঙ্ অগা-
 লীৎ। লিট্ জগাল। লুট্ গলিতা। সন্ জিগলিবতি।
 যঙ্ জাগল্যতে।

গল—ক্ষরণ, গালান। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্
 গালরতে। লিট্ গালরাংচক্রে। লুঙ্ অজীগলত। অব+
 গল—ভ্রংশ। নিরু+গল—নিঃসরণ। নিরুর্ভ। বি+
 গল—ভ্রংশ।

গল্ভ—ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্
 গল্ভতে। লিট্ জগল্ভে। লুঙ্ অগল্ভিৎ। লুট্ গল্ভিতা।
 “আজো প্রগল্ভতে দোভ্যাং দ্বিবাং বিবট্টয়ন্ বটীঃ।”

(কবি° ১৫২)

গল্ভ চ্যুত্বে কাঙ্ করিয়া গল্ভারতে। লুঙ্ অগল্-
 ভারিৎ।

গবেষ—অবেষণ, অহুসন্ধান। অদন্তচুরাদি। আত্মনে, সক,
 সেট্। লট্ গবেষরতে। লিট্ গবেষরাংচক্রে। লুঙ্
 অজগবেষত। বোগদেব এই ধাতু পরমৈপদী বলিয়া নির্দেশ
 করিয়াছেন।

“গবেষরতি সংক্রিয়াং।” (কবি° ২৪২)

গহ—গহন। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্
 গহরতি-তে। লিট্ গহরাংচকার চক্রে। লুঙ্ অজগহৎ-ত।

“গহরতি শাস্ত্রং জড়যীঃ।” (চুর্গাদাস)

গা—গাঙ্ গাধাতু।—গতি। ভাদি, আত্মনে, সক, অনিট্।
 লট্ গাতে। এই ধাতু হরনন্ত প্রভৃতির মতে অনাদিগণীয়।
 লট্ গাতে। অন্তে গাতে। ভাদিগণীয় ধাতুর অন্তে বিভ-
 ক্তিতে গাতে হইবে। এ, গৈ। বিধিলিঙ্ গেত। লঙ্
 অগাত। ই-অগে। লিট্ অগে। লুট্ গাতা। লুঙ্
 অগত, অগাসাতাং, অগাসত। সন্ জিগাসতে। যঙ্ জাগ-
 রতে। যঙ্লুক্ জাগতি, আগতি। গিচ্ গাগরতি। লুঙ্
 অজীগপৎ।

গাজ—শৈথিল্য। অদন্তচুরাদি, আয়নে, অক, সেট্।
লট্ গাজয়তে। লিট্ গাজায়চকার। লুঙ্ অজগাজত।
লুট্ গাজয়িতা।

গাধ—১ প্রতিষ্ঠা। ২ লিপ্সা, বাহা। ৩ গ্রহন, রচনা। ভাদি,
আয়নে, সক, সেট্। প্রতিষ্ঠা অর্থে অক। লট্ গাধতে।
“গাধতে নার্বমজ্ঞতঃ” (কবিকং ২৬৮)।

লিট্ জগাধে। লুট্ গাধিতা। লুঙ্ অগাধিষ্ট, অগা-
ধিয়াতাং, অগাধিবত। গিচ্ গাধয়তি। লুঙ্ অজগাধৎ।

গাহ—বিলোড়ন। প্রবেশ। প্রাপ্তি। সেবা। ভাদি, আয়নে,
সক, বেট্। লট্ গাহতে।

“গাহতে শাস্ত্রমত্যাং” (কবিকং ২৬৮)

লিট্ জগাহে। জগাহিষে, জগাক্। জগাহিষে,
জগাঢ়ে, জগাহিষে। লুট্ গাহিতা, গাঢ়া। লুট্ গাহিষ্যতে,
গাক্যতে। আশীলিঙ্ গাহিষীষ্ট, গাক্ষীষ্ট। লুঙ্ অগাহিষ্ট,
অগাহিয়াতাং, অগাহিবত। অগাঢ়, অগাক্যতাং, অগাক্যত।
সন্ জিগাহিষতে, জিগাক্যতে। বঙ্ জাগাহতে। বঙ্-
লুক্ জাগাঢ়ি। গিচ্ গাহয়তি। লুঙ্ অজাগাহৎ। অব+
গাহ—অবগাহন, প্রবেশ।

“পূর্যাপরো তোয়নিধী বর্গাহ” (কুমার ১।১)

বি+গাহ—অবগাহন। নিমজ্জন। স্নান। প্রবেশ।
বিলোড়ন। গতি। সম্+গাহ—বিলোড়ন। আক্রান্তি।

গ—গুঙ্ গুধাতু শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি। ভাদি, আয়নে, অক,
অনিট্। লট্ গবতে। লিট্ জুগবে। লুট্ গোতা। লুঙ্
অগোষ্টে। সন্ জুগ্বতে। বঙ্ জোগ্বতে। বঙ্-লুক্
জোগোতি। গিচ্ গাবয়তি। লুঙ্ অজগুবৎ। ক-গুত।

গু—মলত্যাগ, পুরীষোৎসর্গ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্।
লট্ গুবতি। লিট্ জুগাব। জুগবিধ, জুগুধ। লুট্
গুতা। লুট্ গুয়তি। লুঙ্ অগুবীৎ, অগুতাং, অগুবুঃ।
ক-গুন।

গুজ—শব্দ, কুজন। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গু-
জতি। লিট্ জুগোজ। লুট্ গুজিতা। লুঙ্ অগুজীৎ।

গুজ—কুজন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ গুজতি।
লিট্ জুগোজ। লুঙ্ অগোজীৎ।

গুজ—গুজি গুজ ধাতু অব্যক্ত শব্দ, কুজন। ভাদি, পরস্মৈ,
অক, সেট্। লট্ গুজতি। লিট্ জুগোজ।

“ন বইপদোহসৌ ন জুগুজ যঃ কবঃ।” (ভটি ২।১২)

লুট্ গুজিতা। লুঙ্ অগুজীৎ।

গুঠ—বেটন। গুঠি গুঠ ধাতু। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্
গুঠয়তি-তে। লিট্ গুঠয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগুঠৎ-ত।

“অমিহোজ্ঞঃ জয়ে বেদাজ্ঞিনঃ তদ্বগুঠনং।

বুদ্ধিপৌকবহীনাং জীবিকেনি বৃহস্পতিঃ” (সর্বদর্শনসং)

গুণ—গুড়ি গুড় ধাতু। ১ বেটন। ২ রক্ষণ। ৩ চূর্ণন।
চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গুণয়তি-তে। লিট্
গুণয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুগুণৎ-ত।

গুড়—১ রক্ষণ। ২ ব্যাঘাত। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ গুড়তি। লিট্ জুগোড়। লুঙ্ অগুড়ীৎ। লুট্
গুড়িতা।

গুণ—১ আমন্ত্রণ। ২ অভ্যাস। ৩ গুণন, পূরণ। অদন্ত-
চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ গুণয়তি-তে। লিট্
গুণয়াচকার, চক্রে। লুট্ গুণয়িতা। লুঙ্ অজুগুণৎ-ত।
মলিনাথ গুণ ধাতুর আত্মেড়ন এই অর্থ করিয়া থাকেন।

গুদ—ক্রীড়া, খেলা। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। লট্
গোদতে। লিট্ জুগুদে। লুট্ গোদিতা। লুঙ্ অগোদিষ্টে।

গুধ—১ ক্রীড়া। ২ পরিবেষ্টন। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্।
পক্ষে লট্ গুধ্যতি।

“বোহস্মৈ গুধ্যতি তদুর্গং তৎকণাদেব গুধ্যতি।” (কবিং ২৬৮)

লিট্ জুগুধে। লুট্ গোদিতা। লুট্ গোদিস্যতে। লুঙ্
অগোদিষ্টে।

গুধ—বেটন। দিবাди, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ গুধ্যতি।
লিট্ জুগোধ। লুঙ্ অগোদীৎ।

গুজ—গুজি গুজধাতু। মিথ্যাতি। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ গুজয়তি। লিট্ গুজয়াচকার। লুঙ্ অজুগুজৎ-ত।

গুপ—গুপ্ গুপধাতু। রক্ষণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, বেট্। সাক্ষ-
ধাতুক বিতক্তি পরে গুপ ধাতুস্থানে নিত্য আর আদেশ
এবং আধিধাতুক পরে বিকল্পে হইবে। লট্ গোপায়তি।
লিট্ গোপায়াচকার, জুগোপ। জুগোপিধ, জুগোপুধ। লুট্
গোপ্তা, গোপিতা, গোপায়িতা। লুট্ গোপ্যতি, গোপি-
স্ততি, গোপায়িস্যতি। আশীলিঙ্ গুপ্যাৎ, গোপায়াৎ। লুঙ্
অগোপীৎ, অগোপ্তাৎ, অগোপুঃ। অগোপীৎ, অগোপিতাং,
অগোপিস্বঃ। অগোপারীৎ, অগোপারিষ্টাৎ, অগোপারিস্বঃ।

“অগোপিষ্টাং পুরীং লজ্জামগোপ্তাং রক্ষণাং বলং।” (ভটি ১৫।১৩)

সন্ জুগুপ্সতি, জুগুপিবতি, জুগোপিবতি, জুগোপারিবতি।
বঙ্ জোগুপ্যতে। বঙ্-লুক্ জোগোপ্তি। গিচ্ গোপয়তি।
লুঙ্ অজুগুপৎ-ত।

“গোপারতি কিম্ভিমিমাং চতুষ্করীমাং

ঈম্যনধর্মবচনাক জুগুপ্সতে যঃ।

বিত্তং ন গোপয়তি বস্ত্র বনীরকেভ্যাং

বীরো ন গুপ্যতি মহত্শপি কাব্যজতে” (কবিকং ৬)

বর্জ্যতে। আশ্লিণ্ড্ গৃহীষী, দ্রুতীষ্ট। লুঙ্ অগৃহীষ্ট, অঘ-
কত। কবিরহস্ত মতে এই ধাতু অদন্ত চুরাদি।

“বিবাং গৃহরতে শিরঃ।” (কবিরং ৩৩)

লট্ গৃহরতে। লিট্ গৃহরাংচকার। লুঙ্ অজগৃহত।

গৃ—বিজ্ঞাপন। চুরাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ গাররতে।

লিট্ গাররাংচকে। লুঙ্ অজীপরত।

গৃ—শক্। জ্যাদি, পরদৈ, সক, সেট্। লট্ গৃণাতি, গৃণীতঃ,
গৃণন্তি। “গৃণাতি জুতগং বচঃ।” (কবিরং ১৫৮)

লিট্ জগার। জগরিখ, জগলিখ। লুট্ গরিতা, গলিতা,
গরীতা। লুঙ্ অগারীং, অগারীৎ। অগারিষ্টাং, অগারিষুঃ।
অল্পপূর্বক গৃধাতুর বোণে শংসন-বিবর হর্ষামূলক ব্যাপাররূপ
উৎসাহ বিষয়ে এবং ইহার বোণে পূর্বক ব্যাপারের যে কর্তা
তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা—“অধ্বর্ষাঃ হোজে
অল্পগৃণাতি, হোতা প্রথমং শংসতি তমধ্বর্ষাঃ প্রোৎসাহয়তি।”
(পাণিনি)

গৃ—নিগরণ। তুদাদি, পরদৈ, সক, সেট্। লট্ গিরতি,
গিলতি। লিট্-জগার। লুঙ্ অগারীং। সন্ জিগরিষতি।
গৃধাতু ভাব ও গর্হ অর্থে যঙ্ হইয়া থাকে। যঙ্ জেগি-
লাতে। যঙ্ লুক্ জাগতি। অহু+গৃ-আত্মনপদী, নীচৈঃ-
কখন। উদ্+গৃ-বমন। সম+গৃ-প্রতিজ্ঞা। আত্মনে-
পদী। “বস্বনি দেশাংচ নিবর্তয়িষ্যন্ রামং নৃপঃ সংগিরমাণ
এব।” (ভট্ট ৩৮)

গেহ—গতি। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ গেহতে। লিট্
জিগেদে। লুঙ্ অগেদিষ্ট। ঋদিং হইলে অজিগেদৎ।

গেপ—গেপ্ গেপধাতু। ১ কল্পন। ২ গতি। ভাদি, আয়নে,
সক, সেট্। লট্ গেপতে। লিট্ জিগেপে। লুঙ্ অগেপিষ্ট।

গেব—সেবন। ভাদি আয়নে, সক, সেট্। লট্ গেবতে। লিট্
জিগেবে। লুঙ্ অগেবিষ্ট। ঋদিং হইলে অজিগেবত।

গেয—অবেষণ। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ গেযতে।
লিট্ জিগেযে। লুঙ্ অগেযিষ্ট।

গৈ—শক্, গান, কীর্জন। ভাদি, পরদৈ, সক, অনিট্। লট্
গারতি। লিট্ জগৌ।

“জগৌ কলং বামলুশং মনোহরং।” (ভাগ৩)

লুট্ গাতা। লুট্ গাত্তি। আশ্লিণ্ড্ গেয়াৎ। লুঙ্
অগাসীং, অগাসিষ্টাং, অগাসিষুঃ। কর্ণবাচ্যে গীয়তে। লুঙ্
অগারি। সন্ জিগাসতি। যঙ্ জেগীয়তে। যঙ্ লুক্
জাগতি, জাগিতি। গিচ্-গাপরতি। লুঙ্ অজীপগৎ।

অহু+গৈ—পশাংগান। অতি+গৈ—অতিবৃথে ও
চারিদিকে গান। অব+গৈ—নিশ্চন। উৎ+গৈ—উচ্চ-

স্বরে গান। উপ+গৈ—সমীপে গান। নি+গৈ—নিচ্চরবারা
গান। পরি+গৈ—চারিদিকে গান। প্র+গৈ—প্রকর্ষ-
বারা গান। বি+গৈ—নিশ্চন। সম্+গৈ—সমাকর্ষণ।

গোম—লেপন। অদন্তচুরাদি। উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্
গোময়তি-তে। লিট্ গোময়াংচকার, চকে। লুঙ্ অক্-
গোমৎ-ত।

গ্রথ—গ্রথি গ্রথ ধাতু—১ কোটিল্য, বক্রীভাব। ২ কুটিলী-
করণ। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ গ্রথতে। লিট্
অগ্রথে। লুট্ গ্রথিতা। লুঙ্ অগ্রথিষ্ট।

গ্রহ—সন্দর্ভ, রচনা, গ্রহন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্
গ্রহয়তি-তে। লিট্ গ্রহরাংচকার, চকে। লুঙ্ অজগ্রহত।

গ্রহ—সন্দর্ভ, রচনা। জ্যাদি, পরদৈ, সক, সেট্। লট্ গ্রথতি
গ্রথীতঃ, গ্রথন্তি। বিবিণ্ড্ গ্রথীয়াৎ। লিট্ জগ্রহ।
লুট্ গ্রথিতা। লুট্ গ্রথিষ্যতি। আশ্লিণ্ড্ গ্রথীয়াৎ। লুঙ্
অগ্রহীৎ। সন্ জিগ্রহিষতি। যঙ্ জাগ্রথাতে। যঙ্ লুক্
জাগ্রহি। গিচ্-গ্রহয়তি। লুঙ্ অজগ্রহৎ।

“গাথাং গ্রহয়তি এসরললিতাং শ্লোকঞ্চ যো গ্রহতি।

শ্রাব্যাংগ্রাধয়তি ক্ষুটার্থমধুরং।

গ্রথতি যঃ শ্লিষ্টাক্ষরং নাটকং।” (কবিরং ১২)

উদ্+গ্রহ—উত্তোলন করিয়া গ্রহন।

“লতাপ্রতানোদ্গ্রথিষ্টেঃ স কেষ্টেঃ।” (রঘু)

গ্রস—ভক্ষণ। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ গ্রসতে।

লিট্ জগ্রসে। লুট্ গ্রসিষ্যতে। লুঙ্ অগ্রসিষ্ট। সন্ জিগ্র-
সিষতে। যঙ্ জাগ্রসতে। যঙ্ লুক্ জাগ্রসি। গিচ্-গ্রাসয়তি।

গ্রস—ভক্ষণ। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি, পরদৈ, সক,
সেট্। লট্ গ্রাসয়তি-তে। লিট্ গ্রাসরাংচকার, চকে।
লুঙ্ অজিগ্রসৎ-ত। ভাদি পক্ষে এসতি। লিট্ জগ্রাস।
লুঙ্ অগ্রাসীং, অগ্রাসীৎ।

“ন চ গ্রাপিতমন্ত্ৰেন এসেদর্থং কথঞ্চন।” (মহু)

গ্রহ—গ্রহণ। স্বীকার। ধারণ। গ্রাপ্তি। অবলম্বন। আশ্রয়।
উপাদান। জ্যাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ গ্রহাতি,
গ্রহীতে। বিবিণ্ড্ গ্রহীয়াৎ, গ্রহীত।

“শরশ্রোত্রং ন গ্রহীয়াৎ গ্রহীয়াৎ মার্গপৌরুষোঃ।” (বৈতক)

লোট্ হি গ্রহাণ। লঙ্ অগ্রহাৎ, অগ্রহীত। লিট্ অগ্রাহ,
অগ্রহে। লুট্ গ্রহীতা। লুঙ্ অগ্রহীৎ, অগ্রহীষ্টাং, অগ্র-
হীষুঃ। অগ্রহীষ্ট, অগ্রহীযাতাং, অগ্রহীষত। কর্ণবাচ্যে লট্
গ্রহতে। লুট্ গ্রহীতা, গ্রাহীতা। লুট্ গ্রহীষ্যতে, গ্রাহি-
ষ্যতে। আশ্লিণ্ড্ গ্রহীষীষ্ট, গ্রাহীষীষ্ট। লুঙ্ অগ্রহীহ,
অগ্রহীষত, অগ্রাহীষত।

"নেত্রবজ্রবিকারৈশ্চ গৃহতেহন্তর্গতঃ মনঃ ।" (মহু ৮।২৬)
সন্ জিহ্বাক্তি-তে। যঙ্ জরীগৃহতে। যঙলুক্ জাগ্রোতি।
আহারও কাহারও মতে জরীগৃতি, জরীগৃহীতি। গিচ্ গ্রাহ-
য়তি। লুঙ্ অজিগ্রহৎ।

"অজিগ্রহন্তঃ জনকো ধনুন্তৎ ।" (ভট্ট ২.৪২)

অতি+গ্রহ—অতিক্রম করিয়া বর্তন। অহু+গ্রহ—
আহুকৃত্যাকরণ।

"বয়মপামুগৃহীমঃ বিধা কৃত্বাবরুখিনীং ।"

(ভারত বিরাট ২৯৬ শ্লোক)

সম্+অহু+গ্রহ—বন্ধনাদিধারা আহুকৃত্য। অব+গ্রহ—
অনাদর। নিগ্রহ। প্রতিরোধ। নিয়ম।

"বৃষ্টির্ধ্বং তদ্বিঘাতেহবগ্রহাবগ্রহৌ সমৌ ।" (অমর)

"বৃষ্টির্ভবতি শস্ত্রানামবগ্রহবিশোষণিং ।" (রঘু)

অপি+গ্রহ—পিধান। আচ্ছাদন। অতি+গ্রহ—
অতিমুখে গ্রহণ। বি+অব+গ্রহ—অবনতি। আ+গ্রহ—
অতিমুখে আকর্ষণ। আ+সম্+গ্রহ—অতিমুখে সংগ্রহ।
উদ্+গ্রহ—উত্তোলন করিয়া গ্রহণ। উপ+উদ্—গ্রহ—
সমীপে গ্রহণ। নি+গ্রহ—বলপূর্বক নিরোধ।

"অনিগ্রহাচ্ছেদ্রিয়াণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি ।" (যাজ্ঞঃ)

প্রতি+নি+গ্রহ—প্রতিক্রপভাৱাৱা গ্রহণ। বি+নি+
গ্রহ—বিশেষরূপে নিগ্রহ।

"শিরঃস্থ বিনিগৃহেতান্ বোধয়ামাস পাণ্ডবঃ ।"

(ভারত ১।১০৮ অঃ)

নিস্+গ্রহ—নিঃশেষরূপে গ্রহণ। নিগ্রহ। পরি+গ্রহ—
পরিতঃ গ্রহণ। স্বীকার। প্র+গ্রহ—প্রকর্ষধারা গ্রহণ।
স্বীকার। প্রতি+গ্রহ—প্রকর্ষধারা গ্রহণ। প্রতি+গ্রহ—
দত্তবস্তুর গ্রহণ। স্বীকার মাত্র। প্রতিক্রপভাবে শাস্ত্রাদিগ্রহণ।
বি+গ্রহ—বিরোধ। রোধন। সম্+গ্রহ—সঞ্চয়। সংগ্রহ।
গ্রহ—গ্রহণ, আদান। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ,
সক, সেট্। লট্ গ্রাহয়তি-তে। লিট্ গ্রাহয়াংচকার,
চক্রে। লুট্ গ্রাহীত, গ্রোচ। লুঙ্ অজিগ্রহৎ-ত। ভাদিপক্ষে
গ্রহতি। লুঙ্ অগ্রহীৎ, অগ্রাহীৎ।

গ্রাম—আমন্ত্রণ। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈপদী, সক, সেট্। লট্
গ্রাময়তি। লিট্ গ্রাময়াংচকার। লুঙ্ অজগ্রামৎ।

গুচ—গুচ্ গুচ ধাতু—১ চৌধ্য। ২ গতি। ভাদি, পরস্মৈ,
সক, সেট্। লট্ গ্ৰোচতি। লিট্ জ্গ্ৰোচ। লুঙ্ অগুচৎ,
অগ্ৰোচীৎ। নিষ্ঠা প্রত্যয় পরে ইট্ হইবে না। ক্গুচ্।

মস—ভক্ষণ। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ মসতে।
লিট্ অমসে। লুঙ্ অমসিষ্ট।

মহ—আদান। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, সক, সেট্।
লট্ গ্রাহয়তি-তে। লিট্ গ্রাহয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অজি-
গ্রহৎ-ত। ভাদিপক্ষে গ্রহতি। লুঙ্ অগ্রহীৎ, অগ্রাহীৎ।
গ্রহধাতু অনেকস্থলে আত্মনেপদ দেখা যায় ঐ সকল
প্রয়োগে আর্ষ।

"শকুনে! হস্ত দিব্যানো গ্রহমানাঃ পরম্পরং ।"

(ভারত সভা ৫৯ অঃ)

মূচ—১ চৌধ্য। ২ গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
মোচতি। লিট্ জ্মোচ। লুঙ্ অমূচৎ, অমোচীৎ।

মূঞ্চ—মুনচু মূঞ্চ ধাতু। ১ চৌধ্য। ২ গতি। ভাদি, পরস্মৈ,
সক, সেট্। লট্ মূঞ্চতি। লিট্ জ্মূঞ্চ। লুট্ মূঞ্চি।
লুঙ্ অমূচৎ, অমূঞ্চীৎ।

ম্পে—১ দৈহ্য। ২ গতি। ৩ কল্পন। ভাদি, আত্মনে, সক,
সেট্। দৈহ্যার্থে অক্। লট্ ম্পেতে। লিট্ জিম্পে।
লুঙ্ অম্পেপিষ্ট। ঋদিৎ অজিম্পেৎ-ত।

ম্বেব—সেবন। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ম্বেতে।
লিট্ জিম্বে। লুঙ্ অম্বেপিষ্ট। ঋদিৎ অজিম্বেৎ-ত।

ম্বেষ—অঘেষণ। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ম্বেতে।
লিট্ জিম্বে। লুঙ্ অম্বেপিষ্ট।

ঋদিৎ অজিম্বেৎ-ত। "ম্বেষতে যঃ সত্যং মার্গং ।" (হল্যুধ)

ম্মে—ক্রম। হর্ষকয়। ভাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্
ম্ময়তি। লিট্ জম্মৌ। লুট্ ম্মাতা। লুট্ ম্মান্ততি।
আশীলিঙ্ ম্মেয়াৎ, ম্ময়াৎ। লুঙ্ অম্মাসীৎ, অম্মাসিষ্টাৎ,
অম্মাসিষুঃ। সন্ জিম্মাসতি। যঙ্ জাম্মায়তে। যঙলুক্
জাম্মেতি, জাম্মাতি। গিচ্ জাম্ময়তি, জাম্ময়তি। উপসর্গ
পূর্বক প্রম্মাপয়তি।

ঘগ্ঘ—হসন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঘগ্ঘতি।
লিট্ জঘ্ঘাস। লুঙ্ অঘগ্ঘীৎ।

ঘট—চেষ্টা। যত্ন। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্
ঘটতে।

"তথাপি পুংবিশেষব্যাৎ ঘটতেহস্ত নিয়ন্তৃত্য ।" (পঞ্চদশী ৬।১০৬)

লিট্ অঘটে। লুট্ ঘটতি। লুট্ ঘটন্ত্যতে। লুঙ্ অঘ-
টিষ্ট, অঘটিষাতাৎ, অঘটিষত। সন্ জিঘটিষতে। যঙ্
জাঘটতে। যঙলুক্ জাঘটি। গিচ্ ঘটয়তি। লুঙ্
অজীঘটৎ। উদ্+ঘট—আবরণ নিবারণ। প্র+ঘট—
প্রারম্ভ। বি+ঘট—বিমুক্তি।

"কার্য্যমুদঘাতি তং কাপি মধ্যে বিজঘটে যতঃ ।" (হিতো')

লম্+ঘট—সমাক্ শেষ। সংযোগ।

ঘট—১ হিংসা। ২ সংঘাত। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্।

সম্ব্যতার্থে অক। লট্‌ ঘটরতি-তে। লিট্‌ ঘটরাংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অজীঘটৎ-ত। উদ্‌+ঘট—নিরাবরণ।
 ঘট—ছাতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘটরতি-তে। ভাদি পক্ষে ঘটতি। লুঙ্‌ অজীঘটৎ-ত। অঘটাৎ।
 ঘট ঘটি ঘট ধাতু—লকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘটরতি-তে। লিট্‌ ঘটরাংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অজ-ঘটৎ-ত।
 ঘট—চালন। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘটতে। লিট্‌ অঘটে। লুঙ্‌ অঘটিষ্ট।
 ঘট—চালন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘটরতি-তে। লিট্‌ ঘটরাংচকার চক্রে। লুঙ্‌ অজঘটৎ-ত।
 ঘণ—দীপ্তি। ভনাদি, উভয়পদী, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘণোতি, ঘণুতে। লিট্‌ অঘণে, অঘাণ। লুঙ্‌ অঘাণীৎ, অঘণীৎ। অঘণিষ্ট।
 ঘষ—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘষতি। লিট্‌ অঘষ। লুঙ্‌ অঘষীৎ।
 ঘর্ব—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘর্বতি। লিট্‌ অঘর্ব। লুঙ্‌ অঘর্বাৎ।
 ঘংঘ—করণ। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘংঘতে। লিট্‌ অঘংঘে। লুঙ্‌ অঘংঘিষ্ট।
 ঘস—হসন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘসতি। লিট্‌ অঘাস। লুঙ্‌ অঘাসীৎ।
 ঘস্—ভক্ষণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘসতি। লোট্‌ ঘসতু। বিধিলিঙ্‌ ঘসেৎ। লুঙ্‌ অঘসৎ। লিটে এই ধাতুর প্রয়োগ নাই, সেই স্থলে অঘ ধাতু স্থানে ঘস্‌ আদেশ হইবে। লিট্‌ অঘাস। লুট্‌ ঘতা। লুট্‌ ঘৎস্ততি। লুঙ্‌ অঘৎস্তৎ। লুঙ্‌ অঘসৎ।
 ঘংস—করণ। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘংসতে। লিট্‌ অঘংসে। লুঙ্‌ অঘংসিষ্ট।
 ঘিৎ—গ্রহণ। ঘিণি ঘিৎ ধাতু। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘিৎতে। লিট্‌ অঘিণে। লুঙ্‌ অঘিণিষ্ট।
 ঘু—ধ্বনি। ভাদি, আত্মনে, অক, অনিট্‌। লট্‌ ঘষতে। লিট্‌ অঘুবে। লুঙ্‌ অঘোষ্ট।
 ঘুট—আবর্তন। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘোটে-তে। লিট্‌ অঘুটে। লুঙ্‌ অঘোটিষ্ট।
 ঘুট—প্রতিঘাত। পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘুটিতি। লিট্‌ অঘোটি। লুট্‌ ঘোটিতা। লুট্‌ ঘুটিস্ততি। লুঙ্‌ অঘুটীৎ।
 ঘূদিৎ হইলে অঘুটৎ।

“যন্ত ব্যাঘোটতে বন্তো নাক্তার্থঃ কৃতশ্চন।
 ব্যাঘুটতি বিপক্ষাচ্চ বৎসদ্ব্যধুগাগতাঃ।” (কবির ১৪৬)
 ঘূড়—ব্যাঘাত। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘূড়তি। লিট্‌ অঘোড়। লুঙ্‌ অঘুড়ীৎ। লুট্‌ ঘূড়িতা।
 ঘুণ—গ্রহণ। ঘুণি ঘুণ ধাতু। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘোণতে। লিট্‌ অঘুণে। লুঙ্‌ অঘুণিষ্ট।
 ঘুণ—ভ্রমণ। ভূদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘুণতি। লিট্‌ অঘোণ। লুঙ্‌ অঘোণীৎ। লুট্‌ ঘুণিতা।
 ঘূর—১ ধ্বনি। ২ ভীমবচন। ভূদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘুরতি। লিট্‌ অঘোর। লুঙ্‌ অঘোরীৎ। লুট্‌ ঘোরিতা।
 ঘূষ—বধ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘোষতি।
 “নাবভং ঘোষতি ঘারি বভ কচ্চিহুপভ্রমঃ।
 ঘোষয়ন্তি পুনঃ সর্কে দীর্ঘমাসুর্ধদাশ্রিতাঃ।” (কবি ১৪১)
 লিট্‌ অঘোষ। লুট্‌ ঘোষিতা। লুট্‌ ঘোষিষ্যতি। লুঙ্‌ অঘূষৎ, অঘোষীৎ।
 ঘূষ—জ্ঞতি। আবিষ্করণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘোষয়তি-তে। লিট্‌ অঘোষয়াং-চকার, চক্রে। লুঙ্‌ অঘূষয়ৎ-ত। ভাদি পক্ষে ঘোষতি। লিট্‌ অঘোষ। লুঙ্‌ অঘোষীৎ, অঘূষৎ। আ+ঘূষ—সতত ঘোষণ। কেহ কেহ সতত ক্রন্দন এই অর্থ করেন। উদ্‌+ঘূষ—উচ্চ আবিষ্করণ।
 ঘূষ—কাস্তিকরণ, অলকরণ। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘূষতে। লিট্‌ অঘূষে। লুঙ্‌ অঘূষিষ্ট।
 ঘূর—হিংসা। জীর্ণতা। দিবাди, আত্মনে, সক, সেট্‌, জীর্ণতা অর্থে অক। লট্‌ ঘূর্ধতে। লিট্‌ অঘূর্ধে। লুঙ্‌ অঘূর্ধিষ্ট। লুট্‌ ঘূর্ধিতা।
 ঘূর্ণ—ভ্রমণ। ভূদাদি, উভয়পদী, অক, সেট্‌। লট্‌ ঘূর্ণতি-তে। লিট্‌ অঘূর্ণ, অঘূর্ণে।
 “ঘূর্ণতে শাভ্রযজ্ঞাপি যদুগ্ধপ্রবণাচ্ছিরঃ।
 যিক্রোদাসীনকৃতানাং ঘূর্ণতীতি কিমদুতং।” (কবির ২৩১)
 লুট্‌ ঘূর্ণিতা। লুট্‌ ঘূর্ণিষ্যতি-তে। লুঙ্‌ অঘূর্ণীৎ, অঘূর্ণিষ্ট। আ+ঘূর্ণ—চক্রবৎ ভ্রমণ।
 “ঘূর্ণনং মরিদাশ্বাদমঘপাটলিতদ্ব্যতী।” (মাঘ ২৪)
 ঘূ—সেক। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্‌। লট্‌ ঘষতি। লিট্‌ অঘার। লুঙ্‌ অঘারীৎ।
 ঘূ—সেক। ছাদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। লট্‌ ঘায়য়তি-তে। লিট্‌ ঘারয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অজীঘরৎ-ত। আ+ঘূ—সমস্তাৎ সেক। আচার।

য—তান। লেক। জুহোত্যানি, পরমৈ, স্ক, অনিট্। তান
অৰ্থে অক। লট্ জিহতি। লুঙ্ অযাবীৎ। এই ধাতু
বৈদিক, অৰ্থাৎ বৈদিক ঐয়োগ ভিন্ন কোন স্থলে এই ধাতুর
উল্লেখ দেখা যায় না।

যুগ—দীপ্তি। যুগু যুগ ধাতু। তনাদি, উত্তরগদী, অক, সেট্।
যুগোতি, যুগোতি। যুগুতে, যুগুতে। লিট্ জযগ, জযগে।
লুঙ্ অযগীৎ। অযগিতি।

যুগ—গ্রহণ। ভাদি, আয়নে, স্ক, সেট্। লট্ যুগতে। লিট্
জযগে। লুঙ্ অযগিতি।

যুয—যুয ধাতু। সংযব। যবগ। স্পর্ধা, হিংসা। ভাদি,
পরমৈ, স্ক, সেট্। লট্ যবতি।

“যবতি চক্ষনং লোকঃ” (ছন্দোদাস)

লিট্ জযব, জয ধাতু। লুট্ যবতি। লুঙ্ অযবীৎ।

উদ্+যুয—উর্জযব।

“চূড়ামণিত্তিরদমুটপাদপীঠং” (রঘু ১৭।১৮)

যোর—গতিচাক্ষু। ভাদি, পরমৈ, স্ক, সেট্। লট্
যোরতি। লিট্ জযোর। লুঙ্ অযোরীৎ।

জা—আজ্ঞা, গজগ্রহণ। জাগজপ্রত্যক। ভাদি, পরমৈ,
অক, অনিট্। জাগজ প্রত্যক অর্থে স্ক। লট্ জিজ্রতি।

“দীপনির্বাণগজক্ক ন জিজ্রতি গতায়ুঃ।” (স্থিতি)

লিট্ জজ্রো। জজ্রিথ, জজ্রাথ। জজ্রিব। লুট্ জ্রাত।

লুট্ জ্রাততি। আশীলিঙ্ জ্রায়াৎ। লুঙ্ অজ্রাৎ, আজ্রাতাৎ,
অজ্রুঃ। অজ্রাসীৎ, অজ্রাসিষ্টাৎ, অজ্রাসিযুঃ। সন্ জিজ্রসিতি।
যঙ্ জেজ্রিয়েতে। যঙ্ লুক্ জাজ্রেতি, জাজ্রাতি। গিচ্
জ্রাপয়তি। লুঙ্ অজ্রাপৎ। ক্র—জ্রাণ, জ্রাত। অব+
আ+উপ+জা—জাজ্রাণ।

“অবজিজ্রেচ তান্ পিণ্ডান্” (মহু ৩২।১৮)

জু—জুঙ্—জু ধাতু। শক। ভাদি, আয়নে, অক, অনিট্।
লট্ জুবতে। লিট্ জুঙ্বে। লুট্ জুঙোতা। লুঙ্ অজুঙোষ্ট।
সন্ জুঙুয়তে। যঙ্ জুঙুয়তে।

চক—১ তৃপ্তি। ২ প্রতিবাদ। ভাদি, আয়নেপদী, বোপদেব
মতে উত্তরগদী, স্ক, সেট্। লট্ চকতি-তে। লিট্
চকাক, চেকে। লুট্ চকিতা। লুঙ্ অচকীৎ, অচকিষ্ট।
গিচ্ (তৃপ্তি অর্থে) চকরতি। প্রতিবাদ অর্থে, চাকরতি।
লুঙ্ অচীচকৎ। ক্র-চকিত।

চকাস্—চকাস্ চকাস্ ধাতু দীপ্তি। অদাদি, পরমৈ, অক,
সেট্। লট্ চকাসি, চকাস্তঃ চকাসতি। বিধিলিঙ্ চকা-
স্তাৎ। লোট্ হি চকাধি। কেহ কেহ চকাধি এইরূপ
পদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। লঙ্ অচকাৎ, অচকাদ্। লিট্

চকাসাংচকার। লুট্ চকাসিতা। লুট্ চকাসিযতি। লুঙ্
অচকাসীৎ। অচকাসিষ্টাৎ, অচকাসিযুঃ। সন্ চিচকাসিযতি।
গিচ্ চকাসয়তি। লুঙ্ অচীচকাসৎ। মুদ্বোধ মতে অচ-
চকাসৎ।

চক—যাখন। চুরাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ চকরতি।
লিট্ চকারাংচকার। লুঙ্ অচেকৎ।

চক—১ কখন। ২ ভাগ। চকিঙ্ চক ধাতু। অদাদি,
আয়নে, স্ক, সেট্। লট্ চটে, চকোতে, চকতে। চকেঃ,
চক্চে। বিধিলিঙ্ চকীত। লঙ্ অচটে। অচেষ্টাঃ। অচ-
ভুৎ। লিট্ চখো, চকশো। চকে, চকশে। চচকে। লুট্
খাতা, কশাতা। লুট্ খাততি-তে। কশাততি-তে। আশী-
লিঙ্ খায়াৎ, কশায়াৎ, কশেয়াৎ। লুঙ্ অখাৎ। অক্-
শাসীৎ। অখাতাৎ, অকশাসিষ্টাৎ। অখান্, অকশাসিযুঃ।
অখাত, অকশাত। কর্মবাচ্যে খারতে। কশারতে। অহ+
চক—পশাহুক্তি। অতি+চক—অতিমুখে দর্শন। অব+
চক—অধোদর্শন। আ—চক—আখ্যান।

“স বারণজতাং তাভ্যাং বাচমাচষ্ট মোখিলৌৎ।” (রঘু)

অহ+আ+চক—অবাখ্যান। অতি+আ+অতিমুখে
আখ্যান। উদ্+আ+চক—উদাহরণ। প্রতি+আ+
চক—উদাহরণ। প্রতি+আ+চক—প্রত্যাখ্যান। নিরা-
করণ। বি+আ+চক—বাখ্যান। সম্+আ+চক—সম্যক্
আখ্যান। পরি+চক—পরিভঃ কখন। বিখ্যাতি।

“বেদপ্রদানাদাচার্যং পিতরং পরিত্যজেৎ।” (মহু)

প্র+চক—প্রকর্ষণের কখন, বিখ্যাতি।

“তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রেচকতে।” (মহু)

প্রতি+চক—প্রত্যাহ্বারোক্তি, প্রতিরূপোক্তি। বি+
চক—বিশেষরূপে কখন। বিখ্যাতি।

“বিখং বিচকতে ধীরাঃ বোগরাঞ্জন চক্ষুযা।

(ভাগ ৩।১।১৭)

সম্+চক—সম্যক্ কখন।

“মেন্নোরপ্যন্তরে পার্শ্বে পূর্বং সংচক সঞ্জয়।”

(তারত ভী ৭ অ)

চব—বধ। বাদি, পরমৈ, স্ক, সেট্। লট্ চবোতি। লিট্
চচায। লুঙ্ অচবীৎ, অচবীৎ। কেহ কেহ এই ধাতুকে
বৈদিক বলিয়া থাকেন।

চক—চনচ্ চক ধাতু গতি। ভাদি, পরমৈ, স্ক, সেট্। লট্
চকতি। লিট্ চচক। লুট্ চকিতা। বিধিলিঙ্ চচ্যাৎ।
লুঙ্ অচকীৎ।

“চকদ্ভজত্মিতচঙগদা—।” (বেদী সংহার)

চট—চটে চট ধাতু। ১ বর্ষণ। ২ আবরণ। ৩ ভেদ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চটতি। লিট্ চচাট। লুঙ্ অচটীৎ, অচাটীৎ। লুট্ চটিতা।

চট—১ বধ। ২ ভেদ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চাটয়তি-তে। লিট্ চাটয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচটৎ-ত। উদ্+চট্—ভেদন বধ। উজাসন। স্থানান্তরানয়ন।

“উজাটনীয়ঃ করতালিকানাং দানাদিদানীং ভবতীভিরনয়ঃ।” (নৈষধ ৩.৭)

চড়—কোপ। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ চওতে। লিট্ চচঙে। লুঙ্ অচঙিষ্টে।

চড়—কোপ। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চওয়তি-তে। লিট্ চওয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচচওয়াং-ত।

চণ—১ শব্দ। ২ দান। ৩ গতি। ৪ হিংসা। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চণতি। লিট্ চচাণ। লুঙ্ অচাণীৎ, অচাণীৎ। সন্ চিচণিষতি। যঙ্ চঞ্চায়েতে। যঙ্লুক্ চঞ্চতি। গিচ্ চণয়তি। লুঙ্ অচীচণৎ, অচচণৎ। চণক।

চত—যাচন। ভাদি, উভয়পদী, ষিক, সেট্। লট্ চততি-তে। লিট্ চচাত, চেতে। লুট্ চতিতা। লুট্ চতিষ্যতি-তে। লুঙ্ অচতীৎ, অচতিষ্টে। বৈদিক প্রয়োগ হলে এই ধাতু অনিট্ দেখা যায়।

‘চতো হতশ্চতাহুতঃ।’ (খক্ ১০।১৫৫।২)

চদ—যাচন। ভাদি, উভয়পদী, ষিক, সেট্। লট্ চদতি-তে। লিট্-চচাদ, চেদে। লুঙ্ অচদীৎ, অচদিষ্টে। লুট্ চদিতা।

চদ—চদি চদ ধাতু। ১ আহ্বান। ২ দীপ্তি। ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ চন্দতি। লিট্ চচন্দ। লুঙ্ অচন্দীৎ। লুট্ চন্দিতা।

চন—হিংসা। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চনতি। লিট্ চচান। লুঙ্ অচনীৎ, অচানীৎ।

চণ—চূর্ণীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চণয়তি-তে। লিট্ চণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচণৎ-ত। লুট্ চণিতা। কেহ কেহ চি ধাতুর উত্তর স্বার্থে গিচ্ করিয়া ‘চণি’ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

চপ—সাধন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চপতি। লিট্ চচাপ। লুঙ্ অচপীৎ, অচাপীৎ। লুট্ চপিতা। লুট্ চপিষ্যতি।

চপ—গতি। চপি চপধাতু। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চম্পয়তি-তে। লিট্ চম্পয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচম্পাৎ-ত।

চম—ভক্ষণ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চমতি। লিট্

চচাম। লুট্ চমিষ্ঠী। লুট্ চমিষ্যতি। লুঙ্ অচমীৎ। সন্ চিচমিষতি। যঙ্ চঞ্চায়েতে। যঙ্লুক্ চঞ্চতি। গিচ্ চাম-য়তি। লুঙ্ অচচামৎ। আ+চম—আচমন। লট্ আচমতি।

“আচাত্তঃ পুনরাচামেৎ।” (স্থতি)

চম্প—গতি। চুরাদি, পরশ্মৈপদী, পক্ষে ভাদি, সক, সেট্। লট্ চম্পয়তি। লিট্ চম্পয়াংচকার। লুঙ্ অচম্পাৎ। ভাদি পক্ষে। চম্পতি। চচম্প। লুঙ্ অচম্পীৎ।

চষ—১ হিংসা। ২ গতি। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ চষতি। লিট্ চচষ। লুঙ্ অচষীৎ। লুট্ চষিতা। লুট্ চষিষ্যতি।

চয়—ধাতু—গতি। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ চয়তে। লিট্ চেয়ে। লুঙ্ অচয়িষ্টে। লুট্ চয়িতা।

চর—১ গতি, ভ্রমণ। ২ ভক্ষণ। ৩ আচরণ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চরতি। লিট্ চচার। চেরতুঃ। লুট্ চরিতা। লুট্ চরিষ্যতি। লুঙ্ অচারীৎ, অচারিষ্টাৎ, অচারিষুঃ। সন্ চিচরিষতি। ভাবগর্হী অর্থে চর ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। যঙ্ চঙ্কায়েতে। যঙ্লুক্ চঙ্কতি। গিচ্ চারয়তি। লুঙ্ অচীচরৎ। অতি+চর—অতিক্রম করিয়া গমন। বি+অতি+চর—ব্যতিক্রম।

“স্বামহং ন ব্যতিচরে মনসাপি কদাচন।

(রামাং লঙ্কা ১০১ সঃ)

অধি+চর—অধিকরূপে চরণ। অহু+চর—অহুগমন। পশ্চাদগমন। সাধুশ্রু করণ। অপ+চর—অপকার, অনিষ্ট-সম্পাদন।

“পিতৃদেবর্ষিতৃত্যশ্চ ন চাপচরিতা ময়া।” (মার্ক্ পুঃ)

অতি+চর—অতিমুখে চরণ। অতিক্রম। ব্যতিচার। অনিষ্টসম্পাদন।

“পতিং যানতিচরতি মনোবাক্ দেহসংযতা।” (মহু)

বি+চর—বিশেষরূপে অতিক্রম। অব+চর—সমস্তাংচরণ।

“দূর্ক্যং পুনর্নবাং চৈব লেপে সাধবচারণেৎ।” (অশ্রুত)

আ+চর—অহুষ্ঠান। প্রতিপাল্যাদিধারা সঙ্গীকরণ।

“প্রাপ্তেভু যোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরয়েৎ।” (চাণক্য)

অধি+আ+চর—অধিকরূপে প্রাচরণ।

“শয্যাসনে হথাচরিতে প্রেরসা ন সমাবিশেৎ।” (মহু)

অহু+আ+চর—অহুগমন—সম্+উল+চর—সম্যক্ আচরণ। উপ+আ+চর—উপাসন। সম্+আ+চর—সম্যক্ আচরণ। উল্+চর—উল্লভন করিয়া গতি, এই অর্থে সন্ধর্ভক এবং আশ্বনেপদী।

“ধর্ম্মযুক্তরতে, ধর্ম্ম উল্লভ্য গচ্ছতিতি।” (পানিনি)

উপরিষ্টাঙ্গগতি, এই অর্থে অকর্মক এবং পরস্মৈপদী।

“বৃশ্চ উচ্চরতি, উপরিষ্টাঙ্গগতি।” (পাণিনি)

বি+উৎ+চর—সম্যক্ উৎখতি। উপ+চর—উপাসন।

“পরিশমুপচ্যায় এতাহং সা হুকেশী।” (কুমারসং)

হৃৎ+চর—হৃষ্টাচরণ। নিদৃ+চর—নির্গমন। পরি+চর—পরিভ্রমণ।

“আত্মঃ হিহা কুঠারেন নিবঃ পরিচরেন্তু বঃ।”

(রামাং অধোধ্যাকাং ৩৫ ১৪)

প্র+চর—প্রকাশরূপে গতি, প্রচার। সম্+প্র+চর—সম্যক্ প্রকাশ। বি+চর—বিশেষরূপে গতি সম্+চর—সম্যক্ গতি।

“নৈব বাতাঃ প্রত্যন্তেন ন মেঘাঃ সঞ্চরন্তি চ।” (হরিশং)

করণ বিভক্তি সহিত হইলে সম্ পূর্বক চর ধাতুর আত্মনে পদ হয়। যথা—“রথেন সঞ্চরতে।” (পাণিনি)

চর—১ সংশয়। ২ অসংশয়। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চারয়তি-তে। লিট্ চারয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচয়ৎ, অচচয়ৎ।

চর্চ—অধ্যয়ন, অহুশীলন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চর্চয়তি-তে। লিট্ চর্চয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচর্চয়ৎ-ত।

চর্চ—১ উক্তি। ২ ভৎসন। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চর্চতি। লিট্ চর্চত। লুঙ্ অচর্চত।

“চন্দনচর্চিতনীলকলেবরঃ।” (গীতগোং)

চর্ষ—১ গতি। ২ ভক্ষণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চর্ষতি। লিট্ চর্ষত। লুঙ্ অচর্ষয়ৎ। লুট্ চর্ষিত।

চল—১ গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চলতি। লিট্ চলত। চলতুঃ। লুট্ চলিত। লুট্ চলয়তি। লুঙ্ অচালীৎ, অচালিষ্টাৎ, অচালিষুঃ। সন্ চিচলিষতি। যঙ্ চাচল্যতে। যঙ্লুক্ চাচল্যতি। শিচ্ চালয়তি। কল্পন অর্থে—চলয়তি। উৎ+চল—উর্দ্ধগমন। উৎক্রমণ করিয়া গতি। বি+চল—বিশেষরূপে গতি।

চল—বিলাস। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চলতি। লিট্ চলত। লুঙ্ অচালীৎ।

চয—১ ভক্ষণ। ২ বধ। ভাদি, উভয়পদী সক, সেট্। লট্ চযতি-তে। লিট্ চচায, চেবে। লুঙ্ অচাযীৎ, অচযীৎ। অচযিষ্ট।

বধার্থে পরস্মৈপদী।

চহ—পরিভ্রমণ, শঠতা, প্রভারণা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ চহতি। লিট্ চহত। লুঙ্ অচহীৎ।

চহ—প্রভারণা। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চহয়তি-তে। লিট্ চহয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচহয়ৎ-ত।

চহ—প্রভারণা। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্, যটাদি। লট্ চহয়তি। লুঙ্ অচীচহয়ৎ-ত।

চায়—চাযু চায় ধাতু। ১ পূজা। অর্চনা। চাক্ষুযজ্ঞান। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চায়তি-তে। লিট্ চচায়, চচায়ে। লুট্ চায়িত। লুঙ্ অচায়ীৎ, অচায়িষ্ট। সন্ চিচায়িষতি-তে। যঙ্ চেচীয়তে। যঙ্লুক্ চেচীয়তি, চেচেতি।

অদিং চায় ধাতু লুঙ্ অচচায়ৎ-ত।

“অনাদানন্তঃ মহতঃ পরঃ প্রঃ

নিচাযা তং মূহামুখাং প্রমুচ্যতে।” (কঠোপনিং)

চি—চিঞ্ চি ধাতু—আকর্ষণ ধারা আদান, বিভাগপূর্বক আদান। চয়ন, রাসীকরণ। স্বাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, উভয়পদী, দ্বিক্ অনিট্। লট্ চিনোতি, চিহুতে। লোট্ চিনোতু, চিহুতাং। হি চিহু। লুঙ্ অচৈবীৎ, অচেট্। লিট্ চিকায়, চিচায়, চিকো, চিচো। লঙ্ অচিনোৎ, অচিহুতাং, অচিযন্। লুট্ চেতা। লুট্ চেয়তি। আশীলিঙ্ চীয়ীৎ। ভাদি পক্ষে চয়তি-তে। লোট্ চয়তু, চয়তাং। কর্মবাচো, চীয়তে। লুট্ চায়িত। লুট্ চায়িষ্যতে। আশীলিঙ্ চায়িষীষ্ট। লুঙ্ অচায়ি। অচায়িষত। সন্ চিকীষতি-তে। চিচীষতি-তে। যঙ্ চেচীয়তে। যঙ্লুক্ চেচীয়তি, চেচেতি।

চি—চয়ন। বিভাগপূর্বক আদান। চুরাদি, উভয়পদী, দ্বিক্, অনিট্। পক্ষে ভাদি। লট্ চাপয়তি-তে। চারয়তি-তে। কেহ কেহ এই ধাতু যটাদির মধ্যে ধরিয়৷ ‘যটাদিণৌ হৃষণ্’ এই সূত্রানুসারে হ্রস্ব করিয়া থাকেন। সেই মতে চরয়তি-তে। চপয়তি-তে। লিট্ চারয়াংচকার, চক্রে। চাপয়াং-চকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচপয়ৎ-ত। অচীচপয়ৎ-ত।

“রাজহংস ভব সৈব শুভ্রতা চীযতে নচ নচাপচীযতে।”

(কাব্য প্রং)

অধি+চি—অধিকরূপে চয়ন। অহু+চি—শৃঙ্গায়ন।

অপ+চি—হীনতাসম্পাদন। অব+চি—অবস্থিত হইয়া চয়ন। অব+আ+চি—সম্যক্ আচয়ন। আ+চি—সম্যক্ চয়ন। অহু+আ+চি—অবাচয়। সম্+আ+চি—সমাহার।

“যদা তু বায়নাং রাশিঃ সভামধ্যে সমাচিত্তঃ।”

(ভারত সভাপর্ক)

উৎ+চি—উর্দ্ধ হইতে চয়ন। উত্তোলন করিয়া আদান।

অভি+উদ্+চি—সমুচ্চয়। সম্+উদ্+চি—সমুচ্চয়। উপ+চি—বৃদ্ধি, এই অর্থে অক্। নি+চি—নিঃশেষরূপে চয়ন। সমুচ্চয়।

“বদেধে নিচিভা দোষা অন্তশ্চিন্ কোপমাগতাঃ।” (ভৃকত)

পরি+চি—পরিচয়, পুনঃ পুনঃ অহুশীলন।

“মুক্তাজালাং চিরপরিচিতং ত্যাক্তো দৈবগত্যা।” (মেঘদূত)

প্র+চি—প্রকর্ষদ্বারা চয়ন। সমাহার। বি+চি—
বিশেষরূপে চয়ন। সম্+চি—সম্যক্ চয়ন। সমাহার।

“সঞ্চিবন্তি সদায়ুক্তা জাতিরূপকঃ সৌক্তিকঃ।” (হরিশংখ)
চিক—পীড়ন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চিকরতি-
তে। লিট্ চিকরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচিকৎ-ত।
লুট্ চিকরিতা।

চিট—প্রেষণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ পক্ষে ভাদি,
পরশ্মৈ। লট্ চেটরতি-তে। লিট্ চেটরাংচকার, চক্রে।
লুঙ্ অচীচিটৎ-ত। ভাদিপক্ষে চেটতি। লিট্ চিটেট।
লুঙ্ অচেটীৎ। লুট্ চেটিতা।

চিভ—চিঠি চিত ধাতু—জ্ঞান। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্।
লট্ চেভতি। লিট্ চিভেত। লুঙ্ অচেভীৎ।

“অবিজ্ঞানিভ্রাজ্ঞাস্তে অগত্যেকঃ স চেততি।” (কবি ১২৬)

লুট্ চেততি। লুট্ চেতিয়তি। সন্ চিচিতিবতি।
চিচেতিবতি। বঙ্ চেচিচাতো। বঙলুক্ চেচেতি।

চিত—জ্ঞান। চুরাদি, আত্মনেপদী, সক, সেট্। লট্ চেতরতি-
তে। লিট্ চেতরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচিতৎ-ত।

“ধিরা চেতয়তে সৰ্বং পরম্ জদয়েস্থিতং।” (কবি ১২৬)

“কিয়ং জ্ঞেয়োহস্মি আগমি চেতয়ামি ন চেতয়ে।”

(ভারত বর্গা ২ অ°)

চিত্র—১ চিত্রীকরণ, আলোক্যকরণ। ২ কণিকেক্ষণ। কদাচি-
দর্শন। ৩ অদ্ভুত দর্শন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক,
সেট্। লট্ চিত্ররতি-তে। লিট্ চিত্ররাংচকার, চক্রে। লুঙ্
অচিচিত্রৎ-ত। চিত্রাপয়তি।

“চিঠৈশ্চিভ্রয়তি যোম।” (কবি ১৫৩)

“বাগদেবতাচরিতচিভ্রিতচিস্তয়া।” (গীতগো ১১২)

চিস্ত—চিতি চিস্ত ধাতু। ১ স্থিতি। ২ চিন্তা। চুরাদি, উভয়পদী,
সক, সেট্। লট্ চিস্তরতি-তে। লিট্ চিস্তরাংচকার, চক্রে।
লুট্ চিস্তরিতা। লুট্ চিস্তয়িযতি-তে।

“যাং চিস্তয়ামি সততং যস্মি সা বিরক্তা।” (নীতিশতক ১)

“তস্মাদন্তং বধং রাজা মনসাপি ন চিস্তয়েৎ।” (মহু)

পরি+বি+সম্+চিস্ত—অত্যন্ত চিন্তা।

“বিচিস্তয়ন্তী বমনস্তমানসা।” (শকু° ৪১৮)

চিল—বসন, আচ্ছাদন। ভূদাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্
চিলতি। লিট্ চিচেল। লুট্ চেলিতা। লুঙ্ অচেলীৎ।

চিল্ল—১ শৈথিল্য। ২ ভাবকরণ, হাবকরণ। ভাদি, পরশ্মৈ,
অক, সেট্। লট্ চিল্লতি। লিট্ চিচিল্ল। লুট্ চিল্লিতা।
লুঙ্ অচিল্লীৎ।

চীক—মর্ষণ। আমর্শন। স্পর্শ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে
ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চীকরতি-তে। লিট্ চীকরাং-
চকার, চক্রে। লুঙ্ অচীচীকৎ-ত। ভাদিপক্ষে চীকতি।
লিট্ চিচীক। লুঙ্ অচেচীৎ।

“চজ্রাবভীতরজাভ্রাস্তীকরন্তি চ বধুঃ।” (হলায়ুধ)

ভটমল্লন্ত মর্ষণে ইতি মূর্দ্ধগায়মধ্যং পঠিত্বা কর্মার্থমাহ।”

(ছর্গাদাস)

চীব—গ্রহণ। স্বসংযুতি। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
চীবতি-তে। লুঙ্ অচীবীৎ, অচীবিষ্ট। লিট্ চিচীব, চিচীবৈ।
অদিৎ হইলে অচিচীবৎ-ত।

চীব—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চীবরতি-তে।
লিট্ চীবরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচিচীবৎ-ত। লুট্
চীবরিতা।

চীভ—প্রশংসা। চীভ্ চীভ্ ধাতু। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্।
লট্ চীভতে। লিট্ চিচীভে। লুঙ্ অচীভিষ্ট। অদিৎ
হইলে অচিচীভৎ-ত। লুট্ চীভিতা।

চীয়—১ আদান। ২ সংবরণ। চীয়্ চীয় ধাতু। ভাদি, উভয়পদী,
সক, সেট্। লট্ চীয়তি-তে। লিট্ চিচীয়, চিচীয়ে।
লুঙ্ অচেয়ীৎ। অচীয়িষ্ট। অদিৎ হইলে অচিচীয়ৎ-ত।

চুক—পীড়ন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ চুকরতি-তে।
লিট্ চুকরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচুকৎ-ত। লুট্
চুকিতা।

চূচা—১ স্নান। ২ মছন। ৩ পীড়ন। ৪ সুরাদি সম্পাদন। ভাদি,
পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চূচাতি। লিট্ চূচ্যা। লুঙ্
অচূচ্যাৎ। লুট্ চূচ্যিতা।

চূট—অন্নীভাব। ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ চোটতি।
লিট্ চূচোট। লুঙ্ অচোটীৎ। ভাদিপক্ষে চোটতি।

চূট—ছেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্ পক্ষে ভূদাদি,
কুটাদি, পরশ্মৈ। লট্ চোটরতি-তে। লিট্ চোটরাংচকার,
চক্রে। লুঙ্ অচূটৎ-ত। লুট্ চূটরিতা। ভূদাদি পক্ষে
লট্ চূটতি। লুঙ্ অচোটীৎ।

চূট—অন্নীভাব। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ চূট-
রতি-তে। লিট্ চূটরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অচূটৎ-ত।

চূড়—সংবরণ। ভূদাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ চূড়তি।
লিট্ চূচোড়। লুঙ্ অচূড়ীৎ। লুট্ চূড়িতা।

চূড়—চূড়ি চূড় ধাতু। অন্নীভাব। চুরাদি, উভয়পদী, অক,
সেট্। লট্ চূড়রতি-তে। লিট্ চূড়রাংচকার, চক্রে। লুঙ্
অচূড়ৎ-ত।

চূড়—চূড়ি চূড় ধাতু—অন্নীভাব। ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্।

লট্‌হুতি। লিট্‌হুতি। লুঙ্‌ অহুতীৎ। লুট্‌হুতি।
লুট্‌হুতি।

চুপ—চ্ছেদন। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ চুপতি।
লিট্‌ চুপতি। লুট্‌ চুপতি। লুঙ্‌ অচুপীৎ। লুট্‌ চুপতি।
হুত—হুতিং হুত থাক্‌। করণ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌
চোতি। লিট্‌ চোতি। লুট্‌ চোতি। লুঙ্‌ অচুতৎ,
অচোতীৎ।

চুদ—প্রেরণ। কপণ। চালন। নিরোগ। প্রস্র। চুরাদি,
উভয়পদী, সক, সেট্‌। চোদয়তি-তে। লিট্‌ চোদয়াংচকার, চক্রে।
লুঙ্‌ অচুদৎ-ত। প্র+চুদ—প্রেরণ। কখন।

চুপ—মঙ্গলগমন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ চোপতি।
লিট্‌ চোপতি। লুট্‌ চোপতি। লুঙ্‌ অচোপীৎ। লুট্‌ চোপতি।

“কিং বিৎস্নং ন মিবতি কিং বিৎস্নাংগর চোপতি।”

(ভারত বন ১২৩ অ°)

চুষ—চুষন। মুখসংযোগ ভেদ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে
ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ চুষয়তি-তে। লিট্‌ চুষয়াং-
চকার, চক্রে। লুট্‌ চুষয়তি। লুঙ্‌ অচুষৎ-ত। ভাদি
পক্ষে লট্‌ চুষতি। লিট্‌ চুষতি। লুট্‌ চুষতি। লুঙ্‌ অচুষীৎ,
অচুষীৎ, অচুষিৎ।

“শ্রিয়ামুখং কিস্পুরুষচুষে।” (কুমার স° ৩৩৮)

কদাচিৎ আত্মনপদ প্রয়োগ দেখা যায়। কেহ কেহ
‘হুচেষ’ এই স্থলে হুচুষ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

চুর—স্তেয়, চৌধ্য। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি পরস্মৈ,
সক, সেট্‌। লিট্‌ চোরয়তি-তে। লিট্‌ চোরয়াংচকার,
চক্রে। লুট্‌ চোরয়তি। লুঙ্‌ অচুরৎ-ত। কর্তৃগামী
কল বুঝাইলে আত্মনপদ হয়। লট্‌ চোরয়তে। ভাদিপক্ষে
লট্‌ চোরতি। লিট্‌ চোরতি। লুট্‌ চোরতি। লুঙ্‌
অচোরীৎ।

“অচুর ক্ষত্রমসোহতিরামতাং।” (মাঘ ১১৬)

চুল—উন্নতি, সমুচ্চয়। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। লট্‌
চোলয়তি-তে। লিট্‌ চোলয়ামাস, মাসে। লুট্‌ চোলয়তি।
লুঙ্‌ অচুলৎ-ত।

চুল—১ অভিপ্রায়হীন। ২ হাবকরণ, বিলাস। ভাদি,
পরস্মৈ, অক, সেট্‌। লট্‌ চুলতি। লিট্‌ চুলতি। লুট্‌
চুলতি। লুঙ্‌ অচুলীৎ।

“চুলন্তি চাক্ষুরানাং সহ প্রিয়ং।” (কবির° ৪৭)

চুপ—সঞ্চোচ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। লট্‌ চুপতি-
তে। লিট্‌ চুপয়াংচকার, চক্রে। লুট্‌ চুপতি। লুঙ্‌
অচুপৎ-ত।

চুর—চুরী চুর থাক্‌। লাহ। দিবাди, আত্মনে, সক, সেট্‌।

লট্‌ চুরতে। লিট্‌ চুরতে। লুঙ্‌ অচুরীৎ। লুট্‌ চুরতি।

চূর্ণ—১ পেষণ, চূর্ণীকরণ। ২ প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক,
সেট্‌। লট্‌ চূর্ণয়তি-তে। লিট্‌ চূর্ণয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌
অচূর্ণৎ-ত। লুট্‌ চূর্ণতি।

চুষ—পান, (চোষা) ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ চুষতি।

লিট্‌ চুষতি। লুঙ্‌ অচুষীৎ। লুট্‌ চুষতি। লুট্‌ চুষতি।

হুত—হুতী হুত-থাক্‌। ১ হিংসা। ২ গ্রহন। ভূদাদি, পরস্মৈ,
সক, সেট্‌। লট্‌ হুততি। লিট্‌ চুততি। চুততুঃ। লুট্‌ চুততি।
লুট্‌ চুততি, চুততি। লুঙ্‌ অচুতীৎ, অচুতীৎ, অচুতীৎ।
সন্ চিচুততি, চিচুততি। যঙ্‌ চরীহুততে। যঙ্‌ চরী-
চুততি। গিচ্‌ চুততি। লুঙ্‌ অচীহুতৎ, অচুতৎ।

হুত—সন্ধীপন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক,
সেট্‌। লট্‌ চুতয়তি-তে। লিট্‌ চুতয়াংচকার, চক্রে।
লুঙ্‌ অচীহুতৎ-ত। অচুতৎ-ত। ভাদিপক্ষে চুততি।
লিট্‌ চুততি। লুঙ্‌ অচুতীৎ। লুট্‌ চুততি।

চূপ—সন্ধীপন। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্‌। পক্ষে ভাদি।
চূপয়তি-তে। লিট্‌ চূপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্‌ অচূপৎ-ত।
অচীহুপৎ-ত। ভাদি পক্ষে চূপতি। লিট্‌ চূপতি। লুঙ্‌ অচূপীৎ।

চেল—১ লোচ্য। ২ গতি। ৩ কল্প। ভাদি, পরস্মৈ, সক,
সেট্‌। লোচ্যার্থে অক°। লট্‌ চেলতি। লিট্‌ চিলে।
লুঙ্‌ অচেলীৎ। অদিৎ অচিলেৎ।

চেল—চালন। গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌
চেলতি। লিট্‌ চিলে। লুঙ্‌ অচিলীৎ।

চেষ্ট—চেষ্টা। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্‌। লট্‌ চেষ্টতে।

“যদা স দেবো জাগতি তদেব চেষ্টতে জগৎ।” (মহু ১৫২)

লিট্‌ চিচেষ্টে। লুট্‌ চেষ্টতি। লুঙ্‌ অচেষ্টিৎ, অচেষ্টি-
য়াং, অচেষ্টিৎ। গিচ্‌ চেষ্টয়তি। লুঙ্‌ অচিচেষ্টৎ। বি+
চেষ্ট—পরিষ্পন্দন।

চ্য—চ্যাৎ চ্য থাক্‌। ১ গমন। ২ পত্তন। জ্ঞাপ, করণ। ভাদি,
আত্মনে, সক, অনিট্‌। লট্‌ চ্যতে। লিট্‌ চ্যতে।
লুট্‌ চ্যতি। লুট্‌ চ্যতে। লুঙ্‌ অচ্যোৎ, অচ্যোয়াং,
অচ্যোষত। সন্ চ্যতে। যঙ্‌ চোচ্যতে। যঙ্‌ লুক্‌
চোচ্যতি। গিচ্‌ চ্যয়তি। লুঙ্‌ অচিচ্যৎ। অচ্যৎ।
সন্ চিচ্যয়তি, চ্যয়তি। প্র+চ্য—জ্ঞাপন।

চ্য—১ সহন। ২ হসন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্‌। হসন
অর্থে অক°। লট্‌ চ্যয়তি-তে। লিট্‌ চ্যয়াংচকার,
চক্রে। লুঙ্‌ অচ্যৎ-ত। অচিচ্যৎ-ত। লুট্‌ চ্যয়তি।

চ্যত—চ্যতিং চ্যত থাক্‌। করণ। আনেন। উভয়পদীকরণ।

ছদ্ম—১ দীপ্তি। ২ সেবন। ৩ ক্রীড়ন। ৪ বসন। কৃষাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। সেবন ও দীপ্তি অর্থে অক*। লট্, ছৃগতি। চক্রে। বিধিলিঙ্, উন্ম্যাৎ, ছৃনীত। লঙ্, অচ্-পৎ, অচ্-সুঃ। লিট্, চচ্ছদী। চচ্ছদে। চচ্ছদিসে, চচ্ছদেৎ। লুট্, ছদিতা। লুট্, ছৎ-সুতি-তে। ছদিস্বাতি-তে। লঙ্, অচ্-দৎ, অচ্-দীৎ। অচ্ছদীষ্টে। সন্, চিচ্ছদিস্বতি-তে। চিচ্ছদৎ-সুতি-তে। যঙ্, চরীচ্ছদতে। যঙ্, লুক্, চরীচ্ছদতি।

ছন্দ—সন্দীপন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্, ছন্দয়তি। লুঙ্, অচ্ছন্দৎ-ত। ভাদিপক্ষে ছন্দতি। লিট্, চচ্ছদী। লুট্, ছদিতা। লুঙ্, অচ্ছদীৎ।

ছপ—যাচন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, দ্বিক, সেট্। লট্, চপয়তি-তে। লিট্, চপয়াং-চকার, চক্রে। লুট্, চপয়িতা। লুঙ্, অচ্ছপৎ-ত। ভাদিপক্ষে লট্, চপতি। লিট্, চচ্ছপ। লুট্, চপিতা। লুঙ্, অচ্ছপীৎ।

ছেদ—ছেদন। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্, ছেদয়তি-তে। লিট্, ছেদয়াং-চকার, চক্রে। লুট্, ছেদয়িতা। লুঙ্, অচ্ছেদৎ-ত। লুট্, ছেদয়তি-তে।

ছো—ছেদন। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্, ছাতি। লিট্, চচ্ছো। চচ্ছতুঃ। লুট্, ছাতা। লুট্, ছাত্তি। আলী-লিঙ্, ছায়াৎ। লুঙ্, অছাৎ, অছাসীৎ। গিচ্, ছায়য়তি। যঙ্, চাচ্ছায়তে। ক-ছাত্ত, ছিত।

ছা—গতি। ছাঙ্, ছাধাতু। ভাদি, আয়ানে, সক, অনিট্। লট্, ছাবতে। লিট্, চচ্ছাবে। লুঙ্, অচ্ছোষ্টে। লুট্, ছোভা। লুট্, ছোভতি।

জক—১ ভক্ষণ। ২ হসন। জদাদি, পরস্মৈ, সক, হসন অর্থে অক, সেট্। লট্, জকতি। জকিতঃ। জকতি। বিধিলিঙ্, জকাৎ। লঙ্, অজকৎ, অজকীৎ। লিট্, জজক। জজকুঃ। লুট্, জকিতা। লুট্, জকিয়তি। লুঙ্, অজকীৎ, অজকিষ্টাৎ, অজকিষুঃ। সন্, জিজকিষতি। যঙ্, জাজক্যতে। গিচ্, জকয়তি। লুঙ্, অজজকৎ।

জঙ্ক—জকি জক ধাতু। ১ গতি। ২ দান। ভাদি, আয়ানে, সক, সেট্। লট্, জঙ্কতে। লিট্, জঙ্কজে। লুঙ্, অজজকিষ্টে। অজজকি, অজজকি।

জজ—যুক্ত। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্, জজতি। লিট্, জজাজ। জজতুঃ। লুঙ্, অজজীৎ, অজাজীৎ। লুট্, জজিতা। লুট্, জজিষতি।

জজ—অজি জজ ধাতু। যুক্ত। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্, জজতি। লিট্, জজজ। লুঙ্, অজজীৎ। লুট্, জজিতা।

জজ—অজকরণ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্, বৈদিক ধাতু। লট্, জজতি। লিট্, জজজ। লুঙ্, অজজীৎ।

“যকতো জজাতীরিবা।” (অক্ ৫।৫২।৬)

“জজাতীঃ শককারিণ্যঃ।” (সায়ণ)

“জজাতীরাপো ভবন্তি শককারিণ্যঃ।” (নিকুক্ত ৩।১৬)

জট—সংঘাত, সংহতি। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্, জটতি। লিট্, জজাট। লুট্, জটিতা। লুঙ্, অজজীৎ। লুট্, জটিষতি। পরস্পর সংলগ্ন থাকার নাম জট। যথা—“কেশঃ জটতি।” (ছর্গা)

জন—জনী জন ধাতু। গ্রাহর্ভাব। উৎপত্তি। জনন। ক্ষুণ্ণীভাব। দিবাদি, আয়ানে, অক, সেট্। লট্, জায়তে। লিট্, জজে। লুট্, জনিতা। লুট্, জনিয়াতে। লুঙ্, অজনি, অজনিষ্টে, অজনিষাৎ, অজনিবত। ভাববাচ্যে, জায়তে, জজতে। লুঙ্, অজনি। সন্, জিজনিষতে। যঙ্, জাজায়তে জজজতে। যঙ্, লুক্, জজন্তি। গিচ্, জনয়তি। লুঙ্, অজীজনৎ। “যং দেবং দেবকী দেবী বজ্জদেবাদজীজনৎ।” (যুতি)

“লোভো জনয়তে ভূষাং।” (হিতো)

গিচ্ করিলে আয়ানে পদ ও হয়। অতি+জন—অতিক্রম করিয়া জনন, এই অর্থে সক*, অধি+জন—অধিকরূপে জনন, অধিপত্য দ্বারা জনন।

“ব্রাহ্মণো জায়মানোহপি পৃথিব্যামধিজায়তে।” (মহ)

অহু+জন—পশ্চাৎ জনন, এই অর্থে অকর্ম্মক।

“পুত্রিকার্যং কৃত্যায়ঞ্চ যদি পুত্রোহহুজায়তে।” (মহ)

পশ্চাৎ উৎপত্তি দ্বারা সঙ্গীকরণ। সন্+অহু+জন—সম্যক্ অহুজনন।

“পিতৃন্ সমুহজায়ন্তে নরা মাতরমজলাঃ।”

(রামা* অব্যো* ৩৪।২৬)

অতি+জন—অভিলক্ষ্য করিয়া জনন। সম্যক্ জনন।

“কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।” (গীতা)

প্রতি+জন—প্রতিরূপ জনন।

“প্রজাপতিশ্বরসি গর্তে তমেব প্রতিজায়তে।” (প্রোপাণ)

বি+জন—বিশেষরূপে জনন। বিরুদ্ধ জন্ম। বিকার। গর্তমোচন।

“পতিনা রহিতা ভ্রাতৃং পুত্রং দেবী ব্যাজায়ত।”

(রামা* আদি* ৭০ স*)

জপ—১ জপ। পাঠ, কথন, উচ্চারণ। ২ মানস, হৃদয়কার। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্, জপতি।

“জিহ্বোষ্ঠাদিবিষ্যাপারমহিতং শব্দার্থযোশ্চিন্তনং জপঃ।”

(ছর্গাদাস)

জিহ্বা ও ওষ্ঠাদির কোন কার্য্য হইবে না, অথচ শব্দার্থের চিন্তা হইবে, এইরূপ যে মানস ব্যাপার, তাহার নাম জপ।
লিট্ জপ। জেপতুঃ। লুট্ জপিতা। লৃট্ জপিয়াতি।
লুঙ্ অজাপীৎ, অজপীৎ, অজপিষ্টাৎ, অজপিষুঃ। সন্ জিঅপিষতি। ভাবগর্হী অর্থে জপধাতুর উত্তর যঙ্ হয়।
যঙ্ জপ্যতে। যঙ্লুক্ অজপ্তি। গিচ্ আপয়তি। লুঙ্ অজীজপৎ। অতি+জপ—অতিমুখে জপ। সম্যক্ কথন।
“চকার রক্ষাং কোশল্যা মট্রৈরতিজজাপ্যত।”

(রামাং অযোং ২৬।৩০)

উপ+জপ—ভেদ।

“ক্ষতরং কুরাজন্ত শটনঃ কর্ণমুখাজপৎ।”

(ভারত বিরাটপর্ক)

জত—মৈথুন, রমণ। বিপরীতরমণ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ জততি। লিট্ জতাত, জেততুঃ। লুট্ জতিতা। লুঙ্ অজাতীৎ।

জত—জতি জতধাতু। মৈথুন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ জন্ততি। লিট্ জন্তত। লুট্ জন্তিতা। লুঙ্ অজন্তীৎ।

“তা ইমা জতিতুঃ পাণা উপক্রামন্তি মাং প্রভো।”

(ভাগ ৬।২০।২৭)

‘জতিতুঃ মৈথুনেন ধর্ম্ময়িতুঃ।’ (শ্রীধর)

ভাবগর্হী অর্থে জতধাতুর যঙ্ হয়। যঙ্ অজ্যতে।

যঙ্লুক্ অজ্যক্তি।

জম—ভক্ষণ। জমু জম ধাতু। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ জমতি। লিট্ জমাম। লুঙ্ অজমীৎ। এই ধাতু—
গত্যাৰ্থেও ব্যবহার আছে।

জন্ত—জন্তী জন্ত ধাতু। জন্তণ, গাত্রবিনাম। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ জন্ততে। লিট্ অজন্তে। লুট্ জন্তিতা। লুঙ্ অজন্তিষ্ট। সন্ জিজন্তিষতে। যঙ্ অজন্ত্যতে। গিচ্ অস্তয়তি।

জত—নাশ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জন্ত-
য়তি-তে। লিট্ অস্তয়াংচকার, চক্রে। লুট্ অস্তয়িতা। লুঙ্ অজন্ত্যৎ-ত।

জর্চ—১ উক্তি। ২ ভৎসন। তর্জন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ জর্চতি। লিট্ অজর্চ। লুঙ্ অজর্চীৎ। লুট্ অর্চিতা।

জৎস—১ ভৎসন। ২ উক্তি। ৩ রক্ষণ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ অৎসতি। লিট্ অজৎস। লুঙ্ অজৎসীৎ। লুট্ অৎসিতা।

জগ—১ ভীকৃত্বন। ভৈক্য। ২ ভীবন। ৩ আচ্ছাদন। ৪ বাতন।

ভাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্ জগতি। লিট্ জগাম।
জেগতুঃ। লুট্ জগিতা। লুঙ্ অজাগীৎ। সন্ জিজগিষতি।
জল—আচ্ছাদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জাল-
য়তি-তে। লিট্ জালায়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীজলৎ-ত।
লুট্ জালয়িতা। লুট্ জালয়িয়াতি।

জন্ন—জন্নন। বাধিশেষোক্তি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্।
লট্ জন্নতি। লিট্ জন্নাম। লুট্ জন্নিতা। লুঙ্ অজন্নীৎ।
লুট্ জন্নিয়াতি।

অহু+জন্ন—কখনোস্তরকথন। পশ্চাৎকথন। তুল্যক
কথন। অতি+জন্ন—অতিমুখে কথন। প্রতি+জন্ন—
প্রত্যুত্তর কথন। প্রতিরূপ কথন।

“প্রতিজন্নন্তি সদা তুত্তমপুরুষাঃ।” (ভারত স্তোত্রাং ৭০ অং)

বি+অতি+জন্ন—অস্ত্রোক্তকথন।

অষ—হিংসা, বধ। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
অষতি-তে। লিট্ অজাষ, জেষে। জেষতুঃ। লুঙ্ অজাষীৎ,
অজষীৎ। লুট্ অষিতা।

অস—মোক্ষণ। দিবাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ অসতি। লিট্
অজাস। জেসতুঃ। লুঙ্ অজসৎ, অজাসীৎ। লুট্ অসিতা।
লুট্ অসিয়াতি।

অস—১ বধ, হিংসা। ২ অনাদর। চুরাদি, উভয়পদী, সক
সেট্। লট্ অসয়তি-তে। লিট্ অসয়াংচকার, চক্রে।
লুঙ্ অজীঅসৎ-ত।

“নিজোজসোজ্জাসয়িতুং অগদৃদ্বহাং।” (মাত্ ১।৩৭)

অস—গতি। (নিষটু) ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্
অসতি। লিট্ অজাস। লুট্ অসিতা। লুঙ্ অজাসীৎ,
অজাসীৎ। লুট্ অসিয়াতি।

অংস—অসি অংস ধাতু। ১ রক্ষণ। ২ মোক্ষণ। চুরাদি, উভয়পদী,
সক, সেট্। লট্ অংসয়তি-তে। লিট্ অংসয়াংচকার,
চক্রে। লুট্ অংসয়িতা। লুঙ্ অজংসৎ-ত। লুট্
অংসিয়াতি-তে।

আগ্—নিদ্রাক্ষয়, আগরণ। অদাদি, পরশ্মৈ, অক, সেট্। লট্
আগতি, আগতঃ, আগ্রতি।

“দণ্ডঃ সুপ্তেযু আগতিঃ।” (মহু ৭।১৮)

লিঙ্ আগয়াৎ। লুঙ্ অজাগঃ, অজাগতঃ, অজাগকঃ।
লিট্ আগরামাস, অজাগার। আগরামাসতুঃ, অজাগরতুঃ।
অজাগরিথ। লুট্ আগরিতা। লুট্ আগরিয়াতি। আশীলিঙ্
আগর্ঘ্যাৎ। লুঙ্ অজাগরীৎ, অজাগরিষ্টাৎ, অজাগরিষুঃ।
ভাববাচ্যে আগর্ঘ্যতে। লুঙ্ অজাগারি। সন্ জিজাগর্ষি
ষতি। গিচ্ আগরয়তি।

“না নিশা সর্বভূতানাং বস্তাং জাগতি নীবমী।

বস্তাং জাগতি ভূতানি না নিশা পত্ততো মুনঃ” (গীতা)

প্র+জাগ্—নিদ্রাক্ষয়। অবধান।

জি—১ জয়, উৎকর্ষপ্রাপ্তি। ২ অভিভব, নানীকরণ। ৩ স্বীকরণ। ৪ অতিক্রম। ৫ বশক্রিয়া। ভাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ জয়তি। লোট্ জয়তু। জয়তি। জিধাতুর লোট্ ভূপ্ করিলে প্রায় সকল স্থলেই ‘জয়তি’ এইরূপ পদ হয়, জয়তু এইরূপ পদ প্রয়োগ দেখা যায় না। ‘জৈবস্তো-নস্তইৎ’ (পদ্মনাভ) কিন্তু ‘ভূপ’ স্থানে তাত্ত্ব আদেশ দেখা যায়।

‘কোহপি জয়তাং বাগগোচরঃ।’ (হর্গাদাস)

লিট্ জিগায়। জিগাতুঃ। জিগয়িধ, জিগেথ।

“গর্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা।” (কুমার ১।৫৩)

লুট্ জেতা। লুট্ জেযতি। আনৌগিঙ্ জীয়াৎ। লুঙ্ অজীযীৎ অজীযাৎ, অজীযুঃ। কর্মবাচো জীযতে। লুঙ্ অজায়ি। সন্ জিগীষতি। যঙ্ জেজীযতে। যঙলুক্। জেজ-নীতি। জেজেতি। গিচ্ জাপয়তি। লুঙ্ অজীজপৎ। অতি+জি—অতিশয় জয়। বি+অতি+জি—পরম্পর জয়। আত্মনেপদী। অধি+জি—আধিক্য দ্বারা জয়। অহু+জি—অচরুপ জয়। পশ্চাদ্ জয়। অতি+জি—অভিমুখে জয়। অব+জি—অধরীকরিয়া জয়। পরা+জি—পরাক্রম পূর্বক জয়। আত্মনেপদী। মানি। ‘অধ্যয়নাং পরাজয়তে, প্রায়তীতার্থ’ (পাণিনি) প্রতি+জি—প্রতিক্রম জয়।

বি+জি—বিশেষরূপে জয়। আত্মনেপদী।

জিষ—জিবি জিব খাতু। শ্রীণন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।

লট্ জিষতি। লিট্ জিষয়ি। লুঙ্ অজীযীৎ। লুট্ জিষতি।

লট্ জিষতি। লট্ জিষয়তি। বৈদিক প্রয়োগে এই খাতুর কোন কোন স্থলে আত্মনেপদ দেখা যায়।

“স জিষতে জঠরেষু প্রজজীরন্।” (ঋক্ ৩.২।১১)

‘জিষতে, বর্ধতে।’ (সায়ণ)

চুরাদি, পরমৈ। লট্ জিষয়তি। লিট্ জিষয়াং-চকার। লুঙ্ অজীজিষৎ। লুট্ জিষয়িতা।

জিম—ভক্ষণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ জেমতি।

লিট্ জিজেম। লুঙ্ অজেযীৎ। লুট্ জেমতি। লুট্ জেমিয়তি।

জিব—সেচন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ জেযতি।

লিট্ জিজেয। লুঙ্ অজেযীৎ। লুট্ জেযতি। লুট্ জেযিযতি।

জীব—প্রাণধারণ। জীবন। জীবিকানির্ব্বাহ। ভাদি, পরমৈ,

অক, সেট্। লট্ জীবতি। লিট্ জিজীব। লুট্ জীবিতা।

লুঙ্ অজীযীৎ, অজীযিট্যৎ, অজীযিযুঃ। সন্ জিজীবিষতি।

যঙ্ জেজীযতে। যঙলুক্ জেজীযতি। গিচ্ জীবয়তি।

লুঙ্ অজীজিবৎ। অতি+জীব—অতিক্রম করিয়া জীবন।

এই অর্থে সক্। আ+জীব—ব্যতিক্রম। উপভোগ, এই

অর্থে সক্। উদ্+জীব—উচ্ছাসন। (অক্) প্রতি+

উদ্+জীব—প্রতিক্রমোজীবন।

উপ—জীব—আশ্রয় করিয়া জীবিকা ধারণ।

জু—গতি, বেগগতি। রংহ। সৌত্র খাতু। ভাদি, পরমৈ, সক,

অনিট্। লট্ জবতি। লিট্ জুজাব। লুট্ জোতা। লুঙ্

অজৌসীৎ। গিচ্ জাবয়তি। লিট্ জাবয়াংচকার। লুঙ্

অজীজবৎ। সন্ জিজাবয়তি। এই খাতু ঋগ্বেদভাষ্যে

সৌত্র খাতু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিবট্ভূতে এই খাতু

পরমৈ পদী ও গতার্থ এই বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈদিক

প্রয়োগে স্থানে ২ গণব্যত্যয়ও দেখা যায়।

“বৃষ্টিং যে বিধে মরুতো জুগতি।” (ঋক্. ৫।৫৮।৩)

জু—গতি। সৌত্র খাতু। ভাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্

জবতে। লিট্ জুজুবে। লুঙ্ অজৌষ্টে।

“বন্ধি মনসো জবতে তথচা বদতি।” (তৈত্তি. সং. ৪।১৭।১২)

জু—জুগি জুগধাতু। ভাগ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্

জুগতি। লিট্ জুজুগ। লুঙ্ অজৌসীৎ। কর্মবাচো জুজ্যতে

লুঙ্ অজুজি।

জুজ—জুচি জুচ—খাতু। দীপ্তি। চুরাদি, পরমৈ, অক, সেট্।

লট্ জুজয়তি। লিট্ জুজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজুৎ।

জুড়—প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জোড়-

য়তি-তে। লিট্ জোড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজুড়ৎ-ত।

জুড়—বধ, জোড়া নেওয়া। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্

জুড়তি। লিট্ জুজোড়।

“তাহুহুতাপন্নান্ শৃঙ্গলেন জুড়ত্যসৌ।” (কবিরং ১১৩)

লুঙ্ অজুড়ীৎ, অজোড়ীৎ। লুট্ জুড়িতা।

“দন্তং জোড়য়তি ধিত্ব বলাং তেধাক্ জোড়তি।” (কবিরং ১১৩)

জুত—দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ জোততে।

লিট্ জুতুতে। লুঙ্ অজৌতিষ্টে, ঋদিৎ হইলে অজোতৎ।

জুন—গতি। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ জুনতি।

লিট্ জুজোন। লুঙ্ অজোনীৎ। লুট্ জুনিতা। লট্

জুনিযতি।

জুব—জুবী জুব খাতু। বধ, হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।

লট্ জুবতি। লিট্ জুজুব। লুঙ্ অজুজুবীৎ। লুট্

জুবিতা।

জুল—পেবণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ জোল-

য়তি-তে। লিট্ জোলয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজ্বলৎ-ত।
জুয—১ তৃষ্ণি। ২ তর্ক। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি,
পরস্মৈ, সক, তৃষ্ণি অর্থে অক* সেট্। লট্ জোষয়তি-তে।
লিট্ জোষয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অজুজ্বলৎ-ত। ভাদিপক্ষে
জোষয়তি। লিট্ জুজোষ। লুঙ্ অজোষীৎ।

জুয—১ হর্ষ। প্রীতি। ২ সেবন, তন্নন, আশ্রয়। ভূমাদি, আশ্রনে,
সক, হর্ষ অর্থে অক* সেট্। লট্ জুযতে। লিট্ জুজুযে।
লুঙ্ অজোষিষ্ট। লুট্ জোষিতা। সন্ জুজুযিতে, জুজো-
ষিতে। যঙ্ জোজুযাতে। যঙ্লুক্ জোজোষি। গিচ্
জোষয়তি। লুঙ্ অজুজ্বলৎ।

“অজোহেহো জুযমানোহুশেতে।” (ঋতাবতরোপনি।)

আর্ষপ্রায়ে গণব্যত্যয় দেখা যায়।

জু—গতি। সৌত্র ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
জবতি। লিট্ জুজাব। লুঙ্ অজাবীৎ।

জুর—জুরী জুর ধাতু। ১ হিংসা, বধ। ২ বয়োহানি। দিবাদি,
আশ্রনে, সক, বয়োহানি অর্থে অক*। লট্ জূর্যতে। লিট্
জুজুরে। লুট্ জুরিতা। লুঙ্ অজুরিষ্ট।

জুয—বধ, হিংসা। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
জুযতি-তে। লিট্ জুজুয, জুজুযে। লুঙ্ অজুযীৎ, অজুযিষ্ট।

জু—জ্ঞান। তিরস্কার। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্
জরতি। লিট্ জজার। লুট্ জর্তা। লুঙ্ অজারীৎ।

জন্তু—জুতি জুত ধাতু। গাত্রবিনাম, গাত্রভঙ্গ, জন্তণ, হাই-
তোলা। প্রকাশ। প্রাণুর্ভাব। ভাদি, আশ্রনে, অক,
সেট্। লট্ জন্ততে। লিট্ অজন্তে। লুট্ জুন্তিতা। লুঙ্
অজুন্তিষ্ট।

“ভার্য্যাস নেক্ষেত চাত্রতীং, স্রবতীং জুন্তনাণং বা।”

(মহু ৪৪৩)

উদৃ+জন্তু—বিকশ।

“ব্যাং বালমুণালতন্তুরিসৌ রোকুং সমুজ্জন্ততে।”

(নীতিশতক ৯০)

বি+জন্তু—জুন্তণ। ব্যাপ্তি।

জুন্তু—জুতি জুত ধাতু। জুন্তণ। ভাদি, আশ্রনে, অক, সেট্।
লট্ জন্ততে। লিট্ অজুন্তে। লুঙ্ অজুন্তিষ্ট।

জু—জরা। বয়োহানি। জীর্ণাভাব। পরিণাক। বিলয়। ক্ষয়।
দিবাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষে ক্রাদি, পরস্মৈ। লট্
জীর্ঘ্যতি। “কারো ন জীর্ঘ্যতি জুণাতি ন যন্ত শক্তিঃ।”

(কবিরং ৯)

লিট্ জজার। জজরতুঃ। জেরতুঃ। লুট্ জরীতা,
জরিতা। লুট্ জরিয়তি, জরীযতি। আশীলিঙ্ জীর্ঘ্যাত।

ক্রাদি পক্ষে লট্ জুণাতি। দিবাদি, লুঙ্ অজারীৎ, অজরৎ,
ক্রাদি, অজারীৎ অজারিষ্টাং, অজারিযুঃ। সন্ জিজরিষতি,
জিজরীষতি। যঙ্ জেজীর্ঘ্যতে। যঙ্লুক্ জাজর্জি।

জু—জরা। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ জরয়তি-তে।
লিট্ জরয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অজীজরৎ-ত।

জেয—জেয জেয ধাতু। গতি। ভাদি, আশ্রনে, সক, সেট্।
লট্ জেযতে। লিট্ জিজেযে। লুঙ্ অজেযিষ্ট। ঋদিৎ
অজিজেযৎ।

জেহ—যয়। ভাদি, আশ্রনে, অক, সেট্। লট্ জেহতে। লিট্
জিজেহে। লুঙ্ অজেহিষ্ট। ঋদিৎ অজিজেহৎ। নিকৃন্তে
এই ধাতুর গতি অর্থ দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে
ব্যাপ্তার্থও পরিলক্ষিত হয়।

জৈ—ক্ষয়। ভাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ জায়তি। লিট্
জজৌ। লুট্ জাতা। লুঙ্ অজাসীৎ।

জপ—১ জ্ঞান। ২ জ্ঞাপন। ৩ মারণ। ৪ আলোক। ৫ নিশান
৬ তোষণ। ৭ স্ততি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্, ঘটাদি
গণ। লট্ জপয়তি-তে। লিট্ জপয়াচকার, চক্রে।
লুঙ্ অজিজপৎ-ত। সন্ জীপতি। জিজপয়িষতি। ক্র-
জপিত, জপ্ত।

জা—জ্ঞান, বোধ। ক্রাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। অহুপসর্গ
হইলে আশ্রনেপদী। (পাণিনি ১:৩:৭৬) লট্ জানাতি।
জানীতে। বিধিলিঙ্ জানীয়াৎ। জানীত। লঙ্—অজানীৎ
অজানীত, অজানত। লিট্ অজৌ। অজতুঃ। অজিত্ব,
অজাত্ব। অজে। লুট্ জাতা। লুট্ জাততি-তে। আশী-
লিঙ্ জায়াৎ, জেয়াৎ। জাসীষ্ট। লুঙ্ অজাসীৎ। অজা-
সিযুঃ। কৰ্ম্মবাচ্যে, জায়তে। অজে। জাতা, জয়িতা।
জাততে, জায়িষতে। লুঙ্ অজাসি, অজায়িষত। সন্
জিজাসতে। যঙ্ জাজায়তে। যঙ্লুক্ জাজেতি। গিচ্
প্রেরণ অর্থে জাপয়তি।

“আজাপয়তি যো ভূত্যান্ যজে সংজপয়ত্যান্।

ভূপাশ্চ তক্তিনম্রাতি বাগ্ধতি বিজাপয়ন্তি যঃ।” (কবিরং ৬২)

জাধাতু গিচ্ করিয়া, মারণ, তোষণ, চাক্ষুষজ্ঞান, ভোষণ,
তীক্ষ্ণকরণ, এই সকল অর্থ যে স্থলে বুঝাইবে, সেই স্থলে
‘জপয়তি’ এইরূপ রূপ হইবে, এতদ্বিত্তার্থ স্থলে ‘জাপয়তি’
হইবে।

অহু+জা—অহুমতি।

‘তং দেবাসো অহুজানন্ত্ কালং।’ (তৈত্তি সং)

অপ+জা—নিহব। আশ্রনেপদী।

“আশ্রানমপজানানঃ শশমাভোহনয়দিনং।” (ভট্ট)

অভি+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান।

“তত্কা মামভিঅনানি বাবান্ বশ্চামি তব্বতঃ।” (গীতা)

প্রতি+অভি+জ্ঞা—পূৰ্ণদৃষ্ট বস্তুর চক্ষুরাদিসম্বন্ধে
পূৰ্ণসংস্কারধারা উপর স্থিতির জ্ঞানভেদ।

“তং স্বং প্রত্যভিঅনানিহি বপ্রে স্বং দৃষ্টবত্যসি।”

(হরিবংশ ১৭৬ অঃ)

সম্+অভি+জ্ঞা—প্রত্যভিজ্ঞান। অব+জ্ঞা—অনাদর,
হীনতাজ্ঞান। আ+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান। নিয়োগ। উপ+
জ্ঞা—আশ্রয়জ্ঞান, প্রথমজ্ঞান। নিম্+নিম্+জ্ঞা—নিম্নসম্যক-
জ্ঞান। পরি+জ্ঞা—পরিতঃ জ্ঞান। প্র+জ্ঞা—প্রকৃষ্ট
জ্ঞান। প্রতি+জ্ঞা—প্রতিজ্ঞা। আশ্রয়েনপদী। বি+জ্ঞা—
বিশেষরূপে জ্ঞান। সম্+জ্ঞা—সম্যক্ জ্ঞান। সংজ্ঞা।
চৈতন্য। আশ্রয়েনপদী।

“সংজ্ঞানানান্ পরিহরন্ রাবণাহুচরান্ বহুন্।” (ভট্ট)

জ্যা—জয়া। বয়োহানি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্
জিনাতি, জিনীতঃ, জিনন্তি। বিধিলিঙ্ জিনীয়াৎ। লুঙ্
অজিনাৎ। লিট্ জিজ্যৌ। জিজ্যাতুঃ। জিজ্যাথ, জিজ্যথে।
লুট্ জ্যাতা। লুট্ জ্যাততি। আশীলিঙ্ জীয়াৎ। লুঙ্
অজ্যাসীৎ, অজ্যাসিষ্টাৎ, অজ্যাসিষুঃ। কৰ্ম্মবাচ্যে জীয়তে।
সন্ জিজ্যাসতি। যঙ্ জেজীয়তে। যঙ্ লুক্ জাজ্যতি।
জাজ্যতি। গিচ্ জ্যাপয়তি।

জ্ঞা—গতি। জ্ঞাঙ্ জ্ঞা ধাতু। ভাদি, আশ্রয়ে, সক, অনিট্।
লট্ জ্যবতে। লিট্ জ্জ্যবে। লুঙ্ অজ্যোষ্ট। লুট্ জ্যোতা।
লুট্ জ্যোততে।

জ্যত—দীপ্তি। জ্যতিস্ জ্যত ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক,
সেট্। লট্ জ্যোততি। লিট্ জ্জ্যোত। লুঙ্ অজ্যোতীৎ,
অজ্যাতৎ।

জ্যত—দীপ্তি। ভাদি, আশ্রয়ে, অক, সেট্। লট্ জ্যোততে।
লিট্ জ্জ্যোতে। লুঙ্ অজ্যোতিষ্ট। ঋদিৎ—অজ্জ্যোতৎ-ত।
জ্যো—জোঙ্ জ্যো ধাতু। ১ নিয়ম। ২ উপনয়। ৩ ব্রতোপদেশ।
ভাদি, আশ্রয়ে, সক, অনিট্। লট্ জ্যবতে। লিট্ জ্জ্যো।
লুঙ্ অজ্যাত।

জি—অভিভব। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ জয়তি।
লিট্ জিজায়। জিজায়তুঃ। লুট্ জেতা। লুঙ্ অজৈবীৎ।
জী—বয়োহানি। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ক্র্যাদি, পরস্মৈ, অক,
অনিট্। লট্ জায়রতি-তে। লিট্ জায়রাংচকার, চক্রে।
লুঙ্ অজিজয়ৎ-ত। ক্র্যাদিপক্ষে জিগাতি। লুঙ্ অজৈবীৎ।

জয়—রোগ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ জয়তি।
লিট্ জজায়। লুট্ জয়িতা। লুঙ্ অজারীৎ। সন্ জিঅ-

য়তি। যঙ্ জাজ্যতে। যঙ্ লুক্ জাজ্যতি। গিচ্ জয়-
য়তি। লুঙ্ অজিজয়ৎ। জ—জুর্। কিপ্ জুঃ। সম্+
জয়—সস্তাপ।

জল—১ দীপ্তি। ২ চলন। কল্প। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্।
লট্ জলতি। লিট্ জজাল। লুট্ জলিতা। লুট্ জলি-
য়তি। লুঙ্ অজালীৎ, অজালিষ্টাৎ, অজালিষুঃ। সন্ জিঅ-
লয়তি। যঙ্ জাজ্যতে। যঙ্ লুক্ জাজ্যতি। গিচ্
জলয়তি, জালয়তি। লুঙ্ অজিজলৎ।

ঝট—সংহতি। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ঝটতি।
লিট্ জঝাট। লুঙ্ অঝটীৎ, অঝাটীৎ। লুট্ ঝটিতা। লুট্
ঝটিয়াতি।

ঝম—ভক্ষণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝমতি।
লিট্ জঝাম। লুট্ ঝমিতা। লুঙ্ অঝমীৎ।

ঝর্চ—১ উক্তি। ২ ভৎসন। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
ঝর্চতি। লিট্ জঝর্চ। লুঙ্ অঝর্চীৎ। লুট্ ঝর্চিতা। লুট্
ঝর্চিয়াতি।

ঝর্হ—১ উক্তি। ২ ভৎসন। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ ঝর্হতি। লিট্ জঝর্হ। লুঙ্ অঝর্হীৎ।

ঝর্ঝ—১ উক্তি। ২ ভৎসন। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ ঝর্ঝতি। লুঙ্ অঝর্ঝীৎ। লিট্ জঝর্ঝ। লুট্ ঝর্ঝিতা।

ঝব—বধ, হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ঝবতি।
লিট্ জঝাব। লুঙ্ অঝাবীৎ, অঝবীৎ। লুট্ ঝবিতা।

ঝব—গ্রহণ। পিধান। ভাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্
ঝবতি-তে। লিট্ জঝাব, জঝবে। লুঙ্ অঝবীৎ, অঝ-
বীৎ। অঝবিষ্ট।

ঝু—বয়োহানি। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ঝীয়াতি।
লিট্ জঝার। লুঙ্ অঝারীৎ।

ঝু—গতি। ভাদি, আশ্রয়ে, সক, অনিট্। লট্ ঝ্যবতে। লিট্
জ্জ্যাবে। লুঙ্ অঝোষ্ট।

টক—টকি টক ধাতু। বহুন্। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্।
লট্ টকয়তি-তে। লিট্ টকয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্
অটকৎ-ত।

“নাক্ষত্বে নচ টকিতং ন নমিতং নোথাপিতং স্থানতঃ।”

(মহানাটক)

টল—বিপ্লব। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ টলতি।
লিট্ টটাল, টেলতুঃ। লুঙ্ অটালীৎ। লুট্ টলিতা। লুট্
টলিয়াতি।

টিক—গতি। ভাদি, আশ্রয়ে, সক, সেট্। লট্ টেকতে।
লিট্ টিটিকে। লুঙ্ অটেকিষ্ট। ঋদিৎ অটিকৎ-ত।

টীক—গতি। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট। লট্ টেকতে।
লুঙ্ অটীকিষ্ট, ঋদিৎ অটীকিৎ-ত।

টল—বিগ্ৰহ। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট। লট্ টলতি। লিট্
টল। লুঙ্ অটলীৎ।

ডপ—সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি,
আশ্বনে, সক, সেট। লট্ ডাপয়তি-তে। ডপতে। লিট্
ডাপয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অডীডপৎ-ত। অডপিষ্ট।

ডম্প—সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট পক্ষে ভাদি,
আশ্বনে। লট্ ডম্পয়তি-তে। লিট্ ডম্পয়াংচকার, চক্রে।
লুঙ্ অডডম্পৎ-ত। ভাদি পক্ষে ডম্পতে। লুঙ্ অডম্পিষ্ট।

ডষ—লোকন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট্ ডষয়তি।
লিট্ ডষয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডডষৎ-ত।

ডন্ত—সম্ব। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, আশ্বনে, সক,
সেট। লট্ ডন্তয়তি-তে। ডন্ততে। লিট্ ডন্তয়াংচকার,
চক্রে। লুঙ্ অডডন্তৎ-ত। অডন্তিষ্ট।

ডিপ—সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি আশ্বনেপদী,
অক, সেট। লট্ ডেপয়তি-তে। লিট্ ডেপয়াংচকার
চক্রে। লুঙ্ অডীডিপৎ-ত। ভাদি পক্ষে ডেপতে।

লুঙ্ অডেপিষ্ট। লট্ ডেপিতা।

ডিপ—প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী। পক্ষে ভাদি, পরমৈ,
সক, সেট। [চুরাদিগণীয়রূপ ডিপ দেখ।] ভাদি লট্
ডিপতি। লিট্ ডিডেপ। লুঙ্ অডিপীৎ। লট্ ডিপিতা।

“ডিপন্তি যন্ত মাতঙ্গা ডিপ্যন্তি চ তুরঙ্গমাঃ।

ডেপয়ন্তি মহুয়াশ্চ যুদ্ধে নিরোয়তাং ভুবং ॥” (কবিরং ৯৬)

ডিপ—ক্ষেপণ। দিবাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ ডিপয়তি।
লিট্ ডিডেপ। লট্ ডেপিতা। লুঙ্ অডিপৎ।

ডিষ—সংঘ। প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরমৈ,
সক, সেট। লট্ ডিষয়তি-তে। লিট্ ডিষয়াংচকার,
চক্রে। লুঙ্ অডিডিষৎ-ত। ভাদি পক্ষে ডিষতি। লিট্
ডিডিষ। লুঙ্ অডিষীৎ।

ডিস্ত—হিংসা। সংহতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি,
পরমৈ, সক, সেট। লট্ ডিস্তয়তি-তে। লিট্ ডিস্তয়াং-
চকার, চক্রে। লুঙ্ অডিডিস্তৎ-ত। ভাদিপক্ষে ডিস্ততি।
লিট্ ডিডিস্ত। লুঙ্ অডিষ্টীৎ।

ডিম—হিংসন। সোত্র ধাতু। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্
ডেমতি। লিট্ ডিডেম। লুঙ্ অডেমীৎ।

ডী—ডীঙ্ ডী ধাতু। নভোগতি, উডয়ন। ভাদি, আশ্বনে, অক,
সেট। গতি অর্থে আশ্বনে, দিবাদি, সক*। (নিঘণ্টু)
লট্ ডয়তে। দিবাদি পক্ষে ডীয়তে। লিট্ ডিডে। লট্

ডয়িতা। লট্ ডয়িষাতে। লুঙ্ অডয়িষ্ট, অডয়িষাতাং,
অডয়িষত। সন্ ডিডয়িষতে। যঙ্ ডেডীয়তে। যঙ্ লুঙ্
ডেডবীতি। গিচ্ ডারয়তি। লুঙ্ অডীডয়ৎ। ক-ডীন।
গৌরীচন্দ্র মতে ডারত। উদ্+ডী—উডয়ন।

“উডয়ন্তে শয়া যন্ত কোটিশঃ সমরাদয়ে।

ডয়ানারয়িতৈশ্চানানুডয়ন্তে রজাংসি চ ॥” (কবিরং ১৪২)

ডুল—মিট্রীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট। লট্ ডুল-
য়তি-তে। লিট্ ডুলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অডিডুলৎ-ত।
টুণ্ড—অধেষণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট। লট্ টুণ্ডতি।
লিট্ টুণ্ডত। লুঙ্ অটুণ্টীৎ।

টোক—প্রেরণ। গতি। টোক টোক ধাতু। “ভাদি, আশ্বনে,
সক, সেট। লট্ টোকতে। লিট্ টুটোকে।

“বাস্তং বনে রাজিচরী টুটোকে।” (ভট্ট ২।২৩)

লট্ টোকিতা। লট্ টোকিষাতে। লুঙ্ অটোকিষ্ট,
অটোকিষাতাং, অটোকিষত। সন্ টুটোকিষতে। যঙ্
ডোটোক্যতে। গিচ্ টোকয়তি। লুঙ্ অডুটোকৎ। উপ+
টোক—উপটোকন।

গথ—গতি। ভাদিগণীয়, পরমৈ, সক, সেট। লট্ নথতি, প্রণ-
থতি। লিট্ ননাথ। নেথতুঃ। লুঙ্ অনথীৎ, অনাথীৎ।

গণপাঠে নাদিধাতু সকলের মূর্দ্ধন্য গ নির্দিষ্ট আছে
এবং প্রয়োগস্থলে দস্তান হয়, গণপাঠে মূর্দ্ধন্য গকার
আছে বলিয়া এই মূর্দ্ধন্য গকার স্থলে নাদিধাতু সকল
দেওয়া হইল। কিন্তু প্রয়োগকালে দস্তানকার হইবে,
কিন্তু যে স্থলে গন্তবিধান হইতে পারে, সেই স্থলে গন্ত
হইবে। যথা গথ ধাতু লট্ নথতি, এই স্থলে দস্তানকার
হইল। কিন্তু প্র+নথ—লট্ ‘প্রণথতি’ এই স্থলে গন্ত
প্রাপ্তি আছে বলিয়া মূর্দ্ধন্য গকার হইল। এইরূপ নাদিধাতুর
সকল স্থলেই জানিতে হইবে।

গট—১ নৃত্য। নটকার্য। ২ হিংসা। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট।
লট্ নটতি। লিট্ ননাট। নেটতুঃ। লুঙ্ অনাটীৎ, অন-
টীৎ। প্র+নট—প্রণটতি।

“নটন্তি নাটকে যন্ত চরিতং তরতাদরঃ।” (কবিরং ১৭৮)

নৃতি, নতি ও গতি অর্থে গিচ্ নটয়তি। প্র+নট—
প্রণটয়তি। অস্তজ নাটয়তি।

“মৃকসেনচনং নাটয়তি।” (শকু* ১।৮০)

গঙ্—ভ্রংশ। চুরাদি, পরমৈ, অক, সেট। লট্ নাড়য়তি।
লিট্ নাড়য়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অনীনড়ৎ।

গদ—অব্যক্ত শব্দ। ভাদি, পরমৈ, অক, সেট। লট্ নদতি।
প্র+নদ—প্রণদতি। লিট্ ননাদ, নেদতুঃ। লুঙ্ অনাদীৎ,

অনন্যৎ। নিমিত্ত থাকিলে নদ ধাতুর পূর্ববর্তী নি উপ-
সর্গেয় নু গচ্ছ হইবে। প্র + নি + নদ—প্রণিনদতি, পরিনি-
নদতি। সন্ নিনদতি। যঙ্ নানদতে। যঙ্লুক্ নানদতি।
গিচ্ নাদয়তি। লুঙ্ অনীনদৎ। অহু + নদ—নাদধারা
অহু করণ। অতি + নদ—অতিমুখে শব্দ করণ। উদ্ +
নদ—উচ্চশব্দ করণ। প্রতি + নদ—প্রতিশব্দধারা অহু করণ।
গদ—ভাস। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ নাদয়তি-
তে। লুঙ্ অনীনদৎ-ত।

গত—হিংসা। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ নভতে।
প্রগভতে। লিট্ নেভে। লুঙ্ অনভৎ, অনভিষ্ট। বৈদিক
প্রেরণে এই ধাতুর কোন কোন স্থলে ‘হুম্’ হয়।

“উন্নস্তর পৃথিবীং তিদ্ধীং দিবাং নভঃ।”

(তৈত্তিঃ সূঃ ২।৪৮)

গভ—হিংসা। দিবাণি, পক্ষে ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ নভ্যতি। প্রগভ্যতি। ক্র্যাদি পক্ষে নভ্যতি। প্রগ-
ভ্যতি। লিট্ ননভ। লুঙ্ অনভীৎ, অনভীৎ। লুট্ নভিতা।
দিবাণি, লুঙ্ অনভৎ।

গম—১ নতি। নস্ত্রীভাব। নমকরণ। ২ শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ,
সক, অনিট্। শব্দ অর্থে অক্। লট্ নমতি। প্রগমতি।

“ভক্ত্যা নমতি যো দেবান্।” (কবিরং ১৫০)

লিট্ ননাম। নেমতুঃ। নেমিথ, নমহ। লুট্ নস্তা।
লুট্ নংস্ততি। লুঙ্ অননসীৎ। অননসিষ্টাৎ, অননসিযুঃ।
তাবও কর্মবাচ্যে নম্যতে। লুঙ্ অনামি। কর্মকর্তায়
নমতে। লুঙ্ অননস্ত। ‘অননস্ত দন্তঃ স্বরমেব।’ (পাণিনি
৩।১।৮৯) সন্ নিননসতি। গিচ্ নময়তি। নাময়তি। উপ-
সর্গপূর্বক প্রগময়তি। লুঙ্ অনীনমৎ। অতি + নম—
অতিমুখে নমন। অব + নম—অধোনিমন, নীচে নোমা।

“স্বযাদাতুং জলমবনতে।” (মেঘদূত) অক্। উদ্ + নম—
উচ্চগতি। উচ্চভবন। উত্থান।

“উন্নম্যোন্নম্য তত্বেব দরিত্রাণাং মনোরথাঃ।

হৃদয়েষু বিলীয়ন্তে বিধবাস্ত্রীকৃতনাবিব।” (পঞ্চতন্ত্র)

অতি + উদ্ + নম—অতিমুখে উন্নতি।

“অভ্যুন্নতানুষ্ঠানপ্রভাভিঃ” (কুমার)

উপ + নম—প্রাণি। স্বয়ং উপস্থিতি। (অক্)

পরি + নম—ভূল্যরূপসত্তাধারা বস্তুর অন্তর্থা ভবন, অর্থাৎ
অন্তরূপ হওয়া। যথা,—হৃদয়পরিণাম দধি ইত্যাদি।

‘পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে।’

(সাংখ্যাত্মক কো’)

পরিপাক। প্র + নম—প্রকর্ষ ধারা নমন, প্রণাম।

“উন্নম্য শিরসা দৃষ্ট্য বচসা মনসা তথা।

পত্যাং করাত্যাং জাহুত্যাং প্রণামো হৃষ্টাক ইযতে।”

(বৃহৎসংহরণ)

প্রতি + নম—প্রতীপনতি। বি + নম—বিশেষরূপে নতি।

বি + পরি + নম—তাবের বিকারভেদ। (অক্ আয়নে-
পদী) “জারতে হস্তি বিপরিণমতে বর্জতে, অপক্ষীরতে
নস্ত্রীভীতি” বট্ ভাববিকারাঃ ভবন্তীতি বাক্যায়ণিঃ।

সম্ + নম—সম্যক্ নতি।

গয়—১ গতি। ২ রক্ষণ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্
নয়তি। প্রণয়তি। লিট্ ননয়, নেয়তুঃ। লুঙ্ অনয়ীৎ।

গর্দ—শব্দ। গর্জন। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্
নর্দতি। প্রগর্দতি। লিট্ ননর্দ। লুঙ্ অনর্দীৎ।

“দুঃশাসনস্ত রুধিরং যদা পাততি পাণ্ডবঃ।

আনর্দং নর্দতঃ সম্যক্ তদা স্ত্যং ভবিষ্যতি।”

(ভারত উঃ ১৪০ অঃ)

গল—বন্ধ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নলতি। প্রণলতি।
লিট্ ননাল। নেলতুঃ। লুঙ্ অনালীৎ।

গশ—১ অদর্শন। ২ ধ্বংস। ক্ষয়। ময়ণ। দিবাণি, পরস্মৈ,
অক, সেট্। লট্ নশতি। প্রগশতি। লিট্ ননাশ, নেশতুঃ।
নেশিথ, ননংষ্ট। নেশিব, নেখ। লুট্ নশিতা, নংষ্টা।
লুট্ নশিযতি, নজ্যতি। লুঙ্ অনশিযৎ, অনজ্যৎ।
আশীলিঙ্ নশ্যাৎ। লুঙ্ অনশৎ, অনেশৎ। গম্—অনেশৎ।
সন্ নিনশিযতি। নিনজ্যতি। যঙ্ নানশ্যতে, যঙ্লুক্
নানশ্টি। গিচ্ নাশয়তি। লুঙ্ অনীনশৎ।

“আঃ পাপ! স্বয়ং নষ্টঃ পরানপি নাশয়িতুমিচ্ছসি।”

(প্রবোধচন্দ্রোদয়)

প্র + বি + নশ—বিনাশ। নশ ধাতুর যে স্থলে বহু
হয়, সেইখানে গচ্ছ হয় না। যথা—‘প্রনষ্ট’ এই স্থলে
বহু হইয়াছে বলিয়া গচ্ছ হইল না। কিন্তু প্রণশ্যতি, প্রণাশ
ইত্যাদি স্থলে গচ্ছ হইবে।

গদ—কোটীল্য। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। লট্ নসতে।
প্রগসতে। লিট্ নেসে। লুঙ্ অনসিষ্টে। লুট্ নসিতা।
লুট্ নসিযতে।

গহ—বন্ধন। দিবাণি, উত্তরপদী, সক, অনিট্। লট্ নহতি-
তে। প্রগহতি-তে। লিট্ ননাহ। নেহতুঃ। নেহিথ।
ননহ। নেহে। লুট্ নহা। লুট্ নংস্ততি-তে। লুঙ্ অনাৎ-
নীৎ, অনাঙ্কাৎ, অনাংস্তুঃ। অনহ। অনৎসাতাৎ। সন্ নিনৎ-
সতি-তে। যঙ্ নানহতে। যঙ্লুক্ নানহি। গিচ্ না-
হয়তি। লুঙ্ অনীনহৎ। অপি + নহ—ধারণ। অপির

অকারের বিকল্পে লোপ হয়। পিনহতি, অপিনহতি।
বিশেষরূপে বন্ধন।

“পিনহাং ধুমজালেন প্রতামিব বিভাবসোঃ।”

(ভারত বনপং ৬৮ অ°)

অব+নহ—সমস্তাৎ বন্ধন।

“চৰ্ম্মাবনহঃ চুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপূরীষয়োঃ।” (মহু)

আ+নহ—সমাক্ বন্ধন। পরি+আ+নহ—পরিভঃ
বন্ধন। সম্+উদ্+নহ—সমাক্ বন্ধন। পাণ্ডিত্যভিমান,
গর্ব। “অতস্তিহু সমুদ্রকৌ পণ্ডিতমন্তপর্কিতৌ।” (অমর)

“অর্থঃ মহাতমাসাং বিভাটৈমধ্বায়েব বা।

বিচরতাসমুদ্রকৌ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥” (ভার° উ°৩২ অ°)

উপ+নহ—উপরি বন্ধন। কিপ্ প্রত্যয় পরে এই
উপসর্গের অকার দীর্ঘ হয়। যথা—উপানহ। নি+নহ—
নিবন্ধন। পরি+নহ—পরিভঃ বন্ধন।

“নতাং বদ্রী পরিগহেচ্ছতচৰ্ম্মা মহাতমুঃ।”

(ভারত আদি° ২৯ অ°)

বিস্তার। ‘পরিগাহো বিশালতা।’ (অমর) সম্+নহ—
সমাক্ বন্ধন। কবচাদি ধারণ।

“কবচেন মহার্হেণ সমনহাৎ বৃহন্নলাং।”

(ভারত বিরাট, পং ৩৭ অ°)

গাং—ধ্বনি। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ নাসতে।
প্রণাসতে। লিট্ ননাসে। লুঙ্ অনানিষ্টে। লুট্ নাসিতা।
লৃট্ নাসিষ্যতে।

গিক্—চুষন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নিকতি।
প্রণিকতি।

“নিকতি স্তনককোঁরুকপোলাক্গলাদিকং।” (কবির° ১৯২)

লুট্ নিকিতা। লৃট্ নিকিষ্যতি। লুঙ্ অনীকিৎ।

আর্ষপ্ররোগে পদ ও গণব্যত্যয় হইয়া থাকে। বি+নিক্—
নাশন। “শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিকে।” (খক্ ৫।২৯)

‘বিনিকে নাশরে’ (সায়ণ)

এই স্থলে বৈদিক প্ররোগ বলিয়া আত্মনেপদ হইল।

গিজ—গিজির্ গিজ ধাতু। শোধন। ১ শৌচ, নির্মলীকরণ।
২ পোষণ। হ্রাদি, উত্তরপদী, অক, অনিট্। শোধন অর্থে
সক°। লট্ নেনেক্তি। প্রণেনেক্তি। নেনিক্তাং, নেনি-
জতি। নেনিক্তে।

“বৎগাদৌ মৌলিরহাংস্তম্ভটৌ নেনেক্তি রাজকং।” (কবির° ১৩০)

লোট্ নেনেক্তু। নেনেক্তি। নেনিক্তানি। বিধিলিঙ্

নেনিজ্যাৎ। নেনিজীত। লঙ্ অনেনেক্, অনেনিক্তাং,
অনেনিজুঃ। অনেনিজং। অনেনিক্ত। লিট্ নিনেজ।

নিনিজে। লুট্ নেক্তা। লৃট্ নেক্ভতি-তে। আশীলিঙ্
নিজ্যাৎ। নিকীষ্টে। লুঙ্ অনিজং, অনৈকীৎ। অনিজতাং,
অনৈকতাং। অনিক্ত, অনিক্তাং। সন্ নিনিজতি-তে। যঙ্
নেনিজাতে। যঙ্লুক্ নেনিকীতি। গিচ্ নেক্ভরতি। লুঙ্
অনীনিজং। অব+নিজ—অবনেজন। প্রকালন। নিন্+
নিজ-নির্গজন, শোধন।

“অদৃষ্টমতির্নিগিত্যং যচ্চ বাচা প্রোক্ততে॥” (মহু ৭।১২৭)

গিদ—সরিধান। নিলন। ভাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্।
সরিধান অর্থে অক°। লট্ নেনতি-তে। প্রণেনতি-তে।
লিট্ নিনেন, নিনিদে। লুঙ্ অনেনীৎ, অনেনিষ্টে। লুট্
নেদিতা। লৃট্ নেদিষ্যতি-তে।

গিদ—কুৎসন। গিদি গিদ ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ নিন্ধতি। প্রণিন্ধতি।

“ভং নিন্ধক্তি পরীবাং পরস্ত বিদধতি যঃ।” (কবির° ১৫০)

গিট্ নিনিম্। লুট্ নিন্ধিতা। লৃট্ নিন্ধিষ্যতি। লুঙ্
অনিম্বীৎ, অনিন্ধিষ্টাৎ। কর্ণবাচ্যে নিম্বাতে। লুঙ্ অনিন্ধি।
সন্ নিনিম্বিষতি। যঙ্ নেনিম্বাতে। যঙ্লুক্ নেনেন্ধি।
গিচ্ নিন্ধতি। লুঙ্ অনিনিম্বৎ।

‘কুৎসুবাণস্বঃ’ ইতি পাণিনি। ‘সর্জজ বাণস্বঃ’ (মুঘ্বেোধ)

কুৎপ্রত্যয় পরে বিকল্পে গচ্চ হইবে এবং মুঘ্বেোধ মতে
সকল স্থলে গচ্চ হইবে না।

“ন নিম্বা নিম্বাং নিম্বতি কিন্তু বিধেরং জ্যোতিঃ।” (শ্রীমাংসা)

গিল—ছর্কেোধ। তুদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নিলতি,
প্রণিলতি। লিট্ নিনেল। লুট্ নেলিতা। লুঙ্ অনেলীৎ।
লৃট্ নেলিষ্যতি।

গিব—সেক। গিবি গিব ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্—নিষতি। প্রণিষতি। লিট্ নিনিষ। লুঙ্ অনিষীৎ।
লুট্ নিষিতা।

গিশ—সমাধি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেশতি।
প্রণেশতি। লিট্ নিনেশ। লুঙ্ অনেশীৎ। লুট্ নেশিতা।
লৃট্ নেশিষ্যতি।

গিষ—সেক। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেষতি।
প্রণেযতি। লিট্ নিনেয। লুঙ্ অনেযীৎ। লুট্ নেষিতা।
লৃট্ নেষিষ্যতি।

গিস্—চুষন। গিসি গিস ধাতু। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্।
লট্ নিংস্তে। প্রণিংস্তে। নিংসাতে, নিংসতে।

“সুখং নিংস্তে সুখং জীণাং।” (কবির° ১৯৯)

লিট্ নিনিংসে। লুট্ নিংসিতা। লুঙ্ অনিংসিষ্টে।
আতরগকার এই ধাতু ‘শ’কারান্ত নির্দেশ করেন, ইহা

ভাষার স্রম। কারণ পাণিনিতে এই ধাতু দৃষ্টাস্যকারিত্ব নির্দিষ্ট আছে।

গী—গীঞ্, গীধাতু। প্রাপণ। নয়ন। ভাদি, উভয়গদী, ষিক, অনিট্। লট্ নয়তি-তে। প্রণয়তি-তে।

“নয়ন্তে যদৃগাঃ সর্বং যতায়তি নিযুৎং।” (কবিরং ২৭১)

সম্মানন ও জ্ঞান অর্থে গী—ধাতুর আত্মনেপদ হয়। (সম্মাননে) শাস্ত্রে নয়তে। (জ্ঞানে) তৎসং নয়তে। লিট্ নিনায়। নিসায়িথ, নিনেথ। নিজিব। নিজে। লুট্ নেতা। লুট্ নেবাতি-তে। লুঙ্ অনৈবীৎ, অনৈষ্টাং, অনৈষুঃ। অনেই, অনেবাতাং, অনেবত। কর্মবাচ্যে নীরতে। লুঙ্ অনারি। সন্ নিনীষতি-তে। যঙ্ নেনীয়তে। যঙ্ লুক্ নেনেতি। নেনীয়তি। গিচ্ নায়য়তি। লুঙ্ অনীয়ৎ। কর্মবাচ্যে গীধাতুর প্রধান কর্মে প্রথমা বিভক্তি হইবে। যথা—‘অজা গ্রামং নীয়তে।’ এই স্থলে ‘অজা’ এই প্রধান কর্মে প্রথমা বিভক্তি হইল। অতি+গী—অতিক্রম করিয়া নয়ন। ‘ন স্বর্গং লোকমতিনয়েৎ’ (ছান্দোগ্যে) বি+অতি+গী—অপবাহন।

“যাতিনীয় কালসুপসদাং চতুর্থং।” (আশ্বং শ্রোতং ১২।৮।৩৫)

‘যাতিনীয় অপোহা’। (নারায়ণ)

অহু+গী—স্বাতীষ্টপ্রবেশননিমিত্ত সাত্বত্যাঙ্গাদিপ্ররোগ।

অহুনয়।

“অহুনীতা স্বমস্মাতিশ্চরং লাঞ্ছন মৈথিলী।”

(রামাং শ্লুং ২৫ অঃ)

অপ+গী—অপহরণ। অজ্ঞাত নয়ন। অতি+গী—অতিনয়। অহুকরণ। আভিমুখে নয়ন।

“দৃষ্টে শরং জ্যামতিনীয়মানং।” (ভারত বনপং ৭৬৯ শ্লোক)

অব+গী—অধোনয়ন। আ+গী—দূরস্থিতের সমীপ-প্রাপণ।

“পুত্রীয়তা তেন বরাদ্ধনাতি-

রানারি বিদ্বান্ কৃত্বু ক্রিয়াবান্।” (ভট্ট)

অতি+আ+গী—আভিমুখে নয়ন। পরি+আ+গী—পরিতঃ আনয়ন। প্রতি+আ+গী—প্রতিকূলতাধারা আনয়ন। গতব্যক্তির পুনরানয়ন।

“প্রত্যানেবাতি শক্রভ্যো বদীমিব অরশ্রিয়ং।” (কুমারসং)

উদ্+গী—উর্জনয়ন। উদ্ভাবন। লিঙ্গদর্শন দ্বারা অহুমান।

উৎক্রেপ অর্থে গী ধাতু আত্মনেপদ হয়। যথা—

“উরয়তে উৎক্রেপতি।” (পাণিনি)

উপ+গী+উপস্থাপন।

“মহত্যা ত্বেনরা রাঙ্গা দময়ন্তীমুপানয়ৎ।” (ভারত বনপং)

বিজয়গের অসাধারণ সংহার বিশেষ, উপনয়ন। উপ-নয়ন অর্থে উপপূরক গী ধাতুর আত্মনেপদ হয়।

“আচাৰ্য্যঃ শিবামুপনয়তে।” (পাণিনি)

“উপনীয় দদৎ বেদানাচাৰ্য্যঃ স উদাহৃতঃ।” (স্বতি)

ভূতিদানদ্বারা সমীপ প্রাপণ। এই অর্থে আত্মনেপদ হয়। “কর্মকরাহুপনয়তে ভূতিদানেন স্বসমীপং প্রাপয়তি।” (পাণিনি) নি+গী—উৎসর্জন।

“উদকং নিমরেচ্ছব্যঃ শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।” (মহু)

নির+গী—নিষ্কর, অবধারণ। পরা+গী—পুনরানয়ন, গতব্যক্তির পুনঃ স্বস্থানপ্রাপণ। পরি+গী—পরিতোদয়ন। প্রদক্ষিণীকরণ।

“তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহিঃ।” (কুমার)

বিবাহরূপ সংস্কারভেদ। পরিণয়। বি+গী—ক্রেপ। উপসম্পত্তি। প্রবেশন। বিধান।

“প্রণীতঃ সংকৃত্যমৌ না যজ্ঞপাত্যন্তরে স্তিরাং।

ত্রিষু ক্লেপ্তোপসম্পন্নবিহিতেষু প্রবেশিতে।” (মেদিনী)

“মুকুন্ডং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।” (মুণ্ডবোধ)

অধিসংস্কারভেদ। প্রণয়। প্রতি+গী—পুনঃ প্রাপণ, যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিল, পুনর্বার সেইস্থলে আসা। বি+গী—অপসারণ।

“ভারমেনং বিনেচ্ছামি পাণ্ডবানাং মহাশ্বানাং।”

(ভারত ভীষ্মপং ৫০ অঃ)

আহুকূল্যার্থ অহুনয়। বিনয়। গুণাদির নির্ধাতন। এই অর্থে আত্মনেপদ হয়।

‘করং বিনয়তে রাজে দেয়ং ভাগং পরিশেষধরতি।’ (পাণিনি)

ব্যয়। বিনিবোগ। এই অর্থেও আত্মনেপদ হয়।

সম্+গী+সংযোজন। সংস্কারভেদ।

গীল—নীলতাকরণ। নীলবর্ণ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।

লট্ নীলতি। প্রণীলতি। লিট্ নীলি। লুঙ্ অনীলীৎ। লুট্ নীলিতা।

গীব—হোল্য। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। নীবতি। প্রণীবতি।

লিট্ নীবি। লুট্ নীবিত্যতি। লুঙ্ অনীবীৎ। লুট্ নীবিতা।

গু—স্বতি। অদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ নোতি।

প্রণোতি। হুতঃ, হুবন্তি। বিধিগিঙ্, হুয়াৎ। লঙ্ অনোৎ, অহুতাৎ। লিট্ হুনাৎ। হুহবতুঃ। লুট্ নবিতা। নোতা।

লুঙ্ অনাবীৎ, অনোবীৎ। সন্ হুনুযতি। যঙ্ নোনুযতে।

যঙ্ লুক্ নোনোতি। গিচ্ নাবয়তি। লুঙ্ অনুনবৎ। গিচ্-

সন্ হুনাবয়তি। আ+গু—সম্যক্ স্তবন। এই অর্থে

আত্মনেপদ হয়। প্র+গু—প্রকর্ষদ্বারা স্তবন।

“এতদেবং বিধানকরং প্রণোতি।” (ছান্দোগ্য উপা)
গু—গতি। ভাদি, আশ্বনে, সক, অনিট্। (নিষট্) লট্
নবতে। লুঙ্ অনোষ্ট।

“অভীনবন্তে অক্ষহঃ প্রিয়মিশ্রস্ত কামাং।” (ঋক্ ৯।১০।১)

‘অভীনবন্তে অভিজচ্ছতি।’ (সাযণ)

পু—প্রেরণ। ক্ষেপণ। নিরাস, অপসারণ। ভূদাদি, উত্তরপদী,
সক, অনিট্। লট্ হৃদতি-তে। প্রগুদতি-তে।

“মকং মকং হৃদতি পবনঃ” (মেঘদূত)

লিট্ হৃনোদ, হৃহুদে। লুট্ নোস্তা। লুট্ নোৎস্ততি-তে।
আশীলিঙ্ হৃতাৎ। হৃৎসীষ্ট। লুঙ্ অনোৎসীৎ, অনোস্তাৎ,
অনোৎসঃ। অহুস্ত, অহুৎসাতাৎ, অহুৎসত। সন্ হৃহুৎসতি-
তে। যঙ্ নোহুস্ততে। যঙলুক্ নোনোত্তি। গিচ্ নোদয়তি।
লুঙ্ অনুহুদৎ। জ-হুস্ত, হুর। অপ+গুদ—অপসারণ।
অপনোদন।

“অভিভবার্জুন কিপ্রং কুরুন্ প্রোণদাপাহুদ।”

(ভারত দ্রোণপর্ক ১২০ অঃ)

পরা+গুদ—অপসারণ। প্র+গুদ—প্রকর্ষবারা নোদন,
চালন। অপসারণ।

“ততোহক্ষকারং প্রগুদমুদতিষ্ঠত চক্রমাঃ।” (ভারত বনপা ৩৩ অঃ)
বি+গুদ—বিশেষরূপে নোদন, প্রেরণ। পিজস্তের
হুঃখাদি বারা অপসারণ।

“লক্ষ্মীবিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী” (রঘু)

গু—স্ততি। ভূদাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ হুযতি। প্রগুযতি।

“হুযতি ত্রিষ্ লোকেষু যঙ্গুণান প্রযতো জনঃ।” (কবির ৪২)

লিট্ হুনাঙ্ক। লুট্ হুযিতা। লুঙ্ অহুযীৎ। বররুচি
এই ধাতু হ্রস্ব উকারান্ত বলিয়া থাকেন।

পেদ—সরিধান। ভাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ নেদতি-
তে। প্রপেদতি-তে। লিট্ মিনেদ, নিমিদে। লুঙ্ অনে-
দীৎ, অনেনিষ্ট।

পেষ—গতি। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ নেযতি।
প্রপেষতে। লিট্ নিনিষে। লুঙ্ অনেনিষ্ট।

এই সকল ধাতুর গণপাঠে মূর্দ্ধপা গকার নির্দিষ্ট আছে
বলিয়া এই স্থলে দেওয়া হইল। প্রয়োগ স্থলে দস্তানকার
হইয়াছে। নিমিত্ত বশতঃ যে স্থলে গন্ধ হইবে, সেই স্থলে
মূর্দ্ধপা গকার হইবে।

তক—১ হাত। ২ সহন। ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। হাসার্থে
অকং। লট্ তকতি। লিট্ ততাক, তেকতুঃ। লুঙ্ অতা-
কীৎ, অতকীৎ। লুট্ তকিতা। লুট্ তকিযতি। এই ধাতু
নিরুক্তে গতকর্ষ অর্থে কথিত হইয়াছে।

তক—তকি তক ধাতু। কক্ক, জীবন। ঘোহ। ভাদি, পরশৈ
সক, সেট্। লট্ তকতি। লিট্ ততক। লুট্ তকিতা।
লুঙ্ অতকীৎ। লুট্ তকিযতি।

তক—তকু তক ধাতু। তনুকরণ। কুকীকরণ। তকর্ণ। ভাদি,
পরশৈ, পক্ষে বাদি, সক, সেট্। লট্ তকতি। বাদিপক্ষে
তক্কেতি। লিট্ ততক। ততকতুঃ। ততকিথ, ততষ্ট।
লুট্ তকিতা, তষ্টা। লুট্ তকিযতি, তক্কেতি। লুঙ্ অত-
কীৎ, অতাকীৎ। অতকিষ্টাৎ। অতকিযুঃ, অতাকুঃ। সন্
তিতকিযতি। তিতকতি। যঙ্ তাতকাতো। যঙলুক্ তাতটি।
গিচ্ তকয়তি। লুঙ্ অততকৎ। নিয়+সন্+তক—তৎসন।
ব্যথন।

“মর্থছিদা নো বচসা নিরতকররাতয়ঃ।” (ভারবি ১।১৪২)

তক—তক্গ্গহণ। সংবরণ। পরিগ্রহ। আচ্ছাদন। বচন।
ভাদি, পরশৈ, সক, সেট্। লট্ তকতি। লিট্ ততক।
লুট্ তকিতা। লুঙ্ অতকীৎ, অতাকীৎ। লুট্ তকিযতি।
তক—তগি তগ ধাতু। ১ গতি। ২ স্থলন। ৩ কল্প। ভাদি,
পরশৈ, অক, সেট্। গতি অর্থে সকং। লট্ তকতি। লিট্
ততক। লুট্ তকিতা। লুঙ্ অতকীৎ।

তক—তনু তক ধাতু। সঙ্কেচ। রুখাদি, পরশৈ, সক, সেট্।
লট্ তনকি। তঙ্কঃ। তকন্তি। তনচ্চি, তনচ্চি। লঙ্
অতনক্। লিট্ ততক। লুট্ তঙক্কা, তকিতা। লুট্
তক্কেতি, তকিযতি। লুঙ্ অতাকীকৎ। অতাক্কে।
অতাক্কেঃ। অতকীৎ, অতকিষ্টাৎ অতকিযুঃ। সন্ তিত-
ক্কেতি; তিতকিযতি। যঙ্ তাতচ্যতে। যঙলুক্ তাতাক্কে।
গিচ্ তকয়তি।

তট—উক্কায়া। উকীতাব। ভাদি, পরশৈ, অক, সেট্।
লট্ তটতি। লিট্ ততট। তেটতুঃ। লুট্ তটিতা। লুঙ্
অতটীৎ। লুট্ তটিযতি।

তট—আহহন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ তাট-
য়তি-তে। লিট্ তাটয়াচকার, চক্কে। লুট্ তাটয়িতা।
লুঙ্ অতীতটৎ-ত। লুট্ তাটয়িযতি।

তড়—আবাত। ভাডন। দীপ্তি। চুরাদি, উত্তরপদী, সক,
সেট্। লট্ তাড়য়তি-তে। লিট্ তাড়য়াচকার, চক্কে।
লুঙ্ অতীতড়ৎ-ত। অততাড়ৎ।

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।” (চাপকা)

তঙ—তড়ি তড় ধাতু। আবাত। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্।
লট্ তঙতে। লিট্ ততঙে। লুঙ্ অতঙিষ্ট। লুট্ তঙিতা।
লুট্ তঙিযতে।

তন—তহু—তন ধাতু। বিস্তার। ব্যাপ্তি। প্রসারণ। তনাদি-

গণীয়, উভয়, সৰ্গ, সেট্। লট্ তনোতি, তনুতঃ, তনন্তি।
তনঃ, তনুতঃ। তনুতে, তনোতে, তনোতে। লোট্—হি তনু।
তনবানি। বিধিলিঙ্ তনুয়াৎ, তনীয়ত। লঙ্ অতনীৎ।
অতনুতাং, অতনুত। অতনবন্। অতনুত, অতনুতাং,
অতনুত। লিট্ ততান। তেনকুঃ। তেনিধ। তেনে। লুট্
তনিতা। লুট্ তনিষাতি-তে। লুঙ্ অতনীৎ, অতনীৎ।
অতানিষ্টাং, অতানিষ্ট। অতনুত, অতনুত। অতনুতাং
অতনুত। অতনুতঃ, অতনুতঃ। কৰ্ম্মবাচ্যে তায়তে,
তনুতে। লুঙ্ অতানি। সন্ তিতনিষাতি-তে। তিতাং-
সতি-তে। তিতংসতি-তে। যঙ্ তনুততে। যঙ্ লুক্
তনন্তি। অতি+তন—অতিশয় বিস্তার, বি+অতি+তন—
অন্তোন্তবিস্তার, এই অর্থে আত্মনেপদ হয়।

“বিয়তি বাতাতনাতাং মূর্তী হরিণয়োনিবী।” (ভট্ট ৮১০)

অধি+তন—আরোপ করিয়া বিস্তার। অহু+তন—
সমুত্তবিস্তার। পশ্চাদ্-বিস্তার।

“পরিপাল্যাতনুতনুয়াদেব ধর্মঃ সনাতনঃ।”

(ভারত শাস্তিপর্ব ১৩০ অঃ)

অপ+তন—অধোবিস্তার। অব+তন—সমুত্ত বিস্তার।
আ+তন—দীর্ঘতাচার্য বিস্তার। বি+আ+তন—বিশেষ-
রূপে বিস্তার। উদ্+তন—উর্দ্ধতঃ বিস্তার। প্র+তন—
প্রাক্ষরূপে বিস্তার।

“তদ্বরীকৃত্য কৃতিভি বাচম্পতাং প্রোতায়তে।” (আধ)

বি+তন—বিশেষরূপে বিস্তার। সম্+তন—সম্যক বিস্তার।
তন—উপকার। আঘাত। হিংসাবর্জন। শ্রদ্ধা। স্তুনীতি। শঙ্ক।
উপতাপ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদ্রি, পরশ্মৈ, সর্গ,
সেট্। তানয়তি-তে। লিট্ তানয়াচকার, চক্রে। লুঙ্
অতীতনৎ-ত। ভাদ্রিপক্ষে তনতি। লিট্ ততান। লুঙ্
অতনীৎ, অতনীৎ।

“বিতানয়তি যঃ কীর্ত্তিঃ বিতনতামলঃ বশঃ।

বিতনোতি চ স জ্ঞীণঃ হৃদয়ে মমথবাখাঃ।” (কবি ৯৩)

বেদে এই ধাতুর গণব্যত্যয় দেখা যায় এবং সেই স্থলে
দ্বিবাগিগণীয় প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা—

“মোষা ঘোষাদিস্তায় তত্ততি ক্রবাণঃ।” (ঋক্ ৩০৮২)

‘তত্ততি শঙ্কং করোতি।’ (সায়ণ)

তত্ত—১ অবসাদ। ২ মোহ। চুরাদি, পরশ্মৈ, সর্গ, সেট্। লট্
তত্তরতি। লিট্ তত্তয়াচকার। লুঙ্ অতত্তরৎ। কেহ
কেহ এই ধাতুকে সৌত্রধাতু বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।
তপ—উপতাপ। ঐর্ষ্যা। দ্বিবাগি, আত্মনে, সর্গ, অনিট্,
উপতাপ ঐর্ষ্যে সর্গ। লট্ তপ্যতে।

‘অয়ং ধাতুর্ঐর্ষ্যার্থো বা তদুপ্যনৌ লভেতে। অজ্ঞানো
শব্দিকরণপরশ্মৈপদী।’ (সিং কোঁ)

“তপত্যাতিভাষ্যাক্ষা তপাতে যঃ পরস্তপঃ।

তপতে যিপূরাষ্ট্রক তাপয়তাহিতং সত্যং।” (কবিরং ২২)

লুঙ্ অতপ। লিট্ তেপে। লুট্ তপা। লুট্ তপ্যতে।
অব+তপ—অধস্তাপ। আ+তপ—সম্যক্ তপ। অহু+
তপ—সমুত্ততাপ, অহুশোচন।

“বনং প্রস্থাপ্য দৃষ্টয়া নাভতপাত্য তুমতিঃ।” (বনপং ২৭ অঃ)
তপ—দাহ। চুরাদি, উভয়পদী, সর্গ, সেট্। লট্ তাপয়তি-তে।
লিট্ তাপয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতপৎ-ত।

“সংপ্রত্যাঘোগাহিতিরেব দেশঃ কয়া হিমাংশোরশি তাপয়তি।”
(উত্তট)

অব+তপ—অধোভাগে তাপন।

তপ—দাহ। ভাদ্রি, উভয়পদী, সর্গ, সেট্। লট্ তপতি-তে।
লিট্ ততাপ। তেপে। লুঙ্ অতাপীৎ, অতাপীৎ, অত-
পুঃ। অতপ, অতপাতাং, অতপত। অতাপীৎ, অতপীৎ,
অতপিষ্ট। ভাব ও কৰ্ম্মবাচ্যে তপাতে। লুঙ্ অতপ। কৰ্ম্ম-
কর্তৃবাচ্যে অতপ। সন্ তিতপতি-তে। যঙ্ তাতপ্যতে।
যঙ্ লুক্ তাতপি। অতি+তপ—পর্যালোচন।

“পৃথিবীমন্তরিকং দিবং তান্নোঁকানভাতপৎ।” (ঐতং ব্রাঃ)

‘অভাতপৎ পর্যালোচিতবান্’ (ভাষা)

উদ্+তপ—দীপ্তি। অকং, এই অর্থে আত্মনেপদী।
বাদ্যকৰ্ম্মকৰ্ম্মে আত্মনেপদী, সর্গ।

‘উত্তপতে দীপ্যতে।’ (পাণিনি)

যে স্থলে বাদ্যকৰ্ম্ম না হইবে অর্থাৎ নিজের অঙ্গ কৰ্ম্ম
না হইবে সেই স্থলে পরশ্মৈপদ হইবে।

‘উত্তপতি সূবর্ণং বিলাপয়তীত্যর্থঃ।’ (পাণিনি)

‘সূবর্ণং’ এই স্থলে স্বীয় অঙ্গকৰ্ম্ম হয় নাই, এই অঙ্গ
আত্মনেপদ হইল না। উপ+তপ—পীড়াজ্ঞ তপ।

“আহিতায়িস্চেচ্ছতপৎ।” (আখং গৃঃ ৪১১৪)

‘উপতপৎ ব্যাধিতকপদীভাতে।’ (ভাষা)

নিম্+তপ—নিতরায় তপ। নিম্+তপ—নিঃশেষরূপে
তপ। পোনঃপুন্যতাপ। নিম্ পূৰ্ব্বক তপধাতুর বহু
হইবে। যথা—নিষ্টপতি।

“যন্ত সূৰ্যেণ নিষ্টপং গাঙ্গেয়ং পিবতে জলং।” (ভারত আত্মং পং)

প্র+তপ—প্রাক্ষর্যায় তপ। বিক্রমহেতুক তপ।
সম্+তপ—সম্যক্ তপ।

“নদ্যপি চ ধনং কালে সত্তপত্ব্যপকারিণে।”

(ভারত শাস্তিপং ১৬৪ অঃ)

৫ম—তমু তম ধাতু। ১ আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা। ২ পানি।
কৃনীভাব। দিবাদি, পরমৈ, সক, সেট্। খেদে অক*।
লট্ তাম্যতি।

“ন চ হুঃখেন তাম্যতি।” (কবির* ২৪৬)

লিট্ ততাম। তেমতুঃ। লুট্ তমিতা। লুট্ তমিষ্যতি।
লুঙ্ অতমৎ। অতামীৎ। গিচ্ তময়তি। লুঙ্ অতমি,
অতামি। ক্র-তাম। উদ্+তম—উৎকর্ষ ধারা খেদ।

“গোরোচনাক্ষেপনিতাস্তগোরে।” (কুমার)

পরি+তম—অতিশয় খেদ।

“সংতপ্তবক্ষাঃ সোহিতার্থং দূনয়াৎ পরিতাম্যতি।” (অশ্বত)

তম—১ গতি। ২ হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
তমতি। লিট্ ততম। লুট্ তমিতা। লুট্ তমিষ্যতি।
লুঙ্ অতমীৎ। গিচ্ তময়তি। লুঙ্ অততমৎ।

তম—১ গতি। ২ রক্ষণ। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্
তমতে। লিট্ তেয়ে। লুট্ তমিতা। লুঙ্ অতমিষ্টে।
লুট্ তমিষ্যতে।

তর্ক—১ দীপ্তি। ২ বিতর্ক, উহ। ৩ জ্ঞান। চুরাদি, উভয়পদী,
সক, সেট্ দীপ্তি অর্থে অক*। লট্ তর্কয়তি-তে।

“বৃক্ষেচনাদজ্ঞাতবতীঃ পরিশ্রান্তাঃ তর্কয়ামি।” (শকুন্তলা)

লিট্ তর্কয়াংচকার, চক্রে। লুট্ তর্কয়িতা। লুঙ্
অততর্কৎ-ত। ক্র-তর্কিত। বি+তর্ক—উৎপ্রেক্ষা।

‘তন্নয়নং মৃত্যুমাশ্রয়তি, তিতি বিতর্কয়ামি।’ (পঞ্চতন্ত্র)

তর্জ—ভৎসন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তর্জতি।
লিট্ ততর্জ। লুট্ তর্জিতা। লুঙ্ অতর্জীৎ, অতর্জিষ্টাং,
অতর্জিষুঃ। সন্ তিতর্জয়তি। যঙ্ তাতর্জ্যতে। যঙলুঙ্
তাতর্জি।

তর্জ—ভৎসন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তর্জয়তে।
লিট্ তর্জয়াংচক্রে। লুঙ্ অততর্জত।

“তর্জতে যো হি ভূপালান্ ন তর্জয়তি সজ্জনান্।” (কবি* ২৫৬)

আর্ষশ্রয়োগয়লে পদবাত্যয় লুট্ হইয়া থাকে।

“বালং পুনর্গাত্ত্বং গৃহীয়াৎ নটেনং তর্জয়েৎ।” (অশ্বত)

তর্দ—হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তর্দতি।
লিট্ ততর্দ। লুট্ তর্দিতা। লুঙ্ অতর্দীৎ। লুট্ তর্দিষ্যতি।
তর্দ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তর্দতি।

লিট্ ততর্দ। লুট্ তর্দিতা। লুঙ্ অতর্দীৎ। লুট্ তর্দিষ্যতি।
তল—প্রতিষ্ঠা। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরমৈ,
অক* সেট্। লট্ তালয়তি-তে। লিট্ তালয়াংচকার,

চক্রে। লুঙ্ অতীতলৎ-ত। ভাদি পক্ষে তলতি। লিট্
ততাল, তেলতুঃ। লুঙ্ অতালীৎ।

তল—উৎক্ষেপ। বস্ত্রহানি। দিবাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ তলতি। লিট্ ততাল। লুট্ তলিতা। লুঙ্ অতলৎ,
অতালীৎ, অতালীৎ। লুট্ তলিষ্যতি। ক্র-তলত।

তংস—তসি তল ধাতু। অলঙ্করণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে
ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তংসয়তি-তে। লিট্
তংসয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অততংসৎ-ত। ভাদি
পক্ষে তংসতি। লিট্ ততংস। লুঙ্ অতংসীৎ। কেহ
কেহ ভাদি তংস ধাতুর আত্মনেপদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন।
তাহাদের মতে লট্ তংসতে। লিট্ ততংসে। লুঙ্
অতংসিষ্টে।

তায়—১ পালন। ২ বিস্তার। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্।
লট্ তায়তে। “তায়তে বকুলব্রতং।” (কবির* ৪০)

লিট্ ততয়ে। লুট্ তায়িতা। লুট্ তায়িষ্যতে। লুঙ্
অতায়িষ্টে। অতায়ি, অতায়িষ্যতাং, অতায়িষত। গিচ্
তায়য়তি। লুঙ্ অততায়ৎ।

তিক—গতি। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ তিকতে।

লিট্ তিতিকে। লুট্ তেকিতা। লুঙ্ অতেকিষ্টে।

তিক—১ আত্মন। গতিবিশেষ। ২ হিংসা। হাদি, পরমৈ,
সক, সেট্। লট্ তিক্রোতি। লিট্ তিতেক। লুঙ্
অতেকীৎ।

তিগ—১ হিংসা। ২ আত্মন। হাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
তিগোতি। লিট্ তিতেগ। লুঙ্ অতেগীৎ। লুট্ তেগিতা।
লুট্ তেগিষ্যতি।

“অগ্নিং অস্তিত্তিগিতৈরতি।” (ঋক্ ১।১৪৩।৭৫)

‘তিগিতৈ নির্শিতৈঃ’। (সারণ)

তিঘ—ঘাতন। হাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তিঘোতি।
লিট্ তিতেঘ। লুঙ্ অতেঘীৎ।

তিজ—ভীকর। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
তেজয়তি-তে। লিট্ তেজয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ ততী-
তিজৎ-ত। উদ্+তিজ—উত্তেজন, প্রেরণ। উদ্গপন।
বাগ্রকরণ।

তিজ—১ নিশান, ভীকর। ২ ক্ষম। ৩ সহন। ভাদি,
আত্মনে, সক, সেট্। ক্ষম অর্থে সন্। নিশান অর্থে সন্
হইবে না। লট্ তিতিক্ষতে। লিট্ তিতিক্ষাংচক্রে। লুট্
তিতিক্ষিতা। লুঙ্ অতিতিক্ষিষ্টে। নিশানার্থে তেজতে।
লুঙ্ অতেজিষ্টে।

“আগমাপারিনো নিত্যাত্মাং তিতিক্ষয় ভারত।” (গীতা)

তিপ—ক্ষরণ। চুতি। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্
তেপতে। লিট্ তিতিপে। লুট্ তেপিতা। ক্ষীরস্বামী এই

ধাতু সেট্ বসিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু মুদ্রবোধমতে
এই ধাতু বেট্। লুঙ্ অতিশু। অতেপিষ্ট। অতিপাতাৎ।
লুট্ তেপ্যতে।

ভিন্ন—আক্রীভাব। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ তেমতি।
লিট্ তিতেম। লুঙ্ অতেমীৎ। লুট্ তেমিতা। লুট্
তেমিষ্যতি।

ভিন্ন—আক্রীকরণ। দিবাতি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
তিম্যতি। লিট্ তিতেম। লুঙ্ অতেমীৎ।

“তিমিতাশ্চাবন সর্কে তজ তে হরিবৃথগাঃ।”

(রামাং স্কন্দরাং)

ভিন্ন—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ তেলতি। লিট্
তিতেল। লুঙ্ অতেলীৎ।

ভিন্ন—স্নেহ। তুদাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ তিলতি।
লিট্ তিতেল। লুঙ্ অতেলীৎ।

ভিন্ন—স্নেহ। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ তেলয়তি-
তে। লিট্ তেলয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অতীতিলৎ-ত।

“তেতিলাতে শিশুজনো ধনিনাং গৃহেষু

ভিন্নস্তি যৌবনমদেন রতে যুবানঃ।” (কবিরং ৪৭)

ভীক—গতি। ভীক=ভীক ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্
ভীকতে। লিট্ তিতীকে। লুঙ্ অতীকিষ্ট। যদিৎ হইলে
অতীকিতৎ-ত।

ভীব—হোলা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভীবতি।
লিট্ তিতীব। লুঙ্ অতীবীৎ।

ভূ—১ গতি। ২ বৃদ্ধি। পুষ্টি। ৩ হিংসা। ৪ জীবন। বৃদ্ধি।
অদাদি, পরস্মৈ, সক। বৃদ্ধি অর্থে অক* অনিট্। লট্
ভৌতি। ভবীতি। ভূতঃ, ভূহীতঃ, ভূবন্তি। লিট্ ভূতাব।
লুট্ ভোতা। লুট্ ভোষ্যতি। লুঙ্ অতৌবীৎ।

ভূজ—হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভোজতি।
লিট্ ভূতোজ। লুট্ ভোজিতা। লুট্ ভোজিষ্যতি। লুঙ্
অতোজীৎ। বৈদিক প্রয়োগে এই ধাতুর অভিযাসের পর
দীর্ঘ হয়। যথা—

“আবাং লোকে তনয়ে তুজানানঃ।” (ঋক্ ৭।৭৬।৫)

ভূজ—ভূজি ভূজ ধাতু। ১ প্রাপণ। ২ হিংসা। ৩ বল। ভাদি,
পরস্মৈ, সক, বল অর্থে অক* সেট্। লট্ ভূজতি। লিট্
ভূজত। লুট্ ভূজিতা। লুঙ্ অভূজীৎ। লুট্ ভূজিষ্যতি।

ভূজ—ভূজি ভূজ ধাতু। ১ হিংসা। ২ বল। ৩ দান। ৪ বাস।
৫ দীপ্তি। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, দীপ্তি অর্থে অক* সেট্।
লট্ ভূজয়তি-তে। লিট্ ভূজয়চ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অভূ-
জয়ৎ-ত।*

ভূট—কলহ। ভূদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ভূটিতি। লিট্
ভূতোট। লুট্ ভূটিতা। লুঙ্ অভূটীৎ। লুট্ ভূটিষ্যতি।
ভূড়—ভূড় ভূড় ধাতু। ভেদ। বিধাকরণ। ভূদাদি, পরস্মৈ,
সক, পক্ষে ভাদি, সেট্। লট্ ভূড়তি। লিট্ ভূড়ত। লুঙ্
অভূড়ীৎ। লুট্ ভূড়িতা। ভাদি পক্ষে তোড়তি। লুট্
তোড়িতা। লুঙ্ অভোড়ীৎ। যদিৎ হইলে অভূতো-
ড়ৎ-ত।

ভূড—অনাদয়। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূডতি।
লিট্ ভূডত। লুঙ্ অভূডীৎ।

ভূণ—কুটিলীকরণ। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূণতি।
লিট্ ভূতোণ। লুঙ্ অভোণীৎ।

ভূণ্ড—ভূড়ি ভূড় ধাতু। নিপীড়ন। ভাদি, আত্মনে, সক,
সেট্। লট্ ভূণ্ডতে। লিট্ ভূণ্ডতে। লুঙ্ অভোণ্ডিষ্ট।
লুট্ ভূণ্ডিতা।

ভূখ—১ জতি। ২ আবরণ। অদন্তচুরাদি, উত্তর, সক, সেট্।
লট্ ভূখয়তি-তে। মুদ্রবোধমতে তুখাপয়তি। লিট্ ভূখয়ৎ-
চকার, চক্রে। লুঙ্ অভূতুখৎ-ত।

ভূদ—বাধন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্
ভূদতি-তে। লিট্ ভূতোদ। ভূতোদিত। ভূতুদে। লুট্
ভোতা। লুট্ ভোৎসতি-তে। লুঙ্ অতোৎসীৎ, অতোত্যাং,
অতোৎসঃ। অতুত, অতুৎসাতাং, অতুৎসত। সন্ তুতুৎসতি-
তে। যঙ্ তোতুততে। যঙ্লুক তোতোত্তি। গিচ্
ভোদয়তি। লুঙ্ অভূতুদৎ।

ভূপ—বধ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূম্পতি।
লিট্ ভূম্পত। লুট্ ভূম্পিতা। লুঙ্ অভূম্পীৎ। লুট্ ভূম্পিষ্যতি।
ভূক্ষ—বধ। ক্লেণ। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, ক্লেণ অর্থে অক*।
লট্ ভূক্ষতি, ভূক্ষতি। লিট্ ভূতুক্ষ, ভূতুক্ষ। লুঙ্ অভূক্ষীৎ,
অভূক্ষীৎ।

ভূপ—১ বধ, হিংসা। ২ ক্লেণ। ভাদি, পক্ষে ভূদাদি, পরস্মৈ,
সক, সেট্। লট্ ভূপতি। লিট্ ভূতোপ। লুঙ্ অভোপীৎ।
লুট্ ভূপিতা। লুট্ ভূপিষ্যতি। ভূদাদি পক্ষে ভূপতি।
লুঙ্ অভূপীৎ।

ভূক—বধ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূকতি।
লিট্ ভূতোক। লুট্ ভূকিতা। লুঙ্ অভোকাৎ। লুট্
ভোকিষ্যতি।

ভূব—ভূবি ভূব ধাতু। অর্দন। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি,
পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূবয়তি-তে। লিট্ ভূবয়চ্চকার,
চক্রে। লুঙ্ অভূতুভৎ-ত। ভাদি পক্ষে ভূবতি। লিট্
ভূবত। লুঙ্ অভূবীৎ। লুট্ ভূবিষ্যতি।

ভূত—হিংসা। দিবাশি, ক্র্যাদি, পরশ্মৈ, পক্ষে ভাদি আশ্বনে,
সক, সেট্। লট্ ভূত্যাতি। ক্র্যাদি পক্ষে ভূত্যাতি, ভূত্যাতিঃ,
ভূত্যাতি। ভাদি পক্ষে তোততে। লিট্ ভূতোত। ভূতুভে।
লুট্ ভূতোতি। লুঙ্ অতুভৎ। অতোভিষ্টে। ক্র্যাদি পক্ষে
অতোভীৎ।

ভূম—প্রেরণ। আহনন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্
তোমতি। লিট্ ভূতোম। লুঙ্ অতোমীৎ। লুট্ তোমিতা।
লুট্ তোমিষ্যতি।

ভূর—ঘরণ। জুহোভ্যাশি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূতোতি।
লিট্ ভূতোয়। লুঙ্ অতোরীৎ। এই ধাতু বৈদিক, অর্থাৎ
বৈদিক প্রয়োগ স্থলে এই ধাতুর উল্লেখ আছে, অল্প স্থলে নাই
এবং এই ধাতুর পদব্যত্যয় ও গণব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়।

যথা—“অকোঁ বা যন্তুতে।” (তৈত্তি স* ২।২।১২৪)

ভূর্ষ—হিংসা। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূর্ষতি।
লিট্ ভূর্ষত। লুট্ ভূর্ষিতা। লুঙ্ অতুর্ষীৎ। ক্র-তুর্ণ।
কিপ্-ভূঃ, তুরৌ। “ভূর্ষণে সহস্রশ্রেষ্ঠমশ্বিনো রবঃ।” (ঋক্
৮।৯।১৩) ‘ভূর্ষণে হিংসনে’ (সারণ)।

ভূল—উন্মাদ, পরিমাণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, সক,
সেট্। লট্ ভোলয়তি-তে।

“যন্তোলয়তি দারিদ্র্যকর্মে পতিতান্ নরান্।” (কবির* ২০৪)

লিট্ ভোলয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতুলৎ-ত। ভাদিপক্ষে
তোলতি। লিট্ ভূতোল। লুঙ্ অতোলীৎ। লুট্ তোলিতা।
ভূলা শব্দের উত্তর শিচ্ করিয়া তুলি ধাতু লট্ তুলয়তি।

“তুলয়তিশ্চ বিলোচনতারকাঃ।” (মাঘ)

উৎ+তুল—উত্তোলন, উর্দ্ধনয়ন।

ভূশ—বধ, হিংসা। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ ভোশতে।
লিট্ ভূতুশে। লুঙ্ অতোশিষ্টে। লুট্ ভোশিতা। লুট্
ভোশিষ্যতি।

“ইন্দুরিঙ্গায় ভোশতে নিতোশতে” (ঋক্ ৯।১০।১২২)

‘ভোশতে, হন্ততে অভিব্রুতে, নিতোশতে নিতরাং
অভিব্রুতে। ভোশতিবধকর্ম্ম।’ (সারণ)

ভূষ—প্রীতি, তুষ্টি, আনন্দভেদ। দিবাশি, পরশ্মৈ, অক, সেট্।
লট্ ভূষতি। লিট্ ভূষোষ।

“ভূষান্তি ব্রাহ্মণা নিতাং।” (কবির* ১৪৮)

লুট্ ভোষ্টা। লুট্ ভোক্ষ্যতি। লুঙ্ অতুষৎ। সন্
ভূতুক্ষতি। বঙ্ তোতুষতে। বঙলুক্ তোতোষ্টি। শিচ্
ভোষয়তি। লুঙ্ অতুষৎ। প্র+পরি+ভূষ—পরিতোষ।
সম্+ভূষ—সম্বোধ।

ভূস—ধনি, শব্দ। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভোসতি।

লিট্ ভূতোস। লুঙ্ অতোসীৎ। লুট্ ভোসিতা। লুট্
ভোসিষ্যতি।

ভূহ—অর্দন। ভূহিহ্ ভূহ ধাতু। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্।

লট্ ভোহতি। লিট্ ভূতোহ। লুঙ্ অতুহৎ, অতোহীৎ।

লুট্ ভোহিতা। লুট্ ভোহিষ্যতি।

ভূড়—অনাদর। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূড়তি। লিট্

ভূড়ত। লুঙ্ অতুড়ীৎ। শিচ্ ভূড়য়তি। লুঙ্ অতুড়ৎ-ত।

ভূগ—সকোচ। অদন্তচুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্

ভূগয়তি-তে। লিট্ ভূগয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতুগৎ-ত।

ভূগ—প্রেরণ। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ ভূগয়তে।

লিট্ ভূগয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুগৎ-ত।

ভূর—হিংসা। বেগ। দিবাশি, আশ্বনে, সক, বেগার্থে অক, সেট্।

লট্ ভূর্যতে।

“ভূর্যতে ন কচিৎ কার্যো” (কবির* ২৫৫।)

লিট্ ভূর্যে। লুঙ্ অতুরীষ্টে। লুট্ ভূরিতা। লুট্ ভূরিষ্যতি।

ভূল—পূরণ। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ ভূলয়তে।

লিট্ ভূলয়াংচক্রে। লুঙ্ অতুলত।

ভূল—ইয়তাপরিচ্ছেদ। নিকাশন। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্।

লট্ ভূলতি। লিট্ ভূতুল। লুঙ্ অতুলীৎ।

ভূল—পরিমাণ। চুরাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূলয়তি।

লিট্ ভূলয়াংচকার। লুঙ্ অতুলৎ।

“ভূলয়তাপি দেবেশ্চ সংগ্রামে ভূগবিক্রমাৎ।” (কবির* ২০৪)

ভূষ—ভূষ্টি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূষতি। লিট্

ভূষত। লুঙ্ অতুষীৎ। লুট্ ভূষিতা।

“ভূষন্তি কুলদেবতাঃ।” (কবির*)

ভূক্ষ—গতি। ভাদি, পরশ্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভূক্ষতি। লিট্

ভূক্ষত। লুট্ ভূক্ষিতা। লুঙ্ অতুক্ষীৎ। লুট্ ভূক্ষিষ্যতি।

ভূগ—ভূগু ভূগধাতু। ভক্ষণ। তনাদি, উভয়পদী, সক, সেট্।

লট্ ভূগোতি, ভূগোতি। ভূগুতে, ভূগুতে। লিট্ ভূতগ,

ভূগুণে। লুঙ্ অতগীৎ, অতগিষ্টে।

“ভূগোতি শাশ্বৎ যুজে” (কবির* ৭৪)।

“হরিণী ভূগুতে ভূগু” (অনর্থ ৩৫)।

ভূদ—১ হিংসা। ২ অনাদর। কুরাদি, উভয়, সক, সেট্।

লট্ ভূগতি, ভূদে। লোট্ হি ভূকি। লিঙ্ ভূন্যাৎ, ভূনীত।

লুঙ্ অতুগৎ, অতুগাৎ, অতুগন্। অতুগৎ। অতুগ। লিট্

ভূতর্দ। ভূতর্দে। ভূতর্দিষে, ভূতর্দে। লুট্ ভূর্দিতা। লুট্

ভূর্দিষ্যতি-তে। ভূতর্দতি-তে। লুঙ্ অতর্দীৎ-ত। অতর্দ-

ভূতর্দ-ত। লুঙ্ অতর্দৎ, অতর্দীৎ। অতর্দীষ্টাৎ, অতর্দীষুঃ।

অতর্দীষ্টে। সন্ ভূতর্দিষ্যতি-তে। বঙ্ ভূতর্দীষ্যতে। বঙলুক্

তরীতর্কি। সন্ তিত্বংসতি। গিচ্ তর্কয়তি। লুঙ্ অতী-
ত্বৎ ৭ বি+ত্ব—ভাডন।

ত্প—শ্রীণন। তর্পণ। তৃপ্তি। দিবাди, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ তৃপাতি। লঙ্ অতৃপাৎ। লিট্ ততর্প। ভতৃপত্বঃ।
ততর্পণ, তত্পণ। ততর্পণ। ততৃপিব, ততৃপ। লুট্ তর্পিতা,
তর্পী, ত্রপা। লুট্ তর্পিয়াতি, ত্রপাতি, তত্পাতি। লুঙ্
অতর্পাৎ। অতর্পিতাঃ, অতর্পীঃ, অত্রাপাঃ, অতৃপতাঃ।
সন্ তিতর্পিসতি। তিতৃপতি। যঙ্ তরীতৃপাতে। যঙ্ লুক্
তরীতর্পি। গিচ্ তর্পয়তি। লুঙ্ অতীত্বৎ।

ত্প—শ্রীণন। ষাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তৃপোতি,
তৃপুতঃ, তৃপুবন্তি। লিঙ্ তৃপুয়াৎ। লঙ্ অতৃপোৎ। লিট্
ততর্প। লুঙ্ অতর্পাৎ। লুট্ তর্পিতা। লুট্ তর্পিয়াতি।

ত্প—সন্শীপন। শ্রীণন। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি,
পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তর্পয়তি-তে। লিট্ তর্পয়াংচকার,
চক্রে। লুঙ্ অততর্পৎ-ত। ভাদিপক্ষে লট্ তর্পতি, লিট্
ততর্প। লুঙ্ অতর্পাৎ।

“হবিষা যোহগ্নিঃ তর্পতি,

দেবাংস্তর্পয়তি শ্রিয়োনপাকরণেঃ।” (কবিরং ১০)

ত্প—শ্রীণন। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তৃপতি।
লিট্ ততর্প। লুঙ্ অতর্পাৎ।

ত্বক্—শ্রীণন। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্বকতি। লিট্
ততর্ক। লুঙ্ অতর্কীৎ। হর্গাদাস এই ধাতু মুচাদিগণের
মধ্যে নির্দেশ করিয়া ‘ত্বকতি’ এইরূপ পদ নির্দেশ করিয়া-
রাছেন, কিন্তু পাণিনীয়া মুচাদিগণের মধ্যে এইরূপ ধাতুর
উল্লেখ নাই, এই জন্য ত্বকতি পদ নির্দেশ করা গেল এবং
উজ্জলদত্তও ত্বকতি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। হর্গাদাসের
মতে ত্বকতি। লুঙ্ অতর্কীৎ। লিট্ তত্বক।

ত্বষ—ত্বষা, পিপাসা। আকাঙ্ক্ষা। দিবাदि, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ ত্বষাতি। লিট্ তত্বষ, তত্বষত্বঃ। লুট্ ত্বষিতা। লুট্ ত্বষি-
য়াতি। লুঙ্ অত্বষৎ, অত্বষীৎ। সন্ তিত্বষিষতি। যঙ্ তরীত্বষতে।
গিচ্ তর্ষয়তি। লুঙ্ অতীত্বষৎ। অম্ব+ত্বষ—অভিলাষ।

ত্বহ—ত্বহ ত্ব ধাতু। তুদাদিগণীয়, পরমৈ, পক্ষে রুধাদি, অক,
সেট্। লট্ ত্বহতি। রুধাদি পক্ষে ত্বগেঢ়ি, ত্বগঃ, ত্বংহস্তি।
ত্বগেঙ্কি। লোট্ ত্বগেঢু। ত্বঙি। ত্বগহানি। লিঙ্
ত্বংহাৎ। লঙ্ অত্বগেট্, অত্বগাৎ, অত্বংহন্। অত্বংহৎ।
লিট্ তত্বহ। তত্বহত্বঃ। তত্বহিৎ, তত্বহ। লুট্ ত্বহিতা,
তত্বহ। রুধাদি ত্বহিতা। লুট্ ত্বহিয়াতি, তত্বহিতি। লুঙ্
অত্বকৎ, অত্বহীৎ। সন্ তিত্বহিষতি, তিত্বকতি। যঙ্
তরীত্বহতে। যঙ্ লুক্ তরীত্বহি।

ত্বহ—হিংসা। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ তর্হয়তি-তে।
লিট্ তর্হয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অততর্হৎ-ত। অতীত্বহৎ-ত।
ত্বংহ—ত্বনহ, বা ত্বহ ধাতু। হিংসা। তুদাদি, পরমৈ, সক,
সেট্। লট্ ত্বংহতি। লিট্ তত্বংহ। লুট্ ত্বংহিতা, তত্বংহ।
ত্বহিয়াতি, তত্বহিতি। আশীর্গিঙ্ ত্বংহাৎ। লুঙ্ অত্বংহীৎ।
অতর্হকীৎ। অত্বংহিতাঃ, অতর্হাঃ, অত্বংহিহুঃ, অতর্হকুঃ।
সন্ তিত্বকতি, তিত্বংহিষতি।

ত্ব—১ প্রবন, অলোপরিষিতি। তরণ। অতিক্রমণ, উত্তরণ।
২ অভিভব। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তরতি।
লিট্ ততর, তেরত্বঃ। তেরিৎ। লুট্ তরিতা, তরীতা।
লুট্ তরীয়াতি, তরিয়াতি। আশীর্গিঙ্ তরীয়াৎ। লুঙ্
অতরীৎ, অতারিষ্টাৎ, অতারিহুঃ। সন্ তিতরিসতি, তিতরী-
ষতি। যঙ্ তেতরীতে। যঙ্ লুক্ তাতর্কি। গিচ্ তারয়তি।
লুঙ্ অতীতরৎ। তুন্-তরীহুৎ, তরিত্বঃ, তত্বঃ। ক্—তীর্ণ।
অতি+ত্ব—অতিক্রম করিয়া গমন।

“ন যত্র কশ্চাতিতর্কি মায়াং।” (ভাগ ৮।৫।৩০)

বি+অতি+ত্ব—বিশেষরূপে অতিক্রম।

“যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ব্যতিতরিস্যতি।” (গীতা)

অতি+ত্ব—উল্লম্বন।

“কথং নাভ্যতরামস্তাং পাণ্ডবানামনীকিনীং।”

(ভারত ভ্রোগপ ২৮০ অ°)

অব+ত্ব—অবনমন। অবতারণ।

“অথোক্তদেদাদবত্যাং পাদং।” (কুমার)

উদ+ত্ব—উদ্ধার। এই অর্থে অক°। উল্লম্বন।
এই অর্থে অক°। নিন্+ত্ব—নিঃশেষরূপে তরণ। বি+
ত্ব দান।

“তড়িল্পালাস্মীবিভরতি বলিরিয়ং।” (কিরাত)

সম্+ত্ব—সমাক্রমণ, সীতার দেওরা।

“সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেন ব্রজিনং সত্ত্বয়তি।” (গীতগোবিন্দ)

তেজ—নিশান। গালন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
তেজতি। লিট্ তিতেজ। লুঙ্ অতেজীৎ। লুট্ তেজিতা।
তেপ—১ কল্প। ২ চাতি, করণ। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্।
লট্ তেপতে। লিট্ তিতেপে।

“তেপন্তে যত্র বক্তৃন্দো লাবণ্যামৃতবিলম্বঃ।” (কবিরং ১৬৫)

লুট্ তেপিতা। লুঙ্ অতেপিষ্ট, ঋদিং হইলে অতিতেপৎ-ত।
তেব—জীড়ন। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ তেবতে।
লিট্ তিতেবে। লুট্ তেবিতা। লুঙ্ অতেবিষ্ট। ঋদিং
হইলে অতিতেবৎ-ত। ভট্টমল এই ধাতুর রোদন অর্থ করিয়া
থাকেন।

তোড়—অনাদয়। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ তোড়তি।
লিট্ তুতোড়। লুঙ্ অতোড়ীৎ। গিচ্ তোড়রতি। লুঙ্
অতুতোড়ৎ-ত।

তাজ—হানি। ভাগ, দান। ভাদি, পরমৈ, সক, অনিট্।
লট্ তাজতি। বিধিলিঙ্ তাজেৎ।

“ভাজেনেকং কুলভার্থে গ্রামভার্থে কুলং তাজেৎ।

গ্রামং জনপদভার্থে আভার্থে পৃথিবীং তাজেৎ।” (চাণক্য°)

লুট্ তাজ। লট্ তাজতি। লুঙ্ অতাজীৎ, অতাজাৎ।

অতাজুঃ। সন্ তিতাজতি। বঙ্ তাজ্যতে। বঙ্লুক্
তাজ্যতি। গিচ্ তাজরতি। পরি+তাজ—পরিভাগ।

ত্রক—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রকতে।
লিট্ ত্রক্কে। লুঙ্ অত্রকিষ্ট।

ত্রথ—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রথতি। লিট্
ত্রথ্যৎ। লুঙ্ অত্রথীৎ, অত্রথীৎ।

ত্রথ—ত্রথি ত্রথ ধাতু। গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ ত্রথতি। লিট্ ত্রথ্যৎ। লুঙ্ অত্রথীৎ।

ত্রজ—ত্রজি ত্রজ ধাতু। গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
ত্রজতি। লিট্ ত্রজ্যৎ। লুঙ্ অত্রজীৎ। লুট্ ত্রজিতা।
লুট্ ত্রজিষ্যতি।

ত্রক্ষ—ত্রক্ষি ত্রক্ষ ধাতু। চেষ্টা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ ত্রক্ষতি। লিট্ ত্রক্ষ্যৎ। লুঙ্ অত্রক্ষীৎ। লুট্ ত্রক্ষিতা।
লুট্ ত্রক্ষিষ্যতি।

ত্রপ—লজ্জা। ভাদি, আশ্বনে, সক, বেট্। লট্ ত্রপতে। লিট্
ত্রপে। ত্রপাতে। লুট্ ত্রপিতা, ত্রপা। আশীলিঙ্ ত্রপি-
ষিষ্ট, ত্রপীষ্ট। লুঙ্ অত্রপিষ্ট, অত্রপ্ত। অত্রপিষাৎ, অত্র-
পিষ্ট, অত্রপ্ত। ত্রপিষাৎ, অত্রপ্সাভাৎ। অত্রপিবত, অত্র-
প্সত। সন্ তিত্রপিবতে, তিত্রপ্সতে। বঙ্ তাত্রপ্যতে।
বঙ্লুক্ তাত্রপতি। গিচ্ ত্রপরতি, ত্রপরতি। লুঙ্ অতত্রপৎ।
অপ+ত্রপ—অপত্রপা, লজ্জা।

“লজ্জা সাপত্রপাত্ততঃ।” (অমর)

ত্রস—ত্রসী ত্রস ধাতু। উৎসেগ, ত্রাস, ভয়। দিবাদি, পরমৈ,
অক, সেট্। পক্ষে ভাদি। লট্ ত্রস্ততি। ভাদি পক্ষে ত্রসতি।

“ত্রস্তন্তি শত্রুবে যস্মাৎ ত্রস্তন্তি পরদারগাঃ।” (কবির° ১০৬)

লিট্ ত্রাস। ত্রাসতুঃ, ত্রেসতুঃ। ত্রাসিথ, ত্রেসিথ।
লুট্ ত্রাসিতা। লুট্ ত্রাসিত্যতি। লুঙ্ অত্রাসীৎ, অত্রাসীৎ।
সন্ তিত্রাসিষতি। বঙ্ তাত্রাস্ততে। বঙ্লুক্ তাত্রাসতি। গিচ্
ত্রাসরতি। লুঙ্ অতিত্রসৎ।

ত্রস—গতি। গ্রহ। নিবেধ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্
ত্রসরতি-তে। লিট্ ত্রসরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতিত্রসৎ-ত।

ত্রংস—ত্রসি ত্রস ধাতু। ভাস, দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী,
পক্ষে ভাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ ত্রংসরতি-তে। লিট্
ত্রংসরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অতত্রংসৎ-ত। ভাদিপক্ষে
ত্রংসতি। লিট্ তত্রংস। লুঙ্ অত্রংসীৎ।

ত্রা—রক্ষণ, পালন। অদাদি, আশ্বনে, সক, অনিট্। লট্
ত্রাতে। লিট্ তত্রাতে। লুঙ্ অত্রাতে।

“কাক্ষারে ত্রাক্ষগান্ গাচ্চ বঃ পরিজাতি কোদিকঃ।”

(ভারত° অমুঃ ৭৩ অ)

এই স্থলে আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া গণ্যাতার হইয়াছে।

ত্রট—হেদন। ভেদ। দিবাদি, পরমৈ, পক্ষে তুদাদি, অক,
সেট্। লট্ ত্রট্যতি। ভাদি পক্ষে ত্রটতি।

“ত্রট্যন্তি সর্কসন্দেহাংস্তটন্তি গ্রহয়ো দ্বি।” (কবির° ৩৮)

লিট্ ত্রট্যেট। ত্রুটতুঃ। লুট্ ত্রটিতা। লুঙ্ অত্রটীৎ।
বি+ত্রট—বিরুদ্ধীকরণ।

ত্রট—হেদন। চুরাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ ত্রোট-
রতে। লিট্ ত্রোটরাংচক্রে। লুঙ্ অতুত্রটত।

ত্রপ—বধ, হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রোপতি।
লিট্ ত্রোপাৎ। লুঙ্ অত্রোপীৎ।

ত্রপ্প—হিংসা, বধ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রপ্পতি।
লিট্ ত্রুত্রপ্প। লুঙ্ অত্রপ্পীৎ।

ত্রক—হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রোফতি।
লিট্ ত্রুত্রোফ। লুঙ্ অত্রোফীৎ।

ত্রক্ষ—বধ, হিংসা। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রক্ষতি।
লিট্ ত্রুত্রক্ষ। লুঙ্ অত্রক্ষীৎ। লুট্ ত্রক্ষিতা। লুট্
ত্রক্ষিষ্যতি।

ত্রৈ—ত্রৈড্ ত্রৈ ধাতু। পালন। ত্রাণ। রক্ষণ। ভাদি, আশ্বনে,
সক, অনিট্। লট্ ত্রায়তে।

“পুয়ান্নো নরকাং ত্রায়তে পিতরং হুতঃ।” (মহু ৯।১৩৯)

লিট্ ত্রয়ে। লুট্ ত্রাতা। লুট্ ত্রাত্ততে। লুঙ্ অত্রাত্ত,
অত্রাসাতাৎ, অত্রাসত। পরি+ত্রৈ—পরিভ্রাণ। রক্ষণ।

ত্রৌক—ত্রৌক্ ত্রৌক ধাতু। চুরাদি, পক্ষে ভাদি, আশ্বনে,
সক, সেট্। লট্ ত্রৌকরতে। লিট্ ত্রৌকরাংচক্রে।
লুঙ্ অতুত্রৌকত। ভাদিপক্ষে ত্রৌকতে। লিট্ ত্রুত্রৌকে।
লুট্ ত্রৌকিতা। লুঙ্ অত্রৌকিষ্ট। সন্ তুত্রৌকিষতে।
বঙ্ তৌত্রৌক্যতে। গিচ্ ত্রৌকরতি।

ত্রুক—ত্রুক্ ত্রুক ধাতু। তক্ষণ। তনুকরণ। ক্লীকরণ। ভাদি,
পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ত্রুকতি। লিট্ ত্রুক্যৎ। লুট্
ত্রুকিতা। বঙ্। লুট্ ত্রুকিত্যতি, ত্রুক্যতি। লুঙ্ অত্রাকীৎ,
অত্রাকীৎ।

“প্রবক্ষ্যামি অতিবিশ্বামহাসি।” (অক্ ১০।৪৪।১)

“প্রবক্ষ্যামিঃ প্রবর্ষণ তনুর্কর্কন” (সারণ)

ঘট—সংবরণ। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ঘটতি। লিট্ তঘাচ। লুট্ ঘটিতা। লুঙ্ অঘাচীৎ, অঘাচীৎ। লুট্ ঘটিযাতি।

ঘক—গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ঘকতি। লিট্ তঘক। লুট্ ঘকিতা। লুঙ্ অঘকীৎ, লুট্ ঘকিযাতি।

ঘক—সঞ্চাচ। কদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ঘনকি। লিট্ তঘক। লুঙ্ অঘকীৎ, অঘাচীৎ। ক্রাচ পরে বিকসে ইট্ হর অস্ত্রলে সেট্।

ঘর—বেগ। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ ঘরতে।

“ঘরতে ধর্ম্মএব যঃ।” (কবির ২৫৫)

লিট্ তঘরে। লুট্ ঘরিতা। লুঙ্ অঘরিষ্ট। সন্ তিঘরি-
যতে। যঙ্ তাঘরাতে। যঙ্লুক্ তাহুষ্টি। পিচ্ ঘরয়তি।
লুঙ্ অতঘরৎ। ক্র-তুর্গ, ঘরিত।

ঘিষ—দীপ্তি। উজ্জলীভাব। ভাদি, উভয়পদী, অক, অনিট্।
লট্ ঘিষতি-তে। লিট্ তিঘেষ, তিঘিষে। লুট্ ঘেষ্টা।
লট্ ঘিষতি-তে। আশীলিঙ্ ঘিষাৎ, ঘিষীষ্ট। লুঙ্
অঘিষৎ-ত। সন্ তিঘিষতি-তে। যঙ্ তেঘিষতে। যঙ্-
লুক্ তেঘেষ্টি। পিচ্ ঘিষয়তি। লুঙ্ অতিঘিষৎ। অব+
তিষ—নিবাস। দান। দীপ্তি। (হর্গাদাস) প্রদীপের মতে
দান ও নিরসন।

ৎসর—ছয়গতি। কপট গমন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ তৎসরতি। লুঙ্ অৎসরৎ। লিট্ তৎসার। তৎসরতুঃ।

লুট্ তৎসরিতা। লুঙ্ অৎসারীৎ, অৎসারিষ্টাৎ, অৎসারিষুঃ।

ধুড়—সংবরণ। আচ্ছাদন। তুদাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
ধুড়তি। লিট্ তুধোড়। লুট্ ধুড়িতা। লুঙ্ অধুড়ীৎ।
লুট্ ধুড়িযাতি।

ধূর্ক—ধূর্কী ধূর্ক ধাতু। হনন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্।
লট্ ধূর্কতি। লিট্ তুধূর্ক। লুট্ ধূর্কিতা। লুঙ্ অধূর্কীৎ।
লুট্ ধূর্কিযাতি। পিচ্ ধূর্কয়তি।

দক্ষ—১ বৃদ্ধি। ২ বেগ, শীঘ্রকরণ। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্।
লট্ দক্ষতে।

“দক্ষতে সর্ককাষ্যে কুলং দক্ষতে দিবাং।” (কবির ২৬৬)

লিট্ দদক্ষে। লুট্ দদকিতা। লুঙ্ অদকিষ্ট। পিচ্
দদক্ষতি। লুঙ্ অদদক্ষৎ। কর্ম্মবাচ্যে অদক্ষি, অদাক্ষি,
গতি ও হিংসা অর্থেও এই দক্ষ ধাতু প্রয়োগ হইয়া থাকে।

দঘ—১ ঘাতন ২ পালন। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্
দঘোতি। লিট্ দদাঘ, দেঘতুঃ। লুঙ্ অদাঘীৎ, অদঘীৎ।

এই ধাতু ছাঙ্গস। নিষপ্টুতে গতি অর্থে এই ধাতু দিবা-
গীয়। দঘাতি।

“পশ্চা স দঘা বো অঘত।” (অক্ ১।১২।৩।৫)

“দঘাঃ গচ্ছতু” (সারণ)

দঘ—দঘি দঘ ধাতু। ১ ভাগ। ২ পালন। ভাদি, পরমৈ,
সক, সেট্। লট্ দঘতি। লিট্ দদঘ। লুট্ দঘিতা।
লুঙ্ অদঘীৎ।

দঙ—দঙপাতন, দমন। অদন্তচূরাণি, উভয়পদী, সক, সেট্।
লট্ দঙয়তি-তে। লিট্ দঙয়াচকার, চক্রে। লুঙ্
অদদঙৎ-ত।

“অদন্তান্ দঙয়ন্ রাজা দণ্ডাংশেবাপাদঙয়ন্।” (মহু)

দদ—দান। ধৃতি, ধারণ। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্।
লট্ দদতে।

“দদতে জ্বিগৎ তুরি ত্রাঙ্গণেভাঃ সদৈব যঃ।” (কবির ১৭৫)

লিট্ দদদে। লুট্ দদিতা। লুঙ্ অদদিষ্ট।

দধ—১ ধারণ। ২ দান। ভাদি, আশ্বনে, সক, সেট্। লট্ দধতে।

“দধতে যঃ সদাচারঃ” (কবির ১৭৪)

লিট্ দধে। লুট্ দধিতা। লুঙ্ অদধিষ্ট।

দন্ড—দন্ডু দন্ড ধাতু। দন্ড, পরবন্ধনহেতু ব্যাপার। গর্ক।
বাদি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ দন্ডোতি। লিট্ দদন্ড,
দদন্ডতুঃ। দেডতুঃ। লুট্ দন্ডিতা। লুট্ দন্ডিযতি। বিধি-
লিঙ্ দন্ডাৎ। লুঙ্ অদন্ডীৎ, অদন্ডিষ্টাৎ। সন্ দিদন্ডিযতি।
ধিঙ্গ্ তি, ধীপ্ সতি। যঙ্ দাদন্ডাতে। যঙ্লুক্ দাদন্ডি।
পিচ্ দন্ডয়তি। লুঙ্ অদদন্ডৎ।

দন্ড—সংঘাত। চূরাণি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ দন্ডয়তে।
লিট্ দন্ডয়াচক্রে। লুঙ্ অদদন্ডত। লুট্ দন্ডয়িতা।

দন্ড—দন্ডি দন্ড ধাতু। প্রেরণ। চূরাণি, উভয়পদী, সক, সেট্।
লট্ দন্ডয়তি-তে। লুঙ্ অদদন্ডৎ-ত। দানয়তি। লুঙ্ অদদন্ডৎ।

দম—দমু দম ধাতু। উপশম। শাস্তীভাব। শাস্তীকরণ।
শাসন। দমন। দিবাণি, পরমৈ, অক, সেট্। লট্ দামাতি,
লিট্ দদাম। দেমতুঃ। লুট্ দমিতা। লুঙ্ অদমীৎ, অদ-
মৎ। পিচ্ দময়তি। পিচ্ ক্র-দাম, দমিত।

দয়—১ দান। ২ গমন। ৩ রক্ষণ। ৪ হিংসা। ৫ আদান, গ্রহণ।
৬ দয়া, অক্ষুৎসা। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্
দয়তে। লিট্ দয়াচক্রে। লুট্ দয়িতা। লুট্ দয়িযতে।
লুঙ্ অদরিষ্ট, অদয়িযাৎ, অদয়িষত।

“ন গজা নরজা দয়িতা দয়িতা।” (ভট্ট ১০।১২)

দরিজা—হর্গতি। রেশাবস্থান, অকিঞ্চনীভাব। অদাদি, পরমৈ,
অক, সেট্। লট্ দরিজাতি। দরিজিতঃ। দরিজতি। লিঙ্

দরিত্রিয়াৎ। লুঙ্ অদরিত্রিয়াৎ, অদরিত্রিতাং, অদরিত্রিষ্ণুঃ।
 লিট্, দরিত্রিয়াচকার। দদরিত্রী, দদরিত্র। দদরিত্রিষ্ণুঃ।
 লুট্, দরিত্রিতা। লুট্ দরিত্রিষ্ণুতি। আশীলিঙ্, দরিত্রিয়াৎ।
 লুঙ্ অদরিত্রীৎ, অদরিত্রীসীৎ, অদরিত্রীষ্টাং, অদরিত্রীসিষ্টাং
 অদরিত্রিষ্ণুঃ, অদরিত্রিষ্ণুঃ। ভাবে অদরিত্রি, অদরিত্রিষ্ণি।
 সন্ দদরিত্রিষ্ণতি। দদরিত্রিষ্ণতি। গিচ্, দরিত্রিষ্ণতি। ক্-
 দরিত্রিত। অচ্, দরিত্রি। কচ্, দদরিত্রিষ্ণু, দদরিত্রিষ্ণান্।
 দল—ভেদ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দলতি। লিট্
 দদাল। দেলতুঃ। লুট্ দলতি। লুট্ দলিষ্যতি। লুঙ্
 অদালীৎ, অদালিষ্টাং, অদালিষ্ণুঃ।
 দল—ভেদন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দালয়তি-তে।
 লিট্ দালয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অদদলৎ-ত।

“দরবিদলিতমল্লীবল্লিচক্ণং পরাগে।” (গীতগোঁ)

দব—দবি দব ধাতু। গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
 দবতি। লিট্ দদব। লুঙ্ অদবীৎ। লুট্ দবিতা। লুট্
 দবিষ্যতি।
 দংশ—দন্শ। দংশন, দশুব্যাপার। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্।
 লট্ দশতি।

“বিষাধরং দশসি চেৎ ভ্রমর! শ্রিয়ায়াঃ।” (শকু° ৩।১৪৫)

লিট্ দদংশ, দদংশতুঃ, দদংশতুঃ। দদংশিৎ, দদংশ্ঠ।
 লুট্ দংশ্ঠ। লুট্ দজ্জাতি। আশীলিঙ্, দশ্যাৎ। লুঙ্
 অদাজ্জীৎ, অদাজ্জীষ্টাং, অদাজ্জীষ্ণুঃ। কর্মবাচ্যে দশতে। লুঙ্
 অদংশি। দংশ ধাতুর ভাবগর্হী অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্
 দদশতে। যঙ্ লুক্ দদশ্টি, দদংশ্টি, দদংশীতি।

দংশ—দৌশি। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ দংশয়তি-তে।
 লিট্ দংশয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অদদংশৎ-ত।

দংশ—দংশন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দংশয়তে।
 লিট্ দংশয়াচক্রে। লুঙ্ অদদংশত।

“নাহির্দংশয়তে কঞ্চিং বিভ্রা গরুড়াক্ষরা।” (কবির° ২০৫)

দস—উৎক্ষেপ। অপক্ষয়। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
 দসতি। লিট্ দদাস। লুট্ দসিতা। লুঙ্ অদসৎ, অদ-
 সীৎ, অদাসীৎ।

“তেষাং দিশো হদন্তন।” (তৈত্তি° স°)

দস—দর্শন। দংসন। দসি দস ধাতু। চুরাদি, আত্মনে, সক,
 সেট্। লট্ দংসয়তে। লিট্ দংসয়াচক্রে। লুঙ্ অদদংসত।
 দহ—দাহ, ভস্মীকরণ। সন্ধ্যাপ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্।
 লট্ দহতি। লিট্ দদাহ। দেহতুঃ। দেহিৎ, দদহ্। লুট্
 দহ্য। লুট্ দহ্যতি। লুঙ্ অদাহীৎ। অদাহ্যৎ। অদাহ্ণুঃ।
 কর্মবাচ্যে দহতে। লুঙ্ অদাহি। সন্ দিহক্তি। দহধাতুর

ভাবগর্হী অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্ দদহতে। যঙ্ লুক্ দদহ্ণি।
 গিচ্, দাহয়তি। লুঙ্ অদীদহৎ।

দংহ—দাহি দহ ধাতু। ১ দৌশি। ২ দাহ। চুরাদি, উভয়পদী,
 অক, দাহ অর্থে সক° সেট্। দংহয়তি-তে। লিট্ দংহয়াং-
 চকার, চক্রে। লুঙ্ অদদংহৎ-ত।

দা—দান। জুহোতাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দদাতি
 দত্তঃ, দদতি। দত্তে, দদতে। বিধিলিঙ্, দদ্যাৎ। দদৌত।
 লোট্ হি-দেহি। লোট্ স্ব-দংষ। লুঙ্ অদদাৎ, অদদতাং,
 অদদ্যঃ। লিট্ দদৌ দদিৎ, দদাৎ। দদে। লুট্ দাতা।
 লুট্ দাত্তি-তে। আশীলিঙ্, দেদ্যাৎ। দাসীষ্ট। লুঙ্ অদাৎ,
 অদাতাং, অদ্যঃ। অদিত, অদিষাং, অদিষত। কর্মবাচ্যে
 দীয়তে। লিট্ দদে। লুট্ দারিতা। লুট্ দারিষ্যতে। আশী-
 লিঙ্ দারিষীষ্ট। লুঙ্ অদারি। অদারিষত। সন্ দিৎসতি-তে।
 যঙ্ দেদীয়তে। যঙ্ লুক্ দাদেতি। দাদীতি। গিচ্, দাপ-
 যতি। লুঙ্ অদীদপৎ। আ+দা—আদান, গ্রহণ, স্বীক-
 রণ। আত্মনেপদী।

“শুভাং বিভ্রামদদীতাবরাদপি।” (মহু)।

অপ+আ+দা—অপেক্ষা করিয়া গ্রহণ।

“মৃৎপিণ্ডমপাদায় মহাবীরং কেরোতি” (শতব্রা° ১৪.১।২।১৭)।

উপ+আ+দা—সামীপ্যধারা গ্রহণ।

“উপাত্তবিদ্যোক্তরদক্ষিণার্থী” (রঘু)

পরি+আ+দা—পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ। প্রতি+
 আ+দা—প্রতিগ্রহণ, দত্তবস্তুর পুনগ্রহণ। বি+আ+দা—
 অদাদিপ্রসারণ। এই অর্থে আত্মনেপদী। স্বীয় অঙ্গের
 প্রসারণ বুঝাইলে পরস্মৈপদ হয়।

“নভঃস্থশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালেনজং” (গীতা)

পরি+দা—উপরি স্থাপন। প্র+দা—বিধানাদিধারা
 অথবা প্রকর্ষরূপে দান।

“নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ স্বহতং বিব্রমে স্থিতং।

হীনং পুরুষকারণে প্রদদ্যাৎ, পাল, এবতু ॥” (মহু)

অহু+প্র+দা—পশ্চাৎ প্রদান। প্রতি+প্র+দা—
 প্রত্যর্পণ। সম্+প্র+দা—সংকারপূর্বক প্রদান, সম্প্রদান।
 সাধুদিগের আচারভেদ সম্প্রদায়। প্রতি+দা—প্রতিক্রম
 দান, প্রত্যর্পণ।

“লভ্যকারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ।” (বাজ°)

দা—দাপ্ দাধাতু। দান। বিতরণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
 লট্ দহতি। লুঙ্ অদাৎ। লিট্ দদৌ। দদতুঃ।
 দা—দাপ্ দাধাতু। ছেদন। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্।
 লট্ দাতি।

“দ্বাতি দারিভ্রামখিনাং” (কবির* ২৪)।

লিঙ্ দারাত্। লুঙ্ অদাসীৎ। কর্মবাচ্যে দারতে। সন্

দিক্ দারতে। ক-দাত, দিত। দিতি।

দান—১ অর্জব। ২ ক্ষুভাব। ৩ ক্ষুভকরণ। ৪ খণ্ডন, নাশন।

ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। এই ধাতু সন্ করিয়া ব্যব-

হার হয়। তট্টোজিনীকৃত ও বোপদেবের মতে আর্জব

অর্থে সন্ হয়। ক্রমদীপ্তর ও পদ্মনাভমতে স্বার্থে সন্।

লট্ দীদাসতি-তে। লুঙ্ অদীদাসীৎ। অদীদাসিষ্টে।

ছেদন অর্থ বুঝাইলে দানতি-তে। অদানীৎ, অদানিষ্টে।

পদার্থ বুঝাইলে দানয়তি।

দার—দান। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ দারতে।

“দীনানং দায়তে নিত্যং” (কবির* ৮৪)।

লুঙ্ অদায়িষ্টে। অদায়িচুৎ, অদায়িধ্বং। গিচ্ ঋদিৎ

হইলে লুঙ্ অদদায়ৎ-ত।

দাশ—হিংসন। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দাশতি।

লিট্ দদাশ। লুঙ্ অদাশীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

“যতে দাশোতি নম উজ্জিভঃ” (ঋক্ ৮৪৬)।

দাশ—দান। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাশতি-তে।

লিট্ দদাশ, দদশে। লুঙ্ অদাশীৎ, অদাশিষ্টে। ঋদিৎ

হইলে অদিদাশৎ-ত।

দাশ—দান। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাশয়তি-

তে। লিট্ দাশয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অদিদাশৎ-ত।

“সখা এতেভাস্তং পুরোহদাশয়ং তস্মাৎ পুরোডাশঃ।”

(শত* ব্রা* ১৬.২৫)।

দাস—দান। ভাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ দাসতি-তে।

লুঙ্ অদাসীৎ, অদাসিষ্টে। ঋদিৎ অদদাসৎ-ত। এই ধাতু

হনন অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়।

যথা—“যো নঃ কদাচিদপি দাসতি ক্রহঃ” (ঋক্ ৭।১০৪।৭)

“দাসতি হতি” (সারণ)।

এই দাস ধাতু স্বাদিগণীরও দেখা যায়, তাহার রূপ

স্বাদি দাশ ধাতুর তুল্য হইবে।

দিশ—দিব দিব ধাতু। প্রীণন। প্রীতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক,

সেট্। লট্ দিশতি। লিট্ দিদিষ। লুট্ দিশিতা। লুঙ্ অদিষীৎ।

দিস্ত—দিত্তি দিত্ত ধাতু। নোদন, প্রেরণ। চুরাদি, উভয়পদী,

সক, সেট্। লট্ দিস্তয়তি-তে। লিট্ দিস্তয়াচকার,

চক্রে। লুঙ্ অদিদিস্তৎ-ত।

দিস্প—দিস্পি, দিপ ধাতু। সংঘাত। চুরাদি, উভয়পদী, সক,

সেট্। লট্ দিস্পয়তি-তে। লিট্ দিস্পয়াচকার, চক্রে।

লুঙ্ অদিদিস্পৎ-ত।

দিব—দিবু দিব ধাতু। ১ ক্রীড়া। ২ বিজয়েচ্ছা। ৩ ব্যবহার।

ক্রয়বিক্রয়াদি। ৪ দীপ্তি। ৫ স্তুতি। ৬ হর্ষ। ৭ মদ।

৮ স্বপ্ন, নিদ্রা। ৯ কণ্ঠি, ইচ্ছা। ১০ গতি। দিবাди,

পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দীবাতি। লুঙ্ অদীবাৎ।

“প্রাগিদ্যুতৈশ্চ দীবাতি” (কবির* ৮৪)

লিট্ দিদেব। দিদিবতুঃ। লুট্ দেবিভা। লুট্

দেবিভ্যতি। আশীলিঙ্ দীবাৎ। লুঙ্ অদেবীৎ। অদে-

বিষ্টাৎ, অদেবিষুঃ। সন্ দিদেবিষতি, ছদ্বাষতি। যঙ্

দেদীবাতে। যঙ্লুক্ দেদেবীতি, দেদেতি, দেদোতি। গিচ্

দেবয়তি। লুঙ্ অদীদিবৎ। কৃচ্ দেবিষা, দ্বাষা। ছান।

দিব—দিবু দিব ধাতু। ১ মর্দন। ২ অর্দন, পীড়ন। ৩ ঘটন।

৪ গতি। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক,

সেট্। লট্ দেবয়তি-তে। লিট্ দেবয়াচকার, চক্রে।

লুঙ্ অদিদেবৎ-ত।

দিব—পরিক্রমণ। অর্দন। চুরাদি, আত্মনে, সক, সেট্।

লট্—দেবয়তে। লিট্ দেবয়াচক্রে। লুঙ্ অদিদেবত।

“পরদেবয়তে কশ্চৎ তত্ত রাষ্ট্রে ন দুঃখিতঃ।” (কবির* ৬০)

দিশ—অতিসর্জন। দান। আজ্ঞা। আদেশ। নির্দেশ।

কথন। ভূদাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ দিশতি-

তে। লিট্ দিদেশ, দিদিশে। লুট্ দেষ্টা। লুট্ দেক্ষাতি-

তে। আশীলিঙ্ দিশাৎ। দিক্ষীষ্টে। লুঙ্ অদিক্ষৎ,

অদিক্ষত। সন্ দিদিক্ষতি-তে। যঙ্ দেদিশাতে। যঙ্

লুক্ দেদেষ্টি। গিচ্ দেশয়তি। লুঙ্ অদীদিশৎ। অতি+

দিশ—স্বীয় বিষয় উল্লেখন করিয়া অন্তবিষয় উপদেশ,

অতিদেশ।

“যদা কালোপপাতে তদৈবতে তদৈবতং হুবা তদ্বা

অতিদিশ্যানেন জুহুয়াৎ” (কাঠ্য্য* শ্রৌ* ২৫।২৪)। উপদেশ।

“ইত্যর্জিতঃ স ভগবান্ অতিদিশ্যাত্মনঃ পদং।” (ভাগ* ৪।১২।২৮)

অহু+দিশ—পশ্চাৎ কথন।

“যজ্ঞং দেবেভ্যঃ অন্তদিশতি” (তৈত্তি* সং ১।৫.৪।৩)

অপ+দিশ—ছান। যথার্থাপেক্ষ।

বি+অপ+দিশ—সংজ্ঞাভেদ।

“ঈশ্বর ইতি বাগদিশতে” (বেদান্তসার)

অতি+দিশ—অতিযুগ করিয়া উপদেশ।

আ+দিশ—আজ্ঞা। উপদেশ।

“আদিক্ষদাদীপুরুশাহুকল্পং” (ভট্ট)।

অহু+আ+দিশ—পশ্চাদদেশ, উপদেশ।

“কিমহমেতং অলধরসংযং ন প্রত্যাদিশামি।”

(বিক্রমোচ্চলী)।

বি+আ+দিশ—বিশেষরূপে আদেশ।

“সমীরণপ্রেরিতা ভবেতি ব্যাদিত্তে কেন হতাপনত”

(কুমারসং)।

সম্+আ+দিশ—সম্যক্ আদেশ। উদ্+দিশ—বরুণ কথন। উপ+দিশ—অমুশাসন, উপদেশ।

“উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি।”

(সাহিত্যসং)।

প্রতি+উপ+দিশ—উপদেশের প্রতিরূপ উপদেশ। নিম্+দিশ—নির্ণয় করিয়া কথন। উচ্চারণ। প্রতি+নিম্+দিশ—প্রকৃতাকুরূপ নির্দেশ। প্রতি+দিশ—প্রতিরূপ-দেশন। সম্+দিশ—সম্যক্ কথন।

“অথ বিশ্বাস্তানে গৌরী সন্নিদেশ মিথঃ সখীং।” (কুমার)

দিশ—১ উপদেশ। বুদ্ধি। ২ লেপন। অদানি, উভয়পদী, সক, অনিটু। লট্ দেদ্বি, মিথঃ, দিহস্তি। ধেকি। দিধে। হি—দিক্। স্ব—ধিক্। লিঙ্ দিহাৎ। দিহীত। লুঙ্ অধেক্, অদিহাৎ, অদিহন্। অদিধ্। অদিহাতাৎ। লিট্ দিদেহ। দিদিহে। লুট্ দেদ্বি। লুট্ ধেক্যতি-তে। লুঙ্ অধিকৎ, অদিধ্, অধিকত। সন্ দিধিকতি। বঙ্ দেদ্বি-জতে, বঙ্ লুক্ দেদেদ্বি। পিচ্ দেহরতি। লুঙ্ অদীদিহৎ। সম্+দিশ—সন্নেহ, সংশয়।

দী—ক্ষয়। দীনভাব। দীও দী ধাতু। দিবাদি, আশ্বনে, অক, অনিটু। লট্ দীয়তে।

“দীয়েন্তে প্রতাহং যত্র ছরিতানি।” (কবিরং ৮৪)

লিট্ দীদীয়ে। লুট্ দাতা। লুট্ দাত্তে। লুঙ্ অদাত্ত। সন্ দিদীষতে। দিদাসতে। বঙ্ দেদীয়তে। বঙ্ লুক্ দেদ-রীতি, দেদেতি। পিচ্ দায়রতি।

দীক্ষ—১ মুগ্ধন। ২ মজন। ৩ উপনয়ন। ৪ নিয়ম গ্রহণ। ব্রত-মুঠান। অভিষেক। ভাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ দীক্ষতে। লিট্ দিদীক্ষে। লুট্ দীক্ষিতা। লুঙ্ অদীক্ষিষ্ট।

“দীক্ষয় সহ রামেণ ভরিতং তুঙ্গাধ্বরে।” (ভট্ট)

বৈদিক প্রয়োগে অনেকস্থলে পদ ও গণব্যত্যয় দেখা যায়। দীধী-দীধীও-দীধী ধাতু। ১ দীপ্তি। ২ জীড়া, দেবন। অদানি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ দীধীতে, দীধাতে, দীধাতে। লিট্ দীধাক্ষে, দীধো। লুট্ দীধিতা। লুট্ দীধিক্তে। লুঙ্ অদীধিষ্ট।

দীপ—দীপী দীপ ধাতু। ১ দীপ্তি, জ্বলন, পোতা। দিবাদি, আশ্বনে, অক, সেট্। লট্ দীপাতে। লিট্ দিদীপে। লুট্ দীপিতা। লুট্ দীপিক্তে। লুঙ্ অদীপি। অদীপিষ্ট। অদীপিষাতাৎ, অদীপিষত। সন্ দিদীপিষতে। বঙ্

দেদীপ্যতে। বঙ্ লুক্ দেদীপ্তি। পিচ্ দীপয়তি। লুঙ্ অদীদিপৎ। আ+দীপ—জ্বলন। মঙ্গলালোপন। উদ্+দীপ—উদীপন। প্রকাশন। উজ্জলন। উত্তেজন। উপ+প্র+দীপ—জ্বলন, দাহ। সম্+দীপ—সমীপন। উদীপন।

“সলিলমিব ইবায়ে সস্ত্রদীপেজনত।” (দীপিকা)

হু—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, অক, অনিট্। লট্ দ্ববতি। লিট্ হুদাৰ। লুঙ্ অদৌবীৎ। ক—দূঃ।

“পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকূলাবতঃ।”

(নৈষধ)

হু—উপতাপ। স্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ হুনোতি। লঙ্ অহুনোৎ, অহুতাত্, অহুযন্। লিট্ হুদাৰ। হুদ্বতুঃ। হুদবিধ, হুদোধ। লুট্ দোভা। দ্বিভা। আশীলিঙ্ দ্বাৎ। লুঙ্ অদাবীৎ। সন্ হুদ্বতি। বঙ্ দোদ্বতে। বঙ্ লুক্ দোদোতি। পিচ্ দাবয়তি। লুঙ্ অদুবৎ। ক—দূত। দ্ববথু, দ্বাব, দ্বব।

হুঃধ—হুঃধকরণ। কতা পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ হুঃধাতি। লুঙ্ অহুঃধীৎ।

হুঃধ—হুঃধকরণ। অনন্তচুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ হুঃধয়তি-তে। লিট্ হুঃধাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অহুঃধৎ-ত। হুঃধাপয়তি।

হুধ—হিংসা। প্রেরণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোষতি। লিট্ হুদোধ। লুঙ্ অদৌবীৎ।

“নেশত্তমো হুধিতঃ রোচত।” (ঋক ৪।১।১৭)

“হুধিঃ প্রেরণকৰ্ম্মা” (সারণ)

হুৰ্ব—বধ, হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দ্ববতি। লিট্ হুদ্বৰ। লুঙ্ অদৌবীৎ।

হুল—উৎক্ষেপ, দোশান। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ দোলয়তি-তে। লিট্ দোলরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদুহলৎ।

“দোলয়ত্যরিবর্গত কীৰ্ত্তিশাখ যঃ সদা।” (কবিং ১২০)

“নারীপদধরং স্থাপ্য কান্তোক্তোক্তবরোপরি।

কটিং চেদোলয়ামাত্ত বহঃ কলপশৃঙ্খলঃ।” (রতিমঞ্জরী)

হুব—বৈকৃত্য। অন্তর্ভাব, দোষ। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, অনিটু। লট্ হুবাতি। লিট্ হুদোষ। হুদ্বতুঃ। লুট্ দোষ্টা। লুট্ দোক্ষতি। লুঙ্ অহুবৎ। অহুৎ। সন্ হুদ্বকতি। বঙ্ দোহুযতে। বঙ্ লুক্ দোদোষ্টি। পিচ্ দ্ববয়তি। দোবয়তি। অভি+হুব—অভিঘাত। প্র+দুব—ব্যভিচার।

“অধর্ষাভিতব্যং কক প্রহুযক্তি কুমন্ত্রিঃ।” (গীত ১৪০)

হুহ—হুহিহু হুহ ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোহতি। লিট্ হুদোহ। লুট্ দোহিতা। লুঙ্ অদৌবীৎ, অহুহৎ।

হুহ—হুহিৎ হুহ ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দোহতি। লিট্ হুহোহ। লুট্ দোহিতা। লুঙ্ অদোহীৎ, অদুহৎ।

হুহ—দোহন। প্রাপ্রণ। ব্যক্তীকরণ। অদাদি, উত্তরপদী, দ্বিক্ অনিট্। লট্ দোহি। হুহঃ, হুহন্তি। হুহে, হুহাতে, হুহতে। ধুকে। ধুগ্ধে। লোট্ দোহু। হুছি। দোহানি। ধুক। ধুগ্ধৎ, দোহে। বিধিলিঙ্ হুহাৎ। হুহীত। লঙ্ অধোক্। অহুহ। লিট্ হুহোহ। হুহেহ। লুট্ দোহা। লুট্ ধোক্ষতি। লুঙ্ অধুকৎ। অহুহ, অধুকত। অধুকাভাৎ, অধুকন্ত। কর্মবাচ্যে হুহাতে। লুঙ্ অদোহি। সন্ হুধু-ক্ষতি-তে। যঙ্ দোহুহাতে। যঙ্লুক্ দোদোহি। গিচ্ দোহয়তি। লুঙ্ অদুহৎ।

দূ—দুঙ্ দ্বাতু। উপতাপ, খেদ। আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দূহতে। লিট্ দূহবে। লুঙ্ অদবিষ্ট। লুট্ দবিতা। ক্র-দূন। “ন দূয়ে সাত্ত্বীকৃত্যহমামপরাধাতি।” (মাঘ)

দূ—দুঙ্ দ্বাতু। আদয়। ভূদাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ দ্রিয়তে। প্রায় এই ধাতু ‘আঙ্’ পূর্বক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

“যঃ সনাস্রিয়তে ধর্মঃ” (কবিরং ৭০)

লিট্ দদ্রে। দদ্রিবে। লুট্ দর্ভা। লুট্ দরিষ্যতে। আশীলিঙ্ দ্বীষ্টে। লুঙ্ অদৃত। অদৃযাভাৎ। সন্ দিদরিষতে। যঙ্ দ্রৌর্যতে। যঙ্লুক্ দদন্তি। গিচ্ দারয়তি। লুঙ্ অদৌদরৎ।

দূ—বধ, হিংসা। স্বাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ক্র্যাদি, সক, অনিট্। লট্ দৃণোতি। ক্র্যাদিপক্ষে দৃণাতি। লিট্ দদার। লুঙ্ অদাষীৎ। গিচ্ দারয়তি। ভয় অর্থে কেহ কেহ ইহাকে ঘটাদির মধ্যে বলিয়া থাকেন। দরয়তি।

দৃশ—১ হর্ষ। ২ মোহন। ৩ গর্ব। দিবাদি, পরস্মৈ, অক, যেট্। লট্ দৃশ্যতি। লিট্ দদর্প। দদৃপতুঃ। দদর্পথ। দদ্রপথ। দর্পিতা। দপ্তা। দ্রপ্তা। লুট্ দর্পিষ্যতি, দ্রপ্যতি, দর্পত্বতি। অদর্পীৎ, অদ্রাপদীৎ, অদার্পসীৎ, অদৃপৎ। সন্ দিদর্পিষতি। দিদৃপসতি। যঙ্ দরীদৃপাতে। যঙ্লুক্ দর্দান্তি। গিচ্ দর্পয়তি। লুঙ্ অদীদৃপৎ।

দৃশ—বাধন। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দৃপতি। লিট্ দদর্প। লুঙ্ অদর্পীৎ।

দৃশ—সন্দীপন। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দর্পয়তি-তে। লিট্ দর্পয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীদৃপৎ-ত, অদদর্পৎ-ত। ভাদি পক্ষে দর্পতি। লিট্ দদর্প। লুঙ্ অদর্পীৎ।

দৃশ—ক্রোশ। ভূদাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দৃশ্ক্ষতি। লুঙ্ অদৃশীৎ। লিট্ দদৃশ।

দৃশ—প্রথন। চুরাদি, উত্তরপদী, পক্ষে ভূদাদি, উত্তরপদী, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দর্ভয়তি-তে। লিট্ দর্ভয়াচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীদৃশৎ-ত। অদদর্ভৎ-ত। ভূদাদি পক্ষে লট্ দৃভতি। লিট্ দদর্ভ। লুঙ্ অদর্ভীৎ।

দৃশ—প্রেক্ষণ, দর্শন। জ্ঞান। সাক্ষাৎকার। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ পশ্চতি। লিট্ দদর্শ। দদৃশতুঃ। দদ্রষ্ট। লুট্ দ্রষ্টা। লুট্ দ্রক্ষ্যতি। আশীলিঙ্ দৃষ্টাৎ। লুঙ্ অদ্রাক্ষীৎ, অদর্শৎ। অদ্রাষ্টাৎ, অদর্শতাৎ, অদ্রাক্ষুঃ, অদর্শনু। কর্মবাচ্যে দৃশতে। লিট্ দদৃশে। লুট্ দর্শিতা, দ্রষ্টা। লুট্ দর্শিষ্যতে, দ্রক্ষ্যতে। লোঙ্ দর্শিষীষ্টে, দৃক্ষীষ্টে। লুঙ্ অদর্শি। সন্ দিদৃশতে। যঙ্ দরীদৃশতে। যঙ্লুক্ দরীদর্শি। গিচ্ দর্শয়তি। লুঙ্ অদীদৃশৎ, অদদর্শৎ। অজু+দৃশ—অজুরূপ দর্শন।

“রথে বিলম্বাবিব চক্রহর্ষৌ বনান্তরেণাহনদর্শ লোকঃ।”

(ভারত বিরাট)

অভি+দৃশ—অভিযুখে বা চারিদিকে দর্শন। অব+দৃশ—নীচতাক্ষেপে দর্শন।

“যথা জলহ অভাসঃ স্তলস্থে নাবদৃশতে। (ভাগ৩২৭।১২)

আ+দৃশ—আভিযুখে বা চারিদিকে দর্শন। উদ্+দৃশ—নীচস্থের উচ্চদিকে দৃষ্টি, উৎপ্রেক্ষণ। উপ+দৃশ—সামীপ্যধারা দর্শন।

“চতুষ্পদং ব্যবহারোহয়ং বিবাদেষুপদর্শিতঃ।” (যাজবল্ক্য)

নি+দৃশ—দৃষ্টান্তরূপে বা সমুখে দর্শন। পরা+দৃশ—বিপরীতদর্শন।

“ধুমমগ্নিং পরাদৃশ্যামিভ্রুৎস্বাদধতাং ভয়ং।” (অথর্ব ৮।৮।২)

পরি+দৃশ—পরিতঃ এবং সমস্তাৎ দর্শন। প্র+দৃশ—সম্যক্ দর্শন।

“মনসৈব প্রদীপেন মহানাস্মা প্রদৃশ্যতে॥”

(ভারত আশ্ব ১৯ অ°)

একদেশ দর্শন। প্রিতি+দৃশ—তুল্যরূপ দর্শন।

“নিমিত্তলক্ষণং জ্ঞানং শাকুনং ব্রহ্মদর্শনং।

অবস্তং সর্বহঃশেষু নরাণাং প্রতিনুশ্রতে॥” (রামাং অযো°)

বি+দৃশ—বিশেষরূপ দর্শন। সম্+দৃশ—সম্যক্ দর্শন।

“সংজ্ঞ্যস্তি নরাশ্চাত্তে ব্রহ্মপেণ বিনাশনং।” (ভারত)

দৃহ—বৃদ্ধি। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। পক্ষে দৃহি দৃহ ধাতু।

লট্ দর্হতি। ইদিং পক্ষে দৃহতি। লিট্ দদর্হ। লুঙ্ অদর্হীৎ, অদৃহীৎ।

“তমেতৈত্তোমৈঃ সপ্তদশৈরনুংহন” (ভাণ্ড্যঃ ত্রাঃ ৪।৫।৪)
দৃ—ভয়। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ দয়তি। লিট্
দদার। লুঙ্ অদারীৎ। গিচ্ দটাদি, দয়তি।

দৃ—বিদারণ। দিবাди, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষে ক্র্যাদি। লট্—
দীর্ঘ্যতি। ক্রাদি পক্ষে দৃণ্যতি।

“দৃণ্যতি চ রিপুন রণে।

দয়ন্তি অগদীশাশ্চ যন্ত দিপ্ৰবিজয়োত্তমে।” (কবিরং ৭৩)

লিট্ দদার, দদরতুঃ, দজতুঃ। লুট্ দরীভা, দরিতা।
লুট্ দরিত্যতি, দরীভ্যতি। লুঙ্—অদারীৎ, অদারিষ্টাৎ, অদা-
রিষুঃ। যঙ্ দেদীর্ঘ্যতে। যঙলুক্ দাদতি। সন্ দিদরিত্যতি,
দিদীর্ঘ্যতি। গিচ্ দারয়তি। লুঙ্ অদদরৎ। অব+দৃ—অব-
দারণ। ধনন। বি+দৃ—বিদার।

“স্তনং বিদদার কাংকঃ” (অনর্থঃ ১২২)।

দে—দেঙ্ দে ধাতু। পালন। ভাদি, আত্মনে, অনিট্। লট্
দয়তে। লিট্ দদে। লুট্ দাভা। লুট্ দান্ততে। আশীলিঙ্
দাসীষ্টে। লুঙ্ অদিত। অদিষাভ্যং, অদিষত। অদিথাঃ।
সন্ দিৎসতে। যঙ্ দেদীয়তে। যঙলুক্ দাদেতি। গিচ্
দাপয়তি। কর্ণবাচ্যে দীয়তে।

দে—দেবু দেব ধাতু। ১ দেবন, ক্রীড়া। ২ রোদন। ৩ দীপ্তি।
ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ দেবতে।

“দেবতে কল্টেকনিভাং” (কবিরং ৬০)

লিট্ দিদেবে। লুট্ দেবিভা। লুঙ্ অদেবিষ্টে। অদেবিষা-
ভ্যং। গিচ্ দেবয়তি। লুঙ্ অদিদেবৎ। পরি+দেব—পরি-
দেবন, বিলাপ।

“বিলাপঃ পরিদেবনং” (অমর)

“পরদৃশয়ে ভ্রাত্রোঃ পর্যদেবিষ্টে সা পুরঃ” (ভট্ট)

দৈ—দৈপ দৈ ধাতু। শোধন, শুদ্ধীকরণ। ভাদি, পরস্মৈ, অক,
অনিট্। লট্ দায়তি।

“যোহবদায়তি কীর্ত্তিক” (কবিরং ১৭)

লিট্ দদৌ। লুট্ দাভা। লুট্ দান্ততি। আশীলিঙ্ দায়াৎ।
লুঙ্ অদাসীৎ। সন্—দিদাসতি। যঙ্ দাদায়তে। যঙলুক্
দাদাতি। গিচ্ দাপয়তি। লুঙ্ অদীদপৎ। অব+দৈ—
শুদ্ধীভাব।

দৌ—ছেদন। দিবাди, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ভাতি। লিট্
দদৌ। লুট্ দাভা। আশীলিঙ্ দেয়াৎ। লুঙ্ অদাৎ। কর্ণ-
বাচ্যে দীয়তে। সন্ দিৎসতি।

“শিরোহবদাতি বিবিষাৎ” (কবিরং ২৪)

দ্য—অভিগমন। অভিসর্পণ। অদাদি, পরস্মৈ, সক, অমিট্।
লট্ ভোতি। লিট্ হত্ভাব। লুট্ ভোভা। লুঙ্ অদ্যোষীৎ।

“গৃহান্নানিরগাৎ বালী সিংহো যুগ্মিষ চ্যাবন্।” (ভট্ট)।

দ্য—দীপ্তি, প্রকাশ। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্
দ্যোততে। লট্ দিহ্যতে। লুট্ ভোতিভা। লুট্ ভোতিষ্যতে।
আশীলিঙ্ ভোতিষীষ্টে। লুঙ্ অহ্যতৎ, অভোতিষ্টে। সন্
দিহ্যতিষতে, দিহোতিষতে। যঙ্ দেহ্যভ্যতে। যঙলুক্
দিহোতি। গিচ্ দ্যোতয়তি। লুঙ্ অদিহ্যতৎ।

“গোপনীয়ং কমপার্থং ভোতরিদ্যা কথকন।” (সাহিত্য-
১০ পরিঃ)। উদ্+দ্যৎ—উজ্জ্বল্য। বি+দ্যৎ—শোভা।

“ব্যলোতিষ্টে সভাবেদ্যামসৌ নরশিখিহরী।”

(মাঘ ২।২)

ভৈ—ভুক্করণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ দায়তি।
লিট্ দদৌ। লুট্ ভাভা। লুঙ্ অদ্যাসীৎ।

ভ্রম—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভ্রমতি। লিট্
ভ্রাম। লুট্ ভ্রমিতা। লুঙ্ অভ্রমীৎ।

ভ্রা—১ পলায়ন। ২ নিজা। নিজা অর্থে প্রায়ই নি পূর্বক
প্ররোগ হইয়া থাকে। অদাদি, অক, অনিট্। লট্ ভ্রাতি।
লিট্ ভ্রৌ। দজতুঃ। লুট্ ভ্রাভা। আশীলিঙ্ ভ্রায়াৎ, ভ্রেয়াৎ।
লুঙ্ অভ্রাসীৎ, অভ্রাসীষ্টাৎ। সন্ দিভ্রাসতি। লুঙ্
অদিভ্রপৎ। ক্র-ভ্রাণ যঙ্ দাভ্রায়তে। যঙলুক্ দাভ্রাতি,
দাভ্রেতি। গিচ্ ভ্রাপয়তি। অপ+ভ্রা—অপসরণ।

ভ্র+ভ্রা—প্রকৃষ্টরূপে পলায়ন। নি+ভ্রা—নিজা, মেধা-
নাড়ীসংযোগরূপ নিজা।

“তদা নিদভ্রাবুপপলং থগঃ” (নৈষধ)

ভ্রাঙ্—ক্র-ভ্রাণি ভ্রাঙ্ ক্রধাতু। ১ আকাজ্জা। ২ ঘোরশব্দ।
ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভ্রাঙ্ কতি। লিট্ দভ্রাঙ্ক।
লুঙ্ অভ্রাঙ্কীৎ।

ভ্রাঘ—ভ্রাঘ ভ্রাব ধাতু। ১ শোধন। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য।
৪ নিবারণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ভ্রাঘতি। লিট্
দভ্রাঘ। লুঙ্ অভ্রাঘীৎ। গিচ্ ভ্রাঘয়তি। লুঙ্ অদভ্রাঘৎ—ত।

ভ্রাঘ—ভ্রাঘ ভ্রাব ধাতু। ১ সামর্থ্য। ২ আয়াম, দীর্ঘীকরণ। ভাদি,
আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ভ্রাঘতে। লিট্ দভ্রাঘে।

“ভ্রাঘতে বপুস্ত্যর্থং যদ্বিযোগে যুগীদৃশাৎ।”

(কবিরং ১০৯)

লুট্ ভ্রাঘিতা। লুঙ্ অভ্রাঘিষ্টে। গিচ্ ভ্রাঘয়তি। লুঙ্
অদভ্রাঘৎ—ত।

ভ্রাড্—বিভেদ। ভাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লিট্ ভ্রাড্ভে।
লিট্ দভ্রাডে। লুঙ্ অভ্রাডিষ্টে।

ভ্রাহ—ভ্রাহ ভ্রাহ ধাতু। ১ আগরণ। ২ মিলেকপ। ভাদি, আত্মনে,
অক, সেট্। লট্ ভ্রাহতে।

‘জাহতে চ নিশাগমে।’

লিট্ দজাহে। লুট্ জাহিতা। লুঙ্ অজাহিষ্টে। গিচ্ জাহয়তি। লুঙ্ অদজাহৎ—ত।

ক্র—১ গতি। ২ জবীভাব। ৩ পলায়ন। ভাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ জবতি। লিট্ হজাব। হ্রস্বতুঃ। হ্রস্বোথ। লুট্ জোভা। লুট্ জোঘতি। আশীলিঙ্ জয়াৎ। লুঙ্ অহ্রস্বৎ। সন্ হ্রস্বতি। যঙ্ দোজয়তে। যঙলুক্ দোজোতি। গিচ্ জাবয়তি। লুঙ্ অহ্রস্বৎ। সন্ দিজাবয়তি। হ্রজাবয়তি। অহু+ক্র—অহুসরণ। উপ+ক্র—উপক্রব। প্র+বি+ক্র—পলায়ন।

ক্র—অমুতাপ। স্বাদি, পরমৈ, সক, অনিট্। লট্ ক্রণোতি। লুঙ্ অক্রোষীৎ। লিট্ হ্রজাব।

“স ভয়সাৎ চকারারৌন হ্রজাব চ কৃতান্তবৎ ॥” (ভট্ট)।

ক্রড্—মজ্জন। তুদাদি, পরমৈ, পক্ষে ভাদি, সক। লট্ ক্রডতি। ভাদি পক্ষে দ্রোড়তি। লুট্ ক্রডিতা। লিট্ হ্রজোড়। লুঙ্ অক্রোড়ীৎ।

ক্রণ—১ হিংসা। ২ গতি। ৩ কোটীলা। তুদাদি। পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ক্রণতি।

“ক্রণতি প্রকৃতো যন্ত দিশুৎথু রিপুত্রকঃ।” (কবির ১৪০)

লিট্ হ্রমোণ। লুট্ ক্রণিতা। লুঙ্ অক্রণীৎ। লুট্ ক্রণিঘতি।

ক্রহ—অনিষ্টচিন্তন। জিংঘাশা, অপকার। দিবাদি, পরমৈ, সক, বেট্। লট্ ক্রহ্যতি। লিট্ হ্রজোহ। হ্রস্বতুঃ। হ্রজোহ, হ্রজোহিথ। লুট্ জ্রোহা, জ্রোঢা, জ্রোহিতা। লুট্ জ্রোহতি, জ্রোহিঘতি। লুঙ্ অক্রহৎ। সন্ হ্রজোহিষতি, হ্রজহিষতি। জ্রহ্ৰস্বতি। যঙ্ দোক্রহতে। যঙলুক্ দোক্রোহি, দোক্রোহি। গিচ্ হ্রজোহয়তি। লুঙ্ অহ্রস্বৎ। অতি+ক্রহ—নিম্না, অপকার। বি+ক্রহ—বিজ্রোহ।

ক্র—ক্রঙ্ ক্রধাতু। গতি। হিংসা। স্বাদি, পক্ষে ক্র্যাদি, উত্তর-পদী, সক, সেট্। ক্রণোতি। ক্রণুতে। ক্র্যাদি পক্ষে ক্রণতি, ক্রণীতে। লুট্ হ্রজাব, হ্রজবে। লুঙ্ অক্রাবীৎ। অক্রবিষ্টে। লুট্ জ্রবিতা।

ক্রেক—ক্রেক্ ক্রেক্ ধাতু। ১ শব্দ। ২ উৎসাহ। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। লট্ ক্রেকতে। লিট্ দিক্রেকে। লুঙ্ ক্রেকিতা। লুঙ্ অক্রেকিষ্টে। গিচ্ ক্রেকয়তি। লুঙ্ অদিক্রেকৎ-ত।

ক্রৈ—স্বপ্ন। ভাদি, পরমৈ, অক সেট্। লট্ ক্রায়তি। লিট্ দক্রৌ। লুঙ্ অক্রাসীৎ।

ক্রিষ—বৈবর। অক্রীতি, ক্রিষ। নিম্না। বিরোধ। অদাদি, উত্তর-পদী, সক, অনিট্। লট্ ক্রিষতি। ক্রিষ্টঃ, ক্রিষতি। ক্রিষ্ণি। দিষ্টে। লোট্ হি-ক্রিষ্টি। লিঙ্ ক্রিষাৎ। ক্রিষীত। লঙ্ অক্রিষ্টে,

অক্রিষ্টঃ, অক্রিষ্টুঃ অক্রিষ্টে। লিট্ দিক্রেষ। দিক্রেষিথ। দিক্রিষে, দিক্রিষিষে। লুট্ ক্রিষ্টা। লুট্ ক্রিষ্ণতি-তে। আশীলিঙ্ ক্রিষ্টাৎ, ক্রিষ্টিষ্ট। লুঙ্ অক্রিষ্ণৎ-ত। সন্ দিক্রিষ্ণতি-তে। যঙ্ দিক্রিষ্ণতে। যঙলুক্ দিক্রেষ্টি। গিচ্ ক্রিষয়তি। লুঙ্ অদিক্রিষ্ণৎ-ত।

‘সংবৎসরং প্রতীক্বেত বিবর্তীং যোষিতং পতিঃ।’ (মহু)

বি+বিব—বিবেষ, বিরাগ।

ধৃ—১ আচ্ছাদন। ২ অনাদর। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ধরতি। লিট্ দধার। দধরতুঃ। লুট্ ধরিষতি। লুঙ্ অধারীৎ। অধারীঃ।

ধক্—নাশন। চুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্ ধকয়তি-তে। লিট্ ধকরাংচকার, চক্রে। লুঙ্ অদধকৎ-ত।

ধগ্—শব্দ। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ধগতি। লিট্ দধাগ। লুট্ ধগিতা। লুঙ্ অধাগীৎ, অধনীৎ।

ধন—ধাত্তোৎপাদন। জুহোতাদি, পরমৈ, সেট্। লট্ দধন্তি। লিট্ দধান। লুঙ্ অধানীৎ, অধনীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

ধষ—ধবি ধব ধাতু। গতি। ভাদি, পরমৈ, সক, সেট্। লট্ ধষতি। লিট্ দধষ। লুঙ্ অধষীৎ। লুট্ ধষিতা।

ধা—১ ধারণ। ২ পোষণ। ৩ দান। জুহোতাদি, উত্তরপদী, সক, অনিট্। লট্ দধাতি, ধন্তঃ, দধতি। ধন্তে, দধাতে, দধতে।

“দধতে শাসনং যন্ত শিরসা চ নরেশ্বরঃ।” (কবির ১৭৪)

লোট্ হি—ধেহি। স্ব—ধৎস্ব। লিঙ্ দধাৎ। লঙ্ অদধগৎ, অধন্তাৎ, অদধুঃ। অধন্ত, অদধত। লিট্ দধৌ। দধিথ। দধাথ, দধিব, দধে। লুট্ দধৌ। দধিথ। দধাথ। দধিব। দধে। লুট্ ধাতা। লুট্ ধাত্তি-তে। আশীলিঙ্ ধেয়াৎ। ধাসীষ্ট। লুঙ্ অধাৎ, অধাতাৎ, অধুঃ। অধিত, অধিষাতাৎ, অধিষত। কৰ্ম-বাচ্যে ধীয়তে। লিট্ দধে। লুট্ ধায়িতা। লুট্ ধায়িষ্যতে। আশীলিঙ্ ধায়িষীষ্টে। লুঙ্ অধায়ি। অধায়িষত। সন্ ধিৎসতি-তে। যঙ্ দেধীয়তে। যঙলুক্ দাধেতি, দাধাতি। গিচ্ ধাপ-য়তি। লুঙ্ অদীধপৎ। অতি+ধা—অতিক্রম করিয়া ধারণ, অতিশয় ধারণ।

“আয়ুধুর্ন্তে অতিহিতং পরাচৈঃ।” (অথর্ক ৭।৫৩৩)

অধি+ধা—অধিকরূপে ধারণ। অহু+ধা—পশ্চাৎ ধারণ। অন্তর+ধা—আচ্ছাদন। বস্তুস্তরের দ্বারা ব্যবধান। তিরোধান। অপি+ধা—তিরোধান। আচ্ছাদন। অপির অকার বিকল্পে লোপ হয়।

‘পিধানমপিধানং।’ (অমর)

অতি+ধা—কখন।

“সাক্ষাৎ সঙ্কেতিতং সৌহৃদমতিথন্তে স বাচকঃ ।”

(কাব্য প্রকাশ)

প্রতি + অতি + ধা—প্রত্যুত্তর কথন ।

“ময়া চ প্রত্যভিহিতং দেবকার্যার্থদর্শনাৎ ।”

(ভারত উৎ ১৯ অ°)

অব + ধা—মনঃসংযোগবিশেষ । অভিনিবেশ । অধঃ-
স্থাপন । পাতন ।

“বাংতে কৃত্যাং কুপে অবদধুঃ ।” (ঋক্ ১।১০৫।১৭)

বি + অব + ধা—আচ্ছাদন । অপবারণ ।

“প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহং ।” (রঘু)

‘অন্তর্জা ব্যবধা পুংসি অন্তর্জগপবারণং ।’ (অমর)

আ + ধা—আরোহ । আরোপণ । স্থাপন ।

“জ্যেষ্ঠায়াং চন্দ্রচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ।”

(ভারত বনপর্ব ২৯২ অ°)

অতি + আ + ধা—মর্যাদা অতিক্রম করিয়া ধারণ ।

“যদিত্যাদিহ গোবিন্দো নৈতদত্যাহিতং ভবেৎ ।”

(হরিবংশ ১৭১ অ°)

অহু + আ + ধা—পশ্চাদাধান । উপ + আ—ধা । ১ ধর্ম-

চিন্তা । ২ সামীপ্যে আধান । ৩ অগ্ন্যুৎপাত । ৪ সংযোজন ।

“তত্ত্ব নিক উপাহিত আস ।” (শত° ব্রা° ১১।৪।১১)

নিম্ন + আ + ধা—নিরাকরণ ।

“যঃ ক্রব্যাৎ নিরাদধৎ” (অথর্ব° ১২।২।৩৯)

পরি + আ + ধা—পরিতঃ স্থাপন । বি + আ + ধা—
বিশেষরূপ পীড়া ।

“যত্নাখ্যন্য প্রজয়া বা ব্যাধীরেত ।” (ঋতি)

সম্ + আ + ধা—প্রথম আকৃষ্ট দোষের নিরাকরণ ।

সিদ্ধান্ত উক্তি দ্বারা দোষ সমাধান ।

‘সমাহিতঃ সমাধিস্থে’ (মেদিনী)

সম্যক প্রকারে চিন্তের ঈশ্বরাদিতে সংস্থাপন । সমাধি ।

“অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্যেযি ময়ি স্থিরং ।” (গীতা)

সম্যক আরোপণ ।

“সৌহং ভারং সমাধাত্তে হুয়ি স্বং বোতুমহঁসি ।”

(ভারত জ্ঞোপর্ব ১১ অঃ)

আবিস্ + ধা—আবির্ভাব । প্রকাশন । উপ + ধা—
সামোপ্যরূপে স্থাপন ।

“ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি” (রঘু)

• তিরস্ + ধা—অন্তর্ধান । প্রচ্ছাদন ।

“ইতি ব্যাধত্যা বিবুধানু বিশ্বমোনিতিরোদধে ।” (কুমার)

নি + ধা—স্থাপন ।

“যন্ত পশ্চেরিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্রিতৌ ।” (মহু)

প্র + নি + ধা—একাগ্ররূপ মনঃস্থাপন ।

“ঈশ্বরপ্রণিধানায়া ।” (পাত° হ°)

প্রতি + নি + ধা—প্রতিনিধি । সম্ + নি + ধা—সম্যক
নিধান ।

“দুরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাহিহারসি ।” (মহু)

নৈকট্য সম্বন্ধ ।

“সমবেশং ন কুর্কীত নোষ্টৈঃ সরিহিতো হসেৎ ।” (মহু)

নৈকট্য স্থাপন ।

“স চাহং সহ-সখ্যা ধনমিত্রেণ তত্র সংস্কাধিমি ।” (দশকুমার)

পরি + ধা—বেষ্টন । আচ্ছাদন ।

“দৃষ্টিং পরিদধে কৃষে রোহিণেয়ে চ দারুণাং ”

(হরিবংশ ৭১ অঃ)

বি + পরি + ধা—পরিবর্তন দ্বারা আচ্ছাদন ।

“আচান্ডঃ পুনরাতামেৎ বাসো বিপরিধায় চ ।” (যাজবল্য)

পূরস্ + ধা—অগ্রতঃ স্থাপন । পুরোহিত ।

“তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়জুবং যযুঃ ।” (কুমার)

প্র + ধা—প্রকর্ষরূপে ধারণ । প্রতি + ধা—প্রক্ষেপ ।

“তদগ্রে চক্ষুঃ প্রতিদেহিরেমে ।” (ঋক্ ১০।৮৭।১২)

প্রতিকার জ্ঞাত্ত্বিধান । প্রতিবিধান ।

“দুইদৈবতমাশায় বজ্রো ধ্যানসমাধিনা ।

সর্কজ্ঞাত্ত্বিধিপাৎ শান্তিকং প্রতিধাত্তি ॥” (শতক্ৰদ্র°)

বি + ধা—করণ । বিধান ।

“তত্ত্ব তত্ত্বাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধ্যামহং ।” (গীতা)

কর্তব্যভাৱে উপদেশ । অহু + বি + ধা—তুল্যরূপ
আবরণ । পশ্চাৎকরণ ।

“ইজ্জয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহুবিধীরতে ।” (মহু)

প্রতি + বি + ধা—প্রতিকরণচরণ । প্রতীকার । শ্রদ্ +
ধা—আদর । বিশ্বাস । সম্ + ধা—সম্যক বিধান । যোজন ।
প্লেষণ । অভিসন্ধি । অতি + সম্ + ধা—অতিশয়শক্ত্যাদি
দ্বারা ব্যর্থন । সংযোজন ।

“স্বয়া চক্রমসাত্তিবিষ্মসনীয়াত্যাভিসন্ধীরতে কামি-
জনসার্থঃ ।” (শকুন্তলা)

অহু + সম্ + ধা—অহুসন্ধান । বিচারজ্ঞাত্ত্বিধান ।

“আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রবিরোধিনা ।

যন্তর্কেণাহুসন্ধতে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥” (মহু)

অভি + সম্ + ধা—তাৎপর্য্য । অভিলাষভেদ ।

“অভিসন্ধায় তু কলং দত্তার্থমশিষ্টেব যৎ ।” (গীতা)

প্রতি + সম্ + ধা—প্রতিকরণ সন্ধান ।

“প্রতিসন্ধায় চাত্ত্রাপি তে হতোহন্তত বিশাম্পতে।”

(ভারত ভীষ্ম ৭৫ অঃ)

ধাব—ধাবু ধাব ধাতু। ১ অব, বেগগতি। ২ মার্জন। শুদ্ধীকরণ। ভূমি, উভয়পদী, অব উ শুদ্ধি অর্থে অক, শুদ্ধীকরণ ও সংমার্জন অর্থে সক, সেট্। লট্ ধাবতি-তে।

“যত্র রোষাক্ষণা দৃষ্টি ধাবতে যত্র শাক্তবে।

পাশপাশি স্তত স্তম্ভিন্ যমদূতো হপি ধাবতি ॥” (কবিরং ১২৮)

লিট্ দধাব, দধাবে। লুট্ ধাবিতা। লুঙ্ অধাবীৎ। অধাবিষ্টে। সন্—দধাবিষতি-তে। যঙ্ দধাব্যতে। গিচ্ ধাবয়তি। লুঙ্ অদীধবৎ-ত। হর্গাদাস বলিয়া থাকেন এই ধাতুর অব অর্থে নিষ্ঠা প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু পদ্মনাভ গতি অর্থে ‘ধাবিত’ এইরূপ পদ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অহু+ধাব—অহুধাবন। পশ্চাদ্ধাবন। অহুসন্ধান। অপ+ধাব—পশায়ন। অতি+ধাব—অতি-মুখগতি। বি+নির+মার্জন।

ধি—ধৃতি। ভূদাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধিয়তি। লিট্ দিধায়। লুট্ ধেতা। লুঙ্ অধেযীৎ।

দিক্—সন্ধ্যাপন। ক্লেশ। জীবন। ভাদি, আত্মনে, অক, সন্ধ্যাপন অর্থে সক, সেট্। লট্ দিক্তে। লিট্ দিধিকে। লুঙ্ অধিক্ষিষ্টে।

ধিব—ধিবি ধিব ধাতু। ১ স্ত্রীণন। ২ গতি। ষাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। পক্ষে ভাদি। লট্ ধিনোতি। লিট্ দিধিষ। লুঙ্ অধিযীৎ। লুট্ ধিষিতা। লুট্ ধিষিষ্যতি। ভাদি পক্ষে ধিষতি।

ধিব—রব। জুহোতাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ দিধেষ্টি। লিট্ দিধেষ। লুঙ্ অধেযীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

“ধিবা যদি ধিষণ্যন্তঃ সরণ্যান্ অদন্তো” (ঋক্ ৪২.১৬)

ধী—ধীজ্ ধী ধাতু। অনাদর। আরাধন। দিবাদি, আত্মনে, সক, অনিট্। লট্ ধীয়তে। লিট্ দিধ্যো। লুট্ ধেতা। লুট্ ধেয্যতে। লুঙ্ অধেষ্টে। ক-ধীন।

“সত্যং পরং ধীমহি” (ভাগ ১।১।১)

ধু—ধুঞ্ ধু ধাতু। ষাদি, উভয়পদী, পক্ষে ক্র্যাদি, সক, সেট্। লট্ ধুনোতি, ধুহুতে। ধুনীতে। লিট্ হুধাব। হুধবে। লুট্ ধোতা। লুঙ্ অধোযীৎ। অধোষ্টে।

ধুক—১ সন্ধ্যাপন। ২ ক্লেশন। ৩ জীবন। ভাদি, আত্মনে, অক, সেট্। লট্ ধুকতে। লিট্ হুধুক্। লুট্ ধুকিতা। লুঙ্ অধুক্শিষ্টে। সন্ হুধুক্শিষতে। যঙ্ দোধুক্যতে। যঙ্-লুক্ দোধুষ্টি। গিচ্ ধুকয়তি। লুঙ্ অহুধুকৎ। সন্+ধুক—সন্ধ্যাপন।

ধূর্ব—হিংসা। ষাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধূর্বতি। লিট্ হুধূর্ব। লুঙ্ অধূর্বীৎ।

ধু—ধুঙ্ ধু ধাতু। কাম্পন। ষাদি, ক্র্যাদি, ভাদি, ভূদাদি, উভয়-পদী, সক, সেট্। লট্ ভাদি ধবতি-তে। লিট্ হুধাব, হুধবে। লুট্ ধবিতা। লুঙ্ অধাবীৎ। ভূদাদি, লট্ ধুবতি। লুট্ ধুবিতা। লুঙ্ অধুবীৎ। ষাদি, লট্ ধুনোতি, ধুহুতে। ক্র্যাদি লট্ ধুনোতি, ধুনীতে।

ধুনোতি চম্পকবনানি ধুনোত্যশোকং

চুতং ধুনোতি ধুবতি ক্ষুটিতাতিমুক্তং।

বায়ুবিধুনয়তি চম্পকপুশ্পরেণু

যৎকাননে ধবতি চন্দনমঞ্জরীক ॥” (কবিরং ৮)

লিট্ হুধাব। হুধবে। লুট্ ধোতা, ধবিতা। লুট্ ধোষ্যতি-তে। ধবিষ্যতি-তে। লুঙ্ অধাবীৎ, অধাবিষ্টাৎ, অধাবিষুঃ। অধোষ্টে, অধাবিষ্টে। সন্ হুধবতি-তে। যঙ্ দোধুয়তে। যঙ্-লুক্ দোধোতি। গিচ্ ধুনয়তি। অব+ধু—নিরাশ। আ+ধু—ঋষৎকম্প। উদ্+ধু—উৎকম্প। নির+বি+ধু—নিরাস। ক্ষয়।

“বিধূতপাপান্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং।” (স্বতি)

ধু—কাম্পন। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধুনয়তি-তে। লিট্ ধুনয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অহুধুনৎ-ত।

ধূপ—সস্তাপন। সজ্জীকরণ। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধূপায়তি-তে। লিট্ ধূপয়াংচকার, চক্রে। লুট্ ধূপায়িতা, ধূপিতা। লুঙ্ অধূপায়ীৎ, অধূপীৎ।

“ধূপায়তীব পটলৈবনীরদানাং” (মাঘ)

ধূপ—দীপ্তি। চুরাদি, উভয়পদী, অক, সেট্। লট্ ধূপয়তি-তে। লিট্ ধূপয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অহুধূপৎ-ত।

ধূর—১ বধ। ২ গতি। ধূরী ধূর ধাতু। দিবাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ ধূর্যতে। লিট্ হুধূরে। লুট্ ধূরিতা। লুঙ্ অধূরিষ্টে।

ধূর্ব—ধূর্বী ধূর্ব ধাতু। হনন। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধূর্বতি। লিট্ হুধূর্ব। লুঙ্ অধূর্বীৎ।

ধূশ—(য), (স)—শোভন। কান্তিকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ ধূশয়তি-তে। লিট্ ধূশয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অহুধূশৎ-ত।

ধু—হ্রিতি। হ্রতি। ভাদি, উভয়পদী, হ্রিতি অর্থে অক, হ্রতি অর্থে সক, অনিট্। লট্ ধরতি-তে। লিট্ দধার, দধে। লুট্ ধর্তা। লুঙ্ অধার্বীৎ। অধৃত।

ধু—ধুঙ্ ধু ধাতু। ১ পতন। ২ অবধ্বংসন। ভাদি, আত্মনে, পক্ষে ভূদাদি, অনিট্। লট্ ধরতে। ভূদাদি পক্ষে ধ্রিয়তে।

"ধরতে বো ধরং ধর্যাং বীরাং ধারয়তি ধবং।

ধ্রিয়তে যত্র বীঃ সম্যক্ ধ্রিয়তি শ্রীশ্চ শাখতীঃ ॥" (কবিরং ৩৫)

লিট্ দধার, দধ্রে। লুঙ্ অধারীং, অধাঠাং, অধারুঃ।
অধৃত, অধুষতাং, অধুষত। কর্মবাচ্যে ধ্রিয়তে। লুঙ্
অধারি। সন্ দিধীষতি-তে। যঙ্ দেধীষতে। গিচ্
ধারয়তি-তে। লুঙ্ অদীধরং-ত।

উদ+ধু—উত্তোলন করিয়া ধারণ। উদ্ধার।

ধু—ধারণ। চুরাদি, উত্তরণদী, সক, সেট্। লট্ ধারয়তি-
তে। লিট্ ধারণাচকার, চক্রে। লুঙ্ অদীধরং-ত।

"বৈণবীং ধারয়েদ্যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুং।" (মহু)

ধুজ—গতি। ধুজি ধুজ ধাতু। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্
ধুজতি। লিট্ দধুজ। লুঙ্ অধুজীং। কেহ কেহ এই ধাতু
ইদিং বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে লট্ ধুজ্জতি।
লিট্ দধুজ্জ। লুঙ্ অধুজ্জীং।

• "হরো মহেশ্বরশৈব শূলপাণিঃ শিখাঞ্চকুঃ।" (হুতি)

ধ্ব—১ সংহতি। ২ হিংসা। ভাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভাদি,
সংহতি অর্থে অক্ হিংসা অর্থে সক্ সেট্। লট্
ধ্বকোতি।

"ন ধ্বকোতি ঞ্জরোরঞ্জন ধ্বতি নিজাঃ প্রজাঃ।

তমেব ধ্বরতোকং।" (কবিরং ৮৭)

লুঙ্ অধ্বকোং। লিট্ দধ্ব, দধ্বতুঃ। ভাদি পক্ষে
লট্ ধ্বতি। লুট্ ধ্বিতা। লৃট্ ধ্বিষ্যতি। লুঙ্ অধ্বীং,
অধ্বিঠাং, অধ্বিষুঃ। সন্ দিধ্বিষতি। যঙ্ দদীধ্বতে।
যঙ্লুক্ দদীধ্বতি। গিচ্ ধ্বয়তি। লুঙ্ অদধ্বং, অদীধ্বং।
ধ্ব—ক্রোধ। অভিভব। চুরাদি, উত্তরণদী, পক্ষে ভাদি,
পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধ্বয়তি-তে। লিট্ ধ্বয়াচকার,
চক্রে। লুঙ্ অদীধ্বং-ত। অদধ্বং-ত। ভাদি পক্ষে লট্
ধ্বতি। লুঙ্ অধ্বীং।

ধু—বয়োহানি। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধুশতি।
লিট্ দধর, দধরতুঃ। লুট্ ধরিতা, ধরিতা। লুঙ্ অধারীং।

ধে—ধেট্ ধে ধাতু। পান। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্।
লট্ ধয়তি। লিট্ দধো। লুট্ ধাতা। লৃট্ ধাততি, আশী-
লিঙ্ ধেয়াং। লুঙ্ অধাং, অধাসীং। অদধং, অধাতাং, অধা-
সিঠাং, অদধতাং। কর্মবাচ্যে ধীয়তে। লুঙ্ অধায়ি। সন্
ধিৎসতি। যঙ্ দেধীয়তে। যঙ্লুক্ দধেতি। দাধাতি।
গিচ্ ধাপয়তি। সম্+ধে—সন্ধি।

"ন সন্ধয়তি কেনাপি সর্বত্র বিজয়ী নৃপঃ।" (কবিরং ১০২)

ধেক—দর্শন। অদন্তচুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ ধেক-
য়তি। লিট্ ধেকরাচকার। লুঙ্ অদধেকং।

ধোর—১ গতি। ২ চাতুর্য। ভাদি, পরস্মৈ, গতি অর্থে সক্
চাতুর্য অর্থে অক্ সেট্। লট্ ধোরতি।

"ধোরন্ত্যধোরণাক্রান্তা বিনৌতা যত্র বারণাঃ।" (কবিরং ১০৯)

লিট্ দধোর। লুঙ্ অধোরীং। গিচ্ ধোরয়তি। লুঙ্
অধুধোরং।

ধা—১ লম্বাদিবাহন। ২ অধিসংযোগ। ৩ শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ,
অক, অনিট্। লট্ ধমতি। লিট্ দধো। দধতুঃ। লুট্
ধাতা। লৃট্ ধাততি। আশীলিঙ্ ধেয়াং, ধায়াং। লুঙ্
অধাসীং। অধাসিঠাং। কর্মবাচ্যে ধায়তে। লুঙ্
অধায়ি। সন্ দিধ্যাসতি। যঙ্ দেধীয়তে। যঙ্লুক্ দাধেতি,
দাধাতি। গিচ্ ধাপয়তি। লুঙ্ অদিধ্যাপং। জ—ধাত।
আ+ধা—শব্দ। দাহ। স্বীতি।

ধৈ—চিন্তা। ধ্যান। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্ ধায়তি,
লিট্ দধো। দধতুঃ। লুট্ ধাতা। লৃট্ ধাততি। আশী-
লিঙ্ ধেয়াং, ধায়াং। লুঙ্ অধাসীং, অধাসিঠাং। সন্
দিধ্যাসতি। যঙ্ দাধ্যায়তে। যঙ্লুক্ দাধ্যাতি। গিচ্
ধ্যাপয়তি। লুঙ্ অদিধ্যাপং। অহু+ধৈ—অহুশ্রবণ। চিন্তা।
অহুগ্রহ। অতি+ধৈ—চিন্তা। স্কর। পরধনলিপ্সা।
নি+ধৈ—শ্রবণ-দর্শন।

"নির্বর্ণনন্তু নির্ধানং দর্শনালোকনেনকং।" (অমর)

এজ—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ এজতি। লিট্
দএজ। লুঙ্ অএজীং, অএজীং। কেহ কেহ এই ধাতু
ইদিং বলেন। তাহাদের মতে এজতি। লিট্ দএজ। লুঙ্
অএজীং। কর্মবাচ্যে এজ্যতে। এজ্যতে।

এগ—শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ এগতি। লিট্
দএগ। লুঙ্ অএগীং, অএগীং।

এস—উজ্জ্বলিত। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, পক্ষে চুরাদি, অক, সেট্।
লট্ এয়াতি। লিট্ দএস। লুঙ্ অএসীং, অএসীং।
চুরাদি পক্ষে এসয়তি। লিট্ এসয়াচকার। লুঙ্
অদএসং।

এা—গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ এতি। লিট্
দএো। লুঙ্ অএসীং।

এক—এক এক ধাতু। ঘোর রব। ভাদি, পরস্মৈ, সক,
সেট্। লট্ এয়তি। লিট্ দএক। লুঙ্ অএকীং।
কর্মবাচ্যে এয়্যতে।

এাষ—১ পোষণ। ২ শক্তি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্।
লট্ এয়াতি। লিট্ দএাষ। লুঙ্ অএাষীং। ঋনিং হইলে
অদএাষং-ত।

প্রাচ-শক্তি। ভাদি, আয়নে, অক, সেট্। লট্ প্রাচতে।

লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ। ঋদিং হইলে অদ্রাঘৎ-ত।

প্রাচ-খিত্তে। ভাদি, আয়নে, সক, সেট্। লট্ প্রাচতে।

লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচ-গতি। ভাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ প্রাচতি।

লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রা-১। ১। ২। সর্পণ গতি। ভাদি, পরস্মৈ, পক্ষে ভাদি,

পক্ষে প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ। ভাদি

পক্ষে প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

প্রাচিৎ। লিট্ দ্রাঘে। লুঙ্ অপ্রাচিৎ।

ইত্যাদি বচনে এই রূপই বোধ হয়। ক্রমশঃ ধাতু শব্দের অর্থ সন্নিবিষ্ট হইয়া আইসে এবং কতিপয় বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট ধনিজ দ্রব্য ঐ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। ধাতুর সংখ্যা কখনও সাত, কখনও আট, কখনও বা নয়, বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, রত্ন, বশদ (দস্তা), মীল, লৌহ, এই সপ্ত ধাতু। পারদসমেত লইয়া ধাতুর সংখ্যা আট। কাঁসা ও পিতল যোগ করিয়া নয়। কাঁসা ও পিতল যে অজ্ঞাত ধাতু মিশাইলে উৎপন্ন হয়, তাহার নির্ণয় হইলে ধাতুর তালিকা হইতে তাহাদের নাম সরাইয়া উপধাতু নামে আর এক শ্রেণীর পদার্থ মধ্যে উহাদিগকে নিবেশিত করা হয়। উপধাতু বলিলে কাংজ, পিত্তলাদির মত মিশ্রধাতু বুঝাইত। ইহাদের ইংরাজী নাম alloy.

ধাতুর ব্যবহারের সহিত মানবজাতির সভ্যতার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিত না। তাহার কারণ এই যে অধিকাংশ ধাতুই বিত্তল ও ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে বিশেষ পরিশ্রমে ও বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বনে আকরিক পদার্থ হইতে বাহির করিয়া শোধন করিয়া লইলে তবে ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত হইবার পূর্বে শিলাখণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। শিলাখণ্ড মজিয়া ঘষিয়া অন্নাদি নির্মিত হইত। ক্রমে ব্রঞ্জাদি উপধাতু আবিষ্কৃত হয় ও ক্রমশঃ লৌহ ও অপরাপর ধাতু আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

লৌহ আবিষ্কারের পর হইতে মনুষ্যজাতির সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। লৌহ নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং বহু পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া অজ্ঞাত ধাতুর অপেক্ষা মূল্যেও কম। বর্তমানকালে সমুদ্র ধাতুর মধ্যে লৌহেরই প্রাধান্য; কিন্তু এই প্রাধান্য চিরকালই অব্যাহত থাকিবে তাহা বলা যায় না। Aluminium নামক ধাতু বোধ হয় লৌহার অপেক্ষাও অধিক কাজে লাগিতে পারে; পৃথিবীতে লৌহের অপেক্ষাও প্রচুরতর পরিমাণে এই ধাতু বর্তমান। কিন্তু বর্তমানকালে এই ধাতু বিত্তল আকারে বাহির করা কষ্টসাধ্য; এই জন্য এখনও ইহার মূল্য লৌহার তুলনায় অনেক অধিক।

উল্লিখিত আটটি বিত্তল ধাতুর মধ্যে কোনটা কখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ করা কঠিন।

সকল ধাতু সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ কোন ধাতু কোন প্রদেশে কোনটা অজ্ঞ প্রদেশে প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবেক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

ধন-শব্দ। ভাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ ধনতি।

“ধনস্তি যদগ্গণান্ মর্ত্যো ধনয়স্তি চ খেচরাঃ।” (কবিরং ২৫৫)

লিট্ দধ্বান। লুট্ ধনতি। লুট্ ধনয়তি। লুঙ্ অধ্বানীৎ, অধ্বানীৎ। সম্ দধ্বনিষতি। বঙ্ দধ্বনয়তি।

বঙ্ লুক্ দধ্বনয়তি। গিচ্ ধনয়তি।

ধন-শব্দ। অদন্তচুরাদি, উত্তরপদী, সক, সেট্। লট্

ধনয়তি। লিট্ ধনয়তি। লুঙ্ অধ্বানীৎ।

ধ্বংস-১। ধ্বংস, অধঃপতন। ২। গমন। ভাদি, আয়নে,

অক, গতি অর্থে সক, সেট্। লট্ ধ্বংসতে। লিট্

দধ্বংসে। লুট্ ধ্বংসতি। লুট্ ধ্বংসয়তি। লুঙ্ অধ্বংসীৎ, অধ্বংসীৎ। সম্ দধ্বংসিষতি। বঙ্ দধ্বংসয়তি।

বঙ্ লুক্ দধ্বংসয়তি। গিচ্ ধ্বংসয়তি। লুঙ্ অধ্বংসীৎ, অধ্বংসীৎ।

ধ্বংস-২। ভাদি, পরস্মৈ, সক, অনিট্। লট্

ধ্বংসতি। লিট্ দধ্বংসতি। লুট্ অধ্বংসীৎ।

ধাতু-প্রাচীনকালে আকরিক পদার্থ যাক্কেই ধাতু বলিত।

ইংরাজীতে Mineral বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, ধাতু

বলিলেই বোধ করি এইরূপ “অঅবিষ্কৃত” বুঝাইত।

“স্বর্ণ-রূপ্য-মণিকা-হরিতাল-মনঃশিলাঃ।

গৈরিকাজন-কাসীদ-মীল-লৌহঃ সহিজুলাঃ।

গন্ধকোহুজক মিত্যাদ্য ধাতুবা গিরিসম্ভবাঃ॥”

অষ্টধাতুর মধ্যে তাত্র বহুদিন হইতে প্রচলিত এবং পিতলেরও আবিষ্কার প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। তাত্রের সহিত পিতলের একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রাচীন গ্রীকেরা জানিতেন। কিন্তু পিতল একটা উপধাতু মাত্র, ইহার মধ্যে তাত্র ও আর একটা স্বতন্ত্র ধাতু দস্তা বর্তমান আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের আবিষ্কার। যুরোপীয় রাসায়নিকদের মধ্যে বেলিল বালেস্তাইনের প্রাচীন দস্তার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তৎপরে পারাসেলুস দস্তাকে ধাতুর তালিকার নিবেশিত করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দস্তার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। পোর্টুগীজেরা এই ধাতু ভারতবর্ষে প্রথম আনয়ন করেন, তৎপরে উহা বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে গৃহীত হয়।

প্রাচীনকালে পরিচিত ধাতু পদার্থগুলি তাহাদের গুরুত্ব, ঔষ্ণ্য, ঘাতসহ্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্মের দ্বারা পণ্ডিতদের যথেষ্ট কৌতুহল উদ্ভূত করিয়াছিল। এই সকল বিশিষ্ট ধর্মের প্রভাবে ঐ সকল পদার্থ মনুষ্য জাতির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিত, বিভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন পদার্থ সকল মনুষ্য শরীরে নানাবিধ কল উৎপাদন করিয়া বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রেও ব্যবহৃত হইতেছিল। পণ্ডিতেরা বিবিধ কাল্পনিক ধর্ম ও কাল্পনিক সম্পর্ক ধাতুগণের উপর আরোপ করিতেন। যুরোপে এককালে সাতটি বিস্তৃত ধাতু ও সাতটি গ্রহ পণ্ডিতদের পরিচিত ছিল। এক এক গ্রহের সহিত এক এক ধাতুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রহপতি সূর্যের সহিত ধাতুপতি সূর্যের, কোমলশক্তি চন্দ্রের সহিত রৌপ্যের, তাত্রবর্ণ মঙ্গলের সহিত তাত্রের, চঞ্চলশক্তি দেবদূত বুধের (মার্কুরির) সহিত পারদের, ইত্যাদি।

“হরিভালঃ হরেবীর্ষ্যঃ লক্ষ্মীবীর্ষ্যঃ মনঃশিলা,

পারদঃ শিববীর্ষ্যঃ স্ত্রাৎ গন্ধকং পার্শ্বতীরজঃ।”

ইত্যাদি বাক্যেও এইরূপ কাল্পনিক সম্বন্ধারোপের চেষ্টা দেখা যায়। বিষ্ণু কোন অস্তুরকে বধ করিলেন, নিহত অস্তুরের মাংস হইতে তাত্র, শোণিত হইতে স্বর্ণ, অস্থি হইতে রৌপ্য উৎপন্ন হইল, ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান পুরাণাদি গ্রন্থে কীর্ণিত আছে। অতাপি তাত্ত্বিক মতাবলম্বী ও সম্যাসিসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোকে এইরূপ উপাখ্যানাদির সাহায্যসাধারণের কল্পনাবৃত্তি চালিত করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ষেদ শাস্ত্রে ধাতুসংক্রান্ত ঔষধের ব্যবহার অতি প্রাচীন-কাল হইতে প্রচলিত আছে। বিস্তৃত ধাতু ভীর্ণ হইয়া শরীর মধ্যে প্রবেশলাভ করে না, এই জন্য ধাতুকে সাধারণতঃ ভস্ম করিয়া লইতে হয়; অথবা আয়রণমারগাদি প্রক্রিয়া

দ্বারা রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়। তাত্র, লীল ও পারদ হইতে উৎপন্ন পদার্থ সাধারণতঃ মনুষ্য শরীরে বিবেক কার্য করে। উপযুক্ত মাত্রার ব্যবহার করিলে ইহার বিবিধ রোগের প্রশমনে সমর্থ হয়।

উল্লিখিত আটটি বিস্তৃত ধাতুব্যতীত আস্তিমনি, বিসমথ, আর্সেনিক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু অপেক্ষাকৃত আধুনিক-কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে পরিচিত বিস্তৃত ধাতুর সংখ্যা এগার বারটির অধিক ছিল না। সেই সময়ে বিখ্যাত সার হস্তী ডেবী ভাঙিত প্রবাহ সাহায্যে নুতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া নানাবিধ ধাতুর পদার্থ হইতে অনেকগুলি নুতন ধাতুর আবিষ্কার করেন।

তারপর এই প্রণালী ও অন্যান্য প্রণালী অবলম্বনে অনেক-গুলি নুতন ধাতুর আবিষ্কার হইয়াছে। আবিষ্কারের তারিখ বর্তমান প্রভাবে দেওয়া সম্ভবপর নহে। কোতুহলী ব্যক্তি অন্যান্য তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। গুণশ বৎসর পূর্বে বুনসেন ও কির্কফ (Bunsen and Kirchhoff) আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা নুতন ধাতু-পদার্থ আবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করেন। তাহার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি নুতন ধাতু এই অদ্ভুত উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীতে প্রণালীর অসাধারণ ক্ষমতা। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে সর নর্মান লকিয়ার সূর্যের আলোক পরীক্ষা করিয়া সূর্যের মধ্যে এক নুতন ধাতুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন ও সূর্যের গ্রীক নামানুসারে তাহার হিলিয়ম (Helium) নামকরণ করেন, সে সময়ে পৃথিবীতে ঐ ধাতুর অস্তিত্ব কেহ জানিত না। সম্ভ্রুতি ছই বৎসর মাত্র উহার পার্থক্য অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে পরিচিত মূলপদার্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর। তন্মধ্যে পোনেরটি বাদ দিয়া অবশিষ্টগুলিকে ধাতুর মধ্যে গণনা করা যায়।

শ্রেণী বিভাগ—মূল পদার্থগুলিকে দুইটি সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর ইংরাজি নাম metal ও non-metal or metalloid প্রথম শ্রেণীকে আমরা ধাতু ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অপধাতু বলিব। অপধাতুর সংখ্যা পোনেরটি মাত্র। আর্সেনিক ও উদজানকে ধাতুর মধ্যে গণ্য করিলে অপধাতুর সংখ্যা তেরটিমাত্র দাঁড়ায়। নিম্নের তালিকায় ধাতুগণের নাম ও পারমাণবিক গুরুত্ব atomic weight দেওয়া গেল। এই তালিকাত্ত্বিক ধাতু ব্যতীত আরও ধাতু পৃথিবীতে বা অন্ত জ্যোতিষিক বিস্তারিত থাকিতে পারে। তাহাদের আবিষ্কার কালসাপেক্ষ।

তালিকার প্রথম ধাতুগণের নামকরণ সম্বন্ধে একটা কথা

ধাতু আবৃত্তক। স্বর্ণাদি কতিপয় ধাতুর দেশীয় সংস্কৃত নাম প্রচলিত আছে। নবাবিহিত ধাতুসকলের ইংরেজি নাম ল্যাটিন নাম বাঙ্গালীর অনুবাদে কোনরূপ বদ্ব্যবহৃত হয় নাই। সাধারণের সমস্ত অনুবাদের প্রথা গৃহীত হই-বার পূর্বে বৈদেশিক নামগুলিই অক্ষরান্তরিত করিয়া গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

এই ভিত্তি এই তালিকার আমরা নামগুলি অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলাম। ল্যাটিন নামের শেষে um বা ium স্থানে আমরা সাধারণতঃ 'ক' ব্যবহার করিলাম; আর বাঙ্গালীর উচ্চারণ সৌকর্যার্থ হই এক আরগীর উচ্চারণের একটু আধটু ব্যতিক্রম করা গেল। কিন্তু এই সামান্য পরিবর্তনে নাম চিনিয়া লইবার কোন অনুবিধা ঘটিবে না।

১। (ক) লিথিয়াম (Lithium)	৭
সোডিয়াম (Sodium, natrum)	২৩
পটাশিয়াম (Potassium, kalium)	৩৯
রুবিডিয়াম (Rubidium)	৮৫
সেসিয়াম (Caesium)	১৩৩
(খ) তাম্র (Copper, cuprum)	৬৩
রৌপ্য (Silver, argentum)	১০৮
২। স্বর্ণ (Gold, aurum)	১৯৭
(ক) বেরিলিয়াম (Beryllium)	৯
ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	২৪
ক্যালসিয়াম (Calcium)	৪০
স্ট্রোন্টিয়াম (Strontium)	৮৭.৬
বেরিয়াম (Barium)	১৩৭
(খ) য়িন্ক (Zincum)	৬৫
ক্যাডমিয়াম (Cadmium)	১১২
পারদ (Mercury, hydrargyrum)	২০০
৩। (ক) স্ক্যান্ডিয়াম (Scandium)	৪৪
ইট্রিয়াম (Yttrium)	৮৯.৬
ল্যান্থানাম (Lanthanum)	১৩৮.৫
ইট্রবিয়াম (Ytterbium)	১৭৩
থোরিয়াম (Thorium)	২৩২
(খ) অলুমিনিয়াম (Aluminium)	২৭
গ্যালিয়াম (Gallium)	৭০
ইন্ডিয়াম (Indium)	১১৩
থল্লিয়াম (Thallium)	২০৩.৭
৪। (ক) টিটানিয়াম (Titanium)	৪৮
জিরকোনিয়াম (Zirconium)	৯০.৪

সেরিয়াম (Cerium)	১৪০.২
(খ) জার্মানিয়াম (Germanium)	৭২
স্ট্যানাম (Stannum, tin)	১১৮
প্লোম্বাম (Lead, plumbum)	২০৭
৫। (ক) বনডক (Vanadium)	৫১.১
নিওবিয়াম (Niobium)	৯৩.৭
(খ) আর্সেনিক (Arsenicum)	৭৫
অ্যান্টিমনি (Stibium, antimony)	১২০
বিসমথ (Bismuth)	২০৭.৫
৬। ক্রোমিয়াম (Chromium)	৫২
মোলিবডেনাম (Molybdenum)	৯৬
টংস্টেন (Tungsten)	১৮৪
ইউরেনিয়াম (Uranium)	২৩৮.৮
৭। মঙ্গনিক (Manganese)	৫৫
৮। (ক) লৌহ (Ferrum, Iron)	৫৬
কোবাল্ট (Cobalt)	৫৯
নিকেল (Nickel)	৫৯
(খ) রুথেনিয়াম (Ruthenium)	১০১.৫
রোডিয়াম (Rhodium)	১০৪
প্যালাডিয়াম (Palladium)	১০৬
অস্মিয়াম (Osmium)	১৯১
ইরিডিয়াম (Iridium)	১৯২.২
প্লাটিনাম (Platinum)	১৯৫
(গ) হেলিয়াম (Helium)	৪(৭)
কার, ভস্ম, লবণ।—বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে ও অন্যান্য উচ্চ নামে প্রসিদ্ধ কতকগুলি পদার্থের নাম পাওয়া যায়। ধাতুদের সহিত উহাদের সম্বন্ধ-বিচার আবশ্যক। কাঠ, পাতা প্রভৃতি উত্তীর্ণ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে চলিত ভাষায় ভস্ম বলে। এই সকল ভস্ম প্রায় কার্যশূন্য। বিশেষ উত্তীর্ণ-ভস্মে কার্যশূন্য বিশেষ মাত্রায় দেখা যায়। আয়ুর্কেন্দ্রে বিবিধ ধাতুকে ভস্মে পরিণত করিবার প্রণালী বর্ণিত আছে। আমাদের খাদ্য লবণ ব্যতীত সোরা, সালিমাটি প্রভৃতি পদার্থকেও লবণ বলিয়া অভিহিত দেখা যায়। ফলে আয়ুর্কেন্দ্র-শাস্ত্রোক্ত কার, ভস্ম ও লবণ এই তিনটি শব্দের নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ বাহির করা দুঃসহ। অনেক সময়ে একই পদার্থ তিন নামেই উক্ত হইয়া থাকে।	
লৌহ, সীস, তাম্রপ্রভৃতি দ্রব্য উত্তীর্ণ ও দ্রব্য অবহার বায়ুহিত অক্সিজেনের (Oxygen) সহিত যোগে বিকৃত	

হয়। এই বিকারের পরিণামে উৎপন্ন পদার্থের সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম Oxide, সংস্কৃতে ইহাদিগকে ভস্ম বলিত ও ইংরাজীতে Calx বলিত।

ধাতু পদার্থের এইরূপে ভস্মীকরণ প্রকটন বাহুর যোগে ঘটয়া থাকে। রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ক্রসানী ল্যবোয়সিয়র (Lavoisier) এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক বা প্রচলিত ভাষায় যে পদার্থের পদার্থ ভস্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহার নামকরণই Oxide নহে; আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রে উহাদের অনেককে লবণের মধ্যে গণ্য করিবে।

আধুনিক রসায়নে ক্ষার (base) ও লবণ (salt) এই দুই শব্দ নির্দিষ্ট সঙ্গী প্যারিভাসিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অসমানে আর এক প্রকার পদার্থের রসায়ন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। চুন একটা ক্ষার পদার্থ ও লেবুর রস একটা অম্ল পদার্থ। উহার কতকটা বিপরীত ধর্মীকৃত। উভয়ের এক একটা বিশেষরূপ আবাদন আছে। কাগজে জবা-ফুলের রস মাখাইলে নীল রঙ হয়। এক কোঁটা লেবুর রস দিলে ঐ নীল রক্তবর্ণে পরিণত হয়। আবার চুনের জল দিলে ঐ রক্তবর্ণ নীল বর্ণে পরিণত হয়। ক্ষার ও অম্ল কতক পরিমাণে বিপরীত বা বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত। অম্ল পদার্থে ক্ষার মিশাইলে অম্লের অম্লত্ব ও ক্ষারের ক্ষারত্ব নষ্ট হয়। উভয় জব্য মিলিয়া যে না-ক্ষার না-অম্ল নূতন জব্য উৎপন্ন হয়, তাহার প্যারিভাসিক নাম 'লবণ'।

সোডা, পটাশ প্রভৃতি পদার্থ চুনের অপেক্ষাও তীব্র ক্ষারধর্মযুক্ত। গন্ধক-জীবক (Sulphuric acid), য়হ-জীবক বা য়বজীবক (Nitric acid) প্রভৃতি তীব্র অম্ল-ধর্মীকৃত। কিন্তু একে অম্লের ধর্ম নষ্ট করে। য়বজীবক (Nitric acid) পটাশে মিশাইলে সোরা (Nitro) তৈয়ার হয়। সুতরাং সোরা একটা লবণ মাত্র।

সাধারণ নিয়ম এই। ধাতু জব্য অক্সিজেন যোগে দগ্ধ হইয়া যে (Oxide) পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম ক্ষার। গন্ধক, প্রফুরক (Phosphorus), অলার প্রভৃতি অপধাতু অক্সিজেন যোগে যে পদার্থে পরিণত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম অম্ল। ক্ষার ও অম্ল উভয়যোগে যে সঙ্গল পদার্থ উৎপন্ন হয়—তাহাদের সাধারণ নাম লবণ (Salt)।

অক্সিজেন বায়ু মধ্যে উত্তপ্ত করিলে উহা যে ভস্মে পরিণত হয়, তাহা এই প্যারিভাসিকভাবে ক্ষার। উহার ইংরাজি নাম Cupric oxide, উহাতে ধানিকটা গন্ধকজীবক চালিলে

অক্সিজেন তীব্র অম্ল ভস্ম নষ্ট হইবে। পরিণামে যে পদার্থ হইবে, উহা তুখ, নীলাকন বা তুতে (Cupric sulphate বা Blue vitriol) নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং অবলম্বিত পরি-ভাষা মতে তুতে লবণের মধ্যে গণ্য হইবে। ধানিকটা তুতে জলে গলাইয়া তাহাতে লৌহবস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, এই লৌহের গারে তামা জন্মিতে থাকে। লোহা ক্রমে ক্রম পায় ও তাত্ত্বের স্থান গ্রহণ করিয়া গন্ধক-জীবকের সহিত মিশিয়া আর একটা লবণের উৎপাদন করে; এই লবণটা হীরাকস (কালীপ green vitriol, ferrous Sulphate) হইতে অভিদ্র।

তুতে, হীরাকস প্রভৃতি যে অর্থে লবণ, ঐ অর্থে আরও অগণ্য পদার্থকে লবণ-শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত করা যাইতে পারে। অক্সিজেন-যোগে উৎপন্ন Oxide মাত্রকে যদি ভস্ম বলা যায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ ধাতুজ ভস্মকে ক্ষার ও অপধাতুজ ভস্মকে অম্ল বলা যাইতে পারে এবং লবণ মাত্রের এক অংশ ক্ষার ও অম্ল অংশ অম্ল। এই অর্থে ভস্ম মাত্র দেখিতে ছাইয়ের মত হইবে না; এমন কি অনেক বায়বীয় পদার্থ ভস্ম আখ্যা পাইবে। এমন কি উপরে ক্ষার ধর্ম ও অম্ল ধর্ম-নিরূপণের অভ্যে যে আবাদাদি সহজ উপায় নির্দেশ করিয়াছি, তাহাও চলিবে না। করলা পোড়াইলে যে অদৃশ্য বায়ু উৎপন্ন হয়, গন্ধক পোড়াইলে যে ধূঁয়ার মত তীব্র-গন্ধী পদার্থ জন্মে, এমন কি কঠিন বালুকা পর্য্যন্ত এই প্যারিভাসিক অর্থে ভস্মের মধ্যে গণ্য হইবে। বায়ু মধ্যে লীলা দ্রব করিলে যে মল বা ভস্ম পড়িয়া যায়, লোহার গারে যে মরীচা পড়ে, এই সকল ক্ষার মধ্যে গণ্য হইবে। আর সোরা (nitre) সজ্জিকক্ষার (সাজি, মাটি, Comon washing soda), তুতে (blue vitriol), হীরাকস (green vitriol), কটকিরি (alum), বড়ি (chalk), মার্বেল, লকেশ (white lead), ডাকারদের ব্যবহৃত কটিক (lunar caustic), অস্থি-ভস্ম (bone-ash), এমন কি মাটি, কাচ, অম্ল, প্রস্তর, সাবান প্রভৃতি নানাবিধ জব্য লবণ-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবে।

কলে অক্সিজেনের সহিত আর বাবতীয় ধাতু ও অপধাতুর রাসায়নিক মিলন ঘটে এবং কাল সহকারে আর লব্ধের পার্থক্য ধাতু ও অপধাতু বায়ুহিত অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ ক্ষার ও বিবিধ অম্লের উৎপাদন করিয়াছে। এই লব্ধের ক্ষার ও অম্ল পদার্থও আবার কালসহকারে পরস্পর সম্বারে নানাবিধ লাবণিক জব্যের উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ নির্মাণ ও তাহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

অল্পকাল ব্যতীত গন্ধক, স্কোরিন প্রভৃতি অপধাতুর সহিত ৩৬বিবিধ ধাতু পদার্থের সম্বন্ধে নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ফলে স্বর্ণ, প্রাচীনক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু তির অজ্ঞাত লম্বন ধাতু আকর মধ্যে অজ্ঞাত যৌগিক পদার্থের মধ্যে বিস্তৃত অবস্থায় অবস্থান করে। বিস্তৃত অবস্থায় তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। ভূগূর্থে যে সকল খনিজ আকরিকের বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে ধাতু বর্তমান, বিবিধ উপায়ে বিশ্লেষণ দ্বারা তদ্ব্যয়্য হইতে ধাতুকে নিষ্কাশন করিয়া লইতে হয়।

ধাতু-নিষ্কাশনের বিবিধ প্রণালী।—(১) কার, অল্প বা লাঘবিক ধাতব পদার্থকে জলে বা উত্তাপে দ্রবীভূত করিয়া তদ্ব্যয়্যে তাড়িত-প্রবাহ চালাইলে সেই পদার্থ বিস্তৃত হয়। তাড়িত প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারির দুই প্রান্ত হইতে দুই গাছি তার আনিয়া সেই দ্রব পদার্থে ডুবাইয়া রাখিলে, একটা তারের নিম্ন প্রান্তে বিস্তৃত ধাতু জমিতে থাকে। আনেকাল গিল্পি করিবার অন্ত এই উপায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লন্ড হুফ্রী ডেবী এই উপায় অবলম্বনে পটাসক, সর্জক প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতু নূতন আবিষ্কার করেন এবং ঐ সকল ধাতুর অল্পপরিমাণে নিষ্কাশনের অন্ত ঐ প্রণালী এখনও অবলম্বিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ফরাসী রসায়নবিৎ মোয়াসাঁ (Moissan) একরূপ তাড়িত চুল্লী (electric furnace) নির্মাণ করিয়াছেন; ঐ যন্ত্রে প্রবল তাড়িত-প্রবাহ ও প্রবল উত্তাপ যোগে অল্পমাত্রা প্রভৃতি ধাতু ও অল্প সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

(২) উপরে বলা গিয়াছে, ভূগূর্থে জলে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহা ফেলিয়া দিলে লোহার গায়ে তামা জমিতে থাকে। লোহাটা ক্রমে ক্ষয় পায়। এইরূপে তাম্রজ লবণ হইতে তাম্র বাহির করা যায়। লোহার বদলে যেমন তামা বাহির হয়, এইরূপ দস্তার বদলে সীসা, তামার বদলে রূপা ইত্যাদি ক্রমে এক ধাতুর বদলে অন্য ধাতু বিস্তৃত অবস্থায় বাহির করা যাইতে পারে।

(৩) স্বর্ণ, প্রাচীনক প্রভৃতি কতিপয় ধাতু অল্প পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে না; তাহাদিগকে আর খাটি বিস্তৃত অবস্থায় পাওয়া যায়; তবে বিশেষ সাবধান হইয়া সরল খাটি সরাইয়া বাহির লইতে হয়। স্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা প্রচুর পরিমাণ বালি মাটি ও অন্তঃস্থাব্যের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। জলে ভুইয়া লইলে হালকা সরল অপসারিত হয়, অন্তঃস্থাব্য স্বর্ণ-কণিকাগুলি নীচে পড়িয়া যায়।

পারদের সহিত স্বর্ণাদির বিশেষ সন্ধ আছে। যে

সংস্পর্শ মধ্যে স্বর্ণের অঙ্গ, তাহাতে পারদ মাখাইলে স্বর্ণ পারদে সংযুক্ত হয়। পারদ উত্তাপ দ্বারা পারদকে ভাঙাইয়া দিলে বিস্তৃত স্বর্ণ পাওয়া যায়।

(৪) লোহা, তাম্র, তুলা, দস্তা প্রভৃতি যে সকল ধাতু প্রকৃত পরিমাণে সাধারণিক কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাদিগকে আকরিক হইতে বাহির করিবার সাধারণ প্রণালী এক্ষণে বলা যাইতেছে। তির তির ধাতুর পক্ষে আকরিকের অবস্থাতেই ও প্রাথমিক সুবিধাতেই এই সাধারণ প্রণালীর বিবিধ রূপান্তর প্রচলিত আছে কিন্তু মূলতঃ এইরূপে এই প্রণালী বুঝান যাইতে পারে। সমগ্র প্রণালী মধ্যে তিনটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া পর পর ব্যবহার করিতে হয়।

প্রথম।—আকরিককে চূর্ণ করিয়া প্রথমে বায়ু সহযোগে প্রবল উত্তাপ প্রয়োগে গোড়াইতে বা কলসাইতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে গন্ধক, প্রভৃতি পদার্থ দগ্ধ হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। ধাতু কার্বনেট, নাইট্রেট বা তদ্বিধ অবস্থায় থাকিলে তাহার বাষ্পীয় ভাগ উত্তাপযোগে বাহির হইয়া যায়।

মোটের উপর।—শেষ পর্যন্ত ধাতুর Oxide বা অক্সিজেন-যুক্ত ভঙ্গ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইংরাজিতে এই প্রক্রিয়াকে Roasting or Calcination বলে।

দ্বিতীয়।—এইবার সেই ধাতুদ্রব বা Oxide এর সহিত কয়লা (অকার বা পাথর কয়লা) মিশাইয়া পুনশ্চ উত্তাপ-প্রয়োগ করিতে হয়। কয়লা সেই ভঙ্গ হইতে অক্সিজেনকে টানিয়া লইয়া নিজে বায়বীয় অবস্থায় উৎপন্ন হয়। বিস্তৃত ধাতু অক্সিজেন বিমুক্ত হইয়া অবশিষ্ট থাকে। এই প্রক্রিয়ার নাম Reduction or Smelting.

তৃতীয়।—অক্সিজেন দূরীকরণের পরও এক ধাতু সহিত অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত থাকিতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক উপায়ে এই সকল ধাতুকে তৎকৃত করিয়া কেঁলিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক উপায় নির্দিষ্ট আছে। কোন সাধারণ নিয়ম দেওয়া চলে না। এই প্রক্রিয়ার নাম Purification.

এই তিন প্রক্রিয়া সমাহিত হইলে ধাতু বিস্তৃত ও ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধাতুর পক্ষে বিশেষ বিশেষ নিয়ম তত্ত্ববিষয়ক রাসায়নিক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ধাতু পদার্থের লক্ষণ।—ধাতুর বিশিষ্ট কি? ধাতু ও অপধাতু মধ্যে পার্থক্য কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ণয় করিতে হইবে?

এই প্রকল্পের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। প্রাচীনকালে যে করটা ধাতু পরিচিত ছিল, তাহাদের কতিপয় বিশিষ্ট ধর্ম ছিল। অভ্রান্ত পদার্থে সেই সকল বিশিষ্ট ধর্মের অভাব ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সোণ, রত্ন, লৌহ, পারদ, এই কয়েকটি ধাতুই গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট, বিশেষ ঔষ্ণ্যবৃত্ত ও চাকচিক্যবিশিষ্ট, সকলেই (পারদ অবশ্য সহিত ও কঠিন অবস্থায়) বাতসহ; উহাদিগকে পিটিলে পাত হয়, টানিলে তার হয়, বাতাইলে একপ্রকার বিশেষ রূপ লব্ধ উঠে। ইত্যাদি ধর্ম ধাতবস্থের নির্ণায়ক ছিল। কিন্তু এক্ষণে পরিমিত ধাতুর সংখ্যা এত অধিক ও তাহারা এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত, যে এইরূপ ধাতু পদার্থের বিশেষ ধর্মের নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। পটাশক, সর্জক প্রভৃতি ধাতু জল অপেক্ষা লঘু; আস্তিমনি, বিসমথ প্রভৃতি তেমন বাত-সহ নহে এবং তেলুরক (Tellurium) নামক অপধাতু, গ্রোকাইট নামক অঙ্গার, (বাহা দ্বারা পেন্সিল তৈয়ার হয়) এই সকল পদার্থ ধাতু না হইলেও ধাতুর মত চাকচিক্যশালী। প্রকৃতপক্ষে ধাতু ও অপধাতু এই দুইটি নামের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়াই কঠিন। কতকগুলি পদার্থ আছে, যথা—আর্সেনিক, আস্তিমনি, তেলুরক ইত্যাদি। ইহারা কতকগুলি গুণে ধাতুর শ্রেণীতে, আবার অন্যগুণে অপধাতুর শ্রেণীতে পড়িতে পারে। নিম্নে কতিপয় স্থল ধর্মের উল্লেখ করা বাইতেছে; অধিকাংশ ধাতুতেই এই ধর্মগুলি আছে; তবে নিম্নের ব্যতিচারের উদাহরণও বহুল বর্তমান।

(১) ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ অপধাতুর অপেক্ষা অধিক। জলের তুলনায় প্রাচীনকের গুরুত্ব ২১, স্বর্ণের ১৯, পারদের ১৩.৫, সীসকের ১১ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে পটাশক, সর্জক, লিথক প্রভৃতি জলের অপেক্ষা লঘু।

(২) অভ্রান্ত উষ্ণ না হইলে ধাতু পদার্থ জ্বলিত ও বাষ্পীভূত হয় না। ধাতুর মধ্যে এক পারদ সহজে তরল এবং নবাবিভূত হেলিক বারবীর। অঙ্গলানাদি অপধাতু সহজ অবস্থায় বারবীর ও ত্রোমীন তরল অবস্থায় থাকে। গন্ধক, আরোদীন, আর্সেনিক সহজেই বাষ্পীভূত হয়। পক্ষান্তরে অঙ্গার, শিলিক, বোরক প্রভৃতি অতিপরি অপধাতু সহজে জ্বলিত বা বাষ্পীভূত হয় না।

(৩) তাপ ও ভাঙিত পরিচালনের ক্ষমতা ধাতু পদার্থের অন্ত্যস্ত অধিক। অপধাতু সাধারণতঃ অপরিচালক।

অপধাতুর মধ্যে গ্রোকাইট অঙ্গার, তেলুরক প্রভৃতির পরিচালন ক্ষমতা কিছু অধিক।

(৪) বাতসহতা, ভাঙিততা, প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম ধাতু পদার্থে বর্তমান। এক্ষণে উহাদিগকে পিটিয়া ও টানিয়া তার করা চলে।

অপধাতুর মধ্যে যেগুলি সহজে কঠিন অবস্থায় থাকে, (যেমন অঙ্গার গন্ধক ইত্যাদি) তাহারা সাধারণতঃ তড়-প্রবণ।

(৫) ধাতু পদার্থের পৃষ্ঠদেশে একরূপ ঔষ্ণ্য বা চাকচিক্য দেখা যায়; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি ধাতু পদার্থে এই গুণ বিশেষরূপে বর্তমান, এই জন্য ঐ সকল দ্রব্য ভাল করিয়া পালিশ করা চলে; এই কারণে ধাতুপদার্থে দগ্ধ নিশ্চিত হয়, ও ধাতু পদার্থ অলঙ্কারাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তেলুরক, গ্রোকাইট, কঠিনাবস্থায় আরোদীন প্রভৃতিতে এই ঔষ্ণ্য কিরূপে পরিমাণে দেখা যায়।

(৬) ধাতু দ্রব্য সাধারণতঃ আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতা-হীন; আলোক উহাকে ভেদ করিয়া বাইতে পারে না। অঙ্গলানাদি বায়বীয় অপধাতু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; গন্ধকাদির ভিতর দিয়া আলোক কিছু কিছু বাইতে পারে। পক্ষান্তরে অঙ্গার অপধাতু হইলেও একবারে স্বচ্ছতাহীন। বাহাদের ভাঙিত-পরিচালন-ক্ষমতা অধিক, এই তত্ত্ব সম্ভ্রান্তি নির্ণীত হইয়াছে।

(৭) ধাতু পদার্থে আবৃত করিলে একটা মিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়। অপধাতু নির্মিত পদার্থে এই গুণের অভাব।

(৮) ধাতু পদার্থে অঙ্গলান যোগে ক্ষার উৎপন্ন হয়; অঙ্গলান যোগে অপধাতু অম্ল উৎপাদন করে। ক্ষার ও অম্ল একত্র যোগে লবণ জন্মায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ধাতুর oxide ক্ষারজনক (basio) অপধাতু oxide অম্লোৎপাদক (acid forming); সাধারণ নিয়ম এইরূপ হইলেও ইহার ভাঙিতচার আছে। অনেক গুলি ধাতুর একাধিক oxide আছে; একই ধাতু বিভিন্ন পরিমাণে অঙ্গলান গ্রহণ করিয়া থাকে; যথা ক্রোমিক মঙ্গকে লৌহ, রত্ন, সুবর্ণ, প্রাচীনক ইত্যাদি। এই সকল ধাতুর বিভিন্ন oxide এর মধ্যে, বাহাতে অঙ্গলানের মাত্রা কম, তাহারাই ক্ষার-জনক, বাহাতে অঙ্গলানের মাত্রা অধিক, তাহারা অম্লোৎপাদক, তাহারা অম্ল তীক্ষ্ণ ক্ষার পদার্থের সহিত সমবায় লবণ উৎপাদন করিয়া থাকে।

(৯) জ্বলিত লবণের মধ্যে ব্যাটারির ছই প্রাক্ত লংগর ছইটি তার নিম্ন করিলে লবণটা বিস্ফিট হইতে আরম্ভ হয়। উপরে বলা গিয়াছে, লবণ মানের একভাগ ধাতু ব্যতিত অন্য ভাগ অপধাতু ব্যতিত। যে তারটি ব্যাটারির দস্তার সহিত লংগর থাকে, সেই তারের গায়ে ধাতু ব্যতিত

ভাগ জমিতে থাকে। আর যে তারটি ব্যাটারির অক্ষার বা প্লাস্তিনকের সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই তারের গারে অপধাতু-রূপিত ভাগ জমিতে থাকে। ধন-তড়িতির প্রবাহ অক্ষার বা প্লাস্তিনক হইতে বাহির হইয়া তার বাহিরা তরল দ্রবোর মধ্যে দিয়া ব্যাটারির দস্তার অভিমুখে চলে। প্রবাহ দ্বারা তরল দ্রবোটা বিস্ফিট হইতে থাকে, ও উহার ধাতু-ভাগ তড়িত প্রবাহের অভিমুখে চলিয়া দস্তা-সংলগ্ন তারে জমে ও অপধাতু ভাগ তড়িত প্রবাহে প্রতিকূল মুখে চলিয়া অল্প তারে জমিয়া থাকে।

(১০) ঐকটা সর্গীর্ণ দীর্ঘ স্ত্রাকার বা রেখাকার ছিঁড়ের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক লইয়া গিয়া সেই আলো একখানা তিন কোণা কাচের কলম (prism) দিয়া লইয়া গেলে আলোকের রাস্তা ঘুরিয়া যায় এবং এই রাস্তায় একখানা কাগজ ধরিলে কাগজে হরেক রঙে চিত্রিত একটা আলোর কিতা দেখা যায়। এই কিতার এক প্রান্ত রক্তবর্ণ, অল্পপ্রান্ত বেগুনি (violet) বর্ণে রঞ্জিত। মধ্যস্থলে পীত, চরিত, নীল প্রভৃতি অসংখ্য বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। এষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা সূর্য্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষিত হইয়া বিবিধ বর্ণের আলোক উৎপাদন করে। এই প্রক্রিয়ার নাম আলোক-বিশ্লেষণ এবং তৎসাধনোপযোগী যন্ত্রকে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র (spectroscope) বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের আলোক বা তদ্বিধ দীপ্তিমান পদার্থ নিঃসৃত আলোকে যত বর্ণের বিকাশ দেখা যায়, অন্য আলোকে তাহা না পাওয়া যাইতেও পারে। প্রদীপের পলিতায় একটু ছুন দিলে দীপ-শিখা উজ্জল পীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই পীত আলোক যন্ত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে কেবল একটি মাত্র উজ্জল পীত বর্ণের রেখা দেখা যায়। ছুনের মধ্যে সর্জক ধাতু বর্তমান। সর্জক ধাতু দীপ্তিযুক্ত হইলেই এই এক বর্ণাত্মক আলোক প্রদান করে। সর্জক ধাতুর বদলে পটাশক, লিথক প্রভৃতি ধাতুর প্রদীপ্ত অবস্থায় আলোক পরীক্ষা করিলে কতিপয় মাত্র রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের আলোকে যেমন অসংখ্য বিবিধ বর্ণ পাওয়া যায়, ইহাদের পক্ষে তেমন নহে। সাধারণ নিয়ম এই ধাতু পদার্থ প্রদীপ্ত অবস্থায় কতিপয় মাত্র রেখা দেয়; অপধাতু প্রদত্ত রেখার সংখ্যা অনেক বেশী; সূর্য্যের আলোকে রেখার সংখ্যা গণনাযুক্ত। এইরূপে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্রের বিবিধ বর্ণের রেখার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থটি ধাতু কি অপধাতু তাহার বিচার চলিতে পারে।

উপরে যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে ধাতুর লক্ষণ নির্দেশ করা চলে না।

পদার্থগুণিক সচরাচর যে ধাতু ও অপধাতু এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়া থাকে, তাহার পদ্ধতি ঠিক জ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত হইবে না। প্রাকৃত পদার্থনিচয়ের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গিয়া সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। জন্ত ও উদ্ভিদ এই উভয়বিধ শ্রেণীতে জীবগণ বিভক্ত। আপাততঃ মনে হইতে পারে, কোন জীব জন্ত কি উদ্ভিদ ইহা স্থির করা বড়ই সহজ। কিন্তু এমন নিকট শ্রেণীর প্রাণী বা জীব অনেক আছে, তাহারা জন্ত কি উদ্ভিদ তাহা ঠিক করিয়া বলা চলে না, জন্তব ও উদ্ভিদ উভয়বিধ ধর্ম্মই তাহাদের মধ্যে বর্তমান। এখানেও কতকটা সেইরূপ।

যবজান বা যবক্ষারজান (Nitrogen) প্রক্ষুরক, আর্সেনিক, আস্তিমনি, বিসমথ, এই পাঁচটি মূল পদার্থ রসায়ন শাস্ত্রে এক শ্রেণীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয়। ইহাদের পরস্পর মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, অজ্ঞাত মূল পদার্থের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধও অনেক বিষয়ে একরূপ। যে যৌগিক পদার্থে ইহারা বর্তমান তাহাদেরও মধ্যে নানা বিষয়ে পরস্পর সাদৃশ্য আছে।

যবজান হইতে আরম্ভ করিয়া বিসমথ পর্য্যন্ত পর পর তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায়, রাসায়নিক গুণ ও ধর্ম্ম ক্রমশঃ অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ যবজান একটা স্বচ্ছ স্বাদহীন বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ; উহা হইতে তীব্র অম্ল ধর্ম্মবিশিষ্ট মহাদ্রাবক উৎপন্ন হয়; উহাতে ধাতুর লক্ষণ কিছুই বর্তমান নাই। আবার অজ্ঞানিকে বিসমথ কঠিন, শ্বেতবর্ণ চাকচিক্যময়, স্বাতসহ, ধাতু পদার্থ; উহাকে অল্পজানে দগ্ধ করিলে যে ভস্ম উৎপন্ন হয়, তাহা কার্য্য-যুক্ত, উহা অজ্ঞাত অম্লপদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া লাবণিক পদার্থ প্রস্তুত করে। এই সকল কারণে বিসমথকে ধাতুর শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রক্ষুরকে যবজানের মত অপধাতু ও আস্তিমনিকে বিসমথের মত ধাতুর মধ্যে গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী আর্সেনিকে ধাতু বলা যাইবে কি অপধাতু বলা যাইবে, তাহা লইয়া যথেষ্ট বিতণ্ডা চলিতে পারে। আর্সেনিক অনেক বিষয়ে প্রক্ষুরকের মত, এই হিসাবে ইহা অপধাতু, আবার অনেক বিষয়ে আস্তিমনির মত, এই হিসাবে ইহা ধাতু। এই উদাহরণেই বক্তব্য কথা স্পষ্ট হইবে।

ধাতুগণের শ্রেণীবিভাগ—মূল পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া যে গোলাযোগ ঘটে, ধাতুগণের শ্রেণীবিভাগেও ঠিক সেই গোলা উপস্থিত হয়। লিথক, সর্জক, পটাশক, কবীদক, কীশক, এই কয়েকটি ধাতুর মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এত অধিক,

ও অজ্ঞাত ধাতুর সহিত ইহাদের সাধারণ বৈসাদৃশ্যও এত খানি, যে ইহাদিগকে একটা স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত শ্রেণীতে কেলিতে কোন ভয় হয় না। কিন্তু অজ্ঞাত ধাতুর বেলায় আর এমন সুলক্ষণযুক্ত শ্রেণী-নির্দেশ ঘটে না। কোন একটা ধাতুকে ধরিলেই দেখা যায়, কোন গুণে এক শ্রেণীতে অজ্ঞ গুণে আর এক শ্রেণীতে স্থান পাইবার তাহার অধিকার আছে। কাজেই কোন শ্রেণীতে তাহাকে স্থান দেওয়া যাইবে, সে বিষয়ে মীমাংসা কঠিন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পণ্ডিত, এইরূপ স্বাভাবিক মর্মানুসারে শ্রেণী-বিভাগে প্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্নরূপ মীমাংসার উপনীত হইয়েন।

জল বা তরিধ উদজানবিশিষ্ট পদার্থে সর্জক ধাতু কেলিলে দেখা যায়, উদজান বাহির হইয়া থাকে ও সর্জক ধাতু উদজানের স্থান পরিগ্রহ করিয়া নূতন পদার্থের উৎপাদন করে। এরূপ স্থলে দেখা যায়, উদজানের একটা পরমাণুর স্থানে সর্জকের ঠিক একটা পরমাণু বসিয়া যায়। সর্জকের একটা পরমাণু উদজানের একটা মাত্র পরমাণুকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করে। অজ্ঞাত ধাতু লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে এই উদজানের পরমাণু-অপসারণের ক্ষমতা সকলের সমান নহে। পটাশ ধাতুর এক পরমাণু সর্জকেরই মত উদজানের এক পরমাণুর তান লয়, কিন্তু দস্তার এক পরমাণু উদজানের দুইটা, অলুমিনের এক পরমাণু উদজানের তিনটা; এইরূপ অজ্ঞাত ধাতু বিভিন্ন সংখ্যাক্রমে উদজানের পরমাণুর স্থান গ্রহণ করিতে পারে। কোন ধাতুর পরমাণু উদজানের কয়টা পরমাণুর সমকক্ষ, এই ব্যাপারটা দেখিয়া ধাতুগণের এক হিসাবে শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ শ্রেণীবিভাগেও নানাবিধ দোষ ঘটে। হয়ত এমন দুইটা ধাতু একই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে অজ্ঞ কোন বিষয়ে মিল নাই, এমন কি মোটের উপর তাহারা বিভিন্ন শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত হইবারই উপযুক্ত।

মেন্ডেলজেক (Mendeljeff)-নামা বিখ্যাত রসায়ন পণ্ডিত সকল ধর্ম ও সকল গুণ উপেক্ষা করিয়া কেবল পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) অনুসারে—মূল পদার্থ লম্বদয়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে এইরূপে যে শ্রেণীবিভাগ হয়, তাহাই অজ্ঞাত প্রণালীমত বিভাগের অনৈক্য, যুক্তিসঙ্গত ও দোষ বর্জিত। আমরা উপরে যে ধাতুগণের তালিকা দিয়াছি, তাহা সেই মেন্ডেলজেকের প্রণালী-সম্মত। এই প্রণালীমতে সমুদয় রূঢ় বা মূল

পদার্থ আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কোন একটা শ্রেণীর মধ্যে যে সকল পদার্থের নাম স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মূল সৌন্দর্য্য বর্তমান আছে।

এই প্রণালীও যে সর্বথা দোষশূন্য তাহা বলা যায় না। একটা উদাহরণেই বুঝা যাইবে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে লিথক, সর্জক, পটাশক, রুবীদক, কীশক স্থান পাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সেই শ্রেণীর মধ্যেই আবার তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণেরও স্থান-লাভ ঘটিয়াছে। অথচ এই শেষ তিন ধাতুর সহিত প্রথম পাঁচটি ধাতুর প্রায় কোন বিষয়েই মিল নাই। উহারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক্‌ধর্মীকান্ত। স্বর্ণের সঙ্গে বরং প্রাচীনকের মিল আছে, তাম্রের সঙ্গে বরং পারদের মিল আছে, কিন্তু সর্জক বা পটাশকের সহিত স্বর্ণ ও তাম্রের সাদৃশ্য আছে, এক রকম পারের জোরে বলিতে হয়। অথচ মেন্ডেলজেকের প্রণালীতে সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত। এই পার্থক্য দেখাইবার অজ্ঞ আমরা এক শ্রেণীর মধ্যেও আবার ক, খ, ইত্যাদি চিহ্ন দ্বারা উপবিভাগ করিয়াছি। এক শ্রেণীর মধ্যেই দুই বা ততোধিক উপবিভাগ নির্দেশ করিতে হইয়াছে।

ধাতুগণের বিশেষ বিবরণ।—১। (ক) লিথক, সর্জক, পটাশক, রুবীদক, কীশক। কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মে এই ধাতু গুলিকে একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে কেলিতে পারা যায়। ইহাদের সহিত অল্পজান ও ক্লোরীণাদি অপ ধাতুর সন্ধন এত ঘনিষ্ঠ, যে ইহাদিগকে কুজাপি অসংযুক্ত বিভক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। সর্জকই এ সকল অপ-ধাতুর যোগে বর্তমান থাকে এবং সেই যৌগিক পদার্থের মধ্য হইতে বিভক্ত ধাতুর নিকাশনও বড় সহজ নহে। সান্স হস্তী ডেবী প্রথমে তাক্তিত-প্রবাহ সাহায্যে ইহাদের নিকাশন-প্রণালী উদ্ভাবিত করেন, ইহা উপরেই বলা গিয়াছে। সর্জক ও পটাশক এই দুই ধাতু বিবিধ পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায়। উত্তীর্ণ পদার্থ গোড়াইলে যে তদ্রূপ অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যথেষ্ট পটাশক বর্তমান। সোনার মধ্যে পটাশক বর্তমান। আমাদের আহাৰ্য্য লবণ, সাজি-মাটি প্রভৃতি পদার্থের উপাদান সর্জক। লিথক, রুবীদক ও কীশক এই তিনটা ধাতু পৃথিবীতে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

অল্পজানের সহিত ইহাদের সন্ধন এত প্রবল, যে ইহাদিগকে বায়ুর মধ্যে রাখা চলে না। এমন কি বিভক্ত ধাতু বায়ুশর্শ মাত্র অল্পজানের সহিত মিলিত হইতে

ধাকে। জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জল বিস্ফোট হইতে আরম্ভ হয়। ধাতু জলের অন্নজানের সহিত যুক্ত হয়, আর জলের উদজানভাগ পৃথক্ হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই সময়ে এত তাপ উৎপন্ন হয়, যে উদ-জানটা হরত জগিয়া উঠে। অন্নজানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ জন্ত এই সকল ধাতুকে বায়ুশূন্য স্থানে রাখিতে হয়, অথবা কেরোসীন তেলের ভাির যে সকল পদার্থে অন্নজান নাই, তাহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। অন্নজান যোগে যে Oxide তৈয়ার হয়, তাহা জলে দ্রবীভূত হইয়া তীব্র কার্যধর্মযুক্ত পদার্থ উৎপাদন করে।

উক্ত কয়েকটি ধাতু জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং জলে ভাসে; অন্ন উত্তাপে গলে ৯০ বাষ্পীভূত হয় এবং অত্যন্ত কোমলতা হেতু ছুরী দ্বারা অনায়াসে কাটা যায়। যে সকল লাবণিক পদার্থে এই কয়েকটি ধাতু বর্তমান তাহারা প্রায় সক-লেই তাপযোগে দ্রবীভূত হয় এবং জলে ফেলিলে গলিয়া যায়।

এই সকল ধাতু দীপশিখাকে উজ্জলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকে। ধাতু অথবা যে কোন লবণে এই ধাতু বর্তমান, তাহা দীপশিখা মধ্যে ধরিলে দীপশিখা উজ্জলবর্ণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। লিথক লোহিতবর্ণে, সর্জক পীতবর্ণে, পটাশক, কবীদক ও কীশক এই তিন পদার্থ নীলাভ বর্ণে দীপশিখাকে রঞ্জিত করিয়া থাকে।

আলোকবিলেপন-বস্ত্র দিয়া এই সকল পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোক পরীক্ষা করিলে কতিপয় মাত্র ক্ষীণ উজ্জল রেখা দেখা যায়। সেই রেখাগুলির বর্ণ ও বিস্তার-প্রণালী দেখিয়া কোন্ ধাতু হইতে সেই রেখা আসিতেছে, তাহা অক্লেশে বলা হইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপে আলোক-বিলেপন-বস্ত্রে আলোক পরীক্ষা দ্বারাই কবীদক ও কীশক ধাতুর অন্তিম বুনসেন (Bunsen) কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

লিথক হইতে কীশক পর্যন্ত ধাতুদের নাম পারমাণবিক গুরুত্ব অঙ্কুসারে পর পর দেওয়া গিয়াছে, ধাতুগণের ধর্ম আলোচনা করিলেও দেখা যায়, লিথক সর্বাঙ্গেক্ষা নিম্নতম ও কীশক সর্বাঙ্গেক্ষা উচ্চতম। পারমাণবিক গুরুত্বও যেমন বাড়িতেছে, রাসায়নিক ধর্মগুলির প্রাবল্য ও তীব্রতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।

যে সকল সুপরিচিত প্রাকৃতিক পদার্থে এই শ্রেণীর অন্তর্গত ধাতু বর্তমান, তাহাদের দুই একটীর কথা বলা আবশ্যক।

লবণ বাহী খাদ্য দ্রব্য মধ্যে গণ্য, সর্জকের সহিত

ক্রোরিনের বোলে উৎপন্ন, বিজ্ঞানসম্মত নাম Sodis chloride, সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লিথুটমবর্তী প্রদেশে ও অজ্ঞাত আকরিক লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়।

সোডিমাটি—সর্জিকাকার—কার্বনেট অফ সোডা (Carbonate of soda) সাবান তৈয়ার, কাচ তৈয়ার ও সোডা ওয়াটার প্রভৃতি পানীর প্রস্তুত করিবার জন্ত এই পদার্থ আজকাল প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক হয়। তৎক্ষণাৎ বড় কারখানা আছে।

সোহাগা—Borax, Borate of soda স্বর্ণকারেরা ব্যবহার করে।

উত্তিজ্ঞ কার—(কাঠ, গাভা পোড়াইলে যে পাণ্ড অবশিষ্ট থাকে) পটাশ কার্বনেট (Potassic carbonate) ইহার প্রধান উপাদান।

সোরা—Nitro or potassic nitrate—প্রাণিজ পদার্থ পচিয়া আমোনিয়া জন্মে, আমোনিয়া ক্ষুদ্র জীবাণু বিশেষ কর্তৃকই যবদ্রাবক (মহাদ্রাবক) জলে পরিণত হয়। উত্তিজ্ঞ কার পদার্থ এই নাইট্রিক এসিড যোগে সোরার রূপান্তরিত হয়। উত্তিজ্ঞ ও প্রাণিজ পদার্থ বহুদিন আর্দ্রভূমিতে বায়ুমধ্যে পড়িয়া থাকিলে সোরা উৎপন্ন হয়। ইহা বারুদ তৈয়ারির জন্ত ব্যবহৃত হয়।

১। (খ) তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ,—এই কয়েকটি ধাতুর সহিত (ক) শ্রেণীভুক্ত উল্লিখিত লিথকাদি পাঁচ ধাতুর সাদৃশ্য নিতান্তই কম। অন্নজানের সহিত ইহাদের তাদৃশ সখক নাই, কাজেই ইহাদিগকে অনেক সময়ে বিস্মৃত বা প্রায় বিস্মৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

তাম্র উজ্জল রক্তবর্ণ, রৌপ্য উজ্জল স্তম্ভবর্ণ, স্বর্ণ উজ্জল পীতবর্ণ—অন্নজানাদির সহিত সখক অন্ন বলিয়া এই ঐচ্ছল্য শীঘ্র নষ্ট হয় না। আরও ইহাদিগকে পিটরিয়া স্ক্লেপাত ও টালিয়া স্ক্লেপ তার প্রস্তুত করা চলে। এই সকল কারণে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে ও অলঙ্কার-নির্মাণাদি বিবিধ কার্যে এই তিনটি ধাতু ব্যবহৃত হয়।

তাম্র ও রৌপ্য মহাদ্রাবকে শীঘ্র গলিয়া যায়, স্বর্ণকে মহাদ্রাবকেও গলাইতে পারে না। ইহারা তাড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক। তাড়িত-বস্ত্র নির্মাণে এইজন্য তাম্রের ও তাম্রার তারের ব্যবহার। রূপা পালিশ করিলে স্তম্ভ আলোক যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিকলিত হইয়া থাকে। এইজন্য রৌপ্যে উৎকৃষ্ট দর্পণ প্রস্তুত হয়। রৌপ্য ও স্বর্ণ অপেক্ষা-কৃত কোমল, একটু তাম্র মিশাইলে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়।

আকরিক তাম্র সর্বত্র বিস্তৃত অবস্থার পাওয়া যায় না। অল্পজান যোগে অবস্থান করিলে উহাকে করলায় সহিত উত্তপ্ত করিতে হয়। করলা অল্পজান ভাগ টানিয়া লয়। গন্ধকের সহিত যুক্ত থাকিলে আকরিককে পোড়াইলে গন্ধক পুড়িয়া যায়। অল্পজান যোগে দগ্ধ হইয়া তাম্রের (oxide) পরিণত হয়। পরে আবার করলা দিয়া উত্তাপ-যোগে এই তাম্র হইতে বিস্তৃত তাম্র নিষ্কাশিত হয়। গন্ধক-যুক্ত আকরিক তাম্রের সহিত অনেক সময় লৌহ বর্তমান থাকে। এই লৌহটাকে দূর করিবার জন্য কতকটা প্রায়স পাঠিতে হয়। বায়ুকাযোগে উত্তাপে জ্বীভূত করিলে লৌহটা বায়ুকার সহিত মিলিয়া একটা হালকা লৌহ রূপে পরিণত হইয়া তফাত হয়।

গন্ধক-দ্রাবকের কারখানায় যে আকরিক পোড়ান যায়, তাহাতে তাম্র গন্ধকের সহিত যুক্ত অবস্থার থাকে। এই তাম্রকে লবণ দিয়া গলাইয়া বেজ্রব্য জন্মে, তাহা জলে গলাইয়া তদ্ব্যবহারে লৌহখণ্ড ফেলিয়া দিলে লৌহখণ্ডের গারে তাম্র জমিতে থাকে।

রৌপ্য অবিভক্ত আকরিক হইতে বাহির করিবার নানাবিধ প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থলে পারদ প্রয়োগে রৌপ্যকে টানিয়া আনা যায়। সীসের সহিত রৌপ্য মিশ্রিত থাকিলে সেই মিশ্র ধাতুকে জ্বীভূত করিয়া আন্তে আন্তে শীতল হইতে দিলে কতকটা সীসা দানা (Crystal) বাধিয়া তফাত হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপে সমুদ্র সীসা তাড়ান চলে না। জ্বীভূত মিশ্র ধাতুতে বায়ুর প্রবাহ লাগিলে সীসক অল্পজানযোগে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া পৃথক হইয়া যায়।

কোথাও রৌপ্যসহ লাবণিক পদার্থকে জলে গলাইয়া সেই জলে তাম্রখণ্ড ফেলিয়া দিলে তাম্রের গারে রৌপ্য জমিয়া যায়।

স্বর্ণ প্রায় সকল সময়েই খাঁটি বিস্তৃত অবস্থার বর্তমান থাকে। তবে অল্প পরিমাণ স্বর্ণের সঙ্গে এত বাসি ও মাটি মিশ্রিত থাকে, যে বাহির করিতে বাহ্যিক কষ্ট। তবে স্বর্ণ খুব ভারী জিনিষ; মরলা মাটি সহজেই খুইয়া কেলা চলে।

তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ বিস্তৃত ও অবিভক্ত অবস্থায় বিবিধ প্রয়োজনে লাগে। পিতল কাঁসা প্রভৃতি উপধাতুর প্রধান উপাদান তাম্র।

তুঁতে, তুখ, নীলাজন—Cupric sulphate গন্ধক-দ্রাবকে তাম্র গলাইয়া তৈয়ার করা যাইতে পারে। গন্ধক-যুক্ত আকরিক তাম্র বায়ুতে দগ্ধ করিয়াও প্রস্তুত হয়।

কটিক (Lunar caustic, silver nitrate) ডাক্তারেরা চর্ম্মের উপর প্রলেপের জন্য ব্যবহার করেন। রৌপ্যকে মহাজীবকে গলাইলে পাওয়া যায়। এই পদার্থও ইহা হইতে প্রস্তুত অন্যান্য রৌপ্যক পদার্থ আলোকযোগে বিস্তৃত হয়। এই জন্য কটোগ্রাফিতে বা আলোকচিত্র-বিজ্ঞান ইহাদের ব্যবহার।

২। (ক) বেরিলক মরীশক, কালক, জ্বংসক, বেরক—এই কয়েকটি ধাতু অনেকাংশে সূক্ষ্ম ধর্ম্মযুক্ত। তবে শেষ তিনটির মধ্যে বড়টা পরস্পর সাধারণ আছে, প্রথম দুইটার সহিত অপরের তত্ত্ব নাই। মোটের উপর ইহারা ১ (ক) শ্রেণীর অন্তর্গত লিথকাদি ধাতুর সহিত অনেক বিষয়ে সমধর্ম্ম। অল্পজানের সহিত ইহাদেরও যথেষ্ট সম্বন্ধ। তবে ১ (ক) শ্রেণীর মত সম্বন্ধ প্রবল নহে। ইহাদিগকেও বিস্তৃত অবস্থায় কোথাও পাওয়া যায় না, কষ্টে তাড়িত প্রবাহাদির সাহায্যে বাহির করিতে হয়। শেষ তিনটা ধাতুকে বায়ুমাধ্যমে রাখা চলে না, রাখিলে অল্পজানের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। জলে ফেলিলে আন্তে আন্তে জলকে বিশ্লেষণ করে ও জলের অল্পজানের সহিত যুক্ত হইয়া উদ-জানকে তফাত করিয়া দেয়। অল্পজানযোগে যে তাম্র জন্মে, তাহা জলে দ্রব করিলে কাল ধর্ম্মযুক্ত দেখা যায়। তবে ইহাদের কাল-ধর্ম্ম পটাশাদি কালের মত তীব্র নহে।

বেরক দীপশিখার হরিৎ বর্ণ হয়। জ্বংসক গাঢ় লোহিত বর্ণ দেয়। বারুদ বা তদ্বিধ পদার্থের সহিত বেরক ও জ্বংসকযুক্ত পদার্থ মিলিত করিয়া সবুজ রঙের ও লাল রঙের আলোর মসলা তৈয়ার করে। কালকে ও দীপশিখাকে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে, তবে এই লোহিত তত্ত্ব গাঢ় নহে। মরীশকের তার পোড়াইলে উজ্জ্বল তীব্র শুভ্র আলোক পাওয়া যায়। রাজিকালে অল্পকারে কটোগ্রাফ তুলিবার জন্য এই আলোকের ব্যবহার হইতে পারে।

পাঁচটি ধাতুর মধ্যে মরীশক বিশেষতঃ কালক ধাতুতেই প্রচুর পরিমাণে পার্থিব পদার্থ বিস্তৃত। আর তিনটা অপেক্ষাকৃত হুশ্রাণ্য। মরীশকযুক্ত লাবণিক পদার্থের মধ্যে এপ্সম্ সল্ট (Magnesium sulphate) চিকিৎসাার্থে ব্যবহৃত হয়।

কালক ধাতু চূর্ণ ও চূর্ণজ পদার্থের উপাদান। চূর্ণ—(calcium hydronide) খড়ি, মার্বেল প্রভৃতির—calcium carbonate (কার্বনেট অব্ লাইম্)। তদ্বিধ পথ, শর্কুক, কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্য এই একই পদার্থে নির্মিত। বাংলাদেশে অনেক জায়গায় মুক্তিকা মধ্যে

যুটিং পাওয়া যায়, তাহারও এই প্রধান উপাদান। ইহা কার্বনেট উত্তাপে গরম করিলে অক্সিজেন (Carbonic acid) বাহির হইয়া যায়, (Calcic oxide বা) কালক ধাতুর তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে। জলে কেলিয়া দিলে ইহা জলোদ্ভব সহকারে চূর্ণ পরিণত হয়। চূর্ণ অধিক দিন বায়ুমধ্যে পড়িয়া থাকিলে ধীরে ধীরে অক্সিজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রাণীর অস্থি মধ্যে ফসফেট অব্ লাইম (Calcic phosphate) প্রচুর বর্তমান থাকে। অস্থি-ভঙ্গ হইতে চূর্ণ অংশ পৃথক্ করিয়া প্রাকৃতিক বাহির করা হয়।

চূর্ণ ক্লোরিন বায়ু সংযোগে chloride of lime or bleaching powder তৈয়ার হয়।

চূর্ণ গন্ধকজাবকে যুক্ত হইয়া Epsom ও plaster of paris (Calcic sulphate) উৎপাদন করে। হাঁচ লইবার জন্য এই পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

২। (খ) যশদ, কদমক, পারদ। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে (ক) বিভাগের যেমন সৰ্ব্বত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক) এর সহিত (খ) এর কতকটা সেইরূপ সৰ্ব্বত্র। আবার ২ (ক) শ্রেণীর মধ্যে বেরিলক, কোন কোন বিষয়ে (খ) বিভাগের যশদ ও কদমকের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট। যশদ ও কদমকের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য আছে, পারদের সহিত এতদুভয়ের আবার ততটা সাদৃশ্য নাই। যশদ ও কদমক উভয় ধাতু গন্ধকজাবক ও ক্লোরিন জাবকে দ্রবীভূত হইয়া উদভ্রম বাহির করিয়া দেয়। পারদ তাহা করে না। বস্তুতঃ পারদ সহজে কোন জাবকের উপর কাজ করে না। পারদ সচরাচর তরল অবস্থায় থাকে। তাপ-প্রয়োগে এই তিন ধাতুকে বাষ্পীভূত করা যায়।

যশদ ও কদমক উত্তপ্ত করিলে কতকটা মগ্নীশকের মত উজ্জল আলোক সহকারে পুড়িতে থাকে। পারদ উত্তাপ পাইলে ধীরে ধীরে অল্পজ্বল গ্রহণ করে; আবার আরও অধিক উত্তাপে সেই অল্পজ্বল পরিত্যাগ করিয়া বিস্ফোটন ধাতুতে পরিণত হয়।

দস্তা ও পারদ উভয় ধাতুই নানা প্রয়োজনে লাগে। দস্তা তামার সহিত সংযোগে পিতল হয়। দস্তার পাত নানা কার্যে লাগে। তাড়িত-প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারি তৈয়ারি করিবার জন্য দস্তার আকাল বহু পরিমাণে খরচ হইয়া থাকে। লোহার পাত বা তার দস্তাজন্মে ডুবাইয়া লইলে উহাতে শীঘ্র-মরিচা ধরে না। পারদ দর্পণ-নিৰ্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নিৰ্ম্মাণে পারদের ব্যবহার আছে।

আকরিক দস্তা পোড়াইলে oxide বা তত্ত্ব পাওয়া যায়। কয়লা নিশাইয়া তাপপ্রয়োগে বিস্ফোটন দস্তা বাহির হয়। আকরিক দস্তার সহিত সচরাচর কদমকও কিয়ৎ-পরিমাণে পাওয়া যায়। পারদ অনেক আরগার বিস্ফোটন অবস্থায় থাকে। পারদ গন্ধকের সহিত যুক্ত থাকিলে উহাকে পোড়াইলে গন্ধক পুড়িয়া যায়। পারদ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্পীভূত পারদকে পাত্র মধ্যে জমািয়া লইতে হয়।

হিঙ্গুল, সিন্দূর গন্ধকের সহিত পারদ-যোগে উৎপন্ন।

ক্যালোমেল (Calomel), কেরোসিনের লবণিমেট এই উভয় পদার্থ ক্লোরিনের সহিত পারদ-যোগে উৎপন্ন। ডাক্তারিতে এই উভয়ের ব্যবহার আছে।

৩। (ক) কদমক, ইন্দ্রিক, লঘুক, ইন্দ্রিকিক।

(খ) অলুমীন, গলক, ইন্দুক, থলক।

অলুমীন ভিন্ন এই শ্রেণীর অন্যান্য ধাতুগুলি অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান। থলক কোন কোন বিষয়ে পটাশ প্রভৃতির মত, অনেক বিষয়ে মীসকের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। থলক-নিঃসৃত আলোক আলোকবিস্তরণ-যন্ত্রে দেখিলে একটি মাত্র উজ্জল হরিষণ রেখা দেখা যায়। গলক ও ইন্দুকের এই দুই ধাতু আলোক-পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অলুমীন ধাতু বিস্ফোটন অবস্থায় পাওয়া যায় না। অলুমীন অল্পজ্বলযোগে যেতদুৎ উৎপাদন করে, তাহাকে অলুমীনা বলে। অলুমীনা বাষ্পের সহিত যুক্ত হইয়া যে সিলিকেট পদার্থ হয়, তাহা মৃত্তিকা মাত্রের প্রধান উপাদান। বিস্ফোটন চীনা মাটি (Porcelain) প্রায় ষাট অলুমীন সিলিকেট, বাষ্প যেমন অলুমীনের সহিত যুক্ত হইয়া সিলিকেট প্রস্তুত করে, সেইরূপ অন্যান্য ধাতু ভস্মের সহিত যুক্ত হইয়া অপরাপর সিলিকেট প্রস্তুত করিয়া থাকে। অলুমীনা সিলিকেট অন্যান্য ধাতু পদার্থে উৎপন্ন সিলিকেট সহিত যুক্ত হইয়া বিবিধ প্রস্তরের উৎপাদন করে। চুণী প্রভৃতি কয়েকটা মূল্যবান রত্নের প্রধান উপাদান অলুমীন।

অলুমীন নানাবিধে উপকারী ধাতু। বর্ণ শুদ্ধ চাক-চিক্যময়। কতকটা টিনের মত। টিনিলে সূক্ষ্ম তার ও পিটিলে সূক্ষ্ম পাত হয়। অনেক ধাতুর অপেক্ষা ভার সহিতে সমর্থ। কখন কখন অল্পজ্বল ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, কাজেই লোহার মত মরিচা ধরে না। এই সকল গুণে অলুমীন লোহের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবার লোহের তুলনায় ইহা অতিশয় হালকা। জল অপেক্ষা ইহা আড়াই গুণ মাত্র ভারী। দস্তার বিস্ফোটন

অলুমীন তৈয়ার হইলে ইহা অনেক আয়গার লোহের স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম হই। বিশেষতঃ ইহা পার্শ্বিক পদার্থে লোহের অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

কিন্তু বর্তমানকালে বিপুল অলুমীন নিকাশন করা কঠিন ব্যাপার। আজ কাল তড়িত-চুম্বী সাহায্যে প্রবল তড়িত-প্রবাহদ্বারা অলুমীন নিকাশিত হইতেছে।

Ruby, chrysoberyl, sapphire প্রভৃতি বহুল্য মণি প্রায় বিপুল অলুমীনা মাত্র। অজ্ঞাত ধাতু অলুমিনার বর্তমান থাকিয়া তির ভিন্ন বর্ণের উৎপাদন করে। অলুমীন-সলফেট সহিত পটাশ সলফেট যোগে কট্টকিরি হয়। অলুমীন-সিলিকেট অজ্ঞাত সিলিকেটের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকা উৎপাদন করে।

৪। (ক) তিতানিক, শির্কনিক, সীসক, থোরক।

(খ) জর্জনিক, রত্ন, সীসক।

১। রত্ন ও সীসা তির অজ্ঞাত কয়েকটি ধাতু অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। উহাদের নামমাত্রই যথেষ্ট।

রত্নের ইংরাজী নাম টিন। উহার Oxide বা তাম্র হইতে অজ্ঞাত-সাহায্যে প্রবল উত্তাপ-প্রয়োগে বিপুল টিন বাহির করিতে হয়।

টিন চাকচিক্যশালী তত্ত্ব ধাতু। পাত ও তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সহজে অক্সিজেন গ্রহণ করে না, এইজন্য ইহার ঔজ্জ্বল্য শীঘ্র নষ্ট হয় না। লোহার পাতের গলিত টিন ঢালাইয়া যে পাত হয়, সচরাচর উহাদের টিন বলে। বাস্তব কানিস্তার প্রভৃতি এই পাতের নির্মিত হয়।

সীসক আকরিক অবস্থায় প্রায় গন্ধকের সহিত থাকে। বায়ুমাধ্য পোড়াইলে গন্ধক কতকটা পুড়িয়া যায় ও সীসা তাম্রে (Oxide) পরিণত হয়। এই সীস-তাম্র আর খানিকটা গন্ধক-যুক্ত সীসের সঙ্গে একত্র উত্তপ্ত করিলে সমুদয় গন্ধকটাই পুড়িয়া যায়। বিপুল সীসক অবশিষ্ট থাকে।

সীসক খুব কোমল ধাতু। কাগজে আরক দিলে কাল মাগ পড়িয়া যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের তুলনায় এগার। অক্সিজেন গ্রহণ করার সীসকের ঔজ্জ্বল্য-শীঘ্র নষ্ট হয়। বায়ুর সংস্পর্শে তাপ দিয়া আলাইলে সীস শীঘ্র তাম্রে পরিণত হয়। নগর মধ্যে বাড়ী বাড়ী জল দিবার জন্য সীসার নল প্রস্তুত হয়। বস্তুকের গুলি ও ছাপার হরণ তৈয়ার করিবার জন্যও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার।

মেটে-সিল্পের সীস তাম্রের প্রকার ভেদ।

সকল সীসের কার্বনেট। সীসযুক্ত পদার্থ শরীরে বিষের কাজ করে।

৫। (ক) মনক, নবক, তন্তুলক।

(খ) আর্সেনিক, আক্টিমনি, বিসমথ।

(ক) প্রেণীয় ধাতু কয়টির নামমাত্রই যথেষ্ট।

(খ) প্রেণীয় ধাতুর সহিত যবজান ও প্রাক্করকের

সহক বিচার পূর্বকই করা গিয়াছে। ধাতুর মধ্যে ইহাদের অনেকটা বিষয়ে অপধাতুর লক্ষণ বর্তমান। আর্সেনিক ও আক্টিমনি তরুর, পিটিলে পাত হয় না। উত্তাপযোগে তীব্র বাষ্পীভূত হয় ও উবিয়া যায়। আর্সেনিক সংযুক্ত পদার্থমাত্র তীব্র বিষ। আর্সেনিক যবজানে পোড়াইলে সেকো বিষ জন্মে। গন্ধকযোগে আর্সেনিক হইতে হরিতাল ও মনঃশিলা প্রস্তুত হয়। আক্টিমনি গন্ধকযোগে রসায়ন প্রস্তুত করে। আক্টিমনির সহিত আর্সেনিকের সাহায্যে এত অধিক যে উত্তরের মধ্যে অনেক সময় জ্বল ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষ সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

৬। (ক) ক্রোমক, মৌলিনিক, তুলন্তক, বরুণক, কোনটিই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ক্রোমকযুক্ত পদার্থমাত্রই উজ্জল বর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭। মঙ্গনক—এই ধাতুযুক্ত পদার্থ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা তরুর, শীঘ্র অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই সকল কারণে বিপুল ধাতুর কোন ব্যবহার নাই। মঙ্গনকযুক্ত পদার্থেরও বর্ণ সচরাচর উজ্জল হইয়া থাকে।

৮। (ক) লোহ, নিকেল, কোবাল্ট।

এই তিন ধাতু অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যবিশিষ্ট। কোন কোন বিষয়ে ইহাদের পূর্বোক্ত ক্রোমক ও মঙ্গনকের সহিতও সাদৃশ্য আছে। সকল ধাতুর মধ্যে লোহে চৌম্বক ধর্ম প্রবল পরিমাণে সংক্রামক হইতে পারে। নিকেল ও কোবাল্টও এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে লোহের মত।

সকল স্থানে লোহের মত কার্যকর ধাতু আর নাই। এই জন্য উহা প্রচুর পরিমাণে নিকাশিত ও অপব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিপুল লোহের ব্যবহার একবারে নাই বলিলেই চলে। যে সকল লোহ ব্যবহারে লাগে, তাহাতে অজ্ঞাত ও অজ্ঞাত অপধাতু বর্তমান থাকে। পেটা লোহা, বাহাকে বাতসহযোগে পিটিয়া পাত করা চলে, তাহাতে অজ্ঞাতের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম। ঢালাই লোহা-তাম্রপ্রবণ, উহাকে পিটিয়া গড়ন চলে না, তবে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে গলে, এইজন্য গড়নের কাজে ইহার আসর।

ইহাতে অপরাপরের ভাগ অনেক বেশী। অনেক স্থলে প্রায় এক আনা ভাগ অঙ্গার থাকে। অঙ্গারের ভাগ বিবেচনা করিলে ইস্পাত ঢালাই ও পেটা লোহার মাকানামি। ইস্পাত খুব স্থিতিস্থাপক ও অত্যন্ত দৃঢ়।

লৌহ আকরিক অবস্থার অত্যন্ত জ্বোলের সহিত সংযুক্ত থাকে। অন্নজানযোগে লৌহের তর, গন্ধকযোগে সলফাইড, এততির কার্বনেট, সিলিকেট প্রভৃতি নানা অবস্থার লৌহ পাওয়া যায়। গন্ধকাদি ভাগ গোড়াইয়া কেলিতে হয়। অন্নজানযুক্ত লৌহভঙ্গ অঙ্গার সহ জ্বলিত করিলে অন্নজান বাহির হইয়া যায়। জ্বলিত বিস্কৃত লৌহ ক্রমে ক্রমে বিবিধ পরিমাণে অঙ্গার গ্রহণ করিয়া তৎসহ মিশ্রিত হইয়া ঢালাই লোহা, পেটাই লোহা, ইস্পাত প্রভৃতিতে পরিণত হয়। বিস্তারিত প্রণালী এই প্রস্তাবে দেওয়া চলে না।

গৈরিক (গিরিমাটি) নামক পদার্থের প্রধান উপাদান লৌহ। যে মুক্তিকার গৈরিক বা লৌহজ পদার্থ কিছু বর্তমান থাকে, তাহার রক্তভ বর্ণ হয়। এ দেশে ছোটনাগপুর অঞ্চলে লৌহজ প্রস্তর আছে এবং ছোটনাগপুর হইতে যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের জলের রক্তভ বর্ণ লোহার অস্তিত্বে ঘটে।

লৌহের প্রধান দোষ শীঘ্র ইহা অন্নজান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্ষয় পায় ও ইহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। রঙ করিয়া বা অজ ধাতুর আবরণ দিয়া ইহাকে রক্ষা করিতে হয়। হীরাবস লৌহের সলফেট।

ক্রোমিক ও মঙ্গনকের মত ফোবাণ্ট বিচিত্র বর্ণের পদার্থ উৎপন্ন করে। নিকেল ও লৌহও এই শ্রেণী কতকটা বর্তমান। নিকেলের উপর উত্তম পালিশ চলে ও শুষ্ক বায়ু ইহার ঔজ্জ্বল্য সহজে নষ্ট করে না। নিকেলের সহিত তামা ও কিছু দস্তা মিশাইয়া জার্মান রৌপ্য (German silver) তৈয়ার হয়।

৮। (খ) ক্রবীদক, হ্রদক, পল্লদক, অশ্বক, ইরিদক, প্লাতিনক, এ কয়েকটি ধাতু অনেকাংশে সমান ধর্মবিশিষ্ট প্লাতিনক আজকাল সুপরিচিত এবং প্লাতিনকে যে যে ধর্ম বর্তমান, অজ্ঞানভাবেও প্রায় সমস্তই দেখা যায়। অন্নজান ও অজ্ঞাত জীবক জব্য বর্ণের মত ইহাদিগকেও আক্রমণ করিতে সক্ষম। মহাদ্রাবক (nitric acid) সহিত ক্লোরিন্ জীবক (hydrochloric acid) মিশ্রিত করিলে উগ্র জীবক প্রস্তুত হয়, তাহা স্বর্ণকে ও প্লাতিনকেও আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাও এই শ্রেণীর সমস্ত ধাতুকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। অন্নজানাদির সহিত সঙ্কট অধিক না থাকার স্বর্ণের

ম্যার ইহাদিগকেও বিস্কৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আকরিক প্লাতিনকের মধ্যে অন্যান্যগুলিও কিছু কিছু মিশ্রিত থাকে। সেই মিশ্রিত অবস্থা হইতে তৎকৃত করিয়া লওয়া কতকটা আয়াসসাধ্য।

প্লাতিনক শুভ্র বর্ণের চাকটিক্যবিশিষ্ট ধাতু। প্লাতিনক হইতে স্নান তার ও স্নান পাত পাওয়া যায়। ইহার ঔজ্জ্বল্য কিছুতেই নষ্ট হয় না। অত্যন্ত অধিক উষ্ণ না হইলে ইহা গলে না। এই সকল কারণে প্লাতিনক অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়; গন্ধক জীবক গরম করিবার জন্য প্লাতিনকের পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাদ্ভিত প্রবাহোৎপাদক ব্যাটারিতে প্লাতিনক পাতের ব্যবহার হয়। তদ্ব্যতীত প্লাতিনকের পাত তার ও তরিস্থিত পাত্রাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রচলিত ধাতুর মধ্যে মূল্য বিষয়ে ইহা সোণারই নীচে।

(গ) হেলিক।—কয়েক বৎসর হইল আর নর্মাণ লকিয়ার যন্ত্র দ্বারা সূর্যের আলোক-বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে এক উজ্জল পীত বর্ণের আলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন, সেই আলোক অন্য কোন পরিচিত পদার্থ হইতে পাওয়া বাইত না। সেই সময়ে লকিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সূর্যমণ্ডলে এমন কোন ধাতু পদার্থ বর্তমান আছে, বাহা পৃথিবীতে এখনও পাওয়া যায় নাই। সূর্যের গ্রীকনাম হেলি (helios), তদনুসারে পৃথিবীতে অজ্ঞাত এই সৌর ধাতুর Helium নাম দেওয়া হয়। আর দিন হইল (১৮৯৫) আর্গল নামক বায়ুর আবিষ্কারের পর অধ্যাপক রামসে (Ramsay) এক রকম আকরিক জব্য মধ্যে আর্গলের অন্বেষণ করিতেছিলেন। সেই আকরিক উত্তপ্ত করিলে তাহা হইতে যে বায়বীয় পদার্থ উদ্ধৃত হইল, তাহাকে দীপ্তিমান করিয়া তরিস্থিত আলোক পরীক্ষা করিয়া রামসে দেখিলেন, এই আলোক সৌর-ধাতু Helium প্রদত্ত আলোক হইতে অতিরিক্ত। তৎপরে আরও কতিপয় আকরিক হইতে বায়বীয় ধাতু-পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। আলোক পরীক্ষা দ্বারা এই পদার্থকে ধাতু ধর্মাক্রান্ত বলিয়া স্থির করা যায়। অজ্ঞাপি ইহাকে তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় নাই। উপরে বর্ণিত ধাতুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এক পারদ তরল পদার্থ, আর সকলেই কঠিন। এই বায়বীয় ধাতু পদার্থ এ পর্যন্ত পরিচিত ছিল না। এই বায়ু আবার অত্যন্ত লঘু গুণযুক্ত। ইহা উদজানের অপেক্ষা দুই গুণ মাত্র ভারী। এই বায়ু একটি স্বতন্ত্র মূল পদার্থ, বা একাধিক মৌলিক বায়ুর মিশ্রণ উৎপন্ন, তাহাতে এখনও সংশয় আছে।

হেলিকের রাসায়নিক ধর্ম বিষয়ে আমরা এখনও অন-
ভিন্ন। সম্ভবতঃ ইহা ধাতুর তালিকার অষ্টম শ্রেণীতেই
স্থান পাইবে।

উদজানের ধাতবতা—উদজান বায়ু জলের অত্যন্ত
উপাদান। তদ্ব্যতীত অত্যন্ত বিবিধ পার্থিব পদার্থে ইহা
বর্তমান। উদজান সচরাচর বারবীর অবস্থাতেই পাওয়া যায়।
বায়ুর মধ্যেও আবার এমন লঘু পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই।
উদজানকে অপধাতুর মধ্যে গণনা করাই পদ্ধতি আছে।
কিন্তু কয়েকটি কারণে সন্দেহ হয়, উদজান বারবীর পদার্থ
হইলেও একতরফে ইহা ধাতু-পদার্থ। রাসায়নিক ধর্ম
আলোচনা করিলে অপধাতুর অপেক্ষা ধাতুর সহিতই ইহার
সাদৃশ্য দেখা যায়।

একটা ধাতু যত সহজে একটা অপধাতুর সহিত রাসায়-
নিক সম্বন্ধে মিলিত হয়; অল্প ধাতুর সহিত তত সহজে
মিলিত হয় না। এই একটা সাধারণ নিয়ম—উদজান প্রায়
সকল অপধাতুর সহিত মিলিয়া যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে,
কিন্তু ধাতু দ্রব্যের সহিত উদজানের রাসায়নিক সম্বন্ধ নাই
বলিলেই হয়। কোন তরল যৌগিক পদার্থ মধ্যে তড়িত-
প্রবাহ চাপাইলে উহার ধাতুভাগটা একমুখে গিয়া একটা ভাসে
জমে, অপধাতু ভাগ বিপরীত মুখে চলিয়া অল্প ভাসে জমে।

যৌগিক পদার্থে উদজান বর্তমান থাকিলে দেখা যায়
যে উহাও অপধাতুর অবলম্বিত পথে না চলিয়া ধাতুর
অবলম্বিত পথেই চলিয়া থাকে। উদজানকে যদি ধাতু পদার্থ
মধ্যেই গণ্য করা যায়, তাহা হইলে হেলিককে লইয়া অন্ততঃ
দুইটা বারবীর ধাতুর সহিত আমাদের পরিচয় হইল।

ধাতুক (পুং) শৈলজ, মেটা টেল।

ধাতুকার (পুং) ১ ধাতুর দেহ। ২ পূর্ণরচিত বৌদ্ধশাস্ত্রের নাম।
ধাতুকাসীস (স্ত্রী) ধাতুরূপ কাসীসং। কাসীস, উগধাতু
ভেদ। পর্যায়—

“কাসীসং ধাতুকাসীসং হরিতং তচ্চ লোহিতং।” (বৈষ্ণবকরত্নমালা)
ধাতুকুশল (ত্রি) ধাতুঃ কুশলঃ। ধাতুক্রিয়াবিষয়ে দক্ষ,
ধাতুজ্ঞ, ধাতুতত্ত্বজ্ঞ।

ধাতুকর (পুং) ধাতুনাং করো যজ্ঞ। কাসরোগ, এই রোগ হইলে
ধাতু ক্ষীণ হইয়া থাকে, এই অল্প ইহাকে ধাতুকর কহে।

ধাতুগর্ভ (পুং) দাগোপ, বৃদ্ধ বা পিতৃভ্রাতৃ। বৌদ্ধগণের অধি-
রক্ষা করিবার আধার, দেহগোপ।

ধাতুগোপ (পুং) ধাতুগর্ভ, দাগোব, দাগোপ।

ধাতুগ্রাহিন্ (পুং) ধাতু-গ্রহ-গিনি। যে মৃত্তিকা তাত্ত্বের
সহিত মিশ্রিত হইলে পিত্তল হয়।

ধাতুন্ন (স্ত্রী) ধাতুং স্বর্ণাদিকং হতি হন-টক্। ধাতুনাশন-
শীল, কাকিক পারদাদি ধাতুকে বিনষ্ট করে, এই অল্প
ইহাকে ধাতুন্ন কহে।

ধাতুদ্রাবক (পুং) ধাতুং দ্রাবয়তি দ্র-গিচ্-ধূল। ধাতুদ্রব-
কারক, সোহাগা। ইহা দিলে স্বর্ণ প্রভৃতি গলিয়া যায়।
এই অল্প ইহাকে ধাতুদ্রাবক কহে।

ধাতুনাশন (স্ত্রী) ধাতুং স্বর্ণাদিকং নাশয়তীতি নশ-গিচ্-ন্।
কাকিক, কাকি, আমনি।

ধাতুল (পুং) ধাতুং অহিমজ্জামাসোৎপাদকপদার্থবিশেষঃ
পাতি রক্ষতীতি পা-ক। রসরূপ প্রথম ধাতু, রস।

“আরুহ ধমনীর্গতা ধাতুর্ন সর্মানয়ং রসঃ।

পুষ্কতি তদনুযীতৈর ব্যাপ্রোতি চ তদ্বৎ শুণৈঃ ॥” (ভাবপ্রা°)

রস ধমনী দ্বারা গমন করিয়া বীর শুণে সকল ধাতুকে
পোষণ করিয়া থাকে।

“রসস্ত হৃদয়ং যাতি সমানমকতেরিতঃ।

স তু ব্যানেন বিক্লিষ্টঃ সর্কান্ ধাতুর্ন বিবর্জয়েৎ ॥

কেদারেশ্ব বধা কুল্যাং পুষ্কতি বিবিধোষধীঃ।

তথা কলেবরে ধাতুর্ন সর্কান্ বর্জয়তে রসঃ ॥” (ভাবপ্রা°)

রস সমান বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া হৃদয়ে গমন করে
এবং ব্যানবায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়া সকল ধাতুকে বর্জিত
করিয়া থাকে।

ধাতুপাঠি (পুং) ধাতুনাং পাঠো যজ্ঞ, ধাতবঃ পঠান্তে অত্র বা
আধারে যজ্ঞ। পাণিগ্রাদি শ্রেণীত অর্থাববোধক গ্রন্থভেদ।

“ধাতবঃ পঠিতাঃ পাঠস্থত্রলোকাগমস্থিতাঃ।” (কবিকরাজম)

ধাতুপারায়ণ (পুং) ধাতুনাং পারায়ণং যজ্ঞ। ধাতু শ্রেণি-
পাদক গ্রন্থভেদ।

ধাতুপুষ্ণিকা (স্ত্রী) ধাতুরিব পুষ্ণং যত্নাঃ জাতৌ ভীষ্ম-
কন, পুষ্ণং হবঃ। ধাতুপুষ্ণিকা, ধাইকুল।

ধাতুপুষ্ণী (স্ত্রী) ধাতুরিব পুষ্ণং যত্নাঃ জাতিত্বাৎ ভীষ্ম-
ধাতকী। [ধাতকী দেখ।]

ধাতুভূ (পুং) ধাতুং গৈরিকাদিকং উপধাতুং বিভক্তি ভূ-
কিপ্, ভূক্ চ। পর্কত।

ধাতুমল (পুং) ধাতুনাং মলঃ ৩৩৭। ধাতুর মল। ধাতু সকল
পরিপাক হইলে আরমান কেশাদি।

“ককপিত্তং মলঃ খেদু প্রোহো নখলোম চ।

নেত্রবিট্চক্ষুঃ মেহো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ।

নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলক রসজং মলং ॥” (ভাবপ্রা°)

কক, পিত্ত, কর্ণাদি জ্বোতোমল, বর্ষ, নখ ও রোস, নেত্র,
বিট্ ও চক্ষুসেহ (লাবণ্য) ইহারা বধাক্রমে ধাতু-সমূহের

অর্থাৎ রসাদি মজ্জা পর্যন্ত ধাতুর মল। কেহ কেহ বলেন যে, ৬৮ক্ষু, জিহ্বা এবং গণ্ডদেশগত জলও রসজনিত মল। ক্ষু পরিপাক হইলে তাহার মলোৎপত্তি হয় না। কেননা, যেমন সূর্য স্নেহবার অগ্নিদগ্ধ করিলে তাহাতে মল থাকে না, তজ্জপ আহারজাত রস পুনঃ পুনঃ পরিপাক হওয়ার তাহাতে মল থাকে না। (ভাবপ্রঃ)

ধাতুমাক্ষিক (ক্লী) ধাতুরূপঃ মাক্ষিকঃ। মাক্ষিক, উপ-ধাতু ভেদ।

“মাক্ষিকঃ ধাতুমাক্ষিকঃ তাপ্যঃ তাপ্যখসংজ্ঞকঃ॥”

(বৈত্তকরত্নমালা) [মাক্ষিক দেখ।]

ধাতুমারিণী (ক্লী) ধাতুঃ মারয়তি মৃ-গিচ্-গিনি-টীপ্। মজ্জিকা, সোহাগা।

ধাতুরাজক (ক্লী) ধাতুর্ন রাজতে ইতি রাজ-ধূল-বা ধাতুনাং রাজা, সমাসান্ত উচ্, ততঃ স্বার্থে কন্। শুক্র, রেতঃ। শুক্র সকল ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এইজন্ত ইহাকে ধাতুরাজক কহে।

ধাতুবল্লভ (ক্লী) ধাতুর্ন বল্লভঃ। টক্ণ। [টক্ণ দেখ।]

ধাতুবাদিন্ (পুং) ধাতুঃ বদতি, উপায়ান্তরেণ কর্তৃ-কথয়তি বদ-গিনি। কারক্মী, কৌশলভেদে রসায়নাদি-ধার স্বর্ণ রৌপ্যাদিকর।

ধাতুবিষ (ক্লী) ধাতুজল, নীসা।

ধাতুবৈরিন্ (পুং) ধাতুনাং বৈরীবা, দুষকভাং। গন্ধক। (শব্দচঃ)

ধাতুশেখর (ক্লী) ধাতুনামুপধাতুনাং শেখরমিব, শ্রেষ্ঠভাং। কাশীস, উপধাতুভেদ।

ধাতুশেখর (ক্লী), নীসক।

ধাতুদংষ্ট্র (ক্লী) নীসক।

ধাতুসেন, মহাবংশধৃত জনৈক মৌর্যবংশীয় বৌদ্ধ রাজা। রাজা মিত্রসেনকে হত্যা করিয়া যখন (৪৩৪ খৃষ্টাব্দে) তামিল সর্দার পাণ্ডু সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে মৌর্য-বংশীয়েরা প্রাণরক্ষার্থে অমুরাধাপুর প্রদেশে পলায়ন করিয়া মহাবালুক নদীর অপর তীরে গিয়া বাস করেন। তামিলগণ নদীর অন্যতীর অর্থাৎ অমুরাধাপুর প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকে।

যে সকল মৌর্যবংশীয় নদীর পারে পলাইয়া গিয়া বাস করেন। ধাতুসেন নামে তাঁহাদের মধ্যে একজন ভূম্যধিকারী ছিলেন, তিনি নন্দীবাণী নামক স্থানে বাসস্থাপন করেন। ধাতা নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল তিনি অম্বিলিরাগ নামক গ্রামে বাস করিতেন। ধাতার দুই পুত্র হয়; জ্যেষ্ঠ

ধাতুসেন, কনিষ্ঠ মীলভিষ্য বোধি। ইহাদের মাতুল মহানাম ধর্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া অমুরাধাপুরেই অবস্থান করিতে ছিলেন। মন্ত্রী দীর্ঘসন্ধান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তিনি বাস করিতেন। ধাতুসেনও মাতুলের অধীনে একজন যাজক হইয়াছিলেন। এক দিবস এক বৃক্ষতলে ধাতুসেন যখন নিবিষ্টচিত্তে স্তব পাঠ করিতেছিলেন, তখন এক পসলা বৃষ্টি হয়। ধাতুসেনের সেনিকে জ্ঞপ্তিও নাই। তিনি তলপত চিত্তে স্তবই পড়িতে ছিলেন। এই সময় এক সর্প তাঁহার মস্তক ও পুস্তক ব্যাপিয়া কণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার মাতুল ও অন্য একজন যাজক ইহা দেখিতে পান। যাজক হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহার মস্তকে কতকগুলি ধূলা নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতেও ধাতুসেন বিচলিত হন নাই। মাতুল ভাগিনেয়ের এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, এ যুবক কালে রাজা হইবে। আমাকে ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। তৎপরে তিনি তাহাকে বিহার মধ্যে লইয়া গিয়া উপদেশ দিলেন, ‘প্রিয়দর্শন! দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আপনার উন্নতি সাধন কর, কখন অবহেলা করিও না।’ এই উপদেশেই তিনি রাজোচিত সকল বিচার শিক্ষিত এবং পটুতা লাভ করেন।

তামিল-সর্দার রাজা পাণ্ডুর কাছে এই সংবাদ গেল। তিনি ধাতুসেনকে ধরিবার জন্ত রাজিতে গুপ্তচর পাঠাইলেন। হবির (ধাতুসেনের মাতুল) তাহা জানিতে পারিয়া ভাগিনেয়কে স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিলেন। যখন তাঁহারাই যাইবার উত্তোগ করিতেছেন, গুপ্তচরও ঠিক সেই সময় আসিয়া চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু ধাতুসেন ও তাঁহার মাতুল কোশলে শত্রুগণের চক্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাঁহারা শত্রু কবল হইতে পলাইয়া দক্ষিণ মুখে গণনামক বৃহৎ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতে তখন প্রবল বন্যা। তাঁহারা শ্রোতের খরবেগ দেখিয়া পার হইতে পারিলেন না। হবির তখন নদীকে সন্ধানেন বলিলেন, ‘নদী তুমি যেমন আমাদের গতিরোধ করিলে তজ্জপ তুমি এই স্থানে বৃহৎ ব্রহ্মাকারে বিস্তৃত হইয়া তাহাদেরও (শত্রুগণ) পথ রোধ কর।’ তাহার পর উভয়ে জলে নামিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। এক নির্জন স্থানে আশ্রয় লইয়া তাঁহারা সে দিবস রহিলেন। সে দিন আহারার্থে পায়সান জুটিল। হবির অগ্রভাগ করিয়া ভাগিনেয়কে দিলেন, কিন্তু ভাগিনেয় হবিরের পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করা অস্বচিত বলিয়া পাত্র হইতে ভূমিতে ঢালিয়া আহার করিলেন। ইহা হইতেও হবির ভাগিনেয়ের মহাহতভবতা বুঝিতে পারিলেন।

ওদিকে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া তামিলরাজ ধাতু মুতামুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র করীজ রাজা হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোট করীজ রাজ্যের শাসনকর্তা হন। এই দুই রাজার রাজত্বকালে (খ্রীষ্টাব্দ ৪৫৫) ধাতুসেন বল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ধাতুসেন সপক্ষ পালন ও বিপক্ষ বিনাশ করিয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করেন। বোলবর্ষ রাজত্ব করিয়া করীজের মৃত্যু হয়। ছোট করীজ রাজা হন, কিন্তু দুইবাসের মধ্যে ধাতুসেনের যুদ্ধে তিনিও বিনষ্ট হন। ইহার মৃত্যু হইলে তামিল জাতীর দাত্তের তিন বৎসর রাজত্ব করেন। পরে তিনিও ধাতুসেন কর্তৃক নিহত হন। তৎপরে তামিল পিত্তের রাজা হন। ইনি রাজা হইয়া ধাতুসেনের যুদ্ধে লাভ হাস পরেই গতাত্ম হন। তামিলবংশ এইখানেই শেষ হয় এবং ধাতুসেন সিংহলে সিংহাসন লাভ করেন।

ধাতুসেন রাজা হইয়া ভ্রাতৃসাহায্যে তামিলগণকে এক-বারে দমন করিয়া ফেলিলেন, দেশের মধ্যে ২৪টা দুর্গ নির্মাণ করিলেন, সুশাসনে প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন করিলেন এবং বিদেশীয়গণের হস্তে লাহিত ধর্মের পুনরুত্থান সাধন করিলেন। যে সকল সম্রাটলোক তামিলদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, রাজা ধাতুসেন “ইহারা আমাকেও রক্ষা করে নাই বা ধর্মরক্ষা করে নাই” এই যুক্তিতে তাঁহাদের ধনরত্ন হরণ করিলেন। রোহণ হইতে পলাতক সম্রাট ব্যক্তিবর্গ আবার কিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট সম্মানিত হইলেন। ধাতুসেন মহাবালুকানদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলহীন শত্রুক্ষেত্রে জল-সঞ্চালনের উপায় করিয়াছিলেন ও শ্রেষ্ঠ যাজকগণকে শালীধাত্তের জন্য এই সকল ক্ষেত্র দান করিলেন। তিনি আতুরাশ্রম স্থাপন করেন। গণ নদী ও কালবাণী-দীর্ঘিকার তিনি বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সৈন্ত পাঠাইয়া বোধিবুদ্ধের মন্দির ও মহাবিহার উদ্ধার করেন, ধর্ম্মাশোকের জায় যাজকদিগকে চতুর্বিধ দানাদিবারা উপযুক্ত সংবর্দ্ধনা-পূর্ব্বক পিতৃকর্তব্য-সম্বন্ধে এক মহাসভা আহ্বান করেন। এ ছাড়া “হবিরবাড়া” নামক যাজক-সমাজের জন্য ১৮টি বিহার নির্মাণ এবং সেই সকল বিহারের নিকট ১৮টি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ অষ্টাদশ জলাশয় ও বিহারের নাম—কালবাণী, কোটাশাশ, দক্ষিণাগিরি, বর্দ্ধনম্, পুণ্ডাবলোক, ভন্নটিক, পাশনাশন, মঙ্গলেন্দ্রপা-বীতি, ধাতুসেন, পূর্ব্বদিকে কষবীতি, অন্তরামগিরি, অট্টাল প্রদেশে ধাতুসেন, কস্তুরীকপর্কতে কস্তুরীটিক, রোহণ প্রদেশে দর্য্যাম, শালবাণ ও বিভীষণ-বিহার এবং নানা

স্থানে নিজ নাম বিহারে ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি ২৫ হস্ত ময়ূর-পরিবেশ তত্ত্ব তালিরা ফেলিয়া ২০ হস্ত উচ্চ এক তত্ত্ব নির্মাণ করেন। মহাপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল, তিনি তাহার সংস্কার করেন। তিনি প্রধান তিনটা তত্ত্বের উপর ছত্র নির্মাণ করাইয়া দেন। বোধিবুদ্ধের জল দিবার উদ্দেশ্যে বোধিবুদ্ধনান নামে দেবানাম্ প্রিয়-তিত্ত্বের জায় এক উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্থলে তিনি সচল পিত্তলময়ী বোড়শ পুত্তলিকা নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। এই অবধি সিংহল-রাজগণ প্রতি বাদশ বৎসরে বোধিবুদ্ধনান-উৎসব নির্বাহ করাইতেন।

অধমালক বিহারে মহামহীজ হবিরের দেহ দাহ করা হইয়াছিল, রাজা ধাতুসেন সেই স্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত হবিরের এক প্রতিমা নির্মাণ করান। ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি এক মেলা করিয়া দীপবংশ পাঠ করান এবং প্রচারার্থে উহার সহস্রখণ্ড পুস্তক বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে সমাগত যাজকগণকে শর্করা দান করা হইয়াছিল। তিনি অন্তরগিরি-বিহারের জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমার জন্য এক বস্ত্র কক্ষা নির্মাণ করাইয়া দেন। বুদ্ধদাস এই প্রতিমার যে রত্নময় চক্ষু নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা অপলত হওয়ার্তে রাজা ধাতুসেন স্বীয় চূড়ামণি (রাক্ষসকূটের মণি) দ্বারা পুনরায় চক্ষু-নির্মাণ এবং কতকগুলি চুণীদ্বারা প্রতিমার কেশভাগ সজ্জিত এবং স্বর্ণহস্ত দ্বারা সমুখস্থ কেশগুচ্ছ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রাণিট প্রস্তরনির্মিত বুদ্ধপ্রতিমার ও উপসত্ত্বের প্রতিমার মস্তকের চতুঃপার্শ্বে ছটা নির্মাণের জন্য ধাতুসেন তাঁহার মুকুটের অনেকগুলি রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, বোধিবুদ্ধের দক্ষিণে মৈত্রের বোধিসত্ত্বের এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাজোপযুক্ত বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া তাহার চতুর্দিকে এক বোজন পর্য্যন্ত রক্ষী-সন্নিবেশ করেন। তিনি বিহারগুলি ধাতুনামক একরূপ বর্ণে চিত্রিত করাইয়াছিলেন এবং বোধিবুদ্ধের বিহার গালাস রক্তে চিত্রিত করাইয়াছিলেন। তিনি রামতত্ত্বের এবং দত্তমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করান। “দত্তধাতু” রক্ষার জন্য তিনি মণি-খচিত স্বর্ণপুষ্পময় এক কোটা অর্পণ করেন। তিনটা প্রধান চৈত্যে স্বর্ণছত্র ও কাচের “চুবতন” নির্মাণ করান। অধ্যক্ষিক মহাসেনকর্তৃক মহাবিহার ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকৃতিসম্রাট চৈত্যপর্কতে বাস করিতেছিলেন, ধাতুসেন তাঁহাদের আর্থনাম্যসারে চৈত্যপর্কতের অবস্থান বিহার তাহাদিগকে প্রদান করেন।

রাজা ধাতুসেনের দুই পুত্র হয়, কশ্যপ ও মৌগল্যায়ন।
তত্তির তুহার প্রাণাপেক্ষা শ্রিয়তরা মনোরমা নারী এক কন্যা
ছিল। বীর ভাগিনেরকে এই কন্যা দান করিয়া তাঁহাকে
সেনাপতি করেন। এই ব্যক্তি নিরপরাধে মাতার উত্তেজনায়
রাজকুমারীর উরুদেশে কশাঘাত করে। রাজা রক্তপ্লুত বসন
দর্শনে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ঐ ব্যক্তির জননীকে উল্লা-
সস্থায়ী জীবন্ত দণ্ড করেন। রাজকামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ-
কুমার কশ্যপের সহিত বড়বয়স করিয়া রাজাকে জীবিত-
বস্থায় বন্দী করেন। রাজকুমার কশ্যপ ছটলোকের বলে
বলীয়ান্ হইয়া রাজপুরুষগণকে বিনাশ করিয়া ছদ্মদণ্ড
গ্রহণ করিলেন। রাজকুমার মৌগল্যায়ন সৈন্ত সংগ্রহ
করিতে না পারিয়া অশুভীপে (ভারতবর্ষে) যাত্রা করেন।
রাজকামাতা রাজা কশ্যপকে রাজ্যের গুপ্তধনাগারের
সংবাদ জানিবার জন্ত উত্তেজিত করিলেন; বলিলেন,
'তোমার পিতা তাহা তোমার কনিষ্ঠের জন্ত রাখিয়াছেন।'
রাজা কশ্যপ তৎক্ষণাৎ বন্দী পিতাকে ধনাদি দেখাইয়া
দিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা ধাতুসেন সমস্ত
বুঝিয়া নীরব রহিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে রাজা
অতিক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ দূত পাঠাইলেন। শেষে বন্দী
রাজা বলিলেন, 'তোমরা আমাকে কালবাণী-সরোবরে লইয়া
চল, আমি ধনাগার দেখাইয়া দিব।' রাজা কশ্যপ প্রলুব্ধ
হইয়া পিতার জন্ত এক ভগ্নচক্র শকট পাঠাইয়া দিলেন।
বৃদ্ধ রাজাও সেই শকটে কালবাণী যাত্রা করিলেন। শকট-
চালক মুড়ি খাইতেছিল, সে রাজাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া,
তাহার অংশ দিল। রাজাও প্রীতমনে ভোজন করিয়া
মৌগল্যায়নের নামে এক পত্র ও তাহাকে দ্বারনায়কের
পদ প্রদান করিলেন। কালবাণী-বিহারের স্থবির রাজা-
গমন শুনিয়া তাহার জন্ত গোপনে মাংসকলাই, অন্ন ও মাংস
রন্ধন করাইলেন। তৎপরে রাজা আসিলে উভয়ে পাশাপাশি
বসিয়া বহুক্ষণ কথাবার্তা কহিলেন। যাজক তাঁহাকে
প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তৎপরে আত্ম-
সমর্পণ করিয়া কালবাণী-সরোবরে অবগাহনার্থ নামিলেন
এবং জল পান করিয়া রাজাহুচর্য্যবর্ণকে বলিলেন, "বহুগুণ
ইহাই আমার ধনসম্পত্তি।" রাজাহুচর্য্যের ইহা শুনিয়া
তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে গেল এবং রাজাকে
জানাইল। রাজা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'এ বৃদ্ধ
যতদিন বাঁচিবে, ততদিন কেবল কনিষ্ঠপুত্রের জন্ত ধনসঞ্চয়
করিবে এবং আমার বিরুদ্ধে দেশের লোককে উত্তেজিত
করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব ইহাকে মারিয়া কেল।'

এই বলিয়া কশ্যপ রাজপরিষদে তুষিত হইয়া কারাগারে
পিতার সমুখে গিয়া সন্মুখোক্ত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ
রাজা বলিলেন, পুত্র তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছে।
তিনি সম্মুখে বলিলেন, 'রাজাধিরাজ, মৌগল্যায়ন আমার
যতটা মেহের পাত্র, তুমিও ততটা মেহের অধিকারী।' নব্য
রাজা হাসিলেন এবং পিতাকে অনাবৃত বস্ত্রে কশাঘাত
করিতে আদেশ দিলেন, পরে জীবিতাবস্থায় লৌহশৃঙ্খলে
বদ্ধ করিয়া তাহার উপর প্রাচীর গাঁথাইয়া দিলেন, কেবল
প্রাচীরগর্ভ হইতে বৃদ্ধ রাজার মুখমণ্ডল বাহির হইয়া রহিল।
দুর্ঘায়া কশ্যপ তাহাও কদম লেপিত করিয়া দিলেন। ১৮শ
বৎসর রাজত্ব করিয়া রাজা ধাতুসেন এইরূপে (৪৭৭ খৃষ্টাব্দে)
পুত্রহন্তে নিহত হইলেন।

ধাতুসেন, সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অম্বরধাপুরের নিকট-
বর্তী একটা পর্বত। রাজা ধাতুসেন এখানে স্বনামে বিহার
ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন।

ধাতুহন (পুং) গদক।

ধাতুপল (পুং) ধাতু: উপধাতুরূপ: উপলঃ। কঠিনিকা,
ধড়ি। (হারাবলী)

ধাতু (জি) ধাতুচ্। ১ ধারক। ২ পোষক। (পুং) ৩ ব্রহ্ম।

"স্বর্ঘ্যচক্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ।" (সঙ্খ্যামতঃ)

৪ বিষ্ণু। "অনাদিনিধনো ধাতা।" (বিষ্ণুঃ)

৫ আত্মা। ৬ বায়ুভেদ। ৭ আদিত্যভেদ। ৮ ব্রহ্মার

পুত্রভেদ।

"যৌ পুত্রৌ ব্রহ্মণস্বগ্নৌ যয়োতিষ্ঠতি লক্ষণঃ।

লোকে ধাতা বিধাতা চ যৌ স্থিতৌ ময়ূনা সহ॥"

(ভারত আদি ৬৬ অ°)

৯ তৃপ্তপুত্রভেদ।

"তৃপ্তঃ ধাত্যাং মহাতাগ পত্যাং পুত্ৰানজীজনৎ।

ধাতারঞ্চ বিধাতারঃ শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরং॥" (ভাগ° ৪।১।২৫)

১০ প্রজাসর্গকারক সত্ত্বি।

"সর্গশেষপ্রণয়নাদিধ্বনোন্নয়নস্তরং।

পুরাতনঃ পুরাবিত্তি ধাতার ইতি কীৰ্ত্তিতাঃ॥" (কুমার)

ধাতুপুত্র (পুং) ধাতু: পুত্র: ৩তৎ। ব্রহ্মার পুত্র সমৎকুমার।

ধাতুপুষ্ণিকা (স্ত্রী) ধাতুপুষ্ণী, বার্বে কন্, পূর্ব ইন্, কপ
টাপি অন্ত ইন্। ধাতকী, ধাইকুল।

ধাতুপুষ্ণিকা (স্ত্রী) ধাতু পুষ্ণিকর্ পুষ্ণং বত্যা: ভীপ্। ধাতকী।

ধাতু (স্ত্রী) ধীরতে অসাত্ত্ব ধা-অধিকরণে ট্। ভাজন, পাত্র।

ধাতা ব্রহ্মা আদিত্যো বা দেবতা অন্ত অণ্। (জি)

আদিত্যদেবতাক বা ব্রহ্মদেবতাক বাদশকপালসংস্কৃত

পুরোডাশাদি। "সংসার-ধাত্রীময়ং স ধাত্রীঃ ধাত্রীকপালঃ
পুরোডাশঃ ধাত্রীকপালো ধাত্রীমাসাঃ সংবৎসরঃ সংবৎসরঃ
প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্ধাত্রী।" (শতপথব্রাঃ ৯।৫।১৩৮)
ধাত্রী (জী) ধীরতে পীরতে ধাত্রী (সর্বধাত্রীত্বাৎ ধাত্রী। উপ-
৯।১৩৮) টিহাং জীব। বা দধাত্রি ধরতি ধাত্রী-তু-তীপ্।
১ মাতা।

"পুনর্ধাত্রীঃ পুনর্গর্ভমোজন্তত প্রধাবতি।

অষ্টমে মাস্ততো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিমূচ্যতে ॥" (বাজবল্যঃ ৩।৮২)

অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজঃ মাতার অর্থাৎ গর্ভধারিণীর
এবং গর্ভের প্রতি বারবার প্রধাবিত হয়। ওজঃ অষ্টম
মাসে ভূমিষ্ঠ বালকের প্রাণঃই মৃত্যু হয়।

২ উপমাতা, ধাত্রী। ইহার লক্ষণাদির বিষয় ভাবপ্রকাশে
এইরূপ লিখিত আছে—

ধাত্রীলক্ষণ—বালককে স্তম্ভপান করাইবার জন্য যদি ধাত্রী
রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার দোষগুণ বিশেষরূপে
বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিতরূপ ধাত্রীনিয়োগ করিবে।
স্বভাতি, মধ্যমবয়স্কা, অর্থাৎ যুবতী, স্নগীলা, সর্সদা লজ্জাবনত-
মুখী, শুদ্ধহৃদা অর্থাৎ যাহার স্তন্য বাতাদিদোষে দূষিত নহে,
প্রচুর দুগ্ধযুক্ত, জীবৎস্কা, অর্থাৎ মৃতবৎসা না হয়, দয়ালীলা,
স্বামীনা, অঙ্গসম্পূর্ণা, সদাচারাদিযুক্তা, সদঃশ্রুতাতা এবং যে ধাত্রী
ঐ শিশুকে নিজ পুত্র সদৃশ জ্ঞান করিয়া স্তম্ভদাত্রী হয়, কোন
ছলক্রমে পরিত্যাগ না করে, এরূপ জ্ঞাই ধাত্রীর উপযুক্ত।

নিষিদ্ধা ধাত্রীর লক্ষণ—শোকাবুল্লা, কুখিতা, পরিশ্রান্তা,
ব্যাদিযুক্তা, অতিশয় ঢেঁকা অথবা অতি ধর্ম্মা, অত্যন্তহুলাসী
বা অতি ক্রুশাদী, গর্ভিণী, অরপীড়িতা এবং যাহার স্তন্য
লঘা ও অতিশয় উচ্চ, (ইহার তাৎপর্য্য অতিশয় উচ্চ স্তন
চুষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয় এবং লঘা স্তন হইলে বালকের
নাসিকা মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়), অজীর্ণভোজিনী,
অপথ্যাসেবিনী, ঘৃণিত কার্য্যে আগ্রহী, হঃস্বাসিতা ও চঞ্চলচিত্তা,
এই সকল দোষযুক্তা জ্ঞীর স্তম্ভপান করিলে বালক রোগাতুর
হয়। বালকের মাতা বা ধাত্রী স্তনপান করাইতে হইলে অম্লর
বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনোপরি প্রোশস্তাদী ও পূর্ব্বমুখী হইয়া
উপবেশন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা উত্তমরূপ
প্রক্ষালন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে, পরে শিশুকে
উত্তরমুখী করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া দুগ্ধ পান করাইবে।*

* "পীড়ায় যদি বালস্ত বিধধ্যাহুপমাতরং।

হৃবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্রাত্রীঃ তদেদৃশীং ॥

সর্ব্বাঃ মধ্যবয়স্কাঃ সজ্জীবাঃ মুদিতাঃ সদা।

শুদ্ধকীরঃ বহুকীরঃ সব্যসামতিবৎসলাঃ ॥

দধাত্রি ধারয়তি সর্সমিতি ধাত্রী-তু-তীপ্। ৩ কিত্তি।
৪ গায়ত্রীস্বরূপিণী ভগবতী।

"ধাত্রী ধর্ম্মধরা ধেতুধারিণী ধর্ম্মচারিণী।" (দেবীভাগঃ ১২।৬।৭৮)

৫ গজা। ৬ আমলকী বৃক্ষ। আমলকী হরীতকীর স্তায়
তুল্য গুণদায়ক। কেবল আমলকী রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক
এবং অতিশয় পুষ্টিকারক ও রসায়ন। আমলকী অন্নরস দ্বারা,
বায়ু মধুর রস ও শীতলতা দ্বারা, পিত্ত এবং কষায়রস ও রক্ত-
গুণদ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং আমলকী ত্রিদোষনাশক।
ইহার মজ্জার গুণও এইরূপ। (ভাবপ্রঃ)

[আমলকী ও-হরীতকী দেখ।]

ধাত্রীর উৎপত্তি-বিবরণ—গঙ্গাপুরাণে এইরূপ লিখিত
আছে। জলধরপত্নী বৃন্দার মরণে বিষ্ণু মোহাচ্ছন্ন হইলে
দেবগণ মহাদেবের বাক্যে শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন।
তাহাতে দেবী তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ত্রিধা হইয়া
সমুদ্র, রক্তঃ ও তমোভূত্রে বর্তমান। সেই তিন গুণ আমার
লক্ষ্মী, গৌরী ও স্বধারূপ। সেই গুণত্রয়ের আরাধনা কর,
সফল মনোরথ হইবে।' দেবগণ তাহাই করিলেন। গুণত্রয়
দেবগণকে তিনটি বীজ প্রদান করিয়া বলিলেন, এই বীজত্রয়
যেখানে বিষ্ণু এখন আছেন, সেইখানে বপন কর। সেই
তিন বীজে তিন বনস্পতি অম্লিল। ঐ বৃক্ষত্রয়ই ধাত্রী
(আমলকী), মালতী ও তুলসী। স্বধা হইতে ধাত্রী, লক্ষ্মী
হইতে মালতী এবং গৌরী হইতে তুলসীর উৎপত্তি হয় এবং
এই তিন বৃক্ষ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুর মোহমোচন হয়।

ধাত্রী-মাহাত্ম্য—মাতা যেরূপ সন্তানের প্রতি রূপা করিয়া
থাকেন, ধাত্রীও সেইরূপ মনুষ্যদিগের উপর রূপা করিয়া থাকেন।

যাহারা ধাত্রী-স্নান করিয়া থাকেন, তাহাদের সকল
বিষয় বিদূরিত হয় এবং সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ হয়।
যাহারা ধাত্রীফলদ্বারা কেশ রঞ্জিত করিয়া থাকে, তাহাদের
কলি জন্ত কোন দোষ থাকে না এবং অন্তকালে বিষ্ণুপদপ্রাপ্ত
হয়। ইহা ভক্তরূপ করিলেও বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে।

"ন গজা ন গয়া পুণ্যা ন কাশী ন চ পুষ্করং।

এটেকব চ বধা পুণ্যা ধাত্রী মাধববাসরে ॥

বাধীনামরসম্পূর্ণাঃ স্নানঃ সজ্জনাক্ষরঃ।

কৈতবে নাপরিত্যক্তাঃ নিজপুত্রদৃশং শিশৌ ॥

নিষিদ্ধাঃ ধাত্রীমাঃ।

শোকাবুল্লা কুখার্তা চ আস্তা ব্যাধিমতী সঙ্গা।

অত্যাচ্চা নিতরাং নীচা হুলাতীব তৃশক্বেশা ॥

গর্ভিণী অরপী চাপি লঘোন্নতপয়োধরা।

অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যবিবর্জিতা ॥

আসক্তা দুঃস্বকার্য্যে তু হঃস্বাসী চঞ্চলাপি চ।

এতাসাং স্তম্ভপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ ॥" (ভাবপ্রঃ)

কার্তিকে মাসি বিশেষে ধাত্রীমানং সমাচরয়েৎ ।
যন্ত তুলসীমলীয়াং সৌখ্যমধনবাগ্নুয়ং ॥”

(পদ্মপুঃ উত্তরখণ্ড ১২৭ অঃ)

হরিরাসর দিনে এক ধাত্রীবৃক্ষ সকল তীর্থাপেক্ষা পুণ্য-
দায়ক । এই দিন, কানী, গয়া ও শুর ইহার তুল্য নহে
এবং বাহারি কার্তিক মাসে ধাত্রীমান করিয়া থাকে, তাহারি
অখণ্ড ফল লাভ করিয়া থাকে । বাহারি ধাত্রীকল দ্রবণ
করে, তাহাদের পূর্বকস্মার্কিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং প্রতি-
দিন যে সকল লোক নাম দ্রবণ করিয়া থাকে, তাহাদের মন,
বাক্য ও কর্মসম্ভব সকল পাতক বিনষ্ট হয় । অষ্টমী, নবমী,
অমাবস্তা, রবিবার ও সংক্রান্তি এই সকল দিনে বাহারি ধাত্রী
দ্রবণ করিয়া থাকে, তাহাদের গৃহে ধাত্রী সর্করা অবস্থান
করিয়া থাকেন । তাহার গৃহে প্রেত, কুমাণ্ড ও রাক্ষসের
অধিকার থাকে না ।

“ধাত্রীফলাস্তমাবস্তামষ্টমীনবমীষু চ ।

রবিবারে চ সংক্রান্তৌ সংস্মরয়েৎ মুনিপূজব ॥

যন্ত গেহে মুনিস্রেষ্টে ধাত্রী তিষ্ঠতি সর্করা ।

তন্ত গেহে ন গচ্ছন্তি প্রেতকুমাণ্ডরাক্ষসঃ ॥”

(পাদ্যোত্তরখণ্ড ১২৭ অঃ)

বাহারি ধাত্রীবৃক্ষের ছায়াতে পিতৃদিগের উদ্দেশে
শ্রাদ্ধাদি কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পিতৃগণ ইহাতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । মন্তক, হস্ত, মুখ ও কণ্ঠ
প্রভৃতি স্থানে বাহারি ধাত্রীকল-ধারণ করে, তাহারি মহামহিম-
শালী ও পুণ্যাকা হয় ।

“মুন্ধিপাণৌ মুখে কণ্ঠে দেহে চ মুনিসত্তম ।

ধতে ধাত্রীফলং যন্ত স মহাত্মা স পুণ্যভাক ॥

ধাত্রীফলবিলিপ্তাদৌ ধাত্রীফলবিভূষিতঃ ।

ধাত্রীফলক্লতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥

যঃ কশ্চিৎকৈবলো লোকে ধতে ধাত্রীফলং মুনৈঃ ।

প্রিয়ো ভবতি বিষ্ণোঃ স মহাত্মা গাণ্ডকা কথ্য ॥

ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসংপূটে ।

তন্ত নারায়ণো দেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি ॥

ধাত্রীফলং ন ভোক্তব্যং কদাচিত্বে করসংপূটে ।

ব ইচ্ছেধিপুলান্ ভোগানন্তে যো মুক্তিমিচ্ছতি ॥”

(পাদ্যোত্তরখণ্ড ১২৭ অঃ)

বাহারি ধাত্রীকল সর্করা লেপন করে এবং ধাত্রীকল
বারি বিভূষিত হইবে ও ধাত্রীকল আহার করিবে, তাহারি
নারায়ণতুল্য হইবে । বাহারি করপুটে প্রতিনিয়ত ধাত্রীকল
ধারণ করে, নারায়ণ তাহাদিগকে একটা বর প্রদান করিয়া

থাকেন । যে সকল লোক অন্তকালে মুক্তি ও বিপুল ভোগ
ইচ্ছা করেন, তাহারি যেন করসংপূটে ধাত্রীকল ভক্ষণ না
করেন । যে সকল বৈষ্ণব ধাত্রী-ফলমালা হৃদয়ে ধারণ না
করেন, তাহারি বৈষ্ণবগণদ্বাচ্য নহেন । তুলসীমালার দ্বারা
ধাত্রীমালা কদাচিত্বে পরিভাজ্য নহে । ধাত্রীমালা যতদিন
পৰ্যন্ত মহেশ্বরের কণ্ঠে লবমানা থাকে, ততদিন বিষ্ণু তাহা-
দিগের হৃদয়স্থ হইয়া অবস্থান করেন এবং যতদিন ধাত্রীমালা
ধারণ করা যায়, তত যুগলহস্ত মানব বৈষ্ণবেরে অবস্থান
করে । ধাত্রী সর্করাভূষণ । এই অল্প বয়স সহকারে
এই বৃক্ষ আরোপণীয়, সেব্য ও গেচনীয় । বাহারি এই
ধাত্রী-মাছায়া বয়স সহকারে শ্রবণ করে, তাহারি চতুর্দশ
ফল লাভ করিয়া থাকে । (পদ্মপুঃ উত্তরখণ্ড ১২৭ অঃ)

ক্রিয়াযোগসারে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।—

তুলসীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে যে দেবতা অবস্থান করেন,
শুভ বা অন্তত যে কোন কার্য ধাত্রীবৃক্ষতলে অনুষ্ঠান করা
যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । নূতন পত্র দ্বারা হরিপূজা
করিলে পাপনাশ হয় । যে স্থলে ধাত্রী ও তুলসী বৃক্ষ নাই,
সেই স্থান অপবিত্র । ধাত্রী ও তুলসীহীন স্থল অলক্ষী ও
কলির বসতি স্থান । ধাত্রীমালা ধারণ করিয়া যদি দৈব-
যোগে শ্রমণ স্থলে মৃত্যু ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার
গন্ধাতে মৃত্যু হইলে যে ফল লাভ হয়, তাহাই হইয়া থাকে ।
ধাত্রী ও তুলসীমূলকর্ম প্রতিদিন গ্রহণ করিলে অখণ্ড-
যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং প্রতিদিন পুণ্য লাভ করে । যদি
কেহ ধাত্রীবৃক্ষে আঘাত করে, তাহা হইলে সেই আঘাত
হরির অঙ্গে লাগিয়া থাকে । ধাত্রী সর্করদেবব্রহ্মপিতৃ এবং
কেশবপ্রিয়া, ইহার গুণমাছায়াদি ব্রহ্মাণ্ড বলিতে সমর্থ
নহেন । (ক্রিয়াযোগসার ২৩ অঃ)

“ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণোস্তুলসী কলং ।

তং স্নেহদেশং জ্ঞানীয়াৎ যত্র নারায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥” (একাদশীতন্ত্র)

যে স্থলে তুলসীপত্র এবং সফলা ধাত্রী নাই, সেইস্থল
স্নেহদেশ, এইরূপ স্থলে বৈষ্ণবগণ আগমন করেন না ।

হরিতত্ত্ববিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

“পিতা পিতামহাশ্রিতে অপূজ্য যে চ গোত্রিণঃ ।

ব্রহ্মযোনিং গতা যে চ যে চ কীটমগতাঃ ॥

রৌরবে নরকে যে চ মহারৌরবসংজ্ঞকে ।

বিবোদিক গতা যে চ যে চ ব্রহ্মাণ্ডমগতাঃ ॥

পিশাচসং গতা যে চ যে চ প্রেতমগতাঃ ॥

তে শিবস্ত ময়া নৃত্যং ধাত্রীমূলে সদা পরঃ ॥

তে সর্করং তৃপ্তিমান্যন্ত ধাত্রীমূলনিবেচনাৎ ।

ইতি ধাত্রীঃ চাতিবিদ্যা ধার্মানচৌতরং শতং ।

তাক প্রদক্ষিণীকৃত্য কুর্বাচ্চাগরণং ব্রতী ॥”

(হরিতত্ত্ববিলাস ১৩ বিদগ)

শিষ্টা ও পিতামহাদি এবং যে সকল লগোজ অপুত্রক, বাহারা বৃকবোনি ও কীট প্রাপ্ত হইরাছে, বাহারা রোর-বাদি ঘোরতর নরকে অবস্থান করে ও বাহারা পিশাচাদি প্রেতবোনি প্রাপ্ত হইরাছে, তাহারা সকলে ধাত্রীমূলে দত্ত পরবারা তৃপ্তি লাভ করক। অষ্টোত্তর শতবার বৃককে অভিব্যক করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক রাত্রি আগরণ করিবে।

ধাত্রীপূজ (১) ধাত্রীপূজবিধ পত্রং যত । ১ তালীশপত্র ।

“তালীশং মৃতপদ্মজাচাং ধাত্রীপূজকং তৎ সূতং ।” (ভাবপ্র)

২ আমলকীপত্র ।

ধাত্রীপূজ (২) ধাত্রীঃ উপমাতৃঃ পূজঃ । ১ নট । ২ উপমাতৃ-পূজ ।

ধাত্রীবিদ্যা—ধাত্রী-বিবরক বিদ্যা (Mid-wifery) । যদ্বারা প্রসবাদির জ্ঞান ও প্রসূতির কর্তব্য প্রভৃতি নিরূপিত হয়, তাহাকে ধাত্রীবিদ্যা বলা যায়। বাহারা এই বিষয়ে পারদর্শিনী হইয়া থাকেন তাহাদিগকে ধাত্রী (Midwife), চলিত কথায় ইহাদিগকে ‘দাই’ বা ‘খাই’ বলে। ইহাদিগের প্রধানতঃ প্রসব-বিবরক জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমে প্রসবের বিষয় ও তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা আবশ্যক।

যে কার্য দ্বারা জরায়ু হইতে ক্রণ, তৎসংলগ্ন ফল (Placenta) ও আচ্ছাদনী ঝিল্লি (Foetal membrane) সহিত ভ্রূমিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষভাবে জীবন-রক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রসব বলা যায়। দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই প্রাকৃতিক ব্যাপারের নানাবিধ কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন এবং আয়ুর্কেন্দ্রাদিতেও এইরূপ লিখিত আছে, গর্ভবতী নারী নবম, দশম, একাদশ কিংবা দ্বাদশ মাসে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সন্তান-প্রসব করিয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ নবম মাসের মধ্যে বা দ্বাদশ মাসের উর্দ্ধে প্রসব হইলে তাহা প্রাকৃতিক বিকল বা বিকৃত গর্ভ বলিয়া অভিহিত হয়। প্রায় সকল স্থলেই নবম বা দশম মাসই প্রসবের নির্দিষ্ট সময়। একাদশ মাসে কদাচিত্ প্রসব হইতে দেখা যায়। প্রসব স্থলে প্রথমে শুক্রিণী আসন্নপ্রসবা কি না তাহা জানিতে হইবে। যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেহ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন বিসৃত হয় এবং জঘনে অর্থাৎ নিতম্বের সম্মুখভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, তখন শুক্রিণীকে আসন্নপ্রসবা জানিতে হইবে। আসন্ন-

প্রসবা জীয় মুহূর্ত্ত কটী ও পূর্বদেহ বেদনার সহিত মল ও মূত্রের বেগ উপস্থিত হয়। শুক্রিণীকে আসন্নপ্রসবা জানিতে পারিলে অর্থাৎ প্রসবকাল উপস্থিত হইলে শুক্রিণীর গাজে তৈল মর্দন করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে জৈবহৃৎ ববাগু অন্ত মাজার যন্ত্রের সহিত পান করাইয়া দিবে। পরে আসন্নপ্রসবা নারী কোমল অথচ বিবৃত লব্যাতে বীয়ে বীয়ে উরুদ্বয় প্রসারিত করিয়া উষ্ণদুগ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। তাহার পর ভরবিহীনা, প্রসবকরণে হুশিক্ষিতা, হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রাচীনা অর্থাৎ যে অনেক প্রসব করাই-রাছে ও অনেক প্রসব দেখিয়াছে, এইরূপ চর্মমটী কামিনীর নঞ্চোদনপূর্বক গর্ভাঙ্গের পরিচারিকাকার্য্যে নিযুক্ত করা-ইবে। ইহাদিগের মধ্যে একজন শুক্রিণীর বোনিদ্বারের চতুর্দিকে তৈল মর্দন করিবে এবং শুক্রিণী কুহন করিতে থাকিবে, কিন্তু প্রসব-বেদনা না হইলে কুহন করিবে না। শুক্রিণী যদি অসময়ে কুহন করে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মৃক, বধির, খাস, কাস প্রভৃতি ক্ষররোগগ্রস্ত হয় এবং শুক্রিণীর দেহও শিথিলতাবাগ্ন হয়, এইজন্য সাবধান হইয়া কৌণ দিবে। প্রথমতঃ অন্ত অন্ত, তৎপরে কিঞ্চিৎ বলের সহিত কুহন করিবে। পরে গর্ভস্থ শিশু বোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যাবৎ পর্য্যন্ত জরায়ুর অর্থাৎ গর্ভাবরণ-চর্মমণ্ডলীর সহিত শিশু ভ্রূমিষ্ট না হয়, তাবৎকাল স্বকীয় শক্তি অনুসারে অত্যন্ত কুহন করিবে। পরে প্রবল স্তূতি-মারুত দ্বারা ধুই হইতে ত্যক্ত ভীয়ে ভায় গর্ভস্থ ক্রণ আপনিই ভ্রূমিষ্ট হয়।

বালক ভ্রূমিষ্ট হইলে যথাবিধি কুলাচার এবং জী আচার প্রভৃতি বাহা বাহা ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতেও ইহার কারণ এইরূপ লিখিত আছে নবম বা দশম মাস প্রসবের নির্দিষ্ট সময়। অতএব নবম মাসে প্রসব দিবসে গর্ভাঙ্গীকে স্তূতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহ পূর্ব অথবা দক্ষিণদিকে হইবে। গৃহ দীর্ঘে ৮ হাত, ও প্রস্থে চারি হাত হইবে। ইহা রক্ষা ও মঙ্গলসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই গৃহনির্মাণবিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত। বিঘ, বট, তিল্পুক ও ভল্লাতক এই চারি প্রকার কাঠের স্তূতিকাগারে পর্য্যঙ্ক নির্মাণ করিবে। এই আগারের ভিত্তি সেপন করিতে হইবে। শুক্রিণীর কুক্ষিদেহ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে এবং উরুদ্বয় বেদনাবিশিষ্ট হইলে প্রসবকাল উপস্থিত জানিবে। কটী এবং পৃষ্ঠদেশের চতুর্দিকে বেদনা, মুহূর্ত্ত মলমূত্রের প্রবৃত্তি এবং অপত্যপথে বাতনা বোধ হয়।

ঐসবকালে মঙ্গল কার্য্য ও বস্তিবাচন করিতে হইবে। শিত্ত সকল পুংলিকনামের কল হস্তে করিয়া ঐশ্ৱত্বির চতুর্দিকে বেঠন করিয়া থাকিবে। গর্ত্তীণীকে তৈল মাখাইয়া উকো-নক পরিসেচনপূর্ব্বক ঐচুর পরিমাণে ববের মণ্ড কর্ত্ত পৰ্য্যন্ত পান করাইবে।

তাহার পর মূহ, কোমল ও বিকৃত লযার উপাধানে শিরো-স্থাপনপূর্ব্বক শরন করাইয়া উরুদর কিকিং উন্নত করিয়া বসাইবে। ঐসব-কার্য্যে কুশলা পরিণতবরদ্ধা চারিটা স্ত্রীলোক ঐশ্ৱত্বির পরিচর্যা করিবে। পরে ইহার স্তৃতিকাগৃহে ঐবেশ করিয়া অমূল্যোক্তাবে অৰ্থাৎ উপর হইতে নিরে তৈল মর্দন করাইবে। তখন গর্ত্তীণী ‘অলা অলা’ করিয়া কুহন করিতে থাকিবে। পরে গর্ত্তনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, কুচকি, বস্তি ও শিরোদেশে শূলবিশিষ্ট হইলে ক্রমে বেলী কৌধ দিবে, তাহার পর গর্ত্ত বোনিমূলে সমাগত হইলে অধিক-তর কুহন করিবে। অকালে কুহন করিলে বধির, বৃক, ব্যস্তহু অৰ্থাৎ গালের অস্থি বাঁকা এবং মস্তকেয় অস্থি বাঁকা অথবা কাশ, শ্বাস, শোষ প্রভৃতি রোগবিশিষ্ট কিংবা কুজ বা বিকটাকার হয়। সন্তান বিপরীতভাবে গর্ত্তমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরল ভাবে আনিয়া ঐসব করাইবে। গর্ত্তসঙ্গ হইলে অৰ্থাৎ গর্ত্ত নিঃসৃত না হইলে ক্লম-সর্পের খোলস, অথবা ময়নাবৃক ধারা ঐসবধারে ধু-প্ররোগ করিবে, কিংবা হিরণ্যপুষ্পের মূল, সুবর্জল লবণ বা গুলঞ্চ ও গর্ত্তীণীর হস্তে ও পদে ধারণ করিবে। ঐসব হইলে জাত বালকের জরায়ুনাড়ী মধু, স্তত ও সৈন্ধবের ধারা বিশো-ধিত করিবে। স্ত্রীদেশে স্তত্যাক্ত বস্ত্রখণ্ড প্রদান করিবে। পরে স্ত্রজ ধারা নাভি (নাড়ীর অষ্টাঙ্গুল) পরিমাণ বন্ধন করিয়া ছেদন করিবে ও সেই স্ত্রজের কিয়দংশ কুমারের ঐবাদেশে বন্ধন করিয়া দিবে। পরে জাতবালককে শীতল জলে আখাসিত করিয়া জাতকর্ষ সমাপনপূর্ব্বক মধু, স্তত, অনন্তমূল ও স্রাক্কীরসের সহিত স্তবর্ণচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। পরে বসাইল মাখাইয়া কীরবৃকের কাথে সকল গজ্জব্যাবিশিষ্ট জলে অথবা রোণা ও স্বর্ণের সহিত জল তণ্ড করিয়া সেই জলে অথবা ঐষদুষ্ক কপিখ-পত্রের কাথে দোব কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া দ্ধান করাইবে।

তিন বা চারি সাত্তির পর স্তবর্ণহ ধমনীর পথ পরিকৃত হইলে ঐশ্ৱত্বির স্তনে হৃদ্র প্রবেশিত হয়। অনন্তর প্রথম দিনে অনন্তমূলমিশ্রিত স্তত ও মধু প্রতি মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে পান করাইবে। দ্বিতীয় দিবসে লক্ষণার কাথ ও তৃতীয় দিবসে স্তত পান করাইবে। তাহার পর ঐয় করতল-পরিমিত

স্তত ও মধু দিবসে দুইবার পান করাইবে। তাহার পর ঐশ্ৱত্বিকে বেড়েলার তৈল মর্দন করাইয়া বায়ুশক্তিকর ঐষধ পান করিতে দিবে। কোন প্রকার দোষ থাকিলে সেই দিবস অৰ্থাৎ পঞ্চম দিবসে শিশুনীমূল, গজপিললী, চিত্রক ও শূঙ্গবের এই সকলের চূর্ণ উক শুকোদকের সহিত পান করাইবে। এইরূপ নিয়ম দুই বা তিন দিন, অথবা বাবৎ দুবিত শোণিত সংশোধিত না হয়, তাবৎ অবলম্বন করিবে। তাহার পর শোণিত সংশোধিত হইলে বিদ্যারি গজাদির কাথ ও স্তত অথবা ছুন্ধের সহিত ববের মণ্ড স্রিরাজ পান করাইবে। তাহার পর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া ববকীল ও কুলখ কলাইয়ের কাথের সহিত ও মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। এইরূপে অর্দ্ধমাস গতে শরীর সংশোধিত হইয়া স্তৃতিকা হইতে উত্তীর্ণ হইলে আহারাদির নিয়ম পরি-ভাগ করিতে হইবে। কেহ কেহ পুনর্ব্বার আর্ন্তব নিঃসরণ হওয়া পৰ্য্যন্ত স্তৃতিকাবস্থা বলেন। (সুপ্রত)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার বিষয় এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে গর্ত্তর জীব ভূমিষ্ট হয়। মহাত্মা ‘বক্’ এই কার্য্যটা বৃক হইতে শূগক কল পতনের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। হাতি এবং বর্ডেক বলিয়া থাকেন, পূর্ণ মাস গত হইলে জরায়ু জগ-ধারণে অসমর্থ হইয়া উহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কলতঃ প্রাকৃতিক ঐসব-সময়, দশম ঋতু কালের সহিত ঐক্য হয় বলিয়া ডাক্তার টাইলর সিধ বহু অমূল্যকানের পর এই সিধ করিয়াছেন যে, ডিম্বকোষের স্পান্ডেচেনিক স্নায়ুকর্জ্জ্ব ঐসব ও শুকু এই দুই কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, অৰ্থাৎ যেমন উক্ত দ্বিবিধ স্নায়ুর বিকৃত স্রিয়ার ধুত্বকায় রোগ জন্মে, সেইরূপ পূর্ণ গর্ত্তকালে ডিম্বকোষের চৈতনিক স্নায়ু কসেক্রমজ্ঞার মধ্য দিয়া জরায়ুর স্পন্দিক স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া উহার মাংস-পেশীর সঙ্কোচক ক্রিয়া উপস্থিত করার তাহাতেই জগ ভূমিষ্ট হয়।

স্বাভাবিক ঐসব। এই ঐসবের সংজ্ঞা সিধ করিতে পারিলে বিকৃত ও সঙ্কর ঐসবের সহিত ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করা সহজ হইয়া উঠে। ঐসব-কার্য্যের তিনটা অঙ্গ বধা, ১ জগ-বহিকরণশক্তি। ২ ক্রণের নির্গমপথ। ৩ ক্রণ-শরীর। যদি এই তিন অঙ্গের স্ানাদিক ২৪ ঘণ্টা মধ্যে সন্তান মস্তক অগ্রে করিয়া বস্তিকোটরে প্রবেশপূর্ব্বক কুলের সহিত সহজে প্রসৃত হয়, তাহাকে স্বাভাবিক ঐসব বলা যায়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহা বিকৃত বা অস্বাভাবিক ঐসব। ঐ বিকৃত ঐসব উল্লিখিত তিন অঙ্গের পরস্পরাঙ্গযোগিতা

ভেদে ভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক উপশ্রেণীর ছই বা তিন বিভাগ। এমনও কয়েক প্রকার এসব আছে যে, কোন অনপেক্ষ কটনার সহিত যোগ থাকার তাহা উক্ত ছই শ্রেণীতেই ভুক্ত করা যায় না, তাহাকে সঙ্কর-এসব বলা যায়। উপরোক্ত নিয়মামুসারে সমুদ্র এসব নিম্নলিখিত শ্রেণী, উপশ্রেণী ও বর্গে বিভাগ করা গেল।

১ম শ্রেণী। স্বাভাবিক এসব।

২য় শ্রেণী। বিকৃত বা অস্বাভাবিক এসব

(১) উপশ্রেণী। বহিষ্করণ শক্তি সম্বন্ধে

১ বর্গ। দীর্ঘস্থায়ী এসব।

২ বর্গ। শক্তিহীন এসব।

(২) উপশ্রেণী। নির্গম পথ সম্বন্ধে—

১ বর্গ। রোধক এসব।

২ বর্গ। বিকৃত বস্তিকোটরীর এসব।

(৩) উপশ্রেণী। জগ শরীর সম্বন্ধে—

১ বর্গ। বস্তিকোটরে অসঙ্গতভাবে জগের মস্তক, অথবা হস্ত পদাদির অগ্রে প্রবেশ।

২ বর্গ। যমজ, বহুজগ বা অস্তুত জগ এসব।

৩য় শ্রেণী। সঙ্কর-এসব।

১ বর্গ। অগ্রে নাড়ীর বহিষ্কৃতি।

২ বর্গ। আবদ্ধকুল।

৩ বর্গ। অপরিমিত শোণিতপাত।

৪ বর্গ। মুচ্ছারোগ।

৫ বর্গ। বিদারণ।

৬ বর্গ। জরায়ুর বিলোমক্রিয়া।

৭ বর্গ। অকস্মাৎ মৃত্যু।

কোন কোন দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হস্তকৃত (Manual) এবং যন্ত্রসাধ্য এসবভেদে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীকে বিভক্ত করেন। কিন্তু জীৱণ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল বলিয়া বোধ হয় না। এজন্য যন্ত্রসাধ্য এসব বিবরণ যতদূর সম্ভব লিখিত হইল।

প্রথম প্রবেশোদ্যমে স্থিতি (Presentation)। নিম্নলিখিত কএক প্রকারে জগাংশ বস্তিকোটের মধ্যে প্রবেশ করে।

১ম, মস্তকের অগ্রে প্রবেশ (Head-presentation)।

২য়, নিত্য বক্রণ, বা কটির অগ্রে প্রবেশ। ৩য়, চরণ বা জাহুর অগ্রে প্রবেশ। ৪র্থ, হৃদ, কহুই বা হস্তের অগ্রে প্রবেশ।

জরায়ু বা বস্তিকোটের মধ্যে জগের অগ্রগামী অবয়ব নিরূপণ করা অতি আবশ্যক। এজন্য প্রত্যেক প্রকার নির্গমনের লক্ষণ নীচে বলা যাইতেছে।

মস্তকের কাঠি, কয়োটি-অস্থির সীমানা সন্ধি, অস্থিশূন্য অগ্রকণাল ও পশ্চাৎ কণাল প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে মস্তকের যে অগ্রে প্রবেশ, তাহা জানা যায়। নিত্যের স্থলতা, কোমলতা, মধ্যস্থিত খাঁত, শুষ্ক ও ভগদার, অণ্ডকোষ ইত্যাদি অঙ্গুলি দ্বারা অনুভব করিয়া বস্তিকোটের নিত্যের অগ্রে প্রবেশ নির্ণয় করিবে। শিশু অগ্রে প্রবিষ্ট হইলে উহার সগোল আকৃতি এবং কিম্ব অস্থির পর্শপ্রবর্তন এ উভয় দ্বারা নিরূপিত হয়। পদ যদি অগ্রে নির্গত হয়, তবে উহার দীর্ঘতা এবং উহার ও জন্মার মিলিত স্থানের সমকোণ, পুরাকুলির সমদীর্ঘতা এবং শুল্কের অগ্রশততা প্রভৃতিই তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়।

কহুইর কূর্ণর প্রবর্তন, জাহুর কণ্ডাইলু অপেক্ষা অগ্রশত ও সঙ্ক হওয়ার এই ছইয়ের প্রভেদ করা সহজ। হস্তাঙ্গুলির অসমনদীর্ঘতা ও বুচ্ছাঙ্গুলির পার্থক্য দ্বারা হস্ত নিরূপিত হয়।

শিরের স্থাপনা (Position) —এসবকালে জগ-মস্তক যে চতুর্বিধপ্রকারে বস্তিকোটেরে প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাকে শিরের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পজিযন্ বা স্থাপনা বলা যায় অর্থাৎ শিশু মস্তকের অগ্র ও পশ্চাৎ ফণ্টেনেল বস্তিকোটের অণ্ডাকৃতিচ্ছিদ্রে এবং ত্রিকাহ্নি ও কট্যস্থিস্থ অচল সন্ধিতে যে যে প্রকারে সংস্পৃষ্ট হইয়া বস্তিকোটেরে প্রবেশ করে, তাহাকেই শিরের স্থাপনা বলা যায়।

এসবাবস্থা। (Stage of labour) —সমুদ্র এসব কার্য্যটা সহজে বুঝিবার নিমিত্ত চারি অবস্থায় বিভাগ করা যায়। যথা—প্রাকৃত এসবের ১।২ সপ্তাহ পূর্বে হইতে জরায়ু বস্তিকোটেরে প্রবেশবারে চাপিয়া পড়াতে প্রসূতির নিঃস্বাস-প্রস্বাস কার্য্য পূর্ণাঙ্গপেক্ষা অস্বাভাবিকভাবে নিরূপিত হয়। কিন্তু শিরাতের রক্ত যাতায়াতের ব্যাঘাত হওয়ার পূর্বে অর্শরোগ থাকিলে তাহার বুঝি যায়। পদে অধিক শোথ লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্র কোষের উপর চাপা পড়াতে মুহমূহঃ প্রস্রাব করিতে হয় এবং সরল আক্রে চাপা পড়াতে বার বার ভেদ হয়। এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া যখন জগের নির্গমবার পিচ্ছিল ও প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন এসববেদনা আরম্ভের কেবল কয়েক ঘটিকা বিলম্ব থাকে। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত অবস্থাকে এসবের প্রাসঙ্গিক অবস্থা বলা যায়। বাস্তবিক এসবাবস্থা হইতে জরায়ু প্রীবাধার দ্বারা জগ মস্তক বহির্গত হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম এসবাবস্থা, বস্তিকোটেরে শিশুর প্রবেশ হইতে তৃত্বিত হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয়

অবস্থা এবং তৎপরে হইতে জরায়ু-কুণ্ডল বহির্গত হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় অবস্থা।

বৃত্তিকোটরে জগ-মস্তকের প্রবেশ ও নির্গমন এই বিষয় বর্ণন করিবার পূর্বে এসবের তিন অঙ্গ পৃথক পৃথক করিয়া পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

১ম জগ-বহিকরণ-শক্তি।—জরায়ু মাংসপেশীর ক্রিয়াই গর্ভস্থ সন্তান-বহিকরণের মুখ্য উপায়। কেননা যখন প্রসূতি অকস্মাৎ সূচিত বা অচেতন অবস্থায় মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে, তখনও কখন কখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়। ঐ পেশী তত্রে তত্রে জরায়ুকে আচ্ছাদন করে এবং উহার অধিকাংশ সূত্র (fibre) জরায়ু-প্রাণীর একপার্শ্ব হইতে উদ্ভিত হইয়া উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় উক্ত প্রাণীর বিপরীত পাশেই সংলগ্ন হয়। এসবের প্রাকালে এই সকল সূত্রের নিম্পীড়ক সঙ্কোচক ক্রিয়াতে জরায়ু প্রাণীর যে কিঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, তাহাও প্রসূতি অসুস্থ করিতে পারে না। এ কারণ এসব-বেদনা আরম্ভ হওয়া মাত্র হস্ত দ্বারা জরায়ু প্রাণী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহা কিঞ্চিৎ প্রসারিত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া প্রবল হওয়াতে প্রসূতি স্বয়ং অসুস্থ করিতে পারিলেই উহাকে এসববেদনা বলা যায়। ঐ ক্রিয়া যত প্রবল হইতে থাকে, ততই বেদনা অসহ্য হইয়া পড়ে।

কতিপদে হইতে ব্যথা উঠিয়া সমুদ্র উদর ব্যাপিয়া উরুধরে উপস্থিত হয়। ইহাতে বোধ হয়, যেন কোঁন সূতীক্ষ্ম অস্ত্রে উদর কণ্ঠিত হইতেছে, এ কারণ ইহাকে ছেদক ব্যথা (Coting pain) বলা যায়। ঈদৃশ বেদনা প্রথম অবস্থায় হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় যে ব্যথা বোধ হয়, তাহা পূর্বেক্ত ব্যথার জায় সূতীক্ষ্ম না হইলেও তরুণ বা ততোধিক অসহ্য বোধ হয়। এই সময়ে বস্তিদেশীয় মাংসপেশীর ক্রিয়াও জরায়ু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া জগকে অধোমুখে চাপিতে থাকে, এজন্য দ্বিতীয় অবস্থায় প্রসূতির বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তনবেগ না দিয়া থাকিতে পারে না। ইহাতেই এই ব্যথাকে সবেগ-ব্যথা বলা যায়। প্রথমোক্ত ব্যথাতে প্রসূতির অভিশর কষ্ট হয়, এই জন্য ক্রন্দন করে, কিন্তু শেষোক্ত ব্যথার সময় কৌণ পাড়িতে হস্তবলিয়া ক্রন্দন সংবরণ করিয়া রাখে এবং ব্যথার বিরতি হইলেই আবার প্রসূতি-রোদন করে। কলতঃ ব্যথার সঙ্গে-রোদন করিতেছে, কি বেগ দিতেছে জানিতে পারিলে প্রায়ঃ এসববেদন অবস্থা নিরূপণ করা যায়।

এসব সবে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে

যা তখন উপস্থিত হয়, তাহার তিনটা কারণ আছে; যথা—(১) জরায়ু প্রাণীর নিরুপায় প্রসারিত হওয়া, (২) যোনি প্রসূতি বিস্তার হওয়া, (৩) জরায়ুর মাংসপেশী দ্বারা উহার দ্বার চাপা পড়া। প্রবলীনা ক্রীড়ক প্রসবকালে বেরণ যতনা ভোগ করে, প্রবলীনা ক্রীড়ক প্রসবকালে সেরণ বেদনা অসুস্থ করে না। জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার আশ্রয় নির্য এই যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রারম্ভে অল্প অল্প বেদনা বোধ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষে অসহ্য হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া শীঘ্রই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। প্রসব-কার্য-সম্পাদনার্থ এইরূপ যে কয়েকবার ব্যথা উপস্থিত হয়, তাহা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর দীর্ঘকালহারী ও সমধিক যতনা-দায়ক হইয়া উঠে। অবশেষে জরায়ুর এমন এক সঙ্কোচন-ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যথা উপস্থিত হয়, যে তাহাতে গর্ভস্থ জগ একেবারে বহির্গত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ঐ বেদনা মধ্যে মধ্যে বিরত থাকে। যতই এসবের চরমাবস্থা সন্নিকট হয়, ততই বিরামকাল দূরতর হইয়া আইসে। ডাক্তার ডাক্কোঙ্ক বলেন যে এসববেদনার বিরামকাল যে পরিমাণে কমিয়া যায়, উহার স্থায়ীকাল সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং যতই বৃদ্ধি হয়, ততই প্রসূতি উৎকট ও অসহ্য দ্রুত ভোগ করিতে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ফল বাহির করিবার জন্য পৃথক সঙ্কোচন-ক্রিয়া আবশ্যক হইলে তাহাও উদ্ভিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যথার কাল এই যে, উহা প্রথম জগ মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া শেষে নিম্নদিকে পূর্বাণেকা অধিক চাপিয়া দেয়। ব্যথার সময় জরায়ুর উপর হাত দিয়া দেখিলে তাহা পূর্বাণেকা স্ফুটন ও স্ফুট বোধ হয় এবং সমুখদিকে উচ্চ হইয়া উঠিতে দেখা যায়। আবার ব্যথার বিরাম সময়ে জরায়ু শিথিলভাব ধারণ করিলেও পূর্বাণেকা কিঞ্চিৎ টান থাকে, জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াই প্রথম অবস্থা সমাধান করে। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন জগ-মস্তক জরায়ু হইতে বাহির হইয়া বৃত্তিকোটরে প্রবেশের উদ্যম করে, তখন প্রসূতি কৌণ পাড়িয়া উদর ও বস্তিদেশের মাংসপেশী দ্বারা জগকে বৃত্তিকোটর-মধ্যে ঢেলিয়া দেয়। এই কৌণপাড়া প্রথমতঃ ইচ্ছাধীন হইলেও পরে ব্যথার সহিত উহা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। যখন জগ-মস্তক বৃত্তিকোটর হইতে বাহির হইয়া যোনি মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ঐ যোনির সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারাও তাড়িত হইয়া পরে ভূমিষ্ঠ হয়।

জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া প্রসূতির ইচ্ছাধীন না হইলেও

কখন কখন স্পষ্টরূপে মানসিক অবস্থার অধীন হইতে দেখা যায়। যথা—ক্রোধ, জ্ঞান, বিষয় ইত্যাদিতে যেমন প্রসব বেদনা উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তেমনি স্বভাবতঃ যে ব্যাধি হয় তাহাও ঐরূপ কারণে অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া থাকে। প্রসব সময়ে প্রসূতি স্ত্রীকারণে হঠাৎ প্রবেশ করিলে কখন কখন বেদনা বন্ধ হইয়া যায়, প্রসবকার্য্য মানসিক অবস্থার অধীন থাকার ইহাও এক দৃষ্টান্ত।

২য় নির্গমপথ।—এখন বস্তিকোটরীর প্রবেশ-দ্বারের (Inlet) তিন ব্যাসের বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। যথা—অগ্র পশ্চাৎ ব্যাস ৪ কি ৪½ ইঞ্চি, অগ্রগ্রন্থ ৫½ ইঞ্চি, তিষ্ঠাক্ষ ব্যাস ৪½ কি ৫ ইঞ্চি। এই তিন ব্যাসের যে অগ্রপাত তাহা কোটর মধ্যে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া উহার নির্গম দ্বারে (Outlet) ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্তর্দ্বারের ঋক্ষতম ব্যাস দীর্ঘতম ও বহির্দ্বারের দীর্ঘতম ব্যাস ঋক্ষতম হইয়া পড়ে।

যথা—উহার অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস ৫ ইঞ্চি ও অগ্রগ্রন্থ ব্যাস ৪½ ইঞ্চি হয়। নির্গমদ্বার মাংসপেশী প্রভৃতি কোমল পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকিতে পূর্কোক্ত অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস হইতে ½ ইঞ্চি এবং অগ্রগ্রন্থ ব্যাস হইতে ½ বাদ দিলে অবশিষ্ট অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস ৩ ইঞ্চি, অগ্রগ্রন্থ ব্যাস ৩½ ইঞ্চি থাকে।

বস্তিকোটরের প্রবেশ ও নির্গমদ্বারে কয়েকটা মেমব্রেনা কল্পনা করিলে কোটর মধ্যে ইহাদের সংযোগ-স্থানে যে স্থল কোণের সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্কোই উল্লিখিত হইয়াছে, আরও স্মরণ রাখা উচিত যে বস্তিকোটর উর্দ্ধ হইতে অধোদিকে বিস্তীর্ণ হয়। কিন্তু নিম্নভাগ সমুদ্রে কিছুই বোঁক দিয়া থাকে।

বস্তিকোটরের মধ্য দিয়া জগ্ন-মস্তক নির্গমন-কালে পূর্কোক্ত প্রকারে কোটারাবস্থানের ফল স্পষ্টরূপে জানা যায়। জরায়ুর মাংসপেশী দ্বারা জগ্ন-মস্তক অধোদিকে তাক্তিত হওয়াতে উহা বতই ক্রমশঃ অধোগামী হইতে থাকে, ততই ঘুরিয়া গিয়া মস্তকের এবং বস্তিকোটরের প্রত্যেক দীর্ঘ ও ঋক্ষ ব্যাস পরস্পরোপযোগী হইয়া পড়ে এবং এই প্রকার ঘুরিয়া যার বলিয়া জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয় এবং জগ্ন-মস্তক বস্তিকোটরের সকল দিকেই সর্কতোভাবে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে।

জগ্নশির-নির্গমন কালে এইরূপ বাধা পায়। প্রথমতঃ জরায়ুর নিম্নভাগ বা গ্রীবা উহাকে রুদ্ধ করে। প্রসবের কয়েক দিন পূর্ক হইতে জরায়ুর নিম্নভাগ শিথিল ও তাহার রক্ত কিঞ্চিৎ প্রসারিত হয়। প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইলে Amnion বিদী ভাঙিয়া ক্রিয়বৎ জল সহ উক্ত রক্ত দিয়া ঘুরিয়া

পড়ে। ইহােকোই জলকোব বলা যায়। পরে জরায়ু বতই সঙ্কুচিত হইতে থাকে, ঐ জলকোব ততই নিরসিলে তাক্তিত হইয়া বৃদ্ধি পায় ও তৎকর্তৃক জরায়ুর গ্রীবার চাপা পড়িয়া ক্রমেই প্রসারিত হইতে থাকে। শেষে জলকোব কাটিয়া গেলে জরায়ু যেমন জগ্ন-মস্তক জরায়ু গ্রীবার নিম্নবহির্ভাগে চাপিয়া দেয়, ততই উক্ত বহির্ভাগকেও জগ্ন-মস্তকের বহিস্তল দিয়া আকর্ষণপূর্বক প্রসারিত করে। জলকোব দ্বারা ঐ বহির্ভাগে প্রসারিত হইবার সময় প্রসূতি ভেমন কষ্ট পায় না। কিন্তু যখন কেবল জগ্ন-মস্তক দ্বারা তাহা তক্রপ প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রসূতির অসহ্য বাতন্ধ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যাধার সময় জগ্ন-মস্তক অন্ন ঘুরিয়া অধোমুখে কিঞ্চিৎ অপনৃত ও উহার বিরাম কালে আবার উর্দ্ধদিকে জীবৎ উত্থিত হয়, কিন্তু যে পরিমাণে নীচে নামিয়া পড়ে, সে পরিমাণে উর্দ্ধে উত্থিত হয় না। এইরূপ বারবার ঘূর্ণিত ভাবে উদ্ধাধঃ প্রকারে কুর্দন-ক্রিয়া দ্বারা জগ্ন-মস্তক বস্তিকোটরের বহির্গমদ্বারে উপস্থিত হইয়া তথার তৃতীয় বাধা প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রথমতঃ মাংসপেশী ও বন্ধনী প্রভৃতি দ্বারা কণকাল অবরুদ্ধ হইয়া পরে গুহদেশ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হয়। এহান প্রসারিত হইতে কিছু বিলম্ব হয়, এবং তাহাতে প্রসূতির অতিশয় কষ্ট হয়। কিন্তু জগ্নমস্তক পূর্কমত কুর্দন-ক্রিয়া দ্বারা অবশেষে ঐ কষ্ট অতিক্রম করিয়া যোনিদ্বারে সমাগত হয়। এহানেও কিছুকাল বিলম্ব যোনি যথোচিত প্রসারিত হইলে জগ্ন মস্তক বহির্গত হইয়া পড়ে।

প্রথম প্রসবে যোনি হইতে জগ্ন-মস্তক বহির্গত হইবার সময় ভগ্নদ্বারের পশ্চাৎ প্রান্তবর্ত্তি কোর্সেটের (Fowrchette) আচ্ছাদক মিউকস্ মেমব্রেন্ উন্টিয়া পড়িয়া কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া থাকে, এবং কখন কখন উক্ত বিদীর মধ্যভাগ ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ইহাতে গুহদেশের চর্ম কিছুমাত্র বিদীর্ণ হয় না। এই অস্ত্র প্রথম বার প্রসবে বত কষ্ট হয়, পরে তত হয় না। সেইরূপ যে স্ত্রী অধিক বয়সে প্রথম গর্ভধারণ করে, তাহারও বিদীর অবস্থার অন্ততঃ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্বাভাবিক প্রসবে জগ্ন-মস্তক জরায়ু-গ্রীবার নিম্ন বহির্ভাগ হইতে বাহির হইতে বত সময় আবশ্যক করে, তাহার অর্দ্ধ বা তৃতীয়াংশ সময় বস্তিকোটর প্রবেশ করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়া যায় অর্থাৎ কোন স্ত্রীর যদি ১২ ঘণ্টাতে সন্তান প্রসূত হয়, তবে তাহার প্রথম অবস্থার অন্তে ৮১০ ঘণ্টা আবশ্যক, কিন্তু প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হইলে এই সময়তির ব্যস্তিক্রম হয়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে উন্টিয়া গিয়া প্রথম অবস্থা

হইতে দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা বিশৃঙ্খল বা জিহ্বা স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

প্রসবের পূর্বে জর-মস্তকের অবস্থা নিরূপণ করা অতি আবশ্যিক। ডাক্তার নিজস্বী বলেন, প্রসবারম্ভে যদি জর-মস্তকের সঞ্চালন-ক্রিয়া গর্ভবতীর তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক অনুভূত হয়, তবে জর-মস্তক প্রথম বা চতুর্থ পজিষণে এবং বাম পার্শ্বে অধিক বোধ হইলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পজিষণে অবস্থিতি করে। কিন্তু এই লক্ষণে প্রথম পজিষণ হইতে চতুর্থ পজিষণ এবং দ্বিতীয় পজিষণ হইতে তৃতীয় পজিষণ প্রভেদ করা যায় না।

জর-মস্তক অগ্রে বস্তিকোটেরে প্রবেশ করা নিশ্চয় জানিতে পারিলে উক্ত নিজস্বী সাহেবের মতে জর-স্থাপিণ্ডের মুক্ধু শব্দ দ্বারাও জর-মস্তকের পজিষণ স্থির করা বাইতে পারে, অর্থাৎ উক্ত শব্দ বাম কটদেশে শুনা গেলে প্রথম পজিষণ, এবং দক্ষিণ কটদেশে শুনা গেলে দ্বিতীয় পজিষণে মস্তক থাকার খুব সম্ভাবনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর উহা কোটির মধ্যে কোন্ পজিষণে প্রবেশ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, তাহা মস্তকের রক্তগর্ভ অর্কুদ দেখিয়া সহজে নিরূপণ করা যায়। জর বহির্গত হইবার সময় প্রথমে জরায়ুর নিয় ও যোনি এই উভয় দ্বারা উহার মস্তকের অগ্রগামী ভাগ চাপা পড়িয়া উহাতে অধিক রক্ত সঞ্চিত হওয়াতে স্ফীত হইয়া উঠে। তাহাতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় রক্তগর্ভ অর্কুদের ক্রমিক সৃষ্টি হয়। যে প্রসবে জর, মস্তক অগ্রে করিয়া জরায়ু হইতে বহির্গমনপূর্বক সেইরূপে বস্তিকোটের প্রবেশ করে, কোন অপেক্ষা ঘটনা উপস্থিত হয় না, প্রসূতি-নির্কিয়ে স্বীয় জরায়ুর বহিকরণ-শক্তি দ্বারা নানাদিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত সন্তান প্রসব করে, এবং বাহাতে প্রত্যেক প্রসবাবস্থা সম্মিত কালে শেষ হয়, তাহাকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। উপরে যে স্বাভাবিক প্রসবের কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সকল প্রসবের পক্ষে নহে। এমন কি দুইটা প্রসবও এক সমকালবাণী দেখা যায় না। সকল জরই প্রথম প্রসবে কিছু কালবিলম্ব হয়। সম্মিত কালের বিষয় যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ এই স্বাভাবিক প্রসবে প্রথম প্রসবাবস্থার তৃতীয় বা চতুর্থার্ধ সময়ে সচরাচর দ্বিতীয় প্রসবাবস্থা শেষ হয়। ইহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ প্রথম প্রসবাবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রসব ক্রিয়া বিশৃঙ্খল বা জিহ্বা কালবাণী হইলে স্বাভাবিক প্রসব বলা বাইতে পারে না। যথা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে প্রসব হয়, তাহার প্রথম অবস্থার ১৫-১৮ ঘণ্টিকা স্থায়ী না হইয়া ২০

ঘণ্টাতেই শেষ হয়। দ্বিতীয় অবস্থার সীমিত ৪৮ ঘণ্টিকা মধ্যে শেষ না হইয়া ১২-২০ ঘণ্টা থাকিয়া যায়। জর প্রসব বিকৃত প্রসব শ্রেণীতে গণ্য।

প্রসবের আভাসিক লক্ষণ, জরায়ুর নিয় গমন এবং উদরের পূর্বাঙ্গের অন্নায়তন, (অষ্টম মাস অপেক্ষা নবম মাসে গতিগীর উদর ছোট দেখায়), এই লক্ষণটা প্রসবের একপক্ষ পূর্ণ হইতে এমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, গতিগীর হওয়া তাহা অনুভব করিতে পারে। উক্ত সময়ে লাইকার এম-নিয়াইর ক্রিয়াক্ষেপ শুরু হইয়া বাওয়া উহার প্রথম কারণ এবং জরায়ু অধোগামী হইয়া উহার নিয়ের প্রান্তভাগ বস্তিকোটের প্রবেশদ্বারে যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় কারণ, এবং জরায়ু মাংসপেশীর স্ত্র স্বেদ শিথিল হওয়াতে উহার অধোভাগ অনুপ্রস্থ ভাবে প্রসারিত হয়, তাহাতে উহার উর্দ্ধায়তন ধর্ম হইয়া পড়ে, ইহাই তৃতীয় লক্ষণ। এ সময়ে জরায়ু উদরের সমুখ দিয়া চৈলিয়া উঠে। যাহাদের বারংবার গর্ভ হওয়াতে উদরের চর্ম ও মাংসপেশী চিল হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন জর উদর এত চৈলিয়া উঠে যে, পেটা বন্ধনী ব্যতীত তাহাদের কষ্ট নিবারণ হয় না।

পুনঃ পুনঃ প্রসাব-করণে। জরায়ু নিয় ও সমুখে মূত্রাধারের উপর চাপিয়া পড়তে উহাতে অধিক মূত্র সঞ্চিত হইতে পারে না। এজন্য প্রসবোদ্ভবী জী মুহূর্ত্ত প্রসাব না করিয়া থাকিতে পারে না। গর্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে গতিগীর বারংবার মূত্রত্যাগ করে, তাহারও ইহা মূল কারণ। এই লক্ষণের দ্বিতীয় কারণ এই যে, জরায়ু ও মূত্রাধার পরস্পর সহায়তাবদ্ধ হওয়াতে গর্ভের শেষ মাসে প্রথমে জরায়ু পরে মূত্রাধারেও তড়স জন্মে, তাহাতেই বারংবার প্রসাব করিতে হয়।

অস্ত্রে শূল।—যে কারণে বারংবার মূত্রত্যাগ করিতে হয়, আবার সেই কারণেই সরল অস্ত্রে শূলগ্রহণী পীড়া হইয়া থাকে। কখন কখন আমাশয় রোগের জ্বর পুনঃ পুনঃ বাহের পীড়া হইলেও মল নির্গত হয় না, এমন অবস্থায় কোন উপারে কোষ্ঠ শুদ্ধি রাখিতে পারিলেই কষ্টের অনেক লাভ হয়।

জরায়ুর পীড়াহীন সঙ্কোচন-ক্রিয়া। গর্ভের শেষ মাসে বিশেষতঃ প্রসবারম্ভের ২১ দিন পূর্বাধি উদরের অধোভাগে থাকিয়া থাকিয়া এক প্রকার মোচড়ানী প্রসূতি অনুভব করে। গর্ভস্থ জর সঞ্চালন-কালে অথবা অকাল গর্ভপাত হইবার পূর্বে জরায়ুর এইরূপ আংশিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, একারণ প্রসব বেদনা আরম্ভ হওয়ারমাত্র পরীক্ষা করিলে সাক্ষি ইন্টেরাই কিংবা প্রসারিত পাওয়া যায়।

বেগনি হইতে ক্রেনলিঙ্গরণ।—বাণীবিক এসব-বেগনার ৯০ বর্গ। পূর্বে হইতে এই লক্ষ্য প্রকাশ পায়। বোনিরু, ঐ ক্রেন দ্বারা গিচ্ছিল ও তৈলাক্তবৎ হওয়াতে জগৎ-বহির্ভবনের সহজ পথ প্রস্তুত হয়, এই পদার্থ প্রথমতঃ গাঢ় থাকে, পরে এসব-বেগনা আরম্ভ হইলে পাতলা হইয়া যায়। ইহা কাহারও অম বা কাহারও অধিক পরিমাণে জন্মে, ইহা দেখিতে বর্ণহীন, কিন্তু এসব-বেগনা আগন্তকের পর রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়।

এই পক্ষ লক্ষ্যের মধ্যে জিনটী গর্ভের শেষ অবস্থা হইতে প্রকাশ করে, চতুর্থটীতে আসন্ন-এসব অস্বভূত হয়, পঞ্চমটী প্রকাশ পাইলে আন্তঃ শীত এসব হওয়ার বিবরণ নিশ্চয় জানা যায়। এসবকাল উপস্থিত হওয়ার আরও কয়েকটী লক্ষ্য লক্ষ্য আছে,—ব্যাপারের পক্ষের স্নায়ুতা, উষ্ণ ও জলীয়তঃ খেচনি, মনের প্রসন্নতা, কাঁহস, ক্ষুধাবৃদ্ধি, শ্বাসক্লেয় হ্রাস, গতিতে কৃষ্টি ও স্থগমতা অস্বভূত প্রভৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অভিপ্রায়, স্নায়ুতা, অজীর্ণতা, স্নায়ুতা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং গর্ভজঃ প্রণেয় বিষম লক্ষণ-ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা কখন কখন গর্ভিণীর কৃত্রিম এসব-বেগনা উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বাণীবিক এসব-বেগনা হইতে সহজে প্রত্যাখ্যান করা যায়। বলা, কৃত্রিম বেগনা জরায়ুর উপরিভাগ (Fundus) হইতে আরম্ভ হইয়া উঠার অম। ভাগ মাত্র ব্যাপ্ত হয় ও অনিয়মিত বিরামের পর পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। বোনি হইতে ক্রেন নির্গত বা জরায়ু মুখ প্রসারিত হয় না এবং তদ্ব্যতীত দিয়া জলকোষও বুলিয়া পড়ে না। প্রসূতির বোধ হয় যেন বেগনা পৃষ্ঠদেশে হইতে উথিত হইয়া ক্রমে সমুদ্র-দিকে সমস্ত উদার ব্যাপিনী পড়ে; ইহাতে নিয়মিত বিরামকালের পর বেগনা ক্রমিক শীত-প্রবলরূপে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সময় জরায়ু মুখ প্রসারিত হয় এবং ইহার মধ্যে দিয়া জলকোষ বুলিয়া পড়ে। কখন কখন কৃত্রিম ব্যাধিও প্রসূত ব্যাধিতে পরিণত হয়। এজন্য কৃত্রিম ব্যাধি নিবারণ করা আবশ্যিক। ২ম অবস্থা। ইহাতে জরায়ু সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারা বেরূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্যাধি প্রথমতঃ ব্যাধি অম অম অস্বভূত হয় এবং ক্রমে প্রবল ও স্থায়ী হইয়া শীত শীত শেষ হইতে থাকে। তাহাতে প্রত্যেক ব্যাধির বিরাম কাল-ক্রমে বর্ধিত হইয়া পড়ে। প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যাধি আরম্ভ হওয়ার স্তম্ভ প্রসূতি সহ্য করিতে না পারিলে নানা প্রকার কার্যক্রম করিয়া থাকে এবং একা একা হাঙ্গা থাকিতে ভাল বাসে না। কখন শমন, কখন উপশমন, কখন বা ইত্যন্ততঃ গম্ভীরগম্ভীর করে, সত্যতঃ একান্ত-বাত ও ভ্রান হয়, কিন্তু এসব-কার্য্য বতই শেষ হইয়া আইলে এই সকল কার্য্যের লক্ষণ

প্রসূতি ততই অম অম অতিক্রম করে। কোন কোন স্ত্রী গর্ভের শেষ দানে শ্রান ও হতাশ হইয়া এসব-বেগনে লীহনিক ও সমুদ্রক হয়। কলতঃ গর্ভের শেষ দানে ও এসবের প্রথম অবস্থায় প্রসূতির মন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, দ্বিতীয় এসব-বেগনা আরম্ভ হওয়ার স্তম্ভ সমধিক কাতনা উপস্থিত হওয়াতে তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যায় এক এসব-কার্য্য শীত সম্পন্ন হয়, প্রসূতি ব্যত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ-পূর্বক কথাসাধ্য চেষ্টা পায়। যখন জগৎ মস্তক অচ্ ইউটেরাইর মধ্য দিয়া বাহির হইতে থাকে, তখন প্রসূতির অভিপ্রায় কষ্ট উপস্থিত হয়। এই কল্প হিমপ্রসূত হয় না, বরং তৎকালে শরীর উষ্ণ থাকে। ইহার প্রসূত কারণ জরায়ুর একটা প্রসূত সঙ্কোচন-ক্রিয়া। এই সময়ে কোন কোন স্ত্রীর কণিক প্রসূত ও কণিতা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল স্ত্রীরই তৎকালে বর্ধনেন্দ্রা বর্ধন হইয়া থাকে, তাহাতে পেটের অজীর্ণ ভুক্ত জব্য মল-বাহির হওয়াতে অচ্ ইউটেরাই (জরায়ু প্রাথমিক নিয়মিত) দিগিল হইয়া পড়ে। প্রথম এসব-বেগনা শেষ হইবার সময় প্রসূতির ক্রম বর্ণ আরম্ভ হয়। সেই সময়ে বোনির ক্রেনের সঙ্গে রক্তের ছিট অধিক পরিমাণে দেখা যায় ও জলকোষ কাটায়া গিয়া সমুদয় লাইকর এসব-বেগনাই পড়িয়া যায়। তৎপরের ব্যাধিতেই অচ্ ইউটেরাই হইতে জগৎ-মস্তক বহির্গত হইয়া বক্তিকোটরে প্রবেশোগুহ হয়।

দ্বিতীয় এসব-বেগনা।—এই সময়ে ব্যাধি শীত শীত আক্রমণ করিতে তদ্ব্যবহিত বিরামকাল ক্রমে বর্ধিত হইয়া যায়, এবং ব্যাধি প্রবল ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। অত্যন্ততঃ কৌণিক পাড়িতে হয় বলিয়া প্রসূতি ব্যাধির সময় রোদন কাত করিয়া শ্বাস বদ্ধ করিয়া থাকে, পরে ব্যাধির অনেক হ্রাস হইলে কণকাল পূর্বমত বিলাপ করে। ব্যাধির সময় কৌণিক-পাড়া ও তৎপরে রোদন করা এই দুই লক্ষণ দ্বারা দ্বিতীয় এসব-বেগনা নির্ণয় করা যায়। ব্যাধি উপস্থিত হইবামাত্র প্রসূতি শ্বাসবদ্ধ করিয়া সঠিকটই কোন অচল বা স্থাপিত বদ্ধ ধারণ-পূর্বক কৌণিক পাড়িতে থাকে, ও জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার সাহায্যার্থে শরীরের প্রায় সমুদয় দানসংগীক নিবৃত্ত করে, শ্বাস-বদ্ধ হওয়ার স্তম্ভ পরিচালনার ব্যাধিত জন্মে ও তাহাতে স্বকের পিঠা সকল রক্ত-পরিপূর্ণ হওয়াতে সর্বাঙ্গ বিশেষতঃ আন্তঃ চতুঃ রক্তিকার্য্য হ্রাস, কপাল ও কামপাণী ও গলার পিঠা সকল রক্তে পূর্ণ হওয়াতে স্নীত হইয়া উঠে, শরীর উষ্ণ হইয়া লক্ষ্য হয়। নাড়ীও প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে স্নায়ু-গতি হইয়া পড়ে, এক সন্ধান-স্মৃতি হওয়ার পর, উচ্চ প্রতি দিলিটো ১০১২০ বার বন্ধন করে।

কাহারও বার বার বমন হইতে দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় কোন কোন প্রায় যে বমি হয়, তাহা কেবল সহ্যোক্তাবক জায়ের উত্তেজনাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, বমন দ্বারা জগ্ন নির্গমন পথ যে শিথিল ও প্রশস্ত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইলে যে বমন হয়, সচরাচর তাহার ক্ষণ-কাল পরে শরীর উষ্ণ, নাড়ী দ্রুতগতি, জিহ্বা মলিন ও কাঁটা কাঁটা হইয়া জ্বর বোধ হয়। এই সময়ে বস্তিদেহ হাত দিয়া চাপিলে জরায়ুতে ব্যথা জন্মে।

যখন দ্বিতীয় অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইয়া পড়ে, তখন প্রসূতি ক্লান্ত হয় এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়াতে তাহার আলস্ত ও নিদ্রাবেশ হয়। কখন কখন ব্যথার বিরাম সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। জঁদুশ নিদ্রাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই, বরং তাহাতে শ্রম-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ যদি এই ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া না হইত, তাহা হইলে প্রসূতির শুশ্রূষণ ও যোনি যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত, তাহার অগুমাত্র সন্দেহ নাই।

শুশ্রূষণ ও ভগ্নদ্বার যথাযোগ্য প্রসারিত হইলে জরায়ুর বিগুণ সঙ্কোচন-ক্রিয়া উপস্থিত হয়, অর্থাৎ একটা সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত না হইতে হইতে আর একটা আসিয়া পড়ে, তাহাতে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রান্ত হইয়া অসহনীয় যাতনার সময় জগ্ন মস্তক হঠাৎ যোনি হইতে বিনির্গত হয়। ক্ষণবিলম্বে পুনর্বার এক ব্যথা উপস্থিত হইয়া শরীর তাড়িত ও সেই সঙ্গে শিশু ভূমিষ্ট হয়। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে যাতনার শান্তি হওয়াতে প্রসূতি অনির্ক-চনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য অনুভব করে। এই সময়ে প্রসূতির উদরোপরি হস্ত দিয়া দেখিলে জরায়ু পূর্বাংগে সঙ্কুচিত বোধ হয় এবং উদরের চর্ম লোহিত দেখা যায়।

৩য় অবস্থা।—এই সময় জরায়ুকুহুম পৃথক হইয়া নির্গত হয়। কোন কোন প্রসূতির যে ব্যথাতে সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহাতে ঐ কুহুমও পড়িয়া যায়। কিন্তু সচরাচর জরায়ু বা যোনি মধ্যে উহা সমুদয় থাকিয়া যায়, অথবা বহির্গত হইলেও ক্রিয়াদংশ আবদ্ধ থাকে। পরে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াতেই হউক বা তৎসঙ্গে সঙ্গে অথবা অল্প অল্প করিয়া আকর্ষণ করাতোই হউক ফল একেবারে বাহির হইয়া পড়ে।

সন্তান প্রসব হওয়াতে, যত বিলম্ব হয় এবং তাহাতে প্রসূতি যতই ক্লান্ত হইতে থাকে, গর্ভকুহুম-বহিকারক ব্যথাও সেই পরিমাণে বিলম্ব হইয়া থাকে। সচরাচর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার ২০।৩০ মিনিট পরেই ফল নির্গত হইয়া থাকে।

বাতাবিক প্রসবে উর্বসংখ্যা ১।২ ঘণ্টা মধ্যে ফল ভূমিষ্ট হওয়া উচিত। তদপেক্ষা বিলম্ব হইলে উহা সঙ্কটপ্রসব শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

বাতাবিক প্রসবে সাহায্যের আবশ্যক হয় বলিয়া পূর্বে সকলেরই সংস্কার ছিল, কিন্তু অধুনা প্রসবতত্ত্বের অনেক উন্নতি ও অনেক বিষয় আবিষ্কার হওয়ার উক্ত সংস্কারের অমূল্যতা হ্রীকৃত হইয়াছে। এই প্রসব বিষয়ে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে, সুতরাং বাতাবিক প্রসব স্থলে বাস্তব হইয়া কার্য করিলে কুফল কলিবার সম্ভা-বনা। দিবাভাগে প্রসূতি স্ত্রীদীর্ঘকাল শরিত থাকিলে ক্লান্ত ও অধৈর্য হইয়া পড়ে বলিয়া প্রথম অবস্থার ক্রমাগত প্রসব-শয্যায় থাকা অবিধি। সুতরাং কখন উপবেশন, কখনও ইতস্ততঃ পদচালন এবং কখনও বা সামান্য গৃহকার্যে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

প্রথম অবস্থায় প্রসূতিকে আহাতি করিতে দেওয়ার হানি নাই, বরং তাহাতে আমাশয় স্রীয়া কার্যে নিয়ন্ত্রণ থাকতে বিশেষ ফলদায়ক হয়। এই অবস্থার শেষে ধাত্রীরা প্রসবোপযোগী শয্যা প্রস্তুত করিবে, ব্যথা তোষকের উপর বক্ষণ রাখিবার স্থানে মুড় চর্ম অথবা এক প্রকার তৈলাদ্র-আচ্ছাদন পাতিয়া তছপরি এক খান কবল, তাহার উপর একখান আচ্ছাদন এবং সর্বোপরিভাগে এক খান বস্ত্র ৪।৫ ভাঁজ করিয়া নিতম্ব স্থানে পাতিত করিবে। পরে প্রসূতিকে তছপরি শায়িত রাখিবে, পরে তাহার পরি-ধেয় বস্ত্র এককালে খুলিয়া ফেলিয়া অথবা উপরে টানিয়া তুলিয়া একখানি বড় চাদর দিয়া সর্বোচ্চ ঢাকিয়া রাখিবে। প্রসূতি শয্যায় বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিবে। বক্ষণ শয্যার প্রান্তে নিয়া উদ্বহয় বস্তির উপর দ্বিভাজ করিয়া থাকিবে। এদেশে প্রসবকালে প্রসূতির সচরাচর উপবিষ্ট থাকে, পূর্নকালে ঘুরোপেও এই প্রথা ছিল, চীনদেশে ও ইংলণ্ডের কর্ণওয়ালিস্ নামক প্রদেশে প্রসূতির হাটু গাড়িয়া বসে। ফ্রান্স ও জার্মানির অনেক স্থানে উত্তান ভাবে শুইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল অবস্থাপেক্ষা বামপার্শ্বে শয়ন করাই শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাতে উভয় ভ্রু মধ্যে একটা বালিশ রাখিতে অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন। ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে কুহুমক্রিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া প্রসূতির অবলম্বনার্থ একখান চাদর কএক পাঁক দিয়া উহার এক প্রান্ত নিকট কোন স্তম্ভে আবদ্ধ রাখিবে, অপর প্রান্ত প্রসূতির হস্তে দিবে, অথবা তৎপরিবর্তে কাহারও হস্ত আশ্রয় করিতে পারিলে কুহুমক্রিয়ার অনেক সুবিধা হয়।

ক্রম-মতক শুদ্ধদেশে চাপিয়া পড়ার পূর্বে প্রস্থতির মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিতে কোন হানি নাই।

সচরাচর বিভিন্ন অবস্থার আরম্ভে অঙ্গকোষ কাটিয়া যায়, কিন্তু প্রস্থির অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলে ক্রম-মতক বতি-চোটিয়ে প্রবেশ করিলেও এবং কখন কখন তথা হইতে নির্গত হইবার সময় পর্য্যন্তও উহা বিদীর্ণ হয় না, ইহাতে ক্রম-মতক কোটির মধ্য দিয়া ভাঙিত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। এইরূপ অবস্থার জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ায় সময় যখন অঙ্গকোষ ক্ষীণ ও সটান হয়, তখন এক অঙ্গুলি দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া দিলেই, সচরাচর লাইফর এমনিয়াই পড়িয়া যায়। এই সময় প্রস্থতির গ্রীষ্ম বোধ হইলে শয্যা হইতে কদলিদি উচ্চ বস্ত্র টানিয়া ফেলিয়া নীতল বায়ু সেবন করাইবে। ক্ষুধা হইলে দুগ্ধাদিও দেওয়া যাইতে পারে।

ক্রম মতক শুদ্ধদেশ চাপিয়া পড়িলে উক্ত স্থান হঠাৎ বিদীর্ণ না হয়, অথচ উহা সমুখদিকে চালিত হয়, একজ্ঞা ধাত্রী একখান কুমাল ওঃ তাঁজ করিয়া তদ্বারা ব্যথার সময় শুদ্ধদেশ চাপিয়া না রাখিয়া ক্রম-মতক সমুখদিকে অগ্রে অগ্রে ঠেলিয়া দিবে। মতক যখন ভগদ্বারে সমাগত হয়, তখন ধোনিদ্বারে পশ্চাত্তাগের চর্ম উপর হইতে টানিয়া না লইয়া বরং সমুখদিকে আরও ঠেলিয়া দিবে, নচেৎ শুদ্ধদেশ হঠাৎ বিদীর্ণ হওয়া বিচিত্র নহে। ঐ সময় ধাত্রী আপন দক্ষিণ হস্তের দুইটা অঙ্গুলি প্রস্থতির মলদ্বারে ঢুকাইয়া ক্রমের মতক বাহির ও সমুখদিকে প্রত্যেক বেধনার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলিয়া দিলে শুদ্ধদেশ (পেরিনিয়ম) রক্ষিত ও ক্রম শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হয়।

মতক বাহির হইবার পর রক্ত-বহির্গতির বিলম্ব দেখিলে ধাত্রী এক কি দুই অঙ্গুলি শিশুর কক্ষয়ে লাগাইয়া আকর্ষণ করিবে এবং সহকারিণী ধাত্রী কি অস্ত্র যে কেহ নিকটে থাকে, সে প্রস্থতির উদরোপরি হাত লাগাইয়া তদ্বারা জরায়ুকে চাপিয়া ধরিবে। ইহাতে দুইটা কলের উৎপত্তি হয়, যথা—ক্রমের অবশিষ্টাংশ বাহির হওয়ার পর ফুল ও তৎসঙ্গে নির্গত, হইবার সম্ভাবনা এবং জরায়ু হইতে অধিক শোণিত প্রাব হইতে পারে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহার মুখে অঙ্গুলি দিয়া ক্রম তুলিয়া ফেলিবে। তখন সন্তান নীরোগ হইলে ক্রন্দন করিয়া উঠে। তাহাতে খাস প্রকাশ উত্তমরূপে বহিতে দেখিলে অগ্রে নাড়ী হেদন করিবে। পরে ক্রানেল প্রভৃতি গরম কাপড় জড়াইয়া শিশুকে ধাত্রীর নিকট অর্পণ করিবে। এদিকে ধাত্রী প্রস্থতির উদরোপরি হস্ত দিয়া পেটে আর

সন্তান আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সন্তান না থাকা সাব্যস্ত হইলে তখনই পেটা বন্ধনী দিয়া বস্তিদেশে কিছু আঁটিয়া বাধিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, অপরিমিত রক্তপ্রাব না হইলে পেটা-বন্ধনী ব্যবহার অনাবশ্যক। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ুকে সঙ্কুচিত ও অচলভাবে এক স্থানে রাখা যায়। উন্নতের লোহিত-চর্ম ও পেশী শীঘ্রই পূর্বমত আভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদেশীয় বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের যুবতীগণেরও কোলা পেট দেখা যায়, ইহার কারণ তাহারা প্রসব হওয়ার পর পেটাবন্ধনী ব্যবহার করে না।

দেশীয় ধাত্রীরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ফুল টানিয়া বাহির করে। তাহাদের বিশ্বাস যে তক্রপ না করিলে ফুল শেষে বাহির করা যায় না। ইহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

প্রসবের কয়েক ঘণ্টা পরে প্রস্থতির শারীরিক অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহা কেবল প্রসব-কালীন আরাসের উপর আরোপ করা যায় না, মলমূত্রাদি সম্বন্ধে অনেক ব্যত্যয় দেখা যায়, নূতন রসনিসারক যন্ত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জননেন্দ্রিয় দ্বায়ু রক্তপরিচালক যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অবস্থা।—হঠাৎ চক্ষু, মস্তিষ্ক, ফুসফুসের খাস প্রাশাস ও রক্ত-পরিচালক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, মলমূত্রাদি শারীরিক অঙ্গার রসের ভাবান্তর, অবসন্নতা, দৌর্ভাগ্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়। তাহা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর প্রসবজনিত অবস্থান্তরের ফল মাত্র। শরীরের রক্তপরিচালনা ও নিঃশ্বাস প্রাশাস কার্যের অবস্থান্তর ইহার কারণ কেবল প্রসবকালীন শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পীড়া।

জননেন্দ্রিয়ার অবস্থা।—সঙ্কোচক ক্রিয়া দ্বারা জরায়ু ক্রমে এত ছোট হইয়া যায় যে, প্রসবের পরকালেই উহার আরতন সঙ্কোচাজাত শিশুর মতকের সমতুল্য হইয়া পড়ে। ইহাতে জরায়ুকোটরও ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও লুপ্ত হয়। তথা হইতে আর রক্তপ্রাব হইতে পারে না। উহার ধমনী সকলের আরতন ক্রমে হ্রাস হয়। পরে জরায়ু ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হইয়া ৮৯ দিনের মধ্যে বস্তিকোটরে সমাবেশ হইবার উপযুক্ত হয়। আর এক সপ্তাহের পর জরায়ু পুনর্বার আভাবিক অর্থাৎ গর্ভের পূর্বতন অবস্থার ভ্রাতৃ হইয়া থাকে।

প্রসবান্তে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়াজনিত ব্যথা।—কুমিল্লা অর্থাৎ বহু প্রস্থতিদিগের এই ব্যথা বহু কষ্টদায়ক হয়, প্রথম প্রস্থতির তত্ত্ব মতে। সচরাচর এই ব্যথা প্রসবের

আধ ঘণ্টা পরেই হয়, এবং ৩০।৪০ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকিতে পারে।

• **স্তনদুগ্ধ।**—প্রথম প্রসূতির স্তনে যে দুগ্ধ সঞ্চার হয়, তাহা প্রথমতঃ জলবৎ থাকে। ইহার বর্ণ স্বেচ্ছা পীত। ইহা পান করা মাত্র নবপ্রসূত শিশুর মলীভূত পিত্ত অঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া যায়। এইজন্য স্তন্যান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র প্রসূতির স্তন পান করাইবে। যে হেতু ইহা পান করাইলে এরপুতৈল দ্বারা শিশুর আর অঙ্গ পরিষ্কার করার আবশ্যকতা থাকে না। প্রসবের ২৪ ঘণ্টা পরে স্তন্যদুগ্ধে তড়াস জন্মিয়া উহা ক্ষীত হয়, তৎপরে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়া থাকে। পরে যতবার প্রসব হয়, তাহাতে শিশু ভূমিষ্ট হইয়াই সচরাচর পানোপ্যুক্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হইতে পারে।

সুতিকাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।—মস্তিষ্ক ও মায়ুর পীড়া উপশমার্থ ঔষধের বড় আবশ্যকতা নাই, যৌগিক নির্জন ও বিরল অন্ধকার স্থানে শারীরিক বিশ্রাম ও মানসিক শান্তিতে রাখা কর্তব্য। প্রসূতি কিছু স্বাস্থ্যলাভ করিলে উষ্ণজল দুগ্ধ ও সুরামিশ্রিত করিয়া তদ্বারা প্রত্যহ দুইবার যোনি প্রক্ষালন করিবে। তাহাতে দুইটা ফল জন্মে, যথা প্রথমতঃ তৎস্থানের বাধা ও জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বিতীয়তঃ যোনি ব্যুতি সচ্ছিত হইয়া যীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রসূতি শয়ান থাকার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাতে জরায়ু প্রকৃত স্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্ত-স্রাবও ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়।

দীর্ঘস্থায়ী প্রসব।—ইহাতে মস্তক অগ্রে রাখিয়া জ্রণ বস্তিকোটরে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় অনেক বিলম্ব হইলেও শেষে হস্ত বা বস্ত্রের সাহায্যে বিনা আপন হইতেই প্রসব হইয়া পড়ে, জরায়ুকুম্ভমও যথাকালে নির্গত হয়। অর্থাৎ প্রসব যদি ৬০ ঘণ্টাতে শেষ হয়, তন্মধ্যে অচুইউটেরাই প্রসারিত হইতে ৫৮।৫৯ ঘণ্টা লাগে, এবং ১।২ ঘণ্টার মধ্য জ্রণ বস্তিকোটর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। ফলতঃ প্রথম প্রসূতিরই প্রায় এ প্রকার ঘটনা ঘটয়া থাকে।

শক্তিহীন প্রসব।—বস্তিকোটর প্রকৃতরূপে প্রশস্ত থাকিলেও দ্বিতীয় অবস্থায় জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার হ্রাস বা সম্পূর্ণ অভাব হইলে প্রসবে অনেক বিলম্ব হয়, তাহাতে ভয়ানক ও গুরুতর লক্ষণের আবির্ভাব হইলে, ব্যুতি প্রসব সমাধা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

রোধক প্রসব।—দ্বিতীয় অবস্থায় জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়া বধোচিত থাকে। সর্বোৎকৃষ্ট বস্তিকোটরে কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া জ্রণ-মস্তক এক কালেই অগ্রসর হইতে পারে

না। তাহাতেও পূর্বেক্ত শক্তিহীন প্রসবের যাবতীয় অনিষ্ট-কর লক্ষণ ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে।

শক্তিহীন প্রসবে জরায়ুর ক্রিয়ার হ্রাস বা অভাব হওয়াতে দ্বিতীয় অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, কিন্তু রোধক প্রসবে জরায়ুর ক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় থাকে না, প্রসূতির বস্তিকোটর ও ভগ্নসদীপবর্তী স্থানের কোন বিকৃত ভাব হইয়া দ্বিতীয় অবস্থায় জ্রণ মস্তক অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক জন্মে। রোধক ও শক্তিহীন প্রসবের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও লক্ষণের বড় প্রভেদ করা যায় না, কেবল একটি মাত্র প্রভেদ এই যে, শক্তিহীন প্রসবে জরায়ুর সঙ্কোচন-ক্রিয়ার হ্রাস অথবা অভাব দেখা যায়, রোধক প্রসবে উক্ত ক্রিয়া সমভাবে থাকিয়া যায়। কোন কোন রোধক প্রসবে অঙ্গ প্রতিবন্ধক থাকা প্রযুক্ত জরায়ু যীর প্রচণ্ড সঙ্কোচন-ক্রিয়া দ্বারা তাহা অতিক্রম করে, কিন্তু প্রতিবন্ধক প্রবল হইলে ধাতীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। কএকটা প্রতিবন্ধক এমন ভয়ানক যে তাহাতে বস্তিকোটর মধ্য দিয়া সজীব, নির্জীব বা ভগ্নাঙ্গ জ্রণও কোন মতেই প্রসব করান যায় না।

বিকৃত-বস্তিকোটরীয় প্রসব।—বস্তিকোটরের বক্রতাতে দ্বিতীয় অবস্থায় বিলম্ব ঘটায় তজ্জন্য কখন কখন বস্ত্র দ্বারা প্রসব করাইতে হয়, কখনও বা তাহাতেও প্রসব করান অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ক্রমে শক্তিহীন প্রসবের সমুদয় লক্ষণ আরও ভয়ানকরূপে প্রকাশ পায়। অধিক কাল প্রসব বেদনা থাকিলে সর্বশেষে শক্তিহীন প্রসবের যাবতীয় কুলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং যদিও জ্রণ মস্তক অচুইউটেরাই মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি দ্বিতীয় অবস্থায় সবেগ বাধা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া শীঘ্র অনিষ্ট ঘটায়। স্বভাবতঃ প্রসব হইলে অথবা বস্ত্র দ্বারা করাইলে শেষে যোনি প্রভৃতি স্থানে প্রদাহ রোগ জন্মিয়া তদ্রূপ দৈহিক পদার্থ গলিত হইয়া যায়, এবং ব্যুতি তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা না করিলে মৃত্যুদ্বার বা সরল অস্ত্রমিষ্ট হইয়া যোনির সহিত সংযুক্ত হয়। এ দিকে জ্রণ-মস্তক স্থানে স্থানে আহত হওয়াতে অধিক সংখ্যক স্তন্য ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই নষ্ট হয়। কাহারও কয়েটিভগ্ন, কাহারও মস্তকের স্বকে ভয়ানক প্রদাহ ও তজ্জনিত অনিষ্টকর কল জন্মে।

অকালপ্রসব।—মাতা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণরক্ষা করাই এই প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। অসম্মান গত হইল এই প্রকার প্রসবের প্রস্তাব হইয়া তাহার কর্তব্যতা স্থির হয়। ডাক্তার

মেকলে প্রথমে একজনের প্রসব করান, তৎপরে ডাক্তার কেলী একজনের তিনবার অকাল প্রসব করান, তাহার হইবারের সম্ভান রক্ষা পায়। গর্ভস্থ সম্ভান পূর্ণকাল পর্যন্ত জঠরে থাকিলে উহা জীবিত অবস্থায় প্রসব করান যে অসাধ্য ইহা পূর্বে নির্ণয় করিতে পারিলে অকালে প্রসব করানই শ্রেয়ঃ। অকাল-প্রসবে প্রসূতির প্রায়ই কোনরূপ বিষ হয় না, কেবল সম্ভান শতকরা ৫০ জন বিনষ্ট হয়।

কোন কোন জীর বার বার গর্ভ হইয়া পূর্ণ কালের কিছু পূর্বে কোন বিশেষ স্পষ্ট কারণ বিনা অকস্মাৎ ভয়ানক কল্প হইয়া গর্ভস্থ জগের প্রাণ বিরোধ হয় এবং কয়েক দিন পরে মৃত সম্ভান প্রসূত হয়। জৈদৃশাবস্থায় অকালপ্রসব করান দরকার। ডাক্তার ডেনমেন্ এরূপ স্থলে জীর অকালপ্রসব করাইয়া সম্ভান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গর্ভসম্বন্ধীয় কোন কোন পীড়াতে অকালপ্রসব করান আবশ্যক করে। কোন কোন গর্ভিণীর এত বমন হয় যে, আহারীয় দ্রব্য কিছুই উদরে থাকিতে পারে না, এবং কোন ঔষধেও তাহার উপশম হয় না। ইহাতে গর্ভিণী অস্থি-চর্মাবশেষ ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়। ইহাদের অকালপ্রসব করান আবশ্যক।

কোন কোন জীর পদদ্বয়ে শোষ জন্মিয়া উহা ক্রমিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, শেষে অলৌদরীও হইয়া পড়ে। এমনত অবস্থায় অকাল প্রসব বিধেয়।

গর্ভাবস্থায় ভয়ানক রক্তপাত হইলে গর্ভপাত বা অকাল প্রসব করান আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলতঃ জৈদৃশ ঘটনাতে প্রায় গর্ভস্থ জগ পূর্বেই নষ্ট হইয়া থাকে।

অকালপ্রসবে গর্ভিণীর পেট বিমর্দন করিলে ও তাহাকে উষ্ণ জলে বসাইলে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। অচ্-ইউটেরাইর চতুর্দিক্ হইতে এক ইঞ্চি পর্যন্ত এমনিয়ন ঝিলি উহা হইতে ছাড়াইয়া দিলে প্রসব বেদনা আপনা হইতেই আরম্ভ হয়। ফলতঃ স্বাভাবিক প্রসব বেদনাতে এমনিয়ন্ ঝিলি এইরূপ বিযুক্ত হইয়া থাকে। আরও নানাপ্রকার প্রসব বেদনার উপায় লিখিত আছে, কিন্তু বাহ্যিক ভয়ে লিখিত হইল না।

ধাত্রেয়িকা (জী) ধাত্রেয়ী স্বার্থে কন্ টাণ্, পূর্ব্ ব্রহ্মচ।
ধাত্রেয়ী, ধাই, উপমাতা।

“পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাং প্রাশুখো বা প্রাদম্বুঃ।” (তিথিতব)
ধাত্রেয়ী (জী) ধাত্রেয়ী অপত্যঃ জী স্বার্থে ঢক্, বা ভীপ্।
১ ধাত্রেয়ী জী অপত্য। ২ ধাত্রেয়ী।

“দুতী সখী নদী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।” (সাহিত্যদ-)
ধাত্রেয়াদি (পুং) ধাত্রেয়ী আদি বৃত্ত। মৃত্যুক্লেদ্যন্ত ঋষভতের।
প্রসূত প্রাণালী—ধাত্রেয়ী, (আমলকী), জাকা, ভূমিকুম্মাণ্ড, যট্টমধু, গোক্ষুর, মিলিত ২ ভোলা, জল অর্জসের, শেষ অর্জ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্জভোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে হুঃসাধ্য মৃত্যুক্লেদ্য প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যারং)

ইহা লঘু ও বৃহৎ দুই প্রকার দেখা যায়। বৃহৎ ধাত্রেয়াদির প্রসূত প্রাণালী এইরূপ—ধাত্রেয়ী, জাকা, যট্টমধু, ভূমিকুম্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণকুম্মল ও হরীতকী প্রত্যেকে ২ মাষা, জল অর্জসের, শেষ অর্জপোয়া। প্রক্ষেপ—চিনি অর্জভোলা। এই কাথ পান করিলে মৃত্যুক্লেদ্য ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারণ হয়। (ভৈষজ্যারং মৃত্যুক্লেদ্যাদিঃ)

ধাদর, পশ্চিম ভারতের একটি নদী। বিজ্ঞাপ্রণীর পশ্চিম পর্ব্বতমালা হইতে উৎথিত হইয়াছে। ইহা উত্তরপূর্ব্ মখে ৩৫ মাইল হইয়া ভিলাপুরের নিকট আসিয়াছে। এই ভিলাপুরে ইহার উপর একটি প্রস্তর সেতু আছে। ইহার একটু নিম্নে দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বিশ্বামিত্রী নদী আসিয়া মিলিয়াছে। ধাদর আরও ৩৫ মাইল বহিয়া কাষে উপ-সাগরে পড়িতেছে।

ধান (ক্লী) ধা-ভাবে ল্যুট্। ১ ধারণ। ২ পোষণ। আধারে ল্যুট্।
৩ ধারণাধারণ, স্ত্রিয়াং ভীপ্। যথা—রাজধানী, মন্ত্রধানী।

ধানক (ক্লী) ধজাক পৃথোদরাদিত্যঃ সাধুঃ। ১ ধজাক, ধনিয়া।
“শ্লেষ্মাতিসারবাতোকং বিশেষাদামপাচনং।
কর্ত্ত্বামমুদ্রকৃত্ত পিবেৎ পক্ত্যমিদিপনং॥
বিস্কর্কটিকামুক্তপ্রাণদা বিশ্বভেষজং।
বচাবিড়ঙ্গভূতীকধানকামরদাক বা॥”

(বাডট চিকিৎসিত স্থান ৯ অং)

২ এক রতির ৪ ভাগের এক ভাগ মূত্রাবিশেষ।

ধান্গড়, (ধাঙড়, ধাঙ্গড়।) আসল ছোটনাগপুর নিবাসী এক জাতীয় কৃষক। ইহাদের অধিকাংশ আপাততঃ মজুরী করে। ইহারা ভারতের অনার্য্য অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য। ইহাদিগকে কর্ণে নিযুক্ত করিতে হইলে নিয়োগের সময়ে ইহাদিগকে ৪৬ টাকা দিতে হয়, মাসের মাহিনা ইহারা অর্থে লয় না, শস্ত লইয়া থাকে। বৎসর শেষে একখানি কাপড় পায়। লোহার্ভাগা চা-বাগানে ইহারা মজুরী করে। এখানে ইহারা নিয়োগের সময় ৯ টাকা, তাহার পর তিন কিস্তিতে আর ৯ টাকা, এক খানি কবল ও একটি ছাতা পায়।

কর্ণেল ডালটন অনুমান করেন, ডাং বা ধাং শব্দে ইহা-
দের ভাষার পূর্বত বুঝার, সুতরাং ধানড় অর্থে পার্শ্বতা-
লোক। কিন্তু ছোট নাগপুর করদ-বংশে কি পার্শ্বতা কি
সমতলত উভয়বিধ ধানড়গণের মধ্যে “ধানড়ানী” শব্দে
ডাক্তারী যুবক যুবতীকে বুঝার, সুতরাং মিঃ ওল্ডহাম
বলেন যে, উহা জাতিবোধক নাম নহে। বর্জনাসের জাতিতবে
তিনি গিথিরাছেন যে, মালিজাতীয় পাহাড়ীয়ারা যুদ্ধ করিতে
পটু, এরূপ বরতকে ধানড় বলে। মালিজাতীয়েরা ওরাওঁজাতির
এক শাখা, তদুচ্চে কেহ কেহ অনুমান করেন, ওরাওঁ
ভাষার ধানড় অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক লোক। কেহ কেহ অনুমান
করেন যে শত ধারা ইহারা বেতন গ্রহণ করে বলিয়া
“ধানগর” (ধানগ্রহ, ধানগ্রাহী) শব্দ হইতে ধানড় হইয়াছে।
ছোট নাগপুরে রবি শস্তের উৎপাদন বেশী হয় না।

ধানড়েরা অগ্রহায়ণের শেষ হইতে বৈশাখ পর্যন্ত কৃষি-
কার্য্য করিবার অল্প দেশ ছাড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়।
এই সময় ইহারা বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত আসিয়া থাকে।
ইহারা বাঙ্গালার অন্তর্গত ধানড় নামে কথিত হইলেও, ইহা-
দের দেশে ইহাদিগকে অল্প বাঙ্গালীরা “বুনা” (বন্ত) বলিয়া
থাকে। কেবল ধানড়দিগকেই বে বুনা বলে, তাহা নহে।
অধিকাংশ এই শ্রেণীর অসভ্য জাতিই সামান্ততঃ বুনা নামে
অভিহিত হয়।

ধানগায়েন, বাঙ্গালার অন্তর্গত হাজারীবাগ জেলার একটি
গিরিপথ। সহরবাটার প্রাচীন রাস্তা এই পথের তিতর দিয়া
চলিয়া গিয়াছে। এখন আর এ রাস্তার গাড়ী চলিবার
সুবিধা নাই, সংস্কারভাবে হাঁটিয়া চলিবার পক্ষেও দুর্গম
হওয়ার, এ পথ ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হইতেছে।

ধানগাঁও, মধ্যভারতের একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার অধি-
পতিরা ‘ঠাকুর’ উপাধিধারী। এখানকার ঠাকুর সিকিয়া
রাজ্য হইতে ১৪৮০ টাকা ও হোলকরের নিকট হইতে
৫৬ টাকা বার্ষিক পাইয়া থাকেন। বুটীশরাজকে বার্ষিক
এক হাজার টাকা কর দিতে হয়।

ধানসরা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি থাল। হাজার হইতে
যমুনানদী পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত, ইহার দৈর্ঘ্য অর্ধকোশ। ইহার
অপর নাম হসেনাবাদ-কাটা-খাল। যমুনানদী দিয়া স্থলযবন
যাইতে হইলে প্রথমেই এই থালে প্রবেশ করিতে হয়।

ধানা (জী) ধীরতে ইতি ধান (ধাপবন্তজাতিভ্যো নঃ। উণ
৩৬) ভক্তঃ টাপ্। ধান্যক। পর্যায়—

“ধান্যকং ধানকং ধান্তং ধানা ধানৈরকং তথা।

কুনটী ধেনুকাঙ্কজা কুন্তবুকবিকুনকং।” (ভাবপ্রা)

ধান্যক, ধানক, ধান্ত, ধানা, ধানৈরক, কুনটী, ধেনুকা,
হজা, কুন্তবুক, বিকুনক। অভিনব। অকুর। জির। চূর্ণসকু।
(মেদিনী ও হেম) তুইব্ব।

“এসেভা যথা বিবুচেহ পোনা দিবে দিবে সদৃশী রজিধানাঃ।”

(ঋক্ ৩।৩৫।৩)

‘স্বং সদৃশীয়েকরণান্ ধানা তুইব্বান্ দিবে দিবে
প্রতিদিবসমচ্চি তকর।’ (সারণ)

“ধানাঃ স্নাহর্জরা ককাবুটীপ্রাণা গুরবন্ত তাঃ।

তথা মেদঃকফজ্জিনানিভঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।” (রাজনি)

ধানার্চুর্ণ (জী) ধানানং চূর্ণং ৬৩৭। লকু। তুই ববচূর্ণ।

ধানান্তর্বৎ (পুং) একজন গজদ্বর্ক।

ধানাবৎ (জি) ধানা বিভক্তে ২ত মতুপ্ মত ব। ধানের
সহিত বিভক্তমান।

ধানাসোম (পুং) ধান্ত সহ সোম। (বৈ)

ধানিকা (জী) ধানী স্বার্থে ক-টাপ্। ধানী।

ধানিখোলা, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটি প্রধান
নগর। ইহা ২৪° ৩৯’ ১০” উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০° ২৪’ ১১”
পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এই নগর সদর নসিরাবাদ সহর
হইতে ৬ কোশ দূরে সাতুয়া নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর
উপর অবস্থিত।

ধানী (জী) ধীরতে ধার্য্যতে ২ত ধা আধারে লুট্, টিহাৎ
ভীপ্। ১ আধার, যথা—রাজধানী। ২ পীলুয়ক। (রাজনি)

ধানুর্দণ্ডিক (পুং) ধনুর্দণ্ড ইব, তেম জীবতি বেতনাদিহাৎ
ঠক্। ধানুক, বাহারা ধনু ধারা জীবিকা নির্বাহ করে।

ধানুক (পুং) ধনুঃ প্রহরণমন্ততি ধনুঃ ঠক্ প্রহরণঃ। (পা
৪।৪।৫৭) বা ধনুধা জীবতি ইতি ঠক্। (বেতনাদিত্যো জীবতি।
পা ৪।৪।১২) ধনুর্দ্বার, ধনুরূপজীবী, বাহারা ধনুধারা জীবিকা
নির্বাহ করিয়া থাকে।

“অথে ২বে দশ ধানুকা ধানুকে দশ চন্দ্রিণঃ।

এবং বৃচ্চানীকানি ভীয়েণ তব ভারত।” (ভারত ৩।২০।১৭)

ধানুকা (জী) ধনুরিব অবনবোহস্তাঃ ইতি ঠক্, টাপ্ চ।

অপামার্গ বৃক্। [অপামার্গ দেখ।]

ধানুক্যারি, লতা তেম।

ধানুয্য (পুং) ধনুবি সাধুরিতি ধনু-ভক্তক্। বংশ, বীণ।

ধানৈর (জী) ধান্যএব স্বার্থে চক্। ধন্যক।

ধানৈরক (জী) ধানের স্বার্থে কনু। ধন্যক।

ধান্কা (জী) ১ পৃথিকা, এলাইচ। (শব্দচ)

(দেশজ) ২ স্রম। ৩ রাষ্ট্রীয় কুলীনদিগের দোষ বিপ্লব।

[দেশ দেখ।]

ধাতু (সী) ধানে পোষণে সাধু বৎ। সতুবত্রীহাদি, চলিত কথার ধান।

“শতং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুবং ধাতুমুচ্যতে।” (বৃতি)

ক্ষেত্রস্থিত পদার্থকে শত এবং সতুব ত্রব্যকে ধাতু কহে। এই কথাভূসারে ক্ষেত্রজাত পদার্থমাত্রই ধাতুপদবাচ্য, কিন্তু ধাতু শব্দ প্রয়োগ করিলে বাহাতে তত্ত্বল হয়, সাধারণ লোকে তাহাকেই ধাতু কহিয়া থাকে। পর্যায়—ভোগ্য, ভোজ্য, ভোগ্যই, অন্ন, অশ্ব, জীবসাধন, তত্বকরি, ব্রীহি।

ইতিহাস। কতকাল হইতে ধান্য মানব সমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া নানামত। কেহ বলেন, ভারত-বর্ষ ধাতুর জন্মভূমি, কেহ বলেন ব্রহ্মদেশ, আবার কেহ বলেন মধ্য-এসিয়া। কেহ বলেন, ভারত হইতে অতি পূর্বকালে ধাতু আরব, মিসর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। আবার কেহ বলেন, তাহা নহে। যখন পারসিক ও ভারতীয় আৰ্য্য-গণের পূর্বপুরুষগণ মধ্য এসিয়ায় একত্র বাস করিতেন, সেই সময় হইতেই ধাতুর সহিত তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। যখন তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা ধাতুর ব্যবহারও ছাড়িতে পারেন নাই। বরং ধাতু-ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে মধ্য এসিয়াবাসী আৰ্য্যগণের সহিতই অতি পূর্বকালে হুদ্র গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধাতুর ব্যবহার প্রাবর্তিত হইয়া থাকিবে।

আমরা বলি ভারতবর্ষই ধাতুর প্রকৃত জন্মভূমি। কত যুগযুগান্তর গিয়াছে, অতি প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবাসীর ধাতুর প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি, ধাতু যেরূপ সর্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গণ্য, উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় আৰ্য্যগণের ধাতুই যেরূপ প্রধানতম ধাতু, আবহমান কাল-প্রচলিত যেরূপ অটল বিশ্বাস, জগতের আর কোথায়ও এমন নাই।

কেহ কেহ বলেন, ঋক্সংহিতার প্রচলন-কালে আৰ্য্যগণ ধাতু ব্যবহার করিতেন না, বরই তাঁহাদের প্রধান ধান্যরূপে গণ্য ছিল। তাই কি প্রকৃত? ঋগ্বেদিক আৰ্য্যগণ কি ধাতুর সম্বন্ধ রাখিতেন না? এরূপ বলিবার কারণ কি? ঋক্সংহিতায় বহু স্থলে ‘ধানা’ ও ‘ধাতু’ শব্দের প্রয়োগ আছে। হুই এক স্থান সায়ণাচার্য্য স্বকৃতভাষ্যে ধান্য শব্দের ‘ভূত যব’ অর্থাৎ ভাঙ্গা যব এই রূপ অর্থ করিয়াছেন। যবাহুয়ানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়াই স্থির করিয়াছেন, প্রাচীন-তম আৰ্য্যগণ ধাতু জানিতেন না, ভারতবর্ষে আসিয়া এখানে ধাতুর চলন দেখিয়া ধান্য ব্যবহার করিতে শিখেন। সায়ণ ধান্য শব্দের অর্থ ভাঙ্গা যব করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধাতুর

অর্থ ধাতুই রাখিয়াছেন। ঋক্সংহিতার যে মন্ত্রে ধাতু শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

“বন্তে নুনো নহসো গীত্বিকৃৎথে
বীজমর্ভ্যো নিশিতিং বৈবদ্যানট্।

বিধং স দেব প্রতি বারমসে

বন্তে ধাতুং পতাতে বসব্যোঃ।” (ঋক্ ৬।১৩।৪)

হে বলেন পুত্র! তোমার তীক্ষ্ণতা যে মর্ত্য (মহত্ব) ভূতি ও যজ্ঞ দ্বারা বেদীতে (যজ্ঞভূমিতে) পার, হে দ্যোতমান অগ্নি! সে সমস্ত ধাতু প্রতিধারণ করে ও ধনসম্পন্ন হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ‘ব্রীহি’ শব্দ দ্বারা বৈদিক আৰ্য্যগণ ধাতুর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যখন অথর্ববেদে ব্রীহি শব্দের উল্লেখ আছে, তখন আর্ঘ্যেরা অন্ততঃ খৃষ্ট জন্মের ১৩০০ বর্ষ পূর্ব হইতে কৃষিজাত ধাতুর ব্যবহার জানিতেন (১)। তৎপূর্বক অর্থাৎ ২৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনাধিপতি চিন-হুঙ ধাতুগণনের পুণ্যাহরণ এক উৎসব প্রচলন করেন (২)।

ব্রীহি শব্দের উল্লেখ অথর্ববেদের পূর্ববর্তী তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়সংহিতায় পাইরাছি। যথা—

১ “যবং গ্রীষ্মায়োষধী বর্ষাভ্যো ব্রীহীন শরদে মামতিলৌ
হেমন্তশিশিরাভ্যোং” (তৈত্তিরীয়সং ৭।২।১০।২)

২ “ব্রীহয়শ্চ মে যবান্চ মে মাষান্চ মে যজ্ঞেন করন্তাম্।”
(বাজসনেয়সংহিতা ১৮।১২)

পূর্বকই দেখাইরাছি, ঋক্সংহিতায় ধাতু শব্দের প্রয়োগ আছে, সায়ণাচার্য্য সে স্থলে ভূত যব অর্থ করেন নাই, ধাতুই অর্থ করিয়াছেন। ঋক্সংহিতা ব্যতীত অথর্ববেদে (৩।২৪।২—৪, ৫।২৯।৭, ৬।৫০।১), শাখ্যারনব্রাহ্মণ (১।১।৮), বড়বিশ্ব-ব্রাহ্মণ (৫।৫), শতপথব্রাহ্মণ (১৪।৩।৩২২), কাত্যায়ন-শ্রোতসূত্র (২২।১।১), অথর্ববেদের কৌশিকসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ধাতু শব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণাচার্য্য, কর্ক, দারিদ্র প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ধাতুর সর্বজন-প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

সকল প্রকার ধাতু বুঝাইবার জন্য ঋক্সংহিতাকার কেবল ধাতু শব্দ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বাগযজ্ঞাদিতে সকল প্রকার ধাতুর প্রয়োজন হইত না। যজ্ঞাদিতে ব্রীহি ধানের ব্যবহার ছিল, তাই আমরা যজ্ঞ-দিগ ব্যবহৃত মূলক যজুর্বেদ ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণাদিতে “ব্রীহি”

(১) Dr. Watt's Economic Products of India, Vol. V. p. 612.

(২) Do Do p. 612.

শব্দেই বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। কৃকবজুর্বেদে শুরু ও কৃক এই দুই প্রকার ত্রীহির উল্লেখ আছে।

“ত্রীহীনাহরেজুকাংচ কৃকান্।” (তৈত্তিরীর সং ২।৩।১৩)

ডাক্তার অপার্ট প্রমুখ কতিপয় পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, ত্রাবিড়ে খাভের নাম অরীষি। এই অরীষি হইতে গ্রীক ওরীজা (Oryza) নাম হইয়াছে (১)। তাঁহার মনে করেন, দাক্ষিণাত্য হইতেই খাভ গ্রীস প্রভৃতি গিয়াছিল। আবার ইয়ুল ও ডাক্তার বার্গেল-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, অরীষি হইতে গ্রীক ওরীজা নাম হয় নাই। দাক্ষিণাত্য খানের চাষের আদি স্থান হইতে পারে। স্তেলি-জারী এক প্রকার স্বভাবজাত ধানাকে ‘নিবারি’ বলে। উত্তর সরকার প্রদেশে এই নিবারি আপনাপনি অপরিণাম জন্মে। ডাক্তার রস্বরা অনুমান করেন, ইহাই দাক্ষিণাত্যের আদি শব্দ। আরবী ভাষার খাভকে অল্-কুজ্জ (বা অল্-কুজ্জ) কহে, এই শব্দ অধিক সম্ভব ত্রাবিড় শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। স্প্যানিয়ার্ডগণ আরবী হইতে তাহাদের অল্-রোজ নাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ত্রাবিড় ভাষা হইতে গ্রীক “ওরীজা” নাম আসে নাই। আলেক্সান্দরের দিখিজয়ের সময় হইতেই গ্রীসের লোকেরা খাভের পরিচয় পায়। থিওফ্রাস্টাস সর্বপ্রথম ওরীজা * শব্দের উল্লেখ করেন। তিনিও আলেক্সান্দরের জীবদ্দশাতেই প্রাহৃত হন। তাঁহার ব্যবহৃত ওরীজা (২) শব্দ অক্সস্‌তীর বা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে লক্ষ।

সংস্কৃত ‘ত্রীহি’ ও গ্রীক ‘ওরীজা’ শব্দে যেমন নিকট শব্দ, খাভবাচক আর কোন সংস্কৃত শব্দের সহিত তেমন সাদৃশ্য নাই। (আফগানিস্তানের) পুস্ত ভাষার খাভকে ত্রীজজ্জ (বহুবচনে ত্রীজ্জো) বলে। ত্রীহি হইতে ত্রীজ্জো হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। (অন্তবকার ও কাসী ওয়াওয়ের উচ্চারণ অনুসারে উচ্চারিত ভাষার প্রয়োগ করিলে ত্রীজ্জো অস্বরিত হইয়াছে। কাসুল, ওয়াবীরি প্রদেশে এবং কাসীরের কৃষকদিগের মধ্যে এখনও খাভের বৃজ্জা উচ্চারণ অনুসারে (ওয়রীজ্জা) নাম প্রচলিত। এক্ষেপে দেখা হইতেছে ত্রীহি হইতে ত্রীজ্জা বা ওয়রীজ্জা এবং তাহা হইতে গ্রীক ওরীজা হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে কাহারও মত—যে সময় প্রাচীনতম আৰ্য্যজাতি মধ্য এশিয়ার বাস করিতেন, তৎকালে

যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা হইতে ত্রীহি ও ত্রীজ্জা হইতে শব্দ বাহির হইয়াছে। এক্ষণে হলে ভারতীয়দিগের নিকট হইতেই গ্রীকগণ ওরীজা লইয়াছে কিনা তাহা বলা যুগ্ম হইবে।

ডাক্তার ওয়াটসাহেব লিখিয়াছেন, স্বভাবজাত খাভের আদি জন্মভূমি খৃষ্টিতে পেন্সেলভেনিয়া ভারত হইতে কোচীন-চীন পর্যন্ত মোটামুটি ধরিয়া লইতে হয়। খৃষ্টজন্মের পূর্বে ৩০০০ বর্ষ পূর্বে উক্ত স্থান হইতে পূর্বে চীনদেশে এবং তাহার পর ক্রমশঃ উত্তর ও পশ্চিমভারত, পারস্য ও আরব, অবশেষে ইজিপ্ট ও যুরোপে ধানের চাষ আরম্ভ (১) হয়। অবশেষে তিনি আরও বলেন, চীনদিগের মত সূসভ্য আতিহী সম্ভবতঃ খাভের কৃষিযোগ্যতা (সর্বপ্রথমে) উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, স্বভাবজাত বহু খাভে সঙ্কট নিরস্তারতের গিরিশৃঙ্গবাসী অসভ্যজাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। চীনেমাই কি ধানের মর্ম প্রথম বুঝিয়াছিল? খাভের আদি স্থানের লোকেরা কি চীনের পূর্বে খাভের এক্ষণে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

পূর্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদে ‘খাভ’ শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদিক আৰ্য্যগণ খাভের বিশেষ আবশ্যকতা বুঝিয়া ছিলেন, তাই খাভ ও ধন একত্র ব্যবহার করেন। অধ্যাপক বাল-গাধর তিলক ও জর্জ পণ্ডিত লোকোবি উভয়েই গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে খৃষ্টজন্মের দশ হাজার বর্ষের পূর্বেও বৈদিক আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। এক্ষণে হলে জগতের আদি গ্রহ ঋক্সংহিতায় যখন খাভের ব্যবহার পাওয়া যাইতেছে, তখন কি আমরা বলিতে পারি, খৃষ্টজন্মের ১০০০০ বর্ষ পূর্বে হইতে ভারতীয় আৰ্য্যগণ খাভের ব্যবহার জানিতেন। তখন চীনদেশে সভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই। এক্ষণে হলে ভারতবাসী সূসভ্য বৈদিক আৰ্য্যগণ দ্বারা যে খাভের চাষ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। চীনদিগের বহু পূর্বে সূসভ্য মিসরবাসিগণ খাভের কৃষিপ্রণালী সম্যক্রূপে অবগত ছিলেন, ৫০০০ বর্ষের প্রাচীন মিসরের একটা সমাধিস্থলে ধান মাড়াই ও ধান ঝাড়াইয়ের যে চিত্র আছে, পরপৃষ্ঠার তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

সকোরিসের গ্রহে ওরিনজ (Orinus) নামে খাভের উল্লেখ আছে। জর্জগণী হেন্ সাহেবের মতে, ওরিনজ শব্দ ওরিন্ শব্দের পারসীক ও অরব্যিক রূপ। সাধারণতঃ বিরীজা বা বিরীজা নামে খাভ।

(Victor Hahn's Culturpflanzen und Haustiere, Art. Reis)

(১) Dr. Watt's Economic Products of India Vol. V. p. 518

(১) Dr. Oppert's Original Inhabitants of India, p. 12.

(২) গ্রীক ওরীজা হইতে ইতালীর রিসো (riso), কাসী রিস (ris), এবং ইরাকী রিস বা রাইস (rice) শব্দ বাক্যে নিম্ন হইয়াছে।



মিসরের একটা ৫০০০ বর্ষের পুরাতন সমাধি-স্তম্ভে খোদিত চিত্র।

এখন বেক্সন বকের গ্রামে গ্রামে গোক দিয়া ধান মাড়াই হয়, ৫০০০ বর্ষ পূর্বে মিসরেও এরূপ প্রণালী ছিল, এই ছবি খানি দেখিলেই জানিতে পারিবে। যদি প্রাচীন মিসরবাসী ধাতের মহোপকারিতা জানিতে পারিয়া ভারত হইতে লইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখানকার কৃষি-প্রণালী যে মিসরে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

আমরা বেদে উদ্ধৃত মুসল দ্বারা ধান ভানিয়া ব্যবহারের উল্লেখ পাইয়াছি। ৫০০০ বর্ষ পূর্বে মিসরবাসীরাও সেইরূপ উদ্ধৃত মুসলে ধান ভানিয়া ব্যবহার করিত। খিবসের প্রাচীনতম চিত্রে তাহার পরিচয় আছে (১)।

অতি পুরাকাল হইতে ধাত ভারতবাসীর প্রধান ধন-স্বরূপ গণ্য ছিল। মহাসংহিতা হইতে আমরা ধাত সম্বন্ধে এই রূপ পরিচয় পাই।—

যে বৈশ্বের ধাতধন অধিক, সেই অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (২।১৫৫)। ভূমির উর্বরতা ও কর্ণ-কার্যের ভারতম্যানু-সারে ধাতাদি শতের বর্ষ, অষ্টম বা ষাটশাংশ রাজার প্রাপ্য (৭।১৩০)। ধাত কর্ত্ত দিলে তাহার পাঁচগুণ লইতে পারেন, অধিক লইতে পারিবে না (৮।১৫১)। কেত্রহ ধাত অপহরণ করিলে পাঁচকুচা রূপা এবং বাছাই করা ধাত অপহরণ করিলে ত্র্যম্বামীর সম্পর্কীয় হলে ৫০ পণ এবং অসম্পর্কীয় হলে ১০০ পণ দণ্ড হইবে (৮।৩৩০-৩)। ব্রাহ্মণেরা আশ্রিত পুত্রকে ধাতের প্লাক বা ক্ষুদ্র খাইতে দিতেন (১০।১২৫)। ভারতবাসীর নিকট ধান বেক্সন গণ্য ও এখানে যেমন রাজা অংশ লইতেন, খৃষ্টজন্মের ২৩৫৬ বর্ষ পূর্বে চীনেও এরূপ প্রথা ছিল (২)।

(১) See Wilkinson's Ancient Egyptians, (New Ed), Vol. II p. 166.

(২) এই সময়ের ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, "To the distance of 500 li (80 miles) from the Royal city was the land of feudal tenure; for first hundred li, the revenue consisted of the entire plant of the grain; for the second hundred li, they had to pay the grain and half of the straw; for the

মানদের আহাৰ্য্য বস্তু প্রকার শত আছে, তন্মধ্যে ধাত সর্বাগ্রে। প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অন্ন বিত্তর ধাতের ব্যবহার দেখা যায়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে ধাতই প্রধান আহাৰ্য্য। মাত্রাজ ও ব্রহ্মদেশেও ধাত ভিন্ন চলে না।

ধাতের খোলা ছাড়াইয়া যে বীজ বা শস্ত পাওয়া যায়, তাহাকে সংকতে ততুল বলে। এই ততুল ও ধাতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম আছে, নিম্নে কতকগুলি উল্লিখিত হইল—

ধাতের নাম।	ততুলের নাম।	তাঁরা বা দেশের নাম।
ধাত, ব্রীহি	ততুল	সংস্কৃত।
ধান	চাবল	হিন্দী।
	চাউর	
	চাল	
ধান	চাউল	বাংলা।
	চাল	
ধান	চাউল	উড়িয়া।
	রাবনা	
উকিবা	কিবা	খসিয়া।
উরি, উড়ি
বী
দেইন, তানি		কান্দীর, পেশাবর।
ধান, তৈ, শালিয়ান	...	বক।
শালী	হাওয়া।
শোল	পেশাবর, পজাব।

third, hundred li, they had to bring the grain in the ear, while all these rendered feudal service; for the fourth hundred li they paid the grain in the husk and for the fifth hundred li they brought the rice cleaned' (Medhurst's Ancient China)

গারি, শাল	...	রাজপুতানা।
শারি	...	সিঙ্গু।
"	তুলা	মায়ার।
"	তাভাল	মহারাত্রী।
অরীবি, শালী	নেলি, নেলু	তামিল।
বুদলু, উরলু	ব্রিটম	তেলঙ্গ।
আকি	...	কর্ণাটা।
অরি	...	মলয়ালম্।
সাৰ	চান, ওসান	ব্রহ্ম।
হাল, অরুই	...	সিংহল।
মোল, কো	...	জাপান।
সুরা	...	কেচীন-চীন।
ভাউ	মী	চীন।
পাডী	ব্রস্	মলয়।
ব্রস	হালা	বব্বীপ।
প্যাডী (Paddy)		ইংলণ্ড।
অররুজ (Arruzz)		স্পেন।
ব্রিজ (Brinj)	...	আর্মেনিয়া।
অরুস, রুস, রুজ্	...	মিশর।
বিরজ	...	পারস্ত।
ব্রিজ্‌হা	...	পদ্ম (কাবুলী, ওয়াশিরী)।

বস্ত্র ধাত,—

নীবার	সংস্কৃত।	লেহী,	} অযোধ্যা।
নেওয়ার	হিন্দী।	পশাই তিরি	
নেবারী	তেলঙ্গ।	হামা	
		উড়ি, দেধান বাঙ্গালা।	

তুলা জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিলে আহাব্য হয়। এই আহাব্যের নাম সংস্কৃতে “অর”, তেলঙতে “ভাতা”, মলয়ে “নান্‌সি,” ব্রহ্মে “তামনি,” বাঙ্গালা ও উত্তরভারতের আর্য সর্সজ “ভাত” বলে।

যাহার বিস্তৃত কৃষি নাই বা আপনাপনি অযত্নে জন্মে, সেই সকল ধাতুজাতীয় তৃণকে বস্ত্র ধাতু নামে উল্লেখ করা হয়। সংস্কৃতে নীবারি ও শ্রামা এই দুই প্রকার শতের নাম পাওয়া যায়। নীবার ধাতু “নেওয়ার”, “নেবারী” ইত্যাদি শব্দে ভাবার চলিত, আর শ্রামা ধাতু সম্ভবতঃ কাস্মীরে “হামা” নামে খ্যাত। বাঙ্গালার বাহা উড়ি বা দেধান নামে খ্যাত, তাহা শ্রামা কি নীবার তাহা স্থির হয় নাই। অযোধ্যা প্রদেশে “মুজী” নামে এক প্রকার বস্ত্র ধাতু পাওয়া যায়, ইহা সংস্কৃত “মুজ্” এবং কথিত ভাবার “মুজ্”

নামক তৃণের শব্দ কিনা, তাহাও পরীক্ষিত হয় নাই। উত্তর ভারতে বস্ত্র ধাতুকে আর্য সর্সজ “উড়ি” ও দক্ষিণ ভারতে আর্য সর্সজ “নেবারী” বলে।

কৃষিক্ষেত্রে ধাতুই সাধারণতঃ “ধাত” বা ধান নামে উল্লিখিত হয়। এই ধাতুকেই তামিল ভাষার “শালি” বলে। সংস্কৃতেও “শালি” শব্দের আরোপ আছে। সংস্কৃত “শালি” শব্দ—ত্রীহিভেদ, ত্রীহিপ্রোষ্ঠ এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার “শালি” শব্দে কৃষিক্ষেত্রে ধাতু (Cultivated rice) এবং “নীবার” শব্দে বস্ত্র ধাতু (Wild rice) বলিলে চলিতে পারে। আসাম হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত সর্সজ শালী ধাতু অর্থে হৈমন্তিক বা আমন ধাতুকেই বুঝাইয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্রে ধাতুর মধ্যে হৈম-ন্তিক ধাতুই অপরিখ্যাপ্ত জন্মে বলিয়া বোধ হয়, শালি শব্দে কেবল উহাকেই বুঝাইয়া থাকে। এই কৃষিক্ষেত্রে ধাতুর ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa*.

বস্ত্র ধাতু—ধানের চাষ ভারতের সর্সজ হয়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের জলাভূমিতে ধান স্বভাবতই বস্ত্র ভাবে জন্মে। ভারতের মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, চট্টগ্রাম হইতে আরা-কান এবং কোচীন চীন পর্যন্ত সর্সজ এইরূপ বস্ত্র ধাতু বহুল জন্মে, এতদ্ব্যতীত অনেকে অনুমান করেন যে এই গ্রীষ্মমণ্ডলই ধাতুর আদি জন্মভূমি, এই স্থান হইতেই ইহা ক্রমশঃ উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। বস্ত্র ধাতু উক্ত স্থান ভিন্ন যে আর কোথাও হয় না, এমন নহে। নীলগিরি, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যভারত, রাজপুতানার আবু পর্বত, ছোট নাগপুর, আসাম, বেঙ্গলিহান, আফগানহান, পারস্ত প্রভৃতি স্থানে বস্ত্র ধাতু বস্ত্রভাবেই জন্মে। কোন কোন উদ্ভিদ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বস্ত্র ধাতু ও কৃষিক্ষেত্রে ধাতুকে একবারে স্বতন্ত্রশ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাক্তার ওয়াট্‌ বহুবিধ বস্ত্র ধাতু পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই চারি শ্রেণীর সহিত কৃষিক্ষেত্রে ধাতুর অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে—

(১) *Oryza rufipogon*—আলিগড়, শাহারপুৰ প্রভৃতি হইতে এই বস্ত্র ধাতুর নমুনা সংগৃহীত ও পরীক্ষিত হয়। ডাঃ ওয়াট্‌ উদ্ভিদ-শাস্ত্রবিদ্যায় লক্ষণাদি মিলাইয়া স্থির করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ ইহাই আর্য সকল প্রকার রক্তবর্ণ চাউলের উৎপাদক ধাতুর আদিমাবস্থা। বাহ্যিক দৈর্ঘ্য বোধ হয়, ইহার চাষে অল্প অল্প আরোপন হয়। ডাঃ ওয়াট্‌ আরও বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রে এই শতের পরিপূষ্টি ও উন্নতি হইয়াই বোধ হয় শালি দ্বারা “ছোট আমন” উৎপন্ন

হইরাছে। পূর্ববাঙ্গালার হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে
বিলের ধারে এই বঙ্গ ধাতু বর্তমানতঃই জমিতে দেখা যায়।

(২) *Oryza coarctata*—এই শ্রেণীর বঙ্গ অবস্থা হইতে
কৃষিক্ষেপে গভীর জলজাত ধাতুর উৎপত্তি হইরাছে। ইহা
হইতেই কয়েকশ্রেণীর মোটা খসখসে “বড়ান আমন”
জন্মিয়াছে। ইহার মলিন বর্ণের শত হয়।

(৩) *Oryza bengalensis*, ডাঃ ওয়াট এই শ্রেণীতে
বাঙ্গালার অল্প স্থানের সকল প্রকার বঙ্গ ধাতু গণনা করিয়া-
ছেন। ইহা ঝিল ও দীঘীর পাড়ে আপনা আপনি জন্মে।
ভারতের সর্বত্র “উড়ি” ও “ঝরা” নামে যত প্রকার ধাতু,
তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণী হইতেই কৃষিপ্রভাবে
কয়েক প্রকার আউশ ও আমনের ভ্রার বীরে বৃদ্ধি
পাইতে থাকে, কিন্তু জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা অতি শীঘ্র
বৃদ্ধিত হইতে থাকে। ইহার মানা কৃষিজাত শস্তের ভ্রার
পরিপক, পরিপুষ্ট ও সমান আকারের হয়। ইহা বঙ্গ হইলে
ও ইহার ধান পাকিলে কাটির লয় এবং আহাৰ্য্যরূপে ব্যব-
হৃত হয়। অনেক স্থলে উড়িধান জলার মধ্য হইতে
বিস্তৃত হইয়া কথিত আমন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং
ক্ষেত্রের উপধাতুর ক্ষতি করে। ইহার জড় মারিবার
উপায় নাই বলিলেই হয়, কারণ ইহা পাকিবামাত্র ঝরিয়া
পড়ে বলিয়া উড়িধান অনেক স্থলে “ঝরধান” নামে খ্যাত।

(৪) *Oryza abuensis*—ইহা সম্ভবতঃ ধাতুর অতি
আদিম অবস্থার নমুনা। ইহার এখন যে আকার পাওয়া
যায়, তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র আকারের শস্ত আরও পূর্বকালে
বর্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই
বাঙ্গালার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট “ছোটন আমন” ও “রোয়া”
ধাতু কৃষিপ্রভাবে উৎপাদিত হইরাছে। ইহাতে জলের বড়
বেশী প্রয়োজন হয় না। পাহাড়ের উপর ও উচ্চভূমিতে যে
সকল উৎকৃষ্ট রোয়া ধাতু জন্মে, তাহা এই ধাতু হইতে উৎপন্ন
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার ধাতু জীবৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়।
সামান্যতঃ ইহাই কালাধান নামে খ্যাত।

এই সকল বঙ্গ ধাতু হইতে অধিকাংশ আউশ, আমন
এবং রোয়াধাতুর উৎপত্তি কল্পিত হইল বটে, কিন্তু বোরো
বা রাইদা ধান্যের আদিমাবস্থা ইহার কোনটিতেই লক্ষিত
হয় নাই। জুগন্ধি ধান্য ও আঠাবিশিষ্ট ধান্য সকলেরও
প্রাচীনাবস্থা এই কয়শ্রেণীতে নাই, হুতরাং তাহাদের মূল
বস্তুবিহার ধান্য এখনও আবিস্কৃত হয় নাই বলা যায়।

কৃষিজাত ধান্য।—কৃষিজাত ধান্যসমূহের উদ্ভিদ তত্ত্ব-
সারে শ্রেণীভেদ করা বড় দুঃস্ব। কৃষির সময় ভেদেই

ইহার শ্রেণীভেদ করা সুবিধা। কতক ধান্য বপনের সময়
হইতে অল্পদিনেই অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও পরিপক হয়, ইহাই
বাঙ্গালার আউশ বা আশু ধান্য। অপর প্রকার ধান্য
বপনের সময় হইতে আশু ধান্য অপেক্ষা অধিক দিনে
পাকে, ইহাই বাঙ্গালার আমন। আশুধান্যের মধ্যে
এমন এক শ্রেণী আছে, যাহা বপনের সময় হইতে ৬০
দিনে পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত হয়। সংস্কৃতে এই
ধান্যের নাম বটিক, চলিত কথায় বাট ধান। আমনই
ধান্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচুর জন্মে। আমনের মধ্যে
আটপ্রকার ধান্যের মুখে শুঁরা থাকে না এবং তালিলে
খেতবর্ণের চাউল পাওয়া যায়। আশু ধান্যের মধ্যে এক
প্রকার শুঁরাবিশিষ্ট ধানের চাউল শাদা হয়, আর একপ্রকার
শুঁরাহীন ধানেরও চাউল শাদা হয়, চারি প্রকার শুঁরা-
বিশিষ্ট ধানের চাউল লাল বা অল্প বর্ণের হয়। চারি প্রকার
আউশ ধানের খোসা বা তুঁব রন্ধিত এবং দুই প্রকার ধানের
তুঁব শাদা বা জীবৎ পীতাক। আমন ধাতুর মধ্যে চারি
প্রকার ধানের তুঁব রন্ধিত এবং চারি প্রকারের তুঁব খেতবর্ণ।
শুঁরাহীন ও তুঁব বা চাউলের বর্ণ হিসাবেই ধাতুর
অন্যধিক শ্রেণী নির্ধারিত হইয়া থাকে। অনেকই
শুঁরাহীন ও বর্ণহীনকে অধিক চাষের প্রভাবজাত ফল
বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধাতুর জমী।—ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে চাউলই
প্রধান আহাৰ্য্য, মস্জাদ ও ব্রহ্মদেশেও তাহাই, এজন্য এই
তিন দেশে ধাতুর চাষই প্রধান। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা-
ব্যতীত অন্য প্রদেশে আর এতটা জমীতে ধাতুর চাষ হয়—

মস্জাদ	৬২৮৫৮০৬ একর।
বোম্বাই (গিছুসহ)	২২০৩৯১৮ "
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৪৩৩৮৯২৩ "
অবোধ্যা	২৪৪৮২৩৮ "
মধ্যপ্রদেশ	৩৭৮৫৫৬৬ "
উত্তরব্রহ্ম	১৬২৫২৩৬ "
দক্ষিণব্রহ্ম	৪০৬৭৬০৬ "
আসাম	১২৬২৬৯১ "
গুজাব	৫৬৫ "
অজমীর-মেরবারা	৭৫৮ "
কুর্গ	৭৪৪২৯ "
মেকর	১২৮৪০ "
মীনপুর (মধ্যভারত)	২৫ "
মোট	২৬৮১০৮০৬ একর।	বা	৮০৪৩২৪১৮ বিঘা।

বাংলা! এদেশের এতটা আনুমানিক জমীর পরিমাণ ধরিবার কোন উপায় নাই। কেবল আমন ধান্যের জমীর করেকটা পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ১৯৮৮৪১৬০ বিঘা হইবে। মোটের উপর বাংলায় ধানী জমী সমগ্র ভারতবর্ষের ধানী-জমীর প্রায় বিংশগুণ হইবে।

বাংলায় ধানের চাষ।—বাংলায় ধানের চাষ অতি বিস্তৃত। এ প্রদেশে বহুবিধ ফল ও জন্মে। গত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কেবল বাংলা দেশজাত চারিহাজার প্রকার ধান উপস্থিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের ধান্যের শ্রেণিগত পার্থক্য হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে বোধ হয় দশ হাজার প্রকার। সকল ধাত্তেরই যে বহুবিধ আবাদ হইয়া থাকে তাহা নহে। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন প্রকারের ধানের নমুনা সংগৃহীত হইতে পারে। এই সমস্ত ধানের বিভিন্ন নাম আছে। নামভেদে এই সকল শ্রেণীভেদ একমাত্র অভিজ্ঞ কৃষক ব্যতীত আর কাহারও করিবার ক্ষমতা নাই। কৃষকেরা বলে যে এক এক জমীর এমন গুণ আছে, সেই সেই জমী-ভিন্ন এই সকল ধান অন্য কোন জমিতে জন্মিতে পারে না বা জন্মিলে সেই জমীর ফসলের স্থায় ফসল হয় না। এমনও এক এক ধান আছে, যে তাহা চিরকাল এক স্থানের একখণ্ড বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রের বাহিরে এক হাত দূরে অন্তর্ক্ষেত্রে লাগাইলে আর তেমন ফসল হয় না। যুরোপীয় উদ্ভিজ্জ তত্ত্বানুসারে এই সকল শ্রেণীর পার্থক্য নির্দেশ করা দুঃস্বপ্ন, এমন কি কোন রূপেই হয় না। এ বিষয়ে যুরোপীয় কৃষিতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা হরত একাকৃতি একগুণ একবর্ণ-বিশিষ্ট জানিয়া যে সকল ধাত্তকে একশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া ব্রহ্মে গণনা করিবেন, বাংলার একজন সামান্য কৃষক তাহার অপূর্ণ সংস্কারবলে সেই সকল ধাত্তের পাঁচ ছয় প্রকার বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করিয়া বলিয়া দিবে যে ইহার এইরূপ কৃষি-প্রণালী, এইরূপ ধাত্তর জমী ইহাতে আরোজন ইত্যাদি। কোন কৃষক যুরোপীয় প্রণালীতে ধানের শ্রেণীবিভাগ দেখিলে চম্-কাইয়া উঠে এবং বলে একগুণ বিভিন্ন ধাত্তর জমীতে বিভিন্ন প্রকারে কৃষিজাত ধাত্তকে যদি এক শ্রেণীর ধান বলা হয়, তাহা হইলে চাষ-কর্মী সব মাটি হইয়া যাইবে। মিঃ বিক্লার্ক একজন অতি বিচক্ষণ শতভাববিৎ। তিনি বলেন, আমন ও উড়ি ধানের চারা দেখিয়া বাংলার চাষারা যে কি সংস্কারে তাহাদের প্রভেদ করিতে পারে, তাহা আমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অনেকে হরত বলিতে প্যারেন যে উড়িধানের গাছের রং আকার জন্মবার ধরণের মধ্যে অবশ্যই কোন নূন্যপার্থক্য ঠিক একপ্রকার আছে, কিন্তু চারিদিকের

এমন অসুত জান দেখা গিয়াছে যে তাহার ঠিক একপ্রকার বিবিধ ধান্যের দুই বৃষ্ঠা শুক ধাত্ত হাতে লইয়াই বলিয়া দিতে পারে যে, তাহাদের কিরূপ বিভিন্ন ধাত্তর জমীতে আবাদ হইতে পারে বা তাহার ক্ষতি কি কি প্রণালীর কৃষি আবশ্যক।

ধাত্তের রং, আকার, গঠন প্রভৃতি অবলম্বনে অনেক অনেক প্রকারে শ্রেণী বিভাগ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কেহই সফল হন নাই। অবশেষে কোন ধান কখন জন্মে, সেই সময় ধরিয়া একটা শ্রেণী বিভাগ করিত হইয়াছে। ইহাতেই অনেকটা মোটামুটি সফল হইতে পারা গিয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ধাত্ত সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হয়, তাহা হইতেই নিম্নলিখিত বিবরণ গৃহীত হইল।

প্রথমতঃ ধাত্তকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইতে পারে,— ১ম আউশ (আশু) বা ভাদা ফসল। ইহার আবাদ চৈত্র বৈশাখের বৃষ্টির পরেই হয়। ইহা উচ্চ বেলেমাটিতে বুনিতে হয়। বীজ ছিটাইয়া বা ছড়াইয়া বুনিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত জমী নিড়াইতে হয়। শরৎকালের প্রথমেই ইহা কাটিবার উপযুক্ত হয়। আউশ ধানই বাংলার সকল প্রকার ধান অপেক্ষা দূরে সুলভ এবং সমস্ত উৎপন্ন ধানের মধ্যে আউশধানই একবর্ষাংশ।

(২য়) আমন বা হৈমন্তিক ফসল—ইহা আউশ অপেক্ষা কিছু বিলম্বে জন্মে। আমন বিবিধ বড়ান আমন ও ছোটন আমন। বড়ান আমন কিছু মোটা ধস্বনে, গভীর জল না পাইলে হয় না। বিলে বীজ ছিটাইয়া বুনেন, প্রায় ইহা তুলিয়া কইবার আবশ্যক হয় না। ইহা অগ্রহারণে পাকে। ছোটন আমন আমনের মধ্যে শীঘ্র পাকে এবং উৎকৃষ্ট। ইহা প্রথমে এক স্থানে বুনিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া পরে চারা যখন ৮৯ ইঞ্চি লম্বা হয়, তখন তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করে। স্থান ভেদে রোপা, রোয়া, শাল প্রভৃতি নানাবিধ ছোটন আমন আছে। শ্রেণী ভেদে ইহা আবাদ হইতে তাত্র পর্যন্ত বুন্য চলে এবং প্রায় পরিপুষ্ট আউশ ক্ষেত্রে কইরা দেয়। শরতে আউশ কাটিয়া লইলে আমন বাড়িতে থাকে এবং হেমন্তের আরম্ভ হইতেই পাকিতে আরম্ভ হয়। উৎকৃষ্ট ছোটন আমন আপনা আপনিই বর্ধিত হয়, বিশেষ পানের আবশ্যক করে না। আমন ও আউশ মিশাইয়া বুনিলে ক্ষেত্রে আর নিড়াইবার বড় আবশ্যক হয় না, আমন অতি দ্রুত বাড়িতে থাকে। ক্ষেত্রের জল এক দিনে বতাই বর্ধিত হউক না কেন, তাহা আমনের চারা জলের উপর আদিয়া

থাকিবেন। দেখা-দ্বিরাহে, ২৪ ঘণ্টার একটি আমনের চারা জলবুদ্ধির সহিত ২১.০ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠিরাহে। অল্প বৃষ্টিতে যদি আমন তিন দিন কাল জলে ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলেই একবারে সঠি হইয়া যায়। আমনের ইহাই ভর; ছুব জলই আমনের শত্রু। আমনই প্রধান ফসল। ইহা কাটরা লইবার পর সমস্ত শীত ঋতু অর্থাৎ কাঁচনের অর্ধাংশ কাল পর্যন্ত জমী ফেলিয়া রাখে। তাহার পর আবার আউশের জন্ম প্রস্তুত করে। কোন কোন উর্বরা জমীতে তিল সর্বণ কলাই আদি রবি শস্ত জন্মাইয়া থাকে।

(৩য়) বোরো ফসল। গ্রীষ্মকালের ধানগুলি এই ফসলের সময় জন্মে। হেমন্তের শেষাংশ হইতে শীতের শেষাংশ পর্যন্ত ইহার বুনন চলে। ইহা বুনিয়া চারা ধরিয়া বা ছিটাইয়া কইতে পারা যায়। জৈষ্ঠ আবারে ইহার ফসল ঘরে উঠে। এই ফসলে মোটা ও কঠিন দানার চাউল জন্মে। গরীবেরা এই ফসলের চাউলই আহার করে। ইহা অতি শীঘ্র পাকে। একশ্রেণী বাটি বা বাটু ধান ৬০ দিনে জন্মিয়া থাকে। আউশের মধ্যেও এক শ্রেণী বাটি ধান আছে। বোরো ফসল অধিক আবাদ হয় না। ইহা চর বা নামাল জমীতে হয়, ১০ ফুট গভীর জলে ও প্রবল স্রোতের মধ্যেও ইহা জন্মিয়া থাকে। গরীবের পক্ষে এই ফসল বড়ই প্রয়োজনীয়। এই ফসল উঠিলে অল্প ভাল ধানের বাজার নরম হইয়া পড়ে। রাইদা বা ভাসানারাদা নামে একপ্রকার বিশেষ বোরো ধান জন্মে। অল্পাংশ বোরো ধানের সহিত ইহা এক ক্ষেত্রে বুনিয়া থাকে এবং সেই সকল বোরো কাটরা লইবার সময় ইহার শুকনা বাপাকা পাতা ছড়াইয়া দেয়। ইহা বৎসরব্যাপী ফসল, ১০.১১ মাসের কম পাকে না। বাংলাদেশ সামান্যতঃ পাঁচটি ধান্য ফসল এক বৎসরে জন্মে। আউশ ও আমনের উপযুক্ত মিশ্রিত জমীর অধিকারী এক ব্যক্তি প্রতি বৎসরে ইচ্ছা করিলে পাঁচটি, চারিটি বা তিনটি ফসল তুলিতে পারে,—

- | | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| (১) আউশ | ফসল উঠিতে | শরৎকালের প্রথম। |
| (২) ছোটন আমন | " | হেমন্তকালের প্রথম। |
| (৩) বড়ান আমন | " | শীতকালের প্রথম। |
| (৪) বোরো | " | গ্রীষ্মকালের প্রথম। |
| (৫) রাইদা | " | শরতের শেষাংশ। |

বাঙ্গালার সর্বত্রই দুইটি ফসল খুব প্রচুর জন্মে। তৃতীয় ফসল অপেক্ষাকৃত অল্প হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এক জেলার বোরো আমন, আউশ আর এক জেলার বোরো আউশ আমনের ধাতুর সহিত এক নহে। এক জেলার বোরো পাটতে আউশ বা আমন জন্মে, অন্য জেলার সে রূপ পাটতে

সে আউশ বা আমন জন্মে না। সুর্য্যাসীম বিজ্ঞানমূলক কৃষিকার্য্যে ইহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই, কিন্তু বাঙ্গালী চাষা তাহা অতি সহজে ধরিয়া দিতে পারে।

বাঙ্গালার কতকগুলি চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ইহার মধ্যে বেনারসী, কামিনী, বাসমতী (বাঁশমতী) ও রাঁধুনী পাগলা চাউল বিশেষ বিখ্যাত। বাঙ্গালা ব্যতীত উড়িষ্যা ও বোম্বাই-এর ধান্য প্রদেশেও সুগন্ধি চাউল জন্মে। শিব সন্ন্যাসী দানার ছোট আমন চাউল ভ্রমণলোকে ব্যবহার করে এবং মোটা দানার চাউল নিম্নশ্রেণীর লোক ব্যবহার করে। বিহারী মোটা দানার চাউল সামান্যতঃ পাটনারে চাউল নামে খ্যাত।

চুক্তিক-বিবরণী ও অন্যান্য সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া মোটামুটি জানা যায় যে, একবৎসরে বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ ১২৪৮৫৫৬৮০ বিঘা জমীতে ধান জন্মিয়া থাকে।

ধানের বিষয় তাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। ধান পাঁচ প্রকার—শালিধান, ত্রীহিধান, শুকধান, শিথীধান এবং ক্ষুদ্র ধান। ইহার মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে শালি-ধান। ইহার মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে ত্রীহিধান, যব প্রভৃতিকে শূকধান, সুগ প্রভৃতিকে শিথীধান এবং কান্ধনি ধান প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ধান বা তুণ ধান বলা যায়।

শালিধানের লক্ষণ ও গুণ।—যে সকল হৈমন্তিক ধান কণ্ডন অর্থাৎ ছাটন ব্যতীত ও খেতবর্ণ, তাহাকে শালি-ধান কহে।

শালি-ধানের নাম—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাস্ত, সুগন্ধক, কর্দমক, মহাশালি, দুধক, পুষ্পাণ্ডক, গুণ্ডরীক, মহিষ-মস্তক, দীর্ঘশূক, কান্ধনক, হারন ও লোহপুষ্পক প্রভৃতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক প্রকার শালিধান আছে। তাহার মধ্যে বখালসুব ওপাদি দেওয়া হইল।

শালিধান সকলের গুণ—মধুর, কষায় রস, স্নিগ্ধ, বল-কারক, মলের কাঠি ও অন্নতাকারক, লঘুপাকী, কটিকারক, ব্রহ্মসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচরকারক, জীবাণুনাশক ও কফবর্দ্ধক, শীতবীণী, পিত্তনাশক এবং স্নেহবর্দ্ধক।

লঘুত্বমিহাভ শালি ধান—কষায়রস, লঘুপাকী, মলমূত্র-নিঃসারক, ক্রম, এবং কফনাশক। এই কর্ণ করিয়া ধান বণন করিলে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু ও পিত্তনাশক, শুষ্ক, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অন্নতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

ক্ষুদ্র ত্বমিতে স্বতাবতঃ আপনা হইতে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহা জীবাণু তিক্তসংকট, মধুর, কষায়, রস, পিত্তর, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কটুবিপাক।

বাণিত ধাত্ত অর্থাৎ একবার উৎপাটন করিয়া যাঁহা বপন করা যায়, তাহা মধুর, কবার রস, শুক্রবর্জক, বলকারক, পিত্তর, কফবর্জক, মলের অন্নতাকারক, গুরু এবং শীতবীৰ্য্য।

অবাণিত ধাত্ত অর্থাৎ অবুনা ধাত্ত। যে ধাত্ত আপনা হইতে জন্মে। তাহাকে অবাণিত ধাত্ত কহে, এই লজ্জ বাণিত ধাত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণযুক্ত।

রোপিত ধাত্ত অতিনব অবস্থার শুক্রবর্জক। পুরাতন হইলে লঘু হয়। অতিরোপ্য ধাত্ত অর্থাৎ রোরাধানকে উৎপাটনপূর্ব্বক পুনরায় রোপণ করিলে তাহাতে যে ধাত্ত জন্মে, তাহা রোরা ধাত্ত অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত এবং লঘুপাকী।

হিরন্মতা শালিধাত্ত—শীতবীৰ্য্য, রুক্ষ, বলকারক, পিত্তর, কফনাশক, মলরোধক, জৈবং তিক্তসংযুক্ত, কবাররস এবং লঘু।

রক্তশালির গুণ—শালিধাত্তের মধ্যে রক্তশালি ধাত্তই শ্রেষ্ঠ, উহা বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, জ্বিহোবনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্জক, ব্রণপ্রসাদক, শুক্রবর্জক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালি অপেক্ষা অন্নগুণযুক্ত।

ব্রীহি ধাত্তের লক্ষণ ও গুণ—বর্ষাকালসম্ভব ধাত্ত মধ্যে যাঁহা (ছাটিলে) শ্বেতবর্ণ হয় এবং উদরস্থ হইলে কালবিলম্বে পরিপাক হয়, তাহাদিগকে ব্রীহি ধান্য কহে।

কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুর্কটাক, জতুমুখ প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্রীহি ধাত্ত আছে। যে ধাত্তের ত্বণ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পালকপুষ্পতুল্য তাহাকে পাটলব্রীহি, যে ধাত্তের আকৃতি কুর্কট ডিম্বের মত, তাহাকে কুর্কটাক, যে ধাত্তের শূরা ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম শালামুখ এবং যাহার মুখের বর্ণ লাক্ষার তুল্য, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে।

ব্রীহিধাত্ত—মধুর, বিপাক, শীতবীৰ্য্য, জৈবং অভিব্যন্তী, মলরোধক, বটিক ধাত্ত সদৃশ। ব্রীহি ধাত্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃষ্ণব্রীহি শ্রেষ্ঠ, অস্তান্ত ব্রীহি উহা অপেক্ষা হীনগুণযুক্ত।

বটিক ধাত্তের নাম, লক্ষণ ও গুণ।—যাহার অন্ন উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়, তাহাকে বটিক ধাত্ত কহে। বটিক, লণপুষ্প, প্রমোদক, মুক্তনক ও মহাবটিক প্রভৃতি বহুবিধ বটিকধানা আছে। ইহাদিগকে কেহ কেহ ব্রীহিধান্যও কহিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রীহিধান্যের লক্ষণ উহাতে লক্ষিত হয়। বটিক ধাত্ত সকল—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, লঘু, মলরোধক, বাতর, পিত্তনাশক এবং শালি ধাত্তের ভ্রাতৃ গুণযুক্ত।

বটিক ধাত্ত-সমূহের মধ্যে বটিকাব্য ধাত্তই শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত,

উহা লঘু, মিষ্ট, জ্বিহোবনাশক, মধুর রস, মূত্রবীৰ্য্য, বায়ক, বলকারক, জরনাশক এবং রক্তশালির ভ্রাতৃ গুণযুক্ত। অপর্যাপন্ন বটিক ধাত্ত উহা অপেক্ষা অন্ন গুণাবিত।

শুকধাত্ত।—বব, শিতশুক, নিশুক, অতিবব, ভোকা এবং ব্রহ্ম বব, এই কয়েক প্রকার শুক ধাত্তের ভেদ। শুক ধাত্তের মধ্যে বব শ্রেষ্ঠ।

ববের গুণ—কষায়, অধুর রস, শীতবীৰ্য্য, লেখন গুণযুক্ত, মূত্র, ব্রণরোগে তিলের ভ্রাতৃ হিতকারক, রুক্ষ, মেধাজনক, অগ্নিবর্জক, কটুবিপাক, অনতিভয়ালী, ব্রণপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, অত্যন্ত বায়ু ও মলবর্জক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের হিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং কঠীগত রোগ, চর্ম্মগত রোগ, কফ, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও পিপাসানাশক। এই বব অপেক্ষা অতিবব হীনগুণযুক্ত।

গোধূম শুকধাত্তের অন্তর্গত। ইহা অপর নাম সুরম। গোধূম তিন প্রকার—এক প্রকার মহাগোধূম, যাঁহা বড় গোধূম বলিয়া প্রসিদ্ধ, উহা প্রাচ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মধুলীনামক, ইহা কিঞ্চিৎ ছোট, ইহা মধ্য প্রদেশে জন্মে। অস্তান্ত প্রকারের নাম নন্দীমুখ। ইহা শুরাবিহীন দীর্ঘাকৃতি। [বব দেখ।]

মহা গোধূম—মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, বাতর, পিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্জক, বলকারক, মিষ্ট, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, ওজোবাহুবর্জক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণের হিতকারক, কটিজনক এবং শরীরের হিরতাসম্পাদক। গোধূমের কফজনকশক্তি নূতন গোধূমে, পুরাতন গোধূমে নহে। মধুলী গোধূম শীতবীৰ্য্য, মিষ্ট, পিত্তনাশক, মধুররস, লঘু ও শুক্রবর্জক, শরীরের উপচয়কারক এবং সুরমা। নন্দীমুখ গোধূম ইহার ভ্রাতৃ তুল্য গুণদায়ক।

[বিশেষ বিবরণ গোধূম দেখ।]

শিথী ধাত্ত—শমীজ, শিথীজ, সূৰ্য্য ও বৈদল এই কয়েকটা শিথী ধাত্তের নাম। ইহার গুণ—মধুর, কবাররস, রুক্ষ, কটু, বিপাক, বায়ুবর্জক, কফর, পিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং শীতবীৰ্য্য। ইহার মধ্যে সূর্য ও মসুর ভিন্ন অপর সমস্ত বৈদলই আধান-কারক। সূর্য ও মসুর একেবারে যে আধান-কারক তাহা নহে, তবে অস্তান্ত বৈদল অপেক্ষা কম, ইহা জানিতে হইবে।

সূর্য, মাষ, নিপাব, মুকুট, মসুর, আচরী (অড়হর), কলার, খেলারী, কুলখ, তিল, তিসি, রাই প্রভৃতি শিথী ধাত্তের অন্তর্গত। [ইহাদিগের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সূর্য ধাত্ত—সূর্য ধাত্ত, সূর্য্য ও সূর্য্য এই তিনটি

একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্র ধাতু জৈব উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখনশূণ্য, রক্ত, রেন্দ-শোষক, বায়ুবর্জক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। ক্ষুদ্র ধাতুর মধ্যে যে সকল প্রকার ভেদ আছে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কক্ষুধাত—কক্ষু ও প্রিয়ঙ্গু এক পর্যায়ক শব্দ। উহা কক্ষু, রক্ত, শুষ্ক ও পীতবর্ণ ভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে সর্বাঙ্গেক্ষা পীতবর্ণ কক্ষু শ্রেষ্ঠ। গুণ—ভয়সন্ধানকারক, বায়ুবর্জক, শরীরের উপচয়কারক, শুষ্ক, কক্ষ, কফনাশক, অত্যন্ত শুক্রবর্জক এবং অতিশয় গুণকর।

চীনাক ধাতু—কালনি ধান্যের প্রভেদ মাত্র। উহা কালনির তুল্য গুণদায়ক।

ভ্রামাক ধাতু—শোষক, কক্ষ, বায়ুবর্জক এবং কক্ষ ও পিত্তনাশক।

কোজ্রব ধান্য—কোজ্রবক ও কোরদুব এই দুইটি কোদো ধান্যের নাম। বনকোজ্রবকে উদ্ভাল বলে। ইহার গুণ—বায়ুবর্জক, ধারক, শীতবীৰ্য্য এবং পিত্ত ও কফনাশক। বনকোজ্রব উষ্ণবীৰ্য্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্জক।

চাক্রক ধান্য—অপর নাম সরবীজ। গুণ—মধুর, কষায় রস, কক্ষ, রক্তপিত্তনাশক, কক্ষ, শীতবীৰ্য্য, লঘু, শুক্রবর্জক, এবং বায়ুর প্রকোপকারক।

বংশ-বীজ—কক্ষ, কষায়রস, কটু, বিপাক, মূত্ররোধক, কফনাশক, বায়ু ও পিত্তকারক এবং সারক।

কুহুম্ব বীজ—বরটা ও বরটিকা এই দুইটি কুহুম্ববীজের পর্যায়। গুণ—মধুর, কষায় রস, মিষ্ট, রক্তপিত্ত, কফনাশক, শীতবীৰ্য্য, শুষ্ক, অব্যয় ও বায়ুনাশক।

গবেধুকা (গরহেড়ুয়া) ইহার গুণ—কটু, মধুর রস, ক্লান্তকারক এবং কফনাশক।

নীবার অপর নাম প্রসাধিকা ও তৃণাত। ইহার গুণ—শীতবীৰ্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কক্ষ ও বায়ুজনক। ঘনাল শীতবীৰ্য্য, মধুর, কষায় রস, লোহিত, কক্ষ, পিত্তনাশক, অব্যয়, কক্ষ, রেন্দজনক এবং লঘু।

নূতন ধাতু সকল মধুররস, শুষ্ক এবং কক্ষকারক। সংবৎসরোথিত ধাতু লঘুতাপ্রযুক্ত হিতজনক। ধাতু এক বৎসরের পুরাতন হইলে ক্রমে শুষ্কত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু বীৰ্য্য পরিত্যাগ করে না। অত্যধিক পুরাতন হইলে ক্রমে ক্রমে শীত বীৰ্য্য পরিত্যাগ করিতে থাকে। ইহার মধ্যে বব, গোধূম, তিল, ও মাষকলাই নূতন হইলে হিত ও গুণকারক। পুরাতন হইলে অর্থাৎ দুই বৎসর অর্ধীত হইলে বিরস ও

কক্ষ হইয়া থাকে। উপরি কথিত বব, গোধূম প্রভৃতি নূতন অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক। পঞ্চভোজীর পক্ষে নহে। (ভাবপ্রঃ)।

অপ্রেতে ধাতুর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—লোহিত, শালি, কর্দম, পাণ্ডু, সুগন্ধ, শতুনাদিত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, কাকন, মহিব-মস্তক, হারন, দূষক, মহাদূষক প্রভৃতি শালি-ধাতু। শালিধাতু মধুর, শীতবীৰ্য্য, লঘুপাক, বলকর, পিত্তর, অন্নবায়ু এবং কক্ষকর, মিষ্ট, মলের অন্নতাকারক ও মলরোধক। সকল প্রকার শালিধাতুর মধ্যে লোহিত ধাতুই শ্রেষ্ঠ। ইহা দোষহর, শুষ্ক, ও মূত্রবৃদ্ধিকর, চক্ষু ও শ্রবণের পক্ষে হিতকর, বর্ণকর, বলকর, জড়, প্রাণিনাশক, ত্রণের পক্ষে হিতকর এবং সকল প্রকার দোষ নাশক। অপরপার শালি উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অন্ন গুণশালী।

বটী, কালুক, মুকুন্দ, পীত, আমোদ, কাকলকা, কসনপুশ, মহাবটিক, চূর্ণ, কুমর ও কেদার প্রভৃতি বাটধাতু। ইহার রসে ও পাকে মধুর, বাতপিত্তের শাস্তিকর, গুণে প্রার শালি ধাতুর তুল্য। ইহা পুষ্টিকর, কক্ষ ও শুক্রের বৃদ্ধিকর। ইহারিগের মধ্যে বাট ধাতুই প্রধান। বাটধাতু পশ্চাৎ কষায়রসবিশিষ্ট, লঘু, মৃদু, মিষ্ট, ত্রিদোষহর, শরীরের শৈথল্য ও বলবর্জনকর। বিপাকে মধুর, সংগ্রাহী এবং লোহিত ধাতুর তুল্য। অপর সকল বাটধাতু উত্তরোত্তর ক্রমশঃ অন্নগুণবিশিষ্ট।

কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, নন্দীমুখ, গবাক্ষক, বরিতক, কুজুটাণ্ড, পারাবত, পাটল প্রভৃতি ব্রীহিধাতু, অর্থাৎ আশুধাতু। ব্রীহিধাতু কষায়, মধুর, পাকে মধুর, চক্ষুঃ রোগ-কারী ও বাটধাতুর জ্ঞান তুল্য গুণকারী ও মলসংগ্রাহক। ব্রীহি ধাতুর মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই শ্রেষ্ঠ। ইহা পশ্চাৎ কষায় রসবিশিষ্ট ও লঘু। অপর সকল ব্রীহি উত্তরোত্তর অন্ন গুণকারী। যে সকল শালিধাতু দক্ষ ভূমিতে জন্মে, তাহার লঘুপাক, কষায়, মলমূত্রের সংগ্রাহী, কক্ষ এবং স্নেহনাশক। উচ্চভূমিজাত ধাতু জৈব তিক্ত, মধুর, বায়ু ও অগ্নিবর্জক, কক্ষ ও পিত্তনাশক, কষায় ও পশ্চাৎ কটু। কেদারধাতু মধুর, বৃদ্ধ, বলকর, পিত্তনাশক, জৈব কষায়, অন্ন মলকারী, শুষ্কপাক, কক্ষ ও শুক্রবর্জক।

রোপ্যাতিরোপ্যধাতু (রোরোধান)—লঘুপাক, অতিশয় গুণকারী, অদাহী, দোষনাশক, বলকর এবং মূত্রবর্জক। যে সকল শালিধাতুর অন্তরে অল্প থাকে, তাহার কক্ষ, মলবর্জনকর, স্নেহজনক।

কুধাতু—কোরদুবক (ছোটমটর), ভ্রামা, নীবার, শাকর, কুমর, আড়কী, কোদালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, মাষীমুখী,

কুকুবিদ্য, গবেধুকা, বজ্রক, উপগণী, মুকুল, বেনুঘব প্রভৃতি
কুখ্যাতবর্গ। ইহারা উক, মধুর, কক, কটুপাক, স্নেহর,
জাবরোধক, ও বায়ুপিত্তের প্রকোপকর। তাহাদিগের
মধ্যে কোদ্রব, নীবার, শ্রামা ও শান্তনু—কষায়, মধুর ও শীত
পিত্তের শাস্তিকর। (অশ্রুত) [ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ
তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই দেশে বিভিন্ন ধাতু বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া
থাকে, তাহার মধ্যে যতদূর সংগ্রহ করা গেল, তাহার নাম
দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে আমন ধাত্বের নাম লিখিত হইল।

আমনের নাম।

অকৃতি।

আগুনালুনঝুরি	মাঝারি, মোটা ও খেতবর্গ।
আঁধার মানিক	বেঁটে ও লাল।
আমন কেলে	কাল ও মোটা।
আমলকী	ছোটনা, সাদা ও সুরু।
আলতরণ	হলুয়ুত, রাক্ষা ও ছোটনা।
আলাদ কুমার	লাল, কাল, মাঝারি ও ছোটনা।
আম্বিনে বয়রা	কৃষ্ণবর্ণ ও সুরু।
আসকেলে	হলুয়ুত ও দুইধার কাল।
ইচরঝরী	লম্বা, সুরু, লাল ও সাদা শুকযুক্ত।
ইছামতী	লাল ও সুরু।
উক্কে মধু	ছোট ও সাদা।
উড়িয়াপোষ	মোটা ও মেটেরং।
উড়েবয়রা	কাল, হলুয়ুত, বড়ান।
ওড়কোচো	মোটা, জীবৎ লাল।
কইজুড়ী	সাদা, (এই ধাতু বরিশালে জন্মে।)
কচো, কলামোচা।	লম্বা, সাদা। (পোষে কাটা হয়।)
কনকচুর	সুরু, লম্বা, পীতবর্ণশুকযুক্ত। (এই ধানে খই হয়।)
কাঁওড়া দিবা	চেপ্টা, কাল মিশ্রিত লালরং।
কাঁড়াদাম	বেঁটে, সাদা, মুখ কাল, (এই ধান আম্বিন কার্তিক মাসে পাকে।)
কালজীরা	ছোট, কাল। (অতি সঙ্গকযুক্ত।)
কার্তিকশালি	মোটা, পীতবর্ণ ও গন্ধযুক্ত।
কালমেসী	মধ্যম, কৃষ্ণবর্ণ।
কালাপাঠা	মধ্যম, কৃষ্ণবর্ণ, সঙ্গকযুক্ত।
কালামোন বা বেতো	মাঝারি, জীবৎ লাল, শুকযুক্ত, (ইহা বৈশাখমাসে রোপিত হয়।)
কোমরা	গা কাল ও মুখ লাল।
কটক কসেজালী	সাদা, বেঁটে, অন্ন লাল ও শুকযুক্ত।

কনান	লম্বা, সাদা, সুরু।
করীমশালি	লম্বা, সাদা ও সুরু।
কলুকাটা	মোটা, পীতভ।
কলাডায়া	বেঁটে, সাদা, (এই ধাতু মাঘমাসে কাটে। ইহা বরিশালে জন্মে।)
কন্ডা, কন্ডাশালি	লম্বা, সাদা, সঙ্গকযুক্ত।
কাঁচকলম	সাদা।
কাটমা	লম্বা, সাদা।
কামিনী (কামিনী সুরু)	সুরু, সঙ্গকযুক্ত।
কামিনী	উজ্জল, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ।
কার্তিক শ্রাপা	সাদা, হলুয়ুত, মাঝারি।
কার্তিকশাল	বড়ান, হলুদে রং, সুরু, রোয়।
কালখলুসে	মাঝারি, মোটা, বড়ান।
কাল	কাল, হলুয়ুত।
কালাকার্তিক	মাঝারি, গা সাদা, পাশ কাল।
কালানীষে	ছোটনা, কাল, বেঁটে, হলুয়ুত।
কাবাসেড়াং	মাঝারি, সাদা, দুইধার লাল।
কুমড়াগোড়	বেঁটে, সাদা।
কৃষ্ণশালি	কালরং।
কৃষ্ণহজ	সাদা, লম্বা, সুরু, আগা বেঁকা।
কেউটেশাল	লাল, সুরু, লম্বা।
কৈকে	লম্বা, সাদা, হলুয়ুত।
কোতোমণি	বড়ান, সাদা, সুরু।
খকী	লম্বা, সাদা, দুইধার লাল।
খড়ী	সুরু, জীবৎলাল, শুকযুক্ত।
খমনী	ছোটনা, বেঁটে, লাল শুকযুক্ত।
খর্শেল	বেঁটে, জুবৎবর্ণ, শুকযুক্ত।
খারশালি (কৃষ্ণ বা খেত)	ছোটনা, মোটা, শুকযুক্ত।
খাসা	গন্ধযুক্ত, মোটা। (রাঢ়ে জন্মে।)
খেসে	মোটা, সাদা, ছোটনা।
খেও কাঁদি	ছোটনা, সাদা, ছোট, হলুয়ুত।
খৈয়ামটর	চেপ্টা, হলুদে রং, অথবা সাদা।
খোয়ে	বেঁটে ও কাল।
গজালল	লম্বা, সাদা, অন্ন হল।
গজাসাগর	বড়ান, সুরু, হলুদে রং।
গচাগাবুয়া	বেঁটে, মোটা, সাদা, অন্ন হল।
গজারগেড়ে	সাদা।
গন্ধকজরী	গোল, পুরু, কাল রং।
গন্ধমালতী	ছোট, সাদা, গন্ধযুক্ত।

গাঁড়ামর্দন অন্ন লম্বা ও অন্ন সাদা ।
 শুড় শুড়ি ছোটনা, মাঝারি, সাদা ।
 শুড়ি মারিচ মোটা, মুখলাল, পশ্চাৎ অন্ন সাদা ।
 গোকুলশাল সাদা, সরু ।
 গোটরাগাখুরা বেঁটে, সাদা ।
 গোপালভোগ সরু, সাদা ।
 যুতশাল সরু, সাদা, সঙ্গকযুক্ত ।
 ঘোড়শাল সাদা হালযুক্ত, সরু ।
 চরো বেঁটে, সাদা ।
 চরোহলুই বেঁটে, সাদা, হালযুক্ত ছোটনা ।
 চাকলা বেঁটে, সাদা ।
 চামরমণি বেঁটে, সাদা, হালযুক্ত, সঙ্গকযুক্ত ।
 (এই ধাত্ত বর্জমান প্রদেশে জন্মে ।)
 চাঁপাকোড় মাঝারি, লম্বা ।
 চিরটী লম্বা, লাল । (বাগের হাট প্রভৃতি স্থানে এই ধাত্ত জন্মে ।)
 চীলীশকর মাঝারি, (রাঢ়দেশে জন্মে ।)
 চোকাই বেঁটে, সাদা ।
 ছত্রভোগ বেঁটে, হাল্‌দে, হালযুক্ত ।
 ছিরটীবালাস লম্বা, সরু, অন্ন সাদা ।
 ছোটকোমরা বেঁটে, কোমরা ধানের তুল্য ।
 জয়লা লম্বা, হাল্‌দে, হালযুক্ত ।
 জলেশ্বরী লম্বা, সাদা, হালযুক্ত ।
 জামালনাড়ু মোটা, সাদা ।
 জাবড়ী লম্বা, সাদা । লালরংগ দেখা যায় ।
 জুড়ে লম্বা, মোটা, সাদা, হালযুক্ত ।
 জোমালা বড়ান, গোল, সাদা ।
 জিৎশালি মোটা, লম্বা, অন্ন গন্ধ ।
 জুল মোটা, সাদা, হালযুক্ত ।
 জোর লম্বা, কাল ।
 ট্যাপাশোল সাদা, সরু ।
 ডহরনাগরা লম্বা, সাদা, কেহ ২ ইহাকে সরু নাগরা কহে । (বর্জমান জন্মে ।)
 ডাকসই সরু, লম্বা, লাল ।
 ডুবরাজ সাদা, বেঁটে ।
 ডাঙ্গাখুরি ছোটনা, সাদা ।
 ঢাকাই বেঁটে, সাদা । (বর্জমান জন্মে ।)
 ঢেঁপো মাঝারি, সাদা, সঙ্গকযুক্ত ।
 (বর্জমান জেলার জন্মে ।)

ভালজলা বেঁটে, অন্ন লাল ।
 তিলকাষর রোয়া, কাল, সরু, সঙ্গকযুক্ত ।
 তুলসীমঞ্জরী ছোটনা, রোয়া, ছোট, বেঁটে ।
 তুলসীশালী লম্বা, সরু, ছোটনা ।
 তুলশালি সাদা, গুরুযুক্ত ।
 দলকচু বড়ান, লম্বা, সাদা । (বাধরগঞ্জ অঞ্চলে জন্মে ।)
 দাউদখানি সরু, লম্বা, সাদা, অতিশয় সঙ্গকযুক্ত ।
 দিবা বেঁটে, সাদা, হাল্‌ আছে ।
 দিবে মোটা, সাদা, হাল্‌ আছে ।
 হুকলম্বা মাঝারি, সাদা । (বর্জমান অঞ্চলে জন্মে ।)
 হুতাউলে মোটা, সাদা ।
 হুম্মনোর লম্বা, সাদা ।
 হুলুচী লম্বা, সাদা, (বাধরগঞ্জ অঞ্চলে জন্মে ।)
 হুদসর সাদা, সরু, বেঁটে সাদা ।
 হুদেলোনা সরু, সাদা ।
 হুর্গাতোগ সরু, সাদা, সঙ্গকযুক্ত ।
 হুলুই বেঁটে, সাদা, হালযুক্ত, বড়ান ।
 দেলীদিয়া চেন্টা, লাল মিশ্রিত সাদা ।
 দোনারগুড় মাঝারি, (রাঢ়ে জন্মে ।)
 দোহোড়ো বেঁটে, মেটেরং ।
 ধলী সাদা, লাল, বীজ সাদা ।
 (এই ধানকে ভেঁটে ধান বলে ।)
 ধানশ্রী হুম্ম, সরু, সাদা, কিকিৎ লাল ।
 নলচ বড়ান, সাদা ।
 নলবীর লম্বা, সাদা, (এই ধান বরিশাল অঞ্চলে জন্মে ।)
 নাগরশালি সাদা, রোয়া, বড়ান, (এই ধাত্ত রাঢ়দেশে জন্মে ।)
 নিমামা লম্বা, সাদা, শূকযুক্ত ।
 নেড়াপুতি বেঁটে, কাল, (এই ধান বেণী জলে হয় ।)
 নেতো মোটা, (ইহাও অধিক জলে হয় ।)
 তংগাসা বেঁটে, পশ্চাতে কাল, হালযুক্ত ।
 (বরিশালে জন্মে ।)
 তাপা চেন্টা, সাদা, হালযুক্ত ।

পরমাংশাল	সরু, গোল, সাদা, সঙ্গন্ধযুক্ত।	বালাম	লম্বা, সাদা, (প্রধানতঃ বরিশাল অঞ্চলে হয়। বশোর প্রভৃতি স্থানে একরূপ বালাম হয়, তাহাকে ভাটলা বলে।)
পর্ষতকীরে	ছোটনা, রাকা, সরু।	বাত্তাভোগ	সাদা।
পর্ষতবালী	অতি সরু। (দক্ষিণ দেশে জন্মে।)	বিঘী	ছোট, সাদা।
পক্ষরাজ	বেঁটে, কাল পক্ষযুক্ত।	বিরিঙ্গী	লম্বা, সাদা।
পাটনাই	লম্বা, সাদা। (দক্ষিণ দেশে হয়।)	বিলজলী	অধিক জলে হয়, (কেহ জলেশ্বরী, কেহ বা আউশ বা বোরো কহে।)
পাংসাতোগ	সূক্ষ্ম, দ্বিধং লম্বা, সাদা, (টেবল রাইস।)	বীরশালা	বেঁটে, সাদা, (পূর্বদেশে জন্মে।)
পানতারাস	লম্বা, সাদা, (বেঙ্গী জলে হয়।)	বুকড়ী	মোটা।
পিতরাজ	হলুযুক্ত, বড়ান, লাল, সরু।	বেগুনবীচি	ছোট, সাদা।
পিত্তশাল	ছোটনা, মোটা।	বেনাফুল	লম্বা, সরু, সাদা, সঙ্গন্ধযুক্ত।
পুটে টাঁপো	সাদা, মোটা, ছোটনা।	বেতী	লম্বা, কাল, হলুযুক্ত।
পুদী	বেঁটে, সাদা।	বেতো	সূক্ষ্ম, সরু, সাদা।
পুরুবী	মাঝারি।	বোন্কোমরা	ছোটনা, সাদা, মুখ কাল।
পেনেটী	লম্বা, সাদা, সঙ্গন্ধযুক্ত।	বোনগোটা	মোটা, সাদা।
পেশোয়ারী	লম্বা, সাদা।	বোয়ালদাড়	লম্বা, মোটা, সরু, হলুযুক্ত।
পোড়াবিল্লী	কাল, মাঝারি।	বাত্তো	মোটা, সাদা।
ফুল আমনা	সাদা, সরু, মাধায় হলুযুক্ত।	ব্রীয়াটী	বেঁটে, মসেরং, হলুযুক্ত।
বড়দিঘে	হলদে, মাঝারি, বড়ান।	ভাউলে	মোটা, সাদা, (এই ধাত্ত যশোর জেলায় জন্মে।)
বড়বিধা	মাঝারি, দ্বিধং লাল।	ভাওয়ালিয়া দীঘা	দ্বিধংলাল, হলুযুক্ত।
বন কোমরা	মোটা, লম্বা, কাল ও দ্বিধং লাল।	ভাঁটলাই বালাম	লম্বা, সাদা, (যশোর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
ঘনবোঁটা	লম্বা, মোটা, বীজ সাদা, (এই ধাত্ত বর্জমান অঞ্চলে জন্মে।)	ভুঁটে আদম	বেঁটে, লাল, (এই ধান বরিশাল প্রভৃতি স্থানে হয়।)
বয়াননাদা	বেঁটে, মসেরং, হলুযুক্ত।	ভেঁটেল	বেঁটে, কাল, মোটা।
বয়ালদেড়ো	সাদা, মোটা, বেঁটে।	ভেঁটেলমেঘী	মেঘীধানের সমান।
বরণ	মোটা, সাদা।	ভৈরবজটা	বেঁটে, সাদা, (এই ধান বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
বলরামভোগ	লম্বা, সাদা।	ভোগনক্ষর	লম্বা, লাল।
বীকতুলনী	লম্বা, সরু, সাদা, হলুযুক্ত।	ভোজনকপূর	পুরু, হলদে রং।
বীকচূর	দ্বিধং লম্বা, সাদা। (বর্জমান অঞ্চলে জন্মে।)	ভোটশালি	সাদা, গন্ধযুক্ত, (বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
বীকুই	দ্বিধং লম্বা, সাদা।	মইস্কান্দি	পুরু, সাদা, হলুযুক্ত, (বরিশাল প্রভৃতি স্থানে জন্মে।)
বীসবীর	বেঁটে, সাদা, (বরিশালে জন্মে।)	মঙ্গলপাটা	মাঝারি, কিছু লাল।
বীসীরাজ	লম্বা, কাল। (খুলনা জেলায় জন্মে।)	মস্কান্	বড়ান, সাদা, কাল।
বীসফুল, বীসমতী	বেঁটে, সরু, সাদা, সঙ্গন্ধ, হলুযুক্ত।		
বাগা	বড়ান, সাদা, হলুযুক্ত।		
বাধা	চপ্টা, কাল, হলুযুক্ত।		
বাড়খুরলাটা	মোটা, সাদা।		
বাদাইসক্ষামণি,	পীতভ, মাঝারি।		
বারদা	বিলে, কাল ও রাকা এই তিন প্রকার, হলুযুক্ত।		

মসদল	কাল, মোটা, বড়ান।
মহিণাল	ঈষৎলম্বা, সাদা।
মাইখাইমবোর	সাদা।
মাচরান্দা	মেটেরং, মোটা।
মাট্টাল	চেপ্টা, মেটেরং।
মাণিককলমা	সাদা, বেঁটে।
মাণিকরাজ	লম্বা, সরু, লাল, (বিলে জন্মে।)
মালভোগ	লম্বা, পুরু, অতি স্নগন্ধযুক্ত।
মুক্তাহার	মাঝারি, ধূসর রং, (এই ধানে উত্তম ঝৈ হয়।)
মুগী	মাঝারি, (উত্তরদেশে হয়।)
মেকীগজাল	বড়ান, মাঝারি, ঝৈ।
মেঘী	বেঁটে, কিঞ্চিৎ জলদ রং।
মেঘলাল	বেঁটে, সাদা।
মেয়ারমেদিনী	ক্ষুদ্র, মোটা, লাল ও সাদা।
মেরকল	বেঁটে, সাদা।
মৈটি	লম্বা, অন্ন রান্দা।
মোটা	বেঁটে, সাদা।
মোলতা (মউরা)	লম্বা, সরু।
মাইমুগী	লম্বা।
রাজানলচ	ক্ষুদ্র, লম্বা, লাল, হলু আছে।
রাজাবাজারী	লাল, মোটা, মাঝারি, (হলু আছে এবং ঝৈ হয়।)
রাজাতালকচু	মোটা, হলুদে।
রাজঝিকে শালি	বেঁটে, সাদা, গন্ধযুক্ত।
রাজপাল	ছোটন, সাদা, মোটা, হলুদ।
রাজভোগ	সরু, সাদা, অতি স্নগন্ধযুক্ত।
রাজামগুপ	লাল, বেঁটে, বড়ান।
রাজমোড়ল	বেঁটে, লাল, (উড়িয়ার জন্মে।)
রাধুনী পাগলা	সরু, সাদা, অতি স্নগন্ধযুক্ত।
রামশালি	লম্বা, সাদা, ঈষৎ গন্ধযুক্ত।
রায়দা	লম্বা, রান্দা, হলুদ।
রাব্ণা	লম্বা, হলুদ, (উড়িয়ার জন্মে।)
রান্ণাং	মোটা, লম্বা, অন্ন লাল।
রোয়াকালিয়া	কাল, লম্বা, মাঝারি।
লক্সা	লম্বা, মেটেরং ও কাল হল।
লকপা	বড়ান, সরু।
লক্ষীকলম	বেঁটে, কাল।
লক্ষীবিহে	মাঝারি, সাদা, হলুদ।

লক্ষীদে	বড়ান, দলকচু অপেক্ষা লাল।
লক্ষীবিহে	সাদা, সরু, ছোটনা।
লতামনোর	লম্বা, সাদা।
লতামালি	লম্বা, লাল, লম্বা হল।
লবিশালি	বেঁটে, সাদা।
লালকানাই	লাল, মাঝারি, ছোটনা।
লুনুগুগী	লাল, মাঝারি, দুই ধার সাদা।
শালিকনকচুর	বেঁটে, সোণার রং, গন্ধযুক্ত।
শালিকেল	বেঁটে, সাদা, (বর্জমান জন্মে।)
শিশুমতী	লাল, সরু, লম্বা।
সমুদ্রফেণা	অতি ক্ষুদ্র, সাদা।
সরবতে	সাদা, মোটা, (রাঢ়দেশে জন্মে।)
সর্করধোরা	ক্ষুদ্র, লম্বা।
সাবাগু	লম্বা, সাদা, হলুদ।
সীতাকোগ	লম্বা, সরু, সাদা।
স্নগধ্যভোগ	অন্ন লম্বা, স্নগন্ধ।
সুরতি	স্নগন্ধযুক্ত, মোটা।
সুর্ধ্যমনি	বেঁটে, লাল, মুখ কাল।
সোণাদীঘে	ছোটনা, হলুদে, হলুদ (কাণ্ডা দীঘার সদৃশ।)
স্বর্ণলতা	মোটা, সাদা।
হরেশুগী	বেঁটে, সাদা।
হরেশাছি	ছোটনা, কাল।
হলুদেগোরা	মোটা, সোণার রং।
ক্ষীরকোল	বেঁটে, সরু, সাদা, গন্ধযুক্ত।
ক্ষুদেমাকুরা	কাল, মাঝারি, গন্ধযুক্ত।
ক্যানাঝিকেশালি	মোটা, লম্বা।

এই ২৬৮ প্রকার ছাড়া আরও আমন ধান আছে।

[আর শব্দ দেখ।]

আউল ধানের বিবরণ—

আউল দলকচু	সাদা, চেপ্টা।
আউলনাগরা	লম্বা, সরু, সাদা।
আউলবান্	মাঝারি, মোটা, রান্দা।
আদাশাল	মাথা বাকা, সরু, লম্বা।
আলতালক্ষী	লম্বা, কাল।
কটেনাগরা	গোল, সাদা।
কপিলেশালি	লম্বা, সাদা।
কপিলেশর	লম্বা, সরু, সাদা, হলুদ।
করচামুগী	সাদা, কাল, মোটা, বেঁটে।

কাদাচার	সাদা, মোটা।
কানাইবাসি	লম্বা, জৈবং লাল।
কালমাণিক	মাঝারি, সাদা।
কালসোণ	কাল, পুরু।
কুমরিয়	সাদা, চেপ্টা।
কুমরেণরালী	লম্বা, সরু, সাদা।
কেলে	হুল, বেঁটে, কাল।
কেলে বকুরী	মাঝারি, ছুই পাশ কাল।
কৈজুরী	সরু, বেঁটে, কাল।
কৈভরমুখী	হাল, সরু।
কোকিলমণি	সরু, ঘি কাকনের মত।
কোতোমণি	সাদা, সরু।
খাপা	গোল, সাদা।
খুখনী	মোটা, বেঁটে।
খেজুরকাঁদী	কাল, মোটা।
খেজুরছড়ি	লম্বা, মোটা।
ক্লোকনমণি	ছোট, সাদা, লম্বা।
গড়ে	লম্বা, সাদা।
গড়েজামরে	মাঝারি।
গড়েখর	পুরু, সাদা, মোটা।
গুয়াছড়ি	হাল, লম্বা, কাল হুল।
গোপালভোগ	সাদা, সরু, লম্বা।
ঘি কাকন	ধলুকাকার, সাদা, পাশ কাল।
স্নতকলা	মাঝারি, সাদা।
চড়ুইমখো	খুব সরু, সাদা।
চড়ুই লক্ষীকাজল	মাঝারি, লম্বা, মাঝারি কাল বিন্দু।
চিরতা	সরু, লম্বা, সাদা।
টিনেট্যাকর	সাদা, মোটা।
চোলডী	চেপ্টা, কটা রং।
চ্যাগা	মোটা।
চালো	লাল, মাঝারি, হালযুক্ত।
ছোটমলিক	চেপ্টা, সাদা।
জলী	লম্বা, সাদা।
জুড়ে	বেঁটে, মোটা, সাদা।
ঝাঁদলাজোড়	মোটা, লম্বা।
ঢালা	লম্বা, সাদা।
দাদখানি	সরু, সাদা।
দুদ ব্যাসালী	মোটা, সাদা, অন্ন হল, (বশোহর প্রভৃতি স্থানে জমে।)

ধনেখালি	সরু।
নকুই	সাদা, লাল, মোটা।
নলচ	লম্বা, সরু, কাল মিশ্রিত সাদা।
নারকটি	মেটে রং, মাঝারি।
নারল	পুরু, সরু, হলদে, গবেশরীর মত।
নেয়ালী	মাঝারি, সাদা, অন্ন হলযুক্ত। (ইহা বর্জমান এদেশে হয়।)
পদ্মমুদো	লম্বা, মোটা, পদ্মের মত জাত- যুক্ত।
পরালী	সরু, লম্বা, কাল, হলযুক্ত।
পর্কভজীরে	কাল, সরু।
পলবগোড়	সাদা, মাঝারি, মাঝা বাঁকা।
পল্লিরাজ	সরু, কাল, ছুই পাশ লাল।
পাঁজড়া	মোটা, জৈবংলাল।
পিত্তলুল	লম্বা, সরু, সাদা।
পিপড়ি কালিরা	মাঝারি, লম্বা, লাল।
কুলকাটি	সাদা, সরু।
ক্যাপরিকেকে	মোটা, বেঁটে, কাল।
বড় বোয়ালে	মাঝারি, সাদা, (এই ধান বশোর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
বলরামপাশি	হাল, লম্বা, সাদা।
বলু	চেপ্টা কাদারং।
বলুন	সরু, সাদা, হলযুক্ত।
বাঁকুই	পুরু, সাদা।
বাঁশমুগরী, বাঁশলক্ষী	পুরু, লম্বা, সাদা, (বশোর প্রভৃতি স্থানে হয়।)
বাঁসলা	লম্বা, সরু, সাদা।
বুহতী রামশাল	সাদা, লম্বা, সরু।
বেগুন	ছোট, সাদা।
বেগাফুল	সরু, সাদা, (ইহাকে জাউশ বেগা কহে।)
বোয়ালে	সাদা, লম্বা, মোটা।
ভাতমুখো	গোল, সাদা, হলযুক্ত।
ভাদমা	সাদা, লম্বা।
ভেতো	মোটা।
মইবদল	মোটা, লম্বা, কাল।
মচিরালী	লম্বা, লাল।
মানিকমণ্ড	পুরু, জৈবং সাদা।
মাণিকমুদো	বেঁটে, মোটা, সাদা, মাঝারি কাল।

মুদো	মোটা, লম্বা, সাদা।
মেকিগজাল	মোটা, জিৎকাল, (ইহাতে থৈ হয়।)
মেরকল	কাল, বেঁটে।
মেঘলাল	সরু, লম্বা, লাল, সাদা।
মৈশোবে	বেঁটে, সাদা, (বরিশালে জন্মে।)
মোহনবাঁগী	সাদা, লম্বা।
মহলভোগ	সরু, লম্বা।
মাজমোহন	ছোট, সাদা, চেপ্টা।
লতামৌ	জিৎ পীতাম্ব, অগুরু, মাঝারি।
লতাশাল	লাল, (ইহা বর্জমান অঞ্চলে হয়।)
লক্ষীকাজল	সরু, লাল, কালমুখ ও হলুয়ু।
লক্ষীকটা	মোটা, সাদা।
লাটেরকোণা	মেটেরং, মাঝারি।
লীলাবতী	সাদা, ছোট।
লোহাচুর	লম্বা, লাল, মাঝারি।
লোহাশলা	লম্বা, লাল, মাঝারি।
লগুই	মাঝারি, সাদা।
লাণিকলে	কাল, মাঝারি।
লশাবেলে	সাদা, সরু, মাথা বাঁকা।
লালপাথরা	লাল, সরু।
বাইট বোরালিয়া	মাঝারি, কাল, ৬০ দিনে হয়।
লম্বাকর্ণা	সাদা, মাঝারি।
লক্ষ্যামণি	চেপ্টা, জিৎকাল।
সরুজামের	মাঝারি, হলুয়ু।
সিন্দুরকোটা	লাল, মাঝারি।
নীতাহার	সাদা, লম্বা, সরু, মাথা বাঁকা।
জলতান চাঁপা	চাঁপাকুলের রং, সরু, লম্বা।
শ্রীমণি	লম্বা, সরু, লাল।
সোণার তার	সরু, সাদা।
হুম্মানজটা	সরু, লম্বা, সাদা।
হরমুগ	মোটা, ছোট, হলুয়ু, মেটে রং।
হরমকর	জিৎ লম্বা, লাল।
হাপাসাঁদী	সরু, সাদা।
হলিয়ামণ্ডল	চেপ্টা, কটা, হলুয়ু।
হলমাদল	মোটা, হলুয়ু, সাদা ও লাল মিশ্রিত।
হেতেভাদমা	মাঝারি।
জুয়ে মলমী	ছোট, সাদা।

এই ১১৮ প্রকার আউশ ধানের নাম লিখিত হইল।

বেটে ধান।	
বাইট বোরালে।	
বাট কলে।	
বোরো ধান	ঝেটেবোর, সরু, সাদা, ইহাকে মুছাকালিও কহে। ইচ্ছামতী, গড়েবর, নাতুল নামও আছে।
কাল বোরো সাদা বোরো	বেঁটে, লম্বা, হলু আছে। (এই ধান বৈশাখ মাসে কাটে।)
ভূগাভ	
ভূরো	সাগুনা সঙ্গ একরূপ ধানের বীজ। (ইহা বৈশাখে বা ঝোঁঠ মাসে বণিত, এবং আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে কাটিতে হয়।)
চীনা	(ইহা অগ্রহারণ মাসে বোনে ও চৈত্র মাসে কাটে।)
জীরাচীন	(বৈশাখ মাসে বোনে, এবং আষাঢ় মাসে পাকে।)
কাননী	কান্তন, (বৈশাখ মাসে বোনে।)
জামা	ইহা একরূপ ধান, এই ধান আউশ ধানের সঙ্গে হয়।
কোদো	কাসুনী সঙ্গ।
উড়ি	ঝরা ধানের পর জন্মে।
গড়গড়ে	বিলাদি, কিংবা গোবরের সাঁরে জন্মে, আমন ধানের সঙ্গেও হয়।
	বীজ এক দিক লম্বা, বড় কঠিন।
এ ছাড়া আরও সহস্র প্রকার ধাতু আছে। জৈ, যব, গম, দেধান, জোরার, অনার বা ভূটা এই সকল শূক ধাতু বাচ্য।	
শমীধাতু।—মুগ, বনমুগ, ঘোড়ামুগ, কুকুমুগ, সোণামুগ, হরিমুগ; মাষকলায়, ঠিকারাকলায়, কালীকলায়, কুলথ কলায়; ছোলা, সাদা ছোলা, পাটনাই ছোলা, মসুরী, পাটনাই মসুরী, অড়হর, টুমুর, চৈতে অড়হর, রক্ত অড়হর, সাদা অড়হর, মটর, সাদা মটর, পাগরা মটর, ভুড়ো মটর, কুমুমুসী, রাঙ্গা, বেকী মটর, নন্দমটর; মসিনা, কুকুতিল, কাটতিল, সাদা তিল, শূরম ওঁজা, এই সকল শমী ধাতু।	
[যুগাদি দ্রষ্টব্য।]	
পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ধাত্তের বিষয় এই রূপ লিখিত আছে—	
“একাদশাং বিশেষণ হরমাজং পরিত্যজেৎ।	
কলং মূলং জলাদীনি কিকিটকং প্রকরয়েৎ।	

অন্নত ধানসমূহঃ গিরিজে তুবি জারতে ।
ধানানি খিবিধানীহ জগত্যাং পৃথু যত্নতঃ ॥
ভান্যামাযমস্মরাশ্চ ধান্যাকোদ্রবসর্গাঃ ।
মকুঠৌ রাজমাযাশ্চ তুবরৌ জুমরত্থা ॥
ববগোধুম্মশাশ্চ তিলককুললক্ষণাঃ ॥
গবেধুকাশ্চ নীবারা আঢ়কশ্চ কলারকাঃ ।
মাণ্ডুকা বজ্রকাঃ রহঃ কীচকাঃ বড়কত্থা ।
তিলকশ্চণকাত্মাশ্চ ধান্যানি কথিতানি বৈ ॥
এতদ্ধান্যসমুত্তমসং ভবতি শোভনে ।

অন্নভাগ্যে ত্রতে ভক্ষ্যমেতদেব বিবর্জয়েৎ ॥" (পাণ্ডোত্তরখণ্ড)

একাদশী দিনে অন্ন পরিবর্জনীয় । অসমর্থ পক্ষে কলমূলদি
কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিবে । অন্ন ধান্য হইতে উদ্ধৃত হইয়া
থাকে । ধান্য নানা প্রকার—ভান্য, মায, মস্মর, কোদ্রব,
সর্গণ, মকুঠ, রাজমায, তুবর, জুমর, বব, গোঁধুম, বৃগা,
তিল, কক্ক, কুলল, গবেধুক, নীবার, আঢ়ক, কলারক, মাণ্ডুক,
বজ্রক, রহ, কীচক, বড়ক, তিলক, চণক প্রভৃতি ধান্য বলিয়া
অভিহিত হয় । এই সকল দ্রব্য হইতে বাহা প্রস্তুত হয়,
তাহাকে অন্ন কহে । অন্নভাগ্য বলিলে এই সকল দ্রব্যও
পরিভাগ্য করিতে হইবে ।

ধান্য পরিমাণ ।

"পলধরম্ প্রস্তুতং দ্বিগুণং কুড়বং মতং ।
চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাস্চদ্বার আঢ়কঃ ॥
আঢ়কৈস্তৈশ্চতুর্ভিঃ প্রোগম্ কথিতো বৃধৈঃ ।
কুস্তো প্রোগমঃ সূর্য্যঃ খারী প্রোগম্ বোড়শ ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ)

হুই পলে এক প্রস্থ, তাহার হুই গুণে এক কুড়ব, চারি
কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক
প্রোগ, হুই প্রোগে এক কুস্ত, ১৬ প্রোগে এক খারী ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে এইরূপ লিখিত আছে—

"পলক কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কো প্রোগ এব চ ।

ধান্যমানেন্ বোদ্ধব্যঃ ক্রমশোহমৌ চতুঃপাঃ ॥

প্রোগৈঃ বোড়শভিঃ খারী বিংশত্যা কুস্ত উচ্যতে ॥

কুস্তৈস্ত দশভির্বাদো ধাতসংখ্যাঃ প্রকীর্তিতঃ ॥"

(বিষ্ণুধর্মোত্তর)

পল, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, প্রোগ এই সকল ধাতের
পরিমাণ । চারি পলে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ,
চারি প্রস্থে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক প্রোগ । ১৬ প্রোগে
এক খারী, ২০ খারীতে এক কুস্ত ।

বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

পলধরম্ প্রস্তুতং দ্বিগুণং পলং মতং ।

অষ্টমুটি ত্রৈবেং কৃষ্ণিঃ কুলকো হঠৌ তু পুঙ্কলং ॥

পুঙ্কলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্তিতঃ ।

চতুরাঢ়কো ভবেদপ্রোগ ইত্যেতৎ মানসকণং ॥"

এক মুষ্টিতে পল, দুইপলে প্রস্থ, অষ্ট মুষ্টিতে এককৃষ্ণি,
আট কৃষ্ণিতে এক পুঙ্কল, চারি পুঙ্কলে এক আঢ়ক, চারি
আঢ়কে এক প্রোগ, ইহা ধাতের পরিমাণ-লক্ষণ ।

ধাতের ব্যবহার ।—আহার্য রূপে ব্যবহার যাতীত ধাতের
আরও নানাবিধ ব্যবহার আছে ।

২ং । পঞ্জাবে খেত বা পীতাত ধাতের তুব হইতে মুহু
পীতাত পাটল বর্ণের রং প্রস্তুত হয় । লাহোর হইতে মিঃ
টমাস ওয়ার্ডল্ ইহার মনুনা পাইয়া ছিলেন । উক্ত জলে
গুলিয়া এই রং পীতবর্ণের শেড় রূপে ব্যবহার হইতে পারে ।

অংক । ইহার বিচালী বা ষড় (বিশেষতঃ ডাঁটা ও
শিকড়) হইতে কাগজ প্রস্তুতপোষাগী উপাদান পাওয়া
যাইতে পারে, এই বিবেচনায় নানাবিধ পরীক্ষা হইয়াছে,
কিন্তু তাহাতে ভাল ফল হয় নাই, কিন্তু হিমবন্ত খণ্ডের
সহিত মিশাইয়া লইলে ইহাতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত
হইয়া থাকে । তজ্জন্ম হলও বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে ইহার
বিস্তৃত ব্যবসা আছে ।

ঔষধ । আয়ুর্কোশ-শাস্ত্রে ধাতু বহুবিধ ঔষধ ও পথ্যরূপে
ব্যবহৃত হইয়াছে । চাউলের গুঁড়া জলে সিদ্ধ করিয়া আদা,
মরিচ, ও অন্যান্য মশলা দিয়া একপ্রকার পাচক প্রস্তুত করা
হয়, ইহা দুর্বল রোগীর পক্ষে মুষ্টি ও রুচিকর আহার । কটাহে
বালী গরম করিয়া তাহাতে ধাতু তালিয়া লইলে তুবটি
ছাড়িয়া গিয়া চাউলটি ফুলিয়া উঠে, ইহার নাম লাজা বা বই,
লঘু আহাররূপে ও অজীর্ণ রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ।
তণুল বা চাউল বালির খোলার তালিয়া লইলে মুকী হয়,
ইহাও লঘু পথ্য এবং অন্নের পরিবর্তে ব্যবহার্য । ধান তিজা-
ইয়া অন্ন তালিতে হয় এবং টেকিতে পিটিয়া চেপ্টা করিয়া
তুব কেলিয়া দিলে চিড়া প্রস্তুত হয় । দধি-সংযোগে চিড়া
আমাশয়ের অতি উপকারী । চাউল-তিজা জল অনেক
ঔষধের অঙ্গপানরূপে ব্যবহৃত হয় । নেবুর রস বোগে অন্ন
সকলপ্রকার উদর-পীড়ার পক্ষে অতি উপকারী পথ্য ।
চিনি-সংযুক্ত অন্ন অন্ন পরিমাণ রোচকতা দেখা যায় ।
মসিনার পুলটিনের পরিবর্তে ডাঃ ওনারিং চাউলের পুলটিনের
ব্যবহা করিয়া উপকার লাভ করিয়াছেন । সার্জন বেলর
ডাঃ জমাকর বলেন, বার্লিনে জল অপেক্ষা চাউলের-মুহু

অধিক উপকারী। নম্কা দাত সারিবার পক্ষে কাজি খুব ভাল। ডাঃ ভগবানদাস বিহুটিকা ও আমাশরে ধারক রূপে ভাতের মত ব্যবহার করিয়া অফল পাইয়াছেন।

স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে মাটির অবস্থানসময়ে কৃষির ব্যবস্থাও নানা প্রকার, তবে সচরাচর যে প্রকারে ধানের চাষ সম্পন্ন হয়, তাহাই লিখিব।

আমনের চাষ।

বাংলার নানা স্থানে আমন প্রচুর জন্মে। খিল বা বিলের ধারে যেখানে আটাল কাদা, নামাল জমি এবং বর্ষার যেখানে ৪ হাত হইতে ১০ হাত পর্যন্ত জল জন্মে, এক্ষণে জমিই আমনের সম্পূর্ণ উপযোগী। ধান পাকিলে অনেক স্থানে সমস্ত গাছ না কাটিয়া কেবল পল বা ধান্ডুত অগ্রভাগ কাটিয়া লয়, খড়ের নাড়া অর্থাৎ ধান্যাহীন নিয়ন্ত্রণ পড়িয়া থাকে। এই খড় গবাদির খাদ্যোপযোগী নহে। প্রাধান্যঃ এই খড় জালাইয়া দেয়। পুড়িবার পর যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে, কৃষকেরা বলে, সেই ভস্মের সারেই ক্ষেত্র উর্বরা হয়। তখন (প্রায়ই অগ্রহারণ মাসে) ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া রোজ ও বুটির যুখে ফেলিয়া রাখে। তৎপরে চৈত্রমাসে ক্ষেতের ঢিল পাটকেল বাছিয়া পরিকার করিয়া লয়। এই সময় দুই এক পসলা বুটির দরকার। এখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মই দিয়া বীজ বপনের উপযুক্ত করে। বৈশাখমাসেই প্রায় একাধিটা হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১৫ সের বীজ ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু আর্দ্র নামাল জমিতে যেখানে জল জমিতে আরম্ভ করে, সেখানে আর বৈশাখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না, সেখানে শীত শীত্রেই মাটি তৈয়ার করিয়া বীজ বুনিতে হয়। এক্ষণে জমিতে মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথমেই রায়'দা অথবা বোরা ধানের বীজ বপন করে। এই ধান কিন্তু অপর আমনের সহিত অগ্রহারণ পৌষমাসেই পাকিয়া থাকে। কাজেই এ ধান প্রায় ১০ মাস কাল ক্ষেত্রের উপর থাকে।

আমন ধান বুনিবার ৪৫ দিন পরেই শীষ গজাইয়া উঠে। এই সময় ক্ষেত্রে দুইবার মই দেয়। তৎপরে গাছ যখন ৪৫ ইঞ্চি বড় হইয়া উঠে, তখন বাঁসই দেওয়া হয়। এ সময় দেখিলেই মনে হয় যেন গাছগুলি তৃমিমাৎ হইয়াছে, কিন্তু শীত্রেই বাড়ি দিয়া উঠিয়া সভ্যে বাড়িতে থাকে। তারপর ধান পাকিবার সময় পর্যন্ত চাষার আর কিছু করে না। ধান পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত হইবার সময় কোন কোন স্থানে চাষার নিড়ান দেয়, কিন্তু সকল স্থানে নিড়ান দিবার প্রথা প্রচলিত নাই। স্বন্দরবনের বাধা ও নির বজ

তির বজের প্রায় সর্বত্রই অগ্রহারণ বা পৌষমাসে ধান্য কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয়। স্বন্দরবন অঞ্চলে কিছু বিলম্ব ধান পাকে।

রোয়া আমনের চাষ।

রোয়া ধানের চাষ উচ্চ জমিতেও হইতে পারে। এই জমি বর্ষাকালে কোথাও বা ডুবিয়া যায়, কোথাও বা এক কালে ডুবে না। পূর্ববঙ্গের মধুপুর অঞ্চলে এক প্রকার রোয়া ধান জন্মে, তাহা 'শালদান' নামে খ্যাত। আর সর্বত্রই এই ধান 'রোয়া' নামে প্রচলিত।

প্রথমতঃ বীজ তৈয়ার করিবার জন্য চাষা বাড়ীর কাছে বা মাঠের এক কোণে কতকটা জমি প্রস্তুত করে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে, বুটি পড়িলেই জমিটুকুতে ৪৫ বার করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয়, পরে লেগ দিয়া জমি সমান করিয়া লওয়া হয়। যে বীজ ঐ জমিতে ফেলিতে হইবে তাহা ওজন করিয়া মাটির পাত্রে এক দিবস ভিজাইয়া রাখিতে হয়; পরে বীজের জল ফেলিয়া দিয়া ঘরের কোণে পাতালতা মাছর প্রভৃতি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে দুই তিন দিন থাকিলেই বীজে অল্প বাহির হয়, তখন সেই প্রস্তুত জমিতে এই বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। গাছ যখন পোনে এক হাত বা এক হাত লম্বা হয়, তখন তাহাকে মাঠে লইয়া রোয়া কর্তব্য।

ঐ সকল গাছ উঠাইয়া যেখানে রুইতে হইবে, সে জমিতে দুই তিনবার লাঙ্গল দিতে হইবে। লাঙ্গল দিবার সময় বুটি হইলেই মঙ্গল, নচেৎ যে কোন উপায়ে হউক, জমি নরম করিতে হইবে। জমি তৈয়ার হইলে ঐ চারা-গুলি উঠাইয়া আনিয়া একেবারে তিন চারিটি করিয়া লইয়া আধ হাত ব্যবধানে দিতে হয়। প্রাবণমাসের মাঝামাঝি এই রোপণকার্য শেষ করিতে হয়। অগ্রহারণ মাসে ধান পাকে। বত সত্তর সত্তর ধান কাটা শেষ করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ বরাহ বীদর বা অন্যান্য জন্তুতে বিলক্ষণ ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা। দিয়ারা জমিতে দুইবার লাঙ্গল দিতে হয়, বুটি হউক বা না হউক, খেসারি কাটিয়া লইলেই তাহাতে লাঙ্গল দেওয়া উচিত। এই জমিতে এক সময় দুই প্রকার শস্ত উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এদিকে একটু সকাল করিয়া ঐ জমিতে পাট বা বাইটা আউশ দেওয়া হয়। প্রাবণের প্রথমে পাট বা আউশ কাটিয়া লইয়াই জমিতে লাঙ্গল দিয়া আমন রোপণ করা হয়। তবে এক্ষণে আমন বড় ভাল ফলে না।

আউশের চাষ।

সকল প্রকার আউশের মধ্যে বোরাইলা ও বাইটা

আউশ বেলে মাটিতে ভাল জন্মে। বাইটা আউশ বপনের বাটদিনের মধ্যে পাকে বলিয়া ইহার নাম বাইটা হইয়াছে। যে জমিতে এক হাতের উপর জল জমে, সে জমিতে আউশ জন্মে না, কেননা আউশ আদৌ ২১০ হাত মাত্র বড় হয়, আর অন্য ধানগাছের মত জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না বলিয়া জল জমিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

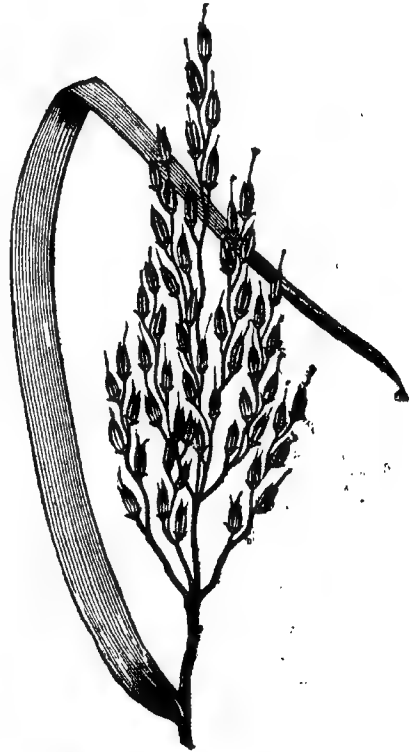
যে জমিতে আউশ জন্মে, সে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হয়। বর্ষাকালে আউশ বা পাট হয় ও শীতকালে মটর বা সর্ষপ জন্মে। রবিশস্ত গৃহজাত হইলেই সস্তর জমিতে লাঙ্গল দিয়া আউশ দিতে হয়। বিশেষতঃ চর জমিতে যত সস্তর হয় এ কার্য সম্পন্ন করা উচিত। কেননা বর্ষায় নদীর জল পড়িলেই চরের বীজ সব নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নদীর জল বাড়িয়া গেলে কখন কখন কৃষককে কাঁচা গাছই কাটিয়া আনিয়া গোবর খোরাক করিতে হয়। কখন বা জল এত সস্তর বাড়িয়া উঠে যে সবই নষ্ট হইয়া যায়। কৃষক অপরিস্রব শ্রম লইয়া গোবর আহাৰ্য্য করিবার অবকাশও পায় না।

আউশ বপনের পর গাছ বাহির হইলেই জমিতে মই দিতে হয়। গাছ বাহির হইবার এক সপ্তাহ পরে গাছ ৪৫ আঙ্গুল বড় হইলেই জমিতে বাঁসই দিতে হয়। তারপর ক্রমাগত নিড়ান দিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। আবাড় হইতে ভাজের প্রথম পর্যন্ত ধান কাটিবার সময়। যেখানে যত সস্তর বীজ উঠে হয়, তথায় তত লীজ পাকে। মেঘনানদীর চরে বৈশাখের শেষেই আউশ বপন করা হয়; আবার উত্তর মাণিকগঞ্জের ভূমিতে বৈশাখ মাসের প্রথমে বপন করিলেও চলে। কাজেই মেঘনানদীর চরের ধান আবাড় মাসেই পাকে, আর মাণিকগঞ্জের ধান ভাদ্র মাসের পূর্বে পাকে না। যে জমিতে আউশ জন্মে, পাটও সেই জমিতে উত্তম ফলে, এমন্য এখন পাটের চাষ বেশী হওয়ায় আউশের চাষ কম পড়িতেছে। এই ধানের চাষ হ্রাস হওয়ার কেবল মহুঘের আহাৰ্য্যের স্বস্ততা হইতেছে তাহা নয়, গোবদির আহাৰ্য্যও স্বস্ত হইয়া যাইতেছে। এটি সুলক্ষণ নয়।

আমন ও আউশের একত্র চাষ।

যে কোন কোন স্থানে আমন ও আউশ একত্র বপন করে। এরূপ করিবার কারণ এই, যদি একটা ফসল নষ্ট হয়, তাহা হইলে কৃষক অপর ফসল পাইতে পারে। কিন্তু অতি সুবাসুর হইলেও এরূপ স্থলে আর্দ্রকের বেশী ধান্য পাওয়া যায় না, বড় জোর বার আনা আমন পাওয়া যাইতে পারে।

উক্ত বিবিধ ধানের জমি এইরূপে সচরাচর তৈয়ারি হয়। পতবর্ষের বিচালী রাশি করিয়া পোড়াইয়া তৎপরে জমিতে লাঙ্গল দিয়া থাকে। জমি বেশী শুক থাকিলে লাঙ্গল দেওয়ার পর মই দিতে হয়, নচেৎ আর মই দিতে হয় না। এ কার্যটি আর নাহি মাসেই হয়। তৎপরে জমির অবস্থার সারে ২১০ দিন পরে আবার আউশ দিকে লাঙ্গল দিয়া দুই বার মই দিতে হয়। ৩৪ বার লাঙ্গল দিবার পর (চৈত্র মাসে) বীজ বুনিয়া ফেলে। এক বিঘা জমিতে ১২ সের আউশের সঙ্গে ৬ সের আমন মিশাইয়া কাঁক কাঁক করিয়া বপন করে। পরে লাঙ্গল দিয়া আবার দুইবার মই দেয়।



একবার লাঙ্গল দিবার পরই ২৩ দিন মধ্যে বীজের শীঘ্র বেধা যায়। তখনও উত্তনি অর্থাৎ দুইবার মই দিতে হয়। তারপর ৫৬ দিন পরে বতায় অর্থাৎ মই দিয়া ঢেলা ভাজিয়া দেয়। তাহাতে মাটির ভিতর যে বীজ চাপা থাকে, সে সব বেশ সতেজে ঠেলিয়া উঠে। তাহার পর বখন গাছ গজাইয়া উঠে, ক্ষেত্র শ্রামলবর্ণ ধারণ করে, তখন আবার একবার মই দিতে হয়, এই কার্যের নাম জাওয়ারি। জাওয়ারির পর বাঁসই কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। বর্ষাকালে ক্ষেত্রে বখন করা (বল্য ধান্য) পজার, তখন বংশখণ্ড দিয়া তাহা মাঝিরা

কেনিতে হয়, অতঃপর দিন মধ্যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া
আঁঠি করে। এইরূপে চাষে যে আমন জন্মে, তাহা
অগ্রহারণ নামে কাটিবার উপযুক্ত হয়।

বোরোর চাষ।

পূর্ববঙ্গে বোরোধান বিশেষ প্রচলিত। মধুপুর জেলার
ঝিলা ও নদীর ধারে, মেঘনাদী ও তাহার পাখা নদীর জলের
চরে বা কূলে এবং পদ্মানদীর কোন কোন চরে বোরো ধান
সমধিক পরিমাণে জন্মে।

তৃণভাঙ্গা পড়িয়া কর্দমাক্ত হইলে সেই ভিজাতিলা
মাটিতে বোরো ধান ভাল জন্মে। বালু জমিতে বোরো
ধান মন্দ হয় না। বোরো ধান রোপণ করিতে হয়।
যে প্রণালীতে রোরা আমন লাগাইতে হয়, ইহার প্রণালী
সেইরূপ। প্রথমতঃ বীজ তৈয়ার করিবার জন্য জমি প্রস্তুত
করিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইতে হয়। বীজ জমিতে ছড়াই-
বার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া পরে শুকুর না হওয়া
পর্যন্ত ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। বীজ ছড়াইয়া দিলে ৪৬ দিন
পরেই চারা হয়। জমিতে জল না বাইলে কৃত্রিম উপায়ে জল
দিতে হয়। চারা আধ হাত বড় হইলেই রোপণের যোগ্য
হয়, তবে যেখানে প্রাচীরের ভয় থাকে, সেই স্থানে এক হাত
বড় না হইলে চারা রোপণ করা ঠিক নয়। চারা তৈয়ার করি-
বার জন্য জমিতে কার্তিকমাসে বীজ ছড়াইতে হয়, সাধারণতঃ
পৌষমাসে সেগুলি রোপণের যোগ্য হয়। যে জমিতে এগুলি
রোপণ করিতে হয়, সে ক্ষেত্রও আঁঠি হওয়া উচিত। যদি
কঠিন জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা
হইলে সে জমি ৪৫ বার লাঙ্গল দিয়া লইতে হয়। যদি
সে জমিতে নদীর জল না উঠে, তবে মাঝে মাঝে সে
ক্ষেত্রে ছানি দিয়া (অর্থাৎ ডোঁকা করিয়া) জল দিতে হয়।
মীরপুরে কুবকেরা প্রতি অমাবস্তা ও পূর্ণিমার ক্ষেত্রে জল
সেচন করে।

বোরোধান বৈশাখমাসে পাকে। প্রতি বিঘার পাঁচ
হইতে বার মণ পর্যন্ত বোরোধান ফলিয়া থাকে। কোন ধান
এত অধিক জন্মে না; বিশেষতঃ এ ধান অতি অল্প আঁঠিসেই
জন্মে। এই জন্যই বোরোধানের জমির মূল্য অধিক। চারা
তৈয়ার করিবার জমি প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায় না, কেননা,
বালি ধাকিলে ঐ জমি হইতে শীঘ্র জল সরিয়া না গেলে, সে
জমি চারা তৈয়ার করিবার উপযুক্ত হয় না। কাজেই সেসকল
জমি হিল্লু কিছু হুঁচি। সেসকল জমি পাওয়া গেলে অনেক
এক সঙ্গে সেখানে চারা ঘের, তারপর সেখান হইতে চারা
লইয়া গিয়া আপন-আপন ক্ষেত্রে রোপণ করে।

লেপিধানের চাষ।

পদ্মার কোন কোন চরে জমি এত আলুগা ও বালুস্বর,
যে মাঝে তাহার উপর ঠাড়াইলে তাহাতে প্রোথিত হইয়া
যায়। সে জমি তাটার সময় দেখা যায় বটে, কিন্তু জোরারের
সময় জলে ডুবিয়া যায়। কুবকেরা সে জমিতেও ধান রোপণ
করিয়া থাকে। ইহাতে পরিশ্রম কিছুই নাই, জমিতে লাঙ্গল
দিতে হয় না, নিড়েন দিতে হয় না, কেবল বীজ ছড়াইয়া
দিয়া উপরে মাটির লেপ দিতে হয়। তবে, কুবকে
কলার তেলার, নর বাঁশের উপর বসিয়া বীজ রোপণ করিতে
হয়। জোরারের সময় জমি জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু ঐ লেপ
দেওয়ার জন্য বীজ ছুইয়া যায় না। রোপণ করিবার পূর্বে
বোরোধানের জার ইহারও বীজ তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।
সেই জন্যই কেহ কেহ বলেন, লেপি-ধান বোরোধানের
প্রকারান্তর মাত্র। কেহ বলেন, ইহা বোরো নয়, সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্র প্রকার ধান। তবে, বোরোও যেমন লেপি হইতে
পারে, বাইটা আউশেও তেমনিই লেপি হয়। তবে বোরো
অগ্রহারণ মাসে ও বাইটা পৌষমাসে রোপণ করিতে হয়।
উত্তরেরই পাকিবার সময় কিন্তু বৈশাখ মাস।

পরে প্রতি বিঘার ধানের উৎপত্তির একটা তালিকা
দিলাম।

আমন

(ক) শালধান ... ৩ হইতে ১০ মণ

(খ) রোরা ... ৩ " ৭ "

(গ) সাধারণ ... ৪ " ৬ "

বোরো

(ক) সাধারণ ... ৫ " ১২ "

(খ) লেপি ... ৪ " ৬ "

বাঙ্গালার সাধারণতঃ আমন ধানই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
কোন কোন স্থানে আউশ ধানও তুল্যরূপে ব্যবহৃত। তবে
বেহারের উত্তরাংশে আউশের নাম কেহ জানেনা। বোরো-
ধান পূর্বে বঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়।

জন্মের বনে চাষ।

জন্মের বনে ধানের চাষ করিতে হইলে নানাপ্রকার
অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ বনমধ্যে বৃক্ষাদি
এক বনলগ্নিবিষ্ট, অত্যন্তে এত বিলম্বিত, যে তাহা পরিত্যক্ত
করা বা উচ্ছিন্ন করা বহু অসম্ভবসাধ্য। জল পরিত্যক্ত না
করিলে সে বনে প্রবেশ করা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ
স্রবের এক উপদ্রব যে কখন কখন জন্মের বনে আধিক্য করিতে
দিতা অনেককে প্রাণ-ভয়ে কিরিয়া আনিতে হয়। তৃতীয়তঃ

জল স্রীতিমত পরিষ্কৃত করিয়া যদি বৎসরমাত্র জমি কেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে আবার আগাছা, পূর্বের যত জল বা নলের খন জমাইয়া থাকে। এ সকল সমাহিত হইলেও সুন্দরবনের আবাদে বীধ বাঁধিবার বিস্তর খরচ পড়ে। সুন্দরবন নদী ও খালে পরিপূর্ণ, সেই জন্ত নদীর ও খালের পাড় সাধারণ জমি অপেক্ষা অনেক উচ। কাজেই বর্ষার সময় নদী, খাল প্রভৃতির কূল তরিয়া জল নির জমিতে পড়ে এবং সেই জল বাহির হইয়া পথ না পাইয়া প্রকাণ্ড জলা করিয়া রাখে। ঐ জল আটকাইয়া রাখিবার জন্ত বীধ বাঁধিবার আবশ্যক হয়।

গবর্মেণ্টের নিকট যে ব্যক্তি জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়, তাহার পরচাতেই আবাদ হইয়া থাকে। জমি খানিক পরিষ্কৃত হইলেই তাহাতে প্রজা বসান হয়। প্রথমেই তাহাদিগের ঘারা আবাদ হয় বলিয়া তাহারা আবাদকারী প্রজা নাম গ্রহণ করে। দুই প্রকারে প্রজারা সুন্দরবনে আবাদ করিয়া থাকে। কোন কোন প্রজা অল্পত্ব বাস করে ও সুন্দরবনে আসিয়া চাষ আবাদ করে। আবার কেহ এখানে ঘরবাড়ী করিয়া চাষ বাস করে। সুন্দরবনের জমি অতিশয় উর্বর। শস্তোৎপাদন করিতে হইলে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, কাজেই এক প্রজা অনেক জমি রাখিতে পারে। চাষের সুবিধার জন্ত প্রজা ৩৪ জোশ অন্তর এক একটা কুঁড়েঘর করিয়া রাখে, যখন যে দিকে চাষ করে, তখন সেই দিকের কুঁড়েঘরে কয়দিন থাকে। সেদিকের চাষ শেষ হইয়া গেলে আবার অন্যদিকের কুঁড়েঘরে গিয়া সেদিকের চাষ করে। এইরূপে চাষের সুবিধা হয় বলিয়াই আর অল্প পরিশ্রমে কসল হয় বলিয়াই এক এক প্রজা অনেক জমি রাখিতে পারে, আর সেইজন্যই সুন্দরবনে প্রজার সংখ্যা অতি অল্প। যে যে দিকে বাস করে, সে সেই দিকের সকল জমিই খাজনা করিয়া লয়, কাজেই অন্য প্রজার তাহার নিকটে গিয়া বলক্তি করিলে, তাহার চাষের সুবিধা হয় না; এজন্য সুন্দরবনে গ্রাম প্রের্ষিত হয় না। ৭৮ খানি কুঁড়ে-ঘর মাত্র লইয়া কএকজন লোক বাস করে, যদি গ্রাম বলিতে হয়, তাহাকেই বলা বাইতে পারে।

আর এক প্রকারের প্রজা সুন্দরবনে চাষ আবাদ করে। তাহারা অন্য স্থানে বাস করে। চাষের সময় সুন্দরবনে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহারা বাড়ীর নিকটে চাষ আবাদ করেন; তৎপাশ্চাৎ চাষ শেষ হইলে লাঙ্গল, গোক, আহার্য প্রভৃতি লব্ধ লইয়া নৌকাযোগে সুন্দরবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপাশ্চাৎ ছোট একখানি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া

আবাস, জীবন ও তাত্র এই তিনমাস কাল থাকিয়া চাষ করে, ও যখন কার্য শেষ হইলে গৃহে প্রত্যাপন করে। তাহারা দেশে যে চাষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, এখন তৎপ্রতি মনোযোগী হয়। অগ্রহাষিক মাসের মধ্যে সেই খান কাটিয়া গৃহে রাখিয়া তখন আবার সুন্দরবনে বাজা করে। খান কাটিবার সময় অধিক লোকের আবশ্যক, কাজেই তাহারা এবার সুন্দরবনে বাইবার সময় কতকগুলি হাওয়ার লব্ধ লইয়া যায়। মাঘ মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়। এই সময়ে খান কিনিবার জন্য বেপারি আসে, খাজনা জমিদারের অন্য জমিদারের লোক আসিয়া থাকে। প্রজা খান বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা দেয় ও অবশিষ্ট অর্থ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

সুন্দরবনের খান কাটিবার প্রথা স্বতন্ত্র, মাঘ মাসের শেষে খান কাটা হয়। এখানে বিচালি কোন কাজেই লাগে না বলিয়া শীঘ্রের নীচেই কাটিয়া লওয়া হয়, বিচালি লওয়া হয় না। খান কাটিয়া লইয়া বিচালিতে আশ্রয় লাগাইয়া দেওয়া হয়, বিচালি সব পুড়িয়া জমির সারবত্তা বৃদ্ধি হয়।

খান কাটা হইলে তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে। যে প্রজা নিজ ব্যয়ে চাষ করে, সে নিজেই খান বিক্রয়ার্থ হাটে লইয়া বা খরিদদার বা ব্যাপারীকে বাড়ীতে বলিয়াই বিক্রয় করে। আর যাহারা মহাজনের বা জমিদারের নিকট দানন লইয়া চাষ করে, তাহারা খান বিক্রয় করে না, জমিদার বা মহাজনের লোক আসিয়া বিক্রয় করে ও তাহাদের প্রাপ্য তাহারা লইয়া বাকি টাকা প্রজাকে দিয়া যায়। যদি নিকটে হাট থাকে, তাহা হইলে খান হাটেই বিক্রীত হয়। আর নিকটে হাট না থাকিলে খরিদদার বা ব্যাপারী আসিয়া খান কিনিয়া লইয়া যায়।

সুন্দরবনের সীমানার অনেকগুলি হাট আছে, তন্মধ্যে চাঁদখালি, পাইকাগাছা, জুরখালি, পৌরাছা, রামপাল ও মরেলগঞ্জের হাটেই খানের ক্রয় বিক্রয় বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। খানের ব্যবসা সাধারণতঃ নৌকাযোগেই চলিয়া থাকে। সুন্দরবন নদীবহুল প্রদেশ বিহার নৌকা ভিন্ন অন্য যানে ব্যবসারের জবাগি চলিচলের সুবিধা নাই।

বখালমরে জলবায়ুর সাহায্য ছাড়া খানের আরও মানা বিপদ আছে। নানাপ্রকার পোকের সময় সময় খানের বধেই অনিষ্ট করিয়া থাকে। পণারি নামে এক প্রকার পোকা হয়, ইহার গাছের কাণ্ড পাতা খাইয়া ফেলে। আর এক রকম কাল পোকা আছে, ইহার খানের শীষ কাটিয়া দেয়। ইহাতে সময় সময় প্রকৃত অনিষ্ট হয়।

কার্তিক মাস ভোর আদৌ বৃষ্টি না হইলে কীটের দ্বারা ধানের একরূপ হ্রদশা ঘটে। আবার কার্তিক মাসে ঋতু কাপটেও ধানের বিশেষ ক্ষতি হয়। এতগুলি বিপদ আপদ এড়াইয়া তবে ধান ধরে আসে। ধান কাটরা ঘরে আনা হইলে পলগুলি গৃহ প্রাঙ্গণে বিছাইয়া গোক দ্বারা মাড়াইয়া লয়। গোক মাড়িয়া গেলে বিচালী হইতে ধানগুলি পৃথক হইয়া পড়ে। এইরূপে ধান মাড়া হইলে ধান ঝাড়িয়া লইতে হয়। কারণ তখনও ধানের সহিত বিস্তর চিটা ময়লা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। এই জন্ত মাড়ার পর তুলিবার সময় কুলার বাতালে ধানের আবর্জনাগুলি উড়াইয়া দিয়া ছালাম ভরিয়া রাখে।

চাউল করিবার পূর্বে ধান রোঙ্গে শুকাইতে হয়। বেশ শুকনা হইলে ও তাত মরিয়া গেলে টেকিতে লইয়া গিয়া কুটিতে থাকে। যথারীতি টেকিতে ছাঁটাই হইলে কুলার তুলিয়া ঝাড়িয়া লয়। তাহাতে ধানের ভূব কদ পৃথক হইয়া পড়ে, ভাল চাউল বাছিয়া লওয়া যায়। আতপ চাউল এইরূপে প্রস্তুত হয়। একরূপ প্রাণালীতে আশায়রূপ চাউল পাওয়া যায় না। এজন্ত অধিকাংশ স্থলে খাজ সিদ্ধ করিয়া পরে রোঙ্গে যথারীতি শুকাইয়া কুটিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হয়। ধান সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যে চাউল প্রস্তুত হয়, তাহা সিদ্ধ-চাউল নামে খ্যাত। কৃষকের ঘরে ধান সিদ্ধ হয় বলিয়া হিন্দুর চক্ষে এই চাউল অশুদ্ধ, ইহাতে কোন শাস্ত্রীয় কার্য্য হয় না। এ দেশের বিধবারাও এই জন্ত সিদ্ধ চাউল আহার করেন না।

নিসর দেশের সমাধিস্তম্ভে অঙ্কিত পাঁচ হাজার বর্ষের চিত্রে ধান কাটা, ধান মাড়া, ধান ঝাড়া অথবা ধান কাটার যে চিত্র দেখা যায়, এখনও ভারত, ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সেইরূপ ভাবেই অথবা তাহারই কিছু উন্নতভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে *।

এখন যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞাবুদ্ধিপ্রভাবে ধান মাড়া, ধান ঝাড়া, ও ধান ছাঁটাই করিবার নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৈহিক বল অপেক্ষা এই সকল যন্ত্র দ্বারা অনায়াসে ও এক্ষণিকভাবে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকগণের নিকট এই সকল যন্ত্র তেমন আদৃত নহে †।

খাজ হিন্দুদিগের দেবতারূপে পূজনীয়। ইহার অধিষ্ঠাত্রী

দেবতা লক্ষ্মী। নূতন খাজ হইলে খাজকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হয়। খাজবপন কিংবা খাজছেদন করিতে হইলে শুভদিন দেখিয়া করিতে হয়। অদিনে খাজবপনাদি করিলে তাহাতে কল হয় না। কৃতাত্মে হলবাহন ও বীজবপনাদির বিধি এইরূপ লিখিত আছে;—

প্রথমে ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া হলচালনা করিতে হইবে। অধিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ভস্ব, পূষা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, স্বাতী, মূল্য, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্র হলকার্য্যে উত্তম; অশ্লেষাধা, জ্যেষ্ঠা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্র মধ্যম, এতদ্বিধ নক্ষত্র সকল হলচালনে নিষিদ্ধ। রিক্তা, যজ্ঞী, অষ্টমী, দশমী ও দ্বাদশী তিথি এবং মঙ্গল ও শনিবার ভিন্ন অস্ত্র সকল ব্যতী কৃষিকর্মে প্রশস্ত। চন্দ্র ও তারা শুভ হইলে এবং বুধ, মিতুন, কন্যা ও মীন লগ্নে হলপ্রবাহ করিবে। ইহাতে যথাবিধি সংকল্প প্রভৃতি করিয়া ক্ষেত্রের ঈশান কোণে হস্তপ্রসার-গর্ভ করিয়া তাহা জলে পূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রজাপতি, সূর্য্যাদিনবগ্রহ ও পৃথিবীকে পূজা করিয়া পৃথিবীকে এই মন্ত্রে ক্ষীর দ্বারা অর্ঘ্য দিতে হইবে;—

“ঐশ্বর্য্যগর্ভে বহুধে শেষস্তোপরিশায়িনি।

বসামাহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্য্যং ধরিজি মে ॥”

তাহার পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অশ্বিনী, পর্জ্যন্ত, শেষ, চন্দ্র, অর্ক, বহি, বলদেব, সীতা, হল, পৃথু, বুধ, বায়ু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সূর্য ও গগন ইহাদিগকে পূজা করিয়া ক্ষেত্রপাল অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। তাহার পর অস্ত্র পল্লব, ওদন, পায়স ও দধি গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া যুক্তিকা দ্বারা গর্ভ বুজাইয়া দিতে হইবে। তদন্তর স্তূপ বৃষধর সেই স্থলে আনয়ন করিয়া নবনীত বা দ্বত দিয়া বৃষের মুখপার্শ্ব লেপন করিতে দিবে। হলের ফালে প্রক্ষেপ করিয়া তাহা সূর্য্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এই সময় বলি, ইন্দ্র, পৃথু, রাম, ইন্দু, পরাশর ও বলভদ্রকে স্মরণ করিতে হয়। পরে হলদ্বারা একটি বা তিনটি রেখা করিবে। পরে হলবাহক প্রণত হইয়া হলচালনা করিবে। এই সময় বুধদিগের যদি বন্দ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শত-হানি এবং নর্দন অথবা মূত্র পুত্রীষোৎসর্গ করিলে চতুর্দশ শত হইয়া থাকে। এই সময় এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়,—

“ঐশ্বর্য্যং বৈ বহুধরে নীতে বহুপুঞ্জে কলপ্রদে।

নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিমেধাং শুভে কৃৎ ॥”

রোহিত্য সর্পশতানি কালে দেব্যঃ প্রবর্ষতু।

কর্ষকান্দ ভবদ্ব্যগ্না ধান্যেন ত ধনেন চ ॥”

* H. B. Proctor's Rice, its History, culture &c, এই গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ্য।

† ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলার কিরূপ ধানের চাষ হয়, এ সম্বন্ধে Dr. Watt's Dictionary of the Economic Products of India vol. V, art. *Oryza sativa* উল্লেখ্য।

এইরূপে হলপ্রবাহ করিয়া তুমি পরিষ্কৃত হইলে বীজ বপনের আবশ্যক। এই সময় বীজ বপন করিতে হয়। ইহাতেও শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে—বীজ-বপনে হলপ্রবাহোক্ত কাঁধাই প্রশস্ত, কেবল ধাত্ত-রোপণে পার্শ্বকা দেখা যায়। ইহাতে রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, মূলা ও পূর্বাভাদ্রপদ নক্ষত্র ও বুধ, বৃশ্চিক, সিংহ, কৃত্তিক, মীন জন্মলগ্ন, মিথুন, কন্যা, তুলা ও ধনু পূর্বাঙ্কি লগ্ন প্রশস্ত। হলপ্রবাহোক্ত বার ও তিথি ও ইহার বিবরণ জানিতে হইবে। এতদ্রুক্ত শুভদিনে প্রাতঃকালে বধাবিধি সঙ্কল্প করিয়া পূর্বোক্ত ভাবে পূজা করিতে হইবে।

তাহার পর পূর্বমুখী হইয়া ইচ্ছাকে ধ্যান করিয়া স্তব্ধ জলসংযুক্ত করিয়া তিন মুঠা বীজ ধাত্ত বপন করিবে এবং ‘ঈং বৈ বসুন্ধরে সীতে’ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

এইরূপে ধাত্ত বপন করিতে হইবে, তাহার পর এই ধাত্ত পরিপক হইলে ইহা ছেদন করিতে হয়।

কার্ত্তিক এবং পৌষ মাস ভিন্ন অপর সকল মাসে ধাত্ত-ছেদন বিধেয়। কিন্তু মাসান্তরে পৌষ মাসে শুভবারে পুষ্যা-নক্ষত্রে এবং রিক্তা ভিন্ন তিথিতে ও ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্র-পদ, হস্তা, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, পূর্বাভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্র এবং বুধ, বৃশ্চিক, শুভদ্রুতারায়ুক্ত, বুধ, মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু পূর্বাঙ্কি, মকর, কৃত্তিক ও স্বজন্মলগ্নে ধাত্ত ছেদন প্রশস্ত। এতদ্রুক্ত শুভদিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বধাবিধি সংকল্প করিয়া পূর্বোক্তরূপে পূজাদি করিতে হইবে। তদনন্তর, ঈশানকোণস্থ ধাত্ত মধ্য হইতে আড়াই মুষ্টি পরিমিত ধাত্ত ছেদন করিতে হইবে। পরে শস্ত বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষেত্রে বাহকদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। প্রথমে ধাত্ত ছেদন, পরে এই ধাত্তগৃহে আনিয়া ধাত্তরক্ষা অর্থাৎ ধাত্ত স্থাপন করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাও আলোচিত হইয়াছে।

ধাত্তস্থাপন—যেখানে ধাত্ত রক্ষিত হয়, তাহাকে গোলা-ঘর কহে, সম্ভবতঃ এই গৃহ গোলাকৃত বলিয়া ইহার গোলা-ঘর নাম হইয়াছে, ইহার সংস্কৃত নাম ধাত্তগৃহ, ইহাতেই ধাত্ত-স্থাপন করিতে হয়। ভরণী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, মঘা, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বাভাদ্রপদ, ও পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র ভিন্ন অস্ত্র নক্ষত্রে, অজ্ঞাবগকে আজ্ঞা, মৃগশিরা, পুনর্নসু, মঘা, উত্তরাভাদ্র, সোম, বুধ, শুক্র ও ক্রতুব্বারে, কৃত্তিক, মিথুন, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও মীন লগ্নে, চন্দ্র ও তারা শুভ হইলে ধাত্তস্থাপন প্রশস্ত। ধাত্তগৃহে ‘ওম্ ধনদায় সর্বলোকহিতায় চ। সৌমি

মে ধাত্তং বাহা। ওং ইহায়ে নমঃ। ইহা সৌমি লোকবিব-
জিনি কাষক্সিনি দেহি মে ধাত্তং’ ইহা লিখিয়া ধাত্তাগারে রাখিয়া পরে ধাত্তছেদন করিবে। বুধবারে ধাত্তগৃহ হইতে ধাত্ত পাড়িতে নাই। কেহ কেহ বলেন, আচার প্রযুক্ত বুধবারেও ধাত্ত পাড়িতে নাই। (কৃত্যতত্ত্ব)

কোন কোন স্থানে এইরূপ চলিত নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ধাত্তাগারে ধাত্ত স্থাপন করিয়া পরে লক্ষ্মীপূজা না করিয়া ধাত্ত পাড়িতে নাই। ১লা বৈশাখ বৎসরের প্রথম দিনে গোলাঘরে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে ধাত্ত পাড়িতে হয়।

আর্যাদের যে সকল নিয়ম আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁধেই ধর্ম্মানুশাসনে অমুপাসিত। কিন্তু আজ কাল এই সকল নিয়ম সর্বত্র প্রতিপালিত দেখা যায় না।

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকার মধ্যে ধাত্ত একটী, নবপত্রিকা-বাসিনী দুর্গার ধাত্ত একটী অঙ্গ। কোলাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিন নবপত্রিকা পূজা প্রচলিত আছে। ইহাতে ধাত্তাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে।

ধাত্ত শব্দের অপর অর্থ—২ চারি তিল পরিমাণ। (শুভদ্রুতী) ৩ ধাত্তাক, ধনিয়া। (বৈজয়ন্তকল্প) ৪ পরিপেল বৃক্ষ।

ধান্যক (ক্ৰী) ধাত্তমিষ প্রতিকৃতিঃ ততঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতি)। পা ৫৩৯৬) ধাত্তাক।

“ধাত্তককাজগন্ধা চ স্তম্ভাশ্চৈত্বেতি রোচনাঃ।

সুগন্ধা নাতিকটুকা দোষাভ্যুৎক্রেমশস্তি তু ॥”

(চরক সূত্রঃ ২৭ অঃ)

ধাত্তমেব বার্থে কন্। ২ ধাত্ত। (পুং) ৩ ক্রিয়য় নৃপতি-
বিশেষ।

“রাজজ্যাবিজ্জিটকুলোদ্ধাত্তাব্দরধাত্তকৌ।” (রাজতরং ৮।১০৮৫)

ধান্যকোষ্ঠক (ক্ৰী) ধাত্তার ধাত্তরক্ষণায় বৎ কোষ্ঠকং গৃহং।

ধান্যরক্ষার্থ গৃহ, গোলাঘর, যে গৃহে ধাত্ত রক্ষা করা হয়, তাহাকে ধাত্তকোষ্ঠক কহে।

ধান্যগোক্ষুরকস্তুত (ক্ৰী) ভাবপ্রকাশোক্ত যুতোবধিত্তেদ।

“ধাত্তগোক্ষুরককথককস্তুতং যুতং হিতং।

মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দাক্ষে ॥” (ভাবপ্রঃ)

প্রস্তুত প্রণালী—যুত ৮৪ সের। কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত ১১ সের। কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর মিলিত সাড়ে বার সের, জল এক মণ চব্বিশ সের, শেষ ১৬ সের। এই যুত বধাবিধানে পাক করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, মূত্র-
কৃচ্ছ্র, ও শুক্রদোষ ভয়ঙ্কর হইলেও তাহা আরোগ্য হয়।

ধান্যচমস (পুং) চম্যতে, তন্ম্যতে, চম-অনন্, ধাত্তং বিক্স-
ধাত্তমেব চমসঃ। টিপিটক। (ত্রিকাণ্ড)

ধান্যভিষ্মি (ত্রি) ধাতুভব। (অতপথ ৪।৪।৮।১১)
 ধান্যচু (ক্রী) ধাতুভব। ধানের খোসা, ত্বক। (অমর)
 ধান্যধেহু (ক্রী) ধাতুনির্গিতা ধেহুঃ। দানার্থে ধাতুনির্গিত
 ধেহু। এক প্রকার দান, ধাতু দ্বারা ধেহু প্রস্তুত করিয়া
 দান। ইহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—
 “বিষুবে চারনে বাণি কার্তিক্যাস্ত বিশেষতঃ।
 তদ্বিনাশীঃ প্রবক্ষ্যামি ধাতুধেহুবিধিং পরং।
 যাং দত্তা সর্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব রাহতঃ।
 দশ ধেহুপ্রদানেন যৎকলং রাজসত্তমং।
 তৎসর্বসেবমাপ্নোতি ত্রীহিধেহুপ্রদো নরঃ।”

(বরাহপুঃ)

বিষুবসংক্রান্তি, বা কার্তিক মাসে এই ধাতুধেহু দান
 করিতে হইবে। এই দানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,
 এই ধাতুধেহু দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ
 হয়। দশটা ধেহু দান করিলে বেফল হয়, বাহারা ধাতু-
 ধেহু দান করে, তাহাদের সেই ফল হয়।

তাহার পর কৃষ্ণাঙ্গিন প্রস্তুত করিয়া বৎস করনা করিবে।
 ভূমি গোময়াম্লগুণ্ড করিয়া তাহাতে শোভন বজ্রাক্ষাদন-
 পূর্বক ধেহু করনা করিতে হইবে, এই ধেহু বেদি মধ্যে
 বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। চারি স্রোণ পরিমিত
 ধাতু দ্বারা যে ধেহু কল্পিত হয়, তাহাকে উত্তম ধেহু এবং
 দুই স্রোণ পরিমাণে বাহা হয়, তাহাকে মধ্যম ধেহু। এই ধাতু-
 ধেহু বিষয়ে বিত পাঠ্য করিতে নাই। ধেহুর চতুর্থাংশ পরি-
 মাণ দ্বারা বৎস করিতে হইবে। এই কল্পিত ধাতুধেহুর স্তবর্ণ
 দ্বারা শূল এবং রজত দ্বারা স্রোণ্য নির্মাণ করিবে।

পালান স্তবর্ণ দ্বারা, ত্রাণ অশুভ চন্দন এবং দন্তসকল
 মুক্তাকলময়, মুখ দ্বত বা মধুময়, প্রশস্তপত্র প্রবণ, ইক্ষুযষ্টি
 দ্বারা পাদ, কোমময় গুচ্ছ ও ইহার সহিত নানাবিধ ফল
 এবং রত্ন গর্ত করিয়া ও পাছকা, উপানহ, ছত্র ভাজনাদির
 সহিত মিলিত করিয়া পুণ্যকালে তিনবার প্রদক্ষিণপূর্বক
 দান করিবে। বাহারা এই ধেহু দান করেন, তাহারা
 সকল প্রকার পুণ্যলাভ করিয়া থাকেন এবং ইহলোকে
 সকল সৌভাগ্য, আয়ুঃ, আরোগ্য প্রকৃতি লাভ হইয়া থাকে।
 অন্তকালে অর্কবর্ণবিমান আরাহণ করিয়া অঙ্গরা কর্তৃক
 তুমহান হইয়া বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে।

ধান্যপঞ্চক (ক্রী) ধান্যানাং পঞ্চকং ৩৮৭। তামপ্রক্কাখোক্ত
 পাঁচ প্রকার ধান্য।

“শালিধান্যং ত্রীহিধান্যং শূলধান্যং তৃতীয়কং।

শিবীধান্যং কৃত্তধান্যমিত্যাক্তং ধান্যপঞ্চকং।” (ভাবপ্রঃ)

শালিধান্য, ত্রীহিধান্য, শূলধান্য, শিবীধান্য ও কৃত্ত
 ধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্যকে ধান্যপঞ্চক কহে।

২ অতিসার রোগের পাচনবিশেষ।

“ধান্যপঞ্চকবিধাত্তং নাপটৈঃ পাচিতং জলং।

আমশূলবিষক্করং পাচনং নিত্যসেবিতং।” (ভাবপ্রঃ)

পাঁচ প্রকার ধান্য, বিধ, আত্ম ও নাপর দ্বারা জল পাচিত
 করিতে হইবে, পরে এই পাচিত জল তক্ষণ করিলে আম,
 শূল ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

৩ পাচন ঔষধভেদ। ধনে, তুঁট, মুতা, বালা,
 বেলতুঁট, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ
 পোয়া। প্রক্ষেপ যথু অর্দ্ধ তোলা। এই পাচন সেবনে
 আমবেদনা ও বহু আম নষ্ট হইয়া দোষের পরিপাক ও
 অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার নাম ধান্যপঞ্চক। পৈতিক
 অতিসারে ধান্যপঞ্চকের অল্প গুটী ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট
 ৪ জ্বরের পূর্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।
 ইহার নাম ধান্যচতুষ্ক। (ভৈষজ্যঃ)

ধান্যপটোল (ক্রী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—
 ধনে ১ তোলা ও পটোলপত্র ১ তোলা কুটির ৩২ তোলা জলে
 সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন
 করিবে, ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি, কফনাশ, বায়ু ও
 পিত্তের অধোনিঃসরণ, আমদোষের পরিপাক ও জরনাশ
 হয়। (ভৈষজ্যঃ অর্যাবিঃ)

ধান্যপতি (পুং) ধান্যানাং পতিঃ ৩৮৭। ১ ত্রীহি। ২ বব।
 ধান্যপানক (ক্রী) পানকবিশেষ, চলিত কথায় ধনেবাটার পান।
 “শিলারং সাধুসংশিষ্টং ধান্যকং বজ্রপালিতং।

শর্করোদকসংযুক্তং কর্পূরাদিস্নংস্কৃতং।”

“নুতনে যুদ্ধারে পাঠে স্থিতং পিত্তহরং পরং।” (ভাবপ্রঃ)

ধনে শিলাতলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া
 কেলিতে হইবে। পরে তাহাতে জৈবং পরিমাণে কর্পূর
 প্রভৃতি দিবে। ইহার সহিত শর্করা ও জল দিয়া নুতন
 যুদ্ধরপায়ে রাখিয়া দিবে। ইহা পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়।

ধান্যভক্ষক (পুং) গৃহকর্ত্তা পক্ষী, যাবুই পাখী।

ধান্যমঞ্জরী (ক্রী) ধান্যানাং মঞ্জরী ৩৮৭। ধানের শীষ।

ধান্যমাতৃ (ত্রি) ধান্যং মাতি মা-তৃচ্। ধান্যমাপক, বাহারা
 ধান্য মাপ করে।

ধান্যমার (পুং) ধান্যং মাতি মা-অন্। (জ্যোতিষতত্ত্বঃ ৩।৩২২)

ভক্তো যুৎ। ১ ধান্যপরিমাপক। ২ ধান্যভিক্ষাজ্ঞ।

ধান্যমার (পুং) কিত্তুল পরিমাণ, ইহা ধান্যপরিমাপক।

ধান্যমুখ (পুং) ত্রীহিধান্যবিশেষ। (কৃষ্ণকঃ)

ধান্যমূল (কী) কাকি, কীজি।

ধান্যমূষ (পুং) ধান্যত ধনিকার্য্যঃ মূষঃ। ধনের কাথ।

ধান্যমোনি (পুং) কাকি, কীজি।

ধান্যরাজ (পুং) ধান্যানাং রাজা ততঃ চ্চ লসাসান্তঃ। বব।
(রাজনি)

ধান্যবর্ণ (পুং) ধান্যানাং বর্ণঃ ৩তং। ধান্যসমূহ, ধান্যপঞ্চক,
পাঁচ রকমের ধান।

ধান্যবনি (পুং) ধান্যত বনিঃ রাশিঃ। ধান্যরাশি।

ধান্যবর্জন (কী) ধান্যত বর্জনং বুদ্ধির্ম্যৎ। বার্ক্য, বুদ্ধিতেদ,
ধানের বাড়ি। ধান বাড়ি দিলে ধান্য বর্জিত হয়, এই জন্য
ধান্যে বাড়ি দেওয়ার নাম ধান্যবর্জন।

ধান্যবাহন, চম্পারাগ্রদেশের জনৈক রাজা। তবিত্য ব্রহ্মখণ্ডে
কথিত হইয়াছে, সূর্য্যচন্দ্রবংশ ধ্বংস হইলে চম্পাপুরীতে রাজ-
পুত্রবংশীয় অমুরাজী নামে এক রাজা হন। তাঁহার পুত্র রাম-
চন্দ্র। এই রামচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ধান্যবাহন রাজা হন।
ইনি মহাবলী, ধর্ম্মাশ্রা ও কুলশ্রেষ্ঠ ছিলেন। (ব্রহ্মখণ্ড ৪০।১৮)

ধান্যবীজ (কী) ১ ধানের বীজ। ২ ধান্যাক, ধনে।

ধান্যবীর (পুং) ধান্যে বীরঃ বলাধারকস্যৎ। ১ মাষ। (রাজনি)

ধান্যপর্করা (কী) ঔষধভেদঃ। রাজিতে দুই তোলা ধনে ১২
তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া আঁতে সেই জল চিনির
সহিত সেবন করিলে অতি প্রগাঢ় অন্তর্দাহের উপশম হয়।
(ঔষধজ্যং)

ধান্যশীর্ষক (কী) ধান্যত শীর্ষকং ৩তং। ধান্যমঞ্জরী,
ধানের শীষ।

ধান্যশুষ্ঠী (কী) ঔষধভেদঃ, ধনে ১ তোলা, শুষ্ঠী ১ তোলা,
কুটিরা অর্দ্ধ সেহ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ গোমার থাকিতে
নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে, ইহাতে বড় শ্লেষ্মার
প্রকোপও উপশান্ত হয়। অরতিসারে প্রথম ধান্যশুষ্ঠী
ব্যবহের। (ঔষধজ্যং)

ধান্যশৈল (পুং) ধান্যদানার্থকরিতঃ শৈলঃ। দানার্থ ধান্য
নির্ম্মিত পর্কত, দান করিবার জন্য ধান্য দ্বারা করিত পাহাড়।

ইহার বিবর হেমাদ্রিয় দানখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

“প্রথমো ধান্যশৈলঃ ভাদ্রীতীরো লবণাচলঃ।

ভূদাচলতৃতীয়স্ত চতুর্থো হেমপর্কতঃ।

পঞ্চমস্তিলশৈলঃ ত্রাং বর্ষঃ কর্ণানপর্কতঃ।

সপ্তমো দ্রুতশৈলস্ত রত্নশৈলস্তথাষ্টমঃ।” (হেমাদ্রি)

প্রথম ধান্যশৈল, দ্বিতীয় লবণশৈল ইত্যাদি।

“ষষ্ঠ্যো বিধানমেষুভ্যাং বধ্যাবনুপূর্ণকঃ।

অরনে বিশ্ববে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনকরে।

তুরগকে তৃতীয়ারানুপরাগে শশিকরে।

বিবাহোৎসববজ্জেনু ধান্যজানধবা পুনঃ।

তুরারাগ পঞ্চমস্তাং বা পুণ্যক্রে বা বিধানতঃ।

ধান্যশৈলারোগে দেয়া বধ্যপ্রভং বিধানতঃ।

তীর্থে বারতনে বাপি গোষ্ঠে বা তবনালয়ে

মণ্ডপং কারয়েতত্যা চতুরঙ্গমুদযুগং।

প্রাণ্ডনকল্পবনং তবৎ প্রাণ্ডুখক বিধানতঃ।

গোমরেনাঙ্গলিষ্ঠারাগ ভূমাবাতীর্থা বৈ কুশান্।

তদ্বধ্যে পর্কতং কুণ্ড্যাবিকল্পপর্কতাস্থিতং।

ধান্যদ্রোণসহস্রং তবোদিশিরিহোত্তমঃ।

মধ্যমঃ পঞ্চশতিকঃ কনিষ্ঠঃ ত্রাশ্রিতিকঃ শঠৈঃ।”

ইহার বিধান এইরূপ। অরনবিষুব সংক্রান্তি, পূণ্যকাল,
ব্যতীপাত, দিনকর, তুরগকের তৃতীয়া-তিথি, চন্দ্র ও
সূর্য্যগ্রহণকালে, বিবাহ উৎসব বজ্রাদিতে, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা
তিথিতে এবং শুভ নক্ষত্রাদিতে যথাবিধানে এই ধেনু দান
করিবে। তীর্থে হলে বা গৃহে, অথবা গৃহাঙ্গনে, এই ধান্যশৈল
দান করিতে হয়। এক হাজার দ্রোণ পরিমিত ধান্য
দ্বারা বে শৈল করিত হয়, তাহাই উত্তম ধান্যশৈল;
পঞ্চশতিক দ্বারা মধ্যম, তিন শত দ্বারা অধম।

দানবিধি।—এই ধেনু দান করিবার পূর্কদিন সংবত
হইয়া থাকিতে হইবে। পর দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি
সমাপন করিয়া যজ্ঞবিচীনপূর্কক সংকল্প করিবে। যথা ‘বিকু-
রোন্ম তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে, অমুক গোত্র অমুক
দেবশর্মা ধান্যপর্কতদানমহং করিষ্যে।’ এইরূপে সংকল্প
করিয়া আত্মাদমিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পরে যথাবিধানে
ঋত্বিকদিগকে বরণ করিতে হইবে। যথা ‘অদ্য অমুকস্মিন্
দেশে অমুকস্মিন্ কালে ধান্যপর্কতদানমহং করিষ্যে তত্র
তদলভূতহোমাদিকে অমুকামুকবেদাধ্যায়িনং ঋষিভ্যং দ্ব্যসহং
বুধে’ এইরূপে বরণ করিবে। পরে ঋত্বিক ‘বুতোহস্মি’ বলিলে
তাঁহার পর আচার্য্যকে বরণ করিবে। যেহলে এই পর্কত প্রস্তুত
করিতে হইবে, সেই স্থল গোমরলিষ্ঠ করিয়া তাহাতে কুশা
আস্তরণ করিয়া সহস্র দ্রোণ-পরিমিত ধান্য স্থাপন করিবে।
ইহার মধ্যস্থলে মেক করিতে হইবে, ইহাতে মহাবীহি,
রাজারশালি প্রভৃতি রাখিবে। দক্ষিণ দিকে মন্ডার, উত্তরে
পারিজাত, মধ্য দেশে কল্লতরু, পূর্কদিকে হরিচন্দন ও
পশ্চিম দিকে সন্তান বৃক্ষ করিত করিবে। রক্তনির্ম্মিত শূক
হীরক, গারুড়্যত মনি, মরকত, পদ্মরাগ ও সুতাকলাদি
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

ইক্ষু দ্বারা বাণ, দ্রুত দ্বারা উষক, চিত্র দ্বারা কবুর্ ও



বিচিত্র বস্ত্র সকল ধাক্ষা সেবনমুহু করিতে হইবে। ধান্যাদিপানক
যথাবিধি প্রস্তুত করিলে ও নিরসিত ময়্র ধাক্ষা স্নান
করিবে। বধা ময়্র—

“অং সূর্যদেবগণধামনিধে ! বিষ্ণু-
ময়্রগৃহে হ্যাময়রপকৃত ! নান্যাদি ।
কেনং বিধং কুরু শান্তিময়্রময়্রং নঃ
সম্পূজিতঃ পরমতত্ত্বময়্রা হরা হি ।
অমের ভগবানীশো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দেবাকরঃ ।
মূর্ত্ত্যমূর্ত্তপং বীজময়্রঃ পাহি সনাতনঃ ।
বদ্যন্তঃ লোকপালানাং বিশ্বমূর্ত্তেচ মন্দিরং ।
কল্যাদিত্যবদ্যন্তঃ তন্ময়্রাষ্টিং প্রবচ্ছ মে ॥
বদ্যদপূন্যময়্রৈরন্যাদিত্যময়্রং তথা ।
তন্ময়্রামুদ্যন্তেবদ্যন্তঃ সারসারগয়্রং ॥”

এই ময়্রে আবাহন করিবে। পরে ময়্রকে পূজা করিবে
ও যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করিয়া দান করিবে।

দান-ময়্র—

“অয়ং ব্রহ্ম যতঃ প্রোক্তময়্রে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
অয়ন্তবন্তি ভূতানি জগদয়্রেণ বর্ততে ॥
অয়মেব যতো লক্ষ্মীরয়মেব জনর্দিনঃ ।
ধান্যাদিপানকপেণ পাহি তন্ময়্রমো নমঃ ॥”

পরে যজমান যথাবিধি আচার্যাদিগকে পূজা করিয়া এবং
তাঁহাদের অমুজ্ঞা লইয়া দান করিবে। এই দিন দাতা অয়-
লবণ বর্জন করিবেন। এই বিধি অনুসারে যিনি ধান্যাদিপানক দান
করেন, তিনি অমরা ও গন্ধর্বগণ ধাক্ষা সেবিত হন, কর্ম্মকয়ে
ভূতলে আগিয়া রাজাধিরাজ চক্রবর্তী হইয়া থাকেন।

(মন্ত্রপুং)

ধান্যাদি (পুং) ধান্যাদি সারঃ । তত্ত্বল ।

ধান্যাদি (স্ত্রী) ধান্যাদি পূর্বো নাদুঃ । বনিয়া ।

ধান্যাদি (স্ত্রী) ধান্যাদি বার্থে অণু, ধান্যাদি অকতি অক-অণু ।
ধনে ।

“ধান্যাদিঃ ভূষয়ং সিদ্ধময়্রং মূজং লঘু ।

ভিক্ষং কহকবীৰ্য্যক দীপনং পাচনং নৃত্যং ॥

অয়রং রোচনং গ্রাহি বাতপাকে জিহোবমুং ।

ভূজাদ্যবনিখাসকাসামার্গঃ ক্রিয়গুণং ॥” (ভাবপ্রঃ)

ধান্যাদিকুং (পুং) যে ধান্যের চাব করে, কৃষক ।

ধান্যাদি (স্ত্রী) ধান্যাদি ।

ধান্যাদিপানক (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধ বিশেষ ।
বনেচূর্ণ ও চিনি তত্ত্বলযুক্ত জলের সহিত পান করাইলে
শিউরকণ্ঠ ও শ্বাস বঠ হয়। (ভাবপ্রঃ)

ধান্যাদিহিম (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ঔষধ বিশেষ । প্রস্তুত
প্রাণী—হনে, আমলকী, বাসক, কিস্মিন্ এবং কেতুপাণ্ডা ।
ইহা ধাক্ষা দীত কয়ার প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তশিত্ত,
অয়, দাহ, শিশিমা এবং শোণ রোগ নাশ হয়। (ভাবপ্রঃ)

ধান্যাদি (স্ত্রী) ভাবপ্রকাশোক্ত অন্নময়্রগোপযোগী বস্ত্রভেদ ।

“পান্যাদিপানকময়্রং বদ্যন্তঃ কহলে ।

জিহাযং স্থাপয়ন্তীয়ে তৎক্রিয়ং মর্দয়েৎ কটেরং ॥

কহলাকানিতং ময়্রং বাসুক্যবিত্তকং তৎ ॥

তন্ময়্রাভ্যন্তিভোক্তময়্রময়্রগণিকরং ॥” (ভাবপ্রঃ)

অন্ন চতুর্থাংশ শালিখাত্তের সহিত একখানা কহলে
বাধিয়া তিন দিন জলে নিবন করিয়া রাখিতে হইবে।
তৎপরে উহা ক্রিয় হইলে হস্তধাক্ষা মাড়িয়া ঐ কহল হইতে
পালিত হইয়া বাসুক্যর ভায় যে ময়্র ময়্র অন্ন বহির্গত
হইবে, ইহার নাম ধান্যাদি। ইহাধাক্ষা অন্নের দারণ সিদ্ধ হয়।

ধান্যাদি (স্ত্রী) ধান্যাদিবারং জাতঃ অয়ঃ । কাঞ্চিক, কাঞ্চি ।

“ধান্যাদিঃ শালিচূর্ণোৎ কোজবানিকৃতং তবৎ ॥

ধান্যাদিঃ ধান্যাদিবারং প্রীণনং লঘুদীপনং ॥

অরুচৌ বাতরোগেব সূর্যোদ্যাদিবারং হিতং ॥” (ভাবপ্রঃ)

শালিচূর্ণ এবং কোজবাধি ধাক্ষা সন্ধানে যে অন্নরসময়্র
তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধান্যাদি কহে। ধান্যাদি
ধান্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া অতিশয় প্রীতিকর, ইহা
লঘু, অম্লিদীপ্তিকরক, এবং অরুচি রোগে, সকল প্রকার
বাত্তে ও আবাহনে হিতজনক।

“ধান্যাদিঃ ভেদি তীক্ষ্ণোৎ শিত্তকং স্পর্শনীতলং ।

অময়্রময়্রং ভূজং দীপনং বস্ত্রোপাধনং ॥

শতময়্রাধানে স্বতঃ লঘু বাতকপণং ॥”

(বাতট ময়্রময়্রং ৫ অঃ)

“প্রঃ বস্তিকথাত্ত দীপনং ময়্রং বিশেষং ।

আধারভাণ্ডসংক্রান্তময়্রগে নিধাপয়েৎ ॥

পক্ষাদি সমুদ্ভূতঃ বস্ত্রপুতক কারয়েৎ ।

ভূতো জাতরসংযোগ্যং ধান্যাদিঃ সর্গকর্ম্ম ॥”

(আজেরময়্রময়্রা)

এক প্রঃ বস্তিক ধান্যাদি বিশেষ জলের সহিত একটী পায়ে
রাধিয়া দিবে, পরে আধার-ভাণ্ডে ক্রয় করিয়া ভূমিগর্ভে স্থাপিত
করিবে। একপক্ষ পরে তাহা ভূমিগর্ভে উদ্ধার করা হইতে
হইবে। এইরূপে ধান্যাদি হয়। ইহা সকল কার্য্যে প্রযোজ্য।

ধান্যাদিক (স্ত্রী) ধান্যাদি ।

“নান্যাদিবারং প্রীতিকরং ময়্রং ময়্রময়্রং ॥

ময়্রময়্রং পুণ্ডিকং ময়্রং ময়্রময়্রময়্রং ॥”

১০. ভূমধ্যে ভূকরা সুখী বিফ্রাজ্ঞা পুনর্বা।

১১. মীনাকী চৈব সর্গাকী সহদেবী শতাবরী।

জিকলা গিরিকণী চ হংসপাদী চ চিত্রকং।

মমূলং কুটরিয়া তু বখালতাং বিনিঃকিপেং।

পূর্বাভোভাওমধ্যে তু খাত্তানকমিদং বৃতং।

বেদনাদিভু সর্কজ রঙ্গরাজত যোজয়েং ॥" (ভাবপ্রা)

নানাবিধ খাত্তাবাদির সহিত জল মিশ্রিত করিয়া মৃদ-
ভাঙে পূর্ণ করিবে, ভূকরাজ সকে, সুখী, বিফ্রাজ্ঞা, পুনর্বা,
মীনাকী, সর্গাকী, সহদেবী, শতাবরী, জিকলা, গিরিকণী,
হংসপাদী ও চিত্রক এই গুলি মমূলে কুটরি তাহার মধ্যে দিতে
হইবে, বতদিন পর্যন্ত তাহা অন্ন না হয়, ভতদিন তাহা রক্ষা
করিতে হইবে। এই রূপ করিলে খাত্তানক প্রস্তুত হয়।
এই খাত্তানক রসস্বেন বিষয়ে সকল স্থলেই প্রযোজ্য।

ধান্যায়ন (পুং স্ত্রী) খাত্তজ গোত্রাপত্যং কথাদি কক্। খাত্তের
গোত্রাপত্য।

ধান্যারি (পুং স্ত্রী) খাত্তজ অরিঃ ৬তং। খাত্তপক্ষ, মুবিক,
ইন্দুর।

খাত্তাধিন্ (জি) খাত্তং অর্থয়তে খাত্ত অন্ত্যার্থে শিনি। খাত্ত-
রূপ অর্থবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং স্ত্রীপ্।

খাত্তাধি (স্ত্রী) খাত্তজ অধি ৬তং। ভূব।

খাত্তোত্তম (পুং) খাত্তেভু উত্তমঃ। শালিখাত্ত। আমন
ধান, এই খাত্ত শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত ইহাকে খাত্তোত্তম কহে।

খাত্ত (পুং) ধ্বদেগে ভবঃ অণু বোপদেহেপি বেদে নিপা-
ত্তনাং টিলোপঃ। ধ্বদেগোত্তব।

"অসিতো ধাতো রাজতোহা।" (শতপথব্রা ১৩।৪।১৪)

লৌকিক প্রত্যয়ে ধাবন এইরূপ হইবে।

"উদকং পার্কতং বাক্‌মৈরিগং ধাবনং তথা।" (কামন্দকী)

ধাবন (স্ত্রী) ধবন বৃককল।

ধাবন্তর্য্য (জি) ধবন্তরি দেবতা অত বাহুলকাৎ গাং।
ধবন্তরি-দেবতাক হোমাদি, যে হোমাদিতে ধবন্তরি প্রকৃতি
দেবতা প্রধাম, তাহাকে ধাবন্তর্য্য কহে।

"অগ্নীষোমং বৈশ্বদেবং ধাবন্তর্য্যামনন্তরং।

প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথক্ হোমো বিধীয়তে ॥"

(ভারত আত্ম ৯৭ অঃ)

ধাবপত্ত (জি) ধবপতি সযদীর।

ধাপ (দেশজ) জলজ ভূণের ঢাবড়া। ধাপ বিলের জল
স্রবিসার সময় জলজ ভূণের গোড়া শুকাইয়া গেলে তাহা
পরস্পর জড়াইয়া গিয়া এক একটা ঢেপা ভাল বাধিয়া
জোড়ে জড়িয়া বেঁধিয়া, ইহাকেই ধাপ বলে। জলচর

পক্ষীরা ইহার উপর বেড়াইতে পারে। সময়ে সময়ে এই
ধাপের চারিদিকে বাধারী বা মনের কাটি পুতিয়া ধীবরেরা
ধাপে বা বিলের মধ্যে এক এক স্থানে আটকাইয়া রাখে,
ইহার নীচে মৎস্ত জমিয়া থাকে। ধীবরেরা পরে চারিদিকে
জাল দিয়া যেহিরা কেহিরা সেই ধাপ ভুলিয়া কেলে এবং এক
স্থান হইতেই বিস্তর জল সংগ্রহ করে থাকে। ২৪ পর-
গণা, বশোম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ধীবরেরা এই প্রকার যথেষ্ট
মৎস্ত ধরিয়া থাকে।

২ সিঁড়ি দিয়া উঠিবার প্রত্যেক পদবিক্ষেপ স্থান।

ধাপা, বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণার মধ্যে একটি মহৎ
লবণাক্ত বিল "ধাপা" নামে খ্যাত। ভারতের রাজধানী
কলিকাতার দক্ষিণপূর্বে অতি নিকটে এই বিল অবস্থিত।
ইহার চারি দিকে নানা খাল ও নদী আছে। এইখানে
নানাবিধ শস্ত, তরকারী ও তৃণ জন্মে। ধীবরেরা এখানকার
ভেড়ির নীচে মৎস্ত ধারণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে।
এই বিলের মধ্যে এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটি কর্তৃক
সহরের বাবতীর মল ও ময়লা নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ
নিক্ষেপ করার আজ কয়েক বৎসরে ইহার একাংশ ভরিয়া
উঠিয়াছে। সে ক্ষমিতে মিউনিসিপালিটির অনেক আয়
আছে।

ধাপেবারা, মধ্যপ্রদেশে নাগপুর জেলার একটি প্রাচ্যকর
ও পরিচ্ছন্ন সহর। চম্ভাভাগা নামক এক নদীর উত্তর তীরে
ইহা বিস্তৃত। নাগপুরের ১০ কোশ উত্তর পশ্চিমে, অক্ষা-
২১° ১৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৭' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোক-
সংখ্যা ৪ হাজার, তন্মধ্যে ৩৫০০ হিন্দু। এখানকার বস্ত্রশিল্প
বিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন। এখানে একটি চুর্ণের ভগ্নাবশেষ
আছে। পিণ্ডারিদিগের আক্রমণ হইতে নগরবাসীকে রক্ষা
করিবার জন্য ৭৫ বৎসর পূর্বে এই দুর্গ নির্মিত হয়।

ধাত্ম (পুং) ধা বাহুলকাৎ মন্। গগদেবভেদঃ।

"দেবঃ সাধ্যা তথা মিথে ভূধৈব চ মহর্ষয়ঃ।

যামা ধামাত্ত মোদগায়া গর্ভবাপ্সরোগাঃ ॥" (ভারত অ২৬অঃ)

২ বিহু। (ভারত ১৩।১৪২।৩৬)

৩ কুমারিকাভক্ত চন্দ্রক গোঁড়ীর একজন রাজা, চন্দ্রকের
পুত্র। (সহ্যাদ্রি ১।৩১।৩২)

ধামক (পুং) ধানক পূর্বোদহারাদিহাং লাহু। মাধক পরিমপ্ত,
এক মাধা।

ধামকেশিন্ (পুং) ধার ক্যোতীক্লপঃ কেশোহস্ত্য ইনি।
ক্যোতীক্লপের কিরণমুক্ত স্বর্বা।

"শিবাকরঃ সপ্তমতির্মহাকেশী বিশ্লেচনঃ।" (ভারত ৩।৩অঃ)

ধামনগর (দেশ) নোরাখাকারী, ধূমধামকারী।

ধামনগর (পুং) ধামানি হাদরতি হাদি-কিপ্ হবঃ। দ্যুসভার পুরক, অতিরিক্তের সমীকারক।

“ধামনগরমিরিঃ” (শুর বহু ১৮।৭৬)

ধামড়া, বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহা বেলিয়া নারায়ণপুর ও দেওচাঁ গ্রামের মধ্যপথে অবস্থিত। এখানে খনি হইতে লোহা তুলিয়া কাঁচা চালাই করা হইবার ৪টি কারখানা আছে। বাহারা এই সকল কারখানার কাজ করে, তন্মধ্যে বাহারা প্রথমেই খনিজ পদার্থটিকে অগ্নিতে প্রদান করিয়া কাঁচা লোহার তাল প্রস্তুত করে, তাহার কেবল মুসলমান জাতীয় এবং তৎপরে বাহারা পুনঃ পুনঃ গলাইয়া উহাকে পাকা করে, তাহার কেবল হিন্দু। এক একটা কারখানা হইতে প্রতি সপ্তাহে ২০ হইতে ২৫ মণ পাকা লোহা প্রস্তুত হয়।

ধামতারি, মধ্যপ্রদেশের মধ্যে রায়পুর জেলার সর্দাপেঞ্চা বৃহৎ ও প্রধান নগর। ইহাই ধামতারি তহশীলের সদর নগর ২০° ৪২' উত্তর অক্ষা° এবং ৮১° ৩৫' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে রায়পুরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বস্তারের রাস্তা এই নগরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। গম, চাউল, তুলা ও তৈলকর শস্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে বেল্লপ উৎকৃষ্ট ইক্ষু হয়, ছত্রিশ পড়ের আর কোথায় সেরাপ হয় না। এখানে গালায় কাজও বথেষ্ট, বৎসরে প্রায় ২ হইতে ২½ হাজার বলদের বোঝাই গালা চালান হয়।

ধামধা (পুং) পালক, রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা। [১৬]

ধামন্ (স্ত্রী) দধাতি গৃহস্থাদিকঃ ধীরতে দ্রব্যজাতমস্মিন্মিতি বা, ধাম-মণিন্। (সর্গধাতুভ্যো মণিন্। উণ্ম ৪।১৪৪।) ১ গৃহ।

“তর্জুঃকর্জুবিব্রিতি গঠৈঃ সাদরং বীক্যমাণঃ।

পুণ্যং বারাজিভূবনশুরোর্থাম চত্বীষরতঃ” (মেঘদূত ৩৫)

২ গৃহ। ৩ দেহ। ৪ দ্বিঃ। ৫ প্রভাব। ৬ রক্ষা। ৭ স্থান। ৮ অশ্ব।

৯ বিষ্ণু। ১০ তেজঃ। ১১ নামোপলব্ধিত।

“তক শুকতরো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ।”

(ভারত ১৩।১৪২।৩৬।)

ধামনগর, ১ বালেশ্বর জেলার একটি পরগণা ও গ্রাম। চুড়া-কুটি ও ভ্রামপুর এই পরগণার প্রধান গ্রাম। তদ্রক উপ-বিভাগের মধ্যে ধাম-নগরে একটি থানা আছে।

২, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাজাইপুর উপবিভাগের একটি গ্রাম। এখানে বজিয়ার উপাধিবিধিষ্ট এক ঘর প্রাচীন

জমিদার আছে। তাহার পূর্বপুরুষ একজন মুসলমান কর্তৃক অপমানিত হইয়া পুরসিগিতে ভূমিরা আশ্রয় লাভ করেন। সেই পুরসিগির মধ্যস্থলে একটি অশ্বখ গাছ আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, গাছটি এই জলমধ্যস্থ এক মন্দিরের উপরে জন্মিয়াছে।

ধামনায়, রাজপুতনার অন্তর্গত নিমচ নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ধামনার নামক পর্বতমালা অবস্থিত। ধামনার গ্রাম ঝালুপাটন হইতে ২৫ দক্ষিণপশ্চিমে ও চণ্ডিবাস গ্রামের এক ক্রোশ পূর্বে। এখানকার পর্বতে খোদিত গিরি-শুভা আছে। এই সকল শুভার মধ্যে হিন্দুকীর্তি এবং বৌদ্ধ-কীর্তি উভয়ই বর্তমান। পর্বতের উপরি ভাগ প্রায় সমতল, কেবল দক্ষিণে ২০।৩০ ফিট উচ্চ এক শিখর, এই শিখরেই বৌদ্ধকীর্তি আছে। কীর্তি একটি নহে। পর্বতগায়ে কতকগুলি শুভা কাটা হইয়া তন্মধ্যে নানাবিধ অট্টালিকাদি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম কোণ হইতে গণনা করিলে এই উচ্চ চূড়ার প্রধান ১৪টি শুভা আছে—

তন্মধ্যে ১ম শুভার একটি বারান্ডা ও তাহার পশ্চাতে ৮×৭ ফিট করিয়া দুইটি ঘর। এখানে উঠিবার অল্প পার্শ্বে পর্বতগায়ে বহু সোপান আছে।

২য় শুভার একটি বারান্ডা, উহা ২৭½ ফিট লম্বা, ১০ ফিট চওড়া। ইহার পশ্চাতে ২×৭½ ফিট করিয়া দুই ঘর, তাহার পশ্চিমে আরও একটি ২×৬ ফিট ঘর আছে।

৩য় শুভার সমতল এক হারা ছাদবিশিষ্ট ১২ ফিট একটি ঘর আছে। ইহার অভ্যন্তরে ৫½ ফিট বেধবিশিষ্ট একটি টোপ।

৪র্থ শুভার একটি ক্ষুদ্র টোপবিশিষ্ট চৈত্যশুভা। ইহা দৈর্ঘ্যে ২০ ফিট, প্রস্থে ১০½ ফিট। ঘরের কোণগুলি গোল এবং ছাদ খিলানের ভাৱ। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে ৬০ ফিট দৈর্ঘ্য আর একটি শুভা ছিল, তাহার ছাদ তালিরা পড়িয়া গৃহপ্রবেশ সংকল্প করিয়াছে। তৎপরে ৫ শুভার—একটি ৬০×১০ ফিট বারান্ডা, তাহার পশ্চাতে ১৬×৮ ফিট এক ঘর। ইহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ঘর। ইহার পশ্চিমদিকে পর্বতগায়ে একটি অর্দ্ধাঙ্গ স্তূপ খোদিত আছে।

৬ষ্ঠ শুভাকে স্থানীয় লোকেরা “বড়া কাছারী” বলে। ইহা এক বৃহৎ শুভা, ইহার মধ্যস্থলে সমতল ছাদবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২০ ফিট—এক দরবার গৃহ। ছাদ চারিটা স্তরের উপরে স্থাপিত। উত্তর পার্শ্বে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৭ ফিট করিয়া তিন তিনটি ঘর, সম্মুখে এক নাটমন্দির ও তাহার পশ্চাতে এক চৈত্যশুভা। বৃহৎ দরবার গৃহটি সমুদ্রতীর এবং দুইটি ক্ষুদ্র কানালার দ্বারা উত্তমরূপে আদোষিত হয়, কিন্তু অল্প ঘরগুলি অন্ধকার।

নাটমন্দিরের সম্মুখে দুইটি চৌকা খাম এবং তাহার গায়ে দুইটি আধ-গোলা খাম। নাটমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কাটের কাটার মত পাথরের কাটরা দিয়া আবদ্ধ।

৭ম গুহার একটি ৮×৭ ফিট ঘর। ইহার সম্মুখের উচ্চতা আরও বেশী। ৮ম গুহার নাম “ছোটা কাছারী”, ইহাতে একটি ২৩½×১৫ ফিট চৈত্যগুহা আছে। ইহার মধ্যে ১৬½ ফিট উচ্চ এক টোপ আছে। টোপের মূলদেশ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২½ ফিট, ইহার সম্মুখেও বড় কাছারীর স্থায় নাটমন্দির আছে। ইহার সহিত দুইটি ক্ষুদ্র ঘরও আছে।

৯ম গুহার ৪টি ক্ষুদ্র ঘর। পূর্বত গায়ে এক অর্দ্ধাক্ষ টোপ আছে। তিনটি ঘর ৮×৬ ফিট, কিন্তু চতুর্থ গৃহটি ১১ ফিট লম্বা। এই ঘরের মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে এক বৃহৎ প্রান্তরময় শয্যা আছে। তাহার উত্তর ধারে পাথরের বালিসও আছে।

১০ম গুহার নাম “রাজলোক” “কনিক মকান” বা “কম-নীর মহল”। ইহা ঠিক বড় কাছারির মত, কেবল দরবার গৃহটি ২৫×২৩ ফিট।

১১শ গুহার নাম “ভীমকা বাজার”, এতবড় গুহা খাম-নারে আর নাই। ইহাতে এক দীর্ঘ চৈত্যগুহা, নাটমন্দির ও এতদভয়ের চতুর্পার্শ্বে এক প্রদক্ষিণা আছে। এই প্রদক্ষিণার তিনদিকে স্তম্ভগুচ্ছের উপর বারাগুণ্ডা এবং তৎপশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশ্রেণী ও ইহার মধ্যে দুইটিতে দুইটি ক্ষুদ্র চৈত্য আছে। চৈত্যগুহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিহার দেখিবার জিনিস। এই গুহার দৈর্ঘ্য ১১৫ ফিট এবং প্রস্থ ৮০ ফিট। সম্মুখস্থ চৈত্য-গৃহের গম্বুজ পড়িয়া গিয়া দৈর্ঘ্য কমিয়া ৯০ ফিট হইয়া পড়িয়াছে। গুহাঘরের দুইটি ৫ ফিট বেধবিশিষ্ট টোপ আছে। প্রদক্ষিণা-পথটি ৬৭ ফিট দীর্ঘ। পশ্চিমাংশে ৯টি অর্দ্ধ প্রস্তুত স্তম্ভাংশ পড়িয়া আছে। বারাগুণ্ডা বরাবর ৮ ফিট চওড়া। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৭ ফিট। উত্তর দিকের মধ্য গৃহটি ১৭×১৩ ফিট। পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটি চৈত্যগুহা। পূর্ব গুহার চৈত্যের সম্মুখে এক উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। ১২শ গুহা, একটি চৈত্য-মন্দির। মধ্যস্থ টোপটি দীর্ঘ ও উঁচু হইয়াছে। ইহার ঘরের দৈর্ঘ্য (১৬½ ফিট) দেখিয়া তাহা কতকটা বর্ষা বালিয়া অনুমানিত হইতে পারে। এই গৃহটি ২×২৫ ফিট। ছাদ সমতল, টোপের উপর দিয়া একখানি পাথরের কড়িঘরের সমস্ত দীর্ঘতা ব্যাপিয়া আছে, এবং ছাদটি গুহাবলম্বনে সংরক্ষিত। ইহার সম্মুখে ২৫ ফিট বিস্তৃত সমতল

পরিষ্কার অমাবৃত্ত স্থান, তৎপরে সোপানশ্রেণী নামিয়া গিয়াছে।

খামনিকা (স্ত্রী) খামনোব বার্শ্বে কন টাপ অত ইধং।
খমনী। (রত্নমালা)

খামনিধি (পুং) খামানি কিরণানি নিধীয়ন্তে ইজ নি-খা-
কি। খৃষা।

খামনী (স্ত্রী) খমনোব খমনী-বার্শ্বে অণু, ততো ভীম-
খমনী।

খামপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিজেন্দ্র জেলার খামপুর তহসীলের প্রধান নগর। এই নগর অক্ষা° ২৯° ১৮' ৪৩" উত্তর এবং ৭২° ৩২' ৪৬" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বিজেন্দ্র নগরের ১২ কোশ পূর্বে হরিবারের পথের উপর এই সহর। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। এখানে কামার ও কাঁসারীর কারবারই অধিক। সহরের সর্বত্রই দোহ ও শিল্পলজাত দ্রব্যের দোকান। সোহের তাল চাষি, বাজের কল এবং পিতলের বাতিদান, কাঁসার বাসন, শাঁক, ঘণ্টা, পেটা ঘড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। একপ্রকার বন্দুকও প্রস্তুত হইয়া থাকে। একজন বন্দুকওয়াল উক্ত বন্দুকের নমুনা পাঠাইয়া পারিস প্রদর্শনী হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৭৫০ ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) পারিতোষিক পাইয়াছিল। এখানে সম্রাট হইবার হাট ও প্রতিমাসে একটা মেলা হয়। সহরের দক্ষিণ দিকে একটি বড় সরাই আছে।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিলায়া এই স্থানে মোগল সেনাদিগকে পরাস্ত করে। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শিখারানায়ক আমীর খাঁ ইহা লুণ্ঠ করে ও সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

খামরা ১ উড়িষ্যার একটি নদী। উড়িষ্যার মাতাই, খরগুয়া, ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদী-চতুষ্টয় মিলিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। এ নদীতে সকল সময়েই সর্কপ্রকার নৌকা যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু মোহানার নিকট এক বালির চড়া পড়িয়া নৌকাদি যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ তরজনক হইয়াছে। কটক ও বালেশ্বর জেলার মধ্যে এই নদীই নীমাশ্বরূপ। ২ কটক জেলার এই নদীর উপর খামড়া বন্দর, ইহা ২০° ৪৭' ৪০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬° ৫৫' ৫৫" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বৈতরণীর উপর চাঁদবাণী এবং ব্রাহ্মণীর উপর হাঁসুয়া, পটামুণ্ডী এবং খরগুয়া নদীর উপর আউল নামক স্থান পর্যন্ত এই বন্দরের সীমা। এই স্থানে সমুদ্রস্রোতি আঁহাল ও আঁহাল পর ও রত্নানী হাউজালিয়া-বারা।

ধামভাজ্জ (পুং) ধাম বজ্জহানং ভজ্জন্তে ভজ-ণি। বজ্জ-
হানভাগী দেবতা।

“ধামভাজো দেবাঃ পাথোভাগ্ বনস্পতিঃ।

ধাম বৈ দেবা বজ্জভাজজন্ত পাথঃ পিতরঃ।” (শাংখ্যায়নব্রাঃ ১০।৩)

ধামশস্ (অব্য) ধামি ধামি ইত্যর্থঃ শস্। স্থানে স্থানে।

“তেষামিধানি বিহিতানি ধামশঃ” (ঋক্ ১।১৬৪।১৫।)

ধাম্মা (দেশজ) বেদনির্মিত স্তুতি।

ধাম্মার্গব (পুং) ধাম্মো মার্গং পহানং বাতীতি বা গভৌ ক।
অপামার্গ। ইহা রক্ত অপামার্গ, যেহেতু ভাবপ্রকাশে ইহার
পর্যায় স্থলে এইরূপ লিখিত আছে—

“রক্তো হস্তো বসিরো বৃত্তকলো ধাম্মার্গবো হপি চ।

প্রত্যক্পনী কেশপনী কথিতা কপিপিপ্লনীঃ” (ভাবপ্রঃ)

২ বোষকলতা, চলিত কথায় বোঁবাল লতা। ৩ পীতবোঁবা।

৪ রাজকোষাতকী, ধাতকী, ধুঁহুল, হিন্দী ঘিরা তোরই।

৫ মহাকোষাতকী, হিন্দী নেমুয়া।

ধাম্মি, পঞ্জাব গবর্মেন্টের অধীনস্থ একটি পার্শ্বতারাঙ্গ্য।
সিমলার ৬৬ ক্রোশ পশ্চিমে এই রাজ্য অবস্থিত। যখন
সাহেবুদীন্ বোরী ভারতলয় করিতে আসেন, সেই সময়
অঝোলাজেলার রায়পুর হইতে এক রাজপুত পলারন করিয়া
এই প্রদেশ জয় করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন
করেন। ধাম্মির অধিপতির “রাশা” উপাধিধারী ও রাজ্য-
প্রতিষ্ঠাতার বংশোদ্ভব। কিছুদিন এই রাজ্য বিলাসপুর
রাজ্যের করদ হইরাছিল। ইংরাজরাজ ওর্থাযুকের সময়
(১৮০৩-১৮১৫) ইহাকে বিলাসপুরের অধীনতা হইতে মুক্ত
করেন। রাজ্যের পরিমাণ ২৬ বর্গমাইল মাত্র। লোক সংখ্যা
৩৫০০। ইংরাজরাজকে ধাম্মিররাজ বার্ষিক ৭২০ টাকা রাজস্ব
দেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বর্তমান রাজা কতেসিংহের
পিতা অনেক সাহায্য করার তিনি বাবজীবন অর্দ্ধেক কর
ছাড় পাইরাছিলেন। শত অন্ন পরিমাণ জন্মে। অহিংস এই
স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

ধামেক, কানৌর নিকটবর্তী বনস্থান। ইহার প্রাচীন নাম
মুগদাব। এইখানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম ব্রহ্ম প্রচার করেন। অশোক
ঐহার স্মরণার্থ এখানে এক স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ধামেকের
স্তম্ভটী সাধারণতঃ সারনাথস্তম্ভ নামে খ্যাত। [সারনাথ দেখ্।]

ধামোনি, বধ্যপ্রদেশের নাগর জেলার একটি নগর। অক্ষা°
২৪° ২২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৪৯' পূঃ; সাগর স্তর
হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। নভলার সর্দার বংশের
জুরধ শা আমক এক ব্যক্তি ধামোনি রাজ্য স্থাপন করে।
প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তখন ইহার মুন্সেফ-বর্জিত রাজ্য।

বীরসিংহদেব উহা অধিকার করিয়া দুর্গ ও নগরের
সংহার করাইরাছিলেন। ইহার সময় বর্তমান সাগর ও
দামো জেলার অধিকাংশ স্থান এই রাজ্যভুক্ত ও ইহা
ঐহার রাজধানী হয়। এই সময় এই রাজ্যে ২৫৫৮
খানি গ্রাম ছিল, শেষে পত্তনের রাজা উমরাওসিংহ
• অধিকার করেন, কিন্তু কয়েকমাস পরেই নাগপুর-রাজ উহা
কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অগা সাহেবের পলারনয়-
পর জেনারেল শার্পাল ইংরাজরাজের পক্ষ হইতে ইহা
অধিকার করেন। তদবধি ইহা এখনও ইংরাজাধীন আছে।
ইহার সীমা কমাইরা এখন কেবল ৩০ খানি গ্রাম লইয়া
ধামোনি তহসীল গঠিত হইয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের
ঐত্বীয় নিদর্শন স্বরূপ প্রাসাদে মসজিদাদির ভগ্নাবশেষ ও
এক দীর্ঘ সরোবর আছে। ধমান নদীর উপত্যকার বুনল-
খণ্ডের অভিমুখে বাটপর্কতের উপর দুর্গটি অবস্থিত।
সরোবরটি নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে, ইহার জল তাল।

ধায় (ত্রি) দধাতি ধারয়তীতি ধা-ণ। (ভ্রাতৃধেতি। পা
৩।১।১৪৫।) ধারণকর্তা।

“দমৈচ্ছঃখন্ত ধায়ুগুণ্ডো ধায়েরামোদমুত্তমঃ।” (ভট্ট ৬।৭৯)

ধায়স্ (ত্রি) দধাতিতি ধা-অনুন্ বাহলকাৎ যুক্। (বহি-
হাধাঞতান্ধনসি। উণ্ ৪।২২০) ১ ধারণকর্তা। ২ পোষণকর্তা।

“ভূরসি ভূমিরত্নমিত্তিরসি বিধন্ত ধায়াঃ।” (শুক্র যজুঃ ১৩।১৮)

ধায়ু (ত্রি) ধা-উন্, বাহ্ যুক্। ধারক। “বমৈ ধায়ু
রদধাঃ” (ঋক্ ৩।৩০।৭)

ধায়া (পুং) ধীরতে আশ্রিততে মঙ্গলার্থমিতি ধা-কর্ষণিণ্যৎ
ততো যুক্। পুরোহিত।

ধায়া (স্ত্রী) ধীরতে সমিমনয়া ধা-করণে গাৎ। অগ্নিসমিক্-
নার্থ ঋক্, অগ্নি প্রজ্ঞালনের মন্ত, সামধেনী।

ধার (স্ত্রী) ধারয়া ইদং ধারা-অণ্ (তত্ত্বমৎ। পা ৪।৩।১২০।)
বর্ষোত্তবজল।

“ধারাতিঃ পতিতঃ ভোরঃ গৃহীতঃ ক্ষীতবাসসা।

দিলারায় বসুধারায় বা ধোতারায় পতিতক তৎ॥

সৌবর্ণে রাজতে তাস্মৈ ক্ষাটিকৈ কাচনির্মিতে।

ভাজনে মুগ্নরে বাপি স্থাপিতং ধারমুচ্যাতেঃ” (ভাবপ্রঃ)

যে বৃষ্টির জল ধারাবাহী হইয়া ক্ষীত বস্ত্রে বা সুশোধ
প্রস্তর অথবা ভূমিতে পতিত হয়, তাহা সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র,
ক্ষাটিক ও কাচনির্মিতপাত্র অথবা মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া
রাখিলে তাহাকে ধার অর্থাৎ ধারাতব-জল কহে। ইহার
অণু—ত্রিদোষনাশক, অব্যাকরস, লঘু, সৌম্য, স্নানার, বল-
কারক, তৃপ্তিকর, আক্কাইজনক, প্রাণধারক, পিচক

যুক্তজনক, এবং সূক্ষ্ম, তজ্জা, বাহ, শ্রান্তি, ক্রান্তি ও পিপাসা-নাশক। এই জল প্রায়টুকালে বিশেষ হিতকর। এই ধার জল হইে প্রকার—গাঙ্গ ও সামুদ্র। সামুদ্র বলিয়া থাকেন যে মেঘাত্তরত্ব দিগ্গজগণ আকাশগঙ্গাসংক্রান্ত জল গ্রহণ পূর্বক বর্ষণ করে, উহাকে গাঙ্গজল বলা যায়। মেঘগণ প্রায় আশ্বিনমাসে গাঙ্গজল বর্ষণ করে। এই জল সকল প্রকার হিতজনক। চরক মুনির এই মত। জ্বর, রোগ্য, অথবা মৃত্তিকা-নির্মিত পায়ে স্থাপিত শালিতত্ত্বের অন্ন উপরি বৃষ্টির জল পতিত হইলে যদি ঐ অন্ন ক্রিয় বা বিবর্ণ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গাঙ্গজল বলে। গাঙ্গজলের বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে সামুদ্রজল কহে। সামুদ্রজল কারসংযুক্ত, লবণরস, শুক্রনাশক, দৃষ্টির হানিকারক, বলাপহারক, আমগন্ধি, দোষপ্রদায়ক, এবং তীক্ষ্ণ, ইহা সকল কার্যেই অহিতজনক। সামুদ্রজল আশ্বিন মাসে গাঙ্গজলের তুল্য উপকারী। কারণ অগস্ত্যাদিগের পর যে সামুদ্রজল হয়, তাহা নির্বিষ, মধুররস, শুক্রজনক, এবং দোষপ্রদায়ক নহে। (ভাবপ্রকাশ) [জল দেখ।]

ধার (পুং) ধু-শিচ-ঘঞ। ১ গ্রীষ্মকাল। ২ শ্রাবণ। ৩ মেঘের জল-বর্ষণ। ৪ প্রান্ত। ৫ গভীর। (শব্দরং)

ধারক (পুং) ধরতি জলাদিকমিতি ধু-ধূল্। কলস। ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“উৎপত্তিঃ লক্ষণং মানং কথ্যামি মহামুনে।

ধারকাঃ কলসাস্টৈব যেন লোকে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ॥

অমৃতং মধ্যমানে তু সৰ্বদেবৈঃ সন্ধানবৈঃ।

মহানং মন্দরং কৃৎস্না নেত্রং কৃৎস্না তু বাহুকিং॥

উৎপন্নমৃতং তত্র মহাবীৰ্য্যপরাক্রমং।

তত্ত্বাং ধারণার্থং কলসঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।

কলাং কলাং গৃহীত্বা বৈ দেবানাং বিশ্বকর্ষণা।

নির্মিতোহয়ং পুটৈর্ঘন্থাং কলসস্তেন উচ্যতে॥” (দেবীপুং)

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে! ধারক অর্থাৎ কলসের উৎপত্তি, লক্ষণ এবং পরিমাণ কীৰ্ত্তন করিতেছি। ধারণশীল কলস যে কারণে হয়, তাহাও বলিতেছি। সকল দেবতার দানবগণের সহিত মন্দর পর্বতকে মহান দণ্ড করিয়া এবং বাহুকিকে নেত্র (অঙ্ক) করিয়া অমৃত মহন করেন। এই মহনে অমৃত উৎপন্ন হয়। অমৃত ধারণের জন্যই কলসের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিশ্বকর্মা দেবগণের কলা কলা গ্রহণ করিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতার ইহার নাম রাখিয়াছিলেন ‘কলস’। কলসের সুখে ব্রহ্মা, ঐশ্বর্য্য মহেশ্বর, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং মধ্যমাতৃগণ অবস্থিত। অবশিষ্ট সকল দেবতা

কলসের চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া থাকেন। কলসবর্তে সপ্ত-সাগর এবং সপ্তদীপ অবস্থিত। গ্রহ, নক্ষত্র, হিমবান্, হেমকূট, নিবধ, মেঘ, মোহিত, বালাবান্ এবং সূর্য্যকান্ত এই সব কলসপর্বত। পদ্মা, সরস্বতী, সিদ্ধ, জ্ঞানাগা, যমুনা, ঐরাবতী, শতদ্রুনা, বৈতরণী প্রভৃতি নদী এবং সকল তীর্থ, তৎসমস্তই কলসে অবস্থিত। সকল দেবতা এই এক কলসে বিরাজিত থাকেন। গোষ্ঠ্য, অগণোষ্ঠ্য, মন্দত, স্রমহান্, তজ্জ, বিরজ, তমুদ্র, ইন্দ্রিয়োপেত এবং বিজয় এই নয়টী কলসের নাম।

বিজয় নামক নবম কলসের অধিদেবতা শিব। প্রথম কলসের অধিদেবতা পৃথিবী, দ্বিতীয়ের জল, তৃতীয়ের পবন, চতুর্থের অগ্নি, পঞ্চমের বলহান, ষষ্ঠের আকাশ, সপ্তমের চন্দ্র, অষ্টমের সূর্য্য। ইজের এই অষ্টমূর্ত্তি দেবী উৎপাদন করেন এবং শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহাতেই শিবের অষ্ট-মূর্ত্তি হইয়াছে। প্রথম কলস পূর্বমুখে, দ্বিতীয় কলস পশ্চিমমুখে, তৃতীয় কলস বায়ুকোণে, চতুর্থ কলস অগ্নি-কোণে, পঞ্চমকলস নৈঋত কোণে, ষষ্ঠকলস ঈশান কোণে, সপ্তম কলস উত্তরমুখে এবং অষ্টম কলস দক্ষিণ-মুখে স্থাপনীয়। কলসের সুখে ব্রহ্মা, ঐশ্বর্য্য বিষ্ণু, মধ্যমাতৃগণ, ইন্দ্রাদিদেবগণ ও নাগগণ কলসে অবস্থিত। কলসবর্তে সমুদ্র, সপ্তদীপা মেদিনী, লক্ষ্মী, উমা, পদ্মক-গণ, ঋষিগণ ও আচার ব্রহ্মণ পঞ্চভূত অবস্থিত। নদী, সরোবর, তড়াগ, বাণী, কূপ বা সমুদ্রের পবিত্র তোরণস্থ জ্ঞানবহ প্রসিদ্ধ কলসমণ্ডলের পার্শ্বে উচ্ছলনগণে অবস্থিত।

এই নব কলস সকল মঙ্গলযুক্ত, অতিবেক কার্য্যে সত্তত গ্রাহ্য। যাজ্ঞিকালে, বিবাহকালে, প্রতিষ্ঠার ও বজ্রে সকল অজীষ্টসাধক এই নব কলস স্থাপনীয়। মৃত্যুপত্যা, বক্ষ্যা, মৃত-গর্ভা, অগর্ভা, হৃৎগা এবং রোগার্ভা রমণীদিগকে পুষ্পবস্ত্রে দান করাইবে।

গ্রহ ও মাতৃগণকে ধারণ এবং মহাধোয় কষ্ট দূর করেন বলিয়া সামুদ্র ইহার নাম ধারক এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। পৃথিব্যাতির এক এক কলা গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া ইহা-দের নাম কলস। ইহা অর্ঘ্যময়, রোগাময়, তাজময়, বা সুখর হইবে। ইহা স্থলতার পঞ্চাঙ্গুল, উচ্চতার বোদ্ধশ অঙ্গুল এবং সুখ অষ্টাঙ্গুল হওয়া আবশ্যক।

অষ্টমূর্ত্তিশিব পরে, এবং অষ্টমূর্ত্তি শিবপ্রদর্শন করিকাতে অবস্থিত। প্রথমগণই পদ্মবল, পদ্মবল নাগ-দ্বীপবহ, নাগগণই কলস। কলসগণ গ্রহ, লোকপাল ও বিষ্ণুব্রহ্ম, এই সকল অষ্টম পশ্চিমাদী সর্বপাপনাশক

অন্যন্যর প্রাথমিককর্তৃক এই চরায়ন লগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

(বেরীপুরবাং)। (ক্রি) ২ ধারণ-কর্তা।

“অপ্রিয়াপাশি পথ্যানি বে বদতি নৃণামিহ।

তএব নৃষাঃ প্রোক্তা অস্তে হ্যা নার্মধারকাঃ” (পঞ্চতন্ত্র ২।১৭৫)

৩ অধমণ।

ধারণকা (ক্রী) ধারক টাপ্ বেদে অতো ন ইচ্ছঃ। যোনি।

“নিগল্গনীতি ধারকা” (ভৃকুবজু ২০।২২) ‘ধরতি লিঙ্গঃ ধারকা যোনিঃ’ (মহীধর)

ধারণ (ক্রী) ধৃগিচ্ ভাবে লুট। ১ বিধারণ, প্রেহণ।

অবলম্বন। যথা বহিধারণ। ২ পরিধান। যথা বস্ত্রধারণ।

৩ সেবন, রক্ষণ। যথা ঔষধ ধারণ। ৪ নিধারণ, সংবরণ।

যথা বেগধারণ। ৫ বহন। ৬ স্থাপন।

“তৈক্কাভ নিহরেনাত্ত কক্ষং গভূষধারণাৎ” (বৃহত ১।৪৬অঃ)

(পুং) ৭ কস্তপপত্র নাগবিশেষ।

“বিরজাধারণশ্চৈব সুবাহুধরো জয়ঃ।”

(ভারত ১২।৩৩৫।৫৪)

ধারণক (পুং) ১ স্বামী, অধমণ। ২ যে ধারণ করে।

ধারণ গাঁও, খালেশ জেলার এরণদোল উপবিভাগের অন্তর্গত একটি প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২০’ ২০’’ পূঃ, জলগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

এখানে সদর কাছারী, ভীলসৈন্তাগণের আড্ডা, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। এখানে কার্পাস ও তৈলকর শস্তাদির বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। পূর্বে এখানকার কাগজ ও বস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন আর কাগজ প্রস্তুত হয় না। তবে মোটা কাপড়ের কার্য এখনও বেশ প্রচলিত আছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেন্টের যত্নে একটি তুলার কল প্রতিষ্ঠিত হয় ও একজন যুরোপীয়ের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল কার্য চলে, কিন্তু এখানকার কলে তেমন খরচা সঙ্কুলান না হওয়ার অল্প দিন পরেই তুলিয়া দেওয়া হয়।

মরাঠাদিগের আধিপত্য কালে এখানে ভীলদিগের খুব উৎপাত ছিল। তৎকালে কএকবার এই নগরে রক্তের নদী বহিয়াছিল। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজেরা কুঠি স্থাপন করেন। পর বর্ষে শিবাজী এই নগর লুট করিতে আসেন। তৎপরে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজী আর একবার লুটিয়া যান। তৎকালে এই অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানই বাণিজ্যপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

উক্ত রক্তনদীর পর শিবাজী আসিয়া আর একবার এই নগর লুট করিয়া পৌরোহিত্য দিয়া যান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান

বৃটিশ গবর্নমেন্টের অধীন হয়। ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজী সেনাপতি আউটরাম এখানে থাকিয়া ভীল-সৈন্ত গঠন করেন। তাহার নামে খ্যাত এখানকার বাঙ্গলা দেবিবার জিনিস।

এখন এই নগরে ৬টা বিদ্যালয় আছে। লোকসংখ্যা আর ১৫০৭২, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১১৫৭১, মুসলমান ৩০১৮, জৈন ২৫০।

ধারণযন্ত্র (ক্রী) তন্ত্রোক্ত পূজার বস্তুতন্ত্র।

ধারণা (ক্রী) ধার্যতে বা সা ধৃগিচ্ য্চ-টাপ্। ১ বুদ্ধি।

“ইন্দ্রিয়াশি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমাহুঃ সুখং ধৃতিঃ।

ধারণা প্রেরণং জ্ঞঃখমিচ্ছাহকার এব চ।” (যজুর্ব্রহ্ম ৩।৭৩)

২ জ্ঞায়া পথস্থিতি। পর্য্যায়—সংস্থা, মর্যাদা, স্থিতি। (অমর)

“ন লজ্যয়েৎ বৎসতস্ত্রীং ন প্রাধায়েচ্চ বর্ষতি।

ন চোদকে নিরীক্কেত স্বরূপমিতি ধারণা।” (মহু ৪।৩৮)

৩ যোগাল বিশেষ। অধিতীয় বস্ত্র বিবরে অন্তরিক্ষিয় ধারণের নাম ধারণা। (বেদান্তসার)

ধোর বস্ত্রবিবরে চিত্তের স্থির বন্ধন।

“তন্মাত্র সমস্তশক্তীনায়াধারে তত্র চেতসঃ।

কুর্কীত সংস্থিতিং সা তু বিজেরা শুদ্ধধারণা।”

(বিষ্ণুপু ৬।৭।৭৪)

পরব্রহ্মে মনের সংস্থিতি, মনের দৈর্ঘ্যসংস্থাপন।

“ব্রহ্মাচ্চিস্তা ধ্যানং ত্রাৎ ধারণা মনসো ধৃতিঃ।

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিঃ ক্রমঃ স্থিতিঃ।” (পার্বড়পু ৪৯অঃ)

ব্রহ্মবিষয়ে আত্মচিস্তার নাম ধ্যান, এবং মনের ধৃতি দৈর্ঘ্যসংস্থাপন, অর্থাৎ কোন দিকে বিচলিত না হইয়া, কেবল ব্রহ্ম-বিষয়ে মনঃ সমাধান করার নাম ধারণা। ইহার বিবর অগ্নিপুরণে এইরূপ লিখিত আছে :—

“ধারণা মনসো ধ্যেয়ে সংস্থিতি ধ্যানবদ্ধিধা।

মূর্ত্ত্যামুর্ন্তহরিধানমনোধারণতো হরিঃ।

যথাহ্যাবস্থিতং লক্ষ্যং তন্মাত্র চলতে মনঃ।

তাৎকালং প্রদেশেষু ধারণা মনসি স্থিতিঃ।

কালাবধিপরিচ্ছিন্নং দেহে সংস্থাপিনং মনঃ।

ন প্রচ্যাবতি ব্রহ্মাকাঙ্ক্ষারগা সাত্ত্বধরীতে।” (অগ্নিপু ৩৭৪অঃ)

ধ্যেয় বস্তুতে মনের যে সংস্থিতি তাহার নাম ধারণা, মন কোন দিকে বিচলিত হইবে না, কেবল ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই ধারণা বলা যায়। বাহ্যদিকে কোন প্রকার লক্ষ থাকিবে না, চিত্ত কেবল একলক্ষে অন্তিমিষিষ্ট থাকিবে, নির্জাত প্রদেশে নীপ প্রবন বিচলিত হয় না, স্থির থাকে, সেইরূপ চিত্ত কোন দিকে মিলিষ্ট

না হইয়া একমাত্র ধ্যেয় বস্তুতে অবস্থিতি থাকিবে, তাহাকে ধারণা কহে। যে ধারণাভ্যাসবৃত্ত্যাদ্বা, অর্থাৎ বাহার চিত্ত এইরূপ স্থির হইয়াছে, তাহার অন্তকালে স্বর্গ লাভ হইয়া পাকে। এইজন্য প্রত্যেকব্যক্তির ধারণা অভ্যাস করা আবশ্যিক। (অম্বিপূঃ ৩৭৫)

“প্রাণারামবিষট্টকেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ।

প্রত্যাহারবাদশক্তিধারণা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

প্রত্যাহারেন সম্পন্নঃ ধারণামথ চাভ্যাসেৎ।

জদয়ে পঞ্চভূতানাং ধারণং যৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥

মনসো নিশ্চলক্বেন ধারণা সাহিত্যধীরতে ৪” (কাশীখঃ ৪২অঃ)

ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—
যোগফলের প্রথম অঙ্গ ধারণা।

“দেশবদ্ধচিত্তস্ত ধারণা” (পাতঃ ৩৭)

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখার নাম ধারণা। রাগদ্বेषাদিশুদ্ধ হইয়া পূর্কোক্ত প্রকারের মৈত্রাদি ভাবনা দ্বারা নির্মলচিত্ত হইয়া যমনিয়মাদিতে সিদ্ধ হইয়া কোন এক যোগাসনে ঋজুভাবে অর্থাৎ অভূম ভাবে উপবেশন কর। অনন্তর ইঞ্জিরদিগকে তাহাদের স্ব স্ব বিষয় রূপাদি হইতে বা স্ব স্ব গন্তব্য স্থান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া টানিয়া সমর্পণ কর অর্থাৎ চিত্তের সঙ্গে মিশাইয়া দেও। অনন্তর তাদৃশ চিত্তকে নাসাগ্রে জমধ্যে জংপন্নমধ্যে কিংবা নাড়ীচক্রে প্রভৃতি আধ্যাত্মিক প্রদেশে না হয়, তৃত ভৌতিক কিংবা কোন স্তম্ভরতম মূর্ত্তি প্রভৃতি বাহুবস্তুতে ধারণ কর। এরূপ প্রযত্নে ধারণ করিবে যে, চিত্ত বেন তাহা হইতে প্রচ্যুত হইতে না পারে। এরূপে চিত্তকে বাঁধিতে পারিলেই ধারণা যোগ আরম্ভ হইবে।

ধারণ করার নাম ধারণা। সেই ধারণা স্থায়ী হইলে ধ্যানে পরিণত হয়। জৈশ্বর অথবা বাহ্য কিছু অভিমত বস্তু তাহাতেই মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, পরে চিত্তের চারিদিকের বৃত্তিগুলি সেই সকল বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই অভিমত বস্তু বা জৈশ্বের অভিনিবিষ্ট করিবে। যখন ইঞ্জিরগণ আর কোন দিকে বিচলিত হইবে না, একমাত্র ধ্যেয়বস্তুতে স্থির থাকিবে, তখনই প্রকৃত ধারণা যোগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ ধারণা যোগ সিদ্ধ হইলে ধ্যান হয়। সেই ধারণীয় পদার্থে যদি প্রত্যাহারের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একতানতা জন্মে, তাহা হইলে ধ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে কুশি বাহ্যেজির নিরোধপূর্ব্বক অন্তরীক্ষির ধারণ করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি তোমার অন্তরিত তাহে বা অবিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রবাহাকারে প্রবাহিত হয়, তাহা

হইলে তাদৃশ বৃত্তিরস্বয়ং ধ্যান বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রমে সেই ধ্যান বন্ধন কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উচ্চলিত বা প্রকাশিত করিবে, আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবে, তখন তাহা সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। ধ্যান গাঢ় হইলেই তাহার পরিপাক দশায় অস্ত জ্ঞান থাকা দূরে থাকুক, ধ্যান-জ্ঞানও থাকে না। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন সম্পূর্ণ রূপে ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয়। ধ্যেয় স্বরূপ বা ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিত্ত তখন স্বরূপ স্তরের জ্ঞান অর্থাৎ না থাকার জ্ঞান হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে অস্ত কোন জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার চিত্তাবস্থা উপস্থিত হইলেই সমাধি বলিয়া বৃষ্টিতে হইবে। ধারণা ধ্যান ও সমাধি যোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও চরমাবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে, সমাধিই যোগের চরম ফল, এই সমাধি লাভ করিতে হইলে প্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান শিক্ষা করাই চাই। এই ধ্যান হইতেই শেষে সমাধি লাভ হয়।

কোন এক আলম্বনে উক্ত তিন প্রকার মানস-ব্যাপার অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া করার নাম সংযম। সংযম শব্দের উল্লেখ দেখিলেই বৃষ্টিতে হইবে যে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ কথাই হইতেছে। উহাকে অর্থাৎ উক্তবিধ সংযমকে জর অর্থাৎ খাস প্রাণাদির জার বাতাবিক বা সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিলে তাহা হইতে প্রজ্ঞা নামক উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক অর্থাৎ সমাধিক নৈর্দল্যজনিত প্রকাশ বা শক্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইত হয়। সংযম তাহার জর, এবং তাহা হইতে প্রজ্ঞানামক জ্ঞানের আলোক এই সকল কথার মধ্যে অনেক তথ্য রহিয়াছে, ইহা অনুমান করা যায়, প্রকৃত বিষয় বোগীয়া ভিন্ন কেহ অবগত নহেন, এবং অস্তের জ্ঞানও সম্ভব নহে। তবে অনুমান-শক্তির সাহায্যে এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে যে প্রাচীন যোগ ভাবার সংযম আর আধুনিক ইংরাজী ভাবার Concentration or will-foree আর ফুল্যাহুতুল্য অর্থের স্তোভক।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, পতঞ্জলি বলিলেন, অগ্রে ধারণা, পরে ধ্যান, ক্রমে তাহার পরিপাকে সমাধি। এই প্রক্রিয়াজিতিরের মূলে উত্তেজক ও বুদ্ধিপরিহার-কারক ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান আছে। যোগীয়া শিক্ষা দ্বারা ও অভ্যাসের দ্বারা ঐ তিন প্রক্রিয়াকে জর অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া থাকেন। স্বাভাবিকরূপে তাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞানের জ্ঞান আরম্ভ করা। মনুষ্যের ধ্যান, প্রাণ বা যেনম স্বাভাবিক

বা স্বাক্ষরিত, অর্থাৎ খাস প্রকাশ নির্বাহ করিতে যেমন কোনরূপ প্রবন্ধ বা রূপ স্বীকার করিতে হয় না, উল্লিখিত সংঘম কাৰ্য্যটী যদি সেইরূপ স্বাক্ষরিত হয়, অর্থাৎ উহাকে যদি খাসপ্রকাশের দ্বারা সহজে ও বিনা ক্রেশে নির্বাহ করা যায়, তাহা হইলেই আনিতে হইবে সংঘম জন্ম হইয়াছে। এতদ্বিধ সংঘমজন্মী যোগীদিগের সংকল্প বা ইচ্ছাপ্রয়োগ অমোঘ। তাহারি যখন বাহ্য সংকল্প করেন, সংঘম প্রয়োগ করিয়া তাহা তাহারি তৎকর্ণাৎ স্পৃশ্যবিত্ত করিয়া থাকেন। সংঘমের বলে কেবল জ্ঞান বিকাশ হয়, অল্প কিছু হয় না, একরূপ নহে। উহা দ্বারা সকল সত্ত্বই সৃষ্ট হয়। জ্ঞান-বিকাশ হইলে অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তি বাড়িলে ক্রিয়াশক্তি বাড়ে, ইহা অব্যাহিতারী নিয়ম। সুতরাং ভূতজর প্রকৃতিবিশিষ্ট, অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্য সমস্তই একমাত্র সংঘমের প্রভাবে অজাত শক্তিতেই সাধিত হইয়া থাকে। সিন্ধিলাতের প্রতি একমাত্র সংঘমই মূল, এই সংঘম ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাপেক্ষ। সংঘমের দ্বারা সমস্ত ইচ্ছাধিকারই পূর্ণ হয়। (পাতঞ্জলদর্শন)

বাদশ বার প্রাণায়াম করিলে তাহাকে প্রাত্যাহার কহে, এইরূপ বাদশ প্রাত্যাহার করিলে ধারণা হয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত স্থির হয়, চিত্তের বিক্ষিপ্তাদি অবস্থা তিরোহিত হয়, তখন ধারণা হইবে, এইজন্য প্রাত্যাহার ভালরূপ অভ্যাস হইলে তাহার পর ধারণা অভ্যাস করিবে। প্রাণায়াম ভালরূপ অভ্যাস না হইলে ধারণা হয় না। এইজন্য ধারণা অভ্যাস করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। জন্মের পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক রূপে যে ধারণ এবং মনের নিশ্চলত্বহেতু ধারণা কহা যায়।

“হরিতালনিভাং ভূমিং সালস্ফারং সূৰ্য্যমধঃ।

চতুষ্কোণাং হৃদি ধ্যানেদেবা ত্রাণ ক্রিতিধারণা॥” (কাশীখণ্ড)

হরিতালসদৃশী অলঙ্কৃত ভূমি জন্মের ধ্যান করিবে, এই রূপ ধ্যান করিলে ক্রিতি-ধারণা হয়। বিজ্ঞানশক্তিসম্বিত অর্জুনের সদৃশ জল জন্মের ধ্যান করিলে জলধারণা হয়। ইন্দ্রগোপভূত্যা ত্রিকোণ রেকসংযুক্ত ক্রতকর্জুক অধিষ্ঠিত তেজঃ ধ্যান করিবে, তাহা হইলে বজ্রধারণা হয়। ক্রম্বরের মহাশূলে বায়ুতত্ত্ব ধ্যান করিবে, ইহাতে বায়ুধারণা হয়। এই পঞ্চভূত ধারণা করিতে পারিলে পঞ্চভূত জয় করা যায়। ইহার পাঁচটা নাম তত্ত্বনো, প্রাণনো, শোধানো, ভামনো ও শমনো।

“ভক্তনো প্রাণনো চৈব শোধানো ভামনো তথা।

শমনো চ ভবতোতা তৃতানাং পঞ্চধারণা॥” (কাশীখণ্ড)

৪ বৃহৎসংহিতাক্ত জলচর বায়ুশিখর-ধারণাভাস্ত্রক যোগ ভেদ। ইহার বিধ বৃহৎসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে—

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী প্রভৃতি চারিদিন বায়ু দ্বারা গর্ভধারণা জ্ঞান করিবার দিবস। উহা যুদ্ধ স্তম্ভ বায়ু যুক্ত হইলে বা সিন্ধু মেঘাচ্ছাদ্যাকাশ হইলে প্রশস্ত জানিবে। তাহাতে স্বাতি নক্ষত্র চতুর্থে বৃষ্টি হইলে ক্রমে শ্রাবণাদি মাস সকলে পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া খ্যাত। ইহাই ধারণা নামে প্রসিদ্ধ। যদি ঐ দিন সকল একরূপ হয়, তাহা হইলে শুভ, কিন্তু তাহা হইতে বৃত্ত হইলে মঙ্গলপ্রদ হয় না, প্রভূত তত্ত্বভরপ্রদ হয়। এই বিষয়ে বিশিষ্ট এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—পরিষ্কৃত চতুর্থাযুক্ত ধারণাসকল শুভপ্রদ হয়, যখন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাংসকল শুভদিকের প্রতি উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তির তখন শতের বৃদ্ধি হয়, এইরূপ বলিয়া থাকেন। (বৃহৎসংহিতা ২২ অং।)

ধারণাবৎ (জি) ১ মেধাশালী। ২ ধারণারূপ।

ধারণী (জী) ধার্য্যতে শরীরমনয়া, ধৃ-গিচ্ লুট, জিরাৎ ভীপ্।

১ হৈর্থ্য। “শারীরিকধারণীশিখিলাং।” (দশকুমারচরিত)

২ নাড়িকা। ৩ শ্রেণী।

ধারণী, হিন্দুগণের তত্ত্বোক্ত কবচ যেমন, তাজিক বৌদ্ধগণের ধারণীও প্রায় সেইরূপ। অভীষ্টসিদ্ধি, উপদেবতাগণের দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি এবং দীর্ঘজীবন-লাভের উদ্দেশ্যে অল্প ধারণ করে, সেইজন্য ইহাকে ধারণী বলা যায়। বৌদ্ধগণের ধারণীতে অধিকাংশ স্থলে শাক্যবুদ্ধ উপদেষ্টা এবং আনন্দ বা বজ্রপাণি শ্রোতা।

নেপালে, তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধারণীর যথেষ্ট প্রচলন আছে।

হিন্দুগণের মধ্যে রামকবচ, তারাকবচ প্রভৃতি যেমন কবচাদি প্রচলিত, বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাবৈরোচন, মহাযজ্ঞী, প্রতাপিরা প্রভৃতি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধশক্তিগণের ধারণী চলিত আছে। নেপালী বৌদ্ধগণের ধারণীসংগ্রহ নামক পুস্তকে এই সমস্ত ধারণীর বিবরণ পাওয়া যায়। শতসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার ৯ম অধ্যায়ে ধারণীর বিবরণ বর্ণিত আছে।

ধারণীমতি (জী) সমাধিভেদ।

ধারণীময় (জি) ধারি কর্ণপি অনীরচ্। ১ ধার্য্য। ২ ধরণীকন্দ।

ধারণীয়যন্ত্র (জী) ধার্য্যতে ধারি-কর্ণপি অনীরচ্। ধারণীর, ধারণীয়ং যন্ত্রং। ধার্য্য দেবতাদিগের যন্ত্রভেদ। এই যন্ত্র পূজা বস্ত্র হইতে পৃথক্। যন্ত্রলেখন ক্রব্যাদি।

“কাশীররোচনা লাক্ষা যুগন্তমদলমতৈঃ।

বিলিখেদমলেক্ষণা ব্রাহ্মণ্যতানি দৈশিকঃ॥” (সুরমাতি-২৪পং)

কাশীর, রোচনা, লাক্ষা, যুগমল, হস্তীমল ও চন্দন দ্বারা হেমলেখন দ্বারা এই যন্ত্র লিখিত হইবে। বিবিধ যন্ত্র—

“ভূমিস্পৃষ্টঃ শব্দস্পৃষ্টঃ দৃষ্টঃ নির্মাণ্যাসক্তঃ ।

বিশীর্ণঃ লজ্জিতঃ মত্তী যন্তঃ জাতু ন ধারয়েৎ ॥”

(মন্ত্রমহোদধি ১৯ তরঙ্গ)

যে যন্ত্র ভূমিস্পৃষ্ট হয় এবং বাহ্য শব্দস্পৃষ্ট, দৃষ্ট, নির্মাণ্য-সক্ত, বিশীর্ণ ও লজ্জিত অর্থাৎ একজন বাহ্য লজ্জন করি-
রাছে, এইরূপ যন্ত্র ধারণ করিতে নাই ।

ধারয় (ত্রি) ধারি-ণ । ধারক ।

“ধারয়েঃ কুতুমোম্মাণঃ ।” (ভট্ট)

ধারয়ৎকবি (ত্রি) ১ কবিদিগের ধারণকারী । ২ জলশালী ।

ধারয়ৎকৃতি (ত্রি) যে যজ্ঞের জন্ত জমি ধারণ করে বা
প্রস্তুত করে ।

ধারয়দ্ব্য (ত্রি) আদিভ্যের একটি নামান্তর ।

ধারয়িতৃ (ত্রি) ধারি-তৃচ । ধারণকর্তা ।

“অংহি ধারয়িতা শ্রেষ্ঠ কুরুণাঃ হিঙ্গসত্তমঃ ।” (ভারত উঃ ৯৪ অঃ)

ত্রিমাঃ ভীপ্ ধারয়িত্রী পৃথিবী ।

ধারয়িতব্য (ত্রি) ধারণযোগ্য, সহনীয় ।

ধারয়িসু (ত্রি) ধৃ-গিচ্ বেদে নিপাতনাৎ ইক্ষুচ্ । ধারণশীল ।

লৌকিক প্রয়োগে কোন স্থলে ইক্ষুচ্ হয় ।

“দৃবদঃ ধারয়িস্ববঃ ।” (পানিনি)

“শাস্ত্রং প্রজ্ঞা ধৃতিদীর্ঘাং প্রাগলভ্যং ধারয়িসুতা ।

উৎসাহো বাগ্মিতা দার্ঢ্যমাপংক্লেসহিষ্ণুতা ॥” (কামন্দক)

ধারয়ু (ত্রি) ধারয়ভিব্যমিচ্ছতি কাচ্ বেদে নিপাতনাৎ
ন দীর্ঘঃ তত উ । ১ অভিব্যবণকাম ।

“অং সোমার্থি ধারয়ু মন্তঃ ।” (ঋক্ ৯৬৭।১)

‘ধারয়ুভিব্যবকামঃ’ (সারণ) ২ ধারাবান্ ।

ধারবাক (ত্রি) ধারি কর্শ্ণি অচ্ ধারো ধার্যো বাকঃ স্তোত্রং
যেন । স্তোত্রধারক আদিকাদি ।

“ধারবাকেচ্ছুগাণ ।” (ঋক্ ৫।৪৪।৫)

ধারবার [ধারোয়ার দেখ ।]

ধারা (স্ত্রী) ধার্যাক্তে অশ্বা যরা ধৃ-গিচ্ অঙ্- ত্রিমাং টাপ্ ।
অশ্বদিগের পাঁচ প্রকার গতি, যথা—আস্থানিত, ধোরিতক,
রেচিত, বরিত ও গ্নুত এই পাঁচ প্রকার গতির নাম ধারা ।

“অস্থানিত্বে গতিধারা বিস্তরা সা চ পঞ্চা ।

আস্থানিতং ধোরিতকং রেচিতং বরিতং গ্নুতং ॥” (বৈজয়ন্তী)

[অর্থ দেখ ।]

“উৎপাতত ভতো ধারা বারিণী বিমলা শুভা ।”

(ভারত ৬।১১৮।২৪)

৫ জ্যেষ্ঠ প্রপাত ।

“যদা দাদশবর্ষাণি বসোদ্বিরাহতং হবিঃ ।” (ভারত ১।২৪।৫২)

৬ খড়্গাদির নিশিত মুখ ।

“প্রবং স নীলোৎপলপত্রধাররা

শমীলতাং ছেতু মুখির্ব্যবহতি ।” (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

৭ উৎকর্ষ । ৮ রথচক্র ।

“আভাতি বেলা লবণাধ্বরাশে

ধারানিবন্ধেব কলকরেষা ।” (রঘু ১৩।১৫)

৯ যশঃ । ১০ অতিবৃষ্টি । ১১ সমুহ । ১২ ঘনাসারবর্ষণ ।

১৩ সদৃশ । ১৪ প্রবাহ ।

“সহস্রাকং শতধারমুখিভিঃ পাবনং কৃতং ।

তেন তামতিবিক্রামি পাবনাত্তঃ পুনন্ত তে ॥” (বাজবল্য ১।২৮০)

১৫ দক্ষিণদেশস্থ পুরীবিশেষ । (বিক্রমচরিত)

১৬ তীর্থবিশেষ । এই তীর্থে নান করিলে সকল পাপ
নষ্ট হয় ।

“প্রদক্ষিণমুপারিত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ ।।

ধার্যং নাম মহাপ্রাজ সর্ষপপ্রামোচনী ॥

তত্র দ্বাশ্বা নরব্যাস্র ন শোচতি নরাধিপ ।” (ভারত ৩।৮৩।২৩)

১৭ বাক ।

(দেশজ) ১ ধারক । ২ রীতি । ৩ তরল বস্তুর প্রবাহ ।

৪ চৌধুরী বা চতুর্ধুরীণ । ৫ হিন্দু মন্দিরের দেবাসনের নিম্নস্থ
স্তম্ভপুস্তলিকাদি ।

ধারা, (ধার) মধ্য ভারতে ভোপাধর এজেন্সি বা ভীলরাজ্য
গুলির মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য । ইহার উত্তরে রং-
লাম রাজ্য, পূর্বে সিন্ধিয়ার অধীনস্থ বাড়নগর, উজ্জয়িনী,
সিকমান এবং ইকোর ; দক্ষিণে নর্মদানদী, পশ্চিমে ঝুয়া
রাজ্য ও সিন্ধিয়ার অধিকৃত আমবোরা জেলা । ইহাতে ৭টি
পরগণা আছে, ধার, বৃন্দাবর, নলচা, ধরমপুরি, কুন্সি,
টিক্রি এবং নিসানপুর ।

এই রাজ্যে কতকগুলি রাজপুতাদিকৃত সামন্ত রাজ্য
আছে । ইহারা ইংরাজ-রাজের চিহ্নিত ও স্বতন্ত্রাধিকারের
অধীন যথা, সুলতান, কচ্ছি, বরোদা, ধোজিরা, বড়বাল,
তক্তগড়, কোড়, কাটোদিয়া, মজলিয়া, ধরশিখেরা, বাই-
রশিয়া, মুরবাড়িয়া ও পামা, এতদ্বির কতকগুলি কুন্সিও,
ভীল ও ভীলালা সর্দার আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই
ধরমপুরি ও নলচা পরগণার । মোটা বরখেরা, ছোট-
বরখেরা, নিমখেরা, কালীবাউরি, গড়ী আমনিয়া ও
রাজগড়ে থাকেন । প্রাচীন সর্দারগণ ঠাকুর উপাধিদ্বারা,
ইহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব্য । কুন্সিও ও ভীল সর্দারেরা
ইহাদের অপেক্ষা জমিদারী সম্বন্ধে অরক্ষমতাবিশিষ্ট । ঠাকুর-
দিগের স্ব স্ব জমীদারীতে তাঁহারা প্রাণদণ্ড তিন অঙ্ক সকল

একর নগর দিবার অধিকারী। সকল স্থানের প্রজাই
ধাররাজ্যের নিকট বিচারার্থী হইতে পারে।

ধাররাজ্যের মধ্যে চবলা নামে একটিমান নদীর স্রব নদী
আছে, উহা চবলের একটি উপনদী। চবল নদী ধারগরগণার
পূর্ব কোণ দিয়া প্রবাহিত। খাল নামক স্থানে নর্মদা নদীর
উপর একটি সঁকে আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মধ্যে মোন,
ককম ও বাবনি প্রধান। গ্রীষ্মে এগুলি শুকাইয়া যায়, বর্ষার
ভরিয়া উঠে। নর্মদা উপত্যকার বিস্তৃত পর্বতের উচ্চতা প্রায়
১৬ হইতে ১৭ শত ফিট। ইহার মধ্যে গিরিপথ আছে।
তন্মধ্যে গৌলপুর ও বারদপুর গিরিপথ ভিন্ন আর সকল
গুলিই দুর্গম ও শকট চলাচলের অসুপযুক্ত। পার্শ্বত্যাগেদেশে
সর্বত্র লোহখনি আছে, কিন্তু কোথাও তাহার কার্য্য হয় না।
বিষ্ণোর উপরিস্থ এদেশ নাতিশীতোষ্ণ, দিবসাপেক্ষা রাত্রিতে
শৈত্য অধিক। এখানে গ্রীষ্মকাল ও অরুণি থাকে। ঘাট
পর্বতের নিম্নে গ্রীষ্ম সময়ে সময়ে বড়বেলী হয়। বর্ষার পরই
একোপ দেখা দেয়। এখানে সকল প্রকার শস্যই জন্মে।
ছোলা ও গম যাহা জন্মে, তাহার এক তৃতীয়াংশ রপ্তানী হইয়া
যায়। জুলা, ইক্ষু, তামাকু, হরিদ্রা, তিল ও অহিফেন বেগী
উৎপন্ন হয়।

ইতিহাস। ধারার বর্তমান রাজবংশ পরমার (পুআর)
রাজপুত। ইহার বিজয়াদিত্য বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয়
দেন। প্রাচীন আবাদস্থানে উজ্জয়িনী ও ধারা একই রাজ্য
ছিল। প্রাচীন রাজগণের মধ্যে ভোজ বিশেষ বিখ্যাত।
ইনিই উজ্জয়িনী হইতে রাজধানী ধারা নগরে স্থানান্তরিত
করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজপুত অভ্যুদয়ের
সময়ে পুআরগণের ক্ষমতা হ্রাস হয় এবং এখানকার
রাজবংশ পুণায় গিয়া বাস করেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লির
প্রতিনিধি দিলাওয়ার খাঁ এদেশে আসেন। ইনি ধারা
নগরীর হিন্দু মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণ লইয়া
মুসলমান মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। দিলাওয়ার খাঁর পুত্র
শাসনকর্তা হইয়া ধারা হইতে মাণ্ডুতে রাজধানী পরিবর্তিত
করেন। তদবধি ধারার গর্ভ চলিয়া যায় এবং মার্হাট্টা
অভ্যুদয়ের পূর্বপর্যন্ত ইহা মোগল রাজ্যের একটি নগণ্য
রাজ্য হইয়া থাকে।

শিবাজীর অভ্যুদয়ে পুণাহ ধারা-রাজবংশীয়গণ তাঁহার
সেনাপতিবর্গের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।
১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বাবীর ও পেশবা প্রাচীন ধারারাজবংশীয়
আনন্দরাজ নামক এক ব্যক্তিকে ধারারাজ্য প্রদান করেন।
বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা তাঁহা হইতেই হয়। দালব্রাদেশ

ইংরাজাধীনে আসিবার পূর্বে হোলকার ও সিদ্ধিরাম অভ্যা-
চারে ধারারাজ্য নষ্টপ্রায় হইয়া উঠে। প্রথম রাজা আনন্দ-
রাজ হইতে অশ্বত্থন পঞ্চম কুমার রামচন্দ্র এই সময় নাবালক,
তাঁহার মাতা মীনাবাই (২য় আনন্দরাজের মহিবি) বৃদ্ধি কোশলে কেবল রাজ্য রক্ষা করেন। শেষে রামচন্দ্রের
দত্তক পুত্র যশোবন্তরাজ রাজা হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে
তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
আনন্দরাজ নাবালক ছিলেন, তিনিই রাজা হন, কিন্তু সিপাহী
বিদ্রোহের গোলামালে ইংরাজরাজ তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য
রক্ষা ভার গ্রহণ করেন। তৎপরে বাইরসিয়া জেলাটি
বাদ দিয়া সমস্ত রাজ্য পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন ও ঐ জেলাটি
ভূপালের বেগমকে দান করেন। [পরমার শব্দে ধারার
প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

ধারা রাজ্যের বর্তমান পরিমাণ ১৭৪০ বর্গমাইল। লোক-
সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। ১৮১৯
খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ধারারাজ্য ইংরাজরক্ষণাধীনে
আসিয়াছে। ধারারাজ্যের ২৭৬ জন অস্বারোহী, ৮০০ শত
পদাতি, ২ কামান ও ২১ জন গোলন্দাজ আছে। ইহার
সম্মানার্থ ১৫টি তোপ নির্দিষ্ট আছে।

ধার-নগর এই রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ২৬' উঃ
ও দ্রাঘি° ২৫° ৪' পূঃ মধ্যে বসোরা হইতে মাউ বাইবার
রাস্তার উপরে অবস্থিত। মাউ হইতে ইহার দূরত্ব ১৬
ক্রোশ। সহরটা দৈর্ঘ্যে ১১ মাইল প্রস্থে অর্ধ মাইল। ইহার
চতুর্দিক মুন্সিয়প্রাচীরবেষ্টিত। এই সহরে অনেকগুলি
মনোহর অট্টালিকা আছে, লাল পাথরে নির্মিত দুইটি বৃহৎ
মসজিদ সর্বাঙ্গপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। লালপাথর নির্মিত একটি
দুর্গ আছে, তাহা সহরের বাহিরে অবস্থিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে
ইংরাজ-সেনাপতি জেনারেল ট্যুরট সৈন্যে এই দুর্গে থাকিয়া
সিপাহী দমনে নিযুক্ত ছিলেন।

ধারাকদম্বর (পুং) ধারা কালোশল্লিক্তঃ কদম্বঃ বর্ষাকালে
জাতকদন্ত তথাং। কদম্ববৃক্ষ বিশেষ। পর্যায়—কলিমদ,
প্রাবৃত্ত, পুলকী, ভূবরভ, মেঘাত, শ্রিয়ক, নীপ, প্রাবৃত্তেণ্য
কলম্বক, ধারাকদম্বক। (ত্রিকা°)

ধারাকোট, রাজ্য প্রেসিডেন্সীর গজাম জেলার ঋষিকুলা
নদীতীরে আফা নামক স্থানের ৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য অবস্থিত। ইহাতে ১৮৮ খানি গ্রাম
আছে। রাজ্যটি কুহদামুটা, কুনানোগোড়ামুটা ও
সহজামুটা নামে ৩ ভাগে বিভক্ত। জরাদ, বড়গোহা ও
মর্দনা নামক পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি লইয়া ধারাকোট প্রাচীন

খিদসিংহী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১২শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার গঙ্গাজিৎসিংহী নৃপতিগণের অধীনে ঐ রাজ্যের অত্যাধিক হইয়াছিল। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে খিদসিংহী রাজবংশ রাজ্যটিকে আপনাদিগের মধ্যে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া লন। এই বিভাগের পর হইতেই ধারাকোট স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল।

• ধারাগৃহ (স্ত্রী) জলধারায়ুক্ত গৃহ। কোয়ারা ঘর, জল-যন্ত্রযুক্ত গৃহ। “ধারাগৃহেচ্ছাতপমুক্তিমন্তঃ” (রঘু।)

ধারাকর (পুং) ধারায় অক্ষর ইব। ১ শীকর। ২ বনোপল। ৩ নানীর।

ধারাক (পুং) ধারা উৎকর্ষএব অঙ্গং বস্ত। ১ তীর্থবিশেষ। ধারাবিশ্তমঙ্গমন্ত। ২ খড়া।

ধারাটি (পুং) ধারায়ঃ বৃষ্টার্থঃ অটতি ইতি অট-অচ। ১ চাতক। ধারাং অটতি বর্ষায়ত্বেন প্রাপ্নোতীতি। ২ মেঘ। ধারাং গতিং অটতি। ৩ তুরঙ্গ। ৪ মন্তহন্তী। দ্বিরাং জাতিত্বাৎ ঙীষ।

ধারাদধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ, ধারায়ঃ ধরঃ। ১ মেঘ।

“রে ধারাদধরধীরনীরনিকটরৈরবা রসা নীরসা।

শেবা পৃথকরোংকটরৈরতিথরৈরাপুর্নিত্তুরি স্বরা ॥”

(উত্তরচাতকাটিক ৪।) ২ খড়া।

ধারাদিরুট (ত্রি) সমুচ্চপদে আরুট, শেব সীমার অধিষ্ঠিত।

ধারাস্তরচর (ত্রি) ধারার মধ্যে ভ্রমণকারী, মেঘের আড়ে যে উড়িয়া বেড়ায়।

ধারাপাত (পুং) ধারায়ঃ পাতঃ ৬তং। ২ জলধারা পতন।

“ধারাপাতেত্বমিব কমলাস্তভাববর্ন মুখানি।” (মেঘদূত)

২ (দেশজ) অকুবিষয়ক প্রথম পুস্তক, বাহাতে বালক-

দিগের প্রথম শিক্ষাপ্রয়োগী অক্ষর সারিবিষ্ট থাকে, তাহাকে ধারাপাত কহে।

ধারাপুরম, ১ মাজার প্রদেশের কোরখাতোর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ভূগরিমাণ প্রায় ৮৩৫ বর্গ মাইল। এই তালুকের অধিকাংশ জমিই শুষ্ক, কেবল ৭১১৭ একর জমিতে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তালুকের শতকরা ৭৭ ভাগ লাল বালুমাটি। এখানে অমরাবতী, উন্নার ও নোয়েল নদী প্রবাহিত। অমরাবতীর মাঝে মাঝে জলসর-বরাহের ক্ষয় ৬টি আনিকট আছে।

এখানে বন জল বা পাহাড় নাই। অধিবাসিগণ কৃষিয়ারা জীবিকা নির্বাহ করে। কলার, মটর, ডামাক, সর্ষপ ও কাঁপাল এখানকার উৎপন্ন খাদ্য। এই তালুকের অন্তর্গত শিবনমল ও নওরোয়ে নামক স্থানে দেবমূর্তি

দেখিতে অনেক বাণীর সমাগম হইয়া থাকে। এখানকার আবহাওয়া ভাল।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১০° ৪৪' ৪৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৩৪' ২৮" পূঃ। কোরখাতোর নগর হইতে ২৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অমরাবতী নদীর বামকূলে অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ, এখানে তোলরাহের রাজধানী ছিল। ১৬৬৭ এবং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে মহিষ্মরাজ মহারাজের নিকট হইতে দুইবার কাড়িয়া লয়ন। বখন হারদর আলী ও টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের সন্মত চলে, তৎকালে এখানে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে এই স্থান কখন মুসলমান, কখন বা ইংরাজগণের হস্তগত ছিল। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গের প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কিছুদিন এখানে জেলার সদর কাছারী ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। এখন তালুকের সদর থানা, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। প্রতি সপ্তাহের হাটে ঘৃত, ধাতু, লম্বা, ডামাক, কলাই ও ছোলার ব্যবসা হয় এবং তৎপরিবর্তে বাসন ও বিলাতী কাপড় লওয়া হয়। লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। তন্মধ্যে হিন্দুই প্রায় ছয় হাজার।

ধারাপূপ (স্ত্রী) ধারাবাৎ অপূপং। অপূপভেদ।

“স্বতমিলা কণিক্যা বা হৃদয়েনোক্তিতা কু সা।

ধারাপূপকং সাজ্যে পকং খণ্ডেন যোজয়েৎ ॥

ধারাপূপং স্নমধুরং বুবাং পিত্তহরং পরং।

স্মিদ্ধং যোচনং স্তমতত্বার্থং বাতনাশনং ॥” (ভাবপ্রা°)

কণিক্যা (ময়না) দ্বত মিশ্রিত হৃদে আলোকনপূর্বক দ্বতে গাক করিবে, পরে খণ্ড (খাড়গুড়) ভাঙ্গার সহিত যোগ করিবে। এইরূপ করিলে ধারাপূপ হয়। ইহার গুণ স্নমধুর, বলকারক, পিত্তনাশক, স্মিদ্ধ, কটিকর, ক্ষত ও বাতনাশক। (ভাবপ্রা°)

ধারাকল (পুং) ধারাকলে বস্ত। মদনবৃক্ষ। (রাজনি°)

ধারায়ন্ত্র (পুং) ধারায়ঃ জলধারায়ঃ প্রোত্বার্থং যন্ত্রং। কোয়ারা, জলপ্রস্রবযন্ত্রভেদ।

“ধারায়ন্ত্রলভিব্যেককলুবে খোতাজনে লোচনে।”

(অমরকণ্ঠক)

ধারাল (ত্রি) ধারা অত্যন্ত দিগ্বিদিকায় লচ্। ধারায়ুক্ত-খড়াগদি, শাণিত অন্তাদি।

ধারাবৎ (ত্রি) ১ ধারাবিশিষ্ট। ২ জলবৎ।

ধারাবিনি (পুং) ধারায়ঃ বৃষ্টেঃ অবনিঃ পৃথিবী, অতিথানাৎ পুংস্। বায়ু। (কেহ কেহ বলেন, ‘পরবসিতঃ’ পরবৎ পিক হয়, এই নিরনাহুসারে জীলিঙ্গ হওয়া উচিত। কার্য

‘অননি’ শব্দ জ্যোতিষ এই জন্ত এই শব্দ জ্যোতিষ, তবে যে স্থলে
পুংলিক দেখা যায়, তাহা প্রামাণিক।)

ধারাবিহ (পুং) ধারমা কলধারমা আত্মপোষ্যকাক্যং বৃ-অহ।
কেব। “ধারাবিহ মরুতো যুক্তোক্তসঃ।” (অক্ ২১৩৪।২)

ধারাবর্ষ (পুং) ধারমা নতত্যা অবিচ্ছেদেন বর্ষঃ। অবিচ্ছেদ-
রূপে বর্ষঃ। “অধারাবর্ষহুদিনঃ।” (রত্ন)

ধারাবর্ষ, ১ এই নামে কএক জন রাষ্ট্রকূটরাজের নাম
দৃষ্ট হয়। [রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

২ মালবের একজন রাজা। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে রাজত্ব
করিতেন। [পরমার রাজত্বকাল ও মালব শব্দ দেখ।]

ধারাবাহিন্ (ত্রি) ধারমা নতত্যা বহতি বহ-গিনি। অবিচ্ছেদ-
রূপে জারমান। বার্ষিক কন্।

“কিঞ্চ সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকবৃত্তিবলে ন জানতেদং।”
(বেদান্তশং)

ধারাবিহ (পুং) ধারমা এব বিমসিব বত প্রাশন্যন্যকত্যাং।
বকল।

ধারাক্রো (স্ত্রী) অক্র-প্রবাহঃ।

ধারাসম্পাত (পুং) ধারাপাং সন্ সম্যক্ পাতো যজ। বহাবৃষ্টি।
পর্যায়—ধারা, সম্পাত, আশার।

‘ধারাসম্পাত আসারত্বিতরূপাণি কুত্রচিৎ’ (শব্দরত্নাকর)

ধারাস্নহী (স্ত্রী) ধারাস্নাতা স্নহী মধ্যলো। ত্রিধারাস্নহী,
তৎকটাসিদ্ধ।

ধারিন্ (পুং) ধৃ-গিনি। ১ গীলুপক। ২ ধারণকর্তা। ৩ অধমণ।
৪ গ্রহাধারণাত্মক।

“অজ্ঞেভ্যো গ্রহিনঃ ত্রৈষ্ঠা গ্রহিভ্যো ধারিণো বজাঃ।” (কহ)

ধারিণী (স্ত্রী) ধারিন্-স্ত্রী। ১ ধরনী। ২ ধান্দলীভূক।
৩ চতুর্দশ দেববোহিণী।

“শচী বনম্পতী গার্গী ধূম্রোণী রুত্নিরাবৃত্তিঃ।

সিনীবাণী কুহু রাবী তথা চারুমতিঃ শুভাঃ।

আরতিমিহিতিঃ প্রজ্ঞা ঐলবিলা চ নারতঃ।

এতান্চতুর্দশ প্রোক্তা ধারিণো দেববোহিতঃ।” (অম্বিপূরণ)

৪ ধারণকর্তা। ৫ আধার বরুণ।

শৈল্য ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।

সর্বত্ৰ অগস্ত্য পৃথী বিকৃণাবতলোদ্ভবাঃ।” (বিকৃপুং ১১৩৬২১)

ধারু (ত্রি) ধরতি পিবতীতি ধে-ক (ধাণেটসিন্দসলো কত।
পা ৩২।১৫২।) পানকর্তা।

“কবন্তো ধারুরিব মাতরং তং প্রোত্যন্তপদভ্যং।”

(অথর্বসং ৪।১৮২)

ধারপুৰ, কবোহিণীর প্রোত্যন্তপদ জেলায় অন্তর্গত একখানি

গণগ্রাম, মাণিকপুর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ধাক-
সাহ এই গ্রাম পত্তন করেন।

সিপাহী সিরোহের সময় এখানকার ভানুকদার ইংরাজ-
দিগকে আশ্রয় দান করিয়া অতি বহুতরকা করিয়াছিল।
এখানে লক্ষাধিক টাকার ধানবা হয়। লোকসংখ্যা প্রায়
তিন হাজার। এখানে গবর্ণমেন্ট-স্কুল ও প্রাচীন শিবমন্দির
আছে।

ধারোয়ার, (ধারবার, ধারবাড়) বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ
মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা জেলা। ইহার উত্তর সীমা বেল-
গাম্ ও কলাদিগ, পূর্বে হারদরাবাদ ও তুঙ্গভদ্রা নদী, দক্ষিণে
মহিস্বর রাজ্য এবং পশ্চিমে উত্তর কানাদা। অক্ষা° ১৪° ১৫’
হইতে ১৫° ৫১’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭’ হইতে ৭৬° ৫৫’ পূঃ
মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১১৩ মাইল ও প্রস্থে
৭৭ মাইল।

জমির গঠন, মৃত্তিকার অবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি অল্পসারে
এই জেলা দুই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বেলগাম্
ও হরিহর রাস্তাকে দুই ভাগের মধ্যরেখা স্বরূপ করিয়া করা
চলে। ঐ রাস্তার উত্তর ও উত্তরপূর্বে নবলভন, রোন, এবং
গড়গ উপবিভাগের বিস্তার্ত কাল। জমি,—এখানে প্রত্যুত
কার্ণাস উৎপন্ন হয়। এই জমির দক্ষিণ পূর্বাংশে কগড়
গিরিমালা, তৎপরে করজগি উপবিভাগ পর্যন্ত কাল জমি
গিয়া তৎপরে চেউ-বেলান লাল জমি আরম্ভ হইয়া মহিস্বর
রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইরাছে। জলার পশ্চিমাংশে
মালপ্রভা নদীর তীর হইতে মহিস্বরের সীমান্ত পর্যন্ত
অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এই সকল গিরি-
মালার মধ্যে মধ্যে শাক মন্ডলী ও ছোট ছোট বোপ দেখা
যায়, মধ্যে মধ্যে চৌরল উপত্যকা ও পাহাড়ের নানান জার-
গার একমাত্র কৃষি হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশের শেষ সীমা
অধিক গিরিক্রান্তিবেষ্টিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত। এই
অংশেই গবর্ণমেন্টের রক্ষিত বনবিভাগ দৃষ্ট হয়। ধারবারের
দক্ষিণাংশে হাকল ও কোড় উপবিভাগেও ঐরূপ দৃষ্ট দেখিতে
পাওয়া যায়, এখানে ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে উর্বরা
উপত্যকা সকল দেখা যায়। এই অংশে অতি ছোট ছোট জলা-
শয় আছে, তাহাতে বৃষ্টির পর ৩৪ বাসের অধিককাল প্রায়
জল থাকে না। ধারবারে তেমন বড় নদী নাই। এখানে যে
নাভী প্রাধান্য প্রোত্যন্তপদী আছে, তাহার মধ্যে মালপ্রভা,
বেহিহা, তুঙ্গভদ্রা, বরা, বর্ধা, ও সুবর্ধা এই ৬টা প্রধান-
পাণের অভিমুখে এবং গলাবালী বা বৃষ্টিমালা উপত্যকা-পশ্চিম
মুখে আশ্রয়প্রাপ্তবরদিকের দিকে প্রবাহিত হইরাছে। এই সকল

নদীতেই বাণিজ্য নৌকাদি বাতাসাতের সুবিধা নাই, কেবল হাকিম আলুকের মধ্যে প্রবাহিত ধর্মালমী হইতে কতকগুলি খাল কাটায়া শতক্ষেত্রে জল বিহার সুবিধা করা আছে, হিন্দু রাজবংশের সময়ে এই সকল খাল কাটা হয়। এই সকল খালের স্রাহসে অনেকগুলি জলাশয়েও জল সরবরাহ হইয়া থাকে। মালগ্রাভা ও বরদার জল সুবাহ। কুলভদ্রার জল উদগেখা সুবাহ হইলেও ভারী।

জেলায় পশ্চিমাংশে পাহাড়ের নিকট বেশ বৃষ্টি হয়, তাহাতে অনেক জলাশয়ও বারমাস বেশ ভরতি থাকে, কিন্তু জেলায় মধ্য ও পশ্চিম অংশে তেমন জলের সুবিধা নাই। যদিও প্রত্যেক গ্রামেই পুকুরি বা জলাশয়াদি আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে অনেক স্থানেই পানীর জলের অভাব ঘটে। যেবার অধিক বর্ষা হয়, সে বারও এখানকার মাটির গুণে চৈত্র মাসের মধ্যেই জল শুকাইয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বড় জল কষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় লোকদিগকে ৭৮ ক্রোশ দূর হইতে জল আনিতে হইয়াছিল, এমন কি অনেকে তাহাদের গবাদি লইয়া কুলভদ্রা ও মালগ্রাভার কূলে পলাইয়া আসিয়াছিল। এখানকার কূপ হইতেও সহজে জল পাওয়া যায় না, ৬০৭৫ হাত না খুঁড়িলে জল মেলে না। তারপর যে জল পাওয়া যায়, তাহা লোপা। জেলায় উত্তরপূর্বাংশে কতকগুলি পাহাড় বৃষ্টি হয়, সেগুলি ৩০০ ফিটের বেশী উচ্চ হইবে না। এককালে সমতল হইতে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল পাহাড়ের পাথরও এক রকম নয়, কোথাও নানা রঙের কোয়ার্জ, কোথাও হর্ণব্লেন্ড, দানাদার, স্লেট, কোথাও বা অগ্নয়। মঙ্গলক (Mangauase) যথেষ্ট পাওয়া যায়, কোথাও কেবল বাসুপাথর। কপড় গিরিমালা হইতে দোনী নামে একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বহির হইয়াছে। এই নদীর মধ্যে বাণী কাঁকর হইতে স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ, পূর্বে যথেষ্ট সোণা পাওয়া বাইত। এখনও ডবল নামক স্থানের নিকটবর্তী নদী-সমূহে সোণা বৃষ্টি হয়। এখানকার জলগার নামক জাতি বন্যার পরেই স্বর্ণরেণু আহরণ করিয়া বেড়ায়।

জেলায় পশ্চিমাংশে পূর্বে যথেষ্ট আকরিক লৌহ গালাই করা হইত। গত ৫০ বর্ষ ধরিয়া এখানকার বৃহৎ বৃক্সসমূহ নষ্ট হওয়ার ও কাঠ অপ্রতুল হওয়ার, এখন আর এ ব্যবসার পূর্ববৎ নাই। এখানে যে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু বিদেশ হইতে যে সকল লৌহ আসে, তাহা দরে সস্তা বলিয়া এখানকার উৎকৃষ্ট লৌহের তেমন কাঙ্ক্ষিত নাই।

এই জেলায় ব্যাট, লেকডে, হারিসা, ভরক, ভরক, ধাক-

শিরাল, শূগাল, বড় বরাহ, হরিণ, কুকনার প্রভৃতি পশু দেখা যায়। জলে নানাজাতীর মাছের অভাব নাই।

এই জেলা ১১টী তালুক বা উপবিভাগে এবং ৩টা পোটা বা পরগণায় বিভক্ত। বারবার, হবলি, গড়গ, নবলগুদ, বকাপুর, রোণ, রাণিবেরুর, কোড়, হাদল, করজগি ও কলবা-টগি এই ৭টা তালুক। একজন কালেক্টর এবং তাঁহার অধীনস্থ ৫ জন সহকারী দ্বারা এই জেলার রাজস্ব সংগ্রহাদি সম্পন্ন হয়।

এখানে চারিটা আদালত আছে, তন্মধ্যে জেলায় এক আদালত প্রধান। ৩০ জন রাজপুরুষ দ্বারা এখানকার কোজদারী বিচারাদি সম্পন্ন হয়। রাজস্ব আদায় ২৬৬৫৪০০। জেলায় মধ্যে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে।

এখানকার জল বায়ু কি দেশীয় কি যুরোপীয় সকলকার পক্ষে অতি উপযোগী। কোন কোন যুরোপীয় বলেন যে, যেখানই প্রবেশের মধ্যে এমন জারপা আর নাই। অগ্রহারণ পৌর্বে অতিশয় শিশির পড়ে। মাঘের শেষ হইতে বৈশাখের মাঝা মাঝি পর্যন্ত গ্রীষ্ম হয়, তৎপরে বর্ষা আরম্ভ। বর্ষাকালে গ্রীষ্ম সর্বদাই বৃষ্টি হইতে থাকে। বার্ষিক অগ্রহারণ মাসে পূর্বদিক হইতে খুব জোরে বাতাস বহে, অল্প সময় পশ্চিম, দক্ষিণপশ্চিম বা দক্ষিণপূর্ব হইতে বাতাস বয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এখানকার উষ্ণতা ৯০° (F), বর্ষার সময় ৮৩° এবং শীতকালে ৮৪°। বর্ষে গড়পড়তা গ্রীষ্ম ৩৩ ইঞ্চি বৃষ্টি-পাত হয়। কেবল হবলি উপবিভাগে অনেক কম, ২৫ ইঞ্চির বেশী নয়।

এখানে গ্রীষ্ম নরলক লোকের বাস। তন্মধ্যে হিন্দু সংখ্যাই অধিক। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেরাড, লিঙ্গারত, জজম, তেলি, লোণার, রেজ্জী, চবার, শিম্পি, খোবী, হজ্জাম (নাশিত), কুম্বী, কোলি, কোটী, কুস্তার, লোহার, দালি, মাদ, মহার, ধাকড়, পক্ষমণালী, সুতার ইত্যাদি। এতদ্বির বন্ধার, লখনী, গোলায়, অকুবিচকির প্রভৃতি কতিপয় অস্বাভী ব্রহ্মণীয় জাতি দেখা যায়। মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে পাঠান, সৈরন, শেখ প্রভৃতির বাস। এখানে তিনটা বৃত্তীয় সমাজ আছে, প্রথমটি কলি-কর্ণন মিসনের অধীন, দ্বিতীয়টি বোখাইয়ের রোমান ক্যাথলিক মিশনের অধীন এবং তৃতীয়টি গোরার আর্চ-মিশনের অধীন। এখানকার দেশীয় বৃত্তীনেস এই তিনটীর কোনটির মত দাবিদার চলে। তবে ইহঁদের অবস্থা ভাল নহে।

এখানে কণাফী তাহা প্রচলিত, তবে কাপড়ার বস্ত্র এখানকার চলিত ভাষা তেমন বাঁটি নহে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে

মরাঠী ভাষা অনেকেই বুঝতে পারে। হিন্দুধর্মী অতি অল্প লোকেই বুঝে।

মেলা।—প্রতিবর্ষে এই জেলার তিনটি মেলা হয়। একটা বরাপুর উপবিভাগের অন্তর্গত হলগুর গ্রামে মাঘ মাসে একজন মুসলমান পীরের স্মরণার্থ, এই মেলায় প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি হয়। কাকুন মাসে নবলগুরু উপবিভাগের অধীন মমনুর নামক স্থানে একজন মুসলমান ককিরের স্মরণার্থ, এখানে প্রায় ২৬ হাজার ব্যক্তি হয়। তরুটি আশ্বিন মাসে, রাণিবেরুর উপবিভাগের অধীন শুড়গুদাপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ দেবতা মলহার মর্ত্তে স্বামীস্বর্য্যিক উৎসব উপলক্ষে, এ সময়ও প্রায় ২০ হাজার ব্যক্তির সমাগম হয়। এ ছাড়া ছোট খোট মেলা অনেক হয়।

এখানকার গ্রামবাসীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক দল গবর্মেন্ট-সংক্রান্ত ও অপর দল নিম্ন গ্রামস্থ। গবর্মেন্ট-সংক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে ১ম পাটেল (গ্রামের মজল), কুলকর্ণি, পোষ্টম্যান (Policeman) ও তলদার, বড়কী, মহার প্রভৃতি পাইক ও চাকর। গ্রামস্থ লোকের মধ্যে ১ম জোবী (জোতিবী), তৎপরে জলম বা আরা, পুতার, লোহার, কুস্তার, সোণার, হজাম (নাপিত), বৈজ (চিকিৎসক), ধোর (চর্মকার), মঠপতি (গোয়াল) ও মহার (মেহতর) আছে। হিন্দুসমাজে পূজাদির জন্ত ব্রাহ্মণ পুজারি ও মুসলমান সমাজের ধর্মকর্ম নির্বাহের জন্ত কাজি ও মোল্লা আছে। ক্ষুদ্র গ্রামে অর্থাৎ যেখানে অতি অল্প লোকের বাস, তথায় প্রায় জোবী, সোণার, বৈজ ও হজাম থাকে না। হাজল, করজগি ও কোড় উপবিভাগে নীর-মনেগার নামে এক নিয়ন্ত্রণের লোক আছে, ইহার কৃপতড়াগাদি খননকার্য্য করিয়া বেড়ায়।

ধারবারের অনেক জমি গবর্মেন্টের বাসে আছে, তাহাকে খালসা জমি কহে। প্রজারা যখনই হইতে এই জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

এখানকার 'রেগার' বা ভুলার জমিই অধিক মূল্যবান। বর্ষে এখানে দুইবার কসল হয়, প্রথমে বরীক, তৎপরে রবি। বরীক শস্ত আবাদে বোনে, কাপ্তিক অগ্রহায়ণে পাকে। কার্পাস ছাড়া অন্য সবকসল আশ্বিনে বোনে এবং মাঘ কাটনে কাটে। শ্রাবণমাসে কার্পাস বোনে এবং কাকুন কি চৈত্রিতে ভোলে।

এই জেলার ১৪টা প্রধান নগর—১ ধারবার, ২ হরলি, ৩ রাণিবেরুর, ৪ লড়গ, ৫ নরগুরু, ৬ নবলগুরু, ৭ মূলগুরু, ৮ লাহিমপুর বা বরাপুর, ৯ হাভেরি, ১০ নরগল, ১১ হাজল, ১২ কুশমকুশি, ১৩ কাকুদি, ১৪ মুরগি।

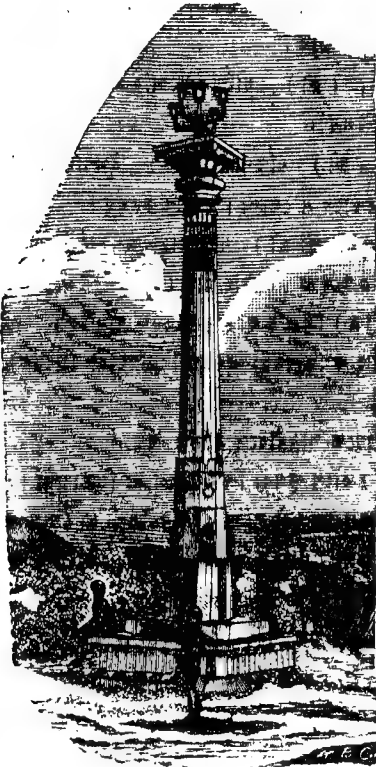
ইতিহাস।—পূর্বকালে এখানকার বাদামী নামক স্থানে চালুক্যরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়া তাহানের অধীনে নানা স্থানে গড়, রট্ট, সেন্সক প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সময়ের সময় এই স্থান রাষ্ট্রকূটরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই জেলার নানা স্থান হইতে কে সকল প্রাচীন শিলালিপি ভাস্কর্য্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারা এখানকার প্রাচীন হিন্দুসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অনেকটা পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণের অভ্যুদয়কালে এই স্থান বিজয়নগরের সামিল হইয়াছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে, তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর-রাজগণের গৌরবরহি অন্তর্মিত হইলে ধারবার জেলা বিজাপুরের মুসলমান অধিপের শাসনাধীন হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর অধীন মরাঠাগণ এই জেলা লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই সময় হইতে প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রথমে সাতারার মরাঠারাজের এবং পরে পুণার পেশবার অধিকারে ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী ধারবার অধিকার করেন। কিন্তু পাঁচবর্ষ না বাইতে বাইতে ব্রীটিশ সৈন্যের সহযোগে মরাঠাঈগণ আবার ধারবারচূর্ণ ও ধারবার নগর অধিকার করেন। তৎপরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মরাঠাঈগণের অশাসনে এই জেলা শাস্তিহীন ভোগ করিয়াছিল। ঐ বর্ষে পেশবার অধঃপতন ঘটিলে এই জেলা ব্রীটিশ-রাজের অধীন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সামিল হইল।

ধারবারে প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন যথেষ্ট আছে। পত্তকলের পাপনাথের মন্দির প্রাচীন হিন্দুশিল্পের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই জেলার বাদামী নামক স্থানে প্রাচীণ চালুক্যরাজগণের আদি রাজধানী ছিল। [চালুক্য দেখ।] এই বাদামীতেও অনেক প্রত্নকীর্তি দৃষ্ট হয়। এখানে পাহাড় কাটরা যে সকল হিন্দুদেবালয় নির্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ধারবারের একটা দীপদানের চিত্র পরপুষ্টার দেওয়া মেল। উড়িষ্যাও এইরূপ দীপদত্তী আছে, কিন্তু এত উচ্চ বৃহৎ তত্তাকার প্রস্তরের যত্ন দীপদান আর কোথাও নাই। এই দীপদত্তী উৎকৃষ্ট প্রস্তরে নির্মিত, ইহার উপরে আলো আলিয়া দিলে বহুদূর

* Architectural History of Dharwar and Mysore, 1866; Dr. Burgess' Report on the Belgam and Kaladgi Districts 1874; and Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture, p. 437-438.

দেখ হইতে দেখা যায়। পূর্বে অনেক সাধুচক্রে এই দীপ-
দানের আলো দেখিয়া পরে আহাির করিতেন।



ধারবারের দীপদান।

২ ধারবার জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ২৭' উঃ ও
দ্রাঘি° ৭৫° ০' ২০" পূঃ। সহরতলী লইয়া মোট ভূপরিমাণ
৩ বর্গমাইল। নতৌরত জমির উপর এখানকার দুর্গটি
অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতের সর্বশেষ শাখা এই নগরের
পশ্চিম দিক দিয়া গিয়াছে। নগর ও দুর্গের চারিদিকে উচ্চ
ভূমি ও বৃক্ষাদি থাকায় পূর্বদিক হইতে কিছুদূর দেখা যায়
না। সর্বোচ্চ ভূভাগে এখানকার কালেক্টরের কাছারী আছে,
এই কাছারী হইতে সমস্ত সহর ও সহরতলী দেখা যায়।
কাছারীর নিম্নে উলবি-বঙ্গাপার এক সুন্দর মন্দির আছে,
তাহার কিছু দূরে মাইলারগুড় পাড়া, পূর্বে এই গিরিই
ধারবার দুর্গের সিংহদ্বার স্বরূপ নির্মিত ছিল। দুর্গের উত্তর-
পশ্চিমাংশে আর ১ কোশ ভূমিরা ছাউনি আছে।

কতদিন হইল ধারবার নগর ও দুর্গ নির্মিত হয়, তাহার
কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় সোলেম্বর-
প্রদ্বিজে কেদেবরের উৎপত্তি-পরিচয়ক স্থলপুস্তক আছে,
অন্যভাবে ধারবারের কোন উল্লেখ নাই। প্রবাদ এইরূপ,

জানকিরাজ রামদ্বারের অধীনে তাহার বনবিভাগ-সকলের
জন্ম ধারবার নামে এক কৃষকস্বামী ছিলেন; ১৪০০ খ্রষ্টাব্দে
তিনিই এখানকার দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৮৫ খ্রষ্টাব্দে
দিল্লীর মোগল সম্রাট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৫০
খ্রষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র বীরগণ এই দুর্গ দখল করিয়া লন। ১৭৭৭
খ্রষ্টাব্দে হারদয় আলীর করায়ত্ত হয়। ১৭৯১ খ্রষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-
সেনানায়ক পরশুরাম ভাও মরাতা ও কতিপয় ব্রটিশ সেনা
লইয়া পুনরায় ধারবার অধিকার করেন। ১৮১৮ খ্রষ্টাব্দে
পেশবার অধিকার ভুক্ত সমুদ্র জনপদের সহিত ধারবারও
ব্রটিশ শাসনাধীন হইল। ১৮৩৭ খ্রষ্টাব্দে এখানকার ব্রাহ্মণ
ও লিঙ্গায়তগণের মধ্যে দাক্ষিণ বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া-
ছিল; তাহাতে উভয় পক্ষে অনেক লোক নিহত হয়।
শেষে ব্রটিশ গবর্নেন্ট এই গোলমাল থামাইয়া দিলেন।

ধারবার দুর্গটি সুকোশলে নির্মিত ও সুবৃহৎ। সিপাহী
বিজ্ঞোহের পূর্বাধি এই দুর্গের অবস্থা বেশ ছিল, তৎপরে
ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন তদাবস্থা।

সহর ৭টা মহলে বিভক্ত। এখানে উচ্চ বিত্তল বাড়ী বেশী
নাই। সহরের প্রায় অর্দ্ধেকোশ দূরে মাইলারগুড় পাড়ার
উপর একটা জৈন-ধরণের স্তম্ভ ও প্রাচীন পূর্বঘারী দেব-
মন্দির আছে। এই মন্দিরের সমুদয় অংশই কড়িবরগা পর্বত
পাথরে নির্মিত ও মনোহর শিল্পকাৰ্য্যসংযুক্ত। মন্দিরের একটা
বৃহৎ স্তম্ভে পারস্ত ভাষার খোদিত লিপিও আছে। তৎপাঠে
জানা যায়,—এই দেবমন্দিরটা ১৬৮০ খ্রষ্টাব্দে বিজাপুরের
একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা মসজিদে পরিণত হইয়াছে।

এখানে ব্রাহ্মণ ও লিঙ্গায়তরাই প্রধান। বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ-
গণের মধ্যে অনেকেরই উকীল, জমিদার অথবা দোকান
(অর্থাৎ মহাজন)। লিঙ্গায়তরা সকলেই প্রায় কারবারী,
ইহার কাপাস, বড় বড় কাঠ ও শতাবির ব্যবসা একরূপ
একচেটিয়া স্বত্বাধীন। ছই একজন মুসলমান ধনীও আছে।
অরদিন হইল কএক জন পার্শী ও মাড়বারী আসিয়া বাস
করিয়াছে। ইহার প্রধানতঃ বিলাতী জিনিষের ব্যবসা
করিয়া থাকে।

এখন আর ধারবারে কোন দেশীয় শিল্পশ্রম নাই।
তবে এখানকার কারাগারে যে কার্পেট, সতরঙ্গ ও বস্ত্রাদি
প্রস্তুত হয়, তাহা মন্দ নয়।

এখানে পূর্বে বড়ই জলের অনুবিধা ছিল। যে সকল
স্থান আছে, তাহার জল লবণাক্ত। তবে মিউনিসিপালিটির
ব্যবসায় হইয়া পূর্বাঞ্চল এখন আর পানীর অভাব নাই।
ইহা বৃহৎ জলাশয় হইতে দূরে জল সরবরাহ হয়।

বার্শিক (স্রী) বার্ষিক্যে বোহনপ্রপাতে উৎসব। বোহন-অন্ত
উৎসবের পতিত হুৎ। এই বার্ষিক্য হুৎ অতিশয় উপকারী।

“বার্ষিক্যসমুৎ পয়ো ভ্রমহরং নিজাকরং কান্তিদং।

বৃদ্ধং বৃহৎমণিবর্ধনমতিবাহু জিনোবাপহং” (রাজনিং)

ইহা অমৃত সৃশ, ভ্রমহর, নিজাকর, কান্তিদং, বল-
কর, বৃহৎ, অমিবর্ধক, অতিবাহু ও জিনোবাপহক।
গোহুৎই বার্ষিক্য শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মাহিব হুৎ বার্ষিক্য উপকারক
নহে, বার্ষিক্যই শ্রেষ্ঠ।

“বার্ষিক্যে শততে গব্যং বার্ষিক্যতঃ মাহিবং।” (ভাবপ্রাং)

বার্শিক্য (পুং স্রী) বৃতরাভ্যো হপত্যং অণ্ উপধালোপঃ।
বৃতরাভ্যের অপত্য।

বার্শিক্য (পুং স্রী) ১ বৃতরাভ্যের অপত্য হৃষ্যোধানাদি। জিরাং
ভীপ্। হঃশলা।

(পুং) ৩ বৃতরাভ্যেরপশোভন নাপভেদ। বৃতরাভ্যে
জুরাভ্যেবে ভবঃ অণ্। ৪ কৃকবর্ণচূচরণযুক্ত হংস,
গেড়িহাস।

“সংপক্ষা মধুরগিরঃ প্রসাধিতাশা মদোচ্ছতারভাঃ।

নিপতন্তি বার্শিক্যভ্যাঃ কালবশায়েন্দ্রিনীপৃষ্ঠে।”

(বেণীসংহার ১ অঙ্ক)

বার্শিক্যপদী (স্রী) বার্শিক্যপদ পাদ ইব পাদো মূলং বতঃ
ভীব, ভতোপভাঃ। হংসপদীলভা।

বার্শিক্য (পুং) বৃতরাভ্যের অপত্য।

বার্শিক্য (পুং স্রী) বৃতারঃ অপত্যং চক্। বৃতার অপত্য।

বার্শিক্য (জি) বর্ষভেদং অণ্। ১ বর্ষগমকী। জিরাং ভীপ্।
আচুর্ভো অণ্। ২ বর্ষমর।

“বর্ষারমধ্যাঙ্কে বর্ষভেদোমরোবৃতমরঃ পুরুষঃ।”

(শতপথ ব্রাং ১৪।৫।১১)

বার্শিক্যপত (জি) বর্ষপতেরপত্যাদি অধপত্যাদিহাদণ্। ১ বর্ষ-
পতি সধকীর। জিরাং ভীপ্।

বার্শিক্যপতন (জি) তত্র ভবঃ অণ্। ১ বর্ষপতনভব। ২ কীলক।

বার্শিক্যপণ (পুং স্রী) বর্ষত গোত্রাপত্যং অধাদিহাদণ্। ১ বর্ষ-
পণের গোত্রাপত্য। জিরাং জাতিহাদণ্। ভীপ্।

বার্শিক্য (জি) বর্ষং চরতীতি ঠক্। (বর্ষং চরতি। পা ৪।৪।৪)
বহা বর্ষমবীতে বেদ বা ঠক্। ১ বর্ষশীল। বর্ষদেবক।

“বিভাগশীলো যো নিত্যং কনামুক্তো দয়াময়ঃ।

দেবতা ভিষিক্তকশ গৃহঃ স কু বার্শিক্যঃ” (দক্ষ)

যিনি বিভাগশীল, সর্বদা কনামুক্ত, দয়াপ্রবণ, দেবতা ও
অভিষিক্তক, এইরূপ যে গৃহস্থ, তিনি বার্শিক্যপদবাহ্য। যে
সকল পুরুষ বর্ষগুণে বিভরণ করেন, তাহাদিগকে বার্শিক্য

কহে। বর্ষগুণে বর্ষের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সেই বর্ষ
লক্ষণোক্ত বর্ষাচরণকারীই বার্শিক্য।

বার্শিক্যতা (স্রী) বার্শিক্য ভাবঃ ভল, ভতো টাপ্।
বার্শিক্যের ভাব।

বার্শিক্য (স্রী) বার্শিক্যপুরুষোহিতাদিহাদণ্। ভাবে বক্।
বর্ষাশীলন।

বার্শিক্য (স্রী) বর্ষিগাং সমুৎসবঃ। ‘ইনগানপতো’ ইতি ইনঃ
প্রকৃতিভাবে ন লোপঃ। বার্শিক্যসমুৎসব।

বার্শিক্যেয় (পুং স্রী) বর্ষিগাঃ অপত্যং বৃদ্ধাদিহাদণ্। ঠক্।
বর্ষিগের অপত্য। জিরাং ভীপ্।

বার্শিক্য (জি) জিহতে ইতি বৃ-ণ্যৎ। বার্ষিক্য।

“বার্শিক্যঃ কথকারমহঃ ভবত্যা বিদ্যবিহারী বহুধৈকগত্যা।”

(নৈষধ)

জিহতে পরিবীরতে ইতি। বহু।

“বয়ং তজ্জাপি কৃগবঃ শিষ্যোহন্তা নঃ পিতামহরঃ।

অমরদ্বারাং বৃতবতী পুত্রো বেদমিবাসতী” (ভাগবত ৯।৮।৪)

বার্শিক্য (স্রী) বার্ষিক্য ভাবঃ বার্ষিক্য। বার্ষিক্যের ভাব।

বার্শিক্য (জি) বৃষ্ট-অণ্। বৃষ্টের ভাব।

বার্শিক্য (পুং) বৃষ্টহ্রাসের অপত্য।

বার্শিক্য (স্রী) বৃষ্ট ভাবঃ কর্ণ বা ঞ্। প্রাগুলতা, নিলজ্জক।

“বার্শিক্যমেতত্তরোবিপ্র মন্তো বতু করগ্রহঃ।

অহো বার্শিক্যমহো বার্শিক্যং তরোঃ কত্রিগবীরয়োঃ”

(হরিবংশ ৩০৬ অং)

বার্শিক্য (স্রী) বৃষ্ণ বৃশতির পুত্রভেদ।

“বৃকোন্ত বার্ককং কজং রণে বৃষ্টং বভূব হ।” (হরিবং ১৫অং)

বার্কক (জি) ধাবতি শীঘ্রং গচ্ছতি ধাব-বুল্। ১ ধাবনকর্তা,
শীঘ্রগমনকর্তা। ধাবতি বজ্রাদিকং মাষ্টি ধাব-বুল্। ২ বজ্রাদি
প্রকালক, রজক, ধোবী।

ধাবক, সংস্কৃত অলঙ্কার ও নাটকে এই নামটী চলিয়া
গিয়াছে। সংস্কৃতবিৎ বহু পণ্ডিতেরই বিশ্বাস, ধাবক একজন
আলঙ্কারিক ছিলেন। সাহিত্যসার প্রকৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে
ধাবকের নাম পাওয়া যায়। সাহিত্যসারে লিখিত আছে—
ধাবক অতি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দ্রষ্টৃসিদ্ধিগুণে কবিত্ব-
শক্তি লাভ করিয়া ১০০ সর্গে ‘নৈষধ চরিত’ রচনা করেন ও
তৎকাল হর্ষরাজের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ নিকর কনি
লাভ করেন। কাব্যপ্রকাশে লিখিত আছে,—

“ঐহর্ষাদেখ্যাবকাদীন্যিবি ধনম্।”

অর্থাৎ ঐহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবকাদির ভাৱ ধনপ্রাপ্তি।

কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—

“প্রতিভবশাং ধাবকনোমিরকবিপুত্রানোং এবজানতিক্রম্য
বর্তমানকুবে: কালিদাসত কৃতো কিং কৃতো বহমানঃ।”

অর্থাৎ প্রতিভবশাং ধাবকনোমিরকবিপুত্রাদির এবজ
অতিক্রম করিয়া বর্তমান কবি কালিদাসের গ্রন্থ কি বহমান
পাইতে পারে ?

উক্ত অংশে বারি বোধ হইতেছে যে কাব্যপ্রকাশ ও
কালিদাসের আলংকারিক রচিত হইবার পূর্বে ধাবক
নামে একজন কবি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কাহারও নহে,
এই ধাবক কবিই শ্রীহর্ষের নাম দিয়া নাগানন্দ নাটক ও
রত্নাবলী নাটক রচনা করেন।

অধ্যাপক বৃহলার প্রতীতি ধাবক নামটী উড়াইয়া দিতে
ইচ্ছা করেন। বৃহলার বলেন, “কাশীর হইতে সারদা অক্ষরে
লিখিত যে কাব্যপ্রকাশের পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে
ধাবক হানে ‘বান’ পাঠ দৃষ্ট হয়। সারদাক্ষরের ধাবক ও
বাণ শব্দ সহজেই এক বলিয়া বোধ হয়।” অধ্যাপক মোক্ষ-
মূল্যের বিশ্বাস এইরূপে নাগানন্দ ও আশের পরিবর্তে
ধাবকের নামে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এই নামটী এককালে উড়াইয়া দিতে
পারি না। যখন অধিকাংশ প্রাচীন আলংকারিকগণ এই
ধাবকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; মাৎসর, নাগেশভট্ট,
ঐবন্তনাথ, লররাম প্রতীতি কাব্যপ্রকাশের প্রাচীন টীকা-
কারগণ সকলেই যখন ধাবক নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন
এই নামটী বাণের পরিবর্তে যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে,
তাহা ঠিক বোধ হয় না। কালিদাসের গ্রন্থেও যখন এ
নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন আর সন্দেহ করিবার কারণ
দেখি না। কিন্তু এই ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে ছিলেন
কি না, তৎপক্ষেও সন্দেহ। যদি তিনি শ্রীহর্ষের সমসাময়িক
ছিলেন, তবে শ্রীহর্ষের বহুপূর্ববর্তী কালিদাসের গ্রন্থে
ধাবকের নাম আসিল কোথা হইতে? হইতে পারে, ধাবক
শ্রীহর্ষনারা কোন প্রাচীনতম রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া-
ছিলেন। পরবর্তীকালে আলংকারিকগণ ধাবকের পরিচয় ও
কালিদাসের পরবর্তী কান্যকূজাধিপতি হর্ষদেবের বিতোৎ-
লাহিতা ও পণ্ডিতবর্গের আশ্রয়দাতৃত্বের পরিচয় পাইয়া
হর্ষের আত্মকুল্যে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা ধাবকের
কর্ত্তে চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক ধাবক কবি ও আলংকারিক,
এ ছাড়া আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

* Dr. Bühler in Indian Antiquary, Vol. II. p. 127, and
Hall's Vasavadatta, pref p. 15.

† Max Müller's India, 'What can it teach us', p. 331.

ধাবন (জী) ধাব ভাবে লুট। ১ শীত গমন। ২ প্রকাশ।
ও তদ্বি।

“উচ্ছিন্ন নৈব ভূমীয়াং ন সূর্য্যাং পাদধাবনং।”

(ভারত ৩৩৫ অ°)

“পাকং গতে ব্রণে বাপি গভীরে সূর্য্যে ২ধবা।

সরস্বে শোধনং কার্য্যং ধাবনত্ব তিবথরৈঃ।”

(হার্য্যত চিকিৎসিতস্থান ৩৫ অ°)

ধাবনি (জী) ধাব বাহনকাং অনি। ১ পৃথিবী। পর্ষায়—
পৃথিবী, পৃথক্ণী, ত্রিভূগণী, ক্রোড়বিরা, সিংহপুচ্ছী,
কলনী, শুভা। (ভাবপ্র°) ২ কটকারী। (রাজনি°)

ধাবনিকা (জী) ধাবনিরিব প্রতিভূতি: কনু (ইবে প্রতিভূতো:
পা ৫১৩৯৬।) বা বার্থে কনু। কটকারিকা। (রত্নমালা)

ধাবনৌ (জী) ধাবনি কৃষিকারাদিতি ভীষ। ১ পৃথিবী।
২ কটকারী। ৩ ধাতকী। (রাজনি°)

ধাসস্ (পুং) ধা-অনু (বহিরাধাঞ-তান্ধমি। উপ
৪।২২০।) পক্ষত। (উচ্ছলদত্ত।)

ধাসি (পুং) ধারয়তি প্রাপান্ ধা-অসি। ১ অন্ন।

“সমুচ্ছিতা হুহুহে ভূরি ধাসে:” (শকু ৩৫৭।১।)

২ ধারণকারী। ৩ গৃহ, বাস।

ধিক্ (অব্য) ধক নাশনে ধা-ধারণে বা বাহনকাং ভিকন্।

১ অপকার শব্দ দ্বারা ভস্মোৎপাদন। ২ নির্ভংসন। ৩ নিশ্চা।

ধিক্ণক নিশ্চাবিবরবাচক হইলে দ্বিতীয়া বিতক্তি হয়।

“ধিক্ ধিক্ শক্রমিতং প্রবেদিতবতা কিং কৃতকর্মেণ বা।”

(সাহিত্যদর্পণ।)

ধিক্ শব্দ বে হলে নিশ্চনীয়পদ্য হইবে, সেই হলে
দ্বিতীয়া বিতক্তি না হইয়া প্রথমা বিতক্তি হইবে। যথা—

“ধিঃমাতা মম কৈকরী বরা পাপমিদং কৃতং।”

(রামা° ২।৮২ অ°)

ধিকার (পুং) ধিক্ ইত্যন্ত কার: করণং। ধিক্। পর্ষায়—
নীকার, অবহেলা, অবমানন, ক্ষেপ, নিকার, অন্যায়। (শকর°)

“লোকধিকারসন্নিধুং দহিত্যঃ নতজনা।” (ভাগ° ৪।১৪১৩)

ধিকৃত (জি) ধিক্ ক-কর্ম্মণি ক। নির্ভংসিত, বাহাকে
ধিকার করা হইয়াছে। পর্ষায় অপধত্ত।

“বয়ং কিশ্কুর্নবাব্যন্ত নহাপুরুষ ভীষঃ।

অয়ং কুপুরুষো নটো ধিকৃত: সাধুভি: সবা।” (ভাগ° ৭।৮।৫০)

ভোমাকে ধিক্ এই প্রকার শব্দ বাহার প্রতি প্রস্তুত হয়,
তাহাকে ধিকৃত কহে। ‘বিশদ্ব্যং ইতি কৃত: শবিত:

ধিকৃত:” (ভরত) পর্ষায় অবরীণ।

ধিক্ৰিয়া (জী) ধিগিত্যকারণমেব ক্রিয়া। নিশ্চ। (যেম)

বিপ্লব (পুং) বিধিতি সত্তা : নির্ভলনরূপ নহ, তির্যক-
রূপ নহ ।

"বাস্তবঃ প্রথমঃ সূর্য্যঃ বিপ্লবঃ তদনন্তরঃ ॥" (মনু)

বিপ্লব (পুং) মনুজ সর্গীর জাতিভেদ ।

"ব্রাহ্মণ্যগ্রকৃত্যামাবৃতো নারি আয়তে ।

আভীরো হৃষিকৃত্যামারোগব্যস্ত বিধগঃ ॥" (মনু ১০।১৫)

"শূদ্রেণ বৈজ্ঞান্যমুৎপন্নো আরোগবী তত্ত্বাং ব্রাহ্মণ্যদ্বিধণো
জায়তে ।" (কল্ক ।)

পুত্রের ঔরসে ও বৈজ্ঞার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহার
নাম আরোগব । ব্রাহ্মণের ঔরসে আরোগবীর গর্ভে যে
জাতি হয়, তাহাকে বিধগ কহে । এই জাতি চর্মকারী দ্বারা
জীমিক নির্মাহ করিবে । বোধ হয়, চর্মকার বা চামার এই
বিধগ জাতির অন্তর্গত ।

"বিধগানাং চর্মকার্যাং বেগানাং ভাণ্ডবাদনং ॥" (মনু ।)

বিধগদিগের চর্মকার্য এবং বেগ জাতির ভাণ্ডবাদনই
উপজীবিকা ।

ধিত (ত্রি) ধাতু ছান্দসো ন হি : ১ হিত, নিহিত । ছান্দস
প্রয়োগ বলিয়া ধাতুর স্থানে হি আদেশ হইল না ।

"ঋতীবানং ধিতাবানং" (ঋক ৩।২৭।২) ২ যুত ।

ধিতি (ত্রি) ধি ধাতৌ জিন্ । ধারণ ।

ধিপ্লু (ত্রি) মনুত—মনু তত উ । সন্ত করিতে ইচ্ছুক ।
বন্ধনা করিতে অভিলাষী ।

"ভূরতং ধিপ্লুমাহুর রাজপুত্রঃ দিদভিষুঃ ॥" (ভট্ট)

ধিয়ুজিহ্ব (ত্রি) কর্ম বা বুদ্ধির গ্রীণয়িতা । (ঋক ১।১৮২।১)

ধিয়সান (ত্রি) ধি ধারণে বেদে বাহুল্যকং অসানচ্, কিচ্চ ।
ধারক ।

"সত্যং ন ইহ ধিয়সানঃ" (ঋক ৫।৩৩।২)

"ধিয়সানঃ ধারয়ন্" (সারণ ।)

ধিয়াম্পতি (পুং) ধিয়াং বুদ্ধীনাং পতিঃ অলুক সমাসাত্ত্বঃ ।

১ পূর্বজিন বিশেষ । ইনি মজ্জবোধ নামে খ্যাত । ২ আত্মা ।

৩ বৃহস্পতি । (ত্রিকা)

ধিয়াযৎ (ত্রি) ই কাভৌ শত্ বন্ অলুক সমাস : । কর্মজি-
লাবী, কর্ম-ইচ্ছুক ।

"এব পুত্র ধিয়ারতে বৃহত্তে দেবতাতরে ।" (ঋক ৯।১৯।৩২)

"ধিয়ারতে কর্ম ইচ্ছতে বিত্তীমার্ধে তৃতীয়স্যঃ ছান্দসো-
হবুৎ" (সারণ ।)

ধিয়ারত (ত্রি) ধি ধারণে ধীরতে জায়তে অনরা ধি-বাহুল্যকং
করণে শ, ধিরা তাঃ প্রকামাভ্যনঃ ইচ্ছতি বহু, ততঃ
ছান্দস ই । আগম্যর প্রকামাভ্যনঃ ।

"বিপ্রাসো বা ধিয়ারবঃ" (ঋক ১।৮।৩)

ধিয়ারবু (ত্রি) ধিরা কর্মণা বহু বস্যাৎ বেদে অলুক সমাসঃ ।
কর্ম দ্বারা বহু নিমিত্ত দেবতেন । সমস্তই বসন দেবতাই
ধিয়ারবু ।

"বজ্রং বষ্টু ধিয়ারবু" (ঋক ১।৩।১০)

"কর্মহেতুধনসিমিত্তুভ্যারা বাগ্দ্বেষতারা তথাবিধঃ ধননিমি-
ত্বং বাগ্দ্বেষ ধিয়ারবুঃ শ্রুত্যা বাধ্যাত্ত্বং" (সারণ)

ধিষণ (পুং) ধুকোতি আগলুতঃ দগতি ধুব-ক্যা (ধুয়ে ধিষ চ
সংজ্ঞার্য্য । উণ্ ২।৮২।) বৃহস্পতি ।

ধিষণা (ত্রি) ধুকোতানরা ধুব-ক্যা ধিবাদেশত্বঃ । ১ বুদ্ধি ।
২ ভূতি ।

"তব ভাদিস্মিন্নং বৃহত্তব ভয় সূত ক্রতুং বজ্রং শিষ্যতি ধিষণ্য
ধরণ্যং" (ঋক ৮।১৫।৭) "ধিষণা ভূতি" (সারণ) ।

৩ বাক্ । (ঋক ৩।৪৯।৪)

৪ প্রস্তর । (ঋক ৯।৫৯।২)

৫ ধারয়িত্বী । ৬ জ্ঞাপুথিবী, এই অর্থে ধিষচনাত্ত্ব ।

"যং সূক্রতুং ধিষণে বিভূতষ্টং বনং বৃজ্ঞাণং জনমন্ত দেবাসঃ"
(ঋক ৩।৪৯।১)

"ধিষণে দেবমহুত্বাদীনং ধারয়িত্বো । যদা প্রগল্ভে সমর্থে
প্রাশিতান্ রক্ষিতমিতি ধিষণে জ্ঞাপুথিবো" (সারণ ।)

৭ পুথিবী । ৮ স্থান । ৯ হবির্দানের পত্নী ।

"হবির্দানাং যড়ায়েরী ধিষণা জনয়ং স্ততান্ ।

প্রাচীনবহিঃ সাধং যমং স্তত্রং বলং স্ততঃ ॥" (মাত্ত ৪।৪৫ ।)

ধিষণাধিপ (পুং) ধিষণার্য্যঃ অধিপঃ স্ততঃ । ১ বৃহস্পতি,
জুরাচার্য্য ।

ধিষণ্য, ধিষণামিচ্ছতি ক্যচ্ ছান্দসদীর্ঘাত্বে হরণ্যঃ আপ-
নার ভূতি ইচ্ছুক । অকং পরমৈ, সেট্ । লট্-ধিষণ্যতি,
লুঙ্-অধিষণ্যীৎ ।

ধিফ্য (ক্রী) থিকা নিপাতনাৎ পত্ ঠঃ । ১ স্থান । ২ পৃথ ।

৩ নক্ষত্র । ৪ অগ্নি । (অমর) ৫ শক্তি (মেদিনী)

(পুং) ধুকোতি আগলুতো ভবতি ধুব-ণ্য নিপাতনাৎ সাধুঃ ।

১ অগ্নি । ২ জ্ঞাপাচার্য্য ।

ধিফ্য (ক্রী) ধুকোতি আগলুতো ভবতি ধুব—ণ্য ণ্যাসসি
কর্ণলিপপসীতি । উণ্ ৩।১০৭ নিপাতনাৎ ঋকারত চ ইফ্যঃ ।
১ স্থান ।

"দোমকিনীতসুহৃৎ পতকঃ পদ্মানি বিকোরহনী উতে চ ।

তদ্ব্যবহৃতঃ পরমেষ্ঠিথিকা মাপো হত তালু রস এব জিহবা ॥"

(ভাগবত ২।১।১০)

"পরমেষ্ঠিথিকা কপালর্য্য" (ভিষয়সৌ)

২ পৃষ্ঠা (ভারত ১৩০৭১০) ৩ নক্ষত্র । (পূর্বানিকাভ-
১১৫১) ৪ অধি । (অধর্মবৈ ২৩৫১) ৫ নক্ষত্র ।
৬ উচ্চতম । (বৃহৎসংহিতা ৩০১) ৭ প্রাণাভিমাত্রী দেব ।
“অয়ে বিবো অর্ঘ্যব্রহ্মা বিগাতচ্ছা দেবো উচিবে থিকা রে”
(ঋক্ ৩২২৩)

‘থিকাঃ প্রাণাভিমাত্রী দেবঃ’ (সারণ)

৮ হানাহ । ৯ ভূতা, ভূতির যোগ্য ।

ধী (জী) ধ্যে চিন্তনে কিং ভূতোসম্প্রসারণং । ১ বুদ্ধি জ্ঞান ।

“প্রসীদ কথয়ান্নানং ন থিয়াং পথি বর্তসে ।” (কুমারলং)

২ মানসবৃত্তিভেদ ।

“তজ্ঞানানং থিয়া নশ্চেদান্তাস্তু বটঃ” (বেদান্ত)

নৈরায়িকদিগের মতে ইহা আত্মবৃত্তি, অর্থাৎ আত্মার ধর্ম ।

“বুদ্ধাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা ।

ধর্ম্মাধর্ম্মো গুণা এতে আত্মনঃ স্পৃশ্যতুর্দশ ॥” (ভাবাপরি)

বৈদান্তিকগণ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা মনোবৃত্তি
বলিয়া থাকেন এবং প্রতীপ্রমাণ দিয়া থাকেন ।

“কামঃ সংকল্পঃ বিচিকিৎসা প্রজ্ঞা হপ্রজ্ঞা ধৃতি রত্নিত্রীর্ধী
ভীরিত্যোতৎ সর্বং মন এব ।” (প্রতি ।)

[বিশেষ বিবরণ বুদ্ধি দেখ ।] ৩ মনঃ । ৪ কর্ম ।

“উথঃ স থিয়া মুদঞ্চনঃ” (ঋক্ ৫১১১৬) ‘থিয়াং কর্মণ্যং’
(সারণ)

ধীশুণ (পুং) থিয়াঃ শুণঃ ৬তৎ । বুদ্ধির শুণ, কামন্দকী
বর্ণিত বুদ্ধির অষ্টশুণ ।

“শুক্রায়া শ্রবণকৈব গ্রহণং ধারণং তথা ।

উহাংসোহাথবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীশুণাঃ ॥” (কামন্দকী)

শুক্রায়া, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহার্থ, বিজ্ঞান ও
তত্ত্বজ্ঞান এই ৮টি ধীশুণ অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম ।

ধীত (ত্রি) থে-জ্ঞ । ১ পীত । ধী-জ্ঞ, ধীন । ধী-ধাকু জ্ঞ
প্রত্যয় করিলে লৌকিক স্থলে ধীন, এবং বৈদিক প্রয়োগ
ধীত হইবে । ২ অনাদৃত । ৩ আরাধিত ।

ধীতি (জী) থে-জিন্ । ১ পান । ২ পিপাসা । ৩ অনাদর ।
৪ আরাধনা । ৫ অভুলি । (নিমণ্টু) “তমীং হিবন্তি দশ ত্রিশঃ”
(ঋক্ ১১৪৪৫) ‘ধীতয়ো দশসংখ্যাকাঃ অভুলয়ঃ’ (সারণ) ।

ধীদা (জী) থিয়াং দদাতীতি দা-ক ত্রিরাং টাপ্ । ১ কড়া ।
২ মনীষা । (ত্রি) ৩ বুদ্ধিদায়ক ।

ধীস্ত্রিয় (জী) ধীজনকং ইস্ত্রিয়ং জ্ঞানেস্ত্রিয়ং । মন, নেত্র,
শ্রোত্র, শব্দ, বৃন্দা, ঘ্রাণ । (অমর ১৫৮)

ধীমৎ (পুং) ধীঃ বিজ্ঞকে হত, অত্যর্থে ধী-মতুপ্ । ১ বৃহৎপতি ।
(ত্রি) ২ পণ্ডিত, বুদ্ধিবৃত্ত প্রকালম্পদ ।

“জ্ঞত রুদ্রং বিবেকার্থং শেবাণামনুপূর্ণমঃ ।

আনুভবো মনুষ্যমানিদং শাস্ত্রকরমঃ ॥” (মনু ১১০২)

২ নরপুত্র বিরাজের পুত্র (বিষ্ণুপু ২৩০) । ৩ উরুশীর
গর্ভজাত পুত্রবার পুত্র । (ভারত ১৭৫১২৪)

ধীমতি (জী) ধীমৎ ত্রিরাং টাপ্ । বুদ্ধিমত্তী ।

ধীমাল (থেমাল বা মৌলিক) দার্জিলিং ও নেপালের
তরাইবাসী এক জাতি । কেহ কেহ ইহাদিগকে লৌহিত্যিক
শ্রেণীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন । কাহারও বিশ্বাস ইহারা
কোচজাতিরই একশাখা । ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি সবই
প্রায় কোচজাতির মত । কেহ কেহ বলেন, ইহাদের
কাহারও অবস্থা ভাল হইলেই সে রাজবাংলী বলিয়া পরিচয়
দেয় । এইরূপ পদলাভ করিবার সময় অনেক খরচ করিতে
হয় । কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল ।

এই জাতির সংখ্যা ক্রমশই বিলুপ্ত হইতেছে । ১৮৪৭
খ্রীষ্টাব্দে হজসন্ সাহের এই জাতির সংখ্যা ১৫০০ নির্ণয়
করেন, তৎপরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার ৮৭০ এবং
১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গণনার ৬৬২ দেখা যায় । এরূপ সংখ্যা হ্রাস
হইবার কারণ আর কিছুই নহে, ধীমাল এই নামে পরিচয়-
গোপন ও জাত্যন্তরপরিগ্রহ । জাতির মধ্যে এখন আর
কেহ আপনাকে ‘ধীমাল’ বলিয়া পরিচয় দেয় না, মৌলিক
বলিয়া পরিচয় দেয় । কেবল চতুঃপার্শ্ববর্তী বিদেশীয়েরাই
ধীমাল নামে অভিহিত করে ।

লিঙ্গজাতির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক প্রচলিত আছে—

কোচ, ধীমাল ও মেচ এই জাতির আদিপুরুষেরা তিন
ভাই স্বর্গ হইতে কালীধামে অবতরণ করেন । এখান হইতে
তাহারা তিন জনে উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে ‘খচর’ (খণ্ড)
দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল । (ব্রহ্মপুত্র ও কৌশিকী
নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগ খচর দেশ বলিয়া কেহ কেহ ক্ষু-
মান করেন ।) কনিষ্ঠ সহোদর এখানেই রহিয়া গেল । তাহা
হইতেই কালক্রমে কোচ, ধীমাল ও মেচ এই তিন জাতির
উৎপত্তি হইল । আর দুই ভাই সমুদ্র গিরিপ্রদেশে গমন
করিল, এই দুই ভাই হইতে নেপালের পশ্চিম ও তিব্বতের
অঞ্চল হইল । আবার কেহ বলেন, কোন নেপালী সামাজিক
নিয়ম রক্ষা না করার দোষ হইতে তাড়িত হইয়া খচর দেশে
চলিয়া আসে এবং এখানকার রমণীকে বিবাহ করে, তাহা
হইতেই মেচ ও ধীমাল জাতির উৎপত্তি । কিন্তু সর্বদান
কালে ধীমালরা কোচ না মেচের সহিত কোন সংঘ
জীকর করে না ।

ধীমালেরা প্রধানতঃ ৩টি প্রদেশে বিস্তৃত—অধিরা, লাভের

ও হুদিয়া। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা বাধি নাই। তবে অধিরারাই আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, এই জন্ত অশ্রেণী মধোই বিবাহ করে। তবে এখন ইহারও পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ ও মাতৃপক্ষে তিন পুরুষ সঙ্কর বাদে বিবাহ সঙ্কর হির করে। এ ছাড়া চোকা, দৌবা, কোবা ও রাফা এই চারি ঘর আছে। স্বঘরে কেহ বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। তবে ইহাদের মধ্যে দুই এক জন সঙ্গতিপন্ন লোক বাল্যলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর জ্ঞান অন্ন বয়সে কস্তার বিবাহ দিতেছে। অধিকাংশই পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বর্ষের মধ্যে এবং মেয়ের ১২ হইতে ১৬ বর্ষের মধ্যে বিবাহ হয়। সুবকগণ প্রায় আপনাদের বিবাহের সঙ্কর আপনাই করিয়া লয়। বিবাহের পূর্বে সহবাস করিবারও বাধা নাই। যে কস্তার উপর ভালবাসা জন্মে, তাহাকে লইয়া প্রায় পলাইয়া আসে। তখন উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষীয়েরা বিবাহের বন্দোবস্ত করে। অনেক স্থলেই কস্তা জাবীপতির গৃহে গিয়া তাহার সহিত বসবাস করে। বিবাহের সময় বরকে পণ দিতে হয়। পণ দিবার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। কস্তা যদি স্বস্তরগৃহে গিয়া ভাল কাজ কর্ম দেখাইতে পারে ও সকলের চক্ষে ভাল লাগে, তাহা হইলে বিবাহের সময় তাহার পিতা বেশী পণ পাইয়া থাকে। আর যদি কস্তা গৃহকার্যে উপযুক্ত না হয় ও বরের ভাল না লাগে, তবে কিছুদিন সহবাসের পরও আবার তাহাকে পিতৃগৃহে চলিয়া আসিতে হয়। সে অপর একজনকে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু সে বিবাহ বিধবা-বিবাহের মত সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পূর্বে অনেক নারী বহুদিন স্বামীর গৃহে বাস করে। তাহাতে সে সমাজে নিন্দনীয় হয় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যে স্বামীর সহিত সহবাস করিবার দুই চারি বর্ষ পরে উভয়পক্ষে সঙ্গতি ও সুবিধা বুঝিয়া তবে বৈবাহিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। এক্ষণ স্থলে যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন সেই কস্তার হাতের জল শুদ্ধ হয় না। এক্ষণ রমণীর কোন সামাজিক ভোজাদিতে অরম্পর্শ করিবার অধিকার নাই। বিবাহের পর সে সকল অধিকার পায়। ৬০।৬০ বর্ষ পূর্বে বিবাহের তেমন একটা বাধা বাধি ছিল না। এখন ইহার উচ্চ হিন্দু প্রধার অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই বিবাহাদি সমাধা করে। সপ্তপদীগমন ও সিন্দূরবানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। নাপিতে স্নান করে ও স্বজাতীয় একজন ভক্ত আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। একটু সমাহারো-

ব্যাপারে বর্ণব্রাহ্মণ আসিয়াও পুরোহিতের কাৰ্য্য করিয়া থাকে। বিবাহান্তে আত্মীয় কুটুম্বেরা দম্পতির মখির ধান, দুর্দ্ধা ও চন্দন নিক্ষেপ করে।

বিধবারা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু এ বিবাহ পিতৃগৃহে হওয়া কর্তব্য। বিধবা বিবাহেও প্রথম বিবাহের নিষেধাদি পালন করিতে হয়। যদি কোন পুরুষ কোন রমণীকে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পতিকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিবাহে দত্ত পণের সমস্ত টাকা এবং পক্ষায়তের নির্দিষ্ট টাকা দত্ত দিতে হয়।

ইহারা পক্ষায়তের অনুশাসন মানিয়া চলে। প্রথমে পুত্রগণ সমভাগে পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে সহোদর, সহোদরের পর পত্নী, তাহার পর কস্তা সম্পত্তির অধিকারী হয়।

পূর্বে ইহারা পার্শ্বভীয় বন দেবতার পূজা করিত। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইহাদের অনেক মত-পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন আর কেহ পূর্বে প্রথা মানিতে প্রস্তুত নহে। এখন সকলেই গোঁড়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত। এখন বালগোপাল, চৈতন্ত, নিত্যানন্দ, শালগ্রাম ও তুলসী ইহাদের প্রধান উপাস্ত। দার্জিলিংয়ের ভরায়ে ইহাদের উপাস্ত দেবগণের ছোট ছোট মন্দির দেখা যায়। মন্দিরে প্রায় বালগোপাল, তাঁহার দুইপার্শ্বে চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের মূর্তি অধিষ্ঠিত। দেবালয়ের সম্মুখে তুলসী-মঞ্চ। গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের মত ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সর্ষদা হরিনামের মূল ব্যবহার করে। এ ছাড়া কালী, বিবহরি, মনসা, বুড়া ঠাকুর, মহামায়া প্রভৃতির অর্চনাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। হজসন সাহেবের বর্ণনায় জানা যায়, ৪০।৫০ পূর্বে এ সকল কোন কোন দেবতাই ইহাদের উপাস্ত বলিয়া গণ্য ছিল না। ইহারা বালগোপালকে ছাওয়াল-ঠাকুর বলিয়া পূজা করে। ছপ, কলা ও অন্ন দ্বারা গোপাল ও চৈতন্তের পূজা দেয়। আবার কালী ও বিবহরির সম্মুখে ছাগ, মহিষ, কপোত, হংস প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে।

বামন নামে রাজবংশী জাতীয় এক শ্রেণীর লোক ইহাদের পৌরোহিত্য করে। তবে সময়ে সময়ে বর্ণ ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকে।

রাজবংশীদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে বীমালের ঘরে বিবাহ করিতে পারে। এক্ষণ স্থলে প্রায় তাহার জাতি যায়। রাজবংশীগণ তাহাকে সমাজে লইতে চায় না।

৪০ বর্ষ পূর্বে বীমালেরাশব গৌর দিত। কিন্তু এখন এ প্রথা ছাড়িয়াছে। শবদাহপ্রথাই এখন চলিয়া গিয়াছে।

অগ্নি। ধীমালেরাই সমাজের মধ্যে প্রথম শব্দাবহ করে বলিয়া সম্মানিত। কেহ মরিলে তাহার পুত্রাদি প্রায় দশ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কেহ বা ইচ্ছামত ৩ দিনে, ৭ দিনে অথবা ১০ দিনেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। কার্তিক মাসে ইহার পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করে।

ইহার গোমাংস অথবা সর্পাদি আহার করে না, কিন্তু মুরগী, বরাহ, জোড়ী ও সকল প্রকার মংস্ত থাইয়া থাকে। রাজবংশীরা ইহাদের জলগ্রহণ করে ও এক হকার তামাক খায়, কিন্তু অপর সকল জাতিই ইহাদিগকে অন্তি জ্ঞান করে। এদিকে ধীমালেরাও মেচ, পাহাড়ীরা অথবা মুসলমানদিগের হাতের জল স্পর্শ করে না। রাজবংশী অথবা অপর যে কোন উচ্চ হিন্দুর ঘরে অন্ন খাইতে আপত্তি নাই।

কৃষি, মংস্তধারণ ও গোচারণ ইহাদের প্রধান উপ-জীবিকা। কেহ কেহ চা-বাগানে কুলির কাজ করে। পূর্বে ইহারা ঝুম-প্রাণালীতেই চাষ বাস করিত। কিন্তু এখন অনেকেই লাঙ্গল ধরিরছে।

এই জাতি প্রায় এক টানে বাস করে না।

ধীর (ক্লী) ধিরং রাতীতি রা-ক। ১ কুছুম। পর্যায় বৃহৎ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিণ্ডন, ধীর, বাহ্লীক, শোণিতাভিধ। (ভাবপ্রা পূর্ব্বত্বং)

ধীর (পুং) ধিরং রাতি দদাতি গুহ্যাতীতি বা রা-ক। ১ ঋষ-ভৌবধি। ২ বলিরাজ। (শব্দরং)

ধীর (ত্রি) ধিরং ঈরয়তীতি ঈর-অণ্ বা রা-ক। ১ ঐধর্য্যাবিত। অচঞ্চল। ২ বৈর। ৩ বলযুক্ত। ৪ পণ্ডিত। ৫ মদ্র। ৬ বিনীত। (পুং) ৭ চিদান্তাস্থার্য্য বুদ্ধিবৃত্তিশ্রেয়ক চিদাস্থা। ৮ মনোহর। "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।" (গীতগোবিন্দ।) ৯ গভীর।

"অবোচদেনং গগনস্পৃশা রঘুঃ

অরেন ধীরেণ নিবর্ত্তয়স্ব।" (রঘু)

ধীরগোবিন্দশর্ম্মা, আধর্কগরহস্ত নামক সংস্কৃত গ্রন্থেরচিহ্ন। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে বিজ্ঞান ছিলেন।

ধীরতা (ক্লী) ধীর-ভাবে তল্। ১ অচাঞ্চল্য। ২ বৈর্য্য। ৩ পাণ্ডিত্য।

"প্রত্যাদেশার থলু ভবতো ধীরতাং তর্করামি।" (মেঘদূত) ৪ নারকগুণভেদ।

ধীরত্ব (ক্লী) ধীরত্ব ভাবঃ। ধীরতা।

"প্রাগলভ্যোমোহ্যামুর্ধ্বাশোভাধীরত্বকান্তরঃ।

দীপ্তিভাবরজা ভাবহাবহেলাঃ ত্রিরাহলজাঃ ॥" (হেম) ৩১৭২)

ধীরদেব, উ পং এদেশের বালিয়া জেলার একজন বিখ্যাত

অধিপতি। ইনি প্রায় ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হলদীগ্রামে একটা চূর্ণ নির্মাণ করেন। ঐ চূর্ণ এখন গঙ্গার গর্ভধারী।

ধীরপত্নী (ক্লী) ধীরং মনোহরং পত্নং বভাঃ ত্রিরাং ভীপ্। ১ ধরগীকল্প। (ত্রি) ২ মনোহর পত্নযুক্ত। ত্রিরাং টাপ্।

ধীরপ্রশান্ত (পুং) নারকভেদ।

"সামাজগুগৈতুর্নান্ বিজানিকো ধীরপ্রশান্তঃ ত্রাং।"

(সাহিত্যদং)

যে স্থলে নারক বহু গুণযুক্ত ভ্রাজ্ঞাদি সেই স্থলে ধীরপ্রশান্ত হইবে। যেরূপ মাণভীমাধব গ্রন্থে মাধব ধীরপ্রশান্তনারক। ধীরললিত (পুং) ১ নারকভেদ।

"নিশ্চিন্তো মুহুরনিশং কলাপয়ো ধীরললিতঃ ত্রাং।"

(সাহিত্যদং)

যিনি চিত্তারহিত, হৃদ্য এবং সর্বদা কলাপধারণ, এইরূপ গুণযুক্ত হইলে তাহাকে ধীরললিতনারক কহে। রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে বৎসরাজাদি ধীরললিতনারক। ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬ করিয়া অক্ষর থাকিবে। ১৪৪৬১০১২১৪১৬ অক্ষর গুরু এবং অন্তর্বর্ণ লঘু হইবে।

"সংকথিতা ভরো নরনগাশ্চ ধীরললিতা।" (বৃত্তরত্নাকরটীকা) ধীরসিংহ, ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থবর্ণিত একজন রাজা। চন্দ্রসেনের পুত্র। ইনি গোমতী নদীতীরবর্ত্তী ধরহার নামক গ্রামে রাজত্ব করেন। (৫৬১১২-১১৯)

২ বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহের পুত্র। যখন মানসিংহ সটেন্ডে বর্দ্ধমানে উপনীত হন, সেই সময় ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। (ক্ষিতিশব্দ)

ধীরস্কন্ধ (পুং) ধীরঃ অচঞ্চলঃ ভারসহ ইতি বাবৎ স্কন্ধো বভ। নহিষ। (হেমং)

ধীরহাখির, বিজুপুরের রাজা প্রসিদ্ধ ধীরহাখিরের পুত্র। ইনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী, প্রায় সমসাময়িক লোক। ইহার কৃত বহু পদাবলী পাওয়া যায়। ইনি "সারাবলী" নামে একখানি অতি উপাদের (ঐতিহাসিক ও ভক্তিবিরক) নৈকব গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন, এই গ্রন্থে অনেক ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত আছে, ধীরহাখিরের রাজ্যে একাদশী দিবসে আট বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক সকলকেই উপবাসী থাকিতে হইত। ঐ দিবসে সকলেই হরিনাম করিতে বাধ্য ছিল, না করিলে দণ্ড-নীর হইতে হইত।

হরিনাম-প্রচারের জন্য রাজা রাজ্যমাধ্যে, আর একটা ব্যবস্থা করেন। প্রতি গৃহস্থকেই একটি তোতা মরগা কি অপর কোন পাখী পোষিতে হইত। এই গৃহস্থ এই পাখীকে

“রাধাকৃষ্ণ” বা “গৌর নিতাই” বোলি লিখাইত, আর সবে
‘সবে’ স্বয়ং হরিনাম উচ্চারণের ফল পাইত। এই উপায়ে অন্ন
দিনেই বিষ্ণুপুরে স্বর্ণের শোভা আবিস্কৃত হইয়াছিল ;
কথিত আছে, তাঁহার সময়ে চৌর্যাদি বিষ্ণুপুর হইতে
একবারে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল।

ধীরা (কী) ধীর-টাপ । ১ কাকোদী । ২ মহাজ্যোতিষতী ।
৩ শুকচী । ৪ নায়িকাভেদ ।

মধ্য ও প্রগল্ভা নায়িকার ধীরাদি ভেদ—

“মানকালে মধ্য প্রগল্ভার তিন ভেদ।

ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ ॥

মুগ্ধার এ ভয় নাই ভয় তার মূল।

ক্রোধ হলে একভাব ক্রন্দন আকুল ॥

প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা ।

সোজানুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা ॥

কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ ।

ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ ॥”

মধ্য ধীরা নায়িকা—

“আজি প্রভু দড় দড় বেশ বনায়ান্ন বড়

সেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।

মন দেখি তাল্য তাল্য নয়ন হয়েছে রাঙ্গা

বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ ॥

তোমা বিনা প্রভু নাই ঘাইবার নাহি ঠাই,

কুমুদের চাঁদে যেন তেন মন হয়েছে ॥

অপরূপ কমা কর নূতন চন্দন পর

এই লগ নবমালা বাসী মালা পরেছ ॥”

মধ্য অধীরা নায়িকা—

“সোহাগ করিয়া নৃত্য বলহ আমার কৃত্য

আজি দেখ একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।

অধরে কঙ্কল দাগ নয়নে তাবুল রাগ

অলক্তাক্ত ভাল ভাল কার কাছে পাওহে ॥

মোরে প্রাণ বলে ডাক অন্তরে নিকটে থাক

বুঝিলাম মন রাখ মনকলা খাও হে।

তোমা দেখে হয় ভীতি কঠিন তোমার সীতি

বুঝিহু তোমার সীতি বাত বাও যত হে ॥”

মধ্য ধীরাধীরা নায়িকার লক্ষণ—

“তুমি মোর প্রাণপতি কখন ক্ষরিলে রতি

যুঝি হুখে হুলেছিহু তেই নাই মনে হে।

বুকে দেখি সখ চিহ্ন অধর দললে জিহ্ন

ভালে আনন্দের দাগ রক্তিম নয়ন হে।

শ্রম রাখ মুখখোও কণেক শস্যার শোভ

চুর্যা শুক কর হালা তাবুল চন্দনে হে।

কত জান ভারি তুরি দেখিতে দেখিতে চুরি

হরি হরি নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥”

প্রগল্ভা ধীরা নায়িকা—

“কাজের সময় যত কথা হয়

এবে কোথা রয় মনে না থাকে।

কেমন ধরম কেমন করম

কেমন মরম কহিব কাকে ॥

ধিক বিধাতার এ হেন আমার

দিয়াছি তোমার ইহার পাকে।

দেখি যে চঞ্চল হোঁবে কি অঞ্চল

এ কাজে কি ফল কে তোমা ডাকে ॥”

প্রগল্ভা অধীরা নায়িকা—

“কোন ফুলে বঁধু পান কর্যা মধু

হর্যা আলে বাছ পোড়াতে মোরে।

আলতা কঙ্কল সিন্দুর উজ্জল

জাগিয়া বিকল নয়ন ঘোরে ॥

এতক বলিয়া ক্রোধেতে অলিয়া

কমল ফেলিয়া মারিল জোরে।

কাঁদরে নাগর শুণের সাগর

কোথায় আদর থাকয়ে চোরে ॥”

প্রগল্ভা ধীরাধীরা—

“জাগিয়া নয়ন তোমার যেমন

আমার তেমন সকল বটে।

সব কাজে সম কলে তর তম

কিসে আমি কম বুঝিনে বটে ॥

বিধি কৈল নারী লাজ দিল ভারী

তেই সে না পারি তোমার হটে।

যুক মূলে হানি শিরে ঢাল পানী

চরণ স্থানি নৌকার তটে ॥

জ্যোষ্ঠাদি ভেদ—

“এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।

জ্যোষ্ঠা আর কনিষ্ঠা বিভেদ হয় কীরা ॥

পতির অধিক মেহ যারে সেই জ্যোষ্ঠা।

অন্ন মেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা ॥”

ধীরা জ্যোষ্ঠা নায়িকা—

“স্ত্রীর কুবি ধীর ক্রোধ হুয়ে বেদা পোষ লোথ

শকু করে উপরোধ ধীরে ধীরে কহিছে।

যদি পায়া থাকে দোষ তবু যুক্ত নহে রোষ
হাতে কর পরিতোষ কামানলে দহিছে ।
রক্ত পন্ন হুটী পার অমর নুপুর তার
নিত্য নানারস ধার আজি তাই ররেছি ।
আকুল আমার প্রাণ তবু নহে সমাধান
কঠিন তোমার মনে পরিমাণ নহিছে ॥”

ধীরা কনিষ্ঠা নারিক—

“প্রীর দেখি হির মান করিবারে সমাধান
বন্ধ করে অপমান কোথে কোথ হরিব ।
কিসে মোর পায়া দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব ।
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিরাহিহু কার কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব ।
আরস্তিয়া ছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এতদূরে শোধ বোধ কত সাধা মরিব ॥

অধীরা জ্যেষ্ঠা নারিক—

“বতপি অধীরা হর্যা গালি দিলা কটু কর্যা
তবু থাকিলাম সয়া না সয়া কি করিব ।
তুমি প্রাণ তুমি ধন তোমা বিনা অভজন
যদি জানে মোর মন পরীক্ষা আচরিব ॥
কট হলো কটু কও ভুট হলো কোলে লও
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব ।
ছল ছুতা মিছা সঁজা না জানি বিস্তর প্যাচা
প্রাণেশ্বরী প্রাণে বাঁচা নহে অজি মরিব ॥”

অধীরা কনিষ্ঠা নারিক—

“বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণ কালি কিসে মুখ চাহিব ।
হর্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কতু কত গালি খাইব ॥
বিনয়ে না মানি বোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা হইব ।
তোমার যেমন কর্ম, আমার তেমন কর্ম,
ইশাদ থাকিও ধর্ম কার্য কালে পাইব ॥”

ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা নারিক—

“এক বাক্যে বুঝি রাগ আর বাক্যে অহুরাগ
জনয়ে হইল দাগ বুঝিতে না পারিরা ।
কি করিলে হও ভুট কি করিলে হও কট
অদৃষ্ট হইল রুট কিসে বাবে নারিরা ॥

যদি অপরাধী হই নিতান্ত করিলা কই
তোকা বিনা কারো নই হুখে লও তরিরা ।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান অপমান
তোমা বিনা নাহি আর দেখিছ বিচারিরা ॥”

ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

“এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিছ গুণ দোষ বড় দার পড়িল ।
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে বর লয়া বরে আমার কি বহিল ॥
পদ্মিনী অমরপ্রিয়া অমরে খেলায়া দিরা
তাহারি বিনয়ে হিরা বুঝি তাই কলিল ।
রত্নির লমর নউক আমার বে হর হউক
ক্রোধটা তোমার রউক যাইবার হইল ॥”

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

ধীরাজ, প্রধান রাজা, অধিরাজ ।

ধীরাধীরা (জী) নারিকাতেন । [ধীরা দেখ ।]

ধীরাবী (জী) ধীরঃ অবতি অব প্রীগনে অণু ভীপ্ । শিংশা যুক্ত ।
ধীরেন্দ্রপক্ষীভূষণ, নিত্য-কর্মলতা নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা,
ইহার পিতার নাম ধর্মেশ্বর ।

ধীরোদাত্ত (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নারিকাতেন ।

“অধিকথনঃ ক্রমাবানতিগন্তীয়ো মহাসম্বঃ ।

হেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥”

যাহারা আপনায় প্রাণা করে না, অতি বলশালী এবং
যাহারা হর্ব বা শোকাগ্নিতে অভিভূত হর না, বিনীত, যাহার
অহঙ্কার কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, যাহা স্বীকার করে
তাহা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও নির্দোষ করিয়া থাকে,
এই সকল গুণযুক্ত লোক ধীরোদাত্ত নামক পদবাচ্য ।
রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নামকের অন্তর্ভুক্ত ।

ধীরোদ্ধত (পুং) সাহিত্যদর্পণোক্ত নারিকবিশেষ ।

“মরাগরঃ প্রচণ্ডশলোহহঙ্কারদর্পভূরিষ্ঠঃ ।

আত্মপ্রাণানিরতো ধীরৈঃ ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ ॥” (সাহিত্যদর্পণ)

মরাগটু, প্রচণ্ড, চঞ্চল, অহঙ্কারদর্পাদিযুক্ত, আত্মপ্রাণা-
পরায়ণ, এই সকল গুণযুক্ত নারকে ধীরগণ ধীরোদ্ধত নামক
বলিয়া থাকেন । ভীমসেন প্রভৃতি এই নামকের অন্তর্গত ।
২ ধৈর্য্যাবিত্ত অবচ উদ্ধৃত ।

“ধীরোদ্ধতঃ পাণকারী বাসনী প্রতিনারকঃ ॥” (সাহিত্যদর্পণ)

ধীরোর, কান্দি ও গোরখপুর অঞ্চলের এক জাতীয় আদীর ।
তদ্রিহলু অকবান নামক পানীয় গ্রন্থে ইহারো ঘোরাঘের
আদীর বলিয়া ব্যত ।

ধীরোক্ষিন্ (পুং) বিশ্বদেবভেদ।

“শৈলাভঃ পরমক্রোধো ধীরোক্ষী ভূপতিভবা।”

(ভারত অঙ্ক ৯১ অং)

ধীর্ঘ্য (ত্রি) ধীরে ভবঃ ‘ভবেচ্ছন্দসীতি’ ইতি বৎ। কাতর।

“পাক্য চিবসবো ধীর্ঘ্যঃ।” (ঋক্ ২২৭।১১) ‘ধীর্ঘ্যঃ কাতরঃ।’ (সারণ)

ধীলটি (ত্রি) ধিরা বৃদ্ধা লটতি বালোক্তা মোচরতীতি ধী-লট-ইন্। (সর্বধাতুভা ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ছহিতা। (হ্যাবলী)

ধীবৎ (ত্রি) ধীর্বিভক্তে হস্ত, ধী মতুপ্ মস্ত ব। বুদ্ধিযুক্ত, ধীশক্তি সম্পন্ন। “ধীবতো ধীবতঃ সখা।” (ঋক্ ৬।৫৫।৩।)

ধীবন্ (পুং ত্রি) ধ্যারতীতি ধৈ-কনিপ্, সম্প্রসারণক। (ধাপ্যোঃ সম্প্রসারণক। উণ্ ৪।১১৫) ধীবর, কৈবর্ত্ত। জিহাং ভীষ্। ধীবরভাৰ্য্যা। [বিশেষ বিবরণ কৈবর্ত্ত দেখ।]

ধীবর (পুং) দধতি মৎস্তানিতি ধা-ঘরৎ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (ছিত্তরহস্যধীবরপী বরেতি। উণ্ ৩।১) কৈবর্ত্ত, ইহার। আল বাবসারী, এইজন্ত ইহাদিগকে জেলে কহে।

“যতো হি নিম্নং ভবতি নয়ন্তি হি ততো জলং।

যতচ্ছিদ্ৰং ততশ্চাপি নয়ন্তে ধীবরা জলং॥” (ভারৎ ২।২০।১৭।)

২ জনপদ বিশেষ ও সেই জনপদের অধিবাসী।

“ধীবরান্ অধিকাংশৈব তথা নীলমুখানপি।” (মৎস্তপুং ১২১।৫২)

জিহাং জাতিভাং ভীষ্। [জালিয়া ও কৈবর্ত্ত দেখ।]

ধীবরক (পুং) ধীবর, জালিয়া।

ধীবরী (ত্রি) ধীবর-ভীষ্। ১ ধীবরপরী, কৈবর্ত্তী। ২ মৎস্ত-বেধিনী। (উণাদিকোষ)

ধীশক্তি (ত্রি) ধিঃ শক্তিঃ ভতৎ। বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধিগুণ। পর্যায়—নিজ্ঞম। বুদ্ধির চটী শক্তি। [ধীশুণ দেখ।]

ধীসথ (পুং) ধিঃ সথঃ সহায়ঃ ‘রাজাহসথিত্যট্ঠ্’ ইতি ট্ঠ সমাসান্তঃ। মজ্জী।

ধীসচিব (পুং) ধিরি বুদ্ধৌ মজ্জগাদৌ সচিবঃ সহায়ঃ। মজ্জী, মজ্জানিপুণ।

ধীহরা (ত্রি) একজাতীর মিষ্ট কাঁঠাল।

ধু (ত্রি) ধু-কম্পনে ভাবে-ভু। কম্পন। (একাক্ষরকোষ।)

ধুঁহুল (দেশজ) একপ্রকার লতা ও তাহার ফল। ইহার সংস্কৃত নাম রাজকোষাতকী বা দীর্ঘপটোলিকা, হিন্দী বিজাতরুই বা পুফলা, আলামী ভাতকাকরেল বা ভাটিকেরেলা, নেপালী পলো, উত্তরপশ্চিমে বিজাতরুই, পঞ্জাবী বী গন্দোলী, বোম্বাই প্রদেশে ঘোষালী বা পরোসী, গুজরাতি তুরিয়া, তেলগু ভুতিবীরা বা নুনেবীরা, ব্রহ্মে থ-বোৎ। (Luffa aegyptiaca.)

ভারতবর্ষ এই লতার জন্মভূমি। পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান সকল স্থানেই জন্মিতে পারে। ভারতে প্রায় বর্ষাকালেই প্রধানতঃ এই গাছ জন্মে। একটু ভাল জমি হইলে শীঘ্র এই গাছ বাড়িয়া উঠে। এ সময় মাচার তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য। একটু যত্ন করিলে বারমাসেই এই ফল পাওয়া যায়।

ধুঁহুলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। ইহার বীজের গুণ—রোচক ও বমনকারক। ফল নানা বাজনে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞক মতে ইহার গুণ—মিথু, কটু, বিষ্টভী, শুষ্ক, বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, কৃচি ও তেদকারক, মধুর এবং শীতল। (রাজবল্লভ) শুক্লা ধুঁহুলের আংশে এক প্রকার মার্জ্জুনী তৈয়ার হয়।

আর এক প্রকার ধুঁহুল আছে, তাহাকে তিত-ধুঁহুল বলে। সংস্কৃত নাম কোষাতকী। বাকালার স্থানভেদে নামান্তর তিতো-তরুই, হিন্দীতে করুবি-তরুই, মরাঠী কোহুদোড়কা, তামিল পে-পিকুম্ ও তৈলঙ্গে অড়বীরা বা চেহুবীরা কহে। তিত-ধুঁহুলও ভারতের সর্বত্র জন্মে। এই লতার সর্বপ্রাংশই তিক্ত। ফলও অনেকাংশে তিক্ত বলিয়া ইহার নাম তিতোধুঁহুল হইয়াছে। এই তিত-ধুঁহুল-পাতার রস গবাদির নালী ঘায়ে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। কামলা রোগে বোম্বাই অঞ্চলে ইহার নস্ত দেয়। আমাশয়ে ইহার বীজ বিশেষ উপকারী। ইহার শুষ্ক বীজের গুণ বমনকারক।

[কোষাতকী শব্দে অপরাপর গুণাগুণ দ্রষ্টব্য।]

ধুঁয়া (দেশজ) ধূম।

ধুকড়ী (দেশজ) মোটা মলিন ছিন্ন বস্ত্র।

ধুকনী (দেশজ) হাঁক ছাড়া, কাঁপনি।

ধুকধুক্ (দেশজ) হৃদকম্পন।

ধুকধুকনি (দেশজ) কোন বিষয়ের জন্ত চিন্তা। উদ্বেগ।

ধুকধুকী (দেশজ) ১ উদ্বেগ, চিন্তা। ২ কঠোরতরনের অংশ বিশেষ।

ধুক্তক (পুং) ধুক্ত অচ্ পৃষোদরাদিভাং সাধুঃ। পক্ষীভেদ। অজাদেরাকৃতিগগনভাং জিহাং টাপ্।

“দিশাং কটোযুক্তোযৌ” (শুক্রযজুঃ ২৪।৩১)

ধুত (ত্রি) ধু-ক্ত। ১ ত্যক্ত। ২ বিধুত। (মেদিনী)

ধুতি (দেশজ) পরিধের বস্ত্র।

ধুতুরা (দেশজ) ধুতুর।

ধুতু (দেশজ) ১ অতিশয় অগ্নিপ্রজ্জ্বলন। ২ বিতীর্ণ, নাট-স্বকীর।

ধুন (ত্রি) ধুনয়তি ধুনি অচ্ পৃষোদরাদিভাং সাধুঃ। কম্পন।

“ধুনেন্তরঃ স্তম্ভকেন্তঃ” (ঋক্ ৪।৫০।২।)

ধুনধরা (দেশজ) তুলা-পরিষ্কারক বস্ত্রবিশেষ।

ধুনচি (দেশজ) তুলাপরিষ্কারক বস্ত্রবিশেষ।

ধুনন (দেশজ) তুলা বা কার্পাসের বীজ উদ্ধার করণ, ফোড়ন বা পরিষ্কার করণ।

ধুনাচি (দেশজ) ধুনা আলিবার পাত্র।

ধুনি (জী) ধুনোতি বেতসাদিনদীজাতবৃক্ষানিতি, ধু-কম্পনে বহুবচনাৎ নি সচ কিং। ১ নদী।

“দিবে দিবে ধুনয়ো যস্যার্থঃ” (ঋক্ ২.৩০।২) ‘ধুনরা নজঃ’ (সায়ণ)
(পুং) ২ অসুরভেদ।

“অগ্নেনাতুয়া চুহরিং ধুনিক্” (ঋক্ ২।১৫।৯।)

‘চুহরিং ধুনিং এতন্মামাসুরঃ।’ (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ কম্পক। (পুং) ৪ জলপ্রতিরোধক অসুরভেদ।
(ঋক্ ১।১৭।৫।)

ধুনয়তি কম্পয়তি শত্রু নিতি। ৫ মরুৎবিশেষ।

“উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বাস্তশ্চ ধুনিশ্চ” (বাজসনেয়সং ৩৯।৭)

(ত্রি) ৬ কম্পয়িতা।

“হিরণ্যাকেশো রজসো বিসারোহি ধুর্নিবাত ইব” (ঋক্ ১।৭৯।১)

ধুনী (জী) ধুনি কাদিকারাদিত বা ভীষ্। নদী।

“সত্যং বিচক্ষা মৃগচেষ্টিত মাগ্নানোহন্ত

শ্চিন্তং নিযজ্জ হৃদি কর্ণ ধুনীঞ্চ চিন্তে” (ভাগবত ৫।২৯।৫০)

ধুনীনাথ (পুং) ধুস্তা: নাথ: ৬তং। সমুদ্র। (রাজনিং)

ধুমুরি (দেশজ) যে তুলাধোনে, অথবা তুলা পরিষ্কার প্রভৃতি করিয়া লেপ তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাকে ধুমুরি কহে। এদেশে যে সকল ধুমুরি দেখা যায়, তাহারা মুসলমান জাতীয়, ইহাদের জীবিকা তুলাধোনা। তুলা প্রভৃতি ধুনন করে বলিয়া বোধ হয় ইহাদের নাম ধুনরি হইয়াছে।

ধুমুদুল (দেশজ) ধুঁহুল ফল, বিজাজাতীয় ফল বিশেষ।
[ধুঁহুল দেখ।]

ধুমু (পুং) ১ মধুরাক্ষসের পুত্র। হরিবংশে ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

মহারাজ বৃহদশ পুত্রদিগের উপর রাজ্যত্যাগ অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে সেই স্থলে উত্তর নামে এক বিগ্রহী উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে প্রজারক্ষা হইবে না, রাজাদের প্রজারক্ষাই পরম ধর্ম, আপনি এই রাজধর্ম প্রতিপালন করিয়া অক্ষর কীর্তি স্থাপন করুন। আমার আশ্রয়ের অনতিদূরে এক অশ্ববিভীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি আছে। উহা দেখিলে আপাতত সমুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্থানে

ধুমু নামে এক পরাক্রান্ত রাক্ষস ছিল, ঐ রাক্ষস এসিদ্ধ মধুরাক্ষসের পুত্র। ঐ রাক্ষস বালুকারণির মধ্য হইতে সুকারিত থাকিয়াই উহার অভ্যন্তরে লোকবিনাশ-কামনায় অতি কঠোর তপস্তা করিবার অতিপ্রায়ে শয়ান রহিয়াছে। সংবৎসর পরে যখন সে নিখাস পরিভ্রাম্য করে, তৎকালে শৈল অরণ্য প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। তৎকালে তাহার সেই ভয়ানক নিখাস বায়ুতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ধূলি উর্দ্ধদিকে উঠিয়া সমস্ত স্তম্ভমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে এবং সাত দিন অনবরত ভূমিকম্প হইতে থাকে। ইহাতে ধুম ও অজার সহ অগ্নিফুলিদ সকল অতি ভীষণ রূপে বার বার উৎখিত হইতে থাকে। তখন জীবগণের ভ্রববহার পরিণীয়া থাকে না, আপনিই একমাত্র উহাকে বধ করিতে সমর্থ। দেবতারাও ইহাকে বধ করিতে সমর্থ নহে। ইহার ভয়ে আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া জগৎকে সুস্থ করুন। হে মহারাজ! আমি পূর্ব যুগে বিষ্ণুর নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছি যে, ইহাকে যে বধ করিবে, আমি তাহার তেজ বর্জিত করিব। অন্ন তেজীযান্ কোন ব্যক্তি যদি দিব্য শতবর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও এই রাক্ষসকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না।” মহর্ষি উক্তক রাজর্ষি বৃহৎসেধর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, আমি বিনিপূর্বক শরাসনাদি পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছি। পুনরায় আমার আর পরিত্যক্ত অস্ত্র গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। আমার পুত্র কুবলয়াশ্বই এই ধুমুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া কুবলয়াশ্বকে ধুমু বিনাশের নিমিত্ত আদেশ দিয়া তপস্তার মনোনিবেশ করেন। পরে কুবলয়াশ্ব শত পুত্রের সহিত উত্তরকে সঙ্গে লইয়া ধুমু বিনাশার্থ যাত্রা করিলেন। তৎকালে বিষ্ণুও লোকহিতকামনায় কুবলয়াশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গে দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। কুবলয়াশ্ব তখন পুত্রের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বালুকাপূর্ণ স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার দেখিতে পাইলেন, ধুমু বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া পশ্চিমদিকে শরন করিয়া রহিয়াছে। ধুমু ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিফুলিদ উদ্ভমন করিতে লাগিলেন। চক্রেদ্বারে সমুদ্রের সলিলরাপি যেমন বর্জিত হয়, সেইরূপ ধুমুর মুখবিবর হইতে প্রবল জল-স্রোত বহিতে লাগিল। কুবলয়াশ্বের শত পুত্রের মধ্যে ৯৭ জন বিমর্ষ্ট হইল, রাজা কুবলয়াশ্ব এইরূপে পুত্রগণের বিনাশ অবলোকন করিয়া ধুমুকে আক্রমণ করিলেন।

যোগবলে প্রথমে হারিবেগ প্রশমন করিয়া পরে বহি উপশমন করিলেন, এবং অবশেষে তাহাকে বিনাশ করিলেন। ইহাতে ভগ্ন শান্তভাবে ধারণ করিল, আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি উভয় কুবলয়াধকে বরপ্রদান করিলেন। সেই বরপ্রদানে রাজার বিত্তরাশি অক্ষয় হইল। যে সকল পুত্র এই বৃদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা বর্ণে সমান করিয়াছিলেন। কুবলয়াধ ধূতুকে বধ করিয়া ধূতুমার নামে বিখ্যাত হন।

(হরিবংশ ১১ অ°, বনপর্ব ২০০।২০২, অ°)

ধূতুমার (পুং) ধূতুঃ সারয়তি মারি-অণ্। রাজভেদ।

মহারাজ বৃহৎশের পুত্র, ইহার প্রকৃত নাম কুবলয়াধ, ইনি ধূতু রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ধূতুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ ধূতু প্রসিদ্ধ মধুচৈতন্তের পুত্র। ভগবান্ বিষ্ণু মধুচৈতন্তকে অনেক প্রেরণ করিয়া বৃদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। [ধূতু দেখ।] হরিবংশের ১১ অধ্যায় ও বনপর্ব ২০০ এবং ২০১ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

২ শক্রগোপ। ৩ গৃহধূম। ৪ পদালিক। (মেদিনী)

ধূরন্ধর (পুং) ধূরঃ ধরতীতি ধু-ধৃ-মৃ। বা ধূরঃ ধারয়তি ধৃ, ধতি হবঃ। ভারবাহক বৃষাদি, লাল্লাদি ভারবাহী। পর্যায়—ধূরুহ, ধূর্য্য, ধোরের, ধুরীণ। (অমর)

“ধূরন্ধরো ধুরীণঃ ধোরের ধূর্য্যধূরুহাঃ।

বজ্র কাম্যরথপ্রাপি লাল্লাপ্রাপি বা ধূরঃ।

বহত্যেকধুরীণঃ ত্রাং তথা চৈকধুরোহপি চ।

স তু সর্কধুরীণঃ ত্রাং সর্কা বহতি যো ধূরঃ ॥”

(শকরদ্রাবলী)

২ আদিত্য নৃপের মন্ত্রী। ইনি প্রথম বুদ্ধিসম্পন্ন ও অতিশয় বীর ছিলেন। ইনি কোশল করিয়া আদিত্য নৃপতিকে বধ করেন এবং নিজেই রাজ্যগ্রহণ ও রাজ্যোপাধি লাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। (রাজাবলী ২ পরি°)

৩ রাক্ষসবিশেষ, ইনি প্রহস্তের সচিব ছিলেন।

(রামায়ণ ৬।৩২।৩৫।)

(জি) ৪ ধূরুহক মাত্র, ভারবাহী মাত্র।

“ধূরন্ধরঃ বলবন্তঃ ধূবানঃ প্রাপ্তোতি লোকান্ দশ ধেনুহত ॥”

(ভারত ৩।১৮৬।১০।)

৫ শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

“নক্ষা তু সত্যতঃ তৈত্ত কোরবানঃ ধূরন্ধর ॥”

(ভারত ১৩।১৩৭।৩১।)

ধূরা (স্ত্রী) ধূর পক্ষে টাপু। ভার, ধূর।

ধুরীণ (জি) ধূরঃ বহতি ইতি-ধ। (খঃ সর্কধূর্য্যং। পা ৪।৪।৩৮) ১ ভারবাহক পদ। ২ শ্রেষ্ঠ।

ধুরীয় (পুং) ধূরমহতি ইতি হ। ১ বৃষ, অহুতুহ।

(জি) ২ ভারযোগ্য।

ধূর্য্য (জি) ধূরঃ বহতীতি ধূর্য্য বৎ। (ধুরো বড়কো। পা ৪।৪।৭৭।) ইতি বৎ। ততঃ (ন তুচ্ছুর্য্যং। পা ৮।২।৭২) ইতি ন দীর্ঘঃ। ধূরন্ধর।

“তামেকতত্ত্ব বিতর্কিত্ত্ব গুরুবিনিজ্ঞ-

স্ততা ভবানপরধূর্য্যাপদাবলম্বী ॥” (রত্ন ৪।৬৬।)

২ শ্রেষ্ঠ। ৩ ধূরুহ বৃষাদি। ৪ ভারবাহক।

(পুং) ৫ বৃষত। ৬ ধূরভৌবধি। ৭ বিষ্ণু।

ধূরুহ (জি) বহতীতি বহ অচ্ ধুর্য্যোবহঃ। ১ ভারবাহক।

২ ভারবাহক পদ। ৩ কর্শিত, কার্য্যাক্ষমবাক্তি।

ধূল (দেশজ) ১ ভূমির পরিমাণ বিশেষ। এক কাঠার ২০ ভাগের এক ভাগ। ২ ধূলি।

ধুবক (জি) ধু-কৃন্। গর্তমোচক।

ধুবকা (স্ত্রী) এই নামে বিখ্যাত গীতিভেদ। চলিত ধূরা।

ধুবকিন্ (জি) ধুবক প্রেক্ষাদিহাৎ ইন্। ধুবক সরিহিত দেশাদি।

ধুবকিয় (জি) ধুবক পিচ্ছাদিহাৎ অন্ত্যার্থে ইলচ্। ধুবকযুক্ত।

ধুবড়ী, আসামের গোরালাপাড়া জেলার প্রধান নগর। অক্ষা°

২৬° ২' উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ২' পূঃ। যেখানে ব্রহ্মপুত্র আসাম

উপত্যকা ত্যাগ করিয়া পলাতিমুখে প্রবেশ করিতেছে,

সেইখানে ব্রহ্মপুত্রের ডানধারে এই নগর অবস্থিত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে জেলার সদর হইয়াছে।

এখানে টেলিগ্রাফ-তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়, উত্তরবল টেট

রেলওয়ের ষ্টেশন, আসাম-টিমারের আড্ডা, এতদ্বির বহু

কারবারীর দোকানাদি আছে।

এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার।

ধুবন (পুং) ধুবতীতি ধু-কৃন্। (তু পুত্রসমিত্যাহবসি।

উণ ২।৮০।) ১ অধি।

“দে বজ্রে ধুবনং তম্বতে ॥” (শতপথ্য ব্রা° ১৩।২।৮।৫।)

(জি) ২ চালক মাত্র।

“অয়মকতি পঞ্চশরাসুচরো নবনীপবনীধুবনঃ ॥”

(সাহিত্যম্ টীকা)

ধুবিলে (স্ত্রী) ধূরতে হেনেনতি ধু-ইজ। ১ অধিভালনের ভক্ত

স্বগচন্দ্রাদি রচিত বাজিকদিগের বাজন। ২ ভালবাসন।

ধূতুর (পুং) ধূতুর পুরোধরাদিহাৎ সাধুঃ। ধূতুর।

ধূতুর (পুং) ধুনোতি কম্পয়তি চিত্তং লেবনেন ধু-উর।

(খড়্গিপিজাদিত্য উরোলটো)। উপ ৪।১০।) ‘ধুনোতে:

ভট্ট' ইতি উচ্চলমতোক্ত্যা ভট্ট। ধূতপাপা। পর্যায়—
উন্নত, ক্রিষ্ট, ধূর্ত, কনকাস্বর, মাতুল, মনন, ধনু, শঠ,
মাতুলক, শ্রাম, শিবশেখর, ধর্মু, কাহলাপুশ, খল,
কটেকল, বোহন, কলভ, মত্ত, শৈব, দেবিকা, তুরী, মহামোহ,
শিবপ্রিয়, ধূতুর, ধূতুর। (শব্দরত্নাবলী)

ইহার গুণ—কষায়, মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, কটু, মদ,
বর্ণ, অমি ও বাতকারক। অর, কুষ্ঠ, ব্রণ, স্নেহা, কণ্ডু,
কৃমি ও বিবনাশক। অগ্ন্যেদা, ধর্মু ও ভ্রমনাশক, মুচ্ছা-
কারক, অমি ও পিত্তবর্জক। (রাজবল্লভ)। [ধূতুর দেখ।]

২ উপবিষ-বিশেষ।

“অর্কক্ষীরং নুহীক্ষীরং তথৈব কালহারিক।

করবীরকধূতুরো পঞ্চ চোপবিষাণি ত্বং ॥”

অন্তর—

“অর্কক্ষীরং নুহীক্ষীরং লাললীকরবীরকং।

শুভাহিকেনধূতুরো সপ্তোপবিষজাতয়ঃ ॥”

(ভৈষজ্যধ্বস্তরি—বিষাধিকার)

ধূয়া (ধূয় শব্দ) ধূম।

ধূয়াপথ (দেশজ) ধূম-নির্গমনের পথ।

ধূপতি (পুং) ধূম: পতি: ৬তৎ। ভারপতি, ভারসহ। বিক্রে-
স্কির বিধানানুসারে ধূপতি, ধূপতি, ধূপতিপদও হইবে।

ধূক (পুং) ধূনাতি কল্পয়তি ধূক্ণ। (অজিহু ধূনীভ্যো
দীর্ঘশ্চ। উণ ৩৪৭) ১ বায়ু। ২ ধূর্ত। ৩ কাল। (সংক্ষিপ্তসার)

ধূত (ত্রি) ধূ-ক্ত। ১ কল্পিত।

“ধূতোজ্ঞানং কুবলয়রজোগন্ধিত্তির্গন্ধবত্যা।” (মেঘদূত ৩৫)

২ তৎসিত। ৩ ত্যক্ত। ৪ তর্কিত।

ধূতপাপ (পুং) ধূত: পরিত্যক্তং পাপং যেন, বহুব্রী। ১ ত্যক্ত-
পাপ, যিনি পাপরহিত হইয়াছেন।

ধূতপাপা (স্ত্রী) ধূতপাপ-টাপ্। বেদশিরা ব্রাহ্মণের ঔরসে
জন্মি নামে এক অপ্সরার গর্ভজাতা কন্যা। ইহার বিষয়
কাশীখণ্ডে এইরূপ পাওয়া যায়—

পুরাকালে ভৃগুবাণীর বেদশিরা নামে তপ:পরায়ণ এক মুনি
ছিলেন, ইনি নির্জন স্থানে তপস্তার রত ছিলেন। সেই সময়
জন্মি নামে অপ্সরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল।

বেদশিরা এই নির্জন প্রদেশে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী
জন্মি নামে অপ্সরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল।
বেদশিরা এই নির্জন প্রদেশে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী
জন্মি নামে অপ্সরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল।
বেদশিরা এই নির্জন প্রদেশে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী
জন্মি নামে অপ্সরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইরাছিল।

গমন করিল। বেদশিরা ইহার নাম ধূতপাপা রাখিলেন
এবং যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। তাহার পর
বেদশিরা জন্মিকে তপশ্চরণের জন্ত আদেশ করিলে, ধূত-
পাপাও পিতৃ-আদেশে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ইহার
তপস্তার সন্তোষ হইয়া বলিয়াছিলেন, “তোমার অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর।” তাহা শুনিয়া ধূতপাপা বলিয়াছিল,
“ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে আমাকে এই বর দিন, যেন সকল পবিত্র বস্তু হইতে
আমি অতি পবিত্র হই।”

“পিতামহ বরো মহং যদি মেদ্যো বরপ্রদ।

অর্চেভ্য: পাবনেভ্যো হি কুরুমামতিপাবনীং ॥”

পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, অরি ধূতপাপে! এই
পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে প্রধান
হইবে। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যে সাড়ে তিন কোটি
তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থই তোমার তত্ত্বতে ও প্রতিশ্রুতি-
কূপে অবস্থিত থাকিবে। এইরূপে বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মা
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ধূতপাপাও তপ:সিদ্ধ ফললাভ
করিয়া পিতৃসমীপে আগমন করিল। এখানে সে পিতৃগৃহে
বিচরণ করিতে লাগিল। এমন সময় ধর্ম নামে এক মুনি
ইহাকে এইরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া ইহার নিকট
আসিয়া কহিলেন, আমি তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য
অবলোকন করিয়া কামশরে নিতান্ত পীড়িত হইয়াছি, তুমি
আমাকে বিবাহ কর। উত্তরে ধূতপাপা বলিয়াছিল, পিতাই
কন্যাদানের একমাত্র কর্তা, যদি আপনার বিবাহের অভিলাষ
থাকে, তাহা হইলে পিতাকে বলিয়া এই কার্যসম্পন্ন
করুন। ধর্ম বলিয়াছিলেন, কেন তুমি আমাকে গর্হকর্ম্মতে
বিবাহ কর। এইবারও ধূতপাপা তাহাকে সাহসনয়ে বলিয়া
ছিল, পিতা দান না করিলে অস্তায়রূপে কখনও বিবাহ
করিতে পারিব না। ধর্ম তাহাতেও অতিনিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ
পুনঃ তাহার নিকট রতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধূতপাপা
তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিল, “তুমি
অতিশয় জড় ও জলাধার নদ হইয়া অবস্থান কর।”
ধর্মও ইহাতে ক্ষোভাঘাত হইয়া ধূতপাপাকে বলিলেন,
“তুমি যেমন আমাকে শাপ প্রদান করিলে, সেইরূপ তুমিও
শিলারূপে অবস্থান কর। আমি এই শাপ দিলাম।” ধূতপাপা
ভীত হইয়া সত্বর পিতার নিকটে গমন করিয়া শাপবিবরণ
জ্ঞাপন করিল। বেদশিরা তপ:প্রভাবে অতিশয়শক্তিকে
ধর্ম বলিয়া জানিতে পারিয়া বলিলেন, “পুত্রি, শাপ অস্তথা
হইবে না। তথ্যচ ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি আমার

তপঃপ্রভাবে স্বকল জ্বলন্ত করিয়া দিব। তুমি বারানসী ধর্ম চক্রবর্তী নামে শিলাহত, পরে চক্রোদর হইলে তোমার তত্ত্ব জবীহৃত হইরা নদীতটে পরিণত হইবে, তোমার নাম ধূতপাণি থাকিবে এবং ধর্মও এই স্থানে ধর্মদ নামে খ্যাত হইবে, ইনিই তোমার ভর্তা হইবেন।" এই ধূতপাণি অভিষেক পাবনী। (কাশীখণ্ড ৫১ অ°)

মহাত্ম্যে এই নামে এক মহানদীর উল্লেখ আছে—

"করীষণী চিত্রবহা চিত্রবেনাক নিরগাং।

গোমতীঃ ধূতপাণী গণ্ডকীঃ মহানদীঃ ॥"

(তারত ভীষ ৯ অ°।)

ধূতপাণেশ্বরতীর্থ (কৌ) তীর্থতেন।

ধূতি (কৌ) ধূতিন্। ১ বিধুনন। ২ হটযোগাক্তেন।

[হটযোগ দেখ।]

ধূন (জি) ধূক্ত। (বাদিত্যঃ। পা ৮২৮৪) ইতি সূত্রেণ নির্ধা তত্ মকারঃ। কল্পিত।

ধূনক (পুং) অগ্নিঃ ধূনয়তি সংধূনয়তি ইতি ধূ-গি-ধূল।

১ অগ্নিবরত, শালবৃক্ষনির্ঘাস, ধূনা। (জি) ২ চালক।

ধূনন (কৌ) ধূ-গি-চ-নাট। কল্পন, কাঁপন, চালন।

"কুর্মাণা তক্তিগীলত্ৰিনিষেধঃ সূদ্ধধূননৈঃ।" (রাহত ৬১২)

ধূনা (দেশজ) শালনির্ঘাস, যে সকল স্থলে চূর্ণক হর, ইহা পোড়াইলে তাহা নষ্ট হয়। হিন্দুদিগের প্রত্যেক পূজাতে ধূনা পোড়াইবার ব্যবস্থা আছে, কেবল মনসাপূজার নাই।

ধূনি (কৌ) ধূ-জিন্ অত্র ষাদিহাৎ নি। কল্পন। (দ্রব্যাদি)

ধূপ (পুং) ধূপয়তি বীরগন্ধেন সন্তোম্য রাজতি ইতি ধূ-প-অচ্। গন্ধদ্রব্যবিশেষো ধূম ও তর্পণি। পর্বারি—গন্ধপিপা-টিকা। (হেম°) কালিকাপুরাণে ইহার এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"এবং সা কথিতো দীপো ধূপক শুবৃত্ত জ্বলতি।

নাসাকিরক্ জ্বলনঃ সূগন্ধোহতিমনোহরঃ ॥

দহমান্ত কাঠন্ত এবতন্তেত্তরত বা।

পরগতাত্বা ধূমো নিস্তাপো যত জারতে।

স ধূপ ইতি বিজ্ঞেরো দেবানাং কুটীদরকঃ ॥" ইত্যাদি।

(কালিকাপু° ৬৯ অ°)

নাসিকা ও অকিরক্‌র প্রীতিদারক অতি গন্ধযুক্ত, মনো-হর দহনশীল কাঠের অথবা অপর কোন রূপ চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপযুক্ত ধূম উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধূপ কহে। এই ধূপ দেবতাদিগের প্রীতিপ্রদ। এই ধূপ তুমিগির ভার প্রস্থাপিত করিলে তাহা কলদারক হয় না।

প্রীতকর, সয়ল, শাল, কলাগুরু, ঐদর, সুরথ, কন্দী,

রক্তবিজয়, পীতশাল, পরিমল, বিনম্বীকা, অসন, মমেক, দেবদারু, বিম্বাখা, দাড়িহ, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বরত, এই সকল বৃক্ষের ধূপ প্রীতিপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূত্রে সহিত অরাল, শ্রীবাস, পটুয়াস, কর্পূর, শ্রীকর, পরাগ, শ্রীহর, অমল, সর্কোবধিরজ, জাতি-বারাহচূর্ণ এবং ইহার কণা ও আরকলের চূর্ণ করিলেও ইহাদিগকে ধূপ বলা যায়। বক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিণ্ড, নির্জর, পজিরাহ, পিণ্ডধূপ, সুরগোলক ও পরম্পরযুক্ত নির্ঘাস, ধূপের এই কয়েকটি ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগের অগ্নির ধূমদ্বারা দেবতাদিগকে ধূপিত করিতে হইবে, যেহেতু এই সকল দ্রব্য অতি সূক্ষ্ম এবং পবিত্র, ইহাদের গন্ধে সকলেই প্রীত হন। নির্ঘাস (আটা), পরাগ, কাঠ, গন্ধ ও কৃত্রিম এই পাঁচ প্রকার ধূপ দেবতা-দিগের প্রীতিপ্রদ। এই পাঁচ প্রকার ধূপের মধ্যে বক্ষধূপ মাথবের উদ্দেশে প্রদান করিতে নাই, ইহা মাথবের অপ্রীতি-কর। রক্তবিজয়, সুরথ ও কন্দী ইহা মহামার্যকে দিবে না। কিন্তু বক্ষধূপ, পজিরাহ, পিণ্ডধূপ, সুরগোলক, কলাগুরু ও কর্পূর এই সকলের ধূপ মহামার্যের প্রিয়। মহামার্যকে বক্ষধূপ দ্বারা পূজা করাই প্রাপ্ত। মেদ ও মজ্জাযুক্ত ধূপ গ্রহণীয় নহে। যে ধূপ আত্মাত, বা যাচিত, সেই সকল ধূপ দ্বারা দেবপূজা করা নিষিদ্ধ। যদি কেহ এইরূপ ধূপ দান করে, তবে তাহার নরক হইয়া থাকে। সূতিকাসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিতে নাই, ইহা ভিন্ন যে কোন আধারে রাখিয়া ধূপ দান করিতে হইবে। রক্তবিজয়, শাল, সুরথ, সুরল, সন্তানক, মমেক ও কলাগুরু, এই কয় বৃক্ষজাত ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয়। (কালিকাপু° ৬৯ অ°)

প্রথমতঃ নির্ঘাস অর্থাৎ আটা, যেমন ধূনা। ২য় চূর্ণ, আরকলচূর্ণ প্রভৃতি। ৩য় গন্ধ, যেমন কতুরিকা প্রভৃতি। ৪র্থ কাঠ, যেমন কলাগুরু প্রভৃতি। ৫ম কৃত্রিম, অর্থাৎ বাহা ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়, বাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে ৫১০ অথবা স্তোত্রাধিক দ্রব্য প্রয়োজন হয়, তাহাকে কৃত্রিম কহে। বধা—বক্ষধূপ, দশাধূপ প্রভৃতি।

এই পঞ্চবিধ ধূপই দেবপূজার প্রাপ্ত। এদেশে ৫ প্রকার ধূপের বিধান থাকিলেও আমাদের এদেশে কৃত্রিম ধূপের প্রাপ্ত দেখা যায়। প্রত্যেক পূজাদি বালিক কার্যমাজেই ধূনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাও ধূপের অন্তর্গত। ধূপের নামনিরুক্তি হলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ধূতাপেশমহাদোষপুতিগন্ধঃ প্রভাবতঃ।

পরমাসনকননাং ধূপ ইত্যভিধীয়তে ॥" (আহিকত°)

নিজের প্রভাব অহুসারে অশেষ দোষ সকল ও পুতিগন্ধ বিনাশ করিয়া থাকে এবং অতিশয় আনন্দ উপাদান করে, অর্থাৎ চূর্ণক নাশ করিয়া সেই স্থান সঙ্গকে আনন্দিত করে, এই জন্য ইহার নাম ধূপ হইয়াছে। আনন্দিত হইয়া ধূপবিধান হলে এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—

“কুহিকাখ্যং কনং দাক্ষিণ্যং সাক্ষিকং সিতং।

শম্মো জাতীকং ত্রিশে ধূপানি ত্র্যঃ ত্রিরাশি বৈ ॥”

তথ্যচ—

“পুশং ধূপকং গন্ধক উপচার্যঃ তথা পরান্।

জিহ্বা নিবেদ্য দেবেভ্যো নরো নরকমাণু য়ং ॥

ন ভূমো বিতরেক্ষং নাসনে ন যটে তথা।

যথা তথাধারগতঃ কৃদ্ধা তং বিনিবেদয়েৎ ॥

ধূপদঃ সর্কমাপ্নোতি ধূপদঃ সর্কমন্নুতে।” (আনন্দিতঃ)

মানসী, মহিষাখ্য গুগুণ্ড, দাক্ষিণ্য, সাক্ষিক, অগুরু, কর্পূর, শর্করা, নবী ও আরফল এই সকল দ্রব্যচূর্ণ একত্র করিয়া ঘূতের সহিত মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পুশ, ধূপ, উপচার ও গন্ধ যদি জ্ঞান লইয়া নিবেদন করা হয়, তাহা হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। কিন্তু এই ধূপ ভূমিতে অথবা আসনে বা যটে দিতে নাই, ইহা ভিন্ন যে কোন আধারে ধূপ দান করিবে। বাহারি ধূপ প্রদান করেন, তাহার সকল লাভ করিয়া থাকেন।

কেশবপুজার বোড়শাধুপ—

“মুত্তকং গুগুণ্ডকং কুষ্ঠং কর্পূরং মলয়োত্তবং।

দেবদাক্ষ জটামাংসী জাতীকোষক বালকং ॥

মুরামাংসী হুগুরুকং হুগুণ্ডকং কেশরং।

এলা তথা তেজপত্রং সর্কমেতৎ সূতাক্তকং ॥

ধূপোহয়ং বোড়শাধুপং গোবিন্দপ্রীতিকারকং।” (পার্ব্যোঃ খং)

মুত্তক, গুগুণ্ড, কুষ্ঠ, কর্পূর, মলয়োত্তব, দেবদাক্ষ, জটামাংসী, জাতীকোষ, বালক, মুরামাংসী, অগুরু, হুগুণ্ড, কেশর, এলাচ ও তেজপত্র এই বোড়শ পদার্থ একত্র করিয়া গুড়াইয়া ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাকে বোড়শাধুপ কহে। এই ধূপ গোবিন্দের অতিশয় প্রীতিকারক।

বাদশাহ ধূপ—

“গুগুণ্ডচন্দনং পত্রং কুষ্ঠকাণ্ডকুহুমং।

জাতীকোষক কর্পূরং জটামাংসী চ বালকং ॥

হুগুণ্ডক ধূপোহনৌ বাদশাহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥”

(পদ্মপুঃ উত্তরখং)

গুগুণ্ড, চন্দন, পত্র, কুষ্ঠ, অগুরু, কুহুম, জাতীকোষ,

কর্পূর, জটামাংসী, বালক ও হুগুণ্ড, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘূত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে বাদশাহ ধূপ হয়। ইহা বিষ্ণুপুজনে প্রস্তুত।

দশাহ ধূপ—

“কর্পূরং কুষ্ঠমগুরু গুগুণ্ডমূলয়োত্তবং।

কেশরং বালকং পত্রং হুগুণ্ডজাতীকোষকুহুমং ॥

সর্কমেতৎ সূতসূতং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে।” (পদ্মপুঃ)

কর্পূর, কুষ্ঠ, অগুরু, গুগুণ্ড, মলয়োত্তব, কেশর, বালক, তেজপত্র, হুগুণ্ড ও জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘূতের সহিত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে দশাহ ধূপ হয়।

অষ্টাহ ধূপ—

“গুগুণ্ডবগুরুকং তেজপত্রং মলয়সম্ভবং।

কর্পূরং বালকং কুষ্ঠং নূতনং কুহুমং তথা ॥

অষ্টাহঃ কথিতো ধূপো গোবিন্দপ্রীতিদঃ শুভঃ।” (পদ্মপুঃ)

গুগুণ্ড, অগুরু, তেজপত্র, মলয়সম্ভব, কর্পূর, বালক, কুষ্ঠ ও কুহুম এই সকল দ্রব্য ঘূত যুক্ত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে অষ্টাহ ধূপ হয়।

পঞ্চাহ ধূপ—

“চন্দনং কুহুমং নূতনং কর্পূরং গুগুণ্ডলোহিতকং।

ধূপোহয়ং সূতসংযুক্তঃ পঞ্চাহঃ সমুদাহৃতঃ ॥” (পদ্মপুঃ উত্তরখং)

চন্দন, কুহুম, কর্পূর, গুগুণ্ড ও অগুরু এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য সূতসংযুক্ত করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে পঞ্চাহ ধূপ হয়।

“ঐক্ষবং শালনির্ধাসং পদ্মকাঠং সরলকাঠং।

বটামুরিকা-ভৈলং গন্ধকাঠং কলহকং ॥

গন্ধকং টঙ্কণং ভালং হিঙ্গুলকং মনঃশিলা।

ককোলমূবরং দাব্বী গন্ধমাজী রসাজনং ॥

অষ্টবর্ণং শটী-মেথী-শিলাজিহ্বকচন্দনং।

কুল্লুরেগুকং রামাজমোদাশতপুশিকা ॥

১. হরিজাতীরকং বৃক্ষকীরকং রক্তচন্দনং।

কর্করকং মরবকং যবানী প্রহিকং তথা ॥

শৈলজং ধাতকীপুশং নবী মোচরসাদিকং।

সুহৃদধূপে দেবর্ষে সর্কমেতৎ বিবর্জয়েৎ ॥” (পদ্মপুঃ উত্তরখং)

ইহুনির্মিত দ্রব্য, শালনির্ধাস, পদ্মকাঠ, সরল কাঠ, বট, মুরিকাভৈল, গন্ধকাঠ, কলহ, গন্ধক, টঙ্কণ, হরিজাত, হিঙ্গুল, মনঃশিলা, ককোল, উবর, দাব্বী, গন্ধমাজী, রসাজন, অষ্টবর্ণ, শটী, মেথী, শিলাজিহ্ব, গন্ধচন্দন, কুল্লুর, রেগুক, রাসা, অজমোদা, শতপুশিকা, হরিজাতা, কীরক, রক্তচন্দন, কর্কর, মরবক, যবানী, প্রহিক, শৈলজ, ধাতকীপুশ, নবী ও মোচরসাদি সুহৃদধূপে পরিভোগ্য করিতে হইবে।

তন্ত্রসাধনে ধূপবিধি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

“গুগ্গলুঃকোশীলশর্করামধুচন্দনৈঃ।

ধূপেরদাক্ষ্যসমিষ্টে নীচে দেবত দেশিকঃ॥” (শারদাতন্ত্র)

গুগ্গলু, অশুর, উশীর, শর্করা, মধু ও চন্দন এই সকল দ্রব্য স্নাতক করিয়া ধূপ করিতে হইবে।

অত্র তন্ত্রে বিভিন্ন ধূপের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

“সিতাক্ষ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্গলুঃকুশলচন্দনম্।

যড়লং ধূপমেতত্তু সর্কদেবপ্রিয়ং সদা॥”

সিত, আক্ষ্য, মধু, গুগ্গলু, অশুর ও চন্দন এই ৬ দ্রব্যে ধূপ প্রস্তুত করা যায়, তাহা তন্ত্রমতে যড়লধূপ, এই যড়ল ধূপ সকল দেবতাদিগের প্রিয়। দশাঙ্গ ও বোড়শাঙ্গ ধূপেরও বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়শাঙ্গধূপ—

“গুগ্গলুঃ সরলং দারু পত্রং মলয়সম্ভবম্।

দ্রীবেয়মশুরং কুঠং শুড়ং সর্জরসং ঘনম্॥

হরীতকীং নথীং লাক্ষাং জটামাংসীক শৈলজম্।

বোড়শাঙ্গং বিহু ধূপং নৈবে শৈড়ে চ কর্শনি॥” (তন্ত্র)

গুগ্গলু, অশুর, সরল, দারুপত্র, মলয়সম্ভব, দ্রীবেয়, কুঠ, শুড়, সর্জরস, ঘন, হরীতকী, নথী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলজ, এই সকল মিশ্রিত করিয়া ঘূতের সহিত ধূপ প্রস্তুত করিলেও তন্ত্রোক্ত বোড়শাঙ্গ ধূপ হয়। এই ধূপ নৈব ও পিতৃকর্মে প্রস্তুত।

দশাঙ্গ ধূপ—

“মধু মৃত্তং স্নাতং গন্ধো গুগ্গলুঃকুশলজম্।

সরলং সিল্লসিদ্ধার্থং দশাঙ্গো ধূপ ইত্যতে॥” (তন্ত্র)

মধু, মৃত্ত, স্নাত, গন্ধ, গুগ্গলু, অশুর, শৈলজ, সরল, সিল্লক ও সিদ্ধার্থ এই দশবিধ দ্রব্য দ্বারা এই ধূপ প্রস্তুত হয়, এই অত্র ইহার নাম দশাঙ্গধূপ।

দেবতাকে ধূপ নিবেদন করিয়া দিতে হয়। ‘ফট্’ এই মন্ত্রে ধূপকে প্রোক্ষিত করিয়া ‘নমঃ’ এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া খণ্টা বাজাইয়া দান করিবে। ধূপ, দীপ এবং ভোগ দেবতার অগ্রভাগে দিতে হয়।

“ধূপদীপো জ্বতাক্ষ্যক দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ।” (তিথিতন্ত্র)

ধূপহীন পূজা করিলে অর্থাৎ পূজা করিয়া ধূপ দান না করিলে উষেগ হয়।

“জলহীনে তু হৃতিকং গন্ধহীনে দ্বতাপাতাং।

ধূপহীনে তথোষেগং বস্ত্রহীনে ধনক্ষয়ং॥” (ভবিষ্যোত্তরে)

প্রাঙ্কাদি কার্যে একই ধূপের বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

“চন্দনাঙ্কুরী চোভে তথৈবোশীরশরকং।

তুরুক্ষং গুগ্গলুঃকৈব স্নাতাকং যুগপদহেৎ।”

‘উশীরং বীরণমূলং তুরুক্ষং সিল্লকং।’ (প্রাক্ততব)

চন্দন, অশুর, উশীর, পদ্মক, তুরুক্ষ ও গুগ্গলু এই সকল দ্রব্য স্নাতক করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে, এই ধূপ প্রাঙ্কাদি পিতৃকার্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

গন্ধমালাদি দান না করিয়া ধূপ দান করিতে নাই, যদি কেহ এইরূপ দেয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কুণপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

রোগনাশক ধূপ।—ইহার বিবরণ বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

কুলগাছের মূল ও শিকড়ের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, বায়ুনহাটী ও হিজুল এই সকল জিনিস সমভাগে গাইরা মাড়িয়া ইহা দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া উপদংশ রোগে প্রয়োগ করিলে উপদংশজনিত ক্রত শুদ্ধ হয়।

অষ্টবিধ—পারা, হরিতাল, মনছাল, মূত্রাশ্ব, তুঁতিয়া, ফটিকরী, যবক্ষার, বিটলবগ, সোহাগা, মরিচ, শ্বেত আকন্দের ছাল, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে এক তোলা, হিজুল দেড় তোলা, এই সমুদয় জিনিস চূর্ণ করিয়া স্নাত মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিবে, এই ধূপ উপদংশরোগনাশক। (ভৈবজ্যার*)

অষ্টাঙ্গধূপ।—গুগ্গলু, নিষপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, বব, সর্ষপ ও স্নাত এই সকল জিনিস একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিবে, এই ধূপ দিলে বিষম অর নিবৃত্ত হয়।

অপরাজিতাধূপ।—গুগ্গলু, গন্ধতূণ, বচ, ধূনা, নিষপত্র, আকন্দপত্র, অশুর ও দেবদারু, এই সমুদায় জিনিস একত্র মিশাইয়া ধূপ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বিষমজর নিবৃত্ত হয়।

মাহেশ্বরধূপ।—হিজুল, দেবদারু, সরল কাঠ, গব্যস্নাত, গো-আস্থি, গন্ধতূণ, শিবনির্মলা, কটুকী, শ্বেতসর্ষপ, নিষপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশূল, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, পাকাটী, খাতের তুণ, ছাগলের নাদি, শূগালবিষ্ঠা ও হস্তীদন্ত, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগ-মূত্রে ডাবনা দিয়া উদ্বৃণে কুটিয়া স্তুতিকাপাঞ্জে স্থাপন করিয়া ধূপিত করিবে। এই সকল বস্তু স্নংপাঞ্জে রাখিয়া অগ্নি দিবে, অথচ ঐ সকল দ্রব্য না জলিয়া ধূম হইবে। এই ধূপ ঐক্যাহিক প্রভৃতি অর সকল বিনষ্ট করে। যে গৃহে এই ধূপ প্রদান করা যায়, অখ্যাত সর্প, পুষ্কাস, রাকস, কিছুই থাকিতে পারে না। (ভৈবজ্যারদ্বাবলী অরাদিকার)

নিষপত্র, বচ, হিজু, সাপের খোলস ও সর্ষপ এই সকল

জব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে ডাকিনী প্রভৃতি বিদ্রুিত ও ভূতোগ্রাস রোগ প্রশমিত হয়।

অন্তবিধ—কাপাসবীজ ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিব-নির্মলা, মদনফল, শুভ্রত্বক, বিভাগের বিষ্ঠা, তুব, বচ, মহুগের কেশ, সাপের খোলস, গোকর শুল্ক, হস্তির দন্ত, হিজু, মরিচ এই সকল জিনিষের ধূপ প্রদান করিলে নানাবিধ ভূতোগ্রাস ও অরোগ নাশ হয়। (তৈষজ্যরত্না উন্মাদাধিকার)।

গরুড়পুরাণে রোগনাশক ধূপের বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

“কুর্মমংস্ত্রাখুমহিবগোশৃগালাখবানরাঃ।

বিড়ালবহিকাকাশচ বরাহোলুককুট্টাঃ॥

হংস এবাঞ্চ বিদ্যুতং মাংসং বা রোমশোণিতং।

ধূপং দত্ত্বাং অর্যভক্ত উন্নতভাশ্চ শান্তয়ে॥

এতাত্তৌষধজাতানি ধূপিতানি মহেশ্বর।

নিরস্তি রোগজাতানি বৃক্ষমিজ্রাশনির্বধা॥” (গরুড়পুরাণ)

কুর্ম, মংস্ত্র, আখু, মহিব, গো, শৃগাল, অশ্ব, বানর, বিড়াল, বহী, কাক, বরাহ, উলুক, কুট্ট ও হংস ইহাদিগের বিষ্ঠা, মুজ, মাংস, রোম অথবা শোণিত এই সকল দ্বারা প্রধূপিত করিলে অরনাশ হয় এবং উন্নততা প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

“কার্পাসাস্তিভূজলস্ত যথা নির্যোচনং তবোৎ।

সর্পনির্যোচনো ধূপঃ প্রশস্তঃ সত্যতং গৃহে॥” (মৎস্তুপু ১৯২ অঃ)

কার্পাস ও ভূজলের অস্থির ধূপ প্রদান করিলে সেই স্থান হইতে সর্প বিমোচিত হয়।

ধূপকাল (দেশজ) গ্রীষ্মকাল।

ধূপন (পুং) ধূপয়তি সংধৃকয়তি অগ্নিমিতি ধূপ-ন্য। শালবৃক্ষ-নির্ধাস, ধূনা, পর্যায়—শালবেষ্ট, সর্জরস, বহুবলত।

(শব্দমালা)

“পন্নীক্ষিতাঃ জিহ্বষ্টেনং বাজনেদকধূপনৈঃ।

বেদারভগনং শুদ্ধাঃ প্পশেয়ুঃ স্তমসাহিতাঃ॥” (মহু ৭.২১৯।)

(কী) ধূপ-স্মৃতি। ২ ধূপাদি দ্বারা সজ্জকণ। ৩ ধূপ।

ধূপপাত্র (কী) ধূপস্ত পাত্রঃ ৩৩২। ধূপাধার পাত্রভেদ, ধূপচী ধূপভাজন।

“ধূপভাজনমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাত্যচ্য জদাধূনা।” (তন্ত্রসার)

ধূপমুদ্রা (কী) ধূপ প্রদানার্থে মুদ্রা। দেবপূজার ধূপদানের নিমিত্ত দর্শনীয় মুদ্রাভেদ।

ধূপবাস (পুং) ধূপেন বাসঃ—অগ্নীকরণং। জানের পর ধূপের উদ্রাতে আত্মীভাব মোচন দ্বারা অগ্নীকরণ, দান করিয়া তাহার পর ধূপের ধূম গার লাগাইলে অগ্নি হয়, এই ভক্ত পূর্বে ধূপবাস গ্রহণ করিত।

“দানার্জয়ুক্তেষু ধূপবাসঃ।” (রঘু)

ধূপবৃক্ষ (পুং) ধূপসাধনে বৃক্ষঃ মধ্যপদলোপি-কর্মধাঃ। সন্নল-বৃক্ষ। অর্থে-ক।

ধূপাণ্ডুর (কী) ধূপার সজ্জকণার বদণ্ডক। দাহাণ্ডুর, দাহ অণ্ডুরভেদ।

ধূপাজ (পুং) ধূপসাধনে অঙ্গং যন্ত। ত্রীবেষ্ট। (রাজনিঃ)

ধূপায়িত (ত্রি) ধূপাতে অইতি ধূপ সত্তাপে ইতি আর, ধূপায়-ক্ত। ১ সন্তপ্ত, অধ্বাদি দ্বারা প্রাপ্ত। ২ দত্তধূপ গ্রহাদি।

“প্রাণীপরিহীপিতে বিবিধধূপধূপারিতে।” (তন্ত্রপ্রমোদ)

ধূপার্হ (কী) ধূপার অর্হাতে পূজাতে ইতি অর্হ-পূজায়াং যত্ত্ব।

১ কৃষ্ণাণ্ডুর। ধূপমর্হতি অর্হ-অণ্। (ত্রি) ধূপদান ব্যোগ্য।

ধূপিত (ত্রি) ধূপাতে অ ইতি-ধূপ-ক্ত। ১ সন্তপ্ত। ২ অধ্বাদি-দ্বারা প্রাপ্ত। ৩ সজ্জাপিত।

“ততো গন্ধপবিত্রঞ্চ গৃহীত্বা ধূপিতং বৃধঃ।

ভগবন্তং নমস্কৃত্য ভক্ত্যা সংপ্রার্থয়েদিদং॥”

(হরিতত্ত্ববিলাস)

৪ ধূপ “ববাদিনা দোহনধূপিতোক্রমঃ।” (ব্রহ্মসূত্রের)

ধূপকি, নেপালরাজ্যে উৎপন্ন বৃক্ষবিশেষ। ইহার শাখা তথায় মশালের দ্যায় জ্বালান হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে যে সৌগন্ধযুক্ত নির্ধাস বহির্গত হয়, তাহা পূজাদিতে এবং ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠে গৃহাদির বর্ণগা তৈয়ারী হইয়া থাকে। অপর নাম—বেচিয়ারকোরা, শলা, সুরেজুল।

ধূম (পুং) ধূনোতি ধূতে বা ধূ-মক্। (ইবিঘূষীন্ধীতি। উণ্ ১।১৪৪) আর্দ্রেদ্ধনপ্রভব, ধূয়া, পর্যায়—মরুদ্বাহ, খতমাল, শিখিধ্বজ, অঘিবাহ, তরী। (ত্রিকাণ্ড) ইহার গুণ—বাতপিত্তবৃদ্ধিকারক। (রাজবল্লভ)

“হবিশেষীপল্লবলাজগদী পুণ্যঃ কৃশানোকদিরায় ধূমঃ।”

(রঘু ৭।২৬)

২ উল্লারজ বায়ুবিশেষ, চৌরা চেকুর, জঠরাগ্নি মান্দ্য হইলে অন্ন ভালরূপ পরিপাক হয় না, অতএব জঠরানলের দীপ্তির অভাব হেতু যেন ধূম উল্লার হয়, এইরূপ লোক প্রসিদ্ধি আছে। ৩ সূক্ষ্মভোক্ত ধূমপান। ইহার বিবরণ সূক্ষ্মতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ধূম পাঁচ রকম—প্রায়োগিক, মেহন, বৈরেচন, কাসন, ও বামদীর।

তগর ও কুঠ পরিভ্যাগ করিয়া এলাদিগণের অপর আর সকল জব্য পরিভ্যাপনপে পেষণ করিয়া কক প্রভৃতি করিতে হইবে। বার আতুল পরকাণ্ডের আট আতুল দোমবজ্রে বেঁটন করিয়া তাহাতে ককের লেপ দিতে হইবে। এইরূপ বর্জি সহকারে ধূমপ্রয়োগ করাকে প্রায়োগিক বলা যায়।

ভৈল্যাক কলের দ্বারা, মৃৎপিষ্ট, সর্পারস, ও গুণ্ডল প্রভৃতির সহিত মৃত বা ভৈল্য নিশাইয়া বর্তি প্রস্তুত করিয়া যে ধূম প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সেহন বলে।

শিরোবিরেচন বস্তুর বর্তি প্রস্তুত করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে বৈরেচন কহে। কুষ্ঠী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, কণাসর্গ, হিঙ্গু, ইন্দ্রনীলক, মনঃশিলা, ওলক, কর্কটশৃঙ্গী, প্রভৃতি কাননাশক বস্তুর বর্তি নির্মাণ করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাসর কহে।

সায়, চর্ম, খুর, শূল, কর্কটাক্ষি, শুষ্কমস্ত, বঙ্গুর, কুমি, এই সকলের দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে তাহাকে বামনীয় কহে।

বর্তি প্রয়োগের নল যে সকল দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, ধূমের নুলও সেই সকল দ্রব্যে প্রস্তুত।

ধূম প্রয়োগের নলের অগ্রভাগের বিশালতা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ভ্রার এবং মূলের পথ কলার পরিমিত। অর্থাৎ তাহার মধ্য দিয়া একটা কলার অনায়াসে ঘাইতে পারে, এইরূপ হওয়া আবশ্যক। ধূম প্রয়োগ হলে বর্তি প্রবিষ্ট করিবার অন্ত নলের হ্রিজের দীর্ঘতা প্রায়োগিক ৪৮, মেহনে ৩২, বৈরেচনে ২৪ এবং কাসর ও বামনীয় ১৬ অঙ্গুলি হইবে। শেবোক্ত দুই প্রকার নলের হ্রিজ কুলের অস্থির ভ্রার।

ত্রণ ধূমনার্থ—নলের পরিমাহ কলারের ভ্রার এবং হ্রিজ-পথ কুলপথ পরিমিত হওয়া আবশ্যক। ধূম প্রয়োগ বলিলে ধূমপান বুঝিতে হইবে, যখন ধূম সেবন করিতে হয়, তখন স্বচ্ছকভাবে প্রস্থরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। দৃষ্টি অধোভাগে নিক্ষিপ্ত ও চিত্ত স্থির করা একান্ত আবশ্যক। মেহোক্ত বর্তির অগ্রভাগ প্রবীণ করিয়া নলের হ্রিজ মধ্যে বিস্তৃত করিয়া ধূমপান করিতে হইবে। প্রথমে ধূম সুখবাসি পায় করিবে, পরে নাসিকা দিয়া পান করিতে হইবে। সুখ বা নাসিকা দ্বারা ধূম পান করা যায়, তাহার দ্বারা ধূম নির্গত করা আবশ্যক। সুখদ্বারা গ্রহণ করিয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত করা কর্তব্য নহে। এইরূপ প্রতিশোধ জিহ্বা কর্তৃক দর্শনশক্তির ব্যাঘাত হয়। বিশেষতঃ প্রায়োগিক নাসিকা দ্বারা মেহনে সুখ ও নাসিকা এই উভয় দ্বারা বৈরেচনে কেবল নাসিকা আর অপর দুই প্রকার সুখ দ্বারা পান করিবে। প্রায়োগিক বর্তি ছাড়াতে শুকাইয়া জ্বায়ে বীণকরতঃ ধূম পান করিবে। মেহন ও বৈরেচনে ও এই নিয়ম। অঙ্গার নিধূম হইলে তাহাকে ধূমের দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া অপর দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। সেই আচ্ছাদনের পর্যায়ে হ্রিজ করিবে। সেই হ্রিজ নলের

ধূম সংযোজিত করিয়া কাসর ও বামনীয় ধূমপান করিবে। বাবৎ মেহ নির্দোষ না হয়, তাবৎ ধূমপান করা উচিত।

শোক, পরিশ্রম, ক্রোধ, ভীতি, উত্তাপ, ঘর্ষ, পিত্ত, মদ, মূছা, হাহ, শিখা, পাণ্ডুরোগ, ভালুপোষ, বমন, মস্তকে অভিঘাত, উদ্বাস, উপবাস, তিমিররোগ, প্রমেহ, উদরাগ্নান, উর্জ্বাত, বালক, বৃদ্ধ, হৃৎকল, বিরক্ত, আত্মশিত, আগরিত, গতিগী, কক, কৌণ, উরক্ত এই সকল রোগ বা অবস্থা হইলে মধু, মৃত, মধি, দুগ্ধ, মৎস্য, মত্ত বা ববের মত্ত পান করিলে অথবা মেহে অন্ন বাধা থাকিলে ধূম সেবন করা উচিত নহে। ধূম অকালে পান করিলে অন্ন, মূছা, শিরোরোগ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এবং জিহ্বার উপঘাত হয়। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ধূম নিয়মিত হাদশ কালে পান করা বিধেয়।

ধূম পানের হাদশ কাল।—সূত, মস্তপ্রকালন, নত, সান, দিবানিজা, মৈথুন, বমন, সূত্রপূরীষভাগ, ক্রোধ ও শত্রুকর্ম এই সকলের মধ্যে সূত্র পূরীষভাগ, কবধু, ক্রোধ ও মৈথুন এই সকলের অন্তে মৈহিক ধূম প্রযোজ্য। সান, বমন ও দিবানিজার পর বৈরেচন ধূম হিতকর। মস্তপ্রকালন, নত-প্রয়োগ, সান, ভোজন ও শান্তি কর্ত্তের অন্তে প্রায়োগিক ধূম বিধেয়। মেহধূমে মেহ ও উপলেপ প্রযুক্ত বাহুর শাস্তিকর হয়। বৈরেচন—রক্ততা, ভীততা, উত্তাপপ্রযুক্ত মেহা নির্গত হয়। প্রায়োগিক ধূম পূর্বে দুইপ্রকার কারণের দ্বারা মেহা উৎক্লিষ্ট করিয়া নির্গত করে।

ধূমপানের কল—ধূম পান করিলে ইন্দ্রিয়, বাস্যা ও মনঃ প্রসন্ন হয়, কেশ ও শ্রুণু দৃঢ় হয়, সুখ স্নগদী ও পরিষ্কার হয়। কাস, শ্বাস, অকচি, সুখের উপলেপ, শরতল, সুখের আশ্রাব, বমনেচ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হস্ততল, মস্তান্তল, শিরো-রোগ, কর্ণপুল, চক্ষুপুল, ও বাত মেহা অন্ত সুখরোগ ধূম পান করিলে ঘটে না।

ধূমপানে বোগ ও অভিযোগের কল জানা আবশ্যক। উপযুক্তপরিমাণে ধূম প্রয়োগ করা হইলে রোগ শান্ত হইয়া থাকে। পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে রোগের অশান্তি ভালুপোষ, গলপোষ, হাহ, শিখা, মূছা, ভ্রম, মদ, কর্ণরোগ, গুটিহানি, নাসিকারোগ ও মৌর্খ্য এই সকল উপদ্রব ঘটে। প্রায়োগিক ধূমপানে সুখ ও নাসিকা দ্বারা পর্যায়ক্রমে তিন কিসমতীর অথবা তিন চারিবার করিয়া ধূমপান করিবে।

মৈহিক বাবৎ অঙ্গপ্রভৃতি না হয়, তাবৎ ধূমপান বিধেয়। বৈরেচনিক বস্ত্রপণ যোগ দৃষ্ট না হয়, সেই সময় পূরাত ধূমপান করা যায়, ইহার অতিরিক্ত দুইমে রোষের দুইবা থাকে। তিল, তুলু ও মধের মত্ত পান করিয়া ধূম বামনীয়

ধূমপান করা বিধের। কালর ধূম প্রাণের সহিত পান করিবে।
ত্রণে ধূম প্রাণের করিতে হইলে শরীরে ছিদ্র করিয়া ভাটতে
লগা ধূমপ্রাণপূরক প্রাণের করিবে। ধূমের দ্বারা ত্রণের
বেদনা শান্তি, নির্মলতা, ও আত্মবা শান্তি সম্পাদিত হয়।
ধূমের এই সংক্ষিপ্ত বিধি। (ভুক্ত চিকিৎসিত দ্বান)।

৩ ধুমকেতু। ৪ উল্কাপাত। ৫ ঋষিতেজ। ৬ দেশতেজ।

ধুমকেতন (পুং) ধূমঃ কেতনঃ ধূমচিহ্নং বস্ত্র, অগ্নি।

“নিম্নতস্ত রিপুণ্যম ভূত্বাঃ ধূমশেষ ইব ধুমকেতনঃ।”

(রঘু ১১।৮১)

২ কেতুগ্রহ।

ধুমকেতু (পুং) ধূমঃ কেতুঃ চিহ্নং বস্ত্র। লক্ষ্যার কিরংকণ
পরে অর্থাৎ প্রত্যাহার অনতিপূর্বে সময়ে সময়ে নভোমণ্ডলে
যে এক শ্রেণীর দীর্ঘপুচ্ছ উজ্জল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়,
তাহারাই ধুমকেতু শব্দবাচ্য। ইহাদের প্রকৃত তথ্য
আজিও সম্পূর্ণরূপে জানা নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে
ধুমকেতু সম্বন্ধে লোক মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।
ইহাদের উৎপত্তি লোকে রাজ্যবিগ্রহ, ছত্রভঙ্গ, হুর্ভিক্ষ, মহামারী
প্রভৃতি বহুবিধ অমঙ্গল আশঙ্কা করিত। ‘অপশকুন’ বলিয়া
ধুমকেতুর যে নামান্তর প্রচলিত আছে, তাহাই এই সমস্ত
বিষয়ের পরিচায়ক। এইরূপ সংস্কার যে কেবল এদেশেই
সীমাবদ্ধ ছিল এমন নহে, সমস্ত সভ্যদেশেরই প্রাচীন অধি-
বাসীদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়।
কালক্রমে বিজ্ঞানালোচনার ফলে যদিও এই সমস্ত ভ্রান্তি-
বিলাস লোক সাধারণের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে
বটে, কিন্তু ধুমকেতু সম্বন্ধে বার্থ্য তথ্য অতি অল্পই প্রকাশিত
হইয়াছে। নিম্নে এ সম্বন্ধে বর্তমান কালের প্রধান
জ্যোতির্বিদগণের অবলম্বিত মতের সারাংশ প্রস্তুত হইল।

এই অসাধারণ জ্যোতির্কশ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি মাত্র
আমাদের সৌরজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, অবশিষ্টগুলির সহিত
এই সৌরজগতের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। এই গুলি
নভোমণ্ডলের যে অংশে সৌরজগৎ অবস্থিত, সেই অংশ
দিয়া চলিয়া যায় মাত্র এবং সেইজন্যই আমাদের দৃষ্টিপথে
গতিত হয়। ধুমকেতুগণের মধ্যে কতকগুলি দ্রবীকণের
সাহায্যে তির দেখিতে পাওয়া যায় না। যে গুলি বহু-
সাহায্য ব্যতিরেকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেগুলি দীর্ঘ ও পুচ্ছ
হই অংশে বিভক্ত। দীর্ঘের মধ্যস্থল একটি উজ্জল তারকা-
বৎ, এই অংশকে “গর্ত” (nucleus) বলে। এই অংশের
চরিত্রনিক অপেক্ষাকৃত অল্প জ্যোতির্বিশিষ্ট একটি নীহারিকা-
রূপ থাকে। গর্তনবহিত এই নীহারিকা বত্বের দ্বারা

দীর্ঘ। পুচ্ছাংশে এইরূপ নীহারিকার দ্বারা গঠিত; ইহা
সেবাক্রমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু দীর্ঘদেশ অপেক্ষা
এই অংশের উজ্জলতা অনেক পরিমাণে অল্প। ধুমকেতুর
আকৃতি সকল সময়ে একরূপ দেখা যায় না। কতকগুলির
একটি পুচ্ছ থাকে, কতকগুলির দুইটি, কাহারও বা
তদপেক্ষাও অধিক, কাহারও আবার আদৌ পুচ্ছ থাকে
না। এইরূপ পুচ্ছবিহীন কেতুগুলির মধ্যে কতকগুলির
‘গর্ত’ গর্তাবরণ নীহারিকামণ্ডলের অভ্যন্তরে সুভৌলভাবে
অবস্থিত নহে; কতকগুলির আদৌ কোন গর্ত থাকে না,
কেবল একটি নীহারিকামণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা
বাহ্য্য যে সৌরজগতের স্রবচ্ছদ এবং স্রুগ্রণালী-পরিচালিত
গ্রহগণের সহিত ধুমকেতুগণের বিস্তার পার্থক্য আছে।
ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, যে বিজ্ঞানচর্চার বলে ধুমকেতু
সম্বন্ধীয় কুসংস্কারগুলি সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু
এতৎসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এখনও সম্পূর্ণরূপে
জানা যায় নাই। তবে ধুমকেতু সকল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
অন্তর্ভূত কতকগুলি স্রবচ্ছদী নিরমাবণীর অসুবর্তন করে,
ইহা একপ্রকার সর্ববাসীসম্মত এবং ভবিষ্যতে ইহার। যে
অনেক জ্যোতিষিক ব্রহ্মসোপানটনের নিমিত্ত স্বরূপ হইবে,
তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ধুমকেতুর সংখ্যা কত? ইহার উত্তর এই যে, ধুমকেতুর
সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। সুবিখ্যাত
পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ কেপলার বলিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রে
মৎস্য-সংখ্যা বেরূপ অপরিণীত, সৌরজগতের ধুমকেতুর
সংখ্যাও সেইরূপ। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সময়ে সময়ে
সৌরজগতের সন্নিকটে হয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে আবি-
র্ভূত হইয়া থাকে। দৃষ্ট জগতের পর হইতে বর্তমান সময়
পর্যন্ত ৯৬২টি কেতু জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট
হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১১৮টি মাত্র পুনরায় সৌরজগতে
প্রত্যাবর্তন করিয়াছে; অবশিষ্টগুলি আর বিজ্ঞানবান
দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ধুমকেতুর ‘কক্ষ’ বা গগনমণ্ডলগরি-
ত্বমণ্ডল একবিধ নহে। কোনটা বৃত্তাকার (ellipse),
কোনটা কেশপা (parabola), কোনটা বা ‘হাইপারবোলা’
(hyperbola) পথে গগনমণ্ডলে বিচরণ করে। যদিও দৃষ্টতঃ
ইহাদের গতিবিধি কোন প্রকার নিয়মপ্রণালীর অন্তর্ভূত
বলিয়া বিবেচনা হয় না, তথাপি ইহা এক প্রকার স্থির
হইয়াছে যে, ইহাদের সমস্ত গতিবিধি অন্ততঃ কেতুগণের
সৌরজগতের সন্নিকটবস্থান সময়ে সাধারণতঃ দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত হয়। এতদতিরিক্ত ধুমকেতুসম্বন্ধীয় কোনও

বিশেষ তত্ত্ব এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশ্বপতির কোন আশ্চর্য্য নিরমাবলীর অধীন হইয়া এই অগণিত ধূমকেতুশাশি অহোরাত্র অনন্ত গগনপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কে বলিতে পারে ?

ধূমকেতুর আলোক কোথা হইতে আইসে ? এবিষয়েও জ্যোতির্বিদগণ এক মত নহেন। কাহারও মতে এবিষয়ে কেতু সকল সৌরজগতের গ্রহগণের সৃষ্ণ; সূর্যালোক ইহাদের উপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহাকে জ্যোতির্শ্বরূপ প্রদান করে। অনেকের মতে আবার ধূমকেতুগণ স্বশ্রুত; কোন গৃহ অন্তর্নিহিতশক্তিবলে তাহাদের শরীরে এই আলোক উদ্ভূত হইয়া থাকে। এ বিষয়ের এখনও মীমাংসা হয় নাই।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, এই সমস্ত জ্যোতিক এক একটা নীহারিকা-পিণ্ডমাত্র। কিন্তু ইহাদের পরমাণু সকলের মধ্যে সংহতি (cohesion) অতি অল্প। এই পরমাণু সকল যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে, একরূপ অসুস্থমানও করা যাইতে পারে না। সুতরাং এইরূপই অনুমান করিতে হয় যে, কেতুশরীরস্থ প্রত্যেক বিভিন্ন পরমাণু-সমষ্টি (molecule) রবিপরিতঃ ভ্রাম্যমান একটা স্বতন্ত্র সচল বস্তুবিশেষ। কিছু কাল পূর্বে একবার “রিয়েনার ধূমকেতুকে” যে দুইটা স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতে দেখা গিয়াছিল, তাহা কেতুগণের পরমাণুসমষ্টিসমূহের মধ্যে সংহতির অভাবেরই পরিচায়ক মাত্র এবং “পেরিহেলিয়নে” (perihelion) উপস্থিত হইলে কেতুশরীর যে অত্যাস্ফর্য্যরূপে সঙ্কুচিত হয়, তাহাও এই কারণবশতই ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ধূমকেতুগণের সাক্ষর (density) অতি সামান্য; এ কারণ, ইহারা সৌরজগতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর জ্যোতিকগণের অতিশয় নিকটবর্তী হইলেও এই সকল জ্যোতিক কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। কেতুশরীরস্থ পরমাণুসমষ্টির আকৃকন এবং সম্প্রসারণ বিষয়ে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেও কিরূপে ইহাদের পুচ্ছোদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা অতাপি ত্রুতভ্র-রহস্যজালে আবৃত রহিয়াছে। এবিষয়ে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদগণের সমস্ত মতের উল্লেখ করা নিম্নরোজন। আমরা আগে ধূমকেতু সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ বিষয় এবং ইহার গতির আকৃতির পরিবর্তনের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া পরে এবিষয়ের দুই একটা মতের উল্লেখ করিব।

ধূমকেতুগণ যে কত দিন দৃষ্টিপথে বর্তমান থাকে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই। কোন কোন কেতু কয়েক মিনিট মাত্র,

কোন কোনটা আবার বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত নরনগোচর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২৩ মাসের অধিক দেখা যায় না। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে পনসের আবিষ্কৃত এবং ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তেবল কর্তৃক আবিষ্কৃত এই দুইটা কেতু বৎসরাধিক দৃষ্টিগোচর ছিল। বর্তমান পর্যন্ত ধূমকেতু দেখা যায়, ততদিন উহার নীহারাবরণের ব্যাসবায় পরিবর্তন হইতে থাকে। কেতু যতই সূর্যের নিকট হয়, ততই উহার ধ্বংসাত্মক বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যতই সূর্য হইতে দূরে চলিয়া যায়, ততই ইহার আকৃতি পুনরায় দীর্ঘ হইতে থাকে। এতকর ধূমকেতুর অনেকবার এইরূপ আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কোন কোন জ্যোতির্বিদ এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে তাপের ন্যূনাধিক্যই এই আকার পরিবর্তনের কারণ। ধূমকেতু যতই সূর্যমণ্ডলের নিকট হইতে থাকে, ততই উহার নীহারাবরণ তাপাধিক্যবশতঃ স্বচ্ছ অনূহ্র জব পদার্থ হইয়া পড়ে এবং যতই সূর্যমণ্ডল হইতে দূরে যায়, ততই উতাপের হ্রাসবশতঃ বাষ্পরাশি ঘন হইয়া অস্রবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে।

অতঃপর পুচ্ছোদ্ভব সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা যাইতেছে। উদয়কালে ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রায় থাকে না, যদি থাকে, তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র। ক্রমশঃ এই পুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কখন কখনও বিশ কোটি মাইলেরও অধিক দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। কি প্রকারে এই পুচ্ছের উদ্ভব হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জগতে মতভেদের কথা ইতি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে সমস্ত উপকরণে ধূমকেতু গঠিত তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক জব্য লইয়া উহার পুচ্ছ নির্মিত হয়। সূর্যের নিকট হইলে উতাপাধিক্যে পুচ্ছোৎপত্তি জব হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়, এবং সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। বর্তমান কেতুটা সূর্য সন্নিপে বর্তমান থাকে, ততদিন পর্যন্ত নূতন নূতন উপাদান প্রতিনিয়ত জবীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং পুচ্ছের কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে।

ধূমকেতুর পুচ্ছোদ্ভব সম্বন্ধে একটা মতের উল্লেখ করা গেল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে। বাহ্যিক ভাবে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না।

ধূমকেতুর সহিত আমাদের এই পৃথিবীর কোন সময়ে সংঘর্ষণ হইতে পারে কি না? ধূমকেতু সকলের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এবং যেকোন ভাবে ইহার গগনপথে জরপ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইতে একরূপ অনুমান একাধি সম্ভবপর

হইতে পারে যে কোম না কোম সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। তবে এরূপ সম্ভবর্ণের কল কি হইবে তাহা অসম্ভবমান করা হইবে।

যে জ্যোতির্বিদ্র যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, তাহার নামানুসারে সেই কেতুর নামকরণ হইয়া থাকে; যথা—হেলির ধূমকেতু, এন্কের ধূমকেতু, ফের ধূমকেতু ইত্যাদি।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ধূমকেতু সম্বন্ধে মানবজ্ঞান এখনও সামান্য। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা অসম্ভবমান করেন, কালে এই কেতু সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বরাহমিহিরের মতে ধূমকেতুর উদয় মাত্ৰ উৎপাত-বিশেষ। ইহাতে অমঙ্গল হয়। ইন্দ্রধনুস জ্ঞান আকাশে যে তারকা দি উদ্ভিত হয়, তাহাকে ধূমকেতু কহে। ইহার বিশূল, ত্রিশূল বা চতুঃশূলও হয়। এই ধূমকেতু অতিশয় আপদজনক, এবং ইহার উদয়ে নানাবিধ উৎপাত হইয়া থাকে।

“উক্তবিপরীতরূপে ন শুভকরো ধূমকেতুরূপঃ।

ইন্দ্রধনুসকারী বিশেষভাৱে ত্রিচিহ্নো বা ॥”

‘ব্রহ্মতুলাঃ প্রসন্ন ইত্যম্বাজ্ঞানং যো বিপরীতো বিশেষিতঃ শক্রচাপকেতুরূপঃ স ধূমকেতুঃ স চ ন শুভকরঃ পাপং করোতীত্যর্থঃ।’ (ভট্টোৎপলকৃত বৃহৎসংহিতাটীকা)

ধূমকেতু উদ্ভিত হইলে মঙ্গলিক ক্রিয়া বর্জন করিবে, অর্থাৎ পাঁচদিন পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল কার্য করা যাইতে পারে। অস্ত্র স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন দিন এবং শূত্র একদিন ত্যাগ করিয়া শুভ কার্য করিবে।

“ধূমকেতৌ সমুৎপন্নঃ গ্রহণে চন্দ্রস্বর্ঘ্যয়োঃ।

গ্রহাণাং সঙ্গরে চৈব ন সূর্যাং মঙ্গলক্রিয়াং ॥

উক্তাপাতে চ ত্রিদিনঃ ধূমে পঞ্চদিনানি চ।

বজ্রপাতে দিনকৈকং বর্জয়েৎ সর্গকর্মজ ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

গর্গবচন—

“বজ্রকেতুদগমোৎপাতে গ্রহণে চন্দ্রস্বর্ঘ্যয়োঃ।

প্রাণান্ত ত্যজ্যেৎ ক্রজঃ সপ্তরাত্রমন্তঃপরং।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য ত্যজ্যেৎ কর্ম জিরাভ্যকং।

শূত্রস্ত্যক্তা চৈকরাত্রঃ সর্গকর্ম সমাচরেৎ ॥” (মলমাস্তত্ব)

[কেতু দেখ।]

৩ অর্থবিশেষ, এই অর্থ অমঙ্গলকর, ইহা পরিত্যাগ করা বিশেষ। যে সকল অর্থের পুঙ্খদ্রোণে আবর্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে ধূমকেতু কহে। রাজগণ এই অর্থ হ্রস্ব করিবেন।

“পুঙ্খদ্রোণে বদ্যাবর্তো যো যিনিঃ সংগ্রহভূতে।

ধূমকেতুরিতি খ্যাতঃ সত্যজ্যো দূরতো নৃপৈঃ ॥” (অর্থবৈভক্ত)

যুক্তিকল্পতরুতে লক্ষণ অন্তরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

“পৃষ্ঠবংশে বদ্যাবর্ত একঃ সংপরিণক্যতে।

ধূমকেতুরিতি খ্যাতঃ সত্যজ্যো দূরতো নৃপৈঃ ॥” (যুক্তিকল্পতরু)

যে সকল অর্থের পৃষ্ঠদেশে একটা আবর্ত থাকে, তাহাকে ধূমকেতু অর্থ বলা যায়। এইরূপ লক্ষণাত্মক অর্থ পরিত্যজ্য। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৩।)

ধূমগন্ধি (ক্লী) ধূমস্ত গন্ধ-ইব গন্ধো বস্ত, ততো গন্ধাদিত্যা-
দিনা ইৎসমাসান্তঃ। ১ রোহিব তৃণ। চলিত গন্ধখড়।
ধূমেন গন্ধাতে গম্যতে হমৌ গন্ধ-ইন। ২ ধূমধারা অমৃৎসের
বহি।

ধূমগন্ধিক (ক্লী) ধূমগন্ধি-কন্। রোহিব তৃণ।

ধূমজ (পুং) ধূমাক্ষরতে জন-ড। ১ মেঘ। ধূম হইতে মেঘ-
রাশি উৎপন্ন হয়, এই জন্ত ধূমজ শব্দে মেঘকে বুঝায়।
২ সুতক।

ধূমজাজজ (ক্লী) ধূমজজমেঘস্ত অজং বজ্রং, তন্মাৎ জারতে
জন-ড। বজ্রকার, কারবিশেষ।

ধূমদর্শিন্ (জি) ধূমঃ ধূমাক্রতিং ত্রুটুং শীলমস্ত দূশ-গিনি।
সুশ্রুতোক্ত পিত্ত ও কফ ধারা বিদগ্ধদর্শন মানব। বাহাদিগের
পিত্ত ও কফের আধিক্য হইয়া দর্শনশক্তির হ্রাস হইয়াছে,
যাহারা চক্ষে ভাল দেখিতে পার না ও ধূমের জ্ঞান অব-
লোকন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ধূমদর্শী কহে। সুশ্রুতে
ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—শোক, অন্ন, পরিশ্রম
ও মত্তকের অতিতাপ ধারা দুটি অভিহত হইলে সকল
পদার্থই ধূমবর্ণ দৃষ্ট হয়, ইহাকে ধূমদর্শী কহে। (সুশ্রুত)

ধূমধ্বজ (পুং) ধূমঃ ধ্বজঃ কেতুরিব বস্ত। অগ্নি। (হেম)

ধূমপ (জি) ধূমঃ ধূমপাতঃ পিবতি পাক। তপত্নার নিমিত্ত
ধূমমাত্রপানকারী, তপস্বি-ভেদ। যাহারা তপত্নার কঠোরতার
জন্ত কেবল ধূমমাত্র পান করিয়া তপত্না করেন, তাহাকে
ধূমপ কহে।

“পিবন্তি মুনরো বজ্র হবিধূমস্ত ধূমপাঃ।” (ভারত উৎ ১০৭ অঃ)
২ ধূমপারি-মাত্র।

ধূমপথ (পুং) ধূমোপলকিতঃ পথঃ অ সমাসান্তঃ। ১ পিতৃপান।

“অগর্হসামর্ক বিপন্নরা গিরা শিবদ্বিধং ধূমপথপ্রমদয়ং।”

(ভাগ ৪।৪।১১।)

২ ধূমপ্রচারমার্গ, যে পথে ধূম নির্গত হয়।

ধূমপান (ক্লী) ধূমস্ত পানং ভক্তং। সুশ্রুতোক্ত নেত্র ও ব্রহ্ম-
রোগনাশক ধূমবিশেষ পান। [ইহার বিবরণ ধূম দেখ।]

এ সেবে ইহাকে চলিত কথার ভাষায় বাওয়া কহে, ভাষায় রেবনে ধূম পান করিতে হয় বলিয়া উহা ধূমপান শব্দে অভিহিত।

ইহার বিবরণ ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—ধূম-পানবিধি—ধূমপান ৬ প্রকার। শমন, বৃহৎ, রেচন, কাস, বামন ও ত্রণধূম। মধ্য ও প্রারম্ভিক এই দুই শব্দ শমন শব্দের পর্যায়। রেচন ও বৃহৎ এই শব্দ বৃহৎ ধূমের, শোথন ও তীক্ষ্ণ এই দুইটা শব্দ রেচন ধূমের পর্যায়।

১২ বৎসর বয়স্ক বালককে এবং অসীতিগর বৃদ্ধকে ধূম পান করাইতে নাই। যদি ধূম সন্ধ্যাপ্রকারে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিশ্রাব, মজাগ্রহ, হৃৎগ্রহ, শিরোরোগ এবং বাতরৈয়িকরোগ প্রশমিত হয়। ইন্ড্রিয়, বাক্য ও মনের প্রসন্নতা, কেশ, দন্ত ও শরীরের দৃঢ়তা এবং সুখের চর্যক্ষণাশ হয়।

যখন ধূম প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন নল ত্রিখণ্ড ও তিনটা পর্কসময়িত করা কর্তব্য। ইহার স্থলতা কনিষ্ঠঅঙ্গুলির দ্বারা এবং অত্যন্তের দ্বিপ্রান্তরাজ্যবের সঙ্গ করিতে হইবে।

নলের দীর্ঘতা—শমনধূমপ্রয়োগ হলে রোগীর অঙ্গুলির ৪০ অঙ্গুলি, কাসের ধূমপ্রয়োগে ১৬ অঙ্গুলি এবং বামন ধূম-প্রয়োগে ১০ অঙ্গুলি পরিমাণ করিতে হইবে। ত্রণধূমার্থে ১০ অঙ্গুলি নল হইবে, তাহার স্থলতা মটর কলারের দ্বারা ও দ্বিপ্রান্তরাজ্যবের সঙ্গ করিতে পারেন, এইরূপ হওয়া আবশ্যিক।

ধূমগ্রহণের নিয়ম।—১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ অথচ সরু একটা শর-কাণ্ড গ্রহণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণ ধূমোপযোগী ঔষধের কড়বাঁটা উহার ৮ আঙ্গুল ব্যাপিয়া চারিদিকে স্লেপিয়া দ্বারাতে শুক করিবে। উত্তমরূপ শুক হইলে শরকাণ্ডটা ধীরে ধীরে অপনীত করিয়া ঐ কড়বর্তি বেহাঙ্গ করিয়া অগ্রভাগ অধারের অধি দিয়া আলাইয়া, পরে নলের অপর ভাগ মুখে দিয়া ধূমপান করিবে। ধূম গ্রহণমতঃ মুখ দিয়া পান করিয়া মুখ দিয়াই নির্গত করিবে। তাহার পর নালিকা দ্বারা পান করিয়া মুখদ্বারা নির্গত করিবে।

যে স্থলে ত্রণধূম করিতে হয়, সেই স্থলে প্রজলিত আঙ্গারের উপরি একখানি সূর্য্য দ্বাপন করিয়া তাহার উপর কড় ঔষধ দিবে, পরে আর একখানি সজ্জিত সূর্য্য উহার উপরে উপস্থ করিয়া আঙ্গালিত করিবে। যখন দেখা যাইবে যে ঐ দ্বিপ্রান্ত দিয়া ধূম উঠিতেছে, তখন নলের একমুখ দ্বিপ্রান্ত অপর মুখ জলধানে বোজন করিয়া ধূম প্রয়োগ করিবে।

শরতধূম প্রয়োগে এলাদিগণের কড়, বৃহৎ ধূম সিং

কড়কর, রেচন ধূম, তীক্ষ্ণ জ্বরের কড়, কাসের ধূম কণ্ঠকারী ও মরিচ, বামনধূমে দারু চর্যাদি এবং ত্রণে ধূম প্রয়োগ করিবে। ধূমপান করিয়া মনস্তাপ এবং জোষ প্রকাশ করিবে না। জ্বরগাদি থাকে, নল অথবা বাঁশ দ্বারা ধূম-পানের নল প্রস্তুত করিবে। প্রান্ত, তরমুক, কুণ্ডিত, গতিধী, কড়, কণ্ঠ প্রভৃতি ধূমপান করিলে কিংবা অসময়ে অধিকমাত্রায় ধূমপান করিলে নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহার শাস্তির জন্য দ্বতপান, নস্ত, অস্তন ও সত্তর্পণ করিবে এবং দ্বত, ইক্করস, জালা, ছফ, চিনির পান ও মধুরাস সহযোগে বমন করাইবে। (ভাবপ্রঃ পূর্ব্বঃ) [ইহার বিবরণ ধূম দেখ।]

ধূমপ্রভা (জী) ধূম প্রভা ইব প্রভা যতঃ। ধূমাককার-নরক, এই নরকে সকল স্থল ধূমধারা আবৃত থাকে, এই জন্য ইহার নাম ধূমপ্রভা হইয়াছে।
“যনোদধিমলবাততত্ত্বাতনভাঃ।
রক্তশর্করাবালুকাপকধূমতমঃপ্রভাঃ।
মহাতমঃপ্রভা বেত্যাধোদধিনরকভূমঃ।” (হেমচঃ)
(জি) ২ ধূমপ্রভা।

ধূমপ্রাশ (জি) ধূম প্রায়োতি প্র-অশ-অশ্। ধূমতকক তপসি-ভেদ। যাহারা ধূম ভোজন করিয়া তপতা করে।

ধূমমহিবী (জী) ধূমত মহিবী ৬তৎ। কুষ্টিটিকা।

ধূমমার্গ (পুং) ধূমপথ।

ধূমযোনি (পুং) ধূম এব যোনিরূপতিকাংগং যত। ১ মেঘ।
“যজ্ঞধূমোত্তবৎ ক্রভঃ বিজানাক হিতং সদা।
দাবায়িধূমসমুত্তমভঃ ধনহিতং সত্যং ॥
মৃতধূমোত্তবৎ ক্রভমত্ততার তবিদ্যতি।
অভিচারায়িধূমোৎকৃত্তনাশায় বৈ বিজাঃ ॥”
(চিত্তামণিবৃত্ত বচন)

যজ্ঞধূম হইতে যে মেঘ হয় এবং তাহাতে যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা বিজদিগের প্রিয়। দাবানল হইতে যে ধূম হয়, তাহা ধনহিতকর, মৃতব্যক্তির চিত্তাধূম হইতে জাত-মেঘ অমলকর এবং অভিচারায়ি হইতে উৎপিত ধূম, যে মেঘ হয় ইহা কৃত্তনাশের জন্য হইয়া থাকে। ২ মৃতক।

ধূমস (পুং) ধূমবর্ণং স্মৃতিতীক্ষ্ণ-ক। ১ ককলোহিত বর্ণ।
(জি) ২ ককলোহিতবর্ণযুক্ত।

ধূমবৎ (জি) ধূমঃ বিজতে হত ধূম-মতুপ। ধূমযুক্ত পর্কত।

ধূমবর্জস্ (পুং) ধূমপ্রাক।

ধূমবর্জ (পুং) ১ ধূম। ২ এক নাগরাজ।

ধূমবর্জন্ (জী) ধূমত বর্জ। ধূমপথ, ধূমমার্গ।

ধুমশিখ, দৈত্যবিশেষ। কথানুসংলাপেরদ্বারা শূনভূজরাজার
পরে ইহার কথা আছে—

অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষসের রূপশিখানারী অমুগম-
রূপ-লাবণ্যশালিনী একটা কন্যা ছিল। শূনভূজ তাহাকে
বিবাহ করিতে চাহিলে, অগ্নিশিখ বলিল তুমি এই এই
কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারিলে তোমার অভিলাষ
পূর্ণ করিব। রূপশিখা ইচ্ছাশক্তি-বিভার নিপুণা ছিল।
তাহার সাহায্যে শূনভূজ সেই সকল কার্যগুলি সমাপন
করিয়া অগ্নিশিখের নিকট পুনরাগমন করিলে পর
অগ্নিশিখ বলিল, “এখান হইতে দক্ষিণাভিমুখে দুই বোজন
পরিমিত পথ গমন করিলে একটা শিবমন্দির দেখিতে
পাইবে। তথায় আমার ভ্রাতা ধুমশিখ বাস করে। এখনই
সেখানে গমন কর; মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথা
বলিবে ‘ধুমশিখ! আমি তোমাকে সদলে নিমন্ত্রণ করিবার
জন্তু অগ্নিশিখ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, শীঘ্র আইস, কারণ
কলাই রূপশিখার বিবাহ।’ তদনন্তর শীঘ্র এখানে প্রত্যা-
গমন করিও, কলা রূপশিখার সহিত তোমার বিবাহ দিব।”
শূনভূজ রাক্ষসের এই কথায় প্রভাবিত হইয়া শূনভূজ তাহাতেই
সম্মতি প্রদান করিলেন এবং রূপশিখার কাছে গিয়া তাহাকে
সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। রূপশিখা এই কথা শুনিয়া
তাহার হস্তে কতকটা মুক্তিকা, কিরণপরিমাণ জল, কতক-
গুলি কণ্টক এবং একটু অগ্নি প্রদান করিল এবং সেই
সঙ্গে নিজের ক্রতগামী অশ্বটী দিয়া বলিল, “এই অশ্বে আরো-
হণ কর এবং মন্দিরের সম্মুখে গিয়া আমন্ত্রণবাক্য উচ্চারণ
করিয়া বায়বেগে এখানে ফিরিয়া আইস। আসিবার সময়
যন যন পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিও। যদি ধুমশিখকে
তোমার অমুসরণ করিতে দেখিতে পাও, তবে তোমার
পশ্চাৎদিকে এই মুক্তিকা নিক্ষেপ করিও। যদি দেখ সে
তথাপি তোমার অমুসরণ করিতেছে, তাহা হইলে পুনরায়
এই জল সেইরূপভাবে নিক্ষেপ করিও। তাহাতেও সে
প্রতিনিবৃত্ত না হইলে তৃতীয়বারে কণ্টক এবং শেষে অগ্নি
নিক্ষেপ করিও। এইরূপ করিলে সেই দৈত্য আর তোমার
অমুসরণ করিতে পারিবে না। বিলম্ব করিও না, এখনই গমন
কর; অতঃপর আমি আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেখিতে পাইবে।”
শূনভূজ তদনুসারে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূর্বকথিত
ভাবে নিমন্ত্রণবাক্য উচ্চারণ করিয়াই অশ্বে কথাব্যাক্ত করি-
লেন। কিরদূরমাত্র আগমন করিয়া পশ্চাদ্বেশ চাহিয়া
দেখিল যে, ধুমশিখ বেগে তাহার অমুসরণ করিতেছে; সেই
মুহূর্ত্তেই তিনি রূপশিখাপ্রদত্ত মুক্তিকা নিক্ষেপ করিলেন, সেই

মুক্তিকা হইতে একটা উত্তম পক্ষের উভয় হইল। যখন
তিনি দেখিলেন যে, রাক্ষস বহু আশ্রমে সেটা লক্ষ্যন করিয়া
আবার আসিতেছে, তখন রূপশিখার শিকামত পুনরায়
জল নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে একটা বৃহৎ নদীর
উৎপত্তি হইল। বহু কষ্টে রাক্ষস তাহাও পার হইল।
তখন তিনি পুনরায় কণ্টকগুলি ফেলিয়া দিলেন; মুহূর্ত্ত
মধ্যে সেইস্থলে একটা প্রকাণ্ড কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের
আবির্ভাব হইল। রাক্ষস বহুআশ্রম সহকারে তাহার মধ্য
হইতেও বিনিষ্কাশিত হইলে পর সর্বশেষে শূনভূজ রূপশিখা-
প্রদত্ত সেই অগ্নি ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন প্রচণ্ড
অগ্নিরাশি উদ্ভূত হইয়া রাক্ষসের গতিরোধ করিল। রাক্ষস
তখন ভীত এবং রূপশিখার ঐচ্ছাশক্তির সোহে হতবুদ্ধি হইয়া
ক্রান্তকলেবরে শূনভূজে নিজমন্দিরে ফিরিয়া গেল।

ধূম (হিম্মি) এক প্রকার বাস; এই বাহু বিশেষে উৎপন্ন হয়।
ধূমসী (জী) রৌটিকা বিশেষ।

“মাধাণাং দালয়ন্তোরে স্থাপিতান্ত্যাকককুকাঃ।

আতপে শোষিতাঃ যন্তে শিষ্টান্তা ধূমসী শূতা।

ধূমসী রচিতা চৈব প্রোক্তা তুতুরিকা বৃথৈঃ।

তুতুরী ককপিত্তরী কিকিহাতকরী শূতা।” (ভাবপ্রা°)

মায় কলাইয়ের দাইল জলে তিজাইয়া উহার ভূষ বাছিয়া
ফেলিয়া দিয়া রৌদ্রে শুক করিতে হইবে, পরে যন্ত্রে পেষণ
করিয়া লইলে তাহাকে ধূমসী কহে। ইহাতে রৌটিকা
প্রস্তুত করিলে তাহাকে তুতুরী বলা যায়। ইহা কক ও
পিত্তনাশক এবং কিকিৎ বায়ুবর্ধক। (দেশজ) ২ ছুলা রমনী।

ধূমসংহতি (জী) ধূম সংহতি: ৬৩৭। ধূমসমূহ।

ধূমা—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সিওনী জেলার একটা গ্রাম;
লখনাবন্দ হইতে ১৩ মাইল এবং জব্বলপুর হইতে ৩৪ মাইল
দূরে অবস্থিত। কুল, খানা, সৈন্যদিগের ছাউনী করিয়া
থাকিবার স্থান এবং পর্যাটকদিগের জন্ম বাংলা আছে।
লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০। এই স্থানটি সমুদ্রতীর হইতে
১৮০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

ধূমাক্ষ (পুং) ধূম ইব অক্ষি চক্ষুর্ভূত, বহু সমাসাত্ত্বঃ। ধূমতুল্যা-
নেত্রযুক্ত, বাহার চক্ষু ধূমদৃশ। স্রিরাং ভিষাং ভীষ।

“ধূমাকী সংপতন্তু কণী চ ক্রোশন্তু।” (অপর্ববো° ১১।১০।৭)

ধূমান্ন (পুং) ধূম ইব অন্নং যত। ১ শিংগপায়ুক। (জি)
২ ধূমতুল্যা অন্নযুক্ত। স্রিরাং ভীষ।

ধূমান্নি (পুং) ধূমশেবোহমিঃ মধ্যলো° কর্মধা। অয়িতেন।

“বিজ্ঞানীঃ যো ধুমশিখঃ ধূমাগ্নিঃ স উদাহৃতঃ।” (বৃত্তি)

যে অগ্নি ধুমশিখা বিগত হইয়াছে, তাহাকে ধূমাগ্নি কহে।

ধূমাদি (পুং) ধূম আদিবৃত্ত। পাণিনিগণহজোক্ত দেশবাচক শব্দগণ। বধা—ধূম, বড়ু, শশাদন, অর্জুনাব, সাহকহলী, আমকহলী, সাহিবহলী, মানহলী, অটহলী, মরুকাহলী, সমুদ্রহলী, দাণ্ডারনহলী, রাজহলী, বিবেহ, রাজগৃহ, সাজা-সাহ, শশমিজবর্ক, তক্ষালী, মজকুল, আজীকুল, ঘাহাঁব, জাহাব, সংকীর, বর্বর, বজ্জা, গর্ত, আনর্জ, মাঠর, পাধের, ঘোব, পলী, আরাজী, ধার্তরাজী, আবর, তীর্থ, কুকি, অন্ত-রোগ, দীপ, অরুণ, উজ্জিন্নী, পট্টার, দক্ষিণাপথ, সাক্ষেত।

(পাণিনি)

‘ধূমাদিজন্ম’ পাণিনির এই কৃত্যনুসারে ধূমাদির উত্তর ‘বৃঞ’ হয়।

ধূমাত (পুং) ধূমত আতা ইব আতা বত। ১ ধূমবর্ণ। (জি) ২ ধূমবর্ণযুক্ত।

ধূমায়, নাম ধাতু—অধূমের ধূম হওয়া। অধূমো ধূমো ভবতি ‘ভূমাদিত্য্যার্থেকাত্’ ইতি কাণ্ড ধূমার ধাতু আত্মনে, অক, সেট। লট্ ধূমারভে। লুঙ্ অধূমারিট।

“অকস্মাৎ নগরোপান্তে কথং ধূমারতে চিতা।” (হাতার্থব) ধূমাবতী (জী) দশমহাবিভাভগত বিভাবিশেষ। ধূমাবতীর উৎপত্তি বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।—একদা পার্শ্বতী অতিশয় ক্ষুধাতুরা হইয়া মহাদেবের নিকট বার বার খাদ্য প্রার্থনা করেন, মহাদেব আহার দিতে না পারিয়া বলেন, কণকাল প্রতীক্ষা কর, গৃহে যাইয়া আহার প্রদান করিব। কিন্তু পার্শ্বতী ক্ষুধাতে অতিশয় কাতরা



ধূমাবতী।

হইলেন, কিছুতেই ক্ষুধিত্ত করিতে পারিলেন না। বধন নিভান্ত অসহ বোধ করিলেন, তখন মহাদেবকে প্রাস করিয়া কেলিলেন। এই সময় তাহার সমস্ত শরীর হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব মদ্যে দ্বারা শরীর

কলিত করিয়া কহিলেন, দেখ বধন তুমি আমাকে ভোজন করিয়াছ, তখন তুমি বিধবা হইয়াছ, অতএব এইরূপ বিধবার বেশ পরিধান কর। আমার বরে তুমি এই বেষ্ট্রে লোকের পূজনীয়া হইবে ও তোমার নাম ধূমাবতী হইল।

[দশমহাবিভা দেখ।]

ইহার ধ্যান—

“বিবিধা চকলা দৃষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাঘরা।

বিমুক্তকুন্তলা কক্ষা বিধবা বিরলবিধা ॥

কাকধ্বজরথাক্রুড়া বিলম্বিতপরোধরা।

হৃৎপত্ন্যতিক্রম্যাকী ধৃতহস্তা বরাধিতা ॥

প্রবুদ্ধাশোণা তু ভূশং কুটিল কুটিলেক্ষণা।

কুংপিপাসাদিতা নিত্যাং তয়দা কলহাম্পদা ॥

অপেং কক্ষচতুর্দিশাং পুরন্দরগণিছরে ॥” (তন্ত্রসার)

কক্ষ চতুর্দশী তিথিতে পুরন্দরগণিছর নিমিত্ত ধূমাবতীর জপ করিবে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, কবচ, মন্ত্র প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

ধূমিকা (জী) ধূম ইবাত্যাস্যঃ ইতি ধূম-ঠন্, জিরাং টাপ্।

১ কুজাটিকা, কুরাসা। ২ পক্ষিবেশব, ফিঙ্গা।

“শশীভাসকুরগৃহোন্মুককুলিঙ্গকঃ।

ধূমিকা ধূমহা চৈতি প্রসহা যুগপক্ষিগঃ ॥” (বাতট সূত্র ৬ অং)

ধূমিত (জি) ধূমোহন্ত সজাতঃ ইতি তারকাদিহ্মাদিত্।

১ সজাতধূম। ২ দীক্ষণীয় মন্ত্ৰভেদ।

“বড়করো জীবহীন সাক্ষিপ্তাকরো মন্ত্ৰঃ।

সাক্ষিবাশ বর্ণো বা ধূমিতঃ স তু নিমিত্তঃ ॥” (তন্ত্রসার)

যে মন্ত্ৰ সাক্ষিবাশ বর্ণবিশিষ্ট, তাহাকে ধূমিত কহে, এই মন্ত্ৰ নিমিত্ত।

ধূমিন্ (জি) ধূমোহন্ত্যন্ত বাহুল্যেন ইনি। ১ বাহুল্যঘরা ধূমযুক্ত। যে স্থলে বাহুল্য হইবে না, সেইখানে মতৃগ্ প্রত্যয়

হইয়া ধূমবৎ হইবে। জিরাং ডীপ্। ২ অজমীড়ের পত্রীভেদ।

“অজমীড়ন্ত পত্রান্ত তিস্রো বৈ যশসাম্বিতাঃ।

নীলি চ কেশিনী চৈব ধূমিনী চ বরাদনাঃ ॥” (হরিবংশ ৩২ অং)

৩ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

ধূমোথ (কী) ধূমাহুতিষ্ঠি পরম্পরসম্বন্ধেনেতি ধূম-উদ-হা-ক। ১ বজ্রকার। (জি) ২ ধূমজাত মাজ।

ধূমোদগার (পুং) ধূমত উদগারঃ ৩তং। ১ ধূমনির্গম। ২ জঠ-রাগ্নির মলতাহুচক পদার্থের উদগার, জঠরাগ্নি মাল্য হইলে ধূমবৎ উদগার উঠিতে থাকে, ইহাকে চলিত কথায় চোঁরাচেকুর বলে। এইরূপ উদগার হইলে জ্বালিতে হইবে যে অগ্নিমাণ্য হইরাছে।

“ধূমোপহারে তথা বাতে কুরকর্ণি মৈথুনে।” (আহিকতঃ)
ধূমোপহৃত (পুং) ধূমেন উপহৃতঃ ৩তৎ। সূক্ষ্মতোক্ত ধূম-
কৃত উপজীবরণ রোগভেদ, ইহার লক্ষণাদির বিবরণ সূক্ষ্মতে
এইরূপ লিখিত আছে—

“অত উৰ্দ্ধঃ প্রবক্ষ্যামি ধূমোপহতলক্ষণং।” (সূক্ষ্মতঃ)

ইহার পর ধূম কর্তৃক উপহৃত হইলে অর্থাৎ শরীরে ধূম
প্রবেশ করিলে যেসকল লক্ষণ হয়, তাহার বিবরণ বলিতেছি।
শ্বাস, হাঁচি, কাশ, কাতরলক্ষ, চক্ষুধরের জালা ও রক্তবর্ণতা,
নিশ্বাসের সহিত ধূম নির্গত হওয়া, ধূম ভিন্ন অন্য জ্বরের গন্ধ
বা স্বাদ না জানিতে পারা, শ্রবণশক্তি রহিত হওয়া এবং
তৃষ্ণা, দাহ ও অরশ্রবৃত্ত অবসর ও জ্ঞানশূন্য হওয়া ধূমোপ-
হতের লক্ষণ। ইহার চিকিৎসাবিধান এইরূপ, যুত, ইক্ষুরস,
ত্রাক্ষা, দুধ, চিনি বা মিহিরির জল ও মধুরাসনস, এই সকল
দ্বারা রোগীকে বমন ভালরূপ করাইতে হইবে। রোগীর
ভালরূপে বমন হইলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং ধূমের
গন্ধ থাকে না। শরীরের অবসরতা, হাঁচি, জ্বর, দাহ,
মূর্ছা, তৃষ্ণা, উদরাগ্নান, শ্বাস ও কাশ এই সকল
প্রতিকারেই শান্তি হয়। অনন্তর মধুর, লবণ, অন্ন
ও ঝাল জব্য মুখে রাখিলে জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ
হয় এবং মনও প্রসন্ন হয়। চিকিৎসক এই রোগে বাহাতে
হাঁচি হয়, বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।
ইহাতে দৃষ্টি বিশেষিত হয় এবং মস্তক ও গ্রীবা অচ্ছন্দ্যতাব
প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বাহাতে অন্নরস না জন্মে, এইরূপ
অবিদাহী, লঘু ও দ্বিধ্ব আহার প্রদান করিবে। (সূক্ষ্মতঃ)

ধূমোর্ণা (স্ত্রী) যমগন্ধী।

“লজ্জঃ শচীপতির্দেবঃ যমো ধূমোর্ণা সহ।

বরুণঃ সহ গোষ্ঠ্যা চ সনধ্যা চ ধনেশ্বরঃ।”

(ভারত অমৃৎ ১৬৫ অঃ)

২ মার্কাণ্ডের পত্নী।

ধূমোর্ণাপতি (পুং) ধূমোর্ণায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। যম। (হারাবলী)
ধূম্যা (স্ত্রী) ধূমানং সমুহঃ ধূম পাশানিদ্ধাৎ ব টাপ্। ধূমসমূহ।
ধূম্যাট (পুং) ধূম্যা ইব অটতি ইতি অট অচ্। পক্ষিবিশেষ,
কিঙ্গা, পর্যায়—কলিঙ্গ, তুল। (অমর)

ধূত্ৰ (পুং) ধূমং ধূত্ৰবর্ণং রাস্তীতি দ্রাক্। পূর্বোদরানিদ্ধাৎ
সাধুঃ। ১ ভ্রামরকমিশ্রিতবর্ণঃ। পর্যায়—ধূমল, ককলোহিত,
ককবর্ণ ও লোহিতবর্ণ এই দুই বর্ণ একত্র করিলে ধূত্ৰ
হয়। (জি) ২ ধূত্ৰবর্ণযুক্ত।

“ধূমধূত্ৰো বসার্গকো জালাবজ্রপিরোকহঃ।

ক্রব্যাকগণপত্রীবারিষ্ঠাঃ স্ত্রীঃ ১।” (রঘু ১৪।১৬)

৩ সিলিকা। ৪ তুলক। ৫ অমরবিশেষ। (ভারত ১৪।১৬২)
৬ শিব, মহাদেব।

“বিলোহিতত ধূত্ৰত দীলগ্রীবার বৈ নমঃ।”

(ভারত শান্তি ২৬৮ অঃ)

৭ দেব। “অজোবৃত্তঃ ন গোবৃনৈঃ।” (ভরতবজ্র ২১।২৯)

‘ধূত্ৰঃ মেঘঃ’ (বেদনীঃ) ৮ কুমারাহুতর ভেদ।

ধূত্ৰচিহ্নামণি-উক্ত আনন্দাদি করিরা রবি প্রভৃতি
বারে নক্ষত্র বিশেষোক্ত যোগ ভেদ।

“আনন্দাধাঃ কালদণ্ডে ধূত্ৰো ধাতা সৌম্যঃ ধ্বজকেতু-
জমেন।” (ধূত্ৰচিহ্নামণি)

ধূত্ৰক (পুং) ধূত্ৰবর্ণেন কারতি ইতি কৈ-ক। উট্ট। (জটায়র)
ধূত্ৰকেতু (পুং) ১ ভরতরাজার পুত্রভেদ। যে সময় ভগবান্
এই পৃথিবী রক্ষার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই সময়
ভরত বিশ্বরূপের ছহিতা পঞ্চজনীকে বধাবিধি বিবাহ করিয়া-
ছিলেন, ইহার গর্ভে জন্মিত, রাষ্ট্রভূৎ, জ্ঞানর্শন, আবরণ,
ধূত্ৰকেতু এই পাঁচপুত্র হয়। (ভাগ ৫।৭।৩২) ২ তৃণবিশুদ
পুত্রভেদ।

“বিশালঃ শশবিশুদ ধূত্ৰকেতুশ্চ তৎসুতাঃ।” (ভারত ১৪।২২)

(জি) ৩ ধূত্ৰবর্ণ ধ্বজযুক্ত।

ধূত্ৰকেশ (পুং) ১ পুথুরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ ৪।২২।৫০)

২ কৃশাশ্বের অর্জিনামে ভাষ্যোক্তে জাত পুত্রভেদ।

“কৃশাশ্বো হুচিবি ভাষ্যোঃ ধূত্ৰকেশমজীজনং।”

(ভাগ ৬।১৮ অঃ)

(জি) ৩ ধূত্ৰবর্ণ কেশযুক্ত। স্বাক্ষাৎ বা দ্বিরাং ভীষ্।

ধূত্ৰপত্রা (স্ত্রী) ধূত্ৰং ধূত্ৰবর্ণং পত্রং বত্যাঃ অজাদেবাকৃতি-
গণদ্বাং টাপ্। ক্ষুবিশেষ। পর্যায়—ধূত্ৰালা, জুলতা,
অরজুবা, গুণ্ডপত্রা, গুণ্ডাগী, কুমিরী, ত্রীমলাপত্রা। ইহার গুণ—
তিক্ত, উষ্ণ, কটিকারক, শোথ, ক্রমি ও কাশনাশক এবং
অগ্নিপ্রদীপক। (রাজনির্ঘণ্ট)

ধূত্ৰমূলিকা (স্ত্রী) ধূত্ৰং মূলং বত্যাঃ, কণ্ টাপি অতইবং।
শূলীতুল। (রাজনিঃ)

ধূত্ৰরোহিত (পুং) ধূত্ৰত, রোহিতত ‘বর্ণোবর্ণেন’ ইতি
সুত্রেন কর্মধারয়ঃ। ধূত্ৰবর্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ।

(জি) ২ তদ্রূপক।

ধূত্ৰলোচন (পুং) ধূত্ৰে লোচনে বত। ১ কপোত। (রাজনিঃ)
২ দামবরাজ ভক্তের একজন সেনাপতি। যখন ভগবতী
ভক্ত মিত্রভক্তে বধ করিবার জন্য অসামান্তরূপলাবণ্যশালিনী
হইয়া ‘বিনি আমাকে বৃদ্ধ জর করিবেন, আমি তাঁহাকেই
বরমাণ্য প্রদান করিব’, এইরূপ সগর্বে অবস্থিতি করিতে

হিলেন, এমন সময় ভক্ত হরীদ নামক মুন্ডের যুখে
এই কথা তুলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য
মুন্ডলোচনকে আদেশ করিয়াছিলেন। মুন্ডলোচন ৬০
হাজার সেনার পরিবৃত্ত হইয়া সেই ভুবনমোহিনী মহামার্য
ভগবতীর নিকট গমন করিলেন। যখন মুন্ডলোচন
তাহার সমীপে বুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি এক
প্রচণ্ড হস্তাঘাত করিয়াছিলেন, এই প্রচণ্ড হস্তাঘাতে ৬০ হাজার
সৈন্যের সহিত তিনি তন্নীভূত হন। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

মুন্ডলোহিত (পুং) মুন্ড লোহিতক "বর্ণোবর্ণেন" ইতি
হ্রস্বেণ সমাসঃ। ১ কৃষ্ণবর্ণমিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণ। (জি) ২ তদ্ব্যুত
(পুং) ৩ শিব।

"গৌরঃশ্যামস্তথা কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরো মুন্ডলোহিতঃ।"

(ভারত অঙ্ক ১৪ অং)

মুন্ডবর্ণ (পুং) মুন্ড বর্ণঃ। ১ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ (জি) ২ তদ্ব্যুত
৩ কৃষ্ণ, শিল্পক। ৪ হুঁমুনীজাত পুন্ডভেদ।

মুন্ডবর্ণা (স্ত্রী) মুন্ডবর্ণ-টাপ্। অগ্নির সপ্তবিধার মধ্যে একটা।

"বিশ্বমূর্ত্তিকূলজিত্রো মুন্ডবর্ণা মনোজবা।

লোহিতভজা করাণাখ্য। কালী তামস্ত ঈরিতাঃ।" (ভজ)

মুন্ডশূক (পুং স্ত্রী) মুন্ড শূক-ইব রোম যত। উষ্ট্র। (হারাবলী)
জিহাং জাতিহাং ভীব্।

মুন্ডাক্ষ (জি) মুন্ড মুন্ডবর্ণ অক্ষি চক্ৰবন্ত, সমাসান্তবিধো অচ
সমাস। ১ মুন্ডবর্ণনেত্রযুক্ত, বাহার চক্ৰ মুন্ডবর্ণ। ২ তৃণ-
বিন্দুবংশীর হেমচন্দ্রনুগের পুত্র।

"হেমচন্দ্রনুজন্তস্য মুন্ডাক্ষন্তস্য চাক্ষজঃ।" (ভাগ ৯।২।২২)

৩ রাবণের একজন সেনাপতি, ইনি লঙ্কাসময়ে রাম-
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া হনুমানের হস্তে নিহত হন।

জিহাং ভীব্। (রামায়ণ লঙ্কা)

মুন্ডাট (পুং) পক্ষিবিশেষ, কিল। কেহ কেহ মুন্ডাটের পাঠা-
ন্তর 'মুন্ডাট' এইরূপ বলিয়া থাকেন।

মুন্ডানীক (পুং) ১ শাকবীণাধিপতি মেধাতিথির পুত্রভেদ।
২ তন্নামক তত্ত্বতাবর্ষ।

মুন্ডাত (পুং) মুন্ডা আভা-ইব আভা-বস্য। মুন্ডবর্ণ আভা-যুক্ত।

মুন্ডায়ণ (পুং) গোত্রপ্রবর অবিত্তেহ।

মুন্ডার্জিস্ (স্ত্রী) শারদাতিলোকক অগ্নির দশবিধ কলাস্তর্গত
কলা ভেদ।

"মুন্ডার্জিকথাঙ্গলিনী আগলিনী বিক্ষলিহিনী।

মুন্ডাঃ স্তম্ভপা কপিল। হব্যককবাহোঃশিচা" (শারদাতিলক)

মুন্ডাধ (পুং) বিশালরাক্ষসচন্দ্রের পুত্র। পূর্বাংশীর ইন্দ্র-
কুর ঐন্দ্রোজি। (রামায়ণ বাল্য ৪৪ লং)

মুন্ডাহা (স্ত্রী) মুন্ড বর্ণ আভারভেদে আ-হে-ক। মুন্ড-
পত্রা, বরকুবা, কুণভেদ।

মুন্ডটি (পুং) হুঃ ভাষ্যকৃত্য ভটিযত, বাতাস্য অচ। সর্বাধায
সংখ্যাতে ইনু, পূর্ণতা ভটাবত, অথবা মুন্ডলোকাচিভার্য
জটিঃ সংখ্যাতো বত্ৰ বা। শিব।

"মুন্ডরূপঞ্চ বস্ত্রত মুন্ডটিভেন চোচাতে।"

(ভারত ভ্রোগপর্ক ২০৩ অং)

মুন্ড (স্ত্রী) ধূর্ত্তীতি ধূর্ত্ত-তন্। (হসিদ্ভিগ্ণ বামি দমি
লু পু ধূর্ত্তা তন্। উণ ৩।৮৬) বা ধূর্ত্ত-ক। ১ বিট্টলবণ।
২ লৌহাকট্ট। (পুং) ৩ ধূর্ত্তর বৃক্ষ, ধূর্ত্তা গাছ। ৪ চোরক।
৫ খণ্ডলবণ। (বিষ) ৬ দ্যুতকৃত, বাহার্য দ্যুতাদি ক্রীড়া করে,
তাহাদিগকে ধূর্ত্ত কহে, কারণ বাহার্য দ্যুতাদি ক্রীড়াসক্ত
তাহারা প্রায় কপটা ও মারাবী হইয়া থাকে, এই সকল কারণে
তাহাদিগকে ধূর্ত্ত কহে। ৭ বক্ষক, প্রভারক। ৮ মারাবী।

"নরাণাং নাগিন্তো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাং চৈব ব্যরসঃ।

দংষ্ট্রীপাক শৃগালস্ত বৈততিকু তপশ্বিনাং।" (পঞ্চতন্ত্র)

মহুয়গণের মধ্যে নাগিত, পক্ষীর মধ্যে ব্যরস, দংষ্ট্রীর মধ্যে
শৃগাল, তপশ্বীর মধ্যে বৈততিকু, অতাবতঃ ধূর্ত্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-
পুরাণে স্বর্ণকার প্রভৃতি ধূর্ত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কারহস্ত ব্রজেশ্বর।

নয়ন্তু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীন। মহীতলে।

হৃদয়ঃ কুরধারাতঃ তেবাক্ নাস্তি সাদরং।

শতেনু সজ্জনঃ কোহপি কারহস্তো নেতরো চ ভৌ।

অবুধিঃ শিবভক্তস্ত শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।

ন বিশ্বসেৎ তেনু তাত স্বাত্মকল্যাণহেতবে।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণদ্বায়ণ ৬।৮।১৩১-১৩৩)

স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ এবং কারহ এই তিন জন নরের
মধ্যে ধূর্ত্ত এবং ইহার। দয়াশূন্য। ইহাদের হৃদয় কুরধার-
সদৃশ এবং ইহার। বিনয়াদি-শূন্য। একশতের মধ্যে একজন
কারহ সদৃশগণসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্
সকলই ধূর্ত্ত।

ইহার। যদি বিভাদিসম্পন্ন ও দেবদ্বিজে সদা ভক্তি
পরায়ণ হয়, তথাচ ইহাদিগকে আপনায় সঙ্গলাভিনারী
ব্যক্তির বিশ্বাস করা উচিত নহে। ৯ শঠনারক বিশেষ। বধা—

"হুট্টে কাসনসংহিতে প্রিয়ভবে পঞ্চায়ণপেতাদ্বারাং

একস্তা নরেন শিখার বিহিতক্রীড়াহুবদ্বহলঃ।

ঈবদ্ব্যক্ৰিতককরঃ সপুলকঃ প্রোন্নয়নস্বানসঃ

অন্তর্হাসলসংকপোলকলকাঃ ধূর্ত্তো বপরাং ধূর্ত্তিঃ"

(বাহিভ্যাসপর্ব ৭।শ্লোক ৭।)

কে হলে জাতিঘাতক শব্দের সহিত ধূর্ত শব্দের সমান হইবে, সেই হলে 'পোটাঘুতীতাদি' হুজুরার পরনিখাত হইবে এবং সেই সেই হলে "বকধূর্ত, পুসালধূর্ত" ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ হইবে।

ধূর্তক (পুং) ধূর্ত-স্বার্থে কন্। ১ পুসাল। জিয়াং জাতিঘাত ওয়। ২ কোরবা কুলজ নাগভেদ।

"বাহকঃ শূদ্রবৈরশ্চ ধূর্তকঃ প্রাতরাতকৌ।

কোরবা কুলজাঘেতে এবিঠী হাবাহানঃ" (ভারত ২।৪৭।১৩)

ধূর্তক (পুং) দ্যুতকর।

ধূর্তকৃৎ (পুং) ধূর্ত-ভাবে তন্, ধূর্তং হিংসনং ক্রোড়ীতি কৃ-কিপ্ পিতিকৃতি কুগামন্ট। ১ ধূর্তর। (জি) ২ বকন-কারক। প্রতারক, হিংসক।

ধূর্তচরিত (ক্ৰী) ধূর্তত চরিতং বর্ণ্যমেনাত্যস্ত অচ্। ১ সঙ্গীত্যা নাটক গ্রন্থভেদ। (সাহিত্যাদং) ধূর্তত চরিতং ৬তং। ২ ধূর্তদিগের চরিত্র, প্রতারকদিগের চরিত্র।

ধূর্তজন্তু (পুং) ধূর্তশাস্ত্রো অভ্যুৎপত্তি নিত্য কর্মধা। মাহুব। (শব্দচক্রিকা) মহাযুগপ শাস্তাবিক ধূর্ত, এই অস্ত্র ইহাদিগকে ধূর্তজন্তু কহে।

ধূর্ততা (ক্ৰী) ধূর্তত তাবঃ ধূর্ত-তন্ টাপ্। শঠতা, প্রবঞ্চকতা।

ধূর্তমানুবা (ক্ৰী) ধূর্তো হিংসিতো মাহুবোহনরা। রাঘা।

ধূর্তি (পুং) ধূর্তি হিংসারাত্ত জিচ্। ১ হিংসক।

"মীনঃ সংদেব অরুণো ধূর্তিঃ।" (ঋক্ ১।১৮।৩)

'ধূর্তি হিংসকঃ।' (সায়ণ) ধূর্ত-ভাবে জিন্। (ক্ৰী) ২ হিংসা।

ধূর্তর (পুং) ধূর্তীতি ধু-অচ্ ধূর্তং ধরঃ, পূর্বোদরাদিঘাৎ দীর্ঘঃ। ধূর্তর। ভারবাহী।

ধূর্তা (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪২।৪২)

ধূর্তবহ (জি) বহতীতি বহ-অচ্ ধূর্তং বহঃ, পূর্বোদরাদিঘাৎ দীর্ঘঃ। ধূর্তর।

ধূর্তবী (ক্ৰী) ধূর্তং অজতি অজ-কিপ্ অজবী ইতি বী। রথপ্রভাগ। পর্যায়—বানমুখ, ধুঃ। (হেম)

ধূলক (ক্ৰী) ধু-বাহলকাৎ লক্। বিব। (শব্দচং)

ধূলসমুদ্র (দেশজ) ধূলবিশেষ।

ধূলা (দেশজ) ধূলি।

ধূলাতিয়া, পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন একটা ক্ষুদ্র ঠাকুরী বা সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দার সিদ্ধিয়া হইতে ৪০০ এবং হোলকর হইতে ৬০০ টাকা ভাড়া পাইরা থাকেন।

ধূলি (ক্ৰী) ধূর্তি ধূর্তে বেতি ধু-বাহলকাৎ সি। ১ পার্শ্ব-চূর্ণ, চলিত ধূলা। পর্যায়—রেণু, পাণ্ড, রজন, ধূনী,

কিতিকণ, কোজ, চূর্ণ, কুন্ড, সঙ্গীত, বাতকেতু, নভঃকেতু, কণা, কিতিকণা। (শব্দচং)

"নীপখট্ট তরুজ্জারা ছিরকেশনখানিকং।

অজমারীরেগুস্ত হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতং" (কর্ণোচন)

নীপ, খটা ও শরীরের ছায়া, ছিরকেশনখানি এবং ছাগ ও মার্জারের ধূলি পুরাকৃত পুণ্য নষ্ট করে। ছাগলের ধূলি এবং ধরধূলি, সম্মার্জনার ধূলি ও জীলোকদিগের পদরজ গাজে লাগাইবে না, ইহা গাজে লাগিলে ইজ্ঞ ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইরা থাকেন, অস্তের কথা বলাই বাহুল্য অর্থাৎ এই সকলের ধূলা বিশেষ অমঙ্গলজনক।

"অজরজঃ ধররজতথা সম্মার্জনারজঃ।

জিয়ঃ পাদরজো রাজন্! শক্রাদপি হরয়েং জিয়ঃ" (লক্ষ্মীচং)

২ ব্যাকুলীভাব। (গণরত্নটীকা)

ধূলিকদম্ব (পুং) ধূলীনাং কদম্বং বজ্র। ১ নীপ কদম্ববৃক্ষ। ২ বরুণবৃক্ষ। ৩ তিনিসম্বৃক্ষ। (ক্ৰী) ধূলীনাং কদম্বং ৬তং। ৪ ধূলিসম্ব।

ধূলিকদম্বক (পুং) ধূলিকদম্ব স্বার্থে কন্। নীপ কদম্ববৃক্ষ। ধূলিকা (ক্ৰী) ধূলিরিব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃভৌ। পা ৫।৭।৩৬) ইতি হুত্রেণ কন্ টাপ্। ১ কুন্ডটীকা, কুন্ডা। ২ নীহার।

ধূলিকুট্টিম (ক্ৰী) ধূলীনাং কুট্টিমমিব। কেদার, কুট্টকেজ, যে কেজ কথিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ণখানি দ্বারা সমস্ত মুক্তিকাই ধূলিরাশিতে পরিণত হয়।

ধূলিকেদার (পুং) ধূলিপ্রধানঃ কেদারঃ মধ্যপদলো কর্মধা। ১ কুট্টকেজ। ২ বগ্ন।

ধূলিগুচ্ছক (পুং) ধূলীনাং গুচ্ছক ইব, ইবার্থে কন্। পট-বাসক, কলচূর্ণ, চলিত কথা কাগ, আধীর।

ধূলিধ্বজ (পুং) ধূলিরেব ধ্বজো যজ্ঞ। পবন, বায়ু।

ধূলিপুষ্পিকা (ক্ৰী) ধূলিঃ পরাগতৎপ্রচুরং পুস্পং বজ্রাং, কাপি অত ইৎ। কেতকীপুস্প, কোয়াফুল, এই ফুলে অধিক পরিমাণে পরাগ দৃষ্ট হয়, এই অজ ইহার নাম ধূলিপুষ্পিকা হইয়াছে।

ধূলিয়া, ১ খানেশ জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৫৯ বর্গ মাইল। উত্তর লীমার বীরদেল, পূর্বে পর্বোরা ও অমলনের, দক্ষিণে আসিক জেলা ও পশ্চিমে শিম্পলনের। এই উপবিভাগের মধ্যস্থলে ছোট ছোট পাহাড়, তাহার উপর দিরা পাঁজড়া ও রেরি নদী প্রবাহিত।

এই স্থান বেশ উর্বরা ও স্বাস্থ্যকর। দক্ষিণাংশে কিছু জল কষ্ট আছে। আর আর দুই লক্ষ টাকা।

২ খানেশ জেলার প্রধান নগর ও ধূলিরা উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২০° ৫৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৪৬' ৩০" পূঃ। পানজা নদীর দক্ষিণ কূলে ও চরিশ গাঁও রেলওয়ে স্টেশন হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২১৮৮০, ভাষা হিন্দু ১৫৯৯১, মুসলমান ৪৯৬০, জৈন ৬৫৮।

এই নগর পুরাতন ও নতুন এই দুই ভাগে বিভক্ত। পুরাতন অংশে অধিকাংশ দরিদ্র লোকের বাস এবং নতুন অংশে ভাল ভাল রাস্তা ও অট্টালিকা আছে। বর্তমান খুঁটির শতাব্দীর আরম্ভে এই স্থান একটা নগণ্য গ্রাম বলিয়াই গণ্য ও লালিং বা কতেহাবাদ উপবিভাগের অধীন ছিল। নিজামের আধিপত্যকালে লালিং দৌলতাবাদের শাখীল হয়।

এবাদ এইরূপ, গৌলী রাজা এখানে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং মোগল শাসনকর্তাগণের সময়ে তাহার সংস্কার হয়। হিন্দুরাজগণের হস্ত হইতে এই নগর প্রথমে আরব অধিপতি, তৎপরে বখাত্রমে মোগল, নিজাম ও অবশেষে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে ও হোলকরের উৎপাতে এখানকার অধিবাসিগণ নগর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পরবর্ষে বালাজী বলবন্ত অনেক চেষ্টা করিয়া এখানে লোকালয় পত্তন করেন। তাহার ঐ কার্যের জন্য তিনি বহুতর ভূমি প্রাপ্ত হন। তিনি ধূলিরা নগরে কাছারী করিয়া কিছুকাল এ প্রদেশ শাসন করেন। তৎপরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ব্রীটিশাধীন হয়, সেই সময় হইতে ক্রমাগতই এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানে গোরাবারিক, ২টা হাসপাতাল, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে এখানে এক বড় হাট হয়, তাহাতে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার দ্রব্য আদান প্রদান হইয়া থাকে।

ধূলিয়ান, বকের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা পরীগ্রাম। এখানে ধান, কলাই, ছোলা, গম ও অপরাপর শস্যের বিস্তৃত হাট আছে। এখানে প্রতি বর্ষে একটা মেলা হয়, তাহাতে লক্ষাধিক টাকার জিনিস বিক্রয় হইয়া থাকে।

ধূলী (জী) ধূলী-ডীপ্। ধূলি, ধূলা।

ধূলীপটল (পুং) ধূলীনাং পটলং যজ। ১ উজ্জয়িনীময়ী ধূলীমুষ্টি।
“ধূলীপটলে ধূমধ্বজে তজাসতা ধূমধ্বজেন।”

(সামান্তলক্ষণা, শিরোমণি)

(জী) ধূলীনাং পটলং ৩৩৭। ২ ধূলীমুষ্টি।

ধূলীমুষ্টি (জি) ধূলী-মুষ্টি। ধূলিময়, ধূলিধারী আবৃত।

ধূলীমুষ্টি (জী) ধূলীনাং মুষ্টিঃ ৩৩৭। একমুষ্টি ধূলি।

ধূল্যবসুষ্ঠন (জী) ধূলীভিরবসুষ্ঠনং ৩৩৭। ধূলিরোধক মুখাচ্ছাদন।

ধূসর (পুং) ধূসাতীতি ধূ-সরন, সচ কিং (কৃষ্মাদিত্যঃ কিং। উণ্ ৩।৭৩) ১ জৈবং পাণ্ডুবর্ণ। (জি) ২ জৈবং পাণ্ডুবর্ণ বৃক। কৃষ্ণবেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও বেতবর্ণ এই দুইবর্ণ মিশাইলে ধূসরবর্ণ হইয়া থাকে। শুক্ল পীতবর্ণ, বেত ও পীত এই দুই বর্ণ মিশ্রিত করিলেও ধূসরবর্ণ হয়।

“স্তেনপক্ষিপরিধূসরগিলাঃ সাক্ষ্যমেধ কথিয়ার্জবাসসঃ।”

(রঘু ১১।৬০)

৩ গর্দভ। ৪ উষ্ট্র। ৫ কপোত। ৬ তৈলাকর। কবিকল্প-লতার ধূসর বস্তুর এইরূপ নির্দেশ আছে। বর্ণা—ধূলি, লুতা, করত, গৃহগোধিকা, কপোত, সুবিক, রত্ন, কাককর্ভ, ধরাদি। (কবিকল্পলতা।)

ধূসরচ্ছদা (জী) ধূসর জৈবংপাণ্ডুবর্ণো ছদো বস্তাঃ। বেত-বৃক। (রত্নমালা)

ধূসরপত্রিকা (জী) ধূসরং পত্রং বস্তাঃ ভীব্ ততঃ বার্ধে কন্। টাপ্ টাপি পূর্ব্ববস্ত হ্রস্বঃ। হস্তিওষ্ঠীকূপ, চলিত হাতিশুড়া গাছ।

ধূসরা (জী) ধূসর-টাপ্। পাণ্ডুরকলীকূপ। (রাজনিং)
ধূসরিত (জি) ধূসরোহস্ত সজ্ঞাতঃ তারকাদিষ্মানিতহ্। ধূসরবর্ণীকৃত, বাহাতে ধূসরবর্ণ করা হইয়াছে।

ধূসী (অব্য) ধূস-বাহলকাং ই। বিস্তার। (গণরত্নং।)

ধূসরী (জী) ধূসর-ডীপ্। কিররীতেদ।

ধূস্র, (পুং) ধূস্ কান্তি করণে ভাবে কিপ্ তূর-ক। ধূস্রা। একশ্রেণীর ক্ষুদ্র গাছ, ইহা প্রায় ১০।১২ প্রকার। পৃথিবীর সর্বত্র গ্রীষ্ম প্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশসমূহে ইহা প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল প্রকার ধূস্রাই অতিশয় বিষাক্ত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে ঔষধার্থে ও নানাবিধ অসদৃশ প্রায়-সাধনের জন্য জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রূপাশুণ্ডে ইহার প্রচার অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক এক রোমবাসীরা ইহার ব্যবহার জ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

আরবী এবং সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে লোকে ধূস্রার শুণ্ডাবলী সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধূস্রার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোনগুলি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় এবং কোনগুলি হয় না এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যে মতের ঐক্য নাই। অনেক বলেন, যে শ্রেণীর ধূস্রার বেতলী রংএর মূল হয়, সেগুলি বেতপুষ্পবিশিষ্ট ধূস্রা অপেক্ষা অধিকতর বিষাক্ত,

এরূপ সিদ্ধান্ত অসম্ভব। কারণ এ দেশে যত প্রকার ধূতুরা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের সকলগুলিরই উক্ত উত্তরবিধ বর্ণের পূর্ণ হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, পুষ্পের বর্ণ দেখিয়া ধূতুরার গুণ সম্বন্ধে বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

যদিও ধূতুরার ১০১২ প্রকার ভেদ আছে, তথাপি খেত ও কৃষভেদে ইহাকে সাধারণতঃ দুই প্রণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণ ধূতুরা (*Datura fastuosa*) ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশসমূহের পতিত ভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহার আবার ২৩টা প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাদের ফুলগুলি বড় বড় এবং খেত অথবা জৈব ধূতুরা হইয়া থাকে। ফুলের মধ্যভাগ (*corolla*) প্রায়ই ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; মস্তকের ভাগটা বিস্তৃত, তাহার বাস সময়ে সময়ে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফলগুলি জৈব গোলাকার এবং সর্বোচ্চ কণ্টকাকৃতি। যখন অভ্যন্তরস্থ বীজগুলি পরিপক হয়, তখন ফল ফাটিয়া যায়। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, এই কৃষ্ণ ধূতুরাই অস্ত্রান্ত সর্বপ্রকারাপেক্ষা অধিক বিষাক্ত এবং ভয়ানক। একান্ত নরহত্যা অথবা তথিধ অপরাধের অসহ-দেয় সাধনের জন্য খেত ধূতুরা অপেক্ষা কৃষ্ণ ধূতুরার অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক দেশীয় চিকিৎসকের মতেও কৃষ্ণ ধূতুরা অধিকতর উপকারী, কিন্তু *The Pharmacopoea of India* নামক গ্রন্থে এই মতের পোষকতা নাই। সাধারণতঃ বীজগুলিই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঠগজাতীয় দলুগণ এই বীজ খাওয়াইয়া পথিকগণকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিত। পরে নিশ্চিন্তমনে এবং অবাধে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিত। বীজমাত্রা অধিক হইয়া গেলে সময়ে সময়ে ইহা হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটয়া থাকে। মদ্যের মাদকতাপ্রতি বৃদ্ধি করিবার জন্য বঙ্গদেশে এই বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিয়ৎপরিমাণ অঙ্গারের উপর বীজগুলিকে দগ্ধ করিয়া সেই ধূমে কতকগুলি পাত্র পরিপূর্ণ করা হয়। পরে সেই পাত্রগুলিতে মদ ঢালিয়া মুখ আঁটিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বীজগুলির মাদকতা এবং বিষাক্তগুণ উক্ত ধূমেও বিলম্বমান দেখিতে পাওয়া যায়। মাদকতাপ্রতি আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইলে বীজগুলি শুঁড়ি করিয়া মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। বোম্বাই প্রদেশেও এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বিষপ্রয়োগের জন্য বীজগুলিকে ভাজিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করে; পরে সে গুলিই টিনি, আটা, তামাক প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। একপ্রকার ব্যবহারী বলে

ভিজাইয়া ইহা হইতে এক প্রকার অদ্রিষ্ট প্রস্তুত করে। ইহার দশ কোটা মাত্র এক ছিলিম তামাকুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে স্বচ্ছন্দে একটা লোককে দুইদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞান করিয়া রাখিতে পারা যায়। পবিত্রের দ্বারা এই বিষের অস্তিত্ব নির্ণয় কথা অত্যন্ত দুর্লভ। রোগীকে সাধারণতঃ অচেতনাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাস প্রাশাস কার্য অতিশয় বেগে এবং কষ্টকর ভাবে হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে কোন প্রকারে তাহার গাত্রে রৌদ্র লাগান কর্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটয়া থাকে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই বিষ অধিক শীঘ্র কার্য করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিষের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর তামসী নিদ্রা উপস্থিত হয়। শীতকালে ১৫ হইতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত বিষের কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না।

ঔষধার্থে ইহার প্রয়োগ খেত ধূতুরার সহিত সমান। সচরাচর যে যে পীড়ায় ধূতুরার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা খেত ধূতুরার বর্ণনাম্বলে লিখিত হইবে। এখানে কৃষ্ণ ধূতুরা সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ যে বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করা গেল—

মাস্ত্রাজ-নিবাসী জনৈক ডাক্তার বলেন—“এই গাছ যে জলাতক নিবারণে সমর্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই প্রদেশের অনেকে জলাতক নিবারণের জন্য খাত, কিন্তু তাহার কিছুতেই তাহাদের ব্যবহৃত ঔষধ সাধারণকে জানিতে দিতে চায় না। আমি অনেক কষ্টে এবং অনেক পরিশ্রম করিয়া এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এতদ্বারা নিজে অনেকগুলি রোগী আরাম করিয়াছি এবং আমার কতকগুলি শিষ্যও সেইরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন। আমার চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ :—

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে কিন্তু কৃষ্ণ কণ্টক দংশিত হইবার প্রায় ৪০ দিন পরে রোগীর জলাতক উপস্থিত হয়। কোন কোন স্থলে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেও এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। আমার প্রণালীমতে দলন-কার্যের দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি দিবসের মধ্যে নিয়মিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। পঞ্চদশ দিবসে প্রাতে ছয়টার সময় রোগীকে একটা বড় চামচের এক চামচ পরিমিত চা বৃক হইতে প্রস্তুত অঙ্গারচূর্ণ সেবন করাইবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহাকে অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত কৃষ্ণ ধূতুরাপত্রের রস খাইতে দিবে। পরে সন্ধ্যা মিছরি খাইতে দিয়া কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে হটক বমন-বেগ প্রোধ

করিতে চেষ্টা করিবে। পরে বাহাতে রোগী অপর কাহারও কিছু অসিষ্ট করিতে না পারে, এরূপ ভাবে তাহাকে বদ্ধ করিয়া বেলা বিশ্রাম পর্য্যন্ত রোজে বসাইরা রাখিবে। এরূপ অবস্থায় রোগী ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, এবং ঠিক কিছু কুহুরের জায় অনেক আচরণ করিতে থাকিবে। যদি এই সময় লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে নিশ্চয় বুঝা যাইবে যে তাহাকে ক্ষিপ্ত কুহুরেই দংশন করিয়াছিল, এবং আরোগ্যের বিষয় আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৈকালে রোগীর মস্তকে কিছুক্ষণ ধরিয়া শীতল জল ঢালিতে হইবে। ইহাতে রোগী অতিশয় বিরক্ত হইবে এবং চীৎকার করিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। তৎপরে তাহাকে শুকর-মাংস, লোণামণ্ড, বার্তাকু, কলাই প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে দিবে। অতঃপর রোগীকে নীরোগ বিবেচনা করিবে এবং লঘু পথ্য প্রদান করিবে। যে রোগীর ইতিপূর্বেই অস্বাস্থ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসা করিতে হইলে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি লইয়া বাহাতে একটু রক্তপাত হয়, এরূপ ভাবে কপালের উপর চিরিয়া দিবে। পরে কক্ষ ধূতুরার পাতা লইয়া সেই স্থানে মর্দন করিবে এবং সঙ্গে রস সেবন করিতে দিবে।”

ডাক্তার খন্দদাস বহু বলেন, “আমি এই গাছ বহুপরিমাণে ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থান ফুলিয়া উঠিয়া যন্ত্রণা হইতে থাকিলে আমি টাটকা পত্রের রস মাখাইয়া দিই অথবা তাহার একটা পুলটিস তৈয়ারী করিয়া দিই। চক্ষু সঘর্ষীয় যন্ত্রণা দূর করিতে টাটকা পত্রের রস অতিশয় উপকারী, ইহাতে ফুলা একবারে নিবারণ করে। শুক পত্র এবং ছোট ছোট ডাল গুলি দধি করিয়া সেই ধূম মুখ দিরা টানিয়া লইলে হাঁপ দমন হয় এবং কলিকা করিয়া তামাকের জার সাজিয়া খাইলে হাঁপের টান কমিয়া যায়; কিন্তু অধিক পরিমাণে ধূমপান করিলে মাথা ঘোরে এবং মুচ্ছা আনয়ন করে। শুনা যায়, ইহার বীজগুলি অস্বাস্থ্য রোগে উপকারে আইসে এবং শীঘ্র গুলি ওলাউঠার ব্যবহৃত হয়।”

আবার কোন কোন চিকিৎসক বলেন, কর্ণের পীড়ার টাটকা পত্রের রস ২৩ ফোটা কাণের ভিতরে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

ডাক্তার খণ্টন বলেন, “হাঁপের পীড়ার শুষ্কপত্রের ধূমপান উপকারী। বাতের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য এবং প্রাণীকীতি উপশমের জন্য ইহার পত্রের রসের বাহ্যপ্রয়োগ হইয়া থাকে এবং যে স্থলে জীলোকের ত্বনে ফোটক হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে নিবারণের জন্য এবং অধিক দ্রুত নির্গমন-রোধ করিবার জন্য ইহার পত্রের পুলটিস দেওয়া হয়।”

উত্তরপশ্চিম এদেশীয় হাকিমগণ উপদংশ্যটি পীড়া-সমূহে ইহার শুষ্কমূল অর্ধগ্ৰেণ মাত্রার পানের সঙ্গে খাইতে দেন। ইহার বীজও ধ্বজতল রোগ আরাম করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে :— ১৫টা ধূতুরাকলের বীজ উত্তমরূপে শুক এবং চূর্ণ করিয়া দশসের পরিমিত গোছের সহিত উত্তমরূপে সিদ্ধ করা হয়। পরে সেই দ্রব্য হইতে বড়টা সম্ভব দ্রুত প্রস্তুত করিয়া লয়। প্রত্যাহ হইবার করিয়া এই দ্রব্য জননেদ্রিয়ে মালিস করিতে হয় এবং একবার করিয়া ৪ গ্ৰেণ পরিমাণে খাইতে দেন।

মহিষুরে রোগ আরাম করিবার জন্য দধির সহিত প্রত্যাহ একবার করিয়া ইহার পত্রের রস খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

অপর জনৈক ডাক্তার বলেন, “ইহার পত্র বাতপীড়ার বাহ্যপ্রয়োগে বিশেষ ফল দেয়।”

কর্ণমূলপ্রদাহে এই পত্রের রস গাঢ় করিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ফুলা এবং ব্যথা কমিয়া যায়।

ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহাতে পুলটিস প্রস্তুত করিয়া ফোটক ইত্যাদিতে চাপাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয় এবং শীঘ্র পুঁথের স্ফার হয়। আবার ধূতুরা এবং হলুদ এক সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ত্বনপ্রদাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

অতঃপর যেত ধূতুরার বিষয় লিখিত হইতেছে।
যেতধূতুরা—এ দেশে প্রচুরপরিমাণে জন্মে। ইহার ফুলগুলি কক্ষধূতুরার অপেক্ষা আকৃতিতে একটু ছোট, তত্তির অপর কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। রং যেত অথবা বহির্ভাগে জয়ং নীল।

যেতধূতুরা ২ প্রকার আছে। এই দুয়ের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম যথাক্রমে *Datura alba*, এবং *Datura stramonium*। ঔষধার্থে—*datura alba*র বীজ এবং পত্র ডাক্তারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ হইতে অরিষ্ট, সার এবং প্রলেপ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং পত্র পুলটিস তৈয়ারী হয়। শুক পত্রগুলি সাজিয়া ধূমপান করিলে তাহাতে হাঁপের টান, কক্ষাশয়ের শ্বাসকষ্ট, কুসুসুযন্ত্রের বায়ুকীতি প্রভৃতি রোগ উপশম হইয়া থাকে। পত্র হইতে যে অরিষ্ট এবং সার প্রস্তুত হয়, তাহাতে মানকতা জন্মার এবং অবসরতা উৎপাদন করে। ফুলত বলিয়া অনেকে অহিকেনের পরিবর্তে এই অরিষ্ট ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন, ইহার বিশ কোঁটা এক গ্ৰেণ অহিকেনের সমান কাব্যকারী। সারও তদ্রূপ বেলেডোনার পরিবর্তে ব্যবহৃত করিয়া থাকে; পরিমাণ সিকি গ্ৰেণ দিবসে তিনবার। এই সারো ক্রমশঃ সুস্থি হইয়া

দেও প্রেণ পর্যন্ত দেওরা বার। ডাক্তার বিডাই বলেন, অধিক প্রেণে, বাতপ্রযুক্ত হস্তপদাদির গাঁইট ফুলিলে, কষ্টদায়ক অর্ধুণ (আব্) অথবা অর্শের বহিবলীতে এই পত্রের পুলাটিন্ দিলে যন্ত্রণার বিশেষ উপশম হয়। ইপকাশ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী কুসুসু সঞ্চয়ী পীড়ার প্রারম্ভ বন্ধহলে এই পত্রের "প্লাসটার" করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু উপরে কোন প্রকার ক্ষত বা বা থাকিলে পুলাটিন্ অথবা প্লাসটার কিছুই দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্বারা অভ্যন্তরে বিব প্রবেশের সম্ভাবনা আছে। কষ্টজনক তনুপীড়িতে দুঃস্বপ্ন নিবারণ জন্ত এদেশীয় জীলোকেরা ধূতুরা পত্রের পুলাটিন্ করিয়া দেয়। ধূতুরা প্রয়োগ করিলে চক্ষের তারকা প্রসারিত হয়; এই বিকৃতি অভিশয় অধিক হইলে বৃদ্ধিতে হইবে যে আর অধিক প্রয়োগ করিলে অনিষ্ট ঘটবে।

" কোনরূপ অস্ত্রাঘাতের পর হস্ততত্ত্ব হইলে কেহ কেহ অস্ত্র উৎকৃষ্টতর ঔষধের অভাবে ধূতুরার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ক্ষতস্থলে দিবসে ৩৪ বার করিয়া ধূতুরা পত্রের পুলাটিন্ দিতে হয়। ক্ষতের উপরি পুঁথ আদি অগ্নিতে অগ্রে জ্বলন্ত অলম্বারা তাহা পরিষ্কার করা কর্তব্য। সেই সঙ্গে ধূতুরার আরক ২০ হইতে ৩০ ফোটা পরিমাণে জলের সহিত দিবসে ৩৪ বার করিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আক্ষেপ কমিতে আরম্ভ না করে, ততক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি ইতিমধ্যে চক্ষের তারা সম্পূর্ণ বিক্ষারিত হয় এবং মস্তিষ্কের উপর ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ধূতুরা সেবন করা নিরাপদ নহে। যদি আক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ অঙ্গকণ-স্থায়ী হইয়া আসিলে, তাহা হইলে আক্ষেপ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঔষধের প্রয়োগ সেই মত বিলম্বে বিলম্বে করা উচিত। যদি শরীরের উপর ধূতুরার ক্রিয়া লক্ষিত হইলেও রোগ কিছুই উপশম না হয়, তাহা হইলে আর অধিক ঔষধ প্রয়োগে কিছুই মঙ্গল হয় না, বরং অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা। এতদতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে রোগীর মেরুদেশে ধূতুরার মলম উত্তমরূপে মর্দন করা উচিত। রোগীকে একটি অঙ্গকার শরের মধ্যে রাখিতে হয়, এবং তাহার গায়ে বাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। প্রয়োজনমত তাগিপের পিচকারী দিয়া রোগীকে মলত্যাগ করান কর্তব্য। রোগীকে সবল রাখিবার জন্ত মদ, হংসডিষ উত্তমরূপে দুগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া সেই দুগ্ধ, অথবা পুষ্টিকর এবং উত্তেজক খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার বিধেয়।

ধূতুরতৈল (তী) তৈলোবধ তেন। প্রস্তুত প্রণালী—কটু তৈল ৪ সের। লণমূলের কাথ ৬ সের, কদার লণমূল ১ সের, এই সকল দ্রব্য বধাবিধানে তৈল প্রস্তুত করিতে ধূতুর তৈল হয়। ইহাতে সারিপাতিক জ্বর, খাস ও কান-রোগ ভাল হয়। (তৈবজ্ঞানস্বামী শিরোরোগাধিকার)

ধূত (জি) ধু কক্ষণি কর্তরি জ। ধারণবিশিষ্ট, চলিত কথায় ধরা, অধিকৃত, গৃহীত, বাহা ধরা হইরাছে।

"অশ্বমেধসহস্রক সত্যক তুলয়া ধূতং।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেব বিশিধ্যতে।" (ভারং ১৭৪১১০৩)

২ স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। ধূ-বিত্তে পতনে ৫ ভাবে ক।

৩ পতন। ৪ স্থিতি। ৫ জরোদশ মহু রৌচ্যের পুজুভেদ।

(হরিরংশ ৭৮২)

৭ ক্রত্যাংগীর ধর্মের পুত্র। (ভাগং ৯২৩১৪।)

ধূতদেবা (জী) দেবকের এক কন্যা। (ভাগং ৯২৪১৩)

ধূতপদা (জী) গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগং ১২৬৮০)

ধূতরাজন্ (পুং) ধূতো রাজা প্রাপ্তস্তান যেন। সৌরভদেশ, যে দেশে রাজা অতি উত্তমরূপে প্রজাপালনাদি করেন।

ধূতরাষ্ট্র (পুং) ধূতং রাষ্ট্রং সুপাল্যতয়া যজ। ১ সৌরভ দেশ। ২ নাগভেদ। (মেদিনী)

৩ কৌরবরাজভেদ, দুষ্যোধনের পিতা, বিচিত্রবীর্ষের পুত্র। ইহার বিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,— পুরুবংশে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি গন্ধাকে বিবাহ করেন, এই গন্ধার গর্ভে দেবব্রত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জনসমাজে ভীষ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভীষ্ম পিতার প্রিয়কাৰ্য্যকরণেচ্ছার নিজে বিবাহ করেন নাই এবং সত্যবতীর সহিত পিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। সত্যবতীর এক নাম মন্তগন্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইহার কন্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়াতে একপুত্র হয়, তাহার নাম বৈশ্যামন। ইনিই ভারত-প্রণেতা মহর্ষিগুপ্ত বৈদ্যাস। পরে শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র হয়, তাহাদের নাম বিচিত্রবীর্ষ ও চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ অশ্রাণদ্রব্যের কালে গন্ধর্ব্ব কর্তৃক হত হন। বিচিত্রবীর্ষ রাজা হইলেন। ইনি কৌশল্যাগর্ভসম্বৃত কাশিরাজের দুহিতা, অধিকা ও অশালিকা এই দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে সন্তান না হইতেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন সত্যবতী দেখিলেন, সন্তানান্তাবে এই বংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

এই কারণে সত্যবতী অভিশয় চিন্তাপরায়ণ হইলেন এবং মনে মনে স্বীয় পুত্র বৈশ্যামন বৈদ্যাসকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাজেই ব্যাসদেব সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া কহি-

লেন, মাঝে মাঝে কি নিমিত্ত আমাকে অরণ করিয়াছেন, আদেশ করুন। তখন সভ্যবতী কহিলেন, তোমার জ্ঞাতা বিচিৎরবীৰ্য্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তুমি তাহার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন কর। বৈপায়ন তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মাতাকে কহিলেন, আমি আপনার আদেশানুসারে ধর্ম উদ্দেশ করিয়া আপনার অতিপ্রায় সুসিক করিব। কিন্তু বধূরা জ্ঞানানুসারে সংবৎসর ব্রত-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করুন, তাহা হইলে তাহার বিপুলক হইবেন। যেহেতু ব্রতানুষ্ঠান না করিয়া কোন কামিনী আমার সমীপে আসিতে পারিবে না।

তখন সভ্যবতী কহিলেন, রাজমহিষীগণ বাহাতে সত্য গর্ভবতী হন, তাহার উপায় বিধান কর। রাজ্য রাজ-শূন্ত থাকিলে প্রজাগণ অনাথ হইয়া বিনষ্ট হইবে, দেবগণ রাজ্য হইতে তিরোহিত হইবেন, রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইবে, এই লজ্জা তুমি সত্তাই গর্ভাধান কর। ভীষ্ম সেই গর্ভজাত বালককে সংবর্দ্ধিত করিবেন। ব্যাস কহিলেন, যদি বিলম্ব না করিয়া অকালেই পুত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মহিষীরা আমার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাহাদের পরমব্রত হইবে। এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব অন্তর্হিত হইলেন। তখন সভ্যবতী পুত্রবধূসমীপে গমন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, হে অশ্রোগি! দেবরাজ সদৃশ কুমার প্রসব কর, সেই কুমার আমাদের এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে।

অনন্তর বধূ কৌশল্যা যথাকালে গর্ভস্থাতা হইলে সভ্য-বতী তাহাকে অসজ্জীকৃত শয্যা উপবেশন করাইয়া কহিলেন, পুত্র! তোমার এক দেবর আছেন, অন্য নিশীথ সময়ে তিনি তোমার নিকটে আগমন করিবেন, তুমি অগ্রমত্তা হইয়া তাহার প্রতীক্ষা কর। অধিকা ঋতুর এই কথা শুনিয়া কুরুবংশীয় প্রধান পুরুষদিগের নাম গ্রহণ করিয়া শয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দীপ সকল উজ্জ্বল ভাবিত জ্বলিতে থাকিলে বেদবাস অধিকার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন অধিকা সেই কুরুবর্ণ পুরুষের পদলবণ জটা, বিশাল শ্রুঙ্গ এবং প্রদীপলোচন অবলোকন করিয়া নেত্র নিম্নলন করিলেন। বৈপায়ন মাতার প্রিয়ানুষ্ঠানের লজ্জা অধিকার সহিত সঙ্গত হইলেন, কিন্তু অধিকা ভয়গ্রস্ত তাহাকে অব-লোকন করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্যাস গৃহ হইতে নিজস্ব হইলে তাহার অননী জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! এই বধূতে কি জগদ্বান পুত্র জন্মিবে? ব্যাস বলিলেন, যথা-বিধানেন জাতঃ এই গর্ভস্থ বালক অন্তঃ নাগসদৃশ, বলমান,

বিমান, রাজর্ষিজ্যেষ্ঠ ও অতিশয় বুদ্ধিমান হইবে, এবং এই মহাত্মা হইতে একশত পুত্র হইবে, কিন্তু মাতৃঘোষে অন্ধ হইবে। কালে অধিকা এইরূপে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। ইহার নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মক হইলেন বলিয়া পরে বেদবাস হইতে অধালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং সুদেবকা দাসীর গর্ভে বিহর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধৃতরাষ্ট্র জন্মক ছিলেন বলিয়া রাজ্য হইতে পারেন নাই, পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও রাজ্যাধিকারী হন। ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধাররাজ-তনয়া গান্ধারীর বিবাহ হয়, তাহার গর্ভে একশত পুত্রগণের মধ্যে দুর্ঘোধন, দুঃশালন, বিকর্ণ ও চিহ্নসেন এই চারিজন প্রধান। একদা ব্যাসদেব স্মৃধার্ত্ত হইয়া গান্ধারীর সমীপে উপস্থিত হন, গান্ধারী ব্যাসকে উত্তমরূপে পরিভোষ করিলে তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, 'তোমার পতি সদৃশ শতপুত্র হইবে।' অনন্তর গান্ধারী যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র হইতে গর্ভ গ্রহণ করিলেন। গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথ্যচ সন্তান হইল না। এইজন্ম গান্ধারী অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় কুন্তী তেজস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে স্বীয় গর্ভে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দুই বৎসরের সেই গর্ভ সংহত লৌহপিণ্ডের ভায় মাংসপেশী রূপে ভূমিষ্ট হইল। গান্ধারী ইহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বেদবাস ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কেন তুমি এই অস্ত্রায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি তোমাকে যে বর দিরাছি, তাহার অস্ত্রাথা হইবে না, তুমি এক্ষণে স্তবপূর্ণ একশত কুন্ত নীচ প্রস্তুত করিয়া নিভৃতস্থানে উত্তমরূপে রক্ষা কর, এবং শীতল সলিল দ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর। পরে জলাভিষেক করিতে করিতে সেই মাংসপেশী বহুধা বিভীর্ণ হইল। তাহার প্রত্যেক খণ্ড অক্লষ্টপর্কপ্রমাণ হইয়া কালক্রমে একশত সংখ্যার বিভক্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল মাংসপেশীখণ্ড স্তবপূর্ণ কুন্তে স্থাপিত হইয়া শুণ্ডস্থানে পরিমুক্ত হইল। 'ইহা দুই বৎসর পরে উল্কাটিত করিবে' এইরূপ উপদেশ দিয়া ব্যাসদেব তিরোহিত হইলেন। অনন্তর যথাকালে সেই সকল মাংসপেশীখণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ দুর্ঘোধনের জন্ম হইল। দুর্ঘোধন জন্মিয়ামাত্রই গর্ভভের ভায় শব্দ করিতে লাগিল এবং সেই সময় নানাবিধ অমঙ্গল হইতে লাগিল। দুর্ঘোধনের জন্ম সময় ঐ সকল অমঙ্গল হইতে দেখিয়া বিহর প্রভৃতি এই পুত্রকে পরিভ্যাগ করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার অহরোধ করেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র অগত্য ক্ষেত্রে বসীভূত

হইয়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনন্তর একমাসের মধ্যে পূর্ণ একশত পুত্র ও একটা কন্যা উৎপন্ন হইল। গান্ধারী যখন বর্ধমান গর্ভক্লেশে ক্লিষ্টমানা ছিলেন, সেই সময় একজন বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্রাষ্ট্রের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, সেই সময় স্বতন্ত্রাষ্ট্র হইতে বৈজ্ঞানিক গর্ভে আর এক পুত্র হয়, ইহার নাম যুয়ংসু। ইনি বৈজ্ঞানিকগণের উন্নয়নে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া করণ হইয়াছিলেন। কোষ্ঠাদিক্রমে স্বতন্ত্রাষ্ট্রের শত পুত্রের নাম প্রদত্ত হইল—১ হুর্থোদন, ২ যুয়ংসু, ৩ হুংশান, ৪ হুংসহ, ৫ হুংশল, ৬ হুংশুপ, ৭ বিবংশিত, ৮ বিকর্ণ, ৯ জলসক, ১০ সুলোচন, ১১ যিল, ১২ অম্বিন্দ, ১৩ হুর্ধ্ব, ১৪ সুরাহ, ১৫ হুংশ্বর্ষণ, ১৬ হুংশ্বর্ষণ, ১৭ হুংশ্ব, ১৮ হুংশ্ব, ১৯ কর্ণ, ২০ চিত্র, ২১ উপচিত্র, ২২ চিত্রাক্ষ, ২৩ চাক্ষ, ২৪ চিত্রাক্ষ, ২৫ হুংশ্ব, ২৬ হুংশ্ব, ২৭ বিবংশিত, ২৮ বিকট, ২৯ সম, ৩০ উর্গনাত, ৩১ পদ্মনাত, ৩২ নন্দ, ৩৩ উপনন্দ, ৩৪ সেনাপতি, ৩৫ সুরেশ, ৩৬ কুণ্ডোদর, ৩৭ মহোদর, ৩৮ চিত্রবাহ, ৩৯ চিত্রবর্ষা, ৪০ সুরবর্ষা, ৪১ হুর্ধ্বিরোচন, ৪২ অরোবাহ, ৪৩ মহাবাহ, ৪৪ চিত্রচাপ, ৪৫ সুরকুল, ৪৬ ভীমবেশ, ৪৭ ভীমবল, ৪৮ বলাকী, ৪৯ ভীমবিক্রম, ৫০ উগ্রায়ুধ, ৫১ ভীমশর, ৫২ কনকায়, ৫৩ দূতায়ুধ, ৫৪ দূতবর্ষা, ৫৫ দূতকজ, ৫৬ সোমকীর্তি, ৫৭ অম্বদয়, ৫৮ জরাসক, ৫৯ দূতসক, ৬০ সত্যসক, ৬১ সহস্রবাহ, ৬২ উগ্র-স্রবা, ৬৩ উগ্রসেন, ৬৪ সেনানী, ৬৫ হুংশ্বরাজ, ৬৬ অপরা-জিত, ৬৭ গণ্ডিতক, ৬৮ বিশালাক্ষ, ৬৯ হুংশ্বর্ষণ, ৭০ দূতহস্ত, ৭১ সুরহস্ত, ৭২ বাতবেগ, ৭৩ সুরবর্ষা, ৭৪ আদিত্যকর্তৃ, ৭৫ বহ্নানী, ৭৬ নাগদন্ত, ৭৭ অম্বযারী, ৭৮ নিবলী, ৭৯ কবচী, ৮০ দণ্ডী, ৮১ দণ্ডবাহ, ৮২ ধর্মগ্রহ, ৮৩ উগ্র, ৮৪ ভীমরথ, ৮৫ বীর, ৮৬ বীরবাহ, ৮৭ অলোলুপ, ৮৮ অস্তর, ৮৯ রোজকর্ষা, ৯০ দূতরথ, ৯১ অনাধুয়া, ৯২ কুন্তভেদী, ৯৩ বিরাবী, ৯৪ দীর্ঘ-লোচন, ৯৫ দীর্ঘবাহ, ৯৬ মহাবাহ, ৯৭ ব্যাটোর, ৯৮ কনকাক্ষ, ৯৯ কুণ্ডল, এবং ১০০ চিত্রক। কন্যার নাম হুংশলা। স্বতন্ত্রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে যুয়ংসু ভিন্ন আর সকল পুত্রই কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে মহাবীর ভীমের হস্তে নিহত হয়। স্বতন্ত্রাষ্ট্রের কণিক নামে এক মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী ছিলেন, ইহার মন্ত্রণাই ভারতযুদ্ধের অনেকটা মূল বলা যাইতে পারে। স্বতন্ত্রাষ্ট্র অতিশয় বলবান, বেদব্যাসের বরে শত হস্তীর ভার বলশালী হইয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধাবসানে ভীমের হস্তে শত পুত্র নিহত হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিলেন, ঐক্যের পরামর্শে লৌহভীম তাহার কোলে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইনি ক্ষোভালিঙ্গনে সেই মূর্তি চূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন ভারতযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে অবসান হইয়া গেল, পাণ্ডুপুত্রগণ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন স্বতন্ত্রাষ্ট্র বৃদ্ধক নিবন্ধন তপস্কার জজ্ঞ বন গমন করেন। এই স্থানে ছয়মাস অবস্থানের পর দাবানলে পতীর সহিত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। (মহাভারত)

জৈমিনী ভারতে স্বতন্ত্রাষ্ট্র নামক এক নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্বতন্ত্রাষ্ট্র নাগ কক্ষর পুত্র। ইহার সহিত পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত বিবাদ ছিল। যখন অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের অধরক্ষক হইয়া মণিপুর গমন করেন, সেই সময় অর্জুনপুত্র বক্রবাহন অশ্বমেধের অধ্বায়ণ করেন, ইহাতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এই যুদ্ধে অর্জুন প্রভৃতি হতপ্রায় হন। পাতালে বাসুকিনাগের নিকট সঞ্জীবন মণি ছিল, উলুপীর পরামর্শে ও অননীর আজ্ঞানুসারে বক্রবাহন সেই মণি আনয়ন করিতে পাতালে গমন করেন। সেই সঞ্জীবক মণি স্পর্শ করিলে অর্জুনাঙ্গী জীবন প্রাপ্ত হইবেন, উলুপী ইহা বলিয়া দিয়াছিল। এদিকে স্বতন্ত্রাষ্ট্র নাগ বাসুকিকে এই মণি দান করিতে বিশেষ রূপে নিবেদন করেন। স্বতন্ত্রাষ্ট্র সর্পগণের সহিত বক্রবাহনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সময়ে সর্পগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাসুকি পরাজিত হইয়া বক্রবাহনের হস্তে সঞ্জীবক মণি অর্পণ করেন। স্বতন্ত্রাষ্ট্র তখন দুর্কৃষ্ণি ও হুংশ্বাব নামক আপন পুত্রদ্বয়ের সহিত বৈরনিষ্ঠাত্বের জজ্ঞ পরামর্শ করেন। তখনই ঐ নাগদ্বয় রণক্ষেত্রে যাইয়া অর্জুনের মস্তক কাটিয়া লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ঐ মস্তক মহর্ষি বক্রবাহনের অধিষ্ঠিত অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এদিকে অর্জুনের দেহে মস্তক না থাকায় চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তখন সকলে অনন্তোপায় হইয়া ঐক্যের প্রসাদে স্বতন্ত্রাষ্ট্রের দুষ্টপুত্রদ্বয় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং অর্জুনের ছিন্ন মস্তকও তাহার দেহে সংযুক্ত হইল। পরে এই সঞ্জীবক মণি স্পর্শে অর্জুন পুনর্জীবিত হইলেন।

(জৈমিনি ভারত)

৪ জনমেজয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

“জনমেজয়স্ত তনয়া ভূবি খ্যাতা মহাবলাঃ।

স্বতন্ত্রাষ্ট্রঃ প্রথমজঃ পাণ্ডু বাক্ষসীক এব চ ॥” (ভারত ১৯৪।৫৪)

৫ বলিরাজের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩ ৭৪) ৬ পক্ষি-বিশেষ। (বিখ) ৭ গন্ধর্বভেদ।

“ব্রহ্মপেতোহথ ঋতজিৎ স্বতন্ত্রাষ্ট্রোহথ সপ্তমঃ।”

(বিষ্ণুপু ২।১০।১৫)

ধৃতরাষ্ট্রী (ঐ) ধৃতরাষ্ট্র-ঐব। ১ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী। ২ হংস-
পত্নী। (হেম)

ধৃতবৎ (জি) ধৃত-মতুপ, মতু ব। ধারণকারী, ধারণশীল।

ধৃতবর্ষন (পুং) ধৃতং বর্ষ যেন। ১ গৃহীতকবচ, বাহ্যাকা-
কবচ ধারণ করিরাছে। ২ ভারত ঐসিদ্ধ ত্রিগুর্ভরাজ
কেতুবর্ষার পুত্র। ইহার ভ্রাতার নাম সূর্য্যবর্ষা। বধন
অর্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া পরিভ্রমণ করেন, সেই সময়ে
ঐহার সহিত ইহাদিগের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ইহার ভ্রাতা কেতু-
বর্ষা ও সূর্য্যবর্ষা নিহত হন। ইহাদের মৃত্যুর পর ধৃতবর্ষা
অর্জুনের সহিত অনেককাল ধরিয়া যুদ্ধ করেন, পরে পরাজিত
হইয়া অর্জুনের বশত। স্বীকার করেন। (ভারত অাঃ ৭৪ অঃ)

ধৃতব্রত (জি) ধৃতং ব্রতং যেন। ১ গৃহীতব্রত, বাহ্যাকা ব্রত
গ্রহণ করিরাছে। (পুং) ২ পুরুবংশীর জরত্রথপুত্র বিজয়
নৃপতির পৌত্র নৃপভেদ।

ধৃতাত্মন (জি) ধৃত আত্মা যেন। ১ ধৈর্য্যাব্যাহিতচিত্ত। (পুং)
২ বিষ্ণু।

ধৃতি (ঐ) ধৃ-ক্তিন্। ১ ধারণ। ২ তুষ্টি। ৩ ধৈর্য্য।
৪ বিকৃতাদিমধ্যে অষ্টম যোগভেদ।

“অতিগুণঃ সূকর্ণা চ ধৃতিঃ শূলং তথৈব চ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

এই যোগে অম্ম হইলে বুদ্ধিমান, সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, বাগ্মি-
প্রবর, সুলীল ও বিনয়ান্বিত হইবে।

“ধৃতিযোগসমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংকটমোনসঃ।

বাবদুকঃ সত্যাকা সুলীলো বিনয়ান্বিতঃ॥” (কোজীপ্রাং)

৫ যুগ। ৬ গোষ্ঠ্যাদিবোদ্ধলমাতৃকার মধ্যে মাতৃকা-
ভেদ। [মাতৃকা দেখ।]

৭ অষ্টাদশাকরা বৃত্তি ছন্দোমাত্র।

এই ছন্দের প্রতি পাদে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে।
ইহার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অক্ষরে যতি এবং এই
ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, এবং পঞ্চম, ৬ একাদশ, দ্বাদশ, চতুর্দশ,
পঞ্চদশ, এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অক্ষর গুরু, এততির
অন্য অক্ষর সকল লঘু হইবে।

উদাহরণ—

“জীড়ংকালিন্দীললিতসহরীবারিভির্দাকিণীতৈঃ

বতৈঃ খেলতিঃ কুসুমিতলতা বেলিতা মন্দমন্দং।

তুলানীগীতৈঃ কিসলয়করোন্নাসিতোন্নাত লক্ষ্মীঃ

তথানা চেতো রতসতরলং চক্রপাণে শচকার॥” (বৃত্তরত্নাকর)

৮ মানস-ধারণাভেদ।

“ধৃতিরধৃতি হ্রীর্বা তীরিত্যেভ্যং সর্বং মন এব” (শ্রুতি)

এই ধৃতি সাধিকাদি ভেদে জিবিধ।

“ধৃত্য। বরা ধারয়তে মনঃ প্রাণেজিরক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যক্তিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্ধ সাধিকী॥

বরা তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে হর্জুন।

এসদেন কলাকাজী ধৃতিঃ সা পার্ধ রাজসী॥

বরা যুগ্মং ভরং শোকং বিবাদং মদমেব চ।

ন বিষৃকতি চুর্ধেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥”

(গীতা ১৮।৩৩--৩৫)

ধৃতিকেও ধারণা কহে, যে ধারণাশক্তিবিশেষ দ্বারা মন
প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বদা সমাধান বলে উদ্যোগ হইতে
প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তাহাকেই সাধিকী ধৃতি বলে।
যে ধারণা দ্বারা কলাকাজীদিগের মন অর্থকামাদির
উপরে আসক্ত বা অমরক্ত হয়, তাহার নাম রাজসিক ধৃতি
এবং যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়,
অপ, বিবাদ, মতভা প্রভৃতি উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ
ধারণাকে তামসিক ধৃতি কহে। ১ দক্ষসুতারূপ ধর্মপত্নীভেদ।
(পুং) ১০ জরত্রথ নৃপের পৌত্র। (হরিবংশ ৩১ অং)
১১ মৈথিল রাজভেদঃ (ভাগ ৯।১৩।১৬) ১২ বিশ্বদেবভেদ।
(ভারত অমৃ ৩১ অঃ) ১৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত ব্যক্তিচারি-
তাবভেদ।

“জ্ঞানাতীষ্টাগমাদৈত্যস্ত সংপূর্ণপুহতা ধৃতিঃ।

সৌহিত্যবচনোন্নাসনহাসপ্রতিভাদিকৃৎ॥” (সাহিত্যদং)

১৪ গুরুত্ববিশিষ্ট বস্তুর পতনাতাব।

“কার্য্যায়োজনধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ ক্রতেঃ।

বাক্য্যং সংখ্যা বিশেষাক্ত সাধ্যে বিশ্ববিদবারঃ॥” (কুসুমাজলি)

১৫ বিপুলাক বিকৃত পর্কতহ বনভেদ। ১৬ বিশ্বদেব
বিশেষ। (ভারত ১৩।৯১।৩০) ১৭ বজ্রবংশীর বক্রর পুত্র।

(বিষ্ণুপু ৪।১২।১৫)

ধৃতিমৎ (জি) ধৃতি রত্নাত্ত মতুপ। ১ ধৈর্য্যাব্যাহিত।

“কৃতজ্ঞঃ ধৃতিমন্তক কচ্ছু মাহররিং বুধাঃ।” (মহু)

(পুং) ২ রৈবতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ অজমীড় নৃপের পৌত্র নৃপভেদ। (হরিবংশ ২০ অঃ)

৪ কুশবীপহ বর্ষভেদ। (ভারত জীমপ ১২০ অঃ)

৫ অগ্নিভেদ।

“বিকূর্ণামেহ বোহগ্নিত্ব ধৃতিমান্ নাম সোহদিরাঃ।”

(ভারত বনপ ২২০ অঃ)

ধৃতি হোমাদে ধৃতি নামক অগ্নির হোম করিতে হয়।

৬ জরোদশ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি মধ্যে অগ্নিরায় অপত্য ভেদ।

ধৃতিহোম (পুং) ধৃত্যাদ্যঠকোদেশকো হোমঃ। বিবাহাদি-
হোমভেদ।

বিবাহের পরে এই ধৃষ্টিহোম করিতে হয়। এই ধৃষ্টি-
হোম ৮ প্রকার এবং ইহা অবশ্য করণীয়। “ইহ ধৃষ্টি: বাহা”
এইরূপ মন্ত্র হোম করিতে হইবে। এই স্থলে ধৃষ্টি শব্দের
যোগে চতুর্থী বিতক্তি হইবে না। * তবেই এই হোম-
বিধান এইরূপ লিখিয়াছেন, বিবাহের পরে কুশণ্ডিকোক্ত-
বিধানানুসারে হোম করিয়া ধৃষ্টি নামক অগ্নি স্থাপন করিবে।
পরে সমিৎপ্রক্ষেপান্ত ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম সমাপন
করিয়া ৮টী মন্ত্রে ধৃষ্টিহোম করিতে হইবে।

আটটি মন্ত্র—

‘প্রজাপতি ঋষিঃ হতীক্ষ্মো বধূ দেবতা ধৃষ্টিহোমে বিনি-
রোগঃ। ওঁ ইহ ধৃষ্টি: বাহা। ওঁ ইহ অধৃষ্টি: বাহা। ওঁ
ইহ রতি: বাহা। ওঁ ইহ রমণ বাহা। ওঁ মরি ধৃষ্টি: বাহা।
ওঁ মরি অধৃষ্টি: বাহা। ওঁ মরি রতি: বাহা। ওঁ মরি রমণ
বাহা।’ এই আটটি মন্ত্রে ধৃষ্টিহোম করিতে হয়।

ধৃদ্ধন্ (পুং) ধরতীতি ধৃ-কনিপ্। (শীত্ কুশি কহি জিনীতি।
উণ্ ৪।১১০) ১ বিষ্ণু। ২ ধর্ম। ৩ গগন। ৪ সমুদ্র।
৫ মেধাবী। ৬ বিশ্র। (ত্রি) ৭ ধারক।

ধৃদ্ধরী (স্ত্রী) ধৃদ্ধন্, ডীপ্, রশ্চান্তাদেশঃ। (বনোচর। পা
৪।১।৭৭) ভূমি। (ত্রিকাণ্ড°)

ধৃষজ্ (ত্রি) ধৃষ অভিতবে বাহুলকাৎ কজিন্। ১ ধর্মক।
২ অভিতব।

ধৃষদ্ (ত্রি) ধৃষ অভিতবে বাহুলকাৎ কর্তরি অদিক্। ধর্মক।
“ধৃষধর্ণং দিবে দিবে।” (ঋক্ ১০।৮৭।২)

‘ধৃষধর্ণং ধর্মকরুণং’ (সায়ণ)

ধৃষু (পুং) ধৃক্ষোতীতি ধৃষ-কৃ (পৃষ্ঠিদিব্যধীতি। উণ্ ১।২৪)
১ দক্ষ, নিপুণ। ২ প্রগল্ভ। ৩ সত্যাত।

ধৃষ্ট (ত্রি) ধৃষ-ক্ত। ১ প্রগল্ভ। ২ নির্লজ্জ। ৩ নির্দয়।
৪ উদ্ধতশ্রুতাব। ৫ নায়কবিশেষ। সাহিত্যদর্পণে ইহার
লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ আছে—

“কৃতাগা অপি নিঃশক্ন্তজ্জিতোহপি ন লজ্জিতঃ।

দৃষ্টদোষোহপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনারকঃ॥” (সাহিত্যদ°)

* “উষাপ্য কুমারং প্রবা আজ্যাহতীক্ষ্মহোতি শোভিলঃ”। অষ্টাবিধ
ধৃষ্টিহোমঃ প্রবা আবশ্যকাঃ। কথঞ্চিৎ ভর্তৃগৃহগমনাভাবে হপি বশুগৃহে
নিবাসে হপি অবশ্যং হোতব্যা ইতি। অত্র ‘ইহ ধৃষ্টি বাহা’ ইত্যাদি প্ররোগঃ
নতু বাহা যোগে চতুর্থী।

ধৃষ্টিহোমঃ ন প্রযুক্ত্যাং গোলামহ তথাষ্টহ।

চতুর্থীমার্ধ্য ইত্যেতদ্ব্যপোনামহ ই হ্রস্বতঃ। ইতি ছান্দোগ্যপরিশিষ্টাৎ।

‘ধৃষ্টিহোমে ধৃষ্টকহোমে।’ (সংকারতত্ত্ব°)

অপর্যায় করিয়াছে, অথচ কোন ভয় নাই, নানাভাবে
তিরঙ্কত হইলেও কোনরূপ লজ্জা নাই, যদি দোষ দেখা
যায়, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলিয়া সেই দোষ পরিহার
করিতে চেষ্টা করে, নারক এই সকল গুণাবিত হইলে
তাহাকে ধৃষ্টনারক কহে। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ধৃষ্ট
নারকের এইরূপ লক্ষণ আছে—

“দোষ দেখা একবার, কৈলে নানা তিরকার,

লাজ খায়া আত্ম কিলে তবু দর্য হলোনা।

ভুলপাশে বাঁধা ধর, নিতব প্রহার কর,

দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলোনা॥

দূর কৈলে দূর হব, গালি দিলে সন্ধ্যা রব,

আমারে সহিল সব তোমারতো সলোনা।

পুরুষ পরশমণি, বারে ছোরে সেই ধনী,

ইহা বুঝে অহুঙ্কণ দূর দূর বলোনা॥ (রসমঞ্জরী)

উদাহরণ—

“পৌণং বীক্ষ্য মুখং বিচুৰিতুমহং যাতঃ সমীপং ততঃ

পাদেন প্রোদ্রুতং তন্না সপদি ভঃ ধৃদ্ধা সহাসে মরি।

কিঞ্চিৎ তত্র বিধাতুমক্ষমতয়া বাস্পং ত্যজন্ত্যাঃ সখে

ত্রাতশ্চেতসি কোভুকং বিতমুতে কোপোহপি বামক্রবঃ॥”

(সাহিত্যদ°)

৬ চেদিবঃশীর কুন্তির পুত্র। (হরিবংশ ৩৬।২৪।)

৭ সপ্তমমহুর পুত্রবিশেষ।

“মহুর্বিবস্বতঃ পুত্রঃ শ্রীকৃদেব ইতি শ্রুতঃ।

সপ্তমো বর্জমানো বস্ত্রদপত্যানি মে শৃণু॥

ইক্ষাকুনর্তগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্ঘ্যাতিরেব চ।” (ভাগ° ৮।১৩।২।)

কোন কোন স্থলে ‘ধৃষ্ট’ ইহার পাঠান্তর ধৃক্ এইরূপ
দেখিতে পাওয়া যায়।

ধৃষ্টকেতু (পুং) ১ সন্নতিরাজবংশীয় অরুণারের পুত্রভেদ।

(হরিবংশ ২৯ অঃ)

২ নবম মহু রোহিতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৩ জনকবংশীয় অধৃষ্টির পুত্র। (রামায়ণ বা°)

৪ সত্যকেতুর এক পুত্র।

“ধর্মকেতুঃ স্ততস্তদ্ব্যং সত্যকেতুরজারিত।

ধৃষ্টকেতুঃ স্ততস্তদ্ব্যং” (ভাগ° ৯।১৭ অঃ)

৫ চেদিদেশাবিপতি শিশুপালের পুত্র। ইনি ভারতযুদ্ধে

পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। যে দিন জয়দ্রথ বধ হয়,

সেইদিন ইনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যখন দ্রোণা-

চার্যের পতিরোধ করিতে উত্তত হন, তখন বীরধ্বা নামে

কৌরবপক্ষীয় একজন বীর ইহার পতিরোধ করেন। ইনি

যেই ধৃক্‌হ্য ধীরধর্মকে বিনষ্ট করেন, পরে বহুজন ধৃক্‌হ্যের পর
জোণাচাঁদের হস্তে নিহত হন। (ভারত জ্যোতি ১০৭, ১২৫ অঃ)

• হিরণ্যকশিপু পুত্র অহুত্বা ধৃক্‌হ্যে হইয়া অশ্লিষা-
ছিলেন। (ভারত আদি ৬৭ অঃ)

ধৃক্‌ভা (জী) ধৃক্‌ভাভা: ধৃক্‌-ভল, ভত: টাপ্। নির্লজ্জতা।
প্রগল্ভতা। নির্দয়তা, ঔদ্ধত্য।

ধৃক্‌ভ্যন্ত (পুং) ক্রপদন্থতির পুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে
এইরূপ লিখিত আছে—

পৃথক রাজার ক্রপদ নামে এক পুত্র হয়। রাজ-শ্রেষ্ঠ
পৃথকের সহিত ভরদ্বাজ ঋষির বিশেষ সখ্যতা ছিল। এই
কারণে সর্বদা ইনি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিতেন। এই
স্থানে ভরদ্বাজপুত্র জ্যোতের সহিত ক্রপদের অতিশয় ভালবাসা
হয়। রাজ-শ্রেষ্ঠ পৃথক স্বর্গ গমন করিলে ক্রপদ রাজা হন,
তখন আর তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে
পারিলেন না, জ্যোত ইহাতে অত্যন্ত অগমান বোধ করিয়া
কুরুপাণ্ডবদিগের অজ্ঞানিকার ভার গ্রহণ করেন। পরে তাহা-
দিগকে অজ্ঞানিকা দিয়া অর্জুনকে ইহার প্রতিশোধ দিতে
বলেন। অর্জুন ক্রপদকে বন্দী করিয়া জ্যোণাচাঁদের নিকট
আনিয়া দেন। তখন ক্রপদ জ্যোণাচাঁদকে অর্জুনাভ্য দিয়া
অব্যাহতি পান। এই অগমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য
ক্রপদ রাজ ও অহুত্বা এই দুই ঋষিকুমারের সাহায্যে এক
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ধৃক্‌হ্যের অমিশিয়ার
জার উজ্জল, সুরার কিশীট, ধর্মরূপ, বর্ষ, ঋত ও চর্মবারা
অলঙ্কৃত অবস্থায় দিব্যরথ আরোহণ করিয়া অগ্নি হইতে উথিত
হন। ইহার উৎপত্তিকালে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল—

“ভরাবহো রাজপুত্র: পাকালানাং যশস্কর:।

রাজ: শোকাগহো জাত এষ জ্যোণবধার বৈ॥”

(ভারত আদি ৬৫:৪২)

পাকালদিগের যশস্কর, ভয়ানক, এই রাজপুত্র আপনার
শোক নাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাত বালকই
জ্যোতকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।

যখন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে কুরুপাণ্ডবের প্রবল সংগ্রাম
সংঘটিত হয়, তখন ইনি পাণ্ডবপক্ষের একজন প্রধান
সেনানী হইয়া যুদ্ধ করেন। যখন জ্যোণাচাঁদ অশ্বখামার
স্বত্বাসংবাদ শুনিয়া শোকে ভ্রিয়মান হইয়া ঘোরে ভ্রমভ্রাগ
করিতে কৃতসংকল্প হন, সেই সময় ধৃক্‌হ্য জ্যোণাচাঁদকে
আক্রমণ করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু
মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, ধৃক্‌হ্য জ্যোণাচাঁদের
মস্তক ছেদন করেন, এইজন্য অশ্বখামা ইহার প্রতিশোধের

জন্য বিশেষরূপে চেত্না করেন। ভারত যুদ্ধের অবসানে
যখন ইনি পঞ্চবন্যিবিধে নিজিত ছিলেন, তখন অশ্বখামা সেই
স্থানে প্রবেশ করিয়া ইহাকে হত্যা করেন। (ভারত)

ধৃক্‌ধী (জী) ধৃক্‌ধী, ধৃক্‌চেতা:।

ধৃক্‌মানিন্ (জি) অগ্ন্যগ্নকে উচ্চাভিমাত্রী।

ধৃক্‌রথ (পুং) নৃপভেদ।

“চ্যাবনো জনকশ্চৈব তথা ধৃক্‌রথো নৃপ:।” (ভারত অশ্ব ১৬১ অঃ)

ধৃক্‌শর্ম্মিন্ (পুং) শক্‌কের পুত্র, অক্রুরের এক ভ্রাতা।

ধৃক্‌ (জী) ধৃক্‌তে মেতি ধৃব শক্তিবদ্ধে জ, ভত: টাপ্।
অসতী জী।

ধৃক্‌ (জি) ধৃ-ক্‌তিচ্। ১ প্রগল্ভ। “ধৃক্‌রনি” (শুরুবজ্ ১১১৩)

২ হিরণ্যকশিপু জ্যোত হিরণ্যাক্ষের এক পুত্র। (ভাগ ৭:২১৬)

৩ যজ্ঞের উপদেশরূপ পাত্রভেদ। (কাত্যায়ন শ্রৌত ২৬:২১০)

ধৃক্‌োক্ত (পুং) কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুনের পুত্র।

ধৃক্‌জ (পুং) সাব্রতবংশীয় ভজমান পুত্রভেদ।

ধৃক্‌জ (জি) ধৃক্‌োতীতি ধৃব-নজিড্। (বপিক্‌বোনিজিড্-
পা ৩:২১৭২।) ইতি হৃজ্‌ ‘ধৃবশ্চ’ ইতি বার্ত্তিকোক্তেন্নজিড্।
নির্লজ্জ। লজ্জাহীন।

ধৃক্‌ (পুং) ধৃক্‌তি অন্ধকারে অতি-ভবতি ইতি ধৃব-বাহলকাৎ
নি, স চ কিৎ। ক্রিয়ণ।

ধৃক্‌ (জি) ধৃক্‌োতীতি ধৃব-কু। (ত্রিসিগ্‌ধিক্‌পিণে: কু:। পা
৩:২১৪০) ১ ধৃক্‌। ২ প্রগল্ভ। (পুং) ৩ কক্ষিক। (শক্‌চক্রিকা)
৪ কক্রভেদ।

“নমস্তে আয়ুধারানাততান ধৃক্‌বে।” (শুরুবজ্ ১৬:১৪)

৫ সাবর্ণমহুর পুত্র। (হরিবংশ ৭ অঃ)

৬ বৈবস্বত মহুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অঃ)

৭ সাব্রতবংশীয় কুরুব্রত নৃপভেদ।

“কুরুব্রত স্ততো ধৃক্‌ ধৃক্‌োক্ত তনয়স্তথা।” (হরিবংশ ৩৮ অঃ)

৮ পিতামহপুত্র কবির স্তত ভেদ। (ভা ৭ অঃ ৮৫ অঃ)

বৈদিক প্রেরণ স্থলে এই শব্দের উত্তর স্পৃ হইলে
তাহার স্থানে ‘বাচ্’ হয় এবং ধৃক্‌রা এইরূপ পদ হইয়া থাকে।

“প্রধৃক্‌রানমতি বতো অহু।” (ঋক্ ৪:২১৪)

‘ধৃক্‌রা ধৃক্‌:’ (সায়ণ)

স্পৃ, অর্থাৎ স্পৃ আদি সকল বিতক্তিতে হইবে।

ধৃক্‌ক (পুং) বৈবস্বতমহুরবংশীয় নৃপভেদ।

“ধৃক্‌কশ্চাধরীযশ দণ্ডকশ্চৈতি তে জয়:।” (হরিবংশ ১ অঃ)

ধৃক্‌বেণ (জি) পরাক্রান্তবনশীল সেনাপেত।

“পুরন্দরা বৃজহা ধৃক্‌বেণ:।” (ঋক্ ৩:৫৪:১৫)

ধৃক্‌জ (জী) ধৃক্‌-ভাবে বা। প্রগল্ভতা।

ধৌকানল (জী) প্রাগজ্যোতিষ।

ধৌকানল (পুং) কার্ত্তবীৰ্য্য নৃপতির পুত্রভেদ।

“পুরসেনশ্চ পুরস্কৃত ধৌকানলঃ কুরুএব চ।...

কার্ত্তবীৰ্য্যতনয়ান বীৰ্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥” (হরিবং ৩৪ অঃ)

ধৌকানল (জি) ধৌকানল ইতি কৰ্ম্মণি-ক্যপ্। ধৌকানল।

“পশ্চাদ্ভ্রম্যন্ত মনসাপ্যধৌকানলঃ।” (কুমারল’)

ধৌকানল, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৬৭ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। ইহার উত্তরে পাল্লহরী এবং কেউকুর রাজ্য, পূর্বে কটক বিভাগ ও ঐরাগড় রাজ্য, দক্ষিণে তিমড়িয়া ও হিলোলরাজ্য এবং পশ্চিমে তালচের ও পাল্লহরী। ব্রাহ্মণী নদী এই রাজ্যের সীমানা দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। যে যে স্থান দিয়া এই নদী গিয়াছে, তথায় কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে নির্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার উপর দিয়া অনেক বাণিজ্যজরায় দেশমধ্যে নীত হয়। এই রাজ্যে কৃষিকার্য্যোপযোগী বিস্তর ভূমি পতিত রহিয়াছে। লোহের খনি যথেষ্ট আছে, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণেই খনন হইয়া থাকে। কৃষিদানার ব্যবসারও কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। প্রধান গ্রামের নাম ধৌকানল, এই স্থানে রাজা বাস করেন। দেশজ প্রব্যাকৃত ক্রুর বিক্রয়ের জন্ত হরীপুর এবং সদাইপুর গ্রামে সপ্তাহে সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। অধিবাসীদিগের অর্ধেকের অধিক হিন্দু; মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানও দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পার্শ্বতা বহুজাতি। এই রাজ্যের বাৎসরিক আয় ৭২০০ টাকা, তদ্ব্যতীত ৫০২ টাকা গবর্নমেন্টকে কর দিতে হয়। রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ৪৪ জন; তাহা ব্যতীত ৪১ জন নিয়মিত পুলিশ এবং ৭৪২ জন চৌকিদার আছে।

উড়িষ্যার সমস্ত করদরাজ্য অপেক্ষা এই রাজ্য অধিক সুশাসিত। মহারাজ ভাগীরথী মহীশ্র বাহাদুর হইতেই এই রাজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ইনি রাজধানীতে একটা বিত্তীয় প্রেক্ষাগৃহ ইংলিশ স্কুল এবং একটা অর্থনৈতিক বিভাগ প্রাতিষ্ঠিত করেন। এই বিভাগে ইংরাজী, উড়িয়া এবং সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিকাংশ ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি এবং পুস্তক প্রদত্ত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি মফঃস্বলে আরও ছাদশটি পাঠশালা স্থাপিত করেন এবং কটকের উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিভাগের দুইটা ১০ টাকার এবং দুইটা ৫ টাকার বৃত্তি প্রদান করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্তও ইনি বিস্তর চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে

উড়িষ্যার রাজ্যে উড়িষ্যার লম্বা ইনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। ইহার সুশাসনে বৃদ্ধ হইয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে গবর্নমেন্ট ইহাকে ‘মহারাজা’ উপাধিতে শোভিত করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটয়াছে। বর্তমান মহারাজের নাম দীনবন্ধু মহীশ্র বাহাদুর, ইনি মহারাজ ভাগীরথী মহীশ্র বাহাদুরের দত্তকপুত্র।

ধৌকানল (দেশজ) বনামখ্যাত ধৌকানলেশ্বর।

ধৌকানল (দেশজ) স্বর্ণ-নির্মিত কর্ণালকারবিশেষ।

ধেন (পুং) ধীরতে ইতি ধরতি অস্বাদিত বা ধেন। (ধেট ইচ্চ। উণ্ ৩।১১) ১ সমুদ্র। ২ নদ।

ধেনজী, একটা নগর। এই নগর গুজরাটের প্রায়ো-বীণের শেষভাগে ভারতের সহিত সংযুক্ত আছে। এই নগর অতিশয় বহুর ও নিবিড় জঙ্গলায়ৃত। মাণিক নামে এক ব্যক্তি এই নগরের অধ্যক্ষ ছিল, কিন্তু অতিশয় দুর্গম স্থান বলিয়া এই নগর পরিত্যাগ করে। নগরস্থ লোক সকল চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। পরে ইংরাজী ১৮০৭ সালে কর্ণেল ওয়ার্ডের সাহেব মাণিকের সহিত সন্ধি করিয়া এই নগরবাসী লোকদিগের দস্যবৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া বাহাতে তাহারা বিপন্ন লোকদিগের সাহায্য করে, এইরূপ স্বীকার করাইয়াছিলেন। (সংশোধন।)

ধেনা (জী) ধেন-টাণ্ড। টাট্টিবোহপি খেচোব জীপ, ইতি হরদত্তোক্তে ন জীপ। ইতি কেচন। নদী। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কোন কোন মতে এইরূপও হইতে পারে, দধাতে-লটঃ, ততঃ শানচি, ব্যাত্যয়েন একাত্ম্যাসলোপৌ দধানা স্বমতিধেয়ং বর্ধপ্রদানেন লৌকিকায় বা। অথবা ‘খেট পানে ইতি ন প্রত্যয়ঃ ইকারাস্তাদদেশঃ, ততো গুণঃ। বা ধীরতে গীরতে আশ্রয়তে বা অনেন, ধরতি প্রাপানিতি ধেনা। ২ আশ্রয়। ৩ ভারতীবিশেষ, ব্যাক্যবিশেষ।

“বাস্ত ধারা অস্থজকি ধেনাঃ” (অঙ্ক ৩।১২)

‘ধেনা মাধ্যমিকা বাচশ্চ’ (সারণ)

ধেনু (জী) ধরতি লেফি স্তান্, ধীরতে বৎসৈরতি বা ধেট-স্থ ইচ্চাস্তাদেশঃ—(ধেট-ইচ্চ। উণ্ ৩।৩৪) ১ গোমাজ। ২ নব-প্রসূতা গাভী, পূর্বাংগ—নবহৃতিকা, নবপ্রহৃতিকা। (শব্দরং) নবংসা গাভীকে ধেনু কহে। শাব্দে যে যে স্থলে ধেনুদানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলে বৎসসহিত গাভী দান করিতে হয়। এই কারণে ধেনু শব্দে নবংসা গাভীর বোধ হইয়া থাকে। যে স্থলে ধেনু শব্দে গোমাজ বুঝায়, সেই সকল স্থলে নিয়োক্ত দশবিধ গোমাজ বৃত্তিতে হয়। ইহার বিবরণ বৃহৎসংহিতাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“গবাং আতিস্ত বক্ষ্যামি শৃণুৈকমনা বিজ ।
প্রথম গৌরকপিলা বিতীরা গৌরপিজলা ॥
তৃতীরা রক্তকপিলা চতুর্থী নীলপিজলা ।
পঞ্চমী গুরুপিজলা বটী তু গুরুপিজলা ॥
সপ্তমী চিজপিজলা অষ্টমী বক্রমোহিণী ।
নবমী খেতপিজলা দশমী খেতপিজলা ॥”

(বৃহদ্রত্নপুরাণ উত্তরখণ্ড ১৫০ অঃ)

এই গোজাতির মধ্যে অকপিলা গাভী প্রধান, অপিলা বিতীরা, রক্তকপিলা তৃতীরা, নীলপিজলা চতুর্থ এবং যে গাভী গুরুবর্ণ ও চকু পিজলবর্ণ তাহা পঞ্চম, গুরুপিজলা বটী, চিজবর্ণ এবং পিজলবর্ণ চকুবিশিষ্ট গাভী সপ্তম, বক্রমোহিণী অষ্টম, খেত ও পিজলবর্ণ চকুবিশিষ্ট নবম এবং খেত ও পিজলবর্ণবিশিষ্ট দশম ।

সবংসা ধেহু দান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । পুরাণাদিতে দশবিধ ধেহুদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । যথা—

“যান্ত্র পাণবিনাশিত্তঃ পঠ্যন্তে দশধেনবঃ ।
তাসাং স্বরূপং বক্ষ্যামি নামানি চ ধনাধিপ ॥
প্রথম ঞ্জুধেহুঃ তাদ্ যুতধেহুরথাপি বা ।
তিলধেহুতৃতীরা চ চতুর্থী জলসংজ্ঞিকা ॥
কীরধেহুচ বিখ্যাতা মধুধেহুরথাপি বা ।
সপ্তমী শর্করাধেহুদধিধেহুরথাটমী ॥
রসধেহুচ নবমী দশমী ত্রাং স্বরূপতঃ ।
সুবর্ণধেহুচ মধ্যম্যত্র কেচিদিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥
নবনীতেন তৈলেন তথাক্তে তু মহর্ষয়ঃ ।
অয়নে বিযুবে পুণ্যে ব্যতীপাতেহথবা পুনঃ ॥
ঞ্জুধেবাদয়ো দেয়াস্তু পুরাণাদিপার্কম্ ॥” (মৎস্কপুং ৭৬ অঃ)

পাণনাশক দশ ধেহুদানের নাম ও স্বরূপ কথিত হইতেছে,—দানীর দশবিধ ধেহু, ঞ্জুধেহু, যুতধেহু, তিলধেহু, জলধেহু, কীরধেহু, মধুধেহু, শর্করাধেহু, দধিধেহু, লবণধেহু ও রসধেহু, ইহা তিন কোন কোন আচার্য্য বর্ণ ধেহুদান ও ইচ্ছা করিয়া থাকেন । ইহা তিন নবনীত ধেহুও দান করা বাইতে পারে । এই ধেহু সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, পার্কদিন, গ্রহণ ও পুণ্যকালাদিতে দান করিতে হয় । ইহার বিধান তত্তৎ শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য ।

বরাহপুরাণে কপিলা ধেহুদান ও তাহার মাহাত্ম্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

“অখ্যাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি কপিলাধেহুদুত্তমাম্ ।
বংক্রান্তান্যে নরো বাতি বিহুলোকবহুতমম্ ॥

পূর্বোক্তেন বিধানেন দত্তাদেহুং সবৎসকাম্ ।

সর্গালভায়সংযুক্তাং সর্বরত্নসমবিত্তাম্ ॥

কপিলারাঃ শিরোগ্রীবে সর্বকীর্ত্তানি ভাবিষি ।

পিতামহনিরোগাক্ষ নিবসন্তি হি নিত্যশঃ ॥” (বরাহপুরাণ)

কপিলাধেহু দান করিয়া লোকসকল অমৃতম বিহুলোকে গমন করিয়া থাকে । কপিলাধেহু দানের সময় সতর্ক অলভায়সংযুক্ত করিয়া ও তাহাতে সর্ব রত্ন বিদ্যুত করিয়া দান করিবে । পিতামহ ব্রাহ্মার আদেশানুসারে কপিলা ধেহুর মস্তকে ও গ্রীবাদেশে সকল তীর্থ অবস্থিত আছে যে সকল নর ঐকালে কপিলা ধেহুর গৃহে গমন করিয়া তাহার গল বা মস্তক দেশ হইতে করিত অলপান করে তাহার সেই জলে সকল পাতক নিরাকৃত হয় । অগ্নি কাঠকে যেরূপ নাশ করে, তরুণ ঐ জল তৎকণাৎ পাপ সমূহকে বিনাশ করে এবং যাহারা প্রতিদিন কপিলা ধেহু দর্শন করে, তাহাদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার ফল হয় এবং নিশ্চিতরূপে দশজন্ম-কৃত পাপ নাশ হয় । কপিলার মূর্ত্তে দান করিলে গঙ্গাদি তীর্থস্থানের ফল হয় এবং যাবজ্জীবন কৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এক শত অস্ত্র ধেহুদানে কল লাভ হয়, এক কপিলা ধেহুদানে সেই কল লাভ হইয়া থাকে । কপিলাধেহুর গাত্র কণ্ঠ, পশ্চিমপাশ ও ক্ষুদ্র হইলে তুণ্ডাদি দান অতিশয় পুণ্যজনক । এমন কি নিয়মিতরূপে এই সকল অমৃতান করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ এবং অস্ত্রকালে দিব্যবিমান আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বপরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গে গমন করে । বিখ্যাত হোমোজ্ঞ এই কপিলা ধেহু নির্মাণ করিয়াছেন । ব্রাহ্মা পূর্বে সর্ব তেজের সারাংশ উচ্চীত করিয়া এই কপিলাধেহু প্রস্তুত করেন, ইহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতম ।

শূদ্র যদি কপিলাধেহু ব্রাহ্মণকে দান করে, যে ব্রাহ্ম তাহা প্রতিগ্রহ করেন, তিনি পতিত ও চণ্ডাল সঙ্গ হইয়া থাকেন ।

“গৃহীত্বা কপিলাং শূদ্রাং কামতঃ সদৃশো ভবেৎ ।

পতিতঃ স বিজাতীনাং চাণ্ডালসদৃশো হি সঃ ॥” (বরাহপুরাণ)

এই অস্ত্র ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র হইতে কপিলা ধেহুগ্রহণ করিবেন না । শূদ্র কপিলাধেহুর কীরাদি দ্বারা জীবিক নির্বাহ করিতে পারিবে না ।

“তাসাং কীরং যুতং বাপি নবনীতমথাপি বা ।

উপজীবন্তি যে শূদ্রাঃ স্তেবাং গতিমথো শূদ্র ॥

কপিলাজীবিনঃ শূদ্রাঃ ক্রুরা গচ্ছন্তি রৌরবম্ ।

রৌরবে তু মহারৌদ্রে বর্ষকোটিশতং ধরে ॥

ততোহপি বুভাঃ কালেন শানবোনৌ ব্রজতি তে ।" (বরাহপুং)

এই কপিলা ধেহুর স্বত, কীর, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা যে শূত্র জীৰ্ণিক। নির্মাহ করে, তাহার রোরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। তাহার পরে মহারোজ নরকে কোটি বৎসর অবস্থান করিয়া কুকুরবানিতে অন্ন গ্রহণ করে। এই সকল কারণে শূত্র কখন কপিলা ধেহুদ্বারা জীৰ্ণিক। নির্মাহ করিবে না। যে ব্রাহ্মণ অর্দ্ধশ্রমতাবস্থায়, অর্থাৎ রূথ বাহির হইরাছে, অথচ সমগ্রভাবে শ্রমবহর নাই, এইরূপ অবস্থায় যদি দান করে, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তৎসদৃশ ফল হইয়া থাকে এবং ধেহুর গাজে বসে রোম থাকে, তত কোটি বর্ষ ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে।

ধেহু শরীরে এই সকল দেবতা নিত্য অবস্থান করেন—

"নস্তেষু মরুতো দেবা জিহ্মারাক্ত সরস্বতী।

খুরমধ্যে তু গজকর্কাসাঃ খুরাগ্রেষু তু পরগাঃ ॥

সর্বসন্ধিষু সাধ্যাচ্চ চক্ষাদিতৌ চ লোচনে।

ককুদি সর্বনক্ষত্রং লাজুলে ধর্ম আশ্রিতঃ ॥" (বরাহপুং)

ধেহুর নস্তদেশে মরুৎগণ, জিহ্মাতে সরস্বতী, খুরমধ্যে গজকর্কাসকল, খুরাগ্রে পরগাসকল, সন্ধিস্থলে সাধ্যগণ, লোচনদ্বয়ে চক্ষু হৃদয়, ককুদে সকল নক্ষত্র, লাজুলে ধর্ম, অপানে সকল তীর্থ, প্রস্তাবে জাহ্নবী নদী ও নানা বীপ-সমাকীর্ণ চারিটী সাগর, রোমকূপে শ্ববিলকল, গোময়ে পদ্মধারিণী ও রোমসমূহে সকল বিত্তা অবস্থিত আছে, ধেহু চলিতে লাগিলে স্বতি, মেঘা, লজ্জা প্রভৃতি মাতৃকাগণ ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন। (বরাহপুরাণ)

ধেহুক (পুং) ধেহুরিব প্রতিকৃতিঃ ইতি কন। (ইবে প্রতিকৃতিঃ। পা ৫।৩।১৬।) অম্বরবিশেষ, বলরাম এই অম্বরকে বিনাশ করেন। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুইজনে একদা ধেহু চরাইতে তালবনে গমন করিয়াছিলেন। এই বন মনুষ্যসমাগমশূন্য এবং নিরতিশয় ছত্রবেস্ত। এই বন এইরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, দেখিলে বোধ হয়, কেবল ইহা নরমাংসলোলুপ রাক্ষসের আবাস বাতীত আর কিছুই নহে। বলরাম এই স্থলে যেমন একটা তাল পাড়িলেন, সেই তাল পতনের শব্দে ধেহুক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহাদর্পে তাহার কেশনকল খাড়া হইয়া উঠিল, চক্ষুধর শুক হইল, হ্রোদরবে বন পূর্ণ হইল এবং সুরকেপে পৃথিবীতল যেন বিলীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে সে কালান্তক বনের ভায়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং

বলরামকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিরন্তর দংশন করিতে লাগিল। বলরাম তৎক্ষণাৎ তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বারংবার ঘুরাইয়া তালবৃক্ষের উপরে কেলিয়া দিলেন, এই আঘাতেই তাহার উরু, কটী, গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হওয়াতে নিতান্ত অবজ্ঞাক্রান্তি হইয়া তালকলের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত ও গতাস্থ হইল। ইহা দেখিয়া রাস তাহার অত্যন্ত জ্ঞাতিগণকেও বিনাশ করিলেন। এইরূপে গর্ভতাক্রান্তি ধেহুক সমলে বিনষ্ট হইল। এই অবধি এই তালবনে আর কোন উপদ্রব থাকিল না। (হরিবংশ ৬৯ অঃ)

২ তীর্থবিশেষ। মহাত্মারতে বনপর্কে এই তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ততো গচ্ছত রাজেন্দ্রে ধেহুকং লোকবিশ্রুতম্।

একরাজোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছন্তিলধেহুকাম্ ॥"

(ভারত ৩।৮।৮১।)

ধেহুক তীর্থ অতিশয় পবিত্র, এই তীর্থে এক রাজি অবস্থান করিয়া তিলধেহু দান করিলে সকল পাপনাশ হয়, এবং অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গতি হইয়া থাকে। এইখানে কপিলা বৎসের সহিত বিচরণ করিয়াছিল, অতাপি তাহার চিহ্ন বিস্তমান আছে, এই চিহ্ন স্পর্শ করিলে বাহা কিছু অন্তত আছে, তাহা বিনষ্ট হয়।

৩ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত দ্বাদশ বন্ধ।

"সুপ্তাঃ স্ত্রিয়ং সমালিন্য স্বয়ং স্ত্রুস্তো রমেৎ পুনঃ।

লঘু লিঙ্গং চালয়েৎ যো বন্ধোহয়ং ধেহুকঃ স্মৃতঃ ॥"(রতিমঞ্জরী)

অন্তবিধ লক্ষণ—

"জন্তহস্তযুগলা নিজে পদে যোষিধিতি কটিক্রূরবলতা।

অগ্রতো যদি শটনরধোমুখী ধেহুকঃ ব্রহ্মহরতে প্রিয়ে ॥"

(রতিমঞ্জরী) [রতিবন্ধ দেখ।]

ধেহুকসূদন (পুং) ধেহুকং গোবর্দ্ধনোত্তরপার্শ্বহতালবন-নিবাসিনঃ অম্বরং নিম্বরতি সূদ-গিচ্-ল্যা। শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিকাংশেবে বিষ্ণুর নাম পর্যায়ে—'ধেহুকসূদন' এই শব্দ বিস্তৃত হইরাছে। বলরাম ধেহুক অম্বরকে বিনাশ করেন, তাহা হইলেও বলরাম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া তাহাকে বুদ্ধিতে হইবে। কেন না ভাগবতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়—

"নৈতচ্চিহ্নং ভগবতি হনন্তে জগদীশ্বরে।" (ভাগবত)

ভগবান্ জগদীশ্বর অনন্তদেব যে ধেহুক অম্বরকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহা কোন আশ্চর্যের বিবর নহে, ইত্যাদি বচন দ্বারা বলতত্ত্বকে ভগবান্ জগদীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। এই কারণে ত্রিকাংশেবে শ্রীকৃষ্ণকে ধেহুকসূদন বলিয়া বলা হইরাছে।

ধেমুন্ডা (জী) ধেমুন্ডা প্রতিকৃতি: ধেমু-কন-টাণ।

১ হুতিনী। ধেমুন্ডা আর্থে কন। গাভী, ধেমু।

"ইয়াং তে ভক্কাং ভাৰ্ঘ্যং বদাধিতরিতপ্ততাম্।

কথং বন্ধারিয্যামি বিবৎসামি ধেমুন্ডা ॥" (ভাগ ৭৩৩১৮)

ধেমুন্ডা (পুং) ধেমুন্ডা অরি: ৬৩৭। ধেমুন্ডা, বলরাম।

ধেমুন্ডা (জী) ধেমুন্ডা অরি: ৬৩৭। ১ চিড়িট, হিন্দী চিড়িট। ধেমুন্ডা ৬৩৭। ২ গোবীর, গোবীর হুৎ।

ধেমুন্ডা (পুং) কয়োতি বর্জরতীতি, ক-অচ্, ধেমুন্ডা-কর: ৬৩৭। গর্জর, গাঁজর, ধেমুন্ডাকে ইহা খাওয়াইলে হুৎ বর্জিত হয়।

ধেমুন্ডা (জী) তাঁশ।

ধেমুন্ডা (জি) ধেমুন্ডা হুৎ মতপ্। ১ ধেমুন্ডা।

জিয়াং জীপ্। ২ ভয়ভবংশীর দেবদ্বারের ভাৰ্ঘ্য।

"দেবদ্বারস্ততো ধেমুন্ডাং হুতপরমেজী।" (ভাগ ১১৫:৩)

ধেমুন্ডা (জী) ধেমুন্ডা মূল্য: ৬৩৭। প্রারম্ভিত বিষয়ে ধেমুন্ডানের নিজস্ব মূল্যভেদ। প্রারম্ভিতাছুটান করিলে ধেমুন্ডান করিতে হয়, যদি ধেমুন্ডান করিতে না পারে, তাহার মূল্য দিতে হয়, এই মূল্যের বিষয় প্রারম্ভিতভাবে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"প্রাপ্যপত্ন্যত্রাতশক্তৌ ধেমুন্ডাং পরম্বিনীং।

ধেমুন্ডাং দাতব্যং তুল্যাং মূল্যং ন সংশয়ঃ ॥" (প্রারম্ভিতত্ব)

যাহারা প্রাপ্যপত্ন্য ত্রাত অমুষ্ঠান করিতে অশক্ত, তাহারা ধেমুন্ডান করিবেন, যদি ধেমুন্ডা অভাব হয়, তাহা হইলে ইহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এইস্থলে 'পরম্বিনী' এই পদব্যাধি সর্বস্বা ধেমুন্ডানই বুঝিতে হইবে, অতএব ধেমুন্ডা মূল্যের স্থলে সর্বস্বা ধেমুন্ডা মূল্যই দিতে হইবে।

"ধেমুন্ডা পক্ষভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকী।

কার্ধাপণৈকমূল্যা হি দরিদ্রাণাং একীর্জিতা ॥" (প্রারম্ভিতত্ব)

ধনবান্দিগের পক্ষে পক্ষকার্ধাপণ, অর্থাৎ পাঁচকাহন, মধ্যবিত্তদিগের তিন কাহন এবং দরিদ্রদিগের পক্ষে এক কাহন কড়িই ধেমুন্ডা। এই পাঁচ কাহন, তিন কাহন বা এক কাহন কড়ির যে রকমাদি মূল্য হয়, তাহাও দিতে পারা যায়, কেবল যে কড়ি দিতে হইবে তাহা নহে, কড়ির মূল্যও দেয়, যেহেতু বচনান্তরে এইরূপ লিখিত আছে—

"শোবধেন শরীরত তপসাদায়নেন চ।

পাণ্ডিত্যং মুচ্যতে পাণ্ডাং দানেন চ সমেন চ ॥

অতঃ কার্ধাপণজয়লভ্যং রজতাদি দীযতে।

বহু বিদ্যাক্ষরায় যবামভাবে নিকঃ স্তাং তদর্কঃ পাবনত্ব ॥"

(প্রারম্ভিতত্ব)

ধেমুন্ডা (জী) ভাষা ধেমুন্ডা: "ধেমুন্ডা" ইতি হুত্রেণ পরনিপাত্য, ততোহুত্। তবিত্যং ধেমু, অর্থাৎ বে ধেমু পরে হইবে।

ধেমুন্ডা (জী) অতিশয়েন ধেমুন্ডা-তরপ্ ততো জীপ্, হুই যবক। এতত্তা ধেমুন্ডা: "গারবতীং ধেমুন্ডারীমানতেত।"

(কঠপ্রতি)

ধেমুন্ডা (জী) ধেমুন্ডা, বৎ, ততো নিপাতন্য সাধু:।

(সংস্কার্য ধেমুন্ডা। পা ৪৪৮৯) বহুবচন্য গাভী, ঋণ পরিশোধের-নিমিত্ত উত্তমণের নিকট যে গাভী বহুক দেওয়া হয়।

"গৌর্মহিবী বা বা হুৎবহুক হিতা সা ধেমুন্ডাতি বৃদ্ধা:।"

(ভরত)

ধেমুন্ডা (জি) যে নিজ গোহুৎ অপরকে দিতে অতিশ্রুত হইয়াছে ও সেই জন্ত নিজে সে গোহুৎ ব্যবহার করে না।

ধেমুন্ডা, নির্দিষ্ট উক্ত সংখ্যা।

ধেমু (জি) ধীরতে ইতি ধা-কন্সপি যৎ। ১ ধাৰ্ঘ্য। ২ পোষ্য।

"স আদি: স মধ্য: স চান্ত: প্রজানাং

স ধাতা স ধের: স কর্তা স কার্ধ্যং ॥" (ভা° শাস্তি ৩৪২ অ:)

ধে-যৎ। ৩ পের। ভাবে যৎ। ৪ ধারণ। ৫ পোষণ। ৬ পান।

ধেমুন্ডা (দেশজ) ধান, চিত্তন।

ধেমু, এক অনার্য জাতি। ইহাদের অনেক পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, জয়পুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভূতাত্ত্বিক কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা মৃত জন্তুসকল ভক্ষণ করে, তাহাদের চৰ্ম্ম পরিষ্কৃত করিয়া চামারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। রাজপুতানা-নিবাসী ধেরগণ বস্ত্র অথবা গোম্বা কোন প্রকার শূকর মাংসই ভক্ষণ করে না। নগরের বহির্দেশে যে স্থানে ধেরগণ বাস করে, তাহাকে ধেরবারা বলা হইয়া থাকে।

ধেমু (জি) অতিশয়েন ধাতা, ইষ্টন্ তুল্যোপেণ ঋণ:। ধারকতম। "মিজাপাং মিজপতে ধেমু:।" (ধক ১১৭৩৫)

"ধেমু: অতিশয়েন ধারক:" (সারণ)

ধেমুন্ডা (পুং-জী) ধেমুন্ডাপত্যং ইতি উৎসাদিত্যং অঞ্। ধেমুন্ডা অশত্য। জিয়াং জীপ্।

ধেমুন্ডা (জী) ধেমুন্ডা সমুৎ: ঠক্ (অচিৎকৃতধেমুন্ডাক্।

পা ৪২৪৭) ১ ধেমুন্ডা। ২ জীদিগের করণভেদ। (মেদিনী)

ধেমুন্ডা (জী) ধীরত ভাব: কর্ম বা ধীর-অঞ্। ধীরতা।

"হিরতিভোরতির্বা কু তদৈক্যমিতি কীর্জতে ॥"

(উজ্জলনীলগণি)

ধেমুন্ডা চিত্তোরতি অর্থাৎ চিত্তোর বহুবচন্য হইবে,

তাহাই ধৈৰ্য্য নামে কথিত। ২ অগ্রমাদ। ৩ অব্যাহুল্য।
৫ নির্ধিকার চিত্তত্ব।

“মনসৌ নির্ধিকারঃ ধৈৰ্য্যঃ সংবশি হেতুঃ।” (স্মৃতি)

কারণ সত্ত্বও চিত্ত বিচলিত না হওয়া। ধীরশব্দের
লক্ষণ স্থলে লিখিত আছে—

“বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে

যেবাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥” (কুমারসং)

বিকারের কারণ উপস্থিত আছে, অগচ চিত্ত বিকৃত
হয় না, এইরূপ হইলে ধীর বলা যায়। এই ধীরের ভাবই
ধৈৰ্য্য। ৬ নারকনায়িকার গুণভেদ। ৭ পুরুষের গুণভেদ।

“শোভা বিলাসো মাধুর্য্য গাজীর্ঘ্য ধৈৰ্য্যভেজসী।

ললিতোদ্যাদ্যমিত্যেষৌ সজ্জাঃ পৌরুষা গুণাঃ ॥” (সাহিত্যদং)

শোভা ও ধৈৰ্য্য প্রভৃতি পুরুষের সজ্জা আটটি গুণ।

লক্ষণ—

“ব্যবসায়াদচলনং ধৈৰ্য্যে বিম্বে মহতাপি।” (সাহিত্যদং)

অতি তরানক বিষ উপস্থিত হইলেও ব্যবসায় হইতে
কিছুদূর বিচলিত না হওয়ারই নাম ধৈৰ্য্য। অর্থাৎ যতই
বাধা বিষ হটক না কেন, অবলম্বিত বিষয় হইতে কিছুতেই
চিত্তের বৈলক্ষণ্য হইবে না, ইহার নাম ধৈৰ্য্য।

উদাহরণ—

“ঐতাপরো গীতিরপি ক্ষণেহস্মিন্

হয়ঃ প্রসংপানপরো বভূব।

আশ্বেষরাণাং নহি জাতু বিয়াঃ

সমাধিতেদ-প্রতবে ভবতি ॥” (সাহিত্যদং)

অঙ্গরানিগের গান শ্রুত হইতেছে, তথাচ সেই সময়ও
হয় ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন, এই স্থলে অঙ্গরোগীতি প্রবণ
করিয়া চিত্ত চাক্ষুশ্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া
আরও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন, এই জন্ত ইহাকে
ধৈৰ্য্য বলা যায়।

ধৈৰ্য্যকলিত (জি) ধৈৰ্য্যেণ কলিতঃ ৩৩৭। স্থির, অটল।

ধৈৰ্য্যচ্যুত (জি) ধৈৰ্য্যং চ্যুতঃ ৫৩৭। ধৈৰ্য্যহীন, অস্থির।

ধৈৰ্য্যশালিন্ (জি) ধৈৰ্য্যং শালিত্বঃ শীলমন্ত শাল-মিনি।

ধৈৰ্য্যযুক্ত, ধৈৰ্য্যবান, শান্ত, সহিষ্ণু।

ধৈৰ্য্যাবলম্বন (ক্রী) ধৈৰ্য্যত অবলম্বনঃ ৩৩৭। কান্ত হওন,
শান্ত হওন।

ধৈৰ্য্যাবলম্বিন্ (জি) ধৈৰ্য্যং অবলম্বতে, অব-লম্ব-মিনি।
ধৈৰ্য্যালী, সহিষ্ণু, শান্ত।

ধৈবত (পুং) ধীরতাময়ঃ, ধীরং অণু পুৰোদরাদিভ্যাং নত বহুং।

নত্ব শব্দের অন্তর্গত বটশব্দ। নীরম রসে ইহা অম্বসর-সদৃশ।

‘অবত ধৈবতং রৌতি’ অম্ব ধৈবত সদৃশ রস করে।
তানসেনের সতে ভেকবরকৃত্য। ইহার স্থান ললাট।
ব্যাকরণমতানুসারে নত। কজির বর্ণ, ইহার জাতি বাঁড়ব।
এই শব্দের তান ৭২০, প্রত্যেক তান ৪৮, সমুদারে তান
সংখ্যা ৩৪৫৬০। ইহার এই নাম হইবার কারণ—

“গম্মা নাভেরধোভাগং বত্তিঃ প্রোপোর্জগঃ পুনঃ।

ধাবনিব চ বো বাতি কৰ্ভদেশং স ধৈবতঃ ॥”

(সঙ্গীত-দামোদর)

যাহা নাভির অধোভাগে গমন করিয়া বত্তিদেশ পর্য্যন্ত
প্রাপ্ত হয়, পরে উর্দ্ধগত হয় এবং ধাবিত হইতে হইতে
কৰ্ভদেশ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে ধৈবত কহে।

“মদন্তী রোহিণী রমোভোভা ধৈবতসংশ্রয়াঃ।” (সঙ্গীতদর্পণ)

রম্যা, রোহিণী ও মদন্তী নামে ইহার তিন ঐতি।
ইহা শুদ্ধ ও কোমল এই দুইরূপে প্রযুক্ত হয়। অতি-
কোমল কোমলেরই প্রভেদ। ধৈবতকে সুর করা হইলে
সুরগ্রাম এইরূপ হইয়া থাকে—

ধ = স, নি = ঞ, ঞ = গ, ঞ = ম,

গ = প, ম = ধ, ধ = নি, ধ = স।

কোমল ধৈবত সুর হইলে—

ধ = স, নি = ঞ, স = গ, ঞ = ম,

গ = প, ম = ধ, প = নি, ধ = স,

ইহার উত্তর ঞবিকুলে, জাতি কজির, বর্ণ পীত, জন্মস্থান
খেতদীপ, ইহার ঞবি তুচ্ছক, দেবতা গণেশ, ছন্দ উচ্চিক্;
ইহা বীতংস ও তরানক রসের উপযোগী। (সঙ্গীতদর্পণ)
ধৈবতের অস্ত্র সকল বিবরণ সুরগ্রাম শব্দে দেখ।

ধৈবত্য (ক্রী) ধীবো ভাবঃ স্তৃষ্ণ দাণ্ডিনায়নেনত্যাদিভ্যাং নত্ব ত।
ধীবনের ভাব।

ধৈবর (পুং ক্রী) ধীবরভাপত্যঃ বেদে অণ্। ধীবরের অপত্য।

“সরোভোয়া ধৈবরঃ।” (শুল্কসংহঃ ৩০।১৬)

বৈদিক প্রয়োগেই অণ্ হইবে, কিন্তু শৌকিক প্রয়োগে
অণ্ না হইয়া ইঞ্ হইবে, সেইস্থলে ধেবারি এইরূপ পদ
হইবে।

ধোআট (দেশজ) ধৌত পদার্থ। কোন স্থান ঘুইলে সেই
অলের সহিত যে সকল আবর্জনা বা অস্ত্র পদার্থ বাহিত হয়,
চলিত কথায় তাহাকে ধোআট বলে।

ধোয়াটি (দেশজ) ধূত।

ধোই (দেশজ) ধৌত।

ধোঁকন (দেশজ) হাঁপান।

ধোঁকা (দেশজ) ১ সন্ধ্যা, ২ হাঁপান।

ধোঁকানি (দেশজ) হাঁপানি।

ধোঁকানিপেটা (দেশজ) দৌড়াইবার কারণ হাঁক।

ধোঁড়া (দেশজ) সর্পবিশেষ, ডুঙুত, চোঁড়ালাপ।

ধোঁয়া (দেশজ) ধূস, ধূস।

ধোকড় (দেশজ) ১ শলিবেশেষ, ২ ছেঁড়া কাপড়, ৩ অণ্ডকোষ।

ধোচনা (দেশজ) ধুচনি।

ধোড় (পুং) চোঁড়া সাপ।

ধোড় (পুং) ধোরতি চাতুর্ঘ্যে গচ্ছতীতি, ধোর গতি-
চাতুর্ঘ্যে অচ্ রত ডুং। সর্পবিশেষ, চোঁড়ালাপ।

ধোত্রিয় বৈশোলা, মধ্যপ্রদেশের ধার রাজ্যের অধীনস্থ
একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দারের উপাধি
ঠাকুর। ইনি ধাররাজকে বার্ষিক ২৫০ টাকা কর দিয়া
থাকেন। অধিবাসী সমস্তই ভীল জাতীয়। সর্দারের
অধীনে নয় খানি গ্রাম আছে।

ধোদারআলী, আসাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি সদর রাস্তা।
এই রাস্তা ১১৭২ মাইল বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে গিয়া,
গোলাঘাট জেলার ধানেশ্বরী নদীর নিকট আসাম ট্রাক
রোডের সহিত মিলিয়াছে। আহমবংশের রাজত্বকালে এই
রাস্তা প্রস্তুত হয়।

ধোনা (দেশজ) ধুসর প্রকার ছায়া যুক্ত-তুলা পিজিয়া
পরিষ্কার করা।

ধোনানি (দেশজ) তুলাপরিষ্কার।

ধোপ (দেশজ) ধোতকরণ, প্রকালন।

ধোপদন্ত (পারসী) ধোত, পরিষ্কৃত।

ধোপা (দেশজ) রজক, বস্ত্রক্ষালক।

ধোপাকই (দেশজ) এক প্রকার কই মাছ।

ধোপানী (দেশজ) রজকপত্নী।

ধোপাপপুর, (ধোতপাপপুরের অপভ্রংশ) একটি নগর। এই
নগর সুলতানপুরের দক্ষিণদিকে ৯ ক্রোশ দূরে ও গোমতী-
তটে অবস্থিত। এই স্থান পূর্বে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল,
এখন তাহার কিছুই নাই, কেবল ভয়াবশেষ ইষ্টকাদি
অর্ধক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই স্থান হিন্দুদিগের একটি
তীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

ধোবাল, গড়বাল নিবাসী এক শ্রেণী ব্রাহ্মণ।

ধোবা, প্রভাপগিরি নামক পর্বতের শৃঙ্গবিশেষ; মাজারের
অন্তর্গত গঙ্গা জেলার অবস্থিত। উচ্চতা ৪১৬৬ ফিট।
ইহা ভারতবর্ষের জিকোণমিতিক পরিমাণের একটি আভা।

ধোবা, পাটনা বিভাগের অন্তর্গত সাগরায় জেলার একটি
ক্ষুদ্র নদী।

ধোবাখাল, আসামের গারো জেলার একটি গ্রাম;
সোমেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে পাথুরিয়া
কয়লার খনি আছে।

ধোয়ানীকুণ্ড, নদীতীরের উপরানে অবস্থিত বৃন্দাবনস্থ তীর্থ-
বিশেষ। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের দখিভাণ্ড ধোত হইত, এই
জন্ত ইহার নাম ধোয়ানীকুণ্ড হইয়াছে। (বৃন্দাবনলীলায়ত)

ধোয়ী (পুং) একজন কবি, জয়দেবের গীতগোবিন্দে ইহার
নামোল্লেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি রাজা ছিলেন, ইহার
প্রকৃত বিবরণ জানা যায় না।

“ধোয়ী কবি: স্রাপতিঃ” (গীতগোবিন্দ)

ধোরণ (স্ত্রী) ধোরতি গচ্ছতানেন ধোর করণে ল্যুট। ১ যান-
মাত্র। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির যান। ভাবে ল্যুট। ২ অশ্বের
প্রথম গতি। পর্যায়—ধোরিতক, ধোঁরা, ধোরিত। (হেম)

ধোরণি (স্ত্রী) ধোরতি ক্রমশঃ প্রাপ্নোতীতি ধোর-অনি।
পরম্পরা।

“যৈমাকল্যবনে মনোজপবনে সভা: ঞ্জলম্মাধুরী

ধারাদোরণিগিধোতধামনি ধরাধীশম্মালম্মাত্যে।

তেষা: নিত্যবিনোদিনাং স্নহুতিনাং মাক্ষীকপানাং পুনঃ

কাল: কিম্ব কয়োতি কেতকি! যতস্বকাপি কেলীহনী॥”

(উত্তট)

ধোরাবী, ওড়িশার অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের একটি
নগর। ইহা দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। অধিবাসীর সংখ্যা ২০৪০৬,
তন্মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুই অধিক।

ধোরিত (স্ত্রী) ধোর-ক। ১ ধোরণ, অশ্বের প্রথম গতি।
২ বধ।

ধোলেরা (ঢোলেরা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আন্ধরা-
বাদ জেলার চন্দ্র উপবিভাগের একটি বন্দর। এই বন্দর
আন্ধরাবাদ নগর হইতে ৬২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাষে
উপসাগর কূলে অবস্থিত এবং তুলার কারবারের জন্য
বিখ্যাত। অক্ষা° ২২° ১৪' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১৫' পূঃ।

শতবর্ষ পূর্বে ধোলেরা বা ভাদর-খাড়ী দিয়া ধোলেরা
নগর পর্য্যন্ত নৌকা যাতায়াত করিত। কিন্তু বিগত ৫০
বর্ষ মধ্যে ঐ খাড়ী ভরাট হইয়া যাতায়াত ধোলেরা বন্দর
সমুদ্রে হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে পড়িয়াছে। ধোলেরা
নগরের ৫ মাইল দক্ষিণে ঐ খাড়ী-তটে ঐ বন্দর আছে,
ঐ বন্দর এবং ১৬ মাইল দক্ষিণস্থ অপর এক সাধারণ
শাখাকূলে অবস্থিত বাবলিয়ারি বন্দর এই দুই দিয়াই

খোলারায় বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। দেশীয় লোকের মধ্যে বন্দর হইতে মূল নগর পর্যন্ত পথে ট্রামওয়ে হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খাড়ীর প্রবেশ-দ্বারে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। খোলার নগরের তুলা মুরোপে বিশেষ বিখ্যাত। এই নগরের নামানুসারে তথায় এক জেলা তুলার নাম খোলার-তুলা হইয়াছে। এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, গবর্নমেন্ট বিজ্ঞানালয়, হাঁসপাতাল ও পুলিশ থানা প্রতিষ্ঠিত আছে।

খোলকা (খোলকা) ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আন্ধ্রপ্রদেশ জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার উত্তরে সানন্দ, পূর্বে খেড়া জেলা ও কাষে, দক্ষিণে চণ্ডীক এবং পশ্চিমে কাঠিয়াবাড়। পরিমাণ কল ৬৬৫ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ভূমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অবশেষে রনু নামক জলায় মিশিয়াছে। পূর্বভাগে শাবরমতী নদীতীরস্থ ভূভাগ বৃক্ষাদিগণিবৃত, কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমভাগে তরুণাদি নাই, শীতকালের প্রচণ্ড ভূসানিল তথায় প্রপ্রতিহতপ্রভাবে বহিতে থাকে।

২ উপরোক্ত খোলকা উপবিভাগের প্রধান নগর। এই নগর মূল গুজরাট হইতে কাঠিয়াবাড় যাইবার রাস্তায় শাবরমতী নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৪৩' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২৮' ২০" পূঃ। লোকসংখ্যা ১৬,৪২৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ১১,২০০, মুসলমান ৫১৬০, জৈন ১২৪ এবং পার্শী ৩ জন।

খোলকা গুজরাটের একটি প্রাচীন নগর। অস্ত্রাণি বিস্তীর্ণ প্রাকার, বহুল মসজিদ ও মন্দিরাদির ভয়াবশেষ ইহার অতীত কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টাব্দখ্রীঃ কনকসেন, অগহিহ্নবাড়পতি সিন্ধুরাজের মাতা যৈনালদেবী, বাঘেলবংশের স্থাপয়িতা বীরধবল এবং পাণ্ডা নরপতিগণ প্রাচীনকালে এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের অধিকারকালে দিল্লী হইতে অনেক শাসনকর্তা গিয়া এই নগরে বাস করিত। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই নগর গাইকবাড়ের হস্তগত হয়, পরে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ইহা অধিকার করে, তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়। অধিবাসিগণ আপনাদিগকে কসবাতী অর্থাৎ নাগরিক কহে। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে খিলজি আলাউদ্দীন কর্তৃক অগহিহ্নবাড় হইতে বিভাজিত হইলে বাঘেলদিগের সহিত যে সকল সৈনিক পুরুষ আসিয়াছিলেন, বর্তমান অধিবাসিগণ তাহাদিগেরই বংশধর। এখানকার শিরাজভৈরব মধ্যে শাড়ীই বিখ্যাত এবং আন্ধ্রপ্রদেশ জেলার

মধ্যে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে ডাকঘর, মহারাজার আদালত, বিজ্ঞানালয় ও হাঁসপাতাল আছে।

খোনা (দেশজ) গাজাবরণবিশেষ।

খোত (জি) ধাতুতে ইতি ধাব কর্মণি ক্ত। ১ মার্কিত। ২ প্রকালিত। ৩ শোধিত। পর্যায়—নির্গিত, শোধিত, মুঠ, কালিত। (হেম)

“ঈবন্ধোতং জিয়া খোতং বন্ধোতং রজকেন চ।

অধোতং তদ্বিধানীয়াদশা দক্ষিণপশ্চিমে ॥” (কর্মলোচন)

(ক্লী) ৪ রোপ্য। (রাজনিঃ)

খোতকট (পুং) খোতঃ কটঃ কর্মধা°। সূত্ররচিতপাত্র, খোঁকড়া, পর্যায়—স্তোন, স্নাত, প্রসেবক, স্থান। (ভরত)

খোতকোষজ (ক্লী) কোষাজ্যতে ইতি কোষ-জন-ড। খোতং কোষজং। পত্রোর্ণ, কুমিকোষজাত বস্ত্রভেদ। (শকর°)

খোতকোষেয় (ক্লী) খোতং কালিতং কোষেয়ং। প্রকালিত কুমিকোষজাত বস্ত্রভেদ।

খোতখণ্ডী (ক্লী) ইক্ষুখণ্ড।

খোতবলী (ক্লী) খোতাজনী, ত্র্যকটশিক্যভেদ। (হার°)

খোতমূলক (পুং) ১ চীনসাম্রাজ্যেদ।

“অর্কজল বলীহানং চীনানং খোতমূলকঃ।” (তা° উত্তো° ৭৩ অ°)

খোতং মূলং যন্ত কপ্। (জি) ২ প্রকালিত মূলযুক্ত।

খোতয় (ক্লী) খোতমিব রোপ্যমিব বর্ণং যাতি যা-ক। সৈন্ধব, সৈন্ধবের বর্ণ রোপ্য সূদৃশ বলিয়া ইহার নাম খোতয় হইয়াছে।

খোতরি (জি) ধৃতমেব খোতং কম্পনমুচ্ছতি ঞ্জিকি। কম্পন-কারক। জিয়াং ভীপ্। “স্তোলাভিখোতরীভিঃ।” (শব্দ° ৬।৪৪।৭)

‘খোতরীভিঃ কম্পনকারীভিঃ’ (সায়ণ)

খোতশিল (ক্লী) খোতা শিলা যন্ত। ক্ষটিক।

খোতাজনী (ক্লী) ত্র্যকট শিক্যভেদ। (মেদিনী)

খোতি (ক্লী) ধাব-ক্তি। বিশুদ্ধি। এই খোতির বিষয় যোগশাস্ত্রের ত্রৈলোক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—
খোতি চারি প্রকার—অন্তখোতি, দন্তখোতি, ক্ষুদ্রোতি এবং মূলশোধন। ইহার মধ্যে আবার অন্তখোতি চারিপ্রকার—
বাতসার, বারিসার, বহিসার এবং বহিষ্কৃত।

বাতসার—নিজের মুখ কাচচকুর মত করিয়া পুনঃ পুনঃ বায়ু পান করিতে হইবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালনা করিয়া মুখদ্বারা বিরেচন করিতে হইবে। এই বাতসার অতি গোপনীয় এবং দেহ নির্মলের প্রধান উপায়।

বারিসার—মুখদ্বারা আকর্ষ্য পরিপূর্ণ করিয়া জল খাইতে হইবে। পরে ঐ জল উদর হইতে অধোদিক দিয়া বিরেচন করিবে। এই বারিসার প্রধান খোতি,

বিনি যতপূর্বক সাধন করেন, তাহার মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ হয়।

অগ্নিদার—খাসকড় করিয়া নাভিকে একশত বার সেক-দণ্ডে সংলগ্ন করিতে হইবে। এই ধোতি দ্বারা উদরের আমাদিদোষ বিনষ্ট হইয়া আয়ুর্ভূক্তি হয়। এই ধোতি অতিশয় গোপনীয়, দেবতার ছন্দ এবং ষোণীমিগের যোগসিক্তির কারণ। এই ধোতি কলেই মলদেহ নির্মল হইয়া দেবতার সদৃশ দেহ হয়।

বহিষ্কৃত—কাকমুত্রা, অর্থাৎ কাকের টোঁটের মত মুখ করিয়া বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইবে এবং চারিদিক কাল ঐ বায়ু উদরে রাখিয়া অধোদিক দ্বারা চালিত করিবে। তাহার পরে নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া নাড়ী বহিষ্কৃত-পূর্বক যে পর্য্যন্ত মল সকল সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয়, সেই পর্য্যন্ত হস্ত দ্বারা প্রক্ষালিত করিতে হইবে। এইরূপে প্রক্ষালন করিয়া পুনর্বার তাহা উদর মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই ধোতি অতিশয় গোপনীয় এবং দেবতার ছন্দ। কেবল এই ধোতি দ্বারাই দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। চারিদিককাল পর্য্যন্ত যে অবধি খাসরোধ করিয়া রাখিতে সমর্থ না হইবে, অর্থাৎ সম্যক্রূপে ধারণা শক্তি দেহে না জন্মিবে, সেইকাল পর্য্যন্ত এই ধোতি পরিচালনা করিবে না।

দন্তধোতি পাঁচপ্রকার, যথা—দন্তমূল, জিহ্বামূল, রক্ত, কর্ণদার এবং কপালরক্ত।

দন্তধোতি—খদিররসে কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল এইরূপ মার্জন করিতে হইবে, যেন উহাতে কিছুমাত্র রস না থাকে। এইরূপ দন্ত ধৌত করিলে কখন দন্তপতন হয় না।

জিহ্বাধোতি—তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটা অঙ্গুলী গলদেশে প্রবেশ করাইয়া জিহ্বামূল পর্য্যন্ত মার্জন করিবে। এইরূপ বারংবার মার্জন করিলে ককদোষ নিবারণ হয়।

জিহ্বামূল বারংবার নবনী দ্বারা ঘোহন করিবে, এবং নোহবস্ত্র দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ টানিয়া বহিষ্কৃত করিবে, বিনি সর্বদা যত্ন সহকারে সূর্যোদয়কালে বা অস্তকালে এইরূপ প্রক্রিয়া সমাধান করেন, তাহার জিহ্বা দীর্ঘ হয় এবং অরামরোগ রোগাদি নষ্ট হয়।

রক্তধোতি—নাশা দ্বারা রক্তমধ্যে জল লইয়া মুখ দ্বারা নিক্ষেপ করিবে, এবং শীংকার দ্বারা মুখ মধ্যে জল লইয়া নাশাপটে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই ধোতি অতিশয় গোপনীয়।

কর্ণধোতি—তর্জনী ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণস্থ

মর্দন করিতে হইবে। এইরূপে প্রতিদিন মার্জন করিলে শ্রবণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

কপালরক্তধোতি—দক্ষিণ হস্তের বুড়ামুঠ দ্বারা কপাল-রক্ত মর্দন করিতে হইবে। ইহা অভ্যাশ করিলে ককদোষ শান্তি, উত্তম দৃষ্টি এবং নাড়ী নির্মল হইবে। এই ধোতি প্রতিদিন নিশ্রাবসানে, দিনান্তে, অথবা ভোজনান্তে করিতে হইবে।

ছোঁচোতি।—ছোঁচোতি তিনপ্রকার। প্রথম—রক্তদণ্ড, হরিদ্রাদণ্ড অথবা বেজদণ্ড যুগের মধ্য দিয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহার পর ইহা কিয়ৎকাল পরিচালন করিয়া বাহির করিবে। এইরূপ করিলে, কফ, পিত্ত ও ক্রোধ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এই ধোতি দ্বারা হৃদয়ে কোন রোগ থাকিলে, তাহা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

দ্বিতীয়—আহারের পর আকর্ষিত পর্য্যন্ত জলপান করিয়া কিয়ৎকাল উর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্বক ঐ জল বমন করিবে। প্রতিদিন এই ধোতি করিলে কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়।

তৃতীয়—চারি অঙ্গুলি পরিমাণ সূক্ষ্মবস্ত্র ধীরে ধীরে গলাধঃ-করণ করিয়া পুনর্বার উহা বাহির করিবে। এই ধোতি দ্বারা শুষ্ক, জ্বর, প্রীহা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি আরোগ্য হয়, পিত্ত বিনাশ হয় এবং দিন দিন শেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

মূলশোধন—যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন না করা হয়, সেই পর্য্যন্ত বায়ুর কুটিলতা যায় না। এইজন্য যত্নের সহিত মূল শোধন করা আবশ্যিক। হরিদ্রার মূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জল দিয়া বারংবার শুষ্কদেশ প্রক্ষালন করিবে। ইহারারা কোষ্ঠের কাঠিত্য, আম, অর্জীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং কাস্তি, পুষ্টি ও অগ্নি প্রাণীভূত হইয়া থাকে। (যেহুগুসংহিতা)

ধোতী (স্ত্রী) ধু-কর্তরি কিছু, স্বার্থে অণু ততো ডীপ্। চলন, কল্পন।

“যো ধোতীনামহিহরারিণক্ পথঃ” (শব্দ ২।১৩৫।)

‘ধোতীনাং কল্পতীনাং’ (সারণ)

ধোঁকুমার (স্ত্রী) ধুঁকুমারমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। মহা-ভারতের বনপর্কের অন্তর্গত উপাখ্যান ভেদ।

“ইজ্জাক্সমুপাখ্যানং ধোঁকুমারং ভট্টথৈব চ” (ভারত আদিপঃ)

এই উপাখ্যান বনপর্কে ২০০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

ধোঁমক (পুং) ধূমে তৎপ্রাধান্যে ভবঃ ধূমাদিবাং বুঞ্। ধূমপ্রধান দেশভেদ।

ধোঁমতায়ন (পুং) রাজভেদঃ

ধোঁমায়নক (ত্রি) ধোঁমায়নে নিবৃত্তঃ ততো বুঞ্। ধোঁমায়ন নিবৃত্তাঙ্গি।

খোয়া (ই) খুয়েন মিহুতাদি, কুশাদিবাং-ই-খু। খু-মিহুতাদি।

খোয়া (খু) খুয়েন অগত্যঃ গর্গাদিবাং-ই-খু। খু-খুয়ি-খু। ইনি যুধিষ্টির পুরোহিত ছিলেন। মহাত্মারতে ইহার বিধর এইরূপ উল্লেখ আছে—

খোয়া দেবলের যবিত্র ভ্রাতা। উৎকোচক নামে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, এই তীর্থে ইহার আশ্রম ছিল। এই তীর্থে অবস্থান করিয়া ইনি কঠোর তপস্চর্যা করিতেন। চিত্রগ্রথ খোমাকে পোরোহিত্যে বরণ করিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে উপদেশ দেন, পাণ্ডবগণ সেই উপদেশানুসারে ইহার নিকট গমন করিয়া ইহাকে উপযুক্ত পাজ বোধে পোরোহিত্যে বরণ করেন। ইনি নারদের নিকট সূর্য্যের এক স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই স্তব যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেন। এই স্তবের প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষরস্থানী প্রাপ্ত হন।

২ সভাযুগের একজন ঋষি। সভাযুগে ব্যাজপদ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম খোয়া। একদা ইনি ও ইহার কোঠ ভ্রাতা উপমহা ক্রীড়া করিতে করিতে এক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গাভীদোহন হইতেছে। এই স্থানে হুঙ্ক দেখিয়া ছুই ভাই মাতার নিকট গমন করিয়া হুঙ্কপান করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু মাতা হুঙ্ক দিতে না পারিয়া ইহাদিগকে প্রবোধ দিলেন, ‘বৎস! মহাদেবের উপাসনা ব্যতীত অতীত বস্ত্র লাভের সম্ভাবনা নাই।’ খোয়া মাতার নিকট মহাদেবের ব্রহ্মপাদি শ্রবণ করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। মাতার উপদেশ ইহার পক্ষে ইষ্টমন্ত্র হইল। ইনি মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্চর্যা করিতে লাগিলেন।

মহাদেব ইহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বর দিলেন, ‘বৎস! তুমি যৎপ্রদত্ত বরপ্রভাবে অমর, অমর, তেজস্বী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইবে। তুমি সামান্য হুঙ্করের জন্য মাতার উপদেশে আমার লাভ করিলে। অতএব তোমার ইচ্ছামাত্র কীরসমুদ্র তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হইবে এবং এক কর পরে তুমি আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার এই আশ্রমে স্থায়ী হইলাম। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই আমাকে এই আশ্রমে দেখিতে পাইবে।’ এই বর লাভ করিয়া ইনি স্নেহে অবস্থান করিয়াছিলেন। (মহাত্মারত অঙ্ক)

৩ আর্য্যোদ খোয়া এই নামে আর একজন খোয়া ছিলেন, তাহার আকৃতি, উপমহা ও বেদ এই নামে তিনটা শিষ্ট ছিল।

৪ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ঋষিভেদঃ।

“উবহুঃ কবরো খোয়াঃ পরিব্যাপ্ত বীর্ষাবান।

এতে চৈব মহাত্মনঃ পশ্চিমামাপ্রিতা দিশং ॥”

(ভারত শাস্তিঃ ২০৮ অং)

খোয়াকুঞ্জর, মহাত্মারতের ইন্দোর এজেন্সীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দার সিমরোল ষাট হইতে সত্ত্বার পর্য্যন্ত রাজপথ রক্ষা করিবার জন্য এখানকার উপস্থল ভোগ করিয়া থাকেন।

খোয়াহরা, ১ অবোধ্যার অন্তর্গত খেরী জেলার নিম্বাসন তহসীলের একটি পরগণা। ইহার উত্তরে কোরিয়ালা, পূর্বে মহাবার, দক্ষিণে চৌকানদী এবং পশ্চিমে নিম্বাসন পরগণা। পরিমাণ ফল ২৬১ বর্গ মাইল। মুদলমান কর্তৃক কনৌজ-জয়ের পূর্বে খোয়াহর বিখ্যাত মহোবা-সর্দার অজলা ও উদালের রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎপরে কিরোজ শাহের সময়ে ইহা গড় বিজ্ঞানবার অন্তর্ভুক্ত হয়; এই সময়ে লভ্যবতঃ খোয়াহরনিবাসী পাশি-বংশীর রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে বিসেনগণ এই স্থান অধিকার করে, আবার তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া চৌহান জাকিরজ এই পরগণা দখল করিয়া লইলেন। অতঃপি তাহার বংশীরেরই অধিকারে আছে।

ইহার ভূমি পঞ্চময়ঃ। প্রতিবর্ষে সমগ্র পরগণা চৌকা ও কোরিয়ালা নদীর জলে প্রাবৃত হইয়া যায়। কৃষিকার্য্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট নহে। অধিবাসীগণ প্রায়ই অরুরোগে আক্রান্ত হয়। চৌকা, কোরিয়ালা ও মহাবার নদী দিয়া বৎসরের প্রায় দশমাস লজ ও মালের ব্যবসা চলিয়া থাকে।

২ অবোধ্যার অন্তর্গত খেরী জেলার পূর্বেক্ত পরগণার একটি সহর। এই সহর লক্ষৌ এর ৮০ মাইল উত্তরে এবং শাহজহানপুরের ৭০ মাইল পূর্বে চৌকা নদীর পশ্চিম তীরে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৯' পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় শাহজহানপুর ও মহম্মদী হইতে পলায়নপর ইংরাজগণ লক্ষৌ বাইবার পথে খোয়াহরের রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু খোয়াহর-রাজ বিদ্রোহীদের তরে আশ্রয় দান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই অপরাধে পরে বিচারে তাহার প্রাণ-দণ্ড এবং তাহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়।

খোয়াহর, অবোধ্যার অন্তর্গত ফরজাবাদ জেলার একটি সহর। এই সহর ফরজাবাদ হইতে লক্ষৌ বাইবার পথে ২০ মাইল দূরে ঘর্ঘরা নদীর ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মসজিদ বা মন্দিরাদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র সহরের বহির্ভাগে একটি জম্মর ভোম-বাগ মণ্ডিরস্থান আছে। লোকের বলে, অবোধ্যার

পতি আসন্ন উপলক্ষ উপা নিশ্চয় করিয়া যান। পৌরোহিত্য হইতে বর্ষসংক্রান্ত পয়সারের এক একাকৃতি তিস্তি কানন মধ্যে মহাবোধীর এক মন্দির আছে। প্রবাদ, পূর্বে ঐ স্থানে মহাবোধী ভূমিতে বাস করিতেন, একদা একদল অশ্বখি-মাতী সন্ন্যাসী মহাবোধীকে বাহির করিয়া অশ্বখিপার্শ্ব দানলে উপাধিক বনন করিতে করিতে শিবলিঙ্গ ক্রমশঃ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এই অলৌকিক ঘটনার স্মরণার্থে হুইজন তৎ সত্ত্বাধার ঐ স্থানে প্রভাসনর বেনী ও প্রাকার সমেত এক শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ঐ মন্দির এক্ষণে ভয়।

ধোত্র (পুং) ধূত্র এবং বার্ধক্যে অণু। অধিতেন।

“বোম্যো বিভাজো নাভ্যো ধোত্রঃ কৃষ্ণাভ্যোভিতকঃ।”

(ভারত শাস্তিঃ ৪৭ অং)

বার্ধক্যে অণু। ২ ধূত্রবর্ণ। ৩ ধূত্রবর্ণযুক্ত। ভাবে অণু। ৪ ধূত্রবর্ণক। ধূত্রো দেবতা হত্ব অণু। (পুং) ৫ বাস্তবান-ভেদ।

ধোত্রাজ্ঞ (পুং ক্রী) ধূত্র গোত্রাপত্যং অশ্বাদিহাং কৃৎ। ধূত্র ঋষির গোত্রাপত্য।

ধোর (পুং) ধব বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)।

ধোরিত (ক্রী) ধোরিতবেষ অণু। অধগতিভেদ। অব-
গতির পাঁচ প্রকার গতির মধ্যে একপ্রকার গতি।

‘ধোরিতং গতিমাত্রং বদ্ব্যবহিতং বলিতং পুনঃ।

অগ্রকারসমুদ্যানং কুজিতাতং নভজিকং।’ (অমর)

বার্ধক্যে কণ্। ধোরিতক, অধগতিভেদ।

ধোরের (ক্রী) ধূত্র বহতি ধূত্র-চক্। (ধূত্রে বগ্ চকো।
পা ৪।৪।৭৭।) ১ রথলাললাভিতারবোচা, ধূত্ৰহ। (পুং)
২ ধূত্ৰা বৃষ।

ধোত্ৰিক (পুং) ধূত্ৰত তামঃ, বনোজাদিহাং কৃৎ। ধূত্ৰত,
শাঠ্য, শঠতা।

ধোত্ৰিক (ক্রী) ধূত্ৰত ইদং ধূত্ৰ-ধূলু প্রত্যয়েন নিশ্চয়ং।
ধূত্ৰের ভাব।

ধোত্ৰের (পুং ক্রী) ধূত্ৰা অগত্যঃ ‘ক্রীভ্যো চক্’ ইতি
সুত্রেন চক্। ধূত্ৰার অগত্য।

ধোত্ৰ্য (ক্রী) ধূত্ৰত তামঃ, কর্ণ বা ব্রহ্মবাদিহাং কৃৎ।
১ ধূত্ৰত। ২ ধূত্ৰ কর্ণ।

ধোত্ৰ্য (ক্রী) ধোর ধূত্র-বা গাৎ। অধগতিভেদ, ধোরণ। (হেম)

ধোত্ৰ্যাক্ষর, পলাব প্রদেশে কালিঙ্গা জেলায় এক গিরিমালা।
এই গিরিমালায় শিবালয় পর্বতমালায় এক উপশাখা। ইহার
একদিকে কালিঙ্গা এক অপরদিকে চবা। মূল পর্বতমালায়

চতুর্দিক্ সমতল স্থান হইতে মহাল উখিত হইয়া একবারে
১০০০ ফিট উচ্চ হইয়া গিয়াছে।

এই পর্বত-অতিশয় হ্রস্বরোহ, পার্শ্বের ভূতল খাণ্ডি নাই।
শিখরদেশে পূর্বাংশ, উত্তরাংশ তথাই ভূতল সমতল পায় না।
তাহার নিম্নে অধিত্যকা প্রদেশ দেবদাক্ষ প্রকৃতি ভূকে
পরিমোচিত। পর্বতের পাদদেশে অসংখ্য নিখর কেবল
জল সেচন করিয়া থাকে। নরোচ্চ পৃথক সত্ত্বপৃষ্ঠ হইতে
১০০ ফিট এবং উপত্যকা প্রদেশে পৃথক ২০০ ফিট উচ্চ।

ধোত্রাদিত্য (পুং) শিবপুরাণোক্ত একজন ঋষি। (শিবপুং)
ধোলি, উড়িয়া প্রদেশে ভুবনেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্তী একটি
গড় শৈল। ইহার প্রকৃত নাম ধলগিরি। ধোলি গ্রামের
মিকটে দূর নদীর দক্ষিণ তীরে এই শৈল অবস্থিত। এই
শৈলের প্রধান পৃথক ভিত্তি; সমস্ত পাহাড় কোথাও উচ্চ
কোথাও নিম্ন হইয়া আর ৮ মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত।
সমতল হইতে শৈলশিখর বৃশপৎ উখিত হওয়াতে উপা
অতিশয় হ্রস্বরোহ। চতুর্দিকে আর ৮। ১০ মাইল স্থানের
মধ্যে আর কোন পর্বত না থাকার ইহার দৃষ্ট অধিক
সমসীয়া বোধ হয়। ভূতলবিদগণ বলেন, এই পাহাড়
আগ্নেয়শক্তিতে উৎপন্ন। এই পাহাড়ের উত্তরস্থ শৈল
নরোচ্চ, উপায় পূর্বাংশ আর ২০০ ফিট উচ্চ। ঐ শিখর
দেশের একটি ভগ্নাবশিষ্ট শিবমন্দির আছে। অত্যন্ত পৃথকলি
অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ।

এই মন্দিরের নিম্নভাগে বহু সংখ্যক কুজিমা গুহা অস্তাশি
বিদ্যমান আছে; অনেক গুলি ভগ্নশালা প্রাপ্ত হইয়াছে।
সমগ্র পর্বতে দুইটা প্রকাণ্ড গিরিগহ্বর ছিল, তন্মধ্যে একটি
প্রস্তরাদি দ্বারা ভরাট হইয়া গিয়াছে, অপরটি চল্লিশ পঞ্চাশ
হাত পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার আছে; কিন্তু তৎপরে পথ এত
অপ্রশস্ত এবং গুহাবাসী চামচিকার মূত্র পূরীষাদি দ্বারা
এরূপ দুর্গন্ধময় যে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই গহ্বরের
দক্ষিণ পার্শ্বে অনতিগভীর খোদিত এক শিলালিপি আছে।

পাহাড়ের পশ্চিমদিক্ কন্যে গণেশ ও মহাদেবের
মন্দির আছে। ভক্তির পর্বতের সকল চূড়াতেই এবং নধ্যবর্তী
নদী সর্বত্রই তুরি তুরি মন্দিরাদির চিহ্ন পাওয়া যায়।

এই ধোলিগিরি হইতে অপর্যাপ্ত প্রস্তর কুলিয়া
নদীপার্শ্বী মন্দিরসমূহ নির্মিত হয়। কোশল্যাগাং নামক
জম্বুদ্বীপ দীর্ঘিকা-সম্বন্ধিত অশ্বখা নামক ধোলির দক্ষিণ
পূর্বাংশে সমধিক বিখ্যাত। এই অংশে বৌদ্ধ ধর্মের
প্রচারক ব্যাভমানা সম্রাট অশোকের অশ্বখামন সর্ব দক্ষিণস্থ
গিরিস্থানের উত্তর পার্শ্বে বোধি। পূর্বের প্রস্তর কাঠিরা

আয়: ৩০ কিটু দীর্ঘ ও ১০ কিটু বিস্তৃত স্থান প্রস্তুতকার ও মন্থন করা হইয়াছে। এই মন্থন স্থানে চারি তরফে সজীরা-করে অশোকের অস্থাপন-লিপি খোদিত। প্রথম তরফের অক্ষরাবলী অশোকাকৃত বড় এবং তত পরিষ্কার রূপে খোদিত নহে। একত্ব অনেকে অস্বাভাবিক করেন যে এই তরফটী অক্ষরগুলি হইতে বিভিন্ন সময়ে খোদিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থ তরফের চারিপার্শ্বে একটি গভীর রেখা খোদিত আছে।

ইহার অক্ষরাবলী পরিপাটীরূপে খোদিত।

অস্থাপন লিপির উপরেই ১৬ কিটু দীর্ঘ ও ১৪ কিটু বিস্তৃত এক চব্বর; এই চব্বরের পশ্চিম পার্শ্বে স্তুপের ভিত্তি-নির্মিত হস্তীর সন্মুখভাগের প্রস্তরবর এক স্তম্ভের মূর্তি আছে। পূর্বতই এক অখণ্ড প্রস্তর খোদিত করিয়া এই হস্তীমূর্তি বাহির করা হইয়াছে। চব্বরের তিন পার্শ্বে ৪ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১২ ইঞ্চি দীর্ঘ গভীর নালা আছে। হস্তীর উত্তর পার্শ্বেও প্রস্তর গায়েও এই রূপ নালা আছে। কেবল মাত্র হস্তীমূর্তির সন্মুখেই ৩ কিটু স্থানে দেয়াল নালা নাই। ইহাতে অস্বাভাবিক হইয়া, কাঠনির্মিত চত্ৰাওপ প্রতীতি বসাইবার জন্য এই সকল নালা-প্রস্তর হইয়া থাকিবে।

এই হস্তীমূর্তি কাহারও উপাত্ত দেবতা নহে। তবে এটি বঙ্গের ব্রাহ্মণগণ একবার বাইরা পূজার সময় দেবের প্রীত্যর্থ এই গজমূর্তি সিন্দুর-লেপন ও জলসেচ করিয়া থাকে।

অস্থাপনা-গিরির চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য গুহা ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক স্তম্ভাদির ভিত্তিকুমি দৃষ্ট হয়। অস্থাপন-লিপির উপরেই এক প্রকাণ্ড আধারের ভিত্তি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সম্ভবতঃ অস্থাপন-বর্ণিত চৈতন্য হইবে।

হস্তীমূর্তির দক্ষিণে পাঁচটা গুহা আছে। এই গুহাগুলিকে কেহ বা পক্ষ পাণ্ডব, কেহ বা পক্ষ পোদ্দারী করিয়া থাকেন। এই পক্ষগুহা ব্যতীত আরও অনেক গুহার চিহ্ন পাওয়া যায় না, সে সকল কালক্রমে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই গুহা সকলের সন্মুখে প্রস্তরের উপর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক অস্বাভাবিক করেন, এই সকল গর্তে গুহাবাসীগণ উদ্ভবলের কাষ্ঠী সম্পন্ন করিতেন এবং অস্থাপনমোক্ত আনুর্ভবনবিৎ সন্ন্যাসীগণ তাহাতে ঔষধ ও অন্যান্য পেষণ করিতেন। পণ্ডিতগিরিতেও এরূপ গর্ত দৃষ্ট হয়।

খোলির অস্থাপন লাট দেশের সিন্ধের ও হুসকরাই দেশের অশোক-অস্থাপনের ঐশ্বর্য অস্বাভাবিক, কেবল মাত্র খোলি-অস্থাপনের প্রথমে ও শেষে দুইটা অধিক অস্থাপন খোদিত আছে, অন্য কোম অস্থাপনে তাহা নাই।

এই অস্থাপনের বহুসংখ্যক চৈতন্য প্রতীতির নামোচ্চারণ আছে। এই সকল চৈতন্য সম্ভবতঃ খোলি পাহাড়ের নিকটেই অবস্থিত ছিল, তাহাদের স্মৃতিসংকেতের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। খোলির পরিষ্কৃত কোশল্যাগার-দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বে ও বধ্যবর্তী বীণে অনেক ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান আছে। এই সকল স্তম্ভাদির সম্ভবতঃ অশোকের অনেক পরে নির্মিত হইয়াছিল।

কোশল্যাগার পুত্রগিরিও খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে গজেন্দ্রের অনলভীমের সময় উৎখাত হইয়াছিল। খোদিত আছে। বাহা হউক যে সময়ে খোলির অস্থাপন খোদিত হইয়া, তৎকালে নিকটে যে এক জনপূর্ণ বৃহৎ নগর ছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক যে জনসাধারণের পরিচালন-হিতোদ্দেশ্যে নির্মিত অস্থাপনস্থান নির্জন প্রদেশে বা বিকল্পবাহী হিন্দুগণ মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিবেন ইহাও বোধ হইতে পারে না।

খোলি এবং উদয়গিরিতে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। ইহার প্রকাণ্ড প্রস্তর খোদিত দ্বারা জীবন অতি-বাহিত করিতেন। স্তম্ভের অস্থাপন হইয়া, নিকটে বহু বৌদ্ধগণ-পরিবৃত্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। কিন্তু খোলির চতুর্দিকে অত্যন্ত কুজাপি নগরের ধ্বংসাবশেষ না পাওয়া, অনেক অস্বাভাবিক করেন, বর্তমান ভূবনের যে স্থানে অবস্থিত, এই স্থানেই সেই প্রাচীন নগর স্থাপিত ছিল এবং খোলি উদয়গিরি প্রতীতি সেই বৃহৎ নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। খোলি পাহাড়ের নিকটেই খোলি নামে এক সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ তৃণের ভগ্নাবশেষ আছে। খোলির অস্থাপনে এই তৃণের নাম 'হুবাগবি তৃণ' বলিয়া উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই হুবাগবি টোপ বা তৃণ হইতেই খোলি গ্রামের নাম হইয়াছে; উহার বর্তমান নাম গড়খোলি। ধর্মোক্ত (পুং) ধুবকাঙ্গল অপত্যঃ অত্র চক্ প্রতিবেদে বাস্বাদি-বাং ইঞ। ধুবকার অপত্য।

স্মারিকার (পুং) স্মা অগ্নিসংযোগঃ তৎ করোতীতি ক-অণ্।

১ লোহকারক কামার। ২ স্মা এইরূপ অব্যক্ত শব্দকারক।

স্মারিক (পুং) স্মারিক-অচ্। ১ কাক। ২ মন্ততকক পক্ষি

ভেদ। ৩ স্মিক। ৪ তকক। (স্মী) ৫ ককোমিকা।

স্মারিকভক্ত (স্মী) স্মারিকভেদে ককোমিকা বক্তাঃ। কাকভক্তা।

(স্মারিক)

স্মারিকভক্ত (স্মী) স্মারিকভেদে ককোমিকা বক্তাঃ। কাকভক্তা।

স্মারিকভক্ত (স্মী) স্মারিকভেদে ককোমিকা বক্তাঃ। কাকভক্তা।

স্মারিকভক্ত (স্মী) স্মারিকভেদে ককোমিকা বক্তাঃ। কাকভক্তা।

খ্যাতকন্থী (কী) খ্যাতকন্থ ইব নথ্যঃ যতঃ। কাককুতী।

খ্যাতকন্থী (কী) খ্যাতকন্থ ইব নথ্যঃ যতঃ। কাককুতী।

খ্যাপন (কী) খ্যাপিত্ত্বাৎ লুট্। যুৎ। (শব্দার্থতি)

খ্যাপিত (জি) খ্যাপিত্ত্বাৎ। যুৎ। বহুলীকৃত।

খ্যাত (জি) খ্যাত্ত্বাৎ। চিত্তিত, খ্যানবিপরীত।

“তদান্যন্য খ্যাত্ত্বাৎ রতে চ কা।” (নৈবধ)

খ্যান (কী) খ্যাত্ত্বাৎ লুট্। চিত্তিত।

“তদান্যন্য স তদগত্বাৎ পরিবৎসরম্।

অন্যন্যন্যনো খ্যানাৎ তদন্তমকরোৎ বিধাঃ” (মহা ১।১২)

২ অধিতীয় বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতা।

৩ পরমাত্মচিন্তন।

“ইয় চিন্তায়ঃ যতো ধাতুশ্চিন্তা তত্বেন নিশ্চল।

এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সত্ত্বং নিশ্চলং বিধাঃ।

সত্ত্বং মন্ততেদেন নিশ্চলং কেবলং মতং।” (গল্পকপুং)

খ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা, যে স্থলে তত্ত্ব দ্বারা নিশ্চল চিন্তা হয়, তাহাকেই খ্যান বলা যায়, অর্থাৎ যে চিন্তা কোল এক ধ্যেয় বস্তুতে নিশ্চল করা যায়, তাহাকেই খ্যান বলা যায়। এই খ্যান বিবিধ সত্ত্ব ও নিশ্চল। এই চিন্তা যে স্থলে মন্তপূর্বক হইয়া থাকে, তাহাকেই সত্ত্ব খ্যান কহে। মন্তাদি ভিন্ন যে খ্যান করা যায়, তাহাকে নিশ্চল খ্যান কহে। পাতঞ্জল-দর্শনে খ্যান শব্দের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“তত্র প্রত্যৈক্যতা খ্যানং।” (যোগসূত্র ৩২)

যাহাতে মানব সকল জীবিত হুৎ হইতে আত্মাত্মিক নিরুত্তীর্ণ করিতে পারে, তাহার অহুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়। যোগশাস্ত্রে একমাত্র যোগই তাহার প্রধান উপায়। যোগাহুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে ধারণা, পরে খ্যান ও তদন্তর সমাধি লাভ হইয়া থাকে। যোগকল্পের প্রথম অঙ্গ ধারণ, তাহার পর খ্যান। যখন ধারণা স্থায়ী হয়, তাহার পর সেই ধারণাই খ্যানে পরিণত হইয়া থাকে। ধারণার বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মে, তাহা হইলে তাহাই খ্যানপদবাচ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুতে তুমি বাহ্যিকের নিরোধপূর্বক অন্তরীক্ষার ধারণা করিয়াছ, সেই বস্তুর জ্ঞান যদি অনন্তরিত ভাবে বা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাঁদৃশ বৃত্তি প্রবাহ খ্যান নামে অভিহিত হয়। এই খ্যানই চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। এই ধ্যান যখন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা একাগ্রিত করিলে, আপনাতত্ত্বের অর্থাৎ আসি খ্যান করিতেছি

ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞেয়জ্ঞানঃ সূত্রঃ করিয়া যিৎ, যখন তাহাকেই লক্ষ্যি বলা বাইবে। খ্যান পরাকর্ষ্য প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার হুৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

“খ্যানহোম তত্ত্বতঃ।” (যোগসূত্র ২।১১)

সকল প্রকার ক্রেশবৃত্তি অর্থাৎ হুৎ ও হুৎখাদি আকারের পরিণাম এই স্থল শরীরে ভোগ হইয়া থাকে। এই সকল ক্রেশবৃত্তি একমাত্র খ্যান দ্বারা দূরীকৃত করিতে হয়। খ্যান দ্বারা হুৎহুৎখাদি নিরাকৃত হয়, এই কথার অর্থ এইরূপ যেন কেহ বোঝেন না, যে, মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমরা যে হুৎ ভোগ করিয়া থাকি, সেই হুৎ; তাহা আমাদের নিকট হুৎ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দর্শনকারিগণের মতে (‘তত্ত্বহুৎপক্ষে নিঃক্ষেপণীয়ঃ’) হুৎ মध्ये পরিগণিত, এই অজ্ঞই ঐ স্থলে হুৎহুৎখাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পরিপূর্ণ ক্রেশ রাশির বিনাশের অজ্ঞই নানা প্রকার উপায় শাস্ত্রসমূহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ক্রেশনামক অবিভাদি যখন বর্তমান বা প্রবল অবস্থায় থাকিয়া হুৎ, হুৎ ও মোহাদিরূপ বিবিধ কার্য বা ভোগ উৎপন্ন করিতে থাকে, তখন তাহার দূর বলিয়া গণ্য হয়। সেই দূর অবস্থা নষ্ট করিবার প্রধান উপায় খ্যান। বহুদিন ব্যাপিয়া ও অনেকবার খ্যান করিতে পারিলে ক্রমে হুৎ, হুৎ ও মোহাদিনামক চিত্তবৃত্তি সকল নিকৃষ্ট বা বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। অতঃপর অবিভা, অস্মিতা প্রভৃতি ক্রেশপঞ্চকের বৃত্তি অর্থাৎ হুৎ হুৎখাদিরূপ বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ পরিণাম সকল খ্যাননাশের যোগ্য বলিয়া গণ্য। যেরূপ অগ্নে প্রাকালন, পরে কারসংযোগ ও উত্তাপপ্রদানপূর্বক নির্গমন (আহুতান) দ্বারা যেমন বস্ত্র মল অপনীত হয়, সেইরূপ অগ্নে ক্রিয়াযোগ, তাহার পর খ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া চিত্তমল সকল বিদূরিত করিতে হয়। প্রাকালন দ্বারা বস্ত্রমলের নিবিড়তা নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ যেমন কার সংযোগাদির দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ, সেইরূপ প্রথমে ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্ত ক্রেশের নিবিড়তা বাইলে, পরে খ্যান দ্বারা তাহার উন্মূলন সহজ হইয়া পড়ে। ক্রিয়াযোগ ও খ্যানযোগ দ্বারা চিত্ত ক্রেশ সকল বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু ইহার সংহার লব্ধ হয় না, সংহার থাকিয়া যার, ইহা কেবল সমাধি ভাবনা দ্বারা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ চিত্ত লব্ধ হইলেই জ্ঞানসদে মত ক্রেশ ও ক্রেশসংহার সমস্তই বিনা বস্ত্রে বিনষ্ট হইয়া যায়।

ক্রিয়াযোগ ও খ্যানযোগদি দ্বারা ক্রেশসমূহকে ক্রমশঃ না

করিলে অর্থাৎ নব্ব বীজের তার নিবেদন বা নিশেজি না করিলে চিরকালই ভতাত্ত কর্ণে জড়িত থাকিতে হইবে। কোন কালেই মুক্তি হইবে না। (পাতঙ্গলমর্শন)

মহানির্গণতন্ত্রে ধ্যানের বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“ধ্যানস্ত বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।

অরূপং তত্র যৎ ধ্যানমবাস্তমসগোচরং ॥

অব্যক্তং সর্বতো বাপ্তমিদমিথিবিকীর্ণতং।

অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃৎস্নং বৃহৎসমাধিতঃ ॥

মনসো ধারণার্থং শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।

হৃদ্রূপাধ্যানপ্রবোধায় হৃদধ্যানং বদামি তে ॥

অরূপায়াঃ কালিকারঃ কালমাতৃ মহাহুতঃ।

শুগক্রিয়ামুসারেণ ক্রিয়তে রূপকমনা ॥” (মহানির্গণতন্ত্র)

স্বরূপ এবং অরূপ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার, ইহার মধ্যে অরূপ ধ্যান বাঁকা ও মনের অগোচর, এই ধ্যান অতি কঠিন এবং যোগিদগেরও অগম্য, এই ধ্যান অনেক ক্রমে সাধিত হয়। মনের ধারণার্থ এবং শীঘ্র শীঘ্র অভিলষিত সিদ্ধি ও হৃদ্রূপাধ্যান প্রবোধের জন্য স্বরূপ ধ্যান অর্থাৎ হৃদ-ধ্যান কহিতেছি। দৈব রূপ-রহিত হইলেও শুগ ও ক্রিয়ামুসারে তাহার রূপ কল্পনা করিতে হইবে। কোন মূর্তি উপলব্ধ করিয়া যেখানে চিন্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, তাহাই স্বরূপধ্যান পদবাচ্য। ব্রহ্মবিষয়ক যে চিন্তা তাহাকে ধ্যান কহে।

“ব্রহ্মাব্যচিন্তা ধ্যানং তাত্ ধারণা মনসোবৃত্তিঃ।

অহং ব্রহ্মৈত্যবস্থানং সমাধিঃ স্পন্দঃ স্থিতিঃ ॥”

(গুরুপুস্তক ৪৯ অঃ)

মনের হ্রিততার নাম ধারণা এবং ব্রহ্মাব্যবসরক যে চিন্তা তাহার নাম ধ্যান।

ধ্যানগোচর (পুং) ধ্যানস্ত-গোচরং ৬৩২। ১ ধ্যানপ্রত্যক্ষ, যাহা ধ্যান করিয়া জানা যায়। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবভা-ভেদ। (ললিতবিস্তর) [ধ্যানাবচর দেখ।]

ধ্যানরূপ্য (পুং) বিশ্বামিত্র বংশীয় এক ঋষি। (হরিবংশ ২৭অঃ)

ধ্যানাত্ম্যাস (পুং) ধ্যানাত্মা অত্যাঃ ৬৩৭। সমাধি, ধ্যানের অত্যাঃ। ধ্যানযোগ আরম্ভ হইলে তখন সমাধি হয়, ধ্যানের পরাকাষ্ঠা ধারণা করিতে হইবে, পরে ধ্যান আবশ্যক, এই ধ্যান পরিণত হইলে সমাধি হইবে। [ধ্যান দেখ।]

“অগম্যেনানুমানেন ধ্যানাত্ম্যাসরসেন চ।

ত্রিধা প্রকল্পয়েৎ প্রজ্ঞাং লভতে যোগযুক্তমং ॥” (শ্রুতি)

ধ্যানবন্দরী, হিমালয়ের পূর্ববাল রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ শিবমন্দির। উন্নগানের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত।

বন্দরীনাথেরই এক অংশ বলিয়া গণ্য। স্বল্পপুণ্যে হিমবৎ খণ্ডে ইহার সাহায্য বর্ণিত আছে।

ধ্যানপারমিতা [পারমিতা দেখ।]

ধ্যানময় (ত্রি) ধ্যান স্বরূপে মগ্ন। ধ্যানস্বরূপ।

ধ্যানযোগ (পুং) ১ ধ্যান ও যোগ, যন্ম। (মহা ৬.৭৩।) ২ ইন্দ্র-জাল-ক্রিয়াভেদ, মনে কোন আকৃতি কল্পনা করিয়া তদ্বারা শক্রবিনাশ। যোগেরক্রমাদি ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

৩ ধ্যানমেব যোগঃ। ধ্যানরূপ যোগ, যোগাক্রমে।

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্রুত্বে।” (শ্বেতাশ্বতেরোপনিষৎ)

ধ্যানবিন্দুপনিষদ্ (ত্রি) অথর্ববেদীয় একধানি উপনিষদ্। নারায়ণ ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

ধ্যানসিংহ, পদ্মাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন বিখ্যাত মন্ত্রী ও কান্দ্যোরাধিপতি গোলাপ সিংহের ভ্রাতা।

ধ্যানসিংহ রাজপুত-কুলে কান্দ্যোরের উত্তরবর্তী জম্বুজ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহের পিতা কিশোরসিংহ স্বয়ং জম্বুর রাজা ছিলেন না, যৎকিঞ্চ রাজদত্ত উপন্যস ভোগ করিয়া জীবনযাত্রা নিকাশ করিতেন। কিশোরসিংহ বা কণ্ডরসিংহের তিন পুত্র গোলাপসিংহ, ধ্যানসিংহ ও সুরেতসিংহ। ইহারা সকলেই বীরপ্রকৃতিক, অধ্যবসারী, কুটনীতিক, সূচকুর ও বীজস্পর্শ। ইহাদেরই জ্যেষ্ঠ গোলাপসিংহ স্বীয় প্রতিভাবলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে কান্দ্যোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[গোলাপসিংহ দেখ।]

মহারাজ রণজিৎসিংহ কর্তৃক জম্বু অধিকৃত হইলে, তৎকাল রাজবংশীয়গণ হুঃহু হইয়া পড়েন। এই সময়ে গোলাপসিংহ সহোদর ধ্যানসিংহকে লইয়া লাহোর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহাদের বীরমূর্তি ও কমনীয় কান্তি দেখিয়া রণজিৎসিংহ সাদরে রাজসভার স্থান দান করিলেন। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই রণজিতের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং রণজিৎসিংহের আদেশে কনিষ্ঠ সহোদর সুরেতসিংহকে আনিয়া লাহোর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিন দিন তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। রণজিৎসিংহ গোলাপসিংহ অপেক্ষা ধ্যানসিংহ ও সুরেতসিংহকে অধিক ভাল বাসিতেন। রণজিৎসিংহের অন্ততম সন্তান রামলাল রণজিতের অহরোহে ও উপবীত পরিভ্যাগ করিয়া শিবধর্ম পরিগ্রহ করিতে অস্বীকার করার রণজিৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। রামলাল পলায়ন করিলে রণজিৎ রামলালের ভ্রাতা শিবধর্মে দীক্ষিত খুশালসিংহকে রাজপুরাধ্যক্ষের পদ

হইতে বিচ্যুত ও তৎপদে সভাসদ ধ্যানসিংহকে নিযুক্ত করিয়া কথকিং কোপশাস্তি করিলেন। এদিকে রামলাল নিজ ভ্রাতার দুর্গতির কারণ তাহারা অহততঃ জনরে শিখবর্ষ গ্রহণ করার খুশালের উপর রণজিতের কোপ দূর হইল। বাহা হউক, লাহোর দরবারে জম্মু-ভ্রাতৃত্বের দিন দিন প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ঐ তিন ভ্রাতা দরবারের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। গোলাপসিংহ জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশে বিজ্ঞানী মুসলমানদিগকে পরাজিত ও রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিয়া বিখ্যাত হইতেছিলেন। রণজিং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে জম্মুরাজ্য প্রদান করিলেন। ধ্যানসিংহ খুশালের পরিবর্তে 'দেউড়িবালা' বা প্রধান দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষেই তিন ভ্রাতা রাজা উপাধি ধার্য্য তুঘিত হইলেন এবং ধ্যানসিংহ 'রাজা-ই-রাজগাঁ' রাজা হিন্দু-খ রাজা বাহাদুর' এই উপাধিসহ উজীরপদে নিযুক্ত হইলেন। কনিষ্ঠ সূচেসিংহ রাজকাণ্ডের কূটনীতি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেবলমাত্র রণশলে লাহৌরী বীরপুরুষ ও রাজসভার প্রিয়বদ, সুরসিক ও শিষ্টাচারী সভাসদ রহিলেন।

ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহকে মহারাজ অতিশয় স্নেহ করিতেন। এমন কি, তাহাকে চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না। হীরাসিংহও পিতা ও পিতৃব্যগণের সহিত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যখন অত্যন্ত সভাসদ রাজ-সমিধানে দণ্ডারমান থাকিতেন অথবা গালিচার উপবেশন করিতেন, হীরাসিংহ তখন মহারাজ রণজিতের সম্মুখে এক সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। একদা কতোচ রাজকুমার অনিরুদ্ধ-চাঁদ বীর নিরুপমা স্ত্রী ভগিনীদ্বয়সহ লাহোরে উপস্থিত হন। ধ্যানসিংহ তাঁহাকে হাতে পাইয়া নিজ পুত্র হীরাসিংহের সহিত ঐ রাজকুমারীদ্বয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। কতোচ-রাজবংশ আভিজাত্যে তৎপ্রদেশে বহু সম্মানিত ছিলেন। মহারাজের সহায়তার ধ্যানসিংহ আপাততঃ অনিরুদ্ধচাঁদের লিখিত অঙ্গীকার পাইলেও রাজকুমারী-দ্বয়ের জননী এ প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। তিনি কভাবরকে লইয়া পলায়ন করেন। ধ্যানসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজকুমারীদিগকে হস্তগত করিতে পারিলেন না। রাজমহিষী ও অনিরুদ্ধ ধ্যানসিংহের বিফলতার রাজ্য ত্যজি হইয়া তদ্রূপ জনরে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং কতোচ রাজকুমারীদ্বয়ের কন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইয়া কতোচ-

রাজের নিক্তা দ্বীর গর্ভজাত অপার দুইটা কন্যা করায়ত্ত করিলেন। ইহাদের একটিকে হীরাসিংহের সহিত বিবাহ দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু রণজিং ঐ রাজকুমারী-দ্বয়ের অসামান্য রূপাধ্যাদর্শনে এরূপ বিমোহিত হন, যে তিনি দুই কুমারীকেই বিবাহ করিলেন। হীরাসিংহের সহিত অপার এক কুমারীর বিবাহ দিলেন।

কিছুদিন পরে রণজিংসিংহ আদেশ করিলেন যে অতঃপর রাজকীর চিঠি পত্রাদিতে রাজা ধ্যানসিংহকে 'রাজা কলান বাহাদুর' বলিয়া সম্বানিত করা হইবে। ধ্যানসিংহ এই সময়ে রণজিতের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধ্যানসিংহের অহুমতি ব্যতীত কেহ রণজিতের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত না, রণজিং সকল কার্য্যেই তাঁহার সুসূচি লইতেন এবং রাজকীর হস্তে বিষয় সকলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। ধ্যানসিংহ প্রাণপণে ও একান্ত অহুরাগের সহিত প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন এবং সর্বদা প্রভুর নিকটে থাকিতেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিং সিংহ পীড়িত হন। তিনি যত্নাশ্রয় শায়িত হইয়া সমস্ত সভাসদ ও প্রধান সর্দার-বর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক পুত্র খড়্গসিংহকে রাজতীকা প্রদান করিয়া তাঁহার ভূজার্জিত বিশাল সম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন এবং ধ্যানসিংহকে নূতন ভূপতির প্রধান মন্ত্রী করিয়া তাঁহার হস্তে খড়্গসিংহের রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। রণজিং অল্পকাল সহকারে ধ্যানসিংহকে বলিলেন, 'এ পর্য্যন্ত তিনি বৈরূপ সম্মান ও ভক্তি রণজিংকে প্রদর্শন করিতেছিলেন, অতাবধি যেম খড়্গসিংহকে সেই রাজসম্মান প্রদর্শন করেন, তিনিই খড়্গের শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন।' সম্মান স্বরূপ তাঁহাকে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও তৎসঙ্গে 'নারেব উল্ মুলতান-ই উজমা, খৈর খাহি সামিনি দৌলৎ ই সরকার, উজির-ই-সুরাজিম, দস্তুর-ই-মজর রাম, সুজার বা সুনরুল মহম্মুল' প্রভৃতি মহা সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, ধ্যানসিংহ যত্নাশ্রয়াশ্রয়ী প্রভুর নিকট খড়্গসিংহের মঙ্গল সাধনে বৈরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, রণজিতের মৃত্যুর পর তাহা প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। উৎকট চরাকাজ্ঞা ও বার্ষপয়তার বশীভূত হইয়া তিনি শেবে অতি অল্পকালের কার্য্য করিয়া ছিলেন। তবে ইহাতে একা যে তাঁহার দৌর ছিল, এমন নহে, অপরিণামদর্শী খড়্গসিংহের সুচি বোঝে তাঁহাকে বিপক্ষে চণ্ডিতে হইয়াছিল।

রঞ্জিংসিংহ প্রাপ্ত্যাপ্য করিলে খানসিংহ সমবেত রাণীগণের সম্মুখে রঞ্জিতের মৃতদেহ ও ধর্মগ্রন্থ “শ্রীগীতাঙ্গী” স্পর্শ করিয়া খড়্গসিংহের অমুগত ও বিখ্যাত থাকিতে পুনর্জন্মের শপথ করিলেন এবং খড়্গসিংহ ও তৎপুত্র নবনেহালসিংহের মধ্যে সত্যাবস্থাপন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। যথাকালে রঞ্জিতের শব উদ্ধৃত্ত চিতায় পারিত হইল। পতিপ্রাণা রাণীবর্গ ও অনেক সেবিকা স্বর্গাশ্রমে রঞ্জিতের শবের সহিত চিতায় শয়ন করিল। চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল। খানসিংহ আশ্রয়দাতা প্রভুর বিহনে এক্রপ শোকাভিকূত হইলেন যে তাঁহার ভাবী জীবন ভারবোধ হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর সহিত চিতানেল দগ্ধ হইবার নিমিত্ত ছই তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিখরাজ্যের ভাবী শুভাশুভ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে তাবিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে চিতানেল প্রবেশ করিতে দিল না, বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। খানসিংহ শোকসন্তপ্তহৃদয় বিম্বাদী ও প্রভু ভক্তের জায় প্রভুর অকৌটুকিয়াদি সমাপন করিলেন। এ সময়ে তাঁহার মনে কোন পাগ ছিল না।

রঞ্জিতের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ বিশাল শিখরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু যে শৌর্ধ্য, বীৰ্য্য, ও রাজনীতিকুশলতা রঞ্জিংকে এই বিশাল রাজ্যের শীর্ষে স্থাপিত করিয়াছিল, খড়্গসিংহে সে সকল গুণ কিছুই ছিলনা। তিনি পিতা অপেক্ষা অধিক মাজার অহিফেন সেবন করিয়া প্রায় সমস্ত দিবস একরূপ ভ্রান্তাবেগে কাটাইতেন। তিনি যদি পিতার আদেশ মত বিচক্ষণ মন্ত্রী খানসিংহের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে হয়ত শিখরাজ্য অকালে উৎসর ও বিলয় প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত খড়্গ চেতসিংহ নামক জনৈক ধূর্ত চাটুকারের নিতান্ত বশীকৃত হইয়া পড়িলেন। ঐ ধূর্ত খড়্গের প্রিয় বরস্ত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। খড়্গ তাহার কুপরামর্শে খানসিংহ ও তৎপুত্র হীরাসিংহকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং খানসিংহ রাজ্যের গোপনীয় তথ্য সকল রাজার নিকট প্রকাশ করিতে অবসর পাইতেন না। চেতসিংহ খড়্গ কর্তৃক উজীরী পদে নিযুক্ত হইল এবং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া খানসিংহকে হত্যা করিবার জন্ত বড়যন্ত্র করিল। দুর্ব্বৃত্ত ছইল শরীরকক সৈন্ত সত্তিও করিয়াছিল; চক্রান্ত করিল, এক দিবস খানসিংহ প্রত্যেকে বেহন দুর্ব্ব প্রবেশ করিবে, অমনি ঐ সৈন্তদল তাঁহাকে হত্যা করিবে। দুর্ব্বদ্বারে যে সকল সৈন্ত পূর্ব্বক নিযুক্ত ছিল, তাহারা খানসিংহের অহুসক জানিয়া পূর্ব্ব

হইতেই তাহাদিগকে সরাইয়া সেই স্থলে চেতসিংহ অভিমুখ লোক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকলই বার্থ হইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি খানসিংহ এ চক্রান্ত সমস্ত জানিতে পারিলেন এবং একটা অলীক জনরব প্রচার করিয়া দিলেন, যে খড়্গসিংহ সমগ্র পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ গবর্নেন্টকে প্রদান করিয়া শিখ-সৈন্ত ও সর্দারদিগকে কর্ম হইতে ভাড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এই সংবাদে সমস্ত খালসা-সৈন্ত ও সর্দারগণ উগ্ৰস্ত হইয়া উঠিল, এমন কি রাণী চাঁদকুমারীও স্বামীর বিপক্ষ হইলেন এবং খানসিংহ গোলাপসিংহকে সমস্ত বিঘর জানাইয়া শীঘ্র লাহোরে আসিতে পত্র লিখিলেন। পোপনে পোপনে খানসিংহ ও সিদ্ধনবালা সর্দারগণ চেতসিংহকে বধ ও খড়্গকে বন্দী করিবার বড়যন্ত্র করিতে লাগিল। গোলাপসিংহ লাহোরে পহঁছিলে খানসিংহ তাঁহার ছই সহোদর ও সিদ্ধনবালাসর্দারগণ সহ একদিন ছই ঘণ্টা রাজি থাকিতে নিকোবিত অসিহতে খড়্গসিংহের শরনাপারে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে ছইজন ‘ভাই’কে কাটিয়া ফেলিলেন। খড়্গসিংহের জলবাহক এই ভীষণ হত্যাকারীদিগকে দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খানসিংহ তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুড়িয়া তাহাকে নিহত করিলেন। এই বড়যন্ত্রকারীদল খড়্গের প্রেকাঠ সমীপে উপস্থিত হইলে চেতসিংহ নিজ বিপদ বুঝিয়া অন্ধকার গুপ্ত গৃহে লুকাইয়া রহিল। ছইজন সশস্ত্র রাজশরীরকক দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা প্রথমে বাধা দিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু খানসিংহ ও তাহার ভ্রাতাদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা ভুতলে অস্ত্র রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। খড়্গসিংহ এই অতর্কিত বিপদে কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া রহিলেন। চক্রান্তকারীগণ খড়্গকে বন্দী করিল, এমন কি নবনেহাল ও রাণী চাঁদকুমারী সেই সময় উপস্থিত না হইলে তাঁহার মহারাজের প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে কুণ্ঠিত হইত না। অন্তঃপুর চেতসিংহকে খুঁজিয়া অন্ধকার গৃহ হইতে বাহির করা হইল। চেতসিংহ তথায় উভয় হস্তে নিকোবিত তরবারী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু গুপ্ত হইয়া বালকের জায় রোদন করিতে লাগিলেন। সন্মুখে আনীত হইলে খানসিংহ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বহুতে দীর্ঘ ছুরিকা দ্বারা তাহার উদর বিদ্ধ করিলেন। হতভাগ্য চেতসিংহ এইরূপে জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। খানসিংহের তাঁহাতেও কোপশান্তি হইল না। চেতসিংহের আত্মীয় স্বজনবর্গ সকলকে অহুসকান করিয়া আনিয়া চেতসিংহের যে দশা সকলেরই সেই দশা করা হইল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর, এই ভীষণ রায়্যার

সংঘটিত হইয়া তাহা অনাধ্যাভীষণতর হত্যাকাণ্ডের সূচনা করিল।

খানসিংহকে বন্দী করিয়া রাখা হইল এবং নবনেহাল সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নবনেহাল ডেকখী, ভীক্ষু ও অহকারী ছিলেন। খানসিংহ বোধ হয় ইহার উপর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না। বাহা-হউক ঈশ্বরের বিড়ম্বনার বৈদ্য বন্দী খানসিংহ তখন ও হত্যাপ্রদয়ে নির্জন কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন, ঐ দিবসই তোরণ-দ্বারের প্রস্তর খসিয়া নবনেহালসিংহের মস্তকে দাক্ষণ আঘাত করিল, তাহাতে রাজপার্বত্য গোলাপসিংহের পুরও নিহত করিল। মন্ত্রী খানসিংহ তৎক্ষণাৎ নবনেহালকে পাকী করিয়া ছুর্গে লইয়া গেলেন। ছুর্গদ্বার বন্ধ হইল। কেবল মন্ত্রী খানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সেখানে ঘাইবার ক্ষমতা রহিল না। নবনেহালের মাতা চাঁদকুমারী অনেক অশ্রুধার বিনয় করিয়াও পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। পরিচারক ও সর্দারবর্গকে ‘রাজকুমার ভাল আছেন এবং এখন বিশ্রাম লইতেছেন’ বলিয়া বিদায় দেওয়া হইল। কিয়ৎকাল পরে খানসিংহ রাণী চাঁদকুমারীকে বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইহলোক পরিভ্রমণ করিয়াছেন। চাঁদকুমারী যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিনি রাণী হইতে পারিবেন এবং খানসিংহ তাঁহাকে সে বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। অনেকে অসম্মত করেন, খানসিংহ রাজকুমারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। অনেকে বলেন, তোরণ হইতে প্রস্তরপাত ও জঘুদ্রাভূষণের পূর্ণ-করিত। বাহা-হউক খানসিংহের ব্যবহার সন্দেহ পরিবর্জিত না হইলেও তাঁহার বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, কারণ ঐ বিপদে খানসিংহের প্রিয়তম ভ্রাতৃপুত্র হত হইয়া এবং খানসিংহ নিজেও হস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

নবনেহালের পর রাণী চাঁদকুমারী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন খানসিংহ দেখিলেন, যে রাণীও তাঁহার ঘোর বিপক্ষ, অতরাং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়দের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা করিবেন, অতরাং তিনি চাঁদকুমারীর সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে পারিলেন না। তিনি রণজিতের এক রক্তিতা জীয় গর্ভজাত পুত্র সেরসিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য সর্দারদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি শিখগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে রমণীর শাসনে তাহাদের কল্যাণ নাই এবং মনকামনা সিদ্ধ হইবে না।

রাণী চাঁদকুমারী এই সমস্ত অবগত হইয়া আতরসিংহ সিদ্ধনবালা ও অন্যান্য সর্দারদিগকে আহ্বান করিলেন। রাণীর পক্ষই অবলম্বন হইল।

রাণী সকলকে বলিলেন, তাঁহার পুত্রবধু নবনেহালের পত্নী গর্ভবতী, গর্ভস্থ শিশুর প্রতিনিধিধ্বংস রাণী রাজ্য করিতেছেন। তবে যতপি তাঁহার পুত্রবধু কষ্টা এসব করেন, তখন না হয় তিনি খানসিংহের পুত্র হীরাসিংহকে মৃতক লইবেন, মহারাজ রণজিতও জীবিতাবস্থায় হীরাসিংহকে পুত্রবৎ দেখিতেন। রাণীর এই কথার সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। খানসিংহ রাণীর এইরূপ প্রত্যক্ষ সরল ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু দুর্দান্ত সেরসিংহ বলপূর্বক সাম্রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খানসিংহ এই সুযোগে অস্ত্রহস্তার ত্যাগ করিয়া লাহোর হইতে জব্বু প্রদেশে গমন করিলেন। রাণী আতরসিংহ সিদ্ধনবালাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন।

গোলাপসিংহ সুযোগ বুঝিয়া রাণীর সহিত বোণ দিলেন। কুটনীতিবিৎ জঘুদ্রাভূষণ সকল কার্যেই এইরূপ চতুরতা প্রকাশ করিতেন। যে পক্ষ যখন জয়ী হইবে, সেই পক্ষই তাঁহাদিগকে সাধরে গ্রহণ করিত।

রাজা খানসিংহ জঘুতে বাস করিয়া গোপনে লাহোরের প্রত্যেক আন্দোলনের সংবাদ রাখিতে লাগিলেন। তিনি খালসা সৈন্ত ও সর্দারগণের নিকট হইতে একরূপ আশা ও অস্বীকার পাইলেন যে যখনই তিনি ও রণজিতপুত্র সেরসিংহ লাহোরদ্বারে উপস্থিত হইবেন, তখনই তাহারা তাঁহার সহিত বোণদান করিবে।

এদিকে সেরসিংহ খানসিংহের পরামর্শমত ৩০০ সৈন্ত লইয়া মুকারা হইতে লাহোরাতিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎকালে খানসিংহ প্রত্যক্ষ সাহায্য করিলেন না। জব্বালাসিংহ নামক জনৈক সর্দার এই সুযোগে সেরসিংহের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্য সৈন্তে তাঁহার সহিত বোণদান করিল।

সেরসিংহ লাহোরদ্বারে উপস্থিত হইরামাত্র বহুসংখ্যক খালসা সর্দার এবং পক্ষ সর্দারগণ সেরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। সেরসিংহ নগরে প্রবেশ করিলেন। অগণিত উন্নত সৈন্ত লাহোর লুণ্ঠন করিল। গোলাপসিংহ প্রকৃতি রাণীর পক্ষীয়গণ ডোব্রা-সৈন্ত সাহায্যে ছুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ছুর্গে অসংখ্যক ডোব্রা সৈন্ত থাকিলেও তাহারা ৬ দিন পর্যন্ত সমগ্র শিখসেনাকে পরাস্ত ও মহা কতিপয় করিয়া রাখিয়া ছিল। এই অবসরকালে শিখ-সৈন্ত অতি স্থগিত ও নৃশংস ব্যবহার করে।

খানসিংহ এই সময়ে লাহোরের সীমার আসিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে সেরসিংহ বৃদ্ধ ক্রোধ করিয়া গোলাপসিংহকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। গোলাপসিংহ বলিলেন, খানসিংহ না আসিলে সন্ধির কোন কথা হইবে না। সেরসিংহ লাহরে নগরদ্বারে গিয়া খানসিংহের অত্যাচার করিলেন। সমস্ত সৈন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। খানসিংহের আদেশে বৃদ্ধ বন্ধ হইল।

রাজা হীরাসিংহ মহারাজীর পক্ষ হইতে সন্ধি করিবার জন্য সেরসিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন। নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি হইল, যথা—চাঁদকুমারী সেরসিংহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবেন, তাহার প্রতিদান স্বরূপ সেরসিংহ মহারাজীকে ২ লক্ষ টাকা আয়ের এক জারগীর দিবেন, গোলাপসিংহ রাজীর হইরা ঐ জারগীর শাসন করিবেন। সেরসিংহ চাঁদকুমারীকে বিবাহ করিবার আশা পরিত্যাগ করিবেন ও ডোগ্রাসৈন্যগণ নির্দিষ্টবাদে গড় হইতে চলিয়া যাইতে পাইবে।

রাজা গোলাপসিংহ রক্ষা করিবার ভাগ করিয়া চাঁদকুমারীর সমস্ত মণিরত্ন আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজী লাহোরে তাঁহার পুত্র কর্তৃক নির্মিত আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি, সেরসিংহ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে খানসিংহ পুনরায় উজীর অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন এবং এক বহুমূল্য খিলাত পাইলেন। সৈন্যগণের বেতন মাসিক ১৬ টাকা করিয়া বর্ধিত হইল, সিদ্ধনবালা সর্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল এবং আতরসিংহ সিদ্ধনবালা ও তাহার ভ্রাতা লহনাসিংহকে বন্দী করিবার জন্য আদেশ বাহির হইল। আতরসিংহ ও তাহার ভ্রাতৃপুত্র অজিতসিংহ পলায়ন করিল। লহনাসিংহ ধৃত হইরা লাহোরে বন্দী হইয়া রহিলেন।

সেরসিংহ অতিশয় ইঞ্জিয়াসত্ব ও আত্মোচ্ছ্রাস ছিলেন, সুতরাং রাজকাণ্ডের সমস্ত ভার বিচক্ষণ মন্ত্রী খানসিংহের উপর ভৃত্য করিয়া নিজে আনন্দ আচ্ছাদনে কালাপ্যাসন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে খানসিংহ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হুচতুর খানসিংহ দেখিলেন যে তাঁহার এই অপ্রতিভত্ব কমতার একটা প্রতিবন্দী আছে। জবালসিংহ সেরসিংহের বিশ্বাসী, তাঁহাকে বৃদ্ধের সমর বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল এবং লাহোর-অধিরোধকালে

সেরসিংহের নিবারণপক্ষে জবালসিংহ নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধে নিয়োজিত রাখিয়া ছিল। পরে খানসিংহ ও সেরসিংহ স্বয়ং বাইরা অর্ধ প্রদান করিয়া বৃদ্ধ নিবারণ করে। জবালসিংহের মনে বহুদূর লাভের উচ্চাশা এখনও থাকিতে পারে, এইরূপ অজ্ঞান করিয়া খানসিংহ কুটিল মন্ত্রণা দ্বারা সেরসিংহকে জবালার ঘোর শত্রু করিয়া কেলিলেন। সেরসিংহ খানসিংহের প্রবন্ধনার পড়িয়া লামাত অপরোধে প্রভূতস্ত্র জবালকে বন্দী করিলেন। কারাগৃহেই হতভাগ্য নির্দোষ জবালার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এইরূপে খানসিংহ নিজ উন্নতিপথ নিকটক করিলেন।

একদা খানসিংহ চাঁদকুমারীর পক্ষাভে লাগিলেন। চাঁদকুমারীর সহিত সন্ধিতে যদিও সেরসিংহ তাঁহার পাণিগ্রহণ-প্রস্তাব ভাগ করিতে বাধ্য হইরাছিলেন, তবুও এককালে আশা ছাড়িতে পারেন নাই। “চান্দ-আন্দাজী”-প্রকার তাঁহার পাণিগ্রহণাশা তখনও হরত কালে একদিন পূর্ণ হইতে পারিত, কিন্তু গোলাপসিংহ প্রত্যাহ রাজীকে বুঝাইতেন যে এ মিলন-প্রার্থনা কেবল সেরসিংহের কোমল মাজ; কোন মতে তাঁহাকে করগত করিয়া বিনাশ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। রাজী চাঁদকুমারী কাজেই নিরাপদ হইবার জন্য প্রাসাদ ভাগ করিয়া পীর পুত্রের ভবনে গিয়া বাস করিলেন। এই ব্যবহারে মহারাজ সেরসিংহ হাড়ে চটরা গেলেন, তাহার উপর খানসিংহ ধূনা দিলেন যে, রাজী চাঁদকুমারী মহারাজকে রণজিতের সূত্রাত সন্তান বলিয়া গণ্য করেন না এবং আপনাকে কানাইবাংশের সর্দার জরমনের কড়া ভাবিয়া নিজের আভিজাত্যের পক্ষা করেন। মহারাজ সেরসিংহ ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজীর জীবননাশে চক্রান্ত করিলেন। রাজীর ক্রীতদাসীগণকে অর্ধে বন্দীভূত করিয়া মহারাজীকে খুন করিতে বলিয়া দিয়া মহারাজ সেরসিংহ হঠাৎ দরবারসহ উজীরাবাদে চলিয়া গেলেন। পিশাচীরা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একদিন মহারাজীর পরিচ্ছদ পরিবর্তন করাইতে করাইতে ইষ্টকাবাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া বিনষ্ট করে। খানসিংহ সেই পিশাচীদিগকে ধরিয়া কোতওয়ালীতে সাধারণের সম্মুখে তাহাদের মাসিকা, কর ও হত ছেদন করিয়া দিলেন। তাহাদের জিহ্বাছেদন না করার তাহারা সকলকে স্পষ্ট সত্য কথা বলিয়া দিল। যে লোক দেখাইয়া এই কর্ণে তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, সেই পাবক সেরসিংহের নামও তাহারা বলিয়া ছিল, সন্দেহে খানসিংহের নামও প্রকাশ করিল। লোকে উদ্ভাবের প্রকাশ বলিয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল না। সেরসিংহ ও

গোলাপসিংহ মহা আনন্দিত হইলেন। সেরসিংহের কটক দুই হইল, আর গোলাপসিংহের সিদ্ধকাজ মদিরহাদি কিরীয়া দিতে হইল না।

এই সময় কাবুল-বুকে ইংরাজের শিখরাজের সাহায্যে জরী হইয়া কিরোজপুরে এক সৈন্ত-পরিদর্শন বেলী করেন। সেই বেলার বুবারাজ প্রতাপসিংহ ও এখান মন্ত্রী খানসিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধনবালা সর্দারেরা মণিক্তের জাতি। তাঁহারা সেরসিংহের জার রক্তিতার গর্ভজাত পুত্রের শাসনে কোন দিনও সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া রাজা খানসিংহের উপরও মহা অসন্তুষ্ট ছিলেন।

শিখ-বর্ষ-সম্রাটের মধ্যে “ভাই” নামে এক উপ-সম্রাটের আছে। ইহার পজাবের দরবারে ও রাজ্যভূমিতে বিশেষ সম্মানিত। এই সময়ে ভাই রামসিংহ নামে এক ব্যক্তি সেরসিংহের এক প্রেমসীকে হতগত করিয়া দরবারে আবার সিদ্ধনবালাগণকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্থ হইরাছিলেন।

সিদ্ধনবালা সর্দার লহনাসিংহ কারাবুক এবং পলায়িত আতরসিংহ ও অজিতসিংহ দরবারে আহৃত হইলেন। তাঁহাদের হত ধন সম্পত্তি, মানসঙ্গম উপাধি পুনরায় কিরাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতেই খানসিংহ রাজার প্রতি মহা বিব্রিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধনবালা সর্দারগণও প্রত্যেকে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া কাঁচা করিতে লাগিলেন। মহারাজও আর কোন বিষয়ই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী করেন না। খানসিংহের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি জন্ম হইতে কোষ্ঠভ্রাতা গোলাপসিংহকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে উভয়ে পরামর্শ করিয়া আপনাদিগের পক্ষব্যপন অবধারণ করিয়া লইলেন। এই সময় হইতেই খানসিংহ মণিক্তের অপর পুত্র শিখ দলীপসিংহের প্রতি বর দেখাইতে লাগিলেন। দলীপের বয়স তখন ৬৭ বৎসর মাত্র। [দলীপসিংহ দেখ।] মহারাজ সেরসিংহও উদ্দেশ্য বুঝিয়া খানসিংহকে দমনে রাখিবার জন্য নানা উপায়ে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৌশলী বুদ্ধিযী খানসিংহ সেরসিংহের জার লোকের কৌশলে বিভ্রান্ত হইবার লোক ছিলেন না, তিনি সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন।

সিদ্ধনবালা সর্দারগণ রাজ্যের মধ্যে তখন অতুল প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেও, তখনও তাহারা সেরসিংহ হুকুম নহেন বলিয়া তাঁহার প্রতি মনে মনে মহা

অসন্তুষ্ট ছিল। খানসিংহ কমভাসন্থেও তাহাদিগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং রাজার অভিপ্রায় সাধনে বরং করিরাছিলেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার প্রতি বিরোধভাব ছাড়িতে পারে নাই। মন্ত্রীতে ও মহারাজে এই সময় খুব মনোমানসিত চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহারাও এই সময়ে ‘কটকটনৈব কটকবৎ’ উভয়ের উদ্দেশ্যের জন্ত বড়বস্ত্র করিতে লাগিল। মহারাজের উপর এই সময় তাহাদের অতুল প্রভাব থাকার তাহারা ক্রমশঃ মহারাজের প্রতি সকল প্রকার সত্ৰম ভাগ করিল। অজিতসিংহ প্রায়ই মহারাজকে বুকের উপর জীবনপ্রহণের তর দেখাইতেন। মহারাজ বহুবর্গ দ্বারা সতর্ক থাকিলেও এ সকল কথা গ্রাহ্য করিতেন না। সিদ্ধনবালা সর্দারগণ বড়বস্ত্র ঠিক করিয়া মহারাজকে আপনাদের পূর্ব বিশ্বস্তার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহারা আজীবন ভৃত্য, তাহাদের পক্ষে রাজবিক্ষেপে দণ্ডারমান হওয়া একান্ত অসম্ভব। খানসিংহের উদ্দেশ্যে মহারাজকে বিশ্বাস করাইল যে খানসিংহ তিতরে তিতরে মহারাজের ঐশ্বর্য্যনাশের চেষ্টার আছেন এবং তৎপরে দলীপকে সিংহাসনে বসাইবেন সত্ৰম করিয়াছেন। এমন কি আমাদিগকেই পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মহারাজের ঐশ্বর্য্যনাশে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেরসিংহ বীর ও সাহসী হইলেও এই সংবাদে অতিভূত হইয়া নিজ তরবারী সর্দারদিগের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই অস্ত্র আর এই আমায় কষ্ট, যদি তোমরা আদিষ্ট হইয়া থাক এবং প্রস্তুত হইয়া থাক, লও, ছেদন কর। তবে এক কথা মনে রাখিও, যে ব্যক্তি আজ তোমাদিগকে বহুব্রজে চালিত করিতেছে, প্রয়োজন যত নেই আবার তোমাদিগকে নষ্ট করিতে পারে। মহারাজের এই ব্যবহারে সর্দারেরা চমকিত হইল, কিন্তু বিচলিত না হইয়া মহারাজকে বলিল যে, এরূপ গৃহযজ্ঞ মন্ত্রীকে এখনই নিপাতিত করা উচিত। মহারাজও তাহাদের ঐকান্তিকতার মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর বধ্যদেশ সহি করিয়া লহনাসিংহ ও তাহার জ্ঞাতাকে দিলেন। সর্দার-জাতৃব্রত তখন মহারাজকে জানাইল যে তাহারা আপাততঃ তাহাদের আশ্রয় রাজ্য-সীমিতে সরিয়া বাইবে এবং এখান হইতে একবল সাহসী সৈন্ত লইয়া হাফারীতে উপস্থিত হইবে। মহারাজ সেই বুলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ারতের আদেশ দিলেন। এই সৈন্যবল কক্ষপাতি লইয়া প্রত্যেক থাকিলে, আরও পাঁচবান্ধ

তাহারা চক্ষুর নিম্নে কানসিংহ ও তৎপুত্র হীরাসিংহকে
ধেয়িরা দেখিলেবে।

লহনাসিংহ ও অভিজতসিংহ এইরূপে কানসিংহের বহা-
বেশ পক্ষ হস্তগত করিয়া মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া
ধ্যানসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। পরে নানা কৃত্রিক
করিয়া সেই পক্ষ দেখাইলেন। ধ্যানসিংহ বড় চক্ষুর, গ্রন্থে
ইহা বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বড়ই কেন মনো-
মালিন্ত থাক না, আমার অল্পগ্রহে বর্জিত সেরসিংহ এরূপ
আদেশ কখন দিতে পারেন না, বিশেষতঃ ইহাতে মহারাজের
মোহর অঙ্কিত হয় নাই।



ধ্যানসিংহ।

লহনাসিংহ ইহা শুনিয়া আবার কৌশলক্রমে সেরসিংহের
মোহর করাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় আসিয়া ধ্যানকে
দেখাইলেন। ধ্যানসিংহ মুগ্ধাঙ্কিত আদেশপত্র দেখিয়া
অতি মাজ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সিদ্ধনবালা সর্দার-
গণ তখন ঔষধ ধরিতাছে দেখিয়া ঠিক পূর্বোক্ত কূট
বাঁক্যকৌশলে ক্রীতি ও বিশ্বাস জন্মাইয়া ধ্যানসিংহ দ্বারা
মহারাজের বখাদেশ পত্র সহি করাইয়া লইলেন। তখন
সর্দারেরা সজীয় সহিত পরামর্শ করিয়া ছিন্ন করিলেন, যে
ধ্যানসিংহ হত্যার জন্ত নির্ধারিত দিনে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত
সৈন্তদ্বাপনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। পরবর্তী এক
শুক্রবারে রাতের প্রথম দিনই এই ভয়ানক কার্যের উপস্থিত
দিন বলিয়া নির্ধারিত হইল।

সর্দারেরা পরে রাজা-সীমিতে কিরিয়া গেলেন। ধ্যান-
সিংহ রোগের ভাপ করিয়া পরবার আগুন বন্ধ করিলেন।
এই দিন ধ্যানসিংহ, দেওরান বীননাথ ও রাজপ্রাসাদ

বৃথাসিংহকে লইয়া মহারাজ সেরসিংহ হাজারী নামক
হানে একদল সৈন্তের ক্রীড়াখুঁদে দেখিতে বাজা করিলেন।
পরামর্শমত অভিজতসিংহ সে স্থলে সদলে উপস্থিত হইয়া
একবারে সমস্ত বন্দুকের শব্দ করিয়া আপনাদের উপস্থিতি
জ্ঞাপন করিলেন।

এখানে সেরসিংহ রাজপ্রাসাদে বারবারী বৈঠকে বসিয়া
কয়েকজনের মন্ত্রকৌড়া দেখিতে লাগিলেন। এই সময়
অভিজতসিংহ আসিয়া সদলে উপস্থিতি নিবেদন করিলেন।
রাজাদেশে দেওরান বীননাথ তৎক্ষণাৎ তাহারদিকে রাজ-
সৈন্তভুক্ত করিয়া লইলেন। অভিজত এই সময়ে একটা নুতন
বন্দুক দেখাইয়া রাজাকে বলিলেন, এটা ১৪০০ টাকার
ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু তিন হাজারের কমে হস্তান্তর করিব না।

অভিজত অমনি বন্দুক বাড়াইয়া দিবার হলে মহারাজের
বক্ষ্য লক্ষ্য করিয়া শুনি করিলেন। দোদুলী বন্দুকের
হুইটা শুনি একবারে বুক লাগিল, মহারাজ সেরসিংহ “এই
কি দাগা” বলিয়া পড়িলেন ও পক্ষ পাইলেন। অভিজতসিংহ
তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়া একাধারে তাঁহার শিরশ্ছেদ করি-
লেন। বৃথাসিংহ বন্দুকের শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া যেমন ঘরে
চুকিলেন, অমনি রক্তাক্ত তরবারী হস্তে অভিজতকে দেখিয়া
তৎক্ষণাৎ অভিজতের হুই অল্পচরকে কাটিয়া অভিজতকে আক্র-
মণ করিতে গেলেন, কিন্তু তরবারি তালিয়া গেল এবং
অনতিবিলম্বে অভিজতের লোকের হস্তে নিহত হইলেন।
অভিজতের সেনাদল রাজভৃত্যগণকে আক্রমণ করিল ও
প্রাসাদে প্রবেশ করিল। সেরসিংহের পুত্র রোক্তমান
বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক প্রতাপসিংহকে লহনাসিংহ হারিতে
গেলেন। এই বালক সেদিন গ্রহণ উপলক্ষে উত্তান
মধ্যে ভূলাপুরুষ হইয়া ব্রাহ্মগণিকে স্বর্ণরৌপ্য দান করিতে
ছিলেন। লহনাসিংহ পিরা ধরিবামাত্র বালক তাঁহাকে
পিছুবা সম্বোধন করিয়া প্রাণতিকা চাহিল, কিন্তু পাবও লহনা
কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ড ছেদন করিলেন।

অভিজতের সৈন্তদলে ৩০০ অশ্বারোহী ও ২৫০ পদাতি
ছিল। অভিজত সৈন্তে লগ্নাতিমুখে বাজা করিলেন, পক্ষে
ধ্যানসিংহের সহিত দেখা হইল। অভিজত সংবাদ দিলেন।
ধ্যানসিংহ বালক প্রতাপের বধে আক্রমণ করিয়া সর্দার-
দিগকে নিহত করিলেন। অভিজত ধ্যানসিংহকে নিজ সম্মতি-
ব্যাঘারে ঘূর্ণে কিরিতে বলিলেন। সন্ধ্যা হইলেও ধ্যান
অনন্তগতি হইয়া তাহাতেই বাধ্য হইলেন। প্রথম দ্বার
পার হইয়া গেলে, দ্বিতীয় দ্বারে ধ্যানসিংহের অল্পচরগণ
প্রবেশে বাধ্য পাইল, কিন্তু সাহচর অভিজত অবশেষে প্রবেশ

করিল। ধ্যানসিংহ মনে মনে অবস্থা বুঝিলেন। কাছে
কিছুই প্রকাশ হইতে দিলেন না, কিন্তু হৃৎপ্রাকারে সেসময়
সেখিরা বিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কে ?

অজিত অবশ্য নিকটবর্তী হইয়া ধ্যানসিংহের হস্তধারণ
করিয়া বলিলেন, এখন কে রাজা হইবে ? ধ্যানসিংহও
অবিচলিতভাবে বলিলেন, “দলীপের ভাই উপযুক্ত
আর কে ?”

অজিত তখন বলিল, “দলীপ রাজা আর তুমি মন্ত্রী,
তবে আমরা এত কষ্ট কেন পাইলাম ?” ধ্যানসিংহ এই
স্নেহে ব্যথিত হইয়া সরিয়া বাইতে ছিলেন, কিন্তু
বুঝ ভাই গুরুমুখসিংহ নিকট হইয়া অজিতকে বলিল,
“কথা অপেক্ষা কাজে আনিয়া দাও, যে পথে সের-
সিংহকে পাঠান হইয়াছে, মন্ত্রীমহাশয়কেও সেই পথে
বাইতে দাও, তাহা হইলেই তোমার পথ পরিষ্কার।” অজিত
এই কথা শুনিয়া ঈর্ষিত করিবামাত্র পক্ষাৎ হইতে একজন
গুলি করিয়া ধ্যানসিংহের জীবন শেষ করিয়া দিল।
উপস্থিত সেনারা অবশেষে ধ্যানসিংহের বেহুঁকরা হুকরা
করিয়া কাটির রক্তপাততৃকা কতকটা মিটাইল। ধ্যান-
সিংহের কয়েকজন পঞ্জাবী ও একজন মুসলমান অগ্রচর
কোশলে প্রবেশ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু
সকলেই বিনষ্ট হয়। ধ্যানসিংহের ও ইহাদের দেহাবশেষ
এক কামান গর্ভে নিক্ষেপ হইল। [অপরাপর কথা হরিদাস-
সাঁধু শব্দে ক্রটিয়া ।]

ধ্যানাবতার, বোধশাস্ত্রের দেবভেদ। (সদ্ব্যপ্তগুণীক)
ধ্যানিক (জি) ধ্যানেন নিবৃত্তং ঠক্। ধ্যানসাধ্য, বাহ্য
ধ্যানকার্য লাভ করা যায়।

“ধ্যানিকঃ সর্বমেবৈতৎ বসন্তং অভিসংজিতম্।” (মহ)
ধ্যানিন্ (জি) ধ্যান-ইনি। ধ্যানযুক্ত সমাধিহ।
ধ্যানিবুদ্ধ, ধ্যানযোগকারী বুদ্ধ। কাহারও মতে ইহাদের
সংখ্যা ৫, ৬ কিংবা তদধিক। ইহারা অশরীরী। [বুদ্ধ বেধ।]
ধ্যানিবোধিসত্ত্ব, ধ্যানিবুদ্ধের পুত্র, ইহারাও অশরীরী।
ধ্যান (স্ত্রী) ধ্যানেতে পশুতিরিত্তি ধ্যো-তিভনে-বাহুলকাৎ মক্।

১ মননবৃত্ত। ২ পদ্ধত্ব। (জি) ৩ জ্ঞানম। (বেদিনী)
ধ্যানমক (স্ত্রী) রোহিত্ব। (রাজনিং)
ধ্যানম্ (পুং) ধ্যো-মণিন্ (নামন্-নীমন্-ব্যোমন্-ইত্যাদি।
ঋগ্-৩।১৫০) ১ পরিমাণ। ২ ভেদ্য।

ধ্যানমতে ধ্যানা পরিমাণং ভেদক্। (উজ্জল।)
ধ্যানমতে ধ্যানিকো। (জি) [ধ্যানম্ বেধ।]
সুবিজ্ঞান, বাহ্যিক। (মহু ১৮২২)

ধ্যান (জি) ধ্যো-মক্। ধ্যানত্বা, ধ্যানের বিপরীত।

(ভাগ ১২।১৪)

প্রজীমহ (জি) এক গভৌ ইন্-সর্বধাতুত্বা ইতি ভাব ইন্-প্রত্যয়ঃ,
ততো মক্। ‘প্রাতিপদিকতত্ত্বানাতক্’ শীতগতিবৃত্ত

“হিরণ্যকেশো রজসো বিনারেহি-

ধূনিবাত ইব এলীমান্।” (মক্ ১৭২।১)

‘এলীমান্ শীতগতিবৃত্তঃ’ (সারণ)

প্রাক (স্ত্রী) জাকা। (পা ৮।২২।)

প্রাজ্জাতা, কাঠিরাবাড়ের পলিটিকাল এজেন্টের এলাকাভুক্ত
একটা দেশীয় রাজ্য। ভূপরিমাণ ১১৪২ বর্গ মাইল। এখানে
লক্ষাধিক লোকের বাস ও আর দেড়শত গ্রাম আছে।

এখানকার ভূভাগ অসমতল, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট
স্রোতস্রোতী প্রবাহিত ও গিরিদরীসমাজ্জর। ঐ সকল ছোট
ছোট পাহাড় হইতে ব্যবহার্য পাথর আমদানী হয়। এই
স্থান গ্রীষ্মপ্রধান হইলেও স্বাস্থ্যকর। উৎকৃষ্ট উর্বরা
জমি এখানে বেশী নাই। ঐ সকল জমিতে প্রধানতঃ
কাপাস ও সাধারণ শত উৎপন্ন হয়। লবণ, তাম্র, শিত-
লের বাসন, পাথরের জাঁতা, দেশীয় বস্ত্র ও মুগের পাজ
এখানকার বাণিজ্য দ্রব্য মধ্যে গণ্য। এখানে কোন
কাঁচা পাকা রাস্তা নাই। খোলেরা (ডোলেরা) নগরই এই
রাজ্যের নিকটবর্তী বন্দর।

এখানকার সর্দার ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের সহিত
সন্ধিস্থজে আবদ্ধ হন। প্রথম শ্রেণীর করদ রাজাদিগের দ্বারা
রাজকীর সকল কার্যে তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার
উপাধি রাজা সাহেব। তিনি রাজপুত জাতির ঝালাশ্রেণীভুক্ত।
ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট হইতে তিনি ১১টা মাঙ্গতোপ পাইয়া থাকেন।
তিনি ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট ও জুনাগড়ের নবাবকে ৪৪৬৭৭ টাকার
কর দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার অধীনে ২১৫০ জন সৈন্য
আছে। প্রজার জীবন মরণ তাঁহার ইচ্ছাধীন।

বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ উত্তরপ্রদেশ হইতে
বহু প্রাচীনকালে কাঠিরাবাড় আসিয়া বাস করেন।
তাঁহারা প্রথমে আক্রমণের জেলার অধীন পাঞ্জী নামক স্থানে,
তৎপরে হলবাড়, অবশেষে বর্তমান স্থানে আসিয়া রাজপাট
স্থাপন করেন। জুনাগড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের
সময় এই রাজ্যের অধিকাংশই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত
হয়। অন্তঃপর গঙ্গাটী অরাজক্যের সময় মুহম্মদ-নগর
না হলবাড় উপবিভাগ ঝালাশ্রেণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।
শিলসি, হুজবান, চুয়া, মায়লা ও থানা লখতার নামে কে
কতী পুত্র রাজ্য আছে, তাহা এই প্রজার রাজ্যেরই

শাখা। থাকেনেদের রাজপণ্ড এই বংশের এক অতি
প্রাচীন শাখা সমুদ্রত বসিয়া পরিচর দিয়া থাকেন।

৩ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২° ৫২'
১০" উঃ° ৩৩' ১১" পূঃ। আক্ষদাবাদ হইতে ৩৭
ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নগরের চারিদিকে গড়বাঁহী আছে।
লোকসংখ্যা প্রায় চৌক হাজার।

প্রাজি (জী) গতি। "বাততাহু প্রাজিৎ বং তি বদেবাসো
অবিকৃত।" (বক্ ১০।১৩৬।২)

'প্রাজিৎ গতি' (সারণ।)

প্রাড়ি (পুং) প্রাড়-ইন্ (সর্বাধাতুত্ব ইন্। উগ্ ৪।১১৭) পুশ-
চয়ন। 'প্রাড়িঃ পুশচয়ঃ' (উজ্জল)

প্রাফা, ওজরটি প্রদেশে হালালপ্রান্তের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র
রাজ্য। ১২ খানি গ্রাম ইহার অধীন। উল্লেখ্য আবার
৯ জন করদ সামন্ত বাস করেন। আর প্রায় ৬০০০০।

ক্রুতি (জী) ক্র গতিঃ স্বার্থোয়োরিতি বাভূঃ। বক্ষ্যমানরূপ।

"ন স ন্যো নক্ষো বরুণঃ ক্রতি সা" (বক্ ৭।৮৬।৬)

'ক্রতিবক্ষ্যমাণরূপ।' (সারণ।)

ক্রপদ, ক্রপদ হইতে উৎপন্ন। সংগীত শ্রম বিশেষ। ইহার
সংস্কৃত নাম ক্রপক। ইহাতে প্রায় চারিটা তুক আছে,
যথা—আছারী, অস্তরা, সফারী ও আভোগ। কোন কোন
ক্রপদে মিলাতুক নামে আরও একটা তুক থাকে। ইহা
কেবল গায়কদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট। (সংগীতরসায়ক)

যে গীত দ্বারা দেবতাদিগের লীলা, রাজাদিগের যশ,
অথবা প্রবল বুদ্ধাদির বিবরণ বর্ণিত হয়, বাহাতে স্বয়ং, ভাল,
রাগ রাগিণীর প্রগাঢ়তা, গদ্য পদ্যময় অংশ ও রচনাগাভীর্ষ্য
সমাক্রান্ত ভাবে বিস্তারিত থাকে, সেই সকল গীত সংগীত-
শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা ক্রপদ বলিয়া নির্দেশ করেন। ক্রপদ
বিস্তৃতকরণ গায়ক দ্বারা বিস্তৃত ভাবে গীত হইয়া থাকে।
ইহা মুহুরতী প্রী আতির উপযুক্ত নহে। অধিকাংশ ক্রপ-
দই আছারী, অস্তরা, সফারী ও আভোগ এই চারি পদ-
নির্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন ক্রপদে আছারী ও
অস্তরা এই দুইটা রাজ পদও দেখা যায়। ক্রপদ বিলম্বিত
লয়ে যত অল্প হয়, ততলয়ে কোন সময়ই তত ক্রতিস্থপ-
কর হয় না। (কর্ত্তকৌমুদী)

ক্রব (জী) ক্রবতি দ্বিবিভবতীতি ক্র-ক (ক্রবঃ কঃ। উগ্
২।৬১) ১ নির্দিষ্ট। ২ স্থির। "ক্রবঃ স নীলোৎপল পত্রধারয়া
শরীলভাঃ হেতুঃ সুবিধাবততি।" (শব্দকল্পাঃ ১ অক)

৩ সজ্জিত। ৪ শাখিত। ৫ তর্ক। ৬ আকাশ। (পুং) ৭ শব্দ।

৮ বিকৃত। ৯ হয়। ১০ বট। ১১ অষ্ট বছর একতম।

"আপোক্রবন্ত কোমলঃ রম্যৈঃ বানিলোহনলঃ।

প্রভাবন্ত প্রভাসন্ত বসবো হন্তৌ প্রকীর্তিতাঃ।"

(মৎসক ৪২১)

১২ বোম্বের, এই বোম্বের তত্ত্ব কার্যাদি বিধের।
যদি কোন বালক এই বোম্বের জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে
সর্বদা সমরভী জাতবালকের মুখপথে মৃত্যুমানা থাকে,
এবং সে ভারকাক্যকর্তা, বহুবর্ণের ভর্তা, দিগ্-দিগন্তে
বিখ্যাতকীর্তি ও অমর মূর্তি হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই বোম্ব বিকৃতাদি করিয়া গণনার স্বাধীন। ১৩ স্বাপ্ন।
১৪ পরায়ি পক্ষী। ১৫ ক্রবক, ধূম। (সঙ্গীত নামাং)

১৬ আকাশস্থিত তারাবর, ইহাকে চলিত কথায় ক্রবতার
কহে। এই ক্রবতার সকল নক্ষত্রের আধারস্বরূপ।

"মেনোক্রবরতো মধ্যে ক্রবতারে নভঃস্থিতে।

নিরক্ষদেশসংস্থানান্তরে ক্রিতজালয়ে।" (স্বর্বাঙ্গিক)

[ক্রবতার দেখ।] ১৭ রোহিণীগর্ভে বহুদেবের ঈশ্বর-
জাত এক পুত্র। (ভাগ ৯।২৪।৪৬)

১৮ পাণ্ডব পক্ষীর একজন কজির বীর। (ভারত ৭।১৫৬।৩৭)

১৯ নহবের এক পুত্র। (ভারত ১।৭৫।৩০)

২০ পুরুবংশীর মন্তিনারের এক পুত্র। (ভাগ ৯।২৪।৬)

২১ যজ্ঞীর গ্রহপাত্রবিশেষ।

"বজ্রমনিম্বতো গ্রহগ্রহণমাংক্রবৎ।"

(কাব্যরসপ্রোক্তঃ ৯।১৭)

২২ নাসাগ্র। বাহাদের মুখ্য সন্নিকট তাহার ক্রব,
অর্থাৎ নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে পারে না।

"অক্লান্তীং ক্রবকৈব বিকোক্রীশি পদানি চ।

আসন্নমুখ্য নো পশ্চততুর্ধ্বং মাতৃমণ্ডলম্॥

অক্লান্তী ভবেচ্ছিন্না ক্রবো নাসাগ্রমুচ্যতে।

বিকোঃ পদানি ক্রমধ্যে নেত্রয়ো মাতৃমণ্ডলং॥"

(কাশীখণ্ড ১২।১৩—১৪)

২৩ উত্তানপাদরাজার পুত্র, ইহার বিবরণ বিকুপুর্নাণে
এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মহর্ষি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে
দুই পুত্র জন্মে। এই উত্তানপাদের স্ত্রীতিকে ও স্ত্রুচি নামে
দুইটা স্ত্রী ছিল। এই দুই স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রুচি রাজার অতিশয়
প্রিয়। তাঁহার প্রেরণারাজার স্ত্রীতিকে বনবাস দেন।
একদিন রাজা স্নান করিতে গিয়া বটনাক্ষেপে পথপ্রান্ত
হইয়া বনস্থিত স্ত্রীতির নির্জন স্থানে উপস্থিত হন।
তাহাতে রাজসংবাসে স্ত্রীতির গর্ভ হয়। স্ত্রীতির গর্ভে
ক্রব জন্মগ্রহণ করেন। একদা স্ত্রুচির পুত্র রাজার ক্রোড়ে

উপবেশন করিয়া আছে, সেই সময় অব রাজসভার গিয়া পিতার
কোণে উঠিবার অল্প উপস্থিত হইল। রাজা অরুচির
ভরে একে কোণে লইতে সাহসী হইলেন না। অরুচি
নগরী তনয়ের রাজার কোণে উঠিবার অতিশয় আশিতে
পারিয়া একে তিরস্কারে বলিয়াছিলেন, ‘বৎস! এই
উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ কর, তুমি হীনা স্ত্রীতির গর্ভে
জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার উপ-
যুক্ত নহে। আমার পুত্র উত্তমই এই স্থানের উপযুক্ত।
অতএব তুমি এই উচ্চ অভিলাষ পরিত্যাগ কর।’ অব
বিমাতার এই কঠোর বাক্য শুনিয়া অতিশয় ক্রুপিত হইয়া
মায়ের নিকট আগমন করিল। স্ত্রীতি ইহাকে ক্রুপিত
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমাকে কে অবমাননা
করিয়াছে।’ অব তখন মাতৃসমীপে সকল বৃত্তান্ত নিবে-
দন করিল। স্ত্রীতি ইহা শুনিয়া পুত্রকে কহিলেন, বৎস!
অরুচি বাহা বাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য, তুমি ভাগ্যহীন
আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যহীন হইয়াছ। অতএব
দুঃখ করা উচিত নহে। অরুচি অতিশয় পুণ্য করিয়াছে,
একজ্ঞ অরুচি রাজার অতি প্রিয়। বিশেষ পুণ্যসুষ্ঠান
করিলে ঐ পদলাভ হইয়া থাকে। এখন যে অবস্থার আছ,
ইহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদি তোমার অরুচির বাক্যে
অতিশয় ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুণ্য কার্যের
প্রতি যত্নশীল হও, তাহা হইতে অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।’ অব
মাতার কথা শুনিয়া মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল,
‘অরুচির বাক্য আমার স্বপ্নের শেল সম বিদ্ধ হইতেছে, মাতঃ!
আমি অল্প কোন স্থান প্রার্থনা করি না, এইরূপ স্থান
প্রার্থনা করি, যে স্থান আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।’

অব মায়ের নিকট এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত
হইয়া বনে গমন করিল। ক্রমাগত পূর্বদিকে গমন করিতে
করিতে কুশাসনে উপবিষ্ট সাতজন মুনিকে দেখিতে পাইয়া
তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কহিল, আমি উত্তান-
পাদ-তনয়, আমি অতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনা-
দিগের শরণাপন্ন হইলাম। মুনীগণ ইহা শুনিয়া কহিলেন,
তোমার বয়ঃক্রম চারি বা পঞ্চ বৎসর হইবে, এবং তোমার
শরীরেও কোন প্রকার ব্যাধি নাই, অতএব নির্বেদের
কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অব তখন সকল
বৃত্তান্ত তাহাদের সমীপে জ্ঞাপন করিল। মুনীগণ ইহা
শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ‘কজ্জিরগণের অদ্বৃত্ত শক্তি
ও পরাক্রম, সিদ্ধান্ত বালকও কোন প্রকার অবমাননা সহ
করে না। বাহা হউক, এখন তুমি কি অভিলাষ কর,

তাহা আমাদিগের নিকট বল।’ অব এই কথা শুনিয়া
কহিলেন, আমি অর্থ বা রাজ্য প্রার্থনা করি না; এমন একটা
স্থান প্রার্থনা করি, যে স্থান অল্প আর কেহ উপভোগ করে
নাই। আপনারা আমাকে এইরূপ উপদেশ দিন, বাহাতে
আমি অচিরে এইরূপ স্থানলাভ করিতে পারি।’ ঐ স্থানে
যে সাতজন মুনি বলিয়া ছিলেন, তাহারা সন্তুষ্ট। ইহাদিগের
মধ্যে মরীচি কহিলেন, যে গোবিন্দের আরাধনা করে
নাই, সে উত্তম স্থান লাভ করিতে পারে না। অতএব
তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর। ক্রমে অগ্নি অদিরা
প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বিষ্ণুর আরাধনা জল্প উপদেশ
দিলেন। অব ইহা শুনিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন, বিষ্ণুর আরা-
ধনা করিতে হইলে আমার কি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে
হইবে, এবং কোন মন্ত্র জপ করিতে হইবে। সন্তুষ্টগণ ইহা
শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর এই মন্ত্র নির্দেশ করিয়া দিলেন—

“হিরণ্যগর্ভপুত্র প্রধানাব্যক্তরূপিণে।

ও নমো বাসুদেবায় শুকজ্ঞানবতাবিনে ॥” (বিষ্ণুপুঃ ১।১।৫)

অব এই মন্ত্র পাইয়া ঋষিদিগকে ভক্তিতে প্রণাম
করিয়া যমুনাভীরে মধুনামে এক পুণ্য বনে গমন করি-
লেন। শক্রর এই স্থানে মধু রাক্ষসের পুত্র লবণ
রাক্ষসকে বধ করিয়া মধুরানামে পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়া-
ছিলেন। এই তীর্থ সকল পাপনাশক। অব এই স্থানে অনন্ত-
কন্দা হইয়া ভগবদ্বারাধনার মনোনিবেশ করিলেন। অবের
এই কঠোর তপস্তার নদ, নদী, সমুদ্র ও সকল পৃথিবী
বিচলিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার তপস্তার
ভীত হইয়া মন্ত্রণাপূরক মারামারি স্ত্রীতির রূপধারণ
করিয়া অবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তপোভঙ্গের নিমিত্ত
নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অব
বিষ্ণুর প্রতি এরূপ সমাহিত হইরাছিল যে অল্প বিষয়ে আর
কিছুতেই চিত্ত আকর্ষিত হইল না। ইহাতেও অবের
তপোভঙ্গ হইল না দেখিয়া দেবগণ নানাবিধ কৌশল
খাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।
তখন সকলে মিলিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন
হইলেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া অবের
নিকটে আদিয়া কহিলেন, ‘বৎস! তোমার তপস্তার প্রীত
হইরাছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।’ অব সময়ে ইষ্ট-
দেবকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, ‘যদি আপনি প্রীত হইয়া
থাকেন, তাহা হইলে আপনি এই বর দিন, যেন আমি
আপনার ভব করিতে পারি, আমি বালক, আপনার ভব
করিবার পার্থক্য নাই।’ ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া অবের

জান পরিষ্কৃত হইল। তগবান্ তখন একে কহিলেন, তুমি যে জান আর্থনা করিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হইবে। তুমি পূর্বজন্মে জ্ঞানতনয় ছিলে এবং অনন্তজিত হইয়া আমার উপাসনা করিয়াছিলে। ক্রমে তোমার সহিত এক রাজ-পুত্রের বন্ধুত্ব হয়, তাহার ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া তোমার রাজার পূজা হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইজন্য উত্তানপাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। মানব আমাকে আরাধনা করিলে অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তুমি স্বর্গাদির বিবরণ বলাই বাহুল্য। তুমি ত্রৈলোক্যের উপরি সকল ভারী ও গ্রহগণের উপরিভাগে তাহাদের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। তুমি যে স্থলে থাকিবে, তাহা অবলোক বলিয়া আসিদ্ধ হইবে এবং তোমার মাতা স্নানীতিও তারকারূপে তোমার নিকটে অবস্থিত করিবে। তগবান্ বিষ্ণু এই বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এবং স্বস্থানে আসিয়া পিতার নিকট হইতে রাজ্যলাভ করেন। পরে ইনি শিশুমারতনয়া ত্রমিকে বিবাহ করেন। ইলা নামে ইহার আরও এক পত্নী ছিল। ত্রমির গর্ভে কল ও বৎসর এবং ইলার গর্ভে উৎকলের জন্ম হয়। ইহার বৈমাত্র ভ্রাতা উত্তম যুগ্মার গমন করিয়া যক্ষগণ কর্তৃক হত হন। এবং এইজন্য বক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, পরে পিতামহ ময় একে এই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করেন। কুবেরঃইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একে বর লইতে বলেন, এবং বলেন ‘বিষ্ণুপদে যেন মতি থাকে এই বর দিন’। কুবের ‘তথাস্ত’ বলিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। পরে ইনি বটব্রিংশ সহস্রবৎসর রাজত্ব করেন। অবশেষে ইনি বিষ্ণুদত্ত স্বনামধাত্য একলোকে গমন করেন।

(বিষ্ণুপুঃ ১।১১-১২ অঃ ও ভাগবত)

একে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ নিরন্তর অন্তর্ধান করিতেছে। এবং কত উচ্চস্থানে অবস্থান করেন; ভাগবতে তাহা এইরূপ লিখিত আছে।—

সূর্য্যমণ্ডলের দুই লক্ষযোজন উপরে চন্দ্রগ্রহ এবং চন্দ্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্র সকল স্রমেকর দক্ষিণদিকে জৈশ্ব কর্তৃক যোজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ তাহার উপর সূর্য, পরে মঙ্গল, তদুর্দ্ধে বৃহস্পতি, তাহার পর শনি, এই শনি গ্রহ হইতে একাদশ লক্ষ যোজন অন্তরে দেবর্ষিগণ অবস্থান করেন, ইহার লোক সকলের শান্তি বিধান করিয়া তগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ নিরস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই স্থান হইতে জরোদশ লক্ষ যোজনদূরে কুবের স্থান, ইহা তগবান্ বিষ্ণুর স্থান জানিতে হইবে। সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলই এই একে স্তম্ভ

করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। (ভাগবত ৫।২৪ অঃ) ২৩ রোমানবর্ত ভেদঃ। এই রোমানবর্ত দশবিধ—

“আবর্তসাব্যাবর্তো রোমসংস্থানমনিমাম্।

যাবুর্ত্তো শিরত্ভো বৌ বৌ বৌ রক্তোপরকুরোঃ।

একো ভালে স্থানে চ দশাবর্তা এবাঃ সূতাঃ ॥”

(শকার্ণচিহ্নামনি)

বক্ষলে দুইটী, মস্তকে দুইটী, রক্ত এবং উপরকু দুই দুই করিয়া চারি, ভাগদেশ এবং অপানে এক এক করিয়া দুইটী, এই দশটী রোমানবর্তের নাম এবং ২৪ নক্ষত্রগণ বিশেষ।

“উগ্রঃ পূর্বমবাতকঃ এবংগজীণ্ডরানি স্বতুঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

উত্তরকন্তনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী এই চারিটী নক্ষত্রে এবংগণ। ২৫ উৎপ্রেক্ষা, এবং শব্দ উৎ-প্রেক্ষাভাতক, অর্থাৎ এবং এই শব্দের প্রয়োগ থাকিলে স্থানে স্থানে উৎপ্রেক্ষার্থ হইয়া থাকে।

“মন্ত্রে শব্দ এবং প্রায়ো নুনমিত্যেব্যমদরঃ ॥”

(সাহিত্যঃ ১০।৬৯২)

ক্রোধ ও ভয়ে, এবং প্রভৃতি শব্দ উৎপ্রেক্ষাবাচক। ২৬ গ্রহনক্ষত্রাদির আনরনোপযোগি অঙ্কভেদ। ২৭ সোমভেদ।

“প্রদ্যম গৃহীতোহসি এবংোহসি এবংাগাং ॥” (শুক্রসমুঃ ৭।২৫)

‘হে সোম সমুপযামেন পাজেণ গৃহীতোহসি এবংানাকোনি।’

(মধীধর)

(স্ত্রী) ২৮ শকুনি প্রভৃতি কর চতুষ্ক।

“এবাণি শকুনির্নাগং তৃতীয়ঞ্চ চতুঃপদম্ ॥” (সূর্য্যসিঃ)

এবক (পুং) এবং-স্বার্থে কন্। ১ ঠাণ্। (হেম) ২ গীতাদি বিশেষ, চলিত ধূয়া, ইহার লক্ষণ সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে—

“উত্তমঃ বটপদঃ প্রোক্তো মধ্যমঃ পঞ্চমঃ সূতাঃ।

কনিষ্ঠশ্চ চতুর্ভিঃ তাদ্ এবংোহসিঃ সরোদিতঃ ॥”

ইহা উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার, বাহার বটপদ তাহা উত্তম, মধ্যম পঞ্চম এবং চারিপদযুক্ত অধম।

এই এবংক আবার বোড়শবিধ। যথা—

“জরন্তো শেখরোৎসাহৌ মধুরৌ নির্মলস্তথা।

কুন্তলঃ কমলশৈলঃ সানন্দশ্রুশেখরঃ ॥

সুখদঃ কুমুদো জারী কলর্পৌ জয়মঙ্গলঃ।

ভিলকোললিতশ্চেতি এবংকঃ বোড়শ সূতাঃ ॥

একাদশাক্ষরপদাদেকৈকাক্ষরবর্জিতৈঃ।

খট্টো এবংঃ বোড়শস্ত্যঃ বড় বিংশত্যাক্ষরাবিধি ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্মল, কুন্তল, কমল, সানন্দ, চন্দ্রশেখর, সুখদ, কুমুদ, জারী, কলর্প, জয়মঙ্গল, ভিলক ও ললিত এই বোড়শ প্রকার এবংক। ইহার প্রভি-

পাশে ১১ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬ অক্ষর পর্য্যন্ত হইবে। অর্থাৎ অসংখ্য একাদশ অক্ষরগাণক, শেখর বাসন অক্ষর পাদক, এই প্রকার অপরগুলি জাকিতে হইবে। এই প্রথম গান করিতে হইলে প্রথমে উচ্চগাহ পাঠ করিতে হইবে, তাহার পর প্রথম গের। উচ্চগাহ অর্থে প্রথম পাদ।

“উদ্‌গ্‌য়াহঃ প্রথমঃ গীত্বা এবং গীত্বেন ততঃ পরঃ ।

ତତୋଽକ୍ତଃ । ଏବଂ ଆନିତୋଽପ୍ୟେବେକଃ । ଯତଃ ।

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমঃ নামঃ কথিতঃ পূৰ্ণছন্দিতঃ ॥”

(समीक्षात्मक विवेचन)

৩ নক্ষত্রের দূরত্ব। দীর্ঘরাশির শেষ হইতে যে নক্ষত্রের
 বোগ্গাঙ্গা বহু দূরে অবস্থিত, তাহাকে সেই নক্ষত্রের
 দ্রবক (Celestial Longitude) বলা যায়।

ଅବକା (କ୍ଷୀ) ଅବକ-ଟାମ୍ । ଅବା, ଚଳିତ ଧୁବା ।

ଏବକେତୁ (ପୁଂ) ବେତୁତେନ । “ଏବକେତୁ ସ୍ଥିତସ୍ଥିତିଶ୍ଚାପା-
 କ୍ତିର୍ଜ୍ଜବତି ବିକ୍ତଃ” (ସୁହଂସାହିତା ୧୧।୫୧)

এব নামে একপ্রকার কেতু আছে, ইহার আকার বর্ণ
প্রমাণ বা প্রতির কোনরূপ স্থিরতা নাই, ইহা দিবা, সাত-
রীক ও ভোম এই ত্রিবিধ। ইহা বিধ ও অনিয়ত ফলদাতা।

এই অবশেষে বিনাশশালী রাজাদিগের সেনাধে বা বিনাশ-
শীল দেশের বৃক্ষ সকলে আরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহৎসং)

५५५ (जि) एवे हिरे यजे किमति निवसति । यजे
 वासकरी ।

“एकविंशत्युत्तरि त्वं नृपः ।” (उल्ल सङ्ख्यः ५।१७ ।)

‘এবে হিরে বজ্রে ক্ষয়তি নিবসতি এবক্ষয়তি নিবসতি
এবক্ষয়সি।’ (মহাধর)

ଶ୍ରବକ୍ତି (ଛି) 'ଶ୍ରବା ହିମା କ୍ତିତିର୍ନିବାମୋ ବତ ନ ।' ହିମ-
 ନିବାମ । "ଶ୍ରବକ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମୋନିଶ୍ରବାନ୍ ।" (ଗୁଡ଼ସଂହ : ୧୫:୧)

‘अवकृतिः शक्तिर्वाङ्मनोऽङ्गिः शिवजिवातः ।’ (महीधर १।२६)

अव्ययगति (श्री) अव्यय गतिः । अव्ययपद, अव्ययवाचक ।

“তথা অদাক বসতিঃ পুণতো আসন্নো ।” (তাং ২৭।৮)

'କ୍ଷବମୃତିଃ କ୍ଷବମମୃତଃ' (ସାମୀ)

अबन्धेन (त्रि) अबः केनः यमः यत् । हिरनिवाय ।

"বিপুলে প্রবন্ধমাঃ।" (বাক্য ৪।১৩৩)

‘अवस्थाः विरनिवासाः’ (भाष्य)

একঘাট, তীর্থবিশেষ। মধুবনের যে স্থানে মহাশয় এক
স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে একঘাট বলে।

(ସୁଦ୍ଧାବନଶୀଳାୟୁତ)

প্রবন্ধঃ (বিঃ) নিম্নলিখিত পর্কভাদির হাতকানক ।

“বন্দিতোঃ অবসাদম্ভাঃ হত্যবৃত্তোঃ” (কদ্ ১৭৪১১১)

‘ঐবচূতো ঐবাণং নিশ্চলান্যং পৰ্য্যভাৱীনাথনি চ্যাবসিকান্যঃ’

(संक्षेपः)

ক্রব্জারা (Pole-star or Polaris) দেবীর অঙ্গভাগে
বিদ্যমান তারকা। অর্থাৎ জ্যোতির্বিদগণের মতে, দেবীর
উত্তর দিকে অর্থাৎ দেবীর দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের উপরি-
ভাগে আকাশে হুইটী তারা আছে, এই হুইটীকে ক্রব্জারা বলা
যায়। পাকীর ঢাকা যে নিম্নলিখিত কার্টিকে অবলম্বন করিয়া ভূরিম
বাঁকে, তাহাকে যেমন এই চাকার মূর বা অক্ষবৃত্ত বলা যায়,
সেইরূপ উত্তর ও দক্ষিণাংশস্থিত এই তারাকে অক্ষ করিয়া
রাশিচক্র অবলম্বন ভূরিমতে বাঁকে, এই কারণে এই হুইটী
তারা ক্রব নামে নির্দিষ্ট হইরাছে।

৮ দ্বয়োপীর জ্যোতির্বিদগণের মতে, যে অত্যাশ্চর্য নক্ষত্র
কোন সময়ে জন্মের অতি নিকটবর্তী হয়, তাহাকে
জন্মের-নক্ষত্র (North star) এবং জন্মের হইতে যে
তারার ব্যবধান সর্বাঙ্গেকা অতিশয় অল্প, তাহাকে এক
তারার (Pole-star) বলা হইতে থাকে। জুতারং বসন যে তারার
জন্মের বেষ্টী কাচাকাছি হয়, তখন তাহাকেই একতারার
বলা যায়। এখন Ursa minor নক্ষত্রের প্রথম তারার
একতারার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডলে
(Ursa major) যেমন ৭টি তারার আছে, প্রথম নিকট ঐরূপ
তারাকে লইয়া ৭টি তারার দৃষ্ট হয়। এই ৭টির মধ্যে একতারার
সর্বাঙ্গেকা উজ্জল। জন্মের হইতে ঐ তারার ১২ অংশ মাত্র
ব্যবধান ও অতি সামান্য গতিবিশিষ্ট। অরুনবৃত্তের চারিদিকে
নাড়ীমণ্ডলের মেরুর গতি অনুসারে ঐ তারার কালক্রমে (প্রায়
২১০০ খৃষ্টাব্দে) জন্মের হইতে ২৮ কলা নিকটবর্তী হইবে এবং
তৎপরে জন্মেরকে পিছাইয়া যাইবে। হিপার্কাসের সময়
(১৫৬ খৃষ্টাব্দে) ঐ তারার জন্মের হইতে ১২ অংশ
দূরে ছিল এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ২ অংশ ২ কলা দূরবর্তী হয়।
এখন দেড় অংশ মাত্র। হই হাজার বর্ষ পূর্বে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের
২য় তারার এক এবং পঁচাত্তর বর্ষ পূর্বে থুবোন (Thuban
or alpha Draconis) একতারার বলিয়া গণ্য ছিল, এখন
ঐ নক্ষত্র তারার আকাশের এক হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

আবার হিন্দুগণের বিবাহবন্ধে কবতারার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, আবার ঋষিদল অতি পূর্বকাল হইতেই কবতারার বিষয় অবগত ছিলেন।

বিদ্যাপতি হুগোশীর জ্যোতির্বিদ্য ভেদবি নাকজিক
পতি পথমা দান দিক করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ১৯১০
খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রভাঙ্গা জাতিবার করিয়াছিলেন।

[ଯୋଡ଼ିବି ନବ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ।]

ইরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ গণনা দ্বারা হিরকিররাছেন, এখন হইতে ১২০০০ বর্ষ পরে অতিজিন্দামক উজ্জল নক্ষত্রটি প্রভারা বলিয়া গণ্য হইবে। কোন কোন ইরোপীয় জ্যোতির্বিদ আরও বলেন যে, এখন আমরা দেখিয়া বটে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিপরিচ্ছদক রেখার বাহিরে ভূগোলার্কে আর একটা প্রভারা দেখা দিবে।

দেবীভাগবতে লিখিত আছে—সপ্তবিম্বভূষণ উপর ১৩ লক্ষ যোজন ব্যবধানে বিষ্ণুর পরমপদ আছে, তথায় প্রব ইন্দ্র, অগ্নি, কল্প ও ধর্মের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত পদে বিরাজমান। স্বয়ং পরমেশ্বর এই প্রবকে স্পষ্ট বেগশালী কালচক্রে নিরন্তর ভ্রমণশীল ব্যবতীর গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্মণ্ডলীর অবলম্বন-তত্ত্বধারণ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এই প্রব নিজ প্রতিভার প্রতিভাত হইয়া সমুদায় সমুদাসিত করেন। মেধিতত্ত্বে নিরোজিত পদ্মবুধ যেমন কর্ণব্যাপার সম্পাদন করে, তজ্ঞপ গ্রহাদি ও নক্ষত্রাদি সকলে যথাক্রমে অন্তর্বহির্বিভাগক্রমে কালচক্রে নিরোজিত হইয়া প্রবকে অবলম্বন করিয়া কালভ্রম-মণ্ডল-গতিতে ভ্রমণ ও বায়ু কর্তৃক প্রোণিত হইয়া আশু বিচরণ করিয়া থাকে। (দেবীভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১৭শ অঃ)

প্রবদেব, নেপালের লিচ্ছবিসংঘীয় জটনক রাজা। ইনি শিলালিপিতে ‘ভট্টারক’ ও ‘মহারাজ’ উপাধি-বিশিষ্ট। ইহার রাজধানী মানগৃহে ছিল। ইহার তিনগিনী প্রবদেবীর সহিত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। ইনি ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ইহার রাজত্বকালের উৎকর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সনৎ ৪৮ পাওয়া যায়। [‘গুপ্তরাজবংশ’ শব্দ ৪৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

প্রবপাল, নাগার্জুনভ্রম ও নাগার্জুনীয়-যোগশতক-রচয়িতা।

প্রবভট্ট, ১ প্রাচীন পরমার-বংশীয় একজন রাজা। ইহার পিতার নাম ধনুজ। দৈলবাড়া হইতে আবিষ্কৃত সোমেশ্বরের প্রস্তিতে ইহার উল্লেখ আছে।

২ বড়বানের চাপবংশীয় একজন রাজা, পুলিকেশির পুত্র।

[চাপ দেখ।]

৩ গুজরাটের বলভীরাবংশীয় কএকজন রাজা।

[বলভীরাবংশ শব্দ দেখ।]

প্রবরঙ্গা (জী) কুমারাহটের-মাতৃভেদ।

‘জয়বতী মালতিকা প্রবরঙ্গা ভরবরী।’ (ভারত ৯৪৭ অঃ)

প্রবরাজ, গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। ককরাভের পুত্র। [রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ।]

প্রবরেশা (জী) বিশ্বরেশা।

প্রবলোক (পুং) প্রবাহিত্তো লোকঃ। সত্যলোকের অন্তর্গত প্রবহানভেদ।

প্রবস্ (ত্রি) প্রব-অনু। প্রবনিবাস।

‘বৎসেদধু প্রবসে ন বোনিঃ।’ (শব্দ ৭।৭০।১)

‘প্রবসে প্রবাস নিবাসায়’ (সারণ)

প্রবসন্ধি (পুং) ১ কুশবংশীর হিরণ্যনাভের পুত্র। (ভাগ ৯।১২।৫)

২ দ্রব্যবংশীর হুসন্ধির পুত্র। (সাময় ১।৭১ অঃ)

প্রবসিদ্ধি (পুং) অগ্নিমিত্রের সভাহ একজন ভিবক।

প্রবসেন, বলভীরাবংশীয় কএকজন রাজা। [বলভীরাবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রবা (জী) প্রবতানরা, প্র শৈবো, বাহলকাৎক ভট্টপ।

বজ্রপাভেদ। ‘সাধারণায় প্রবায়ঃ প্রাচ্য।’ (ভৈষিনি ২।৫।৬)

‘উপাংস্তবাজার্থঃ কুহতো যৎ প্রবায়ঃ শিষ্টঃ তচ্ছবতুঃ।’

(ভাট্ট)

কেহ কেহ কুহনামক বজ্রপাভকে প্রবা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, ঘটপত্রের ভ্রম আকৃতিবিশিষ্ট বজ্রপাভকেও কুহু কহে। কিন্তু কুহু ও প্রবা দুইই বিভিন্নপাভ, তবে বাহারা এই দুয়ের একার্থ করনা করেন, তাহা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়।

২ বুরী। ৩ আর্টী। ৪ শালপর্ণী। ৫ মালীজী।

৬ গীতিভেদ। ইহা প্রবক নামেও খ্যাত। চলিত কথায় ধুরা। অনেক প্রাচীন পুত্রে ‘প্রঃ’, ‘প্রবঃ’ বা ‘ধুরা’ এই সন্ধেতযুক্ত যে গীত বা গীতবৎ অংশ প্রতি অধ্যায়ের আরম্ভে দেখা যায়, তাহাকে প্রবক কহে। পূর্বকালে কাব্য সকল গীত হইত, বাহারা দোহার থাকিত, তাহারা প্রতি কবিতার পর এই প্রবকদ্বারা ভ্রম রক্ষা করিত।

প্রবানন্দ মিশ্র, ভট্টনারায়ণবংশীয় একজন বিখ্যাত কুলাচার্য। দেবীর রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেশবন্ধন করিয়া দিলে, ইনি কুলীনগণের কুলপরিচারক অংশ ও বংশাবলী সংকৃত ভাষায় প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের নাম মহাবংশাবলী। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের কুলাচার্যসমাজে এই গ্রন্থখানি সমধিক প্রামাণ্য। [কুলীন শব্দে প্রবানন্দের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

প্রবাবর্ত (পুং) প্রবসাজক আবর্তঃ রোমসংস্থানভেদঃ।

অধবিগের রোমসংস্থানভেদ। যে সকল অখের লগাট ও কেশে একটা আবর্ত, এবং রক্ত, উপরক্ত, মৃতক ও বন্ধ এই কয় স্থানে দুইটা করিয়া আবর্ত থাকে, তাহাকে প্রবাবর্ত কহিয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৬ অঃ)

প্রবাস্থ (পুং) বৃহৎসংহিতা। (মৎসপুঃ)

প্রবি (জি) প্র-ইন্। ১ প্রব, হির।

“শব্দে পক্ষান্তঃ প্রবর্ত্য-তৎ” (অঙ্ক ৭।৩৫।১)

‘প্রবর্ত্য হিমাঃ’ (সারণ)

প্রাণ, তত্ত্বাটের কাঠিরাবাড় এবেলির অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২২° ১৪' হইতে ২২° ৪২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ২৪' হইতে ৭০° ২৫' পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে একটা নগর ও ৬৪ থানি গ্রাম আছে। ইহার পরিমাণ প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুই প্রায় ২০ হাজার। বেশের তুলায় অধিকাংশ স্থানেই পক্ষান্তঃকীর্ণ এবং উচ্চ নীচ। বেশের মাটি হালকা। নদী ও কৃপাসি হইতে চর্ষণেটিকার জল আনিয়া কেজে নিকর করে। গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম হইলেও এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। ইক্ষুর চাষই প্রধান। দেশীয়েরা মোটা বস্ত্র বুনিয়া থাকে।

কাঠিরাবাড় এবেলির বিত্তীয় প্রাণীয় রাজ্য মধ্যে এই রাজ্য পণিত হয়। এখানকার রাজা ক্ষত্রিয় রাজপুত-বংশীয়। রাজ্যের উপাধি ঠাকুর সাহেব। ইহার পোষ্য-পুত্র প্রবর্তের সনজ নাই। জ্যেষ্ঠত্বক্রমে উত্তরাধিকারী নির্ণীত হয়। ঠাকুর সাহেব গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ১১৮। ইনি নিজ প্রজার দণ্ড সুড়ের কর্তা। রাজধানীর নামও প্রাণ। এখান বাণিজ্য-স্থানের নাম প্রোদিয়া।

প্রৌব (জি) প্রবর্তঃ গৃহীতঃ অণ্। প্রবর্তে গৃহীত জ্ঞানমসি।

“ক তুতলং ক চ প্রৌবঃ স্থানং যং প্রাপ্তবান্ প্রবঃ”

(মার্কণ্ডেয়পুং)

“তত্ত্বাৎ সাধারণঃ প্রৌবমাজ্যং” (জৈমিনি ৩।৫।৬)

‘বজ্রাণ গৃহতে যং প্রবর্তামাজ্যং’ (ভাষ্য)

(জী) ২ আত্মা। ৩ প্রবর্তা। (খদ্যার্থিঃ)

প্রৌব (জী) প্রবর্ত ভাবঃ অণ্। ১ হিরয়। স্বার্থে ব্যঞ্।

(জি) ২ হির। প্রবর্ত হিতঃ ব্যঞ্। ৩ প্রবর্তানপ্রাপক।

“স্বর্গাৎ প্রৌবাৎ সৌম্যনস্তঃ প্রাপ্তমমমর্ষণং” (ভাগ৭।৪।১২।৭৩)

ধ্বংস (পুং) ধ্বংস ভাবে অণ্। বিনাশ, হানি, ক্ষয়, অত্যা-ভেদ। তার ও বৈশেষিক দর্শনের মতে ধ্বংস একটা অভাব।

“অভাবাত্মকং ধ্বংসত্বং” (মুক্তাবলী)

ইহার স্থল অর্থ ‘বিনাশ’ বোধ হইয়া থাকে। সংস্কারবাদিদিগের মতে, ধ্বংস অভাব নহে, ইহা তিরোভাব। ‘ইহ বটো ধ্বংসঃ’ এই স্থলে অসংস্কারবাদী নৈয়ায়িকগণ বলিবেন, এই বট ‘ধ্বংস’ অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ এই স্থলে বটের ধ্বংসোভাব ঘটয়াছে। কিন্তু সংস্কার-

বাদী স্যাম্যবাদি মতানুসারে বলিবেন, ‘ধ্বংস’ অর্থাৎ বটের তিরোভাব, হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বস্তু বিনষ্ট হয় নাই। তাহারের মতে, কোন বস্তুই নষ্ট নাই। তবে তাহার অসংস্কারোৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। বটের যে অকালানুহা ছিল, তাহার তিরোভাব হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে মিশাইয়াছে। (মুক্তাবলী)

“তত্বনাং পক্ষণাৎ লোমাং তাদ্ ধ্বংসক বিরাশ্রয়ঃ” (কামন্দক) ধ্বংসক (জি) ধ্বংসরতি ধ্বংস-কন্। ধ্বংসকারক, যিনি ধ্বংস করেন।

ধ্বংসকলা (অব্য) ধ্বংসে কলরতি কলি-ভা। হিংসা।

ধ্বংসন (ক্লী) ধ্বংস ভাবে লুট্। ১ নাশ। (জি) ধ্বংস-গিচ্-প্। ২ ধ্বংসকারক।

“প্রজাপতিমিবোদ্যোত্যা তেজসা ভক্তিরোপমম্।

মহেজ্জমিব শজ্জাং ধ্বংসনং পরবৃষ্টিভিঃ” (ভারত ৪।১৫৬।২)

ভাবে লুট্। ৩ ধ্বংস-করণ।

“কংসধ্বংসন-দ্রুমকেতুরথকু স্বাং দেবকীনন্দনঃ” (গীতগোং)

৪ ভ্রংশ। ৫ অধঃপতন। ৬ ক্ষয়, হানি, নাশ, মরণ, পতন।

ধ্বংসিত (জি) ধ্বংস-গিচ্-ক্ত। বিনাশিত। পাতিত।

ধ্বংসিন্ (জি) ধ্বংস-গিনি। ১ নাশপ্রতিযোগী, ধ্বংসবিশিষ্ট।

কেহ কেহ ধ্বংসিন্ এই শব্দের অসংগত অর্থ করিয়া থাকেন।

“জালাভ্রমগতে পূর্বাঙ্করে ধ্বংসী বিলোকাতে।

অসংগত বিজেরজিততা পরমাণুভিঃ” (বৈদ্যক পরিভাষা)

গব্যাকের অভ্যন্তরে পূর্বাঙ্করণ পতিত হইলে ‘ধ্বংসী’ দেখা যায়, এই স্থলে ধ্বংসী শব্দের অর্থ অসংগত; এইরূপ কল্পনা ভ্রম বলিয়া বোধ হয়, কারণ এই স্থলে ‘ধ্বংসী’ ইহা অসংগত বিশেষণ। ঐ স্থলে অর্থ এইরূপ হইলে, অর্থাৎ নাশের প্রতিযোগী অর্থাৎ ধ্বংসবিশিষ্ট অসংগত সকল দেখা যায়। (জি) ধ্বংস-গিচ্-গিনি। ২ নাশকারক, ধ্বংসকারক। ৩ পক্ষতসত্ত্ব গীলুবক। (মহর্ষঃ)

ধ্বজ (পুং) ধ্বজোহত্যতি ধ্বজ অর্থ আদিখ্যং অচ্। ১ শৌকিক।

“বপশূন্যাসমঃ চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।

দশধ্বজসমো বেষণো দশবেশসমো ভূগঃ” (মহু ৪।৮।৫)

শৌকিক, অর্থাৎ শুভ্রী, ইহার ধ্বজা উড়াইয়া জীবিকা নির্বাহ করে, এই অর্থ শৌকিককে ধ্বজ বা ধ্বজবান্ বলা যায়। ইহার অভ্যন্তর নীচ। দশধ্বজ দুসারান্ অর্থাৎ নাশের বিরুদ্ধে যে যোব, একজন চক্রবান্ তৈলিকের সে সকল যোব আছে, এবং দশজন তৈলিকের যে যোব, একজন ধ্বজ অর্থাৎ ধ্বজবান্ শৌকিকের সে যোব। কবাইয়ের পঞ্চদশ স্থানকে

কলা বসে। কলুর অন্তরে চক্ৰ এবং ধ্বজা উভয়ই ব্যবহার করে মণিরা ভূতীকে ধ্বজবান্ কহে। ধ্বজটি উচ্চিতে ভরতি ধ্বজ 'পতাকা' ইতি অত্ ২ পটাকা ৩ রেখা, শিব।

"নিবৈক্য গিরাম্বু বক্তৃতাঃ কীর্ত্তে ধ্বজঃ।" (যুক্ত)

৩ চিহ্ন।

"তং মতে বসনং বিকৃপকৃত্যং মহারম্যং।

ধ্বজক চক্রে ভগবান্‌গরি হাততীতি তম্ ২" (ভারত ১৩৩১৭)

৫ গজ, দর্প।

৬ পূর্বদিকস্থিত গৃহ। ৭ পতাকা দণ্ড, পর্যায়—কেতন। ৮ চক্ৰোপাকার বংশধরোপরিস্থিত বজ্র-খণ্ডক্ষেত্র। ইহার বিধান যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

"সেনাচিহ্নং কিতীশানাং দণ্ডো ধ্বজ ইতি স্মৃতঃ।

সপতাকো নিপতাকঃ সন্মোহো বিবিধো স্মৃৎ ২"

(যুক্তিকল্পতরু)

রাজাবিগের সেনাচিহ্নরূপ যে দণ্ড তাহার নাম ধ্বজ, ইহা বিবিধ সপতাক ও নিপতাক। ধ্বজের দণ্ড বহুল, দাল, পলাশ, চম্পক, কদম্ব ও নিম্ন প্রভৃতির হয়, কিন্তু এই সকল অপেক্ষা বংশধরই শ্রেষ্ঠ। জয়, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তিকা, বীর্বা, শিখালা ও সোলা এই ৮ প্রকার ধ্বজ। ইহার মধ্যে জয়নামে যে ধ্বজ, তাহার দণ্ড পাঁচভাগ এবং একহস্ত পরিমিত হইবে। বিজয়াদির এক এক হস্ত ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ পর পর জানিতে হইবে। পতাকা সকলের বর্ণ রক্ত, স্বেত, অরুণ, পীত, চিত্র, নীল, কর্কর, ও কৃষ্ণ হইতে পারে। যে পতাকার গজাদি অঙ্কিত থাকিবে, তাহার নাম জয়ন্তী, ইহা সর্বমঙ্গলকারিনী। গজাদি শব্দে গজ, সিংহ, হর ও বীষী বুঝাইরা থাকে। রাজাবিগের হংসাদি চিহ্নযুক্ত যে পতাকা তাহাকে অষ্টমঙ্গলা কহে। হংসাদি শব্দে হংস, কেতী ও শুককে বুঝায়। চামরাদি চিহ্ন যুক্ত যে পতাকা, তাহাকে সর্ববুদ্ধিবা কহে। পতাকার অগ্রদেশে সূর্য, রক্ত ও তাম্র অথবা নানাদিক্রমের কুন্ত করিতে হইবে এবং তাহাতে রত্নাদির বিভাস করা উচিত। এই পতাকাকে সপতাক ধ্বজ কহে। নিপতাক ধ্বজেও দণ্ড সকল পূর্বের স্তায় হইবে।

"পূর্ববক্তৃতাঃ নিমন্তত্ব দৈর্ঘ্যে বিশেষণং।

দণ্ডঃ পদ্মানি পদ্মকুন্ত বিহগো দণ্ডঃ।

নিপতাকো ধ্বজো রাজ্যং বক্তৃতাঃ তৈঃ স্মৃতিহিতঃ।

জয়ঃ কপালো বিজয়ঃ কেত্রঃ তত্র শিবঃ ক্রমাৎ ২" (যুক্তিকল্পতরু)

১৩, পদ্ম, পদ্ম, কুন্ত, বিহগ ও সুরি এই চারটি উক্ত মণে

সংস্থিত করিলে নিম্নতাক ধ্বজ হয়। ইহাও রাজাবিগের মঙ্গলজনক। যে স্থানে বংশধরিত্তিক ধ্বজ হইবে, সেই স্থানে বের প্রণামি হুক্ত না হয়। তাহার দণ্ড করা বাইতে পারে। (যুক্তিকল্পতরু)

ধ্বজদানের বিধি দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

বস্ত্রনির্দিষ্ট হউক বা অস্ত্র-বস্ত্র নির্দিষ্টই হউক, নূতন সমান অচল চিহ্ন ধ্বজ নির্ধারণ করিতে হইবে। ধ্বজ মধ্যে যেন কেশাদি কোন অপবিত্র বস্তু না থাকে। ইহা দণ্ডলম্বিত করিয়া প্রাসাদোপরি দিতে হইবে। ইহা শৈল বা ধাতুনির্দিষ্ট হইলেও সমান, চিহ্ন ও বস্তু হওয়া উচিত। ইহাতে কর্পূর ও ঘোচনা বিস্তৃত করিয়া পটমধ্যে একটি সর্বলক্ষণসম্পন্ন সিংহ অঙ্কিত করিয়া ঐ পটখানি প্রাসাদ হইতে ছুটি ধ্বজা লম্বমান থাকিবে। ধ্বজপার্শ্বে বা বা বাহন সহিত দশ বিকপাল মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবে। কিকীণী, চামর, ঘণ্টা, কর্ণক প্রভৃতি দ্বারা উহা শোভিত করিয়া বখাবিধি হোমাদি করিয়া দেবী ভগবতীর পূজা করিতে হইবে। পরে ধ্বজোত্তলন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে বিজাধর লাভ হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। এতদতির স্বর্ণ, রৌপ্য, বৃক্ষ, মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদি দ্বারা একটি সিংহ নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা দেখিলেই বেন-মোখ হয়, যেন সিংহটী কোন মদমত হস্তীকে বিদারণ এবং নখপ্রহার দ্বারা কটিকুন্ত হইতে মুক্তকল বাহির করিতেছে। এইরূপ সিংহ নির্ধারণ করিয়া পুনরায় দেবীর পূজা করিতে হইবে। ধ্বজারোহণ-কালে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইতে হয়। পরে অষ্টাংশপতাকার রত্নময় জপ করিয়া মঙ্গল শব্দপূর্বক সিংহকে তন্ত্রে আরোহণ করাইরা বেদধ্বনিপূর্বক সিংহের ধ্যান করিবে। পরে বজ্রাভরণভূষিত দেবীর মহাধ্বজ স্থাপন করিয়া অস্ত্রাভ দেবগণেরও ধ্বজ স্থাপন করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ক্রতু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের ধ্বজদান করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ দান করা হয়। যে পর্য্যন্ত ধ্বজদান করা না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রাসাদে দেবচিহ্ন হয় না। কুন্ত, নাগ, গজকর্ণ ও রাক্ষস প্রভৃতি পুস্তধ্বজ গৃহাদিতে নানাপ্রকার উপগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপ গৃহদ্বারে, প্রাসাদে, পূর্ব্বদে এবং নগরে ধ্বজদান করা শক্তিকারী লোকবিগের উচিত এবং হিতকর। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক এইরূপ ধ্বজদান করে, তাহার সকল প্রকার অভিলାষ সিদ্ধি হয়, এবং অন্তকালে শিরলোক প্রাপ্ত হইরা থাকে। এইরূপ লোকের সহিত যতাবগাদি করিলেও প্রাপ-

কর। আর। অতিরিক্ত রাজস্ব আচরণ হইয়া তত্ত্বপূর্ণক শব্দ, চক্র, বৃষ, ভাষ্ক, হংস, মনু, হস্তী প্রভৃতি চিত্রিত 'ধ্বজ' উত্তোলন করিবে। এইরূপ করিলে তাহাদের যুদ্ধ, ব্যাধি ও শত্রু আক্রমণ, শত্রু, ব্রহ্ম, পীড়া প্রভৃতি কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। (দেবীপুরাণ)

ধ্বজগৃহ (পুং) ধ্বজার যুক্তং গৃহং শাকপার্বিব°। ধ্বজরূপ যুক্ত গৃহ।

“যবৌ যমেব তবনং যজ ধ্বজগৃহং মহৎ।” (হরিব° ১৭৫ অ°)

ধ্বজগ্রীব (পুং) ধ্বজ ইব গ্রীবা যত। রাজসজ্জা।

(রামায়ণ ৫।১২৩ অ°)

ধ্বজক্রম (পুং) ধ্বজ ইব উন্নতো ক্রমঃ। ১ তালবৃক্ষ, এই গাছ ধ্বজার দ্বারা অতিশয় উন্নত। ২ মাতৃবৃক্ষ, এই বৃক্ষের নাম কোকণ দেশীর ভাবার মাড়বিনো। (রাজনি°)

ধ্বজপ্রহরণ (পুং) ধ্বজং প্রহরতি নাশয়তি তনতীতি প্র-হ-লু। বাহু। (শব্দরত্ন°)

ধ্বজভঙ্গ (পুং) ধ্বজত মেতৃত ভঙ্গঃ। ক্রীতভাঙ্গনক রোগ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ চরকসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে—

“অভ্যন্তরলবণকারবিকল্যপানভোজনাত্।

তথাযুগানারিবমাং পিষ্টানশুকভোজনাত্।

দধিকীরানুপমাংসসেবনাত্ বায়বিকর্ষণাত্।

কল্যাণীগমনাক্ষাপি বিধোনিগমনাদপি ॥

দীর্ঘরোমীং চিরোৎকৃষ্টাং তথৈব চ রজস্বলাম্।

হৃগ্গন্ধাং দুর্ভবোনিক তথৈব চ পরিশ্রুতাম্ ॥

জৈদৃশীং প্রমদাং মোহাৎ যদি গচ্ছতি মানবঃ।

চতুষ্পাদি গমনাচ্ছেকসস্তাতিধানতঃ।

অধাবনাক্ষ মেতৃত শত্রুদন্তনথকতাত্ ॥

কাষ্ঠপ্রহারনিষেবশুকানাক্ষ নিষেবণাত্।

রেতসস্ত্র প্রতীবাভাৎ ধ্বজভঙ্গঃ প্রকারতে ॥” (চরক)

যদি কোন পুরুষ অতিশয় অন্ন ভক্ষণ অধিক পরিমাণে লবণ বা কারভোজন, বিরুদ্ধ ভক্ষণ, বিষমাযুগান, পিষ্টা-রাদি শুকভোজন, অতিরিক্ত দধি, কীর বা অনুপমাংস-ভোজন, বায়বিকর্ষণ, কল্যাণী (গাভী)-গমন, বিধোনি-গমন, এবং দীর্ঘরোমা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী চিরপরিভ্রমণ, রজস্বলা, দুর্ভবোনি এবং হৃগ্গন্ধোনিবৃত্ত চতুষ্পাদিতে মোহ-প্রযুক্ত উপগত হয়, যেচরুণ যদি ধোত না করে, এবং পল্ল, দন্ত বা নথকত হয়, কাষ্ঠপ্রহার দ্বারা নিষেবণ, শুকসেবন, এবং বীর্ব্যের প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে। এই রোগকে ক্রৈব্য কহে। এইজন্য সূত্রত প্রভৃতির ক্রৈব্যরোগের মধ্যে ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভবিষ্যৎকালে বেধা বার, ধ্বজভঙ্গ হইলে শিরের উত্তে-জন্য অত্যধিক বেহু, তাহা আর উত্তিত হয় না, সৈম্ধন করিতে অসমর্থ হয়। ইহার কারণ—যদি কোন রমণেচ্ছ ব্যক্তি ভয়, শোক বা ক্রোধাদি দ্বারা কিম্বা অসুখা সেবন হেতু অথবা অনতিশ্রমে বেধা স্ত্রীর সহিত সৈম্ধন করিলে তৎকর্তৃক মন অস্থির হইয়া ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ শিরের উত্তেজনা-রহিত হইয়া ক্রীতভা জন্মে, ইহাকে মানস ক্রৈব্য বলা যায়।

অথবা অতিরিক্ত কটু, অন্ন, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন করিলে অতিশয় পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে অতিশয় শুষ্কত্ব হয়, এইজন্য ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ শিরের উত্তেজনা-রহিত হয়, ইহাকে পিত্তক ক্রৈব্য বলা যায়।

যাহারা বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত-পরিমাণে সৈম্ধনক্রিয়াসক্ত হয়, তাহারও ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্রীতভা জন্মে। অত্যধিক মেদুরোগে পীড়িত হইয়া ধ্বজভঙ্গ হয়, এবং তাহাতে চকুর্ধ্ব প্রকার ক্রৈব্য রোগ জন্মে।

বীর্ঘবাহী শিরা ছেদ করিলে ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্রীতভা জন্মে।

বলবান ব্যক্তি অতিশয় কামাসক্ত হইলে বতপি সৈম্ধন না করিয়া শুক্রবেগ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ধ্বজভঙ্গ হইয়া ক্রীতভা হয়।

জন্মকাল হইতেই ক্রীত হইলে তাহাকে সহজ ক্রৈব্য-রোগ কহে। এই জন্মক্রৈব্য অসাধ্য, এবং বীর্ঘবাহিনী শিরাছেদ হেতু ধ্বজভঙ্গও অসাধ্য। সাধ্য ক্রৈব্য রোগে হেতুর বিপরীত কার্য্য করিকে। কারণ নিদান পরি-বর্জনই সর্বপ্রকার চিকিৎসা হইতে প্রেষ্ঠ। ধ্বজভঙ্গ অর্থাৎ ক্রৈব্য রোগের চিকিৎসাতে বাজীকরণ ঔষধই প্রশস্ত। বায়বিকর্ষণ মনুষ্য ১৬ বৎসরের পর ৭০ বৎসর পর্যন্ত কার্য্যশোধন করিয়া বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিবেন; ইহা দ্বারা আয়ু, কাম এবং রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৬ বৎসরের নূন বয়স্ক এবং ৭০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিবেন না। অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রী প্রসঙ্গ করিলে ধ্বজভঙ্গ, উপদংশ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হয়, এবং ইহাতে অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে।

বিলাসী, অর্থশালী ও স্রগ্ধোবনসম্পন্ন মনুষ্যগণের এবং বাহাদিগের অনেক স্ত্রী, তাহাদিগের বাজীকরণ ঔষধ সেবন করা উচিত। বৃদ্ধ, রমণেচ্ছ, সৈম্ধন হেতু ক্রীত, ক্রীত ও অন্ন শুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা হিতকর, প্রীতিকর ও বলপ্রদ। (ভাবপ্র°)

সূত্রতে লিখিত আছে—ধ্বজভঙ্গ হইলে তাহাকে

কৈব্যা কহে। যদি কোন রসপেজ্জ্বালিত অস্তঃকরণে অগ্নিরতাবের উদয় হয়, অথবা অগ্নিরতাবের সহিত সঙ্গতি বশতঃ মনঃকুর হয়, তাহা হইলে ধ্বজতল হইয়া ক্রীষৎ ঘটয়া থাকে। ইহাকে মানসিক ক্রীষৎ বলা যায়। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণ এই সমুদয় রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে সৌম্য ধাতুর ক্ষয় হইয়া এই রোগ জন্মে। বাজীক্রিয়া না করিয়া অতিশয় ক্রীষৎ করিলে শুক্রধাতুর ক্ষয় হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। অতিশয় মেদুরোগ জন্ম বা মর্ষচ্ছেদবশতঃ পুরুষশক্তির ব্যাঘাত হইয়া এই রোগ হয়। আশ্রয় ক্রীষৎ হইলে তাহাকে সহজ কৈব্যা বলা যায়। বলবান ব্যক্তির অতিশয় কামবিকারে চিত্তবিকৃতি জন্মিলে ও ব্রহ্মচর্য্যবশতঃ শুক্র রুদ্ধ থাকিলে, সেই স্থিরশুক্রজাত ক্রীষৎ ঘটয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে সহজ ও মর্ষচ্ছেদ জাত কৈব্যরোগ অসাধ্য। সকল প্রকার কৈব্যরোগ যে কারণে জন্মিয়া থাকে, তাহার বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা তাহাঙ্গিরোগ প্রতীকার করা যায়। সুরত-সলীপনীশক্তির তারতম্যগ্রন্থসারে বাজীকরণের বোগসমূহকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

১ম শ্রেণীস্থযোগ—তিল, মাষকলাই, ভূমিকুমাণ্ড ও শালি তণ্ডুল, ইহাদিগের চূর্ণ, বরাহের মেদ ও সৈন্ধব সহ-যোগে পোষ্টক (পুড়ি) ইক্ষুরসে মর্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে, সেই গুটিকা দ্বারা পাক করিয়া যথাসাধ্য পরিমাণে ভোজন করিলে এই রোগ ভাল হয়। ছাগের কোষ দুগ্ধসহ পাক করিবে, সেই দুগ্ধে কৃষ্ণ তিল পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিবে, সেই তিলে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া শিশুমারের বসার পাক করিয়া যথাসাধ্য সেবন করিবে। ছাগের কোষ, পিঙ্গলী ও লবণ দিয়া দুগ্ধ ও দ্বতে পাক করিয়া সেবন করিবে। আলকুশীবীজ, গোক্ষুর বীজ ও লণ্ডন চিনির সহিত গব্য দুগ্ধে হাতা দিয়া ঘুটিয়া পাক করিয়া পান করিবে। মাষকলাই, ভূমিকুমাণ্ড ও লণ্ডন দুগ্ধে পাক করিয়া দ্বত ও শর্করাযোগে পান করিবে। এই কএকটা যোগ বাজীকরণের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

২য় শ্রেণীস্থযোগ—পিঙ্গলী, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, বব ও গোধূম এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্বক দ্বতে পাক করিয়া দুগ্ধ ও শর্করা সংযোগে সেবন করিবে। ভূমিকুমাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুমাণ্ডের রসে ভাবিত করিয়া শর্করা, দ্বত ও মধুসংযোগে লেহন করিবে, তাহার পর দুগ্ধপান করা বিধেয়। আমলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবিত করিয়া শর্করা, দ্বত ও মধু সংযোগে লেহনপূর্বক দুগ্ধ অল্পপান করিতে

হইবে। ইহাতে অসীতিশয় বৃদ্ধ ও যুবাসদৃশ হইল। ছাগের কোষ পিঙ্গলী ও লবণ সংযোগে দ্বতে বা শিশুমারের বসার পাক করিয়া তক্ষণ করিবে, ইহাতে বাজীক্রিয়া লাভিত হয়। নক্ষ, সুবিক, মধুক ও চটক ইহাদিগের অণু দ্বতে পাক করিয়া পানে অত্যন্ত প্রয়োগ করিবে।

৩য় শ্রেণীস্থযোগ—কুলীর, কুর্শ ও নক্ষ ইহাদিগের অণু তক্ষণ করিবে। মহিব, গবত বা ছাগের শুক্র পান করিবে। অখথের ফল, মূল ও বক্ শুদ্ধ দুগ্ধে পাক করিয়া শর্করা ও মধু সংযোগে পান করিবে। ভূমিকুমাণ্ড মূলের কদ উৎকৃষ্টর সহিত দ্বত ও দুগ্ধে পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে বৃদ্ধ ও যুবার ভ্রাস হয়। একপল পরিমিত মাষকলাইচূর্ণ দ্বত ও মধু সংযোগে লেহন করিয়া দুগ্ধ অল্পপান করিবে। উচ্চটার্চণ দুগ্ধে দিয়া অথবা আশ্বগুপ্ত ফল সংযোগে মাষকলাই স্থপ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এই কয়েকটা সামান্যতঃ বাজীকরণ জাত ব্যবহার্য্য। যে বরাহের বৎস বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ বা মাষকলাই-পত্রভোজী গোক্ষুর দুগ্ধ বাজীকরণের পক্ষে প্রশস্ত। সকল প্রকার দুগ্ধ, মাংস ও কাকোলাদিগণ বাজীকরণের উপ-যোগী। এই সকল বোগ নীরোগ অবস্থায় সেবন করা বিধেয়। (সুশ্রুত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ধ্বজতলধিকারে এইরূপ লিখিত আছে—

তম ও শোকাদি এবং অন্যান্য প্রকার অজ্ঞত কারণে মন ব্যাহত হইয়া শিশু পতিত হয়, তাহার আর উন্নয়ন-শক্তি থাকে না, বিবেচনাজনক জীর সহিত উপগত হইলেও ধ্বজতল হইয়া থাকে।

ঔষধ—অবগন্ধাযুত, অযুতপ্রাশযুত, শ্রীমদনানন্দমোদক, কামিনীদর্পণ, বরচন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, বৃহচ্ছন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, সিদ্ধযুত, কামদীপক, সিদ্ধশালীকর, পঞ্চশর, ত্রিকণ্টকাত্ত-মোদক, রসাল, চন্দ্রনাদিতৈল, পুষ্পধবা, পূর্ণচন্দ্র ও কামাখি সলীপনবটী এই সকল ঔষধ ধ্বজতল রোগে প্রয়োজ্য। (ভৈষজ্যরত্না ধ্বজতলধিকার)

শুক্রক্ষয়ই একমাত্র ধ্বজতলের কারণ। শুক্রক্ষয়বাহ্য বৃদ্ধিতে পারিলে বাজীক্রিয়া ও বলকর ঔষাদি ভোজন করিলে আর ধ্বজতল হইতে পারে না। সকল প্রকার বাজী-ক্রিয়াই ধ্বজতলরোগে প্রশস্ত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ধ্বজতলরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ বাস্তবিক হীনতা-যুক্ত রোগ আরোগ্য হয় না, কিন্তু কোন কোন প্রকারে

হীনতা ঐবধ পূর্ণাধির প্রভাবে অন্নদিনের অন্তঃসূরীভূত হইতে পারে। নৈতিক ও ক্রিয়াবদ্ধিত রোগ ছতিকিৎসার সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

বাহ্যিক অসম্পূর্ণতা বা রোগ চেষ্টা করিলে দূর হইতে পারে। লিঙ্গগণির সহিত লিঙ্গবকের সংযোগন, হুলা, মুজ্জক্ক, লিঙ্গবলী মধ্যে অর্শের বলিৎ রক্তপ্রাব প্রভৃতি রোগে লিঙ্গগ ও উত্তেজিত হইবার ক্ষমতা হীন হইয়া পড়ে, এবং ঐ সকল রোগে অণু কোষের আংশিক ক্ষতি হয় ও তজ্জন্ত রোগশক্তির অভাব ঘটে, চিকিৎসায় ইহা বিদূ-
রিত হয়। সঙ্কটিতযোনি, ক্লম্বদ্বারযোনি, বন্ধযোনিমুখ, অপ্রশস্ত-জরায়ুযুগী, বদ্ধভগোষ্ঠী, অস্বাভাবিকরূপ পুরু সতীচ্ছদবিশিষ্টা বা ভগ্নমুখ বৃথা থিলী দ্বারা আবরিত গ্রীও রোগশক্তা হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যেও ঐবধ ও অল্পচিকিৎসা দ্বারা কতকগুলি আরোগ্য হয়।

সাধা রোগের মধ্যে ক্রিয়া ও নৈতিক কারণোৎপন্ন রোগের সংখ্যাই অধিক। ইহার চিকিৎসায় বহু বিজ্ঞতা ও শাস্ত্রদর্শিতা আবশ্যক। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—করজনিত, অপব্যবহারজনিত এবং মানসিক ও শারীরিক অভাবিক উত্তেজনাজনিত। এই সকল রোগ চিকিৎসা করিতে চিকিৎসককে প্রথমতঃ রোগীর শরীরের নষ্ট শক্তির উদ্ধার, পরে জননযন্ত্র সকলের ক্ষমতা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে হয়। শরীরের নষ্টশক্তি উদ্ধার না করিয়া যিনি অগ্রেই বাহ্যিক চিকিৎসা করিতে চেষ্টা পান, তিনি অনেক স্থলে রোগীকে চিরক্লম্ব করিয়া ফেলেন।

সাধারোগের মধ্যে দেখা যায়, অনেক রোগীর স্বাস্থ্য মন্দ নহে, কিন্তু সামান্য মানসিক দুর্জলতা বা শারীরিক স্থান বিশেষের দুর্জলতাবশতঃ এই অপ্রীতিকর রোগে বড়ই কষ্ট পায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল দুর্জলতার কারণানুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করা অতি ফলদায়ক। এরূপ রোগে পরিপাকক্রিয়া ও বীৰ্য্যজবগক্রিয়ার বর্ধন, উত্তিষ্ক বা বাত-পুটিকর ঐবধাদি সেবন উপকারী। নির্ঝর দান (কোরারার জলে দান), সমুজ্জদান (লবণাভুজান), অনাসৃত স্থানে শারীরিক চালনা, স্ববিধয়ে মনোনিবেশ প্রভৃতি ব্যবহার। রোগীর শৌচবেগের সহিত বা রসপেচ্ছার উত্তেজকের সঙ্গে সঙ্গে বীৰ্য্যঅলন হইলে বা স্বপ্নদোষ থাকিলে, শীতবীৰ্য্য পুটিকর ঐবধাদি উপযুক্ত। দ্ব্যস্তবায়বদ্ধিত ঐবধগুলি এই ক্ষেত্রে উপযোগী।

অপরিশুদ্ধ রমণে যে রোগ জন্মে, তাহার প্রভাবে রোগী প্রবৃত্তি দমনে কোন প্রকারেই সক্ষম হয় না। সন্তুজ্ঞান

ইহার বর্হৌবধ। এই রোগের অধিকাংশ স্থলে অনৈসর্গিক উপাদে বীৰ্য্যমোক্ষণ করাই কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। জীলজব এই ক্ষেত্রে নিষেধ করা কর্তব্য।

এই সকল রোগে সাবাস্ততঃ পূর্বকালে এবং এখনও কি সত্য কি অসত্য সকল সমাজেই উত্তেজক ও উচ্চ বীৰ্য্যের ঐবধাদি ব্যবহার করা হয়। ইহাতে অনেকটা হানি হয়। মুগনাতি, আচারগ্রিস, কাহারাইডিন্, কক্ষরস, অহিকেন, লবঙ্গাদি উচ্চবীৰ্য্য মশলা, ককি, মোহাগা, জাকরান, রেড়ী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় এবং পারাবত্তের মাংস, ডিম্ব (কাঁচা) বিহ্বক প্রভৃতি পথ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা না করাই ভাল।

ধ্বজযন্ত্র (ক্লী) যে যন্ত্রে ধ্বজযষ্টি আরোপিত থাকে।

ধ্বজযষ্টি (ক্লী) ধ্বজদণ্ড।

ধ্বজবৎ (ত্রি) ধ্বজশিলাং বিন্যতেহত, ধ্বজ মতুপ্ মত বঃ।
১ চিহ্নযুক্ত। ২ কেতনযুক্ত, পতাকাধারী। ৩ যে ব্রাহ্মণ অস্ত্র ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া তাহার শিরঃ কপাল হতে গ্রহণ করিয়া তীর্থ অনুসরণ করে।

“শিরঃ কপালী ধ্বজবান্ তিস্মার্থী কৰ্মবেদনন্।

ব্রহ্মহা হাদশাকানি মিতভুক্ত শুক্লিমাগ্নুবাৎ॥”

‘ধ্বজবান্ কৃষ্ণা শবশিরোধ্বজমিতি মহুস্মরণাৎ অস্ত্রচ্ছিন্ন কপা-
লান্ডাগ্রসমারোপিতধ্বজশব্দবাচ্য গৃহীয়াৎ।’ (মিতাক্ষর্য)

৪ শৌণ্ডিক, শু’ড়ি।—

“নরাজঃ প্রতি গৃহীরাদরাজন্তপ্রযুক্তিতঃ।

হৃনাচক্রধ্বজবতাং বৈশেনৈব চ জীবতাম্॥” (মহু’ ৪।৮৪)

জিয়াং জীপ্। ৫ রুচি মেধার কস্তাভেদ। (ভারত উ’ ২২০ অং)

ধ্বজাংশুক (ক্লী) ধ্বজস্ত অংশুকং ৩তৎ। নিশানের কাণড়।

ধ্বজা (দেশজ) পতাকা।

ধ্বজাগ্রকেশুর (ক্লী) বোধিসত্ত্বগণের যোগাজভেদ।

ধ্বজাগ্রনিশামনি (পুং) অকশাজ্জাত গণনার উপারভেদ।

ধ্বজাএবন্তী (ক্লী) গণনার উপারভেদ।

ধ্বজাদিগণনা (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গণনাভেদ। এই গণনা করিতে হইলে প্রথমে একটা ধ্বজাদি চক্র অঙ্কিত করিতে হইবে। যদি কোম ব্যক্তি শুভাশুভ প্রভৃতির প্রশ্ন করে, তাহা হইলে এই চক্রদ্বারা সহজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাইবে। এই চক্রের ৯টী ঘর হইবে, ঐ ৯টী ঘরের মধ্যে প্রথম ঘরে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইবে, তাহাই সন্নিবেশিত হইবে, দ্বিতীয় ঘরে ধ্বজলংকা, বর্গ, প্রহ, রাশি ও কলাকল; তৃতীয় ঘরে মূত্র লংকা, চতুর্থঘরে সিংহ, পঞ্চম ঘরে স্থান,

কর্তৃক বরে বৃষ, সপ্তম বরে খর, অষ্টমে গজ এবং নবমে ধ্বজক। এই সকল সংজ্ঞা ও তত্ত্ব বরে ইহাদের বর্ণ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল * লিখিত হইবে। গণনা করিতে হইলে তাহার প্রাণী এইরূপ—প্রাক্তকর্তা মানসিক বিবর গণকের নিকট স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন। নৈবজ্ঞ সেই প্রশ্ন তুলিয়া প্রশ্নকর্তাকে একটা ফলের নাম করিতে বলিবেন, এই কথিত ফলের আদ্য অক্ষরে ধ্বজাদি সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া চক্র দেখিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ফল সহজেই বলিতে পারিবেন।

ধ্বজ শব্দের নিম্নে অবর্ণ, অর্থাৎ স্বরবর্ণ, বৃষ শব্দে কবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ), সিংহে চবর্ণ (চ, ছ, জ, ঙ,) খাসে ট বর্ণ (ট, ঠ, ড, ঢ,) বুবে ত বর্ণ, বরে পবর্ণ, গজে ব বর্ণ, খড়্গে শ-বর্ণ অর্থাৎ শ, ব, স, ও হ হইবে। কথিত ফলের আদ্য অক্ষর লইয়া এই সকল বর্ণোক্ত ধ্বজাদি নির্ণয় করিতে পারিলেই ফল নির্ণীত হইবে। ইহাতে আর সকল রকমই প্রশ্নোত্তর করা বাইতে পারে। (কলিত জ্যোতিষ) বাহুল্য ভয়ে চক্রাদি প্রদত্ত হইল না।

ধ্বজারোপণ (ক্ৰী) ধ্বজত আরোপণ ৬তং। দেব-প্রাসাদাদিতে ধ্বজোত্তোলন, দেবগৃহ ও প্রাসাদ প্রভৃতিতে ধ্বজোত্তোলন না করিলে গৃহাদির বিপত্তি হয় না, যে সকল প্রাসাদাদিতে ধ্বজারোপণ না হয়, তাহাতে পিশাচাদির উপদ্রব হইয়া থাকে।

“চুলকে ধ্বজদণ্ডে চ ধ্বজে দেবকুলে তথা।

প্রতিষ্ঠা চ যথোদিতী তথা কন্ম বদামি তে ॥”

(অগ্নিপুং ১০৩ অং)

ধ্বজাহত (পুং) ধ্বজেন তদুপলক্ষিত সংগ্রামেণ আহতঃ। দাসভেদ। “ধ্বজাহতো তদুপলক্ষিতঃ গৃহঃ ক্রীতদ্রুমিমে।

পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তমতে দাসবোদয়ঃ ॥” (মহু ৪।১৫)

যুদ্ধে জয় করিয়া বাহাকে প্রাপ্ত হওয়া বার, তাহাকে ধ্বজাহত কহে। (ক্ৰী) ২ অবিভাজ্য ধনভেদ, যে সকল ধন বিভাগ হয় না।

“সংগ্রামাদাহতং যন্তু বিজিতা দ্বিবতাং কুলং।

স্বার্থার্থ জীবিতং তাক্কা তং ধ্বজাহতমুচ্যতে ॥” (দায়ভাগ)

সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া যে সকল ধন আহত হয়, সেই ধনকে ধ্বজাহত কহে, এই ধন কাহার সহিত বিভাজ্য নয়।

“ধ্বজাহতং ভবেৎ যন্ত বিভাজ্যং নৈব ভবত্যেৎ ॥” (দ্ব্যতি)

ধ্বজিক (জি) ধ্বজবাহী, যে ধ্বজের ভাণ করে, শঠ।

ধ্বজিন্ (জি) ধ্বজোত্তোল্যন্তেতি, ধ্বজ-ইনি। (অভ ইনি ঠনৌ। পা ৪।২।১১৫) ১ অঙ্গযুক্ত। চিহ্নযুক্ত।

“স্বরাণামাপহৃত্যর্ধং বামবালা জটা ধ্বজী।” (মহু ১।১৩৩)

২ ব্রাহ্মণ। ৩ পুরুষত। ৪ রণ। ৫ সর্প। ৬ ষোড়শ।

৭ ময়ূর। ৮ শৌভিক। (জি) ৯ ধ্বজাবিশিষ্ট।

“কৃতাজ্ঞৌ শত্রুসম্পন্নৌ মথিনৌ ধ্বজিনাং যি।” (মহু ১।১৩৩)

ধ্বজোচ্ছ্রয় (পুং) ধ্বজত উচ্ছ্রয়ঃ ৬তং। ১ ধ্বজ খাড়া করা। ২ লিঙ্গোচ্চারণ।

ধ্বজোথান (ক্ৰী) ধ্বজত ইন্দ্রধ্বজত উথানঃ। শক্রোৎসব, ভাজ্য বাসের শুভ্রা বাদনীতে এই উৎসব হইয়া থাকে। রাজাদিগের দ্বারে ইন্দ্রের উদ্দেশে চতুর্দশ ধ্বজাকারে প্রদত্ত হয়, ইহাকে ধ্বজোথান কহে। ইন্দ্র ইহাতে লড়ট হইয়া বৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই উৎসবের সময় প্রাজাগণ নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। [ইন্দ্রধ্বজ দেখ।]

ধ্বন (পুং) ধ্বন ধ্বনে অপ। শব্দ। অব্যক্ত শব্দ।

ধ্বনন (ক্ৰী) ধ্বজতে ব্যাভ্যতেহর্থো হনেন ধ্বনি-করণে লুট। অলকারোক্ত বাচ্য লক্ষ্যভিচারার্থে বোধনাত্মক ব্যঞ্জন-বৃত্তি রূপ শব্দনিষ্ঠ ব্যাপারভেদ। অর্থাৎ আমি একটা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, সেই শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য আর একটা অর্থ ব্যঞ্জনশক্তি দ্বারা বোধিত হইবে, তাহার নাম ধ্বনন।

“বৃত্তির্বাঞ্জনধ্বননগমনপ্রত্যয়াদিবিষয়দেশবিষয়াব্যঞ্জনা নাম” (সাহিত্যদর্পণ)

ভাবে লুট। ২ অব্যক্ত শব্দ-করণ।

“পাপকং গন্ধমাত্রায়া ক্রিয়াক্ষমানে কর্ণ ধ্বননে চ।”

(আখং প্রৌ ৩।৫.৮)

ধ্বনমোদিন্ (পুং) ধ্বনেন শব্দেন মোদয়তি মৃদ-গিনি। ভ্রমর। জিয়াং ভীপ্।

ধ্বনি (পুং) ধ্বননমিতি ধ্বন-ই (থনিকব্যঞ্জ্যসীতি। উণ ৪।১।১২) ১ মৃদলাদি শব্দ।

“শব্দো ধ্বনিষ্ঠ বর্ণশ্চ মৃদলাদিতবো ধ্বনিঃ।

কণ্ঠসংযোগজ্ঞানানো বর্ণাভ্যঃ কানরো মতাঃ ॥”

(ভাবাপরিচ্ছেদ)

মৃদলাদি দ্বারা উখিত শব্দ এবং কণ্ঠতত্ত্বাদি সংযোগ জন্ম কাদি বর্ণ রূপ যে শব্দ, তাহার নাম ধ্বনি। এই শব্দ বিবিধ—বুদ্ধি হেতু এবং অবুদ্ধি হেতু। মেবাদির যে শব্দ হয়, তাহার নাম অবুদ্ধি হেতু। বুদ্ধি হেতু শব্দ আবার বিবিধ—স্বাভাবিক এবং কাননিক। বর্ণ বিশেষের অনতি-ব্যঞ্জক হসিত ও স্নিগ্ধতারি শব্দ স্বাভাবিক, হাত বা রোদন করিলে কোন শব্দের বোধ হয় না, অথচ অব্যক্ত শব্দ হয়, এইরূপ শব্দকে স্বাভাবিক শব্দ কহে। কাননিক আবার

ত্রিবিধ, বাধ্যাদিশব্দ, গীতিরূপ ও বর্ণায়ক। তেরী ও মৃদল প্রকৃতি হইতে যে শব্দ হয়, তাহাকে বাধ্যাদি কহে। মাধবাঙ্গি রাগবাজক নিবধাদি দ্বারা যে স্রোতঃপতি হয়, তাহাকে গীতিরূপ কহা যায়। কণ্ঠভাবাদির অভিযাক্ত লক্ষ্য ককারাদি বর্ণরূপ যে শব্দ হয়, তাহাকে বর্ণায়ক কহে।

(শকার্ধরসঃ)

বেদান্তদর্শনের পারীরকভাবে ধ্বনি শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে।—

“ধ্বনির্নাম যো দূরাদাকর্ষ্যবতো বর্ণবিশেষমনধিগচ্ছতঃ কণ-
পথমবতরতি প্রত্যাসীদন্তত তারবাদি বিশেষমবগমরতীতি।”

(পারীরভাবে)

দূর হইতে শব্দ স্রুত হইতেছে, অথচ পরিষ্কার রূপে কিছুই বোধ হইতেছে না, কেবল মাত্র তারবাদি জানা যাইতেছে, এইরূপ শব্দের নাম ধ্বনি।

“ধ্বনিঃ ফোটচ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তথলু লক্ষ্যতে।

ব্রহ্মো মহাশ্চ কেষাকিং অরং নৈব অভাবতঃ।” (মহাভাষ্য)

শব্দের ফোটাই ধ্বনি। বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ ধ্বনিকে ফোট বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ একটা শব্দ উচ্চারিত হইলে সকল বর্ণ মিলিত হইয়া শব্দের বোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ‘কলস’ এই শব্দটা উচ্চারিত হইল, কথিত হইবামাত্রই শব্দের নাশ হইল, প্রথম ক শব্দটা, তাহার পর ল ও স, এই তিনটা শব্দ লইয়া কলস হইল, কিন্তু দেই উচ্চারিত হইল, অমনি ক শব্দ বিনষ্ট হইল, তাহা হইলে পরস্পর সকল শব্দ মিলিত না হইতে পারিলে অর্থ বোধ হয় না, এই নিমিত্ত বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ শব্দের ফোট স্বীকার করিয়া পরস্পর বর্ণ সকল একত্র করিয়া অর্থ বোধ করান অর্থাৎ কলস এই তিনটা বর্ণ একত্র হইলে আর অর্থবোধের কোন গোল থাকে না। এই ফোটাই ধ্বনি।

পানিনি দর্শনেও ইহা স্বীকৃত হইরাছে, যথা শব্দ দুই প্রকার, নিত্য আর অনিত্য। নিত্য শব্দ একমাত্র ফোট, তন্নিমিত্ত বর্ণায়ক শব্দসমূহ অনিত্য। বর্ণাতিরিক্ত ফোটায়ক যে একটা নিত্য শব্দ আছে, তাহার বিষয়ে অনেক স্থলে অনেক মুক্তি প্রদর্শিত হইরাছে। তন্মধ্যে প্রধান মুক্তি এই, ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণায়ক শব্দ দ্বারা অর্থবোধ হইত না। দেখ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ও ট এই দুইটা বর্ণ স্বরূপ যে ষট শব্দ তদ্বারা ষটের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কেবল দুইটা বর্ণ সম্পাদিত হইতে পারে না; কারণ যদি ঐ দুইটা বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা ষটের বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল ষট ট উচ্চারণ করিলে ষটের

বোধ না হয় কেন? এই বোধ পরিহারের জন্য ঐ দুইটা বর্ণ একত্র হইয়া ষটের বোধ হয়, এই কথা বলিতে পারনা, কেননা বর্ণ সকল আত্মবিনাশী, পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং অর্থ বোধ হওয়ার দূরের কথা, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। এই লক্ষ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রথমতঃ দুইটা বর্ণ দ্বারা অভিযাক্ত অর্থাৎ ফুটতা হয়, পরে ফোটাদ্বারা ষটের বোধ হইয়া থাকে। এই ফোটাই ধ্বনি। [ফোট দেখ।]

২ উত্তম কাব্যভেদে। সাহিত্যদর্শনে ইহার লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে—

“কাব্যং ধ্বনি শুণীভূত ব্যাক্যভেতি বিধানতঃ।”

(সাহিত্যদঃ ৪।২৫০)

ব্যাক্য শুণীভূত হইলে যে কাব্য হয়, তাহার নাম ধ্বনি; অর্থাৎ যে স্থলে ব্যঞ্জনশক্তি দ্বারা বোধিত অর্থ শুণীভূত হয়, অতিশয় প্রশস্ততম হইয়া থাকে, তাহার নাম ধ্বনি। একটা ব্যাক্য কথিত হইল, যে অর্থে সেই ব্যাক্যটা প্রযুক্ত হইরাছে প্রথমতঃ সেই অর্থ বোধ করাইল, তাহার পর ব্যঞ্জনা দ্বারা এমন একটা অর্থ বোধ করাইল, তাহা শুণীভূত অর্থাৎ অতি উত্তম হইল, এইরূপ যে ব্যঞ্জন শক্তি দ্বারা যে অস্ত্যর্থের প্রত্যয় হয়, সেই কাব্যের নাম ধ্বনি।

“বাচ্যাতি শরিনি ব্যাে ধ্বনিস্তং কাব্য মুত্তমং।”

(সাহিত্যদঃ ৪।২৫১)

ব্যঞ্জন বোধিত অর্থ বাচ্য হইতে অতিশয় হইলে অর্থাৎ ব্যঞ্জনার্থ হইতে অধিক চমৎকারিত্ব হইলে ধ্বনি হইবে, ধ্বনিত অর্থাৎ ব্যাক্ত হয় বলিয়া ইহাকে ধ্বনি কহে। ইহা অতি উত্তম কাব্য।

“ভেদৌ ধ্বনোরপি দ্বাব্দীরিতৌ লক্ষণাবিধানৌ।

অবিবকিত বাচ্যোহস্তৌ বিবকিতান্তপরবাচ্যশ্চ।”

(সাহিত্যদঃ ৪।২৫২)

এই ধ্বনি দুই প্রকার, লক্ষণ ও অবিধামূলক। ইহাদের মধ্যে লক্ষণামূল ধ্বনি অবিবকিত বাচ্য, ও অপর বিবকিত বাচ্য। অর্থলক্ষমূলক ধ্বনির একটীর নাম অবিবকিত বাচ্য ও অপরটীর নাম বিবকিত বাচ্য। লক্ষণামূলক ধ্বনি বাচ্য অর্থের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া পরে ব্যাক্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনশক্তি দ্বারা বাচ্য অর্থের প্রকাশক হয়।

“অর্থান্তরং সংক্রমিতে বাচ্যেহত্যন্তঃ তিরস্কতে।

অবিবকিতবাচ্যোহপি ধ্বনিবৈবিধ্য মুচ্ছতি।”

(সাহিত্যদঃ ৪।২৫৩)

অবিবকিত বাচ্য ধ্বনি যে স্থলে দুখ্য অর্থে অর্থান্তর অর্থাৎ

অন্ত অর্থবোধনিত হও, অথবা অত্যন্ত তিরস্কৃত হও, সেই হলে এই ক্ষণিত হই প্রকার হইয়া থাকে, অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য।

উদাহরণ—“কদলী কদলী করতঃ করতঃ

করিরাজকরঃ করিরাজকরঃ।

কুবনজিতরেংপি বিতর্কিত তুলা।

নিদমূক্যুগং ন চমূক্যুগং।” (সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৩ পরিঃ)

কদলী কদলী অর্থাৎ অতিশয় মীতল, করত হস্তের মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত করত অতি হ্রস্ব, হস্তীর শুভাদিও অতি করুণ, অতএব এই সুগীঢ়ী দ্বীর উল্লুপ জিতুবনে কাহার সহিত তুলনা হয় না। এই হলে কদলী শব্দের সাধারণ অর্থ রত্নাবলি ইহা বাধ হইয়া অতি মীতল এই অর্থে ব্যবহার হইরাছে, জাড্যাদি শুণ্যবিশিষ্ট সুখার্ঘ্য বাধ করিয়া অর্থান্তর বোধ হইতেছে, এবং এই হলে জাড্যাদির আতিশয্য ও ব্যঙ্গনাশক্তি বোধ্য। অতএব এই হলে সুখার্ঘ্য তিরস্কৃত বা অন্ত সংক্রমিত এই দুইই হইরাছে বলিয়া অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি এই দুইই হইল।

“নিঃস্বাসাক্ষ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।”

(সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৩ পরিঃ)

নিঃস্বাস দ্বারা অন্ধ অর্থাৎ অপ্রকাশ আদর্শের স্তার চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে না। এই হলে অন্ধ শব্দ সুখার্ঘ্য বাধ করিয়া অপ্রকাশ রূপ অর্থের বোধ হইতেছে এবং এই হলে অপ্রকাশের যে আতিশয্য ইহা ব্যঙ্গনা দ্বারা বোধ হইতেছে, অতএব এই হলেও ঐ ধ্বনি হইল।

“বিবক্তিতাতিথেরোপি দ্বিভেদঃ প্রথমঃ মতঃ।

অসংলক্ষ্যক্রমো যত্র বাস্তো লক্ষ্যক্রমস্তথা।”

(সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪১২৪৪)

যে হলে বিবক্তিত অর্থাৎ বলিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থ স্বরূপকে কোনরূপ বাধা দেয় না, তাহার নাম বিবক্তিত বাচ্য, এই বিবক্তিত বাচ্য ধ্বনিও হই প্রকার, অসংলক্ষ্য ক্রম এবং সংলক্ষ্য ক্রম। যে হলে ব্যঙ্গনা বোধ্য অর্থ পৌর্কপার্থ্য ক্রম সকল সম্যক্ রূপে অল্পতুরমান না হইবে, সেই হলে অসংলক্ষ্যক্রম এবং যে হলে ব্যঙ্গনাশক্তি দ্বারা পৌর্কপার্থ্যরূপে অর্থ সকল সম্যক্ রূপে অর্থীং স্পষ্টভাবে অল্পতুরমান হইবে, সেখানে লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হইবে।

“ভজাতোরনভাবানি রেকএবাজ রণ্যতে।

একোহপি ভেদোহনভব্যাং লংঘ্যেয়তত সৈব বৎ।”

(সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪১২৪৫)

এই দুইয়ের মধ্যে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির অনেক ভেদ

থাকিলেও একমাত্র রস ভাবানি ভেদ হইবে, এই ভেদ ইহার গণনা সম্ভব নহে। যেহেতু পুন্যের সন্তোগই একমাত্র ভেদ, কিন্তু পরস্পর আলিঙ্গন, হ্রস্ব ও অধরণাদি ভেদ থাকিলেও তাহার সংখ্যা হয় না, সেইরূপ এই হলেও রস ভাবানির অনেক ভেদ বশতঃ ও তাহার সংখ্যা না করিয়া একমাত্র ভেদ কথিত হইরাছে।

“শকাধোভরশক্ত্যুথে ব্যাকোহিহুদ্বানসরিতে।

ধ্বনিলক্ষ্যক্রমবাক্য জিবিধঃ কথিতো বৃথৈঃ।” (সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪১২৪৬)

যে হলে বাক্য অর্থাৎ ব্যঙ্গনাবোধিত অর্থ কেবল শব্দ শক্তি বা অর্থ শক্তি অথবা শব্দ ও অর্থ এই উভয় শক্তি দ্বারা উৎপিত হয়, সেই হলে এই লক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়, ইহা তিন-প্রকার শব্দশক্ত্যুথ, অর্থশক্ত্যুথ এবং উভয়শক্ত্যুথধ্বনি।

“বহুলভারস্রগদ্যাং শব্দশক্ত্যুতবো বিধা।” (সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪১২৪৭)

শব্দ-শক্ত্যুতব ধ্বনি বস্ত্র ও অলঙ্কার ভেদে বিবিধ বধা—
শব্দশক্ত্যুথ বস্ত্র-ধ্বনি ও শব্দ-শক্ত্যুথ অলঙ্কার-ধ্বনি।

উদাহরণ—

“পথিক। নাজ সন্তরোহতি মনাক্ প্রস্তরহলে গ্রামে।

উন্নতপরোহরং প্রেক্ষ্য পুনর্বাণি বসতি তদ্ বন।”

(সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪র্থ পরিঃ)

সাহিত্যদ্বন্দ্বের এই দ্বোকটি প্রাকৃত ভাবার আছে, কিন্তু সুবিধার জন্য সংস্কৃত করিয়া দিলাম। এই দ্বোকটি বাসার্থী পথিকের প্রতি কোন নারিকার উক্তি। হে পথিক, প্রস্তরবহল এই গ্রামে একটীমাত্রও শয্যাতল নাই, উন্নত পরোহর (মেঘ) দেখিয়া যদি বাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অবস্থান কর। এই গ্রামে একটীও শয্যাতল নাই, ইহাতে বলা হইল, আমরা প্রস্তরে শয়ন করিয়া থাকি এবং শয্যাবিধানেরও কোন নিয়ম নাই ও উন্নতপরোহর শব্দে উন্নত তল ইহাও ধ্বনিত হইল এবং এই হলে সন্তরাদি এই শব্দ দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, এই হলে শয্যা নাই, ইহার তাৎপর্ধ্য এই, যদি তুমি উপভোগকর হও, তাহা হইলে আমার সমীপে অবস্থান কর, যেহেতু আমার নিকট তির অস্ত্র কোন শয়নযোগ্য স্থান নাই, ইহাই এই হলে ব্যক্ত হইতেছে, অতএব এইখানে শব্দ শক্ত্যুথবস্ত্রধ্বনি হইল। অলঙ্কারাদি হলেও এইরূপ জানিতে হইবে—

“বস্ত্র বালহুতিবাণি বিধাৰ্ঘ্য সত্ত্বী বতঃ।

কবেঃ প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধো বা তদ্রিবস্ত্র চৈতি বটী।

বস্ত্র ভিত্তে ব্যাস্যমানস্ত বহুলভারস্রগদ্যঃ।

অর্থশক্ত্যুতবো ব্যাক্যো বাতি বাদশভেদভাঃ।”

(সাহিত্যদ্বন্দ্ব ৪১২৪৮)

বস্তু-ধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি বাণ্য প্রকার—(১) স্বরঃ-সম্ভাবী বস্তুদ্বারা স্বরঃ যে স্থলে বাধ্য অর্থাৎ ব্যক্তমানোভিত হইবে, সেই স্থলে বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি হইবে। (২) স্বরঃ-সম্ভাবী বস্তু দ্বারা অলঙ্কার যে স্থলে স্বরঃ হইবে, সেই স্থলে অলঙ্কার রূপ ব্যাক্যধ্বনি হইবে। (৩) যে স্থলে বস্তুসম্ভাবী অলঙ্কার দ্বারা বস্তু বাধ্য হইবে, সেই স্থলে বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি হইবে। (৪) যেখানে স্বরঃ সম্ভাবী অলঙ্কার দ্বারা ব্যাক্যমান হইবে, তথার অলঙ্কার ব্যাক্যধ্বনি হইবে। (৫) কবিরিগের প্রোচোক্তি সিদ্ধ বস্তু বাধ্য হইলে বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি হইবে। (৬) কবি প্রোচোক্তি সিদ্ধ বস্তুদ্বারা অলঙ্কার রূপ ব্যাক্যধ্বনি। (৭) কবিরিগের প্রোচোক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যাক্যমান বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি। (৮) কবি প্রোচোক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কাররূপ ব্যাক্যধ্বনি। (৯) কবিনিবদ্ধ প্রোচোক্তি সিদ্ধ বস্তুদ্বারা ব্যাক্যমান অলঙ্কাররূপ ব্যাক্যধ্বনি। (১০) কবিনিবদ্ধ বস্তুদ্বারা ব্যাক্যমান বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি। (১১) কবিনিবদ্ধ ব্যক্তি প্রোচোক্তি সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যাক্যমান বস্তুরূপ ব্যাক্যধ্বনি। (১২) কবিনিবদ্ধ ব্যক্তি প্রোচোক্তি-সিদ্ধ অলঙ্কার দ্বারা ব্যাক্যমান অলঙ্কাররূপ ব্যাক্যধ্বনি। এই বাচ্য প্রকার ভেদ। এই স্থলে প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ প্রভৃতি বাহ্য্য তরে প্রদত্ত হইল না, একটু মনোনিবেশ সহকারে দেখিলেই উদাহরণ স্থলে লক্ষণ সমাবেশ তত প্রকট হইবে না। একটী উদাহরণ দিলাম। “নিশি মল্লারেতে ভেজঃ দক্ষিণভাগঃ রবেদগি।

তত্তামেব রথোঃ পাণ্ড্যঃ প্রাপ্যং ন বিবেহিরে।” (রঘু ৪ সঃ) দক্ষিণদিকে সূর্য্যের তেজঃ মল্লীভূত হইয়াছিল, পাণ্ড্য নামক নরপতি সেইদিকে রঘুর তেজঃ সহ করিতে পারে নাই, সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হইলেই স্বাভাবিক তেজঃ মল্লীভূত হয়, এই সূর্য্যতেজঃ অপেক্ষা রঘুর তেজঃ অধিক, অতএব এই স্থলে স্বতঃসম্ভাবী বস্তুদ্বারা রঘুর তেজঃ অধিক, এইরূপে ব্যতিরেক অলঙ্কার ধ্বনিত হইল। অতএব অলঙ্কাররূপ ব্যাক্যধ্বনি হইল। ধ্বনি সমুদারে ৫১ প্রকার ভেদবিশিষ্ট।

“তদেবমেকপঞ্চাশত্তেদান্ততঃ স্বসেবর্তা।” (সাহিত্যদঃ ৪।২৬৪) ইহাও আবার নানাপ্রকার ভেদযুক্ত। বাহ্য্য তরে তাহা প্রদত্ত হইল না। (সাহিত্য দঃ ৪র্থ পরিঃ) আনুষ্ঠানিক পণ্ডিতদিগের মতে ধ্বনিকাব্যের আত্মা।

ইহার বিবরণ শারদাভিলক এইরূপ লিখিত আছে—
সা প্রসূতে সুওলিনী শব্দরসবরী বিধুঃ।
পশ্চিম ভেদে ধ্বনিতমানান শুদ্ধারিয়েবিকাঃ।
(শারদাভিলক)

পদ্য প্রকারে, স্বরঃসম্ভাবী, ইহা প্রকারে স্বরঃসম্ভাবী পদ্যকে প্রসঙ্গ করিলে, কাহার শব্দ হইতে ধ্বনি, সেই ধ্বনি হইতে নান উৎপন্ন হয়। স্বরঃসম্ভাবী চিত্র পশ্চিমসম্ভাবী, ইহা আকাশস্বরূপ। এই চিত্র রসোৎসব হইলে তাহা ধ্বনি পদবাচ্য হয়, ইহা অলঙ্কার অলঙ্কাররূপ।

পাণ্ড্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে,—
কোর কারণে লক্ষণমণ্ডলের পরমাণুদিগের উৎকলন জগিত, সেই উৎকলন স্বাতন্ত্র্য না স্বতঃ কোর প্রকার পরিচালক কর্তৃক কর্তৃত্বেরে নীত হইলে, অসংগঠিত যে এক প্রকার অসংগঠিত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ধ্বনি। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ধ্বনি বিধিঃ। সানন্দগণের কর্তৃ, তাম্র প্রভৃতির অভিধানে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যক্ত এবং তত্তির বস্তুর অভিধানে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা অব্যক্ত। সঙ্গীতশাস্ত্রেরেতাঃ এই দুই প্রকার ধ্বনিকে মধুর ও কঠোর, এই দুই ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। বধুর নির্দিষ্ট নবরের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক উৎকলন উৎপাদিত হইয়া নিরমিত ও সুবিধিত ধ্বনি উৎপন্ন করে, তখন তাহাকে মধুর ধ্বনি বলে। অনিরমিত উৎকলন দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহা কর্কশ। শকারমান অব্যক্ত অণুসকল যে আত্মোক্তি হইতে থাকে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কোন বাত্মনির্ভিত খালার উপর কিঞ্চিৎ বাত্মক রাখিয়া ঐ খালা বাত্মাইলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বাত্মকগুলি নৃত্য করিতেছে, যদি খালার অণুগুলি কম্পিত না হইত, তাহা হইলে তদুপরিস্থিত বাত্মকগুলি কখন নৃত্য করিত না। শকারমান অব্যক্ত অণুসকলের উৎকলনে তৎসমিহিত বাত্মনির্ভিত এক প্রকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সেই তরঙ্গ আলিঙ্গ্য কর্ণপটেই স্পষ্টভাবে করিলে শব্দ জন্ম করে। শব্দ প্রদেশে ধ্বনির উৎপত্তি সম্ভবে না। বাত্ম যেমন শব্দ পরিচালন করিতে পারে, সেইরূপ তরঙ্গ ও তত্তির পদার্থ সঞ্চলও শব্দ পরিচালন করিতে পারে। পরীক্ষারীরা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বাত্মগুলির বহু দিগাঃ সঞ্চলন প্রভি সেক্ষেত্রে ১১১৮ কিঃ গমন করে।

ধ্বনিকার বা ধ্বনিকর, স্বরঃসম্ভাবী প্রকারে স্বরঃসম্ভাবী। কাব্যপ্রকাশ, কাব্যচম্পক, অলঙ্কারসংগ্রহ, কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণে ইহার স্বরঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

ধ্বনিকথ্য (সী) উত্তর কাব্যঃ
ধ্বনিকর (সী) ধ্বনি তৎপ্রতিপাদকঃ প্রঃ করোতি ক-
কিঃ স্বরঃ। অলঙ্কারসংগ্রহে একপঞ্চাশতঃ

ধ্বনি (পুং) ধ্বন্য ক্রমে অণু, ধ্বন্যে লভ্যত ধ্বন্যে ধ্বন্যে
বহাৎ। অধ্বন্য, কণ্ঠ।

ধ্বনিত (জি) ধ্বন্যে যেতি ননক। ১ লবিত। ২ কৃতবন।
ধ্বন্যি, ধ্বন্যি—ননিত। (অমর ৪১)

“নবীরণ কলাকীর্ণ যুক্তরূপাধ্বনির্গতঃ।”

ধ্বনিতৈরুপশোচনবিদ্যায় তথাবিধাঃ।”

(রাবতর ১১৮৯)

ধ্বনিলা (জী) ধ্বন্যপাদকং নালং বতঃ। বীণা, বেণু।
২ কংকলবানভেদ।

ধ্বনিলা তু বীণায়াং বেণুকংকলয়োরাপি ॥ (মেদিনী)

ধ্বনিবোধক (পুং) ধ্বনিং বোধয়তি বৃধ-প্রিচ্ পুন্। বোধিত
কৃণ। (নৈষক্ প্রকা)

ধ্বনিবিকার (পুং) ধ্বন্যবিকারঃ ৬-ভৎ। শৌককর্যাদি দ্বারা
ধ্বনির অন্তর্ভাব, লববিকৃতি, বিকৃতধ্বনি। (হেম ৬৪৬)

ধ্বন্য (জি) ধ্বন কন্ঠপি যৎ। ১ ধ্বননীয়, ব্যাক্যার্থ। ২ ধ্বন্যেদ
এসিদ্ধ লক্ষণ নৃপপুত্র।

“উত্থে মা ধ্বন্যত জুষ্ঠী লক্ষণাত্ত” (ঋক্ ৫১০৩১০)

‘ধ্বন্যত তন্নামকত লক্ষণাত্ত লক্ষণনৃপপুত্রত। (সারণ)

ধ্বনস্ (জী) হিংসিক। “জিহ্বাসংসং ধ্বনসং” (ঋক্ ৪২৩৭)
‘ধ্বনসং হিংসিকং’ (সারণ)

ধ্বনস্ (জি) ধ্বনস্ অন্তর্ভূতগ্যার্থে কণিন্। ১ ধ্বন্যসকারক।
“তেন হৈ তেন ধ্বনা বৈতবল জৈজে” (শত্ ব্রা ১০৫৪১৯)

‘ধ্বনা পাপধ্বনসঃ’ (ভাষা)

ধ্বনস (জী) ধ্বন্যতে হ্রস্ব ধ্বন্য বাহুলকাৎ আধারে ক্য।
ধ্বনস হান।

“মায়ুং ধ্বন্যাবধি প্রিতাঃ” (ঋক্ ১১২২১৬)

ধ্বনিন (পুং) মেঘ।

“মায়ুং ধ্বন্যনো অধিপ্রিতা” (ঋক্ ১১৬৪১২৯)

‘ধ্বন্যনো মেঘে’ (সারণ)

ধ্বনস্তি (পুং) ধ্বনস্ ঋচ্ ক্রিচ্। ধ্বন্যেদএসিদ্ধ ধ্বন্যেদ
“বামি ধ্বনস্তি পুরুষস্তি মাতরং” (ঋক্ ১১২৩১৬)

‘ধ্বনস্তি মেঘং সংজ্ঞা পুরুষস্তি মেঘন্নামানং ধ্বন্যমাতরং’ গ যি গ)

ধ্বনিস্ (জি) ধ্বনস্ ক্রিচ্। নাপ প্রতিযোগী, নাপবিশিষ্ট।
“সংক্ৰম্যাত্তা ধ্বনিস্য অদৃকত” (ঋক্ ৭৮৩৩)

‘ধ্বনিস্যঃ সৈনিকৈধ্বন্যঃ’ (সারণ)

ধ্বন্য (জি) ধ্বন্যতে অ ইতি ধ্বনস্-ক। ১ চ্যুত, গলিত।
২ নাপ প্রতিযোগী। ৩ অধঃপতিত।

“প্রকীর্ণকেশং ধ্বন্যাকং রতসা বটদধ্বন্যঃ” ৪ নট।

(ভাগবত ৭২৩০)

“ধ্বন্য পীঠায়াসোহপি সখির রত্নমিচ্ছতি।

নিটাস ধ্বন্যতত্ত্বাৎ নটরহস্যং তদ্বিকল্পয়তি ॥” (পঞ্চরশ্মি ১১২৪১)

ধ্বন্যি (জী) ধ্বন্য জ্ঞান ক্রিচ্। ধ্বন্য, নাপ। কন্ঠপি
জ্ঞানকে হ্রস্ব আধারে-ক্রিচ্। ২ কন্ঠকর্যে আধারে বিদ্যতে।
কন্ঠনাং শুভচট্টানাং জ্ঞানতে বল সংকরঃ।

ধ্বন্যো হপক কথ্যকং বৃত্ত সা ধ্বন্যিকথ্যতে ॥” (সার্কেশ্বরপুং)

ধ্বন্যান্ (জি) ধ্বনস্ বাহুলকাৎ ব্রুনি ক্রিচ্। ১ ধ্বন্যক।

“ন ধ্বন্যন্যবীরে প আধুঃ” (ঋক্ ৪১৩৬)

‘ধ্বন্যনো ধ্বন্যকঃ’ (সারণ)

ধ্বন্যাহ্ (জি) ধ্বন্য ধ্বন্যো বিদ্যতেহত ধ্বন্যে বৃত্তপ, বৃত্ত ব।

১ ধ্বন্যবৃত্ত। ২ উদক। (নিষক্)

ধ্বন্যে (জি) ধ্বনস্ বৃত্ত। ১ নট। গার্গ্যে বৃত্ত। ২ ধ্বন্যক।

“কত ধ্বন্য তবধঃ কত বা নরাঃ” (ঋক্ ১০৪০১০)

‘ধ্বন্যঃ ধ্বন্যকৌ তবধঃ’ (সারণ)

‘ধ্বন্য’ এই হলে ঐ বিতক্তি হানে আচ্ছইরাছে।

৩ রাবতেদ।

“ধ্বন্যয়োঃ পুরুষস্তো বা সহস্রানি” (ঋক্ ৯৫৮১৩)

‘ধ্বন্যঃ কশিৎ রাজা’ (সারণ)

ধ্বাঙ্ক (পুং) ধ্বাকি অচ্। ১ কাক।

“তদ্বাক হিতো ধ্বাক্ আদিত্যতিমুখতথা।

যদি চোদয়তে বাসং চক্ষুর্ধোমসঃশরং ॥” (যজুর্কটিক)

২ মৎস্ততলক পক্ষী। ৩ তলক। ৪ তিক্ক।

ধ্বাঙ্কজজ্জা (জী) ধ্বাঙ্কজ জজ্জা ইব আকৃতিবদ্যঃ। কাক-
জজ্জা। (রাজনিং)

ধ্বাঙ্কজজ্জু (জী) ধ্বাঙ্কঃ কাকঃ তবৎ ককবর্ণজজ্জুঃ।
কাকজজ্জু। (রাজনিং)

ধ্বাঙ্কজুঙী (জী) ধ্বাঙ্কজুঙ অচ্ ততো জীব্। কাকানাস
লতা। (রাজনিং)

ধ্বাঙ্কদণ্ডী (জী) ধ্বাঙ্কজ দণ্ড ইব আকৃতিরদ্যতঃ, অচ্
জীব্। কাকজুঙী।

ধ্বাঙ্কনখী (জী) ধ্বাঙ্কজ নখ ইব আকৃতিরদ্যতঃ অচ্
জীব্। কাকজুঙী।

ধ্বাঙ্কনাজী (জী) কাকোদ্বয়িক। (রাজনিং)

ধ্বাঙ্কনাশিনী (জী) ধ্বাঙ্কঃ নাপদ্বীতি নাপ-গিনি জীব্।
হবুবা। (ভাবপ্রাং)

ধ্বাঙ্কনাসিকা (জী) ধ্বাঙ্কজ নাসিকা ইব কলং বতঃ।
কাকনাসালতা।

ধ্বাঙ্কপুন্ড (পুং) ধ্বাঙ্কন কাকেন পুন্ডঃ প্রতিপালিতঃ
৬-ভৎ। কোকিল

ধাঙ্করাতি (স্রী) ধাঙ্কান্ নকতে কন্যাসেন, নক কন্য
• ততো গোমসিবাং জীব্। কাকনাটী।

ধাঙ্করাতি (স্রী) ধাঙ্কবৎ বরী লতা। কাকনাটী।

ধাঙ্করাতি (স্রী) ধাঙ্কানাং কাকানাং অদনী ৬-৩৭।
কাকরাতি।

ধাঙ্করাতি (পুং) ধাঙ্কানাং অরাতিঃ। পেচক, কাকনাটী।

ধাঙ্করী (স্রী) ধাঙ্ক-অহ জীব্। ককোলিকা। (মেঘিনী)

ধাঙ্করী (স্রী) কাকোলী। (রাঘনি)

ধান (পুং) ধান ভাবে বঞ্। শক।

“শশাঙ্কনিত কানো নচ চোয়ো ব্যভাবত।”

(রাজতরং ৩।১৮)

ধানায়ন (পুং স্রী) ধনত ধবেগোজাপত্য অবাধি কঞ্।

ধন ঋষির গোজাপত্য।

ধাত (স্রী) ধন-ককর্যোম নিপাতনাং দাহু (কুহু) ধাত
কাজেতি। পা ৭।৪।১৮) ১ অককার, তব্য।

“কপাভগদাহুকুহুদর-

হুতিহিত ধাত দ্ব্যভ্যভ্যো।” (ভাণ্ড ৩।৮।৩৩)

২ তমঃপ্রবান নরকভেদ। ৩ নকভেদ। এই ধাত

শব্দ অন্তর্ভুক্ত কনিত এইরূপ হইবে।

ধাতবিত্ত (পুং) ধাতো অককারে মিত্তঃ প্রথিতঃ। ধনোত্ত।
(শকরং)

ধাতুশাস্ত্র (পুং) ধাতুত শাস্ত্রবঃ ৬-৩৭। ১ পূর্বা। ২ অধি।

৩ চন্দ্র। ৪ ভোনাংক বৃক। (শকরং) ৫ বেতবর্ণ।

ধাতুশাস্ত্র (পুং) ধাতুত অরাতিঃ। চন্দ্র, পূর্বা, অধি।

ধাতোদ্যোম (পুং) ধাতো, উদ্যোমঃ প্রকাশো বক্ত। ধাতোত,
ভোনাংকীপোকা।



বিধিকোষ।

নবম ভাগ।

দেবাগারিক

দেবাজীব

দেবা (দী) বিখ্যাতময় দিব-বজ্জ ততটাপু। ১ পরচারণী
লতা। ২ অশনপর্ণী। ৩ সূর্য। ইহার পর্যায়—ডেবনী,
শিমুলী, দেবা, ডিঙবরী, পৃথক্‌চা, ধরুজ্জৈবী, নহুয়লা,
নির্ধহনী। (বৈদ্যক রত্নমালা)

দেবা, অসোয়াপ্রদেশের বড়বাঁকি জেলার একটি পরগণা।
১০০০ খৃষ্টাব্দে সৈরয় সালার মদাউৎ এই জুলাগ অধিকার
করেন। বহু দিন এখানে মুসলমানেরাই প্রবল ছিল। তৎপরে
জনমার রাজপুতেরা প্রবল হইয়া এই পরগণার অধিকাংশ
জয় করেন। শেষে স্থানীয় রাজা বহু সৈন্ত পাঠাইয়া ইহাদের
লর্দারকে পরাস্ত ও বৃত্ত করিয়া এই স্থান দখল করিলেন।
জনমার রাজপুতেরা আগরাদিসকে বৈশাখজির বলিয়া
পরিচয় দেন। এখানকার জুপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে
প্রায় ১০০ বর্গমাইলে চাষ হয়। ইহার অর্দ্ধেক তালুকদারী ও
অর্দ্ধেক অমিদারী।

২ উক্ত বড়বাঁকি জেলার একটি নগর। বড়বাঁকি নগর
হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন
মুসলমানবংশেরগণের ও কএক বর খ্যাতনামা শেখের
বসবাস আছে। এখানকার কাচের বাসন অতি উৎকৃষ্ট।

দেবাজীড় (পুং) দেবা আজীড়তাজ, আ-জীড় আবারে
বজ্জ, দেবানার আজীড়ঃ। দেবোভান, ইজারান, দেবতা-
০ দিগের বেড়াইবার নিবিত্ত নৈ রনোহর উভাস, তাহাকে
দেবাজীড় কহে।

"দেবাজীড় পরিভ্রামন পুণ্যমান্য জুহবিত্তিঃ"

(কবিরঞ্জন ১১৩ অঃ)

দেবাগার (পুং) দেবানার আদারঃ। দেবতাদিগের স্থান।
দেবালয়।

দেবাগারিক (খি) দেবাগারে নিবাসঃ। দেবাগারবাসী।

দেবাগারে পরিচরণার্থ নিবৃত্ত, কাহারো দেবাগরের কার্য
করে।

দেবাজি, দক্ষিণাংশের এক জৈবীর উৎপত্তি। ইহাও উপ-
পুরাণের অন্তর্গত দেবোচরিত্রে এই জাতির উৎপত্তি এইরূপ
বর্ণিত আছে—

মানবানি সৃষ্ট হইলে প্রথমে সকলেই বহুব্রীহি ছিল।
একদিন সপাশিব জাতিতেছিলেন, কিরূপে এই সকলই
প্রাণিবর্গ ব্রহ্মাবৃত্ত হইবে? সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে
এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, দেবের অঙ্গ হইতে জন্ম
বলিয়া সে দেবাক নামে খ্যাত হইল। দেবাক বিষ্ণুর নিকট
সূতা এবং সরদানবের নিকট হইতে তাঁত প্রকৃতি বর-
সাধন প্রদ্যানি পাইলেন। তাহাতে তিনি স্বর্ণবস্ত্র ও পাভাল
এই জিনিসের উপযোগী পরিচ্ছদ নির্মাণ করিয়া দিলেন।
সত্যযাগীশণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমোদগুডন
বা আমোদপুরের রাজা করিলেন। দেবতার স্ত্রীর্যে রাজ্য
কর্তা ও শেখের এক কর্তা এই দুই কর্তার সহিত তাঁহার
বিবাহ দিয়া দিলেন। স্ত্রীকর্তার তিন পুত্র ও নাগরাজ-
কর্তার নব্বৈ এক পুত্র জন্মে। নাগরাজসৌহিত্য সৌর্য্য
আক্রমণ করেন এবং স্ত্রীকর্তার পুত্রগণ কিছুদিন আমোদ-
পুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, শেষে অপর রাজত্ববর্গ তাঁহাদের
রাজ্য কাড়িয়া লইলে তাঁহারা নিভাত্ত হীমাবধার সন্তিত
হইলেন। শেষে ইহারা বহুব্রহ্ম করিয়া তাহারা ঐশিক-
নির্বাচ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহাদের বংশধর হইতে
দেবাক নামক উৎপত্তি জৈবীর উৎপত্তি হইল।

দেবাচী (দী) দেবানকতি মেবে বাহু ন সোমঃ সাত্যাপেশ-
উপুঃ। ১ দেবতাদিগের প্রতিরূপকল্প। ২ দেবপুষ্করিণী।

দেবাজীব (খি) দেবের দেবকতিমাসেবসেন আধীন্যকতি

আ-বী-ব-অহ। দেবল, বাহার দেবপুত্রা করিয়া বীথিকা
বিকাশ করে।

দেবাজীবিন্ (জি) দেবেন আভীবতীতি আ-বী-ব-পিনি।
দেবল।

দেবাট (পু) অট পতৌ তাবে ব-এ, দেবানাং অট পতৌ
বজ। ১ হরিহরকেজ।

“দেবানামটনাকৈব দেবাট ইতি সংজ্ঞাঃ।” (মহাভূমি)

এখানে নন্দী মহাদেবের পোশন সকল লইয়া অবস্থান
করিতেছে, সেই হরিহরকেজ কেজ দেবতা সকল পরিভ্রমণ
করেন বলিয়া ইহার নাম দেবাট হইয়াছে।

দেবা অটতি অট-অ-। (জি) ২ দেবতার প্রতি পমনশীল।

দেবাতিগি (পু) কুববংশীর অক্রোধানের পুত্র। (ভারত ১২২২০)

দেবাতিদেব (পু) দেবানতিক্রম্য দীঘ্যতি। অতি-বিব-অহ।
বিহু।

“দেবাতিদেবো ভগবান্ অশ্বতিগিঃ হরিব্রত অশ্ব-প্রপেতা।”
(হরিবংশ ১৫৪ অ°)

দেবাজ্ঞান (পু) দেব আত্মা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বজ। ১ অশ্ব-
জ্ঞান। ২ দেবজ্ঞান।

দেবাবিদেব (পু) দেবানাং অবিদেবঃ ৩৩৭। ১ সর্গেশ্বর,
পরমেশ্বর। ২ মহাদেব। ৩ জিন।

দেবাধিপ (পু) দেবানামপ্যাধিপঃ। ১-সর্গনিরজা পরমেশ্বর।
২ বাশরমূলের নৃপতেন। ৩ ইন্দ্র।

দেবানন্দসূত্রি, একজন বৈদ্যনাথ্য। ইনি নিম্নলিখিত ব্যাক-
রণ প্রণয়ন করেন। জিনপ্রতাপ্যুরি ভীর্থকর পাঠে জানা
যায়, ১২৬৯ সনতে দেবানন্দসূত্রি এক জিনপ্রতিষ্ঠা করিয়া
ছিলেন।

দেবানুহরি (দেবনহরী), ১ বল্লুর জেলাস্থ একটি তালুক।
কৃপরিমাণ ২০৬ বর্গমাইল। শিনাকিনী নদী এই ভূভাগ
দ্বারা আবহিত। এখানে স্থানে স্থানে পোতটেড়ি, বিলাতী
আলু ও উৎকট ইক্ষুর চাষ হয়। টিপুসুলতানের বন্ধে কোন
চীনের বার এখানে ইক্ষুর চাষ প্রবর্তিত হয়।

২ মহিষের বনস্থ জেলাস্থ একটি নগর ও উক্ত
তালুকের সদর। অক্ষা° ১০° ১৫' উঃ, ৭৭° ৫৫' ০" পূঃ, ব-
ল্লুর ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রায় লাভ
হাজার ঘোড়ের বাস।

পূর্বে এখানে পলিগারদিগের রাজধানী ছিল। এখান-
কার পলিগারেরা যোদ্ধা-বোদ্ধল আতীর বলিয়া পরিচর
কিষ্ট। [পলিগার বোদ্ধা] ইক্ষু পলিগার-পলিগারগণ শোভ
আদে পরিচিতি। ১৭৪৮ খ্রীঃ-তে মহিষের পলিগারদের

নিকট শিব সৌভ পজাভিত হন। দেবনহরীর এই মুখে
হারদরআলী অব্যারোহীকণে বীরদের পরিচর দিয়া হিন্দু-
রাইদের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। এখানে টিপুসুল-
তানের কন্য হইল। হারদর এখানে একটি প্রত্নের হুর্প
নির্মাণে করায়। ১৭২১ খ্রীঃ-তে লর্ড কর্ণওয়ালিস হুর্প
আক্রমণ করেন। এখানে প্রতি সপ্তাহে সুববারে হাট হয়।

দেবানাংপ্রিয় (পু) দেবানাং প্রিয় ৩৩৭। ‘দেবানাং প্রিয়
ইতি চ মূর্থে’ ইতি বাহুল্যকং অনুলুপমানঃ। ১ মূর্ধ।

“পশবোহি দেবানাং প্রীতিঃ জনরতি ইতি তেবাং প্রিয়া
ত্বাচ তৎপ্রিয়কেন পততুল্যতা প্রতীক্যে ইত্যতঃ পতবমূর্ধঃ।”
(ভববোধিনী) পত সকল দেবতাদিগের প্রীতি উপাদান
করে, এই অস্ত্র পত সকল দেবতাদিগের প্রিয়, মূর্ধ সকল
পততুল্যকং হেতু এই পদের অর্থ মূর্ধ। ২ ছাপ। ৩ বর্মা-
শোক। [বর্মাশোক দেখ।]

দেবানীক (পু) দাবর্ষি নামক তৃতীয় মহুর পুত্রতেন।
(হরিব° ৭ অ°) ২ নগরবংশীর নৃপতেন। (হরিব° ১৫ অ°)

(স্ত্রী) দেবানাং অনীকঃ ১০ দেবতাদিগের সৈন্ত।

“উগ্রং ভক্ত মহানাগং দেবানীকং মহাপ্রভং।”

(ভারত ৩২২৬ অ°)

দেবানুক্রম (পু) বৈদিকমন্ত্রাণাং দেবতাজ্ঞাপনার অনু-
ক্রমো বজ। বৈদিকমন্ত্রের দেবতাজ্ঞাপক গ্রন্থতেন।

দেবানুচর (জি) দেবানুচরজি অনুচরঃ। দেবতাদিগের
পশ্চাৎগামী, ভাষাধারি উপদেব।

“নিশম্য দেবানুচরত বাচঃ মহম্বদেবঃ পুনরপ্যবাচ।” (রঘু°)

দেবানুসারিন্ (পু) দেবান্ অনুসারি অনু-বাপিনি।
দেবানুচর।

দেবান্তক (পু) দেবানাং অন্তকঃ ৩৩৭। ১ নাকসতেন।
২ দৈত্যতেন।

দেবান্ধস্ (স্ত্রী) দেবানাং অন্ধইব দর্শনেন প্রীতিকরঃ।
১ অন্ধ। ২ দেবদৈবভার্থে কল্পিত অর।

দেবাপি (পু) পুরুবংশীর প্রতীপরাজপুত্র নৃপতেন, মহারাজ
প্রতীপের তিন পুত্র মধ্যে, দেবাপি, শান্তনু ও বাহলীক। ইহার
অধো, দেবাপি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি লংগা-
সক না হইয়া ভগ্নোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন। এই
দেবাপি বাল্যকালেই সংবার ভ্যাগ করেন। ইনি অগ্ন্যপিত্র
হ্রস্বের পুত্রের কলাপপ্রায়ে বোদী হইয়া অবস্থান
করিতেছেন। -এই দেবাপি কনি অবস্থান হইলে সত্যভূষণ
চন্দ্রবংশ স্থাপিত করিবেন। (ভারত ১২৫১০০-১০৫)

বৈদিক সঙ্কেত-দেবাপি কনিবেশের পুত্র, প্রতীপের

কর্ণক দেব। "দেবযোগ্য দেবোৎপাদি" (ভরবু ৭২২) দেবা ন্যায়ক কর্তৃত্ব বিন্দু আধারে। ২ দেব-
কর্ণকাদার ক। "কিৎ নো দেব নবিত্বকং এবং দেবাং" (ভরবু ১১৮)

দেবানু (পুং) দেবা বর্জিতেন হৃৎকিপ্ত পূর্ণগর বীর্ষ।
পর্জিতেন। (হরিব ২৩৬ অঃ)

দেবানু (পুং) দেবা বর্জিতেন ২নেন। সাক্ত নৃপতেন।
(হরিব ৩৮ অঃ)

দেবানু (পুং) দেবত ইত্যত অর্থঃ। উচ্চৈঃপ্রবা, ইত্যের অর্থ।
দেবানু, ন্যায়কর্তার মানপুর এলেক্ট্রিক রক্ষণাধীন একটি
দেবীর রাজ্য। অক্ষা ২২° ৪২' হইতে ২৩° ৫' উঃ এবং
দ্রাঘি ৭৫° ৫৭' হইতে ৭৬° ২১' পূঃ। এই রাজ্যের মধ্যে
ছইটি নগর ও ৪৫৫ গ্রাম আছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধাতু,
বন, গোশূন্য, অধিকেন, ইক্ষু ও কার্পাস। মোট কুপরিমাণ
২৮২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ কান্দুজী পেশবা-রাজী-
রাজকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার মিকট হইতে দেবান, নারল-
পুর ও কতিপয় ভূতান প্রাপ্ত হন। কান্দুজীর ছই পুত্র
জন্মে—তুকাঙ্গী ও জীবাজী। উত্তর জাতীয় রাজ্যের অধি-
কার নইরা বিবাদ ঘটে, তাহাতে এই রাজা ছই ভাগে
বিভক্ত হইয়া যায়। তদবধি ছই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে।
জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারী বাবা-সাহেব ও কনিষ্ঠের
উত্তরাধিকারী দাদা-সাহেব নামে অভিহিত হন। জ্যেষ্ঠ
বংশেরই সম্মান অধিক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর সর্দারই নদি-
দ্বারা বদ্ধ হইয়া ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের আশ্রয় লয়েন এবং সৈন্ত দিয়া
ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের সাহায্য করিতে সম্মত হন। শেষে ব্রীটিশ
গবর্নমেন্ট ৩৫৬০০ টাকা বার্ষিক কর ধার্য করেন। ১৮২৮
খৃষ্টাব্দে দেবানের সর্দারেরা বগল পরগণা ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের
তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেন এবং ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের মিকট
হইতে ধরৎ খরচা বাদ প্রায় সাত্বে ছয় হাজার টাকা
পাইয়া থাকেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেবানের রাজগণ ব্রীটিশ গব-
র্নমেন্টকে বখেট সাহায্য করেন। তাহাতে ইহারা বহুক্ষ
গ্রহণের অধিকার পাইয়াছেন ও ১৫টি করিয়া সাত ভোগ
পাইয়া থাকেন।

বর্তমান বাবা-সাহেবের নাম রাজা ককজী রাজ পুরান,
তাঁহার অধীন ৮৭ জন অধিবাসী ও ৫০০ পদাতিক আছে।
বর্তমান দাদা-সাহেবের নাম রাজা নারায়ণ রাজ পুরান,
ইহার অধীন ২৬৩ জন অধিবাসী ও ৫০০ পদাতিক আছে।

রাজ্যের বিভিন্ন রাজপুত্র কল্যাণকর হইলেও নবাবজীবনের
সহিত নৈরাসিক হইলে আরও ইচ্ছায় রাজপুত্র লক্ষ্যে
হইয়াছেন।

২ উক্ত দেবান রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা ২২° ৫৮'
উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬° ৫' পূঃ। ইন্দোর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ
উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

দেবান রাজ্যের ছই জন রাজাই এখানে ভিন্ন ভিন্ন
আসানে বাস করেন। এলাসিকার লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০০।
এখানে ডাকঘর, বাতালি, উষ্মাঘর প্রভৃতি আছে।

নগরের উত্তরপশ্চিমাংশে প্রায় ৩০০ কিঃ উচ্চ একটি
ছোট কোণাকার পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে বিখ্যাত
চাহুতা দেবীর মন্দির। নিকটী পাহাড়ের পাথর কাটিয়া
প্রস্তত হইয়াছে। নদীর দেবীমূর্তিও অতি সুবৎ, তাহাও
পাহাড় কাটিয়া প্রস্তত করা হইয়াছে। নদীরের সমস্তি-
হুয়ে পাহাড়ের উপরই একটি সরোবর। সরোবরের এক
পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। দেবানের লোকেরা
এই চাহুতা দেবীকে বিশেষ ভক্তি প্রদা করে। মানাহান
হইতে অনেক লোক এখানে পূজা দিতে আসে।

দেবানু (পুং) দেবযোগ্য আহারঃ। দেবতার যোগ্য
আহার, অমৃত।

দেবানু (পুং) নৃপতেন।

"দেবানুরঃ স্ত্রপ্রতিমঃ স্ত্রপ্রতীকো বৃহদ্রথঃ।" (ভার-আ ১ অঃ)

দেবিক (পুং) ক্ষুদ্রকল্পিতো দেবদত্তঃ মনুজানাম বহুহৃৎকেন
ঠন্ বিতীয়াতঃ পরত লোপঃ। অক্ষকল্পিত দেবদত্ত।

দেবিকা (স্ত্রী) দীবাভীতি দিব-পুল টাপ, টাপি অত ইৎ।
নদীভেদ। "অর্জবোজনবিত্তাঃ পক্ষবোজনমারভাঃ।

এতাবদেবিকানামাহর্নৈবর্ষিপরিসেবিতাঃ।" (পায়ে কুশিখণ্ড)
এই নদী অর্জবোজন বিস্তৃত এবং পক্ষবোজন আরত,
ইহাতে সর্কদাই দেববিগণ পরিবৃত থাকেন। মন্তপুরাণের
মতে এই নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের মতে—এই নদীর সহিত সরস্বতী মিলিত
হইয়াছে। ইহা একটি প্রধান তীর্থ, ইহাতে স্নান করিয়া
মহাদেবের অর্চনা ও চকুপাক করিয়া বখানকি মহা-
দেবকে নিবেদন করিলে, তাহা হইলে সর্ককানু সিদ্ধ ও
বজ্রের বল লাভ হয়। (ভারত ২৮২ অঃ) দেবিকা-পীঠ
হুনের মধ্যে একটি, এইখানে তদবর্তী নিকিরাগণে
বিস্তারিতা আছে।

"বিস্তৃতো ততাবধা নদীদী দেবিকাভে।"

২. বৃষ্টিরের এক পুত্র, বৃষ্টির দেবিকাকে স্বয়ংস্বর
লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহার গর্ভে বোধের নারী পুত্র হইয়া
ছিল। (ভারত ১১৫ অ°) ৩ খৃস্টাব্দ। (খ্রি) ৪ দেবদত্ত।

দেবিক (পুং) দিব-তৃচ্। অক্ষৌড়াকারী।

দেবিন্ (খ্রি) দিব-পিনি। ক্রীড়াকারক।

“রাজা সচিবঃ নিক্ষাতঃ কৃত্যকোপদেবিনঃ ॥” (বাজবল্য)

দেবিয় (পুং) অমুকম্পিতো দেবদত্তঃ বহুচকমহুখানামখ্যং
য, দিতীরাদচঃ পরম্ লোণঃ। অমুকম্পিত দেবদত্ত।

দেবিল (খ্রি) দেবু দেবনে ইলচ্ নীবাতি আনন্দেনেতি দিব-
ইলচ্ (ওপাদিত্যঃ কিং। উণ ১৫৭) ১ ধাত্বিক। (পুং)

অমুকম্পিতো দেবদত্তঃ ইলচ্। ২ অমুকম্পিত দেবদত্ত।

দেবী (স্ত্রী) নীবাতিতি দিব-অচ্ ভতো জীপ্। বা দেবরতি
প্রতিবিস্তৃত্যপদেশেন বধাধিকারঃ ব্যবহারমতি সর্কান্
দেব-ণিচ্-অচ্-জীপ্। ১ ছর্গী।

“দেব্যা যয়া ততসিদ্ধং অগ্নায়াশক্ত্যা

নিঃশেষদেবগণশক্তিসমুৎসৃষ্টা ॥” (দেবীমাহাত্ম্য)

“সকল কৃতা মহাপূজাং দেবীপাদজলং পিবেৎ।

ন আত্ম জননীগর্ভে গচ্ছেদিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥” (দেবীভাগ°)

একবার মহাপূজা করিয়া দেবীর পাদজল পান করিবে,
তাহা হইলে আর তাহার জন্মমূর্ত্তরূপ হুংখতোগ করিতে
হইবে না। যাহারা অনন্তচিত্ত হইয়া দেবীভক্ত হন, তাহারা
অপরাধ করিলেও তাহাদের হুংখ হয় নী এবং সুখলাভ
করিয়া থাকেন, যেহেতু পরিত্রাতা তাহাদের মহাদেব।

“অপর্যায়ং পরং কৃতা দেবীভক্তস্ত কো নয়ঃ।

সুখং লভেত বদন্তি ভবেৎ ত্রাতা শিবঃ স্বয়ং ॥” (দেবীভাগ°)

২ দেবপত্নী। ৩ কৃত্যভিষেকা রাজমহিষী, যে সকল রাজগণ
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহাদের পত্নীকে দেবী এই পদে
অভিহিত করিতে হয়। ৪ ব্রাহ্মণজ্ঞানীগণের নামোপপদ, ব্রাহ্মণ
পত্নীদের নামের শেষে দেবী এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

“দেবাস্ত্যাস্ত্রিয়ারাঃ সর্কী দাতৃত্বাঃ পূজ্যোনয়ঃ।” (কর্মবিপাক)

৫ মূর্ত্তী। ৬ পূজা। ৭ আদিত্যভক্তা। ৮ লিঙ্গিনী।

৯ বন্ধাকর্কটকী। ১০ শালপর্ণী। ১১ মহাত্ম্যগী। ১২

পাঠী। ১৩ নাগরমূর্ত্তা। ১৪ মূর্গেবারুকা। ১৫ হরীতকী।

১৬ অমৃতী। ১৭ ভ্রামণকী। ১৮ রবিসংক্রান্তি, এই

কাল অতিশয় পুণ্যজনক, এই জন্ম এই কাল দেবীস্বরূপ
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবীপূজা করিলে যেমন সর্কার্শসিদ্ধি

হয়, সেইরূপ এই সংক্রান্তিতে যে কোন পুণ্যকার্য অধিক
ফলদায়ক। রঘুনন্দন কৃত একাদশীতন্ত্রে এইরূপ লিখিত ও
নীমান্বিত হইয়াছে।

“অভীক্ষানাগতো ভোগো নাভ্যঃ পঞ্চদশ কৃত্যঃ।

সারিধ্যস্ত অবৈভজ্ঞ গ্রহাণীং সংক্রম্য রবেঃ ॥

ব্যবহারো ভবেন্নরোকে চতুঃস্থর্যোপলক্ষিতঃ।

কালে বিকরতে সর্কীং ব্রাহ্মণং লচরাচরং ॥

পুণ্যাপাবিত্যাপেন কলং দেবী প্রবচ্ছতি।

একাধিককৃতং ভসিন্ কোটি কোটি ভগ্নং ভবেৎ ॥

ধর্ম্মাধিবর্ধতে হাহুয়াজাং পুত্রসুখাদি চ।

অধর্ম্মাধাধিপোকাদি বিষুয়াগসরিধৌ ॥” (দেবীপুং)

সংক্রান্তিতে পুণ্য কার্য করিলে তাহা কোটি ভগ্ন কল-
দায়ক হয়। [রবিসংক্রান্তি দেখ।]

দেবী, উড়িষ্যার প্রবাহিত একটা নদী। কটক জেলায়
কাঠজুড়ি নদীর ডান ধারে হোটে ও বড় দেবী নামে দুইটা
কুন্ড নদী বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়া একত্র মিলিয়া পুরী
জেলার প্রবেশ করিয়াছে এবং কটক জেলার দক্ষিণসীমার
নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বিস্তৃত
মোহানার নিকট কএক বর্ষ পূর্বে একটা আলোকগৃহ
নির্মিত হইয়াছিল। নদীর বুধে বালি পড়িয়া এখন যাতা-
য়াতের পথ দুর্গম হইয়াছে। জোয়ারের সময় এখানে আর
৩৪ হাত জল উঠে। গ্রীষ্মকালে নদীর ভিতর ১৪ কোশ
পর্যন্ত জোয়ার বার। বর্ষাকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া
উঠে। এ সময় খাজ ও চাউলের বড় বড় নৌকা এই নদী
দিয়া যাতায়াত করে। নদীর মোহানার চারিদিকে জঙ্গল,
জনমানবের আবাস নাই।

দেবীকৃতি (স্ত্রী) গোদাবরী তটস্থিত একটা দেব উদ্যান।
বক কল্প দেশবাসী একজন ব্রাহ্মণ ভগবতী বিদ্যাবাসিনীর
আদেশে প্রতিষ্ঠানপুরের নিকটে দেবমন্দিরসংলগ্ন এই
উদ্যান নির্মাণ করেন। (কথাসরিৎসাগর ৫৭২)

দেবীকোট (পুং) বাণরাজধানী শোণিতপুরের নামান্তর।

দেবীকোট (দেবীকোট্টে) তঞ্জোর জেলায় একটা প্রাচীন
ভগ্ন দুর্গ। জাহ্নুইবারের ১২ কোশ উত্তরে অবস্থিত।
অক্ষা° ১১° ২২' ২৮" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৫২' পূঃ। ইট
ইতিয়া কোম্পানি ভারতে প্রবেশ করিয়া অত্যন্তকাল
পর্যন্ত এখানে বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। এখানকার
দুর্গটি পূর্বে তঞ্জোরের হিন্দুভাজেরই অধিকারে ছিল।
তৎপরে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণের হস্তগত হয়। এই
দুর্গ অবরোধকালে ক্লাইব (তখন লেফটেন্যান্ট) অশেষ
বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। দুর্গটি ১২ হাত উচ্চ প্রাচীর
বেষ্টিত এবং ইহার পরিধি আর দুই কোশ হইবে। ইট
ইতিয়া কোম্পানী এখানে কোন কৃষ্টি স্থাপন করেন নাই।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে করানীদিগের আক্রমণে ইংরাজেরা দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যান। আর বন্দীবাসের যুদ্ধে সন্মুখাচার কুট করসাদ করিলে করানীরা এই দুর্গ ছাড়িয়া দেন এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই দুর্গ আবার অধিকার করিয়া লেন। ২ মাসজা প্রদেশের মহারা জেলায় একটা নগর। এখানে প্রায় ২ হাজার লোকের বাস।

৩ নীলতর-বর্ণিত একটা পীঠ স্থান।

দেবীগৃহ (কী) দেব্যা: গৃহ: ৬৩৭। দেবীর মন্দির।

দেবীঘাট, নেপাল রাজ্যের নরাকোটের নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। বৎসরের মধ্যে ৮ মাস এখানে কতকগুলি মন্ত্রজীবি ও কুস্তকার বাতীত অল্প কেহই বাস করে না। দেবীঘাটের তোড়ি নদীর উপর অবস্থিত। এই নদীর উপর একটা সেতু আছে। জমিদারের আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও এই সেতু পার হইবার অধুমতি নাই। দেবী ভৈরবী এস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এস্থান পবিত্র ও দেবী ভৈরবীর অঙ্গুষ্ঠীত হইলেও এখানে দেবীর মন্দির নাই। জিশুলগঙ্গা ও তোড়ি নদীর সংযোগস্থলে দেবীর সম্মানার্থ একটা বেদী কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা আছে মাত্র। নরাকোটে দেবীর মন্দির আছে। প্রবাদ যে, সে মন্দির দেবীর আদেশ ক্রমেই ভাঙা নির্মিত হয়। দেবীঘাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিটেরও কিছু নাচে অবস্থিত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্ণাটকবংশের হরিদেব নেপালের রাজা হন। হরিদেব তাঁহার একজন ভৃত্যকে চাকরি হইতে তাড়াইয়া দিলে ভৃত্য প্রকৃত ব্যবহারে কুপিত হইয়া মুকুন্দসেনকে রাজ্য মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে। মুকুন্দসেন হরিদেবকে পরাজিত করিয়া মন্ত্রেশ্বরনাথের মন্দির হইতে ভৈরবী-বিগ্রহ পাল্পার লইয়া যান। দেবাদিদেব মহাদেব একান্ত ক্রুদ্ধ হইলে মুকুন্দসেনের সমস্ত সৈন্য বিস্মৃতিকারোণে প্রাণত্যাগ করে। মুকুন্দসেন একাকী যতিবেশে পলায়ন করিয়া এই দেবী ঘাটে আসিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন।

বৈশাখমাসে দেবীর একটা উৎসব হয়। সে সময় দেবী-প্রতিমা নরাকোট হইতে এই দেবীঘাটে আনয়ন করা হয়। এই উৎসব পাঁচ দিন থাকে।

দেবীভদ্র (কী) ভদ্রভেদ।

দেবীভ (কী) দেব্যা: ভাব: দেবী ভাবে ভ। দেবীর ভাব।

দেবীজ্বরক (পুং) দেব্যা: জ্বরা ইত্যাদ্যশ্রীকশনোহতি অত্র অহুবাকে অধ্যায়ে বা গোবদাদিবাং বুন। দেবীং জ্বর ইত্যাদি শ্রীকশন অহুবাক বা অধ্যায়।

দেবীপুর, মালদহ জেলার অক্ষয়পুর পরগণার অন্তর্গত

একটা গ্রাম। লক্ষ্য এইখানে একবার হাট বসে। প্রকার অবস্থা লক্ষ্য। জলবাহু ভাল নহে, আবার, প্রাণ ও ভাতি এই ভিন্নমাস জ্বরের বড়ই প্রাচুর্য থাকে।

দেবীপুর, দিনাজপুর জেলার সত্যোব পরগণার একটা গ্রাম। এখানে একটা বিহৃত হাট বলিয়া থাকে।

দেবীপুরাণ (কী) দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্যাদিবিস্তৃত উপপুরাণ ভেদ। এই উপপুরাণে দেবীর পূজাপদ্ধতি ও মাহাত্ম্যাদি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

দেবীভাগবত (কী) দেবীমাহাত্ম্যাবেদকং ভাগবতাত্মং পুরাণং। পুরাণ ভেদ, কেহ কেহ এই পুরাণকে মহাপুরাণ কহিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ উপপুরাণ বলিয়া ভিন্ন করেন। 'ভাগবতং পঞ্চমং সূতং' মহাপুরাণের মধ্যে ভাগবত পঞ্চম, অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম মহাপুরাণ, কিন্তু কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ না বলিয়া দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। [পুরাণ দেখ।]

এই দেবীভাগবতেও শ্রীমদ্ভাগবতের মত দ্বাদশ স্কন্ধ ও ১৮ হাজার শ্লোক আছে। ইহাতে দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্যই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইরাছে।

দেবীমহিমন্ (পুং) দেব্যা: মহিমা। দেবীমাহাত্ম্য।

দেবীমাহাত্ম্য (কী) দেব্যা মাহাত্ম্যং ৬৩৭। দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য, মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত 'লাবণি: সৃধ্যাতনয়:' ইত্যাদি হইতে 'লাবণিত্তিভিত্তমহু:' এই পর্য্যন্ত জ্যোতিষ 'অধ্যায়াত্মক গ্রন্থভেদ, চণ্ডী'। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ার ইহার নাম দেবীমাহাত্ম্য হইরাছে। ভক্তিপূরক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে তাহার কোন দ্রুতি থাকে না। শরৎ-কালীন দুর্গাপূজার সময় দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়।

"শ্রোয়ন্তি চৈব যে ভক্ত্যা দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমং।" (মৎস্রপুং)

[৩৩ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দেবীযাত্রা, বৈশাখমাসে নরাকোটের ভৈরবী বিগ্রহের একটা উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় দেবীবিগ্রহ নরাকোট হইতে দেবীঘাটে আনীত হয়। পাঁচদিন ব্যাপিয়া উৎসব চলে। এই সময়ে মহিষ উৎসর্গ করা হয়। একটা গ্ৰী ও একটা পুরুষ নিবার (নেপালী) এই সময়ে ভৈরব ও ভৈরবী সাজিয়া থাকে। বড়োজাতিই এ সময়ে পুরোহিতের কার্য করে।

নিবারীগণ মহিষ-বলির পরই গলক্রুরিধারা (জহুর) আকর্ষণ পান করিয়া থাকে। পরে বধন আর উদরে স্থান হয় না, ভখন তাহার সমুদ্র পীঠ রক্ত বমন করিয়া কেলে। সেই উৎকণ্ঠ রক্ত পুত বলিয়া সংগৃহীত,

বিত্তিকৃত ও সঞ্চিত হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় ধর্মের লোকই অবাধে যোগদান করে। দেবীঘাটে দেবীর সন্নিবিষ্ট নাই। পাঁচদিন উৎসবের পর দেবীমূর্তি শ্রম্ভার নন্দ-কোটে লীত হয়।

দেবীরাপসক (পুং) দেবীরাপ ইত্যাদ্যগ্রন্থীকমত্যাঙ্ক-বাক্যে অধায়ে বা গোবদাদিবাং বুন। “দেবীরাপ” ইত্যাদি অগ্রন্থীকযুক্ত অধার বা অলুহাক।

দেবীসিংহ, ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে যে সকল অর্থগুরু-ব্যক্তি ইংরাজের সহায়তার বন্দোবস্ত উৎসব দিতে স্ব-পন্থিকর হইয়াছিলেন, বলের বৈজ্ঞানিকভাবে দেবীসিংহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তখন ইংরাজ কিছুই বুঝেন না, কাজেই রাজস্ব আদায়ের ভার নারায়ণ জুবাদার মহম্মদ রেজাখাঁর হস্তেই অর্পিত রহিল। এই সময়ে দেবীসিংহ নামাবিধ অসহুপায়ে প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ দেবীসিংহের নিকট অর্থ ঋণ লইতে বাধ্য হইলেন। উপকারের প্রতাপকার স্বরূপ দেবীসিংহ তখন মহম্মদ রেজাখাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হইয়া প্রেরিত হইলেন। সমধিক রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানির প্রিয়-পাত্র হওয়া রেজাখাঁর লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্য সাধনে তিনি উপযুক্ত পন্থার হস্তেই গুরুতর জ্ঞান করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই দেবীসিংহ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত পরগণা ইজারা লইলেন। এই ইজারা লইয়া দেবীসিংহ আশাভীত অর্থলাভ করিতে লাগিলেন।

দেবীসিংহের এই অর্থগ্রহণ-ভণ্ডারতার পূর্ণিয়ার জনশ্রুতি হইবার উপক্রম হইল, কেননা অনেকেই গৃহাশ্রম পরিভ্রাম্য করিয়া দেশান্তরে পলায়নপর হইল। পূর্ণিয়ার বার্ষিক আয় ২ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহার ছই তৃতীয়াংশও আদায় হইত না। কিন্তু দেবীসিংহ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা হারে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইন্দো-ব্রিটিশ দ্বৈত দ্বন্দ্ব দিল। দেবীসিংহের সে দিকে লক্ষ্যপাত ছিল না। রেজাখাঁও সমধর্মী ছিলেন। কোম্পানিরও অর্থগম না হইলে রাজ্য চলিবে না। সুযোগ বুঝিয়া দেবীসিংহ বখেছা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুমতী খাজ প্রসব না করিলে ধন জন্মে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিল না, কাজেই দেবীসিংহ জমিদারের উপর উৎসাহিত আরম্ভ করিলেন।

জমিদারদিগের ঘরে লগন টাকা ছিল না। বাহা ছিল, তাহা পূর্বেই দেবীসিংহকে দিতে হইয়াছিল। এখন অর্থের অভাবে তাঁহাদিগের আভিভূত সন্মত নষ্ট হইতে লাগিল। দেবীসিংহ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিলেন, ভয় দেখাইলেন, পরে প্রহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে কাছারীতে আনাইয়া অকথ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের স্বর্গভরণ কাড়িয়া লওয়া হইল, সর্বসমক্ষে বিবজ্রাব-হায় তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান রাখা হইল।

বন্দোবস্ত তখন ওরারেন হেষ্টিংস গবর্নর। তিনি জমিতে জমিদারের কোন স্বত্ব আছে একথা বীকার করিতেছেন না; জমিদার উপস্বত্বভোগী মাত্র। এই দৃষ্টিকে সকল জমিদারেরই ক্ষতি হইল, অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দেবীসিংহের এই অভ্যাসের কথা প্রচার হইয়া পড়িল, কাজেই একথা লইয়া একটু আন্দোলনও হইল। মহম্মদ রেজাখাঁ পদচ্যুত হইলেন। রেজাখাঁ গেলেন, কিন্তু দেবীসিংহ রহিলেন। যদি দেবীসিংহও যাইতেন, তাহা হইলে অনেক জমিদারের সন্মত রক্ষা হইত, অনেক প্রজা প্রাণে বাঁচিয়া যাইত। রেজাখাঁ গেলেও কথাটা চাপা পড়িয়া গেল না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একটা পরিদর্শন-সমিতি (Committee of circuit) স্থাপিত হইল, হেষ্টিংস সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। পরিদর্শন-সমিতিতে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল, দেবীসিংহ পদচ্যুত হইলেন। দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াও হেষ্টিংস দেবীসিংহের অসুখম গুণরাশি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজাখাঁর পদচ্যুতির পর রাজস্ব আদায়ের ভার হেষ্টিংস নিজ হস্তেই গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পরিদর্শন-সমিতি স্থাপিত করিয়া নিয়ম বিধিবিহীন হইল যে কোম্পানির অধীন কোন ব্যক্তি ইজারা লইতে পারিবেন না। রাজস্ব আদায়ের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক-সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ঢাকা, পাটনা ও দিনাজপুর এই ছয়টা বিভাগে সমিতি স্থাপিত হইল। কর্মচারী নিয়োগভার হেষ্টিংস সাহেবের উপরই ছিল। তিনি এই সুযোগে দেবীসিংহকে মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদাবাদের সমিতির উপর এক কোটি দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার ছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মে তারিখে পাঁচসদী বন্দোবস্ত হইল। ইজারাদারদিগের সহিতই এই বন্দোবস্ত করা হইল।

হেষ্টিংস নিজেই সর্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক জেলার এক একজন ইংরাজ-কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহা-
দিগকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। তাহাতে কল হইল
এই যে, কালেক্টর সাহেবেরা নিজেই কেনারী করিয়া ইজারা
লইতেন, বাড়তি রাজস্ব সমুদারই তাঁহার আত্মসাৎ করি-
তেন, কোম্পানির টাকা দিতেন না। হেষ্টিংসও এ বিষয়ে
কিছু করিতে পারিতেন না। এই ইংরাজ কালেক্টরগণকে
উত্থাপ্ত বা উৎখাত করিলে তাঁহার নিজের চরিত্রের অনেক
কথা প্রকাশ পাইতে পারে, এই ভক্ত তিনি ইহাদিগের
বিরুদ্ধে প্রকট করিতে পারিতেন না, কিন্তু রাজস্ব
অনাদারে বোরতর বিপত্তি সম্বন্ধিত হওয়া নিশ্চিত, ইহা
দ্বির করিয়া তিনি এ কার্যে পুনরায় দেশীয় লোক নিযুক্ত
করিলেন এবং ইহাদিগের কার্যনির্বাহনার্থ ঐ ছয়টি
সমিতি স্থাপিত হইল। মুর্শিদাবাদে দেবীসিংহ ও কলি-
কাতার হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ান
নিযুক্ত হইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের বস্ত্রস্বরূপ ছিলেন। পরি-
দর্শন-সমিতির সভাপতি হইয়া হেষ্টিংস পূর্ণিমা পরিদর্শনে
গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ তখন হেষ্টিংসের সঙ্গে ছিলেন।
অর্থাগমসম্বন্ধীয় পরামর্শার্থ ও উৎকোচগ্রহণের সুবিধার্থ
হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। দেবীসিংহকে
গঙ্গাগোবিন্দ পূর্ব হইতেই জানিতেন। কোন কারণে
ইহাদের পরস্পরে বৈরিতাব জন্মে। হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দ-
সিংহের পরামর্শানুসারেই কার্য করিয়া থাকেন দেখিয়া
দেবীসিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়ে
গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব হুদ্রে আবদ্ধ
হইলেন। এই গঙ্গাগোবিন্দের সুপারিসেই দেবীসিংহ
পূর্ণিয়ার কার্য হইতে বরখাস্ত হইয়াও ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে
মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

দেওয়ান হইয়া দেবীসিংহ দেখিলেন, প্রাদেশিকসমি-
তির সভাগণ তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং
তাহা হইলে তাঁহার অর্থোপার্জনের পথ রুদ্ধ হইতে পারে।
তিনি কূটনীতি অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন
করিয়া স্বকার্যসাধনে তৎপর হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির
সভাগণ সকলেই অল্পবয়স্ক কার্যনিষ্ঠ ও আনন্দপ্রিয়
ছিলেন। দেবীসিংহও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের দ্রুতি-
সম্পাদনার্থ উত্তমোত্তম বিলাতী সুরা ও সুন্দরী স্ত্রীলোক
সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এই অভিজ্ঞানে তিনি
সর্বদা তাঁহার সঙ্গে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক লগ্নে করিয়া

রাখিতেন। অপরিণত কীর্ণমস্তক ইংরাজদল ইজিরতুখির
উপকরণ স্বরূপ এগুলি সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
দেবীসিংহের মনস্বায় পূর্ণ হইল, ইংরাজদল আমোদ কুশিয়ার
মত্ত থাকিতেন। দেবীসিংহ নিরাপদে অব্যাহত রাজস্ব আদায়
করিতেন ও নিঃসঙ্কোচে আপন উদয় পূর্ণ করিতেন।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।
সমিতির ইংরাজদল রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবগণ বা নিয়মাবলী
কিছু বুঝিতেন না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। দেবী-
সিংহই সকল ব্যবস্থা করিতেন। কিছুদিন পরে উৎ-
কোচের অংশ বিভাগ লইয়া সাহেবদিগের সহিত বিবাদের
সূত্রপাত হইল। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে ১৭৭৮
খৃষ্টাব্দে সমিতির সভাগণ দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে
দ্বিরমত্ত হইলেন, সর্ব এবার জাগিয়াছে বুঝিয়া দেবীসিংহ
উপারিস্তর না দেখিয়া গঙ্গাগোবিন্দসিংহের শরণাপন্ন হইলেন।

হেষ্টিংস এই কয় বৎসরে প্রাদেশিক রাজস্ব-সমিতিতে
তাঁহার নিজের অর্থালভের কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া
প্রাদেশিক সমিতি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলাতে কোর্ট
অব ডিরেক্টরগণকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রস্তাব
অগ্রাহ্য করেন। কাজেই হেষ্টিংস একটু গোলাবোঙ্গে
পড়িয়াছিলেন। এদিকে কোন উপায় না করিলে দেবীসিংহের
মত্ত কর্তৃক লোককে হারাইতে হয়, এই ভাবিয়া হেষ্টিংস
আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে একটা সুযোগ ঘটিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা একটা দস্তকপুত্র
রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজার ভ্রাতা ও এই
দস্তক পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ আরম্ভ
হইল। হেষ্টিংস সাহেব এই নাবালক দস্তক পুত্রকেই
উত্তরাধিকারী দ্বির করিলেন ও মেহনৎ-আনা হিসাবে
চার্লসক টাকা গ্রহণ করিলেন। রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক
বলিয়া হেষ্টিংস তাঁহার রাজ্যের সুব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের
ভার ওড্‌ল্যাড নামক একজন অপরিণতবয়স্ক সুবকের
হস্তে সমর্পণ করিলেন ও এই সুযোগে দেবীসিংহকে
ওড্‌ল্যাড সাহেবের দেওয়ান করিয়া দিয়া তাঁহাকে
রাজস্ব সমিতির কোপ হইতে রক্ষা করিলেন।

ওড্‌ল্যাড সাহেব কেবল রাজ্যরক্ষণের ভার গ্রহণ হন নাই।
এই সঙ্গে তিনি রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কালেক্টরগণকেও
নিযুক্ত হইলেন।

এইবার বোণো বোণা মিলিত হইল। এই দুই ব্যক্তি
রাজার পুরাতন কর্তৃত্বাধীনগণকে বিদায় করিয়া তত্তৎ স্থানে
নুতন লোক নিযুক্ত করিলেন। রাজসংসারের অনেক ব্যয়

লাগব হইল। ধর্ম্মভাটান প্রকৃতির জন্ত রাণী বাবা-পাইতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, রাজার খোলাশ ঢাকা আসহালা কখন ছরণত টাকা হইল, এমন কি, রাণীর শিতা বা অন্য আত্মীয় কেহ আসিলে রাজবাটীতে আহার পাইত না। পূর্ব্বদির দেবীসিংহের অহুত্বিত অত্যাচার কাহিনী এখানকার কাহারও অনিদিষ্ট ছিল না। সেই দেবীসিংহের অধীন হইয়া দিনাজপুর রকপুর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

যে আশঙ্কা করিয়া লোকে কাঁপিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দেবীসিংহ বেনামী করিয়া একজন মুসলমানের নামে রকপুর, দিনাজপুর ও এলাকপুর • উজারা লইলেন। ইজারা লইরাই তিনি সমস্ত জমিদার-দিগের নিকট বুদ্ধি জমা তলব করিলেন। একে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের হুজুর্কি লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়ার জমিদারের আর হ্রাস হইয়াছিল, তারপর ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পাঁচসনী বন্দোবস্তের সময় হেষ্টিংসের নিকট সকলকেই বুদ্ধি জমার জমি জইতে হইয়াছিল, কেহই পৈতৃক জমিদারী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে বুদ্ধিতে জমি লইয়াছিলেন বখাযথ সে পরিমাণ টাকা কোম্পানিকে দিতে পারেন নাই, কিছু কিছু বাকি পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় জমা আরও বুদ্ধি হইলে জমিদারদিগের তাহা দিবার ক্রমতা ছিল না, কাজেই বাহারা এখন কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলেন, তাহা-দিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করা হইল, আবার বাহারা ইন্তফা দিতে চাহিলেন, তাহারাও বাকি রাজস্ব না দিয়া ইন্তফা দিতে পারেন না, এই হেতু কয়েদ হইলেন। কোন দিকেই রক্ষা নাই দেখিয়া অত্যাচার হইতে আপাততঃ নিরুত্তি পাইবার আশায় সকলেই কবুলতি দিলেন।

কবুলতি দিবার কয়েকদিন পরেই দেবীসিংহের লোকেরা খাজানা আদায় আরম্ভ করিল। সে কালে নারায়ণী টাকা ছিল। কোম্পানির টাকার হিসাবে সে টাকার উপর বাটা ধাৰ্য্য হইল, নানাবিধ আবণ্ডরাবে রাজস্বের পরিমাণ বিস্তর বাড়িয়া গেল, কেহই টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। জমিদার, রাইয়ত সকলেই খুঁত হইয়া দেবীসিংহের কঠোর শাসনে নিম্পীড়িত হইতে লাগিলেন। হাহাকারে দিনাজপুর ভরিয়া গেল। তখন এখানকার মত কারাগার ছিল না। ছাদহীন গৃহমধ্যে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইত ও পাহারা থাকিত। দেবীসিংহের প্রভাপে লক্ষপতি জমিদার ও কুপদকহীন কৃষক একগুঁহে একই রক্মতে আবদ্ধ হইয়া রহিল। শেষে কারাগারে স্থান কুলাইল না, প্রাঙ্গণে অনাবৃত সূতিকার উপরে সকলের স্থান হইল।

দেবীসিংহকে দিনাজপুরেই থাকিতে হইত। তিনি কালেউরের দেওরান, রাজার ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের তার তাহার উপর ভর, তিনি ইচ্ছা করিলেই রকপুর বাইতে পারিতেন না, সেই রক্ম রকপুরে রক্ষণশীল নামে একজন প্রতিনিধি পাঠাইরা দিলেন। প্রতিনিধি গিয়া জমিদার-দিগের নিকট করবুদ্ধির বার্তা জানাইলে অনেক দেবীসিংহকে আপন আপন হুঃখের কথা ও দেশের দুর্দশার কথা জানাইতে গেলেন। কোম্পানির রোষকারিতে এ বৎসর খাজনা বৃদ্ধি করা বিবেচ ছিল।

দেবীসিংহ সে আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল জমিদার-দিগকে কয়েদ করিয়া রকপুর পাঠাইরা দিলেন ও আপন প্রতিনিধিবে রক্ষণশীলদের পরিবর্তে হররামকে নিযুক্ত করিলেন।

হররাম আসিরাই সকল জমিদারকে তলব করিলেন। সকলেই জমাবুদ্ধির কবুলতী দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন হররাম তাহাদের প্রতি প্রহারের আজ্ঞা দিলেন এবং তাহাদিগকে ঢাক বালাইরা দুবজারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইরা আনিতে বলিলেন। সামাজিক শাসনে এরূপ দণ্ডে জাতিচ্যুত হইতে হইত। চুই চারিজন জমিদারের এইরূপ হুর্দশা দেখিয়া বাকি সকল জমিদারই কবুলতী দিলেন, কবুলতী দিবার পরই টাকা আদায় আরম্ভ হইল। কেহই টাকা দিতে পারিলেন না। জমিদারদিগের জমি মাথ রাজ মূল্যে দেবীসিংহ বেনামীতে ধ্বংস করিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই তখন জমিদারবর্গ বেজাবাত লহ করিতে লাগিলেন। কাহারও টাকা নাই, প্রহারে অপমানে অর্জ্বরিত হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর কৃষকদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উপারান্তর না দেখিয়া কৃষককুল দেশত্যাগ করিতে বাছা করিল। হররাম তাহা নিবারণ করিবার জন্ত গ্রামে গ্রামে পাহারা রাখিল। আবার এই পাহারাওয়ালাদিগের বেতন দিবার জন্ত ‘চৌকিবন্দী’ নামক নুতন কয়ের সৃষ্টি করিল। দিনাজপুরে দেবীসিংহ অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন, হররাম রকপুরে একবিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল।

এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবীসিংহের তাহাতে মন উঠিল না। তবে হররামের কার্য্যপটুত্বে তাহার কোনদিন অবিরাস জন্মে নাই, তাহাচ সূর্য্যনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে তাহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যনারায়ণ আসিয়া রোজ-

মুক্তি ধারণ করিলেন। জমিদারদিগেরও কথাই নাই, জীলোকদিগের উপরও তরানক অভ্যাচার হইতে লাগিল। অজ্ঞপূরচারিণীপণ প্রকান্ত হানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবীসিংহের অমুচরবর্গ বলপূর্বক সেই সকল কুল-কারিনীর সঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। কখন বা তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল। জীলাতির শেষ অপমান, সর্বসমক্ষে তাহাই সংঘটিত হইতে লাগিল। কোন্ডে, রোবে, অপমানে, কত সহস্র কুলললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে? কত উচ্চাঙ্গ উগ্রীরা ঈশ্বরের সিংহাসন উত্তপ্ত করিয়াছে কে বলিবে? তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেজাঘাত করা হইত। বংশধর অর্জুচন্দ্রাকারে টাচিয়া তাহার হইপ্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশধর স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া বাইত। একরূপ কলঙ্কিত দুষ্ট জগৎ কখনও দেখে নাই। একরূপ নারকীয় ঘটনা কখনও ইতিবৃত্তের কলেবর কলঙ্কিত করে নাই। এই সকল অভ্যাচারেও আশাহতরূপ কল হইল না দেখিয়া দেবীসিংহ নিজ জ্ঞাতা ভেকধারীসিংহকে রক্তপূরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের অগ্র-হারণ পর্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৭৮২ সালে এইবার স্বয়ং দেবীসিংহ কার্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যন্ত্রণা দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কার্যে পরিণত হইতে লাগিল। দলিত, নিগৃহীত, উৎপীড়িত প্রজার চকুর জলে দেশ ভাসিয়া গেল। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে অভ্যাচার হইতে লাগিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে নিরীহ প্রজার বধন আর পলারনেরও সুবিধা রহিল না, মরিবার ভয় দূর হইয়া গেল, তখন সকল প্রজা দেবীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। প্রতিজ্ঞা করিল, কোম্পানির লোকদিগকে আর সে দেশে রাখিবে না, যে প্রকারে হউক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় আপনারা মরিবে।

খৃষ্টানপুত্রব শুভল্যাড সাহেব আহ্বান করেন আর নিজা যান। কাজকর্ম দেবীসিংহই করেন। দেবীসিংহের কীর্তি-কলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুমনেন না, উৎকোচের দ্বারা কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে শুভ-ল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌছিল। তিনি শুনিলেন, নূরুল মহম্মদকে প্রজারা 'নবাব' পদে বরণ করিয়া বিজোহী হইয়াছে। তিনি স্বয়ং লেক্টেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিজোহীদল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন

শুভল্যাড এক হুকুম বাহির করিলেন যে, ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিজোহীদল হইল না। লেক্টেনাণ্ট সাহেব শুনিলেন, নূরুল মহম্মদ মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরুল মহম্মদ পক্ষাশয়ন মাত্র লোক লইয়া মোগলহাটে ছিলেন, তাহার দলবল সকলই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাকডোনাল্ড অত্যন্ত তাবে মোগলহাটে নূরুল মহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, নূরুল মহম্মদ আহত হইয়া অন্নদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে শুভল্যাড সাহেব প্রচার করিলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে প্রজার আর কোন ভয় নাই, রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের উপর আর কোন অভ্যাচার হইবে না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাহারা যে হিসাবে খাজনা দিয়াছিল, তাহাই দিতে হইবে, খাজনা বৃদ্ধি রদ হইয়া বাইবে। এই কথা শুনিয়া প্রজাবর্গ গৃহে ফিরিল, যে করজন অবশিষ্ট ছিল, লেক্টেনাণ্ট সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। বাহা হউক, দেবীসিংহের অভ্যাচারে নিরীহ বাল্যলী-প্রজাও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রক্তপূর-বিব্রোহ বত সহজে মিটিল, কথাটা তত শীঘ্র মিটিল না। কলিকাতা কোলিল এই বিব্রোহের কারণ অবধারণ জন্য পিটারসন সাহেবকে রক্তপূরে প্রেরণ করিলেন। পিটারসন আসিয়া প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। শেষে তিনি জমিদারদিগকে হাজির হইতে ইত্তাহার দিলেন। অধিকাংশ জমিদারই দেশ ছাড়িয়া পলারন করিয়াছিল, একজন ব্যতীত কেহই হাজির হইল না। পিটারসন সাহেব তাহার জবানবন্দী লিখিতে শুভল্যাডের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, শুভল্যাড তাহাকে দেবীসিংহের জিন্মা করিয়া দিলেন। ইহার পর আর কেহই লাক্ষ্য দিতে হাজির হয় নাই। পিটারসন জমাওরাশীল বাকি তলব করিলে দেবীসিংহ তাহা নাখিল করিল, শুভল্যাড সাহেব তাহার নকল রাখিবার ছলে তাহা চাহিয়া লইয়া গেল, আর ফিরিয়া দিল না। এইরূপে নানারূপে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও পিটারসন সাহেব সব বুদ্ধিতে পারিলেন ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। হেষ্টিংস বেগতিক বুঝিয়া পিটারসনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তদন্তের জন্য এক নূতন কমিশন বসাইলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কমিশন বসিল। ১৭৮৫ সালে খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গবর্নরজেনারল হইয়া আসিলেন।

তিনি আসিয়া রত্নপুর বিজোহ লুপ্তে নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ঠের কার্য শেষ হইল। দেবীসিংহকে বাধ্য রাখিবার জন্যই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক, অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। কাজেই দেবীসিংহের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। হররামই অভিচার করিয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল। হররাম একবৎসরের নিমিত্ত কারাক্ষ হইলেন। দেবীসিংহের অপরাধ প্রমাণিত না হইলেও লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে কোম্পানির চাকরি হইতে এককালে বিদায় দিলেন। দেবীসিংহের কার্য জীবনের এইখানেই শেষ হইল।

জীবনের অবশিষ্টকাল দেবীসিংহ দুর্দিনাবাসের অন্তর্গত নদীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। শেখাবছার তিনি অনেক দান ও দ্রব্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এই নদীপুরে দেবীসিংহের উত্তরাধিকারিণ একজন বাস করিতেছেন।

দেবীসূক্ত (স্ত্রী) দেব্যাঃ তদেবতাকং সূক্তং বদন্তমুনঃ।
অথেন্দে শাকলসংহিতার মধ্যে অতি এসিদ্ধ দেবী-দেবতাক সূক্ত তেন।

“রাজিসূক্তং অপেক্ষাদৌ মধ্যে সপ্তশতীং অপেক্ষং।

প্রান্তে তু জননীঃ বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমাৎ ॥” (মরীচিকর)
দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইলে প্রথমে রাজিসূক্ত, মধ্যে সপ্তশতী, এবং অন্তে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। দেবীসূক্ত পাঠ না করিলে চণ্ডীপাঠ নিফল হয়।

দেব (পুং) দিব-ঋ। দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (অমর)
দেবেজ (পুং) দেবং যজতে যজ-কিপ্। দেববট্টা, যিনি দেবতাদিগকে যজ করেন।

দেবেল্য (পুং) দেবানাং ইল্যঃ পুংল্যঃ। হুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

দেবেন্দ্র (পুং) দেবানাং ইন্দ্রঃ ৩৩৭। শত্রু, হুরেন্দ্র।

“কমেব দেবেন্দ্র সদা নিগন্তসে” (রত্ন)

দেবেন্দ্র, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। ১ ভাগ্যরাজা-ষ্টক প্রণেতা। ২ সংস্কৃতমুক্তাবলী-রচয়িতা।

৩ বাহুবলীপ্রকাশ রচয়িতা। ইনি গীর্জাপ্রসঙ্গরবতী ও অমরেন্দ্র মুনির শিষ্য।

দেবেন্দ্রগণি, ১ (নেমিচন্দ্র নামে খ্যাত) জৈনদিগের বৃহৎ-গচ্ছের এক আচার্য্য। আনন্দহরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষার আখ্যানমণিকোষ ও বীরচরিত এবং উত্তরাখ্যান সূক্তের টীকা রচনা করেন। জিনচন্দ্রের শিষ্য আশ্রমেব হুরি আখ্যানমণিকোষের টীকা লিখিয়াছেন।

২ একজন জৈন গ্রন্থকার, ইনি প্রাকৃতভাষার ‘তিল-

হুকরীরগচ্ছকথা’ রচনা করেন। ইনি খরতরগচ্ছের ৩৮শ পটীচার্য্য উত্তোভনের প্রশিষ্য ও আশ্রমেবের শিষ্য।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত ভাষার দান-কুলক, শীলকুলক, তপা-কুলক ও ভাবনাকুলক রচনা করেন।

৪ পকসংগ্রহরচয়িতা।

৫ জিনচন্দ্র-শিষ্য-আশ্রমেবের হুরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষার ‘পবরণসাক্ষার’ রচনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনাম খ্যাত বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ইহার পাঁচ পুত্র—বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) ওরা জৈষ্ঠে অমাবস্তার দিন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫১ শকাবে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া পর বৎসর ইংলণ্ডে গমন করেন। দেড় বৎসর পরে সেই জন্ম প্রবাস ভূমিতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স্ক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু বিলাতগমনের পূর্বেই রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইহাকেই উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিল। তদা বার, বিলাত বাইবার পূর্বেই রাজা রামমোহন রায় এই শিশু দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিয়া ছিলেন, “এই শিশুই ভবিষ্যতে আমার গদি অধিকার করিবে।”

রামমোহন রায় যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা যে সকল হইরাছিল, ইহা আশ্চর্যের বিষয় বটে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের গদি অধিকার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ঘটনাক্রমে পড়িয়া তিনি রামমোহন রায়ের মুত্থান বহু বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর ১২ বৎসর পর্যন্ত ৮ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ “একমাত্র স্বকীর বহু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বড়ই হটক, বুড়িই হটক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই।”

তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিও নামে ইংরাজী ভাষা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির একজন বিচক্ষণ অধ্যাপক ছিলেন। হাজেরা অনেকে তাঁহাকে পিতার ভার ভাল-বাসিত। এই অবস্থায় তাঁহার ধর্মতাব বা অধর্মতাব যে হাজেরিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তিনি একজন বোয় সাত্তিক ছিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রও ভক্তভাবলবী হইয়াছিলেন। হাজেরা

তাহার অধ্যাপনাও একেবারে যুগ হইলেন তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের অস্বস্তি ক্রমে ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ হইতে সরান হইরাছিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন। যদি ডিরোজিও থাকিতেই দেবেন্দ্রনাথ তথায় প্রবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে হরকো তিনি প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারিতেন, ধর্ম হয়তো তাহার জগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। ডিরোজিওর ভারশিকক না থাকিতে ততটা নীরস জ্ঞানের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ নাই হইতে পারেন, কিন্তু তাহার কোমল জগর হইতে ধর্মতাবের বীজ সকল অপসৃত হয় নাই। হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই তিনি রামমোহন রায়ের পাঠশালার ধর্মীগ্রাণিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শৈশবকালে মূর্তিতে ঈশ্বরবোধ করিয়া তাহার পূজার ইহার আত্মিক প্রভা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত সূর্য আকাশ সমুখে প্রসারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহার রচয়িতা কোন পরিমিত দেবমূর্তি হইতে পারে না। তিনি নিজেই এই বিষয়ে বলিয়াছেন, “প্রথম যখন উপনয়নের পর প্রতি-নিরন্তর যখন গৃহে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতি-দিন যখন বিড়ালয়ে বাইবার পথে ঠনুঠনিয়ার সিঁকেখরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভ্যাস প্রাণনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিঁকেখরী। কিন্তু সেই শুভকালে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিকতাবকে কণ-কালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। তখন কি জ্ঞানি-লাম,—অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।”

১৭৬০ শকে কোন ঘটনাপুত্রে স্থানে তাহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। তাহার মনের যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তাহার হস্তে নিপ-তিত হইল। তাহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি লিখিত ছিল। তিনি যখন সেই পত্রখানি ব্রাহ্মসমাজের তদানী-ন্তন আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট আনিয়া তাহার অর্থ জানিলেন, তখন তাহার মনে এক আনন্দময় নৃতন রাষ্ট্র্য প্রবেশ করিল। ইহার পূর্বে তাহার মনে এই আশ্চি-ছিল যে আমাদের হিন্দুকলেজ পৌত্তলিকতা ব্যতীত নিরাকার নির্জিকার সত্যস্বরূপের নির্দেশ নাই। পরে সেই ছিন্নপত্রে

বর্ষে বৈরাগ্যের বার্তা পাওয়াতে সমুদয় উপনিষদকে সমুদয় দেবকে তাহার মনের প্রভা আনিয়া আনিজন করিল।

এই সময় হইতে তিনি মিসমিতরূপে রামচন্দ্রবিদ্যা-বাগীশের নিকট উপনিষদাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বলেন্চনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে একটি সভা স্থাপন করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার নাম দিয়াছিলেন “তত্ত্ববোধিনী”, কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তৎপরিবর্তে “তত্ত্ববোধিনী” রাখিলেন এবং তাহাই সকলের স্বীকৃত হইল। প্রথম প্রথম অতি কৃত্রাকারে দেবেন্দ্রনাথের নিজ বাড়ীর নিত্য প্রকোষ্ঠেই প্রতিমাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দিষ্টমত বক্তৃতা পাঠ করিলে অজ্ঞাত আলোচনা হইত। যদিও প্রথমে অতি অল্পসংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপটাদ বাহাদুর, নদীরার শ্রীচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য বনী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য প্রণীত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথমে দশজন সভ্য সভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে বৎসর আয়ের চৌমুদিতাগের একভাগ অর্থাৎ ঠাকুর এক পরমা করিয়া দিতে হইত। “প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং সর্বশেষে ৬ রাজা রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভাপ্রণীত হন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাহার সহিত ৬ অক্ষরকুমার দত্ত সভা দেখিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন এবং ইহার অব্যবহিত পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন।

এই সভা স্থাপনের পূর্বে হিন্দুকলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অপরাপর ছাত্রগণের সহিত একসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম The society for the acquisition of general knowledge. বাঙ্গালা ভাষায় তাহাকে “সাধারণ জ্ঞানোপা-জ্ঞিক সভা” বলা হইত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তাহার কার্য্যারম্ভ হয়। সাধারণতঃ ইহোজীভাবার এবং কখন কখন বাঙ্গালাভাবার এই সভার বক্তৃতা হইত। ছাত্রাবস্থার বে সময়সীমা জানসময় হয়, তাহার বুদ্ধিলাভন এবং পরস্পরের মধ্যে সভ্য উৎপাদন করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় ২০০ যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিযং দেবেন্দ্রনাথের মাথও দৃষ্ট হয়।

একই প্রকার তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে পৃথকভাবে একই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। তবে ১৭৬৪ সালে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন ঘটিত হয়। ১৭৬০ সালে দেবেন্দ্রনাথ বসু ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার পরিণয় লাভিত না করিতে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণয় হইত, তাহা বলা যায় না। এই সংযোগ হইবার পর হইতে ১১ই বাবে ব্রাহ্মসমাজের সাংসদিক উৎসবের সঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী সভারও সাংসদিক উৎসব সম্পন্ন হইত। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাসভা এবং তত্ত্ববোধিনী প্রচারণাসভা হইল। এই নিমিত্তের পূর্বেই তত্ত্ববোধিনী সভার সংসদিক ব্রাহ্মসমাজের শুভকার যীর দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ১৭৬৫ সালে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সুখগুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশিত হইল। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল কর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত হইত। ৮ অক্টোবর দত্ত দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হইলেন। তখন এই পত্র প্রকাশনার পদ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে ঠাকুর প্রথম সংখ্যার 'বে' বোধ্যপত্র প্রকাশিত হইরাছিল, তাহা পরম উপাদেশ; আবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেই স্থানান্তর বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তত্ত্ববোধিনী যে শুধু ধর্মপ্রধান-পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, নর্মানশাস্ত্র ইত্যাদি কুরি কুরি উপদেশ জ্ঞানবর বিবরণে আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষরবান্ধুই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও অগাধ পরিশ্রমের ফল। ১৭৭২ সালের ৩১শে বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাংসদিক অধিবেশনে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরস্বত্ব এবং ৮ জগদ্বোধন গদ্যোপাধ্যায়ের অবতারগায় প্রথম সম্পাদক এবং প্রাথমিকসময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করিবার একটা প্রস্তাব ধারা হয়।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ১৭৭৮ সালে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "এসিয়াটিক সোসাইটি"র প্রেরিত পত্র অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক গ্রন্থসভা (Literary Committee) সংস্থাপিত করেন। সেই সভার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বে' সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত ভাষায় বিবেচিত হইত।

এই সভার পাঁচজন অধিক দল (প্রাধ্যক্ষ) থাকিতেন

না। ৮ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ৮ পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে পত্রিকার দত্ত প্রেরিত প্রবন্ধ অবিকালের মতোই হইলে আবশ্যক মত পরিবর্তিত করিয়া লইয়া প্রকাশিত হইবে। অতঃপর কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অবিকারিত-মতের সঙ্গতিতে তাহা প্রকাশিত হইত।

১৭৭৫ সাল হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার দত্ত একটা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিবার নিয়ম নির্ধারণ করিলেন এবং এই বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে তিনি স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি ১১ জন সভ্যের সহিত ভদ্রানীতম আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাসী কর্তৃক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রাক্করপূর্বক ব্রাহ্মসমাজে স্বীকৃত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজে রাজা রামমোহন দাস কর্তৃকই উপনিষদের প্রচার প্রচাতিত হইতে আরম্ভ হইরাছিল; কিন্তু ১৭৭৬ সালের কাছাকাছি মাস হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পত্রিকার দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে বৈতনিক প্রচারিত করিলেন।

১৭৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে 'দ্বিতীয়' হইয়া থাকিবে। এই বৎসরে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হইরাছিল, এই বৎসরে মহাত্মা রামপ্রসাদ দাস একটা সুপ্রসার দান করিয়াছিলেন; এই বৎসরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক প্রবর্তিত হইরাছিল এবং এই বৎসরেই প্রথমে কমিকাতা, পরে কথোপকথা প্রায়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইরাছিল; বক্তৃতার বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র শিখা দেওয়াই এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল। এই পাঠশালার বেতন না লইয়া তখনকার কালের উচ্চশিক্ষা এবং ধর্মশাস্ত্র শিখা দেওয়া হইত। কিন্তু ৩৪ বৎসর পরেই পাঠশালা উঠিয়া যায়।

এই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর যীর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বিশ্বরূপ কর্তৃক শিক্ষা দিতে বাসিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই তখন বিবর কার্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। একদিন দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার বেগমহিয়ার বাগানে অনেক লম্বা ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনার দত্ত অভ্যর্থনা আদায় করিলেন সহিত দেবেন্দ্রনাথকেও প্রত্যক্ষ থাকিতে বলিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অল্পকালের ভাষা থাকিয়া পিতার দ্বারা রক্ষা করিয়া মাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের দিকটাই উপনিষদে অধ্যয়ন করিবার দত্ত পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

১৭৭৯ সালেই দেবেন্দ্রনাথ ৮ জানুয়ারি বেবাক-

বাণীশ, মহাপরমেশ্বর, দেবোক্ত অধ্যয়নার্থ কালিতে প্রেরণ করিলেন। ১৮৬৭ সালে গিরীশচন্দ্র দেব মহাপরমেশ্বরের বিশেষ আনুকূল্যে অল্পকাল তিনজন পণ্ডিত কালীধামে বিশেষ বিশেষ বৈষ্ণব বৈষ্ণব অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা তথ্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ডক্টর সাহেব আসিয়া বড়ই তেজের সহিত খুঁটির ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ছুই একটা ভক্ত পরিবারের জীলোকও খুঁটান হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে তাহার ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ খুঁটানদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি মিলে করিতেন না বটে, কিন্তু তিনি অক্ষয় বাবু প্রভৃতি দ্বারা করাইতেন।

এই আন্দোলনের ফলে এতদূর উপকার হইয়াছিল যে, তদানীন্তন কারনামাজপতি ৮ রাণা রাধাকান্ত দেব রাইচুর ইহার কারণে দেবেন্দ্রনাথকে “জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক” (Defender of the national religion) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথও “হিন্দুহিতার্থী বিভাগ” নামে একটা বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তৎক্ষণাৎ আর চলিশ হাজার টাকা অর্থসংগ্রহও হইয়াছিল। অবশেষে ধনরক্ষক ৮ আশুতোষ দেব (ছাত্ত বাবু) দেউলিয়া হওয়ার পরে সমস্ত পরিভ্রমই বার্থ হইয়া গেল। বৎসর ছুই অতি যত্নভাবে সেই বিদ্যালয় চলিয়াছিল। ৮ ভূবচন্দ্র সুখোপাধ্যায় তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রাহ্মোপাসনাপ্রকৃতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রথম আদর্শ ১৭৬৭ শকের মায়ামাসে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রচার কার্যে ৮ লালু হাজারীলাল, ৮ হরদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বাবু প্রভৃতি অনেক কৃত-বিদ্যা ও গুণী ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের সহায় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের সুলভত্বরূপ করেকটা উদার ব্রাহ্মধর্ম-বীজ প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমে তদনুসারক ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থও প্রচারিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ড উপনিষদখণ্ড এবং দ্বিতীয়খণ্ড অহুশাসনখণ্ড। প্রথমখণ্ডের তাৎপর্য অক্ষয় বাবু, রাজনারায়ণ বাবু এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত ও অহুমোদিত হয়। দ্বিতীয়খণ্ডের তাৎপর্য ৮ অমোঘানাথ পাকড়াণী কর্তৃক লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত ও অহুমোদিত হইয়া গ্রন্থে স্থান পাইল।

১৭৭৯ শকের পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ বরং কালীধাম-প্রত্যা-

গত পণ্ডিতদিগের সহিত আণোচলা দ্বারা অসম্মত পাত্র-বাধের অবৈজ্ঞানিকতা বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা পরিহার করাইলেন। ১৮৮০ শকের মার্চ মাসে এ বিষয়ে তাহার বসেট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরে আর একটা উল্লেখযোগ্য কার্য আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে অহুবাণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মোক্ষমূলর সেই সময় পতন্য প্রবেশ প্রকাশ করার তিনি এই অহুবাণ কার্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিকে এই সকল কার্য চলিতেছে, অপরদিকে ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার লক্ষ্যে সত্যমত লইয়া নানা গোলযোগও উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক অবধি এইরূপ গোল-যোগ চলিতে লাগিল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ যোগমগ্ন হইবার জন্য হিম্মত প্রদান করিলেন। তাহার এই সময়ের অবস্থান তাহার বাটার লোকেরাও জানিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরেই সিপাহীবিদ্রোহ কল্যাণবদন উদ্ভূত করিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভীষণ দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের যোগ-মগ্নিরেও গিয়া পৌছিয়াছিল। এই সকলের বিশেষ বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে প্রকাশিত হইবে। যাহা হউক বিদ্রোহাধি নির্দোষ হইলে ১৭৮০ শকে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতার প্রত্যাগত হইলেন। তাহার অজ্ঞাতসারেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তিনি “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” অভিযুক্ত করিলেন।

তাঁহার কলিকাতার প্রত্যাগমনের পর ৮ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৭৮১ শকে সত্যমত সভা করিয়া তত্ত্বাবোধিনী সভার পৃথক অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত করা হইল।

১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মজ্ঞানপরিচালিত হইয়া দ্বিতীয় কস্তার বিবাহ অপৌত্তলিকভাবে দিয়া অপৌত্তলিক হিন্দু অহুতানের প্রথম যজ্ঞপাত করিলেন।

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র তারিখে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার দেবেন্দ্রনাথ “প্রধানাচার্য্য” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে তিনি কেশবচন্দ্রকে “ব্রহ্মানন্দ” উপাধিতে ভূষিত করিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তদনুসারে আধীক্ষাব্যবচক একখানি অধিকারপত্রও প্রদান করিলেন।

এই সময়ে কেশব বাবুর সহিত দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি একটা অলৌকিক বর্গীর সমাধরণে বিরাজ করিত। এই বর্গীর প্রীতি অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। একটা

সাধারণ সভার প্রধানাচার্যের প্রতি উপাচার্য নিরপেক্ষ প্রভৃতি বর্ষ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কাৰ্য্যভারই অর্পিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কেশববাবু কতিপয় বৃকদিগকে লইয়া একটী দল গঠন করিয়াছিলেন। এখন, যে সকল উপাচার্য উপবীতধারী হইরাও কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বহু পূর্বে হইতেই যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অপরাধ দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, প্রভূত তাঁহাদিগকে পূর্ববৎ উপাচার্য প্রভৃতি পদে নিযুক্ত রাখিলেন। কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবোৎসাহী ব্রাহ্মগণের মত এই হইল যে উপবীতধারী কেহই আচার্যের কৰ্ম করিতে পারিবেন না। ইহাই হইল বিরোধের সূত্রপাত। তাহার পরে নব্য ব্রাহ্মগণ এমন বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, বাহা সুনীতি সঙ্গত নহে। এই সকল কারণে বখন দেবেন্দ্রনাথ টীকরূপে কেশবচন্দ্রকে সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখনই বিরোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৭৮৬ শকের পৌষমাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৭৮৭ শকে নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথের হস্তে উপবীতধারীদিগকে আচার্য্যপদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য একটা আবেদনপত্র প্রদান করেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যে পত্র দেন, তাহাতেই তিনি উদারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি কি উপবীতধারী, কি উপবীত-ভ্যাগী কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারেন না।

তাঁহার নিজের জীবনেও তিনি এই মত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া এক প্রকার সন্ন্যাসীর জীবন চালাইতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার উপবীত রাখা, না রাখা, উত্তরই সমান বোধ হইয়াছিল।

বিরোধের পূর্বে নব্য সম্প্রদায়, ব্রাহ্মদিগের উপবীত রাখা বিধেয় নহে, ইহা স্থির করিয়া প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথকে পথ প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রনাথ লহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সকল পুত্রেরই যজ্ঞোপবীত দেওয়াইরাছিলেন। তিনি যদি নব্য সম্প্রদায়ের প্রয়োচনার ইহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অন্তর হইত। কারণ, ব্রাহ্মসমাজ হইয়া তাঁহার। যে সকল অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহা হইতে বঞ্চিত করা নিঃসন্দেহ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত না। তবে বাঁহারা নিজে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের কথা যত্ন।

বাহা হউক দেবেন্দ্রনাথের উদার কথা নব্য সম্প্রদায়ের কচিকর না হওয়ারে তাঁহারা ১৭৮৯ শকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বেরূপ ভালবাসিতেন, নব্য সম্প্রদায়ের নেতা কেশবচন্দ্রের এই অবিচারে তাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ গুরুতর আঘাত পাইলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম "আদি ব্রাহ্মসমাজ" রাখিরা এবং নব্য ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন ইংরাজী মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান মিরর" (Indian Mirror) হস্তগত করার দেবেন্দ্রনাথ "ন্যাশনাল পেপার" (National Paper) নামক একখানি নতুন ইংরাজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতির মধ্যে ধ্যান মগ্ন হইরা হৃদয়ের আলা জুড়াইবার জন্য এই বৎসরের ১৮ই পৌষ তারিখে পুনরায় হিমালয় যাত্রা করিলেন। এই হিমালয়যাত্রার আংশিক বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় শুদ্ধবোধিনী পত্রিকাতে (১৮১৭ শকের চৈত্র মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। বলিতে গেলে, এই সময় হইতে তিনি কি সংসারের কি ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কৰ্ম হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজে আর বড় একটা কিছু উৎসাহপূর্বক করিতে বাইতেন না; তবে কর্মচারিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া অবস্ত কাজকর্ম চালাইতেন। ইহার পর হইতে তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতার আসিতেন, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশই দেশদ্রমণে অতিবাহিত করিতেন।

১৭৯৪ শকের ৩১এ ভাদ্র দিবসে কলিকাতার "জাতীয় সভার" (National Society) এক অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতির কার্য্য করেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহোদয় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা নামক এক বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির পক্ষে ইহা অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দু সমাজ কতকটা বৃদ্ধিতে পধিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম কোন বৈদেশিক ধর্ম নহে, উহা বিশ্ববিরাগী সংসারত্যাগী আর্থ্য আবির্গমের ধর্ম।

১৮০৮ শকের ১৭ই মাঘ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ বখন চুঁচড়ার থাকেন, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তিনি তত্বতরে উপদেশপূর্ণ "উপহার" প্রদান করেন। ইহার পরেই তিনি "অনুস্থ" হইয়া পড়েন। এমন কি, তাঁহার জীবন সংসার উপস্থিত হইরাছিল। ঈশ্বরের কৃপার জন্মে আরোগ্য লাভ করিলেন।

জীবনের প্ৰেক্ষাপটে আর একটি কাৰ্য্য করিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইরাছেন। বহুদিন পূৰ্বে তিনি কলিকাতার সন্নিকটে নির্জন স্থান অঙ্গসন্ধান করিতে করিতে বীরকুম্ভ অঞ্চলের বোলপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুবনডালা নামক সুবিভীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন। অবশেষে ১৮৯৯ শকের কান্তন মাসে সৰ্ম্মসাধারণের উপকারার্থে তিনি এই আশ্রম এবং তাহার ব্যয়নির্বাহোপযোগী সম্পত্তি ব্রহ্মোদ্যে উৎসর্গ করিলেন। এখন তথায় প্রতি বৎসর দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণ দিবসে (৭ই পৌষ) উৎসব হইরা থাকে।

এই সকল কাৰ্য্য ব্যতীত আমরা ধর্ম্মসাহিত্য-বিভাগেও দেবেন্দ্রনাথের অনেক কাৰ্য্য দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহার কাৰ্য্য এবং তাহার প্রস্তুত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বিষয়ে ইতি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে সরল ভাষায় এত গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যান বক্তব্যের অতি বিরল। বক্তব্যের যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকল বক্তৃতাকারে সরল কথায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এই ব্যাখ্যানের পর হইতেই তাহা প্রতাপ হইল। কোন বক্তব্যবিৎ কর্তৃক পণ্ডিতের সহিত লেখকের বক্তব্য বিষয়ে আলোচন হইরাছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, "একমাত্র এই ব্যাখ্যানে বক্তব্যের প্রাণ (Genius of the Bengali Language) পাওয়া যায়।" দেবেন্দ্রনাথের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" প্রভৃতি আরও কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তক দেখিতে পাই। তাহার অধিকাংশ বক্তৃতা ইহার তৃতীয় পুস্তক ৮ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও তাহার রাশি-রাশি বক্তৃতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাহার কয়েকখানি দার্শনিক পুস্তক আছে। পুস্তকগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতার অঙ্গ নহে।

(১) আত্মতত্ত্ববিদ্যা।—এই পুস্তকখানি মাত্র তিনি স্বহস্তে রচনা করিয়া প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে অশেষ মত খণ্ডন করিয়া বৈত মতের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭৬৭ শকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিবাহ।—পূর্বে কেশব মাস্তুর উদ্যোগে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের খোলা হইরাছিল; তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি; ইহাও তিনি আরও তিনি চারি বৎসর মাত্র হইল উপদেশ দ্বারা লিখিয়াছিলেন, তাহাই লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) পরলোক ও মুক্তি; ইহাতে পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার মতামত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাও গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ।

এই কথখানি ছাড়া "প্রবচনসংগ্রহ", "ভক্তিমালা", ও "গুরুবিশ্বস্তি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক তিনখানি পুস্তক আছে। এই বিষয়ে আর একটি কথা বলিতে চাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে এপ্রান্ত নানা সম্প্রদায়ের মতামতের বিক্ষেপে নানা সমালোচনা প্রকাশিত হইলেও এপ্রান্ত একটাও ব্যক্তিগত কুংসা প্রকাশিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে পূর্বাঙ্গের চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার একখানি ধর্ম্মবিবরণী পত্রিকা যে ব্যক্তিগত কুংসা না করিয়াও অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই একমাত্র তাহার উচ্ছল প্রমাণ।

দেবেন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। এই বিষয় বহুপূর্বে National Guardian নামক পত্রিকার প্রকাশিত হইরাছিল। এই সময়ে তিনি চুঁচড়ায় অবস্থিতি করিতেন। উক্ত পত্রিকার লেখক দেবেন্দ্রনাথের দৈনিক জীবন বৈবাহার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতবে ব্রাহ্মসমাজে গাজোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক পূর্বমুখ হইয়া সূর্যোদয় দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মোপাসনার নিমগ্ন হইতেন। তাহাতে আর দুই বক্টা কাল এবং সময়ে সময়ে আরও অধিককাল গত হইত। তাহার পর অল্প প্রাতঃরাস গ্রহণপূর্বক বাটার যে লুকল বিষয় তাহার উপদেশ ও আদেশ অপেক্ষা করিত, তত্ত্ববোধের আলোচনা করিয়া তিনি বিশ্রামের অঙ্গ, হুঁ ও কলমাত্র আহার করিতেন। তাহার পরে পাঠে অভিনিবিষ্ট হইয়া আবার অপর্যায় চারিটার সময় নৌকারোহণে নদীবেশে দুই ভিন্ন বক্টা নীরবে স্থান করিত, করিতে ভ্রমণ করিতেন। স্বর্গোত্তর সমস্ত তিনি নৌকার ছায়ে বসিয়া প্রভৃতির মধ্যে ইখরের মতল হস্ত দেখিতে দেখিতে ধ্যানমগ্ন হইতেন এবং পরসের পূর্বে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মোপাসনা সমাপন করিয়া শরন করিতেন। এখন

জিরি চক্রে দেখিতে পান না, কর্ণে প্রবণ করিতে পারেন না। তাঁহার ইজির কাঁধে অনেকটা ক্রম হইয়া গিয়াছিল। এখন তাঁহার এখন অসুস্থ হইয়া এবং অসুস্থ হইয়া প্রকৃতি কল। এখন প্রাতে ধর্মগতীর কথা এবং বৈকালে দুইটার পর সংসারের কথা প্রবণ করেন।

দেবেশনাথের স্বভাবিক অসাধারণ। একদিকে সীতা উপনিষদ প্রকৃতি শাস্ত্র, অপরদিকে হ্যাক্সল তাঁহার কর্ণ। লকাল বেলা প্রায় তিনি শাস্ত্রের লেখক। হ্যাক্সলের প্রকৃতি সকল আপনামনে পাঠ করিয়া অগার আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। একদিকে দেবেশনাথ যেমন ধর্মের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি সংসারের পথে অমিতব্যয়ী প্রকৃতি কাঁধে অতি সুন্দররূপে বুকেন। তিনি নিজে যখন সংসার দেখিতেন, কি বাটার, কি জীবনীর স্বকল লক্ষ্যকারী মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তখন রামরাজ্যের কাল ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি নৌকারোহণে যখন অমিতব্যয়ী পরিচরিত করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্বাসনে তথাকার প্রজাতি এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহার তাঁহার নৌকা স্বর্গমণ্ডিত করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া ছিল। দেবেশনাথ কিন্তু বিবরণ-মুগ্ধ হন নাই, স্কাই তিনি এই সকল আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত চলিয়া গেলেন।

সংসারে থাকিয়াও যে দেবেশনাথ খিন্নমুগ্ধ হন নাই, ইহা বাকালীর ভবিষ্যৎ-বংশের নিকট চিরোচ্চল দুটো হইয়া থাকিবে। যখন তাঁহার পিতা বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার দেনাদারেরা তাহাদিগের দেনার কথা বড় বেশী কিছু বলিল না; কিন্তু পাওনাদারেরা পাছে তাহাদিগের টাকা না প্রাপ্ত হয়, এই ভাবিয়া বড়ই গোলযোগ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ দলিলপত্র কিছু ছিল না, তবে দেবেশনাথ তাহার কতকগুলি জানিতেন। অনেকে তাঁহাকে সেই সকল পাওনার কথা আদালতে অস্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে “যদি অন্যাহারে প্রাপ্যতাগ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার; কিন্তু পিতার ঋণ একটা পরমা থাকিতেও অস্বীকার করিব না।” বারকানাথ ঠাকুরের অন্তঃসম্পত্তি হইতে দেবেশনাথ সুবিপুল পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া তাঁহার বর্তমান সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বারকানাথ ঠাকুর ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রকল্পিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিবার পূর্বেই পরলোকগত হইলেন। দেবেশনাথ দান করণ-রত্নসর-সদৃশ হইল সেই

টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, বারকানাথ ঠাকুরের ঋণ পরিশোধের অন্ত দেবেশনাথকে বিলাস বিসর্জন দিয়া বিলম্ব কর্তৃত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল। ইহার সর্বস্তম্ভ আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তন্মধ্যে দুইপুত্র ও এক কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন।

দেবেশনাথ মুনীশ্বর, কল্পপরীক্ষকের একজন গ্রন্থকার। লক্ষ্যভিত্তিকের শিষ্য। ইহার ভোগ্য ও খেতনামা দুই সহোদরের অহ্মরোধে ইনি প্রমোদনরত্নমালায় রচনা করেন।

দেবেশনাথসিংহ, অকলগঞ্জের একজন বিখ্যাত জৈনচার্য। অজিতসিংহ হরির শিষ্য ও ধর্মপ্রভের গুরু। দেবেশনাথের ষটপুত্রি সমুদায়ের ইহার ১২২৯ সনতে জন্ম, ১৩০৬ সনতে দীক্ষা হয়, ১৩২৩ সনতে হরিপদ, ১৩৩৯ সনতে গজেন্দ্রের দান এবং ১৩৭১ সনতে প্রজ্ঞাদানপুরে মৃত্যু হয়।

দেবেশনাথসুরি, ১ একজন বিখ্যাত জৈনচার্য। লক্ষ্যভিত্তিকের শিষ্য ও বিজ্ঞানন্দের গুরু। ইনি কল্পবিপাক, কল্পতরু, বক্রসামি, বড়লীতিক, শতক ও সপ্ততিক নামে প্রাকৃত ভাবার ছয়খানি কর্ণগ্রন্থ এবং তাঁহার প্রথম পাদপানির দীক্ষা, প্রাচীনহস্তা ও প্রাচীনহস্তাত্তর মূল ও দীক্ষা রচনা করেন। তিনি সপ্ততিকার শেষে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ চন্দ্রসহস্রের রচিত, কিন্তু তিনি কেবল ১২১১ গাণা ইহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন।

২ ইনি তপাগ্রন্থের একজন পট্টাচার্য ছিলেন। পট্টাবলী দুই খানা যায়, ইহার সত্যার্থ বিচারচন্দ্র বঙ্গপালের—‘সুখ্য-কর্ণকং যতী’ ছিলেন। দেবেশনাথের এই কর্ণখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—প্রাচীনহস্তাত্তরহস্তি, নবকর্ণগ্রন্থপঞ্চকহস্তহস্তি, জ্ঞানচরিত্র, ত্রিকাশ্র, শ্রীধর্মতর্কমান প্রকৃতি তব। মালবে ১৩২৭ সনতে দেবেশ মানসলীলা সন্ধান করেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য নিত্যানন্দ হরিপদ প্রাপ্ত হন।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে হেম-চন্দ্রের পদ্মাস্থানুর লঘুভাস্য রচনা করেন।

দেবেশনাথশ্রম, পুরাচরণচক্রিকারচরিতা, ইহার গুরু নাম বিবেশনাথশ্রম।

দেবেশ (পুং) দেবানাং ঈশ: ৬৩৭। দেবনিরস্তা, পরমেশ্বর, মহাদেব। “ভগবাংস্তাপি দেবেশো যজ দেবী চ কীর্ত্যতে।”

২ বিষ্ণু। ত্রিরাং ভীষু। দেবেশী, হর্গা।

৩ “বেবেশি ভক্তিহৃদয়ে পরিক্রমমুদিত।

বারহাং পূর্বমিহানি তাবৎ সুখিহা তব।” (ভক্তসার)

দেবেশজীর্ঘ (স্ত্রী) তীর্ঘভেদ।

দেবেশনাথ (পুং) বেবে অধিত্যক্তরা শেতে শী-অচ, অলু

সমাস। দেবতাবিবরে অধিষ্ঠাতৃ তদ্বারা অবস্থানকারী, পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

দেবেশ্বর (পুং) দেবানাং ঈশ্বরঃ। ১ মহাশিব। ২ এক প্রাচীন কবি। ইনি গোবিন্দরাজ, তোল প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ গজাষ্টকপ্রণেতা। ৪ কবিকরলতা-রচয়িতা, ইনি বাগুটের পুত্র।

দেবেষ্ট (জি) দেবাজং ইষ্টঃ। ১ দেবতাদিগের অভিলষিত। (পুং) ২ মহামেদা। ৩ শুগুণ্ডলু।

দেবোত্তর, (দেব-উত্তর)। দেবতার মত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় সেবা উৎসবাদি, মন্দির ও পূজকাদির ব্যয় নির্বাহার্থ প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রদত্ত (ভূসম্পত্তি বা ধন রত্নাদি)। এই শব্দ বিশেষতঃ ব্যবহৃত হয়। দেবতার ব্যয় নির্বাহার্থ ভূসম্পত্তি বা ধন রত্নাদি ব্যতীত দেবপ্রতিমার সজ্জাদি, তৈজসাদি বা অলঙ্কারাদিও দেবোত্তর হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এই দেবোত্তর ভূসম্পত্তির পরিচালনা বড় বেশী। পশ্চিমোত্তর ভারতের দেবমন্দিরাদির সংখ্যা বেশী বটে, কিন্তু সে সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতারা ভূসম্পত্তি অপেক্ষা নগদ অর্থই বেশী দান করিয়া গিয়াছেন। দেবমন্দিরের আর হইতে সময়ে সময়ে দেবতার নামে জমীদারী খরিদ করা হইয়া থাকে। এরূপ জীত জমীদারী দেবোত্তর বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল জমীদারীকেও দেবসম্পত্তি বলিয়া লোকে আর দেবোত্তর সম্পত্তির মত বোধ করে।

প্রতিষ্ঠাতার দান নহিলে যে দেবোত্তর হইবে না এরূপ নহে, যে কেহ যে কোন প্রতিষ্ঠিত দেবতার বা প্রাচীম দেবালয়ের উদ্দেশে দান করিলেই তাহা দেবোত্তর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্বে এইরূপে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির কোন কর রাজসরকারে দিতে হইত না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা দেওয়ানী পাইলে, তাঁহারাও এই সকল জমীর করশুলক গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দেওয়ানী গ্রহণের পর আর কেহ এরূপে ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাহার কর রেহাই পান নাই। ধার্মিক হিন্দু জমীদার বা ধনীরা দেবতা, দেবমন্দির ও মঠাদি প্রতিষ্ঠার সময় অল্পও ভূসম্পত্তি দেবোত্তররূপে দান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজের নিকট হইতে তাহার কর রেহাই পান না। তবে তাঁহারা নিজে ঐ সকল ভূমির প্রত্যেকের নিকট হইতে যে কর পাইতেন বা অন্য আর

করিতেন, সে সমস্ত নিজে না লইয়া যে দেবমন্দিরের উদ্দেশে সেই ভূমি দান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রদান করেন।

সকল দেবোত্তরসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সকল সময়ে দাতা বহতে রাখেন না। দাতা নিজ বাণীরাঙ্গির প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে যে সকল সম্পত্তি দান করেন, আর তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ দাতাই করিয়া থাকেন। আর কোথানে কোন সাধারণ দেবমন্দিরের বা অপর কাহারও প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে দান করা হয়, সে স্থলে দাতাকে সম্পত্তির কোন ভারই লইতে হয় না।

যে সমস্ত আধ্যাত্মিক দেবমন্দিরে অর্থাৎ যে সমস্ত দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-বংশের কোন সংশ্রব নাই বা প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ নাই, সেই সকল দেবমন্দিরের পূজক, সেবাহিত বা মহান্তেরাই দেবোত্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অনেক স্থলে মহান্তেরা নিম্নোক্ত বিবরণের সন্ন্যাসী শ্রেণী-ভুক্ত হইলেও দেবমন্দিরের বিবরণ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে এরূপ বিবরণসকল হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের আচার ব্যবহারে অনেক বিবরণী গৃহীত জমীদারকে লজ্জা পাইতে হয়। এইরূপ অনাচারী মহান্তেরা দেবোত্তরের আর হইতে আপনাদের ভোগ-বিলাসের ব্যয় চালাইয়া থাকেন। মহান্তগণের এই দুর্ব্যবহারের দৃশ্যার্থ কোন সামাজিক খিদি বর্তমান হিন্দু সমাজেই নাই।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ২৪ পরগণা, বশোর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, নোরাখালী, জিপুরা, মালদহ, রূপপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ছোট নাগপুরের মধ্যে সিংহভূম, বেহারের মধ্যে কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে সরকারী নিকর দেবোত্তর ভূমি আছে। অস্তান্ত জেলার সরকারী নিকর জমী আর নাই বলিলেই হয়।

উপনিষদের সময়ে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত জ্ঞানাদিকে 'দেবজ্ঞা' বলিত। [দেবজ্ঞা দেখ।]

দেবোদ্ভান (স্ত্রী) দেবানাং উদ্ভানং। দেবতাদিগের উদ্ভান, নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্কতোভ্রজ এই চারিটা এসিঙ দেবোদ্ভান। জিকাওশেবে বৈভ্রাজ, মিত্রক, সিংকারণ ও চৈত্ররথ এই চারিটা উদ্ভানের উল্লেখ আছে।

দেবৌকস্ (স্ত্রী) দেবানাং ওকঃ ৩৩৭। দেবদান, স্নেহক। "রাক্ষসালয়দেবৌকঃ শৈলয়োর্যথাহুজগাঃ।

মোহিতকরবতী চ তথা সন্নিহিতঃ সরঃ ॥" (পূর্বাসি)

দেব্যা (স্ত্রী) দেবতা ভাবঃ ঐক্যং বেদে বাহুল্যং ন বৃদ্ধিঃ। দেবতা। "মহত্বো দেব্যতা প্রবাচনং" (ঋক্ ৪।৩৩।১) 'দেব্যতা দেবত্ব প্রবাচনং' (সারণ)

দেশপরিষদ (জী) উপনিষদভেদ।

দেশ (পুং) বিশতি দিশ-অহ। তুর্কোলাভগত বিজ্ঞানভেদ, জনপদ। জনপদ সমুদায়, জনপদৈক দেশ, সমস্তনির্জনস্থান মাত্র, ইহা তিন প্রকার জাদব, অনুপ, সাধারণ। পর্যায়—জনপদ, নীম্ব, বিবর, উপবর্তন, প্রদেশ, রাষ্ট্র। (শব্দর) দেশের বিবর কর্তৃক করিতে হইলে এই সকল বিবর বর্ণন করিতে হয়,—বন, খনি, জলা, পথা, ধাত, কলোত্তর, হ্রদ, গ্রাম, জনাধিকা, নদীমাতৃকাহি, লতা, বৃক্ষ, সরোবর, পশুপুষ্টি, ক্ষেত্র, অরণ্য, কেলার, গ্রামেরীষ্য ও বিজ্ঞ। (কবিকল্পলতা) ২ রাগবিশেষ, শাক্বেবের মতে ৪ বর্জিত, মতান্তরে সম্পূর্ণ, ইহার গ্রহ অংশ ভাস গাঢ়। মতান্তরে বড়লগ্রহ, বরগ্রাম—“গ ম প ধ নি স ং গ ::”

অথবা—

“গ ম প ধ নি স ং গ ::”

অথবা—

স ং গ ম প ধ নি স ::”

মুর্তি—“আক্ষোচনাভিক্তরোমহর্ষিঃ

নিবুদ্ধীর্শোহি বিশালবাহুঃ।

প্রাণ্ডপ্রচণ্ডহ্যতিহেমগৌরঃ

দেশাধারাগঃ স হি মররাগঃ ॥” (সঙ্গীতরং)

দেশক (জি) দিশভীতি দিশ-ধূল। শান্তা, উপদেষ্টা।

“তথোন্নয়িতপ্রবৃত্ত চান্দ সন্মার্গদেশকঃ।

সিত মেহভিষয়ঃ স্রাব্য বিজ্ঞানেন তথাকরে ॥” (অর্কপুং ১১১৭)

দেশকার, সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ।

বরগ্রাম—“স ং গ ম প ধ নি ::”

অথবা—

“ধ নি স ং গ ম প ::” (সঙ্গীতরং)

দেশকারী (জী) রাগিণী বিশেষ। হনুমন্তে মেঘরাগের ভাব্য। ইহা সম্পূর্ণজাতি গ্রহাংশভাস বড়ল। বধা—

“স ং গ ম প ধ নি স ::”

এই রাগিণী গানের সময় বর্ষা ঋতু, নিশাকাল। মতান্তরে গান সময় প্রাতঃকাল। (সঙ্গীতমর্পণ)

“ভর্তাসমং কেশিকলারসজ্ঞা সর্কানপূর্ণা কমলারতাকী।

পীনতুলীকুমুদভূঃ স্নেহকৌ স্পূর্ণচন্দ্রাননদেশকারী ॥” (হনুমান)

অন্তহলে—

“সার্দ্ধং সখীভির্বিজনে বসন্তী বিভিষকোজনবধকতানি।

নিরীক্যমাণাবলম্পণেন সা দেশকারী কথিতা রসজৈঃ ॥”

(নারদসংহিতা)

• নারদসংহিতার ইহা হিসোল পরী বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। (সঙ্গীতরং)

দেশজ (জি) দেশ-জন-ভ। দেশজাত, দেশীয়।

দেশধর্ম (পুং) দেশাধরুপঃ ধর্মঃ। দেশোচিত ধর্ম। যে দেশে বেঙ্গল আচার প্রচলিত থাকে, তাহা সেই দেশের ধর্ম। দেশধর্ম পরিভাগ করিতে নাই, কিন্তু দেশাচারের সহিত যদি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রের মত গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু যে স্থলে দেশধর্ম প্রতিপালন করিলে ধর্মশাস্ত্রের কোন নিয়ম লঙ্ঘন হয় না, তাহা হইলে দেশাচার প্রতিপালন করাই অবশ্য কর্তব্য।

“দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মান্তে শাস্তবান্।

পাণ্ডগণধর্মান্তে শাস্ত্রোন্মিরূকবান্ মনুঃ ॥” (মহ)

দেশনা (জী) দিশ-বিচ্ বৃহ টাপ্। নিরোগ বিধি প্রভৃতি।

“একোদ্ধিষ্টাদিহুধ্যানৌ দ্বাসহুধ্যানৌ দেশনা ॥” (তিথিতত্ত্ব)

দেশনির্ণয় (পুং) দেশত নির্ণয়ঃ। দেশ নিরূপণ।

দেশপরিচ্ছিন্ন (জি) দেশেন পরিচ্ছিন্নঃ ৩৩৭। অধিকর-নৈকবর্তী, সর্বব্যাপী।

দেশপালী, রাগিণী বিশেষ, দেশকারীর অপর নাম।

দেশভাষা (জী) দেশীয় ভাষা, দেশপ্রচলিত ভাষা, বাহু-ভাষা। যে দেশের বেঙ্গল ভাষা, তাহাকে সেখানকার দেশভাষা কহে।

দেশমঞ্জার, সম্পূর্ণ-জাতীয় রাগবিশেষ। [দেশ দেখ।]

দেশরাজচরিত (জী) গভগভমরাস্বক চন্দ্রভেদ, সাহিত্য-দর্পণে এই পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেশরূপ (জী) দিশ-কর্ণপি বঙ্ দেশত দিশ্চয়ানন্ত উচিত্ত রূপঃ। উচিত, সমুচ্চর।

“লঘুনা দেশরূপেণ গ্রহবোগেন ভারত ॥” (ভারত ১২/১০৭।৫)

দেশা, একজন গদ্যকার। ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিখা করিয়াছিলেন। (সঙ্গীতরং)

দেশহ (জি) দেশ-হা-ভ। ১ দেশে অবস্থিত, যে দেশে থাকে। (পুং) ২ বোম্বাই প্রদেশের একজাতি ব্রাহ্মণ-দিগকে দেশহ বলে। দেশহ নাম কেন হইল, নির্ণয় করা যুক্তিহীন। হরত, এই দেশে জাত বলিয়া অথবা পর্তুগীসী ব্রাহ্মণগণ হইতে সমতল ভূমিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রভেদ করিবার জন্য তাহাদিগের দেশহ নাম দেওয়া হইরাছে। আন্দমনগর ও পুণা জেলার দেশহ-ব্রাহ্মণ ছইভাগে বিভক্ত—অথেরী ও বর্কুর্সেরী। এখানে বর্কুর্সেরীদিগের মাধ্যমিন ও কাধ এই দুই শাখা। তদ্ব্যতীত মাধ্যমিন শাখাই অধিক দৃষ্ট হয়। নীচজাতিতে ইহার স্পর্শ করেনা, গৃহেও প্রবেশ করিতে দেয় না। সন্ধ্যাই সিঁচি পান করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না।

ইহারা বড়ই অমব ও পরিশ্রমকারী। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা বৈদিক, কেহ বা শৌর্যগিক, কেহ বা গৃহস্থ। এই গৃহস্থদ্বারা সামাজিক কার্য করিয়া থাকে। জমিদারী, মহাজনী, সরকারী, গোরাহিত্য প্রভৃতি সকল কার্যেই ইহাদিগের অধিকার আছে। খণ্ডেখণ্ড দেশ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আত্মিক করে। যজুর্বেদীয় দেশই মন্দিরে আত্মিক করে এই কারণেই ইহাদিগের অপর নাম মাধ্যমিন। দেশেই উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ অস্ত্রাঙ্গ ব্রাহ্মণ ইহাদিগের অপেক্ষা সামাজিক প্রাধান্য নিহত। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা অশ্বৈষ্যবাসী স্মার্ত এবং কেহ বা বৈষ্ণবী ভাগবত। ইহারা সমস্ত দেবদেবীর পূজা করে ও ব্রতউপবাসাদিও করিয়া থাকে। আলদি, আলাহাবাদ, কানী, গয়া, জেজুরি, নাসিক, পণ্ডরপুর, রামেশ্বর ও তুলসীপুর ইহাদিগের পবিত্র তীর্থ। জীলোকেরাই গৃহকার্য করিয়া থাকে। বাদালী জীলোকের মত ইহাদিগকে অস্বাভাবিক হইয়া জীবনধারণ করিতে হয় না, ইহারা অনেকটা স্বাধীন। সন্তান জন্মিলে জননীকে বেশ দিন অপোচ গ্রহণ করিতে হয়। কস্তাদিগকে বয়স হইবার পূর্বে বিবাহিত করা হয়। বিংশ বা পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক হইবার পূর্বে পুত্রের বিবাহ দেওয়া হয়। মৃতের অধিসংস্কার করা হয়, বিধবা বিবাহ নাই, বাল্যবিবাহ ও কন্যাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাকে সুশ্রীতমতক হইতে হয়। সামাজিক গোলামগোলে শতাব্দের পরচরিত্রের অসুখমতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তদবস্থেলার আভিচ্যুতি হইয়া থাকে। পূর্বে তাহার ক্রমভা যথেষ্ট ছিল, এখন সামাজিক ব্যবহারে তাহার ক্রমভার হ্রাস হইয়াছে। খণ্ডেখণ্ড ও যজুর্বেদীয় দেশই পরস্পরের সহিত পানভোজনাদি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। স্বগোত্রের বিবাহ নিষেধ আছে। এখন দেশই বালকগণ ইংরাজী স্কুলে ইংরাজীশিক্ষার উন্নতি করিতেছে।

সাতারায় দেশই ব্রাহ্মণের আধার নামে আর এক শাখা আছে। তাহাদের অধিকাংশই জেলার পূর্বাংশে বাস করে। এখানকার বিবাহিতা জীলোকেরা ভাদ্রমাসে শুভাঙ্কশে গলার হরিজাবণ হজ ধারণ করে। বাদালী জীলোকের দ্বারা ইহাদিগের 'জলসওয়া'র মত একটা প্রথা আছে।

শোলাপুরের দেশই ব্রাহ্মণের অতি অপরিকার ও অপরিচ্ছন্ন। আত্মদমনের দেশেই গৃহশালা সকল জন্মই পালন করে, কিন্তু শোলাপুরের দেশগণ একটা পানী পর্যন্তও পোকে না। ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত আছে। তাহারা ব্যতীত আর কেহই মন্দিরপাল করে না। পুরুষেরা দাড়ি গোঁশ মাখে

না, খোপা বাঁধিয়া থাকে। জীলোকেরা পরচুল ব্যবহার করে। ইহাদিগের গৃহদেবতাদিগের নাম করমা, মরম প্রভৃতি দেখিয়া কাহাদিগকে জাবিতী সেবতা বলিয়া মনে হয়।

বেলগীর দেশইদিগের মধ্যে আশুত্ব নামে আর এক শাখা দেখা যায়। ভাগিনেয়ের সহিত কস্তার বিবাহ দেওয়া ইহাদিগের মধ্যে গৌরবের বিষয়, কোন কোন স্থলে মাতুল ভাগিনেয়কে বিবাহ করিয়া থাকে। কাশাখার দেশগণ পূর্বে হীন বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহারা সমাজে উন্নত হইয়াছে। মাধ্যমিনেরা ভাগিনেয়ের সহিত কস্তার বিবাহ দেয় না। কুরুবজুর্বেদীয় ও গুরুবজুর্বেদীয় পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই।

বিজাপুরের দেশই ব্রাহ্মণ স্মার্ত, বৈষ্ণব ও সওয়াশ এই তিন ভাগে বিভক্ত। স্মার্ত ও বৈষ্ণব দেশই একত্র পানভোজনাদি করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানাদিও চলে, কিন্তু বৈষ্ণবদেশই স্মার্ত দেশকে কস্তা দান করিবে না। সওয়াশ দেশই বৈষ্ণব ও স্মার্ত দেশের পাক করা দ্রব্য ভোজন করে, কিন্তু স্মার্ত বা বৈষ্ণবদেশই সওয়াশ দেশের পাচিত দ্রব্য ভোজন করে না। সওয়াশ দেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে এক ব্রাহ্মণ বাগান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক হাড়ী করমা পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে এই হাড়ি স্বর্ণপূর্ণ ছিল, তাহা হ্রস্বতরমে তাহা করমার পরিণত হইয়াছে। যদি কাহারও সুদৃষ্টিতে করমা পুনরায় স্বর্ণ হয়, এই আশায় তিনি সেই করমা দ্বার-সম্মুখে বুলাইয়া রাখিলেন। এক মুচি তাহার কস্তাকে লদে করিয়া সেইপথ দিয়া যাইতে ছিল। মুচিকস্তার দৃষ্টিতে করমা স্বর্ণে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ সেই মুচির কস্তাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হইলেন। তখন তিনি ১২৫ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত একটা বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে তাহার ১২৫ জন বন্ধুকে গোপনে আহ্বারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত্যেকেই এক এক ঘরে বসিয়া আহ্বার করিলেন, তিনি একাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন বুঝিলেন। আহ্বারের পর বৃথাকালনের সময় ঐ ১২৫ জনে সাক্ষাৎ হইল। সকলে ঘটনা বুঝিলেন। এক সঙ্গে সকলেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া এই সওয়াশ নামক নতুন বিভাগের সৃষ্টি করিলেন।

পূর্বে যে সকল তীর্থস্থানের কথা লিখিত হইয়াছে সকলেই সেই সকল তীর্থ মাত্ৰ করিয়া থাকে। এতদ্বির বাদানি, গোমর্গ ও ত্রিশৈল, স্মার্তদিগের এবং বারকা, মধুয়া, পণ্ডরপুর ও ব্যকটগিরি বৈষ্ণবদিগের প্রিয় তীর্থস্থান।

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে ইহার পাঁচটি বলিয়া থাকে। দশ ও একাদশ বর্ষের মধ্যে পুত্রদিগের উপনয়ন সংস্কার ইহা বার। ইহাদের অন্ত্যশৌচ একাদশদিনে ও সূত্যাশৌচ অন্ত্যশৌচ দিনে সম্পন্ন হয়।

ধারবারে বৈষ্ণব দেশহুদিগের অস্ত্র নান্ন রাখা। এ জেলার দেশহুদিগের প্রাণে ও মগরে বাস করে, পরীক্ষায়ে ইহাদিগকে কোন দিনই বাস করিতে দেখা যায় না।

গৃহীত বাসন শতাব্দীতে হুমান্ন মন্ডাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মজলুরের উনিশ (উড়ঙ্গী) নগরে, মধ্যভাগে ও হুত্রাঙ্গ্যে এই ভিন হানে মঠ বা মন্দির নির্মাণ করেন এবং সন্ন্যাসীদিগকে স্বামী নাম দিয়া প্রত্যেক মঠের কর্তৃত্ব নিযুক্ত করেন। এক উনিশদিনগরে আটটি মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি দ্বিতীয় বৎসরে হুত্রাঙ্গ্যের মকররাশিতে প্রবেশের সময় এই আটটি মঠের এক একজন পর্যায়ক্রমে উড়ঙ্গ্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার নিযুক্ত হইত। মন্ডাচার্য্যের আরও করটি নাম ছিল, যথা শ্রীমন্ডাচার্য্য, পূর্ণবোধ, সর্বজ্ঞাচার্য্য। তিনি সপ্তম ত্রয়োদশ বৎসর করিয়া জগৎগুরু আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহার রচিত ৩৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক এখনও বর্তমান আছে। অশীতি বৎসর ধর্ম্মকর্ম্ম পরিচালনা করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য পদ্মনাভভীর্ষের উপর সমস্ত ভার দিয়া মাঘী শুক্লদশমীতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন। লোকের বিশ্বাস, তিনি এখনও তথায় জীবিত অবস্থান আছেন। পদ্মনাভ লোকান্তরগত হইলে পর নরহরিভীর্ষ স্বামীপদে অভিষিক্ত হন। স্বামীদিগের কবর হয়। প্রতি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বহু বা অল্পচরবর্ণ তাঁহার নামে এক একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশটা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বাসন শতাব্দী হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ৩৫ জন স্বামীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর বিবাহপ্রথা নাই। কেবল সত্যবোধ, রাজেন্দ্রভীর্ষ ও বলভেন্দ্র সম্প্রদায়েরাই পরম্পরের মধ্যে বিবাহাদি দিয়া থাকেন। অগোত্র ও বিবাহবিধি নাই। ইহার একাদশী করিয়া থাকেন, পান খান, ধূমপান করেন। অস্ত্র কোন মানক প্রথা ব্যবহার করেন না। শিখা রাখেন, মাড়ী রাখেন না। জীপুকে ইহার নানা রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীলোকেরা সাবিজী-ব্রত করেন। গণেশচতুর্দশী, দশহরা, দেওরাণী, বলিগারী, মকরসংক্রান্তি, মহাশিবরাত্রি প্রভৃতি সমারোহে অঙ্গুষ্ঠিত হয়। উপবাসই ধর্ম্মের অঙ্গ। পক্ষদিনে ও ত্র্যহিন্দে তাঁহার প্রায়ই উপবাস করেন। বিধবা ও কুর্কণ্ড ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই

একাহারী। ভিকৃষ্ণভির বৈষ্ণবমণ, অহোবিলের মঙ্গলিহ, উনিশীর কৃষ্ণ, কাকির বতবারাধ, কালহতীর কালহতেশ্বর, রামেশ্বরের শ্রীনাথ, শ্রীরঙ্গের রত্নমাধ, তুলসীপুরের অশ্ব-ভাবানী, গোবর্ধনের মহাবলেশ্বর, কোলাপুরের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি অনেক স্থানই এই দেশহুদিগের পবিত্র তীর্থ। ইহাদিগের বোড়ল সংস্কার আছে। সন্তান জন্মিলে দশদিন অপৌচ হয়।

অষ্টমবর্ষে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। অস্ত্রাভি দেশহুদিগের বিবাহে যে প্রথা, ইহাদিগেরও সেই প্রথা আছে। বকরদেশে যেমন সচরাচর বরের পার্শ্বে ঘুরাণ হয়, এদেশে ভেমনি চাউলের সাতখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া কনেকে তাহার উপর সাত পাক ঘুরাণ, ইহাকে সপ্তপাণী বলে, ইহা হইলেই বিবাহ সমাপ্ত হয়। অস্ত্রাভি দেশহুদিগের ব্যবহারে জীলোক প্রথম রজোদর্শন করিলে সপ্তদশ দিনে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়, কিন্তু মাধুদিগের প্রথা অন্তরূপ, ৫ম দিবসেই তাহাদের প্রভুরূপ হয় এবং সে উৎসবের নাম কলশোভন। সন্ন্যাসী ভির অস্ত্র সকলকেই দাহ করা হয়। সকলে একাদশ দিবস সূত্যাশৌচ পালন করে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, বতকণ মৃতদেহ স্থানান্তর করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেইস্থান বা সেই পল্লীর ব্রাহ্মণেরা জলপান করিতে পারে না। ইহাদিগকেও রীতিমত ব্রাহ্মাদি করিতে হয়। সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে এক দিন মাত্র অপৌচ পালন করিতে হয়। অস্ত্রাভি দেশহু রমণীগণের বৈষ্ণব স্বামীভক্ত আছে, বৈষ্ণবদেশহু-রমণীগণের সৈবদ্য নাই। বিশেষতঃ হুবতী রমণীগণের আত্মতা বা স্বয়মাতা রমণীগণের সহিতও কথা কহিবার প্রথা নাই।

সামাজিক গোলযোগ সম্প্রদায় মধ্যেই নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। বেশী গোলযোগ হইলে তাহার স্বামীর (মঠের প্রধান পুরোহিত) নিকট উপস্থিত হয়। স্বামী দোষীকে অর্থদণ্ড করেন। কখনও বা দোষী সমাজচ্যুত হয়। কিন্তু অর্থদণ্ড প্রদান করিলে সে পুনরায় সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। গত কএক বৎসরে ইংরাজী শিক্ষার ফলে লোকে অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। এখনকার স্মার্ত্ত ভাগবতেরা অন্যান্য জেলার ভাগবতদিগের মত আচার ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেশহু ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই একরূপ আচার করিয়া থাকেন। তবে যে দেশে বৈষ্ণব বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা জেলা ধরিয়া সিদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান সম্পর্কে তাহাদের আচারের বিকৃতি ঘটে নাই। জগদ্বক্তা, উপনয়ন, বিবাহ, সূত্যাশৌচ, সকলই এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত তাহাদিগের মধ্যেও নানা সাম্প্রদায়িক মত

হুড়াইরা পড়িয়াছে। কে কোন সম্ভারতুল্য, তাহা তাহাদের ললাটস্থিত ত্রিগুণ প্রভৃতি রেখা দৃষ্টি করিলে জানা যায়। অথবা ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই গবর্মেণ্টের চাকরি বীকার করেন অথবা দেশে খাজাকী বা সুহরিগিরি করেন। যজুর্বেদীয় গবর্মেণ্টের চাকরি করা অপেক্ষা ব্যবসা অধিক ভালবাসেন।

মুসলমানের আমলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হিসাবপত্র রাখা সম্বন্ধে এতদূর চাতুর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সে কাৰ্য্যে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণই নিযুক্ত হইতেন ও পারসীভাষার পরিবর্তে তাহাদের ভাষাতেই হিসাবের খরচ রাখা হইত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সকল আতি অপেক্ষা দেশস্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক।

দেশাকা (জী) রাগিনী বিশেষ। স্বরগ্রাম—“গ ম প ধ নি সঃ” ইহা ঋতবর্জিত। (সঙ্গীতরং)

দেশাখী (জী) রাগিনী বিশেষ। বোধ হয় ইহাই এখন দেশাক নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হনুমন্তে, হিন্দোল রাগের দ্বিতীয় রাগিনী। ইহার আতি বাঢ়ব, গাফার স্বর, গান সময় বসন্ত ঋতু ও পূর্বাঙ্ক। ইহার স্তম্ভ রূপ, বদন-চন্দ্রের স্তায়, ক্রোধনস্বভাব, সর্বদা কলহপ্রিয়, মল্লের স্তায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে ধূলিযুক্ত। কলিনাথ মতে বসন্তরাগের ভাৰ্য্যা। সঙ্গীতদর্পণের মতে, ইহার আতি সম্পূর্ণ।

দেশান্তর (জী) অস্তোদেশঃ ময়ূরবংসকাদিবংসমাসঃ। ১ দেশভেদে, স্থতিতে দেশান্তরের বিষয় এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

“বাচো যত্র বিভিন্ন্যন্তে গিরিবা ব্যবধারকঃ।

মহানতন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে ॥

দেশনামনদীভেদাদিকটোহপি ভবেৎ যদি।

তত্বে দেশান্তরং প্রোক্তং স্বরমেব স্বয়মুবা ॥

দশরাত্র্যেণ বা বার্তান প্ররতেহথবা পুনঃ।” (বৃহস্পতি)

যেখানে বাক্য পরস্পর বিভিন্ন, অর্থাৎ স্বরের তারতম্য লক্ষিত হয়, অথবা গিরি ব্যবধান থাকে এবং যেখানে বৃহৎ নদী ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। দেশ এবং নদী ভেদ হইলে তাহা যদি নিকটেও হয়, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা যেখানে বার্তা দশ দিনে না যায়, তাহাও দেশান্তরবাচ্য।

“দেশান্তরং বদন্ত্যেক বট্টিযোজনমায়তং।

চত্বারিংশদবদন্ত্যেক ত্রিংশদেক তথৈব চ ॥” (বৃহস্পতি)

কেহ কেহ বলেন ৬০ যোজন দূর হইলে দেশান্তর হয়,

এবং কাহারও মতে ৩০ বা ৪০ যোজন দেশান্তর।

২. পুন্মেক ও লঙ্কার মধ্যরেখা স্বরূপ দেশ ও অদেশের অন্তর যোজন।

পুন্মেক পর্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর

দক্ষিণে বিস্তীর্ণ যে একটা রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে মধ্যরেখা কহে। এই রেখা হইতে নীর দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই বোজনকে দেশ দিয়া পূরণ করিয়া তের ঘাটা ভাগ দিলে বাহা স্বরূপ হইবে, তাহা গল, এই গল যদি বাইটের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমদিকে হীন করিতে হইবে। এই কলিকাতা দেশ মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পূর্বে আছে, অতএব এ দেশে দেশান্তর ২ দণ্ড ৩৪ গল হইবে। ইহা বিম্বসংক্রান্তির বার প্রবে যোগ করিতে হইবে। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

দেশাবল (দেশোদাল) বোম্বাই প্রদেশবাসী নারহুদিগের মত এক প্রকার নীচ জাতি। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গদূর হইতে বেলগাঁও আসিয়া বাস করে। তেলগু তাহাদের ভাষা। তাহার গোল, ছাগল, কুকুর, মুরগী প্রভৃতি পুখুরা থাকে। সাধারণতঃ তাহার চাউল, যব প্রভৃতিই আহার করে, মাংসও খাইয়া থাকে। প্রতি দিন মাংসাহার তাহাদের নিয়ম বহির্ভূত। তাহার অধিক পরিমাণে মত্তপান করিয়া থাকে। দিকি, গাঁজা প্রভৃতি কোন নেসাই তাহার বাদ রাখে না। পুরুষেরা গোপ ও শিখা ধারণ করে, স্ত্রীলোকেরা মাথার দক্ষিণধারে খোঁপা বাধে, কিন্তু পরচুলা ব্যবহার করে না। তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত দেবতাকেই তাহার পূজা করিয়া থাকে। তবে মহাদেবের উপর ভক্তি কিছু বেশী। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পুরোহিত, সকল ক্রিয়াকর্মেই তাহার ঠাহাদিগকে আস্থান করে। তাহার কুটি ও বিকুট তৈয়ার করিয়া তন্দুরা জীবন ধারণ করে। বালকেরা বিজালায় বার। ইহাদিগের গুরু নাই, তীর্থযাত্রাও করে না। মৃতব্যক্তিকে ইহার কবর দিয়া থাকে।

দেশিক (পুং) দেশে প্রসিদ্ধঃ দেশ-ঠক্। পথিক।

“অদেশিকো বথাসার্থঃ সর্বং কৃচ্ছং সমুচ্ছতি।

অনারকা তথা সেনা সর্কান্ দোধান্ সমুচ্ছতি ॥”

(ভারত ৭।৫।১০)

দেশ উপদেশঃ তত্র প্রসিদ্ধঃ ঠক্। ২ ঠক্ প্রভৃতি উপদেষ্টা।

দেশিন্ (জি) দিশভীতি দিশ-আদেশে যিনি। দেশক, আদেশকারী।

দেশিনী (জী) দেশিন্ স্ত্রিয়াঃ ভীষ্। তর্জনী অঙ্গুলী, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার মধ্যে যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জনী কহে।

“কনিষ্ঠাদেশিভূতমুণ্ডমুণ্ডগ্রং করত চ।

প্রজাপতিপিভূতমুণ্ডমুণ্ডগ্রং করত চ ॥” (যজুর্বেদ ১।৩৯)

দেশী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ । হৃদয়মতে নীপকরাগের ভার্য্য ।
পঞ্চম বর্জিত । স্বরত, গ্রহ অংশ ও ভাস । গ্রীষ্মকালের
মধ্যাহ্ন সময়ে ইহার প্রকৃত গানের সময় । সৌম্যর মতে,
বসন্তরাগের পত্নী, মতান্তরে ধৈর্যবর্জিত । (সঙ্গীতসার সং)
ইহা মধুরাধব, সারঙ্গ, গাহাড়ী বা টোয়ী ও ঝটুগোণে
উৎপন্ন । সম্পূর্ণ ম বাদী—

প সধারী ঞ নি । (সঙ্গীত তরঙ্গ)

“ ঞ • ম প ধ নি স :: (রাগবিশেষ)

“ ঞ গ ম • ধ নি স :: (মীর্জাখা)

এইমত বাঁলা সঙ্গীতরসিকের উক্ত আছে ।

* মূর্ত্তি—“নিজালসং সা কপটেন কাস্তং

বিবেধরতী সুরোতোংসুকেব ।

গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুঙ্খবদ্রা খ্যাতি চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা ॥”

(সঙ্গীতসারসং)

ইনি সুরতোংসুকার জ্ঞায় নিজালস কাস্তকে ছল পূর্ণক
জাগাইতেছেন, এবং গৌরী, মনোজ্ঞা, শুভ্র বস্ত্রধারিণী ও
চিত্তরসে পরিপূর্ণ ।

স্বরগ্রাম—“ ঞ গ ম ধ নি স ঞ ::”

অন্তঃ মূর্ত্তিতে—

“গজপতিগতিবেণী লোচনেন্দীবরাক্ষী,

পূর্ণমতরনিতম্বানবৈণী ভূজলা ।

তম্বতরতম্ববদ্রী বীতকৌশলরাগা

ইয়মুদরতি দেশী রাগিণী চাক্রহাসা ॥” (সঙ্গীতসারসং)

২ সঙ্গীতভেদ ।

“গীতঃ বাস্ত্ব নর্ত্তনঞ্চ জয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ।

মার্গ-দেশী বিভাগেন সঙ্গীতঃ দ্বিবিধঃ মতঃ ॥

ক্রহিণেন যদধিষ্টঃ প্রযুক্তং তরতেন চ ।

মহাদেবস্ত পুরতন্তুমার্গাধ্যং বিমুক্তিদং ॥

তন্তদেশস্থরারীত্যা যন্তাত্যং লোকাহুরজনং ।

দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদেঙ্গীত্যভিধীয়তে ॥” (সঙ্গীতদর্পণ)

গীত, বাস্ত্ব ও নর্ত্তন এই তিনের নাম সঙ্গীত । এই সঙ্গীত

মার্গ ও দেশী ভেদে দ্বিবিধ । ক্রহিণ বাহা অমুসন্ধান করিয়াছিল,
ভরত কর্তৃক বাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং মহাদেবের সম্মুখে
বিমুক্তপ্রদমার্গাধ্য বাহা গীত হয়, সেই রীতি দ্বারা বে দেশে
দেশে লোকাহুরজন সঙ্গীত হয়, তাহাকে দেশী কহে ।

দেশীয় (ত্রি) দেশে ভবঃ গ্রহাদিখ্যং হ । দেশভব, দেশজ ।

• “সুরতে কর্ণমূলেনু যত দেশীয়তাবরা ।

হৃদ্যতোজ্জ্বলিতং মনঃ মন্থনং তদ্বিস্বখ্যং ॥” (কামশাস্ত্র)

দেশীয় বরাড়ী (পুং) রাগিণী ভেন, গীতগোবিন্দে ইহার
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—“দেশীয়বরাড়ী রূপক
ভালেন গীরভে” (গীতগোবিন্দ)

দেশিত (ত্রি) বিশ-শিচ্ কৰ্ম্মণি ক্ত । উপদেশপ্রেরিত, বাহার
উপদেশ লওয়া হইয়াছে ।

দেশ্য (স্ত্রী) দিগ্ভতে ইতি শিশ কৰ্ম্মণি গ্যৎ । ১ পূৰ্ণপক্ষ ।

(ত্রি) ২ দেশার্হ । দেশে ভবঃ ইতি দিগাদিত্যো যৎ ।

শিশ-যৎ । ৩ দেশভব ।

দেশোন্নাল, দেশোয়ালী (হিন্দী) ১ দেশবাসী । ২ উত্তর-
পশ্চিমাঞ্চলের বোক ।

দেফ্ (ত্রি) শিশ-তৃহ । দর্শক ।

দেফ্ (বৈদিক) ১ লক্ষ্য, আত্মা । ২ লপথ ।

দেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন দাতা দাতৃ-অতিশয়েনে ইষ্টন তৃণোলোপে
গুণঃ । অতিশয় দাতা । “বহুদেষ্ঠ স্তুষতে ভুযঃ” (ঋক্ ৮৬৩৬)

দেফু (ত্রি) দা-ইফুহ গুণঃ । (গাদাত্ম্যামিফুহ । উণ্ ৩।১৬) দাতা ।

দেহ (পুং স্ত্রী) দেহি প্রতিদিনং দিহ বৃদ্ধৌ যজ্ । শরীর,
প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই জন্ত নাম দেহ । বালা, কোমার,
যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে দেহ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই
জন্ত দেহের নাম শরীর । দেহ প্রতিকল্পই পরিণত হইতেছে,
দেহের হয় বৃদ্ধি না হয় ক্ষয়, ইহা চলিতেছে । এই দেহ ছুগ,
হুম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ অর্থাৎ ছুগদেহ, হুমদেহ ও
কারণদেহ । জ্ঞায় মতে, পার্থিবদেহ ত্রিবিধ, যোনিজ ও
অযোনিজ । যোনিজ দেহ দুই প্রকার জরায়ুজ ও অণুজ ।
শুক্রশোণিত সন্নিপাত জন্ত যোনিজ, মনুষ্যাদি শরীর প্রত্যক্ষ-
সিদ্ধ । বৈদজ ও উত্তিজ্জাদি অযোনিজ । আরও আর
একপ্রকার শরীর আছে, তাহাকে অযোনিজ কহে । এই
শরীর শুক্রশোণিতসন্নিপাত ব্যতীত ঋত্ববিশেষ সহকৃত
পরমাণুপ্রভব, এইরূপ শরীর নারদাদির । নারকীদিগের
শরীরও অযোনিজ, অগ্নীর দেহও অযোনিজ, এইরূপ দেহ
বক্ষণলোকে প্রসিদ্ধ । তৈজস বা তেজোময় দেহ অযো-
নিজ, ইহা স্থালালোকে প্রসিদ্ধ । বায়বীর দেহও অযোনিজ,
এইরূপ দেহ শিখাচাদির । [বিশেষ বিবরণ শরীর দেখ ।]

এই দেহের যখন পর্যাবসান হয়, তখন স্বজনগণ ইহা
ভস্মসাৎ করিয়া প্রভাগত হন । এই দেহ ভস্মসাৎ হইলে কোন
দেহে শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে, স্বর্ণে অমূল্য অথবা ভোগ বা
নরকে অভুলনীর যন্ত্রণা কোন দেহে ভোগ হয়, দেহই বা
কি প্রকার, এবং দেহী স্মৃতিরকাল ক্রেশভোগ করিয়া
কিঙ্গপেই বা বিনষ্ট হয় ? সাবিত্রী যমের নিকট এই প্রশ্ন
করিয়াছিলেন । যম সাবিত্রীকে এইরূপ অত্যাচার দেন ।

“সাবিহি। আমি জোয়ার নিকট দেহ বিবরণ বলিতেছি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেল ও জল ইহাই দেহীবিধের দেহ-বীজ; বিধাতার সৃষ্টির ইহাই কারণ, এই পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্মিত হয়, তাহা কৃত্রিম এবং নবন। ইহা তন্ময়াং হইয়া থাকে। এই পাকতাত্তিক দেহ তন্ময়াং হইলে বৃদ্ধাভ্যুদয়াদি জীব হুম্ম দেহ অবলম্বন করে, এই হুম্ম দেহকে অগ্নি তন্ময়াং করিতে পারে না, ইহা জলে নষ্ট হয় না, ইহা শত্রু, অস্ত্র, ভীষণকষ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাণি প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এই হুম্মদেহই সকল প্রকার ভোগ অর্থাৎ স্বর্গ-নরকাদি লাভ করিয়া থাকে। পরিসৃষ্টমান্ এই হুল দেহে স্তম্ভ হুংখাণি ভোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। আর হুম্ম দেহে স্বর্গ নরকাদির বিবরণ শাস্ত্রবাক্যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহাই দেহের বিবরণ জানিবে।” * (ব্রহ্মবৈবর্তপুং)

সাংখ্য প্রকৃতি দর্শনের মতে, দেহ তিন প্রকার হুল, হুম্ম ও ভূত। এই হুল দেহ আমরা মাতা ও পিতা হইতে লাভ করিয়া থাকি। এইজন্য ইহাকে মাতাপিতৃভূত শরীরও কহে, ইহার নাম বাটুকৌশিক শরীর, কারণ ইহা বটুকোশ দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে। মাতা হইতে আমরা লোম, শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে দানু, অস্থি ও বজ্জা লাভ করিয়াছি, এই বটুকোশ হইতে হুলদেহ হইয়াছে বলিয়া এই হুলদেহের নাম বাটুকৌশিক শরীর। বত কিছু পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বাটুকৌশিক

শরীরেরই হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ হইতে এই বাটুকৌশিক শরীর লাভ করিয়া জন্মকালি দ্বারা ইহার পুষ্টি হইয়া থাকে। * যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহাতেই এই হুলদেহ পরিপুষ্ট হয়। অর্থাৎ ভক্ষণ করা যায়, তাহার অঙ্গাঙ্গাংশ বলসম্মানি হইয়া থাকে এবং সারাসংগ হইলে, রস, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে বজ্জা, এবং বজ্জা হইতে শুক্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শুক্র হইতেই গর্ভ হয়। ষাট দ্রব্যই একসাজ দেহের পরিপোষক। ভালরূপ ভোজন করিলে দেহ সবল হয়, বা ভাল খাতির অভাব হইলে দেহ কীণ হয়। এই অগ্নি জিহ্বাশয়, অন্তঃপ্রাণ এই অগ্নির সকল পদার্থই জিহ্বাশয়। এই জন্য যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, ইহাতে স্নেহ, রসঃ বা তমঃ, ইহার মধ্যে যে শুণের আধিক্য যে তোলাজরো থাকে, সেই দ্রব্য নিরন্ত ভক্ষণ করিলে দেহ বা প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাত্বিকভোজন করিলে সাত্বিকপ্রকৃতি, রাজসিক ভোজন করিলে রাজসিক প্রকৃতি বা তামসিক ভোজন করিলে তামসিকপ্রকৃতি হইয়া থাকে। দেহও তদনুরূপ হয়। পুরুষ হুলভূতের সহিত বাটুকৌশিক দেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে স্তম্ভ হুংখ ভোগ করিয়া থাকে। দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না। এই বাটুকৌশিক শরীর রসান্ত, তন্ময়াং বা বিষ্ঠান্তরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ এই দেহের অব-সান হইলে স্বজনগণ তন্ময়াং করিলে তন্ময়াং বা মৃতিকা মধ্যে প্রোথিত করিলে রসান্ত বা কোন প্রাণী এই জীব-দেহ ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠান্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যখন এই হুলদেহের অভাব হয়, তখন আর একটা দেহ বা শরীর হইয়া থাকে, তাহাকে হুম্মশরীর কহে। পুরুষ সকল সময়ই একটা না একটা শরীর অবলম্বন করিয়া থাকে, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না, পুরুষও সেইরূপ আশ্রয়রূপ দেহ অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন জলোকা একটা ভূপ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব ভূপ পরিত্যাগ করে না, পুরুষ তদ্রূপ একটা দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব-দেহ পরিত্যাগ করে না। দেহ অবলম্বন হইবার পূর্বে তাবদামর একটা শরীর হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর আগে বাবজীবন ধরিয়া যে সকল শুভাশুভ কর্ম করা হইয়াছে, সেই সকল কর্মের সন্ধান সকল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সময় অসংখ্য অসংখ্য শরীর আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন স্বীয় কর্মানুরূপ একটা শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ পূর্বদেহ পরিত্যাগ করে। এই

* “যদেবে তন্ময়াং ভূতে বাতি লোকান্তরঃ নরাঃ।

কেন দেহেন বা ভোগঃ ভুক্ততে চ শুভাশুভঃ।

সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহো বিনশতি।

দেহো বা কিং বিধো ব্রহ্মন ভগ্নে ব্যাধ্যাতুমর্হসি।

বম উবাচ।

পুং দেহবিবরণং কথয়ামি যথাসম্য।

পৃথিবীবায়ুআকাশতেজোমহাভূতানি পুং।

দেহিনাং দেহবীজকঃ স্রষ্টঃ সৃষ্টিবিধৌ পরঃ।

পৃথিব্যাদিশপঞ্চভূতৈর্ভেদেহো নির্মিতো ভবেৎ।

স কৃত্রিমো নবরক্ত তন্ময়াং তদেবমি।

বৃদ্ধাভ্যুদয়াদি বো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ।

বিতর্জি হুম্মদেহন্তঃ তদ্রূপং ভোগহেতবে।

স দেহো ন ভবেৎতন্ময়াংদেহো বমালয়ে।

জলে ন নষ্টো দেহো বা প্রধারে সৃষ্টিরে কৃতঃ।

ন শত্রে ন চ চাত্রে চ ন ভীষণকষ্টকে তথা।

ন চ কষ্টো ন ভয়ং ভুক্তকং সত্বাপমেব চ।

কথিতা দেহবিবরণং কথয়াম্যহং।” (ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ)

হৃদয়শরীর প্রথম পর্যায়স্থ। ইহা মন, অহি প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। প্রকৃতি অহি সৃষ্টিকালে প্রকৃতক পুরুষের মত এই হৃদয়শরীর এক একটা সৃষ্টি করিয়াছিল। ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষের স্বরূপ বোধ না হইলে, ততদিন এই শরীর পুরুষকে পরিচয় করিবে না। বুদ্ধিত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই সকলের সমষ্টির নাম হৃদয়শরীর। এই হৃদয়শরীর ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য-মুক্ত থাকে। এই হৃদয়শরীর সূত শরীরের সহিত বাটুকোশিক শরীরে আশ্রয় করিয়া বার বার জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সূতশরীর সকল পঞ্চ মহাত্মতে লীন হয়; বাটুকোশিক শরীর পূর্বোক্ত রসাতলি-রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই হৃদয়শরীরের কোনরূপ পরিণাম হয় না। সাত্যরূপ রসভূমিতে নষ্ট একবার রাস, আবার পরকণ্ঠে রাবণ প্রভৃতি বিভিন্ন সৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করে, সেইরূপ এই হৃদয়শরীরও য য অদৃষ্টান্তসারে দেবতা, পিতৃ, বনম্পতি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কেবল মাত্র মূল শরীরের পুনঃ পুনঃ ত্যাগ বা গ্রহণ ঘটে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মহাপ্রাণ না হইবে বা প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন হৃদয়শরীর অবস্থান করিবে। ইহার কোনরূপ ধ্বংস বা পরিবর্তন কিছুই হইবে না। পরিবর্তন এই বাটুকোশিক শরীরেই হইয়া থাকে, সূতশরীরে কিছুই হয় না। ইহা মহাত্মত্বগণের মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে লিঙ্গও কহা যায়, যেহেতু ইহার কারণে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যখন প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার হয়, তখন হৃদয়শরীরও প্রকৃতিতে লীন হয়; পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার তবে অহঙ্কার মহত্তবে এবং মহত্তব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন আর হৃদয়শরীর প্রকৃতি কিছুই থাকে না।

জড়বুদ্ধি নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, দেহাত্মিক আর পৃথক্ আত্মা নাই, যেমন চূর্ণ ও খলি একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তধর্ণের সঞ্চয় হয়, তজ্জন্ম পঞ্চভূতের সমাগমরূপে দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাব বশতঃ চৈতন্যের প্রকাশ

হইয়া থাকে। ভাব্যদের মতে, যতদিন হৃদয়েদের বিকাশ, ততদিনই আত্মার বিকাশ থাকিবে, দেহ বিনষ্ট হইলেই আত্মা নষ্ট হইবে। [জীবাত্মা দেখ।] দেহের হ্রস্টা বিকার আছে—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপকর ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা এই বস্তুত্ব-বিকারমুক্ত। দেহেরই এই ৬টা বিকার হইয়া থাকে। অদৃষ্ট দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সঞ্চয়ের নাম জন্ম, উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিভ্রাম্যতা তাহার অস্তিত্ব, দেহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিণত হয়, ক্ষীণ হয় ও অবশেষে বিনষ্ট হয়, এই বস্তুত্ব বিকার দেহেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মূলদেহ বা শরীর অন্নময়কোষ, সূক্ষ্মদেহ প্রাণময়কোষ এবং কারণদেহ মনোময়কোষ জামিতে হইবে। বেদান্তদর্শনের মতে ত্রিবিধকৃত অর্থাৎ পঞ্চীকৃত সূতই দেহের উৎপাদক। দেহ জ্যায়ক অর্থাৎ সূতজয়ের পরিণাম, কারণ এই যে দেহে তেল, জল ও পৃথিবী এই তিনেরই কার্য দেখা যায়। জ্যায়কতার অভ্যর্থন নির্ধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও মেঘা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব বিনা সূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ হইতে পারে না। যদি দেহ কেবল জলক হইত, তাহা হইলে ইহাতে বারম্বা ও তৈজস কার্য থাকিত না। ইত্যাদি কারণে বুঝিতে হইবে, ত্রিবিধকৃত অর্থাৎ পঞ্চীকৃত সূতই দেহের উৎপাদক। [শরীর দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত লয়।

“দেহাধীশঃ স্বগেহে বৃথগুরুবাজিতঃ সংযুতোবীজিতো বা।”
(জাতকাতরণ)

(পুং) দিহ-ভাবে যজ্ঞ। ৩ দেখন।

দেহকর্তৃ (জি) দেহং করোতি কৃ-কৃচ্। ১ দেহকারক পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সমুদায়। ২ ঈশ্বর। ৩ দ্বর্ষ।

“দেহকর্তা এশাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।” (ভারত ৩ অঃ)
দেহকৃৎ (জি) দেহং করোতি কৃ-কৃপ্। ১ দেহকারক পৃথিব্যাভিকৃত। ২ পরমেশ্বর।

দেহকোষ (পুং) দেহত্ব কোষইব আয়তকত্বাৎ। দেহাবরক, পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখনা।

দেহকর (পুং) দেহত্ব করো যন্মাৎ। ১ রোগ, রোগ হইলে দেহ কর প্রাপ্ত হয়, এইজন্ম দেহকর শব্দে রোগ বুঝায়। দেহত্ব করঃ ৬তৎ। ২ দেহের নাশ।

দেহজ (পুং) দেহাঙ্গরমতে জন-ড। ১ ভ্রূজ, পুজ, দেহ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করেন।

(স্ত্রী) ২ পুত্রী। (জি) ৩ দেহজাতমাত্র।

“অহিতো দেহজো ব্যাবিহিতনারণ্যমৌষধঃ।” (উত্তট)

* “সুস্মাস্তাপিত্বজাঃ সহপ্রভৃতিবিধাশিষাঃ হ্যঃ।

সুস্মাস্তেবাঃ সিরতা স্তাপিত্বজাঃ সিবর্ততে।” (সাংখ্যকাঃ ৩৯)

“হৃদয়শরীর একাধিশেষঃ স্তাপিত্বজো বিতীক্ৰ মহাত্মত্বাদি সূতীর।

স্তাপিত্বজাঃ সিবর্ততে রসাতা বা কুসাতা বা বিভক্তা বেতি।” (তত্ত্বকৌণ)

“পূর্বোৎপন্নবসন্তঃ নিরতঃ মহামহি হৃদয়শরীরঃ।

নসেরতিসিদ্ধপদেং ভাবিরবিধাশিষাঃ।” (সাংখ্যকাঃ ৪০)

দেহভূজ (পুং) দেহত ভূজঃ ৩৩৭। আশ্রয়ণ, আশ্রয়-
পরিভাষা।

“ব্রাহ্মণ্যে গব্যাং বা দেহভূজো হৃদয়ভূজঃ।

ব্রীহীলাভ্যুপপত্তৌ চ বাহানাং নিভিকারণং।” (মহা ১.১৩২)

পূরকার আভাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, ব্রী এবং
বালক ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপদপরিভাষের নিমিত্ত
দেহভূজ করিলে আভিলাষক ভাবিতও নিভিকারিত
হইয়া থাকে।

দেহদ (পুং) দেহং দায়তি শোধয়তি, দেহং দেহপুষ্টিং দদাতি
রসায়নেন বা বৈ শোধয়ে, দা-দানে বা ক। ১ পারদ, এই
ধাতু দেহকে পরিপোষণ করে এবং দেহের পুষ্টি বিধান
করিয়া থাকে। (জি) ২ দেহদাতা।

দেহভূগন্ধতা (স্ত্রী) দেহত ভূগন্ধতা ৩৩৮। ১ শরীরের দৌর্গন্ধ।

“অর্জুনত চ পুষ্পাণি ভূগন্ধযুক্তানি চ।

সলোহাণি চ ভল্লগো দেহভূগন্ধতাং হরেৎ।”

(গল্পভূপুং ১২৪ অং)

অর্জুনপুষ্প, সলোহ এবং ভূগন্ধের সহিত মিলিত
করিয়া এলেন দিলে দেহের ভূগন্ধ নাশ হয়।

২ শরীরদৌর্গন্ধনাশক ঔষধ।

দেহধারক (স্ত্রী) দেহং ধারয়তি ধারি-ধূলু (ধূলুত্বচৌ)। পা
১।৩।১৩৩। ১ অস্থি, হাড়। (জি) ২ দেহধারী, শরীরমাজ।

দেহধারণ (স্ত্রী) দেহত ধারণং ৩৩৯। আশ্রয়ণ, আশ্রয়-
ভাবনরক।

“ভ্রেলোক্যামপি মে কৃৎসনমশতং দেহধারণে।” (ভারত ভীষ্মপং)

দেহধারিন্ (জি) দেহং ধারয়তি ধারি-গিনি। শরীরী,
শরীরধারী। জিহাং ভীষ্ম।

“সংহিতা পরমা মায়ী দেহিনীং দেহধারিণী।” (তিথিতং)

দেহধি (পুং) দেহোধীরতে হস্মিন্ দেহ-ধা আধারে কি।

দেহাধার, পক্ষীদিগের দেহাবরক পক্ষ, পাখনা।

দেহভূজ (পুং) দেহে ধুজতি সঞ্চয়তি ভূজ-কিপ্। বায়ু,
বায়ু ব্যতীত লক্ষণকালও দেহ ধারণ করা যায় না।

“বায়ুযৌবন্তলুক্কারী স আশ্রণো নাম দেহভূজ।” (সুশ্রুত ২।১)

দেহপর্যাপ্তি (স্ত্রী) দেহত পর্যাপ্তিঃ। দেহোৎপত্তি।

“রসোহস্ত্রাংসমেদোহস্থির্মজ্জাক্তকামিধাতুনাং।

নলেকথাসম্ভবং সা দেহপর্যাপ্তিক্রমোহং।” (শ্লোকগ্রং ১।২।১)

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও ক্তকাদি ধাতুর যে
উৎপত্তি হয়, তাহাকে দেহপর্যাপ্তি কহে।

দেহভূজ (জি) দেহং ভুজতে ভুজ-গী। দেহী, জীব।

দেহভূজ (জি) দেহে ভুজতে কর্মকলাসি ভূজ-কিন্।

১ দেহাভিমানী জীব। দেহং ভুজতে ভোজয়তি কর্মকলাসি
ভূজ-কিন্। ২ ভূজ।

দেহভূজ (পুং) দেহং বিভক্তি বাক্যাদিগুণেণ ভূজিষ্ণু, ভূজা-
গম্যত। ১ জীব, বা কর্মকলাসরে দেহাভিমানী কর্মকলাজীব।

২ বিবেকজ্ঞানযুক্ত অবিনাশক কর্মকলাভিমানী জীব,
আদি দেবতা, আমি নহুত, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ
ইত্যাদি অভিব্যক্ত, এইরূপ জীব ত্রিবিধ। যিনি
স্বাধীনদোষের প্ররক্তভাবশতঃ কাম্য নিবিদ্ধ প্রকৃতি
বধেই কর্ম আরম্ভ করেন, তাহার প্রথম শ্রেণীর। আর
বাহারা পূর্বজন্মের স্মৃতিবশতঃ রাগাদিদোষ কীর্ণ হইলে
নিবিদ্ধ ও কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্মকলাভিমানিরূপিত হইয়া অহুষ্ঠান করেন, এইরূপ
গোণ সন্ন্যাসী দ্বিতীয়। আর বাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক
কর্মকলাভিমানী করিয়া চিন্তের মলিনতা দূর হইয়াছে এবং
বাহারা সকল কর্ম বিধিপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া ত্র্যকনিষ্ঠ
শ্রম অহুসরণ করিয়া থাকেন, তাহার তৃতীয়। (বেদান্ত দং)

দেহভূজ (জি) দেহং বিভক্তি ভূ বা ৭৮ ভূম্ চ। দেহপোষক।

“জনেষু দেহভূজবাক্তিকেষু।” (ভাগং ৫।৫।৪)

দেহযাত্রা (স্ত্রী) দেহত যাত্রা লোকান্তরগমনং। ১ যমপুরী-
গমন, মরণ, মৃত্যু। দেহায় দেহরক্ষণায় বা যাত্রা উদ্যমবিঃ।
২ ভোজন।

“অতীত ভর্ত্ত্ব ততঃস্মৃতিষ্ঠা শুক্রবরা চারবদেহযাত্রা।

নাভিলতাভিঃ পরিকর্ষিতাশি সা প্রেরয়ন্তরস্পর্শনমাননিবৃত্তিঃ।”

(ভাগবত ৪।২৩।২০)

দেহলক্ষণ (স্ত্রী) দেহত লক্ষণং যত্র। ১ সামুদ্রিকশাস্ত্র।
দেহত লক্ষণং। ২ শরীরের উপর চিহ্ন।

“বয়সি তু দশাঃ প্রায়াঃ সামুদ্রং দেহলক্ষণং।” (হেমং ৩।২২২)

দেহলা (স্ত্রী) দেহং লাতি দেহত পুষ্টিং দদাতি দেহ-লা-ক
টাপু। মদ্য, মদ্য নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দেহের পুষ্টি
হইয়া থাকে।

দেহলি (পুং) বিহ-ভাবে যজ্। দেহো-লোপস্তং লাতি গৃহা-
ভীতি দেহ-বা-বাহবকাং কি। দেহলী, ধারপিঞ্জিকা।

দেহলী (স্ত্রী) দেহলি ধৌরাদিত্যং ভীষ্ম। ১ ধারপিঞ্জিকা,
ধারগ্রহান। ২ হাতিনা, গৃহস্থগৃহস্থ রক।

“শেবান্ বাবান্ গমনদিবসস্থাপিতাবধেবা

বিভক্তভী ভূবি গুণনয়া দেহলীসুকপুটশঃ।” (মেঘদূত ৮৭)

দেহবৎ (জি) দেহ-অভ্যর্থার্থে বচুপ্ বত্। দেহাভিমানী
জীব, দেহী।

“অমৃত্যুবিপত্তিঃ দেহবৎ দেহবদ্বিরবাপ্যতে।” (শ্রীভা)

দেহবাহু (পুং) দেহের বাহু। দেহবাহু বাহু। অঙ্গবাহু।
পক্ষ, প্রাণ, অঙ্গ, সমান, উমান ও বাহন এই পক্ষ বাহু।

দেহশব্দ (পুং) দেহের শব্দ।

দেহসংকারিণী (স্ত্রী) কভা, হুহিতা।

দেহসান্না (স্ত্রী) দেহাং সান্নাং। অঙ্গসমূহের সমন্বয়, দেহের সমতা।

“অঙ্গানাং সমতাং বিজ্ঞাং সনৈ ব্রহ্মণি সীয়েতে।

নো চেত্রেব সমানত্বমুৎসাহং তদুৎসাহবৎ ॥”

(শকার্ণিক্তামপি দ্রুতবাক্য)

দেহসার (পুং) দেহের সারঃ ৩৩৭। সন্ধ্যা, ধাতু।

দেহাতীত (পুং) দেহং দেহাধ্যানং অতীতঃ। দেহাতিমান-
শূভ্র বিহান্, বাহ্যর দেহাতিমান বিদূরিত হইয়াছে।

দেহাত্মবান্ (ত্রি) দেহং আত্মানং বদন্তীতি বদ-গিনি।
চার্ক্ষাক, ইনি দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, দেহা-
তিরিক্ত পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

[চার্কাক দেখ।]

“আত্মান্তি দেহাত্মতিরিক্তমূর্ত্তিভৌক্তা স লোকান্তরিতঃ কলানাং।
আশেরমাকাশভরোঃ প্রস্থনাং প্রধীয়সঃ তাদৃশপলপ্রমূর্ত্তে ॥”

(প্রবোধচর্জের)

দেহাত্মপ্রত্যয় (পুং) দেহত আত্মতরা প্রত্যয়ঃ। দেহে
আত্মাত্মাতিমান, শরীরই আত্মা এইরূপ অতিমান।

“দেহাত্মপ্রত্যয়ো বহুঃ প্রমাণত্বেন করিতঃ।

লৌকিকং তদ্বদেবদং প্রমাণং স্বাত্মনিষ্ঠরাং ॥”

(শাক্তরত্নাবধূত কারিকা)

দেহাধ্যান (পুং) দেহত তদ্বর্নিত বা আত্মতরা তদ্বর্নিতরা বা
অধ্যাসঃ ভ্রমঃ। দেহধর্ম মনুষ্যাদির আত্মা বলিয়া বোধ,
আমি মনুষ্য, আমি কুশ, আমি গৌর ইত্যাদি দেহধর্মকে
আত্মা বলিয়া ভ্রম, বাস্তবিক দেহাদি আত্মা নহে, তথ্য
তাহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম।

দেহান্তর (পুং) দেহাৎ অন্তরঃ। দেহান্তরপ্রাপ্তি, মুক্ত্য।

দেহাবরণ (পুং) শরীরের আচ্ছাদন, পক্ষীদিগের পাখী।

দেহিকা (স্ত্রী) দেহীতি দিহ-বৃহৌ ধূল, টাপি অতইৎ।
কীট বিশেষঃ। পর্দার—বাট, উপানিক, উপজিহিকা,
উৎপাদিকা, উদ্দেশিকা, দিবী। (হারাবলী)

দেহিন্ (ত্রি) দেহাঃ সর্কে ভূতভবিষ্যৎকালানাং জগদ্বৎ-
বর্ত্তিমোহত সত্তীতি ইমি। শরীর, দেহধারী, দেহভার্য্যা-
ধ্যাস-সম্পন্ন জীব, দেহাধিষ্ঠাতা জীব, আত্মা। প্রকৃতি
পুরুষের বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত, তাহার সন্যাসে নানাবিধ-
রূপে উপস্থিত হয়, ইহাই দেহের সংসারঃ। বসন তাহার

বস্ত্রণ বোধ হয়, আর প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয় না,
তখন দেহাদি আর কিছুই থাকে না। ইহার ভ্রম হুহি, কুশ,
হুঃ, ইচ্ছা, বেব, বহু, সংখ্যা, স্পর্শ, পরিমাণ, পৃথক্,
সংযোগ, ভাবনা, বস্তু ও অর্থ এই চতুর্দশ ভ্রমবৃত্ত। ইহাই
ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, পুণ্যপাশাদির আশ্রয় এবং প্রমুখ্যাদির
ধারা অহমের। (ভাবাপরিঃ) [জীবাত্মা দেখ।] দেহের
চৈতন্য কিছই নাই, কিন্তু দেহীর আছে।—দেহাধিষ্ঠাতা
জীবদেহ আশ্রয় করিয়া লুপ্তঃপাদি ভোগ করিয়া থাকে।
দেহের যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মৃত শরীরে ইহার
ব্যক্তিচার দেখা বাইত না, বাহা হউক দেহী অর্থাৎ
দেহাধিষ্ঠাতা জীব দেহী পদবাচ্য।

“দেহী নিত্যমবশ্যোহিঃ য়েহে সর্গত ভারত।

তন্মাৎ সর্গাপি তূতানি ন স্বঃ শোচিকুমর্হসি ॥” (গীতা ২।৩০)

দেহী নিত্য অবশ্য, সকল দেহেই এক নিক্তা অবশ্য
আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, যেমন ঘটনাশে মটাকাশের
নাশ হয় না, তজ্জপ ব্রহ্ম হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত যে কোন
দেহই বিনষ্ট হউক না কেন, তাহাতে স্মরণশরীর বা আত্মার
বিনাশ হয় না।

ত্রিকালে ও ত্রিলোকে বস্তু প্রকার দেহ সৃষ্ট হয়, যিনি
তত্ত্বাৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই দেহী। আত্মা
বিভূরূপে সর্বদেহেই বিরাজমান। এক দেহীই আমি
বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ
অবস্থায় অহুতব করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিতাবাপন্ন হয় বটে,
কিন্তু দেহী যিনি তিনি বালককালে বৈরাগ ছিলেন, যৌবন
কালেও তিনি আছেন, এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি থাকিবেন।
দৈহিক অরহস্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিছু আমিষ বোধের
কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না।

দেহী ব্রহ্মাবহার বা বোগাবহার কত বিভিন্ন দেহে
বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি আমি-জ্ঞানের
স্বভাবতা হয় না। শরীরভববিদ্গিগের মতে শরীরের
পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পূর্ণ নতন হইয়া যায়।
অতএব বালাদি অবস্থাতেও শরীরের নাশ হইয়া থাকে,
কিন্তু দেহীর কিছুমাত্র বিকৃতি হয় না। ‘ন জায়তে ন ম্রিয়তে’
ইত্যাদি প্রতি ধারা দেহীর কোনরূপ বিকারই হয় না।
যেহেতু বস্তু জীর্ণ হইলে নূতন বস্তু পরিধান করে, সেইরূপ
দেহী বালাকোন্নাদি অবস্থা ভোগ করিয়া পরে বৃদ্ধ হইলে
দেহ পরিভ্যাগপূর্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

দেহ, প্রাণ বিশেষ। [ভূকার্য দেখ।]

দেহেশ্বর (পুং) দেহাধিষ্ঠাতা, আত্মা।

দেহোত্তর (পুং) দেহোত্তর, দেহ হইতে উৎপন্ন।

দেহোত্তর (পুং) দেহোত্তর।

দৈক (বি) দীক-অণু। দীকানবহীরা।

“অহিংসানিবন্ধাং বিভাৎবেদ্যাক্ষোহি নির্বর্তে।” (মহা ৪১৪৪)

‘কুলো হিংসোষে বৈদিকী দৈকাদি পতংহিংসা ন চাৎক্ষর’ (কুলুক)

দৈতেয় (পুং ক্রী) দিতেয়পত্য: চক্। ১ দিতির অপত্য, অহর।

“দৈতেয়াশ্চপাশ্চদৈতেয়া: পরস্পরজদৈতেয়া:।” (হরিবং ২১৪ অ°)

জিরাং টীপু। ২ রাহর নামভেদ।

দৈত্য (পুং) দিতেয়পত্য: দিতি-পা (দিতিদিত্যাদিত্যাপত্যভ্রম-
পদাণা। পা ৪।১।৮৫) অহর, দিতিভ্রম, ইহার দেবতা-
দিগের সহিত সর্বা বিরোধী।

“ভাপনা বতরো বিপ্রা যে চ বৈবামিকাগণা:।

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যান্চ প্রথমা সাত্বিকী গতি:।” (মহা ১২।৪৮)

(জি) ২ দিতি দক্ষী।

দৈত্যগুরু (পুং) দৈত্যানাং গুরু:। গুরুচার্য।

দৈত্যদানবমর্দন (পুং) দৈত্য ও দানবদিগের দমনকারী, ইন্দ্র।

দৈত্যদেব (পুং) দৈত্যানাং দেব: ৩৩৭। ১ বরুণ। ২ বায়ু।

দৈত্যদীপ (পুং) গরুড়াদ্বয় ভেদ। “দৈত্যদীপ: পরিবীপ:
সারস: পদ্মকেনন:।” (ভারত উদ্যোগ ১০০ অ°)

দৈত্যধূমিনী (ক্রী) মূত্রা তেদ, এই মূত্রা দ্বারা তারাদেবীর
অর্চনা করিতে হয়।

“তারার্কিনে বিশেষান্ত কথ্যন্তে পঞ্চমুত্রিকা:।

যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাণ্য। দৈত্যধূমিনী॥

লেলিহানেনতি সংপ্রোক্তা: পঞ্চমুত্রা বিশোকিতা:।” (তন্ত্রনা°)

যোনি, ভূতিনী, বীজাণ্য, দৈত্যধূমিনী ও লেলিহানা
এই পঞ্চ মূত্রা তারার্কিনে কথিত হইয়াছে। হস্তধর লম্পূর্ণ-
রূপে পরিবর্তন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যমাকে আকর্ষণ
করিবে, অনামাঙ্গুল অধোমুখে ও তর্জনীমুগল পৃথকভাবে
রাখিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অনামিকা বদ্ধ করিবে,
এইরূপ করিলে দৈত্যধূমিনী মূত্রা হয়।

“পরিবর্ত্য করৌ স্পষ্টৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমধ্যমে।

অনামাঙ্গুলং চাখতর্জনীমুগলং পৃথক্॥

অন্তোঃস্তং নিবিড়ং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেহনামিকং তত:।

দানবধূমকেদ্বাখ্য। মূত্রৈব। কথিতা প্রেরে।” (তন্ত্রসার)

[মূত্রা দেখ।]

দৈত্যানিসূদন (পুং) দৈত্যান্ নিসূদয়তি হিনতি নি-সূদি লু।

বিষ্ণু, যিনি দৈত্যাদিগকে বিনাশ করেন।

দৈত্যপতি (পুং) দৈত্যানাং পতি: ৩৩৭। হিরণ্যকশিপু।

“প্রাগজিহ্বা দৈত্যপতেন্দ্রধানাং” (দাশ)

দৈত্যপুত্রোদগ্ (পুং) দৈত্যানাং পুত্রোদগ্ ৩৩৭। ভ্রাতৃচাৰ্য,
দৈত্যদিগের পুত্রোদগ্।

দৈত্যপূজা (পুং) দৈত্যানাং পূজা: ৩৩৭। দৈত্যদিগের
পূজার, ভ্রাতৃচাৰ্য।

“কনকনিকবগোরে ব্যাঘরো দৈত্যপূজো।” (বৃহৎসং ২ অ°)

দৈত্যমাতৃ (ক্রী) দৈত্যানাং মাতা ৩৩৭। দৈত্যদিগের
মাতা, দিতি, উপচার হেতু দৈত্যদিগের বিমাতা অদিতি
প্রভৃতি। “অদিতিবিভির্নহন্ত সিংহিকা দৈত্যমাতর:।”

(হরিবং ১৬৮ অ°)

অদিতি, দিতি, মহা ও সিংহিকা ইহার দৈত্যদিগের মাতা।

দৈত্যমেদজ (পুং) দৈত্যত মেদাৎ জারতে জন-ড। ১ শুগুণ্ডলু।

জিরাং টাপু। ২ পৃথিবী। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদ হইতে

অগ্নিরাহিল, এইজন্য পৃথিবীর নাম দৈত্যমেদজা হইয়াছে।

দৈত্যমুগ (ক্রী) দৈত্যানাং মুগং ৩৩৭। দৈত্যদিগের মুগ-
বিশেষ, দেবমুগের দ্বারা দানব লহন পরিমিত বৎসর।

দৈত্যসেনা (ক্রী) প্রজাপতির কন্যা এবং দেবসেনার ভগিনী।

ইনি কেশীদানবকে অভিশপ্ত ভালবাসিতেন। কেশী ইহাকে

হরণ করিয়া বিবাহ করে। (ভারত বনপর্ব)

দৈত্যহন (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৭)

দৈত্যা (ক্রী) দিতেয়িং ইতি প্য, তত টাপু। ১ দুমানামক গন্ধ-

জব্য, মুরামাংনী। ২ চণ্ডোবধি। ৩ মদ্য। ৪ দৈত্যজাতি ক্রী।

দৈত্যারি (পুং) দৈত্যানাং অরি: ৩৩৭। ১ বিষ্ণু। ২ দেবতা
মাত্র, সকল দেবতাই দৈত্যদিগের শত্রু।

দৈত্যাহোরাজ (পুং) দৈত্যানাং অহোরাজ: ৩৩৭। দৈত্য-
দিগের দিনরাজ, ইহা মনুষ্যদিগের একবর্ষ পরিমাণ অর্থাৎ
মনুষ্যদিগের একবৎসরে দৈত্যদিগের এক অহোরাজ হয়।

দৈত্যোজ্য (পুং) দৈত্যানাং ইজ্য: ৩৩৭। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।

দৈত্যোজ্ঞ (পুং) দৈত্যানাং ইজ্ঞ: ৩৩৭। দৈত্যদিগের প্রভু।
পাতালকেতু।

দৈধিব্য (পুং) ক্রীঃ দ্বিতীয় পক্ষীয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় পুত্র।

দৈন (ক্রী) দীনত ভাব: অণু। ১ দীনতা। দীনত দিবসত
ইদং দিন-অণু। (জি) ২ দিবস দক্ষী।

দৈনন্দিন (জি) দিনং দিনং ভবৎ ইত্যণ্ নিপাতনাং সাধু:।

দিন দিন বাহা যতে জন্মে বা নিশার হয়, প্রাত্যহিক, প্রতি

দিবসীয়।

“এব দৈনন্দিন: সর্গো ব্রাহ্মলোক্যবর্তন:।

তির্বাচ্ নৃপতি দেবানাং সত্ত্বো বজ্র কর্মতি:॥”

(ভাগ ৩।১।১৭৭)

দৈনন্দিনশ্রম (পুং) দৈনন্দিনশ্রমো শ্রমশ্রুতি। শ্রমার

প্রতিদিনাকালে সকল কৰ্ম করণ প্রণয়। চতুর্দশ
ইন্দ্রাবহিরকাল প্রকার দিন, অর্থাৎ বতদিন চতুর্দশ ইন্দ্র
অবস্থান করিতে, ততদিন প্রকার দিন এবং এই পরিমিতকাল
প্রকার রাত্রি। এই রাত্রির নাম প্রাকীরাত্রি বা কালরাত্রি।
ইহাতে প্রাকলোক হইতে অধঃস্থিত লোক সমুদয় বিনষ্ট হয়,
এবং প্রকার প্রভীত হইলে বিধি পুনরায় সৃষ্টি করেন।
এই প্রাকী নিশাতে বে প্রণয় হয়, তাহাকে কুজ প্রণয়
কহে। এই কুজ প্রণয়ে দেবতা, মূনি ও নরাদি সকল মাপ
হয়। পূর্বেক্ত ৩০ দিনে প্রকার মাপ এবং ১২ মাসে বৎসর
হয়। প্রকারে এইরূপ পঞ্চদশাব্দ গত হইলে দৈনন্দিন প্রণয়
হয়। বেদবিদ পণ্ডিতগণ ইহাকেই কিলরাত্রি লিখিয়াছেন।
এই প্রণয়ে চন্দ্রার্কাদি দ্বিধিবর, আদিত্য, বহু, কজ, মহ
প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়। দৈনন্দিন প্রণয় গত হইলে প্রাক
লোক সকল পুনরায় সৃষ্টি করেন। এইরূপ নতবর্ষ প্রকার
পরমায়ু *। (প্রকবৈবর্তপু*)

- * "চতুর্দশপ্রাবহিরে প্রকাশে দিনমুচ্যতে।
তাবতী প্রকাশোয়াত্রিঃ সা চ প্রাকী নিশা নৃপ।
কালরাত্রিঃ সা জ্ঞেয়া বেদেব পরিবর্তিতা।
এবং সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
প্রকলোকাদধঃ সর্বে লোকাঃ নষ্টান্ত তত্র বৈ।
উখিভেদেন সহসা সর্বগন্ধুখামিনা।
- চন্দ্রার্চপ্রকাশে প্রকলোকং গতঃ স্রজঃ।
প্রকারে ব্যতীতে তু পুনঃ সন্তজে বিধিঃ।
ততঃ প্রাকী নিশারাক কুজপ্রণয় উচ্যতে।
দেবাণ্ড মুনরৈশ্চ তত্র নষ্টা নরাদয়ঃ।
এবং ত্রিশদিবারাত্রি প্রকাশে মাস এব চ।
বর্ষং দ্বাদশমাসৈক প্রকলোকং চৈব হি।
এবং পঞ্চদশাব্দে চ গতে চ প্রকাশে নৃপ।
দৈনন্দিন প্রণয়ো বেদেব পরিবর্তিতঃ।
অহোরাত্রিঃ সা প্রোক্তা বেদবিদৈঃ পুরাতনৈঃ।
তত্র সর্বে অগষ্টাণ্ড চন্দ্রার্কাদিনিধিবরাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরীচী মাদবানরঃ।
অথয়ো মুনরৈশ্চ গন্ধর্বা রাকসাদয়ঃ।
মার্কণ্ডেয়ো লোমশক পেচকশ্চিরঞ্জীবিনঃ।
ইন্দ্রময়ন্তু নৃপতিশ্চাক্ষরাক্ষ কল্পনঃ।
মাতৃশমো বকশ্চৈব সর্বে নষ্টান্ত তত্র বৈ।
প্রকলোকাদধঃ সর্বে লোকাঃ নাপালরাত্তথা।
প্রকলোকং বহুঃ সর্বে প্রকলোকাদবর্তনং।
গতে দৈনন্দিনে প্রাক লোকান্তে সন্তজে পুনঃ।
এবং নতবর্ষ পর্যন্ত পরমায়ুত প্রকাশঃ।" (প্রকবৈবর্তপু প্রভৃতিখ)

দৈনন্দিন (জি)। দৈনন্দিনে তৎকালীন প্রণয় প্রণয়। দৈনন্দিন-
পরিমিত কর্তব্য বস্তু।

দৈনিক (জি) মিশে তৎকালীন ইতি ১। ১ দিনতব, প্রাতঃকালিক।
২ নিবাত্তবে বাহা বটে। ৩ একদিনে বাহা নিশার হইতে
পারে। ৪ দিন মনস্কী। ৫ এক দিনের বেতন।

দৈনন্দিনপতি (পু)। দৈনন্দিনে পতনের গোত্রাপত্য।

দৈববরজ (পু)। দৈববরজেন নিবৃত্তঃ কৃপঃ ক্রমঃ। দৈব বরজ
দ্বারা আকৃষ্ট দত্তবনন দ্বারা নিষ্পাদিত কৃপ।

দৈবী (স্ত্রী)। দৈবীত ভাবঃ ক্রমঃ। দৈবীত, লব পরিমাপ, এক
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার।

দৈবী (স্ত্রী)। দৈবীত ভাবঃ ক্রমঃ। ১ দৈবীত, দারিত্র্য। ২ কার্পণ্য।
৩ পোচনীত, ক্রোড়, কাশরত্নার মতাপ। ৪ সর্বিভ্য-
দর্পণোক্ত ব্যক্তিত্বের গুণভেদ।

"দৌর্গভ্যাটোন্নয়নোক্তং দৈবং মলিনভাবিকং।" (পাণ্ডিত্যদং)

দৈবীপী (পু)। দৈবীপতাপত্যং দৈবীপ-ই। দৈবীপের অপত্য।

দৈব (স্ত্রী)। দেবভেদং দেব-অ। (ভেদং। পা ৪।৩।২০) ১

দেবতীর্থ, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যগ্রবর্তী স্থানের নাম দেবতীর্থ।

"কারমঙ্গুলিন্দুলো২গ্রে দৈবং পিত্র্যং তরৈবঃ।" (মহু ২।৪০)

দ্বাদশুর্জের মূলের অধোভাগকে প্রাকতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলি
মূলের নাম প্রোপতিতীর্থ এবং সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগের
নাম দৈবতীর্থ। প্রাকল সকল সময়ে প্রাক, প্রোপতি বা
দৈবতীর্থে আচমন করিবেন। ২ বিবাহ বিশেষ, প্রাকদৈবাবি
বিবাহ আট প্রকার।

"বজ্রে তু বিততে নদ্যগৃহিণে কর্ম কুর্তে।

অলঙ্কৃত্য স্ত্রীভাবানং দৈবং ধর্মং প্রচকতে।" (মহু ৩২৮)

অভিশার বিবৃত্ত জ্যোতিষ্টোমাদি বজ্র আরম্ভ হইলে পর
সেই বজ্র কর্তব্য পুরোহিতকে নালঙ্কৃত্য কজা দান করিলে
তাহাকে দৈববিবাহ কহে। দৈবকার্য সিদ্ধির কার্যসার
এই বিবাহ স্তম্ভের হয় বলিয়া ইহার নাম দৈববিবাহ।
দৈব বিবাহোৎসব পূজ পূর্ক পূর্ক পিত্রাদি ৭ পুরুষ,
এবং পর পর ৭ পুরুষ এই চতুর্দশ পুরুষকে উজার করে ও
এই বিবাহোৎসব সন্তান প্রসূতকালসম্পন্ন হন। [বিবাহ
বেধ।] ৩ দেবতা মনস্কী।

"প্রমীতো পিতরৌ বত দেহভ্যাত্তির্ভবেৎ।

নাপি দৈবং ন বা পিত্র্যং বাবৎ পূর্ণো নবৎসরঃ।" (তুর্জিত)

পিতামাতার মৃত্যু হইলে দেহ অস্তিত্ব হয়, বতদিন
পর্যন্ত বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন দেব মনস্কী বা পিতৃসম্বন্ধী
কোন কার্য করিতে পারে না। দৈবৎ নিবৃত্তকালগত অণু।
৪ ভূমি, কলোদুশ ভূভাগ কর।

দৈবাবীশং কণাং সৰ্গাৎ কৰ্মকৰ্ম সত্যকৰ্ম ।
সংযোগাৎ যিৰোগাৎ ন চ দৈবাৎ পরং বলং ।
কৰ্মকৰ্মকৰ্মকৰ্মকৰ্ম ন দৈবাৎ পরং বলং ।
তদন্তি সত্যকৰ্ম সত্যকৰ্ম পরমাশ্রয়নীয়ং ।
দৈবাৎ বর্জিতং সত্যকৰ্ম কৰ্ম কৰ্মং বলীশ্বর ।
ন ঈদববলকন্ম সত্যকৰ্মাবিশাশি চ নিতং ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ গণেশপঃ)

জন্ম, কৰ্ম, শুভ ও অশুভ প্রভৃতি সকলই বৈবের অধীন,
এমন কি এই সকল জগৎই একমাত্র দৈবাবীশ । এই কারণে
দৈবের অধিক আর কিছুই বল নাই । এই দৈব এক
মাত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়, একমাত্র তিনিই দৈব হইতে অধিক ।
এই কারণে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে তত্ত্বগণ তজনা করিয়া
থাকেন । তিনি দৈববর্জন করিতে সমর্থ এবং নিজ লীলা
বারা কর করিতেও সমর্থ, এই জন্ত কৃষ্ণতত্ত্বগণ দৈবের
অধীন নহে । ইহারা কেবল কৃষ্ণোপাসনা করিয়াই শুভা-
শুভ সকল কার্য্য হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে ।

অন্তত্বপূর্ণাং দৈবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,
একদা মহু মন্তকে প্রায় করিয়াছিলেন, দৈব এবং পুরুষ-
কারের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? এই বিষয় আশ্রয় অতিশয় সন্দেহ
আছে । মন্তকেই ইহার উত্তরে মহুকে বলিয়াছিলেন, দেহা-
ত্ববর্জিত যে নিজ নিজ কৰ্ম্ম তাহাকে দৈব করে, অর্থাৎ
পূৰ্ণজন্মে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইরাছে,
তাহাই এই জন্মে ভাগ্য বলিয়া অভিহিত হইরা থাকে ।
এই জন্ত মনীষিগণ পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,
পুরুষকারই যখন ভাগ্যের প্রতি কারণ, তখন পুরুষকারই
সর্বাশ্রয় । পুরুষকার না করিলে ভাগ্য অগ্নিতে
পারে না । পূৰ্ণজন্মে বাহারা সত্যত্ব সংকার্যের অনুষ্ঠান
করিয়াছেন, এ জন্মে তাহাদেরও পুরুষকার ব্যতীত সেই
সকল ভাগ্য ফলদায়ী হয় না । পৌরুষবর্জিত লোকসমূহ
দৈবকেই জানে অর্থাৎ তাহারা কেবল দৈবের উপর নির্ভর
করিয়া থাকে । দৈব সম্পন্ন পুরুষকার করিলে ফল দেয় ।
দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিন একত্র হইরা ফল প্রদান
করে । দৈব, পুরুষকার বা কাল একাকী কেহই ফল প্রদান
করিতে সমর্থ নহে । ক্রমি বৃষ্টিযোগে ফল প্রদান করিয়া থাকে,
এইরূপ দৈব পুরুষকার যোগেই ফল দিয়া থাকে । এই
কারণে সর্গনা অতিশয় বহুর সহিত পুরুষকার অবলম্বন
করিবে । এইরূপ বাহারা অলসমূহ হইরা পুরুষকার অবলম্বন
করে, তাহারা পরলোকে শুভফল লাভ করিয়া থাকে ।
পুরুষকারহীন ব্যক্তি কেবল দৈবপরাগ হইলে ফললাভ

করিতে পারে না । এই কারণে সর্গনা পুরুষকার-
কার অবলম্বন করিবে । যখন পুরুষকার ব্যতীত দৈবও
ফল দান করিতে পারে না, তখন দৈবোপেক্ষা পুরুষকার
সর্বাশ্রয় জ্ঞানিতে হইবে । দৈব বসি অতিকূল হয়, তাহা
হইলে অভ্যন্ত পুরুষকার করিলে তাহা বিশেষ হয়, অর্থাৎ
অতিকূল দৈব অতিকূল হয় । এইরূপ বাহারা সর্গনা আলস্য
রহিত হইরা পুরুষকার অবলম্বন করে, সর্গী তাহাবিশকে
ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ (মন্তপুঃ ১১৫ অঃ)

যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার একটা সংকার থাকে,
ঐ সংকারের নাম বাসনা, সংকার অশুভ বা দৈব ইত্যাদি ।
কার্য্য জন্ত যে সংকার তাহার নাম দৈব । ক্রমই জীবের
কৰ্ম্মপ্রযুক্তির মূল, অতএব ক্রম নামক অজান অহম্বার,
নমতা, রাগদেব প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে, প্রযুক্তির
অধীন হইরা কার্য্য করিবে, অথচ তাহার ফলভোগী

• “দৈবে পুরুষকারে চ কিংবোহ তৎ ত্রবীতু তে ।

অত্র মে সন্দেহো দেব হেতু নীতশেষতঃ ॥

মন্ত উবাচ ।

যমেব কৰ্ম্মদেবাথাং বিদ্ধি দেহান্তর্যুক্তিতঃ ।

তন্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহর্মনীষিণঃ ॥

অতিকূলং বদা দৈবাৎ পৌরুষেণ বিহততে ।

মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুখ্যমশীলিনাং ॥

যেবাং পূৰ্ণকৃতং কৰ্ম্ম সাধিকাং মহাজোতব ।

পৌরুষেণ বিনা তেবাং কেবলিকিৎ বৃত্ততে কলং ॥

কৰ্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসত্ত তথা বলং ।

কৃচ্ছ্রেণ কৰ্ম্মণাবিদ্ধি তামসত্ত তথাকলং ॥

পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ম মার্গিতব্যং কলং নরৈঃ ।

দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জিতাঃ ॥

তন্মাত্রিকালসংযুক্তং দৈবেন সকলং ভবেৎ ॥

পৌরুষং দৈবসম্পত্তা কালে ফলতি পার্থিব ॥

দেবাং পুরুষকারত কালন্ম মহাজোতব ।

ত্রয়মেব মহাত্ম পিভিভ্যঃ ত্রাৎ কলাবহং ॥

কৃষ্ণেহু সন্দেহোদ্যোগাৎ বৃত্ততে কলসিদ্ধয়ঃ ।

তাত্ কালে প্রসুততে বৈবাকালে কথকন ॥

তন্মাৎ সদৈব কৰ্ম্মণ্যং সধর্ম্মঃ পৌরুষং বৃত্তিঃ ॥

এবমেব প্রায় বর্জীত প্রয়োকে কলং ভবং ॥

বালসাঃ প্রায় বৃত্তাবাসি ন চ দৈবপরাগরাঃ ॥

তন্মাৎ সদৈব বহুৈন পৌরুষে বহুমাচরণে ॥

তাত্ কালসান্ দৈবপরাগ্ন মহাত্মা-

হুখানযুক্তান্ পুরুষাং হি সপ্তাঃ ॥

অধিবা বহুৈন ইযুত বৃষ্ণে ॥

কৃত্বাৎ সন্দেহানবদা হি কলং ॥ (মন্তপুঃ ১১৬ অঃ)

হইবে। অতএব জীবন-কর্ম এইখানেই থাকিবে। এই সকল বিষয়
• যোগীরা বলেন, জীব সকল রেশের বাধা হইয়া শুধু বন্দ
কার্য করে এবং সেই সকল কাৰ্য্য দৈব, অদৃষ্ট বা
সংহার ইত্যাদি নামে ব্যর্থ করিয়া কর্মমূলের খুঁটি করে।
যাজিকেরা তাহাকে অপূর্ণ, অদৃষ্ট, পাণ পুষা বর্ষাবর্ষ বা
দৈব নামে উল্লেখ করেন। জীব সেই সকল মুক্তি কর্তব্য
পদের প্রেরণাতেই পুনর্বীর সেই সেই কর্ম করিতে ইচ্ছুক
হয়। বল কথা এই কর্ম করিবামাত্রই জীবের স্বল্পশরীরে
বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ উৎপন্ন হয়, সেই
কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর
প্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাসদেহাদির হয় পুনঃ বীজ
উৎপাদন করে। সেই সকল কর্মবীজের নাম কর্ম্মাশ্রয়,
ইহার অন্ত নাম বর্ষাবর্ষ, অদৃষ্ট, ভাগ্যা প্রভৃতি। কর্ম
করিলেই জীবের হয় শরীরে কর্ম্মজন্ম আশ্রয়, বর্ষাবর্ষ নামক
গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মেই জন্মে। বর্ষাবর্ষ নামক গুণ
জন্মিলে সে আপনার আশ্রীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত
করিবেই করিবে। কতদিনে বা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থার
পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কলতঃ এক সময়ে
না এক সময়ে করিবেই করিবে। কেহই নিবারণ করিতে
পারিবে না। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম কর্ম্মফল। এই
কর্ম্মফল কেহ ইহশরীরে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা জন্মান্তরে
বা পরীয়াস্তরে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ফলভোগের নাম
ভাগ্যফলভোগ, এই ভাগ্য কর্ম্মফলভোগের মূলে পুরুষকার
রহিয়াছে, অতএব পুরুষকারের প্রতি সর্জন্য বদ্ব করিতে
হইবে, অর্থাৎ সংকার্য্য পুরুষকার করিলে শুভ দৈব
বা শুভাদৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহার ফলও শুভ হইবে।
উৎকট বা তীব্রতম পুরুষকার বা কর্ম করিলে তজ্জনিত
আশ্রয় ও তীব্রতম শক্তিশালী বা বেগশালী হইবে।
এইরূপ পুরুষকাল করিলে দুর্দৃষ্ট বিনষ্ট হয় এবং আশ্রয়
ভুক্তকল হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকারই দৈবানুকূল
শ্রেষ্ঠ, জীবমাত্রেরই বাহ্যতে শুভ দৃষ্ট হয়, এইরূপ পুরুষকার
করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

৩ দেবদর্শন সর্গভেদ, এই দেবদর্শন অষ্টবিধ—বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্ম, অশ্বিন, গন্ধর্ব্ব, অশ্বরূপ, সিংহ, বক, রাক্ষস, চারণ, ভূতপ্রেতশিখার, বিদ্যাময় কীর্ত্তনাদি এই ৮ প্রকার দেবদর্শন। (ভাগবত) সাধারণতঃকৌতুকীভাৱে অষ্টদেবদর্শনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

“**ਅਭੇਤਿਕਸ਼ੇਪ।** ਨੈਕ ਫੇਰਾਧੋਆਨਕੁ ਭਵਤਿ ।

“साहित्यकविः नानाभाषा-लोचकः सर्वः” (साधना)

আম, আমনিভা, ঐশ, পৈজ, লাক্কি, বক, হাঙ্গি ও
পৈশাচ এই সাতবিধ দেবদেবী।

দেবো দেবভেনো দেবতাইত অঞ্। ৭ শ্রীহরেন, দেব-
তার উদ্দেশে যে শ্রীহরিত হর, তাহাকে দেবপ্রাণ কহে।

“ନେବକାର୍ଯ୍ୟାଦିକାଞ୍ଚିତାଂ ମିତ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାଂ ବିନିଷ୍ପତ୍ତେ ।

देवः हि निवृत्तः पूर्वमापाहिमः वृत्तः ॥

ভেদানামকভূতত্ব কুর্সঃ দৈবক নিবোধকম্।

ब्रह्माणि ८ विष्णुमणि द्वाविंशत्यक्षरमिति ॥ (मन्त्र ७२.७, २.४)

বিজ্ঞানিগের দৈবকার্য অপেক্ষা পিতৃকার্য বিশেষরূপে
অভূতান করা কর্তব্য। দৈবকার্য পিতৃকার্যের অদ-
বরণ পূর্বপোষক মাত্র। পিতৃকার্যের স্বপক্ষীয় বলিয়া দৈব-
কার্যে অর্থাৎ বিশ্বদেব আধাহনাদি অগ্রে করিতে হয়।
বাহার অগ্রে দৈবকার্য না করিয়া পিতৃপ্রভেদে ব্রাহ্মণ
নিমন্ত্রণ ও শেষে বিসর্জনাदि করে, তাহার প্রাচ্যে পতিত
হয়। ৮ দেবস্বামী, দেবতার সবচে বাল্য কিছু হয়, তাহাকেই
দৈব কহে। দিবি-ভাব-অণ। (জি) ৯ আকাশ।

দৈবক (পুং) দেবএব অর্থে কন্। দেব।

দৈবকী (জী) দেবকীপত্নী জী অঙ্কীপ্। দেবকীমূর্তির
অপত্যজী, দেবকীর কন্যা, বহুদেবের পরী, ব্রহ্মের মাতা।

नैवकीनन्दन (५९) नैवकाः नन्दनः ७३५ । नैवकीय पूत,
बागुदेव, श्रीकृष्ण ।

দৈবকোবিন (খি) দৈব শুভাশুভজ্ঞাপকহেতৌ কোবিনঃ ।

১ দৈবজ্ঞ। ২ দৈব পণ্ডিত; যাহারা দেবতার বিষয় অবগত
আছেন। ত্রিংশটাপ। দৈবজ্ঞা।

দৈবকল্পি (পুং) : ক্রোড়বংশীয় দৈবকল্পের আস্থক নৃপতি ।
(হরিবং ৩৭ অঃ)

দৈবচিস্তুক (পুং) দৈবঃ লক্ষণেন শুভাশুভং চিস্তয়তি চিস্তি-
 ধূল। দৈবজ।

দৈবজ্ঞ (জি) দৈবজ্ঞ জ্ঞানকে জ্ঞান। গণক, দৈবচিন্তক, বাহারা প্রভৃতি গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে পারেন। ইহাদের উৎপত্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ইহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছিল, এই জন্য ব্রাহ্মণের ভোগ করিয়া শতজন নৃসিং প্রভৃতি ভয় পরিগ্রহপূর্বক শবর, বর্ষকার, ভূবর্ষাবিক ও বন প্রভৃতির দেবী হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের গণনাপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ নামে জ্ঞাত হইবে।

“लालालोहादियापारी रसमिबिहारी च वः ।

न वाति नागवेष्टेक नागवेष्टित एव च ॥

সাব্যবহের দ্বান সাক্ষিতঃ পরিত্রাণঃ সৰ্ব্বকৰ্মণা গোত্র
হিন। পণ্ডে-ভীষ্মভক্তঃ ক্রিয়াক্ষেপঃ কৃত এক এক করিয়া
কল্পত পট্টপ সুতঃ প্রবর্তে একপত পট্টপই কল্পত পট্ট
করিয়াহ্রিস্তমঃ।

এহবিপ্রগণের এই একবিংশতী নাম নিখিট হইয়া
হিগ—১ সাক্ষর, ২ জ্যোতিষিক, ৩ দৈবজ্ঞ, ৪ গণক,
৫ গ্রহবিদ্র, ৬ বিদ্রোহ, ৭ নক্ষত্রবিদ্রাঘ, ৮ আচার্য্য,
৯ ব্রাহ্মণেজ, ১০ নটক, ১১ সার্বভৌমিক, ১২ স্থবী, ১৩ শাবী,
১৪ নমস্ত, ১৫ অবি, ১৬ বটকরী, ১৭ গ্রহচুহর, ১৮
মৌহুর্জিক, ১৯ মৌহুর্জ, ২০ জমী, ২১ কার্জাভিক। (১)

আরও কথিত আছে, গ্রহগণের পুণ্যনের কৃত শাকরীণে
উৎপন্ন অমার যুগ হইতে দৈবজ্ঞ-হইয়াহিন, তাহাকে নিশ্চরই
ব্রাহ্মণ জানিবে। সত্যযুগে গ্রহবিদ্র, ত্রেতার সাধিক ব্রাহ্মণ,
যাগরযুগে নাতীক ব্রাহ্মণ ও কলিযুগে-নিরসি ব্রাহ্মণ পুণ্য।

জ্যোতিষ অধ্যাপন, পুন্ডা, বেনশাজ কখন, বজ, দান-
গ্রহণ ও ভিক। এই ছয় প্রকার গ্রহবিপ্রের লক্ষণ জানিবে।
এই ছয় কর্মবর্জিত যে বিপ্র হয়, তাহাকে গ্রহবিপ্র
বলা যায় না।

অমণজিকা (কোম্রী) লেখাইরা যে ব্যক্তি পরিশ্রম
অহুসারে গ্রহবিপ্রকে বক্ষিণা কাল না করে, সে শতবৎসরকাল
পিতৃগণের সহিত কুন্তীপাক নামক সরকে বাস করে।

গতগ্রী ব্যক্তি গণকগণকে বেক করে, গতগ্রী ব্যক্তি
চিকিৎসককে বেক করে, গতগ্রী ব্যক্তি ও গতগ্রী ব্যক্তি
ব্রাহ্মণ রাজত্বই বেক করে। (গ্রহযামল)

রাজমার্গেও লিখিত আছে—

“গ্রহবিদ্রাষ্টতম। বহুস্তি বহুগ্রহাঃ কৰ্ম্মভিরাচরতি।
তুটে তু তুটাঃ সততং তবেদ্রগ্রহাণবিপ্রেরু ঋতাংতুধ্যাঃ।
গ্রহাণ্যভ্যন্তো বিপ্রো বো হতাঠোজ্জ্বরাগণি।
যক্ষাভ্যুতি যদ্রাতি আপ্রবতি গ্রহাঃ সরং।
ব্রহ্মন্ গ্রহব্রাহ্মণার্জা গ্রহদানঃ গ্রহার্জনম্।
গ্রহহোমদক্ষিণা চ ভদ্রগ্রহব্রাহ্মণার বৈ।
সযাঃ সৰ্ব্বক তদুবাং গ্রহব্রাহ্মণকোজনম্।
ইত্যেবং গ্রহব্রাহ্মণ কাৰ্য্যবিদ্রিগের ভবেৎ।”

গ্রহবিপ্রগণ সত্যই হইয়া বাহা বলেন, গ্রহগণ কার্য্য দ্বারা
তাহাই আচরণ করেন। গ্রহবিপ্রগণ তুটে হইলেও স্বর্বা অতুতি
গ্রহগণ তুটে হন। যে গ্রহবিপ্র স্বর্বা দ্বারা স্বর্বা হোম
করেন, স্বর্বা গ্রহ করেন, স্বর্বা বাহা জোন করেন, গ্রহগণ

তাহাই জ্ঞাত হন। গ্রহবিপ্রের পুন্ডা করিলেই গ্রহের পুন্ডা
হয়। গ্রহহোম বাহা দক্ষিণা দেওয়া বাহ, তাহা এবং
গ্রহকল্পের সমস্ত ক্রমই গ্রহবিপ্রকে বিতে হয়। গ্রহকল্প
গ্রহবিপ্রগণকে জোন করাইতে হয়। এইরূপে গ্রহকল্প
করিলে কাব্যাদি কৰ্ম্ম লক্ষণ সিদ্ধ হয়। [গণক দেখ।]

দৈবজ্ঞা (গ্রী) দেবজ্ঞ-টাপু। দৈবজ্ঞ-গরী। পর্ষ্যদ্র—বিপ্র-
দ্রিক, ঈকপিকা। (অমর) ইহারাজ লক্ষণবাহা ততাত
নির্ণয় করিয়া থাকে।

দৈবজ্ঞ (গ্রী) দেবজ্ঞ-বার্ধেঅণু। ১ দেবজ্ঞা। দেবজ্ঞানাং
সমুঃ অণু। ২ দেবজ্ঞাসমুঃ। (জি) দেবজ্ঞা ইদং অণু।
৩ দেবজ্ঞা সম্বদী। কেহ কেহ বলেন দেবজ্ঞা বর্ধে দৈবজ্ঞ
লক্ষণ পুংলিঙ্গ; কিন্তু—

“আর্ধং হ্রস্বো দৈবজ্ঞক বিনিরোগপত্নৈব চ”

এই যোগী বাজবন্ধাদির বাক্যে স্ত্রীরলিঙ্গতাই কিং হয়,
কিন্তু কোন কোন মতে পুংলিঙ্গেরও আরোগ দেখা যায়।

“যত যত তু যত উদ্ভিটো দেবজ্ঞা তু বা।

তদাকারং ভবেত্তত দৈবজ্ঞং দেবজ্ঞোভ্যতে।” (নিরুক্তি)

৩ দেবজ্ঞা-সম্বদীর প্রতিশাসি।

দৈবজ্ঞত্ব (জি) দৈবজ্ঞ ভাগ্য ভ্রম গ্রহাণং যত। ভাগ্যারীন,
অদৃষ্টের অধীন। “কিক পুরা কিল হরিতজ্জ্বরাগণদুধ্যা
মহীজ্ঞা দৈবজ্ঞঃ হুঃপত্নঃ অহুহু পত্নাদনেককথাং নিরায়না-
মকুর্জন” (দশকুমারচরিত)

দৈবজ্ঞপতি (পুং) দৈবজ্ঞানাং দেবানাং পতিঃ ৩৩৭। ইজ।

দৈবজ্ঞপ্রতিমা (গ্রী) দৈবজ্ঞানাং দেবানাং প্রতিমা ৩৩৭।

দেবজ্ঞা সম্বদীর প্রতিমা।

দৈবজ্ঞরস (পুং) গ্রহর কবিতের। “বৈশ্বামিত্র দৈবজ্ঞরস
দৈবজ্ঞরসেতি” (আখ্য শ্রৌঃ ১২।১৪।৩)

দৈবজ্ঞরস (পুং গ্রী) দৈবজ্ঞরস শ্রেষ্ঠদৈবজ্ঞ লক্ষণ্য ভ্রম-
বিধাং চক্। শ্রেষ্ঠ দেবজ্ঞার লক্ষণ্য। দ্রিধ্যঃ টাপু।

দৈবজ্ঞি (পুং গ্রী) দৈবজ্ঞভাগ্যঃ ইজ্। দেবজ্ঞার লক্ষণ্য।

ভতো হুনি কক্। দৈবজ্ঞার, দেবজ্ঞার বুঝা লক্ষণ্য।

দৈবজ্ঞা (জি) দেবজ্ঞা বার্ধেঅণু। দেবজ্ঞা। “আর্ধং হ্রস্বত
দৈবজ্ঞাং” (বাজবন্ধা)

দৈবজ্ঞত্ব (জি) দেবজ্ঞত্ব ভাগ্যঃ অণু। ১ দেবজ্ঞত্ব ভাগ্যাদি।

দৈবজ্ঞত্ব ভক্তিরত, অতিভক্তভাগ্যঃ ল ঠক্। কিন্তু অণু।

২ দেবজ্ঞত্ব-ভক্তিরত।

দৈবজ্ঞতি (পুং গ্রী) দেবজ্ঞভাগ্যপত্যঃ দেবজ্ঞ-ইজ্। দেব-
জ্ঞের লক্ষণ্য।

দৈবজ্ঞশর্পিনী (পুং) দেবজ্ঞশর্পিনে অধিগা হুইঃ অধিগত

(১) কল্পত পুন্ডাও এই ২১তী নাম কথিত আছে।

দেবতা নামে, অতি প্রিয়তম হৃদয়স্থিত পিতৃ-পুত্রের
সম্বন্ধ পরিত্যক্ত করিয়া কখনো কখনো পুত্রিত্ব পালে নাই।

দৈবাহুতা (স্রী) দেবাহুতা বৈবঃ অণ্। ১ দেবতা কথিত্বের
ইচ্ছায়াঃ দেবাহুতবোধোভ্যাজ অহুবাক অকাঠো বা
নিবৃত্ত্যনিবাসিন্। ২ দেবাহুতবহুত অহুবাক বা অব্যাহত।

দৈবাহুতাস্তা (পুং) দৈবঃ দেবসবদী অহৌহাঃ। দেবতা-
নির্দেশ এককিন্। নবুত পরিমাণের এক বৎসরে দেবতাবিশেষ
একদিন হয়।

দৈবিক (জি) দেবত অয়ঃ দৈবে তবো বা ঠক্। দেব সযতীর।
“অহৌহাঃ বিতজতে হৃদ্যো মাতৃবদৈবিকঃ।

মাজিঃ বৎসরঃ কৃত্যনাং চেটাসৈ কর্ণগামহঃ।” (মহু ১৮৩৬)
দেবাহুতঃ অহুতঃ বা ঠক্। ২ দেবতাবিশেষ উল্লেখে
যে শ্রীকৃত হয়, তাহাকে দৈবিক কহে।

“দেবাহুতঃ যজ্ঞঃ কৃত্ব দৈবিকবৃত্যতে।
হৃদিত্তেব নিব্রিষ্টেন সন্ত্যমসি ব্রতঃ।” (অবিদ্যপুং)

দৈবী (স্রী) দেবতাইং দেব-অণ্ ততোঈপ্। ১ দেবসবদীর।
২ “দৈব দিব্যঃ দ্বারা পরিণীতা পত্নী। ৩ চিকিৎসা বিশেষ।
“আত্মী মাহুতী দৈবী চিকিৎসা জিবিধাষত।।” (দৈবজক)
দৈবী, আহুতী ও মাহুতী এই ত্রিবিধ চিকিৎসা। দেব-ঐপ্।

৩ সীতোক্ত সম্প্রদেয়।
“অতঃ সৎসংস্কৃতজানবোপব্যবহিত্যঃ।

দ্বানং সৎসংস্কৃত বাধ্যানতপ আর্জবঃ।
অহিনো সত্যমক্রোধভ্যাগঃ শান্তিরপৈতনঃ।
কমা কৃত্তবসোপুণ্ডঃ বর্ধিবঃ হীরণ্যপনঃ।
তেজঃ কমা-বৃত্তিঃ শেটনক্রোধো নাত্তমামিত্য।

অবতি সম্পদঃ দৈবী সত্যজাতত ভাসতঃ।” (গীতা ১৮১৩)
এই অগতে জীবগণের প্রকৃতি তিন প্রকার—দৈবী, আহুতী
এবং মাহুতী। ইহারা ক্রমে লব্ধ, রজ বা স্তম্ভোপপন্ন হইতে
কল্পপন্ন হয়। ইহারা মধ্যে বাহ্যিক দৈবী প্রকৃতির উপকরণ
হইয়া অগ্রগ্রহণ করে, তাহাদের আচরণের বা প্রকৃতি
হইয়া থাকে। অতঃ, সৎসংস্কৃতি, জ্ঞান এবং যোগ দ্বারা

নিষ্ঠা এইগুলি দৈবী। পুত্রকল্পজনি, সন্তত পরিজনবর্গ এবং
সমস্ত প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি পরিভ্যাগ করিয়া
একলম্বন একাকী আমি কিরণে জীবিত থাকিব, এইরূপ
প্রীতির উত্তর না হইয়া উচ্ছাদেই একপ্রকার উচ্ছাদ
বিশেষের নাম অতঃ। অতঃকরণের নির্ণয়তঃ কর্ণা, মন্তব-
ভূষণ, অহুতক পুরুষের উপকৃত্যই মন্তবভূতি।

আত্মজ্ঞান, অতঃকৃত্য পাতের প্রকৃত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
যে লব্ধার নিবৃত্ত্য-প্রকৃতি তাহাকে জ্ঞান কহে। ইহাও জ্ঞান

আত্মজ্ঞান-প্রকৃতি জ্ঞান লব্ধার দেবাহুতক পত্নী
অতীত আত্মকৃত্য অহুতের নিমিত্ত চিত্তকাগ্রতা
করাকে বোধ করেন। এই জ্ঞান আত্ম বোধে সর্বনা
নিষ্ঠা থাকাকে আত্মসোমনিষ্ঠা কহে। ইহার নাম দৈবী-
সম্পদ। এই ত্রিবিধ পরমহংসপ্রকৃতি সম্পদ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।
সাম্যজি, দম্যজি, কমা প্রকৃতি আচার্য শক্তি এবং ভগ্নাঃ
শক্তি প্রকৃতি শক্তি—দৈবীসম্পদ। এই ত্রিবিধ বাক্যক্রমে
চতুরাঙ্গমেই বিকশিত হয়, এবং আর্জব, অহিংসা, সত্য,
অক্রোধ, ভ্যাগ, শান্তি, অশেষতন, সর্গভূতন, অসৌন্দর্য,
ব্রহ্মতা, লজ্জা, অচাপনা, তেজ, কমা, বৃত্তি, শৌচ এবং অমা-
নিষাদি শক্তিগুলিও দৈবীসম্পদ বলিয়া অভিহিত হইয়া
থাকে। এই দৈবীসম্পদ ব্রাহ্মণদি চতুর্ভূতের মধ্যেই বিক-
শিত হইতে পারে। বাহ্যিক পূর্ণজন্মের কর্ণজন্মের দৈবী
প্রকৃতির বীজ লইয়া অগ্রগ্রহণ করেন, তাহাদেরই পরিণামে
নানাবিধ কারণের সাহায্যে এই সকল শক্তিগুলি পরিষ্কৃত
হইয়া থাকে।

দৈবোদাস (পুং) দিবোদাসে তবঃ অণ্। ১ দিবোদাস তব।
দিবোদাসভ্যাগতঃ অণ্। ২ দিবোদাসের অপভ্রাতা, এবং
ভেদ। “জিগ্রহসঃ ভার্গব দিবোদাস বাগ্ভেতি” (আব-
ক্রৌ ১২১০।১২) দিবোদাসের আহুতমানঃ অণ্। ৩ দিবো-
দাস কর্তৃক আহুতমান বহিঃ “দৈবোদাসো অরিষো অচ্ছান”
(ঋক্ ৮।১০০।২) “দৈবোদাসঃ দিবোদাসেন আহুত-
মানোহাঃ।” (সারণ)

দৈবদাসি (পুং) দিবোদাসিত অপভ্রাতা ইঞ্। দিবোদাসের
অপভ্রাতা।

দৈবোদ্যান (স্রী) দৈবানাং দেবানাং উদ্যানঃ। দেবতা-
বিশেষের উদ্যান।

দৈবোপতক (জি) দৈবেন উপহতঃ কন্। দৈবকর্তৃক উপহিত,
দৈব বাহ্য প্রতিকূল হইয়াছে, হতভাগ্য, ভতানুভবী।

দৈব্যা (স্রী) দেবতেনঃ দেব যজ্ঞঃ (দেবতাজ্ঞেয়ী) পা ৪।১৮৬
ইত্যভ্যর্থিকোভ্যা যজ্ঞঃ। ১ দৈবঃ। ২ ভাগ্য। (জি) ২ দেব-
সযতীর। “ক্রমে লম্বা দৈব্যাঃ লম্বাঃ” (ঋক্ ২।৩৮।১১)

দৈবিক (জি) দেশেন নিবৃত্ত্যঃ তভেবঃ বা ঠক্। ১ দেশস্থত।
২ দেশ সযতীর। ৩ সমস্ত বিশেষ।

“পরমহংসপদক দ্বিবিধঃ পরিকীর্ণিতঃ।
দৈবিকঃ কথিতকালি-পূর্ণঃ এবং হু দৈবিকঃ” (ভাট্টপরিঃ)
দৈবিক পরমহংসের হৃদ্য সৎসংস্কৃতিভূতভূত হইতে
উৎপন্ন হয়। কর্ণাৎ, লব্ধে হৃদ্যের পথেই অসৎসংস্কৃতি
ভাট্টকঃ দৈবিক-পরক কৃত্যঃ। [পরম দেবঃ]

দৈনিক বিশেষত্ব (ক্রী) দেশের অতীত সময়
স্বভাবের।

দৈনিক (ক্রী) দিঃ ভাগ্যমিতি প্রতিভা ইতি ঠক্। ভাগ্য
প্রাপক দৈনিক, ভাগ্য বিধান করিয়া ভাগ্যের উপর
নির্ভর। বাহারা কেবল দৈনিক উপর নির্ভর করিয়া থাকে।
“নালবতে দৈনিকতাঃ ন নিবীদতি পৌরবে।” (শিউপাল-২৫)
দৈনিক (ক্রী) দেহত ইহং দেহে ভবং বা দেহ-ঠক্। ১. দেহ-
স্বকীর। ২. দেহতব।

“বিগ্নত্বোৎসর্গভাষ্যঃ মুখ্যার্থাদেবমর্থবৎ।

দৈহিকানাঃ মলানাং শুদ্ধিঃ কামশখিঃ।

বসাত্তকম্বজা নৃবিট্রাণকর্ণবিট্রি।

প্রেরাজ্জবিকাষেদো বার্ষৈতে নৃণাং মলাঃ।”

(মহু ৫১৩০৪—১০৫)

মলা, রেত, রক্ত, মজা, মূত্র, বিটা, নাসিকামল, কর্ন-
মল, প্রেরা, নেত্রমল, নেত্রমল ও বর্ষ এই ষাটটি দৈহিক
মল। এই ষাটটি দৈহিক মলের শুদ্ধি করিতে হয়।

দৈহ্য (ক্রী) দেহে ভবং দেহ-ঠক্। দেহতব জীব। “অখাপি
বতমে দৈহ্যে স্বাভা চৈবাননো বিতুঃ।” (ভাগ ১৪:২০)

দো (দেশজ) হুতগা, পতিমেহরজিতা, ছা।

দোখিলিখর (ক্রী) দোখ: শিখরং ৬৩২। ঠক্।

দোঃসহস্রভুৎ (পুং) দোঃ সহস্রং বাহ সহস্রং বিভক্তি-ভু-
কিপ্। ১. কার্ত্তবীৰ্য্যভূত্। ২. বাণাহুর।

দোআ (আরবী) ১. প্রার্থনা, আরাধনা। (দেশজ) দোহন করা।

দোআঁশ (দেশজ) দুই বিভিন্ন বীৰ্য্যোৎপন্ন।

দোআত (আরবী) মতাদার।

দোআনী (দেশজ) দুই আনা মূল্য কুত্র রৌপ্য খণ্ডবিশেষ।

দোআল (দেশজ) বে হুত দোয়, দোহনকারী।

দোআঁসলা (পারসী) খচর, মিশ্রজাতি, সত্বর।

দোঁহা (হিন্দী) এক প্রকার হুত।

দোঁহে (দেশজ) উত্তরে, হুয়ে।

দোকুতা (দেশজ) ভানাকু, শুক ভানাকের পাতা।

দোকর (দেশজ) হুইবার।

দোকলমা (পারসী) হুই অজুলিবার কলম ধরা।

দোকা (দেশজ) বে দড়ির দ্বারা গোককে লাগল বড়
করা যায়।

দোকাটি (দেশজ) হুইবার কাটিয়া প্রাপ্ত, বাহা হুইবার কাটিয়া
প্রাপ্ত। (বর্জুর রসে ব্যবহার হয়।)

দোকক্ (পারসী) পণ্যশালা, পণ্যালয়, প্রবাদি ক্রম-
কিনয় স্থান।

দোকান্দার (পারসী) বে দোকান করে।

দোকান্দারী (পারসী) দোকানদারের কার্য।

দোকানী (পারসী) হুত দোকানদার।

দোখতী (পারসী) কাপড়ের পাত বিশেষ।

দোগজ (দেশজ) হুইগজ পরিমাণ কাপড়ের টুকরা।

দোদ্ধব্য (ক্রী) হুত-ভব্য। দোহনীর।

“বৎসোগমোন দোদ্ধব্যঃ রাষ্ট্রমকীপবুদ্ভিনা।” (অরুত শাস্তিপং)

দোদ্ধ (ক্রী) হুত-তুত্। ১. দোহনকর্তা। ২. দোপাল। ৩. বৎস।

৪. অধোপজীবী। ৫. অর্ক। ৬. দোহনশীল।

“বৎ সর্কশেলাঃ পরিকর্য্য বৎসং

মেরৌ দ্বিতে দোদ্ধির দোহদকে।” (কুমার ১১২)

দোদ্ধী (ক্রী) দোদ্ধ-ভীপ্। বেহু, গাতি, হুতবতী বেহু।

“দোহাবসানে পুনরেব দোদ্ধীঃ

ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরপুর্নিবরণঃ।” (রত্ন ২২০)

দোখ (পুং) হুত অহ বেদে নিপাতনং হুত ব। দোখা।

“উকং দোখং বরণং বেবরাজকে” (ঋক্ ৫১:৫৫) ‘দোখং
কামানং দোখারং’ (সারণ)

দোখেইরা (দেশজ) বাহা হুই দিন অতর হয়, জাহিক,
তৃতীয়ক।

দোচক্ষুয়া (দেশজ) ১ সমভাবে কার্য করা। ২ অববধান।

দোচুদী (দেশজ) হুই চুদী বিশিষ্ট।

দোচেরা (দেশজ) হুই চির করা।

দোজক (পারসী) নরক।

দোজবরিয়া (দেশজ) হুইবার বিবাহিত পুরুষ।

দোজেতে (দেশজ) হুই তির জাতি হুইতে উৎপন্ন।

দোভী (ক্রী) দোশ-অহ গোরাদিহাৎ ভী। লত ক। দোদী,
কল প্রধান বৃক ভেদ।

দোটানা (দেশজ) হুইদিকে টানা, উত্তরলতট।

দোঠকা (দেশজ) উত্তরপক্ষ প্রত্যারণাকারী, বাহারা হুই
পকেই প্রত্যারণা করে।

দোঠকামি (দেশজ) হুইদিকে প্রত্যারণা করণ।

দোতত্ব, হুবিধাহুয়ারী একবার ইহার তৎপরে অপরের ক্রমিক
কার্য।

দোতা (পারসী) হুই কর্দ।

দোতার (পারসী) হুইবার জড়ান।

দোতাল (দেশজ) বিতল, হুইতাল।

দোতি, কুমলার দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি বহনন-
কীর্ণ প্রদেশ ও নগর। ইহার মধ্য দিয়া কর্ণালী নদী
অবাহিত হইয়াছে।

ইহা অস্বাভাবিক আকৃতির প্রভাবশ্রী ফল ও রসবিহীন-
খণ্ডকে কাকীলী বারা বিভক্ত করিয়াছে। প্রাচীন যুগের
সারবরেশী হইতে লাগে ৪২ কোশ পূর্বোক্তের অম্বিত।
এখানে প্রায় ৪৫ শত আবার গৃহ, ২টি পল্টন ও কতকগুলি
কারাগার আছে।

দৌতো (দেশজ) দ্বিতীয় কৃত, দুইতাল দ্রুত।

দৌধর (দেশজ) দুইবারগা অধিকার।

দৌহুলামান (জি) দ্রুত-বড়-দৌহুলা-শাণ্ড। বাহা অত্যন্ত
হুনিতেছে, বাহা পুনঃ পুনঃ বা অনবরত দৌধারমান হই-
তেছে। অত্যন্ত দৌধারমান।

দৌধ (পুং) দ্রুত-অচ্ নিপাতনাৎ সাধু। গোবৎস, বৎসভর,
বাহুর। "দেব সদৌধ কদম্বতলয় ত্রিধর ভারকনার পদং মে।"
(ছন্দোম্)

দৌধক (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে একাদশটি
করিয়া অক্ষর থাকে।

"দৌধকমিচ্ছন্তি ভদ্রিতরাদৌ।" (ছন্দোম্)

এই ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ
ও আর আর বর্ণ সমুদয় সযু।

"আভচতুর্থমহীনতিভবে সপ্তমকং দশমকং তথাভ্য।"

বত্র শ্লোক একটম্বরগণে তৎকথিতং ভব দৌধকবৃত্তং।"

(ঋতবোধ)

দৌধুয়মান (জি) পুনঃ পুনঃ অতিশয়েন বা ধ্রুতে ধু-বৎ।
দৌধুয় ধাতু শাণ্ড। পুনঃ পুনঃ কল্পনবিশিষ্ট, অতিশয়
কল্পনবিশিষ্ট, অত্যন্ত কল্পনশীল।

"নতবদাসম্ভবেব সাধ্বী দৌধুয়মানা বভূভীপতাকা।"

প্রায়কালে ও পরমাণু সকল দৌধুয়মান হইয়া অবস্থান
করিবে। (শিরোমণি)

দৌনা (দেশজ) ১ একপ্রকার লতা বিশেষ। (Artemisia
Indica) ২ পাতা দ্বারা বড় পানের খিল।

দৌপট্ট (দেশজ) দুই পঙ্ক্তি বা সার।

দৌপড়া (দেশজ) ১ দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীলোক। ২ খাদ্য।
বেমম দৌপড়া আঁৰ।

দৌপাইরা (পারসী) দ্বিপাদবিশিষ্ট, দ্বিপাদদ্রুত।

দৌপাঁশ (দেশজ) এক অগ্নিতে দুইপাত্র গরম করা।

দৌপাটা (দেশজ) অল্পর পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (Impatiens
Balsamina.)

দৌপাটালডা (দেশজ) অল্পর লতা বিশেষ। (Convolvulus
pos copra.)

দৌকড়কা (দেশজ) দুইপাখা বিশিষ্ট।

দৌকাক (দেশজ) কেক-বৃক্ষ সকল বৎসরে দুইবার ফল
উৎপাদন করে।

দৌকাক (দেশজ) দুইভাগে বিভক্ত।

দৌকাক (পারসী) ১ দুইগল কাপড়। ২ উত্তরীর বিশেষ।

দৌকাক (দেশজ) দুইতাল বিশিষ্ট।

দৌকাঝিরা (দেশজ) দুইভাষার দ্বারা বলিতে পারেন।

দৌমড়ান (দেশজ) ১ বিজ্ঞপীকরণ। ২ সজ্জিত হওয়া।

দৌমনা (দেশজ) মনের সন্দেহ, কোন কার্য করিব বা
না করিব এইরূপ মনের সন্দেহ।

দৌমালা (দেশজ) দুই মালাবিশিষ্ট, পরিপক-পত্রবিশিষ্ট,
ইহা কেবল নারিকেল খণ্ডেই ব্যবহৃত হয়।

দৌমুখ (দেশজ) ১ বিমুখযুক্ত। ২ প্রবকক, শঠ।

দৌরাই (দেশজ) মতাপার, কালি রাখিবার পাত্র।

দৌরানি (দেশজ) দুই আলা মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ।

দৌরাল (দেশজ) দ্বিভাষা গাভীর দুই দোহন করে।

দৌরাব (পারসী) দৌ=দুই, আব=জল। দুইটি নদীর মধ্য-
বর্তী ভূভাগ। ভারতবর্ষে এখন এই শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়,
তখন গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানকে বুঝাইত।

এই শব্দ মোগল সম্রাট অকবর প্রথম ব্যবহার করেন।
উত্তরভারতে "রীচনা" ও "জেচ্ নামে দৌরাব আছে;
দক্ষিণ-ভারতে কেবলমাত্র রায়চুর" কোয়াবেব নাম পাওয়া
যায়, ইহা কুকা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

দৌরাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শাহারাপুর, মজফ্ফরনগর,
মিরাত, বুলন্দসহর, আলিগড়, এতাবার কতকাংশ, মথুরার
কতকাংশ, কাণপুর, কতেপুর ও আলাহাবাদ জেলার
কতকাংশ এই ভূভাগের অন্তর্গত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের
এই দৌরাবই সর্বাপেক্ষা উর্বরা ও এখানে সর্বাধিক পরিমাণে
শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে লোকসংখ্যা বিস্তর।
তাহারা সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। মিরাত, কাণপুর,
আলিগড় ও আলাহাবাদ এই চারিটি প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং
রেলপথের বিস্তৃতিবোঝে স্থলপথে সকল স্থানেই লতাবি
আমদানী রপ্তানির বিশেষ সুবিধা আছে। গঙ্গা ও যমুনার
দ্বারা প্রাচ্যের সংযোগ অনেক, সুতরাং স্থলপথেও বাণি-
জ্যের বিশেষ সুবিধা। দৌরাব ভিন্নভাগে বিভক্ত।
শাহারাপুর হইতে আলিগড় একাংশ, মথুরা ও এটা
হইতে এতাবা ও কুরুখাবাদ একাংশ এবং কাণপুর হইতে
আলাহাবাদ ভূভাগ। গঙ্গার ও যমুনার খাল কাটরা তাহা
হইতে কেবল জলসেচনের ব্যবস্থা করাকে দৌরাবের সুবিধা
উর্বরতা-শক্তি ও উৎপন্ন শক্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গনার খালকাটা আরম্ভ হইয়া ১৮৫০-৫১ অব্দে শেষ হয়। পূর্বে দোরাংবে যথেষ্ট পরিমাণ শত উপর না হওয়ার প্রতিবৎসরই আরম্ভ হইত। সেইজন্যই বঙ্গনার জলে শতকেজা সিতা করিবার উদ্দেশ্যে খালকাটা হয়। খালকাটার যথেষ্ট পরিমাণ শত জমিতে লাগিল দেখিয়া গদারও খাল কাটিবার প্রস্তাব হয়।

১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমকালে বোরভর হুর্ডিক হয়, তাহাতেই গবর্নেন্ট গদার খাল কাটিবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার সক্ষম করেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৫৪ অব্দে উত্তরাংশের কার্য এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কলনার পর ১৮৭০-৭১ সালে আরম্ভ ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে খালকাটা শেষ হয়।

দোরক (পুং) ডোরক নিপাতনাৎ উভঃ। বীণাতত্ব-বঙ্গনরজ্জ্ব।

"ততত্ত্বজ্জুতং হিরণ্যং স্ত্রীং দোরকেন বরাতি।"

(কাত্যায়ণ শ্রৌঃ ৭।৩।১১)

দোর্গড় (পুং) দোবা বাহন। গড়ুঃ কুটিতঃ। কুটিত হত, পর্যায়—কুপ্প, বাহকুঠ।

দোর্গ্রহ (ত্রি) দোর্গহতে হনেন গ্রহ-করণে বহুঃ। ১ বলবান্। পর্যায়—কৈরাত, কাম, দোফোগ্রহ। ২ ভুলগ্রহণ, হতগ্রহণ। ৩ হস্তের ব্যাধি, বাহুতন্তরোগভেদ।

দোর্জ্যা (স্ত্রী) সূর্যাসিদ্ধান্তোক্ত ভূজাকার জ্যা।

"দোর্জ্যাত্তরংগাভুক্তিত্বং নৈজোক্তা পুনঃ।" (সূর্যাসিঃ)

দোর্দণ্ড (পুং) দোর্দণ্ড ইব। বাহুরূপ দণ্ড, ভূজদণ্ড।

"দোর্দণ্ডেন সন্মো ন চাতি ভুবনে প্রত্যাকবিকুঃ স্বরং।" (উত্তট)

দোর্মধ্য (স্ত্রী) দোফো মধ্যঃ। বাহুমধ্যভাগ।

দোর্মূল (স্ত্রী) দোবোমূলঃ। ভূজমূল, কক। পর্যায়—ভূজকোটর।

দোল (পুং) দোল-বহুঃ। ১ দোলন। দোলাতেহ্মিন ককেনেতি দোলি-অধিকরণে বহুঃ। ২ ঐক্যের অনামখ্যাত উৎসব বিশেষ, এই উৎসবে ঐক্যকে দোলারোহণ করা হয়। দোল বেওয়া হয়, এইজন্য ইহার নাম দোল হইয়াছে। এই উৎসব কান্তনমাসের পৌর্নমাসী তিথিতে করিতে হয়।

দোলের ব্যবস্থা—৩ বে দিন অরুণোদয় কালে পৌর্নমাসী লাভ হইবে সেই দিন ঐক্যের দোলযাত্রা হইবে, উত্তর দিন

অরুণোদয়কালে যদি পৌর্নমাসী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে হইবে, যেহেতু এই দিনে সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নকাল পাইয়াছে, এবং এই পৌর্নমাসী জিন্দা পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এই কারণে এবং বিধ পৌর্নমাসীর আদ্যাতিনর জন্ম এই পৌর্নমাসীতেই হইবে। যদি তিবিকর বশতঃ অরুণোদয় কালে পৌর্নমাসী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে হইবে। ইহাতে চতুর্দশীরই আদ্য দেখা যায়। পূর্বদিনে অরুণোদয় বাতীত যদি পূর্বাঙ্কে পৌর্নমাসী লাভ হয়, এবং পরদিনে সুহৃৎকালের ন্যূন যদি পৌর্নমাসী থাকে, তাহা হইলেও পূর্বদিনে হইবে। পক্ষমী পর্যন্ত দোলযাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা জানিতে হইবে।

"বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীরতে।

কান্তনে চ চতুর্দশীমঠমে বাহনঃজকে॥

অথবা পৌর্নমাসীতে প্রতিপৎসন্ধিসন্ধিতে।

পূজয়েবিধিবদ্ধত্যা কস্তচূর্ণচতুর্দশীঃ॥

সিতরক্তকৌরুপীতৈ কপূরাদি বিমিশ্রিতৈঃ।

হরিজাকারবোপাক রক্তরম্য ননোহরেঃ॥

অভৈরবী রক্তরম্যাক গ্রীগরেৎ পরমেশ্বরং।

একাদশ্যং সমারত্যা পক্ষমাসং সমাপরেৎ॥

পক্ষাহানি জাহানি স্ত্যার্লোলোৎসবো বিধীরতে।

দক্ষিণাতিমুখং ককং দোলবানং সক্রম্যঃ।

মৃষ্টাপরাধনিচটৈ মুক্তান্তে নাজ সংশয়ঃঃ"

(পাণ্ডে পাতালখণ্ড)

কলিযুগে এই দোলোৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান।

কান্তনমাসের চতুর্দশী তিথির অষ্টমযামে অথবা প্রতিপৎ সন্ধিকালে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক সিত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চতুর্বিধ কস্তচূর্ণ ধারা এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত করিয়া ঐক্যকে সজ্জ করিবে। একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পক্ষমীতে ইহা সমাপন করিবে, এই উৎসব পাঁচদিন বা তিনদিন ধরিয়া করিতে হয়। দক্ষিণাতিমুখে কক্ষকে দোলমানে স্থাপন করিবে, বাহারা এই দোলক কক্ষকে দর্শন করে, তাহারা অপরাধসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। (পদ্মপুরাণ)

পদ্মপুরাণের উৎকলখণ্ডে দোলোৎসবের বিধর এইরূপ লিখিত আছে—

চতুর্দশাদয়ঃ। এতেন পূর্বদিনে অরুণোদয়ঃ কিনা পূর্বাঙ্কে পৌর্নমাসীলাভঃ পরদিন সুহৃৎস্মানতিবিলাততলা কলপুংসবঃ পূর্বদিনে, সুখবচনামুদোখ-রিত্তি মিত্যং। উত্তরদিনে কর্ণবোধ্যপ্রসঙ্গকালপ্রাপ্তিখিনক্বেহ-সুখবচনপ্রবৃত্তেঃ। এবং পক্ষমীপর্য্যন্তই তিথিযু তৎকরণে সময়ে বিধা ব্যবহার্যেয়া।" (দোলযাত্রাভাষ্যঃ)

* দোলের সংক্ষেপ ব্যবস্থা—যদি অরুণোদয়কালে পৌর্নমাসীলাভ হইবে দোলযাত্রা। উত্তর দিনে অরুণোদয়কালে পৌর্নমাসীলাভে পূর্বদিনে। সন্ধ্যা মধ্যাহ্নকালব্যাপি এবং জিন্দা ব্যাপিও তিবিকরলবধাত। যদি তিবিকরবশতঃ অরুণোদয়কালে পৌর্নমাসীলাভ হয় তাহা হইলে পূর্বদিনে।

কাঁদনমাগে দোলোৎসব করিবে, সে উৎসবে বহু গোবিন্দ লোকদিগের অহুসারের নিদ্রিত পরা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে দেবদেবের অর্চনা করিতে হয়, এবং দেবদেব বিকুলে গোবিন্দ এই আখ্যায় অর্চনা করিবে। প্রাসাদের পূর্বে ১৬টা তক্ত উরতাকারে প্রোথিত করিবে, তাহাতে চতুঃস্র চতুঃস্র বেদিকায়ুক্ত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে চাকু চক্রাতপ, মালা, চামর ও অঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিবে। ঐ বেদিকাতে ত্রিপদী-কাঠ নির্মিত ভদ্রাসন করিবে, ইহাতে পাঁচ দিন বা তিন দিন ধরিয়া ফলুৎসব করিবে। চতুর্দশী রাজির নিশামুখে দোল-মণ্ডপের পূর্বভাগে বহুৎসব করিতে হয়। এই বহুৎসব 'নেড়ার ঘর পোড়ান' বলিয়া চলিত কথায় প্রসিদ্ধ আছে। এই বহুৎসব দোলযাত্রার অঙ্গকার্য। আচার্য্যকে বরণ ও ভূমি সংস্কৃত করিয়া বিধিবৎ তৃণরাশি সজিত করিবে, এবং বথাবিধানে পূজাদি করাইয়া সপ্তবার ঐ তৃণরাশি গোবিন্দকে ভ্রমণ করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে। যাহারা এই সময়ে হরিকে অবলোকন করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে পর্য্যন্ত দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত এই অগ্নি অস্ত্রিশয় বস্ত্র সহকারে রক্ষা করিবে। চতুর্দশীর বাসাবসানে অর্থাৎ অল্পশোধনকালে শুভা গোবিন্দ-প্রতিমা স্নানকৃত্যে অধি-বাসিত করিয়া পূজা করিবে ও নানাবিধ উপচার দ্বারা প্রতিমা পূজা করিতে হইবে। নানাবিধ মালা উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং বিজ-শ্রেষ্ঠগণ গোবিন্দকে পরশ্রব্দ ভাবনা করিয়া মন্ত্র সকল পাঠ করিবেন। ঐ সময়ে দেবপ্রতিমা স্বয়ং পুরুষোত্তমরূপে বিরাজিত হন। ঐ প্রতিমা রত্নালোলিকা দ্বারা স্নানমণ্ডপ হলে লইয়া যাইবে। এই সময় নানাবিধ তুর্ঘা-নিদ্রা, শঙ্খধ্বনি, জয়শব্দ, স্তোত্র-পাঠ, ধ্বজ, পতাকা, চামর ও ব্যজন প্রভৃতি নানাবিধ উপ-করণ দ্বারা মহোৎসব করিবে। এই সময় দেবগণ পিতামহকে অগ্রে করিয়া এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। যদি সকল এই উৎসব দেখিতে আগমন করেন। ভদ্রাসনে গোবিন্দকে অধিবাসিত করিয়া উপচার দ্বারা পূজা করিয়া এবং মহা-স্থানের বিধি অনুসারে তাঁহাকে স্নান করাইবে। বথাবিধি মহাস্নানাবসানে গন্ধ, তোমর ও ত্রিফল দ্বারা অভিব্যক্ত কার্য্য সূচাপন করিবে। স্নানাবসানে গোবিন্দকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও মালাদি দ্বারা বিকূষিত করিয়া পূজা করিতে হইবে, এইরূপে পূজা করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিতে হইবে। তাহার পর সপ্তকৃত করিয়া গোবিন্দকে দোলমণ্ডপে আয়ো-

পিত করিয়া সপ্তকৃত্যে বোধ দিবে। অথবা বোধে ও উর্দ্ধদেশে ঐ দোলমণ্ডপ স্নাত বার করিয়া ভ্রমণ করাইবে, অর্থাৎ দোল দিবে এবং দোলযাত্রাবাসন হইলে একবিশ্বজিবার ভ্রমণ করাইবে। ইহাই ভগবানের লীলা। স্বয়ং পিতামহ এই কথা বলিয়াছেন। রাক্ষসি ইন্দ্রদ্বার প্রথমে এই দোলোৎসব করেন। গোবিন্দের ধ্যান।

“অনর্থরহস্বটিত-কুণ্ডলোৎসাহিতপ্রতিঃ।

বথান্নানং বথানোক্তং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনং ॥

বিকচাচুসমধ্যস্থং বিশ্বখাভ্যাঃ স্ত্রিহা যুতং।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং ॥

সুপ্রসন্নং স্তন্যসাক্ত পীনবকঃকুলোদ্ভবঃ।

পুরোবোমাবিষ্টে দৌবৈত্ব ক্রান্তৈর্নৃতককটরৈঃ ॥

কৃতান্তলিপুটেত্ক্যাজয়শব্দৈরতিহৃতং।

গন্ধর্ভৈরম্মরোভিচ্ছ ক্রিয়রৈঃ সিন্ধচারণৈঃ ॥

হাৰ্হা হুহু অভুক্তিভিঃ সন্ধ্যং দিব্যগারনৈঃ।

অহং পূর্কিকারা নৃত্যগীতবাদ্যজ্ঞকারিভিঃ ॥

নেত্রাভুগলহস্তৈঃ পূজ্যমানং বৃন্দারিতৈঃ।

বিকিরতিঃ সর্কদিকু গন্ধচন্দনজং রজঃ ॥

উপবেশ্যথ গোবিন্দং পূজয়েচ্ছপচারকৈঃ।

বল্লবী বৃন্দমধ্যস্থং কদম্বতরুশূলগং ॥

হাবহাতবিলাসৈশ্চ ক্রীড়মানং বনান্তরে।

গোপীতিষ্টেব গোপালৈর্লীলালোলিকারা নগং ॥

চিন্তয়িত্বা জগদ্রাথং বিকিরেন্দ্রলক্ষ্মণকটরৈঃ ॥”

দোলোৎসবে এই ধ্যানে গোবিন্দের পূজা করিতে হয়।

যাহারা এই অবস্থায় ত্রিগোবিন্দকে বর্শন করে, তাহাদের মুক্তি হয়। ত্রিগোবিন্দদেবকে জিবার দোল প্রদান করিতে হইবে, এই দোল প্রদানে সকল পাতক নাশ হয়। তিনবার দোলোৎসব দেখিলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক এই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি হয়। যে রাজা এই দোলোৎসব করেন, তিনি চক্রবর্তী হন। ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। (ব্রহ্মপুং উৎকলখং ৪২অং) চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হয়—

“চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাতিমুখং হরি।

মোলাকটং সমভ্যর্চ্য মালমালোলয়েৎ কলৌ ॥” (ব্রহ্মপুং)

চৈত্রমাসের ত্তরপক্ষে হরিকে দক্ষিণাতিমুখ করিয়া

দোলারূঢ় করিবে। এই দোলোৎসবের নিত্যতা পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

“উর্দ্ধে রথং মধৌ দোলং প্রাবশে তত্তপূর্ক চ।

চৈত্রে মদনকারোপমকূর্কানো ব্রহ্মকথাঃ ॥

বিক্রে দোলোহিত্য হইল। জৈলোক্যেতিহাসে আছে—

• ভদ্রাং কার্যসত্ত্বং ভাঙ্ক্যঃ স্যোদ্যেৎ উৎসবং কুরু ॥ (দ্বিগুণ)
উৎসবং, মধুমাংসে অর্থাৎ চৈত্রমাংসে দোলযাত্রা,
প্রাচীনকালে হুগুন, চৈত্রমাংসে মদনক-আরোপ, বাহারী না
করে, তাহারে অধোগতি হয়। বিজুকে দোলোহিত্য
দেখিলে জৈলোক্যের উৎসব হয়, সেই ভক্ত শত শত কার্য
পরিচাণ করিয়া দোলোৎসবের দিন দোলোৎসব করিবে।

দোলযাত্রার বিষয় হরিতকিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

“চৈত্র্য শুক্লাদভ্যাং প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্য চ।

নিত্যপূজাং বিধায়াক্ষুর্য্যাদ্ব্যাদোলোৎসবং ত্রতীঃ।

তদন্থক বিশেষণে নৈবেদ্যাদিকর্মণ্যেৎ।

সংমাত্বেকবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যবি কারয়েৎ ॥

মহানীরাজনং কৃষ্যাক্ষিপেদচ্যুতোপরি।

গন্ধাভুলেপচূর্ণানি বিচিঞ্জানি বিভাগশঃ ॥

সন্তোষ্য বৈকবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিঃ প্রভুং।

নত্ভাভ্যর্থ্য প্রযতঃ সন্ দোলানারোহরং শুভং।

নীত্বা বহির্দৈকিকারামৃতদ্বারং বথাবিধিঃ।

অত্যাচ্যাক্ষোলয়েৎ কৃষ্য সর্বলোকবিলোকিতং।

এবমভ্যর্চয়ন্ যামে যামে স্বাক্ষোলয়ন্ প্রভুং ॥

মহোৎসবেন গময়েদ্দিনং রাজিষ্ঠ যন্ততঃ।

এবং জগিরগং কৃষ্য বৈকটৈঃ সহ বৈকটঃ ॥

প্রণম্য প্রার্থ্য নির্দ্বন্দ্ব্য কৃষ্য বালয়মানয়েৎ।

যৎ কান্তনত্ব রাকাদাবুত্তরাকান্তনী বদা ॥

তদা দোলোৎসবঃ কার্যসত্ত্বং ত্রীপুরুষোত্তমে ॥”

(হরিতকিবিলাস)

চৈত্রমাংসের শুক্লাদভ্যাদি দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক
নিত্য পূজাদি করিয়া দোলোৎসব করিবে। এই
দোলবিধির নিমিত্ত নানাবিধ উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া
এবং বৈকটবিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নৃত্য গীত
প্রভৃতি দ্বারা প্রভুকে দোলাতে আরোহণ করাইবে।
অত্যান্ত বহির্দৈকিকারে বথাবিধি স্থাপিত করিয়া পূজা
করিতে হইবে। এইরূপে পূজা করিয়া প্রহরে প্রহরে প্রভুকে
আন্দোলিত করিবে এবং যন্তপূর্ব্বক নানাবিধ মহোৎসব
করিয়া দিন ও রাত্রি ব্যাপন করিবে। বৈকটবগণ এইরূপে
জাগরণাদি করিয়া প্রভুকে প্রণাম, প্রার্থনা ও নির্দ্বন্দ্ব্য
করিয়া দোলবেদিকা হইতে নিজ গৃহ লইয়া যাইবে।

চৈত্রমাংসের শুক্লাদভ্যাদি ত্রিতীয়া তিথিতে ব্রহ্মপতি বিজুকে
দোলোৎসব করিয়া বথাবিধি পূজাপূর্ব্বক একমাস ধরিয়া
আন্দোলিত করিবে, অর্থাৎ দোল দিবে।

কান্তনবাসের রাকাদিতে যদি উত্তরকান্তনী নক্স হয়,
তাহা হইলে সেই দিন দোলোৎসবকার্য হইবে।

চৈত্রমাংসের শুক্লাদভ্যাদি দিন যে দোল হয়, তাহাকে
রামনবমীর দোল কহে। [কন্যুৎসব ও রামনবমী
দেখ।]

ভারতে সর্বত্রই দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধাম হইয়া
থাকে। বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও উৎকল প্রদেশেই
হোলীর আমোদ কিছু বেশী হয়। দোলের দিন হিন্দু
নরনারী আবার কুচুম মাথিরা নানা রঙ্গ ভঙ্গ ক্রীড়া কৌতুক
করিয়া থাকে। এরূপ বীভৎস দৃশ্য রহস্যজনক ক্রীড়া এখন
আর অপর দেশে বড় একটা দেখা যায় না। কেহ
বলেন, তগবান্ বিষ্ণু শঙ্খচূড় বা হোলিকাকে বধ করিয়া এই
হোলী-উৎসব করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ইহাই প্রধান
বসন্তোৎসব। বসন্তাগমে প্রকৃতি সত্য নবসালে সজ্জিত
হইরাছেন, চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট-জগতের উপর
প্রকৃতি যেন আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, যেন
সেই বাসন্তী প্রকৃতির পূজার নিমিত্তই এরূপ অচুতান হইয়া
থাকে। এক সময়ে যুরোপীয় অনেক সভা জাতিও এইরূপ
বাসন্তিক আমোদে যোগদান করিতেন। পূর্ব্ব রামরাজ্যে
Festum Stultorum, Matronalia Festa, Lupercalia
Festa (on the ides of March), বাবেশোৎসব (Feast of
Bacchus), অন্নপূর্ণা (Anna Perenna)-র পূজা, প্রভৃতি
যে সকল মহোৎসব হইত, তাহাতে হোলী-উৎসবের জায়
ধুমধাম হইত। প্রথম তিনটা উৎসবে উন্নত হইয়া যুবকগণ
পথে ঘাটে মাঠে উলঙ্গ হইয়া ছুটাছুটি করিত। এতদ্ব্যতীত
the Abbot of Unreason, the Carnival, the Passover
ও the day of All-fools এই সকল যে পরিহাসজনক
আমোদ যুরোপে প্রচলিত, এ সকলই আমাদের এ দেশের
আবীরোৎসবের মত। এক সময় জর্জীতেও এখানকার
মত হোলী-উৎসব প্রচলিত ছিল। আবেনাস্ (Joannes
Boemus Aubanus) লিখিয়াছিলেন, ‘সমস্ত জর্জী পান-
তোজন ও রসরসে আত্মহারা হইত, ভাবিত যেন এমন দিন
আর আসিবে না। অধিবাসিগণ বুধে যুথোস দিয়া, হস্তবেশ
করিয়া সর্কাদে লাল ও কাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উলঙ্গবৎ
ছুটাছুটি করিত।

নেওগর্গাস্ (Naogeorgus) যুরোপীয় কার্ণিভাল (Carnival,
‘নামক যে উৎসবের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে
ঠিক যেন ভারতের হোলী উৎসব বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নে
উহার কথা শুনি উদ্ধৃত হইল—

"Then old and young are both as much as guests
of Bacchus' feast ;
And four days long they tippie, square,
and feede, and never rest.
——feare and shame away ;
The tongue is set at libertie, and hath no kind of stay.
All things are lawfull then and done,
no pleasure passed by,
That in their minds they can devise,
as if they then should dies.
Some naked run about the streets,
their faces hid alone,
With visars close, that so disguised
they may of none be known.
* * * * *
No matron olde nor sober man can freely
by them come."

নেওগর্গাস্ বেরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন, বুলাবনে একসঙ্গে হোলী-উৎসবে একরূপ বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা মানসম্মত লোকসমূহা বিসর্জন দিয়া এই উৎসবে উন্মত্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। আবার মাথিরা নান্না রন্ধে ভূষিত হইয়া অকথা ভাবার, গান গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া ত্রীপুরস্ব পথে পথে বেড়াইয়া থাকে। একরূপ ছুটীছুটি, একরূপ মাতামাতি হিন্দুর আর কোন উৎসবে দেখা যায় না। এ সময় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুহিলাগণ অনেক ঘর ঘর বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন। রঙ মাথিবার ভয়ে ঘরের বাহির হইতে চান না। তবে ঘরের মধ্যেও তাহারা কাগ মাথা মাথি কুছুম ছড়াছড়ি, সজীত আমোদ করিতে ছাড়েন না।

দোলা (জী) দোলাতে হুতামিতি দোলি-বঙ্ক টাপ্।
১ উত্তানাদিতে ক্রীড়ার নিমিত্ত কাঠাদিময় হিন্দোলক, ইন্দলা, বাসন্তেদ, উদ্যানাদিতে ক্রীড়ার নিমিত্ত দোলনবস্ত্র। এক সময়ে এই বঙ্গদেশে সকল গৃহস্থের বাটীতেই ছিল। এখন উত্তরপশ্চিমাকলে দেখা যায়। ২ বাহুখটা, ডুলী। পর্যায়—প্রেক্ষব, দোলী, খটালা, দোলিকা, প্রেক্ষ, হিন্দোলা। (হারাবলী)

"বিবেক-বদর-ভর্তি স্থপিতভাবতলা।
দোলের সুহরারতি বাতি চৈব-সভাং প্রতি ॥"
(ভারত ৩৬২।২৭)

দোলারখান্না ভ্রমণ-ভ্রমণ—বাতিকোণ, অঙ্গের হৈর্বা ও বলানিকারক। (রাজবল্লভ)
হৃদীর্ঘপকরাজ, জ্ঞানরসকোষ ও বিশ্বকর্ম্মারশিমে দোলিকা-বান নির্ধাণ-প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

দোলারমান (জি) দোলাং করোতি দোলা-ক্যড্ ততঃ শানচ্। দোলনবিশিষ্ট।

"দোলারমানং গোবিন্দং মকহং মধুসূদনং।

রথহং বামনং দুষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥" (উৎকলগণ্ড)

দোলারমান গোবিন্দ, মকহিত মধুসূদন ও রথহিত বামনকে অবলোকন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

দোলায়ুদ্ধ (জী) দোলের যুদ্ধ। অনিয়ত জয়পরাজয়যুক্ত যুদ্ধ। দোলা বেরূপ এদিকে ওদিকে দোলিত হয়, সেইরূপ যে যুদ্ধে একবার জয় হয়, আবার পরক্ষণেই পরাজয় হয়, সেই যুদ্ধের নাম দোলায়ুদ্ধ।

"দোলযুদ্ধঃ কৃতজ্ঞরত্নরথানমোদতা ভ্রাজাং।" (মাঘ)

দোলিকা (জী) দোলা-স্বার্থে কন্ টাপি অত ইষং। হিন্দোলা।

দোলী (জী) দোলাতে হনরা দোলি-ইন্ ততো ডীন্। দোলা, ডুলী।

দোলা, আন্ধাবার হইতে ১১ কোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটা সহর। এখানে দুইটা মুন্সের মসজিদ আছে, প্রত্যেকটা ১৫০ ফিট সম-চতুর্ভুজাকৃতি। এই মসজিদের সম্মুখে ৫টা গুহা ও তিন খিলানবিশিষ্ট দেওয়াল দ্বারা ঘেরা।

দোবাহার, বাদশ বাজার তাল। ইহার তিনটা কাঁক এবং সম দ্বিমাত্রহারী বধা—

+	.	১	১
১	১	১	১
খা	খিন্নাক	তেরেকেটে	গেদেখিনি
১	১	১	১
খিতিতাক	খিন্নাক	ধুমাকিটি,	তুনতুন,
১	১	১	১
১	১	১	১
নাকদিং	খাখা	খিতিতাক ::	(সজীতর)

দোব (গুং) দ্যতে ইতি হব বৈকৃত্যো পিচ্ তাবৈ যঞ্। দ্বণ।

"অদাতা বংশদোষণে কৰ্ম্মদোষান্নিরজতা।

উদ্যাদো দাতৃদোষণে পিতৃদোষণে মূৰ্ত্তা ॥" (রাণক্য ৪৮)

বংশদোষে অসম্ভা, কর্ম্ম যোর্বৈ বরিত্ত, আত্মদোষে
উন্মাদ এবং পিতৃদোষে মূৰ্খ হয়।

দ্রব্যাত্মনেতি হ্রব করণে বহু। ২ পাণ, বাহার বাহর,
সাহসকে দ্রুতি করে, তাহাকে দোষ করে, এইজন্য দোষকে
পাণ করে। ৩ বায়ু, পিত্ত ও কফ।

“নাস্তি রোগো বিনা দোষৈর্ব্যাস্তান্নাষিচকণঃ।

অমুক্তমপি দোষাণাং নিদৈর্ব্যাবিশুণাচরণে” (হুত্রতঃ ১৩৫ অ°)

৪ গোবৎস। দ্রুততেন্দ্রকারেণেতি হ্রব-বহু। ৫ প্রদোষ।

“দোষোহপরাহুে মধুহোপ্রধা সারং জিধাবাবতু মাধবো মাং।

দোষে হ্রবীকেশ উভার্করাহুে নিশীথ একোহবতু পন্ননাভঃ”

(ভাগ° ৬।৮।১২)

৬ অপকর্ষ-প্রবোজক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণভেদ, কাব্যভণ্ডের,
রসাদির অপকর্ষকের নাম দোষ।

“রসাপকর্ষকা দোষাঃ তে পুনঃ পঞ্চা মতাঃ।

পদে পদাংশে বাক্যেহর্থে সত্ত্ববন্তি রসেশপি বৎ”

(সাহিত্যদ° ৭।৫৭২)

রসাপকর্ষকের নাম দোষ, এই দোষ প্রথমতঃ পাঁচ
প্রকার—পদদোষ, পদাংশদোষ, বাক্যদোষ, অর্থদোষ ও
রসদোষ। এই পাঁচ প্রকার দোষ আবার নানা ভাগে বিভক্ত।

“হুঃশ্রবত্রিবিধাঙ্গীলাহুচিটার্থাপ্রযুক্ততাঃ।

প্রামোহপ্রতীতসন্ধিঃ-নেয়ার্থ-নিহিতার্থতাঃ”

অবাচকত্বং ক্লিষ্টত্বং বিরুদ্ধমতিকারিতা।

অবিমুটেবিধেয়াংশতাবশ্ত পদবাক্যয়োঃ”

দোষাঃ কেচিৎসত্ত্বো পদাংশেশপি পদেহপন্নং।

নিরর্থকা সমর্থত্বে চ্যুতসংস্কারতা তথা” (সাহিত্যদ° ৭।৫৭৪)

পদদোষ ও পদাংশদোষ ১৬ প্রকার—হুঃশ্রব, ত্রিবিধ
অঙ্গীল, অহুচিটার্থ, অপ্রযুক্ততা, প্রামা, অপ্রতীত, সন্ধি,
নেয়ার্থ, নিহিতার্থতা, অবাচকত্ব, ক্লিষ্টত্ব, বিরুদ্ধ, অতিকারিতা,
অবিমুটে বিধেয়াংশ, নিরর্থক, অসমর্থত্ব ও চ্যুতসংস্কারতা এই
১৬ প্রকার দোষ পদে ও পদাংশে হইয়া থাকে।

যে স্থলে অতিশয় পুরুষবর্ণের প্রয়োগ থাকে এবং ঐ পুরুষ-
বর্ণ প্রয়োগ হেতু ক্রতির অতিশয় হুঃখাবহ হয়, অর্থাৎ তনিতে
অতিশয় কঠোর বোধ হয়, সেই স্থলে হুঃশ্রবদোষ হইয়া
থাকে অর্থাৎ যেখানে শব্দ সকল ক্রতিহুঃখাবহ না হয়, তথায়
ক্রতিকটু দোষ হয়।

উদাহরণ—“বজ্রাঙ্গণা বড়রূপে বাঁপ গো-বটতি।

বর্ষ বর্ষ দুওমালে কুর্ষর শোণিতি।

১. একবার বর্ষর অনি গারন একবার।

একবার করিয়া এস একবারে আবার” (বিদ্যাসুন্দর)

এই সকল শব্দ এইস্থলে প্রয়োগ করার ক্রতিকটু
হইরাছে। ব্রীড়া, জুওলা ও অমঙ্গল-বাঙ্গকব হেতু অঙ্গীলতা
তিন প্রকার।

অহুচিটার্থ—যে স্থলে উচিটার্থ শব্দ প্রয়োগ হয় না,
সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

“শ্রী অমরতাং যান্তি-পত্তত্বতা রণাধরে” (সাহিত্যদ° ৭প°)

বীর পুরুষ সকল রণরূপ যজ্ঞে পত্তত্বত হইয়া অর্থাৎ মৃত
হইয়া অমরত্ব লাভ করে। এই স্থলে ‘পত্তত্বতাঃ’ এই পদ-
প্রয়োগ উচিত হয় নাই, যেহেতু রণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ হয়।
এইজন্য পত্তপদ অহুচিটার্থ।

অপ্রযুক্ততা—প্রসিদ্ধ কবিরূপ বাহা প্রয়োগ করেন না,
অর্থাৎ যে শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সাধারণ স্থলে বাহার
প্রয়োগ নাই, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা
নামক দোষ হয়। উদাহরণ—

“ঈশাকের উববুধে মারা গেল মার।

নাকেতে নির্জরগণ করে হাছাকার” (উভট)

এই স্থলে উববুধ শব্দে অরি, মার কন্দর্প, নাকেতে
স্বর্গে, নির্জরগণ দেবগণ এই সকল অর্থ অভিধানে প্রয়োগ
আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা
যায় না। এই জন্য ঐ দোষ হইল।

অপ্রতীতদোষ—যে সকল শব্দ একদেশে প্রসিদ্ধ, সেই
সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে। যথা—
‘যোগেন দলিতাশরঃ’ যোগদ্বারা বাহার আশর অর্থাৎ বাসনা
বিদলিত হইরাছে, এই স্থলে আশর শব্দ একমাত্র যোগশব্দে
বাসনা অর্থে কথিত হইরাছে, কিন্তু বাহার যোগশব্দ
অবগত নহে, তাহার অর্থবোধের চরুহতা হয়, এই স্থলে
একদেশে প্রসিদ্ধ আশর শব্দ প্রয়োগ হেতু এই দোষ হইরাছে।

সন্ধিগতা—যেখানে অর্থবোধকালে নিশ্চররূপে অর্থ
প্রতীতি না হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

“আশীঃ পরম্পরাং বন্ধ্যাং কর্ণে কৃপা কৃপাং কুরু।” (সাহিত্যদ°)

আশীর্বাদমুচক বাক্যাবলী তনিয়া বন্ধ্যা অর্থাৎ বন্দনীয়া
বা বন্দীভূতাদিগকে কৃপা করন। এই স্থলে ‘বন্ধ্যা’ ইহার
অর্থ বন্দীভূতা, অথবা বন্দনীয়া এইরূপ সন্দেহ হওয়ার এই
দোষ হইল।

“নামিল দানববালা। হুঃখার রবে

নামিল অব হতী উচ্চ তোরণবারে”

“নামিল অব হতী” ইহা বারা পুরীষ পরিত্যাগ ও শব্দ করা
উভয় অর্থের সম্বন্ধ উপস্থিত হয়।

প্রামোহদোষ—অপকটু ভাবার যে শব্দ ব্যবহৃত হয়,

তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলা যায় এবং যেখানে গ্রাম্যশব্দ প্রযুক্ত হয়, অথবা গ্রাম্যার্থবোধক পদ রচনা দেখা যায়, অর্থাৎ কোনরূপ চমৎকারিত্ব বর্ণিত না হইয়া কেবল অশল বসনাদি চিত্তদ্বিষ্টে পর্যাবসিত হয়, তথ্য গ্রাম্যশব্দ প্রয়োগ সৌভাগ্যে গণ্য। যথা—“তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভান্ডর-লো।” (বিদ্যাহু) এই স্থলে ‘তুহি’ ‘মুহি’ এই সকল শব্দ গ্রাম্য। গ্রাম্যদোষ স্থান-বিশেষে গুণ হইয়া থাকে।

নিহতার্থতা—অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থ দোষ হয়, অর্থাৎ উত্তরার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

“তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।” অর্থাৎ তোমার বাক্যরূপ রসে করতলে বর্ণ পাইব।

এই স্থলে ‘গোরসে’ বাক্যরসে, ‘গো-পাইব’, বর্ণ পাইব, গো শব্দ বাক্য এবং বর্ণ অর্থ অপ্রসিদ্ধার্থ হইয়াছে বলিয়া এই দোষ হইল।

ক্রিষ্টতা—যে স্থলে অনেক শব্দের অর্থ-প্রতীতির পর কষ্টে কষ্টে অন্তত্বার্থ বোধ হয়, তথ্য ক্রিষ্টতাদোষ হয় অর্থাৎ যে স্থলে অর্থ-বোধের ক্লেশ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—“অজিলোচনসমুত জ্যোতিঃপ্রভাব প্রভাবতী তোমাদিগের শোকে স্নান হইতেছে।” এখানে অজিলোচনসমুত চন্দ্র; তাহার জ্যোতিঃ কিরণ, তাহার প্রভাব প্রকাশ তাহা দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা হয়, অর্থাৎ কুমুদিনী এই অর্থটী অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে, এইখানে এই দোষ হইল।

বিরুদ্ধমতিকাৰিতা—যে স্থলে বিরুদ্ধার্থের বোধ হয়, অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি অনুসারে অর্থ বোধ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—

“ভূতয়েন্ত ভবানীশঃ” এই স্থলে ভবানীশ এই শব্দ প্রয়োগ করায় এই দোষ হইল। প্রথম দেখিতে হইবে ভবানী শব্দের অর্থ ভবন্ত পত্নী ভবানী, ভবের পত্নীর নাম ভবানী, ‘ভবান্তাঃ পতিঃ’ ভবানীপতি ভবানীর পতি, প্রথম ভবের জীয় নাম ভবানী, তাহার পর ভবানীর পতি, ইহা বলিলে ভবানীর অল্প পতির আশঙ্কা হয়, এইজন্য এরূপ প্রয়োগ সাধু নহে, এবং এইরূপ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা অর্থশূন্য, তাহার প্রয়োগ করিলে নিরর্থকতা কহে।

বাক্যগুণদোষ ২৩ প্রকার—বর্ণপ্রতিকূলতা, সুগুণবিসর্গতা, আহতবিসর্গতা, অধিকপদতা, নানপদতা, হতবৃত্ততা, পতংপ্রকর্ষতা, সন্ধিবিশেষ, সন্ধারম্ভতা, সন্ধিকটতা, অর্দ্ধাভ-

রৈকপদতা, সমাপ্তপূনরাধতা, অভবন্তসম্বন্ধ, অক্রমতা, অমতপদার্থতা, বাচ্যানভিধান, অধ্যক্রমতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, অস্থানে পদভ্রম, সন্ধীগতা, গতিততা, কথিতপদতা, অস্থানে সমাসস্থান এই সকল দোষ কেবল বাক্যগতই হইয়া থাকে। এই সকল দোষের অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

“বর্ণনায় প্রতিকূলত্বঃ লুপ্তাহতবিসর্গতে।

অধিকনানকথিতপদতাহতবৃত্ততাঃ।

পতংপ্রকর্ষতা সন্ধৌ বিশ্লেষাত্মীলকটতাঃ।

অর্দ্ধাভরৈকপদতা সমাপ্তপূনরাধতাঃ।

অভবন্তসম্বন্ধা ক্রমাহতপদার্থতাঃ।

বাচ্যানভিধানক তথ্যক্রমতা তথাঃ।

ত্যাগঃ প্রসিদ্ধেরস্থানে স্ত্যাসঃ পদসমাসদোঃ।

সন্ধীগতা গতিততা দোষাঃ স্থাবাক্যমাত্রগাঃ।”

(সাহিত্যদ ৭৫৭৫)

প্রতিকূলবর্ণতা—যে রসে যে সমুদয় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে প্রতিকূলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে। যথা—

“শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।

বুকজ হইতে পড়ে গোলা একধার।

যেন ঘোরতর শিলা বৃষ্টির পতনে।

ফল ফুল দলে দলে দলিত সমনে।

অথবা কর্তনীমুখে শস্তের ছেদন।

অথবা হেমন্তশেষে পাতাল বরণ।” (পদ্মিনী উপাঃ)

এই স্থলে যুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে, কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইলে বীররসবাক্যক ও ভয়োত্তপালী বর্ণ রচনা করিতে হয়, এইস্থলে তাহা হয় নাই, এইজন্য এই দোষ হইয়াছে। বীররসের অমুকূলবর্ণ—

“মহারাজরূপে মহাদেব সাজে।

ভক্তভক্ত ভবভক্ত শিলা ঘোরবাজে।

লটাপট জটাজুট সংঘট গজা।

ছল ছল টলটল কলকল তরঙ্গা।”

ইত্যাদি স্থলে বীররসের অমুকূলতা হেতু দোষ হয় নাই।

সুগুণবিসর্গতা—যে স্থলে কেবল বিসর্গের লোপ করিয়া পদ প্রয়োগ করা হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়;—যথা “গতা নিশা ইমা বলে” এই স্থলে ‘গতাঃ’ ‘নিশাঃ’ ‘ইমাঃ’ এই তিনটী পদেরই বিসর্গ লোপ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, এইজন্য এই দোষ হইল।

আহতবিসর্গতা—যে স্থলে বিসর্গ শব্দের প্রকার করিয়া

পুনঃপ্রাণ ফল হয়, সেই ফলে এই দোষ হয়। বলা—‘বীরো
করো-করো-করো’ এইভাবে ‘বীর’ ‘বর’ ‘নর’ এই তিনটা
পদেরই বিপর্যয় হইয়াছে। বলা—‘বীরো-করো-করো’ এইভাবে
এই দোষ হইল।

অধিকপদতা—যেখানে দুই একটি পদ অধিক থাকে,
সেইখানে অধিকপদতা দোষ হয়। বলা—‘পল্লবাকৃতি-কোটি’
এই স্থলে ‘কোটি’ ইহা প্রয়োগ করিলেই হইত, কিন্তু
‘পল্লবাকৃতি’ এই পদটি অধিক হইয়াছে। ‘বাচস্পতি-কোটি’
এই ‘বাচস্পতি’ স্থলে ‘বাচস্পতি’ বসিলেই হইত, কিন্তু ‘বাচ’
এই পদটি অধিক হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার
পূর্বে একটি বিশেষণ পদ দিলে আর অধিকপদতা দোষ হইত
না। বলা—‘তিনি মধুরবাক্য বলিলেন, ইত্যাদি।’ যেখানে
অধিক পদটি রাখিলেই কথঞ্চিদূর হয়, সেখানে অধিকপদতা
দোষ হইবে, আর যেখানে অধিক পদটি পরিত্যাগ করিলে
কোনক্রমেই অর্থ করা যায় না, তাহার নিরর্থক দোষ হয়।

নানপদতা—যেখানে দুই একটি পদহীন হয়, তাহার নান-
পদতা দোষ হয়। বলা—

“নেত্র নাই বাহা হেরি বিধুর বন।

কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর ভজন ॥”

এই স্থলে ‘আমি’ এই কর্তা পদটি নান হইয়াছে; এই
ভ্রম এই দোষ হইল।

সমাধিপুনরাপ্ততা—যে-স্থলে বাক্য অর্থাৎ কর্তা কর্তৃ ও
ক্রিয়াগি শেষ করিয়া আবার পদ বা বাক্য গৃহীত হয়, সেই
স্থলে সমাধিপুনরাপ্ততা দোষ হয়। বলা—

“চলিলা পালিতে কাম দেবেজ্ঞ নিদেশ

ফুলধরু—বটপল ললন পার্শ্বতী

বেথালে তপেন রক্ত অব্যর্থ ধারুকী।”

এই স্থলে ‘অব্যর্থ ধারুকী’ এই বাক্যটি কামের বিশেষণ,
কিন্তু কাম এই কর্তাপদটির ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ
ধারুকী বলা হইয়াছে, এই ভ্রম এই স্থলে এই দোষ হইল।

হ্রস্বতা, লম্বিতা, অস্বত্বতা, লঘুত্বতা, অর্থপূন-
রূপতা প্রভৃতি ভেদে অর্থদোষ, নানা প্রকার।

হ্রস্বতা—ক্রমবিপর্যয় যথেষ্ট হ্রস্বতা নামক দোষ হয়,
অর্থাৎ যে ক্রমে বলা হইতেছিল, তাহার বিপরীত ভাবে
বলিলে এই দোষ হয়, বলা—

“যেহি যে বাকিনাং বাক্যং গজেন্দ্রং বা মহালক্ষ্মণ ॥”

বাক্য। আমাকে একটি অর্থ অথবা একটি অত্যন্ত
গজেন্দ্র বাহন কখন, নতুন উহার পরিবর্তে বাক্যের চতুর্থী
বা বাক্যসিংহাসনের আধিপত্য দিন।

এই স্থলে ‘বাক্যের’ আরো ‘সিংহাসন’ নামক দোষ
হয়, অথবা ‘গজেন্দ্র’ একটি অর্থ প্রার্থনা করা উচিত ছিল,
কিন্তু এই স্থলে তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই হ্রস্বতা-
দোষ হইল।

বাহিত্যতা—প্রবন্ধে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিংবা অ-
কর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অত্যাধিক প্রতিপাদন করাকে
বাহিত্য দোষ কহে। বলা—

“অনুরে হেরিলা এবে দেবেজ্ঞ বানস

কাকন ভোরণ রাজভোরণ বৈশম

আভাস, তাহে অগে আদিত্য আভতি,

আদিত্য জিমে প্রভাপে রতন-লিঙ্গ ॥”

(তিলোত্তমাসম্ভবকা)

এই স্থলে পূর্বে আদিত্য আভতি বর্ণিত আদিত্যের
উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার ‘আদিত্য জিমে প্রভাপে’
বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, এইভ্রম এই স্থলে
বাহিত্যদোষ এবং দেবেজ্ঞ এই বিশেষণটি অধিক হইয়াছে।
কাকন ভোরণ ও রাজভোরণ এই স্থানে অস্বীকৃত দোষ
হইয়াছে।

অস্বত্বতা—দেশ কাল পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণন
স্থলে অস্বত্বতা দোষ হয়। বলা—

“প্রথমিলা কাম ভবে উদার চরণে

কহিলা, অন্তরদান কর আরে তুমি

অন্তরে কি ভর তার এ তিন ভুবনে;

কিন্তু নিকেনন করি ও কমল পদে—

কমলেনে মল্লিহ হতে মগেন্দ্রমল্লিহী

বাহির হইবা, কহ এ মোহিনীবেশে

মুহুর্তে মাতিবে মাতঃ অগণ হেরিলা,

ভ্রমল মাধুরী লতা কহিলু ভোমারে ॥” (মেঘনাদবধ)

এই স্থলে ‘মাতঃ’ এইক্লম লঘোবিন করিয়া তাহার ক্ল-
মোবিনাদি বর্ণন করা এবং মাতার সাক্ষাতে পিতাকে কামা-
লক্ত বলা ও মূনার রস বর্ণন অস্বত্বতা, অতএব এই স্থলে
ক্লমল অস্বত্বতা বর্ণন থাকার এই দোষ হইল।

কালানৌচিত্য—সাধিকালের ঘটনাকে অতীত বা বর্তমান
কালের ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করিলে এই দোষ হয়। বলা—

“কলকী ললাক তোমা বলে লক্ষ্মণেন

কর আনি কলকিনী কিকরী তারারে।

তারানার, নাহি কাল বুধা কুলদানে।

এক, হে তারার বাহা, পোড়ে মিরহি,

পোড়ে বলা-মল্লী বোম-বাবলনে ॥” (বীরসম্ভবকা)

এই স্থলে তারা চক্রে কলকী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু চক্রে এই কলকী তাহারই সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যে সময়ে তিনি এইরূপ উল্লেখ করেন, তখন চক্রে ঐ দোষ ঘটে নাই, কিন্তু তারা এই সময়ে চক্রে কলকী বলিতেছেন বলিয়া তাহার বিবরণী ভূতকালের বিবরণে বর্ণিত হওয়ার কালানোচিত্য দোষ ঘটিল।

সহচর-ভিন্নতা—উত্তম বস্তুর পর্যায়ে অধম বস্তুর কিংবা অধম বস্তুর পর্যায়ে উত্তম বস্তুর সন্নিবেশ হইলে সহচরভিন্নতা নামক দোষ কহা যায়। বথা—

“নিশা শব্দ দ্বারা কুব্জবন জগদ্বন পুশ্প সম্পর্কে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ প্রসঙ্গে হিমালয় স্থপিকক ও স্থপিত্য বিভ্রমানে পিতা গুববান্ পুত্রের পরসুখে গুণাহবান্ প্রবণে ও ঘোর মূর্খ কুক্রিয়ালি-ব্যক্তির উজ্জ্বলতার কার্যে বৈরাগ্য পরিভূত হন, সেইরূপ জসজ্য লোক জ্ঞানালোকে পরিভূত হয়।”

এইখানে সমুদ্রের জলযোগ্য স্থলে ‘ঘোর মূর্খ’ এই অসংযোজ্য বস্তুটিতে বলিয়া সহচর-ভিন্নতা দোষ হইল।

অর্থপুনরুক্ততা—যে স্থলে এক বিষয়ের বারংবার বর্ণন দেখা যায়, তথায় অর্থপুনরুক্ততা দোষ হয়।

প্রসিদ্ধিবিব্রততা—আকাশে ও পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, ক্রোধে রক্তিমতা, বর্ষাকালে হংসদিগের মানস-সরোবরে গমন, কন্দর্পের ফল-ধনু, ভ্রমরপঙ্ক্তি জ্যা, পঞ্চবাণ, কামশরে ও ক্রীদিগের কটাক্ষে যুবজনকদরভেদ, দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদ-নিমীলন, নিশাকালে পদ্মের নিমীলন ও কুমুদের প্রকাশ, সূর্য্যের প্রিয়ার পল্লবী ও ছায়া, চক্রে প্রসিদ্ধী কুমুদিনী ও তারকাবলী, মেঘগর্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য, চক্রে মিশ্রনের রাজবিরহ, কামিনীর চরণাঘাতে অশোক-পুষ্পের বিকাশ ও তাহারিগের মুখামুতে বকুলের উদগম, বসন্তকালে জাতীফুলের অপ্রকাশ, চন্দনতরু কলপুশ্পহীন, এই সকল কবি প্রসিদ্ধি। এই প্রসিদ্ধি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণিত হইলেই প্রসিদ্ধি-বিব্রততা নামক দোষ হয়।

“মালিন্যং ব্যোমি পাপে বশি ধবলতা বর্ণ্যতে হাস কীর্ত্যোঃ রক্তো চ ক্রোধরোগো সন্নিহনধিগতঃ পঞ্চকেন্দ্রবিরাদি।
তোরণাধারে হবিলে হপি প্রসরতি চ মন্ডলাদিকঃ পক্ষিসজ্জা
কোৎস্না পেরা চকোটের জলধরসময়ে মানসং ব্যক্তি হংসাঃ।
পান্যাত্মানলোকং বিকসতি বহুলং যোবিভাভাত্মমতৈঃ
বুনাবলেনু হারাঃ কুটুতি চ হবরং বিপ্রবেগতঃ তাপৈঃ।
মোক্ষীরোলমরালা ধনুঃখ-বিশিখাঃ কোমুদাঃ পুশ্পকতো
ভিন্নং ভাবতঃ বাটন সুবনমহদং ক্রীকটাক্ষেণ তরং।

অন্যত্রোক্তঃ বিশারাং বিকসতি কুমুদঃ চক্ৰিকা তরুশ্চক্রে
মেঘবানেনু নৃত্যঃ ভবতি চ শিখিমাং নাপ্যশোকে কলং ত্যং।
ন ভাঙ্কাজী বসন্তে ন চ কুমুমকলে পঙ্কসারজবাণা-
মিত্যাচারের মতঃ কবি সমরগতঃ সংকবীরাং প্রবন্ধে।”

(সাহিত্যদ্য ৭১৫০)

উদাহরণ।—.....“নাচে তারাবলী

বেড়ি দেব দিবাংকরে মুহু মন্দ পদে।”

এই স্থলে তারাবলী শব্দের পার্শ্বে নৃত্য করে, এইরূপ বর্ণন করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে এইরূপ বর্ণনা করার কবিপ্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে, এইজন্য দোষ হইল।

চ্যুতসংস্কৃতি—যেখানে ব্যাকরণ ভূট শব্দ দেখা যায়, তথায় চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়। বথা—

“বথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।”

এই স্থলে ‘চাতকিনী’ এইরূপ পদ হয় না, চাতকী এই পদ হইবে, এই ব্যাকরণ দোষ থাকায় এই দোষ হইল।

অসমর্থতা—যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়, সেই অর্থ সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা নামক দোষ হয়।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্রোকের পানপূরণার্থ প্রযুক্ত হয় এবং বাহ্য অর্থশূন্য তাহার প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। বথা—

“সকলই সমভাবে সদা গুরুরূপ।

আমার হৃদয়ে স্থখ করিছে সাধন।”

এই স্থলে সদা শব্দটি নিরর্থক, অতএব এই স্থলে এই দোষ হইল।

রসদোষ—করণাদি রস, শোকাদি হারিভাব ও নির্দোষাদি ব্যভিচারিভাব বর্ণনকালে যদি স্ব স্ব নাম নির্দেশপূর্ব্বক সেই সেই রসাদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলে রসকবাচ্য দোষ কহা যায়।

“রসভোক্তিঃ বশকে চ হারী সকারিণোরপি।

পরিপহিরসাত্ত বিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ।” (সাহিত্যদ্য ৭১৭৭)

“আবার সে ভক্তিগত, যেন রৌদ্রসে গত,

উগ্রভক্তি অপালবুলে।

কপালে অনলজ্বলে, মধ্যাক মধুজ্বলে,

রক্তজ্বটা হল শতদলে।”

এই স্থলে ‘রৌদ্রস’ এই শব্দ প্রকাশ করার এই দোষ হইল। কিন্তু যদি শব্দ না দিয়া তাহা ভক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে দোষ না হইয়া বরং চমৎকারিও হইত।

৪১. বিরুদ্ধরসভাবদোষ—যে রসে যে বিরতিবাহি প্রতিকূল, সেই রসে তাহা বর্ণিত হইলে সেখানে বিরুদ্ধরস নামক দোষ ঘটে।

অলম্ব্যরসদোষ—যেখানে চারিচরণের মধ্যে তিন চরণে বসক আছে, কিন্তু এক চরণে নাই, তথায় বসকদোষ কহে। উপমালাকারে উপমান ও উপনয়নগত জাতি প্রমাণ এবং গুণাদির নানতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি ঘটিলে উপমাদোষ কহে।

রীতিবিপরীত—যে রীতি অঙ্গুসারে সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইলে রীতিবিপরীত নামে দোষ হয়।

৪২. বদ্ শব্দের প্রয়োগ করিলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল যদি তদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে বদ্ শব্দের অব্যবহৃত করে না। প্রসিদ্ধার্থে তদ্ শব্দের প্রয়োগ হইরা থাকে। কিন্তু কেবল বদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দ দিতেই হইবে, না দিলে বাক্যাশেষ হইবে না, যথা—

“তুবন ভবনে বীর মহিমা অপার।” ইত্যাদি।

এই স্থলে একটা তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে।

যে স্থলে বদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই তদ্ শব্দ দেখা যায়, সে স্থলে তদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই আর একটা তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা—

১. “যে তিনি তেমনরূপ-ধর্ম কর্মে রত।

সে তিনি এমন কাজে কেন দেন মত।” ইত্যাদি।

ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে বদ্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। বদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরে ইদম্ বা এতদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে।

দূরায়রসদোষ—যেখানে কর্মকর্তা প্রভৃতি কারক খীর ক্রিয়ার সন্নিহিত না হইরা অন্য বাক্যান্তে অথবা অস্তি দূর স্থানে দেখা যায়, সেই স্থলে দূরায়রসদোষ হইরা থাকে।

ছন্দদোষ—ছন্দদোষ নানাবিধ, তন্মধ্যে অধিকার, ন্যূনাকর ও বতিতদ্ব প্রভৃতি ভেদে কএক প্রকার দেখা যায়।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে উহাদের ব্যবহার নাই, যদি ঐ সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দোষ হইবে।

পূর্বোক্ত দোষ সকল হ্রস্ববিশেষে আবার গুণ হইরা থাকে।

“বন্ধুরি ক্রোধসংযুক্ত তথ্যাত্তো লস্কৃত্তে।

৪৩. প্রয়োজনীয় কু রসেত্যন্ত্য হুঞ্জরসং স্পোভবেৎ।”

(সাহিত্যদং ৭।৫৮২)

বক্তা বধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন, উদ্ভতা প্রকাশ যাক্য সকল বধন প্রয়োগ করিবেন, এবং যে স্থলে রৌদ্র বীর ও বীতংসল বর্ণিত হইবে, সেই স্থলে ক্রতিকট্টদোষ দোষ না হইরা গুণ হইবে। যথা—ক্রুদ্ধবক্তা

“রাজা কন স্তন্যে কোটাল।

নিমক হারাম বেটা, আজি বাটাইবে কেটা,

দেখিবি করিব বেই হাল।” ইত্যাদি।

এই স্থলে কোটাল, বেটা, কেটা ও হারাম এই কএকটা শব্দ ক্রতিকট্ট হইলেও গুণসম্পন্ন হইল।

“হরতারভগোষ্ঠাদাবল্লীলম্বঃ তথা পুনঃ।” (সাহিত্যদং ৭।৫৮০)

অল্লীলতাদোষ—হরতারভ এবং গোষ্ঠাদিতে অর্থাৎ যে স্থলে সন্তোষার্থ ত্রীপুরুষ সকল সমবেত হইরাছে বা পান ভূমিতে, এই দোষ গুণ হইরা থাকে, অর্থাৎ এইরূপ স্থলে অল্লীলতা বর্ণন করিলে দোষ হয় না।

নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততা দোষ প্রেবাদি স্থলে দোষরূপে গণ্য করা যায় না। বক্তা ও শ্রোতা যদি উভয়েই আরক্ত বিষয়ে অতিষ্ঠ হন, তাহা হইলে অপ্রতীততা দোষ গুণরূপে গণ্য হয়।

“স্তাতামদোমৌ প্রেবাকৌ নিহতার্থাপ্রযুক্তে।

গুণঃ ভাদপ্রতীতঃ জঃ চেন্দবক্তব্যাত্তোঃ।”

(সাহিত্যদং ৭।৫৮২)

যেখানে বরং কোন বিষয়ের পরামর্শ অর্থাৎ কখন হয়, সেই স্থলে অপ্রতীততা দোষ হয় না।

বিহিতের অসুব্যভাষ, বিবাদ, বিষয়, ক্রোধ, দৈন্দ, লাটীহুগ্রাস, অসুকাপা, প্রসাদন, হর্ষ, অবধারণ ও অর্থাভ্র-সংক্রান্তির বর্ণনে পদ্যদোষ গুণ স্বরূপ হইরা থাকে।

ব্যাজস্ততি বর্ণন করিলে সজ্জিততা দোষ হয় না, বরং গুণ হইরা থাকে।

ব্যাকরণবিদ্বক্তা অতিপাত্ত বিষয় বর্ণন করিলে কষ্টতা ও হুঃশ্রবতা দোষ হয় না। নীচ লোকের উক্তি বর্ণন স্থলে প্রামা শব্দপ্রয়োগ দোষ না হইরা গুণ হইরা থাকে। প্রসিদ্ধ অর্থে নির্ভেদতা দোষ হয় না।

আদম্ব প্রভৃতিতে মন ব্যক্তির কখনে ন্যূনপদতা দোষ না হইরা গুণ হইরা থাকে।

৪৪. উক্তাবানন্দমরাদেঃ তারূনগদ্যগুণঃ।” (সাহিত্যদং ৭।৫৯০)

বিবাদ, বিষয়, দৈন্দ ও হর্ষ প্রভৃতি স্থলে পুনরুক্তি দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

৪৫. খীর বিভাবভাদির পরিচয় স্থলে স্রিষ্ট শব্দ প্রয়োগও গুণ হয়। যথা—

“আপনার কলঙ্ক তরুর পল্লব।

তাহা কলঙ্ক হইতে পল্লব নওল।

তাহাতে জনম যেন তুমি-তার কল।

পার্বত-পঙ্কজে বিরাট পদমাব।” ইত্যাদি।

এই স্থলে বিজ্ঞানভার গণিতের দ্বারা কত ইহা দোষ না হইয়া শুণই হইল। অসুকসগ করিলে কোন দোষই দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

“অনুকারে চ সর্কেমাং দোষায়াং জৈব দোষতা।”

(সাহিত্য-৭৩০২)

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ৩২ প্রকার দোষের বিবরণ উক্ত আছে।

“বানরী পাচুর্কৈরাণি-পমলং তপস্বীহে।

দেবোৎসবাত্তসেবা চ কল্যাণকরপ্রভঃ।

উচ্ছ্রিষ্টে চৈব চান্দ্রেতে তপস্বীকল্যায়িকঃ।

একহস্তপ্রণামস্ত তথা চৈকং-প্রদক্ষিণং।

পায়প্রদানপক্ষে তথা পার্শ্বকন্দনং।

শরনং তপস্বীকল্যাণি মিথ্যাকল্যাণমেব চ।

উচ্চৈর্ভাসো মিথোভরো রোদনাদি চ বিগ্রহঃ।

নিগ্রহাঙ্গুষ্ঠো চৈব জীবুৎসু-রক্তমণ্ডলং।

কন্দলাবরণকৈব পরমিতা পদভক্তি।

শূরো মৌলং নিভন্তোজং দেবতা নিদনং তথা।

অপর্যায়কল্যাণকো-বা-জিহ্মং পরিকীর্ণিতা।”

(পদ্ম-পাতালখণ্ড)

বান বা পাচুর্কৈরাণি দোষহে কখন, দেবতার আগে সেবা, দেবতার সন্নিপে প্রণাম না করা, অশৌচ আকর ও উচ্ছ্রিষ্ট জল তরকারী, এক হস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ, দেবতার আগে পাদপ্রদান, পার্শ্বকন্দন, শরন ও তপস, মিথ্যাকল্যাণ, অত্যাচারে কখন, বৃথাভর, রোদনাদি, বিগ্রহ, নিগ্রহ ও অঙ্গুষ্ঠ, জীবুৎসু-রক্তমণ্ডল, কন্দলাবরণ, পরমিতা, পদভক্তি, শূরকনের প্রতি মৌলবলন, নিভের স্তোত্রপাঠ ও দেবতাদিগের দ্বন্দ্ব এই সকল দোষ পদবাচ্য। আভ্যাস-মত্রে যদি বধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

“নাতভ্যাসিবে দোষো হস্তভবতি কখন।

প্রকাশং বা-প্রকাশং বা বহুভবতি সূত্রিত।” (মহ-৬৩৫১)

ব্যবৃতি ব্যবহারের অন্তর-প্রদোষবিষয়ক বর্ণন।

এই দোষ ত্রিবিধ—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি। ১ বিধ

অতিব্যাপ্তি—অসুই তেহ। (ধীমাংসা)। ২ সৌভবজ্যোত

প্রতিপ্রদোষক রাগদেবদোষক বর্ণন।

“প্রদোষকো দোষঃ” (সৌভব)। (প্রদোষকো দোষঃ)

যেহেতু প্রদোষক হি রাগদেব প্রদোষকি গুণে পাশ-না।

৩ মিথ্যাকল্যাণ কত রাগদেবাবিতি প্রত্যাহবেদনীরা হি মে

দোষঃ (অত) ৩ সৌভবের মধ্যে একজন নহ।

(ভাগ-৬৩১১)

দোষক (পুং) দোষের কারণে কন। দোষক (দোষকালী)

দোষকৃত, প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের রাজসিংহের স্ত্রী, স্ত্রীকৃত

এই বংশের আদিপুরুষ। ইহার শুণবংশীর প্রাচীনগের

অধীনে দ্বিত্য ও পারিগায় পার্বত হইতে অসুই বিদ্যুত

কৃত্যগের অবিপত্তি ছিলেন। দোষকৃত অধিকারিত তৃতীয়

পুত্র, খ্যাতনামা অতরনন্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার দক্ষদোষ

ও দক্ষ নামে দুই পুত্র জন্ম। দক্ষ নামা বিদ্যুৎদ্বারা

অধিপদ লাভ করেন।

দোষগ্রাহিন্ (জি) দোষ গ্রহণি গ্রহণি। খল, দোষ-

গ্রহণকর্তা। পর্যায়—পুনোজ্যসী, বিজ্ঞ, মংলী। (হলায়ুধ)

“দিশ্রুয়া পূর্ণবকোদ্যান শুণান্ গৃহ্ণতি দোষঃ।

দোষগ্রাহী শুণভ্যাগী চন্দ্রনীব হি সূর্য্যনঃ।” (উত্ত)

দোষগ্র (জি) দোষ গ্রহণিকার হস্তি হন-টক। খাত-

বৈষম্যকথ দোষনাশক ঔষধাদি।

দোষগ্র (জি) দোষ কর্তব্যাকরণে দোষঃ জ্ঞানি জ্ঞা-ক।

১ পণ্ডিত।

“অথ প্রদোষে দোষকঃ সংস্কার মিথ্যাপণ্ডিতঃ।” (মহু)

২ পরকীর দোষজাত্যয়।

দোষগ্য (জি) দোষি ভবঃ দোষ যৎ দোষগ্যদেশঃ। বাহুব।

“বহুং দোষগ্যমশাভ্যং” (মহু ১১৩০২)

দোষগ্র (জি) দোষগ্য ভবঃ ৩৩৩। বাত পিত ও কফের

জিক, বায়ু পিত ও কফ এই ত্রিবিধ।

দোষগ্র (জি) দোষগ্র ভবঃ ‘অতলো ভাবে’ ইতি ব। দোষের

ধর্ম, দোষের ভাব।

দোষগ্র (পুং) দোষগ্র ভবঃ ৩৩৩। সূত্রতে ৩২ প্রকার

দোষগ্রের বিবরণ বর্ণিত আছে।

“দিশ্রুয়া দোষগ্রো য়ে পুণ্ড্রং পরিকীর্ণিতাঃ।

কতি তৈকলো জেনা বিশো বাপথ বা জিহ্মঃ।” (সূত্র)

দোষগ্র (জি) দোষ গ্রহণ-মহ। দোষগ্র। “কেননং সূত্রং

প্রোক্তং বিপাকং সূত্রদোষকঃ।” (সূত্র)

দোষগ্র (জি) দোষগ্র-মহ। দোষগ্র। “বহুং দোষগ্রো দোষগ্রঃ”

(অর্থ ১৩৪৩)

দোষগ্র (জি) দোষগ্র-মহ। দোষগ্র-মহ। দোষগ্র-মহ।

দোষগ্র, দোষগ্র-মহ। দোষগ্র-মহ। দোষগ্র-মহ।

মুন্সীরাই, সৌভাগ্য বা নামকের সম্মানসূচক। তবে এটা অতি আনন্দিক। পূর্বে রাইই বোলাধিপতির একমাত্র উপাধি 'সেকতা' ছিল। এখনও অগ্রহারণ, সাধ, কাছিন ও বৈশাখবাসের কোন কোন দিন রাইর সূজা হইয়া থাকে। পাটনার নিকট সেরপুরে বিখ্যাত হুয়া গোঁড়ীয়ার নামে একটি নদীর আছে, তথায় গোঁড়ীয়া দেবতা বলিয়া-সূজিত হয়।

বেহারে জীবসেনের বারী সলাইন বা শৈলেশ, বুজাপুরে বিজ্ঞাচল, পাটনার পীর, ভৈরব, জগদা না, কালী, কেতু ও অন্যান্য স্থানে চোরারসল বোলাধিপতির উপাধি দেবতা।

কতিপয় কনৌজী বা মৈথিলী-ব্রাহ্মণই বোলাধিপতির পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূর্ববঙ্গাঙ্গার শাকিবিলী ব্রাহ্মণেরাও বোলাধিবাসনকার্যে নিরত আছেন। চকুচুক রূপধারী বিহুরচিত জানসাগর পুস্তক ইহাদিগের বর্ণগ্রহ। বোলাধেরা শব্দসেই বাহ করে, কখনও কখনো প্রোথিত করিয়া থাকে। বুক্যর পর একাদশদিনে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করে। সন্তান জন্মিলে জীলোকেরা ৬ দিন অন্তি থাকে, তবে ১২ দিন না গেলে সাংলারিক কার্যে লিপ্ত হইতে পারেনা।

বোলাধেরা ভোম, খোপা ও চামার ব্যতীত অন্ত স্কল জাতির অন্নই ভোজন করিয়া থাকে। উপরিলিখিত জাতি কর্তৃক ব্যতীত অন্ত স্কল হিন্দুজাতিই বোলাধ হইতে পারে। বোলাধ হইবার সময় তাহাদের মধ্যে সন্তান ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্ম্যাসে ভোজন ও ন্যাপান করাইতে হয়। তবে সাধ করিয়া কেহ বোলাধ হইতে যায় না। বোলাধেরা আরই বেহার বা চৌকিয়ারের কার্য করে। অধরকক, মাহিত, কুলি, বেহারী, দারবান্ এ সকল কার্যে বোলাধেরা অধিকাংশ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক বোলাধ সাহেবের বাড়ি খানসামাও হয়। সাধারণতঃ ইহারা কুকর্মী ও চোর বলিয়া খ্যাত, সেইজন্য পুলিশে ইহাদিগের উপর বিশেষ নজর রাখে।

বোলাধেরা সাধারণতঃ স্তম্ভপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। বঙ্গাঙ্গার নবাব আলীবর্দি ষাঁর সময়ে অনেক বোলাধ দৈনিককার্য করিত। রাইবের সময়েও অনেক বোলাধ দৈনিক ছিল। ঝাঙ্গালি, কোচবেহার, দাৰ্জিলিং, জিপুরা, পাটনা, গয়া, জিহুত, পাঁতালপরণগা, মোহারভাগা, সিংডুন, মানডুন, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের স্থানে স্থানে ও গাজীপুরে অনেক বোলাধ বাস করে।

দোস্ত (পারসী) বড়, বিদ্ব।

দোস্ত-আলী, মোগলসম্রাটদিগের আধিপত্যকালে অর্জিত

আমুনে কর্তৃক করিবার স্তম্ভ ও অধীন রাজসময়ের নিকট করে কর আদায় করিবার স্তম্ভ এক একজন হুবেদার থাকিতেন। দিল্লী হইতে করদান বা গাইলে কেহই রাজা বা নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। অরঙ্গজেবের বুক্যর সময়ে নবাবই মোগল-সম্রাটের বখেই বিদ্বতি থাকিলেও করদার হ্রাস হইতে ছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজামউলমুলক হুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি কলে দাক্ষিণাত্যে রাজস্ব করিতেন, তাঁহার করদার উপর কথা কহিবার কাহারও শক্তি ছিল না। করটিকের বা আর্কটের নবাব ভারতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও দাক্ষিণাত্য-হুবার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই হুবেদারের সুখ চাহিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। নবাব শাদউল্লাহ সন্তানদি বা থাকার তিনি তাঁহার জাতপুত্রসমকে বক্তকপুত্র লয়েন এবং জোঁট দোস্ত-আলীকে করটিকে নবাব ও কনিষ্ঠ বকরাগিকে বেঙ্গুর হুগাঁধিপতিবে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি আপন প্রিয়মহিলীর স্রাতা গোলাম হোসেনকে বেওয়ারী দিবার অহুজা দিয়া গিরাহিলেন। নিজামউলমুলক ইহাতে বিরক্ত হইলেন। তিনি আপন প্রভুকে বিস্তার করিয়া আপনি রাজ্য শাসন করিতেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। মোগল-সম্রাটের ভয়ে তিনি ভীত নহেন, সুতরাং তাঁহাকে অগ্রাহ করিয়া শাদউল্লাহ সিংহাসনের ব্যবহা করিয়া গেলেন, ইহা তাঁহার সুখ হইল না। কিন্তু তখন তিনি মহলা কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ তখন চুরাশি পাঠান ভারত আক্রমণ করিতে আদি-তেছে। দিল্লীতে সিংহাসন লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। কাজেই নিজামউলমুলক এখন সেই সব ব্যাপারেই লিপ্ত রহিলেন। কিন্তু তিনি গোলযোগ করিয়া দোস্ত-আলীর করদান প্রাপ্তি সম্বন্ধে বির ও বিলম্ব ঘটাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের জিচিনপল্লী ও তজোরের রাজা বহুতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও তাঁহার রাজস্ব গ্রহণের তার আর্কটের নবাবের উপর স্তম্ভ ছিল। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে জিচিনপল্লীর রাজার বুক্য হইলে বাকি রাজস্ব আদায়ের স্তম্ভ দোস্ত-আলী বেওয়ারী চাঁদসাহেবকে প্রেরণ করিলেন। চাঁদসাহেব গোলাম হোসেনের সহিত "খীর কটার বিবাহ বেওয়ারী, গোলাম হোসেন শাদউল্লাহ অহুজামত আর্কটের বেওয়ারী-পদ গ্রহণ করেন নাই—চাঁদসাহেবকে সেই পদ প্রদান করেন। চাঁদসাহেব জিচিনপল্লীতে আসিয়া হলে কৌশলে সুবে প্রবেশ করিয়া তাঁহা অধিকার করেন। নিজামউলমুলক এ সংবাদে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন।

হুগাঁধিপতির পর হুবেদার আলী আর্কটে দিল্লী পৌঁছেন।

নিম্নলিখিত জিভিনগরীর জার বইর তথ্য প্রদত্ত।
জুবেনার আলী আর্কটে নিম্ন পিতাটক নকল জাপন করিলে
দোত-আলী চাঁদসাহেবের পরিচয় বীর আমদকে দেওয়ার
নিমিত্ত করিলেন। জুবন বেওরান জাদন চাঁদসাহেবকে জানি-
তেই। চাঁদসাহেবের বে মালবলাত করিবার বাসনা হইয়াছে,
ইহা তিনি দোত আলীকে বুঝাইলেন। দোত আলী বুঝিয়াও
এখন গোপবোধ অকর্তব্য বিবেচনার কোনরূপ তথ্য জুলি-
লেন না। চাঁদসাহেবও সব বুঝিলেন, তাঁহার অভিমতি যে
দোত-আলীর নিকট শুণ নহে, তাহা বুঝিয়া জিভিনগরীর
বণারীতি অনুকূল ও অভিরুদ্ধ করিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রদিগের অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তাহার।
শিবজীর নিম্নোক্তকারী কার্য না করিয়া এখন বেশে বেশে
কর আদায়ের নাম করিয়া একরূপ বহুবৃদ্ধি করিত। ১৭০৯
খৃঃ অব্দে নিজানউল্লুকের আরোচনার মহারাষ্ট্রনারক রত্নী
ভোন্সে বশহাজার সৈন্ত লইয়া আর্কট আক্রমণ করিতে
আসিলেন। দোত-আলীর সৈন্তগণ তখন জুবেনার আলীর
অধীনে দক্ষিণদেশে কার্যাত্মক ব্যাপ্ত ছিল। তিনি যথেষ্ট
সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রে ৫০০ অঝোরী ও
৬০০ হাজার পদাতিক লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।
চাঁদসাহেব সমস্ত বুঝিয়া সাহায্য করিতে প্রতিক্রান্ত হইয়াও
সাহায্য করিলেন না। এইরূপ অবস্থায় দোত-আলী
নমলচেরি নামক পিরিসকটে সৈন্ত সংস্থাপন করিলেন। এক
দিন বিধাপাতক কর্তারীর শতভার দোত-আলীর সর্বনাশ
হইল। তিনি পত্নাসক্ত হইতে আক্রান্ত হইলেন। পরায়
নিম্নের বুঝিয়াও দোত-আলী বৃদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুকণ
বৃদ্ধের পর হোসেনআলী ও বৈজ্ঞানিক আলী উভয়েই সমরক্ষেত্রে
প্রাণ বিসর্জন করিলেন। অর্ধপথে জুবেনারআলী এ
সংবাদ লইলেন। জুবেনারআলী কয়েক বৎসরে এক
কোট টাকা দিতে প্রতিক্রান্ত হইলে মহারাষ্ট্রদল আর্কট
পরিত্যগ করিল। জুবেনারআলী নবাব হইলেন।

দোস্তকার (পারসী) ১ বহুতাব। ২ বাহব।

দোস্তকারী (পারসী) ১ বহুতাব। ২ বহুতাব।

দোস্ত মহম্মদ, ১৮০৮ খৃঃ অব্দে নাপপুরে রাজা সিদ্ধির
অনুগ্রহে, পিতারি-নামক হীরা ও বারগ নামে দুই
ব্যক্তিকে তুপালের নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন।
[পিতারি দেখ।] যুদ্ধে তাহার। পরাজিত করে ও ধনসম্পদ
যথেষ্ট-সংগ্রহ করিয়া আসেন। তাহার। কিরীয়া আসিলে
নাপপুরের রাজা বারগকে অভিযুক্ত করেন। হীরা পলায়ন
করে, কিন্তু সমস্ত বহুতাব পতিত হয়। এই বীরান পুত্র

দোস্ত মহম্মদ জাপন জাভা ওরালিন মহম্মদের সহিত সিদ্ধির
বাবনার চাকরিতে থাকে। ১৮০৮ হইতে ১৮১১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত
দোস্ত মহম্মদের উৎসাহে সমস্তার উৎসাহ হইবার উপক্রম
হইয়াছিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে দোস্ত মহম্মদ বৃন্দলবৎ সূঁদন
করিয়া পর। পর্যন্ত উৎসাহ করিয়াছিল। ইহার সাধারণতঃ
মালবদেশের পূর্বাংশেই থাকিত। তথা হইতেই দেশবিশেষ
সূঁদন করিতে বাইত। দোস্ত মহম্মদ কয়েক বৎসর পরেই
জাভা ওরালিন মহম্মদের হস্তে কার্যতঃ সর্বনাশ করিয়া
বহুতাবে পতিত হয়।

দোস্ত মহম্মদ, কাবুলের অধিপতি তৈমুরশাহের প্রতাপের
নিম্নলিখিত লইয়া তাহার তিন পুত্র বিবাহ করে। শাহ
নাজুদই নিম্নলিখিত অধিকার করিয়া আপন জাভা জবান
শাহের চকু হইয়া নষ্ট করিয়া দেন। অপর জাভা শাহ-
জা পলায়ন করেন। শাহ নাজুদের স্ত্রী কতে বী, শাহ-
জাকে আশ্রয়দান হেতু আটক ও কাশ্মীরের রাজার
উপর ক্রুদ্ধ হন ও প্রতিপোধ লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু
পত্নাবে তখন বীরকেন্দ্রী রণজিৎসিংহ আপন আশ্রিত্য
বিতার করিতেছেন, সুতরাং কাশ্মীর আরোক্ষেণ কতে বী
রণজিৎদের সহিত একযোগে কার্যসাধন করিলেন।

রণজিৎদের প্রাণ্য অংশ রণজিৎ না পাইয়া তিনি আটক
অধিকার করিয়া বসিলেন, কাশ্মীর কতেবীর করণত হইল।
আটক লইয়াও রণজিৎ তৃপ্ত হইলেন না। পলায়িত শাহ-
জাকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় করিলেন। বিনা লাভে
রণজিৎ কোন কার্যই করিতে না। শাহ জাকে হাতে
পাইয়া তিনি তাহার নিকট হইতে “কোবিন্দু” হস্তগত
করিলেন। শাহজা পিতৃরাজ্য উভয়ের কোন আশা
নাই দেখিয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজাধিকৃত সুবিধানের
পলায়ন করিলেন।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে কতেবী যুদ্ধে বোরালানে গমন
করেন। তখন হিরাটে শাহ নাজুদের জাভা কিরোউকীন
শাহ নাজুদের নামে রাজ্যাসন করিতে। কতেবী ও কাবুলের
বরকজাই নামক বিশিষ্টবংশের লতান, বুজি বিবেচনার তিনি
তখন কাবুলে অধিষ্ঠিত, তিনি হিরাটকে নিজ অধীনে আনি-
বার আকাঙ্ক্ষার তাহার কনিষ্ঠ জাভা দোস্ত মহম্মদকে প্রেরণ
করিলেন। দোস্ত মহম্মদ বিধাপাতক ও কৌশল অবলম্বন
করিয়া কার্যসাধন করেন, কিন্তু তিনি যে অত্যাচারের
প্রস্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে শাহ নাজুদ বড়ই ক্রুদ্ধ হন।
দোস্ত মহম্মদ কাশ্মীরে পলায়ন করেন। শাহ নাজুদ পুত্রের
পলায়নে কতেবীকে সমস্ত রাজ্য নিম্ন নিহত করিল।

তাহাতে যত্নসহকারে কলমেই সম্বোধন করিল।
জগদীশ্বর যখন যত্নসহকারে সাধু পুণ্যের বিরাটে প্রকাশ
করেন। জগদ-বিজয়ার্থে যাক্ষা বিভাগ করিয়া গইলেন।
আজিকারী-কালীন, দিন খাঁ কাম্বাহার এক দোস্ত মহম্মদ
কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন। জাতুগণের মধ্যে
আজির খাঁ সর্বমোক্ত বলিয়া তিনিই কাবুলের সিংহাসনের
অধিকারী, এই মনে করিয়া হুজতানকাবুলপাশে সাহ
জাহাকে আগোড়ন দেখাইয়া দোস্ত মহম্মদের বিজয়ে সুদার্ষ
উদ্বাহার সহিত যাইতে বলিলেন। সাহজাহাদ অগ্রসর
হইলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে আজিরখাঁর সহিত কলহ
করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আজিরখাঁ তখন আবুল নারক
এক ব্যক্তিকে কাবুলের রাজা করিয়া দিবার ভরসা দেখাইয়া
তাহাকে সঙ্গে লইলেন। তখনকে উদ্বিগ্ন রাজা সাহ
সাহু হিরটি হইতে কাবুল আক্রমণ করিতে আসিলেন।
কিন্তু তাহার সৈন্তমধ্যে কোনওরূপে দেখিয়া তিনি হিরটি
প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন একজন গৃহবিদ্যানে সকলেরই
কানে নিশ্চিত বুঝিয়া উদ্বাহার। আগোড়নে একটা বন্দোবস্ত
করিয়া গইলেন। আবুল কাবুলে রাজত্ব পাইলেন। আজির
খাঁ উদ্বাহার মন্ত্রী হইলেন।

দিল খাঁ কাম্বাহারেই রহিলেন, দোস্ত মহম্মদ গজনীতে
প্রস্থান করিলেন। ইহাদের হুলতান সাহু নারের আর
এক জাত পেশাবরে কর্তৃত্ব পাইলেন।

১৮২০ খৃঃ অব্দে আজিরখাঁর মৃত্যুর পর পুণ্যের গৃহ-
বিবাদ আরম্ভ হইল। দোস্ত মহম্মদ আবুলের পুত্রকে
বিবাহে জড়িত করিয়া কাবুল অধিকারে আর সকল
মনোরথ হইরাছেন, এমন সময়ে দিল খাঁ ও হুলতান সাহু
উদ্বাহাকে বধা দিলেন। উদ্বাহাই তখন একজন কাবুলে
প্রভু করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ কোহিস্তানে পলায়ন
করিলেন। কিন্তু দিল খাঁ বা হুলতান সাহু কেহই শাসন-
কার্যে বিশেষ পাই হিলেন না, কাজেই গোমস্তাগর
নিবৃত্তি হইল না। পুণ্যের নৃতন সময় হইল। দিল
খাঁ কাম্বাহার ও দোস্ত মহম্মদ গজনী ফিরিয়া পাইলেন,
হুলতান সাহু পেশাবর জাতিয়া দিয়া কাবুলের রাজা
হইলেন। ইতিমধ্যে কাম্বাহারে দিলখাঁর মৃত্যু হইল। দোস্ত
মহম্মদ তখন কাবুলে গইতে চাহিলে, হুলতান সাহু একা
দোস্ত মহম্মদের সহিত বৃদ্ধ অযোগ্য বুঝিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে
উদ্বাহাকে কাবুল জাতিয়া দিয়া পেশাবরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।
শাসনকার্যে দোস্ত মহম্মদ বিশেষ পাই হিলেন, তিনি
ক এক কলসর সেনা প্রশাসনে রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে সাহজাহাদ অধিকারিণী হইতে সন্তি করিয়া
কাবুলে আসিতে আসিয়া হইলেন। অধিকারিণী সৈন্ত
সৈন্য করিলেন। সাহজাহাদ পরাজিত হইয়া সুবিদ্যানে ফিরিয়া
আসিলেন। অধিকারিণী ইত্যবসরে হুলতান সাহুকে জড়িত।
পেশাবর দখল করিয়া গইলেন। পেশাবর অধিকারের
কথা শুনিয়া দোস্ত মহম্মদ সৈন্ত লইয়া আসিয়া হইলেন,
হুলতান সাহু ও দখলকার সৈন্ত লইয়া উদ্বাহার সহিত যোগ
দিলেন। অধিকারিণী সন্তি বিপদ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে দোস্ত
মহম্মদের সৈন্তগণ মধ্যে অশান্তি ঘটাইলেন। হুলতান
সাহু সৈন্তসহ প্রস্থান করিলেন। হুলতান সৈন্ত দোস্ত
মহম্মদ দেখিলেন, উদ্বাহার সাহু সৈন্তগণ কোথায় চলিয়া
গিয়াছে। তিনি বিবর মনে কাবুলে ফিরিলেন। হুলতান
সাহু তখন শিখদিগের সহিত যোগ দিয়া শিখসৈন্তের
সাহায্যে কাবুল অধিকারার্থে অগ্রসর হইলেন। দোস্ত মহ-
ম্মদ তখন তাহার পুত্র আবুল খাঁ ও আবুল খাঁকে হুলতান
সাহুদের বিজয়ে সুদার্ষ প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে
এই দুই বটে—শিখসৈন্ত পরাজিত ও বিক্ষত হইল। এই
সময় পারস্তরাজ হিরটি ও কাবুল অধিকার করিতে যত্ন
করেন। দোস্ত মহম্মদ গজনার মা দেখিয়া ইরাকের সহিত
সন্তি বন্ধন করিবার প্রস্তাব করেন। তখন সর্দ আবুল ও
তারতে গবর্ণরকে সেনার। তিনি সামরিক সন্তি কলনের
প্রত্যয়ে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু বাণিজ্য লক্ষ্যের
সন্তি করিবার কথা সিবিরা দিলেন। কাবুলে সেই যত্ন
হইল। মধ্যমায় সব্বদে কাম্বাহারী করিবার যত্ন সাহু আসলক-
সাহুদের বাণেশ মায়ে এক ব্যক্তি সন্তানকে কাবুলে প্রেরিত
হইলেন। দোস্ত মহম্মদ উদ্বাহার সহিত কাম্বাহারী করিয়া
বুঝিলেন যে, ইরাক উদ্বাহার দিগদে সাহা করিলেন না—
গণজিতের নিকট হইতে পেশাবর উদ্বাহার ও উদ্বাহার অশক্ত
করিবেন না।

কিন্তু সেই সময় প্রচার হইল যে করিয়া হইতে একজন
বৃদ্ধ কাবুলে যাইতেছেন। ইরাকেরা ইহাতে সন্তি হইলেন।
ইংলও হইতে কাম্বাহার কর্তৃত্ব চাফিত লাগিল, সেবে
আজির খাঁ যে কথ গবর্ণরকে কাবুলে বৃত্ত পাঠান নাই,
তিতকার্তিহি সন্তি একজন কব-কর্ত্তব্যী আপনাপনিই
প্রকাশ্য করিয়াছে। এ পেশাবরেণে শান্তি হইল বটে, কিন্তু
কাম্বাহার প্রভু হইলে রাজসল পারস্তরাজের সহিত সন্তি-
বন্ধন করিতে বিশেষ উৎসাহ হইলেন। বাণেশ কাবুলের অধবা
সুবিদ্যানে, তিনি তখন এই প্রস্তাবকে সাহায্যে প্রত-
িষ্ঠ হইয়া তাহারিগকে পারস্তরাজের সহিত সন্তি বন্ধন

করিতে বিরোধ না। পরে অকল্যাণে সাধার কলিকাতা বিশেষ
কৃত হইয়া বার্ষিক এক বৎসর এক পত্র প্রেরিত হইবে,
উহার প্রথম প্রত্যা কলিকাতা কলিকাতা হইবে।
কিহি কলিকাতা সাধার কলিকাতা হইবে, ইংরেজগণকে
কলিকাতাকে কলিকাতা সাধার কলিকাতা হইবে।
এই পত্রের আদেশ লেখা হইল যে দোত মহম্মদ যদি অত্র কোন প্রত্যা
রাজার সহিত সন্ধি করেন, তাহা হইলে উহার সহিত
আর লগ্না থাকিবে না, এ কথা উহারে কলিকাতা দিতে হইবে,
আর কলিকাতার রাজস্ব বর্গের সাধার কলিকাতা কলিকাতা
হইয়াছে, তাহার প্রত্যা হইতে হইবে। এই সন্দেহে
মহম্মদকে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। বার্ষিক এই
পত্র পাইয়া অগণ কলিকাতার করিলেন। দোত মহ-
ম্মদও পত্র পাইয়া চিত্ত হইলেন। তিনি ইংরেজ-গব-
র্নমেন্টের সহিত লগ্না বন্ধ করিতে বিশেষ উৎসাহ ছিলেন,
কিন্তু ইংরেজ-গবর্নমেন্ট সে কথা গ্রহণ করিলেন না, পরন্তু
উহারে অধীন রাজার সহিত কলিকাতা রাজার সহিত
লগ্না হইতে বাধ্য হইতে বাধ্য করিলেন। ইংরেজ কি অত্র,
কি বিরোধের যে প্রণয় করিলেন, বা কোন হিসাবে উহার
এক প্রদেশ করিবার অধিকার আছে, তাহা কেহই বুঝিতে
পারিল না। এক প্রদেশের পত্র পাইয়া দোত মহম্মদ পুন-
রায় লর্ড অকল্যাণকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাহার উত্তর
না পাইয়া পরদিন ত্রিভুজের অগ্রহ লাভ প্রত্যাশ
তাহারই শরণাপন্ন হইলেন। বার্ষিক ভাবগতিক দেখিয়া সব
বুঝিলেন। ইহার পরও একমাস তথায় অপেক্ষা করিয়া ১৮৩৮
খ্রিঃ অব্দে ২৪শে এপ্রেল কাবুল ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে হিরটে গোলবোণ বাধিল। শাহ-মাজদার
মৃত্যুর পর তৎপুত্র কামরান হিরটে রাজত্ব করিতেছিলেন।

পারস্তরাজ হিরটে কামরান সেই স্থান অবরোধ করি-
লেন। ইংরেজের মধ্যস্থতার বিবাদ মিটিয়া গেল। হিরটে
পারস্তরাজ পাইলেন না। এখন লর্ড অকল্যাণ কাবুলের
বিক্রমে বুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। শাহজা এতদিন
সুবিদ্যার ছিলেন। এখন শাহজা, রণজিৎ সিং ও
ইংরেজ এক একটা সন্ধি হইল। ইংরেজ কাবুল জর করিলে
শাহজা কাবুলের রাজা হইবেন, এবং রণজিৎ আক-
শানবাদের যে সকল প্রদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাহা
উহারই থাকিবে।

পরন্তু হির হইয়া পেলো ১৮৩৮ খ্রিঃ অব্দে ১১ই মার্চ
ইংরেজের আশানবাদের প্রবেশ করিল। ২৪শে এপ্রেল
ইংরেজের কাবুলের অধিকার করিল। কাবুলের হুজ

হর মাই, প্রভৃতি অধিকৃত কাবুলের সিংহাসন উজ্জ্বল
হইল। ২৪শে মার্চ ইংরেজ কাবুলের পরিচালক করিয়া
লর্ড অকল্যাণকে অত্রনয় হইলেন। লর্ড অকল্যাণ
হুজ, কোশলে নির্মিত বলিয়া লর্ড অকল্যাণ হইল না। আক-
শানবাদের হুজের মধ্যে রহিল, হুজ করিতে বাহির হইল
না। পরিলে হুজ অকল্যাণ করিয়া লর্ড অকল্যাণ হইল।
লর্ড অকল্যাণের সাধার পাইয়া দোত মহম্মদ জীত হইলেন।
উহার অগ্রহের মধ্যে তিনি কাবুলের বিবাদ করিতে
পারিলেন না। এ সময়ে লর্ড অকল্যাণ কলিকাতা হইতে
পারেন না, কলিকাতা গত্যন্তর না দেখিয়া দোত মহম্মদ
২১শে আগষ্ট কাবুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।
শাহজা ৩০ বৎসর প্রবাসের পর কাবুলে প্রবেশ
করিলেন।

শাহজাকে রাজপথে গণিত করিয়া ইংরেজগণ
কাবুল ত্যাগ করিতে পারিল না। পারস্ত, হিরটে ও করিয়া
সকলেই তখন কিছু না কিছু লাভ করিবার চেষ্টা করিলেন।
করিয়া ইংরেজগণ অকশানবাদের ত্যাগ করিল না। শাহ-
জা শীতের ভয়ে কলিকাতা আসিয়া বাস করিতে লাগি-
লেন। শাহজাকে বিস্তার গোলবোণ হইতে লাগিল। দোত
মহম্মদ খুরমে ছিলেন। খিমিজিরা বিজোহের ভাব দেখাইল,
কাবুলের বড়বড় চলিতে লাগিল, শাহজার কর্মচারীগণ ও
অকল্যাণ আরম্ভ করিল। ইংরেজ রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া
পড়িলেন। বেলুচিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিল।
তাহার অধারোহী ও গণতিকে প্রায় ২০০ মৈত্রেয় আশ্রয়
করিল। এই সময়ে, মেলব্যাণী বিজোহ মটিল। খিমিতে
বিজোহ আরম্ভ হইল। এই সময়ে খিমি খিমি দোত
মহম্মদ ইংরেজগণকে আক্রমণ করিলেন। খিমিজিরা অধিকৃত
হইয়া ইংরেজ দোত মহম্মদকে পরাজিত করিলেন। দোত
মহম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরেজের শরণাপন্ন হইলেন ও
মেকনেটন সাহেবের নিকট আশ্রয়সম্পন্ন করিলেন। শীতের
শাহজা উহারে অনেক ভিত্তি করিলেন, এই আশ-
্রয়সম্পদের দশ দিন পরে দোত মহম্মদ ইংরেজগণের নিকট
হইয়া আশ্রয়বোধ প্রেরিত হইলেন। লর্ড অকল্যাণের উহার
বার্ষিক হুজ লর্ড অকল্যাণ হুজ করিলেন।

দোস্তী (পারস্য) ১ বহুতা। ২ বহুতা।

দোস্ত (পুং) দোস্তি দোস্তিগারে ভিত্তি দোস্তি। ১ বহুতা।

২ বহুতা। উপচার হেতু দোস্তি ও দোস্তি বহুতা। (জি)

৩ বহুতা।

দোস্ত (পুং) দোস্তি অধিকৃত, হুজ-কলিকাতার ১ বহুতা।

এবং পুণ্ডরীক পুণ্ডরীকায়ঃ স্বরস্বরস্বঃ ।
 দোহবন্দ্য সারিতকেন কীরতকেন কুরবৎ ৩ (ভাগবত ৪।১৮।১৭)
 হৃদয়ে, ইতি হৃদ-কর্ণশি বৎ । ২ হৃদ । হৃদ-ভাবের বৎ ।
 ক-দোহব । "সৌহবদ্যানে-পুসয়েব দোহবীঃ"
 তেজো-ভূজোজিহ্বাসিগ্নিবরাঃ ।" (রঘুঃ ২।২০)
 দোহব (জি) দোহাং দোহনাক্ষরতে জন-ত । ১ দোহম-
 ক্ষাত । (সী) ২ হৃদ ।

দোহভিকা (জী) রাজ্যবৃত্ত বিশেষ, এই রাজ্যবৃত্তের প্রথম
 চরণে ১০ মাত্রা, বিতীরে ১০ মাত্রা, তৃতীর ও চতুর্থ চরণে
 ১১ মাত্রা হইবে ।

"রাজ্য জয়োবকং বদি পূর্বং লবুকবিরাষি ।
 পঠপুলরেকাদশকং দোহভিকা বিগুণেন ।" (ছন্দোম) :
 দোহদ (পুং কী) দোহং আকর্ষং বদাতি দাক । গতিগীর
 অভিলাষ, সাধু । পর্যায়—সৌহৃদ, প্রভা, লালসা, আত্মক ।
 "দোহদভ্যপ্রদাসেন গর্তী দোহবদ্যপূরাৎ ।

বৈরুপ্যং মরণংবাণি তন্মাত্কাংকাং প্রিয়ঃ জিয়াঃ ।" (যাক ৩।৭২)
 গর্তীবহার যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গতিগীকে
 তাহা প্রদান না করিলে গর্তীবৈরুপ্য এবং মরণ বা অন্ত্যস্ত
 দোহ হয়, এই অস্ত লক্ষণা গতিগী-জীর প্রিয় অচরণ
 করিবে । অস্ত্রতে দোহদের বিবর এইরূপ লিখিত আছে,
 জীদিগের গর্ত হইলে চতুর্থমানে সকল প্রকার অন্ধ
 প্রত্যক্ষ ও চৈতন্তশক্তির বিকাশ হয় । চেতনার আধার
 হৃদয়, ইহাও ঐ চতুর্থ মানে অস্ত্রে, এই সময় হইতে ইন্দ্রিয়-
 গণের কোন কোন বিবর ভোগ করিতে অভিলাষ হয়,
 এই অভিলাষপূরণকে সাধু দেওয়া কহে । এই সময়
 জীলোকের দেহ ছই-হৃদয় বিশিষ্ট (অর্থাৎ আপনার ও গর্তস্থ
 সন্তানের) হয়, বলিয়া ভাংকালিক অভিলাষকে দোহদ
 কহে । এই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্তস্থ সন্তান কুজ,
 কুশি, খজ, অজ, বামন, বিকৃতাক অথবা অন্ধ হয় । এইঅস্ত
 গর্তীবহার জীলোকদিগের অভিলষিত জব্য দেওয়া কর্তব্য ।
 গতিগী দোহদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান বলবান্ ও আয়ুজান্ হয় ।
 গর্তীবহার ইন্দ্রিয়দিগের বাহা বাহা ভোগ করিতে অভিলাষ
 অস্ত্রে, গর্তপীড়া জন্মবার আশঙ্কার সেই সকল অভিলাষ অতি-
 শয় বত্বের সহিত পূরণ করিতে হইবে । গর্তবতী নারী দোহদ
 প্রাপ্ত হইলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে, দোহদ প্রাপ্ত না হইলে
 গর্ত লক্ষণ বা আপনা আপনি ভয় প্রাপ্ত হয় । গতিগীর যে যে
 ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই
 ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে । গতিগীর রাজদর্শনে অভিলাষ হইলে
 সন্তান বহুভোগ্যবান্ ও ধনবান্ হয় । হৃদয়, পট্ট বা কোশের

বস্ত্র, অর্থাৎ অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে সন্তান অলঙ্কার ও
 অলঙ্কারপ্রিয় হয় । আঞ্জনে অভিলাষ হইলে পুত্র বন্দীত ও
 লম্বতাক্ত হয় । দেবতা-অভিলাষে অভিলাষ হইলে সন্তান
 দেবভূক্ত হয় । লক্ষ্মি খ্যাতিপ্রতিপত্তির কর্ণনে অভিলাষ হইলে
 সন্তান বিলাসিণী, গোপাধ্যায় ভোগনে ইচ্ছা হইলে নিতালু
 ও হিরচিত, মহিষের মাংসভিলাষে পুত্র, রক্তাক ও
 লোমশ, বরাহ মাংসভিলাষে নিতালু ও পুত্র, স্বপ্নাল প্রাণীর
 মাংসভিলাষে বলচর, শূর মাংসে উল্লি ও তিতীর মাংসে
 অভিলাষ হইলে-অতি ভীক হয় । এই সকল অস্ত ব্যক্তিরেকে
 অস্ত্র-অস্ত্র মাংসে দোহদ জন্মিলে সেই অস্ত্র বৈরুপ্য স্বভাব
 ও আচার সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয় । বাহা-
 হটক-কালবিলাস না করিয়া গতিগীর অভিলাষপূরণ করা
 বিধেয় । (ছন্দত পদীর স্থান ৩ অং)

২ গর্তচিহ্ন । ৩ পুষ্পোদগমকোষ ।
 "রক্তাশোকশলকিঞ্চলঃ কেশরজ্ঞান কাণ্ডঃ
 প্রত্যাসন্নঃ কুরবকসুতেরাধবী মণ্ডপত ।
 একঃ সখ্যাতবগহ মন্ডা বামণাভিলাষী
 কাঙ্ক্ষতাভো বদনমদ্রিয়াং দোহবন্ধনভাঃ ।" (মেঘদূত ৭৮)
 মন্ডিনাথ এই স্নেহের টীকার দোহদের বিবর এইরূপ
 লিখিয়াছেন, প্রিয়হৃৎ বৃক জীবদিগের স্পর্শে বিকশিত হয়,
 সুখগন্ত্বেনেকে বকুল, পদাঘাতে অশোক, বীকণ ও আলি-
 লনে তিলক ও কুরবক, নর্দ্যবাক্যে মন্ডার, মুহূর্ত্তালে চম্পক,
 হৃত গীতে নমেক ও পুরোভাগে নর্তন করিলে কর্ণিকার
 বিকশিত হয়, পুষ্পোদগমের প্রতি এই সকল দোহদ ।
 "জীগাং স্পর্শাৎ প্রিয়হৃৎবিকসতি বকুলঃ শীঘ্রগন্ত্বেনেকে
 পদাঘাতাশোকশলকিকুরবকৌ বীকণালিঞ্চলভায়াং ।
 মন্ডারোনর্দ্যবাক্যং পট্টমুহূর্ত্তমালে চম্পকেবক্ত বাতাৎ
 চুতোগীতান্নেককর্নিকসতি চ পুরো নর্তনাৎ কর্ণিকারঃ ।"

(মন্ডিনাথ দ্বতবাক্য)

এই দোহদ কবি প্রসিদ্ধ । বৈরুপ্য গতিগীদিগের দোহদ
 প্রদান না করিলে সন্তান অপটু হয়, সেইরূপ কবিগণ ঐ
 সকল বুদ্ধাদির কুছম বিকাশানি বর্ণনকালে উপরি লিখিত
 দোহদের বিবর বলিয়া থাকেন ।

৪ রাজ্যকালে দিগুতেদে দোহ শান্তির নিমিত্ত পের পদার্থ,
 ইহার বিবর মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিত আছে ।

"আজ্যং তিলোদনং মন্তং পরশাপি স্বাক্রমং ।
 ভক্রেদোহদ্যং দিক্শাশাং পূর্বাদিক্যং জয়েৎ ৪
 মন্ডালং পায়নং কাঞ্জীং শূকং হৃদয়ং ভবা বধি ।
 পুরোভাগতং ভিগ্নরং চ ভক্রেদোহদ্যং ৫" (মুহূর্ত্তচি)

যাহার পূর্বদিকে গমন করিবেন, তাহার দূত কোজন করিয়া বাইলে তাহারকে দোহ শান্তি হইয়া থাকে, পশ্চিমদিকে ভিলমিঞৌকন অর্থাৎ ভিলের বাউ, (পারস) পশ্চিমদিকে, দত্ত, উত্তরদিকে দূত এই সকল জাতি কোজন করিয়া গমন করিলে যে কোন দোহ থাকে, তাহার শান্তি হয় এবং ইহাকে দিগদোহ কহে।

নায়দের মতে,—

“দুতার ভিলপিটারং মন্তারং দূতপারসং।

প্রোহিহক্রমশো ভূত্বা বাতি রাজা ক্রমভ্যতীন্।” (নায়র)

পূর্বদিকে দুতার, পশ্চিমদিকে মন্তার, উত্তরদিকে দূত ও দক্ষিণদিকে পারস তক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভকর। এই যে মন্তভের লিখিত হইল, ইহার মধ্যে বেদেশে বৈরূপ ব্যবহার আছে, সেই দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা জানিতে হইবে। যারদোহ—

“দুর্ধ্যারে দূতঃ প্রোত চক্রবারে পরতথা।

শুভমকারকে প্রোত দুধারে ভিলানপি।

শুক্রবারে দধিপ্রোত শুক্রবারে যবানপি।

মানান ভূত্বা শনৈবীরে শুলগচ্ছর দোহভাক্।” (বৃহস্পতি)

দুর্ধ্যারে দূত, চক্রবারে পর, মঙ্গলবারে শুভ, দুধবারে ভিল, বৃহস্পতিবারে দধি, শুক্রবারে যব ও শনিবারে যাব তক্ষণ করিয়া দিক্শুলে বাজা করিলেও দোহ হয় না, এই সকলকে বার-দোহ কহে।

“ভিথিদোহ—প্রতিপদে অর্কপত্র, দ্বিতীয়ার ততুল-প্রকালিত জল, তৃতীয়ার দূত, চতুর্থীতে ববাণু, পঞ্চমীতে হবিষ, ষষ্ঠীতে স্নবর্ণপ্রকালিত জল, সপ্তমীতে অপূর্ণ, অষ্টমীতে ঐলপূরক, নবমীতে জল, দশমীতে জীগবীমূল, একাদশীতে দ্বার, অর্থাৎ যবের অন্ন, দ্বাদশীতে পারস, ত্রয়োদশীতে ইক্ষুশুভ, চতুর্দশীতে অম্বক, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মুকোদন তক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভ হয়। ইহার নাম ভিথিদোহ।* এই দোহন সকল দুই কল নিবারণ করে।

* “অর্কপত্রং ভবেদ্যাকুঃ প্রথমোক্ত তক্ষণং।

দ্বিতীয়ার তবেদ্যাকুভূত্বাং সতুলোদকং।

তৃতীয়ার তথা সপরিবাসুভাত্ততঃপরং।

পঞ্চম্যাং তত্বিষ্যং ত্রাং বচ্যাং বা কাকনোদকং।

অপূর্ণভুক্তিঃ সপ্তম্যামষ্টম্যাং বীজপূরকং।

নবম্যাং তোরণাং তাদোমুত্রত ততঃপরং।

একাদশ্যাং যবানদ্যাং দ্বাদশ্যাং পারসং শিবেৎ।

ত্রয়োদশ্যাং শুভং লেকং চতুর্দশ্যাং তাকুভূত্বং।

মুকোদনং ভবেদ্যাকুঃ পঞ্চম্যাং বিবানভঃ।

পঞ্চম্যাকুভারেরং বাজ্যোদে বিশিঃ শুভঃ।” (বৃহস্পতি)।

দোহদলকণ (স্রী) দোহদল গর্তত লকণং বহুঃ ১ নবম্যমি।

দোহদল লকণং ৩৩২। ২ গর্তলকণ।

দোহদবতী (স্রী) দোহদো গর্তিগতিলাবোহত্যাতাঃ দোহদ-নতুপ্ মত বঃ ভীপুত। গর্তবতী, গর্তবহার গর্তিগতিগের অরণ্যাবাদি অভিলষ্যহর, এইজন্য ত্রাহাগিকে দোহদবতী কহে। গর্তিগতিগের কর্তব্যের দিবর মন্তপুরণে এইরূপ লিখিত আছে,—গর্তবতী লক্ষ্যকালে কোজন, দূকমূলে অবস্থান ও গমন, উচ্চস্থান, দুহল ও উলুখলানিতে উপবেশন, জলে অবগাহন এবং শূভাগার পরিভ্রমণ করিবে। নবীকে অবস্থান, উদ্বিগততা, মধ, অন্নাদি ও ভ্রমণাদি কুহি-বিলেপন, সর্বদা শমন, যারিহ, দোহের সহিত কলহ, অশুভি তাবে বা মুক্তকেশ হইয়া জনহান, উত্তর ও পশ্চিম দিগেরে গমন, বহু হীনাবহার ও আক্রিয়াদিহর অবস্থান, ও উদ্বিগতা পরিভ্রমণ করিবে। সর্বদা শুভকল্পবা, মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত ও সর্বদা পতির প্রিয় ও হিতেরে শুভ থাকিবে। (মন্তপু)। [গর্তবতী দেখ।]

দোহদাঙ্গিতা (স্রী) দোহদেন গর্তজনিতাতিলাবেণ অধিতা। দোহদবতী, গর্তবতী।

দোহদোহীর (স্রী) সামভেরং।

দোহন (স্রী) দুহ-ভাবে লুট্। কল হইতে দুহনিঃসারণ, দোহা, অনন্বিত জব জব্যের বহিনিঃসারণ। দুহতেহুনি দুহ আধারে লুট্। ২ দোহনপাঞ।

“বালজেন নিনাদেন কাংত্রং ভবতু দোহনং।

হুহেত পর বংসেন বতে হরতি পুফরং।” (ভারত ১৩৯৪৪১)

দোহনী (স্রী) দুহতেহুতঃ দুহ-লুট্-ভীপু। দোহনপাঞ।

পর্ষার—লেপন, পারী, দোহ, দোহন। (শব্দরত্নাবলী)

দোহনীকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এইখানে ত্রীককের গোদোহন হইত। (বৃক্যাবন লীলামৃত)

দোহরিষাট, উত্তরপশ্চিম প্রান্তেরে আকিসগড় জেলার বর্ধার নদীর তীরে একটা জগুর। দোহরিষা ৩৬৩৪, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। কাঠিকী পূর্ণিমার ও দ্বাদশীয়ার এখানে বেলা হয়।

দোহল (পুঃ) দোহং আকর্ষ্য নাভীতি লাক্। দোহর, ইজা।

“অশোক ! বহি সতএব দুহলৈরং সম্প্রভতে।

দুধা-মহলি দোহলং ললিত কামি সাধারণং।”

ই হালদিকারিমিত্র ৮৪৭)

দোহলবতী (স্রী) দোহলো হত্যাতাঃ নতুপ্ মত বঃ ভীপু।

দোহদবতী।

দোহনী (স্রী) দোহন-ভীপু। অশোকবৃক্ষ। (সামনিঃ)

দৌহুল (পুং) হুহ-তাক-অনু। দৌহন, প্রকারের চাবি।
তাকে সমুদ্রে দৌহলা দিবা। (কৃ ১০।১১।১) 'দৌহলা
দৌহনেন' (সারণ)

দৌহসে (অব্য) হুহতুমর্থে অসেন। দৌহন করিতে।
"মহু ন যবু দৌহসে" (কৃ ৬।৬৬।৫) 'দৌহসে কামান
দৌহুঃ' (সারণ)

দৌহা (স্ত্রী) মাজারূত তেদ। হিন্দী কবিতার ব্যবহৃত হয়।
দৌহাই (দেশজ) ১ শোকাতিত্ব হইয়া জীৎকার। ২
বিচার লভ্য হুং প্রকাশ।

দৌহাতা (দেশজ) হুই হত্ব পরিসিত।

দৌহাদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পাঁচমহল জেলার একটি
নগর। অক্ষা° ২২° ৫৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ২০' পূঃ। পশ্চিমে
শুজরাট ও পূর্বে মালব প্রভৃতির সীমান্তদেশে অবস্থিত
বলিয়া ইহার নাম দৌহাদ হইয়াছে। এখানে একটি দুর্গ
আছে। দুর্গটি শুজরাটের রাজা আকবের সময়ে (১৪১২-
১৪৪০ খৃঃ অবঃ) নির্মিত হয়। মল্লকদের সময়ে (১৫১০-১৫২৬
খৃঃ অবঃ) তাহার সংকার এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের সময়ে
তাঁহার আত্মক্রমে ইহার একবার জীর্ণসংকার করা হয়।
এখানে ৫০ জন শুজরাটী ভীল বসতি আছে। লোকসংখ্যা
একলক্ষের কিছু অধিক। মধ্যভাগ হইতে সমুদ্রতীরে বাইবার
পথ দৌহাদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। একত্রে দৌহাদ একটি
জুনার বাণিজ্য স্থান। ইহার প্রাচীন নাম দধিপত্রক।

দৌহাপনয় (পুং) দৌহং অপনয়তি অনিঃসরণেনেতি অপ-নী-
অচ্। হৃদ্য।

দৌহার (দেশজ) সহায়তাকারী। যাত্রার বাহার বলিয়া
গান গায়।

দৌহারী (দেশজ) নাতিবলিষ্ঠ।

দৌহিত (জি) দৌহ-তারকাদিত্বাদিত্। সজাত দৌহ।

দৌহিন্ (জি) হুহ-শীলার্থে বিহুন্। দৌহনশীল। জিরাং ভীপু।

দৌহীরস্ (জি) অরমনরোরতিপনেন দৌহা দৌহু জিরহুন্
ভূগোলোপঃ। অতিশয় দৌহা। জিরাং ভীপু। দৌহীরসী।

দৌহু (জি) হুহতে ইতি হুহ-ণ্যৎ। ১ দৌহনীর, হুহ, দৌহব্য।
২ হুহ। হুহতে হুতা ইতি। ৩ গোমহিবারি।

"দৌহকপকলপ্তাহ মাসজ্যাহ্নমাসিকং।

বীজা যো বাহরজজীদৌহ পুংসাং পরীক্ষণঃ।" (বাঙ্ক° ২।১৮০)

দৌঃসাধিক (পুং) দুর্দ্বিষ্টঃ সাধঃ কর্ণ তজ্জ নিযুক্ত ঠক।
সামর্থ্য, বারপাল।

দৌকুল (জি) হুহুলেন পরিবৃত্তো রথঃ ইতি অণু। (পরি-
ভো অর্থঃ। পী ৪।২।১৮) হুহুলদ্বারা পরিবৃত্ত রথাদি।

দৌগই (পুং) কর্ণঃ (নিকক)।

দৌকু (দেশজ) ১ শীত করিবার বাতরা। ২ বিকৃতি, পরিমর্ষ।

দৌড়বাঁপ (দেশজ) শীত বাইবার চোটা বা উত্তর।

দৌড়াদৌড়ি (দেশজ) শীত শীত বাইবার অসিত।

দৌত্য (স্ত্রী) হুত্বত ভাবঃ কর্ণ বা-ত্। ১ হুতকর্ণ, হুতের
কার্য, হুতের ভাব। ২ ঘটকতা।

"দৌত্যক তৎকৃতং যোরে বিগ্রহে জনমেজয়ঃ।" (হরি ১৭২।১৮)

দৌরাত্ম্য (স্ত্রী) হুমিলিত আত্মা অভাবে বস্ত্র ন হুয়াত্মা তত
ভাবে কর্ণ বা-ত্। ১ হুয়াত্মার ভাব। ২ হুয়াত্মার কার্য,
হুয়াত্মগণ যে কার্যের অনুষ্ঠান করে।

"শক্তিভাঃ শ্রম মহাতাগ। দৌরাত্ম্যাহ তত চানব।"

(ভারত-২।১৪।৭)

দৌরিত (স্ত্রী) কতি, হানি।

দৌরেঞ্জবস (পুং) সর্প-পুরোহিত পুণ্ড্র-প্রবার গোত্রাপত্য।

দৌরেঞ্জত (পুং) সর্প-পুরোহিত তিমিরের গোত্রাপত্য।

দৌর্গ (স্ত্রী) দুর্গত দুর্গারা বা ইদং অণু। ১ দুর্গসম্বন্ধী।
২ দুর্গাসম্বন্ধী।

"প্রাবণী দৌর্গনবমী দুর্কী চৈব হতাপনী।

পূর্ববিষ্টৈব কর্তব্য শিবরাত্রির্বলেনিনঃ।"

(কালমাধবধৃত ব্যাক্য)

দৌর্গত্য (স্ত্রী) দুর্গতত ভাবঃ য্। ১ দারিদ্র্য। ২ দুঃখিত
হরবস্থা।

"দৌর্গত্যাদেনোনোজন্তং দৈন্যং মলিনতাদিকৃতং।" (সাহিত্যদ°)

দৌর্গন্ধ্য (স্ত্রী) হুহটো গন্ধো বস্ত্র দুর্গন্ধঃ। ততো ভাবে
য্। ১ দুর্গন্ধতা। ২ দুর্গন্ধবোগ। দুর্গন্ধনাশক তৈলের বিষয়
গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"চন্দনং কুহুমং মাংসী কর্পূরী জাতিপত্রিকা।

জাতী ককোলপুগানং লবঙ্গত ফলানি চ॥

অশ্বকশীরকান্দ্র্যঃ কুষ্ঠতগরমালিকা।

গোমোচনা প্রিরজুচ চোলং মদনকং মথং॥

সরলং সপ্তপর্ণ লাক্ষা চামলকী তথা।

কচূরকঃ পল্লবক এতৈস্তৈলং প্রোষিতং॥

প্রাশ্নেনমলদৌর্গন্ধ্যককুষ্ঠত্বয়ং পরং।"

(গরুড়পু° ১৯৮ অ°)

চন্দন, কুহুম, মাংসী, কর্পূরী, জাতিপত্র, জাতী, ককোল,
পুগ, লবঙ্গকল, অশ্বক, শীর, কান্দ্রী, কুষ্ঠ, তগরমালিকা,
গোমোচনা, প্রিরজু, চোল, মদনক, সরলকাঠ, সপ্তপর্ণ,
লাক্ষা, চামলকী, কচূরক ও পল্লব এই সকল জ্বা দ্বারা
প্রোষিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে দৌর্গন্ধনাশ হয়।

দৌর্গহ (পুং) দুর্গস্থাপত্যং শিবাদিহান্। ১ দুর্গস্থি অধিপত্য, পুরুহুংস শব্দ।

“সপ্তঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানৈঃ” (খক্ ৪।৪২।৮)

“পুরুহুংসস্ত মহিবী দৌর্গহে বন্ধনে স্থিতে।

পত্যাধরাজকং দৃষ্ট, রাষ্ট্রং পুত্রস্ত লিপরাঃ” (ভাস্কর্যভাষ্য)

২ অর্থ। (নিকট) ইহার পাঠান্তর ‘দৌর্গহ’ এইরূপ স্থানে স্থানে দেখা যায়।

দৌর্গহ (পুং) দুঃখেন গ্রহো গ্রহমস্ত অর্থস্ত তৎসাধো বাগঃ অণ্। অর্থমেধ যজ্ঞ। “তেনহ পুরুহুংসা দৌর্গহে-গেজে” (শতপথব্রাং ১৩।৫।৪।৫) ‘দৌর্গহেগাশ্চেন সংহতেন ক্রতুনা অর্থমেধেনেজে’ (ভাষ্য)

দৌর্গায়ণ (পুং) দুর্গস্থাপত্যং নড়াদিহাং ফক্। দুর্গের অপত্য।

দৌর্গা (স্ত্রী) দুর্গস্ত ভাবঃ দুর্গস্তেহং বা স্বাঙ্। ১ দুর্গস্থিতধর্ম। ২ দুর্গসম্বন্ধী।

দৌর্জন (জি) দুষ্টলোক সমাকীর্ণ।

দৌর্জন্ত (স্ত্রী) দুর্জনস্ত ভাবঃ ইদং বা স্বাঙ্। ১ দুর্জনস্ব, দুর্জনতা, ক্রুরতা। ২ দুর্ব্যবহার।

“তদিনং মম দৌর্জন্তং বালিশস্ত মহীরসি।

কন্তমহতি মাতস্বং দিষ্টা গর্ভো মৃতোখিতঃ”

(মহাভারত ৬।১৮।৭৬)

দৌর্বল্য (স্ত্রী) দুর্বলস্ত ভাব ইত্যর্থো ক্য বা স্বাঙ্। দুর্বলতা, অল্পবলতা।

“অনাদেষস্ত চানানাদেষস্ত চ বিবর্জনাং।

দৌর্বল্যং থাপ্যতে রাজঃ স প্রেত্যেহ চ নস্ততি” (মহু ৮।১৭১)

রাজগণ যদি অগ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাদের দৌর্বল্য জন্মে।

দৌর্ভাগ্য (স্ত্রী) দুর্ভাগ্যস্ত ভাবঃ স্বাঙ্। দুর্ভাগ্যস্ব, দুর্ভাগ্যের কার্য।

দৌর্ভাগিনেয় (পুং স্ত্রী) দুর্ভাগ্যার অপত্যং পুমান্ দুর্ভাগ্য-ঠক্ ইনঙ্ (কল্যাণাদীনামিনঙ্চ। পা ৪।১।১২৬) দুর্ভাগ্য পুত্র। জিহাং ভীপ্। দৌর্ভাগিনেয়ী, দুর্ভাগ্যার কস্তা।

দৌর্ভাগ্য (স্ত্রী) দুর্ভাগ্যস্ত দুর্ভাগ্যার বা ভাবঃ স্বাঙ্, ততো উভয়পদবৃদ্ধিঃ। দুর্ভাগ্য, দুঃদৃষ্ট, মন্দভাগ্য।

“ভুক্তা পিতৃগৃহে নারী ভুক্তে স্বামিগৃহে যদি।

দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্তাঃ শপতি কুলনারিকাঃ” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

স্ত্রীগণ পিতৃগৃহে ভোজন করিয়া আবার সেই দিন যদি স্বামী গৃহে যাইয়া ভোজন করে, তাহাদের দৌর্ভাগ্য জন্মে এবং কুলনারিকা সকল শাপ দেন।

দৌর্ভাগ্য (স্ত্রী) দুষ্টোভাতা তস্ত ভাবঃ সুবাদিহান্। দুষ্টভাষ্য।

দৌর্দগন্ত (স্ত্রী) দুঃখং মনোবস্ত তস্ত ভাবঃ স্বাঙ্। দুঃখ-নিবন্ধন চিত্তাশ্রয়, উবেগ, দুর্ভাবনা।

“তেবাং ক্রতে মে নিঃখানা দৌর্দগন্তক জায়তে” (চণ্ডী)

দৌর্দগ্ন (স্ত্রী) দুর্দগ্নস্ত ভাবঃ স্বাঙ্। দুর্দগ্নতা।

দৌর্মিত্রি (স্ত্রী) দুর্মিত্রার অপত্য।

দৌর্মুখি (পুং) দুর্মুখের গোত্রাপত্য।

দৌর্ঘ্যোধান (জি) দুর্ঘ্যোধান-সম্বন্ধীয়।

দৌর্ঘ্যোধানি (পুং) দুর্ঘ্যোধানের গোত্রাপত্য।

দৌর্বাসস (স্ত্রী) দুর্বাসসা প্রোক্তং অণ্। দুর্বাসাপ্রোক্ত উপপুরাণ ভেদ।

দৌর্বোণ (স্ত্রী) দুর্বোণাঃ ইদং স্বাঙ্। ১ দুর্বোণ। ২ ইষ্টপর্ণ। (মেদিনী)

দৌর্বৃত্ত্য (স্ত্রী) দুঃখং খলনোচ্ছলনাদি ব্রতং যজ্ঞ তস্ত ভাবঃ স্বাঙ্। দুষ্টব্রতস্ব। “তিরং সৌব্রতেন ক্রজং দৌর্ব্রতেন” (শুদ্রবক্তৃঃ ৩৯।২)

দৌর্হাদি (স্ত্রী) কু-বস্তাব।

দৌর্হাদি (স্ত্রী) দুর্হাদোভাবঃ অণ্ বাহুলকাৎ ন বিপদবৃদ্ধিঃ। ১ ইচ্ছা, দোহন। “লক্ষদৌর্হাদিনি বীৰ্য্যবস্তঃ চিরায়ুযক পুত্রং জনয়তি” (অশ্বত্থ) [দোহন দেখ।] ২ দূষিত দুঃস্বাদ।

দৌর্হাদয় (স্ত্রী) দুর্হাদয়স্ত দুষ্টদুঃস্বাদস্ত ভাবঃ সুবাদিহান্ ন বিপদবৃদ্ধিঃ। দুষ্টচিত্তস্ব।

দৌলত খাঁ, বঙ্গ বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ শাহাবাজপুর উপ-বিভাগের একটি গ্রাম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ঝড় বজ্রার গ্রামটা ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাতে গ্রামবাসী প্রায় সকলেই বিনষ্ট হয়। এখন দৌলতখাঁ প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

দৌলত খাঁ লোদি, ইনি জাতিতে আফগানবংশীয়। বহু-দিন ভোগলকবংশীয়দিগের অধীনে নানা উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে মাক্দ্দুতোগলকের নিকট আজিজ মমালিক উপাধি প্রাপ্ত হন। মাক্দ্দুতোগলকের মৃত্যুর পর ১৪১৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ইহাকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। প্রায় এক বৎসর রাজত্বের পর ১৪১৪ খৃঃ অব্দে মূলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয়। খিজির খাঁ চারি মাস দিল্লী অবরোধ করিয়া থাকেন, পরে তাঁহার হাতে দিল্লী জয় হয়। খিজির খাঁ দৌলতকে অবিলম্বে কিরোজাবাদের কারাগারে প্রেরণ করেন। হুইমাস কারাবন্দীরা ভোগ করিয়া দৌলত কারাবাসেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দৌলত খাঁ লোদি বা দৌলতলোদি, ইব্রাহিম লোদির সমর ইনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠানে

ও অস্ত্রাচারে সকলেই প্রসীদিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে বেহারের শাসনকর্তা বাহাদুর খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

দৌলত খাঁ ও বিজোহী হইয়া তৈমুর-বংশধর বাঘরকে কাবুল হইতে আহ্বান করিলেন। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাঘর পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। দৌলত খাঁ বাঘর আগমনের কিছু পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি বিদ্বান ও কবি ছিলেন।

দৌলত খাঁ লোদি শাহু খেল, ইনি বিজোহী খাঁ আহান লোদির পিতা। ইনি প্রথমে মিজা আজিজ মোকা, পরে আব-হুল মহিম খানখানান্ ও অবশেষে রাজকুমার দানিএলের অধীনে কর্ম করিয়া হুজুরী মজবদার পদে উন্নীত হন। ইনি ১৬০০ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে প্রাপত্যাগ করেন।

দৌলতরাও সিক্দিয়া, মাধোজী সিক্দিয়া অগুরুক অবস্থার প্রাপত্যাগ করেন। [মাধোজী সিক্দিয়া দেখ।] মৃত্যুকালে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দরাওয়ের পুত্র দৌলতরাওকে আপন উত্তরাধিকারী নির্ণীত করিয়া যান। কিন্তু দৌলতরাও তখন পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক বালকমাত্র, কাজেই নানা-কড়নবিস [নানা-কড়নবিস দেখ।] দ্বারা ভ্রাতার ভাগ্যানিরক্ষা হইয়া গড়িলেন। মাধোরাও পেশবা তখনও অল্পবয়স্ক, কড়নবিস তাঁহার চালচলন সম্বন্ধে বেশ একটু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কড়নবিসের এইরূপ কঠোরতায় তিনি অবশেষে আত্মহত্যা সাধন করেন ও মৃত্যুকালে রঘুনাথরাওয়ের পুত্র বাজিরাওকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কড়নবিস বাজিরাওকে একটু ভয় করিতেন, সেজন্য মৃত-পেশবার বিধবাপত্নীকে একটা দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইয়া সেই পুত্রকেই পেশবা নামে অভিহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, কিন্তু অবশেষে গতান্তর না দেখিয়া তিনি বাজিরাওয়ের সহিত মিশিয়া গেলেন। পরে বৃট্টাশ রেসিডেন্ট মিঃ মলেটের বক্তাবিধে তিনি সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও কর্মচারীবর্গকে ডাকাইয়া বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা চিম্নাজী অপাকে মৃত-পেশবার বিধবা-পত্নীর দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ সম্বন্ধে অভিমত স্বীকার করাইয়া লইলেন। বাজিরাও এ সংবাদ পাইয়া নিজ মন্ত্রী বলভতাস্তিয়া ও দৌলতরাও সিক্দিয়াকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে তাঁহারা আসিলেন। নানা-কড়নবিস এ দুজনকেই ভয় করিতেন, তিনিও পরশুরামভাওকে নিজ সন্নিধানে আনিলেন। পরশুরাম ও কড়নবিসের পক্ষীয় লোকেরা পরামর্শ করিয়া বাজিরাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করাই যুক্তি

মূলক বিবেচনা করিলেন এবং পরশুরাম পক্ষ গ্রহণ করিয়া বাজিরাওকে পুণার লইয়া গেলেন। এদিকে বলভ পরশুরামের একত্বে আচরণে নিজ উদ্ভয়ের বিকলতা অনুভব করিয়া চিম্নাজী অপাকে পুণার লইয়া গেলেন ও তাঁহাকে স্বাধীনতা বিধবার দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মে পেশবার গহীতে বসাইয়া দিলেন। কাজেই চিম্নাজী অপাই পেশবা বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেন। পরশুরামই রাজকাব্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। নানা-কড়নবিস ইতিপূর্বেই আপনাকে বিশ্রম অনুভূত করিয়া কার্যব্যাপদেশে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম সকল গোলাবোগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য কড়নবিসকে পুণার আসিতে অহুরোধ করিলেন। কড়নবিস কোরূপ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। বলভ চারিদিকে বিপদ দেখিয়া বাজিরাওকে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বাজিরাও আপন অহুচর ঘাটগয় সিরাজি-রাওয়ের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই পরামর্শের ফলে ঘাটগয় দৌলতরাওকে আপন কন্যা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাজিরাও বলভের উপদেশানুযায়ী কার্য করিলেন না, তিনি দিল্লী না গিয়া অহুচরের ভাগ করিয়া সেইখানেই রহিলেন।

এদিকে কড়নবিস হায়দরাবাদের নিজামের [নিজাম দেখ।] সহিত সন্ধি করিয়া বাজিরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করিবার পথ করিয়া লইলেন। বেরারের রঘুজি তোনসু এবং ইংরাজগবর্নেন্ট বাজিরাওয়ের পেশবা হওয়ার স্বপক্ষে মত দিলেন। সমস্ত ঠিক হইলে, দৌলতরাও প্রথমে বলভকে কারারুদ্ধ করিলেন। পরশুরাম গতিক দেখিয়া চিম্নাজী অপাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। ২৫শে নবেম্বর কড়নবিস পুণার প্রত্যাগমন করিলেন। বাজিরাও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর পেশবাপদে অভিষিক্ত হইলেন।

বাজিরাও কুটনীতি-বিদগণ ছিলেন, রাজ্যে ক্ষমতাপালী ব্যক্তিমাত্রকে নিদ্রাশিত করিবারই তাঁহার সক্ষম ছিল এবং "কণ্টকে নৈব কণ্টকং" তাঁহার মূলমন্ত্র। তিনি দৌলতরাওকে বুঝাইলেন, কড়নবিসকে বিদূরিত না করিলে তাঁহাদের সঙ্কট নাই। এ কার্যে ইচ্ছা না থাকিলেও বাজিরাও আপন স্বত্ত্বের অহুরোধে বাধ্য হইয়া এ কার্যে নিজ মত প্রকাশ করিলেন। দৌলতরাও কড়নবিসকে ও অন্যান্য ক্ষমতাপর ব্যক্তিকে আশ্বদনগরে কারাবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দে মার্চ মাসে ঘাটগয়ের কন্যা বৈজা-নাইয়ের সহিত দৌলতরাওয়ের বিবাহ হইল। বাজিরাও

দৌলতরাওকে হুইলক টাকা দিতে প্রতিজ্ঞিত ছিলেন। তিনি পুণার অবস্থাপন লোকদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে বলিলেন। নানাবিধ অত্যাচার করিয়া দৌলতরারের খণ্ডর ও মট্রী বাটগর টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাহার পরও যখন দৌলতরাও পুণা ত্যাগ করিলেন না, তখন বাজিরাও কিছু চিন্তিত হইলেন।

তিনি নানাকড়নবিসের স্থানে অমৃতরাওকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দৌলতরাওয়ের ব্যবহারে ভীত হইয়া তিনি দৌলতরাওকে মারিবার জন্য অমৃতরাওকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। বড়রহ হইল, কিন্তু ঠিক সময়ে কার্য্য হইল না, দৌলতরাও বাচিয়া গেলেন। বাজিরাওয়ের সহিত দৌলতরারের মনান্তর ঘটিল। বাজিরাও নিজামের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। দৌলতরারের চারিদিকে বিপদ জুটিল। তাঁহার সৈন্তগণের বেতন বহদিন হইতে বাকি পড়িয়াছে। টিপুসুলতান তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। শেষে এই বিপদে নানাকড়নবিস ব্যতীত কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া কড়নবিসকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। এই সময়েই দৌলতরাও বাটগরের অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া তাঁহাকে কারাকন্ড করিলেন। পেশবা এখন ত্বর পাইয়া গোপনে কড়নবিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছলনাব্যাক্যে প্রতারিত হইয়া নানাকড়নবিস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পেশবা গোপনে নানাকড়নবিসকে কারাকন্ড করিবার জন্য দৌলতরাওকে উত্তেজিত করিতেছেন, এ কথা দৌলতরাওয়ের নিকট অবগত হইয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। দৌলতরাও ও বাজিরাও পরামর্শ করিয়া টিপুসুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু এই সময় টিপু মৃত্যু হওয়ার সে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নানাকড়নবিসের মৃত্যু হয়, রাজ্যময় বিশেষ গোলযোগ ঘটিল। দৌলতরাও নানাকড়নবিসের নিকট এক কোটি টাকা পাইবেন, এই ছলে তাঁহার আরগীর গ্রহণে উত্তত হন ও কড়নবিসের স্ত্রীকে একটা দস্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। বসন্ত এই সময়ে মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হওয়ার দৌলতরাও খণ্ডরের পরামর্শে বসন্তকে ধৃত করিয়া আক্কননগরে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথার জীবলীলা সংবরণ করেন। পেশবা দৌলতরারের এই সকল কার্য্যে ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় নীরব রহিলেন। এই সময়ে যশোবন্তরাও হোলকর দৌলতরারের অধিকারভুক্ত প্রদেশ আক্রমণ

করেন। যুদ্ধে প্রথমতঃ হোলকরই জয়লাভ করেন, কিন্তু দৌলতরাও ইন্দোরের নিকটে এক যুদ্ধে হোলকরকে পরাজিত করেন। হোলকর তাহাতে ভীত না হইয়া দৌলতরারের অধিকৃত খান্দেশ আক্রমণ করেন ও ক্রমে পুণা পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসে হোলকরের সহিত দৌলতরাও ও পেশবার সৈন্তের যুদ্ধ হয়। পেশবা ও দৌলতরাও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নানানান পরিত্রমণের পর পেশবা বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত একটা সন্ধিস্থাপন করেন। এই সন্ধিবন্ধন কতকগুলি ইংরাজসৈন্ত পেশবার রক্ষণার্থে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে ও তাহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে ২৬ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাহাদের হস্তে জ্ঞাত হইবে এই কথা রহিল। মহারাষ্ট্র সকলেই ইহাতে বিরক্ত হইলেন। নানাকড়নবিস ২৫ বৎসর ধরিয়া যে কার্য্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান ছিলেন, এখন তাঁহার মৃত্যুতে সহজেই তাহা সম্বাদিত হইল। দৌলতরাও বেরারের রাজার সহিত যোগদান করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতি লইয়া ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সকল ইংরাজের কর্ণগোচর হইল। ইংরাজ পেশবাকে গদিতে বসাইবার জন্য প্রায় ২০ হাজার সৈন্ত সঙ্গে লইয়া পুণার আসিলেন। বাজিরাও আপন সিংহাসনে বসিলেন। হোলকর মালবে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন না। দৌলতরাও কি করিবেন, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। ইংরাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। জেনারল ওয়েলেস্লির হাতে এ যুদ্ধের ভার সমর্পিত ছিল। তিনি প্রথমে আক্কননগর অধিকার করিলেন। এখন দৌলতরাও মহারাষ্ট্র সৈন্তসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও আসাই-ক্ষেত্রে ওয়েলেস্লির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কর্ণেল টিভেনসন অবিলম্বে বুরহানপুর ও আলীরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজের সহিত ক্রমে দিল্লী, আগ্রা ও লাহাবারিতে দৌলতরারের সেনানীর যুদ্ধ হয় ও প্রতিযুদ্ধেই দৌলতরারের সেনাকর ও পরাজয় ঘটে। কটক, বেরার প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজের মহাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। দৌলতরাও এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সন্ধি হইল না। রঘুজি ভোনসুর ও দৌলতরারের সৈন্ত পুনরায় ইংরাজ কর্তৃক আরগী নামক স্থানে আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের শেখ আশা দুরীভূত হইল।

তখন সিরাজি অক্কনগাঁও নামক স্থানে ইংরাজের সহিত দৌলতরাও ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির সূত্র

অনুসারে দৌলতরাও দৌরাব ও অন্যান্য অনেকস্থান ছাড়িয়া গিলেন এবং ছয় হাজার ইংরাজসৈন্তের বায় নিক্সাহের ভার আপনার উপর গ্রহণ করিলেন।

এখন তাঁহার রাজপুতানার জয়পুর ও যোধপুর এবং দক্ষিণে ও খান্দাশে পৈতৃক সম্পত্তি বাতীত আর কিছুই রহিল না। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্তৃক ভরতপুর দুর্গ-বিজয়ের পর সিক্দিয়া হোলকরের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় গোলাযোগ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন গবর্নর জেনারল, তিনি দৌলতরারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহেন।

১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ যখন নেপালরাজের সহিত সময়ে বিব্রত আছেন, তখন হোলকর, পেশবা ও দৌলতরাও সকলেই ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ সৈন্ত না আসিলে ইহারা যুদ্ধই করিতেন, সৈন্ত আসিয়া পড়িল দেখিয়া সকলেই আপন আপন পথ দেখিলেন।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে গবর্নর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারি দমনে কৃত সফল হইয়া দৌলতরারের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ হইতে প্রয়াস পাইলেন।

দৌলতরাও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরাজগবর্নমেন্টের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি নেপালিদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন, পেশবার নিকট ইংরাজের বিপক্ষতা করিতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া ছিলেন, কিন্তু গবর্নর জেনারল সৈন্তসহ তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অবিলম্বে ইংরাজের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিলেন। এই সময় পেশবা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি পিণ্ডারিদিগকে এতদিন গোপনে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন সেই পিণ্ডারিদিগের ধ্বংসসাধনে ইংরাজদিগকে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রতিযুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন। সাতারা পর্য্যন্ত ইংরাজের পদতলে পড়িয়া রহিল। দৌলতরাও এ সময়ে নিজে নিরস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্তাধ্যক্ষ যশোবন্ত রাওকে পেশবার সাহায্যার্থ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা এজন্ত দৌলতরারের আশীরগড় অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমে দেশময় ইংরাজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। দৌলতরাও মর্য্যোযধিরুদ্ধবীর্য্য ভুলভ্রমের ভ্রায় কালাতিপাত করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যুঁড়াযুঁথে পতিত হইলেন। দৌলত

রারের বিধবা স্ত্রী এক জাতিপুত্রকে নতকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে সিক্দিয়াবংশের রাজারা অপুত্রক রহিবেন। একথা আজ পর্য্যন্ত সত্য হইয়া আসিয়াছে। সিক্দিয়ার রাজগণ পুত্র-বিহনে একাল পর্য্যন্ত আপন আপন নতকপুত্রকেই রাজ্যদান করিয়া গিয়াছেন।

দৌলতশাহ, ইনি সময়কন্দের বখ্ত শাহের পুত্র। হিরোটের আবুল গাজী বাহাদুর ওরফে সুলতান হোসেন মির্জার সময়ে ইহার অভিযাত্র হইল। ইহার লিখিত ‘তাজকিরাত দৌলত শাহী’ নামে একখানি কবিতাবলী আছে। এই পুস্তকে দশজন আরব কবি ও একশত চৌত্রিশ জন পারসিক কবির জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। সুলতান হোসেন মির্জার সমকালীন ৬জন মজি-কবির জীবনীও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। কবিতাবলী ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। দৌলত শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

দৌলতাবাদ, নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদ হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটা নগর। হিন্দুরাজগণের সময়ে ইহার নাম দেবগড় বা দেবগিরি ছিল।

[দেবগিরি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

দৌলেন্দ (পুং) হুলেরপত্য ঠক। কল্প।

দৌলেন্দখরমু, মাদ্রাজের গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রীর ৪ মাইল দূরবর্তী একটা নগর। দ্রাঘি° ৮১° ৪৮' ৬৬" পূঃ, অক্ষা° ১৬° ৫৬' ৩৫" উঃ। লোকসংখ্যা ১০৪৯২। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজমহেন্দ্রীর সীতাপতি রাজগণের সহিত ইলোরার মুসলমান রাজাদিগের যুদ্ধের সময় এই স্থানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গোদাবরীর জল সঞ্চয়ের জন্ত যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সে কল এই স্থানেই স্থাপিত আছে। এখানে পাহাড় হইতে পাথর কাটির বাহির করা হয়।

দৌল্লো (পুং) দ্রুত অপত্যং দ্রুত-ইৎ। ইজ্জ।

দৌবারিক (পুং) দ্বারি নিযুক্তঃ ঠক (তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪।৪।৬৯) ততোনি বৃদ্ধিঃ ও আগমশ্চ। দ্বাররক্ষক, দরওয়ান। পর্য্যায়—দ্বাঃহ, দ্বাঃহ, দ্বাঃহ, বেদধর, প্রতীহার, প্রতীহার, দর্শক, দ্বারী, বেতাল, দ্বারপালক, দৌঃসাধিক, বর্তরূঢ়, গরুটি, দণ্ডপাণ্ডাল, দ্বাঃস্থিত, বর্তরূঢ়, দণ্ডবাসী। (ত্রিকাণ্ড)

দৌবারিকের লক্ষণ—উন্নত, সুলভাকৃতিবিশিষ্ট, কাঁচা-কুশল, অস্বচ্ছন্দপ্রকৃতি ও পরচিত্তগ্রাহক, এইরূপ লোক প্রতীহার অর্থাৎ দৌবারিকের উপযুক্ত।

“প্রান্তঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বানী ন চোদ্ধতঃ।

চিত্তগ্রাহশ্চ সর্বেবাং প্রতীহারো বিধীরতে ॥” (যংতপুঃ)

নীতিকুশল চাপকা দৌবারিকের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ
করিয়াছেন—

“ইন্দিতাকারতব্জো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।

অশ্রমাদী সধা দক্ষঃ প্রভীহারঃ স উচ্যতে ॥” (চাপকা ১০৮)

যে ইন্দিত ও আকার দেখিয়া সকলের মনের ভাব
বুঝিতে পারে এবং বলবান্, প্রিয়দর্শন, অশ্রমশূদ্ধ ও কার্য-
দক্ষ সেই প্রভীহারের উপযুক্ত। বাহারী অশ্রমশূদ্ধল,
দৃঢ় এবং আলমশূদ্ধ, তাহারও প্রভীহারের যোগ্য। এই
সকল লক্ষণক্রান্ত লোকদিগকে ষাররকার কার্যে নিয়োগ
করিবে। [প্রভীহার দেখ।] ২ একাশীতিপদস্থ বাস্তবদেভেদ।
দৌবালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দৌবালিক দেশের
রাজা ও অধিবাসী।

“দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পজোর্গাঃ শৈশিরাভবা।

কর্ণ-প্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তজ্জ ভারত ॥” (ভারত সত্য ৫১ অং)

দৌশ্চর্য্য (ক্ৰী) দৌশ্চরণো ভাবঃ শ্রদ্ধা। স্বভাবতঃ অনাবৃত
মেট্র, বাহারী গুরুপত্নী হরণ করে, তাহাদের এই রোগ হয়।
ইহা মহাপাতকজ ছিল।

“ব্রহ্মহাক্ষরযোগিষ্ম দৌশ্চর্য্যং গুরুতরমগঃ ॥” (মহু)

দৌক (জি) দৌবাচরতি ইতি ‘দৌব উপসংখ্যানং’ ইত্যন্ত
বার্তিকোক্ত্যা ঠন্ ততোব্যং। বাহুবায়া বিচরণকারী, বাহারী
বাহুদ্বয় অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে।

দৌকুল (জি) হুটং কুলমন্ত হকুল স্বার্থে অণ্। হুটকুলযুক্ত।

“ন হুটুনে দৌকুলো বা ব্রতৈবো বান সংকৃতঃ ॥”

(ভারত শাস্তিগ ৩৬ অং)

দৌকুলেয় (পুং) হকুলভাপত্যং তজ্জ ভবো বা ঠক্। হকুলজাত,
বাহারী নিম্নিত কুলে অন্নগ্রহণ করিয়াছে।

দৌকুল্য (জি) হকুল শ্রদ্ধা স্বার্থে গ্যৎ বা। হুটকুলযুক্ত।

দৌকৃত্য (ক্ৰী) হুটতা, মন্স স্বভাব।

দৌকুব (ক্ৰী) হুটোঃ অবিনীতস্ত ভাবঃ অণ্। অবিনীতস্থ,
হুটের ব্যবহার।

দৌপুরুষ্য (ক্ৰী) হুটঃ পুরুষঃ তজ্জ ভাবঃ স্বার্থে বা শ্রদ্ধা।
১ হুটপুরুষ। ২ হুটপুরুষের ভাব।

দৌশ্রুস্ত (পুং) হুমন্তভাপত্যং শিবাদিস্বাদণ্। হুমন্ত নৃপতির
অপত্য। ভরত।

দৌশ্রুস্তি (পুং) হুমন্তভাপত্যং হুমন্ত-ইঞ্। হুমন্তের অপত্য।
ভরত। “ভরতকৈব দৌশ্রুস্তিঃ যুতং স্কন্ধং শুক্রমঃ ॥”

(ভারত জ্যোতর্ক ৬৭ অং)

দৌশ্রুস্ত্য (জি) হুমন্তভাপত্যং গা। হুমন্ত সখদ্বীয়।

দৌস, রাজপুতানার জয়পুরের মধ্যে একটা নগর।

এখানে এক সময়ে অশ্বরের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক
হিন্দুমন্দির ও অষ্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে
সিপাহী বিদ্রোহের শেষে বিজোহী-নারক তাহারা ভোপীকে
হুই দল ইংরাজ সৈন্য দ্বিগিরি কেলিলে এইখানে ঘোর যুদ্ধ
হয়। লোকসংখ্যা ৭০৮৪।

দৌস্ত্র (ক্ৰী) হুটা ক্ৰী তজ্জ ভাবঃ সুবাদিস্বাদণ্। হুটক্রীয় ভাব,
হুট ক্রীয় কার্য।

দৌহিক (জি) দৌহঃ অর্হতি ঠঞ্। নিত্য দৌহার্হ, প্রতি-
দিন দৌহনের যোগ্য।

দৌহিত্র (পুং ক্ৰী) হুহিতুরপত্যং শিবাদিস্বাদণ্। হুহিতার
অপত্য, হুহিতার সন্তান। শ্রিয়াং ভীপ্।

“পৌত্রদৌহিত্রয়ো লোকো বিশেষো নাস্তি কখন।

ভরোহি মাতাপিতরৌ সঙ্কতো ভত্ত দেহতঃ ॥” (মহু ৯।১৩৩)

লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্ম্মতঃ কোন বিশেষ নাই,
কারণ একজন হইতেই পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে।
দৌহিত্র পৌত্রের জ্ঞান পরলোকে জ্ঞান করিয়া থাকে।

“পৌত্রদৌহিত্রয়ো লোকো বিশেষো নোপপত্ততে।

দৌহিত্রোহপি হুমুজেনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥” (মহু ৯।১৩৯)

বতদিন দৌহিত্র না হয়, ততদিন কস্তার গৃহে পিতার
ভোজন করিতে নাই, ভোজন করিলে নরক হইয়া থাকে।
কিন্তু দৌহিত্র হইলে পর ভোজনে কোন দোষ হয় না।

“কস্তায়াং ব্রহ্মদেয়ায়ামভুজন্ সুখমস্মতে।

অথ ভুজতি যো মোহাৎ ভুক্তা স নরকং ব্রজেৎ ॥

অশ্রমায়াক কস্তায়াং ন ভুক্তীয়াং কদাচন।

দৌহিত্রস্ত যুৎং দৃষ্ট্। কিমর্থমহুশোচসি ॥

মহাসম্ভবমাকীর্ণাং নাস্তি তে নরকান্তরং।

তীর্ণং সর্কহঃখেতাঃ পরং বর্গমবাপ্তসি ॥” (অমিপুরাণ)

শ্রুতিগের দৌহিত্র দত্তক হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি
বর্ণজর যদি দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা সিদ্ধ হয় না।

“দৌহিত্রো ভাগিনেরম্ভ শ্রুতৈস্ত ক্রিয়তে শ্রুতঃ।

ব্রাহ্মণাদি ভ্রমো নাস্তি ভাগিনেরম্ভতঃ কচিৎ ॥” (দত্তকমীমাংসা)

[দত্তক দেখ।]

দৌহিত্র মাতামহ ধনাধিকারী হইয়া থাকে, হুহিতার
অভাবে দৌহিত্র ধন পাইয়া থাকে। [দারভাগ দেখ।]

(ক্ৰী) ২ খড়্গাদি।

“দৌহিত্রং খড়্গমিত্যাহ রপত্যং হুহিতুস্তিলাঃ।

কশিলায়া যুতং চৈব দৌহিত্রমিতি চোচ্যতে ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং)

দৌহিত্রক (জি) হুহিতার পুত্র সখদ্বীয়।

দৌহিত্রবৎ (জি) দৌহিত্র্যঃ দিভভেহত, নতুপ্ নত ব।

দৌহিত্রযুক্ত, দ্বিহার দৌহিত্র আহো।

দৌহিত্রাঙ্গণ (পুং জী) দ্বিভূতগতাং যুবা বিদাদিহাং অঞ,

অঞ যুক্তি কক্। দ্বিভূতগতাং যুবা অপত্য।

দৌহিত্র (পুং) দৌহিত্র, গতিগীর অভিলাষ।

“দৌহিত্রপ্রদানেন গর্তো দৌহিত্রাপ্রসূতঃ।” (বক্তব্য ৩৭২)

[দৌহিত্র দেখ।]

দৌহিত্রিনী (জী) গর্তবতী নারী।

“বিশ্বদয়া নারীং দৌহিত্রিনী মাচকতে।” (সুশ্রুত)

গর্ত হইলে নারীদিগের নিজের ও গর্তের এই দুইই হৃদয় লইয়া বিশ্বদয়া হয়, এই জন্য তাহাকে দৌহিত্রিনী বলা যায়।

দ্যাবিবেদী, একজন বৈদিক গণিত। ইনি ১৫৫০ পঞ্চম নীতিমঞ্জরী নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দ্যাবিদ্যাবি (জী) দিবস। (নিরুক্ত)

দ্যামাক্ষমা (জী) ত্র্যোশ কমা চ দিবো ভাবাদেশঃ। স্বর্গ ও পৃথিবী, এই শব্দ দ্বিবচনাত।

দ্যাব্যাপৃথিবী (জী) ত্র্যোশ পৃথিবী চ, দিবো ভাবাদেশঃ।

স্বর্গ ও পৃথিবী। বৈদিক পর্যায়—স্ব, পুরন্দী, ধিষণ, রোদসী, কোণী, অন্তসী, নভসী, রজসী, সদসী, সন্ননী, স্তবতী, বহল, গভীর, গভীর, ওম্গী, চৰ, পার্শ্ব, মহী, উকী, পৃথী, অদিতি, অহী, দূর, অন্ত, অগার, অর, পার, এই ২৭টী ভাব্য-পৃথিবীর পর্যায়। (বেদনিবটু ৩ অং)

দ্যাবাভূমি (জী) ত্র্যোশ ভূমিচ, দিবো ভাবাদেশঃ। স্বর্গ ও পৃথিবী। “কোবজ্ঞাতা বসবঃ কোবরুতা ভাবাভূমী অদিতো জাসীথাং নঃ।” (ঋগ্বেদ ৪।৫৫।১)

“ভাবাভূমীজনয়নং দেব এক আন্তে বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপা।” (ঋগ্বেদ)

হু (জী) দিব-উন্ কিচ্চ বা ত্র্যোতি ইতি হু-কিপ্। ১ দিন। ২ গগন। ৩ স্বর্গ। (পুং) ৪ অগ্নি। (মেদিনী)

হুক্ষ (জি) দিবি দ্বানি ক্ষয়তি ক্ষি-নিবাসে ড। ১ স্বর্গলোক-বাসী। “হুক্ষো রাজা গিরামক্ষিনোতিঃ।” (ঋক্ ৬।২৪।১)

‘হুক্ষো হুয়লোকনিবাসী’ (সারণ)

২ দীপ্তযুক্ত। “হুক্ষমৰ্য্যামনং ভগং” (ঋক্ ১।১৩৬।৬)

‘হুক্ষং দীপ্তিমন্তঃ’ (সারণ)

হুক্ষবচন (জি) [৬১] স্বর্গীয় দেবতার নাম উচ্চারণ।

হুগ (পুং জী) দ্বানি দিবি আকাশে বা গচ্ছতি গম-ড।

১ পক্ষী। (রাজনি) দ্বিরাং জাতিহাং ভীষ্। (জি) ২

আকাশগামিমাং। দ্বিরাং টাপ্।

হুগল (পুং) হুগাং দিবাং বা দিনান্যং গগঃ। গ্রহগণের মধ্যগতি-সাধনাক দিনযুক্ত।

“রবিদিনান্তগতাদিকমাসটকঃ

কৃতদিনৈঃ সহিতো হুগগো বিধোঃ।” (সিদ্ধান্তনির্যো)

হুগৎ (জী) হু-গম-কিপ্। দীপ্ত। (নিরুক্ত) “অন্তর্থাগীতি হুগদিত্ত” (ঋক্ ৮।৮৩।৪)

হুচর (জি) দিবি আকাশে চরতি চর-ট। ১ গ্রহ। ২ পক্ষী।

“ত্ৰ্যোশচাল তদা রাজন্ হুচরাশ্চ মহতঃ।” (হরিব ১৩২ অং)

হুজ্যা (জী) অহোরাত্রযুত্তের দলরূপা জ্যা।

“ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যো য়ে ক্রভা তক্রোৎক্রমজ্যরা।

হীনা ত্রিক্যা দিনব্যাসদলং তদক্ষিপোত্তরং।” (সূর্যাসি)

হুৎ (পুং) হুত-কিপ্। ১ কিরণ। (জি) ২ ত্র্যোতমান।

“সহি হুতা বিহুতা যেতি সাম” (ঋক্ ১০।২৯।২) ‘হুতা ত্র্যোতমানেন’ (সারণ)

হুত (জি) হুত-ক। ত্র্যোতমান।

হুতান (জি) হুত-শানচ্ বেদে গণব্যত্যায়ং শপোলুক। ত্র্যোতনশীল। “হুতানদ্যা মারুতো মিনোতু” (শুক্রবক্ষঃ ৫২৭)

‘হুতানঃ দীপ্যমানঃ’ (মহীধর)

হুতি (জী) হুত-ইন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা।

“রূপযোবনশালিত্ত ভোগাঈশ্বরকভূষণং।

শোভা প্রোক্তা সৈবকান্তিমর্য্যথাপ্যারিতা হুতিঃ।”

(সাহিত্যদ ৩।১৩০)

৩ দেহকান্ত কান্তি, দেহের লাবণ্য। ৪ রশ্মি। ৫ চতুর্থ মহুর সময়ে ঋষিবেশে।

“চতুর্থস্ত তু সার্বর্ণে ঋষীন্ সপ্ত নিবেদ্য মে।

হুতিবর্ষিষ্ঠপুত্রস্ত আত্রেয়ঃ স্তুতপাস্তথা।” (হরিবংশ ৭।৩৫)

৬ তামস মহুর পুত্রবেশে। (হরিব ৭।২৩)

হুতিকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, হুতেঃ করঃ। ১ ঋব। (তুসিগ্ররোগ) (জি) ২ দীপ্তিকারক।

হুতিত (জী) হুত-ভাবে ক বাহলক্যং ন গুণঃ। ১ দীপ্তি।

যে হলে গুণ হইবে, সেইখানে ত্র্যোতিত এইরূপ হইবে।

হুত কর্ত্তরি ক। (জি) ২ দীপ্তিযুক্ত।

হুতিধর (পুং) হুতিং দেহগতাং কান্তিঃ ধারয়তি অস্ততু-গার্থে ধু-অচ্। বিষ্ণু। “তেজো বুযো হুতিধর” (বিষ্ণুসং)

‘হুতিং অঙ্গগতাং কান্তিঃ ধারয়ন্-হুতিধরঃ’ (ভাষ্য)

হুতিমৎ (জি) হুতি প্রাপ্যসারং অন্ত্যর্থো বা মতুপ্।

১ প্রাপ্ত কান্তিযুক্ত। দ্বিরাং ভীপ্। (পুং) ২ ধারয়ত্ব মহুর

পুত্রভেদ। ৩ মেকসার্বণ মহন্তরে সপ্তবি ভেদ। (হরিব ৭ অং)

৪ মজ্জপুত্রভেদ। (ভারত আদি ৯৫ অং) ৫ শাস্ত্রদেশের

নৃপতেন (ভারত আদি ২০৪ অং) ৬ মদিরাধের পুত্র নৃপ-
ভেন। (ভারত অঙ্ক ২ অং) ৭ প্রিয়ব্রতের পুত্র, ইনি শিতার
নিকট কৌকলীপের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। (বিষ্ণুপুং)।

হ্যুতিলা (জী) হ্যুতিং লাতি লা-ক। ওষধিভেন। (রত্নমালা)।
হ্যুধুনি (জী) বর্গনদী, গঙ্গা। "সিঁড়িহুঁড়ো-হ্যুধুনিপাত শিব-
বনাতু" (ভাগ ৩২৩০৩৭)

হ্যুন (জী) গম হইতে গমময়। "হ্যুনং হ্যুনং তথা হ্যুনাথ্যং
বটকোণং রিপুনমিয়ং" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

হ্যুনিবাস (পুং) দিবি হ্যুনিবা নিবাসো যন্ত। দেবতা।
"শোকাগ্নিনাগাং হ্যুনিবাসভূমং" (ভট্ট)

হ্যুনিশ (জী) হ্যু-চ নিশা চ তরোঃ সমাহারঃ। অহোরাত্র। যথা
"ভবতি কিং হ্যুনিশং হ্যুনিবাসিনাং" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

হ্যুনিবাসিন্ (পুং) হ্যুনি বর্গে নিবসন্তীতি বস-গিনি। দেবতা।

হ্যুপতি (পুং) হ্যুনো দিনস্ত পতিঃ। ১ দিনপতি, সূর্য।
হ্যুনো বর্গস্ত পতিঃ। ২ ইন্দ্র।

হ্যুপথ (পুং) হ্যুনো পথ্য ভতং। আকাশপথ, স্বর্গপথ।

হ্যুমণি (পুং) হ্যুনো গগনস্ত মণিরিব। সূর্য। "রেণুর্গণিঃ
খং হ্যুমণিষ্ঠ ছাদয়ন্" (ভাগ ৮।১০।৩৮) ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ পরি-
শোধিত ভাস্র।

"বিবমহৌষধভাগমমিকোষণা হ্যুমণি রক্তকমাত্রকমর্দিতং"।

"হ্যুমণিঃ মারিতং ভাস্রং" (ভাষ্যে মধ্যমং)

হ্যুমৎ (জি) জ্যোঃ কান্তরজ্যন্তি দিব-মতুপ্ দিব উষং।
কান্তিবৃক্ষ। "বীতিহোত্রং আ কবে। হ্যুমৎ"। (শুক্রযজুঃ ২।৪)

হ্যুমৎসেন (পুং) শাৰদেপের এক রাজা। ইহার পুত্রের
নাম সত্যবান্। ইনি দৈবহুর্বিপাকে নেত্রহীন হন, তখন
ইহার পুত্র অতি শিশু, এই সময় সকলে বড়বয়স করিয়া ইহাকে
রাজ্যচ্যুত করেন। ইনি পত্নী ও সত্যবান্কে লইয়া
বনবাসী হইলেন।

সত্যবান্ অনন্তকন্দী হইয়া পিতৃমাতৃশুক্রবার কালাতি-
পাত করিতে লাগিলেন। একদা মন্ত্রদেশাধিরাজ অশ্বপতি
বনে ইহার নিকট গমন করিয়া ইহার পুত্রের সহিত
নিজ কন্যা সাবিজীপ বিবাহ দেন। এইরূপে কিছুদিন
অতিবাহিত হইলে সত্যবানের আঁখি মিশ্রশেষিত হয়, তখন
সাবিজী বমকে তাহার শান্তিব্রতো বিমোহিত করিয়া বিমর
উৎপাদন করেন। বস সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে কতিপয় বরপ্রদান
করেন। এই বরের বরপ্রভাবে হ্যুমৎসেন চক্ষু ও রাজ্যপ্রাপ্ত
হন এবং সত্যবান্ও জীবন লাভ করেন। [সাবিজী ও
সত্যবান্ দেখ।] হ্যুমৎসেন রাজ্যলাভ করিয়া অপত্য নির্কি-
শেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

একদা ইনি রক্তকণ্ডলি বনবাসী ব্যক্তিকে বধ করিতে
উত্তত হইলে সত্যবান্ বলিরাহিলেন, তাত! ইহাদিগকে
বধ করা আপনার কর্তব্য নহে। বর্ষ কখন অধর্ম ও অধর্মও
কখন বর্ষ হইতে পারে। কিন্তু বধ কখন বর্ষপদবাচ্য
হইতে পারে না। ইহাতে হ্যুমৎসেন বলিলেন, বৎস! যদি
তুমি বধ্যের অবধকে বর্ষ বল, তবে মন্থা শাসিত হইবে
কিভাবে? সত্যবান্ হুটের দমন না হইলে কিভাবে লোক-
বাত্মা নির্বাহ হইবে। সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ! ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূত্র এই তিনবর্ণকেই ব্রাহ্মণের অধীন করা উচিত।
ইহার বর্ষপাশে আবদ্ধ হইলেই সত্যবান্গাধি সকলেই
বর্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। বাহাতে কাহারও দেহনাশ না
হয়, এরূপ শাসন আবশ্যক। বিনাশাশ্রয় নগ্ন বিধান করা
কখনই কর্তব্য নহে, বরং তাহারে বন্ধন, মন্তক বৃদ্ধন
প্রভৃতি দ্বারা দণ্ডবিধান করাই বিধের এবং তাহাদিগকে
সংগে আমিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা শুনিয়া হ্যুমৎ-
সেন বলিরাহিলেন, এইরূপ শাসন সত্যাদিগকে বধেই হইত,
এখন এরূপ দণ্ডে মন্থাশাসন হুর্ঘট। সত্যবান্ কহিলেন,
পিতঃ! আপসি যদি হিংসা না করিয়া মন্থাদিগকে শাসন
করিতে না পারেন, তবে নরমেধবজ্র দ্বারা তাহাদিগকে সংহার
করুন। বধন দেখা যায়, বাহাকে বধ করা গেল, তাহার
কোন উপকার হইল না, কেন না তৎপরেও আবার তাহার
মত অন্ত দোষী নরনগোচর হইতেছে, তখন আমার মতে
শুক্রদোষে দোষীকে বরং আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া
তাহার মনের কলুষিততাব দূর করিবার চেষ্টা করাই উচিত।
হ্যুমৎসেন কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়া সত্যবানের উপর
রাজ্যভার দিয়া পত্নী শৈব্যার সহিত বানপ্রস্থাবলম্বন করেন।
(মহাভারত আদি, শান্তি, বনপং)

হ্যুমৎগান (জী) সমগান ভেন।

হ্যুময়ী (জী) বিশ্বকর্মার কন্যা, সূর্য্যপত্নী।

"খরেণুর্হ্যুময়ী স্বামী প্রিয়ে চৈতে বিতাবসোঃ" (ত্রিকাণ্ড)

হ্যুময়ী (জী) হ্যুময়ি মনতি অভ্যন্তাত্মৈ ন্না-ক। ১ ধন। ২ বল।

"অশ্বাকং হ্যুময়ি পক্ষতটীভূকা"। (ঋক্ ২।২।১০) ৩ অন্ন।

"হুটিং দিবঃ পরিশ্রবজ্ঞানং পৃথিব্যা অধি"। (ঋক্ ৯।৮।৮)

হ্যুলোক (পুং) জ্যোতঃ লোকঃ দিব উষং। স্বর্গলোক।
ইহা তিনটি, প্রথম হুইটি সূর্য্যের নিকটবর্তী ও অপরটি যম-
লোকে প্রেতপুরুষ ধারণ করে। (ঋক্ ১।৭।৩৫-৩৬)

হ্যুবান্ (পুং) জ্যোতিঃ কামিন্ (কমিন্ খু বৃষীতি। উৎ ১।১৫৬)
১ সূর্য্য। ২ স্বর্গ।

হ্যুবদ (পুং) দিবি বর্গে নীলভীতি বদ-কিপ্। হুম্বি বধঃ

লোকে ছুঁবৎ। ১ দেব, দেবতা। বৈদিক প্রয়োগে 'হ্যাব্' এইরূপ বহু প্রয়োগ আছে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে 'হ্যাসদ্' এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

"তদন্ত পূর্বাভ্যন্তরং তরশি। মনঃস্থ যেন হ্যাসদাং জঘীরত।"

(মাঘ ১।৪০)

২ গ্রহ। (গোলাধার)

হ্যাসদ্যন্ (পুং) হ্যাসঃ সঙ্গ যন্ত। স্বর্গ।

হ্যাসরস্ (স্ত্রী) স্বর্গীয় হৃদবিশেষ।

হ্যাসরিং (স্ত্রী) স্বর্গনদী মন্দাকিনী।

হ্যাসিন্ধু (স্ত্রী) মন্দাকিনী।

দ্যু (জি) দিব্যাতি দিব-কিপ্ উট। দেবক। ক্রীড়ক, অক্ষদ্যু, পাশক্রীড়ক।

দ্যুত (স্ত্রী) দিব্য ক্রীড়ার্য্য ভাবে ক্ত, উট্। পাশকাপি ক্রীড়া, অপ্রাণীকরণক ক্রীড়া, জুরাখেলা। পর্য্যায়—অক্ষবতী, কৈতব, পণ। (অমর) এই ক্রীড়া বিশেষ অনিষ্টকর। মহু ইহার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

"দ্যুতং সমাহ্বয়কৈব রাজা রাষ্ট্রানিবর্তয়েৎ।

রাজাস্তকরণাবেতৌ বৌ দোবৌ পৃথিবীকিতাং ॥

প্রকাশমেতত্তার্ব্যং যদেবনসমাহ্বয়ো।

তয়েনিত্যাং প্রভীবাতে নৃপতির্ভবান্ ভবেৎ ॥

অপ্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যন্ত সবিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ ॥

দ্যুতং সমাহ্বয়কৈব যঃ কুর্ঘ্যাৎ কারয়েত বা।

তান্ সর্জান্ বাতরেজ্রাজা শূদ্রাংশ্চ বিজলজিনঃ ॥

দ্যুতমেতৎ পুরাকরে সৃষ্টং বৈরকরণং মহৎ।

তস্মাদ্যুতং ন সেবেত হস্তার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥"

(মহু ৯।২২১-২২৭)

রাজা বিশেষ মনোযোগ সহকারে রাজ্য হইতে দ্যুত ক্রীড়া নিবারণ করিবেন। দ্যুত এবং সমাহ্বয় এই দুইটা দোষ রাজাদিগের ও রাজ্যের হানিকর। ইহা প্রকাশ্য চৌর্য্য; এইজন্য ইহার প্রতিবিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যুত বলে এবং মেঘ কুকুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। যে ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করার, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপ-রাধাহুসারে বৃদ্ধদেহাদি প্রাণিবধ পর্য্যন্ত সকল দণ্ড করিতে পারিবেন। দ্যুত ও সমাহ্বয়কর্তা এবং নটবৃত্তিজীবী প্রভৃতিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিতে নাই। এই সকল প্রজ্ঞা শুদ্ধরো রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার

বকনাদি করিয়া ভদ্র প্রজাদিগকে নানা প্রকারে পীড়া দেয়। দ্যুত যে মহাবৈধকর, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য বুদ্ধিমান্ লোক পরিহাসজ্ঞলেও দ্যুতক্রীড়া করিবে না। প্রকাশ বা প্রজ্ঞাভাবে বাহারা দ্যুতক্রীড়া করেন, রাজা বিশেষরূপে তাহাদিগকে শাস্তিবিধান করিবেন। বাজবদ্যাসংহিতার দ্যুতসমাহ্বয়প্রাধিকরণে এইরূপ লিখিত আছে যে,—ধূর্ত্ত কিতব প্রতিবারে শতপণের নূন পণ রাখে না, সত্যিক অর্থাৎ দ্যুত সত্যাক্য তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি-শতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং অপর ধূর্ত্ত কিতবের জয়লব্ধ দ্রব্য হইতে প্রতি শতে দশ-ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। রাজা সেই দ্যুতসত্যাক্য ধূর্ত্ত কিতবের হস্ত হইতে পরিগ্রাণ করিবেন। সত্যিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে। দ্যুতকরদিগের জয়লব্ধ বস্তু জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে। যেখানে রাজা নির্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সত্যিকযুক্ত এসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন। এইরূপ ধূর্ত্তসমাজ না হইলে রাজার দেওয়াইতে হইবে না। রাজা কতকগুলি ভূতাকেই দ্যুতক্রীড়ার জয়পরাজয়নির্ণেতা সত্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিতেন। বাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বকনা করিবার অভিপ্রায়ে মনোবোধদির সাহায্যে দ্যুতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে দ্বাপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজা রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। রাজা এক ব্যক্তিকে দ্যুতসত্যার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণীদ্যুতে এই বিধিই উক্ত আছে।

"গ্রহে শতিকবৃদ্ধস্ত সত্যিকঃ পঞ্চকং শতং।

গৃহীরাঙ্কুর্ভকিতবাদিতরাদ্ধশকং শতং ॥

স সম্যকপালিতো দধ্যাৎ রাজে ভাগং যথাকৃতং।

জিতমুদ্রাগ্রহয়েজ্জৈজ্জৈ দধ্যাৎ সত্যং বচঃক্ষমী ॥

প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে এসিদ্ধে ধূর্ত্তমণ্ডলে।

জিতং সত্যিকং স্থানে দাপয়েদধ্যাতা ন তু ॥

ঐষ্টারো ব্যবহার্যাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এবহি।

রাজা সচিহ্নং নির্বাতাঃ কুটাক্ষোপধিদেবিনঃ ॥

দ্যুতমেতদ্যুতং কার্য্যং তদ্বরজ্ঞানকারণাৎ।

এবএব বিধিজ্ঞেয়ঃ প্রাণীদ্যুতে সমাহ্বয়ে ॥"

(বাজবদ্যাসং ২।২২০-২২৬)

মহু রাজ্য হইতে দ্যুতক্রীড়া একেবারে রহিত করিবার আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাজবদ্যাস মতে কুট-দ্যুতই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“অক্ষবরশলাকাভৈ দৈবনং জিহ্বাকারিতং ।

পণক্রীড়াবয়োচ্চিশ্চ পদদ্যুতসমাস্থয়ং ॥” (নারদ)

অক্ষ অর্থাৎ পাশা, বর চর্মপট্টিকা, শলাকা অর্থাৎ দস্তানিনির্মিত দীর্ঘ চতুরস্রা, এই সকল অপ্রাণিধারা যে পণপূর্বক ক্রীড়া হয় এবং পক্ষী ও পারাবতাদি প্রাণিধারা পণপূর্বক যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে দ্যুত ও সমাস্থয় কহে। জুয়াখেলা মাত্রই দ্যুতক্রীড়ার মধ্যে গণ্য। অক্ষাদি ক্রীড়া কামজ বাসনের মধ্যে পরিগণিত, এইজন্য সর্বদাই প্রত্যেক ব্যক্তির এই ক্রীড়া হইতে বিরত থাকা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই দ্যুতক্রীড়ার কত অনিষ্ট সজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। পুরাণে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সত্যসন্ধ নল ইহারই প্রভাবে অপরিমিত ক্লেশ পাইয়াছেন।

দ্যুতকর (জি) করোতীতি কৃ-অচ্ দ্যুতকরঃ ৬তৎ । দ্যুত-কর্তা, জুয়ারী। পর্যায়—ধাতি, ধূর্ত, অক্ষধূর্ত, অক্ষদেবী, দুরো-দর, দ্যুতকৃৎ, কিতব, কৃষ্ণকোহল। (শঙ্করঃ)

দ্যুতকার (জি) দ্যুতং কারয়তি কৃ-শিচ্-অচ্ । দ্যুতকারয়িতা। দ্যুতং করোতি কৃ-অণ্ । দ্যুতকর্তা, দ্যুতকর। পর্যায়—সভিক, সভীক। (শঙ্করঃ)

“মুহুর্বিয়িতকর্মণঃ দ্যুতকারং পরাজিতং ।” (পঞ্চতন্ত্র ১।৪৩১)

দ্যুতকারক (জি) দ্যুতং কারয়তীতি দ্যুত-কৃ-শিচ্-ধূল্ । দ্যুতকারয়িতা, যে দ্যুত ক্রীড়া করে।

দ্যুতকৃৎ (জি) দ্যুতং করোতি কৃ-শিচ্-অচ্ । দ্যুতকর, অক্ষক্রীড়ক।

দ্যুতপূর্ণিমা (জী) দ্যুতায় বা পূর্ণিমা। কোজাগর পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমার দিন দ্যুতক্রীড়া করিতে হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। [কোজাগর দেখে।]

দ্যুতপৌর্ণমাসী (জী) দ্যুতায় বা পৌর্ণমাসী। কোজাগর-পূর্ণিমা।

দ্যুতপ্রতিপৎ (জী) দ্যুতায় ক্রীড়ার্থং বা যা প্রতিপৎ । কার্তিকমাসের শুক্লাপ্রতিপৎ। এই দিন প্রভাতকালে দ্যুত-ক্রীড়া করিতে হয়।

“শঙ্করশ্চ পুরা দ্যুতং সমর্জ্য মুনোহরং ।

কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমমুহুরি ভূপতে ॥

জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্শ্বতী ।

অতোহর্থাচ্ছকরো হুঃখী গোঁরী নিভাং সুধোবিতা ॥

তন্মাদ্যুতং প্রকর্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ ।

তন্মিন্দ্যুতে জরো বস্ত তস্ত সংবৎসরঃ শুভঃ ।

পরাজয়ো বিকৃষ্টশ্চ লক্ষনাশকরো ভবেৎ ॥” (তিথিবিশ্বত ব্রহ্মপুঃ)

পুরাকালে মহাদেব অতি মনোহর দ্যুত সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন এবং কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পার্শ্বতীর সহিত এই দ্যুত ধারা ক্রীড়া করেন, ইহাতে পার্শ্বতী জয় লাভ করেন, মহাদেব পরাজিত হন; এইজন্য শঙ্কর হুঃখী এবং পার্শ্বতী নিভা সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই হেতু নরগণ দ্যুতপ্রতিপদের দিন প্রাতঃকালে দ্যুতক্রীড়া করিবে। বাহারা এই ক্রীড়ার জয় লাভ করিবে, সেই বৎসর তাহার শুভ এবং যে পরাজিত হইবে, সে বৎসর তাহার পদে পদে অমঙ্গল এবং সঞ্চিত অর্থ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে। মহাদেব এই দিনে দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রতিপদ তিথির নাম দ্যুতপ্রতিপৎ হইয়াছে।

এই প্রতিপদের অপর নাম কোমুদী। যথা—

“ভূট্যর্থং কার্তিকে তত্র শুক্লা যা প্রতিপত্তিঃ ।

বিকোদিতা মহী তত্র কোমুদী সা স্মৃতা বৃধৈঃ ॥

কুশলেন মহী জ্ঞেয়া মুদা হর্ষে চ বৈ বিজ ।

ধাতুজৈঃ সর্বশকজৈঃ সা চ বৈ কোমুদী স্মৃতা ॥” (পাদ্যোত্তরখণ্ড)

কার্তিকমাসের শুক্লা যে প্রতিপদ তিথি তাহার নাম কোমুদী। কুশলে মেদিনী এবং মুদা হর্ষ, এইজন্য সকল ধাতুজ ও সর্বশকবিদ্ পণ্ডিতগণ এই তিথিতে প্রাতঃকালে দ্যুতক্রীড়া করিবে, তাহার পর বলি ও দৈত্য পূজাদি করিতে হইবে।

যথাবিধি সঙ্করাদি করিয়া শালগ্রাম বা জলে ‘এতদ্পাতং বলয়ে নমঃ’ ইত্যাদি ক্রমে পাণ্ডাদি ধারা পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ বলিরাজ ! নমস্তভ্যং বিরোচনসুত প্রভো ।

ভবিয়েজ্ঞ জ্বরারাজে পূজেরং প্রতিগৃহ্যতাং ॥”

এইরূপে পূজা করিয়া উৎসবের সহিত দিনাতিপাত করিবে। যে হেতু এইদিন যে যেক্রপ ভাবে অবস্থান করে, সেই বৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে দিনাতিবাহিত হয়। এই দিন শোক হুঃখ প্রভৃতি বর্জন করিয়া আনন্দের সহিত কাটাইবে।

“যো যো বাদৃশ ভাবেন তিষ্ঠত্যাত্মা যুদিস্তি ।

হর্ষদৈমন্তাদিনা তেন তত্র বর্ষং প্রযাতি হি ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

এই তিথি অতিশয় পুণ্য, এই দিনে দানদানাদি করিলে শতগুণ ফল হয়।

“মহাপুণ্য তিথিরয়ং বলিরাজ্যপ্রবন্ধিনী ।

দানং দানং শতগুণং কার্তিকেহস্তাং তিথৌ ভবেৎ ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

দ্যুতবীজ (জী) দ্যুতত বীজং কারণং । ১ কপদক, কড়ি। ২ দ্যুতের কারণ।

দ্যুতবৃত্তি (পুং) দ্যুতং বৃত্তিকীটিকা বস্ত্র । সভিক, দ্যুতপ-ক্রীড়া, দ্যুতসভার অধ্যক্ষ।

দ্যুতবৈতংসিক (পুং) যিনি প্রাণীদিগের যুদ্ধ দেখিয়া জীবন
অতিবাহিত করেন।

দ্যুতসমাজ (পুং) অক্ষকৌড়ার স্থান, যেখানে জুয়া খেলা হয়।

দ্যুত (ক্লী) লম্বস্থান হইতে সপ্তমরাশি।

“ধীস্থানং পঞ্চমং জ্যেষ্ঠং যামিত্রং সপ্তমং স্বতং।

দ্যুতং দ্যুতং তথাশ্রাধ্যং ঘটকোণং রিপুনন্দিরং ॥” (জ্যোতিঃ)

দিব-জ, (দিবোহবিজিগীষায়াং। পা ৮।২।৪৯) নিষ্ঠা-
তত্ত্ব ন বজ্র উই। (ত্রি) ২ কীর্ণ।

✓ দ্যো (ক্লী) ছোতস্তে দেবা যত্র দ্যুত বাহুল্যং ভো। ১ স্বর্ণ।
ই আকাশ। (পুং) ৩ অষ্টবহুর অস্তমতম।

“পৃথাদীনাং বহ্নাঞ্চ মধ্যে কোহপি বহ্নন্তমঃ।

দ্যোনায়া তত্ত্ব ভাৰ্যা সা নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥”

(দেবীভাগ° ২।৩।২৫)

ইনি বশিষ্ঠের শাপে পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ
করিয়ছিলেন। বহুগণ কোন সময়ে নিজ নিজ জ্ঞানিগের
সহিত জীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হন,
এবং এই আশ্রম হইতে পত্নীর বাক্যানুসারে নন্দিনীকে
অপহরণ করেন, বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ দেন।
সেই শাপে ইনি পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। [ভীষ্ম
দেখ।] (দেবীভাগ° ২।৩ স্বরূঃ, ভারত ১।৯৯ অ°).

মহাভারতে ইহার নাম ‘দ্যু’ এইরূপ উল্লেখ আছে।

দ্যোকার (ত্রি) দ্যোতুল্যান্ প্রাসাদাদীন কয়োতি কৃ-অণ্।
প্রাসাদাদিকর শিল্পিভেদ।

“এবং ক্ষত্রিয়দায়াদান্ত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ।

দ্যোকারহেমকারাদিজ্যোতিং নিত্যং সমাপ্রিতাঃ ॥”

(ভারত শা° ৪৯ অ°)

দ্যোত (পুং) দ্যুৎ ভাবে ঘঞ। ১ প্রকাশ। ২ আতপ।

দ্যোতন (ত্রি) দ্যুত শীলার্থে ঘৃচ্। ১ দ্যোতনশীল, দ্যোত-
মান। (ক্লী) দ্যুৎ ভাবে লুট্। ২ দর্শন। ৩ প্রকাশন। (পুং)
দ্যুত-ঘৃচ্। ৪ দীপ।

দ্যোতনি (ত্রি) দ্যুত-ণিচ্ অনি। প্রকাশক।

“আ দ্যোতনিং বহতি শুভ্রয়াং।” (ঋকৃ ৩।৫৮।১)

‘দ্যোতনিং প্রকাশকং পূর্য্যং’ (সায়ণ)

দ্যোতিরিক্ত (পুং) জ্যোতিরিক্ত পৃষোদরাদিত্য সাধুঃ।
ধন্যোত। (হেম°)

দ্যোতিত (ত্রি) দ্যুত-ক্ত। দ্যুতিত, দীপ্ত।

“বজ্রাঙ্গরাজপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সত্যোত্তমা।”

(রামায়ণ ২।৮২।২)

দ্যোতুমি (পুং) তোরাকাশঃ ভূমিরিব যত্ন। ১ পক্ষী। (ক্লী)

ত্ৰোশ ভূমিচ্। ২ স্বর্ণ ও পৃথিবী। এই অর্থেরিষচনাস্ত হইবে।
দ্যোতুমি (পুং) ত্রি বর্ণে নীদতীতি সদ-কিপ্। দেবর্তী,
স্বর্ণবাসী।

দ্যোত্র (ক্লী) দিব্যতামিরিতি দিব-ট্রন্ (দিবের্হাচ্। উণ্
৪।১৬°) দ্বাদাদেশঃ ততো বৃদ্ধিচ্। জ্যোতিঃপদার্থ।

দ্যোলোক (পুং) তোরাব লোকঃ দ্যোলোকঃ পৃষোদর-
দিত্য সাধুঃ। দ্যোলোক, স্বর্ণ।

“কিং তার্জিকয়তি পৃথিবীলোকমেব পুরোহিত্বাকার্যায় জয়তা-
স্তরিকলোকং যাজ্ঞায় দ্যোলোকং শত্ৰুয়া।” (শতব্রা° ১৪।৩।১৯)

দ্রগড় (পুং) ত্রেতি গড়তি গড়-অছ। বাদ্যবিশেষ, দগড়া
নামে বিখ্যাত কাড়া। পর্যায়—প্রতিপত্তর্য্য।

দ্রজ্জক (ক্লী) দ্রাজ্জতানেনেতি, দ্রাজ্জ-আকাজ্জায়াং লুট্
পৃষোদরাদিত্য হ্রস্বঃ। তোলক, তোলা। পর্যায়—কোল,
বটক, কর্ধার্কি। (বৈদ্যকপরিভাষা) এই শব্দের পুংলিঙ্গ
প্রয়োগও দেখা যায়।

“.....তদ্বয়ং কোল উচ্যতে।

কুত্রেকো বটকোষ্টেচব দ্রজ্জকঃ স নিগদ্যতে ॥” (শালধর ১।১অঃ)

দ্রঙ্গ (পুং) পুরীভেদ। (হেম)

“কর্বটাদধমো দ্রঙ্গঃ পত্তনাদ্রুতম্শ্চ সং।” (বাচস্পত্যস্মৃত)

দ্রুচিমন্ (পুং) দ্রুতভাবঃ দ্রুচ-ইমনিচ্ (পৃথাদিত্য ইমনিচ্ বা।
পা ৫।১।২২) ততো ঋকারস্ত রকারঃ। দ্রুততা।

“লঘু শুক্লতুলনা তুলা প্রকাণ্ডদ্রুচিমণ্ডগঃ স ভবদ্ গুণত্রয়শ্চ।”
(শিবশতক ৪৩)

দ্রুচিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেবাং বা অতিশয়েন দ্রুচঃ ইতি
ইঠন্। অতিশয় দ্রুচ।

দ্রুপস (ক্লী) [বৈ] পরিচ্ছদ, পোষাক।

দ্রুপ্স (ক্লী) দ্রুয়তি ককেহনেন দ্রুপ° বাহ কস্মৃৎতো রঃ।
১ ঘনতর দধি, জলোদই। (পুং) ২ রস। “ভুবনানি মূর্খি
ত্রপ্সো অপামসি।” (শুক্লযজু° ১৪।৫) ‘ত্রপ্সো রসঃ।’ (বেদদীপ)
৩ দ্রুতগতিযুক্ত। “অহুত্রপ্সাস ইলবঃ।” (ঋকৃ ৯।৬।৪)
‘ত্রপ্সাসঃ দ্রুতগতয়ঃ’ (সায়ণ)

দ্রুপ্স্য (ক্লী) তৃপ্যন্তানেতি ‘তৃপ অয়াদয়শ্চ’ ইতি নিপা-
তনাৎ সাধুঃ। ১ ঘনতর দধি, জলোদই, ইহার রূপান্তর
ত্রপ্স, ত্রাপ্স, ত্রপ্স। (অমরটীকা ভরত)। ২ শুক্র। (নিরুক্ত)
(ত্রি) ৩ দ্রুতগমনশীল। ৪ দ্রুতহমনশীল।

“পবমানঃ সন্ততিঃ প্রমুতামিব

মধুমান্ ত্রপ্সাঃ পরিবারমর্থতি ॥” (ঋকৃ ৯।৬।২)

দ্রুমিল (পুং) দেশভেদ। তত্র ভব অণ্। দ্রামিলু, দ্রুমিল-
দেশোদ্ভব। [তামিল দেখ।]

দ্রুম্য (পুং) দীলাবতাক্ত বোড়শপণ মূল্যের মুদ্রা। (Drachm)

“বরাটকানাং দশকষয়ং যং সা কাকিনী তাম্চ পণচতস্রঃ।
তে বোড়শ দ্রুম্য ইহাপি কীর্তিতোদ্রুম্যস্তথা বোড়শভিষ্চ নিকঃ॥”
(দীলাবতী)

দ্রব (পুং) ক্র-অপ্। ১ দ্রবণ। ২ পলানন। ৩ পরীহাস।
৪ গতি। ৫ আসব। ৬ বেগ। ৭ ক্ষরণযুক্ত। ৮ আত্ম। (ত্রি)
৯ দ্রবত্বগুণযুক্ত মাত্র। ১০ দ্রবত্বরূপ গুণভেদ।

“শুক্লী য়ে রসবতী ঘয়ো নৈমিত্তিকোদ্রবঃ।” (ভাষ্যপরিঃ ২৮)

দ্রবক (ত্রি) ক্র-নীলার্থে ধূল্। ১ পলাননশীল। ২ ক্ষরণশীল।
দ্রবজ (পুং) দ্রবাজ্জায়তে জন-ড। ১ শুভ। ২ দ্রবজাত
বস্ত্র মাত্র, যে সকল বস্ত্র দ্রবদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়।

দ্রবণ (ক্লী) ক্র-ভাবে লুট্। ১ গমন।

“তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ ভগবন্তং পিতামহং।

রোদনাদ্দ্রবণাং চৈব ততো রুদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥”

(হরিবঃ ১৯৬৩৯)

২ ক্ষরণ। ৩ অহুতাপ।

দ্রবৎ (ত্রি) ক্র-শত্। ১ ক্ষরণযুক্ত। (ক্লী) ২ শীঘ্র। (নিরুক্ত)
দ্রবৎপত্রী (ক্লী) দ্রবৎ পত্রঃ যন্তাঃ গোলাদিভ্যাং ভীষ্। শিশুভী-
বৃক্ষ। (রাজনিঃ)

দ্রবত্ব (ক্লী) দ্রবত্ব ভাবঃ দ্রব-ত্ব। ত্রায়োক্ত সংগ্রাহক গুণ-
ভেদ, তরল গুণ, গলিয়া যাওয়া। এই দ্রবত্ব দ্বিবিধ, সাং-
সদিক ও নৈমিত্তিক।

“সাংসদিকং দ্রবত্বং স্রাৎ নৈমিত্তিকমুদাহৃতং।

সাংসদিকস্ত সলিলে দ্বিতীয়ঃ ক্রিতিতেজসোঃ॥

পরমাণৌ জলে নিত্যমন্ততোহনিত্যযুচাতে।

নৈমিত্তিকং বহিষোগাৎ তপনীয় যুতাদিষু॥

দ্রবত্বং স্তম্ভতে হেতুনিমিত্তং সংগ্রহে তু তৎ।” (ভাষ্যপরিঃ)

যাহা স্বভাবসিদ্ধ দ্রব, তাহা সাংসদিক এবং যাহা
কারণ বশতঃ দ্রব হয়, তাহা নৈমিত্তিক। জলে দ্রবত্ব
স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু ক্রিতি ও তেজে যে দ্রবত্ব আছে, তাহা
নৈমিত্তিক, পরমাণুরূপ জলে দ্রবত্ব সাংসদিক, কিন্তু পার্থিব
পরমাণুদ্বিতে দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সূর্য ও যুতাদি তেজঃ-
সংযোগে দ্রবত্ব হয়।

(ক্লী) দ্রব ভাবে তল্-টাপ্। দ্রবতা।

“ন চ ন দ্রবতা দ্রবতা পরিতো

হিমহান কৃতান ন কৃতান কচন॥” (ভট্ট)

দ্রবদ্রব্য (ক্লী) দ্রবতীতি দ্রবং দ্রব্যং কর্ণধা। ১ দ্রুত, দধি,
আম্ভ, তক্র, আসব, জল ও তৈলাদি। ২ দৈহিকমুদ্রাদি।

দ্রবস্ত্রী (ক্লী) দ্রবতীতি ক্র-শত্-ভীপ্। ১ নদী। ২ মুখিক-

পণী। মুখাকাণী, জোটা, ভোয়নী (হিন্দীভাষা)। পর্যায়—
শবরী, চিত্রা, পত্রশ্রেণী, আখুর্দিকা, মুখিকপণী, প্রতিপর্ণ-
শিকা, সহস্রমূলী, বিক্রান্ত। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রসবদ্ধ-
কারক, জ্বর, ক্রমি ও শূলনাশক এবং রসায়ন। (রাজনিঃ)

দ্রবরস (ত্রি) দ্রবযুক্তো রসো যন্ত। সার্দ্ররস।

দ্রবরসা (ক্লী) লাক্ষা। (রাজনিঃ)

দ্রবধার (পুং) দ্রবাণাং দ্রব্যণাং আধারঃ। ১ চুলুক।
২ দ্রব দ্রব্য রক্ষাপাত্র।

দ্রবায় (ত্রি) ক্র-আয়া। ছাতিশীল।

দ্রবি (ত্রি) দ্রাবয়তি অন্তর্ভূতগ্যার্থে ক্র-ইন্। স্বর্ণাদি দ্রাবক,
স্বর্ণকার। “দ্রবিন্ দ্রাবয়তি দারু ধক্ষৎ” (ঋক্ ৬.৩৫)

দ্রবিড় (পুং) স্বনামখ্যাত দেশভেদ। তেযাং রাজা সোহিতি-
জনোহস্ত বা অণ্। ২ দ্রবিড় দেশের রাজা। ৩ পিত্রাদি-
ক্রমে দ্রবিড়দেশবাসী। বহুব্ অণো-লুক্। ৪ ব্রাহ্মণভেদ।
“আচ্ছাঃ কর্ণটাকাশৈশ্চব শুক্লরা দ্রবিড়ান্তথা।

মহারাত্রী ইতি খ্যাতা পঞ্চ তে দ্রবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥”

(সহ্যাদ্রিখণ্ড)

সবর্ণা জীতে উৎপন্ন ত্রাত্য ক্ষত্রিয়জাত জাতিভেদ।

“ঋগ্নোময়শ্চ রাজন্ত্যঃ ত্রাত্যামিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥”

(মহু ১০।২২)

ত্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা জ্ঞীর গর্ভজাত তনয়। যথা—
ঋগ্ন, ময়, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড়।
আমদধ্য ভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্মত্যাগ করিয়া বৃষলহ প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়।
ইহাদের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

“ততস্ত ক্ষত্রিয়াঃ কেচিৎ আমদধ্যভয়াদিতাঃ।

বিবিণ্ডুর্বারি দুর্গানি মুগাঃ সিংহাদিতা ইব॥

তেযাং অবহিতং কার্য্যং তদুদয়ান্নাহুতিষ্ঠতাং।

প্রজা বৃষলতাঃ প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাত্॥

এবং তে দ্রবিড়াভীরা পুণ্ড্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।

বৃষলত্বং পরিগতা ব্যাখ্যানাং ক্ষত্রধর্মিণঃ॥”

(ভারত আশ্বঃ ২৯ অং)। কোন কোন ক্ষত্রিয় আম-
দধ্য-ভয়ে ভীত হইয়া পর্ব্বতাদি দুর্গমস্থানে গমন করে,
এবং সেইখানে আমদধ্য-ভয়ে ক্ষত্রিয়োচিত কোন কার্য্যের
অহুষ্ঠান করিতে পারে নাই; তাহারাই ব্রাহ্মণদিগের অদ-
র্শন হেতু বৃষলহ প্রাপ্ত হইয়াছিল ও তাহারাই দ্রবিড়
আভীরাদি।

দ্রবিড়ী (ক্লী) দ্রবিড় গোলাদিভ্যাং ভীষ্। রাগিণীবিশেষ।

দ্রবিশ (ক্লী) দ্রবতি গচ্ছতি ক্রয়তে প্রাপ্যতে বৈতি ক্র-ইন্

(ত্রিবিণোদস্। উণ্ ২।৫০)। ১ ধন। ২ কাকন।
৩ বল। ৪ পরাক্রম।

“ত্রিবিণং পরিমিতমমিতব্যরিনং জনমাকুলীকৃতং।

কৌণিকলমিব পীনন্তনজঘনায়াঃ কুলীনয়াঃ ॥” (উত্তট)

(পুং) ৫ পৃথু রাকার পুত্রভেদ। (ভাগ* ৪।২১।৫৪)

৬ ধরনামক বসুর পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।৬৩।২১) ৭ কুশবীপ-

স্থিত সীমান্ত গিরিভেদ। (ভাগ* ৫।২০।২২) ৮ ক্রৌঞ্চবীপস্থ

এক বর্ষপুরুষ। “যাসামন্তঃ পবিত্রমমল মুপবৃদ্ধানা পুরুষবর্ষভ

ত্রিবিণ দেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষাঃ” (ভাগ* ৫।২০।২২)

ত্রিবিণক (পুং) বহুহতা, অগ্নির পত্নীভেদ। ত্রিবিণ স্বার্থে-কন্।

(ক্ৰী) ত্রিবিণ।

ত্রিবিণনাশন (ক্ৰী) ত্রিবিণং নাশয়তি নাশি-লুট। শোভাজন,

ত্রিবিণনাশক, ইহা ভক্ষণ করিলে ধন নাশ হয় বলিয়া ইহার

এই নাম হইয়াছে। “শোভাজন ভক্ষণনিষেধো দৃষ্টকলক এব।”

(স্মৃতি)

ত্রিবিণপ্রদ (ত্রি) ত্রিবিণং প্রদদাতি প্রদা-ক। ১ ধনদায়ক।

(পুং) ২ বিষ্ণু, বিষ্ণু অভিলষিত ফল প্রদান করেন বলিয়া

ত্রিবিণপ্রদ নাম হইয়াছে।

“সুধম্বা খণ্ডপরশুর্দারুণে ত্রিবিণপ্রদঃ।” (ভারত ১০।১৪২।৭৪)

ত্রিবিণস্ (ত্রি) ত্রিবিণ মিচ্ছতি লালসয়াঃ কাচি স্ ক্ ত্রিবিণ-

স্মৃতি ততঃ ভাবে কিপ্ অতো লোপে কৌ লুপ্তে ন স্থানি-

বদ্বতি ইতি যলোপঃ। ১ ধনেচ্ছা। “ত্রিবিণোদা ত্রিবিণসঃ

প্রাব হস্তাসং।” (ঋক্ ১।১৫।৭)

“ত্রিবিণবস্ত ইহ সন্নিবঃ।” (ঋক্ ৯।৮।৫১)

‘ত্রিবিণবস্তো ধনবস্তঃ’ (সারণ)

ত্রিবিণস্ত্য (ত্রি) ত্রিবিণং আত্মনো লালসয়া ইচ্ছতি কাচি স্ ক্

ত্রিবিণস্ত্য উণ্। লালসাপূর্নক ধনকামী। “ত্রিবিণস্ত্য

ত্রিবিণস্শকানঃ।” (ঋক্ ১০।৬৫।১৬) বৈদিক প্রয়োগে এই

রূপ হইবে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে “ত্রিবিণ্যু” এইরূপ পদ

হইবে।

ত্রিবিণোদস্ (ত্রি) ১ ধনদাতা। ২ অগ্নি, নাম নিরুক্তি—

“ত্রিবিণং বলমিত্যুক্তং ধনঞ্চ ত্রিবিণং ততঃ।

দদাতি তত্ত্বানেনব ত্রিবিণোদা স্ততো ভব ॥” (বরাহপুং)

ত্রিবিণ শব্দের অর্থ বল ও ধন, যিনি ইহা দান করেন

তিনি ত্রিবিণোদা।

“ত্রিবিণোদা ত্রিবিণো প্রাব হস্তাসো অধ্বরে।” (ঋক্ ১।১৫।৭)

অধ্বরে এবং বজ্রসমূহে ধনপী ঋত্বিকেরা প্রস্তুত হস্তে

করিয়া ত্রিবিণোদা দেবকে স্তুতি করেন। যে সকল ধনের

কথা শুনা যায়, ত্রিবিণোদা আমাদেরকে সেই সকল ধন

দান করুন। সেই সকল ধন আমরা যজ্ঞের জন্য গ্রহণ

করিব। (ঋক্ ১।১৫।৭-৮)

যাক ত্রিবিণোদা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

‘ত্রিবিণোদা কস্মাচ্চনং ত্রিবিণমুচ্যতে, যদেতদভিভবন্তি তত্ত

দাতা ত্রিবিণোদা স্তত্ৰৈষা ভবতি ত্রিবিণোদা।’ (সারণ)

ত্রিবিণোবিদ্ (ত্রি) ধন ও বল যিনি দান করেন।

[ত্রিবিণোদা দেখ।]

“তবা সোম ত্রিবিণোবিদ্ পুনানঃ।” (ঋক্ ৯।২৭।২৫)

ত্রিবিহু (ত্রি) ত্র-শত্। গতিশীল।

“ন ত্রিবিহা চেততি স্মরমর্ত্যোহবজ্জু ওষধীযু।” (ঋক্ ৬।২১।৩)

ত্রিবিহু (ত্রি) ত্র-গতো ইহু চ। গতিশীল।

“রথমমৃতস্ত ত্রিবিহুঃ।” (ঋক্ ১০।১১।১০)

ত্রিবীকরণ (ক্ৰী) অত্রবস্ত ত্রবকরণং ইতি চিপ্রত্যয়েন সাধাং।

গলান, যাহা পূর্বে ত্রব ছিল না তাহাকে ত্রবীকরণ

অর্থাৎ গলান।

ত্রিবীকৃত (ত্রি) অত্রবস্ত ত্রবকৃতং। যাহাকে গলান হইয়াছে।

ত্রিবীভাব (পুং) অত্রবস্ত ত্রবভাবঃ। ত্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া।

ত্রিবীভূত (ত্রি) যাহা ত্রব হইয়াছে, গলিত।

ত্রব্য (ক্ৰী) ত্রোয়িব ত্র-ব্যং প্রত্যয়েন নিপাতনাং সাধু

(ত্রব্যঞ্চ ভব্যে। পা ৫।৩.১০৪) বস্ত।

“একমেবদহত্যগ্নিরনং ছরুপসপিণং।

কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ স পশুত্রব্যসঞ্চয়ং ॥” (মহু ৭।২)

২ পিতল। ৩ বিস্ত। ৪ পৃথিবাদি নব পদার্থ। (ক্ৰী)

৫ বিলেপন। ৬ ভেদজ। ৭ ক্রম বিকার। ৮ ক্রমসম্বন্ধী।

৯ জড়। ১০ বিনয়। ১১ মৃত।

। *। ত্রব্যের লক্ষণ ভাষাপরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে—

“ক্ষিত্যপুতেজো মক্খোম্য কালাদিগ্দ্দেহিনো মনঃ।

ত্রব্যাপ্যথ...

ক্ষিত্যাদীনাং নবানান্ত ত্রব্যস্ত গুণযোগিতা।

ক্ষিতিক্রলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ ॥

পর্যাপনস্ত মূর্ত্তস্ত ক্রিয়াবেগপ্রায়া অমী।

কাল ঋত্বাদিশাং সর্বগতস্তঃ পরমং মহৎ ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারি স্পর্শবন্তি হি।

ত্রব্যারম্ভস্ত্রুয়ুঃ সাদধাকাল-শরীরিণাং ॥

অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকে বিশেষো গুণ ইত্যুতে।

রূপত্রবস্তপ্রত্যক্ষযোগিতাৎ প্রথমং ত্রিকং ॥

শুদ্ধগী যে রসবতী স্রোতনৈমিত্তিকো ত্রব্যঃ।

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষ গুণযোগিনঃ ॥” (ভাষাপরিং)

ক্ষিত্তি, অপ, তেজঃ, মক্খং, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী ও

মন। কিত্যাদি নয়টীর নাম দ্রব্য। কেবল নাম নির্দেশ করিলে ইহার কিছুই বলা হয় না, জ্ঞানদর্শনে ইহার বিবরণ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কৃতি দ্রব্য গণনার প্রথম। ইহার অনেকগুলি লক্ষণ যথা—গন্ধবৎ, নানাজাতীয় রূপবৎ, বড়/বিধ রসবৎ ও পাকজ স্পর্শবৎ। গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্ত গন্ধবতী বলিলে পৃথিবীকেই বুঝাইবে। সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ প্রভৃতি যে কোন গন্ধই অনুভব করা যায়, সকল প্রকার গন্ধই পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই।

রূপবৎ—নানাজাতীয় রূপ, কৃতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্ত নানাজাতীয় রূপবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। জল ও তেজে যে রূপ আছে, তাহা স্তুর।

রসবৎ—বড়/বিধ রস কেবল পার্থিব পদার্থেই বিদ্যমান, এই জন্ত বড়/বিধ রসবৎ কৃতির লক্ষণ। জলের স্বাভাবিক রস মধুর, কষায়, লবণ প্রভৃতি। রস পার্থিবংশ সহযোগে উৎপন্ন হয়।

পাকজস্পর্শবৎ—পাকজস্পর্শ কৃতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্ত পাকজস্পর্শবৎ পৃথিবীর লক্ষণ।

কৃতিতে চতুর্দশ প্রকার গুণ আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপস্ব, বেগ অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ, গুরুত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবৎ। ইহার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটা বিশেষ গুণ।

কৃতি দুইপ্রকার নিত্য ও অনিত্য। পার্থিব পরমাণু নিত্য। অনিত্য পৃথিবী তিনরূপে বিভক্ত করা যায়—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিব দেহ চতুর্বিধ জরায়ুক, অণুজ, শ্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। ভ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিবেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়, তাহাই ভ্রাণেন্দ্রিয়। যাহা দেহ নহে ইন্দ্রিয়ও নহে অথচ পৃথিবী তাহাই বিষয়, স্থূলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়। দ্ব্যণুক হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী সমুদয়ই বিষয়।

অপ্ দ্রব্যগণনায় দ্বিতীয়। জলেরও লক্ষণ অনেকগুলি আছে—গুরুরূপ, মধুররস, শীতলস্পর্শবৎ, স্নেহবৎ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবৎ।

জলে আর কোন রূপ নাই কেবল গুরুরূপ আছে। পৃথিবীতে নানারূপ। মধুর রস জলে আছে, আর কোন রস জলে নাই। মধুর রসমাত্রাবিশিষ্ট বলিলে জলই বোধ হয়, এই জন্ত মধুররসমাত্রবৎ জলের লক্ষণ।

স্নেহবৎ—স্নেহ মৃদুতা, মৃদুতা জলের গুণ, স্নেহ আর কিছুতেই নাই। দ্ব্যত তৈলাদিতে যে স্নেহ আছে, তাহা দ্ব্যত

তৈলের অন্তর্গত জলীয়াংশের গুণ। এই জন্ত স্নেহবিশিষ্ট বলিলে জলকেই বুঝায়, অতএব স্নেহবৎ জলের লক্ষণ।

সাংসিদ্ধিক দ্রবৎ—অর্থাৎ স্বাভাবিক তরলতা, স্বাভাবিক তরলতা জল ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্ত সাংসিদ্ধিক দ্রবৎবৎ জলের লক্ষণ। জলে সর্বশুদ্ধ ১৪টা গুণ আছে। যথা—রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপস্ব, বেগ, গুরুত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবৎ ও স্নেহ। ইহার মধ্যে রূপ, রস, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবৎ ও স্নেহ এই পাঁচটা বিশেষ গুণ। জল বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য, অপস্ব সমুদায় জলই অনিত্য। এই জলীয় পরমাণু হইতেই অপস্ব হস্তর জল-নিধির সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয়ের ধবলভূষণ তুষাররাশিই এই পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থূল জলের সকল গুণই জলীয় পরমাণুতে আছে, ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে।

অনিত্য পৃথিবীর জায়, অনিত্য জলও ত্রিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। জলীয় দেহ অযোনিজ। জলীয় দেহ বর্ণন-লোকবাসীদিগের জানিতে হইবে। রসেন্দ্রিয়ই জলীয় ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রসান্বাদন করা যায়, তাহাই রসেন্দ্রিয়। যাহা দেহও নহে ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ জল, তাহাই বিষয়াত্মক জল, স্থূলতঃ ভোগ্য জল বলিলেও বলা যায়। হিমকণা হইতে মহাসমুদ্র পর্যন্ত সমুদায়ই বিষয়।

তেজঃ—দ্রব্যগণনায় তৃতীয়। ইহার লক্ষণ উষ্ণ, স্পর্শবৎ, ভাস্বরগুরুরূপবৎ এবং নৈমিত্তিকদ্রবৎবৎ। যাহাতে উষ্ণস্পর্শ আছে, ভাস্বরগুরুস্পর্শ আছে এবং নৈমিত্তিক দ্রবৎ আছে, তাহারই নাম তেজ। তেজে আর কোনই স্পর্শ নাই, কেবল উষ্ণস্পর্শ, বহি ও সূর্য্যাকিরণ ইহার উদাহরণ। উষ্ণস্পর্শ আর কিছুতেই নাই, কেবল তেজে আছে, তাই উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট বলিলে কেবল তেজই বুঝায়। এই জন্ত উষ্ণস্পর্শবৎ তেজের লক্ষণ। তেজে আর কোনরূপ নাই, কেবল ভাস্বরগুরুরূপ আছে, হীরকাদি ইহার উদাহরণ। ভাস্বরগুরুরূপও তেজ ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। সুতরাং ভাস্বরগুরুরূপ বলিলে তেজকেই বুঝায়। এই জন্ত ভাস্বর গুরুরূপবৎ তেজের লক্ষণ।

তেজে স্বাভাবিক দ্রবৎ নাই, কিন্তু নৈমিত্তিক দ্রবৎ আছে; ইহার উদাহরণ সুবর্ণাদি। সুতরাং নৈমিত্তিকদ্রবৎবিশিষ্ট বলিলে তেজকে বুঝায়। নৈমিত্তিকদ্রবৎ অর্থে বস্তুত্বের সাহায্যস্বত্ব তরলতা। অগ্নির উত্তাপাধিক্যে সুবর্ণাদি তেজঃ পদার্থ গলিয়া যায়, কিন্তু ইহা জলের জায় স্বাভাবিক তরল নহে। এই জন্ত নৈমিত্তিক দ্রবৎবৎ তেজের লক্ষণ।

তেজ সর্বশুদ্ধ ১১টা গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপরস্ব, রূপ, দ্রব্য এবং বেগাখ্য-সংস্কার। ইহার মধ্যে স্পর্শ ও রূপ এই দুইটি বিশেষ গুণ। তেজঃ বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। তৈজস পরমাণু নিত্য তেজ, অপর সকল তেজই অনিত্য। পৃথিবী হইতে বৃহত্তর সূর্য্যমণ্ডল, শত শত নক্ষত্র মণ্ডল এবং সূর্য্য হীরকাদি তৈজস পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থল-তেজের সকল গুণ ও সকল ক্রিয়াও পরমাণুতে বর্তমান। অনিত্য পৃথিবীর দ্বারা অনিত্য তেজও জিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তৈজসদেহ অযোনিজ, ইহা স্বর্গগামীদিগের আনিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তৈজস ইন্দ্রিয়। বাহ্য দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ তেজ, তাহাই বিষয়াত্মক তেজ। অগ্নি, সূর্য্য, সূর্য্য এই সকল বিষয়।

বায়ু—দ্রব্যগণনার চতুর্থ। বায়ুর লক্ষণ একটা বা দুইটা মুক্তাবলীকারের অভিপ্রেত। বায়ুর প্রথম লক্ষণ অপাক-জাহ্নুফাণীতস্পর্শবৎ, অপর লক্ষণ তির্ঘ্যাক্গমনবৎ। ইহা একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, বায়ুতে স্পর্শ আছে, কিন্তু স্পর্শ এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ, বাস্পস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ; স্থূলতঃ বায়ুর এই পঞ্চবিধ স্পর্শ ভেদ করা যাইতে পারে। কঠিন, কোমল এবং বাস্পস্পর্শ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শও পরস্পরে বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে বায়ুতে কোন স্পর্শ বর্তমান। অপাকজাহ্নুফাণীতস্পর্শ বায়ুতে আছে। এই বায়বস্পর্শের স্থূলসংজ্ঞা বাস্পস্পর্শ বলা হইয়াছে। স্পর্শ সম্বন্ধে বিষয়বস্তু বলিয়াছেন—

“অমুফাণীতশীতোষ্ণ ভেদাৎ সত্রিবিধোমতঃ।” (ভাষ্যপঃ)

স্পর্শ ত্রিবিধ, অমুফাণীত, শীতল এবং উষ্ণ। কঠিন ও কোমলস্পর্শ পৃথিবীতে আছে, কঠিন ও কোমলস্পর্শেও অমুফাণীতস্পর্শের অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে অমুফাণীত স্পর্শ আছে, তাহারই নামান্তরঃ কঠিনস্পর্শ ও কোমলস্পর্শ। আর অপর প্রকার অমুফাণীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, আমরা এই অমুফাণীত স্পর্শের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করিয়া তাহার স্থলে কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ এবং বাস্পস্পর্শ এই তিন প্রকার স্পর্শের উল্লেখ করিয়াছি। বায়ুর অমুফাণীতস্পর্শই আমাদের কথিত বাস্পস্পর্শ। এই অপাকজাহ্নুফাণীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, “অপাকজাহ্নুফাণীত স্পর্শবান্” বলিলেই বায়ুকেই বুঝায়। এইজন্য অপাকজাহ্নুফাণীতস্পর্শবৎ বায়ুর লক্ষণ। তির্ঘ্যাক্ গমন বায়ুতে আছে। তির্ঘ্যাক্ গমন অর্থে বক্রগতি, বায়ুতে সরল গতি নাই,

উর্ধ্বগতি নাই, অধোগতি নাই, বায়ুর গতি কেবল বক্র, এই জন্য তির্ঘ্যাক্গমনবান্ বলিলে বায়ুকে বুঝায়।

প্রাচীন যত্নসূত্রে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বায়ুর অপর লক্ষণ ‘স্পর্শাত্মমেষৎ’, স্পর্শ প্রভৃতিদ্বারা বাহার অনুমান হয়, তাহাই স্পর্শাদিঅমুমেদ। অতএব স্পর্শাত্মমেষৎ বায়ুর লক্ষণ। বায়ুতে ১১টা গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্ব, অপরস্ব ও বেগাখ্যসংস্কার। ইহার মধ্যে কেবল স্পর্শই বিশেষ গুণ। বায়ু বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্যবায়ু, তত্তির আর সকল বায়ু অনিত্য। ভাবা-পৃথিবী পরিব্যাপক বায়ু এই বায়বীয় পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থূলবায়ুর সকল গুণই বায়বীয় পরমাণুতে বর্তমান। অনিত্য পৃথিব্যাদির দ্বারা অনিত্যবায়ু তিনপ্রকার। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়বীয়-দেহ অযোনিজ, এই দেহ প্রভৃতি পিষাচাদির হইয়া থাকে। শ্বগিরিই বায়বীয় ইন্দ্রিয়। বাহ্য দেহও নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ বায়ু, তাহাই বিষয়াত্মক বায়ু, এই বায়ু উনপঞ্চাশৎ প্রকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

আকাশ দ্রব্য গণনার পঞ্চম। আকাশ লইয়া নব্য ও প্রাচীন উভয় দার্শনিক সম্প্রদায়দিগের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। নৈয়ায়িকদিগের মতে আকাশের অবয়ব নাই, অথচ সর্বব্যাপক, আকার নাই অথচ গুণবান্, এই আকাশের সহিতই ব্রহ্মের সাদৃশ্য দেখা যায়। আকাশ অনন্ত, অপরিমিত, অনাদি ও অব্যয়। আকাশ যাবতীয় মূর্ত্তদ্রব্যে সংযুক্ত। মূর্ত্ত অর্থে বাহার পরিমাণ স্থির করা যায়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই সকল ভূত অপেক্ষা যিনি বিরাট, বিশ্বব্যাপক, যিনি পৃথিবীর ভিতরে বাহিরে, জলের ভিতরে বাহিরে এবং তেজের ভিতরে বাহিরে ও বায়ুর সর্বত্র গুণপ্রোক্তভাবে অবস্থিত, সেই নিত্য নির্বিকার, নিরাকার, নিলোপ, পরম মহৎ পদার্থের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, এই মহৎ পদার্থই আকাশ।

আকাশের লক্ষণ—‘শক্যপ্রসংঃ আকাশঃ।’ যে শব্দের আশ্রয় সে আকাশ। শব্দের আশ্রয় আর কেহ নহে, কেবল আকাশ। শব্দ আর কোন দ্রব্যে থাকে না, কেবল আকাশেই থাকে। আকাশের এই কর্তা গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ। আকাশের বিশেষ গুণ মাত্র শব্দ। আকাশ নিত্যদ্রব্য, আকাশের অবয়ব নাই এবং দেহাদিরও বিভাগ নাই। আকাশ স্বরূপ ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়ার নাম কর্ণ।

কাল দ্রব্য গণনার ষষ্ঠ। নৈয়ায়িক মতে কালের বিষয়

পূর্ব্যালোচনা করা যাইতে পারে না। কালকে কেহ চক্ষে দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করিয়া কালের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে নাই, কেহই প্রমাণ লইয়া কালের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ কালকে না জানে কে? কালের আশ্রয় লইয়া কেহ কখন মধুর রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই, মধুর শব্দের মত কর্ণ ভরিয়া কেহ কখন কালামৃত পান করিতে পারেন নাই, তথাচ কালের কথা, কালের সত্তা সকলেরই আগে আগে গ্রথিত। অল্প জনকণ্ঠই কালের লক্ষণ, কাল অল্প মাত্রেরই জনক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি আছে, তাহাই অল্প, কাল তৎসমুদায়েরই জনক বা কারণ। এই অল্প জনকই কালের লক্ষণ। কাল যে অল্প মাত্রেরই জনক, ইহা এক প্রকার চক্ষের উপরই দেখা যায়। কালে উৎপত্তি, কালে লয়, কত বস্তুর বিকাশ হইতেছে, আবার কালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অতএব সকলের মূলই কাল। অল্প ঘট হইতেছে, কল্যা বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, এই সব কথাই বুঝা যায়, ঘট এবং বস্ত্রের উৎপত্তির অধিকরণ কালকেই করা হইতেছে। অল্প, কল্যা প্রভৃতি লক্ষ্য কালের পরিচায়ক। যে যে বস্তুর উৎপত্তির অধিকরণ যে জিনিষে হয়, সে বস্তুর জনক বা কারণই সেই জিনিষে থাকে। অতএব ঘট পটাদির উৎপত্তির অধিকরণ বলিয়া কালও ঘট পটাদির কারণ হইয়াছে, মূলকথা যে উৎপত্তির অধিকরণ, সেই উৎপত্তির কারণ, যে জিনিষ যে বস্তুর উৎপত্তির কারণ, সে জিনিষ তাহারও কারণ। অতএব কাল অল্প পদার্থের কারণ। খণ্ডকালের খণ্ডকার্যের কারণও লইয়াই সামান্যতঃ অল্প জনকই কালের লক্ষণ হইয়াছে।

কাল নিত্য। নিত্য কালের নামান্তর মহাকাল। এই মহাকাল এক। কাল এক হউক, অনেক হউক, এই কাল স্বীকারের আবশ্যকতা কি? জ্ঞানমতে, পদার্থসিদ্ধির এক যুক্তি হইল, লাঘব। কাল মানিলে যদি লাঘব হয়।

দিক্ দ্রব্য গণনায় সপ্তম। দেহী দ্রব্য গণনায় অষ্টম এবং মন নবম। [দিক্, জীবাত্মা ও মন দেখ।]

এই নববিধ পদার্থই নৈমায়িকগণের দ্রব্য পদার্থ।

(ভাষ্যপরিঃ ও সিদ্ধান্তমুক্তাঃ।)

বৈদ্যক্যমতে দ্রব্যের লক্ষণ পঞ্চবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

“রসোগুণ স্তথা বীৰ্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।

পঞ্চানামঃ বঃ সমাহারঃ স্তদ্রব্যমিতি কথ্যতে ॥

রস গুণ, বীৰ্য্য, বিপাক এবং শক্তি এই সকলের সমাহারের নাম দ্রব্য। এই দ্রব্যের বিষয় পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে—কোন কোন স্বেচ্ছাচারী দ্রব্যই প্রধান

বলেন। কারণ প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবহৃত এবং রস প্রভৃতি অব্যবহৃত, বথা অপকফলে যেরূপ রসগুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পকফলে সেইরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য নিত্য এবং রসগুণ প্রভৃতি অনিত্য, কারণ ককাদির দ্বলে দ্রব্য, রস ও গন্ধবিশিষ্ট অথবা রস ও পঙ্কহীন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ দ্রব্যজাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে। বথা পার্থিব দ্রব্য কখন অমৃত্যব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থতঃ পক্ষেত্রিয় দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয়, রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চমতঃ দ্রব্য আশ্রয় এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত, বর্জিতঃ ঔষধের পথ্য বর্ণন করিতে হইলে দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। সপ্তম শাস্ত্র প্রমাণ হেতু। অষ্টম রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের অবস্থা সাপেক্ষ, বথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক দ্রব্যের পক রস, ইত্যাদি। নবম—দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধিশাস্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের দ্বারা দ্রব্য ও দ্রব্যো লক্ষণ সমবায়িকারণ অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ফল হইবে, সেই দ্রব্য-এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। পুত্ৰতঃ দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়িকারণ, অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল জন্মায়।

কেহ কেহ ইহা স্বীকার না করিয়া রসকেই প্রধান বলেন এবং অল্প কোন পণ্ডিতের মতে বীৰ্য্যই প্রধান, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অপর অল্প কোন কোন পণ্ডিত ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা পরিপাককেই প্রধান বলিয়া থাকেন। [ইহার বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।] পণ্ডিতগণ উক্ত চতুষ্টিয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করেন না। কোন দ্রব্য সেবন করিলে দোষের কিয়দংশ দ্রব্যের দ্বারা, কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা এবং কিয়দংশ তাহার বীৰ্য্য দ্বারা ও কিয়দংশ তাহার বিপাক দ্বারা শাস্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীৰ্য্য ব্যতিরেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীৰ্য্য থাকে না এবং দ্রব্য ব্যতীত রসও থাকে না। পুত্ৰতঃ দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহের স্থিতি যেরূপ পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীৰ্য্য বলিলে গীত উচ্চাদি অষ্টপ্রকার গুণকেই বুঝায়। সেই অষ্ট প্রকার বীৰ্য্য দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল গুণ নিম্নগ্ন রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যই দ্রব্য পরিপাক হয় ও রস সেইরূপ হয় না। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান। রস, বীৰ্য্য ও পাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই সমুদয় মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামে কথিত হয়। যথা পৃথীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অগ্নি ভাগের আধিক্যে আপ্য এবং তদনুসারে তৈজস, বায়ব্যা ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থল সারবিশিষ্ট সাজ্জ, মন্ড, স্থির, ধর, গুরু, কঠিন, গন্ধবহল, জৈবৎ কষায় বা মধুরপ্রায় তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পার্থিব দ্রব্য স্থিরতাবলসজ্জাত ও বর্জনকর, বিশেষতঃ অধোগমনশীল।

যে দ্রব্য শীতল, আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, সাজ্জ, মৃদু, পিচ্ছিল, রসবহল, জৈবৎ কষায়, অন্ন বা লবণ রসবিশিষ্ট অথবা মধুর প্রায়, তাহাকে জলীয় দ্রব্য বলা যায়। জলীয় দ্রব্য স্নেহ, হর্ষ, ক্রোধ ও সংশ্লেষকর এবং ক্ষরণশীল। যে দ্রব্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক, রুক্ষ, ধর, লঘু, বিশদরূপ, গুণবহল, জৈবৎ অন্ন ও লবণ রসবিশিষ্ট অথবা কটু রস-প্রায়, বিশেষতঃ উর্দ্ধগমনশীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস দ্রব্য দহন, পচন, দারণ, তাপন, প্রকাশক, প্রভা ও বর্ণকর। যে দ্রব্য শুষ্ক, স্নিগ্ধ, মৃদু, গ্রাম্য ধর্মের উত্তেজক, অব্যক্তরস, অথবা শব্দবহল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মৃদু, সচ্ছিত্র ও লঘু। এই সকল লক্ষণ দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যই ঐষদ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে এবং বীৰ্য্য ও গুণবিশিষ্ট হইলে সকল দ্রব্যই কার্য্যকর হয়। এই সকল ঐষদ সেবন করা হইলে যে সময়ে কার্য্য করে, তাহাকে কাল কহে। যাহা করে তাহাকে কর্ম্ম কহে। যদ্বারা করে, তাহাকে বীৰ্য্য, যে স্থানে সেই কার্য্য করে, তাহাকে অধিকরণ, যে প্রকারে বলে তাহাকে উপায় এবং সেই কার্য্য দ্বারা পরিণামে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে ফল বলে। সেই সকল ঐষদের মধ্যে বিরচন দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই অধিক, পৃথিবী ও জল গুরু, এই গুরুতা জন্ম অধোগামী। এই অধোগুণের বাহ্য্য বশতঃই বিরচন হইয়া থাকে। বমন দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু গুণই অধিক, অগ্নি ও বায়ু লঘু, এই জন্ম এই লঘুতাপ্রযুক্ত উর্দ্ধগামী হয়। অতএব উর্দ্ধগুণ বাহ্য্যগোই বমন হইয়া থাকে। বমন ও বিরচন এই উভয় প্রকার গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে উর্দ্ধগামিতা ও অধোগামিতা এই উভয়বিধ গুণই অধিক পরিমাণে থাকে, সেইরূপ সংশমন দ্রব্যে আকাশ গুণ অধিক এবং বায়ুর শোষণ গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক।

দ্রব্যের ঐষদে অগ্নি এবং পৃথিবী ঐষদে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য দেখা যায়।

ভূমি, অগ্নি ও জলীয় দ্রব্য দ্বারা বায়ুর, ভূমি, জল ও বায়ু-জাত দ্রব্যে পিত্তের এবং আকাশ, অগ্নি ও বায়ুজাত দ্রব্যে স্লেষ্মার শাস্তি হয়। আকাশ ও বায়ু দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি, অগ্নির দ্রব্যে পিত্তবৃদ্ধি এবং পার্থিব ও জলজাত দ্রব্যে স্লেষ্মাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যই এইরূপে গুণাদি বিচার করিয়া দোষে প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদ দ্রব্যের এই গুণগুলিকে বীৰ্য্য বলা যায়।

দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নিগুণ থাকিলে তীক্ষ্ণক বীৰ্য্য, জলীয় গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীৰ্য্য, পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধবীৰ্য্য, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মৃদুবীৰ্য্য, বায়ুগুণ থাকিলে রুক্ষবীৰ্য্য এবং ক্ষিতি ও বায়ুগুণ থাকিলে বিশদ বীৰ্য্য বলা যায়। উষ্ণ, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, বাতন্ত্র, শীত, মৃদু বা পিচ্ছিল বীৰ্য্য, পিত্তর এবং তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বা বিশদ বীৰ্য্য স্লেষ্মর।

গুরুপাকে বাতপিত্তের শাস্তি হয় এবং লঘুপাকে স্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। মৃদু, শীতল ও উষ্ণগুণ স্পর্শ দ্বারা জানা যায়। পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন স্পর্শের দ্বারা, স্নিগ্ধ ও রুক্ষগুণ দর্শনের দ্বারা এবং শুষ্ক ও দুঃখ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ গুণ জানা যায়। গুরুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ ও উর্দ্ধ-গত কফ জন্ম পীড়া হয়। লঘুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ হয় এবং তৎবায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের যেকোন রস তাহার গুণও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর রস হইলে গুরুপাক ও পার্থিব গুণবিশিষ্ট এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয় গুণবিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের যে প্রকার গুণ হইবে, শরীরেও তাহার সেইরূপ কার্য্য করিবে। দ্রব্যের গুণেই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সুত্রস্থান ৪০।৪১ অ°)

দ্রব্যাক (ত্রি) দ্রব্যং হরতি বহতি আবহতি বা। দ্রব্য-কন্।

১ দ্রব্যহারক। ২ দ্রব্যাবাহক।

দ্রব্যাকঙ্ক (পুং) বৈজ্ঞানিক কন্ধানিগুণক।

দ্রব্যগণ (পুং) দ্রব্যগণঃ গণঃ ৬তৎ। সুশ্রুতাক্ত ঐষদ বিশেষের ৩৭ প্রকার গণভেদ।

দ্রব্যগুণ (পুং) দ্রব্যস্ত গুণঃ প্রতীপাত্তয়া যজ। ১ দ্রব্যের গুণজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ। দ্রব্যগণঃ গুণঃ। ২ দ্রব্যের গুণ।

দ্রব্যপত্তি (পুং) দ্রব্যভেদানাং পত্তিঃ। বৃহৎসংহিতাক্ত দ্রব্যবিগের পত্তি। বৃহৎসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে।

যে যে রাশি যে সকল দ্রব্যের অধিপতি বলিয়া মুনিগণ

কর্তৃক সমুদ্রিষ্ট হইয়াছে, তত ও অতিত জ্ঞাপনার্ম আগম হইতে তাহারিগের বিবর বলিতেছি।

মেঘরাশি—বজ্র, মেঘকবল, ছাগকবল, মন্থর, গোধুম, শালবৃক্ষ, বব, হলসমুত ওবধি এবং বর্ণ এই সকল দ্রব্যের অধিপতি।

বৃষরাশি—বজ্র, গোধুম, কুসুম, শালিধাতু, বব, মহিব ও গো সকলের অধিপতি।

এইরূপ ধাতু, শরজাত দ্রব্য, লতা, শালুক এবং কার্পাস মিথুনের অধীন। কোজব, কদলী, দুর্কা, কল, মূত্র, পত্র ও স্বক সকল কর্কট রাশির অধীন। তুষ, ধান্য, রস, গুড় ও সিংহাদির স্বক সিংহরাশির অধীন। অতনী, কুলায়, কুলথ, গোধুম, মূল্য ও নিম্পাব এই সকলের অধিপতি তুলারাশি। ইক্ষু, শিকাহ দ্রব্য, লৌহ ও অজাবিক সকল বৃশ্চিকের এবং অম্ব, লবণ, অম্বর, অম্র, তিল, ধাতু ও মূল ধরুরাশির অধীন। তরু গুল্মাদি এবং শিকাহদ্রব্য, ইক্ষু, স্বর্ণ ও রূপলৌহ এইসকলের দ্রব্যাদিপতি মকর। মলিনজাত ফল, পুষ্প, রস, চিত্র ও রূপ সকল কুম্ভের অধীন। কপাল-সম্ভব রস, অম্বুত বজ্র, নানা রূপযুক্ত স্নেহ দ্রব্য এবং মন্তসমূহ মীনরাশির অধীন।

যে রাশির দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম বা একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিবেন, অথবা দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, দশম বা একাদশ স্থানে বুধ থাকিবেন, সেই রাশিতে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইল, তাহার বৃদ্ধি হইবে। ঐরূপ শুক্র যে রাশির বর্ষ বা সপ্তম থাকিবে, তৎস্ব দ্রব্যের হানি এবং শুক্র অস্তির রাশি গত হইলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর জ্যে গ্রহ উপচয় গত অর্থাৎ তৃতীয়, বর্ষ, দশম ও একাদশ গত হইলে শুভপ্রদ এবং তস্তির অস্তরাশিহিত হইলে হানিজনক হয়। বলবান্ জ্যে গ্রহগণ যে রাশির পীড়া স্থানে অর্থাৎ উপচয় ভিন্ন স্থানে সংস্থিত হয়, সেই রাশির অধিকৃত দ্রব্য সকলের মহামূল্য ও দ্রলভ হয়। বলবান্ শুভগ্রহগণ যে সকল রাশির ইষ্ট স্থানে অর্থাৎ উপচয় স্থানে অবস্থান করেন, সেই রাশি সকলের অধীন দ্রব্যসমূহের বৃদ্ধি, সামর্থ্য ও স্থলভ হয়। গোচর-পীড়াতেও রাশি সকল বলবান্ শুভগ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পীড়াকর হয় না, কিন্তু জ্যে গ্রহগণ দৃষ্ট হইলে তাহার বৈধ-রীত্য হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪১ অং)

দ্রব্যময় (জি) দ্রব্য-প্রাচুর্য্যে মরট। দ্রব্যসাধনক বজ্রাদি, দ্রব্যপ্রচুর বজ্র।

“প্রেরান্ দ্রব্যময়ং বজ্রাং জ্ঞানবজ্রঃ পরমতপঃ।

সর্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥” (পীতা)

দ্রব্যবিশেষ (পুং) সূত্রভোক্ত ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা পার্থিবদ্বাদি বিশেষ। [দ্রব্য দেখ।]

দ্রব্যশুদ্ধি (জী) দ্রব্যগাং শুদ্ধিঃ। প্রকালনাদি দ্বারা দ্রব্যাদির মলাপনয়ন।

“প্রোতশুদ্ধিঃ প্রেক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিঃ তথৈব চ।

চতুর্গামপি বর্ণনায় যথাবদ্রুপকর্ম্মঃ ॥” (মন্ত্র ৫১৭)

দ্রব্যশুদ্ধির বিবর মনুতে এইরূপ লিখিত আছে—

রজত ও স্তবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণি সকল ও সমুদ্র পায়াগমর দ্রব্য তম্র ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপ রহিত স্তবর্ণ পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। শস্য মৃত্তিকাদি জলজ পায়াগমর পাত্র ও রৌপ্য পাত্র যদি রেখাদিমুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রকালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নির সংযোগে স্তবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণে বীর উৎপত্তি হইলে জল ও অগ্নিদ্বারা স্তবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর জানিবে। লৌহ জলদ্বারা, কাংস ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা এবং স্নাত তৈলাদি দ্রব্য সমুদায় কাক কীটাদি কর্তৃক দূষিত হইলে তাহা প্রাদেশ প্রমাণ কুলপত্র দ্বারা বিলোড়িত করিলে বিশুদ্ধ হয়। শব্দাদির জ্ঞায়, স্তব্রসংযুক্ত সংহতদ্রব্যে জল প্রোক্ষণে এবং কাঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চেলিয়া কেলিলেই শুদ্ধ হয়। বজ্রীর চমস অর্থাৎ জল-পাত্র ও সোমলতার পাত্র ইহাদিগকে প্রথমে হস্তদ্বারা মার্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রকালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। চক্রহালী, ক্রক্, ক্রব, ক্র্য, ধণ্ডাগার কাঠ, পূর্ণ, শকট, মূল ও উদুখল প্রভৃতি বজ্রীয় দ্রব্য সকল, স্নাত তৈলাদি মেহাক্ত হইলে উজ্জলদ্বারা প্রকালন করিলেই শুদ্ধ হয়। বহুধাতু ও অনেক বজ্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ন ধাতু বা বজ্র স্থলে জলদ্বারা প্রকালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পাত্ৰাদি স্পৃষ্ট পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণ-নির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বজ্রের জ্ঞায় এবং শাক মূল ও ফল ইহারা ধাতুর জ্ঞায় হইবে। কোবের অর্থাৎ রেশমী বজ্র, আবিক অর্থাৎ মেঘ লোমজাত কবলাদি কার ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ নেপাল দেশীয় কবল মিথকল চূর্ণ দ্বারা, অংগপট্ট অর্থাৎ বকল বিশেষের বজ্র বিবকলের নির্বাসদ্বারা এবং ক্রোম অর্থাৎ অতনী পুষ্পের ছালে নির্ম্মিত বজ্র বেতসর্গচূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। স্তব্র,

পাকের কাঠ, পলি, এই সকল জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়। মার্জন প্রণোমরাহি সেপন দ্বারা গৃহত্বি এবং মৃগমারাজ পুনরায় পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়। মৃগমারাজ যদি ক্ষত, মূত্র, বিষ্ঠা, রোমা, পূব ও শোণিতদ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে, পুনঃ পাকদ্বারা শুদ্ধ হয় না। সন্মার্জন, ধোমরাহি দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রোদকাদি দ্বারা সেচন, উল্লেকন (অর্থাৎ চাচিয়া কেলা) এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস এই পাক উপায় দ্বারা ভূমি শুদ্ধ হয়। পক্ষী কর্তৃক উল্লিষ্ট, গাভী কর্তৃক আক্রান্ত, বস্ত্রাকল বা পদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষত অর্থাৎ বাহ্য উপর হাঁচি বা ধূপ পড়িয়াছে এবং বাহ্য কেশকীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে, এইরূপ খণ্ডদ্রব্য সকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র লিপ্ত দ্রব্যে যে পর্যন্ত পদ ও সেপ থাকে, তাৎকাল তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জনপূর্বক শুদ্ধ করিয়া লইবে। প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপত্যক্ত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ বাহ্য জলদ্বারা প্রাকালিত করা হইয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্টকনেরা যৎসবকে পবিত্র বলিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এই তিনটি পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে পরিমাণ জলে গোবর পিপাসা থাকি হইতে পারে, ততটুকু জল যদি বিস্তৃত ভূমিগত এবং বাতাবিক গন্ধবর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্র দ্রব্য লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্র জানিবে। কারুকরের হস্ত কারুকার্যে বধন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্দদা শুদ্ধ। যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে নীত হইয়াছে, ঐ দ্রব্য অনেক স্পর্শ করিলেও বিশুদ্ধ। ব্রহ্মচারিগণ যে তিকালাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্য শুদ্ধ। জীলোকের মুখ সর্দদাই শুদ্ধ জানিবে।

কাকাদির চক্ষুর আঘাত বৃদ্ধে লাগিয়া যে ফল নিম্নে পতিত হয়, তাহা শুদ্ধ। দ্রুৎ দোহন-কালে ধোবৎসের মুখ এবং মৃগমারাজ কালে কুকুরের মুখ শুদ্ধ। যে পশু বা পক্ষী কুকুর কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহার মাংস শুদ্ধ ইহা রহুই বলিয়াছেন। মাংসজীবী অস্ত্রাভ পশু পক্ষীরাও যে মাংস আনিয়ন করে, তাহাও শুদ্ধ মাংস। নাস্তির উপরিভাগে যে সকল ইজির-ছিন্ন আছে, সে সমুদায়ই পবিত্র, স্তুরাং সে সকল স্পর্শ করিলে দোষ-নাই, কিন্তু নাস্তির অধোদেশের ইজির ছিন্ন সকল অপবিত্র, ইহা স্পর্শ করিলে অন্তচি হইতে হয় এবং দেহ হইতে যে সকল মল ক্ষরিত হয়, তাহাও অপবিত্র। মক্ষিকা, মুখ নির্গত ক্ষুদ্র জলকণা, ছায়া, গো, অশ্ব, স্তর্যাকরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু ও অগ্নি এ সকল স্পর্শ করিলেও অন্তচি হইবে না। (মহা ৫ অ°)

দ্রব্যাক্রমক (জি) সরিষা, ধনধান্য।

দ্রব্যাক্রমক (সী) অস্ত্র-দ্রব্য-দ্রব্যাক্রমক। অপর দ্রব্য।

দ্রব্যাক্রমক (জি) দ্রব্য-দ্রব্য। ১ দ্রব্যাক্রমক। ২ দ্রব্যাক্রমক।

“আত্মা বা অরে দ্রব্যঃ প্রোক্তব্যঃ সত্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”

(ঐতি)

দ্রব্যাক্রমক (জি) দ্রব্য-দ্রব্য। ১ দ্রব্যাক্রমক। ২ দ্রব্যাক্রমক। ৩ প্রোক্তব্য। ৪ দ্রব্যাক্রমক পুরুষ। “দ্রব্যাক্রমকঃ সংযোগো হেরহেতুঃ।” (পাতা ২।১৭।) দ্রব্যাক্রমক ও দ্রব্যাক্রমক এই দুয়ের সংযোগ থাকার দ্রব্যাক্রমক পুরুষের সংযোগ কারণ। অতিপ্রায় এই যে দ্রব্য, দ্রব্য ও দ্রব্য এ সকলই বুদ্ধিভব্যের বিকার। বুদ্ধিভব্য বা অস্ত্র-করণ ইজির সত্য দ্বারা বিষয়াকারে ও অস্ত্র-দ্রব্যাদি আকারে পরিণত হইয়া-যায় তাহা দ্রব্যাক্রমক দ্বারা প্রাকালিত হয়। তাদৃশ প্রাকালন বা তাদৃশ প্রোক্তভ্যাক্রে শাস্ত্রাকারেরা চিৎশক্তি প্রোক্ত-সংক্রম ও চিৎশক্তি বলিয়া থাকেন। লোক ব্যবহারে তাহা দ্রব্য বা দেখা, জ্ঞান বা বুঝা বলিয়া প্রোক্ত। স্তুরাং পরিণামভাব বুদ্ধিস্ব বা অস্ত্র-করণ পদার্থটি দ্রব্য এবং তৎসম্বন্ধিহ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রব্য। এই দ্রব্য আর দ্রব্য এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে, অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারী জীবের উদ্ভিষ্ট দ্রব্য সমূহের মূল। অর্থাৎ বুদ্ধির উপর দ্রব্যের অন্তঃপ্রাতি বা আত্মসমর্পণ করিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ অস্ত্র-দ্রব্যাদি বিকারে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন।

“দ্রব্যাক্রমকঃ শুদ্ধোহপি প্রোক্তব্যাক্রমকঃ।” (পাতা ২।২০।)

পুরুষের চিৎশক্তি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভোগ হয়। এইরূপে বাহ্যকে দ্রব্য বলা হয়, বস্ততঃ তিনি দ্রব্য নহেন। কেন না তিনি চিৎশক্তি ও অপরিণামী। স্তুরাং পরিণাম-ভাব অস্ত্র-করণই আনানি ধর্মের আধার।

নির্জিকার স্বভাব চৈতন্য মন আত্মা বা পুরুষ বধন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ বধন তিনি সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অতিব্যাক হন, তখনই তাহাকে উপচার ক্রমে দ্রব্য বলা যায়। বুদ্ধির বা অস্ত্র-করণের পরিণাম বা বিষয়-কারতী না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র দ্রব্য থাকে না, তাৎপর্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাহার দেখা, কিন্তু কোনরূপ দ্রব্য তাহার নাই। [পুরুষ দেখা।]

দ্রব্যাক্রমক (সী) দ্রব্য-দ্রব্যঃ সত্যলোভ্যে ইতি বা দ্রব্যাক্রমক।

দ্রব্যাক্রমক (পুং) দ্রব্য পুনঃপ্রতিবিম্বিত সাধুঃ। অগাধজল দ্রব্য। (হেম°)

দ্রব্যাক্রমক (জি) দ্রব্য সত্য বেদে নিপাতন সাধুঃ। দ্রব্যাক্রমক।

“তুপং সোমং পাহি জহরিজা।” (বই ২১২৩৪) ‘জহর
বৃহৎকিরিৎ রূপং বৃহৎকিরিৎ’ (সংগ)

জাফা (অবা) জা-বাহলকাং হু। জত, শীত, কঠিন।

জাফা (জী) জাফাতে কাফাতে ইতি জাফি-কফা। আগম-
শাসনভানিভাষাৎ ন সোণঃ। কলবিশেষ, বাধ, কিস্মিস্।
পারসী আতুর। সংস্কৃত পর্যায়—মুদীকা, গোতনী, বাবী,
মধুরস, চাককলা, ককা, প্রিয়াল, তাপসপ্রিয়া, শুদ্ধকলা,
রসাল, অমৃতকলা। (শব্দর) বৈজ্ঞানিকমতে ইহার গুণ—
অতি মধুর, অন্ন, শীত, পিত্তলীক, দাহ ও মূত্রদোষনাশক;
কচি ও বলকর, লুপ্তপর্ণ ও মিয়। (রাজনিঃ)

ইহার বিবর ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—
জাফা, বাহুলকা, মুদীকা, হারহুগা ও গোতনী এই কএকটি
জাফার পর্যায়। পাঁচ জাফা অর্থাৎ আতুরকল সায়ক,
শীতবীৰ্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচরকায়ক, শুষ্ক,
মধুর, বিপাক, কষার, মধুররস, স্বরপ্রদায়ক, বলমূত্রনিঃসায়ক,
বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, শরীরের পুষ্টি ও রুচিজনক
এবং পিপাসা, অন্ন, খাদ্য, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রক্লম্ব,
রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোথ ও মদ্যভ্যাসরোগনাশক।
অপক আতুর কল উহা অপেক্ষা অন্ন গুণবৃদ্ধ, অন্নরস ও
রক্তপিত্তকারক।

গোতনী জাফা—অর্থাৎ মোনাক্ষা শুক্রবর্ধক, শুষ্ক, কফ
ও পিত্তনাশক। ইবৎ বীজসংযুক্ত ছোট জাফা অর্থাৎ
যাহাঁকে কিস্মিস্ কহে, ইহা মোনাক্ষার সূদৃশ গুণবৃদ্ধ।

পৰ্বতজা জাফা অর্থাৎ বাহাকে হিন্দীভাষায় জহারী
বলে। ইহা লবু, অন্নরস, কফ ও অন্নপিত্তকারক।

করমর্দিকা অর্থাৎ বাহাকে হিন্দীভাষায় করৌলী কহে।
ইহা পৰ্বতজা জাফার তুল্য গুণবাহক। (ভাবপ্রকাশ)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জাফাকল (Vitis
Vinifera) জন্মে। কত প্রকারের জাফা আছে, তাহা নির্ণয়
করা দুকঠিন। জাফা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমে বহু অবস্থায়
পাওয়া যায়, ভারতের উত্তরপশ্চিমাংশে ইহার যথারীতি চাষ
হইয়া থাকে। দক্ষিণ-মুরোপে জাফা সর্বস্থানেই জন্মে, কিন্তু
ঐ গাছ দেশান্তরে রোপণ করিলে যথাক্রম ফল জন্মে না।
শীতপ্রধান দেশ হইতে আনীত জাফা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে
রোপিত হইলে আশাশূন্য ফলদান করে না।

জাফার চাষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে।
এলিরা-বাইনরে জাফাকল রাস্তিতে লজনে ভাবে হয়।
স্পেন ও মেরিলিয়া দেশে গাছ কাটিয়া ছোট করিয়া দেওয়া
হইত, গাছ লতাইয়া বাইত না, কাজেই আতুরেরও আক-

ত্বক হইত না। ইতালীর অন্তর্ভুক্ত ইট্রিয়া ও কাম্পেনিরা
দেশে জাফাকল গাছে কুলিরা দেওয়া হইত, কাম্পেনিরা
হাতি দিয়া বাটা করিয়া দেওয়া হইত, গাছ তাহার উপরেই
হাদের মত হইত। ইনোটিরা দেশেই প্রথম খুঁটি বা
ঐ প্রকারের অল্প কোন অবলম্বন দিয়া জাফাকল তাহার
উপর লতাইয়া দেওয়া হইত—এখনও সেই উপায় সর্বোৎকৃষ্ট
বলিয়া চলিতেছে।

বাসুপ্রসিক্ত মৃত্তিকাতেই জাফা সতেজে জন্মে। আঠালু
মাটিতে জাফা ভাল জন্মে না। একতরু হই তাগ মাটিতে
বাসু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি একভাগ শিশাইতে হয় ও হই হাত
গর্ত কাটিয়া তাহাতে মৃত্তিকা ও বাসু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি
তরু তরু লাগাইয়া মাটি তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

জাফার বীজে গাছ হয় না, তাঁটা কাটিয়া পুতিয়া দিলে
তাহা হইতেই শিকড় বাহির হয়। তাঁটার গায়ে যে চোখ
আছে, তাহার ওচা চোখেরালা তাঁটা লইয়া একদিক
পুতিয়া দিতে হয়, অতঃপর রস বহির্গমন নিবারণের জন্য
খানিক পোষ্য বা কালা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। দশবার
দিনেই সেই তাঁটা পকায়। যে ক্ষমিতে জাফাকল রোপণ
করিতে হইবে, তাহা লাল দিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করা
চাই ও তাহা হইতে চেলা ও কাঁকর বাহিরা কেলিতে হয়।
জমি প্রস্তুত হইলে ৭৮ হাত অন্তর এক একটা গর্ত খনন
করা হয়, তাহাতে ঐ তাঁটগুলি পুতিয়া জল দিতে হয়।
তাঁটা ধলাইতে আরম্ভ করিলে, গাছের চারিপাশে চারিটি
বাঁটা পুতিয়া ভগাগুলি তাহাতে বাঁধিয়া দিতে হয়। পাঁচ
মাসে গাছ মাথার সমান উঠে হয়। তখন একটা কুক-
কাণ্ড তাহাদের আশ্রয় করিয়া দিতে হয়। অক্টোবর মাসে
গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অনাবৃত অবস্থায় ১৫১৩ দিন রাখিতে
হয়। গাছ তাঁটার প্রথম সপ্তাহ পরেই আবার গালাইতে
আরম্ভ করে, সেই সময় গাছের গোড়া রীতিমত লারসংযুক্ত
করিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এই সময়ে ছইবেলা
জল দিতে হয়। জাফা ফলিতে আরম্ভ করিলেই আর
তাহাতে জল বসিতে দেওয়া উচিত নয়। সে সময় কৃষকেরা
প্রত্যহ প্রাতে ক্ষেত্রে গিয়া গাছ ধরিয়া অন্ন অন্ন নাড়া দেয়,
জল, পোকা, শুকপাতা প্রভৃতি সব ক্ষুড়িতে গড়িয়া বার,
লেগুনি লইয়া গিয়া তাহারা পুড়াইয়া কেল। জাফা-
কল বেশ বড় হইয়া উঠিলে ৫৩ দিন অন্তর জল দিলেও
চলে। অক্টোবর মাসে যে গাছ তাঁটার দেওয়া হয়, জানু-
য়ারী মাসে তাহার ফল পাকে। গাছ তাঁটার পাঁচ সপ্তাহ
বা দেড়মাস পরে ফল কাছারের যোগ্য হয়, সুতরাং জানু-

য়ারি মাসের শেষে পাছ হাঁটলে এপ্রেলমাসে তাহার কল-
ভোগ করা বাইতে পারে। বৎসরে দুইবার ঐ নিয়মে কল
উৎপাদন করা বাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফলের ভেজ
কমিয়া যায়।

পাছ পুত্তিলে প্রথম বৎসরের শেষভাগেই সিকি ব্লকর কল
দিয়া থাকে। তারপর প্রতিবৎসর পুরা কল জন্মে। লবণ,
মেঘ-পূরীষ, মেঘরক্ত ও লবণাক্ত মৎস্ত ইহার উত্তম সার।
কোন কোন স্থানে গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া ৫৬ দিন মাত্র
অনাবৃত অবস্থায় রাখিতে হয়। সাধারণতঃ এই নিয়মে
জাফা উৎপাদন করা হয়।

আসামের জলবায়ুতে জাফা সুপক হইবার সম্ভাবনা
অল্প, একান্ত গাছগুলিকে পাঁচাখরের দেওয়ালে তুলিয়া
দেওয়া হয়। ফলগুলি সূর্য্যতাপে এবং সূর্য্যতাপতাপিত
দেওয়ালের উত্তাপে বেশ সুপক হয়। বিভিন্নদেশে জল-
বায়ুভেদে এইরূপ দুই একটা সামান্য পরিবর্তন করিয়া
জাফার চাষ করিতে হয়।

জাফাকল হইতে কিসমিস প্রস্তুত হয়। কিসমিস
প্রস্তুত করিবার দুইরূপ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ তাহা-
দিগকে রোত্রে শুকাইতে হয়। ডাঁটা শুদ্ধ না শুকাইলে রস
কমিয়া যায় ও কিসমিসের স্বাদ থাকে না। এগুলির মেটে
মেটে রং হয়। আর একরূপ কিসমিস জাফাকল ভাল শুদ্ধ
ভালিয়া আনিয়া ঘরের চালে রাখিয়া দিতে হয়। এগুলির রং
সবুজবর্ণ হয়। প্রায় ৩০৪০ দিনের মধ্যে জাফাকল কিস-
মিসে পরিণত হয়। কাঁচা অবস্থায় জাফাকল শুকাইয়া
লইলে কিসমিস হয়।

সুপক জাফাকলে মোনাক্কা প্রস্তুত হয়। জাফাকল
সুপক হইলে ডাঁটা শুদ্ধ ভালিয়া লইতে হয়। বড় কড়ায়
জল চড়াইয়া জাল দিতে হয়, জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে
তাহাতে ৬ পের আন্ডাজ ইথার দিতে হয়। কিছুকাল
পরে আবার ছুসের আন্ডাজ চূর্ণ দিতে হয়। তারপর কড়া
নামাইয়া রাখিতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে সেই জল ধীরে
ধীরে অল্প একপাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়। এই জলের নাম
তেজেব। তারপর আর এক কড়া পরিষ্কার জল কড়ার চড়া-
ইয়া আশুনে জাল দিতে হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে
তাহাতে তিনসের পরিমাণ তেজেব মিশ্রিত করিতে হয়।
তারপর জাফাকল তাহাতে নিমগ্ন করিয়া লইতে হয়। এক
মিনিটের বেশী কাল সেই ফুটন্তজলে ডুবাইয়া রাখিতে নাই।
এইরূপ তিনবার ডুবাইয়া লইয়া তারপর জাফাকল বেশ
করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়।

সংস্কৃত ও হরক-সংহিতায় জাফার নাম পাওয়া যায়।
ইহার গুণ—শীতল, মিষ্ট, রেচক এবং ইহা রেমা, হৃদি,
গলাভাঙ্গা, বম্বা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য। ইহা হইতে
জাফা অরিষ্ট নামক একরূপ অরিষ্টও প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা
ইহাকে পাচক ও রক্তপরিশোধক গুণবিশিষ্ট বলেন। ইহার
ডাঁটা পুড়াইয়া, সেই ছাই লাগাইলে বা খাইলে পান্থী,
ভগলর প্রভৃতি রোগে উপকার হয়। জাফার সরবৎ
শরীর শিথিল করে, দাঁহ নিবারণ করে ও অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়
প্রভৃতি রোগে ঔষধের কার্য্য করে। ডাঁটা কাটিয়া ফেলিলে
বসন্তকালে তাহা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহা
সেকালে চর্ম্মরোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত এবং
এখনও যুরোপে সাধারণ লোকে নেত্ররোগে (Ophthalmia)
ঐ রস ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার শিরকার অগ্নিমান্দ্য,
পেটব্যথা এবং কখনও কখনও ওলাউঠা আরোগ্য হইয়া
থাকে। ইহাতে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বমন
হইয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে জাফার যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে
জানা যায় যে ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতীয়েরা
জাফা জানিতেন, কিন্তু জাফা উৎপাদনে তাঁহাদের বিশেষ
যত্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে জাফা
সংযোগে প্রস্তুত যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাতে
টাইটিক জাফার আবশ্যকতা দেখা যায় না, অতরাং সে সময়ে
যে এ দেশে জাফার চাষ করা হইত, তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে জাফা চাষের কোন বিবরণ
পাওয়া যায় না।

মুসলমানেরা কোন দেশজয় করিলে সে দেশের জাফা-
লতা সমূলে ধ্বংস করিত। ভারতে যে সকল বস্ত্রজাফা
পাওয়া যায়, সে সকল এই মুসলমানের অধিকার সময়ে
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পরে শুনের মত অযত্নবর্জিত হইয়া এই
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

কাশ্মীরেই চারিপ্রকারের উত্তম, আট প্রকারের নিকট
ও তিন প্রকারের বস্ত্র জাফা পাওয়া যায়। উত্তম প্রকারের
বস্ত্রজাফা মোগলসত্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কাবুল হইতে
আনীত হয়। মোগলসত্রাটগণের পের মত এই উত্তম জাফা
হইতেই প্রস্তুত হইত। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর অরঙ্গজেব
মুসলমান আচার অনুসারে জাফালতা ধ্বংস করাইলেন।
ভারতে জাফার চাষ সেই অবধি হ্রাস হইয়াছে।

ঐক্যেরা সেমিতিক জাতির নিকট জাফার চাষ
শিখিয়াছিল। সিরিয়া হইতে জাফা প্রথমে 'সিবিয়ান

প্রভৃতি ইরানীর জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়, তাহারাই গ্রীকদিগের শিক্ষক। রোমকজাতি গ্রীকদিগের নিকট হইতে ট্রাফিক ব্যবহার শিক্ষা করে। রোমকরাজ নিউ-মার সময়েও ট্রাফিকর সর্বকার্যে ব্যবহার্য্য হয় নাই। দক্ষিণ ইতালীতেই প্রথম ট্রাফিক চাব আবিষ্কৃত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালীর ট্রাফিক বিখ্যাত হইয়া উঠিল। রোমক প্রজাতন্ত্রের অবসানকালে ট্রাফিক এতদূর আদর হইরাছিল যে, লোকের শতাদি বণন না করিয়া ইহারই চাব করিত। যুরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে সিদ্ধান্তের অধিকারের সঙ্গে ট্রাফিক ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ফ্রান্স হইতে জার্মানি ও স্পেনে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেই ইতালীতে ট্রাফিকাচারের অবনতি আরম্ভ হয়। ইতালীর ট্রাফিক-রসজাত মদ্য অনাদৃত হইল ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মদ্য তাহার স্থান অধিকার করিল। এখন মধ্য ও দক্ষিণ ফ্রান্সে রসজাত মদ্যের জননী বলিয়াই ট্রাফিক এত আদর। পূর্বকালে ভারতেও ট্রাফিক হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত এবং তাহা মার্কী নামে অভিহিত হইত।

পঞ্জাবে বাদশ প্রকারের ট্রাফিক দেখা যায়। এখানেও ট্রাফিক যুরোপের ট্রাফিকর মত কলদান করে বটে, কিন্তু বাড় বাঁধিয়া জল হইয়া যায়। যথারীতি চাব না করাই তাহার প্রধান কারণ। পঞ্জাবে উত্তম ট্রাফিক জন্মিলেও মত্তের অল্প ট্রাফিক চাব করা হয় না। বিশেষতঃ পঞ্জাবের ট্রাফিক যে সময় পক হয়, সে সময় এত গরম পড়ে যে, সে তাপে রস অল্প হইয়া যায়। পঞ্জাবের মধ্যে পেশাবরের ট্রাফিক সর্বোৎকৃষ্ট। হাজারি দেশেও চারি পাঁচ প্রকারের আঙ্গুর পাওয়া যায়।

ভারত মধ্যে কাস্মীরে ট্রাফিকর যেরূপ চাব হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে কাস্মীরে ট্রাফিকর বিরূপ চাবাদি হইত তাহা স্থির করা যায় না। মোগল সম্রাট অকবর বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। তিনিই প্রথম কাস্মীরে যথারীতি ট্রাফিক চাবের ব্যবস্থা করেন। জৈঠ, আবাদ ও প্রাণ মালে কাস্মীর হইতে এবং আখিন, কার্শিক ও অগ্রহারণে কাবুল হইতে ট্রাফিক পাওয়া যাইত। মোগল সম্রাট বা ওমরাহগণ কাস্মীরজাত ট্রাফিকর মত্তপান করিতেন। কাস্মীরের এই ট্রাফিক চাবে বখেট রাজস্ব আদায় হইত। সম্রাট অকবরের বয়ে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও ট্রাফিক চাব হইত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কাস্মীরের ট্রাফিকর বিশেষ উন্নতি

হয়। তিনি কাবুল হইতে চারিপ্রকার উত্তম ট্রাফিক আনিয়া কাস্মীরে রোপণ করেন। সে সময় এদেশীয়েরা ট্রাফিক হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করিতেন। অরঙ্গজেবের সময় হইতে ট্রাফিক চাব হ্রাস হয়। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে একজন সাহেব কাস্মীরের বস্ত্রট্রাফিক হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া কাস্মীরের রাজা প্রতাপসিংহের নিকট উপস্থিত করেন। তাহাতে রাজা একজন বেলাজিরানের উপর মদ্য প্রস্তুত করিবার ভার দেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রথম মদ্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মদ্য প্রস্তুত হইতে থাকে, কিন্তু ইহা হইতে কোনরূপ আর না হওয়ার ব্যর্থ-খ্যাতিপ্রাপ্ত এই প্রথা পরিত্যাগের উপক্রম হয়।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কাস্মীররাজ তাহার রাজ্যের স্থানাসুখার্থ ইংরাজগবর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ট্রাফিকাচারের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট ১৮৯০ খৃঃ অব্দে যুরোপ হইতে লোক আনাইয়া কাস্মীরে ট্রাফিক চাব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন কাস্মীরে ট্রাফিক হইতে একরূপ বোলা ও একরূপ শাদা সুপের মদ্য প্রস্তুত হয়। দেশবিদেশে তাহার প্রশংসা হইয়াছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার নানা স্থানে ট্রাফিক আছে। সম্রাট অকবর আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট ট্রাফিক আনাইয়া রোপণ করেন। এ প্রদেশের সমতল ভূমিতে ট্রাফিক বখেট কল প্রদান করে। আগ্রা, আলাহাবাদ, কাণপুর, কানৌ, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থানে উত্তম ট্রাফিক হইয়া থাকে। কিন্তু সকল ট্রাফিকর মত্ত প্রস্তুত হইতে পারে না। কনাবর প্রদেশে বহুকাল হইতে ট্রাফিক চাব হইত। এখানে ট্রাফিক কলের নাম মথ ও লতার নাম লানং। এখানে ট্রাফিক হইতে যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে সিও বলে, আর একরূপ মাদক প্রস্তুত হয় তাহার নাম রক বা অরক। পুরাকাল হইতে কনাবর প্রদেশে আঙ্গুরের চাব চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে একরূপ রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক ট্রাফিকাগান নষ্ট করিয়া কেনে, তদবধি এখানে ট্রাফিক চাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

মধ্য-ভারতে আশীরগড় ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে ট্রাফিক উৎপন্ন হয়। ট্রাফিক জন্মিলেই সেগুলি বিক্রয় করা হয়, তাহার অল্প কোন ব্যবহার নাই। খাণ্ডোবাতও ট্রাফিক আছে।

সিন্ধুদেশেও ট্রাফিক হয়। এখানে কিসমিস প্রস্তুত হয় না, কিন্তু ছই রকম মত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। একরূপ মত্তের নাম কিসমিসি মত্ত, কতগুলি ট্রাফিক ওকাইয়া লইয়া তাহা হইতে প্রস্তুত হয়; আর একরূপ মত্তের নাম আঙ্গুরী,

তাহা পক জাফা হইতে প্রস্তুত হয়। হারদরাবাদ, সিহ-বান, শিকারপুর প্রভৃতি স্থানেও আদুরী প্রস্তুত হইত।

বোম্বাই প্রদেশে কখন জাফা রোপিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। খান্দেশের রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) খান্দেশে জাফা রোপিত করেন। পুণা, আন্দ নগর, আরকা-বাদ প্রভৃতি স্থানেও জাফার চাষ আছে। কুরাসার বা আকাশ অধিক সময় যেখানে থাকিলে জাফার অনিষ্ট হয়, সেই জন্ত পূর্ববাট পর্বতের দক্ষিণে জাফা জন্মে না। নাসিক ও সাতপুর প্রভৃতি স্থানেও জাফার চাষ ছিল, কিন্তু কিছু দিন পূর্বে রোগ হইয়া অনেক ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালার সমধিক বৃষ্টি হয় বলিয়া এদেশে জাফা প্রচুর পরিমাণে জন্মে না বা সুস্বাদু হয় না। বিহারে বিশেষতঃ দানাপুর ও ত্রিহতার জলবায়ু উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জলবায়ুর মত বলিয়া তথায় সুন্দর জাফার চাষ হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মিলনার কলিকাতার নিকট আপন উত্তানে জাফা রোপণ করেন এবং অনেক বর্ষে ফললাভ করেন। বাঙ্গালা দেশে কোন ধনী লোকের বাগানে কচিং জাফালাতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু জাফার চাষ হয় না।

আসামে ইংরাজদিগের আমলেই জাফা রোপিত হয়। আসামের গবর্নর জেনারেলের এজেন্ট মেজর জেফ্রিস সর্ব প্রথম গোহাটীতে জাফা উৎপন্ন করেন। তিনি জাফাফল স্থাপক করিবার এক নুতন নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মাস্ত্রাজে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন না করিলে জাফাফল উৎপাদন করা যায় না। তবে নীলগিরি পর্বত ও তাহার উপত্যকার জাফালাতা সুন্দর ফল প্রসব করে। এখানে চতুর্দশ প্রকারের দেবীর জাফার চাষ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে জাফা আনীত হইয়া রোপিত হইয়াছে, তাহারাত সুন্দর বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে স্পেন হইতেও জাফা আনিয়া রোপণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ইংরাজেরাই জাফা রোপণ করিয়া থাকেন। আবার জাফা সুস্বাদু ফল দান করে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের জল বায়ুর দোষে সেখানে জাফার চাষ হওয়া একরূপ অসম্ভব।

এ দেশে এমন অনেক সুন্দর স্থান আছে, যেখানে জাফা রোপণ করিলে আশাভীত ফল লাভ করা যায়। দক্ষিণ যুরোপে জাফা যেমন অনেকের জীবিকারূপে পরিগণিত হইয়াছে, সেরূপ কিয়ৎ পরিমাণে কাশ্মীর ও পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ব্যতীত ভারতের কুয়াপি বাণিজ্য দ্রব্য হিসাবে জাফার চাষ হয় না। মণিপুরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে জল বায়ু ও মাটির গুণে জাফা সতেজে বর্দ্ধিত হইতে

পারে। ইংরাজদিগের এসাদে কাশ্মীরে এখন জাফার চাষ হইতেছে, সেখানে ইহা একটি বাণিজ্য দ্রব্যরূপে রোপিত হইয়া অনেকের জীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ জাফার কিস্মিস, মোনাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া তাহাই বাণিজ্যদ্রব্য হইয়া থাকে। মোগল-সম্রাট অকবর হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কাশ্মীরের জাফার মত বিশেষ আদরণীয় ছিল। অরঙ্গজেবের সময় হইতেই জাফার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কাশ্মীরের মত স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপরই প্রদর্শনীতে কাশ্মীর মত বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যবসার দিকে এ দেশীয় অনেকের লক্ষ্য থাকিলে ভারতে জাফার চাষ একটা প্রধান ব্যবসার হইয়া উঠিবে।

জাফাফল (কী) জাফামিশ্রণে পক যুক্ত। চক্রদন্তোক্ত যুক্তোষ বিশেষ।

জাফাদিরকৌদশাদি কাথ (পুং) কাথ ঔষধ তেন্দ। প্রস্তুত প্রণালী—কিস্মিস, গুলক, দঠী, কাকড়াশুলী, মুখা, রক্তচন্দন, শুঠ, ফটকী, আকনাদি, চিরতা, ছুরালতা, বেণারমূল, ধনিয়া, পদ্মকাঠ, বালা, কণ্টকারী, পুষ্করমূল এবং নিম্ন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথ সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং শোথ বিনষ্ট হয়। (ভাঃপ্রঃ)

জাফারিস্ট (পুং) অরিস্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—জাফা ৬০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের শুড় গুলিয়া তাহাতে শুড়শুক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে দিয়া সমুদার আলোড়ন করিয়া যুক্তভাবে ১ মাস মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে উত্তম-রূপে ছাকিয়া লইবে। এই জাফারিস্ট পান করিলে উরঃকৃত, জ্বররোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত এবং বলবৃদ্ধি ও মলগুচ্ছ হয়। (ঔষধজ্যঃ)

জাফিমন্ (পুং) দীর্ঘত ভাবঃ দীর্ঘ-ইমনিচ। দীর্ঘত জাফাদেশঃ। দীর্ঘত্ব।

জাফিয়া (পুং) ১ দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। ২ যে করিত রেখা মধ্য-রেখার উত্তর পার্শ্বে পূর্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত আছে। প্রাথমিক মধ্যরেখা হইতে অভ্যন্ত স্থানের দূরত্ব (Longitude)। ঐ স্থান প্রাথমিক জাফিয়ার পূর্ব হইলে পূর্ব-জাফিয়ার এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম-জাফিয়ার। সংস্কৃত জ্যোতিষে 'দেশান্তর' বলে।

বর্তমান কালে আমরা যে জাফিয়ার স্বীকার করি, তাহা

গ্রীণউইচের মানমন্দিরের মধ্যরেখা হইতে গণিত হয়। কিন্তু করাদীয়া পারি-সহরের এবং আমেরিকগণ ওয়াশিংটনের মানমন্দিরের মধ্যরেখা ধরিয়া প্রাথমিকের গণনা করে।

কোন স্থানের প্রাথমিকের বাহির করিবার উপায়।

১। গ্রীণউইচের সময় সাথে এমন একটা উৎকৃষ্ট কালমাত্র (Chronometer) লইয়া এখানকার একটা ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখ। উত্তর হইতে সময়ের যে অন্তর হইবে, সেই সময় ধরিয়া প্রাথমিকের পার্থক্য নিরূপিত হইতে পারে।

২। কোন একস্থান হইতে যে সময়ে তাড়িতবার্তাবোধে সংবাদ পাঠান হয় ও যে সময় সংবাদ পৌছে, এই উত্তর সময়ের অন্তর ধরিয়াও প্রাথমিকের বাহির করা যায়।

৩। কোন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট উচ্চ ভূমি হইতে এক আলোক আলি, দূরত্ব অপর ব্যক্তি যেমন সেই আলোক জ্বালা দেখিল, অমনি আপনার ঘড়ীতে সময় দেখিয়া রাখিল, আলোক প্রজ্জ্বলন ও দূরত্ব ব্যক্তির দর্শন এই উত্তর কালের অন্তর ধরিয়াও প্রাথমিকের নিরূপণ করা যায়।

উদাহরণ—১। ক ও খ দুই ব্যক্তি টেলিগ্রাফ তারের পরস্পর বিভিন্ন দিকে আছেন। ক ঠিক মধ্যাকালে তারে সংবাদ করিল, কিন্তু খএর নিকট সেই সংবাদ ১০টা ৩০ মিনিট বেলায় আসিয়া পৌঁছিল। এখন দেখিতে হইবে খ কএর পূর্বে কি পশ্চিমে ছিলেন এবং উত্তরের মধ্যে কত অংশ (Degree) অন্তর? উত্তর স্থানের সময় তেন ১২—১০.৩০—১.৩০ অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা।

কিন্তু প্রাথমিকের এক অংশ—৪ মিনিট সময়ের অন্তর

∴ উত্তর স্থানের অন্তর অর্থাৎ প্রাথমিকের দূরত্ব

$$= \frac{১২ \times ৬০}{৪} = ১৮০°$$

কএর সময় অধিক থাকায় খ কএর পশ্চিম হইতেছেন।

২। মনে কর, কলিকাতা হইতে সন্ধ্যা ৬টার সময় আমেরিকার নিউইয়র্কে টেলিগ্রাফ করা হইল, তথায় সকাল ৭টা ১০ মিনিট ২০ সেকেন্ডের সময় সংবাদ পৌঁছিল। এখন কলিকাতার প্রাথমিকের হইতেছে ৮৮° ২৭' পূঃ। নিউইয়র্কের প্রাথমিকের কত?

নিউইয়র্কের সময় বহু পশ্চাৎ হইতেছে বলিয়া নিউইয়র্ক কলিকাতার পশ্চিম হইতেছে।

কলিকাতার সন্ধ্যা ৬টা ৩ নিউইয়র্কের বেলা ৭টা ১০ মি ২০ সেঃ ইহার অন্তর হইতেছে ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৪০ সেকেন্ড।

∴ এখন উত্তর স্থানের প্রাথমিকের দূরত্ব

$$= ১০ ঘ ৪৯ মি ৪০ সে = ১৬২° ২৬'।$$

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, কলিকাতার প্রাথমিকের ৮৮° ২৭' পূঃ।

$$\therefore \text{নিউইয়র্কের প্রাথমিকের} = (১৬২° ২৬' - ৮৮° ২৭') = ৭৩° ৫৮' পঃ।$$

প্রাথমিক (জি) অতিশয়ে দীর্ঘ ইতি দীর্ঘ-ইটন দীর্ঘত প্রাধান্যঃ। অতিদীর্ঘ। দীর্ঘ এই অর্থে অতিশয়। উন্নয়ন প্রত্যয় করিলে 'প্রাথমিক' এইরূপ পদ হইবে।

প্রাণ (জি) প্রা কঠোর ক্রিা তত্ত নঃ ততো গৎ। ১ স্তম্ভ। ২ পলারিত। (ক্রী) ৩ স্তম্ভ। ৪ পলারন।

প্রাণ (পুং) প্রাণরতি প্রাণিচ্ পুণাগমে প্রাণি-অচ্। ১ পক্ষ। ২ আকাশ। ৩ কপর্দী। ৪ মূর্খ। (পক্ষকরতর)

প্রাণিল (পুং) প্রাণিলাভোদেশোহিতিজনো-অণ্। ১ চাগকা-মুনি। ২ পিপ্রাণিক্রমে প্রাণিলদেশবাসী। প্রাণিল দেশবাসী লোক সকল, এই বহু অর্থ বুঝাইলে অণের লুক হইবে এবং সেই স্থলে প্রাণিল এইরূপ হইবে।

প্রাণ (পুং) প্র গভৌ প্র-বঞ্। ১ গমন। ২ করণ। ৩ অনুভূত।

প্রাণক (পুং) প্রবতি প্রাবয়তি বা প্রাণি বা ধূলু। ১ চক্র-কান্তমণি। ২ বিদগ্ধ। ৩ মোহক। ৪ শিল্প। ৫ রসভেদ। (জি) ৬ হৃদয়গ্রাহী। ৭ প্রবকারক। (ক্রী) ৮ প্রীহাদোষভেদ। ৯ মোম।

মহাপ্রাণ ও শব্দপ্রাণ নামে প্রীহানাক ঐশ্বরের তৈবজ্যরসাবলীতে উল্লেখ আছে। প্রস্তুত প্রণালী—বন্ধার দুইভাগ, ফটকির ৩ ভাগ এই উত্তর প্রাণ শিশু গোবৎসের মুখে পেষণ করিয়া শুকাইতে হইবে, পরে কোন সীসকনির্মিত স্থানীতে কুণ্ডিত বস্ত্র ও হস্তিকার প্রলেপ দিয়া তদ্ব্যবস্থা ইহা স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ আর একটা ইাঁড়ীর উপর অপরোক্ষে বসাইয়া উত্তরের মুখে লেপ দিবে। নিম্ন ইাঁড়ীর তলার একটা ছিদ্র থাকিবে এবং দুইটা স্থানী একটা গর্তের উপর স্থাপিত করিবে। গর্তের মধ্যে আর একটা পাত্র থাকিবে। এইরূপে সমুদায় স্থাপন করিয়া উপরিভাগে অগ্নি জালিয়া দিবে। ঐ অগ্নি-সম্বাপে স্থানীর অভ্যন্তরস্থ প্রাণ প্রবীভূত হইয়া তাহার রস গর্তস্থ পাত্রে চূঁরাইয়া পড়িবে।

অনন্তর ঐ রস গ্রহণ করিয়া লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে প্রীহা প্রভৃতি প্রবীভূত হইয়া যায়। শিথ ও দক্ষ প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানিক প্রয়োগও করা যায়। কিন্তু ইহাতে অগ্নির জ্বালা উপস্থিত হয়, এইজন্য প্রলেপ দিতে হইলে দধি সংযোগ দেওয়া আবশ্যিক।

বাসক, চিতামূল, অপাঙ্গ, তেঁতুলহাল, কুমড়ার ডাঁটা, শিল্পমূল, ভালজটা, পুনর্বা ও বেতরু এই সমুদায় ভক্ষ, পাতিনেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া হাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ কার জব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুক করিবে। এই কার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফটুকিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাবস ১ তোলা, মুজাশম ১ তোলা, সৈকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা। এই সকল জব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকবস্ত্রে চোয়াইয়া আরক করিবে। ইহার নাম মহাজীবক। এই জীবকের দ্বারা রসাদির আরণ হয়। ইহার ৫৭ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বক্তৃৎ, মীহা ও শুয়াদি নানা রোগ নষ্ট হয়। অস্ত্র-বিধ—অর্গমাক্ষিক, কাংস্ত, সৈন্ধব লবণ, রসাজন, সমুদ্রফেন, যবক্ষার, সোহাগা, সাচিকার, সান্তুলক্ষার, ধাতুকালীশ, পদ্ম-কালীশ ও হীরাবস এই সকল জব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কুণ্ডিত বস্ত্র ও মুক্তিকা দ্বারা লেপিত কাচনির্মিত পাত্রে রাখিয়া বকবস্ত্রে জমলঃ অগ্নির ভেজ দিয়া যথাবিধানে পাক করিয়া উহাদের রস চোয়াইয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে মহাজীবক হয়। ইহা আবার স্বন্ন, মধ্য ও বৃহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফটুকিরি, সোহাগা, যব-ক্ষার ও হীরাবস এই চারি জব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বন্নজীবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফটুকিরি, যবক্ষার, ধাতুকালীশ, পদ্মকালীশ ও হীরাবস এই সপ্ত জব্যের আরককে মধ্যমজীবক কহে। আর অর্গমাক্ষিক প্রভৃতি সমুদায় জব্যের আরকের নাম মহাজীবক। এই ঔষধ শুঁঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৭৮ বিন্দু পরিমাণে সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও বক্তৃৎ, মীহা প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যং)

। * । এখনকার রসায়নশাস্ত্রে ইংরাজী Acid শব্দের অর্থবাদে 'জীবক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Acid মধ্যে জীবন-ক্ষমতা নাই। তবে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে শব্দ-জীবক, মহাজীবকাদির উল্লেখ থাকার পারিভাষিকরূপে Acidএর জীবক অর্থ গ্রহণ করা হয়।

জীবককন্দ (পুং) জীবকো কলোবত। তৈলকল। (রাজনিং)
জীবকর (স্ত্রী) জীবঃ সুবর্ণাদেব্রং বঃ কেরোতি স্বসংযোগেনেতি
জীব-ক-ট। বেতটকর।

জীবণ (স্ত্রী) জীবয়তি জলমলঃ বসম্পর্কেণেতি জ-ণিচ্ যুৎ।
১ কন্তকল, নির্মলী। জাবি-লুট। ২ বিজাবণ। জাবরভীতি
জাবি-লু। (জি) ৩ বে পলায়ন করার।

"সদেবযুক্তো রসসত্তমো নো হুয়াধরো-জাবণঃ শাজবাপাং।"

(ভারত ৮।৩৪।৩৮)

জাবিকা (স্ত্রী) জাবক-টীপ্ অন্ত ইহং। লাল। (শব্দরত্নমালা)
জাবিড় (জি) জবিড়ো দেশোহতিজনোহতি অণু।
১ দেশবিশেষজাত, জবিড় দেশোৎপন্ন।

"সাত্যাক্ষিকিতানশ্চ জাবিড়ৈঃ সৈনিকৈঃ সহ।"

(ভারত ৮।১২।১৪)

২ শিখ্রাদিক্রমে জাবিড় দেশবাসী। জাবিড় দেশবাসী
সকল এই অর্থে অণের লুক্ হয়।

জাবিড়, কর্ণাট, শুজর, মহারাত্রি ও তৈলঙ্গ এই পঞ্চবিধ
জাবিড়। এই সকল দেশ বিক্রান্তচলের দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"কর্ণাটিকাশ্চৈব তৈলঙ্গা শুজরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।"

আন্ধ্রাশ্চ জাবিড়ঃ পঞ্চ বিক্রান্তদক্ষিণবাসিনঃ ॥" (কলপুং)

[ভাষিত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ প্রত্যা।]

৩ গংখ্যাত্তেদ। ৪ বেধমুখ্য। ৫ কর্জর। (রাজনিং)

জাবিড়, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বে প্রাদুর্ভূত বৃত্তিপ্রদীপ
নামক গ্রন্থ রচয়িতা।

জাবিড়ক (পুং) জাবিড় এব, স্বার্থে কন্। বেধমুখ্য, চলিত
ভাষায় জিরচবটী। (স্ত্রী) বিটুলবণ।

জাবিড়ভূতিক (পুং) জাবিড় এব ভূতিকংপতিবৃত্ত কপ্।
জাবিড়ক। বিটুলবণ।

জাবিড়গোড়, কোহলীর গোড় বিবিধ, ইহার মধ্যে তুরঙ্গ ও
জাবিড়। জাবিড়গোড়ের মূর্তি "দেবী সুবর্ণঃ শিশিরাংস্তধামা
কৃষ্ণাটিকা চুড়িতচাক্রবালঃ। অধীলপনু শনিধৃতাক দণ্ডো
বিপ্রো বুবা জাবিড়গোড় এবঃ।" (সকীভসারসং) ইহার
প্রাংশ জ্ঞাস "নি"। গান সময় রাজি, বীর ও শূদ্রার
রসে গের।

জাবিড়ী (স্ত্রী) জবিড়ো ভবা জবিড়-অণ-ডীপ্। এলা, শুজ-
রাটী এলাটী। ইহার পর্যায়—সুশা, উপকৃক্ষিকা, তুচ্ছা,
কোরকী, জাবিড়ী, শুটী। ছোট এলাচ।

"সুশোপকৃক্ষিকা তুচ্ছা কোরকী জাবিড়ী শুটী।" (ভাবপ্রং)

জাবিগোদস (জি) [জাবিগোদস্ দেখ।]

জাবিকিত (জি) জাবি-কিত। ১ তাদিত, দূরীকৃত। ২ জয়ীকৃত।
জাব্য (জি) জ-ণ্যৎ। ১ অবস্ত্র গমনীয়। ২ অবস্ত্র কক্ষয়িত।
৩ অবস্ত্রানুতপনীয়।

জাহায়ণ (পুং) জহত স্বর্বেণোজাপজহৎ। বুবাদিকার অঙ্ক বৃদ্ধি-
কক। সামগদিয়ের কল, প্রোত ও গৃহস্থ প্রবেশতা স্বভেদে।

জাহায়ণসূত্র (স্ত্রী) জাহায়ণসূত্র হজ বিশেষ।

জাহায়ণসূত্রভাষ্য (স্ত্রী) ধবিন্ কৃত জাহায়ণসূত্রের ভাষ্য।

ক্রোড়ারনি (পুং) ক্রোড়ারণের গোত্রাণতঃ।

ক্রোড়ারণীয় (ত্রি) ক্রোড়ারণ কৃত, ক্রোড়ারণ লব্ধকর।

ক্র (পুং) ক্রমতি উর্ধ্বং গচ্ছতি ক্র-মিতত্। দিবাং ডু। ১ বৃক।
২ শাখা।

“আদলীতাধ বড়তাপং ক্রমাঃসমধুসপিমাং।” (মহু ১।১৩৩)

(ক্রী) ৩ গতি।

ক্রকিলিম (ক্রী) কিল্যতে হেনেনেতি কিল ঐষতাক্রীড়নমোঃ
কিল-বাহুলকাৎ কিমহ্। ক্রবৃ ক্রকিলিমং। দেবদার বৃক।

“দেবদার ক্রকিলিমং সুবাহু ভজদার চ।

দেবকাঠং পীতদার দেবদার চ দার চ।” (বৈদ্যকরত্নমালা)

পর্যায়—দেবদার, সুবাহু, ভজদার, দেবকাঠ, পীতদার
ও দার।

ক্রঘণ (পুং) ক্রবৃ ক্রঃ হস্ততে হেনেনেতি হন-অপ্ বনাদেশচ,
ততো গধং, ক্রমময়ো ঘনঃ ইতি বা। ১ মূলগণ। ২ সূত্রধারাদির
মূলগারাকর লৌহান্ত্রবিশেষ। (ভরত) ৩ বৈশম্পায়নোক্ত
ধর্মুর্কেদ মতে ইহা পরশুর জার আকৃতিবিশিষ্ট লৌহান্ত্রবিশেষ।

“ক্রঘণদারসালঃ স্তাৎ বক্রগ্রীবো বৃকছিন্নাঃ।

পঞ্চাদশাঙ্গুলোৎসেধো মুষ্টিসমিতমণ্ডলঃ।” (ধর্মুর্কেদ)

এই অস্ত্র লৌহময়, ইহার গ্রীবাদেশ বক্র এবং বৃহৎ
শিরাবৃত্ত, উৎসেধ পঞ্চাশৎ আঙ্গুল ও মুষ্টিসমিত মণ্ডল।
ইহার ক্রিয়া চারিটা—

“উগ্রামনং প্রপাতচ ফোটনং দারগং তথা।

চত্বাৰ্যোতানি ক্রঘণে বলগিতানি শ্রিতানি বৈ।” (ধর্মুর্কেদ)

উগ্রামন, প্রপাত, ফোটন ও দারগ এই চারিটা এই
অস্ত্রের ক্রিয়া।

ক্রঃ সংসারবৃক্ষে হস্ততে হেনেনেতি। ৪ ব্রহ্ম। ৫ কুঠার।

৬ ভূমিচম্পক। ৭ ক্রময় ঘন।

“কাঠারা মধ্যে ক্রঘণং শরানং” (শব্দ ১০।১০২৯)

“ক্রঘণং ক্রময় ঘনং” (সারণ)

ক্রণ (ক্রী) ক্রণতি হিনতীতি ক্রণ-ক। ১ বহু। ২ বক্র।

(পুং) ৩ স্থিতিক। ৪ ভূক। (ত্রি) ৫ পিপুল। (শব্দমালা)

ক্রণস (ত্রি) ক্রবির দীর্ঘা নাসিকা বৃত্ত। অহ্ সন্ধাসান্তঃ ততো
নাসিকারা নদাদেশচ পূর্ণপদ্যাদিত গধং। দীর্ঘনাসিকাবৃত্ত।

ক্রণহ (পুং) ক্রণং বক্রং হস্তি গচ্ছতীতি হন-গতো ড। বক্রা-
পিধান, বক্রোর খাপ।

ক্রণা (ক্রী) ক্রণং বক্রাভ্রমৎসেদাত্যাত্যঃ, অহ্ টাপ্। অ্যা,
ধহুকের ছিলা।

ক্রনি (ক্রী) ক্রণতি ক্রণাদিকমিতি ক্রণ-গতো ইহ্। (ইগুপরাং
কিধা উপ ৪।১১৮) ক্রোণী, পেটক, মুকী।

ক্রণী (ক্রী) ক্রণ ইহ্ বাহুলকাৎ ক্রীহ্। ১ কর্ণলগোত্র,
কাণকাটারী। ২ কছপী। ৩ কাঠাঘুঝানী।

ক্রত (ত্রি) ক্র-ক্র। ১ জীতজব, জীতজবীভাব যুক্ত সুবর্ণাদি,
গলিত, ক্রবীভূত। পর্যায়—অবদীর্ণ, বিলীন, বিক্রত। ২ শীত।

(ত্রি) ৩ শীতগামী।

“বাণীরিতাতিঃ জুনোহরতি ক্রততিরতার্থ সমুখিতাপি।”

(ভারত ১৩।২৬।৮২)

৪ যিহ্রাব। ৫ পলারিত।

“অগ্রাহ স ক্রতবরাহকুলন্ত মার্গং।” (রঘুবংশ ৯।৫৯)

৬ বিড়াল। ৭ ক্রম।

ক্রতজিতালী, কেহ কেহ ইহাকেই আবার কাওরালী কহেন।
কেহ কেহ কহেন ইহা কাওরালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

[কাওরালী দেখ।]

ক্রতচারিন্ (ত্রি) ক্রতং চরতি চর-গিনি। বাহার ক্রমিতে
ক্রতবেগে বিচরণ করে।

ক্রতপদ (ক্রী) ক্রতং শীতগামি পদং। ১ শীতগামিপদ। (ত্রি)
২ ক্রতগামিপদযুক্ত। ৩ ছন্দোত্তেদ, ইহার প্রতিপদে ১২টা
অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ, একাদশ ও ষোড়শবর্ণ গুরু,
আর সকল বর্ণ লঘু।

“ক্রতপদং ভবতি নভনরাশ্চেৎ।” (বৃত্তরং)

ক্রতমধ্যা (ক্রী) অর্ধসমবর্ণযুক্ত তেদ। ইহার প্রথম ও
তৃতীয় পাদে, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সমান। প্রথম ও
তৃতীয়পাদে সপ্তম, নবম ও একাদশ অক্ষর গুরু;
দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও ষোড়শবর্ণ গুরু।
লক্ষণ—

“ভ্রমরমো অগন্তং গুরগী চেৎ যুক্তিচ নকৌ জ্যবুভৌ ক্রতমধ্যা।

উদাহরণ—

“ক্ষু ট জমধুর বেণু গীতিভিত্তমপরবস্ত্রমবেতা মাধরং।

মৃগযুভিগণৈঃ সমং স্থিতা ব্রজবনিতাযুক্তচিহ্নবিক্রমঃ।”

(ছন্দোমং)

ক্রতবিলম্বিত (ক্রী) ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতিচরণে ১২টা
করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই ছন্দের ৪।৭।১০।১২ এই সকল
বর্ণ গুরু, অন্তান্ত বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

“ক্রতবিলম্বিতমাহ নভৌ তরৌ।”

উদাহরণ—

“তরশিখাপুলিনে নববস্ত্রী পরিবরা সহ কেলি কুতুহলাৎ।

ক্রতবিলম্বিত চারু বিহারিণং ক্রমিমহং ক্রময়েন সদা বহে।”

(ছন্দোমং)

ক্রতি (ক্রী) ক্র-ক্রাবে ক্রিম্। ১ ক্র। ২ গতি।

ক্রপদ (পুং) জ্যোতিষ্য নথ ইব অসংজ্ঞায়াং পদ্যভাবঃ ।
কটক, কাটা।

ক্রপদ (পুং) চন্দ্রবংশীর নৃণবিশেষঃ । চন্দ্রবংশে পৃথক নামে
এক রাজা ছিলেন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত ইহার অতিশয়
সখ্যতা ছিল, ভরদ্বাজের পুত্র হইবার সময়ে ইহারও এক
পুত্র জন্মে, পৃথক এই পুত্রের নাম ক্রপদ রাখিয়াছিলেন ।
পৃথকের পুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া জ্যোতির
সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন । পরে পৃথক রাজার
মৃত্যু হইলে মহাবাহু ক্রপদ উত্তর-পাকালের অধীশ্বর হন ।
এই সময়ে ভরদ্বাজও স্বর্গারোহণ করেন । জ্যোতিষ্য স্থানে
অবস্থান করিয়া অনন্তকর্ম্ম হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন ।
একদা জ্যোতিষ্য ক্রপদের নিকট আসিয়া কহিলেন,
'এখন হইতে আমাকে সখ্যাজ্ঞান কর' । ক্রপদ ইহা শুনিয়া
ক্রোধভরে জ্যোতিকে কহিলেন, মূঢ় ব্রাহ্মণ ! তোমার বুদ্ধি
একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালদিগের
কখনই সৈন্য শ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত
সৌখ্য হয় না । কালে সমুদায় বস্তুকে জীর্ণ করে,
তদ্বারা সৌহার্দ্যও জীর্ণ হয় । পূর্ব্বে যোগ্যতা বশতঃ
তোমার প্রতি আমার সৌহার্দ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু
ভূমণ্ডল মধ্যে সৌহার্দ্য কাহারও হৃদয়ে অজর হইয়া থাকেনা ।
কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হয়, অথবা ক্রোধ কর্ত্তক
সম্মলে নিম্নলিভ হয় । অতএব তুমি সেই পুরাতন সৌখ্যের
উপাসনা করিতে নিরন্তর হও ; এখন আর তাহা বর্ত্তমান
বলিয়া স্বীকার করিওনা । হে বিভ্রান্ত ! কোন প্রয়োজন
বশতঃই তোমার সহিত আমার সখ্যতা হইয়াছিল, দেখ
দরিদ্র ব্যক্তি কখনও ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না, মূর্থ
কখনও বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত সৌখ্য করিতে পারেনা,
বীর্ষ্যহীন ব্যক্তি কখনও শূরের সখা হয় না, অতএব তুমি
কি জন্ত পূর্ব্বে সখি ইচ্ছা করিতেছ । বাহাদের সমান ধন,
সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর সৌখ্য বা বিবাদ হইতে
পারে, পুটে ও অপুটে ব্যক্তিতে কখনও বিবাদ বা সৌখ্য
সম্ভাবনা হইতে পারে না । রাজার সহিত রাজার সৌখ্য
হইয়া থাকে । তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার সহিত আমার
সৌখ্য কি প্রকারে সম্ভবে ।' এইরূপে জ্যোতিষ্য ক্রপদ
কর্ত্তক অপমানিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে
লাগিলেন । পরে ভীষ্মদেব জ্যোতিষ্যের উপর ক্রূরপাণ্ডব-
দিগের অত্যাচারের ভার অর্পণ করেন, ইনিও যথা-
বিধানে ইহাদিগকে অত্যাচার দেন । ক্রূরপাণ্ডবগণ অত্যা-
চারিদিগের বিচার বিশেষ পারদর্শী হইলে, ইহাদিগের

নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন । 'পাকালদেশের রাজা
ক্রপদ আমাকে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধের
জন্ত তোমরা পাকালপুরী অবরোধ করিয়া অমাত্যের সহিত
ক্রপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনিয়া দাও ।'
অর্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণ 'তথাক্ত' বলিয়া স্বীকার করিলেন ।
অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা ক্রপদকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া
অমাত্যের সহিত বন্ধন করিয়া জ্যোতির নিকট সমর্পণ
করিলেন । তখন জ্যোতিষ্য ক্রপদকে কহিলেন, 'হে নরাধিপ !
আমি পুনর্বার তোমার সহিত সখি ইচ্ছা করিতেছি,
কিন্তু অধুনা আমি রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে
রাজার সহিত সখ্য হইতে পারেনা, একজ্ঞ তোমার সহিত
একজ্ঞ রাজ্য করিতে স্থির করিয়াছি । তুমি ভাগীরথীর
কক্ষিণকূলে রাজা হও এবং আমি উত্তরকূলে রাজা হই ।'
ক্রপদ ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'আপনার বাহা ভাল হয়
তাহাই করুন ।'

এইরূপে দুইজন সখ্য অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান
করিলেন । কিন্তু ক্রপদের অন্তঃকরণ হইতে এই মহা-
অপমান কণকালের জন্তও তিরোহিত হইল না । ক্রপদ
অমর্ষ শোকে আকুল হইয়া উপযুক্ত পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে
ভেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । গঙ্গাকূলে
কন্যাবিদ্যার রাজার পুরীর নিকটে বাজ ও উপবাজ
নামে দুইজন দ্বাতক-ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই দুইজন অতিশয়
তপোনিষ্ঠ ও ব্রহ্মচর্য্যপর । ইহাদের দ্বারা ইচ্ছা সিদ্ধি
হইবে, রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া অনন্তকর্ম্ম হইয়া
ইহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন । এইরূপে একবৎসর
অতিবাহিত হইল, কিন্তু উপবাজ কিছুতেই ক্রপদের
পোষ্যহিত্যে স্বীকার করিলেন না, এবং বলিলেন, 'তুমি
যাজের নিকট গমন কর, তাহা হইতেই তোমার কার্য্য
সিদ্ধি হইবে ।' রাজা উপবাজের বাক্যানুসারে তাহার আশ্রমে
গমন করিলেন এবং অনেক উপাসনা করিয়া তাঁহাকে
সম্মত করাইলেন । ক্রপদ ইহাকে কহিলেন, 'আমি যে
কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামে দুর্জয় ও জ্যোতিষ্যনাশক পুত্রলাভ করিতে
পারি, আপনি তাহার উপায় করুন ।' বাজ তথাক্ত বলিয়া
যাজের প্ররোগ মনে মনে মরণ করিলেন এবং ঐ কার্য্য
গুরুতর বিবেচনা করিয়া অকাম উপবাজকে সাহায্য করিতে
আদেশ করিলেন । ইনিও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন । পরে
ইহারা দুইজন সৌভাগ্যিসাধ্য বজ্রাঘাত করিলেন । পরে
বাজ বজ্রাঘাত রাজাকে এইরূপ আদেশ করিলেন, 'হে রাজা !
তুমি হবির্দ্রবণের নিমিত্ত শীঘ্র আমার নিকট আগমন

কর, তোমার পুত্রকর্তা উপহিত হইরাছে।' তাহা শুনিয়া রাজী কহিলেন, 'আমি অন্নরাগাদি ধারণ করার আমার শরীর অতৃষ্ণ আছে, কপকাল শ্রীভীক কখন, শুচি হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করিব।' বাজ কহিলেন, যে হব্য বস্ত্র উপবাস কর্তৃক অন্নপুত হইয়া বাজ কর্তৃক পাক নিশ্য হইয়াছে, তুমি আইল বা থাক, অবশ্যই তুমি কামনা সিদ্ধি হইবে। বাজ ইহা বলিয়া হত হতাশনে সংকুত হব্যের আহতি প্রদান করিলেন। আহতি প্রদান করিবারাত্র সেই পাবক হইতে জালাবর্ণ, ভীষণাকৃতি ক্রীড়ভূষণ উত্তম কবচযুক্ত খড়গ ও ধনুর্ধার-ধারী দেব সঙ্গ এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার অজ পরিগ্রহ করিয়াই, বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে প্রাধান রথে আরোহণ করিল ও ঐ রথে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। এই সময় আকাশবাণী হইল যে, রাজকুমার জ্যো-বধের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই পুত্র পাঞ্চালগণের যশস্কর, ভয়নাশক ও রাজার শোকাবহ হইবে। পরে বেদী মধ্য হইতে সৌভাগ্যশালিনী শ্রামালী এক কুমারী উথিত হইল। এই কুমারী অসামান্য রূপশালিনী। এই সময়ে পুনরাগি আবার আকাশবাণী হইল। এই কৃষ্ণা সকল রমণী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও অনেক ক্ষত্রিয় ক্ষরকারিণী হইবে এবং ইহার দ্বারা দেবকার্য সম্পন্ন হইবে। পরে ব্রাহ্মণেরা ক্রপদকে কহিলেন, রাজন! এই কুমার ধৃষ্ট অর্থাৎ প্রগল্ভ, অতিধৃষ্ট অর্থাৎ বিপক্ষদিগের উৎকর্ষের সহিষ্ণু এবং দ্রাব্যাদির অর্থাৎ কবচ কুণ্ডলাদির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ধৃষ্টদ্রায় হইল এবং এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে এই জন্ম ইহার নাম কৃষ্ণা হইল। ক্রপদ জ্যো-নিহতা পুত্রলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইহার শিখণ্ডী নামে আরও একপুত্র ছিল। ক্রপদ ভারতবৃদ্ধে জ্যো-বধের হস্তে নিহত হন। (ভারত আদি জ্যো-প)

২ কাঠের দেশভেদ। "আদিত্যং ক্রপদেব বহুঃ" (ঋক্)

'জ্যোঃ কাঠিত পদেবু বৃপত প্রদেশবিশেষেবু' (সারণ)

৩ কাঠময় পাছকা। "ক্রপদাদিব সুমুচানঃ" (তরুণকুঃ ২০২০)

'ক্রতুস্তময়ং পদং পাছকা তম্যং সুমুচানঃ পৃথগ্ভবনু'

(বেদদীপ)

ক্রপদা (জী) ক্রপদঃ তচ্ছবদেহতাত্ত্ব্যং ঋষি অচ্। বৈদিক মন্ত্রবিশেষ, ক্রপদশব্দযুক্ত ঋক্।

"ভুক্তোজিষ্টবনাচাশ্চাণ্ডালৈঃ ঋপচেন বা।

প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছের তত্র কুর্বাৎ বিশোধনং।

গারজীষ্টসহস্রত ক্রপদাং বা শতং ঋপেৎ ॥" (আহিকতত্ব)

যদি প্রমাদপূর্বক ভুক্তোজিষ্ট চাণ্ডাল ও ঋপচাদিকে স্পর্শ

করা যায়, তাহা হইলে আট সহস্র গারজী বা শত ক্রপদাঙ্গণ করিলে পবিত্র হয়।

ক্রপদাত্মজ (পুং) ক্রপদন্ত আত্মজঃ। ক্রপদেব পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্রায়। ত্রিরাং টাপু। জ্যোপদী।

ক্রপদাদিত্য (পুং) জ্যোপদীর প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ আদিত্যালিঙ্গ-বিশেষ। ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। পাণ্ডুতনয়গণ জ্ঞাতিকর্তৃক প্রতারিত হইয়া যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় পতিব্রতা পাঞ্চালী সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জ্যোপদীকে দর্শন ও পিধানের সহিত অক্ষরহালিকা প্রদান করিয়া এই বয় দিয়াছিলেন, 'বেপর্য্যন্ত তোমার ভোজন না হইবে, তাবৎ যত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থানীসমুত অন্ন পরিভুক্তি লাভ হইবে। তোমার ভোজনের পর এই স্থানী শূন্য হইবে। সূর্য্যদেব আরও বলিয়াছিলেন, বিবেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সমুখে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি আরাধনা করিবে, তাহার ক্ষুধাজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে পাঞ্চালি! ভগবান্ বিবেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যে বয় দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রবে! যে ব্যক্তি প্রথমে তোমার পূজা করিয়া পরে আমাকে দর্শন করিবে, তুমি নিজ করলমূহের দ্বারা তাহার হৃৎকমির অপনয়ন করিও। আমি বিবেশ্বরের এই বয়ে লোকদিগের পাপ অপনোদন করিয়া থাকি। আমি জ্যোপদী! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও ব্যাধিজনিত ক্ষুধাজন্ম বা তৃষ্ণাসমুত রোগ উৎপন্ন হইবে না।' (কাশীখঃ ৪৯ অ°)

ক্রম (পুং) সমুদারে বৃত্তাঃ শব্দা অবরবেষণি বর্ত্ততে ইতি-ভ্রাম্যৎ ক্রঃ শাখা বিভক্তেহত ম (দ্রাকৃত্যং মঃ। পা ৫।২।১০৮) ১ বৃক।

"নির্ভরন্ত ভবেৎ বত-রাষ্ট্রং বাহুবলপ্রতিভং।

ততঃ তদ্বর্ত্ততে নিত্যং সিত্যমানইব ক্রমঃ ॥" (মহুঃ ৯।২৫৫)

২ পারিজাত। ৩ কুণ্ডের। ৪ স্বনামখ্যাত কিস্পুকবেশ্বর।

(ভারত ২।১০।২৮)

৫ স্বনামখ্যাত বৃগবিশেষ, ইনি শিব নামক দৈত্যের অংশে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"বস্ত্র রাজনু শিবিনাম দৈত্যেরঃ পরিকীর্ষিতঃ।

ক্রম ইত্যভিবিধাতঃ স আসীদুবি পার্ধিবঃ ॥" (ভারত ১।৬।৮)

৬ কল্পিতীয় গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবিশেষ। (হরিবঃ ১৬।১৬)

৭ প্রাচীন বৃগবরভেদ।

"উল্লীমরঃ শতরথঃ কঙ্কো হলিহো ক্রমঃ ॥" (ভারত ১ অ°)

ক্রমকিম্বরপ্রভ (পুং) গন্ধর্ববিশেষ।

ক্রমকিম্বররাজ (পুং) একজন কিম্বররাজ।

ক্রমনখ (পুং) ক্রমস্ত নখইব। কণ্টক।

ক্রমৎ (ত্রি) কাঠে নির্মিত।

ক্রমময় (পুং-ত্রি) ক্রম বিকারে ময়ট। বৃক্ষবিকার বৃণাদি।

ক্রময় (পুং) ক্রম্মিরতেহেনেন বৃ-করণে-অপ্। ১ কণ্টক।

ক্রমময় (পুং) ক্রম-মৃ-অপ্। কণ্টক।

ক্রমরত্নশাখাপ্রভ (পুং) কিম্বরবিশেষ।

ক্রমবৎ (ত্রি) ক্রমো বিভভেহত ক্রম-মতুপ্ মত্ ব। ক্রম-
বিশিষ্ট, যাহার বাগান বাগিচা আছে।

ক্রমবন্ধু (ত্রি) বৃক্ষের ছাল।

ক্রমব্যাধি (পুং) ক্রমস্ত ব্যাধিরিব। ১ লাক্ষা। ক্রমস্ত ব্যাধি:
৩তৎ। ২ বৃক্ষরোগ।

ক্রমশীর্ষ (ক্লী) ক্রমস্ত শীর্ষমিব শীর্ষং যত। কুট্টমভেদ।

“কপিশীর্ষং ক্রমশীর্ষং তথা চাখোটশীর্ষকং।

ইতি কুট্টমভেদাঃ শ্রুত্যাঃ শাস্ত্রিকৈঃ সমুদাহৃত্যঃ ॥”

(শব্দরত্নাবলী)

ক্রমস্ত শীর্ষং ৩তৎ। ২ বৃক্ষাশ্র।

ক্রমশ্রেষ্ঠ (পুং) ক্রমেহু শ্রেষ্ঠঃ। ১ প্রধান বৃক্ষ। ২ তাল-
বৃক্ষ। (শকার্থকং)

ক্রমযশ (ক্লী) ক্রমাগং সমুহঃ ক্রম-যজ্ঞঃ। বৃক্ষসমুহ।

“জলেশু জলজৈশ্চহরং হলেশু হুলজৈরপি।

পক্ষজৈর্জমবৈজ্ঞৈশ্চ সর্বতঃ প্রোতিভূষিতং ॥” (হরিবং ৬৭ অং)

ক্রমসেন (পুং) রাজভেদ, ইনি গবিষ্টাসুরের অংশ হইতে
জন্ম গ্রহণ করেন।

“গবিষ্টস্ত মহাতেজা যঃ প্রথ্যাতো মহাসুরঃ।

ক্রমসেন ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং নোহন্তবম্ ॥”

(ভারত ১৬৭ অং)

২ কোরব পক্ষীর একজন বীর, ইনি ধুট্টাসুরের সহিত
যুদ্ধ করিয়া আশ্রয়তাগ করেন। (ভারত ভ্রোগণং)

ক্রমাময় (পুং) ক্রমস্ত আময় ইব। ১ লাক্ষা। ক্রমস্ত আময়:
৩তৎ। ২ বৃক্ষের রোগ।

ক্রমারি (পুং) ক্রমস্ত অরিঃ বৃক্ষনাশকভ্যাং তথাৎ। হস্তী।

(রাজনিং)

ক্রমাপ্রয় (পুং) ক্রমো-আপ্রয়ো যত। সরট। জিহ্মাং আভিষাৎ
-ভীহ্। (ত্রি) ২ বৃক্ষান্ত্রিত মাত্র।

ক্রমিনী (ক্লী) বন, জল, বৃক্ষলতাদি পূর্ণ।

ক্রমিল (পুং) দানবের নামভেদ, যিনি সৌভদ্রেশের রাজা ছিলেন।

ক্রমেশ্বর (পুং) ক্রমেহু ঈশ্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। তালবৃক্ষ। ক্রমাগং

ওবহীনাং ঈশ্বরঃ। ২ চক্র। ৩ ক্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরিস-
কারের নামভেদ।

“বর্গাদি হানরিক্য চ পারিক্যাতঃ ক্রমেশ্বরঃ।” (হরিবং ১২৬ অং)

ক্রমোৎপল (পুং) ক্রমে উৎপলমিব পুশ্পং যত। কণিকার বৃক্ষ।

ক্রবয় (পুং) ক্রোবৃক্ষস্ত বিকারভূতঃ প্রোহাদিপরিমাণং ক্র-
মানো বয়। (মানবয়ঃ। পা ৪।৩।১৬২) পরিমাণ। “সিংহ
হবাস্তানীদক্রবয়ো বিবৃদ্ধঃ” (অথর্কঃ ৫।২০।২)

ক্রবদ্ (ত্রি) বৃক্ষ বা কাঠ খণ্ডের উপর উপবেশনকারী।

ক্রল্লক (পুং) ক্রল্ল ল্লক ইব। পিরাল বৃক্ষ। (শব্দরং)

ক্রহ (পুং) ক্রহতি ধনাদিলাভাশয়া পিতৃবিনাশং চিন্তয়তি
ক্রহ-ক। ১ পুত্র। ২ বৃক্ষ, ভক্ষ। (ত্রি) ৩ দোহকারক।
“নকমপক্রহা তবং গৃহমানা” (ঋক্ ৭।১০৪।১৭) ‘যা রক্ষিতী
মতং রাজৌ হৃহা দোহেন বৃক্ষা’ (সারণ) জিহ্মাং ভীপ্।
৪ হৃহিতা।

ক্রহণ (পুং) ক্রং সংসারগতিং হন্তি হন-অচ্। (পূর্বগদাং
সংজ্ঞামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি গন্তং। ব্রহ্মা। (ব্রহ্মপক্ষ্যম্)

ক্রহন্তর (ত্রি) [বৈ] দৈত্যাদিগকে হনন করিয়া।

ক্রহিণ (পুং) ক্রহতি হুটেভ্য ইতি ক্রহ-ইনন্, ণ্ডগাতাবশ্চ।
(বহুলমন্ত্রাণি। উণ ২।৪২) ব্রহ্মা।

“ক্রহিণেশ্চৈষ্টশক্তিচ্চ হরৌ পালনশক্তিভা।” (দেবীভাগং ২।৪২)

ক্রহী (ক্লী) ক্রহতি প্রিজ্ঞে বিবাহকালীনধনাগ্রহণাদিনা,
ক্রহ-ক, ভভো ভীহ্। হৃহিতা।

ক্রহ্য (ত্রি) ক্রহ-ক্যাপ্। ক্রোহবিশেষ।

ক্রহ্য (পুং) যযাতিপত্নী শর্মিষ্ঠার কোষ্ঠ পুত্র। যযাতি
ক্রহ্যকে সহস্র বৎসর নিজের জরা গ্রহণ করিতে বলিষ্ঠাছিলেন,
কিন্তু ইনি ইহা স্বীকার করেন নাই এবং বলিষ্ঠাছিলেন,
জরাক্রান্ত ব্যক্তি জীর্ণ কলেবর হওয়ার হস্তী, অথ, মথ ও
জী প্রভৃতি কিছুই ভোগ করিতে পারে না এবং তাহার
বাক্যও অক্ষুট হইয়া যায়, অতএব আমি জরা গ্রহণ
করিতে পারিব না। যযাতি এই কথা শুনিয়া ইহাকে শাপ
দিরাছিলেন, তুমি আমার জন্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও
যীর স্বয়ং প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার শ্রিয়তর
অভিলাষ কোথাও সিদ্ধি হইবে না। যেখানে অথ, মথ,
হস্তী, রাজযোগ্য বাজ, গো, গর্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি
যা যা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্বদা ভেলা
ও প্লুতগতি যারা যাতায়াত করিতে হয় এবং যেখানে রাজ-
শক্য এলিষ্ট নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থান করিবে।
ক্রহ্যর বংশে কেহ রাজা হইবে নাই। ইহার বংশে-ভোজগণ
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (ভারত ১।৮৬ অং) [জিপুরা দেখ।]

জ্যো (পুং) জ্যো-কৃষ্ণ দীর্ঘত্ব। স্বর্ণ।
 জ্যোষণ (পুং) জ্যোষণ পূর্বোদয়াদিভ্যাং সাধু। জ্যোষণ, ইন্দ্রগর।
 জ্যোণ (পুং) জ্যোণ পূর্বোদয়াদিভ্যাং সাধু। ইন্দ্রিক।
 জ্যোত্র (পুং) জ্যোত্র পূর্বোদয়াদিভ্যাং সাধু। জ্যোত্রাণ, লগ্নের
 তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।
 জ্যোত্রাণ (পুং) লগ্নের তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।
 “স্বপঞ্চ নবমানাং বৈ রাশীনামধিপাঃ গ্রাহাঃ।
 তে জ্যোত্রাধিপা জ্যোত্রাণাঙ্গয় এব হি ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)
 [বিশেষ বিবরণ দৃষ্টিগত দেখ।]
 জ্যোত্শ্ব (জি) দৃশ-কর্মণি ক্যপু পূর্বোদয়াদিভ্যাং সাধু। দৃশ।
 “যত্তদজ্যোত্মগ্রাহমগোত্রমবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং” (মুণ্ডকোপনিঃ)
 ‘অজ্যোত্শ্বঃ অদৃশ্যঃ ব্রহ্মজিহ্বাশাখাশাখ্যামিত্যেতৎ দৃশেবহিঃ
 প্রসিদ্ধত পক্ষেজিহ্বাবাচকত্বাৎ’ (ভাষ্য)
 জ্যোত্রাণ (পুং) জ্যোত্রাণ পূর্বোদয়াদিভ্যাং সাধু। [দৃষ্টিগত দেখ।]
 জ্যোত্রব্য (জি) জ্যো-তব্য। ব্যথিত, হিংসাকারক।
 জ্যোত্শ্ব (জি) জ্যো-তৃচ্। ঘেবী, পরের মল চেষ্টক।
 জ্যোঘ (জি) জ্যো-কর্মণি-ঘঞ বহু-বেদে কৃষ্ণ। জ্যোহ বিবরণ।
 “হেঘসা জ্যোঘমিত্রান্” (ঋক্ ১০।৮১।১২) ‘জ্যোঘমিত্রান্
 জ্যোঘানি মিত্রাণি যৈঃ তে জ্যোঘমিত্রাঃ’ (সারণ) ২ জ্যোহ-
 হুচক বাক্যাদি। ‘জ্যোঘায় চিঘচস আনবায়’ (ঋক্ ৬।৩২।৯)
 ‘জ্যোঘায় অতিজ্যোহাশ্বকায় বচসে’ (সারণ)
 জ্যোঘমিত্র (পুং) [বৈ] কতিকর-বহু।
 জ্যোঘবচস্ (জি) অনিষ্টকারী বচন।
 জ্যোণ (পুং ক্রী) জ্যোতীতি জ্যোণতো নিং। (কৃষ্ণ জ্যোণগা
 নিবশিত্যো নিং। উণ ৩।১০) ১ আটক পরিমাণ, আটক
 চতুষ্টিয়। ৩২ সের লৌকিক পরিমাণ। পর্যায়—ঘট, কলস,
 উয়ান, উবণ, অর্ধণ। (বৈজ্ঞানিকপরিঃ)
 “জ্যোণস্ত খাৰ্ঘ্যাঃ ধনু ষোড়শাংশঃ” (লীলাবতী)
 ২ অরণী কাঠ। “কৃষ্ণাহি জ্যোণে অজ্যাসেহ্মে বাজী ন
 কৃৎব্য” (ঋক্ ৬।২।৮) ‘হে অগ্নে কৃষ্ণা কর্মণা মন্থন-
 রূপেণ জ্যোণে ক্রমে কাঠেহরণ্যাৎ’ (সারণ) ৩ কাঠনির্মিত
 কলস। “প্রোজ্যোণে হরয়ঃ কর্ম্মস্থান্ পুনানাস ঋজ্যন্তো”
 (ঋক্ ৬।৩৭।২) ‘জ্যোণে জ্যোণকলস ঋজ্যন্ত ঋজুর্গচ্ছন্তঃ’
 (সারণ) ৪ ক্রমময় রথ, কাঠের রথ। “আভেবৃবন্ বৃষণো
 জ্যোণমধাঃ” (ঋক্ ৬।৪৪।২০) ‘জ্যোণং ক্রমময়ং রথমন্তঃ’ (সারণ)
 ৫ দণ্ডকাক, দাঁড়কাক। ৬ বৃষ্টিক। ৭ চতুঃশত ধনু পরিমিত
 জলাশয়। “অনেন ধর্ম্মতিঃ পুষ্করীণী জিতিঃ দীর্ঘিকা চতুর্ভি
 জ্যোণঃ” (জলাশয়তত্ত্ব)
 ৮ মেঘনারক ভেদ।

“জিহুতে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোষিতে ক্রমাৎ।
 আবর্তঃ বিজি সংবর্তঃ পুষ্করং জ্যোণমধাৎ ॥
 আবর্তো নির্জলোমেঘঃ সংবর্তঃ চরণোদকঃ।
 পুষ্করো হুষ্করলো জ্যোণঃ শতপ্রপুষ্কঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)
 যে বৎসর জ্যোণ মেঘনারক হয়, সেই বৎসর উত্তম
 বৃষ্টি এবং বহুক্ষরা শতশালিনী হয়। ৯ ক্রম, ইন্দ্রমাজ।
 ১০ বর্ষপর্বত ভেদ।
 “চতুর্ভিঃ পর্বতো জ্যোণা যজৌষধ্যো মহাগিরৌ।
 বিশল্যকরণী চৈব মৃতসজীবনী তথা ॥” (মৎসপুং)
 ১১ কীরোদ সমুদ্রস্থিত পর্বত বিশেষ। এখানে বিশল্য-
 করণী সজীবনী নামক ঔষধ আছে। (রামা) ১২ মল্লপালের
 পুত্র। ইহার পুত্রগণের নাম শিল্পাক, অরোধ, সুযুথ ও
 সুপুত্র ইহারা বপুনারী অপসার গর্তে উৎপন্ন হইয়াছিল।
 (মার্কণ্ডেয়পুং) ১৩ পুণ্ড্রবিশেষ, জ্যোণপুণ্ড্র।
 “ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানীনাং জ্যোণপুণ্ড্রং সদা শ্রিয়ং।
 তত্তে হুর্গে প্রবচ্ছামি পবিজন্তে সুরেশ্বরী ॥”
 (মার্কণ্ডেয়পুং)
 হুর্গাপুত্রার সময় জ্যোণপুণ্ড্র দিয়া হুর্গার্চনা করিলে
 বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই পুণ্ড্র শরৎকালে হইয়া
 থাকে। ১৪ বহুপুত্র বিশেষ।
 “বসবোহষ্টৌ বসোঃ পুত্রোন্তেষাং নামানি বৈ শূণ।
 জ্যোণঃ প্রাগোজ্যোবোহর্কোহমির্দোবোবাস্তবিতাবহুঃ ॥”
 (ভাগ ৬।৬।১১)
 ১৫ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস
 অনুসারে পরশুরামের পর জ্যোণাচার্যের মত আর ব্রাহ্মণবীর
 জন্মগ্রহণ করেন নাই।
 মহাভারতে আদি হইতে জ্যোণপর্বের মধ্যে জ্যোণাচার্য
 সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে
 তাহাই লিখিত হইল।
 গঙ্গাবীরের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস
 করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গার স্নান করিতে বান। সেই
 সময় স্নাতাচার্য নামী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে
 তাহার বসন অলিঙ্গিত হইল। বিগলিতবসনা স্নাতাচার্যকে
 অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামার্জ হইলেন। তাহার
 রেতঃ অলিঙ্গিত হইল। তখন ঋষি জ্যোণ নামক যজ্ঞীয়
 পাত্রে সেই রেতঃ ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র
 হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। জ্যোণ নামক
 পাত্রে জন্ম বলিয়া তাহার নামও জ্যোণ হইল। ভরদ্বাজ
 পূর্বে অধিবেশ ঋষিকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন অমিবেশ গুরুপুত্র দ্রোণকে সেই সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিলেন।

ভরদ্বাজের পুত্র নামে এক রাজা সখা ছিলেন। যে সময় দ্রোণ অস্ত্রগ্রহণ করেন, সেই সময় পৃথকেরও এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম ক্রপদ। ক্রপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া দ্রোণের সহিত খেলা ও লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। এইরূপে উভয়ে মিত্রতা জন্মিল। রাজা পৃথকের মৃত্যু হইলে ক্রপদ উত্তর-পঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন।

সেই সময় ভরদ্বাজ মানবলীলা সম্বরণ করেন। দ্রোণ পিতার পূর্বনিয়োগানুসারে পুত্রলাভার্থ শরদ্বানের কন্যা ক্রপীকে বিবাহ করিলেন। যথাকালে ক্রপী এক পুত্র প্রসব করিলেন। জাতমাত্র সেই বালক উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ভার শব্দ করিল, সেই শব্দ (শ্রব) দিগদিগন্তে বিস্তৃত হইল, তাই বালকের নাম হইল অশ্বখামা।

সেই সময় দ্রোণ ভূশুনকন পরশুরামের নিকট মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র লাভ করিবার জন্ম মহেন্দ্রপর্বতে গমন করেন এবং ভার্গবরামের চরণে নিপতিত হইয়া প্রথমে ধন রত্ন প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলিলেন, ‘আমার সমস্ত ধনরত্নই ব্রাহ্মণগণকে এবং গৃহিণী কস্তগণকে দান করিয়াছি, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও আমার এই শরীর ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই, ইহার মধ্যে তুমি যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।’ দ্রোণ হৃষ্টান্তঃকরণে প্রেরোগ, উপসংহার ও সরহস্ত সমগ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

প্রকৃতচিন্তে দ্রোণ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন অশ্বখামা এক ধনিপুত্রকে ছদ্ম পান করিতে দেখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল, কেহই থামাইতে পারিল না। দ্রোণের ঘরে ছদ্ম বা গাভী ছিল না, অপরের নিকট প্রতিগ্রহ করিলে পাছে ধর্মচ্যুত হন, এই ভয়ে একাধারে তাঁহার মন হইল না। পরে অপর্যাপক বালকেরা পিটালীর জল খাওয়াইয়া অশ্বখামাকে শান্ত করিল। অশ্বখামা সেই তরল পিটালী খাইয়া ‘ছদ্ম পান করিয়াছি’ বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে দরিদ্র দ্রোণের মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার প্রিয়সখা রাজা ক্রপদের নিকট চলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পঞ্চাল-রাজ তাঁহার পূর্ব সখ্যতার অমুরোধে তাঁহার সকল অভাব যোচনা করিবেন। কিন্তু ধনমদে মত্ত ক্রপদ তাঁহার পূর্ব সৌহৃদ্য স্বীকার করিলেন না। বরং মহামতি দ্রোণ তাঁহার নিকট আশ্রয়ান্বিত হইলেন। [ক্রপদ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তখন দ্রোণ হৃৎখে ও ক্রোধে অপমানের প্রতিশোধ

হইবার সংকল্প করিয়া কৌরব-রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। এখানে তিনি ক্রপাচার্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে অশ্বখামা গুরুভাবে পাণ্ডব-দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই।

একদিন যুধিষ্ঠিরাদি বীরবালকগণ হস্তিনাপুর হইতে বাহির হইয়া গোলা খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে সেই গোলা কূপে পতিত হইল, কেহই তুলিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে দ্রোণাচার্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শরদ্বারা সেই গোলা উদ্ধার করিয়া দিলেন। তাঁহার অসামান্য শরসন্ধাননৈপুণ্য দর্শন করিয়া কুমারগণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ তাঁহাদের কাছে পরিচয় দিলেন না। তাঁহারা ভীষ্মের নিকট গিয়া সেই অদ্ভুতকর্মী ব্রাহ্মণের কথা প্রকাশ করিলেন। তখন বীরবর ভীষ্ম আপনি দ্রোণের নিকট গিয়া তাঁহাকে আনাইয়া কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা কার্যে বরণ করিলেন। এখন হইতে তিনি দ্রোণাচার্য নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার সকল অভাব দূর হইল। কুরু-পাণ্ডবগণ তাঁহারই শিক্ষাগুণে মহাধনুর্ধর বলিয়া গণ্য হইলেন। নানাদিগুণে হইতে রাজপুত্রগণ আসিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতি ভারতব্যাপ্ত হইল। তাঁহার অসংখ্যশিষ্যের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। [কর্ণ, অর্জুন, একলব্য, অশ্বখামা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যখন দ্রোণ পাণ্ডব ও ধার্মরাষ্ট্রগণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি নির্জনে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘একটা বিষয় সর্বদা আমার মনোমন্দিরে জাগরুক আছে। সত্য কর যে, অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী হইলে আমার সেই অভিলাষ পূরণ করবে?’ কৌরবগণ ইহা শুনিয়া মৌনী হইলেন। কিন্তু অর্জুন গুরুর অভীষ্ট সাধন করিতে প্রতিজ্ঞত হইলেন।

কৌরবগণের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইল। একদিন দ্রোণাচার্য সকলকে ডাকিয়া এই গুরুদক্ষিণা চাহিলেন, ‘তোমরা যুদ্ধে পঞ্চালরাজ ক্রপদকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।’ তখন কুরুপাণ্ডবগণ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য সশস্ত্র অগ্রসর হইলেন। কৌরব ও পাঞ্চালগণে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর অর্জুন ক্রপদকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে গুরুর নিকট ধরিয়া আনিলেন। দ্রোণাচার্যের বহুদিনের সংকল্প পূর্ণ হইল। কিন্তু অমঙ্গল দ্রোণ ক্রপদের কোনরূপ অনিষ্ট করিলেন না। বরং ক্রপদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘হে রাজন! তুমি যে বাল্যকালে

আমার সহিত খেলা করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার ঘেহ ও প্রীতি হইয়াছিল। এখন আমার তোমার নিকট সেই লখ্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বলিয়াছিলে, রাজা না হইলে কেহ রাজার লখ্য হইতে পারে না, সেই অজ্ঞই আজি রাজ্যলাভের যত্ন করিয়াছি। এখন হইতে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকুলের রাজা হইবে, আর আমি উত্তরকুলের রাজা হইব। [পাঞ্চাল দেখ।] ক্রপদ লঙ্কার মাথা হেঁট করিলেন। বাহা হউক, এখন তিনি দ্রোণাচার্য্যের অমুগ্ৰহে দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজা হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ব্রহ্মবল না হইলে দ্রোণাচার্য্যের ধ্বংস অসম্ভব। সেই অজ্ঞ তিনি পুত্রোত্তিষাগ আরম্ভ করিলেন। তাহারই ফলে দ্রোণের নিহন্তারূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হইল।

দ্রোণের একটা সংকল্প সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আরও একটা বার্কি ছিল। অর্জুন তাঁহার অতিশয়িত গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন তিনি অর্জুনের নিকট সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ‘দেখ অর্জুন! আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে।’ গুরুবৎসল মহাবীর অর্জুন গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অর্জুন যোবর্তার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নচেৎ অর্জুন গুরুর বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্র ধারণ করিতেন না। দ্রোণাচার্য্যের জীবনে এই কয়টা প্রধান ঘটনা ঘটে। যখন কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ প্রকলিত হয়, তখন তিনি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদিগের প্রতি চর্যাবহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছিলেন। অবশেষে কুলক্ষয়কর কুরুক্ষেত্রের মহাসমর উপস্থিত হইল, তিনি কোরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া নয়দিন যোবর্তার যুদ্ধ ও অসংখ্য যোদ্ধার প্রাণ বিনাশ করেন। কিন্তু ইহারই সেনাপতিত্বের সময় অভিমুখ্য অস্ত্রায় যুদ্ধে নিহত হন। ইনিও অস্ত্রায় যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের মুখে ‘অশ্বখামা হত ইতি গজ’ এই কথা শুনিয়া পুত্রের নিধন মনে করিয়া মহাশোকে নির্বোধ অবলম্বন করেন। সেই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রোণের মৃত্তক বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। [যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখ।]

দ্রোণকলশ (পুং) দ্রোণ-ইব কলশঃ। ক্রমস্বয় যজ্ঞপাত্র ভেদ। “আহবনীয়াঃ গচ্ছন্ত্যাদায় প্রীর দ্রোণকলশসোম-পাত্রাণি।” (কাত্য্য শ্রো ৮।৭।৫)

‘পঞ্চপ্রাণাগোহতিবসার্থাঃ তে চ পূর্বমভিব্যবণে স্থাপিতা অপি বচনান্তত অনীয়ন্তে সংস্কারার্থঃ দ্রোণকলশঃ ক্রমস্বয়ঃ কলশাকারো বৈকল্যতঃ রজোপস্মি ধারাগ্রহা গৃহন্তে।’ (কর্ক)

দ্রোণকাক (পুং) দ্রোণ-ইব কাকঃ। বনকাক, দাঁড়কাক। পর্যায়—কাকোল, দ্রোণ, অরণ্যবায়স, বনবানী, মহাপ্রাণ, ক্রুবাবী, কলপ্রির, কাকল। (শব্দরত্নাবলী) [কাক দেখ।]

দ্রোণকীরা (স্ত্রী) দ্রোণমিতং দ্রুৎ যত্নাঃ। দ্রোণপরিমিত দ্রুৎবর্তী গো, যে গোরুর এক কলস দ্রুৎ হয়।

দ্রোণগন্ধিকা (স্ত্রী) দ্রোণত দ্রোণপুস্ত গন্ধইব গন্ধোযত্নাঃ কণ্ঠাণি অতইৎ। রাসা। (অটাদর)

দ্রোণহা (স্ত্রী) দ্রোণহা পূবোদরাদিহাং হ্রোণাঃ। দ্রোণহা।

দ্রোণচিৎ (পুং) যজ্ঞীর অগ্নিতে। “এতরা বিকৃতাত্মাঃ চিতিং চিযন্তি দ্রোণচিৎত্রচক্রচিৎ ককচিৎ।”

(কাত্য্য শ্রো ১৩।৫।৯)

‘এতে অগ্নিবিশেষাঃ’ (কর্ক)

দ্রোণদ্রুক্ষা (স্ত্রী) দ্রোণপরিমিতং দ্রুৎ যত্নাঃ। দ্রোণহা, যে গাভী দ্রোণপরিমিত দ্রুৎ দেয়।

দ্রোণদ্রুহা (স্ত্রী) দ্রোণং দোষীতি দ্রুহ-কপ-বস্চাত্তাদেশঃ (দ্রুহঃ কপ-বস্চ। পা ৩।২।৭০) গবীবিশেষ। পর্যায়—দ্রোণ-কীরা, দ্রোণমানা, দ্রোণহা, পয়স্বিনী, দ্রোণদ্রুক্ষা, দ্রোণমান-পয়স্বিনী। (শব্দর)

দ্রোণদী (স্ত্রী) দ্রোণ-ইব পাশোযত্নাঃ, কুন্তগতাদিহাং ভীষ, ভীষি পাদো হস্ত্যলোপে পত্নাবঃ। দ্রোণভূলাপানযুক্তা স্ত্রী।

দ্রোণপর্ণী (স্ত্রী) দ্রোণস্ত বৃকভেদস্ত পর্ণামিব পর্ণং যত্নাঃ জাতিহাং ভীষ। ভূমিকদলী। (শব্দার্থ)

দ্রোণপুপী (স্ত্রী) দ্রোণবৎপুপং যত্নাঃ ভীষ। ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বিশেষ। পর্যায়—ধর্মপত্রা, কুন্তযোনি, কুরুবিকা, চিত্রাক্ষুপ, কুরুহা, অুপুপা, চিত্রপত্রিকা, দ্রোণা, ফলপুপা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতনাশক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশের মতে—দ্রোণা, দ্রোণপুপী ও ফলপুপা এই কএকটা একার্থবাচক শব্দ। ইহার গুণ—গুরু, লবণ, মধুর, কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্ষ্য, বায়ু ও পিত্তবর্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকখাস ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র)

২ গোশীর্ষক বৃক্ষ, বলয়সিরা। ইহার গুণ—কক, অর্প, কামলা, ক্রিমি ও শোথনাশক। (রাজব)

দ্রোণমানা (স্ত্রী) দ্রোণোমানং দ্রুত যত্নাঃ। ১ দ্রোণদ্রুহা। (স্ত্রী) ২ দ্রোণমিত জব্যাদি।

দ্রোণমুখ (স্ত্রী) চতুঃশতগ্রাম মধ্যে মনোহর গ্রাম।

দ্রোণমেঘ (পুং) মেঘদিগের অধিপতি ভেদ। [দ্রোণ দেখ।]

দ্রোণপট (স্ত্রী) দ্রোণং দ্রোণপরিমিতং পটভীতি দ্রোণ পট-

খন্ (পরিমাণে পচঃ। পা ৩২।৩৩) দ্রোণপরিমিত বস্ত
পাককর্তা।

দ্রোণশর্ষণপদ (ক্রী) তীর্থভেদ।

“শরন্তন্তে কুশন্তন্তে দ্রোণশর্ষণপদে তথা।

অপাং প্রপত্তনাসেবী সেব্যতে সোহঙ্গরোগগৈঃ ॥”

(ভারত অন্ন ২৫ অঃ)

দ্রোণসাঁচ (ত্রি) দ্রোণং দ্রোণকলশং সচতে সচ-অণ্। দ্রোণ-
অলসেচক। “এবাগতিং দ্রোণসাঁচমচেতসন।” (ঋক্ ১০।৪৪।৪)

‘দ্রোণসাঁচং দ্রোণকলশন্ত সচিতিতঃ।’ (সায়ণ)

দ্রোণসিংহ (পুং) বলভীবাংগীর নৃপবিশেষ।

দ্রোণস্তূপ (পুং) তূপবিশেষ। এখানে দ্রোণ বা পাঞ্চে
শাক্যসিংহের স্মরণচিহ্ন অবধারিত হইয়াছে।

দ্রোণাচার্য্য (পুং) কুরুপাণ্ডবদিগের অত্রশিক্ষক, তরবাঙ্ক-
পুত্র। পর্য্যায়—অম্বথামাপিতা, কুলীপতি, পাণ্ডবদিগের অত্র-
শিক্ষাপুরু, দ্রোণ, গুরু, আচার্য্য, কীর্ত্তিতাক্, ভারবাঙ্ক,
কুন্ত্যোনি, দ্রোণাচার্য্যক। [দ্রোণ দেখে।]

দ্রোণাস (পুং) ১ দ্রোণের স্তায় বাহার মুখ। ২ দানব-
বিশেষ, যিনি সর্পদা ব্যক্তিদ্বিগকে রোগগ্রস্ত করান।

দ্রোণাহাব (ত্রি) আহবয়ন্তত্র পানার্থং বলীবর্দান্ আহাবো
জলাধারঃ জলাশয়ভেদঃ, দ্রোণময়ঃ ক্রমময়ঃ আহাবঃ। ক্রমময়
জলাধারভেদ। “দ্রোণাহাবমবতমম্বচক্রং।” (ঋক্ ১০।১০।১৭)

দ্রোণি (ক্রী) দ্রবতীতি ক্র-গতো নি সচ কিং (বহিপ্রিশ্রম্ভূ-
জ্ঞেতি। উণ্ ৪।৫১) ১ দ্রোণী, কাঠাছুবাহিনী। ২ জলাধার-
কদলীকুগাদি নির্মিত পাত্রভেদ। ইহার চলিত নাম ডোলা,
শ্রাদ্ধাদি করিতে ইহলে কদলীকুকে ডোলা প্রস্তুত করিয়া
লইতে হয়।

“তৈলপূর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাং বা পায়রয়েং প্রভুং।” (স্ক্রুত)

৩ কাষ্ঠময় যানপাত্র। ৪ পর্কতের মধ্যস্থ দেশভেদ।

“শৈলানামস্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।”

(শকার্হচিত্তামশিদ্ধতবাক্য)

(পুং) ৭ অম্বথামা। ৮ অষ্টম মম্বস্তরগত ঋষিদিগের মধ্যে
অগ্রতম। “ঋত্বশ্চক্ন্তথা দ্রোণিস্তত্র সপ্তর্ষয়ো হবনন।”

(মার্ক ১ পুং ৮।৪০ অং)

দ্রোণিকা (ক্রী) দ্রোণিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক টাপ্।
নীলীযুক, নীলগাছ। (শকরত্নাবলী)

দ্রোণী (ক্রী) দ্রোণ-ভীষ্। ১ দেশবিশেষ। ২ কাঠাছু-
বাহিনী। ৩ গবাদিনী। ৪ কলশাকার-পাত্রবিশেষ।

“ভরবাঙ্ক চ স্বরং দ্রোণ্যাং শুক্রমবর্জিতং।” (ভারত ১।৬৩।১০৩)

৫ নীলীযুক। ৬ পর্কতভেদ। ৭ পর্কতস্থয়ের সন্ধি।

৮ ইন্দ্রচিহ্নিত। ৯ দ্রোণীলবণ। ১০ নদীবিশেষ। ১১ ঋষি-
পরিমাণ, ১২৮ সের। পর্য্যায়—বাহ, গোণী। (বৈভকপরিং)
দ্রোণপত্রী ভীষ্। ১২ দ্রোণাচার্য্যের ক্রী কুলী। ১৩ কদলী।
১৪ ক্রত।

দ্রোণীজ (ক্রী) দ্রোণীলবণ।

দ্রোণীদল (পুং) দ্রোণ্যাংইব দলং বস্ত। কেতকীপুষ্প।
কেয়াফুল। (হারাবলী)

দ্রোণীমুখ (ক্রী) দ্রোণীমুখং বস্ত। দ্রোণমুখ। (ত্রিপ্ররোগ)

দ্রোণীলবণ (ক্রী) দ্রোণীসমুতঃ লবণং। উপকর্ণাট দেশ
প্রসিদ্ধ লবণবিশেষ। পর্য্যায়—দ্রোণের, বার্কেয়, দ্রোণীজ,
বারিজ, বার্কিতব, দ্রোণী, চিত্রকুটলবণ। ইহার গুণ—পাকে
অত্যাফ, অবিদাহী, ভেদক, স্নিগ্ধ, শূলনাশক ও অন্নপিত-
বৃদ্ধিকর। (রাজনিং)

“বিভেয়ং দ্রোণীলবণং পাকে নাত্যাফতাং গতং।

অবিদাহি ভেদকঞ্চ স্নিগ্ধং শূলবিনাশনং ॥

অন্নপিত্তকরং চৈব ভিষগ্ভিঃ সমুদাহৃতং।” (রাজনিং)

দ্রোণোদন (পুং) সিংহহস্তর পুত্রভেদ ও শাক্যমুনির পিতৃব্য।

দ্রোণ্য (ত্রি) দ্রোণ্যঃ ক্রমময়ঃ যুগ্মমহতি যৎ। ক্রমময় যুগ্ম-
পশাদি। “দ্রববদ্ দ্রোণ্যঃ পশুঃ।” (ঋক্ ৫।৫০।৪) ‘দ্রোণ্যঃ
যুগ্মই পশুঃ।’ (সায়ণ)

দ্রোণ্যশ্ব (ত্রি) দ্রোণিং ক্রতং অশ্বং তে অশ ব্যাপ্তৌ বাহবঃ।
ক্রতব্যাপক। “দ্রোণ্যশ্বাং ক্রতন্তে যুতং বা।” (ঋক্ ১০।১২৯।৪)

‘দ্রোণ্যশ্বাং ক্রতব্যাপনাঃ।’ (সায়ণ)

দ্রোণ্যাময় (পুং) শরীরের আভ্যন্তরিক রোগভেদ।

দ্রোমিল (পুং) চাগক্যমুনি। (হেমং) ইহার পাঠান্তর—
ড্রামিল, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

দ্রোহ (পুং) দ্রুহ-ভাবে ঘঞ। জিবাংসা, অনিষ্ট চিন্তন।

পর্য্যায়—অপক্রিয়া। ২ ছদ্মবধ। ৩ হিংসামাত্র।

“দেবদ্রোহো ঞ্জবোদ্রোহঃ কোটি কোটি গুণোধিকঃ।” (কুর্ম্মপুরাণ)
দ্রোহ একপ্রকার ক্রোধজ-বাসন।

“পৈশত্তং সাহসং দ্রোহ জীর্ষাস্বার্থদূষণং।

বান্ধিত্তশ্চাপি পাক্ষ্যং ক্রোধজোহপি গণোষ্টকঃ।” (মনু ৭।৪৮)

ঐত্যেক উন্নতিকামীর দ্রোহ পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্রোহচিন্তন (ক্রী) দ্রোহস্ত চিন্তনং ভূতৎ। পরানিষ্টচিন্তা।
পর্য্যায়—বাপাদ।

দ্রোহাট (পুং) দ্রোহার অটীতি অট-অচ্। ১ বৈড়াল-
ত্রিতিক, বাহার বাহিরে ধর্ম্মের ভান করে এবং অন্তরে
কেবল পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। ২ দুর্গলুন্ধক।
(পুং) ৩ বেদশাখাভেদ। (মেদিনী)

দ্রৌহিন্ (পুং) দ্রৌহোহন্ত্যভেতি ইনি, বা ক্রহতীতি শিনি।
দ্রৌহক, পরানিষ্টচিন্তক, বাহার্য কেবল পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। “মিত্রদ্রৌহী কৃতরশ্চ যে চ বিশ্বাসবাতকাঃ।

তে নরা নরকৈ ষাতি বাবচ্ছদ্রৌহিবাকরৌ ॥” (সপ্তমিদ্রৌপাখ্যান)

দ্রৌণ (ত্রি) দ্রৌণং সম্ভবতি অবহরতি পচতি বা অণ্। ১
দ্রৌণপরিমিত খাদ্যাদির নিজ জব্যে সমাবেশক। ২ তদপ-
হারক। ৩ তদপাচক। দ্রিরাং ডীর্ঘ।

দ্রৌণায়ণ (পুং) দ্রৌণত অপত্যং পুমান্ কক্। অর্থখামা।
(ত্রিকাণ্ড)

দ্রৌণায়ণি (পুং) অর্থখামা।

দ্রৌণি (পুং) দ্রৌণস্তাপত্যং দ্রৌণ-ইঞ্। ১ অর্থখামা।

“আবৃত্তাতু মহাবাহু যতো দ্রৌণি ততো হমান্।”

(ভারত ৪।৫৬।৭৪)

২ একোনত্রিশং দ্বাপর যুগের বাস।

“একোনত্রিশং সম্প্রাপ্তে দ্রৌণি বাসো ভবিষ্যতি।”

(দেবীভাগ ১।৩।২০)

দ্রৌণিক (ত্রি) দ্রৌণত দ্রৌণপরিমিতবীজত বাপ ইতি
দ্রৌণ (তত্ত্ব বাপঃ। পা ৫।১।৪৫) ইতি ঠক্। দ্রৌণপরিমিত
বীজবপনযোগ্য ক্ষেত্র। দ্রৌণেন ক্রীতঃ নিষ্পাদিতত্বাৎ
ঠক্। ২ দ্রৌণক্রীত। দ্রৌণঃ দ্রৌণপরিমিতত্বাৎ পচতীতি
পচ-ঠঞ্ (সম্ভবতাবহরতি পচতীতি। পা ৫।১।৫২)
৩ দ্রৌণপাচক।

দ্রৌপদ (পুং) ক্রপদস্তাপত্যং পুমান্ ক্রপদ শিবাদিত্বাৎ অণ্।
ক্রপদরাজপুত্র।

দ্রৌপদী (স্ত্রী) ক্রপদস্তাপত্যং স্ত্রী ক্রপদ-অণ্ ডীপ্। ক্রপদ-
রাজকন্যা। পর্যায়—পাকালী, কৃষ্ণা, সৈরিকী, নিত্যবোবনা,
বেদিজা, যাক্সসেনী। (হেম)

ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা। ক্রপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী
নাম হয়। রাজা ক্রপদ দ্রৌণ কর্তৃক মর্শ্মপীড়িত হইয়া
দ্রৌণনিহস্তা পুত্রলাভ করিবার জন্য যাজ ও উপযাজ নামক
দুই ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুত্রোষ্ট্র যাগ করেন। [ক্রপদ ও
দ্রৌণশব্দ দেখে।] সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ধুট্‌দ্বয় ও
কৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। [ধুট্‌দ্বয় দেখে।]

মহাভারতে লিখিত আছে, কৃষ্ণা আজন্ম-যুবতী।
তাঁহার বর্ণ শ্রামল, নয়ন ছটী পদ্মলাশের মত সুশোভন
ও আয়ত, কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত, জয়গল স্তনোহর,
তাঁহার দেহ হইতে নীলোৎপল গন্ধ বাহির হইত। তাঁহার
জন্ম সূত্রে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল—“কৃষ্ণা সকল রমণী-
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ইনি ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষর ও দেবতা-

দিগের সহকারী সাধন করিবেন। ইহা হইতে কোরবগণের
মহাভয় উপহিত হইবে।” ব্রাহ্মণেরা সেই দৈববাণী অমূল্যে
ইহার কৃষ্ণা নাম রাখেন। পূর্বে তিনি ঋষিকন্যা ছিলেন।
মহাদেবকে তপস্তার সঙ্কেত করিয়া বর প্রার্থনা কালে “আমাকে
সর্বগুণসম্পন্ন পতি দান করুন”, এই কথা পাঁচবার বলিয়া-
ছিলেন, তাহাতেই মহাদেবের বরে তাঁহার পঞ্চস্বামী
হইয়াছিল।

ক্রপদ মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, অর্জুনের সহিত
দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। অতুঃস্থবাহুর পর তিনি মনের
কথা মনে রাখিয়া উপযুক্ত পাত্র পাইবার জন্য এক সুদৃঢ়
চূর্ণমা ধনু নির্মাণ করিলেন এবং এক কৃত্রিম আকাশ-
যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লক্ষ্য স্থাপন করিলেন।
তিনি সর্বত্র ঘোষণা করিয়া পাঠাইলেন, যে ব্যক্তি
আসিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা দান
করিবেন। চারিদিকে ঘোষণা হইবামাত্র নানাবান হইতে
রাজগণ ও ব্রাহ্মণাদি সকলে পক্ষাঙ্গে আসিলেন। কর্ণ-
সহায় চূর্ণোধনাদি এবং ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবগণও ক্রপদ
সভার উপস্থিত হইলেন। নির্দিষ্টদিনে কৃষ্ণা ধুট্‌দ্বয়ের সহিত
সভাস্থলে পদার্পণ করিলেন। তখন ধুট্‌দ্বয় সরাসর রাজভ-
বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এই ধনুর্ক্ষণ ও লক্ষ্য
রহিয়াছে, যে ব্যক্তি যন্ত্রের ছিন্নদ্বারা পক্ষবাণ নিক্ষেপপূর্বক
লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, আমার এই ভগিনী কৃষ্ণা সেই
মহাত্মার ভাৰ্য্যা হইবেন।”

রাজগণ একে একে সকলেই লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ
হইলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হইয়া ধনুকে
জ্যা যোজন্য করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণা বলিলেন,
আমি হীনজাতীয় স্ত্রীপুত্রকে কখন বিবাহ করিব না।
এই কথা শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে ও হাভে হুঁহা বোলোজন করিয়া
ধনু ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ সমস্ত কৃত্রিম অকৃতকার্য্য
হইলে অর্জুন ইচ্ছিতে শ্রীকৃষ্ণের অমুমতি লইয়া লক্ষ্যভেদ
করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কত লোকে কত কথাই
বলিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর অর্জুন কাহারও দিকে
দৃকপাত না করিয়া কৃষ্ণকে অরণ্যপূর্বক শরাসন লইয়া
অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা আনন্দ-
ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণের মুখ শুকাইয়া গেল।

দ্রৌপদী অর্জুনের গলে বরমালা অর্পণ করিলেন।
অর্জুনকে পত্নীর সহিত সভাস্থল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া
ক্ষত্রিয়েরা সকলে ভীমপরাক্রমে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন।
তাহা দেখিয়া ক্রপদ ব্রাহ্মণগণের শরণ লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী

পঞ্চাশতাব্দীতে রাজস্বের ভার সেই রাজস্ববর্গকে বলিষ্ঠ ও বিপর্যস্ত করিলেন। এইরূপে রাজগণ পরাস্ত হইলে পাণ্ডব-গণ শ্রোণীকে লইয়া ভার্গবালয়ে কুতীর নিকট চলিলেন। ভীষ্মজ্ঞান দ্বারদেশে আসিয়া মাথাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা, আজ এক রমণীর পদার্থ ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।” কুতীর গৃহমধ্যে ছিলেন, তিনি না দেখিয়াই গৃহমধ্যে হইতে বলিলেন, ‘বৎস! বাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।’ পরে বাহিরে আসিয়া তিনি শ্রোণীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, “এই ক্রপদ-নন্দিনীকে আনিয়া তোমার অহুজ্জ্বল ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করে। আমি না জানিয়া ‘সকলে মিলিয়া ভোগ কর’, এরূপ কথা বলিয়াছি। এখন বাহাতে আমার কথা রক্ষা হয় অথচ অধর্ম স্পর্শ না করে, এমন একটা উপায় কর।” এই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত আসিয়া পাণ্ডব-গণের সহিত সান্নিধ্য সস্তাষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুতীর আদেশে শ্রোণী ভিক্ষালব্ধ অন্নের অগ্রভাগ দেবতা-দিগকে বলি, ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা ও উপস্থিত অন্নাকাকী-দিগকে দিয়া অবশিষ্ট অন্ন দুইভাগ করিলেন, তাহার এক ভাগ ভীমকে দিলেন ও অপর ভাগ ছয় অংশ করিয়া ছয়জনে লইলেন। ভোজনান্তে শ্রোণী সকলের পাদদেশে পূর্বশিরা হইয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ সুদ্রবিগ্রহ ও বিবিধপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির গোপনে সেই সকল কথা শুনিয়া পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন ক্রপদ লবলকে আপনার ভবনে আনাইয়া ব্যাসদেবের উপদেশমত পঞ্চপাণ্ডবের সহিত শ্রোণীর বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবেরা নারদ সন্থে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ‘আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন শ্রোণীর নিকট থাকিবে, তখন আর কেহ তথায় বাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া ষাটশব্দ বনে বাস করিতে হইবে।’ অর্জুন দৈবক্রমে একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ষাটশব্দ বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। [অর্জুন ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

কোন সময় যুধিষ্ঠির দ্রুপদাধিনের নিকট শকুনির কুটু্যত দ্বারা পরাজিত হন। তাহাতে তিনি আপনার যথাসর্ব্ব, এমন কি ভ্রাতাদিগকে ও শেষে আপনাকে পণ রাখিয়া হারিয়া বান। শেষে শ্রোণীকে পণ রাখিয়াছিলেন। সেবারও দ্রুপদাধিনের জয় হইলে তিনি প্রাতিকামীকে শ্রোণীকে আনিতে পাঠাইলেন। তৎকালে শ্রোণী প্রাতিকামীকে বলিয়াছিলেন, ‘রাজাকে দিচ্চা করিয়া আইস, তিনি

আনয়ক কি আপনাকে অগ্নে পণ রাখিয়াছিলেন।’ প্রতি-কামী সত্যর আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া দ্রুপদাধিনের আদেশে আমার কৃকার নিকট আসিলে, পুনরায় এই বলিয়া তিনি কিরাইরা দিয়াছিলেন, ‘তুমি সত্যর মান-নীল ব্যক্তিবর্গকে দিচ্চা করিয়া এস, এখন আমার কি করা কর্তব্য?’

এদিকে প্রাতিকামীকে পুনরায় কিরা আসিতে দেখিয়া দ্রুপদাধিন দ্রুপদাধিনকে শ্রোণীর কাছে পাঠাইয়া দিলে দ্রুপদাধিন উহার কাকুতি মিনতিতে ক্রোধান না করিয়া উহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাহলে আনয়ন করিল। দ্রুপদাধিনের আদেশে দ্রুপদাধিন উহাকে দিব্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রোধের অগ্নিগ্ৰহে কৃকা লজ্জা নিবারণ করিতে সর্ব্ব হইয়াছিলেন। এই সময় শ্রোণীর করণ রোদনে ভীম অভিশর উত্তেজিত হইয়া উঠেন। এই সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেন, “রে দ্রুপদাধিন! বাজসেনিকে বে উক দেখাইয়াছিস, নিশ্চর তোর সেই উক ভঙ্গ করিব। বেদ্রুপদাধিন কৃকার এরূপ অপমান করিল, তাহার নিশ্চর বক্ষস্থল বিনীর্ণ করিয়া রক্তপান করিব। তবে কৃকার এই উক্কেবেগী আবার বন্ধন করিব।” বাস্তবিক ভীমলেন আপনার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পুত্রগণের সেই দুর্ব্ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র ও বিচলিত হইয়া-ছিলেন। তিনি শ্রোণীকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। এবার শ্রোণীও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পতির রাজ্য ও দাসত্ব মোচন করিয়া লইলেন। [ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

তৎপরে আবার যুধিষ্ঠির শকুনির কুটু্যতে পরাস্ত হইয়া বনবাসী হইলেন। এ সময় শ্রোণীও পাণ্ডবগণের সহিত বনগমন ও অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। বন গমনকালে শ্রোণী দ্রুপদের এক স্থানী পাইয়াছিলেন। যতক্ষণ না তাঁহার ভোজন হইত, ততক্ষণ স্থানী পূর্ণ থাকিত, সুতরাং তাঁহার ভোজনের পূর্বে বতই লোক আত্মক না কেন, কেহ অনাহারে করিত না। দ্রুপদাধিন সে কথা জানিতেন। একদিন তিনি মহর্ষি দ্রুপদাধিনকে বিশেষরূপে তুষ্ট করিয়া শ্রোণীর ভোজনের পর তাঁহাকে সেই বনে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিতে অহুরোধ করেন। দ্রুপদাধিন সেইমত সশিষ্ট পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া আহ্বারের কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন কৃকার ভোজন শেষ হইয়াছে। সুতরাং আহ্বার যোগাইতে না পারিয়া দ্রুপদাধিন শাপে সকলেই ভয়ীকৃত হইবেন, এই ভাবিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কৃকার আর্জনাতে কৃকা আসিয়া সেই পাকস্থলী

শুনিলিরা কণাশব্দ অর গ্রহণ করেন, তাহাতেই লম্বিত হুর্কা-
নার কথা নিহিত হয়। [হুর্কাবা দেখ।]

তুই অরগ্রহ জ্যোপদীকে একবার হরণ করিবার চেষ্টা
করেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। [অরগ্রহ দেখ।]

অজ্ঞাতবাসকালে জ্যোপদী বিরাট-রাজমহিষীর দৈরিক্তী
হইরাছিলেন। এই সময়ে তিনি কীচকের নিকট অনেক
লাঞ্ছনা ভোগ করেন। পরিপেসে তাঁহার প্রেরোচনার ভীম
কীচকের প্রাণ লঙ্ঘার করিলেন।

ভারত বৃদ্ধাবসান হইলে তিনি কিছু দিন পতিগণের
সহিত রাজ্যলম্পাণ ভোগ করেন। মহাপ্রস্থানকালে তিনিও
পঞ্চপাণ্ডবের অনুগমন করেন। অপর পতিগণ অপেক্ষা
অর্জুনকে তিনি কিছু বেশী ভালবাসিতেন, এই দোষে
হিমালয়ের উপর সর্বাঙ্গে তাঁহারই তরুণাত হয়। (মহাভারত)
যে সকল সতী-রমণীগণের নাম হিন্দুসম্মিগণ নিত্য উচ্চারণ
করেন, তন্মধ্যে জ্যোপদী একজন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে জ্যোপদীর পঞ্চস্বামী, বিবরণ এইরূপ
লিখিত আছে—

পুরাকালে জ্যোত্বপে রমিতস্ত যখন সীতা সমভি-
বাহারে বনমগন করিয়াছিলেন, সেই সময় অগ্নি নামকে
বলিয়াছিলেন, প্রাক্তন ছনিবার্য, অতএব আপনি সীতাকে
সংগোপনে রক্ষা করুন, সপ্তদিবস মধ্যে রাবণ সীতাকে
হরণ করিবে। রাম অগ্নির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে
বলিয়াছিলেন, আপনি সীতাকে লইয়া গমন করুন,
এইখানে ছায়া অবস্থান করুক। এই কথা শুনিয়া অগ্নি
সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতা-সদৃশী ছায়া সেই
স্থানে থাকিল। এই ছায়া সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল।
যে সময় সীতাদেবীর অগ্নিপদীক্ষা হয়, সেই সময় অগ্নি
ছায়াকে রক্ষা করিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই
ছায়া নারায়ণ-সরোবরে শতবৎসর ধরিয়া শঙ্করের উদ্দেশে
তপস্তা করিয়াছিল। শঙ্কর ইহার তপস্তার তুষ্টি হইয়া
বলিয়াছিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর। ছায়া অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত
হইয়া ‘পতিদেহি! পতিদেহি’, এই বর পাঁচবার প্রার্থনা
করিয়াছিল। শঙ্কর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ‘অগ্নি
ছারে! তুমি ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পাঁচবার পতিবর প্রার্থনা
করিয়াছ, এইজন্য তোমার হরির অংশব্রহ্মপ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার
স্বামী হইবে। অধুনা তাহার সকলে পঞ্চপাণ্ডব নামে
খ্যাত।’ পরে এই ছায়া ক্রপদেয় বজ্রকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত হইয়া
জ্যোপদী নামে খ্যাত হইলেন। ইনি সত্যসুগে বেদবতী,
ঐত্যাতে সীতা এবং ষাপরে জ্যোপদী হইয়াছেন। ইনি

অতিশয় বুদ্ধতত্ত্বপারাগা ছিলেন, এইজন্য ইহার নাম
কৃষ্ণা। রাজা ক্রপদ ইহাকে অর্জুনকে দিয়াছিলেন। অর্জুন
মাতৃসদীপে বলিয়াছিল, ‘মাতঃ অমৃত একটা জব্য লাভ
করিয়াছি’, কুন্তী ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ভ্রাতৃগণের
সহিত মিলিত হইয়া ইহা গ্রহণ কর। ইহার এই কথা
শুনিয়া পূর্বের মহানবেশের দর এবং মাতৃআজ্ঞা এই
দুই কারণে পঞ্চভ্রাতার মিলিত হইয়া জ্যোপদীর পানি-
গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং ১১৫ অ°) *

জ্যোপদেয় (পুং) জ্যোপদা অপত্যং চক্। যুধিষ্ঠিরাদিতে হইতে
উৎপন্ন জ্যোপদীর পঞ্চপুত্র।

জ্যোহিক (ত্রি) জ্যোহঃ নিত্যং অর্হতি ছেদাদিবাং ঠঞ।
নিত্যজ্যোহাই।

জ্যোহ (ত্রি) জ্যোহাণ্ডাং ক্রহ-শিবাদিবাং। ক্রহের অপত্য।
জন্ম (ক্ৰী) বন্ধ্যং পুণ্যাদিবাং বন্ত লোপঃ। বন্ধ্য, মিথুন।
জন্ম (ক্ৰী) ঘো ঘো সহতিব্যক্তো (বন্ধ্যঃ রহস্যমর্ধ্যাদিবচন-
ব্যাক্রমযজ্ঞপাতপ্রয়োগাতিব্যক্তিযু। পা ৮।১।১৫) ইতি
হুজেন বিশকন্ত দ্বির্বচনং পূর্বপদস্যম্ ভাবো উত্তরপদন্ত নপুং-
সকন্ধ্যং নিপাত্যতে। ১ রহস্ত। ২ কলহ।

“পতং পত্যাং ন বিবন্ধেনিতি প্রোক্তত লক্ষণং।

বিনা হেতুমপি বন্ধ্যমেতৎ মূর্ত্ত লক্ষণং ॥” (হিতোপদেশ ৩০২)
৩ মিথুন।

“পরম্পরাস্থি সাদৃশ্যমদুরোজ্জ্বলবদ্যং।

সুগন্ধেবু পশ্যন্তো সন্দানাবকুট্টিবু ॥” (রঘু ১।৪০)

৪ যুগ্ম। ৫ সীতোকাদি।

“তিতিক্ষা সীতোকাদি বন্ধ্যসহিষ্ণুতা।” (বেলাস্তসার)

সীতোকাদি বন্ধ্যসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। ৬ জুর্গ।

“রাজোবলং নহি বলং বন্ধ্যমেব পরং বলং।

অপায়ং বলবান্ রাজা হিরো বন্ধ্যবলাভবেৎ ॥” (ভোজ)

রাজাদিগের বল অতিশয় অল্প, কিন্তু রাজগণ দুর্বলে

* “সাঁচ ছায়া তপস্তাক্রো নারায়ণসরোবরে।

তপস্তকার দিব্যক শতবর্ষক শুমিনঃ।

বরং যুগ্ম ভজে তমুণাচ শঙ্করস্ত তাং।

উবাচ সা শিবঃ ব্যগ্রাত্তুর্দুঃখেন দুঃখিতা।

পতিদেহি পঞ্চা সা বরং বস্ত্রে ত্রিলোচনঃ।

সর্বসম্পদপ্রদন্তুস্তমৈ শঙ্কো বরং নন্দো।

সামিহ দ্বং পঞ্চা ক্রহি পতিদেহীতি ব্যাকুল।

পঞ্চভ্রাত হরেরংশা ভবিষ্যতি প্রিয়াস্তব ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং ১১৫ অঃ)

হির-বল হইয়া থাকে। দুর্গবলই রাজাদিগের বল।
[দুর্গ দেখ।] ৭ সমাসবিশেষ।

যে সমাসে পরস্পরের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে বন্দ কহে।
‘উত্তরপদার্থপ্রধানো বন্দঃ’ বন্দ সমাসে সমস্তমান উত্তর
পদার্থেই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। ‘অম্বগজো’ ‘তাল-
তমালো’ ইত্যাদি স্থলে অম্ব, গজ, তাল, তমাল প্রভৃতি
যাবতীয় পদার্থই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।
কিন্তু সকল স্থলে এই লক্ষণের সমাবেশ হয় না, স্থলবিশেষে
ব্যক্তিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। ‘হংসসারসং দংশমশকং’
ইত্যাদি বন্দে উত্তর পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান না
হইয়া তৎসমাহাররূপ অস্ত্র পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান
হয়, সুতরাং ঐ পূর্বোক্ত লক্ষণ প্রায়িক অভিত্রায়ে নির্দিষ্ট
অর্থাৎ প্রায় সকল স্থলে তদন্ত লক্ষণের সমাবেশ হয়, কেবল
কোন স্থলে হয় না। ইতরেরতর বন্দে উত্তর পদার্থেরই
প্রাধান্য থাকে। ‘উত্তরপদার্থপ্রধানো বন্দঃ’ এই লক্ষণে
উত্তর শব্দ সমাক সংলগ্ন নহে। উত্তরপদে যেরূপ বন্দ সমাস
হয়, বহুপদেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কেবল অব্যয়ীভাব-
সমাসই দুইপদে হইয়া থাকে। বন্দ ও বহুব্রীহিও বহুপদে,
তৎপুরুষ প্রায় সকলস্থলে দুইপদে হইয়া থাকে। কোন কোন
স্থলে বহুপদেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বন্দ লক্ষণে উত্তর
শব্দস্থলে অনেক শব্দের নিবেশ আবশ্যক, অর্থাৎ উত্তর ও
বহুপদে বন্দসমাস হইবে। ইহা ইতরেরতর ও সমাহার
এই দুই প্রকার। পরস্পর যোগ বুঝাইলে বন্দ সমাস হয়।
উদাহরণ—‘হরিহর’, এই স্থলে হরি পদার্থ ও হর পদার্থ পরস্পর
যোগ বুঝাইতেছে। এই অস্ত্র এখানে বন্দসমাস হইল।
‘ধবধিরপলাশ’ এই স্থলে ধবপদার্থ, খদির পদার্থ ও পলাশ
পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। ইতরেরতর বন্দসমাস
হইলে দুই পদের সহিত যদি সমাস হয়, তাহা হইলে
দ্বিবচন এবং বহুপদের সহিত সমাস হইলে বহুবচন হইয়া
থাকে। যথা—‘হরিহরো’ ‘ধবধিরপলাশাঃ’ ইত্যাদি।
দুই বা বহুপদার্থের সমাহার বুঝাইলে বন্দসমাস হয়।
এই সমাহার বন্দসমাস হইলে ক্রীবলিঙ্গ ও একবচন হয়।
কিন্তু ইতরেরতর বন্দে সমস্ত ভাগ পরপদের লিঙ্গ পাইয়া
থাকে। বন্দসমাসে প্রাণাঙ্গ, তুর্যাঙ্গ ও সেনাঙ্গবাচক
পদের সমাহার হইবে, যথা—‘পাণিষ্ঠ পাদিষ্ঠ পাণিপাদঃ’
এই স্থলে ইতরেরতর বন্দে পূজারূপে সমাস হইয়া ‘পাণি-
পাদঃ’ এইরূপ হইল। লিঙ্গের ভেদ থাকিলে নদীবাচক
শব্দের সমাহার-বন্দ হইবে। পুংলিঙ্গ ও ক্রীলিঙ্গ বা ক্রীবলিঙ্গ
পরস্পর বিভিন্ন লিঙ্গ হইলেই হইবে। যথা—‘গজাচ শোণাচ

গজাশোণঃ’ এইস্থলে পুংলিঙ্গ ও ক্রীলিঙ্গ শোণ ও গজা শব্দের
সমাস হইল বলিয়া এই বিশেষ সূত্রানুসারে সমাহার-বন্দ
হইল। কিন্তু ‘গজা চ যমুনা চ গজাযমুনে’ এইরূপ হইবে,
কারণ গজা ও যমুনা দুই ক্রীলিঙ্গ শব্দ, এইস্থলে লিঙ্গভেদ
বুঝাইল না বলিয়া ইতরেরতর বন্দ হইল, সমাহার হইল না।

লিঙ্গভেদ থাকিলে দেশবাচক শব্দের সমাহার হইয়া
থাকে। যথা—‘কুরবচ্ কুরুক্ষেত্রকঃ’ এই স্থলে পুংলিঙ্গ ও
ক্রীবলিঙ্গের ভেদ হওয়ার সমাহার হইয়া ‘কুরুকুরুক্ষেত্রঃ’
এইরূপ হইল।

বহুবচনে পশুবাচক, শকুনিবাচক ও কুজ্রজন্তুবাচক পদের
বিকল্পে সমাহার হয়। যথা—‘গাবশ্চ মহিবাশ্চ’ এই স্থলে
পশুবাচক শব্দও বহুবচন হইয়াছে, এইজন্য ‘গোমহিষ’
এইরূপ সমাহার সমাস হইল। কিন্তু ইহা যদি একবচন
হইত অর্থাৎ ‘গোশ্চ মহিবাশ্চ’ এইরূপ বাক্য হইত, তাহা
হইলে সমাহার না হইয়া ‘গোমহিষো’ এইরূপ ইতরেরতর
বন্দ হইত। বহুবচনে ফলবাচক, তৃণবাচক ও তরুবাচক
পদের বিকল্পে সমাহার হয়।

যে সকল অস্ত্র পরস্পর নিত্যবিরোধী বহুবচনে তদ্বাচক
পদের নিত্যসমাহার হয়। গবাশ্চ প্রভৃতির নিত্য সমাহার
হয়। পূর্বাণর প্রভৃতির বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে।

পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয়। শূদ্রবাচী
পদের নিত্যসমাহার হইয়া থাকে। দধিপরসু প্রভৃতির
সমাহার হয় না।

সমাস করিলে সমাসের পর কতকগুলি প্রত্যয় হইয়া
থাকে, তাহাকে সমাসান্ত কহিয়া থাকে। বন্দসমাসে বাহার
উত্তর সমাসান্ত হয়, তাহার বিষয় বলা বাইতেছে। সমাহার
বন্দে চবর্ণান্ত, দকারান্ত, যকারান্ত ও হান্ত শব্দের উত্তর অ
হয়, যথা ‘বাক্ চ বৃচ্চ’ এই স্থলে বৃচ্চ এই শব্দের শেষে
একটি অকার হইল, এই অস্ত্র ‘বাক্ বৃচ্চ’ এইরূপ শব্দ হইল।
বিভা সঙ্ক ও গোত্র সঙ্ক থাকিলে এবং ঞকারান্ত শব্দ
পরবর্তী হইলে ঞকারান্ত শব্দের উত্তর ডা হয়। ডকার
ইং যায়, ঞকার থাকে, যথা—‘হোতা চ পোতাচ’ এই স্থলে
সমাস হইলে হোতৃপোতৃ এইরূপ হইবে, কিন্তু এই স্থলের
মর্ম্মানুসারে হোতৃ এই ঞকারের স্থানে ডা হইয়া হোতা হইল,
তখন ‘হোতাপোতৃ’ এইরূপ হইয়া দ্বিবচনে ‘হোতাপোতারো’
এইরূপ হইল।

বন্দসমাসে পূজ শব্দ পরে থাকিলে ঞযুক্ত শব্দের উত্তর
ডা হয়। যথা—‘পিতাচ পূজাচ’ এই স্থলে পিতৃপুজ না
হইয়া পিতৃ এই ঞকারে স্থানে ডা হইল, অতএব ‘পিতা

‘পুত্রো’ এইরূপ পদ হইল। দেবতাবাচ্যপদের দ্বন্দ্ব হইল ‘পুত্রগণের উত্তর ডা হয়, যথা ‘ইন্দ্রাবরণ,’ ‘মিত্রাবরণ’ ইত্যাদি। ব্রহ্মপ্রজাপতির উত্তর ডা হয় না। যথা—‘ব্রহ্মা চ প্রজাপতিশ্চ’ এই স্থলে ‘ব্রহ্মাপ্রজাপতি’ না হইয়া ‘ব্রহ্মপ্রজাপতি’ এইরূপ হইবে।

দ্বন্দ্ব সমাসে সোম ও বরুণ শব্দ পরে থাকিলে অগ্নি শব্দের উত্তর ইৎ হয়, ত ইৎ বার, ইকার থাকে। দিব্ শব্দের সহিত সমাস হইলে পূর্ববর্তী দিব্ শব্দ স্থানে ভাবা হয়। যথা—‘ভোশ্চ ভূমিশ্চ’ এই স্থলে দিব্ শব্দস্থানে ভাবা আদেশ হইয়া ‘ভাবাভূমী’ এইরূপ হইল। পৃথিবী শব্দ পরে থাকিলে দিব্ স্থানে ভাবা ও দিবস্ হয়। যথা—‘ভাবাপৃথিব্যো দিবস্পৃথিব্যো’। দ্বন্দ্বসমাসে ‘মাতাপিতরো’ এই পদ নিপাত প্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। জায়া ও পতি শব্দে সমাস হইলে ‘দম্পতী, জম্পতী ও জারাপতী’ এই তিনটি পদ হইবে। দ্বন্দ্বসমাস হইলে ‘দ্বীপুংস’ প্রভৃতি পদ নিপাতপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—এক বিভক্তিক হইলে সমানাকার অনেক পদের এক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বিপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ দ্বিবচনান্ত ও বহুপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বহুবচনান্ত হয়। যথা ‘ভরুশ্চ ভরুশ্চ ভরু’ এই স্থলে একটা ভরুপদ অবশিষ্ট রহিল, এবং দুই পদের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া ‘ভরু’ ইহাতে দ্বিবচন হইল। বহুপদ ‘ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলানি’ এই স্থলে তিনটি পদের সহিত সমাস হইয়া একটা পদ অবশিষ্ট রহিল এবং ফল শব্দে বহুবচন হইয়া ‘ফলানি’ এইরূপ হইল।

সমানাকার জীবাত্মক পদের সহিত সমাস হইলে পুরুষ-বাচক পদ অবশিষ্ট থাকে। যথা—‘ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ ব্রাহ্মণো’ এই স্থলে পুরুষবাচক ব্রাহ্মণ পদ অবশিষ্ট রহিল, এবং উহাতে দ্বিবচন হইয়াছে ‘ব্রাহ্মণো’ এইরূপ হইল। জীলিঙ্গ নিমিত্তক আপ জিপ্ প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিরিক্ত অজ্ঞাত অংশে সমানাকার হওয়া আবশ্যিক। শব্দের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য থাকিলে হয় না। যথা—‘হংসশ্চ সারসী চ’ ‘হংসসারসো’ এইরূপ হইল।

ব্যক্তি বিশেষের সংজ্ঞাবাচক পদের একশেষ হয় না। যথা—‘ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাগী চ’ এই স্থলে একশেষ হইল ‘ইন্দ্রে-ব্রাগো’ হইল।

স্বস্তর সহিত ভ্রাতৃর ও ছহিতৃর সহিত পুত্রের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র পদ অবশিষ্ট থাকিবে। যথা—‘ভ্রাতা চ পুত্রা চ’ এই স্থলে ভ্রাতৃ শব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এবং দ্বিবচনে ‘ভ্রাতরো’ এইরূপ হইল। ‘পুত্রশ্চ ছহিতা চ পুত্রো’ এই স্থলে

পুত্র পদ অবশিষ্ট রহিল। ভ্রাতৃ শব্দের সহিত সমাস হইলে পিতৃ শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে।

যথা ভ্রাতা চ পিতা চ, এই থাকে ‘পিতরো’ ও ‘ভ্রাতা পিতরো’ এই দুই পদ হইবে।

স্বস্তর শব্দের সহিত সমাস হইলে স্বস্তর শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে। যথা—‘স্বস্তরশ্চ স্বস্তরশ্চ’ এই দুই পদে ‘স্বস্তরো’ ও ‘স্বস্তরস্বস্তরো’ এই দুই পদ হইবে। নপুংসক ভিন্নের সহিত নপুংসকের সমাস হইলে নপুংসক শব্দ অবশিষ্ট থাকে এবং তৎপলক্ষে বিকল্পে এক বচন হয়। কিন্তু নপুংসকের সহিত হইলে একবচন হয় না। মুক্তবোধ ব্যাকরণে দ্বন্দ্ব সমাসের ‘চ’ এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

দ্বন্দ্বগদ (পুং) স্বস্তোঙ্গো গদঃ। রাগেষ্বাদি রূপ রোগ।

“অহং হরিঃ সর্কমিদং জনাদিনো

নাশ্চ ততঃ কারণকার্যাকাতং।

ঈদৃকমনো যন্ত ন তন্ত ভূয়ো

ভবোত্তরা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥” (বিষ্ণুপুং)

দ্বন্দ্বচর (পুং) স্বন্দেন চরতীতি চর-অচ্। চক্রবাক, ইহার জী-পুরুষ একত্র হইয়া বিচরণ করে, এইজন্ত ইহাদের নাম দ্বন্দ্বচর।

“আবর্তশোভা নভমাতিকান্তে

ভ্রমো ভ্রবাং দ্বন্দ্বচরাঃ স্তনানাং।

জাতানি রূপাবয়বোপমানা-

স্তদ্রবর্তীনি বিলাসিনীনাং ॥” (রঘু ১৬।৩৩)

জিয়াং ভীষু।

দ্বন্দ্বচারিণ (পুং) স্বন্দেন চরতীতি চর-গিনি। চক্রবাক।

দ্বন্দ্বজ (ত্রি) দ্বন্দ্বাৎ জায়তে জন-ড। ১ বায়ু, পিতা ও স্নেহায় মধ্যে দুই দোষ হইতে জাত রোগাদি। ২ কলহ হইতে জাত।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ (ক্লী) বয়োদ্বয়ো যুদ্ধঃ। দুইজনে দুইজনে যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কহে।

দ্বয় (ক্লী) যো অবয়বো যন্ত দ্বি-অবয়বে তয়প্। (সংখ্যায়াম্) অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) ব্যাক্রক, দুই। পর্যায়—

উত, দ্বি, যুগল, দ্বিতর, যুগ, দ্বৈত, যম, দ্বন্দ্ব, যুগ্ম, যমল,

যামল। (হেম)। জিয়াং ভীপু। “অতদ্বরী জিহ্বর

জ্বলরাত্তরে” (নৈষধ)। যে অবয়বে যন্ত অয়চ্। (ত্রি)

২ দ্বিচারিত। কাহার কাহারও মতে জন্ পুরে স্বর শব্দের

সর্বনামতা হয়, কিন্তু অস্ত্র বিতক্তিতে হয় না। শিশুপাল-

বধ প্রভৃতি কাব্যে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়,

যথা—“বরেণ্যচ্যুতান্ বিনীতমার্গাঃ” (মাঘ) জন্ ভিন্ন অস্ত্র

বিতক্তিতেও সর্বনামত্ব হয় না; যথা—“বাথাং বয়েবামপি

মেদিনীভূতাং” (মাঘ)। এই স্থলে ‘বয়েবাং’ এই পদ

সর্বনাম কল্পনা করা অসাধু জানিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্বনাম কল্পনা না করিয়া ধরং বিহং ইচ্ছন্তি ইষ্-কিপ্। এইরূপে পদ সাধিলে আর কোন গোল থাকে না।

দ্রয়স্ (জি) পানিহ্যক্ত প্রত্যয় বিশেষ, প্রমাণার্থে দ্রয়স্ প্রত্যয় হয়, চ ইৎ বার। যথা—‘তদ্র প্রমাণমন্ত উরুদ্রয়সচ্।’ পা ৫২।৩৭।

দ্রয়্যি (পুং) দ্রয়ো বিরূপোহিযির্জ। বৃক্ভের, রাংচি।। পর্যায়—পাঠী, হুদ্যি। [চিত্রক শব্দ দেখ।]

দ্রয়্যতিগ (জি) ধরং অতিগচ্ছতি অতিক্রম্যতীতি ধর-অতি-গম-ড। রজতমোঃগুণশূভ, সত্বগুণযুক্ত, অর্থাৎ যাতার সত্বগুণের প্রাধান্য রজঃ ও তমোগুণ কোনরূপ নিজের ধর্ম প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল সত্বের অধীন হইয়া থাকে। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে, সুবাদি গুণ সকল অন্য গুণকে অভিভব করিয়া নিজের ধর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন সেই গুণের প্রাধান্য কথা যায়। অজ্ঞাত গুণ তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেইরূপ যিনি বিদ্বৎ ‘সত্বগ্রন্থান, তাহাকে দ্রয়্যতিগ কথা যায়। অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণ সত্বের অধীন থাকায় নিজের বিরূপাদি প্রকাশ করিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহার সকল কার্য সত্বগুণের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে অচিরে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান-ভিমির জ্ঞানালোকে বিদূরিত হয়। তখন স্তব্ধ দুঃখ ও মোহ আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অচিরে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। বিবেক জ্ঞানের সহিতই মুক্তি করতলগত হইয়া পড়ে।

দ্রয়্যবিন্ (জি) দ্রয়মন্ত্যন্ত বেদে ‘বহলং ছন্দসি’ মন্ত্যর্থো বিন্, পূর্বপদদীর্ঘশ্চ। বিদ্যযুক্ত। স্থিয়ার্ণীপু।

“দহরণো দ্রয়্যবিনো যাতুধানান্” (অথর্ক ১২৮।১)

দ্রয়ু (পুং) বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং যুক্তা বি-যু-ডু; পূর্বোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। প্রত্যক্ষে হিতবাদী ও পরোক্ষে অপ্ৰিয়বাদী শব্দ।

“দুর্হণাবা উপদ্রয়ুঃ” (ঋক্ ৮।১৮।১৪)

দ্রয় (জি) হু-আবৃত্তো-অচ্। আবরণ কারক। হু-ইন্, বারি।

“সহি ধরো দ্রয়িযু বরো” (ঋক্ ১।৫২।৩)

দ্রাঃস্থ (পুং) দ্রারি তিষ্ঠতীতি দ্রা-ক। দ্রারপাল, দ্রারক্ষক।

“ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্রারপালো নিরূপিতঃ।

স কথং তদগৃহে বাঃস্থ সত্যন্তঃ ভোক্তু মর্তি ॥”

(ভাগবত ১।১৮।৩৪)

২ নলিকেশ্বর। (কুরিপ্রা°)

বাংলা প্রযুক্ত বিসর্গের লোপ করিয়া ‘বাঃ’ এইরূপ পদও হইবে অর্থাৎ বাঃহ ও বাঃ এই দুইরূপ হইবে।

দ্রাঃস্থিত (জি) দ্রারি স্থিতঃ। দ্রারপাল। বিসর্গের বিসর্গে লোপ করিয়া দ্রাঃস্থিত এইরূপও হইবে।

দ্রাঃস্থিতদর্শক (জি) দ্রারি-স্থিতঃ সন্ পশ্যতীতি দৃশ-দৃশু। দ্রারপাল।

দ্রাঃস্থিতদর্শিন্ (জি) দ্রারি-স্থিতঃ সন্ দৃশ-নি। দ্রারপাল।

দ্রাচদ্রারিংশ (জি) দ্রাচদ্রারিংশতঃ পুরণঃ ডটু। যাহাতে দ্রাচদ্রারিংশং সংখ্যা পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা।

দ্রাচদ্রারিংশং (জী) দ্রাধিকা চদ্রারিংশং বিশকত বাহুলকাং আতং। দ্রাধিক চদ্রারিংশং সংখ্যা, ৪২ সংখ্যা।

দ্রাজ (পুং) দ্রাভ্যাং জারতে জন-ড, পূর্বোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। দুই হইতে জাত, অর্থাৎ একজনের ক্ষেত্রে ও অপরের ঔরসে জন্মিলে তাহাকে দ্রাজ কথা যায়, ইহাকে জারজ বলাও যাইতে পারে।

“নামনির্কটনং তত্ত্ব দ্রোকমেকং পুরা শ্রু।

মুঢ়ে। তদ্র দ্রাধিমং তদ্রদ্রাজং বৃহস্পতিঃ।

যাতৌ যদ্রুক্। পিতরৌ তদ্রদ্রাজ মথাক্ষরং ॥” (ভাগ° ৯।২০।৩৮)

‘তদ্র প্রথমং পুত্রং দ্রাক্। যাতৌ মমত্যাং বৃহস্পতি রাহ।

ইমং পুত্রং তদ্র, পুত্রাণ, তুর্ভবিতমীতি চেতত্য়াহ, দ্রাজঃ একত্ব ক্ষেত্রে অন্তত্ব বীজেন ইত্যাদিরূপং দ্রাভ্যাং জাতং অন্তত্ব-তাপি অয়ং পুত্রঃ ইতি তদ্রাং ন তদ্রশকা’ (ত্রীধরস্বামী)

বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া উত্থাবনিতা মমত্যাং গর্ভাবস্থায় সঙ্গত হন, ঐ বীর্ষ ভূমিতে নিরীক হইয়া তৎক্ষণাৎ এক কুমার জন্মগ্রহণ করিল। স্বামী পাছে ব্যাধিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া মমতা ঐ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উত্তত্ব হইল। সেই সময় দেবগণ ঐ স্থলে আসিয়া কহিলেন, এই বালক একের

বীর্ষে ও অন্তের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে, অর্থাৎ দ্রাজ। অজ্ঞায়রূপে

দুইজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বামী হইতে কোন

ভয় করিওনা, তোমার স্বামীর তনয় বলিয়াই জানিবে।

ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা উত্তর করেন, ‘ভূমিও ইহাকে

পোষণ কর, আমাদের দুইজন হইতে অজ্ঞায়রূপে এই বালক

জন্মিল। একা আমি কেন ইহাকে ভরণ করিব?’ এইরূপে

মমতা ও বৃহস্পতি এই দুইজনে পরস্পর বিবাদ করিয়া জাত

বালককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ঐ বালক ‘তদ্রদ্রাজ’

নামে খ্যাত হইয়াছিল। (ভাগ° ৯।২০ অ°) [তদ্রদ্রাজ দেখ।]

দ্রাক্সিংশং (জী) দ্রাধিকা দ্রিংশং, ততো আতং। (বাতিনঃ

সংখ্যায়ং। পা. ৬।৩৪।৭) দুই অধিক দ্রিংশং সংখ্যা,

৩২ সংখ্যা।

“দ্রাক্সিংশং প্রসবে নারীযান্দ্রাক্সিংশংদগমে নৃণাং।” (ষোড়শব্রহ্ম)

দ্বাত্রিংশদপরাধ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ অপরাধঃ কর্ণধা ।
৩২ প্রকার অপরাধ ভেদ, দেবতার নিকট যান বা পাছুকার
যারা গমন, তৎসরীপে প্রণাম না করা ইত্যাদি এই ৩২
প্রকার দোষের বিষয় তত্ত্বসারে উল্লিখিত হইয়াছে ।

[দোষ দেখ ।]

দ্বাত্রিংশলক্ষণ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি শুভলক্ষণানি যন্ত ।
শুভলক্ষণবিত, মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত মনুষ্য, যাহার দ্বাত্রিংশৎ
শুভলক্ষণ থাকে, তিনি রাজরাজ্যবিরাজ হইয়া থাকেন ।
যাহার দেহের উচ্চতা ও বিস্তৃতির পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল
হয়, স্বক, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত ও অঙ্গুলির পর্ক সমূহ
এই পাঁচটা সূত্র হয়, যাহার হস্ত, নেত্র, হৃদ, জাহ্নু এবং
নাসিকা এই পাঁচটা দীর্ঘ হয়, যাহার বক্ষঃ, কৃষ্ণি, অলক,
হৃদ, কর ও বস্ত্র এই ৬টা উন্নত, যাহার হস্ততল,
নেত্রের কোণ, তালু, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ ও নখ এই ৭টা
রক্তবর্ণ, যাহার ললাট, কটি ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, হস্ত কঙ্কণের
পৃষ্ঠদেশের স্তার কঠিন, এবং পাদদ্বয় কোমল, তাহার
রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকে । এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ ।

“পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চস্থলঃ সপ্তরক্তঃ সড়রতঃ ।

ত্রিপুণ্ড্রযুগন্তীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণব্রিতি ॥” (কাশীখ* ১১ অ*)

যাহাদের পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ ও পঞ্চাবয়ব স্থল, সপ্ত প্রদেশ
রক্তবর্ণ, ষট্ প্রদেশ উন্নত, ও ত্রিপ্রদেশ পুণ্ড্র, লঘু এবং
গন্তীর এই ৩২ প্রকার লক্ষণকে দ্বাত্রিংশলক্ষণ কহে ।
এই লক্ষণ অতি শুভ । যাহারা এই লক্ষণাক্রান্ত হন, তাহার
সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন ।

দ্বাদশ (নু) (ত্রি) দ্বাদশিকা দশ, ততো আত্মঃ (ঘাটন ইতি ।
পা ৬০।৪৭) দুই অধিক দশ, ১২, দ্বাদশ সংখ্যা, তৎসংখ্যায় ।
এই শব্দ নিন্তা বহুবচনান্ত এবং ত্রিলিঙ্গেই শব্দরূপ এক
প্রকার হইবে । দ্বাদশবাচক শব্দ—স্বর্ষা, মাস, রাশি,
সংক্রান্তি, গুহবাহ, সারিকোষ্ঠ, গুহনেত্র, বাজমণ্ডল ।

(কবিকরলতা)

দ্বাদশ (ত্রি) দ্বাদশানাং পূরণঃ ইতি ডট্ (তত্ত পূরণে
ডট্ । পা ৫।২।৪৮) দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ, বারই ।

• “গর্ভাষ্টমেত্বে কুর্কীত ব্রাহ্মণতোপনয়নং ।

গর্ভাদেকাদশে রাজো গর্ভাচ্চ দ্বাদশে বিশঃ ॥” (মহু)

২ মহাদেব ।

“দ্বাদশজ্ঞানশচাত্তো বজ্রো যজ্ঞসমাহিতঃ ।”

(ভারত শল্য* ৪৬ অ*)

দ্বাদশক (ত্রি) দ্বাদশ সংখ্যাক কনু । ১ দ্বাদশ সংখ্যাবিত
পগরূপ দণ্ডাদি ।

“বৈজ্ঞে তদ্বিধগণ্যকৃজে দ্বাদশকো দমঃ ।” (মহু)

দ্বাদশানি সংখ্যা কনু । ২ দ্বাদশ সংখ্যা ।

“ব্রাহ্মণস্ত পরিজ্ঞাণং গবাং দ্বাদশকন্ত চ ॥” (মহু)

দ্বাদশকর (পুং) দ্বাদশকরা ভূজায়ত । ১ কার্ত্তিকের । ২ বৃহ-
স্পতি । ৩ শূলযোগ । ৪ হর্ষণযোগ । ৫ কুমারাহুচর গণভেদ ।

“অনন্তোদ্বাদশভূজতথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকো ।”

(ভারত শল্য* ৪৬ অ*)

দ্বাদশকরাঃ কিরণা যন্ত । ৫ দ্বাদশাক্ষিযুক্ত জীব ।

(জী) ৬ ভৈরবীভেদ ।

“ভৈরবীকরণবিভা চ ভূজৈর্দ্বাদশভিযুতঃ ।” (হেমাক্রি* ব্রতধ*)

দ্বাদশতেলী, বাণালার নিম্নত্রেণীহ তেলীদিগের শাখা বিশেষ ।

দ্বাদশশ (ত্রি) যৌ চ দশ চ দ্বাদশিকা বা দশ । দুই অধিক দশ-
সংখ্যা, ১২ সংখ্যা । ২ তদযুক্ত, দ্বাদশ সংখ্যায়ুক্ত ।

“দ্বাদশপ্রতিমাত্তানি আত্মং বাসাসিকৈ তথা ।” (তিথিত*)

দ্বাদশপত্রক (ক্লী) দ্বাদশ অক্ষরাণি পত্রাণি যন্ত । যোগবিশেষ,
বৈশাখাদি রূপে করিত দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ভগবানের মন্ত্ররূপ
যোগভেদ, “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর-
যুক্ত মন্ত্র । ইহার বিষয় বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত
আছে, স্বয়ং পিতামহ সনৎকুমারকে দ্বাদশপত্রক যোগ শিক্ষা
দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

শিখাসংস্থ ঔকার মন্তক, মেঘরাশি, বৈশাখ মাস, প্রথম
পত্র । নকার ললাটদেশে বৃষরাশি, জ্যৈষ্ঠমাস দ্বিতীয় পত্র ।
মোকার বাহুযুগল, মিথুনসংস্থিত, আষাঢ় মাস তৃতীয় পত্র ।
ভকার পক্ষযুগল কর্কটরাশি সংস্থিত, শ্রাবণ মাস চতুর্থ পত্র ।
গকার হৃদয় সিংহরাশিসংস্থিত, ভাদ্র মাস পঞ্চম পত্র । বকার
বাক্যানিচয় কন্ধ্যাশিসংস্থিত, আশ্বিন মাস ষষ্ঠ পত্র ।
তেকার অন্তসমূহ তুলারাশি সংস্থিত, কার্ত্তিক মাস সপ্তম পত্র ।
বাকার নাভিদেশ বৃশ্চিকরাশি সংস্থিত, অগ্রহায়ণ মাস
অষ্টম পত্র । জুকার জঘনদেশ ধনুরাশিসংস্থিত, পৌষমাস
নবম পত্র । দেকার উরুযুগল মকররাশি সংস্থিত, মাঘ মাস
দশম পত্র । বাকার জাহ্নুযুগল, কুম্ভরাশি সংস্থিত, ফাল্গুন
মাস একাদশ পত্র । বকার চরণদ্বয় মীনরাশি সংস্থিত,
চৈত্র মাস দ্বাদশ পত্র । “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়”
এই দ্বাদশবর্ণযুক্ত চক্র, অষ্টবর্ণে নাভিদেশে এক তৃতীয় বাহ
একমুষ্টি । ইহাই কেশবের দ্বাদশ পাকযোগ, এই যোগ যাহারা
অবগত হয়, তাহাদের আর অন্যমুভ্যরূপ ছঃখভোগ করিতে
হয় না । (বামন-পুরাণ ৩২ অ*)

* “পিতামহোহপি তৎপুত্রং সাধ্যং সন্নিদে রতঃ ।

সনৎকুমারং জোবাচ যোগং দ্বাদশপত্রকং ॥”

বাদশপুত্র (পূঃ) ঔরঙ্গাবাদ বাদশবিধ পুত্র, ইহার বিবরণ বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ বিবৃত আছে। ‘অথ বাদশপুত্র-উৎস’। (বিষ্ণুঃ ১৫১)

পুত্র বাদশবিধ হইয়া থাকে। বীর পরীক্ষাণের মধ্যে বাদশবিধ সংস্কৃত। পত্নীতে আপমান উৎপাদিত পুত্র-ঔরঙ্গ, ইহা প্রথম। নিরোগধর্মীস্বারে সপিত, সপোত্র, সর্ব বা উত্তমবর্ণ পুত্র কর্জ উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, ইহা দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়। ইহার যে পুত্র হইবে, সেই আমার পুত্র হইবে, অর্থাৎ প্রাচ্যাদি কার্যস্বারী হইবে, এই বলিয়া পিতা কর্জ যে কস্তা প্রদত্ত হয়, সে পুত্রিকা; এই পুত্রিকা বাদশবিধানে অপ্রদত্তা, অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া হিরীকতা। প্রাতীনা কস্তাও পুত্রিকা পদবাচ্য জানিতে হইবে।

শিখাসংহিতাং কংকারং যোবোহন্ত শিরসি হিতঃ।

মাসো বৈশাখনামা চ প্রথমঃ পত্রকং স্মৃতঃ।

নকারঃ শিরসি প্রোক্তো ব্রুবোহন্ত শিরসি হিতঃ।

জ্যৈষ্ঠমাসক তৎপত্রঃ দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ষিতঃ।

মোকোরো ভূজরোহিঃ মিথুনঃ তত্র সংহিতঃ।

মাস আষাঢ়নামা চ তৃতীয়ঃ পত্রকং স্মৃতঃ।

ভকারো নেত্রমূলং কর্কট স্তত্র সংহিতঃ।

মাসঃ শ্রাবণ ইতুজ্যৈষ্ঠপুত্রং পত্রকং হিতঃ।

গকারো জননং প্রোক্তং সিংহে বসতি তত্র চ।

মাসো ভাদ্রপদা প্রোক্তঃ গকারং পত্রকং স্মৃতঃ।

বকারং কবচং বিদ্যাং কস্তা তত্র প্রতিষ্ঠিতা।

মাসচাখবুজো নাম বর্ষং তৎপত্রকং স্মৃতঃ।

তেকার মন্ত্রগ্রাসক তুলারাপিত্তাশ্রয়ঃ।

মাসক কার্তিকোনাম সপ্তমঃ পত্রকং স্মৃতঃ।

বাকারো নাস্তিসংযুক্তঃ হিতস্তত্র চ বৃশ্চিকঃ।

মাসো মার্গশিরাোনাম ষষ্ঠমঃ পত্রকং স্মৃতঃ।

হকারো জঘনঃ প্রোক্তস্তত্র যজ্ঞ ধর্ম্মরঃ।

পুযোতি গদিতো মাসো মঘমঃ পরিকীর্ষিতঃ।

দেকারচোক্তমূলং মকরোহপ্যত্র সংহিতঃ।

মাসো মৈশ্বিনগদিতো মাস পত্রকং দশমঃ স্মৃতঃ।

বাকারো মাহুবুগলং কুন্ত স্তত্রাপি সংহিতঃ।

পত্রকং কান্তনং প্রোক্তং তদেকাদশমুত্তমঃ।

পাদো বাকারো বীনো হি স চৈত্রে বসতে স্মে।

ইত্য বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কেশবত্ব হি।

বাদশাং তথা চক্রং বরাতিবিভূজস্তথা।

বিষ্ণুহবেকবৃশ্চিক তথোক্তঃ পরমেশ্বরঃ।

এতত্তমোক্তং দেবত্ব রূপং বাদশপত্রকং।

বসিন্ধু জাতে মুনিক্লেষ্ঠ ম কুরো মরণং তৎবেৎ ॥” (বাদশপুত্রাণ ৩২ অং)

চতুর্থ পৌনর্ভবপুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা অর্থাৎ পুনঃসংস্কৃত সহিত পরীক্ষিতা, অক্ষতা অর্থাৎ অশুপত্নীতা অথচ বান্ধিতা, ইহাকে পুনর্ভু কহে এবং পরোপত্নীতা পুনঃসংস্কৃতা না হইলেও অর্থাৎ একজনের সহিত বাগদান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুত্রবাস্তবের সংসর্গদ্বিত হইলেই পুনর্ভু হইবে। প্রথম কানীনপুত্র, বাহা কস্তা-কালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়, যে ঐ কস্তার পাণিগ্রহণ করিবে, উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। বর্ষ গুটোৎপন্ন পুত্র, যামিগৃহে প্রোক্তভাবে অর্থাৎ পুত্রবাস্তবের দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে গুটোৎপন্ন কহে। বাহার পরীক্ষিত ঐ পুত্র উৎপন্ন হইবে, ঐ পুত্র তাহারই জানিতে হইবে।

সপ্তম সহোদ্রপুত্র, যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরীক্ষিত হয়, তাহার সেই গর্ভোত্তম পুত্র সহোদ্র, ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের হইয়া থাকে। অষ্টম মন্তকপুত্র, মাতাপিতা বাহাকে প্রদান করিয়াছে, ঐ পুত্র তাহার। [দত্তক দেখ।]

নবম ক্রীতপুত্র, যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে, ঐ পুত্র তাহার। দশম বরমুপাগত, যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃ লবধেন-পূর্বক বরং একজনের শরণাগত হয়, তাহাকে বরং উপাগত কহে। বাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র, পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ, যে এই পুত্রকে গ্রহণ করিবে, এই পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র বাদশ। এই বাদশবিধ পুত্র, ইহাদের মধ্যে পরোক্ষিণিত অপেক্ষা পুত্র পূর্বোক্ষিণিত পুত্রই প্রধান, সেই সেই পুত্রই পিতার বনাধিকারী হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুঃ ১৫ অং)

বশিষ্ঠসংহিতায়ও বাদশবিধ পুত্রের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বধা—পরীক্ষিতা নিজ ভাৰ্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিত পুত্র প্রথম। এই পুত্র না হইলে নিযুক্ত বীর পরীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, অভিসন্ধিপূর্বক পায়ে প্রদত্ত প্রাতৃশূক কস্তা পিতারই পুত্র রূপে প্রাপ্য, তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্র রূপে প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে যে, ‘যামি তোমাকে প্রাতৃশূক অগুরুতা কস্তা দান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।’ পৌনর্ভবপুত্র চতুর্থ, যে নারী বাগদানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস-পূর্বক তদীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্তি হয় সে পুনর্ভু এবং যে নারী স্ত্রী, পতিত বা উন্নত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের বরণ করে, অথবা স্বামীর মরণে পত্নীত্ব গ্রহণ করে, সেও পুনর্ভবপুত্র। কানীনপুত্র গন্ধ, অপরিক্ষিত।

অবস্থার পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন। পতিভৈরা বলেন, ঐ পুত্র মাতামহের পুত্র কানীন। অমতা কতা অমুদ্রণ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান হন, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিতৃ দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গুচোৎপন্ন, ইহা বর্ষ পুত্র। বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এই প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী ও পিতাকে মহাত্ম্য হইতে পরিজ্ঞাপ করে। আর ৬ প্রকার পুত্র বনে অনধিকারী হইয়া থাকে। প্রথম সহোচ পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম সহোচ। দ্বিতীয় দত্তকপুত্র, জনক জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম দত্তক। তৃতীয় ক্রীতপুত্র, শুনঃসেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীর্গতকে তাহার পুত্র বিক্রয় করিতে অমুরোধ করেন, এবং পশু বৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ অন্নপাণ্ডিত পুত্র, ইহা শুনঃসেফ বিবরণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—পূর্বকালে শুনঃসেফ হুপ-কাঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে দ্রব করেন। দেবগণ তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋষিকগণ সকলেই বলিল, এই বালক আমার পুত্র হউক। একজন ঋষিকগণকে কহিল, আপনারা সকলেই ইহাকে পুত্র হইতে বলিতেছেন, একজন বহুবাক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব। তাহার দ্বিগ্ন করিয়া দিলেন, এই বালক বাহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে, তাহারই পুত্র হইবে। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন, শুনঃসেফ তাহারই পুত্র হইল। পঞ্চম অপবিত্র পুত্র, মাতা পিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার অপবিত্র সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র। এই বড়বিধ পুত্র ধনাধিকারী হয় না। পূর্বের বড়বিধ ও এই বড়বিধ এই দুয়ে বাদশ-বিধ পুত্র, যদি পূর্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও ধনাধিকারী হইবে।

(বশিষ্ঠসংহিতা ১৭ অ°) [পুত্র দেখ।]

বাদশপ্রসূত (ত্রি) বাদশ প্রসূতরঃ সন্ত্যজ অচ্। বাদশ প্রসূতিযুক্ত সন্ত্যজোক্ত বস্ত্রভেদ। ইহার বিষয় সূক্তে এইরূপ লিখিত আছে—অক্ষপরিমিত সৈন্ধব, দুই প্রসূতি মধু, একত্র করিয়া তিন প্রসূতি স্নেহ তাহাতে দিয়া পুনর্বার মধুন করিবে। সকল মিশ্রিত হইলে এক প্রসূতি কক, ও চারি প্রসূতি কবায়, অবশেষে প্রক্ষেপ জ্বা দুই প্রসূতি দিতে হইবে। এইরূপে বস্ত্র জ্বা বাদশ প্রসূতি পরিমাণে করনা করিবে। পূর্ণমাত্রার এই পরিমাণ। মাত্রা কম হইলে সেই অনুসারে প্রসূতিও কম হইবে। এইরূপ

সৈন্ধব হইতে জ্বাব্য পৰ্য্যন্ত জ্বা সহযোগে স্নিগ্ধ বস্ত্র করনা করিতে হইলে তাহারিগের পরিমাণ বরস অনুসারে করনা করিতে হইবে। (সূক্ত চিকিৎসিতহান ৩৮ অ°) *

বাদশভাব (পুং) বাদশ গুণিতোভাবঃ। জ্যোতিষতত্ত্বোক্ত তদ্বাদি বাদশভাব। জন্মকালীন লগ্ন স্থান হইতে বাদশটী রাশি ভঙ্গ প্রভৃতি করিয়া বাদশটী নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, এইজন্ত ইহাকে বাদশ ভাব কহে। ইহার বিষয় নীপিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি, সর্বল কি দুর্বল, তত্ত্ব অর্থাৎ শরীর ক্রীণ কি স্থূল, ক্রম বা দীর্ঘ, এবং শিথিল বা দৃঢ়, কল্যাণ অর্থাৎ কলাপ, লগ্নে এই সকলের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে ধন ও কুটুবেশ বিষয় নিরূপণ করিবে। লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে বিক্রম, সহোদর এবং যুদ্ধ বিষয় বিবেচনা করিবে। চতুর্থ স্থানে বন্ধু, বাহন, স্বপ্ন ও আশ্রয় স্থির করিবে। পঞ্চম স্থানে বুদ্ধি, মন্ত্রণা এবং পুত্র নির্ণয় করিবে। ষষ্ঠ স্থানে ক্ষত ও শত্রু এবং সপ্তম স্থানে কাম, স্ত্রী ও পথ নিরূপণ করিতে হইবে। অষ্টম স্থানে আয়ু, মৃত্যু এবং রক্ত অর্থাৎ অপবাদ বা পাপচিন্তা করিবে। নবম স্থানে গুরু, (কেহ কেহ গুরু শব্দের এই স্থানে পিতা মাতা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,) তপ, অর্থাৎ পুণ্য, ভাগ্য ও মন ইহার বিষয় স্থির করিবে। দশম গৃহে মান, আজ্ঞা এবং কর্ম স্থান বিবেচনা করিবে। একাদশ গৃহই প্রাপ্তি ও আর স্থান। প্রায়শ্চিন্তা মতে এই স্থানে বিজ্ঞা ও অর্থ প্রাপ্তির বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে। বাদশ স্থানে মন্ত্রী এবং ব্যয় নিরূপণ করিবে।

* সামর্থ্যং তত্ত্ব কল্যাতে সমুদয়ে বিত্তং কুটুং ততো বিক্রান্তিং সহজং তৃতীয়ভবনে বোধক সন্ধিস্তয়েৎ।
বন্ধুং বাহনস্থানয়ানি পিত্তো ধীমন্ত্রপুত্রান্ততঃ
বর্জ্যেহ ক্ষতবিধিযৌ মম গৃহে কামং স্থিরং বস্মাচ।
রক্তায়ুর্মৃত্যোরহষ্টমে গুরুতপোভাগ্যানি চিন্ত্য ততো মানীজ্ঞান্পদকর্মণাং দশমভে কুর্য়ান্ততশ্চিন্তনং।
প্রাপ্ত্যাব্যবহাচিন্তয়েৎ তবগৃহে রিপুক্ষেত্রে মন্ত্রিষ্যৌ সৌম্যস্বামীযুতীকর্ণৈরুপচয়ন্তেবাং কতিব্রতথাঃ ॥

* "দ্বাদশৌ সৈন্ধবস্ত্যাকং মধুনঃপ্রসূতিযমঃ।
বিশিষ্টা ততো দপ্যং স্নেহতঃ প্রসূতিযমঃ।
একীভূতে ততঃ স্নেহে ককতঃ প্রসূতিঃ কপিং।
সমুচ্ছিতে কবায়ত চতুঃপ্রসূতিসমিতং।
বিতরেজ তদাবাস মত্রে বিপ্রসূতোমিতং।
এবং একত্রিতো বস্ত্রবাদশ প্রসূতো ভবেৎ।
জ্যোতিষা যলু মাত্রায়া অমাগমিমাত্রিতঃ।
অপহাসে তিবঙ্গুর্ধ্যাং তত্ত্বপ্রসূতিহাপনঃ।

“অসাত্ত্বগণ্যোঃ যন্তে চাষ্টমে মৃত্যুরক্ষণোঃ ।

ব্যস্তত্বাদশ স্থানে বৈপরীত্যে চিন্তনং ॥” (নীলিকা)

এই যে বাদশ ভাবের বিষয় কথিত হইল, পূর্বেও তাবস্থিত গ্রহগণ যদি শুভগ্রহ এবং স্ব স্ব ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা মিলিত হয়, ও সেই ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট কিংবা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই ভাবের হানি নিরূপণ করিতে হইবে। যে যে ভাবে যে সকল চিন্তা উক্ত হইয়াছে, ঐ সময়ের ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় সেই সেই ভাবাগর রাশির এবং তাহার অধিপতি কুল সৌম্য ইত্যাদি গ্রহের বর্ণ ও আকৃতির দ্বারা রক্তাভা প্রভৃতি, মূলতা ও ধর্মতা, এবং রাশির বলাবল ও তাহার ক্রিয়াকলাপ করিতে সমর্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত সকল ফলের নির্ণয় করিতে হইবে।

শুভগ্রহ এবং অধিপতিগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যে ফলের আধিক্য উক্ত হইয়াছে, তাহার বাসস্থলও নির্ণীত হইতেছে। যন্ত স্থানে শত্রু এবং ভ্রণ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, বাদশ স্থানে ব্যস্ত ইহার বিপরীত চিন্তা করিবে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি কোন গ্রহ যন্ত স্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ভ্রণ ও শত্রু বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহার হানি করিবে। আর ঐ গ্রহ যদি ঐ স্থানে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই স্থির করিতে হইবে। অষ্টম বা বাদশ স্থানে ঐরূপ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ফলের হানি এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হইলে ফলের আধিক্য জানিতে হইবে। অষ্টম স্থানে মৃত্যু এবং রক্ষের বিপরীত ফল উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কেবল ঐ উভয়েরই বিপরীত ফল হইবে। আয়ুর বিপরীত ফল হইবে না। কেবল বাদশ স্থানে একমাত্র ব্যয়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে। মৃত্যুর বিপরীত ফল ঘটিবে না।

তদু প্রভৃতি যে বাদশভাব উক্ত হইল, ততস্ত্রাবাগর গ্রহ সকলের ক্ষুদ্র গণনা ব্যতীত তাহার ফলাফল সাধন করা যায় না। যেমন লয় স্থানকে তদুভাব, এবং তৎপর রাশিকে ধনভাব বলিয়া এই স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহাকে ধন-ব বলিয়া যদি তাহার ফলাফল বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ফলের সহিত ঐক্য হয় না। যদি গ্রহক্ষুদ্র করিয়া কল্পা হয়, তাহা হইলে সকল ফলের সহিত ঐক্য হইয়া। এই কারণে রবি প্রভৃতি গ্রহের ক্ষুদ্র, তৎপরে ও ভাবলক্ষি ইত্যাদি সমুদায় গণনা করা উচিত। প্রথ-

মতঃ গ্রহদিগের ক্ষুদ্র গণনা করিয়া পরে ফলাফল নির্ণয় করিবে।

তদ্বাদি বাদশ ভাবের মধ্যে যে যে ভাবে গ্রহ সকল থাকিবে, ঐ গ্রহগণ যদি সর্ব্ব প্রকারে ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখ পায়। পণ্ডিতগণ তদ্বাদি বাদশ ভাবের সমস্ত ভাবে গ্রহগণের স্থিতি দ্বারা তাহাদিগের লক্ষিতাদি ভাব বিবেচনা করিবেন এবং ঐ সকল গ্রহের বলাবল বিচার করিয়া ফলের নির্ণয় করিবেন। যদি তদ্বাদি বাদশ স্থানের কোন স্থানে দুইটি বা ততোধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা এক গ্রহ লজ্জিত এবং গর্জিত ইত্যাদি ভাবের কিংবা ভাব-ভ্রম যুক্ত হয়, তাহা হইলে মিশ্রফল পাইবে। সেই সেই গ্রহ যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি এবং সর্বল হইলে সম্পূর্ণ ফল হইবে। যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ দশম স্থানে লজ্জিত, ত্রিবিদ, কিংবা ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ থাকে, তিনি দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। যাহার পঞ্চম স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সম্ভাবনা নাশ হয়, কেবল একমাত্র জীবিত থাকে। ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ যাহার লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত করেন, তাহার জীবনাশ হয়।

গ্রহগণের শয়নাদি বাদশটি ভাব আছে—শয়ন, উপবেশন, নেত্রপাণি-প্রকাশক, গমনেচ্ছা, গমন, সভাবসতি, আগমন, ভোজন, নৃত্য, লিপ্সা, কোতুক ও নিদ্রা এই বাদশ ভাব। রব্বাদি নবগ্রহের শয়নাদি বাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে তৎকালে গ্রহগণ কোন নক্ষত্রে স্থিতি করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিপতি নক্ষত্রদ্বারা গ্রহকে পূরণ করিবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিপতি যে নবাংশভাবে অবস্থিত করেন, সেই নবাংশ পরিমিত অক্ষদ্বারা ঐ পূরিত অক্ষকে গুণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্ম-নক্ষত্র ঐ অক্ষে যোগ করিয়া জন্মলগ্ন সংখ্যক অক্ষ ও উদয়া-বধি জাতলগ্ন তাহাতে মিলিত করিবে। পরে ঐ সকল অক্ষকে ১২ দিবা ভাগ করিলে সেই অক্ষসংখ্যায় বাদশভাব প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ যদি শেবাঙ্ক ১ থাকে, তাহা হইলে শয়নভাব বিবেচনা করিতে হইবে।

রবি গ্রহের শয়নাদি ভাব গণনা করিবার সময়ে বাদশ লক্ষ্যবিশিষ্ট অক্ষে ৫ যোগ করিবে এবং চন্দ্রগ্রহের তিন, মঙ্গলের দুই, বুধের তিন, বৃহস্পতির পাঁচ, শুক্রের তিন, শনির তিন, রাহুর চার ও কেতুর পাঁচ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিবে। যুক্ত বাদশের অধিক হইলে পুনরায়

টুহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে ভাব বোধ হইবে। যদি দ্বিত শেবাৎ এক হয়, তাহা হইলে শরমভাব, এইরূপে ভাগশেব দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে।

রবির ১৬ বিশাখা, চন্ডের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পূষা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষ। এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত।

এই শরনাদি দ্বাদশভাবে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মতান্তরে শরনাদি দ্বাদশভাব। শরনাদি দ্বাদশভাব বিচার করিতে হইলে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অক্ষদ্বারা স্থাাদি গ্রহসংখ্যক অক্ষকে গুণ করিবে। পুনরায় ঐ অক্ষকে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করা যাইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র তাহাতে যোগ করিতে হইবে। পরে লগ্ন সংখ্যক অক্ষ ও জাতদণ্ড পরিমিত অক্ষ এই উভয়ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ক্রমে শরনাদিভাব স্থির করিতে হইবে।

অন্তবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অক্ষদ্বারা গ্রহ সংখ্যক অক্ষকে ৯ দিয়া গুণ করিবে এবং যে গ্রহের ভাব গণিত হইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র এবং জাতদণ্ড, আর লগ্নপরিমিত অক্ষ গুণফলে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভাববোধক হইবে।

অন্তবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অক্ষ বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া তাহাকে গুণ করিবে এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রে পরিমিত অক্ষ পূর্বগুণিত অক্ষে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা দ্বাদশাদি ভাবের কোন ভাব, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

মনে কর একটা বালক বৃষলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ বালকের জন্মকালীন মেঘরাশিতে রবি গ্রহ আছে, ঐ গ্রহের দ্বাদশভাব গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। মেঘরাশিপরিমিত অক্ষ এক, ঐ রবিগ্রহের পরিমিত অক্ষও এক, এখানে মেঘরাশিপরিমিত এক অক্ষদ্বারা রবিগ্রহের এক পরিমিত অক্ষকে গুণ করিলে ইহার গুণফল এক হইবে। পরে ঐ গুণফলকে পুনরায়

৯ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৯ হইবে। এক্ষণে গ্রহাদির বীর নক্ষত্র যোগ করিবার রীতি প্রদর্শিত হইতেছে।— রবির নক্ষত্র বিশাখা, উহার পরিমিত অক্ষ ১৬, পূর্বোক্ত গুণফল ৯ ইহার সহিত যোগ করিয়া ২৫ পরিমিত অক্ষ স্থাপিত করিবে। অনন্তর ঐ কথিত জাত বালকের উদয়াবধি জাতদণ্ড ও ঐ দণ্ড থাকার ঐ দণ্ড পরিমিত অক্ষ ৬, এবং বৃষলগ্ন পরিমিত অক্ষ এই উভয় অক্ষ আর ঐ ২৫ অক্ষ যোগ করিলে যুক্তাঙ্ক ৩৩ হইবে। এই ৩৩কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে লঙ্কাঙ্ক দুই, আর শেবাৎ ৯ থাকিবে এবং লঙ্কাঙ্ক পরিভাগপূর্বক শেবাৎ লইয়া ভাগ বিচার করিবে। এইস্থলে শেবাৎ নয় থাকায় গ্রহের ভোজন ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতএব এই জাত বালকের রবিগ্রহ ভোজন ভাবে রহিয়াছে, ইহা স্থির করিতে হইবে। যেরূপ রবিগ্রহের শরনাদি ভাব-গণনার উদাহরণ দেওয়া গেল, যদি রবি মেঘরাশিতে না থাকিয়া বুধাদি কোন রাশিতে থাকিলে তাহা হইলে ২৩০৪ ইত্যাদি ক্রমে ১২ পর্যন্ত অক্ষ হইবে, রবি প্রভৃতি গ্রহের রাহ ও কেতু লইয়া ৯ পর্যন্ত অক্ষ হইবে। এইরূপে দ্বাদশভাব গণনা করিয়া গ্রহদিগের বলাবল ও শুভাশুভের বিষয় স্থির করিতে হইবে।

(সঙ্কেতকৌমুদী)

দ্বাদশমল্য (রী) দ্বাদশবিধং মন্তঃ। পুণ্ড্রোক্ত দ্বাদশবিধ মন্তঃ।

“পানসং জাক্ষমাধুং খাজ্জং তালমৈক্ষবং।

মাধ্বীকং টকমাধ্বীকং মৈরয়ং নারিকেলজং॥

সমানানি বিকারায় মন্ত্যন্তেকাদশৈব তু।

দ্বাদশক্ভ পুরামন্তং সর্বেষামধমং নৃতং॥” (পুণ্ড্র)

পানস, জাক্ষ, মাধু, খাজ্জ, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টকমাধ্বীক, মৈরয়, নারিকেলজ সম্মিলিত একাদশ মন্ত, এ ছাড়া পুরা লইয়াই দ্বাদশ, ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

দ্বাদশমল (পুং) দ্বাদশগুণিতোমলঃ। অত্রিসংহিতোক্ত মনুস্মৃতিগের দ্বাদশ প্রকার মল।

“বলা শুক্র মন্ত্ৰুং মজ্জং সূত্রবিট্ কর্ণবিট্ নখাঃ।

শ্লেয়াস্থি দৃষিকা বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥” (অত্রিসং)

বলা অর্থাৎ চর্কি, রেত, রক্ত, মজ্জা, সূত্র, বিট্টা, নাসিকা-মল, কর্ণমল, নখের মল, শ্লেয়া, নেত্রজল ও নেত্রমল এই দ্বাদশটা শারীরিক মল জানিতে হইবে। যিনি ইহা শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাহার কর্তব্য যে, বিট্টাসূত্র ভ্যাগ করিয়া লিঙ্গে একবার, শুষ্ক তিনবার, বামকরে দশবার ও উভয় হস্তে সাতবার করিয়া জল সহিত স্তুতিকা প্রদান করিবে। এই পৌচ নিয়ম গ্রহের পক্ষে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহা দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাবলীর

পক্ষে উহার তিনগুণ এবং যতির পক্ষে চারি গুণ। বিষ্টা মুক্ত ভ্যাগের পর শুদ্ধ হইয়া আচমন করিয়া ইঞ্জির হিঙ্গ সকল স্পর্শ করিবে। বেদাধ্যয়ন কালে ও অন্নভোজন করিয়া সর্কদা এইরূপ আচমন করিতে হইবে। দ্বাদশবিধ দেহ মলের এইরূপে শুদ্ধি হইয়া থাকে। (মহু ৬ অ°)

দ্বাদশমাস (পুং) দ্বাদশ গুণিতো মাসঃ। চৈত্রাদি করিয়া ১২ মাস,—“কচিং দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ কচিং ত্রয়োদশ মাসাঃ” (ক্ষতি) দ্বাদশমাসে সংবৎসর হয়, কিন্তু কখন কখন ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হইয়া থাকে, প্রায়ই ১২ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু আড়াই বৎসর অন্তর মলমাস হয়, মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে।

দ্বাদশমাসকর্মান্ (ক্ৰী) দ্বাদশসু মাসেষু কর্তব্যং কর্ম। বিবৃৎসংহিতোক্ত দ্বাদশমাসের তিথি ভেদে দানহোমাদি কর্মভেদ। কৃত্যতত্ত্বে এই দ্বাদশমাস কর্মের বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। [বিশেষ বিবরণ ততৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশমাসিক (ক্ৰী) মাসি ভবৎ ঠাৎ, মাসিকং। মৃতদিনাবধি দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ মাসে কর্তব্য প্রত্যোদ্যেশক শ্রাদ্ধভেদ। মৃত্যুর পর হইতে প্রতি মাসে প্রত্যোদ্যেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে মাসিক শ্রাদ্ধ কহে। দ্বাদশ মাসে এইরূপ যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ বলে।

দ্বাদশযাত্রা (ক্ৰী) দ্বাদশসু মাসেষু দ্বাদশবিধা যাত্রা। স্বন্দ পুরাণোক্ত দেবোৎসবে মাসবিশেষে যাত্রাভেদ।

ইহার বিষয় স্বন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“ইজ্ঞাহ্য উবাচ।

বৈশাখাদিসু মাসেষু যাত্রা পূজাবিধিঃ সুনৈ।

শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ যথাবৎ বক্তু মর্হসি॥

জৈমিনিব্রবাচ।

বৈশাখাদিসু মাসেষু দেবদেবশ্চ শাস্তিনঃ।

যা যা দ্বাদশযাত্রাঃ স্মাস্তাহি বক্ষ্যামি তে শৃণু॥

বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে ব্রাহ্মদীরিত্য।

আষাঢ়ে রথযাত্রা শ্রাবণে শয়নী তথা॥

ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।

উথানী কার্তিকে মাসি ছাদনী মার্গশির্ষকে॥

পৌষে পুষ্ট্যভিষেকঃ শ্রাবণে মাঘে শাল্যোদনী তথা।

ফাল্গুনে দোলযাত্রা শ্রাবণে চৈত্রে মদনভজিকা।

একৈক্য মুক্তিদা সর্বা ধর্মকামার্থসাধনাঃ”

(যাত্রাভিষেক স্বন্দপু°)

হে সুনৈ! বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশবিধ যাত্রা ও

পূজাদির যে বিধি আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন, এই বিবরণ শুনিতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য হইয়াছে।

ইজ্ঞাহ্যের এই প্রশ্নে জৈমিনি কৃপাপন্নবশ হইয়া বলিয়াছিলেন, দেবদেব চক্রপাণি কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসে যে দ্বাদশ যাত্রার বিধান আছে, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসে শ্রীকৃষ্ণের চান্দনী যাত্রা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মদী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণ মাসে শয়নযাত্রা, ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বপরিবর্তন, আশ্বিনে বামপার্শ্বপরিবর্তন, কার্তিকে উথান, অগ্রহায়ণ মাসে ছাদনী, পৌষে পুষ্ট্যভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা ও চৈত্রে মদনভজিকা এই দ্বাদশবিধ যাত্রা। ইহার এক একটা যাত্রোৎসব করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ ততৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশরাজমণ্ডল (ক্ৰী) দ্বাদশানাং রাজানাং মণ্ডলং, উত্তরপদ বিশিষ্টঃ। দ্বাদশবিধ রাজগণের মণ্ডল, ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা নিজের কল্যাণ কামনার দ্বাদশবিধ রাজমণ্ডলের বিষয় চিন্তা করিবেন। অগ্নি, মিত্র, অগ্নিমিত্র, মিত্রমিত্র, অগ্নিমিত্রমিত্র, বিজিগীষুপুত্র, পাকিগ্রাহ, অক্রন্দ, আসার, অনল, বিজিগীষুপুত্র এবং অগ্নি ও বিজিগীষুর ভূমানন্তর মধ্যম মণ্ডল এই দ্বাদশ রাজমণ্ডল। (অগ্নিপু° ১৭৭ অ°)*

দ্বাদশরাত্রি (পুং) দ্বাদশভিঃ রাত্রিভিনিবৃত্তঃ তদ্বিতার্থ বিশিষ্টঃ অচু সমাসান্তঃ। দ্বাদশদিন সাধ্যা দ্বাদশাহ নামক অহীন যাগভেদ, এই যজ্ঞ ১২ দিন ধরিয়া করিতে হয়, এইজন্ত ইহার নাম দ্বাদশরাত্রি হইয়াছে। ২ রাত্রিসজ্জভেদ। “জ্যোতিঃ ষোমধর্ম্য একাহ দ্বাদশাহরোস্তদগুণদর্শনং” (কাত্য° শ্রৌ° ১২।১।১) এই যজ্ঞ প্রজা ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া করিতে হয়। দ্বাদশানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাহার বিশিষ্টঃ অচু সমাসান্তঃ। ৩ সমাহৃত্য রাত্রিভেদ, “অত উক্তং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বা” (আশ্ব° গৃ° ১।৮।১১) ‘অতঃ গৃহপ্রবেশনীর হোমাদুর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রং বা।’ (নারায়ণ)

* “মণ্ডলং চিত্তয়েৎ মুখ্যং রাজা দ্বাদশরাজকং।

অগ্নিমিত্রমগ্নিমিত্রং মিত্রমিত্রমগ্নিমিত্রং।

তথ্যগ্নিমিত্রমিত্রকং বিজিগীষোঃ পুত্রাঃ স্মৃত্যঃ।

পাকিগ্রাহঃ স্মৃত্যঃ পশ্চাদাক্রন্দনস্তরং।

আসারানলয়োঃ স্মৃত্যঃ বিজিগীষোঃ স্মৃত্যঃ।

অগ্নেঃ বিজিগীষোঃ স্মৃত্যঃ ভূমানন্তরঃ।

অহুগ্রহে সংহত্যো নিগ্রহে ব্যস্তয়োঃ প্রভৃঃ।

মণ্ডলাবহিরেতেষামুদানীনাং বলাধিকঃ।

অহুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাং বধে প্রভৃঃ” (অগ্নিপু° ১৭৭)

বাদশালোচন (পুং) বাদশ লোচনানি যন্ত। কাস্তিকের।

বাদশবর্গী (স্ত্রী) বাদশানাং বর্গানাং সমাহারঃ, সমাহার-
বিগো ভীপ্। নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত বর্ষকালে গ্রহদিগের
বলসাধন বাদশমিত বর্গ। ইহার বিবর তাজিকে এইরূপ
লিখিত আছে—

ক্ষেত্র, হোরা, ত্রেকাণ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ,
সপ্তমাংশ, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও বাদশাংশ
ইহাদিগকে বাদশবর্গ কহে। এই বাদশবর্গের মধ্যে শুভ
বর্গে শুভ ফল ও অশুভ বর্গে অশুভ ফল হইয়া থাকে।
বিষম রাশির প্রথম হোরার অধিপতি রবি ও দ্বিতীয় হোরার
অধিপতি চন্দ্র, সমরাশির প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র,
দ্বিতীয় হোরার অধিপতি রবি। ক্ষেত্রাধিপতি যে গ্রহ, সেই
গ্রহই প্রথম ত্রেকাণের অধিপতি, ঐ রাশির পঞ্চম রাশির
অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় ত্রেকাণের অধিপতি, নবম রাশির
অধিপতি গ্রহ তৃতীয় ত্রেকাণের অধিপতি।

যৌর রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম চতুর্থাংশের অধিপতি,
ঐ রাশির চতুর্থরাশির অধিপতি দ্বিতীয় চতুর্থাংশের, সপ্তম-
রাশির অধিপতি তৃতীয় চতুর্থাংশের এবং দশমরাশির
অধিপতি চতুর্থ চতুর্থাংশের অধিপতি জানিতে হইবে। বিষম
রাশির প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় পঞ্চমাংশের
অধিপতি শনি, তৃতীয় পঞ্চমাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ
পঞ্চমাংশের অধিপতি বুধ এবং পঞ্চম পঞ্চমাংশের অধিপতি
শুক্র। সমরাশির প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয়
পঞ্চমাংশের অধিপতি বুধ, তৃতীয় পঞ্চমাংশের অধিপতি
মঙ্গল। যে রাশির বাদশাংশাধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে,
সেই রাশির অধিপতি প্রথম বাদশাংশের অধিপতি, ইহার
দ্বিতীয় রাশির অধিপতি দ্বিতীয় বাদশাংশের অধিপতি, ঐ
রাশির তৃতীয় রাশির অধিপতি তৃতীয় বাদশাংশের অধিপতি
ইত্যাদিরূপে চতুর্থাংশ বাদশাংশের অধিপতি জানিতে হইবে।

ক্ষুটাকের রাশির অঙ্কে অংশ করিয়া অংশের সহিত
যোগ করিয়া যুক্তাককে ৬ দিয়া গুণ করিতে হইবে। পরে
গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে বাকি ভাগ লব্ধ হইবে,
তাহাতে ১ যোগ করিলে বাকি হইবে, মেঘ অবধি গণনা
করিয়া যে রাশি পাওয়া যাইবে, সেই রাশি অধিপতি গ্রহকে
বর্ষাংশের অধিপতি জানিবে। ঐ ৩০ দিয়া ভাগলব্ধ অঙ্ক
১২র অধিক হইলে তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক
গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে। এইরূপ সপ্তমাংশাদির অধি-
পতি নির্ণয় করিতে হইলে ক্ষুটকের রাশির অঙ্কে অংশ
করিয়া তাহার সহিত অংশ যোগ করিয়া তাহাকে ৭ দিয়া

অষ্টমাংশাধিপতি নির্ণয় হলে ৮ দিয়া, দশমাংশাধিপতি নির্ণয়
হলে ১০ দিয়া ও একাদশাংশাধিপতি নির্ণয় করিতে হইলে
১১ দিয়া গুণ করিতে হইবে। আর আর কার্য্য সমস্তই
পূর্ববৎ অর্থাৎ বর্ষাংশাধিপতি নির্ণয়ের দ্বার জানিবে।

গ্রহদিগের বলসাধনের জন্য এইরূপ বাদশবর্গ নির্ণয়
করিবে, যে গ্রহের বাদশবর্গ দ্বিগুণ করিবে, সেই গ্রহ যদি
যৌর ক্ষেত্রাদিতে বা বোজবর্গে কিংবা মিত্রবর্গে অথবা শুভ-
বর্গে থাকেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শুভ-
ফলপ্রদ, আর যে গ্রহ নীচ ক্ষেত্রাদিতে বা শুক্রবর্গে কিংবা
ক্রুরগ্রহের বর্গে থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহ অশুভ
ফল প্রদান করিয়া থাকে। বাদশবর্গ নির্ণয় করিয়া দুইটি
শ্রেণী নির্ণয় করিবে এবং বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে,
সে যদি বাদশবর্গ মধ্যে শুভগ্রহের বর্গ অধিক হয়, তাহা
হইলে দশাফল ও ভাবফল শুভ হইবে এবং অশুভ
গ্রহের বর্গ অধিক হইলে দশাফল ও ভাবফল অশুভ
হইয়া থাকে।

কিন্তু পাপগ্রহ অধিক শুভবর্গস্থ হইলে শুভফল প্রদান
করিবে। শুভগ্রহ অধিক শুভবর্গস্থ হইলে অতিশয় শুভ
ফল হয়। শুভগ্রহও যদি অধিক অশুভগ্রহের বর্গস্থ হয়,
তাহা হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। অশুভগ্রহ অধিক
অশুভবর্গস্থ হইলে অতিশয় অশুভ ফল হইয়া থাকে।

লগ্ন ও অন্ত্যান্ত ভাব যদি শুভগ্রহের অধিক বর্গযুক্ত হয়,
তাহা হইলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহের অধিক বর্গযুক্ত
হইলে লগ্নের ও অন্ত্যান্ত ভাবের অশুভফল হইয়া থাকে।
এইরূপ লগ্ন ও অন্ত্যান্ত ভাবের অধিপতি যদি যৌর ক্ষেত্রাদিবর্গে
উচ্চে কিংবা মিত্র ক্ষেত্রাদিবর্গে অথবা শুভগ্রহের অধিক
বর্গস্থ হয়, তাহা হইলে শুভফল এবং শুক্র ক্ষেত্রাদিতে অশুভ
গ্রহের অধিক বর্গস্থ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। এইরূপে
বাদশবর্গী গণনা করিয়া শুভাশুভ ফল দ্বিগুণ করিবে।

(নীলকণ্ঠোক্ত তাজিক)

বাদশবার্ষিক (স্ত্রী) বাদশবর্ষান্ অধীষ্টঃ ভূতো ভূতো বা
উত্তরপদবুদ্ধিঃ। ১ বাদশবর্ষ ধরিয়া অধীষ্ট অর্থাৎ সংকার্য্য
নিয়োজিত। ২ বাদশ বর্ষ ব্যাপিরা ভূত। ৩ ভূত কক্ষরক।
৪ ব্রহ্মহত্যানাশক ব্রতভেদ, বাদশবর্ষ ব্যাপিরা এই ব্রতচরণ
করিতে হয়, ব্রহ্মহত্যা করিলে এই ব্রতে পবিত্র হওয়া যায়।

“ব্রহ্মহা বাদশালানি কুটীকৃত্বা বনে বসেৎ।

তৈক্যাণ্যাবিশুদ্ধার্থং কৃৎবা শবশিরোব্রহ্মণঃ॥” (মহু)

ব্রহ্মযাত্রী ব্যক্তি আপনায় শুদ্ধির নিমিত্ত বনে গিয়া কুটী
নিৰ্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিবে।

“ব্রহ্মহা কু বনং গচ্ছা বনবাসী জটী ধ্বজী ।
বজ্রাভেব কলাভ্রমন্ সৰ্বকামবিবৰ্জিতঃ ॥
ভিক্ষার্থী বিচরেদ্গ্রামং বজ্রৈ ধ্বজি ন জীবতি ।
চাতুৰ্দ্ধর্মাং চরেৎ ভৈক্ষ্যঃ খট্টাদী সংযতঃ পূমাব্ ॥
ভিক্ষিত্বৈবং সমাদায় বনং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ ।
বনবাসী চ পাপাত্মা সদা কালমতদ্রুতঃ ॥
খ্যাপয়েন্নৈব তৎপাপঃ ব্রহ্মঃ পাপকুন্তমঃ ।
অনেনৈব বিধানেন বাদশাংক সমাচরেৎ ॥” (সংস্কৃত ১০৯-১১২)

ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী, বহুল পরিধান করিয়া মৃতকে জটাদারণপূর্বক কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে। এইরূপে বনবাসাবস্থান কালে সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বজ্র কলমূল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। যদি বজ্রকল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হয়, তাহা হইলে, গ্রামে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে, ঐ পুরুষ একটা খট্টাক চিহ্নমাখ ধারণ করিয়া চারিধরের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাজব্য গ্রহণ করিয়া বনে আবার ফিরিয়া আসিবে এবং সকল সময় আমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি এইরূপ নিজ দোষ সকলের নিকট প্রকাশ, সর্বদা নিরাশ্রয় ভাবে কালতিপাত ও সকল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া বাদশ বৎসর ধরিয়া এইরূপে ব্রতাহুষ্ঠান করিবে, এইরূপে ব্রতাহুষ্ঠানকে বাদশবার্ষিক ব্রত বলা যায়। এই ব্রতে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপনাশ হয়। ইহাতে যাহারা অশক্ত, তাহারা বাদশবর্ষ পরিমিত ধৈর্য দান করিবে। (মিতাক্ষরা)

রঘুনন্দনের মতে ইহার অর্ধেক কাল। [ব্রহ্মহা দেখ।]

বাদশশুদ্ধি (স্ত্রী) বাদশ শুণিতা শুদ্ধিঃ। তত্ত্বসারোক্ত বৈষ্ণবদিগের কারিকাদি বাদশ শুদ্ধিভেদ। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বাদশ শুদ্ধির বিষয় তত্ত্বসারে এইরূপ লিখিত আছে। দেবগৃহ পরিষ্কার, দেবগৃহে গমন, ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ, ইহার নাম পদশুদ্ধি। পূজার নিমিত্ত পত্রপুষ্পাদি চয়ন, ভক্তিপূর্বক প্রতিমাতোলন, ইহার নাম হস্তশুদ্ধি এই হস্তশুদ্ধি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিপূর্বক ত্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণাঙ্গীকর্তন, ইহার নাম বাক্যশুদ্ধি। হরিকথা শ্রবণ এবং তাহার উৎসবাদি দর্শনকে শ্রোত্র ও নেত্রশুদ্ধি কহে। বিষ্ণুপাদোদক ও নির্মাল্য ধারণ এবং দেবতার সম্মুখে প্রণামের নাম শিরশুদ্ধি। নির্মাল্য গন্ধপুষ্পাদি আভ্রাণের নাম আশ্রয়শুদ্ধি। যে সকল পত্র পুষ্পাদি ত্রীকৃষ্ণের পাদযুগলে অর্পিত হয়, এই পত্র পুষ্পাদি সকলের শুদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। ললাটে গদা এবং মস্তকে চাপ, শর ও নলক, হৃদয় মধ্যে শঙ্খ, চক্র এবং জহরেশু শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ করিলে সকল

প্রকার শুদ্ধি হয়, এই পূর্বোক্ত বাদশশুদ্ধি সম্পূর্ণ শঙ্খ চক্রাখিত বিগ্রের বদী শ্রবণে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ তীর্থে মৃত্যু হইলে যে গতি হয়, সেই গতি হইয়া থাকে। এইজন্য বৈষ্ণবগণ বাদশশুদ্ধি বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবেন। *

বাদশশোধিত (স্ত্রী) বাদশঃ ব্যয়স্থানঃ গ্রহরাহিত্যেন শোধিতঃ। ব্যয়স্থানে গ্রহরাহিত্যদ্বারা শুদ্ধিযুক্ত, লয়স্থান হইতে বাদশ স্থানে কোন গ্রহাদি না থাকিলে তাহাকে বাদশশোধিত কহে।

“ভুক্তশুক্লোদয়ে শুক্ললগ্নে বাদশ শোধিতে।” (দীক্ষাতত্ত্ব)
বাদশসংগ্রাম (পুং) বাদশবিধ সংগ্রামঃ। দেবতাদিগের সহিত অশুরদের বাদশ প্রকার যুদ্ধ।

“দেবাসুরাণাং সংগ্রামা দারার্থং বাদশাহন্তবন্।

প্রথমে নারসিংহস্ত দ্বিতীয়ে বামনো রণঃ ॥

সংগ্রামস্থখ বারাহচতুর্থোহমৃতমহনঃ।

তারকাময়সংগ্রামঃ বঠোহাজীবকোরণঃ ॥

ত্রৈলোক্যশুদ্ধিকবধো নবমো বৃদ্ধঘাতকঃ।

জিতো হালাহলচাপ ধোরঃ কোলাহলো রণঃ ॥” (অগ্নিপুং)

দেবতাদিগের বাদশবার সংগ্রাম হইয়াছিল, প্রথম নারসিংহ, দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় বরাহ, চতুর্থ অমৃতমহন, পঞ্চম

* “অথ বাদশ শুদ্ধির্বে বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে।

গৃহোপসর্গনৈকৈব তথা চাগমনং হরেঃ ॥

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণনৈকৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ।

পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যবোত্তলনং হরেঃ ॥

করয়োঃ সৰ্বগুণানামিহ শুদ্ধির্বিধিযাতে।

তন্মামকীর্তননৈকৈব গুণানামপি কীৰ্তনং ॥

ভক্ত্যা ত্রীকৃষ্ণদেবত বচনঃ শুদ্ধিরিযাতে।

তন্মামকীর্তননৈকৈব গুণানামপি কীৰ্তনং ॥

ভক্ত্যা ত্রীকৃষ্ণদেবত বচনঃ শুদ্ধিরিযাতে।

তৎকথা শ্রবণনৈকৈব ততোঃসবনিরীক্ষণং ॥

শ্রোত্রয়োঃ স্নেহমোক্ষৈব শুদ্ধিঃ সমাগিহোচ্যতে ॥

পাদোদকস্ত নির্মাল্যমালানামপি ধারণং।

উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্ত হরেঃ পুংঃ ॥

আভ্রাণং গন্ধপুষ্পাদে নির্মাল্যস্ত তপোধনং।

বিত্তশুদ্ধিঃ তাদনস্তত্ৰ আশ্রয়শুদ্ধিঃ বিধীয়তে ॥

পত্রপুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।

তদেক পাবনং লোকে তচ্চ সৰ্বং বিশোধয়েৎ ॥

ললাটে চ সদা কার্ধ্যা মূর্ধি চাপশরাত্মকা।

নলকনৈকৈব হৃদয়োঃ শঙ্খচক্রভূষণয়োঃ ॥

শঙ্খচক্রাখিতো বিগ্রঃ শ্রবণে দ্রিতস্ত যদি।

প্রয়াগে বা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিঃ শুভ পৌত্তম্য।” (তত্ত্বসার)

১. তারকামর, বর্ষ আত্মিক, সপ্তম জৈশ্বর, অষ্টম অক্ষরবধ, নবম বৃদ্ধবধ, দশম জিত, একাদশ হালাহল ও বাদশ কোলাহল।

বাদশসপ্তমীত্রত (স্রী) তবিত্তপুত্রাণোক্ত মাষাদি পৌষ এই বাদশমাসে সপ্তমীর দিন কর্তব্য হৃষ্যের ব্রতবিশেষ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

“অথান্তে প্রবক্ষ্যামি সপ্তমীকরমুত্তমং।

মাষমাসাং সমরভা শুক্লপক্ষে যুধিষ্ঠিরঃ।

সপ্তম্যাং কৃতসংকল্পে বর্ষমেকং ব্রতীতবেৎ।

বরুণং মাষমাসে তু তাত্ত্বং সংপূজ্য কারয়েৎ।

ব্রহ্মকৃষ্ণবিধানেন যথাসক্ত্যা নৃপোত্তম।

অষ্টম্যাং ভোজয়েৎ বিশ্রামং তিলপিষ্টভোজদৈকং।

অগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত ফলং কৃত্ত্বমবাগ্যতে।” (হেমাদ্রিব্রতখণ্ডঃ)

এই বাদশ সপ্তমী মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমীর দিন প্রথম আরম্ভ করিতে হয়। যে বৎসর কাল শুদ্ধি থাকে, সেই বৎসর মাঘ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর দিন সংঘত হইয়া সপ্তমীর দিন এই ব্রত গ্রহণ করিবে। প্রাতঃকালে সংকল্পাদি করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে। মাঘমাসে বরুণ নামক হৃষ্যকে পূজা করিতে হয়। অষ্টমীর দিন নানাবিধ উপকরণ দ্বারা ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইতে হইবে। ইহাতে সমগ্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ফলস্বরূপে তপন নামক হৃষ্যপূজা করিতে হইবে, ইহাতে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। চৈত্রমাসে বেদাংগনামক হৃষ্য, বৈশাখমাসে ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়মাসে দিবাকর, শ্রাবণমাসে অর্যমা, ভাদ্রমাসে রবি, আশ্বিনমাসে সবিতা, কার্তিকমাসে সপ্তাখ, অগ্রহায়ণমাসে তাত্ত্ব ও পৌষমাসে ভাকর নামক হৃষ্যকে পূজা করিতে হইবে। এই বিধানে যাহারা বাদশ সপ্তমীত্রত করেন, তাহাতে চতুর্দশদিগের ফল এবং হৃষ্যযোগের ফল লাভ করিয়া থাকেন। অন্ত্যস্ত বিধান সকল পূর্বের তুল্য, কেবল ১২ মাসে বাদশাদিত্যের নামভেদে পূজা করিতে হয়।

বাদশসাহস্র (ত্রি) বাদশ সাহস্রাণি পরিমাণমন্ত অণু, উত্তর-পদবুদ্ধিঃ। বাদশসহস্রসংখ্যাসুতঃ।

“এতদ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগ্মযুগ্মতে।” (মহু)

ত্রিরাং ভীপু। বাদশসাহস্রী। অত্র পক্ষে ঠঞ। বাদশ-সাহস্রিক।

বাদশাংশ (পুং) বাদশ অংশো বস্তু। বৃহস্পতি।

“তুক্রবোড়শরশ্মিত বস্তু দেবোহুপোময়ঃ।

লোহিতো নবরশ্মিত হানমাপ্যস্ত তত্ব বৈ।

বৃহদ্বাদশরশ্মীকং হরিজাতস্ত বেষসঃ।

অষ্টরশ্মিঃ শনিপুত্ৰ কৃষ্ণং বৃদ্ধমরময়ং।” (মৎস্কপুঃ ১২৭।৪৪-৪৫)

বাদশাংশ (পুং) বাদশ অংশি বস্তু, ততোবহু সমাসান্তঃ।

১ কার্তিকের। বাদশ মনোবুদ্ধিসহিত জানেন্দ্রিয়াদীন অক্ষিপী বস্তু। ২ বৃদ্ধ। (হেমঃ) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

বাদশাকর (পুং) বাদশ অক্ষরাণি বস্তু। বাদশাকরযুক্ত মন্ত্রভেদ। “ওঁ নমো ভগবতে বহুদেবার” এই বাদশটি অক্ষরকে বাদশাকর মন্ত্র কহে।

“নমো ভগবতে বহুদেবারোঁকারপূর্বকং।

মহামন্ত্রমিদং প্রোক্তব্রহ্মা বাদশাকরং।” (পদ্মপুঃ)

“ওঁ স্রীং গোপীজনবলভার বাহা” শ্রীকৃষ্ণের এই বাদশা-কর মন্ত্র। ত্রিরাং গোরাদিত্যং ভীষ্ম। ৩ শক্তিবিষয় বিভাতে বাদশাকরযুক্ত সকল মন্ত্র। (স্রী) ৪ বাদশাকরপাদক জগতী ছন্দঃ; জগতী ছন্দের প্রতিপাদে বাদশটি করিয়া অক্ষর আছে। “বিষেদেবা বাদশাকরং জগতী মুদ্রারস্তা মুচ্ছিবং” (শুক্লযজুঃ ৯।২০)

বাদশাখ্য (পুং) বাদশ জানকর্মেজিরমনোবুদ্ধিরূপাঃ পদার্থাঃ পূজনীয়স্বেন আখ্যাতি আ-খ্যা-ক। বৃদ্ধ।

বাদশাক্ষী (স্ত্রী) বাদশানাং অক্ষানাং সমাহারঃ ভীপু। জিনা-ভিমত আচারাদি ১২ বানি শাক্ষীর গ্রহ।

“আচারাকং হ্রস্বকৃতং স্থানাকং সমবায়কু।

পঞ্চমং ভগবত্যাকং জাতার্থকথাপি চ।

উপাসকাত্ত্বকনুত্তরোপপাতিকাদক্ষাঃ।

প্রশ্নব্যাকরণং চৈব বিপাকক্রমমেব চ।

ইত্যেকাদশ সোপাঙ্গাষ্ট্রজানি বাদশং পুনঃ।

দৃষ্টিবাদো বাদশাক্ষীভাৎ গলিকা পিটকাঙ্করা।”

(হেমঃ ২।১৫৭—১৫৯)

আচারাক, হ্রস্বকৃত, স্থানাক, সমবায়, ভগবতী, জাতার্থক-কথা, উপাসকদক্ষা, অন্তঃকদক্ষা, অনুত্তরোপপাতিক, প্রশ্ন-ব্যাকরণ ও বিপাকহ্রস্ব এই একাদশ এবং দৃষ্টিবাদ সহীরা বাদশাক্ষী। [জৈন ও দৃষ্টিবাদ দেখ।]

(পুং) বাদশ অক্ষানি বস্তু। ২ বৃপবিশেষ।

“গুণ্ডলুচন্দনং পত্রং কুষ্ঠকাক্ষরকুহুমং।

জাতীকোষক কপূরং জটামাংসী চ বালকং।

বৃণ্ডশীরক ধূপোহসৌ বাদশাংশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।” (ভজসার)

গুণ্ডলু, চন্দন, পত্র, কুষ্ঠ, অশ্রু, কুহুম, জাতীকোষ, কপূর, জটামাংসী, বালক, স্বক ও উশীর এই বাদশ পদার্থ দিয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে যে ধূপ হয়, তাহাকে বাদশাংশ ধূপ কহে। [ধূপ দেখ।]

বাদশাঙ্কল (পুং) বাদশ অঙ্কুলঃ প্রমাণমন্ত বহির্ভার্থে দ্বিগুণঃ, অহু-সমাসান্তঃ। বিততি পরিমাণ ভেদ, ১২ অঙ্কুল প্রমাণ।

বাদশায়স (পুং) বাদশ আশ্রমো মূর্ত্যো যন্ত। স্বর্ঘ্য। ষাৎ-
আদি করিয়া বিষ্ণু পর্য্যন্ত স্বর্ঘ্যের মূর্ত্তি। স্বর্ঘ্যসিকান্তে বাদশ
রাশি ইহার মূর্ত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

“পুনর্বাদশধাশ্রমঃ বিভজন্ত রাশিসংজ্ঞকঃ।” (স্বর্ঘ্যসিং)

২ অর্কবৃক্ষ। [আদিত্য ও স্বর্ঘ্য দেখ।]

বাদশাদিত্য (পুং) ষাৎ প্রভৃতি বাদশ স্বর্ঘ্য। ২ কাশীস্থ
বাদশ স্বর্ঘ্যভেদ, ইহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত
আছে। কাশীর প্রভাবজ ও সকল তিমিরনাশক স্বর্ঘ্য
আপনাকে বাদশরূপে বিভক্ত করিয়া কাশীতেই অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন। লোলার্ক, উত্তরার্ক, শাখাদিত্য,
ক্রপাদিত্য, ময়ূষাদিত্য, খণ্ডোলকারিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবা-
দিত্য, বিমলাদিত্য ও গন্ধাদিত্য এই বাদশটী স্বর্ঘ্যের নাম।
এই বাদশাদিত্য কাশীতে অবস্থান করিয়া সর্বদা পাণিগণ
হইতে কাশীক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন। (কাশীখণ্ড ৪৬ অং)

বাদশাধ্যায়ী (স্ত্রী) বাদশানাং অধ্যায়ানাং সমাহারঃ স্ত্রীপু।

১ জৈমিনীর সূত্ররূপ বাদশলক্ষণী।

“ধর্ম্মো বাদশলক্ষণ্যাঃ ব্যুৎপাদ্যত্বাৎ লক্ষণৈঃ।

প্রমাণভেদশেষবৎ প্রযুক্তিং ক্রমসংজ্ঞকাঃ।

অধিকারো হিতদেশশ্চ সামান্যেন বিশেষতঃ।

উহোহাবাধশ্চ তত্ত্বঞ্চ প্রসঙ্গশ্চোদিত্যঃ ক্রমাৎ ॥” (মীমাংসাপং)

বাদশ লক্ষণীতে তত্রোক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা ধর্ম্মই একমাত্র
ব্যুৎপাদনীয়। ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিবার জন্য লক্ষণ সকল
বিনিবেশিত হইয়াছে। ২ মবাদি সংহিতা, মমুর বাদশাধ্যায়,
এইজন্য ইহাকে বাদশাধ্যায়ী কহে।

বাদশাষ্টিক (ত্রি) বাদশ অন্ত্রে অষ্টাধ্যাত্মতা অপপাঠা জাতা
অন্ত ইতি ঠঞ। জাতবাদশাপ-পাঠক, কুংসিতাধ্যয়ন কর্তৃ-
ভেদ, যাহারা অতিশয় কুংসিতভাবে অধ্যয়ন করে।

বাদশায়তন (স্ত্রী) বাদশবিধং আয়তনং। জৈনমতসিদ্ধ
বাদশ পূজাহান, মনোবুদ্ধাদি।

“অর্থাত্তুপার্জ্য বহুশো বাদশায়তনানি বৈ।

পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্তৈরিহ পূজিতৈঃ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঠৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি চ।

মনোবুদ্ধিরিত্যেতান্যে বাদশায়তনং বৃথৈঃ ॥” (হেমং)

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই বাদশটী
বাদশায়তন।

বাদশায়স (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—
শর্ঘ্যমাক্ষিক, হিঙ্গুল, নোহ, পারদ, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র,
অন্ন, লম্বজকেন, গেরীমাটি, শর্ঘ্য, লীসা, চিতামূল, হিঙ্গু,
ত্রিকটু, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বনববানী, যবানী, পিপূলমূল,

বাবুনহাটী, রত্নন, জীরা, কৃষ্ণজীরা। এই সকল একত্র আদার
রসে, মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে।

এইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও অন্তান্ত নানা
প্রকার পীড়া নিবারণ হয়। (ভৈবজ্যরত্নাবলী)

বাদশায়স (পুং) বাদশবর্ষাঃ আয়ুঃ কালো যন্ত। কুকুর
ইহাদের ১২বৎসর পরমায়ু, এইজন্য ইহাশিগকে বাদশায়ু কহে।

বাদশার (স্ত্রী) বাদশ অন্ন রথালবঙ্গভেদা ইব যন্ত।

১ বাদশ কোণ রথচক্রাদি। “বাদশারং নহি তজ্জয়ায়
বর্ধতি চক্রং পরিভ্রামৃতম্” (ঋক্ ১৬৩১১) ‘বাদশারং বাদশ
সংখ্যাতৈর্মৈবাদিরাশ্রাষ্টকৈর্বাটৈরর্থালবঙ্গবৈবৃক্ণং’ (সারণ)

২ তত্রোক্ত সূর্য্যানাড়ীর মধ্যে ছয়রহিত বাদশদল পদ্ম।

বাদশাশন (স্ত্রী) বাদশবিধং অশনং। সূত্রতোক্ত অধিকারি-
ভেদে বাদশবিধ অশন ভেদ।

“অতউর্জং বাদশাশনপ্রতিভাগান্ বক্ষ্যামঃ।” (সূত্রত)

সূত্রতে বাদশ প্রকার অন্ন সেবনের নিয়ম কথিত হইয়াছে।

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কৃষ্ণ, দ্রব, শুষ্ক, এককালিক, দ্বিকালিক,
ঔষধযুক্ত ও মাত্রাহীন। এই সকল দোষ শাস্তির পক্ষে
প্রশস্ত। তৃষ্ণা, উষ্ণতা, মদ এবং দাহপীড়িত, রক্তপিত্ত
এবং বিষরোগী, সূক্ষ্মরোগী, জীসমাগমে ক্ষীণ এই সকল
রোগীর পক্ষে শীতল অন্ন প্রশস্ত। ককবাতরোগ, বিরোচ-
নান্তে মেহপায়ী ও ক্রিমদেহীর পক্ষে উষ্ণ অন্ন প্রশস্ত।
বাতিক, কৃষ্ণদেহ, ব্যায়ামকর্ষিত এবং ব্যায়ামশীলের পক্ষে
দ্রব অন্ন প্রশস্ত। মেহুর, স্থূল, মেহরোগ বা স্লেষ্মদেহের
পক্ষে কৃষ্ণ অন্ন প্রশস্ত। শুষ্কদেহ, পিপাসার্ত্ত, বা দুর্ব্বলের
পক্ষে দ্রব অন্ন, মেহরোগে এবং ত্রণে শরীর ক্রিয় থাকিলে
শুষ্ক অন্ন, দুর্ব্বলামি ব্যক্তির পক্ষে এককাল ভোজন, সমাগ্নি
ব্যক্তির পক্ষে দ্বিকাল উভয়কালে ভোজন, ঔষধযুক্ত
পক্ষে ঔষধযোগে অন্ন, দুর্ব্বলামি রোগীর পক্ষে মাত্রাহীন
অর্থাৎ অতি অন্ন পরিমাণে অন্ন প্রশস্ত। এই নিয়মে ভোজন
করিলে দোষের শাস্তি হইয়া থাকে।

সূত্রতে বাদশবিধ অশনের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া
দশবিধ অশনের কথা বলা হইয়াছে যথা—

“ভজ্যশীতোষ্ণকৃষ্ণকৃষ্ণবস্তৃকৈককালিক-

দ্বিকালিকৌষধযুক্ত মাত্রাহীন দোষ প্রশমন বৃত্ত্যর্থঃ।

বাদশাশপ্রবিচারনেতানেন্বে প্রচক্রেত ॥” (সূত্রত, উত্তরতন্ত্র)

এই সকল শ্লোকে বাদশায়ের কথা আছে, কিন্তু শীতো-
ষ্ণাদি গণনা করিলে দেশের অধিক হয় না। বোধ হয়
এই স্থলে পাঠাদির কোনরূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে।

বাদশাহ (পুং) বাদশভিন্নহোত্মিনিবৃত্তঃ ঠঞ, ভক্ত লুঙ্-

বাদশঃ অহঃ কর্ণধারঃ বা বাদশানাং অহাঃ সমাহারঃ ট্চ
গীমাসান্তঃ। ১ বাদশদিনসাধ্য যাগভেদ। ২ বাদশ দিন।

“বাদশাহঃ প্রশস্ততে” (বৃতি)। ৩ বাদশদিন সমাহার।

“মুখ্যং শ্রীং মাসি মাসি অপৰ্য্যাপ্তবৃত্তং প্রতি।

বাদশাহেন বা কুৰ্যাদেকাহে বাদশার বা।”

‘বাদশানাং শ্রীকানাং মধ্যে প্রত্যহং একৈককরণেন বাদশ-
দিনব্যাপকতা বোধ্য।’ (তিথিতত্ত্ব)

৪ বাদশ দিন ধরিয়া সংকর্ণে নিয়োজিত। ৫ কৃত-
কৰ্মকর। ৬ বাদশ দিন ধরিয়া যে অরাদি হয়, তাহাকে বাদ-
শাহ কহে। ‘একাহিকেবু বিকারেবু বাদশাহিকেবু চ যথার্থং
প্রয়োগঃ’। (কাভ্যাং শ্রো° ১২৬।১৫ ইতি স্ত্রুভাঘ্যে কর্কঃ)

বাদশী (জী) বাদশ টিহাং জীব। তিথিবিশেষ, চন্দ্রকলার
সূর্য্যকিরণ প্রবেশ ও নির্গমযোগ্য ক্রিয়াক্রপ এবং তদুপ-
লক্ষিতা কালরূপা যে তিথি তাহাকে বাদশী কহে। একাদশী-
যুক্তা বাদশী গ্রহণীয়া। “স। চ একাদশীযুতা গ্রাহ্য যুগাৎ”
(তিথিতত্ত্ব) [ব্যবস্থাদি তিথি দেখে।]

“দৈলোক্যগামিনী দেবী লক্ষ্মীস্তেহস্ত সনাপ্রিয়া।

বাদশী চ তিথিস্তেহস্ত কামরূপী চ জায়তে॥

সুতানশো ভবেত্তস্ত বাদশ্যাং তৎপরায়ণঃ।

স্বর্গবাসী স ভবতু পূমান্ জী বা বিশেষতঃ।” (বামনপু°)

বাদশী তিথি কামরূপিনী ও লক্ষ্মীস্বরূপা; এই তিথিতে
যে জী বা পুরুষ বাদশী ব্রতপরায়ণ হইয়া স্নাত্ত্ব করিয়া
থাকে, সে স্বর্গবাসী হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাবাদশীর নাম মংস্ত্রবাদশী, পৌষ
মাসের শুক্লাবাদশী কুর্ষ্ববাদশী, মাঘমাসে বরাহবাদশী, ফাল্গুনমাসে
নৃসিংহবাদশী, চৈত্রমাসে বামনবাদশী, বৈশাখমাসে আমদম্য-
বাদশী, জ্যৈষ্ঠমাসে রামবাদশী এই সকল বাদশী গুরুপক্ষের বাদশী।
আষাঢ়মাসের কৃষ্ণবাদশী, শ্রাবণমাসের বুদ্ধবাদশী, ভাদ্রমাসে
কক্কিবাদশী, আশ্বিনমাসে পদ্মনাভ বাদশী, কার্তিক মাসে
নারায়ণবাদশী এই সকল কৃষ্ণপক্ষের বাদশী জানিতে হইবে।

এই বাদশীর ব্রত করিলে তাহাকে ধরণীব্রত কহে,
এই ব্রত মহৎ ফলদায়ক। সৌভাগ্যকামীর পক্ষে ইহা একটা
উৎকৃষ্ট ব্রত। (বরাহপু°)

পিপীতকবাদশী—

“বৈশাখে গুরুপক্ষেতু বাদশী বৈকুণ্ঠী তিথিঃ।

তস্তাঃ শীতলভোয়েন দ্রাগয়েৎ কেশবং শুচিঃ॥” (নারদীয়°)

বৈশাখমাসে গুরুপক্ষের যে বাদশী তিথি, তাহাকে পিপি-
তক বাদশী কহে, এই বাদশী তিথিতে শীতল জলধারা
কেশবকে দান করাইলে শুচি হয়।

শ্রবণবাদশী—

“বাদশী শ্রবণোপেতা সৰ্ব্বপাপহরা তিথিঃ।

বুধবারসমায়ুক্তা ততঃ শতগুণা ভবেৎ॥

তামুপেক্ষ্য সমাপ্নোতি বাদশ বাদশীকলঃ।” (কন্দপু°)

‘উত্তরদিনে তদ্ব্যভেদে তু একাদশীযুতৈব গ্রাহ্য।’

শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা শুক্লাবাদশীর নাম শ্রবণ-বাদশী, এই
বাদশী তিথি সকল পাপনাশক। ভাদ্রমাসের শুক্লাবাদশী
তিথিতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হইয়া থাকে এবং এই দিন
যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে শতগুণ ফলদায়িনী হয়। এই
দিনে উপবাস করিলে সকল প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে।
এই বাদশী যদি উত্তরদিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে যে দিন
একাদশীযুক্তা হয়, সেই দিন এই নিম্নোক্ত বচনানুসারে
উপবাস হইবে। যথা

“বাদশী চ এককর্তব্যং একাদশ্যাবিতা বিভোঃ।

সদা কার্য্য। চ বিধত্তিবিমুক্তকৈঃচ মানবৈঃ॥” (কন্দপু°)

বাদশী যদি একাদশীর সহিত যোগ হয়, তাহা হইলে
বিমুক্তক মানবগণ একাদশীর দিনই উপবাস করিবে।
বাদশীর দিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ না হইয়া যদি
একাদশীর দিন যোগ হয়, তাহা হইলে এই তিথির নাম
বিজয়া এবং শুক্লদিগের বিজয়প্রদা। যেখানে তিথি ও
নক্ষত্রযোগে উপবাস হয়, সেই স্থলে একের ক্ষয় না হইলে
ভোজন করিতে নাই এবং যদি শ্রবণানক্ষত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,
তাহা হইলেও তিথির ক্ষয়ে ভোজন করিবে, অর্থাৎ একাদশী
তিথি ক্ষয় হইলে বাদশীতে পারণ করিবে। যথা—

“একাদশী যদা তু ত্ভাং শ্রবণেন সমম্বিতা।

বিজয়া সা তদা প্রোক্তা ভক্তানাং বিজয়প্রদা॥

তিথিনক্ষত্রসংযোগে উপবাসো যদা ভবেৎ।

তাবদেব ন ভোক্তব্যং যাবদৈকস্ত সংক্ষরঃ॥

বিশেষণ মহীপাল! শ্রবণং বর্জ্যতে যদি।

তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং বাদশীং নৈব লভ্যয়েৎ॥”

“তিথিক্ষয়েণ একাদশী তিথিক্ষয়েণ ভোক্তব্যং বাদশ্যাং

পারয়েৎ।” (তিথিতত্ত্ব)

যদি একাদশীর উপবাস দিনে শ্রবণানক্ষত্র না হয় এবং
বাদশীর দিন শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে দুইদিনই
উপবাস করিতে হইবে।

একাদশীর দিন উপবাস করিয়া পুনরায় বাদশীর দিন
উপবাস করিবে। যে হেতু উভয় তিথির দেবতা হরি। যদি
এইরূপ কেহ আপত্তি করে, একটা ব্রত আবদ্ধ করিয়া তাহা
যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ অন্ন ব্রত করিতে নাই

একাদশীর ব্রতাহুসারে একাদশীর দিন উপবাস করা হইরাছে, তাহার পারণ না করিলে একাদশীর ব্রত সমাপ্ত হয় নাই। এখন কিরূপে বাদশীর ব্রত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বচনাহুসারে একাদশী ও বাদশী দুইদিনই উপবাস করিতে হইবে, ইহাতে বিধি লোপ হইবে। যে হেতু নির্যাক্ত বচন সকলের তাৎপর্য এইরূপ—যাহারা দুইদিন উপবাস করিতে অসমর্থ তাহারা একাদশীর দিন বরং ভোজন করিবে, কিন্তু বাদশীকে লঙ্ঘন করিবে না, অর্থাৎ ঐদিন ভোজন করিবে না। এইরূপ বাদশীতে উপবাস করিলে একাদশী জনিত যে সকল পুণ্য তাহা নিঃসংশয় রূপে লাভ হইয়া থাকে। এই বাদশীর উপবাস কাম্য জানিতে হইবে। যেহেতু মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচনাহুসারে দেখা যায়, যাহারা বাদশীর দিন উপবাস করিয়া পুত্ৰস্বভাব হয়, তাহারা চক্রবর্তি ও অতুল্য শ্রী লাভ করিয়া থাকেন। যথা—“যদা হেতুদ্বাদশ্য-পবাস দিনে অবগম্য নাস্তি পরদিনে বাদশ্যং অবগম্য তদোপবাস-ধরমাহ ব্রহ্মবৈবর্তঃ—

একাদশী সুপৌষ্যে বাদশীঃ সমুপোষ্যেৎ।

ন চাত্র বিধিলোপঃ শ্রাদ্ধভোগোদেবতা হরিঃ।

অসমাপ্তে ব্রতে পূর্বে নৈব কুর্ধ্যাৎ ব্রতান্তরং।”

ইতি স্মৃতেঃ। পারণত্বাকরণেন পূর্কোপবাসাসমাপ্তা-বৃণবাসান্তরারম্ভে বিধিলোপো ন ভবেদিত্যর্থঃ হেতুমাহ উভয়োরিত্যাदि। উভয়োরূপবাসা সামর্থ্যে তু অবগম্যাদশ্যে-বোপোষ্যা। তথাচ স্মৃতি—

বরমেকাদশীঃ ভুক্ত্য বাদশীঃ সমুপোষ্যেৎ।

পূর্কোপবাসনং পুণ্যং সর্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥

উপোষ্য বাদশীঃ পুণ্যং বিষ্ণুক্ষেপং সংযুতাং।

একাদশ্যন্তবঃ পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥

বাদশ্যমুপবাসঃ কাম্যঃ। তথাচ মার্কণ্ডেয়পুরাণঃ

বাদশ্যমুপবাসেন শুদ্ধাত্মা নৃপ সর্বশঃ।

চক্রবর্তিমতুলং সংপ্রাপ্নোত্যতুলাং শ্রিয়ং॥” (তিথিতত্ত্ব)

কার্তিকমাসের শুক্লাবাদশী মন্তব্রত। অগ্রহায়ণমাসের শুক্লাবাদশীর নাম অখণ্ডবাদশী। বিষ্ণুপদ কামনা করিয়া উপবাস করিবে।

এইদিনে যথাবিধানে সংকল্প করিয়া বিষ্ণুকে পঞ্চগব্য দ্বারা নান করাইয়া যথাশতুপচারে পূজা করিবে। পরে ঘব ও ত্রীহিপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

“ওঁ সপ্তজয়ন্তং যংকিঞ্চিদ্যত্র যৎপ্রভং কৃতং।

ভগবৎস্বংপ্রসাদেন ভদ্রংকামিহাস্ত মে॥

যথা যৎপ্রং জগৎসর্বং যদেব পুরুষোত্তম।

ততোহখিলাভযত্তানি ব্রতানি মম সন্ত বৈ॥”

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে।

(কৃত্যচক্রিকা)

ভীমএকাদশীর পর যে বাদশী অর্থাৎ মাঘমাসের শুক্লা-বাদশীর দিন ঘটতিলাচরণ করিবে।

তিলদান, তিলবণন, তিলহোম, তিল জলে নিঃক্ষেপ, তিলদান ও তিল ভোজন এই ঘটু তিলাচরণ করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয় এবং ত্রিশং সহস্র বর্ষ স্বর্গ-লোকে বাস হইয়া থাকে।

‘ভৈমীপয় বাদশ্যং ঘটতিলাচরণং। যথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

মৃগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজায়তে।

একাদশ্যাং শিতপক্ষে সোপবাসো জিতেজিরঃ॥

বাদশ্যং ঘটতিলাচরণং কৃষা পাপাং প্রমুচ্যতে।

তিলদ্বারী তিলোদ্বর্তী তিলহোমী তিলোদকী।

তিলস্ত দাতা ভোক্তা চ ঘটতিলী নাবসীদতি॥

সকল ঘটু তিলীভূষা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ত্রিশংসহস্রং সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥” (তিথিতত্ত্ব)

গোবিন্দবাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণানক্ষত্রযুক্ত যে বাদশী, তাহাকে গোবিন্দবাদশী কহে। এই দিনে গজানান অভিশয় পূণ্যজনক। এইদিনে গজাঙ্গানের মন্ত্র—

“মহাপাতকসংজ্ঞানি বানি পাপানি সন্তি মে।

গোবিন্দবাদশীঃ প্রাপ্য তানি মে দূর জাহুবি॥” (তিথিতত্ত্ব)

বাদশী তিথিতে দ্বাদশ দ্রব্য বর্জন করিতে হয়। কাংশু, মাংস, ছুরা, ক্ষৌদ্র, লোভ, মিথ্যাকথন, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অজ্ঞান, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মন্থর বাদশীতে এই দ্বাদশ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

যথা—“কাংশুং মাংসং ছুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিততভাবণং।

শিলাপিষ্টং মন্থরাংচ বাদশৈতানি বৈক্যব॥

বাদশ্যং বর্জয়েন্নিত্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥” (তিথিতত্ত্ব)

যাহারা চাতুর্দশ ব্রতচরণ করে, তাহারা আষাঢ়মাসের শুক্লাবাদশী বা পূর্ণিমার দিন ব্রতরম্ভ করিবে এবং কার্তিক মাসের শুক্লাবাদশীর দিন তাহা সমাপন করিবে।

বাদশীর পারণহলে বাদশীর প্রথমভাগ পরিত্যাগ করিয়া পরে পারণ করিতে হইবে। কারণ বাদশীর প্রথমভাগের নাম হরিবাসর, এইজন্ত পারণহলে ইহা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবে।

“বাদশ্যঃ প্রথমঃ পানো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।

তমতিক্রম্য কুর্বীত পারণং বিষ্ণুতংপরঃ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বাদশীর দিন পুতিকাভক্ষণ করিতে নাই। বিজ্ঞাতিদিগের "পুতিকা ভক্ষণ নিষিদ্ধ, তথাচ এইরূপে বিশেষ করিয়া নিবেদন করায়ও অধিক দোষজনক বুঝিতে হইবে।

বাদশী তিথিতে তুলসীচরন করিতে নাই, বাহারা বাদশীতে তুলসী চরন করেন, তাহারা বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ করিয়া থাকেন।

"সংক্রান্ত্যাং পক্ষরোরন্তে বাদশ্যাং নিশিসঙ্কায়োঃ।

হিন্তি তুলসীং যে তু তে হিন্তি হরঃ শিরঃ ॥"

(আলৌকিকত্ব)

সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, বাদশী, রাজি ও সঙ্ক্যাকালে তুলসী চরন করিলে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ করা হয়।

বাদশীর দিন সায়াংকালে সায়াং সঙ্ক্যা করিতে নাই, যে এই সঙ্ক্যাবিধির অমুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মহা হইবে।

"বাদশ্যাং পক্ষরোরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।

সায়াং সঙ্ক্যাং ন কুবীরীত কৃতো চ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥" (বুভি)

বাদশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা এবং বে দিন শ্রাদ্ধ করা হয়, এই সকল দিনে সায়াংকালে সঙ্ক্যোপাসনা করিতে নাই। কেবল গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

বাহারা বাদশী তিথিতে মৈথুন আচরণ করে, তাহারা তির্থাগৃহোনিতে ভ্রম গ্রহণ করে এবং কখনও বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে না।

"অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যাং বষ্ঠ্যাক বাদশীং তথা।

অমাবস্ত্যাং চতুর্থাং মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি ॥

তির্থাগৃ যোনৌ সমাগচ্ছেৎ মম লোকং ন গচ্ছতি ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে দশাবতার বাদশীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের যে বাদশী তিথি এই তিথি ভগবান বিষ্ণুরূপী মৎস্তের অতিশয় প্রিয়া; এইজন্ত একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বাদশীর দিন সুবর্ণময় মৎস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। 'বিষ্ণুর্মে প্রীয়াতঃ মৎস্তঃ' এই মন্ত্রে দান করিতে হয়। যিনি এইরূপ ব্রত্যাচরণ করেন, তিনি সকল প্রকার সুখ লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

"মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে বাদশ্যাং সমজায়ত।

মৎস্তো বিষ্ণু স মাহাভ্যাঃ তন্তোষ্টেয়ং সদাতিথিঃ ॥

একাদশ্যামুপোষ্যাদৌ পঠন মৎস্তাবতারকং।

শৃণু সৌবর্ণং মন্ত্রক কারদ্বিধা বদেদিদং ॥

বিষ্ণুর্মে প্রীয়াতঃ মৎস্ত ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণাঃ তং।

যো দত্ত্বাৎ স সুখী ভূত্বা বিষ্ণুলোকং ব্রজেচ্ছুতং ॥"

(হেমাদ্রিব্রতখণ্ড)

শৌর্য মাসের শুক্লপক্ষের বাদশী তিথি কুর্শের অতিশয় প্রিয়, এই বাদশীতে সুবর্ণময় কুর্শ প্রস্তুত করিয়া কুর্শাবতারের মাহাত্ম্যাদি শুনিরা ব্রাহ্মণকে এই সুবর্ণ কুর্শ দান করিতে হইবে। যিনি এই দান করেন, তিনি সকল সৌভাগ্য ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিধানানুসারে মাঘমাসের শুক্লাবাদশীতে বরাহ, কান্তন্যমাসের শুক্লাবাদশীতে নারসিংহ, চৈত্রমাসের শুক্লাবাদশীতে জামদগ্ন্য-রাম, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাবাদশীতে দাশরথি রাম ও সীতা, আষাঢ়মাসে শুক্লাবাদশীতে রোহিণের রাম, শ্রাবণ মাসের শুক্লাবাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ, ভাদ্রমাসের শুক্লাবাদশীতে কচ্চি, উক্ত তিথিতে এই ভগবানের কুর্শবরাহাদি মূর্তি সকল সুবর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া এই সকল অবতারের শুণাদি কীর্তন ও পাঠ করিয়া পরে এই সুবর্ণমূর্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। বাহারা এই দশাবতার বাদশী ব্রত অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহারা সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। (হেমাদ্রিব্রতখণ্ড)

বিবিধ বাদশী ব্রত—ইহার বিষয় অগ্নিপু্রাণে এইরূপ লিখিত আছে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাদশীতে মদন ও হরির পূজা করিতে হয়, ইহাকে মদনবাদশী ব্রত কহে। যিনি এই ব্রত অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মাঘমাসের শুক্লাবাদশীতে ভীমবাদশী ব্রত করিতে হয়, এই দিনে বিষ্ণুর পূজা করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে গোবিন্দবাদশী ব্রত করিলে গোবিন্দ সদয় হইয়া থাকেন। আশ্বিন মাসের শুক্লাবাদশীতে ব্রত করিয়া ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতে হয়, ইহাকে বিশোকবাদশী ব্রত কহে, এই ব্রত করিলে সকল প্রকার শোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাবাদশীতে নারায়ণের পূজা করিয়া লবণ দান করিলে সকলপ্রকার ধনদানের কল লাভ হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্লাবাদশীতে গোবৎসের পূজা করিতে হইবে, ইহার নাম গোবৎসবাদশী ব্রত। মাঘমাসের শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা শুক্লাবাদশীকে তিলবাদশী কহে, এই বাদশীতে তিল দান, তিলহোম, তিলনৈবেদ্য, তিলমোদক, তিলদীপ, তিলমোদক ও তিল দানপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিবে। তৎকালে যথাবিধি হোম ও উপবাস করিয়া 'ওম্ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই বলিয়া বাসুদেবের পূজা করিতে হইবে। এই বটতিল বাদশী ব্রত করিলে কুলের সহিত বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায়। কান্তন্য মাসের শুক্লপক্ষে মনোরথবাদশী ব্রত করিয়া ভগবত্বের

আরাধনা করিবে। কেশবাঙ্গি দ্বাদশ নাম দ্বারা দ্বাদশীব্রত করিয়া একবর্ষ ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। বাহারা এই ব্রতচরণ করেন তাহাদের কখনও নরক হয় না, এবং স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে স্তুতি দ্বাদশী ব্রত করিলে স্তুতি লাভ হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীর দিন অনন্তদ্বাদশী ব্রত করিলে অশেষ ক্লেশ শান্তি হয়। মাঘমাসে শুক্লাদ্বাদশীর দিন যদি মূলা অথবা অশ্লেষানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ‘কৃষ্ণায় নমঃ’ বলিয়া তিল দ্বারা হোম করিয়া ভগবানের আরাধনা করিবে। ইহাকে তিলদ্বাদশী কহে। পৌষমাসের শুক্লাদ্বাদশীকে সম্প্রাপ্তি-দ্বাদশী ব্রত কহে। যে ব্যক্তি যথাবিধানে এই ব্রত করে, তাহার কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী অতিশয় শ্রেষ্ঠ, ইহার নাম শ্রবণদ্বাদশী ব্রত এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। নদীসঙ্গমাদি পুণ্য তীর্থে স্নানাদি করিলে যে ফল হয়, এই দ্বাদশীতেও সেই ফল হইয়া থাকে। বুধবার ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে যে কোন পুণ্য কার্যের অমুষ্ঠান করা যায়, তাহাতেই মহাফল লাভ হইয়া থাকে। যথা বিধানে এই দ্বাদশী ব্রত অমুষ্ঠান করিলে সকল বিধ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অশ্বিনদ্বাদশী ব্রত করিতে হয়। সম্যকরূপে অনশন, পঞ্চগব্য জলে স্নান ও পঞ্চগব্য তক্ষণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে এবং ত্র্যক্ষণকে যব ও ত্রীহিযুক্ত পাত্রদান করিবে, এবং এই রূপে প্রার্থনা করিবে, ‘হে ভগবান্ আমি সন্তুষ্টিতে যে কিছু খণ্ডব্রত করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তাহা এখন অখণ্ড হউক। হে পুরুষোত্তম! তুমিই যেমন এই সমস্ত অখণ্ড জগৎ, সেইরূপ আমার ব্রত সমস্তই অখণ্ড হউক। প্রতিমাসে দ্বাদশীর দিন এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে, বাহারা উক্ত প্রকারে বিষ্ণুর পূজা করে, তাহার আয়ু, আরোগ্য সৌভাগ্য ও রাজ্য ভোগাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অগ্নিপুং ১২৪-১২৬ অং)

ধাপর (পুং) দ্বৌ পরো প্রকারো বিষয়ো বস্ত, পূর্বোদরাদিত্যং সাধুঃ। ১ সংশয়। দাত্যং সত্যত্রেতাভ্যাম্ পরঃ পূর্বোদরং সাধুঃ। সত্যত্রেতাযুগানন্তর যুগভেদ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিন বৃহস্পতিবারে ধাপরযুগোৎপত্তি হইয়াছিল, এই যুগের পরিমাণ ৮৩৪০০০ বৎসর, এই যুগে অবতার ত্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ, অর্দেক পুণ্য ও অর্দেক পাপ। এই যুগে শাস্ত্র, বিয়াট, হংসধ্বজ, কংস, ময়ূরধ্বজ, বজ্রবাহন, রুদ্ৰাঙ্গদ, হৃষ্যোদন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিশ্বক্সেন, শিশু-

পাল, অরাসন্ধ, উগ্রসেন ও কংস ইহার রাজা, অর্থাৎ ধাপর-যুগে এই সকল মনীষিগণ রাজা হইয়াছিলেন, যজ্ঞদিগের পরমাযু সহস্র বৎসর, মানবদেহের পরিমাণ সপ্ত হস্ত। প্রাণ-রক্ষিগত, অর্থাৎ যতক্ষণ দেহে রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ জীবন নাশ হইবে না। যজুর্বেদের অধিকার, অর্থাৎ কার্য্যকলাপাদি যজুর্বেদানুসারে হইবে। তাত্ত্বপাত্র ব্যবহার্য্য, লোক সকল, অর্দ্ধধর্ম্মরত, প্রাণী, সর্বদা চপল, জ্ঞাননিষ্ঠ, কপট ব্যাকুল হইবে। তারকত্রয় নাম

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুলসোরে।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বৃকো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥”

(পাঞ্জিকা)

“অষ্টৌ শতসহস্রাণি বর্ষাণাং মাছুষাণি তু।

চতুষষ্টিঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং ধাপরং যুগং ॥” (মৎস্তপুং)

ধাপরযুগের ধর্ম্মভেদাদির বিষয় মৎস্তপুরাণে এই লিখিত হইয়াছে—

“অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধাপরস্ত বিধিং পুনঃ।

তত্র ত্রেতাযুগে ক্রীণে ধাপরং প্রতিপদ্যতে ॥”

(মৎস্তপুং ১২০।১)

ত্রেতাযুগের কাল যখন ক্রীণ হইয়া আসিল, তখন ধাপর ধীরে ধীরে আসিয়া নিজ বিক্রম বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ত্রেতাযুগে প্রজাদিগের যে সকল সিদ্ধি ছিল, ধাপরযুগ আসিতে আসিতেই তাহা বিনষ্ট হইল। প্রজা সকল অতিশয় লোভী হইয়া উঠিল, বণিগুণ পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল, তৎসকলের আর নিশ্চয় করিতে কেহ সমর্থ হইল না। বর্ণ সকলের নাশ ও কর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হইল। রজো ও তমোগুণের কার্য্য বহলরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যে সকল কার্য্য ত্রেতাযুগে করিলে পাপ হইত না, যুগধর্ম্মানুসারে তাহাই পাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণ ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম সকল সন্ধীর্ণ হইয়া উঠিল। ঋতি ও স্মৃতি বিধা বিভিন্ন হইলে, ইহার যথার্থ অর্থ বোধ করিতে বড়ই গোলযোগ হইতে লাগিল, লোক সকল নিজ নিজ প্রতিভানুসারে অর্থ নিশ্চয় করিতে লাগিল। যখন ধর্ম্মতত্ত্বের এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল, তখন পরস্পরের সহিত পরস্পরের মত বৈষ্য হইয়া-উঠিল। ধাপরে ধর্ম্মাদি ব্যাকুলিত হইয়া কলিতে একবারে বিনষ্ট হইল। লোক সকল এইরূপ নানাবিধ বিপর্য্যয়ে পড়িয়া ব্যাধি প্রভৃতির আক্রমে তেজ ও বল ক্রীণ হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশে কালতিপাত করিতে লাগিল। এই সময় সকলের মতি হ্রাস হওয়ার বেদবেদাদির অববোধের জন্য ভাঙ্গা হইতে লাগিল,

ভাষাতে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। এই সময় প্রত্যেক লোকেরই কাল কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। প্রায় কাহারও মনে শাস্তি ছিল না। এই সময় হই হাজার বৎসর লোকের পরমাণু ছিল। এইরূপে ষাপের সম্পূর্ণরূপে নিজ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন ষাপেরের রাজ্যে কলি আসিয়া প্রবেশ করিল। (মৎস্যপুঃ ১৪৪ অং) [কলি দেখ।]

জাম্বুদ্বীপ (পূঃ) জাম্বুদ্বীপ প্রবোধনানিধাং সাধুঃ। ১ ছই জনের পুত্র। ২ উদ্ধালক গোতম মুনি। (শকার্ণচিঃ)
দ্বার (স্ত্রী) দ্বারভিত্তিকিপ্। ১ গৃহনির্গমস্থান। ২ উপায়।
“বিদগ্ধা নিষপত্রাণি নিরতাদ্বারবেশনঃ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)
দ্বার (স্ত্রী) দৃশিচ্ অচ্। ১ গৃহনির্গমস্থান, দরোজা। ২ মুখ।
৩ শেষ ও অন্ত।

“সাত্ত্বিকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়মবগাহতে বস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারিণি শেষাণি॥” (সাখ্যং কাঃ)
‘দ্বারি প্রধানং শেষাণি করণানি বাহ্যেন্দ্রিয়ানি, তৈরুপ-
নীতং সর্বং বিষয়ং সমনোহহংকারা বুদ্ধিবস্মাদবগাহতে
হৃদ্যবস্তুতি তস্মাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি দ্বারিণি’ (ভট্টকোঃ)
দ্বার, আসামের চিফ্ কমিসনরের অধীনে ছইটা দ্বার আছে,
একটা পূর্বদ্বার, অপরটা পশ্চিম দ্বার।

পূর্বদ্বার—এখন গোয়ালপাড়া জেলার সামিল। ইহার উত্তর সীমায় ভূটান গিরিমালা, পূর্বে মানস নদী কামরূপ জেলা হইতে এই ভূভাগকে পৃথক রাখিয়াছে, দক্ষিণে আসল গোয়ালপাড়া জেলা, এবং পশ্চিমে গঙ্গাধর বা স্বর্ণকোশী নদী পশ্চিমদ্বার হইতে এই ভূখণ্ডকে পৃথক করিয়াছে। অক্ষা° ২৬° ১৯’ হইতে ২৬° ৫৪’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৫৫’ হইতে ৯১° পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৫৬৯২ বর্গ মাইল। লোক-সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। ইহার প্রধান নগর বিজনী। কিন্তু এখানকার মোকদ্দমা মামলা ধুবড়ীর আদালতেই সম্পন্ন হয়।

পূর্বদ্বারের ভূমি পাহাড়ের নিয়ে হইলেও অধিকাংশ সমতল। এখানকার উচ্চ জমির মধ্যে কেবল ৪০০ ফিট উচ্চ ভূমন্ডর পাহাড় দৃষ্ট হয়। এই বিস্তৃত সমভূমির মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শালবন ও অসংখ্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত আছে। নদীগুলির মধ্যে মানস, জলানী, পাকাজানী, আই, কানামাকরা, চাম্পামতী, গৌরাজ, সরলভাঙ্গা, গঙ্গিয়া, শুকপুলা ও গঙ্গাধর এই কয়টা নদীতে বারমাসই নৌকা চলে। অন্যান্য নদীতে কেবল বর্ষাকালে নৌকা চলিতে পারে।

এখানকার সকল নদীই ভূটান গিরিমালা হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

এখানকার অধিকাংশ ভূভাগেই বড় বড় বাস ও নল-বাগড়ার বন বেধা যায়। ভাহার মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প কাপাস বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

এখানকার বনে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায় বলিয়া গব-মেন্ট খাসে রাখিয়াছেন। এখান হইতে অতি উৎকৃষ্ট শাল কাঠ পাওয়া যায়। শাল তির শিত্ত, খদির, চেলানি প্রভৃতি অল্প কাঠও আছে।

এখানকার অল্পে ঢাকা, মোচাক, পিপুল এবং আন্ত নামক লাল বর্ণের পাদক এক প্রকার শুষ্ক পাওয়া যায়। বহু জন্তর মধ্যে হতী, গণ্ডার, মহিব, ব্যাঘ্র, তরুণ, পুংর ও হরিণ দৃষ্ট হয়।

এ অঞ্চলের গ্রামবাসীরা ধাতু ও সরিষার চাষ করে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের চারিদিকে বংশ ও কদলী বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্ট হয়।

১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে ভূটান যুদ্ধের পর এই ভূভাগ ব্রীটিশাধিকৃত হয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বর্তমান কোচবিহাররাজ্যের আদি-পুরুষ বিজয়সিংহ এই অঞ্চলে বাস করিতেন এবং এখান হইতেই তাহার রাজ্যের সূত্রপাত করেন। তৎপরে রাজ-বংশীয়দিগের মধ্যে গৃহবিবাদের উপক্রম হওয়ার এই ভূভাগ নানাধাণ্ডে বিভক্ত হইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে বিজনী, সিদলীদ্বার ও দরনের রাজগণ তাঁহাদের অধিকৃত বর্তমান সম্পত্তি লাভ করেন।

মোগলেরা যখন আসাম আক্রমণ করে, সে সময় এই ভূভাগের পশ্চিমাংশ মোগলাকারভুক্ত গোয়ালপাড়ার অধীন হইল। সেই সময় অহম রাজগণ ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী প্রদেশে রাজত্ব করেন। পূর্বদ্বারে বহুদিন ভূটিয়া আধিপত্য চলিলেও বড়ই আশ্চর্য্য যে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ভূটিয়াদের বৌদ্ধধর্মের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না, কিন্তু মুসলমান ধর্মের প্রতাপ এখনও প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভূটিয়ারা কোচবিহারের উপর বড়ই অত্যাচার করিতে থাকে। কোচ-বিহাররাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে করদানে সম্মত হইয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হন। তদনুসারে ইংরাজগবর্মেন্ট কোচবিহাররাজকে ভূটিয়াদের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন। [কোচবিহার দেখ।]

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ব্রীটিশরাজ্যভূত ভূটানরাজ্যে অপমানিত হন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর

মাসে বৃটিশসৈন্য প্রেরিত হইল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভূটানরাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে পূর্ববার ও পশ্চিম-বার বৃটিশগবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বৃটিশ গবর্মেণ্ট ও ভূটানরাজকে প্রতি বর্ষে ২৫০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপও কথা রহিল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন। তাহার পর হইতে আর কোন গোলযোগ হয় না। এখন বেশ শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু (১৩০৪ সালের) গত আবার মাসের ভূমিকম্পে বারভূতগের নানা স্থানে প্রকৃত অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

সন্ধি হইবার পর হইতে ভূটানবার দুইভাগে বিভক্ত হইল—পূর্ববার ও পশ্চিমবার। পূর্ববারের সীমা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। প্রথমে এই ভূভাগ একজন ডেপুটী কমিশনের শাসনাধীন হয়, তখন গোয়ালপাড়ার কুস্তাঘাটের এলাকাধীন দত্তমা গ্রামে সদর ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বারের পশ্চিমাংশ বঙ্গ ও পূর্বাংশ আসামের সামিল হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম একজন চিক কমিশনের অধীন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইল, তৎকালে পূর্ববার বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু গোয়ালপাড়া ও পূর্ববারের শাসনকর্ত্ত্ব এক রাজপুরুষের অধীন হইলেও, এখানকার শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬শ বিধি অনুসারে এখানকার স্থাবর সম্পত্তি, রাজস্ব, খাজনাদির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের অন্তর্গত করা হইল না। এখানকার ভূভাগ খাস গবর্মেণ্টের অধীন। প্রজারা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে সাতসনী মেরাদে ইজারা লইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কৃষকেরা নিজেই গবর্মেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লয়। আবাস কোথাও এখানকার স্থানীয় রাজগণ গবর্মেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তাঁহার ইচ্ছামত প্রজা বিলী করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রজাদিগের অনেক স্থলে বন্দোবস্ত করা সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া এখন বৃটিশগবর্মেণ্ট সিদলী ও বিজলীবারের রাজগণের সহিত এক প্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন। এখানে কোচ, মেচ বা কাছাড়ী ও মাজাজাতির বাস। খাঁটি হিন্দু মধ্যে কোলিতার সংখ্যাই অধিক। এখানকার হিন্দুগণ অধিকাংশই বৈষ্ণব ও গোপালীমত শিষ্য।

এখানে তিন প্রকার ধাতু জন্মে—আস্ত, বাও বা বাবা (ইহার বড় বড় দল হয়), ও আমন বা হৈমন্তিক। আমন-ধানই বেশী জন্মে।

বাগিছার মধ্যে—এরওঁতৈল, এড়িয়া কাপড়, কার্পাস, রবর ও আস্ত নামক রত্ন প্রধান।

পশ্চিমবার—হিমালয়ের পাদদেশে বালুয়ার ছোট-লাটের অধীন একখণ্ড ভূভাগ বার প্রদেশের পশ্চিমখণ্ড বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জম্মাইগুড়ি জেলার মধ্যেও এই ভূভাগের অন্তর্গত হিমালয় পর্বতের কোন কোন অংশ আছে। পশ্চিম বারের ভূভাগ সমস্তই পতিত জঙ্গলময়। মধ্যে মধ্যে জুজলা নদী থাকায় এই জঙ্গল আবাসের পক্ষে অতি উপযোগী। ভূটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়া বালুয়ার ছোটলাটের অধীন হইয়াছে। ১৮৮১-৮৪ খৃষ্টাব্দে চা-বাগান করিবার জন্য অনেকে এই স্থানের জমী লইতে আগন্তু করে। আজ কাল চা-এর আবাস এখানে বৃদ্ধি। এই সকল চা-বাগানে বালুয়ার দরিদ্রপ্রণেয় অনেক লোক মজুরি করিয়া অন্ন-সংস্থান করিয়া থাকে। এখানকার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। চা-বাগানের জন্য যতই বেশী জমী প্রতি বৎসর আবাস হইতেছে, ততই দিন দিন দেশের অস্বাস্থ্যও দূর হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমবার প্রদেশের পূর্বসীমা স্বর্ণকোশী নদী (গোয়ালপাড়া ও জম্মাইগুড়ির মধ্যে) এবং পশ্চিমসীমা তিস্তা নদী। ইহা আপাততঃ নয়টি পরগণার বিভক্ত হইয়াছে। (১) ভালকা ১১৯ বর্গমাইল, (২) ডাটিবাড়ী ১৪২ বর্গমাইল, (৩) বক্সা ৩০০ বর্গমাইল, (৪) চকাঙ-কজির ১৩৮ বর্গমাইল, (৫) মাদারী ১২৪ বর্গমাইল, (৬) লক্ষীপুর ১৬৫ বর্গমাইল, (৭) মরাঘাট ৩৪২ বর্গমাইল, (৮) ময়নাগুড়ি ৩০৯ বর্গমাইল এবং (৯) চেল্‌মারী ১৪৬ বর্গমাইল।

বারক (রী) বারগ প্রশস্তন কারতি কৈ-ক। বারকাপুরী।

(ত্রিকাণ্ড)

বারকণ্টক (পুং রী) বারক কণ্টক-ইব। কপাট। (ত্রিকাণ্ড)

বারকা, গুজরাটের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের মধ্যে একটি বন্দর ও হিন্দুতীর্থ। ইহা বরোদারাজ গাইকোবাড়ের অধীন। অক্ষা° ২২° ১৪' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৫' পূঃ। আনন্দাবাদ হইতে ২৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বরোদা হইতে ২৭০ মাইল পশ্চিমে বারকানগর অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ওথমগুল প্রদেশের বাঘের জেলার প্রধান সহরই এই বারকা। এখানে একদল বোম্বাই প্রদেশীয় দেশীয় পদাতিক আছে, তন্নিম্ন ওথমগুল ব্যাট্যালিয়ন নামক গোরা সৈন্যও এইখানে থাকে।

বারকানাথের মন্দিরে প্রতি বৎসরে প্রায় দশহাজার বাজী উপস্থিত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই মন্দিরটী ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে এক রাজ্যে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী ১০০ ফিট উচ্চ ও পাঁচতলায় বিভক্ত। মন্দিরের

সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরের ছাদ ৬০ টা স্তম্ভের উপর স্থাপিত। নাটমন্দিরের ত্রিকোণাকার চূড়া ১৭০ ফিট উচ্চ। মন্দিরে বাজীর স্থান হইতে প্রায় ২ হাজার টাকা বাৎসরিক আয় হয়।

এখানকার প্রতিমার নাম রণছোড়জী। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে রণছোড়জীর মূল প্রতিমা পুরোহিতেরা চুরি করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে লইয়া গিয়া রাখে। তদবধি তথায় রহিয়াছে। তৎপরে ভারকার যে বিত্তীয় প্রতিমা নির্মিত হয়, তাহাও আজ ১৫০ বৎসর হইল, ঐরূপে লক্ষ্যত হইয়া একটি খাঁড়ীর অপর পার্শ্ব বটবীপ বা শম্ভোড় বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ভারকার মন্দিরে বর্তমান তৃতীয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্বাসানুসারে ভারকাও একটি মহাতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভারকার যাত্রিগণকে প্রথমতঃ গোমতী নামক পুণ্য-সলিলা নদীতে স্নান করিতে হয়। এই স্নানের পর ভারকার সামন্তগণকে ৪০ টাকা ও পুরোহিতগণকে ২০ টাকা দক্ষিণা দিয়া দেবদর্শনে বাইতে হয়। সেখানে যাজিরা যথাসাধ্য পূজাদি দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকে। ভারকার তীর্থযাত্রীরা ছাপ লইয়া থাকেন। অরমরা নামক স্থানে ব্রাহ্মণেরা ছাপ দিয়া থাকেন। লোহবলয় ও লোহের পদ্ম অরিতে উত্তপ্ত করিয়া যাত্রীর অভিলষিত অঙ্গে ছাপ দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বাছতেই ছাপ লয়। সকলেই যে ছাপ লয়, তাহা নয়। মাতার ইচ্ছানুসারে শিশু দেহেও ছাপ দেওয়া হয়। বহুবাকব ও আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে অশরীরে ছাপ লইবার প্রথা দেখা যায়। প্রত্যেক ছাপ দিবার দক্ষিণা ১০। তৎপরে বটবীপের রণছোড়জী দর্শনে বাইতে হয়। বটবীপে পৌঁছাইয়া প্রত্যেক যাত্রীকে ৫ টাকা দেবকর দিতে হয়। যাত্রীরা এইস্থানে রণছোড় দেবতাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করে। পরিচ্ছদ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। দেবতাকে দিবার পর পাণ্ডারা আবার উহা বাজারে বেচিয়া কেলে। এইরূপে এক গোবাকই যতক্ষণ ছিঁড়িয়া বা পচিয়া না যায়, ততক্ষণ কত শতবার ক্রীত ও বিক্রীত হইতে থাকে। এখানকার পাণ্ডারা বলেন, প্রতিবৎসর এক নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক পক্ষী সমুদ্রগর্ভে হইতে উথিত হয়। ইহার গাত্রবর্ণ ও লক্ষণাদি দেখিয়া পাণ্ডারা মৌসুম-বাহুর গতি স্থির করিয়া থাকে। এই কথা আবুলফজলও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডারা বলেন, শেষে পক্ষীটি দেবমন্দিরে আসিয়া দেবপ্রসাদী তুণ্ডলভক্ষণ ও দেবসম্মুখে নৃত্য করে, কাকলীতে গান করে এবং কিরংপরে সরিয়া যায়।

ভারকার শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। পুরাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রাচীন ভারকানগরী সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া যায়। পুরবন্দরের ৩০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে প্রাচীন ভারকার অবস্থান ছিল বলিয়া এখানকার লোকের অনুমান করেন। পাণ্ডারা বলেন, পূর্বোক্ত পক্ষী এই স্থান হইতেই উথিত হয়।

ভারকার অপর নাম কুশহলী। ইহা আনন্ডদেশের রাজধানী। পরশুরাম কর্তৃক এখানে প্রথম ভারবাহাদি নশগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস হয়। শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী করিয়া নগরের শোভাবর্ধন করেন।

মহাভারত সভাপর্কে যেখানে ধোম্য সুদিত্তিকে তীর্থাদির ইতিহাস শুনাইতেছেন, সেই স্থলে (৮৮শ অধ্যায়ে) ভারকা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

“সেই প্রদেশে (হ্রস্বাষ্ট্রে) পুণ্যজনক ভারাবতী তীর্থ আছে, যথায় সাক্ষাৎ পুরাতন দেব মধুসূদন বিরাজ করেন। তিনিই জীবাত্মা ও পরমাত্মা; হৃদয়ঃ ঔহাকে ব্যাঘ্রা ও অব্যাঘ্রা বলা যায়; এতাদৃশ অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি সেই ভারাবতীতে অধিষ্ঠিত আছেন।” ইহা হইতে জানা বাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের বাসাবিধি ইহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহার পূর্বেও ইহার প্রসিদ্ধি ছিল।

[কুশহলী ও প্রভাস দেখ।]

ভারকামাহাত্ম্যে ভারকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

শর্ঘ্যাতি নামে এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার উত্তানবর্হি, আনন্ড ও ভূরিসেন নামে তিনটা পুত্র হয়। সেই রাজা বড় দান্তিক ও আত্মগর্কপ্রিয় ছিলেন। একদিন ধর্ম্মাত্মা আনন্ড তাঁহাকে বলেন, ‘এই সমস্ত রাজ্য আপনার কিছুই নহে, সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের।’ তাহাতে শর্ঘ্যাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সমুদ্রের কূলে আসিয়া আনন্ড বৈকুণ্ঠপতির শরণ লইলেন। তখন বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ হইতে শতযোজন ভূখণ্ড উৎপাটন করিয়া ভীমনারী লাগরে স্তম্ভদশ চক্রে ধারণপূর্বক তরুণির স্থাপন করিলেন। সেই ভূখণ্ডে আনন্ড পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করেন। তাঁহার রেবত নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহা হইতে রৈবতগিরির উৎপত্তি হয়। ইনিই কুশহলী বা ভারাবতীপুরী নির্মাণ করেন।

ভারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতার এক মাত্র গণ্য জমীদার বংশে ভারকানাথের জন্ম হয়। ভারকানাথ বে ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের আদি বাসস্থান পাথুরিয়াঘাট।

কাজকুজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নাথ বা নৃসিংহ কুশারীর বংশে তাঁহার জন্ম।

নৃসিংহ কুশারী-বংশের যে শাখা হইতে হারকানাথের উৎপত্তি, সেই শাখা হারকানাথের জন্মের বহুপূর্বে (১০ বা ১১শ পুরুষ পূর্বে) "পিরালী" শ্রেণীভুক্ত হন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ের শ্রেণীভুক্ত হইলেও তৎশ্রেণীতে লৌকিক আচার ব্যবহারে সমাজগ্রাহ্য নহেন।

হারকানাথের বংশ সামাজিক আচার ব্যবহারে অল্প রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ বংশ অপেক্ষা দোষাশ্রিত হইলেও মানসতঃ কোনও দিন হীন নহে। এই বংশে অনেক সময়ে অনেক গণ্য মাত্র বিদ্বান্ দাতা, বঙ্গের মুখোজ্জলকারী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের আদি নিবাস বশোরের অন্তর্গত চেকুটিয়া (চেমুটিয়া) পরগণার ছিল। হারকানাথের উর্দ্ধে ৪র্থ পুরুষ জয়রাম জাতিবিবাদে বিভ্রান্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। নরেন্দ্রপুর গ্রামের নিকট এখনও 'জয়রামের ভিটা' বলিয়া একখণ্ড জমী পড়িয়া আছে; উহা এখন এই বংশের এক শাখা মজুমদার বংশের অধীন। এই মজুমদার শাখার স্প্রসিদ্ধ কাব্য 'মহিলা'-প্রণেতা কবি সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। [সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দেখ।]

জয়রামের উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ একাক্ষরকোষপ্রণেতা পুরুষোত্তম বিজ্ঞাবাগীশ বা ৫ম পুরুষ জগন্নাথ বশোরের অন্তর্গত পরগণা চেকুটিয়া-নিবাসী বাহাদুররায় চৌধুরী (৭) নামক এক বহিষ্কৃত জমীদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া "পিরালী" দোষাশ্রিত হইয়া পড়েন। [এই বাহাদুররায় বংশই আদি "পিরালী", ইহাদের বিবরণ "পিরালী" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জয়রাম কলিকাতায় আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জয়রাম আর্মীনারীকরণে নিবৃত্ত হন। কোর্টউইলিয়ম নির্মিত হইবার সময় ইহার বাসস্থান নষ্ট হয়। জয়রাম উঠিয়া আসিয়া পাথুরিয়াঘাটার বাটী নির্মাণ করেন। ইহাদের পুরাতন বাটী এখনও দরমাছাটা ষ্ট্রীটের উপর ডাইলপটিতে বর্তমান আছে। উহা এখন ঠাকুরবংশের অধিকারচ্যুত হইয়া গিয়াছে। জয়রাম যে সময় গোবিন্দপুরে বাস করেন, সেই সময়ে গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণবাস অতি অল্পই ছিল। চতুঃপার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণের বর্ণ আপনাদিগের মধ্যে এক বর ব্রাহ্মণ পাইয়া সকলেই সন্তুষ্ট সহকারে "ঠাকুর" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। কালে ব্রাহ্মণস্ববোধক এই ঠাকুর শব্দই জয়রামের উপাধিহৃতক হইয়া উঠিল। জয়রামের ৪টা পুত্র হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও তৃতীয় নীলমণি ঠাকুর

হইতেই কলিকাতায় বর্তমান ঠাকুর বংশের বিস্তৃতি ঘটনাছে। দর্পনারায়ণের বংশে ঠাকুর বংশের বর্তমান সুখপাত্র বর্তমান মোহনের উৎপত্তি, আর নীলমণি ঠাকুরের বংশেই হারকানাথের জন্ম হয়।

নীলমণি ঠাকুর পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকো নামক স্থানে স্বীয় আবাস বাটী স্থাপন করেন। জাত্যবিবাদই এই পার্থক্যের মূল। কলিকাতায় তদানীন্তন ধনী ও সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠ বংশীয় বৈষ্ণবদাস শ্রেষ্ঠ মহাশয় নীলমণি-ঠাকুরকে জোড়াসাঁকোতে কয়েক কাঠা জমী বাসার্থ দান করেন। হারকানাথের বর্তমান বাটীর কতকাংশ সেই জমীর উপর নির্মিত। নীলমণি স্বয়ং উপার্জনশালী ছিল, তিনি জজ আদালতের সেরেস্তাদারী কর্ষে বথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। নীলমণির ৪টা পুত্র-রামলোচন, রামতত্ত্ব, রামরত্ন, রামমণি, রামবল্লভ। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান বাকশক্তি হীন ছিলেন। প্রথম ও পঞ্চম নিঃসন্তান। তৃতীয় রামমণির তিনপুত্র। রাখানাথ, হারকানাথ ও রমানাথ। এই রমানাথই পরে মহারাজা রমানাথ ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন।

হারকানাথ যখন অতি শিশু তখন এক সম্রাসী তাঁহার সুলক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ মহিমার কথা প্রকাশ করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠভাতা রামলোচন তাঁহাকে দস্তক গ্রহণ করেন। রমানাথ ও রাখানাথ হারকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে (১২০১ সালে) হারকানাথের জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি শেরবোণ সাহেবের স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে রেভারেন্ড মিঃ উইলিয়াম অ্যাডামসের নিকট বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন ইনি পায়সীতায়া শিক্ষা করেন।

পিতার মৃত্যু হইলে হারকানাথ স্বীয় পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। ইহার জ্যেষ্ঠ রাখানাথ বিদেশে চাকুরী করিতেন। বিষয়ের তত্ত্বাবধান হইতে হারকানাথের জমীদারী পরিচালন-ক্ষমতা অতি পরিম্ফুট হইয়া উঠে। তাহার পর হারকানাথ আইন শিক্ষা করিয়া মোক্তারি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে তিনি অনেকগুলি রাজা ও জমীদারের বিশ্বাসভাজন হন। মোক্তারি করিতে করিতেই তিনি ব্যবসাদারদিগের গোমস্তাগিরি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যেও তাঁহার ব্যবসাদার মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। তৎপরে ৬ বৎসরকাল তিনি ২৪ পরগণার নিমকির (লক্ষণার) কালেক্টরের সেরেস্তাদারী

করিয়া কর্তৃপক্ষের সূচীতে পড়েন ও একেবারে নিম্নকর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ বোর্ড, কাউন্সিল ও অফিস বিভাগের দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে নানা বিষয়ে বুদ্ধি খেলাইয়া উন্নতি করিয়া স্বাক্ষরকারী স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় চালাইতে ইচ্ছুক হইয়া মিঃ উইলিয়ম কার ও মিঃ উইলিয়ম প্রিন্সেপ নামক দুইজন ইংরাজকে অংশীদার করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে “কার ঠাকুর” নামে এক বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন। ইংরাজের আদর্শে বাণিজ্যকুঠি বাঙ্গালীস্বারা এই প্রথম স্থাপিত হইল। এই সদৃষ্টান্তের প্রাশংসা করিয়া তখনকার গভর্নরজেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিন্কে মহোদয় স্বাক্ষরকারীকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বে স্বাক্ষরকারী মিঃ জে জি গার্ডন, জে ক্যালবার, জন পামার ও কর্ণেল জেমস্ ইয়ঙ্গ নামক কয়েকজন গণ্য মান্য ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া “ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” নামে একটা তেজারতী কারবার স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর খাতাজী ছিলেন। এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ভিন্ন কলিকাতার “কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক” ও “কলিকাতা ব্যাঙ্ক” নামে আরও দুইটা ব্যাঙ্ক ছিল; তদ্ব্যতীত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত কলিকাতা ব্যাঙ্ক মিশিয়া গেল এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। স্বাক্ষরকারী ঠাকুর ইহার একমাত্র অবস্থাপন ধনী অংশী থাকার তাঁহাকেই উহার সমস্ত দেনা দিতে হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহা অতি অল্প দিনেই চলিয়া ছিল।

কার-ঠাকুর কোম্পানী বাঙ্গালা বেহারের নানাস্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া নীল, রেশম ও অজ্ঞাত পণ্য দ্রব্যের অন্তর ও বহির্ক্সাণিজ্য চালাইতে লাগিল। সে সময়ে অজ্ঞাত বাণিজ্য কুঠির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই কুঠির আয়ে স্বাক্ষরকারী রাজসাহী, পাবনা, রঙ্গপুর, যশোর প্রভৃতি জেলায় জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। স্বাক্ষরকারীত্বের প্রধান জমীদারী কটকের বহামপুর পরগণা।

শৈশব হইতেই রাজা রামমোহনের সহিত স্বাক্ষরকারীত্বের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহার সহপাঠ্য ও মহাত্মত্বভাষ্য স্বাক্ষরকারীত্বের জন্ম উচ্চভাব ধারণ করিয়াছিল। আর্থিক ও বিবয় বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাঁহার সাধারণ হিতাহিতানের মধ্যে উল্লেখ আছে। তাঁহার উৎসাহে হিন্দু-কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও জমীদার সভা (Land-holders' Society) স্থাপন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি, মূল্য-স্বাধীনতা, সতীদাহনিবারণ ও যুগোপায় দেশীয়ের মধ্যে

নিমন্ত্রণামন্ত্রণাদি স্বাক্ষরকারী সভার সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য ঘটিয়াছিল। এই সকল কার্য্যের কতকগুলিতে তিনিই নেতৃত্ব ও কতকগুলিতে প্রধান পরিপোষকরূপে কার্য্য করিয়া সফল হইয়া ছিলেন। ইহারই চেষ্টায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে টাউনহলে সাধারণ সভা আহূত হয় এবং তাহা হইতে “ব্ল্যাক অ্যাক্ট” (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন) সন্ধে প্রতিবাদ করা হয়। এই সকল কার্য্যের ফলে তিনি কলিকাতার জটিল অবস্থায় পিস পদে নিযুক্ত হন।

স্বাক্ষরকারী গভর্নরজেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের নিকট দেশীয়গণের মুখপাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন এবং সর্বদা পরামর্শের জন্য গভর্নরজেনারেল কর্তৃক আহূত হইতেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ইচ্ছা শুনিয়া তখনকার ইংরাজ সমাজ অতি আশ্চর্য্যিত হইয়া টাউনহলে এক সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিলেন। কলিকাতার সেরিক সভাপতি ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী স্বাক্ষরকারী বিলাত যাত্রা করেন। এই সন্ধে ডাঃ ম্যাকগোয়ান প্রভৃতি তাঁহার সহিত বিলাতে যান। পথে স্বাক্ষরকারী তাঁহার দৈনন্দিনলিপি লিখিয়া রাখিতেন। রোমনগরে তিনি পোপ কর্তৃক সম্মানে গৃহীত হন এবং কর্ণেল ক্যালডওলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়া প্রসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডারিকের এবং মিসেস সমরভাইলের সহিত পরিচিত হন। বিজুবী সমরভাইল তৎকালে অক্সফোর্ড ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে ১০ই জুন লণ্ডনে উপস্থিত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ স্বাক্ষরকারীত্বের মহিমা শুনিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁহার একদিন স্বাক্ষরকারীকে এক ভোজ দেন। ১৬ই জুন তারিখে স্বাক্ষরকারী ভারতেশ্বরীর দরবারে উপস্থিত হন এবং এক সপ্তাহ পরে রাজপরিবারের সহিত একত্র ভোজনের নিমিত্ত বাকিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হন। এ সম্মান আর কোনও বাঙ্গালীর ঘটে নাই। আহ্বানের পর তিনি মহারানী কর্তৃক সেইদিনে মুজিত তিনটা স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রাপ্ত হন। ইহার পরও মহারানী আরও একদিন তাঁহাকে খালরে আহ্বান করিয়া শিশু রাজকুমারী ও প্রিন্স অর্চ ওয়েলসকে দেখাইয়া ছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট ও মহারানী ভিক্টোরিয়ার দুইখানি পূর্ণ পরিমাণ ছবি কলিকাতা-বাসীকে উপহার দিবার জন্য মহারানী স্বাক্ষরকারীকে প্রদান করেন। এই ছবি এখন টাউনহলে আছে। ইহার পর তিনি স্কটল্যান্ড দর্শন করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাহির হইলেন। পথে ফরাসী দেশে

দামিরা প্যারী নগরে করাসীরাঙ্গ লুই ফিলিপের দরবারে উপনীত হন। এই স্থানে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ প্রদত্ত মেডেল প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরের শেষে তিনি দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারই সঙ্গে ভারতের রাজনীতি আন্দোলনের আদি শিক্ষক জর্জ টমসন এবেশে আসেন। দেশে আসিলে হিন্দুসমাজ তাঁহাকে স্নেহদেখে গমন ও স্নেহপ্রদর্শনের জন্য প্ররোচিত করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহার পর ইহারই বায়ে দ্ব্যাকুমার চক্রবর্তী (ডাঃ গুডবিচ চক্রবর্তী) ও ভোলানাথ বসু বিলাতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ গমন করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডিন ক্যাথেলের সাহায্যে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কার্য আরম্ভ করিয়াই তিনি পুনরায় ৮ই মার্চ বিলাত যাত্রা করেন। এবার তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কনিষ্ঠা ভগিনীর পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রালে ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ সেক্স তাঁহার সহিত গমন করেন। এবার যাইবার সময় পথে কারয়ো নগরের শাসনকর্ত্তা মহম্মদআলী পাশার দরবার ও ইতালীরাজের সভা হইয়া লণ্ডনে ২৪ জুন উপস্থিত হন। এবারও যাইবার সময় করাসীরাঙ্গের আলয়ে ১৫ দিন ছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পীড়া হয়। বিলাতে অবস্থান কালেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। আগষ্টমাসের ১লা লণ্ডন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। খৃষ্টানের দেশে কিরূপে হিন্দুর মৃতদেহের সৎকার করা হইবে, এই তর্ক উঠে। শেষে মীমাংসা হইল, কেনসাল গ্রীণ নামক গির্জায় যে অংশে খৃষ্টানের সমাধি হয় না, সেই স্থানে কোনরূপ ধর্ম্মীয়স্থান না করিয়া শবদেহ প্রোথিত করা হইবে। তাহাই হইল। পুত্র, ভাগিনের ও বন্ধুবান্ধবদি ব্যতীত মহারাণীর আদেশে চারি জন রাজ-অধ্যক্ষসহী সৈনিক মৃতদেহের সহিত গমন করিয়া ছিল। ডচেস অব্ লমরসেট নগেন্দ্রবাবুকে সাহায্য করিয়া এক পত্রে আপনার শোক প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় এই সংবাদ পৌঁছিলে সার পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে টাউনহলে ২রা ডিসেম্বর এক শোকসভা হয়। ইহার স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও তাহাতে একটা ছাত্রবৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব হয়। হারকানাথের শবদ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রূপার পাত্রে “বাবু হারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতার জমীদার, ৫২ বৎসর বয়সে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে মরিয়ছেন।” এই কর্তী কথা লিখিত হয়। হারকানাথের মৃত্যুকালে বখেট দেনা ছিল। তাঁহার মহাত্ম্য পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিধব সম্পত্তির

অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া সমস্ত পিতৃঋণ পরিশোধ করেন। হারকানাথের তিন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ।] গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। এখন কেবল দেবেন্দ্রনাথ বর্তমান।

হারকানাথ মিত্র, হুগলীজেলার আশুতলি গ্রামে মহাত্মা হারকানাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে (১২৪০ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র মিত্র। হরচন্দ্র হুগলীর আদালতে মোক্তারী করিতেন। শৈশব হইতেই হারকানাথের অসাধারণ প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, চারিবেংসর বয়সেই তিনি পুস্তকাদি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সেই তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। বোডশ বৎসর বয়সে কান্দার স্ক্রিপ্টিভা রাণী কাতারানীর প্রদত্ত মাসিক ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হারকানাথই সর্ব-প্রথম হন ও মাসিক ত্রিশটাকা বৃত্তি পান। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায়ও তিনিই সর্বপ্রথম ও মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় তিনিই হুগলীর কলেজের ডেভিডমণির ছুইটি স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া তখনকার সর্বোচ্চ পারিতোষিক “লাইব্রেরী মেডেল” লাভ করেন। এই লাইব্রেরী মেডেলের জন্য যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে হারকানাথ যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের এডুকেশন রিপোর্টে তখনকার শিক্ষাসমাজ কর্তৃক আদরের সহিত মুদ্রিত হয়।

হারকানাথ ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। পড়িবার ক্ষমতাও তাঁহার এত জন্মিয়াছিল যে অ্যালিসন্ প্রণীত যুরোপের ইতিহাসের এক এক খণ্ড তিনি একদিনে পড়িয়া শেষ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তিও অতি প্রবল হইয়াছিল। পনের দিনে অ্যালিসনের উক্ত ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিয়া তাঁহার কোন বন্ধুকে পরীক্ষা করিতে বলেন, বন্ধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হারকানাথ যে ভাবার তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই সেই পুস্তকেরই ভাষা। আরও এক সময়ে গিবন প্রণীত Decline and Fall of the Roman Empire পুস্তকের এক এক খণ্ড লইয়া এ পাত ওপাত করিয়া উন্টাইয়া গিয়া বহি রাখিয়া দিলেন। নিকটস্থ কোন বন্ধু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বহি থানা পড়া হল না দেখা হল?” হারকানাথ বলিলেন “পরীক্ষা কর।”

- বহু পরীক্ষা লইতে গিয়া বিশ্রিত হইলেন, দেখিলেন সে
- পুস্তকে স্মরণ করিয়া রাখিবার বাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই বারকানাথের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

বারকানাথ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা হাসিরা খেলিয়া ও অপরের সহিত তর্ক করিয়া কাটাইতেন। গভীর নিশীথে পৃথিবী নিস্তব্ধ হইলে বারকানাথ পড়িতে আরম্ভ করিতেন। রাত্রিতে দু' এক ঘণ্টামাত্র নিদ্রা ঘাইতেন। হৃগলীকলেজে পড়িবার সময় গ্রীষ্মকালের প্রায় সকল রাত্রিতেই তিনি গলা-ভীরে সোপানের উপর গিয়া ঘুমাইতেন। অনেক সময় এমন হইয়াছে, গলাভীরে বসিয়া পড়িতে পড়িতে উষাকালে তন্দ্রাভিজুত হইয়া পড়িয়াছেন; প্রাতঃস্নানার্থিনী রমণীরা তাঁহাকে বহি মাথার দিয়া ঘাটের উপর ঘুমাইতে দেখিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। বারকানাথের হস্তাকর অতি সূন্দর ছিল।

যৌবনে বারকানাথ সকল প্রকার খেলা ভালবাসিতেন। পাশাখেলার তিনি বিশেষ পটু ছিলেন, তাঁহাকে প্রায়ই কেহ হারাতে পারিত না। তিনি নিজে গাহিতে ও ডুলী ভবলা বাজাতে পারিতেন।

বারকানাথের পিতা ধর্মভীরু ছিলেন। ইহাদিগের বাড়ীতে প্রতিবৎসর চুগৎসব হইত। এক বৎসর কার্য্য-সূরোধে হনচন্দ্রবাবু বাড়ী যাইতে না পারায় বারকানাথের সহিত পরিবারবর্গকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। গলার উপর দিয়া যাইতে যাইতে বানের বেগে তাঁহাদের নৌকা উল্টাইয়া গেল। বারকানাথের একটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী এই দুর্ঘটনায় মারা পড়েন। বারকানাথ, তাঁহার মাতা ও বারকানাথের পিতৃব্যের একপুত্র অতি কষ্টে রক্ষা পান। ইহার অল্পকাল পরেই হনচন্দ্রবাবুও লোকান্তরিত হইলেন। প্রতিপালনের ভার বারকানাথের উপর পড়িল। এই সময় তাঁহার বয়স ১৬/১৭ বৎসর।

এই সময় কমিসারি-জেনারেল কর্নেল রামজের অধীনে কতকগুলি কেরানীগিরি খালি থাকার কথা শুনিয়া বারকানাথ উহার একটি পাইবার আশার উক্ত আফিসের দ্বার-বান্ধকে জিজ্ঞাসা করিষামাত্র দ্বারবান উত্তর দিল, “হামারি হিঁরা কোই, কাম খালি নেহি।” দ্বারবানের এই কথায় তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। তিনি চাকুরীর আশার জলাঞ্জলি দিয়া ওকালতি করিতে চূড়প্রতিজ্ঞ হন। এই সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়াইবার ব্যবস্থা নূতন প্রবর্তিত হইয়াছিল। বারকানাথও তাহাতে প্রবেশ হইলেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া

কয়েক মাস পড়িয়াই কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার দিনপাত হওয়াই দায় হইয়া পড়িয়াছিল।

কলিকাতা পুলিশের তখনকার জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসের বিভাবীর পদ এই সময় শূন্য হয়। ঐ পদের বেতন ১২০ টাকা। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একজন উপযুক্ত মেধাবী লোক চাহিলেন। অধ্যক্ষ বারকানাথের শুণে মুগ্ধ ছিলেন, তিনি তাঁহারই নাম করিলেন এবং কিশোরীবাবুকে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। বারকানাথও তখন ঘটনাচক্রে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু যেন যেন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি আইনের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ কার্য্য হইতে অবসর লইবেন। ঘটনাক্রমে পরীক্ষা পর্য্যন্তও তাঁহার বিলম্ব সাহিল না। এক মাস আট দিন কার্য্য করিয়াই তিনি পদত্যাগ করিয়া আবার একাকী বিনা সহায়ে, আইন পাঠে মনোযোগী হইলেন। এক ফিরঙ্গী বিভাবীর ব্যবহারে উত্কণ্ট হইয়াই তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে টাউনহলে যে কমিটী একজামিনেশান (আইনের পরীক্ষা) হয়, তাহাতে তিনি অতি দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হন। বাহারা সদর দেওয়ানীতে ওকালতী করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদের এই পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষার দুইমাস পূর্বে তিনি এই পরীক্ষা দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হন। ঐ বৎসর প্রমোদনী অতি দুরূহ হইলেও বারকানাথের লিখিত উত্তরমালা এত সরল ও সন্তোষকর হইয়াছিল যে একজন পরীক্ষক স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে চাহেন।

বারকানাথ তৎপরে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে প্রবেশ হইলেন। তখনকার উকীলদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিতট সর্বাঙ্গোৎকৃষ্ট বিখ্যাত ছিলেন। নূতন উকীল হইয়াও বারকানাথ অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের সমকক্ষ হইয়া পড়িলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় সকল যৌকস্মমতেই একপক্ষে না একপক্ষে ইনি নিযুক্ত হইতেন, “সদর-দেওয়ানীর” রিপোর্ট দেখিলেই ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে “হাইকোর্ট” স্থাপিত হইল। সার বার্ণেস পক্ষ প্রথম প্রধান বিচারপতি হইলেন। তিনি বারকানাথের বীশক্তি ও বুদ্ধির প্রাখ্য বুদ্ধিতে পারিলেন।

বারকানাথ উকীল হইয়া একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেটি লোভজর। সত্য ও জ্ঞান

নিষ্ঠা তাঁহার চিরকালই ছিল। সেই সভ্যভক্তি হেতু তিনি উকীল হইয়াও লক্ষ্যমাত্রার লোভেও কোনদিন মিথ্যা বা অন্যায় মোকদ্দমা গ্রহণ করেন নাই। দরিদ্র বিপন্নদিগকে তিনি অর্থের জন্য প্রত্যাখ্যান না করিয়া সানন্দ মনে তাহাদের মোকদ্দমা বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতেন। বিচারপতি কেম্প তাঁহার এই গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ‘স্বাক্ষরকানোথ যখন ওকালতী করিতেন, তখন তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনচিত্তে সভ্য সমর্থনে এবং দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন, আমি নিজে দেখিয়াছি, অনেক সময়ে তিনি দরিদ্রের নিকট এক পয়সাও না লইয়া তাহার মোকদ্দমা চালাইতেন।’ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ রাজস্ব খণ্ডিত মোকদ্দমার তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। উকীলের মধ্যে তাঁহার তুল্য সম্মান তখন আর কাহারই রহিল না।

প্রথমবার বর্ধমান বেনাপুরে প্রাণগোবিন্দরায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। অন্নদিনের মধ্যেই এই ক্রীড়িয়াগ হয়। তৎপরে তিনি হরিপালে বসুচৌধুরীদের বাড়ী বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তাঁহার ভুবনমোহিনী নামে এক কন্যা ও সুরেন্দ্রনাথ নামে এক পুত্র হয়। ইহার গর্ভজ আর এক পুত্র আর দুই কন্যা শৈশবে মারা যায়। স্বাক্ষরকানোথের পারিবারিক জীবনও অশ্রুকারী। জননী তাঁহার নিকট আজীবন সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ পূজিতা ছিলেন। পত্নীর প্রতিও তাঁহার প্রণয় দৃঢ়বদ্ধ ছিল। হৃদ্যাগ্রান্ত কুটুম্বগণকে কখন অনাদর করিতেন না, এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। গ্রাম্যবন্ধু ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনদের অনেককেই তিনি ভরণপোষণ করিতেন। স্বগ্রামে একটা ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় (Anglo-Vernacular School) ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পিতৃপিতামহাদির অমুষ্ঠিত দুর্গোৎসবাদিও তিনি সমারোহের সহিত সম্পাদন করিতেন। নিমন্ত্রণে আগত ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ যুবা, সকলকেই তিনি সমভাবে আদর অভ্যর্থনা করিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন হাইকোর্টের প্রকৃত প্রথম দেশীয় বিচারপতি জজ শঙ্করনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হইলে ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবা স্বাক্ষরকানোথকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। স্বাক্ষরকানোথ অতি বিচক্ষণভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। অধিকাংশ বিচারকের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত।

* শঙ্করনাথের পূর্বে বাবু রামপ্রসাদ জজপদে নিযুক্ত হন বটে, কিন্তু যখন সে সর্বোপর্য প্রকাশিত হইল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। একদিনও তাঁহাকে বিচারাগরে বলিতে হয় নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এরূপ মতবৈধম্বলে যে মোকদ্দমার “ফুন্ডামেন্ট” বা বিলাতে আপীল হইত, সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকালে এই তরুণবয়স্ক স্বাক্ষরকানোথের মতই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইত। তখনকার Weekly Reporter-এ মুদ্রিত রায়গুলিই তাহার প্রমাণ। স্বাক্ষরকানোথ ছয়বৎসরকাল জজ ছিলেন। এই সময়ই তাঁহার অতুল প্রতিভা দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বাক্ষরকানোথ কলেজে অধ্যয়নকাল হইতে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) অর্থাৎ কোমন্স-মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা তাঁহার প্রাণের একটা আদরের সামগ্রী ছিল। সেণ্টজেন্সিয়র কলেজে কাদার লাক্টোঁ যে সকল বিষয় বক্তৃতা করিতেন, তাহা তিনি নিরমিতরূপে শুনিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভার তিনি চারি-সহস্র টাকা দান করেন। অকশান্তেও তাঁহার আয়ুরক্তি ছিল। “Mookherjee's Magazine” নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি “Analytical Geometry” সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ, অধ্যয়ন কালের কতকগুলি রচনা এবং হাইকোর্টের রায়গুলি ভিন্ন তাঁহার অমামুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে সাহিত্যজগতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বাসের জন্য একটা বাড়ী ক্রয় করিতে মনস্থ করেন। ভবানীপুরে বহুকাল হইতে একটা বৃহৎ অট্টালিকা “ভূতের উপদ্রবপূর্ণ” বলিয়া পড়িয়াছিল। কুসংস্কারবর্জিত স্বাক্ষরকানোথ এই বাড়ীই ক্রয় করিয়া তাহার জীর্ণ-সংস্কার করাইয়া লয়েন। তিনি একটা পুস্তকালয় স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সংগ্রহে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

নূতন বাড়ীতে আসিলে পর তাঁহার পত্নী ছত্রোণে স্বর্ণগত হন। মাতৃ-অমুরোধে এক বৎসরের মধ্যেই আবার স্বাক্ষরকানোথ পত্ন্যস্তর গ্রহণ করিলেন। এই তৃতীয়া পত্নীর গর্ভেও তাঁহার একপুত্র জন্মে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার গলক্কত রোগের হ্রস্বপাত হয়। রোগ সারিবার আশায় তিনি প্রথমতঃ তিনমাস ছুটি লয়েন, কিন্তু রোগের উপশম না হওয়ায় তাঁহার আর আদালতে যাওয়া ঘটে নাই। হাইকোর্টের বিচারকগণ ও সহরের গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সময় তাঁহাকে সর্বদা দেখিতে আসিতেন। তখনকার গভর্নরজেনারেল মর্ড-নর্থব্রুকও এডিকং পাঠাইয়া সংবাদ লইতেন। মাস্ত্রাজের হাইকোর্টের চীফ জুডিস মিস: মরগান পূর্বে বাঙ্গালার জজ থাকিবার কালে স্বাক্ষরকানোথের বন্ধু ছিলেন। তিনি এই সংবাদ

পাইয়া মাত্রাজ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। হারকানাথ ইংরাজী ধরণে আহাৰাদি শ্রিয় ছিলেন। গলকত রোগে কাতর হইয়া তিনি সে সকল ভাগ করেন এবং সর্বদাই বলিতেন, আমাদের পক্ষে দেশীয় প্রথাষা খাওয়াই শাস্ত্যাকর। তাহার ব্যতিক্রম করিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রব্যবসারী এদেশীয় ডাক্তারেরাও ইহা না বুঝিয়া অজ্ঞবিশ্ব ব্যবস্থা করায় ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্টই উৎপাদিত হয়। তাঁহার পীড়ার সময় সিভিলিয়ান মিঃ গেভিস প্রতাহ সজীক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে হারকানাথ বলেন, “মানব-ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মনু বলেন, ‘মানসিক ও শারীরিক উন্নতি বাতীত আত্মতত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায় না।’ আমি যে এত দূর কষ্ট সহ করিতেছি, তাহা কেবল মনুর নিয়মাদি উন্নত-জনের বিষময় ফল। যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তবে আমি হিন্দুজীবন অবলম্বন করিব।” এই বলিয়া মোক্ষমূলার ডাঃ রামদাস সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, “যুরোপে যাঁহা কিছু ভাল তাহা লইও, কিন্তু যুরোপীয় হইও না। তোমরা মনুর বংশধর, রত্ন-প্রসবিনী ভারতের সন্তান, সত্যাত্মসন্ধিংশু, সকলে যে ঈশ্বরের সেবা করে, তোমরাও তাঁহারই উপাসক, তবে তোমরা অপর জাতীয়ত্বলাভে সচেষ্ট কেন? তোমরা যাঁহা আছ, তাহাই থাক।”

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি (১২৮০ সাল ১৪ই ফাল্গুন বৃধবার) অপরাহ্ন ৪টার সময় বঙ্গের মণিমালায় একটা অভ্যাজল মণি হারকানাথ কাল-কবলে পতিত হইলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১টার সময় তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাত্রা করেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে তিনি হরিনাম কীর্তন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুইঘণ্টাকাল হরিনামামৃত অভিনিবেশ সহকারে পান করিয়া কীর্তনীয়াদলকে বিদায় দেন। মৃত্যুর দিন তিনি একটু সুস্থ বোধ করিয়া নিজে উঠিয়া বায়াণ্ডার দুই চারিপা বেড়াইয়াছিলেন, কিন্তু নির্ঝাণের পূর্বে দীপের জ্বলিক ঐজ্বল্যের জ্বায় সেই সুস্থতাই তাঁহার আসন্নমৃত্যু জানাইয়া দিল। তাঁহার জন্মভূমি আগুনসি গ্রামেই তাঁহার দেহভাগ হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, দুই পুত্র, কন্যা, জামাতা ও ১৭শ বর্ষীয়া পত্নী জীবিতা ছিলেন। হারকানাথ “হিন্দু ক্যামিলী অ্যামুইটি ফণ্ডের” ট্রাষ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ছিলেন। ইহার কৈজীতে ৩৯ বৎসর ৮ মাসে এক সাম্প্রতিক কাঁড়ার কথা লিখিত ছিল। পীড়ার সময় এই কৈজী সর্বদা ইনি কাঁঠে রাখিতেন।

ইংলণ্ডের পঞ্জিটিভিটপণ বাঙ্গালী হারকানাথের স্মরণার্থ লণ্ডনস্থ তাঁহার উপাসনাগৃহে একখণ্ড প্রস্তর গটে Dwarka Nath Mitter, 183২—1874. Primifils Della Santa Millizia, Nell Orient (The first centurion of the holy militia in the East) এইরূপ কথা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। আর তাঁহার নিজ দেশে টাউনহলে এক শোক সভামাত্র হয়। জজ কেন্স সভাপতি ছিলেন।

হারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার দক্ষিণ চাকড়িপোতা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম হরচন্দ্র স্ত্রাবরত্ন। ইহার দক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হারকানাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠ করিয়া তিনি কলেজের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তাঁহার গুণের পুরস্কাররূপ তাঁহাকে ঐ কলেজের পুস্তকাধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পরে তিনি ব্যাকরণাধ্যাপক পরে সাহিত্যাধ্যাপক হন। ইতিমধ্যে ৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন কলেজের অধ্যাপক হন, তখন বিদ্যাভূষণ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। সাহিত্যাধ্যাপকের পদে থাকিতে থাকিতেই তিনি পেন্সন লইয়া দেশে গমন করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। সংস্কৃতাদায়ন কালেই বিদ্যাভূষণ ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। যখন গবর্নমেন্টের আদেশে চারিদিকে বাঙ্গালা পাঠশালা সকল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বালকদিগের শিক্ষাপুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। দুই খণ্ড নীতিসার, “রোমরাজ্যের ইতিহাস” ও “গ্রীকদেশের ইতিহাস” এই সময়েই রচিত হয়। তাঁহার যা কিছু প্রতিপত্তি তাহা “সোমপ্রকাশে।” “সোমপ্রকাশের” কার্যভার লইয়া তাঁহার আর পুস্তক রচনার অবসর ছিল না, কেবল “ভূষণসার” নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও “বিশেষণ বিলাপ” নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য উত্তরকালে রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাভূষণের কীর্তি “সোমপ্রকাশ”। ১৭৮০ শকে অগ্রহায়ণ মাসে এই সুবিখ্যাত সংবাদপত্রের জন্ম হয়। বিদ্যাভূষণের সম্পাদকতায় ১৫ বর্ষকাল এই পত্র ছিল এবং এক সময়ে ইহা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও সোমপ্রকাশ এখনও বন্ধ হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাভূষণের সহিত ইহার রচনাধার্য ও প্রতিভা বিলুপ্ত হইয়াছে।

দ্বারগোপ (পুং) দ্বারং গোপারতি শৃঙ্গ-অণ্। দ্বারপাল।

দ্বারকেশ (পুং) দ্বারকায়ঃ কেশঃ। বাসুদেব, দ্বারকানাথ।

দ্বারদাত্ত (পুং) দ্বারং দদাতি দা-ত্বন্। ভূমিসহ বৃক্ষ। (ভাবপ্রা°)

দ্বারপ (পুং) দ্বারং পাতি পা-ক। ১ দ্বাররক্ষক। ২ বিষ্ণু।

দ্বারপতি (পুং) দ্বারস্ত পতিঃ উতং। দ্বারপাল।

দ্বারপাল (ত্রি) দ্বারং পালয়তীতি পালি-অণ্। দ্বাররক্ষক।
পৰ্যায়—প্রতীহার, দ্বাঃস্ত, দ্বাঃস্থিত, দর্শক, বেদধারক,
দোঃসাধিক, বর্তরক্ষক, গর্কস্ট, দণ্ডবাসী, দ্বারহ, ক্ষত্ৰা,
দ্বারপালক, দোবারিক, বেজী, উৎসারক, দণ্ডী। (হেম)

[দোবারিক দেখ।]

২ তদ্রোক্ত দেবতাভেদ, দ্বাররক্ষক দেবতা, প্রথমে দ্বার-
দেবতাদিগকে পূজা করিতে হয়।

“ততোহর্থপাত্রং বিস্তৃত্য দ্বারপালান্ সমর্চয়েৎ।” (তত্ত্বসার)

৩ তীর্থভেদ, এই তীর্থে স্নানদানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম
যজ্ঞের ফললাভ হয়।

“ততো গচ্ছত স্নাত্বোক্ত দ্বারপালং তরস্ককং।

তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যায় যক্ষেদ্রস্ত মহাত্মনঃ॥

তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ অগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ॥”

(ভারত বনপর্ক ৮৩ অ°) জিয়াং ভীপ্।

দ্বারপালক (পুং) পালয়তীতি পালি-শূল্ দ্বারপালং পালকঃ
দ্বারপাল-স্বার্থকন্। দ্বারপাল।

দ্বারপালিক (পুং) দ্বারপালা। অপত্যং দ্বারপালী রেবত্য-
দিত্যং ঠক্। দ্বারপালীর অপত্য। জিয়া ভীপ্।

দ্বারপিণ্ডী (স্ত্রী) দ্বারস্ত পিণ্ডী পিণ্ডিকেব। দেহলী। (জটধর)

দ্বারবলিভূজ (পুং) দ্বারদন্তং বলিং ভূজ্জক্ ভূজ-কিপ্। বক।

দ্বারযন্ত্র (স্ত্রী) দ্বার বন্ধকং যন্ত্রং মধ্যলো° কর্মধা°। তালক,
তালাচাবী, ইহা দ্বারা দ্বার বন্ধ হয়।

দ্বারবতী (স্ত্রী) দ্বারগণি সন্ত্যজ, বা চতুর্ভূগণাং মোক্ষদ্বারগণি
সন্ত্যজ দ্বার-মতৃপ্ মন্ত বঃ। দ্বারকা। পৰ্যায়—দ্বারকা, দ্বার-
বতী, বনমালিনী, দ্বারিকা, অন্ধিনগরী, দ্বারকপুরী। (শঙ্কর°)
এই পুরীর বিষয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মধণ্ডে এইরূপ
লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিয়া-
ছিলেন, হে সমুদ্র! তুমি আমার পুরী নির্মাণের জন্য শত
যোজন বিস্তৃত একটা স্থল প্রদান কর, পরে আবার আমি
প্রত্যর্পণ করিব। এইরূপে সমুদ্রতীরে স্থল প্রাপ্ত হইয়া
বিশ্বকর্মাণকে অতি আশ্চর্য্য সকল লোকের মনোহর অথচ
অদৃষ্ট পুরী নির্মাণের অন্তিমতি করিলেন। বিশ্বকর্মা এইরূপে
আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকার পুরী

নির্মাণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, শতযোজন বিস্তৃত অমলো-
হর নগর, পদ্মরাগাদিমণি প্রভৃতি দ্বারা খচিত করিয়া প্রস্তুত
করিবে। কুবের প্রেরিত ৭ লক্ষ বক্ষ ও শঙ্কর প্রেরিত বেতাল
প্রভৃতি লোকসমূহ মিলিত হইয়া বিশ্বকর্মা অপূর্ণ পুরী প্রস্তুত
করিলেন। স্বর্গে বা মর্ত্যে এরূপ মনোহর পুরী আর কোথাও
ছিল না, এই পুরী তেজে সূর্য্যকেও পরাজিত করিয়াছিল।
ইহা তীর্থের মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ।

“পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরং।

সর্কতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা॥

দানঞ্চ দ্বারকায়াক্ষ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনং।

চতুর্ভূগঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাম্ভ ভূমিপ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড°)

এই দ্বারকা পিতৃতীর্থ সদৃশ, ইহার তুল্যা অপর আর
তীর্থ নাই। ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বহুবিধ
পুণ্যদ, যে পুরীতে প্রবেশ করিলেই সকল প্রকার
জন্মবন্ধন খণ্ডন হইয়া যায়। ইহাতে তীর্থ, দান, দেবতা পূজা
গঙ্গাদি তীর্থ হইতে চতুর্ভূগ ফলদায়ক হয়।

হরিবংশে ১১৬ অধ্যায়ে দ্বারকাপুরীর বিষয় বিশেষরূপে
বর্ণিত হইয়াছে।

হরিবংশে লিখিত আছে—

“কৃষ্ণা দ্বারবতীং নাম বহুদ্বারং মনোহরং।

চতুর্ভূগমপি বর্ণানাং যত্র দ্বারগণি সর্কতঃ।

অতো দ্বারবতী ত্যক্তা বিশ্বভিত্তিস্ববেদিভিঃ॥” (হরিবংশ ১০ অ°)

চতুর্কর্ণের যেখানে দ্বার সকল বিদ্যমান আছে, যেখানে
যাইলে চতুর্কর্ণ মোক্ষলাভ করে, চতুর্কর্ণের মোক্ষের দ্বার
স্বরূপ বলিয়া তত্ত্ববেদী পণ্ডিতগণ ইহার নাম দ্বারবতী
রাখিয়াছেন।

এই দ্বারকা পীঠস্থানের মধ্যে একটা, এই স্থানে ভগবতী
কল্পিতরূপে বিরাজ করেন।

“কল্পিতী দ্বারবত্যাক্ত রাধা বৃন্দাবনে বনে।”

(দেবীভাগ° ৭।৩০।৬২)

পৃথিবীর মধ্যে যে ৭টা মোক্ষদায়িকা ক্ষেত্র আছে, তাহার
মধ্যে দ্বারকা একটা।

“অযোধ্যা মথুরা মারী কাশী কাশী অবন্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈস্ত মোক্ষদায়িকাঃ।

এতাস্ত পৃথিবী মধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন॥

পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজ্ঞোপরিস্থিতা।

মুক্তিদা এতাস্ত সর্কশ্চ একত্র গণিতাঃ স্মরৈঃ॥” (ভূতত্ত্বচিত্র)

অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারবতী প্রভৃতি মোক্ষক্ষেত্র বলিয়া

দেবভাগণ গণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে এইরূপ পুরী শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম শব্দের উপর ধারণ করিয়া আছেন। [ঝারকা দেখ।]

ঝারশাখা (জী) ঝারসু শাখা ৬তং। ঝারের অবয়ব, বাজু।

ঝারসমুদ্র, ইহার বর্তমান নাম হলোবিড় বা হলোবিড়ু।

ইহা মহিষুর রাজ্যের অন্তর্গত হাসান জেলায় অবস্থিত।

ঝারসমুদ্র নগরকে প্রাচীনকালে ঝারাবতীপুরও বলিত।

অক্ষা° ১৩° ১২' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২' পূঃ।

১০৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরে

“হোয়শল বজাল” নামক দেবগিরি-বাদব বংশীয় এক

শাখা প্রভূত পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতেন। এই নগ-

রেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহারা যদিও কলচুরি বা

চেদিরাজগণের অধীন ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতাপ বড়

অল্প ছিল না। [হোয়শল বজাল দেখ।] প্রবাদ এইরূপ যে

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শল বা হোয়শল এই নগরও

প্রতিষ্ঠা করেন। চেন্নবাসবকালজ্ঞান নামক তামিল ইতি-

হাসে ইহার রাজত্ব কাল ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ১৩শ শতাব্দীতে বীর সোমেশ্বর

নামক এই বংশের ১০ম নৃপতি এই নগরের জীর্ণ সংস্কার

করেন। ইহার সময়ের খোদিত লিপিতে এইরূপ ইহাকেই

নগরনির্মিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সোমেশ্বর এই

নগরে একটি বৃহৎ এবং অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যাবিশিষ্ট শিব

ও একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে হোয়শলেশ্বরের

মন্দির অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ভারতীয় অট্টালিকা শিল্পের ইতি-

হাস-লেখক ফাণ্ডসন এই মন্দিরের কারুকার্য্যের বিশেষ

প্রশংসা করিয়াছেন। এই মন্দিরের দৈর্ঘ্যবিস্তার মোটামুটি

২০০ ফিট, উচ্চতা ২৫ ফিট। এই মন্দিরের পাথরগুলি

মর্কল (মর্শ্বর) প্রস্তরের ছায় চাকচিক্যশালী ও মসৃণ,

এই পাথর আয়ের পর্ব্বতজাত। ইহার একটি কটিবন্ধে

দুই হাজার হস্তী খোদিত আছে। ইহা ৭০০ ফিট দীর্ঘ।

কুজ মন্দিরটি কৈটভেশ্বর নামক বিষ্ণু প্রতিমার। ইহার

উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া অন্নদিন হইল ইহা ধ্বংস হইয়াছে।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সম্রাট আলোউদ্দীন খিলজীর

দৈন্যনাপতি মালিক কাফুর ও খাঁজাহাজী এই ঝারসমুদ্র

নগর আক্রমণ করিয়া জয় করেন। হোয়শল বজালরাজগণ

বিতাড়িত হইয়া তোলানুর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই গ্রামের নিকট জৈন বসতি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষও

আছে।

ঝারসুত (পুং) ঝারসু ত্ত্বঃ ৬তং। ঝারসু ত্ত্বঃ, ঝারের
অনুতুতত্ত্বঃ।

ঝারসু (পুং) ঝারে তিষ্ঠতীতি স্বাক। ১ ঝারপাল। (ত্রি)
২ ঝারস্থিতমাত্র।

“সুপ্তে চ তস্মিন্ ঝারসৌ জাগরামাস স বিজঃ।”

(কথাসরিংসাগর ১৮:১১৬)

ঝারাদি (পুং) পাণিভ্যাক্ষ গণভেদ, ঝার, স্বর, স্বাধ্যায়, ব্যাক্ষ, স্বতি,

স্বর, স্বাক্ষত, স্বাহ, মুহ, স্বস, স্ব এই করটী শব্দ

ঝারাদি। (পাণিনি)

ঝারাদিপি (পুং) ঝারে ঝারসু বা অধিপঃ। ঝারাদ্যক্ষ।

ঝারাদ্যক্ষ (পুং) ঝারে অধ্যক্ষঃ। প্রতীহার।

“বেদব্যাসক হস্তাশ্চ ঝারাদ্যক্ষা বিশাংপতে।”

(ভারত সভ্যপর্ষ ৩০ অ°)

ঝারাবতী (জী) ঝারাদি প্রশস্তবহুলপ্রতিহারঃ সম্ভাজ,

ঝার-মতুপ্ মত্ব ব, নিপাতনাং পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ঝারকা।

[ঝারবতী ও ঝারকা দেখ।]

ঝারিক (পুং) ঝারং পাল্যেদ্যন্ত্য ঠন্। ঝারপাল।

“যো মুখং লোভ্যসম্পন্নং রাজঝারিকমাচরেৎ।

মিথ্যাবাদং বিশেষণ তস্ত কার্য্যং ন সিদ্ধতিঃ” (পঞ্চতন্ত্র ৩৮৫)

ঝারিকা (জী) প্রশস্তানি ঝারাদি সম্ভাজ্য ঠন্-টাপ্ চ।

ঝারকাপুরী।

ঝারিন্ (ত্রি) ঝারং পাল্যতয়া অন্ত্যন্তেতি ইনি। ১ ঝারপাল।

“ঝারিং তাপসা উচু রাজানঞ্চ প্রকাশয়।” (ভারত ১২৬:১০)

(ত্রি) ২ ঝারযুক্ত।

ঝার্য্য (ত্রি) ঝারি ভবঃ বৎ। ঝারে বাহা হয়, ঝারভব।

“ধার্য্যে সুপ্তে দেবী ধার্য্যে।” (আখ° শ্রো° ৪:১৩৫)

‘ঝারি ভবে ধার্য্যে’ (নারায়ণবৃত্তি)

ঝার্বতী (জী) ঝারবতী।

ঝাবিংশ (ত্রি) ঝাবিংশতে: পূরণঃ ডট্। ঝাবিংশতি সংখ্যার

পূরণ। দ্বিগাং ডীপ্। ঝাবিংশতায়ুক্ত শতাবি-ড। ২ ত দ্ব্যত

শতাদি।

ঝাবিংশতি (জী) ঝাবিকা বিংশতিঃ দ্ব্যেচ বিংশতিশ্চ ইতি বা

আং, বহুদ্ব্যেহপি একবচনং। দুই অধিক বিংশতি, ২২ সংখ্যা।

“কর্ণে ঝাবিংশতিং তল্লান্ কৃতবর্ণা চতুর্দশ।”

(ভারত ৭:৪৬:১৮)

২ তৎসংখ্যায়ুক্ত। ঝাবিংশতি: প্রমাণমত্ব ঠন্। ঝাবিংশ-

তিক, ঝাবিংশতি সংখ্যায়ুক্ত।

ঝাবিংশতিতম (ত্রি) ঝাবিংশত্যা: পূরণঃ পূরণে তমপ্।

ঝাবিংশ সংখ্যার পূরণ।

ঝাবিংশতিধা (অব্য) ঝাবিংশতি বিধার্থে-ধা। ঝাবিংশতি

প্রকার।

দ্ব্যবস্টি (ত্রি) দ্ব্যবস্টি পুরণে ডট। দ্ব্যবস্টি সংখ্যার পুরণ।
“দ্ব্যবস্টিানী শতানি।” (শতং ত্রাং ১১৫২১০) ত্রিমাং
ডীপ্। দ্ব্যবস্টিান্তং শতানি ড। ২ তদ্রূপতাদি।

দ্ব্যবস্টি (ত্রি) দ্ব্যধিকাবস্টিঃ। দুই অধিক বস্টি, ৬২ সংখ্যা।
২ তৎসংখ্যায়ুক্ত। দ্ব্যবস্টি প্রমাণমন্ত ঠন্। দ্ব্যবস্টিক। দ্ব্য-বস্টি-
সংখ্যায়ুক্ত।

দ্ব্যবস্টিতম (ত্রি) দ্ব্যবস্টিয়াঃ পুরণঃ পুরণে তমপ্। দ্ব্যবস্টি
সংখ্যার পুরণ।

দ্ব্যসপ্তত (ত্রি) দ্ব্যসপ্ততেঃ পুরণঃ ডট। দ্ব্যসপ্ততির পুরণ,
৭২ সংখ্যার পুরণ।

দ্ব্যসপ্ততি (ত্রি) দ্ব্যধিকাসপ্ততিঃ। দুই অধিক সপ্ততি, ৭২
সংখ্যা। ২ দ্ব্যসপ্ততি প্রমাণমন্ত ঠন্। দ্ব্যসপ্তত্যাঃ পুরণঃ
পুরণে তমপ্। দ্ব্যসপ্ততিতম, দ্ব্যসপ্ততি সংখ্যার পুরণ।

দ্ব্যস্ (পুং) দ্ব্যসি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক ঋপরে শরি বা বিসর্গলোপে
বক্তব্যঃ। পা ৮.৩.৩৬। ইতি বিকল্পে বিসর্গলোপঃ। দ্ব্যসপাল।

দ্ব্যস্মিত (পুং) দ্ব্যসি দ্বিতঃ বিসর্গন্ত পাক্ষিকলোপঃ। দ্ব্যসপাল।

দ্ব্যস্মিতদর্শক (পুং) পত্নতীতি দৃশ ধূলু দ্ব্যস্মিতঃ সন্ দর্শকঃ।
দৌবারিক, দ্ব্যসপাল।

দ্বি (ত্রি) দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিত্বক সর্জনাম, দ্বিবচনান্ত হইয়া
দ্বিত্বের রূপ হইবে, পুংলিঙ্গে দ্বৌ, ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে দ্বে,
এইরূপ হইবে। দুই বাচক শব্দ পক্ষ, নদীকূল, অসিধারা,
রামপুত্র, চক্ষু, হস্ত, স্তন। (কবিকল্পলতা) সহচর, ইন্দ্রাণি,
নারদপর্শ্বন্ত, অশ্বিনীকুমার, ভাৰ্য্যাপতি। (ভারত বনপর্শ্ব)

দ্বিক (ত্রি) দ্ব্যভ্যাং কার্যতীতি কৈ-ক। দ্বয়।

“অশীতিভাগঃ গৃহীয়াৎ মাসাষাঙ্কু দ্বিকঃ শতাং।

দ্বিকঃ শতং বা গৃহ্মানো নভবেদর্থকিষী ॥” (আহিকতত্ত্ব)

দ্বিতীয়েন রূপেণ গ্রহণমিতি কন্ পুরণপ্রত্যয়ন্ত চ লুক্।

(ভাবতিথং গ্রহণমিতি লুথ। পা ৫.২.৭৭) (ত্রি) ২ দ্বিতীয়ক।

(ক্লী) দ্বয়োরবয়বঃ দ্বৌ অবয়বৌ বা যন্ত কন্। ৩ দ্বিত্ব।

(ত্রি) ৪ তদ্রূপত।

“একং দ্বিকং দ্বিকং চৈব চতুরং পঞ্চকং তথা।

অমী পঠৈব লিঙ্গার্থাঃ ॥” (ভট্টহরি)

(পুং) দ্বৌ কোঁ ককারৌ যজ। ৫ কাক, ৬ ক্রোক। (মেদিনী)

দ্বিককার (পুং) দ্বৌ ককারৌ ককারবণৌ যজ। কাক ২ কোক
ত্রিমাং জাতিভ্যাং ডীয্। (ত্রি) দ্বিককারযুক্ত শব্দাদি।

দ্বিককুদ (পুং) দ্বৌ ককুদৌ যজ। উভ্।

দ্বিকর (ত্রি) দ্বৌ করোতি কু-ট। ১ দ্বিত্বসংখ্যাবিত্তকারক। দ্বৌ
করোবন্ত। ২ দ্বিকুজ। দ্বয়োঃ রয়োঃ সমাহারঃ। ৩ করদ্বয়।

“বুদ্ধিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভূতুকে।” (উত্তট)

দ্বিকার্যাপণ (ত্রি) দ্ব্যভ্যাং কার্যাপণাভ্যাং ক্রীতং ঠক্ তত্
বা লুক্। দুই কার্যাপণ দ্বারা ক্রীত, যাহা দুইকাহন কড়ি
দিয়া কেনা হইয়াছে।

দ্বিকার্যাপণিক (ত্রি) দ্ব্যভ্যাং কার্যাপণাভ্যাং ক্রীতং চক্ পক্ষে
ঠকেহলোপঃ। দ্বিকার্যাপণ, দুইকাহন দ্বারা ক্রীত।

দ্বিকৌড়বিক (ত্রি) দ্বৌ কুড়বৌ প্রয়োজনমন্ত ঠঞ্ দ্ব্যভ্যাং
কুড়বাভ্যাং ক্রীতং বা ঠক্ ন তত্ লুক্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ।

১ দ্বিকুড়ব প্রয়োজনক। ২ দ্বিকুড়ব দ্বারা ক্রীত।

দ্বিগু (ত্রি) দ্বৌ গাবৌ যন্ত গৌণভ্যাং গোহৃ-বঃ। দুইটী
গো সম্বন্ধী, দ্বিগব স্বামিক পুরুষ, যাহার দুইটী গোরু আছে,
তাহাকে দ্বিগু কহা যায়।

“বন্দো দ্বিগুরপি চাহং সততং মংগুহেব্যায়ীভাবঃ।” (উত্তট)

২ সমাসবিশেষ, পাণিনি মতে দ্বিগু পৃথক্ একটী সমাস
নহে। তাঁহার মতে অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও ধন্দ্ব
এই চারিপ্রকার সমাস, দ্বিগু ও কর্মধারয় স্বতন্ত্র সমাস
বলিয়া পরিগণিত নহে।

পাণিনি এই সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া-
ছেন। যে সকল ব্যাকরণে ছয়টী সমাস নির্দিষ্ট হইয়াছে,
তাঁহাদের মতে ইহা একটী পৃথক্ সমাস। মুক্তবোধ ব্যাকরণে
এই সমাসের ‘গ’ এই সংখ্যাকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ গ বলিলেই
দ্বিগু সমাস বুঝাইবে। দ্বিগুসমাসের লক্ষণে এইরূপ লিখিত
আছে “সংখ্যা পূর্বোদ্বিগুঃ।” (পা ২.১.৫২) সংখ্যাবাচক
পদ পূর্বে থাকিলে দ্বিগু সমাস হয়। অর্থাৎ যে কর্মধারয়ে
পূর্বপদস্থলে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে, তাহাকে দ্বিগু
সমাস কহে। দ্বিগুসমাস তিন প্রকার—তদ্বিতার্থ, উত্তরপদ
ও সমাহার। “তদ্বিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ।” (পা ২.২.৫১)
তদ্বিতার্থে উত্তরপদ পরে ও সমাহার বুঝাইলে দ্বিগু সমাস
হয়। ‘তদ্বিতার্থদ্বিগু পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ’ এই স্থলে সমাস
হইয়া ‘পঞ্চগু’ এই পদ হইল, এই তদ্বিতার্থ প্রত্যয় পরে
সমাস হওয়ার তদ্বিতার্থ দ্বিগু হইল।

উত্তরপদ দ্বিগু—‘পঞ্চ হস্তাঃ প্রমাণমন্ত’ এই বাক্যে সমাস
হইয়া পঞ্চহস্তপ্রমাণ এইরূপ পদ হইল। এই স্থলে প্রমাণ শব্দ
উত্তরপদ পরে থাকায় পঞ্চ ও হস্তাঃ এই দুই পদের দ্বিগু সমাস
হইল। সংখ্যাবাচক শব্দের যে স্থলে সমাহার বুঝায়, সেই
স্থলে সমাহার দ্বিগু হয়, সমাহার দ্বিগু হইলে অকারান্ত শব্দের
উত্তর কৈপ্ হয়। যথা ত্রয়াণাং লোকাণাং সমাহারঃ জিলোকী,
চতুর্গাং পদানাং সমাহারঃ চতুপদী ইত্যাদি। সমাহার
দ্বিগুতে ভূবন প্রভৃতি শব্দের উত্তর কৈপ্ হয় না। যথা—
ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ ত্রিভুবনঃ এই স্থলে ‘ত্রিভুবনী’

এইরূপ হইতে পারিত, কিন্তু বিশেষ সূত্রানুসারে তাহা হইল না। চতুর্ভুগং পঞ্চরাত্র ইত্যাদি। সমাসান্ত সর্গ, পুণ্য, সংখ্যাধিক ও অব্যয়ের পরবর্তী অহ্ন শব্দের উত্তর অন্ ও অহ্ন স্থানে অহ্ন হয়। যথা—যরো বহোঃ ভবঃ বাহুঃ, পঞ্চহ অহঃ স্তবঃ পঞ্চাহুঃ। সমাহার বিশৃঙ্খলে সংখ্যা-বাচকের পরবর্তী অহ্ন শব্দের স্থানে অহ্ন হয় না। যথা—যরো রহোঃ সমাহারঃ বাহু, জাহ, দশাহ ইত্যাদি। সংখ্যা-বাচক ও অব্যয় শব্দের পরবর্তী অহ্ন শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা—বে অহ্নলী প্রমাণমত, বাহুলং। তদ্বিতার্থ বিশৃঙ্খল সমাসে গোশব্দের উত্তর ট সমাসান্ত হয় না। যথা—পঞ্চতি গোতিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগু, এই স্থলে ট সমাসান্ত হইলে ‘পঞ্চগব’ এইরূপ পদ হইত। সমাহারবিশৃঙ্খলে নৌ শব্দের উত্তর ‘ট’ সমাসান্ত হয়। যথা—যরোনাঘোঃ সমাহারঃ দ্বিনাং, কিন্তু তদ্বিতার্থ বিশৃঙ্খলে ট হইবে না। যথা—পঞ্চতি নৌতিঃ ক্রীতঃ পঞ্চনৌ এই স্থলে ট সমাসান্ত হইল না। এইজন্য পঞ্চনৌ এইরূপ পদ হইল। বিশৃঙ্খল সমাস হইলে বি ও জি শব্দের পরবর্তী অজ্জলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ট সমাসান্ত হয়। যথা বে অজ্জলী প্রমাণমত দ্ব্যজলং দ্ব্যজলি। বিকল্প বিধান বলিয়া ‘দ্ব্যজল ও দ্ব্যজলি’। এই দুই পদই হইবে।

“সংখ্যা শব্দযুক্তং নাম তদলক্ষ্যার্থবোধকং।

অভেদেনৈব সংস্বার্থে সধিশৃঙ্খলবিধোমতঃ।”

(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) [সমাস দেখ।]

দ্বিগুণ (জি) বাভ্যাং গুণিতে গুণ-কর্মণি অহ্। দুই দ্বারা গুণিত, দুই গুণ।

“এতচ্ছোচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাং।” (মহু)

দ্বিগুণাকৃত (জি) দ্বিগুণং কর্ণং কৃতং ভাচ্ (সংখ্যায়াম্ গুণান্তারাঃ। পা ৪।৪।২২) বারতর কবিত কেক্র, যে অমীতে দুইবার হল কর্ণ করা হইয়াছে।

দ্বিগুণাকর্ষ (জি) দ্বিগুণো কণো লক্ষণমত ‘কর্ণে লক্ষণত’ ইতি কর্ণ শব্দ পরে পূর্বত দীর্ঘঃ। দ্বিগুণ কর্ণরূপ লক্ষণাধিত।

দ্বিগুণিত (জি) বাভ্যাং গুণিতঃ। দুইদ্বারা গুণিত।

“দ্বিগুণিত সান্তরাক্ষিপক্ষমালা।” (মাঘ)

দ্বিচরণ (জি) দ্বৌ চরণৌ বস্ত। ১ বিপাদ মনুয়াদি।

“গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশুনাং কিত্তিভুজাং।

পুরঃ স্বতীভ্যক্তা বিবরুত্থমায়াদিতমহো।” (শান্তিশতক)

২ রাশিভেদ। [বিপদ দেখ।] (ক্লী) ৩ পদবর।

দ্বিচক্র (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ) (জি) দুই চক্রযুক্ত।

দ্বিচক্রারিংশ (জি) বি চক্রারিংশতঃ পূরণঃ ভট্ট। বে সংখ্যা দ্বারা ৪২ সংখ্যা পূরণ হয়। দ্বিরাং ভীপ্।

দ্বিচক্রারিংশ (ক্লী) দ্ব্যধিক। চক্রারিংশঃ। দুই অধিক চক্রারিংশঃ, ৪২ সংখ্যা। দ্বিচক্রারিংশঃ প্রমাণমত ঠন্। দ্বিচক্রারিংশতক, দ্বিচক্রারিংশঃ প্রমাণ। পূরণে তমপ্। (জি) দ্বিচক্রারিংশতম, তৎসংখ্যার পূরণ।

দ্বিজ (পুং) বিজারিতে স্তম্ভার্থে বৃত্তৌ বিশবঃ জন-ড (অন্তে-বগি দৃষ্টতে। পা ৩২।১০১) সংস্কৃত ব্রাহ্মণ।

“জয়না ব্রাহ্মণঃ জেয়ঃ সংস্কৃতিরবিজ উচ্যতে।” (হুতি)

জয়দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতির কার্য সম্পন্ন হইলেই তাহাকে দ্বিজ কহে।

ব্রাহ্মণ, কজির ও বৈশ্ব যথাবিধি সংস্কৃত হইলে (উপনয়নাদি সংস্কারকার্য সম্পন্ন হইলে) তাহাদিগকে দ্বিজ কহে।

“মাতৃর্ধন্যে জারিতে দ্বিতীয়ঃ মৌজিবন্ধনাং।

ব্রাহ্মণকজিরবিশবস্ত্রাদেতে বিজাঃ স্তম্ভাঃ।” (যজ্ঞবল্ক্য ১।৩২)

প্রথমে জনক জননী হইতে উৎপত্তি, পরে মৌজিবন্ধন হইতে দ্বিতীয় জন্ম হয়। (উপনয়ন সংস্কারকে মৌজিবন্ধন কহে)। এই সংস্কার হইলে ব্রাহ্মণ কজির ও বৈশ্ব দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হয়। ২ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ। তাহার লক্ষণ—

“কীদৃশায় প্রদাতব্যং মহাদানং দ্বিজাতয়ে।

বিহুবে বা নিরাধারে সাচারে হবিহুবে সুনৈ।

এতয়ে সর্বমাধ্যাহি যথাভ্যাং দ্বিজোত্তম।

উত্তারয়তি সংগৃহ দাতারং দানমেবহি।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন ক্রতেন বা।

এতিযুক্তোহি যন্তিষ্ঠেং নিত্যং স দ্বিজ উচ্যতে।

ন জাতি ন কুলং রাজন্ ন স্বাধ্যায়ঃ ক্রতং ন চ।

কারগানি দ্বিজবস্ত বৃত্তমেব তু কারগং।”

অদ্বার্য বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কীদৃশ ব্রাহ্মণকে দান করা বাইতে পারে, এবং সেই দান দাতার উদ্ধারের কারণ হয়, ইহা আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ দিন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, জাতি, কুল, বৃত্ত, অর্থাৎ সদাচার, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র জ্ঞান এই সকল যুক্ত হইলে তাহাকে দ্বিজ কহে। হে রাজন্! কেবল জাতি, কেবল কুল এবং শাস্ত্রজ্ঞানাদি বিজয়ের প্রতিকারণ হয় না। উপরোক্ত সকল গুণ গুণ বিস্তমান থাকিলে তাহাকেই দ্বিজ বলা যায়। ৩ দস্ত, প্রথমে বে দস্ত উল্লত হয়, তাহার পর সেই দস্ত পড়িয়া গেলে পুনরায় দস্তোদগম হয়, এইজন্য দস্তকে দ্বিজ কহে। ৪ অশুভ। ৫ ভূতুক বৃক্ষ। (জি) ৬ বিজাতমত্রে।

“হিমবৃক্ষশ্রেষ্ঠকচিরঃ সপনকো

মনরন দ্বিজান্ জনিত মীলকেতনঃ।” (মাঘ)

বিজ্ঞানসিত (পুং) বিজ্ঞানঃ বিজ্ঞেয় বা কুংসিতঃ। স্বেয়াতক
বৃক। (রাজনিং)

বিজ্ঞচন্দ্র কবি, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। ইনি ১৬৯৮
খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

বিজ্ঞান (স্ত্রী) বিজ্ঞত ভাবঃ বিজ্ঞ-ত্ব। ব্রাহ্মণত্ব, বিজ্ঞের ধর্ম,
বিজ্ঞের ভাব।

বিজ্ঞানস (পুং) বিজ্ঞানাং দাসঃ ৩তং। ১ শূত্র। (ত্রি) ২ বিজ্ঞ-
দিশের দাসমাত্র।

বিজ্ঞান্য (পুং) বে-জয়নী-যন্ত। ১ ব্রাহ্মণ।
“বতীনাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি বিজ্ঞান্যঃ।”
(দেবীভাগং ৫।৫।৩)

বিজ্ঞ শকার্ধ। ২ দন্ত। ৩ পক্ষী। ৪ কজির, বৈশ্য।
৫ ছইবার জয়যুক্ত। ছইয়ের দ্বারা জারমান।

“অভিবিজ্ঞান্য জিবুদয় মুজ্যতে।
সংবৎসরে বাবুধে জয়মী পুনঃ।” (শ্লোক ১।১৪০।২)

“দ্বাভ্যাং অরীভ্যাং জারমানদ্বাং যথা স্বথেনে আধান-
সংস্কারেণ চোৎপন্নদ্বাং বিজ্ঞান্যং” (সারণ)

বিজ্ঞপতি (পুং) বিজ্ঞানাং পতিঃ ৩তং। চন্দ্র।
“ক্রূরাণি চৈব মাদীনী ভাবণানি বৃহস্পতেঃ।
শ্রদ্ধা বিজ্ঞপতিঃ শীঘ্রং নির্গতং সদনাদবহিঃ।”

(দেবীভাগং ১।১২।২২)
২ কর্পূর। ৩ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ। ৪ গরুড়। (ত্রিকাণ্ড)

বিজ্ঞপ্রপা (স্ত্রী) বিজ্ঞানাং পক্ষিণাং প্রপা, বা বিজ্ঞার্থং পক্ষিণ-
যুদ্ধিত প্রপা। আলবাল। পর্যায়—ভর, বিল, তল। (ত্রিকাণ্ড)

বিজ্ঞপ্রিয়া (স্ত্রী) বিজ্ঞানাং বান্ধবব্রাহ্মণাদীনঃ প্রিয়া।
১ সোম, সোমরস বিজ্ঞদিশের যজ্ঞকহেতু প্রিয়। (ত্রি) ২
বিজ্ঞপ্রিয় মাত্র।

বিজ্ঞবন্ধু (পুং) বিজ্ঞস্ত বন্ধুরিব। অত্রাঙ্গণ, ভট্টাদি অপকৃষ্ট বিজ্ঞ।
“ত্রীশূত্রবিজ্ঞবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।” (স্থতি)

বিজ্ঞক্রতব (পুং) আত্মনাং বিজ্ঞং ক্রতে ক্র-ক। ব্রাহ্মণক্রতব,
জাতিমাত্র দ্বারা বিজ্ঞাতাতিমানী। বাহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণের কোন আচারাদি পালন
করে না এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা-
দিগকে বিজ্ঞক্রতব কহে।

বিজ্ঞমুখ্য (পুং) বিজ্ঞেয় মুখ্যঃ। বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ।
বিজ্ঞরাজ (পুং) বিজ্ঞানাং রাজা ৩তং ট্। (রাজাহঃসমিভাট্।
পা ৫।৪।২) চন্দ্র।

“বিজ্ঞরাজস্ত তচ্ছ্রুয়া ভূগোলচেনমকৃতং।” (দেবীভাগং ১।১১।৩২)
২ কর্পূর। ৩ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ। ৪ বিজ্ঞোত্তম বিপ্র। ৫ পক্ষী, গরুড়।

বিজ্ঞবর্ত (পুং) বিজ্ঞশাস্ত্রোৎপত্তি, কর্ণধা। বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ।
বিজ্ঞলিঙ্গিন (পুং) বিজ্ঞস্ত লিঙ্গং চিহ্নমত্যন্তেতি ইনি। ১
কজির। (ত্রি) ২ ব্রাহ্মণবেশধারী।

“দ্যুতং সমাস্বরকৈব যঃ কুর্ধ্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্কাম্ বাতয়েৎ রাজা শূত্রাংশ্চ বিজ্ঞলিঙ্গিনঃ।” (মহু ৯।২২৪)

বিজ্ঞবর (পুং) বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ।
বিজ্ঞবাহন (পুং) বিজ্ঞঃ গরুড়বাহনং যন্ত। নারায়ণ।
“এবং ভ্রমসিদ্বেদানাং ময়ানাং বিজ্ঞবাহনঃ।
তচ্ছ্রুয়ীশতং কৃষ্ণ। জগৎশ্রকরণং বিদং।” (হরিবংশ ৭৬ অং)

বিজ্ঞব্রণ (পুং) বিজ্ঞস্ত দন্তস্ত ব্রণঃ। দন্তার্জুন। দন্তরোগভেদ।
[দন্তরোগ দেখ।]

বিজ্ঞশপ্ত (পুং) বিজ্ঞৈঃ শপ্তঃ ৩তং। রাজমার, বরবটী ভাষা,
বিজ্ঞদিশের ইহা ভোজন করিতে নাই। (শব্দচং)

বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ (পুং) বিজ্ঞেয় শ্রেষ্ঠঃ ৭তং। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।
বিজ্ঞসেবক (পুং) বিজ্ঞানাং সেবকঃ ৩তং। ১ শূত্র। (ত্রি)
২ বিজ্ঞসেবি মাত্র।

বিজ্ঞসন্তম (পুং) বিজ্ঞেয় সন্তমঃ। বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ।
“ভং মাং বিস্তান্ত সর্কস্ত অষ্টারং বিজ্ঞসন্তমঃ।” (মহু ১।৩৩)

বিজ্ঞা (স্ত্রী) বিজ্ঞায়তে জন-ড, টাপ্। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য,
পর্যায়—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলী, বিজা, ভয়-
গন্ধা, পাণ্ডপত্রী, কোস্তী, হরেকুকা।

“রেণুকারাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলী বিজা।
ভয়গন্ধা পাণ্ডপত্রী মৃতা কোস্তী হরেকুকা।” (ভাবপ্রং)

২ ভার্গী। ৩ পালকী, পালংশাক; এই শাক একবার
কাটিয়া লইলে আবার হয়, এইজন্য ইহার নাম বিজা।
দ্বিয়ার টাপ্। বিজপত্রী।

বিজাগ্রা (পুং) বিজ্ঞেয় অগ্রাঃ। বিপ্র।
“ব্রাহ্ম হতং বিজাগ্রাচা প্রাণিতং পিতৃতর্পণং।” (মহু)

বিজাঙ্গী (স্ত্রী) বিজ্ঞস্ত পক্ষিণোংকমিব অঙ্গং যন্তা, ভীপ্।
কটুকা, বিজাঙ্গিকা। (রাজনিং)

বিজাতি (পুং) বে জাতী যন্ত। ১ ব্রাহ্মণ। ২ ব্রাহ্মণ কজির
ও বৈশ্য।

“ব্রাহ্মণকজিরবিশজ্ঞোবর্ণা বিজাতিয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্ত শূত্রো নান্তি তু পক্ষমঃ।” (মহু)

৩ অঙজ। ৪ দন্ত।
বিজাতিমুখ্য (পুং) বিজাতিয় মুখ্যঃ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।

বিজানি (পুং) বে জায়া যন্ত, বহুব্রীহৌ জ্ঞানারঃ জ্ঞানাদেশঃ।
বিভাধ্যাক, বাহার ছইটা জ্ঞী। “অন্তর্যোনির্ব চরতি বিজানিঃ”
(শ্লোক ১।১১০।১১১)

দ্বিজায়নী (জী) বিজ্ঞঃ অযাত্তে জায়তে হনয়েতি অয় করণে
লুট্। দ্বিজাঃ জীপ্। যজ্ঞোপবীত। (শব্দরত্নাবলী)

দ্বিজালয় (পুং) বিজ্ঞানায় পক্ষিণাং আলয়ঃ। ১ কোটর, বৃক্;
হিত পক্ষিদিগের বাসা, নীড়। ২ বিপ্রদিগের গৃহ।

দ্বিজিহ্ব (পুং) যে জিহ্বে বস্তু। ১ সর্প। ২ হৃৎক।

“পরন্তু মর্দ্যবিধ মুজ্জ্বতাং নিজঃ

দ্বিজিহ্বতাদৌষ মজ্জিগামিতিঃ।”

(মাঘ ১৬৩)

৩ খল। ৪ চৌর। ৫ ছঃসাধ্য। ৬ রোগবিশেষ।

“জ্যেয়ো দ্বিজিহ্বঃ খলু রোগএষ বিবর্জ্যয়োদাগতপাকমেনং।”

(সুশ্রুত নিদান ১৪ অ°)

(ত্রি) দ্বিজিহ্বাবিশিষ্ট। (ভারত ১৩৪২৪)

দ্বিজেন্দ্র (পুং) দ্বিজইন্দ্রইব উপমিতসমাসঃ। ১ দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

দ্বিজানাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ২ চন্দ্র। ৩ কপূর।

দ্বিজেশ (পুং) দ্বিজানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ চন্দ্র।

৩ কপূর। ৪ বিজেশ্বর।

দ্বিজোত্তম (পুং) দ্বিজেষু উত্তমঃ। ব্রাহ্মণ।

“ভবৎ পূর্নং চরৎভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।”

(মহু ২৪৯)

দ্বিজোপাসক (পুং) দ্বিজমুপাস্তে উপ-আস-ধূল্। দ্বিজসেবক
মূত্র। (পারস্কর নিষট্)

দ্বিটসেবা (জী) দিবো সেবা। শক্রর সেবা।

দ্বিটসেবিন্ (ত্রি) দ্বিটসেবা বিত্ততেহন্ত ইনি। রাজশক্রসেবী।

“জীবালব্রাহ্মণয়াংচ হস্তাং দ্বিটসেবিনং তথা।” (মহু ৯২৩২)

‘দ্বিটসেবিনঃ রাজশক্রসেবিনঃ’ (কুল্লুক)

দ্বিষ্ঠ (পুং) দ্বৌ ঠকারৌ লেখনাকারৌ যন্ত। ১ বিসর্গ।

২ বহ্বিজার, দ্বাহা। (কেৎকারিকীতজ) (জী) ৩ ঠকারধ্বয়।

দ্বিত (পুং) ১ দেবভেদ। ২ ঋষিভেদ।

দ্বিতয় (জী) দ্বৌ অবয়বৌ যন্ত দ্বি-অবয়বে তয়প্। (সংখ্যায়
অবয়বে তয়প্। পা ৫২১৪২) দ্বয়, দ্বিত্বসংখ্যা।

“কটাহ দ্বিতয়ন্তেব সংপুটং গোলকাভুতিঃ।” (পৃথাসি°)

(ত্রি) ২ দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট; এই দ্বিতয় শব্দ জন্ম পরে
থাকিলে বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হয়, তখন ‘দ্বিতয়ে দ্বিতয়াঃ’
এইরূপ রূপ হটরা থাকে।

“ক্রমসামুদ্যতাঃ কিমন্তরং যদি বারৌ দ্বিতয়েঃপি তেহচলাঃ।”

(রত্ন ৮১০°)

দ্বিতীয় (ত্রি) দ্বয়োঃ পূরণং দ্বিতীয়। (ষেতীরঃ পা ৫২১৫৫)

দ্বয়ঃ দ্বিত্বসংখ্যাপূরণ।

“একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” (ঋতি)

“তথ্যাবিজ্ঞানং মুনরঃ শতক্রতুঃ দ্বিতীয়গামী নহি শব্দ এব নঃ।”

(রঘু ২৪৯)

২ পুত্র। ‘আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ’ (ঋতি) আত্মাই পুত্র-
রূপে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য দ্বিতীয় শব্দের অর্থ পুত্র,
আত্মার দ্বিত্ব সংখ্যার পূরণ পুত্র।

দ্বিতীয়া (জী) দ্বিতীয় টাপ্। ১ গেহিনী, জী। ২ তিথিবিশেষ,
চন্দ্রের দ্বিতীয়কলা ক্রিয়ারূপ, চন্দ্রের দ্বিতীয়কলার স্ফটিকিণ-
প্রবেশ-নির্গমযোগ্য ক্রিয়া তদুপলব্ধিত কালভেদ।

অশ্বিনীকুমারধ্বজ দ্বিতীয়া তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। এইজন্য
এই তিথি অতিশয় শুভকরী, এই তিথিতে যাহারা পুণ্যহার
সইয়া অশ্বিনীকুমারের উদ্দেশে সৎসংসার ধরিত্রী ত্রত করে,
তাহারা অশ্বিনীকুমারের দ্বার রূপ ও গুণসম্পন্ন হইতে পারেন।

“রূপং কান্তিরনোপমাং তিবক্ষৎ সর্ববস্তরু।

সোমপত্নী লোকেষু সর্বমেতৎ তদ্বিদ্ভতিঃ।

এতৎ সর্বং দ্বিতীয়ায়ামধিত্যাং ব্রহ্মণা পূর্য্য।

দন্তং যন্মাত্ততন্তেবাং তিথীনামুত্তমা তিথিঃ।

এতন্ত্যাং রূপকামন্ত পুণ্যহারো ভবেরয়ঃ।

সংবৎসরং শুচিনিতিয়াং স্মৃৎরূপী ভবেরয়ঃ।

অধিত্যাং যে গুণাঃ প্রোক্তান্তে তন্তাপি ভবন্তি চ॥” (বরাহপু°)

রথদ্বিতীয়া—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বিতীয়া, এই তিথিতে
পুণ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে শুভকরী হয়। যদি নক্ষত্রের
যোগ না হয়, কেবল তিথিতেই এই উৎসব করিবে।
ইহাতে ভক্তার সহিত রাম এবং কৃষ্ণকে রথে আরোহণ
করাইয়া এই উৎসব করিবে। পরে অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন
করাইবে।

“আষাঢ়স্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।

তন্ত্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভক্তয়া সহ॥

যাজ্ঞোৎসবং প্রবৃত্ত্যাপ্য গ্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহুন্।

ঋক্ষান্তাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা শ্রীতয়ে মম॥” (তিথিতত্ত্ব°)

[রথযাত্রা দেখ।]

মনোরথ-দ্বিতীয়া—শ্রাবণমাসের শুক্লদ্বিতীয়ার নাম মনোরথ
দ্বিতীয়া। এই দ্বিতীয়াতে দিব্যাভাগে বাহুদেব পূজা এবং
রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ে অর্ঘ্য দান করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণাদি
ভোজন করাইয়া আপনি ভোজন করিবে।

ব্রাহ্মদ্বিতীয়া—কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার নাম
ব্রাহ্মদ্বিতীয়া; এই দিনে ভগিনীগণ ব্রাহ্মপূজা করিবে, যাহারা
না করে, তাহারা সপ্তজন্ম ব্রাহ্মহীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মগণ
বহু সহকারে ভগিনী হস্তে ভোজন করিবে। এই দিন যম,
চিত্রগুপ্ত ও যমদূতকে পূজা করিতে হয়। যমকে অর্ঘ্য

প্রদান করিবে, এই পূজা ও অর্ঘ্যদান ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়কেই করিতে হইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র—

“ওঁ এহেহি মর্ত্তণ্ডজ পাশহন্ত যমাকালোদ্ধারামরেশ।
ভ্রাতৃদেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্ নমস্তে ॥”

প্রণামমন্ত্র—

“ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তত্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাছি মাং কিঙ্করৈঃ সার্কং সূর্য্যপুত্র নমোহস্ততে ॥”

যমুনাকে পূজা করিয়া নমস্কার করিতে হইবে।

“ওঁ যমদ্বন্দ্ব নমস্তে হস্ত যমুনে লোকপুঞ্জিতে।

বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোহস্ত তে।

ভগিনী ভ্রাতাকে ভোজন করাইবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্ন দিতে হইবে।

“ভ্রাতৃত্ববাহুলাভাং তুঙ্গ তত্বমিৎ গুভং।

প্রীতয়ে যমরাজন্ত যমুনারী বিশেষতঃ ॥”

ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে ‘ভ্রাতৃত্ববাহুলাভাং’ এই মন্ত্র বিশেষ। (তিথিতত্ত্ব) মাঘমাসের উত্তরপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি বর্জ্জনীয়।

“পক্ষরোমাঘমাসন্ত দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ।” (বিষ্ণুপুং)
[তিথি দেখ।]

দ্বিতীয়া ব্রতের বিষয় অগ্নিপুরণে এইরূপ লিখিত আছে। এই দ্বিতীয়া ব্রত করিলে স্বর্গাদি ফল লাভ হইয়া থাকে। পুষ্পাহারী হইয়া দ্বিতীয়া তিথিতে অধিনীকুমারের পূজা করিবে, ইহাতে রূপ, সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ এবং কার্ত্তিক মাসের স্তরূপক্ষের দ্বিতীয়াতে যমের পূজা করিবে, ইহাতে স্বর্গলাভ ও নরক পরিহার এই দুই হইয়া থাকে। শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়াতে অশুভব্রতের অমুষ্ঠান করিবে, এই ব্রতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বৎসরাবধি পূজা করিয়া প্রতিমাসে শয্যা, ফল এবং সোমের উদ্দেশে সমস্তক অর্ঘ্যদান এবং সোমরূপী হরি ও লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পরে রাত্রিতে স্মৃতধারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, দীপারভাজন সমেত আগুন, ছত্রপাটুক, জলকুন্ত, প্রতিমা ও পাত্র প্রদান করিবে। সত্রীক এই ব্রতের অমুষ্ঠান করিলে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের স্তরূপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কান্তিব্রতের অমুষ্ঠান করিবে। এই তিথিতে নন্দাহারী হইয়া এই ব্রতের অমুষ্ঠান ও রামকৃষ্ণের পূজা করিবে। একবৎসর এই প্রকার করিলে কান্তি আয়ু ও আরোগ্যাদি লাভ হইয়া থাকে। পৌষমাসের স্তরূপ দ্বিতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চারি দিন ধরিয়া বিষ্ণুব্রত করিবে,

প্রথম দিন সিদ্ধার্থ দ্বারা দ্বিতীয়দিন কৃষ্ণভিলে, তৃতীয়দিন ষষ্ঠ ও চতুর্থদিন লক্ষ্মীবিধিভাবে দান করিতে হইবে। কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, দ্ব্যবীকেশ ইত্যাদি নামে পূজা করিয়া বধাক্রমে শশী, চন্দ্র, শশাঙ্ক ও ইন্দ্র এই নামে পদে, নাভি, চক্ষু ও যন্ত্রকে বধাক্রমে পূজা করিবে। যন্ত্রকণ চন্দ্রমা উদ্ভিত থাকেন, তাবৎ রাত্রিতে ভোজন করিবে। এই প্রকার ব্রত করিলে ছয়মাসে সমস্ত পাপক্ষালন ও বৎসরান্তে সকল কামনা পূর্ণ হয়। পূর্বে স্মরণীয় সকলে এই ব্রতামুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকলেরই এই ব্রতামুষ্ঠান বিধেয়। (অগ্নিপুং ১১২ অং)

দ্বিতীয়ক (জি) দ্বিতীয়েন রূপেণ গ্রহণং কন্থং ১ চৈত্রাদির দ্বিতীয়রূপ দ্বারা গ্রহণ। দ্বিতীয়ে হুহি ভবঃ কন্থং ২ দ্বিতীয় দিনভব রোগ।

দ্বিতীয়ত্রিফলা (জী) দ্বিতীয়া ত্রিফলা। গান্ধারী। (শব্দচং)
দ্বিতীয়াকৃত (জি) দ্বিতীয়ঃ কর্ণণং কৃতং ডাচ্ কৃষ্ণো দ্বিতীয় তৃতীয় শব্দবীজাৎ কৃষ্ণো। পা ৫৪।৫৮ বারম্বার কবিতক্ষেত্র, যে ভূমিতে দুইবার হল কর্ণণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ান্ভা (জী) দ্বিতীয়া হরিজীবৎ আভাতীতি আভা-ক। দারুহরিজী। (শব্দচং)

দ্বিতীয়াপ্রম (পুং) দ্বিতীয়ঃ আশ্রমঃ। গার্হস্থ্য আশ্রম।

“দ্বিতীয়ং আয়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।” (মহু)

জীবিতকালের দ্বিতীয়ভাগ দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইয়া অবস্থান করিবে, এইরূপে অবস্থানের নাম দ্বিতীয়া-শ্রম। এই দ্বিতীয়াশ্রম ভয়ানক প্রলোভনের স্থান, বাহারা এই আশ্রমে নিশ্চিন্তভাবে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কালান্তিপাত করিতে পারেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। ভবিষ্যতে তাহার আশ্রম সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই আশ্রমে বলবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাসসমূহ নানা প্রকারে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সকল প্রকার পুণ্য-লাভ হইয়া থাকে। যে দিন হইতে এই আশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আর্ষাভ্যতির প্রকৃত অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাহা শিক্ষা আত্ম হর, দ্বিতীয়াশ্রমে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে বাহারা সম্যকরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য।

শাস্ত্রে ও ধর্ম্মবিধিকো অবিচলিত ভক্তি রাখিয়া তাহার অমুষ্ঠান করিলেই আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। (বৃত্তি)
দ্বিতীয়িন্ (জি) দ্বিতীয়ে ভাগো গ্রাহতরা হস্ত্যত ইনি। অর্ধভাগ গ্রাহক। “বোধশ দ্বিতীয়াভ্যঃ।” (আখং শ্রৌঃ ১৪।৪৪)
“দ্বিতীয়াভ্যঃ অর্ধিত্যঃ অর্ধমেবাতীত্যাদিন্তেভ্যঃ।” (ভাষ্য)

দ্বিত্তে (জি) ঘৌ বা আরো বা বিকল্পার্থে ড্। (বহুব্রীহৌ
সংখ্যায়ৈ ত্তবহুগণাৎ। পা ৫।৪।৭৩) নিত্যবহুচনাত্তোহয়ং।
হুই বা তিন।

“বিজ্ঞাণাহাত্তহঁসি সোচুর্নহঁন্ বাবৎ বতে সাধরিত্তঃ স্বদর্থঃ।”
(রঘু ৫।২৫)

দ্বিত্ত (ক্ৰী) বয়োভাবঃ। এই এক, এই এক এইরূপ দুয়ের
বোধজন্য প্রযোজ্য ঞ্গভেদে।

“বিজ্ঞাদয়ঃ পরাক্রান্তা অপেক্ষাবুদ্ধিজ্ঞা মতাঃ।

অনেকাশ্রয়পর্যাপ্তা এতে তু পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।

অপেক্ষাবুদ্ধিনাশাচ্চ নাস্তেবাং নিরূপিতাঃ।

অনৈককত্ববুদ্ধির্বা সাপেক্ষা বুদ্ধিরূপাত্তে।” (ভাষাপঃ)

দ্বিদণ্ড (অব্য) ঘৌ দণ্ডৌ যস্মিন্ প্রহরণে ইচ্ সমাসাত্তঃ।
দণ্ডদ্বয়যুক্ত প্রহরণ। বহুব্রীহি সমাসের অর্থে অব্যয়ীভাব
সমাস হওয়ার “দ্বিদণ্ড” এই পদ অব্যয় হইল।

দ্বিদণ্ডাদি (পুং) পাণিভুক্তগণ বিশেষ, “প্রহরণার্থে বুঝাইলে
অব্যয়ীভাব সমাসে দ্বিদণ্ড আদি করিয়া ইচ্ সমাসাত্ত হয়।
দ্বিদণ্ড, দ্বিমুখলি, উভাজলি, উভয়াজলি, উভাদণ্ডি, উভয়া-
দণ্ডি, উভাহন্তি, উভয়হন্তি, উভাকণি, উভয়াকণি, উভাপাণি,
উভয়পাণি, উভাবাহু, উভয়বাহু, একপদি, প্রোহপদি,
আচ্যপদি, সপদি, নিকুচকণি, সংহতপুচ্ছি, অস্তেবাসি।

(পাণিনি)

দ্বিদণ্ড (জি) ঘৌ দন্তৌ যত্, দন্তশব্দস্ত দত্ব আদেশঃ (বয়সি
দন্তস্ত দত্ব। পা ৫।৪।১৪১) দন্তদ্বয়যুক্ত বুঝাদি, যে বুঝাদির
হুইট দন্ত উল্লেখ হইয়াছে।

দ্বিদল (জি) ঘৌ দলে যত্। বিশাখাযুক্ত, দর্ভ পবিজাদি।
“শিক্ষাঞ্চ দারবং পাত্রং দ্বিদলান্ রেণুকান্ বহুন্।” (হরিবঃ)
২ দ্বিপত্রযুক্ত কমল, ইহা সূক্ষ্মানাড়ীর মধ্যদেশে ক্রমের
মধ্যে অবস্থিত এবং ‘হ’ ‘ক’ বর্ণযুক্ত, ইহার কমল স্তম্ভ ও
আস্তানামক চক্র।

“বিঃ পত্রে বোড়শারে দ্বিদশ দশদলে দ্বাদশার্কে চতুর্কে” (তত্ত্ব)
বিধা দল্যতে দল যত্রার্থে-ক। (পুং) ৩ ডাউল।

দ্বিদশ (জি) ব্যাধিকা দ্বিসহিতা বা দশসংখ্যা যেবাং ড্
সমাসাত্তঃ। দ্বিসহিত দশসংখ্যাযুক্ত।

দ্বিদান্নী (ক্ৰী) ঘৌ দাননী বন্ধন সাধনে যত্নাঃ, ততোভীপ্।
রজ্জ্বদ্বয়যুক্তা গাভী, যে গোরুকে হুইগাছা দড়ি দিয়া বান্ধিয়া
রাখিতে হয়। হুই গো।

দ্বিদিব (পুং) দ্বাভ্যাং দিবা দিনাভ্যাং নিবৃত্তাদি তদ্বিতার্থে
বিণ্ডিঃ। দ্বিনিদ্রাস্থা দ্বিরাজবাগভেদে, যে বস্তু দুইদিন ধরিয়া
করিতে হয়।

“দ্বিতীরে দ্বিদিবাভ্যাংহঃ” (কাত্যঃ শ্রৌঃ ২২।৭।৬)
‘দ্বিতীরে পরস্পরানে ব্যাহৌ ভবতি দ্বিদিব ইত্যখ্যা তত্ত্ব’ (কক্)

দ্বিদেবত (জি) ঘৌ দেবতে যত্। দ্বিদেবতাক চক্ৰ প্রভৃতি,
হুই দেবতার উদ্দেশে যে সকল চক্ৰ প্রভৃতি হয়, তাহাকে
দ্বিদেবত কহে। “দ্বিদেবতোহপি নিয়মসামর্থ্যাৎ”।

(কাত্যঃ শ্রৌঃ ৫।১৮।১০)

‘দ্বিদেবতোহপি পৌকচক্ৰঃ প্রবিষ্টানামেব ভবতি তত্র’ (কক্)
২ ইন্দ্রাদীদেবতাক বিশাখা নক্ষত্র। দ্বিদেবত প্রভৃতিরও
এই অর্থ জানিতে হইবে।

দ্বিদেহ (পুং) দ্বাভ্যাং দেহোহভেতি, গজাননবাদেবাত্ত
তথাৎ। গণেশ, গণেশের মুণ্ডচ্ছিন্ন হইলে সেই স্থলে হস্তীর
মুণ্ড স্থাপন করা হয়। হুই দেহের সংযোগ হওয়ার ‘দ্বিদেহ’
শব্দে গণেশকে বুঝায়।

দ্বিাদশ (পুং) দ্বিতীয়ঃ দ্বাদশচ। বর ও কস্তার দ্বিতীয় ও
দ্বাদশ রাশিভেদে।

“কস্তারাঃ দ্বাদশে ভর্ত্তা ভর্ত্তুঃ কস্তা দ্বিতীয়গা।

দ্বিাদশঃ বিজানীরাং বর্জিতং ত্রিাদশেঘপি।” (জ্যোতিষতত্ত্বঃ)

ভর্ত্তার রাশি হইতে কস্তার রাশি দ্বাদশ এবং কস্তার
রাশি ভর্ত্তার রাশি হইতে দ্বিতীয় হইলে দ্বিাদশ হয়, ইহা
অতিশয় নিকরীয়, এই দ্বিাদশ রাশিতে বিবাহ হইলে
অতিশয় অন্তঃ হয়।

“অনপত্যতা ত্রিকোণে দ্বিাদশে চ দারিদ্ৰ্য্যঃ।” (দীপিকা)

(ক্ৰী) দ্বিতীয় ও দ্বাদশ, দ্বিতীয় ধনস্থান ও দ্বাদশ ব্যয়স্থান।

দ্বিধা (অব্য) দ্বি-প্রকারে ধাচ। দ্বিপ্রকার।

“যজ্ঞসংবাদিনীঃ কেকাঃ দ্বিধা ত্রিধাঃ শিখণ্ডিভিঃ।” (রঘুঃ)

দ্বিধাগতি (পুং) দ্বিধা দ্বিপ্রকার গতিবর্ত্ত। ১ কুস্তীর।

(জি) ২ দ্বিপ্রকার গতিযুক্ত।

দ্বিধাতু (পুং) ঘৌ ধাতু যত্ দেবগজদেহবদাদেবাত্ত তথাৎ।

১ গণেশ। ঘৌ ধাতু তাদ্রাদি ধাতুত্রয়ো যজ্। (ক্ৰী) ২ ধাতুত্ৰয়।

দ্বিধাত্মক (পুং) দ্বিধা আত্মা যত্ কপ্। জাতীকোব, জায়কল।

দ্বিধালেখ্য (পুং) দ্বিধা লিখ্যতে যত্ লিখ-আধারে গ্যৎ।

১ হস্তালব্ধক। (জি) ২ দ্বিপ্রকার লেখনীয়।

দ্বিনগ্নক (পুং) বিঃ দ্বিতীরো নগ্নকইব। হৃচ্চন্দা, স্বাভাবিক
অনাবৃত মেদ্র।

দ্বিনবতি (ক্ৰী) ব্যাধিকানবতিঃ। ১ হুই অধিক নবতি সংখ্যা,
২২ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যাযুক্ত। বিশকের ইকার স্থানে আৎ
করিয়া ‘দ্বানবতি’ এইরূপ পদও হইবে। পূরণে ডট্। বিনবত ও
দ্বানবত এই দুইই হইবে। পূরণ অর্থে ‘তমপ্’ করিয়া দ্বিনবতি-
তম, দ্বানবতিতম হইবে। তৎসংখ্যার পূরণ। ডট্ ত্রিয়ার ভীপ্।

দ্বিমিক্ (জি) স্বাত্যাং নিকাভ্যাং ক্রীতং তদ্বিত্যর্থবিণ্ডঃ ।

হই নিকাভ্যাং ক্রীত । (জি) বৌ নিকো পরিমাণমত অণু তত মুক্ । ২ তৎপরিমাণমুক্ । দ্বিমিক্-ঠক্ বৈমিকিক ।

দ্বিপ (পুং ক্রী) স্বাত্যাং শুভমুখাত্যাং পিবতি পা-ক । হস্তী, ইহার। শুভ ও মুখ এই দুয়ের দ্বারা পান করে বলিয়া ইহাদ্বিগকে দ্বিপ কহে ।

“তেজো মহত্ত্বমসেব দীপৈ বিপৈরলস্বাধমরাবভূবে ।”

(মাঘ ৩৬৭)

(পুং) ২ নাগকেশর ।

দ্বিপক্ (পুং ক্রী) বৌ পকো বস্ত । ১ পক্ষিমাত্র ।

(পুং) ২ একমাস, হই পক্ষে একমাস হয়, এই জন্ত দ্বিপক্ অর্থে একমাস ।

দ্বিপঞ্চমূলী (ক্রী) বিধা পঞ্চমূলী । দশমূল ।

“বিপঞ্চমূলী কীরতগরভদ্রদাক্ষমরিসচমুবিড়লজ্রাক্ষাধিত্রাক্ষা-
সিদ্ধঃ ।” (অশ্বত) [দশমূল দেখ ।]

দ্বিপকাশঃ (ক্রী) স্বাতিকা পকাশঃ । হই অধিক পকাশঃ সংখ্যা, ৫২ সংখ্যা । ২ তৎসংখ্যাস্থিত । ততঃ পূরণে ভট্ । বিপকাশ, পূরণে তমপ্ দ্বিপকাশতম, হই অধিক পকাশঃ সংখ্যার পূরণ । জিহাং ভটি ভীপ্ ।

দ্বিপণ্য (জি) স্বাত্যাং পণাত্যাং ক্রীতং ততো বৎ । হইপণের দ্বারা ক্রীত, যাহা হই পণ মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে ।

দ্বিপত্রক (পুং) বে পত্রে বস্ত । সংজ্ঞায়াং কন্ । ১ চণ্ডালকন্ । (পারদ্বর নিষট্) ২ দ্বিদল কমল ।

দ্বিপথ (ক্রী) ধরোঃ পথোঃ সমাহারঃ । ততো অ সমাসান্ত (ঋক্পূরক্ : পথামানকে । পা ৫।৪।৭৪) পথধর, দোমাথা পথ, যে স্থানে দুইটা পথ একত্র মিলিত হইয়াছে । পর্যায়—চারুপথ । বৌ পথানো বজ্ । (জি) ২ মার্গধরযুক্ত দেশাদি ।

দ্বিপদ (পুং) বে পদে বস্ত । ১ মহুয়াদি । ২ দ্বিপদবাটিত লম্বাস, যেখানে দুইপদে সমান হয়, তাহাকে দ্বিপদ কহে । ৩ রাশিভেদ ।

“মিথুনতুলাঘটকজা দ্বিপদাখ্যাচাপপূর্বভাগশ্চ ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

মিথুন, তুলা, ঘট, কজা, ধন পূর্বভাগ ইহাদ্বিগকে দ্বিপদ রাশি কহে । (ক্রী) ধরোঃ পথরোঃ সমাহারঃ । ৩ পদধর । ৪ বাস্তবমণ্ডলহ কোষ্ঠভেদ ।

দ্বিপদা (ক্রী) বৌ পাদৌ বস্ত, টাপ্ পাদন্ত পতাবঃ । দ্বিপাদ-যুক্তা ঋক্ ।

দ্বিপদিকা (ক্রী) বৌ পাদৌ দন্তৌ বজ্ বন্ । দোপারা । “বৌ পাদৌ দন্তিতো দ্বিপদিকাং ব্যবস্থজতি দ্বিগুণং দদাতি ।”

(সিদ্ধান্তকো) দ্বিপদী-স্বার্থে কন্ ব্রহ্মঃ । ২ গীতিভেদ ।

“তত্ব বিপদিকাস্থিতি র্ত্তলেত্যভিধীরতে ।” (ভরত)

দ্বিপদী (ক্রী) বৌ পাদৌ বস্তাঃ পাদঃ অন্ত্যালোপে কৃত্তপদা-
দিত্যাং ভীষ্ ততোপতাবঃ । ১ ঋক্ তির বিপদমুক্ গীতিভেদ ।

২ মাত্রাবৃত্তভেদ । “গারজ্যন্তেকপদী দ্বিপদী দ্বিপদী চতুষ্পদ-
পদসি নহি পতসে ।” (শতপথব্রা° ১৪।৮।৫।১০)

দ্বিপদী (ক্রী) বে বে পদে বস্তাঃ ভীপ্ । বনকোলী ।

(জি) ২ পর্ণধরযুক্ত ।

দ্বিপদমদ (পুং) দ্বিপদ্য হস্তিনোমদঃ ভতৎ । ১ হস্তিমদ । ২ গজ-
ভব্যভেদ । (রাজনি°)

দ্বিপাত্র (ক্রী) ধরোঃ পাত্ররো সমাহারঃ সমাহারবিগো
পাত্রাদিত্যাং ন ভীপ্ । পাত্রধর । তৎ হরতি আবহতি বা
ঠক্ । দ্বিপাত্রিক, পক্ষে ঠন্ দ্বিপাত্রীণ, জিহাং পাত্রাদিত্যাং
ন ভীপ্ । দ্বিপাত্রহারক এবং তদাবাহক ।

দ্বিপাদ (পুং) বৌ পাদৌ বস্ত বেদে নান্ত্যালোপঃ । ১ বানরাদি
পশুভেদ । “তন্তে দ্বিপাদাঃ পশবৈত্তৈরবঃ ।” (শত° ব্রা°
৬।৮।২।৫) ২ গ্রহভেদ ।

“একপাদা দ্বিপাদশ্চ তথা বিশিরসোহপরে ।”

(হরিবংশ ১৬৮ অ°)

লৌকিক অরোগে অন্ত্যালোপ হইয়া ‘দ্বিপাদ্’ এইরূপ
পদ হইবে । ৩ পাদধরযুক্ত মহুয়াদি ।

দ্বিপাদ্য (ক্রী) বৌ পাদৌ পরিমাণং বস্ত যৎ (পণপাদমাব-
শত্যাং বৎ । পা ৫।১।৩৪) ১ দ্বিপাদ পরিমাণযুক্ত দণ্ড প্রায়-
শ্চিত্তাদি । ২ দ্বিগুণ দণ্ড । পাদদ্বয় গুণবাচিহ্ন হেতু
এই স্থলে দ্বিগুণপত্যা অর্থ হইয়াছে ।

দ্বিপাদ্বিপ (পুং) দ্বিপাদাং অধিপঃ । ১ ঐরাবত । ২ গজশ্রেষ্ঠ
“তৎ পূর্বমংশধরমং দ্বিপাদ্বিপাঃ ।” (মাঘ)

দ্বিপাদ্বিম্ (পুং) স্বাত্যাং মুখভাত্যাং পিবতি পা-গিনি-
গজ । জিহাং ভীপ্ ।

দ্বিপাস্ত্র (পুং) দ্বিপদ্য আন্তমেব আন্তং বস্ত । গণেশ, হস্তীর
মুখ সদৃশ ইহার মুখ, এই জন্ত ইহার নাম দ্বিপাস্ত্র ।

দ্বিপুট (পুং) বে পুটে বস্ত । অগ্নি ধ্বংসুলক বৃকভেদ
(পারদ্বর)

দ্বিপুরুষ (জি) বৌ পুরুষো অমাণমত তদ্বিত্যর্থবিণ্ড, ততো
মাত্রচোলুক্ । পুরুষধর অমাণযুক্ত, জিহাং বা ভীপ্ দ্বিপুরুষী,
দ্বিপুরুষা এইরূপ হইবে ।

দ্বিপৃষ্ঠ (পুং) বৌ পৃষ্ঠৌ বস্ত । রাজভেদ । পর্যায়—ব্রহ্মসত্ত্বব ।

দ্বিবজ্ (পুং) ধরোলোকেরোর্বজ্ । হই লোকের বজ্ অগ্নি ।
“নবিবজ্জৈবে তরনঃ ।” (ঋক্ ১৩।৬।১।১৭)

দ্বিবাছ (পুং) বৌ বাহ্ বস্ত । হই হস্তযুক্ত মহুয়াদি ।

বিভাগ (পুং) হইভাগ, হই অংশ।

বিভাব (জি) বৌ ভাগে যত। বিশ্বভাবযুক্ত।

বিভূজ (জি) বিবাহ, হইহাত বিশিষ্ট।

বিভূম (পুং) যে ভূমী যত, অহ সমাসান্তঃ। ভূমিধরযুক্ত
প্রাঙ্গাদি, দোতাল।

বিমাতৃ (পুং) যে মাতরৌ যত সমাসান্ত বিধেরনিভাষাৎ ন
কপ্। বিমাতৃক জরাসন্ধ।

বিমাতৃজ (পুং) স্বাভ্যাং মাতৃভ্যাং জারতে জন-ড। ১ গণেশ।
২ জরাসন্ধ নৃপতি।

বিমাত্রে (পুং) যে মাত্রে উচ্চারণকালভেদো যত। দীর্ঘস্বর
'আ, ঈ' ইত্যাদি।

"একমাত্রোত্তবেৎ হ্রস্বো বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।" (শিকা)

যাহা উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে, তাহাকে
বিমাত্র কহে।

বিমায়্য (জি) বৌ মায়ো প্রমাণমন্ত বৎ। মায়বর পরিমাণযুক্ত।

বিমাস্ত্র (জি) বৌ মাসৌভূতঃ 'বিগোর্ধপ্' ইতি যপ্। ১ মাস-
বর ব্যাপিয়া যাহা হর। ২ ছইমাস বয়স্ক।

বিমীচ (পুং) হস্তিনাপুরকারক হস্তনৃপত্বভেদ।

"ভেদৈনং নির্মিতং পূর্কং হস্তিনাপুরমুক্তম্।

হস্তিনশ্চাপি দায়াদাক্রয়ঃ পরমধার্মিকঃ ॥

অজমীঢ়ো বিমীচশ্চপুরমীচতথৈব চ ॥" (হরিবংশ ২০ অ°)

বিমুখ (পুং জী) যে মুখে যত। মুখবরযুক্ত রাজসর্প। (জি)
২ মুখবরযুক্ত। ত্রিরাং সালস্বাৎ ন জীপ্। (পুং) ৩ কৃত্রিম
রোগভেদ। যে স্বভাঃ স্ববৎস মুখে যন্তাঃ জীপ্। ৪ বেছ-
দিগের অর্দ্ধ প্রস্থতাবস্থার নিজের মুখ ও বৎসের মুখ এই
ছই মুখযুক্ত হর, এইজন্য ইহাকে 'বিমুখী' কহে। "বিমুখী
গোপ্রদাতারঃ কপিলানানতংপরঃ।" (কাশীখ°) এইরূপ
গাভী যাহারা দান করে, তাহাদের কপিলানানের তুল্য ফল-
লাভ হয়। এই দান অতিশয় পুণ্যজনক। ত্রিরাং টাপ্। বিমুখ
জলোকা।

বিমুখাছি (পুং) বিমুখঃ অছিঃ সর্পঃ। সর্পবিশেষ, পাঁচিলী-
সাপ, পর্যায় অহীবলি, রাজাহি, রাজসর্প, বিমুখ, সর্পভূক।
(হলায়ুধ)

বিমুনি (অব্য) বৌ মুনী পাপিনি-কান্ত্যারনৌ বশৌ 'সংখ্যা-
বংশেন' ইতি নৃত্রোণ অব্যয়ীভাবঃ। তুল্যবিত্তযুক্ত মুনিবর।
"বিমুনি ব্যাকরণত বিভা বিভাবতারভেদাৎ বিমুনিব্যাকরণ-
মিত্যপি সাধুঃ।" (সিকান্তকো°)

বিমুখলি (অব্য) যে মুখে যত প্রহরণে অব্যয়ীভাবঃ ইহ
সমাসান্তঃ। মুখবরযুক্ত প্রহরণ।

বিমূর্ছ (জি) বৌ মূর্ছানৌ যত বহু সমাসান্তঃ। নির্বধরযুক্ত,
ছই মস্তকবিশিষ্ট।

• "বহুমূর্ছো বিমূর্ছাংস্ত্রি মূর্ছাংস্ত্রিহতাং মুখে।" (ভট্ট)

ত্রিরাং জীপ্। সংজ্ঞার্যং কু কটিৎ ন সমাসান্তঃ। সংজ্ঞা
বুঝাইলে সমাসান্ত হইবে না। বিমূর্ছা দন্তপুত্রভেদ।

"বিমূর্ছা শব্দনিষ্টেব তথা শব্দনিরাঃ প্রভুঃ।" (হরিব° ৪ অ°)

বিযজুস্ব (জী) যে যজুর্বা উপধানে যন্তাঃ। ১ ইষ্টকাত্তেদ।
যে যজুর্বা ইব শরীরে যত। ২ যজমান। "অথ বিযজুস্ব-
মুপদধাতি। ইন্দ্রায়ী অকামরেনতাঃ স্বর্গং লোভতিরা বেতি
তাবেকামিষ্টকামপত্নতাঃ বিযজুস্বমিমামেব ভাসুপদধাতিং"
(শত° ব্রা° ৭।৪।২।১৬) 'যতো যে যেবতে এতামপত্নতাঃ
অভএব স্বাভ্যাং বজুভ্যাং উপধীয়তে। স হিরণ্ময়ঃ পুরুষোহিত
দেবব্রহ্মযুক্ত আত্মাশরীরঃ' (ভাষ্য)

বিযমুন (অব্য) যমৌর্বমুনরোঃ সমাহারঃ। ছই যমুনার সমা-
হার, ছই যমুনা লক্ষিত।

বির (পুং) বৌ রৌ রেকৌ বাচকশব্দে যত। ১ রেকবর বাটত
ক্রমর শব্দ বাক্য, মধুকর। ২ বর্ষর।

বিরদ (পুং) বৌ রদৌ দন্তৌ প্রধানতরায় যত। হস্তী।

"কোত্তরন্তঃ তথা সেনাং বিরদং নলিনীমিষ।

ধনজয়ং ভূতগণাঃ সাধুসাম্বিতাপূজয়ন্ত ॥" (ভারত ৭।২৬।২৭)

বিরদাস্তক (পুং জী) বিরদানাং হস্তিনাং অন্তকঃ। সিংহ।
ত্রিরাং জাতিস্বাৎ জীপ্।

বিরদারাতি (পুং) বিরদন্ত অরাতিঃ ৬তৎ। ১ শরত, অষ্টাপদ
অন্তভেদ। (পারস্কর মিত্রটু°) ২ সিংহ।

বিরদাশন (পুং জী) বিরদঃ অরাতি অশ ভোজনে ল্য।
সিংহ। (পারস্কর মিত্রটু°) ত্রিরাং জাতিস্বাৎ জীপ্।

বিরভাস্ত (জি) বিবীরঃ অভ্যন্তঃ। বিস্তৃণিত, বিস্তৃত।

বিরশন (জী) বিবীরঃ অশনঃ। ছইবার ভোজন।

"নুনিতিবিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্যবাসিনাং।" (কাণ্ড্যায়ন)

বিরসন (পুং জী) যে রসনে জিহবে যত। বিজিহব, সর্প।

বিরাগমন (জী) বিবিধারং আগমনং। বিবাহের পর জীদিগের
পিতৃগৃহ হইতে স্বামিগৃহে দ্বিতীয়বার আগমন। বিরাগমনের
বিষয় সংক্ৰত্যমুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহ হইলে পর পিতৃগৃহ হইতে সেই বধুর স্বামীগৃহে যে
পুনর্বার আগমন তাহাকে বিরাগমন কহে।

বিরাগমন করিতে হইলে বর্ষাদি ও বিত্তকাল প্রভৃতি
বিচার করিতে হয়, কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে যদি
বিবাহবাসে বধু পিতৃগৃহ হইতে প্রথম পতিগৃহে গমন
না করে, তাহা হইলে প্রথমে পুত্রবর্ধাদির বিষয় দেখিতে

হইবে, নচেৎ দেখিতে হইবে না, অর্থাৎ বিবাহ মাসে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহা হইলে এই সকল চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। কস্তার অষ্টমবর্ষে দ্বিরাগমন হইলে শান্ত-
কীর মৃত্যু, দশমবৎসরে ঋগুরের এবং দ্বাদশবর্ষে দ্বিরাগমন
হইলে পতির মৃত্যু হয়, এই কারণে অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ বর্ষ
দ্বিরাগমনে দোষাবহ জানিতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রী পিতৃ-
গৃহে ভোজন করিয়া যদি স্বামীগৃহে বাইরা সেইদিন ভোজন
করে, তাহা হইলে তাহার দুর্ভাগ্য হয় এবং কুলনারিকাগণ
শাপ দেন।

দ্বিরাগমনের বিহিত তিথিনক্ষত্রাদি—পুষ্যা, হস্তা, স্বাতি, পুনর্বসু, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, মৃগশিরা ও রোহিণীনক্ষত্র, বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুনমাস, বৃহস্পতি, শুক্র, সোম ও বুধবার এবং চন্দ্র ও তারার বিচক্ষ হইলে কস্তা, মিথুন, মীন, তুলা ও মকর লগ্নে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। অকালে দ্বিরাগমন হইবে না এবং উক্ত মাস যদি মলমাস হয়, তাহা হইলেও দ্বিরাগমন নিষিদ্ধ। কাহার কাহার মতে বুধবারে দ্বিরাগমন প্রশস্ত নহে।

“ব্রতে পাণিগ্রহে গেহাৎ পিতৃঃ পতিগৃহং প্রতি।

পুনরাগমনং বধ্বাশুদ্বিরাগমনং বিহুঃ ॥

বিবাহ মাসি প্রথমং বধ্বা নাগমনং যদি।

তদা সর্কসিদ্ধং চিন্ত্যং যুগ্মাশুভং বিচক্ষণৈঃ ॥

ঋত্নং হস্তাষ্টমে বর্ষে ঋগুরঞ্চ দশাব্দিকৈঃ।

সম্প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে পতিঃ হস্তি দ্বিরাগমে ॥

ভুক্ত্য পিতৃগৃহে কস্তা ভুক্ত্যে স্বামীগৃহে যদি।

দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্তাঃ শপতি কুলনারিকাঃ ॥

পুষ্যাদিত্যমীরগাদিতি বজ্রধপুতরা রেবতী

তারানারকরোহিণীশু শুভদে মেবালিকুন্তে রবৌ।

বারেদ্বিজ্য সিতেন্দ্রবিন্দু শুভদে তারে প্রশস্তে বিধৌ

কস্তামগ্নথমীনতোলিমুগতে ত্রাদজনাবাগমঃ ॥”

(সংকৃত্যমুক্তাবলী)

শুভদ্বিরাগমের এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহ হইবার পর পিতৃগৃহ হইতে সেই বধুর স্বামীগৃহে যে পুনর্বার আগমন তাহাকে দ্বিরাগমন কহে। স্ত্রীর রবি-
ভুক্তি হইলে অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ এই তিনমাসের
কোন একমাসে শুদ্ধকালে প্রতিলোমগ শুক্র ও সংক্রান্তির
দিন পরিত্যাগ করিয়া যাত্রাপ্রকরণগোষ্ঠ এবং গৃহ
প্রবেশোক্ত শুভদিনে নববধুর আগমন অতি প্রশস্ত হইরা
থাকে। এক গ্রামনিতে অর্থাৎ একগ্রামে এক বাটীতে
অর্থাৎ এক গৃহ হইতে অন্য গৃহগমনে প্রতিভ্রমণ দোষ

হয় না। যাত্রাপ্রকরণগোষ্ঠ শুভদিনে পিতৃগৃহ হইতে যাত্রা
এবং গৃহপ্রবেশোক্ত শুভদিনে স্বামীগৃহে প্রবেশ কর্তব্য।

“স্রীশুভ্যাজঘটালিসংযুতরবৌ কালে বিগুণ্ডে ভুগুঃ

সংভাজ্য প্রতিলোমগঃ শুভদিনে যাত্রা প্রবেশোচিতৈঃ।

তাক্ত্য ইত্য নিরংশকং নববধুযাত্রা প্রবেশৌ পতিঃ

কুর্ধ্যাদেকপুত্রাদিনু শ্রুতিভ্রগোনেচ্ছন্তিঃ দোষঃ বুধাঃ ॥”

(শুভদ্বিরাগম)

জ্যোতিঃসারসংগ্রহে এইরূপ লিখিত আছে—

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহে আগমন করার
নাম দ্বিরাগমন। ইহা যদি বিবাহ মাসে প্রথম না হয়, তাহা
হইলে যুগ্মবর্ষাদি চিন্তা করিতে হইবে। অযুগ্মবর্ষে বৈশাখ,
অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুনমাসে, রবি, শুক্র ও চন্দ্রভুক্তিতে শুদ্ধকালে,
কস্তা, মিথুন, তুলা, মীন বা বৃষলগ্নে শুভগ্রহ যুক্ত বা তৎকর্তৃক
দৃষ্ট হইলে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুক্রপক্ষে,
মূলা, পুষ্যা, অশ্বিনী, হস্তা, স্বাতি, পুনর্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা,
শতভিষা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী,
চিহ্না, অশ্বিনাধা, মৃগশিরা ও রেবতীনক্ষত্রে যাত্রাকালোক্ত
তিথিতে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। কিন্তু অন্তর্গত ও সমুদ্রস্থ শুক্র
হইলে কদাপি হইবে না। অষ্টমবর্ষে দ্বিরাগমনে ঋত্নর,
দশম বৎসরে ঋগুরের ও দ্বাদশবর্ষে পতির মৃত্যু হয়। এক
গ্রামে কিংবা এক গৃহে অথবা দুর্ভিক্ষ বা রাজবিপ্লবাদি
হইলে স্বামীর সহিত আসিলে সমুদ্র শুক্রাদি দোষাবহ
হয় না। প্রথম স্বামীগৃহে আসিবার কালে স্ত্রী পিতৃগৃহে
ভোজন না করিয়া যদি পতিগৃহে আসিয়া ভোজন করে,
তবে তাহার দুর্ভাগ্য হয়।

“ওজাকোহলি ঘটাজগে দিনকরে সর্কর্কচন্দ্রে শুভে।

কস্তামগ্নথতোলিমীনব্রতে ব্রুতেন্ধিতে সদগ্রহৈঃ ॥

দেবাচার্য্যসিতেন্দ্রু সোমদিবসে পক্ষেহং কৃষ্ণকতরে।

মূল্যাক্ষিপ্রচর জবে চ মৃদুভে বধ্বাঃ দ্বিতীরাগমঃ ॥

একগ্রামে চতুঃশালে দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।

পতিনা নীরমানারাঃ পূরঃ শুক্রো ন দৃশ্যতি ॥”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

এই সকল নিয়ম দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত জানিতে হইবে।
দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে যাত্রোক্ত শুভদিন দেখিরা দ্বিরাগমন
করা বাইতে পারে।

দ্বিরাত্র (জি) বাধ্যাং রাজিষ্ঠ্যং নিবৃত্তঃ তদ্বিতার্থবিগৌ
ঠক্ তত লুক্ অচ্ সমাসান্তঃ। ১ রাজিষ্ঠর সাধ্য বাগভেন্দে।
“একরাজো দ্বিরাত্রো” (অথর্ব ১১৯।১০) (স্রী) দ্বারোজ্যো:
সমাহারঃ। ২ রাজিষ্ঠর।

দ্বিরাত্রীণ (ত্রি) ষাভ্যাং রাজিভ্যাং নিবৃত্তাদি ধ, তত্ত্ব ন লুক্। রাজিধর সাধ্য। পক্ষে ঠঞ। দ্বৈরাজিক।

দ্বিরাপ (পুং) বিবিবারং মুখতত্ত্বাভ্যাং অসম্যাক্ পিপতি পাক। হতী। ইহার প্রথমে তত্ত্বাভ্যাং গান করিয়া পরে মুখ দিয়া পান করে, এইজন্য ইহাদের নাম দ্বিরাপ।

দ্বিরাষাঢ় (পুং) ষিঃ আষাঢ়ঃ। মিথুনস্থিত রবি হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত মাসধর। আষাঢ় মাস মলমাসযুক্ত হইলে এক্রপ ঘটে।

“মিথুনস্থঃ যদা ভাহুরমাবস্তা ধরং পুশেৎ।

দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ বিষ্ণুঃসিদ্ধি কৰ্কটে ॥” (জ্যোতিষ)

যে সময় ভাহু মিথুনরাশিস্থিত হন এবং ঐ মাসে দুইটা অমাবস্তা হয়, তাহা হইলে তাহাকে দ্বিরাষাঢ় কহে, তখন শ্রাবণমাসে বিষ্ণুর শরন হইয়া থাকে।

“মাধবাদিনু ঘটকেবু মাসি দর্শধরং যদা।

দ্বিরাষাঢ়ঃ সবিজ্ঞেয়ঃ শেতে তু শ্রাবণেচ্ছাতঃ ॥” (মলমাসতত্ত্ব) ২ গারুড়োক্ত মাসভেদ।

“পৌর্ণমাসাধরং যত্র পূৰ্ব্বষাঢ়াধরং ভবেৎ।

দ্বিরাষাঢ়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ বিষ্ণুঃসিদ্ধি কৰ্কটে ॥” (গরুড় ৬০ অং)

দ্বিরুক্ত (ত্রি) দ্বি বিবারং যথা তথা উক্তঃ। দুইবার কথিত, এককথা দুইবার বলা।

দ্বিরুক্তি (ত্রি) বচ-কিন্ দ্বিবিবারং উক্তিঃ। দুইবার কথন।

দ্বিরূঢ়া (ত্রি) উহতে ইতি বহু কৰ্ম্মণি-কৃত। ষিঃ উঢ়া বিবাহিতা। দুইবার বিবাহিতা, পর্যায় দ্বিবিধু, পুনর্ভু। (হেম)

যে সকল স্ত্রীদিগের দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিরূঢ়া কহে।

দ্বিরেতস্ (পুং) ধে-রেতসী কারণঃ যন্ত। অখতর, দুইপশু, অর্থাৎ রাসভ ও অশ্ব হইতে জাত বলিয়া দ্বিরেতস্ শব্দে অখতরকে বুঝায়। ২ গো ও অজা হইতে জাত পশুবিশেষ।

“তত্র তমেকং পশুং ষাভ্যাং পশুভ্যাং প্রত্যপশুনরাসভং গোখাবেশ্চ তত্তদেতমেকং ষাভ্যাং পশুভ্যাং প্রত্যপশুং-স্তদ্বাদেশঃ একঃ সন্ দ্বিরেতাঃ” (শত্ৰু ব্রাহ্ম ৬৩/১১৩)

দ্বিরেক (পুং ত্রি) দ্বৌরেকৌ রকার বর্ণৌ যন্ত। ভ্রমর।

“নিবেশরামাস মধুধিরেকান্ নামাক্ষরাণীবি মনোভবন্ত ॥” (কুমারসং ৩২৭)

(ত্রি) ২ বর্কর।

দ্বির্বচন (ত্রি) বিবিবারং উচ্যতে বচ-কৰ্ম্মণি লুট্। ১ বিবক্ত, ষিঃকথিত অভ্যন্তাধাদি।

দ্বিলক্ষণ (ত্রি) ধে লক্ষণে প্রকারৌ যন্ত। প্রকারধরযুক্ত, বিধাতির।

“গমানবানকর্ণী চ বিপরীততথৈব চ।

তদা দ্বারতিলসংযুক্তঃ লভিজ্ঞেয়ঃ দ্বিলক্ষণঃ ॥” (মহু ৭/১৬৩)

“দ্বিলক্ষণঃ দ্বিপ্রকারঃ” (কুমারসং)

দ্বিবক্ত (পুং) ধে বক্তে, যন্ত। ১ মুখধরযুক্ত রাজসর্প। ২ দানবভেদ। “একবক্তে, মহাবক্তে, দ্বিবক্তঃ কালসরিভঃ।” (হরিবং ২৬৩ অং)

দ্বিবচন (ত্রি) দ্বৌ দ্বিবচ্যতে অনেন বচ করণে লুট্। দ্বিবোধক ‘ও, ত্যাং’ প্রভৃতি বিভক্তি। [বিভক্তি দেখ।]

দ্বিবজ্রক (পুং) দ্বিগুণিতঃ বজ্রঃ সংজ্ঞার্যং কন্। বোড়শকোণ-গৃহভেদ।

“বজ্রোহষ্টাঙ্গিঃ দ্বিবজ্রকো দ্বিগুণঃ” (বৃহৎসং ৫০ অং)

দ্বিবর্ষ (ত্রি) ধে বর্ষে বরোমানং যন্ত ঠক্ তত্ত্ব লুক্। ১ দ্বিবর্ষ-বরক গবাদি। ধে বর্ষে অধীষ্টো ভূতো, ভূতো ভাবী বা ঠঞ, তত্ত্ব নিত্যং লুক্। ২ দুইবর্ষ ধরিয়া সংকারার্থে নিরোজিত। ৩ কৰ্ম্মকর। ৪ বসন্তাভ্যাস ব্যাপ্ত। স্বার্থে-ক। দ্বিবর্ষ-বরক। দ্বিরাং টাপ্ অতো ইত্। দ্বিবিকা।

দ্বিবাহিকা (ত্রি) দ্বিপ্রকারঃ বাহরতি বাহি-বুল্। দোলা।

দ্বিবিংশতিকীন (ত্রি) দ্বাবিংশতি কমইতি তৎপরিমাণমন্ত বা ধ। তৎসংখ্যাপরিমিত।

দ্বিবিদ (পুং) ১ বানর, ইহার সহিত নরকাজুরের অতিশয় মিলিতা ছিল, এই বানর বলদেবের হস্তে নিহত হয়।

“নরকতাজুরেজন্ত দেবপক্ষবিরোধিনঃ।

সখাতবন্ মহাবীৰ্যঃ দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥” (বিষ্ণুপুং ৫১৩৬/২)

২ স্ত্রীরামচন্দ্রের সহগামী বানরদিগের অন্ততম।

(ভারত ২/২৭২ অং)

এই বানরের নাম কীর্জন করিলে ঐকাহিক অরনাশ হয়।

“সমুদ্রস্তোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ।

ঐকাহিক অরং হস্তি তত্ নামানুকীর্ণনাং ॥” (জ্যোতিষ)

দ্বিবিধ (ত্রি) ধে-বিধে যন্ত। দ্বিপ্রকার।

“নিকামতপ্তা দ্বিবিধেন বহিনা নভস্বরেণেদ্বনসম্ভূতেন ॥” (কুমারসং)

দ্বিবিদু (পুং) দ্বৌ বিদু লেখনাকারে যন্ত। বিসর্গ বর্ণ ভেদ।

দ্বিবিদু (ত্রি) ধে বিদে অর্হতি পরিমাণমন্ত বা ঠক্ তত্ত্ব বা লুক্। বিদুৎসাহ, বিদুৎস-পরিমিত। পক্ষে ঠকোহলুক্। বৈবক্তিক।

দ্বিবেদ (ত্রি) দ্বৌ বেদৌ অধীতে বেদ বাহুল্যকং অণ তত্ত্ব লুক্। দ্বিবেদাধারী।

দ্বিবেশরা (ত্রি) দ্বৌ বেদৌ গমনাবস্থানরূপৌ রাতি দদাতীতি রা দালে ক। লঘুরথ, পর্যায়—গঙ্গী, লঘী। (হারান ১৬২)

দ্বিতীয় (পুং) বিবিধো ব্রণঃ কক্ষা। সূক্ষ্মতোক শরীর ও আগন্তুক বিবিধ ব্রণ। দ্বিতীয় ইত্যং হ। দ্বিতীয়। দ্বিতীয় অধিকারে চিকিৎসাদি, ইহার বিবরণ সূক্ষ্মতঃ এইরূপে লিখিত আছে। “অথাতো দ্বিতীয় চিকিৎসিতং ব্যাখ্যান্যামঃ” (সূক্ষ্মতঃ চিকিৎসিত স্থান।)

ব্রণ দুই প্রকার—শরীর এবং আগন্তুক, বায়ুপিত্ত কফ বা শোণিত জন্ম যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে শরীর ব্রণ কহে; আর ময়ূষ্ম, পণ্ড, পক্ষী, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি দংশনাদির দ্বারা অথবা পতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন প্রভৃতি দ্বারা, কপাল খণ্ড, শূল, চক্র, পরশু, শক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রাদি অতিঘাতে দ্বারা যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে অতিঘাত জন্ম ব্রণ বলে। এই দুই প্রকার ব্রণই তুল্য, তথাচ ইহা বিভিন্ন কারণে উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাকে দ্বিতীয় কহে। বিশেষ এই, সকল প্রকার আগন্তুক ব্রণে শরীরে আঘাতমাত্রই, যে শোণিত নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহার উপশমের জন্ত পিত্তের প্রতীকারের জ্ঞান শীতল ক্রিয়া প্রয়োজন এবং তাহা সন্ধানের জন্ত মধু ও ঘৃত প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই কারণে দ্বিতীয় অর্থাৎ দুই প্রকার ব্রণের ভেদ করা হইল। পশ্চাতে উভয় প্রকার ব্রণের দোষ অনুসারে শারীরিক ব্রণের জ্ঞান প্রতীকার করিতে হইবে। দোষের উপজীব সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশপ্রকার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ব্রণের শুদ্ধাবস্থা লইয়া এই দোষ বোদ্ধ প্রকার। [ব্রণ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ব্রণের লক্ষণ দুইপ্রকার, সামান্য ও বিশেষ। শরীর বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষত হওয়া সামান্য লক্ষণ এবং ইহাতে বাত পিত্তাদির লক্ষণ প্রকাশ হওয়া বিশেষ লক্ষণ। কএকটা লক্ষণ লিখিত হইল। বায়ু জন্ম ব্রণ ক্ষুদ্র, মাংসহীন, অরুণ বর্ণ বিশিষ্ট এবং রুদ্ধ; ইহা অতিশয় চড়্ চড়্ করে, ইহা অত্যন্ত তৌদ, ভেদ ও বেদনাবিশিষ্ট, ইহা হইতে শীতল, ও পিচ্ছিল আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তজন্ম ব্রণ—পীত ও পীতবর্ণ পীড়কা সকল তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। এই ব্রণ শীঘ্র উখিত হয় এবং ইহা হইতে রক্তবর্ণ উষ্ণরস নির্গত হয়। কক্ষ জন্ম ব্রণ বিস্তৃত প্রচণ্ড কণ্ডুবিশিষ্ট, স্থূল ঘন কঠিন পাত্তুবর্ণ ও মলবেদনাবিশিষ্ট, সিয়া ও স্নায়ু জালে ব্যাপ্ত এবং তাহা হইতে শুক্রবর্ণ শীতল, গাঢ় পিচ্ছিল আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

রক্তজন্ম ব্রণ প্রবালের জ্ঞান বর্ণবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ক্ষোট ও পিড়কাক্রান্তে ব্যাপ্ত, আমিশ-গন্ধ, বেদনা, শোণিতপ্রাব ও পিত্তের লক্ষণ বিশিষ্ট। বায়ুপিত্ত জন্ম ব্রণ তৌদ, দাহ ও

উষ্ণ উত্তাপ বিশিষ্ট, পীত ও অরুণ বর্ণ এবং পীত বর্ণের আশ্রাবযুক্ত।

বাতজন্ম জন্ম ব্রণ—কণ্ডুরন ও তৌদবিশিষ্ট, এবং কঠিন। ইহা হইতে সুহৃৎ পাত্তুবর্ণ আশ্রাব নির্গত হয়।

পিত্তজন্ম জন্ম ব্রণ ভার, দাহ ও উষ্ণতায়ুক্ত এবং পীতবর্ণ। ইহা হইতে পাত্তুবর্ণ আশ্রাব নির্গত হয়।

বাতজন্ম জন্ম ব্রণ—ক্ষুদ্র, রুদ্ধ, অতিশয় তৌদবিশিষ্ট, স্পন্দরহিত, রক্তবর্ণ ও তাহা হইতে রক্তবর্ণ আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

পিত্তজন্ম জন্ম ব্রণ সূতমণ্ডের জ্ঞান বর্ণ ও মংত্র ধৌতজলের জ্ঞান গন্ধবিশিষ্ট, কোমল ও প্রসাধারণশীল, তাহা হইতে রক্তবর্ণ আশ্রাব নিঃসৃত হয়।

বাতপিত্তজন্ম জন্ম ব্রণ—ক্ষুদ্র, তৌদ, দাহ ও উষ্ণ-স্বভাব বিশিষ্ট, পীতবর্ণ, ক্ষুদ্র ও রক্তপ্রাবী।

বাতপিত্ত জন্ম জন্ম ব্রণ বাতপিত্ত জন্ম জন্ম বেদনা এবং তিন প্রকার বর্ণের আশ্রাব বিশিষ্ট হয়।

জিহ্বাতলের জ্ঞান বর্ণ মুহ, স্নিগ্ধ, স্ফ, বেদনা ও আশ্রাব-শূল এবং সুব্যবস্থিত এই সকল লক্ষণ হইলে শুদ্ধ ব্রণ বলিয়া জানিবে।

দ্বিতীয় রোগের উপজীব দুইপ্রকার, এক প্রকার রোগের ও অপর প্রকার রোগীর। শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা ব্রণের উপজীব এবং জ্বর, অতিশয়, মুচ্ছা, হিকা, বমন, অরুচি, শ্বাশ, অজীর্ণ ও তৃষ্ণা এই সকল রোগীর উপজীব।

[বিশেষ বিবরণ ব্রণ দেখ।]

দ্বিশত (ক্রী) দ্বিশতং শতং। ১ শতঘর, দুই শত। পুরণে ড। ২ তৎসংখ্যার পুরণ, দুই শতসংখ্যার পুরণ।

দ্বিশতক (জি) দ্বিশতেন ক্রীতং কনু। দ্বিশত দ্বারা ক্রীত, যাহা দুইশ দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে।

দ্বিশততম্র (জি) দ্বিশত পুরণে-তম্রপ্। দ্বিশত সংখ্যার পূরণ। দ্বিশতিক্রী (ক্রী) যে যে শতে দদাতি বনু। দুইবার দ্বিশতদান। দ্বিশতী (ক্রী) দ্বয়ো শতরোঃ সমাহারঃ ভীপ্। শতঘর সমাহার। দ্বিশত্য (জি) দ্বিশতেন ক্রীতং ভতো যৎ। দ্বিশত দ্বারা ক্রীত, যাহা দুই শতমূল্যে ক্রয় করা যায়।

দ্বিশফ (পুং) দ্বৌ শফৌ যত। দ্বিকুর পশু, যে সকল পশুর দুইটা কুর আছে, তাহাদিগকে দ্বিশফ কহে।

“গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবরোঃ কৃষ্ণঃ।

দ্বিশফাঃ পশবশ্চেনে অবিকল্পিতঃ সপ্তমঃ” (ভাগ৩ ৩১০২২)

গো, অজ, মহিষ, কৃষ্ণশূকর, গবর, কক্ষ, অবি ও উট এই সকল দ্বিশফ পশু।

দ্বিশরীর (পুং) ধেনুরহিরাঙ্কে শরীরে অবস্থিত যত।

চরদ্বিরাখক মিথুনকড়া বহু ও মীন রাশি। ইহাদের
প্রথমার্ধের দ্বির সানিধ্য হেতু দ্বিরাখক শেবার্ধের চর-
সানিধ্য হেতু চরব। এই দ্বির ও চর উভয় হেতু দ্বিশরীর
শব্দে এই সকল রাশিকে বুঝায়।

দ্বিশাস্ (অব্য) বৌ বৌ দদাতি করোতি বা শস্। ১ এক
ক্রিয়া দ্বারা দুইয়ের ব্যাপ্তি। বি বীপার্থে চশস্। দুই দুই।
“বিশোবাবহুযো বাপি জ্ঞাত্বা দোষে হবচারয়েৎ।”

(জুজ্ঞত ১৪১)

দ্বিশাণ (জি) দ্বাত্যাং শাণাত্যাং ক্রীতং ঠঞ তন্ত লুক্।
শাণদ্বয় ক্রীত, বাহা হুশাণ দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। পক্ষে
অণ্। বৈশাণ।

দ্বিশাণ্য (জি) দ্বিশাণ-য়ং। শাণদ্বয় ক্রীত।

দ্বিশাল (জি) দোচালা। দুইশালায়ুক্ত।

দ্বিশীর্ষ (পুং) দ্বৈ শীর্ষে যন্ত। অগ্নি। (শকট)

দ্বিশূর্ণ (জি) দ্বাত্যাং শূর্ণাত্যাং ক্রীতং, ঠঞ তন্ত লুক্।

দ্বিশূর্ণ দ্বারা ক্রীত। দ্বয়োঃ শূর্ণয়োঃ সমাহারঃ দ্বিশূর্ণী, তরা
ক্রীতং ঠঞ তন্ত ন লুক্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। বিশৌর্পিক,
দ্বিশূর্ণ দ্বারা ক্রীত। দ্বিরাং ভীপ্।

দ্বিশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) দ্বৈ শৃঙ্গে ইব কলে যন্তাঃ কণ্ অত ইভং।
মেদুবলী। (পারস্করনিং)

দ্বিশৃঙ্গিন্ (জি) দ্বিশৃঙ্গ-ণিনি। দুইশৃঙ্গযুক্ত।

দ্বিস্ (পুং) দ্বৈতীতি দ্বি-কিপ্। শক্র।

“তস্মিন্ জীবতি পাণিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিবি।

তৎকর্ণ কৃতবত্য্য কথং নিদ্রাং নিবেশে ॥” (ভারত ৪।১৬)

(জি) ২ দ্বৈটী।

“ত্রিলোকনাথেন সর্গা মঘবিষঃ।” (রঘু ৩৪৫)

দ্বিস্ (জি) দ্বি-কর্তৃ-ক। দ্বৈব্যকারক, শক্র।

দ্বিসং (জি) দ্বৈতীতি দ্বি-শত্ (দ্বিবোহমিজে। পা ৩২।১৩১)
শক্র, দ্বৈব্যকারক।

“দ্বিযজ্ঞকমানেনাহুতঃ পার্থেনারিথ দ্বিযনমুরঃ” (যায ২।১)

দ্বিসম্প (জি) দ্বিসং তাপয়তি তপ-ণিচ্ (দ্বিৎ পরয়ো-
স্তাপে। পা ৩২।৩৯) ইতি ঞ্চ। (খচি হুঃ। পা ৩।৪।৯৪)
ততো মুন্ (অকৃদ্বিযদজন্তত মুন্। পা ৩।৩।৩৭)। শক্রতপ,
শক্রদিগের পীড়াদায়ক। শক্রতাপজনক।

দ্বিসট্ (জি) দ্বিগুণিতা বট্। দ্বাদশ, এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দ্বিসষ্টিক (জি) দ্বৈ বটী অধীষ্ঠোক্তো ভূতো ভাবী বা ঠঞ,
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। দ্বিসষ্টিন দ্বাপিয়া ভূত, ভূত ও ভাবী।

দ্বিবেণ্য (জি) দ্বি-এধন্ কিঙ্। দ্বৈবপীল, বাহ্য দ্বৈব করা
বস্ত্রাব।

দ্বিষ্ট (জি) দ্বি-ক্। দ্বৈববিষয়।

“নিবৃতিস্ত ভবেদ্বোবাং দ্বিষ্টানধনভাধিরঃ।” (ভাষ্যপরিং ১৫১)

বাষ্ট পুবেদরাদিভ্যাং সাধুঃ। (স্ট্রী) তান্ত। (সারস্বতীরী)

দ্বিষ্ঠ (জি) দ্বৈতীতি বঃ দ্বি-দ্বাক অধাধেতি বহুং। দুইরে
অবস্থিত, উভয়, সংযোগ বিভাগাদি স্থানবয়বিত।

“দ্বিষ্ঠান্তিকরাত্যাত্তাত্ত্বাসরভাভিতাঃ।” (পৃথাসিং)

দ্বিঃ দ্বিবারং দ্বিতং বা, বিসর্গলোপে ন বহুং। দ্বিহ,
দ্বিবার দ্বিত।

দ্বিস্ (অব্য) দ্বি-হুচ্। দ্বিবার ক্রিয়াদি।

“দ্বিসং নাতিসদ্বত্তে দ্বিহাপরতি নান্তিতান্।

দ্বির্দদাতি ন চার্থিভো। রামো দ্বির্দৈব ভাষতে ॥” (রামায়ণ)

দ্বিসপ্তত (জি) দ্বিসপ্তত্যাভূতং শতাধি ড। দ্বিসপ্ততিভূত
শতাদি।

দ্বিসপ্ততি (স্ত্রী) দ্ব্যধিকা সপ্ততিঃ। দুই অধিক সপ্ততি সংখ্যা।
পূরণে ভমপ্। দ্বিসপ্ততি সংখ্যার পূরণ।

দ্বিসপ্তদ্বা (অব্য) দ্বিসপ্ত প্রকারঃ প্রকারার্থে দ্বাচ্। দ্বিসপ্ত
প্রকার।

দ্বিসম্ (জি) দ্বৈসমে পরিমাপ যন্ত, ঠঞ, তন্ত লুক্। ১ দ্বিবর্ষ
পরিমাপ, দুইবর্ষ পরিমাপ।

দ্বিসহস্র (জি) দ্বাত্যাং সহস্রাত্যাং ক্রীতং, দ্বৈ সহস্রে পরিমাপ যন্ত
বা অণ্ তন্ত বা লুক্। ১ দ্বিসহস্র ক্রীত, দুই সহস্রদ্বারা বাহা
ক্রয় করা হয়। ২ দ্বিসহস্র পরিমাপ। ৩ দ্বিগুণিত সহস্র।

দ্বিসহস্রাঙ্ক (পুং) দ্বিরাভূতং সহস্রং বিগুণং বিগুণসহস্রং
অক্ষীণি যন্ত যচ্ সমাসান্তঃ। অনন্ত, অনন্তের সহস্রগুণ, অতি
মুখে দুই চকু হইলে দুই হাজার চকু হয়, এই অঙ্ক দ্বিসহস্রাঙ্ক
শব্দে অনন্তকে বুঝায়।

দ্বিসাংবৎরিক (জি) দ্বিৎসংসরঃ ভূতাদি ঠঞ। দ্বিবর্ষ
ধরিয়া ভূত, বাহা দুই বৎসর ধরিয়া হইয়াছে।

দ্বিসাপ্ততিপ্ত (জি) দ্বিসপ্ততিঃ ভূতাদি ঠঞ, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ।
দ্বিসপ্ততি ব্যাপিয়া বাহা হইয়াছে।

দ্বিসাহস্র (জি) দ্বাত্যাং সহস্রাত্যাং ক্রীতং দ্বৈ সহস্রে পরিমাপ-
যন্ত বা অণ্ বাহ্ অণো ন লুক্। দ্বিসহস্র, দুই সহস্র দ্বারা
ক্রীত। ২ দুই সহস্রপরিমাপ।

দ্বিসীত্য (জি) দ্বিবারং সীতরা সহিতং দ্বিসীতা বৎ। (নোবরো
ধর্মেতি। পা ৪।৪।৯১) বারদ্বয় কটেকজ, যে জমীতে দুইবার
হলকর্ষণ হইয়াছে।

দ্বিসুবর্ণ (জি) দ্বাত্যাং সুবর্ণাত্যাং ক্রীতং ঠক্ ততো ঠকোলুক্।
দুই সুবর্ণ দ্বারা ক্রীত। দ্বিসুবর্ণেন ক্রীতং এইরূপ সমাস
বাক্য করিলে ‘ঠক্’ প্রত্যয়ের লুক্ হইবে না, পরে উত্তর

পদ বুদ্ধি হইয়া 'বিসৌবর্ষিক' এইরূপ পদ হইবে। বিজ-
বর্ষ ধারা ক্রীত। স বয়োগবর্ণনোঃ সমাহারঃ, সমাহার বিভূঃ।
২ জুবর্ণধর, ত্রিমাং ভীপ।

বিস্তানা (স্ত্রী) যৌ স্তনাবিব মুদবয়বৌ যন্তাঃ অখাদখাং ন
ভীষ। ইষ্টকাবৃত্তিতে। "স্তনাবিব্যাগ্রেমুদয়তি বিস্তনামষ্ট-
স্তনামেকে।" (কাত্য। শ্রৌ. ১৬।৪।২।১)

বিস্তাবা (স্ত্রী) বিধিগুণিতা তাবতী। স্বতাবতঃ বেদীর
বেদ্রপ পরিমাণ, তাহার বিস্তৃণ পরিমাণবৃত্ত বেদীকে
বিস্তাবা কহে। "বিস্তাবা বিস্তাবা বেদিঃ।" (পারস্করনিষট্ঠু)
বিসম্ব্রহ্মান্ন (স্ত্রী) বিস্ সিংসং বিঃ পকং অন্নং তণুলং। বি-
সিদ্ধ তণুল।

"বিঃসিন্নময়ঃ পৃথুং শুক্লং দেশবিশেষকে।

নাত্যন্তশতং বিশ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে ॥

অতক্ষক যতীনাঞ্চ বিধবা ব্রহ্মচারিণাং।

তাধূলক যথা ব্রহ্মন্ তথৈতে বস্তনী ঐবং ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত ব্রহ্মণঃ)

বিঃসিন্ন তণুল দেশবিশেষে বিস্তৃত, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণ-
দিগের ভক্ষণ ও দেবোদ্দেশে উৎসর্গ তত প্রশস্ত নহে। যতি,
বিধবা ও ব্রহ্মচারী ইহাদিগের পক্ষে ইহা অতক্ষক, ইহাদের
তাধূল ভক্ষণ বেদ্রপ নিষিদ্ধ, ভক্ষণ ইহা জানিতে হইবে।

বিহনু (পুং) ভাত্যাং শুভাদশুভাত্যাং হন্তীত হন-কিপ্। হন্তী।
(শঙ্করব্রাহ্মণী)

বিহল্য (ত্রি) হলত কর্ণে যৎ বিবারং হল্যঃ। ছইবার হল-
কৃষ্ট ক্ষেত্র।

বিহায়ন (ত্রি) যৌ হারনৌ বয়ঃকালৌ যন্ত। ১ দ্বিবর্ষ বয়স্ক
পশাদি। ত্রিয়ার হারনাত্বাং ভীপ্। 'বিহারনী দ্বিবর্ষা গোঃ'
(অমর) ভাত্যাং হারনাত্যাং সমাহারঃ। সমাহারবিভূঃ।
(স্ত্রী) ২ বর্ষধর। সমাহার বিভূতে জীলিঙ্গে ভীপ্ হইতে
পারিত। কিন্তু 'পাত্যাদিষ' হেতু বিশেষজ্ঞানুসারে ভীপ্
হইল না।

"শুকং বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হৃষ্য বিহায়নং।" (মহু)

বিহীন (ত্রি) ভাত্যাং জীপুঃসাত্যাং হীনং। ক্রীবলিঙ্গশব্দ।

"বিহীনং প্রসবে সর্গং হরীতক্যাদয় ত্রিমাং।" (অমর)

বিহ্নদয়া (স্ত্রী) যৌ হৃদয়ে যন্তাঃ। গর্তিনী স্ত্রী, গর্ভবতী নারী।

বীজব্রহ্মাণ্ড (পুং) ভাত্যাং ইজ্রিষাত্যাং প্রাছঃ। ইজ্রিষদয়
গ্রহণীর শুণ, স্বক ও চকুর গ্রহগোণ্য পদার্থ।

"সংখ্যাদিরপয়বাক্যো গ্রহণ্যং দেহ এব চ।

এতে কু বীজব্রহ্মাণ্ড অথ স্পর্শাত্মককাঃ ॥"

(ভাবাপরিচ্ছেদ)

দ্বীপ, চতুর্দিকে সাগর-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে দ্বীপ বলা যায়।
দ্বীপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রায়ই
অনেকগুলি একত্র থাকে, ইহাদিগকে "দ্বীপপুঞ্জ" বলে।
ভূতত্ত্ববেত্তারা অনেকে অনুমান করেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
দ্বীপাবলীর মধ্যে যেগুলির আকার প্রায় গোল নহে, সে
গুলি হরত কালে এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল, পরে সাগরবেগে
বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা কালে পয়স্পর সংযোজিত হইয়া
এক বৃহৎ ভূখণ্ডে পরিণত হইবে। অনেকগুলি দ্বীপ প্রায়ই
কোন না কোন মহাদেশ বা উপদ্বীপের কূলবর্তী এবং এত
নিকটই যে অনেক ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, উহাদের
অনেকগুলিই ঐ সকল দেশের সহিত এককালে সংযুক্ত
ছিল। কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ দ্বীপের এমন গঠনভঙ্গী যে,
বোধ হয় ঐ সকল দ্বীপ এক সময় একত্র সংযুক্ত থাকিয়া
একটা একটা মহাদেশরূপে অবস্থিত ছিল, কালে সাগর-
ঘাতে বা অন্ত কোন ভূমির অভ্যন্তরস্থ কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া
গিয়াছে।

দক্ষিণসাগরে এবং পূর্বসাগর ও ভারত মহাসাগরের
সংযোগস্থলে সর্বাপেক্ষা দ্বীপের সংখ্যা অধিক। দক্ষিণ সাগরে
স্বাভাবিক কারণে উৎপন্ন দ্বীপাবলী ব্যতীত প্রবালকীট-সৃষ্ট
দ্বীপাবলীর সংখ্যা বড় অল্প নহে। দক্ষিণসাগরের দ্বীপাবলীর
মধ্যে আয়ের গিরিসঙ্কল দ্বীপাবলীও যথেষ্ট আছে।

পৃথিবীর চারিটা মহাদেশকে এখন তিনটা বৃহৎ দ্বীপ বলা
যাইতে পারে। যখন সুর্য্যোদয় কাল কাটা হয় নাই, তখন এশিয়া,
ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটা একত্র সংযোজিত থাকিয়া
একটা বৃহৎ দ্বীপ হইয়াছিল ও আমেরিকা (ছই খণ্ড একত্র)
আর একটা বৃহৎ দ্বীপ ছিল। এখন সুর্য্যোদয় কাল কাটা হওয়ার
আফ্রিকাকেও একটা স্বতন্ত্র বৃহৎ দ্বীপ বলা যাইতে পারে।
এতদ্বির উত্তরসাগরে গ্রীণল্যান্ড, পূর্বসাগরে অষ্ট্রেলিয়া,
ভারতসাগরে বোর্নিও, পাপুয়া, জুমাত্রা; দক্ষিণ মহাসাগরে
মালাগাস্কার ও পশ্চিমসাগরে গ্রেটব্রিটেন অতি বৃহৎ দ্বীপ।
ইহার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীস্থ অভ্যন্তর সমস্ত দ্বীপ অপেক্ষা
বৃহদায়তন। দক্ষিণসাগরে আন্টার্কটিকা ও উত্তরসাগরের
গ্রীণল্যান্ডের সর্বাংশ এখনও অবিভক্ত হয় নাই, হইলে
কি হইবে বলা যায় না। অনেকেই মনে করেন এই
ছই ভূখণ্ড ছই মেসোপর্শী ছই মহাদেশের অংশ মাত্র।
[প্রবালদ্বীপ দেখ।] অনেক বৃহৎ নদীগর্ভে এবং
নদীর মোহানায় যে সকল চর পড়িয়া কালে লোকবাস
হইয়া উঠে, তাহাদিগকে দ্বীপ বলা হয়। ভারতবর্ষে গঙ্গা
ব্রহ্মপুত্র ও আমেরিকার আমেজন নদীতে এইরূপ দ্বীপের

সংখ্যা অধিক। ভূমিকম্পেও অনেক দীপের আবির্ভাব-
তিরোভাব হয়। ভূকম্প সাগর-জল দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধি হয়।
দেশাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীপরূপে পরিণত করে, বাংলার
পূর্বদক্ষিণ কোণে বঙ্গোপসাগরের কোন কোন দীপ
এইরূপে উৎপন্ন।

পৌরাণিক দীপের বিবরণ ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে।—

স্বর্ঘ্যদেব স্তম্ভকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এইস্তম্ভ
অর্ধেক পৃথিবী আলোকপ্রাপ্ত হয়, আর অর্ধেক অন্ধকারাচ্ছন্ন
হইয়া থাকে। রাজা প্রিয়ব্রত অতিশয় তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত
হইয়া স্বর্ঘ্যরথভূত্যা বেগশালী জ্যোতির্শ্রয় রথদ্বারা রজনীকেও
দিন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সপ্তবার দ্বিতীয় স্বর্ঘ্যের
স্তায় স্বর্ঘ্যের পশ্চাতে পরিলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার রথচরণ
নেমি হইতে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সপ্ত সমুদ্র
হইতে ৭টা দীপ হইয়াছিল। সেই সাতটা দীপের নাম
জম্বু, প্রক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।
জম্বু দীপের বিস্তার যত পরিমাণ তত, লক্ষ্যযোজন বিস্তৃত লবণ
সাগরে ইহা পরিবেষ্টিত আছে। জম্বু দীপ দ্বারা স্তম্ভের
পর্বত বেষ্টিত। প্রক্ষ দীপও লক্ষ্যযোজন বিস্তীর্ণ লবণসাগরের
দ্বারা তরুণ বেষ্টিত, প্রক্ষ দীপ জম্বু দীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ,
ঐ দীপ দ্বারা লবণসমুদ্র বেষ্টিত আছে। এখানে একটি
প্রকাণ্ড প্রক্ষবৃক্ষ উৎখিত হইয়া আছে, ঐ বৃক্ষের উচ্চতা
জম্বু দীপের জম্বুবৃক্ষের স্তায়, ঐ প্রক্ষবৃক্ষ হইতে এই দীপের
নাম প্রক্ষদীপ হইয়াছে। ঐ বৃক্ষ হিরণ্যর, ইহাতে সপ্তজিহব
অগ্নি অবস্থান করিতেছে, প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্ৰজিহব এই
দীপের অধিপতি। তিনি এই দীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া
আপনার সাতটা পুত্রকে প্রদান করেন, শিব, বরস, স্তম্ভ,
সমস্ত, ক্ষেম, জীমুত এবং অভয়, এই ৭টা বর্ষে ৭টা নদী ও ৭টা
পর্বত অতিশয় প্রসিদ্ধ। এখানে সপ্তগিরির নাম মণিকূট, বজ্র-
কূট, ইন্দ্রসোম, জ্যোতিমান, স্তবর্ণ, হিরণ্যটীব এবং মেঘমালা।
অরুণা, নৃবলা, আন্ধ্রিনী, সাবিদ্রী, স্তপ্রভাতা, ঋতন্তরা ও
সত্যস্তরা এই সাতটা নদী প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থান অতি পবিত্র,
এখানে স্বভাবতঃই মানব সকল ধার্মিক হইয়া থাকে।

শাল্মলিদীপ ইন্দ্রসোদ সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা
প্রক্ষদীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। এইস্থলে প্রক্ষবৃক্ষের তুল্য
একটা বিশাল শাল্মলী বৃক্ষ আছে, এই বৃক্ষের নামান্তসারে
এই দীপের নাম শাল্মলীদীপ হইয়াছে। ঐ শাল্মলীদীপের
অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র মহারাজ বজ্রবাহ। তিনি এই দীপকে
আপনার সপ্তপুত্রের মধ্যে তাহাদের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ
করিয়াছেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম সুরোচন, সৌমন্ত,

রমণক, দেববর্হ, পারিতন্ত্র, আপ্যায়ন এবং অভিজাত।
ঐ সপ্তবর্ষে ৭টা পর্বত ও ৭টা নদী অতিশয় প্রসিদ্ধ। সপ্ত
পর্বতের নাম—সুরস, শতশৃঙ্গ, বাসুদেব, কুম্ভ, কুমুদ,
পুষ্পবর্ষ এবং সহস্রপ্রতি। সপ্তনদীর নাম—অহমতী,
দিনীবাণী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, মন্দা এবং রাক। এই
স্থানও পুণ্যজনক। ক্ষীরোদ সাগরের বহির্ভাগে কুশদীপ
অবস্থিত, প্রিয়ব্রততনয় রাজা হিরণ্যরেতা এই দীপের অধি-
পতি। এই দীপ প্রক্ষদীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ, এই দীপে দেবরুত
একটা কুশস্তম্ভ থাকতেই ইহার নাম কুশদীপ হইয়াছে।
এই কুশস্তম্ভ সর্বদা অগ্নির স্তায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে।
রাজা হিরণ্যরেতা এই দীপ সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার
সাতটা পুত্রকে প্রদান করেন। সপ্তপুত্রের নাম যথা—
বহু, বহুমান, দৃঢ়কটি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিশ্রাম ও
দেবনাম। এই সপ্তবর্ষের ৭টা সীমা পর্বত ও ৭টা নদী।
সপ্ত পর্বতের নাম বজ্র, চতুঃশূল, কপিল, চিত্রকূট, দেবনাক,
উর্ধ্বরোম এবং জ্বিণ। রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রকুল্যা, ঋত-
বিন্দা, দেবগর্ভা, স্তম্ভাতা ও মেঘমালা এই সপ্তনদী। এই
স্থানে লোক সকল পণ্ডিত ও ধার্মিক হইয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ-
দীপ কুশদীপের বহির্ভাগে অবস্থিত। এই দীপ কুশদীপ অপেক্ষা
দ্বিগুণ বৃহৎ, এই দীপ ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই
দীপে ক্রৌঞ্চ নামে একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে, তাহা হইতেই
এই দীপের নাম ক্রৌঞ্চদীপ হইয়াছে, কাষ্ঠিকেরের বাণে এই
পর্বতের নিতম্বদেশ এবং নিকুঞ্জ সকল উদ্ভাসিত হইয়াছিল।
প্রিয়ব্রতপুত্র স্বতপৃষ্ঠ এই দীপের অধিপতি, তিনি এই
দীপকে সপ্ত বর্ষে বিভাগ করিয়া সপ্তপুত্রকে প্রদান
করেন। উক্ত সপ্তবর্ষ মধ্যে সাতটা বর্ষ পর্বত ও সাতটা নদী
আছে। শুক্র, বর্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন এবং
সর্বতোভ্র এই সপ্ত পর্বত। সপ্তনদীর নাম যথা—অভরা,
অস্তুতোবা, আর্ষকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী এবং
শুক্রা। এই সকল নদীর জল অতি পবিত্র ও নির্যল। এই
স্থানের লোক সকল ধর্মশীল হইয়া থাকে। এই দীপের পর
শাকদীপ। ইহার বিস্তার দ্বিগুণ লক্ষ্যযোজন। দধিসমুদ্র
এই দীপের চারিদিকে পরিবেষ্টিত। এই দীপে শাক নামে
একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার পত্র সকল ভিতরে থরস্পর্শ
এবং বাহিরে মুহুস্পর্শ, এই বৃক্ষ হইতেই এই দীপের নাম
শাকদীপ হইয়াছে। এই বৃক্ষের গন্ধ অতিশয় সৌরভযুক্ত,
ইহার গন্ধে সমস্ত দীপ আমোদিত হইয়া আছে। এই দীপের
অধিপতি প্রিয়ব্রত-তনয় মেঘাতিথি। ইনি এই দীপকে
আপনার সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। উক্ত

সপ্তবর্ষে ৭টী পর্বত তত্ত্ববর্ষের নীমাণরূপ আছে। সপ্তপর্বতের নাম কৈশান, উকশ্ব, বলভজ, শতকেশর, সহজপ্রোতা, দেবপাল এবং মহানস। সপ্তনদীর নাম—অনবা, আবুর্না, উকশ্বপুটী, অপরাজিতা, পকনদী, সহজপ্রতি এবং মিজপুতি।

দধিসাগরের পরে পুরবীপ। এই বীপ শাকবীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং চারিদিকে বৃহৎ জলসাগর। এই বীপে একটি বৃহৎ পুর আছে, তাহাতে অধিশিখার জার লক্ষ সংখ্যক নির্মল কনকময় পদ্ম সর্বদা বীপে পাইতেছে, সেই পদ্মে ভগবান্ নারায়ণের উপবেশন স্থান কল্পিত হইয়া থাকে। এই বীপের মধ্যে মানসোত্তর নদে একটি বৃহৎ পর্বত আছে, তাহা পূর্ব ও পশ্চিমবর্ষের নীমাণপর্বত স্বরূপ। তাহার বিস্তার ও উচ্চতা অসূতবোজন। এই বীপে লোকপালদিগের চারিটা পুরী আছে। সেই সকল পুরীর অগ্রভাগে সূর্য্যারণ আছে, (যাহা সূর্যের পর্বতের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে)। এই বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র বীতিহোজ। ইহার দুইপুত্র, রমণক ও শতক, রাজা বীতিহোজ এই বীপকে বর্ষস্বয়ে বিভাগ করিয়া তাহাতে নিজ দুই পুত্রকে বর্ষপতিরূপে নিযুক্ত করেন। পরে নিজে দৈবরোপাসনা করিয়া স্বকীর দেহভ্যাগ করেন। (ভাগবত ৫ স্কন্ধ)

[অজ্ঞাত বিবরণ তত্ত্ব শব্দে কষ্টব্য।]

(ক্লী) যৌ বর্ণো দৈরভে ইতি ই গতো বাহুলকাৎ প। ২ ব্যাভ্র-চর্ম। (পুং) দ্বির্বতা ক্রোধানিশোবা পতা আপো বজ কাঞ্চিক গোলকভ্যতেন যোরিত্যুক্তে হপি চতুর্দিক্ ইতি সিদ্ধিঃ।

৩ তোরোথিত পুলিনমাজ। ৪ অবলবন হান।

বীপকপূর (পুং) বীপত বীপান্তরত কপূরঃ। চীনকপূর। বীপকপূরজ (পুং) বীপকপূরবৎ জারতে জন-ভ। চীনকপূর। বীপখর্জুর (ক্লী) বীপত বীপান্তরত খর্জুর বা বীপজাতঃ খর্জুরঃ। মহাপারোবত। (রাজনিং)

বীপজ (ক্লী) বীপে বীপান্তরে জারতে জন-ভ। মহাপারোবত। বীপবৎ (পুং) বীপ-মতুপ্ মত বঃ। ১ সমুদ্র। ২ বন। বীপবতী (ক্লী) বীপঃ অন্ত্যভ্যঃ ইতি বীপ মতুপ্ মত ব, ক্রীপ্। ১ নদীভেদ। "অলবৃত্তঃ বীপবত্যা মালিন্তা রম্যতীয়া।"

(ভারত ১৭০১২৮)

২ ভূমি।

বীপশত্রু (পুং) বীপত বীপিনঃ শত্রুঃ। শতাবরী। (রাজনিং) বীপিকা (ক্লী) বীপীনাভভয়া অন্ত্যভ্য ইতি বীপ-ঈন্ টাপ্। শতাবরী।

বীপিন্ (পুং) বীপঃ চর্ম অন্ত্যভেতি ইনি। ১ ব্যাভ্র। ২ চিত্রক, চিত্তাবাধ।

"সিংহবীপিককব্যাভ্রমহিবেশত যুগৈবুতং।"

(ভারত বনপ ৬৪ অং)

বীপিনথ (পুং) বীপিনো ব্যাভ্রত নথঃ। ১ ব্যাভ্রনথ। ২ ব্যাল-নথ। একপ্রকার বালকদিগের কঠভূষণ বিশেষ।

"কঠে লগ্নমগিত্রাতমথাবীপিনথাকিতং।"

(অথাস্ত্রারামায়ণ ১৩৪৮)

বীপিশত্রু (পুং) শতমূলী। (অটোথর)

বীপ্য (ক্লী) বীপে জলাস্তবর্জিনি স্থলভূমৌ ভবঃ বৎ। ১ বীপভব।

(পুং) ২ রজ। "নাদেবার চ বীপ্যার চ" (শুক্রবজ্ ১৬২১)

বীশ (ক্লী) যৌ কৈশো যত। ১ দ্বিদেশত্যা চক্র প্রভৃতি, যে সকল চক্র আদি ছই দেবতার উদ্দেশে হয়, তাহাকে বীশ কহে। ২ বিশাখানকজ, এই নকজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুইজন।

বৃ (ভা) চ (পুং) যে ঋচৌ বজ্র অসমাসাত্তঃ বাহুলকাৎ বা সম্ভারণং। ঋত্বয়বুত সূক্তায়া মন্ত্রভেদ। "পতঙ্গমন্ত মন্ত্রস্ত মারয়া যো নঃ স হৃত্যো অতিদাসদগে ভবানো অগ্রে স্তম্ননা উপেতা বিতি বৃচাঃ" (আশ্ব শ্রৌঃ ৪৬২)

ব্রোধা (অব্য) দ্বি-ধা (সংজ্ঞায়া বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২) (এধাচ্। পা ৫।৩।৪৫) ইতি তত্ত্ব এধাচ্। দ্বিপ্রকার।

ব্রোশ্ (ক্লী) দ্বিব কর্তরি বিচ্। ব্রোষ্ট। "বাধতাং ব্রোষো অন্তরং ক্রণোতু।" (ঋক্ ৬।৪৭।১২) 'ব্রোষো ব্রোইন্' (সারণ)

ব্রোশ (পুং) দ্বিব ভাবে ব্রোশ্। শত্রুতা। পর্যায়—বৈর, বিরোধ, বিবেষ, ব্রোশ। (শঙ্করভাবলী)

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দ্যাক দেবতানাক কুৎসনং।

যেবং দন্তক মানক ক্রোধং তৈকক বর্জয়েৎ॥" (মহু ৪।১৬৩)

নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, ঘেব, দন্ত, মান, ক্রোধ ও ভীকতা বর্জন করিবে।

ব্রোশ (ক্লী) দ্বিব ভাবে ব্রোশ্। ১ ঘেব।

"অকস্মাটৈব পার্থীনাং ঘেবণং নোপপত্তে।" (ভারত ৫।৯১।২৭) (ক্লী) দ্বিব-বৃচ। ২ শত্রু।

"পানপঃ ঘেবণঃ ক্রোধী নিহৃণঃ পক্ষবতপা।"

(ভারত ১২।১৬৮।১৫)

ব্রোশপক্ষ (পুং) ঘেবত পক্ষঃ ভতং। ঘেবের অর্থস্তর ভেদ।

"ঘেবপক্ষাঃ ক্রোধে দীর্ঘা ক্রোহোহমর্ষঃ।" (ভারতভাষ্য)

ক্রোধ, দীর্ঘা, ক্রোহ ও অমর্ষ এই সকল ঘেবপক্ষ; অর্থাৎ ঘেবের মধ্যে গণ্য।

ব্রোশ (ক্লী) দ্বিব কর্তরি অজুন্। ব্রোশ পাণাদি। "ব্রোশ-বৃত্ত মবিবালতি।" (ঋক্ ৪।১১।৫) 'ব্রোশো পাণিত বৃত্তং পাণবৃত্তং' (সারণ)।

‘অবিন্ (জি) যেটি তজ্জাল: বিশ্ব-বিশ্বন। (সংপূচাক্ষেপতি।
পা ৩২/১৪২) শব্দ।

“তথাপি বসুধে তত্ত তৎকারি বৈবিশেষণঃ।” (রঘু ১৭/৭২)

‘অন্ত (জি) যেহীতি বিশ্ব-তুচ্ছ। বিবেচকর্তা।

“দেটারতত্ত নৈবাসন্ স চ যেটি ন কশ্চন।” (ভারত ১৪২/১২)

‘অম্বা (জি) যেটুমহ: বৎ। বৈব বিশ্ব, বিবেচাই, অক্ষিপত।

“অম্বং বা যদি বা হুংবং যেম্বং বা যদি বা প্রিয়ং।

বথাবং সর্কমাচক্ষুঃ প্রভা ধাতামি বৎ প্রভং।”

(ভারত ৪১৩/১৮)

বিশ্বতে ইসাকিতি বিশ্ব-গ্যৎ। ২ শব্দ।

“যেয়োহপি সম্মত: শিষ্টতত্ত্বতত্ত্ব বথোবধং।

ত্যাযো: দ্রষ্ট: প্রিয়োহপ্যাদীনুদ্বীণোরগকতা।” (রঘু ১১/২৮)

‘বিশ্বগণিক (কী) বিশ্বগণং জ্যং বিশ্বগং তৎ প্রযজ্জতি

বিশ্বগং গ্রীহীতু: একগুণং দদাতি বিশ্বগং-ঠক্ (প্রোজ্জতিগহং।

পা ৪৪/২০) বৃক্যাকীব, বাহারা বৃদ্ধিগ্রহণ করিয়া জীবিকা-

নির্কাহ করে, সুদখোর, বিশ্বগপ্রাধী।

‘বৃত্ত (কী) বিধা ইতং বীতং, তত্ত তব: সুবানিবাণ্, বার্থে

অণ্ বা। বয়, যুগল।

“বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংজিহ্ন বৈতসংসরঃ।

লীনপ্রকৃতিনৈশ্চ প্যাদলিঙ্গদ্বানসত্তবঃ।” (ভাগবত ১১৫/৩০)

‘বৃত্তবন (কী) বৈ-শোকমোহাদিকৈ ইতে বস্মাংবীতং বার্থে

অণ্ বীতং বনং কর্ণধা। বনবিশেষ, তপোবনভেদ, বৃষ্টিগির

বনবাস কালে এই বৈতবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

“সবর্ণিলিনী বিদিতঃ সমাযযৌ বৃষ্টিগিরং বৈতবনে বনেচরঃ।

(ভারবি ১/১)

এই বনে যাহারা বাস করে, তপোমোহাদ্যো তাহাদের

শোক ও মোহ নাশ হয়। শোক ও মোহ এই দুইটা নাশ

হয় বলিয়া ইহার বৈত নাম হইয়াছে।

‘বৃত্তবাদ (পুং) বৈতং অধিকৃত্য বাদঃ। গৌতমাদি প্রণীত

জীবব্ধর বিভেদ-নির্ণায়ক কথাধর প্রহ ভেদ। কপিলাদি

প্রণীত নানা জীবনির্ণায়ক কথাভেদ। জীব ও জীবর পৃথক্

ইহাই বৈতবাদের চরম সিদ্ধান্ত। কপিল গৌতমাদি ঋষিগণ

সকল বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া হুংধনিবৃত্তি ও

ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল

প্রহ দর্শনশাস্ত্র নামে অভিহিত। ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রে বৈত-

বাদ বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেই প্রায় বৈতবাদের উপদেশ প্রদত্ত

হইয়াছে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ পরিশ্রম করিয়া

অত্যন্ত দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদিত বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া

অবৈতবাদের সংস্থাপন করিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্য্যের পর

হইতেই বৈতবাদ ও অবৈতবাদ লইয়া মত ভেদ ঘটয়াছে।

যোগিস্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র অষ্টাবক্রসংহিতার অতি সংক্ষিপ্তভাবে

অবৈতবাদের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু

শঙ্করাচার্য্যই কেবল অসাধারণ প্রতিভাবলে বৈতবোধক শ্রুতি

সকলকে অবৈতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অবৈত মত সংস্থাপন

করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই এই মত বিশেষ মাত্র

হইয়া আসিতেছে। বৈতবাদ বলিতে হইলে অবৈতবাদ বলা

আবশ্যক, এই মত প্রথমতঃ বৈত ও অবৈতবাদের এই উভয়ই

একত্র বলা হইতেছে, পরে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

বৈত ও অবৈতবাদের মীমাংসা কতিপয় চূরন, এইমত

আমরা বিচার না করিয়া এই স্থলে পূজ্যপাদ দার্শনিকগণ বাহা

বলিয়াছেন, তাহাই বলিব।

বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, জীব ও ব্রহ্ম এই দুইয়ের

মধ্যে আমাদের যে ভেদজ্ঞান আছে, ঐ ভেদজ্ঞান নিত্য,

কিন্তু অবৈতবাদীরা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ জ্ঞান আছে,

তাহা ভ্রান্তিমূলক, এই ব্রহ্ম দূর হইলেই জীব আপনাকে

ব্রহ্মরূপ বলিয়া বুদ্ধিমা মুক্তিলাভ করিতে পারে। ‘তৎ

স্বমসি’ বেদের এই মহাবাক্য বৈতবাদীরা যেরূপ মাত্র

করিয়া থাকেন, অবৈতবাদীরাও সেইরূপ মাত্র করেন। কিন্তু

উভয় মতবাদীই এই শ্রুতির অর্থ পৃথক্ভাবে করিয়া থাকেন,

তাহাতেই বৈত ও অবৈত এইরূপ মত ভেদ ঘটয়া থাকে।

বৈতবাদীরা যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাও অসঙ্গত

বলা যায় না এবং অবৈতবাদীর ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে।

শ্রুতি সকলের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতেই বৈত ও অবৈত

এইরূপ মতের বিভিন্নতা ঘটয়াছে, এই মত ভেদই বৈত ও

অবৈতবাদের কারণ। যে সকল দর্শনশাস্ত্র লইয়া বৈত ও

অবৈত মত প্রচলিত, সেই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি কোথার, তাহা

একবার অনুসন্ধান করা বাউক।

বেদই জ্ঞানের আকর। ভাদ্র, অভ্যাস, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি

সম্পূর্ণরূপে মানবের জ্ঞানিবার ক্রমতা নাই। মনুষ্যমাত্রেই

ব্রহ্মপ্রমাদমুক্ত, একজন বাহাকে ভ্রান্ত বলেন, অপর

তাহাকে অভ্যাস বলেন। একজন বাহা কর্তব্য বলিয়া

উপদেশ প্রদান করেন, অপর তাহার শত শত বোঝ

দেখাইয়া থাকেন। অতএব এই সকল কারণে মনুষ্যবুদ্ধির

অধীস হইলেই বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্ম ও প্রমাদপূর্ণ হইবার

সম্ভাবনা। কিন্তু জীব যদি ইহার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম করিয়া

দেন, তাহা হইলে আরওজন বিভিন্ন না ব্রহ্মপ্রমাদমুক্ত

হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আত্মবিগণ বেবকে জীবর

প্রণীত বা অপৌকষের বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই কারণে বেদের লক্ষণে এইরূপ লিখিত আছে।

‘ইষ্টপ্রাণ্যনিষ্টপরিহারেরালৌকিকমুগারং বো প্রহুঃ বেদমতি স বেদঃ।’ (যজুর্বেদভাষ্য)

ইষ্টপ্রাণি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাহার নাম বেদ। বেদে দুইটি বিষয় প্রাতিপন্ন হইয়াছে ধর্ম ও ব্রহ্ম। কিন্তু বেদ হইতে এই দুই বিষয় জানিতে হইলে নানা প্রকার সন্দেহ ও আপত্তি আসিয়া পড়ে, এই সকলের মীমাংসা করিয়া জ্ঞের বিষয় স্থির করিবার জন্যই দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে। কপিলাদি ঋষিগণ ইহারই মীমাংসা করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনশাস্ত্র আবার দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা। জৈমিনি বাহ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাই ধর্মমীমাংসা।

বেদব্যাঙ্গ ব্রহ্মমীমাংসা প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা ছাড়া সাংখ্য, পাণ্ডুল প্রভৃতি দর্শনসমূহে ব্রহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল দর্শনশাস্ত্রে এসম্বন্ধে সৃষ্টি, প্রলয় প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র সকল অবলোকন করিলে একরূপ মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, বরং নানারূপ মত বলিয়া বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে। যেন ঋষিগণ নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্যই এক একখানি দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য অষ্টমত-প্রবর্তক, আর সকল দর্শনশাস্ত্র বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য্য কেবল অষ্টমত মত সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা নহে, অন্যান্য দর্শনের মতকে তন্ন তন্ন করিয়াছেন এবং অবশেষে অষ্টমত মত বিশেষ রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। কপিলাদি ঋষি ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ, এবং শঙ্কর ও ‘শঙ্কর সাক্ষাৎ’ সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বরূপ। যদি একটা মত অসত্য হয়, তাহা হইলে অপরটা সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কি? যদি কণাদ, গৌতম, কপিল, পতঞ্জলির মত মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বেদব্যাঙ্গের মত ঠিক তাহা কে বলিল? কণাদাদি ঋষি যদি প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্য যে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। বাহ্যউক্ত ইহা অতি দুর্ব্বল এবং সাধারণ মানব বুদ্ধির অগোচর। শাস্ত্রে এই বিষয় বেরূপ লিখিত আছে, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

বৈদান্তিক মতে শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধি হইলে অর্থাৎ বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকারী হইলে অধীত বেদবেদান্ত ও শমদম প্রভৃতি সাধন চকুড়ের সম্পন্ন হইলে শুদ্ধ ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্য উপ-

দেশ দিয়া থাকেন। ‘তত্ত্বমসি’ অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। শিষ্য তখন এইরূপ ধ্যান করিবেন। যে আপাততঃ ‘আমি’ বলিলে আমাকে বেরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া বৃদ্ধি, বাস্তবিক সে উপাধি আমার নিত্য উপাধি নহে। আমি ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাই। কেবল জন্ম মৃত্যুই এখন আমি আমাকে বিশেষ কোন উপাধিযুক্ত জ্ঞান করিতেছি, শুক্ল নিকটে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও উপাধিযুক্ত স্বরূপ বুঝিয়া ‘ব্রহ্মই আমি’ এই ধ্যান করিতে থাকিব। ক্রমে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইব। বস্তুর স্বরূপ না জানিয়া অপরের নিকট হইতে সেই বস্তুর প্রকৃত বিবরণ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান কহে। মনে কর, আমি কখন সন্দেশ খাই নাই, একজন আসিয়া সন্দেশের বিবরণ আমার নিকট জ্ঞাপন করিল, তখন আমার সন্দেশ সন্দেহে যে জ্ঞান হইল, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ-জ্ঞান, অর্থাৎ সন্দেশ খাইয়া সন্দেশ সন্দেহে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নামই অপরোক্ষ জ্ঞান। ব্রহ্ম সন্দেহেও ঠিক তাহাই। ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ পাইলে ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান। যখন ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, ‘হং’ ‘অহং’ তুমি আমি কোন ভেদজ্ঞান থাকেনা, যখন ‘সোহং’ হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। তখন আর কিছুই থাকে না, প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হয়, তখন অষ্টমতবাদিগণ তাহাদিগের চরমস্থলে উপনীত হন।

বৈতবাদীর মতে ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্যের অর্থ অল্প প্রকার যথা—‘তৎ হং অসি’ অর্থাৎ ‘তত্ত্ব হং অসি’ হে শিষ্য তুমি তাহার। তোমার ব্রহ্মবিষয়ক যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তুমি সেই ব্রহ্মের, তুমি ব্রহ্মের নিকট নিত্য সন্দেহে বদ্ধ। শিষ্য এই ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া শাস্ত্র, দান্ত, সত্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের কোন না কোন সন্দেহে, নিত্য সন্দেহে, আমি আমার নহি, আমি তাহার। কেবল আমি নহি, জীবমাত্র সকলেই সেই আদি পুরুষের।

অষ্টমতবাদী বলেন, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদজ্ঞান আমাদের আছে, সেই ভেদকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একটা স্বরূপতঃ ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ তত্ত্ব স্বীকার করিলে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’

‘সর্ব বসিৎ ব্রহ্ম’ ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি বল বৈতবাদীরা এই সকল প্রতীতির বৈতবোধক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ, ঘটবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু ইহার উত্তরে প্রকৃত মীমাংসা সুদূর-পরাহত, মানববুদ্ধির বিষয় নহে। বাহ্যরা এই সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্যবুদ্ধ মুক্তস্বভাব, এক এক জন অবতার স্বরূপ। এক জনের কোনরূপ স্বকপোল করিত যুক্তিবার বিচার করা সম্ভব নহে। চৈতন্তের উপাধিগত নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হইলে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। এই জগতে বাহ্য এক এবং অধিতীয় তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই এক এবং অধিতীয় পদার্থ কিংবদন্ত এইরূপ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। বাহার পরিণাম আছে, অর্থাৎ বাহ্য আজ এক রকম আকার ধারণ করে, অল্প সময় অল্প রকম আকার ধারণ করে, তাহা এক এবং অধিতীয় হইতে পারে না। এই জগতে বর্তমান জীব আছে, এই সকল জীবের মধ্যে যে যে বিষয়ের বিভিন্নতা আছে, সেই সেই বিষয় চৈতন্ত পদার্থ নহে, কিন্তু এই সমস্ত জীবের মধ্যে যে বিষয়ের একতা আছে, তাহাই চৈতন্ত পদার্থ। এইরূপে এক এবং অধিতীয় কি তাহাই অব্ধেবণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

বৈতবাদী জীব চৈতন্তকে ব্রহ্মচৈতন্ত হইতে যদি পৃথক করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মচৈতন্তবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। নিজের চৈতন্ত সঙ্কেই মানবের অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব, কেন না পুরুষ নিজের চৈতন্তই নিজে অমুভব করিতে পারেন। চৈতন্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ নহে, অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অপরোক্ষ চৈতন্ত সঙ্কে তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। জীবের চৈতন্তবিষয়ক যে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, অর্থাৎ ‘আমি’ এই জ্ঞানকে উপাধিশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া উপাধিশূন্য চৈতন্তের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করা তির ব্রহ্মজ্ঞানের অল্প উপায় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। কিন্তু বৈতবাদীর মতে জীবের উপাধি নিত্য, সুতরাং সেই উপাধি দ্বায়েই বৈতবাদীর চেষ্টাও হয় না, সুতরাং অবৈতবাদীর মুক্তি যেরূপ ব্রহ্মে নীন হওয়া অর্থাৎ আদিই ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া, কিন্তু বৈতবাদীর মুক্তি সেরূপ নহে। তাঁহারা বলেন, আমার বাহ্য কিছু আছে, সেই সকল দিয়া অনন্তকর্মী হইয়া জীবনসেবাই পরম পুরুষার্থ, এইরূপ অবস্থার কিন্তু উপাধি থাকিয়া যায়। কারণ তাঁহাদের মতে উপাধি নিত্য। অবৈতবাদীর মতে

চৈতন্তের জীব উপাধি অজানমূলক, আয়জান অন্বিলে সেই উপাধি দ্বিটিয়া যায়।

ব্রহ্মের যে অসীম অংশ সৃষ্টি কার্যে অবতীর্ণ হয় নাই, তাহাতে সৃষ্টির কোন লক্ষণের সংশ্রব নাই। সুতরাং মহত্বের কোনরূপ জ্ঞানবার তাহার সেই অসীম ভাবকে নির্দেশ করিতে পারা যায় না। “বতো বাণো নিবর্তন্তে অগ্রাণ্য মনসা সহ” (শ্রুতি)। মনের সহিত বাণ্য সকল যে স্থলে যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহা অবস্থার তাহাকে নিরূপাধি কহে। কিন্তু সৃষ্টির সহিত সংশ্রব রাখিয়া আমরা পরমাখ্যাকে জগৎকারণ প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি। প্রকৃতিই ইহার সৃষ্টি-শক্তি, ইহার সহিতই ঐ সঙ্কেতের সূত্রপাত। সুতরাং প্রকৃতিই বাবতীর উপাধির মূল। আকাশ বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত উপাধি স্বরূপ, এই জড় জগৎ উপাধি স্বরূপ, জীবের মূল সূক্ষ্ম কারণদেহও উপাধি স্বরূপ। ব্রহ্ম এই উপাধেরূপে সর্বত্রই বর্তমান। এই সকল উপাধি তাঁহা হইতেই হইয়াছে, এ সকল কিছুই ছিল না, তাঁহারই শক্তির অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সত্যতেই উহাদের সত্তা, ব্রহ্মের সহিত সমস্ত জগৎ অভেদ, সমস্তই ব্রহ্মভূত। কিছুই বিতক্ত হইয়া স্থিতি করেন। “জগদ্বস্ত বস্তঃ” “বতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি যেন জাতানি জীবন্তি।” (শ্রুতি) বাহ্য হইতে এই সকল জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতেছে। সকলই ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব বধন মানবের এই জ্ঞান পরি-ক্ষুণ্ট হয়, তখন উপাধিকে আর ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাধিতে ব্রহ্ম সঙ্গরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অবিচ্ছাবচ্ছিন্ন স্বীয় সৃষ্টজীবের কারণ শরীরে তিনি প্রাজ্ঞনামে, সূক্ষ্মদেহে তৈজসনামে, মূলদেহে বিশ্বনামে জীব-রূপে প্রকাশ পান এবং সর্বজীবের কারণ শরীর-সমষ্টিতে তিনি সর্বেশ্বর নামে, সূক্ষ্ম দেহ-সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও মূল দেহসমষ্টিতে বৈশ্বানর নামে নিরস্তা ও কারণস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জীবের ঐ ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধিতে ব্রহ্মই স্বয়ং জীবরূপে প্রকাশ পান। অবৈতবাদীর মতে, কোন পদার্থই ব্রহ্মের বাহিরে নহে। কিছুই ব্রহ্মের বাহির হইতে আসে নাই, সকলেতেই তাঁহার যোগ রহিয়াছে। তিনি সর্ব পদার্থে সত্তারূপে বর্তমান। তাঁহার সত্যতে সকলের সত্তা, সুতরাং সকলই তিনি। তাঁহার সত্যের অভাব হইলে সকলই ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হয়। জীবরূপে অন্তঃকরণরূপ উপাধির যোগে তিনি সূত্র গ্রন্থ, জন্ম জন্মান্তর পরিভ্রমণ করেন। পরমায়ার জীবতাবের উপাধি

অবিজ্ঞা, তদন্তর্গত দেহ ও অন্তঃকরণ এবং জীবর ভাবের উপাধিমায়া ও তদন্তর্গত সমুদয় জগৎকার্য। একটা সহজ দৃষ্টান্তে ইহা বুঝান যাউক, মনে কর একটা সুবর্ণকুণ্ডল আছে, সুবর্ণ এই কথাটিতে বাহ্যে বুঝায়, কিন্তু সুবর্ণকুণ্ডল বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। কিন্তু সুবর্ণ ও সুবর্ণকুণ্ডলে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু উপাধিগত একটা ভেদ আছে, এখানে সুবর্ণনির্মিত বস্তু কুণ্ডল এই উপাধি পাইয়া অজ্ঞাত সুবর্ণ হইতে একটু ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বাহার কোন বিশেষ নাম নাই, তাহা উপাধিশূন্য, কিন্তু বাহ্যে কোন বিশেষ নাম পাইয়াছে, তাহাই উপাধিসূক। বাহ্যে না থাকিলে আমার আমি জান থাকে না, তাহাই আমার চৈতন্ত। বাহ্যে না থাকিলে অজ্ঞাত জীবের, 'এই আমি জান' 'অস্তিত্ব জান' থাকে না, তাহা তাহাদিগের চৈতন্ত। ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রকার বলেন যে, সেই আধিপুরুষ, চৈতন্তময় পুরুষ।

যেখানেই চৈতন্ত দেখিব, সেইখানেই যখন এইরূপ দেখিব যে চৈতন্ত পদার্থ সর্বত্রই এক, তখন আর আমার চৈতন্তকে কোন বিশেষ নামে অভিহিত করিতে পারিব না। তখন আমি উপাধিশূন্য হইতে পারিব। কিন্তু আপাততঃ জীবের অহংজ্ঞানের উপাধি আছে, জীব জানে যে সে ইতর জন্ত হইতে ভিন্ন। এইরূপ পৃথক্ জ্ঞানের নাম উপাধি। জীব বতদিন আপনাকে উপাধিশূন্য চৈতন্তময় পুরুষ বলিয়া না বুঝিবে, ততদিন জীবের জীব উপাধি থাকিবে। ভেদ-জ্ঞান হইতেই উপাধির সৃষ্টি। বৈতবাদীর মতে জীবচৈতন্তের সহিত জীবচৈতন্তের কোন ভেদ নাই, কিন্তু ব্রহ্ম-চৈতন্তের সহিত ভেদ আছে এবং এই ভেদ নিত্য, স্তরায় জীব তাহার জীব এই উপাধি ত্যাগ করিয়া কখনও নিরূপাধিক হইতে পারে না। অবৈতবাদী বলেন, জীব উপাধিশূন্য না হইলে তাহার মুক্তিলাভ হয় না, অর্থাৎ সেই পুরুষ পুণ্যাত্ম হইলেও বর্ণাদিতোগের পর আবার ইহলোককে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। অবৈতবাদীর মতে চৈতন্ত পদার্থ সর্বত্র এক, জীবনামধারী চৈতন্ত সোপাধিক এবং ব্রহ্মচৈতন্ত নিরূপাধিক। জীবের উপাধি রক্ষা কিংবা ঘুচাইয়া দেওয়া সেই জীবের নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, এই উপাধি ঘুচাইয়া দেওয়ার পরম পুরুষার্থ। বৈতবাদী বলিয়া থাকেন যে জীব নিরন্তর উপাসক, বেদোক্ত দেবতা সকল তাহার উপাস্ত পদার্থ। কিন্তু এই সকল দেবতা বিশেষ বিশেষ কর্ণের অধিষ্ঠাতা হওয়ার বিশেষ বিশেষ নাম পাইয়াছেন। দেবতা সকল নিত্য নহেন, স্তরায় তাহারা নিত্যসুখ প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, চৈতন্তের সত্তা নিবন্ধন দেবতার কৰ্ম্মকলাহারী

সুখ প্রদানে সমর্থ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেই চৈতন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাধি পাইয়াছে। দেবতা-উপাধিগত চৈতন্ত অবজ্ঞিত চৈতন্ত, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড হইতে এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, এক অধিতীর চৈতন্তময় পুরুষই নিত্য পদার্থ। জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার উপাসনা দ্বারা জীব নিত্য সুখ লাভে সমর্থ হয়। সেই চৈতন্তময় পুরুষ-বিষয়ক মানস ব্যাপারের নামই তাহার উপাসনা। প্রণবমন্ত্রাদি সেই পুরুষের বাচক। অবৈতবাদী পুরুষার্থ সাধন নিমিত্ত পুরুষকার অবলম্বন করিয়া নিজের নিমিত্ত পুরুষ পদ পাইতে অভিলাষ করেন। বৈতবাদী নিত্য পুরুষের নিত্য উপাসক হইয়া উপাসক থাকিতেই অভিলাষ করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন বৈতবাদীর মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া গাহিয়াছেন, "চিনি হতে চাইনা মা চিনি খেতে ভালবাসি" জীবের মিলিত না হইয়া জীবরোপাদান সাধকের পরম আনন্দ, ইহাই বৈতবাদীর চরম সিদ্ধান্ত।

বৈতবাদী ও অবৈতবাদী উভয়ই বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই, অর্থাৎ জন্ম-মরণ-মরণাদিনিমিত্ত ক্লেশভোগ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন পথ নাই। এখন একটা বিষয় চিন্তা করিতে হইবে যে, যেখানে জ্ঞান আছে, সেইখানেই জ্ঞাতা আছে এবং জ্ঞেয়ও আছে। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সম্ভবে না। বৈতবাদী বলেন যে, যখন ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় বিষয় হইলেন, তখন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞাতা হইবে কে? অবশ্যই আমি হইব। তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে যে পৃথক্ সঙ্ক, আমার সহিত ব্রহ্মের সেই পৃথক্ সঙ্ক রহিল। জীবের চরম উন্নতি অবস্থাতেও আমার ব্রহ্মজ্ঞান থাকিবে, স্তরায় ব্রহ্ম আমার পক্ষে নিত্য জ্ঞেয় হইলেন। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত আমার একটা নিত্যভেদ রহিল। স্তরায় বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম পদার্থ তাহার অহং পদার্থ হইতে ভিন্ন আর কিছু। তাহার কাছে আমি জ্ঞাতা, ব্রহ্ম জ্ঞেয় এবং এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সঙ্ক তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। অবৈতবাদী যে পদ্ধতি অবলম্বনে ধ্যান করেন, তাহাতে যিনি জ্ঞাতা তিনিই ব্রহ্ম অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং আমিই জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ জীব যে আমি কি পদার্থ তাহাই জ্ঞেয় বিষয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে অভেদ সঙ্ক তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। বৈতবাদী ও অবৈতবাদীর কথা বাহ্যে লিখিত হইল, তাহাতে কাহার কথা সত্য, বা কাহার কথা মিথ্যা, এই স্থলে সেই বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই, কেন না কেবল ভক্তের দ্বারা মানববুদ্ধিতে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে পারিবে না।

‘তত্ত্বমসি’ প্রকৃতি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? অর্থাৎ বেদকর্তা ঐ সকল কথাই ঠিক কি অর্থযোজন্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বেদজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। এইজন্য কোনরূপ বিচার না করিয়া মহাপুরুষগণ বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। তবে শাস্ত্রবিশ্বাসী মানবের ইহা বলা উচিত কোন মতই মিথ্যা নহে, কারণ কপিল বাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহাও সত্য এবং শঙ্করাচার্য্য বাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রকৃত, কোন মতই ভ্রান্ত নহে। এইজন্য শাস্ত্রে অধিকারী ভেদের এত বাধাবোধি। শাস্ত্রাধিকারী হইয়া যখন শাস্ত্র অবলোকন করা যাইবে, তখন দিব্যচক্ষে এবং বিশদরূপে বুঝিতে পারিবে যে কোন মতের সহিত কোন মতের বিস্তারতা নাই। সকল মতই এক এবং অপ্রান্ত সত্য। তাই প্রথমে শাস্ত্রবিচার না করিয়া যে কোন এক মহাপুরুষের বাক্যে প্রভাবিত হইয়া জীবরোপসনা করাই জীবের অবশ্য কর্তব্য।

পরম যোগী পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে, ত্রুটী তাহার নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন, বেদান্তে বাহা জীবচৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছে। বোধ হয় পতঞ্জলি তাহারই নাম ‘ত্রুটী’ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যোগ সমাধান হইলেই ত্রুটী কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। “তদা ত্রুটীঃ স্বরূপেণাবস্থানং” (পাতঞ্জল) সেই সময় জীব ত্রুটীস্বরূপে অবস্থান করেন, অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করেন, তিনি কেবল হইয়া যান। মহামতি পতঞ্জলি অপ্রণীত পাতঞ্জল দর্শনে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল অপরোক্ষ জ্ঞানের অঙ্গভূতি হয়, সেই সকল বিষয়ই প্রতিপাদিত করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে বাহা লিখিত আছে, তাহা হইতে এইরূপ উপদেশ লাভ করা যায়, যে চিত্তের বৃত্তিসমূহ নিবন্ধন ত্রুটী অর্থাৎ জীব বেত্তার ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা ত্রুটীর স্বরূপ নহে। চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ হইলে ত্রুটী উপাধিশূন্য হইয়া তাহার স্বরূপে অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করে। অর্থাৎ যোগমার্গ অবলম্বনে মানব যখন এমন অবস্থা প্রাপ্ত হন, যে চিত্তের বৃত্তিসমূহের সহিত তাহার স্পন্দক একেবারে সূচিয়া যায়, তখনই পুরুষ কৈবল্যপদ পাইয়া থাকেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যোগশাস্ত্রের মতে, জীবের যে উপাধি তাহা অনিত্য। এই উপাধি সূচনাই মোক্ষ এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ লাভন জন্ম যে উপায় অবলম্বন কর্তব্য, যোগশাস্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিলদেবের মতে, পুরুষ চিরকালই শুদ্ধ ও মুক্ত, এই পুরুষতত্ত্বই তাহার পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের পরমতত্ত্ব।

দেহী অর্থাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও দেহাভিমান-নিবন্ধন তাহার সুখভোগ হইয়া থাকে। এই সুখ নিবৃত্তিই পুরুষের পুরুষার্থ। প্রকৃত পুরুষ সর্বদীর্ঘ অবিবেক নিবন্ধন পুরুষ আপনাকে সোপাধিক জ্ঞান করিয়া থাকে। এই অবিবেক দূর করিতে পারিলে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হয়। এই মতে জীবাত্মা বা পরমায়া পৃথক নাই, অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জীব যে আপনাকে সোপাধিক জ্ঞান করে, তাহাই তাহার বন্ধের হেতু। সাংখ্যকার অসংখ্য পুরুষ স্বীকার করিয়া থাকেন। পুরুষ অসংখ্য হইলেও আমি পুরুষ, তুমি পুরুষ, তিনিও পুরুষ ইত্যাদি কাহার মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের মতে যখন পুরুষগত কোন পার্থক্য নাই, তখন ইহারাও অবৈতবাদী। এইমত অবৈত কি বৈত তাহার বিচার অনাবশ্যক, কিন্তু বৈত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এইজন্য আমরা সাংখ্যকে বৈতবাদী বলিয়া নির্দেশ করিব। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্স বেদান্তদর্শনের অবৈতবাদকে সম্বন্ধে অর্থাৎ বৈতমতে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তদর্শনে ঐ সকল মত খণ্ডিত হইয়াছে।

চিত্তে যখন বৈততাব প্রবল থাকে, তখন মনুষ্য আমি ছাড়া আর একজনকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তখন চিত্তে মিথুন-ভাবাত্মক বৃত্তি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ বৃত্তি যুগপৎ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী হইয়া চিত্তে উদয় হয়। যেমন খণ্ড লৌহ চুম্বক প্রভরের নিকট রাখিলে সেই লৌহটীতে মিথুন ভাবাত্মক শক্তির প্রকাশ পায়, সেইরূপ সুখভোগ কামনা থাকার মনুষ্যচিত্তে মিথুন ভাবাত্মক বৈততাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন চিত্তের এক প্রান্ত আত্মাভিমুখী ও অপর প্রান্ত বাহ্য-বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে, মাহুষ তখন আপনাকেও ভালবাসে এবং সুখপ্রদ বাহ্য বিষয়কেও ভালবাসে। ভোক্তা ও উপভোগ্য এই দুইটা জ্ঞানের একটা জ্ঞান আর একটা ছাড়া থাকিতে পারে না। ভোক্তা না থাকিলে উপভোগ্য কথাটির অর্থ নাই এবং উপভোগ্য পদার্থ না থাকিলে ভোক্তা থাকিতে পারে না। ভোক্তা কথাটি এবং উপভোগ্য কথাটি একটা জ্ঞানের দুইটা প্রান্তস্বরূপ। চিত্তে বৈততাবের প্রীতি যখন দেখা যায়, তখন মাহুষ আপনাকে প্রীতিস্বপ্নের ভোক্তা জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই আমি ছাড়া একজনকে উপভোগ্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বৈতবাদে ভক্ত আপনাকে প্রীতিস্বপ্নের ভোক্তা জ্ঞান করেন। সুতরাং তাহার আরাধ্য পদার্থকে উপভোগ্য পদার্থস্বরূপ দেখিতেই

ভালবাসেন। আরাধ্য পদার্থকে ভালনা করিয়া যে প্রীতি-
সুখ পাওয়া যায়, সেই সুখভোগের জন্যই বৈতবাদী আরাধ্য
পদার্থকে বৈতভাবে ভক্তি করেন। বৈতবাদীর ব্রহ্মপ্রীতি
সকাম, কেননা বৈতবাদী যদি নিজের মনের ভিত্তর ভাল
করিয়া অবৈষণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারি-
বেন, যে তিনি আপনাকে সুখভোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন
এবং সেই সুখভোগ্যতা তাগ করিতে তাহার অভিলাষ না
থাকাতাই তিনি জীবের জীবনাম ঘুচাইতে কখন ইচ্ছা
করেন না। যতদিন আমি সুখ দুঃখ ভোগ্য, ততদিনই
আমার জীব এই উপাধি থাকিবে। কেন না যিনি সুখ দুঃখ
ভোগ করেন, তাহারই নাম জীব। যাহার ব্রহ্মপ্রীতি নিকাম
তিনিই অবৈতবাদী। বৈত ভাবের প্রীতি ও অবৈতভাবের
প্রীতির মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা একটা উদাহরণ দিয়া
বুঝাইব। মনে করুন, দুইটা লোক বেড়াইতে বেড়াইতে
একটা প্রক্ষুটিত পদ্মফুল দেখিতে পাইল। ঐ পদ্মের শোভার
এবং সঙ্গকে উত্তরের মনে একটা অতিশয় তৃপ্তিবোধ হইল।
উত্তরেই সেই সৌন্দর্য্য আকৃষ্ট হইয়া পদ্মটিকে দেখিতে
লাগিলেন, কিরংকণ অবলোকন করিয়া উভয়ে কহিলেন,
দেখ তাই! এই পদ্মের সুগন্ধ এমন মনোরম, যে দিবারাত্রি
এই পদ্মের গন্ধ আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয়। অল্পজন বলিল,
এই পদ্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি ঐ
পদ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাই, ঐ পদ্মটা যেমন সরোবরে ফুটিয়া
হাসিতেছে, ঐ রকম ভাবে ফুটিয়া পদ্মফুল হইয়া থাকিতেই
আমার ইচ্ছা হয়। এই দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি পদ্মটিকে
বৈতভাবে ভালবাসিয়াছেন, অল্পজনের অবৈতভাবের প্রীতি,
একজন পদ্মের সৌন্দর্য্য তাহার অহং জ্ঞানটা মিশাইয়া দিতে
ইচ্ছুক, কিন্তু অল্পজন নিজের অহং জ্ঞান বজায় রাখিয়া
পদ্মের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেই ইচ্ছা করেন। যে
প্রীতিতে অহংজ্ঞান বিসর্জন দিবার আগ্রহতা জন্মে, তাহাই
অবৈতভাবের প্রীতি, যেখানে নিজের পৃথক্ নাম বজায়
রাখিতে অভিলাষ থাকে, তাহাই বৈতভাবের প্রীতি। বৈত-
ভাবের প্রীতিতে মনুষ্যের মনে সুখভোগ্য বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে
লুকানিত থাকে, সেই জন্যই অবৈতব্রহ্মবাদিগণ বৈতবাদের
বিরুদ্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। অবৈতবাদী বলেন
যে, 'ব্রহ্মনাম'-রূপ অস্তিতে নিজের ধর্ম্ কর্তব্য নাম সম্বন্ধই
আহুতি প্রদান করাই ব্রহ্মোপাসনা। তন্মধ্যে নিজের 'জীব'
নামটা অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ্য এই নামটা আহুতি প্রদান
করাই ব্রহ্মোপাসনার পূর্ণাহুতি। যখন অহংজ্ঞান একেবারে
তিরোহিত হইয়া যায়, 'সর্বং ধর্ম্মিণং ব্রহ্ম' বাহা কিছু সকলই

ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয়, তখনই ব্রহ্মোপাসনার চরমস্থলে উপ-
স্থিত হওয়া যায়, তখন বৈত বা অবৈত এইরূপ কোন বিবাদ
উপস্থিত হয় না। সকলই ব্রহ্মরূপে অসুভূতমান হয়।
বৈতবাদীও ব্রহ্মায়িতে সকল ধর্ম্ কর্তব্য আহুতি দিরা উপাসনা
করেন, কিন্তু পূর্ণাহুতিটা দিতে চান না, লুকানিত ভাবে
তাহাদের অহংজ্ঞানটা থাকিয়া যায়, যাহারা বৈতভাবের
ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ভালবাসেন,
তাহারা ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া ব্রহ্মরূপা
প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিতে ভালবাসেন, কিন্তু অবৈত-
বাদী ব্রহ্মায়িতে আত্মবিসর্জন করিবার জন্যই ব্রহ্মনাম ভাল-
বাসেন। বৈতবাদ ও অবৈতবাদ এই দুই বিষয় আলোচনা
করিলে বোধ হয়, যে বৈতবাদের ভালবাসা হইতেই
সংসারচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে এবং অবৈতবাদের ভালবাসা
হইতেই এই সংসারচক্রের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেমন
পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে একটা আকর্ষণ সম্বন্ধ আছে,
দুটা জ্বা পরস্পর পরস্পর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর মিশিয়া
এক হইয়া যাইবার চেষ্টা করে, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত
মিশিয়া এক হইয়া যাইবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছে।
সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার নিজের দিকে অনবরত টানিতেছে,
কিন্তু পৃথিবী তথাপি সূর্য্যের সহিত মিশিয়া এক হইয়া
যাইতেছে না কেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীব কেন যে
ব্রহ্মপদে লীন হইতে পারে না অর্থাৎ জীব নামে ও ব্রহ্মনামে
কেন যে পৃথক্ অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।
সূর্য্য পৃথিবীকে তাহার সহিত মিশাইবার জন্য অনবরত
টানিতেছে ও পৃথিবীও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু
পৃথিবীর অস্ত আর একদিকে যাইবার চেষ্টা আছে এবং সেই
জন্য পৃথিবী সূর্য্যের সহিত মিশিতে পারিতেছে না, কেবল
সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ব্রহ্মকর্তৃক জীবও অহরহঃ
আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জীব সেই আদিশক্তির সহিত মিশিতে
যায় না, নিজের সুখানুযায়ী হইয়া অস্তদিকে চলিয়া যায় এবং
সেই জন্যই জীব সংসারচক্রপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে।
জীবও ব্রহ্মশক্তিকে আনিয়া হউক বা না আনিয়া হউক
ভক্তি করিতেছে, কেননা যতদিন জীব ব্রহ্মশক্তিতে না
মিশে, ততদিন সেই আদিশক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেই
হইবে। সাংবাদ্যর্শনেও লিখিত আছে, যতদিন পুরুষের
বিবেক জ্ঞান না হইবে, ততদিন প্রকৃতি তাহাকে কিছুতেই
হাড়িবে না, পুরুষের বিবেক জ্ঞান জন্মাইয়া তিরোহিত
হইবে, পুরুষের বিবেক জ্ঞানের জন্যই প্রকৃতি তাহার সহিত
মিলিত হয়। যখন পুরুষের বিবেক জ্ঞান হয়, তখন পুরুষ

আর কোন প্রকারে প্রকৃতির দর্শন পায় না। সেই আদি-শক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকিতেই ভালবাসে এবং সেইজন্য সে ব্রহ্মপদার্থে মিশিয়া এক হইয়া যাইতে চায় না। ব্রহ্মপদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য থাকায় সেই লক্ষ্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য পৃথিবীর জ্ঞান ঘুরিয়া মরে, কেবল জন্মমূর্ত্ত্যুরূপ অনবরতঃ স্রুৎভোগ করে। পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখগতি যদি কোন গতিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্ঘ্য কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অন্নদিনেই যেমন সূর্য্যের সহিত মিশিতে পারে, সেই রূপ জীব যদি ব্রহ্মপদার্থে মিশিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য লক্ষ্যাভিমুখে গমনে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অতি অন্নদিনেই ব্রহ্ম কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপদে মিশিতে পারে।

কি চেষ্টন জগতে কি জড়জগতে আকর্ষণের নিয়ম সর্ব-এই এক প্রকার। চেষ্টন জীবের আকর্ষণের নামই ভালবাসা, য়েহ, প্রণয় ও ভক্তি। যদি একটা দ্রব্য অন্য দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে এবং যদি এই আকর্ষণী শক্তির অন্য কোন প্রতিকূল শক্তি না থাকে, তবে ঐ আকর্ষণী শক্তির বশে উহার পরম্পর মিশিয়া এক হইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে এবং শেষে মিশিয়া এক হইয়া যায়। চেষ্টন জগতে যে প্রীতি-শক্তির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে একটা মন যে ভালবাসার বশে অন্যটির সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের মনে প্রীতি আছে এবং সেই সন্ধেই তাহার একটা প্রতিকূল শক্তি আছে, সেইজন্য জীব ভালবাসিয়াও ভালবাসার আধার পদার্থের সহিত মিশিয়া এক হইতে পারে না। প্রীতির প্রতিকূল শক্তির নাম কাম, অর্থাৎ স্বার্থ-সুখাভিলাষ। এই দুইটা শক্তির বশে জীব ভালবাসার আধার পদার্থের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখগতি আর জীবের স্বার্থসুখের প্রবৃত্তি একই রকমের বলিয়া তুলনা করা যাইতে পারে।

সর্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি রাখিবে, অর্থাৎ অধৈতভাবে ভক্তি করিবে, মনের বত রকম বন্ধ আছে, সমস্ত কাটিয়া কেলিয়া মনকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলেই মন ঈশ্বরাত্মিমুখী গতিপ্রাপ্ত হইবে এবং শেষে ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু যিনি ধৈতভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, তিনি সকল কামনা পরিত্যাগ করিতে গিয়াও একটা কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না। ঈশ্বরে ভক্তি সংস্থাপন করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে নিজের যৈ সুখ বোধ হয়, ধৈতবাদী সেই সুখ-কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, নিজের একটা পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা

করিবার অভিলাষ ধৈতবাদীর মনে থাকিয়া যায়, এক কথায় ধৈতবাদী অহঙ্কারশূন্য হইতে পারেন না। বিধ্বংস ঈশ্বর ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, এই জানই অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কার নিবন্ধনই সমুদ্রের সংসারচক্র প্রবর্তিত হয়। নিকাম ঈশ্বর-প্রীতি-অভ্যাসকে যিনি প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা বলিতে চান, তিনিই অধৈতবাদী। বাহার কোন কামনাই নাই, নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষার রাখিতেও তিনি উৎসুক নহেন। যিনি ঈশ্বর-প্রীতির প্রোতে আপনাকে একেবারে চালিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই প্রোতের বশে অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে গিয়া মিলাইয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি ঈশ্বর-প্রীতিরূপ নদীতে বাস করিতে অভিলাষ করেন, তাহাকে কোন না কোন আবর্ত মধ্যে বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর-প্রীতিরূপ নদীতে ৬টা প্রধান আবর্ত আছে, এই ৬টা আবর্ত পার হইয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে যাইতে হয়। সাংখ্যযোগিগণ এই ৬টা আবর্তকে ষট্চক্র বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ষট্চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্ম-সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। দুই মনে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই প্রীতি-চক্রার চরম ফল, দুই মনে মিশিয়া এক হইয়া যাইলে প্রীতির বেগ আর থাকে না। অধৈতবাদী বলেন যে, যে ভক্তির ফলে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ জ্ঞান থাকে না, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্ম-প্রীতি, কিন্তু যে ভক্তিনিবন্ধন জীব ঈশ্বরকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ভেদজ্ঞান দূর করিতে চান না, সেই ভক্তি ঈশ্বরে অনন্তা ভক্তি নহে। এই শ্রেণীর ভক্ত যদি আপনার অন্তর সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে তাহার মনের গতি কেবলমাত্র ঈশ্বরাত্মিমুখী হয় নাই। নিজের সুখভোগ বাসনার বীজ তখনও তাহার অন্তরে আছে। মাহুয মাত্রেয়ই সুখভোগের বাসনা এত প্রবল যে নিঃস্বার্থ প্রীতিরসের আশ্বাদন কিরূপ, তাহা আমরা বড় একটা বুঝি না। অধৈতভাবে প্রীতি আমাদের সংসারে বড় বেগবতী হইতে পার না, সেইরূপ অধিকারী হওয়া অনন্ত শুলভ, এই জন্য অধৈতভাবে ভক্তি কিরূপ পদার্থ তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। ধৈতভাবে প্রণয়ী একা একা থাকিতে পারে না, আর একজন প্রণয়ী সৃজেন এবং তাহাকে ভাল-বাসিয়া প্রীতির প্রতিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু অধৈতভাবে ভাবুক একা থাকিয়া আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। যেখানে ধৈতভাবে প্রোত বহিতেছে দেখেন, সেই প্রোতে নির্দিষ্ট থাকিতে সন্তুষ্ট সচেষ্ট হন। ধৈতভাবে প্রণয়ের মাদকতাপ্রকৃতিবন্ধন সাধারণে অধৈতভাবে রস গ্রহণ করিতে সর্ব্ব হন না, এইজন্য অধৈতবাদ সাধারণ লোকের

মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তখনও চিত্ততত্ত্বের অত্যাব থাকে, কাজে কাজেই চিত্তের মালিগা থাকিলে বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্মল দর্পণে কোন জিনিষের প্রতিবিম্ব দেখিলে যেমন সেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু সমল দর্পণে এরূপ প্রতিবিম্ব দেখিলে সেই বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান না হইয়া বরং বিকৃতভাবে তাহার উপলব্ধি হয়, এইজন্ত প্রথমতঃ সর্বাংশে অধিকারী হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞানভিক্স সাংখ্যদর্শনের ভাষায় বলিয়াছেন, ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া যতই কেন তর্ক বিতর্ক কর না, তাহার স্বরূপ বোধ হওয়া অতিশয় দুঃস্থ, ঈশ্বর অতি দুঃস্থের, এইজন্ত ঈশ্বর নাই এই কথা বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

“ঈশ্বরোহি দুঃস্থঃ ইতি নিরাশ্রয়ঃ।” (বিজ্ঞানভিক্স)

বৈতবাদ শ্রেষ্ঠ, কি অবৈতবাদ শ্রেষ্ঠ, বাস্তবিক ঈশ্বরাত্মিক আর কিছু আছে কি না, বা একমাত্র ব্রহ্মই ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহার মীমাংসা কে করিবে? অধিবাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে ও শাস্ত্র মানিতে হইলে যেক্ষণ বৈতবাদ বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপই অবৈতবাদও বিশ্বাস করিতে হইবে। নানাতিরিক্ত করিবার যো নাই, সকলেই এই কথা সমানভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা না হইলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হইবার যো নাই, তবে কেবলশাস্ত্রের অভিপ্রায় দেখিয়া চলিতে হইবে, জগতে জ্ঞান পরিগ্রহ করিয়া বা জীব এই উপাধিযুক্ত হইয়া নিরন্তর যে জিতাপে অভিভূত হইতেছি, এই জিতাপ হইতে উদ্ধার হওয়াই পুরুষার্থ, জীবমুক্ত হওয়াই জীবের কর্তব্য, জীবনের বাহা প্রধান লক্ষ্য, তাহার প্রতিবিধানই সর্বাংশে সর্বতোভাবে বিধেয়।

প্রধান লক্ষ্য উপেক্ষা করিয়া কাজে কাজে সময় কাটান জীবের কার্য্য নহে, মায়ার বন্ধনে জীবের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, এই বন্ধনচ্ছেদ করিতে হইবে, এইজন্ত দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন অত্যাবশ্যক। বৈতবাদ বা অবৈতবাদ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিলে চলিবে না, শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসন করিলে ইহার মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে। কাহার নিকট কোন উপদেশের আবশ্যকতা থাকিবে না। তখন বৈতবাদ বা অবৈতবাদের পার্থক্যতা হ্রাসবদ্ধ হইবে। ভগবান্ পতঞ্জলি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া ঈশ্বরবাচক প্রণবাদি মন্ত্র জপ প্রভৃতি মনঃস্থেয়্যের কারণ বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রণবাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপনিই মন স্থির হইবে, তখন আর মন চারিদিকে বিকিপ্ত না হইয়া ধ্যেয় বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকিবে, কিন্তু পরে বলিয়াছেন—

“যথাভিমতশ্চান্যান্য” (পাতা ১৩৯ হ্রজ)

যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু অর্থাৎ বাহ্য মনে হইলে মন প্রকৃত ও শাস্ত্র হয়, একাগ্রতা শিক্ষার নিমিত্ত তাহাই ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই একাগ্রতা সিদ্ধ হইবে। যদি রাম মূর্তি ভাল লাগে, তাহা হইলে রামমূর্তিই ধ্যান করিবে, কৃষ্ণমূর্তি ভাল লাগিলে তাহাই চিন্তা করিবে, বুদ্ধের মূর্তি ভালবোধ হইলে তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে। কল কথা এই যে, কোন এক অভিমত বা বাঞ্ছিত বস্তু অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা শিক্ষা করিবে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থে চিত্তবৈস্থ্য অভ্যাস হইলে বা দৃঢ় হইলে পশ্চাৎ তুমি যথা ইচ্ছা তথায় একাগ্র হইতে পারিবে। কি অন্তর্জগতের নাদীচক্র, কি বহির্জগতের চন্দ্রসূর্য্য, কি স্থল, কি তৃণ সর্বত্রই চিত্তপ্রয়োগ ও তাহাতে তত্ত্ব হইতে পারিবে। ইহাই যোগশাস্ত্রের উপদেশ। কোন গতিকে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে তখন বৈত বা অবৈত কোনরূপই গোল উপস্থিত হয় না, সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়। মহামতি শঙ্করাচার্য্য যে অবৈতমত বিচার করিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি কথার বৈতমত সূক্ষ্মরিতভাবে বিবাজ করিতেছে, আবার সাংখ্যাদি দর্শনে যে বৈতমত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাও একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে অবৈতমত ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। সাংখ্যাদি দর্শনের বহুপুরুষ ও বেদান্তদর্শনের সমষ্টি ব্যাপ্তি, নানা ভেদব্যাপদেশ ইত্যাদিতে বৈত ও অবৈত উভয়ই সিদ্ধি হয়। মনে কর আকাশ এবং ঘটাকাশ, ঘট ভাদিয়া কেলিলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হইয়া এক হইয়া যায়, তখন একই থাকে, হুই কিছুতেই আর উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্ম অংশরূপে যখন জীবোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন বৈত বলা যায়; যখন জীবের উপাধি তিরোহিত হয়, যখন জীবচৈতন্ত ব্রহ্মচৈতন্তে মিলিত হয়, তখন ‘একমেবাদ্বিতীয়ঃ’ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। সাংখ্যের যখন পুরুষগত কোন পার্থক্য নাই, তখন অবৈতমত সংস্থাপন করা তত দুঃস্থ নহে; বাহ্য হউক, এইরূপ বৈত ও অবৈত লইয়া বিচার ও তাহার মীমাংসা অতিশয় দুঃস্থ এবং মানব বুদ্ধির অতীত ইহা পূর্ব্বকই বলিয়াছি, এইজন্ত যিনি যে মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই সেইমত সংস্থাপন করিয়াছেন। স্তার বৈশেষিক জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সাংখ্য পাতঞ্জল প্রকৃতি পুরুষ এবং বেদান্তে ব্রহ্ম ও অবিদ্যা বা মায়ার স্বীকার করিয়াছেন, এই সকল মতে বৈত ও অবৈত এই হুই বিষয় প্রতিপাদিত করা যায়, কেবল নামের পার্থক্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক আর একটু আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। বৈত প্রীতিরসে বাহাদের বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে, তাহার। ব্রহ্ম নামে অধৈত তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়া সকল কামনা সুখ-দুঃখ-জ্ঞান বিসর্জন করিতে সজ্ঞত সচেত হইয়া থাকেন।

“প্রজ্ঞাতি বলা কামান্ সর্কান্ পার্থ মনোগতান্।

আত্মশ্বেবাদানা তুঃ হিতপ্রজ্ঞ স্তদোচ্যতে ॥” (গীতা ২।৫৫)

হে পার্থ! যিনি সকল মনোগত কামনা ত্যাগ করিয়া আপনি আপনাকে লইয়াই তুষ্ট থাকেন, তাহাকে হিতপ্রজ্ঞ বলা যায়, এইরূপ হিতপ্রজ্ঞ লোকই যথার্থ অধৈত জানী। আমি ছাড়া জগতে আর বাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আমার কাছে বাহ্য বিষয়। বৈতভাবে থাকিলে যেন কিছু থাকিয়া যায়, প্রকৃতি মিথুনাত্মক এবং এই মিথুনাত্মক প্রকৃতি হইতে অগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পরম পুরুষ এই মিথুনের বিহারের দ্রষ্টা মাত্র।

“তন্মৈ সহোবাচ প্রজ্ঞাকামো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ স তপোহতপাত স তপস্তপু। স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণক্ষেতোভৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥” (প্রশ্নোপনিষদ্)

ঋষি তাহাকে কহিলেন, সেই প্রজ্ঞাপতি প্রজ্ঞা কামনা করিয়া তপস্তা করিলেন এই তপস্তা হইতে মিথুন উৎপন্ন হইল। এই মিথুন অর্থাৎ রয়ি ও প্রাণ অন্ন ও অস্তা অর্থাৎ যিনি অন্ন ভোগ করেন, এই উভয়ে আমার নানাবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে। এই মিথুন হইতে সংসারচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে। যিনি আপনাকে এই মিথুন হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝেন, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান তাহারই অন্তর হইয়াছে এবং তিনিই বৈত প্রীতিরসে অনাসক্ত। অধৈতভাবে চিত্ত স্থির রাখা বড় শক্ত কথা এবং তাহা সাধনার চরমাবস্থা।

বিশিষ্টাবৈতবাদ, বৈতবাদ ও শুদ্ধাবৈতবাদ এই ত্রিবিধ মতের বিষয় একটু পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা যাউক। বৈত ও অধৈতবাদ মিলিতভাবে মোটামুটি বলা হইয়াছে। রামানুজ বিশিষ্টাবৈতবাদী। তিনি বেদান্ত-সূত্র অবলম্বন করিয়া বিশিষ্টাবৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে অধৈত মত খণ্ডিত হইয়াছে। এই মত খণ্ডনে নিম্নোক্ত যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে।

অধৈতমতপ্রবর্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং জ্ঞান প্রতিপাদ্য। জগৎপ্রাপক কিছুই সত্য নহে সকলই মিথ্যা, যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জ্বতে সর্পজ্ঞান। রজ্জ্ব বলিয়া নিশ্চয় হইলে ভ্রম নিবারণ হইয়া এই কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা

এই জগৎপ্রাপক ব্রহ্মই কল্পিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রাপকেরও নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু সৎ বা অসৎ পদের বাচ্য হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্করীয় কহে, বিজ্ঞা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদ্বাক্য ও অমৃতত্ব প্রমাণ রূপে অধৈত মতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তদ্বারা উল্লিখিত ভাব স্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ জ্ঞতিতে যে অনৃত শব্দ আছে, তাহার অর্থ সাংসারিক অন্নকলজনক কর্ম, এবং যে যারা শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ বিচিত্র সৃষ্টিজননী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সুতরাং এই সকল জ্ঞতি দ্বারা অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না এবং ‘আমি জানিনা’ জৈদৃশ অমৃতত্ব দ্বারাও উক্ত ভাবরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ‘আমি জানিনা’ এই অমৃতত্ব দ্বারা জ্ঞানাত্মকেরই বোধ হইয়া থাকে, ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। আর উহাকে যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াও অস্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ, সুতরাং কিরূপে তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবিভারূপ জ্ঞান থাকিবে। আলোককে আশ্রয় করিয়া কি কখন অন্ধকার থাকিতে পারে। অতএব ভাবরূপ অবিদ্যা যে অলীক ও যুক্তি বিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? এইরূপে যখন যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ের উপর অধৈত মত সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন উহা কোন মতেই বিজ্ঞ-জ্ঞানের আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইতে পারে না। রামানুজের মতে পদার্থ তিন প্রকার চিৎ, অচিৎ ও জৈদৃশ। চিৎ জীব-পদবাচ্য ভোক্তা, অসঙ্কচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্মল, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য; অনাদি কর্মরূপ অবিভাবৈত তত্ত্ববদারাদনা ও তৎপদপ্রাপ্তাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম অচিৎভোগ্য, দৃশ্য পদবাচ্য, অচেতন স্বরূপ, অড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্য ও বিকার্য-স্পন্দন প্রভৃতি স্বভাবশালী। এই অচিৎ পদার্থ তিনপ্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ এবং ভোগ্যরতন। যাহাকে ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগ্য কহে, যেমন অন্নপানীরাদি। যাহার দ্বারা ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজন পাত্রাদি এবং যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্যরতন কহে, যথা শরীরাদি। জৈদৃশ সকলের নিরামক হরিশব্দ বাচ্য, জগতের কর্তা, উপাদান ও সকলের অন্তর্ভাবী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, শক্তি তেজঃ প্রভৃতি গুণাস্পদভারূপ স্বভাবশালী। চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই

তাহার শরীর স্বরূপ এবং পুরুষোত্তম বাহুদেবাদি তাহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক এবং তত্ত্ববৎসল, উপাসক-দিগকে বোধোচিত কল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্তি ধারণ করেন ;—প্রথম অর্দ্ধা অর্ধাৎ প্রতীমানি, দ্বিতীয় রামাদ্যভার স্বরূপ বিত্তব। তৃতীয় বাহুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিচ্ছ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত য়াহ। চতুর্থ হৃদয় ও সম্পূর্ণ বড়শুণ বাহুদেব নামক পরমব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্গামী, ইনি সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচমূর্তির মধ্যে পূর্ক পূর্কর উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তর উপাসনায় অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ তেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেব-মন্দিরের মার্জন ও অমুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন, গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থাহুসন্ধানপূর্বক যন্ত্র জপ, স্তোত্রপাঠ, নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ও তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাত্ম্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতাহুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনা কর্ষ-দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে করুণাসিদ্ধ ভগবান্ স্বকীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। ঐ পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবান্কে বথার্থরূপে জানিতে পারা যায়, তখন আর পুন-র্জন্মাদি কিছুই হয় না। চিং ও অচিন্তের সহিত ঈশ্বরের তেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। দেধ, বেক্রপ বিভিন্ন স্বভাবশালী পদ ও মনুষ্যদিগের পরম্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্কোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্য ক্রমে চিদ-চিন্তের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমন আমি হৃদয়, আমি হুল ইত্যাদি ব্যবহারসিক ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাশ্মা অভেদ দৃষ্টি হয়, সেইরূপ চিদচিং সকল বস্তই ঈশ্বরের শরীর, স্তুতরাং শরীরাত্ম্যরূপে চিদচিং সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে বলিতে হইবে। আর বেক্রপ একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট-শরাবাহি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিদচিং নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিন্তের সহিত তাহার ভেদাভেদও আছে বলিতে হইবে। যে হেতু ঈশ্বরের আকার স্বরূপ চিদচিন্তের পরম্পর ভেদ জইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্ম্যরূপে অভেদবশে ভেদাভেদ ঘটিতেছে। দেধ বাহ্যর অন্তর্গামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, কথ্য ভৌতিক দেহের অন্তর্গামী জীব বলিয়া ভৌতিক দেহ জীবের শরীর, সেইরূপ জীবের অন্তর্গামী ঈশ্বর,

স্তুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। বেক্রপ আমি হৃদয়, আমি হুল ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা ভৌতিক শরীরে জীবাশ্মার শরীরাত্ম্যভাবে অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ ‘ভস্মমসি খেতকেতো’ অর্থাৎ হে খেতকেতো! তুমিই ঈশ্বর, ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাশ্মাও ঈশ্বরের শরীরাত্ম্য ভাবে অভেদনির্দিষ্ট হইয়াছে, কলতঃ তদ্বারা বাস্তবিক অভেদ প্রতীতি হয় না, অতএব এই শ্রুতি দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করা এবং জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যে কেবল মৃতুতার কার্য তাহা সহজেই অমুমিত হইতে পারে। শ্রুতি যে স্থলে ঈশ্বরকে নিশ্চয় কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রাকৃত জনের দ্বার রাগদ্বৈবাদি শুণ ঈশ্বরের নাই এইমাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানাধ বিষয় নিবেদন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর চিং, অচিং সমুদায় বস্তুর আত্মা, স্তুতরাং সকল বস্তই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথকৃত পদার্থ নাই। রামাহুজ এইরূপে বিশিষ্টাবৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং শব্বরের মতে দোষারোপ করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, জগৎকে রজ্জুসর্প-বৎ বলা অব্যক্ত কথা, কারণ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা থাকিতে পারে না, তিনি সত্যসঙ্কর, বাহ্য কারণ, তাহাই সত্য। ঈশ্বর জীবের অন্তর্গামী, এই ভাবে তিনি জীবাশ্মার সহিত অভেদ ; ঠিক সেই প্রকার—যেমন আমি শরীর হইতে ভিন্ন হইলেই আপনাকে আপনি কখন কখন শরীরের সহিত অভেদ মনে করি। ‘ভস্মমসি খেতকেতো’ হে খেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম, এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এই যে হে খেতকেতো! তোমার জীবাশ্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই ঈশ্বর। কলতঃ খেতকেতু স্বয়ংই যে ঈশ্বর এ বাক্যের সে অভিপ্রায় নহে। ‘একমেবাধিতীরং’ এ বাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, কেবল এক ঈশ্বরই আছেন, আর কিছু নাই। ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত। তাহার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম নাই। এক, এব ও অধিতীয় এই তিনটি শব্বের দ্বারাই স্বজাতীয় দ্বিতীয়ের নিরাশ হইয়াছে, এই জগৎ ও জীব সকল স্বরূপতঃ তাহা হইতে পৃথক্, অর্থাৎ তিনি জগৎ ও জীববিশিষ্ট, অর্থাৎ সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, এবং প্রাণরূপে সকলের অন্তর্গামী। তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সহিত জগৎ ও জীবের একভাবে ভেদও আছে, একভাবে অভেদও আছে। শব্বরভাষ্যে ও খেদান্তস্থে জীবাশ্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহার

যে পরিমাণ অবৈতবাদ প্রকাশ পায়, তাহা কিছু মাত্র
আমের নহে। জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনে পরমেশ্বর, পরমাণু ও
বাস্তা সমভাবে নিত্য বলিয়া উক্ত হইরাছে, এইরূপ
বৈতবাদই দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়। অবৈত মতে প্রথমতঃ
হোৱাই খণ্ডন আছে। এই মতে ব্রহ্ম হইতেই সকল হইরাছে,
ঐশ্বর্য প্রাকালে দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। প্রজ্ঞাপদ রামায়ণ
মৌর্য মত ঐ উভয় মতের মধ্যবর্তী বলিয়া বোধ হয় এবং
তৎকালী পুরুষ ও প্রকৃতিবাদের জ্ঞান। কলতঃ অনেক লোক
বৈতবাদের মনোহর তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করে,
মুখ্যাত্মা ব্রহ্ম, জগৎ বুদ্ধি বাস্তবিকই ভ্রম, মৃত্যুর পর জীবাত্মা
ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার কোন স্বাভাবিক
কিৰে না। কেহ কেহ শঙ্কর মত এইরূপই বুঝিয়া থাকেন।
এই মত নিরাকরণের জন্য রামায়ণ বিশিষ্টাবৈতমতে শারীরিক
ব্রহ্মের ভাষ্য করেন।

মধ্যমভাষ্য অথবা বৈতবাদ।—মধ্যমভাষ্য বৈতবাদ অবলম্বন
করিয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে
জীবাত্মা হুস্ত নিরাকার, অমর পদার্থ এবং ঈশ্বরের সেবক।
তত্ত্বমসি স্বৈতকেতো' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ, হে
স্বৈতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম। এ স্থলে কর্মধারায় সমাস
হইবে না, কিন্তু বগীতংপুরুষ সমাস দ্বারা 'তৎ' শব্দের
মর্থ 'তত্ত্ব' এইরূপ হইবেক। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ
এই যে 'স্বৈতকেতো! তত্ত্ব ত্বং অসি।' তুমি তাহারই
মর্থ্য তুমি তাহারই নিয়ত সেবক, সহচর ও অনুচর।
সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতামুসারে পরমেশ্বর স্বতন্ত্র
অর্থ্য পূর্ণ স্বাধীন। জীব অস্বতন্ত্র অর্থ্য পরমেশ্বরের অধীন।
তাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ চিন্তাকে অর্থ্য অবৈতভাবে
ঈশ্বর চিন্তাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, অস্তে তাহাদের
নরক হইয়া থাকে। জগৎ ব্রহ্মও নহে, ভ্রমও নহে, অবৈত-
বাদীরা জাজল্যমান জগৎকে যে রজ্জুসূর্যবৎ বলেন এবং
জীব যে ব্রহ্মকে অধ্যাস করিতে যান, তাহা অযুক্ত।
অতএব জগৎ ও জীব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্।
'একমেবাদ্বিতীয়ং' অবৈতবাদীরা এই শ্রুতির অর্থ করেন যে,
ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয় অর্থ্য যাহা হইতে আর দ্বিতীয়
কিছুই নাই, তিনি অদ্বিতীয়। অবৈতবাদীদিগের এই প্রকার
অর্থামুসারে জগৎ ও জীব থাকে না, অতএব এইরূপ অর্থ
নিতান্ত অসঙ্গত। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই শ্রুতিতে 'এক'
এই শব্দের অর্থ একমাত্র অর্থ্য বহু নহেন। 'এব' শব্দের
অর্থ অস্ত্রযোগব্যবচ্ছেদক অর্থ্য ইতরব্যবচ্ছেদক অর্থ্য
অস্ত্রসম্বন্ধাভাব, অস্ত্র যে দ্বিতীয়াদি তাহার সহিত সম্বন্ধের

অভাব। যেমন কতিপয় পদার্থকে এক দুই ভিন চারি
করিয়া গণনা করা যায়, তাহার প্রত্যেকটাই অস্ত্রযোগ-
ব্যবস্থাপক অর্থ্য অস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ পরমেশ্বরের
এক দুই ভিন চারি প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র রাশি হইতে স্বতন্ত্র।
'এব' শব্দের আরও এক অর্থ অযোগ্যব্যবচ্ছেদক অর্থ্য
যাহাতে সর্বদা একত্বযুক্তই আছে অর্থ্য যিনি স্নাত পদার্থ,
যাহাকে বহুভাগে ভঙ্গ করা যায় না এবং যিনি স্বরূপতঃ
অনেক হইতে পারেন না; শব্দের পাণ্ডুবর্ণ বেরূপ স্বভাব,
পরমেশ্বরের একত্ব সেই প্রকার স্বভাব। অতএব তিনি
অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় শব্দের অর্থ এখানে জগৎ ও জীব আর
তিনিই প্রথম, তিনিই প্রথমাবধি আছেন, জগৎ ও জীব
তাঁহারই সৃষ্টি, অতএব তিনি স্রষ্টা হইয়া সৃষ্ট বস্তু হইতে
পারেন না, সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এস্থলে অ শব্দে ন অর্থ্য
তিনি 'ন দ্বিতীয়ং' 'স দ্বিতীয়ং ন' দ্বিতীয় যে সৃষ্ট জগৎ ও
জীব তাহা তিনি নহেন। যেমন 'ব্রাহ্মণ্যদত্ত অত্রাক্ষণঃ', ব্রাহ্মণ
হইতে যে অস্ত্র তাহাকে যেমন অত্রাক্ষণ বলা যায়, সেই প্রকার
'দ্বিতীয়াদস্ত্রঃ অদ্বিতীয়ঃ' দ্বিতীয় অর্থ্য জগৎ ও জীব হইতে
যিনি অস্ত্র তিনি অদ্বিতীয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' শ্রুতির
অর্থ এইরূপ হইল যে, পরমেশ্বর একই, একভিন্ন বহু নহেন,
এবং জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন। অবৈতবাদীরা কহিয়া
থাকেন, 'নেহ নানান্তিকিঞ্চনং' পরমেশ্বর হইতে আর কিছুই
নাই, এ অর্থ অসঙ্গত, এই শ্রুতির অর্থ এই যে, এই এক
ব্রহ্মে নানা পদার্থ নাই। অবৈতবাদীরা জগৎকে যে ব্রহ্মে
অধ্যাস করেন, ইহাতে সে কথাও খণ্ডিত হইল। অপর,
অবৈতবাদীরা মায়, অবিদ্যা, অজ্ঞান প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দকে
কষ্ট কল্পনা করিয়া যে অর্থ করেন, মধ্যমভাষ্য তাহা স্বীকার
না করিয়া বলেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ কেবল ঈশ্বরের
সৃষ্টিশক্তি মাত্র। তাঁহার মতে, অবৈতবাদীরা কষ্টকল্পনা করিয়া
ব্যাসঙ্কত বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করেন, তাহা অতি অশ্রদ্ধেয়।
এই মতে জীব হুস্ত ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌরুষেয়,
সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃ প্রমাণ; প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম এই
তিন প্রমাণ দ্বারা সকল অর্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং প্রাপক
সত্য। এই সকল বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ, মধ্যমভাষ্য ও রামায়ণ উভ-
য়েই মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামায়ণ বে ভেদ, অভেদ ও
ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ণপ্রজ্ঞ তাহা
করেন না। তিনি বলেন, রামায়ণ পূর্বোক্ত বিবৃদ্ধ তত্ত্বত্রয়
অস্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্যের অবৈতমতের প্রতিপোষ-
কতা করিয়াছেন, অতএব তাহার মত অতি অশ্রদ্ধেয়।
আনন্দতীর্থ শারীরিক নীমাংসায় যে ভাষ্য করিয়াছেন,

তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর যে ভেদ আছে, তাহাও আর কোন সংশয় থাকে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, “স আত্মা তত্ত্বমসি খেতকেতো” এই শ্রুতির জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই এরূপ তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু ‘তত্ত্বম্’ অর্থাৎ তাহার তুমি, এই বস্তু সমাস দ্বারা উহাতে জীব ঈশ্বরের সেবক এই অর্থই বুঝাইবে। আর এরূপ অর্থও করা যায় যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এই মতে দুই তত্ত্ব স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র; তন্মধ্যে ভগবান্ সৰ্ব্বদোষবিবর্জিত অশেষ সদ্গুণের আশ্রয় স্বরূপ, বিষ্ণুই স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইরূপে সেবা সেবকতাবাবলম্বী ঈশ্বর জীবের পরস্পর ভেদও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে, যেমন রাজা ও ভূত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদচিন্তাকে উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সেই উপাসনার অন্তর্ধান করেন, তাহাদিগের পরলোকে কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না। বাস্তবিক তাহারা ঘোরতর নরকে পতিত হয়। দেখ, যদি ভূতাপদস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা আমি রাজা এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষদোষাতনপূর্ব্বক নৃপতির গুণানুকীৰ্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির কীৰ্ত্তনরূপ সেবা ব্যতিরেকে কোনক্রমে অভিলষিত ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই মতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। ইহার মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি নাকল্যসংহিতার পরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে এবং উহার অবশ্যকর্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তপ্ত লৌহাদি যন্ত্র দ্বারা তাহা করিবে, দক্ষিণ হস্তে সূদর্শন চক্রের এবং বাম হস্তে শঙ্খের চিহ্ন ধারণ করিবে। যেহেতু ঐ চিহ্ন দর্শনে অমূল্য ভগবানের নাম স্মরণ হইয়া থাকে এবং তদ্বারা বাঞ্ছিত ফলেরও সিদ্ধি হইবে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ, নিজ পুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে শ্রুতি কথায় ঈশ্বরের নামকীৰ্ত্তন হইবে। ভজন ত্রিবিধ; তন্মধ্যে কারিক ভজন তিন প্রকার দাব, পবিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্র-পাঠ। মানসিক তিন প্রকার—দয়া, স্নেহ ও শ্রদ্ধা। যেমন—

“সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।”

এই বাধ্য দ্বারা শূদ্রও ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে

ব্রাহ্মণের পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়; সেইরূপ “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এইরূপ অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের দ্বায় সৰ্ব্বজ্ঞতাদি গুণসম্পন্ন হন। শ্রুতিতে মায়, অবিজ্ঞা, নিয়তি, মোহিনী প্রকৃতি ও বাসনা এই যে ছয়টা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ভগবানের ইচ্ছা মাত্র। অবৈতবাদীদিগের করিত অবিজ্ঞা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ। সেই পঞ্চভেদ এই, যথা জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়জীব ভেদ এবং জীবগণের ও জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য এবং অনাদি সিদ্ধ। বিষ্ণুর সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করা সকল আগমেরই প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটা পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য, অপর তিন পুরুষার্থ অস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে ঐ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না এবং জ্ঞান ব্যতিরেকেও ঐ প্রসন্নতাও সম্পন্ন হয় না। ঐ জ্ঞান শব্দে বিষ্ণুর সর্বোৎকর্ষ জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্যবুদ্ধিরাই জীব-প্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না। কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণই অনিত্য ও ক্ষরশব্দবাচ্য এবং লক্ষ্মী অক্ষর শব্দবাচ্য। ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ্ণু প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যশক্তি বিজ্ঞানসুখাদি গুণসমূহের আধারস্বরূপ, অপর সকলই বিষ্ণুর অধীন। এই সমস্ত সম্যক্ জানিতে পারিলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদয় দুঃখ দূরে যায়, এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়, ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা হয় এবং পিতাকে জানা হইলে পুত্রকে জানা হয়, অর্থাৎ পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না, এইমাত্র। নতুবা এ শ্রুতি দ্বারা বাস্তবিক অভেদ বুঝায় না। অবৈতমত-বাদীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কুদীর্ঘ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে। ঐ সূত্র সকলের মধ্যে কএকটা সূত্রের যথাক্রম ব্যাখ্যা লিখিত হইল। যথা—“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” এই সূত্রের ‘অথ’ শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও যত্ন এই তিন অর্থ, আর ‘অন্তঃ’ এই শব্দের হেতু অর্থ, ইহা গুরুত্বপূর্ণে ব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত আছে। ঈশ্বর

নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে যৌক্তিক হয় না এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহার প্রসন্নতা হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা অবশ্য কর্তব্য। 'ইহাই ঐ সূত্রের ফলিতার্থ। 'জগদ্ব্যপ্ত বস্তুঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ঐ সূত্রের অর্থ এই, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দোষ অশেষ সদ্গুণাশ্রয় সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। তাহা ব্রহ্মের প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ, যেহেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতীপাত্ত। কারণে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতীপাত্ত স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় কহিয়াছেন, 'তত্বে সমন্বয়াৎ' শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতীপাদিত হওয়ার ঐ আশঙ্কার সমন্বয় অর্থাৎ সমাধা হইয়াছে।

পূর্ণপ্রজ্ঞ এইরূপে আনন্দভীরের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মধ্বমন্দির ও মধ্ব দুইটা পূর্ণপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা।

বল্লাভাচার্যের শুদ্ধবৈতবাদ। বল্লাভাচার্য শকাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের আটশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হন। ইনি বেদভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধবৈত মতানুসারে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ইহার মতে জগৎ ও জীব মায়াবিশিষ্ট নহে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের পরিণাম। শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা যেমন জগৎকে রজ্জুসর্পবৎ বলিয়া ব্রহ্মে অধ্যাস করেন, ইনি তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু ইনি জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের সহিত একেবারে অভেদ দৃষ্টি করেন। 'রজ্জুসর্পবৎ' বা 'শুক্লিকা রজতবৎ' শব্দের পরিবর্তে ইনি 'অহিকুণ্ডলবৎ' অথবা 'অর্ণকুণ্ডলবৎ' ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করিয়া থাকেন অর্থাৎ যেমন সর্প হইতে সর্পের কুণ্ডল পৃথক নহে, যেমন অর্ণ হইতে অর্ণালঙ্কার পৃথক নহে। বল্লাভের মতে, এই জগতের সকল পদার্থ ও সকল জীবই ব্রহ্ম। এইমত শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী অনেক নবীন অদ্বৈতবাদীদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে।

এইরূপে যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বৈত ও অদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ কতিপয় প্রতীপাঠে এমত বোধ হইতে পারে, যেন ব্রহ্মই জগৎ ও জীবাত্মারূপে পরিণত হইয়াছেন এবং অপর কতিপয় প্রতীপাঠে জানা যায়, যে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ স্বতন্ত্র। ত্রায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল শাস্ত্রে বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, সূত্রের মধ্যে বৈতবাদ মিশ্রিত ও অদ্বৈতবাদ গুঢ়ভাবে মিশ্রিত আছে।

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে প্রণালীতে শারীরিক ভাষ্য করিয়াছেন, তাৎপাঠে সহসা বোধ হয়, যেন পরমাত্মা ভিন্ন মানবের স্বতন্ত্র কোন জীবাত্মা নাই। তবে যে জীবাত্মা এই নামটী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল নামমাত্র, অর্থাৎ তাঁহার উপাধি। এইমতে, জগৎ ভোজবাজীর জায় মিছা মায়া হইয়া আছে, সকলই যেন ঐক্সজালিক ব্যাপার, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই সকল তিরোহিত হইবে।

বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিষয় এক প্রকার বলা হইল, অদ্বৈতবাদের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শঙ্করাচার্য ও বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য। বৈত ও অদ্বৈত মত লইয়া যে বিবাদ, তাহার মীমাংসা অসম্ভব। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, শাস্ত্রে বাহা লিখিত আছে, তাহা সকলই ব্রাহ্ম বা অসত্য নহে, ঈশ্বরের যে একত্ব তাহা বোধ হয়, শূন্যগত একত্ব নহে, কিন্তু বৈচিত্র্যগত একত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর আপনার অভ্যন্তরস্থিত বৈচিত্র্যবীজকে আপনার ঐশীশক্তি দ্বারা জগৎরূপে বিকশিত করিয়াছেন, ইহাই সৃষ্টি। বেদান্তে উক্ত আছে যে, যেমন নাকড়লা আপনার অন্তর্ভূত উপাদান হইতে আপনি স্বেচ্ছাক্রমে জাল বিস্তার করে, ব্রহ্ম সেইরূপ আপনার অভ্যন্তর হইতে সৃষ্টি উদ্ভাবন করেন। আসল কথা এই যে, ঈশ্বরের শক্তি অবশ্য ঈশ্বর হইতে অভিন্ন; অতএব ঈশ্বরের একত্ব শূন্যগত একত্ব নহে, বৈচিত্র্যগত একত্ব। মূল বৈচিত্র্য যাহা ঈশ্বরের একত্বের অন্তর্ভূত, তাহাকেই কেহ মায়া। কেহ অবিদ্যা বা কেহ প্রকৃতি এইরূপ আখ্যা দিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের ঐশীশক্তিই জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল ও সেই শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। এখন কথা এই যে, বৈচিত্র্য সম্ভাবনার একটা মূল, যিনিই যে নামে বলুন না কেন, মায়া, প্রকৃতি বা শক্তি যে নামেই যিনি অভিহিত করুন না কেন, নামে কিছুই আইসে যায় না। বৈচিত্র্য সম্ভাবনার একটা মূল ঈশ্বরের অন্তর্ভূত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এইরূপ একত্ব বা বহুত্ব ধরিলে বৈত ও অদ্বৈতবাদে আর কোন গোলযোগ থাকে না। পরমেশ্বরের অনন্তরূপে সত্ত্ব ও নিশ্চল উভয়ই এবং বৈত ও অদ্বৈত সকলই তিনি। বেদান্ত-শাস্ত্রে কথিত আছে, ঈশ্বরের শক্তির একপাদ যাত্র জগতে ব্যয়িত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনপাদে জগতের অতীত অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপাশ্রিত। কিন্তু জগৎকে ঈশ্বর বলিলে এই দাঁড়ায় যে, ঐশীশক্তির চতুপাদই, এক কথায় স্বয়ং ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত, ইহা প্রতীতি এবং জ্ঞান উভয়েরই বিরোধী। ঈশ্বর কালাতীত পুরুষ, জগৎ তাহার কালিন্দ্র প্রতিকরণ; সুতরাং তাঁহার কালাতীত স্বরূপ হইতে তাঁহার

কালিকপ্রতিকল্প যে ভিন্ন ইহা বলা বাহুল্য। অথচ সেই স্বরূপ এবং প্রতিকল্পের মধ্যে অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেহেতু প্রতিকল্প সে স্বরূপেরই প্রতিকল্প। এইরূপ এক দিকে ঈশ্বর ও জগতের ভিন্নতা, অর্থাৎ বৈতত্ব আর এক দিকে উভয়ের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ অর্থাৎ অবৈতত্বাব সম্পূর্ণরূপে রহিয়াছে। বৈতবাদ ও অবৈতবাদ একাধারে বর্তমান। বৈতবাদ শুদ্ধ কেবল এই যে, ব্রহ্মের কালিকপ্রতিকল্প ঈশ্বরের কালাতীত স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

[শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য ও বেদান্ত দেখ।]

বৈতবাদিন্ (ত্রি) বৈতং জীব ঈশ্বরশ্চ ইতি বদতি বদ-গিনি। জীব ও ঈশ্বরের ভেদবাদী। জীব, ঈশ্বর হইতে পৃথক্; যাহারা ঈশ্বরাতিরিক্ত জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাকে বৈতবাদী কহে। [বৈতবাদ দেখে।]

বৈতাদৈত্বত (ক্লী) বৈতঞ্চ অবৈতঞ্চ। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, যাহারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং অভেদ দুই স্বীকার করেন, তাহাদিগকে বৈতাদৈত্ববাদী কহে। তাহাদের মতে জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদও আছে, অভেদও আছে।

“অবৈতঞ্চ তথা বৈতং বৈতাদৈত্বতং তথৈব চ।

ন বৈতং নাপি চাবৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকং ॥

নহি নৈবান্তসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।

ঈদৃশ্যামবস্থায় মবাপ্যং পরমং পদং ॥

বৈতপক্ষাঃ সমাখ্যাতা যেষ্টবৈতং তু ব্যবস্থিতঃ।” (ন্যায়ভাষ্য)

বাস্তবিক পক্ষে বৈতও নহে বা অবৈতও নহে, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অথচ তিনি বৈত ও অবৈত যাহারা এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহারা পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন।

বৈতিন্ (ত্রি) বৈতং ভেদঃ সম্মততয়া অন্ত্য ইনি। বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি।

“অসিদ্ধান্তব্যবস্থাহু বৈতিনোনিশ্চিতা দৃঢ়ং।

পরম্পরঃ বিরুদ্ধান্তে তৈরিয়ং ন বিরুদ্ধাতে ॥

অবৈতং পরমার্থো হি বৈতং তস্তেদ উচ্যতে।

তেষামুত্তরথা বৈতং তেনায়ং ন বিরুদ্ধাতে ॥”

(ভাষ্যভাষ্য)

বৈতীয়ীক (ত্রি) দ্বিতীয় তীয়াদীক্ বা স্বার্থে ঈকক্। দ্বিতীয়। “বৈতীয়ীকতয়া মিথোহয়মগমন্তস্তে প্রবন্ধে মহাকাব্যে চাক্রশি নৈবধীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জলঃ” (নৈষধ ২।১১০)

বৈশ্বম্ (অব্য) দ্বিপ্রকারে ধ্বংস। প্রকারবধ, একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিগ্রহ ইহার নাম বৈশ্বম্।

“প্রতিবৈশ্বং বজ্র তু ত্রাং তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্বতো ॥” (মহু)

“বলন্ত আমিনশ্চৈব হিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।

দ্বিবিধং কীর্ত্যতে বৈশ্বং বাঙ্গুগ্যাগুণবেদিনঃ ॥” (মহু)

কার্য্যার্থ সিদ্ধির জন্য স্বামী এবং বল এই উভয়ের হিতির নাম বাঙ্গুগ্যাগুণ পণ্ডিতেরা ‘বৈশ্বম্’ বলিয়াছেন।

বৈশ্ব (অব্য) দ্বি-খা (সংজ্ঞায়া বিধার্থে-খা। পা ৫।৩।৪৫) দ্বিপ্রকার।

“বহুত্বং পরিগৃহীয়াৎ সাক্ষিবৈশ্বে নয়াধিপঃ।

সমেদু তু গুণোংকটান্ গুণবৈশ্বে বিজ্ঞোক্তমান্ ॥” (মহু ৮।৭২)

২ গুণভেদ।

‘সন্ধিনাবিগ্রহোযানমানসং বৈশ্বমাশ্রয়ঃ।’ (অমর)

বৈশ্বীভাব (পুং) অবৈশ্বন্ত বৈশ্বন্ত ভাবঃ। বৈশ্ব-চি-ভূ-ভাব-ব-এ-। ১ দ্বিধাভাব। ২ বাঙ্গুগ্যাত্তর্গত বৈশ্বরূপ ভাব। অভ্যন্তরে একতাব ও বাহিরে আর এক ভাব; ভিতর বাহিরে দুই প্রকার থাকার নাম বৈশ্বীভাব।

“বলিনো দ্বিষতোর্মধ্যে বাচাত্মানং সমর্পয়ন্।

বৈশ্বীভাবেন তিষ্ঠেতু কাকাক্ষিষদলক্ষিতঃ ॥” (অগ্নিপুং)

বলবান্ শত্রুর নিকট বাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কাক-চক্ষুর জার সর্বদা বৈশ্বীভাবে অবস্থান করিবে অর্থাৎ কাকের চক্ষু যেমন সর্বদা সকল দিকে দেখিয়া থাকে, সেইরূপ বিশেষ সাবধানের সহিত বলবান্ শত্রুর নিকট অবস্থান করিবে।

বৈশ্ব (পুং) দ্বীপিনো বিকার বৈপং দ্বীপ-অ-এ (প্রাণিরজতা-দিভ্যো অ-এ)। ১ ব্যাঘ্রবিকার। (ক্লী) ২ ব্যাঘ্রচর্ম্ম। বৈশ্বেন চর্ম্মনা পরিবৃত্তো রথঃ ইতি পুন র-এ বৈশ্ববৈরাগ্রাদ-এ। পা ৪।২।১২) ৩ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত রথ। দ্বীপিন ইদং অণ্। (ত্রি) ৪ দ্বীপসম্বন্ধী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সম্বন্ধী।

“বৈপং দধ্যং চর্ম্ম মাতঙ্গজং বা

ভিরে ক্ষোটে তৈলযুক্তং প্রলেপঃ ॥” (শুল্কত)

বৈশ্বক (পুং) দ্বীপে ভবঃ হুমাদিভ্যাং বু-এ। দ্বীপভব, যাহা দ্বীপান্তরে জন্মে।

বৈশ্বপদিক (পুং) দ্বিপদাং ঋচং বেদ অধীতে বা উক্তাদিভ্যাং ঠক্। ১ দ্বিপদাধারী, যাহারা দ্বিপদা ঋক্ অধ্যয়ন করে। ২ তদেত্তা অর্থাৎ যাহারা দ্বিপদা ঋক্ জ্ঞাত আছে।

বৈপায়ন (পুং) দ্বীপং অয়নং উৎপত্তিস্থানং যজ্ঞ, সএব, স্বার্থে ০ প্রজাদিভ্যাং বা অণ্। ব্যাসদেব, দ্বীপে ইহার জন্ম হইয়াছিল এইজন্ত ইহার নাম বৈপায়ন হইয়াছে।

“ইতি সত্যবতী হৃষ্টা লক্ষ্মী বরমুচুতমং।

পরশরেন সংযুক্তা সজোগর্ভং জুযাব সা ॥

জজ্ঞে চ যমুনাধীপে পারাশর্য্যঃ সর্বাধীবান্।

স মাতরমহুজ্যাপ্য তপজ্জৈব মনো দধে ॥

বৃত্তোহং দর্শয়ামি কৃত্যোত্তি চ সোহব্রবীৎ ।

এবং বৈপায়নো জ্ঞে সত্যবতাং পরাশরায় ।

জ্ঞতো বীপে স যদ্বালস্তম্যাদ্ধিপারনঃ স্তুতঃ ॥

(ভারত ১।৩৩।৮৩-৮৫)

সত্যবতী পরাশরের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পরাশরের সহিত সঙ্গত হইয়াছিল, তাহাতে সত্যবতী গর্ভ ধারণ করে, এবং তৎকালে সেই গর্ভে ব্যাসের জন্ম হয়, বীর্ঘ্যবান্ পরাশর্য্য সেই বমুনা বীপে এইরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ইনি মাতৃ অমুজ্জা লাভ করিয়া তপস্তার মনোনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে পরাশর ঋষি হইতে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জন্ম গ্রহণ করার পর বীপে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বৈপায়ন হইয়াছে।

[বেদব্যাস দেখ ।]

২ হ্রদ বিশেষ, এই হ্রদে ত্র্যযোধন পাণ্ডবদিগের তরে জলকে স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডব সমরে প্রায় সকল বীর নিহত হইলে ত্র্যযোধন অনন্ত-গতি হইয়া এই হ্রদে পলাইয়া আসেন।

“আসাত চ কুরুশ্রেষ্ঠ ! তদা বৈপায়নং হ্রদং ।

স্তম্ভিতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দৃষ্টঃ তং সলিলাশয়ং ।

বাহুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ ॥” (ভারত ৯।৩১।২)

বৈপারায়ণিক (পুং) দ্বয়োঃ পারায়ণয়োঃ সমাহারঃ দ্বিপারায়ণঃ বর্ত্তয়তি ঠঞ, প্রত্যয়বিধৌ তদন্তগ্রহণপ্রতিষেধেহপি সংখ্যাপূরুষ্ত তদন্তগ্রহণং । পারায়ণদ্বয়বর্ত্তী, যাহারা দুইটা পারায়ণ ব্রতাহুষ্ঠান করেন।

বৈপ্য (ত্রি) বীপে ভবঃ বীপস্ত ইদং বা বীপ-যঞ । (বীপা-দহসমুদ্রং যঞ । পা ৪।৩।১০) বীপ সম্বন্ধীয়। বীপ ইদমর্থো ক্কা প্রত্যয়েন সাধাৎ ।

“বিক্রীয় দিশ্চানি ধনাশ্চাক্রণি বৈপ্যান্যাসবৃত্তমলাভভাজঃ ।

ভরীষু তত্রস্তা মফল্লভাণ্ডং সাংঘাতিকানাবপতোহভ্যানন্দং ॥”

(মাধ ৩।৭৬)

বৈভাব্য (ক্রী) ১ বিভাবয়ুক, বিবভাবয়ুক । ২ দুই ভাগে বিভক্ত ।

বৈমাতুর (পুং) দ্বয়োর্মাতৌরপত্যং বিমাতৃ-অণ্ড-উত্ত্বক (মাতৃ-কংসংখ্যাসংভদ্রপূর্ণিয়ারাঃ । পা ৪।১।১১৫) । গণেশ, গণেশের বিমাতৃত্বের বিষয় স্বল্পপুণ্যের গণেশখণ্ডে এইরূপ আছে—

‘হে ব্রাহ্মণগণ ! বরেন্য মহীপতির গৃহে ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত এবং বিরাগতি, সাধুদিগের রক্ষা, ও স্বভক্তের পালনের জন্ত আমি আবির্ভূত হইব।’ এই কথা বলিয়া

গণেশ পুন্সকাদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন নবম মাস আগত হইল, তখন পুন্সকা একটা শিশু সন্তান প্রসব করিল। এই বালকের চতুর্ভুজ, এবং হস্তীর জায় বদন, দন্তর ও হৃদয় চক্ষুযুক্ত, অত্যন্ত তেজোযুক্ত এবং চারিখানি আয়ুধ চারি হস্তে বিভক্ত রহিয়াছে। পুন্সকা এবড়ুত অড়ুত শিশুকে অবলোকন করিয়া অস্ত্র কি অস্ত্রি উপস্থিত হইল, এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বরেন্য নরপতি পুন্সকার ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া অমাত্যাদির সহিত তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া সকলের সহিত এই বালককে অবলোকন করিয়া সেবকদিগকে কহিলেন, ‘এই বালককে লইয়া তোমরা সরোবরে নিঃক্ষেপ করিয়া আইস।’ তাহার রাজকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শিশুকে গ্রহণপূর্বক পার্শ্ব মুনির আশ্রমে গমন করিল, এইখানে জলে শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারাজা নিজ নিজ-পুরে প্রত্যাগমন করিল। পার্শ্ব মুনি পর দিন স্নান করিবার নিমিত্ত সরোবরে গমন করিয়া সেই অদৃষ্টদর্শন বালককে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যবোধিত ও ভয়ভীত হইয়াছিলেন। ‘আমার আশ্রমে এই বালককে কে পরিত্যাগ করিল, বোধ হয় কোন দেবতা তপস্তার ফল প্রদান করিবার জন্ত এইপ্রকার পরীর ধারণ করিয়াছেন, বা পরমাত্মা নিজ ইচ্ছানুসারে সকল লোক রক্ষার নিমিত্ত এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।’ পার্শ্ব মুনি এইরূপ বলিয়া ঐ বালককে নিজ আশ্রমে লইয়া যাইয়া যত্নপূর্বক পালন করিতে লাগিলেন। এই বালককে আনিতে দেখিয়া মুনির পত্নী দীপবৎসলা স্বামীকে বলিয়াছিল, ‘হে স্বামিন্ ! অতিশয় আশ্চর্য্যরূপধারী যে বালককে অন্য গৃহে আনিয়াছেন, ইনি বিনায়কের জায় আকারধারী, ইনি লক্ষ্মীর আশ্রয়রূপ, বহু তপস্তার ফল, এবং যোগিগণের সদা ধ্যায় সনাতন পরব্রহ্ম, সূর্য্য ইহারই তেজ লইয়া আমাদিগকে তেজ দিয়া থাকেন। বেদান্তে ইহাকেই ‘নেতি নেতি’ ইনি নন, ইনি নন, এইরূপে ইহার স্বরূপ নির্দেশ করিয়া থাকে।’ দীপবৎসলা, স্বামীকে এই কথা বলিয়া ঐ শিশুকে গ্রহণ করিয়া স্নান প্রদান করিল। দ্বিতীয়র চন্দ্রের জায় ঐ বালক প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। গণেশ পুন্সকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দীপবৎসলা কর্তৃক লালিত পালিত হইয়া ছিলেন, এইজন্য ইহার এক নাম বৈমাতুর হইয়াছে। * (স্বকপুং)

* “আবির্ভবিতো সদনে বরেন্যস্ত মহীপতেঃ ।

ত্রৈলোক্যরক্ষার্থার বিরাগতঃ প্রশান্তয়ে ॥

পালকায় বত্কানায় সাধুপ্রাণায় তুহরায়ঃ ।

২ অরাসক। [অরাসক দেব।] (জি) ৩ বিমাতৃক।

“ভিন্নশীলা তরোজ্জীভোবীৰৈমাতুরয়োঃ পুনঃ।”

(রাজভঙ্গঃ ৪।৩৫৫)

দ্বৈমাতৃক (পুং) যে মাতৃকে ইব বতাসৌ বিনাতৃকঃ সএব স্বার্থে অণ্। নদীবৃষ্টিজননিত শতপ্রধান দেশ, যে দেশে নদীর জল এবং বৃষ্টির জল এই উভয়ের অপেক্ষা করিয়া শতাদি হয়, তাহাকে দ্বৈমাতৃক কহে।

দ্বৈমিত্তি (জি) দুই মিত্র বা বন্ধুর পুত্র।

শিব উবাচ।

ইত্যুক্ত। পুণ্ড্রকাগতঃ অবিবেশ তদৈব সঃ।

আগতে নবমে মাসি প্রাপ্ত পুণ্ড্রকা শিশুঃ।

চতুর্কাহমিতাতক দত্তরঃ স্বন্দরেকণ্।

আধুখানি চ চত্বারি বিপ্রতঃ তেজসাবিতঃ।

দৃষ্ট। সা ক্রন্দনং চক্রেহরিশ্চেন্দ্রতঃ কিমাগতঃ।

ক্রন্দা চাক্রন্দনং তস্তা বরণ্যঃ সগুণো যবো।

দমর্শ বালকং সোধপি বিমিত্তঃ সহ তৈর্গণৈঃ।

উবাচ সেবকশ্চ রাজা তাক্তৈনং সরোবরে।

শিশুমান্দার তে যাতাঃ পার্শ্বভিবাশ্রমে শুভে।

কাসারে তং শিশুঃ তাক্ত। যযুঃ সর্বে নিজঃ পুংঃ।

অপরমিদ্ দিনে পার্শ্বমুনিঃ সানার চাগতঃ।

তদেব দদৃশে তেন বালকোহুততর্শনঃ।

আচর্য্যামকরোত্তর ভরতীতত্ত্বাভবৎ।

আশ্রমে কেন মে তাক্তমশিষ্টঃ স্থখদারিনীং।

তপসামুৎকলং দাক্তমীদৃশীং ব্রতবাংস্তমঃ।

রক্ষিতুং সর্বলোকানাং পরমাক্ষা নিজেচ্ছয়া।

স্বন্দ্রো বালকঃ কেন তক্তোহসমীদৃশো বহিঃ।

নীচা স্বমাপ্রমং চৈকং পালরিত্যে প্রব্রতঃ।

ইত্যুক্ত। জগৃহে বালমাসিলিহ্ন মুদা মুনিঃ।

তমানীতং মুনেঃ পত্নী দমর্শ দীপবৎসলা।

উবাচ নিজভর্তারঃ স্বপ্রসন্নানাত্বজা।

দীপবৎসলোবাচ।

কিমানীতং মহৎ স্বামিন্ ভূশমাকর্ষ্যাকারকঃ।

ইদং বৈনারকঃ রূপঃ সমাভাতি দ্বিজবর্ত।

ইদমেব জিহ্বঃ স্বামিঃ ইদমেব তপঃকলঃ।

ইদমেব পরং ব্রহ্ম যোগিধোরঃ সনাতনঃ।

ইদমেব পরং তেজ আদিতো বদধিষ্ঠিতঃ।

ইদমেব হি বেদান্তা নেতি নেতি প্রচকতে।

শিব উবাচ।

ইত্যুক্ত। হর্ষমাপন্ন ভর্তৃরাদার বালকঃ।

তনুপানং দদৌ তমৈ ততঃ সা দীপবৎসলা।

দ্বিতীয়াচক্রবৎ কালো বৃদ্ধিঃ যাতো সিসে সিসে।”

(কলপদ্রূপ পদেশবৎ)

দ্বৈমহকাল্য (জি) স্বাহরূপঃ কালোবত তত্ভ ভাবঃ স্বাঞ্ পদাত্তাভ্যাং বুভ্যাং পুর্নমিচ্। স্বাহকাল ভাতের ভাব, বাহা দুইদিনে হয় তাহার ভাব। “দ্বৈমহকাল্যে ভূ যথাক্ষারং” (জৈমিনিযজ্ঞ) “দ্বৈমহকাল্যে ক্রিয়মানো যথাক্ষারঃ কৃতঃ ভবতি তস্মাৎ দ্বৈমহকাল্যং ত্রাৎ চোদকঃ তথা অমৃগৃহীতো ভবতি প্রকৃতোহি জরতে পুর্বেহ্যঃ অগ্নিঃ গৃহ্নাতি উত্তরঃ অহর্দেবতাং যজ্ঞেৎ ইতি তস্মাৎ স্বাহকালং একং অভিনির্কর্ত্য তদহরেবোপক্রম্যাহপরেহ্যঃ পরিসমাপয়েৎ।” (ভাষ্য)

দ্বৈমহকিক (জি) দ্বৈমহরকোভবঃ পক্ষে ঠঞ্। সমাসান্তবিধের- নিত্যস্বাৎ ন টচ্ ততো অহাদেশঃ। যাহা দুইদিনে হয়। যে কাৰ্য্য দুইদিনে সমাপ্য হয়, তাহাকে দ্বৈমহকিক কহে।

দ্বৈমাহাবিক (জি) দ্বৈমহরাহাবরো নিপানরোভবঃ ধুমাদিভ্যাং বুঞ্ ততো ঐচ্। দুই আহাব অর্থাৎ নিপান হইতে বাহা হয়।

দ্বৈযোগ্য (ক্রী) বিসংযুক্ত।

দ্বৈরথ (ক্রী) বৌ রথৌ যত্র যুদ্ধে স্বার্থে অণ্। দুই রথ দ্বারা উপলব্ধিত যুদ্ধ, যে যুদ্ধ দুই রথ দ্বারা হয়। “চিকীর্ষন্ দ্বৈরথঃ যুদ্ধমভ্যাস্মধুহননং।” (হরিবংশ ১১৮ অং)

দ্বৈরাজ্য (ক্রী) দুই রাজার মধ্যে বিভক্ত রাজ্য।

দ্বৈরাত্রিক (জি) দ্বৈমহরাকোভবঃ ‘বিগোবা রাজ্যেহঃ সংবৎ- সরাক’ ইতি হ্রদ্রোণ পক্ষে ঠঞ্। যাহা দুই রাত্রিতে হয়। সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু যে স্থলে সমাসান্ত হইবে না, সেই স্থলে ‘থ’ হইবে এবং ‘দ্বৈরাত্রীণ’ এইরূপ পদ হইবে।

দ্বৈরাশ্র (ক্রী) বৌ রাশী যত্র, তত্ভ ভাবঃ স্বাঞ্। বিবিধ রাশিযুক্তত্ব।

দ্বৈবমিক (জি) বৌবাৎসরিক, দুই বৎসর অন্তর ঘট।

দ্বৈবিধ্য (ক্রী) বিবিধত্ব ভাবঃ স্বাঞ্। প্রকারদ্বয়।

“দ্বৈবিধ্যং ভূ ভবেৎ ব্যাণ্ডেরবয়্যতিরেকতঃ।” (ভাষাগরিং)

দ্বৈশাণ (জি) স্বাক্ষ্যং শাণক্যাং ক্রীতং ঠঞ্। তত্ভ অনুল্। দুই শাণ দ্বারা ক্রীত।

দ্বৈষণীয়া (ক্রী) দ্বৈষণমেব স্বার্থে অণ্ দ্বৈষণং তদহতি হ্। নাগবল্লীভেদ। (রাজনিং)

দ্বৈসমিক (জি) দ্বৈমহঃ সমরোর্বর্ষরোভবঃ সমারঃ বৎ, পক্ষে- ঠঞ্। বর্ষবয়সত্ব, যাহা দুই বৎসরে হয়।

দ্বৈহায়ন (ক্রী) বিহারনত্ভ ভাবঃ বুবাদিভ্যাং। বিবর্ষ বয়- ক্ষেত্র ভাব।

স্বাংশ (ক্রী) দ্বৈমহরশঃ সমাহারঃ, পাত্মাদিভ্যাং স জীপ্। ভাগদ্বয়, দুইভাগ।

“স্বাংশহরোহর্কহরোবা পুত্রকিত্তার্জনাৎ পিতা।” (দ্বারভাগ)

ব্যাঙ্ক (ত্রি) বে-অক্ষীণ বস্ত্র ব সমাসাত্ত্বঃ। মেত্রধরবৃত্ত,
হুই চক্ৰবৃত্ত। জিরাং ভীপ্। “ব্যাঙ্কী ত্র্যাকী লগাটাকীং”

(ভারত বনপ° ২৭৯ অ°)

ব্যাঙ্কর (ক্ৰী) বয়োরক্ষররোঃ সমাহারঃ। ১ বর্ণধর। বে-অক্ষরে
যত্র। ২ বর্ণধরায়ক মন্ত্রভেদ। “বজ্জেতি ব্যাঙ্করঃ ব্যাঙ্করো
বঘটকারঃ” (তৈত্তি স° ১।৬।১২) (ত্রি) বর্ণধরযুক্ত শব্দাদি।
“স চিত্তয়ন্ ব্যাঙ্করমেকদান্ত্রাপান্ধগোং ঘির্গদিতঃ

বচো বিভূঃ” (ভাগ° ২।৯।৬)

ব্যাঙ্কুল (ত্রি) বে অঙ্কুলী প্রমাণমন্ত্র, ততো অচ্ সমাসাত্ত্বঃ।
(তৎপুরুবস্ত্রান্ত্রণেরিতি। পা ৫।৪।৮৬) অঙ্কুলিধর পরিমিত,
ঘাহার পরিমাণ হুই অঙ্কুল।

“অর্কাকুলার হুচ্যগ্রা কাঙ্গীকুলমূলিকা।

শঙ্কুচ্ছারা ভবেত্তত্র তচ্ছারাং পরিকরয়েৎ” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

বয়োরঙ্কুলোঃ সমাহারঃ। (ক্ৰী) ২ অঙ্কুলিধর যাত্র।

বে অঙ্কুলী বস্ত্র, (অঙ্কুলেরাকুলি। পা ৫।৪।১১৪) ইতি
হুজ্ঞেণ বচ্ সমাসাত্ত্বঃ। হুই অঙ্কুল দাক।

ব্যাঙ্কুল (ত্রি) বাবঙ্কলী পরিমাণমন্ত্র (বিজিত্যামঞ্জলোঃ। পা
৫।৪।১০২) ইতি হুজ্ঞেণ ট্ সমাসাত্ত্বঃ। অঙ্কুলিধর পরিমিত।
বয়ো রঙ্কলোঃ সমাহারঃ। (ক্ৰী) ২ অঙ্কুলিধর যাত্র।
বাত্যাং অঙ্কুলিত্যাং ক্রীতঃ ঠঞ, তত্ত লুকি ন অ সমাসাত্ত্বঃ।
‘প্রমাণে লো বিগোনিভ্যঃ’ ইতি বাস্তিকৈকাত্ম্য লুপিচ্ছ বা
অচ্। (ত্রি) অঙ্কুলিধরমিত।

“প্রান্তঃ জলং ব্যাঙ্কলমন্তিকেকংপাং” (ভট্ট)

ব্যাণুক (ক্ৰী) বৌ অণু কারণে বস্ত্র, কপ্। পরমাণু সমবেতবস,
পরমাণুধরাবক কার্য্য প্রব্যভেদ। ব্যাণকের প্রত্যাক হইয়া
থাকে, হুইটী পরমাণু সংযুক্ত হইলে তাহাকে ব্যাণুক কহে।

“বিষয়ো ব্যাণুকানিষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড উদাহৃতঃ” (ভাষ্যপরি°)

ব্যাণুক আদি করিয়া সকল ব্রহ্মাণ্ড বিষয়। ইহা অনিত্য।

“অনিত্যব্যাণুকানৌ তু সংখ্যাজ্ঞমুদাহৃতং।” (ভাষ্যপরি° ১১১)

ব্যান্য (ত্রি) ব্যাত্যামন্ত্রঃ ইতি পঞ্চমীতৎপুরুষঃ। বিভিন্ন।
বে অজ্ঞে যত্ন। বিভিন্নক। বয়োরঙ্করোঃ সমাহারঃ। (ক্ৰী)
অজ্ঞবয়ের সপিলন।

ব্যাঁর্থ (ত্রি) বৌ অর্থো বস্ত্র। অর্থধরযুক্ত শব্দাদি। যে সকল
শব্দের হুইটী করিয়া অর্থ থাকে।

ব্যাঁশীতি (ক্ৰী) ব্যাধিক। অশীতিঃ অশীতি পয়স্কালাং ন আং।
১ ব্যাধিকশীতি সংখ্যা, হুই অধিক অশীতি সংখ্যা, ৮২ সংখ্যা।

২ ভদ্রদিত, ততঃ পুরণে ডট্ট, ব্যাশীত, ততস্তম্প, ব্যাশীতভম।

(ত্রি) ব্যাশীত সংখ্যার পূরণ। ডট্ট জিরাং ভীপ্। ব্যাশীতি-
মুন্ত শব্দাদি। ব্যাশীত। ব্যাশীতযুক্ত শব্দাদি।

ব্যাঁট (ক্ৰী) বে-বেবকপো অমুতে কারণতয়া ব্যাঘোতি
অশ-ক্ত। ভাত্র।

ব্যাঁহ (পুং) বয়ো রঙ্কলোঃ সমাহারঃ ততো ট্ সমাসাত্ত্বঃ।
দিনধর।

ব্যাঁহীন (ত্রি) ব্যাত্যাং অহর্ত্যাং নিবৃত্তাদি বিগোবীরাভ্যাহঃ
সংবৎসরাক্ ইতি হুজ্ঞেণ ষ, হুজ্ঞে অহরিতি নির্দেশাৎ ন ট্
সমাসাত্ত্বঃ। ১ দিনধর সাধা, বাহা হুই দিনে করা যায়।
(পুং) ২ ক্রতুভেদ।

ব্যাঁকায়াণ (পুং) ঋষিভেদ। তত্ত্ববিবরো দেশঃ ঐয়ুকাদিভ্যাং
ভক্তল্। ব্যাকায়ণ-ভক্ত, ভদীর বিষয় ও ভদীর দেশ।

ব্যাঁচিতি (ত্রি) বে-আচিতে সত্ত্বতি অববহতি পচতি বা ঠঞ
তত্ত লুক্। ১ আচিতিবয়ের মধ্যে আপনাতে সমাবেশক।
২ অবহারক। ৩ পাচক। জিরাং বিগোরিতি ভীপ্। পক্ষে ষ।
ব্যাঁচিভীন সমাবেশক, আহারক, পাচক। পক্ষে ঠন্।
ব্যাঁচিতিক। বিত্যাং জিরাং ভীষ্।

ব্যাঁচুক (ত্রি) বে আচুকে সত্ত্বতি অববহতি পচতি বা, ঠঞ
তত্ত লুক্। ১ আচুকবয়ের মধ্যে নিজের ভাগে সমাবেশক।
২ আচুকবয় অবহারক। ৩ আচুকবয় পাচক। পক্ষে ষ
ব্যাঁচুকীন বা ঠন্ ব্যাঁচুকিক, জিরাং ভীষ্।

ব্যাঁজুক (পুং) যৌরূপৌ আত্মানৌ বস্ত্র কপ্। বিবর্তাব রাশি-
ভেদ, মিথুন, কত্তা, ধনু ও মীনরাশি।

“চরস্থির ব্যাঁজুক নামধেরা মেবাদিরোহনী ক্রমশঃ প্রদীপ্তাঃ”

(জ্যোতিষতত্ত্ব)

ব্যাঁমুখ্যায়ণ (পুং) অমুখ্য প্রদিক্ত অমুখ্য কক্ আমুখ্যায়ণঃ
বয়ো রামুখ্যায়ণঃ ৬তৎ। প্রোক্তজ্ঞাপূর্বক হুইটী লোক কর্তৃক
গৃহীত দত্তকপুত্র, একটীপুত্র হুইজনে প্রোক্তজ্ঞা করিয়া,
অর্থাৎ এই পুত্র তোমার এবং আমার এইরূপ নিরসে বদ্ধ
হইয়া যে পুত্র গ্রহণ করা যায়, তাহাকে ব্যাঁমুখ্যায়ণ কহে।
কলিতে এইরূপ পুত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। এই পুত্র উত্তর রাশির
পিতৃদান এবং ঋণাদিকারী হইয়া থাকে। রামুখ্যায়ণ পুত্র
জনক এবং প্রোক্তগ্রহীতার এই হুইজনের পুত্র হইয়া থাকে।
“রামুখ্যায়ণন্ত জনকপ্রোক্তগ্রহীতৃত্যামাবরোবরমিতি সস্ত্রুতি-
পরঃ স উত্তরোরপি পুত্রঃ” (মিতাকরা)

ব্যাঁয়স্ (ক্ৰী) বয়োরায়সো সমাহারঃ সমাহারবিগৌ অচকুরে-
ত্যাঁষি অহ সমাসাত্ত্বঃ। বিদ্বপিত আয়ুঃকাল।

ব্যাঁহাব (ক্ৰী) বয়ো রাহাবরোঃ সমাহারঃ। আহাববয়,
অর্থাৎ নিপানবয়।

ব্যাঁহিক (ত্রি) ব্যাহে তবঃ ঠঞ বাহলকাং ন ঐহ। বাহলক
অর, যে অর হুইদিনে হর। (পারকরনি°)

দ্যোক (জি) ঘৌ বা একো বা বাহলকাং ড সমাসাত্তঃ। হুই
বা এক এইরূপ ব্যাত পদার্থ।

দ্যোগ (পুং) ঘরোযোগ্যোঃ সমাহারঃ, পূর্বোদয়াদিভ্যাম্
সাহুঃ। যোগধর।

দ্যোপশ (পুং) দীপহপশেতে আ-উপ-শে-ড, ওপশং শৃৎং বে
ওপশে যত। পশু। “দ্যোপশমিব ভাং” (শুক্ ১।১৭৩।৬)
‘সংস্কৃত্য তবন্তি তন্মাত্ৰং দ্যোপশাঃ পশবঃ’ (সারণ)



ধ, ধকার, তবর্ণের চতুর্থ বর্ণ। ব্যঞ্জননের উনবিংশবর্ণ।
ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল।

“দন্ত্যালুতুলসাঃ স্থতাঃ।” (শিক্ষা ১৭)

এই বর্ণের স্বরূপ—

“ধকারঃ পরমেশানি কুণ্ডলী মোক্ষরূপিনী।

আত্মাদিত্যসংযুক্তং পঞ্চদেবময়ং সদা ॥

পঞ্চপ্রাণময়ং দেবি ত্রিশক্তিসম্বিতং সদা।

ত্রিবিম্বসম্বিতং বর্ণং ধকারং জদি ভাবয় ॥

পীতবিহ্বালতাকারং চতুর্কর্ণপ্রদায়কঃ ॥” (কামধেনুতন্ত্র)

হে পরমেশ্বর! ধকার কুণ্ডলী এবং মোক্ষরূপিনী, আত্মাদি
তত্ত্বের সহিত সর্বদা সম্মিলিত, পঞ্চদেব স্বরূপ, প্রাণা-
পানাদি পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তিসম্বিত, বিম্বত্রয়যুক্ত এবং
পীতবিহ্বালতার ভ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট; ইহাকে সর্বদা ভাবনা
কর, ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্ণপ্রদায়ক।

এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে আভ্যন্তরের প্রথম
আবশ্যক। দন্তমূল জিহ্বাগ্রের সহিত স্পর্শ হইলে এই বর্ণ
উচ্চারিত হয়। বাহ্যপ্রথম সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।
ধনার্থ, রুচি, স্থাহু, সাক্ষত, যোগিনীপ্রিয়, নীনেশ, শঙ্খিনী,
ভোর, নাগেশ, বিশ্বপাবনী, বিশ্বণা, ধারণা, চিন্তা, নেত্রযুগ্ম,
প্রিয়, মতি, পীতবাসা, ত্রিবর্ণা, ধাতা, ধর্মপ্রবন্ধম, সন্দর্শ,
মোহন, লজ্জা, বজ্রতুণ্ডধর, ধরা, বামপাদাজুলিমূল, জ্যোষ্ঠা,
সুরপুর, স্পর্শাত্মা, দীর্ঘজন্ম, ধনেশ ও ধনসঞ্চয় এই সকল
শব্দ ধ-বাচক।

ধো ধনার্থে রুচিঃ স্থাহুঃ সাক্ষতো যোগিনীপ্রিয়ঃ।

“নীনেশঃ শঙ্খিনী ভোরং নাগেশো বিশ্বপাবনী ॥

বিশ্বণা ধারণা চিন্তা নেত্রযুগ্মং প্রিয়োমতিঃ।

পীতবাসা ত্রিবর্ণা চ ধাতা ধর্মপ্রবন্ধমঃ ॥

সন্দর্শো মোহনো লজ্জা বজ্রতুণ্ডধরং ধরা।

বামপাদাজুলীমূলং জ্যোষ্ঠা সুরপুরং ভবঃ।

স্পর্শাত্মা দীর্ঘজন্ম, ধনেশো ধনসঞ্চয়ঃ ॥” (নানাতন্ত্রশাস্ত্রং)

মাতৃকাত্মাস করিবার সময় এই বর্ণ বামপাদাজুলিমূলে
জ্ঞাস করিতে হয়। এই বর্ণের লিখন প্রকার—ত্রিকোণ রেখা
করিতে হইবে। বামরেখার স্বরূপে একটা বক্র চিহ্ন দিতে
হইবে। ঐ ত্রিকোণরূপ তিনটা রেখাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও
মহেশ্বর অবস্থান করেন এবং বাম রেখার স্বরূপে বিশ্ব-
মাতা বিবেচ্যরী অবস্থিত আছেন।

“ত্রিকোণরূপরেখায়াং ত্রয়োদেবা বসন্তি চ।

বিবেচ্যরী বিশ্বমাতা বামতঃ স্বরূপতঃ হিতা ॥” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান—

“বড়তুণ্ডাং মেঘবর্ণাঞ্চ রক্তাধরধরাং পরাং।

বরদাং শোভনাং রম্যাং চতুর্কর্ণপ্রদারিনীং।

এবং ধ্যান্য ধকারস্ত তন্মাত্রং দশধা জপেৎ ॥”

এই ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বড়তুণ্ডসম্পন্ন এবং
তাহার বর্ণ মেঘসদৃশ, তিনি সর্বদা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া
আছেন। তাহাকে ধ্যান করিয়া তাহার মন্ত্র দশবার জপ
করিতে হইবে। এইরূপ ধ্যান করিলে, তিনি চতুর্কর্ণ প্রদান
করিয়া থাকেন।

ধকার এই বর্ণ কাব্যাদিতে প্রথম বিভাগ করিলে অর্থ হয়।

“দোষঃ সোধ্যং মূঢ়ং নঃ।” (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ধ (ক্রী) দধতি স্থমতি ধা-ড। ১ ধন। (পুং) দধতি
ধরতি বিশ্বমতি ধা-ড। ২ ব্রহ্মা, যিনি বিশ্বকে ধারণ করেন,
তাহার নাম ধ। দধতি নিধিঃ। ৩ কুবের, কুবের সকল